বঙ্গীয় মহাকোষ

২য় খণ্ড

অঙ্গসপল — আলেক্সান্দ্রিয়া

বঙ্গীয় মহাকোষ

ENCYCLOPAEDIA BENGALENSIS

প্রতিষ্ঠাতা

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদকগণ

মহামঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল
ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম এ, বি এল
শ্রীইন্দুবিকাশ বসু বি এসসি
শ্রীঅজিত ঘোষ
শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য এম এ
অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য এম এ
শ্রীফণিভূষণ সেন বি এসসি
শ্রীমনীষিনাথ বসু এম এ, বি এল, সরস্বতী
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ ডি ফিল্, ডি লিট্
শ্রীঅশোকনাথ বেদান্তশাস্ত্রী এম এ, পি আর এস
শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এল
শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম এ, বি এল
অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী এম এ
অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ এম এ
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট
কলিকাতা

পৃষ্ঠপোষকগণ (Patrons)

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

ময়ূরভঞ্জাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও

বর্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই, আই-ও-এম

কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম-এ, বি-এল

নাটোরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়

রায় স্যর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর কেটি, এম-এ এম-ডি, পি-এইচ-ডি, এফ-আর-এ এস-বি

মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি, এম-এ, বি এল

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কেটি, সি-আই-ই, এম-এ

নিয়ামক সমিতি (Advisory Board)

আচার্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেটি, সি-আই-ই, ডি-এসসি, এফ-আর-এ-এস-বি (সভাপতি)

জাম্বনী-ধলভূমাধিপতি রাজা শ্রীজগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব বাহাদুর

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্, বার-এট-ল

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ভক্তিভূষণ — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার — খাঁ বাহাদুর কে. এম. আসাদুল্লাহ্

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার

শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত — কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক

পরিচালক সমিতির সম্পাদক—শ্রীঅজিত ঘোষ

—০—

প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক

স্বর্গগত স্যর প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকো

শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, এম-এ, পাইকপাড়া

কুমার শ্রীবিশ্বনাথ রায়, কলিকাতা

শ্রীযতীন্দ্রলাল শীল, কলিকাতা

কুমার শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়, তাড়াশ, পাবনা

স্বর্গগত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, মৈমনসিংহ

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, আঠারবাড়ী, কলিকাতা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কাশীপুর

স্বর্গগত রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এষ্টেট পাইকপাড়া

বিভাগীয় সঙ্ঘের (BOARD) কয়েক জন সম্পাদক

দর্শন—

অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পিএইচ ডি

" শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম এ (লণ্ডন), আই ই এস

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতীয় ধর্ম ও বৃহত্তর ভারত—ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি এম এ, ডি লিট্

ইতিহাস—

প্রাগৈতিহাসিক যুগ—রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ

প্রাচীন যুগ—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ, পিএইচ-ডি

" হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, পিএইচ ডি

" নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পিএইচ ডি

শিলালিপি ও তাম্রশাসন—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ, পিএইচ ডি

" বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পিএইচ ডি

মধ্যযুগ—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, পিএইচ ডি, ডি লিট

বর্তমান যুগ—ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

ভূগোল ও ভ্রমণ—ডক্টর বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পিএইচ ডি এফ আর জি এস, এফ আর এ এস বি

প্রাদেশিক ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞান—

ক। পদার্থ-বিজ্ঞান—ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ পিএইচ ডি, ডি এসসি

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ

খ। রসায়ন-বিজ্ঞান—ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, ডি এসসি

" হেমন্তকুমার সেন এম এ, ডি এসসি

" সহায়রাম বসু এম এ, পিএইচ ডি

" পুলিনবিহারী সরকার ডি এসসি

গ। জীব-বিজ্ঞান—ডাক্তার চারুচন্দ্র বসু এম বি

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম এসসি

ঘ। নৃতত্ত্ব ও জাতিবিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

ঙ। গণিত—ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি

" জ্যোতির্ময় ঘোষ এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, পি আর এস

" শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

চ। জ্যোতির্বিজ্ঞান—ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম এ

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিষতীর্থ

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছ। পূর্তবিজ্ঞান—রায় শ্রীঅমরনাথ দাস বাহাদুর বি ই

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জ। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান—ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম ডি

" গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম বি

ঝ। ভূবিদ্যা—শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস এম এসসি

ঞ। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব (Experimental Psychology)—

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি এসসি, এম বি

শিল্প ও ললিতকলা—

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এম এ, পি আর এস, ডি লিট

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ

শ্রীনির্মলকুমার বসু এম এসসি

মৃৎশিল্প—শ্রীসত্যসুন্দর দেব

অভিনয় ও নাট্য—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম এ

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ

সিনেমা—শ্রীসতু সেনগুপ্ত

রেডিও—ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র ডি এসসি

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি এ

সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ

কৃষি—রায় শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর

বঙ্গ-সাহিত্য—

প্রাচীন যুগ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

মধ্যযুগ (বৈষ্ণব-সাহিত্য)—প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ

ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্ত এম এ, পিএইচ ডি

উনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান যুগ—

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, পি আর এস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম এ, পি আর এস

বর্তমান কাব্য-সাহিত্য—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্রাদেশিক শব্দ, প্রবাদ ইত্যাদি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম এ

বিভিন্ন সাহিত্য—

সংস্কৃত-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পিএইচ ডি

শ্রীগুরুপদ হালদার বি এ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র—শ্রীসজনীকান্ত দাস বি এসসি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলমান-সাহিত্য—এ. এফ. এম. অবুল 'অলি এম এ, এম আর এ এস, এফ আর এস এল, এফ আর জি এস

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, পিএইচ ডি

„ হিদায়েত হোসেন পিএইচ ডি

„ এনামল হক্ এম এ, পিএইচ ডি

উৎকল-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস এম এ

হিন্দী ও উর্দু—অধ্যাপক শ্রীরামনারায়ণ সিং সাহিত্যরত্ন

মারবাড়ী-সাহিত্য—শ্রীদুর্গাদাস যোশী

মৈথিল—পণ্ডিত বাবুয়াজি জ্যোতিষাচার্য

ইংরেজি-সাহিত্য—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পিএইচ ডি

জর্মান-সাহিত্য—ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী এম এ, পিএইচ ডি

জৈন-সাহিত্য—শ্রীবাহাদুর সিং সিঙ্ঘী

শ্রীছোগমল চোপড়া বি এল

বৌদ্ধ-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

অসমীয়া-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ শর্মা এম এ

অর্থনীতি—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এসসি

ব্যবহার-শাস্ত্র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল

ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল

রাজনীতি ও গভর্মেণ্ট—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ

চিকিৎসা—ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এম এ, এম বি, বি সি

„ ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম বি

„ প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু এল এম এফ, এম বি

আয়ুর্বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

„ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ

„ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

বঙ্গীয় মহাকোষ

অণ্ডগজ—(বৈদ্যক) চক্রমর্দ, চাকুন্দে। —রাজনি° বর্গ ৪. ৮; ধন্বন্তরি-নি° বর্গ ৪. ৪। [চক্রমর্দ দ্র°]

অণ্ডজ—[অণ্ড + √জন্ + অ (ড)—ক ; স্ত্রী - ·া] বিণ, **১** অণ্ড হইতে জাত। মনু (১. ৪৪) বলিয়াছেন, পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, কচ্ছপ, এই প্রকার স্থলজ কৃকলাসাদি ও জলজ শঙ্খাদি জন্তুসকল অণ্ডে জন্মিয়া থাকে, এই জন্য অণ্ডজ। **২** অণ্ডজাত প্রাণী। —কুমার° ৩. ৪২। **৩** ব্রহ্মা (ষষ্ঠ জন্মে)। **৪** পক্ষী।—রা° (গো°) ৩. ১৩. ৬ ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ **৫** সর্প, সরীসৃপ ॥ অম° মে° ত্রিকাণ্ড° ॥ **৬** মৎস্য।—রাজনি° বর্গ ৬. ৪৩:॥অম° অভি° বো-রো°॥ **৭** নক্র, কুম্ভীর। **৮** কৃকলাস। **৯** কচ্ছপ। **১০** শঙ্খ। **১১** ময়ূর ॥ অম° বো-রো° ॥ **১২** গরুড় ॥ অম° বো-রো° ॥ **১৩** মহাদেবের নাম-বি°।—বায়ুপু° ৩০. ২২৭।

অণ্ডজা—[অণ্ড + √জন্ + ড + স্ত্রী আ] স্ত্রী°, **১** মৃগনাভি, কস্তূরী musk ॥ বিশ্ব° মে° অভি° শব্দ° ॥ **২** পক্ষিণী। **৩** বিণ, অণ্ডোৎপন্না, ডিম্ব হইতে যাহার জন্ম।

অণ্ডজেশ্বর—[অণ্ডজদিগের, পক্ষীদিগের ঈশ্বর] গরুড়।—রা° (গো) ৫. ৪২. ১১ ॥ বো-রো° ॥

অণ্ডধর—শিবের নাম-বি°।—সহস্রনাম।

অণ্ডপ্রসূ—বিণ, স্ত্রী°, ডিম্বোৎপাদিকা।

অণ্ডভূ—অণ্ডজাত জন্তুর স্ত্রীজাতি the female of an oviparous animal.

অণ্ডভূত জাতক—পালিজাতকের ৬২ সংখ্যক কাহিনী। স্ত্রীলোকের অবিশ্বস্ততা বিষয়ে কোন ভিক্ষুকে উপদেশদান-কালে বুদ্ধদেব এই কাহিনী বর্ণনা করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, রাজা স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতা-সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া পাশা খেলায় জয়ী হইতেন। রাজ-পুরোহিত রাজার সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য কোন রমণীকে মাতৃগর্ভ হইতে সতর্ক প্রহরায় কেবলমাত্র রমণীগণ-বেষ্টিত রাখিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিবাহ করেন ; সে রমণী স্বামী ভিন্ন জীবনে আর কোন পুরুষকে দেখে নাই। রাজার ষড়্‌যন্ত্রে পুরোহিত-পত্নী কোন মালাকরের ভালবাসায় পতিত হইয়া ব্যভিচারিণী হয়। ইহাতে রাজার সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। — জাতক ১. ২৮৯।

অণ্ডবস্ত্রকা—(বৈদ্যক) শ্বেতমূকা। পর্যায় শব্দ—অঙ্গবস্ত্রোত্থা, লিক্ষা, যূকা।—রাজনি° বর্গ ১৯. ৩২।

অণ্ডবৃদ্ধি—অণ্ডবৃদ্ধিরোগ-বি° [অণ্ডকোষ-শোথ দ্র°]।

অণ্ডহস্তী—(বৈদ্যক) চক্রমর্দ, চাকুন্দে। —রাজনি° বর্গ ৪. ৮।

অণ্ডাকর্ষণ—[৬-তৎ] ক্লী°, **১** অণ্ডকোষ হইতে অণ্ড বহিষ্করণ, মুষ্ক হইতে অণ্ডের নিষ্কাশন। **২** দামড়াকরণ, খোজাকরণ castration. **৩** ব্যর্থীকরণ, বিফলীকরণ।

অণ্ডাকার, ·কৃতি—[ডিম্বাকারের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার—উ-বহু° ; স্ত্রী— ·া] **১** অণ্ডসদৃশ বৃত্তক্ষেত্র ellipse. **২** বিণ, অণ্ডসদৃশ, ডিম্বাকার oval, elliptical.

অণ্ডাল—[অণ্ড + আলু — অস্ত্যর্থে] **১** (অণ্ড [ডিম] হয় বলিয়া) মৎস্য ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° ॥ **২** ডিমওয়ালা মাছ ই°। **৩** অণ্ডবিক্রেতা, ডিমওয়ালা। **৪** বিণ, অণ্ডযুক্ত, ডিমওয়ালা, অণ্ডাদার।

অণ্ডিল —অণ্ডমধ্যস্থ শ্বেতাংশবৎ পদার্থ albumen.

অণ্ডীর — অণ্ড + ঈরন্ — অস্ত্যর্থে] ১ শক্তিমান্ পুরুষ, বলবান্ পুরুষ, সমর্থ পুরুষ। বীর্যাধার বলিয়া অণ্ড=শক্তি, বল ॥ মে° শব্দ° ॥ ২ ষণ্ড ॥ 'ষণ্ডশ্চাণ্ডীরৌ'—ত্রিকাণ্ড°। ৩ পুরুষ full grown, full developed man ॥ মে° শব্দ° ॥ ৪ বিণ, শক্ত, সমর্থ ॥ মে° শব্দ° ॥

অণ্ডীল — [অণ্ডীর> ; প্রচলিত বা° আণ্ডীল] বিণ, ধনবান্, ঐশ্বর্যশালী।

অণ্ডুক—টিট্টিভ পক্ষীকে অনেক সময় এই নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। 'টিট্টিভস্ত কটুক্বাণ উৎপাদশয়নোঽণ্ডুকঃ।' — বৈজ°। [টিট্টিভ দ্র°]—সত্যচরণ লাহা: জলচারী, কলি. ১৯৩৫, ৫১।

অণ্ডের কুসুম—ডিমের ভিতরের সার বস্তু yolk.

অণ্ণয়াচার্য — গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ— রামানুজদিব্যচরিত, রামানুজচরিত, রামানুজ-বিজয়। — Krishnamachariar : Cl. Sans. Litt., 206 ; Rice, 240.

অণ্ণয়ার্য (শ্রীশৈল) — গ্রন্থকার-বি°। শ্রীশৈল-ব° শ্রীনিবাস তাতার্যের পুত্র এবং 'তত্ত্বমার্তণ্ড' এবং 'জিজ্ঞাসাদর্শন'-প্রণেতা শ্রীনিবাসাচার্যের ভ্রাতা। ইনি কোশলবংশীয় রাঘবের পুত্র রাজা বেঙ্কটের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার 'তত্ত্বগুণাদর্শ' নামক গ্রন্থে জয় ও বিজয়ের কথোপকথনচ্ছলে শৈব ও বৈষ্ণব-ধর্মের মূল সূত্রগুলির তুলনামূলক আলোচনা ইনি করিয়াছেন।—Krishnamachariar : Cl. Sans. Litt., 548.

অণ্ণাশাস্ত্রী — গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ— মীনাক্ষীপরিণয়।—Mysore Cat. 279.

অগ্নিগ—নামান্তর—অগ্নয্য। নোল.ম্ব-পল্লব-রাজ-বি°। ইনি নোল.ম্ব-বংশীয় ৭ম নৃপতি। ৬ষ্ঠ নৃপতি অয্যপদেব নন্নিগ ইঁহার পিতা এবং তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ইনি সিংহাসন লাভ করেন। ৮ম নৃপতি ইঁহার অনুজ দিলীপয্য। ইঁহার পুত্র ইড়ুগ। ৯৩১, ৯৩৬ ও ৯৪০ খ্রী° ইঁহার রাজ্যকালের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ৩য় কৃষ্ণের দেওলি-তাম্রশাসন (৮৬২ শক°= ৯৪০-১ খ্রী°) হইতে জানা যায়, ইনি ৩য় কৃষ্ণ-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ৯৪১ খ্রী° মধ্যেই সম্ভবতঃ ইঁহার রাজ্যকাল শেষ হয়, কারণ ইঁহার অনুজ দিলীপয্যের শাসনকাল ৯৪২ খ্রী° হইতে ৯৬৬ খ্রী° পর্যন্ত জানিতে পারা যায়। সালেম জেলার ধর্মপুরী-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গসাম্রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াও ঐ স্থান নোল.ম্বরাজ-কর্তৃক শাসিত হইত। এক্ষেত্রে নোল.ম্বরাজকে সামন্তরাজ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

[V. Rangachari : List of Inscriptions, ii. Salem. 82 ; MER, 198 of 1910 ; HInsSI, 44, 372 ; EI, v. 191 ; x. 58, 634 ; xvi. 278-80 ; Fleet : Dynasties of Kanarese Districts, 420]

অগ্নিগেরি—নামান্তর অগ্নিগেরে, অগ্নীগেরে, অগ্নিতটাক। বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার নরগুন্দ তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগরী। গদগ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ধারবার-গদগ-বেলারী রোডের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ২৫´ উ°; দ্রাঘি° ৭৫° ২৬´ পূ°। শস্য ও তুলা অগ্নিগেরির প্রধান ব্যবসায়। পূর্বেও বৃটিশ-অধিকারের প্রথমে অগ্নিগেরি, ধারবার ও হুবলী বোম্বাইএর এই তিনটী স্থান কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সপ্তাহে এক দিন এইখানে একটী বৃহৎ বাজার বসিয়া থাকে।

অগ্নিগেরির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ৮৬৬ খ্রী°। এই সময়ে ইহাকে কন্নড় (কানাড়া) জেলার রাজধানীরূপে দেখা যায়।[১] ৭৮৮ শক° অমোঘবর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্কে ধারবার জেলার অন্তর্গত শীরূরের প্রস্তর-লিপিতে দেখা যায়, অমোঘবর্ষের অধীন শাসনকর্তৃরূপে দেবণয্য বেল্.ভোল (৩০০) এর রাজধানী অগ্নিগেরিতে শাসন করিতেন।[২] অতঃপর ১০৭০ খ্রী° ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১১৬১ খ্রী° কলচুরিরাজ বিজ্জল পশ্চিম চালুক্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।[৩] এই বর্ষেই বিজ্জলের অধীন সামন্তাধিপতি দণ্ডনায়ক শ্রীধর রাজধানীরূপে এই স্থানে অবস্থান করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন দেখা যায়। বিজ্জলপুত্র সোমেশ্বরের (১১৬৭—৭৫ খ্রী°) যে সমুদয় লিপি এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ অগ্নিগেরি অন্ততঃ ১১৭৫ খ্রী° পর্যন্ত কলচুরি-রাজগণের অধীন ছিল। ১১৮৪ খ্রী° পশ্চিম চালুক্যরাজ ৪র্থ সোমেশ্বর (১১৮২—৮৯ খ্রী°) তাঁহার রাজধানী কল্যাণে নবোদ্ভূত সম্প্রদায় লিঙ্গায়তগণের সহিত জৈনগণের বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কিছুকালের মধ্যে চালুক্য-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৮৪ খ্রী° সোমেশ্বরের সামন্ত দণ্ডনায়ক বর্মরসকে অগ্নিগেরিতে রাজধানী করিয়া শাসন করিতে দেখা যায়।[৪] ১১৮৯ খ্রী° অগ্নিগেরির একটী লিপিতেও রাজধানীরূপে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে ৩য় দেবগিরি-যাদব ভিল্লমের (১১৮৭ —৯১ খ্রী°) সামন্ত মহামণ্ডলেশ্বর বাছিরাজ বা বাছন বেল.গোল প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন লিপিসমূহে বেল.ভোল-(৩০০) এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] বাছনের অব্যবহিত পরে ধারবারের অধিকাংশ অংশ হয়শলরাজ বল্লাল বা বীরবল্লাল বা ২য় বল্লালের হস্তগত হয়। তাঁহার লিপিসমূহের সময় ১১৯২ – ১২১১ খ্রী°। তাঁহারই একটী লিপিতে দেখা যায়, ইহা তাঁহার অধীন ধারবারের রাজধানী ছিল।[৬]

১ IA, xii. 220 ; BG, i. pt.-ii, 305 n. 1.

২ IA, xii. 215 ; BG, i. pt.-ii, 405.

৩ Fleet : Kanarese Dynasties, 54.

৪ ঐ, 55.

৫ BG, i. pt.-ii, 304.

৬ Fleet : Kanarese Dynasties, 67, 68.

বল্লাল সামন্তাধিপতি ছিলেন, কারণ ১২০৮ খ্রী° দণ্ডনায়ক বল্লয্য নামে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭]

১৮০০ খ্রী° ১৭ই জুলাই ধুন্দিয়া বেগ যখন কর্নেল ওয়েলেসলী-কর্তৃক অনুসৃত হন, তখন ওয়েলেসলী অগ্নিগেরিতে ঘাটি স্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটিশ-শাসনের প্রারম্ভে অগ্নিগেরি ও উহার সন্নিবেশিত কয়েকটী গ্রাম নিপানি-সর্দারকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৯ খ্রী° উহা সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[৮]

নগরীর ঠিক মধ্যস্থলে 'অমৃতেশ্বর' নামে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। জখনাচার্য ইহার নির্মাতা। মন্দিরটী কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত ও ৭৬টী স্তম্ভযুক্ত। মন্দিরের দেওয়াল পৌরাণিক তক্ষণকার্যে পরিশোভিত। মন্দিরটীতে ৬টী লিপি আছে। লিপিগুলির সময়কাল যথাক্রমে ১১৫৭, ১১৮৯, ১২০০, ১২০২, ১২০৭ ও ১২০৮ খ্রী°। অমৃতেশ্বরের মন্দির ব্যতীত আরও সাতটী ছোট ছোট মন্দির আছে; এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটীতেই দুই-একটী করিয়া লিপি পাওয়া যায়। বনদশঙ্করীর মন্দিরে দুইটী লিপি আছে—একটী ১১৬২ ও অপরটী ১১৮৬ খ্রী°-র। বসপ্পের মন্দির হুবলীদ্বারের দক্ষিণে অবস্থিত। এই মন্দিরে ১১৭৬ খ্রী° একটী লিপি আছে। একটী জৈন-মন্দির বা বস্তীতে ১০৭১ খ্রী° একটী লিপি পাওয়া যায়। পুলিশ-স্টেশনের নিকটবর্তী গঞ্জী বসপ্পের মন্দিরে দুইটী লিপি বর্তমান—একটীর সময় ১১৯৭ খ্রী°, অপরটীর সময় ১৫৩৯ খ্রী°; ১৫৩৯খ্রী°-র লিপিটী বিজয়নগররাজ অচ্যুতরায়-প্রদত্ত এবং বিশেষভাবে সংরক্ষিত। হিরি হনুমন্তের মন্দিরে একটী লিপি আছে, উহার সময় ১১৫৭ খ্রী°। মৈলারের মন্দিরে ১০৯৭ খ্রী°-র একটী লিপি পাওয়া যায়। পুরন্দপ্পের মন্দিরে একটী লিপি আছে, উহার সময় ১১৮৪ খ্রী°।

৭ BG, i. pt.-ii, 506.

৮ Supplementary Despatches, ii. 57.

[BG, xv. pt.-ii, 89, 92 ; xxii. 650-51 ; IG, v. 386 : EI, ii. 170 ; v. 166 ; vi. 71, 74n, 100, 100n, 101, 107 ; xiii. 176 ; xv 337. 48 : xviii. 201n ; এবং পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অণ্ব—[বৈদিক] ক্লী°, ১ পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র।—ঋ° ৯. ৯১. ৩। ২ অণু সূক্ষ্ম (লোম)।—ঋ° ৯. ৮৬. ৪৭। ৩ শব্দ।—ঋ° ৯. ১০. ৫ ॥ বো-রো° ॥

অণ্বস্ত—কোন কঠিন বা সূক্ষ্ম বিষয়ের (point) সমাধানকল্পে প্রশ্ন।

অণ্বী—[বৈদিক] ১ অঙ্গুলি। ২ বিণ, [অণু+ঈপ্—বিকল্পে; পক্ষে অণ্ব্] ক্ষীণা।

অৎ$_{১}$—[ভ্বা° প° অক° সেট্। লট্—অততি। লিট্—আত। লুট্—অতিতা। লৃট্—অতিষ্যতি। লুঙ্—আতীৎ। তুম্—অতিতুম্; ক্ত—অত্ত, অতিত। অততি=গতিকর্ম—নৈঘণ্টুকাণ্ড ৩. ১। ১ সতত গমন করা to go constantly. সতত ভ্রমণ করা। 'সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৄরন্যা ঋতাবরী। অতন্নাহেব সূর্যঃ।'—ঋ° ৬. ৬১. ৯। ২ [অক°] সতত প্রাপ্ত হওয়া।

অৎ$_{২}$—[ভ্বা° প° সক° সেট্। ইদিৎ। লট্—অন্ত্যতি। লুঙ্—আন্তীৎ। আত্মনে° (বিরল)—লট্—অন্ততে] বন্ধন করা।

অৎ$_{৩}$—[ভ্বা° প° সক° সেট্। লট্—অততি। লুঙ্—আতীৎ] বন্ধন করা।

অৎ$_{৪}$—[√অৎ+ক্বিপ্—উর্জাদিগণ] ১ প্রত্যাহার-বি°=অ (অ-কার)। অষ্টাধ্যায়ীর 'অণুদিৎসবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' (পা° ১. ১. ৬৯) এই সূত্রানুসারে 'অ' বলিলে 'আ'-ও বুঝাইবে। কিন্তু 'তপরস্তৎকালস্য' (পা° ১. ১. ৭০) এই সূত্রদ্বারা অৎ বলিলে কেবল 'অ'-ই বুঝাইবে। ইহা হ্রস্ব অ। দীর্ঘ বা প্লুত অ বুঝাইবে না। কিন্তু অৎ বলিলে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত 'অ' বুঝাইবে। এই ত্রিবিধ 'অ' অনুনাসিক বা নিরনুনাসিক। তবে কোথাও দীর্ঘ বা প্লুত অ বুঝাইতে পারিবে না।

যে সকল শব্দের শেষে অৎ (অর্থাৎ অ-কার) থাকিবে তাহাদের 'ভিস্' স্থানে 'ঐস্' হইবে; যেমন বৃক্ষৈঃ। কিন্তু 'খট্বা' শব্দের শেষে আকার থাকায় 'খট্বাভিঃ' হইবে। পাণিনির 'অতোভিস ঐস্' (পা° ৭. ১. ৯) সূত্রের প্রয়োগ হইবে না।

অৎক—ঋগ্বেদে এই শব্দের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। Roth, Grassmann, Ludwig, Zimmer, Macdonald, Keith প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের ১. ৯৫. ৭; ২. ৩৫. ১৪; ৪. ১৮. ৫; ৫. ৫৫. ৬; ৭৪. ৫; ৬. ২৯. ৩; ৮. ৪১. ৭; ৯. ১০১. ১৪; ১০৭. ১৩ ঋকের অর্থ করিয়াছেন 'পরিচ্ছদ'। Pischel (Vedische Studien 2. 193-204) কিন্তু এ অর্থ স্বীকার করেন না। তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন 'পরশু' বা কুঠার।

অৎসি—কবি-বি°। প্রকৃত নাম অব্ ইস্-হাক্ হল্লাজ্। [অব্ ইস্-হাক্ হল্লাজ্ দ্র°]—OBD.

অৎ-সিজ.$_{১}$—খ্বারিজ.ম্-এর অন্যতম সুলতান। পূর্ণ নাম—অৎ-সিজ. ইব্ন্-ঔক্। পূর্ব সীরিয়ার প্রদেশসমূহের অধিপতি ও অল্প্ অর্সলানের পুত্র তুতুশ্ বা তুতুর্শ্ ইঁহাকে বন্দী করেন এবং অতঃপর ১০৭৮ খ্রী° ২৯এ অক্টো° ইঁহাকে হত্যা করিয়া ইঁহার রাজ্য আপনার অধিকারভুক্ত করেন।—OBD.

অৎ-সিজ.$_{২}$—খ্বারিজ.ম্-এর অন্যতম সুলতান। পিতা—কুৎবুদ্দীন মুহম্মদ; পিতামহ—অনুশ্তকীন্। সুলতান সন্জর্ সল্জূকীর সমসাময়িক, তাঁহার সহিত ইনি কয়েকটী যুদ্ধও করিয়াছিলেন। মৃত্যু—১১৬৬ খ্রী°। অতঃপর ইঁহার পুত্র অল্প্ (অপ) অর্সলান্ সিংহাসনারোহণ করেন।—OBD.

অৎ-সিজ.$_{৩}$—ঘোরের অধিপতি। 'অলা-উদ্দীন হসন্ জহান্ সোজ.-এর পুত্র। ইনিই এই বংশের শেষ নৃপতি। বহা-উদ্দীন সামের পরে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। গজ.নীর সুলতান তাজুদ্দীন এল্দূজে.র সহিত যুদ্ধে ইনি নিহত হন (প্রায় ১২১১ খ্রী°)।—OBD.

অৎ-হর, অথর খাঁ—কবি-বি°। বুখারার অধিবাসী। পিতা—অমীর নিজ,ামুদ্দীন রজ.বী। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালে ইনি ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া ইনি আপনার কবিতাসমূহ একটী দীবানে সংকলন করেন।—OBD.

অত—[সং ইয়ৎ; হিং—উত্তা, উতনা, ওতা; গুজ°—আট; মৈং-ওতেক; সিন্ধী—ওতি; পঞ্জাবী-উত] বিণ, **১** তাদৃশ পরিমাণ, ততগুলা, ঐ সংখ্যক। **২** এই পরিমাণ। **৩** আধিক্য, বাড়াবাড়ি। 'অত সব আদর গেও দরসাই' — বি-প° ১৩. ১১। **৪** এইরূপ, সেই প্রকার। **৫** [সং শতৃ (অৎ) >প্রা° অন্ত>বা অত] 'প্রবৃত্ত ক্রিয়ার অবিরাম' অর্থে; যেমন—শুনত—শুনিতে শুনিতেই ॥ ব-শব্দ°॥

অতএ, অতয়ে, অতেব—[সং অত-এব > অতএ (বৈ-সা°)] অতএব, অতঃপর, এই হেতুই; কাজে-কাজেই, সুতরাং। 'বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ হেরি হেরি না পুরল আসা'—বি-প° ৩০. ৮। 'অতএ চলহ সখি ভীতর কুঞ্জ'—বি প° ১৩৮. ৭।

অতএব—**১** এই হেতু, এই নিমিত্ত। **২** সুতরাং, কাজে-কাজেই।

অতঃ (মূ°-অতস্) —[এতদ্ + তস্ (তসিল্) পঞ্চম্যর্থে—পা° ৪. ৩. ৫, ৭] বা, **১** এই কারণে, এই হেতু। 'সর্বং ভবান্ তাবদতোঽভিধাসো' — রঘু° ২. ৪৩। **২** (বৈদিক) এই জন্য। 'মর্তো মর্তং মর্চয়তি দ্বয়েন। অতঃ পাহি স্তবমান স্তবন্তম্'—ঋ° ১. ১৪৭. ৫। 'অতোঽপহন্তি' — শ-ব্রা° ১. ১. ৪. ২১। 'এতস্মাচ্ছাত্রাচ্ছন্দোঽধীষ। অথো অতো ব্যাকরণমপ্যধীষ্ব' — পা° ২. ৪, ৩৩। **৩** ইহা হইতে, ইহা অপেক্ষা। 'অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিঃ' — মনু° ৫. ৩১। **৪** এই সময়ে, স্থান বা দেশ হইতে। 'অত উর্ধ্বং তু ভূয়স্তং প্রীতিমাহর্তু মর্হসি' — নলোপা° ২৫. ১১। 'নিবসিষ্যসি ময্যের অত উর্ধ্বম্'—গী° ১২.৮। ~পরম্—ইহার পর, এখন হইতে। 'নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ'—শ্বেত-উ° ১. ১২; 'ভাগ্যাধীনমতঃপরম্' — শকু° ৪. ১২২; বিক্রমো° ৮৯. ২।

অতঃপর — [সং অতঃপরম্। প্রা° বা° কখন কখন 'অতঃপর' স্থানে 'অতঃপরে' এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন—'অতঃপরে যায় মুনি ফিরি ফিরি চায়'—কৃত্তি রা°; বা° অতঃপর ভূয়িষ্ঠ প্র°] ক্রি-বিণ, অনন্তর, তৎপরে, তারপর, ইহার পরে।

অতও—[মৈ° এ=ও] **১** অতএব। **২** তদবধি।

অতউর্ধ্ব — তাহার পর, ইহার পর ॥ মনি° ॥

অতক—পথিক।

অতট— [অ+তট — নঞ-বহু°] বিণ, **১** তটশূন্য, তীরবিহীন, অবলম্বনস্থানশূন্য। 'মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ' — শকু° ৬. ৬৭ ॥ বো-রো° ॥ **২** পস্তর, শিলা। **৩** পর্বতের উচ্চস্থান, তুঙ্গ। **৪** প্রপাত, ভৃগুভূমি।—অম° ২. ৩. ৪; অভি° ১০৩২ ॥ বো-রো° ॥ **৫** ভূমির অধোভাগ বা নিম্নদেশ। **৬** (বা°) নদীর অত্যুচ্চ তীর, আড়া, ধার। **৭** বিপুল **৮** অনঙ্গ। **৯** তৃতীয় নরক।

অতত্ত্ববৎ—সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ॥ মনি° ॥

অতত্ত্বার্থবিৎ—ব্রহ্মাত্মা-সম্বন্ধে অজ্ঞান ॥ মনি° ॥

অতথা—[ন তথা—নঞ-তৎ] **১** অসত্য। **২** অসদৃশ। বেঠিক। **৩** অসাবধান। 'উপো যু শৃণুহী গিরো মঘবন্মাতথা ইব।'—ঋ° ১. ৮২. ১।

অতথোচিত—[ন অথোচিত—নঞ-তৎ] বিণ, **১** তাহার অনুচিত, অযথাযোগ্য। রা° ২. ১৩১. ॥ বো-রো° ॥ **২** অসঙ্গত। **৩** যে-সে প্রকার দুঃখে অনভ্যস্ত, কঠোরতা-সহিষ্ণু। 'ক্লেশানামতথোচিতঃ' — রা° ২. ১০৪. ৬. ॥ বো-রো° ॥

অতথ্য—[ন যথার্থ (সত্য)—নঞ-তৎ] বিণ, অযথার্থ, অলীক, মিথ্যা। **~ভাষী**—(মূ°-ভাষিন্) — [অতথ্য—ভাষ (বলা) + ণিন্-ক] বিণ, মিথ্যাবাদী। **~বাদী** (মূ°-বাদিন্)—বিণ, যে সত্য কথা বলে না, মিথ্যাবাদী।

অতদ্গুণ—(ছন্দো-শা°) অলঙ্কার-বি°। যে স্থানে কারণসত্ত্বেও গুণগ্রহণ দেখা যায় না, সেই স্থানে 'অতদ্গুণ' অলঙ্কার হয়, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বস্তুর নিকটে থাকিয়াও তাহার গুণ গ্রহণ না করিলে 'অতদ্গুণ' অলঙ্কার হয়। 'তদ্রূপানুহারশ্চ হেতৌ সত্যপ্যতদ্গুণঃ' — সা-দ° ১০. ১১৮।

সঙ্গতান্যগুণানঙ্গীকারমাহুরতদ্গুণম্।
চিরং রাগিণি মচ্চিত্তে নিহিতাপি ন রজ্যসি ॥
শব্দ° ॥

যথা—
'হন্ত সান্দ্রেণ রাগেণ ভৃতেঽপি হৃদয়ে মম।
গুণগৌর নিষন্নোঽপি কথং নাম ন রজ্যসি।'

এখানে রাগপূর্ণ হৃদয়ে বাস করিয়াও নায়ক রাগ প্রাপ্ত হয় নাই। এই স্থলে দুই প্রকার রাগের অভেদাধ্যবসায়মূলক 'অতদ্গুণ' হইয়াছে, এবং নায়ক অত্যন্ত হৃদয়-সম্পর্কহেতু রাগপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও তাহা প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং 'গুণগৌর' এই সম্বোধন পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

অথবা—'গাঙ্গমম্বু সিতমম্বু যামুনং কজ্জলাভ-
মুভয়ত্র মজ্জতঃ।
রাজহংস তব সৈব শুভ্রতা চীয়তে
ন চ ন চাপচীয়তে।'

'হে রাজহংস! তুমি কখনও গঙ্গার শুভ্র সলিলে এবং কখনও কাজল-সদৃশ যমুনার জলে নিমজ্জিত হও। কিন্তু তথাপি তোমার শুভ্রতা কখনও বর্ধিত বা ম্লান হয় নাই।'

এই উদাহরণে অপ্রস্তুত প্রশংসা বিদ্যমান থাকিলেও গঙ্গা ও যমুনা অপেক্ষা প্রকৃত রাজহংস গঙ্গা ও যমুনার সমাগমেও তাহাদের রূপ গ্রহণ করে নাই। অপরের গুণ গ্রহণ না করাতেই 'অতদ্গুণ' হইল।

অতদ্গুণসংবিজ্ঞান—[বহুব্রীহি] **১** যে বহুব্রীহি স্বার্থে অন্বয়ী হইয়া স্বার্থঘটকেরও

অন্বয়বোধনে অসমর্থ তাহাই অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান। যথা — 'দৃষ্টসাগরমানয়', 'চিত্রগুমানয়'।—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। ২ যেখানে স্বার্থের উপলক্ষণতাহেতু বিধেয়ান্বয় হয় সেখানে অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান হয়। যথা— 'চিত্রগু'।—ন্যায়কো°।

অতদ্‌বির—[ন তদ্‌বির (ফা°, (= দেখাশুনা)— নঞ্‌ - তৎ] তত্ত্বাবধানের অভাব, অমনোযোগ।

অতদর্হ—অযাথার্থিক, অন্যায় ॥ মনি° ॥

অতন—[√অৎ + ল্যুট্‌] গমন, ভ্রমণ। ~বান্‌—[মু°-বৎ]—যে ভ্রমণ করে, ভ্রমণকারী।—নিরুক্ত ৫. ১০; বাজ-স° ৩. ৩৭ ॥ মনি° বো-রো° ॥

অতনু—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, ১ অসূক্ষ্ম, অক্ষীণ, স্থূল। ২ অক্ষুদ্র। ৩ [যাহার তনু নাই—বহু°] অদেহ, অশরীরী। 'অতনু আভাস ছিলে'—কুহু ও কেকা, ২১ ॥ ব-শব্দ° ॥ 'বহুথন অতনু-মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল ভাগল তব গোই দেবা।'—প-ক° ১৪০. ৬। ৪ মদন, অনঙ্গ, কামদেব। 'উপমিত অতনু বিকার লুকায়ত কত কত সে সব জানে।' —পদর° ৪৭২. ৩। ৫ (বৈ-সা°) প্রচুর। 'দোসর দৈব বুঝিয়ে অনুমান। অতনু এ তনু-র চি কতই বিধান ॥'—পদর° ২০৭. ১০। ~ক— (বৈ-সা°) অতনু। 'এক তনু গোরা কনক-কটোরা অতনুক কাঁচলা উপাম।' —বি-প° ৩০. ৫।

অতন্ত্র—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, ১ তন্ত্রবিহীন, তারশূন্য। ২ যাহার কারণ নাই, অকারণ। 'ইতি জ্যেষ্ঠতা চাতন্ত্রম্‌'—দায়ভাগ° ৩৭. ১৫; 'ক্লীবত্বমতন্ত্রম্‌'—সিদ্ধান্ত° ৬৪; হ্রস্বগ্রহণমতন্ত্রম্‌'—পা° ১. ২. ৩২. ॥ বো-রো° আপ্‌° ব-শব্দ° ॥ ৩ বলিবার ইচ্ছাশূন্য, বিবক্ষাশূন্য। ৪ অপ্রধান। ~ী—[অতন্ত্র+স্ত্রী ঈ] বিণ, তন্ত্রবিহীনা, গুণরহিতা 'নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা' —রা° (গো°) ২. ৩৯. ২০ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অতন্দ্র—[ন (নাই) তন্দ্রা যাহার —নঞ্‌-বহু° স্ত্রী — া; ছান্দস] বিণ, ১ (বৈদিক) নিদ্রাহীন। 'অতন্দ্রো হব্যা বহসি'—ঋ° ৮. ৬০. ১৫: 'অতন্দ্রাসো যুবতয়ঃ'—ঋ° ১. ৯৫. ২; 'দেবযানানতন্দ্রো দূতো'—ঋ° ১. ৭২. ৭; ৭. ১০. ৫; ৮. ২. ১৮; 'অতন্দ্রো যাস্যনূহরিতো'—অ° ১৩.২. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ (বা°) 'নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত'—রবী°। সাবধান, সতর্ক, অবহিত। ৩ অনলস।

অতন্দ্রচন্দ্রিকা — ১ নাট্যগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—জগন্নাথ। ইনি গোকুলনাথের সমসাময়িক মিথিলার ব্রাহ্মণ পিতাম্বরের পুত্র। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফতে শাহ্‌র রাজসভায় নিমন্ত্রিত সামন্তরাজগণের সংবর্ধনার জন্য ইনি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।—Krishnamachariar: Cl. Sans. Litt., 700; PR, ii. 22. ২ গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার —বিদ্যানিধি।—Oudh, v. 8, viii. 6.

অতন্দ্রিত—১ যে তন্দ্রাযুক্ত নহে, অনিদ্র 'অতন্দ্রিতৈস্তর্জ্জাতিভিরাস্তকার্মুকৈঃ'—রা° ১. ৮৭. ২৪ ॥ ব-শব্দ° ॥ ২ অলসতাশূন্য, অনলস। 'নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ'—মনু° ৪.১৪; 'ত্রীণিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ'—মনু° ২. ৮২, ১৮৬; ৪. ১৪. ১৪৫, ১৪৭, ১৫৫, ২২৬; ৭, ২০, ১০০, ১২০; ৯. ৩০২; ১২. ১৯; রা° ৩. ১০৪. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ৩ মহাদেব। 'সহস্রহস্তো বিজয়ো ব্যবসায়ো হ্যতন্দ্রিতঃ'।—মহা° ১৩. ৪৮. ৫১।

অতন্দ্রী—(মু- -ন্দ্রিন্‌)—১ যে অলস নহে, অনলস। 'সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা'—মনু° ৩. ২৭৯. ॥ বো-রো° ॥ ২ নিদ্রাহীন 'জাগর্ত্ত্যাম-তন্দ্রি ভ্যামদ্যপ্রভৃতি রাত্রিষু'—রা° (গো°) ২. ৫৩. 'অতন্দ্রিভির্জাতিভিঃ'—রা° (গো°) ২. ৮৭. ২৪. ॥ বো-রো° ॥

অতন্বঙ্গ—[অতনু যে অঙ্গ — কর্ম ধা°; স্ত্রী —ী] বিণ, অকৃশাঙ্গ, অক্ষীণ দেহ, স্থূলকায়।

অতপ—১ যে তপস্যাকার্যে অবহেলা করে। ২ অসুষ্ণ। ৩ অনুত্তেজিত। ৪ ঔৎসুক্য-রহিত। ৫ কার্যে অনিযুক্ত ॥ ৬ আড়ম্বর-হীন, জাঁকজমকশূন্য। ৭ বৌদ্ধদেবতার শ্রেণী-বি° ॥ মনি° ॥

অতপস্ক, অতপাঃ (মু°-পস্‌)—[ন (নাই) তপঃ যাহার—নঞ্‌-বহু°; বিকল্পে সমাসান্তে ক] বিণ, ১ যে তপস্যা করে না, তপশ্চর্যা-হীন, তপোরহিত। 'অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ'—মনু° ৪. ১৯০; 'ইদং তে নাতপস্কায়'—গী° ১৮. ৬৭. ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ২ অযত্নশীল (নীলকণ্ঠ), স্বধর্মানুষ্ঠানহীন।

অতপাদি, অথপাদি—বোম্বাই প্রদেশে ঔন্ধরাজ্যের একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৭° ২৫´ উ°; দ্রাঘি° ৭৪° ৫৯´ পূ°। গবাদি গৃহপালিত পশু ও উহাদের উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। করাদ-পন্ধারপুর রোড ও করাদ-নাগার রোড এই দুইটী রাস্তার সংযোগকারী একটী রাস্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত। এজন্য পন্ধার-পুরের বহু তীর্থযাত্রী এই স্থানে আসিয়া থাকে। প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে খরসুংদি নামক স্থানে প্রসিদ্ধ নাথমন্দির বর্তমান। এই মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রী প্রায় সর্বদাই আসিয়া থাকে; তথায় বৎসরে দুইবার গবাদি পশুর একটী প্রদর্শনীও হয়। অতপাদিতে চাদর ও মোটা কাপড় তৈয়ারী হয় এবং কোঙ্কণে রপ্তানী হইয়া থাকে।—IG, vi. 124.

অতপ্ত—১ যাহা গরম নহে, শীতল। ২ যাহার দেহ শীতল, স্নিগ্ধদেহ ॥ মনি° ॥ ~তনু (নূ)—১ তপ্ত মুদ্রাদ্বারা যাহা চিহ্নিত নহে। ২ ব্রতাদির দ্বারা যাহার দেহ তাপযুক্ত হয় নাই। 'অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে'—ঋ° ৯. ৮৩. ১ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ~তপঃ—[মু°-তপস্‌]—যে তপস্যা যথোচিতভাবে সম্পন্ন হয় নাই ॥ মনি° ॥

অতপ্‌পা-দেবা—শুদ্ধাবাসার অন্তর্ভুক্ত অনাগামী দেবশ্রেণী-বি° (দীঘ° ২. ৫২; ৩. ২৩৭; ইতিবুত্তক-অথ° ৪০)। মানবগণ ইঁহাদের সহিত আকাঙ্খা করে (মঝ্‌ঝি-নি° ১. ২৮৯; ৩. ১০৩)। বুদ্ধঘোষের মতে (সুমঙ্গল° ২. ৪৮০; সম্মোহবিনোদনী ৫২১) কাহারও উপর উৎপীড়ন করেন না বলিয়া ইঁহাদের এই নাম।—MDPP.

অতপ্যমান—দুঃখকষ্টরহিত। 'অতপ্য-

মানে অবসাবস্থী অহু যাম রোদসী'—ঋ° ১. ১৮৫. ৪. ॥ বো-রো° ॥

অতমকূর$_{1}$,— মাদ্রাজ প্রদেশে নেলোর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ১৪° ২৮´—১৪° ৪৯´ উ°; দ্রাঘি° ৭৯° ১৫´—৭৯° ৪৯´ পূ°। আয়তন ৬৪° বর্গ মাইল। গ্রাম-সংখ্যা ১১২; তন্মধ্যে অতমকূর মুখ্য-নিবেশ। কয়েকটী অনন্তসংলগ্ন পাহাড় এই তালুকে থাকিলেও প্রধানতঃ ইহা সমতল। ইহার পশ্চিম সীমায় বেলিকোণ্ড গিরিশ্রেণী অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে কোন বন নাই, তবে পশ্চিম প্রান্তের গিরিশ্রেণীতে সরকারী-সংরক্ষিত জঙ্গল আছে। প্রধান দুইটী নদী—পেন্নার ও বোগ্ গেরু; ইহাদের আবার দুইটী ছোট ছোট উপনদী আছে, সেগুলি-কেত মন্নেরু ও বিরপেরু। আব-হাওয়া শুষ্ক এবং বাৎসরিক বৃষ্টিপাত মাত্র ১৮ ইঞ্চি, কিন্তু জমি অল্পবিস্তর উর্বর। ছোলা, চাউল, রাগি, অরুগ, চম্বু, ঘোড়ার দানা প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন শস্য—উৎপন্ন শস্যাদির মধ্যে ছোলার উৎপাদন শতকরা ৫৭ ভাগ। কোথাও কোথাও নীল ও তুলার চাষও হইয়া থাকে। পেন্নার নদ কুদ্দপ্প জেলা হইতে বেলিকোণ্ড গিরিশ্রেণীর মধ্যে দিয়া আসিয়া সোমশিলায় এই তালুকে প্রবেশ করিয়াছে এবং তালুকের মধ্যে ১৭॥ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়াছে। পেন্নার নদের দ্বারাই তালুকটী দুইটী অংশে বিভক্ত। জলসেচনের জন্য তালুকে ৮৩টী সরকারী জলাশয় আছে; তন্মধ্যে একটী অনন্তসাগরম্ ও অপরটী কলুবায় নামক স্থানে অবস্থিত—এই দুইটী জলাশয় হিন্দু পূর্তবিদ্যার নিদর্শন।—IG, iv. 124.

অতমকূর$_{2}$—মাদ্রাজ প্রদেশে নেলোর জেলার অন্তর্গত অতমকূর তালুকের মুখ্যনিবেশ [অতমকূর$_{1}$ দ্র°]।—IG. iv. 124.

অতমকূর$_{3}$—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী করদরাজ্য [অমরচিন্তা॰ দ্র°]।—IG, iv. 124.

অতমিস্র—১ জ্ঞান। ২ তমোহীনতা। ৩ বিণ, অন্ধকারশূন্য। যাহা তমোযুক্ত নহে, ৪ অক্রোধ।

অতমেরু—দোষশূন্য, গ্লানিরহিত। 'অত-মেরুর্যজ্ঞোঽতমেরুর্যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ'—বাজ-স° ১. ২৩ ॥ বো-রো° ॥

অতয়ে—[মৈ° অতএ > অতয়ে] (বৈ-সা°) অতএব। 'অতয়ে গমন করু তাই তুরিতহি আনবি রাই॥'—প-ক° ৪৮। 'গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত-কৃপা বলবান।'—প-ক° ১২।

অতর—দুস্তর।

অতরণি—১ তরণি নামের অযোগ্য। ২ অন্ধকারক।

অতরণীয়—[ন তরণীয় — নঞ্-তৎ] বিণ, উত্তীর্ণ হইতে অশক্য; যাহা পার হওয়া যায় না।

অতরু—[নাই তরু যাহাতে—বহু°] বিণ, ১ তরুহীন, বৃক্ষশূন্য। ২ বন্ধ্যা, উষর। ৩ কুবৃক্ষ, আগাছা, বৃক্ষ নামের অযোগ্য।

অতরুণ—[ন তরুণ—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—ী] বিণ, ১ যে তরুণ নহে; পরিণত-বয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। ২ পরিপক্ক, পুরাতন। ~বৃন্দারক—(-দারু) — (বৈদ্যক) বিজতাড়ক। — ভা-প্র°।

অতর্ক—১ তর্কহীন। ২ অহেতুক ৩। যাহার তর্ক অপ্রশস্ত।

অতর্ক-সহস্রশক্তি — সহস্রশক্তির সমন্বয়-শক্তি।' মনি° ॥

অতর্কিত—[ন তর্কিত—নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহা ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় না, অচি-ন্তিত, অবিচারিত। 'গতোঽস্যাতর্কিতাং গতিম্' — কুমার° ৪. ২২ ॥ ব-শব্দ° অম° ৩. ৫. ৭ ॥

অতর্কিতোপপন্ন—[অতর্কিত উপপন্ন, সুপ্‌সুপ; স্ত্রী—া] বিণ, অচিন্তিতভাবে বা অকস্মাৎ উৎপন্ন, অত্যন্তাসম্ভাবিত। 'অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনম্'—কুমার° ৬. ৫৪ ॥ ব-শব্দ° ॥

অতর্ক্য—বিণ, বাদানুবাদের বহির্ভূত। অননুমেয়।

অতর্পণ-১ অতৃপ্তিজনন। ২ বিণ, অতৃপ্তিজনক, অপ্রীতিদায়ক। ৩ পিতৃযজ্ঞ-হীন।

অতল্ - মীর অব্দুল জলীলের কবি-নাম। দিল্লীর অধিবাসী। পারস্য ও আরব ভাষায় ইনি ইঁহার কবিতাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। ইনি আপনাকে জ'ফর জ.তল্লীর অনুপ্রাণিত শিষ্য বলিয়া অভিহিত করিতেন।—OBD.

অতল$_{1}$—[নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহার তল নাই, প্রতিষ্ঠাহীন। ২ অগাধ, তলশূন্য, গভীর। ৩ (বা°) দুরবগাহ, দুরধিগম ॥ ব-শব্দ° ॥ ৪ অধস্তম, নিম্নতম। ৫ শিব। —অভি° ৪৬ ॥ বো-রো° ॥ ৬ সপ্ত পাতালের অন্যতম। [অতল$_{3}$ দ্র°]। ~তল—[অতল হইয়াছে তল যাহার—বহু°] ১ প্রথম পাতালের নিম্নে, অগাধতল-বিশিষ্ট। ২ সীমাশূন্য নিম্নদেশ। ~স্ত—[অ-তল + অন্ত > লন্ত° > লাস্ত°; তু° স° শকন্ধু (শক + অন্ধু); প্রা° তুহন্ধং (তুহ + অন্ধং—স° তব + অধম্—প্রা-প্র° ৪. ১)] অতল ও অনন্ত; অগাধ অপার। 'অতলস্ত-সিন্ধু'—অভি° ৩৭৫ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~স্পর্শ—[ন তল স্পর্শ যাহার—বহু°] বিণ, যাহার তলদেশের স্পর্শ নাই; অগাধ, অতি গভীর ॥ ব-শব্দ° অম° ১. ২. ৩. ১৫ ॥ ~স্পৃক্ [মূ°-স্পৃশ্]—[অ + তলস্পৃশ্] বিণ,= অতলস্পর্শ।—অভি° ১০৭০ ॥ বো-রো° ॥

অতল$_{2}$—সংখ্যাবাচক শব্দ-বি° = ৩৬০ (ষষ্ঠ্যাধিকশতত্রয়)। অ = ০, ত = ৬, ল = ৩। 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই পদ্ধতি-অনুসারে অতল = ৩৬০।—পু চিন্তা° পৃ° ১০।

অতল$_{3}$—ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিতত্ত্বে সপ্ত-পাতালের অন্যতম। বিষ্ণুপু° (২. ৫. ২) মতে এই সপ্তপাতালের নাম—অতল, বিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, সুতল ও পাতাল। কিন্তু স্কন্দপু° (কুমা° ৩৯. ১) অতল, বিতল, নিতল, রসাতল, তলাতল, সুতল ও পাতাল এবং ব্রহ্মবৈ-পু° (ব্রহ্ম° ৭. ১২ই°) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল,

পাতাল ও রসাতল এই সপ্তপাতালের উল্লেখ আছে।

'পাতাল' সপ্তপাতালের অন্তর্গত একটী পাতাল হইলেও এই সপ্ত পাতালের সমষ্টিকেও পাতাল বলা হইয়া থাকে। পাতাল পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৭০,০০০ যোজন নিম্নে অবস্থিত। অতঃপর সপ্তপাতালের ব্যবধান যথাক্রমে ১০,০০০ যোজন করিয়া। পাতাল নাগ, দৈত্য ও দানবগণের আবাসস্থান। পাতালের নিম্নে 'শেষ' নামক সর্প মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। কথিত আছে, পৃথিবীধারী এই সর্পের পদতলে নরকসমূহ বর্তমান; কোথাও কোথাও নরকসমূহের অবস্থান উপরে বলিয়াও উল্লেখ দেখা যায়। কোথাও বা পাতালসমূহ ও নরকগুলি এক বলা হইয়াছে। জৈনমতে সপ্তপাতালের পরিবর্তে সপ্তনরকের উল্লেখ আছে।

খ্রী° ৭ম শতকে রচিত ব্যাসের 'যোগ-ভাষ্য' নামক গ্রন্থে (৩. ২৬) ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের বর্ণনায় দেখা যায়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত 'ভূমি'র দ্বারা গঠিত। এই সপ্তভূমির মধ্যে নিম্নতম ভূমির নাম 'ভূর্লোক'। ভূর্লোক সর্বনিম্ন নরক হইতে আরম্ভ হইয়া মেরুপর্বতের শিখরদেশে শেষ হইয়াছে। নরকের সংখ্যা ৭টী। এই সপ্তনরকের উপর সপ্তপাতাল অবস্থিত। এই সপ্তপাতালের নাম ব্রহ্মবৈ° পু° বর্ণিত সপ্তপাতালের অনুরূপ। [পাতাল দ্র°]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অতলিক্ গাজী য়কূব্ খাঁ—পূর্ব তুর্কীস্তানের অন্তর্ভুক্ত কাশঘরের স্বাধীন অধিপতি। ইনি কাশঘরের একটী সাময়িক স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের (১৮৬২–৭৮ খ্রী°) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রী° ভারত-গভর্নমেণ্টের সহিত ইঁহার বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছিল।—IG, iv. 118.

অতব্যংস্—[অ তবাংস্—নঞ-তৎ] বিণ, (বৈদিক) ১ অতি দুর্বল। 'মহি মহে তবসে দীধ্যে নৄনিন্দ্রায়েত্থা তবসে অতব্যান্' —ঋ° ৫. ৩৩. ১। ২ প্রবৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ। 'তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্'—ঋ° ৭. ১০০ ৫ ॥ বো-রো° ॥

অতশ্, অতিশ্—প্রসিদ্ধ উর্দু কবি-বি°। প্রকৃত নাম—খাজা হায়দর 'অলী। দিল্লীর একটী বিশিষ্ট বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা খাজা 'অলী বখ্শ্, তিনি নবাব সুজোদ্দৌলাহ্‌র সময় দিল্লী হইতে ফৈজাবাদে আগমন করেন, তথায় অতশের জন্ম হয়। বাল্যকালেই অতশের পিতৃবিয়োগ হয়; তজ্জন্য ইঁহার শিক্ষালাভে বাধা জন্মে। পরিশেষে ইনি নবাব মুহম্মদ তকীর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। মুহম্মদ তকীর সহিত ইনি লক্ষ্ণৌ এ আসেন। অতঃপর ইঁহার কবি-প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং ইনি বহু উর্দু কবিতা রচনা করিয়া (পারস্য ভাষাতেও কবিতা রচনা করিতেন) যশস্বী হন। ১৮৪৬ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়।

কবি ইন্শা ও মুশাফীর বিরোধজনিত কবিতাসমূহ প্রথম অতশ্‌কে উদ্বুদ্ধ করে। কৈশোরেই অতশের কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়। প্রথমে ইনি কবিতা রচনা করিয়া মুশাফীর দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন। ইঁহার সমসাময়িক কবি নাসিখ্-এর ন্যায় ইনি শিক্ষিত ছিলেন না। ইনি মাত্র সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া আরব মিত্রাক্ষরতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভাই ইঁহাকে কাব্যসাধনায় সহায়তা করে। নাসিখ্ও লক্ষ্ণৌএর অধিবাসী ছিলেন। কাব্যসাধনায় নাসিখের সহিত অতশের বিশেষ বিরোধ জন্মিয়া ওঠে। উভয়েই স্ব স্ব প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বিরোধী ও আক্রমণাত্মক কবিতা রচনা করিতেন। কিন্তু কবি ইন্শা ও মুশাফীর বিরোধের ন্যায় ইঁহাদের রচনা শ্লেষাত্মক ও অসংযত ছিল না; ইঁহাদের রচনায় বিশেষ মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। এমন কি, উভয়ে উভয়কে কবি-প্রতিভার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। পূর্বে নাসিখের মৃত্যু হইলে অতশ্ কবিতা-রচনা পরিত্যাগ করেন, কারণ ইঁহার মতে নাসিখের মত ইঁহার কবিতার সমঝদার আর কেহ ছিলেন না।

ব্যক্তিগতভাবে ও কাব্যসাধনায় উভয়তঃই অতশ্ নির্ভীক ও সাদাসিধা ছিলেন। লৌকিক প্রথা ও সামাজিকতার ইনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইনি সৌন্দর্যের ও সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। সর্বদাই ইনি নিজেকে এক জন সৈনিকের বেশে সজ্জিত রাখিতে ভালবাসিতেন এবং তরবারি ব্যবহার করিতেন। এইরূপ বেশে ইঁহাকে কবির সভাতেও যাইতে দেখা যাইত। ধন বা পৃষ্ঠপোষকতার লোভ ইঁহার ছিল না। অযোধ্যার নৃপতির নিকট হইতে ইনি মাসিক ৮০৲ টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতেই ইনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। একটী পুরাতন ক্ষুদ্র বাটীতে দরিদ্র ফকীরের ন্যায় ইঁহাকে থাকিতে দেখা যাইত। সম্ভ্রান্ত ধনীর নিকট ইনি মস্তক অবনত করিতেন না, কিন্তু দরিদ্র ইঁহার নিকট আনুগত্য ও নম্রতার পরিচয় পাইত। 'অতশ্' অর্থে 'অগ্নি'। এই নামেই অতশ্ সর্বদা ব্যবহার করিতেন এবং এই নামের তাৎপর্যানুযায়ী চরিত্রে, ব্যবহারে, জীবনযাপন-প্রণালীতে ও কাব্য-সাধনায় আপনার পরিচয় দিতেন।

অতশের রচনা খুব সহজ ও সরল। ইঁহার রচনায় কৃত্রিমতা, গতানুগতিকতা ও সাবেকী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু উহা অগ্নিময়ী ও ভাবোদ্দীপক। বড় বড় শব্দ বসাইয়া ইনি ইঁহার কবিতাসমূহ ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই। ইঁহার রচনাই উর্দু বাক্যরীতির আদর্শ। ইঁহার কোন কোন কবিতা উর্দু-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উর্দু গজল-রচনায় মীর ও গালীবের পরেই ইঁহার স্থান। ইঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সুন্দর বাগ্‌বিন্যাসের দ্বারা এবং নানারূপ ভাবের অবতারণা করিয়া ইনি কবিতার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহার কোন কোন কবিতায় সম্যক্ জ্ঞান ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ইহাতে ইঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া

যায় না, কারণ প্রকৃত কবিতা পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে না।

নাসিখ্ ও অতশ্ উভয়েই সমসাময়িক প্রতিভাশালী কবি হইলেও উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর উন্নত তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। নাসিখ্ ছিলেন পণ্ডিত-কবি এবং অতশ্ ছিলেন স্বভাব-কবি। কেহ কেহ নাসিখ্‌কে অতশের অপেক্ষা বড় বলিয়াছেন। কিন্তু গলীবের একটী পত্রে অতশ্‌কে নাসিখের উপর স্থান দেওয়া আছে। অবশ্য অতশের কবিতায় নাসিখের কবিতা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও সাবলীলতা দেখা যায়। রূপকের দৃষ্টান্তে নাসিখ্ অতশ্‌কে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণতা ও অভিব্যঞ্জনায় অতশের স্থান নাসিখের উচ্চে। অতীশের রচনায় তীব্র স্বাধীন মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া অতশ্‌কেই উচ্চ স্থান দেওয়া যায়।

অতশের প্রথম দীবান ইঁহার জীবিতাবস্থায় সংকলিত হয়। সংকলনের পরেই উহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় দীবান ইঁহার শিষ্য খলীল-কর্তৃক মৃত্যুর পরে সংকলিত হইয়াছিল।

ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে রিন্দ্, সবা, খলীল, দয়াশঙ্কর, নাসিম, নবাব মির্জা শৌক্ ও অগা হজ্জু শর্‌ফ্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

[Ram Babu Saksena : Hist. of Urdu Literature, Lond. 1927, 17, 111-13 ; OBD]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতশ্ বহ্‌রাম্—বড়োদারাজ্যের অন্তর্গত নবসারি নামক নগরীতে অবস্থিত একটী বৃহৎ সূর্যমন্দির। বোম্বাই ও অন্যান্য স্থান হইতে ইতর শ্রেণীর তরুণ জনগণ দীক্ষাদির জন্য এই মন্দিরে আগমন করে।—IG, xviii. 425-6.

অতশত—[প্রাদে°] ১ ঐরূপ অনেক কাজ। ২ এত প্রকার, তাদৃশবহুল।

অতস—১ বায়ু। ২ আত্মা। ৩ অস্ত্র। ৪ শণ দ্বারা প্রস্তুত পরিচ্ছদ। ৫ ঝোপ।

অতসায্য—[বৈদিক] ১ যোদ্ধৃগণ-কর্তৃক প্রাপ্তব্য। 'তব স্বধাব ইয়মা সমর্য উতির্বাজেষ্বতসায্যা ভূৎ'—ঋ° ১. ৬৩. ৬। ২ আশ্রয়ভাজনীয়। 'সদ্যো যো নৃভ্যো অতসায্যো ভূৎপস্পৃধানেভ্যঃ সূর্যস্য সাতৌ'—ঋ° ২. ১৯. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ৩ ভিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত ॥ মনি° ॥

অতসি—১ [বৈদিক] সর্বত্রগামী কর্তা। 'কন্নব্যো অতসীনাং তুরো গৃণীত মর্ত্যঃ'—ঋ° ৮. ৩. ১৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ ভ্রমণশীল সন্ন্যাসী ॥ অভি° ॥

অতসী—[√অত + অস (অসচ্)—ক + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্—উণা° ৩. ১১৭) ; বা° তিসি ; লাটি° Linum usitalessimum ; ইং গাছ ও সূত্র—flax, বীজ—linseed] স্ত্রী° কৃষ্ণপুষ্পক্ষুদ্রভেদ, মসিনা, তিসি, অলসী অল্‌সী, অলীস, টীকনা। 'তস্যাতসীসূন-সমভাসঃ'—মাঘ° ৩. ১৭। পর্যায়—১ চণকা, ২ উমা, ৩ ক্ষৌমী, ৪ রুদ্রপত্নী, ৫ সুবর্চলা, ৬ পিচ্ছিলা, ৭ দেবী, ৮ মদগন্ধা, ৯ মদোৎকটা, ১০ ক্ষুমা, ১১ হৈমবতী, ১২ সুনীলা, ১৩ নীলপুষ্পিকা ॥ শব্দ° ॥ বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার গুণ এইরূপ—উষ্ণ, তিক্ত, বাতঘ্ন, শ্লেষ্মপিত্তকর।

প্রাচীন কালে আর্যগণ মসিনা গাছ আবিষ্কার করিয়া উহার সূত্রদ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। বৈদিক যুগে আর্যদিগকে উর্ণাবস্ত্রের ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে উর্ণাবস্ত্র গ্রীষ্মঋতুতে ব্যবহারের অনুপযোগী। এজন্য পশুলোমের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্রের জন্য তাঁহারা বৃক্ষসূত্রের অনুসন্ধান করেন। যখন অনার্যগণ আর্যদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আর্যগণ কৃষি ও শিল্পোন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় গ্রীষ্মকালীন বস্ত্রবয়নের জন্য প্রথমতঃ শণ ও পরে ক্ষুমা গাছ আবিষ্কার করিয়া উহার চাষ আরম্ভ করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে শণ ও ক্ষৌমবস্ত্রের উল্লেখ আছে।

সুশ্রুত অতসী বা ক্ষুমাবীজের পুল্‌টিস্ ও উহার তৈল বিরেচকরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন। মনুস্মৃতির বিধানানুসারে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিগণ শণবস্ত্র ও ক্ষত্রিয়গণ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিতেন।

অতসী বা ক্ষুমাগাছের বিভিন্ন সংস্কৃত নাম হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, মদের ন্যায় গন্ধযুক্ত বলিয়া ইহার নাম মদগন্ধা এবং নীলবর্ণযুক্ত বলিয়া ইহার নাম নীলপুষ্পিকা। কার্পাস আবিষ্কৃত হইবার পরে সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য অতসীসূত্রের বিশেষ প্রয়োজন না থাকায় ভারতে তিসির চাষ মাত্র বীজের জন্য প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তিসিগাছের সূত্র বাহির করা সহজ নহে বলিয়া সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য কার্পাস ও মোটা বস্ত্রের জন্য শণের চাষ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

তিসির সূত্র অতি সূক্ষ্ম। বর্ণ রেশমের ন্যায়। ইউরোপেও কার্পাস আমদানীর পূর্বে উলের বস্ত্রের পরেই তিসির বস্ত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইহার সূত্রের জন্য রুশিয়াতে ইহার বহু পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। বীজের জন্য ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৩ বা ৩৪ লক্ষ একর জমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। [তিসি দ্র°]

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী

'অতা—শেখ 'অতা-উল্লাহ্‌র কবি-নাম। মির্জা বেদিলের শিষ্য। ১৭২৩ খ্রী° দিল্লীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অতা উদ্দীন, অতা উল্লাহ্—বঙ্গদেশে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেবীকোটের একটী মসজিদ ও তন্মধ্যস্থ পীরের সমাধির নাম। এখন এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমান। অতা-উদ্দীন পয়গম্বর মুহম্মদের অনুগামী ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া কথিত হন। মসজিদে প্রাপ্ত একটী লিপি হইতে জানা যায়, ইহার নির্মাণকাল ১২০৩ খ্রী°; সুতরাং ইহা যে বাঙলায় প্রথম মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পরে লিখিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

[Martin : Eastern India, ii. 659-64 ; ASI, xv. 95-104 ; IG, xi. 276]

অতা-উল্-হক্—বঙ্গদেশে মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার একটী সমাধি। অতা-উল্-হক্—ফকীর মীর কুৎব্ অলমের পিতা। মীর কুৎব্ অলমের মৃত্যুকাল ১৪১৫ খ্রী°, ইনি হিন্দু জমিদার রাজা কাংসের বিদ্রোহের সময় বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীর কুৎব্ অলম ও অতা-উল্-হক্ উভয়েরই সমাধি 'ছে-হজ.ারী'-র (অর্থাৎ ছয় হাজারী বিঘার) মধ্যে অবস্থিত। পাণ্ডুয়া নগরীর প্রবেশমুখে প্রথমেই যে সমুদয় গৃহাদির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অতা-উল্-হক্ অন্যতম।—IG, xix. 393.

'অতা-উল্লাহ্$_{1}$—মুস্লিম আইন-বিষয়ক গ্রন্থ-রচয়িতা। পূর্ণ নাম—তাজুদ্দীন মুহম্মদ বিন্-অহ্মদ বিন্-'অতা-উল্লাহ্। ইঁহার আইন-গ্রন্থের নাম 'হকম্-উল্ অতিয়া'। এই গ্রন্থ প্যারিসের 'রয়াল লাইব্রেরী'তে (সং ৬৭২) রক্ষিত আছে।—OBD.

'অতা-উল্লাহ্$_{2}$— 'ফির্দৌস্-উল্ লুঘাৎ' নামক অভিধানের রচয়িতা।—OBD.

'অতা-উল্লাহ্$_{3}$—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার-বি°। পূর্ণ নাম—'অতা-উল্লাহ্ বিন্ মুহম্মদ-অল্-হুসেনী নৈশাপুরী। ইনি অমীর জলালুদ্দীন 'অতা-উল্লাহ্ নামেও পরিচিত। ইনি হিরাতের সুলতান হুসেন মির্জ.ার উজ.ীর ছিলেন। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ 'রৌজ.ৎ-উল্-অহ্বাব'; ইহাতে মুহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীদিগের এবং দ্বাদশ ইমামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থ হিরাতে লিখিত এবং ১৪৯৪ খ্রী° অমীর 'অলীশেরকে উৎসর্গীকৃত। 'অতা-উল্লাহ্র অপর গ্রন্থ 'কিতাব্ তক্মীল্ উস্-সন'ৎ'; ইহা পদ্যরচনার রীতি বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থও অমীর 'অলীশেরকে উৎসর্গীকৃত। ৯১৭ হি° প্রারম্ভে ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অতা-বক্,-বিগ্,-বেগ্—তুর্কী রাজোপাধি-বি°। 'অতা' অর্থে পিতা বা শিক্ষক এবং 'বেগ্' অর্থে প্রভু। সুতরাং অতাবেগ্ অর্থে কোন প্রভু বা নৃপতির শিক্ষক বা শাসক। সল্জুক্-বংশের পতনকাল হইতে হলাকু খাঁ-কর্তৃক পারস্যজয়ের সময় পর্যন্ত শতাধিক বর্ষ ঐ রাজ্য অতাবক্ উপাধিধারী বহু নৃপতি-কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। সল্জুক্-বংশের শেষ নৃপতিগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অতাবক্গণ কয়েকটী বিশেষ বিশেষ প্রদেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ অতাবক্গণের মধ্যে এল্দিগুজ. অন্যতম। পূর্বে ইনি এক জন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ 'অজ্.রবাইজান্ প্রদেশ শাসন করেন। ফার্সের অতাবক্গণ সল্ঘুরের বংশীয়। সল্ঘুর এক জন তুর্কী সেনানায়ক ছিলেন। সর্বসমেত চারিটী অতাবক্ বংশ ছিল। [এল্দিগুজ., সল্ঘুর, 'ইমাদুদ্দীন জ.ঙ্গী দ্র°]—OBD.

অতাবক্ অবূ বক্র্—৩য় তুগ.রল্ সল্জূকীর প্রধান মন্ত্রী ও 'অজ্.রবাইজানের শাসনকর্তা। অতাবক্ মুহম্মদের পুত্র ও এল্দিগুজে.র পৌত্র। পিতৃব্য কিজ.ল্ অর্স্লানের উত্তরাধিকার লাভ করেন। 'অজ্.রবাইজানের শাসনকর্তা হইয়া ইনি তব্রেজে. মুখ্যনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার দীর্ঘ রাজ্যকালের মধ্যে ভ্রাতা কুৎলকের সহিত ইঁহার একবার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ যুদ্ধে ইনি বিজয়ী হন। কুৎলক্ পরাজিত হইয়া খ্বারিজ.ম্-এ পলায়ন করেন এবং 'অলাউদ্দীন তকশ্কে ৩য় তুগ.রলের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু তাঁহাকেও ইনি ১১৯৪ খ্রী° পরাজিত ও নিহত করেন। ১২১০ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয় এবং ইঁহার ভ্রাতা অতাবক্ মুজ.াফর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন [অতাবক্ মুজ.াফর দ্র°]।—OBD.

অতাবক্ অবূ বক্র্ বিন্-স'দ্ বিন্-জ.ঙ্গী—[সুঙ্কর দ্র°]।—OBD.

অতাবক্ 'অলাউদ্দৌলা—দীলামী-বংশীয় ইস্ফাহানের অন্যতম অতাবক্। পিতা—অতাবক্ সাম। ১২২৭ খ্রী° ৮৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অতাবক্ এল্দিগুজ.—[এল্দিগুজ. দ্র°]।—OBD.

অতাবক্ মুজ.াফর—অতাবক্ এল্দিগুজ.-বংশের শেষ নৃপতি। অতাবক্ মুহম্মদের পুত্র ও অতাবক্ অবূ বক্রের ভ্রাতা। ১২১০ খ্রী° ইনি অতাবক্ অবূ বক্রের উত্তরাধিকারসূত্রে 'অজ্.রবাইজানের শাসনভার লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনি ইরাকেরও কিয়দংশ লাভ করিয়াছিলেন। ১৫ বৎসর ইনি রাজত্ব করেন, কিন্তু অতঃপর ১২২৫ খ্রী° খ্বারিজ.ম্-এর অধিপতি সুলতান জলালুদ্দীন 'অজ্.রবাইজান্ আক্রমণ করেন। মুজ.াফর 'অলন্জকের দুর্গে আত্মগোপন করেন এবং তথায় ইঁহার মৃত্যু হয়। এল্দিগুজে.র বংশের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।—OBD.

অতাবক্ মুজ.াফর-উদ্দীন জ.ঙ্গী—শিরাজের এক জন নৃপতি। সুঙ্করের ভ্রাতা [সুঙ্কর দ্র°]।—OBD.

অতাবক্ মুহম্মদ—অতাবক্ এল্দিগুজে.র জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১১৭২ খ্রী° ইনি এল্দিগুজে.র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান মন্ত্রী হন। ১১৭৬ খ্রী° সল্জূক্-বংশীয় নৃপতি ৩য় তুগ.রল্ মাত্র সপ্তম বর্ষ বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন। তখন মুহম্মদই পারস্যের প্রকৃত শাসকরূপে পরিণত হন। ১০ বৎসর ইঁহার এই শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১১৮৬ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ভ্রাতা কিজ.ল্ অর্স্লান্ উত্তরাধিকার লাভ করেন।—OBD.

অতা মুহম্মদ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অগ্রোর উপত্যকার অধিপতি। ইনি অহ্মদ সদ্রুদ্দীনের বংশধর—সদ্রুদ্দীন অগ্রোরের খাঁর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৭৮৩ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩৩ খ্রী° অম্বের নবাব অগ্রোর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৪১ খ্রী° শিখেরা উহা পুনরুদ্ধার করিয়া অতা মুহম্মদের হস্তে অর্পণ করে। অতা মুহম্মদের গদীলাভের প্রথমাবস্থায় অগ্রোর রক্ষার ও শাসনের সর্ববিধ অধিকার তাঁহার

ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থা অধিক কাল ফলদায়ক হয় নাই। অগ্রোরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৫২ খ্রী° ভারতীয় বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট অগ্রোরে একটী বাহিনী প্রেরণ করেন। ১৮৬৪ খ্রী° বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট অগ্রোরে একটী পুলিশ-ঘাঁটি স্থাপন করিয়া এই স্থান আপনাদের শাসনে আনিতে মনস্থ করিলেন। এই ব্যাপারে খাঁ অতা মুহম্মদ ক্রুদ্ধ হইয়া পর্বতীয় জাতিদের দ্বারা ঐ ঘাঁটি পুড়াইয়া দেন। ইহাতে পুনরায় একটী বাহিনী অগ্রোরে প্রেরিত হয় এবং অতা মুহম্মদ বন্দী হইয়া লাহোরে নীত হন। কিন্তু পুনরায় ১৮৭০ খ্রী° ইঁহাকে অগ্রোরের গদী প্রদান করা হয়। ইঁহার পুত্র 'অলী গোহর ১৮৮৮ খ্রী° অগ্রোর হইতে অপসারিত হন এবং উহা ১৮৯১ খ্রী° 'অগ্রোর উপত্যকা রেগুলেশন' করিয়া সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ অধিকারে আনয়ন করা হয়। [অগ্রোর দ্র°]—IG, v. 92-3.

অতা মুহম্মদ খাঁ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত তনাবল নামক স্থানের অন্যতম অধিস্বামী। ফুল্‌রের খাঁ। তনাবল দুই অংশে বিভক্ত—একটী অংশ অম্বের নবাবের অধিকারভুক্ত এবং অপর অংশ ফুল্‌রের খাঁর অধিকৃত। এই দুই অংশের শাসনক্ষমতা একরূপ উক্ত দুই অধিপতির আছে। ১৯০০ খ্রী° ২ নং রেগুলেশন-দ্বারা ঐ ক্ষমতা ইঁহারা লাভ করিয়াছেন। এই সময়েই অতা মুহম্মদ ফুল্‌রের খাঁ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [তনাবল দ্র°]—IG, xiii. 219.

অতারী—পঞ্জাব প্রদেশে মুলতান জেলার অন্তর্গত কবীরবাল তহশীলের একটী গ্রাম। অক্ষা° ৩০° ২৬´ উ°; দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূ°। তলম্ব হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামটী অতি সাধারণ, কিন্তু এই গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এক সময়ে দুর্গটী যে খুবই শক্তিশালী ছিল, দেখিলেই তাহা অনুমান করা যায়। দুর্গটীর অধিষ্ঠান ৭৫০ বর্গ ফুট এবং বর্তমান উচ্চতা ৩৫ ফুট; মধ্যস্থলে একটী বুরুজ আছে, উহার উচ্চতা ৫০ ফুট। চতুর্দিকে ইহা পরিখাদ্বারা বেষ্টিত ছিল, তবে ঐ পরিখা বুজিয়া গিয়াছে, একরূপ উহা বুঝিতে পারা যায় না। দুর্গের দুই পার্শ্বে বহু স্থানে প্রাচীন ইটের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ স্থানে নগরী ছিল। কানিংহাম সাহেব এই স্থানটীকে ভারত-আক্রমণকালে আলেকজান্দার-কর্তৃক অধিকৃত তৃতীয় নগরী (ব্রাহ্মণগণের নগরী) বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানের প্রাচীনত্বের অনুকূল কোন জনশ্রুতি শোনা যায় না; 'অতারী' সম্পূর্ণ আধুনিক নাম। IG, vi. 121.

অতাল মসজিদ — জৌনপুর শহরের একটী প্রাচীন মসজিদ। ১৪০৮ খ্রী° ইব্রাহিম শাহ্ ইহা নির্মাণ করেন। মসজিদটী একটী সুন্দর প্রাঙ্গণ-সংযুক্ত। প্রাঙ্গণের তিন পার্শ্বে দ্বিতল উপাসনা-মঞ্চ এবং পশ্চিমে মসজিদ। মসজিদের হর্ম্যমুখ একটী দর্শনীয় বস্তু; উহার উচ্চতা ৭৫ ফুট এবং অধিষ্ঠানের প্রস্থ প্রায় ৫৫ ফুট। এই হর্ম্যমুখ বা দ্বারমণ্ডপ বিশেষভাবে অলঙ্কৃত এবং গম্বুজের সম্মুখে দণ্ডায়মান। হর্ম্যমুখের অবস্থান ও পরিকল্পনা মিশরীয় দ্বারমণ্ডপের অনুরূপ। দ্বারমণ্ডপের উপর একটী সুবৃহৎ ঝিলিমিলি-সংযুক্ত খিলান এবং উভয় পার্শ্বে বিরাট্ বুরুজ। উভয় পার্শ্বে প্রধান দ্বারমণ্ডপের অনুরূপ একটী করিয়া ছোট দ্বারমণ্ডপ আছে।

মসজিদ-প্রাঙ্গণের তিন পার্শ্বে যে উপাসনামঞ্চ আছে, তাহার স্থাপত্যরীতি হিন্দু স্থাপত্যপন্থী। উহার ছোট ছোট স্তম্ভনিচয়, স্তম্ভশীর্ষ ও নাগবন্ধনীসমূহ হিন্দুশিল্পের অনুরূপ; তবে দ্বারমণ্ডপ ও মসজিদের অন্যান্য স্থান মুসলমান-শিল্পসম্ভূত। ইহাতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, মসজিদ-নির্মাণের প্রথমেই হিন্দুমন্দিরের উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং উহার শিল্পিগণ সম্ভবতঃ হিন্দু ছিলেন। কথিত আছে, প্রথমে এই মসজিদ অতালদেবীর মন্দির ছিল। ফিরোজ শাহ্ প্রথম ঐ মন্দির অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের ভীতিপ্রদর্শনে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে ইব্রাহিম শাহ্ মন্দিরটীকে মসজিদে পরিণত করেন।—IG, ii. 184-5 ; xiv. 83.

'অতা হুসেন খাঁ, মীর মুহম্মদ—কবি-বি°। কবি-নাম—তহ্‌সীন। 'নৌতর্জ. মুরসস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা (১৭৭৫ খ্রী° লিখিত), এই গ্রন্থ 'চহার দরবেশ' নামক গ্রন্থের উর্দু তর্জমা। পিতা—মীর মুহম্মদ বাকির্; ইনিও এক জন কবি এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, ইঁহার কবি-নাম 'শৌক্'। প্রায় ১৭৭৬ খ্রী° লক্ষ্ণৌ-এর নবাব 'অসফ্‌উদ্দৌলার সময় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। নবাব মনসূর 'অলী খাঁ ও সফ্‌দর্ জঙ্গের সভাতেও ইনি ছিলেন। নবাব-কর্তৃক ইনি 'মুরস্‌স রকম্' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উর্দু-সাহিত্যের নিদর্শনরূপে 'নৌতর্জ. মুরস্‌স' ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া ওঠে, কারণ উহাতে আরব ও পারস্য ভাষার বাগ্‌বিন্যাস বিশেষভাবে ছিল। এই জন্য ১৮০২ খ্রী° দিল্লীর মীর অম্মন্ 'বাগ. ও বহার' নামে ইহার একটী সরল সংস্করণ প্রকাশ করেন। তহ্‌সীনের অন্যান্য গ্রন্থ — 'জবাবিৎ অঙ্-রেজী', 'তবারিখ্ কাসিমী', এবং 'ইন্‌সাএ তহ্‌সীন্'।—OBD.

অতি—[বৈদিক। √অৎ+ই ; তু°-অবে° অইতি ; গ্রী° 'eti', লাটি° et, গথি° atthan ; অতি ইত্যভিপূজিতার্থে—নিরুক্ত ১. ৩] **১** উপসর্গ-'বি°। বেদে নিম্নলিখিত অর্থে অতি প্রযুক্ত হইয়াছে ; **ক** অতিশয়ার্থে—'নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যংত্যাপঃ' ঋ° ১. ৩২. ৮। **খ** উল্লঙ্ঘনে—'দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়'—ঋ° ১. ৯৭. ৭। **গ** অন্তিকার্থে—'অশ্বীব তাঁ অতি যেষং রথেনারিষ্টা'—ঋ° ২. ২৭. ১৬। **ঘ** ব্যাপ্ত্যর্থে—'তুর্যাম যস্ত আদিশামরাতীরত্যো ন হ্রুতঃ পততঃ পরিহ্রুৎ'—ঋ° ৬. ৪. ৫। **২** প্রকর্ষ, নির্ভর, অতিশয়, নিতান্ত, উৎকট। 'নার্তং নাতিপরীক্ষতম্'—মনু° ৭. ৯৩। **৩** প্রশংসা, স্তুতি, পূজন। 'অভিরাজা

অতিগৌ (কাশিকা), অতিসকৃথ (বার্ত্তিক) —পা° ৫. ৪. ৬৯। **৪** শোভন। 'অতি-গার্গ্য'—মহাভাষ্য। **৫** অতিক্রম, লঙ্ঘন। 'অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যম্'—শকু° ২. ১৫ 'অতি চন্দ্রঞ্চ সূর্যঞ্চ শিখিনঞ্চ স্বয়ংপ্রভা'—মহা° ২. ১১. ১৬। **৬** অত্যয়, ধ্বংস। 'অতি-হিমম্'—পা° ২. ৪. ১৮। **৭** অযোগ্যতা, নিন্দা, ক্ষেপ। 'অতিনিদ্রম্'—পা° ২. ৪. ১৮। **৮** অসম্ভাবনা। **৯** সম্পূর্ণ, ঠিক। 'অতি-মধ্যন্দিনে'—মনু° ৪. ১৪০। **১০** সমীচীন। 'অতিসিক্তমেব ভবতা', 'অতি সিক্তং ভবতা', 'অতিস্তুতমিব ভবতা', 'অতি-স্তুতং ভবতা'—পা° ১. ৪. ৯৫। **১১** উৎকৃষ্ট, বিশিষ্ট। 'সে অতি নাগর'—বি-প° ১০২. ১। **১২** (বা°) বংশের পুরুষগণনায় 'পূর্বতনপুরুষ'-বাচক। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। **~অঙ্কিত**—অতিরঞ্জিত। **~কটু**—(বৈদ্যক) নিম্বাদি দ্রব্য। **~কণ্ট**—(বৈদ্যক) **১** লঘু গোক্ষুরক। **২** হুরালতা। **~কথ**—[অতি+কথা] বিণ, **১** অশ্রদ্ধেয়।—অভি° ৪. ১৩২ ॥ মে° ॥ **২** নষ্টধর্ম ॥ বো-রো° ॥ **~কথা**—**১** অতিরঞ্জিত কথা, অতিশয়িত বর্ণন। **২** ব্যর্থভাষণ, বৃথালাপ, ফাজিল কথা ॥ বিশ্ব° অভি° ॥ **~ কন্দ,-ক**—[অতিরিক্তঃ কন্দো যস্য ; বৈদ্যক] হস্তিকন্দবৃক্ষ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ **~করুণ**—বিণ, **১** অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত শোচ-নীয়। **~কর্ষণ**—বিণ, **১** অত্যন্ত তাপদায়ক। **২** অত্যন্ত আকর্ষক। **~কল্য**—ক্লী°, অতি প্রভাত, অতি প্রত্যুষ, দিনমুখ। 'নাতিকল্যং নাতিসায়ম্'—মনু° ৪. ১৪০ ॥ বো-রো° ॥ **~কশ**—[কশাকে অতিক্রান্ত—প্রাদিস°] বিণ, যে অশ্ব কশা বা চাবুকের আঘাত অতি-ক্রম করিয়াছে ; দুর্দান্ত। 'অতিকশোঽশ্বঃ'—পা° ১. ২. ১৯১। **~কা**—[স° অতিকায় ; অপ্র° প্রাদে°] বিশালদেহ, মহাকায়। 'অতিকা কুঞ্জর'—কৃ-রা° উ° ৩৭. ৪২। **~কায়**—[অতিশয়িত কায় যাহার—বহু°] বিণ, **১** মহাকায়, ভীষণ। 'রাক্ষসেনাতি-কায়েন'—বা° (গো°) ৫. ৩২. ২৭ ; ৬. ৩৭. ১০১ ; মহা° ৩. ১৪৬. ৮১ ॥ বো-রো° ব-শব্দ° ॥ **২** বিশাল কলেবর। 'পরিবেণাতি-কায়েন'—রা° (গো°) ৫. ৫৬. ১২৪ ॥ বো-রো° ॥ **৩** রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভজাত রাক্ষসবি°। লক্ষ্মণ ইহার মস্তক ছেদন করেন।—রা° ৬. ৭. ৩০। **~কারক**—বিণ, শোভনকারক। 'অতিক্রান্তঃ কারকান্'—পা° ৬. ২. ১৯১ (মহাভাষ্য) ॥ বো-রো° ॥ **~কাল** — অত্যন্ত বেলা, অতিরিক্ত বেলা। 'অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়'—চৈ চ° ১১০ ॥ ব-শব্দ° ॥ **~কালেন** — [স°-করণ-প্র°] ক্রি-বিণ, যথাসময়ে, ঠিক সময়ে, সকাল সকাল। **~কুৎসিত**—বিণ, অত্যন্ত কুৎসিত।—অভি° ৩৫০। **~কুল্ব**—[বৈদিক] বিণ, রোমশূন্য।—বাজ-স° ৩০. ২২। **~কৃচ্ছ্র**—[স্ত্রী—-া] অতিশয় ক্লেশসাধ্য অনুষ্ঠানের দ্বিজাতির প্রায়শ্চিত্ত-বি°। 'ত্র্যহঞ্চোপবসে দন্ত্যামতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ'—মনু° ১১. ২১৩। **~কৃত**—**১** অতিকথিত, যাহা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে, অতিরঞ্জিত। **২** বাড়াবাড়ির সহিত করা, বাহুল্যপূর্বক কৃত। 'সর্বত্রাতিকৃতং বাস-নায়োপকল্পতে'—রা° (গো°) ৫. ২৫. ২১। **৩** বিশেষরূপে প্রতিহিংসিত বা অপকৃত।—অঙ্গু-নি° ১. ৬২। **~কৃতি**—**১** মর্যাদি অতি-ক্রম করিয়া করণ। **২** ছন্দোবি°। পঞ্চবিংশতি মাত্রাযুক্ত চতুষ্পদী ছন্দঃ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **~কৃশ**—[অতি+কৃশ] বিণ, অত্যন্ত দুর্বল, অতি ক্ষীণ।—বাজ-স° ৩০. ২২ ; রা° (গো°) ৫. ১০. ১৭। **~কৃষ্ণ**—**১** ঘোরতর কাল, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। **২** ঘন নীলবর্ণ ॥ মনি° ॥ **~কেশ** — [অতিশয়িত কেশ যাহার—বহু°] বিণ, যাহার কেশ অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রচুর। **~কেশর** —(বৈদ্যক) কুব্জকবৃক্ষ, কাঁটা সেঁউতি। ॥ রাজনি° ॥ **~ক্রম**—[অতি+√ক্রম্+অ (ঘঙ্) —ভা°। স্ত্রী—-া] **১** ক্রমোল্লঙ্ঘন, সীমার বাহিরে গমন। পর্যায়—১ অতিপাত, ২ উপাত্যয়, ৩ পর্যায়। 'ন কালাতিক্রমং ক্ষমে'—রা° (গো°) ৫. ৫৬. ১৬। **২** অধিক হওয়া, আধিক্য। **৩** অসম্মান, অনাদর। 'ব্রাহ্মণীতিক্রমেণ চ'—মনু° ৩. ৬৩। **৪** বিপর্যয়, বিপরীত আচরণ। **৫** শত্রুকে আক্রমণ, যুদ্ধে যোদ্ধৃগণের শত্রুর অভিমুখে নির্ভীকভাবে গমন, অতিক্রম ॥ অম° ॥ **৬** কর্মনিষ্পন্ন হইলেও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি। **৭** (ব্রতাদির) নিয়মভঙ্গ, অপালন। 'অতিক্রমং ব্রতস্যাহুঃ'—মনু° ১১. ১২০। **৮** অপরাধ, দোষ। 'কস্য ন স্যাদতিক্রমঃ'—রা° (গো°) ৪. ৩৬. ১১ ॥ বো-রো° ॥ **৯** প্রভাব ছাড়ান। 'তপো হি দুরতিক্রমম্'—মনু° ১১. ২৩৮ ॥ বো রো° ॥ **~ ক্রমণ**—**১** অতিক্রম করণ, উল্লঙ্ঘন, অতিপাত। 'সীমাতিক্রমণে'—যাজ্ঞ° ২. ১৫৮। **২** যাপনা, অতিবাহন। **৩** অবসান। 'কালাতিক্রমণম্'—পঞ্চ° ১. ১৭০। **৪** অপরাধ, অত্যাচার, দোষ। **৫** আধিক্য, বাহুল্য। **~ক্রমণক**—অতিরিক্ত, অধিক, অত্যন্ত, ভূরি।—জাতক ১. ১৫৩। **~ক্রমণীয়** —[অতি+√ক্রম্+অনীয়—র্ম ; স্ত্রী—-া] বিণ, **১** উল্লঙ্ঘনীয়, লঙ্ঘনের যোগ্য। **২** অপহার্য, বর্জনীয় ॥ বো-রো° ॥ **~ক্রমী** (মূ° ক্রমিন্) — [অতি + √ ক্রম্ + ইন্ (ণিনি)—ক ; স্ত্রী—-মিণী] **১** যে অতি-ক্রম করে। 'ধর্মাতিক্রমিণাম্'—রা° (গো°) ৪. ১৭. ১৪ ॥ বো-রো° ॥ **২** অপহারী। **৩** অপালক। **~ক্রান্ত**—[অতি+√ক্রম্ + ত (ক্ত)—ক ; স্ত্রী—-া] বিণ, **১** যে অতিক্রম করিয়াছে, অতীত। 'সোঽতি-ক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ম্'—মেঘ° উ° ৪২। **২** লঙ্ঘিত, ভ্রষ্ট। 'গুরুধর্মব্যতিক্রান্ত'—রা° ৪. ১৮. ২৩ ॥ ব-শব্দ° ॥ **৩** অতীত, বিগত, গত। 'অতিক্রান্তে দশাহে'—মনু° ৫. ৭৬। **~ক্রামক**—[অতি+√ক্রম্+অক (ণ্বুল্) —ক] বিণ, **১** অতিক্রমকারী, উল্লঙ্ঘয়িতা। **২** আধিক্যপ্রাপক। **৩** শ্রেষ্ঠতালাভকারী। **~ক্রুদ্ধ**—[অতি+√ক্রুধ্+ক্ত ; প্রাদিস°] **১** অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। **২** তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবি°। উক্ত মন্ত্র অষ্টাবিংশ বা একত্রিংশৎ অক্ষরে গ্রথিত। 'অষ্টাবিংশত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি

বা। অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো নিন্দিতঃ সর্বকর্মসু।'—বাচস্পতি-ধৃত তন্ত্রবচন ॥ আপ্° ॥ ~ক্রুষ্ট—অত্যধিক চীৎকার বা ক্রন্দনধ্বনি, বিলাপ ॥ মনি° ॥ ~ক্রূর—[প্রাদিস°] বিণ, ১ অতি কপট, অত্যন্ত কুটিল। ২ (পুং) বক্রগ্রহ, শনি; মঙ্গল। ক্রূরা বক্রা অতিক্রূরা' ॥ আপ্° ॥ ৩ (তন্ত্রশা°) ত্রিশ বা তেত্রিশ অক্ষরের মন্ত্র-বি°। ~ক্ষিপ্র—ক্রি-বিণ, অত্যন্ত শীঘ্র। ~ক্ষীণ—[প্রাদিস°] ১ অতিশয় কৃশ। ২ সুতনু। 'কেশরী জিনিয়া মাঝা দেখি অতিক্ষীণ' — কৃ-রা° উ° ১৭১। ~ক্ষেত্র—জ্যামিতিক যন্ত্ররেখাদ্বারা অঙ্কিত ক্ষেত্র-বি°, অধি-ক্ষেপণী hyperbola. ~খট্ব—পালঙ্কব্যতীত থাকা, খাট-ব্যতীত থাকিতে সমর্থ।—পা° ৬. ২. ২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~খর—১ অতি কর্কশ, অত্যন্ত রূক্ষ। 'অতিখরস্বনাঃ' — রা° (গো°) ৩. ৩০. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ (বা°) অত্যন্ত ঝাল। ৩ অত্যন্ত ঘ্রাণযুক্ত। ~গ — [অতি + √গম্ + অ (ড)—ক ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা অতিক্রম করিয়া যায়, অতিক্রমণ করিয়া গমনকারী। 'আয়ুর্দেহাতিগৈঃ'—রঘু° ১২. ৪৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতিগামী, অতীত। 'শোকাতিগ'—কঠ-উ° ১. ১২। ৩ অতি-প্রধান, অতিশায়ী। 'দ্বয়াতিগ'—অম° ২. ৭. ৪৬ ; 'সর্বলোকাতিগ' — রা° (গো°) ২. ১৯. ৩৩ ॥ বো-রো° ব-শব্দ° ॥ ৪ চিকিৎসার অতীত। ॥ আপ্° ॥ ৫ বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধ। ॥ আপ্° ॥ ~গণ্ড — ১ (বৈদ্যক) অতি-শয়িত গণ্ড, স্থূলগণ্ড, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গণ্ডদেশ। ২ গলগণ্ড রোগযুক্ত। ৩ (জ্যোতিষ-শা°) যোগবি°। বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে ষষ্ঠ যোগ। অতিগণ্ডযোগে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে কলিপ্রিয়, বেদনিন্দক, ধূর্ত, কৃতঘ্ন, গলগণ্ডরোগযুক্ত, লোমবান্ ও দীর্ঘকায় হইয়া থাকে। 'কলিপ্রিয়ো বেদবিনিন্দকশ্চ ধূর্তঃ কৃতঘ্নো গলিরোগযুক্তঃ। সরোমদেহঃ পুরুষোঽতিদীর্ঘঃ প্রকাণ্ডগণ্ডস্তুতি-গণ্ডজন্মা।'—কোষ্ঠী প্রদীপ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥

~গন্ধ — [বহু°] (বৈদ্যক) ১ ভূতৃণ ॥ রাজনি° ॥ ২ চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাগাছ ॥ রাজনি° ॥ ৩ মুদ্গরবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ ৪ গন্ধক ॥ রাজনি° ॥ ৫ বিণ, অতিশয় গন্ধযুক্ত, অতি-সৌরভ। ৬ অতি দৃপ্ত, অতি গর্বিত ॥ ব-শব্দ° ॥ ~গন্ধক—(বৈদ্যক) ১ ইঙ্গুদী। ২ চম্পক।—রাজনি°। ~গন্ধালু—(বৈদ্যক) পুত্রদাত্রী লতা।—রাজনি°। ~গন্ধিকা—(বৈদ্যক) পুত্রদাত্রী লতা, জিয়াপুতা ॥ রাজনি° ॥ ~গর্বিত — অতিশয় গর্বযুক্ত। পর্যায়—সমুন্নদ্ধ ॥ হলা° শব্দ° ॥ ~গব—বিণ, ১ অত্যন্ত মূর্খ, অতি নির্বোধ। ২ অবর্ণনীয়, অপ্রকাশনীয় ॥ আপ্° ॥ ~গহন,-গহ্বর—অতি গভীর, যাহার ভিতরে সহজে প্রবেশ করা যায় না, অতি দুর্বোধ ॥ আপ্° ॥ ~গাঢ়—বিণ, ১ দৃঢ়, অশিথিল। ২ প্রচণ্ড, প্রকর্ষকর, বৃদ্ধিকর intensive.—জাতক ১.৬২। ~গুণ—[বহু°] ১ অতিশয়িত গুণ, দাক্ষিণ্য-বিনয়াদি গুণ। ২ বিণ, অতি গুণযুক্ত, সদ্-গুণান্বিত। 'তদতিগুণং পুরুষার্থমাচরধ্বম্'—রা° (গো°) ৪. ৪১. ৭৯ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~গুরু—বিণ, ১ অতিদুর্ভর, অত্যন্ত ভারী। ২ অতিপূজ্য। ~গুহ—[যে সে গুহা অতিক্রম করিয়াছে. গুহাতিক্রান্ত গহ্বরাতি-ক্রমকারী। ~গুহা—(বৈদ্যক) পৃশ্নিপর্ণী-বি°। ক্ষুদ্র চাকুলিয়া গাছ।—সুশ্রু° ১. ৭১. ১৩ ॥ রত্নমালা, আপ্° বো-রো° ॥ ~গৌ—(মু° গো) উত্তম গাভী, উৎকৃষ্ট গরু।—পা° ৫. ৪. ৬৯ ॥ বো-রো° ॥ ~গ্রহ, - গ্রহণ—১ অত্যন্ত দুর্বোধ। ২ উত্তম জ্ঞান। ~ঘ—১ অস্ত্রবি°। ২ মূল্য, সম্পত্তি ॥ আপ্° ॥ ~ঘূর্ণতা — (বৈদ্যক) অতিনিদ্রা।—ভা-প্র°। ~ঘোর—বিণ, অত্যন্ত ভয়ানক বা ভীতিপ্রদ। ~ঘ্ন—অতি বিনাশকারী। 'অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা'—বৃহ-উ° ২. ১. ১৯ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~ঘ্ন্য—পরাভবকারী। 'বৃষা ভূম্যামতিঘ্ন্যাঃ'—অ° ১১. ৭. ১৬ ॥ বো-রো° ॥ ~চমূ—বিণ, সেনাতিক্রমকারী ॥ বোপ° ৩. ৬৫ ॥ ~চর— ১ অতিগ, অতিক্রমপূর্বক গমনকারী। ২ চঞ্চল, পরিবর্ত-নীয়। ৩ (বৈদ্যক) পক্ষিবি°।—বৈদ্যক শব্দ-বি°। [স্ত্রী— -া] স্থলপদ্ম hibiscus mutabilis ॥ অম° রাজনি° ॥ ~চরণ—১ অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, ব্যতিক্রম, অত্যাচার। ২ অপরাধ, পাপ transgression.—পেত-অথ° ১৫৯। ~চাপল্য—অত্যন্ত চাঞ্চল্য, অতি অস্থির ভাব। ~চার—[অতি + √চর্ + অ (ঘঞ্) — ভা°] ১ উল্লঙ্ঘন, ব্যতিক্রম। ২ দ্রুতগতি। ৩ [জ্যো°] কুজাদি পঞ্চগ্রহগণের ভোগকাল উল্লঙ্ঘনপূর্বক নিজ নিজ রাশি অতিক্রম করিয়া অন্য রাশিতে গমন। ~জন—১ জনহীন বা জন-মানবশূন্য দেশ। ২ জনপূর্ণ, জনাকীর্ণ। 'তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ'—ছা-উ° ৬. ১৪. ১ ॥ বো রো° ॥ ৩ অধিকসংখ্যক জনবিশিষ্টতা বা সংখ্যাধিক্য majority ॥ জ্ঞা° ॥ ৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ~জর,-জরা (মু জরস্)—১ [প্রাদিস°] বার্ধক্যরহিত, জরারহিত।—পা° ৭. ২. ১০১ (কাশিকা) ২ অত্যন্ত বৃদ্ধ, অতিশয় জরাগ্রস্ত। ~জল—অত্যন্ত জলপূর্ণ।—রা° (গো°) ৪. ৪৪. ৬৪। ~জব—[বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অতি শীঘ্রগতি, অতি বেগবান্। পর্যায় — ১ জঙ্ঘাল ॥ অম° ॥ ২ জঙ্ঘিল। ৩ অতিবল ॥ অম-টী° অভি° বো-রো° ॥ ~জাগর—১ নীলক্রৌঞ্চ, কাল বা নীল বক।—রাজনি°। ২ যে অত্যন্ত জাগিয়া থাকে। ৩ জাগরণের অযোগ্য সময় ॥ আপ্° ॥ ~জাগরণ—অতিরিক্ত জাগিয়া থাকা, নিদ্রা-ত্যাগ করা। ~জাত—গুণে পিতাকে অতি-ক্রম করিয়া জাত, পিতা অপেক্ষা গুণাধিক।—পঞ্চত° ১. ৪৪১-২। ~জীর্ণ—বিণ, অতিবৃদ্ধ, অতিবার্ধক। বি—জীর্ণতা। ~জীব—১ অত্যন্ত জীবনীশক্তিবিশিষ্ট। 'অমত্রিভর্ধান্নৃতো অতিজীবঃ'—অ° ৮. ২, ২৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ অত্যন্ত প্রভাবশালী। 'অত্যজীবদমরালকেশ্বরৌ'— রঘু° ১১. ১৫

॥ আপ্° ॥ ~ডীন —[+√ডী+ত (ক্ত) —ভা°] পক্ষীদিগের প্রচণ্ড গমন, পাখীর দীর্ঘ গমন।—মহা° ৮. ৪১. ২৭ ॥ শব্দ° ॥ —তর—[স° অতিতরাম্< ; অতি+তর— উৎকর্ষার্থে] বিণ, অত্যন্ত, অধিকতর, প্রগাঢ়। ~তমাম্,-তরাম্—অব্য, ১ অত্যন্ত, প্রগাঢ়, অতিশয়, যারপরনাই। 'অতিতরাং হ বৈ স ইতরস্মাদগ্নেস্তপতি' — শ-ব্রা° ১. ৪. ৩. ১। ২ অধিকতর, উচ্চতর। 'বভূব নেত্রাতিতরাং সুদুঃসহঃ কট প্রভেদেন করীব পার্থিবঃ'—রঘু° ৩. ৩৭ ; 'যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তি-মাপৎস্যতে তে'—মেঘ° পূ° ১৫ ॥বো-রো°॥ ৩ উপর, উচ্চপদস্থ above higher rank. 'তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্দেবান্' —কেন-উ° ৪. ২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~তপস্বী — অত্যন্ত তপশ্চর্যাশীল। ~তাত—[বৌ° স°=অভিজাত, বিনম্র, ভদ্র। ইতিবু° ২৪ (বিপরীত শব্দ—অবজাত)। ~তার—১ অত্যুচ্চ, অতিশয় উচ্চতর। ২ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ~তারী—[মূ°-তারিন্] উল্লঙ্ঘনকারী, অতিক্রমকারী। 'ইরাবত্যতিতারিণী'—ঐ-ব্রা° ৭. ১৩ ॥ বো-রো° ॥ ~তার্য—অতিক্রমণীয়, লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমযোগ্য। 'যে মৃত্যব একশতং যা নাষ্ট্রা অতিতার্যাঃ'— অ° ৮. ২. ২৭ ॥ বো-রো° ॥ ~তীক্ষ্ণ—[অতি +√তিজ্+স্ন 'তিজে-দীর্ঘশ্চ'—উণা° ৩. ১৮ সূত্রানুসারে ই-কারের দীর্ঘত্ব। অতিশয়ভাবে তীক্ষ্ণ—প্রাদিস°; স্ত্রী — -া] বিণ, ১ অত্যন্ত প্রখর। ২ অত্যন্ত ধারাল, শাণিত। ৩ অত্যন্ত তীব্র বা উগ্র, অত্যন্ত কটু, তীব্র কটুরসবিশিষ্ট, অত্যন্ত ঝাল। ৪ অত্যন্ত কষ্টকর, অতিশয় অসহ্য। ৫ (বৈদ্যক) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ। ৬ (বৈদ্যক) ক্লী°, অজমোদা। ~তীক্ষ্ণা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, রক্তসর্ষপ ; ইহা কটু তিক্তোষ্ণ, কুষ্ঠঘ্ন, কফ গুল্মনাশকারী, নিদ্রাকর ও শোফকারী।—ধন্বন্তরীয়নি° ৬১। রাজনি°-(১৬. ৯০) মতে ইহা কটুতিক্তোষ্ণ, বাতপ্লীহাতিশূল-নাশক, দাহপিত্তপ্রদ, কফ, গুল্ম, কৃমি ও ব্রণনাশক। পর্যায় — আসুরী, রাজিকা, রক্তিকা, মধুরিকা, রাজী, কৃষ্ণকা, রক্তসর্ষপ, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুবক, ক্ষবক, ক্ষব। ধন্বন্তরীয়-নি° ৬০ ; রাজনি° ৪. ৯০। ~তীব্র—[প্রাদিস° ; স্ত্রী — -া] ১ অতিপ্রখর। ২ অত্যন্ত কটু বা ঝাল। ৩ অতিশয় অসহ্য, দুঃসহ। ৪ অত্যন্ত বলবান্, অত্যন্ত তেজো-বিশিষ্ট। ~তীব্রা—১ বিণ, স্ত্রী°, [অতিতীব্র দ্র°]। ২ (বৈদ্যক) স্ত্রী°, (তীব্রগুণযুক্ত বলিয়া) গণ্ডদূর্বা, গ্রন্থিদূর্বা, গাঁটদূর্বা, গণ্ডালী। ইহা বাতপিত্তজ্বরনাশক।—রাজনি° ৮. ২৩৫। ~তৃন্ন—[+ √তৃদ্ + ত (ক্ত)] বিণ, অতিশয় আহত, ভয়ানকরূপে আহত। ~তৃপ্ত—[প্রাদিস°] অত্যন্ত তৃপ্তিবিশিষ্ট। ~তৃপ্তি—স্ত্রী, অত্যন্ত সন্তোষ। 'ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্তোহথ সংবিশেৎ'—যাজ্ঞ° ১. ১১৪ ॥ বো-রো° ॥ ~তৃষ্ণ—[অতিশয়িতা তৃষ্ণা যাহার—বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অত্যধিক পিপাসা বা লালসাযুক্ত ॥ আপ্° ॥ ~তৃষ্ণা —১ অত্যধিক পিপাসা। ২ অতিলালসা, অতিলোভ। 'অতিতৃষ্ণা ন কর্তব্যা।' —পঞ্চ° ৩. ৫. ॥আপ্°॥ 'অতিতৃষ্ণাভিভূতঃ'—পঞ্চত° ২. ৮১। ~তৄ—ভ্বা° প° স°সেট্] অতিক্রম করা, লঙ্ঘন করা, পার হওয়া। দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে' —হিতোপ° ৪. ৫. ১ ; 'তয়োরাত্মনশ্চ ক্ষুধমত্যতার্ষম্'—দশকু° ১৬৫ ; 'তেপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ'—গী° ১৩. ২৫। ~ত্রস্ত—বিণ, অতি ভীত, নিতান্ত সাহসহীন ॥ মনি°॥ ~ত্যদ্—[+ +ত্যদ্ ; অতিত্যদ্, অতিত্যদৌ, অতিত্যদঃ] বিণ, = ত্যদতিক্রান্ত। 'ত্যদাদিনামঃ'—পা° ৭. ২. ১০২। ~ত্বম্—[+ত্বম্] বিণ,= তামতিক্রান্তঃ।—পা° ৭. ২. ৯৭।~দর্প—১ [অতিশয়িতদর্প — নিত্য°] অতিরিক্ত অহঙ্কার, অত্যধিক গর্ব ; মহাভিমান, অতিরিক্ত দেমাক। ২ [অতিশয়িত দর্প যাহার—বহু°] বিণ, অতিশয় অহঙ্কারী, অতিশয় দৃপ্ত। ৩ সর্পবি°।—পঞ্চত° ১৭০. ২৩। ~দর্পী—[মূ°-দর্পিন্। প্রাদিস° ; স্ত্রী—দর্পিণী] বিণ, অত্যধিক অহঙ্কারী। ~দর্শী—[মূ°-দর্শিন্। + √দৃশ্ + ইন্ (ণিন্)-কর্তৃ° ; স্ত্রী— দর্শিনী] অতিদূরদর্শনে সমর্থ, অনেক দূর পর্যন্ত যাহার দৃষ্টি চলে। 'নয়নে-নাতিদর্শিনা'—রা° (গো°) ৩. ৭৪. ১৬। ~দাতা—[মূ°-দাতৃ। প্রাদিস° ; স্ত্রী—-দাত্রী] অত্যধিক দানশীল, অপরিমিত দানকারী, অত্যন্ত বদান্য। ~দান—[অতিশয়িত দান—প্রাদিস°] ক্লী°, বহুদান, অপরিমিত দান, অতিশয় দান, সত্ত্বাতিরিক্ত দান, ভূরি দান। 'অতিদানে বলির্বদ্ধঃ অতিমানে চ কৌরবাঃ'—চাণক্য ৫০ ॥ শব্দ° ॥ ~দারুণ—[স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অতি কঠোর। ২ অতি ভীষণ। ~দাহ—[অতিশয়িত দাহ—প্রাদিস°] ১ অত্যধিক তাপ, তীব্র জ্বালা, অত্যধিক গাত্রের জ্বালা, অসহ্য গা-জ্বালা। ২ খুব বেশী রকমে পোড়া। ~দিষ্ট—[+√দিশ্+ত (ক্ত) —কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অতিদেশ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, ভিন্ন বস্তুর ধর্ম আরোপিত [অতিদেশ দ্র°]। ॥ শব্দ° ॥ ২ সংযোজিত, পরিশিষ্ট। ৩ অন্যের সহিত উপমিত। ৪ অবাস্তব আরোপিত ধর্মবিশিষ্ট। ৫ যাহা বাতিল বা রদ করা হইয়াছে over-ruled ~দীন—[প্রাদিস° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অতিশয় দরিদ্র, একান্ত নিঃস্ব, নিতান্ত দুর্গত, নেহাত গরীব। ২ অতি দুঃখিত, অতি কাতর। ৩ বিনম্র। ~দীপ্ত — [প্রাদিস° ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অত্যন্ত প্রজ্বলিত, অতিশয় উজ্জ্বল। ২ মহাদেব।—মহা°। ~দীপ্তি — (বৈদ্যক) স্ত্রী°, শ্বেত সুরসা, বাবুই তুলসী। ~দীপ্য — [বৈদ্যক। + √দীপ্ + যৎ—কর্তৃ°] রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রাঙ্ চিতা Plumbago Rosea. পর্যায় — কাল, ব্যাল, কালমূল, মার্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, রক্ত-চিত্র, মহাঙ্গ, রুদ্রাহ্ব, চিত্রক, গুণাঢ্য। ইহার গুণ—স্থূলকায়কর, রুচ্য, কুষ্ঠঘ্ন।—ধন্বন্তরীয়নি° ১২৭, ১২৮ ॥ শব্দ° আপ° ॥

~দীর্ঘ –[প্রাদিস°। অতিহ্রস্বের বিপরীত। স্ত্রী – -া] বিণ, ১ অত্যন্ত দীর্ঘ, অপরিমিত লম্বা। —সুশ্রু° ১. ২৫. ২১। ২ [কাল-সম্বন্ধে প্রযুক্ত] অত্যধিক, সুচির।—মহা° ৩. ৭৭. ২০। ~দুঃখ — [প্রাদিস°] ক্লী°, অত্যন্ত কষ্ট, অসহ্য শোক, অপরিমিত ক্ষেদ বা ক্ষোভ, সন্তাপ। ~দুঃখিত –[প্রাদিস°। স্ত্রী,— -া [বিণ, অত্যন্ত ব্যথিত, বিশেষ ক্ষুব্ধ, নিতান্ত দৈন্যপীড়িত, অতি দুঃখযুক্ত, অত্যন্ত ক্লিষ্ট, সন্তপ্ত। ~দুঃখী–[মূ°-দুঃখিন্; স্ত্রী— -দুঃখিনী] বিণ, অত্যন্ত দরিদ্র, সাতিশয় দুঃখযুক্ত, নিতান্ত দীন, বড় গরীব। ~দুঃসহ– [প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] বিণ, অত্যন্ত অসহনীয়, নিতান্ত অসহ্য। ~দুরূহ– [প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] বিণ, অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, নিতান্ত দুর্বোধ, যৎপরোনাস্তি দুষ্কর, অতি কঠিন। ~দুর্গত —[অতিশয়িত ভাবে দুর্গত – প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন, অতি বিপন্ন, অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত, নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ২ অতিশয় দারিদ্র্য, অত্যন্ত দীনতা, যারপর নাই হীনাবস্থা। ~দুর্গতি – স্ত্রী°, অত্যন্ত দুরবস্থা, যারপর নাই দুর্দশা, নিতান্ত দৈন্য। ~দুর্ধর্ষ– বিণ, অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী, অত্যন্ত বদ্‌রাগী। ~দুর্লভ– বিণ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, দুষ্প্রাপ, দুর্লভ।—বোপ° ২৬. ১৫৩। ~দুষ্কর—[নিত্য°; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা সম্পাদন করা অতি কঠিন, দুঃসাধ্য, নিতান্ত দুরূহ, একান্ত কঠিন। ~দুষ্ট— ১ বিণ, অতিশয় দুর্বৃত্ত। ২ (বৈদ্যক) গোক্ষুরক।—বৈদ্যকনি°। ~দূর—[প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অত্যন্ত ব্যবধানযুক্ত। ক নিঃসম্পর্ক, যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। খ ঘনিষ্ঠতাশূন্য। গ প্রয়োজনীয় ব্যবহার-রহিত। ২ ক্লী°, অত্যন্ত ব্যবধান। ক নিঃসম্পর্কতা। খ অঘনিষ্ঠতা। গ প্রয়োজনীয় ব্যবহারশূন্যতা। ~দেব—[অত্যানন্দ-স°] ১ সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, সর্বদেবতার শ্রেষ্ঠ। ২ শিবের নামবি° ॥ আপ্° ॥ ~দোষ— ১ অত্যন্ত দোষ। ২ কুকাজ। ~দোহ— অতিশয় দোহন; নিঃশেষে গবাদিদোহন। 'অতিদোহাতিবাহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন বা। নদীপর্বতসংরোধযুতে পাদোনমাচরেৎ।' — অত্রি° ২১৭। ~দৈন্য–[নিত্য°] ক্লী°, অতি দরিদ্রদশা, দারুণ দুঃখ বা দারিদ্র্য; নিতান্ত হীনদশা। ~দৈব, -দৈবিক — দৈবকে অতিক্রান্ত এই বাক্যে প্রাদিস°; স্ত্রী° —দৈবী, -দৈবিকী] বিণ, দেবতারও অতীত বা অসাধ্য, দৈবের অনায়ত্ত। ~দ্রুত— বিণ, অতি শীঘ্র। ~ধবল—বিণ, অত্যন্ত শাদা। ~ধন্ব,-ধন্বা— [মূ°-ধন্বন্। অত্যুৎকৃষ্ট ধনু যাহার—প্রাদিস° বহু°; 'ধনুষশ্চ'— পা° ৫. ৪. ১৩২] ১ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর, ধনুর্যুদ্ধ-বিশারদ। 'অতিধন্বা শৌনকঃ'— ছা-উ° ১. ১০। ২ বিণ, মরু অতিক্রমকারী ॥আপ্°॥। ~ধৃতি—[বৈদিক] ৭৬ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ— ঋ°-প্রাতিশা° ১৬, ৫৫। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সাহিত্যে ৪ × ১৯ অক্ষরযুক্ত ছন্দঃ।—Colebrooke : Misc. Essays, ii. 163. ১ [ধৃতিকে (অষ্টাক্ষরবৃত্তি ছন্দোবিশেষকে) অতিক্রান্তা এই বাক্যে প্রাদিস°] স্ত্রী°, ঊনবিংশাক্ষরাবৃত্তি ছন্দোবি°। ধৃতি ছন্দে ১৮টী অক্ষর থাকে। অতিধৃতি ছন্দে তাহাকে অতিক্রম করায় ১৯ অক্ষরের বৃত্তি। ইহার প্রত্যেক পাদে ১৯টী অক্ষর থাকে। ২ [ধৃতিকে অতিক্রান্ত এই বাক্যে প্রাদিস°] ধৃতি অতিক্রমকারী, অধীর, অসন্তুষ্ট। ৩ [অতি (অতিরিক্ত) ধৃতি (ধৈর্য) যাহার— বহু°] অত্যন্ত ধীর, অতি ধৈর্যসম্পন্ন, অত্যন্ত সন্তুষ্ট। ৪ ১৯ সংখ্যাবাচক শব্দ ॥ আপ্° ॥ ~ধেনু – [অতিধেনবে ব্রাহ্মণায় — পা° ১. ৪. ৩ (বার্তিক)] বিণ, গাভীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ~নাষ্ট্র —(বৈদ্যক) বিণ, বিপদ্ অতিক্রান্ত, ভীতির বাহিরে।—শ-ব্রা° ১. ৮. ১.৩। ~নিচৃৎ = অতিনিবৃৎ। [অতিনিবৃৎ দ্র°]। ~অতিনিদ্র— [অতি (অতিশয়িত) নিদ্রা যাহার—বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ দীর্ঘ নিদ্রাপরায়ণ, অতিশয় নিদ্রাপ্রিয়, ঘুমকাতুরে।—রা° (গো°) ৬. ৩৭. ৪৮। ২ [নিদ্রাকে অতিক্রান্ত— ২-তৎ] নিদ্রাহীন, বিনিদ্র। ~নিদ্রতা— (বৈদ্যক) স্ত্রী°, কফবৃদ্ধিজাত পীড়াবি°। ~নিদ্রম্ — ক্রি বিণ, = নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে।—পা° ২. ১. ৬ ॥ বো-রো° ॥ ~নিদ্রা — ১ [অতিশয়িতা নিদ্রা— প্রাদিস°] অতিশয় নিদ্রা, দীর্ঘ নিদ্রা, অতিরিক্ত ঘুম। ২ [অতিনিদ্র + আপ্] বিণ, স্ত্রী°, অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণা। ~নিপুণ —বিণ, অত্যন্ত দক্ষ, অতি পারদর্শী। ~নিমিষ — বিণ, পলকহীন staring। ~নির্হারী—[মূ°-হারিন্; স্ত্রী— -হারিণী] বিণ, ১ অত্যন্ত আকর্ষক, অতি বিমোহন। ২ অতি দূরগামী। ~নিবৃৎ—নামান্তর— অতিনিচৃৎ, অতিপাদনিবৃৎ। ত্রিপাদবিশিষ্ট বৈদিক ছন্দোবি°। ইহাতে প্রত্যেক পাদে যথাক্রমে ৭, ৬ ও ৭টী অক্ষর থাকিবে। 'ষট্‌কঃ সপ্তকয়োর্মধ্যে স্তোতৄণাং বিবাচীতি। যস্যাঃ সাতিনিবৃন্নাম গায়ত্রী দ্বিদশাক্ষরা।'— Colebrooke : Misc. Essays, ii. 152. অতিনিবৃতের উদাহরণ ঋ° ৬. ৪৫. ২৯ দ্র° ॥ বো-রো° ॥ [অতিনিচৃৎ, অতিপাদনিবৃৎ দ্র°] ~নীচ — বিণ, অতি হীন, অত্যন্ত গর্হিত। ~নীল–[প্রাদিস°। স্ত্রী— -া] ১ বিণ, ঘন নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। ২ [প্রাদিস°] গাঢ় নীলবর্ণ। ~নু—[নৌকে (নৌকাকে) অতিক্রান্ত এই বাক্যে, প্রাদিস° 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' — পা° ১. ২. ৪৭। সূত্রানুসারে ঔ স্থানে উ] ক্লী°, নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ, নৌকাকে অতিক্রান্ত ॥ অম° শব্দ ॥ ২ অতীত-নৌক—নৌকা ত্যাগ করিয়া ভেলা বা সন্তরণদ্বারা যে পারে গমন করে। ~নেমিষ— [প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] বিণ, পলকহীন, নির্নিমেষ। ~নৌ—[পু° বা স্ত্রী°—ক্লীবলিঙ্গ না হওয়ায় ঔ কারের হ্রস্ব হইল না] নৌকা হইতে তীরে আগত; নৌকা হইতে তীরে অবতীর্ণ।— পা° ১

১. ৪৮। ~পক্ক—[প্রাদিস°। স্ত্রী—-া] বিণ, ১ সুপক্ক, খুব বেশী পাকা। ২ অতি-রঞ্জিত, সুরঞ্জিত। ~পতন—[+√পত্ + লুট্—ভা°] ক্লী°, ১ অতিশয় হানি বা ক্ষতি ॥ আপ্° ॥ ২ অতিক্রম, উলঙ্ঘন ॥ শব্দ° রত্নাবলী ॥ ৩ কর্তব্যে অনাস্থা, অকর্তব্যে আস্থা ॥ আপ্° ॥ ৪ (প্রাদে°) অতিশয় বেগে পতিত হওন। ৫ অত্যন্ত নিম্নে গমন। ৬ (লক্ষ°) অতিরিক্ত মাত্রায় চরিত্র-স্খলন। ৭ যাপন, ক্ষেপণ, কাটান। ~পত্তি—[+√পদ্ + তি (ক্তিন্) —ভা°] ১ অমীমাংসা, অনিষ্পত্তি। 'ক্রিয়াতি-পত্তৌ'—পা° ৩. ৩. ১৩৯; 'প্রজাতেষ্ঠ্যাতিপত্তৌ' —কা·শ্রৌ° ২৫. ৪. ২১. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতিক্রম, অতিপাত, অত্যয়। 'দেশকালাতি-পত্তৌ' — যাজ্ঞ° ২. ১৬৯ ॥ বো-রো° ॥ ~পত্র— [বৈদ্যক। অতি (অতিরিক্ত, বৃহৎ) হইয়াছে পত্র যাহার—বহু°] ১ হস্তিকন্দ বৃক্ষ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ২ শাকবৃক্ষ, সেগুন গাছ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ~পত্রা— (বৈদ্যক) স্ত্রী°, বলা, বেলেড়া sida cordi-folia. ~পথ— [নিত্য°; স্ত্রী—-া] ১ সুন্দর পথ, উৎকৃষ্ট পথ। অতিক্রান্ত পথ যৎকর্তৃক—বহু°] বিণ, পথ অতিক্রমকারী, যে পথ হাঁটিয়াছে এমন। ~পন্থা—[পুং°-পথিন্; প্রাদিস° পূজার্থক 'অতি'র সহিত সমাস হওয়ায় সমাসান্ত প্রত্যয় 'পতষ্চ'— উণা° ৪. ১২ সূত্রানুসারে পত্-ধাতুর 'ত' স্থানে 'থ' আদেশ হয়] উৎকৃষ্ট বা উত্তম পথ, সুন্দর পথ, রাজপথ, সৎপথ ॥ অম° ২. ১. ১৬. অভি° ॥ ~পদ— (ছন্দোশা°) অতিরিক্ত একটী চরণ।—পা° ৬. ২. ১৯১। 'অতিপদা শক্করী, অতিপদা গায়ত্রী' (কাশিকা) ॥ বো-রো° ॥ ২ পদশূন্য, চরণশূন্য ॥ আপ্° ॥ ~পন্ন— [+√পদ্ +ত (ক্ত) — কর্তৃ°] ১ অতিক্রান্ত। ২ অনিষ্পন্ন। ~পর—১ অত্যন্ত পর, পরম শত্রু। ২ (বা°) সম্পর্কহীন ব্যক্তি। ৩ বিণ, যে শত্রুকে অতিক্রম করিয়াছে, বিজয়ী। ~পরিচয়—[প্রাদিস°] অতিশয় পরিচয়, খুব জানাশুনা। ~পরোক্ষ—বিণ, ১ দৃষ্টিবহির্ভূত, দৃষ্টির বাহিরে, দৃষ্টি বহুদূরে স্থিত ॥ বো-রো° মনি° ॥ ২ [প্রাদিস°; স্ত্রী—-া] ২ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর। ৩ চাক্ষুষ বিষয়। ~পাত— [+√পত্ +অ (ঘঞ্) - ভা° 'কালস্যাতিপাতঃ'] ১ লঙ্ঘন, অতি-ক্রমণ, অত্যয়, পর্যায়।—পা° ৩. ৩. ৬৮ ॥ অম° অভি° ॥ ২ ব্যাঘাত, হানি, ক্ষতি। ৩ সংঘটন, আপাত। ৪ অবিরল পাত, অতি বর্ষণ। ৫ অশিষ্টাচার। ৬ (বা°) যাপন, ক্ষেপণ, কাটান। ৭ কর্তব্যে অনাস্থা। ~পাতিত— [+√পাতি+ত (ক্ত)—কর্ম] ১ বিণ, লঙ্ঘিত, অতিক্রমিত। ২ অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, স্বস্থানভ্রষ্ট much dislocated. 'অস্থি নিঃশেষতশ্ছিন্ন-মতিপাতিতম্'—সুশ্রু° ১. ১৮. ১৮ ॥ বো-রো° ব·শব্দ° ॥ ~পাতী—[পুং° - পাতিন্; + √পিত্ + ইন্ (নিনি)—কর্তৃ; স্ত্রী—পাতিনী] ১ অতিক্রমকারী, অতিযায়ী। 'পবনাতিপাতিভির্দিশো' — রঘু° ৩. ৩০ ॥ বো-রো° ॥ ~পাত্য — [+পত্ +য (ণ্যৎ)—কর্ম°] অতিপাতযোগ্য, অতিক্রমণীয়, উল্লঙ্ঘনীয়। 'ধর্মকার্যমনতিপাত্যং দেবস্য'— শকু° ৫. ৬। ~পাদনিবৃৎ—বৈদিক ছন্দো-বি°। এই ছন্দে তিনটী চরণ। প্রতি চরণে যথাক্রমে ৬, ৮ ও ৭ মাত্রা থাকে ॥ বো-রো° আপ্° ॥ [অতিনিবৃৎ দ্র°] ~পিতৃ— পিতাতি বিণ, ক্রমকারী (গুণে) পিতাকে যে অতিক্রম করে। — শ ব্রা° ১৪. ৯. ৪. ২৯=বৃহ-উ° ৬. ৪. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ ~পিতামহ—বিণ, (গুণে) যে পিতামহকে অতিক্রম করে, পিতামহাতিক্রম-কারী।—শ·ব্রা° ১৪. ৯. ৪. ২৯ = বৃহ-উ° ৬. ৪. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ ~পুরুষ,-পূরুষ— শ্রেষ্ঠ মানব; বীর।—শ·ব্রা° ১৩. ৫. ৪. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ~পূত—অতি শুদ্ধ। 'সোমাতি-পূত'—শ·ব্রা° ৫. ৫. ৪. ১১; কা·শ্রৌ° ১৫. ১০. ১৯ ॥ বো·রো° ॥ ~পেশল—১ অতি মৃদু, সাতিশয় কোমল। ২ সুদক্ষ, সুনিপুণ। ৩ অতিশয় চতুর। ৪ অত্যন্ত সুন্দর। ~প্রকাশ — [+প্র + √কাশ্ +অ (অচ্) — ক] অতিপ্রকট, সুবিদিত। 'অতিপ্রকাশধৈর্যঃ'—রা° (গো°) ৩. ৩৯. ৪২ ॥ বো-রো° ॥ ২ দুর্দান্ত ॥ মনি° ॥ ~প্রকৃত—১ প্রকৃতি, বহির্ভূত, অস্বাভা-বিক। ২ অতি সত্য, সুনিশ্চিত। ~প্রগে—ক্রি-বিণ, অতি প্রত্যুষে, সূর্যোদয়-কালে। 'নাতিপ্রগে'—মনু° ৪. ৬২ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~প্রজন—জনাধিক্য over-popula tion. ~প্রণয়—[প্রাদিস°] অত্যন্ত প্রেম বা ভালবাসা, অত্যন্ত স্নেহ। 'নাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যঃ প্রণয়শ্চ তে' — রা° (গো°) ৪. ২১. ৩৬ ॥ বো-রো° ॥ ~প্রবন্ধ—অত্যন্ত অবিরাম great continuity, অতিশয়। 'অতিপ্রবন্ধপ্রহিতাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ'—রঘু° ৩. ৫৮ ॥ বো-রো° ॥ ~প্রণুদ্—ব্যক্তিবিশেষকে জোর করিয়া ধরা, চাপিয়া ধরা। ~প্রমাণ—[বহু°] বিণ, ১ বিশাল, অত্যন্ত পরিমাণ বিশিষ্ট, যাহার পরিমাণ অতি-শয়। 'অতিপ্রমাণা বহবো ভুজঙ্গমা'— রা° (গো°) ৫. ৫৪. ১৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ বিরাট, বিশ্বরূপ। ~প্রবৃত্তি—[প্রাদিস°] স্ত্রী°, প্রচুর নিঃসরণ, অত্যন্ত ক্ষরণ। 'নাভী-শোণিতাতি প্রবৃত্তিষু'—সুশ্রু° ১. ৩৬. ৯০; 'লালাস্বেদয়োরতিপ্রবৃত্তি'—সুশ্রু° ২. ২৬৮. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ~প্রবৃদ্ধ — [অতি — প্র + √বৃধ্ +ত (ক্ত) - ক] বিণ, ১ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২ অতি পীড়াদায়ক, পীড়ানুবৃত্ত। 'ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি—মনু° ৯. ৩২০ ॥ বো-রো° ॥ ~প্রশ্ন—অত্যন্ত প্রশ্ন। 'অতিপ্রশ্নান্পৃচ্ছসি'—পঞ্চত° ৩. ২ ॥ বো-রো° ॥ ~প্রশ্ন্য—অতি প্রশ্নের বিষয়ী-ভূত। 'অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি' — বৃহ - উ° ৩. ৬ ॥ বো - রো° ॥ ~প্রসক্ত—[প্রাদিস°] বিণ, অত্যন্ত অনুরক্ত, অতি আসক্ত।—পঞ্চত° ১. ১৯৮ ॥ শব্দ° ॥ ~প্রসক্তি—[প্রাদিস°] ১

অতি মাত্রায় আসক্তি, অত্যাসক্তি। 'অতিপ্রসক্তিং চৈতেষাং মনসা সংন্নিবর্তয়েৎ'—মনু° ৪. ১৬। ২ অত্যুক্তি পুনঃ পুনঃ উক্তি। ~প্রসঙ্গ—[প্রাদিস°] ১ অতিমাত্রায় আসক্তি, অত্যানুরাগ। 'নাতিপ্রসঙ্গঃ প্রমদাসু কার্যঃ'—পঞ্চত° ১. ২০১; 'স্ত্রীণামতি প্রসঙ্গেন'—সুশ্রু° ৫২৭. ২১ ॥ বো-রো° ॥ ২ পুনঃ পুনঃ, বাহুল্য। 'অলমতিপ্রসঙ্গেন'—মুদ্রারা°১.১.৩॥ বো-রো° ব-শব্দ° ॥ ~প্রসিদ্ধ — ১ অতিশয় খ্যাত। ২ সুন্দররূপে ভূষিত। ~প্রাকৃত — [প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়াছে; অনৈসর্গিক। ~প্রাণ — প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ~প্রৌঢ় — [প্রাদিস°] বিণ, ১ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত। ২ সম্পূর্ণ। ~প্রৌঢ়া — দশবর্ষ বয়োধিকা বালিকা। ২ অতিশয় বুদ্ধিযুক্তা। ৩ অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্তা রমণী। ~ফলদায়ক—অত্যন্ত ফলদায়ক। ~ বড় — অতি বৃহৎ, অত্যন্ত বৃহৎ, খুব বড়। 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি'—অন্নদামঙ্গল, ২৫৫। ২ অধিক বয়স্ক। ৩ উৎকৃষ্ট [স° অতিবৃদ্ধ>] ৪ কঠিনতম, যেমন—অতি বড় দিব্য, উৎকৃষ্ট দিব্য, পিতামাতা বা ইষ্টদেবতার নামে দিব্য ॥ ব-শব্দ° ॥ ৫ অত্যুচ্চ। ৬ সর্বপ্রধান। ৭ অত্যন্ত। ~বল —[বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অত্যন্ত বলশালী, মহাবল, বলবান্, প্রবল। 'অতিবলেন পক্ষিণা'—রা° (গো°) ৩. ২০. ৫৭ ॥ বো-রো° অভি° মে° ॥ 'জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।' —পদক° ৫. ৭। ২ কর্মক্ষম সৈনিক। ৩ নরপতিবি°। — মহা° ১. ২৪. ১২। ৪ ঔষধিচারাবি°। 'নাতিবলা ভক্ষ্যাঃ'—সুশ্রু° ১. ২৩৫. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~বলা—[অতিশয়িত বল যাহার—বহু°] ১ প্রবলা, মহাবলা। ২ পীত বলা, হলদে রঙের বাড়িয়ানা, পীতবর্ণা বেলেড়া, পীতবাকুলি sida rhombifolia—সুশ্রু° ১. ১৫. ১৬ ॥ বো-রো° অভি° মে° ॥ হি° ককহিয়া, মরা° পিটারিণী। ইহা তিক্ত, কটু, বাস্ত, কৃমিঘ্ন এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিষ, সর্দি ও ক্লেদনাশন। — রাজনি°। বাত, মেহ ও কৃচ্ছ্রনাশন। — ভা-প্র°। ৩ মন্ত্রসমূহরূপ বিদ্যাবিশেষ। 'মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা'—রা° (গো°) ১. ২৪. ১২। [বিশ্বামিত্র ঋষি কর্তৃক মহর্ষি কৃশাশ্বের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যা। এই বিদ্যাধিকারীর অনশনজনিত ক্লেশ হয় না। ইহার প্রভাবে মানবের শ্রম জর রূপ-বিপর্যয় সুপ্তি প্রমাদ ও পরাজয় হয় না এবং অপ্রমিত বাহুবল সৌভাগ্যদাক্ষিণ তত্ত্বজ্ঞান, ঐহিকবিষয়ক জ্ঞান ও প্রত্যুত্তর দানে অসাধারণ শক্তি হয়। তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিবার জন্য বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।] ৪ দক্ষকন্যাবি°। 'বলামতিবলামপি' —রা° (গো°) ১. ১০. ১২। ৫ গোরক্ষ চাকুলিয়া। ~বলিকা,-বলী— (বৈদ্যক) ব্যাটালক, বেড়েলা।—রাজনি°। ~বালক —১ শিশু। ২ ছেলেমানুষী। ~বাড়— [প্রাদিস°; স° অতিবৃদ্ধ >] ১ অত্যন্ত বাড়া, অতিস্পর্দ্ধা। 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। অতি খাট হয়োনা ছাগলে মুড়াবে' — প্রবাদ। ২ অত্যাধিক বৃদ্ধি। ~বাহ—[+ √ বহ্ + অ (ঘঞ্)— ভা°] ১ অতিরিক্ত ভারবহন। ২ অতিযাপন। ৩ স্থানান্তর প্রাপণ। ৪ বিণ, যে এক দেহ অতিক্রম করিয়া অন্য দেহে লিঙ্গ-শরীর জীবকে বহন করে। ~বাহন — + √বাহি + অন (ল্যুট্) — ভা°] ১ যাপন, কাটান, ক্ষেপণ। ২ অতি গুরুভারবহন। ৩ (বা°) অতিক্রম। 'মৃণালিনী……বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন' — মৃণালিনী ॥ ব-শব্দ° ॥ ~বাহু — [অতিশয়িত বাহু যাহার — বহু°] বৃহৎ বাহু, বিশাল বাহুযুক্ত। ~বীভৎস—১ অত্যন্ত ভয়ানক। ২ অত্যন্ত বিরাগ, অত্যন্ত দ্বেষ। ~বালা – দুই বর্ষ বয়সের বাছুর। ~ব্রহ্মচর্য—১ অত্যন্ত সংযম। ২ ব্রহ্মচর্য-ত্যাগী, যিনি বিবাহ করিয়াছেন। ~বুদ্ধি — অতিশয় বুদ্ধি; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ~ভক্ত—বিণ, অত্যন্ত বাধ্য, অত্যন্ত অনুগত। ~ভক্তি—১ অনুচিত অধিক ভক্তি, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভক্তি। ২ আন্তরিকতার সীমা ছাড়াইয়া যে ভক্তি। ~ভদ্ —অত্যন্ত ভাল, অতি সাধু। ~ভর— অত্যন্ত বোঝা, অতিশয় ভার। ~ভার— [প্রাদিস°] ১ অতি গুরুত্ব, অতিশয় ভার। 'কোঽতিভারঃ সমর্থানাম্'—পঞ্চত° ১. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতি গৌরব। ৩ অতিশয়, অতিরেক। 'ব্যসনাতিভারাচ্চক্রন্দ' — রঘু° ১৪. ১৮। 'অশোকৈঃ পুষ্পভারাতিভারেণ স্পৃশদ্ভিরিঃ মেদিনীম্'—রা° (গো°) ৫. ১৭. ১৪ ॥ বো-রো° ॥ ~ভারগ—খর, গর্দভ, অশ্বতর, খেসর।—রাজনি° ॥মনি°॥~ভারাক্রান্ত—বিণ, ১ অত্যন্ত ভারে প্রপীড়িত, অতিশয়ভাবে পীড়িত। ২ যে অতিশয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। √~ব্রূ— [অদাদি° প° সেট্। লট্—ব্রবীতি; তুম্—বক্তুম্] অপমান করা, দুর্নাম করা। ~ ভী — [+ ক √ ভী + ক্বিপ্— অপা°; অতি বিভেতি অস্যাঃ দর্শনাৎ] যাহা দেখিলে ভীতি উৎপাদন হয়; বিদ্যুৎ, বজ্রজ্বালা ॥ হলা° শব্দ° ॥ √~ভূ— [ভ্বা° প° সেট্। লট্— অতিভবতি; তুম্ — অতিভবিতুম্] 'শব্দশ্চ ঘোরোঽতিবভূব'। ১ উৎপন্ন হওয়া। ২ অতিক্রম করা, পরাজিত করা। ~ভীষণ—বিণ, অত্যন্ত ভয়ানক। ~ভূমি—১ যাহা ভূমি (মর্যাদা) অতিক্রম করিয়াছে অতিমর্যাদা, সীমাতিক্রান্ত। 'মানেঽতিভূমিং গতে'—অম° ৮০; 'বিপদি ন দূষিতাতিভূমিঃ'—শিশু° ৮. ২০; প্রাপামন্মথমদাদতিভূমিম্' — মাঘ° ১৪। ২ আধিক্য, অতিশয়তা। 'প্রমদাঃ প্রণয়াতিভূমিমগমন্'—মাঘ° ৯. ৭৮। ৩ কুলাতিক্রম। ৪ উৎকট ভাব, প্রচণ্ডতা। 'অতিভূমিং গতেন রণরণকেন।'—উত্তরচ° ১. ৩০ ॥

ব-শব্দ° ॥ ৫ বিস্তীর্ণ ভূমি ॥ আপ্° ॥ ~ভৃত—[+ √ভৃ + ক্ত – কর্ম°] বিণ, ১ অতি মাত্রায় ভোজনে পরিতৃপ্ত। ২ [+ √ভৃ + ক্ত—কর্তৃ°] অতি যত্নের সহিত পালিত, অতি আদরের সহিত পুষ্ট। ~ভোক্তা—[মূ° -ভোক্তৃ] বিণ, অত্যধিক ভোজনকারী, অপরিমিত খাদক, যে খুব বেশী খায়। ~ভোজন — [প্রাদিস°] ক্লী°, অপরিমিত ভোজন, গুরুতর আহার।—মনু° ২. ৫৭; যাজ্ঞ° ১. ১১২ ॥ বো-রো° ॥ ~ভ্রূ—যাহার ঘন ভ্রূ আছে, অত্যধিক ভ্রূ। 'অতিভ্রুবে ব্রাহ্মণায়'— পা° ১. ৪. ৩ (বার্ত্তিক) ॥ বো-রো°॥ ~মঙ্গল্য—বিণ, ১ অতিশয় মঙ্গলজনক, অত্যন্ত মঙ্গলকারক। ২ বিল্ববৃক্ষ aegle marmeles ॥ শব্দ° রত্নাবলী ॥ ~মতি—১ বিণ, অত্যন্ত বদমেজাজী, বিরুদ্ধ-মনন। 'নিষ্ নমাতিমতিং কয়স্য চিৎ'—ঋ° ১. ১২৯. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ স্ত্রী°, ঔদ্ধত্য, অতিশয় গর্ব, অভিমান। ~মধ্যন্দিন—[প্রাদিস°] ক্লী°, সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন, দিবা সম্পূর্ণ প্রহরদ্বয়, ঠিক দুপুর। 'নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।'—মনু° ৪. ১৪০ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~মর্ত্ত্য — [প্রাদিস°] বিণ, মানবাতীত, অতিমানুষ, অলৌকিক।—ভা° ১. ১. ২০ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~মর্যাদ—[প্রাদিস°] বিণ, ১ সীমাতীত, অপরিসীম। ২ অত্যন্ত তীব্র, গাঢ়, অতিশয়, একান্ত ॥ বো-রো° অভি° ॥ ~মর্যাদা—মর্যাদা বা সীমার অতিরিক্ত। ~মর্শ, -মর্ষ—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'অতিমর্শমেব বিহরেত্তথা বৈ প্রগাথাঃ কল্পতে' — ঐ-ব্রা° ৬. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ ~মাংস — [অতিশয়িত মাংস যাহাতে] বিণ, মাংসল fleshy, plump; যেমন— জঙ্ঘা, অধরোষ্ঠ ই°। ~মাত্র—[অতি মাত্রা যাহার—বহু°] বিণ, ১ অত্যন্ত, অতিশয়, অত্যধিক। 'য আত্মানমতিমাত্রমংস আধায় বিভ্রতি'—অ° ৮. ৬. ১৩; সুশ্রু° ২. ২০২. ১১ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতিমর্যাদ। 'স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়ে-

ঽতিমাত্রয়া'—রা° (গো°) ২. ১২. ১০৮। ~মান—[মানকে অতিক্রান্ত — প্রাদিস°] বিণ, ১ অভিমান, অনুচিত মান। 'অতিমানে চ কৌরবাঃ'—চাণক্য° ৫০। ২ বিণ, পরিমাণাধিক। 'অতিমানয়া কীর্ত্যা'—দশকু° ১। ~মানী—[মূ°-মানিন্] বিণ, অতিশয় মানী, অভিমান-বিশিষ্ট। 'অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তেঽতিমানিনঃ'—রা° (গো°) ৩. ২৪. ১৭; গী° ১৬. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~মানব—[অতিমানুষ দ্র°]। ~মানস—বিণ, মনোনীত। ~মানিতা—বিণ, অত্যধিক বদরাগী। 'নাতিমানিতা'—গী° ১৬. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~মানুষ— [মানুষকে অতিক্রান্ত—প্রাদিস°] বিণ, অমানুষিক, অলৌকিক, লোকাতীত। 'রূপং দৃষ্টাতিমানুষম্'—মহা° ১. ১৫৪. ১ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~মানুষশক্তি—অলৌকিক ক্ষমতা, অমানুষিক তেজঃ। ~মানুষিক—বিণ, ১ অলৌকিক। ২ অতিমানুষ-সম্বন্ধীয়। ~মায়—[মায়াকে অতিক্রান্ত—প্রাদিস°] বিণ, মায়াতীত, মায়ামুক্ত, মায়া কাটাইয়াছে এরূপ। ~মারুত—[প্রাদিস°] অতিশয় বায়ু, প্রচণ্ড বাত, বাত্যাকাল। 'অতিমারুতে (নাধীয়ীত)'—যাজ্ঞ° ১. ১৪৯ ॥ বো-রো° মনি°॥ ~মিত্ত—বিণ, ১ অপরিমিত, অতিরিক্ত। ২ [=অ—তিমিত] অনার্দ্র, ভিজা নয়। শুষ্ক। ৩ অস্থির, চঞ্চল। ~মুক্ত—১ বিণ, অতিশয় মুক্ত, লব্ধনির্বাণ। ২ নিঃসঙ্গ, আসক্তিরহিত। ৩ নিষ্ফল, বীর্যহীন। ৪ মুক্তাতিশায়ী surpassing (a necklace of) pearls. 'অতিমুক্তমদ্‌গ্রথিতকেশরাবলী'—মালতী° — ৫. ৮। ৫ [ম° কুসরী, কস্তুরমোগরা] মাধবীলতা; এই লতা সহকারের প্রিয়রূপে সহকারের সহিত জড়াইয়া থাকে। 'ক ইদানীং সহকারমন্তরেণ পল্লবিতামতিমুক্তলতামর্হতি।' — শকু° ৩. ৯। ৪ তিনিশবৃক্ষ dalbergia oujeinensis. ~মুক্তি— [প্রাদিস°] শেষ মৃত্যু, যে মৃত্যু ঘটিবার পর মানুষ আর জন্মগ্রহণ করে না।—শ-ব্রা° ২. ৩. ৩. ৯ = বৃহ-উ° ৩. ১. ৩. ৬

॥ বো-রো ॥ ~মূর্তি — ১ অতিশয় মূর্তি। উচ্চ মূর্তি। ২ উৎসববি°। —আশ্ব-শ্রৌ° ৯. ৪। ~মৃত্যু—[মৃত্যুকে অতিক্রান্ত—প্রাদিস°] বিণ, 'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি' —শ্বেত-উ° ৩. ৮; ছা-উ° ২. ১০. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~মৃদু—অত্যন্ত নরম বা কোমল, শান্ত। ~মৈথুন — [প্রাদিস°] ক্লী°, অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গম।—সুশ্রু° ১. ২৯০. ১২। ~মোক্ষ—মৃত্যুর পর মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া, পুনরায় আত্মার জন্মগ্রহণ না করা।—বৃহ-উ° ৩. ১. ৬=শ-ব্রা° ১৪. ৬. ১. ৮ ॥ বো-রো°॥ ~মোদা—(বৈদ্যক) ১ নবমল্লিকা jasminum heterophyllum বা arboreum. ২ সেউতি। ৩ যাহার গন্ধে অতিশয় আনন্দোদ্ভব হয়, অতিসুগন্ধ, অতিসৌরভ। ~মোদ — বিণ, যাহাতে অতিশয় গন্ধ, অতি সৌরভ। √~যজ্—যজন-ব্যাপারে অবহেলা করা neglect in offering a sacrifice.—জৈ-ব্রা° ৮৬; গড় বি-ব্রা° ১ ৬। ~যন্ত্রণা—স্ত্রী°, অতিশয় আচার, অত্যাদর excessive restraint বা formality—হর্ষচ° ১১৬. ১৭। ~যব—নিঃশূকযব, কৃষ্ণবর্ণ যব a kind of barley.—মদ° ব° ১০। 'নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ। যবাদতিযবো ন্যূনঃ' —ভা-প্র° ১. ধান্যব°; সুশ্রু° ১. ১. ৯. ২ ॥ বৈদ্য-সি° ॥ ~যশ—বিশ্রুতকীর্তি, অতি বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ, সুপ্রশংসিত। 'বৃহৎসেনামতিযশাম্'—নলোপা° ৮. ৪। ~যশাঃ—[মূ°-যশস্। অতিশয়িত যশ যাহার—বহু°] সুবিখ্যাত, অতি কীর্তিমান্। 'অতিযশা লোকে রামঃ'—রা° (গো° ২. ১. ৬ ॥ বো রো° ॥ √~যা ১ অতিগমন করা, অপরাধ করা, পাপ করা to transgress.—জৈ-ব্রা° ২০৪। ২ না দেখিয়া যাওয়া to (.yb ss; pa—ঋ° ১. ১৩৫. ৭। ৩ বৈদিক অতিক্রম করা to surpass. ~যাচ্ঞা—অত্যাগ্রহ, অতিনির্বন্ধ, নির্বন্ধাতিশয়।—অর্থশা° ১৮৪. ১১। ~যাজ—১ অতি ত্যাগী ব্যক্তি। ২ ঋত্বি°। ঋগ্বেদ-৯.

৫২. ১ 'নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা' সূক্তে ইঁহার উল্লেখ আছে। ~যাতযামা —[মূ°-যামন্]বিণ,=অতিবৃদ্ধ।—যশস্তি° ২. ৪২. ৩। ~যাত্রা—স্ত্রী°, ১ তরণী, পারের ঘাট। —ব্রহ্মসূ° ৪. ৩. ৫ (শঙ্কের ভাষ্য)। ২ নৌকার পারানি, পারের কড়ি।—দিব্যাব° ৯২. ২৭। ~যুক্ত — বিণ, বারংবার প্রযুক্ত। 'স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈঃ' —ভা-প্র° মধ্য° ১. অ. সা. ॥ বৈদ্য-সি° ॥ ~যুবা—[মূ°-যুবন্] বিণ, অত্যন্ত যুবা, কনিষ্ঠ ॥ শব্দ° অম° ॥ ~বয়ম্—['অতি-ত্বম্' শব্দের প্রথমার বহুব°] যুয়মতিক্রান্ত surpassing thee. [অতিত্বম্ দ্র°]= 'ত্বামতিক্রান্তাঃ'—পা° ৭. ২. ৯৭ (কাশিকা)। ~যোগ—১ অতিশয় যোগ, অতিনিঃস্রব। ২ আধিক্য। ৩ অতিশয়িত প্রয়োগ।—বাভট; সুশ্রু° ২. ১৯২. ৮। ~রংহা—[মূ°-রংহস্] বিণ, অতি দ্রুত very fleet বা swift. 'সারঙ্গেণাতিরংহসা'—শকু° প্রস্তা° ১৪ ॥ আপ্° ॥ ~রক্ত—বিণ, ১ ঘোর রক্তবর্ণ, অত্যন্ত লোহিত ॥ অভি° ॥ ২ অতি-শয় অনুরাগযুক্ত। ৩ অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে একটী। ৪ (বৈদ্যক) হিঙ্গুল ॥ বৈদ্য নি° বৈদ্য-সি° ॥ ~রক্তা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ জবাপুষ্পবৃক্ষ ॥ বৈদ্য-নি° বৈদ্য-সি° ॥ ২ অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতমা। ~রজস্বল—বিণ. অতীব তমসাচ্ছন্নমতি [রজঃ=তমঃ]। 'অসাধুমর্যাদো রজস্বলক্ষো দিগ্‌দেবতা অতিরজস্বলমতিন্ বিজানাতি' — ভা° ৫. ১৪. ৯। ~রতি—স্ত্রী°, প্রচুর আনন্দ।—কথাস° ২৭. ২৫। ~রভস—বিণ, ১ ভয়া-নক উন্মত্ত। ২ অতি তীব্র, অতিশয় বেগ, অতিজব, হঠকারিতা। 'দর্শনাতিরভসপ্রধাবি-তেন' — কাদ° ১৯২; 'অতিরভসতর-রংহসা' (=অস্খলিততীব্রতরবেগেন) — ভা° ৫. ১৭. ৯ শ্রীধরভাষ্য। ~রমণীতয়া—স্ত্রী°, মনোহারিতা।—মুদ্রারা° ৫৯. ১৫ (৯৭. ৭)। ~রম্য—বিণ, অত্যন্ত মনোজ্ঞ। ~রয়—বিণ, অতিদ্রুত ক্ষরিত।—দশকু° ১. ৪। ~রস—(বৈদ্যক) পৌণ্ড্রক।—শব্দমালা ॥ বৈদ্য-সি° ॥ ~রসা —(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ যষ্টিমধু।—রাজনি° ব° ৬। ২ মূর্বা, মুরগা sansebiera zeylanica.—বৈদ্য-নি° ২. অপ্. চি; বৈদ্য-সি°। ৩ রাস্না, ক্লীতনক।—মদ° ব. ১ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ৪ শতমলী।—চক্র° সূ. ৪। ~রাগ—অত্যন্ত লৌহিত্য stark redness. 'জানে-হতিরাগাদিদমেবমিশ্বম্' — নৈষধ° ৭. ৩১। ~রাজ— [মূ°-রাজন্। অতিরাজন্+সমা° টচ্। 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্'—পা° ৪. ৯. ১। স্ত্রী— ী] যে রাজকে অতিক্রম করিয়াছে। ~রাজকুমারী—[পা° ১. ২. ৪৮ (বৃত্তি)] যিনি রাজকুমারীকে অতিক্রম করিয়াছেন, রাজ-কুমারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ~রাজয়—[ভ্বা° প°। লট্—অতিরাজয়তি ; তুম্—অতিরাজয়িতুম্] রাজাকে অতিক্রম করা, রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া। ~রাজা—[মূ°-রাজন্। স্ত্রী°—রাজ্ঞী —রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা স্ত্রী] অতিশয় পূজনীয় রাজা supreme king.—পা° ৪. ১. ১২। ~রাজ্ঞী—[অতিরাজা দ্র°]। ~রাত্র—অধিক রাত্র, মধ্যরাত্র, নিশীথ। ২ এক রাত্রসাধ্য যাগবি°। ৩ জ্যোতিষ্টম যজ্ঞের এক অংশ। ৪ মুনিপুত্রবি°। ~রি—'অতিরৈ' শব্দের ক্লীবলিঙ্গের রূপ। [অতিরৈ দ্র°]। ~রিক্ত—[+√রিচ্+ত (ক্ত) —কর্তৃ°] অধিক, অতিশয়িত। 'সর্বা-তিরিক্তসারেণ'—রঘু° ১. ১৪; 'সুতজন্মা-তিরিক্তেন মহোৎসবেন'—কাদ° ১৩৭। ২ উদ্বৃত্ত, অধিক। 'পরিপূরিতহৃদয়াতিরিক্ত হর্ষমিব'—কাদ° ৬৬। ৩ উচ্চ, উত্তান। 'সমশ্রুবানাঃ সহসাতিরিক্তাম্' — কিরাত° ১৪. ৩৩। ৪ বেশী। ৫ শ্রেষ্ঠ, উত্তম। ৬ অতিশয় রিক্ত বা শূন্য। ৭ ভিন্ন (সাধারণতঃ ব্যতিরিক্ত অর্থে) [ব্যতিরিক্ত দ্র°]। ~রিক্ততা—স্ত্রী°, আধিক্য, অতিরেক। ~রিক্তাঙ্গ—বিণ, অঙ্গুলি প্রভৃতি অতিরিক্ত অঙ্গ যাহার আছে। ~রিরংসা—স্ত্রী,অতীব রমণেচ্ছা। 'যেনৈষ মে করশিতোহতিরিরং-সয়াত্মা'—ভা° ৩. ২৩. ১১। ~রুক্—১ [শারীরবিজ্ঞান। মূ° - রুচ্। রোচতে ইতি রুক্ — স্ত্রীণাং ঊরুদেশঃ; 'অতিক্রান্তো রুচং' —তত্ত্ব°] জানুদেশ। ২ অতি সুন্দরী স্ত্রী। ~রুচির — [প্রাদিস°; স্ত্রী—া] বিণ, অতি সুন্দর, অতি কান্ত। ~রুচিরা—স্ত্রী°, ছন্দোদ্বয়ের নাম-বি°। ক অতিজগতী ছন্দের প্রকারভেদ। খ 'চূড়িকা' বা 'চুলিকা' ছন্দঃ। [ছন্দঃ দ্র°]। ~রুট্—[মূ°-রুষ্। অতিশয়িতা রুট্—প্রাদিস°] ১ বিণ, অত্যন্ত ক্রোধ-যুক্ত। 'অতিরুষাং তিরশ্চাং'—পঞ্চত°। ২ স্ত্রী°, অত্যন্ত ক্রোধ। 'ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য'—শকু° ৫. ৯৯; বাৎস্যা° ৫. ২. ১৮২। ~রূপ—১ [অতিশয়িত রূপ—প্রাদিস°] ক্লী, অত্যাধিক সৌন্দর্য, অসামান্য সৌন্দর্য, অলৌকিক শ্রী, যেমন—অতিরূপবতী কন্যা ॥ আপ্° ॥ ২ [অতিক্রান্তো রূপম্] রূপহীন, অমূর্ত, অরূপ, যেমন—ঈশ্বর। ৩ বিণ, অত্যন্ত সুন্দর, সুশ্রী। ৪ বিণ, রূপহীন, যেমন—বায়ু। ~রুষ্ট—বিণ, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'মনোহতিরুষ্টং বিশতে তমোহন্ধম্'—ভা° ৪. ১৯. ৩৪। ~রূক্ষ—[অতিশয়িতো রূক্ষঃ —প্রাদিস°] বিণ, ১ অতি শুষ্ক [আহার-সম্বন্ধে]। ২ অত্যন্ত স্নেহশূন্য, অতি নির্দয়, নিষ্ঠুর। ৩ অতি পরুষ। সুকঠোর (বাক্য-সম্বন্ধে)। ৪ [অতিক্রান্তো রূক্ষম্] স্নেহশীল, অত্যন্ত স্নিগ্ধ। ৫ ধান্যের প্রকারভেদ, কঙ্গু ধান্য, কোদ্রবাদি ধান্য। ~রেক—[+√রিচ্+ঘঞ্। রূপান্তর—অতীরেক] ১ আধিক্য, প্রাচুর্য। ২ ভেদ, অন্তর, বিশেষ। ৩ শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য। ৪ উৎকর্ষ। ৫ বিণ, অত্যন্ত, অতিশয়। ~রেকী—[মূ°-রেকিন্; অতিরেক+ইন্] বিণ, অধিকতর more, বিশিষ্টতর superior. ~রৈ—বিণ, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়কারী, অমিতব্যয়ী [অতিরি দ্র°]। ~রোক—ক্ষুদ্র আলোক-সন্ধি, যাহার মধ্য দিয়া উঁকি মারা যায়, ঘুলঘুলি।—মৈ - স° ৩. ৬. ১। ~রোগ—১ অতিশয় রোগ। ২ [অতিশয়িতো রোগঃ —প্রাদিস° ক্ষয় রোগ consumption

(phthisis pulmonalis) ॥ শব্দ° ॥ ৩ বিণ, অতিশয় রোগযুক্ত। ~রোচমান— অতিশোভমানদৃশ্য (অশ্ব)। —শিশু° ৫. ৪। ~রোধন—[ন = অ + তিরস + √ধা + লুট্] ক্লী°, ১ তিরোধানাভাব, প্রকাশ। ২ ব্যবধানাভাব। ~রোমশ, -লোমশ— ১ বিণ, অত্যন্ত লোমবিশিষ্ট ॥ শব্দ° ॥ ২ [অপ্র°] বৃহৎ বানর। ৩ বনছাগ। ~রোষ—ভীষণ ক্রোধ—মহা° ৩. ২৩৩. ২৯ ~রোষণ—বিণ, অতিক্রোধী। ~রোহ— রুদ্রশিব সম্পর্কিত।—হেমাদ্রি° ১. ২১০. ৯। ~রোহিত — বিণ, [ন তিরোহিত— নঞ্তৎ] ১ প্রকটিত। ২ অব্যবহিত। ~লক্ষ্মী — স্ত্রী° অতি শ্রী, মহাসম্পদ, বিপুল শ্রীবৃদ্ধি। ২ বিণ, অত্যন্ত সম্পৎশালী, অত্যন্ত সুন্দর।—পা° ১. ২. ৪৮ ॥ বোপ° বো-রো° ॥ ~লঘিমা — [মূ° - লঘিমন্] নিতান্ত নীচতা excessive levity.—হর্ষ5° ১৪. ৯। ~লঙ্ঘন—[+ √লঙ্ঘ + লুট্] ১ অতিশয় ব্যভিচার, অতিক্রম। ২ অধিক উপবাস, দীর্ঘ অনাহার।—সুশ্রু° ২. ৪০৭. ১৯ ॥ বো-রো° ॥ ~লঙ্ঘী—[মূ°-লঙ্ঘিন্। স্ত্রী— -লঙ্ঘিনী] বিণ অতি ব্যভিচারী, লঙ্ঘনকারী। 'নর্তকীরভিনয়াতিলঙ্ঘিনীঃ পার্শ্ববর্তিষু গুরুষ্বলজ্জয়ৎ' —রঘু° ১৯. ১৪। ~লম্পট—বিণ, অতিশয় কামুক। ~লম্ব—বিণ, সুদূরপ্রসারিত, সুদূরবিস্তৃত। ~লম্বী — (বৈদ্যক) স্ত্রী°, শতাহ্বা।—ভা-প্র° পূ.। ~লবণসাত্ম্য— যে অত্যধিক লবণ সেবন করে, অতিশয় লবণসেবনকারী বা সেবী।—চরক° ৩. ১। ~লিহা—স্ত্রী°, নামান্তর—অটিল্লা। চতুষ্পদী প্রাকৃত ছন্দোবি°। প্রত্যেক চরণ ১৬ মাত্রায় সম্পূর্ণ। [অটিল্লা দ্র°] ~লুলিত—১ অত্যন্ত সংযোজিত। ~লুব্ধ—বিণ, অতিশয় লোভযুক্ত, অত্যন্ত লালসাযুক্ত। ~লোক — বিণ, অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য supernatural, miraculous.—দশরূপ ৪. ৭৮। ~লোভ—১ অতিশয় লোভ, অত্যন্ত লালসা। ২ বিণ, অতিশয় লোভযুক্ত, অত্যন্ত লালসাযুক্ত। ~লোভনীয়—অত্যন্ত লালসাজনক। বি— -লোভনীয়তা—জাতক° ২৬। ~লোমশা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, নীলবুহ্না, ছাগলবেঁটে concolvulus argenteus.— পর্যায়মুক্তাবলী। ~লোমশ—[অতিরোমশ দ্র°]। ~লোমা—[মূ°-লোমন্। অতিশয়িত লোম যাহার—বহু°] বিণ, অতি লোমযুক্ত, প্রচুরলোমা। ~লোলুপ—বিণ, স্ত্রীলম্পট। 'দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতি স্মাতিলোলুপান্' — ভা° ৩. ২০. ২৩ (শ্রীধরটীকা —অতিলোলুপান্=স্ত্রীলম্পটান্)। ~ লোহিত — বিণ, অত্যন্ত রক্তবর্ণ, ঘোর লাল। ~ লোহিতগন্ধ — দমনকবৃক্ষ, দনা। লৌল্য—ক্লী°, অতি লোভ, অত্যধিক আশা।—পঞ্চত° ১. ২৩৭। ~লৌল্যবান্ — [মূ°-লৌল্যবৎ] বিণ, অত্যন্ত লোভী, অত্যন্ত কামুক।—কথাস° ২২. ২০০। ~বক্তা - [মূ°-বক্তৃ] বিণ, অত্যুক্তিকারী, যে অত্যধিক কথা বলে, অতিরিক্ত বাচাল। ॥ আপ° ॥ ~বক্র —১ বিণ, অত্যন্ত কুটিল, অত্যধিক বাঁকা। ২ অতি দুর্বোধ, অনৃজু। 'ইহাবিশদোনপথাতিবক্রঃ শাস্ত্রোঘনির্যান্দরসপ্রবাহঃ'—নৈষধ° ৭. ৬২। ২ ভৌম প্রভৃতি পঞ্চগ্রহ, অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহের অষ্ট প্রকার গতির অন্যতম। 'অতিবক্রা নগাষ্টকে ইতি জ্যোতিষোক্তং সূ° স্থ সপ্তমাষ্টমস্থিতিবশাৎ পূর্বগতিবিপরীতপশ্চাদ্গতিশালিভৌমাদিপঞ্চকম্।'—তত্ত্ব°। সূর্যের সপ্তম ও অষ্টম গৃহে অবস্থিত হইলে পূর্বগতির বিপরীতে পশ্চাদ্গতিশালী ভৌমাদি পঞ্চগ্রহ। ~বৎসল—বিণ, অত্যন্ত স্নেহশীল।—মহা° ১৩. ৭০. ১৫; কথাস° ১৮. ২৬০। ~বদান্যতা — স্ত্রী°, অত্যন্ত দানশীলতা, অতিশয় দাতৃত্ব। — মুক° ২৮. ৮। স বয়ম্—[°] 'অত্যহম্' ~এই প্রথমান্তপদের বহুব° [অত্যহম্' দ্র°]। ~বয়াঃ —[মূ°-বয়স্। বহু°] বিণ, বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ।

~বর—(বৈদিক) প্রচুর দান, অতিরিক্ত দান, overflowing gift.—আপ-শ্রৌ° ৫. ১১. ৪। ~বর্ণাশ্রমী — [মূ° বর্ণাশ্রমিন্। স্ত্রী— -বর্ণাশ্রমিনী] বিণ, ১ যিনি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের বাহিরে। ২ যিনি বেদান্তোক্ত মহাবাক্য শ্রবণমাত্র আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন তিনি অতিবর্ণাশ্রমী। 'যো বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণেনৈব কেবলম্। আত্মানমীশ্বরং সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।' -- আপ°। ~বর্তনীয় — [+ √ বৃৎ + অনীয় — কর্ম°] অতিক্রমণীয়, লঙ্ঘনীয়, অতিবাহনীয়। ~বর্তিত — অতিবাহিত, অতিক্রান্ত। ~বর্তিনী (অবস্থা)—হস্তীর মদোৎকট অবস্থা।—যশস্তি° ১. ৪৯৫. ৪। ~বর্তী—[মূ°-বর্তিন্। স্ত্রী— -বর্তিনী] বিণ, ১ যে লঙ্ঘন করে, অতিক্রমকারী। 'সাগরং চাতিবর্তিনাম' — রা° (গো°) ৬. ১৬. ১০০ ॥ ব-শব্দ° ॥ ২ অতিশায়ী। 'ভুবনাতিবর্তিনা' —কিরাত° ১২. ২১। ৩ অতিক্রমী। ৪ অগ্রগামী, পুরঃসর। ৫ অধিক। ~বর্তুল —[প্রাদিস°]. ১ অত্যন্ত গোলাকার। ২ গোল কয়লা বি°। ৩ বর্তুলাকৃতি কলায়, বাঁটুলো বা বাঁটুল কলাই, মটর ॥ শব্দ° রত্নাবলী ॥ ~বল্লভ—বিণ, অত্যন্ত প্রিয়। 'নদারাশাতিবল্লভাঃ'—ভা° ৯. ৯. ৪৪। ~বাৎসল্য—ক্লী°, অত্যন্ত স্নেহ, মমতাতিশয়। —মহাবীরচ° ১৮. ৪। ~বাত—[প্রাদিস°] অতিশয় বাত, প্রবল ঝড়, ব্যাত্যা। 'অতিবাত অতিবৃষ্টি করিল পীড়ন'—শ্রীকৃষ্ণ° ৭৬। ~বাদ—[+ √বদ্ + অ (ঘঞ্)—ভা°] ১ অপ্রিয় বা কঠোর বাক্য, পরুষভাষণ, নিষ্ঠুর উক্তি। 'অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত'—মনু° ৬. ৪৭। ২ অত্যুক্তি, অতিশয়োক্তি hyperbole. 'অতিবাদংশংসতি অভিবাদেন বৈ দেবা অসুরান্ অত্যাদ্য অথৈনানত্যায়ন্' —ঐ-ব্রা° ৬. ৩৩। ~বাদন—ক্লী°, ১ অধিক কথা, বাজে কথা। ২ অধিক বাজান। ~বাদী—[মূ°-বাদিন্। স্ত্রী— -বাদিনী] বিণ, ১ অত্যুক্তিকারী, বাচাল,

২ যে অপরের মত নিজ উক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপন করে। 'বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী' — মুণ্ড-উ° ৩. ১. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ~বাধ—অত্যন্ত প্রতিরোধ। ~বাধিত-বিণ, ১ বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত। ২ নিতান্ত উপরুত। ~বাবদূক—অতিবক্তা, নিতান্ত বাচাল। ~বাম—বিণ, অত্যন্ত প্রতিকূল। 'ন কাকুবাক্যৈরতিবামমঙ্গজম্' — নৈষধ° ২. ২৩। ~বাস — শ্রাদ্ধের পূর্বদিনের উপবাস। ॥ আপ্° ॥ ~বিকট—বিণ. ১ অতি ভয়ানক ॥ আপ্° ॥ ২ দুষ্ট হস্তী ॥ শব্দ° রত্না° আপ্° ॥ ~বিক্রম—বিণ, অমিততেজাঃ, পরাক্রান্ত।—মহা° ৩. ২৭১. ৫৫। ~বিক্লব—অত্যন্ত বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।—প্রবোধ° ৯১. ৫ ॥বো-রো॥ ~বিগ্রহী—[মূ°-বিগ্রহিন্] বিণ, অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়।—কাম-নীতি° ৯. ৭৪। ~বিতথ—বিফল, বৃথা, মিথ্যা। 'মমমরণমেব বরমতিবিতথকেতনা'—গীতগো° ৭. ৫। ~বিতথবাক্ — [মূ°-বাচ্] বিণ, অত্যন্ত মিথ্যাবাদী।—মুদ্রারা° ৬৩. ১০। ~বিতীর্ণ—বিণ, অত্যন্ত বিহিত। 'তন্তুজাদতিবিতীর্ণসপর্যাং' — নৈষধ° ৫. ১১। ~বিদ্ধ—[+ √ব্যধ্ + ত (ক্ত)—র্ম] বিণ, অতীব আহত, নির্ভিন্ন।—রা° (গো°) ১. ৯. ৫১ ॥ বো-রো° ॥ ~বিধ—[অপ্র°] নানাবিধ, বিবিধ। ~বিপর্যয় — সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, সম্পূর্ণ বিনাশ।—কথাস° ৫২. ৩৫৫। ~বিপিন—বিণ, বনাকীর্ণ, জঙ্গলময়! —কিরাত° ৫. ১৮। ~বিপ্রকর্ষ—অতিদূরত্ব।—মহাবীরচ° ১২৭. ১০। ~বিভিন্ন—বিণ, অত্যন্ত পৃথক্।—রা° ৬. ১৮. ৪৪। ~বিভীষণ—বিণ, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, বিশেষ ভীতিপ্রদ।—বিষ্ণুপু° ৪. ২. ৮। ~বিমল—বিণ, অত্যন্ত নির্মল। 'যদতিবিমলনীলবেশ্মরশ্মিভ্রমরিতভাঃ' — নৈষধ° ২. ১০৩। ~বিলম্বী—[মূ° বিলম্বিন্; অতি—বি + √লম্ব্ + ইন্ (ণিনি)-কর্তৃ°; স্ত্রী—-বিলম্বিনী] অতিবিলম্বকারী, দীর্ঘসূত্র। ~বিশাল—বিণ, অত্যন্ত বৃহৎ, খুব বড়, অতিশয় বিস্তৃত। ~বিশ্রব্ধ—অত্যন্ত বিশ্বাস। 'অতিবিশ্রব্ধমবাপিতোঽস্মি সঃ'—নৈষ° ২. ৭। ~বিশ্ব—লোকাতীত। 'সৃষ্টাতিবিশ্বা বিধিনৈব তাবৎ' —নৈষধ° ৭. ১০৭। ~বিষ—বিণ, ১ বিষাতীত, বিষপ্রতিষেধক, বিষক্রিয়ার নিবারক। ২ অত্যন্ত বিষাক্ত very poisonous. ॥ আপ্° ॥ ~বিষা—[হি° আতইশ্; ম° অতিবিষ, অতিবিখ] ১ [অতিবিষ দ্র°]। ২ এক প্রকার বিষাক্ত গাছ aconitum ferox. ~বিষাণ—[বহু°] মহিষ। ~বিস্তর—অতি বাহুল্য, প্রপঞ্চ, বাগ্‌বিস্তার। ~বিস্ময়—বিণ, অত্যদ্ভুত। 'যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্'—ভা° ৩. ১৫. ৪৩। ~বিস্মিত—বিণ, অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন।—মৈত্র্যুপ° ৪. ১। ~বীর—প্রচণ্ড শূর।—মহাবীরচ° ১০. ২০। ~বীর্য—মহাশক্তিশালী। ~বৃত্ত—[+ √বৃত্ + ত (ক্ত) — কর্ম°] বিণ, ১ অতিশয়িত। ২ অতিক্রান্ত। ৩ অত্যন্ত উদ্বৃত্ত। বি---বৃত্তি। ~বৃত্তি—স্ত্রী, ১ অতিক্রম। ২ জীবিকা বা বৃত্তি অতিক্রমকারী। ~বৃদ্ধ—১ অত্যন্ত বর্ষীয়ান্, খুব বুড়া। ২ মন্ত্রবি°। 'চতুঃশতং সমারভ্য যাবদ্বর্ণসহস্রকম্। অতিবৃদ্ধঃ স মন্ত্রস্তু সর্বশাস্ত্রেষু বর্জিতঃ ॥' —বাচ°-ধৃত। ~বৃদ্ধা—স্ত্রী°, তৃণাদিচর্বনাসমর্থা গাভী।—'অতিবৃদ্ধাং তৃণচ্ছেদনসমর্থাম্' —রঘুনন্দন। ~বৃদ্ধি—১ অতিরিক্ত বৃদ্ধি, খুব বেশী বাড়, সমৃদ্ধি। ২ অত্যন্ত উপচয়। ৩ বৃক্ষাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি। ৪ অতি প্রসর। ~বৃষ্টি—১ অতিশয় বর্ষণ, অতিরিক্ত বৃষ্টি। শাস্ত্রোল্লিখিত ছয় ঈতির অন্যতম। 'অতিবৃষ্টিরণাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ। প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥' —পরাশর° ॥ শব্দ° অভি° ॥ ২ শস্যাদির হানিজনক বর্ষণ। ~বৃষ্টিহত—অতিরিক্ত বৃষ্টির দ্বারা মৃত। ~বৃহৎফল—(বৈদ্যক) পনসবৃক্ষ, কাঁটাল।—ভা-প্র° পূ°। ~বেক্ষণ—অতীতের কোন কিছুর উল্লেখ বা তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। ~বেগিত—[অতিবেগ + ইতচ্—জাতার্থে] বিণ, অতিবেগে দ্রুতগমনশীল, দ্রুতগতিজাত। 'ভৌমদয়োল্লমূর্তিস্বাচ্ছীভ্রমন্দোচ্চসংজ্ঞকৈঃ। দৈবতৈরপকৃষ্যন্তে সুদূরমতিবেগিতাঃ ॥' — সূর্যসি°। ~বেপথু—অত্যন্ত কম্প। 'সা বভূবাতিবেপথুঃ'—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৯. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~বেপথুমান্—[মূ° - মৎ] অত্যন্ত কম্পমান। ~বেল—বিণ, ১ অসীম, অধিক। 'অতিবেলম্' ॥ অম° ১. ১. ৬২; অভি° ১৫০৬; বো-রো° ॥ ২ বেলাভূমি অতিক্রমকারী। ৩ যাহা বেলাকে অতিক্রম করিয়াছে। ~বেলম্—[স° অব্যয়ীভাব] ১ অত্যধিকরূপে। ২ অকালে out of season, unseasonably. ~বৈচক্ষণ্য—অত্যন্ত বিচক্ষণতা, অতি পারদর্শিতা। ~বৈশস — বিণ, অত্যন্ত ধ্বংসশীল। ~বোঢ়া-[মূ°-বোঢ়্। + √বহ্ + তৃচ্] বিণ, যিনি অতিরিক্ত বহন করেন, অতিবহনকারী one who carries over and beyond. — শ-ব্রা° ১৩. ৮. ৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥ ~ব্যগ্র — বিণ, অতিশয় আগ্রহান্বিত, অত্যন্ত ব্যাকুল, মহা ব্যস্ত। ~ব্যথন—[+ √ ব্যথি + অন (ল্যুট্)—ভা°; ঘটানিত্বাৎ হ্রস্ব] অতি পীড়ন।—পা° ৫. ৪. ৬১। ~ব্যথা—[+ √ব্যথ্ + অঙ্ + আ (টাপ্) — কর্মধা°] স্ত্রী°, অত্যন্ত পীড়া, তীব্র বেদনা ॥ শব্দ° ॥ ~ব্যয়—[প্রাদিস°] অমিত ব্যয়, অতিশয় ব্যয়, অপরিমিত খরচ। ~ব্যয়ী—[অতিব্যয় + ইন্ (ণিনি)- অস্ত্যর্থে] বিণ, অত্যন্ত ব্যয়শীল, অতিশয় খরচকারী, অমিতব্যয়ী। বি— -ব্যয়িতা। ~ব্যস্ত — বিণ, অতিশয় ব্যগ্র, অত্যন্ত অধীর। ~ব্যাধি—[মূ-ব্যাধিন্; স্ত্রী— -ব্যাধিনী] অত্যন্ত বেধকারী। 'রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী' — বাজ-স° ২২. ২২; 'দ্বৌ বাণবন্তৌসপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বা'—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮২; বৃহ-উ°. ৮. ২ ॥ বো-রো° ॥

~ব্যাপ্ত — বিণ, অতিশয়ভাবে ব্যাপ্ত। ~ব্যামোহ—অত্যন্ত পীড়া, অসহ্য পীড়া। ~ব্যাপ্তি—স্ত্রী°, অতিশয় ব্যাপ্তি, অতি-প্রসঙ্গ। ~শক্করী—স্ত্রী°, চতুষ্পদী মাত্রাযুক্ত ছন্দোবি°। প্রত্যেক চরণে ১৫ মাত্রা থাকে। ইহার অষ্টাদশ প্রকার ভেদ আছে। 'ষষ্টিরেবাতিশক্করী'—ঋ-প্রাতি° ১৬. ৫৪; Colebrooke ; Misc. Essays, ii. 161. ॥ বো-রো° ॥ ~শক্তি—১ অতিশয় সামর্থ্য, মহাবল, অতিবীর্য। ২ [অতিশয়িত শক্তি যাহার—বহু°] বিণ, অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন। ~শক্তিতা — [অতিশক্তি+তা—ভাবে] মহাবল, অত্যন্ত সামর্থ্য।—অম° ২. ৮. ২. ৭১। ~শক্তিভাক্—[মূ° - ভাজ্ ; অতিশয় সামর্থ্যবিশিষ্ট, মহাবল, অতি শক্তিবান্, পরাক্রান্ত। ~শঙ্কা—স্ত্রী°, অত্যন্ত দুর্বলতা, অত্যন্ত ভীরুতা। 'লোকস্যানতিশঙ্কয়া'—রা° (গো°) ২. ২৩. ৬ ॥ বো- রো° ॥ ~শয়—[অতি + √শী + অচ্—ভা°] ১ অতিক্রম, অতিরেক, অতিভব—পা° ৫. ৩. ৫৫। ২ আধিক্য, প্রকর্ষ। 'বীর্যাতিশয়'—রঘু° ৩. ৬২; 'বৃন্দারকাতিশয়ে'—অম° ৩. ২. ৬২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব। 'যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিৎ'—মনু° ৯. ১১৪। ৪ মহিমা, মহত্ত্ব। ৫ বিশেষ। 'বিধানা-তিশয়'—রঘু° ৬. ১১। ৬ শ্রেষ্ঠার্থ। ৭ [+ √শী + অচ্ — অস্ত্যর্থে ; স্ত্রী — -া] বিণ, যাহা অতিক্রম করে, অত্যন্ত, অধিক, নিতান্ত। পর্যায়—১ ভর, ২ অতিবেল, ৩ ভৃশ, ৪ অত্যর্থ, ৫ অতিমাত্র, ৬ উদ্গাঢ়, ৭ নির্ভর, ৮ তীব্র, ৯ একান্ত, ১০ নিতান্ত, ১১ গাঢ়, ১২ বাঢ়, ১৩ দৃঢ়, ১৪ অতিমর্যাদ, ১৫ উৎকর্ষ, ১৬ বলবান্, ১৭ সুষ্ঠু, ১৮ কিমুত, ১৯ সু, ২০ অতীব, ২১ অতি ॥অম°॥ ২২ অতিরিক্ত, ২৩ সমধিক, ॥ অম° শব্দ° ॥ ৮ তীব্র। ৯ গাঢ়। ১০ অতিরিক্ত, সমধিক। ১১ প্রচুর, ভূরি। ১২ বিলক্ষণ, অসাধারণ। 'চত্বার এতেঽতিশয়াঃ সহোত্থাঃ' — অভি° ১. ৫৮ ॥ বো - রো° ॥ ১৩ সীমাতিক্রান্ত। ১৪ (বা° অপ্র°) অতিস্থূল। ~শয়ন — [+ √শী+অন্ - ভা°] ক্লী°, ১ অতিরেক, অতিক্রম। ২ আধিক্য, প্রাচুর্য। ৩ [+ √শী + অন-ক ; স্ত্রী — -ী] বিণ, অতিশায়ী। ৪ প্রচুর। ৫ উত্তম। ~শয়নীয়— [+ √শী + অনীয়—কর্ম° ; স্ত্রী— -শয়নীয়া] বিণ, অতিক্রমণীয়, অতিশয়নার্হ। ~ শয়িত — [+√শী + ক্ত—কর্তৃ° ; অতিশয়+ইত—যুক্তার্থে] বিণ, অধিক, অতিরিক্ত। ~শয়ী —[মূ°-শয়িন্ ; অতিশয় + ইন্ — অস্ত্যর্থে] বিণ, অতিশয়িত, অত্যধিক, অতিরিক্ত। 'অতিশয়িনি সমাপ্তা বংশ এবাশিষস্তে'—বিক্রমো° ৫. ২১. ॥ বো-রো° ॥ ~শস্ত — বিণ, অত্যন্ত সুন্দর। ~শর্বর—তমোময়ী মধ্যরজনী। 'অঙ্গান্বজগ্রতং সর্বা রাত্রীণামতি-শর্বরে'—অ° ৪. ৫. ৪; 'পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীদহ্না রাত্রীণামতিশর্বরেষু'—অ° ৭. ৮১. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ~শস্ত্র — বিণ, ১ যাহা অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২ যাহা অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা অধিক। 'অতিশস্ত্রনখন্যাসঃ শৈল-রুগ্ণমতঙ্গজঃ' — রঘু° ১২. ৭৩। ~শাক্কর—বিণ, অতিশক্করী ছন্দে লিখিত। ~শায়ন—[+√শী + অন (ল্যুট্)] ১ আধিক্য, আতিশয্য। ২ প্রকর্ষ। ৩ উৎকট। শব্দ° রত্না° বো - রো° ॥ ~শায়ী—১ [মূ°-শায়িন্ ; স্ত্রী — -শায়িনী ; +√শী + ইন্ (ণিনি) — কর্তৃ°] বিণ, যাহা অতিক্রম করে, অতিশয়, সমধিক, অতিক্রমকারী। ২ [+ √শায়ি + ইন্] উৎকৃষ্ট সাধক, আতিশয্যজনক। ~শিথিল — বিণ, ১ অতি পাত্লা, অতি তরল। ২ অতি শ্লথ, বড় ঢিলা। ৩ অতি অলস, বেজায় কুঁড়ে। √~শী — ১ অতিক্রম করা। ২ বিরক্ত করা। ~শীত—বিণ, খুব ঠাণ্ডা, অত্যন্ত শীতলস্পর্শ। ~শুক্র বিণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল। —বাজ স° ৩০. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ~শুক্ল — বিণ, অত্যন্ত শুক্ল, অতিশয় সাদা। ~শেষ — ১ অত্যন্ত শেষ, অতল্প অবশিষ্টাংশ। ২ স্বল্পাবশেষ। ৩ অবশিষ্টাংশ remainder. 'সহ খাদিস্বাতিশেষাজ্ঞায়ায়া আজহার'—ছা-উ° ১. ১০. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~শোভন — বিণ, অতি শোভাযুক্ত, অতি সুন্দর, শ্রেষ্ঠ। 'সপ্তমশ্চাতিশোভনে'—অম° ৩. ২. ৮ ॥ বো - রো° ॥ ~শ্রম — অতিরিক্ত খাটুনি, খুব বেশী পরিশ্রম। ~শ্রান্ত—বিণ, খুব ক্লান্ত, খুব পরিশ্রান্ত, অত্যধিক সমক্লিষ্ট। ~শ্রান্তি —স্ত্রী°, অত্যধিক শ্রম বা আয়াস, অত্যধিক ক্লান্তি। ~শ্রী—বিণ, অত্যন্ত সম্পৎশালী।—পা° ১. ২. ৪৮ ॥ বো-রো° ॥ ~শ্রেষ্ঠ — বিণ, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ~√শ্লিষ্ — বাঁধা, একত্রিত করা, বন্ধন করা। ~শ্ব—১ কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট জন্তু। ২ বন্যজাত। ~ষেল— বিণ, অতিদূরগামী। ~ষ্কদ্বরী—স্ত্রী, অসংযত-চরিত্রা রমণী।—বাজ-স° ৩০. ১৫ ॥বো-রো°॥ ~ষ্ঠ—[অ + তিষ্ঠ (স্থা > তিষ্ঠ্)] বিণ, যে তিষ্ঠিতে বা স্থির থাকিতে পারে না, অস্থির, বিরক্ত, ব্যস্ত, ব্যাকুল। ~ষ্ঠা—স্ত্রী, পূর্ববর্তিতা, ঘটনা বা স্থানের পূর্বতা precedence, সর্বাতীত। 'অতিষ্ঠা বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা অতিষ্ঠা অশ্বমেধো যজ্ঞানাম্'—শ-ব্রা° ১৩. ৫. ১. ৯; ১৪. ৫. ১. ২ = বৃহ-উ° ২. ১. ২ ॥ বো-রো° ॥ ~ষ্ঠাবন্—বিণ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। 'যথায়ং পর্বতোঽতিষ্ঠাবা যথর্ষভঃ পশূনতিষ্ঠাইববং বা এষ ইদং সর্বমতি-তিষ্ঠতি'—শ-ব্রা° ৫. ৪. ২৫ ॥ বো-রো° ॥ ~ষ্ঠাবান্—[মূ°-বৎ] বিণ, যে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে। 'হস্তী মৃগাণাং সুষদাম-তিষ্ঠাবান্'—অ° ৩. ২২. ৬ ॥ বো - রো° ॥ ~সংস্কৃত—বিণ, ১ অত্যন্ত শিক্ষিত। ২ অত্যন্ত পরিমার্জিত, অত্যন্ত চাকচিক্যসম্পন্ন। ~সংহিত—[অতি-সম্+√ধা+ক্ত—কর্ম°] বিণ, ১ বঞ্চিত, প্রতারিত। ২ প্রচারিত, প্রকাশিত। ~ সক্ — অত্যন্ত অনুরাগ, ঐকান্তিক ভাব। ~সক্তি—[+√সন্জ্+তি (ক্তিন্) ভা°] স্ত্রী°, ১ অত্যধিক সংযোজন,

অতিশয় সংবন্ধন, অতি সংশ্লেষ। ২ অত্যাসঙ্গ, অত্যাসক্তি। ~সক্তিমান্—[মূ°-সক্তিমৎ] বিণ, অত্যধিক সংযুক্ত। ~সঞ্চয়—অত্যধিক ধনসংগ্রহ, অত্যধিক ধনরাশি। 'কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ'—হিতোপ° ১. ১৭৪ ॥ বো-রো° ॥ ~সন্তপ্ত — বিণ, অত্যধিক পীড়িত, অত্যধিক কষ্টপ্রাপ্ত। ~সন্ধ—বিণ, ১ সন্ধানরহিত। ২ অতিক্রান্ত মর্যাদ। 'অতিসন্ধং বা অয়ং চরতি'—শ-ব্রা° ১. ৭. ৪. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~√সন্ধা—বঞ্চনা করা। ~সন্ধান—[+সম্ + √ধা+ল্যুট্—ভা°] প্রবঞ্চনা, বঞ্চনা। ~সন্ধি—অতিশয় প্রবন্ধ, অতি কূট কৌশল। ~সন্ধিত—বিণ, বঞ্চিত, প্রতারিত। 'তেনৈবাতিসন্ধিতা'—রা° (গো°) ২. ৭. ২৩ ॥ বো-রো° ॥ ~সন্ধেয়—[+সম্ + √ধা—য (যৎ) কর্ম°] বিণ, ১ যাহা অতি সহজেই মিলিত হয়। ২ প্রতারণীয়, বঞ্চনীয়। ~সন্ধ্য—১ ঠিক সন্ধ্যাবেলা। ২ সন্ধ্যার অতি নিকট কাল। ~সমীপ, -সন্নিধান — বিণ, অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত সান্নিধ্যযুক্ত। ~সম্পর্ক — অতিসংশ্লেষ, অতিসংযোগ, অতিসম্বন্ধ। ~সর—বিণ, ১ অতিচারী। ২ অগ্রসর। 'যাঁ অনাবতিসবাংশ্চকার'—অ° ৫. ৮. ৭ ॥বো-রো°॥ ~সরল—বিণ, অত্যন্ত সরল, উদার। ~সর্গ—১ বিণ, যাহা সর্গ অতিক্রম করিয়াছে. নিত্য, অবিনশ্বর। ২ মুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত। ৩ [+ √সৃজ্ +অ (ঘঞ্)—ভা°] বিসর্জন। ৪ আমন্ত্রণ, কামচারাভ্যনুজ্ঞা। ৫ উৎসর্গ, ত্যাগ, দান। 'স্ত্রীণাং দানবিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে না পুংসঃ'—নিরুক্ত° ৩. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ৬ বিতরণ। ~সর্জন—ক্লী° ১ দান, উৎসর্গ। 'বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জন'—কুমার° ৪. ৩২ ॥ব-শব্দ°॥ ২ বধ। ৩ ত্যাগ, বিসর্জন। ॥ অভি° বো-রো° মে° ॥ ৪ প্রত্যর্পণ। ৫ অতিশয় দান, অতিদান। ৬ বদান্যতা, দানশীলতা। ৭ (বৈদ্যক) বেধ।—বৈদ্য-সি°। ৮ বিপ্রলম্ভ, বঞ্চন। ৯ বিয়োজন, বিশ্লেষণ। ১০ বিদায়। ~সর্পণ—[+√সৃপ্ +অন (ল্যুট্) - ভা°] ক্লী° ১ বুকে হাঁটিয়া গড়াইয়া বা পিছলাইয়া চলা। ২ গর্ভস্থ ভ্রূণের সঞ্চলন। ~সর্ব—বিণ, সর্বাতীত। ~সাংবৎসর—এক বৎসরেরও বেশী। 'নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ' — মনু° ৮. ১৫৩ ॥ বো-রো° ॥ ~সাগরিক—বিণ, ১ সাগরের অপর তীরবর্তী। ২ সাগর অতিক্রমকারী। ~সাধ্বস—অত্যন্ত ভয় অথবা ভীতিজনক অবস্থা। ~সাম্য—স্ত্রী°, অত্যন্ত সাদৃশ্য। ~সাম্যা—স্ত্রী°, বঙ্গদেশের মাদার ফলের সুমিষ্ট রস। ~সায়ম্—অব্য, ১ অত্যন্ত সন্ধ্যাবেলায়, ঠিক সাঁজ বেলা। ২ সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে, প্রদোষে। 'নাতিপ্রগে নাতিসায়ম্'—মনু° ৪. ৬২ ॥ বো-রো° ॥ ~সারক — বিণ, অতিশয় রেচক, অত্যন্ত ভেদজনক। ~সারকী — [মূ°-কিন্ ; অতিসার + কিন্] বিণ, উদরাময়ে আক্রান্ত রোগী ; অতিসার রোগযুক্ত ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ ~সারী—[মূ°-সারিন্ ; অতিসার + ইন্ — অস্ত্যর্থে] বিণ, ১ অতিসার রোগগ্রস্ত, অতিসারকী। — সুশ্রু° ১. ১১১. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ২ [+√সারি+ ণিন্—কর্তৃ°] অতিসারক, সাতিশয় রেচক। ৩ অত্যন্তসারবান্। ~সিদ্ধি—স্ত্রী°, অতিশয় সিদ্ধি, অতি পূর্ণতা, অতি প্রকর্ষ। 'সর্বপাপাতিসিদ্ধ'—রা° (গো°) ৪. ৫৭. ১০ ॥ বো রো° ॥ ~সুজন—অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি, অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি। ~সুন্দর—১ বিণ, অতি রমণীয়, সুমনোহর, বিমোহন। ~সুন্দরা—ছন্দোবি°।—Colebr. Misc. Essays, ii. 162. ॥ বো-রো° ॥ ~সুহিত—অত্যন্ত দয়ালু, অতিশয় কৃপাপরবশ। ~সৃষ্ট—[+√সৃজ্ +ক্ত — কর্ম°] বিণ, ১ সৃষ্ট। ২ ত্যক্ত। ৩ দত্ত। 'অনসূয়াতিসৃষ্টেন পুণ্যগন্ধেন কাননম্'—রঘু° ১২. ২৭। ৪ নিযুক্ত। ~সেবা—স্ত্রী°, অত্যন্ত সেবন বা ভোগ, অত্যাসক্তি।—সুশ্রু° ২. ১৪৬. ২ ॥ বো-রো° ॥ ~সৌপর্ণ—বিণ, সুপর্ণ (গরুড়) হইতে শ্রেষ্ঠ। 'অস্মাকং হ্যাতিসৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং মহৎ' — রা° (গো°) ৪. ৫৮. ৩৩ বো রো° ॥ ~সৌরভ — বিণ, ১ অতি সুগন্ধি, অতি সুরভি, অতি সুবাস ॥ অম° ॥ ২ আম্রবৃক্ষ। ~সৌহিত্য—ক্লী°, অতি তৃপ্তি, অতি ভোজন। 'নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ'—মনু° ৪. ৬২ ॥বো-রো° মনি°॥ ~স্তুতি—স্ত্রী°, অত্যধিক স্তব, অবিদ্যমানগুণের কীর্তন, অতি প্রশংসা, তোষামদ ॥ বো-রো° ॥ ~স্ত্রি—১ স্ত্রী-ত্যাগী='স্ত্রিয়মতিক্রান্তঃ'—বোপ° ৬. ৫০ ॥ বো-রো° ॥ ২ পরস্ত্রীরত। ~স্ত্রী—বিণ, অতি সুন্দরী। ~স্ত্রীক—বিণ, যাহার স্ত্রী অতি সুন্দরী। ~স্থূল — বিণ, ১ প্রয়োজনাতিরিক্ত বা সৌন্দর্যহানিকর হৃষ্টপুষ্ট, অতি স্থূল দেহ। 'অতিস্থূলান'—রা° (গো°) ৫. ১০. ১৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতি মূঢ়, মহামূর্খ। ~স্নিগ্ধ—বিণ, ১ অত্যন্ত মসৃণ। ২ অতি সুন্দর। ৩ অতিশয় স্নেহ। ~স্নেহ—১ অত্যন্ত বাৎসল্য। ২ অতি প্রণয়। ~স্পর্শ—(ব্যা°) ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টী স্পর্শবর্ণের অতিরিক্ত স্বরবর্ণ। ~স্ফীর—[প্রাদিস°] ১ অত্যন্ত স্ফূর্তিবান্ ॥ শব্দ° ॥ ২ অত্যন্ত বৃদ্ধ। ~স্বপ্ন—১ অত্যধিক নিদ্রা। ২ বিণ, অত্যন্ত স্বপ্ন দেখা যাহার অভ্যাস। ~স্বস্থ—বিণ, সুন্দর স্বাস্থ্যবান্। ~স্রুত — উপচাইয়া পড়িয়া যাওয়া। ~হসিত,-হাস-হাস্য,—১ অশ্বের ন্যায় চীৎকার শব্দপূর্বক হাস্য, বিকট হাস্য, অট্টহাস ॥শব্দ° ॥ ২ যে হাস্যে অবয়বসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়। ~হস্তয়—বিণ, ১ প্রসারিত হস্ত। ২ হস্তীর উপর অবস্থিত। ~হিমম্—ঠাণ্ডা অথবা হিমের পর। ~হ্রস্ব—বিণ, অতি হ্রস্বমাত্রাবিশিষ্ট, অতি ছোট, অত্যন্ত বেঁটে।—বাজস° ৩০. ২২ ; সুশ্রু° ১. ২৫. ২১ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~হুঁ—[ব্রজ°] অতিশয়ই, অত্যন্তই, অতীব।

অতিকায়—অতিকায় কথাটী দুইটী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমতঃ বর্তমানের তিমিমাছ প্রভৃতিকে অতিকায় প্রাণী

বলিয়া ধরা হয়। হস্তীকেও অতিকায় বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ সত্যসত্যই যে সকল প্রাণী আকারে বৃহৎ তাহারাই অতিকায় নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ষাঁড়ের মত বৃহদাকার কুকুরকে অতিকায় কুকুর বলিতে পারা যায়, কারণ কুকুরের সাধারণ আকার ষাঁড়ের আকার অপেক্ষা অনেক ছোট। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় অর্থে, কোন ক্ষুদ্রাকার প্রাণীর কোন জাতি যদি তুলনায় তাহার অপেক্ষা অনেক বড় হয়, সেও অতিকায় প্রাণি-জাতির অন্তর্গত হইতে পারে। অতিকায় প্রাণীদের প্রধানতঃ তিনটী ভাগ করা হইয়াছে—লুপ্ত, লুপ্তপ্রায় ও বর্তমান। লুপ্ত প্রাণীদের বিভাগ দুইটী প্রাগৈতিহাসিক (Proterozoic, Mesozoic) ও তৎপরবর্তী (Cainozoic = Modern) যুগের।

প্রাগৈতিহাসিক লুপ্ত অতিকায় প্রাণী—Proterozoic যুগের অন্তর্গত. Devonian যুগে প্রথম অতিকায় প্রাণী দেখা যায়। এই যুগে স্থলচর বা খেচর প্রাণী ছিল না। সুতরাং প্রথম অতিকায় জীব জলচর। এই যুগে মাছের আকার খুব বড় ও বিশেষ পুষ্ট ছিল। তখনকার সুবৃহৎ ভীষণাকার হাঙ্গরের দৈর্ঘ্য ছিল অন্ততঃ ৬০ হাত।

Proterozoic যুগের পরেই Mesozoic যুগ। এই যুগে প্রথম স্থলচর ও খেচর প্রাণী দেখা যায়। এই যুগের অন্তর্গত Triassic যুগের মধ্যভাগ হইতে Cretaceous যুগের শেষভাগের মধ্যেই সমস্ত অতিকায় প্রাণী দেখা যায়। এই যুগের অতিকায় প্রাণীরা সত্যসত্যই বৃহদাকার ও ভীষণ ছিল। বায়োস্কোপে বিরাট্‌কায় 'কিং-কং'-এর ছবি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু এই যুগে সত্যসত্যই 'কিং-কং' অপেক্ষাও বৃহদাকার প্রাণী পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিত। Gulliver's Travels-এ বর্ণিত Brobdingnag-এর অধিবাসীদের বাসভূমি ছিল তখনকার পৃথিবী। বর্তমান কালে এরূপ অতিকায় যদি কিছু থাকে তাহা স্থবির পাহাড়। সে যুগের উল্লেখযোগ্য একমাত্র প্রাণী সরীসৃপ। সেই জন্য এই যুগকে সরীসৃপের যুগ (age of reptiles) বলা হয়। অন্ততঃ ২০ প্রকারের সরীসৃপ-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতিকায় সরীসৃপ চারি প্রকার — dinosaurs, plesiosaurs, ichthyosaurs ও pterodactyls.

Dinosaurs: ইহাদের মত অতিকায় স্থলচর প্রাণী পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও দেখা গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। অবশ্য dinosaur বলিতেই অতিকায় শ্রেণীর প্রাণী বুঝায় না, কুকুরের মত ছোট dinosaurও ছিল, আবার ৮৫´ দীর্ঘ dinosaur-এরও কঙ্কাল



একটী শৃঙ্গযুক্ত dinosaur জাতীয় proterciaকে আক্রমণরত বিশালকায় tyrannosaur।

পাওয়া গিয়াছে।

Dinosaur-এর মাথার খুলিতে ২খানি বাঁকান ও ১খানি সমচতুষ্কোণ অস্থি থাকিত। লেজ সাধারণতঃ খুব লম্বা। মাটির উপর এই বিরাট্ দেহ বহন করিবার উপযোগী চারখানি পা ছিল। সম্মুখের পা দুইটী পিছনের দুইটী পা অপেক্ষা অনেক ছোট। স্কন্ধবেষ্টনীতে কতকগুলি অংসফলক ও কাকের ঠোঁটের মত অস্থি দেখা যায়। কণ্ঠাস্থি ও আরও কতকগুলি অস্থি সুস্পষ্টরূপে



Brontosaurus—ইহা সর্বাপেক্ষা বিশালকায় dinosaur. ইহা প্রায় ৬৫ ফুট লম্বা ও ইহার ওজন প্রায় ১০৮৯ মন।

দেখা যায় না। প্রকারভেদে ইহার ৪টী বিভাগ, যথা—

১। Theropoda—ইহারা মাংসাশী ও ভীষণ হিংস্র। ইহাদের সম্মুখের পা দুইটী পিছনের পায়ের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। দেখিতে অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মত। এই শ্রেণীর অন্তর্গত যে সকল অতিকায় dinosaur দেখা গিয়াছে, তাহাদের নাম ও আকারের বর্ণনা কিছু কিছু প্রদত্ত হইল—

(ক) Plateosaur—দৈর্ঘ্যে ১৯´-২০´। ইহাদের অস্থি সাধারণতঃ ফাঁপা। চেহারা অতি কুৎসিত। মাথা ছোট। পিছনের পা দুইটীও অতি কুৎসিত। উরুর অস্থি বাঁকান এবং হাঁটুর তলার অস্থির অপেক্ষা ছোট। প্রতি পায়ে ৫টী করিয়া অঙ্গুলি। Upper Triassic যুগে ইহারা জর্মানী ও ফ্রান্সে বসবাস করিত।

(খ) Megalosaur—দৈর্ঘ্যে ১০´ হইতে ২০´। মাথার খুলি ১ ফুটেরও বেশী লম্বা। অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, পূর্ব আফ্রিকা, ফ্রান্স, গ্রীনলণ্ড ও মাদাগাস্কার ইহাদের বাসভূমি ছিল।

(গ) Antrodemus—দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮´, megalosaur-এর সহিত ইহার আকারের অনেক সাদৃশ্য ছিল।

(ঘ) Tyrannosaurus—দৈর্ঘ্যে ৪৭´। ইহারা অতিশয় হিংস্র ও অত্যাচারী ছিল। খুব অত্যাচারী ছিল বলিয়াই ইহাদের tyrannosaurus অর্থাৎ 'tyrant reptiles' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

(ঙ) Gorgosaurus—দৈর্ঘ্যে ২৯´। মাটি হইতে মাথা প্রায় ১১´ উচ্চ।

(চ) Struthiomimus—দৈর্ঘ্যে ১৩´। আকারে অনেকটা পাখীর মত।

২। Sauropoda—এই শ্রেণীর dinosaur বৃহত্তম। ইহারা উদ্ভিদ্‌ভোজী, ঘাড় ও লেজের তুলনায় ইহাদের শরীর আকারে ছোট। মাথার খুলি অতি ক্ষুদ্র। দাঁতগুলি চামচের আকারের, লম্বা ও একটু তীক্ষ্ণাগ্র (পেন্সিলের মত), কিন্তু দন্তোদ্গম দুর্বল। চোয়ালগুলিও দুর্বল; এই ধরণের দুর্বল চোয়াল ও দন্তোদ্গমের জন্য ভাল করিয়া চর্বণ করিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না, সুতরাং জলীয় আগাছাই ইহাদের একমাত্র খাদ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। Jurassic যুগের মধ্যভাগ হইতে Upper Cretaceous যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহারা পৃথিবীর অধিবাসী ছিল। তাহার পর ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পোর্তুগাল, সুইজারলণ্ড, উত্তর আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, চীনদেশ, মাদাগাস্কার, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের বাসভূমি ছিল। এক কথায় ইহারা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই বিচরণ করিত। ছয় জাতীয় অতিকায় sauropodaর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি—

(ক) Cetiosaurus—দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০´।

(খ) Brachiosaurus—দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০´ হইতে ৮০´। মাটী হইতে উচ্চতা প্রায় ৩০´।

(গ) Morosaurus—দৈর্ঘ্যে ৬০´।

(ঘ) Brontosaurus—দৈর্ঘ্যে ৬৫´।

(ঙ) Diplodocus—দৈর্ঘ্যে ৮৫´-এরও বেশী। জলচর, স্থলচর, খেচর ও উভচর প্রাণীদিগের মধ্যে ইহাই বৃহত্তম।

(চ) Titanosaurus—diplodocus-এর সহিত ইহাদের নানা বিষয়ে আকারগত সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

৩। Ornithopoda — ইহাদের পায়ের পাতা পাখীর পায়ের পাতার মত ছিল, এজন্য ইহাদিগকে ornithopoda বলা হয়। ইহাদের দাঁতগুলি ছিল গাছের পাতার মত।

উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীদের দাঁতের সহিত ইহাদের দাঁতের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং ইহারা উদ্ভিদ্‌ভোজী ছিল বলা যাইতে পারে। সমস্ত dinosaurএর মতই ইহাদের সম্মুখের পা দুইটী পিছনের পা দুইটী অপেক্ষা ছোট, কিন্তু theropoda জাতীয়ের মত ইহাদের সম্মুখ ও পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্যের তফাৎ খুব বেশী নয়। তবুও ইহারা পিছনের পা দুইটীর সাহায্যেই বিচরণ করিত। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাই ইহাদের বাসভূমি ছিল। অতিকায় ornithopoda চারি প্রকার, যথা—

(ক) Iguanodon—দৈর্ঘ্যে ৩০´ ও উচ্চতায় ১৫´। ইহার চঞ্চু কূর্মের ন্যায় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

(খ) Camptosaurus — দৈর্ঘ্যে ১৮ হইতে ৩০´ পর্যন্ত।

(গ) Trachodon—এই জাতীয় প্রাণী বিভিন্ন শ্রেণীর। ইহাদের দৈর্ঘ্যেরও কোন স্থিরতা ছিল না, খুব ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া ২৯-৩০´ পর্যন্ত লম্বাও হইত। ইহারা অতি চমৎকার সাঁতার কাটিতে পারিত।

(ঘ) Corythosaurus—দৈর্ঘ্যে ৩০´। ইহারা খুব ভাল সাঁতারু ছিল। ইহারা trachodon জাতিরই একটী শাখা।

৪। Orthopoda—ইহারাও উদ্ভিদ্‌ভোজী। ইহাদের শরীরে শত্রুর হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার উপযোগী কাঁটা অথবা অস্থিময়বর্ম থাকিত। এই জন্য ইহাদের orthopoda অথবা armoured dinosaur বলা হয়। বাহ্যিক আকারে কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত না হইলেও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহারা ornithopoda জাতীয় বলিয়াই মনে হয়। ঠোঁট, দাঁত, বস্তিপ্রদেশ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ornithopoda-র সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহারা চতুষ্পদ, কিন্তু ornithopoda দ্বিপদ (দ্বিপদ এই অর্থে যে, ইহারা সম্মুখের পা দুইটী চলা ফেরার সময় খুব কমই ব্যবহার করিত)। বর্মের ভারবশতঃই চতুষ্পদ হওয়ায় ইহাদের সুবিধা হইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, মঙ্গোলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের বাসভূমি ছিল। আকার ও দৈর্ঘ্যভেদে orthopoda পাঁচ প্রকার—

(ক) Stegosaurus—দৈর্ঘ্যে ১২´ হইতে ৩০´। উচ্চতা ৪´—৫´।

(খ) Polacanthus Foxi — দৈর্ঘ্যে ১৫´ ও উচ্চতায় অন্ততঃ ৪´।

(গ) Ankylosaurus—দৈর্ঘ্যে ১৭´ ও প্রস্থে ৬´।

(ঘ) Scolosaurus Cutleri—দৈর্ঘ্যে ১৮´, প্রস্থে ৮´ ও উচ্চতায় ৪´।

(ঙ) Triceratops Prorsus—দৈর্ঘ্যে ২৫´। এবং ইহা প্রায় গণ্ডারের ন্যায় আকারবিশিষ্ট।

Plesiosaur : ইহা অহিগ্রীবী সামুদ্রিক সরীসৃপ। দেহের গঠন কতকটা ডুবোজাহাজের (submerine) মত। মুখ অজগরের মত লম্বা। এই লম্বা মুখ থাকার দরুণ ইহারা জলে থাকিয়াও স্থল হইতে শিকার ধরিত। পাগুলি দাঁড়ের মত চেপ্টা এবং তলার দিকে ক্রমশঃ চওড়া হইয়া গিয়াছে। পাগুলিকে ইহারা দাঁড়রূপে ব্যবহার করিয়া জলে জাহাজের ন্যায় চলাফেরা করিত।

Ichthyosaur : মৎস্যাকৃতি সামুদ্রিক সরীসৃপ। মাথা লম্বা, ঘাড় ছোট এবং লেজ খুব লম্বা ও শক্তিশালী। লেজের শেষে একটী পাখনা থাকিত। এই পাখনা সাঁতার কাটিবার সময় প্রয়োজন হইত। পাগুলি paddleএর মত ছিল। পিছনের পা দুইটী সম্মুখের পা দুইটী অপেক্ষা অনেক ছোট। চক্ষু-কোটরের ঠিক সম্মুখেই নাসারন্ধ্র। স্কন্ধ-বেষ্টনীতে অংসফলক ও কাকচঞ্চুর ন্যায় কতকগুলি অস্থি থাকিত। অঙ্গুলিসংখ্যা সাত বা তদধিক পর্যন্ত হইত।

Pterodactyl : এই শ্রেণীর প্রাণী দুই জাতীয়। এক জাতীয়ের লেজ অতি ছোট, অপর জাতীয়ের লেজ খুব লম্বা ও দণ্ডের মত শক্ত। এই লেজের শেষে একটী সমতল পাখনা থাকিত। এই পাখনাটী থাকার জন্য পূর্বোক্ত pterodactyl অপেক্ষা ইহারা সহজে উড়িতে পারিত। ডানা অনেকটা বাদুড়ের ডানার মত। বৃহত্তম pterodactyl teranodon-এর ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অন্ততঃ ১৮´ লম্বা। Jurassic ও Cretaceous যুগের মধ্যেই ইহাদের নানাভাবে নানা দিকে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল।

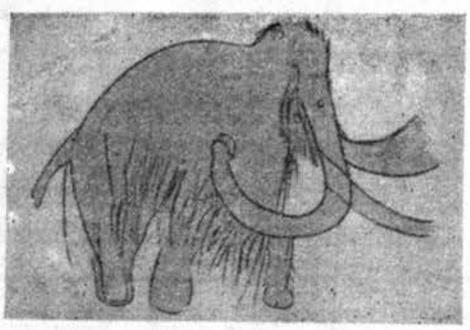
প্রাগৈতিহাসিক পরবর্তী যুগ— লুপ্ত অতিকায় প্রাণী : এযুগেও এমন প্রাণীসমূহ ছিল যাহাদের আকার দৈত্যের মত, কিন্তু তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে।

ভূচর পাখী : নিউজিলণ্ডে moa ও দক্ষিণ আমেরিকায় phororhacos নামে দুই জাতীয় পাখী বাস করিত। ইহাদের শরীর এত ভারী ও আকার এত বড় হইত যে, পাখী হইলেও ইহারা খেচর ছিল না। সেই জন্য ইহাদের ভূচর পাখী নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা যখন মাটিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইত তখন ইহাদের মাথা ১২´ উচ্চে উঠিত। মাদাগাস্কার দ্বীপের সুবিশাল aepyornis নামক লুপ্ত পাখীর ডিম পাওয়া গিয়াছে—উহা লম্বায় ১ গজ।

স্তন্যপায়ী প্রাণী : Mammoth—(ক) লুপ্ত অতিকায় হস্তী। আকার ও আকৃতিতে অনেকটা সুবৃহৎ ভারতীয় হাতীর মত। কিন্তু ইহাদের সমস্ত শরীর খুব বড় বড় কাল লোমে আবৃত ছিল। এই কালো লোমের নীচে লালচে পশমী চুল ছিল। কর্ণ ও চক্ষু শরীরের অনুপাতে খুবই ছোট। লেজও ছোট। ইহাদের বাঁকান প্রকাণ্ড দাঁত মুখের ভিতর হইতে বাহির হইয়া উপর দিকে উঠিয়া যাইত। এই দাঁত লম্বায় কখন কখন ১০৷৷০ ফুটেরও বেশী হইত, ওজনেও ২-২৷৷০ মণ পর্যন্ত হইত। এই অতিকায় প্রাণীরা pleistocene যুগের আদিম মানবের সমসাময়িক। ঠিক কতদিন ইহারা লুপ্ত হইয়াছে বলা যায় না। তবে ১৫ হাজার বৎসর পূর্বেও যে ইহারা পৃথিবীর বুকে

বিচরণ করিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাইবেরিয়ায় নানা জাতীয় mammothর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বরফের মধ্যে তাহাদের মাংস পর্যন্ত এমন রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যে, এখনও তাহা শৃগাল কুকুরের খাদ্য হইতে পারে। ইহাদের সমসাময়িক মানুষ ইহাদের মাংস আহার্যরূপে গ্রহণ করিত। উত্তর ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের জীবাশ্ম (fossil) পাওয়া গিয়াছে।

(খ) Mastodon — হস্তিজাতীয় আর একটী লুপ্ত বংশ। ইহারা অনেকাংশে বর্তমান হস্তীর ন্যায় দেখিতে ছিল, কিন্তু ইহাদের মাথা আরও লম্বা এবং দাঁত সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইহাদের বাস ছিল। Miocene যুগে ইহাদের প্রথম দেখা যায়। Pliocene যুগে ইহারা



Mammoth—অতিকায় হস্তী

জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং pleistocene যুগে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমেরিকার mastodon প্রায় ১০ ফুট উচ্চ হইত এবং বর্তমান হাতী অপেক্ষা ওজনে অনেক ভারী হইত।

(গ) Elasmatherium—বর্তমান গণ্ডারের লুপ্ত বিশালকায় জাতি। ইহার মাথার ঠিক মাঝখানে একটীমাত্র খড়্গ ছিল। Mitanotherium আর এক জাতীয় লুপ্ত অতিকায় গণ্ডার। ইহার সম্পূর্ণ কঙ্কাল দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে। Dinoceros আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিচরণ করিত। উহার মাথায় তিন জোড়া খড়্গ ছিল। উপরের শ্ব-দন্ত দুইটী বেশ বড় হইত। সম্প্রতি মিশরে arsinotherium নামক অতিকায় গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাকের উপর দুইটী খড়্গ। খড়্গ দুইটী ফাঁপা। ইহার মাথার কঙ্কালই দুই হাত লম্বা। Beluchitherium গণ্ডারের খড়্গহীন লুপ্ত জাতি। ইহার পা ও গলা খুব বড়। শরীরের গঠন অনেকটা স্থূলকায় জিরাফের মত। মঙ্গোলিয়ায় ইহার কঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে। মাথার কঙ্কাল ৫ ফুটেরও অধিক। সম্মুখের পা দুইটী ১৪´ লম্বা। গলা ১২´। উচ্চতায় অন্ততঃ ২৫´—৩০´ ফুটের কম ছিল না। Dinotherium—ইহাদের আকৃতি অবিকল হস্তীর মত ছিল। শুঁড় টেপির পশুর মত ছোট ও দাঁত নীচের দিকে বাঁকান। দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট। ইউরোপ ও এশিয়ায় ইহাদের কঙ্কালাদি পাওয়া গিয়াছে। রাইন নদীর তীরে প্রাপ্ত কঙ্কালাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Brantotherium — গণ্ডার জাতীয় অতিকায় প্রাণী। মাথার খুলিতে শৃঙ্গের স্থানে দুইটী গর্ত দেখা যায়। সম্মুখের পদে অঙ্গুলি ৪টী। ইহাদের কঙ্কাল উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ভাগে পাওয়া গিয়াছে।

(ঘ) Broutozoum (Thunder animal) —আকার অতি বৃহৎ। প্রস্তরের উপর ইহাদের দুইটী অঙ্গুলিবিশিষ্ট পদের ছাপ পাওয়া গিয়াছে। Sivatherium—মৃগজাতীয় অতিকায় প্রাণী। ইহাদের কঙ্কাল ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ পঞ্জাবের শিবালিক পর্বতে পাওয়া গিয়াছে। পুরুষ জাতীয়দের শৃঙ্গ চারিটী থাকিত। পশ্চাতের শৃঙ্গ দুইটী অতি দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইত। মুখও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ইহাদিগকেই বৃহত্তম মৃগ বলা যাইতে পারে।

(ঙ) Megaceros—প্রাচীন কালের Irish Elk। ইংলণ্ড ও আমেরিকার জলাভূমিতে ইহাদের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে একটী সম্পূর্ণ কঙ্কাল রক্ষিত আছে।

(চ) Megatherium কিংবা mylodon বর্তমান sloth এর পূর্বপুরুষ। ইহারা কিন্তু sloth-এর মত গাছে গাছে বাস করিত না। ইহারা ভূচর প্রাণী ছিল। আকারে এক একটী হাতীর মত প্রকাণ্ড ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের বাসভূমি ছিল। ইহারা mammoth-এর সমসাময়িক।

(ছ) Glyptodon দেখিতে অনেকটা কচ্ছপের মত হইলেও ইহারা আমেরিকার বর্তমান armadilloর পূর্বপুরুষ। আকারে প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মত ছিল।

(জ) Diprotodon—ইহা ক্যাঙ্গারুর পূর্বপুরুষ। বাসভূমি অস্ট্রেলিয়ায় ছিল। আকারে বৃহৎ গণ্ডারের মত।

(ঝ) ষোড়শ শতাব্দীতে স্টেলার Alutian দ্বীপপুঞ্জে এক জাতীয় সামুদ্রিক গরু (sea cow) আবিষ্কার করেন। নাবিকেরা ইহাদের সন্ধান পাইয়া ইহাদের মাংস এত বেশী খাইতে আরম্ভ করিল যে ১০ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের বংশ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। ইহারা নিরীহ উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণী ছিল। আকারে অনেকটা শীলমাছের মত—প্রায় ২০´ লম্বা।

(ঞ) আমেরিকার বন্য bison একটী লুপ্তপ্রায় প্রাণী। ৬০-৭০ বৎসর পূর্বেও ইহাদের বহুল দেখা যাইত। কিন্তু বর্তমানে ইহারা ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে।

(ট) বর্তমান যুগের বৃহত্তম প্রাণী জলচর। এই প্রাণীর সাধারণ নাম তিমি এবং বৈজ্ঞানিক নাম cetacea। তিমি জলে থাকিলেও মাছজাতীয় নয়। ইহার পূর্ব-পুরুষ স্থলচর ছিল। বাদুরকে পক্ষী বলিলে যেমন ভুল হয়, তিমিকে মাছ বলিলেও সেইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। চতুষ্পদ জীবের সহিত ইহাদের বাহ্যিক কোনও সাদৃশ্য না থাকিলেও দেহের আভ্যন্তরিক

গঠনে অনেক বিষয়ে উহাদের সহিত তিমির মিল আছে। ইহারা আকারে ৮০´-৮৫´ হইতে ১০০´ অবধি দীর্ঘ হইয়া থাকে। Sibbalds rorqual বর্তমানকালে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব। ইহা তিমি-জাতীয়। তিমিও ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। [তিমি দ্রঃ]

এই সমস্ত অতিকায় প্রাণীদের বিলোপ-সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনেকগুলি কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তবে মানুষের আবির্ভাবের পরে মানুষই যে অন্যান্য জীবজন্তুর লুপ্ত হইবার একটী প্রধান কারণ ইহা নিশ্চিত। মানুষই ইহাদের ধ্বংসের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আদিম মানব জীবন-ধারণের জন্য এই সমস্ত জন্তুদের অনেক সময় শিকার করিয়া ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিত। আবার অনেক সময় নিজেদের জীবন-যাপন সহজ ও বিপৎশূন্য করিবার জন্যও ইহাদিগকে ধ্বংস করিত। এই সকল শক্তিশালী অতিকায় জন্তুদের নিকট মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় ছিল। কিন্তু তাহার বুদ্ধি তাহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছে। আদিম মানব প্রস্তর হইতে ছুরি, বর্শা, তীর প্রভৃতির মুখ তৈয়ারী করিত। এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে মানুষ জীবজন্তুদের শিকার করিয়া কতক পরিমাণে তাহাদের ধ্বংস করিয়াছে। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আদিম মানবের সমসাময়িক জীবজন্তুর যে সমস্ত প্রস্তরীভূত অবয়ব পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সহিত ঐ যুগের প্রস্তরনির্মিত তীরের মুখ, বর্শা প্রভৃতি বিদ্ধ থাকিতে দেখা গিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, Alutian দ্বীপপুঞ্জের sea-cowগুলির মাংস নাবিকগণ অতিরিক্ত ভক্ষণ করিত বলিয়াই মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। আবার mammoth, mastodon, cave-deer, cave-hyena, sabre-toothed tiger, Irish elk, wooly rhinoceros, মাদাগাস্কার ও নিউজিল্যাণ্ডের ভীষণাকার পক্ষী প্রভৃতির অস্থি আদিম মানবের কঙ্কালের সহিত পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় আদিম মানব অতিকায় প্রাণীদিগকে সর্বদাই হত্যা করিতে চেষ্টা করিত এবং তাহার ফলে অন্ততঃ কতকাংশে এবং অন্যান্য কারণে তাহারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে পৃথিবীর বিবর্তনের সহিত শৈত্যতাপের পরিবর্তন প্রধান। এই পরিবর্তনের সহিত জন্তুরা নিজেদের অবস্থা খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই বলিয়াই ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে সকল কারণে জীবজন্তুরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আভ্যন্তরিক কারণ (intrinsic factors) ও কতকগুলি বাহ্য (external factors)। আভ্যন্তরিক কারণগুলি এইরূপ—

১। ঋতু-পরিবর্তন সহ্য করিবার ক্ষমতার অভাব।

২। জীবনী-শক্তির অভাব।

৩। বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা খাদ্য ব্যতীত জীবন-ধারণে অক্ষমতা।

৪। বৃদ্ধত্ব (old age—gerontic stage of evolution)।

৫। শারীরিক অপকর্ষতা।

৬। সগোত্র সঙ্গম (inbreeding)।

৭। ক্রমিক পরিবর্তন (mutation)। বিবর্তনের কালে অনেক প্রাণী নিজেদের বংশধরগণের মধ্যে আপনাদের ছাপ রাখিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৮। রোগাদির আক্রমণ-জনিত অবস্থা (pathologic condition)।

বাহ্য কারণগুলির মধ্যে মনুষ্যের বিরুদ্ধাচরণ, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বৈরাধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা পান-ভোজনাদির পরিবর্তন, শাবক ও অণ্ডের অযথা নাশ প্রভৃতি। Darwin বলিয়াছেন, দক্ষিণ আমেরিকায় কোন কোন অংশে ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ও মশকাদির দংশনের জন্য বৃহদাকার পশুদের বংশবৃদ্ধি নিবারিত হইয়াছে। ইহা বৈরাধিক্যের একটী উদাহরণ। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৮৯৮ খ্রীঃ-র ভীষণ বাত্যার ফলে St. Vincent দ্বীপের এক জাতীয় humming bird একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষ বিরুদ্ধাচরণ দুইভাবে করিয়া থাকে—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে। মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা ও প্রয়োজনের জন্য অরণ্যাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে, পতিত জমি চাষ করে এবং অনুপাদপ ও নদ্যাদির অবস্থা আত্মোপযোগী করিয়া লয়। ফলে বন্য জন্তুদের স্বাভাবিক বসবাসের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে মানুষ নিজের নানাবিধ প্রয়োজনের জন্য জীবজন্তু বধ করে।

সরীসৃপের ধ্বংসের মূল কারণ নির্ণয় করা খুব সহজ নহে। পরবর্তী যুগে মানুষই জীবজন্তুর ধ্বংসের জন্য প্রধানতঃ দায়ী হইলেও সরীসৃপের ধ্বংসের জন্য মানুষকে দায়ী করা চলে না, কারণ সরীসৃপ-যুগে মানুষের সৃষ্টি হয় নাই।

উপরি-উল্লিখিত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কোনটীই মূলতঃ সরীসৃপের ধ্বংসের কারণ নহে। ঐ কারণগুলি ইহাদের ধ্বংসের পথে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু কোনটী ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী নহে। যদি সরীসৃপগুলি সংখ্যায় অল্প হইত অথবা তাহাদের বাসভূমি কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে উপরি-উল্লিখিত কারণগুলি হয়তো তাহাদের ধ্বংসের জন্য দায়ী হইত। কিন্তু এই সরীসৃপগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই বসবাস করিত এবং সংখ্যায়ও ইহারা অল্প ছিল না। একথা সত্য যে, কোন কোন নির্দিষ্ট উপনিবেশের সরীসৃপ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, পান-ভোজনাদির পরিবর্তন, রোগাদির আক্রমণ, বৃদ্ধত্ব অথবা জীবনীশক্তির অভাব প্রভৃতি কারণগুলির কোন কোনটীর অথবা অনেকগুলি কারণের একত্র সমাবেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দেখা যায় যে, Cretaceous যুগের শেষভাগে নানাজাতীয় সরীসৃপ পৃথিবীর সর্বত্র সুখে

বসবাস করিয়াছে অথচ Tertiary যুগের প্রারম্ভে তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই যুগের প্রধান স্থলচর জন্তু mammal-জাতীয় জীব। ইতিমধ্যে হঠাৎ সারা পৃথিবীব্যাপী একটা মহামারী হইয়া তাহাদের ধ্বংস হইলে, সেই যুগের অন্যান্য প্রাণীরাও সেই মহামারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কিন্তু ডাইনোসর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর এই সময়ে ধ্বংস হয় নাই। তাহা ছাড়া সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মহামারী যে হইয়াছিল তাহার প্রমাণও নাই এবং এইরূপ মহামারী হওয়ার কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। Cretaceous যুগে উদ্ভিদ্গুলির মধ্যে নানা পরিবর্তন হইয়াছিল এবং অনেক ডাইনোসরের আহার্য cycad (এক-জাতীয় তাল-বৃক্ষ) বৃক্ষও সংখ্যাল্প হইয়াছিল, কিন্তু এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হইয়াছিল যে, ডাইনোসরদেরও পরিবর্তিত অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে বেগ পাইতে হয় নাই। সুতরাং পান-ভোজনাদির পরিবর্তনের যুক্তিও টেঁকে না।

অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে ডাইনোসরদের ধ্বংসের কারণ তাহাদের অপত্যপালনে অযত্ন এবং প্রথমে তাহাদের সংখ্যা পূর্বে উল্লিখিত নানাবিধ কারণে কমিয়া আসিয়াছিল ও পরে mammal-রা তাহাদের অণ্ড ভক্ষণ করিতে শিখিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যদিও বর্তমান যুগের অনেক সরীসৃপ নিজেদের অণ্ড নিজেরাই ভক্ষণ করে, তথাপি এমন কোন প্রমাণ নাই যে, এইভাবে কোন প্রাণীর বংশ একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা তাহাদের সংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সে যুগে mammal-দের সংখ্যা ডাইনোসরদের তুলনায় অতি অল্প ছিল, সে যুগে mammal-কর্তৃক অণ্ডভক্ষণের ফলে শেষোক্তদের বিলোপ ঘটিয়াছে ইহার সম্ভাবনা কম। হয়তো কোন কোন নির্দিষ্ট উপনিবেশের ডাইনোসর এইভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ডাইনোসর এইভাবে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

বর্তমানকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অয়নান্তবৃত্তের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহই প্রধানতঃ সরীসৃপের বাসভূমি। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, ডাইনোসরদিগের আবাসস্থলগুলি অন্ততঃ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল। সুতরাং সাধারণ উত্তাপ কমিয়া গেলে তাহাদের জীবন-ধারণের পক্ষে তাহা অসুবিধাজনক হইত। বিশেষতঃ তাহাদের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতার জন্য শৈত্যের কবল হইতে নিজেদের বাঁচাইবার মত বুদ্ধি তাহাদের ছিল না। এইভাবে মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা যে তাহাদের ধ্বংসের পথে অনেক সহায়তা করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিরাট্কায় ডাইনোসরদের মস্তিষ্ক সাধারণ বিড়ালছানা অপেক্ষা বড় ছিল না এবং তাহার কর্মশক্তি আরও অল্প ছিল। এই মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতার জন্য আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে কোন কোন প্রাণিজাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণও ভূতত্ত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। Pleistocene যুগে ভীষণভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে অনেক প্রাণিজাতিই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মানুষ তাহার অপেক্ষা পুষ্ট মস্তিষ্কের জন্যই নিজেকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আবহাওয়া এবং ভূপৃষ্ঠের আকার যে কখনই স্থির থাকে না, ভূতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলেও উদ্ভিদের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ফলে জীবন-ধারণের উপযোগী খাদ্যাভাব ঘটাও সম্ভব। ভূতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে সময়ে ডাইনোসরেরা লুপ্ত হইয়াছিল সেই সময়েই সারা পৃথিবীব্যাপী Laramide revolution হইয়াছিল; ফলে এই সময়েই ডাইনোসরদের নানা পরিবর্তনের মধ্যে বাস করিতে হয়। এই Laramide revolution-এর ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরেও নানা পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল এবং বিশেষভাবে ডাইনোসরদের জীবনধারণের অনুপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। অধিকন্তু যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে, কিরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে ডাইনোসরেরা জীবন-যাপন করিত, তাহাদের দেহ কিরূপ গুরুভার ও মস্তিষ্ক কিরূপ ক্ষুদ্র ছিল, পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এবং প্রকৃতির ও বাসভূমির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার কিরূপ অনুপযোগী প্রকৃতি তাহাদের ছিল, তখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, Laramide revolution-এর ফলেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হয়। যে সংখ্যাল্প ডাইনোসর প্রতিকূল অবস্থায়ও জীবিত ছিল, তাহারাও হয়তো মহামারী, অণ্ডবিনাশ, খাদ্যাভাব, সগোত্র-সঙ্গম, শারীরিক অপকর্ষতা, জীবনীশক্তির অভাব, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ডাইনোসরদের বিনাশের জন্য আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবর্তন প্রধানতঃ দায়ী হইলেও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে আনুষঙ্গিক অনেক কারণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

[W. E. Swinton: The Dinosaurs; En. Brit; H. G. Wells, Julian Huxley & G. P. Wells: The Science of Life; হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য: অতীতের কথা ৩য় খণ্ড]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অতিকৃচ্ছ্র — প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত দ্বাদশদিন-সাধ্য শরীরশোধক ব্রতবি°। অত্রি (অত্রিস° ১. ২২০) বলেন, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা শিলা-দ্বারা গোহত্যা করিলে 'সান্তপন' ব্রত, মৃত্তিকা-দ্বারা করিলে 'প্রাজাপত্য' এবং লৌহদণ্ড-দ্বারা করিলে 'অতিকৃচ্ছ্র' হয়। 'কাষ্ঠলোষ্ট্র-শিলাগোঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ। প্রাজাপত্যং চরেন্মৃৎস্না অতিকৃচ্ছ্রন্তু আয়সৈঃ॥' অত্রি (ঐ, ১. ২৬১) আরও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতিগৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ করিলে অতিকৃচ্ছ্র করিবে।

'পতিতাচ্চান্নমাদায় ভুক্ত্বা বা ব্রাহ্মণো যদি।

কৃত্বা তস্য সমুৎসর্গমতিকৃচ্ছ্রং বিনির্দিশেৎ ॥' যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়[1] (৩. ২৯২) উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, আঘাতদ্বারা রক্তপাত করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং যে আঘাতদ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে অর্থাৎ কালশিরা পড়ে তাহাতে প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য এই যে আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু পূর্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্য আরও একটী প্রাজাপত্য করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটী অতিকৃচ্ছ্র ও প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বৃহস্পতি-বচনের সহিত এই বিধির সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে, উদ্যতদণ্ড পুরুষ যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরুলঘু যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে। আঘাতে অস্থিভেদ করিলে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যদি রক্তপাত হয় তাহা হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর ত্বগ্‌ভেদ হইলেও যদি রক্তপাত না হয় তাহা হইলে প্রাজাপত্য করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য (৩. ৩১৯) ইহার অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে বলেন[2], তিন দিন এক-ভক্ত, তিন দিন নক্ত, তিন দিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক এক দিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্তকার্য করিয়া পুনরায় এক এক দিন করিয়া ঐরূপ কার্য, এইরূপে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই ব্রতানুষ্ঠান যে কোনরূপে তিন গুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই 'অতিকৃচ্ছ্র' পদবাচ্য হইবে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে কয় দিন আহার করা নিয়ম, সেই কয় দিন পাণিপূরণমাত্র অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি অন্ন আহার করিতে পারা যাইবে। মনু প্রাজাপত্যে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। একবিংশতি দিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে 'কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র' ব্রত হয়।

অত্রিসংহিতা[3] (১১. ৮. ২০.) বলেন যে, তিন দিন সায়ংকালে, তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবার পর আবার তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। এই দ্বাদশদিনসাধ্য ব্রতের নাম 'প্রাজাপত্য'। এই ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস এবং অযাচিত তিন দিবসে চতুর্বিংশতি গ্রাস খাওয়া বিধি। পরের তিন দিন উপবাস। প্রাজাপত্য ব্রতের ন্যায় তিন দিন রাত্রিতে, তিন দিন দিবসে এবং তিন দিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন বিধি—কিন্তু এই নয় দিনে এক এক গ্রাসমাত্র ভোজন ও পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম 'অতিকৃচ্ছ্র'। এই প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত ভোজনগ্রাস শরীরশোধক। ইহা কুক্কুটাণ্ডপরিমিত হইবে—কিংবা যাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয় তাহার পক্ষে সেইরূপ গ্রাস বিধেয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিকৃষ্ণ—বিন্ধ্যগিরির পার্ষদ। দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিন্ধ্য কার্তিকেয়ের সাহায্যার্থ ইঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—বামনপু° ৫৭. ৬৭।

অতিক্ষিপ্ত—১ বিণ, দূরবিক্ষিপ্ত, নির্দেশের বাহিরে যাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন thrown outside, thrown beyond. ২ (বৈদ্যক) ক্লী°, সন্ধিচ্যুতি, সন্ধিভঙ্গ, a dislocation.

সন্ধিস্থলের একখানি অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে ঊর্ধ্বদিকে ক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অতিক্ষিপ্ত বলে। অতিক্ষিপ্ত সন্ধিভগ্নে শূলবৎ বেদনা ও অস্থিদ্বয়ের বিষমত্ব হয়। ভাবপ্রকাশ-মতে ইহার নাম ক্ষিপ্ত।—

'ক্ষিপ্তেঽতিশূলং বিষং রুজশ্চ।
ক্ষিপ্তে দ্বয়ো ত্বগ্‌ বিঘটশ্চঃ সংক্ষঃ ॥'

—ভা-প্র° মধ্য° ৩. ভগ্ন-চি.

এইরূপ একখানি অস্থি যদি সন্ধিস্থল হইতে সরিয়া কিঞ্চিৎ অধোগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত বলে [অধঃক্ষিপ্ত দ্র°]।

অতিক্ষেপ— [অতি + √ক্ষিপ্ + ঘঞ্] অভিভব, তিরস্কার, অধিক্ষেপ।

অতিগণ্ড, — [জ্যোতিষ-শা°] ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগ আছে, অতিগণ্ড তন্মধ্যে ষষ্ঠ যোগ। অতিগণ্ড যোগ সাধারণতঃ অশুভ। 'গণ্ডো-ঽতিগণ্ডে চ ষড়েব নাড্যঃ শুভেষু কার্যেষু বিবর্জনীয়াঃ' — শ্রীপতিরত্নমালা। অতিগণ্ড যোগে প্রথম ছয় দণ্ডে যাত্রা ও বিবাহাদি শুভকর্ম নিষিদ্ধ। অতিগণ্ড যোগে আদ্য ঋতু-দর্শনে নারী বন্ধ্যা হয়। 'বিষ্কুম্ভে দুর্ভগা নারী বন্ধ্যা স্যাদতিগণ্ডকে'। ইহার প্রতিপ্রসব জন্য স্বর্ণ ও তিলদানের ব্যবস্থা আছে। 'নক্ষত্রে চ মণিং দদ্যাদ্‌যোগে চ তিলকাঞ্চনম্'। অতিগণ্ডযোগে বিবাহে নারী বিষদগ্ধা হয়। 'বৈধৃতৌ বিধবা নারী বিষদাহোঽতিগণ্ডকে'। শ্রীপতিরত্নমালা-ধৃত বচনে প্রথম ছয় দণ্ডে শুভকার্য নিষিদ্ধ থাকায় এবং এ স্থলে অতিগণ্ড যোগে বিবাহে নারী বিষদগ্ধা হয় এইরূপ উল্লেখ থাকায় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, প্রথম ছয় দণ্ডমধ্যে বিবাহ হইলে বিষদগ্ধা হইয়া থাকে। অতিগণ্ড যোগে জন্মিলে জাতক বিবাদী, বেদনিন্দক, ধূর্ত, উপকারঅস্বীকারকারী, গলরোগযুক্ত, রোগযুক্ত শরীর, অতিদীর্ঘ ও বৃহদ্‌গণ্ডবিশিষ্ট হয়।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ জ্যোতিস্তীর্থ

---

১ বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্‌পাতে কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তরশোণিতে ॥
—যাজ্ঞ-স° ৩. ২৯১।

২ যথাকথঞ্চিত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ ॥
—যাজ্ঞ-স° ৩. ৩১৯।

৩ ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে ত্বযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যোবিধিঃ স্মৃতঃ ॥
সায়ং তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরেঽপ্যনশনং স্মৃতম্ ॥
—অত্রিস° ১১৮-২০।

অতিগণ্ড, — অতিগণ্ডযোগের অভিমানী দেব-বি°। অতিগণ্ডযোগে যে সকল অশুভ-ফলের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয়ের নিবৃত্তির জন্য অতিগণ্ডদেবের পূজা হইয়া থাকে। সচরাচর এই পূজা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বমুখ হইয়া পঞ্চকোণযুক্ত মণ্ডলোপরিস্থিত এই দেবতার জপ করিতে হয়।[১] হেমাদ্রি (ব্রতখণ্ড,) বলেন, অতিগণ্ডদেব ষষ্ঠ-যোগের অধিপতি। তাঁহার গণ্ড অরুণ ও সিতবর্ণযুক্ত; তিনি অতিক্রূর, কৃষ্ণবক্ত্র ও অর্ককিরণভূষিত। তিনি স্থূল, দীর্ঘকর্ণ, তুঙ্গনাসিক, অরুণভূষণ। তাঁহার শ্মশ্রু ও জটা পিঙ্গলবর্ণ। তিনি ষড়্ভুজ। তাঁহার কটিদেশ সূত্রবদ্ধ। তিনটী দক্ষিণ হস্তে লৌহময় অক্ষসূত্র, এণমৃগ ও কমল। অপর তিনটী বাম হস্তে পাত্র, শক্তি ও কৃষ্ণলোহিত-বর্ণের পতাক।[২] শ্রীতত্ত্বনিধি অতিগণ্ডদেবকে বাঘূলবংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। বাঘূলবংশ সম্ভবতঃ বাঘেলবংশ। বাঘেলগণের মধ্যে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইঁহার পূজা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

অতিগম্ভীরা—অপ্সরো-বি°। বিশ্বামিত্র যখন ব্রাহ্মণ্যলাভার্থ তপোমগ্ন হন তখন তাঁহার তপস্যাভঙ্গের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে গঙ্গাদ্বারে তপস্যামগ্ন হন এবং তখন সর্বপ্রথম মেনকাকে দেবরাজ প্রেরণ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্র-সংসর্গে একটী কন্যা উৎ-পাদনপূর্বক উহা বিশ্বামিত্রের নিকট রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে বিশ্বামিত্র দক্ষিণগঙ্গাতে গিয়া তপোমগ্ন হন। তখন ইন্দ্র যথাক্রমে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে পাঠাইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা নামক অপ্সরোদ্বয়কে প্রেরণ করিতে সমর্থ হন। গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা দক্ষিণগঙ্গায় আগমন করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তেজঃপ্রভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলেন। এই জন্য দূরে থাকিয়া নৃত্য, গীত, অঙ্গভঙ্গী ও রূপ-যৌবনদ্বারা ইঁহারা বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে, যেহেতু ইঁহারা তাঁহাকে দ্রাবণ করিতে আসিয়াছেন সেই অপরাধে ইঁহারা দ্রবরূপা হইবেন। গম্ভীরা ও অতি-গম্ভীরা ইহাতে ভীতা হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করেন। বিশ্বামিত্র সদয় হইয়া আশ্বাস দেন যে, গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইলে ইঁহাদিগের দিব্যরূপ লাভ হইবে। মুনিশাপে ইঁহারা নদীরূপা হইয়াছিলেন।—ব্রহ্মপু° ১৪৭ অ°।

অতিগুপ্ত (?) — মধ্যভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ বি°। ৬৫২ খ্রী° ইনি চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় একটী বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

[Bunyin Nanjio's Cat,—Chinese tr, of Budd, Ttipitaka, Oxf. 1883, 437.]

অতিগ্রহ, -গ্রাহ—[দর্শনশা°। উপ-নিষৎ পরিভাষা] বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩. ২. ১. ৯) প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্ত ও ত্বক্—এই অষ্টগ্রহ বা বিষয়গ্রাহক আটটী ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে অপান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম ও স্পর্শ—এই আটটী অতিগ্রহ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোঽপানেনাতিগ্রহেণ গৃহীতোঽপানেন হি গন্ধং জিঘ্রতি'।—প্রাণই গ্রহ, সেই প্রাণ গ্রহ অপান নামক অতিগ্রহ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গন্ধ গ্রহণ করে। পূর্বাপর ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাব থাকায় এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ঘ্রাণ (ইন্দ্রিয়) এবং অপান শব্দের অর্থ ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত লোকই ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অপানসংজ্ঞক গন্ধ গ্রহণ করে। 'বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতি-গ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি'—৩।—বাক্যই গ্রহ, সেই গ্রহরূপী বাক্ নামরূপ অতিগ্রাহদ্বারা গৃহীত, অর্থাৎ বাক্ নামক গ্রহ বক্তব্য (যাহা বলা যায়) যে নাম, সেই নামাখ্য অতিগ্রহদ্বারাই আসক্ত হয়; কারণ, বস্তুর নাম বলিবার জন্যই একমাত্র বাক্যের প্রয়োজন; অতএব বক্তব্য বিষয়সকল অতিগ্রাহ এবং সেই আসক্তিবশতঃই বাক্য নানারূপ মিথ্যা-বঞ্চনাদি অধর্মে জড়িত হয়। এইরূপ 'জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি'—৪। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন—'চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি'।—এই চক্ষুই গ্রহ, ইহা রূপ নামক অতিগ্রাহদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। এই রূপের অনুরোধে বা প্রলোভনেই চক্ষু নানাবিধ অপকৃষ্ট বৃত্তি আশ্রয় করে। যেহেতু পুরুষ যত কিছু করে তৎসমস্তই এই চক্ষুদ্বারা করে; সুতরাং দর্শনবিষয়ে চক্ষুই সমস্ত অনর্থের মূল।

এইরূপ শব্দগ্রহণের কারণ শ্রোত্রই গ্রহ, সেই শ্রোত্রব্য গ্রহ শব্দাখ্য অতিগ্রাহ-কর্তৃক বশীভূত হইয়া উত্তমাধম শব্দ গ্রহণ করে।

সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব মন গ্রহ, সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রাহ-কর্তৃক গৃহীত হয়; কারণ, জীব যত প্রকার কামনা করে তাহা এই মনদ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে।

মনুষ্যের এই হস্তই গ্রহ এবং এই গ্রহ কর্মরূপ অতিগ্রাহদ্বারা বশীভূত হইয়া সমস্ত কর্ম নিষ্পাদন করে; অতএব জীব এই হস্তকৃত শুভাশুভ কর্ম সম্পাদন করে।

ত্বক্, গ্রহ, ইহা স্বীয় বিষয় স্পর্শরূপ অতিগ্রাহ-কর্তৃক অভিভূত হয় এবং ত্বক্-দ্বারাই সমস্ত স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে।

প্রাণ হইতে এই ত্বক্ পর্যন্ত অষ্টবিধ গ্রহ ও অতিগ্রাহ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিগ্রাহ্য—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত 'পৃষ্ঠ্য ষডহে' ১ম, ২য় ও ৩য় দিনে অতিগ্রাহ্য

১ বাঘূলান্বয়সম্ভূতং পঞ্চকোণোপরিস্থিতম্,
অতিগণ্ডাভিধং বন্দে জপন্তং প্রাঙ্মুখঃ সদা।

২ 'অতিগণ্ডাভিধশ্চাথ ষষ্ঠো যোগঃ প্রতীয়তে
গণ্ডারুণসিতঃ ক্রূরঃ কৃষ্ণবক্ত্রোঽর্কভূষণঃ
স্থূলো বৃদ্ধশ্রুতিস্তুঙ্গনাসিকোঽরুণভূষণঃ
পিঙ্গশ্মশ্রুজটামৌলি ষড়্ভুজঃ কটিসূত্রবান্।'
অক্ষসূত্রং যমাদিষ্টে লোহজং করপল্লবে
এণং মৃগং দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চৈব বারিজম্,
পাত্রং বামাদিমে পাণৌ দ্বিতীয়ে শক্তিমেবচ
পতাকান্ত তৃতীয়ে বৈ ধ্যানঃ কৃষ্ণলোহিতৈঃ
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা দুষ্টভীতি নিবৃত্তয়ে ॥

নামক গ্রহ লইতে হয়। বৈকঙ্কত পাত্রে এই অতিগ্রাহ্য গৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম দিনে 'অগ্নে পবস্ব', দ্বিতীয় দিনে 'উত্তিষ্ঠন্নিতি', তৃতীয় দিনে 'অদৃশ্যামিতি', মন্ত্রসহ এক একটী গ্রহ লইতে হয়। 'ইতরগ্রহানতিক্রম্য দুষ্প্রাপং ফলং গৃহ্যত এভিরিতি' এই মন্ত্রদ্বারা তিনটী অতিগ্রাহ্য আহুতি প্রদান করিতে হয়।—তৈ-ব্রা° ১. ৩. ৩। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (১২. ৩. ২) এই মর্মে নিম্নলিখিত সূত্রটী পাওয়া যায়—'তত্রাতিগ্রাহ্যগ্রহণং ত্র্যহে পূর্বে- "হ্যগ্নেপবস্বোত্তিষ্ঠন্নদৃশ্র"মিত্যন্বহমেকৈকম্' — ৮. ৩৮-৪০।

অতিঘস—বায়ুর অনুচর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ বাধিলে কার্ত্তিকেয়ের সহিত যোগদান করিবার জন্য বায়ু ঘস ও অতিঘস নামক দুই জন অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—বামনপু° ৫৭. ৬৯।

অতিচণ্ডিকা—দেবী-বি°। নবদুর্গার অষ্টবিধ মূর্তির অন্যতমা। এই অষ্টদুর্গা যথাক্রমে —রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডিকা। অতিচণ্ডিকার ১৬টী হস্ত ও বর্ণ পীত। ইনি পদ্মাকৃতি রথে আরোহণ করেন। [নবদুর্গা দ্র°]—HI, i. pt-ii, 357.

অতিচরণা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, যোনিগত রোগবি°। অতিমৈথুনদ্বারা প্রকুপিত বায়ু, নারীর যোনিদেশে যে শোথ, সুপ্তি (স্পর্শজ্ঞানরাহিত্য) ও বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে অতিচরণা বলে।

'পবনোঽতিব্যবায়েন শোফসুপ্তিরুজঃ স্ত্রিয়াঃ।
করোতি কুপিতো যোনৌ সা চাতিচরণা মতা ॥'
—চরক° চি. ৩০. ১২।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায়ও (উ. ৩৩) উক্ত আছে—

'সৈবাতিচরণা শোফসংযুক্তাতিব্যবায়তঃ।'

বহু মৈথুনহেতু অতিচরণা রোগ দৃষ্ট হয়। 'বহুশফচাতিচরণা' ।—সুশ্রু° উ. ৩৮।

অতিচার₁—(জ্যোতিষ) শীঘ্রগমন, অতিগমন। মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গমন করিতে সাধারণতঃ যে সময় লাগে তাহারা তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে যদি অপর রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে তাহাদের গতিকে অতিচার গতি বলে। যদি এই অতিচার গতি বক্র হয় তাহা হইলে তাহাকে 'বক্রাতিচার' গতি বলে। গ্রহগুলি কখন কখন অতিচারী হইয়া পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে। আবার কখন কখন পররাশিতেই অবস্থান করে। অতিচারী বৃহস্পতি পররাশিতে গিয়া যদি পূর্বরাশিতে আর না আসে, তাহা হইলে তাহার এই গমনকে 'মহাতিচার' বলে। যে বৎসর 'মহাতিচার' হয়, সে বৎসরকে 'বার্হস্পত্য বর্ষ' বলা হয়। বার্হস্পত্য বর্ষ অকালবর্ষ। এই অকালবর্ষকে লুপ্ত বৎসরও বলা হয়। অতিচারী বৃহস্পতি পররাশিতে গমন করিয়া যদি পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে ৪৫ দিন অকাল, আর যদি বক্রাতিচারী হইয়া পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে ২৮ দিন অকাল হইবে। অতিচারী বৃহস্পতি বৃষ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে অকাল হয় না। যদি বক্রী বা অতিচারী হইয়া কোন রাশিতে গমন করিয়া সেই রাশিতেই অবস্থান করে ও অপর রাশিতে গমন না করে, তাহা হইলেও অকাল হইবে না। বুধ ও বৃহস্পতি বক্রগতি বা অতিচারগতিতে কোন রাশিতে গমন করিলে কাহারও কাহারও মতে তাহারা পূর্বরাশির (গতির প্রারম্ভে যে রাশিতে ছিল) ফলদান করে। অন্যান্য গ্রহ কিন্তু এরূপ আচরণ করে না। তাহারা যখন যে গৃহে থাকে তখন সেই গৃহেরই ফলদান করিয়া থাকে।

অতিচার₂—(অর্থশা°) 'চারমতিক্রান্তঃ অতিচারঃ' — এই প্রকারে ইহা তৎপুরুষ সমাস-নিষ্পন্ন হইতে পারে, অথবা 'অতীত্য অতিক্রম্য চর্যতে যত্র বিষয়ে সঃ অতিচারঃ' এই যৌগিক অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। উক্ত অর্থে যে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করাকেই অতিচার বলা যায়। কিন্তু অর্থ ও ধর্মশাস্ত্রে পঙ্কজাদিবৎ অতিচার শব্দটী যোগরূঢ়ার্থে গৃহীত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রোক্ত অতিচার স্ত্রীসংগ্রহণ নামক স্মৃত্যুক্ত অপরাধবিশেষের পর্যায়-বাচক। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে (৩. ৩. ৫৯) 'বিবাহসংযুক্তে...... অতিচার' আখ্যা দিয়া যে সকল অপরাধ উহার বিষয়ীভূত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের স্বরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, অতিচার ব্যবহারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটী বিশিষ্ট অপরাধ এবং তদ্ধেতুক রাজদণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত আছে। রিরংসা অভিসন্ধি লইয়া পরদার বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ রমণীর সহিত পুরুষকৃত সংলাপ-বিহারাদি অথবা রমণী কর্তৃক পরপুরুষের সহিত তদ্রূপ অবৈধ আচরণাদি অতিচার শব্দে ব্যবহৃত হয়। সমাজের হিতার্থ স্ত্রীপুরুষসম্পর্কিত যে আচার বা শৃঙ্খলাবিধি (rules of action) নিরূপিত হইয়াছে তদতিক্রম অর্থে অতিচার প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত অতিচার যে ব্যবহার বা positive law-র অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ব্যবহারের সংজ্ঞানির্দেশকল্পে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য (ব্যবহার অ° ৮) স্পষ্টই বলিয়াছেন—

স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥

অর্থাৎ—স্মৃতি ও আচারবিগর্হিত উপায়ে কোন ব্যক্তি যদি ধর্ষিত হইয়া রাজসমীপে আবেদন করে, তাহা হইলে উক্ত ক্রিয়া ব্যবহার-পদ (subject of litigation) বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ অন্যায় বা অবৈধ কর্ম সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল সাধন করে এবং উহা ক্রমশঃ লোকযাত্রা-নিরোধের হেতু হয় বলিয়া উক্ত আবেদিত ব্যবহারপদে রাজ-কর্তৃক দণ্ডের বিধান রহিয়াছে। কারণ রাজা দণ্ডেরই প্রতীক—'স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।'—মনু° ৭. ১৭। ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষ কখনও রাজসমীপে অর্থিপ্রত্যর্থিরূপে উপস্থিত হইবে না এইরূপ নিষেধ থাকিলেও স্ত্রী-পুরুষ-সংক্রান্ত অতিচারের দণ্ডার্হত্ব ও ব্যবহার-যোগ্যতা নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্বিষয়ে পরে বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ

অতিগণ্ড, — অতিগণ্ডযোগের অভিমানী দেব-বি°। অতিগণ্ডযোগে যে সকল অশুভ-ফলের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয়ের নিবৃত্তির জন্য অতিগণ্ডদেবের পূজা হইয়া থাকে। সচরাচর এই পূজা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বমুখ হইয়া পঞ্চকোণযুক্ত মণ্ডলোপরিস্থিত এই দেবতার জপ করিতে হয়।[1] হেমাদ্রি (ব্রতখণ্ড,) বলেন, অতিগণ্ডদেব ষষ্ঠ-যোগের অধিপতি। তাঁহার গণ্ড অরুণ ও সিতবর্ণযুক্ত; তিনি অতিক্রূর, কৃষ্ণবক্ত্র ও অর্ককিরণভূষিত। তিনি স্থূল, দীর্ঘকর্ণ, তুঙ্গনাসিক, অরুণভূষণ। তাঁহার শ্মশ্রু ও জটা পিঙ্গলবর্ণ। তিনি ষড়্ভুজ। তাঁহার কটিদেশ সূত্রবদ্ধ। তিনটী দক্ষিণ হস্তে লৌহময় অক্ষসূত্র, এণমৃগ ও কমল। অপর তিনটী বাম হস্তে পাত্র, শক্তি ও কৃষ্ণলোহিত-বর্ণের পতাকা।[2] শ্রীতত্ত্বনিধি অতিগণ্ডদেবকে বাঘূলবংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। বাঘূলবংশ সম্ভবতঃ বাঘেলবংশ। বাঘেলগণের মধ্যে বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইঁহার পূজা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

অতিগম্ভীরা—অপ্সরো-বি°। বিশ্বামিত্র যখন ব্রাহ্মণ্যলাভার্থ তপোমগ্ন হন তখন তাঁহার তপস্যাভঙ্গের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র প্রথমে গঙ্গাদ্বারে তপস্যামগ্ন হন এবং তখন সর্বপ্রথম মেনকাকে দেবরাজ প্রেরণ করেন। মেনকা বিশ্বামিত্র-সংসর্গে একটী কন্যা উৎ-পাদনপূর্বক উহা বিশ্বামিত্রের নিকট রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে বিশ্বামিত্র দক্ষিণগঙ্গাতে গিয়া তপোমগ্ন হন। তখন ইন্দ্র যথাক্রমে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমাকে পাঠাইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা নামক অপ্সরোদ্বয়কে প্রেরণ করিতে সমর্থ হন। গম্ভীরা ও অতিগম্ভীরা দক্ষিণগঙ্গায় আগমন করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তেজঃপ্রভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলেন। এই জন্য দূরে থাকিয়া নৃত্য, গীত, অঙ্গভঙ্গী ও রূপ-যৌবনদ্বারা ইঁহারা বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে, যেহেতু ইঁহারা তাঁহাকে দ্রাবণ করিতে আসিয়াছেন সেই অপরাধে ইঁহারা দ্রবরূপা হইবেন। গম্ভীরা ও অতি-গম্ভীরা ইহাতে ভীতা হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করেন। বিশ্বামিত্র সদয় হইয়া আশ্বাস দেন যে, গঙ্গাসহ সঙ্গতা হইলে ইঁহাদিগের দিব্যরূপ লাভ হইবে। মুনিশাপে ইঁহারা নদীরূপা হইয়াছিলেন।—ব্রহ্মপু° ১৪৭ অ°।

অতিগুপ্ত (?) — মধ্যভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ বি°। ৬৫২ খ্রী° ইনি চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় একটী বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

[Bunyin Nanjio's Cat,—Chinese tr, of Budd, Ttipitaka, Oxf. 1883, 437.]

অতিগ্রহ, - গ্রাহ—[দর্শনশা°। উপ-নিষৎ পরিভাষা] বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩. ২. ১. ৯) প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হস্ত ও ত্বক্—এই অষ্টগ্রহ বা বিষয়গ্রাহক আটটী ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে অপান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, কাম, কর্ম ও স্পর্শ—এই আটটী অতিগ্রহ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রহেণ গৃহীতোহপানেন হি গন্ধং জিঘ্রতি'।—প্রাণই গ্রহ, সেই প্রাণ গ্রহ অপান নামক অতিগ্রহ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গন্ধ গ্রহণ করে। পূর্বাপর ইন্দ্রিয়ের প্রস্তাব থাকায় এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ঘ্রাণ (ইন্দ্রিয়) এবং অপান শব্দের অর্থ ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমস্ত লোকই ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অপানসমাহৃত গন্ধ গ্রহণ করে। 'বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাতি-গ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি'—৩।—বাক্যই গ্রহ, সেই গ্রহরূপী বাক্ নামরূপ অতিগ্রাহদ্বারা গৃহীত, অর্থাৎ বাক্ নামক গ্রহ বক্তব্য (যাহা বলা যায়) যে নাম, সেই নামাখ্য অতিগ্রহদ্বারাই আসক্ত হয়; কারণ, বস্তুর নাম বলিবার জন্যই একমাত্র বাক্যের প্রয়োজন; অতএব বক্তব্য বিষয়সকল অতিগ্রাহ এবং সেই আসক্তিবশতঃই বাক্য নানারূপ মিথ্যা-বঞ্চনাদি অধর্মে জড়িত হয়। এইরূপ 'জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি'—৪। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন—'চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি'।—এই চক্ষুই গ্রহ, ইহা রূপ নামক অতিগ্রাহদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। এই রূপের অনুরোধে বা প্রলোভনেই চক্ষু নানাবিধ অপকৃষ্ট বৃত্তি আশ্রয় করে। যেহেতু পুরুষ যত কিছু করে তৎসমস্তই এই চক্ষুদ্বারা করে; সুতরাং দর্শনবিষয়ে চক্ষুই সমস্ত অনর্থের মূল।

এইরূপ শব্দগ্রহণের কারণ শ্রোত্রই গ্রহ, সেই শ্রোত্রব্য গ্রহ শব্দাখ্য অতিগ্রাহ-কর্তৃক বশীভূত হইয়া উত্তমাধম শব্দ গ্রহণ করে।

সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব মন গ্রহ, সেই মনোরূপ গ্রহ কামনারূপ অতিগ্রাহ-কর্তৃক গৃহীত হয়; কারণ, জীব যত প্রকার কামনা করে তাহা এই মনদ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে।

মনুষ্যের এই হস্তই গ্রহ এবং এই গ্রহ কর্মরূপ অতিগ্রাহদ্বারা বশীভূত হইয়া সমস্ত কর্ম নিষ্পাদন করে; অতএব জীব এই হস্তকৃত শুভাশুভ কর্ম সম্পাদন করে।

ত্বক্, গ্রহ, ইহা স্বীয় বিষয় স্পর্শরূপ অতিগ্রাহ-কর্তৃক অভিভূত হয় এবং ত্বক্-দ্বারাই সমস্ত স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকে।

প্রাণ হইতে এই ত্বক্ পর্যন্ত অষ্টবিধ গ্রহ ও অতিগ্রাহ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিগ্রাহ্য—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত 'পৃষ্ঠ্য ষড়হে' ১ম, ২য় ও ৩য় দিনে অতিগ্রাহ্য

১ বাবুলান্বয়সম্ভূতং পঞ্চকোণোপরিস্থিতম্
অতিগণ্ডাভিধং বন্দে জপন্তং প্রাঙ্মুখঃ সদা।

২ 'অতিগণ্ডাভিধশ্চাথ ষষ্ঠো যোগঃ প্রতীয়তে
গণ্ডারুণসিতঃ ক্রূরঃ কৃষ্ণবক্ত্রোঽর্কভূষণঃ
স্থূলো বৃদ্ধশ্রুতিস্তুঙ্গনাসিকোঽরুণভূষণঃ
পিঙ্গশ্মশ্রুজটামৌলি ষড়্ভুজঃ কটিসূত্রবান্।'
অক্ষসূত্রং যমাদিষ্টে লোহজং করপল্লবে
এণং মৃগং দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চৈব বারিজম্,
পাত্রং বামাদিমে পাণৌ দ্বিতীয়ে শক্তিমেবচ
পতাকাস্তু তৃতীয়ে বৈ দ ধানঃ কৃষ্ণলোহিতৈঃ
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা দুষ্টভীতি নিবৃত্তয়ে॥

নামক গ্রহ লইতে হয়। বৈকঙ্কত পাত্রে এই অতিগ্রাহ্য গৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম দিনে 'অগ্নে পবস্ব', দ্বিতীয় দিনে 'উত্তিষ্ঠন্নিতি', তৃতীয় দিনে 'অদৃশ্যমিতি', মন্ত্রসহ এক একটী গ্রহ লইতে হয়। 'ইতরগ্রহানতিক্রম্য দুষ্প্রাপং ফলং গৃহ্যত এভিরিতি' এই মন্ত্রদ্বারা তিনটী অতিগ্রাহ্য আহুতি প্রদান করিতে হয়।—তৈ-ব্রা° ১. ৩. ৩। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (১২. ৩. ২) এই মর্মে নিম্নলিখিত সূত্রটী পাওয়া যায়—'তত্রাতিগ্রাহ্যগ্রহণং ত্র্যহে পূর্বে-"হুগ্নেপবস্বোত্তিষ্ঠন্নদৃশ্র"মিত্যয়মেকৈকম্' — ৮. ৩৮-৪০।

অতিঘস—বায়ুর অনুচর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সহিত মহিষাসুরের যুদ্ধ বাধিলে কার্ত্তিকেয়ের সহিত যোগদান করিবার জন্য বায়ু ঘস ও অতিঘস নামক দুই জন অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।—বামনপু° ৫৭. ৬৯।

অতিচণ্ডিকা—দেবী-বি°। নবদুর্গার অষ্টবিধ মূর্তির অন্যতমা। এই অষ্টদুর্গা যথাক্রমে —রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, অতিচণ্ডিকা ও উগ্রচণ্ডিকা। অতিচণ্ডিকার ১৬টী হস্ত ও বর্ণ পীত। ইনি পদ্মাকৃতি রথে আরোহণ করেন। [নবদুর্গা দ্র°]—HI, i. pt-ii, 357.

অতিচরণা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, যোনিগত রোগবি°। অতিমৈথুনদ্বারা প্রকুপিত বায়ু, নারীর যোনিদেশে যে শোথ, সুপ্তি (স্পর্শ-জ্ঞানরাহিত্য) ও বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে অতিচরণা বলে।

'পবনোঽতিব্যবায়েন শোফসুপ্তিরুজঃ স্ত্রিয়াঃ।
করোতি কুপিতো যোনৌ সা চাতিচরণা মতা॥'
—চরক° চি. ৩০. ১২।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায়ও (উ. ৩৩) উক্ত আছে—

'সৈবাতিচরণা শোফসংযুক্তাতিব্যবায়তঃ।'
বহু মৈথুনহেতু অতিচরণা রোগ দৃষ্ট হয়।
'বহুশফঃচাতিচরণা'।—সুশ্রু° উ. ৩৮।

অতিচার১—(জ্যোতিষ) শীঘ্রগমন, অতিগমন। মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গমন করিতে সাধারণতঃ যে সময় লাগে তাহারা তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে যদি অপর রাশিতে গমন করে, তাহা হইলে তাহাদের গতিকে অতিচার গতি বলে। যদি এই অতিচার গতি বক্র হয় তাহা হইলে তাহাকে 'বক্রাতিচার' গতি বলে। গ্রহগুলি কখন কখন অতিচারী হইয়া পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে। আবার কখন কখন পর-রাশিতেই অবস্থান করে। অতিচারী বৃহস্পতি পররাশিতে গিয়া যদি পূর্বরাশিতে আর না আসে, তাহা হইলে তাহার এই গমনকে 'মহাতিচার' বলে। যে বৎসর 'মহাতিচার' হয়, সে বৎসরকে 'বার্হস্পত্য বর্ষ' বলা হয়। বার্হস্পত্য বর্ষ অকালবর্ষ। এই অকালবর্ষকে লুপ্ত বৎসরও বলা হয়। অতিচারী বৃহস্পতি পররাশিতে গমন করিয়া যদি পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে ৪৫ দিন অকাল, আর যদি বক্রাতিচারী হইয়া পূর্বরাশিতে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে ২৮ দিন অকাল হইবে। অতিচারী বৃহস্পতি বৃষ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে অকাল হয় না। যদি বক্রী বা অতিচারী হইয়া কোন রাশিতে গমন করিয়া সেই রাশিতেই অবস্থান করে ও অপর রাশিতে গমন না করে, তাহা হইলেও অকাল হইবে না। বুধ ও বৃহস্পতি বক্রগতি বা অতিচার-গতিতে কোন রাশিতে গমন করিলে কাহারও কাহারও মতে তাহারা পূর্বরাশির (গতির প্রারম্ভে যে রাশিতে ছিল) ফলদান করে। অন্যান্য গ্রহ কিন্তু এরূপ আচরণ করে না। তাহারা যখন যে গৃহে থাকে তখন সেই গৃহেরই ফলদান করিয়া থাকে।

অতিচার২—(অর্থশা°) 'চারমতিক্রান্তঃ অতিচারঃ' — এই প্রকারে ইহা তৎপুরুষ সমাস-নিষ্পন্ন হইতে পারে, অথবা 'অতীত্য অতিক্রম্য চর্যতে যত্র বিষয়ে সঃ অতিচারঃ' এই যৌগিক অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে। উক্ত অর্থে যে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করাকেই অতিচার বলা যায়। কিন্তু অর্থ ও ধর্মশাস্ত্রে পঙ্কজাদিবৎ অতিচার শব্দটী যোগরূঢ়ার্থে গৃহীত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রোক্ত অতিচার স্ত্রীসংগ্রহণ নামক স্মৃত্যুক্ত অপরাধ-বিশেষের পর্যায়-বাচক। কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে (৩. ৩. ৫৯) 'বিবাহসংযুক্তে…… অতিচার' আখ্যা দিয়া যে সকল অপরাধ উহার বিষয়ীভূত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের স্বরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, অতিচার ব্যবহারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটী বিশিষ্ট অপরাধ এবং তদ্ধেতুক রাজ-দণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত আছে। রিরংসা অভিসন্ধি লইয়া পরদার বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ রমণীর সহিত পুরুষকৃত সংলাপ-বিহারাদি অথবা রমণী কর্তৃক পরপুরুষের সহিত তদ্রূপ অবৈধ আচরণাদি অতিচার শব্দে ব্যবহৃত হয়। সমাজের হিতার্থ স্ত্রীপুরুষসম্পর্কিত যে আচার বা শৃঙ্খলাবিধি (rules of action) নিরূপিত হইয়াছে তদতিক্রম অর্থে অতিচার প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত অতিচার যে ব্যবহার বা positive law-র অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ব্যবহারের সংজ্ঞানির্দেশকল্পে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য (ব্যবহার অ° ৮) স্পষ্টই বলিয়াছেন—

স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥

অর্থাৎ—স্মৃতি ও আচারবিগর্হিত উপায়ে কোন ব্যক্তি যদি ধর্ষিত হইয়া রাজসমীপে আবেদন করে, তাহা হইলে উক্ত ক্রিয়া ব্যবহার-পদ (subject of litigation) বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ অন্যায় বা অবৈধ কর্ম সমাজের বা ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল সাধন করে এবং উহা ক্রমশঃ লোকযাত্রা-নিরোধের হেতু হয় বলিয়া উক্ত আবেদিত ব্যবহারপদে রাজ-কর্তৃক দণ্ডের বিধান রহিয়াছে। কারণ রাজা দণ্ডেরই প্রতীক—'স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।'—মনু° ৭. ১৭। ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষ কখনও রাজসমীপে অর্থিপ্রত্যর্থিরূপে উপস্থিত হইবে না এইরূপ নিষেধ থাকিলেও স্ত্রী-পুরুষ-সংক্রান্ত অতিচারের দণ্ডার্হত্ব ও ব্যবহার-যোগ্যতা নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্বিষয়ে পরে বর্ণিত হইতেছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ

নিষেধ দৃষ্ট হয় না। অর্থশাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছে—'বিবাহপূর্বো ব্যবহারঃ'।[১] স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাহ সংস্কারবিশেষ বলিয়া আচার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্ত্রীসংগ্রহণ নামক যে প্রকরণ অষ্টাদশ ব্যবহারপদের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রী পুংধর্মের বিধিনিষেধ অতিক্রম করায় ব্যবহারযোগ্যতা রহিয়াছে।[২] নারদস্মৃতিতে বিবাহ স্পষ্টতঃ ব্যবহারপদ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, যথা—'বিবাহাদিবিধিঃ স্ত্রীণাং যত্র পুংসাং চ কীর্ত্যতে। স্ত্রীপুংসংযোগসংজ্ঞং তদ্বিবাদপদমুচ্যতে॥—১২. ১। মীমাংসা-দর্শনের 'অর্থেন চ সমবেতত্বম্' এই সূত্রও[৩] উক্ত অর্থ বিবৃত করিতেছে। Macnagten-প্রণীত Principles and Precedents on Hindu Law গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ সরকার-কৃত 'ব্যবস্থা-চন্দ্রিকা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায়ও তদ্রূপ উল্লিখিত হইয়াছে।[৪]

যাহা হউক, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, পিতা বা পত্যাদি-কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলে স্বামিস্ত্রী-সম্বন্ধব্যতিরিক্ত অপর স্ত্রী-পুরুষের সহিত রিরংসাকাঙ্ক্ষায় সংলাপ করিলে অতিচারদোষ হয়। অপরাধের স্থান, কাল, পাত্র ও গুরুত্ব-ভেদে দণ্ডবিভেদও উক্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উক্ত প্রকরণে দেখা যায়—

প্রতিষিদ্ধা স্ত্রী দর্পমদ্যক্রীড়ায়াং ত্রিপণং
দণ্ডং দদ্যাৎ।
দিবা স্ত্রীপেক্ষাবিহারগমনে ষট্‌পণো দণ্ডঃ।
পুরুষপ্রেক্ষাবিহারগমনে দ্বাদশপণঃ।
রাত্রৌ দ্বিগুণঃ।
সুপ্তমত্তপ্রব্রজনে ভর্তুরদানে চ দ্বারস্য
দ্বাদশপণঃ।
রাত্রৌ নিষ্কাশনে দ্বিগুণঃ।
স্ত্রীপুংসয়োর্মৈথুনার্থেঽনঙ্গবিচেষ্টায়াং রহঃশ্লীল-
সম্ভাষায়াং বা চতুর্বিংশতিপণঃ স্ত্রিয়া দণ্ডঃ,
পুংসো দ্বিগুণঃ।
কেশনীবীদন্তনখাবলম্বনেষু পূর্বঃ সাহসদণ্ডঃ,
পুংসো দ্বিগুণঃ।
শঙ্কিতস্থানে সম্ভাষায়াং চ পণস্থানে শিফাদণ্ডঃ,
স্ত্রীণাং গ্রামমধ্যে চণ্ডালঃ পক্ষান্তরং পঞ্চশিফা
দদ্যাৎ,
পণিকং বা প্রহারং মোক্ষয়েৎ॥
ইত্যতিচারাঃ॥

অর্থাৎ—নিষেধসত্ত্বেও যদি কোন স্ত্রী শ্লাঘাপূর্বক মোহবশতঃ বা ক্রীড়াচ্ছলে 'অমুক পুরুষ উপভোগ করিয়াছি' এইরূপ বলে, তাহা হইলে তাহাকে তিন পণ দণ্ড দিতে হইবে।[৫] পণ শব্দ অর্থদণ্ডের অন্যতম পরিভাষা। সাধারণতঃ ৮০ রতি-পরিমিত তাম্রে পণ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাম্রপরিমাণস্থলে উহা কার্ষাপণে বা কাহনের সমপর্যায়ক। বর্তমান হিসাবে উহাকে এক টাকার এক চতুর্থাংশ বা সিকি বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, দিবাভাগে পরস্ত্রী প্রেক্ষণ করিলে তাহার সহিত বিহার করিলে, অথবা তাহার সান্নিধ্য সংগ্রহ করিলে ছয় পণ দণ্ড হয়। এইরূপ পরপুরুষ প্রসঙ্গে দ্বাদশ পণ দণ্ড। কিন্তু রাত্রিকালে উক্ত দণ্ড যথাক্রমে দ্বিগুণিত হইবে। স্বামিকর্তৃক সুপ্ত এবং প্রমত্ত রমণীর সহিত আচরিত সংগ্রহাপরাধ বা ঐরূপ রমণীর গৃহে প্রবেশন দ্বাদশপণ দণ্ডার্হ। রাত্রিকালে উক্ত অপরাধের দণ্ড দ্বিগুণ হইবে। স্ত্রীপুরুষসাধ্য-মৈথুন ইচ্ছায় যদি রিরংসাবিচেষ্টা প্রকটিত হয়, অথবা তদুদ্দেশ্যে পরপুরুষের সহিত নিষিদ্ধা স্ত্রীলোক গোপনে সম্ভাষণাদি করে তাহা হইলে তাহার দণ্ড ২৪ পণ এবং পুরুষ ঐরূপ আচরণ করিলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দণ্ড ৪৮ পণ হইবে। কারণ নারদ-স্মৃতির অনুশাসন—

একস্য বহুভিঃ সার্ধং স্ত্রীণাং প্রেষ্য জনস্য চ।
অনাদেয়ো ভবেদ্বাদো ধর্মবিদ্ভিরুদাহৃতঃ॥

কেশ, নীবী, দন্ত ও নখ-অবলম্বনে স্ত্রীর পূর্বসাহস[৬] অর্থাৎ ২৭০ পণ দণ্ড হইবে এবং পুরুষের উহার দ্বিগুণ। শঙ্কিত অথবা পণস্থানে স্ত্রীলোক পরপুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিলে উক্ত স্ত্রীর বেত্রদণ্ড। চণ্ডাল গ্রামমধ্যে পরস্ত্রীদিগের সহিত এইরূপ করিলে পঞ্চ বেত্রদণ্ড বা প্রতি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে এক পণ দণ্ড। এতদ্ব্যতীত কৌটিল্য-মতে উক্ত প্রকরণে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিষিদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে ক্ষুদ্র দ্রব্য, স্থূল দ্রব্য ও হিরণ্যাদি উপহার দিলে স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ১২, ২৪ ও ৫০ পণ এবং উক্ত পুরুষের তদ্দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। কৌটিল্যোক্ত বিবাহ-সংযুক্ত অতিচার-প্রসঙ্গে বর্ণের আনুলোম্য বা প্রাতিলোম্যবশতঃ দণ্ডের কোন হ্রাসবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু পুরুষের দণ্ড যে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্মৃতির বচনে অবশ্য বর্ণবশতঃ দণ্ডের বিভিন্নতা বহু স্থলে দৃষ্ট হয় (মনু° ৮. ৩৭৮-৮৩)। যাজ্ঞবল্ক্যেও পাওয়া যায়—

সজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো নার্যাঃ কর্ণাদি-
কর্তনম্॥ ২. ২৮৬.

অর্থশাস্ত্রের উক্ত 'অতিচার' স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ নামে অভিহিত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ অর্থিপ্রত্যর্থিরূপে রাজসমক্ষে বিচারার্থ যাইবে না ইহাই স্মৃতির সাধারণ নির্দেশ হইলেও বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির প্রকীর্ণক প্রকরণের ভূমিকায় অতিচারের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'তথাপি প্রত্যক্ষেণ কর্ণপরম্পরয়া বা বিদিতে তয়োঃ পরস্পরাতিচারে দণ্ডাদিনা দম্পতী নিজধর্মমার্গে রাজ্ঞা স্থাপনীয়ৌ'। স্মৃত্যুক্ত স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ অতিচারেরই নামান্তর। কারণ রিরংসা অভিসন্ধি লইয়া পরদার বা নিষিদ্ধ স্ত্রীজনের সহিত পুরুষের বা পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের মিথুনীভাব অর্থাৎ নির্জন সম্ভাষণাদি হইতে রেতোনিঃষেকান্ত সম্ভোগ পর্যন্ত যাবতীয় রতিব্যাপার স্ত্রীসংগ্রহণ অপরাধ

১ ৩. ১. ৫১. ২।

২ মনু° ৮. ৭; ৯ অঃ; ব্যবহারময়ূখের ২৬ পরিচ্ছেদ।

৩ ৬. ১. ৪।

৪ Madras Law Journal, 233-38.

৫ দর্পাদ্বা যদি মোহাচ্চ ত্যয়া বা স্বয়ং বদেৎ। পূর্বং ময়েষং ভুক্তেতি তচ্চ সংগ্রহণং স্মৃতম্॥—নারদস্মৃ°।

৬ যাজ্ঞ-স° ২. ২৮৩-৪।

বলিয়া পরিগণিত। অযোনিতে সম্ভোগ, পশুর সহিত সম্ভোগ বা কন্যাদূষণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অর্থশাস্ত্রে বিবাহ-সংযুক্ত অতিচার প্রকরণ-ব্যতীত ৪র্থ অধিকরণের ১২শ অধ্যায়ে সাধারণভাবে অতিচার-দণ্ড নামক যে ৮৮ প্রকরণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'স্ত্রিয়মযোনৌ গচ্ছতঃ পূর্বম্সাহসদণ্ডঃ পুরুষমধিমেহতশ্চ'। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও (২. ২৯৬) উক্ত হইয়াছে—

অযোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাপি মেহতঃ।
চতুর্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রব্রজিতাগমে॥

অর্থশাস্ত্রোক্ত অতিচারদণ্ড-প্রকরণে মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা, মাতুলানী, আচার্যাণী, পুত্রবধূ, কন্যা বা ভগিনী-গমন করিলে লিঙ্গচ্ছেদ ও বধদণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীতে উপগত হইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের যে বর্ণবশতঃ দণ্ডের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে উহার উল্লেখও এই প্রকরণে আছে। বলাৎকারপূর্বক রূপোপজীবিনীতে উপগত হইলে ১২ পণ দণ্ড হইবে এবং বহু ব্যক্তি যদি এক জন বেশ্যায় তাহার অনিচ্ছাবশতঃ রতিপ্রসঙ্গ করে তাহা হইলে প্রত্যেকের ২৪ পণ করিয়া দণ্ড হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যবচনও (২. ২৯৪) তদ্রূপ—

প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাসৌ চতুর্বিংশতিকঃ পৃথক্॥

ফলতঃ, কি অর্থশাস্ত্রোক্ত অতিচার কি স্মৃত্যুক্ত স্ত্রীসংগ্রহণ, উভয়ই একার্থে প্রযোজ্য এবং উহার ফলে যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহার মুখ্য অভিপ্রায় বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অপরের সহিত রতিপ্রসক্তি প্রতিহত করা। 'স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জিতঃ'—হারীতবচনের (১. ২৮) এই নীতি অথবা 'স্বদারনিরতঃ সদা' এই শাসন অব্যাহত রাখাই তত্তৎ দণ্ডের উদ্দিষ্ট।

পরিশেষে ইহা স্বীকার্য যে, অতিচার শব্দটী উক্ত অর্থে যোগরূঢ় হইলেও কৌটিল্যের অতিচারদণ্ড-প্রকরণে যাহাদের সহিত স্ত্রীসংগ্রহণাদির কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আরও কয়েকটী অনাচারের কথার উল্লেখ আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি অপরাধ ও তন্নিমিত্ত দণ্ড স্মৃত্যুক্ত প্রকীর্ণ-প্রকরণের অনুরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যথা—ব্রাহ্মণকে অভক্ষ্য ভক্ষণ করান[7], শৃঙ্গী বা দন্তবিশিষ্ট প্রাণিদ্বারা হিংসা সাধন করা[8], পশুদিগকে দুর্বহ পীড়া দেওয়া ইত্যাদি। গৌণত্ব বিবেচনায় তাহাদের বিশেষ উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

অতিচ্ছত্র১.—(বৈদ্যক) ভূতৃণ (স্ত্রী°), রক্তকোকিলাক্ষ, কুলেখাড়া, তালমাখনা॥ রত্নমালা, রাজনি°, শব্দ° ॥ পর্যায় — ভূতৃণ, রোহিণ, ভূতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালাতৃণ, সুমালী, ছত্র, অতিচ্ছত্রক, গুহ্যবীজ, সুগন্ধ, গুলাল, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, শরেন্দুক। গুণ—কটু ও বাতসন্তাপনাশক।—রাজনি° ৮. ৪২, ৪৩।

অতিচ্ছত্র২.—[বৈদ্যক। হি°-ছত্রী, ছাতা, ছত্তোনা; কাশ্মিরী°-মাম্‌সগেল; চম্বা°-মোক্ষ; ম°-ভুঁইফোড়, অলোম্বে, কলম্বে; সি°-কুটিলেউভা, কুম্ভ; গু°-কাগদানা, ছত্র; প°-সমারক, সমারুগ; বা°—বেঙের ছাতা, ছাতা, ছাতি, ছাতু, ভুঁইফোঁড়, পাতালফোঁড়, কোঁড়ক, কোঁড়; অস°—কটফুল; ই°—mushroom, toadstool] বিভিন্ন ছত্রাক-(fungus) জাতীয় ছত্রাকার সকোষ অপুষ্পক (cellular cryptogram] ও অপবীজক সংস্বেদজ উদ্ভিদ্-বি°, স্থলতৃণবি°। পর্যায়—ছত্রা (শব্দ° অম°), ছত্রাক, শিলীন্ধ্র (শব্দ° মে°), শিলীন্ধ্রক (ভাবপ্র°), ভূমিছত্র (স্ত্রী°—ভাবপ্র°), বাঙ্গরোধক (কল্পদ্রু° ২৮৯. ৩৫৯)। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে ইহার নাম—Agaricaceae, agaricus campestris বা psalliata campestris. ইহারা দুইটী বৃহৎ জাতির (class) অন্তর্গত। এই জাতিদ্বয়ের মধ্যে পড়ে—বিভিন্নজাতীয় ছত্রাক বা agarics ও তৎসম্পর্কিত উদ্ভিদ্‌শাক (hymenomycetes) এবং দুধাল (puffball) নামক কন্দুকাকৃতি ছত্রাক ও উহাদের প্রায় সমশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌শাক। ইহাদের প্রকারভেদ (species) ৪০,০০০। অতিচ্ছত্র পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নাতিশীতোষ্ণ স্থানে ছোট ছোট ঘাসের উপর জন্মায়। কোন জলাভূমি, অরণ্য এবং কর্তিত বৃক্ষশাখায় সাধারণতঃ জন্মায় না। বর্ষাকালে ভিজা জায়গায়, পচা কাঠে, গোবরে, ভিজা বা পচা খড়ে, বাঁশে ও গাছের উপরে ইহারা জন্মিয়া থাকে; মাটিতেও জন্মিতে দেখা যায়। তবে ফাঁকা মাঠে পশুগণ-কর্তৃক চর্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের উপর ইহারা বেশীর ভাগ জন্মায়। উৎপত্তিস্থানভেদে বাঙলাদেশে ইহাদের বিভিন্ন নামও হইয়া থাকে। যেমন, কাঠ পচিয়া বা গাছে যে ছাতা হয় তাহার নাম কাঠছাতি বা কাঠছাতু; মাটিতে যে ছাতা হয় তাহাকে ভুঁইছাতি, ভুঁইছাতু বলে; বিচালি বা খড় পচিয়া যে ছাতা হয় তাহার নাম পোয়াল ছাতি; সংস্কৃতে যাহাকে শিলীন্ধ্র বলে বাঙলায় তাহা কোঁড়কছাতা। ভাবপ্রকাশমতে ইহারা শাকবর্গের অন্তর্গত। ভাবপ্রকাশে (শাকবর্গ ১০৪-১০৬) নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ভূমিতে, গোময়ে, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে সংস্বেদজ শাক জন্মে। এই সংস্বেদজ সকল শাকই শীতবীর্য, দোষপ্রকোপক ও পিচ্ছিল। ইহারা গুরুপাক, বমি, অতিসারজ্বর ও শ্লেষ্মরোগজনক। যে সকল ছাতা পবিত্র স্থানে, কাষ্ঠে, বংশে বা গোময়ে জন্মে এবং শুভ্রবর্ণ হয় সেগুলি অতি দোষজনক নয়। তদ্ভিন্ন সমস্ত ছাতাই গর্হিত।* সুশ্রুতে (সূত্র° ৪৬. উদ্ভিদ্‌শাকবর্গ, ৩১৫-

৭ যাজ্ঞ-স° ২. ২৯৫-৬।

৮ উক্ত স্মৃতি ২. ৩০০; মনু° ৮. ২৯৬-৮।

* উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছত্রং শিলীন্ধ্রকম্।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ ॥ ১০৪
সর্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চতে।
গুরবশ্ছর্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ ॥ ১০৫
শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশ-গোময়সম্ভবাঃ।
নাতি দোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥
১০৬

৩২০) উক্ত আছে যে, পলাল (শস্যশূন্য ধান্যনাল=খড়ের পোয়াল), ইক্ষু, শুষ্ক গোময়, বংশ এবং ভূমি—এই সকল আধারে উদ্ভিদ্‌শাক (পোয়াল ছাতু) উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে পলালজাত উদ্ভিদ্‌শাক—মধুররস, মধুর-বিপাক, রুক্ষ ও দোষপ্রশমনকারী। ইক্ষুজাত ও করীষজাত উদ্ভিদ্‌শাক — মধুর-কটুরস, কষায়ানুরস ও শীতল। করীষজাত উদ্ভিদ্‌শাক উষ্ণবীর্য, কষায়রস ও বাতপ্রকোপক। বেণুজাত হইলে কষায় ও বাতপ্রকোপক হয়। ভূমিজাত হইলে গুরুপাক ও নাতি-বাতল এবং ইহার রস ভূমির অনুরূপ হইয়া থাকে। চরক-সংহিতায় (সূত্র° ২৭. ৯৭) উল্লেখ আছে যে, সার্পচ্ছত্রক ভিন্ন অপর সকলপ্রকার ছত্রজাতি শীতল, পীনসকারক, মধুর ও গুরু।

'সর্পচ্ছত্রকবর্জ্যাস্তু বহ্বোঽন্যচ্ছত্রজাতয়ঃ।
শীতাঃ পীনসকর্ত্র্যশ্চ মধুরা গুর্ব্য এব চ।'

অতিচ্ছত্র বা ছাতা জৈবপদার্থভোজী অপুষ্পক উদ্ভিদের বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় গণ-(genus) বি°। ইহারা সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পঞ্চবর্গের অন্তর্গত।—

১ Leucospori—অপবীজরেণু সাদা।
২ Hyporhodii— „ পাটল।
৩ Dermini— „ বাদামী।
৪ Pratellae— „ ধূম্রবর্ণ।
৫ Coprinarii— „ কাল।

প্রতি বর্গের আবার অনেকগুলি অন্তর্বিভাগ (sub-genus) আছে। ইহাদের অপবীজাত্মক রেণুগুলি (spores) বহুবর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের অন্তর্গর্ভস্থ বিকীর্যমান ফলকসমূহ (lamellae, gills) সূক্ষ্ম কোমল জালবৎ ত্বক্‌যুক্ত ও ফলপকতা পর্যন্ত বা তদনন্তরস্থায়ী। ফলকের চারিপার্শ্বের ধারগুলি বেশ সূক্ষ্ম। ফলকগুলির সঙ্গে শিরোবেষ্টের (pileus, cap) সংযোগস্থলে যে অণুকোষস্তর (trama) ফলকগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেয় তাহা লোমশ (flocose) এবং গর্ভাশয়ের নিম্নস্থ আবরক ঝিল্লীর সহিত সংযোজনশীল। ভারতীয় অতিচ্ছত্রের অন্যূন সহস্র বর্গ (species) আজ পর্যন্ত জানা গিয়াছে। অতিচ্ছত্র বা ছাতা আকারে বেশি দীর্ঘ হয় না। ইহার শিরোবেষ্ট বা মাথার আবরণ ঘেরে ৪।৫ ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। তবে কখন কখন ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা বড় ঘেরের বেঙের ছাতা দেখা যায়। ছাতা এরূপ বৃহদাকার হইলে তাহাদের ত্বক্ অমসৃণ হয়। এগুলিকে 'ঘোড়া ছাতা' বলা হয়। ঘোড়া ছাতা মাঠে এবং ছায়াচ্ছন্ন ভিজা জায়গায় জন্মে। ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সাধারণ ছাতার ত্বক্ সাদা থাকে, কিন্তু ঘোড়া ছাতার অমসৃণ ছালগুলি হল্‌দে অথবা লাল রঙে পরিণত হয়। অতিচ্ছত্র বা ছাতার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে পত্রহরিৎ (chlorophyll) ও শ্বেতসার (starch) আদৌ থাকে না। ইহাদের কোন প্রকৃত মূল (real roots) নাই; লতায়িত সূত্রসকলই (mycele) ইহাদের দেহগঠনের ধাতু; এই সূত্রগুলিই মূলের কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পত্রহরিৎ না থাকায় পারিপার্শ্বিক বায়ুর (atmosphere) অঙ্গারাম্লকে (carbonic acid) ইহারা বিঘটিত (decompose) করিতে পারে না। কাজেই ইহাদিগকে পচ্যমান বা জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ হইতে বিধানতন্তুতে পরিণত) অঙ্গার (organized carbon) গ্রহণ করিতে হয়। যেগুলি জীবিত পদার্থকে আক্রমণ করে সেগুলি পরিপুষ্টজীবী বা পরগাছা (parasites); আর যেগুলি পচ্যমান জৈবপদার্থোপকরণে সন্তুষ্ট সেগুলি saprophytes নামে অভিহিত।

ছাতার দুইটী বিশিষ্ট অংশ থাকে, একটী টুপীর ন্যায় শিরোবেষ্ট এবং অপরটী বৃন্ত (stalk), নীচের ডাঁটার ন্যায় অংশ। বৃন্তটীর মধ্যস্থলের চারিদিকে আঙটীর মত একটী আবরণ থাকে, তাহাকে অঙ্গুরীয়ক (ring) বলা যাইতে পারে। টুপী বা শিরোবেষ্টের তলায় অসংখ্য রঙচঙে ফলক (gill) থাকে। এই ফলকগুলি কিন্তু বৃন্তের সহিত সংযুক্ত নহে। টুপী বা শিরোবেষ্টটী বেশ দৃঢ়, স্থূল ও শুষ্ক। ইহার অভ্যন্তর ভাগ সাদা কিন্তু উপরিভাগ ঈষৎ বাদামী রঙের। ত্বক্ রেশম বা পশমের মত মসৃণ। বৃন্ত বা দণ্ডটী বেশ নীরেট এবং ঈষৎ শক্ত। টুপীর নীচে যে ফলকগুলি থাকে প্রথমে সাদা, পরে গোলাপী রঙের এবং শেষে বাদামী মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বৃন্ত বা দণ্ড টুপীর তলদেশে যে স্থানে আসিয়া সংযুক্ত হয়, এগুলি কখন কখন সেইস্থানে আসিয়া মেশে, কিন্তু কখনও ইহার বেশি অগ্রসর হয় না। বৃন্তের মাথার চতুর্দিকে সকল সময় একটী পথ থাকে। ছাতা যখন পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার ফলকগুলির দুই পার্শ্ব দিয়া অতি সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণদৃশ্য চারিটী করিয়া একত্র সম্বদ্ধ অসংখ্য অপবীজরেণু (microscopic spores) উৎপন্ন হয় সেগুলি ঝরিয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। এই অপবীজগুলির দ্বারাই ইহাদের বংশরক্ষণ হয়। ছাতা প্রথমাবস্থায় ডিম্বাকৃতি ধারণ করে; তখন ইহার উপর একটী আবরণ থাকে। এই আবরণটীর নাম 'প্রাবর' (volva)। ছাতা যখন বাড়িতে থাকে তখন এই আবরণ ছিঁড়িয়া যায় এবং দণ্ডের নিম্নদেশে তাহার কিয়দংশ বাটীর আকার ধারণ করে।

সাধারণ শাকসব্‌জির ন্যায় ছাতাও অনেকের আহারীয় দ্রব্য; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছাতা আবার অত্যন্ত বিষাক্ত। অনেক সুস্বাদু ছাতার সহিত এই বিষাক্ত ছাতাগুলির আকারগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাল করিয়া না চিনিয়া ছাতা আহারীয়রূপে ব্যবহার করা উচিত নহে।

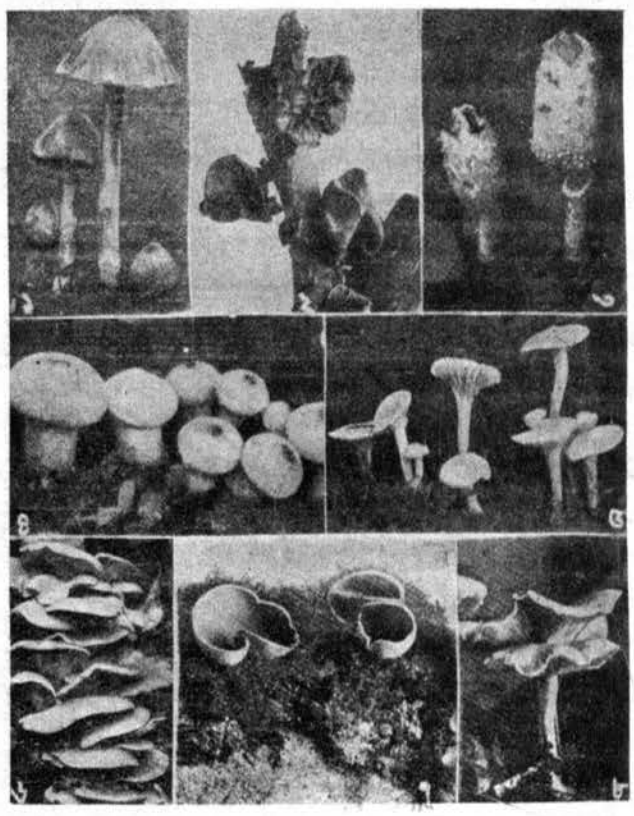
বিষাক্ত ছাতা চিনিবার কয়েকটী লক্ষণ জানা উচিত। প্রাবরের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিষাক্ত ছাতার দণ্ডের নীচেই এই প্রাবর দেখিতে পাওয়া যায়। আহারীয় ছাতার প্রাবর থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিষাক্ত ছাতা মাত্রেরই অঙ্গুরীয়ক দণ্ডের উপরিভাগে থাকে, কিন্তু আহারীয় ছাতার এইরূপ নাও থাকিতে

পারে। বিষাক্ত ছাতাগুলি 'আমানিটা' (amanita) শ্রেণীভুক্ত; 'আগারিকুস' (agaricus), 'এণ্টোলোমা' (entoloma) প্রভৃতি আহারীয় ছাতা বলিয়া স্বীকৃত।

বিষাক্ত ছাতা উদরস্থ হইলে তখনই তাহার প্রতীকার করা কর্তব্য। বিষাক্ত ছাতা খাইলে সময় সময় মৃত্যুও ঘটিতে পারে। রাশিয়ার জা.র প্রথম এলেক্সিসের স্ত্রী বিষাক্ত ছাতা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিষাক্ত ছাতা খাইলে গা বমি বমি করে, ঘুম পায়, গাঁটে বেদনা অনুভূত হয়; অচেতন হওয়াও বিষাক্ত ছাতা খাওয়ার একটী লক্ষণ। Pasteur Institute of Paris হইতে সম্প্রতি ফ্রান্সে একপ্রকার ঔষধ (antiphallinic serum) বাহির হইয়াছে। ইহাতে বিষাক্ত ছাতার প্রতীকার হয়; ঔষধটী খুব ফলপ্রদ।

সময় সময় এরূপও দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে ছাতার চাষ হয় সেখানে একপ্রকার অদ্ভুত ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রে তখন ছাতা সমূলে বিনষ্ট হয়—ছাতার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিলাতে অজ্ঞ লোকেরা না জানিয়াই এইগুলি সংগ্রহ করে এবং বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। এইরূপে বিলাতী বাজারে 'ভেলুনটিহুস' (veluntinus) নামক এক প্রকার নকল ছাতা চলিয়া আসিতেছে। এগুলি সরু, অঙ্গুরীয়কবিহীন; ইহাদের দণ্ড ফাঁপা এবং ফলকগুলি কাল, ইহারা বাগানে, গোবরে এবং কর্তিত বৃক্ষশাখায় জন্মিয়া থাকে। আকৃতিতে ইহারা ছাতারই মত, তবে ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গই সরু এবং ইহারা বেশি ভঙ্গুর। 'লাক্রিমাবাণ্ডুস' (lacrymabandus) নামে আর একপ্রকার নকল ছাতা আছে, বাজারে ইহাদেরও কাটতি আছে। ভেলুনটিহুস যেখানে জন্মায় ইহারাও সেখানে জন্মায়। তবে আসল ছাতার সহিত ইহাদের অধিকতর সাদৃশ্য থাকে। ইহাদের দণ্ড ফাঁপা এবং ফলকগুলি কৃষ্ণবর্ণের (black-brown)। আবার সেই ফলকগুলির উপর অশ্রুর ন্যায় জলবিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় জাতীয় ছাতার ফলকগুলি একেবারে দণ্ডে আসিয়া মেশে। ইহা ছাড়া কাল ফলকযুক্ত একপ্রকার শাকও বাজারে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পারীতে প্রচুরপরিমাণে এই ছাতার চাষ হয়; চাষীরা মাটির প্রায় ৬০ হইতে ১৬০ ফুট নীচে ইহাদের চাষ করে। ছাতার চাষে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যে পরিমাণে সার দেওয়া হয় তাহার তুলনায় এই সমস্ত মাটির চাষে সার খুব কমই ব্যবহৃত হয়। এই সকল ক্ষেতের উপরিভাগ প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ সাদা পাথুরে মাটির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। স্থানান্তর হইতে জল আনিয়া এই ক্ষেতগুলি সিক্ত করা হয়। ফেয়ারী-রিঙ্ (fairy-ring), মারাসিনিউস্ ওরেয়াডেস্ (marasinius-oreades) ছাতা ফ্রান্স ও ইতালীতে যেরূপ ব্যবহৃত হয় উইরোপের অন্যান্য স্থলে সেরূপ হয় না। মেঠো ছাতা হইতে ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট। ফেয়ারী-রিঙ্ ছাতাগুলি এক প্রকৃতির হওয়ায় সুবিধাও বেশি। ফেয়ারী-রিঙ্ প্রচুরপরিমাণে জন্মায়; এগুলি সঞ্চয় করিবার সময়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহারা সহজে শুষ্ক হয় এবং বৎসরের পর বৎসর ইহারা সংরক্ষিত থাকে। এগুলি খাইতে অতিরিক্ত সুস্বাদু। গ্রেটব্রিটেনের অনেকের মতে ছত্রাকজাতীয় খাইবার সমস্ত উদ্ভিদ হইতে এগুলিই সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। ছাতার ন্যায় ইহারা ছোট ছোট খোলা মাঠে এবং পথের পার্শ্বস্থিত ছোট ছোট ঘাসের উপর জন্মায়। এই ফেয়ারীরিঙ্ ছাতা



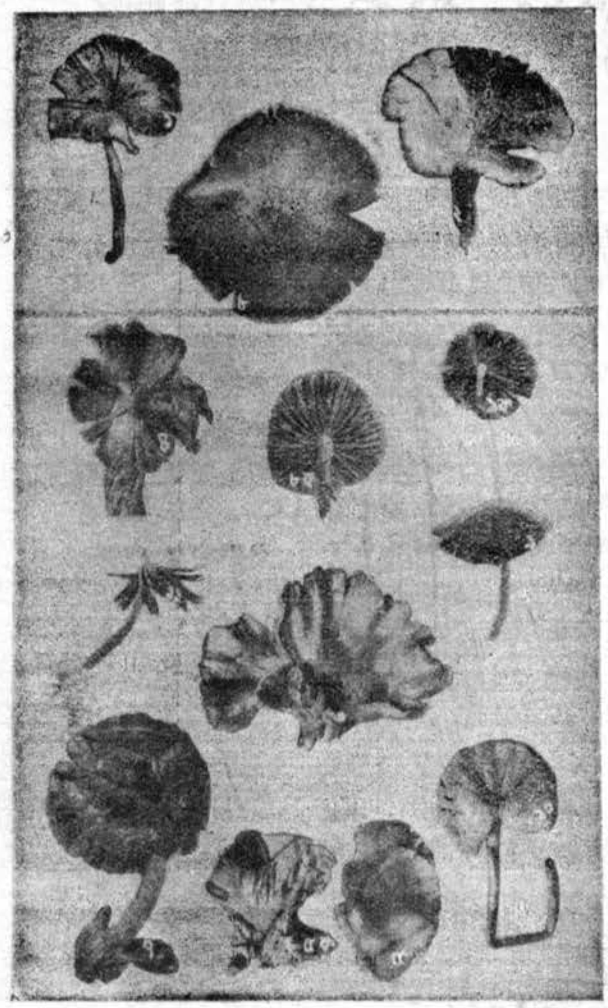
১ Inky mushroom, coprinus atramentarius. ২ Jew's ear mushroom, hirneola auricula-judae. ৩ Lawyer's wig mushroom, coprinus comatus. ৪ Puffball, lycoper don perlalum. ৫ Ivory cap, hygrophorus virgineus. ৬ Oyster mushroom, pleurotus euosmus. ৭ Orange Elf cap, otidea auranta. ৮ Amethyst mushroom, laccaria laccatus.—A. E. Bostwick-সম্পাদিত মহাকোষ হইতে প্রকাশকের অনুমত্যনুসারে গৃহীত।

দেখিতে মেঠো ছাতার প্রায় অর্ধেক। ইহাদের সমগ্র অবয়ব শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত পীতবর্ণের। ফলকগুলিও এই রঙের। কখনও ইহারা রঙ্ বদলায় না। ইহাদের দণ্ড নীরেট, শুষ্ক ও মসৃণ। ইহাদের মধ্যভাগে অঙ্গুরীয়কের কোন চিহ্নই নাই। ফলকগুলি মেঠো ছাতার ফলকের ন্যায় খুব কাছাকাছি বসান নয়। সাধারণ ছাতা খুব শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ফেয়ারীরিঙ্ ছাতা বা শামপিনন (Champignon) সূর্যের তাপে চামড়ার ন্যায় শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু পরে প্রথম বৃষ্টি হইবামাত্র ইহারা পুনর্জীবিত হয় এবং পূর্বের রূপ প্রাপ্ত হয়।

আমেরিকায় এবং কানাডায় এইরকম ছত্রাক-জাতীয় ভক্ষ্য শাক অসংখ্য প্রকারের পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি সুমিষ্ট স্বাদের জন্য খুব মূল্যবান্।

Dr Royle চল্লিশ রকম ছাতা হিমালয় প্রদেশে সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সংস্বেদজ ছাতা (agaricus campestris), খুম্ব ছাতা (helvella, morel) ও ভূগর্ভজাত ছাতা (tuber-truffle) আহারীয় রূপে ব্যবহৃত হয়।

দাক্ষিণাত্যের সকল জায়গায় এক রকম ছাতা পাওয়া যায়। ইহাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'কুদরতি' বলে। টেনাসেরিম বাজারে প্রচুর ছাতা বিক্রয় হয়। কারেনদের মধ্যে ৬৪ রকম ছাতার নাম পাওয়া যায়। কারেনরা বিষাক্ত ছাতা চিনিবার একটী উপায়ও স্থির করিয়াছে। পানে ব্যবহার্য চুণ দিয়া স্পর্শ করিলে যদি ছাতা লাল রঙ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা বিষাক্ত বলিয়া বর্জনীয় হইবে। Dr Henderson বলেন, শাহ্‌পুর ও নিকটবর্তী অন্যান্য জেলায় মাটিতে একপ্রকার ছাতা জন্মে, লোকে তাহাকে 'কলর' বলে। খুম্ব অর্থাৎ morel এবং সাধারণ ছাতাও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। খুব বৃষ্টি হইবার পর এগুলি দেখা দেয়। এই সমস্ত স্থানের মুসলমানেরা খুম্ব (morel) খাইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য ছাতা খাওয়া তাহাদের নিষিদ্ধ। ঝঙ্ জেলায় মাটির নীচে 'ফাফোর' নামে এক রকম খুম্ব জন্মে। সেগুলি জোয়ারের ক্ষেতেই বেশির ভাগ হয়। Edgeworth 'বনফল' নামে আর এক রকম খুম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। মুজঃফরগড়ের খুম্ব বা খুম্বরের রঙ সাদা ধবধবে হয়। ফলক থাকে না। খুম্ব বড় হইলে তাহাকে খুম্বর



বাঙলার অতিচ্ছত্র—
Johan Van Manen মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে।

বলে। কাশ্মীর থেকে অমৃতশহরে খুম্বের চালান খুব বেশী। Powell বলেন, পঞ্জাবীরা তিন রকম ছাতা খাইয়া থাকে। ১ সমারক বা সমারগ। ইহাকে লোকে পদ বহেরাও বলে। ২ খুম্ব বা খুম্বর (tuber cibarium) এবং ৩ গচি বা কমা গচি (morchella sculata)। পঞ্জাবীরা তাজা ছাতা রৌদ্রে শুকাইয়া খায়। অফগনিস্তানে, Straits Settlements, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, যবদ্বীপে ও সিংহলে ছাতা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের সর্বত্র ছাতা জন্মিয়া থাকে। পাবনা, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় ছাতা খুব জন্মায়। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এগুলি খাইয়া থাকে।

Indian Association for cultivation of Science-(Vol IV, pt IV) এর কার্য-বিবরণে এবং ১৯১৮ সালের উক্ত সভার বিজ্ঞান-মহাসভায় (science convention) বঙ্গদেশের কয়েকপ্রকার ছাতার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু মহাশয় ১৯১৯ সালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন

প্রকারের ছাতা সংগ্রহ করেন। তাঁহার সংগ্রহের পূর্বে সেগুলি কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।—JASB, 1920, 347-354. শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে বাঙলার বিভিন্ন স্থানের কয়েকটা ছাতার চিত্র, একটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অবশিষ্ট কয়টার প্রাপ্তিস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শ্রেণী (Family)—Agaricaceae
অন্তর্গত শ্রেণী (sub-family)—
Leucosporae.
শ্বেত অপবীজরেণু-সম্বলিত

১ Lentinus Connatus. Berk.
চিত্র ১

অবস্থান (habitat)—বঙ্গদেশে হাবড়া জেলার গর্ভগ্রামে পচা কাঠে গুচ্ছাকারে উৎপন্ন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পেরাডেনিয়ায় (সিংহল) প্রচুর পাওয়া যায়।

শিরোবেষ্ট (pileus) — বোঁটাল (stalked), ফুঁদেল আকার (infundibuliform), অতি সূক্ষ্ম, মসৃণ, তাজা অবস্থায় শ্বেতবর্ণ, পরে ক্রমশঃ কৃষ্ণাভ, কোমল, ব্যাস ৭½ সেন্টিমিটার।

দণ্ড (stalk)—শ্বেত, ক্রমশঃ দিন দিন কৃষ্ণাভ, কেন্দ্রবর্তী, সূক্ষ্ম লোমশ ঝিল্লীযুক্ত, কিঞ্চিৎ অনমনীয়, ২½—৭½ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, ফাঁপা।

ফলক (gills)—অধোধাবক (decurrent), অতি সঙ্কীর্ণ (প্রস্থ প্রায় ½ মিলিমিটার, ঘন সন্নিবিষ্ট (crowded), শিরোবেষ্টের অনুরূপ বর্ণবিষ্ট।

ধার (margin)—বহুসংখ্যক ফলকের সীমাদ্বারা সুবিভক্ত।

অপবীজরেণু (spores)—শ্বেত, ক্রমশঃ দিন দিন বাদামি, ডিম্বাকৃতি, ৬ × ৪μ

Cystidia—নাই।

২ Lentinus subnudus, Berk.
L. cretaceous.
চিত্র ২

এই ছাতাগুলিকে বাঙলার সকল অঞ্চলে কাঠগোলার কাঠে গুচ্ছাকারে বর্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল পর্যন্ত দেখা যায়। গাছের পচা ডালেও জন্মায়। খুব সাধারণ। বোম্বাইএর খন্দন অঞ্চলে, সিংহলে Poin de Galle ও অস্ট্রেলিয়ার আডেলেড অঞ্চলে সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়।

৩ Lentinus sajor-caju, fr.
চিত্র ৩

হুগলী জেলার ভিতর অঞ্চলে পচা কাঠের উপর উৎপন্ন, সচরাচর দেখা যায় না। মলাক্কা ও নিকোবর দ্বীপে এগুলি মাটির উপর জন্মে, পেরেডেনিয়ায় খাড়া গাছের পচা গুঁড়ির উপর জন্মে।

৪ Collybia albuminosa (Berk), Petch.

চিত্র ৪

১৯১৮ সালে যশোহরের অজ পাড়াগাঁ হইতে এবং ১৯২০ সালের জুলাই মাসে হুগলী জেলা হইতে সংগৃহীত। এগুলি বর্ষাকালে সাঁৎসেঁতে জমিতে জন্মায়। নাম—পাতাল-কোঁড়। গ্রামবাসীরা খাইয়া থাকে। পেরাডেনিয়ায়ও (সিংহল) এগুলি জন্মিয়া থাকে।

৫ Pleurotos flabellatus, B and Br.
চিত্র ৫ ও ৫ ক

হুগলী জেলায় বর্ষাকালে গাছের পচা ডালে, পচা কাঠে, কখনও কখনও মাটিতেও জন্মায়। বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের বৃন্ত (stalk) থাকে না, যদি থাকে তো খুব ছোট। এগুলি একেবারেই বোধ হয় স্কন্দমূল (stem) হইতে উদ্ভূত হয়। পেরাডেনিয়া (সিংহল), ভেনেজুলা, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায়ও জন্মায়।

৬ Lepiota Cepaestipes, sow.
চিত্র Cooke t. 5 দ্রঃ

১৯১৮ সালের জুন মাসে যশোহর হইতে এবং ১৯১৯ সালে অগস্ট মাসে কলিকাতা হইতে সংগৃহীত, মোটা মোটা কাঠের উপর ইহারা একসঙ্গে অনেকগুলি জন্মায়। ব্রাজিল, ইতালী এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে এগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

৭ Volvaria diplasia B. and Br.
চিত্র ৭

১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে জুন, জুলাই অগস্ট এবং কখন কখন সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার পল্লীগ্রাম হইতে সংগৃহীত। ইহারা ভক্ষ্য, গ্রামবাসীরা খাইয়া থাকে। সিংহলের পেরাডেনিয়ায়ও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

৮ Flammula dilepsis B and Br.
চিত্র ৮ ও ৮ ক

জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত খুলনা, হুগলী এবং কলিকাতায় এগুলি পাওয়া যায় ; তালগাছ, বাঁশ প্রভৃতি বড় বড় গাছের মৃত গুঁড়ির ভিতর (cavities) ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পেরাডেনিয়ায় ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

৯ Galera Zey lanicka, Petch
চিত্র ৯ ও ৯ ক

১৯১৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলা হইতে সংগৃহীত ; ইহারা মাটিতে ঘাসের মধ্যে জন্মায়। পেরাডেনিয়ায় এগুলি খুব প্রচুর জন্মে।

১০ Panaeolus cyanascens B and Br.

চিত্র ১০

১৯১৯ সালে অগস্ট মাসে কলিকাতার অন্তর্গত বেলগেছিয়া হইতে সংগৃহীত ; ইহারা গোবর, অশ্বের বিষ্ঠা প্রভৃতির উপর জন্মায়। পেরাডেনিয়ায়ও এগুলি পাওয়া যায়।

১১ Corpinus fimbriatus B and Br.
চিত্র ১১

১৯১৮ সালে অগস্ট মাসে হাবড়া এবং হুগলী জেলা হইতে সংগৃহীত ; ইহারা গোবরের উপর জন্মায়। পেরাডেনিয়ায় ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

Panaeolus campanulatus. Cooke. Cooke t, 629 — চিত্র দ্র°

১৯১৮ সালে অগস্ট মাসে হুগলী জেলার অজ পাড়াগাঁয় এগুলি জন্মায়। ইহারা গোবর এবং সার দেওয়া জমির উপর বাহির হয়।

ইউরোপে ইহারা মাটিতে এবং গোবরের উপর জন্মায়, পেরাডেনিয়ায় মাটিতে জন্মায়। সিনসিনাটিতে, আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় সার দেওয়া জমির উপর জন্মায়। ফরাসী দেশে রোশফোর্ত (Rochefort), সেঁত (Saintes) এবং পেসিনে (Pessiness) মাটির উপর জন্মায়। বাঙলার এই অতিচ্ছত্রগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ JASB. 1920, 347-53 দ্র°।

[En. Brit.; Sir George Watt: Dictionary of the Economic Products of India, 1889-93; Campbell: University Text of Botany; H. G. Wells: Science of Life; E. C. Bostwick: Fungus (D. En.); JASB. 1920, 347-53; W. G. Smith: Mushrooms and Toadstools (1879); G. F. Atkinson: Edible and Poisonous Mushrooms (1903); E. Balfour: Cyclo. of India and of Eastern and Southern Asia; Royle: Ill. Himalayan Botany, 440; Riddel: Dr. Mason's Tenasserim, Dr. O' Shaughnessy: Beng. Disp; Dr. Honingberger, 223]

শ্রীজয়দেব বসু

অতিচ্ছত্র,—জনগণের হিতকামনায় নৃপতি-কর্তৃক নিজপুরে রক্ষণীয় যাবতীয় মধুরগণের অন্যতম।—মৎস্যপু° ২১৭, ৪৭।

অতিচ্ছত্রক—(বৈদ্যক) ১ ভূতৃণ—পর্যায়মুক্তা°, ভূতৃণ—রাজনি°, গন্ধতৃণ॥শব্দ°॥ ২ ছত্রবৃক্ষ। ইহার মূল বা পত্রের আকার বটের ন্যায়। গুণ—কটুরস।—শব্দ° রাজনি° রত্নমালা। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ॥ বৈদ্য-সি°॥ গোরক্ষচাকুলিয়া।—ভা-প্র° পূ° ১৬. গ. ব॥ বৈদ্য-সি°॥

অতিচ্ছত্রা,—[বৈদ্যক। হি° সোয়া, সোয়েকে বীজ; মা° বালংহযোর; গুজ° সুবানীভাজী সুবাদানা; কন্নড়—সব্বসিগে; তৈ° পেদ্দসদা পচেট্টুসদাপা; অস° গুয়ামরি; ফা° শুত তুখমেশুত; আ° শীৎবত বজরুল, সীব্বত, শতপুষ্পা, শুল্‌ফা peacedanum graveolens, or sowa.

পর্যায়—শতাহ্বা, মিশি (সি), ঘোষা, পৌতিকা, পোতিকা, অবাকপুষ্পী, মাধবী (মাগধী) কারবী, শিফা, (শোফিকা,) সংঘাতপত্রিকা, ছত্রা, বজ্রপুষ্পা, সুপুষ্পিকা, শতপ্রসূনা, বহুলা, পুষ্পাহ্বা, শতপত্রিকা, বনপুষ্পা, ভূরিপুষ্পা, সুগন্ধা, সূক্ষ্মপত্রিকা, গন্ধারিকা, মধুরা, অতিলম্বী, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা।

শতপুষ্পা মিশির্ঘোষা পৌতিকা মাধবী শিফা।
অতিচ্ছত্রা অবাকপুষ্পী শতাহ্বা কারবী স্মৃতা॥
—ধন্ব-নি° বর্গ ১।

শতাহ্বা শতপুষ্পা চ মিশির্ঘোষা চ পোতিকা।
অতিচ্ছত্রাঽপ্যবাকপুষ্পী মাধবী কারবী শিফা॥
সংঘাতপত্রিকা ছত্রা বজ্রপুষ্পা সুপুষ্পিকা।
শতপ্রসূনা বহুলা পুষ্পাহ্বা শতপত্রিকা॥
বনপুষ্পা ভূরিপুষ্পা সুগন্ধা সূক্ষ্মপত্রিকা।
গন্ধারিকাঽতিচ্ছত্রা চ চতুর্বিংশতিনামিকা॥
—রাজনি° বর্গ ৪. ১-৩।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ।
—ভা-প্র° পূ° হরী বর্গ।

সাদৃশ্যসূচক পর্যায় নাম—শতপুষ্পার পর্যায়সমূহের সহিত অর্থের অনেক সামঞ্জস্য আছে। যাহাতে ওষধিসমূহ অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন ঋষিগণ উহাদের সাদৃশ্যসূচক বহু পর্যায় নাম ব্যবহার করিতেন। শতপুষ্পার প্রতি পুষ্পগুচ্ছে এক শত পুষ্প থাকে বলিয়া ইহার নাম শতপুষ্পা বা শতপ্রসূনা। সকল সময়েই যে এই নিয়ম দেখা যায়, তাহা নহে। কখন কখন ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। অনেকগুলি ছত্রাকৃতি পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম অতিচ্ছত্রা। প্রচুর পুষ্প প্রসব করে বলিয়া ইহা ভূরিপুষ্পা নামে খ্যাত। সূক্ষ্মপত্ররাশি ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম সূক্ষ্মপত্রিকা। ইহার পুষ্পগুচ্ছ দেখিতে খুব সুন্দর বলিয়া ইহার নাম সুপুষ্পিকা। এইরূপে ইহার আরও অনেক নামের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

গুণ — লঘু, কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নিবর্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, জ্বরঘ্ন, নেত্রব্রণনাশক এবং বস্তিকর্মে হিতকর।

শতাহ্বা কটুকা তিক্তা স্নিগ্ধোষ্ণা শ্লেষ্মবাতজিৎ।
জ্বরনেত্রব্রণান্ হন্তি বস্তিকর্মণি শস্যতে॥
—ধন্ব-নি° বর্গ ১. ২।

শতাহ্বা তু কটুস্তিক্তা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মাতিসারনুৎ।
জ্বরনেত্রব্রণঘ্নী চ বস্তিকর্মণি শস্যতে॥
—রাজনি° ব° ৪. ৪।

শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ॥
—ভা-প্র° পূ° ১. ৮৬।

পত্রের গুণ — শতপুষ্পার পত্র বৃষ্য, মধুর, দীপক, বাতঘ্ন, গুল্মনাশক, স্তন্যকারক, কফজনক ও রুচিজনক।

শতপুষ্পাদলং চোক্তং বৃষ্যং মধুরগুল্মজিৎ।
বাতঘ্নং দীপনং স্তন্যং কফকৃদ্রুচিদায়কম্।
—ধন্ব-নি° ব° ১।

অতিচ্ছত্রা বা শুল্‌ফা রবিশস্যের শ্রেণীভুক্ত। আশ্বিন, কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া এই শুলফা শাকের বীজ বপন করিতে হয়। জমিতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করা একান্ত প্রয়োজন। তিন চারি মাসে ফসল তৈয়ারী হয়। বিঘা প্রতি তিন পোয়া বীজ লাগে। রোপণ-প্রণালী—ছোট ছোট টোকা বা হাপর করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়—নাড়িয়া পুতিবার আবশ্যক হয় না। এই শুলফা শাকের গন্ধ অতিশয় সুন্দর। তরকারী সুস্বাদু করিবার জন্য ইহার শাক ও বীজ মশলার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কন্‌ফেক্‌সনারীতেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এদেশ অপেক্ষা

পশ্চিম দেশবাসী মাড়য়ারী ও মুসলমান-গণ ইহার শাক অত্যন্ত ভালবাসে।

শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অতিচ্ছত্রা,—রসায়নোক্ত অষ্টাদশ মহৌষধির অন্যতম মহৌষধি-বি°। বর্তমানে ইহা লুপ্তপ্রায় ওষধিরই শ্রেণীভুক্ত, কাজেই অপরিজ্ঞাত। ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, ছত্রা ও অতিচ্ছত্রা নামক মহৌষধিদ্বয় শ্বেতকাপোতী নামক মহৌষধির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কন্দসম্ভূত। এই মহৌষধিদ্বয় রক্ষোঘ্ন ও জরামৃত্যু-নাশকারী।

ছত্রাতিচ্ছত্রকে বিদ্যাদ্ রক্ষোঘ্নে কন্দসম্ভবে।
জরামৃত্যুনিবারিণ্যৌ শ্বেতকাপোতী-
সংস্থিতে॥
—সুশ্রু° চি° ৩০।

অতিচ্ছন্দ—বিণ, কামনাবর্জিত, পার্থিব বাসনারহিত।

অতিচ্ছন্দঃ—[মূ°-ছন্দস্] ১ অতিচ্ছন্দ [অতিচ্ছন্দ দ্র°]। ২ মাত্রা ও সংখ্যানুসারে নির্মিত দুই প্রকার ছন্দের নাম। অতিজগতী, শক্বরী, অতিশক্বরী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি ও অতিধৃতি এই কয়টী প্রথম শ্রেণীর ছন্দের অন্তর্গত। কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সংকৃতি, অতিকৃতি বা অভিকৃতি ও উৎকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩ যজ্ঞার্থে পবিত্র ইষ্টকার নাম-বি°। ৪ বৈদিক মন্ত্র-বি°। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪. ৩) এই মন্ত্র-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে — 'ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরম্' ইত্যাদি (২. ২২. ১-৩) তিনটী এবং 'প্রোষ্বস্মৈ পুরোরথম্' (১০. ১৩৩. ১-৩) ইত্যাদি তিনটী অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করা হয় (এই মন্ত্রগুলির প্রত্যেকটীতে সাতটী চরণ বিদ্যমান; চরণসংখ্যার বাহুল্য-হেতু উহাদের নাম অতিচ্ছন্দ মন্ত্র)। ছন্দোগণের যে রস (সারভাগ) অতিশয় ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলির অভিমুখে ক্ষরিত হইয়াছিল; ইহাই অতিচ্ছন্দোগণের অতিচ্ছন্দত্ব। বৈদিক ষোড়শী শস্ত্র, উহা সকল ছন্দ হইতেই নির্মিত; সেই জন্য অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করিলে যজমানকে সকল ছন্দদ্বারাই নির্মাণ করা হয়। যে উহা জানে, সে সকল ছন্দে ষোড়শী শস্ত্রদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। মহানাম্নী ঋকের উপসর্গগুলি অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে যোগ করা হইয়া থাকে। অবিহৃত ষোড়শী শস্ত্রে অতিচ্ছন্দ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। বিহৃত ষোড়শী শস্ত্রে অতিচ্ছন্দ মন্ত্রগুলিতে পাঁচটী উপসর্গ যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়। সর্বসমেত ছয়টী অতিচ্ছন্দ মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে 'ত্রিকদ্রুকেষু' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে ৬৪টী অক্ষর থাকে। সুতরাং উহা দুই অনুষ্টুভের তুল্য। উহাতে উপসর্গযোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু অবশিষ্ট পাঁচটী অতিচ্ছন্দ মন্ত্রে অক্ষরসংখ্যা অল্প; কাজেই উহাদের প্রত্যেকটীতে এক এক উপসর্গ যোগ করিয়া অক্ষরসংখ্যা পূরণ করিয়া লইয়া পাঠ করা আবশ্যক।

[ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৪. ৩. ১৬; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ১৩২-৩৩৩]

অতিচ্ছন্দাঃ -- [মূ°-ছন্দস্] বিণ,= অতিচ্ছন্দ।

অতিজগতা,—স্ত্রী°, ছন্দো-বি°। মাত্রা ও সংখ্যানুসারে নির্মিত ছন্দোবি°। ইহার প্রত্যেক চরণে তেরটী অক্ষর থাকে। জগতীকে (দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষকে) অতিক্রম করে বলিয়া ইহার নাম অতিজগতী। এই ছন্দের ১৬টী প্রকারভেদ আছে, অবশ্য প্রত্যেক প্রকারভেদেই প্রতি শ্লোকে চারিটী চরণ থাকে। ১৬টী প্রকারভেদের নাম — প্রহর্ষিণী, রুচিরা (বা অতিরুচিরা), মত্তময়ূর (বা মায়া), গৌরী, মঞ্জুভাষিণী (বা প্রবোধিতা বা সুনন্দিনী বা কনকপ্রভা), চন্দ্রিকা (বা ক্ষমা বা উৎপলিনী বা কুটিলগতি), কলহংস (বা চিত্রবতী বা সিংহনাদ), চঞ্চরিকাবলী, চন্দ্রলেখা, বিদ্যুৎ, মৃগেন্দ্রমুখ, তারক, কলাকন্দ (বা কন্দ), পঙ্কজাবলী (বা পঙ্কাবলী), চণ্ডী এবং প্রভাতী।

অতিজগতী,--স্ত্রী°, বৈদিক ছন্দোবি°। এই ছন্দে ৫২টী অক্ষর থাকে। 'প্রথমাতিজগত্যাসাং (অতিছন্দসাং) সা দ্বিপঞ্চাশদক্ষরা' —ঋ প্রাতি° ১৬. ৫২।

অতিজাগর — নীলক্রৌঞ্চ। — রাজনি° ব° ১৯। [ক্রৌঞ্চ দ্র°]। বৈদ্য-সি°॥

অতিজন্তু— (বৈদ্যক) বায়ুরোগবি°। —বৈদ্য-নি°॥ বৈদ্য-সি°॥

অতিতপস্বিনী — (বৈদ্যক) স্ত্রী°, গোরক্ষমুণ্ডী।

অতিতেজা — চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ইঁহারা মরীচিপুত্র কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে— বিষ্ণু, ইন্দ্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংস, ভগ ও অতিতেজা। —শিবপু° ধর্ম° ৫৪. ৩৯-৪১; হরি° হরি° ৩. ৫৯-৬১।

অতিথ—[বা° কথা°। স°-অতিথি>; তু° গু°—অতিত] ১ অতিথি, অভ্যাগত। ২ সাধু, ভিক্ষুক [অতিথি দ্র°]। ~অভ্যাগত — অতিথি। ~খানা,-শালা—ধর্মশালা [অতিথি দ্র°]।

অতিথি,—[√অত্ + ইথি (ইথিন্)— কর্তৃ°, উণা° ৪. ২; ন (নাই) তিথি যাহার —বহু°। স°—অতিথি<√অত্ = √অট্; প্রাচীনতম অর্থ—ভ্রমণশীল; তু° বৈদিক অতিথী (মূ°-অতিথিন্) = ভ্রমণশীল। অতিথিরভ্যাগতো গৃহান্ ভবতি। অভ্যেতি তিথিষু পরকুলানি ইতি বা, পরগৃহানীতি বা —নি° ৪. ৫। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত ১২ অর্থে অতিথির প্রয়োগ বিশেষ্য ও বিশেষণ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা— ১ মহাবিদ্বান্ ভ্রমণশীল উপদেষ্টা পরোপকারী মনুষ্য। 'স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ।'—১. ৭৩. ১। ২ পূজনীয় অবিদ্যমান তিথি যাহার এরূপ ব্যক্তি। 'যতো ধৃতশ্রীরতিথিরজায়ত বহ্নির্বেধা অজায়ত।'—১. ১২৮. ৪। ৩ স্থায় বর্তমান— 'যস্তে ভরাদন্নিয়তে কিদন্নং নিশিষন্মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।'—৪. ১৭। ৩ পূজ্য। 'দুলভো বিশাম-

তিথিবিভাবসুঃ।'—৩. ২. ২। **৪** যিনি অভ্যাগতের ন্যায় বর্তমান—'যস্তে ভরাদন্নিয়তে চিদন্নং নিশিষন্মন্দ্রমতিথিমুদীরৎ।'—৪. ২. ৭। **৫** যাহার তিথি অনিয়ত। 'বেদিষদতিথি-র্দুরোণসৎ।'—৪. ৪০. ৫। **৬** যাহার নিয়ত তিথি অবিদ্যমান। 'কবিপ্রশস্তো অতিথিঃ শিবোনঃ।'—৫. ১. ৮। **৭** সর্বত্রভ্রমণকর্তা। 'প্রিয়ো বিশামতিথি র্মানুষীণাম্।'—৫. ১.৯। **৮** অকস্মাৎ আগত। 'জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণঃ।'—৫. ৪. ৫। **৯** পূজনীয় আপ্ত বিদ্বান্। 'প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশঃ স্তবেতাতিথিঃ।'—৫. ১৮. ১। **১০** যাহার গমন ও আগমনের তিথি নাই। —'হ্বাতানো দৈব্যা অতিথিঃ শুশোচ।'—৭. ৮. ৪। **১১** যিনি আপ্ত বিদ্বানের ন্যায়। 'অমূর কবিরদিতিবিবস্বান্ত্সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।'—৭. ৯. ৩। **১২** সত্যোপদেশিকা। 'সোনশীরতিথিরাচিমেতৎ।'—৭. ৪২. ৪। বৌদ্ধসাহিত্যে আগন্তুক, নবক, পাহুণক অর্থে ইহার প্রয়োগ দীঘ-নিকায়ে (১. ১১৭) আছে। ইহার অত্থকথায় (১. ২৮৮) অতিথি = 'আগন্তুক —নবক পাহুণক'। খুদ্দকণিকায়ত্থকথা (২২২) অর্থ করিয়াছে—'নত্থি অস্স ঠিতি যম্হি বা তম্হি বা দিবসে আগচ্ছতীতি অতিথি।' বিমানবাথুর অত্থকথায় (২৪) 'আগন্তুক' অর্থই পাওয়া যায়।] পর্যায়—১ আগন্তু, ২ আবেশিক, ৩ গৃহাগত (অম°), ৪ অতিথী (অম·টী° সারসুন্দরী), ৬ আগান্তু (হড্ডচন্দ্র), ৭ প্রঘূর্ণ, ৮ অভ্যাগত, ৯ প্রাঘুর্ণিক (অভি°), ১০ প্রাঘুণিক (বিশ্ব°), ১১ প্রাঘূণ (ত্রিকাণ্ড°)। **১** অনিত্য অবস্থানবশতঃ যাহার তিথি নাই।—'অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥'—মনু° ৩. ১০২ ; মার্ক-পু° ২৯. ২৯। 'যস্মাদনিত্যং বসতিস্তস্মাত্তমতিথিং বিদুঃ।'—যমস°। 'যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ। অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥'—শকু' ৪. ১। **ক** অজ্ঞাতপূর্বগৃহাগত ব্যক্তি, আগন্তুক, আবেশিক। ইঁহার কুল ও নাম অজ্ঞাত হইবে, ইনি তৎকালসমুপস্থিত, ইনি পরিশ্রান্ত ও বুভুক্ষু হইয়া ভোজনাভিলাষে আগত। ইনি অকিঞ্চন এবং যাচমান। 'অজ্ঞাতকুলনামানং তৎকালসমুপস্থিতম্। বুভুক্ষুমাগতং শ্রান্তং যাচমানমকিঞ্চনম্। ব্রাহ্মণং প্রাহুরতিথিং স পূজ্যঃ শক্তিতো বুধৈঃ॥—মার্ক-পু° ২৯. ২৭। 'অচিন্ত্যমানো নাহূতো বৈশ্বদেবমুপাগতঃ। অতিথিং তং বিজানীয়াৎ ন পুনঃ পূর্বমাগতম্। অচিন্তিতাগতো যস্মাৎ তস্মদতিথিরুচ্যতে॥'—ভবিষ্যপু°। **খ** একরাত্রি পরগৃহবাসী ব্রাহ্মণ। 'এক রাত্রবস্থ নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।'—মনু° ৩. ১০২। 'ব্রতী যতির্বৈক-রাত্রং নিবসন্নুচ্যতেঽতিথিঃ।' — যমস°। 'তিথিপর্বোৎসবাঃ সর্বে ত্যক্তা যেন মহাত্মনা॥' সোঽতিথিঃ সর্বভূতানাং শেষানভ্যাগতান্ বিদুঃ॥—যমস°। 'বালখিল্যো যতিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো হ্যতিথিঃ সদা। অভ্যাগতঃ পচানঃ স্যাদতিথিঃ স্যাদপাবকঃ॥' অতিথি দ্বিবিধ—মধ্যাহ্নাগত ও সায়মাগত। মধ্যাহ্নে যে অতিথি আগমন করেন তিনি ব্রাহ্মণ। আদিত্যপুরাণমতে সন্ধ্যায় যে অতিথি আসেন তিনি 'সূর্যোঢ়' নামে অভিহিত।

'অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্যোঢ়া
গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে
বসেৎ॥'—মনু°।

অতিথি সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হইতেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন — একগ্রামবাসী এবং অব্রাহ্মণকে অতিথি বলিত না। 'নৈক-গ্রামিণমতিথিং বিদ্যান্নাব্রাহ্মণং তথা।' মার্কণ্ডেয় পুরাণও বলিয়াছেন—'ন মিত্রমতিথিং কুর্যান্নৈক-গ্রামনিবাসিনম্।' মনুসংহিতায় (৩. ৭০-১১৬), মহাভারতে* ও পুরাণগুলিতে অতিথির প্রশংসা যথেষ্ট আছে। অতিথি সর্বথা পূজ্য। তাঁহার পূজার ব্যবস্থাও পুরাণে ও সংহিতায় আছে। অতিথিপূজার ফলও বিস্তৃতভাবে পুরাণে আলোচিত হইয়াছে। সামর্থ্যানুসারে অতিথি-সৎকার অবশ্য কর্তব্য। গৃহীর অতিথির গোত্র বা পদ এবং স্বাধ্যায় জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। অতিথি কুৎসিত বা সুশ্রী যেরূপই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রজাপতি জ্ঞান করিতে হইবে।

'ন পৃচ্ছেদ্গোত্রবরণং স্বাধ্যায়ঞ্চাপি পণ্ডিতঃ।
শোভনাশোভনাকারং তং মান্যেত
প্রজাপতি॥
মার্ক-পু° ২৯. ৩০।

২ পথিক। 'অধ্বনি-নোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।'—যাজ্ঞ স° ১. ১১১ ॥ ব·শব্দ° ॥ **৩** কোপ।—বিশ্ব°। ~ক্রিয়া (স্ত্রী°), -পরিচর্যা (স্ত্রী°), -পূজন (ক্লী°), -পূজা (স্ত্রী°), -সৎকার, -সৎক্রিয়া (স্ত্রী°), -সেবন (ক্লী°), -সেবা (স্ত্রী°)—অতিথির তৃপ্ত্যর্থ সেবারূপ ধর্মকার্য, আতিথ্য। 'রামলক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্' —রা° (গো°) ১. ২৫. ১৯। 'রাজপুত্রাভ্যাসকুর্বন্নতিথিক্রিয়ান্' — ঐ, ৯. ৩১. ৩৬ ॥ বো-রো° ॥ 'হোমো দৈবো বলি-র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।—মনু° ৩. ৭০। 'করিষ্যেঽতিথিপূজাং বঃ সর্বেতাম্' —রা° (গো°) ১. ৯. ২৯ ॥ বো - রো° ॥ 'মূষিকস্যাপ্যতিথিসৎকারং চকার'—হিতোপ° ২৭. ২ ॥ বো-রো° ॥ 'অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান' —ভারতচ° ১৭৭ ॥ ব·শব্দ° ॥ ~ত্ব—ক্লী°, অতিথির ভাব, অতিথির ধর্ম। 'সংচিন্ত্য তেষামলিথিত্বধর্মম্' — দ্রোপদী-প্রমাথ ৩. ৯। 'অতিথিত্বেন বর্ণানাং দেয়ং শক্ত্যনুপূর্বশঃ'—যাজ্ঞ·স° ১. ১৭০ ॥বো-রো॥ ~দেব—[অতিথি দেবতার ন্যায় (পূজ্য) যাহার—বহু°] বিণ, অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজাকারী, অতিথিসেবাপরায়ণ। 'আচার্য-দেবো ভব অতিথিদেবো ভব'—তৈ-উ° ১. ১১. ২ ॥ বো-রো ॥ ~দ্বেষ—[৭-তৎ] অতিথির প্রতি শত্রুভাব, অতিথি-সেবায় অশ্রদ্ধা। ~ধর্ম—অতিথিভাব,

* মহাভারতে অতিথির লক্ষণ (১৪. ১০১ ৫৭), অতিথিপূজা (৫. ৩৬. ৩৪. ; ৩৮. ৯ ; ১২. ১৪৫. ২১) এবং অতিথিপূজনাভাবে দোষ (১২. ১৮৯. ১২) আলোচিত হইয়াছে।

অতিথিরূপ, অতিথিজনোচিত ধর্ম। 'যদি ত্বতিথিধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাব্রজেৎ'—মনু° ৩. ১১১। 'গৃহ্যতামতিথিধর্মঃ'—পঞ্চতন্ত্র ৩৫. ১৭॥ বো-রো°॥ ~ধর্মী—[+ ধর্ম + ইন্ (ইনি)—অস্ত্যর্থে; স্ত্রী—-র্মিণী] বিণ, অতিথিধর্মজুষ্ট, অতিথিধর্মবিশিষ্ট। 'বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্মিণৌ'—মনু' ৩.১১২ ॥বো-রো°॥ ~পতি—আতিথ্যকৃৎ গৃহস্বামী, অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহী। 'যদ্বা অতিথিপতিরতিথীন্ প্রতিপশ্যতি দেবযজনং প্রেক্ষতে'—অ° ৯. ৬. ৩। ~পরিচর্যা—[অতিথিক্রিয়া দ্র°]। ~পরিভাবি—[৬-তৎ; স্ত্রী—-বিণী] বিণ, অতিথির পরিভব বা অবজ্ঞাকারী। 'আ কথমতিথিং মাং পরিভবসি'—শকু° ৪. ১৫। ~পূজক—[৬-তৎ] বিণ, অতিথিসেবাকারী। ~পূজন—[অতিথিক্রিয়া দ্র°]। ~পূজা—[অতিথিক্রিয়া দ্র°]। ~প্রিয়—[স্ত্রী—-া] বিণ, ১ [বহু°] অতিথিবৎসল, আতিথেয়। ২ [অতিথিগণের প্রিয় — ৬-তৎ] অতিথির তৃপ্তিদায়ক। ~ভক্ত—[৭-তৎ] অতিথিপূজক। ~ভক্তি—স্ত্রী°, অতিথির প্রতি অনুরক্তি, অতিথিসেবা। ~মান্—[মু°-মৎ] বিণ, অতিথিশব্দযুক্ত (মন্ত্র)। 'নৈষাগ্নেয্যাতিথিমতী ন সৌম্যাতিথিমত্যস্তি'—ঐ-ব্রা° ১. ১৭। ~বৎ—ক্রি-বিণ, অতিথির ন্যায়। ~সেবক—[স্ত্রী—-সেবিকা] বিণ, অতিথিপূজক। ~সেবন, -সেবা—[অতিথিক্রিয়া দ্র°]।

অতিথি২—১ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দেবতাদের পঞ্চগণ ছিল। এই পঞ্চগণের মধ্যে আদ্যগণের আট জন দেবতা, তন্মধ্যে অতিথি অন্যতম। 'গণাশ্চ তেষাং দেবানামেকৈকা হ্যষ্টকঃ স্মৃতঃ॥ অন্তরীক্ষো বসুহয়ো হ্যতিথিশ্চ প্রিয়ব্রতঃ। শ্রোতা মন্তা সুমন্তা চ আদ্যা হ্যেতে প্রকীর্তিতাঃ॥'—বায়ু্পু° ৬২. ৫৮-৯। ২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পৌত্র ও কুশের পুত্র। অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল।—মৎস্যপু° ১২. ৫২; ভা° ৯. ১২. ১; কূর্মপু° ২১. ৫৮; হরি° হরি° ১৫. ২৭। ভবিষ্যপু°-মতে ইনি ১০,০০০ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩ চন্দ্রবংশীয় অযুতায়ুর পৌত্র ও অক্রোধনের পুত্র। অতিথির পুত্র ঋক্ষ এবং ঋক্ষের পুত্র দিলীপ।—বৃহ-পু° মধ্য° ২৯. ৪৭-৮। ৪ বিষ্ণু-কর্তৃক পঠিত শিবের সহস্র নামের অন্যতম। 'অসংসৃষ্টোঽতিথিঃ শক্রপ্রমাথী পাদপাসনঃ'—শিবপু° জ্ঞা° ৭১. ৭৮।

অতিথি৩—প্রাচীন ভারতে অতিথি—পৃথিবীর সভ্য ও অসভ্য সকল জাতিই অতিথিকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকে। এই আতিথ্যধর্মের জন্য ভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার যোগ্য ছিল। অধুনা অতিথি শব্দে বোঝায়, কোন নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি যে অল্পদিনের জন্য গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতি প্রাচীন কালে কতকটা এইরূপই বুঝাইত। ঋগ্বেদে বহু স্থলে[১] অতিথি শব্দের প্রয়োগ আছে, সকল ক্ষেত্রেই এই শব্দ উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে অতিথি-শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন, 'অতিথিরভ্যতিতো গৃহান্ ভবত্যভ্যেতি তিথিষু পরকুলানীতি বা পরগৃহানীতি বেতি'—নিরুক্ত ৪. ৫। অতিথি শব্দের ব্যুৎপত্তি—√অত্ + ইথিন্; অততি (সাতত্যেন) গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি। সামবেদ[২], যজুর্বেদ[৩], ও অথর্ববেদেও[৪] অতিথি-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে (৯. ৬) অতিথিসেবা-সম্বন্ধে একটী সম্পূর্ণ সূক্ত রহিয়াছে। উহাতে অতিথিসেবাকে সমস্ত দেবসেবার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, গৃহস্থ অতিথিকে রাজার ন্যায় সমাদর করিত। যথাসাধ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, খাদ্য, পানীয় ও শয্যাদ্রব্যাদি দিয়া অতিথির সেবা করা মহাপুণ্যকার্য বলিয়া গণ্য করা হইত। অতিথির আগমন হইতে প্রস্থানকাল পর্যন্ত সমস্তই যেন কতকগুলি যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অতিথি পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলে গৃহস্থের পাপরাশি তিনি ভক্ষণ করেন। আর যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে আহার করে সে নিজ ধনসম্পত্তি যশঃকীর্তি সমস্তই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন এই আতিথ্যযজ্ঞের হোতা। যে এই মহাযজ্ঞ করে সে সমস্ত পুণ্যই অর্জন করে ইত্যাদি। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বহু স্থানে অতিথির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই সকল ঋকে অতিথিকে মহাবিদ্বান্ ভ্রমণশীল উপদেষ্টা পরোপকারী মনুষ্য (১. ৭৩. ১), পূজনীয় বিদ্যাবান্ (১. ১২৮. ৪), সতত গমনশীল (৩. ২. ২), সুখের হেতুস্বরূপ (৫. ১. ৮), সর্বত্র গমনশীল (৫. ১. ৯), অকস্মাৎ আগত (৫. ৪. ৫), পূজনীয় আপ্ত বিদ্বান্ (৫. ১৮. ১), সত্যোপদেশক (৭. ৪২. ৪) ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই সকল ঋক্ হইতে ও অথর্ববেদের সূক্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণতঃ বিদ্বান্ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণই গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইতেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত হইয়াছে, 'অতিথিদেবো ভব' (১. ১১. ২)। কঠ (৪. ২), মহানারায়ণীয় (৯. ৩; ১৭. ৮) ও নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষদে (৩. ১) ঋগ্বেদের উক্তির (৪. ৪০. ৫) পুনরুক্তি করিয়া বলা হইয়াছে,—'হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ', অর্থাৎ আত্মা যে একটীমাত্র শরীররূপ পুরে বাস

১ ঋ° ১. ৭৩. ১; ১. ১২৮. ৪; ২. ২. ৮; ৩. ২. ২; ৪. ১. ২০; ৪. ৪০. ৫; ৫. ১. ৮; ৫. ৩. ৫; ৫. ৪. ৫; ৫. ১৮. ১; ৬. ২. ৭; ৬. ৪. ২; ৭. ৮. ৪; ৭. ৯. ৩; ৭. ৪২. ৪; ৮. ১৯. ৮; ৮. ১০৩. ১২; ১০. ৯১. ২।

২ সাম° পূ°—১. ৪. ৫; ৪. ৪. ৩; ১. ২. ৫; ২. ২. ৪; ১. ১. ৫; ১. ৪. ৭; উ°—৪. ৩. ১ ৫. ১৮. ১; ৭. ১২. ১।

৩ যজু° ১০. ২৪; ১২. ১৪, ৩৪; ৩৩. ১৬ ৩. ১; ৭. ২৪; ১২. ৩০; ৩৩. ৮; ৫. ১।

৪ অ° ৯. ৭. ৬; ৭. ২২. ১; ৭৭. ১; ৯. ৭. ৪; ৮. ৭; ১০. ৬. ৪; ১৫. ১০. ১; ১১. ১; ১২. ২; ১৩. ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১; ৯. ৬. ৩। ১০. ৮; ১১. ৫; ৯. ৭. ১৩; ৯. ৮. ১; —৬।

করেন, তাহা নহে। তিনি সমস্ত শরীর-পুরে বাস করেন, যথা—তিনি হনন অর্থাৎ সর্বত্র গমন করেন বলিয়া 'হংস' পদবাচ্য এবং শুচি অর্থাৎ দ্যুলোকে সূর্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'শুচিষৎ', সমস্ত বস্তুতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বসু' ও অন্তরিক্ষে বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া 'অন্তরিক্ষসৎ'; শ্রুতিতে যে অগ্নিকে হোতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সেই অগ্নিরূপ হোতা এবং পৃথিবীরূপ বেদিতে অবস্থান করেন বলিয়া 'বেদিষৎ'। তিনিই আবার অতিথি-রূপে দুরোণে অর্থাৎ গৃহে উপস্থিত হন বলিয়া অতিথি ও দুরোণসৎ। মুণ্ডকোপনিষদে (১. ২. ৩) অতিথিবর্জিত অগ্নিহোত্র যাগকে বিপৎকর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১. ৯. ১)। অতিথি-সেবাকে স্বাধ্যায়-প্রবচন বা ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদে (১. ৭) নচিকেতার উপাখ্যানে বলা হইয়াছে, 'বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্য-তিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্', অর্থাৎ সাক্ষাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহে প্রবেশ করেন। যমরাজ অভুক্ত অতিথি নচিকেতাকে 'ব্রহ্মান্ন-তিথির্নমস্য' বলিয়া প্রণাম করিতেছেন (১. ৯)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩. ১০. ১) লিখিত আছে—"ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততো-ঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে।" অর্থাৎ বাসার্থ অভ্যাগত অতিথিকে কেহ কখন প্রত্যাখ্যান করিবে না। ইহা উপাসকের ব্রত হওয়া উচিত। এই জন্য যে কোন উপায়ে বহু অন্ন সংগ্রহ করিবে। অভ্যাগত অন্নার্থীকে অন্নবান্ জ্ঞানী ব্যক্তি কখন 'অন্ন নাই' বলেন না, পরন্তু অন্ন প্রস্তুত ইহাই বলিয়া থাকেন। যদি প্রচুর অন্ন দান কর তুমিও প্রচুর অন্ন পাইবে, যদি মধ্যম প্রকার দান কর তুমিও মধ্যম প্রকার পাইবে, যদি অল্প পরিমাণে দান কর তুমিও অল্প পরিমাণে পাইবে।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে আতিথ্যকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল তাহা পরবর্তী যুগে বস্তুতঃ যজ্ঞে পরিণত হয় (শ·ব্রা° ৭. ৩. ২. ১)। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৭. ২. ১ ও ৫) লিখিত হইয়াছে, "মানব জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ। ঋণ শব্দের অর্থ অবশ্যকর্তব্য কার্য। মানবের প্রতি মানবের কর্তব্যই মনুষ্যঋণ—এই মনুষ্যঋণই আতিথেয়তা। অতিথিকে অভ্যর্থনা, আশ্রয়দান ও আহার্যদানই আতিথ্যধর্ম। যে এই ধর্ম পালন করে সে সমস্তই অর্জন করে, সমস্তই জয় করে।" উক্ত ব্রাহ্মণে অন্য স্থলে (৩. ৪. ১. ১-২) সোম-রসকে রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে "আতিথ্যযজ্ঞই যজ্ঞের শীর্ষ এবং প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় তাহার দুই বাহু। ক্রীত সোমরস হোতার অতিথিরূপে আগমন করে। যেরূপ নৃপতিকে বা ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বৃহৎ বৃষ বা বৃহৎ ছাগ বলি দেওয়া বিধি, সেইরূপ সোমকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে আতিথ্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এই সকল বৈদিক সাহিত্য হইতে বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানী দ্বিজই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণই অতিথিপদবাচ্য। ঐতরেয় আরণ্যকে (১. ১. ১) ইহার স্পষ্টই ইঙ্গিত আছে। পরবর্তী গৃহ্যসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে আতিথ্যধর্ম রীতিমত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গৃহ্যসূত্রসমূহে অতিথিরূপে আগত স্নাতক ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানের একটী সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।[৫] পুরোহিত, শ্বশুর, নৃপতি, মিত্র ও স্নাতক সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে—গুরু, এই ছয় জন ব্যক্তিকে অর্ঘ্যদান করিতে হয়। ইহাতে আরও লিখিত আছে যে, একগ্রামবাসী বা প্রবাস হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিকে অতিথি বলে না। যে ব্যক্তি সহসা গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হয় কেবল সে-ই অতিথি।

খাদিরগৃহ্যসূত্রে অর্ঘ্যদান বা মধুপর্ক-যাগের একটী বিশদ বর্ণনা আছে, যথা—গৃহস্থ স্নাতক অতিথির জন্য বিশ্রামের স্থান নির্দেশ করিয়া তাহার অনুমতি লইয়া অর্ঘ্যদান করিবে। এই অর্ঘ্যদানের মুখ্য অংশ 'মধুপর্ক'। তিন অথবা পাঁচটী সামগ্রী মিশাইয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিতে হয়; সেগুলি মধু, ঘৃত ও শস্তুচূর্ণ বা দধি, মধু, ঘৃত, জল ও শস্তুচূর্ণ। একটী পিত্তলপাত্রে দধি লইয়া তাহাতে অন্য চারিটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেই পাত্র অপেক্ষা বৃহত্তর অপর একটী পাত্র দিয়া তাহা ঢাকিয়া অতিথিকে নিবেদন করিতে হয়। মধুপর্ক নিবেদন করিবার পূর্বে কুশাসন (বিষ্টর), পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল, অর্ঘ্যের জন্য জল, আচমনের জন্য জল এবং তৎপরে মধুপর্ক নিবেদন করিতে হয়। এই সকল নিবেদন করিবার দীর্ঘ অনুষ্ঠান গৃহ্যসূত্র-সমূহে লিখিত আছে। শূদ্রজাতীয় স্ত্রী অথবা পুরুষ ভৃত্য অতিথির পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়। অতিথি ব্রাহ্মণ হইলে অগ্রে বামপদ এবং অন্য জাতি হইলে অগ্রে দক্ষিণপদ প্রক্ষালন করিতে হয়। এই মধুপর্ক-নিবেদনের পর গৃহস্থ অতিথিকে একটী গো নিবেদন করে।[৬] অতিথি ইচ্ছা করিলে উহাকে হনন করা হয়, নচেৎ ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্তে বৃহৎ ছাগ হনন করিয়া অতিথির ভোজনের আয়োজন করিতে হয়। [অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্র°]

আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে (১. ৪. ১২. ১৫-১৬) মানবকে অন্নদান একটী মহাযজ্ঞ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আপস্তম্ব বলি-

৫ সাংখ্য-গৃ° ২. ১৫-১৭। আশ্ব-গৃ° ১. ২৪; পার-গৃ° ১. ৩; গোভি গৃ° ৪. ১০; খাদি-গৃ° ৪. ৪. ৫ ই°। হিরণ্য-গৃ° ১. ১২.৭ ই°। আপ গৃ°—১৩. ৩ ই°।

৬ মধুপর্কং প্রতিগৃহীষ্যান্নিদমহমিমামিতি প্রতি-তিষ্ঠন্নুপেদ্ বিষ্টর পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়মধুপর্কাণামেকৈকং ত্রির্বেদয়ন্তে। গাঃচ।—খাদি-গৃ° ৪. ৪-৫।

তেছেন, গৃহস্থ সর্বাগ্রে অতিথিগণকে আহার করাইয়া তাহার পর শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি-গণকে, কুটুম্বিনী এবং গর্ভিণী রমণীগণকে আহার করাইবেন। বৈশ্বদেবের পূজার পর কোন ব্যক্তি আসিয়া অন্নপ্রার্থনা করিলে গৃহস্থ ও গৃহস্থপত্নী কদাচ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। এইরূপ অন্নদানে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করেন নাই, তিনি গৃহে অতিথি হইলে গৃহস্থ অবশ্য তাঁহাকে আসন, জল ও ভোজ্য দান করিবেন কিন্তু তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইবেন না। এই ব্যক্তি যদি অন্য কারণে সম্মানার্হ হন, তাহা হইলে অবশ্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে হইবে। শিক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অতিথি হইলেও ব্রাহ্মণ গৃহস্থ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না। যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তাহাকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিবেন এবং সেই কার্য সম্পন্ন হইলে তাহাকে আহার্য দিতে পারেন অথবা ব্রাহ্মণের দাসগণ রাজ-ভাণ্ডার হইতে আহার্য আনিয়া তাহাকে অতিথি হিসাবে সেবা করিতে পারে।—আপ-গৃ° ২. ৪. ১১-১৩। অন্যত্র আপস্তম্ব বলিতেছেন, গুরু অথবা গুণসম্পন্ন অতিথিকে আচমনের জন্য জল দিবার সময় গৃহস্থ স্বয়ং দেহ অবনমনপূর্বক জলপাত্রের তলে একটা হাত রাখিয়া অপর হাতে জলপাত্রের মুখ নীচু করিয়া জল ঢালিয়া দিবে।—আপ-গৃ° ২. ২. ৫-৭। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের পর যদি কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কোন গৃহস্থের গৃহে ধর্মকার্যার্থ অতিথি হয়, সে অতিথি সাক্ষাৎ বৈশ্বানরের সমান; তাঁহাকে পরিচর্যা করিলে সকল দুর্ভাগ্য দূর হয় এবং স্বর্গীয় আনন্দ লাভ হয়। গৃহস্থ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার বয়স ও সম্মান-অনুসারে তাঁহাকে অভ্যর্থনাসূচক আহ্বান করিবেন ও বসিবার জন্য আসন দিবেন, সম্ভব হইলে বহুপদবিশিষ্ট আসন দিবেন। গৃহস্থ স্বয়ং তাঁহার পদধৌত করিবেন (কেহ কেহ বলেন, দুই জন শূদ্র দাস তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিবে—এক জন জল ঢালিয়া দিবে ও অপরে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দিবে)। অতিথিকে তিনি একটী শয়নকক্ষ, শয্যা, গদি, ওয়াড়-দেওয়া বালিশ, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিবেন। যদি তাঁহার আগমনের পূর্বে গৃহস্থের আহারাদি শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহস্থ আপন সূপকারকে ডাকিয়া অতিথির আহারের ব্যবস্থা করিবেন। যদি অতিথির আগমনকালে আহার্য প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে গৃহস্থ স্বয়ং সেই আহার্য অতিথিকে নিবেদন করিবেন। এই অতিথি-সেবা গৃহস্থ-কর্তৃক প্রজাপতির উদ্দেশ্যে শ্রৌতক্রতু বলিয়া আপস্তম্ব বর্ণনা করিয়াছেন। অতিথির জঠরাগ্নিই আহবনীয়, গৃহস্থের গৃহস্থিত অগ্নি গার্হপত্য অগ্নি, যে অগ্নিতে অতিথির আহার্য রন্ধন করা হয় তাহা দক্ষি-ণাগ্নি। যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে আহার করেন তিনি নিজ সন্ততি, গবাদি পশু, যশঃ ও পুণ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অতিথিকে দুগ্ধমিশ্রিত অন্নদান করিলে অগ্নিষ্টোমযাগের ফল, দধিমিশ্রিত অন্নদান করিলে উক্থ্যযাগের ফল, মধুমিশ্রিত অন্নদান করিলে অতিরাত্রযাগের ফল, মাংসমিশ্রিত অন্নদান করিলে দ্বাদশাহযাগের ফল, এবং আহার্য ও পানীয় দান করিলে বহু সন্ততি ও দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। আপস্তম্ব সকল সময়েই অতিথিকে অন্নদান করা পুণ্যকার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতিথিকে অভিবাদন, বিদায়দান ও তাঁহার সহিত মিষ্ট আলাপও পুণ্যকার্য।

আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে (২. ৩. ৬-৯) লিখিত আছে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অতিথিকে, ক্ষত্রিয় গৃহস্থ ক্ষত্রিয় অতিথিকে এবং বৈশ্যগৃহস্থ বৈশ্য অতিথিকে উপরোক্ত নিয়মে সেবা করিবে। যদি কোন নৃপতির গৃহে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে নৃপতির পুরোহিত অতিথিকে স্বয়ং নৃপতি অপেক্ষা অধিক সম্মান করিবেন। নৃপতি তাঁহার অতিথিদিগকে, বিশেষতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে শালাগৃহে (hallএ) আশ্রয় দিবেন। অতিথির গুণা-নুসারে তাঁহার বাসের নিমিত্ত সুসজ্জিত কক্ষ, পালঙ্ক, মাংস, পানীয় ইত্যাদি দান করা হয় (২. ১০. ২৫. ৮-৯)।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য লাভ করিত, কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই যে ব্রাহ্মণের গৃহের অতিথির সম্মান পাইতেন তাহার প্রমাণ পরবর্তী সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। বৌধায়ন-ধর্মসূত্রে (২. ৩. ৫. ১০ ই°) স্নাতকের কর্তব্যনির্দেশ-সম্বন্ধে লিখিত আছে—বৈশ্বদেবের পূজা ও বলিদান করিবার পর স্নাতক সাধ্যানু-সারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় অতিথিদিগের সেবা করিবেন। যদি তিনি অধিক সংখ্যক অতিথিকে আহার্য দান করিতে অক্ষম হন তাহা হইলে তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন কোন একটী অতিথিকে কিংবা প্রথম আগত অতিথিকে যথাসাধ্য সেবা করিবেন। যদি কোন শূদ্র অতিথিরূপে তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কোন কার্য করিতে দিয়া অতঃপর তাহাকে আহার্য দান করিবেন। যদি তিনি অধিক দান করিতে না পারেন, তাহা হইলে কোন শ্রোত্রিয়কে অগ্র্য দান করিবেন। বৌধায়ন অন্যত্র (২. ৬. ১১. ১৫) বলিয়াছেন, বৈখানস অন্ত্যজ ব্যতীত সকল জাতীয় অতিথিকেই সসম্মানে অভ্যর্থনা করা বিধেয়।

এক্ষণে মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ হইতে অতিথিসেবার ক্রমবিকাশ দেখান যাউক। মনুসংহিতা মানব-ধর্মসূত্রেরই রূপান্তর মাত্র, সুতরাং মনুসংহিতায় অতিথিসেবার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা অপরাপর সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন। মনু বলিতেছেন (৩. ১০২-১০৪)—'একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথি-র্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥ নৈকগ্রামীণ-মতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা। উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা॥ উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।

তেন বে প্রেত্য পশুতাং ব্রজস্ত্যন্নাদিদায়িনাম্ ॥' অর্থাৎ—যিনি এক রাত্রি মাত্র পরগৃহে বাস করেন, সেই ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায়। 'অনিত্যস্থিতি' এই ব্যুৎপত্তিতে অতিথি নাম কথিত হইয়া থাকে। ভার্যা এবং অগ্নি-সন্নিহিত থাকিলেও স্বগ্রামবাসী অথবা বিচিত্র পরিহাসাদি-কথাজীবী গৃহাগত ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায় না। এতদ্দ্বারা ভার্যা ও অগ্নিরক্ষিত প্রবাসীর পক্ষে আতিথেয়তার সেরূপ আবশ্যকতা নাই বোধ হইতেছে। পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া যে গৃহস্থ আতিথ্য-লোভে গ্রামান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, উহার পাপে জন্মান্তরে সে অন্নদাতার পশু হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, নিরুক্তে অতিথি শব্দের ব্যুৎপত্তি 'অততি সাততোন গচ্ছতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার উপর আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে লিখিত আছে—"যে গৃহস্থ এক রাত্রির জন্য অতিথিকে আশ্রয় দেয় সে পার্থিব সুখৈশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় রাত্রির জন্য আশ্রয় দিলে মধ্যলোকের সুখৈশ্বর্য, তৃতীয় রাত্রির জন্য আশ্রয় দিলে স্বর্গীয় সুখৈশ্বর্য, চতুর্থ রাত্রির জন্য আশ্রয় দিলে অতুল ঐশ্বর্য এবং বহু রাত্রির জন্য আশ্রয় দিলে বহুলোক-প্রাপ্তি হয় ইহাই বেদে কথিত হইয়াছে।" উহাতে আরও লিখিত আছে—"যদি কোন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ অতিথি হয়, তাহা হইলে তাহাকেই শিক্ষিত ব্রাহ্মণজ্ঞানে সেবা করিবে। অতিথির অবস্থানের দ্বিতীয় ও পরবর্তী দিবসে অবশ্য গৃহস্থ প্রথম দিবসের ন্যায় অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে আসন পরিত্যাগ করিবে না।" এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুসংহিতার 'অতিথি' অর্থে 'অনিত্য স্থিতি'—ইহা বহু পরবর্তী কল্পনা। সম্ভবতঃ আতিথ্য-ধর্মের সুযোগ লইয়া অসাধু ব্যক্তিগণ অযথা গৃহস্থকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিলে স্মৃতিকারগণ অতিথি শব্দের এইরূপ অর্থই স্থির করিয়াছিলেন। মনু-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইহাদিগকে অতিথি বলা যায় না। গৃহাগত বন্ধু, জ্ঞাতি বা গুরু ইঁহারাও অতিথিপদবাচ্য নহেন। কিন্তু যদি ক্ষত্রিয়ও অতিথিরূপে গৃহে সমাগত হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন করিবার পর তাঁহাকেও যথেষ্ট ভোজন করাইতে হইবে। ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্য-শূদ্রও যদি অতিথিধর্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে অনুকম্পা প্রকাশে তাহাদিগকেও ভৃত্যবর্গের সহিত ভোজন করান উচিত।—মনু° (৩. ১১০-২। এইস্থলে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যখন কর্মকাণ্ড প্রবল হইয়া উঠিল অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞাদি জটিল আকার ধারণ করিল, তখন গার্হস্থ্যধর্মে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান হইল। মনু (৩. ৬৭-৭০) বলিতেছেন—"বিবাহ-লব্ধ অগ্নিতে গৃহী যথাবিধি অষ্টকাদি গৃহকর্ম সকল সম্পন্ন করিবেন, পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন এবং প্রাত্যাহিকী পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধস্থান আছে, যথা—চুল্লী (উনুন), পেষণী (যাঁতা বা শিলনোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদূখল-মূষল) এবং উদকুম্ভ (জলাধার কলস)। এই পাঁচটীকে স্বকার্যে নিযুক্ত রাখিলে প্রাণিহিংসা হয়। সেই চুল্লী প্রভৃতি বধস্থানদ্বারা যে সমস্ত পাপ উৎপন্ন হয়, সেই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতি-দিন পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, পশু-পক্ষী প্রভৃতিকে অন্নাদিপ্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ।" এক্ষণে অতিথিসেবা যদি মনুষ্যযজ্ঞই হইল, তাহা হইলে কেবল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হয় কিরূপে? ব্রাহ্মণেতর জাতি কি মনুষ্যপদ-বাচ্য নহে? সুতরাং মনু-সংহিতার এই আতিথ্যধর্মের ব্যাখ্যা ধর্মশাস্ত্রের মূল তথ্যের অনুগত নহে। অপরাপর সংহিতায় মনু-সংহিতার বচনের ধ্বনিমাত্র লক্ষিত হয়।* তবে হারীত-সংহিতায় লিখিত আছে—'অতিথীনাগতাঞ্ছক্ত্যা পূজয়েদবিচারতঃ', অর্থাৎ শক্তি-অনুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে বিচার না করিয়া পূজা করিবে।

পরবর্তী সংহিতা যাহা কলিযুগের সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই পরাশর-সংহিতায় আতিথ্যধর্মের ঔদার্য মন্বাদি অপরাপর সংহিতা-কারগণের মনোবৃত্তি অপেক্ষা উচ্চতর উদার মতের পরিপোষক। পরাশর বলিতেছেন—"অহমদ্যৈব তদ্ধর্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ। চাতুর্বর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ পারাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্। চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ ॥ চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্মপালকঃ। আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্মঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ষট্কর্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ। হুতশেষন্তু ভুঞ্জানোব্রাহ্মণোনাবসীদতি ॥ সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চনম্। বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্ কর্মাণি দিনে দিনে ॥ প্রিয়োবা যদিব দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিতএব বা। বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গ-সংক্রমঃ ॥ দূরাদ্ধানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্। অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্বমাগতঃ ॥ ন পৃচ্ছেদ্গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়-ব্রতানি চ। হৃদয়ং কল্পয়েৎ তস্মিন্ সর্বদেবময়ো হি সঃ ॥ নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গমিকং তথা। অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥............পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ। বৈশ্বদেবে তুসংপ্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ অতি-থির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে। পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ ॥"—পরা-স° ১. ৩৩-৪২, ৫১-৫২। অর্থাৎ, আমি অদ্য সেই কলিযুগের ধর্মস্মরণপূর্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ!

* বিষ্ণুস° ৫৯. ১৯-২৬, ২৯ ; ৬৭. ২৮-৪১ ; ৪৪-৪৬ ; হারী-স° ১. ২৭ ; যাজ্ঞ-স° ১. ১০২, ১০৭, ১১১, ১১৩ ; বশিষ্ঠস° ৪. ৬৯ ; ৮. ৬-৮ ; ১১. ১-৩।

আপনারা কলিকালের চারিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় ও পাপনাশী; ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করিতেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম-পালক। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্মে নিরত এবং নিত্য দেবতা ও অতিথির পূজাবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখনও অবসন্ন হন না। প্রতিদিন দ্বিজগণ সন্ধ্যাস্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতার্চনা, বিশ্বদেব-সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় কর্ম করিবে। প্রিয় বা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত বা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন তিনিই অতিথি এবং তৎসেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্বে আসেন তিনি অতিথি নহেন; অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায়, ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্বদেবময়। সকুটুম্ব বা কার্যসাধনার্থ আগত এবং একগ্রামবাসী বিপ্র অতিথি নহেন। যিনি নিত্য আসেন না তিনিই অতিথিপদবাচ্য।......... বৈশ্বদেবসময়ে যে অতিথি আসেন তিনি পাপী, চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে পিতৃগণ সহস্র বর্ষ অনাহারে থাকেন।'' পরাশর-সংহিতায় অতিথির জাতিভেদ নাই, তাহার গুণের তারতম্যের জন্য তাহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটির কথা নাই।* এই আতিথ্যধর্ম পালন করিয়া ভারতের হিন্দু সমগ্র জগতের নিকট সর্বাপেক্ষা উদার অতিথিসেবক বলিয়া পরিচিত। বিল্বমঙ্গলের কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, অতিথি-সেবারত ব্রাহ্মণ বিল্বমঙ্গলের নিকট আপন রূপসী ভার্যাকেও অতিথিসেবকের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা অতিথিসেবার আর কি উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে?

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

বৌদ্ধযুগে অতিথি — বৌদ্ধধর্মে অতিথিসেবা তিনটী মুখ্য বিভাগে বিভক্ত। সেগুলি—(১) গার্হস্থ্যসমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে অতিথিসেবা; (২) গৃহস্থগণের ভিক্ষুসমাজকে অতিথিসেবায় আপ্যায়ন; ও (৩) ভিক্ষুসমাজের মধ্যে অতিথিসেবা।

(১) বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে গৃহস্থগণের মধ্যে অতিথিসেবায় বহু বিধিনির্দেশ আছে। দীঘনিকায়ে (৩. ১৯০) উল্লিখিত আছে যে, আদর্শস্থানীয়া পত্নী সর্বদা তাহার স্বামীর পরিবারস্থ জনগণের প্রতি সেবাপরায়ণা হইবে। অন্যত্র (দীঘ° ১. ১১৭) দেখা যায়, সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত অতিথিসৎকার করা সাধু নাগরিকের কর্তব্য। জাতকের একটী কাহিনীতে (৪. ৩২) উহার এক জন নায়ককে অতিথিগণের প্রতি বন্ধুজনোচিত ব্যবহার ও সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৌরব বোধ করিতে দেখা যায়। আবার অন্যত্র (জাতক ৫. ৩৮৮) কথিত হইয়াছে, যে গৃহী তাহার অতিথিকে অভুক্ত বসাইয়া রাখে তাহার অতিথিসেবা বৃথা। এই সমুদয় আদর্শ বৌদ্ধগণের জন্যই যে নির্দিষ্ট ছিল তাহা নহে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও সেগুলি পালন করিত। এই সমুদয় আদর্শ যেমন বুদ্ধকর্তৃক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য সম্প্রদায়ও সেগুলি বা তদনুরূপ আদর্শ প্রচার করিয়াছে।

(২) বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকালে বহু প্রব্রাজিত (পব্বজিত) ধর্মপ্রচারের জন্য দেশবিদেশে পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সমাজের নানা জাতীয় লোক ছিলেন, তবে তাঁহাদিগের অধিকাংশই সদ্বংশীয়। এই সমুদয় প্রব্রাজিতগণকে স্থান, আহার ও বস্ত্র দিয়া সাহায্য করা পুণ্যের ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়সমূহে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেন; সেগুলিতে যাহারা তাঁহাদের অতিথি বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহাদিগের জন্য নিয়মনির্দেশ বিধিবদ্ধ হয়। জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ভাব থাকিলেও অতিথিধর্মী এই সমুদয় বিধিনির্দেশ পালন করিত। বৌদ্ধগণ ও যে সমুদয় গৃহী প্রব্রাজিতগণকে আতিথ্যগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিত তাহারা আতিথ্যসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ সর্বদা মানিয়া চলিত। আতিথ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করা বৌদ্ধগণ পাপ বলিয়া মনে করিতেন। সীহের বৌদ্ধধর্মগ্রহণের কাহিনীতে দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় সীহ প্রথমে জৈনধর্মী ছিলেন; তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে জৈন প্রব্রাজিতগণের প্রতিও অতিথিসেবাপরায়ণ থাকিবার আজ্ঞা দেন (বিনয়° ২. ১১৫)। সম্রাট্ অশোকের প্রশস্তিসমূহেও সকল ধর্মের প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী অতিথির সেবা করিবার নির্দেশ আছে। বিনয়পিটকে অতিথিসেবার বিস্তৃত বিধান দেওয়া আছে।

(৩) বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদিগের পর্যটনকালে একে অপরের আতিথ্যও গ্রহণ করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রেও কয়েকটী ব্যবহারিক নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই নিয়মে যে

* অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ প্রভৃতি নিম্নলিখিত গ্রন্থে আতিথ্যধর্মের বিষয় ও বিধান উল্লিখিত আছে:—কাত্যা-স° ১৩. ৩; ব্যাসস° ৩. ৩৬-৪১; শঙ্খস° ৫. ৪, ৭-১৩; দক্ষস° ২. ৩০, ৫০-১; গৌতমস° ৫ অ°; বশিষ্ঠস° ৪, ৮-১১ অ°; ভা° ১. ১৯. ২৪-৩৩; ৭. ১৫. ১৫; পদ্মপু° ক্রিয়া° ১৬ অ°; কূর্মপু° পূর্ব° ২. ৪২; ঐ, উপরি° ১৮. ১১৩-১৬; ২২. ৭৬; মহা° ৩. ২; ১২. (মোক্ষ°) ১৯১; হারীতস° ৪ অ°; অত্রিস° ৪৩, ৩৬৪; উশনঃস° ৪. ২; ৫. ২৯-৩০; ব্রহ্মবৈ-পু° প্রকৃতি° ৫. ১-৩২। তন্ত্রশাস্ত্রেও (মহানির্বাণ° ৮. ২৪, ৩৩, ৪৯) আতিথ্যের বিধান আছে। এতদ্ব্যতীত রা° ১. ৫২. ১-২৩; ৫০. ৩১-৪৮; ২. ১৪. ১৬-৩৫; ৩. ৪৬. ৩২-৫; ৪. ৪৭. ১-২; শকু° ১. ১২৫-৩০; ৪. ১২-১৭; রঘু° ১. ৫৩, ৫৮; কুমার° ৫. ৩১; কিরাত° ৩. ১৮; স্কন্দপু° বিষ্ণু° ৬. ১২; ব্রহ্মাণ্ডপু° ১. ১৮৭-৮ অতিথিসেবার প্রভৃতি উদাহরণ আছে।

আগন্তক অতিথি হইয়াছেন তাঁহার ও সেবক প্রব্রাজিতের উভয়েরই আপন মর্যাদা সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিসমূহও অতি সরল—বর্তমানেও অনুরূপ অবস্থায় সেগুলি পালন করা যাইতে পারে।—বিনয়° ৩, ২১৩-৮২।

আতিথ্যের নীতিসমূহ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে কথিত হইয়াছে। সেগুলি সুদীর্ঘ বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইল না। এই নীতিগুলি প্রকৃত-পক্ষে আদর্শ জীবন ও মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বৌদ্ধভারতে হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠারও সন্ধান পাওয়া যায়। হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মধ্য দিয়া খ্রীস্টানদের আতিথেয়-তার আদর্শ বিকাশলাভ করে এবং পরে পৃথিবীর সর্বত্রই উহা গৃহীত হইয়াছে [খ্রীস্টধর্মে অতিথি দ্র°]; কিন্তু খ্রীস্টানদের এই নীতির অভ্যুদয়ের পূর্বেও ভারতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে এই নীতি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাহিরেও গৃহীত হয়। কম্বোজ-রাজ্যের একটী লিপিতে (Finot : Notes d'Epigraphia, 332-35) দেখা যায়, তথায় ১০২টী হাসপাতাল ছিল। এগুলির অনেকগুলি রাজা ৭ম জয়বর্মা প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন এবং এগুলি বিশেষ নিষ্ঠার ও যত্নের সহিত দেবমন্দিরের মত পরিচালিত হইত। এগুলির পরিচালনের জন্য রাজকোষ হইতে যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করা হইত। দরিদ্র, আতুর, রোগগ্রস্ত এগুলিতে স্থান পাইত এবং সেবা, ঔষধ ও পথ্যাদি লাভ করিত। মহাবংশেও দেখা যায়, বৌদ্ধ নৃপতিগণ হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা ও ঔষধ-বিতরণ করিতেন; কারণ রোগীর প্রতি যত্ন করা তৎকালীন বৌদ্ধ-ভারতে বুদ্ধ-নির্দিষ্ট একটী বিধান ছিল (HB, iii. 124)। এই হাসপাতাল চারিবর্ণের জনসাধারণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

শ্রীঅজিত ঘোষ

বর্তমান ভারতে অতিথি।—প্রাচীন ভারতে অতিথি-সেবার যেরূপ উচ্চ আদর্শ ছিল, তদনুরূপ নীতি বর্তমানে পরিদৃষ্ট না হইলেও অতিথিসেবার আদর্শ এখনও ভারতে যথেষ্ট আছে। দাক্ষিণাত্যে কোন কোন স্থানে এখনও অতিথিকে দেবতার মত মনে করা হইয়া থাকে। তথায় গৃহস্বামী প্রতি দিন অতিথিরূপ দেবতার আকাঙ্ক্ষা করে। যদি কোন দিন কোন সন্ন্যাসী অনাহূতভাবে আগমন করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দিন 'দশেরা' বা 'দেওয়ালী' পর্বের ন্যায় শুভ মনে করে। অনেক স্থলে ভিক্ষুক বা অতিথির বেশে দেবতাদের মর্ত্যে আগমনের কাহিনীও প্রচলিত দেখা যায়। এইরূপ কাতকরীদের কাহিনীতে দেখা যায়, মহাদেব ও পার্বতী এক দিন ভিক্ষুকের বেশে প্রথমে এক ব্রাহ্মণের ও পরে হেদ্রাবাঈএর গৃহে আগমন করিয়া অন্নভিক্ষা করিয়াছিলেন। কোথাও কোথাও এরূপ নীতি দেখা যায় যে, অতিথি গৃহে আগমন করিলে গৃহস্বামী তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধানাদি করিবে না এবং শত্রুকে পর্যন্ত অভ্যর্থনা করিবে, কারণ শত্রুও এক জন সম্মানার্হ অতিথি। সিন্ধু-দেশের 'টেব্‌ল-ক্লথে' এইরূপ লেখা থাকে—'অদিমে জ.নিন্ সুফ্‌রইয়ম্ ওস্ত্ বরে খনি য়ঘ্‌ম চি দুব্‌মন্ চি দোস্ত'—অর্থাৎ 'এই পৃথিবী ভগবানের স্থান, এখানে বন্ধু ও শত্রু দুইই সমান। অতিথি ভগবৎ-প্রেরিত আশী-র্বাদস্বরূপ।' মুসলমানদিগের নিকট তাহারা দয়ার অবতারবিশেষ। এতদ্ব্যতীত সিন্ধুদেশে 'টেব্‌ল-ক্লথে' আরও যে সমস্ত উক্তি থাকে, সেগুলির মধ্যে পার্শী ভাষায় লিখিত একটী উক্তির মর্মার্থ এই যে, 'ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও, কারণ অতিথি তোমার গৃহে ভোজন করেন।' সিন্ধুদেশে অতিথিকে যে ভোজে অভ্যর্থিত করা হয়, তাহাকে 'জি.য়াফৎ' বলে। এই জি.য়াফৎ শব্দের অর্থ—ভগবানের নিকট অগ্রসর হওয়া।

সিন্ধুদেশবাসীদিগের মধ্যে একটী কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার আব্র'হাম তাঁহার এক অতিথিকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আকাশ হইতে ভর্ৎসনা-বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি সেই অতিথির পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ভারতীয়েরা মনে করে যে, অতিথি গৃহস্বামীকে আশীর্বাদ করে এবং গৃহস্থের উন্নতি প্রার্থনা করে। পশ্চিমাঞ্চলে যখন কোন হিন্দু অতিথি গৃহীর গৃহ পরিত্যাগ করে, তখন সে 'অন্নদাতা সুখী ভব' উচ্চারণ করে। মুসলমান অতিথি চলিয়া যাইবার সময় বলে—'ভগবান্ ইহলোকে ও পরলোকে তোমার ক্ষতিপূরণ করুন'। কর্ণাটকে এইরূপ রীতিও দেখা যায় যে, কোন মাননীয় অতিথি আগমন করিলে তাহার পায়ে জল ঢালিয়া দিতে হয় এবং পরে সেই জল পরিবারস্থ সকলের উপর, এমন কি গৃহের উপরও ছিটাইয়া দিতে হয়। অতিথির উচ্ছিষ্ট খাওয়া এখানকার সাধারণ আচার নহে, তথাপি অব্রাহ্মণেরা প্রসাদ-হিসাবে তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা অতিথির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের নিকট অতিথির উচ্ছিষ্ট রোগ-নিরাময়ের গুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। মুসলমান অতিথিগণ গৃহস্বামি-কর্তৃক প্রদত্ত আহার্যের কিছু অংশ না খাইয়া রাখিয়া দেয়; কারণ তাহা হইলে গৃহস্বামী উহা গ্রহণ করিয়া উন্নতি লাভ করিবার আশা করিতে পারে।

অনেক স্থলে এরূপ সংস্কার দেখা যায় যে, পরিবারস্থ কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার সৎকার না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের অতিথিকে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করা হয় যে, এরূপ অবস্থায় অতিথি চলিয়া গেলে মৃতের ক্ষতি হইতে পারে। মুসলমানেরা কিন্তু কোন অশুভ দিনে, যেমন মঙ্গলবারে অতিথির বিদায়গ্রহণে বেশ আনন্দিত হয়; তাহাদের বিশ্বাস যে, চলিয়া যাইবার সময় অতিথি সেই দিনের সমস্ত কিছু অমঙ্গল লইয়া যায়। পারস্যদেশীয় মুসলমানেরা কোন অতিথিকে শুক্রবারে চলিয়া যাইতে ও মঙ্গলবারে আগমন করিতে দেয় না।

অতিথিসেবায় নিষ্ঠাদ্বারা শুভ ও অশ্রদ্ধার দ্বারা অশুভও আশা করা হয়। এখনও অতিথিসেবার মধ্য দিয়া গৃহীর পাপপুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। এইরূপ ধারণা করা হয় যে, অতিথি-সেবার ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিলে অতিথি অভিশাপ দিতে পারে, আবার উহাতে নিষ্ঠাবান্ হইলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; আশ্রয়প্রার্থী অতিথিকে বিমুখ করিলে গৃহীর সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয় এবং সে অতিথির পাপরাশি লাভ করে।

অতিথিও তাহার আচরণে নানারূপ বাধা ও তাহার অসৎ কার্যের ক্ষমতার বিষয় জানাইয়া দেয়। গৃহস্বামীর গৃহে সে নখ কাটিয়া ফেলিবে না। সে ছাদের কড়ি-বরগা গুণিবে না। তাহাকে যে আহার্য দেওয়া হইবে, তাহার সে প্রশংসা করিবে না, সমালোচনাও করিবে না। তাহাকে যে স্থানে বসিতে দেওয়া হইবে সেই স্থান ব্যতীত অন্যত্র সে বসিবে না এবং গৃহস্বামীর অনুমতি ভিন্ন উঠিতেও পারিবে না।

অতিথির অমঙ্গল করিবার ক্ষমতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আরও অনেক উপায় অবলম্বিত হয়। মুসলমান গৃহস্বামী 'আয়ৎ ত ইন্ য়কদ' পাঠ করে। কর্ণাটকে ফলের বাগানে প্রবেশ করিবার পূর্বে মালীর চোখ ও মুখ ধুইয়া দিবার জন্য কোনও অতিথির প্রয়োজন হয়। সিন্ধুদেশবাসীরা অতিথির অসৎ ক্ষমতার বিষময় ফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতিথির পদতল হইতে কিংবা সে যে পশুতে আরোহণ করিয়া আসে তাহার ক্ষুরের তলা হইতে মাটি সংগ্রহ করে এবং তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। তাহারাও 'হাসবুন আল্লা' হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ৎ পাঠ করিয়া থাকে। ধারবার জেলায় গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে অতিথিকে পদদ্বয় ধৌত করিতে হয়। অতিথি চলিয়া গেলেও তাহার অসৎ মনোভাবের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেককে নানা প্রকার চেষ্টা করিতেও দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণ, রাজপুতেরা ও সিন্ধু-দেশবাসীরা অতিথিকে লবণ প্রদান করে। অনেক স্থলে তাহাকে [illegible] করা হয়। যদি সে দুগ্ধ এবং লবণ গ্রহণ করিবার পরও কোন কুভাব পোষণ করে, তাহা হইলে এই দুগ্ধ এবং লবণের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উহাকেই প্রতিহত করে। কর্ণাটকে অতিথিকে গৃহে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গৃহস্থের পক্ষ হইতে তাহাকে কোন মন্দিরে কিছুক্ষণের জন্য বসিতে বলা হয়, কারণ মন্দিরের পবিত্রতা তাহার ক্ষমতার অসৎ গুণকে নষ্ট করিয়া দিবে গৃহীর এরূপ বিশ্বাস।

অতিথি সাধারণতঃ কাহারও গৃহে মাত্র তিন দিন থাকিবে, তাহার বেশী থাকিলে আতিথ্যের ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিতে পারে। যখন সে এক দিন থাকে তখন সে যথার্থই অতিথি হয়। মরাঠীরা মনে করে—প্রথম দিনে সত্যই সে অতিথি ও দ্বিতীয় দিনে তাহার গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে ম্লান হয়। যদি সে তৃতীয় দিন পর্যন্ত থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞানহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি ভ্রমণশীল সন্ন্যাসীদেরও বর্ষাকাল ব্যতীত তিন দিনের বেশী থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। মুসলমানেরা বলে, তিন দিনের জন্য অতিথি গৃহস্বামীর প্রিয়জন। কন্নড়-প্রদেশে প্রথম দিন অতিথি এক জন আত্মীয়, দ্বিতীয় দিন এমন কি তৃতীয় দিনেও সে আত্মীয়, কিন্তু চতুর্থ দিনে সে নির্লজ্জ বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীজয়দেব বসু

চীনে অতিথি—অতিথিবৎসল জাতি-সমূহের মধ্যে চীনারা অন্যতম। তাহারা সামাজিক মেলামেশা ও গল্পগুজব করার বিশেষ পক্ষপাতী। অধিকাংশ চীনার জীবন কষ্টশীল হইলেও তাহারা জীবন সম্পূর্ণ উপভোগ করে। অতিথিকে তাহারা বন্ধু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দূর হইতে কোন অতিথির আগমন তাহাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়। অতিথি-সৎকার তাহারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আদবকায়দা এরূপ নিয়মনিষ্ঠাসম্পন্ন যে, আতিথ্যদানের সর্ববিধ প্রচেষ্টায় তাহারা আনন্দের গৌরব পোষণ করিয়া থাকে।

চীনের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ যাহাতে ১৭০০ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, উহার একটা বিশেষ অংশ অতিথি-সৎকারের উপর লিখিত। ইহা ২২০৫—২১৯৮ খ্রী-পূ-র ঘটনা। উহাতে ইহা রাজসরকারের অষ্টবিধ ব্যাপারের অন্যতম বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৬৫০ খ্রী° চীনের নৃপতিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া একটা চুক্তিনামা করিয়াছিলেন। উহাতে যে সমুদয় চুক্তি হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী চুক্তি এই—'আগন্তুক ও পর্যটকদের প্রতি অসাবধান হওয়া চলিবে না'। অন্যান্য দেশ হইতে কর্মচারি-নিয়োগের পক্ষে এই চুক্তি বিশেষ কার্যকরী হয়। প্রাচীন চীনা গ্রন্থে কোনও নৃপতির কর্তব্যসমূহের বর্ণনায় একটী বিধান দেখা যায়, দূরদেশ হইতে আগত আগন্তুকদের প্রতি বিনয়পূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই যে, বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার নিকট তাহাদিগকে আসিবার সুযোগ দেওয়া। ইহা দূরদেশাগত অতিথি, পর্যটক ও বণিক্‌দিগের জন্যই রচিত হইয়াছিল।

চীনা জনসাধারণকে সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন চীনা কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিন সহস্রাধিক ছোট ছোট কবিতায় এই গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বের চীনা জীবন-ধারার কাহিনী এই কবিতাগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রীতি-সম্মেলনসমূহে গীত হইত। এই গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে একটীতে অতিশ্লাঘ্য অতিথিগণের বিষয় লিখিত আছে। এইরূপ আরও কয়েকটা গীতিকবিতায় অতিথিসেবা ও অতিথিকে লইয়া আনন্দানুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় কথিত হইয়াছে।

চীনাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের আবি-র্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অতিথিসেবার আদর্শ চীনে ক্রমশঃ প্রসারলাভ করে। এক শ্রেণী

বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ পদবী ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন চীনার পদবী দেখিবামাত্রই সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা সহজেই স্থির করা যায়। কোনও সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির অতিথিবাৎসল্য প্রধানতঃ তাহার স্বশ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি প্রকাশ পায়। এই নীতি একরূপ স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অতিথিসেবার নীতিদ্বারা চীনে আতিথ্যের অনুরাগ বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করে। ভিন্ন জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি কোন সময়ে চীনা সম্প্রদায়-বিশেষের পদবী ব্যবহার করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের কাহারও নিকট গমন করে, তাহা হইলে সে ঐ চীনার নিকট অতি বিনয়পূর্ণ ব্যবহার লাভ করে, আগন্তুককে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া সর্বপ্রযত্নে তাহার সেবা করা হয়। স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি দুঃখে বা অসুবিধায় পড়িলে সে তাহার সম্প্রদায়-অধ্যুষিত স্থানে স্বচ্ছন্দে আশ্রয়লাভ করিতে পারে। এমন কি, কেহ বেকার থাকিলে বা তাহার ভরণপোষণের উপায় না থাকিলে সে অনায়াসে স্বশ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় পায়। তাহাকে যথাসম্ভব খাদ্য ও আশ্রয় দিয়া আতিথ্যধর্মের আচরণ করা হইয়া থাকে।

যে কোন আগন্তুক কোন চীনার গৃহে উপস্থিত হইলে সে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে। গৃহস্থের গৃহে চায়ের পাত্র সর্বদা যে কোন আগন্তুকের জন্য প্রস্তুত থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মিষ্টান্নভোজন ও ধূম্রসেবন করিতেও দেওয়া হয়। আগন্তুককে আহ্বান করিয়া তাহাকে বসিয়া আনন্দোপভোগ করিবার জন্য সাধারণ গীতিও চীনাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অতিথির পরিচর্যার সময় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পূর্বে প্রায়ই বিধিনিষেধ দেখা যাইত। উভয়ের মধ্যে মেলামেশার বিশেষ প্রচলন ছিল না। প্রীতি-সম্মেলনে, ভোজে ও সামাজিক সম্মেলনে সর্বত্রই এই রীতির প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইত। স্ত্রীজাতি স্ত্রীজাতির মধ্যে ও পুরুষ পুরুষদিগের মধ্যে আনন্দানুষ্ঠান করিতে পারিত, তবে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্না রমণীদিগের নিকট এই বিধির ব্যতিক্রম দেখা যাইত। বর্তমানে অবশ্য নব্যচীনের অভ্যুদয়ে এবং সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে নূতন সংস্কারের ক্রমবিকাশের ফলে এই পূর্বসংস্কারের পরিবর্তন হইতেছে। এখন প্রায়ই পত্নী তাহার স্বামীর সহিত অতিথিসেবায় যোগ দিতে পারে।

[J. H. Gray: China, Lond. 1878; S. Kidd: China, Lond. 1884; J. Doolittle: Social Life of the Chinese, Lond. 1866; R. K. Douglas: China, Lond. 1887; J. Dyer Ball: Things Chinese, Shanghai & Hongkong 1903]

শ্রী আর. কিমুরা

জাপানে অতিথি —প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা অতিথিসেবার প্রতি বিশেষ আগ্রহপরায়ণ। তাহাদের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহেও তাহাদিগের আতিথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানী পৌরাণিক গ্রন্থে জাপানীদের প্রাচীন রীতিনীতির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থসমূহের একটী সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কাহিনীতে খাদ্যের দেবী উকে-মোচি-নো-কমি-কর্তৃক চন্দ্রদেব ৎসুকি-য়োমি নো-মিকোতোকে বিরাট আয়োজনে আতিথ্যদান করিবার পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটী কাহিনীতে পর্বতদেবতা ওহো-যম-ৎসু মি-নো-কমি-কর্তৃক স্বর্গীয় নৃপতি নিনি-গিকে আতিথ্যদানের উল্লেখ আছে। অপর একটী কাহিনীতে সমুদ্রদেব ওহো-ৱত-ৎসু-মি-নো-কমি মহিমান্বিত হো-ৱোরি-নো-মিকো-তোকে আতিথ্য দিয়াছিলেন।

আর একটী পৌরাণিক কাহিনীতে জাপানের সে যুগের আতিথ্যের আদর্শের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। পবনদেব সুস-নো-ৱো সূর্যদেবীর প্রতি অপরাধের জন্য একবার স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে আসিয়া আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি এক জন ধনী কৃপণের নিকট আশ্রয়ের জন্য আসিলে উক্ত ধনী তাহাকে বিমুখ করিল। কিন্তু ধনীর দরিদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমাদরের সহিত তাহাকে আতিথ্য দান করিল। দারিদ্র্যসত্ত্বেও সে পবনদেবের যথাসাধ্য পরিচর্যার ত্রুটি করিল না। অতঃপর পবনদেব অন্তর্হিত হন এবং কয়েক বর্ষ পরে পুনরাবির্ভূত হইয়া উক্ত দরিদ্র সেবককে ও তাহার স্ত্রী ও কন্যাকে বরদান করিয়া সমস্ত মানবজাতিকে ভোজদান করেন। কিন্তু এই ভোজে পূর্বোক্ত ধনী কৃপণ বাদ পড়ে। এতদ্ব্যতীত পবনদেব উক্ত ধনীকে ও তাহার বংশধরগণকে ভীষণ দুরা-রোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবার অভিশাপ দেন।

ঐতিহাসিক যুগেও জাপানীদের মধ্যে আগন্তুকদের প্রতি ব্যবহার ও আতিথ্যদানের অনুরূপ রীতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য কোন আগন্তুক আসিবার পূর্বে যাহাতে সে রোগাদি শত্রু আনয়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য জাপানীরা বিদেশ হইতে কোন দূত বা পর্যটক আসিবার দুই দিন পূর্বে সহে-নো-কমি নামক উক্ত শত্রুদের দমনকারী দেবগণের উদ্দেশ্যে পূজানুষ্ঠানাদি করিত। কিন্তু আগন্তুকগণের প্রতি জাপানীদের মনোভাব বৈরিভাবাপন্ন ছিল না। আগন্তুক আসিলেই তাহারা বেশ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আশ্রয় দান করিত। জাপানের প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে দেখা যায়, কোরিয়া হইতে আগত নব্যভাবের প্রচারকগণকে জাপানী রাজসভা অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রচারকগণ জাপানে চীনা সভ্যতার ক্রমবিকাশের আদর্শ লইয়া আগমন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ইউরোপীয়-গণও জাপানে প্রথম আগমন করিয়া জাপানীদের আতিথ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল। এই আতিথ্যের সুযোগ লইয়া ইউরোপীয় মিশনারীগণ জাপানে প্রতিষ্ঠালাভের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লন।

বর্তমান কালেও জাপানীদের মধ্যে অতিথিসেবার রীতির বিশেষ প্রচলন আছে। এখনও কোন বিদেশী পর্যটক জাপানের পল্লী-অঞ্চলে গমন করিলে অতিথিসেবার প্রাচীন রীতির পরিচয় পায়। অতিথি আগমন করিলে গৃহস্থ ও পরিবারবর্গ অতি আগ্রহ

ও আন্তরিকতার সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করে এবং তাহার সর্ববিধ সুখ-সুবিধার জন্য যত্নশীল হয়। অতিথির সমস্ত পরিচয় তাহারা বেশ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া গ্রহণ করে। এমন কি, অতিথি চলিয়া যাইবার সময়েও গৃহস্থ তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকে। এরূপ অতিথি-সেবার নিদর্শন অতি দরিদ্র কৃষক-পরিবারের মধ্যেও দেখা গিয়াছে।

[Murray : Handbook for Japan, 1884; Frazer; Golden Bough, i; H. Nagaoka: Histoire des relations du Japan avec l'Europe aux xvi et xvii siecles, Pari; 1905; ERE, vi. 814-15]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

ইরানে অতিথি—প্রাচীন জে.রোস্ত্রীয় সাহিত্যে আতিথ্য-ব্যাপারে কর্তব্যসমূহের বহুল উল্লেখ আছে। অবেস্তা ও পহ্‌লবী গ্রন্থাদিতে আতিথ্যের রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমুদয় প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, যখন এক জন বন্ধু অপর এক জন বন্ধুর গৃহে আগমন করিত তখন সে আশ্রয়দাতা বন্ধুর জন্য উপহারদ্রব্য লইয়া আসিত (য়স্ন, ৬২. ৮)। দানের সার্থকতা যে মাত্র পরিতুষ্টি, পুরস্কার ও ধন্য-বাদের বিষয় ছিল তাহা নহে, কোন ধার্মিক ব্যক্তিবিশেষকে স্বগৃহে অভ্যর্থনা করা দান-কার্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল (পুর্‌সিশ্নীহা ৩৯—J. Darmesteter : Zend Avesta, Paris 1892-3, iii. 70)। কোনরূপ আতিথ্যের নিদর্শন-ব্যতীত বন্ধুত্ব প্রায়ই অসম্ভব ছিল—আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়া বন্ধুকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা হইত (য়স্ন, ৪৩. ১৪; ৪৪. ১; ৪৬. ২; বেন্দীদাদ, ৪. ৪৪-৬)। সামাজিক জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য ছিল উদারতা (য়স্ন, ৫৫. ৩; ৫৮. ৪; ৬০. ৫; বীস্পরদ ২১. ৩; পুর্‌সিশ্নীহা. ২৬; SBE, xxiv. 26, 73), কিন্তু অনুদারতামাত্রই পাপ (বেন্দীদাদ ১৮. ৩৪)। অনিচ্ছায় যে ভিক্ষা দান করে, অর্থাৎ আনন্দিত মনে যে ভিক্ষা দান করে না তাহাকে অতি তুচ্ছ বলিয়া অভিহিত করা হইত; কারণ জে.রোস্ত্রীয়গণ ভিক্ষাদানেই সৎ চিন্তা ও কার্যের বিশ্বাস করিত (নীরঙ্গিস্তন্ ৮৪ — Darmesteter : Zend-Avesta, iii. 133f)।

অতিথির প্রতি কর্তব্য-সম্বন্ধে অর্টা-ঈ-বীরাফ্-এ (ed. Haug & West, Bom. 1872) কথিত হইয়াছে—ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে প্রথমে খাদ্য দেওয়া উচিত, অতঃপর তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও তাহার কর্তব্য-নির্ণয় করা যাইতে পারে। অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার সময় গৃহস্থের উঠিয়া দাঁড়ান সামাজিক রীতি ছিল (বেন্দীদাদ ১৯. ৩১)।

জে.রোস্ত্রীয় আতিথ্যের পরিচয় 'য়স্ত্'-এ (২৪. ৬২-৪) একটু বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। 'দীনা ঈ-মঈনোগ্-ই-জ.রট্'-এ (West-কৃত সংস্করণ—ii. 147-56) বর্ধিত আকারে উহার ব্যাখ্যা আছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, যখন কোন ধার্মিক আত্মা অসীম আলোকময় স্বর্গে গমন করেন তখন তিনি তথায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন এবং অহুর-মজ.দ তাঁহাকে ভ্রমণশেষে বিশ্রামের আশ্রয়, খাদ্য ও বসিবার জন্য অলঙ্কৃত সিংহাসন দান করেন। কিন্তু পাপী নরকে গিয়া আহারের জন্য দূষিত পদার্থ লাভ করে। স্বর্গ ও নরক উভয় স্থানেই যে আতিথ্য দেওয়া হয় তাহা দেখান হইয়াছে—স্থানবিশেষে ও পৃথিবীতে কৃত কর্মের বিচারানুযায়ী উভয়ের ঐরূপ প্রভেদ দেখা যায়।

ইরানীয় আতিথ্যের সর্বপ্রধান পরি-চায়ক গ্রন্থ ফির্দৌসী-রচিত 'শাহ্‌নামা'। উহার অধিকাংশ দৃষ্টান্তই রাজকীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। রাজদূতগণকে আতিথ্য দান করিবার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে যথেষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর আতিথ্যের পরিচয়ও ঐ গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়; তবে উভয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক প্রভেদ ছিল। সাধারণভাবে ইহাই দেখা যাইত যে, যদি অতিথি অতিথিসেবক অপেক্ষা পদমর্যাদায় হীন হইত, তাহা হইলে অতিথি গৃহস্থকে সম্মানসূচক অভিবাদন করিত (১. ২৩৪, ২৫৭), কিন্তু উভয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন হইলে অতিথি-সেবকের অতিথিকে সংবর্ধনা করিবার জন্য উঠিয়া আসিবার নিয়ম ছিল (২. ১২, ৫৮)। সম্মানিত অতিথির পক্ষে অতিথিসেবকের বাম পার্শ্বে উপবেশন করা মর্যাদাহানিকর ছিল (৪. ৪৯২)। সেবক অতিথি অপেক্ষা বয়সে বড় ও অধিকতর জ্ঞানী হইলে প্রথমে মদ্যপান করিত, তবে অতিথি সেবক অপেক্ষা বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন হইলে সে-ই পূর্বে পান করিবার অধিকার পাইত (৫. ৩৫৮)। ভোজোৎসবে মদ্যপানের বিধি বিশেষভাবেই ছিল (২. ৬০; ৩. ২৪৯; ৪. ৫০৫)। গ্রীসীয় গ্রন্থকারগণও এই ভোজোৎসব ও মদ্যপানের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় ভোজোৎসব ও পানোৎসব প্রাচীন পারস্যের বিশেষ অনুষ্ঠান (Herod. i. 133; v. 18; Xenophon: Cyrop. viii (viii). 10)।

শাহ্‌নামায় কই জু.স্রৌ-এর রাজ-সভায় রুস্তমের আগমনোপলক্ষ্যে যে রাজকীয় অতিথি-সংবর্ধনার চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিরাট্ অনুষ্ঠান ও অনবদ্য উদার-তার পরিচয় পাওয়া যায়। রুস্তমের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্রই কই-জু.স্রৌ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর বিরাট্ আয়োজনে, ভোজ ও পানোৎসবে এবং সঙ্গীতাদিদ্বারা সেই রাজকীয় অতিথির পরিচর্যা করা হয়। তদনন্তর যখন রুস্তম বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রভূত ধনরত্ন উপহার দিয়া কই জু.স্রৌ স্বয়ং তাঁহাকে দুই দিনের পথ আগাইয়া দিয়া আসেন। অতিথির সাক্ষাৎলাভের সময় ও বিদায়ের মুহূর্তে দুই-বারই কই জু.স্রৌ ও রুস্তম উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পরস্পর অভিবাদন করিয়াছিলেন।

মধ্যশ্রেণীর মধ্যে আতিথ্যের যে সমুদয় দৃষ্টান্ত শাহ্‌নামায় আছে, তন্মধ্যে রত্নকারের গৃহে ছদ্মবেশী নৃপতি বহ্‌রাম গুর্-

-এর আতিথ্যগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বহ্‌রাম ছদ্মবেশে রত্নকারের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্রই সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। রত্নকার তাঁহাকে ভোজ, পান ও সঙ্গীতোৎসবে পরিতৃপ্ত ও সমাদৃত করে।—৫. ৫০৬-১১। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ছদ্মবেশী বহ্‌রাম-কর্তৃক দরিদ্র জলবাহক লন্‌বক্‌-এর ও ধনী ইহুদী বরহম্‌-এর আতিথ্যগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। লন্‌বক্‌ দরিদ্র হইলেও প্রাণপণে বহ্‌রামের পরিচর্যায় প্রচেষ্ট হয়, কিন্তু ধনী হইলেও বরহম্‌ তাঁহাকে আতিথ্যদানে পরাঙ্মুখ হয়। ফলতঃ বহ্‌রাম ধনী ইহুদীর অধার্মিকতার জন্য তাহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ধর্মপরায়ণ লন্‌বক্‌কে প্রদান করেন।—৪. ৪৫০-৫৯। ধনী বা দরিদ্র যে কোন ব্যক্তি আতিথ্যদানে পরাঙ্মুখ হইলে সে পাপ সঞ্চয় করে, এইরূপ বিধানের উল্লেখও শাহ্‌নামায় (৫. ৪৮৯ইং, ৫১৯-২৩) দেখা যায়।

দৈলম্‌-এ এইরূপ সামাজিক রীতি ছিল যে, কাহারও গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে, সেই পরিবারের যে ব্যক্তি অতিথির পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকিত, সে ব্যতীত অন্য সকলেই অনুপস্থিত থাকিতে পারিত। অতিথির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সে-ই নিবারণ করিত। অতিথির ভোজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অতিথিসেবক সাধারণতঃ আহার গ্রহণ করিত না।—ক.াব়ূস্‌-নামা (১১শ শতকে রচিত), ১২—Querry-কৃত সংস্করণ, Paris 1886, 125f. অল্‌-মক্‌দিসীর মতে দৈলম্‌-এ রুটি বিক্রয় করিবার রীতি ছিল না, কিন্তু আগন্তুক গৃহে আগমন করিলে তাহার যে কোন খাদ্য প্রয়োজন হইলে দেওয়া হইত। ইব্‌ন্‌ ফড্‌লান্‌ও জ.াবী-সমাজে অনুরূপ সামাজিক রীতির প্রচলনের কথা বলিয়াছেন।—Inostrancev : Sasanidskiye Yetyudy, St. Peters. 1909, 132ff.

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

আরবদেশে অতিথি — অতিথিসেবা অর্থে আরবগণ অতিথিকে আহার্যদান করা বুঝিয়া থাকে (Pindar : Pyth, iv. 30)। অবশ্য কোরানে (১৮. ৭৬) ইহা অতিথির পরিচর্যা ও অতিথিকে আহার্যদান উভয়ের একার্থবোধক অর্থে ব্যবহৃত। কোর'নে (৯০. ১৪) অতিথিসেবার ব্যুৎপত্তি—কোন ক্ষুধার্ত অনাথ কিংবা দরিদ্রকে আহার্য দান করা। আরবদেশে অতিথি-সৎকারের নাম 'দিয়াফহ্‌'। অতিথি আহার্য গ্রহণ করিলে সাময়িকভাবে সে সেই পরিবারেরই এক জন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্য তাহাকে সেই পরিবারের কোন না কোন কাজ করিতে হয়। খাদ্য গ্রহণ করিলে অতিথির মন শত্রুভাবাপন্ন থাকিবে না এবং অতিথিসেবকেরও কর্তব্য হইবে অতিথিকে আপন পরিবারভুক্ত করিয়া তাহাকে রক্ষা করা। প্রথমে রুটি ও লবণ দিয়া এই আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণ অতিথির সহিত এই আত্মীয়তা দুই দিন ও এক রাত্রি থাকে।

অতিথি-সেবার প্রথা প্রথম প্রচলন করেন আব্রাহাম (Tha'alibi : Lata'if al-Ma'arif, 1867, 4)। আরবের প্রাচীন ও আধুনিক বহু পরিচয় বেদুইনগণের অতিথি-সেবার কাহিনীসমূহে পাওয়া যায়। প্রাচীন আরব-কবিতায় অতিথিসেবার বহু উল্লেখ আছে। চারণ-কবিগণ অতিথিসেবার আদর্শ ও গৌরবগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন।

অতিথি-সৎকার-ব্যপদেশে সাময়িক আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার রীতি আরবদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই নিয়ম পালন করিতে হয়। পূর্বে শত্রুকে আহারের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আপনার ফাঁদে ফেলিবার জন্য অনেক স্থলে অতিথিসৎকার চলিত এবং অনেক স্থলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শত্রুকে ঐ আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত। আরবগণের মধ্যে এই অসৎ নীতি ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া যায়। হারীরীর 'মকাম'-তে দেখা যায়, উহার নায়ক বহু অতিথিকে মিথ্যা বিবাহের ভোজে আমন্ত্রণ করিয়া বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন খাইতে দেন। ঐ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া অতিথিগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বন্দী করা হয়। হমদানীর 'মকাম'তে দেখা যায় যে, কয়েকটী পথিক একটী গ্রামে আগমন করিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট আহার্য প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে আহার্য না দিয়া দূষিত দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় (Beirut, 1889, 190)। খলীফাদিগের সময় শত্রু সংহার বা দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিষের ব্যবহার হইত। অটোমান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওস্‌মান মিথ্যা বিবাহের ভোজে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী রমণীর বেশে লইয়া গিয়া কয়েকটী বিশেষ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

[G. Jacob : Altarabisches Beduinenleben, Berlin 1897, 85-8 ; Doughty : Arabia Deserta, Camb. 1888, i. 228 ; ERE, vi. 797-98]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

সেমিটিক আতিথ্য (বাবিলন ও মিশর)—সেমিটিক অতিথিসেবার আদর্শ ধর্মের অন্যতম নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আতিথ্যদানে পরাঙ্মুখ হওয়া যে মাত্র ঘৃণার্হ তাহা নহে, উহা ধর্মহীনতার পরিচায়ক ; এই নীতি লইয়া সেমিটিকদের মধ্যে ইহা পবিত্র কর্তব্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

সেমিটিক গ্রন্থাদিতে দেবতাদিগেরও অতিথিসেবার উল্লেখ আছে। পৌরাণিক আদপের কাহিনীতে দেখা যায়, নায়ক আদপ যখন অনুর নিকট উপস্থিত হন তখন তাঁহাকে জীবনধারণের জন্য খাদ্য, পানীয়, তৈল ও পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পিতা ইয়ের পরামর্শানুসারে, খাদ্য ও পানীয় জীবনধারণের অনুকূল না হইয়া মৃত্যু আনিতে পারে আশঙ্কা করিয়া, আদপ খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ-পূর্বক তৈল ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। ইহা হইতে সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে সংস্কার-বশতঃ মৃতদেহের সহিত খাদ্য ও পানীয় দেওয়ার প্রচলন হয়। মৃতের আত্মার প্রতি আতিথেয়তার ইহা একটী নিদর্শন। মৃতের উদ্দেশে খাদ্য ও পানীয় দিবার আদর্শও সেমিটিক ধর্মগ্রন্থসমূহে কথিত হইয়াছে।

সামাজিক জীবনেও সেমিটিক

সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিথিসৎকারের প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ যাহারা একই শহরের অধিবাসী তাহাদের মধ্যে আতিথ্যদান বিধিবদ্ধ থাকিত। মিশরীয়গণ আনন্দানুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিল, প্রাচীন মিশরীয় চিত্রসমূহে যে সমুদয় ভোজসভা ও প্রীতি-সম্মেলনের দৃশ্যাদি আছে, সেগুলিতে উহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাবিলনীয় ও আসিরীয়গণ অধিকতর শান্তভাবাপন্ন হইলেও ভোজসভার অনুষ্ঠান করিত। প্রায় ২০০০ খ্রী পূ° হম্মুরবির রাজাকালে সুরাশালার আইন-প্রয়োগের ব্যাপারে ভোজোৎসবের অনুমতি প্রদান করিতে দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক দিক্ দিয়াও সেমিটিক সম্প্রদায়ের অতিথিসেবার খ্যাতি ছিল। তেল্ এল্-অমর্নায় প্রাপ্ত খ্রী-পূ° ২য় সহস্রকে একটী চিত্রে উহার একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যে সমুদয় রাষ্ট্রের সহিত যে কোন নৃপতির যোগাযোগ থাকিত, সে সমুদয় রাজ্যে তিনি স্বয়ং গমন করিতেন না—তিনি তাঁহার দূত প্রেরণ করিতেন বা বাহিনী দিয়া সাহায্য করিতেন। যে নৃপতির নিকট দূত বা সাহায্যকারী বাহিনী গমন করিত, তাঁহাকে এই সমুদয় প্রেরিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইত। তাহারা রাজ অতিথি-রূপে পরিগণিত হইত। একবার মিশরীয় রাজদূত বাবিলনীয় নৃপতির সভায় আগমন করিলে বাবিলনাধিপতি তাহার প্রতি সমুচিত ব্যবহার ও পরিচর্যা না করিতে পারায় ভ্রাতা মিশরাধিপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাবিলনরাজের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি মিশরীয় রাজদূতকে মদ্য ও খাদ্য দিতে পারেন নাই বা একত্র আহার করিতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি মিশর-রাজকে এই অসুস্থতার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করায় বা তাঁহার সংবাদের জন্য দূত প্রেরণ না করায় তিরস্কার করিয়াছেন। দেবতা-দিগের মধ্যেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গমনাগমনের বিশ্বাস এই সমুদয় জাতির ছিল। দেবী ইশ্তার একবার মিশরে গমন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে হিটাইটদের দেশে রাজকুমারীকে নিরাময় করিবার জন্য দেবতা খোন্সু আগমন করেন (১৩শ শতক)। সেমিটিক জাতিসমূহ এই সমুদয় দেব-দেবীর মূর্তি দেশবিদেশে লইয়া আসিত—তাহাদের বিশ্বাস, ইহাদ্বারা দেবদেবী স্বয়ং আগমন করিতেন। এই সমুদয় দেবদেবীর মূর্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইত এবং যাহারা মূর্তি লইয়া আসিত তাহারা সাদর আতিথ্য লাভ করিত। এইভাবে দেবতা অমেন্ একবার উনমোনের সহিত ফিনিশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন (১১০০ খ্রী-পূ°), কিন্তু মিশরের ক্ষমতালোপের জন্য যথোচিত সম্মান লাভ করেন নাই। এক জন নৃপতি-কর্তৃক অপর নৃপতির আতিথ্য-গ্রহণের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ১২৬৬ খ্রী-পূ°। এই সময় হিটাইট-রাজ খট্টুসিল কন্যার বিবাহ-ব্যপদেশে মিশরে গিয়া ২য় রামেসেসের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর মিশররাজ-কর্তৃক পালেস্তাইন ও সিরিয়ার রাজন্যবর্গকে আতিথ্যদান করিবার সন্ধান পাওয়া যায়। কট্নের অধিপতি অকিজি. মিশররাজের সৈন্যদিগকে খাদ্য, পানীয়, বৃষ, মেষ, মধু ও তৈল প্রদান করিয়াছিলেন। অব্দ্ অশীর্তের বিদ্রোহী পুত্র অজি.রু মিশররাজদূতকে আতিথ্য দিয়া ও ভ্রমণের জন্য অশ্ব ও গর্দভ দিয়া সাহায্য করিয়া অতিথিবাৎসল্যের পরিচয় দেন। অজি.রুর ভ্রাতৃবর্গ ঐ রাজদূতকে খাদ্য, পানীয়, মেষ, মোরগ ও অন্যান্য পশু দিয়া পরিচর্যা করেন।

বণিক্‌দিগকেও আতিথ্য দান করিবার রীতি ছিল। বণিক্‌দিগের সুবিধার জন্য সমগ্র সিরিয়ায় উত্তম পথসমূহ নির্মিত হয়। এই সমুদয় পথে স্থানে স্থানে সরাইখানা থাকিত, সেগুলিতে বণিক্‌গণ আশ্রয় ও খাদ্য লাভ করিত।

হম্মুরবির আইনে প্রজাদের উপর কর্তব্যবোধের যে দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে নৃপতি-কর্তৃক প্রজাবর্গকে আতিথ্যদানের আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মলগির প্রজাবর্গকে তাহাদের দুঃসময়ে হম্মুরবি আশ্রয় দিয়াছিলেন। মিশরের মরু-অধিবাসী জাতি-সমূহ পরবর্তী যুগে আতিথ্যের বহু পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু ইহারাই পূর্বে লুণ্ঠনকারী যাযাবর জাতি ছিল। যাযাবর হইলেও সময় সময় মিশররাজ-কর্তৃক ইহারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করিবার অনুমতি পাইত। স্বদেশত্যাগী প্রবাসী ও বিদেশে পলাতকের প্রতি কিরূপ আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত, তাহার পরিচয় অজি.রুর নিকট ৪র্থ অমেন্হোতেপ্-লিখিত পত্রে পাওয়া যায়। হিটাইট-মিশরীয় সন্ধিতে ইহাদিগকে আতিথ্যদানের নির্দেশ স্থির হয়।

মিশরীয় কাহিনীসমূহে ব্যক্তিগত আতিথ্যদানের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। একটী ঘটনা ২০০০ খ্রী-পূ°-র। এক জন মিশরীয় পলাতক কোন বেদুইনের আশ্রয় পাইয়া মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। বেদুইন তাহাকে দুগ্ধ ও পানীয় দান করে। তৎপর সে কিছুকাল যাযাবরদিগের সহিত ভ্রমণ করিয়া রাজা অম্মুয়েন্শীর (সম্ভবতঃ সিরিয়ার অধিপতি) লাভ করে। তাহাকে রাজপুত্রদের শিক্ষক করা হয় এবং যথাক্রমে রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া, কোন প্রদেশের শাসনকর্তা ও সমগ্র বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাহাকে প্রত্যহ প্রচুর আহার্য ও মদ্যমাংসাদি এবং শিকার করিবার সুবিধা দেওয়া হইত। শেষ জীবনে সে মিশরে আগমন করিবার অনুমতি পায় এবং মিশর-রাজসভায় সমাদর লাভ করে। খ্রী-পূ° ১৩শ শতকে রামেসেসের রাজাকালের একটী কাহিনী 'মোহরের ভ্রমণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে আতিথ্যের মহদাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রী-পূ° ১২শ শতকের শেষভাগে উনমোন্ যেরূপ আতিথ্য ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

[H. R. Hall : Ancient Hist. of Near East, Lond. 1913 ; L. B. Paton : Syria and Palestine, Lond. 1902 ; A. H. Sayce : Patriarchal Pales-

tine, Lond. 1912; Day: Social Life of the Hebrews, Lond. 1901; Budge: Hist. of Egypt, Lond. 1902; R. A. S. Macalister: Sidelights from the Mound of Gezer, Lond. 1906, 83-106; H. C, Trumbull: Studies in Oriental Soc Life, Phil. 1894, 73-142; ERE, vi. 816-17]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

টিউটন এবং বল্টো-স্লাভদিগের অতিথিসেবা—প্রাচীন কালে টিউটন ও স্লাভদিগের মধ্যে অতিবিস্তৃতদোষযুক্ত আতিথ্যের প্রচলন ছিল। সীজ.র (Caesar: de Bell, Gall, vi. 23), টাসিটুস্ (Tacitus: Germ. 21), মরিসিউস্ (Mauricius: Strateg. xi. 5) প্রভৃতির গ্রন্থে এই আতিথ্যের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। লেটদিগের সিরোলিস্ (Cerolis) নামে আতিথ্যের দেবতাই ছিলেন। টিউটন-দিগের সহিত স্লাভদিগের খুব নিকট সম্পর্ক ছিল। উভয়ের আতিথ্যের পরিভাষা ও উহার ব্যুৎপত্তি ছিল একই। গথি° gasts, প্রা° স্লাভ gosti ও লাটি° hostis সব কয়টারই অর্থ আগন্তুক ও শত্রু। লিথু° wieszne ও লেট্ wisis অতিথি ও আগন্তুকের পরিভাষা। এই সমুদয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের উপহারের আদানপ্রদান হইতে আতিথ্যের উৎপত্তি হয়। টাসিটুসের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, যে উপহারকে অবহেলা করে সে অতিথিসেবক ও উপহার-প্রদানের উপযুক্ত নহে এবং যে প্রত্যুপহার অবহেলা করে সে বিন্দুমাত্র লাভের প্রতি মনোযোগী নয়। সম্ভবতঃ এই আদর্শেই প্রাচীন রাশিয়ায় gosti 'বণিকে'র পরিভাষা-রূপে ব্যবহৃত হইত—বাণিজ্য করাকে gostiti এবং ব্যবসায়কে gostiba বলা হইত।

এক্ষেত্রে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কোনও আগন্তুক আগমন করিলে (বিশেষতঃ ব্যবসা-উপলক্ষ্যে) তাহার নিকট যে দ্রব্যসম্ভার থাকিত উহার জন্য বিশেষ সমাদর লাভ করিত। গৃহস্থের সহিত আগন্তুক অতিথির এই সম্পর্ক ক্রমশঃ উন্নত ও সংস্কৃত হয়। স্লাভ অতিথিসেবকগণ আগন্তুকগণের প্রভু বা অভিভাবক বলিয়া কথিত হইত। অতিথি কাহারও গৃহে অবস্থান করিলে সে ঐ গৃহীর পরিবারস্থ সকলের সমানাধিকার ও সুযোগ লাভ করিত

আল্বানিয়ন্দিগের আতিথ্যের রীতি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, আল্বানিয়ন্-দিগের বিশ্বাসানুযায়ী তাহাদের অতিথিসেবা অদ্বিতীয় ছিল। উত্তর আল্বানিয়ার অধি-বাসিগণের আতিথ্যের অত্যুত্তম বৈশিষ্ট্যগুলি প্রশংসনীয়। দক্ষিণ আল্বানিয়ার অধিবাসি-গণের অতিথিসেবার রীতি তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ছিল না। অতিথিসেবকের পরিবার এবং বিশেষতঃ সে নিজে অতিথি যে নিরাপদে থাকিবে তজ্জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিত। অবশ্য যত দিন অতিথি পরিবারে অবস্থান করিত, অতিথি-সেবককে তত দিন এই দায়িত্ব রক্ষা করিতে হইত না—তবে অতিথি যখন গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিত তখনই সেবকের দায়িত্ব সূচিত হইত।

মরিসিউস্ স্লাভদিগের আতিথ্য-সম্বন্ধে বলেন যে, অতিথিসেবক অতিথির সহিত হত্যামূলক প্রতিহিংসার বিধানে সম্পর্কযুক্ত। সীজ.রের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, জর্মানগণ আগন্তুককে রক্ষা করিবার বাধ্যবাধকতা আপনাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিত; অতিথিকে আহত করা তাহাদের পাপকার্য ছিল। টাসিটুসের গ্রন্থে গৃহস্থ অতিথির রক্ষক ও সঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। টিউটন ও স্লাভ জাতিগণের সর্বত্রই অতিথি-সেবক অতিথির নিরাপদের জন্য জামিনদাতা হইত। এই জামানতের তাৎপর্য ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া প্রাচীন টিউটন ও স্লাভ অতিথি ও অতিথিসেবকের পরিভাষাসমূহ হইতে অনুধাবন করা যায়। লিথুনিয়ান্ অতিথির পরিভাষার ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে জানা গিয়াছে, উহার তাৎপর্যানুযায়ী] আগন্তুক আতিথ্যলাভ করিবামাত্রই গৃহস্থের পরিবারস্থ অন্যতম ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়। গৃহস্বামী যেমন তাহার গৃহের প্রত্যেকেরই জামিন, তেমনই অতিথির জামিন হইয়া পড়ে—অতিথিকে রক্ষা করা ও অতিথির পক্ষে যে কোন প্রতিহিংসাজনিত কার্য করা তাহার কর্তব্য। এমন কি, পরিবারস্থ কাহারও ন্যায় অতিথি অন্যায় বা অপরাধ করিলে তাহার জন্য গৃহস্বামীই দায়ী হইত। এঙ্গলো-স্যাক্সন বিধানেও এই নীতি পরিলক্ষিত হয়। উহাতে দেখা যায় যে, যদি কেহ কোন অতিথিকে তিন রাত্রির জন্য আশ্রয় দান করে ও তাহাকে আহার্য দেয়, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে অতিথি কাহাকেও আহত করে, তাহা হইলে গৃহস্থই আইনতঃ দায়ী (Liebermann: Die Gesetze der Angelsachen, i. 1, Halle, 1898, 11)।

রাশিয়ায় অতিথির অভ্যর্থনায় প্রীতি-অনুষ্ঠানের অয়োজন হইত। ঐ প্রীতিভোজে লবণ ও রুটি দিবার রীতি ছিল। এই নীতি হইতেই ক্রমশঃ সমগ্র উত্তর ইউরোপে আতিথ্যের আদর্শ ক্রমোন্নতি ও প্রসার লাভ করে। সমুদয় টিউটন ভাষায় অতিথিশালারও সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, অতিথিসেবা তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল।

টিউটন ও স্লাভদিগের মধ্যে অতিথিকে আপন পত্নীকে বা পরিবারস্থ অন্য কোন রমণীকে সম্ভোগ করিতে দেওয়া রীতি ছিল (Hesychins: Lexicon)। শয়নকালীন সুখসুবিধার জন্য সর্altবিধ ব্যবস্থাই করা হইত। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে অতিথি গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীর শয্যা লাভ করিত। কখনও বা গৃহস্বামী শয্যায় তাহার নিজের স্থান অতিথিকে ছাড়িয়া দিত, পত্নী তখন অতিথির সহিত থাকিত। কখনও বা অতিথিকে কন্যার বিছানায় তাহার সহিত শয়ন করিতে পাইত। এমন কি, ১৬শ শতকে Thomas Murner-কে লিখিতে দেখা যায় (Geschworne Artt. Art, 8 in Geuchmat, Basel 1519), কোন বিশেষ অতিথিকে সদ্বিশ্বাসে আপন পত্নীকে সম্ভোগ করিতে দেওয়া নেদার-ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অন্যতম রীতি।

[H. Usener : Gotternamen, Bonn, 1896, 106 ; C. Patsch (ed.) : 'Eine Reise durch die Hochlandergaue Oberalbaniens', — Zur Kunde der Balkanhalbinsel, i, Vienna & Leip. 1904 ; O. Schrader : Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgesch. und Warenkunde, i. Jena. 1886, ch.-1 ; ঐ : Reallexikon der indogerman. Altertumskunde, Strass. 1901—'Gastfreundschaft' ; ERE, vi. 818-19.]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

গ্রীস ও রোমে অতিথি—গ্রীস ও রোম উভয় দেশেই আতিথ্যের (লাটি° hospitum, hospitalitas) যে সম্পর্ক তাহা বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে বা বিভিন্ন পরিবারের পরস্পরের মধ্যে সম্বদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক অপেক্ষা উক্ত দুই সম্পর্কের প্রাবল্য ছিল বেশী। অবশ্য কোন পরিবারের সহিত কোন রাজ্যের বা ব্যক্তির সম্পর্কও দেখা যাইত। এজন্য উভয় দেশেই ব্যক্তিগত বা সাধারণ উভয় ক্ষেত্রেই আতিথ্যের প্রচলন ছিল। তাহাদের আতিথ্য ছিল অন্যোন্যানুবন্ধী, অর্থাৎ অতিথি ও অতিথিসেবকের উভয়ের স্বতন্ত্র কোন নাম ছিল না—উভয়ে ভ্রাতৃত্বের আখ্যায় অভিহিত হইত। তবে গ্রীক্ ও রোমান্ উভয় ভাষাতেই আতিথ্যের গুণ ও আতিথ্যের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য উভয়ের স্বতন্ত্র শব্দ বা নাম ছিল। পরে গ্রীকগণ অতিথি ও অতিথিসেবকের জন্য স্বতন্ত্র শব্দের প্রচলন করে।

প্রাচীন গ্রেকো-রোমান্ সমাজে প্রত্যেক বৃহৎ শহরে রাজকীয় বা রাজ-পৃষ্ঠপোষিত হোটেল ছিল না। এজন্য সামাজিক জীবন-ধারায় সম্পর্করক্ষায় জন্যই আতিথ্যের রীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই সম্পর্কব্যাপারে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা রাজনীতিবহির্ভূত ছিল। ইহাতে এক জন তাহার জাতীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিত। ইহা হইতেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী বা ইউরোপীয় সৌভ্রাত্রের সূচনা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহা পরস্পরানুবন্ধী ছিল; কারণ যে আতিথ্য দান করিত, সেও আবার অতিথির আতিথ্য গ্রহণ করিত—যে অতিথিসেবক, সেই হয়তো পরদিবস অতিথিতে পরিগণিত হইত। সেবক প্রকারান্তরে অতিথির আতিথ্য গ্রহণ করিলে সে আপনার ব্যবহার ও পরিচর্যার ফলস্বরূপ অতিথির উপর আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নির্ভর করিতে পারিত। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

গ্রীস ও রোমে আতিথ্যের সম্পর্ক বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকাররূপেও দেখা যায়। Iliad গ্রন্থে দেখা যায়—Glaucus যখন তাঁহার কুলপরিচয় ঘোষণা করেন, তখন তাহাতে Diomede লক্ষ্য করেন যে, তাঁহার পিতামহ Œneus ও Glaucus-এর পিতামহ Bellerophontes-এর মধ্যে আতিথ্যের চুক্তি ছিল। তদনুযায়ী উত্তরাধিকারসূত্রে Glaucus ও Diomede উভয়ে উভয়ের মধ্যে আতিথ্যসম্পর্ক লক্ষ্য করেন এবং উভয়ে উভয়ের শত্রু হইয়া পরস্পরকে আক্রমণোদ্যত অবস্থা হইতে অপসৃত হন ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তি স্থাপন করেন (Iliad, vi. 215)। Odyssey গ্রন্থেও দেখা যায়—Mentesএর ছদ্মবেশে Athene যুবক Telemachus-এর বিশ্বাস লাভ করিবার অভিপ্রায়ে Telemachusকে বলেন যে, তাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে আতিথ্যসম্পর্কে বদ্ধ বন্ধু (Ody. i. 187)। আবার অন্যত্র Telemachus-এর সহিত Nestor-এর পুত্র Pisistratusএর উত্তরাধিকারজনিত আতিথ্যসম্পর্কিত প্রীতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় (Ody. xv. 195-98)। রোমানদের মধ্যে দেখা যায়, Pompey রাজা Jubaর সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে আতিথ্যসম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন (Caesar : de Bell. Civ. ii. 25. 4)। Ariovistus ও Metiusএর মধ্যেও ঐরূপ সম্পর্ক ছিল (De Bell. Gall. i 47. 4)।

আতিথ্যসম্পর্কের সূচনার সময় পরস্পরের পরস্পরকে উপহার দান করিবার রীতি ছিল। এই উপহার দান করিলে উভয়ের মধ্যে আতিথ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইত। Glaucus ও Diomede যখন আপনাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন, তখন সেই সম্পর্ক রক্ষার জন্য উভয়ে বর্ম-বিনিময় করিয়াছিলেন। Æneas-কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, Evander ও Æneasএর মধ্যে যাহাতে বন্ধুত্বস্থাপন উপহারদানদ্বারা সূচিত হয় এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কাব্যরচয়িতা নিজেও বলিতেছেন যে, তিনি বাল্যাবস্থায় Æneas-এর পিতা Anchisesএর নিকট হইতে এইভাবে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন (Æn. viii. 166f)।

আতিথ্য-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ প্রতারণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য টিকিটের প্রচলন করিত। এই টিকিটের দুইটী অর্ধ্বও সম্পর্কিত দুইটী দলের নিকট থাকিত। Plautusকে এ বিষয়ে উল্লেখ করিতে দেখা যায় (Pœn. v. ii. 92 ; v. i. 25 ; 'Deum hospitalem ac tesseram mecum fero')। সম্ভবতঃ এই প্রথার অভ্যুদয় হয় হোমারের পরবর্তী যুগে। হোমারের যুগে এই প্রথার প্রচলন থাকিলে জেলখানা হইতে পলায়ন করিবার জন্য যে উপায় নির্দেশিত হইয়াছিল, Socrates যদি সেই উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে Crito-কর্তৃক Socratesকে এই প্রথায় গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত পাওয়া যাইত। ধর্মের অনুমোদন ও শাসনদ্বারা আতিথ্যের এই সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। লোকে যে শুধু স্বাভাবিক সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আতিথ্যের সম্পর্ক বজায় রাখিত তাহা সত্য নয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, Zeus Ænios ও Jupiter আতিথ্যের সম্পর্কে আবদ্ধ ; সুতরাং এই সম্পর্ক যে অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ে আতিথ্য-দেবতার (Zeus Ænios-এর) রোষোৎপাদনের ভয়ে লোকে ইহা রক্ষা করিত। গ্রাক্-সাহিত্যে অনেক নীতিগল্পের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

আতিথ্য-দেবতার নিকট অপরাধের ক্ষমা নাই। দেবতারা মানুষের কার্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিদেশীর বেশ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—এরূপ বিশ্বাস সেযুগে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। Ovid-কর্তৃক লৌহ-যুগের বর্ণনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রোমানরাও আতিথ্যের সম্পর্ককে খুব পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিত (Met. i. 144)।

প্রাচীন গ্রেকো-রোমান্ সমাজে আতিথ্য-সম্পর্কের সূচনায় দান-বিনিময়ের প্রথা বর্তমান তো ছিলই, অধিকন্তু আগন্তুকমাত্রেরই কিছু প্রাপ্তির অধিকার ছিল। আগন্তুকের সম্মান, প্রতিপত্তি ও অতিথিসেবকের অবস্থার উপর এই দানের মূল্য নির্ভর করিত। এই কারণেই Odysseus Cyclopদিগের নিকট হইতেও প্রথমে কিছু দানপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন (Ody. ix. 266f.)। ভিক্ষুক হিসাবে তিনি Nausicaaর নিকট হইতে মাংস ও পানীয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। Nausicaa দান-কালে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে—সমস্ত বিদেশী এবং দরিদ্রই Zeus-এর নিকট হইতে আসিতেছেন এবং দান যত সামান্যই হউক তাহা গ্রহণ করা উচিত। (Ody. vi 207f)। কিন্তু Odysseusএর নাম ও যশ Phaeacianদের নিকট বিস্তৃত হইলে বিদায়কালে তিনি বহুবিধ উপহার লাভ করিয়াছিলেন। Menelausও এইরূপ ভ্রমণকালে প্রভূত উপহার প্রাপ্ত হন—(Ody. iv. 90, 125-32)। বস্তুতঃ Odyssey হইতে এই ধারণাই জন্মে যে, সেযুগে কোন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষে ভ্রমণ ব্যয়সাধ্য না হইয়া লাভজনকই হইত।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আতিথ্যসম্পর্কের প্রমাণ-স্বরূপ Sybaris ও Miletusএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Herodotusএর মতে, এই রাজ্য দুইটির মধ্যে আতিথ্যসম্পর্ক যেরূপ গাঢ় ছিল সেরূপ আর দেখা যায় নাই (Herod. vi. 21)। তখন দুইটি রাজ্যের মধ্যে কখন কখন আতিথ্যের একটা বাহ্য সম্পর্ক যে থাকিত Platoর আইন পুস্তকেও এরূপ আভাষ পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে এক রাজ্যের অধিবাসীরা অপর রাজ্যকে নিজেদের দ্বিতীয় রাজ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। আতিথ্য-সম্পর্কিত বিদেশের স্বার্থ যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহার জন্য এক জন করিয়া Proxenos নিযুক্ত হইতেন। বর্তমান যুগের consul হইতে proxenosএর কিছু পার্থক্য ছিল। proxenos যে দেশে নিযুক্ত হইতেন তিনি সেই দেশেরই লোক। cousul আতিথ্য-সম্পর্কিত দেশের লোক। এথেন্সে দেশের অধিবাসীরাই proxenosকে নিযুক্ত করিত (Thuc. ii. 29); স্পার্টায় রাজা স্বয়ং তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন (Herod. vi. 57)। কখন কখন এই পদের জন্য বেতন নির্দিষ্ট থাকিত। Corcyraean শিলালিপিতে রাষ্ট্র-কর্তৃক proxenosএর জন্য জমিক্রয়ের কথা উল্লিখিত আছে (Bockh, Corpus Inscrip. Graecarum ii. 17, ins. 1840)। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যশোলিপ্সু ধনী ব্যক্তিরাই বিনা পারিশ্রমিকে এই কার্য করিতেন। Proxenosদিগকে উপলক্ষ্য করিয়াই রাজ্য দুইটির মধ্যে সাধারণ যোগাযোগ রক্ষিত হইত এবং proxenos-দিগের দ্বারাই উভয় রাজ্য-সংক্রান্ত সাধারণ কথাবার্তা চালান হইত। Proxenosদিগের গৃহেই বিদেশীয় দূতগণ অভ্যর্থিত হইত বলিয়াই তাহাদের বিষয় এই নিবন্ধে কিছু কিছু উল্লিখিত হইল। তাহা ছাড়া রাজ্যের সহিত ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কের নিদর্শনও ইহাকে বলা যায়।

রোমানদের মধ্যেও আতিথ্য-সম্পর্কিত সমস্ত নিয়মই গ্রীকদের মত ছিল। Livy বলেন Servius Tullius Latin নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত ব্যক্তিগত এবং দেশগত উভয় প্রকার আতিথ্যের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন (Livy, i. 45. 2)। আরও দেখা যায় যে, দস্যু-প্রবৃত্তি Liparensianগণ একটী রোমান্ উপহার হাতে পাইয়াও তাহাদেরই স্বদেশবাসী Timasitheus নামক এক ব্যক্তির কথায় তাহা নিরাপদে ডেল্ফিতে পৌছাইয়া দিয়াছিল ; ইহার প্রতিদানে সিনেট Timasitheus-কে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়া নানাবিধ উপহার প্রদান করেন (Livy, v. 28. 5)। ২১২ খ্রী-পূ° Capuaর যুদ্ধের সময় Crispinus নামক এক জন রোমান এবং Badius নামক এক জন Capuan আতিথ্যের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, কারণ এককালে Badius রোগাক্রান্ত হইয়া Crispinus-এর গৃহে শুশ্রূষা লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় Crispinus Badius-কর্তৃক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বার বার আহূত হইয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। কিন্তু যখন Badius আতিথ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন তখন তিনি সেনাপতিদের অনুমতি লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিলেন (Livy, xxv, 18. 9)।

Livy বলেন, ১৭৩ খ্রী-পূ° হইতে আতিথ্য সম্পর্কের কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই বৎসর এক জন consul ব্যক্তিগত-ভাবে প্রেনেস্টে দেশে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও রোম ও প্রেনেস্টের মধ্যে আতিথ্যের সম্পর্ক বর্তমান ছিল, তথাপি তাঁহাকে কেহ ব্যক্তিগতভাবে অথবা সাধারণ-ভাবে কোন সম্মান প্রদর্শন করে নাই। ইহাতে মর্মাহত হইয়া যখন কাম্পানিয়া দেশের ব্যাপারে তাঁহাকে প্রেনেস্টে দেশে যাইতে হইয়াছিল তখন তিনি পূর্বে পত্রদ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন, সাধারণের ব্যয়ে তাঁহার জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদায়ের সময় খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত রাখিতেও বলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট-গণ মৈত্রীরাজ্যে গমন করিলে ব্যক্তিগত আতিথ্যেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কিন্তু ইহার পরে এই ধরণের দাবী তাঁহারা উপস্থিত করিতেন (Livy, xlii. 1)।

এখন দেখা যাউক, অতিথি-সেবার

উৎপত্তি কি। যে যুগে বিদেশীদের সকলে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিত এবং সেইজন্য লোকে বিদেশে গমন করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিত, সেযুগে অতিথিসেবার প্রচলন হওয়া বিস্ময়ের কথা। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এবং বিদেশে অপরিচিতগণের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, এই ভয়ে লোকে কখনও সখ করিয়া বিদেশ ভ্রমণ করিত না। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে লোক বিদেশে যাইত না। কিন্তু খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া স্বদেশে বাস করা বিপজ্জনক হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে বিদেশে গমন করিতে হইত। যেভাবেই বিদেশে গমন করিতে হউক, সেখানে সে সম্পূর্ণ অসহায় থাকিত—তাহার জীবনও সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিত না। রাজ্যের আইনও বিদেশীর পক্ষে অনুকূল ছিল না। সেই জন্য সাধারণ লোকের দয়াই তাহার ভরসা ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকেদের মনও সঙ্কীর্ণ ছিল এবং তাহাদের নীতিজ্ঞানও বিশেষ প্রসারতা লাভ করে নাই। শূকর পালক Eumaios-এর মুখে যখন শুনা যায়, "যে অপরিচিত ব্যক্তিকে আমি আমার গৃহে আশ্রয় দিয়াছি তাহাকে হত্যা করিতে হইলে আমার আনন্দিত মনে Zeus-এর নিকট প্রার্থনা করা উচিত" (Ody. 14. 405), তখন বুঝিতে পারা যায় যে, হোমারের যুগেও বিদেশীদের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব খুব ভাল ছিল না।

ধর্মই প্রাচীনকালে সাধারণের নৈতিক চরিত্র পরিচালনা করিত। সুতরাং বিদেশীদের প্রতি ঐ মনোভাব দূর করিতে হইলে একমাত্র ধর্মের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব ছিল। সেই জন্যই লোকের ঐ মনোবৃত্তি দূর করিবার জন্য নানাবিধ ধর্মের অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায় ; এই অনুশাসনগুলি রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিদের এবং বিদেশীদের—দেশের আইন অথবা বিচারালয় পর্যন্ত যাহাদের অনুকূল ছিল না তাহাদিগকে রক্ষা করিত। এইভাবে সাধারণের মনে বিদেশীদের প্রতি সমবেদনা জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ সাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অসহায় ও আশ্রয়হীন বিদেশীকে হত্যা করিলে সমাজের নিকট অপরাধী এবং দেবতার নিকট পাপী হইতে হইবে। সাধারণের নীতিজ্ঞানের এই পরিবর্তনের ফলেই যে বিদেশীদের অনুকূলে আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। অবশ্য প্রথমে অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মনে বিদেশীদের প্রতি সমবেদনা জাগিয়াছিল। তাহার ফলেই ধর্মের অনুশাসনের সৃষ্টি। অনুকূল আইনের সৃষ্টি অনেক পরে। বস্তুতঃ আইন-সৃষ্টির অনেক পূর্ব হইতেই লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, Zeus Xenios অপরিচিত অতিথিকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হোমারের Odyssey ও Iliad গ্রন্থে ইহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। আতিথ্য-দেবতার রোষোৎপত্তির ভয়ে লোকে অতিথিসেবার ত্রুটি করিত না। অতিথির বেশে দেবতাও আসিয়া থাকেন এমন ধারণারও সৃষ্টি হইয়াছিল। Antonius যখন এক জন ভিক্ষুককে একটা যষ্ঠ ছুঁড়িয়া মারেন, তখন আর এক ব্যক্তি নিম্নোক্তরূপে তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন—

'Antonius, তুমি ঐ অসুখী অভিশপ্ত পথিককে আঘাত করিয়া ভাল কর নাই। স্বর্গের দেবতাগণ দেখিয়াছেন। দেবতাগণও অনেক সময়ে অন্যান্য দেশ হইতে অতিথির বেশে লোকের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়ান।'—Ody. xvii. 483-87.

এমন কি, St. Paulএর সময়ও Lycaoniaর নগরবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, অতিথির বেশে দেবতারা অনেক সময় উপস্থিত হন (Ac. 14˝)। এই দেশেই Baucis ও Philemon অতিথিরূপী Jupiter ও Mercuryর সেবা করিয়াছিলেন (Ovid. Met. viii 626-720।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

গলদেশে অতিথি—গলদিগের মধ্যে বিদেশীয় জাতিসমূহের রীতিনীতি-সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার আগ্রহ বিশেষভাবে ছিল। এই আগ্রহের ফলে তাহাদিগের অতিথিসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করে। দূরদেশীয় জাতিসমূহের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য তাহারা পরিব্রাজক চারণদিগকে সাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিত, উহাদিগের স্বদেশের বীরবৃন্দের বীরত্বগাথা মাত্র শুনিবার জন্য ঐ চারণদিগকে আদর করা হইত না। কোন আগন্তুককে তাহারা ফিরাইয়া দিত না—তাহাকে তাহারা সম্মানের সহিত গৃহে আনিয়া আহার্য দান করিত এবং প্রশ্ন করিয়া তাহার নিজদেশের বিষয় যথাসম্ভব জানিয়া লইত। Celto - Iberianদিগের নিকট প্রত্যেক পর্যটক সাদরে আপ্যায়িত হইত, কারণ তাহাদিগের ধারণা ছিল যে, আগন্তুকদিগের সঙ্গলাভ করিলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়।

[G. Dottin: Manual pour servir a l'etude de l'antiquite celtique, Paris 1906, 117; Caesar: de Bell. Gall. iv. 5; ERE, vi. 799].

আয়র্লণ্ডে অতিথি — আয়র্লণ্ডে অতিথিসেবার প্রথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে। তথায় আতিথ্য ধর্মের অঙ্গবিশেষে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই দেশের প্রাচীনতম কাল হইতে আইনের দ্বারা এই ধর্মকে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতিথিসেবায় আইরিশগণের নিষ্ঠার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়া তাহার সর্বপ্রকার সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন আয়র্লণ্ডে কোন নৃপতি বা সর্দার যে কোন পর্যটক আগন্তুককে দেখিতেন তাহাকে কোনরূপ প্রশ্নাদি না করিয়া অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করিতে বাধ্য ছিলেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাঁহাকে ক্ষুব্ধ প্রজাবর্গের বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইত। নৃপতি সকল সময় অতিথির জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেন।

সাধারণতঃ তিন দিন ও তিন রাত্রি অতিথি আতিথ্যের দাবী করিতে পারিত; অতঃপর অতিথিসেবকের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিত না, ইচ্ছা করিলে সে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত। যে গৃহে অতিথি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সে গৃহের অধিস্বামী যদি কখনও দেখিত যে, অযত্নের জন্য সে অতিথিসেবকের যোগ্য নহে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহাকে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখা যাইত। অতিথি যখনই একবার খাদ্য গ্রহণ করিয়াছে তখন অতিথিসেবক রাজা হউক বা প্রজা হউক সে কোনরূপ হিংসাবৃত্তি বা উগ্রতা অবলম্বন করিতে বা অতিথির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারিত না। অতিথি যতক্ষণ কাহারও গৃহে থাকিত, ততক্ষণ সেই গৃহীর সর্বপ্রযত্নে আইনানুযায়ী অতিথিকে রক্ষা করিতে হইত। এমন কি কোন রাজকর্মচারী নির্দিষ্ট দিবস উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অতিথিসেবকের গৃহে প্রবেশ করিয়া অতিথিকে বন্দী করিতে পারিত না। রাজকর্মচারী উহা করিলে পরিবারের মর্যাদাহানির অপরাধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিবার নীতি ছিল। রাজা বা প্রজা যে কেহ অতিথিসেবায় কর্তব্যভ্রষ্ট হইলে তাহাকে যথেষ্ট লজ্জা ভোগ করিতে হইত। এই লজ্জাভোগকে আইরিশগণ face-blush (enech-ruice) বলিয়া থাকে। যদি রাজা বা প্রজা অপরের অপরাধে অতিথিসেবায় প্রয়োজনীয় বিষয়ে অভাব দেখিত, তাহা হইলে ঐ অপরাধীকে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইত; এই শাস্তির নাম blush-fine.

যে কোন অতিথিকে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া আপ্যায়িত করিতে শাসক বাধ্য ছিলেন বটে, কিন্তু অতিথির প্রয়োজনে তাহাকে রক্ষার বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে তিনি তাহার বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান করিতে পারিতেন। অধিক সংখ্যক অতিথিকে সেবা করিতে গিয়া কাহারও ক্ষমতার বহিরে যাওয়া উচিত নয়।

সাধারণ অতিথিসেবক (public hospitaller) নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা তাহাদের কর্তব্যসাধনের নিমিত্ত রাজার নিকট হইতে ভূমি লাভ করিত। তাহাদের সামাজিক অবস্থা খুব সম্মানের এবং যাহারা তাহাদের আতিথ্য লাভ করিত তাহারা তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে বাধ্য ছিল। সাধারণ অতিথিসেবকগণ ব্রুগেড নামে কথিত হইত। দুই প্রকারের ব্রুগেডের নাম পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট এবং সাধারণ শ্রেণীতে যাহারা পড়ে তাহাদিগকে 'brugaid cedach' বলা হইত। তাহারা একশ'টী করিয়া প্রত্যেক জন্তু, এক শত মজুর এবং অতিথিদের জন্য উপযুক্ত আহার ও বাসস্থান রাখিত। উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা পড়ে তাহাদিগের নাম 'brugaid lethech'; তাহারা দুই শত করিয়া প্রত্যেক জন্তু রাখিত, আসবাবপত্রে গৃহ সাজাইয়া রাখিত এবং অতিথিদিগের জন্য একশ'টী শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

আর এক প্রকার সাধারণ অতিথি-সেবক ছিল, তাহাকে biatach বা bia-dhtach বলিত। ব্রুগেডের সহিত তাহার কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য ছিল না। সে সকল সময়েই পথিকদের এবং সৈনিকদের সেবা করিতে প্রস্তুত থাকিত। কাজ সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে কৃষিযোগ্য ভূমি দান করা হইত। Finnএর সময়ে কতকগুলি নারী ব্রুগেড ছিল; তাহারা দলপতি এবং যোদ্ধাদের সেবা করিত। খ্রীস্টীয় যুগের প্রথম দিকে পথিকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যেক আশ্রমে একটী করিয়া অতিথিশালা ছিল; আশ্রম-নিবাসী কতকগুলি লোকের নির্দেশানুযায়ী এই অতিথি-শালাগুলি পরিচালিত হইত। আশ্রমবাসীরাই অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিত, তাহাদের পা হইতে জুতা খুলিয়া দিত, গরমজলে তাহাদের পা ধুইয়া দিত এবং তাহাদের জন্য খাদ্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিত। কোন শাসকের বাটীর পার্শ্বে বা অনুন্নত সামাজিক অবস্থার ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ব্যয় বহন করিতে সক্ষম তাহার বাড়ীর পার্শ্বেও অতিথিশালা দেখিতে পাওয়া যাইত।

যদি কোন আশ্রম নদীর ধারে অবস্থিত হইত এবং সে নদীতে যদি সেতু না থাকিত, তাহা হইলে অতিথিদিগকে বিনামূল্যে পার করিবার জন্য সন্ন্যাসীদের নৌকা প্রস্তুত রাখিতে হইত। আইরিশ ধর্ম-প্রচারকেরা তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য রোমের পথে অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিল।

ইঙ্গ নর্মান অভিযানের সময় সাধারণ অতিথিশালাগুলি (hostels) সংখ্যায় কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অবশেষে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়।

[P. W. Joyce: Social Hist. of Ancient Ireland, Lond. 1903; Ancient Laws of Ireland, Lond. 1869-74; Stokes & O'Donovan: Cormac's Glossary, Cal. 1868, 66, 103, 130; O'Donovan (ed.): Tribes & Customs of Hy-many—Irish Arch. Soc., v. 1843; E. O'Curry: Manners and Customs of the Ancient Irish, Lond. 1873; Keating: Hist. of Ireland (tr. O'Mahony), Lond. 1866; Revue Celtique, ix. 1888, 495n.3; xv. 1894, 431; xxi 1900, 315, 397; xxii. 1901; ERE, vi. 799-802]

শ্রীজয়দেব বসু

ওয়েল্‌সদেশে অতিথি — ওয়েল্‌শ-দিগের অতিথিসেবার আদর্শও আইরিশ-গণের অনুরূপ। কোন পল্লীতে যখন কোন আগন্তুক উপস্থিত হইত, সে তখন তাহার বাহুদ্বয় তুলিয়া ধরিত। ইহার অর্থ এই যে, আগন্তুক গৃহস্বামীর শান্তির আশ্রয়ে থাকিতে চায়। আগন্তুকের যদি আশ্রয়ের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে প্রথম দুই রাত্রি গৃহস্বামীর অতিথিরূপে তাহার সমাদর করা হইত, কিন্তু তৃতীয় রাত্রি হইতে তাহাকে গৃহস্বামীর পরিবারস্থ এক জন হিসাবে গ্রহণ করা হইত। অধিক রাত্রি বাস করিবার ইচ্ছা থাকিলে পদধৌত করিতে অনুমতি দিবার রীতি ছিল। অতিথি যদি পদপ্রক্ষালনে অনুমতি না দিত তাহা হইলে গৃহস্থ স্বতঃই

বুঝিত যে, অতিথি মাত্র প্রাতরাশই গ্রহণ করিবে, আর রাত্রিযাপন করিবে না।

ওয়েল্‌শ যুবকগণ এক এক জন নির্বাচিত নেতার অধীনে সশস্ত্র বাহিনীরূপে পরিবারবর্গ লইয়া দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিত। ইহারা দেশরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। প্রত্যেক গৃহেই ইহাদের আশ্রয়লাভের জন্য অবাধ গতি ছিল।

অতিথিদিগকে আনন্দদানের জন্য প্রতি গৃহস্থেরই তরুণী ও বীণাবাদক নিযুক্ত থাকিত। ইহারা কথাবার্তায় ও সঙ্গীতাদিতে অতিথিদিগের মনোরঞ্জন করিত। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা গৃহস্বামীর সামর্থ্য ও অতিথির ব্যক্তিগত পদমর্যাদা হিসাবে করিবার নীতি ছিল। ওয়েল্‌স-এ টেবিলে খাওয়ার নিয়ম ছিল না। বৃহৎ বৃহৎ থালায় তিন জন করিয়া লোকের খাদ্য সাজাইয়া গৃহতলে বিছান খড় বা ঘাসের উপর দেওয়া হইত। এই থালায় প্রদত্ত খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ, পনীর, মাখন, পাককরা মাংস ও প্রত্যহ প্রস্তুত রুটি প্রধান। অতিথির আহার না হওয়া পর্যন্ত পরিবারবর্গ অপেক্ষা করিত এবং গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া অতিথির আহারের তদারক করিত। অতঃপর সঙ্গীতাদি করিয়া সন্ধ্যাকাল কাটান হইত। অতিথিকে শয্যা দিবার ব্যবস্থা বিশেষ আরামপ্রদ ছিল। প্রধান হলঘরের চারিদিকে খড় বা ঘাসের শয্যা রচনা করিয়া উহাদের উপর চাদর পাতিয়া দেওয়া হইত এবং ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে অগ্নিকুণ্ড করা হইত। অগ্নিকুণ্ড সারারাত্রি জ্বলিত। পরিবারবর্গ সাধারণভাবে শয়ন করিত।

তৃতীয় রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থের পরিবারবর্গ অতিথির সর্ববিধ সুখসুবিধার জন্য দায়ী থাকিত। যদি এই তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে অতিথি চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ তাহার নিকট হইতে ঐ রাত্রির ক্ষতির পরিমাণ আদায় করিতে পারিত, কিন্তু উহাতে সমর্থ না হইলে গৃহস্থকে অপহৃত দ্রব্যের অধিকারীকে তিন পাউণ্ড বা আপন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে হইত।

যদি দেখা যাইত যে, এক জন অতিথি বেশ সুস্থ অবস্থায় কোন গৃহস্থের আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়াছে এবং প্রভাতে তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখা গিয়াছে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গ অতিথির প্রতি কোনরূপ ভীতিপ্রদর্শন না করিলেও বা কোন অতিথিকে কোনরূপ আঘাত না করিলেও সে গুরু শাস্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত না। অপরপক্ষে যদি অতিথি আগমনের পরদিবস সকালে গৃহস্বামীকে মৃত দেখা যাইত, তাহা হইলে আগন্তুককেই সন্দেহ করা হইত। বাড়ীতে ভৃত্য থাকিলে সেও এই সন্দেহ অতিক্রম করিতে পারিত না।

আয়ল্যণ্ডের মত এখানেও অতিথি তিন দিনের বেশী থাকিতে পারিত না। অবশ্য কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশ পাইলে অধিক দিন থাকিতে দিবার নিয়ম ছিল।

নৃপতির অতিথির সমাদরে বৈশিষ্ট্য ছিল। এইরূপ অতিথি নৃপতির পারিবারিক পরিচালক-কর্তৃক মদ্য ও আহার্যের দ্বারা পরিচর্যার উপযুক্ত স্বয়ং নৃপতি-প্রমুখ ষষ্ঠবিধ ব্যক্তির অন্যতমরূপে বিবেচিত হইত।

[Hubert Lewis : Ancient Laws of Wales (ed. J. E. Lloyd), Lond. 1889 ; Giraldus Cambreusis : Opera (ed. J. F. Dimock), Lond. 1861-91, i. 10, p. 182f ; ঐ : Descrip. Kambriae : i. 10, p. 182f ; Rhys and Brynmor-Jones : Welsh People, Lond. 1910 ; T. Wright : Hist. Works of Giraldus Cambreusis, Lond. 1863 ; Aneurin Owen : Ancient Laws and Institutes of Wales, Lond. 1841 ERE, vi. 802-3]

শ্রীজয়দেব বসু

খ্রীস্টানদের মধ্যে অতিথিসেবার আদর্শ—খ্রীস্টধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে অতিথি-সেবার রীতি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাবের পরে ও উহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টানগণ ঐ রীতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করে। খ্রীস্টানদিগের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলে' অতিথিসেবার আদর্শের বহু বিধান আছে। এক জন খ্রীস্টান তাহার ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র গ্রহণ করিয়া আশ্রয়ের জন্য কোনরূপে উদ্বিগ্ন না হইয়া রোম-সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারিত। যেখানেই কোন খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান থাকিত, সেখানে সে অভ্যর্থনা লাভ করিয়া আহার ও আশ্রয় পাইত। সে পীড়িত হইয়া পড়িলেও তাহার প্রতি সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বনের রীতি ছিল। শুধু ইহাই নহে, খ্রীস্টানগণ সমুদয় দরিদ্র পর্যটককেই আতিথ্য দান করিত।

প্রাচ্যের খ্রীস্টানদের মধ্যে কোন পীড়িত পান্থ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি সমবেদনা দেখাইয়া তাহার সেবা করাই গৃহস্থের সর্বাধিক সহানুভূতি ও উদ্বেগ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই আদর্শ হইতেই হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল খ্রী° ৪র্থ শতকে—ঐ সময়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যখন ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়, তখন প্রাচ্যের তথাকথিত খ্রীস্টানগণ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করে। সিরীয়ারাজ্যে এদেসা নগরীতে ৩৭০ খ্রী° এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় (Sozomen : Historia Ecclesiastica, iii)। কাপ্পাডোকিয়া প্রদেশের অন্তর্গত সিসারিয়া নগরীর বিশপ বাসিলও (Basil) অতঃপর ৩৭৫ খ্রী° নগরীর নিকটে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাসপাতাল দুইটী প্রথম হাসপাতাল হইলেও উহাদের পরে প্রতিষ্ঠিত কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের হাসপাতালেই আরোগ্যকামী সর্বশ্রেণীর রোগীর সেবার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ধর্মযাজক ক্রিসোস্টম্ (Chrysostom) তাঁহার যাজকত্বের আয় হইতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, সেই অর্থে কয়েকটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হাসপাতালগুলি ৪০০ হইতে ৪০৩ খ্রী° মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক হাসপাতালে দুই জন করিয়া বিশ্বস্ত যাজক নিযুক্ত হন, তাঁহারা চিকিৎসক, রন্ধনকারী ও

কর্মীদিগকে সাহায্য করিতেন। সাতটী বিভিন্ন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেগুলি—(১) Xenodochium — আগন্তুক পান্থ এই স্থানে আশ্রয়লাভ করিত, (২) Nosocomium—এখানে আশুসঙ্কটজনক রোগী স্থান লাভ করিত, (৩) Lobotrophium—এইস্থানে পঙ্গু ও দীর্ঘস্থায়ী রোগে অসমর্থকে আশ্রয় দেওয়া হইত, (৪) Orphanotrophium—অনাথগণ এখানে স্থান লাভ করিত, (৫) Ptochotrophium—দরিদ্রের আশ্রয়স্থান, (৬) Gerontotrophium—জরাগ্রস্তের আশ্রয়স্থান, এবং (৭) Pandochium—সর্বশ্রেণীর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল। জেরোম (Jerome) বেথ্‌লেহেমে প্রথম অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৫১ খ্রী° প্রথম হাসপাতালের কেরানীগণ বিশপের অনুগত কর্মচারীতে পরিগণিত হয়। এই সময় চার্চের ব্যয়ে যাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ছিল তাহাদের মধ্যে বিধবাদিগের প্রথম সুবিধা দেওয়া হয়। অবশ্য বিধবাগণকে ইহার পরিবর্তে রুগ্না রমণীদের পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রতীচ্যে খ্রীস্টধর্মীদের মধ্যে অতিথি-সেবার রীতি দুইটী বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে। একটী হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠার ও অপরটী পান্থশালা-পরিচালনার মধ্য দিয়া উৎকর্ষ লাভ করে। অকর্মণ্য, কুষ্ঠরোগী, অন্যান্য রোগী ও আতুরের জন্য হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। হাসপাতালগুলি বিশপদিগের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। পান্থশালাগুলি ধর্মমন্দিরসমূহের সহিত সংযুক্ত থাকিত এবং সেগুলি পথিকের সুবিধার জন্য প্রধান পথসমূহের উপর এবং ভীষণ ও গহন গিরিবর্ত্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইত। অতিথি-সেবা বিশপের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। সেণ্ট পলও বিধান দিয়াছেন যে, বিশপ অতিথিসৎকার-ব্যাপারে সকল সময় অবহিত থাকিবেন। জেরোম (Ep. lii.) ও ক্রিসোস্টম-(Second Sermon on Genesis) এর উপদেশাবলীতেও বিশপদিগকে ধর্মের আনুকূল্যে আগন্তুক ও আতুরের জন্য তাঁহাদের গৃহ উন্মুক্ত রাখিতে এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ভোজনের টেবিল প্রস্তুত রাখিতে বলা হইয়াছে। সেণ্ট অগস্টাইন তাঁহার নিজ গৃহে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার অতিথিগণের সহিত এক টেবিলে বসিতেন। গ্যালিকান্ (Gallican) চার্চের কাউন্সিলগুলির বিধানসমূহে দরিদ্র ও রুগ্নের সেবা-ব্যপদেশে নির্ণীত সর্বপুরাতন নিয়মাবলী দেখা যায়। খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে এই কাউন্সিলগুলি বসিয়াছিল। এই সমুদয় কাউন্সিলে যে সমুদয় বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেগুলিতে দেখা যায়, নৃপতির নিকট ধর্মপ্রতিষ্ঠান যে ভূখণ্ড লাভ করিত তাহার দুই-তৃতীয়াংশ দরিদ্র ও যাজকের ভরণপোষণের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ বন্দীর উদ্ধারসাধনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইত। বিশপ তাঁহার ক্ষমতায় যথাসাধ্য রুগ্ন ও দরিদ্রগণকে আহার ও বস্ত্রদানে প্রস্তুত থাকিতেন। একটী বিধানে উল্লিখিত আছে, সর্বপ্রাচীন হাসপাতাল ৫৪২ খ্রী° রাজা চাইল্ডেবার্ট (Childebert) ও তদীয় মহিষী উল্‌ট্রোগোথা-(Ultrogotha) কর্তৃক ফ্রান্সে লিঅঁ (Lyons) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা স্থানীয় বিশপের উৎসাহদানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৬৫০ খ্রী° বিশপ লানড্রী (Landry) প্যারীতে তাঁহার ধর্মমন্দিরের নিকট দরিদ্র পথিক ও অকর্মণ্যদের জন্য একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৭০ খ্রী° ক্যাণ্টারবেরীতে ধর্মাধ্যক্ষ লানফ্রেন (Lanfrane) হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১১০২ খ্রী° লণ্ডনে সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতাল স্থাপিত হয়। প্রথম বিশপগণ হাসপাতালগুলি মাত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন, কিন্তু হাসপাতালের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খ্রী° ৯ম শতকে স্কটিশ্ আতিথ্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। [হাসপাতাল দ্র°]

পাদ্রীগণ-কর্তৃক মধ্যযুগে খ্রীস্টীয় পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পান্থশালাকে xenodochium বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ নার্সিয়ার সেণ্ট বেনেডিক্ট্‌কে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পান্থশালা-প্রতিষ্ঠার রীতি প্রাচ্য হইতে আমদানী হইয়াছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগে পান্থশালা ব্যতীত কোন ধর্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যাইত না। অনেক ধর্মমন্দিরে আশুসঙ্কটজনক রোগীকে স্থান দিবার ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে পথে দস্যুদল-কর্তৃক আক্রান্ত হইবার খুবই সম্ভাবনা ছিল, এতদ্ব্যতীত তুষারপাত ও কুয়াশাতেও বেশ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। এই সমুদয় পান্থশালা প্রধান প্রধান রাজপথে ও পর্বতীয় গিরিবর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইত। পথিকদিগের আশ্রয়ের জন্যই এগুলির সার্থকতা ছিল। সুইজারলণ্ড হইতে ফ্রান্স ও ইতালীতে গতায়াতের উপযোগী আল্‌পাইন গিরিবর্ত্মসমূহে এইরূপ পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবপরিকল্পনায় পথাদির নির্মাণে, রেলওয়ে-স্থাপনে ও গতায়াতের নানা নূতন ব্যবস্থায় এইরূপ পান্থশালার প্রয়োজন লুপ্ত হইয়াছে। মাটিনী ও আওস্টার মধ্যবর্তী পথে অবস্থিত সেণ্ট বার্নার্ড পান্থশালা এখনও জনসেবায় নিয়োজিত আছে। এই পান্থশালা নানাবিধ সৎকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৭৬০ খ্রী° পর্যন্ত ফ্রান্সের নৃপতিগণ কর্তৃক ইহা বাৎসরিক সাহায্য লাভ করিত। ১৮০০ খ্রী° নেপোলিয়ন ঐ সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

খ্রীস্টীয় তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে সচরাচর যে ব্যাপক রোগের সৃষ্টি হইত তাহার উপশম ও সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই খ্রীস্টানদের মধ্যে হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ আসে। খুব প্রাচীন পান্থশালার পরিচয় পাওয়া যায় জেরুজালেমে—প্রথম ক্রুজেডের পূর্বে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেণ্ট জন পান্থশালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীস্টীয় চার্চের আদর্শে রোগীর সেবা মাত্র পুরুষের মধ্যে আবদ্ধ নহে; কিন্তু খ্রীস্টসংস্কৃতির প্রথম যুগে বা মধ্য যুগে সেবা বিশেষতঃ রমণীদের দ্বারাই করা হইত,

এজন্য তখন সেবক অপেক্ষা সেবিকাদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল।

খ্রীস্টীয় সভ্যতায় ব্যক্তিগত আতিথ্য-দানের বিশেষ কোন আদর্শ নাই, কিন্তু জনসমাজের মধ্যে সাধারণভাবে পান্থশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অতিথিসেবার আদর্শ ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। বর্তমান যুগে খ্রীস্টীয় পান্থশালা অর্থাৎ তথাকথিত xenodochium কয়েকটী বিভিন্ন প্রকারের রাত্রি আবাসে পরিণত হইয়াছে। খ্রী° ১২শ শতকের প্রথমভাগে পারীর সেণ্ট অগস্টাইনের সেবিকাগণ তিন রাত্রির জন্য তিন শত ভবঘুরেকে আশ্রয় ও আহার দিতে পারিত। 'সেণ্ট ক্যাথারিন হোমে' নিরাশ্রয় রমণীগণ আশ্রয় লাভ করিত। ১৮৭২ খ্রী° মাসাবো (Massabo) মার্সেল্‌সে রাত্রিবাসের জন্য প্রথম আবাস স্থাপন করেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া পারীতে ১৮৭৮ খ্রী° মধ্যে আগন্তুক নরনারীর জন্য কয়েকটী রাত্রি আবাস স্থাপিত হয়। অতঃপর ইউরোপের প্রধান প্রধান শহরে এই আদর্শে এইরূপ বহু আবাস স্থাপিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ও তথাকথিত nosocomium-এর ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। ১৮শ শতকের শেষভাগে পারীতে হাসপাতালগুলি এরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল যে, উহাদের কর্তৃপক্ষদিগকে দরিদ্রসাধারণ-কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। অতঃপর ইংলণ্ডের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া Academy of Science-কর্তৃক ফ্রান্সের হাসপাতালগুলির সংস্কার হয়। ইংলণ্ডে হাসপাতালসংস্কারে ১৮শ শতকের শেষার্ধে জন হাওয়ার্ড-(John Howard) এর প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

পতিতা রমণীদিগকে আতিথ্যদানের রীতি মধ্যযুগে প্রবর্তিত হয়। রবার্ট দ'আর্বিসেল (Robert d'Arbrissel) ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। যে সমস্ত রমণী পতিতা হইয়া পরিণামে অনুতপ্তা হইত তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এখনও এই রীতি রোমান্ ক্যাথলিক, কাইজার্‌স্‌ওয়ার্থের দানকার্যনির্বাহিকা (deaconess) ধর্মযাজিকা এবং Salvation Army-র কর্তৃপক্ষস্থানীয়া রমণীদের মধ্যে দেখা যায়। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকেও আশ্রয় দান করা খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম আদর্শ। পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে এই আদর্শ অত্যধিক প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯শ শতকে বৃদ্ধ দম্পতি ও বিধবাকে (শিশু-পুত্রসহও) আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়।

অধুনাতন সময়ে আশ্রয়গৃহ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খ্রীস্টানদের আতিথ্যধর্ম সীমাবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য ইহা নূতনতম প্রথা নহে, পূর্বে ফ্রান্সেও যে এই নীতি প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। উপরোক্ত আশ্রয়সমূহের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রোগাবসানে স্বাস্থ্যলাভোন্মুখ ও হৃতশক্তি কর্মী ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থারও প্রচলন হয়। বর্তমানে শিশুমঙ্গল আশ্রম পরিচালন খ্রীস্টানদিগের বিশেষতঃ ফরাসী জাতির একটী বিশেষ আদর্শ। ইহাতে অনাথাশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ নূতন প্রথার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আরও একটী উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা সম্প্রতি খ্রীস্টানদিগের মধ্যে দেখা যায়, উহা দুঃস্থা তরুণীসম্প্রদায়ের জন্য ব্যবস্থা। এই সমুদয় তরুণীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের জীবনধারণের উপায় করিয়া দেওয়া ইহাদিগের উদ্দেশ্য।

খ্রীস্টানদের অতিথিসেবার আদর্শ যে মাত্র খ্রীস্টীয় জাতিসমুদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ইহা অল্পবিস্তর প্রচলিত হইয়াছে এবং ক্রম-প্রসারও লাভ করিতেছে। হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা, শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, অনাথাশ্রম, দরিদ্রনারায়ণের সেবা-প্রতিষ্ঠান এখন ভারতবর্ষেও বিশেষভাবে দেখা যায়।

[W. E. H. Lecky : Hist. of the Rise and lufluence of the Spirit of Rationalism, Lond. 1865, ii ; G. Uhlhorn : Christian Charity in Ancient Church (tr. from original German), Edin. 1883 ; H. Burdett : Hospitals and Asylums of the World, Lond. 1893 ; A. Harnack : Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries, Lond. 1908 ; K. Grav : A Hist. of English Philanthropy, Lond. 1905 ; L. Lallemand : Hist. de la charite, Paris 1902-3 ; Smith-Cheetham : Dict. of Christian Antiquities—Hospitals & Hospitum ; Enc. Brit.—Hospitals ; Bible ; ERE, vi. 804-8]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতিথিগ্ব$_1$ — [অতিথি + $_1$√গম্ + ড—উণা°] যাহার নিকট অতিথিগণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য গমন করিয়া থাকেন, অতিথিবৎসল, অতিথিসেবক। 'যাভির্মহামতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতম্'—ঋ° ১. ১১২. ১৪।

অতিথিগ্ব$_2$ — ঋগ্বেদোক্ত নৃপতি দিবোদাসের উপনাম-বি°। ইনি উত্তরপঞ্চালের[1] ভরতবংশীয়[2] ছিলেন। ইঁহার নামান্তর ছিল —কশোজু।—VI. i. 15, 144. উত্তর-পঞ্চাল-বংশীয় অতিথিগ্বের বংশতালিকা[3] এইরূপ—

১ নীল, ২ সুশান্তি, ৩ পুরুজানু বা পুরুজাতি, ৪ ঋক্ষ, ৫ ভৃম্যশ্ব, ৬, মুদ্গল, ৭ বধ্র্যশ্ব, ৮ দিবোদাস, ৯ মিত্রয়ু, ১০ মৈত্রেয় সোম, ১১ সৃঞ্জয়, ১২ চ্যবন পঞ্চজন, ১৩ সুদাস সোমদত্ত, ১৪ সহদেব, ১৫ সোমক, ১৬ জন্তু, ১৭ পৃষত, ১৮ দ্রুপদ।

ইন্দ্রের কয়েক জন আশ্রিত রাজা বা যোদ্ধ্বীর ছিলেন। তাঁহাদের জন্য বা তাঁহাদের সহিত তিনি দাস বা অসুরগণকে পরাজিত করিতেন। প্রসিদ্ধ সুদাস্ রাজার পূর্বপুরুষ দিবোদাস অতিথিগ্বের শত্রু ছিলেন কুলিতরের[4] পুত্র শম্বর অসুর। ইন্দ্র অতিথিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শম্বরকে

১ Pargiter ; Ancient Indian Hist. Tradition, ch. x.

২ ঐ।

৩ JRAS, 1918, 229-48.

৪ Macdonell : Vadic Mythology, 161 ; ঋ° ৪. ৩০. ১৪।

পর্বত হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ৯০টী পুরী নষ্ট করিয়াছিলেন।—ঋ° ১. ১৩০. ৭। একবার অতিথিগ্ব ইন্দ্রের সাহায্যে শম্বরকে জয় করিয়া ধন লাভ করেন। —ঋ° ৬. ৪৭. ২২। পরে ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়া সুখী করিবার জন্য দুর্ভেদ্য শম্বরের শিরশ্ছেদন করেন।—ঋ° ১. ৫১. ৬; ৬. ২৬. ৩। অতিথিগ্ব ইন্দ্রের অতি প্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র যখন তাঁহাকে যজ্ঞে পালন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বাসের জন্য শততম পুরী প্রদান করিয়াছিলেন। —ঋ° ৪. ২৬. ৩। অতিথিগ্বের পুত্রকে ইন্দ্র গুঙ্গুদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রও শত্রু-সংহার করিয়া প্রজাপালন করেন। এই সময় অতিথিগ্বের জন্য ইন্দ্র পর্ণয় ও করঞ্জ নামক অসুরকে নাশ করেন।—ঋ° ১০. ৪৮. ৮; ১. ৫৩. ৮। ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলেন।—ঋ° ২. ১৪. ৭। ইন্দ্র সতত (প্রত্যহ) ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন।—ঋ° ৮. ৫৩. ২। বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে দিবোদাস ও অতিথিগ্বের নাম একসঙ্গে এমনভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে উভয়ের অভিন্নত্ব বিষয়ে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে না। প্রতীচ্য পণ্ডিত বের্গেন কিন্তু দিবোদাস ও অতিথিগ্বকে একই ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।[৫] ঋগ্বেদের দানস্তুতিতে এক অতিথিগ্বের উল্লেখ আছে, ইঁহার পুত্রের নাম ইন্দ্রোত।[৬] এই অতিথিগ্ব দিবোদাস কি না তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। রোটের মতে অতিথিগ্ব ছিলেন তিন জন। এক জন অতিথিগ্ব দিবোদাস, এক জন পর্ণয় ও করঞ্জের শত্রু অতিথিগ্ব এবং অপর ব্যক্তি তূর্বযাণের শত্রু অতিথিগ্ব।[৭] ম্যাকডোনেল বলেন, ইন্দ্র আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তিনি আঙ্গিরস কুৎসকেও ভালবাসিতেন, সাহায্যও করিতেন।—ঋ° ১. ৩৩. ১৪। কিন্তু দেখা যায়, ইন্দ্রের আশ্রিতগণ সময় সময় শত্রু হইয়াও দাঁড়াইতেন। ম্যাক্‌ডোনেল ঋ° ২. ১৪. ৭ ঋকের অন্য অর্থ করিয়া বলেন, ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের বীরগণকে নিহত করেন। তিনি ইঁহাদিগকে বিশেষরূপ হয়রানও করিয়াছিলেন।[৮] এই তিন জনকে যুবক রাজা তূর্বযাণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।—ঋ° ১. ৫৩. ১০। কীথও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন। দিবোদাস অতিথিগ্ব ও ত্রসদস্যু সমসাময়িক ছিলেন।—ঋ° ৪. ২৬. ৩; ৪. ৩৮. ১। পার্জিটারও ইহা মানিয়া লইয়াছেন।[৯]

পুরাণে দিবোদাসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত বৈদিক দিবোদাস অতিথিগ্ব ও তদ্বংশীয়গণের বেশ ঐক্য আছে। গঙ্গার উত্তরে পঞ্চালপ্রদেশের অংশবিশেষে উত্তর-পঞ্চাল-বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন।[১০] আটখানি পুরাণে ইঁহাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় (বায়ুপু° ৯৯. ১৯৪-২১১; মৎস্যপু° ৫০. ১-১৬; হরি° হরি° ৩২. ৭৪ই°; ব্রহ্মপু° ১৩. ৯৩-১০১; বিষ্ণুপু° ৪. ১৯. ১৫-১৮; অগ্নিপু° ২৭৭. ১৮-২৫; গরুড়পু° ১. ১৪০. ১৭-২৪; ভা° ৯. ২১. ৩০ হইতে ৯. ২২. ১৩)। আটটী পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণের বিবরণ অসম্পূর্ণ। নতুবা মূল বিষয়ে দিবোদাস-পুত্র (বংশ্য) মৈত্রয়ু পর্যন্ত সকলগুলিরই ঐক্য আছে। মৈত্রয়ুর পুত্র, সৃঞ্জয় ও চ্যবনপঞ্চজন-সম্বন্ধে অনৈক্য সূচিত হয়। ব্রহ্মপু°, অগ্নিপু° ও হরি° সুদাসের নাম সোমদত্ত বলিয়াছেন। তারপর সকল বিষয়ের মিল আছে। ঋগ্বেদে (১০. ৬৯. ১ই°) বধ্র্যশ্বের উল্লেখ আছে। ঋ° ৬. ৬১. ১ ঋক্ দিবোদাসকে বধ্র্যশ্বের পুত্র বলিয়াছেন। ঋ° ১০. ৬৯. ৪ ঋকে সৃঞ্জয়ের উল্লেখ আছে। ঋ° ১০. ৬৯. ৫, ৬—র বনকেই বুঝায়। ইঁহার অপর নাম পঞ্চজন। ইনি যে পিজবন সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। বোধ হয় পাঠ-ভ্রমে পঞ্চজন হইয়াছে। [অন্যান্য বিবরণ 'দিবোদাস' শব্দে দ্র°]।

[VI; বো-রো°; Ludwig: Translation of the Rigveda, iii. 123; Bloomfield: American Journal of Philology, xvi. 426; JRAS 1918.

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিথি-তীর্থ — হাটকেশ্বর-ক্ষেত্রে অবস্থিত তীর্থ-বি°।—স্কন্দপু° নাগর° ১৮৫. ১২২।

অতিথিসংবিভাগ—(জৈনশা°) জৈন ব্রত-বি°। নামান্তর—বৈয়াবৃত্ত্য। এই ব্রত অতি সাবধানে পালন করিতে হয়। অতিথিসংবিভাগ ব্রত গ্রহণ করিবার সময় ব্রতীকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়—'আমি অতিথিসংবিভাগ নামক ১২শ ব্রত অঙ্গীকার করিতেছি; ইহাদ্বারা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, শ্রমণ বা নিগ্রন্থ যে চতুর্দশ দ্রব্য নির্দোষে গ্রহণ করিতে পারেন তৎসমুদয়ের যে কোন একটী আমি তাঁহাকে প্রদান করিব।[*] করণ্ডশ্রাবকাচারে অতিথিসংবিভাগ-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহাতে পাওয়া যায় — সংযমীদের দুঃখাপনোদন, তাঁহাদের পাদসংবাহন এবং তাঁহাদের গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য প্রকারে তাঁহাদের সেবার নাম বৈয়াবৃত্ত্য।

ব্যাপত্তিব্যপনোদঃ পদয়োঃ সংবাহনং চ গুণরাগাৎ।
বৈয়াবৃত্ত্যং যাবানুপগ্রহোঽন্যোঽপি সংযমিনাম্॥

অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্য ব্রত পালন করিতে হইলে নিম্নলিখিত দানাদি ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে।

নবপুণ্যৈঃ প্রতিপত্তিঃ সপ্তগুণসমাহিতেন শুদ্ধেন।

৫ Religion Vedique, ii. 242ff.

৬ ঋ° ৮. ৬৮. ১৬, ১৭।

৭ বো-রো°।

৮ Macdonell: Vedic Mythology, 147; বালখিল্য ৫. ২।

৯ Pargiter: Ancient Indian Hist. Tradition, ch. xi, xii.

১০ ঐ

* C. J. Shah: Jainism in North India, 1932, 142; Mrs. Sinclair Stevenson: The Heart of Jainism Oxf. 1915, 218.

অপহনারম্ভাণামার্যাণামিষ্যতে দানম্ ॥

পবিত্র সাধুগণ গৃহস্থদের স্থায় ভোজ্যদ্রব্যাদি পেষণাদি করেন না, অগ্নি প্রজ্বালিত করান না। এইরূপ সাধুগণকে নয় প্রকার পুণ্য-সংস্কারের দ্বারা অভ্যর্থিত করিতে হইবে। শুদ্ধ প্রসিদ্ধ সপ্তগুণ-সমাহিত ইঁহাদের ভোজ্যাদি প্রদান করিতে হইবে। গৃহস্থের এই কার্য 'দান' নামে অভিহিত।

সাধুর প্রতি গৃহস্থের নবপুণ্যসংস্কার বলিলে নিম্নলিখিত নয়টী কর্তব্য বুঝিতে হইবে, যথা — (১) সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার ; (২) তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান ; (৩) তাঁহার পদধৌতকরণ ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ সেই ধৌতজল নিজ কপালে প্রদান ; (৪) তাঁহার পূজন ; (৫) তাঁহার প্রতি প্রণতি ; (৬-৮) স্বীয় কায়, মন ও বাক্যকে পবিত্রভাবে রাখা ; (৯) তাঁহাকে বিশুদ্ধ উপযুক্ত খাদ্য প্রদান।

গৃহস্থের সপ্তগুণ—যথা : (১) শ্রদ্ধা ; (২) সন্তোষ ; (৩) ভক্তি : (৪) জ্ঞান ; (৫) সংযম ; (৬) ক্ষমা ; (৭) শক্তি (energy of assiduity)।

জৈনগণের শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, জল যেমন রক্তকে ধুইয়া ফেলে সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অতিথিকে আহার্য দান করিলে গৃহীর সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। গৃহীর কর্মের দাগ আত্মা হইতে ধুইয়া যায়।

গৃহকর্মণাপি নিচিতং কর্ম বিমাষ্টি খলু
গৃহবিমুক্তানাম্।
অতিথানাং প্রতিপূজা রুধিরমলং ধাবতে বারি ॥

অতিথিকে প্রণাম করিলে উচ্চ গোত্রে জন্ম হয়, অতিথিকে দান দিবার ফলে প্রচুর সৌভাগ্য ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে সেবা করিলে রাজসম্মানের স্থায় পূজা লাভ হয় ; তাঁহাকে ভক্তি করিলে সুন্দর রূপ লাভ হয় এবং তাঁহার গুণাবলীর স্তুতি করিলে কীর্তি লাভ হয়।

উচ্চৈর্গোত্রং প্রণতেভোগো দানাদুপা-
সনাৎ পূজা।
ভক্তেঃ সুন্দররূপং স্তবনাৎ কীর্তিস্তপো-
নিধিষু ॥

এমন কি সৎপাত্রে অল্প দান করিলেও বহু ইষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। জৈনগণ বলেন—

ক্ষিতিগতমিব বটবীজং পাত্রগতং দান-
মল্পমপি কালে।
ফলতিচ্ছায়াবিভবং বহুফলমিষ্টং শরীর-
ভৃতাম্ ॥

যাঁহারা মতি, শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্যায় এই চারি প্রকার জ্ঞান আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহার, ঔষধ, জ্ঞানের উপকরণ অর্থাৎ পুস্তকাদি এবং আশ্রয়াবাস প্রদানকে চতুর্বিধ অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্য বলিয়া থাকেন।

আহারৌষধয়োরপ্যুপকরণাবাসয়োশ্চ দানেন।
বৈয়াবৃত্ত্যং ব্রুবতে চতুরাত্মত্বেন চতুরস্রাঃ ॥

জৈনশাস্ত্রে চতুর্বৈয়াবৃত্ত্য-ব্যাপারে চারি জন আদর্শ পুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাঁহাদের নাম—শ্রীসেণ, বৃষভসেন, কোণ্ডেশ ও শূকর।

শ্রীষেণবৃষভসেনে কোণ্ডেশঃ শূকরশ্চ
দৃষ্টান্তাঃ।
বৈয়াবৃত্ত্যস্যৈতে চতুর্বিকল্পস্য মন্তব্যাঃ ॥

অতিথিসংবিভাগব্রতীকে প্রত্যহ ইষ্ট-প্রদাতা কামবৃত্তিদাহক দেবাধিদেবের অর্থাৎ তীর্থঙ্করের চরণ পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে ব্রতীর সকল দুঃখ দূর হইবে।

দেবাধিদেবচরণে পরিচরণং
সর্বদুঃখনির্হরণম্।
কামদুহি কামদাহিনি পরিচিনুয়া-
দাদৃতো নিত্যম্ ॥

অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্যের পাঁচটী ব্যতিক্রম বা অবিচার আছে।

হরিতপিধাননিধানে হ্যনাদরা-
স্মরণমৎসরত্বানি।
বৈয়াবৃত্ত্যস্যৈতে ব্যতিক্রমাঃ পঞ্চ
কথ্যন্তে ॥

(১) দাতব্য পদার্থ হরিৎপত্রে স্থাপন, (২) দাতব্য পদার্থ নবপত্রদ্বারা আবৃতকরণ, (৩) দানকালে অতিথির প্রতি অসম্মান বা অনাদর প্রদর্শন, (৪) দানকালে দানের নিরূপিত পদ্ধতির বিস্মরণ ও (৫) অপর দাতার প্রতি মৎসরবুদ্ধিজনিত ভাব পোষণ—এই পাঁচটী অতিথিসংবিভাগের অতিচার।

মতান্তরে পঞ্চ অতিচার—(১) সচিত্ত অর্থাৎ জীবযুক্ত পাত্রে ভোজ্যদান (সচ্চিত্ত-নিক্ষেপণয়া) ; (২) জীবযুক্ত পাত্রে আবৃত করিয়া দান (সচ্চিত্তপেক্থণয়া) ; (৩) সন্ন্যাসীদের নিরূপিত ভোজনকাল উল্লঙ্ঘন-পূর্বক দান (কালাক্রমদানে) ; (৪) নিজে দান না করিয়া অপরের দ্বারা দান (পরব্যপদেশে) ; (৫) অপরের দান দেখিয়া ঈর্ষাবুদ্ধিজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক দান (মাচ্ছরয়া)।

দ্বাদশ শীলব্রতের মধ্যে ৩টী গুণব্রত ও ৪টী শিক্ষাব্রতের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে জৈনগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকুন্দকুন্দনাচার্যের (চরিত্রপহুদ) মতে দিগ্, অনর্থদণ্ড এবং ভোগোপভোগ-পরিমাণ এই তিনটী গুণব্রত এবং সাময়িক, প্রোষধোপবাস, অতিথি-পূজন ও সল্লেখনা—এই চারিটী শিক্ষাব্রত। শ্রীদেবসেনাচার্য (ভাবসংগ্রহ) ও শিবকোটি আচার্য (রত্নমালা) এই মত পোষণ করেন। তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রকার উমাস্বতি বলেন—দিগ্, দেশ ও অনর্থদণ্ড লইয়া গুণব্রত এবং সাময়িক, পোষধোপবাস, ভোগোপভোগ-পরিমাণ ও অতিথিসংবিভাগ শিক্ষাব্রতের অন্তর্গত। সর্বার্থসিদ্ধিগ্রন্থে শ্রীপূজ্যপাদ, যশস্তিলকচম্পূতে সোমদেব, চরিত্রসারে চামুণ্ডরায়, সুভাষিতরত্নসন্দোহ ও ধর্মপরীক্ষায় অমিতগতি ও ধর্মশর্মাভ্যুদয়ে শ্রীহরিচন্দ্র এই একই মতবাদ সমর্থন করেন। ইঁহারা সল্লেখনাকে গৃহীর ব্রত বলেন নাই।

স্বামী সামন্তভদ্রাচার্য এবং সাগর-ধর্মামৃতকার আশাধরজি শ্রীকুন্দকুন্দনাচার্য-স্বীকৃত গুণব্রতের নামগুলি স্বীকার করেন। কিন্তু শিক্ষাব্রত বলিতে তাঁহারা বুঝেন—দেশাব-কাশিক, সাময়িক, প্রোষধোপবাস ও বৈয়াবৃত্ত্য। অনুপ্রেক্ষগ্রন্থে স্বামী কার্তিকেয়

দেশাবকাশিকব্রতকে শিক্ষাব্রতের চতুর্থ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আদিপুরাণ-কার শ্রীজিনসেনাচার্যের মতে গুণব্রত তিনটী—দিগ্, দেশাবকাশিক ও অনর্থদণ্ড। ভোগোপভোগ-পরিমাণও গুণব্রত। শিক্ষাব্রত চারিটী—সাময়িক, প্রোষধোপবাস, অতিথিপূজন ও সন্ন্যাস। বসুনন্দি তাঁহার শ্রাবকাচার গ্রন্থে শীলব্রত হইতে সাময়িক ও প্রোষধোপবাসকে বাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে দিগ্, দেশাবকাশিক ও অনর্থদণ্ড গুণব্রত এবং ভোগবিরতি, পরিভোগনিবৃত্তি, অতিথিসংবিভাগ ও সল্লেখনা শিক্ষাব্রত। ইহাতেও শীলব্রতের সংখ্যা সাতই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভোগবিরতি ও পরিভোগনিবৃত্তি প্রাচীন ভোগোপভোগ-পরিমাণে ব্রতের দুইটী অংশমাত্র। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে সপ্তশিক্ষাব্রত—দিগ্, উপভোগপরিমাণ, অনর্থদণ্ড, সাময়িক, দেশাবকাশিক, প্রোষধোপবাস ও অতিথিসংবিভাগ। উপাসকদসে এইরূপ বিবৃতি পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রাচার্য (যোগশাস্ত্র), সিদ্ধসেন ও যশোভদ্রজি প্রথম তিনটীকে গুণব্রত ও অবশিষ্ট চারিটীকে শিক্ষাব্রত বলিয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিথীশ — (তন্ত্রশা°) 'ঋ' বর্ণের দ্যোতক।—তন্ত্রাভিধান।

অতিদগ্ধ—(বৈদ্যক) ক্লী°, দগ্ধের বিশেষ অবস্থা। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অর্শ, অর্বুদ, ভগন্দর, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত স্থান অগ্নি অথবা ক্ষারদ্বারা দগ্ধ করার বিধান আছে। রুগ্নস্থান আবশ্যকাতিরিক্ত দগ্ধ হইলে তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। এতদ্ব্যতীত অসাবধানতাবশতঃ আগুন লাগিয়া দেহের কোন স্থান অতিমাত্রায় পুড়িয়া গেলে তাহাকেও অতিদগ্ধ বলা যাইতে পারে। ক্ষারদ্বারা অতিদগ্ধ হইলে দগ্ধস্থানে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয় এবং উহা লোহিতবর্ণাভ হইয়া যায় ও শীঘ্রই পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্লেদস্রাব হইয়া থাকে। অঙ্গমর্দ, ক্লান্তি, পিপাসা, মূর্ছা—এই সকল লক্ষণও ক্ষারসম্ভূত অতিদগ্ধে প্রকাশ পায়। অগ্নিদ্বারা অতিদগ্ধ হইলে মাংসপেশীসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়—শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি প্রভৃতি ধ্বংসীভূত হয় এবং রোগী জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্ছা প্রভৃতি উপদ্রবে অতিমাত্রায় পীড়িত হইয়া পড়ে। এই ক্ষতের রোপণ শীঘ্র হয় না—আবার বিলম্বে রূঢ় হইলেও ক্ষতস্থান বিবর্ণ (শ্বেতবর্ণ) হইয়া যায়।

চিকিৎসা—প্রথমে অতিদগ্ধে দগ্ধ মাংসাদি তুলিয়া ফেলা কর্তব্য। অতঃপর শীতলক্রিয়া ও শীতবীর্য ভেষজাদির বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত। ইহাতে পিত্তজ বিসর্পের যাবতীয় ক্রিয়াক্রম অবলম্বন করা যাইতে পারে। —সুশ্রু° সূত্র° ১১. ১৬; ১২. ১৬, ১৮।

ঔষধ—(১) মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা ও মূর্বা—এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতের সহিত পাক করিয়া অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের শীঘ্রই রোপণ হইয়া থাকে।—সুশ্রু° সূত্র° ১২. ১৯।

(২) পলতার কষায় ও কল্কসহ তৈলপাক করিয়া তাহা ক্ষতোপরি ম্রক্ষণ করিলে শীঘ্র ক্ষতের আরাম হয়।—ভা-প্র° মধ্য° ৩. ১০৫।

(৩) মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্বা ইহাদের কল্কসহ ঘৃতপাক করিয়া অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপণ করিলে ক্ষতরোপণ হয়।—চক্র° ব্রণচি° ৮৪।

(৪) শ্বেতচন্দন, বটশুঙ্গা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দূর্বা, রক্তচন্দন, ধাইফুল—এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও দুগ্ধসহ ঘৃতপাক করিয়া অতিদগ্ধে প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। চক্র° ব্রণচি° ৮৭।

(৫) জীরার কল্ক, মোম ও ধুনাসহ শৃত ঘৃত দগ্ধক্ষতনাশক।—চক্র° ব্রণচি° ৪৮।

বিবর্ণ ত্বকের ঔষধ — অতিদগ্ধহেতু ত্বক্ বিবর্ণ হইলে নিম্নলিখিত প্রলেপসমূহ প্রয়োগ করা উচিত। যথা—

(১) লৌহচূর্ণ, হিরাকস, আমলকী, ও বহেড়াপুষ্পের প্রলেপ বিবর্ণ ত্বকোপরি প্রয়োগ করিলে উহা স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।—চক্র° ব্রণচি° ৮৯।

(২) কালীয়ককাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু আম্রাস্থি, নাগকেশর ও মঞ্জিষ্ঠা গোময়রসে মর্দনপূর্বক ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে বিবর্ণ ত্বক্ শরীরসম বর্ণ ধারণ করে।—চক্র° ব্রণচি° ৯০।

(৩) মনঃশিলা, হরিতাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিবর্ণ ত্বক্ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।—চক্র° ব্রণচি° ৯১।

শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অতিদত্ত—সাত্বত° রাজা অধিদেবের পুত্র। ইনি অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন। ইঁহার দত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দন্তশর্মা, দন্তশত্রু ও শত্রুজিৎ নামে সাত ভাই এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই ভগিনী ছিলেন।—হরি° হরি° ৩৮. ২-৩; ব্রহ্মপু° ১৬. ২-৩। বঙ্গ° স° এই উভয় পুরাণের পাঠে দণ্ডশর্মা আছে। ব° স° হরি° পাঠে দণ্ডশত্রু পাওয়া যায়। অগ্নিপু°-মতে (২৭৫. ৩৫) অধিদেবের দুই পুত্র—শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। শোণাশ্বের—শমী, শত্রুজিতাদি পঞ্চপুত্র। 'রাজাধিদেবপুত্রৌ দ্বৌ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ। শোণাশ্বস্য সুতাঃ পঞ্চ শমী শত্রুজিতাদয়ঃ॥' সুতরাং এই পুরাণানুসারে অতিদত্ত হইতেছেন শোণাশ্বের পুত্র।

অতিদহন—মহিষ ও তারকাসুরের সহিত সংগ্রামে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সূর্য-কর্তৃক প্রদত্ত (পরিঘ, বটক, ভীম, দাহ ও অতিদহন নামক) পঞ্চগণের অন্যতম।—বামনপু° ৫৭. ৭০।

অতিদান্ত—সাত্বত° হৃদিকের দশ পুত্রের অন্যতম। অপর নয় পুত্রের নাম—কৃতবর্মা, শতধন্বা, দেবান্ত, নরান্ত, ভিষক্, বৈতরণ, সুদান্ত, নিকাশ্য, ও কামদন্ত। অতিদান্ত সুদান্তের পরবর্তী।—ব্রহ্মপু° ১৬ ৫-৬।

অতিদীপ্য — (বৈদ্যক) রক্তচিত্রক.

লালচিতা। পর্যায়—কাল, ব্যাল, কালমূল, অতিদীপ্য, মার্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, রক্তচিত্র, মহাঙ্গ ও রুদ্রাহ্ব। গুণ—পুষ্টিকারক, রুচিকর, কুষ্ঠঘ্ন ও রসায়ন। ইহা পারদের নিয়ামক ও লৌহের বেধক।—রাজনি° ৬. ১২৭ ২৮।

অতিদীপ্তি — (বৈদ্যক) স্ত্রী°, শ্বেত-সুরসা বা শ্বেত বাবুইতুলসী ॥ বৈদ্যকনি° ॥ [তুলসী দ্র°]

অতিদেব—বোধিসত্ত্ব বি°। ইনি রেবত বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতিনিবাসন বুদ্ধকে প্রদান করেন। অতিদেব রম্যাবতীর (রম্মবতী) অধিবাসী ছিলেন।

[MDPP; জাতক ১. ৩৫; বুদ্ধবংশ ৬. ১০; মহাজেধিবংশ ১০; বুদ্ধবংশটীকা ১৩৪]

অতিদেবা (?)—লিঙ্গপুরাণ-(৬৯. ৩৯) মতে যদু° দেবকের সপ্তকন্যার অন্যতমা। এই পুরাণে দেবকের সপ্তকন্যার নাম—বৃষদেবা, দেবরক্ষিতা, উপদেবা, শ্রীদেবাংশা, অতিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সপ্তভগিনীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ লিঙ্গপুরাণের পুথির পাঠোদ্ধারে গোল হইয়া এইরূপ পাঠ হইয়াছে। ভাগবতপুরাণে (৯. ২৪. ২২-২৩) আছে—

'তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥'

কূর্মপুরাণেও (পূ° ২৪. ৬৫-৬৬) অনুরূপ পাঠ, যথা—

'তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ বসুদেবায় তা দদৌ।
ধৃতদেবোপদেবা চ তথান্যা দেবরক্ষিতা ॥
শ্রীদেবা শান্তিদেবা চ সহদেবা চ সুব্রতা।
দেবকী চাপি তাসান্তু বরিষ্ঠাভূৎ সুমধ্যমা ॥'

সম্ভবতঃ লিঙ্গপুরাণে শান্তিদেবা স্থানে অতিদেবা এবং ধৃতদেবা স্থানে বৃষদেবা পাঠ হইয়া গিয়াছে। পদ্মপুরাণের (সৃ° ১৩. ৫৬-৫৭) পাঠ একে বারে বিকৃত হইয়াছে।—

'তেষাং স্বসারঃ সপ্তৈব বসুদেবায় তা দদৌ ॥
দেবকী শ্রুতদেবা চ যশোদা চ শ্রুতিশ্রবা।
শ্রীদেবা চোপদেবা চ সুরাপী চেতি সপ্তমী ॥'

অতিদেশ—[অতি + √দিশ্ + অ (ঘঞ্)—ভা°। 'তন্ত্রযুক্তি' খ্রী-পূ° ৬ষ্ঠ শতকের গ্রন্থ। কৌটিল্য, বাৎস্যায়ন, সুশ্রুত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৩৪টী পরিভাষার মধ্যে 'অতিদেশে'র উল্লেখ আছে] **১** আরোপণ। **ক** সম্প্রসারিত প্রয়োগ extended application. **খ** অনুরূপতা, সাদৃশ্য analogy. **২ ক** এক বিষয়ে বিহিত ধর্মের অন্য বিষয়ে প্রয়োগের জন্য আদেশ। 'অতিদেশো নাম ইতরধর্মস্য ইতরস্মিন্ প্রয়োগায় আদেশঃ'।—মীমাংসা ॥ বাচ° ॥ **খ** কোন এক স্থানের প্রণীত ধর্মের কার্য অন্যত্র প্রাপ্ত হইলে তাহাকে অতিদেশ বলে।

'অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্মসন্ততেঃ।
অন্যত্র কার্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশোঽভিধীয়তে ॥
—মীমাংসান্যায়মালাধৃত পূর্বাচার্যবচন।

গ (১) প্রাকৃতাৎ কর্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্মসু।
ধর্মোপদেশো যেন স্যাৎ সোঽতিদেশঃ স্মৃতঃ ॥
—জৈমিনীয়ন্যায়মালাবি° ৭. ১. ১।

'প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্তব্যা'—বিকৃতির কার্য প্রকৃতির অনুরূপ করা বিধেয়। যেমন—অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ প্রকৃতি, কিন্তু অমাবস্যা ব্যতীত অন্যান্য শ্রাদ্ধ সমস্তই বিকৃতিপদবাচ্য। সুতরাং বিকৃতিতে ইহার অতিদেশ। **গ** (২) স্ববিষয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক অন্য বিষয়ে উপদেশ। 'স্ববিষয়মুল্লঙ্ঘ্য অন্যবিষয়ে উপদেশঃ। যথা, কালোপপাতে তদ্দৈবতং হুত্বা তদ্বাতিদিশ্যেন জুহুয়াৎ।' কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র (২৫. ২. ৫) উপদেশ করিয়াছে যে, যদি গাভীর স্তন হইতে নিষ্কাশমান দুগ্ধ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে 'অশ্বিভ্যাং স্বাহা' বলিয়া হোম হইবে, অথবা 'অশ্বিনৌ এতত্তে পয়ঃ' বলিয়া অতিদেশ হইবে। **গ**(৩) উপদেশ। 'ইত্যর্চিতঃ স ভগবান্ অতিদিশ্যাত্মনঃ পদম্'—ভা° ৪. ৯. ২৮। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় বলিয়াছেন, অতিদেশ পঞ্চ প্রকার—(১) শাস্ত্রাতিদেশ। ইহা 'তুল্য' শব্দদ্বারা শেষ বিষয়ে নিত্যশাস্ত্রের আদেশ। 'নিত্যেন তুল্যং শেষং স্যাৎ ইত্যত্র তুল্যশব্দেন অতিদেশঃ'। (২) কার্যাতিদেশ। অতিদেশদ্বারা কর্মবৎ কার্যের আদেশ। 'কর্মবৎ কর্মণা তুল্যক্রিয়ঃ'—পা° ৩. ১. ৮৭। যথা, 'অপ্রযাজাস্তাঃ ইত্যত্র কার্যেণ নিষেধেন দর্শপৌর্ণমাসধর্মাতিদেশঃ'। (৩) নিমিত্তাতিদেশ। যথা, 'বিকৃতৌ মৌদ্গচরুযাগে ব্রীহিকার্যকারিণি মুদ্গে ব্রীহিকার্যনিমিত্তত্বাৎ ধর্মাঃ প্রোক্ষণাদয়ঃ কল্প্যন্তে' ॥ (৪) ব্যপদেশাতিদেশ বা সংজ্ঞাতিদেশ। 'ব্যপদেশিবদ্ভাবঃ' — ব্যপদেশীর ন্যায় সংজ্ঞাতিদেশ। যথা, 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি ইত্যত্র মাসসাধ্যায়নাখ্যযাগে অগ্নিহোত্রপদব্যপদেশাৎ অগ্নিহোত্রধর্মাতিদেশঃ'। (৫) রূপাতিদেশ। যথা, 'যজমানাদভিন্নো যূপঃ ইত্যত্র যূপে যজমানাদিক্ষত্ররূপাবগমাৎ যজমানধর্মস্য তদীয়পরিমাণস্যাতিদেশঃ'। **৩** (দর্শনশা°) দর্শনশাস্ত্রে অতিদেশ দ্বিবিধ—সামান্যাতিদেশ ও বিশেষাতিদেশ। **৪** ব্যাকরণে অতিদেশ বিভিন্ন নামে খ্যাত হইয়া থাকে। শব্দাদির রূপ (form), লিঙ্গ প্রভৃতির অতিদেশ হইলে তাহাকে রূপাতিদেশ, লিঙ্গাতিদেশ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। পাণিনির (৭. ৪. ৯৩) 'সন্বল্লঘুনি চঙ্ পরেঽনগ্লোপে' সূত্রে দেখা যায় যে, মী, মা প্রভৃতি ধাতুর 'সন্'-এর পূর্বে লুঙের (Aorist) চঙ্-এ দ্বিত্ববর্ণের লোপ হয় না। পাণিনির এই সূত্র রূপাতিদেশ উপদেশ করিয়া বলিয়াছে যে, সমস্ত ধাতুর দ্বিত্ববর্ণের যে রূপ তাহাই লুঙের রূপ হইবে। 'গৌসদৃশোগবয়ঃ'—ইহাও রূপাতিদেশের উদাহরণ। মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন—'অন্যধর্মস্যান্যত্র আরোপণম্', যথা—'ইণ্ বদিকঃ'—বোপ° ৯. ১৬। এখানে অন্য ধর্মের অন্যত্র আরোপিত হইয়াছে। ইণ্ ধাতুর বিষয় বলিবার পর শেষে সূত্র করা হইল 'ইণ বদিকঃ', অর্থাৎ √ইক্ ধাতুর কার্য √ইণ্ ধাতুর অনুরূপ হইবে। এখানে ইণের ধর্ম ইকে আরোপিত হইয়াছে। ব্যাকরণে 'ণিদ্বৎ' সূত্রে 'ণ'কারনিমিত্তের অতিদেশ হইয়াছে। পাণিনির কয়েকটী স্থলের কাশিকাবৃত্তিতে

অতিদেশ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পাণিনির ১. ২. ৫১ সূত্রবৃত্তিতে 'বনস্পতিস্থাতিদেশঃ' এবং ১. ১. ৫৭ সূত্রবৃত্তিতে 'ভাবাভাবয়োরু-ভয়োরপ্যাতিদেশঃ' দ্র°। পাণিনির 'স্থানিবদাদে-শোঽনল্বিধৌ' (১. ১. ৫৬)—এই সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে আছে—'স্থানাশ্রয়ং কার্যমা-দেশে ন প্রাপ্নোতীত্যয়মতিদেশ আরভ্যতে'। ইনি সূত্রের বার্তিকে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'সামান্যাতিদেশে হি বিশেষানতিদেশঃ', অর্থাৎ সামান্যের অতিদেশ হইলে বিশেষের অতিদেশ হয় না। এই উক্তি অবলম্বন করিয়া পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—সাধারণ কার্যে স্বস্থানকে অতিক্রম করিলেও বিশেষ কার্যে অতিদেশ হয় না, অর্থাৎ স্বস্থানকে অতিক্রম করিবে না। যেমন, এই ক্ষত্রিয়সকল ব্রাহ্মণের ন্যায় বর্তমান থাকিবে, এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণের যে সমস্ত সাধারণ কার্য তৎসমুদয়ই ক্ষত্রিয়ে গিয়া অতিদিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মাঠর ঋষি বা কৌলিন্য ঋষি ও ব্রাহ্মণবিশেষ বলিয়া যাহা অতিরিক্ত ধর্ম আছে তাহা কখনও ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিধেয় হইতে পারে না; সেইরূপ এই স্থলেও যে প্রত্যয়ের সাধারণ কার্য (যেমন বভূবিথ ইত্যাদি স্থলে সার্বধাতুক এবং আর্ধধাতুক প্রযুক্ত কার্য) তাহা অতিদেশ হইতে পারে, কিন্তু বল্ প্রত্যাহার নিমিত্ত যে ইট্ বিধান প্রভৃতি বিশিষ্ট কার্য, তাহা কখনও অতিদেশ হইবে না। ৫ (চিকিৎসাশা°) সুশ্রুতে পাওয়া যায় যে—প্রকৃতদ্বারা অনাগতের (ভবিষ্যতের) সাধনকে অতিদেশ বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইয়াছে—এই কারণে ইহার বায়ু ঊর্ধ্বে উত্থান করে, বায়ুর ঊর্ধ্বে উত্থানজন্য ইহার উদাবর্ত সম্ভব হয়। এখানে বায়ুর ঊর্ধ্বোত্থান প্রকৃত, সেই প্রকৃতদ্বারা ভবিষ্যৎ উদাবর্তরোগের সাধন হইতেছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিধন্বা—প্রশকের শিষ্য। ইঁহার শিষ্য—উদরশাণ্ডিল্য। — বংশব্রা°. ২। মহর্ষি শুনক ইঁহার পিতা। ইনি উদ্গীথবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নিজ শিষ্য উদরশাণ্ডিল্যকে ইনি উদ্গীথবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন।—ছা-উ° ১. ৯. ৩।

অতিধূম—শিবের সহস্র নামের অন্যতম। 'অগ্নিজ্বালী মহাজ্বালী অতিধূম্রো হুতো হবিঃ'—শিবপু° ধর্ম° ২৮. ১০২।

অতিধূম্র—শিবের সহস্র নামের অন্যতম। 'অগ্নিজ্বালো মহাজ্বালোতিধূম্রো হুতো হবিঃ' —মহা° (কুম্বকো°) ১৩. ৪৮. ৮২।

অতিনামা—[স্ত্রী° - নামন্] চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরে ভৃগু (বিষ্ণুপু°-[৩. ১. ২৯] মতে—মধু), নভ (বিষ্ণুপু°-[ঐ] মতে—উত্তম; মৎস্যপু°-[৯. ২২] মতে—নাদ; শিবপু°-[৫৮. ২৬] মতে—নভ), বিবস্বান্ (বিষ্ণুপু°-[ঐ] মতে—হবিষ্মান্), সুধামা (বিষ্ণুপু°-[ঐ] মতে—সুমেধা), বিরজা, অতিনামা ও সহিষ্ণু—ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। অতিনামা ইঁহাদের অন্যতম। — হরি° হরি° ৭. ৩০-৩১; ব্রহ্মপু° ৫. ২৯-৩০।

অতিনিবাসসুত্ত — বৌদ্ধসূত্র - বি°। সুদীর্ঘকাল বাস করিলে যে পঞ্চ কুফল হয়, এই সূত্রে তাহা বর্ণিত আছে।—অঙ্গু-নি° ৩. ২৫৮।

অতিনীচরত — (কামশা°) গুহ্যপ্রমাণ অর্থাৎ যোনি ও লিঙ্গের গভীরত্ব ও দৈর্ঘ্য, ভাব অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কামুকতা এবং কাল অর্থাৎ উভয়ের তৃপ্তিলাভের সময়ের চিরতা ও স্বল্পতাভেদে মূলতঃ ৯ × ৩ = ২৭ প্রকার রমণ হয়।* এই প্রমাণ, ভাব ও কালভেদে রমণের মধ্যে তিনটী নিকৃষ্টতম, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অতৃপ্তিকর রমণই অতি-নীচরত বা নীচতর রত বলিয়া কথিত হয়।

প্রমাণভেদে — শশজাতীয় পুরুষের সাধন-প্রমাণ ছয় অঙ্গুলী এবং হস্তিনী-জাতীয়া রমণীর সম্বাধের গভীরত্ব দ্বাদশ অঙ্গুলী—এই দুইয়ের রমণ অতিনীচরত।[১] প্রমাণভেদে অতিনীচরত অধমরত বলিয়া কথিত হয়,[২] কারণ সাধনের হ্রস্বতাহেতু গভীর সম্বাধের অন্তস্পর্শ করিতে না পারায় এবং শশজাতীয় পুরুষের সাধনের ক্ষীণতাহেতু হস্তিনীর বিশালতর সম্বাধের কোন প্রকারেই কণ্ডুতি-নিবারণ করিতে না পারায় উভয় পক্ষেরই রতিসুখের আস্বাদ অল্পই হইয়া থাকে।

ভাবভেদেও অতিনীচরত হয়। স্ত্রী-পুরুষের রতিকেই ভাব বলে। কোন কোন পুরুষ বা নারী অত্যন্ত কামুক বা কামুকী হইয়া থাকে এবং অদম্য কামের তাড়নায় রতিকালে অপর পক্ষকে দশনক্ষত, নখক্ষত দান করে ও প্রহণনাদিও করিয়া থাকে এবং অপর পক্ষের অনুরূপ অত্যাচারাদি সহ্য করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ অত্যধিক কামাবেগশালী পুরুষ ও নারীকে চণ্ডবেগ বা চণ্ডবেগা বলে। যে পুরুষ বা নারী ইহার বিপরীত প্রকৃতি অর্থাৎ নখক্ষতাদি দান ও গ্রহণে অক্ষম তাহাদিগকে মন্দবেগ বা মন্দবেগা বলে।[৩] মন্দবেগ পুরুষের সহিত চণ্ডবেগা রমণীর যে রত তাহাও অতিনীচরত বলিয়া কথিত।[৪]

প্রমাণ ও ভাবভেদের ন্যায় কালভেদেও অতিনীচরত হয়। শীঘ্রকাল পুরুষের সহিত চিরকালা রমণীর যে সঙ্গম তাহা কালভেদে অতিনীচরত[৫], অর্থাৎ যে পুরুষের অতি শীঘ্র বীর্যপাত হয় তাহার সহিত যে রমণীর

---

* প্রমাণ, ভাব ও কালের একত্র সংযোগ (combination) করিলে বহুবিধ রত হইয়া থাকে। ['রত' শব্দ দ্র°]।

১ 'শশস্য হস্তিন্যা সহেতি নীচরতান্নীচতররতম্' —কামসূ° টী°. ২. ১. ৮। 'হস্তিনীশশমতিনীচং দ্বাদশাঙ্গুলগুহ্যায়াঃ ষড়ঙ্গুলগুহ্যেন যোগাৎ'।—র-র° টী° ৩. ৪।

'অতিনীচমপিপ্রোক্তং হস্তিনী শশয়োরতম্'—র-র° প্র° ৪. ৬; অনঙ্গরঙ্গম্ ৩. ৪; পঞ্চসায়ক ২. ৪; নাগরসর্বস্বম্ ১৪. ১২।

২ 'তরশব্দাঙ্কিতে দ্বে কনিষ্ঠে' — কামসূ° ২. ১. ১০; 'অতিনীচং মহাধমম্' —র-র° ৩. ৫; অনঙ্গরঙ্গম্ ৩. ৫; পঞ্চসায়ক ২. ৫।

৩ 'যস্তু সম্প্রয়োগকালে প্রাতিরুদাসীনো বীর্যমল্পং ক্ষতানি চ ন সহতে স মন্দবেগঃ' —কামসূ° ২. ১. ১৩।

৪ চণ্ডবেগাঙ্গনয়া মন্দবেগস্য পুরুষস্য সঙ্গমে অতিনীচাখ্যমেবং রতম্,' —র-র° টী° ৪. ১৩।

৫ চিরকাল বিসৃষ্টাঙ্গনয়া লঘুকালবিসৃষ্টে পুরুষস্য সঙ্গমে অতিনীচরতম্,' —র-র° টী° ৪. ১২।

বিলম্বে তৃপ্তি (orgasm) হইয়া থাকে তাহার রমণ অতিনীচরত।

যে সকল ক্ষেত্রে এবম্প্রকার অতি-নীচরত হইয়া থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত অসুখকর ও অশুভ হইয়া থাকে। স্ত্রী যদি নিতান্ত সংযতচরিত্রা না হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যভিচারিণী হইবার সম্ভাবনা এবং সংযতচরিত্রা হইলে সেই দম্পতীর যৌন-জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া থাকে।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অতিপক্কক্ষীর—(বৈদ্যক) অতিশৃত (অতি আবর্তিত) দুগ্ধ। দুগ্ধ অগ্ন্যুত্তাপে সিদ্ধ করিলে যখন উহা ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে অতিপক্কক্ষীর বলে। এই দুগ্ধ অত্যন্ত গুরু, স্নিগ্ধ ও বলবর্ধক।—সুশ্রু° সূ° ৪৫. ৫৬।

জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরুস্নিগ্ধং বৃষাং বলবিবর্ধনম্॥
—ভা-প্র' পূ. ৯. ২৭।

অতিপণ্ডিত — বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে কোন এক শ্রেষ্টিবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নাম হয়—পণ্ডিত। অতিপণ্ডিত নামক অপর এক ব্যক্তি তাঁহার ব্যবসায়ে অংশীদার হন। এই অতিপণ্ডিত বোধিসত্ত্ব পণ্ডিতকে বঞ্চনা করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনক্রমে তাঁহার চক্ষে ধূলিদান করিতে সমর্থ হন নাই।—জাতক ৯. ৪০৫ ই°।

অতিপটীক্ষেপ—সাধারণতঃ তৃতীয়া—অতিপটীক্ষেপেণ = অপটীক্ষেপেণ [অপটীক্ষেপ দ্র°]।

অতিপটীয়ান্—[পুং°-পটীয়স্] অত্যন্ত তীব্র, বাগ্র very keen. —হর্ষচ° ১৭৭. ৫।

অতিপত্র—(বৈদ্যক) হস্তিকন্দ। পর্যায় —হস্তিকন্দ, হস্তিপত্র, স্থূলকন্দ, অতিকন্দক, বৃহৎপত্র, হস্তিকর্ণ, সুকর্ণক, ত্বগ্‌দোষারি, কুষ্ঠহন্তা, গিরীবাণী, নগাশ্রয়, গজকন্দ, নাগকন্দ। গুণ—ইহা বাতশ্লেষ্মজনিত রোগের নাশক। ইহাদ্বারা ত্বগ্‌দোষ, কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগ নষ্ট হয়।—রাজনি° ৭. ৩৬-৩৭।

অতিপত্রক — (বৈদ্যক) শাকতরু, সেগুন গাছ। পর্যায় — করচ্ছদ, ভূমিসহ, দীর্ঘচ্ছদ, ক্রকচপত্র, সাগ, খরপত্র, মহীসহ, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, স্থিরসা, গৃহদ্রুম। গুণ—কষায় ও মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক এবং গর্ভসন্ধানকারক।—রাজনি° ৯. ৬-৭; ধন্ব-নি° ৫. ৩।

অতিপদ্মী—বিণ, মহাবল চিত্রাঙ্গ (হস্তী) stout spotted.—মহা° ১২. ১৯. ৩১।

অতিপাণ্ডুকম্বল — [স্ত্রী— -কম্বলা] পাণ্ডুকম্বল প্রস্তরের ন্যায় সুন্দর। — শত্র° ৮. ৩৪।

অতিপাত — (সঙ্গীতশা°) তাল-বি°। এই তালে 'ল' ও 'গ' দুইবার ধ্বনি করিতে হয় এবং অতঃপর এই দুই মাত্রায় চারিবার ল ও গ শব্দ করিতে হয়, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রথমবারের মাত্রার অর্ধ মাত্রা করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'অতিপাতো লগাভ্যাং দ্বিঃ ইত্যতিপাতঃ। চতুর্বারং লগৌ ততঃ॥'—সঙ্গীতরত্না° বাদ্যা° ১৪১।

অতিপাতক — (স্মৃতিশা°) স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত নয়টী পাতকের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরু পাতক। এই নয়টী পাতক যথাক্রমে—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সংকরীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণক; গৃহস্থাশ্রমীর কাম, ক্রোধ ও লোভজনিত ক্রিয়াকলাপই এই সমুদয় পাতকের কারণ।—বিষ্ণুস° ৩৩ অ°। মাতৃগমন, কন্যাগমন, ও পুত্রবধূগমনে গৃহীর অতিপাতক হইয়া থাকে। অতিপাতকীর অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবনপাত করা উচিত, এতদ্ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই।—ঐ, ৩৪ অ°। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত অতিপাতকিগণ এক কল্প যথাক্রমে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সংজীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সংঘাতক, কাকোল, কুড্মল, কুট্টান, পূতিমৃত্তিক, লৌহশঙ্কু, ঋচীষ, বিষমপন্থান, কণ্টকশাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন ও লৌহচারক —এই সমুদয় নরক ভোগ করে।—ঐ, ৪৩. ১-২৪। সমুদয় পাতকীই প্রাণত্যাগের পর যাম্যপথে গমন করিয়া অশেষ দুঃখযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। — ঐ, ৪৩. ৩৩। [পাতক দ্র°] বহুবিধ পাপফল ভোগ করিবার পর ইহারা তির্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে এবং তথায়ও বিবিধ দুঃখযন্ত্রনা লাভ করে।—ঐ, ৪৩. ৪৬; ৪৪. ১। সমুদয় স্থাবর যোনিতে অতিপাতকিগণের জন্ম হয়। —ঐ, ৪৪. ২। সমুদয় নরকে দুঃখভোগ করিবার পর প্রাপ্ত তির্যগ্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতি হইলে তাহাতেও অতিপাতকীর পাপক্ষয় হয় না—অতঃপর তাহাকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হয়।—ঐ, ৪৫. ১-২।

অতিপাতিত—(বৈদ্যক) ক্লী°, কাণ্ডাস্থিভগ্নের প্রকারভেদ-বি°। সন্ধিদ্বয়ের মধ্যবর্তী অস্থির নাম অস্থিকাণ্ড। সন্ধিমুক্ত ও কাণ্ডভগ্নভেদে ভগ্ন দ্বিবিধ। অতিপাতিত ভগ্ন কাণ্ডভগ্নেরই অন্তর্ভুক্ত। অস্থি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যখন ঝুলিয়া পড়ে, তখন তাহাকে অতিপাতিত ভগ্ন বলে। 'অস্থি নিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতম্'—সুশ্রু° নি° ১৫. ৮। ইহাতে প্রবল শোথ, স্পন্দন, বিবর্তন, স্পর্শাসহিষ্ণুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। উহা পীড্যমান হইলে ইহাতে শব্দোৎপত্তি হয় এবং রোগী বিবিধ বেদনায় পীড়িত হইয়া থাকে। অতিপাতিত ভগ্ন কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি জ্বর ও আধ্মানাদি উপদ্রবে পীড়িত হইলে তাহার ভগ্ন অতি কষ্টে প্রশমিত হয়।—সুশ্রু° নি° ১৫; চি° ৩। [ভগ্ন দ্র°]

অতিপাপ—ক্লী°, প্রকীর্ণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ, অপাংক্তেয়করণ, মলিনীকরণ, জাতিভ্রংশকর, উপপাতক, অতিপাপ ও মহাপাপ — পাতকের এই সপ্তবিধ ভেদ। এই সপ্তপাপের মধ্যে যথাক্রমে যে যেরূপ পাপ আচরণ করে, নরক-ভোগও তাহার তদনুরূপ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে (বিষ্ণু°

কা° ২৯. ২৩-৫) দ্বিজ ধনেশ্বরের প্রতি যমের উক্তি এইরূপ—

'যৎ প্রকীর্ণমপাংক্তেয়ং মালিনীকরং তথা ॥
জাতিভ্রংশকরং তদ্বদুপপাতকসংজ্ঞকম্ ।
অতিপাপং মহাপাপং সপ্তধা পাতকং স্মৃতম্ ॥
এভিঃ সপ্তসু পচ্যন্তে নিরয়েষু যথাক্রমম্ ।'

অতিপাপী—বিণ, ১ অত্যন্ত পাপযুক্ত। ২ সপ্তবিধ পাতকান্তর্গত পাতকের অনুষ্ঠাতা। —'আত্মন্যথাল্পপুণ্যানাং সর্বত্রৈবাতিপাপিনাম্'—মার্কপু° ৫৮. ৬১।

অতিপিঞ্জর, অতিপীড়ক — (বৈদ্যক) দ্বাদশপ্রকার দুষ্টব্রণের প্রকারভেদ। —চরক° চি° ১৩. ১৭।

অতিপিচ্ছ—(বৈদ্যক) শ্বেত রক্তালুক। —বৈদ্যকনি°।

অতিপিচ্ছল—কন্দবি°।—নি-রত্না°।

অতিপিচ্ছলা — (বৈদ্যক) কুমারী, ঘৃতকুমারী।—নি-রত্না°।

অতিপুষ্পক—বিণ, পুষ্পকরথ অতিক্রমকারী (রথ)। 'আনন্দাদতিপুষ্পক: রথমধিষ্ঠায়'—নৈষধ° উ° ১৯. ৬৬॥ বিশ্বকো°॥

অতিপ্রগে—[অতি + প্রগে ; অতি+প্র+√গৈ+ক] অব্য, অতি প্রত্যূষে, অত্যন্ত প্রাতঃকালে, ভোরের বেলায়। 'নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ম্প্রাতরাশিতঃ' —মনু° ৪. ৬২ ॥ বো-রো° ॥

অতিপ্রতিলোম — অত্যন্ত প্রতিকূল। 'সতীব্রতাতিপ্রতিলোমতীব্রাঃ' — নৈষধ° ৬. ৯৫।

অতিপ্রত্যাসঙ্গ — অত্যন্ত সন্নিকর্ষ, অত্যন্ত নৈকট্য।—মহাবীরচ° ৭৪. ৪।

অতিপ্রথিত—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। 'অমুমমার ন মার কথং নু সা রতিরতিপ্রথিতাপি পতিব্রতা'।—নৈষধ° ৪. ৭৯।

অতিপ্রপঞ্চ—বাগ্বিস্তর, বাগুপচয় prolixity, minuteness of detail.—সর্বদ° ৭১. ৯।

অতিপ্রভাবতী—সুরাঙ্গনার নাম-বি°। —Ind. St. 15.

অতিপ্রলোভিত — বিণ, অত্যন্ত লোভযুক্ত। — 'অতিতরামতিপ্রলোভিতকর্ণমগ্রে'—ভা° ৪. ২৯. ৫৪।

অতিপ্রবরণ—ক্লী°, ইচ্ছার অতিরিক্ততা, বাসনাধিক্য।—আশ্ব-শ্রৌ° ১২. ১৩ ॥ বো-রো° ॥

অতিপ্রসঙ্গ — (ন্যায়পরি°) ১ অতিব্যাপ্তি-দোষ। ২ প্রকৃত হইতে অন্যত্র প্রসঞ্জন। ৩ বৌদ্ধন্যায়ে=সর্বসম্ভব।

অতিবল$_1$ — মহর্ষি অতিবল = ব্রহ্মা। রামের পরমায়ু একাদশ সহস্র বর্ষ হইলে, কাল স্বয়ং তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন— 'আমি মহর্ষি অতিবলের দূত'।—রা° ৭. ১০৩।

অতিবল$_2$— (জৈনশা°) ১ নৃপতি-বি°। ইনি ভগবান্ ঋষভদেবের পূর্ব চতুর্থ জন্মে পিতা বা পিতামহ ছিলেন।—আচু°। ২ ভরতচক্রবর্তীর এক পৌত্র। — ঠা° ৮। ৩ ভরতক্ষেত্রে আগামী চতুর্বিংশ ভবিষ্য পঞ্চম বাসুদেব। — সম° ৫। [অতি দ্র°]

অতিবলা$_1$—আবন্ত্যদেশের অরণ্যে মায়াবী অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধকালে তদীয় রুধিরপ্রবাহ পান করিবার জন্য মহাদেব-কর্তৃক সৃষ্ট বহুসংখ্যক মাতৃগণের অন্যতমা। 'বলা চাতিবলা রক্তা সুরভীমুখমণ্ডিকা'—মৎস্যপু° ১৭৯. ১২।

অতিবলা$_2$—রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র-প্রদত্ত একটী বিদ্যা। এই বিদ্যায় পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অসুস্থতা প্রকাশ পায় না। রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র তখন বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসী তাড়কাকে বধ করিয়া সিদ্ধাশ্রম কণ্টকশূন্য করিবার জন্য অযোধ্যা হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যান। পথিমধ্যে সরযূতীরে উপস্থিত হইলে বালকদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা নামক দুইটী বিদ্যা ও কয়েকটী মন্ত্র শিক্ষা দেন। এগুলি সর্ববিধ ক্লান্তিহর। বলা ও অতিবলা বিদ্যার এরূপ শক্তি যে উহা পাঠ করিলে পাঠকের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না এবং তিনি সর্বাপেক্ষা বলশালী হন; সৌভাগ্য, জ্ঞান, গুণ, দাক্ষিণ্য বা বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার অপেক্ষা গুণী কোথাও পাওয়া যায় না। এই দুই বিদ্যা ব্রহ্মার কন্যা। বিশ্বামিত্রের নিকটে এই বিদ্যা লাভ করিয়া রাজকুমারদ্বয় সরযূর দক্ষিণতীরে পর্ণশয্যায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এই বিদ্যার সাহায্যেই বনবাসকালে লক্ষ্মণ চতুর্দশ বৎসর অনাহারে থাকিয়াও সুস্থ ও অক্লান্ত ছিলেন।—রা° ১. ২২. ১৩-২০।

অতিবলা$_3$ —(বৈদ্যক) স্ত্রী°, বলা বা পেড়েলার প্রকারভেদ। পর্যায়—বালিকা, বাটাপুষ্পী, কঙ্কতা, বৃষ্যা, বৃষ্যগন্ধা, ভূরিবলা, বল্যা, বিকঙ্কতা, বাটাপুষ্পিকা, ঘণ্টা, শীতা, শীতাপুষ্পা ও বৃষ্যগন্ধিকা। গুণ—ইহা বাতপিত্তনাশক, কটু-তিক্ত রসযুক্ত, ক্রিমিঘ্ন, দাহতৃষ্ণানাশক, ও অত্যন্ত বৃষ্য।—রাজনি° ৪. ৪৩০-৩১ ; ধন্ব-নি° ১. ২৮৬। [বলা দ্র°]

অতিবৃহৎফল—পনস।—নি-রত্না°।

অতিবাহু—১ ভৃগুর পুত্র। ভৌত্য নামক চতুর্দশ মন্বন্তরের সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। —হরি° হরি° ৭. ৮৩। ২ স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতম পুত্র। ব্রহ্মাণ্ডপু°-(৩১. ১৭-১৮) মতে ইনি এই মনুর মহাতেজস্বী দশ পুত্রের অন্যতম। এই দশ পুত্র—অগ্নীধ্র, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র। ৩ গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম। পিতা—কশ্যপ, মাতা—প্রধা।—কালিকাপু° ৩৪. ৮৩; ৪০. ২৩; মহা° ১. ৬৫. ৫২। ৪ স্ত্রী°, অপ্সরো-বি°। ইনি অরিষ্টার কন্যা।—মহা° ১. ৬৬. ৫১।

অতিবোধিসত্ত্ব — বিণ, বোধিসত্ত্বকে যাহা অতিক্রম করিয়াছে। — মালতীমা° (বোম্বাইস°) ৩৬২. ৯।

অতিব্রহ্মা — [সু-ব্রহ্মন্] রাজনামবি°। —LIA, ii. 410 ॥ বো-রো° ॥

অতিভক্ত—(মূর্তিশা°) মহাদেবভক্ত-বি°। ইনি 'ব্রাহ্মণঃ। জটামুকুটধারী। সাঞ্জলিবন্ধঃ। কক্ষে—ভৃঙ্গারী।' শ্রীতত্ত্ব-নিধিতে (পৃ° ৩৩৩, স° ৪৪) ইঁহার এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আকর-স্থানস্বরূপে লিখিত আছে—'স্কন্দপুরাণে বীরমাহেশ্বরকাণ্ডে ভক্তবিলাসে'। কিন্তু প্রচলিত কোন স্কন্দপুরাণের সংস্করণে এরূপ অধ্যায় পাওয়া যায় না।

অতিভঙ্গ—(শিল্পশা°) দেবদেবীর ভঙ্গি-বি°। মূর্তিতত্ত্বে এই ভঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন হয়। কোন মূর্তির দুই বা তিনের অধিক স্থানে ভঙ্গ থাকিলে অতিভঙ্গ হইয়া থাকে। অতিভঙ্গ দেবদেবীর ত্রিবিধ ভঙ্গমানের (অভঙ্গ, সমভঙ্গ ও অতিভঙ্গ) অন্যতম।—'সর্বেষাং দেবদেবীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে। অভঙ্গং সমভঙ্গং চ অতিভঙ্গং ত্রিধা ভবেৎ॥'—মান° ৭৭. ৯৫-৬। ইহাতে মূর্তির লালিত্য বৃদ্ধি হয়। অতিভঙ্গের লক্ষণ এইরূপ—

'এবং তু সমভঙ্গং স্যাদতিভঙ্গমিহোচ্যতে।
পার্শ্বান্তরং শরাঙ্গুল্যং তৎপাদাঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরে।
তদ্ দ্বয়োর্মধ্যমে বিংশদঙ্গুল্যং দ্বয়ান্তরং ভবেৎ।
তদ্জানুদ্বয়োর্মধ্যে সার্ধদ্ব্যঙ্গুলকান্তকম্।
এবমতিভঙ্গং স্যাদেতানি যুক্তিতো ন্যসেৎ।'
—মান° ৭৭. ১১৭-২২।

[P. K. Acharya : Dict. of Hindu Architecture ; Do : Indian Arch. according to Manasara Silpasastra]

অতিভদ্রা — (জৈনশা°) ভগবান্ মহাবীরের প্রভাস নামক একাদশ গণধরের মাতা।—আচু°।

অতিভানু—সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু নামে দশ পুত্র জন্মে। অতিভানু ইঁহাদের অষ্টম।—ভা° ১০. ৬১. ১০। প্রদ্যুম্ন কিম্পুরুষবর্ষে শত অক্ষৌহিণী লইয়া উপস্থিত হইয়া ক্রমে রঙ্গবল্লীপুরীর নিকট এক গভীর জঙ্গলে উপস্থিত হন। সেখানে আর্ষ্টিসেন গন্ধর্বভ্রাতা সুমতি হনুমৎশাপে দশযোজনদীর্ঘ সর্পরূপে বাস করে। এই সর্প প্রদ্যুম্নের গজসমূহ গ্রাস করিলে অতিভানু ও অপর নয় ভ্রাতা তাহাকে শরাঘাতে ভিন্নাঙ্গ করিয়া ভূতলে পাতিত করেন। সর্প গন্ধর্বমূর্তি ধারণ করিয়া শাপমুক্ত হয়।—গর্গস° বিশ্ব° ২৬. ৩০ ৪।

অতি-ভার,-মার (?)—বিষ্ণুপুরাণে (৪. ১৯. ২) পাওয়া যায়, ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। উইলসন সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে (৪৪৭পৃ°, ৯ পাদটীকায়) লিখিয়াছেন, ভাগবতে 'রন্তিনার' স্থানে 'অতিভার, অতিমার'। কিন্তু ভাগবতে কোনও সংস্করণে অতিভার বা অতিমার পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ভাগবতে (৯. ২০. ৬) 'ঋতেয়ো রন্তিনারোঽভূৎ' এই পাঠই আছে। কোন কোন পুরাণে রন্তিনার পাঠভ্রমে 'মতিনার' বা 'রন্তি', 'রন্তিনার' হইয়াছে। এইরূপ ঋতেয়ুর স্থানে 'রিবেয়ু', 'ঋচেয়ু' বা 'ঔচেয়ু' হইয়া গিয়াছে। এইরূপ লিপিকর-প্রমাদ আরও আছে। Bohtlingk ও Roth তাঁহাদের সংস্কৃতাভিধানে উইলসনের ভুল পাঠ পুরাণাদির সহিত না মিলাইয়া 'অতিভার' ও 'অতিমার' শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন, 'Name pr. Einer Konigs (Name of a king)—Bhag. im. VP. 447. No 9'. প্রত্যুত ইহা রাজর্ষি রন্তিনার—ঋতেয়ুর পুত্র। কয়েকটী পুরাণে নিম্নলিখিত পাঠ পাওয়া যায়ঃ—

'ঋতেয়ো রন্তিনারোঽভূৎ'—ভা° ৯. ২০. ৬।
ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার—বিষ্ণুপু° ৪. ১৯. ২।
রিবেয়ুর পুত্র রন্তি-রন্তিনার—বায়ুপু°৯৯. ১২৪-২৫।
ঔচেয়ুর পুত্র রন্তিনার—মৎস্যপু° ৪৯. ৬-৭।
ঋতেয়ু তৎপুত্র রন্তিনার—বৃহ-পু°মধ্য° ২৯. ৩৭।
ঋচেয়ুর পুত্র মতিনার—হরি° হরি° ৩২. ২।
অন্তিনার—মৎস্যপু° (W. Kirfel, p. 538)
মতিনার (বংশতালিকা ভুল)—অগ্নিপু° ২৭৮. ৪, ৫।

অতিভারগ — (বৈদ্যক) অশ্বাকৃতি গর্দভবি°।—রাজনি° ১৯. ৪০৩; ধন্ব-নি° ৬. ৩৮৪।

অতিভাব—১ প্রাবল্য, উৎকর্ষ, প্রকর্ষ। 'ন কালস্যাতিভাবোঽস্তি কৃতান্তঃ খলু দুর্জয়ঃ।'—রা° ৬. ২৩. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ২ (বাঙলায়) বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, অতিশয় বন্ধুতা।

অতিভীম — পঞ্চদশ দেবমধ্যে অন্যতম অগ্নিবি°।—মহা° ৩. ২২২. ১১।

অতিভূতি—(জৈনশা°) জৈন মুনি-বি°। ইনি পঞ্চম বাসুদেবের পূর্বজন্মে গুরু ছিলেন।—পউম° ২০. ১৭৬।

অতিভোজন — (বৈদ্যক) ক্লী°, অতিরিক্ত ভোজন, বা বেশী পরিমাণে খাওয়া। লঘুদ্রব্য ও অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে আলস্য, গুরুত্ব, পেটের ভিতর 'গুড়্ গুড়্' শব্দ ও অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব হয়। 'আলস্যগৌরবাটোপসাদাংশ্চ কুরুতেঽধিকম্'—সুশ্রু° সূ° ৪৬ অ°।

অতিমঞ্জুলা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, গোলাপ পুষ্পের প্রকারভেদ। পর্যায়—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা ও ওলাঙ্কাপুষ্পা। গুণ—ইহা শীতবীর্য, হৃদ্য, সংগ্রাহী, শুক্রজনক, লঘু, ত্রিদোষনাশক ও রক্তশোধক।—ভা-প্র° পূ. পুষ্পব° ২০, ২১।

অতিমণ্ডল—(বৈদ্যক) ভূধামন বৃক্ষ।—বৈদ্যকনি°।

অতিমনুষ্যস্তব—গ্রন্থবিশেষের নাম।—Opp. Cat. 1.

অতি-মন্থ,-মন্থক—(বৈদ্যক) অগ্নি-মন্থ ক্ষুপ।

অতিমন্যু$_1$—বিণ, অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত, অতি উন্মত্ত।—মহা° ৮. ২২. ১০।

অতিমন্যু$_2$ (?)—একমাত্র শিবপু°-(ধ° ৫২. ১৪) মতে প্রজাপতি-কন্যা নড্‌লাতে চাক্ষুষমনুর ঔরসে যে দশ পুত্র হয় ইনি তাঁহাদের অন্যতম। অন্যান্য পুরাণের—যথা, বিষ্ণুপু° (১. ১৩. ৬), বায়ুপু° (৬২. ৯০), হরি° হরি° (৪. ৪২), ব্রহ্মপু° (২. ১৯) ও মৎস্যপু°-(৪. ৪২) মতে ইঁহার নাম অভিমন্যু। অগ্নিপু° (১৮. ৯) ও কূর্মপু°-(পূ° ১৪. ৯)

মতে ইঁহার নাম 'অভিমন্যুক'। সুতরাং শিব-পুরাণের পাঠ সম্ভবতঃ ভ্রান্ত। [অভিমন্যু দ্র°]

অতিমর্শ—নাভানেদিষ্ঠাদি চারিটী শস্ত্র শিল্পশস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞে ষষ্ঠাহে শিল্পশস্ত্র পাঠের বিধি আছে। এই চারি শস্ত্র হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক যথাক্রমে পাঠ করিয়া থাকেন। শিল্পশস্ত্রপাঠে যজমানের নূতন শরীর লাভ হয়। মৈত্রা-বরুণের শিল্পশস্ত্রের মধ্যে আটটী বালখিল্য-সূক্ত বিহিত হইয়াছে। বালখিল্যসূক্ত ৮ম মণ্ডলের ৪৯ হইতে ৫৯ সংখ্যক পর্যন্ত ১১টী সূক্ত এবং এই ১১টী সূক্তের প্রথম ৮টী সূক্ত শিল্পশস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ৮টী সূক্তের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যক সূক্তে দশটী করিয়া, ৫ম ও ৬ষ্ঠে আটটী করিয়া এবং ৭ম ও ৮মে পাঁচটী করিয়া মন্ত্র আছে। আবার উক্ত আটটী সূক্তে চারি জোড়া সূক্ত। প্রথম তিন জোড়া সূক্ত 'প্রগাথ'রূপে পাঠ করা হয়—এক ছন্দে অপর ছন্দ যোগ করিলে প্রগাথ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই তিন জোড়া সূক্তে 'বৃহতী' ও 'সতোবৃহতী' এই দুই প্রকার ছন্দ বর্তমান এবং বৃহতীতে সতোবৃহতীর যোগ হইলে প্রগাথ হইতে পারে না। প্রগাথ-সম্পাদনে এরূপ যোগ নিষিদ্ধ। ইহার পরিবর্তে 'অতিমর্শ' নামক বিহৃতি সম্পাদন করিয়া ঐ সূক্ত পাঠের বিধান হইয়াছে। একটী মন্ত্রের কিয়দংশে অন্য মন্ত্রের কিয়দংশের যোগসাধনপূর্বক দুইটী মন্ত্রের মিলন ঘটাইলে বিহৃতি নিষ্পন্ন হয়। বিহৃতির আবার প্রকারভেদও আছে। একটী সূক্তের মন্ত্রের এক চরণের পর অন্য সূক্তের এক চরণ মিলাইয়া, একটী সূক্তের মন্ত্রের অর্ধাংশের পর অন্য সূক্তের মন্ত্রের অর্ধাংশ মিলাইয়া, একটী সূক্তের একটী ঋকের পর অন্য সূক্তের একটী ঋক্ বসাইয়া, দুইটী সূক্ত যথাক্রমে পাঠ না করিয়া বিপরীতক্রমে পড়িয়া,—এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে বিহৃতি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

বিহৃতির প্রকারভেদানুসারে বালখিল্য-পাঠের ব্যবস্থা। ইহাতে পূর্বোক্ত আট সূক্তের প্রথম জোড়ায় চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় জোড়ায় অর্ধ ঋকের পর অর্ধ ঋক্ এবং তৃতীয় জোড়ায় ঋকের পর ঋক্ বসাইয়া বিহৃতি সম্পাদিত হয়। এইরূপ বিহৃতির নাম অতিমর্শ। চতুর্থ জোড়ায় সপ্তম সূক্তের পর অষ্টম সূক্ত পাঠ না করিয়া বিপরীতক্রমে অর্থাৎ অষ্টমের পর সপ্তম পাঠ করিলে বিহৃতি সম্পাদিত হইবে। প্রথম দুইটী সূক্তে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয় দুইটী সূক্তে অর্ধ ঋকের পর অর্ধ ঋক্ এবং তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে ঋকের পর ঋক্ বসাইলে যে বিহৃতি নিষ্পন্ন হয়, সেই অতিমর্শ বিহৃতির নাম 'হৌণ্ডিন' বিহৃতি। হুণ্ডিনাখ্য ঋষির অনুমত বলিয়া এই বিহৃতির নাম হৌণ্ডিন। এতদ্ব্যতীত আর একটী অতিমর্শ বিহৃতির নাম 'মহাবালভৃৎ' বিহৃতি; মহাবালভৃৎ ঋষির অনুমত বলিয়া এই বিহৃতির নাম তাঁহার নামে করা হইয়াছে। এই বিহৃতিতে প্রথম তিন জোড়া বালখিল্যসূক্তের চারিবার আবৃত্তি করিতে হয়। প্রথমবার আবৃত্তিকালে চরণের পর চরণ, দ্বিতীয়বার অর্ধ ঋকের পর অর্ধ ঋক্ এবং তৃতীয়বার ঋকের পর ঋক্ যোগ করিয়া ইহার বিহৃতি সাধিত হয়; এই বিহৃতিদ্বারা প্রগাথ নিষ্পন্ন করিয়া সেই প্রগাথের পর একপদা ঋক্ বা মহানাম্নী ঋকের অষ্টাক্ষর পদ বসাইতে হয়। প্রগাথের পর একপদা বসাইলে ঐ প্রগাথ বাক্যকূটে পরিণত হইয়া থাকে এবং বাক্য-কূটে পরিণত হইলে বালখিল্যমন্ত্র বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী হয়। চতুর্থবার আবৃত্তির সময় বিহৃতিসম্পাদনের প্রয়োজন হয় না বা উহার পরে একপদাও বসাইতে হয় না। উদাহরণ—

প্রথম সূক্ত

প্রথম মন্ত্র—অভি প্র বঃ (১) সুরাধসং, (২) ইন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
(৩) যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ,
(৪) সহস্রেণেব শিক্ষতি॥

দ্বিতীয় মন্ত্র—(৫) শতানীকেব প্র জিগাতি ধৃষ্ণুয়া,
(৬) হন্তি বৃত্রাণি দাশুষে॥
(৭) গিরেরিব প্র রসা অস্য পিন্বিরে,
(৮) দত্রাণি পুরুভোজসঃ॥

দ্বিতীয় সূক্ত—

প্রথম মন্ত্র—(৯) প্র সু শ্রুতং সুরাধসং, অর্চা
(১০) শক্রমভিষ্টয়ে।
(১১) যঃ সুম্বতে স্তুবতে কাম্যং বসু,
(১২) সহস্রেণেব মংহতে॥

দ্বিতীয় মন্ত্র—(১৩) শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা,
(১৪) ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ।
(১৫) গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে,
(১৬) যদীং সুতা অমন্দিষুঃ॥

প্রতিচরণে বিহৃতিতে নিম্নরূপ প্রগাথ হইবে—

(১) অভি প্র বঃ সুরাধসং, (১৪) ইন্দ্রস্য সমিষো মহীঃ
(১৩) শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা, (২) ইন্দ্রমর্চ যথাবিদে॥
(৩) যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ, (১৬) যদীং সুতা অমন্দিষুঃ।
(১৫) গিরির্ন ভুজ্মা মঘবৎসু পিন্বতে, (৪) সহস্রেণেব শিক্ষতোম্॥

এই দুইটী মন্ত্রের প্রগাথ নিষ্পন্ন করিয়া 'ইন্দ্রো বিশ্বস্য গোপতিঃ' এই একপদা ঋক্ বসাইলে উহা বাক্যকূটে পরিণত হয়।

মহাবালভিদ্ বিহৃতিতে এইরূপ প্রথম তিন জোড়া সূক্তের প্রতি ঋকের প্রত্যেক চরণের পর বিহৃতি নিষ্পন্ন হয়, অতঃপর একপদার বা মহানাম্নীর অষ্টাক্ষর বসে। হৌণ্ডিন বিহৃতিতে মাত্র প্রথম জোড়া সূক্তে এইরূপ বিহৃতি সম্পন্ন হয়। অর্ধ ঋকের পর বিহৃতি যথা—

১ ২
অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
১৫ ১৬
গিরির্ন ভুজ্যা মঘবৎসু পিন্বতে, যদীং সুতা
অমন্দিষোম্ ॥

মহাবালভিদ্ বিহারে দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে প্রথম তিন জোড়া সূক্তে এইরূপ বিহৃতি হইয়া থাকে। ষোড়শিন বিহৃতিতে মাত্র দ্বিতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহৃতি। প্রথম ঋকের পর বিহৃতি এইরূপ—

১ ২
অভি প্র বঃ সুরাধসং, ইন্দ্রমর্চ যথা বিদে।
৩ ৪
যো জরিতৃভ্যো মঘবা পুরূবসুঃ, সহস্রেণেব
শিক্ষতোম্ ॥
১৩ ১৪
শতানীকা হেতয়ো অস্য দুষ্টরা, ইন্দ্রস্য
সমিষো মহীঃ।
১৫
গিরির্ন ভুজ্যা মঘবৎসু পিন্বতে, যদীং সুতা
অমন্দিষোম্ ॥

মহাবালভিদ্ বিহারে তৃতীয়বার আবৃত্তির সময় প্রথম তিন জোড়া সূক্তে এইরূপ বিহৃতি; ষোড়শিন বিহৃতিতে মাত্র তৃতীয় সূক্তদ্বয়ে এইরূপ বিহৃতি হইয়া থাকে।

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐ-ব্রা° কলি. ১৩১৮, ৫৩৮-৪১]

অতিমহারৌদ্র—বিণ, অতীব ভয়ানক। বিভাতাতিমহারৌদ্রা দর্শনস্পর্শনাদিষু'—মার্ক-পু° ১২. ৫।

অতিমান — ১ম ও ২য় নরসিংহবর্মার উপাধি [১ম ও ২য় নরসিংহবর্মা দ্র°]।

অতিমানুষস্তব — স্তোত্রগ্রন্থ - বি°। শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্তি রঙ্গনাথের লীলাবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকার—শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র; ইনি হারীতগোত্রীয় এবং ইঁহার অপর নাম করস্তলবর। জন্ম—১০৩৯ খ্রী° কাঞ্চীর নিকটবর্তী কূরমে; রাম-সোমযাজীর পুত্র ও রামানুজের শিষ্য। রামানুজ অতিমানুষস্তবের একখানি টীকা রচনা করেন।

[S: Mss., 9820 ; DC, xviii. 6919 ; Krishnamachariar Cl. Sans. Litt., 280 ; Opp. Cat. I]

অতিমায়₁—১ মায়াতীত।—কিরাত° ১৮. ৩০। ২ ভ্রম, ইন্দ্রজাল, অবিদ্যা।

অতিমায়₂—দৈত্যবিশেষের নাম।—হর-বিজয় ৩৪. ২৯. ৪৯।

অতিমায়া — স্ত্রী°, শাক্য° সুভূতির সপ্ত-কন্যার অন্যতমা। মায়া ও মহাপ্রজাবতী নাম্নী দুই কন্যাকে কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন গ্রহণ করেন এবং অতিমায়া, মহামায়া, অনন্তমায়া, চূলিয়া ও কোলিশোভা নাম্নী পঞ্চ কন্যার সহিত শুদ্ধোদনের অপর তিন ভ্রাতা ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদনের বিবাহ হয়। ইঁহাদের মধ্যে কে অতিমায়ার স্বামী তাহা বুঝা যায় না।—B. C. Law : Study of the Mahavastu, 54, 58.

অতিমার (?)—[অতিভার (?) দ্র°]।

অতিমার্গণ—বিণ, অত্যন্ত অকালিক, অসময়োচিত। হর্ষচ° ১৫২. ১০।

অতিমাল—জ্যোতির্ময় রজ্জুমালার ন্যায় সুন্দর।—লঘুকৌ° ১০১৭।

অতিমুক্ত₁—১ স্বনামখ্যাত অন্তকৃদ্ (= সেই জন্মেই মুক্তি-প্রাপ্ত) জৈন মুনিবি°। ইনি পোলাসপুরের রাজা বিজয়ের পুত্র ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে ভগবান্ মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।—অন্ত°। ২ অন্তগড়দসা নামক অঙ্গগ্রন্থের এক অধ্যায়। —পি° ২৪৬ ; অন্ত°॥

অতিমুক্ত₂—(বৈদ্যক) মাধবীলতা। পর্যায়—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমোৎসব। গুণ—মধুর, শীতবীর্য, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।—ভা-প্র° পূ. ১, পুষ্পব° ৩৬।

অতিমুক্তক₁— [পালি—অতিমুত্তক] প্রাচীন বৌদ্ধযুগে বারাণসীর নিকটবর্তী একটী শ্মশান। জাতকে (৫.১৮ ই°) লিখিত আছে যে, এইখানে ডাকাতেরা তাহাদের লুণ্ঠিত সামগ্রী আনিয়া রাখিত। মাণ্ডব্য ও দীপায়ন নামে দুই জন সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস করিতেন।

অতিমুক্তক₂—[পালি—অতিমুত্তক] এক জন বৌদ্ধ শ্রামণের। ইনি সংকিচ্চের ভাগিনেয় ছিলেন। সংকিচ্চের নির্দেশে উচ্চতর পটিসম্ভিদার জন্য পিতামাতার আদেশ লইতে যাইবার সময় পথিমধ্যে ইনি তস্কর-কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইনি ঐ তস্করগণের সমুদয় সন্ধান প্রকাশ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় পরিত্রাণ লাভ করেন। পরে ইনি আপন পিতামাতাকে ঐ পথে গমন করিতে দেখেন; কিন্তু আপন প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত হন। তস্করগণ ইঁহার এই সাধুতায় বিস্মিত হইয়া ইঁহার নিকটে পটিসম্ভিদা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইনি তাহাদিগকে প্রথমে সংকিচ্চের ও পরে বুদ্ধের নিকটে লইয়া যান। —ধম্ম-অট্ঠ° ২. ২৫২-৩ ; সারত্থপকাসিনী ১. ৪৪-৫। কিন্তু থেরগাথার অট্ঠকথায় (২. ১১ ই°) দেখা যায়, অর্হত্ত্বলাভের পর ইনি তস্করগণকর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হন। ইঁহার অবশিষ্ট কাহিনীটীও বিভিন্ন। পূর্বজন্মে সুমেধীর সময়ে ইনি এক জন ধনী গৃহস্থ ছিলেন এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর ভিক্ষুদিগকে প্রচুর ভিক্ষাদান করিতেন।—অপদান ১. ৮৮। সারত্থপকাসিনীতে (১. ৪৫) ইনি আত্মীয়গণের মধ্যে দীপ্তিময় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অনেক স্থলে ইঁহাকে 'অধিমুত্তক' নামেও অভিহিত করা হয় ॥ MDPP ॥

অতিমুক্তক₃—(বৈদ্যক) ১ মাধবী-লতা।—ধন্ব-নি° ৫. ১৬৩। ২ তিন্দুকবৃক্ষ।—ধন্ব-নি° ৫. ৪০। ৩ তিনিশবৃক্ষ।—অম° ৪. ২. ৩০১।

অতিমুক্তকা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, মাধবী-লতা।—রাজনি° ১০. ২৬০। [মাধবীলতা দ্র°]

অতিমুক্তচরিত—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—পূর্ণভদ্র ; ইনি জিনপতির শিষ্য। ১২৮২ স° এই গ্রন্থ রচিত হয়।—Krishnamachariar Cl. Sans. Litt., 104.

অতিমূর্তি—আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৯. ৪) একাহ যজ্ঞের মধ্যে ২৪টী একাহ যজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অতিমূর্তি ১৬শ নাম।

অতিমৃদুহৃদয়তা—হৃদয়ের অপরিমিত কোমলতা।—হর্ষচ° ২৭৪. ২১।

অতিমোদা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ বন-মল্লিকা। করবীরাদিবর্গের পুষ্প। পর্যায়—

গ্রৈষ্মী, সপ্তলা, সুকুমারা, সুরভি, সূচিমল্লিকা।—রাজনি° ১০. ২৩৭। ২ কাঞ্চনপুষ্পী। পর্যায় — গণিকারী, কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, বসন্তদূতী, গন্ধকুসুমা, বাসন্তী, মদমাদিনী।—রাজনি° ১০. ৩১।

অতিস্বর — সিংহলাধিপতি দুটঠগামণী-অভয়ের (খ্রী-পূ° ১০১-৭৭) মন্ত্রী [দুটঠ গামণী দ্র° ।।—সদ্ধম্ম° (PTS), ৭৭॥ MDPP॥

অতিযব—(বৈদ্যক) কৃষ্ণবর্ণ শূকবিহীন যববি°। '.........নিশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ' —ভা-প্র° পৃ. ১, ধান্যব° ২৭। [যব দ্র°]

অতিযশোবল—১০৫৮ বি-স° গ্রহপতি-বংশীয় কোক্কলের খাজুরাহো-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ঐ লিপি-অনুসারে ইনি যশোবল নামেও কথিত হইতেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্র মাহট, পৌত্র জয়দেব ও প্রপৌত্র সেক্কল বা সেক্কল্ল। —EI, i. 148, 151,

অতিযাজ—ঋগ্বেদের ঋষিবি°। ঋগ্বেদে মাত্র একবার (৬. ৫২. ১) ইঁহার উল্লেখ আছে। ঋষি অতিযাজ ৬. ৫২ সূক্তের ঋষি ঋজিশ্বা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে চেষ্টা করায় ঋজিশ্বা তাঁহাকে অভিশাপ দিতেছেন— 'নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা' — অতিযাজের ঋত্বিক্ নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হউক। 'উজ্জন্তু তং সুভ্বঃ পর্বতাসঃ'—সুমহান্ পর্বত তাঁহার পীড়া বিধান করুক। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সে সময়েও ঋষি ও ঋত্বিক্‌দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।

অতিযাতযামা — [মূ°-যামন্] বিণ, = অতিবৃদ্ধ।—যশস্তি° ২. ৮২. ৩।

অতিরক্ত—(বৈদ্যক) হিঙ্গুল॥ বৈদ্যকনি°॥

অতিরক্তা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, জবাপুষ্প-বৃক্ষ।—বৈদ্যকনি°।

অতিরণচণ্ড — পল্লব-নৃপতিবি°। ২য় নরসিংহবর্মা এই নামে আপনাকে অভিহিত করিতেন। মহাবলিপুরম্-এর পল্লব-লিপিমালায় ইঁহার উল্লেখ আছে। সালুবঙ্কুপ্পম্ গুহার দুইটী লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, ইনি 'অতিচরণচণ্ডেশ্বর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা হইতে ইনি যে শৈব ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। লিপি দুইটীতে ইঁহাকে যে সমুদয় উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় সেগুলি—অত্যন্ত-কাম, শ্রীনিধি, শ্রীভর, কামরাগ, রণজয়, অনুগ্রহশীল, কালকাল, সমরধনঞ্জয় ও সংগ্রামধীর (এই সমুদয় নামের অধিকাংশই আবার কাঞ্চীতে রাজসিংহ কর্তৃক তাঁহার লিপিসমূহে ব্যবহার করিতে দেখা যায়)। উক্ত লিপি দুইটী গুহার প্রবেশপথের ঠিক উপরে অবস্থিত এবং দুইটী প্রশস্তির বিষয়বস্তু একরূপ। [অতিরণচণ্ডেশ্বর ও ২য় নরসিংহ-বর্মা দ্র°]—EI, x. 5, 12, 13 : xix. 106, 107, 109n, 110, 111, 112.

অতিরণচণ্ডেশ্বর — মহাবলিপুরমের একটী শিবমন্দির। প্রতিষ্ঠাতা—পল্লবনৃপতি অতিরণচণ্ড। মন্দিরটীর অপর নাম 'অতিরণচণ্ড-পল্লবেশ্বরগৃহ'। সালুবঙ্কুপ্পম্ গুহামন্দিরের দুইটী লিপিতে এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ গুহামন্দিরটীই অতিরণচণ্ডেশ্বর মন্দির। লিপিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহা পশুপতির (শিবের) মন্দির এবং এরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, পশুপতি পার্বতী, গুহ কার্তিকেয়) ও গণবৃন্দপরিবৃত হইয়া এই মন্দিরে অধিষ্ঠান করুন। [অতিরণচণ্ড দ্র°]—EI, x. 12, 13,

অতিরথ,—যিনি একাকী অমিত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। রথযূথপতির নাম মহারথ, আর মহারথযূথপতির নাম অতিরথ। 'অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথযূথপা মহারথা তেষাং যূথপোঽতিরথঃ।' —মহা° ৫. ১৬৪. ২৮ (নীলকণ্ঠ-টী°)। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব ১৬৪-৭২১ অধ্যায়ে অর্ধরথ, রথ, মহারথ ও অতিরথের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই চারি রথের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অর্ধরথ	রথ	মন্তব্য	মহারথ	অতিরথ		
		ভোজরাজ		কৃতবর্মা ১	১	মহা° ৫. ১৬৫. ২৪
		মদ্ররাজ		শল্য ২	২	" " ২৬
	কম্বোজের সুদক্ষিণ ৩	এক রথের সমান			৩	" ৫. ১৬৬. ১
	মাহিষ্মতীর নীল ৪				৪	" " ৪
	বিন্দু ৫	অবন্তীর রাজপুত্র			৫	" " ৬
	অনবিন্দু ৬	" "			৬	" " "
	পঞ্চত্রিগর্ত ভ্রাতৃবৃন্দ ৭				৭	" " ৯
	সত্যরথ ৮				৮	" " ১১
	দণ্ডধার ৯				৯	" " ১৭
	বৃহদ্বল ১০	শল্যদের রাজপুত্র			১০	" " ১৮
	কৃপ ১১	শরদ্বানের পুত্র			১১	" " ২০

অর্ধরথ	রথ	মন্তব্য	মহারথ	অতিরথ				
	শকুনি ১২	এক রথের সমান			১২	”	১৬৭.	১
		দ্রোণের পুত্র	অশ্বত্থামা ১৩		১৩	”	”	৩
			পৌরব ১৪		১৪	”	”	১৯
	সত্যসর্ব ১৫				১৫	”	”	২১
	জলসন্ধ ১৬				১৬	”	”	২৪
				বাহ্লীক ১৭	১৭	”	”	২৮
			সত্যবান্ ১৮		১৮	”	”	৩০
		রাক্ষসনেতা	অলম্বুস ১৯		১৯	”	”	৩৩
	অচল ২০	ভ্রাতৃদ্বয়			২০	”	১৬৮	১
	বৃষক ২১	বিকর্তনের পুত্র			২১	”	”	”
কর্ণ ২২		কর্ণের মতে			২২	”	”	৭
ভীষ্ম ২৩					২৩	”	”	১৩
	ভীম ২৪	আট রথের সমান			২৪	”	১৬৯.	৪
			দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ২৫		২৫	”	১৭০.	১
	উত্তর ২৬	বিরাটের পুত্র			২৬	”	”	”
	উত্তমৌজা ২৭				২৭	”	”	৫
	যুধিষ্ঠির ২৮				২৮	”	”	”
	শিখণ্ডী ২৯	দ্রোণের শিষ্য			২৯	”	১৭১.	১
		ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র		ধৃষ্টদ্যুম্ন ৩০	৩০	”	”	৪
ক্ষত্রধর্ম ৩১		চেদিরাজ			৩১	”	”	৭
			ধৃষ্টকেতু ৩২		৩২	”	”	৮
	ক্ষত্রধর্মা ৩৩				৩৩	”	”	১০
			জয়ন্ত, অমিতৌজা, সত্যজিৎ } ৩৪		৩৪	”	”	১১
			অজ ও ভোজ ৩৫		৩৫	”	”	১২
			বার্ধক্ষেমি ৩৬		৩৬	”	”	১৭
			চেকিতান, সত্যধৃতি } ৩৭		৩৭	”	”	১৮
			ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন } ৩৮		৩৮	”	”	১৯
	ভীষ্ম ৩৯	নিজমতে			৩৯	”	”	২৩
		দ্রুপদের পুত্র		সত্যজিৎ ৪০	৪০	”	”	২৪
			পাণ্ড্য ৪১		৪১	”	”	২৬
				শ্রেণিমান্ ৪২	৪২	”	”	২৭
			রোচমান ৪৩	বাসুদেব	৪৩	”	১৭২.	১
		ভীমসেনের মাতুল		কুন্তিভোজ ৪৪	৪৪	”	”	১

অতিরথ২—সোম° নরপতি মতিনারের পুত্র।—মহা° ১.৮৮.১৩।

অতিরস—(বৈদ্যক) পৌণ্ড্রক॥ শব্দমালা॥

অতিরসা—(বৈদ্যক) **১** রাস্না নামক এক জাতীয় পরভোজী উদ্ভিদ্। পর্যায়—যুক্তরসা, রস্যা, শ্রেয়সী, রসনা, সুগন্ধমূলা, পুত্তিরসা ও রসাঢ্যা। [গুণ—রাস্না দ্র°] —রাজনি° ৬.৩৯৩; ধন্ব-নি° ১. ২৭০-৭১। **২** ক্লীতনক নামক মধুযষ্টি বা যষ্টিমধুবি°। পর্যায়—ক্লীতন, ক্লীতিকা, স্থলজা, মধুপর্ণী, মধুলিকা, মধুবল্লী, মধুরলতা, শোষাপহা ও সৌম্যা। গুণ—মধুররস, শীতল, গুরু, বৃষ্য,

ব্রণাপহ, চক্ষুষ্য ও রক্তপিত্তনাশক।—রাজনি° ৬. ১৮৪-৮৬; ধন্ব-নি° ১. ১৪৪।

অতিরহস্যযোগিনী—স্ত্রী°, কামেশী, বজ্রেশী ও ভগমালিনী নাম্নী তিনটী দেবতা অতিরহস্যযোগিনী নামে অভিহিতা। ইঁহারা তিন জনেই মদিরোন্মত্তা ও শ্রীদেবীর অন্তরঙ্গা। ইঁহাদের বর্ণ সিন্দূরের ন্যায়। এই তিন দেবী দৈত্য ও ভণ্ডদিগের প্রতি কোপসমন্বিতা। ইঁহাদের মাহাত্ম্য ও তেজঃ ললিতাদেবীর অনুরূপ। ইঁহারা তিন জনে তিনটী স্বতন্ত্র পীঠে অবস্থান করেন। এই দেবতাত্রয় অষ্টবাহু-সমান্বিতা। ইঁহাদের এই অষ্টবাহুতে চাপ, বাণ, পানপাত্র, মাতুলিঙ্গ, কৃপাণ, ফলক, নাগপাশ ও মহাধ্বনিবিশিষ্ট ঘণ্টা থাকে। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (পৃ° ৭, সংখ্যা ১৫) ইঁহাদের ধ্যানবিবৃতি এইরূপ—

'ভিন্নাস্বপীঠনিলয়া অষ্টবাহুসমান্বিতাঃ।
চাপবাণৌ পানপাত্রং মাতুলঙ্গকৃপাণকম্॥
ফলকং নাগপাশঞ্চ ঘণ্টা চৈব মহাধ্বনিম্।
বিভ্রাণামদিরোন্মত্তা অতিপূর্বরহস্যকাঃ॥
কামেশী চৈব বজ্রেশী ভগমালিন্যথাপরা।
ভিন্ন এতাঃ স্মৃতা দৈত্যে ভণ্ডে কোপসম-
ন্বিতাঃ॥
ললিতাসনমাহাত্ম্যা ললিতাসমতেজসঃ।
এতাস্তু নিত্যং শ্রীদেব্যা অন্তরঙ্গাঃ
প্রকীর্তিতাঃ॥৪
সিন্দূরবর্ণঃ॥'

অতিরাত্র,—রাত্রিব্যাপী সোমযাগ-বি°। অতিরাত্র যাগে রাত্রিকালে নির্দিষ্ট সময়ে তিনটী পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে সোমপূর্ণ চমস ঋত্বিক্‌গণের নিকট চারিবার ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এক এক বার ঘুরাইয়া আনিবার সময় এক এক শস্ত্র ও এক এক যাজ্যা পঠিত হয়। যাজ্যান্তে সোমাহুতি হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে হোতার, পরে মৈত্রাবরুণের, অতঃপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও তৎপরে অচ্ছাবাকের চমস ঘুরাইয়া আনা হয়। এইরূপ আরও দুইটী পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চমক ঘুরিয়া আসে বা পরিভ্রমণ করে বলিয়া ইহার 'পর্যায়' (round) আখ্যা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অতিরাত্র যাগে রাত্রির পর্যায় হইতেছে ১২টী।* এই ১২টী পর্যায়ে ১২টী স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সুরে গীত হয়। তারপর প্রভাতে সামবেদের (২. ৯৯-১০৪) ৬টী সন্ধিস্তোত্র গীত হয়। ইহা হোতার আশ্বিন শস্ত্রের অনুরূপ। এই আশ্বিন শস্ত্র প্রাতরনুবাকের প্রকারভেদমাত্র। প্রাতরনুবাক সাধারণতঃ সোমযাগের সুত্যা-দিবসের প্রথমেই প্রযুক্ত হয়।

অতিরাত্রসংস্থে সরস্বতীদেবীর জন্য চতুর্থ পশু ছাগ যূপালব্ধ করিতে হয়। অথবা অতিরাত্রে মেষী চতুর্থ পশু হয়।† ষোড়শি-স্তোত্র, শস্ত্র ও পশু অতিরাত্রযাগের অন্তর্ভুক্ত কি না তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ একমত নহেন। রাত্রিকালের অনুষ্ঠানের পূর্বকৃত্য সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪. ৬) কেবল পঞ্চদশ স্তোত্র ও শস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ব্রাহ্মণ ষোড়শীকে অতিরাত্রের অংশরূপে স্বীকার করে নাই। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (২০. ১. ১ই°)[1] দুই প্রকার অতিরাত্র স্বীকৃত হইয়াছে—একটীতে ষোড়শী থাকিবে, অপরটিতে থাকিবে না। কিন্তু কাত্যায়ন (৯. ৮. ৫) ষোড়শীর প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয়ের (৬. ৫. ১১) অনুবর্তী হইয়া আশ্বলায়নেরও (৫. ১১. ১) মতে ষোড়শী অতিরাত্রের অংশ। তবে ষোড়শী অবশ্য-কর্তব্য কি না বুঝা যায় না। অতিরাত্র অতি প্রাচীন যাগ। ঋগ্বেদে (৭. ১০৩. ৭) এই যাগ অতিরাত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এটী যে একটী সারা রাত্রি-ব্যাপী মহাকোলাহলপূর্ণ সোমপান-মহোৎসব তাহা এমন কি

---

* এক এক বারের অনুষ্ঠানে এক এক পর্যায়। এই পর্যায়গুলি ১৫শ স্তোমবিশিষ্ট। প্রথম ঋকে ৩ বার তৎসাম পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে এক একবার পাঠ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে ৫টী সংখ্যা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম ঋক্ একবার পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। তৃতীয় ঋক্ একবার। এখানেও ৫টী সংখ্যা পূর্ণ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ এক একবার পাঠ করিয়া তৃতীয় ঋক তিনবার পাঠ করিতে হইবে। এখানেও পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয়। সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। ইহাই পঞ্চদশ স্তোম।

পর্যায়গুলির মধ্যে দুই দুই পর্যায়ের স্তোমসংখ্যা একযোগে ত্রিশটী হয়। অথবা ষোড়শি সাম একুশটী। সন্ধিস্তোত্র নয়টী—এইরূপে উহা ত্রিশটী। এইরূপে অতিরাত্র মাসের স্বরূপ; কেননা, মাসে রাত্রি ৩০টী। মাস হইতে সংবৎসর সম্পাদিত হয়। সংবৎসরই অগ্নিবৈশ্বানর। অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। এইরূপে সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া অতিরাত্র অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে। তৎপ্রবিষ্ট অতিরাত্রের অনুসরণ করিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রস্বরূপ হয় এবং অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের অশ্ব ও গরু, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রগানে শকট ও রথ এবং অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের বস্ত্র, হিরণ্য ও মণি কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রের প্রথম চরণ, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রের মধ্যম চরণ ও অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রের অন্তিম চরণ দুইবার করিয়া উচ্চারিত হয়।

দিবসের কর্ম পবমানযুক্ত, রাত্রির কর্ম পবমান-যুক্ত নহে; কিন্তু দিবস ও রাত্রির উভয়েই পবমানযুক্ত ও সমানভাগযুক্ত। তাহার কারণ অতিরাত্রে 'ইন্দ্রায় মন্দনে সুতম' (৬.৯২. ১৯), 'ইদ বসো সুতমন্ধঃ' (৮. ২. ১) এবং 'ইদং হ্যন্বোজ সা সুতম' (৩. ৫১. ১০) ইত্যাদি মন্ত্রে স্তোত্রগান হয় ও শস্ত্রপাঠ হয়; তাহাতেই রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত হইয়া থাকে, দিনকর্মের সহিত সমান-ভাগযুক্ত হয়।

দিবসে পনের স্তোত্র এবং রাত্রিতে বারটী স্তোত্র, তাহাদের নাম অপিশর্বর। (প্রতি পর্যায়ে চারিবার সোমাহুতি, শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান হয়, অতএব তিন পর্যায়ে বারটী স্তোত্র)। ইহা ছাড়াও তিন দেবতার উদ্দেশে রথান্তর নামক সন্ধিস্তোত্র উচ্চারিত হয়। এইরূপে দিবসকর্ম ও রাত্রিকর্ম পঞ্চদশ স্তোত্রযুক্ত হয়।

† 'সরস্বত্যৈ চতুর্থোঽতিরাত্রে, মেষী বা।'—
কা-শ্রৌ° ৯. ৮. ৫।

'অতিরাত্রসংস্থে জ্যোতিষ্টোমে চতুর্থশ্ছাগঃ। সরস্বত্যৈ যূপে আলব্ধব্যঃ। পশুত্রয়ং তু পূর্বোক্তমেব। অথবা অতিরাত্রে চতুর্থঃ পশুর্মেষী স্যাৎ।'—ঐ

'অতিরাত্রে পশুচতুষ্টয়ং স্তোমায়নম্। এবঞ্চ অগ্নিস্তোমসংস্থায়াং এক এব পশুঃ কার্যঃ। উক্‌থ্য-সংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ প্রথমঃ, ঐন্দ্রাগ্নো দ্বিতীয় ইতি পশুদ্বয়ং কার্যম্। ষোড়শিসংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ, ঐন্দ্রাগ্নঃ, ঐন্দ্রশ্চেতি পশুত্রয়ম্। অতিরাত্রে ইমে ত্রয়ঃ, মেষী চতুর্থী ইতি পশুচতুষ্টয়মিতি।'—ঐ, ৯. ৮. ৬।

১ তু°-লাট্যা শ্রৌ° ৮. ১. ১৬; ৯. ১. ২৩ (সভাষ্য)।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য হইতেও বেশ বোঝা যায়। Eggeling[২] বলেন, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, অতিরাত্রে পর্যায়সমূহে শস্ত্রযাজ্যাদি বিধান এইরূপ যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্ এই চারিটী ছন্দের প্রথম তিনটী দিবসে ও অবশিষ্ট অনুষ্টুপ্ রাত্রিকালেই প্রযোজ্য। সেই জন্য উহা রাত্রির স্বরূপ। 'পান্তমা বো অন্ধসঃ' (৮. ৯২. ২) এই অন্ধস্-শব্দযুক্ত অনুষ্টুভে রাত্রির শস্ত্রের আরম্ভ হয়।

হোতাকে সোমলতা বা সোমার্থক এই অন্ধস্-শব্দযুক্ত, পানার্থক পা ধাতুনিষ্পন্ন পীতশব্দযুক্ত এবং মত্ততাজন্য হর্ষার্থক মদ-শব্দযুক্ত চারিটী অভিরূপ ত্রিষ্টুপ্দ্বারা প্রথম পর্যায়ের চারিটী চমসের যাজ্যা করিতেই হয়। ইহা হোতার অবশ্যকর্তব্য। আর ঋগ্বেদেও (২. ১৯. ১) আমরা ইহারই দ্যোতনা স্পষ্ট দেখিতে পাই—

'অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।'

এখানেও 'পা'-ধাতু, 'অন্ধস্'-শব্দ ও 'মদ'-শব্দ আছে। এখানে মত্ততার জন্য সোমপানও করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, অতিরাত্রের এই প্রথা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

অতিরাত্রের কার্যাবলী বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অতিরাত্রের অনুষ্ঠান সমস্ত দিবস হইয়া পররাত্রিতে চলিতে থাকে। এই জন্যই বোধ হয় অতিরাত্র নামের সার্থকতা। লাট্যায়নও (৯. ৫. ৪) সম্ভবতঃ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহার শেষাংশকে 'যজ্ঞপুচ্ছ' বলিয়াছেন। আর এই পুচ্ছ মাসের শেষভাগ অতিক্রম করিয়া থাকে এবং ইহাতেই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ (২০) এবং লাট্যায়নে (৯. ৫. ৬) অতিরাত্র ও অপ্তোর্যামকে 'একাহ' না বলিয়া 'অহীন' শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম একাহ হইতে অহীনে পরিবর্তিত অবস্থার (transition) সূচনা করিয়া দেয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩. ৪১), পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপ্তোর্যামকে সোমযাগ বলিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা অপ্তোর্যামকে সোমযাগের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই। অপ্তোর্যাম অতিরাত্রের অধিকতর প্রবৃদ্ধি; অতিরাত্রকে আরও বাড়াইয়া অতিরাত্রে চারিটী অতিরিক্ত স্তোত্র ও শস্ত্র যোগ করিয়া দিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রকে অধিকতর প্রবর্ধিত করিয়াছে।[৩] ব্রাহ্মণে (২. ৭. ১৪) ইহার প্রয়োগাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতরেয় - ব্রাহ্মণে অতিরাত্রের উৎপত্তি—কোন এক সময় দেবগণ দিনকে এবং অসুরগণ রাত্রিকে আশ্রয় করিয়াছিল। উভয় পক্ষই সমানবীর্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পরস্পর কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে ইন্দ্র অসুরদিগকে রাত্রি হইতে অপসারণ করিবার জন্য দেবতাদিগকে একযোগে আহ্বান করিলেন—কিন্তু কোন দেবতাই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর মত ভয় করিতেন। এই জন্য এখনও লোকে রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে আসিতে ভয় পায় এবং রাত্রিকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া ভাবিয়া থাকে।

ইন্দ্রের আহ্বানে কেবল ছন্দেরা ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিল। ইন্দ্র ছন্দোগণসহ অতিরাত্র ক্রতুতে রাত্রির কর্ম নির্বাহ করেন। তাহাতে নিবিৎ বা পুরোরুক্ বা ধায্যা বা অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় নাই। রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পর্যায়সমূহদ্বারাই তাঁহারা যজ্ঞভূমি পরিক্রমণ করিয়া অসুরদিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন। প্রথম পর্যায়দ্বারা পূর্বরাত্র হইতে, মধ্যম পর্যায়দ্বারা মধ্যরাত্র হইতে এবং শেষ পর্যায়দ্বারা শেষরাত্র হইতে তাঁহারা অসুরদিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

[কা-শ্রৌ°; লাট্যা-শ্রৌ°; শাঙ্খা-শ্রৌ° তৈ-স°; Weber : শ-ব্রা°; Eggeling : Satapatha Brahmana, Intro; Keith—Krishnayajurveda; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতিরাত্র,—১ চাক্ষুষ মনুর ঔরসে প্রজাপতি-কন্যা নড্বলার গর্ভে জাত দশপুত্রের অন্যতম। দশপুত্রের নাম—উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুৎ, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু।—বিষ্ণুপু° ১. ১৩. ৬; বায়ুপু° ৬২. ৯০; হরি° হরি° ৪. ৪২; ব্রহ্মপু° ২. ১৯; মৎস্যপু° ৪. ৪২; অগ্নিপু° ১৮. ৯; কূর্মপু° পূ° ১৪. ৯; শিবপু° ধ° ৫২. ১৪; ভা° ৪. ১৩. ১৬। ২ অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ-বিশেষের নাম। ইঁহার কন্যা বলাক নামক এক রাক্ষস-কর্তৃক হৃত হইয়াছিলেন। এই কন্যা তাঁহার স্বামীর চেষ্টায় রাজা উত্তমের সাহায্যে গৃহে আনীত হন।—মার্কপু° ৭০ ও ৭১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বিবরণ দ্র°।

অতিরাত্রযজ্বা—[মূ°-যজ্বন্] কবি এবং নাট্যকার-বি°। ইনি ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। নীলকণ্ঠ ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। যদিও ইনি কবি এবং টীকাকার ছিলেন তথাপি ইনি তন্ত্র এবং ক্রতু-শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শৈবসিদ্ধান্তে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'কুশকুমুদ্বতীয়' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহা রামপুত্র কুশের সহিত নাগকন্যা কুমুদ্বতীর প্রণয়-কাহিনী। ইঁহার অপর কাব্যগ্রন্থ 'প্রতি-রঘুবংশ' এবং 'ত্রিপুরবিজয়চম্পূ'। — TCM, viii. 3378; Krishnamachariar : Cl. Sans. Litt., 154, 779; S. Mss., 4037.

অতিরাত্রসামপ্রয়োগ — অতিরাত্র-যজ্ঞে উদ্গাতৃগণ-উচ্চারিত মন্ত্রাবলী। গ্রন্থকর্তার নাম অজ্ঞাত।—S. Mss., 2538.

অতিরিক্তাঙ্গ—(মূর্তিশা°) ভৈরবমূর্তির প্রকারভেদ। সংহারভৈরবের সহিত যে সমুদয় ভৈরবের সমাবেশ হয়, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম। এই সমুদয় ভৈরবের নাম—অতিরিক্তাঙ্গ, কালাগ্নি, প্রিয়ঙ্কর, ঘোরনাদ, বিশালাক্ষ, যোগীশ ও দক্ষসংস্থিত। ইঁহাদের

২ SBE, xli. p. xviii.

৩ বাজপেয় কদাচ প্রকৃত সোমযাগরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

বর্ণ বিদ্যুতের মত এবং ইঁহাদের হস্তে কুণ্ড, খেটক, পরিঘ (এক প্রকার মুষল) ও ভিন্দিপাল থাকে। [সংহারমূর্তি দ্র°] এলোরার গুহামন্দিরে ভৈরবের অতিরিক্তাঙ্গ-রূপের একটী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পদতলে উপবিষ্টা অস্থিচর্মসার ক্ষীণাঙ্গী কালী। তিনি রক্তপিপাসু পিশাচ-গণ-পরিবেষ্টিত। তাঁহার সম্মুখে এক জন অঞ্জলিবদ্ধহস্ত পূজারী ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান। শিল্পচাতুর্যের দিক্ দিয়া এই মূর্তিটীর শিল্প-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।—HI, ii. pt.-i, 181-82.

অতিরুহা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, নামান্তর—অগ্নিরুহা।—ভা-প্র° গুড়ূ° ১. ১২৫। মাংস-রোহিণী soymida febrifiga. পর্যায়—মাংসরোহিণী, বৃত্তা, চর্মকষা, বিকসা, মাংস-রোহা, মাংসরুহা, রক্তা, মাংসরোহী, মাংসী, সদামাংসী, রসায়নী, সুলোমা, লোমকরণী, প্রহারবল্লী, বীরবতী, রোহিণী, কশা (পাঠান্তর—কৃশা, বসা) ও মাংসরোহিকা। গুণ—কটুতিক্তকষায় রস, উষ্ণবীর্য, গ্রাহী, বর্ণকারক, কৃমিনাশক, কণ্ঠশুদ্ধিকর, বৃষ্য, রসায়ন, রক্ত ও পিত্তের প্রসাদক।—ধন্ব-নি° ৪. ৯৪-৯৫; রাজনি° ১২. ১০৯; ভা প্র° পূ. গুড়ূ° ১. ১২৫।

অতিরূঢ়া—(কামশা°) [প্রৌঢ়া দ্র°]।
বিবিধাভরণৈঃ স্নেহৈস্তরুণী বশবর্তিনী।
গাঢ়ালিঙ্গনচুম্বৈশ্চ অতিরূঢ়াস্তুযোষিতঃ॥
—স্মরদীপিকা।

অতিরূপচরিত — বেঙ্কটরামশর্ম - কৃত গ্রন্থ-বি°।—Cat. Cat.

অতিরেচক—(বৈদ্যক) কাঁকলা।—বৈদ্যকনি°।

অতিরৌদ্রমুহূর্ত — পঞ্চদশ মুহূর্ত-দেবগণের অন্যতম। মুহূর্তদেবগণের নাম, যথা: ১ম—অতিরৌদ্র, ২য়—মহাগন্ধর্বরাজ, ৩য়—দ্রবিণপরিবৃঢ়, ৪র্থ—শ্রাবণ, ৫ম—বায়ু, ৬ষ্ঠ—অগ্নি, ৭ম—রাক্ষস, ৮ম—ধাতা, ৯ম—সৌম্য, ১০ম—ব্রহ্ম, ১১শ—বাক্‌পতি, ১২শ—পৈল, ১৩শ—বৈকুণ্ঠ, ১৪শ—সমীরণ, ১৫শ—নির্ঋতি। শৈবাগম-মতে প্রথম মুহূর্তের অধিষ্ঠাতৃদেব অতিরৌদ্র চন্দ্রাবতংস, জটাযুক্ত, ত্রিনেত্র ও ভস্মপাণ্ডুর। ধ্যান, যথা—
'চন্দ্রাবতংসো জটিলস্ত্রিনেত্রো ভস্মপাণ্ডুরঃ।
হৃদয়স্থঃ সদা ভূয়াদ্ ভর্গো ভয়বিনাশনঃ।'
—শ্রীতত্ত্বনিধি-ধৃত শৈবাগমবচন।

হেমাদ্রিও তাঁহার ব্রতখণ্ডে অতিরৌদ্র-মুহূর্তের আর একটী ধ্যান দিয়াছেন। ধ্যান যথা—
'তত্রাদিমোঽতিরৌদ্রাখ্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽরুণাং-শুকঃ।
চতুর্ভুজো মহাক্রূরঃ সাস্থিসজ্জটকেবলঃ॥
আদিমে দক্ষিণে বিভ্রৎ কৌশিকং চাতিভীষণং।
দ্বিতীয়ে তু করে সর্পং বামাঙ্গে ত্বথ বৈ করে॥
সন্দংশং তদধঃ পাত্রং বিভ্রাণঃ সর্ববিঘ্নহা।'
অতিরৌদ্র কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রভূষিত, চতুর্ভুজ—ইনি মহাক্রূর। ইঁহার দেহ অস্থিমাত্রসার। ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের প্রথমটীতে অতিভীষণ কৌশিক (পেচক), দ্বিতীয় হস্তে সর্প; বাম হস্তদ্বয়ে সন্দংশ (সাঁড়াশী) ও পাত্র।

অতিলঙ্ঘন—[বিণ— -লঙ্ঘিত। বৈদ্যক] লঙ্ঘনের অতিযোগ। যাহা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে, তাহার নাম লঙ্ঘন। 'যৎ-কিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্'—চরক° সূ° ২২. ৪। চতুষ্প্রকার সংশুদ্ধি, পিপাসা, বায়ু, আতপ, পাচন, উপবাস ও পরিশ্রম—এই সকল সম্যগ্‌মাত্রায় আচরিত হইলে শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। রোগশান্তির নিমিত্ত রোগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘনবৃংহণাদির আচরণ করা চিকিৎসকমাত্রেরই কর্তব্য। যাহাদের শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও মল প্রভৃত এবং বায়ু দুষ্ট, তাহারা স্থূল ও বলবান্ হইলে সংশোধনযোগে লঙ্ঘনীয়। কফ-পিত্তজনিত রোগে এবং বমি, অতিসার, হৃদ্‌রোগ, বিসূচিকা, অলসক, জ্বর, বিবন্ধ, গুরুতা, উদ্গার ও অরোচক রোগে যাহারা পীড়িত, তাহারা পাচনযোগে লঙ্ঘনীয়। উল্লিখিত রোগসমূহ ও যে সকল রোগ অল্পবলবিশিষ্ট—সেই সকল রোগ পিপাসা ও উপবাসযোগে লঙ্ঘনীয়। মধ্যবলবিশিষ্ট রোগসকল পরিশ্রম, আতপ ও বায়ুযোগে লঙ্ঘনীয়। এই সকল লঙ্ঘনীয় বিষয় সম্যগ্‌মাত্রায় প্রযুক্ত হইলেই রোগশান্তির সহায়তা করে। কিন্তু ইহাদের অতিযোগে বিভিন্ন উপদ্রব উপস্থিত হয়। অতিলঙ্ঘন-হেতু পর্বভেদ, অঙ্গমর্দ, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রোত্র ও নেত্রের দুর্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, ঊর্ধ্ববাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অগ্নির বলক্ষয়—এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।
'পর্বভেদোঽঙ্গমর্দশ্চ কাসঃ শোষমুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্ধ্ববাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলনাশশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥'
—চরক° সূ° ২২. ২৭; চক্র° জ্বর-চি° ১১।

অতিলঙ্ঘিত-(বৈদ্যক) [অতিলঙ্ঘন দ্র°]।

অতিলম্বী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, শতাহ্বা।—ভা-প্র° পূ. ১. ৭৫। [অতিচ্ছত্রা দ্র°]

অতিলালসা — পরমেশ্বরী মহাশক্তির অষ্টোত্তর সহস্রনামের একটী নাম।—কূর্মপু° ১২. ৬৪।

অতিলাশয়—(বৈদ্যক) পক্ষি-বি°। পর্যায়—জলসারী, জলপক্ষী, মহাপক্ষী, ঠিক, ঠিক্, পাশগড়।—রাজনি° ১৯. ৩।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট — বা° প্রবাদ-বি°। অত্যধিক লোভ করিলে মূল ধন হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। এবিষয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা এইরূপ—

কোন রাজার একটী গাভী এক দিন দুগ্ধ দিতে বিশেষ বেগ দেওয়ায় রাজা বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন, পরদিবস প্রত্যুষে তিনি যাহাকে দেখিবেন তাহাকেই গাভীটী দিয়া দিবেন। এক তাঁতি পথ দিয়া যাইবার সময় রাজার কথা শুনিতে পায়। তখন সে গাভীটী পাইবার লোভে বাড়ী গিয়া কাপড় বুনিবার সুতা পাকাইয়া গরু বাঁধিবার দড়ি প্রস্তুত করিল এবং পাছে গাভী দেখিয়া বৃদ্ধা মাতার তাহাতে লোভ হয় এজন্য মাতার চক্ষু নষ্ট

করিয়া দিল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে সে দড়ি লইয়া রাজগৃহের দ্বারে উপস্থিত রহিল। রাজা দরজার বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ও উহার কারণ শুনিয়া তাহাকে প্রহরীদের দ্বারা প্রহার করাইয়া বিতাড়িত করিলেন।

অতিলোমশা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, নীলবুহ্ণা। —পর্যায়মুক্তাবলী।

অতিলোহিতা—প্রজাপতি বহুপুত্রের কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সীতা নাম্নী চারি ভার্যার অন্যতমা। ইঁহারা সকলেই দক্ষ ও অসিক্লীর কন্যা। শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের (১. ১৫. ১৩৬)* 'বহুপুত্রস্য বিদ্বাংশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ' এই শ্লোকাংশের টীকায় লিখিয়াছেন—"চতস্রো বিদ্যুতস্ত 'বাতায় কপিলা বিদ্যুদ্ আতপায়াতিলোহিতা। পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া দুর্ভিক্ষায় সিতা ভবেৎ।'—ইতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধাঃ।"

অতিবক্তা—[অতি + √বচ্ + তৃচ্; স্ত্রী°] বিণ, বাচাল, বাক্‌পটু।

অতিবর্চা—[মূ°-বর্চস্] মহিষ ও তারকা-অসুরের সহিত সংগ্রামে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ সুবর্চা ও অতিবর্চা নামক অনুচর বরুণ-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। — বামনপু° ৫৭. ৬৮-৭০।

অতিবর্ণাশ্রমিব্যাখ্যানম্ — ধর্ম-গ্রন্থের ব্যাখ্যা। অতিবর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় কোন তপশ্চর্যা করেন না; তাঁহাদের ধর্মজীবনযাপনের নিয়মাবলী 'অতিবর্ণাশ্রমী' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।—S. Mss., 14861.

অতিবর্তন—[অতি + √বৃত — ল্যুট্] ক্লী°, ১ অতিরেক। ২ বলীবর্দচালিত রথ, শকট প্রভৃতি চালনায় বলীবর্দের নাসারজ্জু ছিন্ন হইলে, গাড়ির যূপকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, বন্ধুর পথ দিয়া চলিতে চলিতে চক্রের মধ্যস্থানের কাষ্ঠচক্র ভাঙ্গিয়া গেলে, গাড়ির চর্মবন্ধন পশু মুখবন্ধন রজ্জু ও বল্গা ছিঁড়িয়া গেলে এবং গাড়ী চলিতে চলিতে কেহ সম্মুখে পড়িলে তাহাকে উচ্চৈস্বরে সরিয়া যাইতে বলিলেও গাড়ির গতিদ্বারা পরের অপকার বা জীব-হত্যাদি হইলে চালকের অপরাধ হইয়া থাকে। এই দশ ব্যাপারের নাম অতিবর্তন। মনুর মতে ইহাতে যানচালক বা যানস্বামী অবস্থানুসারে দণ্ডার্হ হয় বা হয় না।—মনু° ৮. ২৯০-৯৫।

অতিবাড় — অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, অতি-বৃদ্ধি, অত্যন্ত উন্নতি, অতিশয় অহঙ্কার।

অতিবাহ — [অতি + √বহ্ + ঘঞ্ — ভা°; অতীত্য দেহং অন্যদেহে বাহঃ প্রাপণম্ —৭ তৎ] ১ মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট জীবকে দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য বহন, ইহজগতে অদৃষ্ট (good actions) ক্ষয়ে সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীবকে দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য বহন। ২ সম্পাদন, নিষ্পাদন, স্থানান্তরপ্রাপণ। বিণ — অতিবাহ্য, অতিবাহিক, আতিবাহিক।

অতিবাহক—১ [অতি + √বহ্ + ণ্বুল্; স্ত্রী— -বাহিকা] অভিমানী দেববি°। ইঁহারা ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া সূক্ষ্মদেহকে দেবযান-দ্বারা ব্রহ্মলোকে এবং পিতৃযানদ্বারা চন্দ্র-লোকে নয়ন করেন। ২ [অতি + √বহ + ণিচ্ + ণ্বুল্] যে সূক্ষ্মশরীরের অন্য শরীর-প্রাপ্তি ঘটায়।

অতিবাহন — [অতি + √বহ্ + ণিচ্ — অনট্ — ভা°] ক্লী°, ১ ক্ষেপণ, যাপন, অতি-ক্রম। ২ অতিরিক্ত শ্রম বা সহন। ৩ বহিবার অতিরিক্ত বোঝা। ৪ প্রেরণ, নিষ্কৃতি। 'কথমস্য অতিবাহনং ভবিষ্যতি'—পঞ্চতন্ত্র ৫।

অতিবাহিক — [অতিবাহী অস্তি অস্য ইতি অতিবাহ; অতিবাহ + ইন্] ১ অতি-বাহক্ষম।—অভি°। ২ সূক্ষ্মশরীর।—Colebrooke Misc., Ess, i. 245 ॥ বো-রো° ॥ [অতিবাহিক দ্র°]

অতিবাহিত—[অতি + √বহ্ + ণিচ্ + ক্ত—কর্ম°; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অতিক্রমিত, ক্ষেপিত। ২ অধোলোকের অধিবাসী ॥ আপ্° ॥ ৩ ক্লী°, সূক্ষ্মশরীর।

অতিবাহ্য — [অতি + √বহ্ + ণিচ্ — ণ্যৎ] ১ বিণ, অতিবাহনযোগ্য। ২ ক্লী°, অতিবাহযোগ্যকাল।

অতিবিচক্ষণ — বিণ, অত্যন্ত বিদ্বান্, অত্যন্ত জ্ঞানী বা পণ্ডিত, অত্যন্ত দক্ষ। বি— -তা।

অতিবিজয়ৈকাদশীব্রত — শুক্ল-পক্ষের একাদশীতে পুনর্বসু থাকিলে তাহা তিথিগণের মধ্যে উত্তম তিথি হয়। সে তিথির নাম হয় 'বিজয়া'। এই বিজয়ায় সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার ও গাধি কৃষ্ণারাধনা করিয়া অখিল ভুবনেশ্বর হইয়াছিলেন। 'যো দদাতি তিলপ্রস্থং ত্রিকালং বৎসরং নৃপ। উপবাসশ্চ তস্যাং যঃ কতোত্যন্তোত্য তৎসমম্ ॥ তস্যাং জগৎপতির্দেবঃ সর্বলোকেশ্বরো হরিঃ। প্রত্যক্ষতাং প্রয়াত্যস্মাৎ তত্রানন্তফলং স্মৃতম্ ॥ সগরেণ ককুৎস্থেন ধুন্ধুমারেণ গাধিনা। তস্যামারাধিতঃ কৃষ্ণো দত্তবান্ অখিলাং ভুবম্ ॥ একাদশ্যাং শুক্লপক্ষে যদা তু স্যাৎ পুনর্বসুঃ। নাম্না সা বিজয়াখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥'

—হেমাদ্রিধৃত - বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্তমতি-বিজয়ৈকাদশীব্রতম্ [হেমাদ্রি-ব্রত° ১৫ অ°, ১১৪৭ পৃ°]

অতিবিদাহী —(বৈদ্যক) রাজসর্ষপ ই°।

অতিবিদ্ধা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, বিংশ প্রকার দুষ্ট শিরাব্যধের অন্যতম। (আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে ব্যাধিবিশেষে দূষিত রক্ত নিঃসারণের জন্য শিরা বিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা আছে; উহা যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে তাহাকে 'দুষ্টব্যধ' বলে; উহা বিংশতি প্রকার।) শিরা প্রমাণাতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে রক্ত ভিতরে প্রবেশ করে, অথবা অতিমাত্রায় নিঃসৃত হয়। ইহাকে অতিবিদ্ধা (শিরা) বলে। 'প্রমাণা-তিরিক্তবিদ্ধায়ামন্তঃ প্রবিশতি শোণিতং শোণিতাতিপ্রবৃত্তির্বা সাতিবিদ্ধা।'—সুশ্রু° শা° ৮. ৫৩।

অতিবিপত্তি—স্ত্রী°, মহাবিপদ।

অতিবিভব—অতিশয় সম্পদ্।

* হরি° হরি° ৩. ৬৪ শ্লোকেও এই বচন পাওয়া যায়।

অতিবিভূতি—মনু° রাজা খনীনেত্রের পুত্র। ইঁহার উর্ধ্বতন দশম পুরুষ নেদিষ্ট-পুত্র নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে ভলন্দনের জন্ম হয়। সুতরাং ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।—বিষ্ণুপু° ৪. ১. ১৬।

অতিবিভেদ—অত্যন্ত ভেদ বা পার্থক্য।

অতিবিশাল — (জৈনশা°) যমপ্রভ নামক পর্বতের দক্ষিণ দিকের নগরী-বি°।—দীঘ°।

অতিবিষ–ক্লী° [অতিবিষা দ্র°]

অতিবিষা — [বৈদ্যক বা° আতইচ, আতিষ ; হি° অতীস ; ম° অতিবিষ ; গুজ°-অতলসনীকলী ; কণ্নড়—অবিবিষা ; তে° অতিবাসা, অতিবসচে উ স্ত্রী°, ভেষজ-দ্রব্যবি° Aconitum heterophyllum.

পর্যায়—অতীস, বিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা, মহৌষধ, শ্যামকন্দা, আর্দ্রা, শ্বেতা, বিরূপা, বিষদা, পিত্তবল্লভা, গুণপ্রিয়া, অতি-সারঘ্নী, বালরোগনাশিনী, বিশ্বরূপা, মহৌষধি, বীরা, অম্ব্রা ও শ্বেতবচ।

'বিশ্বা বিষা প্রতিবিষাতিবিষোপবিষারুণা
শৃঙ্গী মহৌষধম্'।
—অম° ২।

'অতিবিষা শুক্লকন্দা জ্ঞেয়া বিশ্বা চ ভঙ্গুরা।
শ্যামকন্দা প্রতিবিষা শৃঙ্গী চোপবিষা বিষা॥
আর্দ্রা শ্বেতা বিরূপা চ বিষদা পিত্তবল্লভা।
গুণপ্রিয়া অতিসারঘ্নী বালানাং রোগনাশিনী॥'
—ধন্ব°-নি° ৯. ১০-১১।

'অতিবিষা শ্বেতকন্দা বিশ্বা শৃঙ্গী চ ভঙ্গুরা।
বিরূপা শ্যামকন্দা চ বিশ্বরূপা মহৌষধি॥'
বীরা প্রতিবিষা চাম্ব্রী বিষা শ্বেতবচা স্মৃতা।
অরুণোপবিষা চৈব জ্ঞেয়া সপ্তদশাহ্বয়া॥'
—রাজনি° ৬. ৭-৮।

'বিষা হ্যতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা॥'
—ভা-প্রা° পূ. ৯. ১৯৮।

'অতিবিষা শুক্লকন্দা বিষাপ্র তবিষা পরা।
শ্যামকন্দা শিতাশৃঙ্গী ভঙ্গুরোপবিষাণিকা॥'
—মদন° ৪৭।

অন্বর্থ সংজ্ঞা — (পরিচয়জ্ঞাপক) — অরুণা, শুক্লকন্দা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা, শ্যামকন্দা, শ্বেতা ; (গুণপ্রকাশক)—অতি-সারঘ্নী, বালরোগনাশিনী, শিশুভৈষজ্য।

বর্ণনা — অতিবিষার ক্ষুপ হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে জন্মে। ইহাকে সাধারণতঃ হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলেই জন্মিতে দেখা যায়। ইহা দুই তিন ফুট উচ্চ হয়। পত্রের আকৃতি নাগদোনার পত্রের মত, কিন্তু পরিসর অল্প। শাখা চ্যাপ্টা। পত্রবৃন্তের মূল হইতে পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। পুষ্পদণ্ড পত্রবৃন্ত অপেক্ষা দীর্ঘতর। ইহার প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিতে টুপীর মত। কন্দ হইতে যে সকল লম্বা মূল বাহির হয়, সেইগুলিই অতিবিষা নামে খ্যাত। অতিবিষা শুষ্কাবস্থাতেই ব্যবহৃত হয়। রাজনি-ঘণ্টুতে শুক্ল, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণভেদে তিন প্রকার অতিবিষার উল্লেখ আছে। 'অতিবিষা ত্রিধা জ্ঞেয়া শুক্লাকৃষ্ণাতথারুণা'—রাজনি° ৬. ৯। কিন্তু মদনপালনিঘণ্টুতে শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণভেদে চারি প্রকার অতিবিষার উল্লেখ দেখা যায়। ডাঃ উদয়-চাঁদ প্রভৃতি মনীষিগণ যে গাছের নাম অতিবিষ দিয়াছেন, তাহা নির্বিষ বা মৃদুবিষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আয়ুর্বেদের উপ-বিষজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে অতিবিষার উল্লেখ নাই। কিন্তু কেহ কেহ উহাকে উপবিষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া শোধনেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'দোলায়াং গোময়ক্বাথে পচেদতি-বিষাং তথা। সূর্যতাপে ভবেচ্ছুষ্কা যোজয়েত্তাং ভিষগ্বরৈঃ।'—(ধন্ব° নি° ৯. ১০ টীকাধৃত। আয়ুর্বেদে যেরূপ শুক্লাদি-বর্ণভেদে অতিবিষার প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে—পাশ্চাত্যশাস্ত্রেও সেইরূপ এই একই জাতীয় ওষধির (Aconitum) শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ওষধির মূলে সমপরিমাণ বা একই প্রকার বিষ নাই—কোন কোনটী একেবারেই নির্বিষ। কাজেই আয়ুর্বেদে শুক্লাদি বর্ণভেদে যে সকল অতিবিষার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের সবগুলিই যে নির্বিষ বা সবিষ তাহা বলা চলে না। আতিষ (Aconitum heterophyllum) মূল ভাঙ্গিলে ভিতরে দুধের মত শাদা দেখায়। মূল দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। মূলের উপরিভাগের স্থূলত্ব প্রায় আধ ইঞ্চি। সিকিমদেশে নির্বিষ বা উপবিষের (Aconitum palmatum) নাম 'শেতোবিখুম' (শ্বেতবিষ)। ইহার বহির্ভাগের রং ঈষৎ খদিরবর্ণ, ভিতরের রং সাদা, মূল এক হইতে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। বিষ, অতিবিষ ও মিঠাবিষের (Aconitum Spicatum-এর) মূল বড় এবং কাঁচা অবস্থায় উহারা কোমল নমনীয় ও শুষ্ক অবস্থায় কঠিন হইয়া থাকে। ইহাদের বহিরা-বরণের বর্ণ কাল, কিন্তু অন্তর্ভাগ অরুণবর্ণ। উপরিউক্ত তিন প্রকার অতিবিষা-জাতীয় উদ্ভিদের সহিত রাজনিঘণ্টুর 'অতিবিষা ত্রিধা জ্ঞেয়া শুক্লাকৃষ্ণা তথারুণা' (রাজনি° ৬. ৯) এই শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখা যায়। বর্তমানে দুই তিন প্রকার শিকড়ই অতিবিষা নামে বাজারে বিক্রয় হয়। উহাদের মধ্যে যেগুলি স্বভাবতঃই কটু ও অত্যন্ত তিক্তরস—সেগুলিই ঔষধার্থ গ্রহণ করা উচিত। চরক-সংহিতার চিকিৎসিতস্থানের ২৫শ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুত-সংহিতার কল্পস্থানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবর বিষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই উভয় সংহিতায়ই মূল বিষের নামমালায় অতিবিষার উল্লেখ নাই। উপবিষশ্রেণীতেও ইহাকে পাঠ করা হয় নাই। চরক ও সুশ্রুতে যে সকল স্থাবর বিষের উল্লেখ দেখা যায়, উহাদের অধিকাংশই বর্তমানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার ডল্লনাচার্য লিখিয়াছেন—'মূলাদিবিষাণাং যত্নপরৈরপি জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তত্র তানি হিমবৎ প্রদেশে কিরাতশবরাদিভ্যো জ্ঞেয়ানি'—(সুশ্রু° ক° ২. টী°)।

গুণ—অতিবিষা উষ্ণবীর্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নির দীপক, কফ, পিত্ত, জ্বর, অতিসার, আমদোষ, বিষদোষ, কাস, বমি ও ক্রিমিনাশক। মদনপালনিঘণ্টুতে বর্ণভেদে

অতিবিষার গুণভেদ বর্ণিত হইয়াছে। মদনপালের মতে ইহা বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মরোগনাশিনী, অতিসারঘ্নী, বল্যা ও রসায়নী এবং রক্তাদিবর্ণভেদে যে চারি প্রকার অতিবিষা উক্ত হইয়াছে—ইহারা যথাপূর্ব বলবত্তর।

'কটূষ্ণাঽতিবিষা তিক্তা কফপিত্তজ্বরাপহা।
আমাতিসার কাসঘ্নী বিষচ্ছর্দিবিনাশিনী॥'

—ধন্ব-নি° ১. ১২।

'বিষোষ্ণা পাচনী তিক্তাশ্লেষ্মপিত্তাতিসারজিৎ।
যথাপূর্বণ্ডিক্তজ্ঞেয়া বল্যা শ্রেষ্ঠা গুণোত্তমা।
সর্বদোষহরাঽগ্রাত্মাঽচ্ছ্রথুনাশিনী॥
শ্লেষ্মজান্ বিংশতি রোগান্ সম্বোহন্যাদ্রসায়নী॥'

—মদন-নি° ৪৯।

'বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
কফপিত্তাতিসারামবিষকাসবমিক্রিমীন॥'

—ভা-প্র° পূ° ১. ১৯৯।

নব্যমত—অতিবিষার আয়ুর্বেদোক্ত গুণের সহিত নব্যমতের খুব সামঞ্জস্য দেখা যায়। নব্যমতে ইহা তিক্ত, পাচক, বৃষ্য ও জ্বরপ্রতিষেধক। জ্বরাদি রোগাবসানের দৌর্বল্য দূরীকরণার্থ অতিবিষা ব্যবহৃত হয়। কাস, অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যে ও অতিবিষা উপকারী। এই সকল রোগে অতিসার উপসর্গরূপে দেখা দিলে সুগন্ধি, তিক্ত ও কষায়দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার করিতে হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রতিষেধকরূপে অতিবিষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা কুইনাইনের সমকক্ষ নয়। বিড়ঙ্গের সহিত অতিবিষা সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি বাহির হইয়া যায়।—R. N. Khory: Materia Medica of India, ii. 3. মুদেন সেরিফের মতে জ্বর-প্রতিষেধকরূপে যে মাত্রায় (২-৩ আনা) অতিবিষা ব্যবহৃত হয়, বল্যাধানার্থেও সেই মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু জ্বর-প্রতিষেধক হিসাবে যখন ইহা ব্যবহৃত হয়, তখন ১১ আনা বা তদূর্ধ্ব মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ কার্যকরী হয়।—W. Dymock,: Pharmacophia, India, i. 16.

বাল্ফোর সাহেব অতিবিষা ব্যবহার করিয়া নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন—'When I mention that for the first three months (from December 1st. 1857) I have not expended one grain of quinine as a febrifuge, and that my cases have been treated chiefly with norcotine and Atis, it will, I trust, be allowed that these are valuable remedies; but they require fair play and judicious use and combination.—Indian Annals of Medical Science, 1858, v. 548.

বাল্ফোর সাহেবের এই লিপি পড়িয়া মনে হয় যে, অতিবিষা কুইনাইনের মতই সুফলদায়ক।

মাত্রা—চূর্ণ দুই হইতে চারি আনা মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। নব্যমতে—অর্ধ হইতে দেড় আনা মাত্রায় বল্য, সিকি আনা হইতে অর্ধ আনা মাত্রায় ক্রিমিঘ্ন এবং দুই আনা হইতে তের আনা মাত্রায় জ্বরপ্রতিষেধক।—বনৌষধিদর্পণ ১ম° ১৮ পৃঃ।

বৈদ্যকে ব্যবহার— আয়ুর্বেদে জ্বর, অতিসার, গ্রহণী ও অর্শরোগে অতিবিষার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বিষমজ্বরেও আয়ুর্বেদে অতিবিষার ব্যবহার আছে। চরকের মতে অতিবিষা অর্শনাশক; 'কুটজবিল্বচিত্রকনাগরাতিবিষাভয়া······দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।'--চরক° সূ° ৪. ৮। সুশ্রুতসংহিতায় পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যে অতিবিষার উল্লেখ আছে। কাজেই ইহা অগ্নিদীপক, আমপাচক, প্রতিশ্যায় অরুচি, গুল্ম ও শূলনাশক।

দ্রব্যান্তরের সহিত প্রয়োগ —(১) বচ ও অতিবিষাদ্বারা শৃত জল পান করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

(২) অতিবিষা, ইন্দ্রযব ও কুড়চীছাল একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে পিত্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

(৩) কুড়, অতিবিষা, আকনাদি, চৈ ও কটুকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে অতিসার নষ্ট হয়।

(৪) রসাঞ্জন, অতিবিষা ও ইন্দ্রযবচূর্ণ—অতিসারনাশক।

(৫) আতইচ, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জনচূর্ণ তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তার্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।—চরক° চি° ৯. ৩৬।

(৬) শুঁঠ, আতইচ ও মুথার কাথ পান করিলে আমদোষ নষ্ট হয়।

(৭) আতইচ, ইন্দ্রযব, হিং, বচ ও হরীতকীচূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠশূল নষ্ট হয়।—চরক° চি° ১১. ৬১, ৬৪।

(৮) আতইচ দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী ইহাদের কাথ অতিসারনাশক।—সুশ্রু° উ° ৪০. ২০।

(৯) আতইচ, হরিদ্রা, আকনাদি, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জনের কাথ পিত্তাতিসারনাশক।—সুশ্রু° উ° ৪০. ২৯।

(১০) আতইচ, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা—ইহাদের কাথ পান করিলে পৈত্তিক আমাতিসার নষ্ট হয়।

(১১) আতইচ, শুঁঠ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্বপ্রকার জ্বর ও অতিসারনাশক।—চক্র° জ্বরাতিসারচি° ৪।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্বেদশাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব সংহিতা ও সংগ্রহগ্রন্থে জ্বর, অতিসার, অর্শ প্রভৃতি ব্যাধিতে অতিবিষার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী
শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অতিবীজ—(বৈদ্যক) বর্বুল বা বাবলা বৃক্ষ।—বৈদ্যকনি°। [বাবলা দ্র°]

অতিবীররাম,—অল.গন-পেরুমল অতিবীররাম, অভিরাম-বরতুঙ্গরাম বা বীরপাণ্ড্য এবং সম্ভবতঃ অভিরাম অতিবীররামপাণ্ড্য। নৃপতি-বি°। ইনি মাদুরার অধিপতি ছিলেন এবং ১৫৮৬-৭ খ্রী° সিংহাসনারোহণ করেন। পিতা — কুলশেখর - পরাক্রম; পিতামহ—

অভিরাম - পরাক্রম। অভিরাম - পরাক্রম ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতি অতিবীররামপাণ্ড্য শ্রীবল্লভেরও পিতামহ [অতিবীররাম২ দ্র°]। অভিরাম-পরাক্রমের বংশতালিকা নিম্নরূপ—

- অভিরাম-পরাক্রম
  - কুলশেখর-পরাক্রম
    - গুণরাম
    - বরতুঙ্গরাম (অতিবীররাম)
  - কুলশেখর-শালিবাটিপতিপাণ্ড্য
    - অতিবীররাম (পাণ্ড্য-শ্রীবল্লভ)
    - শ্রীবল্লভ

অতিবীররাম রাজ্যারোহণের পূর্বে অতিবীররামপাণ্ড্য-শ্রীবল্লভের বিংশ রাজ্যাঙ্কে ১৫৮২ খ্রী° (২১ সেপ্টে°) একটা দানকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৫৯০ খ্রী° (৯ অক্টো°) ইঁহার একটা লিপি পাওয়া গিয়াছে। ১৫৯৩ খ্রী° ইনি রাজত্ব করিতেন বলিয়া মনে হয়, কারণ ঐ বর্ষের একটা লিপিতে অভিরাম অতিবীররামপাণ্ড্যের রাজাকালের উল্লেখ আছে।

[Trav. Arch. Sur., i. 44, 117 ; MER, 600, 605 of 1917 ; V. Rangachari ; List of Inscriptions, etc., ii. Madura 80—A-B ; HInsSI 262, 263, 381]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতিবীররাম২ — অতিবীররামপাণ্ড্য-শ্রীবল্লভ, অতিবীররাম শ্রীবল্লভপাণ্ড্য, জটিলবর্মা অতিবীররাম-শ্রীবল্লভ, অল.গন-শিবলবেল বা শিবলদেব, অল.গন-পেরুমল। নৃপতি-বি°। ইনি ত্রিবাঙ্কুর ও তিনেভেলির অধিপতি ছিলেন। পিতা—কুলশেখর-শালিবাটিপতিপাণ্ড্য ; পিতামহ—অভিরাম-পরাক্রম। অভিরাম-পরাক্রম মাদুরাধিপতি অতিবীররামেরও পিতামহ ছিলেন [অতিবীররাম১ দ্র°]। ইনি পুনর্বসুতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যারোহণকাল —১৫৬৩ খ্রী° (১ হইতে ১৩ জুন মধ্যে), সম্ভবতঃ শালিবাটিপতির মৃত্যু হইলে।[১] ১৫৬৪ খ্রী° (১৬ এপ্রিল) ইঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।[২] কুত্তলমের একটা লিপি হইতে ১৬০৪-৫ খ্রী° ইহার ৪২তম রাজ্যাঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায়, অতঃপর আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য ইহার রাজ্যারোহণের পর হইতে ৪২তম রাজ্যাঙ্ক পর্যন্ত অধিকাংশ বর্ষেরই রাজাকালের উল্লেখ বিভিন্ন লিপিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় লিপিতে ইঁহার তিনেভেলিতে শাসনকার্যপরিচালনার উল্লেখ আছে, তবে বিংশবর্ষে তেঙ্কাশি নামক স্থানে রাজ্যশাসনের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।[৩]

অতিবীররামের একবিংশ রাজ্যাঙ্কে মাদুরাধিপতি পেরিয়-বীরপ্প নায়ক ইঁহার সমসাময়িক ছিলেন।[৪] সম্ভবতঃ মাদুরার অতিবীররাম বরতুঙ্গের সহিত ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। কারণ ১৫৮৩ খ্রী° (১৫০৫ শক°) পদুকোটা-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই বর্ষে বল্লমপ্রকর বা বল্লম নামক স্থানে ইনি বরতুঙ্গরামের সহিত যোগ দিয়া তাঞ্জোরের অচ্যুতপ্পনায়ক ও মাদুরার বীরপ্পনায়কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অচ্যুতপ্প ও বীরপ্প পলায়ন করেন।[৫] ইহার তিন বৎসর পরেই বরতুঙ্গকে মাদুরার সিংহাসনে আরোহণ করিতে দেখা যায়। অবশ্য কি কারণে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, পদুকোটা-লিপিতে তাহার উল্লেখ নাই।

১৫৯৩ খ্রী° একটা তাম্রশাসনে দেখা যায়, ইঁহার পুত্রের নাম অভিরাম অতিবীররামপাণ্ড্য। এই বর্ষে (৩০শ রাজ্যাঙ্কে) ইঁহার এই পুত্র রামনাদ জেলায় দুইটা গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন।[৬] ইনি নিজেও ইহার ৩৩শ রাজ্যাঙ্কে (১৫৯৫ খ্রী°) একটা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই দানকার্যে প্রদত্ত প্রশস্তিতে ইনি আপনাকে বল্লভনরেন্দ্র-সিংহাসনাধিকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৭]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতিবীর্য—(জৈনশা°) ১ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতিবি°।—পউম° ৫.৫। ২ নন্দবর্তনগরের রাজ-বি°।—পউম° ৩৭. ৩।

অতিবৃদ্ধি (hypertrophy) — অতিবৃদ্ধি অর্থে অতিশয় বৃদ্ধি। দেহের কোন অংশ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাকে অতিবৃদ্ধি (hypertrophy) বলে ; কিন্তু যদি সেই অংশের মাংসতন্তুগুলি অতিরিক্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে hyperplasia নাম দেওয়া হয়। সাধারণতঃ দুই প্রকার অতিবৃদ্ধি আছে, যথা—প্রকৃত অতিবৃদ্ধি (true hypertrophy) এবং কৃত্রিম অতিবৃদ্ধি (pseudo-hypertrophy)। গ্রন্থির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশীর স্ফীতি হইয়া কৃত্রিম অতিবৃদ্ধি এবং অন্যান্য স্থানের পেশীতন্তুসমূহের সংযোগে প্রকৃত অতিবৃদ্ধি হয়।

দেহের কোন অংশকে অতিরিক্ত চালনা করিলে বা সেই অংশের রক্তাধিক্য

১ V. Rangachari : List of Inscriptions, etc., iii. Trav. 142 ; iii. Tinn. 278—R ; ii. Ramnad 168 B ; MER, 482, 501 of 1917 ; Trav. Arch. Sur., i. 49, Nos. 22, 26 ; HInsSI, 381.

২ Trav. Arch. Sur., i. 56, 105 ; List of Inscriptions, etc., iii. Tinn. 345 ; MER, 509 of 1909 ; HInsSI, 257.

৩ List of Inscriptions, etc., ii. Madura 92 ; ii. Tinn. 256, 304—E ; iii. Tinn. 278—P, 278—R, 315 ; iii. Trav. 98, 141 ; Trav. Arch. Rep., 274-8 ; i. 117, 133, 277 ; MER, 484, 515 of 1909 ; 547 of 1911 ; 399, 405, 406, 407, 410, 482, 485, 488, 491, 492, 496, 497, 499, 500, 501, 571, 598, 599 600, 601 of 1917 ; 328 of 1918.

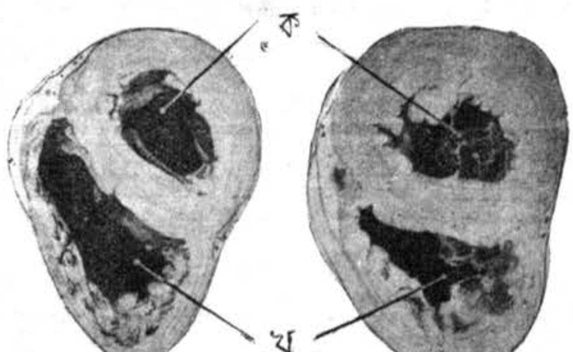
৪ List of Inscriptions, etc., iii. Tinn. 364 ; Madura 70 : Ramnad 173 ; MER, 35 of 1908 ; IA, 1916, 90 ; Trav. Arch. Sur., i. 57, 61 etc.

৫ MER, 1906, App. A. No. 7 ; Trav. Arch. Sur., i. 57, 59, 84, 105, etc.

৬ List of Inscriptions, etc., ii. Ramnad 66.

৭ List of Inscriptions, etc., ii. Madura 92 Trav. Arch. Sur., i. 133.

হইলে তাহার অতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই কারণে ব্যায়ামকারীদের দেহের কোন কোন অংশে অতিবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয় (kidney) প্রভৃতি দেহের কয়েকটী নির্দিষ্ট স্থানে অতিবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। উক্ত অংশের কার্য বা চালনা বৃদ্ধি হওয়াই অতিবৃদ্ধি হইবার কারণ। যেমন দুইটী মূত্রাশয়ের মধ্যে একটীকে অপসারিত করিলে, অপরটীকে দ্বিগুণ কার্য করিতে হয় বলিয়া সেই অংশের অতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে কোন একটী পা বা হাত অকর্মণ্য হইলে অপরটীর অতিবৃদ্ধি হইতে পারে। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে দেহের কয়েকটী অংশে অতিবৃদ্ধি হয়।



স্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি অবস্থায়

ক বাম দিকের প্রকোষ্ঠ (ventricle) খ দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠ

চিত্রে দুইটী হৃৎপিণ্ডের যে ছবি দেখান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটী স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের ছবি ও দ্বিতীয়টী অতিবৃদ্ধি অবস্থার ছবি। অতিবৃদ্ধি হইলে হৃৎপ্রকোষ্ঠের দেওয়ালগুলি বর্ধিত পেশীদ্বারা পুরু হইয়া যায় ও তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডের কক্ষ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

ডাঃ প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অতিবেধ—[স্মৃতিশা°] একাদশীতে দশমী সম্পর্ক হইলে 'অতিবেধ' নামে অভিহিত হয়। দশমীযুক্ত একাদশী।
অরুণোদয়বেধঃ স্যাৎ সার্ধং তু ঘটিকাদ্বয়ম্।
অতিবেধো দ্বিঘটিকা প্রভাসন্দর্শনাদ্রবেঃ॥
ইতি স্মৃত্যুক্তঃ একাদশ্যাঃ দশমীসম্পর্কভেদঃ।

অতিব্যাপ্তি—(লক্ষণদোষ) ১ ক অসাধারণ ধর্মকে লক্ষণ বলে। এই লক্ষণের তিনটী দোষ আছে—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব। তন্মধ্যে অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রবৃত্তির নাম অতিব্যাপ্তি। 'অলক্ষ্যবৃত্তিত্বম্'। যেমন, যাহার শিঙ্ আছে তাহাকে গরু বলে, এখানে লক্ষ্য গরুকে বুঝাইয়া অলক্ষ্য যে ছাগ প্রভৃতিকে বুঝাইয়া দিতেছে। সুতরাং এখানে 'যাহার শিঙ্ আছে, তাহার নাম গরু' এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল। 'গোঃ শৃঙ্গিত্বস্য লক্ষণঽতিব্যাপ্তিঃ'।—তত্ত্বদীপিকা, লক্ষণাবলি। খ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমানাধিকরণত্বে সতি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদসামানাধিকরণ্যম্ — ন্যায়-বোধিনী। যথা মনুষ্যো ব্রাহ্মণ ইতি লক্ষণস্য শূদ্রেঽতিব্যাপ্তিঃ।—তর্ককৌমুদী।

অবচ্ছেদক শব্দের অর্থ 'একদেশ বা ব্যাবর্তক বিশেষণ'; অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ 'সঙ্কুচিত বা অবচ্ছেদকতা-নিরূপক'; এবং প্রতিযোগী শব্দের অর্থ 'প্রতিকূল সম্বন্ধবান্'। যেমন 'ব্রাহ্মণকে মনুষ্য বলে' এ কথা বলিলে শূদ্রাদি লক্ষ্য মানুষে যাইতে পারে না; অতএব অব্যাপ্তি হইল। এখানে লক্ষ্যতার একদেশ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য থাকিয়া লক্ষ্যতার ব্যাবর্তক বিশেষণ শূদ্রাদির অভাব-সম্বন্ধবান্ ভেদ সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ শূদ্রাদিতে লক্ষণ যাইতে পারিতেছে না। ২ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিঃ। বিপক্ষমাত্রাদ্ ব্যাবৃত্তাভাবাৎ সোপাধিকত্বাচ্চ। যথা গোলক্ষণস্য পশুত্বস্য মাহিষ্যাদতিব্যাপ্তিঃ। গোত্বে হি সাস্নাদিমত্ত্বং প্রয়োজকং ন পশুত্বম্।—তর্কভাষা। বিরুদ্ধ পক্ষের নাম বিপক্ষ। স্বধর্মের অন্যত্র গমন হইলে যাহা তাহার প্রকাশ করে তাহাকে উপাধি বলে। যেমন স্ফটিক জবাপুষ্পের রক্তিমাদ্বারা অবভাসিত হয়, সুতরাং জবাপুষ্প উপাধি। ন্যায়মতে হেতুর ব্যভিচারের উদ্ভাবক সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক পদার্থকে উপাধি বলে। যেমন, গোত্বে পশুত্ব থাকিলেও মাহিষ্য নাই, সুতরাং গোত্বের মাহিষ্যে অতিব্যাপ্তি। গোত্বে সাস্নাদি উপাধি পশুত্ব নহে।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অতিশক্র— বিণ, শক্র অর্থাৎ ইন্দ্রকে অতিক্রমকারী। 'অতিশক্রমিদং সর্বং তব' —অর্জুনসমাগম ৪. ৪২। বো-রো° ॥

অতিশয়ধবল--১ম অমোঘবর্ষের উপাধি-বি° [অমোঘবর্ষ, ১ম দ্র°]।

অতিশয়নী—স্ত্রী. ১ ছায়া।—রা° (গো) ২. ১০৭. ১৮। ২ ছন্দো-বি° (⏑ ⏑ — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ --, ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — —)।--Colebr. Misc. Ess. ii. 162 ॥ বো-রো° ॥

অতিশয়োক্তি — অর্থালঙ্কার-বি° hyperbole. প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ-হেতু যে অপ্রকৃত বিষয়ের সিদ্ধ অধ্যবসায় তাহাকে 'অতিশয়োক্তি' বলে। অতিশয়োক্তিতে উক্তি বা বর্ণনা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। 'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে' — সা-দ° ১০. ৬৪। উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ বা বর্ণনা করিয়া কবি যে ভ্রান্তির উৎপাদন করেন, তাহা 'অতিশয়োক্তি'রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। 'বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল', ইহার অর্থ মুখখানি চাঁদের মত সুন্দর। এখানে চাঁদ উপমান আর সৌন্দর্য উপমেয়। এই সৌন্দর্য কথাটীর কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া মাত্র উপমান চাঁদের দ্বারাই ব্যাপারটী পরিষ্কাররূপে

বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উপমেয় এবং উপমানের অভেদ কল্পনাই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

নিগীর্ণস্বরূপ প্রকৃত বস্তুর সহিত অপ্রকৃত বস্তুর অভেদ জ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে। অতএব অধ্যবসায়ের বিষয়বস্তু তিনটী—স্বরূপ, বিষয় (উপমেয়) এবং বিষয়ী (উপমান) বিষয়ের বিষয়ীদ্বারা নিগীরণ হইলে অধ্যবসায়ের স্বরূপ উত্থিত হয়। অধ্যবসায়ের সাধ্যত্বে স্বরূপের প্রাধান্য এবং সিদ্ধত্বে বিষয়ীর প্রাধান্য হয়। বিষয়ীর প্রাধান্যই অতিশয়োক্তি। অধ্যবসায়ে কখনও বিষয়ের প্রাধান্য হইতে পারে না।

অতিশয়োক্তি অলঙ্কার পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) ভেদসত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান, (২) অভেদে ভেদের অধ্যবসান, (৩) সম্বন্ধসত্ত্বে অসম্বন্ধের অধ্যবসান, (৪) অসম্বন্ধে সম্বন্ধের অধ্যবসান, এবং (৫) কার্য-কারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়াধ্যবসান।

'ভেদেঽপ্যভেদঃ সম্বন্ধেঽসম্বন্ধস্তদ্বিপর্যয়ৌ
পৌর্বাপর্যাত্যয়ঃ কার্যহেত্বোঃ সা পঞ্চধা ততঃ।'
—সা-দ° ১০. ৬৫।

(১) ভেদসত্ত্বে অভেদের অধ্যবসান, যথা—

'কোথায় পৌলমীসতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী।'
—তিলোত্তমাসম্ভব।

কমলিনী ও পৌলমীতে ভেদসত্ত্বেও এখানে অভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে এবং ভেদসত্ত্বেও অভেদের অধ্যবসান কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহা ভেদসত্ত্বে অভেদ অধ্যবসান নামে অতিশয়োক্তি হইল।

(২) অভেদে ভেদের অধ্যবসান, যথা—

'অবশ্যই ইহার বটে নির্মাণ-চাতুরী,
স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী।'
—নিবাত কবচবধ।

এখানে স্বতন্ত্র প্রকার শোভার মাধুরী বলাতে অভেদে ভেদের অধ্যবসান কথিত হইল।

(৩) সম্বন্ধ থাকিতেও অসম্বন্ধের অধ্যবসান, যথা—

'নির্মাইতে এই অঙ্গ সুকুমার শশী
বিধি হয়েছিল, কিম্বা নির্মাণ চতুর
সরস বসন্তকাল; নতুবা বিধাতা
বেদাভ্যাস জড় হয়ে, কি রূপে রচিলা
এমন মোহিনী মূর্তি; যার কান্তি হেরি
কুমুদিনী কমলিনী কাঁদে দিবারাতি।'

নির্মাণ-বিষয়ে বিধাতার সম্বন্ধ থাকিলেও এখানে অসম্বন্ধ কথনহেতু সম্বন্ধসত্ত্বে অসম্বন্ধ অধ্যবসানরূপ অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইল।

(৪) অসম্বন্ধ থাকিলেও সম্বন্ধের অধ্যবসান, যথা—

'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া
ভয়ে বিধি তার মুখে থুলো লুকাইয়া।'
—বিদ্যাসুন্দর।

বিদ্যার মুখে সুধার সম্বন্ধ না থাকিলেও সুধার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে; সেইজন্য সম্বন্ধ অভাবেও সম্বন্ধ অধ্যবসান রূপ অতিশয়োক্তি হইল।

(৫) কার্য-কারণের বিপর্যয়।

'দৃষ্টি হেথা পড়িতে না পড়িতে তোমার
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার।'
—নিবাত কবচবধ।

এখানে কারণের পূর্বে কার্যোৎপত্তি হওয়াতে কার্যকারণের পৌর্বাপর্য নিয়মের বিপর্যয় অধ্যবসান-হেতু অতিশয়োক্তি হইল। আচার্য দণ্ডীর 'অদ্ভুতোপমা' আধুনিক আলঙ্কারিকগণের মতে 'অতিশয়োক্তি', অতএব কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন—

'নিগীর্যাধ্যবসানন্তু প্রকৃতস্য পরেণ যৎ।
প্রস্তুতস্য যদন্যত্বং যদ্যর্থোক্তৌ চ কল্পনম্॥
কার্যকারণয়োর্যশ্চ পৌর্বাপর্যবিপর্যয়ঃ।
বিজ্ঞেয়াতিশয়োক্তি সা॥'

আচার্য দণ্ডী 'যে বর্ণনা লৌকিক সীমা অতিক্রম করে', তাহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই অলঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ। রূপক, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারে চমৎকৃতিজনক আহার্যের আরোপ থাকায় সে সকল স্থলে অতিশয়োক্তির লক্ষণের অবকাশ থাকিলেও যেথানে যে অলঙ্কারটী প্রধানভাবে চমৎকারজনক, ঔচিত্যবশতঃ সেই অলঙ্কারেরই নাম করা হইয়া থাকে। এই জন্যই বিশেষালঙ্কার-প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন — এই সকল অলঙ্কারের অতিশয়োক্তিই প্রাণস্বরূপ, প্রায় কোন অলঙ্কারই অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়া থাকে না। — 'সর্বত্রৈবংবিধে বিষয়েঽতিশয়োক্তিরেব প্রাণত্বেনাবতিষ্ঠতে, তাং বিনা প্রায়েণালঙ্কারাভাবাৎ।' এই জন্য ভামহ কাব্যালঙ্কারে বলিয়াছেন—

'সৈষা সর্বত্র বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোস্যাং কবিভিঃ কার্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া
বিনা।'—২. ৮৫।

এই অতিশয়োক্তির একটী প্রাচীন নাম 'বক্রোক্তি'। ইহা বক্রোক্তি নামক অলঙ্কার হইতে পৃথক্। ভামহের সময় ইহার বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি থাকায় এবং অনেকে তখন ইহার অর্থ বুঝিত বলিয়া ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নাই। ভামহ বক্রোক্তিকে অতিশয়োক্তির সহিত অভিন্ন বুঝিয়াই এই শ্লোকে বক্রোক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। কুন্তলও সম্ভবতঃ ভামহের মতানুবর্তী ছিলেন। তিনি অতিশয়ের প্রকারভেদকে বক্রোক্তির অন্তর্নিহিত বলিয়াছেন। কুন্তল বলেন যে, 'বক্রোক্তিবৈচিত্র্য'র যেখানে প্রাধান্য সেখানে 'বিচিত্রমার্গে' অতিশয় থাকিবেই থাকিবে (১. ২৭)। আচার্য দণ্ডী অন্য দিক্ দিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—বাচস্পতি-কর্তৃক পূজিত অতিশয়োক্তি অন্যান্য সকল অলঙ্কারের একমাত্র পরায়ণ অর্থাৎ আশ্রয়।

'অলঙ্কারান্তরাণামপ্যেকমাহুঃ পরায়ণম্।
বাগীশমহিতামুক্তিমিমামতিশয়াহ্বয়াম্।'
—কাব্যাদর্শ, ২. ২২০।

এক জন টীকাকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'অলঙ্কারান্তরাণামপ্যেষ (= অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারঃ) উপকারী ভবতি, অতিশয়জননত্বং বিনা ভূষণতয়া ন স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ'।—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-ধৃত বচন।

আনন্দবর্ধন বলেন, কাব্যালঙ্কারে অতিশয় প্রয়োগ করা সম্ভব; মহাকবিরা তাঁহাদের রচনায় সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ইহার প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। তিনি

ভামহের অতিশয়োক্তি ও বক্রোক্তির লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—'তত্রাতিশয়োক্তির্যমলঙ্কারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভাবশাৎ তস্য চারুত্বাতিশয়যোগঃ, অন্যস্য ত্বলঙ্কারমাত্রতৈবেতি। সর্বালঙ্কার-শরীর-স্বীকরণ-যোগ্যত্বেনাভেদোপচারাৎ সৈব সর্বালঙ্কাররূপেত্যয়মেবার্থোঽবগন্তব্যঃ।'—পৃ° ৬৪।

এই জন্যই অভিনবগুপ্ত অতিশয়োক্তিকে 'সর্বালঙ্কার-সামান্য-রূপম্'—সকল অলঙ্কারের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মম্মটও তাই ইহাকে সকল অলঙ্কারের প্রাণস্বরূপ বা সারভূত ('প্রাণত্বেনাবতিষ্ঠতে') বলিয়াছেন। অতিশয়োক্তি ও ভামহের বক্রোক্তির মধ্যে যে একাত্মসম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ভামহ অতিশয়োক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—'নিমিত্ততো বচো যত্তু লোকাতিক্রান্তগোচরম্'—২. ৮১। দণ্ডী ইহার অর্থ করিয়াছেন—'বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্তিনী'—কাব্যপ্র° ২. ২১৪। সুতরাং প্রতীতি হইবে যে, অলঙ্কারের বক্রতা হিসাবে অতিশয়ে প্রধানতঃ থাকিবে 'লোকাতিক্রান্ত-গোচরতা'। অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচনে ইহার অর্থ বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'। সাধারণভাবে বর্ণনা না করিয়া বর্ণনার চারুতা সম্পাদনের জন্য লোকাতিক্রান্ত বৈচিত্র্যজনক বক্রতার অবতারণা করিয়াছেন। কুন্তল ইহাকে 'ভঙ্গী' বা 'বিচ্ছিত্তি' (=বৈচিত্র্য) করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে (৩৪৪. ২৫) অতিশয় বা অতিশয়োক্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সম্ভব বা অসম্ভবভেদে দ্বিবিধ।—

'লোকসীমানিবৃত্তস্য বস্তুধর্মস্য কীর্তনম্।
ভবেদতিশয়ো নাম সম্ভবাসম্ভবো দ্বিধা॥'

অগ্নিপুরাণের এই বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে, অগ্নিপুরাণ আচার্য দণ্ডীরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, উপমেয়ের লোকোত্তর বর্ণনাই অতিশয়োক্তি। এই অতিশয়োক্তি সংশয়, নির্ণয়, আশ্রয়াধিক্য ইত্যাদি ভেদে বিবিধ। আধুনিক আলঙ্কারিকগণের মতে কার্য-কারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়ও অতিশয়োক্তি।

মম্মটও অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার 'নিগীর্যাধ্যবসানং তু প্রকৃতস্য পরেণ যৎ'ই বিশ্বনাথের ভেদে অভেদ, 'প্রকৃতস্য যদন্যত্বম্' অভেদে ভেদ, 'যদার্থোক্তৌ চ কল্পনম্' সম্বন্ধে অসম্বন্ধ ও অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং 'কার্যকারণয়োর্যশ্চ পৌর্বাপর্যবিপর্যয়ঃ' কার্য ও হেতুর পৌর্বাপর্য-ধ্বংস। অতএব মম্মটের সহিত বিশ্বনাথের কোনও বিরোধ নাই।

অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার কুবলয়ানন্দ-কারিকায় অতিশয়োক্তির সাত প্রকার ভেদ গ্রহণ করিয়াছেন—

(১) রূপকাতিশয়োক্তিঃ স্যান্নিগীর্যাধ্যবসানতঃ।
(২) ভেদকাতিশয়োক্তিস্তু তস্যৈবান্যত্ববর্ণনম্।
(৩) সংবন্ধাতিশয়োক্তিঃ স্যাদযোগে যোগকল্পনম্।
(৪) যোগেঽপ্যযোগোঽসম্বন্ধাতিশয়োক্তিরিতীর্যতে।
(৫) অক্রমাতিশয়োক্তিঃ স্যাৎ সহত্বে হেতুকার্যয়োঃ।
(৬) চপলাতিশয়োক্তিস্তু কার্যে হেতুপ্রসক্তিজে।
(৭) অত্যন্তাতিশয়োক্তিস্তৎপৌর্বাপর্যব্যতিক্রমে॥

এখানেও 'রূপকাতিশয়োক্তি' ভেদে অভেদ, 'ভেদকাতিশয়োক্তি' অভেদে ভেদ; 'সম্বন্ধাতিশয়োক্তি' অসম্বন্ধে সম্বন্ধ; অসম্বন্ধাতিশয়োক্তি' সম্বন্ধে অসম্বন্ধ; এবং 'অত্যন্তাতিশয়োক্তি' কার্যকারণের পৌর্বাপর্য-বিপর্যয়। এই পাঁচ প্রকার অতিশয়োক্তি ছাড়া আরও দুই প্রকার অতিশয়োক্তি এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা ক্রমে অক্রমাতিশয়োক্তি ও চপলাতিশয়োক্তি। কার্য ও কারণের যুগপৎ অবস্থানকে অক্রমাতিশয়োক্তি এবং কারণজ্ঞানের পূর্বেই কার্যোৎপত্তির নাম চপলাতিশয়োক্তি। এতদ্ব্যতীত এখানে রূপকাতিশয়োক্তিরও দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে — শুদ্ধারূপকাতিশয়োক্তি এবং অপহ্নুতিগর্ভরূপকাতিশয়োক্তি।

রুদ্রট তদীয় কাব্যালঙ্কারে অতিশয়োক্তি বা অতিশয়ের দ্বাদশভেদ কল্পনা করিয়াছেন। এগুলি যথাক্রমে পূর্ব, বিশেষ, উৎপ্রেক্ষা, বিভাবনা, তদ্‌গুণ, অধিক, বিরোধ, বিষম, অসংগতি, পিহিত, ব্যাঘাত ও অহেতু।

কার্যের পূর্বে ও কারণের পরে উৎপত্তির নাম পূর্ব। যেখানে আধারের নিরাধারত্ব কল্পিত হয় তাহা বিশেষ; যেখানে অসম্ভাব্য ক্রিয়াদি কোনও বস্তুতে সম্ভাব্য বলিয়া বর্ণিত হয় তাহা উৎপ্রেক্ষা, যেস্থানে নিজ কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিভাবনা, যেখানে অভিন্নগুণ পদার্থসমূহ মিশ্রিত হইলে নানাত্ব লক্ষিত হয় না তাহা তদ্‌গুণ, যেস্থানে এক কারণ হইতে বস্তুদ্বয় উৎপন্ন হয় তাহা অধিক, যেস্থানে বিরুদ্ধ জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও দ্রব্যের একত্র অবস্থান হয় তাহা বিরোধ, যেস্থানে কার্য ও কারণ-সম্বন্ধীয় গুণ বা ক্রিয়ার পরস্পর বিরোধ লক্ষিত হয় তাহা বিষম, যাহা প্রকটিত হইলে এক স্থানে কারণ ও অন্যত্র কার্য দৃষ্ট হয় তাহা অসংগতি, যেস্থানে গুণ প্রবল বলিয়া একাধারস্থিত কর্মভূত প্রকটিত অর্থান্তরকে আবৃত করিয়া থাকে তাহা পিহিত, যেস্থানে কারণ কার্যের অনুৎপাদকরূপে বর্ণিত হয় তাহা ব্যাঘাত, বলবৎ বিকারের কারণসত্ত্বেও যে অর্থ বিকার প্রাপ্ত হয় না তাহা অহেতু।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রুদ্রট অন্যান্য আলঙ্কারিকের ন্যায় অতিশয়োক্তিকে একটী স্বতন্ত্র অলঙ্কাররূপে গণনা করেন নাই; কিন্তু যেস্থানে অর্থ ও ধর্মের নিয়ম-প্রসিদ্ধি বাধহেতু অলৌকিক বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকেই অতিশয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইনিও আচার্য দণ্ডেরই মতাবলম্বী। অলঙ্কারসর্বস্বেও অধ্যবসিতের প্রাধান্যকে অতিশয়োক্তি বলা হইয়াছে। এখানেও অতিশয়োক্তির পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্য

আলঙ্কারিকেরাও ইহার কোন না কোন মত গ্রহণ করিয়াছেন।

[Dr S. K. De ; Sanskrit Poetics, 63, 64f, 69 80 ; 87, 260, 266 ; দণ্ডী : কাব্যাদর্শ ; মম্মট : কাব্যপ্রকাশ ; শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মতন্ত্রপরকালশব্দযতীন্দ্র : অলঙ্কারমণিহার ; ভামহ : কাব্যালঙ্কার ; বিশ্বনাথ : সাহিত্যদর্পণ।]

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অতিশষ্কুলী—(বৈদ্যক) তিলের রুটী, তিল চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।—ভা-প্র° পূর্ব° কৃতান্নব°।

অতিশাঙ্করী—কাতিক নামক পীঠস্থানের মহাদেবী মহেশ্বরী অতিশাঙ্করী নামে প্রসিদ্ধা। দেবী-ভাগবতে ব্যাসোক্তিতে (৭. ৩০. ৫৫-৮৪) যে সমস্ত পীঠস্থানের দেবীমূর্তির উল্লেখ আছে তন্মধ্যে অতিশাঙ্করী (৭. ৩০. ৭৫) অন্যতমা।

অতিশারিবা—(বৈদ্যক) স্ত্রী', অনন্তা, অনন্তমূল।—রত্নমালা।

অতিশৃতদুগ্ধ—(বৈদ্যক) দুগ্ধ অগ্ন্যুত্তাপে বহুক্ষণ আবর্তিত হইতে থাকিলে যখন অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে অতিশৃতদুগ্ধ বলে। অতিশৃতদুগ্ধ অত্যন্ত গুরুপাক। কিন্তু যাহাদের অগ্নিবল অধিক, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত বৃংহণ।—সুশ্রু° সূ° ৪৫. ৫৬।

অতিশুক্র—জনগণের হিতকামনায় নৃপতি-কর্তৃক নিজপুরে রক্ষণীয় যাবতীয় মধুরগণের অন্যতম।—মৎস্যপু° ২১৭. ৪৭।

অতিশূক — (বৈদ্যক) যব। —পর্যায়-মুক্তা°। ~জ—(বৈদ্যক) গোধূম, গম।—বৈদ্যক-সি°।

অতিশোষ—(বৈদ্যক) ক্ষয় রোগ।—নিঘণ্টুরত্না°।

অতিশ্ব—[অতিক্রান্তঃ শ্বানম্ = অতিশ্বো বরাহঃ—যে বরাহ কুকুরকে অতিক্রম করে অর্থাৎ জববান্ very swift. এইরূপ 'অতিশ্বঃ সেবকঃ' — কুকুরকে অতিক্রমকারী সেবক অর্থাৎ কুকুর অপেক্ষা অধিকতর প্রভুভক্ত। এইরূপ 'অতিশ্বী সেবা' = অতিনীচ সেবা] ১ বরাহ। ২ সেবক। ৩ বিণ, বেগবান্।

অতিশ্বা — [অতিশয়িত সুন্দরঃ শ্বা] অত্যন্ত সুন্দর কুকুর।

অতিশ্বী—[অতিশ্ব + ঈপ্] ১ কুকুরাতি-শায়িনী। কুকুর অপেক্ষা নিকৃষ্টা। ২ সেবা, চাকরী service.

অতিসান্তপন — [স্বতিশা°। অতি (অতিরিক্ত) সান্তপন (কষ্টভোগ) যাহাতে —বহু°] ক্লী°। কৃচ্ছ্রসাধন ব্রতবি°। বিষ্ণু-সংহিতায় সান্তপন, মহাসান্তপন ও অতি-সান্তপন ব্রতের উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক পান করিলে ও উহার পরবর্তী দিবস উপবাসী থাকিলে 'সান্তপন' হইবে। এক দিন গোমূত্রাদির এক একটী দ্রব্য গ্রহণ ও এক দিন উপবাস, এইরূপ সাত দিন উদ্‌যাপন করিলে মহাসান্তপন হয়। কিন্তু ত্র্যহাভ্যস্ত হইলে অর্থাৎ গোমূত্রাদির এক এক একটী দ্রব্য তিন দিন করিয়া আহার, এইরূপ অষ্টাদশ দিবস ও তিন দিন উপবাস করিয়া উদ্‌যাপন করিলে 'অতিসান্তপন' ব্রত হইয়া থাকে। 'গোমূত্র-গোময়ক্ষীরদধিসর্পিঃকুশোদকান্যেকদিবসমশ্নী-য়াদ্দ্বিতীয়মুপবসেদেতৎসান্তপনম্। গোমূত্রা-দিভিঃ প্রত্যহাভ্যস্তৈর্মহাসান্তপনম্। ত্র্যহাভ্যা-স্তৈশ্চাতিসান্তপনম্।'—ঐ, ৪৬. ১৯-২১।

মনুসংহিতায় (১১. ১২৪) মাত্র সান্তপন ব্রতের উল্লেখ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, জ্ঞানপূর্বক যে কোন জাতি-ভ্রংশকর নামক পাতক আচরণ করিলে সেই জাতির পক্ষে সান্তপন ব্রত বিধেয়। কিন্তু অজ্ঞানপূর্বক করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করা নিয়ম। সান্তপন ব্রতে দুইটী ধেনু ও প্রাজাপত্যে একটী ধেনু দান করিতে হয়।

অতিসার১—(বৈদ্যক) পর্পটিক বা ক্ষেত-পাপড়া নামক ভেষজ-বি°।—মদন-নি° ব. ১।

অতিসার২, **অতীসার** — [বৈদ্যক। অতি + √সৃ + ঘঞ্] শরীরস্থ জলীয় ধাতুর অধোমার্গে অতিমাত্রায় নিঃসরণরূপ উদরাময়-নামক রোগ-বি°; diarrhoea বা dysentery

প্রাগুৎপত্তি—পুরাকালে যজ্ঞে পশুবধ হইত, কিন্তু ঐ নিহত পশুর মাংস ভোজনের প্রথা ছিল না। দক্ষযজ্ঞের পরবর্তী কালে মরীচি প্রভৃতি মনুপুত্রগণ যজ্ঞে নিহত পশুমাংস-শোধন করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। পরবর্তী কালে রাজা পৃষধ্র একটী দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, উক্ত যজ্ঞে বহু পশু নিহত হওয়ায় যখন অন্য পশু অপ্রাপ্য হইল তখন গরু বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে গরুর উপকারিতা স্মরণ করিয়া জগতের সকলেই ব্যথিত হইলেন এবং দুঃখিতচিত্তে যজ্ঞে নিহত গোমাংস ভোজন করিয়া উহার গুরুত্ব, অসাত্ম্যত্ব, উষ্ণতা ও অহিতকারিতাবশে অতিসারা-ক্রান্ত হইল —চরক° চি° ১০. ৪।

বিশিষ্ট কারণে শরীরস্থ জলীয় ধাতু (রস, জল, মূত্র, স্বেদ, মেদ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ও বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া অধোমার্গে (মলদ্বারপথে) অতিমাত্রায় নিঃসৃত হয় ; ইহাই অতিসার নামে অভিহিত।

'সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং কৃশানুং
বর্চোমিশ্রো মারুতেন প্রণুন্নঃ।
বৃদ্ধোঽতীবাধঃ সরত্যের যস্মাদ্
ব্যাধিং ঘোরং তং ত্বতীসারমাহুঃ॥'

—সুশ্রু° উ° ৪০ অ°।

'......স বায়ুঃ কুপিতোঽপ্যাবুপহত্তে মূত্রস্বেদৌ পুরীষাশয়মুপহৃত্য তাভ্যাং পুরীষং দ্রবীকৃত্য অতিসারায় প্রকল্পতে।'

—চরক° চি° ১০. ৫।

কারণ ও ভেদ — গুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতিরূক্ষ, অতিতীক্ষ্ণ, অত্যুষ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থূল, অতিশীতল দ্রব্যভোজন, বিরুদ্ধ-ভোজন, অধ্যশন, অজীর্ণভোজন, অসাত্ম্য-(অনভ্যস্ত) ভোজন, স্নেহস্বেদাদির অতিযোগ বা মিথ্যাযোগ, বিষপান, ভয়প্রাপ্তি, শোক, দূষিত জল বা মদ্যপান, অতিরিক্ত মদ্যপান, ঋতুবিপর্যয়, অতিরিক্ত জলক্রীড়া, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমি প্রভৃতি কারণে অতিসার

রোগ জন্মে। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, শোকজ ও আমজ ভেদে অতিসার ছয় প্রকার।

পূর্বরূপ হৃদয়, নাভি, মলদ্বার, উদর ও কুক্ষিদেশে বেদনা, দেহের অবসাদ, বায়ু-নিরোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, পেটের ভিতর শব্দ ও অতিপাক এইগুলি অতিসারের পূর্বলক্ষণ।

অসাধ্য লক্ষণ — অতিসারে নিঃসৃত মল পাকা জামের ন্যায়, যকৃৎ বা মেটুলীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; ঘৃত, তৈল, বসা (চর্বি) মজ্জা বেশবার, দুগ্ধ ও দধিসদৃশ; মাংস-ধোয়া জলের ন্যায়; কৃষ্ণ, নীল অথবা অরুণ-বর্ণ, মর্দিত অঞ্জনের ন্যায় বর্ণ, স্নিগ্ধ-নানাবর্ণ-যুক্ত, ময়ূরপুচ্ছস্থিত চন্দ্রকের ন্যায়; গলিত শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, মাথার ঘীলুর মত, পচাগন্ধবিশিষ্ট হইলে রোগীর তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারদর্শন, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বদেশে ও অস্থিতে বেদনা, মূর্ছা, ছট্‌ফটানি, প্রলাপ, মলদ্বারের পাক প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে এবং অসাড়ে মলনিঃসরণ, প্রচুর মলনিঃসরণ-সত্ত্বেও পেটফাঁপা এবং দেহের উষ্মার বিনাশ বিদ্যমান থাকিলে উহা অসাধ্য। বৃদ্ধ ব্যক্তির অতিসারও অসাধ্য। অতিসার রোগে কখন কখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রক্তও নিঃসৃত হয়, উহাকে রক্তাতিসার বলা হয়।

চিকিৎসাক্রম — অতিসার-চিকিৎসায় রোগের আম (অপক্ক) ও পক্ক অবস্থা নিরূপণ করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমাবস্থায় পাচক ও পক্কাবস্থায় স্তম্ভন ঔষধ প্রযোজ্য; আমাবস্থায় স্তম্ভনক্রিয়া করিলে দুষ্ট মলাদি ও দোষসকল অবরুদ্ধ থাকিয়া নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করিতে পারে। তবে রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবস্থাবিশেষে আশঙ্কাজনক হইলে অবিলম্বে স্তম্ভন বিধেয়; কারণ সেস্থলে পাচনক্রিয়া করিতে গেলে রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

—সুশ্রু° উ° ৪০, ১৫-১৯।

অতিসারের আর একটী রূপান্তর প্রবাহিকা; ইহাকে চলিত কথায় 'আমাশা' বা 'আমেশা' বলা হয়। ইহাতে মাত্র দূষিত শ্লেষ্মাই বায়ুদ্বারা অধশ্চালিত হইয়া মলের সহিত কিংবা মলহীন অবস্থায় নিঃসৃত হয়। কখন কখনও উহার সহিত রক্তও নির্গত হয়; তখন উহাকে রক্তপ্রবাহিকা বা রক্ত-আমাশয় বলে। ইহার চিকিৎসা ঠিক অতিসার চিকিৎসার ন্যায়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

পাশ্চাত্ত্য মত— যে রোগে অতিশয় মল-ত্যাগই প্রধান লক্ষণরূপে বিবেচিত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ অতিসার পর্যায়ভুক্ত করা হইয়া থাকি। এই রোগ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি তাহার অমোঘ রোগ-প্রতিবিধানকার্যের সাহায্যে শরীরের সমস্ত ক্লেদ ও গ্লানিকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। খাদ্যদ্রব্য যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা পরিপাক-যন্ত্ররূপ শরীরের 'কিমিয়াগারে' গিয়া নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া শরীরকে পরিপোষণ করে। যদি কোন কারণবশতঃ এই পরিবর্তনের ব্যতিক্রম ঘটে তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহার বহিঃ-প্রকাশ হয় অতিসার রোগে।

সাধারণতঃ যাহাতে আমাশয়কে উত্তেজিত করে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে এই রোগ দেখা দিয়া থাকে। নানারূপ বীজাণু-ঘটিত কারণেও এই রোগ হইয়া থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া রোগে অনেক সময়ে এই অতিসারকেই শেষ লক্ষণ বলা হয়। অতিসার দুই প্রকার — তরুণ ও পুরাতন। আয়ুর্বেদের মতে বায়ু, পিত্ত, কফের অসমতাই এই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; পিত্ত বা বায়ু কুপিত হইলে এই রোগ অধিক দিন স্থায়ী হয়। আবার হোমিওপ্যাথি-মতে দেখা যায় যে, সোরা (psora) সিফিলিস্ (syphilis) রোগে দুষ্ট রক্তই এই রোগের পুরাতন অবস্থার জন্য দায়ী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের অত্যধিক প্রখর তেজের জন্য এক প্রকার আমাশয় রোগ জন্মে, প্রাচীন পণ্ডিত-গণ তাহাকে Tropical Diarrhoea বলেন। ইহার কারণ, সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যের দোষ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আর এক প্রকার অতিসার রোগ আছে, উহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গেলে হইয়া থাকে। স্থানপরিবর্তন করিলে ইহা শীঘ্র সারিয়া যায়। আবার শিশুরা গ্রীষ্ম-কালে এক প্রকার অতিসার রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাকে infantile বা summer diarrhoea বলে।

তরল ভেদের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ পেটে যন্ত্রণা থাকে না। বাহ্যের বর্ণ পর্যায়ক্রমে প্রথমে হরিদ্রাবর্ণ, পরে হরিৎ ও সর্বশেষে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। এই রোগে কঠিন অবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় জাম রংয়ের রক্ত চাপ চাপ অবস্থায় নিঃসৃত হইয়া থাকে বা অনেক সময় শুধু রক্তই বাহির হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—কাঁচা তরী-তরকারী, ফল, গুরুপাক খাদ্য, মৎস্য, তৈল, ঘৃত, মাংস প্রভৃতি ভোজন নিষিদ্ধ। লেবু দিয়া জল-বার্লি, মিশ্রির জল ইত্যাদি রোগীর পথ্য। প্রতি দিন রাত্রে শয়ন করিবার সময় এক ছটাক ত্রিফলার জল অতি হিতকারী। কচি ডাবের জল সর্বদা সেব্য। তরুণ অবস্থায় প্রথমে ৫।৬ ঘণ্টা সকল পথ্য বন্ধ করিলেই ভাল হয়। এইরূপ চিকিৎসায় রোগ না সারিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। কদাচিৎ বাজারের পেটেন্ট ঔষধ বা অহিফেন-সংযুক্ত কোন ঔষধ বিনা চিকিৎসকের পরামর্শে দেওয়া উচিত নয়।

হোমিওপ্যাথি-মতে অতিসারের চিকিৎসা করিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—(১) একোনাইট; যে কোন কারণে যদি আহারের পর ঠাণ্ডা লাগে বা শুষ্ক গরম বায়ু শরীরে লাগিয়া সমস্ত পেটে কুন্থন, পিপাসা ও গায়ে-হাতে ব্যথা হয় তাহা হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (২) আর্সেনিক; অত্যধিক পিপাসা, কিন্তু রোগী বেশী জল খাইতে পারে না বা অল্প পরিমাণ জল পান করিলে অল্প সময়ের মধ্যে বিবমিষা ভাব বা বমন হইয়া যায়। গায়ে-হাতে জ্বালা ও পুনঃ

পুনঃ মলত্যাগ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। (৩) নক্সভমিকা; গরম মসলা বা উগ্র দ্রব্য আহারের ফলে যে অতিসার রোগ হয় তাহাতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার বিশেষ লক্ষণ, রোগীর মলত্যাগ করিয়াও মনে হয় না যে তাহার সমস্ত মল বাহির হইয়া গিয়াছে।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অতিসারকী—[বৈদ্যক। স্থু°-কিন্। অতিসার+কিন্-অস্ত্যর্থে; স্ত্রী— -সারকিণী] অতিসাররোগগ্রস্ত, অতিসাররোগী। '...... গতোত্মানমতিসারকিণং ত্যজেৎ'—মাধবনি° অতিসাররোগ।

অতিসারঘ্ন-(বৈদ্যক) ১ পর্পটক বা ক্ষেতপাপড়া।—বৈদ্যকনি°। [ক্ষেত্রপর্পট দ্র°] ২ ক্ষারবি°।—নি-রত্না°।

অতিসারঘ্নী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, অতিবিষা বা আতইচ।—ধন্ব-নি° ১. ১১। [অতি-বিষা দ্র°]

অতিসাররাবণরস—(বৈদ্যক) অতিসার রোগে প্রযোজ্য রসৌষধি-বি°। উপাদান ও প্রস্তুতবিধি—শোধিত হিঙ্গুল, পক্ককর্পূর, মুথা ও ইন্দ্রযব—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া পোস্তফলের নির্যাস-(অহিফেন) দ্বারা শতবার ভাবনা দিতে হইবে। মাত্রা—এক হইতে দুই রতি পর্যন্ত।—রসেন্দ্রসা° স° অতিসারচি° ১।

অতিসারস্যা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, রাস্না।—নি-রত্না°; বৈদ্যকনি°। [রাস্না দ্র°]

অতিসাহসঃ—[মু°·সাহসন্] নৃপতি-বি°। শুবরণ মারণের উপাধি।—EI, xiii. 136, 139, 143. [শুবরণ মারণ দ্র°]

অতিসূক্ষ্ম — (বৈদ্যক) লঘুকলবিঙ্ক, চটক পক্ষী বা চড়ুই পাখী।—ধন্ব-নি° ৬. ৫০; নি-রত্না°। [চটক দ্র°]

অতিসেন—শম্বর অসুরের পুত্র। অতিসেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের হস্তে যুদ্ধে নিহত হন।—হরি° বিষ্ণু° ১০৪. ৪২-৪।

অতিস্কন্ধা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, রক্তকুলথ। —বৈদ্যকনি°; নি-রত্না°। [কুলথ দ্র°]

অতিস্রবা—স্ত্রী°, ময়ূরলতা।—নি-রত্না°।

অতিহস্তি — (নামধাতু) ১ হস্তদ্বয়-প্রসারণকারী। ২ হস্তিদ্বারা অতিক্রমকারী।

অতীক্ষ্ণ— [অ+তীক্ষ্ণ—নঞ্-তৎ; বি—-তা] বিণ, অপ্রখর, ধারাল বা ঝাঁজাল নহে, অতীব্র, অকটু॥ অম° ॥ 'গর্ভস্থানুপোহ-তীক্ষ্ণাগ্রো ভবতি' — শ-ব্রা° ৫. ২. ১. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অতীচ্ছ—[অতি ইচ্ছা যাহার – বহু°] অত্যন্ত ইচ্ছুক, একান্ত অভিলাষী, ব্যগ্র, ব্যাকুল।

অতীত১—[অতি+√ই+ত (ক্ত)-ক; স্ত্রী° – -া] বিণ, ১ যে অতিক্রম করিয়াছে; অতিক্রান্ত। 'দুঃখমতীতঃ' অথবা দুঃখাতীতঃ—পা° ২. ১. ২৪; 'ত্রৈলিঙ্গৈ-স্ত্রীন্গুণানতীতো-ভবতি'—গী° ১৪. ২১; 'ন চ কালমতীতং স্বাং সঙ্কোদয়তি ধর্মবিৎ'—রা° ৪. ২৮. ৭; 'ত্রিকালাতীত'—মাণ্ডু উ° ১, 'গুণাতীত'—গী° ১৪. ২৫। 'মায়াতীত'—বালবোধিনী ২২; 'তদিদং মিত্রকার্যং তে কালাতীতম্'—রা° ৪. ২৮. ২৬; 'প্রদক্ষিণক্রিয়াতীতঃ'—রঘু° ১. ৭৭; 'বলাদতীতো দুর্বলঃ'—নিরুক্ত° ৬. ২৮; 'বয়োতীতঃ'—কিরাত° ১১. ২॥ বো-রো° ॥ ২ অপগত, অবসিত। 'অতীতানি শীতানি'—পা° ২. ১৬; 'অতীতা শর্বরী'—রা° ২. ৬৭. ৪। ॥ বো-রো ॥ ৩ উত্তীর্ণ। 'যমুনামতীতমথ শুক্রবানমুম্'—শিশু° ১৩. ১ ॥ আপ্° ॥ ৪ উপরত, মৃত। 'সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতম্'—মনু° ৫. ৭১; 'অপ্রজায়ামতীতায়ম্'—ঐ, ৯. ১৯৬; 'অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ'—যাজ্ঞ স° ২. ১৪৭ ॥ বো-রো° ॥ ৫ ভূত। 'অতীতলাভস্য সুরক্ষণার্থং ভবিষ্যলাভস্য চ সঙ্গমার্থম্'—পঞ্চ° ২. ১৯৭। ॥ বো-রো°। ৬ পূর্ব, বিগত। 'অহং পুরাতীত-ভবেঽভবা মুনে'—ভা° ১. ৫. ২৩। ৭ পৃষ্ঠ, প্রাক্, বিগত। ~বেত্তা—[অতীতের বেত্তা —৬-তৎ] ১ যে গতকালের বিষয় জানে; অতীতজ্ঞ ২ ঐতিহাসিক। ~কাল—যে সময় চলিয়া গিয়াছে, ভূতকাল। ~নৌক [অতীত + নৌ + কপ্ অতীত হইয়াছে নৌকা যাহার°—বহু°] নৌকা হইতে অবতরণ। ~বেদী (বেদিন্)—[অতীতের বেদী—৬-তৎ; স্ত্রী— -বেদিনী] ১ ভূতকালজ্ঞ, ভূতদর্শী। ২ প্রাচীন, অভিজ্ঞ, বৃদ্ধ। ৩ ইতিহাসজ্ঞ।

অতীত২—ক্লী°, ভূতকাল, অতীতকাল। অদ্যতন, অনদ্যতন, অনদ্যতনপরোক্ষভেদে অতীত ত্রিবিধ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর 'কালোপসর্জনে চ তুল্যম্'—১. ২. ৫৭, 'অনদ্যতনে লঙ্'—৩. ২. ১১১ ও 'পরোক্ষে লিট্'—৩. ২. ১১৫ সূত্রে ভূতকাল-সম্বন্ধে কাত্যায়নবার্ত্তিক ও কাশিকাবৃত্তিতে বিশেষ আলোচনা আছে। [অদ্যতন, অনদ্যতন, অনদ্যতনপরোক্ষ দ্র°]

অতীত৩—দশনামী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বি°। পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। ইহারা শৈব হিন্দু এবং মহাদেব, মহাবীর ও ভৈরোঁনাথের পূজক। ব্রাহ্মণেরাই ইহাদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। মূলতঃ ইহারা নকুলীশ-পাশুপত-সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও এখন নকুলীশ-পাশুপত-সম্প্রদায়ের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তবে তাহারা দশনামী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ ইহারা দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত—'মঠধারী' বা সন্ন্যাসী এবং 'ঘরবাড়ী' বা গৃহী। যাহারা সন্ন্যাসী অতীত বলিয়া পরিচিত তাহারা রীতিমত সন্ন্যাসজীবন যাপন করে। ঘরবাড়ীরা বৃহত্তম শ্রেণী; তাহারা সন্ন্যাসজীবন পরিত্যাগপূর্বক গার্হস্থ্য-জীবন গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা বিবাহ করিয়া থাকে। ইহাদের এই বিবাহ সাধারণতঃ সাত-আট বৎসর বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই, তবে বিধবারা নিজ পরিবার পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ জীবন যাপন করিতে পারে। অবিবাহিতাবস্থায় সহবাসে কোন দোষ নাই।

যে কোন অতীতের মৃত্যুর পর তাহাকে কবর দেওয়া হয় এবং তাহার কবরের উপর একটী শিবলিঙ্গ রক্ষিত হয়। কিন্তু মির্জাপুরে অতীতের মৃত্যু হইলে মৃতদেহে মুখাগ্নি করিয়া

তাহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর অতীতদিগের মধ্যে মৃত্যুর অশৌচ দশ দিন। কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা দশনামীদিগকে ভোজন করায়, মহাপাত্রদিগকে করায় না।

গৃহী অতীতদিগের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং তাহারা জমিদারের নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি লাভ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদের হাতে কাঁচা (‘কচ্চি’) বা রন্ধিত (‘পক্কি’) খাদ্য গ্রহণ করে না—কাহার ও নায়গণও তাহাই করে। ব্রাহ্মণেরা অবশ্য ইহাদের হাতে জলগ্রহণ করিয়া থাকে। মদ্যপান বা মাংসভক্ষণ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ।

অতীত সন্ন্যাসিগণ গায়ে ভস্ম মাখে, এবং শিবমন্দিরে উত্তরাধিকার পায়। তাহারা গেরুয়াবসন পরিধান করে এবং রুদ্রাক্ষমালা হাতে রাখে। সাধারণতঃ ইহারা ভিক্ষাজীবী। অন্য কোন ব্যক্তির সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইলে সেই ব্যক্তি প্রায়ই ইহাদিগকে ‘নমো নারায়ণায়’ বলিয়া নমস্কার করে এবং ইহারাও তাহাই উচ্চারণ করিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম ভারত, অযোধ্যা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে অতীতদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কচ্ছপ্রদেশে ইহারা অন্যতম ধর্মাচারী ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত। তথায় ইহাদিগকে গোসাইও বলা হয়। এখানে মঠধারী ও ঘরবাড়ী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই আবার আরও দশটী শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; সেগুলি—গির্ (গিরি), পর্বত, সাগর, পুরী, বন, ভারতী, অরন্ (অরণ্য), সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম। ব্যক্তিগত নামানুসারে আরও তিনটী শ্রেণী সংযোজিত হইয়াছে; সেগুলি—করনগর, হিরপুরী ও চঞ্চলভারতী। এই সমুদয় শ্রেণীর কতকাংশ ঘরবাড়ী ও কতকাংশ মঠধারীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা মাছ-মাংস খায়, মদ্যপান করে ও প্রায়ই গাত্রে গেরুয়া মাটি লেপন করে। ইহাদের অধিকাংশই ভিক্ষাজীবী। অবশিষ্টাংশকে মহাজন, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। কচ্ছদেশে ইহারা প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্বে কাটিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় হইতে আসিয়াছে বলিয়া কথিত।

অতীতদিগের প্রধান তিনটী আড্ডা—ভোজে কল্যাণেশ্বর, অঞ্জারে অজয়পাল (অজয়পালের অতীতদের মাথায় শৈব প্রতীকস্বরূপ গেরুয়া রঙের পাগড়ী থাকে) এবং কোতেশ্বর। অঞ্জারের মন্দির কচ্ছোপসাগরের উত্তর-পূর্ব তীর হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মন্দিরের পবিত্র বৃষ নন্দী দ্বারের দিকে মুখ করিয়া একটী বেদীর উপর রক্ষিত এবং ছোট ছোট খুপ্ রীতে একটী করিয়া লিঙ্গ উদ্গত। মন্দিরে প্রধান পুরোহিতগণের যে সমুদয় সমাধি আছে, সেগুলির উপর একটী করিয়া ছত্র রক্ষিত দেখা যায়। — Burg ASR, 1874-5. 210.

কন্থকোটে বিশেষরূপে নির্মিত অতীতদিগের একটী সমাধিস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। একটী প্রাচীরের উপর অসংখ্য অতীতের সমাধি বর্তমান এবং একটী করিয়া লিঙ্গ সেগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পালনপুরেও অতীতরা ভিক্ষুক-সম্প্রদায়, তবে তাহারা বিবাহিত জীবন যাপন করে এবং ভিক্ষাজীবী হইলেও তাহাদিগের সামান্য আর্থিক সামর্থ্য আছে। কাটিয়াবাড়েও অতীতগণ একটী ভিক্ষুজাতিরূপে পরিচিত। [দশনামী দ্র°]

[Crooke : Tribes and Castes of N. W. Prov. and Oudh, i. 86 7; BG, i. pt.-i, 84; v. 83-4, 212, 225, 291 vii. 154-55]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতীত৪ — (সঙ্গীতশা°) সঙ্গীতরত্নাকর-মতে (তালাধ্যায় ৫৪) গ্রহ (=তাল) তিন ভাগে বিভক্ত — সম, অতীত ও অনাগত। ‘সমোঽতীতোঽনাগতশ্চ গ্রহস্তালে ত্রিধা মতঃ। গীতাদিসমকালস্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ॥’

[গ্রহ ও তাল দ্র°]

অতীতানাগতপচ্চুপ্পন্ন সুত্ত —সূত্রবি°। ইহাতে তিনটী সূত্র আছে। (১) অনিত্য, (২) অসৎ ও (৩) আত্মবিরোধী, এই তিনটী বিষয়ে তিনটী সূত্র রচিত। সঙ্খারগণ উক্ত তিনটী গুণযুক্ত হওয়ায় আর্য-শিষ্য যাহা কিছু অতীত তাহার জন্য গ্রাহ্য করেন না, বর্তমানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ নাই এবং ভবিষ্যতে তিনি নিষ্কাম মনোভাব পোষণ করেন।—সংযুত্ত° ৩. ১৯-২০ ॥ MDPP ॥

অতীতেন সুত্ত — সূত্র-বি°। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অতীতের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অনিত্য দেখিয়া আর্য-শিষ্য উহাদের কামনা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।—সংযুত্ত° ৪. ১৫১ ॥ MDPP ॥

অতীত্বরী — স্ত্রী°, অবিশ্বাসিনী অথবা চরিত্রহীনা রমণী।

অতীন্দ্র—**১**বিষ্ণু।—মহা° ১৩. ১৪৯. ৩০ ॥ বো-রো° ॥ **২** ইন্দ্রকে অতিক্রমকারী।

অতীন্দ্রিয় — [ইন্দ্রিয়কে অতীত—প্রা-স° ; স্ত্রী— -া] **১** বিণ, যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে, ইন্দ্রিয়াতীত, পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ। ‘অতীন্দ্রিয়জ্ঞাননিধিঃ’ — শিশু° ১. ১১; ‘সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্’—গী° ৬. ২১ ; রা° ৫. ৮৫. ১৩ ; ‘অতীন্দ্রিয়েষ্বপ্যুপপন্নদর্শনঃ’ — রঘু° ৩. ৪১। স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই সকল শাস্ত্র শ্রুতি অনুবর্তী হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে আহঙ্কারিক বলিয়াছে। সাংখ্য-মতে ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার-তত্ত্বেরই পরিণাম—কোন ভূতের নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় — এই কথায় বুঝিতে হইবে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। আমরা যাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করি সেগুলি অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি গোলক অধিষ্ঠান বা বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়মাত্র। ভ্রান্ত লোকেরা তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। বৈশেষিক-মতে কালও দ্রব্য-পদার্থ এবং আকাশের ন্যায় অতীন্দ্রিয়। কিন্তু কোন কোন মীমাংসক বলেন—কাল ষড়িন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ; সুতরাং অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় নয়। ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র ‘নীরূপস্যাপি কালস্য ইন্দ্রিয়-

বেত্ত্বাভ্যুপগমেন' ইত্যাদি বাক্যে কালকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন। বিশেষণ-যোগে কালও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরমাণুপুঞ্জও অতীন্দ্রিয়। সাংখ্য ও পাতঞ্জল-মতে পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় পর্যন্ত সমস্তই অতীন্দ্রিয়। **২ ক** (সাংখ্য-দ°) আত্মা বা পুরুষ। **খ** বিষ্ণু। — মহা° ১৩ ১৪৯. ৩১। **৩** ক্লী°, **ক** (সাংখ্যদ°) প্রধান বা প্রকৃতি। **খ** (বেদান্তশা°) মন। 'যোসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ'—মনু° ১. ৭। কুল্লূক: 'ইন্দ্রিয়মতীত্য বর্ততে ইতি অতীন্দ্রিয়ং মনস্তদ্গ্রাহ্যঃ'। **৪** নির্বিকল্প জ্ঞান। 'যত্তৎ সূক্ষ্মমতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মুচ্যতে' ॥ আপ্ ॥ 'অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামাধিষ্ঠানে'—২. ২৩। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ গোলকে থাকিয়া স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে; এই জন্য বৌদ্ধগণ ঐ সমস্ত গোলককেই ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন গোলক কখনও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণের উপাদান কি এবং তাহাদের ক্রিয়া কিরূপ তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ যে অতীন্দ্রিয় সে-বিষয়ে কোন দর্শনই ভিন্ন মত পোষণ করে না। বৈশেষিক-মতে আকাশ অতীন্দ্রিয়, কারণ অল্পাধিক্য কখনও দেখা যায় না, তাহার অংশ বা অবয়বের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। নিরবয়ব পদার্থের উৎপত্তি বা বিনাশ-কল্পনাও সম্ভব নয়—কাজেই আকাশের নিত্যত্ব ও অতীন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। ~গুণ— **১** অদৃষ্ট, গুরুত্ব, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্ম। ইহারা অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে অতীন্দ্রিয়গুণ বলে। 'অতীন্দ্রিয়গুণাশ্চ গুরুত্বমদৃষ্টভাবনা স্থিতিস্থাপকশ্চেতি'—ভাষাপরি°। **২** লৌকিক সাক্ষাৎকারবিষয়ক গুণত্ব-রূপ ন্যূনবৃত্তিসংস্কারত্ব।—দিনকরী।

অতীয়াত্ত — ১ [অতি+ইয়ত্তা] স্ত্রী°, বহুত্ব। **২** অত্যুৎকর্ষ।

অতীব—[অতি+ইব—তৎপু°] ক্রি-বিণ, অতিশয়, অত্যন্ত, অধিক। ॥ অম° অভি° ॥ 'তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকঃ'—বৃহ-উ° ৩. ১. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অতীব্র—বিণ, তীক্ষ্ণ নহে, চতুর নহে, ভোঁতা।—রাজত° ১. ৪১ ॥ বো-রো° ॥

অতীরেক—[অতিরেক দ্র°]।

অতীর্ণ—বিণ, অপার 'প্রেমায়ুস্তারীদতীর্ণম্' —ঋ° ৮. ৬৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অতীশ দীপঙ্কর — প্রাচীন বাঙলার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিব্বতীয় এক বিবরণ-অনুসারে অতীশ ৯৮০ খ্রী° গৌড়দেশের 'বিক্রমণিপুরে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[১]। এই 'বিক্রমণিপুর'কে প্রায় সকলেই ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মনে করেন।[২] সুম্পা খন্পো যে শে পল জোর নামক তিব্বতীয় পণ্ডিতের 'পগ-সম্-জোন্-জঙ্' নামক গ্রন্থে (১৭৪৭ খ্রী°) দেখা যায়, তিনি পূর্ব-ভারতের বাঙলার বিক্রমপুর-নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩] তিব্বতীয় জ্ঞান-কোষ 'তেঙ্গুরে' অতীশের স্ব-প্রণীত 'বোধিমার্গ - প্রদীপ - পঞ্জিকা'-র যে তর্জমা আছে, তাহাতে অতীশের পরিচয়-সম্বন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে, তিনি বাঙলার কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] 'একবীর-সাধন-নাম' তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থের যে তর্জমা তেঙ্গুরে আছে, তাহাতেও তাঁহাকে 'বাঙালী' (du Bengale) বলিয়াই বিশেষিত করা হইয়াছে।[৫]

'পগ-সম্-জোন্-জঙ্'-অনুসারে শান্তরক্ষিত যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতীশও সেই রাজবংশেই জন্মিয়াছিলেন।[৬] কিন্তু এই উক্তির মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না তাহা অতীব সন্দেহজনক। ঐ গ্রন্থে আরও দেখা যায়, 'সুবর্ণধ্বজ' নামক মধ্যস্থলে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এবং তাঁহার মাতা-পিতার নাম পদ্মপ্রভা ও কল্যাণশ্রী। ইঁহাদের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। শুনা যায়, তিনি অল্পবয়সেই পাঁচটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুণ্যা-শ্রী প্রমুখ তাঁহার নয়টী পুত্র হইয়াছিল।[৭]

অপর বিবরণ-অনুসারে তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী, পিতার নাম কমলশ্রী, ও নিজের পূর্ব-নাম চন্দ্রগর্ভ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতীশের মাতা তাঁহাকে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেন। এই গুরুর নাম জেতারি।[৮]

'পগ-সম্-জোন্-জঙ্'-এ দেখা যায়, বরেন্দ্রের রাজা সনাতনের ঔরসে ও জনৈকা যোগিনী উপপত্নীর গর্ভে জেতারি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৯] অন্যত্র দেখা যায়, পাল-নরপতিগণের সামন্ত-রাজ সনাতনের গর্ভপাদ নামে এক সভাসদের ঔরসে বরেন্দ্রের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জেতারির জন্ম হইয়াছিল।[১০] এই উভয় বিবরণের কোনটাই প্রকৃত নয়, কারণ জেতারির নিজের রচিত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থে লেখা আছে যে, তিনি গগন-

১ শরচ্চন্দ্র দাস: Indian Pandits in the Land of Snow দ্র°।

২ অধুনা কেহ কেহ এই বিক্রমণিপুর বিহারপ্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া বলিয়া অনুমান করিতেছেন। H. D. Sankalia: 'University of Nalanda', Mad. 1934, 183; পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের 'নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' — প্রবাসী, ১৩৩৪, পৃ°। কিন্তু এই অনুমানের কোনও সুসঙ্গত কারণ নাই।

৩ Sum-pa Khan-po Yes'e Pal Jor: Pag-Sam-Jon-Zang—ed. S. C. Das, Cal. 1908. ii. p. xviii.

৪ Catalogue du fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, par P. Cordier, Paris 1915, iii. 327.

৫ ঐ, ii. 46.

৬ Op. Cit.

৭ Op. Cit.

৮ Indian Pandits in the Land of Snow.

৯ Part I, Index, xcvii.

১০ MM. Satish Chandra Vidyabhusana: Hist. of Mediaeval School of Indian Logic, Cal. 1909, 136.

ঘোষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন।[১১] তিনি বাঙালী[১২] ছিলেন একথা সত্য। তাঁহার বরেন্দ্রের বা উত্তর-বঙ্গের অধিবাসী হওয়ার কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, অতীশ প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য অত্যল্প বয়সে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর হইতে উত্তর-বঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু জেতারি-কর্তৃক অতীশকে শিক্ষাদানের কথায় সন্দেহের অবকাশ আছে।

'পগ্-সম্-জোন্-জঙ্'-অনুসারে, অতীশ বাল্যকাল হইতেই তারাদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। একবিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি নানা কলাবিদ্যায় ও ভৈষজ্য,শিল্প প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি এক ব্রাহ্মণ তার্কিকের সহিত দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় তর্কে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐহিক সুখ ও রাজকীয় আমোদ-প্রমোদ মনঃপূত না হওয়ায় তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন। প্রথমে তিনি 'কৃষ্ণ-গিরি'-বিহারের রাহুলগুপ্তের নিকটে গেলেন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাকে 'গুহ্য জ্ঞানবজ্র' এই গুহ্যনাম দেওয়া হইল। এই স্থানে তিনি মন্ত্রেও জ্ঞান-লাভ করিলেন। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার গুরুর তত্ত্বাবধানে মগধের ওদন্ত-পুরী বিহারে গমন করিলেন এবং মহাসাঙ্ঘিক ভিক্ষু শীলরক্ষিতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এইখানেই তাঁহার নাম 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' হয়। একত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ধর্মরক্ষিত এবং অন্যান্য উপাধ্যায়ের নিকট ধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত অনেক বিদ্যায় অধিগত হইলেন[১৩]।

নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াও অতীশের জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না, মনও স্থির হইল না। একত্রিশ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ১০১১ খ্রীº তিনি সুবর্ণদ্বীপে (পেগুর সুধর্মপুর, বর্তমান থাটোন্ (Thaton) অথবা অধিক সম্ভব সুমাত্রা-দ্বীপ) মহাচার্য চন্দ্রকীর্তির (পগ্-সম্-জোন্-জঙ্'-অনুসারে ধর্মকীর্তির[১৪]) নিকট চলিয়া যান। সেখানে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া প্রণিধি (অর্থাৎ প্রার্থনায় মনের একাগ্রতা-সাধন) অভ্যাস করিয়া এবং পথে সিংহল ও আরও কয়েকটী দ্বীপ পরিদর্শন করিয়া তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মগধে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি (রত্নাকর-) শান্তি, নাড়পাদ, কুশল, অবধূত (অদ্বয়বজ্র?) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট আরও জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিলেন।[১৫] 'প্রজ্ঞাপারমিতা - পিণ্ডার্থ - প্রদীপ' নামে অতীশের যে গ্রন্থের অনুবাদ 'তোঙ্গুরে' আছে, তাহাতে তাঁহাকে স্পষ্টই রত্নাকর-শান্তির শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৬] এইরূপে তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা অনেকটা নিবারিত হইল। মগধের বৌদ্ধগণ তাঁহাকে একবাক্যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান দেন এবং তাঁহাকে 'ধর্মপাল' উপাধি প্রদান করেন। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত-গণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বজ্রাসনে (বোধগয়ায়) বাসকালে তাঁহার নিকট তীর্থধর্মাবলম্বী (হিন্দু) পণ্ডিতগণ বারত্রয় ধর্মবিষয়ক বিতণ্ডায় পরাজিত হন। বজ্রাসনে বাসকালেই বাঙলার পালবংশীয় নরপতি মহীপালদেব (১০২৬ খ্রীº পর কোনও সময়ে) তাঁহাকে বিক্রমশিলা-বিহারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।[১৭] পরে তিনি ঐ বিহারের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। 'রত্নকর-ণ্ডোদ্ঘাটনামমধ্যমকোপদেশ' নামে অতীশের একখানি পুস্তকের অনুবাদ 'তোঙ্গুরে' আছে, তাহার পুষ্পিকায় দেখা যায়,দেবপালের (?) প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশিলা বিহারে এই গ্রন্থখানি অতীশ-কর্তৃক তাঁহার শিষ্য জয়শীলের নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল।[১৮] এই বিহারের প্রধান প্রবেশপথের দুই পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে দক্ষিণে নাগার্জুন ও বামে অতীশের মূর্তি অঙ্কিত ছিল।[১৯] অতীশ উত্তর-বঙ্গের 'সোমপুরী'-বিহারেও কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, কারণ ভাববিবেকের 'মধ্যমকরত্নপ্রদীপ' নামক গ্রন্থখানি সোমপুরী-বিহারে অতীশের সহায়তায় তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।[২০]

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত কলুষিত হইয়া ওঠে। তিব্বতের তৎকালীন রাজা লা লামা জে-সে হোড্ তাঁহার রাজ্যের ধর্মসংস্কারের জন্য অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন। দূতের সঙ্গে জে-সে হোড অতীশকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে বহু সুবর্ণও পাঠান। অতীশ সেই সুবর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ধর্ম-প্রচার করিয়া খ্যাতিলাভের লোভ নাই বলিয়া তিব্বতে যাইতেও অস্বীকৃত হন। দূত বহু চেষ্টার পর ব্যর্থকাম হইয়া তিব্বতে ফিরিয়া যান।

জে-সে হোড্ তখন মগধের দ্বিতীয় আচার্যকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আবার দূত প্রেরণ করিলেন এবং ধর্মসংস্কারের জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নিজে তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে সুবর্ণের সন্ধানে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে গারলোগের (তুর্কীস্তানের) মুসলমান রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়।[২১] গারলোগের রাজা তাঁহাকে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থাতেই ১০৩৮ খ্রীº[২২] জে-সে হোড প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চান্-চুব্ তিব্বতের রাজা হন।

১১ Cordier, Op. Cit., ii. 299.

১২ ঐ iii, 313-14, 356, 496.

১৩ Op. Cit., ii. xviii-xix.

১৪ Op. Cit., xix.

১৫ Op. Cit.

১৬ Cordier, Op. Cit., iii. 282.

১৭ Indian Pandits in the Land of Snow, 50-5.

১৮ Cordier, Op. Cit., iii. 321-22.

১৯ S. C. Das; JBTS, i. II. and J. N. Samaddar: Glories of Magadha, 150-51.

২০ Cordier, Op. Cit, iii. 299.

২১ A. H. Francke: Antiquities of Indian Tibet, i. Cal. 1914, 51.

২২ Indian Pandits in Land of Snow, 52 57; J A S B, 1900, i, 192.



অতীশ দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান
পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি হইতে



অতীশ দীপঙ্কর (তিব্বতীয় শিল্পকলা)

চান্-চুব্ রাজা হইয়া আবার নূতন করিয়া নাগ্ছো নামক এক যুবককে, অতীশকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য, বিক্রমশিলায় দূতরূপে পাঠাইলেন। নাগ্ছো ১০৩৯ খ্রী° মগধে উপস্থিত হইয়া তথায় অতীশের মত-পরিবর্তনের অপেক্ষায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন।[২৩] পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের তখন মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্র নয়পাল তখন গৌড়-মগধের রাজা। ১০৪২ খ্রী° নয়পালের সহিত কলচুরি-বংশীয় রাজা কর্ণদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু অতীশের মধ্যস্থতায় সেই সংঘর্ষের অবসান ঘটে। ইহার অল্প দিন পরেই অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল, অতীশ ১০৩৮



অতাশ দীপঙ্কর

খ্রী° তিব্বত যাত্রা করেন, কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক।[২৪]

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের দুরবস্থার বৃত্তান্ত শুনিয়াই তথায় যাত্রা-বিষয়ে তাঁহার মত-পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পাছে ভারতীয় অন্যান্য বৌদ্ধগণ তাঁহার গমনে বাধা দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বৌদ্ধদের অষ্ট পুণ্যস্থানে তীর্থ-যাত্রা করিবার ছল করিয়া বাহির হইতে হয়। যাত্রাপথে তিনি

---

২৩ Indian Pandits in the Land of Snow 55-59; সা-প-প° ১৩৩৩, ৫৩।

২৪ মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Cal. Rev., 1917, 399), ভিন্‌সেন্ট স্মিথ (SmithEHI, 415), এল্. অস্টিন্ ওয়াডেল (Buddhism of Tibet or Lamaism, Camb. 1934, 36n1, 54), এইচ্. ডি. সন্‌কলিয়া (The University of Nalanda, Mad. 1934, 184) প্রভৃতি অনেকেই এই ভুল করিয়াছেন; কিন্তু এই বিষয়ে Rockhill: Life of Buddha, 1884, 227; JASB, 1881, i. pt.-i, 237; 1900, pt.-i, 192; এবং সা-প-প° ১৩৩৩, ৫৩দ্র°। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় (Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca 1929, 190) বলেন, অতীশ ১০৪০ খ্রী° বিক্রমশিলা-বিহার হইতে তিব্বতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাও ভুল।

নেপালে উপস্থিত হন।[২৫] নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি বা অনন্তযশঃ তাঁহাকে বিপুল সমাদরে অভ্যর্থনা করেন।[২৬] নেপালে তিনি ন্যূনাধিক এক বৎসর ছিলেন। সেখানে তিনি 'সমথ' (শমথ) বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। নেপাল হইতে তিনি ধর্মোপদেশ দিয়া রাজা নয়পালকে একখানি লিপি লেখেন, তাহার নাম 'বিমল-রত্নলেখ'।[২৭] ইহার পুষ্পিকায় লেখা আছে, 'স্থবির-মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানেন রাজ-নয়পালায় প্রেষিতবিমলরত্নলেখনাম'।

নেপাল ত্যাগ করিয়া অতীশ ও তাঁহার পথপ্রদর্শকগণ যখন তিব্বতের গু-জে (Guge) প্রদেশে পৌঁছিলেন তখন দেখা গেল, রাজা চান্-চুবের প্রেরিত এক শত অশ্বারোহী পুরুষ শ্বেত-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ছিল ছোট ছোট পতাকা, কুড়িটা শাদা রঙের সাটিনের ছাতা এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। সুললিত উদাত্তস্বরে গান গাহিয়া এবং 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহারা অতীশের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাদের রাজার নামে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। তৎকালীন তিব্বতীয় এক মঠের প্রাচীর-গাত্রে এই অভ্যর্থনারই দৃশ্য অঙ্কিত আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।[২৮] অতীশ ইতিপূর্বে চা পান করেন নাই, এইখানে তাঁহাকে চা প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা পান করিয়াছিলেন। পরে গু-জের রাজধানী থে-ডিং নগরাভিমুখে তিনি গমন করিলেন। পথিমধ্যে মানস-সরোবর তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তথায় তিনি সাত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। থে-ডিঙে চান্-চুব্ স্বয়ং তাঁহাকে বিপুল সমাদরে সম্মানিত করেন। লামা ও সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, কেবল রিন্-চেন্-জং-পো নামক এক বৃদ্ধ লামা কতকটা ঈর্ষাবশতঃ এবং কতকটা বার্ধক-বশতঃ গাত্রোত্থান করিলেন না। কিন্তু অতীশ এমন চমৎকার ও সুষ্ঠুরূপে তাঁহার জ্ঞানের ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ লামাও অনতিবিলম্বে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। স্পিতির (Spiti) তাবো মঠের একখানি খোদিত লিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।[২৯] গু জে প্রদেশে অতীশ দুই বৎসর ছিলেন এবং তথাকার 'নিরাভোগ' নামক মহাবিহারে বসিয়া তাঁহার 'লোকাতীত-সপ্তাঙ্গ-বিধি' নামক পুস্তক রচনা করেন।[৩০] তৎপরে তিনি মধ্য তিব্বতে (উ এবং সাং প্রদেশে) গমন করেন। পরে তিনি ম-য়ে (Sma-ye) পরিদর্শন করেন। ম-য়ে হইতে আরও দুই-এক স্থানে গমন করিয়া তিনি পুনরায় ম-য়েতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি নো-থঙ্ নামক স্থানে গমন করেন। এই নো-থঙেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।[৩১] নো-থঙ্ হইতে তিনি একবার লাসায় যান[৩২] এবং লাসা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নো-থঙে ১০৫৩ খ্রী° ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৩৩] নো-থঙে তিনি একটী বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩৪]

অতীশের সমাধি-মন্দিরের নাম 'গ্রো-ম' (Sgro-ma)। যে কক্ষের মধ্যে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে, তাহা একটা গোলাঘরের ন্যায় এবং তাহার বহির্ভাগ হরিদ্রারঙে রঞ্জিত। এখন তাহা প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। তাহার চারিদিকে কতকগুলি 'উইলো' গাছ ঝোপ করিয়া আছে। সমাধি-মন্দিরের বহির্দেশে বুদ্ধদিগের এবং তাঁহার নিজেরও কতকগুলি চিত্র অপটু হস্তে অঙ্কিত। অধুনা উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছয় জন অশিক্ষিত লামার হস্তে ন্যস্ত। তাহারা নিকটেই বাস করে।[৩৫]

অতীশ বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক অথবা টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন। মহাযানের উপরেও তাঁহার কয়েকটী পুস্তক আছে। শান্তিদেবের 'বোধিসত্ত্বচর্যাবতারে'র উপর একখানি ভাষ্য তিনি লিখিয়াছিলেন।[৩৬] তাহা ছাড়া অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অনেকটা সংস্কার করিতে সমর্থ হন। তথাকার সংস্কৃত ক-দং-প (bka-gdams-pa) নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় তাঁহারই সৃষ্টি। তিব্বতীয়গণ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। তাহাদের মতে তিনি মঞ্জুশ্রীর অবতার। বাস্তবিক, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়া তিনি তিব্বতের মঞ্জুশ্রীই ছিলেন।[৩৭]

ফ্রান্সের 'মুজে. গীমে' (Musée Guimet)-র ফাকো-(Facot) সংগ্রহে একখানি পুরাতন চিত্র আছে; তাহাতে অতীশের, তাঁহার একজন শিষ্যের (নাম Rta-nag-gos-lo-tsa-va-khug-Lhsirtis) শক্তিসহ বজ্রসত্ত্বের এবং যমের ছবি অঙ্কিত আছে।[৩৮]

কথিত আছে, বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তিন মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদবিশিষ্ট হয়গ্রীব ধর্মপালের যে এক রূপ আছে, ঐ রূপ

২৫ A. H. Franke, Op. Cit.

২৬ ঐ।

২৭ Indian Pandits in the Land of Snow, 26-31; Cordier, Op. Cit., iii. 360; 'বিমলরত্নলেখ' Journal of the Buddhist Text Society, i. 7-31-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮ Francke, Op. Cit., 51n2.

২৯ ঐ, 41, 51n1; ASR, 1909-10, 108.

৩০ Cordier, Op. Cit., ii. 251.

৩১ Pag-Sam-Jon-Zang, ii. p. xx.

৩২ L. A. Waddell: Lasa and its Mysteries, Lond. 1905, 321.

৩৩ Francke, Op. Cit., 52.

৩৪ David Macdonald: The Land of Lama, 40.

৩৫ Waddell, Op. Cit.

৩৬ Cordier, Op. Cit., iii. 498.

৩৭ Waddell: Lamaism, 35n4.

৩৮ J. Hackin etc.: Asiatic Mythology, Lond. 1932, 173.

অতীশেরই প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগেরই এই বিশ্বাস।[৩৯] অতীশ সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত তথ্য 'দীপঙ্কর' শব্দে দ্র°।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অতীসার—(বৈদ্যক) অতিসার রোগ [অতিসার দ্র°]। ~ ী = অতিসারকী।

অতুঙ্গ—[অ + তুঙ্গ—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অনুচ্চ, অনুন্নত।—আপ শ্রৌ° ১২৫. ৪ ॥ শ্মি° ॥ ২ নিম্ন, খর্বাকার।

অতুন্দ—স্থূল নহে, পাতলা ॥ মনি° ॥

অতুন্দিল—অস্থূলোদর, অর্থাৎ যাহার উদর স্থূল হয় নাই ॥ শ্মি° ॥

অতুমশি ক্যউঙ্—মান্দালয়ের একটী বৌদ্ধ মন্দির। 'অতুমশি' অর্থে অদ্বিতীয় এবং 'ক্যউঙ' অর্থে বিহার। ১৮৫৭ খ্রী° রাজা মিন্দোন ইহা নির্মাণ করেন। মান্দালয় পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত এবং বর্তমানে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই মন্দির-নির্মাণে রাজা মিন্দোন পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। মন্দিরটী সম্পূর্ণ কাষ্ঠ-নির্মিত এবং বহির্ভাগ চূণের আস্তরণে আবৃত ছিল। এই মন্দিরের একটী বিশেষ বৈশিষ্টা এই ছিল যে, সাধারণ রীতি-অনুযায়ী ইহাতে পিরামিড আকারের 'পাথৎ' বা বাহুরুদ্গত মণ্ডপ ছিল না—ইহাতে পাঁচটী চতুষ্কোণ বারান্দা সংলগ্ন ছিল। ইহাতে একটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহার আয়তন ছিল বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আয়তনের অনুরূপ। মূর্তিটী রাজার নিজের সিল্কের পরিচ্ছদাদি দিয়া নির্মিত হয় ও উহাতে কোপল (লাক্ষা ও স্বর্ণাদির্যে প্রস্তুত) বার্নিশে আস্তরণ দেওয়া হয়। মূর্তিটীর কপালে একটী বৃহৎ হীরকখণ্ড ছিল—উহার ওজন ৩২ রতি; এই হীরকখণ্ডটী প্রায় শত বর্ষ পূর্বে আরাকানের শাসনকর্তা মহানব্রত রাজা বদোপয়াকে উপহার দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মন্দিরে সেগুনকাষ্ঠনির্মিত কয়েকটী বাক্সে সম্পূর্ণ ত্রিপিটক রক্ষিত ছিল। মন্দির ও উহার সমুদয় সম্পদ্ পকন সয়দোর হস্তে রক্ষিত ছিল। সয়দো জ্ঞানী ও দক্ষ বৌদ্ধ পুরোহিতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত।

উত্তর বর্মায় বৃটিশ-অভিযানের সময় ১৮৯০ খ্রী° এই মন্দির অগ্নিপ্রয়োগে ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধমূর্তির কপালস্থিত হীরকখণ্ডও অপসারিত হয়।

অতুমশি মন্দিরের উত্তরে 'কুথোদো' প্যাগোডা। এই প্যাগোডার দিকেই অতুমশির সম্মুখভাগ। অতুমশির ধ্বংসাবশেষের পূর্ব দিকে সংলগ্ন 'স্বে নন্দো ক্যউঙ্' অবস্থিত, ১৮৮০ খ্রী° রাজা থিবো ইহা নির্মাণ করেন।

[Taw Sein Ko : Archaeological Notes on Mandalaya, Rangoon 1924, 10-11 ; M. Bode : Edition of Sasanavamsa (মিন্দোনের রাজপুরোহিত পঞ্ঞাসামি রচিত), 1897]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতুর—[সং আতুর ; নাই তুর (ত্বরা) যাহার—বহু°] বিণ, ১ কাতর, বিহ্বল। 'তুরাণামতুরাণাং বিশাম্'— অ° ৭. ৫০. ২ ॥ বো রো° ॥ ২ পীড়িত, পঙ্গু, বিকল। 'জড় অন্ধ অতুর অবধি পার হয়'—পদক° ২২০৩. ৪। ৩ অনুপায়, নাচার। ৪ কার্যক্ষম। ৫ যে ত্বরা করে না।

অতুল১—[ন তুলা (তুলনা) যাহার—বহু°] বিণ, ১ তুলনারহিত, অসদৃশ, অপরিমেয়। 'অতুল অতুল গৌরাঙ্গের রূপ, অতুল তাহার আভা।'—গৌরপদ° ৯৩. ১। 'শ্রিয়া চাতুলয়া'—রা° (গো°) ৫. ১৩. ১৯ ॥ বো-রো° ॥ ২ অসাধারণ। ৩ সমধিক, অত্যন্ত মহান্। 'ভয়মতুলম্'—পঞ্চত° ৫, ৩১ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৪ তিলবৃক্ষ ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° ॥

অতুল২—বর্মাধিপতি অলৌম্‌প্রের পুরোহিত। অলৌম্-প্র খ্রী° ১৮ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। অলৌম্-প্রর রাজ্যকালে তদানীন্তন বৌদ্ধসঙ্ঘে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই গোলযোগের অবসানের জন্য তিনি অতুলের হস্তে সমগ্র ব্যাপারটীর পর্যবেক্ষণ ও বিচারের ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগ অবসানের পূর্বেই শ্যামদেশে অভিযানের সময় অলৌম্‌প্রের মৃত্যু হয়। একাংসিক-সম্প্রদায়ই এই বিরোধের মুখ্য কারণ। অবশ্য অতুল স্বয়ং একাংসিক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

অতুল এক জন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক চতুর ছিলেন। এজন্য অলৌম্‌প্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার প্রভাব বহু দিন অক্ষুণ্ণ থাকে। অলৌম্‌প্রের পরবর্তী নৃপতি রাজা সিন্-ব্যু সিন্ (১৭৬৩-৭৬) 'পরমত' নামক পাষণ্ডধর্মী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করিতে থাকেন, কিন্তু একাংসিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। এজন্য যুবরাজ সিঙ্-গু-সকে একটী সাধারণ বিতর্কে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করা হয়। এই বিতর্কে একাংসিকদিগের পরাজয় ঘটে। ফলে পারুপন-নিয়মনিষ্ঠাপালনে বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করিয়া একটী রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ সমস্যার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল না। রাজা বদোপয়ার রাজ্যকালে (১৭৮১-১৮১৯) উহা পুনরুত্থিত হইল। এই সময় অতুল জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং রাজপুরোহিতরূপেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পারুপন-সম্প্রদায়ভুক্ত ঞানাভিবংসই এই সময় রাজপুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহারই সাহায্যে বদোপয়া একাংসিক-বিতর্কের অবসান ঘটান। রাজা বদোপয়া অনুসন্ধানদ্বারা স্থির করিলেন যে, একাংসিক মত বৌদ্ধগ্রন্থে সমর্থিত নহে, ইহা প্রথাগত নিয়মানুযায়ী চলিয়া আসিতেছে। এজন্য তিনি পারুপন-নিয়মানুবর্তিতার অনুকূল আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু অতুল ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি এই আদেশ-প্রচারের দুই বৎসর পরেই রাজাকে একটী পত্রদ্বারা জানান যে, একাংসিক-পরিচ্ছদ বুদ্ধশিষ্য মোগ্‌গলান-রচিত 'চূলগণ্ঠিপদে'

[৩৯] Alice Getty ; The Gods of Northern Buddhism, Oxf. 1928, 163.

সমর্থিত হইয়াছে। রাজা তখন ইহার মীমাংসার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটী বিতর্কের আহ্বান করেন। এই বিতর্ক বৌদ্ধ বর্মায় প্রসিদ্ধি লাভ করে, 'সাসন-বংসে' পঞ্ঞাসামিরচিত ইহার উল্লেখ আছে। উহাতে স্থির হয় যে, অতুল প্রামাণ্যরূপে যে গ্রন্থের উল্লেখ করেন উহা মূলতঃ মোগ্গল্লান নামক সিংহলের এক জন থের-কর্তৃক লিখিত। এই থের খ্রী° ১২শ শতকে জীবিত ছিলেন। একাংসিকগণের ইহাই শেষ পরাজয় এবং ইহাতেই তাহাদের পতন ঘটে। রাজাজ্ঞায় (১৭৮৪ খ্রী°) পারুপন-নিয়মানুবর্তিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অতুলের প্রভাবও সম্ভবতঃ এইখানেই লুপ্ত হয়।

[M. Bode : Edition of the Sasanavamsa, 1897 ; HB, iii. 63-4]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অতুল৩—১ শ্রাবস্তীর এক জন উপাসক। ইনি আরও পাঁচ শত উপাসকসমভিব্যাহারে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য রেবতের নিকট গমন করেন। কিন্তু রেবত নির্জনতাপ্রিয় হওয়ায় ইঁহাদিগকে ধর্মোপদেশ দান না করিলে ইনি ক্ষুব্ধ হইয়া সারিপুত্তের নিকট গমন করিলেন। সারিপুত্ত ইঁহার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া পরিশেষে অভিধম্মের ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া ইনি আনন্দের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে সমুদয় বিষয় বিবৃত করিলেন। আনন্দের নিকটও ইনি একটী ক্ষুদ্র উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই পাইলেন না। তখন নিরাশ হইয়া উপাসকবৃন্দ বুদ্ধের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ ইঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন যে, ইঁহারা আপনাদের দণ্ডভোগের প্রতি অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুদ্ধের নিকট উপদেশলাভের পর অতুল ও তাঁহার সঙ্গিগণ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন।—ধম্ম-অথ° ৩. ৩২৫-৯ ॥ MDPP ॥ **২** নাগরাজ-বি° এবং সুমন বুদ্ধের সময়ের বোধিসত্ত্ব। ইনি বুদ্ধের সমক্ষে সঙ্গীত করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে দুইটী পরিচ্ছদ উপহার দিয়াছিলেন।—জাতক (Fous.), ১. ৩৪ ; বুদ্ধবংস (PTS), ৫. ১৫ই° ; মহাবোধিবংস (PTS), ১০ ॥ MDPP ॥ **৩** নাগরাজবি° এবং বিপস্সী বুদ্ধের সময়ের বোধিসত্ত্ব। ইনি বুদ্ধকে একটী রত্নখচিত স্বর্ণাসন উপহার দিয়াছিলেন।—জাতক (Fous.), ১. ৪১ ; মহাবোধিবংস (PTS), ১১ ; বুদ্ধবংস (PTS), ২০. ১০ই° ॥ MDPP ॥ **৪** প্রখ্যাতনামা বৈদ্য-বি°। মিলিন্দপঞ্হে (৪. ৭. ১০) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের একটী তালিকায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়। এই তালিকায় সাত জন বৈদ্যের উল্লেখ আছে—(১) নারদ (দেবর্ষি), (২) ধম্মন্তরি (স° ধন্বন্তরি—দেবতাদিগের চিকিৎসক), (৩) অঙ্গীরস (অথর্ববেদোল্লিখিত) (৪) কপিল, (৫) কন্দরগ্গিসাম, (৬) অতুল ও (৭) পুব্ব (পূর্ব) কচ্চায়ন। ইঁহারা যে কোন রোগ আরাম করিতে পারিতেন, যে কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন এবং ইঁহারা সিদ্ধাসিদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ॥ SBE, xxxvi. 109 ; MDPP ॥ **৫** শিখীর (পরে ইনি শিখী বুদ্ধ হন) পুত্র। মাতা—সব্বকামা।—বুদ্ধবংস, ২১. ১৭ ; সুমঙ্গল-বিলাসিনী ২. ৪২২ ॥ MDPP ॥

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ— প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বাগ্মী। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ° ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার, অমাবস্যা রাত্রি দ্বিপ্রহর (১৮৬৮ খ্রী°)। পিতা—কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী নিত্যানন্দ-বংশ্য স্বর্গগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী। মাতা—ভুবনমোহিনী (মৃত্যু—১২৯২ বঙ্গ°)। বিবাহ—বর্ধমান জেলায় মশাগ্রাম-নিবাসী কালীপ্রসন্ন চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা অম্বুজাবালা দেবীর সহিত (১২৯৩ বঙ্গ°)। শিক্ষা—প্রথমে সিমুলিয়া হিন্দু বিদ্যালয়ে, পরে সংস্কৃত কলেজে। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত বেণীমাধব শাস্ত্রীর নিকট দর্শনশাস্ত্র, মহাম° পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ



প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, স্বীয় পিতৃদেব ও পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংগীত, ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। ইঁহাদের বাটীতে প্রতিদিন সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, দার্শনিক পণ্ডিত উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী ও প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। তৎসঙ্গে খ্যাতনামা কথকেরা কথকতা ও কীর্তনীয়াগণ কীর্তন করিতেন। সেই সময় হইতে বালক অতুলকৃষ্ণের মনে ভক্তির বীজ উপ্ত হয়। নিত্য এই সমস্ত শুনিয়া ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ক্রমে ইনি বৈষ্ণব-সাহিত্য ও শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি যৌবনের প্রথম অবস্থায় একজন সুনিপুণ সঙ্গীতজ্ঞ ও সুদক্ষ বাদক ছিলেন। অখিল ভারতসঙ্গীত-সম্মিলনের কলিকাতার অধিবেশনে ইনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে সঙ্গীতবিশারদগণ কর্তৃক ইনি ভূয়সী প্রশংসালাভ করেন। ইনি একজন বাগ্মী ও ধর্মব্যাখ্যাতা। ইঁহার সরল, অনাড়ম্বর সুসমঞ্জস ব্যাখ্যার তুলনা বিরল। ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ—অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়-কৃত কবিকুঞ্জ, লঘুভাগবত (পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহিত), শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাবলী, বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী, রূপচিন্তামণি, সারঙ্গরঙ্গদা টীকা, নীলাশুকের ব্যাখ্যা, নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী, নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা, সাধন-সংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, মহাপ্রভুর উপদেশ, ভক্তবৃন্দের উপদেশ প্রভৃতি। প্রণীত গ্রন্থ—'ভক্তের জয়, ১ম, ২য়, ও ৩য় ভাগ; নানান্-নিধি; পূজার গল্প; রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ; শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী; তুলসীমঞ্জরী (মূল ও অনুবাদ) ইং। ইনি কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ— বিখ্যাত লাঠি-খেলোয়াড়। লাঠি খেলার উপকারিতার বিষয়ে সবিশেষ সচেতন হইবার জন্য সাধারণের মধ্যে উন্নত প্রণালীতে লাঠি-খেলা শিক্ষার প্রচলনে ইনি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তাহার জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট করিয়াছিলেন। বিখ্যাত রঘু ডাকাতের শিষ্য কাঞ্চন সর্দারের নিকট ইঁহার লাঠি খেলার শিক্ষালাভ হয়। অখিল-ভারত লাঠি-প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তাহার পুরস্কারস্বরূপ এলাহাবাদ কংগ্রেস-মণ্ডপে ইনি একটী পদক লাভ করেন। ১৩৩৪ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অতুলকৃষ্ণ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'জ্বর-চিকিৎসা'।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার, গল্প ও নক্সা-লেখক, অভিনেতা, মাসিক সাপ্তাহিক পত্র-সম্পাদক। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ ৮ই অগ্রহায়ণ। আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে মন্দিরাবাটীতে। মৃত্যু—১৩১৮ বং ১লা আশ্বিন কলিকাতা—৩৩ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে। বিবাহ—গোপাল কৃষ্ণ বসুর কন্যা কৃষ্ণভাবিনীর সহিত। শিক্ষা—নর্মাল স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পরে হেয়ার স্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পরে আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য ও ইতিহাস আলোচনা করেন। ইহার পর তাঁহার অভিনয় করিবার ঝোঁক হয়।

পাথুরিয়াঘাটার মধুসূদন সান্যালের বাটীতে ১২৭৯ বঙ্গ ২৩ শে অগ্রহায়ণ (১৮৭২ খ্রী, ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটার-কর্তৃক নীলদর্পণ অভিনীত হয়। এই অভিনয় দর্শন করিয়া মুগ্ধ অতুলকৃষ্ণের অভিনয় করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। শেষে তিনি একটী অবৈতনিক নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচিত প্রথম নাটক 'পাগলিনী' এই নাট্যসমাজে অভিনীত হয়।

১২৮০ সালে নানা কারণে বর্ষার প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। এই থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেলে ক্রমশঃ দুইটী দল হয়। এক দলে গিরিশবাবু, ধর্মদাস-বাবু প্রভৃতি এবং অপর দলে অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি নায়কত্ব গ্রহণ করেন। কিছু দিন উভয় দল অভিনয় করেন। পরে এই উভয় দল আবার মিলিয়াছিলেন।

এই সময় সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর দৌহিত্র ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির আনুকূল্যে ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রী ২৯ শে সেপ্টেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর ব্যয়ে ও যোগেন্দ্রবসুর তত্ত্বাবধানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং ৩১ শে ডিসেম্বর হইতে অভিনয় আরম্ভ হয়। ইহার কিছু পরে ১৮৭৪ খ্রী বেঙ্গল থিয়েটারের আদর্শে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। ১৮৭৪ খ্রী ১৯ শে সেপ্টেম্বর এই রঙ্গালয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী'র প্রথম অভিনয় হয়। ইহাতে অতুলকৃষ্ণের 'আদর্শ সতী' নাটক কিছুকাল ধরিয়া সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হস্তান্তরিত হয়। ১৮৮৭ খ্রী প্রতাপচন্দ্র জহুরী অতুলকৃষ্ণকে এই থিয়েটারের নিজস্ব নাট্যকাররূপে নিযুক্ত করেন। গ্রেট ন্যাশনালের জন্য তিনি রত্নাবলী বা অপ্সর-কানন', 'পিশাচিনী' ও 'ভীষ্মের শরশয্যা' রচনা করেন। কিছুকাল পরে গ্রেট ন্যাশনাল উঠিয়া গেল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হস্তান্তরিত হইলে পর ১৮৮৩ সালে 'ষ্টার থিয়েটার' প্রথম স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর ২৩ শে জুলাই বীডন স্ট্রীটে গিরিশবাবু ও অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। ধনকুবের বাবু গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ১৮৮৭ সালে তিনি বীডন স্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটার বাটী ৩০,০০০৲ টাকায় কিনিয়া লন এবং অনেক ব্যয় করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার সৃষ্টি করেন ও অর্ধেন্দু-

বাবুকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দল গঠন করেন। 'পাণ্ডব-নির্বাসন' ইহার প্রথম অভিনীত নাটক। কেদারনাথ চৌধুরী অধ্যক্ষ এবং অতুলকৃষ্ণ তাঁহার সহকারী ও নাট্যকার নিযুক্ত হন। তুলসীলীলা (১৮৮৮, ২ জুন), নন্দ-বিদায় (১৮৮৮, ২১ জুলাই), গাধা ও তুমি (১৮৮৮, ৫ ডিসেম্বর), বক্কেশ্বর (প্রহসন, ১৮৮৯, ২১ জুলাই), গোপীগোষ্ঠ (১৮৮৯, ১৩ ডিসেম্বর), ভাগের মা গঙ্গা পায় না (১৮৮৯, ২৫ ডিসেম্বর), আনন্দকুমার (নন্দকুমারের ফাঁসি—১৮৯০, ১৮ জানুয়ারি), নিত্যলীলা বা উদ্ধব-সঙ্গীত (১৮৯১, ২৬ সেপ্টেম্বর), বিধবা কলেজ চাবুক (১৮৯২, ৩ জানুয়ারী), আমোদ-প্রমোদ (১৮৯৩, ২৫ মার্চ), মা [ফুল্লরা] (১৮৯৪, ২২ সেপ্টেম্বর)। অতুলকৃষ্ণ এই কয়খানি বই অভিনয়ের জন্য রচনা করেন। এই নাটকগুলির অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। নন্দবিদায় অভিনয়ে তিনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। বক্কেশ্বরে তিনি বক্কেশ্বরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক বিধবা কলেজ দুই রাত্রি অভিনয়ের পর পুলিশ বন্ধ করিয়া দেয়। কেদারবাবুর অধ্যক্ষতায় ইহার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পর গিরিশবাবু অধ্যক্ষ হন; তারপর মতিলাল সুর; পরে মহেন্দ্রলাল বসু; তৎপরে অর্ধেন্দুবাবু অধ্যক্ষরূপে ইহা পরিচালনা করেন। এই সময় অতুলকৃষ্ণ ইহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। নীলমাধব চক্রবর্তী বাহিরে থিয়েটার করিতেন। তিনি এই থিয়েটার ভাড়া লইয়া 'সিটি থিয়েটার' খুলিলেন। অতুলকৃষ্ণ ম্যানেজার হইলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসকে নাটকে পরিণত করিয়া সিটিতে অভিনয় চলিল। দেবী-চৌধুরাণী ও দুর্গেশনন্দিনী খুব নাম করিয়াছিল। শেষে এই থিয়েটার লুপ্ত হইয়া যায়। অতুলকৃষ্ণ বাধ্য হইয়া কিছু দিন অন্যত্র কার্য করেন। অতঃপর 'অরোরা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাঁহার নাট্যকার নিযুক্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়া দিয়া গোপাললাল শীলের এস্টেটে কার্য গ্রহণ করেন। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত Emerald Theatre-এর বাটী ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক থিয়েটার' স্থাপন করেন। অতুলকৃষ্ণ ক্লাসিকের জন্য বঙ্কিমের আর কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন, প্রথমে মৃণালিনী ও পরে যুগলাঙ্গুরীয়। নাম পরিবর্তন করিয়া 'হিরণ্ময়ী'-গীতিনাট্যের অভিনয় হয় ১৯০৩, ২১ নভেম্বর। অতঃপর এই সময়ে রাজসাহী—গোড়ামারার জমীদার ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় অতুলকৃষ্ণকে নাট্যলেখক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার জমীদারীতে লইয়া যান। সেখানে একটী নাট্যশালা নির্মাণের চেষ্টা হয়। গিরিশবাবু প্রভৃতিকেও লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু অতুলকৃষ্ণ নানা কারণে নাট্যশালার পরিকল্পনা বন্ধ করিয়া দেন। পরে তিনি এখানে চারি মাস কার্য করেন। ক্লাসিক থিয়েটার তখন উঠিয়া গিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হারিসন রোডে Alfred Theatre-এর রঙ্গমঞ্চে চুণীলাল দেব, নৃপেন্দ্র দত্ত ও কুসুমকুমারী প্রভৃতিকে লইয়া Grand Theatre নাম দিয়া নাট্যশালা খোলেন। এই থিয়েটারের জন্য অতুলকৃষ্ণ 'বাপ্পারাও' লিখিয়া পাঠান। খুব জাঁকজমকের সহিত (১৯০৫, ২৯ জুলাই) অভিনয় হয়। পাঁচ ছয় মাস পরে গ্রাণ্ড থিয়েটারও উঠিয়া গেল। এই সকল ঘটনার পূর্বে ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাসে মিনার্ভা থিয়েটার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হইতে মনোমোহন পাঁড়ে গ্রহণ করেন। খুলনার উকীল বেণীভূষণ রায়ের নিকট যে লীজ ছিল, তাহা উক্ত পাঁড়ে মহাশয়ের নামে বদল করিয়া লওয়া হয়। ম্যানেজার — চুণীলাল দেব। কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটার অমরেন্দ্রবাবুই চালাইতে থাকেন। তখন মিনার্ভার অবস্থা খারাপ। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মাইকেল প্রভৃতির বই দর্শকদিগকে উপহার দেওয়া আরম্ভ হয়। পরে এই রীতি ক্লাসিক ও অন্যান্য থিয়েটারেও আরম্ভ হয়। এই উপায়ে থিয়েটার চালাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গিরিশবাবু ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া ২৭৫৲ বেতনে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। তিনি প্রথম বলিদান অভিনয় করেন। ইহাতে নাম খুব হইল—কিন্তু বিক্রী তেমন হইল না। এই সময় ষ্টার হইতে অর্ধেন্দুবাবু ও সিটি থিয়েটারের নীলমাধব চক্রবর্তী মনোমোহন থিয়েটারে যোগ দেন। মাঘ মাসে চুণীবাবু থিয়েটার ছাড়েন ও অপরেশবাবু ম্যানেজার হন। ২।১ মাস পরে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ষ্টার ছাড়িয়া মনোমোহনে আসেন। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে অপরেশবাবু ম্যানেজারের পদ ত্যাগ করেন ও গিরিশবাবু ম্যানেজার হন। ঐ মাসে ডি-এল রায়ের রাণা প্রতাপ প্রথম রাত্রি ষ্টারে ও দ্বিতীয় রাত্রি মনোমোহনে অভিনীত হয়। তারপর গিরিশবাবু নূতন বই সিরাজ-দ্দৌল্লা অভিনয় করিয়া খুব সুনাম অর্জন করেন এবং মিনার্ভার খুব খ্যাতি বিস্তৃত হয়। মীরকাশিম তৎপরে অভিনীত হয়। ঐ সময় ডি. এল. রায়ের দুর্গাদাস অভিনীত হয়। আর ঠিক ঐ সময়ে অতুলকৃষ্ণ মিত্র ঘোড়ামারা হইতে আসিয়া অপেরা-রাইটার-রূপে মিনার্ভায় যোগ দেন এবং প্রথমে শিরী ফরহাদ অপেরা লেখেন। প্রথম অভিনয় ১৯০৬, ৮ সেপ্টেম্বর। ইহার অভিনয়ে অতুলকৃষ্ণ যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর অতুলকৃষ্ণের লুলিয়া, হিন্দাহাফেজ, তুফানী, ঠিকে-ভুল, পাষাণে প্রেম, রংরাজ, শাহাজাদী সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। আর এই সময় অর্ধেন্দুবাবু মিনার্ভায় শিক্ষকরূপে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মিনার্ভার উন্নতি করেন।

বংশ-পরিচয়—পিতা রাজকৃষ্ণ মিত্র। ইঁহার চারি পুত্র—অপূর্ব, গোপাল, বিজয় ও অতুল।

ইনি পঠদ্দশার পর সুলভসমাচার, সাহিত্যমুকুর ও দূত প্রভৃতি সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতেন। ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইবার পর

অতুলকৃষ্ণ অতি অল্পদিন 'আন্দোলন' নামে এক খানি মাসিক পত্র পরিচালনা করেন। সাপ্তাহিক বসুমতী বাহির হইলে কিছু দিন তিনি ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতুলকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী বসুমতীর গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে উপহার দেন। পূর্বোল্লিখিত নাটক ও গীতিনাট্য ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি নাটক ও গল্পপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নিম্নে সেইগুলির নাম প্রদত্ত হইল :—কলির হাট (পঙ্করঙ্গ—১৮৯২) বালিবধ, দম্‌বাজ (১৯০৯, ২৩ জানুয়ারী—মিনার্ভা), সাহাজাদী (১৯০৯, ৫ জুন—মিনার্ভা), রঙরাজ (১৯০৯) পাষাণে প্রেম (১৯১০, ৩ সেপ্টে°—মিনার্ভা), ঠিকেভুল (১৯১০, ১ অক্টো°—মিনার্ভা), রকমফের (১৯১১, ১৭ জুন—ন্যাশনাল), জেনোবিয়া (১৯১১, ২৫ নভে°—কোহিনুর), মোহিনীমায়া ৯১২, ৩০ মার্চ—কোহিনুর), নন্দোৎসব-গীতিকা (এমারেল্ড), রংবাজ, প্রণয়কানন বা প্রভাস, বুড়োবাঁদর (এমারেল্ড) বিজয়া, প্রেমকল্পতরু, আয়েষা, (১৯০৯) আসল ও নকল, ১৯১২ সালে রচিত, মৃত্যুর পর ১৯১৩ সালে অভিনীত), (১৯১২) প্রাণের টান, (১৯১৭) যুগলমিলন, সপত্নী (ঐতিহাসিক নাটক), দুলালচাঁদ (গল্প), মায়া (গল্প), হতভাগিনী (গল্প)।

[হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : গিরিশ-প্রতিভা ; শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ : বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা, সারদা, ১৩৩১ ; শ্রীবিনয়ভূষণ মিত্রের অতুলকৃষ্ণ মিত্র-সঙ্কলিত জীবনীর পাণ্ডুলিপি]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অতুলকৃষ্ণ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোজাতির উন্নতি (১৮৯৩), মনসাপ্রসূন।

অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেওয়ানী কার্যশিক্ষা ও দলিলচন্দ্রিকা।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ° ২৯এ বৈশাখ। পিতা—টাঙ্গাইলের (ময়মনসিংহ) অন্তর্গত বিন্নাফৈর গ্রাম-নিবাসী স্বর্গগত উমেশচন্দ্র গুপ্ত—ইনি ওকালতি করিতেন। শিক্ষা—১৯০১ খ্রী° রংপুর জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা, ১৯০৩ খ্রী° প্রেসিডেন্সী



অতুলচন্দ্র গুপ্ত

কলেজ হইতে এফ-এ, ১৯০৫ খ্রী° বি-এ, ১৯০৬ খ্রী° এম এ এবং রিপনকলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা। ১৯০৭—১৯০৯ খ্রী° পর্যন্ত রংপুর নাটমল স্কুলে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষকতা। ১৯১০-১৪ খ্রী° রংপুরে ওকালতি। ১৯১৪ খ্রী° হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্রের' নিয়মিত লেখক ছিলেন। কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ।

গ্রন্থ—শিক্ষা ও সভ্যতা (১৩৩৪), কাব্যজিজ্ঞাসা (ভারতী-ভবন), পত্রাবলী (১৯৩১) নদীপথে (১৩৪৪)।

অতুলচন্দ্র ঘোষ—ইনি কোন্নগরে মাতামহালয়ে ১৮৫৯ খ্রী° ১৩ই নভেম্বর তারিখে (২৮শে কার্ত্তিক ১২৬৬ বঙ্গ°) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা—'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রদ্বয়ের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ [গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্র°] সেকালের এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী ও দেশনায়ক ছিলেন এবং জননী কৈলাসকামিনী কোন্নগর-নিবাসী সাধু শিবচন্দ্র দেবের [শিবচন্দ্র দেব দ্র°] জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র শেষ জীবন বেলুড়ে (এখন তাঁহার নামে পরিচিত গিরিশচন্দ্র রোডে) একটী উদ্যান-বাটিকায় অতিবাহিত করেন এবং অতুলচন্দ্র বেলুড় স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রী° ২০শে সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করিলে তিনি কোন্নগরে মাতামহ শিবচন্দ্র দেবের বাটীতে আনীত হন এবং কোন্নগর ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি বিদ্যালয়ে প্রতি পরীক্ষাতেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার পাইতেন। ১৮৭৫ খ্রী° কোন্নগর স্কুল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং নবম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি (২০৲) পান। সাধু শিবচন্দ্রের আদর্শ জীবন তাঁহার চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়াছিল। অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৭৭ খ্রী° এফ-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ২০৲ বৃত্তি পান। ঐ



অতুলচন্দ্র ঘোষ

কলেজ হইতেই তিনি ১৮৮০ খ্রী° জানুয়ারী মাসে বি-এ এবং ১৮৮২ খ্রী° বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পঠদ্দশায় ১৮৭৮ খ্রী° ইনি প্রসিদ্ধ ইংরেজী-লেখক বাগ্মী ও দেশনায়ক ৺কিশোরীচাঁদ মিত্রের [কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্র°] জ্যেষ্ঠা

দৌহিত্রী (৺নীলমণি দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) সুরবালার পাণিগ্রহণ করেন। ইনিও বিদুষী রমণী ছিলেন এবং প্রভূত কবিত্ব-শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রী° মার্চ মাস হইতে ১৮৮৩ খ্রী° নভেম্বর মাস পর্যন্ত অতুলচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন অফিসে কার্য করিয়া পরে আলিপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ খ্রী° ইনি বিচার-বিভাগে মুন্সেফরূপে নিযুক্ত হন এবং বঙ্গ ও বিহারের বহু স্থানে কার্য করিয়া ১৯১০ খ্রী° সব-জজের পদে উন্নীত হন। ১৯১৫ খ্রী° নভেম্বর মাসে ইনি অবসর গ্রহণ করেন।

অতুলচন্দ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা ভাষায় সুপণ্ডিত। অবসর-গ্রহণের পর ফ্রেঞ্চ ভাষা কেবল অভিধান ও ব্যাকরণের সাহায্যে শিক্ষা করেন। ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া এবং গণিত-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তিনি অবসর বিনোদন করেন। গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কখনও ছিল না, অবসরযাপনের জন্য কখনও কখনও লিখিতেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অপ্রকাশিত। অনেকের আগ্রহে তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) Deathless Ditties—(১৯২১ খ্রী) ইহাতে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিগণের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় পদাবলীর সুললিত ইংরেজী পদ্যানুবাদ আছে; (২) অবরুদ্ধা—(১৩৩২ বঙ্গ°)—মাইকেল মধুসূদন দত্তের এপ্রাপ্য ইংরেজী কাব্য-গ্রন্থ Captive Ladieর সুললিত পদ্যানুবাদ; (৩) প্রসন্নরাঘব নাটক (১৩৪১ বঙ্গ°)—কবি জয়দেব-রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যর—জন্ম ২৪এ নভে° ১৮৭৪। ইঁহার দুই বিবাহ, প্রথমা স্ত্রী বীণা দেবী (মুখোপাধ্যায়, মৃতা), দ্বিতীয়া স্ত্রী ডক্টর গ্লাডীস এম. ব্রাউটন, ও. বি. ই. এম. এ, ডি. এস্‌সি। শিক্ষা—কলিকাতার হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কেম্ব্রিজের কিংস্‌ কলেজে; কলিকাতার বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার। কেম্ব্রিজে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এডিনবরায় অনারারী LL. D উপাধি লাভ। প্রকাশ্য আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার (১৮৯৬ খ্রী°)। ১৮৯৭ খ্রী° সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ। ১৯০৭-৮ খ্রী° পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের Special Inquiry into Industriesএ কর্ম করেন। ১৯১২-১৬ খ্রী° পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯১৭-১৮ খ্রী° যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্টের Revenue Sectionএ কর্ম, ১৯১৯ খ্রী° যুগ্ম এবং ভারত-গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রী° ওয়াশিংটনে এবং ১৯২১ খ্রী° জেনেভায় International Labour Conferenceএ প্রতিনিধিরূপে গমন এবং ১৯২৪-৩৩ খ্রী° জেনেভাতে অবস্থান। ১৯২৭ খ্রী° International Labour Conferenceএর এবং ১৯২৫ খ্রী° লীগ অফ নেশনস্‌এর সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রী° International Labour Officeএর পরিচালনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন; লীগ অফ নেশনস্‌এর Economic Consullative Committeeর সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন। লীগ অফ নেশন্সের Permanent Opium Boardএর সভ্য ছিলেন। ১৯২৫-৩১ খ্রী° পর্যন্ত Imperial Economic Committeeর সভ্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রী° Naval Conferenceএ ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে Munitions and Industries Board-এর সভ্য, ১৯২১ খ্রী° ভারত-গভর্নমেণ্টের Industries Department-এর সেক্রেটারী, Industries এবং Labour-এর ভারপ্রাপ্ত ভাইসরয়ের Executive Council-এর সভ্য, ১৯২১-২৪ পর্যন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য, ১৯২৫-৩১ খ্রী° পর্যন্ত লণ্ডনে High Commisioner for India, এবং ১৯৩২ খ্রী° Imperial Conference-এ অটোয়ায় ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের নেতা ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী° কে. সি. আই. ই, ১৯৩০ খ্রী° কে. সি. এস্. আই, ১৯৩৩ খ্রী° জি. সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। বর্তমান বাসস্থান — The Athenaeum, Waterloo Place, London, S. W. I.

অতুলচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৃহশিক্ষা।

অতুলচন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিকদম্ব (১৮৭৭)। ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

অতুলচন্দ্র মল্লিক — ১২৮৭ বঙ্গ° প্রকাশিত—'রচনা-রত্নাবলী' নামক সাময়িক পত্র-সম্পাদক।

অতুলচন্দ্র মিত্র—১ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রবাসপ্রসূন। ২ 'মহাব্রত' (১৩১২-১৩১৩) নামক কবিতাপুস্তক।

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পতিবিরহ, কালীর গুপ্তকথা, নচিকেতা, শাকাসিংহ, অর্ধকালী, ভগীরথ, অরুন্ধতী, ধ্রুব, ছেলেদের চণ্ডী ও গয়াকাহিনী।

অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—১ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক ১ম খণ্ড, ১৩১৬। ২ কায়স্থদর্পণ।

অতুলচন্দ্র সেন — গ্রন্থকার। গ্রন্থ —(১) ফুলের মালা ১৪ ভাগ; (২) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (পত্রিকা)।

অতুলন—[নাই তুলনা যাহার—নঞ-বহু°; স্ত্রী—না] অনুপম, তুলনারহিত, অতিশায়ী।

অতুলনাথ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিকিৎসাসার।

অতুলনীয়—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, ১ যাহার তুলনা নাই, অদ্বিতীয়। ২ অসমান, অসদৃশ।

অতুলপ্রসাদ সেন — বিখ্যাত কবি ও রাজনীতিবিদ্‌। জন্ম—১৮৭১খ্রী° ২০শে অক্টো°

ঢাকা শহর। বিবাহ—স্যর কে. জি. গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী হেমকুমারীর সহিত। মৃত্যু—১৯৩৪ খ্রী° ২৬শে আগস্ট। তাঁহার পিতার বাসভূমি ছিল ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর সাব্-ডিভিসনের অধীন মগর বা মাইগর গ্রাম। পিতা—ডা° রামপ্রসাদ সেন ঢাকা শহরে ডাক্তারি করিতেন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। ঢাকা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৯৪ খ্রী° ব্যারিস্টার হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল কলিকাতা ও রংপুরে ব্যবসায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারজীবি-হিসাবে তাঁহার সফলতা আরম্ভ হয় লক্ষ্ণৌ চীফ-কোর্টে। অল্পকালমধ্যেই অতুলপ্রসাদ অযোধ্যা প্রদেশের ব্যবহারজীবীদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন এবং তথাকার ব্যবহারজীবিসঙ্ঘের (Bar Association-এর) সভাপতি হন। শিক্ষা ও জ্ঞানালোচনায় ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্বস্বরূপ তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইলেন, 'সে পদ ডক্টর পরঞ্জপ্যের পাওয়া উচিত, তাঁহার নয়।'

রাজনীতিক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ উদারনীতিক (liberal) ছিলেন এবং তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সহকর্মিরূপে কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অখিল ভারত নাশনাল লিবারল ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তৎপরে অযোধ্যা প্রদেশের লিবারল সম্মেলনের এর সভাপতি হন (১৯৩৩ খ্রী°)। তিনি পাঁচ বৎসরকাল লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী-সভার সদস্য ছিলেন। 'বাঙালী তরুণ সমিতির', 'অযোধ্যা সেবা-সমিতির' ও 'বয়েস্ স্কাউট এসোসিয়েশনে'র সভাপতি ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষেই এক জন দেশপ্রেমিক ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি নানা দিক্ দিয়া সাহায্য করিতেন। ১৯০৬-১২ খ্রী° যখন লক্ষ্ণৌয়ে প্রতি রবিবার এক এক পল্লীতে স্বদেশী সভা আহূত হইত এবং কারাগার ও নির্বাসনের ভয়ে অন্য নেতারা সভাপতি হইতে চাহিতেন না, তখন তিনি নির্ভয়ে প্রতি স্বদেশী সভায় সভাপতি হইতেন। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দলনে সাহায্যের জন্য তাঁর করেন তখন অতুলপ্রসাদ বহু অর্থ প্রেরণ করেন।



অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদ এক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সঙ্গীত-রচয়িতা ও কবি ছিলেন। তাঁহার গান ও কবিতা বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি সুগায়কও ছিলেন—বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীত-চর্চা করিতেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রেমগীতি রচনা করিতেন এবং ইহাতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদনন্তর স্বদেশাত্মক গানও বহু রচনা করেন। অতুলপ্রসাদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাটীতে দুই বন্ধু বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করিতেন ও বর্ষার গান গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর' রচনা করেন—অতুলপ্রসাদ তখন ছিলেন তাঁহার সঙ্গী।

একা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাঙলা-সাহিত্যে আর এমন কেহ নাই, যাঁহার গান এত বেশী লোক গায়, এত বেশী জনপ্রিয়। অতুলপ্রসাদের গানের মধ্যে কয়েকটী বিখ্যাত গান—

(১) আমার চোখ বেঁধে ভবের খেলায়,
(২) আমার পরাণ কোথা যায়,
(৩) আর কতকাল থাকব বসে
(৪) এস দু'জনে খেলি হোলি, হে মোর কালো
(৫) ওগো আমার নবীন শাখী
(৬) ওগো সাথী মম সাথী
(৭) কত গান ত হলো গাওয়া
(৮) আমায় কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা
(৯) কে গো গাহিলে পথে

(১০) তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে
(১১) পাগলা মনটারে তুই বাঁধ
(১২) প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী
(১৩) বধু, এমন বাদলে তুমি কোথা
(১৪) বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে
(১৫) মিছে তুই ভাবিস্ মন, তুই গান
গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।
(১৬) জল কহে চল, মোর সাথে চল,
তোর আঁখিজল হবে না বিফল
(১৭) মেঘেরা দল বেঁধে যায়
(১৮)বল, বল, বল সবে শত বীণা
বেণু রবে
(১৯) মোদের গরব, মোদের আশা,
আমরি বাংলা ভাষা
(২০) উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী ! উঠ আদি
জগতজন-পূজ্যা
(২১) হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে
বীর, হও উন্নত শির, নাহি ভয়।

তাঁহার রচিত কবিতাপুস্তক তিনখানি —(১) কাকলী, ২) কয়েকটী গান ও (৩) গীতিকুঞ্জ। 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন' যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অতুলপ্রসাদই প্রধান—তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও অর্থব্যয়েই এই সাহিত্য-সম্মেলন সম্ভব হইয়াছে। প্রবাসী বাঙালীর মুখপত্র 'উত্তরা'রও তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন তিনবার—কাণপুরে, নাগপুরে ও গোরক্ষপুরে।

লক্ষ্মৌ-এর চারিবাগ নামক স্থানে অতুলপ্রসাদের বাসস্থান। যে রাস্তার উপর তিনি বাটী নির্মাণ করেন লক্ষ্মৌ মিউনিসিপালিটী তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ ঐ পথের নাম A.P. Road রাখেন। লক্ষ্মৌ-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের নূতন বাটী তৈয়ারী করিবার ও পরে নানা সময়ে তাহার খরচ চালাইবার জন্ম তিনি অনেক টাকা দিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনুরূপ অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্ত্রী মাসিক ১০০৲ টাকা, একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার মাসিক ১০০৲ টাকা, তাঁহার দেয় জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিবার উপযোগী অর্থ এবং রামকৃষ্ণ আশ্রম, কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, পৈতৃক বাস-ভূমি মাইগ্রার গ্রাম বা উহার নিকটবর্তী পল্লীস্থ গুরুগ্রাম হাই স্কুল, লক্ষ্মৌ বেঙ্গলী গার্লস হাই স্কুল, বেঙ্গলী ক্লাব, মুসলমান এতিমখান, হিন্দু বা আর্যসমাজের কোন অনাথাশ্রম প্রভৃতিতে মাসিক দানের ব্যবস্থা। এতদ্ব্যতীত ট্রাস্টিদিগকে বিবেচনামত অন্যত্র অর্থ সাহায্য করিবার ক্ষমতাও তিনি দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অতুলবল—২য় নরসিংহবর্মার উপাধি-বি° [নরসিংহবর্মা, ২য় দ্র°]।

অতুলম্ব — রাজকুমার মহাপনাদকে হাসাইবার জন্ম যাতকর বণ্ড-কণ্ণ কর্তৃক নির্মিত আম্রবৃক্ষ। ইহার আম্র বেস্সবণের আম্র বলিয়া পরিচিত এবং এই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হওয়া অসম্ভব।—জাতক (Faus.), ৪. ৩২৪ (এবং ২. ৩৯৭) ॥ MDPP ॥

অতুলরায়—৬ষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দের পৌত্র ও চারুদত্তের পুত্র [শিখ দ্র°]।

অতুলা—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য নন্দনের পত্নী। ইহার বিদ্যুতের ন্যায় কান্তি ও মেঘের ন্যায় বসন।—কৃষ্ণগ-দী° ৩৪।

অতুলিত — ১ যাহা তুলিত (তুলাধৃত) নহে, অনুপম, অতুল। ২ অত্যন্ত, অতিশয়। ৩ (অপ্র°) প্রচণ্ড, প্রবল।

অতুল্য১—[নঞ্ তৎ] অতুল, অদ্বিতীয়, অসদৃশ, বিষম।—পা° ২. ৪. ২৬ ॥ শিপ্র° ॥

অতুল্য২ — নৃপতি-বি°। আসনথবিক থের তাঁহার এক পূর্বজন্মে এই নৃপতি ছিলেন। সপ্তবিংশ কল্প পূর্বে এই একই নামে তিনি সাতবার নৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—অপদান ১. ২২৫ ॥ MDPP ॥

অতুষ—নিস্তুষীকৃত শস্য, আমান্ন। 'অতুষানিব যগাঙ্কুত্বা'—শ-ব্রা° ২. ৫.২. ১৪ ॥ বো-রো° ॥

অতুষারকর — [বহু°] যাহার কিরণ শীতল নহে, সূর্য।—শিশু° ৯. ৭ ॥ ~মরীচি —সূর্য।—হরবি° ২৪. ৪০ ॥ শিপ্র° ॥

অতুষ্ট — [নঞ্ তৎ] বিণ, অতৃপ্ত, অপ্রীত, অসন্তুষ্ট, বিরক্ত।

অতুষ্টি—অপ্রীতি, অতৃপ্তি, অসন্তোষ। ~কর - বিণ, অতৃপ্তিজনক, অপ্রীতিজনক। —হরবি° ২৪. ৪০ ॥ শিপ্র° ॥

অতুহিন—হিমশূন্য, ঠাণ্ডা নহে, অশীতল। ~ধামা [মূ°-ধামন্। বহু°] সূর্য ॥ গোল্ড° ॥ ~রশ্মি—[বহু°] সূর্য ॥ গোল্ড° ॥

অতূতুজি—[অ + তূতুজি—নঞ্ তৎ] বিণ, শীঘ্র নহে, ধীরে ধীরে। 'অতূতুজিং চিত্তু তুজিরশিশ্নৎ'— ঋ° ৭. ২৮. ৩ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অতূর্ণ- বিণ, শীঘ্র বা ত্বরা নহে, মৃদু।

অতূর্ত—[নঞ্ তৎ] বিণ, ১ দ্রুত নহে, শীঘ্র নহে। 'আশুং জেতারং হেতারং রথীতমমতূর্তং তুগ্র্যাবৃধম্'—ঋ° ৮. ৯৯. ৭ ; অ° ২০. ১০৫. ৩ ॥ বো রো° ॥ ২ অক্ষত। 'অতূর্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে'—ঋ° . ২৫. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ৩ নিরুপদ্রব।—ঋ° ১০. ১৪৯. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~দক্ষ—[বৈদিক] বিণ, ১ অপ্রতিরুদ্ধ অভিলাষযুক্ত। ২ অহিংস বুদ্ধিবিশিষ্ট। ॥ বো-রো° ॥ ~পন্থা —[মূ°-পথিন্] ১ অপ্রতিহত পথ বা গতি।—ঋ° ৫. ৪২. ১ ॥ বো-রো° ॥ ২ বিণ, নিয়তগতিবিশিষ্ট বলিয়া দ্রুতগামী হইয়াও অদ্রুতগতিবিশিষ্ট।—ঋ° ১০ ১০. ৪. ৫ ॥ বো-রো° ॥

অতৃণাদ—[অ + তৃণাদ (তৃণ + √অদ্ + অণ্)—নঞ্-উপ°] ১ সদ্যঃপ্রসূত গো বৎস। 'অথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি'—শ-ব্রা° ১৪. ৪. ৩. ৫ = বৃহ-উ° ১. ৫. ২ ॥ বো-রো° ॥ ২ বিণ, যে এ পর্যন্ত তৃণ ভোজন করে নাই।

অতৃণ্যা — [নঞ্ তৎ] অল্প তৃণের।— পা° ৬. ২. ১৫৬ ॥ বো-রো° ॥

অতৃদিল — বিণ, অভঙ্গুর not brittle, solid.— ঋ° ১০. ৯৪. ১১ ॥ বো-রো° ॥

অতৃপ — বিণ, অসন্তুষ্ট। 'অনিরেণ বচসা ফল্গ্বেন প্রতীতোন কৃধুনাতৃপাসঃ'— ঋ° ৪. ৫. ১৪ ॥ বো-রো° ॥

অতৃপ্ত — বিণ, ১ বিরক্ত, তৃপ্তিশূন্য। ২ লালসাযুক্ত।

অতৃপ্তি — [নঞ্ তৎ] ১ তৃপ্তির অভাব। ২ লোলুপতা।

অতৃষ — তৃষ্ণাহীন।

অতৃষিত — তৃষ্ণারহিত।

অতৃষ্য — বিণ, তৃষ্ণাহীন, তৃষ্ণাশূন্য।— অ° ৭. ৬০. ৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অতেক — [প্রা°। অত+ক (স্বা)= অতক>। আ° বা°— অত] অবা, অত, ঐ পরিমাণ, অত অধিক।

অতেজঃ — [মূ°-জস্। ন তেজঃ— নঞ্-তৎ] ১ ছায়া। ২ তেজের অভাব। ৩ বিণ, নিস্তেজ। ৪ [বহু°] অন্ধকার, নিষ্প্রভ।

অতেজস্ক — [অ+তেজস্+কপ্— বহু°] অন্ধকার, নিষ্প্রভ।— শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ৮ = বৃহ-উ° ৩. ৮. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অতেজস্বী — [মূ°-স্বিন্। নঞ্ তৎ] বিণ, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল, তেজোহীন, সাহসহীন, বীর্যহীন।

অতেন — মিশরীয় সূর্যদেবতা [অতোন দ্র°]।

অতের — নগর বি°। রুস্তম 'অলী-লিখিত 'তারীখ-ই হিন্দী' গ্রন্থে উল্লিখিত ভদাবররাজ্যের অন্তর্গত প্রধান নগর। ভদাবররাজ্য দিল্লীর নিকটে অবস্থিত। সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে যখন মরাঠা-বাহিনী ভদাবর আক্রমণ করে, তখন অমরসিং ভদাবরের অধিপতি ছিলেন। অমরসিং তাঁহার বাহিনী লইয়া অতের নগর হইতে শত্রুর সম্মুখীন হন। নগরের এক ক্রোশ দূরে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অমরসিং-এর পক্ষে ৭০০০ অশ্বারোহী, ২০,০০০ পদাতিক ও ৪৫টী হস্তী ছিল; অপরপক্ষে লক্ষাধিক অশ্বারোহী ছিল। এক মাস যুদ্ধ চলে। রাজার এক ভ্রাতা ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বাহিনীর অর্ধাংশ তাঁহার নিকট রাখিয়া অপর অর্ধাংশ লইয়া গোহদ্, বহদ্ ও অতের নগর লুণ্ঠন করেন এবং অবশেষে শত্রুপক্ষে যোগ দেন। অমরসিং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন এবং অতের নগরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর শত্রুপক্ষ নগরে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠনাদি করিয়া প্রত্যাবর্তন করে।—EHI, viii. 53.

অতেব — [স° অতএব> অতেব। (অপ্র°) ব্রজ° অতএ, অতয়ে] এই হেতু, অতএব, এই কারণে।

অতেহ১ — অযোধ্যার প্রতাবগড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পরগনা। প্রতাবগড় জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগে ইহা অবস্থিত। ইহার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে সুলতানপুর, পশ্চিমে রায় বেরেলি, দক্ষিণ-পূর্বে প্রতাবগড় পরগনা এবং দক্ষিণে রামপুর। সই নদীর দ্বারাই এই পরগনার সীমা একরূপ রক্ষিত হইয়াছে। সই নদীর উপনদী সুমতি বা নইয়া উত্তর-পশ্চিম ভাগে পরগনার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া সই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

আয়তন ৪৯৬১৮ একর বা ৭৭.৫ বর্গ-মাইল। গ্রামসংখ্যা ৬৮। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পথ রায় বেরেলি-সলোন-অতেহ-রায়পুর-অমেথি পথ। ৬৮টী গ্রাম এক শত মহলে বিভক্ত, তন্মধ্যে ৪৯টী তালুকদারদিগের অধীন। প্রধান তালুকদার রায় বেরেলি জেলার অন্তর্গত তিলোই-এর রাজা—ইঁহার জমিদারী মুস্তফাবাদ ২৮টী গ্রাম লইয়া গঠিত। উম্‌রার ঠাকুরের অধীন ৬টী গ্রাম, রাজপুরের লালের অধীন ১০টী গ্রাম এবং রায় বেরেলির অন্তর্গত টিকারির জমিদারের অধীন ৫টী গ্রাম। এই সমুদয় জমিদারগণ হিন্দু কন্‌হপুরিয়া। পূর্বে অতেহ পরগনা ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, পরে কন্‌হপুরিয়াদিগের হস্তগত হয়।

জলসেচের কার্য প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রে কূপ খনন করিয়া তাহা হইতে করা হইয়া থাকে। এখানে খরীফ্-চাষ উল্লেখযোগ্য এবং কৃষিক্ষেত্রের শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে ইহার চাষ হয়। রবিশস্যই প্রধান—রবিশস্যের মধ্যে যব, ছোলা ও মটর উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য উৎপন্নদ্রব্যের মধ্যে তামাক, আফিম অন্যতম। প্রায় প্রত্যেক জাতিকেই চাষ করিতে দেখা যায়; কুর্মি, মুরাও, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, আহীর ও গদারিয়াগণ চাষ করিয়া থাকে।—UPDG, Partabgarh, 164-6.

অতেহ২ — অযোধ্যার প্রতাবগড় জেলার অন্তর্গত অতেহ পরগনার একটী ক্ষুদ্র নগর [অতেহ১ দ্র°]। অক্ষা° ২৬° ৬′ উ°; দ্রাঘি° ৮১° ৩৮′ পূ°। সই নদী হইতে তিন ক্রোশ ও বেল প্রতাবগড় হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে রায়পুর অমেথি পথের উপর অবস্থিত। এখানে ভৈঁসা-স্বরের একটী মন্দির আছে, কন্‌হপুরিয়াগণ এই দেবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কন্‌হপুরিয়াগণ অতেহ পরগনার তালুকদার। পূর্বে অতেহ নগর অতেহ-তালুকদারের মুখ্যনিবেশ ছিল, রণজিৎ সিং-কর্তৃক উহা রামপুরে স্থানান্তরিত হয়। পুরাতন অতেহ জমিদারী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বাজেয়াপ্ত হইয়া টিকারির কন্‌হপুরিয়ার হস্তে অর্পিত হয়। বর্তমানে টিকারির কন্‌হপুরিয়াই ইহার অধিকারী।—UPDG, Partabgarh, 164.

অতৈল — [নঞ্ বহু°] ১ যাহাতে তৈল নাই, তৈলহীন, রূক্ষ। ২ তিল-সর্ষপাদির রস। ~পূর— বিণ, যাহাতে তৈলপূর নাই, তৈলসেকহীন।— কুমার° ১. ১০ ॥ শিশু° ॥

অতোন — মিশরীয় সূর্যদেবতা। ইনি 'অতেন' নামেও পরিচিত। অতোন সূর্যের কিরণচ্ছটা বিকীরণকারী জ্যোতির্ময় চক্র।

ইনি কখনও কোন মনুষ্য বা পশুমূর্তিতে প্রকাশিত বা পূজিত হন না। কিরণদানের বা সূর্যকিরণের শক্তির জন্যই যে সূর্যচক্রের পূজার উদ্দেশ্য তাহা নহে, অতোন-সংস্কৃতির বিশ্বাস যে, প্রত্যেক কিরণচ্ছটা পৃথিবীতে আসিয়া হস্তে পরিণত হয়। হস্তে রূপান্তরিত এই কিরণচ্ছটাগুলি জীবন ও রাজ্য দান করে এবং ভক্তের পূজাও গ্রহণ করে। এই অতোন-সংস্কৃতির পরমায়ু অর্ধ শতাব্দী বা তাহারও কম। ইহার প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ৩য় অমেনহোতেপের সময়। তৎপুত্র অখেনতোনের সময় উহা পরিণতি লাভ করে এবং তুতঙ্খমোনের সময় উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। ৩য় অমেনহোতেপের রাজ্যকালে রাণী তিয়ির পিতা বা অখেনতোনের মাতামহ য়ুয়া' প্রথম অতোন-ধর্মমতের সূচনা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ইহা রাজকীয় প্রভাবে আনীত হয়। অতঃপর যুবক অখেনতোনের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় ইহা পরিণতি লাভ করে। বস্তুতঃ অতোন-সংস্কৃতির প্রবর্তক ও একমাত্র বাহক অখেনতোনকেই বলা যাইতে পারে। অখেনতোনের রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত এই সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতোনের নাম জড়িত করিয়াই তিনি আপনার নাম ব্যবহার করিতেন।*

অখেনতোনই প্রথম অতোনের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তেল্-এল্-অমর্নায় তিনি একটী শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ ও একমাত্র দেবতা† অতোনের মন্দির নির্মাণ করেন।‡ অখেনতোন এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নামও অতোনের নামানুসারে 'অখেততোন' অর্থাৎ 'অতোনের রাজ্য' রাখেন [অখেততোন দ্র°]। এই রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তিনি আপনাকে অতোনের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁহার সহিত তদীয় মহিষী নেফার তিতিও অতোনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অতোনের প্রতি বিশ্বাসের সার্থকতা তিনি প্রচার করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ পর্যন্ত বলিতে থাকেন যে, যদি মানবসমাজ এই বিশ্বাস গ্রহণ করে তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। তেল্-এল্-অমর্নার মন্দির তিনি শিল্পে ও চিত্রে অলঙ্কৃত করিয়া তোলেন এবং নিত্য সুগন্ধ পুষ্পে উহা সুশোভিত করিতেন।

অখেনতোন মনে করিতেন, কাহারও রক্তপাত করা বা কাহারও জীবননাশ করা পাপকার্য, কারণ অতোনই সেই মানুষের জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার মন্দিরে কোনরূপ বলিদান হইত না, মাত্র ফল বেদীর উপর রক্ষিত হইত। একবার সীরিয়ায় একটী অন্তর্বিপ্লবে শান্তিস্থাপনার জন্য সাহায্যের আহ্বান আসিলে তিনি উক্ত আদর্শের বশবর্তী হইয়া কোনরূপ বাহিনী প্রেরণ না করিয়া সীরিয়ায় মিত্রশক্তি ও তত্রত্য আপনার সেনাপতিদিগের নিকট অতোনের নামে একটী প্রার্থনাসূচক গাথা প্রেরণ করেন।

অখেনতোন অতোনকে একমাত্র দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনিই প্রচার করেন যে, অতোনের শক্তি হিতসাধক সূর্যের প্রত্যক্ষীভূত শক্তি, তিনি সমুদয় মানব-সমাজের পিতা (ঈশ্বর), তিনিই সমুদয় মানবকুলের প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং তাহাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করেন। যাহা কিছু সুন্দর তাহাতেই অতোনের প্রকাশ এবং অতোনের উপাসকবৃন্দই সুন্দর জীবন যাপন করিতে পারে। শিক্ষিত মন (অতোনপন্থী) যাহা কিছু অসৎ ও অসুন্দর তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা কিছু অত্যুৎকৃষ্ট ও সুন্দর তাহার সন্ধান করিবে ও রক্তপাতে সঙ্কুচিত হইবে। এই আদর্শ বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের উন্নতিসাধন করে ও শান্তিপূর্ণ সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি করে। অতোনের একটী প্রার্থনা-গাথায় দেখা যায়—'তুমি আলোকের অংশুমালার ঈশ্বর, তুমি কিরণ দান করিতেছ এবং সমুদয় আনন (সকলকে) জীবিত রাখিয়াছ।

অতোনের কোন মূর্তি কখনও নির্মিত হয় নাই এবং উহা যে নীতিবিরুদ্ধ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অখেনতোনই এই পৌত্তলিক রীতি নিষিদ্ধ করেন। সূর্যদেবতা হইলেও অতোন বস্তুগত সূর্য নহেন, তিনি সূর্যের মূল শক্তি; এই শক্তি হইতেই সমস্ত পার্থিব বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এই শক্তিই সমুদয় প্রাণশক্তির কারণ।

বর্তমানে কাহাকে কাহাকেও অতোনকে ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা বলিয়া অভিহিত করিতে দেখা যায়। ইঁহাদের মতে তথাকথিত মিশরীয়গণের বিশ্বাস ছিল যে, অতোন অন্য কোন দেবতার পূজা পছন্দ করিতেন না, অর্থাৎ অন্য কথায় সহ্য করিতে পারিতেন না। এই ধারণা বা আদর্শের ফলেই অতোনের একেশ্বরবাদিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই ধর্মমতের দার্শনিকতা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সূর্যের শক্তিকেই অতোনরূপে সমবধারণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ সমগ্র প্রাণিজগৎকে সৌরকিরণের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এই মুখ্য আদর্শ লইয়াই যে অতোনবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মনে করা যাইতে পারে। এই ধর্মমত যে খুবই উচ্চাঙ্গের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে অখেনতোন ইহার মর্ম যে কতখানি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। অখেনতোন-রচিত অতোনের প্রার্থনাগাথাতেই এই ধর্মমতের সর্বাধিক পরিচয় লাভ করা যায়। এইরূপ একটী সুন্দর গাথা তেল্-এল্-অমর্নার ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়াছে।

হেলিওপোলিসেও অতোন-সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সংস্কৃতি-অনুসারে সৃষ্টিকর্তা রা ছিলেন 'অতোনের মধ্যে শু'।

---

* অখেনতোন = অখেন্ + অতোন, অর্থে 'অতোনের শক্তি' বা 'অতোনের সার্থকতা', অর্থাৎ পৃথিবীতে 'মানবরূপী অতোন'।

† অখেনতোন অতোনকে একমাত্র দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

‡ অতোনের মন্দির নুবিয়া ও সীরিয়াতেও নির্মিত হইয়াছিল। নুবিয়াতে অতোন মন্দির তৃতীয় জলপ্রপাতের নিকট নির্মিত হয়। সীরিয়ায় মন্দির-নির্মাণের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়, তবে উহার স্থাননির্দেশ না থাকায় সন্ধান পাওয়া যায় না।

অতোন সূর্যের জ্যোতির্ময় চক্র এবং শু পবন-দেবতা। শু জীবনধারণের (শ্বাসপ্রশ্বাসের) বায়ুর মূল কারণ। বলের ন্যায় শুও সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তিনি বিদ্যুৎ, অগ্নি ও ঝড়ে প্রকটিত হন। এইরূপে শু যে মাত্র সূর্য-মধ্যস্থ বায়ু তাহা নহেন, অথেনতোনের ধর্ম-মতানুসারে অতোনের মধ্যস্থ উত্তাপ। তেল্-এল্-অমর্নায় প্রাপ্ত গাথায় অতোন সমুদয় দ্রব্যের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ঐ গাথায় অতোনকে এইভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে—'তুমি মাতার দেহের মধ্যে সন্তানকে জীবিত হইতে দাও'।

অতোনের কিরণমালা পৃথিবীতে আসিয়া হস্তে রূপান্তরিত হইবার পর যে মাত্র নবজাতের দেহ বহন করিয়া আনে তাহা নহে, উহারা নবজাতসমূহের নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠের মধ্যে 'অঙ্খ' (জীবনের প্রতীক) চাপিয়া প্রবেশ করাইয়া দেয়, অর্থাৎ প্রাণ দান করে। সূর্যোত্তপ্ত বায়ুই জীবনের বায়ু। অতোনের প্রার্থনাগাথাতেও দেখা যায়, যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন যাহাতে সে কথা বলিতে পারে, সে জন্য অতোন তাহার মুখ খুলিয়া দেন। ইনি জন্মকালে শিশুকে এবং মৃত্যুর পর মামীকে কথা বলিবার শক্তি দান করেন। কেহ কেহ অতোনকে প্রাচীন সীরিয় দেবতা অদোনের সহিত অভেদত্ব-প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধ্বনিবিজ্ঞান-অনুযায়ী অদোন অতোনে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব, তবে অথেনতোন-কর্তৃক অতোনের সমবধারণ অদোন অপেক্ষা বৃহত্তর।

অথেনতোনের সময়ে মিশরে বস্তুগত বিশ্বের সাধারণতঃ যে ধারণা করা হইত, তাঁহার প্রচারিত অবধারণার সহিত উহার বিশেষ অসামঞ্জস্য নাই। তাঁহার মতে পৃথিবীর নাইল নদের মত স্বর্গে একটী নাইল নদ আছে। স্বর্গের নাইল-সম্বন্ধে তাই তিনি অতোনের প্রার্থনাগাথায় বলিয়াছেন—'স্বর্গের নাইল নদ অপরূপ জনগণের জন্য ....তুমি (অতোন) স্বর্গে এক নাইলের সৃষ্টি করিয়াছ, যাহাতে উহা বৃষ্টিরূপে তাহা-দের (সেই জনগণের) উপর বর্ষিত হইতে পারে'। পৃথিবীর নাইলকে তিনি মিশর-দেশের জন্য বলিয়াছেন—তুমি (অতোন) পৃথিবীতে নাইল নদের সৃষ্টি করিয়াছ, মানবকুল যাহাতে জীবিত থাকিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের উর্বরতা সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য তুমি উহাকে ইচ্ছামত আনয়ন করিয়াছ'। এতদ্ব্যতীত যে দূর নভোমণ্ডলে অতোন নিত্য প্রত্যক্ষভাবে উদিত হন তাহাও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। অথেনতোনের প্রার্থনায় দেখা যায়—অতোন যখন স্বর্গের পূর্বাকাশে উদিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কিরণমালা প্রেরণ করেন তখন প্রত্যেক দেশ তাঁহার সৌন্দর্যে পূর্ণ হইয়া ওঠে; আবার যখন তিনি পশ্চিমাকাশে অস্ত যান তখন ধরণী মৃতের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার সৃষ্টিনিচয় মানবসমাজের অজ্ঞাত। অন্য কেহই তাঁহার ন্যায় শক্তিধর নহেন। তিনিই একমাত্র দেবতা এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী তিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়া-ছেন। তাঁহার উদয়ে জীবজগৎ জীবনলাভ করে এবং অস্তগমনে মৃত হয়। তিনিই মানবের জীবনধারণের মূল কারণ। যতক্ষণ না তিনি অস্তাচলে গমন করেন ততক্ষণ মানব তাঁহার সৌন্দর্য উপভোগ করে। বিষয়সমূহের সৌন্দর্যের তিনি সৃষ্টিকর্তা। হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন।



অথেনতোন ও নেফার তিতির 'বাস্ রিলিফ' (ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত), উপরে অতোন হইতে কিরণগুলি আসিয়া হস্তে পর্যবসিত হইয়াছে।

অথেনতোন-রচিত প্রার্থনাগাথাসমূহ তাঁহার স্বরচিত বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে। তাঁহার গাথাসমূহ অনুধাবন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তিনি এক জন কবি এবং রীতিমত দার্শনিক ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। অতোনই তাঁহার একেশ্বরবাদের আদর্শ।

তেল্-এল্ অমর্নায় অথেনতোনের যে সমুদয় ক্ষোদিত মূর্তি (bas-reliefs) আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলিতে প্রায়ই সূর্যরূপী অতোনকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটী দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অথেনতোন ও তাঁহার মহিষী নেফার তিতি কন্যাদের লইয়া মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছেন। উপরে ভাস্বর অতোন পৃথিবীতে তাঁহার কিরণমালা প্রেরণ করিতেছেন। ঐ কিরণচ্ছটাসমূহ

পৃথিবীতে আসিয়া হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে; হস্তে রূপান্তরিত এই কিরণচ্ছটাগুলির মধ্যে আবার কয়েকটিকে 'অঙ্খ্' প্রতীক দেখিতে পাওয়া যায়। [পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্র দ্র°]

অথেনতোনের মাতা রাণী তিয়ি নূতন অতোন শহরে প্রায়ই আসিতেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্র-প্রবর্তিত নব্য ধর্মমতের আন্দোলনে বিশেষ যোগ দিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। যদিও নূতন অতোনবাদের উত্থানে অমোন-সংস্কৃতির পতন ঘটিয়াছিল, তথাপি থীব্‌সেই তাঁহার আসক্তি ছিল বেশী। থীব্‌স অমোন-সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। অতোন-মতের আবির্ভাবে থীব্‌সে আটটী মন্দির কয়েক বর্ষ ধরিয়া শূন্য ও নির্জন থাকে এবং উহার ধনরত্নাদি অতোনের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফয়ুম্, মেম্‌ফিস্, হেলিওপোলিস্, হার্মোপোলিস্ ও হার্মোপোলিসে অতোনের মন্দির নির্মিত হয়। অথেনতোন তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনে অতোন-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার এরূপ বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর অমোনপন্থী পুরোহিতদিগকে ক্ষমতালাভের পর অমোন ধর্মমত পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য অতোন-সংস্কৃতির নিদর্শন-সমূহ মুছিয়া ফেলিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

অথেনতোনের রাজ্যকালে সমগ্র মিশরদেশে একটী রাজাজ্ঞাদ্বারা অতোনের পূজা বাধ্যতামূলক করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ফলে অত্যাচারী অমোনপন্থীদের পতন হইলেও বহু মিশরবাসী তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সুপ্রাচীন রীতিনীতি ও বিশ্বাসে অপ্রত্যাশিত আঘাত পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অথেনতোনের ক্ষমতা মুখ্যতম হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী রাজার প্রতি অনুগত ছিল; প্রয়োজন হইলে এই বাহিনী বিক্ষুব্ধ স্থান তৎপরতার সহিত আয়ত্তে আনিত।

অল্প বয়সে অথেনতোনের মৃত্যু হয়। অথেনতোনের কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার জামাতা সেমেঙ্খ্-ক-র ফারাও (মিশরের অধিপতি) হন, কিন্তু সেমেঙ্খ্-ক-রকে আবার অথেনতোনের অপর জামাতা তুতঙ্ক-তোন সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফারাও হন। তুতঙ্কতোন থীব্‌সে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন ও অমোন-ধর্মমত পুনঃপ্রচলিত করিলেন। আপনার নামও তিনি তুতঙ্ক-তোন হইতে তুতঙ্কমোন (=অমোনের মূর্তি) করেন। প্রত্যেক স্থান হইতে অতোনের নাম মুছিয়া ফেলিয়া প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা তিনি আপনাকে বেশ জন-প্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহারই প্রভাবে অতোন-সংস্কৃতির পতন ঘটিল। [অথেত-তোন, অথেনতোন, অমোন ও তুতঙ্কমোন দ্র°]

[Donald A. Mackenzie: Egyptian Myth & Legend; Flinders Petrie: The Religion of Egypt, Lond. 1908; ঐ: Hist. of Egypt, Lond.; Breasted: Hist. of Egypt; E. A. W. Budge: Gods of Egyptians; ঐ: Book of the Dead; Wiedemann: Religion of the Ancient Egyptian; Naville: The Old Egyptian Faith Rev. Campbell-কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ)।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অন্ত — [প্রা° বা°] অন্ত্র। 'গুরুউব এসে এক বিঅন্ত'—বৌদ্ধ গান ও দোহা, ৯৬। ~া—[প্রা° বা°। স° আপ্ত>] আসন্ন। 'পরমমহাসুহী সোজ্ঝ পরু তসু অ! অন্তা সিদ্ধিঃ'—বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১১৭।

অন্তকলম্ — কোচিনরাজ্যের পল্লী-ক্রীড়া-বি°। কোচিনের যুবকগণের ইহা একটী সাধারণ ক্রীড়া। ইহা একটী বালকসুলভ ক্রীড়া হইলেও বয়ঃস্থগণকেও ইহাতে যোগ দিতে দেখা যায়। বালুময় সমতল ভূমির উপর একটী বৃহৎ বৃত্ত করা হয় এবং অতঃপর উপস্থিত ক্রীড়কদিগের মধ্য হইতে দুইটী দল করা হয়। একটী দল বৃত্তের মধ্যে থাকে এবং অপর দল বৃত্তের বাহিরে চারিদিক্ ঘিরিয়া অবস্থান করে। বাহিরের দলের চেষ্টা হয় বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃত্তস্থ দলকে একে একে আঘাত করিয়া (অবশ্য যতদূর কোমলভাবে সম্ভব) বাহিরে টানিয়া আনা। বাহিরের দলের কেহ বৃত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ বৃত্তস্থ দল তাহাকে আঘাত করিতে ও নানা ভাবে উত্যক্ত করিতে পারিবে, কিন্তু যখনই সে ভিতরের দলের কাহাকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে তখনই সে অবশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; তখন মাত্র যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে সে একাকী আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে—আগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে আঘাত বা উত্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা একাকীই লাভ করে এবং যাহাতে ঐ বিরোধি-পক্ষীয় ব্যক্তি তাহাকে বৃত্তের বাহিরে লইয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একবার বৃত্তের বাহিরে আনীত হইলে সে আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইভাবে যখন ভিতরের দলের সকলেই একে একে বাহিরে আনা হইবে তখন আবার অপর পক্ষ ভিতরে প্রবেশ করিবে এবং ভিতরের দল বাহিরে আসিয়া আক্রমণ শুরু করিবে। ইহাদিগকেও আবার পূর্বদলের মত ভিতরের দলকে একে একে বাহিরে আনিতে হয়। যদি এক জনও ভিতরে থাকিয়া যায় এবং কোনরূপে তাহাকে বাহিরে আনিতে না পারা যায়, তখন সেই বৃত্তের দলই জয়ী হইয়া থাকে। কখন কখনও উৎকৃষ্ট ক্রীড়া প্রদর্শন করিলে বিজয়ী পক্ষকে উপহারও দেওয়া হয়।

[L. K. Anath Krishna Iyer: Cochin Tribes & Castes, i. 256; ii. 63]

অন্তকার সুত্ত — কোন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে এই সুত্তে বুদ্ধদেব-কর্তৃক বাক্তিত্ব-সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছিল। — অঙ্গু-নি° ৩. ৩৩৭।

অন্তকথ — ত্রিবাঙ্কুরের একটী ক্রীড়া। নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা এই ক্রীড়া করা হইয়া থাকে।

[Anath Krishna Iyer Cochin Tribes & Castes, ii. 65]

অন্তদণ্ড সুত্ত — সুত্তনিপাতের অট্‌ঠক-

বগ্গের পঞ্চদশ সুত্ত। শাক্য ও কুল্যগণের বিরোধ-নিষ্পত্তিকালে বুদ্ধদেব-কর্তৃক ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধের উপদেশবাণী-শ্রবণে তাহাদের বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং ফলে পাঁচ শত শাক্য ও পাঁচ শত কুল্য যুবক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে।—সুত্তনি° অথ° ৫৬৬-৯; জাতক ৫. ৪১৩-৪।

অত্তদত্থ থের—ভিক্ষু-বি°। বুদ্ধদেব যখন ঘোষণা করিলেন যে, তিনি চারি মাসের মধ্যে দেহত্যাগ করিবেন, তখন পুথুজ্জন ভিক্ষুসাধারণ আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত হইয়া বুদ্ধের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্তদত্থ বুদ্ধদেবের জীবনকালেই অর্হত্ত্ব-লাভ করিবার জন্য নির্জনে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। বুদ্ধদেব তদ্বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণকে অত্তদত্থের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধের উপদেশবাণীতে অত্তদত্থ অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। —ধর্ম-অথ° ৩. ১৫৮-৬৪।

অত্তদীপ বগ্গ—আত্মা ও দেহ-বিষয়ে দশটী সুত্ত এই নামে আছে।—সংযুত্ত° ৩. ৪২ই°।

অত্তনগলুবংস—পালি গ্রন্থ-বি°। প্রসিদ্ধ নৃপতি পরাক্রমের রাজ্যাবসানের সময় ১১৮০ খ্রী° আচার্য অনোমদস্সীর জনৈক (অজ্ঞাত) শিষ্য কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয় (J. d'Alwis: Descriptive Cat., 33)। ১৩৮২ খ্রী° ইহার একটী সিংহলী সংস্করণ লিখিত হয় এবং এই সংস্করণেরও রচয়িতার নাম অজ্ঞাত (Descrip. Cat., 33)। তবে d'Alwis সাহেব তাঁহার Descriptive Catalogue গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ° clxxxv) বলিয়াছেন যে, এই সিংহলী সংস্করণের রচয়িতার নাম ছুরন্দুর। এক্ষেত্রে তিনি উহার সময়নির্ধারণ করিয়াছেন ১৩০১ খ্রী° (Descrip. Cat., 34)। d'Alwis ১৮৭৪ খ্রী° এই গ্রন্থ (মূল পালি-ভাষায়) প্রকাশ করেন। অতঃপর ইহার টীকা-সম্বলিত একটী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার Descriptive Catalogueএ এই গ্রন্থের সমস্ত পরিচয় তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। — JRAS, viii (n. s.), 167-8.

অত্তন্তাপসুত্ত — আত্মপীড়ক ও পর-পীড়ক ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় সুত্ত।—অঙ্গু-নি° ২. ২০৩ই°।

অত্তপাডি — মাদ্রাজ প্রদেশে মলবর জেলার বলভনাড তালুকের অন্তর্গত একটী বৃহৎ উপত্যকা। ইহা 'রক্তশোষকের উপত্যকা' (valley of leeches) নামে প্রসিদ্ধ। অক্ষা° ১০° ৫৪′—১১° ১৪′ উ°; দ্রাঘি° ৭৬° ২৭′—৭৬° ৪৮′ পূ°। আয়তন ২৫০ বর্গমাইল। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত এবং কুণ্ডা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে পালঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। অসংখ্য গিরিকন্দর অতিক্রম করিয়া ভবানী নদী ও উহার বহু উপনদী এই উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উচ্চতর শিখরগুলি গভীর অরণ্যময়। নিম্নদেশ উন্মুক্ত ভূমি ও বাঁশবনে বেষ্টিত। ভবানী নদী কুণ্ডা হইতে দক্ষিণাভিমুখে গহন অরণ্যময় কন্দরের মধ্য দিয়া আসিয়া অত্তপাডি গ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে উত্তরপূর্ব দিকে বাঁকিয়া অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে উপত্যকার মধ্য প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার উপনদী সিরুবানি কয়ম্বাটোর জেলার সীমানায় ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। উপত্যকার দক্ষিণ সীমান্তে সিরুবানির উৎপত্তিস্থল। তথাকার দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। প্রায় দুই সহস্র ফুট উচ্চ হইতে সিরুবানির জলকণাসমূহ বৃষ্টির মত নিম্নে একটী জলাশয়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। এই জলাশয়ের নাম 'মুত্তুকুলম্'। মুত্তুকুলম্ হইতে সিরুবানির উৎপত্তি। মুত্তুকুলম্-সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং তজ্জন্য উহাকে বিশেষ পবিত্র জ্ঞান করা হয়। জলকণাসমূহের পতনের শব্দ লইয়াও একটী প্রবাদের প্রচলন আছে।

অত্তপাডি উপত্যকার উচ্চভূমি শিকারের উপযুক্ত স্থান। এই স্থানের অরণ্য দুর্গম এবং হস্তী ও পর্বতীয় ছাগের (ibex-এর) বাসস্থান। ২১টী পাহাড় ও আর একটী পাহাড়ের কিয়দংশ খাশ গভর্নমেণ্টের অধিকারভুক্ত, অবশিষ্ট পাহাড়গুলি তিন জন ক্ষমতাশালী জমিদারের দখলে আছে। অরণ্যেরও অধিকাংশ সরকারী সম্পত্তি। অত্তপাডি উপত্যকায় একটী 'কফি এস্টেট' আছে। রবারের চাষের পক্ষেও এই স্থান বিশেষ উপযোগী।

তামিল, কন্নড়, গোন্দন্, বদগ, ইরুল, কুরুম্ব ও অন্যান্য পর্বতীয় জাতি এই উপত্যকার অধিবাসী। ইরুলগণ স্থানে স্থানে শস্যাদি চাষ করে। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই এই স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায় এবং এখানকার জল-বায়ুও ভাল নয়। কাষ্ঠ এই স্থানে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য।

[MDG, Malabar, 358-9, 467-8; IG, vi. 131]

অত্তম্ কলি—দক্ষিণভারতের 'কথ কলি' নৃত্যের অনুকৃত নৃত্যক্রীড়া বি°। কোচিন-রাজ্যের বলনদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত-সহযোগে নৃত্যচ্ছলে এই ক্রীড়া করা হইয়া থাকে।

[L. K. Anath Krishna Iyer: Cochin Tribes & Castes, i. 258]

অত্তরস, অত্তিরাজ — মহাপ্রধান দণ্ড-নায়ক পোলাম্বের পিতা। মহীশূরের হরিহরেশ্বর মন্দিরের একটী লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। লিপিটীর সময় ১২২৪ খ্রী°।

[Mysore Inscriptions, 30; Carn.-Desa Ins., ii. 386; P. S. & O. C. Ins., no. 123; BG, i. pt.-ii, 507]

অত্তলূরু—মাদ্রাজপ্রদেশে গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত সত্তেনপল্লি তালুকের একটী গ্রাম। ১৫২০ খ্রী° ১ম বেঙ্কটের বেল্লঙ্গুডি-প্রশস্তিতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। — EI, xvi. 308, 320.

অত্তবায়—[স°-৪র্থী] থাইবার জন্য।—মৈ স° ১. ৮. ৫।

অত্তবে—[অদ্+তবেঙ্—তুমর্থে] অব্য, খাইবার জন্য।

অত্তব্য—[√অদ্+তব্য] বিণ, ভোক্তব্য, ভক্ষণীয়।—মনু° ১১. ৯৫, ১৬০ ॥ বো-রো° ॥

অত্তস্যুত্ত—১ আত্ম-সংযমই অষ্টাঙ্গিক-মার্গের প্রধান সোপান—ইহাই এই সুত্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।—সংযুত্ত° ৫. ৩৬। ২ আত্মনিষ্ঠ ভিক্ষুই অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনের অধিকারী—ইহাই এই সুত্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।—সংযুত্ত° ৫. ৩৭।

অত্তহিত সুত্ত—আত্মহিত, পরহিত, আত্ম-পর উভয়ের হিত বা কাহারও হিতকারী নহে—এই চারি শ্রেণীর মানব-সম্বন্ধে আলোচনা এই সুত্তে নিবদ্ধ।—অঙ্গু-নি° ২. ৯৭ই°।

অত্তা—১ [মূ°-অত্তৃ। √অদ্ (ভক্ষণ করা) +তৃচ্—কর্তৃ°] বিণ, ভক্ষয়িতা, উপভোক্তা। 'সর্বস্যৈতস্যাত্তো ভবতি'—ঋ° ৬. ১৪২. ৩; শ-ব্রা° ১৪. ৫. ২. ৫; মনু° ৫. ৩০। ২ [√অত্+তক্—ইড়ভাবঃ+স্ত্রী আপ্] স্ত্রী°, **ক** মাতা ॥ অম-টী° রমানাথ, শব্দ° ॥ **খ** জ্যেষ্ঠা ভগিনী।—ঐ। **গ** মাতাগ্রজস্বসা, মাতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ॥ নানার্থকো° শব্দ° ॥ ৩ [প্রাকৃ°] শ্বশ্রূ ॥ সা-দ° টী° শব্দ° ॥ ৪ [নাট্যোক্তি] সখী।

অত্তাঢ়িধাতুসেন বিহার—রাজা ধাতুসেন-নির্মিত একটী বিহার।—চুলবংস ৩৮. ৪১।

অত্তানুবাদ সুত্ত—আত্ম-তিরস্কার, পর-তিরস্কার, শাস্তি ও কষ্ট—এই চারি প্রকার ভয়-সম্বন্ধে এই সুত্তে আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ২. ১২১ই°।

অত্তার১—নামান্তর—অত্তারি, গন্ধী, বুকেকারি। মুসলমান সম্প্রদায়-বি°। ইহারা গন্ধদ্রব্য, গন্ধতৈল, দাঁতের মাজন, কুঙ্কু প্রভৃতি বিক্রয় করে। ইহাদের অত্তার নাম গোলাপের 'অত্তর' বা 'অতর' হইতে হইয়াছে। অত্তারি নামের ব্যুৎপত্তি 'অতর্' বা 'ইত্র' হইতে। গন্ধী শব্দ সংস্কৃত 'গন্ধ' শব্দ হইতে হইয়াছে। বুকেকারি মরাঠী শব্দ এবং উহার অর্থ পাউডার-বিক্রেতা। বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় অত্তারদিগকে বহুল সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যভারতে ইহাদিগের সংখ্যা খুব কম। পিঞ্জার, কসাই, কুঞ্জর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ী মুসলমান ব্যতীত অন্য যে কোন মুসলমানের সহিত বিবাহে ইহাদের বাধা নাই। এইরূপ কোন নিষিদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত যদি কোন অত্তার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং যদি তাহারা সাধারণ মুসলমানের সমশ্রেণীভুক্ত গণ্য না হয়, তাহা হইলে তাহাকে একটী স্বতন্ত্র ভিন্ন সমাজে থাকিতে হয়। এইরূপ সমাজচ্যুত অত্তারকে যে সমুদয় মুসলমান টিনের বা বলয়নির্মাণের কাজ করে তাহাদের সহিত বা ফেরিওয়ালা মুসলমানের সহিত বিবাহাদি করিতে হয়। ইহাদের সম্প্রদায়ে হিন্দু দীক্ষিত হইলে তাহাকে ইহারা গ্রহণ করে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহার সহিত ভোজন করে না এবং ইহাদের মধ্যে উচ্চ-শ্রেণীর পরিবার তাহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ করে না। নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে সুন্নৎ হইতেই হইবে। কিন্তু যদি তাহার বয়স বেশী হয় বা তাহার মেঢ্র-ত্বক্ না থাকে, তাহা হইলে ইহারা একটী পানের পাতা গুটাইয়া উহাকে দ্বিখণ্ডিত করে।

বিবাহ—কৈশোরাবস্থার পূর্বেই মেয়ের বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। ইহাদের রীতি এইরূপ যে, বিবাহবন্ধনের পূর্বে যদি কন্যার দেহে যৌবনবিকাশ হয়, তাহা হইলে তাহার পিতামাতাকে নররক্তপাতের সমান পাপের অনুষ্ঠাতা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পাত্রের পিতা প্রথমে পাত্রীর সন্ধান করে এবং সেরূপ কোন সন্ধান পাইলে তাহার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না তাহা জানিবার জন্য আভাষ দেয়। অতঃপর বিবাহ-সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলিবার জন্য তাহার কয়েক জন আত্মীয় বা বন্ধুকে পাত্রীর বাটীতে প্রেরণ করে। বিবাহের পূর্বে পাত্রকে একটী সোনা বা রূপার আঙটী দেওয়া হয়, এই আঙটীর নাম 'ছাপ' এবং উহাতে বাটীর মত আকারের অতি ক্ষুদ্র পাত্র সংযুক্ত থাকে। বিবাহে বরপক্ষ-কর্তৃক কন্যাপক্ষকে পণ দিতে হয়। এই পণ ৫০৲ টাকার নিম্নে বা ২৫০৲ টাকার ঊর্ধ্বে নহে। পাত্রীর পিতামাতা কন্যাকে রন্ধনের পাত্রাদি, বিছানা ও একটী খাটিয়া দেয়। বিবাহের পর নবদম্পতিকে একটী চারপায়ার উপর বসান হয় এবং উপস্থিত রমণীরা গান করে। এই সময় নবদম্পতির উভয়ে উভয়কে দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিতে হয়। বিবাহের চারি দিন পরে নবদম্পতিকে শোভাযাত্রা করিয়া বরের গৃহে আনা হইয়া থাকে। বরের পরিবারস্থ রমণী-গণ কৌতুকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিদ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। অতঃপর বরের গৃহে এক প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়। এই প্রীতি-ভোজের নাম 'ওয়ালিমা'। প্রীতিভোজের দিন নবদম্পতিকে একটী নিভৃত গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়। সমুদয় বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দু রীতি-নীতির প্রভাব দেখা যায়। হিন্দুদের মত বিবাহমণ্ডপ নির্মাণ করা, বর ও কনে উভয়কে তৈলমর্দন করা এবং হাতে কঙ্কন বাঁধিয়া দেওয়ার প্রচলন আছে। বিবাহের পূর্বে যদি কোন বালিকা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, গর্ভধারণ না করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু গর্ভধারণ করিলে সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাহার বিবাহ হইতে পারে না। সন্তানজন্ম হইবার পর বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার বিবাহ হইতে পারে। সন্তানটী তাহারই সঙ্গে থাকে, কিন্তু তাহার স্বামীর সম্পত্তিতে এই সন্তানের কোনরূপ দাবী থাকে না। স্বামীর মৃত্যুর ৪০ দিন পরে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, এমন কি নিজের দেবরকে বিবাহ করায় বাধা নাই। বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত। যখন কেহ তাহার পত্নীর সহিত বিবাহবিচ্ছেদ করে, তখন সে দুই জন সাক্ষীর সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে যে, অতঃপর সে ঐ রমণীকে মাতার ন্যায় দেখিবে। বিবাহবিচ্ছিন্না রমণীর বিবাহে প্রদত্ত পণের উপর দাবী আছে, কিন্তু যদি সে আবার বিবাহ করে তাহা হইলে ঐ পণ বাজেয়াপ্ত

হয়। যে কেহ পিতৃব্য-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। কাজীর পৌরোহিত্যে বিবাহানুষ্ঠান হয় এবং তজ্জন্য কাজীকে ১।০ টাকা দিতে হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নগণ কাজীকে দুইটী পাগড়ীও উপহার দেয়।

ধর্ম—অন্তারগণ সুন্নি - সম্প্রদায়ভুক্ত হনাফি মুসলমান। তাহারা মুসলমান সাধুগণকে শ্রদ্ধা করে। শবেবরাতের রাত্রে পূর্বপুরুষগণের সম্মানার্থ ইহারা বাজী ছোঁড়ে, হালুয়া তৈয়ারী করিয়া তাহাদের উদ্দেশে নিবেদন করে এবং তাহাদের কবরের উপর প্রদীপ রক্ষা করে। ইহাদের নিকট শূকরের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং শূকরের নামে ইহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। কুকুর অপবিত্র জীব এবং বিশেষতঃ উহার লেজ, কান ও জিব কলুষিত। যেখানে কুকুরের একটীমাত্র লোম পড়িয়াছে সেখানে ইহারা নমাজ পড়িতে পারে না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, এই অপবিত্রতার জন্য স্বর্গীয় আত্মা ইহাদের নিকট আসিতে পারেন না। কুকুরের কান-নাড়ান দেখা একটী অলক্ষণ, কেহ বাহিরে কোথাও যাইবার সময় এই অলক্ষণ ঘটিলে তাহার যাত্রা বন্ধ হয়। মাকড়সাকে ইহারা শ্রদ্ধা করে, কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, হসন ও হুসেন শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে যে গুহার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সেই গুহার মুখ মাকড়সা জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কাহার কাহারও পীর বা গুরু আছে; এই সমুদয় পীর সাধারণতঃ মুসলমান ফকির। পীরের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া যে পাত্রে পীর সরবৎ পান করিয়াছেন সেই পাত্র হইতে শিষ্য সরবৎ পান করে। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহারা অশৌচ পালন করে না বা শবসংকার করিয়া স্নান করে না।

সামাজিক রীতিনীতি — অন্যান্য মুসলমানদের মত ইহাদের মধ্যেও মদ্যপান নিষিদ্ধ। অবশ্য অনেককে আবার মদ্যপান করিতেও দেখা যায়। কেহ কেহ গোমাংস ভক্ষণ করে, আবার কেহ কেহ উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। হলালের নীতি-অনুযায়ী যে পশুকে হত্যা করা হয়, উহার প্রাণত্যাগের পূর্বে রক্তপাত হইতেই হইবে। কিন্তু মৎস্যে সে নিয়ম নাই; কারণ ইহারা বলিয়া থাকে যে, আব্রাহাম যখন সমুদ্রে তাঁহার অস্ত্র নিক্ষেপ করেন তাহাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া একটী মৎস্য নিহত হয়, এজন্য কোন অনুষ্ঠান না করিয়া মৎস্য হলালে গ্রহণযোগ্য। উত্তরাধিকারের রীতি হিন্দুদের মত। কাহাকে কাহাকেও শীতলা-প্রমুখ হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতে দেখা যায়।

অন্তারগণ 'মিশি' বা দাঁতের মাজন (হরীতকী, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত; ইহাতে দাঁত কালো হয়), মেয়েদের মুখে মাখিবার জন্য 'কুঙ্কু' (কুঙ্কুম) নামক লাল পাউডার, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, কর্পূর এবং সময় সময় তামাক বিক্রয় করে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে 'গুলাবপানি' (গোলাপজল) ও 'ফুলেল' তৈল উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রস্তুত এক তোলা আতর আট-আনা হইতে ৮০৲ টাকা পর্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। গন্ধদ্রব্যসমূহ সাধারণতঃ খশ্খশ্, আম, হেনা, কস্তূরী, বেলফুল, চাঁপা ও শশা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফুলসমূহ জলে ফুটাইয়া উহার বাষ্প চন্দনতৈলে জমাইয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই প্রস্তুতবিধিকে ইহারা সমুদয় গন্ধদ্রব্যের মূল প্রস্তুতবিধি বলিয়া অভিহিত করে। গন্ধতৈল মেয়েদের মাথার চুলে মাখিবার জন্য ইহারা তৈয়ারী করিয়া থাকে এবং উহা প্রধানতঃ কমলাফুল, যূঁইফুল, তূলার বীচি ও অওন্লা গাছের (phyllanthus emblica) ফুল হইতে প্রস্তুত হয়। গন্ধদ্রব্য কাঁচের শিশিতে এবং গন্ধতৈল চামড়ার বোতলে পুরিয়া ইহারা বিক্রয় করে। ইহারা ধূপকাঠিও নির্মাণ করিয়া থাকে। কোন পবিত্র স্থানে আহার করিবার সময় এই ধূপ পোড়ান হয়, কারণ উহার ধোঁয়া অসদ্‌যোনিকে নিবৃত্ত করে, এইরূপ ইহাদিগের বিশ্বাস। ভূতযোনি-বিতাড়নের জন্য যখন কোন ওঝা নিযুক্ত হয়, তখন সেই ওঝা গৃহের দ্বারে এই ধূপ জ্বালাইয়া রাখে। মেয়েদের চুল বাঁধিবার জন্যও অন্তারগণ অর্ধেক লাল ও অর্ধেক হলদে বা শাদা রঙের 'নাদ' সূতা এবং মহরমের শেষ পাঁচ দিনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগের পরিবার জন্য লাল, পীত, সবুজ, নীল ও কমলা রঙে রঞ্জিত 'সহেলি' সূতার মালা বিক্রয় করে। হিন্দুদের বিবাহের জন্য টোপরও (ইহাদের ভাষায় 'বাসিঙ্') ইহাদিগকে নির্মাণ করিতে দেখা যায়।

অন্তারগণকে দোকান করিয়া এবং ফেরী করিয়া উভয় ভাবেই তাহাদের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় কিন্তু এবিষয়ে প্রায়ই বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কোথাও ইহারা মাত্র দোকানে বসিয়া বিক্রয় করে এবং ফেরী করে না, কোথাও মাত্র ফেরী করে—দোকান করে না, আবার কোথাও বা ফেরী করিয়া ও দোকান করিয়া উভয়ভাবেই বিক্রয় করে। কোথাও কোথাও মেয়েদেরও বিক্রয় করিতে দেখা যায়, আবার কোথাও বা মেয়েদের বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, কারণ মেয়েরা তথায় অল্পবিস্তর পর্দানশীন।

মেয়েরা প্রধানতঃ পর্দানশীন বটে, কিন্তু সকল স্থানে তাহা দেখা যায় না। বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মেয়েদের আচার-ব্যবহারে যেমন কিছু কিছু বৈষম্য দেখা যায়, তেমনি বেশভূষাতেও কিছু কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিজাপুর, ধারবার, পুনা, বেলগাঁও, থানা, অহমদনগর প্রভৃতি জেলায় মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের মত সাড়ী ও বডিস্ পরে। সাতারায় মেয়েদের মরাঠী মেয়েদের মত বেশভূষা দেখা যায়। পুরুষেরা মাথা কামায় ও দাড়ি রাখে। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে পায়জামা (ইজার) ও মুসলমানী সার্ট (কুদ্‌তি) ও জ্যাকেট এবং কোথাও কাপড় পরিতে দেখা যায়। মাথায় প্রায়ই পাগড়ী থাকে। ইহারা কর্মঠ, সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায় বা মধ্যম আকারের ও পরিচ্ছন্ন। ইহারা ব্যবহারে সৎ কিন্তু চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ।

উৎপত্তি ও ভাষা — মুগল-সম্রাট আওরঙজেবের রাজাকালে (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রী°) এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। আওরঙজেব হিন্দুদিগকে বলপূর্বক মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষিত মুসলমানগণের একাংশ এই সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হইয়াছে। পূর্বে এই সম্প্রদায় ইহাদের জাতীয় ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় গন্ধদ্রব্যের আমদানিতে এবং নূতন নূতন দেশীয় গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহাদিগের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষের সময় দেশের লোক যখন অর্থাভাবে গন্ধদ্রব্য ক্রয় বন্ধ করে, তখনও ইহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বোম্বাই-এ ইহাদিগকে প্রধানতঃ মরাঠী ও কন্নড় ভাষা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ কথাভাষা হিন্দুস্থানী, কোথাও কোথাও মরাঠী কথাভাষা-রূপে ব্যবহৃত হয়।

[Russell and Hiralal: Tribes and Castes of C. P. of India, ii. 42-45; BG, xii. 125; xiii. pt.-i, 108, 236; xvi. 226-27; xviii. pt.-i, 492; xix 135; xx. 198; xxi. 205-6; xxii. 232-33; xxiii. 289; xxiv. 86, 148]

শ্রীঅজিত ঘোষ

'অত্তার,—ফরিদুদ্দীন 'অত্তারের কবিনাম [ফরিদুদ্দীন দ্র°]।—OBD.

অত্তাল.নল্লূর — মাদ্রাজপ্রদেশে তিনেভেলি জেলার অন্তর্গত অম্বাসমুদ্রম্ তালুকের একটী গ্রাম। ১৫২০ খ্রী° ১ম বেঙ্কটের বেল্লঙ্গুডি-প্রশস্তিতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে।—EI, xvi. 307, 314, 320.

অত্তি, অত্তিকা—১ মাতা। ২ (নাট্যোক্তি) জ্যেষ্ঠা ভগিনী ॥ শব্দরত্না° শব্দ° খ্রি° ॥

অত্তিকুরিসি নায়র — মাদ্রাজপ্রদেশে মলবর জেলার একটী সম্প্রদায়। মৃতদেহ-সৎকার-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহারা (এবং চিত্তিগন-সম্প্রদায়) বিশুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। ইহারা সৎকারানুষ্ঠানেরও নির্দেশ দান করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে সে যদি দোষ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে যে ঘরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে সেই ঘরে অত্তিকুরিসি নায়র ভদ্রকালীর পূজা করে। চাউলের গুড়া, ভাঙ্গা চাল, ভাজা চাল, তুষ ও কুঙ্কুম দিয়া ভদ্রকালীমূর্তি নির্মিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে নাপিতও দেখিতে পাওয়া যায়।—MDG, Malabar, 121, 185, 187.

অত্তিগুণ্ডি—মহীশূররাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্বতীয় গ্রাম। এখানে এক গুহায় বাবা বুদন্-গিরির কবর আছে। এক জন মুসলমান ফকির এই কবরের রক্ষক। বাবা বুদন্ এক জন মুসলমান সাধু ছিলেন। কথিত আছে, ইনি পাহাড়ে অবস্থানকালে একবার তীর্থ-ভ্রমণের সময় মোচ নামক স্থানে 'কফি'-বীজ হইতে 'কফি' আবিষ্কার করেন এবং ইহা হইতেই ভারতে কফি-চাষের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুগণ বলিয়া থাকে যে, এই কবর ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন এবং যুগাবসানে বিষ্ণুর শেষ অবতাররূপে গুহামুখে তিনি আবির্ভূত হইবেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ইহা একটী তীর্থবিশেষ এবং উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণই এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রদ্ধা-নিবেদন করে।—IG, vi. 164.

অত্তিঙ্গল,—ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে চৈরয়িন্কীল তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা বামন-পুরম্ বা অত্তিঙ্গল নদের তীরে ত্রিবান্দ্রম্-কুইলন পথের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ৮° ৪০´ উ°; দ্রাঘি° ৭৬° ৪৮´ পূ°। অত্তিঙ্গল ত্রিবাঙ্কুরের রাণীর নিজস্ব সম্পত্তি; উত্তরাধিকারসূত্রে ত্রিবাঙ্কুরের রাণীরা ইহা ভোগ করেন। এজন্য ত্রিবাঙ্কুর-রাজপরিবারের প্রধানা মহিষীকে 'অত্তিঙ্গল মূত্ত তম্পুরান্' বলা হয়। উত্তরাধিকার লাভ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজমহিষী অত্তিঙ্গলে অধিষ্ঠিতা হন এবং ত্রিবাঙ্কুর-মহারাজ প্রতি জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে এখানে আগমন করেন।

ভারতে প্রথম বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপন-ব্যাপারে অত্তিঙ্গলের বিশেষ গুরুত্ব আছে। খ্রী° ১৭শ শতকের শেষভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন অঞ্জেঙ্গোতে বাণিজ্য-কেন্দ্র-স্থাপন করে, তখন একমাত্র অত্তিঙ্গলের রাণীর সাহায্যলাভ করিয়া তাহারা উহাতে সমর্থ হয়। ১৬৮৪ খ্রী° কোম্পানী অত্তিঙ্গলের রাণীর নিকট হইতে বাৎসরিক উপযুক্ত নজর দেওয়ার বিনিময়ে অঞ্জেঙ্গো লাভ করে। ১৬৯৪ খ্রী° অত্তিঙ্গলেরই রাণীর অনুমতি লাভ করিয়া কোম্পানী রাজস্ব দিয়া অঞ্জেঙ্গোয় দুর্গ ও কারখানা নির্মাণের অধিকার পায়। খ্রী° ১৮শ শতকের প্রথম-ভাগে একবার ত্রিবাঙ্কুররাজের সহিত বৃটিশের সংঘর্ষ বাধে। পরে এই বিবাদ মিটিয়া যায় এবং ১৭৩১ খ্রী° ত্রিবাঙ্কুররাজ ও অত্তিঙ্গলের রাণী পলতদী ও কোত্তদিলি নামক উদ্যানদ্বয় বৃটিশকে প্রদান করেন। ইহার ফলে বৃটিশের বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রসারলাভ করে। [অঞ্জেঙ্গো ও ত্রিবাঙ্কুর দ্র°]

[IG, vi. 131, MDG, Malabar and Anjengo; BurgCl, 128, 137, 140, 163]

অত্তিঙ্গল,—ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের একটী ক্ষুদ্র নদ [অত্তিঙ্গল, দ্র°]।

অত্তি নাড—মাদ্রাজপ্রদেশে ত্রিচিনপল্লির অন্তর্গত পচয়মলয় গিরিশ্রেণীর একটী অংশ। পচয়মলয় গিরিশ্রেণী তিনটী অংশে বিভক্ত—বেন্ নাড, তেম্বর নাড ও অত্তি নাড; তন্মধ্যে অত্তি নাড সালেম জেলার আতূর তালুকের অন্তর্ভুক্ত। [আতূর দ্র°]—MDG, Salem, i. 154.

অত্তিপরাজ—[অত্তিরাজ, দ্র°]।

অত্তিমল্লন্,—চোল রাজের অধীন বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ আর্কটের সামন্তাধিপতি অম্মৈয়প্পন্-শম্বুবরায়নের উপাধি। ইনি ১১৭৯ খ্রী° রাজত্ব করিতেন। [অম্মৈয়প্পন্-শম্বুবরায়ন্ দ্র°]—HInsSI, 121.

অত্তিমল্লন্, — সম্পূর্ণ নাম: অত্তিমল্লন্-শাম্বুকুল পেরুমাল-রাজগম্ভীর-শম্ব। বর্তমান উত্তর আর্কট ও চেঙ্গলপট্ জেলার শেনগেনী-বংশীয় শম্বুবরায় নৃপতিগণের অন্যতম। বিজয়-নগর-সাম্রাজ্যের সময় ঐ রাজ্যের নাম ছিল পড়ৈবীডুরাজ্য। অত্তিমল্লন্ ১২২৪-৫ খ্রী°

সিংহাসনারোহণ করেন। ১২৩৫-৬ খ্রী° ইঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায়।
[SII, i nos. 102, 105 ; HInsSI, 389]

অত্তিমল্লার—নৃপতি-বি°। নৃপতি হস্তি-মল্লের নামান্তর [হস্তিমল্ল দ্র°]।—EI, iv. 125 ; vii. 195, 196 ; xvii. 328, 329.

অত্তিরাজ১, অত্তিপরাজ—পুলিগেরে-নাড ও বনবাসের শাসনকর্তা মহাদেবরসের অধীন অন্যতম কর্মচারী (মন্ত্রী ?)। ইনি ও বদ্দরস উভয়ে পুলিগেরে-নাডের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে ও ৩য় তৈলের ৩য় ও ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত লক্ষেশ্বরের একটী লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।—EI, xvi. 37, 40, 43.

অত্তিরাজ২—[অত্তরস দ্র°]।

অত্তিলি—মাদ্রাজপ্রদেশে গোদাবরী জেলার অন্তর্গত তণকু তালুকের একটী নগরী। অপর নাম উত্তেলি। অক্ষা° ১৬° ৪১´ উ° ; দ্রাঘি° ৮১° ৩৯´ পূ°। তণকু হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

২য় অম্ম বা ৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্যের কল-চুম্বর্‌-প্রশস্তিতে অত্তিলি প্রদেশরূপে ('অত্তিলি-নাডুবিষয়') উক্ত হইয়াছে। ২য় অম্ম খ্রী° ১০ম শতকের প্রথমার্ধে রাজত্ব করিতেন। ১১৪৩ খ্রী° চেল্লূরলিপিতে 'অত্তিলিদেশ' নামে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।
[EI, 179. 180, 191 ; IA, xiv. 58]

অত্তিবর্মা=হস্তিবর্মা — পশ্চিম চালুক্য বা পল্লব-নৃপতিবি°। পল্লব-নৃপতিগণের অধি-কাংশই বৌদ্ধ হইলেও ইনি বৈষ্ণব ছিলেন (SmithEH', 476)। মাদ্রাজপ্রদেশে গুন্টুর জেলায় ইঁহার একটী প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে (IA, ix. 102)। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরস্থ তম্বিকোন্ব গ্রাম ও অন্তক্কর নামক আর একটী গ্রাম দান-ব্যপদেশে এই লিপিটী প্রদত্ত। লিপিটী পল্লবলিপি বলিয়া কথিত, কিন্তু অত্তিবর্মা ইহাতে আপনাকে রাজা কন্দরের বংশীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই রাজা কন্দর আবার প্রসিদ্ধ সাধু আনন্দের বংশধর। আনন্দ শিবের উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য পল্লব-নৃপতিদের মত অত্তিবর্মাও আপনাকে হিরণ্য-গর্ভের (ব্রহ্মার) বংশধর বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে ইঁহার বংশের মূল-সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু অপরপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্দর কৃষ্ণের নামান্তর। সে ক্ষেত্রে কন্দরকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং লিপিটী পল্লবলিপি না হইয়া রাষ্ট্রকূট-লিপি হওয়া সম্ভব, কারণ কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট-নৃপতি। সম্ভবতঃ এই কৃষ্ণ প্রসিদ্ধ সাধু আনন্দের বংশীয়।
[BG, i. pt.-ii, 334, 384, 386 ; EI, v. 122]

অত্তু—[প্রা° বা°] অতীব, অতিশয়, খুব।

অত্তেমাম্বা—কোণরাজ ২য় চোলের মহিষী। ১৪০৩ খ্রী° (১৩২৫ শক°) কোণ-রাজ ৩য় চোলের পঞ্চধারল-স্তম্ভলিপিতে ২য় চোলের সহিত ইঁহার বিবাহের উল্লেখ আছে। ইনি ৩য় চোলের পিতামহী এবং ৩য় চোলের পিতা ভীমের মাতা।—EI, xix. 157, 158, 160, 163.

অত্ত্র—[অতি>অ, প্রা° বা°] অতি, অতিশয়।

অথ্থ—[প্রা° বা°] অস্ত, অস্তমিত। 'দুঃখ দি (বি) বঅর অথবি উঠ্‌ঠ তারাবই সুক্ক। —বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১১৭।

অথ্থকরণ সুত্ত—[অথকরণ=বিচারগৃহ judgment hall] এই সুত্তে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিচারগৃহে যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কথা বলে। ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব বলেন যে, এই সকল মিথ্যা-বাদীরা পরিণামে দীর্ঘকাল ফলভোগ করিবে। —সংযুত্ত° ১. ৭৪ই° ॥ MDPP ॥

অথ্থকাম বগ্‌গ — জাতকত্থকথার এক-নিপাত নামক প্রকরণের পঞ্চম অধ্যায়।—জাতক ১. ২৩৪-৬১ ॥ MDPP ॥

অথ্থকুসল সুত্ত — কি কারণে সমৃদ্ধিশালী পরিবার অচিরে বিনষ্ট হয়, তাহা এই সুত্তে বর্ণিত আছে।—অঙ্গু-নি° ২. ২৪৯ই° ॥ MDPP ॥

অথ্থদস্‌সী—১ [স°-অর্থদর্শী] বুদ্ধবংস-মতে চতুর্বিংশ বুদ্ধের চতুর্দশ-বুদ্ধ। তিনি সোভনের সুচিন্দন্য প্রমোদ-উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সাগর ও মাতার নাম সুদস্‌সনা (সুদর্শনা)। তাঁহার জন্মসময়ে দীর্ঘকাল ভূগর্ভে প্রোথিত ধনরাশি পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার নাম অর্থদর্শী হয়। তাঁহার পুত্রের নাম সেন (বুদ্ধবংসমতে সেল) ও পত্নীর নাম বিসাখা। তিনি গৃহিরূপে দশ হাজার বৎসর অমরগিরি, সুরগিরি ও গিরি-বাহন নামে তিনটী স্থানে অবস্থান করেন। তিনি সুদস্‌সন নামক একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া সংসারত্যাগ করেন। তিনি আট মাস তপস্যা করেন ; সুচিন্ধরা নাম্নী এক নাগ-কন্যা তাঁহাকে পায়সান্ন দান করে। ধম্মরুচি (ধর্মরুচি) নামক নাগ তাঁহাকে যে তৃণ দান করে, তাহা একটী চম্পকবৃক্ষতলে বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি তিনি ধ্যানে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন। অনোমের নিকটবর্তী অনোমা-উদ্যানে তিনি প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। রাজপুত্র সন্ত ও সুচন্দকের পুরোহিত-পুত্র উপসন্ত তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার শিষ্য-গণের মধ্যে ধম্মা ও সুধম্মা প্রধান। অভয় তাঁহার পরিচারক ছিলেন। নকুল ও নিসভ গৃহীদের মধ্যে তাঁহার পোষক এবং মকিলা ও সুনন্দা নারীদিগের মধ্যে প্রধান গৃহিভক্ত ছিলেন। বোধিসত্ত্ব চম্পকের সুসীম নামক জটিল ছিলেন, তিনি বুদ্ধকে দেবলোক হইতে আনীত একটী পুষ্প-ছত্র প্রদান করেন। এক লক্ষ বৎসর বয়সে অথ্থদস্‌সী অনুপমের অন্তভুক্ত অনোমারামে দেহত্যাগ করেন ; তাঁহার দেহা-বশেষ নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হয়। পিয়দস্‌সী (প্রিয়দর্শী) ও ধম্মদস্‌সী-(ধর্মদর্শী) সহ তিনি মণ্ডকল্পে উপস্থিত হন।—জাতক ১.৩৯

২ সিংহলের একজন বৌদ্ধ স্থবির। বুদ্ধ-মিত্ত ও বুদ্ধদেব নামক অপর দুই জন স্থবির-সহ তিনি জাতকত্থকথা লিখিবার জন্য বলিয়া-ছিলেন। সম্ভবতঃ অনুরাধপুরের মহাবিহারে

তিনি বাস করিতেন।—জাতক ১. ১; গন্ধবংস; Pali Lit. of Ceylon, 125. ৩ কপিলবত্থুর জনৈক পৌরাণিক রাজা।—দীপ° ৩. ৪১। ৪ সিংহলের এক জন বৌদ্ধ স্থবির। কোন কোন মতে তিনি 'ভেষজ্জমঞ্জুষা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা এবং পঞ্চ-মূল-পরিবেণের দলপতি ছিলেন।--Pali Lit. of Ceylon, 215 ॥ MDPP ॥

অত্থবসবগ্গ—পালি অঙ্গুত্তর-নিকায়ের দুকনিপাতের সপ্তদশ অধ্যায়। কাম-ক্রোধাদি জয় করিবার জন্য 'সমথ' ও 'বিপস্সনার' প্রয়োগ-সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে উপদেশ আছে।—অঙ্গু-নি° ১. ৯৮-১০০ ॥ MDPP ॥

অত্থব্যাখ্যান—১ সিংহলের চুলবুদ্ধথের-কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ-বি°।—সাসনবংস, ৩৪; Pali Lit. of Burma, 28. ২ সিংহলের চুল্লবজির-কৃত গ্রন্থ-বি°।—গন্ধবংস, ৬০। ৩ বৌদ্ধগ্রন্থ-বি°। চুল্ল বিমলবুদ্ধি আপন মতানুযায়ী এই গ্রন্থ রচনা করেন।—গন্ধবংস, ৭০।

অত্থসন্দস্সক থের—বৌদ্ধ অর্হদ্-বি°। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ইনি নারদ নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধকে সশিষ্য পথ-গমন করিতে দেখিয়া তিনি তিনটী শ্লোকে বুদ্ধের প্রশংসা করেন। ১৩০ কল্প পূর্বে তিনি সুথিত্ত নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—অপদান ১. ১৬৮। সম্ভবতঃ নাগীত থের ও অথসন্দস্সক একই ব্যক্তি ॥ MDPP ॥

অত্থসালিনী, অট্‌ঠসালিনী—অভিধম্মপিটক সাতটী প্রকরণে বিভক্ত। 'ধম্মসঙ্গণি' ইহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম প্রকরণ। অত্থসালিনী নামে বুদ্ধঘোষ-কৃত ইহার একটী টীকা আছে। দু'এক জন লেখকের মতে টীকাটী বুদ্ধঘোষ-রচিত নয়। সম্ভবতঃ অত্থসালিনী প্রথমে ভারতবর্ষে রচিত হয়, কিন্তু সমন্তপাসাদিকা, বিসুদ্ধিমগ্গ ও অন্যান্য অত্থকথার উল্লেখ ইহাতে থাকায় ইহা সম্ভবতঃ সিংহলে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। 'পঠমপরমত্থপকাসিনী' নামে অত্থসালিনীর আর একখানি টীকা আছে। বৌদ্ধদর্শনের নির্দেশক গ্রন্থরূপে ইহার সমাদর যথেষ্ট। প্রথম শিক্ষার্থিগণ ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন। ধম্মসঙ্গণিতে যে সমস্ত পারিভাষিক বা প্রয়োজনীয় শব্দ আছে অত্থসালিনীতে সেগুলির অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংবাদও ইহা হইতে পাওয়া যায়। অচিরবতী, গঙ্গা, গোদাবরী, নেরঞ্জরা, মহী, সরভূ ও অনোমা এই কয়টী নদীর নাম ইহাতে আছে। কাসিপুর, পেনম্বঙ্গন, কোসল, ইসিপতন, জম্বুদীপ, জেতবন, তম্বপণ্ণী, অপরগোযান, পাটলিপুত্ত, পুব্ববিদেহ, বদ্ধমতি, ভরুকচ্ছ, রাজগহ, সাকেত, সাবত্থী, সীহলদীপ প্রভৃতি দেশ ও দ্বীপের নাম ইহাতে পাওয়া যায়। অঙ্গি, অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞ, অভয়থের, অস্সগুত্ত, আনন্দ, আড়ার কালাম, উত্তিয়, উদায়ি, উদ্দক, উপক, কস্সপ, ছন্ন, দুট্ঠগামনি, অভয়, দাসক, দিপঙ্কর, নাগসেন, বুদ্ধঘোষ, ভদ্দজি, মল্লিকা, মহাকস্সপ, মহিন্দ, মোগ্গলিপুত্ততিস্স, রেবত, বিপস্সী, বিস্সকম্মা, সারিপুত্ত, সুজাতা, সুমনা, সোনক, মেত্তেয্য, পিঙ্গলবুদ্ধরক্খিত, চকুন উপাসক প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্ত্রীপুরুষের নাম ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বে বিসুদ্ধিমগ্গে কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে ধম্মসঙ্গণির টীকায় তাহারই পরিশিষ্টরূপে কিছু বলিবেন। যদিও অত্থসালিনী ধম্মসঙ্গণির বিশদ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তথাপি এই দুইখানি পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের পৌর্বাপর্য ও সূচীতে কিছু কিছু ইতরবিশেষ আছে। ধম্মসঙ্গণিতে এমন কয়েকটী অধ্যায় আছে যেগুলি এই টীকায় বাদ দেওয়া হইয়াছে, আবার ধম্মসঙ্গণিতে নাই এমন বিষয়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। অত্থসালিনীতে ৩য় ও ৮ম অধ্যায়ে কায়কম্মদ্বারকথা, বচীকম্মদ্বারকথা, অকুসলকম্মপথকথা, দ্বারকথা, ধম্মুদ্দেসবারকথা ও নিদ্দেসবারকথা —এই ছয় শীর্ষক আলোচনা আছে। ধম্মসঙ্গণিতে এই ছয়টী নাম নাই, উহাতে সমস্ত অধ্যায় 'পদভাজনীয়' (পৃ° ১৭) নামে অভিহিত হইয়াছে।

অত্থসালিনীর ৯ম অধ্যায়ে আছে—'সঙ্গহবারোনিট্ঠিতো। কোট্ঠাসবারোতি পি এতদ্স নামং' (পৃ° ১৫৫)। ধম্মসঙ্গণিতে কেবল দ্বিতীয় নামটী আছে (পৃ° ৫)। সুঞ্ঞতবার (১০ সং) নামক নিবন্ধে 'পঠমচিত্তং' শেষ হইয়াছে। তার পর 'দুতিয় চিত্তং' (১১ সং) ও 'ততিয় চিত্তং' (১২ সং)। ধম্মসঙ্গণি বা অত্থসালিনীতে এগুলির কোন বিভাগাদি নাই। ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ম চিত্ত ধম্মসঙ্গণিতে বিভাগ করা হইয়াছে (পৃ° ২৮, ২৯, ৩০), কিন্তু অত্থসালিনীতে এগুলি একসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে (পৃ° ১৫৬-৬২)। ধম্মসঙ্গণিতে 'কামাবচরকুসলনিদ্দেসে' অষ্টম চিত্ত শেষ হইয়াছে। অতঃপর 'পঠমঝানং' (অত্থ° ১৬২-৬৮)। ধম্মসঙ্গণিতে ইহার কোন পৃথক্ নাম নাই।

অত্থসালিনীর বিষয়বস্তুর আলোচনা-পদ্ধতি ধম্মসঙ্গণি অপেক্ষা সুষ্ঠুতর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। প্রথমেই বুদ্ধঘোষ একটী মুখবন্ধ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি সাহিত্যিক ও দার্শনিক বিবিধ প্রকার সমাধান করিয়াছেন। সাহিত্যিক বিষয়ের আলোচনায় তিনি সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্মের মূলের রচনাকাল ও পৌর্বাপর্য-বিষয়ে যথেষ্ট উপাদান দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অভিধম্মের টীকা প্রথম সংগীতিতে গীত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সংগীতিতে সেগুলিই পুনর্গীত হইয়াছিল। মহিন্দ তাহা সিংহলে লইয়া যান এবং সিংহলেই তাহা অনূদিত হয়। বুদ্ধঘোষ অভিধম্মের গুণবর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা অন্যান্য ধম্মকে অতিক্রম করিয়াছে। তিনি সুত্তন্ত ও অভিধম্মের তুলনামূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সুত্তন্তে পঞ্চস্কন্ধকে আংশিকভাবে ভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু অভিধম্মে তিনটী স্বতন্ত্র পদ্ধতি-হিসাবে এই বিভাগ করা হইয়াছে, যথা—সুত্তন্তবিভাগ, অভিধম্মবিভাগ ও প্রশ্নোত্তরী। সুত্তন্তের বিভাগ যে অসম্পূর্ণ ও

দোষযুক্ত তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অভিধম্মের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে সাতটী প্রকরণ আছে, তন্মধ্যে কথাবথু ইহাতে স্থান পাইবার যোগ্য নয়। ইহার প্রধান কারণ, কথাবথুর স্থচনা তৃতীয় সংগীতিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ অভিধম্মের আবহমানকাল-প্রচলিত সপ্তসংখ্যার প্রতি আস্থাবান্ হইয়া এবং মহাধম্মপদয় বা মহাধাতু-কথার দোষ-প্রদর্শন করিবার সময় তিনি ইহাকে কথাবথুর স্থানে প্রযোজ্য বলিয়াও কথাবথুকে অভিধম্মের অন্তর্গত বলিয়াছেন। এইরূপ বলিবার তাঁহার অন্ত বিশেষ কারণ এই যে, তিস্‌স শাস্তা স্থচী ও পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছেন আর শাস্তা স্বয়ং এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তারপর বুদ্ধঘোষ অভিধম্মের সপ্তবিভাগের প্রত্যেকটীর স্থচী নির্দেশ করিয়াছেন এবং পরে বুদ্ধদেব-প্রদত্ত অভিধম্মের প্রথম চিন্তার ধারা ও তৎসঙ্গে অভিধম্মসংগ্রহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গ্রন্থগুলির সংখ্যা এবং পৌর্বাপর্য সারিপুত্ত-কর্তৃকই নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্থত্ত, বিনয় এবং অভিধম্মপিটকের মুখবন্ধ-হিসাবে বুদ্ধঘোষ বহু কবিত্বপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বুদ্ধঘোষ বলেন, যে অভিধম্ম গ্রন্থটী তাহাদেরই জন্ম রচিত যাহারা 'অহংকার' ও 'মমাকার' স্বীকার করে এবং যাহারা আত্মা যে কেবল কতকগুলি দ্রব্যের সমষ্টিমাত্র তাহা বুঝিতে পারে না। তাঁহার মতে অভিধম্মের উদ্দেশ্য মন এবং পদার্থের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জনগণকে শিক্ষিত করা। তিনি আরও বলেন যে, ত্রিপিটক বুদ্ধেরই বাণী, কেন না যে সমস্ত ভিক্ষুক বিনয় সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছে তাঁহারা ত্রিবিধ জ্ঞানে উপনীত হইয়াছেন; যাঁহারা স্থত্তে সম্যক্ অভ্যস্ত তাঁহারা ছয় প্রকার লোকোত্তর জ্ঞানলাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা অভিধম্মে সম্যক্ লব্ধজ্ঞান তাঁহারা চারি প্রকার বিশ্লেষণে পারদর্শী। অতঃপর তিনি প্রত্যেক নিকায়ের নামকরণের কারণ লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম নিকায়ের নাম 'দীঘ' যেহেতু ইহাতে ৩৪টী দীর্ঘ স্থত্ত আছে। মধ্যমাকার বলিয়া দ্বিতীয় নিকায়ের নাম 'মজ্‌ঝিম'। ইহাতে ১৫২টী স্থত্ত আছে। সংযুত্ত-নিকায়ে ৭৭৬২টী স্থত্ত আছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে ৯৫৫৭টী স্থত্ত সন্নিবদ্ধ।

চারিটী নিকায়, বিনয় ও অভিধম্মের বহির্ভূত হইতেছে খুদ্দকনিকায়। এই খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ প্রভৃতি। অতঃপর অথসালিনীতে নবাঙ্গ ও চুরাশি হাজার গ্রন্থ-বিবরণ আছে। ইহার পর বুদ্ধঘোষ বলেন যে, অভিধম্ম পিটকবিভাগের সময়ের পিটক, ইহাতে বুদ্ধবাণী নিবদ্ধ আছে। অভিধম্মবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ধম্ম-ব্যাখ্যাকার, কিন্তু বুদ্ধঘোষ বলেন, অভিধম্ম বুদ্ধেরই ক্ষেত্র, অপরের নহে। তিনি অভিধম্মের উৎপত্তি আলোচনাপ্রসঙ্গে থের তিস্‌সভুতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পর বুদ্ধঘোষ সকলকেই অভিধম্ম পাঠ করিবার জন্য উপদেশ করেন। অতঃপর স্থত্ত ও অভিধম্মের তুলনামূলক আলোচনা। ইহার পর সিংহলে অভিধম্মের ইতিহাস অনুসন্ধানের পরিচয়। অথসালিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা সমন্তপাসাদিকা রচিত হইবার পর সঙ্কলিত হইয়াছিল।*

এই অথসালিনীতে বুদ্ধঘোষ 'সময়'-সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণভাবে এই আলোচনা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি একটী সরল অর্থকে অধিকতর কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বুদ্ধঘোষ তাঁহার এই অর্থ কয়েকটী দার্শনিক যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—হেতু, সমূহ, সমবায়, ক্ষণ, লাভ, অণুদৃষ্টি, পরিত্যাগ, কাল এবং প্রত্যয়-সমষ্টি। তিনি অথসালিনীতে এই নয়টীর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নয়টী অর্থের পরিবর্তে একটী শব্দদ্বারাও যে বিচক্ষণ ব্যক্তি সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারেন তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। সেই শব্দটী 'সমবায়'—ইহার অর্থ ঘটনার সমাবেশ। ইহাদ্বারা বুদ্ধঘোষ বুঝাইতেছেন যে, কোনও ঘটনা কোন একটী নির্দিষ্ট কারণের জন্ম ঘটিতে পারে না। এমন কতকগুলি কারণের প্রয়োজন যেগুলি একটী সাধারণ ফল ঘটাইতে পারে। সময় একটী ধারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা কেবল পরবর্তী ঘটনাকে নির্দেশ করিয়া দেয়।

সময় যখন হেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন কোন মানসিক ব্যাপারের কারণরূপে ইহা নিয়োজিত হয়। ক্ষণ অর্থে ইহা এমন একটী স্থবিধাজনক ঘটনার অর্থ বুঝায় যাহাদ্বারা পরবর্তী ঘটনার কারণ প্রদর্শিত হইতে পারে। ইনি এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই সময় শব্দের অর্থ কয়েকটী দার্শনিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। সেইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) কোন ঘটনা নিজের ইচ্ছা বা খেয়ালে ঘটিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত কারণ পূর্বে না ঘটিবে ততক্ষণ কোনও ঘটনা ঘটিতে পারে না।

(২) কোন একটী কারণের দ্বারা কোন মানসিক অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না। প্রত্যয়-সামগ্রীর (conjuncture of circumstances) একান্ত প্রয়োজন। এই প্রত্যয়-সামগ্রী সাধারণ ফল বাহির করিতে পারে।

(৩) মন-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-গবেষণা করিতে এবং মানসিক অবস্থার আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের কেবল মানসিক অবস্থাকেই পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। আত্মার সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

(৪) যখন একটী চিত্তবিজ্ঞান ঘটে তখন যে এক প্রকার চিত্ত হয় তাহা নয়, ইহার সহিত নানা প্রকার চিত্তের সমাবেশ হয়। যখন ঐ চিত্তবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উক্ত চিত্তধারা জটিলরূপ ধারণ করে। বুদ্ধঘোষ

* অথসালিনীতে সমন্তপাসাদিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—অথসা° (PTS-সং), ৯৭-৮।

বলেন, বুদ্ধদেব একটী দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব সমস্ত চিত্ত ও চিত্তের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত নামকরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া ও তাহাদের ব্যাপার আলোচনা করিয়া এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

[Dr. B. C. Law : A Hist. of Pali Literature ii 1933, 474-76 ; মহাবংস. ৩৬.২২৫ ; সাসনবংস. ৩১ ; E. Muller : Atthasalini]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অশ্বসৃসদ্বার জাতক—৮৪ সংখ্যক জাতক। এই জাতকের কাহিনী এইরূপ—বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বারাণসীতে এক সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের এক পুত্র হয় ; সপ্তম বর্ষ বয়সেই পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দেখা যায়। ঐ পুত্র সেই বয়সেই অধ্যাত্ম চিন্তায় আকুল হইয়া পিতাকে অধ্যাত্ম-মার্গ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। পিতা দেখিলেন—পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি বালককে লইয়া বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধকে সকল বিষয় বলিলে তিনি বলিলেন যে, এই বালককে পূর্বজন্মে তিনি এই একই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, এখন সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। বালকের পিতার অনুরোধে পুনরায় তিনি অতীত কাহিনী বর্ণনা করিলেন—বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক জন ধনী কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল—বয়স সাত বৎসর। সে অধ্যাত্ম-কল্যাণানুসন্ধিৎসু ছিল। এক দিন সে তাহার পিতাকে অধ্যাত্মকল্যাণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তাহার পিতা বলিলেন—'স্বাস্থ্যানুসন্ধান কর, তাহাই পরম কল্যাণ। ধার্মিক হও —বর্ষীয়ান্-দিগের উপদেশ মানিয়া চল। ধর্মগ্রন্থ অনু-শীলন করিয়া শিক্ষালাভ কর। সত্যানুসন্ধিৎসু হও। বন্ধন ছিন্ন কর। এই ছয়টী মার্গই তোমাকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবে।' বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিলে বালক উপদিষ্ট ছয়টী মার্গ অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিল। বোধিসত্ত্বও দান-ধর্মানুষ্ঠান করিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়া কর্মানুগ ফল লাভ করিলেন।—Fausboll : Jataka (84) i, 366-67 ॥ MDPP ॥

অথ্থি—[স° অস্তি > প্রা° বা° অথি] আছে। 'জো জই অথি ণউ জাব ণ দীসই।'—বৌদ্ধ গান ও দোহা ১০৭।

অথ্থিনুখোপরিয়ায় সুত্ত—অন্ত-র্দৃষ্টি-লাভ-বিষয়ক পালি সুত্ত।—সংযুত্ত° ১. ১৩৮ ॥ MDPP ॥

অথ্থিরাগ সুত্ত—চারি প্রকার খাদ্যে (কবলিঙ্কার, ফস্স, মনোসঞ্চেতন, বিঞ্ঞাণ) আসক্তিই স্থিতির কারণ—ইহাই এই সুত্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।—সংযুত্ত° ২. ১০১-৪ ॥ MDPP ॥

অথ্থো সুত্ত—[বিরোচন সুত্ত দ্র°]।

অভ্র—[অৎ+ন] সূর্য ॥ বো-রো° শ্মি° ॥

অভ্রু—[অৎ+ক্রু] সূর্য ॥ উণা°-শব্দ° শ্মি° ॥

অত্য—[বৈদিক। অৎ + য] অশ্ব। 'অত্যো নাজ্মন্ত্সর্গপ্রতক্তঃ' — ঋ° ১. ৬৫. ৩ ; 'বৃষায়স্তে মহে অত্যায়'—ঋ° ৩. ৭. ৯ ॥ বো-রো° শ্মি° ॥ ~ংহস আরুণি—এক বৈদিক উপাধ্যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ১০. ৯. ৩-৫) আছে, ইনি স্বীয় শিষ্যকে প্লক্ষ দয়াম্পতির নিকট সাবিত্রাগ্নি-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তদীয় শিষ্য এই উদ্ধত ব্যবহারের জন্য ভৎসিত হইয়াছিলেন ॥ VI ॥ ~ংহাঃ—[মূ°-হস্। অতি+অংহস্] পাপাতিক্রান্ত, পাপশূন্য। 'শুক্রংশ্চ ঋতপাচাত্যংহাঃ'—বাজ-স° ১৭. ৮০ ॥ বো-রো° শ্মি° ॥ ~গ্নি—১ [অতি+অগ্নি —প্রাদিস°] দ্রুত পরিপাক (রুগ্নাবস্থায়)।—সুশ্রু° ১. ১২৮. ৮. ১৬ ॥ বো-রো° শ্মি° ॥ ২ (বৈদ্যক) অগ্ন্যাধিক্য, চতুর্বিধ জঠরাগ্নির অন্য-তম, ভস্মকাগ্নি। ~গ্নিষ্টোম—[অতি+অগ্নি-ষ্টোম—প্রাদিস°] যাগ-বি°। জ্যোতিষ্টোম যাগের দ্বিতীয় অংশ। 'অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্রোঽপ্তোর্যাম ইতি সংস্থাঃ'—আশ্ব-শ্রৌ° ৬. ১১ ; কাত্যা-শ্রৌ° ১০. ৯. ২৭ [অগ্নিষ্টোম২ দ্র°] ॥ বো-রো° ॥ ~ঙ্কুশ—যে অঙ্কুশাঘাত অতিক্রান্ত হইয়াছে, নিরঙ্কুশ। 'অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদকলো-দ্ধতম্'—রা° (গো°) ২. ২৩. ২১ ॥ বো-রো° ব-শব্দ° ॥ ~ঙ্গুল—[অতি+অঙ্গুল, সমাসান্তে অচ্] বিণ, এক অঙ্গুলিপরিমাণ অতিক্রম করিয়া।—বোপ° ৬. ৫১ ॥ বো-রো° ॥ ~তি —[অতি+অতি। অতি হইতেও অতি—৫-তৎ)] বিণ, অত্যন্ত, অতীব, যার পর নাই, চূড়ান্ত। ~তিবৃদ্ধপ্রপৌত্র—বৃদ্ধ প্রপৌত্রের পৌত্র ; অর্থাৎ মূল ব্যক্তির অধস্তন সপ্তম পুরুষ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~দ্ভুত—অতিশয় আশ্চর্যজনক ॥ মনি° ॥ ~ধিক—[অতি + অধিক] বিণ, অতিশয় অধিক, অতিরিক্ত বেশী, খুব বেশী, যত বেশী হওয়া আবশ্যক তাহারও বেশী। ~ধ্বা—[মূ-ধ্বন্। অতি+অধ্বন্] ১ অত্যধিক পথ। ২ অতিশয় ভ্রমণ।—সুশ্রু° ২. ১৪৩. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~নিল—বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত দ্রব্য, বাতাসে উড়িয়া আসা জিনিস। ~ন্তিক—১ [অতি+অন্তিক] অতি নিকট। 'নাতৈব সন্নাত্যন্তিকে নো দূরে তৎ স্থাপয়েৎ'—শ-ব্রা° ৩. ৫. ৩. ১৯ ॥ বো-রো° ॥ ২ [অত্যন্ত+ইক] অত্যধিক। ৩ অতিশয় ভ্রমণকারী, অত্যন্ত ভ্রমণশীল, অত্যন্ত গমনকারী, অত্যন্তগামী ॥ শব্দ° অভি° ॥ ~ন্তিম—[অতি+অন্তিম] ১ সীমা অতিক্রান্ত ২ অতি চরম। ~ন্তীন—[অত্যন্ত+ঈন] বিণ, অত্যন্ত-গামী, সীমাতিক্রান্ত ॥ অম° অভি° পা° ৫. ২. ১১ ॥ বো-রো° ॥ ~মর্ষী—[মূ°-মর্ষিন্] বিণ, ১ অত্যন্ত অমর্ষবান্, অত্যন্ত ক্রোধ-যুক্ত। ২ অত্যন্ত অসহিষ্ণু, অত্যন্ত অধীর ॥ ~ম্বুপান—(বৈদ্যক) ক্লী°, অতিমাত্রায় জলপান। আহারান্তে বা আহারের সময় অতিরিক্ত জলপান নিষিদ্ধ। ইহাতে অজীর্ণ হয়। —বৈদ্যক-নি°। ~ম্ল—[বৈদ্যক। প্রাদিস°] বিণ, ১ অতিশয় অম্ল, বড় টক্। ২ ক্লী°, তিন্তিড়ী ফল, তেঁতুল ॥ রাজনি° ৬. ১৪৪ ; শব্দ° ॥ ~ম্লপর্ণী—

[বৈদ্যক] স্ত্রী°, অম্লরসবিশিষ্ট লতাজাতীয় ঔষধবি°। (অত্যন্ত পর্ণ আছে বলিয়া) আম্রুল শাক। পর্যায়—তীক্ষ্ণা, কণ্ডুয়া, বল্লিশূরণ, করবডবল্লী, বয়স্থা, অরণ্যবাসিনী। গুণ—তীক্ষ্ণাম্লত্ব, প্লীহমূলবিনাশিত্ব, বাতহারিত্ব, অগ্নিরুচিকারিত্ব, গুল্মশ্লেষ্মরোগাপহারিত্ব।—রাজনি° ৩. ৩৯. ৪০ ॥ শব্দ° ॥ ~ম্লা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, ১ অতিশয় অম্লরসযুক্তা। ২ বনবীজপূরক, ট্যাবালেবু a species of citron ॥ বো-রো° ॥ পর্যায়—বনবীজ, বনপূরক, গন্ধাঢ্যা, বনোদ্ভবা, দেবদূতী, পীতা, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলিঙ্গিকা, পবনী ও মহাফলা। গুণ—ইহা অম্লকটু, উষ্ণবীর্য, রুচিদায়ক, বাতঘ্ন, আমদোষনাশক, ক্রিমিঘ্ন ও কফাপহ।—রাজনি° ৫. ৩৪. ৩৫ ॥ শব্দ° ॥ ~য়—[অতি + √ই + অ (অচ্)—ভা°] ১ অতিক্রম, অতীপাত। 'তোয়দাত্যয়'—রা° (গো°) ২. ৭২ ১৯ ॥ পা° ২. ১. ৬; অম° অভি° মে° ॥ ২ পীড়া, কষ্ট। 'শরীরস্যাত্যয়ে'—মনু° ৮. ৬৯ ॥ বো-রো° ॥ ৩ কৃচ্ছ্র ॥ অম° ৩. ৪. ১৫২ ॥ 'পানাত্যয়'—সুশ্রু° ২. ৪৭৭. ২ ॥ বো-রো° ॥ ৪ সঙ্কট, সংশয়। 'প্রাণাত্যয়ে'—যাজ্ঞ° ১. ১৭৯ ॥ বো-রো° ॥ ৫ বিনাশ।—যাজ্ঞ° ২. ১২। ৬ অভাব। ৭ মৃত্যু ॥ অম° ॥ ৮ [অতি—√ই (গমন করা) + অল্—ভা°] অপচয় ৯ দোষ ॥ অম° অভি° মে° ॥ ক্ষেত্রিকস্যাত্যয়ে' — মনু° ৮. ২৪৩। ১০ দণ্ড, যাহাদ্বারা অপরাধ অতিক্রম করে। 'অষ্টপণমত্যয়ম্'—মনু° ৮. ৪০০ ॥ অম° ॥ ১১ অপগম। 'আতপাত্যয়'—রঘু° ১. ৫২। ১২ বিলম্ব। ১৩ অবসান। ~য়িত—[অত্যয় + ইত, জাতার্থে] বিণ, ১ মৃত। ২ অতীত। ৩ অতিক্রান্ত। ~য়ী—[মূ°-অত্যয়িন্] অতিক্রমকারী, উল্লঙ্ঘনকারী। ~র্ক—[বৈদ্যক] ১ রাজার্ক (অর্ক বা আকন্দের প্রকারভেদ)। ২ শুক্লার্ক (শ্বেত আকন্দ)—ধন্ব-নি° ৪. ১৬, ২৯ [অর্ক দ্র°]। ~র্থ — [প্রাদিস°] অত্যধিক, বিস্তর, অধিক, অত্যন্ত। 'স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলম্'—যাজ্ঞ° ১. ২৭৪ ॥ অম° বো-রো° ॥ ~ল্প—[প্রাদিস°] বিণ, স্বল্প, অতি কম, খুব কম, যৎকিঞ্চিৎ,। পর্যায়—অল্পিষ্ঠ, অল্পীয়, কনীয়, অণীয় ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ ~বি—[অতি + অবি] অতিক্রমপূর্বক।—ঋ° ৯. ৪৫. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~শন—[অতি + অশন—প্রাদিস°] অতিভোজন, অতিরিক্ত আহার, অপরিমিত আহার। 'ন চৈবাত্যশনং কুর্যাৎ'—মনু° ২. ৫৬ ॥ বো-রো° ॥ ~ষ্টি—[অষ্টিকে (ষোড়শাক্ষর বৃত্তিকে) অতিক্রান্ত—অতিক্রা-তৎ] স্ত্রী°, (ষোড়শাক্ষরযুক্ত অষ্টিবৃত্তিকে অতিক্রম করে বলিয়া) সপ্তদশ অক্ষরবিশিষ্ট প্রাচীন ছন্দো-বি°। ৪ × ১৭ = ৬৮। 'ততোঽষ্টাষষ্টিরত্যষ্টিঃ'—ঋ°-প্রাতি° ১৬. ৫৪। এই বৃত্তির ক্রম যথা—১২, ১২, ৮। ৮, ৮। ১২, ৮। পরবর্তী কালের ছন্দে অত্যষ্টি = ৪ × ৪৭ অক্ষরবিশিষ্টছন্দঃ।—Colebr. Misc. Ess, ii. 162 ॥ বো-রো°। ~সম—[অতি (অতিশয়িত) অসম—প্রাদিস°] বিণ, অত্যন্ত অসমান, অত্যন্ত বিসদৃশ, অতিশয় অমসৃণ, অত্যন্ত বন্ধুর। ~স্ত—[অতি + √অস্ + ত (ক্ত)—কর্ম° ; স্ত্রী°—া] বিণ, অতিক্ষিপ্ত, দূরপাতিত। ~স্নৎ—অপরিমিত আহার, অতিভোজন। ~হম্—বিণ, আমাকে অতিক্রম করিয়া। 'মামতিক্রান্তঃ'—পা° ৭. ২. ২৭ (কাশিকা) ॥ বো রো° ॥ ~হিত—[অতি + অহিত—প্রাদিস°] বিণ, অত্যন্ত অমঙ্গল, অতীব অশুভ, অতিশয় অকল্যাণ। ~হ্ন—বিণ, এক দিন অতিক্রম করিয়া, এক দিনের অধিক থাকিয়া lasting more than one day.—পা° ৫. ৪. ৮৮ (কাশিকা) ॥ বো-রো° ॥ ~াকার—[অতি—আ + √কৃ — ঘঞ্—ভা°] দোষারোপ, হুঙ্কার, তিরস্কার।—পা° ৫. ১. ১৩৪ ; ত্রিকাণ্ড ৩. ২. ২৮ ; অভি° ৪৪২ ॥ বো-রো° ॥ ~াগসহন—[নঞ্ তৎ] বিণ, যে ত্যাগ সহ্য করে না, বিয়োগাসহিষ্ণু, বিরহাসহিষ্ণু ॥ ব-শব্দ° ॥ ~াগী—[মূ°-অত্যাগিন্। ন + √ত্যজ্—ঘিণুন ; ন ত্যাগী—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অত্যাজনশীল। ২ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম করে। ৩ অদাতা, কৃপণ। ~াচার—১ [অতি—অ—√চর্ + অ (ঘঞ্)—ভা°] অবৈধ আচার, অনুচিত আচরণ, উপদ্রব ॥ ব-শব্দ° ॥ ২ [প্রাদিস°] বিণ, যে প্রথা অতিক্রম করিয়াছে, আচারভ্রষ্ট। ~াচারপরায়ণ—[অত্যাচার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার—বহু°] বিণ, অন্যায় আচরণশীল, অন্যায় উপদ্রবকারী। ~াচারী—[মূ°-চারিন্। অতি—আ + √চর্ + ইন্ (ণিন্)—কর্তৃ° ; স্ত্রী—-রিণী] ১ অবৈধ আচারী, পীড়নকারী, উপদ্রবকারী। ২ আচারভ্রষ্ট। ~াজ্য-[নঞ্ তৎ] বিণ, যে ত্যাগযোগ্য নহে, অবর্জনীয়, যাহা পরিত্যাগ করিবার নহে, যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। ~াদর-[প্রাদিস°] ১ অত্যন্ত যত্ন, অতিশয় আদর।—পঞ্চত° ১. ৪৬৩ ॥ বো-রো°। ২ অত্যন্ত মতদ্বৈততা ॥ মনি° ॥ ~াদান—অত্যধিক গ্রহণ করা।—সুশ্রু° ২. ১২৯. ১৮ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~াদিত্য—সূর্যকে অতিক্রান্ত করিয়া।—মেঘ° পূ° ৪৪। ~াধান [অতি—আ + √ধা + ল্যুট্—ভা°] ১ আশ্লেষ, উপশ্লেষ, একদেশসম্বন্ধ। ২ ভিত্তিহীন চাহিদা। ~ানন্দ—[প্রাদিস°] অতিশয় আনন্দ, পরমানন্দ, অত্যন্ত হর্ষ। ~ানন্দা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, বিংশতি প্রকার যোনি-রোগের অন্যতম। ইহা কফজ ব্যাধি। 'অত্যানন্দা ন সন্তোষং গ্রাম্যধর্মেণ গচ্ছতি'।—সুশ্রু° উ° ৩৮. ৫। অত্যানন্দা নামক যোনি গ্রাম্যধর্ম অর্থাৎ মৈথুনে তৃপ্তিলাভ করে না। ইহা শ্লেষ্মসম্ভূত ব্যাধি বলিয়া ইহা হইতে ক্লেদাদির প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়। ~াপন্ন—[প্রাদিস°] বিণ, অতিশয় আপদ্‌যুক্ত, অতি ব্যাকুলিত। ~ায়—[অতি + √ই + ণ—কর্তৃ°] ১ অতিক্রম। 'প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে'—ঋ° ৮. ১০১. ১৪ ॥ বো-রো° ॥ ২ [আয়কে অতিক্রান্ত]

লাভাতিক্রান্ত। ৩ অতিশয়িত আয়, অতিশয় লাভ। ~ায়ত—[নিত্যস°] বিণ, অতি-বিস্তৃত, অতি প্রশস্ত। ~ায়ু—[অতি—আ + √ যা + কু] ক্লী°, যজ্ঞীয়পাত্র-বি°। ~ারক্তা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, জবাবৃক্ষ, জবা-ফুলের গাছ। ~ারূঢ়—[অতি—আ + √রুহ্ + ত (ক্ত)—কর্তৃ°; স্ত্রী— -া] বিণ, অতিবৃদ্ধি-প্রাপ্ত—অত্যন্ত প্রবল। 'অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞো মনোভবঃ'—রঘু° ১২. ৩৩ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~ারূঢ়ি—[অতি — আ + √ রুহ্ + তি (ক্তিন্) – ভা°] স্ত্রী°, অতিবৃদ্ধি অত্যুচ্চ পদ, অত্যুন্নতি, সমৃদ্ধি ॥ বো-রো° ॥ ~াল—(বৈদ্যক) রক্তচিত্রকবৃক্ষ, রাঙ্ চিতা গাছ plumbego rosea ॥ রাজনি° ৪৩১ শব্দ° বো-রো° ॥ ~াবশ্যক—বিণ, অতিশয় দরকারী, অতি প্রয়োজনীয়। ~াশা—স্ত্রী° অতিরিক্ত আশা, অনুচিত প্রত্যাশা। ~াশ্চর্য —বিণ, অতিশয় বিস্ময়কর, অত্যদ্ভুত। ~াশ্রম—[আশ্রমকে অতিক্রান্ত—অতিক্রা-তৎ] ১ সর্বাশ্রমত্যাগী, সন্ন্যাসী। ২ [অতিশয়িত আশ্রম—প্রাদিস°] শ্রেষ্ঠ আশ্রম = সন্ন্যাস। ~াশ্রমী—[মূ°-শ্রমিন্] —উচ্চস্তরের সাধু। — শ্বেত-উ° ৬. ২১ ॥ বো-রো° ॥ ~াস—অতি + √অস্ + ণমুল্।—পা° ৩. ৪. ৫৭ (কাশিকা)] অব্য, কোন শব্দের পর অত্যাস শব্দ বসিলে অর্থ হয় —এই সময়ের পর, যথা—দ্ব্যহমত্যাসম্=দুই দিনের পর। ~াসক্ত—বিণ, অত্যন্ত অনুরক্ত, একান্ত লিপ্ত। ~াহার—১ অতিরিক্ত আহার, অতিভোজন। ২ অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য ~াহারী—[মূ°-হারিন্] বিণ, অতি-ভোজনকারী, অতিরিক্ত আহারকারী, পেটুক। ~াহিত—[অতি—আ + √ধা + ত (ক্ত) —অধি°] ১ মহাভয়, অত্যন্ত আশঙ্কা ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ বিপত্তি, ব্যসন, দুর্জাত, অশুভ। ৩ অত্যনিষ্ঠ, সর্বনাশ।

অত্যন চোল-মহারাজ—রেনাণ্ডু-রাজ্যের চোল-মহারাজ নৃপতিগণের অন্যতম। রেনাণ্ডুরাজ্য তেলেগুপ্রদেশের একাংশ লইয়া গঠিত। পশ্চিম-চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদি-ত্যের কুদ্দপা-লিপিতে (১০৪৬ শক° = ১১২৪-২৫ খ্রী°) ইঁহার উল্লেখ আছে। এই সময়েই ইনি রাজত্ব করিতেন। ইনি ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীন এক জন সামন্তাধিপতি (মহামণ্ডলেশ্বর) ছিলেন।

[MER, 350 of 1905 ; EI, xi. 344 ; HInsSI, 98, 342.]

অত্যন্ত—[অন্তকে অতিক্রান্ত—প্রাদিস°] ১ যাহা সীমা অতিক্রম করিয়াছে, অতিশয়, অত্যধিক, একান্ত। 'অত্যন্ত স্নিগোৎকিরা-নিল'—কুমার° ৫. ২৬ ॥ ব-শব্দ° ॥ ২ পরম। 'অত্যন্তং বৈরম্'—পঞ্চত° ২৫৫. ২৫ ॥ বো-রো ॥ ৩ ভূয়ান্, ভূরি, প্রচুর, মহান্। 'ভূয়োঽত্যন্তং কোপং করিষ্যতি' — পঞ্চত° ১৫১. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৪ যাহা নাশ অতিক্রম করিয়াছে, অক্ষয়। 'স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে তে প্রপিতামহাঃ'—রা° (গো°) ১. ৪৩. ২০ ॥ বো-রো° ॥ ৫ সর্বোত্তম, নির্বিশেষ। ৬ অনন্ত। 'সুখমত্যন্তমশ্নুতে'—মনু° ৫. ৪৬। ৭ অবিচ্ছিন্ন। ৮ ত্রিকালব্যাপী। ৯ যাবজ্জীবন, আমরণান্ত। ১০ নিত্য। ১১ সম্পূর্ণভাবে, একেবারে। ~কোপন — [সুপ্ সুপা ; স্ত্রী— -া] বিণ, চণ্ড, অতিশয় ক্রোধী, বদ্‌রাগী, বদ্‌মেজাজী ॥ অম° শব্দ° ॥ ~গ—[অত্যন্ত + গ] বিণ, অত্যন্ত গতি-শীল। — পা° ৩. ২. ৪৮ ॥ বো - রো° ॥ ~গত—[সুপ্ সুপা] অত্যন্তভাবে (চির-কালের জন্য) গত অর্থাৎ যে আর ফিরিয়া আসিবে না। 'অনত্যন্তগতস্ত্বেষ উদ্দেশো ভবতি' — নিরুক্ত° ১২. ৪০ ॥ বো-রো° ॥ ~গতি—সম্পূর্ণরূপে throughly.—পা° ৫. ৪. ৪। ~গামী—[মূ°-গামিন্ অত্যন্ত + √গম্ (যাওয়া) + ণিন্—কর্তৃ°] বিণ, অতি দ্রুত গমনকারী, অতি শীঘ্রগামী, অতিশয় ভ্রমণশীল ॥ অভি° ॥ পর্যায় — অত্যন্তিক। ~গুণী—[মূ°-গুণিন্] বিণ, যাহার অত্যন্ত গুণ আছে, অতি গুণবান্ ॥ শ্মি° ॥ ~তিরস্কৃতবাক্য—[অলঙ্কারশা°। কর্মধা°] ক্লী°, ধ্বনির প্রকারভেদ। ইহা উপচার বক্রতার অন্তর্গত। তুলনামূলক শব্দ যখন স্বীয় সাধারণ গৃহীত অর্থ ত্যাগ করে এবং তুলনার উপযোগী ভাবের ইঙ্গিত করিয়া অর্থ প্রকাশ করে, তখন অলঙ্কার এই নামে অভি-হিত হয়। আনন্দবর্ধন 'গগনঞ্চ মত্তমেঘম্' ইত্যাদি শ্লোক ইহার উদাহরণ দিয়াছেন। ~নিবৃত্তি — [কর্মধা°] স্ত্রী°, চিরকালের জন্য নিবৃত্তি, শাশ্বতী নিবৃত্তি, যেরূপ নিবৃত্তিতে আর দুঃখাদির উৎপত্তি হয় না ॥ ব-শব্দ° ॥ ~পদ্মা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, কমলিনী॥ বৈদ্যক-নি° ॥ ~পীড়ন—[কর্মধা°] অত্যন্ত দুঃখ বা ব্যথা দান। ~বাসী—[মূ°-বাসিন্। কর্মধা°] নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরুর সহিত ধর্মশীল হইয়া বাস করেন ॥ শ্মি° ॥ ~বিমুখ —[সুপ্ সুপা] বিণ, অতিশয় প্রতিকূল, অত্যন্ত বিরোধী। ~শিশু — [কর্মধা°] অত্যল্প-বয়স্ক শিশু, স্তন্যপায়ী সন্তান। ~শোণিত – [বৈদ্যক] ক্লী°, সুবর্ণ-গৈরিক পুষ্পাঞ্জনের প্রকারভেদ। পর্যায়—স্বর্ণ-গৈরিক, সুবর্ণগৈরিক, রক্তরজ, সুরক্ত, সংধাত্র, বভ্রুধাতু ও শিলাধাতু। গুণ—ইহা স্বাদু, স্নিগ্ধ, শীতল, চক্ষুষ্য, রক্তপিত্তনাশক ও বিষঘ্ন।—ধন্ব-নি° ৩. ১৭০-৭১ ; রাজনি° ১৩. ২৩৩। ~সংযোগ—[ব্যাকরণ শা°। কর্মধা°] ব্যাপ্তি। দুইটী শব্দের সংযোগ—ইহাদের মধ্যে অপর কোন শব্দ না থাকিতে দেওয়া। ~সম্পর্ক—[কামশা°। কর্মধা°] অত্যধিক স্ত্রী-সম্ভোগ ॥ শ্মি° ॥ ~সুকুমার — ১ সাতিশয় মৃদু বা নম্র, অত্যন্ত কোমল। ২ কন্দলী বৃক্ষ, কাঁদাল গাছ। ৩ কাঙ্গুনী বা প্রিয়ঙ্গু ॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো° ॥ ৪ নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অত্যন্ত শিশু।

অত্যন্তকাম—নন্দিবর্মা (EI, x. 4, 8, 12, 13), ১ম ও ২য় নরসিংহবর্মা (ঐ, 4, 5, 6 ; xix. 105, 106, 107, 108, 112, 113), ১ম পরমেশ্বরবর্মা (ঐ 2, 4, 8, 9, 10, 12 ; BG, i. pt.-ii, 331) এবং ১ম

ও ২য় রাজসিংহের (EI, xviii, 145, 151, 152 ; BG, i. pt. ii, 329) উপাধি। ইঁহারা সকলেই পল্লব-নৃপতি। [নন্দিবর্মা, ১ম ও ২য় নরসিংহবর্মা, ১ম পরমেশ্বরবর্মা, ১ম ও ২য় রাজসিংহ দ্র°]

অত্যন্তকাম-পল্লবেশ্বরগৃহ—মহাবলিবরমের দুইটী মন্দির। একটী 'গণেশ'-মন্দির ও অপরটী 'ধর্মরাজমণ্ডপ' নামক শিবমন্দির। দুইটী মন্দিরই 'অত্যন্তকাম-পল্লবেশ্বরগৃহ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লবনৃপতি অতিরণচণ্ড [অতিরণচণ্ড দ্র°] ২য় নরসিংহবর্মা এই দুইটী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নরসিংহবর্মার একটী উপাধি 'অত্যন্তকাম'। এই উপাধি-অনুযায়ী ইনি আপনার নামে মন্দির দুইটী প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় মন্দিরের মধ্যে প্রাপ্ত লিপিতে মন্দির-নির্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে।

[Survey Map, No. 24 ; Carr : Seven Pagodas, 57, 221, 224 ; Burnell : South Indian Palaeography (2nd ed.), 38n. 4 ; EI, x. 5, 8, 10]

অত্যন্তমহতী—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহার নাম 'মহতী' হয়। যদি শ্রবণদ্বাদশীযোগে বুধবার হয় তাহা 'অত্যন্তমহতী' নামে অভিহিত হয়। এই 'অত্যন্তমহতী'তে যাহা কিছু করা যায় তাহাই অক্ষয় হয়। এই যোগে সঙ্গমে স্নান করিলে সতীর্থস্নানজ ফললাভ হয়।

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশীশ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা ॥২
সঙ্গমে সরিতোঃ পুণ্যে দ্বাদশীং তামুপোষিতঃ।
অযত্নাদেবমাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্।
বুধশ্রবণসংযুক্তা সৈব চেদ্দ্বাদশী ভবেৎ।
অত্যন্তমহতী যস্যাং সর্বংকৃতমথাক্ষয়ম্ ॥৪
দ্বাদশী শ্রবণোপেতা যদা ভবতি পার্থিব।
সঙ্গমে তু তদা স্নাত্বা সতীর্থস্নানজং ফলম্ ।৫

—বিষ্ণুধর্মোত্তর ১ম খ. মার্কণ্ডেয়বজ্র-সংবাদ ১৬১ অ° ।*

অত্যন্তাভাব—অন্তমতিক্রান্তঃ অত্যন্তঃ, অত্যন্তোঽভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ—কর্মধা পুং। অর্থাৎ অত্যন্ত যে অভাব, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অত্যন্ত বলিতে এখানে অনাদি ও অনন্ত এবং যাহা নিজের প্রতিযোগী পদার্থেও থাকে। যে অভাবের অন্ত বা নাশ নাই, তাহাই অত্যন্তাভাব, ইহা বলা যায় না। কারণ ধ্বংস নামক যে অভাব পদার্থ, তাহারও নাশ নাই। আর যাহা 'অন্যোন্যাভাব' অর্থাৎ যাহাকে ভেদ বলে, তাহারও নাশ নাই। সুতরাং 'অত্যন্তাভাব' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে নিত্য সংসর্গাভাব।

প্রচলিত ন্যায়মতে 'সংসর্গাভাব' ও 'অন্যোন্যাভাব' নামে অভাব পদার্থ দ্বিবিধ। 'অন্যোন্যাভাব' ভিন্ন অভাবকে বলে সংসর্গাভাব। সেই সংসর্গাভাব ত্রিবিধ—(১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস ও (৩) অত্যন্তাভাব। প্রাগভাবের উৎপত্তি না হইলেও বিনাশ হয় এবং ধ্বংসের উৎপত্তি হইলেও বিনাশ হয় না। ধ্বংসের ধ্বংস নাই। কিন্তু অত্যন্তাভাবের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সুতরাং ত্রিবিধ সংসর্গাভাবের মধ্যে অত্যন্তাভাবই উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হয়, তাহা বলিবার পূর্বে অভাব পদার্থ কি, তাহা বলা আবশ্যক।

পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। 'ন ভাবোঽভাবঃ', অর্থাৎ ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থই অভাব। 'চরক-সংহিতা'র সূত্রস্থানেও (১১.১১) কথিত হইয়াছে—'দ্বিবিধমেব খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ'। অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই দ্বিবিধ পদার্থ। 'সৎ' শব্দের অর্থ এখানে ভাব পদার্থ। 'অসৎ' শব্দের অর্থ সদ্ ভিন্ন অভাব, কিন্তু অলীক নহে। কারণ, যাহা অলীক, যাহা কোন প্রমাণসিদ্ধই নহে, তাহাকে পদার্থ বলা যায় না।

প্রাচীন নৈয়ায়িক বাৎস্যায়নও ন্যায়-ভাষ্যের প্রথমে ভাব ও অভাব পদার্থ বুঝাইতে 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অভাব পদার্থও যে প্রমাণসিদ্ধ হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি'।

প্রাচীনকালে উক্ত অভাব অর্থে 'অসৎ' শব্দের প্রয়োগ হইলেও 'অভাব' শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায় এবং অভাবের স্বরূপ বিষয়ে ও প্রকার বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও সকল সম্প্রদায়ই 'অভাব' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণও বলিয়াছেন—'নাভাব উপলব্ধেঃ' (২. ২. ২৮) ; 'অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্' (৪. ৪. ১০)। মীমাংসা-দর্শনে জৈমিনিও বলিয়াছেন—'সংখ্যাভাবাৎ' (১. ১. ২০) ; 'তথা ফলাভাবাৎ' (১. ২. ৩) ; 'লিঙ্গাভাবাচ্চ নিত্যস্য' (১. ৩. ১৮)। যোগদর্শনে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" (১. ১০)

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণও প্রথম কারিকার চতুর্থ পাদে বলিয়াছেন, 'নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ'। পরে অষ্টম কারিকায় বলিয়াছেন 'নাভাবাৎ'। সাংখ্যমতের—ব্যাখ্যা করিতে বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, অভাব কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। ভূতলে যে ঘটাভাবের বোধ হয়, তাহা সেই ভূতলেরই তৎকালীন অবস্থাবিশেষ বা পরিণামবিশেষ। মীমাংসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চ-প্রমাণবাদী গুরু প্রভাকর পরিণামবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহার মতেও অভাব কোন পৃথক্ পদার্থ নহে, কিন্তু অধিকরণস্বরূপ। যেমন ভূতলে যে ঘটাভাবের বোধ জন্মে, তাহা তৎকালীন সেই ভূতলস্বরূপই, উহা হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে।

কিন্তু মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে প্রথমে (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম,

---

* পুরুষার্থচিন্তামণির (পৃ° ২১৫) বিষ্ণুধর্মোত্তরের অন্যরূপ পাঠ আছে। পু-চি° ধৃত পাঠ এইরূপ—

স্নানং জপ্যং তথা দানং হোমঃ শ্রাদ্ধং সুরার্চনম্।
সর্বমক্ষয়মাপ্নোতি তস্যাং ভৃগুকুলোদ্ভব।
তস্মিন্ দিনে তথা স্নাতো যত্র কচন সংগমে।
স গঙ্গাস্নানজং রাম ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
বুধশ্রবণসংযুক্তা দ্বাদশী সঙ্গমোদকম্।
দানং দধ্যোদনং শস্তমুপবাসঃ পরোঽববিধিঃ ॥

—বিষ্ণুধর্মোত্তর।

(৪) সামান্য, (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায় নামে ষট্‌প্রকার ভাব পদার্থের উল্লেখ করিলেও পরে নবম অধ্যায়ে অভাব পদার্থেরও সমর্থন করায় ভাব ভিন্ন অভাব পদার্থও যে তাঁহার সম্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাই বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যাকারগণ কণাদের মতেও অভাব পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা নৈয়ায়িকমতের সহিত সমন্বয়ের জন্য নিজ বুদ্ধির দ্বারা ঐরূপ কল্পনা করেন নাই। মহর্ষি গোতমও ন্যায়দর্শনে (২. ২) বিচারপূর্বক অভাব পদার্থের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসাচার্য কুমারিলভট্টও অভাব পদার্থ স্বীকার করিয়া তাহার বোধের জন্য 'অভাব' নামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত ষষ্ঠ প্রমাণ 'অনুপলব্ধি' নামেও কথিত হইয়াছে। বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও উক্ত 'অনুপলব্ধি' নামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সকল বিষয়েই বিভিন্ন মতবাদী ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। পরে ক্রমে তাহা ব্যক্ত হইবে। [অনুপলব্ধি ও অভাব দ্র°]

এখন অত্যন্তাভাব কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'প্রাগভাব', 'ধ্বংস' ও 'অত্যন্তাভাব'কে বলে সংসর্গাভাব। তন্মধ্যে নিত্য সংসর্গাভাবকে 'অত্যন্তাভাব' বলা হয়। মীমাংসাচার্য কুমারিলভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকের 'অভাব পরিচ্ছেদে' বলিয়াছেন,—

'ক্ষীরে দধ্যাদি যন্নাস্তি প্রাগভাবঃ স উচ্যতে।
নাস্তিতা পয়সো দধ্নি প্রধ্বংসাভাব ইষ্যতে ॥
গবি যোঽশ্বাদ্যভাবস্তু সোঽন্যোন্যাভাব উচ্যতে।
শিরসোঽবয়বা নিম্না বৃদ্ধিকাঠিন্যবর্জিতাঃ ॥
শশশৃঙ্গাদিরূপেণ সোঽত্যন্তাভাব উচ্যতে' ॥

নব্যমীমাংসক নারায়ণ পণ্ডিতও 'মানমেয়োদয়' গ্রন্থে কুমারিলের মতানুসারে 'প্রাগভাব', 'ধ্বংস', 'অত্যন্তাভাব' ও 'অন্যোন্যাভাব' এই চতুর্বিধ অভাবই উদাহরণদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'অত্যন্তাভাবসংজ্ঞো ভবতি হি পবনাদ্যেষু রূপাদ্যভাবঃ'। যেমন বায়ু প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে কখনও রূপ জন্মে না, যাহা চিরকালই নীরূপ, তাহাতে যে, রূপের অভাব আছে, তাহা অত্যন্তাভাব। কিন্তু যে দ্রব্যে কোন রূপ উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা পরে অন্যরূপ উৎপন্ন হইবে, সেই দ্রব্যে সেই রূপাভাব উক্ত মতে অত্যন্তাভাব নহে। তন্মধ্যে বিনষ্ট রূপের যে অভাব, তাহা ধ্বংস। আর ভবিষ্যৎ রূপের যে অভাব, তাহা প্রাগভাব।

কিন্তু মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট প্রাগভাব ও ধ্বংস, এই দ্বিবিধ অভাবই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহাকে অন্যোন্যাভাব বলে, তাহাও বস্তুতঃ প্রাগভাব হইতে ভিন্ন নহে। আর সেই প্রাগভাবই অবধিশূন্য হইলে অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইলে তাহাকে বলে অত্যন্তাভাব। তাই তিনি বলিয়াছেন—'ন প্রাগভাবাদন্যে তু ভিদাস্তে পরমার্থতঃ। স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোন্যাভাব উচ্যতে। স এবাবধিশূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।' (—ন্যায়মঞ্জরী, ৬৩ পৃ°)।

কিন্তু জয়ন্তভট্টের এই মত নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরবর্তী গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণও চতুর্বিধ অভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। 'দীধিতি'কার রঘুনাথ শিরোমণি নিজমতে প্রাগভাব অস্বীকার করিলেও ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, 'প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ' (২. ২. ১২); সুতরাং প্রাগভাবও তাঁহার সম্মতই বুঝা যায়।

অনেক মৈথিল নৈয়ায়িক বিচারপূর্বক সমর্থন করিয়াছিলেন যে, ধ্বংস এবং প্রাগভাবও অত্যন্তাভাবের বিরোধী, অর্থাৎ কোন পদার্থের ধ্বংস-বিশিষ্ট স্থানে এবং প্রাগভাববিশিষ্ট স্থানে সেই পদার্থের অত্যন্তাভাব থাকে না। যেমন কোন ঘটে শ্যামরূপ নষ্ট হইলে তখন তাহাতে শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব থাকে না, কিন্তু ধ্বংসই থাকে। এইরূপ কোন ঘটে রক্তরূপের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে রক্তরূপের অত্যন্তাভাব থাকে না, কিন্তু তাহার প্রাগভাবই থাকে। সেই স্থলে শ্যাম ঘটে 'রক্তো নাস্তি' এইরূপে যে বোধ, তাহা রক্তরূপের প্রাগভাবেরই যথার্থ বোধ এবং শ্যামরূপ বিনষ্ট হইলে সেই ঘটে 'শ্যামো নাস্তি', এইরূপে যে বোধ, তাহাও শ্যামরূপের ধ্বংসেরই যথার্থ বোধ। কারণ, সেই ঘটে তখন সেই শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব থাকে না এবং উহা স্বীকার করাও অনাবশ্যক। সুতরাং যে পদার্থে যাহা কখনও উৎপন্ন হয় নাই এবং কখনও উৎপন্ন হইবে না, সেই পদার্থে তাহার যে সর্বকালীন অভাব, তাহাকেই অত্যন্তাভাব বলে। তাই অত্যন্তাভাবকে বলে ত্রৈকালিক সংসর্গাভাব।

খ্রী° ১৫শ শতকে মিথিলার নব্য মহানৈয়ায়িক শঙ্করমিশ্রও 'বৈশেষিক দর্শনে'র 'উপস্কারে' (৯. ১. ৯) ইহাই সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন — "এবঞ্চ যদ্বস্তু যত্র ন কদাপি ভবিষ্যতি, ন চ কদাচিদ্ ভূতং, তস্য বস্তুনস্তত্রাত্যন্তাভাবো দ্রষ্টব্যঃ। ভূতভবিষ্যতোশ্চ তত্র প্রধ্বংসপ্রাগভাবাবলম্বন এব তত্রাধিকরণে নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ।"

কিন্তু পরে মিথিলা বিজয়ী প্রতিভার অবতার নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার 'দীধিতি'-টীকায় উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—

'ন চ প্রতিযোগিবৎ তদ্ধ্বংসপ্রাগভাবয়োরত্যন্তাভাববিরোধিত্বং, মানাভাবাৎ। অতএব অন্তরাশ্যামে রক্তং রূপং নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ। ন চৈব রক্তিমধ্বংসাদ্যবগাহী, পূর্বাপররক্তিমধ্বংসপ্রাগভাববতি তদানীং রক্তেঽপি তথা প্রত্যয়প্রসঙ্গাৎ।' (—"ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব-দীধিতি।")

তাৎপর্য এই যে, রক্তরূপের ধ্বংস বা প্রাগভাবকে বিষয় করিয়া 'রক্তং রূপং নাস্তি', এইরূপ যথার্থ প্রতীতি হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে যে ঘটে পূর্বে কোন রক্তরূপ উৎপন্ন হইয়া কোন কারণে সেই রূপ বিনষ্ট হয় এবং পরে তাহাতে অন্য রক্তরূপ উৎপন্ন হয়, তখন সেই রক্তরূপবিশিষ্ট ঘটেও 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ যথার্থ বোধ কেন হয় না? তখন তাহাতে পূর্বে বিনষ্ট সেই রক্তরূপের ধ্বংসকে বিষয়

করিয়া 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ বোধ অবশ্যই হইতে পারে এবং সেই ঘটে পরে আবার অন্য রক্তরূপ জন্মিলে সেই রক্তরূপের প্রাগভাবকে বিষয় করিয়াও সেই রক্ত ঘটে 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ যথার্থ বোধ কেন হয় না? সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'নাস্তি' এইরূপে প্রতীতির বিষয় যে অভাব, তাহা অত্যন্তাভাব। সুতরাং রক্ত ঘটে রক্তরূপের অত্যন্তাভাব না থাকায় তাহাতে 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ যথার্থ বোধ জন্মে না।

ফলকথা, শ্যামঘটে অগ্নিসংযোগজন্য সেই শ্যামরূপের ধ্বংসের পরে রক্তরূপ উৎপন্ন হইলে তখন তাহাতে 'শ্যামরূপং নাস্তি' এইরূপ যথার্থ বোধ হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্যামরূপের ধ্বংসবিশিষ্ট ঘটেও শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব থাকে। এইরূপ রক্তরূপের প্রাগভাববিশিষ্ট শ্যামঘটে 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ বোধ হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, রক্তরূপের প্রাগভাববিশিষ্ট ঘটেও রক্তরূপের অত্যন্তাভাব থাকে। সুতরাং প্রাগভাব ও ধ্বংস যে অত্যন্তাভাবের বিরোধী, ইহা কখনই বলা যায় না।

পরন্তু শ্যামঘটে 'সমবায়েন রক্তং রূপং নাস্তি' অর্থাৎ ইহাতে সমবায়-সম্বন্ধে রক্তরূপ নাই, এইরূপ যে বোধ জন্মে, এবং রক্তঘটে 'সমবায়েন শ্যামং রূপং নাস্তি' অর্থাৎ ইহাতে সমবায়-সম্বন্ধে শ্যামরূপ নাই, এইরূপ যে বোধ জন্মে, তাহা যে, যথাক্রমে রক্তরূপের প্রাগভাবের বোধ এবং শ্যামরূপের ধ্বংসেরই বোধ, ইহা বলাই যায় না। কারণ, প্রাগভাব ও ধ্বংসরূপ অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কারণ, যেমন ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট থাকিলেও সমবায়-সম্বন্ধে ঘট না থাকায় 'ইহ ভূতলে সমবায়েন ঘটো নাস্তি' এইরূপ বোধ জন্মে। সুতরাং ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ইহা স্বীকার্য। আর সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট না থাকিলে 'সংযোগেন ঘটো নাস্তি' এইরূপে যে অত্যন্তাভাবের বোধ জন্মে, তাহার প্রতিযোগিতা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ইহাও স্বীকার্য। কিন্তু কোন ঘটের ধ্বংস হইলে সেই ধ্বংসরূপ যে অভাব, অথবা কোন ভাবী ঘটের প্রাক্-কালীন তাহার 'প্রাগভাব' নামক যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিতাকে উক্ত সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করার কোন যুক্তি নাই। মূল কথা, ঘটাদির ধ্বংস বা প্রাগভাবকালেও তাহার অত্যন্তাভাব স্বীকার্য। সেই অত্যন্তাভাবও সর্বকালীন হওয়ায় নিত্য।

কোন নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট চতুর্থ প্রকার সংসর্গাভাবও স্বীকার করিয়াছিলেন। যেমন গৃহ হইতে গো বহির্গত হইয়া গেলে তখন সেই গৃহে গোর অভাব জন্মে এবং পরে সেই গৃহে গো আসিলে সেই অভাব বিনষ্ট হয়। এইরূপ সর্বত্রই উক্তরূপ অভাব অত্যন্তাভাব নহে, কিন্তু উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট সাময়িক অভাববিশেষ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি উক্ত মতও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, উক্ত মতে অসংখ্য অভাব এবং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকারে মহাগৌরব দোষ হয়। আর ঐরূপ অভাবকেও অত্যন্তাভাবই বলা যায়। কারণ, গৃহ হইতে গো বহির্গত হইয়া গেলে তখন 'ইদানীং গৃহে গৌর্নাস্তি' এইরূপ বোধ হওয়ায় সেই গৃহে তৎকালাবচ্ছেদেই গোর অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। সর্বকালে বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাব, অশ্বে গোত্বের অত্যন্তাভাব, ঘটে পটত্বের অত্যন্তাভাব প্রভৃতির ন্যায় কালবিশেষে গোশালায় গোর যে অভাব, তাহাও অত্যন্তাভাব। পরে সেখানে গো আসিলেও সেই অত্যন্তাভাব বিনষ্ট হয় না। কারণ, তাহা হইলে তখন অন্যত্র সেই অভাবের বোধ হইতে পারে না। সুতরাং তৎকালে গো-শূন্য স্থানে গোর অত্যন্তাভাবই স্বীকার্য। উহা 'গৌর্নাস্তি' এইরূপ প্রতীতি সিদ্ধ গো-সামান্যাভাবরূপ একই অত্যন্তাভাব।

এখন অনেকে বলেন যে, যাহা অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীক, তাহার সর্বত্র সর্বকালে যে অভাব থাকে, তাহাকেই অত্যন্তাভাব বলে। যেমন—আকাশকুসুমের অভাব, শশশৃঙ্গের অভাব প্রভৃতি। কিন্তু ইহাও প্রাচীন মত। মাধ্ব সম্প্রদায়ের ইহাই মত। খ্রী° ১০ম শতকে বঙ্গের মহাদার্শনিক শ্রীধরভট্ট 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থে (২৩০ পৃ°) বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা করিতেও বলিয়া গিয়াছেন—'অত্যন্তাভাবে তু সর্বথা অসদ্ভূতস্যৈব বুদ্ধাবারোপিতস্য দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ, যথা ষট্ পদার্থেভ্যো নান্যৎ প্রমেয়মস্তীতি'। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, শ্রীধর ভট্টের মতেও অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ অলীকের অভাবই অত্যন্তাভাব।

কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন — 'নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্য সংসর্গ-প্রতিষেধঃ' (৯. ১. ১০)। উক্ত সূত্রে 'সতঃ' এই পদের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহা সৎ নহে অর্থাৎ কুত্রাপি যাহার সত্তাই নাই, যাহা অলীক, তাহার অভাব কণাদের মতে অসিদ্ধ, ইহাই সূচিত হইয়াছে।

খ্রী° ১০ম শতকে মিথিলার প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যও 'কুসুমাঞ্জলি'র তৃতীয় স্তবকে বলিয়াছেন—'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা'। 'বস্তুনঃ' এই পদের দ্বারা যাহা অবস্তু বা অলীক, তাহা অভাবের প্রতিযোগী হয় না, ইহা ব্যক্ত করিয়া উদয়নাচার্য উহা বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শঙ্করমিশ্র পূর্বোক্ত কণাদ-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'গেহে ঘটস্য যঃ সংসর্গঃ সংযোগস্তস্য প্রতিষেধঃ। স চ যদি কদাচিদপি ন ঘটস্তদা অত্যন্তাভাব এব। ভবিষ্যতঃ প্রাগভাবো ভূতস্য প্রধ্বংসাভাবঃ।' কিন্তু পূর্বোক্ত কণাদ-সূত্রে 'নাস্তি ঘটো গেহে' এই বাক্যের দ্বারা গৃহে ঘটের অত্যন্তাভাবই বুঝা যায়। 'নাস্তি' এই বাক্যের দ্বারা ধ্বংস এবং প্রাগভাবেরও বোধ হইলে রক্তরূপবিশিষ্ট ঘটেও অপর রক্তরূপের ধ্বংস বা প্রাগভাবকে বিষয় করিয়া 'রক্তং রূপং নাস্তি' এইরূপ যথার্থ বোধ হইতে পারে। এবিষয়ে রঘুনাথ শিরো-

মণির কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর-মিশ্রও পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'যদ্বা ঘটস্য সমবায়িতয়া গেহে অত্যন্তাভাব এব। স এব গেহে ঘটো নাস্তীতি প্রতীতিবিষয়ঃ।'

কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মতে যেকালে গৃহে সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট নাই, তৎকালে সেই গৃহেও 'সংযোগেন ঘটো নাস্তি', এইরূপ যথার্থ বোধ হওয়ায় উক্তরূপ অত্যন্তাভাবও স্বীকার্য। উহাকে বলে সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। পূর্বোক্ত কণাদ-সূত্রে—'সংসর্গ-প্রতিষেধঃ' এই পদের দ্বারাও 'সংসর্গেণ সংযোগাদিসম্বন্ধেন প্রতিষেধোঽভাবঃ' এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

উক্ত কণাদ-সূত্রানুসারে শঙ্করমিশ্র প্রথমে ঘটের সংযোগসম্বন্ধের অভাবকেই উক্তরূপ ঘটাভাব বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে উদয়নাচার্যও বলিয়াছেন, 'সংযোগো হ্যত্র প্রতিষিধ্যতে'। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহারাও অলীকের অভাব স্বীকার করেন নাই। কারণ অভাবের জ্ঞানে তাহার প্রতি-যোগী পদার্থবিশেষ সেই অভাবে বিশেষণ-রূপে বিষয় হইয়া থাকে। নচেৎ সেই অভাবের জ্ঞানই হইতে পারে না। যেমন পূর্বে ঘটের জ্ঞান ব্যতীত ঘটাভাবের জ্ঞান সম্ভব হয় না। কিন্তু যাহা অলীক, যাহার কোন-রূপ সত্তাই নাই, তাহার কোন প্রমাণ না থাকায় তাহা প্রমাণ-জন্য জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না।

অবশ্য অনেক সম্প্রদায় অলীক বিষয়ে শাব্দজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিলভট্টও বলিয়াছেন, 'অত্যন্তাসত্যপি হ্যর্থে জ্ঞানং শব্দঃ করোতি হি'। বাচস্পতিমিশ্রও সম্বন্ধরূপে অলীকের জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। তাই 'অনুমিতি দীধিতি'র টীকায় গদাধর ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 'অলীকস্য সংসর্গতয়ৈব বিষয়তায়া বাচস্পত্যনুমতত্বাৎ'। কিন্তু পরবর্তী নৈয়ায়িক সম্প্রদায় তাহাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে শশশৃঙ্গ বলিলে শশীয়ত্বরূপে শৃঙ্গের যে বোধ হয়, তাহাতে শৃঙ্গই বিশেষ্য হয়, কিন্তু শশশৃঙ্গ সেই বোধের বিশেষ্য হয় না এবং 'শশশৃঙ্গং নাস্তি' বলিলে উহার অর্থ বুঝিতে হইবে যে, শশে শৃঙ্গ নাই। 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবে'র খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন — 'গবি শশশৃঙ্গং নাস্তীতি প্রতীতেরপ্রসিদ্ধেঃ। শশশৃঙ্গং নাস্তীতি চ শশে শৃঙ্গাভাব ইত্যর্থঃ।'

কিন্তু 'অসৎখ্যাতি'বাদী নাস্তিক-শিরোমণি চার্বাক অলীকের অভাবও স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে সমর্থ হইয়াছেন—'ঈশ্বরো নাস্তি'। তাঁহার মতে জগৎকর্তা ঈশ্বর অলীক। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষও অলীকের অভাব স্বীকার করিয়াছেন। আর কবিগণ এবং আলঙ্কারিকগণও যে অলীকের অভাব স্বীকার করিতেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। দিগ্‌বিজয়ী দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ 'নৈষধীয় চরিতে'র প্রথম সর্গে (২৩) নলরাজার অনুপম মুখের বর্ণন করিতে বলিয়াছেন--'ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে'। অর্থাৎ চরাচর বিশ্বে তাঁহার মুখের প্রতিমা (সাদৃশ্য) নাই। কিন্তু যে সাদৃশ্য অলীক, তাহার অভাব কিরূপে বলা যায়? তাই পূর্বে বৃদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ব্যাখ্যা করিতেন, 'চরাচরে প্রতিমা তন্মুখস্য ন'। অর্থাৎ বিশ্বে যত সাদৃশ্য, তাহাতে নলরাজার মুখের সম্বন্ধ নাই, ইহাই কবির বিবক্ষিত। কিন্তু উক্ত শ্লোকে শ্রীহর্ষ যে অলীকের অভাবই বলিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। নল-রাজার মুখের সাদৃশ্য অলীক না হইলেও তাহার অলীকত্বই উক্ত শ্লোকে কবির বিবক্ষিত। যেমন 'বিদ্যাসুন্দরে' ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, 'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা' ইত্যাদি।

রাজাধিরাজ ভোজরাজ 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' বলিয়াছেন—

'অসত্তা যা পদার্থানামভাবঃ সোঽভিধীয়তে।
প্রাগভাবাদিভেদেন স ষড়্‌বিধ ইহেষ্যতে ॥

কিন্তু ইহাও প্রাচীন মত। ভোজ-রাজের পূর্বে 'ন্যায়মঞ্জরী'কার জয়ন্তভট্টও শেষে (৬৩ পৃ°) উক্ত মতান্তর প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, 'ষট্‌প্রকার ইত্যন্যে। অপেক্ষাভাবঃ সামর্থ্যাভাবস্তে চ চত্বার ইতি।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অভাব এবং 'অপেক্ষা-ভাব' ও 'সামর্থ্যাভাব' এই ষট্‌প্রকার অভাব। ভোজরাজ অলঙ্কারশাস্ত্রে উক্ত প্রাচীন মত-বিশেষই গ্রহণ করিয়া 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে'র তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে যথাক্রমে উক্ত ষট্‌-প্রকার অভাবের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে স্থানে যাহা অসম্ভব, সেখানে তাহার যে অভাব, তাহাকে বলে 'সামর্থ্যাভাব'। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে (১. ১০৩) কালিদাস বলিয়াছেন—'ন প্রভাতরলং জ্যোতি-রুদেতি বসুধাতলাৎ'। ভোজরাজ অত্যন্তা-ভাবের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে অলীকের অভাবও প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ আলঙ্কারিক-মতে 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব'ও স্বীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু 'তত্ত্বচিন্তামণি'কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক অভাব'ও স্বীকার করেন নাই। কারণ, ঘটত্বরূপে পট থাকে না, অশ্বত্বরূপে গো থাকে না, এজন্য 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' 'অশ্বত্বেন গৌর্নাস্তি', এইরূপে যে অভাবের বোধ জন্মে, তাহাকে বলা হইয়াছে 'ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব'। যে পদার্থের অভাব থাকে সেই পদার্থকে বলে সেই অভাবের প্রতিযোগী। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, পটাভাবের প্রতি-যোগী পট, ইত্যাদি। 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এইরূপে যে অভাবের বোধ জন্মে, তাহারও প্রতিযোগী পট। কিন্তু তাহাতে ঘটত্বরূপ ধর্ম বিশেষণরূপে বিষয় হওয়ায় উহাই হইবে, সেই পটস্থ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা বিশেষক। কিন্তু গঙ্গেশ বলিয়াছেন, "প্রতি-যোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্মো ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঃ।" অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগী পদার্থে যে ধর্ম থাকে না, তাহা সেই অভাবের প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না।

কারণ, অভাবের যথার্থ জ্ঞানে পূর্বে বিশেষণ-রূপে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতি-যোগীর যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক হয়। কিন্তু ঘটত্বরূপে পটের কুত্রাপি যথার্থ জ্ঞান হয় না। কারণ, পটে ঘটত্ব নাই। অতএব 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি', এইরূপে অভাবের যথার্থ বোধ সম্ভব না হওয়ায় উক্তরূপ অভাব প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না। এবিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্বে মহানৈয়ায়িক সোন্দড় উপাধ্যায় বিশেষ বিচার করিয়া উক্তরূপ অভাবও সমর্থন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না।

'বেদান্তপরিভাষা'-কার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন, — 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবস্য অন্যাভিরভ্যুপগমাৎ। কারণ, বিবর্তবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে জগৎ পার-মার্থিক নহে এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও ব্রহ্মে জগৎ নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন. 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। কিন্তু উক্ত নঞ্ শব্দের দ্বারা কিরূপ অভাব বুঝিতে হইবে? কিরূপে জগদাধার ব্রহ্মেও জগতের অভাব সম্ভব হয়? এতদুত্তরে বলিতে হইবে— 'ব্রহ্মণি পারমার্থিকত্বেন জগৎ নাস্তি'। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পারমার্থিক বা বাস্তব বস্তু। জগতের বাস্তব সত্তা না থাকায় তাহাতে পারমার্থিকত্ব নাই। সুতরাং যেমন ঘটত্ব পটে না থাকায় ঘটত্বরূপে পট থাকে না, তদ্রূপ জগতে পারমার্থিকত্ব না থাকায় তদ্রূপে ব্রহ্মে জগৎ নাই। জগতে উক্তরূপ ত্রৈকালিক অভাব বা অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহা পারমার্থিকত্বরূপ ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন। সুতরাং উক্তরূপ অভাব ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব। যোগবাশিষ্ঠেও (বৈরাগ্য তৃতীয় সর্গে) কথিত হইয়াছে, 'দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধং বিনা তন্নানুভূয়তে'। [অভাব দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

পাশ্চাত্যমত—পাশ্চাত্যদর্শনে অন্যোন্যা-ভাব ও অত্যন্তাভাব ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার অভাব স্বীকৃত হয় না। অনেকে আবার এই দুই প্রকারও স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনেক সময় অত্যন্তাভাবকে অন্যোন্যা-ভাবের প্রকার-বিশেষ বলিয়া মনে করেন; অনেক সময় বা সামান্যতঃ এক অভাব স্বীকার করিয়া অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাবকে তাহারই অবান্তর প্রকার বলেন। ভ্রমবিষয়ের ত্রৈকালিক নিষেধকে এই সামান্যতঃ স্বীকৃত অভাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। (বলা বাহুল্য অত্যন্তাভাবকে এই স্থলে সামান্যতঃ সংসর্গা-ভাব অর্থেই ধরা হইয়াছে, ত্রৈকালিক নিষেধ অর্থে ধরা হয় নাই।) এই পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের নিকট প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবের কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা তাহাদিগের নিকট একপ্রকার সাপেক্ষ অভাব মাত্র।

কান্ট্, হেগেল্, বার্গসঁ প্রভৃতি মনীষি-গণ বলেন যে উপরিউক্ত অভাব সমূহ সামান্যতঃ এক অভাবের প্রকার-ভেদ মাত্র। অবশ্য তাঁহারা কেহই স্পষ্টতঃ এই কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য প্রকার অভাবের উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই মনে হয় যে ঐ গুলিকে তাঁহারা অবান্তর প্রকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। হেগেল Being, Essence ও Notion — এই তিন রাজ্যের বিভিন্নপ্রকার অভাবের আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই প্রকার ভেদ তিনি অন্য এক উপায়ে করিয়াছেন; এবং ইহারই মধ্যে তিনি সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাবেরও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। (কান্টের Critique of Pure Reason, trans. by Max-Muller, Second ed. (Revised), 58; হেগেলের Logic. trans. by Wallace, Second ed. 161ff, 219ff etc; এবং 'বার্গসঁ'র Creation Evolu-tion, Chap. IV, upto p. 313 দ্র°)।

কান্ট্, হেগেল্, বার্গসঁ প্রভৃতি দার্শনিকগণ সামান্যতঃ এক অভাব স্বীকার করেন। কিন্তু ব্র্যাড্‌লে, বোসাংকে, কুক্-উইল্‌সন্ প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতগণ এইপ্রকার সামান্যতঃ এক অভাব স্বীকার না করিয়া যাবতীয় সংসর্গাভাবকে (অতএব অত্যন্তা-ভাবকে) অন্যোন্যাভাবেরই প্রকার-ভেদ বলিয়াছেন। পুষ্পবিশেষে রক্তবর্ণ নাই — তাঁহাদিগের মতে এই বাক্যের অর্থ হইতেছে —পুষ্পবিশেষে এমন একটী বর্ণ আছে যাহা রক্তবর্ণের অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী, অর্থাৎ যাহা রক্তবর্ণ নহে। তাঁহাদের মতে সংসর্গ-মাত্রই ভাব পদার্থ; সেইজন্যই তাঁহারা সংসর্গাভাবকে এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া-ছেন। ন্যায়পন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা বলিবেন যে এই বিশ্লেষণ অনুভব-বিরুদ্ধ নহে। (ব্রাড্‌লে 'Principles of Logic' Chap. on 'Negative Judgment'; বোসাংকের Logic, Chap. VIII; এবং কুক্‌উইল্-সনের 'Statement of Inference', Negation সম্বন্ধে যাবতীয় কথা দ্র°)।

এই অত্যন্তাভাব সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী প্রশ্নই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়াছেন — ১। অত্যন্তাভাব স্বরূপতঃ অর্থাৎ জ্ঞাননিরপেক্ষ কোনও পদার্থ কি না? ২। এই অত্যন্তাভাব সংক্রান্ত বাক্যাদির অভাবাংশে অর্থ কি প্রকার?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিকই বলেন যে অত্যন্তাভাব স্বরূপতঃ কোনও পদার্থ নহে। তাঁহারা বস্তুতঃ কোনও অভাবকে স্বরূপতঃ পদার্থ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। কান্ট্, হেগেল্ ও বার্গসঁ-এর মতে যে সামান্যতঃ এক অভাব সর্ববিধ অভাবের মূল সেই সামান্যতঃ স্বীকৃত অভাব আমাদিগের চিন্তা-প্রক্রিয়ায় প্রকার বিশেষ মাত্র। ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতির মতে যে অন্যোন্যাভাব সর্ব অভাবের মূল তাহারও অবস্থা তদ্রূপ। তবে কেহই চিন্তাপ্রকারীকৃত এই অভাবকে ভ্রান্তপ্রত্যয় বিষয় বলেন না। অভাব চিন্তা নিরপেক্ষ কোনও পদার্থ না হইলেও মিথ্যা নহে। ইহা সর্বজনীন; অর্থাৎ চিন্তা প্রকারবিশেষ হইলেও এই প্রকারবিশেষ যাবতীয় জাতীয় অন্তঃকরণের সদৃশ প্রকার বিশেষ।

কান্ট্, হেগেল্, প্রভৃতি দার্শনিকগণ 'চিন্তা' বলিয়া জ্ঞানের এক উচ্চতম স্তর

স্বীকার করেন। এই চিন্তা বিষয়জন্য নহে, কিন্তু সর্বথা বিষয়নিরপেক্ষও নহে। অদ্বৈতীয় চিন্মাত্রপদার্থকে সর্বথা বিষয়নিরপেক্ষ নহে বলিলে চিন্মাত্রের স্বরূপ যে প্রকার হয়, কাণ্ট্ ও হেগেল্ প্রভৃতির 'চিন্তা'র স্বরূপও সেই প্রকার। এই দুই দার্শনিকের মতের পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। যাহা হউক বিষয়জন্য এই চিন্তা যখন বিষয়াভিমুখী হয়, তখন নানা আকারে ইহার প্রকাশ হয়। অভাব এই আকারগুলির অন্যতম। অর্থাৎ যখন কোনও সদ্‌বস্তুকে যখন আমরা সৎ বলিয়া জানি এবং কোনও অসৎ বিষয়কে যখন অসৎ বলিয়া জানি তখন এই সত্তা ও অসত্তা পরমার্থতঃ বিষয়ের ধর্ম নহে, ইহারা তত্ত্বিষয়াভিমুখী চিন্তার সর্বজনীন প্রকারবিশেষ মাত্র। কাণ্টের Critique of Pure Reason, Chap. on Deduction of Categories দ্র°। Category of 'Negation' বারটী Categoryর অন্যতম। হেগেলের Logic-এর প্রথম কয়েকটী অধ্যায়ও দ্র°।

কাণ্ট্ ও হেগেলের এই সিদ্ধান্ত অতিশয় দুর্বোধ বলিয়া নব্য পণ্ডিতগণ ইহা সহজ কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্র্যাড্‌লে ও বোসাংকে যথাক্রমে কাণ্ট্ ও হেগেলের সিদ্ধান্তটী প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের আলোচনায় এতৎসম্বন্ধে নূতন কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। একমাত্র কুক্ উইল্‌সন নূতন পথ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, অভাব 'পৃথক্ত্ব' বলিয়া একটী ভিন্ন পদার্থের স্বরূপ; অর্থাৎ ইহা পৃথক্ত্বের জ্ঞানের এক সর্বজনীন প্রকার। আর একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিতে পারি যে, এই পৃথক্ত্ব আবার পৃথক্ পদার্থনিচয়ের স্বরূপমাত্র। সুতরাং ফলে ইহাই দাঁড়ায় যে, অভাব জ্ঞাননিরপেক্ষ কোনও বিষয়পদার্থ নহে।

অভাবকে জ্ঞাননিরপেক্ষ বিষয়পদার্থ বলিয়াও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই 'বিষয়' শব্দের অর্থসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ অভাবকে ভাবপদার্থনিচয়ের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া ধরেন কেহবা পদার্থের স্তরবিভাগ স্বী[illegible] ভাব ও অভাব পদার্থকে দুই বিভিন্ন স্তরে রাখেন। প্রথম মতাবলম্বী পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য জগতে বিরল। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ এককালে এই মত পোষণ করিতেন। তাঁহার 'Problems of Philosophy' পুস্তিকা দ্র°। দ্বিতীয় মত কিন্তু বর্তমানকালে অনেকেই পোষণ করেন।

অদ্বৈতীয় প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তার ন্যায় এই বর্তমানকালের পণ্ডিতগণ subsistent ও existent বলিয়া দুই প্রকার পদার্থ মানেন। Existent শব্দের অর্থ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ। Subsistent শব্দের অর্থ যাহা শুধুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অথবা যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়াও অপরোক্ষ সত্য। Subsistent শব্দের এই দ্বিতীয় অর্থেই এই দার্শনিকগণ অত্যন্তাভাবকে জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, অত্যন্তাভাব অভাব বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, অথচ ইহার অপরোক্ষ প্রতীতিও মিথ্যা নয়। অভাবের প্রতীতির জন্য অনুপলব্ধি বলিয়া স্বতন্ত্র প্রমাণের আবশ্যকতা এই দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। কারণ অভাবের সমপর্যায়ভুক্ত আরও অনেক পদার্থ আছে যাহারা ভাবস্বভাব, অথচ যাহারা অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপরোক্ষ প্রতীতিবিষয়ক। Russell ও White-head-এর মতাবলী দ্র°। Mace ও Stebbing-এর Logic-এর প্রথম কয়েক অধ্যায় দ্র°। মার্কিনদেশীয় Holt প্রভৃতির 'New Realism'ও দ্র°।

অত্যন্তাভাব-সংক্রান্ত বাক্যবিশ্লেষণ-সম্বন্ধেও পাশ্চাত্ত্যদর্শনে নানা মুনির নানা মত বিদ্যমান। Subsistence-বাদী দার্শনিকগণের অধিকাংশের মতে ইহাদ্বারা একেবারে অনুযোগি-প্রতিযোগিসাপেক্ষ অভাব বুঝায়; অনেক Subsistence-বাদীর মতে ইহা এক-জাতীয় সর্বব্যক্তিবিষয়ক বাক্যের সংক্ষিপ্ত প্রকার মাত্র।

ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতির মত যাঁহারা অত্যন্তাভাবকে জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া স্বীকারই করেন না তাঁহারা ভিন্ন প্রকারে এই সমস্ত বাক্যের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'ক-তে খ নাই' বাক্যের অর্থ হইল—'ক-তে এমন কিছু আছে যাহা খ-এর অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী'; তাহার পর তাঁহারা এই অন্যোন্যাভাবকে হয় ভাবপদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, অথবা কুক্ উইলসনের পন্থাবলম্বী হইয়া এই অন্যোন্যাভাবকে আবার ভাবস্বভাব পৃথক্ত্বে বা বহুত্বে পরিণত করেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, মূলীভূত কোনও ভাবপদার্থের প্রকাশই অত্যন্তাভাবাত্মক বাক্যে হইয়া থাকে।

এই সমস্ত দার্শনিকগণের মূলে আছেন কাণ্ট্ ও হেগেল্। তাঁহারা অত্যন্তাভাবকে চিন্তার এক সর্বজনীন প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে অত্যন্তাভাব-সংক্রান্ত বাক্যের বিশ্লেষণ হইতেছে এই—কোনও পদার্থকে পদার্থ বলিয়া জানিতে হইলে হয় তাহাকে স্বরূপে সৎ, না হয় অন্য বস্তুর অপেক্ষায় অসৎ বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব অত্যন্তাভাব-সংক্রান্ত বাক্যে আমরা কোনও পদার্থকে ভিন্ন বস্তুর অপেক্ষায় অসৎ পদার্থ বলিয়া জানি। বস্তুতঃ সর্ববাক্যই কোনও পদার্থের জ্ঞানের প্রকাশ। অত্যন্তাভাবসংক্রান্ত বাক্য সেই পদার্থের পদার্থতঃ জ্ঞানের প্রকারবিশেষ মাত্র।

ভারতীয় দর্শনে ভ্রমবিষয়ক ত্রৈকালিক নিষেধকেও অনেকে 'অত্যন্তাভাব' শব্দদ্বারা নির্দেশ করেন। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে কিন্তু এই ত্রৈকালিক নিষেধ কুত্রাপি শুদ্ধ অত্যন্তাভাব বলিয়া কথিত হয় নাই। সকলেই ইহাকে অত্যন্তাভাববিশিষ্ট বিষয়ান্তর অথবা তদ্বিশিষ্ট চিন্তাপ্রকারান্তর বলিয়া স্বীকার করেন। একমাত্র হেগেলীয় দর্শনে ত্রৈকালিক নিষেধকে অভাবের প্রকারবিশেষ বলিবার সূচনা আছে। ইহা কিন্তু তাঁহার অত্যদ্ভুত দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে একান্ত ভ্রম বলিয়া কিছুই নাই। ভ্রম হইল এক

মহাসত্যের অঙ্গবিশেষ। এক মহাসত্যই অপরিহার্য প্রয়োজনবশে ভ্রমরূপে পরিণত হন। এই মহাসত্যের নানা প্রস্থান আছে এবং এই নানা প্রস্থান-বিশিষ্টত্ব সেই মহাসত্যের এক প্রধান লক্ষণ। এইরূপে শুদ্ধ ভ্রমত্বাব-চ্ছিন্ন ভ্রম স্বীকার না করায় হেগেলের মতে ভ্রম ও অভাবে বিশেষ পার্থক্য নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, হেগেলের মতে ত্রৈকালিক নিষেধ নাই বলিয়াই ভ্রমকে অভাবেরই রূপান্তর বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদর্শনরাজ্যে যাঁহারা ত্রৈকালিক নিষেধ মানেন তাঁহারা সর্বদাই ইহাকে অভাব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধুনাতন subsistenceবাদিগণও ত্রৈকালিক নিষেধ মানেন না। তাঁহাদের মতে 'নিষিদ্ধত্ব' শব্দের অর্থ existence-জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়া subsistence-রাজ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। এই মতের সহিত অদ্বৈতীয় অনির্বচনীয় খ্যাতির সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক দ্রষ্টব্য এই যে, তাঁহারা ত্রৈকালিক নিষেধ না মানিলেও অভাব-পদার্থের পৃথক্ স্থান নির্দেশ করেন।

ত্রৈকালিক নিষেধ বা এতচ্ছব্দলক্ষিত অত্যন্তাভাবের আরও একটী অর্থ ভারতীয় দর্শনে দৃষ্ট হয়। তাহা হইল 'বন্ধ্যাপুত্রত্বে'র মত 'তুচ্ছত্ব'। এই তুচ্ছত্বের উল্লেখ থাকিলেও ইহার সবিশেষ আলোচনা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নাই বলিলেই চলে।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

অত্যমাম্বা—পূর্ব-চালুক্যরাজ ৫ম উপেন্দ্রের পত্নী।

[V. Rangachari : List of Ins., iii, Vizag. 21-33 ; HInsSI, 338]

অত্যরাতি — ঐ-ব্রা°-উক্ত যোদ্ধৃবি°। ইঁহার পিতার নাম—জনন্তপ, এজন্য ইনি অত্যরাতি জানন্তপি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। বাসিষ্ঠ সাত্যহব্যের নিকট হইতে ইনি ঐন্দ্রমহাভিষেক-বিদ্যা অর্জনপূর্বক রাজা হইয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করেন। তখন বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য ইঁহাকে বলেন যে, 'তুমি এই বিদ্যাবলে সর্ব দিকে পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত জয় করিয়াছ, এখন আমাকে মহত্ত্ব (ঐশ্বর্য) দান কর'। তখন অত্যরাতি জানান যে, তাঁহার উত্তর-কুরু জয় করিবার অভিলাষ আছে, উহা জয় করিয়াই তিনি সাত্যহব্যকে পৃথিবীর অধিপতি করিবেন এবং নিজে সেনাপতি থাকিবেন। সাত্যহব্য বলিলেন, উত্তর-কুরু দেবক্ষেত্র, মনুষ্য উহা জয় করিতে পারে না ; সুতরাং জানন্তপি যদি প্রতারণা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রদত্ত বিদ্যা প্রত্যাহার করিবেন। অতঃপর জানন্তপি ঐশ্বর্যদানে অসমর্থ হইলে সাত্যহব্য-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তিনি অপহৃতবীর্য ও তেজো-রহিত হইয়া অমিত্রতপন শুষ্মিণ শৈব্য নামক নৃপতির হস্তে নিহত হন।

[ঐ ব্রা° ৮. ৩৯. ৯. ৩,৫ ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬৬৪ ; VI, i. 16-17 ; Weber : Indische-Studien i. 214]

অত্যাশ্রমোপনিষদ্— গ্রন্থবি°।—Opp. ii. 3089 ; Cat. Cat.

অত্যুক্ত—বিণ, অতিশয় বিবৃত, বেশী করিয়া বলা। ~া, অত্যুক্থা—[উক্তকে- (একাক্ষরবৃত্তিবিশেষকে), উক্থকে (সাম-বিশেষকে) অতিক্রান্ত—অতিক্রা° তৎ] দ্ব্যক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবি°। ইহাতে প্রতি চরণে দুইটীমাত্র গুরুবর্ণ থাকে। [উক্থ দ্র°]

অত্যুক্তি—১ [অতি + √বচ্ + তি (ক্তিন্)—ভা°] অধিক উক্তি, বাড়াইয়া বলা, অসম্ভব বর্ণনা। ২ (অলঙ্কার-শা°) দোষ-বি°। ইহা কান্তিগুণের বিপরীত ভাবাপন্ন। প্রয়োগ-প্রতিকূলতা, অস্বাভাবিকতা, বিলক্ষণতা, হাস্যরূপতা, অসঙ্গতি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। দণ্ডী বৈদর্ভমার্গের সাতটী দোষাভাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেগুলি এই—(১) শ্লেষের বিপরীত শিথিল, (২) প্রসাদের বিপরীত ব্যুৎপন্ন, (৩) সমতার বিপরীত বৈষম্য, (৪) সুকুমারতার বিপরীত দীপ্ত, (৫) কান্তির বিপরীত অত্যুক্তি, (৬) অর্থব্যক্তির বিপরীত নেয়ত্ব, (৭) মাধুর্যের বিপরীত দোষ (ইহার নাম দণ্ডী করেন নাই)। ~প্রসঙ্গ—অত্যুক্তির প্রসক্তি, অদ্ভুতকথন।

অত্যুগ্র—[প্রাদিস°] বিণ, ১ অতি তীব্র, অতি কটু, অত্যন্ত উৎকট। ২ অতি রৌদ্র, অতি কোপন, প্রচণ্ড। ৩ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। ৪ [বৈদ্যক] স্ত্রী°, হিঙ্গু বা হিং।—ধন্ব-নি° ২. ৩৬। [হিঙ্গু দ্র°] ~গন্ধা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, ১ অতি উগ্র গন্ধবিশিষ্টা। ২ গিরিকর্ণী বা অপরাজিতা।—ধন্ব-নি° ৪. ৮৫। [অপরাজিতা দ্র°]

অত্যুগ্রপুর—বর্তমান অগ্রোরের প্রাচীন নাম [অগ্রোর দ্র°]।

অত্যুচ্চ—অতিশয় উচ্চ॥ শ্রী°॥

অত্যুচ্চরত—প্রমাণ, ভাব ও কালভেদে তিনপ্রকার অত্যুচ্চরত বা উচ্চতররত হইয়া থাকে। অশ্বজাতীয় পুরুষের সহিত মৃগী-জাতীয়া নারীর রমণ প্রমাণ-ভেদে অত্যুচ্চরত[১], চণ্ডবেগ পুরুষের সহিত লঘুবেগা রমণীর রমণ ভাবভেদে অত্যুচ্চরত[২] এবং চিরকাল পুরুষের সহিত শীঘ্রকালা রমণীর রমণ কালভেদে অত্যুচ্চরত[৩]। এই তিন প্রকার উচ্চতররতের মধ্যে প্রমাণভেদে উচ্চতররত অধম বা কনিষ্ঠরত বলিয়া কথিত[৪]। ভাবভেদে অত্যুচ্চরত অধমরত নহে। কামশাস্ত্রকারগণের মধ্যে ইহাতে রমণীর কিঞ্চিৎকর্ষ হইলেও পুরুষের সম্যক্ সুখ হইয়া থাকে। কালভেদে অত্যুচ্চরত কামশাস্ত্রকারগণের মতে সর্বোৎ-কৃষ্ট রত। পুরুষের বীর্যপাতের পূর্বে যদি রমণীর বহুবার তৃপ্তিলাভ হয় তাহা উভয়

১ 'ব্যবহিতসেকমুচ্চতররতম্'—কা° সূ° ২ ১. ৬। 'অশ্বস্য মৃগ্যা সহ ব্যবহিতসংপ্রয়োগ, বড়বয়া ব্যবধানাৎ, তস্মিন্ সতি উচ্চরতাত্যুচ্চতররতম্। সাধনস্যাত্যুচ্চতরা নিষ্পীড়িতেন কথঞ্চিদ্ ব্যাপারাৎ' ইতি যশোধরঃ।

২ 'মন্দবেগাঙ্গনয়া চণ্ডবেগস্য পুরুষস্য সঙ্গমে অত্যুচ্চাখ্যমেকং রতম্'—র° র° টীকা ৩. ১২।

৩ 'লঘুকালবিসৃষ্টাঙ্গনয়া চিরকালবিসৃষ্টেঃ পুরুষস্য সঙ্গমে অত্যুচ্চরতম্' র° র° টীকা ৩. ১১.

৪ কা° সূ° ২. ১. ১০ ; র° র° ৩. ৫।

পক্ষেরই অত্যধিক সুখের পরিচায়ক। যদি প্রমাণভেদে সমজাতীয় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী চণ্ডবেগা এবং শীঘ্রকালা হয় ও পুরুষ যদি চণ্ডবেগ ও চিরকাল হয় তাহা হইলে রতিসুখ উভয়ের সর্বাধিক হইয়া থাকে। [রত দ্র°]।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অত্যুচ্চৈঃ—অব্য, ১ অতি চীৎকার-সমেত। ২ অতি মহান্, সুবিশাল। ৩ মাংসল, অতি গুরু।

অত্যুচ্চৈর্ধ্বনি — অত্যন্ত উচ্চ শব্দ। 'তারোঽত্যুচ্চৈর্ধ্বনিঃ' — অভিধা° ১৪০৯ ॥ বো·রো° ॥

অত্যুচ্ছ্রিত — [অতিশয়িত উচ্ছ্রিত (উন্নত) প্রাদিস°] বিণ, অত্যন্ত উন্নত।

অত্যুৎকট—[প্রাদিস°] বিণ, অতিশয় উগ্র, অতিশয় তীব্র, অতি নিদারুণ। ২ অতি মহান্, অতি গুরু, অতিশয়।—হিতোপ° ১. ৮৪ ॥ বো·রো° ॥

অত্যুৎকণ্ঠা—স্ত্রী°, অত্যন্ত চিন্তা, উদ্বেগ বা ভাবনা।

অত্যুৎকৃষ্ট—অতি উত্তম, খুব ভাল।

অত্যুৎসাহ—অত্যধিক কর্মক্ষমতা।—সুশ্রু° ২. ৫৪১. ১৮ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অত্যুত্তম—বিণ, অতি উৎকৃষ্ট, খুব ভাল।

অত্যুত্তর—[অতিশয়িত উত্তর—প্রাদিস°] ক্লী°, সিদ্ধান্ত, যে মীমাংসা উত্তরকে অতিক্রম করিয়াছে।

অত্যুদার—অত্যধিক সরল ॥ মনি° ॥

অত্যুদীর্ণ—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, দুষ্ট শিরার ব্যাধি-বি°। তীক্ষ্ণ মহামুখ শস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ শিরাকে অত্যুদীর্ণা বলে। 'তীক্ষ্ণমহামুখশস্ত্রবিদ্ধা অত্যুদীর্ণা'।—সুশ্রু° শা° ৮. ৫৩।

অত্যুপধ—বিণ, সুপরীক্ষিত।

অত্যুমশা,-মসা—অব্য, উৎাদিগণমধ্যে ধৃত হিংসার্থক অব্যয়।

অত্যুল্বণ—[প্রাদিস°] বিণ, ১ অতি মহান্। ২ অত্যুচ্চৈঃ। 'অত্যুল্বণো নাদঃ পূরয়ামাস তদ্বনম্'—রা° (গো°) ৩. ৩০ ২৯ ॥ বো-রো° ॥

অত্যুষ্ণ—[স্ত্রী— -া] বিণ, অতিশয় গরম।

অত্যূর্মি — [অতি+ঊর্মি—প্রাদিস°] বিণ, বুদ্বুদান, টগ্‌বগানি। 'অত্যূর্মির্মৎসরো মদঃ সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি'—ঋ° ৯. ১৬. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অত্যূহ—[অতি+উহ (তর্ক) + অন্‌ ক] ১ অতিশয় বিতর্ক। ২ দাত্যূহ নামক পক্ষিবি°। ইহাকে চলতি কথায় ডাহুক বা ডাকপাখী বলে।—চরক° সূ° ২৭. ৩৬। ~া—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, নীল শেফালিকা ॥ মে° ॥ নীল পুষ্পনিসিন্দা, যে নিসিন্দার পুষ্প নীলবর্ণ। [নিসিন্দা দ্র°]।

অত্র—[স° অত্র > প্রাদে° বা° এথা, হেথা। তু° ইং at, এ্যা-স্যাক্স° aet, গথ° আইস° ডেন° সুইস° at ; এতদ্+ত্র (ত্রল্)—৭-মী স্থানে।—পা° ৫. ৩. ৫] ১ এই স্থানে, এখানে 'অত্র বা অন্নং প্রতিতিষ্ঠতি'—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৪. ২৮; 'অত্রেব পরিব্যয়তি'—ঐ, ৩. ৭. ১. ১৯; 'ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি'—মনু° ৩. ২৩৫ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥ ২ এই বিষয়ে। 'অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্'—হিতোপ° ১৯. ২২; 'অলং প্রযত্নেন তবাত্র'—রঘু° ৩. ৫০ ॥ বো·রো° আপ্° ॥ ৩ সেই সময়ে, তখন। 'অত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু'—ঋ° ১০. ১৮. ১৩; 'দেবো নো অত্র সবিতা স্বর্থং প্রাসাবীৎ'—ঋ° ১. ১২৪. ১ ॥ বো·রো° ॥ ৪ ইহাতে। 'অত্র (পুত্রে) খলু মে বংশ-প্রতিষ্ঠা'—শকু° ১. ১৩। ৫ রাক্ষস, ভক্ষক। 'যা ন উপেযে অত্রৈঃ—ঋ° ১. ১২৯. ৮; 'অপাদত্রম্'—ঋ° ৫. ২২. ৮ ॥ বো-রো° ॥ ৬ যজ্ঞীয় হবিঃ, ভোজ্য। 'অত্রাণাস্মৈ পড্ভিঃ সং ভবন্তি'—ঋ° ১০. ৭৯. ২ ॥ বো-রো° ॥ ৭ রক্ষাকারী নহে এমন, অন্যকে ত্রাণ করিবার অযোগ্য ক্ষত্র। 'ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্রক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি।'—বৃহ-উ° ৫. ১৩. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ৮ (বাঙ্‌লায়) এই অর্থে সপ্তম্যন্ত বিশেষণরূপে প্রয়োগ। অত্র পত্রে, অত্রকুশল ই°। ~ত্য—[অত্র+ত্য (ত্যপ্) তত্র ভব অর্থে; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ এই স্থানের, এই দেশের, এই স্থান-সংক্রান্ত। ২ অত্রজাত। ~দঘ্ন—[অত্র+ দঘ্ন] বিণ, এতটুকু উচ্চে যে পৌঁছিয়াছে, ইহার ন্যায় উচ্চতাবিশিষ্ট।—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৪. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ ~প—[ন ত্রপা যাহার —বহু°] বিণ, যাহার লজ্জা নাই, নির্লজ্জ, বেহায়া। 'স্ত্রী চাত্রপা'—পঞ্চত° ১. ৪৭২ ॥ বো·রো° ॥ ~বঃ—অত্রবস্] অব্য, গত বৎসরের পূর্ব বৎসর year before last ॥ আপ্° ॥ ~ভবান্—[মূ°-অত্রভবৎ; অত্র+ভবৎ ১মা ১ব স্ত্রী— -বতী] বিণ, ১ ইনি। ২ (নাটকে) পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য ॥ অভিধা° শব্দ° ॥ ৩ আপনি। ~য়ঃ—অত্রিকুলোদ্ভবগণ। সাধারণতঃ এই বহু-বচনান্ত পদ ঋগ্বেদে সূক্তের শেষ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়।—Vedic Myth. 145. ~ যোগ—অতি দুর্যোগ, অত্যন্ত গোলযোগ, বিশৃঙ্খল। ~স্ত—বিণ, অভীত, ত্রাসহীন। —স্থ—[মূ°-অত্রত্য] বিণ, এখানে স্থিত, এই স্থানের, এখনাকার, এই জায়গায়। ~স্নু —ভয়শূন্য, নির্ভীক।—শ-ব্রা° ১. ৯ ১. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~াস — ১ [নঞ্‌তৎ] ভয়ের অভাব। ২ [বহু°] বিণ, যাহার ভয় নাই, নির্ভীক। ~ায়নি—অঙ্গিরোবংশের এক গোত্রকার।

অত্রঞ্জি খের—প্রাচীন নগরের ধ্বংসা-বশেষ। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত এটা জেলায় কালী নদীর পশ্চিম-দিক্‌স্থ (দক্ষিণ) তীরে এই স্তূপ অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪০´ উ°; দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫´ ১৫´´ পূ°। ইহা সোরোন্ হইতে ৭॥০ ক্রোশ ও কর্সান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এটা হইতে চার ক্রোশ উত্তরে এবং সঙ্কীস হইতে ২১॥০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আইন-ই-অক্‌বরীতে অত্রঞ্জি কান্যকুব্জের

একটী পরগনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; তথায় ইহার নাম 'সিকন্দরপুর অত্রেজি'। কিন্তু সিকন্দরপুরের বর্তমান নাম 'সিকন্দরাবাদ' এবং ইহা কালী নদীর বাম তীরে অত্রঞ্জির ঠিক বিপরীত দিকে একটী গ্রামমাত্র। তবে অকবরের সময় সিকন্দরাবাদ ও অত্রঞ্জি যে একই পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

জেনারেল ক্যানিংহামের মতে, চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'পিলোথন' (জুলিয়েনের মতে 'বীরসন' ও ওয়াটার্সের মতে 'ভিলসন') নামে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বর্তমান অত্রঞ্জি খেরের ধ্বংসস্তপ। সহরারের নিকট য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পিলোথনে আসিয়াছিলেন। [পিলোথন দ্র°]

অত্রঞ্জি খেরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্থে ৩২৫০ ফুট এবং উহার পরিধি এক ক্রোশের অধিক। ধ্বংসাবশেষের সর্বোচ্চ স্থান ৪৪½ ফুট। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষে মাত্র প্রাচীর-সমূহের অধিষ্ঠান ও প্রভূত ইষ্টকস্তপ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু স্থাপত্য-নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রাপ্ত অনেক প্রস্তরমূর্তিতে ও বৃহৎ ইষ্টকখণ্ডে শিল্প-নিদর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটী প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। ধ্বংসস্তপের মধ্যে একটী শিব-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে পাঁচটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ধ্বংসস্তপটী সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-স্থাপত্যের নিদর্শন। জনশ্রুতি যে, বর্তমান ধ্বংসস্তূপ রাজা বেণের রাজধানী ছিল। তবে ১১৯৬ খ্রী° শাহ্বুদ্দীন ঘোরী রাজা বেণকে পরাজিত করিয়া যে তাঁহার রাজধানী ও দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এক্ষেত্রে ইহাকে রাজা বেণের রাজধানী বলিয়াও অনুমান করা যাইতে পারে।

[S N. Majumdar (ed.) : Cunningham's Ancient Geography of India, Cal. 1924, 417-23, 705 ; Samuel Beal : Buddhist Records of Western World, i. 201-2 ; Julien : Hiouen Thsang, ii. 235 ; Watters : Yuang Chuang]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অত্রাফ্-ই-বল্দ— হায়দরাবাদ-রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। হায়দরাবাদ-রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। চতুঃসীমা : উত্তরে মেদক ও এল্গন্দল জেলা, দক্ষিণে মহ্বুব্নগর জেলা, পূর্বে নলগোন্দ জেলা, পশ্চিমে গুল্বর্গ জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে বিদর জেলা। অক্ষা° ১৬° ৩০´ হইতে ১৮° ২০´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ৩০´ হইতে ৭৯° ৩০´ পূ°। এই জেলাকে হায়দরাবাদের 'সর্ফ্-ই-খাশ' (অর্থে 'মুকুট') জেলাও বলা হইয়া থাকে। হায়দরাবাদ শহর (রাজধানী) এই জেলারই অন্তর্গত, এজন্য এই জেলাকে 'শহরের শহরতলী'ও বলা হয়।

জেলার অধিকাংশই পর্বতময় এবং প্রবণতা পশ্চিম হইতে পূর্বে এবং দক্ষিণ পূর্বে। রাজকোন্দ গিরিশ্রেণী সর্বাধিক গভীর অরণ্যপূর্ণ, ইহা অম্বরপৎ তালুকের পীপলপাদ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়া নলগোন্দ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তগিরি নামক গিরিশ্রেণী মহ্বুব্নগর জেলা হইতে আরম্ভ হইয়া পৎলূর তালুকে প্রবেশ করিয়াছে এবং উহা 'নিজাম স্টেট রেলওয়ে' অতিক্রমপূর্বক উহার উত্তরাভিমুখে প্রসারিত। বিকারাবাদ হইতে ধারুর পর্যন্ত স্টেট রেলওয়ে এই গিরিশ্রেণীর সমান্তরালভাবে গিয়াছে। এই গিরিশ্রেণীর অধিকাংশই মাকড়া পাথরের। অনন্তসংলগ্ন গ্রানাইট্ পাহাড় সর্বত্রই দেখা যায়। হায়দরাবাদ শহরের চতুর্দিক্ এইরূপ পাহাড়ে বেষ্টিত। এই পাহাড়গুলি ২০০ হইতে ৩০০ ফুট উচ্চ এবং উহাদের মধ্যে মৌলা অলী, গোলকুণ্ডা পাহাড়, ত্রিমুলঘেরীর কৃষ্ণপ্রস্তরের পাহাড় অন্যতম।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী 'মুসি'। এই নদী জেলার তিনটী তালুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি অনন্তগিরিতে শিবরেড্ডিপতের নিকট। ইহা একরূপ পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হায়দরাবাদ শহর ও উহার উত্তর শহরতলী চাদরঘাটের মধ্য দিয়া নলগোন্দ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। জেলার উত্তর-পশ্চিমভাগে অসফ্নগর তালুকে দুইটী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া মানজ্র নদ প্রবাহিত। অন্যান্য ক্ষুদ্র নদনদী—পশ্চিমে মুসির উপনদী 'সকলবানি', পশ্চিমে মানজ্রের উপনদী 'হলদি' এবং জকল তালুকে উহার অপর একটী উপনদ 'দেও'।

গ্রামসংখ্যা (জায়গীর-সমেত) —১৯১১ খ্রী° ৯৫৭, ১৯২১ খ্রী° ৯৪৩ এবং ১৯৩১ খ্রী° ৯৩২। আয়তন—৩,৩৯৯ বর্গমাইল (হায়দরাবাদ শহরের ২৬ বর্গমাইল সমেত)। হায়দরাবাদ-রাজের খাশ ভূমির পরিমাণ ২,০৪০ বর্গমাইল, অবশিষ্ট ১,৩৩৩ বর্গমাইল জায়গীর। এই জেলা (জায়গীর ব্যতীত) ৫টী প্রধান ও ১টী ক্ষুদ্র তালুকে বিভক্ত; সেগুলি—মেদচল (২৭৯ বর্গমাইল), অসফ্নগর (২৯০ বর্গমাইল), অম্বরপৎ (৫৬০ বর্গমাইল), শাহাবাদ (৫০২ বর্গমাইল) ও পৎলূর (৫২২ বর্গমাইল) এবং ক্ষুদ্র তালুক জকল (৮৭ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা—১৮৮১ খ্রী° ৩৫৫,৭৮৭, ১৯০১ খ্রী° ৪২০,৭০২, ১৯২১ খ্রী° ৪৯৭, ৪৯৮ এবং ১৯৩১ খ্রী° ৪৯৯,৬৬১। ১৯২১—৩০ খ্রী° জন্ম—৩০,২০৪ এবং মৃত্যু—৫৮,৫২১। বাহির হইতে আগত ১৯২১ খ্রী° ৪,৩৩০ এবং ১৯৩১ খ্রী° ৩,০২৭। জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন হিন্দু; ইহারা তেলেগু-ভাষী। অধিবাসীর অধিকাংশ কাপুসম্প্রদায়-ভুক্ত জাতি। অন্যান্য জাতিসমূহ—ব্রাহ্মণ, কোমতি (বণিক্), গোল্ল (মেষপালক), গৌন্দল (তাড়ী সংগ্রহক) ও সাল (তাঁতী) নীচ জাতিসমূহের মধ্যে বৈর (গ্রাম্য নীচ সম্প্রদায়) ও চামার। চাষী সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৩ জন। ১৯০১ খ্রী° পর্যন্ত বাৎসরিক গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৩৩˝ এবং ১৯৩০ খ্রী° পর্যন্ত ২১° ৩৮˝।

নিম্ন জঙ্গলসমূহে চিতাবাঘ, ভল্লুক, মৃগাদন (hyena) এবং কখন কখনও ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে কৃষ্ণসারের সংখ্যা অত্যধিক। হায়দরাবাদ শহর হইতে ১২ ক্রোশ পর্যন্ত এই জঙ্গল খাশ নিজাম-সরকারের জন্য রক্ষিত। তিতির পাখী, ভারুই ও বন্য পারাবত সর্বত্রই দেখা যায়। শীতকালে জলাশয়ে ও ধান্যক্ষেত্রে

বনাহংস, বালিহাঁস ও কাদাখোঁচা পাখীর প্রভৃত আবির্ভাব হইয়া থাকে।

অসংখ্য জলাশয় ও নদ-নদীর জন্য জলবায়ু সাধারণতঃ আর্দ্র থাকে এবং বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অক্টোবর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইয়া ওঠে।

রেলপথ—'নিজাম স্টেট রেলওয়ে' এবং 'হায়দরাবাদ-গোদাবরী ভ্যালী রেলওয়ে'। ছয়টী প্রধান পথ—হায়দরাবাদ হইতে (শম্সাবাদ হইয়া) মহ্বুব নগর — ২২॥০ ক্রোশ; হায়দরাবাদ হইতে (বীবীনগর হইয়া) ভোঙ্গীর্—১৪ ক্রোশ; হায়দরাবাদ হইতে নল্গোন্দ—৪০ ক্রোশ; হায়দরাবাদ হইতে মেদ্চল—১৭ ক্রোশ; হায়দরাবাদ হইতে (লিঙ্গম্পল্লি হইয়া) পতন্চেরু—৮ ক্রোশ; ধারুর্ হইতে বিদর জেলাস্থ কোহির—১২ ক্রোশ।

কৃষি ও শিল্প—অগ্রাফ্-ই-বল্দ জেলার অধিকাংশ ভূমিই বালুময়। এই বালুময় ভূমি খরীফ্ বা বর্ষাকালীন চাষের বিশেষ উপযোগী, অর্থাৎ জোয়ার, বাজ্র, রাগি ও জনার এই সময় উৎপন্ন হয়। রবিশস্যের মধ্যে শ্বেত-জোয়ার, তুলা ও তিসি কৃষ্ণমাটির ক্ষেত্রে ও মাকড় ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেখানে জল পাওয়া যায়, সেখানে মাকড় ভূমি উষ্ঠান-চাষের বিশেষ অনুকূল। নদীর উপত্যকা ও পাহাড়ের সানুদেশ সাধারণতঃ উর্বর। বন ও চাষের অনুপযোগী ভূমিপরিমাণ ১,৪৮০ বর্গ-মাইল। ১৯৩১ খ্রী° আদমসুমারীতে এই জেলায় চাষের যে শতকরা হিসাব পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—জোয়ার ২৪'০, চাউল ৩'৮, গম ০'১, বাজ্র ১১'৫, ডাইল ৪'৯, তুলা ০'৪, রেড়ী ৫'৯, বাদাম (ground nut) ০'৩, অন্যান্য তৈলবীজ ৩'১ এবং অন্যান্য শস্য ৪৫'৬। কৃষির উপযোগী ক্ষেত্রের পরিমাণ শতকরা ৮৫'১, তন্মধ্যে শতকরা ৭১'৪ ভূমিতে চাষ হইয়াছে। যে ভূমি চাষ করা হয়, তাহার শতকরা ৬'৪ ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। রায়ত-পদ্ধতির দ্বারা প্রজাস্বত্ব গৃহীত হইয়া থাকে।

— জলের দ্বারা চাষই বিশেষভাবে করা হইয়া থাকে। চাষের জন্য মূসি নদী হইতে খাল কাটিয়া বড় বড় জলাশয়ে জল আনা হইয়াছে। এই সমুদয় জলাশয় হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হয়। এইরূপ জলাশয়ের মধ্যে হুসেনসাগর অন্যতম। মূসিতে বাঁধ দিয়াও চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খালসমূহ হইতেও জলসেচন করা হয়। এতদ্ব্যতীত বহু ছোট-বড় জলাশয় (কুন্ত) ও দুই সহস্রের অধিক কূপ হইতে সেচের কার্য করা হইয়া থাকে।

কঙ্কর নামক গ্রন্থিবিশিষ্ট চূণাপাথর, 'বেসল্ট' ও 'গ্রানাইট্' ভিন্ন এই স্থানে এমন বিশেষ কোন ধাতু পাওয়া যায় না, অর্থ নৈতিক দিক্ দিয়া যাহার কিছু মূল্য আছে। অম্বরপৎ তালুকের অন্তর্গত চন্দূর ও কাপর্তি নামক স্থানে অশোধিত সাজিমাটি বা 'কার্বনেট অফ্ সোডা' পাওয়া যায়। পৎলূর তালুকে চূণা-পাথরের পাত তৈয়ারী হয়, ইহাকে 'শাহাবাদ পাথর' বলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই তালুকে স্বর্ণ গৈরিক বা রক্তোপল এবং খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। চন্দূরে শাড়ী ও রুমাল নির্মিত হয়। অসফ্নগরের তামা ও পিতলের পাত্রাদি খুব উন্নত ধরণের। জলবহন ও জূতার জন্য চামারগণ চামড়া শোধন করিয়া থাকে।

শাসনকার্য—অগ্রাফ্-ই-বল্দ জেলা সর্ব-সমেত তিনটী মহকুমায় (Sub-division) বিভক্ত। এই তিনটী মহকুমা তিন জন তালুকদারের অধীন। মেদ্চল ও জূকল তালুক লইয়া গঠিত মহকুমা দ্বিতীয় তালুক-দারের অধীনে রক্ষিত। দ্বিতীয় মহকুমা পৎলূর ও অসফ্নগর তালুক লইয়া গঠিত এবং উহা তৃতীয় তালুকদারের অধীন। অবশিষ্ট দুইটী তালুক অম্বরপৎ ও শাহাবাদ লইয়া তৃতীয় মহকুমা গঠিত এবং উহা প্রথম তালুকদারের অধীন। এই প্রথম তালুকদার আবার সাধারণভাবে তাঁহার নিম্ন কর্মচারি-বৃন্দের কার্য পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক তালুক এক এক জন তহশীলদারের অধীন, মাত্র জূকল তালুক এক জন নায়েব তহশীলদারের অধীনে রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম তালুকদারের বিচার-সহকারী জেলা সিভিল কোর্টের সভাপতি। প্রথম তালুকদার স্বয়ং 'নাজিম-ই-দীৱানি' (civil judge)। বিচার-সহকারী মামলার তদন্ত করিয়া বিচারের রায় দিবার জন্য উহা প্রথম তালুকদারের নিকট পেশ করেন। নিম্ন সিভিল কোর্টগুলি তহশীলদার-দিগের অধীন। প্রথম তালুকদারই জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার বিচার-সহকারীও এক জন যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেট। মুখ্যনিবেশসমূহ হইতে প্রথম তালুকদারের অনুপস্থিতিতে তিনি বিচার করিয়া রায়ও দিতে পারেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালুকদারের ক্ষমতা দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তহশীলদারদিগের ক্ষমতা তৃতীয় শ্রেণীর। প্রথম তালুকদারই পুলিশ-বিভাগের প্রধান কর্তা। এক জন 'মোহ্তমিন্' বা পরিদর্শক তাঁহার কার্যকরী কর্মচারিরূপে কার্য করিয়া থাকেন। সমগ্র পুলিশ-বিভাগের কার্য ইনি পরিদর্শন ও পরিচালন করেন। এই জেলায় কোন বন্দিনিবাস নাই। বন্দীদিগকে হায়দরাবাদ শহরে কেন্দ্রীয় বন্দিনিবাসে প্রেরণ করা হয়। অবশ্য অসফ্নগর ও অম্বরপৎ ব্যতীত অন্যান্য তহশীল-কেন্দ্রে ছোট ছোট হাজত আছে।

ইতিহাস—পূর্বে এই জেলা বারঙ্গলের কাকতীয়-রাজ্যের (১১৫০—১৩২৫ খ্রী°) অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রী° ১৪শ শতকে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-প্রভাব বিস্তৃতির সময় ইহা মুসলমান-শাসনাধীনে আসে। সুলতান মহ্মূদ শাহ্ বহ্মনির রাজ্যকালে তেলিঙ্গানার শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৫১২ খ্রী° স্বাধীন নৃপতি হইয়া সুলতান কুলী কুত্ব্ শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ-জেবের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কুত্ব্শাহী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রী° ১৮শ শতকের প্রারম্ভ-কালে ইহা নবগঠিত হায়দরাবাদ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়—গোলকুণ্ডা দুর্গ। ইহা মুহম্মদনগর নামেও পরিচিত। হায়দরাবাদ শহর হইতে আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে ইহা

অবস্থিত। ইহা কুত্ব্শাহী নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। দুর্গের বাহিরে উত্তর দিকে কুত্ব্শাহী নৃপতিগণের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান স্থাপত্য-কলার বিশেষ নিদর্শন। হায়দরাবাদ শহরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে মৈসরম্ নামক স্থানে কয়েকটী হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। গোলকুণ্ডার পতনের পর সম্রাট্ আওরঙজেব এই মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-স্থাপত্যের এগুলি সুন্দর নিদর্শনস্বরূপ। প্রায় আড়াই শত বর্ষ পূর্বে একটী হিন্দু মন্দিরের উপকরণাদি লইয়া নির্মিত একটী সুন্দর মস্জিদ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শহরের ও শহরতলীর প্রাসাদ-সমূহ আধুনিক। [হায়দরাবাদ দ্র°]

[IG, vi. 125-30 ; CI, Hyderabad State, 1931]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অত্রার—শহর-বি°। তবক.ৎ-ই নাসিরীতে উল্লিখিত ফরব্ প্রদেশের রাজধানী। তীমূর-লঙ্ তাঁহার আত্মজীবনী 'মল্ফুজ.াৎ-ই তীমূরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অভিযানকালে তিনি এই শহরে আসিয়াছিলেন। চিঙ্গিজ. খাঁর বুখারা-জয়ের চারি বৎসর পরে ১২২৩ খ্রী° (৬২০ হি°) খ্বাহ্রিজ.ম্ শাহ্ এই শহর অবরোধ করেন।

[EHI, iii. 394 ; TN, 932, 969]

অত্রি$_1$—[অদ্+ত্রি (ত্রিণ্)—ক] ১ সপ্তর্ষির অন্যতম [অত্রি$_2$ দ্র°]। ২ ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা [অত্রি$_3$ দ্র°]। **~চতুরহ**—যজ্ঞ-বি°। অত্রি ইহার সূচনা করেন।—কা-শ্রৌ° ২৩. ২. ১২ ॥ বো-রো° ॥ **~চাতুরাত্র**—যজ্ঞ-বি°। অত্রি ইহার সূচনা করেন।—তৈ-স° ৭. ১. ৮। **~জ**—১ অত্রিপুত্র দুর্বাসা।—পদ্মপু° উ° ২০৫. ২৮। ২ আত্রেয়।—চরক° ১. ৩। **~জাত**—(অত্রিপুত্র বলিয়া) চন্দ্র ১ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ২ দ্বিজন্মা ॥ ত্রিবিক্রমভট্ট, শব্দ° ॥ **~দৃক্**—[মূ°-দৃশ্] অত্রিনেত্র, অত্রিঋষির চক্ষু ॥ অভিধা° বো-রো° ॥ **~দৃগ্জ**—[অত্রিদৃশ্ (অত্রি+√দৃশ্)+জন্—ড] চন্দ্র ॥ অভিধা° ১০৫, বো-রো° ॥ **~নেত্রজ**—[অত্রিনেত্র+√জন্—ড] ১ চন্দ্র ॥ জটা° শব্দ° ॥ ২ অত্রির নেত্রজল-জাত। ৩ এক (১) এই সংখ্যা। **~নেত্রপ্রভব**—[অত্রিনেত্রজ দ্র°]। **~নেত্রপ্রসূত**—চন্দ্র ॥ অভিধা° ১০৫; হলা° শব্দ° ॥ **~নেত্রভব**—[অত্রিনেত্রজ দ্র°]। **~নেত্রভূ**—[অত্রিনেত্র+√ভূ+ক্বিপ্—ক] চন্দ্র ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৮৪ ॥ **~ভারদ্বাজিকা**—স্ত্রী°, অত্রি এবং ভারদ্বাজ-বংশ্য স্ত্রী-পুরুষের মিলন বা বিবাহ ॥ শব্দরত্না° শব্দ° বো-রো° ॥ **~বৎ**—ক্রি-বিণ, অত্রির তুল্য, অত্রির ন্যায়। 'অত্রিবৎসুতে রণ' — ঋ° ৫. ৫১. ৮ ; 'অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানং' — ঋ° ৫. ৪. ৯ ॥ বো-রো° ॥

অত্রি$_2$ — ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে অন্যূন চল্লিশবার একবচনে 'অত্রি' এবং অত্রি-বংশীয় ঋষিগণ অর্থে বহুবচনে 'অত্রয়ঃ' পদের উল্লেখ আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও বিশ্বে-দেবগণের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের বহু সূক্ত মহর্ষি অত্রি-কর্তৃক ঈরিত। মনুর ন্যায় অত্রিও লোকপিতৃগণের অন্যতম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।—ঋ° ১. ৩৯. ৯। মহর্ষি অত্রি বৈদিক পঞ্চজাতির ('পঞ্চজনে'র) অন্তর্গত ছিলেন।—ঋ° ১. ১১৭. ৩।

অত্রিশব্দের নিরুক্তি—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩. ১৩. ১০) একটী আখ্যায়িকা আছে—দেবগণ প্রজাপতির রেতঃ অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন···মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর তাহা কঠিন করিয়াছিলেন। সেই রেতোমধ্যে যে অংশ প্রথমে উদ্দীপ্ত হইল তাহাই আদিত্য হইল। দ্বিতীয় যে অংশ ছিল, তাহা ভৃগু হইল। বরুণ সেই ভৃগুকে গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য তিনি বারুণি ভৃগু। যে তৃতীয় অংশ দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্য হইল। অবশিষ্ট সমস্ত দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়াছিল। তাহা হইতে অঙ্গিরোগণ হইলেন। ইত্যাদি। ইহারই অনুরূপ একটী আখ্যায়িকা শতপথ-ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৫. ১৩) অত্রির উৎপত্তি-সম্বন্ধে পাওয়া যায়। 'তদ্বৈতদ্দেবাঃ। রেতঃ (বাচঃ সকাশাৎ পতিতং গর্ভং) চর্মম্বা যস্মিন্ বা বভ্রুস্তদ্ধ স্ম পৃচ্ছন্ত্যত্রেব ত্যাঽদিতি ততোঽত্রিঃ সম্বভুব।'—শ-ব্রা° ১. ৪. ৫. ১৩। যাস্ক (নি° ৩. ১৭) এই দুইটী আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, অগ্নির অর্চি হইতে প্রথমে ভৃগু উদ্ভূত হন। তারপর অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং তৃতীয়তঃ সেই একই স্থান হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইলেন।—'অত্রৈব তৃতীয়মৃচ্ছতীত্যূচুস্তস্মাদত্রিঃ, ন ত্রয় ইতি'।—নি° ৩. ১৭ (শ-ব্রা° অত্রেব ত্যাদিতি—১. ৪. ৫. ১৩)। যাস্কের এই ব্যুৎপত্তি হইতে কেহ কেহ অত্রির অর্থ করিয়াছেন—'অত্রয়ঃ ত্রিভিঃ কামক্রোধলোভদোষৈঃ রহিতাঃ' অথবা 'অবিদ্য-মানত্রিবিধদুঃখাঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন— 'আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদ-ভিন্নাস্ত্রিবিধা দুঃখানুভবা যস্য ন বিদ্যতে সঃ'। যাস্ক অত্রির অন্য অর্থও করিয়াছেন—'অত্রি-মগ্নিরন্তরৌষধিবনস্পতিষ্বপ্সু তম্' — নি° ৬. ৩৬। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪. ৫. ২. ২) অন্যত্র 'যিনি অন্ন ভক্ষণ করেন তাঁহাকে অত্রি' বলা হইয়াছে। — 'বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি'। সম্ভবতঃ এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য কেহ কেহ √অদ্+ঔণাদিক ত্রিপ্ প্রত্যয় করিয়া অত্রি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন ['অদেস্ত্রিনিশ্চ' — উণা° ৬. ৬৬। অত্র চকারাৎ ত্রিবন্নুবর্ততে। তেনাদ্ধাতোস্ত্রিপ্]। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতও এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও একবার মাত্র (২. ৮. ৫) এই অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়।

অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে ॥

অর্থাৎ শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থসকল বর্ধিত হইয়াছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন। এখানে অগ্নি শব্দের বিশেষণরূপে 'অত্রি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, অত্রি শব্দটী হব্যভুক্ অর্থে অগ্নিকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে ইহাতে ঋষিত্ব আরো-

পিত হইয়াছে। এই অনুমান সমর্থনযোগ্য নয়। অত্রি শব্দের অর্থ হব্যভুক্ হইতে পারে এবং অশ্বিদ্বয়-কর্তৃক শতদ্বার যন্ত্রগৃহ হইতে অগ্নির উদ্ধার (৭. ৭৮. ৪ ; ১০. ৮০. ৩) কাল্পনিক রূপক হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা যে কোন ঋষিবিশেষের নাম হইতে পারে না, একথা স্বীকার করা যায় না। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের কয়েকটী সূক্তের ঋষি স্বয়ং অত্রি এবং এই মণ্ডলের অপর সকল সূক্তের ঋষি তাঁহার কোন না কোন অপত্য। অত্রির কন্যা অপালা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের অন্যতম উদ্দিষ্টা। অত্রি যে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ অগস্ত্য ঋষির ন্যায় অত্রির কার্যও যে বহু স্থানব্যাপক, সে-সম্বন্ধেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত তাঁহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। চীনদেশেও অত্রির উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থাদি ভারতীয় ইতিবৃত্তের প্রধান উপাদান। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে অত্রির কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অত্রি বা অগস্ত্য রামায়ণ অথবা মহাভারতের সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারেন না বলিয়া অনেকে অত্রি অথবা অগস্ত্যের আখ্যান-গুলিকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু গোত্র-পিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান ছিল, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন। [অগস্ত্য দ্র°]

ঋগ্বেদে অত্রি—অত্রি ঋষিকে অসুরগণ মায়াদ্বারা রচিত শতদ্বার যন্ত্র-গৃহে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। অত্রি সেই সময়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ও তাঁহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঋ° ১. ১১৭. ৩ ; ১. ১১৬. ৮ ; ১. ১১২. ৭ ; ৫. ৭৮. ৪ ; ১০. ৮০. ৩)। ইন্দ্রও অত্রিকে পথ দেখাইয়া দস্যুদিগের মায়া হইতে উদ্ধার করেন (ঐ, ১. ৫১. ৩ ; ৮. ৩৬. ৬)। অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়া-ছিলেন (ঐ, ৭. ৭১. ৫)। যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, কণ্ব প্রভৃতি ঋষিকে অগ্নি রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০. ১৫০. ৫)। অশ্বিদ্বয় হিমদ্বারা দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়া তাঁহাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১৬. ৮)। অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পথ দেখাইয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১২. ১৬)। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষিকে অশ্বিদ্বয় তাঁহার ভ্রাতৃব্যগণ-কর্তৃক বদ্ধ পেটিকা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঐ, ৫. ৭৮. ৫-৯)। অশ্বিদ্বয়-কর্তৃক অত্রির জন্য রক্ষাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল ; সপ্তবধ্রির কথা ঋগ্বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায় (ঐ, ৮. ৭০. ৯ ; ১০. ৩৯. ৯)। ঋগ্বেদের এক স্থলে (১. ১১২. ৭) অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিতে বলা হইয়াছে—

'যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং
তপ্তং ঘর্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে'।

অর্থাৎ, যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান্ ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে……ইত্যাদি।

সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—অসুরগণ অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়াছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল জলদ্বারা সে অগ্নি নিবাইয়া দিলেন। যাস্ক এই উপাখ্যানটী একটী উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থে অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে, হব্যভুক্)। সূর্য-কিরণতপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাকালের বৃষ্টিদ্বারা পুনরায় উত্তেজিত হয়।

অন্যত্র আছে (ঐ, ১০. ১৪৩. ১-৩), অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনর্যৌবন দান করেন।

ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো নবং ॥ ১ ॥
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃঢ়ং গ্রন্থিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥ ২ ॥
—১০. ১৪৩।

হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে যে, তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্যস্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্র-গামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া-ছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে দেখা যায়, অত্রি মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন। স্বর্ভানু নামক দৈত্যের দ্বারা যন্ত্র-সূর্য আচ্ছন্ন হইলে তিনি নিজের জ্যোতিঃদ্বারা অন্ধকার দূর করেন ও চন্দ্র-সূর্যকে স্বস্থানে স্থাপন করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৪. ৩. ৪. ২১) ও অথর্ব-বেদেও (১৩. ২. ৪. ১২-৩৬) ইঁহার উল্লেখ আছে। বেদে রাহুর কথা নাই ; পরন্তু পুরাণে স্বর্ভানু রাহুর একটী নাম। সুতরাং উক্ত সূক্তে সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণেরই কথা বলা হইয়াছে।

অত্রি বলিতেছেন—হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া-ছিল, নিজ স্থান-নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটী ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন।

[সূর্য বলিতেছেন] হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকারদ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্রও সত্যপরায়ণ ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর।

তখন সেই ঋত্বিক্ (অত্রি) সূর্যকে

উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন—তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রির পুত্রগণই অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হন নাই।—ঋ° ৫. ৪০. ৫-৯।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণকালে কোনরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত বা এই সূক্তদ্বারা ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করা হইত। অত্রিই এই সূক্তের ঋষি। অত্রি ও অত্রিপুত্রগণই এই সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া স্বর্ভানুর (রাহুর) মায়া হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে মুক্ত করিবার কথা ঋক্‌গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, অত্রি 'বাক্' হইতে উৎপন্ন (১. ৪. ৫. ১৩) এবং অত্রি ও বাক্ অভিন্ন (১৪. ৫. ২. ৫)।

রামায়ণ ও মহাভারতে অত্রি—রামায়ণে অত্রি সপ্তর্ষির (সপ্ত নক্ষত্র) অন্যতম, এবং অত্রিকে সেখানে উত্তর গগনে অবস্থিত বলা হইয়াছে (রা° ৭. ১. ২ই°)। তিনি অন্যতম মহর্ষি (মহা° ৩. ২৮১. ১৪; ৫. ১১৬. ৪৬; ১৩. ৬. ৩৭)। আঙ্গিরস, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিবংশের সহিত আত্রেয় বংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (মহা° ৩. ২৬. ৭)। অত্রিকে একস্থানে উশনার (শুক্রের) পুত্র বলা হইয়াছে। (মহা° ১. ৬৫. ৩৬; ৬৬. ৪১ ই°)। দুর্বাসা মুনি অত্রির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত (রা° ১. ২৫. ২১)। কুবেরের সপ্তর্ষির মধ্যে অত্রি এক জন (মহা° ৫. ১১১. ১৪; ১৩. ১৫১. ৩৮)। অত্রিকে ব্রহ্মার পুত্রও বলা হইয়াছে (ঐ, ১৩. ৬৮. ১)। তিনি সোমের (চন্দ্রের) পিতা, এজন্য তাঁহাকে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ বলা হয় (ঐ, ১. ১৪৪. ৪ই°; ১২. ২০৮. ৯; ১৩. ১৫৫. ১২)। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের অন্যতম (রা° ১. ৫. ৯)। সূর্য অস্ত গেলে যে সপ্তর্ষি পৃথিবী আলোকিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্রি এক জন (মহা° ১২. ৩৩৬. ২৭ই°; ১. ১২৩. ৫০; হরি° হরি° ৭. ৭-৮)। অত্রি হইতে অগ্নির উৎপত্তি (মহা° ৩. ২২২. ২৮)। অত্রি নিমি রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম নিমিকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দেন (ঐ, ১৩. ৯১. ২০)। রাহু শরদ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে বিদ্ধ করিলে অত্রি সূর্য ও চন্দ্র হইয়া আলোক দান করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩. ১৫৭. ৮ই°)। তিনি সমুদ্রতল পাইবার জন্য শতবর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করেন (ঐ, ১. ২১. ১৩)। দেহতত্ত্বে তিনি পারদর্শী ছিলেন (ঐ, ১২. ২১৪. ২৩।

অত্রিঋষি কুলপতি। পত্নী অনসূয়ার অনুরোধে তিনি বেণপুত্র পৃথুর যজ্ঞে গমন করেন। তিনি রাজাকে 'ঈশ্বরস্বরূপ' বলিয়া আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন। সনৎকুমার সেই বিরোধের মীমাংসা করেন। পৃথু অত্রিকে ১০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও দশ ভার রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রগণকে তাহা অর্পণ করিয়া উত্তরে তপস্যার্থ যাত্রা করেন। অত্রি-পত্নী অনসূয়াও বিশেষ তপঃসম্পন্না রমণী ছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি শুষ্ক গঙ্গায় জল আনয়নপূর্বক পৃথিবীকে সিক্ত করেন। একবার তাঁহার কোন সখীকে মাণ্ডব্য ঋষি 'আগামী কল্য তুমি বিধবা হইবে' এইরূপ অভিশাপ দেন। অনসূয়া এই অভিশাপ ব্যর্থ করিবার জন্য এক রাত্রিকে দশ-রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া সে অভিশাপ ব্যর্থ করেন (রা° ২. ১১৭. ১১)। বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশকালে রামচন্দ্র অত্রির আশ্রমে গমন করিলে অনসূয়া সীতাকে পাতি-ব্রত্য-ধর্মে উপদেশ দিয়া দিব্যমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও আশ্চর্য অঙ্গরাগ অনুলেপন দিয়াছিলেন (রা° ১. ১১৮)।

পুরাণে অত্রি—কূর্মপু° (পূ° ২. ২২-৪) মতে পিতামহ ব্রহ্মা যোগবিদ্যা-প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী সাধক, ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করেন। এজন্য অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত (লিঙ্গপু° পূ° ৫. ৯-১০)। ব্রহ্মাণ্ডপু° (৯. ৯৫) মতে ব্রহ্মার কর্ণ হইতে অত্রির জন্ম। আবার ভাগবতে (৩. ২২. ২১-৪) দেখা যায়, ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দশ জন প্রজাপতির অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ড-পু° (৯. ৬৩-৫) ও পদ্মপু° (সৃষ্টি° ৩. ১৬৬-৮)-এ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ 'নবব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত। অত্রিপত্নী অনসূয়া দক্ষের কন্যা (কূর্মপু° পূ° ৮. ১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০. ২৬-৩২)। কূর্মপু° (পূ° ১৩. ৭-৮) মতে অনসূয়ার গর্ভে অত্রির সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু লিঙ্গপু° (পূ° ৫. ৩৪-৫০) এবং ব্রহ্মাণ্ডপু° (২৮. ২০-১) মতে অত্রি ও অনসূয়ার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার নাম শ্রুতি। লিঙ্গপু°-তে পাঁচ পুত্র—ভব্য, মূর্তি, মন্দচারী, অপ ও সোম এবং ব্রহ্মাণ্ডপু°-তে পাঁচ পুত্র—সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্তি, শনীশ্বর ও সোম। ব্রহ্মাণ্ডপু°-এ (২৮ ২০) শ্রুতি শঙ্খপাদের মাতা ও প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। ঘৃতাচীর গর্ভে অত্রির বেদবেদাঙ্গনিরত স্বস্ত্যাত্রেয় প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হইয়াছিল (কূর্মপু° পূ° ১৯. ১৮-৯)। অন্যত্র ভদ্রার গর্ভে অত্রিপুত্র সোমের জন্ম; অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ স্বস্ত্যাত্রেয় নামে প্রখ্যাত —তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দত্ত ও কনিষ্ঠ দুর্বাসা। ব্রহ্ম-বাদিনী অমলা অত্রির কন্যা, ইনি সর্বকনিষ্ঠা। অত্রির দুই গোত্রের মধ্যে শ্যাব, প্রত্বস, ববল্গু এবং গহ্বর এই চারি জন ভূমণ্ডলে প্রথিত। আত্রেয়দিগের এই চারি প্রকার ভেদ। অত্রি প্রভাকর বলিয়া কীর্তিত। কথিত আছে, সূর্য রাহুর আক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতে ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে অত্রিই জগতে প্রভা প্রবর্তিত করেন। ভূতলে পতনোন্মুখ সূর্য ব্রহ্মর্ষির শুভাশীষলাভে আর আকাশ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই জন্য মহর্ষিরা অত্রিকে প্রভাকর আখ্যা দিয়াছিলেন (কূর্মপু° পূ° ৬৩. ৬৮-৮২)। সপ্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম অত্রি (ঐ, পূ° ৫০. ২৫;

হরি° হরি° ৭. ৮-৯)। দ্বাদশ কলিযুগে অত্রি মহাদেবের অবতার (কূর্মপু° পূ° ৫২. ৭; লিঙ্গপু° পূ° ৭. ২১-৫৫; ২৪. ৫৫-৮)। আবার চতুর্দশ দ্বাপরে আঙ্গিরসবংশ্য গৌতমের পুত্র অত্রি (বায়ুপু° ২৩. ১৫২-৫৪)।

পৃথুর যজ্ঞে অত্রির গমন ও দানগ্রহণ-সম্বন্ধে আখ্যান আছে; তিনি ইন্দ্রকে যজ্ঞবিঘ্নকারী বলিয়া ভর্ৎসনা করেন এবং বধ করিতে আজ্ঞা দেন (ভা° ৪, ১৯, ১০-২০)।

বৈদিক ঋষি অত্রির নামের সহিত পৌরাণিক কালে আত্রেয়গণের নামসাদৃশ্য থাকায় অত্রি সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অত্রি ও অত্রি-বংশীয়গণ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত Pargiter মহোদয় বহু পরিশ্রম করিয়া কয়েকটী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ ও যুক্তির অনুবর্তী হইয়া নিম্নে এই ব্যাপার-সম্বন্ধে কয়েকটী মন্তব্য প্রদত্ত হইল।

পৌরাণিক ঋষি অত্রির নাম বহু আত্রেয়ের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। আত্রেয়গণের বংশতালিকা ব্রহ্মাণ্ডপু° (৩. ৮. ৭৩-৮৬), বায়ুপু° (৭০. ৬৭-৭৮) ও লিঙ্গপু° (পূ° ৬৩. ৬৮-৭৮) প্রদত্ত আছে। এই বংশতালিকা ব্রহ্মপু° (১৩. ৫-১৪) ও হরি° হরি° (৩১. ১৬৫৮, ১৬৬১-৮—ASB-সং)-এ উল্লিখিত বংশতালিকার অনুরূপ। মৎস্যপু° (১৯৭)-এ আত্রেয় ঋষি ও গোত্রসমূহের একটী তালিকা আছে। বংশতালিকাটী খুবই সংক্ষিপ্ত।[1] উহাতে প্রথম পৌরাণিক সোমের পিতৃরূপে অত্রির সহিত প্রভাকরের একত্ব-প্রতিপাদনে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, একটী ব্রাহ্মণ্য আখ্যান হইতে প্রভাকর ও স্বস্ত্যাত্রেয় নামের উৎপত্তি।

যে প্রভাকর অত্রি বা আত্রেয় নামে কথিত হন[2], তিনি এই বংশের প্রথম আত্রেয় এবং তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। ইনি ভদ্রাশ্ব[3] বা রৌদ্রাশ্ব[4] ও ঘৃতাচীর দশ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রৌদ্রাশ্ব এক জন পৌরব নৃপতি। বায়ু, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণে তাঁহার মহিষীর নাম ঘৃতাচী এবং বায়ুপু°, ব্রহ্মপু° ও হরিবংশে তাঁহার দশ কন্যার ও উঁহাদের সহিত প্রভাকরের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বংশ-তালিকা হইতে জানা যায়, প্রভাকরের পুত্র দশ জন, তাঁহারা স্বস্ত্যাত্রেয় নামে কথিত হইয়াছেন[5] এবং প্রভাকর হইতেই শ্রেষ্ঠ আত্রেয় গোত্রগণের উৎপত্তি। তাঁহার স্বস্ত্যা-ত্রেয় বংশধরগণের (পুত্র নহে) মধ্যে দত্ত ও দুর্বাসা ঋষি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।[6]

দত্ত আত্রেয় বা দত্তাত্রেয়[7] হৈহয়নৃপতি অর্জুন কার্তবীর্যের আখ্যানের সহিত সংশ্লিষ্ট।[8] সুতরাং অর্জুন কার্তবীর্য দত্তাত্রেয়েরই এক জন বংশধর। পরবর্তী কালের আখ্যায়িকাসমূহে তাঁহাকে ভ্রমবশতঃ অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[9] এই দত্তাত্রেয় হিতৈষী ও নিষ্কলঙ্করূপে প্রসিদ্ধ[10] এবং ইনি বিষ্ণুর ৪র্থ অবতাররূপে প্রথিত।[11] অবশ্য কোথাও কোথাও ইঁহাকে কামোপভোগ ও মদ্যপান করিতে দেখা যায়।[12] কথিত আছে, নিমি নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল, তিনিই প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন।[13]

দুর্বাসা আত্রেয় দত্তের ভ্রাতৃরূপে কথিত[14] হইলেও, তাহা আবার স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ কোন নৃপতির সহিত ইঁহার কোন সংশ্রব নাই। আখ্যানসমূহেই প্রায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়।[15] ইনি এক জন কোপন ও উগ্রস্বভাব ঋষি ছিলেন।[16] ইঁহার চরিত্রের বিশেষ পরিচয় কৃষ্ণের কাহিনীতেই পাওয়া যায়। প্রায়ই ইঁহার অভিশাপ হইতে অনেকের দুর্ভাগ্য আনীত হইয়াছে।[17] তবুও ইঁহাকে শিবের অবতার বলা হয়।[18] ইঁহার বংশ হইতে কোন গোত্রের উৎপত্তি হয় নাই।

বংশতালিকা হইতে জানা যায়, দত্ত

---

১ কূর্মপু° ১. ১৯. ১৮-১৯-এ বর্ণনাটী অধিকতর সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

২ বায়ুপু° ৯৯. ১২৭।

৩ মৎস্যপু° ৪৯. ৪; অগ্নিপু° ২৭৭. ৩।

৪ মহা° ১. ৯৪. ৩৬৯৮; বায়ুপু° ৯৯. ১২৩ ৭; বিষ্ণুপু° ৪. ১৯. ১; গরুড়পু° ১. ১৪০. ২; ভা° ৯. ২০. ৩; ব্রহ্মপু° ১৩. ৪; হরি° ৩১. ১৬৫৮ (ASB-সং)।

৫ এক জন স্বস্ত্যাত্রেয় উল্লেখ বৃহদ্দে° ৩. ৫৬ ও হরি° ১৬৮. ৯৫৭১-এ, এক জনকে ঋ° ৫. ৫০, ৫১ সূক্তের রচয়িতারূপে ও আর এক জনের উল্লেখ বৃহদ্দে° ১. ১২৮-এ পাওয়া যায়।

৬ মার্কপু° ১৭. ৬-১৬-এ ইঁহাদের জন্ম ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৭ ব্রহ্মপু° ২১৩. ১০৬, ১১০; মার্কপু° ১৭. ৭; মহা° ১৩. ১৫৩. ৭২২৪।

৮ মহা° ৩. ১১৫. ১১০৩৫; ১২. ৪৯. ১৭৫০-১; ১৩. ১৫২. ৭১৮৯, ১৫৩. ৭২২৪, ১৫৭. ৭৩৫৩; বায়ুপু° ৯৪. ১০-১১; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩. ৬৯. ১০-১১; ব্রহ্মপু° ১৩. ১৬১; হরি° ৩৩. ১৮৫২-৬, ৪২. ২৩০৯ (ASB-সং); মার্কপু° ১৮ ও ১৯; মৎস্যপু° ৪৩. ১৫; পদ্মপু° ৫. ১২. ১১৮; বিষ্ণুপু° ৪. ১১. ৩; ভা° ৯. ১৫, ১৭; ২৩. ১৪; অগ্নিপু° ২৭৪. ৫।

৯ দৃষ্টান্ত স্বরূপ — ঐলরাজ আয়ু—পদ্মপু° ২. ১০৩. ১০১-৩৫; পরে অলর্ক—মার্কপু° ১৬. ১২; ৩৭. ২৬; ব্রহ্মপু° ১৮০. ৩১-২; গরুড়পু° ১. ২১৮।

১০ মার্কপু° ১৭. ৬, ১৩, ১৮।

১১ বায়ুপু° ৯৮. ৮৯; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩. ৭৩. ৮৮; মার্কপু° ১৭. ৭; ব্রহ্মপু° ২১৩. ১০৬-১৩; হরি° ৪২. ২৩০৫-১২ (ASB-সং)।

১২ মার্কপু° ১৭. ২০. ৫; ১৮. ২৩, ২৮-৩১; পদ্মপু° ৩. ১০৩. ১০৮-৯, ১১৪।

১৩ মহা° ১৩. ৯১. ৪৩২৮-৪৬। কিন্তু ১৪ ৯২. ২৮৮৭ শ্লোকে জমদগ্নিকে প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী বলা হইয়াছে।

১৪ অত্রির উভয় পুত্রের উল্লেখ—ব্রহ্মপু° ১১৭. ২; অগ্নিপু° ২০, ১২।

১৫ দৃষ্টান্তস্বরূপ :— অম্বরীষের কাহিনীর সহিত—ভা° ৯. ৪. ৩৫ ই°; প্রাচীন নৃপতি শ্বেতকির কাহিনীর সহিত—মহা° ১. ২২৩. ৮০৯৮, ৮১৩২-৪১; রাম দাশরথির সহিত—পদ্মপু° ৬. ২৭১. ৪৪; ভীষ্মের সহিত—মহা° ১৩. ২৬. ১৭৬৩; কুন্তীর সহিত—মহা° ১. ৬৭. ২৭৬৮; ১১১. ৪৩৮৫; পাণ্ডবদিগের সহিত—মহা° ৩. ৮৫, ৮২৬১; কৃষ্ণের সহিত—হরি° ২৯৮-৩০৩ (ASB-সং); পৌরাণিক—অগ্নিপু° ৩. ১-২।

১৬ মার্কপু° ১৭. ৯-১৬; বিষ্ণুপু° ১. ৯. ৪. ৬; মহা° ৩. ২৫৯. ১৫৪১৫ ই°।

১৭ মহা° ১৩. ১৫৯. ৭৪১৪ ই°।

১৮ শকুন্তলাকাব্য ৪র্থ অ° দ্র°।

হইতে যে সমুদয় গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে চা'রটী প্রসিদ্ধ এবং সেগুলি শ্যাবাশ্ব, মুদ্গল (বা প্রাস্বস), বলারক (বা বাগ্ভূ্ংক বা ববল্গু) ও গবিষ্টিরের নামে পরিচিত। মৎস্যপু° (১৯৭. ৫, ৭, ৮)-এ মাত্র শ্যাবাশ্ব ও গবিষ্টিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছয় জন আত্রেয় মন্ত্রকর্তা[১৯]—অত্রি, অর্চনানঃ, শ্যাবাশ্ব, গবিষ্টির, বল্গূতক (বা অবিহোত্র বা কর্ণক) ও পূর্বাতিথি। বল্গূতক ঋষি ও বলারক গোত্র একই বলিয়া মনে হয়।

অর্চনানের পুত্র শ্যাবাশ্ব। ঋগ্বেদে উভয়েরই উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব বহু মন্ত্র-রচয়িতা।[২০] তাঁহার পুত্র অন্ধীগুও[২১] একটী মন্ত্র রচনা করেন। অর্চনান ও শ্যাবাশ্ব রাজা রথবীতি দর্ভ্যের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্যাবাশ্ব তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তরন্ত ও পুরুমীঢ় ইঁহাদের সমসাময়িক এবং উভয়েই বিদদশ্বের পুত্র।[২২] শ্যাবাশ্ব তাঁহার দুইটী সূক্তে ত্রসদস্যুর উল্লেখ করিয়াছেন।[২৩] এই ত্রসদস্যুর উল্লেখ আরও অনেক বৈদিক সূক্তে আছে। এক্ষেত্রে অর্চনান ও শ্যাবাশ্বকে তাঁহারই ঠিক পরবর্তী সময়ের বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য আত্রেয়দিগের মধ্যে এক জন (বা কয়েক জন) অত্রি ত্র্যরুণ, ত্রসদস্যু, অশ্বমেধ ও রাজা রৌসমের[২৪] নিকট হইতে ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। এই অত্রির যথা—নির্দেশ করিতে পারা যায় না। আর এক জন আত্রেয় বভ্রু ঋণঞ্চয়ের পুরোহিত ছিলেন।[২৫]

ব্রহ্মা অত্রিকে প্রজাসৃষ্টি ও বেদরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। অত্রিই সর্বপ্রথম পশ্চিম-দেশে যাত্রা করেন। এখানেই তাঁহার তুহিন-রশ্মি নামক কন্যার জন্ম হইয়াছিল। এই কন্যার জন্মের পর তিনি শঙ্খনাগা নদীতীরে শঙ্খপর্বতে গমন করেন। তথায় শ্বেতগিরিতে তিনি ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হন।

অত্রির জ্যেষ্ঠ পুত্র শাঙ্কায়ন অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত উগ্র-স্বভাব, যথেচ্ছভোজী ও গুহাবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রও জ্যেষ্ঠের অনুরূপ হয়। অত্রি পুত্রদিগের সুমতি আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে, তাহারা কি ভাবে পর্বতে বাস করিবে, গ্রামসন্নিবেশ করিবে, যে সকল স্থানে তাহারা বাস করিবে সেই সকল স্থানকে 'অত্রি' নামে অভিহিত করিবার উপদেশ প্রভৃতি দিয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। এখানে দেবনিকা পর্বতে বাস করিবার সময় তিনি বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রজাগণ আপনাদের বাসের জন্য 'দেবনগর' স্থাপন করিয়াছিল।

অত্রি-সংস্কৃতি ভারত হইতে ভারতের বাহিরে বহুদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ দেশগুলিতে অত্রিকে 'অদ্রিস্' বা 'ইদ্রিস্' নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। অত্রি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ, কারণ তিনি চন্দ্রের পিতা। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি দেবনহুষকে মেরুপর্বতের নিম্নদেশে অত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইলে তথায় বিশ্বকর্মাকে দিয়া একটী নগর নির্মাণ করান এবং এই নগরের তিনি নামকরণ করেন 'দেবনহুষনগর'। কাহারও কাহারও মতে 'দেবনহুষনগর' ও 'দৈবনহুষ' শব্দ দুইটী ইউনানী Dionysius ও Dionysiopolis শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে অত্রিকে ইউনানী নৃপতি ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। অত্রির সহিত প্রাচীন ইউরোপেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন।

অত্রিবংশে গোত্রপ্রবর্তক ঋষি—অত্রিগোত্র প্রধানতঃ কর্দমায়ন ও শারায়ণ, এই দুই শাখায় বিভক্ত। অর্ধপণ্য, উদ্দালকি, করজিহ্ব, কর্ণজিহ্ব, কর্ণিরথ, কর্দমায়ন-শাখেয়, গোণীপতি, গোণায়নি, গোপন, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ণ, ছন্দোগেয়, জলদ, তকীবিন্দু, তৈলপ, ভদ্রপাদ, লেদ্রাণি, বামরথ্য, শাকলায়নি, শারায়ণ, শৌণ, শৌক্রতব (শাক্রতব, শোক্রতব), সবৈলেয় (সচৈলেয়), সৌনকর্ণি (শৌনবকর্ণিরথ), সৌপুষ্পি ও হরপ্রীতি (রসদ্বীচ)। এই সকল মহর্ষিবংশে আর্ষেয় প্রবর তিনটী, যথা—অত্রি, আর্চনানশ, (ত্রিবরাতাম) ও শ্যাবাশ্ব। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। উর্ণনাভি, গবিষ্টির, দাক্ষি, পর্ণবি, বলি, বীজবাপি, ভলন্দন, মৌঞ্জকেশ, শিরীষ ও শিলর্দনি। এই সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয়-প্রবর তিনটী, যথা—অত্রি, গবিষ্টির ও পূর্বাতিথি। এসকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ-বিধান নাই।—মৎস্যপু° ১৯৭. ১-৮।

কালেয়, বালেয়, বামরথ্য, ধাত্রেয় ও মৈত্রেয়—ইঁহারা আত্রেয়-তনয়। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিহিত নয়।—ঐ, ৯-১০।

অত্রিবংশে মন্ত্রকর্তা ঋষি — বায়ু-পু° (১. ৫৯. ১০৪), মৎস্যপু° (১৪৫. ১০৭-১০৮) ও ব্রহ্মাণ্ডপু° (২. ৩২. ১১৮)—মতে অত্রি-বংশীয় মন্ত্রকর্তা ঋষিগণের নাম—

বায়ুপু°	মৎস্যপু°	ব্রহ্মাণ্ডপু°
অত্রি	অত্রি	অত্রি
অর্চিসন	অর্ধস্বন	অর্বসন
		অবিহোত্র
	কর্ণক	
নিষ্ঠুর	গবিষ্ঠির	গবিষ্টির
পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি
বল্গূতক		
শ্যামাবান্	শাবাস্য	শ্যাবাশ্ব

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অত্রি২ — দেবতাবি°। ইনি রক্তবর্ণ, জটাধারী ও আসীন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে

১৯ বায়ুপু° ৫৯. ১০৪; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৩২. ১১৩-১৪; মৎস্যপু° ১৪৫. ১০৭-৯।

২০ ঋ° ৫. ৫২-৬১, ৮১, ৮২; ৮. ৩৫-৩৮; ৯. ৩২—শ্যাবাশ্ব-রচিত।

২১ ঐ ৯. ১০১ অন্ধীগু-রচিত।

২২ ঋ° ৫. ৬১ ও বেদার্থ, বৃহদ্দে° ৫. ৫০-৮১; V9, i. 36; SBE, xxxii. 359.

২৩ ঋ° ৮. ৩৬. ৭, ৩৭. ৭।

২৪ বৃহদ্দে° ৫. ১৩. ৩১।

২৫ ঐ, ৫. ১৩. ৩৩-৪।

জ্ঞানমুদ্রা ও বাম হস্তে গ্রন্থ। 'শ্রীতত্ত্বনিধি'র মতে ইনি 'দ'বর্গের অধিষ্ঠাতৃদেব। ইঁহাকে কোথাও কোথাও শ্মশ্রুধারী ও অসিতবর্ণ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ইঁহার হস্তে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু থাকে। অত্রির মূর্তি জটামণ্ডিত। জাপানী বৌদ্ধদিগের মতে ইঁহার নাম 'অতিলি



অতিনি বা (নি) বা অথেনি-অত্রি

বা লি বা অথেলি। তাহাদিগের ধর্মশাস্ত্রে ইনি মাতৃকামণ্ডলের দক্ষিণাংশে অগ্নিসহচরদিগের মধ্যে অবস্থিত। ইঁহার বাম হস্তে কমণ্ডলু। ইঁহার ধ্যান—

'অংত্রেয় মহার্ষম্ স্বাহা'।

[শ্রীতত্ত্বনিধি, পৃ° ৯৪, সং ২৪; Sylvain Levi and J. Takakusu: Hobogirin, Tokyo 1929, i. 44]

অত্রিসংহিতা—[অত্রিণা প্রণীতা সংহিতা স্মৃতিঃ] অত্রিমুনি-রচিত সংহিতাবি°। অত্রি যে এক জন ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীন এবং বিশিষ্ট রচয়িতা তদ্বিষয়ে বহুল প্রমাণ লক্ষিত হয়। মহর্ষি মনুও অত্রির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার মতকে আদর করায় অত্রিস্মৃতির প্রামাণিকতা বুঝাইবার সুযোগও দিয়াছেন। উক্ত বচন মনুস্মৃতিতে সন্নিবেশিত আছে—যথা 'শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেঃ' (৩.১৬), অর্থাৎ যে দ্বিজ শূদ্রা স্ত্রীকে বিবাহ করে সে পতিত বলিয়া গণ্য, ইহাই অত্রির মত। গৃহ্যসূত্রেও অত্রির অনুশাসন সমাদৃত। যাজ্ঞবল্ক্যধৃত স্মৃতিকারের তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

'মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ'।
(১. ৪.)

পরাশরস্মৃতির তালিকাতেও অনুরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়—

'অত্রেবিষ্ণোশ্চ সাংবর্তা দাক্ষা
আঙ্গিরসাস্তথা।'[১]

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ অত্রির উল্লেখ করিয়াছে। সেই বচনটী কাঞ্চনদানের প্রাশস্ত্য-প্রতিপাদনে উপযোগী বলিয়া ধৃত হইয়াছে। যথা—

'সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছন্তি যে প্রযচ্ছন্তি
কাঞ্চনম্।
ইত্যেবং ভগবানত্রিঃ পিতামহসুতোঽব্রবীৎ'॥[২]

অগ্নিপুরাণও অত্রিকে ধর্মশাস্ত্রকর্তারূপে উল্লেখ করিয়াছে।

'মনুর্বিষ্ণুর্যাজ্ঞবল্ক্যো হারীতোঽত্রির্যমোঽঙ্গিরাঃ'।[৩]

অত্রির প্রসিদ্ধ অনুশাসন 'অপুত্রেণৈব কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা'[৪] দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা প্রভৃতি দত্তকশাস্ত্রে authority বা প্রামাণিক বলিয়া বিশেষভাবে অভ্যর্হিত। এই সকল বাহ্য (external) প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় যে, ধর্মশাস্ত্রকর্তাদের মধ্যে মহর্ষি অত্রি এক জন প্রবীণ ও সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকর্তা এবং উক্ত মণ্ডলীতে তাঁহার একটী বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকার অত্রির যথার্থ কাল-নিরূপণে কোন অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যায় না। মন্বাদি শাস্ত্র অপেক্ষা অত্রি-প্রণীত স্মৃতি প্রাচীন হইলেও উহা অবিকৃতভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে একাধিক সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, অত্রির নামোল্লেখে মাত্র একখানি স্মৃতিগ্রন্থের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। যে কয়েকখানি বিভিন্ন স্মৃতি অত্রির নামে চলিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোন না কোনটীতে মনু, আপস্তম্ব, শঙ্খ ইত্যাদি স্মৃতিকারের নাম, এমন কি কোনটীতে পুরাণ ও ভাগবত ইত্যাদির নামও দৃষ্ট হয়। উক্ত বিভিন্ন স্মৃতির রচনাপদ্ধতি ও প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদিরও পরস্পর বৈষম্য উপলব্ধি হয়। নিম্নে তাহার যথাসম্ভব বিবরণ প্রদত্ত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক অত্রির বচন পাওয়া যায়, যাহা বর্তমান প্রাপ্ত পুঁথি বা প্রকাশিত গ্রন্থের কোনটীতেই অন্তর্ভুক্ত নহে।[৫]

তৃতীয়তঃ, অত্রিস্মৃতিগুলিতে অনেক প্রাচীন ও অর্বাচীন তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে যে অনেক শ্লোক বা বিষয়বস্তু প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব নহে। পরিশেষে ইহা বলা যায় যে, 'লঘু' ও 'বৃদ্ধ' ইত্যাদি শব্দসংযোগে অত্রিস্মৃতিকে বিশেষিত করায় তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—ইহা নির্ণয় করিবার পক্ষেও বাধা আছে। মাত্র অত্রিস্মৃতি-সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য নহে, কমবেশী স্মৃতিশাস্ত্রের সর্বত্রই এই বিপদ্। তবে বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ বিবেচনা ও বিচার-সহকারে যে একটা ন্যূনাধিক কাল নির্ণয় করা যায় না তাহা নহে।

অত্রির নামোল্লেখে যে কয়েকখানি বিভিন্ন স্মৃতি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'আত্রেয় ধর্মশাস্ত্র' সর্বপ্রথম উল্লেখ্য। Deccan College-এর সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথির তালিকায়[৬] উহার বিবরণ পাওয়া যায়। উহা গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে নয়টী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম তিন অধ্যায় বস্তুতঃ পদ্যেই রচিত। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোক মনুস্মৃতিতে দৃষ্ট হয়—যথা, 'একাক্ষরম্ পরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই 'অথাতো রহস্যানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। নটনর্তক···

১ ১ অ° ১৪ শ্লো°।
২ মহা° ৬৫. ১১৩.
৩ অগ্নিপু° ১৬২. ১।
৪ ৫২ শ্লো°।

৫ বিশ্বরূপ-ধৃত অত্রির বচন দুইটী প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে।

৬ Mss. Nos 185-87 of A 1881-82.

প্রকাশ্যানি চরেৎ' বলিয়া একটী বৃহৎ সূত্রের সমাবেশ আছে। উক্ত সূত্র এবং ঐ অধ্যায়ের অন্যান্য সূত্রগুলির ভাষা ও রচনারীতির (style) সহিত পরবর্তী যুগের ভাষা ও টীকার রচনাভঙ্গীর অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া অনুমিত হয়। পণ্ডিতপ্রবর পি. ভি. কানে তাঁহার History of Dharmasastra গ্রন্থে সূত্রগুলিসম্বন্ধে উক্ত অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।[৭] কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন সূত্রগ্রন্থেও সন্ধি ও সমাসবহুল রচনাভঙ্গীর নিদর্শন একেবারে বিরল নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রে দৃষ্ট হয়[৮] এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলিরও কয়েকটী বশিষ্ঠসূত্রে[৯] ধৃত হইয়াছে। এই কারণে আত্রেয় ধর্মশাস্ত্রকে বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অথবা যদি বশিষ্ঠসূত্র অপেক্ষা উহা অর্বাচীন হয়, তাহা হইলেও বশিষ্ঠের প্রভাব উহাতে সুস্পষ্ট এবং উহা বেশীকালের ব্যবধান সূচিত করে না। তবে বশিষ্ঠ অপেক্ষা অত্রির প্রাচীনতাই সম্ভব ও যুক্তিসম্মত। অবশ্য সপ্তম অধ্যায়ে শক, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক, বঙ্গ, পারশ (পারসীক?) প্রভৃতি অনার্যজাতির উল্লেখ থাকায় আত্রেয় ধর্মশাস্ত্রকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করায় কিছু আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু শক যবন প্রভৃতি শব্দ প্রাচীনতর গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। গৌতম-ধর্মসূত্রেও যবন শব্দের উল্লেখ আছে—জদ্বারা গ্রীকজাতির ভারত-আক্রমণের পরবর্তী কালে যে গৌতম ধর্মসূত্র-রচিত এ মত সমর্থিত হয় না।[১০] যাহা হউক, আলোচ্য আত্রেয় ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে রহস্য-

৭ Vol. I. (Bhandarkar Oriental Research Institute, 1930) ১০৭ পৃ° দ্র°।

৮ বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র (B. S. Series) অ° ২৮. ১, ৪, ৬ দ্র°

৯ ঐ, অ° ২৮. ১০-১১ দ্র°।

১০ গৌতম-ধর্মসূত্র, ৪. ১৭ দ্র° এবং Hist.

প্রায়শ্চিত্তও বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। নবম অধ্যায় ছন্দোবদ্ধ ও উহার বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ যোগ ও যোগাঙ্গ।

India Office Catalogue-এ 'অত্রি-স্মৃতি' বা 'অত্রিসংহিতা' নামক যে হস্তলিখিত আর একখানি পুঁথির বিবরণ পাওয়া যায়।[১১] উহা পূর্বোক্ত 'আত্রেয় ধর্মশাস্ত্র' হইতে পৃথক্ তো বটেই, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর[১২] বা বঙ্গবাসী প্রেস-[১৩] কর্তৃক প্রকাশিত প্রচলিত 'অত্রিসংহিতা' হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উহাতে ছয়টী অধ্যায় বর্তমান এবং প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত, দান, পিতৃমেধ ও আচার—এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য।

এখানে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গবাসী প্রেস-সংকলিত অত্রিসংহিতাখানির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়েছে। ইহাতে প্রায় চারি শত শ্লোক সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু কোন অধ্যায়-বিভাগাদি নাই। উক্ত সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির নাম যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—গুরুসম্মানন, চতুর্বর্ণের ধর্ম, মলশুদ্ধি, শৌচনির্ণয়, ইষ্টপূর্তের লক্ষণ, দশবিধ যম ও নিয়মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, পুত্রপ্রয়োজন, পুত্র-প্রতিনিধি, আহারশুদ্ধি, অভক্ষ্যাদিভক্ষণহেতু প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ নিরূপণ, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র ও সান্তপনাদির স্বরূপ নির্ণয়, স্ত্রী-শূদ্রের পাতিত্যকর আচরণ, পাতক ও প্রায়শ্চিত্তাদি নির্ণয়, শ্রাদ্ধ, দান, শ্রাদ্ধার্থ ব্রাহ্মণপরীক্ষণ ও ব্রাহ্মণভেদ এবং স্নানবিধি ইত্যাদি।

আলোচ্য অত্রিসংহিতায় আচার ও প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ব্যবহার বা Positive law-এর কোন অনুশাসন লক্ষিত হয় না। প্রতি-পাদ্য বিষয়বস্তুতে কোন পৌর্বাপর্য বা ক্রম-পারিপাট্য অবলম্বিত হয় নাই। 'অপুত্রেণৈব

১১ No 1308, পৃ° ৩৮১ দ্র°।

১২ ১ম খ. পৃ° ১৩.৪৬ দ্র°।

১৩ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত 'ঊনবিংশসংহিতা'র প্রথমেই অত্রিসংহিতা সন্নিবেশিত।

কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা'[১৪] এই প্রসিদ্ধ বচনটী বর্তমান অত্রিসংহিতায় দৃষ্ট হয়। নারী-দের শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনপ্রসঙ্গে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁহারা হিন্দুর সামাজিক জীবনে নারীর স্থান লইয়া গবেষণা করেন, তাঁহাদের নিকট এতৎসম্বন্ধীয় অনুশাসনের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া পাঠকবৃন্দের অবগতির নিমিত্ত অত্রিসংহিতার উক্ত কয়েকটী বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ··· ॥১৮৯
······ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥১৯০
অসবর্ণৈস্তু যো গর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ
নিষেব্যতে।
অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবদ্‌গর্ভং ন মুঞ্চতি॥
১৯১
বিমুক্তে তু ততঃ শল্যে রজশ্চাপি
প্রদৃশ্যতে।
তদা সা শুধ্যতে নারী বিমলং কাঞ্চনং
তথা ॥১৯২
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা বিপ্রতারিতা।
বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা
তথাপি বা ॥১৯৩
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা
বিধীয়তে।
ঋতুকাল উপাসীত পুষ্পকালেন শুধ্যতি॥"
১৯৪

ক্রয়ক্রীতা কন্যা পত্নী হইবার যোগ্য নহে[১৫]—তাহাও উক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে একটী সামাজিক রীতি প্রবর্তিত আছে, পরিণীতা কন্যা যে পর্যন্ত সন্তানের জননী না হয়, সে পর্যন্ত পিতা কন্যাগৃহে কোন অন্নাদি ভোজন করেন না। উক্ত

১৪ ৫২ শ্লো° (এই প্রবন্ধে অত্রিসংহিতার যে যে শ্লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইতেছে তাহা বঙ্গবাসী প্রেস-মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে)।

১৫ 'ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন
বিদ্যতে॥' ৩৮০.

লোকাচারের মৌলিক অনুশাসন অত্রির বচন হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। যথা—

'স্বসুতা অপ্রজাতা চ নাশ্নীয়াত্তদ্গৃহে
পিতা।' ২৯৯

আলোচ্য সংহিতায় সপ্ত প্রকার অন্ত্যজ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

'রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ
স্মৃতাঃ ॥'১৯৫

মাগধ, মাথুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অনিমন্ত্রণীয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত বচন যথা—

'মাগধো মাধুরশ্চৈব কাপটঃ
কৌটকামলৌ।
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যাস্তে বৃহস্পতিসমা
যদি ॥' ৩৭৯,[১৬]

বর্তমান সংহিতায় পরবর্তী স্মৃতি-যুগের বহু বিষয়ও স্থানলাভ করিয়াছে। গঙ্গা নদী (৩১৭, ৩৮২, ৫৮৪ ও ৩৮৭ শ্লো°) ও গয়া-শ্রাদ্ধের (৫৫-৭, ৩৮৭ শ্লো°) ন্যূনাধিক পাঁচ বার উল্লেখ দেখা যায়। শিব এবং বিষ্ণুরও[১৭] উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যে সকল স্মৃতিকারের নাম অত্রি-সংহিতায় ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে স্বয়ং অত্রির নামই প্রথমে লক্ষণীয়। উহা পাঁচ বার সন্নিবেশিত হইয়াছে।[১৮] স্বরচিত সংহিতায় এত অধিক বার নিজ নামের উল্লেখ করায়, বচনগুলির প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে। আপস্তম্ব (২০২ শ্লো°), শঙ্খ (১০৯, ২৬৯ ও ২৮০ শ্লো°), যম (৩৪৩ শ্লো°), শাতাতপ (১০৬, ২৫৮ ও ২৬৬ শ্লো°), ব্যাস (২৭৬ শ্লো°), ইত্যাদির নাম ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ (৩৬৮ শ্লো°), পুরাণ (৩৭৫-৬ শ্লো°), এমন কি ভাগবতের (৩৭৫ শ্লো°) নামও উক্ত সংহিতার শ্লোকাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে। 'অত্রাপ্যুদাহরন্তি' বলিয়া অন্যান্য অনেক শাস্ত্র-কারের শ্লোকও উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত উল্লেখ থাকায় উক্ত সংহিতাখানি বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু চারিটী আশ্রমের কথা না বলিয়া, আশ্রম তিনটী, এইরূপ নির্দেশ থাকায় প্রাচীন কালের ত্রিবিধ আশ্রমের ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও[১৯] মাত্র তিনটী আশ্রমের উল্লেখ আছে। মনুর 'ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ' (২. ২৩০) ইত্যাদি বচনেও তিনটী আশ্রম অভিব্যক্ত হইয়াছে। অত্রি-সংহিতার নিম্নোদ্ধৃত বচনও অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।—

'ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চ
ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টাঃ ব্রাহ্মণাঃ
পুরা ॥'২৫

কিন্তু আবার চতুর্থ আশ্রম যতির নামও দৃষ্ট হয় (৯৭, ১৫৫-৬, ১৬২ শ্লো°)।

পরাশর-সংহিতার (১. ৫৬) শ্লোকের[২০] সহিত অত্রির নিম্নোদ্ধৃত বচনটীর বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে, যথা—

'অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং
বধৈঃ ॥'২২

এই সকল আভ্যন্তর ও বাহ্য প্রমাণ বিচার করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূল সংহিতাখানি খ্রী-পূ° ১ম শতকে রচিত হইয়াছিল। তবে কালক্রমে উহাতে পরবর্তী কালের অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

জীবানন্দ-সম্পাদিত সংহিতাগ্রন্থে লঘু অত্রিস্মৃতিও (সংহিতা, ১. ১-১২ পৃ°) দৃষ্ট হয়। উহা ছয় অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রায় এক শত কুড়িটী শ্লোকের সমাবেশ আছে। তপ, মন্ত্র, প্রাণায়াম, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ, দান ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনুর নাম উক্ত হইয়াছে এবং ইহার কয়েকটী বিশিষ্ট শ্লোক বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও (২৬. ৮-৯, ১৬-৮; ২৮. ১১-৬) দেখা যায়।

লঘু-অত্রি-স্মৃতির প্রায় অনুরূপ বৃদ্ধা-ত্রেয়স্মৃতি নামক গ্রন্থখানিও জীবানন্দ-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (সংহিতা, ১. ৪৭-৫৯ পৃ°)। ইহাতে পাঁচটী অধ্যায় ও ন্যূনাধিক ১৪০টী শ্লোক আছে। লঘু-অত্রি-স্মৃতির সহিত ইহার অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য ও ঐক্য রহিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের (৩. ২৫৭) টীকায় প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে যে দুইটী অত্রির বচন ধরিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত অত্রিস্মৃতিগুলিতে দৃষ্ট হয় না। বচন দুইটী এই—'ভুক্ত্বা তু প্রতিলোমানাং সূতাদিনামকামতঃ। প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং ত্রিরাত্রং স্বাহুতাশনঃ॥ চণ্ডালবর্জিতে চাহে স্পৃষ্ট্বা চৈনং বিশেষতঃ। ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রমবিজ্ঞাতে জ্ঞাত্বা চান্দ্রায়ণং
চরেৎ ॥'

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

অত্রিস্মৃতি— ১ গ্রন্থবি°।—Mack. 20, IO, 2489, Khn. 68. K. 164. B. 3. 66, Ben. ; 130. 133. 135. Bik. 363. NW. 74. Haug. 37. Burnell 124a, P. 10, Bhk. 18 (4), Taylor 15. 185, Opp. 310. 5239. 7798. ii. 2759, Rice 162, Peters. i. 120. 2. 186, Cat. Cat. ২ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — মাধবাচার্য।—Oxf. 270a. ৩ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—কৃষ্ণনাথ। —NW. 166. ৪ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—তকনলাল।—NW. 124, ৫ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — হরিরাম।—NW. 104. Cat. Cat.

অত্রৌলী, — যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত 'অলীগড় জেলার উত্তর-পূর্বাংশের একটী তহশীল।' অত্রৌলী ও গঙ্গীরী পরগনা লইয়া এই তহশীল গঠিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮′—২৮°

১৬ জীবানন্দ-সম্পাদিত গ্রন্থে (১ম খ. পৃ° ৪০) 'কৌটকামলৌ' স্থলে 'কীটকানজৌ' পঠিত হইয়াছে। তত্তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণ বুঝাইতে হইলে 'কীকটাঙ্গজৌ' পাঠ থাকিলে বোধসৌকর্য সাধিত হয়।

১৭ ১৩৭ শ্লো° দ্র°; ৩৩০ শ্লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

১৮ ১, ৯৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৮৯।

১৯ 'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ'—২. ২৩. ১।

২০ 'অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ। তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ।'

৯´ উ°; দ্রাঘি° ৭৮°১২´—৭৮° ৩৮´ পূ°। আয়তন-পরিমাণ ৩৪৬ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ২৯০, নগরসংখ্যা ২ এবং ১৯৩১ খ্রী° বাস-গৃহসংখ্যা ৪৩,৩০২। অত্রৌলী নগরী মুখ্যনিবেশ। লোকসংখ্যা—১৯৩১ খ্রী° ২০৭, ০৭৭; ১৯০১ খ্রী° ১৯৮,০৩৮; ১৮৯১ খ্রী° ১৬৪,০৭৩। ১৯৩১ খ্রী° লোকসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ১১১,২৫৫ এবং স্ত্রী ৯৫,৮২২; আবার হিন্দু ১৭১,২৯৯ (পুরুষ ৯২,৩০০ এবং স্ত্রী ৭৮,৯৯৯), মুসলমান ৩২,৫১৯, খ্রীস্টান ৩১৯৪, জৈন ৫৮ এবং শিখ ৭। তহশীলের উত্তর প্রান্তের কিয়দংশ দিয়া গঙ্গা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা দিয়া কালী নদী প্রবাহিতা। নীম নদ ও উহার উপনদী ছোইয়া তহশীলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গা ও নীমনদের অন্তর্বর্তী ভূভাগ প্রধানতঃ বালুময়। তহশীলের অবশিষ্ট ভূভাগ উত্তম দোঁয়াস বা ফাঁস মাটির; অবশ্য স্থানে স্থানে উষর ভূমিও দেখা যায়। কৃষিক্ষেত্রের অর্ধাংশেই জলসেচের দ্বারা চাষ করা হয়। উত্তর গঙ্গা খালের অনুপশহর শাখা হইতে জলসেচ হইয়া থাকে।

[UPDG, Aligarh; CI, 1931, U. P.; IG, vi. 130]

অত্রৌলী₂—নগরী-বি°। যুক্তপ্রদেশস্থ অত্রৌলী তহশীলের মুখ্যনিবেশ [অত্রৌলী, দ্র°]। আলীগড় যাইবার একটী পিচের রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ২´ উ°; দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ পূ°। লোকসংখ্যা—১৯৩১ খ্রী° ১৪ ৯২২; ১৯০১ খ্রী° ১৬,৫৬১; ১৮৮১ খ্রী° ১৪,৪৮২। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু; মুসলমানগণ প্রধানতঃ হিন্দু হইতে দীক্ষিত মুসলমানগণের বংশধর। খ্রী° ১২শ শতকে নগরীটী প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব ইতিহাস অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অত্রৌলী নগরী ১৮৫৭ খ্রী° জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিদ্রোহী-দিগের করতলগত ছিল। প্রধান সরকারী গৃহাদি—তহশীলী (ইহা এক সময় দুর্গ ছিল), টাউন হল, বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার প্রভৃতি। ১৮৬৫ খ্রী° মিউনিসিপ্যালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যবসায় প্রধানতঃ নগরীর মধ্যেই আবদ্ধ এবং ব্যবসাদ্রব্য শস্য, চিনি, তুলা, বস্ত্র, ধাতুদ্রব্য প্রভৃতি। এখানে তুলার বীচি ছাড়াইবার একটী বৃহৎ কল আছে।

[UPDG, Aligarh; CI, 1931, U. P.; IG, vi. 130]

অত্রৌলিয়া—যুক্তপ্রদেশে আজমগড় জেলার অন্তর্গত নগরী। লোকসংখ্যা—১৯৩১ খ্রী° ২০১০ (পুরুষ ১০৬৬, স্ত্রী ৯৪৬); ১৯০১ খ্রী° ২৫৩০; ১৮৮১ খ্রী° ৩১০৫। জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু।—CI, 1931, U. P.

অথ্তর—দক্ষিণ আরবের শেমদিগের প্রাচীন দেবতা। ইনি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেন। আর্মেনিয়ায় ইঁহার নাম 'অতর্'; কানান, মোয়াব ও আবিসিনীয়ায় 'অশ্তর'; আসীরিয়া ও বাবিলনে 'ইশ্তর' এবং দক্ষিণ আরবে অথ্তর পাওয়া যায়। আর্মেনিয়ায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইঁহার পূজা প্রচলিত ছিল। ইনি পুরুষ বা নারী কোন্ দেবতা ছিলেন তাহার কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। দক্ষিণ আরব, আবিসিনীয়া ও মোয়াবে ইনি পুরুষ এবং আসীরিয়া ও কানানে নারী দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি মন্দির ও কবর-স্থানসমূহের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ইনি অত্যন্ত প্রভাবশালী দেবতা ছিলেন। সিরীয়ায় ও এশিয়া মাইনরের সমুদয় ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ইঁহার প্রভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া-ছিল।—ERE, ii. 165a; ix. 250a; x. 882b, 883a.

অথ্-থর্থার—নদ-বি°। প্রায় ৯০০ খ্রী° ইব্ন্ সেরপিয়ন্-লিখিত মেসোপোটেমিয়া ও বোগদাদের ভৌগোলিক বর্ণনায় ইহার উল্লেখ আছে। এই বর্ণনায় দেখা যায়, ইহা অল্-হির্মাস্ নদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা একটী পর্বত অতিক্রমপূর্বক অল্ হদর্ ও সিঞ্জার-এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া টাইগ্রিস্ নদে পতিত হইয়াছে। তক্রীৎ শহরের সন্নিধানে টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরে ইহার সঙ্গমস্থল।—JRAS, 1895, 262.

অথ্নি₁—বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও জেলার একটী তালুক। বেলগাঁও জেলার ইহা উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ২৭´—১৬° ৫৮´ উ°; দ্রাঘি° ৭৪° ৪০´—৭৫° ২৫´ পূ°। আয়তন—৮১৬ বর্গমাইল। নগর—অথ্নি, ইহাই মুখ্যনিবেশ [অথ্নি₂ দ্র°]; গ্রামসংখ্যা—৮২, তন্মধ্যে কুদ্চি অন্যতম। এই তালুকের অধিকাংশ ভূভাগ উন্মুক্ত ও বৃক্ষহীন। একটী গিরিশ্রেণীদ্বারা তালুকটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, দুই দিকে একই রূপ সমতল উপত্যকা। আবহাওয়া সাধারণতঃ শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৩´´। তালুকের দক্ষিণ ভাগ দিয়া সলিলা কৃষ্ণা নদী প্রবাহিতা হইয়াছে। এই অংশের মাটি কৃষ্ণবর্ণ এবং এখানে ছোট ছোট অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম আছে।—IG, vi. 123.

অথ্নি₂—নগরী-বি°। অথ্নি তালুকের মুখ্যনিবেশ [অথ্নি₁ দ্র°]। অক্ষা° ১৬° ৪৪´ উ°; দ্রাঘি° ৭৫° ৪´ পূ°। ১৮৩ খ্রী° এখানে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অথ্নি নগরীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এখানকার চক্রনির্মাতারা অতি সুন্দর শিল্পী বলিয়া পরিচিত। এখানে কাপড়, কম্বল ও সোরা নির্মিত হয়। কাপড় বাঁধা ও ধোলাই-এর কয়েকটী কারখানাও এখানে আছে। এই স্থান বেলগাঁও জেলার সর্বপ্রধান পল্লীব্যবসা-কেন্দ্র। এখান হইতে তূলা ও শস্য ১২ ক্রোশ পশ্চিমে মিরাজে প্রেরিত হয় এবং সমুদ্রতীর হইতে মিরাজের মধ্য দিয়া চাউল, নারিকেল ও শুষ্ক মাছ আমদানি করা হয়।

১৬৭৯ খ্রী° ফরাসী পর্যটক Mandelso এই নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই নগরীটিকে (Attney city) বিজাপুর ও গোয়ার মধ্যবর্তী একটী প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১৬৭০ খ্রী° ইংরেজ ভৌগোলিক Ogilby ইহাকে (Attany) একটী নগরী ও বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৭৯ খ্রী° মুগল সেনাপতি দিলাবর্ খাঁ শিবাজীর হস্ত হইতে ইহা অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করেন। দিলাবর খাঁর সহিত শিবাজী-পুত্র শম্ভুজী পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যোগ দিয়াছিলেন। দিলাবর খাঁ ইহার অধিবাসী জনগণকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুজী ইহাতে অসম্মত হন এবং দিলাবরকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃপক্ষে যোগদান করেন। ১৭২০ খ্রী° অথ্‌নি নিজামের হস্তগত হয়। নিজাম ইহা কোল্হাপুর-রাজকে প্রদান করেন। কোল্হাপুররাজ আবার সাতারার রাজা শাহুকে ১৭৩০ খ্রী° ইহা অর্পণ করেন। ১৮৩৯ খ্রী° নিপানিরাজের মৃত্যু হইলে ইহা বৃটিশ-গভর্নমেণ্টের অধিকারে আসে। এই নগরীতে একটী নিম্ন আদালত আছে।

[IG, vi. 123-4; BG, i. pt.-ii, 656; xxi. 314, 427-34, 494-7, 511]

অথ্‌বা—বোম্বাই প্রদেশে তাপ্তী নদীতীরস্থ একটী গ্রাম। তাপ্তীর মোহানা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ ভিতরে বাম তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। সুরাটের মুল্লা মুহম্মদ ’অলী নামক প্রসিদ্ধ ধনী বণিক্ এই গ্রামে ১৭৩০ খ্রী° একটী দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৭২৯ খ্রী° তিনি দুর্গের নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া সুরাটের শাসনকর্তা সোহ্‌রাব খাঁ উহার নির্মাণকার্য বন্ধ করিবার আদেশ দেন, কারণ সুরাট এই গ্রাম হইতে মাত্র দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মুহম্মদ ’অলী তখন সেনাপতি বেগ্‌লর্‌বেগ্ খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সোহ্‌রাব খাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। বেগ্‌লর্‌বেগ্ খাঁ সোহ্‌রাবের বাসগৃহ কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া তাঁহার ভ্রাতা তেঘ্‌বেগ্ খাঁকে সুরাটের শাসনকর্তা বলিয়া প্রচার করিলেন। মুহম্মদ ’অলীও সুরাটের বণিগ্‌গণকে দিল্লীর মুগল-সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্‌র নিকট তেঘ্‌বেগ্ খাঁকে শাসনকর্তা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সম্রাট্‌ও তদনুযায়ী তেঘ্‌বেগ্ খাঁকে শাসনকর্তা মনোনীত করিলেন। মুহম্মদ ’অলীরও দুর্গ-নির্মাণে যথেষ্ট সুবিধা হইল। অবশ্য তেঘ্‌বেগ্ খাঁও বুঝিলেন যে, এই দুর্গ নির্মিত হইলে সুরাটের ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হইবে। এজন্য তিনিও উহা বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। তখন আবার মুহম্মদ ’অলী সোহ্‌রাব খাঁর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিলেন। সোহ্‌রাবের সাহায্যে ১৭৩০ খ্রী° তিনি দুর্গনির্মাণ শেষ করিলেন এবং সোহ্‌রাবকেও শাসনকর্তৃত্বলাভে সহায়তা করিলেন। তাঁহার সাহায্যে সোহ্‌রাব অনতিবিলম্বে পুনরায় সুরাটের শাসনকর্তা হন। এদিকে অথ্‌বা দুর্গ প্রতিষ্ঠার ফলে সুরাটের রাজস্বের আয় অত্যধিক কমিয়া গেল এবং ব্যবসায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সোহ্‌রাবও তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি আর কোন উপায় দেখিলেন না। অবশ্য শীঘ্রই ১৭৩৪ খ্রী° আবার তেঘ্‌বেগ্ খাঁর হস্তে বন্দী হইয়া মুহম্মদ ’অলী নিহত হন। [মুহম্মদ ’অলী, মুল্লা দ্র°]—BG, i. pt.-i, 309, 310, 331.

অথ—[√অর্থ (যাচ্ঞা করা) + ড, ডো—কর্তৃ°; পৃষোদ° র লোপঃ।—তত্ত্ব°। চান্দি ও স্বরাদিগণ। তু°—অথো (অথ + উ); বৈদিক ‘অথা’; অবে° ‘অথ’। ঋগ্বেদে ইহার প্রাচীন রূপ ছিল ‘অথা’; যেমন—‘যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর।’—১. ১০. ৩; ‘বাশ্নুতি তর্পয়া কামমেষামথা মনো বসুদেয়ায় কৃধ।’—১. ৫৪. ৯। ঐতরেয় (২. ২৫) ও শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১. ১. ৪. ২২) ‘অথা’ শব্দের প্রয়োগ আছে। গোল্‌ড্‌স্টুকর তাঁহার সংস্কৃতাভিধানে ‘অথ’ এই অব্যয়ের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—‘অথ’ সম্ভবতঃ ‘ইদম্’ শব্দস্থানে সর্বনাম ‘অ’ + তদ্ধিত ‘থ’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃতে ইহার বহুল প্রয়োগ; প্রা° বা° ইহার প্রয়োগ ছিল, আধুনিক বা° প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে অথ শব্দের অর্থ সুদৃঢ় (emphatic) করিবার জন্য কখন কখনও ‘উ’, ‘অতঃ’, ‘অনন্তরম্’, ‘কিম্’, ‘তু’, ‘পুনঃ’ ‘বা’ ‘কিমু’ ‘অপি’ প্রভৃতি কয়েকটী সমার্থক পদ ইহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে।] অব্য, **১** [গ্রন্থারম্ভে, অধ্যায়ারম্ভে, বা বাক্যারম্ভে মাঙ্গলিক দ্যোতনারূপে ইহার প্রয়োগ হইলে অর্থ হয় ‘এখানে’ বা ‘এক্ষণে’ আরম্ভ করা হইতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ‘মঙ্গল’ (auspiciousness) অথ শব্দের চিহ্ন নয়। কিন্তু এই শব্দের উচ্চারণ অথবা শ্রুতিমাত্র মঙ্গল হইয়া থাকে। অথ শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল এই অর্থে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। ‘ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।’—প্রাচীন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন। এই জন্যই আমরা শাঙ্করভাষ্যে (১. ১. ১) দেখিতে পাই—‘অর্থান্তরপ্রযুক্ত। এব হ্যথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি।’] **ক** মঙ্গল। ‘অথ বর্ণসমাম্নায়ঃ’—তৈ-স° ১. ১; ‘অথ নির্বচনম্’—পঞ্চতন্ত্র ২ ॥ আপ্° ॥ **খ** আরম্ভ। ‘অথ শব্দানুশাসনং লিখ্যতে’—অম° টী°; ‘অথেদং প্রারভ্যতে দ্বিতীয়ং তন্ত্রম্’—পঞ্চতন্ত্র ২॥ আপ্° ॥ **গ** অধিকার। ‘অথ শব্দানুশাসনম্’ (‘অথেত্যয়ং শব্দঃ অধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে’)—মহাভাষ্য ১. ১। **২** আনন্তর্য—অতঃপর, অনন্তর। ‘অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে……বনায়…ধেনুমৃষের্মুমোচ’—রঘু° ২. ১ ॥ ‘অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা’—অর্থশা° ১ ॥ **ক** তদা, তাহা হইলে (সাধারণতঃ ‘যদি’ বা ‘চেৎ’-এর পরম্পরাপেক্ষ অনুবন্ধীরূপে ইহার প্রয়োগ হয়)। ‘ন চেন্মুনিকুমারোয়ম্ অথ কোঽস্য ব্যপদেশঃ’—শকু° ৭. ৮১; ‘মুহূর্তাদুপরি উপাধ্যায়শ্চেদাগচ্ছেৎ, অথ ত্বং ছন্দোঽধীষ্ব’—পা° ৩. ৩. ৯. (কাশিকা)। **৩** পক্ষান্তর—অথবা; if, supposing, in case, but if. ‘অথ কৌতুকমাবেদয়ামি’—কাদ° ১৪৪। ‘অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বে’—বেণী° ৩. ৪; কুমার° ৫.

৪৫ ; মুদ্রারা° ৩. ২৫ ; কিরাত° ১. ৪৪ ; 'অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা'—রঘু° ৮. ৫১। [প্রায়ই 'ততঃ' বা তথাপি পরে থাকে] **৪** সমুচ্চয়—এবং, ও and, so also, as also, likewise. 'গণিতমথ কলাং বৈশিকীম্' —মৃচ্ছক° ১. ৩ ॥ অভি° মে° ॥ **৫** সাকল্য, কাৎস্ন্য totality, entirety. 'অথ ধাতূন্ ক্রমঃ'—অম-টী° ॥ অভি° মে° ॥ **৬** প্রশ্ন। 'অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ' —গী° ৩. ৩৬ ॥ বো-রো° ॥ **৭** অন্বাদেশ। **৮** সংশয়, বিকল্প doubt, uncertainty. 'শব্দো নিত্যোথানিত্যঃ'—গণরত্ন° ॥ মে° ॥ **৯** যদি। **১০** সেই হেতু। **১১** প্রতিজ্ঞা ॥ অভি° ॥ **~অপি**—[অধিকাংশস্থলে = অথ] অব্য, **১** অধিকন্তু, পুনরায়। **২** পক্ষান্তরে। **৩** এইরূপে, এতদপেক্ষা। **~কিম্**-[স্বীকৃতি অর্থদ্যোতক = প্রাকৃত অহইং] অব্য, হাঁ, তাই তো, ঠিক তো, নিশ্চয়ই, তাই বটে, এ ছাড়া আবার কি। What else, yes, exactly so, quite so, certainly. 'সর্বথা অপসরঃ-সম্ভবৈষা। অথকিম্।'—শকু° ১. ১৫৮ ; 'অপি বৃষলমনুরক্তাঃ প্রকৃতয়ঃ অথকিম্' —মুদ্রারা° ১ ॥ আপ° ॥ **~কিমু**—অব্য, এত অধিক পরিমাণে, এত বেশী, কত বেশী। —শ-ব্রা° ১.১.১.৮। **~চ**—[অথ চ। √অস্ + অথচ] **১** পক্ষান্তরে, অন্যপক্ষে। 'মলিনেন কলঙ্কিনা, অথচ পাপিনা'—কাব্যাদর্শ ২. ১৭৮ টী°। **২** (বাঙলায়) কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, তাহা হইলেও, আরও, অপিচ, তথাপি। **~তু**—কিন্তু, অপরপক্ষে। **~বা**--[স° অথ বা ; পা°-৪. ২. ২১ (কাশিকা)] অব্য, পক্ষান্তরে, কিংবা, বা। 'ব্যবহারং পরিত্যজ্য বধ্যঃ পূজ্যোহথবা ভবেৎ'—হিতোপ° ১. ৫৮ ; 'সমস্তৈরথবা পৃথক্'—মনু° ৭. ১৯৮ ॥ বো-রো° ॥ আপ°। **~বা-অথবা** = বাথ = বা। **~বা-অপি**—অথবা, পক্ষান্তরে।

অথই, অথাই—[স° অস্তাঘ (= অতি গভীর) >অথগ.ঘ>দেশী° অথাহ>অথাই <অথই] বিণ, অতলস্পর্শ, অগাধ, অতি গভীর। 'আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই'—চণ্ডীদাস ৩১।

অথনগিল্ড্ (Athanagild)—ভিসিগথ্‌দিগের অধিপতি। ইঁহার রাজ্যারোহণের বর্ষ জানিতে পারা যায় না। ৫৫৪ খ্রী° অগিল-(Agila)কে পরাস্ত করিয়া ইনি স্পেনের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে সম্রাট্ জস্‌টিনিয়ান্ (Justinian) ইঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কিস্ (Frankish) রাজদ্বয় সিজবার্ট (Sigebert) ও চিল্‌পারিক্-(Chilperic)এর সহিত ইঁহার দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। স্পেনে ইনি কয়েকটী গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৫৬৭ খ্রী° টলেডো-(Toledo)তে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অথনরিক (Athanaric) — ভিসিগথদিগের অধিপতি। ইঁহার রাজ্যারোহণকাল জানা যায় না। সম্রাট্ ভালেন্‌স-(Valens)এর বিরুদ্ধে তিন বার অভিযান করিবার পর ৩৬৯ খ্রী° ইনি শান্তিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। সম্রাটের সহিত ইঁহার সন্ধির আলোচনা দানিউব-(Danube)এ একটী বজরার উপর হইয়াছিল। ৩৭৬ খ্রী° ইনি হূণদিগের নিকট পরাজিত হইয়া সম্রাট্ ১ম থিওডোসিউসের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন।

অথনরিক পৌত্তলিক ছিলেন ; পৌত্তলিকতাকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছায়, যাহাতে খ্রীস্টানগণ মূর্তিপূজা করে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটী প্রস্তরমূর্তি তাহাদিগের বাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন (ERE, vii. 156a)। ৩৮১ খ্রী° ২৫এ জানু° কন্‌স্টান্‌টিনোপলে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অথনেসিউস্, (Athanasius, St.)—খ্রীস্টীয় ধর্মসংস্কারক। ২৯৭ খ্রী° আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম ও আলেকজান্দ্রিয়াতেই ৩৭৩ খ্রী° ২রা মে মৃত্যু। ইনি গ্রীক্ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হোমার, প্লেটো, ডেমস্থেনেস্ প্রভৃতির সাহিত্যেও ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। গ্রীক্ বাইবেলে ইঁহার সমকক্ষ ধর্মোপদেষ্টা পাদ্রী আর কেহই নাই।

৩২৫ খ্রী° নিকেয়া কাউন্সিল (Council of Nicaea) হইতে ইনি ধর্মযাজক (deacon) এবং ৩২৮ খ্রী° আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশপ আলেকজান্দারের স্থলে বিশপ নিযুক্ত হন। আরিয়ান্‌মতাবলম্বীদিগের সহিত সঙ্ঘর্ষেই ইঁহার সমুদয় জীবন কাটিয়াছে। যৌবনকালেই ইনি বিশপের পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে এই নিয়োগ-ব্যাপার অতি গোপনে সাধিত হইয়াছিল। বিশপ নিযুক্ত হইয়াই ইনি ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতেই ইঁহাকে আরিয়ান্‌দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। আরিয়ান্‌গণ পৌত্তলিকতার পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন আরিয়ুস্। তাঁহাকে 'ঈশ্বর-পুত্রে'র (Son of God) প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা হইত।

নব্য ধর্মমতের আন্দোলনের প্রভাবে আরিয়ুস্ নির্বাসিত হইয়াছিলেন॥ তৎকালে সম্রাট্ কন্‌স্টান্‌টাইনও ছিলেন আরিয়ান্‌মতাবলম্বী। এজন্য অথনেসিউস্‌কে বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হইয়াছিল। ৩০০ খ্রী° নির্বাসিত আরিয়ুস্‌কে ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু অথনেসিউস্ ইহাতে অসম্মত হন। ফলে সম্রাট্ কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ই অথনেসিউস্‌কে নির্বাসিত করিলেন। কন্‌স্টান্‌টাইন্ ও আরিয়ুস্ উভয়ের মৃত্যু হইলে ইনি ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পান। কিন্তু ৩৪০ খ্রী° পুনরায় আরিয়ান্ দল-কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বিতাড়িত হন, তবে বহু চেষ্টায় ৩৪৬ খ্রী° আবার ফিরিয়া আসিবার অনুমতি লাভ করেন। পরবর্তী দশ বৎসর ইনি বিশপের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু পুনরায় মিলানে আরিয়ান্ দল চেষ্টা করিয়া ৩৫৫ খ্রী° ইঁহাকে বিতাড়িত করে। ৩৫৬ খ্রী° হইতে ৩৬২ খ্রী° পর্যন্ত ইনি মরুভূমিতে যাপন করেন। ৩৬১ খ্রী° ইঁহাকে ফিরাইয়া আনা স্থির করা হয় এবং পরিশেষে ৩৬৪ খ্রী° ইনি

ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পান। অতঃপর নয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিশপরূপে অথনেসিউসের জীবন তিনটী সময়ে বিভক্ত—৩২৮ হইতে ৩৪৫ খ্রী°, ৩৪৬ হইতে ৩৫৬ খ্রী° এবং ৩৫৭ হইতে ৩৭৩ খ্রী°। ৩২৮-৪৫ খ্রী° ইঁহাকে মেলিসিয়ান্-দিগের সহিত ব্যক্তিগতভাবে এবং ধর্মমত লইয়া আরিয়ান্দিগের সহিত সঙ্ঘর্ষ করিতে হইয়াছিল। ৩৪৬-৫৬ খ্রী° মিশরে ইঁহার প্রভাব ক্রমবর্ধিত হয় এবং আরিয়ান্-ক্ষমতা ক্রমাবনতি প্রাপ্ত হয়। ৩৫৭-৭৩ খ্রী° যাহারা পরমাত্মাকে (Divinity of the Spirit) অস্বীকার করিত তাহাদের সহিত ইঁহার সঙ্ঘর্ষ বাধে।

সংস্কারকরূপে অথনেসিউসের প্রচেষ্টা ও দৃঢ়তা অতুলনীয়। 'পৃথিবীর বিরুদ্ধে অথনেসিউস্' (Athanasius, contra mundum), ইহা একটী প্রবাদবাক্যরূপে প্রচলিত হয়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আরিয়ান্দলের সহিত যেভাবে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহাকে পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইঁহার ধর্মমত Athanasian Creed নামে প্রসিদ্ধ, ইঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই মত প্রত্যাহৃত হয় নাই।

অথনেসিউসের ধর্মমত Athanasian Creed নামে পরিচিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এই Creed খ্রী° ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শতকে গল বা উত্তর আফ্রিকায় উৎপন্ন ও প্রচলিত হয়। ইহার রচয়িতা-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ইহার ব্যবহারে কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তি নাই এবং ইহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলনও চলিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Protestant Episcopal Church উহাদের প্রার্থনাগ্রন্থ হইতে এই ধর্মমত বাদ দিয়াছে।

[Richard Ince: A Dict. of Religion and Religions, Lond. 1935; Prof. Carl Cleman: Religions of the World, 366ff; Gwatkin: Studies of Arianism, 1900, 67ff; A. Robertson: Selected Writings and Letters of St. Athanasius, Oxf. & N. Y., 1892; Harnack: Hist. of Dogma, 1896-8, iii. 272ff, 290ff; iv. 1-163; L. Duchesne: Histoire ancienne de l'eglise, ii. 1907; W. A. Curtis: Dict. of Religion etc.; Do: Hist. of Creeds, 1911; Dr. W. Smith & Dr. H. Wace: Dict. of Christian Biography, i. 'Athanasius'; ERE, ii. 'Athanasius']

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অথনেসিউস্, — (Athanasius of Trapazus) ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবি°। দেশের ধর্মজীবনের উন্নতির জন্য ইনি সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ধর্মভীরু ব্যক্তিদিগের জন্য ইনি মাউন্ট অথোসের উপর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দির অথোসের প্রাচীনতম ও প্রধান মন্দির বলিয়া কথিত। [অথোস্ দ্র°]—ERE, ii. 77a.

অথনেসিউস্ নিকিটিন — রুশীয় ব্যবসায়ি-বি°। ইনি অশ্বের ব্যবসায়-ব্যপদেশে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন (১৪৬৮-৭৪ খ্রী°)। স্বরচিত বর্ণনায় ইনি ভারতে আপনার অভিজ্ঞতা ও অবস্থার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।*

বোম্বাই-এর ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে কোলাবার অন্তর্গত চেউল নামক স্থানে অথনেসিউস্ অবতরণ করেন। চেউলে এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়া তিনি ব্যবসায়ের জন্য অশ্বসমূহ লইয়া অগ্রসর হন। আট দিন পরে তিনি থানা জেলার অন্তর্গত পুলু সোনালু নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। পুলু সোনালু হইতে আবার দশ দিনে উম্‌রি নামক স্থানে গেলেন (উম্‌রির অবস্থান-নির্দেশ করা হয় নাই)। উম্‌রি হইতে ছয় দিনে তিনি জুনারে উপস্থিত হন। জুনারেই তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জুনারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অধিবাসিগণের জীবনযাপন-পদ্ধতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভ্রমণকালে তিনি যে আতিথ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জুনারের অসদ্ খাঁর সহিত হিন্দুদিগের বিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

অথনেসিউস্ তাঁহার বিবরণে বলিয়াছেন, একবার তিনি তাঁহার অশ্বসমূহ-সমেত অসদ্ খাঁ-কর্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। অসদ্ খাঁ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান হইলে তিনি অথনেসিউস্কে মুক্তি দিবেন ও পুরস্কারস্বরূপ এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবেন এবং তাঁহার অশ্বসমূহও প্রত্যর্পণ করা হইবে; অন্যথা হইলে তাঁহাকেই এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে হইবে। কিন্তু খোরাসান হইতে আগত খাজা ইওছা মহ্‌মেৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অসদ্ খাঁকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে অশ্বসমূহসমেত তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।—BG, xiii. pt-ii, 218-9.

অথয়-গ্যী, — বর্মাদেশে বেসিন জেলার অন্তর্গত বেসিন নগরে অবস্থিত রাজস্ব-কেন্দ্র। আয়তন — ১৫ বর্গমাইল। ইহার পূর্বে বেসিন নদ, পশ্চিমে পইবেঙ্ এবং উত্তরে লেট্-থুট্ নদ প্রবাহিত। বেসিন নদের দিকে ইহার ভূমি কঙ্করময় ও তরঙ্গায়িত। ইহার অধিবাসিবৃন্দ বিশেষতঃ বর্মী ও করেণ্, তাহারা ধান্য ও উদ্যানচাষ করিয়া থাকে। নদগুলির চারি দিকে জঙ্গল। দক্ষিণ দিকের ভূমি খুব নিম্ন। উত্তর দিকে বেসিন নগর এবং উহারই একাংশ অথয়-গ্যী রাজস্বকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে নির্মিত পথ বিশেষ নাই, পায়ে-চলা পথই সাধারণতঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছে।—British Burma Gaz., ii. 80-1.

অথয়-গ্যী, — বর্মাদেশে বেসিন জেলার অন্তর্গত বেসিন নগরের একটী অংশ। বেসিন নগরের ইহা বৃহত্তম অংশ; অন্যান্য অংশ—তলইং-গ্যাউঙ ও মোথিট্। বর্মীদিগের রাজ্যকালে এখানে 'অথয়' নামক এক শ্রেণীর লোক বাস করিত; তাহারা রাজশাসনাধীনে নিয়মিত কার্য করা হইতে অব্যাহতি পাইত,

* Major's India in the 15th Cent., Athanasius Nikitin, 9-12

উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে কর দান করিতে হইত। তাহাদিগেরই নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।—British Burma Gaz., ii. 81; IG, xxi. 365.

অথর্ খাঁ (বা অৎহর্ খাঁ)—এক জন কবি। 'অমীর নিজামুদ্দীন রজবীর পুত্র। বুখারার অধিবাসী। ইনি সম্রাট্ আওরঙজেবের রাজ্যকালে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং ভারতে আসিয়া ইনি স্বরচিত রচনাবলী একটী দীবানে সঙ্কলিত করেন।—OBD.

অথরক্—আফ্রিকার একটা মধুসংগ্রহকারী জাতি। ইহারা পিপার মধ্যে মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে।—ERE, vi. 769a.

অথরি, অথরী—[বৈদিক প্রয়োগ কেবল বহুবচনে, যথা—'অথর্যঃ'। '√অত্' (=সতত গমন করা) নিপাতনে নিষ্পন্ন; কিন্তু সম্ভবতঃ অপ্র° √অথ+অরি='অথরি' হইতে পারে। √অথ ধাতুও √অত্ (তু° অট্, অঠ্) ধাতুর অর্থ একই। কিন্তু কেবল 'দ্রুততা' অর্থদ্যোতক অথরী, অথর্বন্ ও এতন্নিষ্পন্ন শব্দেই ইহার প্র°। অঙ্গুলি ও অগ্নি অর্থ-ব্যঞ্জক শব্দের সহিত ইহার ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ আছে। √অঙ্গ্>(মূলতঃ গমনার্থক √ই<) অঙ্গুলি বা অঙ্গুরি, অগ্রু, ও অগ্নি, অঙ্গিরা। অথর্ ও তদ্ব্যুৎপন্ন অথর্য ও অথর্যুতে ইহা পুনরায় দেখিতে পাওয়া যায়।] স্ত্রী°, ['অথর্য ইত্যঙ্গুলিনাম'—নিঘ° ২.৫; কৌৎসব্যনি° ৮২] ১ অঙ্গুলি॥ বো-রো° গোল্ড° আপ্°॥ ২ আপ্তের মতে 'অঙ্গুলিসদৃশ তীব্র অগ্নিশিখা'। ঋগ্বেদে একবার মাত্র এই শব্দের প্রয়োগ আছে। 'দ্বির্যং পঞ্চ জীজনন্ত্ সংবসানাঃ স্বসারো অগ্নিং মানুষীষু বিক্ষু। উষর্বুধমথর্যোন দন্তং শুক্রং স্বাসং পরশুং ন তিগ্মম্॥'—ঋ° ৪.৬.৮। মনুষ্যাদিগের মধ্যে দশটী ভগিনী (অর্থাৎ অঙ্গুলি) নারীদিগের ন্যায় অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছে। সেই অগ্নি উষাকালে বুধ্যমান, হব্যভোজী, দীপ্তিমান্ সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের ন্যায় (শত্রুহন্তা)। এখানে অথর্যঃ =অহিংসিতাঃ স্ত্রিয়ঃ। এই শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। রোট (Roth) ইহার অর্থ করেন —বর্শার অগ্রভাগ; পিশেল (Pischel) অর্থ করেন—'হস্তী'। সায়ণ বলেন, অথর্যঃ= নার্যঃ।

[VI; বো রো°; গোল্ড°; Pischel: Vedische Studien, i. 99]

√অথর্য্—[কেবল বৈদিক-প্র°। প°—অথর্যতি। বোধ হয়, অথরী বা অথর্+যক্ >নামধাতু] সতত গমন করা to go or move constantly.

অথর্য—[√অথর্য+অচ্ (?)] ১ বেদে অগ্নির নামবি°। গার্হপত্য হইতে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে বলিয়া—দক্ষিণাগ্নি ॥ গোল্ড°॥ ২ বিণ, সততগমনশীল, অতনবান্। 'নর্য প্রজাং মে পাহি। শংস্য পশূন্ মে পাহি। অথর্য পিতুং মে পাহি।' —বাজ-স° ৩.৩৭।—আশ্ব-শ্রৌ° ২.৫ (মহীধরভা°)।

অথর্যু—[বৈদিক। √অথর্য+উ] ১ বেদে অগ্নির নামবি° ॥ গোল্ড°॥ ২ বিণ, সতত গমনশীল।—ঋ° ৭.১.১।

অথর্ব, অথর্বন্, অথর্বা—ক [অথর্ব —অথর্বন্-এর সংক্ষিপ্তরূপ; অথর্বন্—অথ+ √ঋ+বনিপ্-শকন্ধাদি°—বাচ°; অথর্বা-মূ° অথর্বন্] সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। অথর্ববেদ ইঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঋগ্বেদে ১৪ বার অথর্বনের ও বহুবার অথর্বাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্বা অগ্নি-পুরোহিত বলিয়া খ্যাত। অগ্নি-প্রসঙ্গে ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনটী নাম ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই তিন জন ঋষিই অগ্ন্যুৎপাদনপ্রণালী আর্য-সমাজে প্রথম প্রবর্তন করেন। সুতরাং সভ্যতার ক্রমবিকাশের আলোচনায় ইঁহাদের আলোচনা অপরিহার্য। [অগ্নি ও অঙ্গিরা দ্র°]

অথর্বা ঋষিকর্তৃক অগ্নি আনয়ন ও যজ্ঞ-প্রবর্তনের কথা ঋগ্বেদে স্পষ্টই উল্লেখ আছে; বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সে সকল বর্ণনা হইতে আমরা বৈদিক যুগের অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি:—

ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মংথন্তি বেধসঃ।
যমং কূযন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাব্যাভ্যঃ॥
—ঋ° ৬.১৫.১৭।

'হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থ প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধি-বিধায়ক অমরগণকে আনয়ন কর। দেবগণের নিকট আমাদিগের যজ্ঞ বহন কর।'

'ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥'—ঋ° ৬.১৬.১৩; তৈ-ব্রা° ৩.৫.১১; বাজ-স° ৩০.১৫।

'হে অগ্নি! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন।'

অথর্বার অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী-সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। উপরিউক্ত ঋকে দেখা যায়, তিনি পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সায়ণ পদ্মপত্রের উপর প্রজাপতি-কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির আখ্যান-অনুযায়ী এখানে পুষ্করের অর্থ পদ্ম করিয়াছেন। অরণি-কাষ্ঠের ঘর্ষণে যজ্ঞের অগ্নি-উৎপাদনের কথা বৈদিক সাহিত্যে রহিয়াছে; এই হেতু অগ্নি-উৎপাদনকালে অরণি-কাষ্ঠের ছিদ্রে কাষ্ঠদণ্ড আরোপণ করিয়া রজ্জুর সাহায্যে তাহা মন্থন করিতে হয়। এই জন্য কোন কোন মনীষী পুষ্কর অর্থে অরণিকাষ্ঠের ছিদ্র বুঝিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পদ্মপত্র-সংযোগে দাবানল সংগ্রহের আভাষ ইহাতে পাওয়া যায়; যাহাই হউক, কাষ্ঠঘর্ষণে বা মন্থনে অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী যে অথর্বা উদ্ভাবন করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ অঙ্গিরা ঋষি এই প্রণালীর অধিকতর উন্নতিসাধন করেন।—ঋ° ৩.২৯.২; ৩.২৩.২-৩; ৭.১.১; ১০.৭.৯।

ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অঙ্গিরা, অথর্বা, ভৃগু এবং অঙ্গিরোবংশীয়

১ Macdonell: Vedic Mythology, 141.

ঋষিগণের দ্বারা অগ্নি-পূজা ও অগ্নি-হোমাদি প্রবর্তিত হয়। অগ্নি মানব-সভ্যতার প্রধান সহায়, এই হেতু ঋগ্বেদে অগ্নির এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্র, ত্বষ্টা, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের এত স্তুতি দেখা যায়। ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরার নাম ঋগ্বেদের বহু স্থলে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ নিকট সম্পর্ক ছিল। অথর্ববেদের ভৃগ্বঙ্গিরস, অথর্বাঙ্গিরস প্রভৃতি নাম সর্বজনবিদিত। অথর্ববেদীয় চুলিকোপনিষদে অথর্বাদিগকে 'ভৃগূত্তমাঃ' বলা হইয়াছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাদিগকে অভিন্ন বা একই বংশীয় বলিয়া মনে করেন।[২]

ঋগ্বেদে দধ্যঙ্ নামে অথর্বার এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (৬. ১৬. ১৪; ১. ১১৬. ১২; ১. ১১৭. ২২)। অগ্নি-উৎপাদনের সহিত তাঁহার নামও সংশ্লিষ্ট (১. ১১৬. ১২)। ইনিই পুরাণের দধীচি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও (৩. ২. ১৩. ১০) অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু — অগ্নি-পুরোহিতরূপে বিখ্যাত। অথর্বা যে ভৃগুর পুত্র এবং অঙ্গিরা যে অথর্বার পুত্র সে সম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই।[৩]

অথর্বা যে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন এবং ভৃগুগণ যে দেবতুল্য ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়।

'যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বি ধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগবঃ
সং চিকিত্রিরে ॥'—ঋ° ১০. ৯২. ১০।

'অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগু-বংশীয়েরা বলপ্রকাশপূর্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।'

'অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা।
ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য
কাম্যো বিবক্ষসে ॥'—ঋ° ১০. ২১. ৫।

'অথর্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্বপ্রকার যজ্ঞকার্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

'যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো
ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য
জাতমমৃতং যজামহে ॥'
—ঋ° ১. ৮৩. ৫।

'অথর্বা যজ্ঞদ্বারা প্রথমে (অপহৃত গাভীগণের) পথ বাহির করিয়াছিলেন। পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন; অথর্বা ঐ গাভীসকল প্রাপ্ত হইলেন, কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। (অসুর) দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি।

অথর্বা, মনু ও দধ্যঙ্ যজ্ঞ করিয়াছিলেন (১. ৮০. ১৬)। ইন্দ্র অথর্বার সহায় (১০. ৪৮. ২)। ঋগ্বেদে অথর্বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহেন; কিন্তু ঋগ্বেদে এমন ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি ঋগ্বেদীয় যুগের বহু পূর্বে যে বর্তমান ছিলেন, তাহা বুঝা যায়; কোন কোন স্থলে তিনি দেবত্বও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের (১০. ৮৭. ১২) বর্ণনার এক স্থলে অগ্নিকে বলা হইয়াছে— 'অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বংতমচিতং ন্যোষ', অর্থাৎ 'অথর্বা ঋষির ন্যায় তুমি সত্যধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল'।

ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে অথর্বন্ শব্দে পুরোহিত বুঝাইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১২০ সূক্তের ঋষি বৃহদ্দিব অথর্বন্। কোন কোন স্থলে অগ্নিপুরোহিত অথর্বা অগ্নির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন (৮. ৯. ৭)। অথর্বনেরা (পুরোহিতগণ) সোম মিশ্রিত করেন (৯. ৪. ২)। অথর্ববেদে দেখা যায়, তিনি ইন্দ্রকে সোম দান করেন (অ° ১৮. ৩. ৫৪)। বরুণ অথর্বকে একটী ধেনু দান করিয়াছিলেন (অ° ৫. ১১; ৭. ১০৪); ইনি দেবগণের সহচর এবং স্বর্গে বাস করেন (অ° ৪. ১. ৭)। শতপথ-ব্রাহ্মণে অথর্বন্ প্রাচীন ঋষি বলিয়া খ্যাত (৬. ৪. ২. ১)। অঙ্গিরোগণ, নবগ্বগণ, ভৃগুগণ ও অথর্বগণ পিতৃগণ (ঋ° ১০. ১৪. ৬)।[১] তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন এবং তাঁহারা দেবতা (অ° ১১. ৬. ১৩)। তাঁহারা দৈত্যগণকে ওষধিদ্বারা বধ করেন (অ° ৪. ৩৭. ৭)। অবেস্তায় আথ্রবন (āthravan) অর্থে অগ্নি-পুরোহিত। ['আথর্' স্থানে আতর্=অগ্নি=বৈদিক অথর্, অথর্যু=অগ্নিশিখা—ঋ° ৭. ১. ১]

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে অথর্বার সহিত অগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। অগ্নির স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে; পুরাণ ও কাব্যগুলিতে এই সকল নাম অবলম্বনে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। দেখা যায়, স্বাহা শবদাহনে ভীতা হইয়া অথর্বনের মধ্যে লুক্কায়িত হন। — মহা° ৩. ২২২. ৭ ইঁ°। অভিচার ক্রিয়ায় অগ্নির এক নাম অথর্বন্। — মহা° ৩. ২১১. ২১ ইঁ°। মহার্ণবে মগ্ন অগ্নিকে অথর্বা উদ্ধার করেন।— মহা° ৩. ২২৪. ৮।

অথর্ববেদ অথর্বাদিগের অমূল্য কীর্তি বহন করিতেছে। ইহা ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ, অথর্বাঙ্গিরসবেদ বা ব্রহ্মবেদ নামেও খ্যাত। ইহার দুই ভাগ—এক ভাগ অথর্বন্, অন্য ভাগ অঙ্গিরা। প্রাচীনকালে বড় বড় যাগযজ্ঞের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনই পূজা-পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রণা, আত্মরক্ষার্থ শত্রুর উৎপীড়ন-রোধ, এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা বা আধিব্যাধির ব্যবস্থাও ছিল। অথর্বা ও অঙ্গিরোগণ এই সকল বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ রাজ-পুরোহিতগণকে এই সকল সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইত। এই হেতু অথর্বা বা অঙ্গিরোগণই পৌরোহিত্যে অধিকারী ছিলেন। অথর্ববেদকে তাঁহাদের কৌলিক ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে; ইহার অধিকাংশই এই সকল মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ। অথর্ববেদে শান্ত, দান্ত ও লোকহিতকর শুভ বিষয়ের সহিত অথর্বার নাম সংযুক্ত।[৪] [অথর্ববেদ দ্র°]

২ Ancient Indian Historical Tradition.

৩ Dr. Keith : Religion and Philosophy of the Vedas, 223-26.

৪ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 7, 8, 9.

উপনিষদে অথর্বাকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মুণ্ডক-উপনিষদে (১. ১. ১-২) উক্ত হইয়াছে—

'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য
কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥
অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্বা তাং
পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥'

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, অথর্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মার নিকট অথর্বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' প্রাপ্ত হন। অথর্বা সেই বিদ্যা আবার অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। অঙ্গিরা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ তাহা আঙ্গিরসকে প্রদান করেন।

পুরাণে অথর্বা — **ক** ভাগবত-পুরাণে অথর্বা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ঋষি। ইনি অঙ্গিরসের পুত্র। মাতা—সতী। —ভা° ৬. ৬. ১৯। মহাভারতও ইহাই বলিয়াছে।—মহা° ১. ১১. ২০; ৫. ১৮. ৬। অথর্বার কর্দমকন্যা চিত্তি (নামান্তর শান্তি) হইতে দুই পুত্র হয়—অশ্বশিরাঃ ও দধ্যঙ্।—ভা° ৪. ১. ৪১। বায়ুপুরাণ-মতে আঙ্গিরস অথর্বার তিন পত্নী। তন্মধ্যে মরীচিনন্দিনী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, কর্দমকন্যা স্বরাট্ হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য এবং মনুকন্যা পথ্যা হইতে বিষ্ণু। এতদ্ভিন্ন অথর্বার দুইটী মানসপুত্র—সংবর্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন।—বায়ুপু° ৬৫. ৯৮-১০১। মৎস্যপুরাণ (১৯৬.৪) অথর্বার পরিবর্তে অঙ্গিরা করিয়া সুরূপার পুত্রগণের নাম দিয়াছেন—বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ। ভাগবত (১০. ৭৪. ৯) বলেন, অথর্বা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অন্যতম ঋত্বিক্ ছিলেন। মহাভারতে আছে, নহুষ ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইলে মূল ইন্দ্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। অঙ্গিরা এই সময় অথর্ববেদ-মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রের সৎকার করেন। ইন্দ্র তাই ঐ বেদের নাম দিলেন অথর্বাঙ্গিরস।—মহা° ৫. ১৮.৫-৮। **খ** পাবক অগ্নি প্রথম লৌকিক অগ্নি। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মৌদনাগ্নি। ইঁহারই নামান্তর—ভরত ও বৈশ্বানর। ইনিই দেবগণের হব্য বহন করিতেন। অথর্বা নামক ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; মৃত্যুর পর তিনি অথর্বার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন—তখন নাম হয় আথর্বন্।—মৎস্যপু° ৫১.৭-৯। **গ** অগ্নি-বি°। অথর্বা লৌকিকাগ্নি—পুষ্করোদধিমন্থনে উৎপন্ন। ইঁহার পুত্র দধ্যঙ্। — বায়ুপু° ২৯ ৮। **ঘ** ঋষি ভৃগুর নামান্তর। ভৃগুর পুত্র অঙ্গিরা। 'অথর্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োঽপ্যাঙ্গিরাঽথর্বণঃ সুতঃ।' — বায়ুপু° ২৯. ৯। কিন্তু মৎস্যপু°-(৫১. ১০) মতে অথর্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র; অঙ্গিরা অথর্বার পুত্র। **ঙ** অথর্বা নামক জাতি-বি°। পূর্বে অথর্বা নামে ব্যক্তিবিশেষ এই জাতির নেতা ছিলেন। অথর্বার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই জাতির নেতা হন। এইরূপ প্রথা পারসিক জাতির মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত। **চ** শিবের নাম-বি°। 'অথর্বাণং সুশিরসং ভূতযোনিম্' — হরি° বিষ্ণু° ৭২. ৩৩। **ছ** বসিষ্ঠ।—কিরাত° ১০. ১০ ॥ বো-রো° ॥ **জ** ক্লী°, অথর্ববেদ ॥ মে° বো-রো° ॥ **ঝ** প্রাণ। 'প্রাণো বা অথর্বা'—শ-ব্রা° ৬. ৪. ২. ১। **ঞ** প্রজাপতি, ব্রহ্মা। 'অথর্বা বৈ প্রজাপতিঃ'—গো-ব্রা° পূ° ১. ৪। **ট** সোম ॥ মনি° ॥

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অথর্ব$_2$ — (বাঙলায়) [গ্রাম্য—অথব্ব। তু°-'অথর্বা'—'স্থিরপ্রকৃতিঃ'—নি°। 'অথর্ব' শব্দের অর্থ চতুর্থবেদ। 'ঋগ্যজুঃসামবেদাঃ স্যুরথর্বা তু তদ্ধৃতিঃ'—অভি°। সুতরাং ইহা শেষ বেদ। মানুষের চতুর্থদশায়—শেষ-দশায় যে জরা হয় তাহাতে আক্রান্ত।—বা-শব্দ°] **১** জরাতুর, স্থবির, অতিবৃদ্ধ। 'একে সে অবলা তায় অষ্ট মাস গর্ভ। উঠিতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথর্ব।' — মা-ধর্মম°। **২** গতিশক্তিরহিত, পঙ্গু। 'অথর্ব উঠিতে নারি।'—মা-ধর্মম°।

অথর্বছন্দঃ—গ্রন্থবি°। — Peters. 3 383; Cat. Cat.

অথর্বজ্যোতিষ—বেদের ছয়টী অঙ্গে মধ্যে জ্যোতিষ একটী। বস্তুতঃ জ্যোতি বেদ-চক্ষু বলিয়া যাবতীয় অঙ্গের মধ্যে প্রধান বেদ যজ্ঞকর্মপ্রবৃত্ত; যজ্ঞসমূহ কাল আশ্র করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; জ্যোতিষ কাল বোধক শাস্ত্র; এই হেতু জ্যোতিষ বেদাঙ্গ হইয়াছে। মূল বেদাঙ্গ লুপ্ত হইয়াছে; তৎ পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। খ্রী-পূ° ১২শ শতকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তিন প্রকার বেদাঙ্গ-জ্যোতি পাওয়া যায়; প্রথম, ঋগ্বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ—ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, মাস, রাশি পর্বকাল, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি যজ্ঞ বিহিত কাল, দিনমান ও রাত্রিমানের গণনা জলঘটিকাদ্বারা সময়-নিরূপণ আছে। ইহাতে ৩৬টী শ্লোক আছে। লগধ নামক ঋষি বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রথম প্রণেতা। যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ৪৩টী শ্লোক আছে। ইহার ১৩টী নূতন, অবশিষ্ট ৩০টী ঋগ্বেদীয় বেদাঙ্গ-জ্যোতি হইতে গৃহীত। শেষ নাগ ইহার প্রণেতা। শে নাগ-বংশীয় সোমাকর নামক জ্যোতির্বিদ্ ইহা ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। অথর্বজ্যোতি ১৬২টী শ্লোক আছে। অথর্ববেদীয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষ তিথি, নক্ষত্র ও বার-দ্বারা মুহূ জানিবার গ্রন্থ। আচার্য ম্যাক্সমুলর বলিয়াছে যে, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য নহে; যজ্ঞ-সম্পাদনের কাল নির্ণয় করিবার জন্য যতটুকু জ্যোতিষের আলোচনা প্রয়োজনীয় তাহা শিক্ষা দেওয়াই বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। অথর্ব-জ্যোতিষে ব্রহ্ম কশ্যপকে ইহার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কুর ছায়া কোন্ মুহূর্তে কত হ কোন্ মুহূর্তে কোন্ কার্য বিধেয় তাহার ব্যব আছে। কোন্ তিথিতে কি কার্য করিতে হইবে তাহার উপদেশ আছে। সাতটী গ্রহের না এবং রবি, সোম, মঙ্গলাদি সাত বারের নামোল্লেখ ইহাতে আছে। কিন্তু মেষাদি দ্বাদ

রাশির নাম নাই। গ্রহ, উল্কা, অশনি-নির্ঘাত, ভূকম্প, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি সংহিতার এবং জন্ম, সম্পদ্‌, বিপদ্‌, ক্ষেমাদি জাতক-গণনার বীজ এইখানে আছে। সপ্তগ্রহ ও সপ্তবারের নামোল্লেখ থাকায় অনেকেই অনুমান করেন, অথর্ব-জ্যোতিষ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার কাল-নিরূপণ করিবার উপযোগী বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'আম্নায় বিধি দর্শনাৎ' এই বচনদ্বারা এই গ্রন্থ যে অথর্ব-জ্যোতিষ ইহাই মাত্র প্রমাণিত হয়; তাহা ছাড়া ইহা যে অথর্ব-জ্যোতিষ তাহার প্রমাণ আর কিছু পাওয়া যায় না। [বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ দ্র°]

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ

অথর্বণ —[অথর্বন্‌+অ (?)] শিবের নাম-বি° ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৪৫; বো-রো° ॥ ~উপনিষদ্‌—স্ত্রী°, উপনিষদ্‌বি°।—Opp. Cat. Cat. 1. ~উপনিষদ্ভাষ্যবিবরণ - জ্যোতিষশাস্ত্রগ্রন্থ। পুরুষের সৌভাগ্যগত নিমিত্ত ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার কাল, নক্ষত্র ও রাশিঘটিত লক্ষণাদির বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থখানি ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতিপ্রোক্ত বলিয়া কথিত। প্রারম্ভ এইরূপ—

বিষ্ণোঃ পদং বহ্নিমুখং মৌলিখণ্ডেন্দু(ন্দু) ভূষণম্‌।
অশেষজগতো বীজং লক্ষ্মীবীজমুপাস্মহে ॥
জগদাপ্যায়নকরং সোমং শীতাংশুমণ্ডলম্‌।
সুধাকল্লোলসম্ভূতং নমস্তে শুভাবহম্‌ ॥
* * *
ত্রৈলোক্যপালনরতমিন্দ্রো বহ্নিমুখোদ্গতম্‌।
বৃহস্পতিং সমাগম্য প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ ॥—

S. Mss., N. 13817. ~চন্দ্রকালিতন্ত্র—ক্লী°, গ্রন্থবি°।—Opp. Cat. Cat. 1. ~শিক্ষা—স্ত্রী°, গ্রন্থবি°। -- Opp. Cat. Cat.

অথর্বণি—[আথর্বণি দ্র°। এই পাঠই শুদ্ধতর। 'অথর্বণি তদুক্তশান্ত্যাদৌ বা কুশলঃ ইস্ সিদ্ধেন তস্যাভাবাৎ ন টিগোপঃ'—বাচ°] ১ অথর্ববেদজ্ঞ বা অথর্বানুষ্ঠানজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অথর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ২ পুরোধাঃ, কুলপুরোহিত। —বিশ্ব° মে°।

অথর্বতাপিন্যুপনিষৎ = নৃসিংহ-তাপনীয়োপনিষৎ।—Burnell 33a; Cat. Cat.

অথর্বন্‌—[অথর্ব দ্র°]।

অথর্ব-নিধি,-বিদ্‌—অথর্ববেদের নিধি (আধার), অথর্ববেদ বা তদুক্ত কর্ম যিনি জানেন। বসিষ্ঠাদি মুনি অথর্ববেদের 'শন্নো-দেবীরভীষ্টয়ে' প্রভৃতি মন্ত্রবিহিত আভিচারিক কর্ম জানিতেন বলিয়া তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইতেন।—বাচ°। অথর্ববেদকুশল, পৌরোহিত্যকর্মনিপুণ। 'অথাথর্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃপুরঃ' — রঘু° ১. ৫৯। 'স বভূব দুরাসদঃ পরৈঃ গুরুণাথর্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।' —রঘু ৮. ৪।

অথর্বপরিশিষ্ট—ইহাতে সকল প্রকার 'শান্তি' বা ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান, অশুভাদি নিমিত্ত প্রভৃতির ব্যাখ্যা আছে। কৌশিক-সূত্রের দ্বারা যেখানে অথর্ববেদের ব্যাখ্যা বোঝা যায় না সেখানে পরিশিষ্টে অর্থ পরিস্ফুট হয়। Haug. 16; Peters. 2. 183, 3. 383, W. 1497; Cat. Cat. অথর্ব-পরিশিষ্টের পুথির পরিচয় আছে। ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। G. M. Bolling এবং J. von Negelein, Leipzig, 1909-10 সংস্করণ। J. v. Negelein, Orientalistische Literaturzeitung, 1908, 447f; Winternitz, WZKM, 23, 1909, 401f; Keith, JRAS, 1912, 757f.

অথর্বপ্রায়শ্চিত্তসূত্র — প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা একখানি প্রাচীনতম অথর্বপরিশিষ্ট। এই গ্রন্থখানি বৈতানসূত্রের অংশ। 'অথর্বপ্রায়শ্চিত্তানি' J. v. Negelein-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া New Haven হইতে ১৯১৫ খ্রী° প্রকাশিত হইয়াছে (JAOS, 1913-14 হইতে পুনর্মুদ্রিত)। Caland, WZKM, 18. 197f দ্র°।

অথর্বভাষ্য — গ্রন্থবি°।—Rice 40; Cat. Cat.

অথর্বভূত — [বহুবচনে প্র°: যাঁহারা অথর্বন্‌ হইয়াছেন] ধর্ম, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং মনু—ব্রহ্মসৃষ্ট এই দ্বাদশ ব্রহ্মমহর্ষি 'অথর্বভূত' নামে খ্যাত।—

'সর্বপ্রথমতমং পুণ্যং নাম্না ধর্মং স সৃষ্টবান্‌॥
দক্ষং মরীচিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্‌।
বসিষ্ঠং গৌতমং চৈব ভৃগুমঙ্গিরসং মনুম্‌॥
অথর্বভূতা ইত্যেতে খ্যাতা ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।'
—হরি° ভবিষ্য° ১৪. ২৭-২৯।

অথর্বময়—বিণ, যাহার সর্বাঙ্গ অথর্বোপাদানদ্বারা গঠিত, যাহার সমস্তটাই অথর্ব। —বিষ্ণুপু° ৪ ১. ১২।

অথর্ববৎ — ক্রি·বিণ, অথর্বের ন্যায়, অথর্ববংশীয়গণের ন্যায়। 'ইমমুত্যামথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ' — ঋ° ৬. ১৫. ১৭; 'অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন'—ঋ° ১০. ৮৭. ১২।

অথর্বান্‌—[প্রা° বা° অপ্র°] চলচ্ছক্তিহীন, পঙ্গু। 'অত্যন্ত অথর্বান্‌ আটু ধ'রে উঠে।'—মা-ধর্মম° ॥ ব·শব্দ ॥

অথর্ববিদ্‌—[অথর্বনিধি দ্র°]।

অথর্ববেদ—চারি বেদের অন্যতম। ইহা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত। ২০ কাণ্ডে সর্বসমেত ৭৩০ সূক্তে অনূন ৬০৯০ মন্ত্র আছে।[১]

ভারতীয় আর্য-জাতির সর্ব-প্রাচীন ধর্ম-

১ ব্লুমফীল্ডের মতে ৭৩০, হুইটনীর মতে ৫৯৮; শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের মতে ৭৫৯ এবং আজমের-সংস্করণে ৭৩১ সূক্ত আছে। ব্লুমফীল্ডের মতে ৬০০০, হুইটনীর মতে ৫০৩৮ (ভূমিকা-পৃ° ৪৭) এবং পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের মতে ৬০১৫ ঋক্‌ আছে। পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের ভূমিকায় লিখিত আছে যে কয়েকটী পাণ্ডুলিপিতে ঋক্‌ বা মন্ত্রসংখ্যা ৬০১৫। গুজরাটের এক সংস্করণে গ্রন্থসংখ্যা ৬৬৮০ ঋক্‌ আছে। গ্রন্থ বলিলে ৩২ অক্ষর (letters) বোঝায়। সুতরাং অক্ষর-হিসাবে ৬৬৮০ × ৩২ = ২, ১৩, ৭৬০। কিন্তু ঋগ্বেদের অক্ষরসংখ্যা ৪,৩২,০০০। ঋগ্বেদের তুলনায় দেখা যায়, অথর্ববেদের সূক্ত ও অক্ষর-সংখ্যা ঋগ্বেদের অর্ধেকের কিছু বেশী।

গ্রন্থ বেদ। আর্য-সভ্যতার ইতিবৃত্ত আলোচনায় বেদের স্থান সর্বোপরি। এমন সুপ্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। এই বেদ হইতে প্রাচীন আর্যগণের রীতি-নীতি ও জীবনপ্রণালী-সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বেদ ভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাঁহারা যে মহাজাতি হইতে পৃথক্ হইয়া ভারতে বিস্তৃতিলাভ করেন, এই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও তথ্যলাভ ও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীক, রোমান, শ্লাভ ও টিউটন-জাতিসমূহের প্রাচীন আখ্যানসমূহের সহিত বেদাদির বহু সামঞ্জস্য আছে। ভারতের প্রতিবেশী ইরানী জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার সহিতও বেদের সুস্পষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য-সভ্যতার আলোচনায় অথর্ববেদে বিশেষ গুরুত্ব লক্ষিত হয়। তাহার একটা কারণ এই যে, আর্য-জাতি প্রধানতঃ অগ্নিপূজক; ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিন জন ঋষি অগ্নিপুরোহিত নামে প্রসিদ্ধ; বিশেষতঃ ইঁহারাই অগ্নি, যাগযজ্ঞ ও হোমাদির প্রবর্তন করেন এবং অথর্ববেদ বিশেষভাবে এই তিন জন ঋষির নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। [অঙ্গিরা ও অথর্বা দ্র°] শ্লাভ, টিউটন ও ইরানীয় জাতির সুপ্রাচীন পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে যে সকল দেবতা বা অসুরের আখ্যান আছে, তাহাদের সহিত বৈদিক দেবতা ও অসুরগণের নাম এবং আখ্যানের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি ভারতে স্বতন্ত্র একটা রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বে বহির্ভারতের মূল আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহা যে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি মূল আর্যসংস্কৃতির একটা শাখামাত্র। ইহা মূল হইতে পৃথক্ হইয়া বৈদিক যুগ হইতে ক্রমশঃ স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু ভারত কেন, অন্যান্য দেশেও আর্য-সংস্কৃতি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে; অন্যান্য দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী নবধর্মের প্রভাবে প্রাচীন ধারা লুপ্ত, কিন্তু ভারতে প্রাচীন ধারাই ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে; সেই জন্য ভারতের প্রাচীন ধারার সন্ধান পাইতে কষ্ট হয় না। ঋগ্বেদই সাধারণতঃ সর্বপ্রাচীন বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অথর্ববেদ অন্ততঃ অংশতঃ ঋগ্বেদ হইতেও যে বহু প্রাচীন তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু—এই তিন জন অগ্নির ও যাগযজ্ঞের প্রবর্তক বলিয়া ঋগ্বেদে কীর্তিত। আবার অথর্বা ঋষির নামে অথর্ববেদ খ্যাত। ইহার নামান্তর—অথর্বাঙ্গিরসবেদ (অথর্বন্ + অঙ্গিরস), ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ (ভৃগু + অঙ্গিরস) ও ব্রহ্মবেদ। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই তিন ঋষিই এই বেদের প্রবর্তক, কিংবা এই তিন বংশীয় ঋষিদিগের মধ্যে যে সকল যাগযজ্ঞ, হোমাদি ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল, সেগুলি পরে অথর্ববেদ (অথর্বাঙ্গিরসবেদ ও ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ) নামে পরিচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এরূপভাবে এই তিন ঋষির উল্লেখ আছে যে, ইঁহারা যে ঋগ্বেদীয় যুগের বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় (ঋ° ১. ৮০. ১৬; ৬. ১৫. ১৭; ৬. ১৬. ১৩); সুতরাং ইঁহাদিগের প্রবর্তিত ধর্ম যে ঋগ্বেদ হইতেও প্রাচীন তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় আর্যসভ্যতার আদি যুগে যে বেদ-বিভাগ হয় নাই, ভারতীয় শাস্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদ-বিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা লাভ করেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদব্যাসের সময় নিশ্চিতরূপ নির্ণীত না হইলেও তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পাণিনিতে চারিবেদ তথা অথর্ববেদের উল্লেখ আছে (৪. ৩. ১৩৩; ৬. ৪. ১৭৪)। মহাভারত (৩. ২০৩. ১৫; ৫. ১০৮. ১০; ৩. ৩০৫. ২০; ২. ১১. ১৯), রামায়ণ (১. ২৬. ২১) প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ববেদের কথা আছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদধর্ম-বিরোধী; ইঁহারা প্রসঙ্গক্রমে বা প্রতিকূলভাবে বেদের নাম করিয়াছেন। বুদ্ধবচনে তিন বেদের কথা আছে; জৈন 'সূত্রকৃতাঙ্গ' সূত্রে' (২. ২৭) অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সুত্তনিপাতের অট্ঠকবগ্গে (১৪. ১৩) অথর্ববেদের (অথব্বনবেদের) ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বন্ধে নিন্দা আছে। এতদ্ভিন্ন পালিপিটকের নানা স্থানে এইরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে বেদগুলির বিভাগ ও নামকরণ হয়। মূলতঃ এইরূপ নাম বা বিভাগ ছিল না। সাধারণতঃ দেবতাদিগের স্তুতি, তাঁহাদের নিকট আয়ু, আরোগ্য, ধন, গাভী প্রভৃতি কামনা, শত্রুনিধনের জন্য প্রার্থনা, শান্তি, পুষ্টি, অভিচার ও ঐন্দ্রজালিক নানারূপ ক্রিয়াকাণ্ডেই বৈদিক মন্ত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; কোন কোন মন্ত্রে বা সূক্তে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপলব্ধির কথাও আছে। এই মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ঋক্ (স্তুতি), যজূংষি (ক্রিয়াকাণ্ড), সামানি (সঙ্গীত) ও অথর্বাঙ্গিরসাঃ (শুভ ও অশুভ) নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তী কালে এইগুলি সংকলন করিয়া গুণানুসারে বিভাগ করা হয়। কিন্তু এইরূপে বিষয়-অনুযায়ী বেদ-বিভাগ হইলেও সকল বেদেই উপরিউক্ত চারি প্রকার মন্ত্র কতক কতক আছে। অথর্ববেদে শুভ এবং আভিচারিক মন্ত্রতন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে ঋক্ কিংবা যজূংষির অভাব নাই। অধিকন্তু ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই জন্য ইহা 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত (বৈতানসূত্র ১. ১; গো-ব্রা° ১. ১. ২২; ২. ১৬. ১৯; ৫. ১৫. ১৯; ২. ২. ৬)। এই হেতু এক হিসাবে অন্যান্য বেদ হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন হয়।[২]

---

২ ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ নয়। ইহা সর্বশেষেও সঙ্কলিত হয় নাই। অন্যান্য বেদের তুলনায় ইহা অর্বাচীন নয়। তাঁহারা এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি সমীচীন বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের আভাস প্রদত্ত হইল।

বেদের একটা নাম যেমন 'ত্রয়ী', তেমনই তাহার আর একটা প্রসিদ্ধ নাম 'ব্রহ্ম'। একসঙ্গে চারিবেদের নাম লইতে হইলে ক্রম অনুসারে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং সর্বশেষে 'অথর্ব' বলিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অথর্বের নাম শেষেই করিতে হয়—পাণিনি সূত্র করিয়াছেন —'অল্পাচ্‌তরম্'—২. ২. ৩৪। যে সকল শব্দে কম স্বর

পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়ই অথর্ববেদের প্রধান ব্যাপার। ইহার শেষাংশ ও কৌশিকসূত্রের কর্মকাণ্ড অপদেবতা ও অসুরলোক-সম্বন্ধে আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহা হইতে ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী যুগের ধর্মের প্রথম স্তরের আভাস পাওয়া যায়; এই অংশ বহু প্রাচীন। আবার ধর্মসম্বন্ধে চরম পরিণতির আদর্শও ইহাতে আছে। ইহাতে গৌণভাবে বহু দেবতার কথা থাকিলেও মুখ্যতঃ ইহা একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ দেবতার স্তুতি না করিয়া একসঙ্গে বহু দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্তুতিগুলি ঋগ্বেদের ন্যায় একই ধারার। অথর্ববেদে সকল পৌরাণিক আখ্যানের ধারার সন্ধানও পাওয়া যায়। বৈদিক বা শ্রৌত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। ইহাতে পারিবারিক অগ্নি-হোমাদির কথাই আছে; শ্রৌত ক্রিয়ার ন্যায় ইহাতে সোমাহুতি দিবার ব্যবস্থা নাই। এই হিসাবে গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ভারতীয় আর্যগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রের আলোচনা অপরিহার্য। গৃহ্যসূত্র বহু পরবর্তী কালে গ্রথিত হইলেও সূত্রগুলি যে প্রাচীন এবং বংশানুক্রমে ইহার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায়। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ, হোম ও মন্ত্রপাঠের কথা আছে। বিভিন্ন ঋষি-বংশের গৃহ্যসূত্রে নানারূপ পার্থক্যও আছে। গৃহ্যসূত্রগুলির মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্র-পাঠও আছে। পারিবারিক শুভ বা আভিচারিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে এই সকল মন্ত্র পাঠ করা হইত। অথর্ববেদের সংহিতাগুলি এইরূপ মন্ত্রেরই সমষ্টি; সুতরাং গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ অথর্ববেদ হইতেই গৃহীত। অবশ্য গৃহ্যসূত্র ও অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্তী কালে সংকলিত ও সুসংবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ভাষা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রে রীতিমত নিয়মকানুন প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কাহাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; দেবগণ অথর্ববেদে অসুর, রক্ষঃ, দৈত্য, ডাকিনী ও পিশাচাদির হন্তৃরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ সূক্তই অতি প্রাথমিক স্তরের ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত চরম পরিণতি-মূলক ব্রহ্মবাদও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। (অ° ৮. ৬; ১০. ৭; ১০. ৮)। ইহাতে বলা হইয়াছে আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই প্রকৃষ্ট লক্ষ্য; 'অসৎ' (non being) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ইহাতে আছে (অ° ৪. ১৯. ৬)। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে বেদপূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইবার কাল পর্যন্ত আর্য-জাতির গার্হস্থ্য জীবনের ধারা চিত্রিত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু প্রাচীন হইলেও ইহাতে একাধারে প্রাচীন ও বৈদিক ভারতের তথ্য পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সাধারণতঃ ইহার একটী ভাগ শুভ ও মঙ্গলজনক কার্যের দ্যোতক; এই ভাগ বৈদিক-সাহিত্যে 'ভেষ-জানি' (অ° ১৬. ৬. ১৪) 'শান্ত' ও 'পৌষ্টিক' নামে অভিহিত। অপর ভাগ ঐন্দ্রজালিক ও আভিচারিক ক্রিয়াবর্গ লইয়া গঠিত; বৈদিক সাহিত্যে তাহা যাতু বা অভিচার নামে অভিহিত (শ ব্রা° ১০. ৫. ২. ১০)। অথর্ববেদের শুভ বা মঙ্গলকর ভাগ 'অথর্বন্' এবং ঐন্দ্রজালিক বা আভিচারিক অংশ 'অঙ্গিরস' বলিয়া পরিচিত। এই হেতু সমগ্র অথর্ববেদ 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' নামেও

থাকে সেগুলি পূর্বে বসিয়া থাকে। অথর্বশব্দে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বর রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সকলের শেষে আসিয়াছে। এই জন্য 'ত্রয়ী'র গণনা এক দিক্ দিয়া করা ঠিক নয়। অথর্বকে 'ত্রয়ী'র মধ্যে ধরিলেও কোন একটী ত্রয়ীর বাহিরে পড়িবে। কিন্তু 'ত্রয়ী' শব্দে 'ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক তিন প্রকার মন্ত্রসম্বলিত' এইরূপ অর্থই বুঝায়। এই নিমিত্ত ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চারি বেদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে 'ত্রয়ী'—কেন না, এই চারিটীর প্রত্যেকের মধ্যে তিন প্রকারের মন্ত্র আছে। তবে সংখ্যায় কম-বেশী। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—'তচ্চোদকেষু-মন্ত্রাখ্যা'—২. ১. ৩২, 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ'—২. ১. ৩৩, 'তেষাং ঋগ্‌ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা'—২. ১. ৩৫, 'গীতিষু সামাখ্যা'—২. ১. ৩৬, 'শেষে যজু শব্দঃ'—২. ১. ৩৭। বেদের বিধি বাক্যাবলীর নাম 'মন্ত্র'। মন্ত্র-সমুদয় পরিবর্জন করিলে অবশিষ্ট বেদ-ভাগের নাম হয় 'ব্রাহ্মণ'। আবার মন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে যেগুলিতে অর্থা-নুসারে চরণের ব্যবস্থা সেগুলিকে 'ঋক্' নামে অভিহিত করা হয়। 'গান'গুলিকে সাম বলা হয় এবং শেষ মন্ত্র-গুলিকে 'যজুঃ' বলা হয়। এই তিন প্রকারের মন্ত্র চারি বেদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যুত বেদ এক, মন্ত্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। বেদব্যাস প্রথমে ইহাকে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন। তারপর পুনরায় যজ্ঞকর্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেককে চার ভাগ করেন। বেদসমূহদ্বারা প্রধান ব্যাপার যে যজ্ঞ তাহা সাধিত হয়। আর যজ্ঞে (১) মন্ত্রোচ্চারক 'হোতা', (২) স্বরসংযোগে গানকারী 'উদ্গাতা' (৩) স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠাতা 'অধ্বর্যু' এবং প্রধান পুরোহিত 'ব্রহ্মা'। সমগ্র যজ্ঞকার্য নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই চারি জনের মধ্যে যদি এক জন না থাকে তাহা হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্বথা অসম্ভব হয়। এই জন্যই এই চারি জন পৃথক্ পুরোহিতের জন্য ব্যাসদেব মন্ত্রকে পৃথক্ পৃথক্ চার 'সংহিতা'তে বিভাগ করেন। হোতার জন্য ঋক্, উদ্গাতার জন্য সামগান, অধ্বর্যুর জন্য যজুর্মন্ত্র এবং ব্রহ্মার জন্য সাধারণতঃ সকল প্রকারের মন্ত্র অথবা 'ব্রহ্ম' বিহিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দ্বৈপায়ন এক স্থানে বিশেষ ঋক্‌সমষ্টি, দ্বিতীয় স্থানে বিশেষ করিয়া সামগান। তৃতীয় স্থানে যজুর্মন্ত্র এবং চতুর্থ স্থানে সমস্ত ঐহিক-আমুষ্মিক ফলপ্রদ 'ব্রহ্ম'মন্ত্রকে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। আর ঐ সমস্ত মন্ত্রের প্রাধান্য ও বাহুল্য-বশতঃ ইহাদের নাম ক্রমশঃ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ বা ব্রহ্মবেদ হইয়াছে। এইরূপে আবার এই বেদচতুষ্টয়ের নাম—'বেদ', 'ব্রহ্ম' এবং 'ঋক্, যজু-সাম'ও হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকারের মন্ত্র প্রত্যেক সংহিতায় আছে। যেখানে যেখানে কেবল ঋক্, যজুঃ, সাম শব্দ আছে, সেখানে সেখানে ইহাদের তাৎপর্য জৈমিনীয় সূত্রানুসারে মন্ত্র বিশেষকেই বোঝায়, সংহিতা বিশেষকে নয়।

অভিহিত হইয়া থাকে (অ° ১০. ৭. ২০)। অথর্ববেদ বলিতে মাত্র 'অঙ্গিরস' শব্দটী একবার মাত্র তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭. ৫. ১১. ২) ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের কয়েক-স্থলে দ্বন্দ্বসমাস-নিষ্পন্ন 'অথর্বাঙ্গিরস' নামটী পাওয়া যায় (মহা° ৩. ৩০৫. ২০) ৮. ৪০. ৩৩. যাজ্ঞ° ১. ৩১২; মনু° ১১. ৩৩; বৌধা° ২.৫. ৯, ১৪)। কোন কোন স্থলে অথর্ববেদের স্থলে ইহার প্রধান দুইটী ভাগ পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, প্রথমে ইহার দুই ভাগ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থরূপেই গণ্য হইত। গোপথব্রাহ্মণে বেদের পাঁচটী নামই পাওয়া যায়—'ঋচি যজুষি সাম্নি শান্তেঽথ ঘোরে'—গো-ব্রা° ১. ২. ২১; ১. ৫. ১০। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীর ব্যাহৃতি 'ভূঃ', 'ভুবঃ' ও 'স্বঃ'; কিন্তু অথর্ববেদের দুই ভাগের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি—'শান্ত' ভাগের 'ওম্' এবং 'ঘোরের' 'জনত্'—গো ব্রা° ১. ২. ২৪; ১. ৩. ৩। এতদনুসারে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত উদ্ভিদাদিকেও 'আথর্বণ বা শান্ত (শুভ)' এবং আঙ্গিরস (আভিচারিক)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আরও দেখা যায়, প্রথমে আথর্বণ-বেদ ও আঙ্গিরস-বেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।—শ-ব্রা° ১৩. ৪. ৩. ৩; আশ্ব-শ্রৌ° ১০. ৭. ১; শাংখ্যা-শ্রৌ° ১৬. ২. ৯। পুরাণে আঙ্গিরস-বেদ বহির্ভারতের মগদিগের (পারসীদিগের) চারি বেদের অন্যতম বলা হইয়াছে (Wilson in Reinaud's Memoire sur l' Inde, p. 394; Weber, IS. i. 292, note)। [অঙ্গিরা দ্র°]

আভিচারিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াদি বৈদিক শাস্ত্রাদিতে নিন্দিত না হইলেও ইহার স্থান খুব উচ্চে নহে। সুতরাং শুভকর 'ভেষজ'কে বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও আভিচারিক 'ঘোরে'র বেদে উল্লেখ না করিয়া অনেক স্থলে পরিত্যাগ করা হইয়াছে (অ° ১১. ৬. ১৪)। 'যাতু' ভেষজের অপর ভাগ (অ° ৬. ১৩. ৩)। উভয়ই অথর্ববেদে পূজিত। অঙ্গিরা ঋষির নাম বেদের 'ঘোর' অংশের সহিত কি কারণে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে অঙ্গিরোগণের চরিত্রচিত্র হইতেই বুঝা যায় (ঋ° ১০. ১০৮. ১০)। কৌশিক-সূত্রে (১৩৫. ১) আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে যাদুবিদ্যার দেবতা বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ বেদের শান্ত ও ঘোর অংশ প্রথমে যথাক্রমে আথর্বণ ও আঙ্গিরস নামে অভিহিত হইত। ক্রমে তাহা যুক্ত হয় এবং পরবর্তী কালে শুধু 'অথর্ববেদ' নাম ধারণ করে।

অথর্ববেদের অপর দুইটী নাম হইতেছে—'ভৃগ্বঙ্গিরস' ও 'ব্রহ্মবেদ'। এই দুইটী নাম পরবর্তী কালের। ভৃগ্বঙ্গিরস (ভৃগু+অঙ্গিরস) নামটী শুধু অথর্ববেদের গ্রন্থাদিতেই পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৩) ভৃগু অথর্বণের পূর্ববর্তী; আরও বলা হইয়াছে (১. ২. ২২) অথর্বা ও অঙ্গিরোগণ ভৃগুর চক্ষু। চূলিকোপনিষদে (১০) অথর্বন্-দিগের মধ্যে ভৃগুগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় (১০. ১৪. ৬; ১০. ৯২. ১০) ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনটী নাম প্রায়ই সম্বন্ধবিশিষ্ট। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই তিন ঋষি হয় একই বংশীয় ছিলেন, নতুবা বেদের শান্ত ও আভিচারিক মন্ত্রগুলি এই তিন ঋষি বা এই তিন বংশের ঋষিগণদ্বারা রচিত। সম্ভবতঃ ভৃগু বা ভৃগু-বংশীয় ঋষিগণ রচিত মন্ত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা আথর্বণ ও আঙ্গিরস মন্ত্রগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই নামটীর তত প্রচার নাই।

'ব্রহ্মবেদ' নামটী অত্যন্ত পরবর্তী কালে উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ববেদেও শব্দটীর প্রয়োগ একান্ত বিরল। বেদাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমগ্রভাবে 'ধর্ম' বা 'শাস্ত্র' বুঝাইতে ঋগ্বেদে কোন নামের প্রয়োগ নাই। যাগাদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির (হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু) প্রয়োজন হইত। সকলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-সমূহে সকল বেদের জ্ঞানকে 'সর্ববিদ্যা' বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে তাহার পরিবর্তে 'ব্রাহ্ম' এবং যে 'ব্রাহ্ম' বা 'ব্রহ্ম' জানে তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে (তৈ-স° ৭. ৩. ১. ৭)। বস্তুতঃ দেব ও যজ্ঞের রহস্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া এক অর্থে অথর্ব-বেদের নাম 'ব্রহ্মবেদ' হইয়াছে। বৈদিক যাগ সম্পন্ন করিতে যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাকে বুঝাইতে 'ব্রহ্মা বদতি জাতবিদ্যাম্' বলা হইয়াছে (SBE, xlii. p. liv, note 1)। ঋগ্বেদে (৭. ৭. ৫) অগ্নিকে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে অগ্নি-পুরোহিতদিগের প্রণীত মন্ত্র 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত হইতে পারে। বিশেষতঃ অথর্ববেদে (১০. ২; ১০. ৭) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্ম-সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও রহিয়াছে; সুতরাং ইহার 'ব্রহ্মবেদ' নাম নিরর্থক নহে।[৩]

বিভিন্ন ঋষি-পরম্পরায় বেদাদি শাস্ত্র চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ নয় জন ঋষির শিষ্য-পরম্পরাক্রমে অথর্ববেদের নয়টী শাখার কথা জানিতে পারা যায়। অবশ্য নয়টী শাখার গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। শৌনকীয় নামক শাখায় অথর্ববেদই পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখার উল্লেখ বিভিন্ন স্থলে পাওয়া যায়। সায়ণ তাঁহার অথর্ববেদের ভাষ্যের ভূমিকায় অথর্ববেদের শাখাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন; অথর্ববেদের চরণব্যূহেও শাখা-গুলির কথা আছে। কোন কোন স্থলে শাখাগুলির ভুল নামও আছে। সর্বজনগ্রাহ্য নয়টী শাখার নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) পৈপ্পলাদ — (পৈপ্পলাদক, পৈপ্পলাদি, পিপ্পলাদ, পৈপ্পল, পৈপ্পলায়ন ই°) বা ঋষি পিপ্পলাদির শাখা। অথর্ববেদের পরিশিষ্ট এবং অথর্ব উপনিষদ্গুলি ভিন্ন অন্যত্র এই শাখার উল্লেখ নাই। এমন কি কৌশিক সূত্র, বৈতানসূত্র কিংবা গোপথ-ব্রাহ্মণে এই নামটীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। শৌনকীয়-সূত্রের তিনটী মন্ত্র (অ° ১৯. ৫৬-৫৮) অথর্ব-বেদের ৮ম পরিশিষ্টে 'পৈপ্পলাদ-মন্ত্রাঃ' বলা হইয়াছে। অথর্বোপনিষদ্গুলির অধিকাংশই পৈপ্পলাদ কিংবা শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত।

৩ M. Bloomfield: The Atharvaveda, 10-11, 30-32.

(২) তৌদ বা তৌদায়ন—এই শাখা-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায়ই ইহা স্তৌদ ও স্তৌদায়ন নামে অভিহিত হইয়াছে। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ৩) আছে—'আস্কন্ধাত্বরসো বাহশীহতি স্তৌদায়নৈঃ স্মৃতা'।

(৩) মৌদ বা মৌদায়ন — অথর্ববেদের পরিশিষ্টে বহুবার এই শাখার উল্লেখ আছে। এক স্থলে (২. ৪) বলা হইয়াছে যে, শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার পুরোহিতগণই পৌরোহিত্যের উপযুক্ত পাত্র, জলদ বা মৌদ-শাখার পুরোহিতগণের উপর যে রাজ্যের ভার দেওয়া হয়, তাহা অবিলম্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(৪) শৌনকীয় বা শৌনকী—শৌনকীয় শাখাই অধুনা বিশেষভাবে প্রচলিত। অথর্ববেদের যে প্রাতিশাখ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা' নামে খ্যাত। অথর্ববেদের পরিশিষ্টগুলিতে বহুবার শৌনক, শৌনকি, শৌনকীয় প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্‌গুলিতে (মুণ্ড-উ° ১. ১. ৩; ব্র-উ° ১) শৌনককে অথর্ববেদের অন্যতম প্রধান ঋষি বলা হইয়াছে। এমন কি অথর্ববেদের উপনিষদের নামও 'শৌনকোপনিষদ্'।

(৫) জাজল—মহাভাষ্য-মতে ঋষি জজলি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২.) আছে — 'বাহুমাত্রা দেবদর্শৈর্জাজলৈরুরুমাত্রিকা'।

(৬) জলদ — মৌদ-শাখার সহিত ইহার উল্লেখ আছে (অ° - পরিশিষ্ট ২. ৪)। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) বলা হইয়াছে—

'জলদায়নৈর্বিতস্তির্বা ষোড়শেহতি তু ভার্গবঃ।'

(৭) ব্রহ্মবেদ—চরণব্যূহ ভিন্ন অন্য কোন আথর্ব-গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।

(৮) দেবদর্শ বা দেবদর্শী—কৌশিক-সূত্রে শৌনকীয়ের সহিত ইহার উল্লেখ আছে (৮৫. ৭৮)। ব্যাকরণে 'শৌনক' গণের রূপ 'দেবদর্শনিনঃ'। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

(৯) চারণবৈদ্য — সর্বত্রই ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন কৌশিকসূত্র (৬. ৩৭) ও অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) এই শাখার কথা বলা হইয়াছে—

'চারণবৈদ্যৈর্জজ্ঞেয় চ মৌদেনাহষ্টাঙ্গুলানি চ'।

অথর্ববেদের সূত্রগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোন ঋষির নাম সংশ্লিষ্ট নাই। নয়টী শাখার কয়েকটী নাম কোন ঋষি-বিশেষের নাম হইতেও উৎপন্ন নহে। দেখা যায়, শ্রৌতক্রিয়ার চতুর্থ পুরোহিত বা ব্রহ্মা হইতে 'ব্রহ্মবেদ' নামটীর উৎপত্তি হইয়াছে। 'চারণবৈদ্য' বলিতে পরিব্রাজক চিকিৎসকগণ বা তাঁহাদিগের বিদ্যাকে বুঝাইয়াছে। এইরূপ 'জলদ' (জলদানকারী) বলিতে জলদ্বারা নিষ্পন্ন আভিচারিক ক্রিয়াদিই বুঝায়।[৪]

অথর্ববেদের সংহিতা-শাখার প্রধান দুইটী—শৌনকীয় ও পৈপ্পলাদ শাখা।

প্রাচীন ভাষায় লিখিত সংহিতা কিংবা কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত একখানি সংহিতা ভিন্ন কোন শাখারই কোন সংহিতা অথবা সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন সংহিতাখানি এবং কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র, ও গোপথ-ব্রাহ্মণকে শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যখানির নাম 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা'; ইহাকে প্রাচীন গ্রন্থখানিরই নবীন সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অথর্ব-পদ্ধতির (কৌশিক° ১. ৬) মতে বৈতানসূত্র শৌনকীয়সূত্র; বৈতানসূত্র যে কৌশিকসূত্র অবলম্বনে রচিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং বৈতানসূত্রকে শৌনকীয়সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে দ্বিধা থাকে না। দেখা যায়, কোন কোন স্থলে 'দেবদর্শী' 'শৌনকে'র বিরোধী (কৌশিক° ৮৫. ৭. ৮)। কৌশিকসূত্রে মূল প্রাচীন গ্রন্থখানিরও বহু অংশ আছে। বৈতানসূত্রে ও কৌশিকসূত্রে কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতার বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতাখানিকে পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'আথর্বণিকা-পৈপ্পলাদ শাখা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অথর্ব পরিশিষ্টকে (৩৪. ২০) যে 'পিপ্পলাদি-শান্তিগণ' বলা হয়; কেন না, কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতার প্রারম্ভ-প্রতীক হইতেছে—'শং নো দেবী'। তারপর পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয় শাখার অনেক স্থলে মিলও রহিয়াছে; এই হেতু অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পিপ্পলাদি শৌনক হইতে প্রাচীন। সায়ণও শৌনকীয় সংহিতার ভাষ্যে কোন কোন স্থলে পৈপ্পলাদের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

পৈপ্পলাদ শাখা— শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদ-সংহিতার ন্যায় পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদও ২০ অংশে (কাণ্ডে) বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ আবার অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত। দেখা যায়, মূল প্রাচীন গ্রন্থের 'শং নো দেবী' (১. ১. ৬) বলিয়া যে মন্ত্র আছে, তাহার সহিত ইহার উদ্বোধন শ্লোকের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। শৌনকীয় সংহিতার উদ্বোধন-মন্ত্র ইহার দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম মন্ত্র। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রতীক এইরূপ—২ অরসং প্রাচাম্ (৪. ৭. ১); ৩ আ ত্বা গন্ (৩. ৪. ১); ৪ হিরণ্যগর্ভঃ (৪. ২. ৭); ৫ পিশঙ্গবাহ্বে সিন্ধুজাতায়ৈ; ৬ তদ্ ইদ্ আস (৫. ২. ১); ৭ সুপর্ণস্ত্বা (৫. ১৪. ১); ৮ কথা দিব অসুরায় (৫. ১১. ১); ৯ উর্ধ্বা অস্য (. ২৭. ১); ১০ ন তদ্ বিদো যদ্; ১১ বৃষা তেহহম্; ১২ ইমং স্তোমমর্হতে (২০. ১৩. ৩); ১৩ অগ্নিস্তক্মানম্ (৫. ২২. ১); ১৪ ইন্দ্রস্য নু (২. ৫. ৫); ১৫ সম্যগ্ দিগ্‌ভ্যঃ; ১৬ অস্তকায় (৮. ১. ১); ১৭ সত্যং বৃহদৃতম্ (১২. ১. ১); ১৮ সত্যেনোত্তভিতা (১৪. ১. ১); ১৯ দোষো গায় (৬. ১. ১); ২০ ধীতী বা যে (৭. ১. ১)।

শৌনকীয় শাখার প্রথম কাণ্ড হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত পৈপ্পলাদে প্রায় অবিকল

৪ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 13.

৫ Whitney : Festgruss an R. V. Roth, 29.

রহিয়াছে (৮-১৪)। পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অংশ শৌনকীয় শাখার অনুরূপ। শৌনকীয় শাখার ১৬শ ও ১৭শ কাণ্ড প্রায় অবিকৃত-ভাবে পৈপ্পলাদে আছে। শৌনকীয়ের ১৯শ কাণ্ডের (ইহার ৭২ সূক্তের ১২শ ঋক্ ব্যতীত) ঋক্‌গুলি পৈপ্পলাদ শাখার গ্রন্থের নানা সূক্তে বিক্ষিপ্ত আছে। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয় শাখায় বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।[৬]

পৈপ্পলাদ শাখার একখানি পুঁথি ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় নাই। এখানি সংহিতা-গ্রন্থ, ইহার কোন পদপাঠ বা ভাষ্যও নাই।

শৌনকীয় শাখার সংহিতা, বহু পদ-পাঠের পুঁথি ও সূত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কৌশিক-সূত্র, ও বৈতান-সূত্র শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত। কৌশিক ও বৈতান-সূত্রকে বিধানসূত্র বা সংহিতাবিধি বলা যায়। এইগুলির সহিত গৃহ্যসূত্রের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। সায়ণকেই অথর্ববেদের ভাষ্যকার বলিতে পারা যায়। অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ 'গোপথ-ব্রাহ্মণ' শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অথর্ববেদের কর্মকাণ্ড (ritual literature) পাঁচটী কল্পে বিভক্ত। এই পাঁচটী কল্পকে উপবর্ষ 'শ্রুতি' আখ্যা দিয়াছেন। যে সকল ঋষি এই পাঁচটী কল্পের কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা পঞ্চকল্প বা পঞ্চকল্পী নামে অভিহিত হন।[৭] উল্লিখিত পঞ্চকল্প এইরূপ :— ১ কৌশিকসূত্র বা সংহিতা-বিধি (বা সংহিতা-কল্প), ২ বৈতান-সূত্র বা বৈতান-কল্প, ৩ নক্ষত্রকল্প, ৪ শান্তি-কল্প এবং ৫ আঙ্গিরস-কল্প বা অভিচার-কল্প (বা বিধান-কল্প)। শেষোক্ত তিনটী কল্প পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। অথর্বপরিশিষ্ট বহু বিষয়ক ; তন্মধ্যে কয়েকটী এইরূপ :— ১ নক্ষত্রকল্প (জ্যোতিষ-বিষয়ক), ২ শান্তিকল্প (ঐ), ৩ ইন্দ্রমহোৎসব, ৪ স্কন্দযাগ বা ধূর্তকল্প (চৌরবিদ্যা). ৫ গণমালা, ৬ আসুরকল্প (ডাকিনী বা যাদুবিদ্যা), ৭ শ্রাদ্ধকল্প, ৮ উত্তমপটল, ৯ কৌৎসভ্যনিরুক্তনিঘণ্টু, ১০ চরণব্যূহ, ১১ গ্রহযুদ্ধ, ১২ অদ্ভুতশান্তি, ১৩ ঔশনসাদ্ভুতানি প্রভৃতি।

আথর্ব উপনিষদ্‌ —অথর্ববেদের (৪৯-শৎ) পরিশিষ্ট চরণব্যূহের মতে নিম্নোক্ত ২৭ খানি উপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত।—১ মুণ্ডক, ২ প্রশ্ন, ৩ ব্রহ্মবিদ্যা, ৪ ক্ষুরিকা, ৫ চূলিকা, ৬ অথর্বশির, ৭ অথর্বশিখা, ৮ গর্ভ, ৯ মহা, ১০ ব্রহ্ম, ১১ প্রাণাগ্নি-হোত্র, ১২ মাণ্ডুক্য, ১৩ নাদবিন্দু, ১৪ ব্রহ্মবিন্দু, ১৫ অমৃতবিন্দু, ১৬ ধ্যানবিন্দু, ১৭ তেজোবিন্দু, ১৮ যোগশিখা, ১৯ যোগতত্ত্ব, ২০ নীলরুদ্র, ২১ পঞ্চতাপিনী, ২২ একদণ্ডিসংন্যাস, ২৩ অরুণি, ২৪ হংস, ২৫ পরমহংস, ২৬ নারায়ণ ও ২৭ বৈতথ্য।

সর্বসমেত প্রায় ২৩৫খানি উপনিষদ্ পাওয়া গিয়াছে ; এগুলির মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত আধুনিক। অথর্ববেদের উপরিউক্ত ২৭খানি উপনিষদ্-সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি-অনুযায়ী অথর্ব-বেদের উপনিষদ্‌গুলির বিভাগ ওয়েবার সাহেব করিয়াছেন। তৎকৃত বিভাগ[৮] এইরূপ— ১ পুরো বেদান্তোপনিষদ্ (প্রাচীন বেদান্ত), ২ যোগোপনিষদ্, ৩ সংন্যাসোপনিষদ্, ৪ শিবো-পনিষদ্ ও ৫ বিষ্ণূপনিষদ্।

অথর্ববেদের বৈয়াকরণিক ও আভি-ধানিক গ্রন্থগুলির মধ্যে অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনে পাণিনি-কৃত আথর্বণসূত্রের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন অথর্বপরিশিষ্টে নিরুক্ত নিঘণ্টু, চরণব্যূহ ও উত্তম পটল প্রভৃতি রহিয়াছে।[৯]

শৌনকীয়-সংহিতা—শৌনকীয়-শাখার অথর্ববেদসংহিতা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত ; প্রত্যেক কাণ্ডে আবার অনুবাক (পাঠ) ও সূক্ত (স্তোত্র) রহিয়াছে। কাণ্ডগুলির অর্থসূক্ত (অর্থানুযায়ী বিভাগ) ও পর্যায়সূক্ত (কয়েকটী সূক্তের সমষ্টি) বিভাগও আছে। এতদ্ভিন্ন প্রথম ১৮ কাণ্ড প্রপাঠকেও বিভক্ত। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫ ও ৮) ২০ কাণ্ডের অঙ্গিরা ও অথর্বার বংশধর ২০ জন দ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহা সমর্থন করা যায় না।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি ১৪টী ভাগে বিভক্ত করা যায়।[১০] যথা— ১ ভৈষজ্যানি—রোগ ও ভূতপ্রেত নিবারণের মন্ত্র, ২ আয়ুষ্যাণি—দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যলাভের মন্ত্র, ৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি —অসুর, যাদুকর ও শত্রুর উপদ্রববারণের মন্ত্র, ৪ স্ত্রীকর্মাণি—স্ত্রীলোকের আবশ্যক মন্ত্র, ৫ সাংমনস্যানি-সভায় আধিপত্য—নানা বিষয়কর্মে জয়লাভ প্রভৃতির মন্ত্র, ৬ রাজ-কর্মাণি—রাজার আবশ্যক মন্ত্র, ৭ ব্রাহ্মণগণের হিতকর মন্ত্র, ৮ পৌষ্টিকানি—সম্পদ্‌লাভ ও আপদবারণের মন্ত্র, ৯ প্রায়শ্চিত্তানি— কুকর্ম ও পাপ হইতে নিষ্কৃতির মন্ত্র, ১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক মন্ত্র, ১১ ক্রিয়াকাণ্ড-মূলক মন্ত্র, ১২ ব্যক্তিগত চিন্তাধারামূলক মন্ত্র, ১৩ বিংশকাণ্ড, ১৪ কুন্তাপ-সূক্ত।

১ ভৈষজ্যানি—অথর্ববেদে প্রাচীন ভারতে কিরূপে রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা হইত তাহা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী কালে চিকিৎসাশাস্ত্র 'আয়ুর্বেদ' নামে অভিহিত হয়, হিন্দু-শাস্ত্রমতে ইহা অথর্বেরই উপবেদ। ঋগ্বেদেও কয়েকটী ঋকে রোগ আরোগ্যের ইঙ্গিত আছে (ঋ ১. ১৯১ ; ৭. ৫০ ; ৮. ৯১ ; ১০. ৫৭-৬০ ; ১০. ১৩৭, ১৬১, ১৬৩)। অথর্ববেদে রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র, বা ক্রিয়া 'ভেষজম্' নামে অভিহিত। দেখা যায়, ওষধি বা উদ্ভিদাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা হইত ; এইরূপ আরোগ্যকর উদ্ভিজ্জ 'ভেষজী' নামে অভিহিত হইয়াছে। জলের চিকিৎসাও ছিল, এইরূপ জল অথর্ব-

৬ M. Bloomfield : The Atharvaveda. 14-15. ৭ ঐ, 16-17.

৮ Indische Studien, 251 ; Weber : Indische Litt., 173 ; Deussen, 543.

৯ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 20.

১০ ঐ, 57-58.

বেদে 'ভেষজীঃ' নামে খ্যাত। সাধারণতঃ রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র বা ক্রিয়াগুলি ভূত-প্রেত-নিবারক ক্রিয়া বা মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং 'ভেষজম্' বলিতে এইরূপ ক্রিয়াও বুঝাইয়াছে। অথর্ববেদে তক্মন্ (জর), যক্ষ্মা, আস্রাব (অতিসার), অপচিৎ (অপচী=গণ্ডমালা), কুষ্ঠ, জলোদর, ক্রিমি প্রভৃতি নানা রোগের কথা আছে। রোগ প্রতিকারের জন্য ও ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য মাদুলিধারণের ব্যবস্থাও অথর্ববেদে দেখা যায় (অ° ১. ২২ ; ১. ২৫ ; ৫. ৪ ; ৫. ২২ ; ৬. ২০ ; ৬. ১০৯, ১৯. ৩৯ ; ১. ১০ ; ৭. ৮৩ ; ৬. ২৪ ; ১. ২ ; ২. ৩ ; ৫. ১৩ ; ৫. ১৬ ; ৬. ১২ ; ৭. ৫৬ ; ৯. ৮. ১, ২ ; ৬. ১৩৭. ৩)।

২ আয়ুষ্যাণি—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলির সহিত 'ভেষজম্'-গুলি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট (অ° ২. ১৫-৭ ; ২. ২৮, ৭. ৩২ ; ১. ৩০ ; ৩. ১১ ; ৫. ২৮ ; ৩০ ; ৬. ৪১, ৫৩ ; ১৯. ২৪, ২৭, ৫৮ ; ৭০)।

৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি — বেদ ও বৈদিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, প্রাচীন আর্যগণকে শত্রুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইত। এই ব্যাপারে সাধারণতঃ তাঁহারা দেবগণের সাহায্য কামনা করিয়া স্তুতি করিতেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ঐশ্বরিক শক্তি বা কোনরূপ দৈববলে শত্রুর অনিষ্ট হইবে, এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। এতদ্ভিন্ন এক শ্রেণীর মন্ত্রে দেখা যায়, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে অথবা তদনুযায়ী কাজ করিলে শত্রু, সর্প, ভূতপ্রেতাদি নিবারিত হয়। ঋগ্বেদেও অনুরূপ মন্ত্র রহিয়াছে (ঋ° ৭. ১০৪ ; ১০. ৮৪, ১২৮, ১৫৫)। অথর্ববেদের এইভাগে শত্রুর অনিষ্টকর, এমন কি প্রাণঘাতক মন্ত্রাদিও আছে। এতদ্ভিন্ন যাদুবিদ্যা বা মায়াপ্রভাবে যাদুকর ও শত্রুগণের বিনাশসাধন এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত অভিচারক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় আছে। এই সকল মন্ত্রের সহিত ঋষি অঙ্গিরার নাম সংশ্লিষ্ট (অ° ১. ৭, ৮, ২৮ ; ৬. ৩৭ ; ৭. ১৩, ৫৯ ; ৫. ২৯ ; ৭. ৩৪ ; ৮. ৩ ; ১৯. ৬৫, ৬৬ ; ২. ১১-২ ; ৮. ৫ ; ১০. ১. ৬ ; ৫. ৩১. ১২)।

৪ স্ত্রীকর্মাণি—অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের করণীয় কর্তব্যগুলির বিশেষ বর্ণনা আছে এবং গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া আমরণ তাহাকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। স্বামীর প্রেমলাভ ও তুষ্টিসাধনই তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য। কিন্তু পুরুষের মন নানা দিকে আকৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ সপত্নী ও অন্য স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে তাহাকে রক্ষার জন্য, সন্তানলাভ, সন্তানের ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্ত্রীলোককে নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইত। অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের মঙ্গলকর বহু মন্ত্র আছে (৬. ১৩০-২ ; ৭. ৩৫-৮)।

৫ সাংমনস্যানি—নানা কার্যে সাফল্যলাভের মন্ত্র ও ক্রিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। হৃদ্য, সংবনন এবং বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত। মিলন, আকর্ষণ, ক্রোধদমন প্রভৃতির মন্ত্রও আছে (কৌশিক° ৩৬. ২৮-৩১ ; ১৬. ৮. ৯ ; ১৯. ১০ ; অ° ৬. ৪২, ৪৩ ; ৪. ৩১-২ ; ৬. ৬৪, ৭৩ ; ৭. ৫২)।

৬ রাজকর্মাণি—অথর্ববেদের মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মঙ্গলকর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আথর্ব-পুরোহিত সাধারণের জন্য নানারূপ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ শান্তি, হোম ও অভিচার-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গ্রামযাজী ও পূগযাজ্ঞিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। অপর দিকে রাজা ও পুরোহিতগণের সর্ববিধ স্বার্থসংরক্ষণেও অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। রাজা ও পুরোহিতগণকে এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হইত। অথর্ব ব্রাহ্মণ যেমন রাজপুরোহিত থাকিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা করাও তাহার ধর্ম ছিল। রাজার অভিষেক, নির্বাচন, শক্তি, সম্পদ, আত্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, শত্রুদমন, এমন কি রাজার আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই আথর্ব-পুরোহিতের উপর নির্ভর করিত। অথর্ববেদে এই বিষয়ক বহু সূক্ত আছে (১. ১৯-২১ ; ৩. ১৫ ; ৬. ৬৫-৭)। কৌশিক-সূত্রেও এইরূপ বহু সূত্র 'রাজকর্মাণি' নামে অভিহিত (১৪-১৭)। সূত্রগুলিতে (অ° ৩. ৩. ২ ; ৪. ৬) রাজাকে ইন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। একটী সূক্তে (৪. ৮) রাজার অভিষেকের কথা ও রাজোচিত গুণের কথা বর্ণিত আছে। অপর একটী সূক্তে (৩. ৪.) রাজার মর্যাদা স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের প্রক্রিয়া কয়েকটী সূক্তে আছে (৪. ২২ ; ৬. ৫৪ ৮৬-৮ ; ৭. ৮৪)। রাজার রক্ষার জন্য পর্ণকাষ্ঠের মাদুলির ব্যবস্থা ছিল (৩. ৫)। হস্তীর শক্তি-বৃদ্ধির সুষ্ঠু উপায়ও ছিল (৩. ২২)। রাজা ও ব্রাহ্মণগণের যশের প্রার্থনা বহু শ্লোকে আছে। এগুলিতে রাজা এবং ব্রাহ্মণের বহু প্রশংসা পাওয়া যায় (৬. ৩৯, ৫৮, ৬১, ৬৯)।

৭ ব্রাহ্মণ-সম্পর্কীয় সূক্ত—অথর্ববেদে ব্রাহ্মণদিগের মর্যাদা ও স্বার্থসংরক্ষণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা 'দেব' আখ্যা গ্রহণ করিয়া নিজেদের মর্যাদা সুরক্ষিত করিয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ও মানবসমাজের মধ্যবর্তী; তাঁহাদিগের পৌরোহিত্যে বা প্রতিনিধিত্বেই সাধারণে দেবতাদিগের নিকট নিজেদের ইহলৌকিক অথবা পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের আবেদন জানাইতে পারে। রাজাও আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা ও প্রজারক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের অধীন। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ যাহাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থাও ছিল। ব্রাহ্মণের পত্নী-লোভী ও ধন-লোভিগণ অতিশয় পাপী ও ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচারকারীদিগের প্রতিও কঠোর শাস্তির বিধান ছিল (অ° ৫. ১৭-৯ ; ১২. ৫)।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে সাধারণের পূজার্হ করিবার জন্য জ্ঞানচর্চায় পবিত্র জীবন-যাপনে কার্পণ্য করিতেন্ না (অ° ৬. ৫৮, ৬৯ ; ৪. ৩০ ; ৬. ১০৮ ; ১৯. ৪, ৪১-৩ ; ৭. ৫৪, ৬১)।

৮ পৌষ্টিকানি—প্রায় সমস্ত বৈদিক সূক্তকেই ঐশ্বর্য ও আপন্মুক্তির প্রার্থনা বলা যায়। অথর্ববেদে কামনাসিদ্ধির বহু প্রক্রিয়া রহিয়াছে। ইহাতে গৃহনির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিঘ্নে জীবন-যাপনের প্রায় সকল প্রণালীই বর্ণিত আছে। ইহাতে গৃহনির্মাণ (৩. ১২), বজ্রপাত হইতে গৃহরক্ষা (১. ১৩ ; ৭. ১১ ; ৭. ৪১), অগ্নিদাহ হইতে গৃহরক্ষা (৬. ২১ ; ৬. ১০৬), নদীর গতি-পরিবর্তন বা নূতন খালে নদী-পরিবর্তন (৩. ১৩), ক্ষেত্রকর্ষণ (৩. ১৭), শস্যবৃদ্ধি (৩. ২৪ ; ৬. ৭৯), শস্য হইতে কীট-নিবারণ (৬ ৫০), অনাবৃষ্টি-নিবারণ (৪. ১৫ ; ৬. ২২ ; ৭. ১৮), গবাদি পশুর মঙ্গলকার্য (২. ২৬ ; ৩. ১৪ ; ৪. ২১ ; ৭. ৭৫) প্রভৃতি সংক্রান্ত বহু মন্ত্র-তন্ত্র আছে।

এতদ্ভিন্ন আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য-লাভের জন্য বহু মন্ত্র ও প্রক্রিয়া ইহাতে রহিয়াছে (অ° ১. ১৫ ; ২. ২৬ ; ১৯. ১ ; ৪. ১৩ ; ৭. ৬৯ ; ১. ৩১ ; ৬. ১০)।

আপদ্-নিবারণের মন্ত্রগুলির অধি-কাংশই নানারূপ অভিচার-ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট (অ° ১. ২৬ ; ৪. ২৩-২৯ ; ৬. ৩, ৪, ৭ ; ৭. ১১২ ; ১১. ২ ; ১৯. ৪৭-৪৯)।

৯ প্রায়শ্চিত্ত — যজ্ঞকার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা শ্রৌতশাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। বেদে 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটী নাই ; অথর্ববেদে 'প্রায়-শ্চিত্তি' শব্দটী একবার মাত্র আছে (১৪. ১. ৩০)। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ইহার অভাব নাই। জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ কোন পাপকর্ম করিলে তাহার শাস্তি অনিবার্য ; সুতরাং সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অথর্ববেদে প্রায়শ্চিত্তের বহু মন্ত্র ও ক্রিয়ার কথা আছে। পাপমুক্তি, ঋণমুক্তি, রোগমুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এগুলিকে বিভক্ত করা যায় (অ° ৬. ১১০-১২১ ; ৬ ৬৩, ৮৪ ; ৬. ১৯ ; ৫১ ; ৩. ২৯ ; ৭. ৮ ; ৬. ৭১ ; ৭. ৫৩৭)।

১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদমূলক সূক্ত—অথর্ববেদের সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সূক্তগুলির সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদ-মূলক সূক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সাধারণ পুরোহিতের কার্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই সকল সূক্তের সবই যে পরবর্তী কালে রচিত তাহাও মনে হয় না, কারণ অন্যব্যাপারের মন্ত্রেও এসকল কথা আছে (অ° ৪. ১৯ ; ৯. ২)। কয়েকটী সূক্তে (১০. ২ ; ১১. ৮) পুরুষের উৎপত্তি, প্রকৃতি, আকার ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—মন্যু (ইচ্ছা) সংকল্পের গৃহ হইতে আকূতিকে (বুদ্ধি) পরিচালন করে ; তপঃ ও কর্ম পরিণয়ার্থী ; ব্রহ্মই ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের মিলনে আবার মন্যু (প্রাণ, অপান, চক্ষু প্রভৃতি) হইতে পুরুষের উৎপত্তি। অন্যত্র (৯. ২. ৫) আছে, বাক্ বিরাট্ হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি। বিরাট্ই সৃষ্টির মূলপ্রকৃতি। তাঁহার দুই বৎস (সূর্য ও চন্দ্র) জল হইতে উদ্ভূত। আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে চরমকথা সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় (১০.৮, ৪৩, ৪৪)। এইরূপ নানা মন্ত্রে অথর্ববেদ পরিপূর্ণ।

১১ বৈদিক কর্মকাণ্ড -- বৈতান-সূত্রকে অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈতানসূত্র অত্যন্ত পরবর্তী কালে রচিত ; সুতরাং ইহাতে অন্যান্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৈতানসূত্রে অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড সম্পূর্ণ-ভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম কাণ্ডের বহু মন্ত্রও ইহাতে স্থান পাইয়াছে ; এইগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই দ্যোতক। বিশেষতঃ অন্যান্য শ্রৌতশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাতে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। কৌশিকসূত্রের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মূলতঃ অথর্ববেদে এই সূক্তগুলি কর্ম-কাণ্ডমূলক ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অথর্ববেদের কর্মকাণ্ডমূলক সূক্তগুলি অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় পরবর্তী সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডে 'অগ্নিষ্টোম' অন্যতম অনুষ্ঠান। অথর্ববেদের সূক্তে (৬. ৪৭-৪৮) কর্মকাণ্ডের একটা সাধারণ আভাস পাওয়া যায়। বৈতানসূত্রে (২১. ৭) তিন 'সবনের' সহিত ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদের এই সকল সূক্ত অন্যান্য বেদ হইতে বা অন্যান্য বেদের অনুসরণে রচিত কি না সন্দেহ হইতে পারে। একটী সূক্তে (৬ ৪৮) যজুর্বেদের বিধানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিলেও অন্যান্য শ্রৌত-বিধির সহিত ইহাতে পার্থক্য আছে। কৌশিকসূত্রে (৫৬. ৪ ; ৫৯. ২৬-২৭) ইহার উল্লেখ আছে এই সূক্তগুলির বিষয়বস্তু বিচার করিয়া মনে হয় সবন হইতেই এগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বহু সূক্তে এইরূপে অন্যান্য বেদের সহিত সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য আছে। সুতরাং অথর্ববেদের সহিত এগুলিকে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন অথর্ববেদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রকার কর্মকাণ্ডের কথা আছে, তাহা 'হবির্যজ্ঞের' সহিত সংশ্লিষ্ট। নানা উদ্দেশ্যে এইরূপ 'হবির্যজ্ঞ' সম্পন্ন হইত। হবির বিশেষণ হইতেই এইরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।—'সাংস্রাব্য হবিঃ' (১. ১৫ ; ২. ২৬ ; ১৯. ১), নৈর্বাধ্য হবিঃ (৬. ৭৫), সমান হবিঃ (৬. ৬৪), যশঃ হবিঃ (৬, ৩৯) ইত্যাদি।

১২ অথর্ববেদের একটী বৃহৎ অংশ (১৩শ কাণ্ড — ১৮শ কাণ্ড) সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপারমূলক। ১৩শ কাণ্ডে রোহিতের (সূর্য দেবতা) উদ্দেশ্য চারিটী সুদীর্ঘ স্তোত্র আছে। ইহাতে সূর্যকে বিশেষভাবে আথর্বগণের হিতকারী বলা হইয়াছে। এই কাণ্ডের নাম রোহিতকাণ্ড।

১৪শ কাণ্ডকে আথর্বগণের বিবাহ কাণ্ড বলা যায়। ঋগ্বেদের সূর্য-সূক্তের (ঋ° ১০. ৮৫) সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে

ইহাতে অতিরিক্ত অনেকগুলি মন্ত্র আছে, সেগুলি ঋগ্বেদে নাই। গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রগুলি কোথাও কোথাও একটু পরিবর্তিত আকারে আছে।

১৫শ কাণ্ডে ব্রাত্যগণের প্রশংসা আছে। ইহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া সূক্তগুলি রচিত। এখানে ব্রাত্য বলিলে কি বুঝায় সায়ণ ও হুইটনী তাহা বুঝান নাই। তবে ব্রাত্যগণ যে উপনয়ন-সংস্কার-বর্জিত স্মৃত্যুল্লিখিত আর্য নয় তাহা স্থির। ব্রাত্যেরা আর্য ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল না। ইহারা অপবিত্র, অর্ধসভ্য ছিল (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৭. ১. ২)। ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-সমাজে গ্রহণ করা হইত (পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ ১৭. ১; লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৮. ৬)। অথর্ববেদে ইহারা ব্রহ্মচারী (১১. ৫), ইহাদের ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষার আভাসও আছে (অথর্ব° ১৫. ২)। এই কাণ্ডে বহু সাম-মন্ত্র স্থান পাইয়াছে।

১৬শ কাণ্ডের দুইটী অংশ। প্রথম অংশে (১ম অনুবাক) জলের স্তুতিমূলক মন্ত্র আছে; অথর্ব-পরিশিষ্টে (১০) এইগুলিকে 'অভিষেক-মন্ত্র' বলা হইয়াছে। অন্য অংশে (৫-৯) স্বপ্নভ্রমণ-নিবারক মন্ত্র আছে।

১৭শ কাণ্ড বিশেষভাবে 'আয়ুষ্যাণি'র সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাতে (বিষাসহির উদ্দেশ্যে) একটী সূক্ত আছে।

১৮শ কাণ্ডের চারিটী সূক্ত (চারি অনুবাক) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ামূলক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তের সহিত এইগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার নাম যমকাণ্ড—অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া বৈদিকগণ ইহা অভ্যাস করেন না।

১৯শ কাণ্ডে ৭২ সূক্ত। ইহার ২৩শ সূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত প্রথমে অথর্ববেদ ঈরিত হইয়াছিল। এই সূক্ত প্রকারান্তরে অথর্ববেদের সূচীর সন্ধান দিয়াছে এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র পদ্ধতিক্রমে অথর্ববেদের ঋষিগণের (অর্থাৎ সূক্তগুলির) বর্ণনা করিয়াছে। শতর্চী, মাধ্যম, ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত— আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রপদ্ধতি। ২৩শ ও ২৪শ সূক্তের বচন যথাক্রমে এইরূপ—

আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২। ষড়্‌চেভ্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৪। অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৫। নবর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৬। দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৭। একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ স্বাহা। ১৭। মহৎকাণ্ডায় স্বাহা। ১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। একানৃচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩। সূর্যাভ্যাং স্বাহা। ২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রাজাপত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষাসহ্যৈ স্বাহা। ২৭। মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২৯।

আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায় স্বাহা। ২। সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্বেভ্যোঽঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পৃথক্‌সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ১৯। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২০।

অর্থাৎ আথর্বগণের চারি ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের (=সূক্তসমূহের) প্রতি স্বাহা। পাঁচ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। ক্রমশঃ এইরূপ ১৮শ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। অতঃপর, ১৯শ ও ২০শের প্রতি স্বাহা। পুনরায়, তিন ঋকে গ্রথিত, এক ঋকে গ্রথিত, ক্ষুদ্র, এক হইতে ন্যূন ঋকে গ্রথিত মহাকাণ্ডের প্রতি স্বাহা। প্রথম ১২শ কাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। কেন না, তার পরের পাঁচটী তাহাদের নাম ও সংখ্যাক্রমে বিবৃত হইয়াছে। যথা—রোহিতসূক্তের প্রতি স্বাহা (১৩শ), সূর্যার (২) সূক্তের প্রতি স্বাহা (১৪শ), দুই ব্রাত্যসূক্তের প্রতি (১৫শ), দুইটী প্রজাপতি সূক্তের প্রতি (১৬), দুইটী বিষাসহি সূক্তের প্রতি (১৭), মাঙ্গলিক সূক্তের প্রতি (১৮শ) স্বাহা। ব্রাত্য ও প্রজাপতি সূক্তের দ্বিসংখ্যা এই কাণ্ডগুলিতে নিবদ্ধ বর্তমান সূক্তসংখ্যার সহিত সমঞ্জস নয়। কিন্তু অন্যান্য কাণ্ডের সংখ্যার সহিত হুবহু মিল থাকায় সম্ভবতঃ ১৯শ কাণ্ড সংযোজিত হইবার পর এই দুই কাণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। হুইটনী বলেন, এই (১৯শ) কাণ্ডের সূক্তগুলি পিপ্পলাদ-শাখার অন্য কাণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। ব্লুমফীল্ড বলেন, বৈতানসূত্র-মতে সোমযাগে শস্ত্র ও স্তোত্ররূপে ঈরিত হইত বলিয়া কুন্তাপ সূক্ত ব্যতীত ২০শ কাণ্ডের সমস্ত সূক্তই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর অন্যূন ১২০০ অথর্বমন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত।

২০শ কাণ্ডে সর্বশুদ্ধ ১৪৩টী সূক্ত আছে। এগুলির মধ্যে মাত্র ১৩টী সূক্তে আথর্ব-বৈশিষ্ট্য আছে (২, ৪৮, ৪৯, ১২৭-১৩; ও ৩৪ সূক্তের ১২, ১৬ ও ১৭ ঋক্; ১০৭ সূক্তের ১৩ ঋক্)। কুন্তাপ-সূক্তগুলির (১২৭-১৩৬) বৈশিষ্ট্য আছে। পৈপ্পলাদ-শাখায় এতগুলির কোন উল্লেখ নাই। উপরি-উক্ত সূক্তগুলি ভিন্ন অন্য প্রায় সকল সূক্তই ইন্দ্রের স্তুতি-বিষয়ক এবং ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল হইতে গৃহীত; অবশ্য স্থানে স্থানে একটু আধটু পরিবর্তন আছে। এই কাণ্ড শস্ত্রকাণ্ড নামে অভিহিত।

শৌনকীয় সংহিতার ২০শ কাণ্ডের সূক্তগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। আর এই কাণ্ডটী প্রথমে অথর্বসংহিতায় ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। আর ১৯শ কাণ্ডটী মূলতঃ সংহিতার অন্তর্গত ছিল না। এ ছাড়া অথর্ববেদ-সংহিতার সূক্তগুলির প্রায় ⅙ অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। অধিকন্তু অথর্ববেদে যতগুলি ঋক্ ঋগ্বেদের ঋকের সহিত অভিন্ন সেগুলি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে দেখিতে

পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ঋক্ গুলির অধিকাংশ ১ম ও ৮ম মণ্ডলে পাওয়া যাইবে। ১২শ ও ২০শ কাণ্ড বাদ দিয়া ১৮টী কাণ্ডে সূক্তগুলি বেশ বিশিষ্ট পদ্ধতিতে অতি সাবধানে সাজান হইয়াছে। প্রথম সাতটী কাণ্ডের প্রত্যেক সূক্তে চারিটী করিয়া ঋক্ আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডে পাঁচটী, তৃতীয় কাণ্ডে ছয়টী, চতুর্থ কাণ্ডে সাতটী; পঞ্চম কাণ্ডের কোন সূক্তে ৮টীর কম অথবা ১৮টীর বেশী ঋক্ নাই। ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ১৪২টী সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে প্রায়ই তিনটী করিয়া ঋক্। ৭ম কাণ্ডে ১১৮টী সূক্ত আছে —তন্মধ্যে অধিকাংশতেই ১টী বা ২টী ঋক্।

৮ম কাণ্ড হইতে ১৪শ কাণ্ড, ১৭শ ও ১৮শ কাণ্ডের সূক্তগুলি সবই খুব দীর্ঘ, তবে ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম ঋক্ ৮ম কাণ্ডের ১ম সূক্তে এবং বৃহত্তম ঋক্ ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তে। ৮ম কাণ্ডের ১ম সূক্তের ঋক্-সংখ্যা ২১ এবং ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ঋক্-সংখ্যা ৮৯। ১৫শ কাণ্ড ও ও ১৬শ কাণ্ডের বেশীর ভাগ গদ্যে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সদৃশ ভাষা ও পদ্ধতিতে রচিত।

এই তো গেল ঋক্সংখ্যা-সন্নিবেশের কথা। ঋক্গুলির বিষয়-সন্নিবেশ-সম্বন্ধেও একটা প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। ২, ৩, ৪, এমন কি অধিক সূক্ত যখন একই বিষয়ের হয় তখন প্রায় দেখা যায় সেগুলি পাশাপাশি বসিয়া থাকে।

কাণ্ডের মধ্যে আবার তিনটী প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ ১ম হইতে ৬ষ্ঠ কাণ্ড—৭ম কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে; এই সাতটী কাণ্ডের বিষয়-বস্তু নানা রকমের এবং ইহাদের সূক্তগুলি ছোট ছোট। ২ ৮ম হইতে ১২শ কাণ্ড; ইহাদেরও বিষয়বস্তু নানাবিধ—কিন্তু এগুলির সূক্তসমূহ দীর্ঘ এবং ৩ ১৩শ হইতে ১৮শ কাণ্ড — ১৯শ কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৩শ কাণ্ড হইতে ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেক কাণ্ডের বিষয়বস্তু কোন একটী বিশিষ্ট প্রকরণ-সম্বন্ধে রচিত। যেমন ১৩শ কাণ্ড—রোহিত কাণ্ড (লোহিত সূর্যের সম্বোধন আছে বলিয়া) ১৪শ কাণ্ড—বিবাহ কাণ্ড; ইহাতে কেবল বিবাহ-বিষয়ক স্তুতি। ১৫শ—ব্রাত্যকাণ্ড। ১৮শ কাণ্ড—যমকাণ্ড, ইহা মৃতসংকার-সম্বন্ধীয় সূক্ত। ১৬শ কাণ্ড—দুঃস্বপ্নবিষয়ে রচিত। ১৭শ কাণ্ড —বিষাসহি সম্বোধনে লিখিত।

কুন্তাপ-সূক্ত – অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড (১২৭-১৩৬) কুন্তাপসূক্ত। এই সূক্তগুলি ঋগ্বেদীয় শাকল সংহিতায় নাই। এগুলি পরে যজ্ঞার্থে ঋগ্বেদের অন্য কোন শাখা হইতে সংযোজিত হইয়া থাকিবে। সায়ণ বলেন যে, ইহা খিলসূক্ত। একমাত্র যাগ-ব্যাপারের জন্যই যে এইগুলির প্রয়োজন হইত তাহা ঐতরেয় (৬. ৩২, ৩৩) ও কৌষীতকি (৩০. ৫) হইতে জানিতে পারা যায়। ঐতরেয়ে কুন্তাপ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু কৌষীতকিতে হইয়াছে। ঐতরেয়ে নারাশংস, রৈভি, কারব্যা পরিক্ষিতিয়া প্রভৃতির নাম কুন্তাপসম্পর্কে উল্লিখিত আছে। গোপথব্রাহ্মণেও ইহাই কুন্তাপের ব্যাখ্যারূপে একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

গোপথ-ব্রাহ্মণ—গোপথ-ব্রাহ্মণের দুই ভাগ—পূর্ব-ব্রাহ্মণ ও উত্তর-ব্রাহ্মণ। পূর্ব-ব্রাহ্মণের পাঁচটী প্রপাঠক এবং উত্তর-ব্রাহ্মণের ছয়টী প্রপাঠক। পূর্ব-ব্রাহ্মণ ভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করে নাই। ইহাতে উপনিষদে বর্ণিতব্য বিষয়ের অবতারণা অত্যন্ত অধিক। কোন কোন অংশ সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে; গোপথ-ব্রাহ্মণের একটী অংশ (১. ১. ১৬-৩০) সম্পূর্ণভাবে প্রণবোপনিষদের সমতুল্য। এক স্থলে ইহা উপনিষদ্ নামের দাবী করিতেছে (১. ১. ৩১-৩৮)। বৈতান-সূত্র কিংবা অন্য কোন শ্রৌতগ্রন্থের সহিত কর্মকাণ্ডাদি বিষয়ে ইহার কোন সাদৃশ্যও দেখা যায় না।

পূর্ব-ব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকের কয়েকটী মন্ত্রে (১. ১. ১-১৫) সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে; ইহা প্রায় উপনিষদের প্রকৃতি-সম্পন্ন। ইহাতে ব্রহ্মের ধর্ম হইতে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উৎপত্তির কথা আছে। এই প্রপাঠকের অন্য অংশে (১. ১. ১৬-৩০) প্রণব অর্থাৎ 'ওম্' হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা আছে। অপর একটী অংশে গায়ত্রী-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে (১. ১. ৩১-৩৮)।

১. ১. ৩৯ আচমন-বিধি। ইহাকে বৈতান (১. ১৯) ও কৌশিকসূত্রের (৩. ৪; ৯০. ২২) টিপ্পনী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা আছে (১. ২. ১-৯)। ইহাতে বহু বিষয়ের অবতারণা আছে; অগ্ন্যাধেয় (১. ২. ১৮-২১), সান্তপন (১. ২. ২২-২৩), ব্রহ্মৌদন (১. ২. ১৫-১৭) প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রপাঠকেও (১. ৩. ১-৫) অথর্বগণের ও অঙ্গিরোগণের প্রশংসা আছে। কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে 'দেব' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১. ৩. ১)। কয়েক স্থলে (১. ৩. ৬-১০) পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যজ্ঞের রহস্যময় ব্যাখ্যাও আছে। অধিকন্তু এই প্রপাঠকে অগ্নিহোত্র (১. ৩. ১১-১৬), অগ্নিষ্টোম ও দীক্ষা (১. ৩. ১৭-২৩) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে বাৎসরিক সত্রের রহস্যময় ব্যাখ্যা। পঞ্চম প্রপাঠকের প্রথম অংশ (১. ৫. ১-২২) সত্র-সম্বন্ধীয়, অন্য অংশ (১. ৫. ২৩-২৫) যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

উত্তরব্রাহ্মণের নাম যজ্ঞকর্ম বলা যাইতে পারে। ইহাতে প্রথম প্রপাঠকে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যাগ (২. ১. ১-১২), কাম্যেষ্টি (২. ১. ১৩-১৬), আগ্রায়ণ, অগ্নিচয়ন, চাতুর্মাস্য (২. ১. ১৭-২৬) প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোমের তনূনপ্তৃ ক্রিয়া, (২. ২. ১-৪), প্রবর্গ্য কর্ম (২. ২. ৫-৬), উপসদদিন ও অগ্নিষ্টোম (২. ২. ৭-১২), স্তোমভাগমন্ত্র (২. ২. ১৩-১৫) প্রভৃতি আছে।

তৃতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোম, বষট্কার, অনুবষট্কার, ঋতুগ্রহ (২. ৩. ১-১১), একাহের প্রাতঃসবন (২. ৩. ১২-১৯), মাধ্য-

ন্দিন সবন (২. ৩. ২০-২. ৪. ৪) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে মাধ্যন্দিন সবন (২. ৪. ১-৪), তৃতীয় সবন (২. ৪. ৫-১৮), ষোড়শি-যাগ প্রভৃতি বিষয় আছে।

পঞ্চম প্রপাঠকে অতিরাত্র-কর্ম (২. ৫. ১-৫), সৌত্রামণী, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম-কর্ম (২. ৫. ৬-১০), অহীন-সত্র-যজ্ঞ (২. ৫. ১১-২. ৬. ১৬) প্রভৃতি বিষয় আছে।

ষষ্ঠ প্রপাঠকে অহীন-যজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ছন্দঃ—অথর্ববেদের মূল ভাগের ছন্দ অন্যান্য বৈদিক ছন্দের মত। স্বল্পপরিসর ঋকে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ, পংক্তি, এবং দীর্ঘ-পরিসর ক্ষেত্রে ত্রিষ্টুভ ও জগতীছন্দ অনুবর্তিত হইয়াছে। শৌনকীয়-শাখার গ্রন্থের ১৫শ কাণ্ড এবং ১৬শ কাণ্ডের প্রায় সমস্তই গদ্যে রচিত। বিশেষতঃ এই দুই কাণ্ডে গদ্য ও পদ্য স্থানে স্থানে এমনভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, তাহা গদ্যে কি পদ্যে রচিত তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ভগ্ন ছন্দের ও নানা ছন্দের মিশ্রণ দেখা যায়; ইহাতে মনে হয়, পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন অংশ মূল রচনার সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। কোন কোন সূক্তের (১. ১৩; ১. ১৮; ২. ২৯; ৪. ১৬ প্রভৃতি) অনুষ্টুভে আরম্ভ ও ত্রিষ্টুভে শেষ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অনুষ্টুভ ও গায়ত্রীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে (২. ৩২; ৪. ১২)। বিবাহ-সূক্ত ও শ্রাদ্ধ-সূক্ত বৈদিক অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদের অনুষ্টুভ ছন্দের রীতি অথর্ববেদের অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নাই। পরন্তু গৃহ্যসূত্রের ছন্দোরীতির সহিত অথর্ববেদের ছন্দোরীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ-সংহিতা ব্রাহ্মণের ভাষা ও রীতিতে রচিত।

অথর্ববেদের সহিত অন্যান্য বেদ ও বৈদিক মন্ত্রের সাদৃশ্য—অথর্ববেদের কাণ্ডগুলির প্রায় সপ্তমাংশের সহিত ঋগ্বেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে ইহার প্রায় অর্ধেক বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। সাদৃশ্যমূলক অংশগুলির মধ্যে সূর্য-সূক্ত (অ° ১৪) ও শ্রাদ্ধ-সূক্ত (অ° ১৮) ভিন্ন প্রায় সমস্ত মন্ত্রগুলিই ঋগ্বেদের অনুযায়ী।

যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর সহিত বহু স্থলে অথর্ববেদের সাদৃশ্য থাকিলেও কোন্‌টার বিষয়-বস্তু পূর্ববর্তী তাহা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৈত্রায়ণি-সংহিতা (১. ৫. ২) ও আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রের অগ্নিসম্বন্ধীয় পাঁচটী মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথর্ববেদে (২. ১৯) এই পাঁচটী ছাড়াও এই সঙ্গে একই ভাবে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও অপ্‌-সম্বন্ধে চারিটী সূক্ত আছে। এইরূপে মৃগারসূক্তগুলিতেও (অ° ৪. ২৩-৯) যজুর্বেদের মন্ত্র আছে।

শ্রৌতসূত্র এবং অথর্ববেদের এমন কয়েকটী বিষয় আছে যে, তাহাদের সহিত ঋগ্বেদ কিংবা যজুঃ-সংহিতার কোন সাদৃশ্য নাই। এই সকল বিষয়ে শ্রৌতসূত্র ও অথর্ববেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অথর্ববেদের ২. ৬ সূক্ত বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৭. ১), তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৪. ১. ৭. ১ই°), ও মৈত্রায়ণি-সংহিতায় (২. ১২. ৫) আছে; অবশ্য দুই-এক স্থলে যে পাঠান্তর নাই তাহা নয়।

অথর্ববেদের ঋষি — পূর্বোল্লিখিত ১৯শ কাণ্ডের ২৩শ সূক্ত নিশ্চয়ই পরে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে কোন সূক্তের ঋষির উল্লেখ নাই, কেবল সাধারণভাবে আথর্বণ সংজ্ঞাটী ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখা যায়, পরে এই সংজ্ঞা অথর্ববেদে ঋষিগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। আঙ্গিরস ও ভৃগুর নামও সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে এই ঋষিগণকে আথর্বণ এই সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণ্ডু-রঙ পণ্ডিত-প্রকাশিত সায়ণ-ভাষ্যে এক একটী সূক্তের ঋষি-নাম প্রদত্ত হয় নাই। অজমের-সংস্করণেও কোন ঋষির নাম নাই। গোপথ-ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে একটী আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকানুসারে ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার ঘর্ম হইতে ভৃগুকে সৃষ্টি করেন; ভৃগু অথর্বা হইলেন এবং অথর্বা অঙ্গিরা হইলেন। এই অথর্বা তপঃ সাধন করিলেন এবং বিংশতি আথর্বণ ঋষি উৎপন্ন হইল। এক সূক্ত, দুই সূক্ত ও ততোধিক সূক্তের ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা সকলে আঙ্গিরস-মন্ত্র দর্শন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যা ২০ হওয়ায় বেদও ২০টী কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যাপারের যাথার্থ্য ও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেন না ২০টী কাণ্ডের প্রত্যেকটী এক একটী ঋষির নয়, মহামতি ব্লুমফীল্ডও ইহা পরবর্তী কালের বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটী কিন্তু গোপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহাও পরবত যুগের। কিন্তু সর্বানুক্রমণী গোপথ-ব্রাহ্মণের আরও পরবর্তী কালের। প্রাচীনতর পঞ্চপট-লিকাও গোপথ-ব্রাহ্মণের পরবর্তী। এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সূক্তগুলির ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আথর্বণ অথবা অথর্বন্ ও আঙ্গিরস এই সাধারণ নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ভৃগু ও ব্রহ্মার নাম সংযোজিত হইত। এই দুইটী অনুক্রমণী কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সায়ণের সময়ে এই দুইটীর নাম জানা থাকিলে, তাঁহার ভাষ্যে ইহাদের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। এই জন্য সায়ণ-ভাষ্যে প্রত্যেক সূক্তের ঋষির নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু হুইটনী তাঁহার অথর্ব-বেদের অনুবাদে সর্বানুক্রমণী হইতে সূক্তের ঋষিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋষি-নামগুলি উচ্ছোচন, উন্মোচন প্রভৃতি নামের ন্যায় যথেচ্ছভাবে কল্পিত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষিনামগুলি ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর এইরূপ হওয়াও স্বাভাবিক। 'শং নো দেবী'-সূক্তকার ঋষির নাম সিন্ধুদ্বীপ। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ হয় নাই, সূক্তের বিষয়বস্তু হইতে ঋগ্বেদেও ঋষি-নামের সূচনা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পুরুষসূক্তে নারায়ণ ঋষির নাম করা যাইতে পারে। অথবা বিবাহ-সূক্তের ঋষি সূর্যারও নাম করা যাইতে পারে। এই নামগুলি ঋগ্বেদ ও অথর্ব উভয় বেদেই অভিন্ন। সর্বানুক্রমণীতেও অথর্ববেদের সূক্ত-

কারের নাম করিবার সময় এই পদ্ধতি অনেক সময় অনুসৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে ব্রহ্মা প্রজাপতি, যম প্রভৃতি নামের সহিত সূক্তের নাম সূচিত হইয়াছে। অনুক্রমণীতে উল্লিখিত ঋষিগণের নামের সংখ্যা বড় বেশী নয়। হুইট্নী অথর্ববেদের ঋষিদিগের নামের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ডক্টর রাইডার ও ল্যানম্যান এই তালিকা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পরে ১৯৩০ খ্রী° চিন্তামণি বামন বৈদ্য তাহা পুনরায় মিলাইয়াছেন। নিম্নে অথর্ববেদের ঋষিগণের নাম এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে প্রদান করা হইল। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাত্য-সূক্তের কোন ঋষির নাম প্রদান করা হয় নাই। যমকাণ্ডের ঋষির নাম অথর্বন্। ১৭৫টী সূক্ত অথর্বন্‌কে উদ্দিষ্ট এবং ১০০টী সূক্ত ব্রহ্মার উদ্দেশে ঈরিত। 'অথর্বাঙ্গিরস'-এর উদ্দেশ্যে মাত্র ১৭টী সূক্ত এবং অঙ্গিরার উদ্দেশ্যে ১৫টী। ক্রিমি-নিবারণ উদ্দেশ্যে ৩টী সূক্তের ঋষি কণ্ব। রমণীর প্রেমলাভের ৩টী সূক্তের ঋষিও কণ্ব। দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিবার জন্য ৪টী সূক্তের ঋষি বাদরায়ণি। বসিষ্ঠ, গৃৎসমপ্রভাদির নাম এই তালিকায় নাই। দু'একটী সূক্তের ঋষি হইয়াছেন বিশ্বামিত্র ও কশ্যপ। তাঁহারা কিন্তু যাদুসম্বন্ধীয় সূক্তের ঋষি। অথর্ববেদে বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। কণ্ব, কক্ষীবান্, পুরুমীঢ়, অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বামদেব নামক কয়েকটী ঋগ্বেদীয় ঋষির নাম যমকাণ্ডের পিতৃগণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[১১]

নিম্নলিখিত ঋষিগণের নাম অথর্ববেদের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডের সূক্তে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

অগস্ত্য (৬. ১৩৩)।

অঙ্গিরা, অথর্বাঙ্গিরা, প্রত্যঙ্গিরা, বা ভৃগ্বঙ্গিরা (১. ১২-৪, ২৫ ; ২. ৩, ৫-১০, ৩৫ ; ৩. ৭ ; ৪. ৮, ১১, ৩৯, ১-৮ ; ৫. ১১, ১৪-২২ ; ৬. ১০, ১১-৩, ৭২, ৮৩-৪, ৯১, ৯৪-৬, ১০১, ১২৩-৩২, ১২৭ ; ৭. ৩০-১, ৫০-১, ৭৪, ৭৭, ৯০, ৯৩, ১১৫-৮ ; ৮. ৮ ; ৯. ৩, ৮ ; ১০. ১, ২৭, ৩৯ ; ১১. ১০ ; ১৯. ৩-৪, ২২, ৩৪-৫)।

অঙ্গিরা প্রচেতা (৬. ৪৫-৭)।

অথর্বা, বৃহদ্দিব অথর্বা বা সিন্ধুদ্বিপ অথর্বকৃতি (১. ১-৩, ৬, ৯-১১, ১৫, ২০-১, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৪-৫ ; ২. ৪, ৭, ১৩, ১৯-২৩, ২৯, ৩৪ ; ৩. ১-৫, ৮, ১০, ১৫-৬, ১৮, ২৬-৭, ৩০ ; ৪. ৩-৪, ১০, ১৫, ২২, ৩১, ৩৪ ; ৫. ১-৩, ৫-৮, ১১, ২৪, ২৩ ; ৬. ১-৭, ১৩, ১৭-৮, ২২-৩, ৩৬-৪০, ৫০, ৫৮-৬২, ৬৪-৯, ৭৩-৪, ৭৮-৮০, ৮৫-৯০, ৯২, ৯৭ ৯, ১০৯-১৩, ১২৪-৬, ১৩৮-৪০ ; ৭. ১-৭, ১৩-৪, ১৮, ৩৪-৮, ৪৫, ২, ৪৬-৯, ৫২, ৫৬, ৬১ ৭০-৩, ৭৬, ৭৮-৮১, ৮৫-৭, ৯১-২, ৯৪, ৯৭-৯, ১০১-৬ ; ৮. ৭, ৯ ; ৯. ১-২ ; ১০. ৩, ৭, ৯ ; ১১. ২-৩, ৭ ; ১২. ১ ; ১৭. ১-৪ ও অবশিষ্ট কা° ; ১৯. ১৪-২০, ২৩-৪, ২৬, ৩৭-৮)।

অথর্বা বীতহব্য (৬. ১৩৬-৭)।

অথর্বাচার্য (৮. ১০ ; ১২. ৫ কশ্যপ)।

অপ্রতিরথ (১৯. ১৩)।

আথর্বণ (ভৃগু আথর্বণ ২. ৫)

উপরিবভ্রব (৬. ৩০-১)।

ঋভু (৪. ১২)।

কবন্ধ (৬. ৭৫-৭)।

কশ্যপ (১০. ১০ ; ১২. ৪-৫)।

কশ্যপ মারিচ (৭. ৬২-৩)।

কাঙ্কায়ন (৬. ৭০ ; ১১ ৯)।

কাণ্ব (২. ৩১-২ ; ৫. ২৫)।

কাপিঞ্জল (২. ২৯ ; ৭. ৯৫-৬)।

কুৎস (১০. ৮)।

কৌরুপথি (৭. ৫৮ ; ১০. ১৮)।

কৌশিক (৬. ৩৫, ১৭-১২ ; ১০. ৫, ২৮-৩৫)।

গরুৎমা (৪. ৬-৭ ; ৫. ১৩ ; ৬. ১২, ১০০ ; ৭. ৫৮ ; ১০. ৪)।

গার্গ্য (৬. ৪৯ ; ১৯. ৭, ৮)।

গোপথ (১৯. ২৫, ৪৭-৮, ৫০)।

গোপথ ভরদ্বাজ (১৯. ৪৯)।

চতন (১. ৭-৮, ১৬, ২৮ ; ২. ১৪, ১৮, ২৫ ; ৪. ৩৬ ; ৫. ২৯ ; ৬. ৩২, ১-২, ৩৪ ; ৭. ৩-৪)।

জগদ্বীজং পুরুষ (৩. ৬)।

জটিকায়ন (৬. ৩৩, ১১৬)।

জমদগ্নি (৬. ৩৯, ১০২)।

ত্বষ্টা (৬. ৮১)।

দ্রবিণোদাঃ (১. ১৮)।

ধ্রুবহন (৬. ৬৩)।

নারায়ণ (১০. ২ ; ১৯. ৬)।

পতিবেদন (২. ৩৬)।

প্রজাপতি (২. ৩০ ; ৪. ৩৫ ; ৬. ১১ ; ৭. ১০২ ; ১৬. ১ ; ১৯. ৪৬)।

প্রমোচন (৬. ১০৬)।

প্রশোচন (৬. ১০৪)।

প্রস্কণ্ব (৭. ৩১-৪৪ ; ৪৫-১)

বভ্রুপিঙ্গল (৬. ১৪)।

বাদরায়ণি (৪. ৩৭-৮ ; ৭. ৫৯, ১০৯) ;

বৃহচ্ছুকন্ (৬. ৫৪ তু° শক্র)।

বৃহস্পতি (১০ ৬)।

বৃক্ষন্ (৫. ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৬, ৫১-২ ; ২. ১৫-৭, ২৪, ৯৩ ; ৩. ১২, ১৪, ২৩, ২৮, ৩১ ; ৪. ৫, ১৬, ২১, ৩৩, ৩৯, ৯-১০ ; ৫. ৯-১০, ২০-১, ২৫-৭ ; ৬. ২৬, ৪১, ৫৪-৫, ৭১, ১১৪-৫ ; ৭. ১৯-২২, ২৪, ৩২, ৩৩, ৫৩, ৫৪-১, ৬০, ৬৮-৭, ১০৩, ১০৪, ১১১ ; ৮. ১-২ ; ৯. ৪, ৬-৭, ৯-১০ ; ১০. ৫, ৩৭-৪১ ; ১১. ১, ৫ ; ১৭. ১-৪ ; ১৯. ১, ৯-১২, ২১, ২৭-৩০, ৩৬, ৪০-৩, ৫১-২, ৫৮-৭১)।

ব্রহ্মা ভৃগ্বঙ্গিরস (৩. ১১ ; ১৯. ৭২)।

ব্রহ্মস্কন্দ (৪. ৩১-২)।

ভরদ্বাজ (১১, ১২)।

ভরদ্বাজ গোপথ (১৯. ৪৯)।

ভাগলি (৬. ৫২)।

১১ কণ্বঃ কক্ষীবান্ পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্যর্চনানাঃ।
বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ॥
বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব।
শর্দির্নো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো মৃড়তা নঃ॥—অ° ১৮. ৩. ১৫-১৬।

ভার্গব (১১৩-৪)।

ভার্গব বৈদর্ভী (১০. ১, ৪)।

ভৃগু (৩. ১৩, ২৪-৫ ; ৪. ৯, ১৪ ; ৬. ২৭-৯, ১২২-৩ ; ৭. ১৫-৭, ৫৪-৫, ৮৪, ১০৭-৮, ১১০ ; ৯. ৫ ; ১২. ২ ; ১৯. ৩১-৩, ৪৪-৫)।

ভৃগু আথর্বন (২. ৫)।

ময়োভূ (৫. ১৭-৯)।

মাতৃবামন্ (২. ২ ; ৪. ২০ ; ৮. ৬)।

মৃগর (৪. ২৩-৯)।

মেধাতিথি (৭. ১৫-২৯)।

যম (৭. ২৩, ৬৪, ১০০-১ ; ১২. ৩ ; ১৬. ৫-৭, ৮-৯ ; ১৯. ৫৬-৭)।

বরুণ (৭. ১১২)।

বসিষ্ঠ (১. ২৯ ; ৩. ১৯-২২ ; ৪. ২২)।

বামদেব (৩. ৯ ; ৭. ৫৭)।

বিশ্বামিত্রা (২. ১৭ ; ৫. ১৫-৬ ; ৬. ৪৪, ১৪১)।

বিহব্য (১০. ৫, ৪২-৫০ অথর্বা)।

বেণ (২. ১ ; ৪. ১-২)।

বেণ শিস্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০, ১৯, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৭, ৯৩, ১০৭ ; ৭. ৬৮-৯ ; ১১. ৬)।

শম্ভু (২. ২৮)।

শিন্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৯, ৯৩, ১০৭ ; ৭. ৬৮-৯ ; ১১. ৬)।

শুক্র (২. ১১ ; ৪. ১৭-৯, ৪৯ ; ৫. ১৪, ৩১ ; ৬. ১৩৪-৫ ; ৭. ৬৫ ; ৮. ৫, ১২, ৮)।

শুনঃশেপ (৬. ২৫ ; ৭. ৮৩)।

শৌনক (৬. ১৬ ; ৭. ৬, ১০৮ ; ৮. ৫)।

সাবিত্রি (২. ২৬ ; ১৯. ৩১)।

সবিতা সূর্যা (১৪ কা°)।

সিন্ধুদ্বীপ (১. ৪-৫ ; ৭. ৩৯ ; ১০. ৫, ৭-২৪ ; ১৯. ২)।

সিন্ধুদ্বীপ অথর্বাকৃতি (১. ৬ অথর্বা)।

অথর্ববেদের বিভাগ

কাণ্ড-সূক্ত-ঋক্

কাণ্ড	সূক্ত	ঋক্
১	৩৫	১৫৩
২	৩৬	২০৭
৩	৩১	২৩১
৪	৪০	৩২৪
৫	৩০	৩৭৬
৬	১৪২	৪৫৪
৭	১১৮	২৮৬
৮	১০	২৫৯
৯	১০	৩০২
১০	১০	৩৫০
১১	১০	৩১৩
১২	৫	৩০৪
১৩	৪	১৮৮
১৪	২	১৩৯
১৫	১৮	১৪১
১৬	৯	৯৩
১৭	১	৩০
১৮	৪	২৮৩
১৯	৭২	৪৫৬
২০	১৪৩	৯৪১

কাণ্ড-অনুবাক-প্রপাঠক

কাণ্ড	অনুবাক	প্রপাঠক
১	৬	২
২	৬	৪
৩	৬	৬
৪	৮	৯
৫	৬	১২
৬	১৩	১৫
৭	১০	১৭
৮	৫	২১
৯	৫	২১
১০	৫	২৩
১১	৫	২৫
১২	৫	২৭
১৩	৪	২৮
১৪	২	২১
১৫	২	৩০
১৬	২	৩১
১৭	১	৩২
১৮	৪	৩৪
১৯	৭	৩৪
২০	৯	৩৪

অথর্ববেদে ঐতিহাসিক গুরুত্ব[১২]—অথর্ববেদের সূক্তগুলির অধিকাংশই অভিচারমন্ত্র হওয়ায় অতি অল্প সূক্ত হইতেই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ভৃগুং হিংসিত্বা সৃঞ্জয়া বৈতহব্যাঃ পরাভবন্' (৫. ১৯) এইরূপ মন্ত্রের নিদর্শন অতি অল্পই আছে। তবে এইরূপ মন্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির যুগের সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। একটী মন্ত্রে (৫. ২২) দেখা যায়, আর্যগণ তক্মন্ নামক জ্বরের বিরুদ্ধে মগধ ও অঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তক্মনকে পূর্বাঞ্চলে মগধ ও অঙ্গরাজ্যে এবং গান্ধার ও মূজবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া বাহিরে বাল্হিকে যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সে যুগে আর্যদিগের রাজ্য পশ্চিমে গান্ধার হইতে পূর্বে অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সূক্তটী হইতে ইহাও দেখা যায়, মূজবান্ পর্বতের পরে বাল্হিক। সুতরাং সম্ভবতঃ গান্ধারও আর্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তক্মনের উল্লেখ হইতে স্থির করা যায় যে, আর্যদিগের রাজ্যে তখন জ্বরের প্রকোপ ছিল; এই রোগকেই আর্যরাজ্যের বাহিরে ইহার স্বভূমি মূজবান্, বাল্হিক ও মহাবৃষে বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়। (মহাবৃষ কোথায় জানা যায় না, তবে বর্তমান বল্খ্ই প্রাচীন বাল্হিক)

'ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বল্হিকেষু ন্যোচরঃ॥

অ° ৫. ২২. ৫।

একটী মন্ত্রে (৫. ২২. ৭) পাওয়া গিয়াছে, এক জন স্থূলদেহা শূদ্রা রমণীকে আক্রমণ

১২ C. V. Vaidya: Hist. of Sans. Litt. 1930, 167-72.

করিয়া তাহাকে কম্পিত। করিবার জন্য তক্মন্‌কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

'তক্মন্মুজবতো গচ্ছ বল্হিকান্বা
পরস্তরাম্।
শূদ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্বীব ধূনুহি ॥'
—অ° ৫. ২২. ৭

ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ভারতীয় আর্যগণের রাজ্যে আর্যগণের অপেক্ষা শূদ্রদিগের মধ্যে এই ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশী।

উপরোক্ত মন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটী মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়, তৎকালে ভারতীয় জাতি চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিনটী উচ্চ শ্রেণী 'আর্য' নামে অভিহিত হইত। চতুর্থ শ্রেণী, ইতর শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর নাম শূদ্র। অবশ্য আর্যগণ শূদ্রদিগকে অযথা উৎপীড়ন বা অবজ্ঞা করিত না। ('প্রিয়ং সর্বস্য উত শূদ্র উত আর্যে'—১৯. ৬)। ৪. ২২ সূক্তে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাতে এই দুই শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিশ্‌গণ চাষী আর্য এবং ইহারাই প্রজা-সাধারণ ; এক জন ক্ষত্রিয় ইহাদিগের নৃপতি এবং তিনি ইহাদিগকে শাসন করেন। কয়েকটী সূক্তে ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটী সূক্তে (৫. ১৯) দেখা যায়, এই সময় ব্রাহ্মণগণ নৃপতিগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত ও ঘৃণিত হইতেন। কিন্তু যে সমুদয় নৃপতি বা জাতি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহারা সমৃদ্ধিলাভ করিত না। 'উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি। পরাতৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে ॥'—৫. ১৯ ৬। তখন ব্রাহ্মণের মর্যাদা পূত ছিল এবং উত্তরকালে তাঁহারা সামাজিক জীবনে বিশেষ স্থান লাভ করেন। গাভীকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হইত, তাহার বিশেষ মূল্যও ছিল। একটী দীর্ঘ সূক্তে (১২. ৪) গাভীর গুণকীর্তন আছে; এখানে গাভী 'বশা' নামে উল্লিখিত ; এই সূক্তে ব্রাহ্মণকে গাভীদানের বিশেষ প্রশংসা আছে। ভারতীয় আর্যগণ যে প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং চতুর্থ শ্রেণী শূদ্র যে তাহাদের সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে ; ঋগ্বেদে তাহারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির উল্লেখ অবশ্য অথর্ববেদে নাই ; পরবর্তী কালে সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল।

অথর্ববেদের সময়েও আর্যেরা কৃষিকর্মে ব্রতী ছিল। অথর্ববেদে কৃষি, গো ও অশ্বের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্তোত্র আছে। প্রজা-সাধারণের নাম ছিল বিশ্‌। তাহারা রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। সাধারণতঃ রাজাদিগের একটা নির্বাচনেরও প্রথা ছিল। রাজাদের নির্বাচনের সময় উপযুক্ত স্তোত্র আবৃত্তি করা হইত। রাজাদের জন্য মণি ও দর্ভবন্ধনের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (ঐ, ১৯. ২৭-৩৩)। ১৯শ কাণ্ডের শেষ সূক্তে রাজসূয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন—অনার্য শত্রুদের সহিত তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। শত্রুরা ভ্রাতৃব্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা সম্ভবতঃ ইরানী বা অসুর।

রাজাদের শাসিত প্রদেশগুলি (state) বড় ছিল না—সেগুলিকে সকল সময়ই রাজ্যও (kingdoms) বলা হইত না। সেগুলি ছোট ছিল এবং 'রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হইত (অ° ১৯. ২৪)। এ-যুগের প্রজারা দুর্বল ছিল না।

অথর্ববেদের সময় সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে বিবাহ-প্রথা যেরূপ ছিল এ-সময়েও ঠিক সেইরূপই ছিল। তবে সূক্তাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ঋগ্বেদের বিবাহ-সূক্ত (১০. ৮৫) একেবারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববেদে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিবাহ-সূক্তে ঋক্‌সংখ্যা ৪৭ ; কিন্তু অথর্ববেদের ২টী বিবাহ-সূক্তে ঋক্-সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৭৫। ঋগ্বেদের যুগের মত অথর্ববেদের সময়েও বর-কর্তৃক কন্যার পাণিগ্রহণ বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাপার ছিল। কন্যাদানের অধিকার কন্যার পিতারই ছিল, আর বরকেই কন্যার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে হইত। অধুনাতন রীতির ন্যায় কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যার গৃহেই হইত—বরের গৃহে হইত না। বিবাহের জন্য বরের বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে। যাহাতে নবদম্পতী দীর্ঘায়ু ও প্রজা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য গাভী ও কম্বল দান করা এবং নানা মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত।

অথর্ববেদে শিক্ষা ও ছাত্র-জীবন—অথর্ববেদের যুগে ব্রহ্মচারীরা বড় বড় চুল রাখিত, মেখলা বন্ধন করিত, মৃগচর্ম পরিধান করিত এবং যজ্ঞকুণ্ডে অরণি-সংযোগে আহুতি দিত। তখন ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। ছাত্রেরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করিত তাহার খুঁটিনাটির পরিচয় পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। উভয় যুগের পদ্ধতি প্রায় এক রকম ছিল। তৈ-স° (৬. ৩. ১০. ৫), শ-ব্রা° (১১.৫.৪) উপনয়নকালে সকল কর্তব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ২. ১-৮) ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে। অথর্ববেদের ন্যায় সুপ্রাচীনকালে উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গণ্য করা হইত।

'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং
দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ ॥'
—অ° ১১. ৫. ৩।

মেখলা-বন্ধনের সময় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত সেগুলি বলিয়া দিত যে, তাহার বন্ধনী শ্রদ্ধার কন্যা ও ঋষিদিগের ভগিনী। তাহার পবিত্রতা ও ব্রত-সংরক্ষণের শক্তি যথেষ্ট। বন্ধনী তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে।

'শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।'—অ° ৬.১৩৩.৪।

আচার্যকে তখনকার সময়েও অধ্যাত্ম-ব্যাপারে পূজা করা হইত।

তু°-'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।'—অ° ১১. ৫. ৩।

অথর্ববেদের সময়ে রমণীগণ মণি-মুক্তাদি কি কি অলঙ্কার পরিধান করিতেন তাহার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে।

অথর্ববেদের যে সকল মন্ত্র সমস্যাসূচক সেগুলি অনুসন্ধিৎসাদ্যোতক। যজুর্বেদের 'প্রশ্নী' ও অথর্ববেদের 'প্রবাচিক' সম্ভবতঃ এক ধরণেরই ছিল। একাধিক সূক্তে অথর্ববেদে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে। যজুঃ ও অথর্ববেদের সূক্তগুলি শিশুগণের ভবিষ্যৎ-নির্দেশক উপদেশে পূর্ণ। অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ড হইতে দীক্ষার নিয়মগুলি বেশ স্পষ্ট।

ছাত্রদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইত। যে ছাত্র অন্য ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিত তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ 'কবি' বা 'বিপ্র' উপাধি প্রদান করা হইত। অথর্ব-বেদে যে তর্ক আরম্ভ করিত তাহাকে 'প্রাশ' (Opener) ও প্রতিপক্ষ যাহারা উত্তর দিত তাহাদের 'প্রতিপ্রাশ' (Opponent) বলিত।
—অ° ১১. ৩; ১৫. ১ ২. ২৭; ১. ৭।

অথর্ববেদের সময় ছাত্রদিগকে কাজ করিতে হইত, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত, ভিক্ষা করিতে হইত ও আচার্যের গরু চরাইতে হইত।—অ° ১১. ৫. ৪; ১১. ৬. ৯।

অথর্ববেদে উদ্ভিজ্জাদির ভৈষজ্যব্যাপার বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ছাত্রেরা পড়াশুনা শেষ হইলে আচার্য গৃহ হইতে স্বগৃহে গমন করিত। এইরূপ ছাত্রদের নাম ছিল 'স্নাতক'। অথর্ববেদে ইহাদের জন্য নানাবিধ উপদেশ আছে। স্নাতকেরা মন সুস্থ ও দেহ নিরাপদ রাখিবে। দন্ত ও চক্ষুর জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। অযথা উত্তাপ বা গোলমাল হইতে সতত বিরত থাকিবে। স্নাতকের মন সকল সময় আরাধনাপ্রবণ থাকিবে। বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রযত্ন করিতে হইবে। বৈদিক আদর্শে সে তাহার চরিত্র গঠন করিবে। এইরূপ করিয়া সে সকলের শুভেচ্ছা ও প্রীতি অর্জন করিবে।

অথর্ববেদের চল্লিশের অধিক মন্ত্রে ছাত্র-জীবন-সম্বন্ধে উপদেশাদি আছে।[১৩] ছাত্রদের বিদ্যা-মন্দিরে প্রবেশের কথা লইয়া এই বেদের আরম্ভ এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইবার কথা-প্রসঙ্গে এই বেদের পরিসমাপ্তি।—অ° ১. ১; ১৯. ৭১-২।

অথর্ববেদে ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যাপারের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, আঙ্গিরস ও ভৃগুগণ প্রধানতঃ আচার্যের কাজ করিতেন।

অথর্ববেদের যে সমস্ত মন্ত্রে শিক্ষা-ব্যাপার নিবদ্ধ সেগুলিকে বিশেষতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমত, বৈদিক ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিবার সময় নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে হইত; তদনুরূপ অনুষ্ঠানপূর্ণ মন্ত্র। দ্বিতীয়, বৈদিক পাঠ সমাপন ও বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ। তৃতীয়, ছাত্রজীবন। চতুর্থ, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়।

১৮শ কাণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রাচীন পূর্বপুরুষদিগকে, আঙ্গিরসগণকে, নবগ্বগণকে, অথর্বন্ ও ভৃগুগণকে এবং বিবস্বান্‌কে ঋগ্বেদের (১০. ১৪. ৬) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই স্মরণ করা হইত।

'অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো
ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেহস্মিন্‌বর্হিষ্যা-
নিষদ্য° ॥'—অ° ১৮. ১. ৫৮-৯।

এ ছাড়া আরও নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইত। সর্বাগ্রে পরলোকের ও যমের প্রশংসা-সূচক মন্ত্র ঈরিত হইত। সাধারণতঃ মৃতদেহ দাহ করা হইত। তবে 'অনগ্নিদগ্ধের'ও উল্লেখ আছে। সতীদাহের প্রাচীন প্রথানু-সারে মৃত স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্টা নারীর উল্লেখও অথর্ববেদে আছে।

'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত
উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং
চেহ ধেহি ॥'—অ° ১৮. ৩. ১।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যাবতীয় মন্ত্রো-চ্চারণ করা হইত। সমস্ত পিতৃগণের প্রতি নমস্কার-মন্ত্রে শ্রাদ্ধের অবসান হইত।

অথর্ববেদে পতি বিদ্যমান থাকিতে পত্যন্তর-গ্রহণের কথাও আছে। যথা—
'যা পূর্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেহপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥'
—অ° ৯. ৫. ২৭।

পুনর্ভূর কথা ইহাতে আছে।—
'সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোহজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি ॥
—অ° ৯. ৫. ২৮।

অথর্ববেদের সময় ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুপণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল অনুমান করেন যে, অথর্ববেদে যে সুর অনুস্যূত তাহা প্রাগৈতিহাসিক সুর। অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক ব্যাপার ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার ইতিহাসহিসাবে ইহা ঋগ্বেদ অপেক্ষা অধি-কতর মূল্যবান্। ম্যাক্‌ডোনেলের স্বীয় উক্তি এইরূপ—'The spirit which breathes in it is that of a prehistoric age. A few of its actual charms probably date with little modification from the Indc-European period; for, as Adalbert Kuhn has shown, some of its spells for curing bodily ailments agree in purpose and content, as well as to some extent in form, with certain old German, Lettic and Russian charms.' 'It con ains more theosophic matter than any of the other Sanhitas. For the history of civilisation, it is on the whole more interesting and importan than the

[১৩] অ° ১. ১; ১. ৯; ১. ৩০; ১. ৩৪ই°। ১. ২৭. ২-২৯ ই°। ৩. ৮; ৩. ৩১ই°। ৪. ১; ৪. ৯; ৪. ১৩; ৪. ৩১ই°।

Rigveda itself.' (P. 186)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই অথর্ববেদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সমগ্র বেদের একমাত্র প্রতিনিধি-স্বরূপ বেদশীর্ষে এই বেদ মহাভাষ্যে স্থান পাইয়াছে।

অথর্ববেদের অধিকাংশই বিষ ঝাড়াইবার, রোগ তাড়াইবার, পতিকে বশ করিবার, শত্রুকে নাশ করিবার বা এই প্রকার ব্যাপারের মন্ত্রে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ভাষার বা কবিত্বের বৈশিষ্ট্য নাই বলিলেই চলে। তবে এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যেগুলির ভাষা গম্ভীর, শব্দচাতুর্য ও বাক্‌ছন্দে সেগুলি সুন্দর, মাধুর্যে গীতিকবিতার সমতুল্য। উদাহরণ-স্বরূপ একটী সূক্ত উদ্ধৃত হইল। এই সূক্তে শিরাগুলিকে রক্তাভরণা কুমারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটী সূক্তের ভাষা এইরূপ—

অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ ॥
তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।
কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী ॥
শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাম্।
অস্থুরিন্মধ্যমা ইমাঃ সাকমন্তা অরংসত ॥
—অ° ১. ১৭. ১-৩।

অথর্ববেদের ১ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তের ১ম দুইটী ঋকে শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত রোগের শান্তির উপায় বর্ণিত আছে। প্রথমে সাদা দাগগুলি শুষ্ক গোময় দিয়া এরূপভাবে ঘষিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানগুলি লাল হইয়া যায়। তারপর তদুপরি মন্ত্রদ্বারা চারিটী ঔষধ পিষিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ চারিটীর নাম—ভাঙ, হলুদ, নীবারধান্য ও নীলিকা। ইহাতে রোগ আরাম হইয়া যাইবে। প্রথম মন্ত্র, যথা—

'নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে
অসিক্নি চ।
ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ ॥'

হে হরিদ্রে, নীবারধান্য, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকে! তোমরা রাত্রিতে উৎপন্ন হইয়াছ। হে রঞ্জনকারিণীগণ! এই যে শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত ইহাদিগকে তোমরা স্বীয় স্বীয় বর্ণে রঞ্জিত কর।

৩য় কাণ্ডের ১১শ সূক্তের প্রয়োগ দুইটী রোগে হইয়া থাকে। একটী বালগ্রহ রোগ এবং অপরটী নিরন্তর স্ত্রী-সঙ্গমে উৎপন্ন যক্ষ্মা রোগ। পচা মাছের সহিত মন্ত্রের দ্বারা ভাত খাওয়ান এই রোগের বিধি। ইহার দ্বিতীয় মন্ত্রটী এই প্রকার—

'যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যো-
রন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং
শতশারদায় ॥'

যদিই বা এই রোগীর আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকে, যদি এ-রোগী মরণের নিকট নীত হইয়া থাকে, আমি ইহাকে মৃত্যুর নিকট হইতে এই লোকে আনিয়া দিতেছি এবং শতবর্ষ জীবিত থাকিবার শক্তি প্রদান করিতেছি। এই কাণ্ডের ২৫শ সূক্তের ২য় ঋক্ স্ত্রীকে বশে আনিবার জন্য প্রযুক্ত। ইহার প্রয়োগ কয়েক প্রকারের, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটী এই—

'আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সঙ্কল্পকুল্মলাম্।
তাং সুসন্নতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি ॥'

হে কামিনি! কামদেব স্বীয় বাণে রতি-অভিলাষের শল্যকে বিষয়-সঙ্কল্পের কুল্মল[১৪]-দ্বারা যুক্ত করিয়া এবং মানসী পীড়ারূপ পক্ষ লাগাইয়া উহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করুক।

৪র্থ কাণ্ড ১৬শ সূক্তের প্রথম দুইটী মন্ত্রের আরও কিছু প্রয়োগ আছে। তৃতীয় মন্ত্র হইতে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত ধূমকেতুর উৎপাত-শান্তির জন্য স্তুতি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র নিম্নে ক্রমানুসারে প্রদত্ত হইল—

'উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ
দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প
উদকে নিলীনঃ।'
'উত যো দ্যামতিসর্পাৎপরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ
বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা
অতিপশ্যন্তি ভূমিম্ ॥'
'সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা
রোদসী যৎপরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব
শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি ॥'

এই পৃথিবী ও ঐ সীমাহীন আকাশও রাজা বরুণের বশতাপন্ন। দুইটী সমুদ্র বরুণের দুই দিকের দুইটী উদর (কক্ষ)। তথাপি তিনি এই অত্যল্প জলে নিলীন হইয়া আছেন।

যে শত্রু আকাশ হইতেও পলায়ন করিয়া যায় সেও রাজা বরুণের নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। তাঁহার চর আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর উপর চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং সহস্র নেত্রদ্বারা ভূমির প্রতি কোণ দেখিতে থাকে।

রাজা বরুণ সকল কিছুই দেখিয়া থাকেন—তাহা আকাশ ও ভূমির মধ্যে থাকুক, বা উহার উপরেও থাকুক না কেন (তাঁহার দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই), মনুষ্যের প্রতি পলক তিনি গণনা করিতেছেন। জুয়ারী যেমন পাশা খেলিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও পাপীদিগকে পাপানুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৫ম কাণ্ডের ১৯শ সূক্তের ১৪শ মন্ত্রে যাহারা ব্রহ্মচারীদিগের গাভী চুরি করে অথবা যাহারা তাঁহাদিগকে দুঃখ দেয়, সেই দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অভিচারের জন্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটী এইরূপ—

'যেন মৃতং স্নপয়ন্তি শ্মশ্রূণি যেনোন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগম-
ধারয়ন্ ॥'

হে ব্রহ্মাপকারী! যে জল দিয়া মৃতককে স্নান করান হয় এবং যে জল দিয়া তাহাদের শ্মশ্রু (দাড়ি) ভিজাইয়া দেওয়া হয়, দেবতারা তোমারই জন্য তোমারই ভাগে সেই জল রাখিয়া থাকে।

এই কাণ্ডের ২১শ সূক্তে শত্রুর সৈন্যকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। সমস্ত বাদ্য ধুইয়া বাদ্যগুলির উপর টগর ও উশীরের প্রলেপ লাগাইয়া

১৪ বাণে লৌহমুখ জুড়িবার পদার্থের নাম কুল্মল।

মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তিন বার বাদ্যগুলি বাজাইয়া বাদ্যকরগণকে সেগুলি প্রদান করিবার বিধি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্র এইরূপ—

'যথা শোনাৎপতত্রিণঃ সংবিজন্তে অহর্দিবি
সিংহস্য স্তনথোর্যথা।
এবা ত্বং দুন্দুভেহমিত্রানভি ক্রন্দ প্র
ত্রাসয়াথো চিত্তানি মোহয় ॥'

যেমন বাজের ভয়ে পক্ষী উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করে, যেমন লোক সিংহের গর্জনে কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ হে দুন্দুভি, তুমি গর্জন করিয়া শত্রুগণকে ভয় দেখাও এবং তাহাদের চিত্তকে উদ্বিগ্ন কর।

৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১০৫ম সূক্ত কাশি, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের শান্তি তথা অগ্নি-দাহ প্রভৃতির নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের মন্ত্র তিনটী এই—

'যথা মনো মনস্কেতৈঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত মনসোঽনু
প্রবায্যম্ ॥'
'যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত পৃথিব্যা অনু
সংবতম্ ॥'
'যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপতন্ত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত সমুদ্রস্যানু
বিক্ষরম্ ॥'

ওরে কাশি, যেমন মন নিজ বিষয়েতে শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া ঐ দিকে চলিয়া যা। ওরে কাশি, যেমন তীক্ষ্ণ সুসজ্জিত তীর জ্যা হইতে বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া পাতালের দিকে বাহির হইয়া যা। ওরে কাশি, যেমন সূর্যের কিরণ অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও রোগীকে ছাড়িয়া সমুদ্রের তরঙ্গে চলিয়া যা।

৭ম কাণ্ডের ১২শ সূক্তের ২য় হইতে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচটী মন্ত্র সভায় জয়লাভ করিবার জন্য কোন প্রকারে বিনিযুক্ত করা হয়। ২য় মন্ত্র যথা—

'বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা
অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু
সবাচসঃ ॥'

হে সভা! আমি তোমার নাম জানি। তোমার নাম নরিষ্টা। অতএব যত তোমার সভাসদ্ হউক, সকলে আমার মতেই মত দিবে। (নরিষ্টা শব্দের অর্থ অহিংসিত বা অনভিভবনীয়, কেন না সভার কথা সকলকেই মানিতে হয়; এই জন্য ইহার এই নাম।)

৮ম কাণ্ডের ১ম অনুবাকে প্রথম দুই সূক্তের নাম 'অর্থসূক্ত'। উপনয়ন-কর্মাদিতে ইহাদের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ৪র্থ মন্ত্র এই—

'উৎক্রামাতঃ পুরুষ মাব পথা মৃত্যোঃ
পড়্বীশমবমুঞ্চমানঃ।
মা ছিথা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য
সংদৃশঃ ॥'

হে পুরুষ, এই মৃত্যুর পাশ হইতে বাহির হইয়া এস; পড়িও না যেন। মৃত্যুর শৃঙ্খল কাটিয়া ফেল। এই লোক হইতে পৃথক্ হইও না; চিরজীব হইয়া অগ্নি ও সূর্যকে দর্শন করিতে থাক।

১১শ কাণ্ডের ৫ম সূক্তে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮শ, ১৯শ ও ২১শ মন্ত্র প্রদত্ত হইল—

'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে
পতিম্।
অনড্বান্‌ব্রহ্মচর্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি ॥'
'ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ ॥'
'পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা
গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা
ব্রহ্মচারিণঃ ॥'

ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই কন্যা পতি প্রাপ্ত হয়। বৃষ ও অশ্ব ব্রহ্মচর্যদ্বারাই ঘাস খাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্যেরই তপস্যা-দ্বারা দেবগণ মৃত্যুকে হনন করিয়া অমর হইয়াছে। আর ব্রহ্মচর্যেরই সাধনাদ্বারা দেবতাগণের জন্য ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আগমন করেন। পার্থিব, দিব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশুগণ, পক্ষহীন প্রাণী ও পক্ষযুক্ত পক্ষী সমস্তই ব্রহ্মচারী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

১২শ কাণ্ডের প্রথমে অতিসুন্দর পৃথিবী-সূক্ত আছে। ১ম সূক্তের ৪১শ ও ৪৪শ মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা
ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি
দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা
পৃথিবী কৃণোতু ॥'
'নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং
হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু
সুমনস্যমানা ॥'

যে ভূমির উপর বিনাশশীল মনুষ্য নৃত্য-গীত করে, যাহার উপর যুদ্ধ করে এবং দুন্দুভি-ধ্বনি করে, সেই পৃথিবী আমার শত্রুগণকে মারিয়া তাড়াইবে এবং আমাকে নিষ্কণ্টক করিবে।

গুপ্ত স্থানসমূহে বহু নিধি লুকাইয়া রখিয়াছেন এই পৃথিবী। ইনি ধন, রত্ন ও স্বর্ণ দান করুন এবং ভূরি সম্পত্তি প্রদান করিয়া প্রসন্না ভূমি আমাদিগকে অনন্ত কল্যাণ অর্পণ করুন।

১৭শ কাণ্ডে একটী সূক্ত আছে, তাহা উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত। এই সূক্তের ১৯শ মন্ত্র সাংখ্য-বেদান্ত-বৌদ্ধাদি দর্শনের মূলীভূত।—

'অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্। ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্। তবেদ্বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি। ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্।'

অসৎ, অভাব শূন্যে—নিরস্ত সমস্তোপাধিক নাম—রূপরহিত অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মে—সৎ, ভাব না প্রত্যক্ষ মায়ার প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত বা অধ্যস্ত।

অথর্ববেদমূর্তি-স্বরূপ — চরণব্যূহ কাত্যায়ন-প্রণীত পরিশিষ্ট-সূত্র। ইহাতে

অথর্ববেদ পৈপ্পলাদ, শৌনক প্রভৃতি দশটী শাখায় বিভক্ত। ইহাদের বেদের পরিমাণ ১২,০০০। এগুলি নক্ষত্র, বিধান, অধিকার-বিধি, অভিচার ও শান্তি এই ৮টী শাখায় বিভক্ত। চরণব্যূহের শেষে চারিখানি বেদের চারিটী পুরুষ-মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে অথর্ববেদের গোত্র—বৈখানস। চারি বেদের চারিটী উপবেদ। অথর্ববেদের উপবেদ—অর্থশাস্ত্র।

মুক্তিকোপনিষদে (১২) অথর্ববেদের শাখার সংখ্যা ৫০ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে অন্যান্য বেদের শাখার কথা আছে, কিন্তু অথর্ববেদের শাখার কথা নাই।

শ্রীতত্ত্বনিধি (পৃ° ৯৬৯-৯৭) অথর্ববেদের মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহার স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছে—

অথর্বণাভিধো বেদো ধবলো মর্কটাননঃ।
অক্ষমালান্বিতো বামে দক্ষে কুম্ভধরঃ[১৫]
স্মৃতঃ ॥ ১।
শ্বেতবর্ণঃ ॥ ১।

অথর্ববেদপত্নী সমিৎ-স্বরূপ, যথা—

'সমিল্লক্ষণমুচ্যতে। শূকরাস্যা চকোরাক্ষী
চম্পকাভা সিতাংশুকা।
ভুজৈশ্চতুর্ভিঃ সন্ধত্তে স্রুক্স্রুবৌ কমলং
ঘটম্ ॥ কনকবর্ণা।'

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে কালিকাদেবী অথর্ববেদের দেবতা। অথর্ববেদানুযায়ী কোন ক্রিয়াই কালী বা তারাদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৌরব্রাহ্মণগণ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উৎকলের বিভিন্ন স্থানে যে সকল আঙ্গিরস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাঁহারা অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ নামেও অভিহিত হন। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে, অথর্বণ ও অথর্বাঙ্গিরসগণ একমাত্র সূর্যের উপাসনায় অন্যান্য বেদানুসরণকারিগণের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। — ভবিষ্যপু° ১০৬. ১০।

১৮৫৫ খ্রী° রোট্ ও হুইট্নী বহু পরিশ্রম করিয়া অথর্ববেদ-সংহিতা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রী° প্রাগ্ হইতে লুড্উইগ্ তাঁহার ঋগ্বেদের ৩য় খণ্ডে অনেকগুলি সূক্ত জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রী° টুবিনগেন্ হইতে ১০০টী সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রী° ওয়েবার অথর্ববেদের কিয়দংশ Indische Studien-এ প্রকাশ করেন। Indische Studien-এর ৪র্থ, ৫ম, ১৩শ, ১৭শ ও ১৮শ খণ্ডে অথর্ববেদের ১ম হইতে ৫ম এবং ১৪শ কাণ্ড তিনি জর্মান-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী° গটিন্গেন হইতে ফ্লোরেন্স-কর্তৃক ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১-৫০ সূক্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খ্রী° স্টাট্গার্ট হইতে গ্রিল কয়েকটী নির্বাচিত সূক্তের জর্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পরপারী হইতে ১৮৯১-৬ খ্রী° ভি. হেন্রী ৭ম হইতে ১৩শ কাণ্ড ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী° শঙ্কর পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত সায়ণাচার্যের টীকা-সম্বলিত অথর্ববেদ সংহিতা সম্পাদন করিয়া বোম্বাই হইতে বাহির করেন। অথর্ববেদের একটী সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ ১৮৯৫-৬ খ্রী° গ্রিফিথ্ বারাণসী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই (১৮৯৫-৬ খ্রী°) ওয়েবার Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften-এ এই বেদের ১৮শ কাণ্ড অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর Indische Studien-এর ১ম খণ্ডে ওঁক্রেক্ট-কর্তৃক ১৫শ কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রী° ব্লুমফীল্ড অথর্ববেদ-সংহিতার নির্বাচিত সূক্তের ইংরেজী অনুবাদ SBE Series-এ বাহির করেন। হুইট্নী একটী ইংরেজী অনুবাদ প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ল্যান্ম্যান্ তাহা টিপ্পনী-সমেত সম্পাদন করেন। এই অনুবাদগ্রন্থ ১৯০৫ খ্রী° আমেরিকা (HOS) হইতে প্রকাশিত হয়। ব্লুমফীল্ড Grundriss (II. I. B.)-এ অথর্ববেদের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। ব্লুমফীল্ডের এই গ্রন্থ হইতে বর্তমান নিবন্ধে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

[C.V. Vaidya : Hist. of Sans. Literature, Poona 1930. 152-81 ; M. Bloomfield : The Atharvaveda, Strass. 1899 ; Weber : Hist. of Indian Literature, Lond. 1878 ; Folk-Medicine in Ancient India, Nature, lviii. 233f ; Roth : Dissertation on the Atharva Veda, 22f ; Colebrooke : Misc. Essays, i. 9 ; Roth : Literature and Hist. of the Veda ; A. A. Macdonell : Vedic Mythology, Strass. 1897 ; Whitney : Oriental & Linguistic Studies, 22f ; R. Ghosh : Hist. of Hindu Civilisation, Cal. 1889 ; M. Winternitz : Hist. of Indian Literature, i. Cal. 1927 ; Madhusudansarasvati : Prasthanabheda, Indische Studien, i. 16 (Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie, i. pt.-i, 50) ; Lassen : Indische Alterthumskude, i. 523 ; E, W. Hopkins : Religions of India, Boston 1895, Lond. 1896 ; M. Bloomfield : Hymns of the Atharvaveda—SBE, xlii. Intro. ; ঐ : Religion of the Veda, N. Y. & Lond. 1908 ; A. Barth : Religions of India (Eng. tr.) Lond. 1882 ; A. Hillebrandt : Vedische Mythologie, 3v, Breslau 1891-1902, সংক্ষিপ্ত সং—1910 ; Max Muller : Hist. of Ancient Sans. Literature ; JRAS, ii. (n. s.), 33, 272, 301 ; xv (n. s.) 427 ; বারাণসীপ্রসাদ ত্রিবেদী : অথর্ববেদ (জানুয়ারী, ১৯৩২)।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অথর্ববেদ[২]।—ক টীকা-সমেত অনুবাদ। অনুবাদক Dott. Ermenegildo La Terza ১ম খণ্ড, Naples ১৯০৬। **খ** Von F. Rückert-কৃত অনুবাদ, পৃ° ২২০। Darmstadt, ১৯২৩। — Kulturam der Erde : Abt. Textwerke. **গ** অথর্ববেদ-সংহিতার ৪র্থ কাণ্ড (Viertes Buch der Atharva-Samhita, 1898).—Weber : Indische Studien, xviii. 288 (১৮৫০-১৮৯৮)। **ঘ** কাশ্মীরীয় সংস্করণ। প্রথম কাণ্ড (৫, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২) Le Roy Carr Barret-কর্তৃক টীকা-টিপ্পনী-সমেত সম্পাদিত, ১৮৪৯। [JAOS, ২৬শ, ৩০শ, ৩২শ, ৩৫শ, ৩৬শ, ৪০শ, ৪১শ, ৪৩শ, ৪৪শ এবং ৪৬শ খণ্ড দ্র°] — ঐ, ৩য় কাণ্ড। New Haven, ১৯১২,

[১৫] তু°—হেমাদ্রি কুম্ভের পরিবর্তে খট্বাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।—ব্রতখণ্ড° ১০৫ পৃ°।

পৃ° ৩৪৩-৩৯০।—JAOS, xxxii. p.-iv, 1912 দ্র°।

অথর্ববেদপদানাং অকারাদিবর্ণক্রমানুক্রমণিকা—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ-কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। পৃ° ২৬৯; বোম্বাই, ১৯০৭।

অথর্ববেদ-পরিশিষ্ট—Dr. George Melville Bolling ও Julius von Negelein-কর্তৃক সম্পাদিত। ১ম খণ্ড, পৃ° ২৪ +৬৫১, Leipzig ১৯০৯। অথর্বপরিশিষ্টে নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলি আছে—

১ নক্ষত্রকল্প, ২ রাষ্ট্র-সংবর্গ, ৩ রাজপ্রথমাভিষেক, ৪ পুরোহিতকর্মাণি, ৫ পুষ্যাভিষেক, ৬ পিষ্টরাত্রীকল্প, ৭ আরাত্রিক, ৮ ঘৃতাবেক্ষণ, ৯ তিলধেনুবিধি, ১০ ভূমিদান, ১১ তুলাপুরুষবিধি, ১২ আদিত্য-মণ্ডক, ১৩ হিরণ্যগর্ভবিধি, ১৪ হস্তি-রথ-দানবিধি, ১৫ অশ্বরথদানবিধি ১৬ গোসহস্রবিধি, ১৭-১৮ক রাজকর্ম-সাংবৎসরীয়, ১৮খ বৃষোৎসর্গ, ১৯ ইন্দ্রমহোৎসব, ১৯খ ব্রহ্মযাগ, ২০ স্কন্দযাগ বা ধূর্তকল্প, ২১ সম্ভারলক্ষণ, ২২ অরণি-ল°, ২৩ যজ্ঞপাত্রল°, ২৪ বেদিল°, ২৫ কুণ্ডল°, ২৬ সমিল্ল°, ২৭ স্রুব-ল°, ২৮ হস্ত-ল°, ২৯ জ্বালা-ল°, ৩০ লঘুলক্ষহোম, ৩০খ বৃহল্-লক্ষ-হো°, ৩১ কোটিহো°, ৩২ গণমালা, ৩৩ ঘৃতকম্বল, ৩৪ অনুলোমকল্প, ৩৫ আসুরীক°, ৩৬ উচ্ছুষ্মক°, ৩৭ সমুচ্চয়প্রায়শ্চিত্তানি, ৩৮ ব্রহ্ম-কূর্চ-বিধি, ৩৯ তড়াগাদি-বি°, ৪০ পাশুপত-ব্রত, ৪১ সন্ধ্যোপাসনবিধি, ৪২ স্নানবি°, ৪৩ তর্পণবি°, ৪৪ শ্রাদ্ধবি°, ৪৫ অগ্নিহোত্রহোমবি°, ৪৬ উত্তমপটল, ৪৭ বর্ণপ°, ৪৮ কৌৎসব্যনিরুক্ত নিঘণ্টু, ৪৯ চরণব্যূহ, ৫০ চন্দ্রপ্রাতিপদিক, ৫১ গ্রহযুক্ত, ৫২ গ্রহসংগ্রহ, ৫৩ রাহুচার, ৫৪ কেতুচা°, ৫৫ ঋতুকেতুলক্ষণ, ৫৬ কূর্মবিভাগ, ৫৭ মণ্ডলানি, ৫৮ দিগ্‌দাহলক্ষণ, ৫৮খ উল্কাল°, ৫৯ বিদ্যুল্ল°, ৬০ নির্ঘাতল°, ৬১ পরিবেধ-ল°, ৬২ ভূমিকম্প-ল°, ৬৩ নক্ষত্র-গ্রহোৎপাত-ল°, ৬৪ উৎপাতল°, ৬৫ সদ্যো-বৃষ্টি-ল°, ৬৬ গো-শান্তি, ৬৭ অদ্ভুতশা°, ৬৮ স্বপ্নাধ্যায়, ৬৯ অথর্বহৃদয়, ৭০ ভার্গবীয়াণি, ৭০খ গার্গ্যাণি, ৭০গ বার্হস্পত্যানি, ৭১ ঔশনসাদ্ভুতানি, ৭২ মহদ্ভুতানি।

অথর্ববেদভাষ্যম্—**ক** অথর্ববেদভাষ্য। গিরিধরিলাল শাস্ত্রি-কৃত অথর্ববেদসংহিতার হিন্দী অনুবাদ। ইহাতে হিন্দী ও সংস্কৃত টীকা আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের পাঠান্তর আছে। মাসিক সংখ্যানুসারে ইটাবা (Etawah), ফরাক্কাবাদ হইতে প্রকাশিত, ১৯০৪। **খ** ভাবার্থাদিসহিত হিন্দী ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ। ইহাতে বৈয়াকরণ টিপ্পনীও আছে। অনুবাদক—ক্ষেমকরণ দাস দ্বিবেদী। পৃ° ৪৬৮৫; এলাহাবাদ, ১৯১২-২১। **গ** আর্যসমাজ-মতানুসারে হরিশঙ্কর দীক্ষিত-কর্তৃক সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ° ৬৪; মীরাট ১৯১৬।

অথর্ববেদ-শান্তিকল্প — [ভূমিকা, মূল ও অনুবাদ]—Dr. George Melville Bolling-কৃত। পৃ° ৭৭-১২৭, বোস্টন, ১৯০৪ [Transactions of the American Philological Association, xxxiv, 1904; ১ম অ° মূল JAOB, xxxiii, পৃ° ২৬৫-৭৮, ১৮৯৪ই°]

অথর্ববেদ-সংহিতা—**ক** সায়ণভাষ্যসমেত। পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত। ১ম কাণ্ড। পৃ° ২১৬, কলিকাতা ১৯১৩। **খ** সায়ণ-ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা-মন্তব্যাদি সহিত দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত। হাওড়া, ১৩২৬ (১৯১৯)—। **গ** ব্যাখ্যা ও টীকসমেত ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক—William Dwight Whitney…C. R. Lanman ইহা সংশোধন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পৃ° ১০৪৬, কেম্ব্রিজ (mass.), HOS, ১৯০৫।

অথর্ববেদীয় দন্তোষ্ঠবিধি—অর্থাৎ অথর্ববেদ কা চতুর্লক্ষণ গ্রন্থ—(দুইটী অধ্যায়ে অথর্ববেদের বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। হিন্দী ভাষায় ভূমিকা-সম্বলিত, সম্পাদিত। রামগোপাল শাস্ত্রী ইহার শব্দসূচী করেন। [দয়ানন্দ মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত গ্রন্থমালা।]

অথর্বশিখোপনিষদ্— অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদ্-বি° ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥—IO. 269, 1726; Haug. 44; Burnell, 28a; Oppert, 1735, 4380 ই°। এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। British Museum Cat. (সংস্কৃতাংশ), IO. Cat (সংস্কৃতভাগ), IO. Cat. Supple. (সংস্কৃতাংশ) দ্র°। ~**দীপিকা**—**১** গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—নারায়ণ।—B. i. 42; Oppert, 7800, Cat. Cat. **২** গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শঙ্করানন্দ।—IO. 1878; Ben. 68. 70; Burnell, 28a, Cat. Cat. ~**বিবরণ**—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — উপনিষদ্ ব্রহ্মযোগী।

অথর্বশিরোপনিষদ্ — অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদ্-বি°। ইহাতে অথর্ববেদের মূলতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।—IO, 269, 1726; Haug. 44; Burnell, 28a, Cat. Cat. এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। British Museum Cat. (সংস্কৃতাংশ), IO. Cat (সংস্কৃতাংশ) ও IO. Cat. Supple. (সংস্কৃতাংশ) দ্র°। ~**দীপিকা**—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার — নারায়ণ। —Bik. 100; Oppert, 7802. ~**বিবরণ** — গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—উপনিষদ্-ব্রহ্মচারী।

অথর্বশীর্ষোপনিষদ্— গ্রন্থবি°।—IO, 1972; Khn. 12; Poona 27, 63; Oppert, 4381; Peters. 3, 383, Cat. Cat. [গণপত্যথর্বশীর্ষ দ্র°]। ~**দীপিকা**—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—নারায়ণ।—Bhr. 233, Cat. Cat.

অথর্বহৃদয়—অথর্বপরিশিষ্টে ৬৯ অধ্যায়ের নাম।—W. p. 94, Cat. Cat ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

অথর্বা— অথর্ব দ্র]।

অথর্বাঙ্গিরস,—ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে কয়েকটী শ্লোকে[১] অথর্ববেদের সমষ্টিবোধক নাম। অথর্ব-

১ তৈ-ব্রা° ৩. ১২. ৮. ২; তৈ-আ° ২. ৯, ১০;

বেদে উহার উল্লেখ একবার মাত্র পাওয়া যায়।[৮] কিন্তু 'অথর্ববেদ' এই নাম সূত্রযুগের পূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় না।[৩] ব্লুমফীল্ডের মতে এই সমাসবদ্ধ শব্দ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দুইটী বিষয়বস্তু লইয়া অথর্ববেদ গঠিত হইয়াছে।[৪] প্রথম অংশে বেদের ব্যবহার (ভেষজানি)[৫] এবং দ্বিতীয় অংশ যাদুবিদ্যায় ('যাতু'[৬] বা 'অভিচার'[৭]) বিষয় আছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে[৮] ঘোর আঙ্গিরস ও ভিষজ্ আথর্বণ এই দুই ঋষির নামে এই তন্ত্রের প্রামাণ্য এবং তাঁহাদিগের সহিত অথর্বাণঃ ও আথর্বণানির আরোগ্যের ('ভেষজ') সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। অধিকন্তু 'ভেষজে'র শব্দের পরিচয় আরোগ্য অর্থে অথর্ববেদে দেখা যায়।[৯] শতপথ-ব্রাহ্মণে 'যাতু' শব্দে একই অর্থে প্রযুক্ত।[১০] খুব সম্ভবতঃ অথর্ববেদে উল্লিখিত উক্ত দুই জন ঋষি একই ব্যক্তি।

[VI, i. 18 ; Hillebrandt : Vedische Myhologie, 2, 177]

অথর্বাঙ্গিরস২—অথর্ববেদের নামান্তর। অথর্বা ও অঙ্গিরস এই দুই জন ঋষির নামে এই নামকরণ হইয়াছে। বৃহ-উ°-এ চারি বেদের নাম—ঋগ্বেদে, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্বাঙ্গিরস। বৃহ-উ°-তে বলা হইয়াছে যে, অথর্বাঙ্গিরস, অন্যান্য তিন বেদ, উপনিষৎ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান পড়া হইত। শুক্রনীতিসারে চতুর্বেদ বিদ্যার অন্তর্গত। [অথর্ববেদ, দ্র°]

শ-ব্রা° ১১. ৫. ৬. ৭ ; বৃহ উ° ২. ৪. ১০ ; ৪. ১. ২ ; ৫. ১১ ; ছা উ° ৩. ৪. ১. ২ ; তৈ-উ° ২. ৩. ১।

২ অ° ১০. ৭. ২০।

৩ শাঙ্খা শ্রৌ° ১৫. ২. ৯ ই°।

৪ Journal American Oriental Soc., ii. 387f ; Hymns of the Atharvaveda, xviii f.

৫ অ° ১১. ৬. ১৪।

৬ শ ব্রা° ১০ ৫. ২. ২০।

৭ কৌশিক° ৩. ১৯।

৮ পঞ্চ-ব্রা° ১২. ৯. ১০ ; ১৬. ১০. ১০।

৯ অ° ১০ ৬. ১৪।

১০ শ-ব্রা° ১০. ৫. ২. ২০।

অথর্বাঙ্গিরস৩—সৌরব্রাহ্মণগণের নাম। অথর্বাঙ্গিরস বেদ সৌর-ব্রাহ্মণগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন; এই জন্য তাঁহারা আঙ্গিরস নামে খ্যাত। ভবিষ্যপু° (ব্রাহ্ম° ১০৬. ১০) আছে, এই ব্রাহ্মণগণ (অথর্বণ ও অথর্বাঙ্গিরস) সূর্যের পূজাতেই বেদচর্চার সমস্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন।—ASM, i. p. xi.

অথর্বাণ — ১ অথর্ববেদের ধর্মবিধি-বি°। 'পঞ্চকল্পমথর্বাণং কৃত্যাভিঃ'—মহা° ১২. ১৩-২৫৮ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ২ অঙ্গিরস শব্দের সহিত এই শব্দটী অথর্ববেদ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। সমাসবদ্ধ শব্দ অথর্বাঙ্গিরস ও অথর্ববেদ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

অথর্বী—(বৈদিক) স্ত্রী°, গমনে অক্ষম।—ঋ° ১. ১২২. ১০ (সায়ণ) ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

[তৈ-ব্রা° ৩. ১২ ৯. ১ ; শ-ব্রা° ১৩. ৪. ৩. ৫ ; VI]

অথল — [প্রা° বা°] স্থলহীন অর্থাৎ অথই। 'অগম অথল মধুর শীতল ডুবল সকল গায়।'—প-ক° ২১৬২. ৪।

অথলয়ুরু - নড়াড়্বার — এক জন দমিল সর্দার ॥ MDPP ॥

[Cv. xxlvi. 140, 260 ; lxxvii 27.]

অথলয়ুন্নাড — দক্ষিণভারতের একটী জেলা।—Cv. lxxvi. 261 ॥ MDPP ॥

অথলরিক (Athalaric)— গথদিগের অধিপতি (৫১৬—৩৪ খ্রী°)। ইঁহার পিতামহ থিওডোরিকের মৃত্যু হইলে ইনি মাত্র ১০ম বর্ষ বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কয়েক বর্ষ ইঁহার মাতা অমলসুন্থা (Amalasuntha) রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ৫৩৪ খ্রী° ২রা অক্টো° ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অথলিয়া (Athaliah) — বাইবেলোক্ত অহবের কন্যা ও জুডার অধিপতি জেহোরামের মহিষী। ইনি ফিনিসীয় দেবতা ব'ল-এর উপাসিকা ছিলেন। ইঁহার পুত্র ও জেহোরামের উত্তরাধিকারী অহজিয়া নিহত হইলে ইনি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া সমুদয় রাজসন্তান সন্ততিকে হত্যা করেন; মাত্র শিশু জোয়াশ্ ধাত্রীর সাহায্যে রক্ষা পায়। ছয় বর্ষ ইনি সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন, কিন্তু অতঃপর প্রধান পুরোহিত সৈন্যবাহিনীর রাজকর্মচারিগণের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া হঠাৎ জোয়াশ্ নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। অথলিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলে বন্দী হইয়া নিহত হন।

অথবেথে—[স° অস্তে ব্যস্তে ; প্রা° বা°] অতিব্যস্তে। 'তাক দেখি পালটি অথবেথে' —শ্রীকৃষ্ণ° ৫৭।

অথাজ.হম্ উত্তু — তামিলদেশে ইজ.-হুবনদিগের বিবাহকালীন ভোজ বি°। পাত্রীর বাটীতে সমবেত রমণীগণ কনেকে তেল মাখাইয়া ও অলঙ্কারাদি পরাইয়া শোভাযাত্রা-সহকারে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে লইয়া যায়। কনেকে স্নান করাইয়া আবার তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ীতে আসে ও বেশভূষা পরাইয়া দেয়। অতঃপর তাহারা সমবেতভাবে 'অথাজ.হম্ উত্তু' ভোজে বসে। উচ্চশ্রেণীর শূদ্রদের (নায়রদিগের) মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

[Anath Krishna Iyer : Cochin Tribes & Castes, i. 286 ; ii. 24]

অথারমুর—পার্বতীয় ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী প্রধান গিরিশ্রেণী। এই গিরিশ্রেণী পূর্ব দিক্ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সর্বোচ্চ চূড়া দুইটীর উচ্চতা—অথারমুর ১৫৮১ ফুট ও জারিমুর ১২০০ ফুট— IG, xiii. 117.

অথাল—তামিলদেশে পার্বতীর প্রকারভেদ। ইনি পরয়নদিগের প্রধানা দেবী।

[A. K. Iyer : Cochin Tribes and Castes, i. 81]

অথিন্-খয়—উত্তর-বর্মার শান্-রাজবংশীয় এক জন নৃপতি। খ্রী° ১৩শ শতকের শেষাংশ হইতে ১৪শ শতকের প্রথমাংশে ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩১৫ খ্রী° ইনি আপনাকে

স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কৌক্‌'স জেলার অন্তর্গত মীইন্‌দইঙ ও আভার মধ্যবর্তী 'পিন্য' বা 'পন্য' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

অথিন্-খয়ের পিতা থাহথু। থীহথুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামও অথিন্-খয়; ইনি অথিন্-খয়, রজ.বেঙ ও থীহথু—এই প্রসিদ্ধ শান্-ভ্রাতৃত্রয়ের অন্যতম। ইঁহাদের সময়ে শান্-রাজ্যের সিংহাসন লইয়া বিশেষ গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। থীহথু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। এই গোলোযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থীহথুর পুত্র অথিন্-খয় শক্তি সংগ্রহ করেন এবং পরিশেষে স্বাধীন নৃপতিরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

অথিন্-খয় থীহথুর এক জন শান্-রাজবংশীয়া পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বতন শান্‌রাজ কায়স্‌বের পুত্র উজ.ন ইঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কায়স্‌বের শির-শ্ছেদের পর উজ.নের মাতাকে থীহথু বিবাহ করেন। এই রমণী উজ.নকে সৎ-পুত্ররূপে ও উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে থীহথুকে স্বীকৃত করিয়াছিলেন। বর্মার ইতিহাসে এরূপ নিদর্শন অবশ্য আর পাওয়া যায় না। যাহা হউক, অথিন্-খয় এজন্য উজ.নের উপর বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। অবশ্য এই উজ.নকেই ইনি প্রতি-রোধ করিতে সমর্থ হন এবং উজ.নকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করেন। আপন রাজ্যের পরিধিও ইনি সুবিস্তৃত করিয়াছিলেন, এমন কি মণিপুর পর্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

থীহথু যখন তাঁহার ভ্রাতাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া পেগান অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হন, তখনই আধিপত্য লাভের জন্য অথিন্-খয় ও উজ.নের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। এই বিবাদেই অথিন্-খয় কৃতকার্য হন এবং উজ.ন নির্বীর্য হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।

অথিন্-খয়ের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ৪৯ বর্ষ স্বাধীন ছিল, তবে এই স্বাধীন রাজ্যের অধিকাংশ নৃপতিই পূর্বতন নৃপতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত অথিন্-খয়ের দৌহিত্র যুভল (পরে ইনি থডোমিনব্যা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) সমগ্র উত্তর-বর্মাকে এক শক্তির শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইতিমধ্যে থডোমিনব্যের বিধবা মাতা (অথিন্-খয়ের কন্যা) মঙ্গ্‌বৌক্ নামক এক জন শান্ নৃপতিকে বিবাহ করেন এবং মঙ্গ্‌বৌক্‌ই আবার থডোমিনব্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

[Sir J. G. Scott : Burma from the Earliest Times to the Present Day, Lond. 1924, 47-8; G. E. Harvey : Hist. of Burma, Lond. 1925, 75, 319 ; Burma Dist. Gazetteer, i. 254f]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অথির — [প্রা° বা°] অস্থির, চঞ্চল। 'থীর নয়ান অথির কছু ভেল' — প ক° ১০৪. ৫।

অথিরাল — মাদ্রাজ প্রদেশের কুদ্দপা জেলার অন্তর্গত তীর্থ-বি°। চেয়র নদীতীরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের সহিত একটী পুষ্করিণী সংলগ্ন। কথিত আছে যে, পরশুরাম এই পুষ্করিণীটী প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে। শিব-রাত্রির সময় এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। যাহাতে নদীর জল বন্যায় মন্দিরে আসিতে না পারে তজ্জন্য বারঙ্গলের কাকতীয় রাজগণ চেয়র নদে একটী বাঁধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। —MDG, Cuddapah, 34.

অথীর — মিশরের মাস। মিশরবাসীরা সারা বৎসরকে তিনটী ঋতুতে বিভক্ত করে। এই তিনটী ঋতুকে প্রথম ঋতু, দ্বিতীয় ঋতু ও তৃতীয় ঋতু বলিয়া অভিহিত করা হয়। অথীর প্রথম ঋতুর তৃতীয় মাস।—ERE, iii. 93a.

অথীরুদ্দীন অখসীকৎ—পারসীক কবি-বি°। তারীখ-ই-গুজ.ীদায় (৫ অ° ৬) ইঁহার পরিচয় আছে। অখসীকৎ ট্রান্‌জ.অ্যা-নিয়ার অন্তর্গত ফর্ঘানের একটী উপনগরের নাম। ইনি এই নগরের অধিবাসী। ইনি কয়েকটী অতুলনীয় কবিতা রচনা করিয়া-ছিলেন। তারীখ্-ই-গুজ.ীদায় ইঁহার কয়েকটী কবিতার উল্লেখ আছে।—JRAS, 1900, 731-33.

অথীরুদ্দীন অব.মানী — পারসীক কবি-বি°। তারীখ্-ই-গুজ.ীদায় (৫ অ° ৬) ইঁহার পরিচয় আছে। ইনি অব্‌মানের অধি-বাসী। হমদানের অন্তর্গত অ'লমের উপকণ্ঠে এই গ্রাম অবস্থিত। অথীরুদ্দীন কুর্দিস্তানের শাসনকর্তা সুলেমান শাহ্‌র স্তুতিকার ছিলেন। ইনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ক.াদী মজ.দুদ্দীন ওবীল ও হমদানের ক.াদীর সম্বন্ধে ইনি কয়েকটী ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেন। ক.াদী সুরাতুল্ অন্'আম চল্লিশবার উচ্চারণ করিয়া ইঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহার জন্যই নাকি ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুলাগু খাঁর রাজ্যকালে ইঁহার মৃত্যু হয়। — JRAS, 1900, 731.

অথুট, — বর্মাদেশে বেসিনের অন্তর্গত সাম্‌বেরুন শহরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত নদ। ইহা কুন্‌লহ হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উন্মুক্ত ভূভাগের উপর দিয়া বহিয়া গিয়া কুন্‌থবোতে পতিত হইয়াছে। এই নদে জোয়ার-ভাঁটা হয়। মোহানা হইতে প্রায় ৭॥০ ক্রোশ ভিতরের দিকে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির জল পায়। প্রায় সকল প্রকার মালবাহী নৌকা ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার জল শুকাইয়া ইহা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; তখন ইহা মৎস্য-শিকারের বিশেষ উপযোগী হইয়া ওঠে।—British Burma Gaz., ii. 81.

অথুট,—বর্মাদেশে বেসিনের অন্তর্গত সাম্‌-বেরুন শহরের একটী রাজস্বকেন্দ্র। কোটাইঙ্-গুন অংশ ইহার সহিত এখন যুক্ত হইয়াছে।

ইহা ৮৪ বর্গমাইল বিস্তৃত। উত্তরভাগের ভূমি তরঙ্গায়িত এবং সেখানে উত্তম কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়। নিম্ন পতিত জমিগুলি প্রায়ই জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়। অধিবাসীর অধিকাংশই মৎস্য শিকার করিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে।—British Burma Gaz., ii. 81.

অথুট্—বর্মাদেশে বেসিনের অন্তর্গত একটী পল্লীসমষ্টি। কয়েকটী পল্লী লইয়া এই পল্লী গঠিত। অথুট নদের [অথুট, দ্র°] মোহানা হইতে চারি ক্রোশের মধ্যে ইহা অবস্থিত। 'অথুট' শব্দের অর্থ 'জন্মের পর'; বেসিনের কোন নৃপতির জন্মস্থান বলিয়া এই পল্লীর এই নামকরণ হইয়াছে।—British Burma Gaz., ii. 81.

অথো=(অধিকাংশ স্থলে) অথ [অথ দ্র°]। 'অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্তিনী·· ········· ঐক্ষত।'—কুমার° ৫. ৫১। 'স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা' —মনু° ২. ২৪০।

অথোজি—কচ্ছদেশে অজাপুরে জাড়েজা বা ঝাড়োজা নৃপতিগণের অন্যতম। অজাপুর ভোজের উত্তরে অবস্থিত। ১৩৮৫ খ্রী° ইনি রাজত্ব করিতেন। ইনি রট রায়ধনের দ্বিতীয় পুত্র।—ASWI, ii. 196f.

অথোর—বড়োদারাজ্যের একটী গ্রাম। এই গ্রাম বড়োদার অন্তর্গত কদি জেলার সিদ্ধপুর মহকুমা হইতে ৭॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে গণপতির একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য একটী ধর্মশালাও এখানে প্রতিষ্ঠিত; উহার নাম 'গণপতির ধর্মশালা'।—BG, vii. 619.

অথোস্ (Athos)—পর্বত-বি°। প্যালেস্টাইন ও মিশর যখন ধর্মজীবনের প্রধান কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হয়, তখন এই পর্বতই সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। খ্রী° ৯ম ও বিশেষতঃ ১০ম শতক হইতে ইহা উন্নততর ধর্মজীবনের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইতে থাকে। ৯৬৩ খ্রী° অথনেসিউস্ [অথনেসিউস্, দ্র°] প্রথম এই পর্বতে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পর আরও বহু মঠ দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রী° ১০ম হইতে ১৪শ শতক পর্যন্ত ইভিরন্, ভেটোপেদি, জে.রোপোটামোস্, এস্ফিগ.মেনন্, ডশেরু, আগয়-পোল্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মঠসমূহ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্টাভোনিকিটা নামক মঠ সর্বশেষে ১৫৪২ খ্রী° নির্মিত হয়।

অথোস্ পর্বতের শাসনকার্য কিছুকাল স্বায়ত্তশাসনে ছিল, কিন্তু পরে উহা কন্স্টান্টিনোপ্‌লের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[ERE, ii. 67b-68a, 77a; viii. 789b; x. 855ab]

√**অদ্**—[অদাদি, পরস্মৈ° অত্তি—পা° ২. ৪. ৭২; ধাতু° ২৪. ১, আদম্—বাজস° ১২. ১০৫। আদৎ—পা° ৭. ৩. ১০০; বোপ° ৯. ৩; অদ্ধি—ঋ° ১. ১৬৪. ১০; অত্তা—ঋ° ১০. ১৫. ১১ ॥ বো-রো° ॥ আদ, জঘাস, অঘসৎ, অৎসাতি, অত্তুম্—বৃহ-উ° ১. ২. ৫; মনু° ৪. ২৮ ॥ বো-রো° ॥ অন্ন, -জগ্ধ, জগ্ধ্বা, =অন্দ্,—জিঘৎসতি তু°। লিথু° —edmi, গ্রীক্—edo, জর্মান—essen, ইং —eat, গথিক—at, জে.ন্দ°—ad, স° অগ্নি] ১ ভক্ষণ করা to eat. 'অত্তা হবীংষি'—ঋ° ১০. ১৫. ১১; 'অন্নমদ্যাৎ'—মনু° ২. ৫৩. ॥ বো-রো° আপ্° মনি° ॥ ২ সংহার করা, to destroy. ॥ আপ্° ॥ ৩ ভক্ষণ করান, খাওয়ান। 'অথ যাসাং পয়ো ন ভবতি জাতমেব তা অথাদয়ন্তি'—শ-ব্রা° ২. ৫. ১. ৬ ॥ পা° ১. ৩. ৮৭; বোপ° ৫. ৫. ২৩; আপ্° বো-রো° ॥

অদ্‌জিআনিস্ — আফ্রিকার কেপ্ কোস্ট দেশের দুই জন প্রধান দেবতার অন্যতম। অপর প্রধান দেবতার নাম—ফুশু। কেপ্ কোস্টের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, অদ্‌জি.আনিস্ ফুশুর আবাসস্থলের নিকটবর্তী একটী পাহাড়ে বাস করেন। ইনি এক জন অতি ক্ষুদ্রকায় দেবতা এবং মানবগণের ইনি বন্ধু। ইঁহার আয়তন একটী পাখীর আকারের এবং ইনি কৃষ্ণবর্ণ। ভক্তগণকে পক্ষীরূপে উৎকৃষ্ট জল পাওয়ায় সাহায্য করা ইঁহার কার্য।—ERE, ix. 278b.

অদ্‌জিবো-দ—পশ্চিম আফ্রিকার শী-ভাষাভাষী জাতির একটী সপ্তাহের নাম। এই শী-ভাষাভাষী জাতির বর্ষ-বিভাগে ১৩টী চান্দ্র মাস আছে। প্রত্যেক চান্দ্র মাস চারিটী করিয়া সপ্তাহে বিভক্ত এবং প্রতি সপ্তাহে সাত দিন। এই চারিটী সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সপ্তাহের নাম অদ্‌জিবো-দ।—ERE, iii. 64b.

অদ্‌জেহ — আফ্রিকার নিম্ন নাইগারের নিগ্রোদিগের দেবতা। ইনি ওকোর ইবো জাতির স্থানীয় দেবতা—ERE, ix. 280a.

অদ্‌বদ্রি—যুক্তপ্রদেশের গাড়বাল জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর পরগণার পট্টি চাঁদপুর পট্টির মধ্যবর্তী একটী স্থান। ইহা লোহ্‌বা ও কর্ণপ্রয়াগের মধ্যে অবস্থিত। লোহ্‌বা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৫ ক্রোশ এবং কর্ণপ্রয়াগ হইতে দূরত্ব প্রায় ৫॥০ ক্রোশ। অক্ষা° ৩০° ৯´ ২´´ উ°; দ্রাঘি° ৭৯° ১৬´ ২´´ পূ°।

অদ্‌বদ্রি একটী বিশ্রামস্থলের জন্য পরিচিত। এখানে একটী শিবির-স্থাপনের উপযোগী ক্ষেত্র ও একটী ধর্মশালা আছে। লোহ্‌বা হইতে এখানে যে পথ আসিয়াছে, উহা দীবালি খালের পার্শ্ব দিয়া দীবালি গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। দীবালি গিরিতে এই পথের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,২০০ ফুট উচ্চ। পথের নিকট একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দীবালি-গিরিশ্রেণীর দুই পার্শ্বে রামগঙ্গা ও পিণ্ডারের জলপ্রবাহ প্রবাহিত। দীবালি-গিরির পর পথটী অতা নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া মল্‌সি ও খেটি গ্রাম অতিক্রমপূর্বক অদ্‌বদ্রিতে পৌছিয়াছে। পথের দক্ষিণে কন্দল (৮,৫৫৩ ফুট), সুইলিদণ্ড (৮,৯৩৬ ফুট) ও বিন্তল (৮,৩০০ ফুট) এবং বামে দীবাল (৭,৯৬৩ ফুট) গিরিসমূহ অবস্থিত। অদ্‌বদ্রির উত্তর-পূর্ব দিকে বেণী-তল নামক একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে।

অদ্‌বদ্রিতে ১৬টী ছোট ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি আলমোরা জেলার অন্তর্গত দ্বারহাট

নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরসমূহের অনুরূপ। মন্দিরগুলি সমস্ত ৪২´×৮৫´ পরিমিত স্থানের মধ্যে অবস্থিত এবং সমুদয় মন্দিরগুলির উচ্চতা ৬ হইতে ২০ ফুটের মধ্যে। প্রধান মন্দিরটীর সম্মুখে একটী চত্বর আছে এবং উহা ছাদ দিয়া ঢাকা। এই চত্বরের উপর দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাওয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নিকটবর্তী থপলি নামক গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ এই মন্দিরগুলির সেবাইত। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামে 'গুন্থ' ভূমি উপভোগ করেন। প্রবাদ যে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মসংস্কারক শঙ্করাচার্য এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আবার আলমোরার মন্দিরগুলি সম্বন্ধে প্রবাদ জানা যায় যে, সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা কত্যুরি-রাজগণ। — DGUP, Garhwal. xxxvi. 139.

অদমীৎ—এসিয়া মাইনরের একটী নগর। খুদাবেন্দিগিয়ার প্রদেশের অন্তর্গত একটী কজের (জেলার) রাজধানী। সমুদ্রতীর হইতে ১½ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, অবশিষ্ট প্রাচীন ধর্মমতাবলম্বী গ্রীক্‌। এই স্থান জলপাই-তেল ও মস্ত-প্রস্তরের জন্য উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্য তিন ক্রোশ দূরবর্তী অক্‌চেই বন্দর হইতে নিষ্পন্ন হয়। নগর হইতে এই বন্দর পর্যন্ত একটী সুন্দর পথ আছে। পথের দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ জলপাই গাছে পরিশোভিত।

[Texier : Asie Mineure, 205 ; V. Cuinet : La Turquie d'Asie, iv. 273f ; En. Islam, i. 142]

অদ্‌রার — আফ্রিকার দুইটী প্রদেশের নাম। 'অদ্‌রার' অর্থে 'পর্বতমালা'। দুইটী অদ্‌রার প্রদেশের মধ্যে একটী অবেলিস্মিদেনের অদ্‌রার, ইহা মধ্য নাইগারের উত্তরে অবস্থিত ; অপরটী অদ্‌রার তমর্‌ বা পশ্চিম অদ্‌রার, ইহা সেনিগালের উত্তরে নবগঠিত ফরাসী রাজ্য মৌরিতানিয়া ও দক্ষিণ মরোক্কোর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে অবেলিস্মিদেনের অদ্‌রারের উচ্চারণ 'অদেরার' এবং পশ্চিম অদ্‌রারের উচ্চারণ 'অদেরের'। পশ্চিম অদ্‌রার অল্পবিস্তর সাহারার অংশরূপে পরিচিত। খ্রী° ১৬শ শতকের প্রারম্ভকালে প্রথম বাহির হইতে পর্তুগীজগণ এই স্থানে আগমন করিয়াছিল, পরে বহু ইউরোপীয় এখানে আগমন করেন।

অদ্‌রার আকারে ত্রিকোণ উপত্যকা এবং উহা পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে ঢালু। পশ্চিমে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় অংশ ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়াছে। অগস্ট হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত যেরূপ বৃষ্টিপাত হয় তাহা কয়েকটী বাদীতে জলপ্রবাহের পক্ষে যথেষ্ট। এই বাদীগুলি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অদ্‌রারের অবস্থা অতি দুর্দশাজনক। যব ও বাজরার চাষ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। জলসেচের ব্যবস্থা অনুসৃত হয় নাই। শিল্পব্যবসায় নাই বলিলেই হয়। ভ্রমণকারী বণিগ্‌দলের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত। নিষ্ক্রিয় জনগণ মরুস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করে, ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়টী সম্প্রদায় — অতর (ইহাদের সংখ্যাই অধিক), শিন্‌গেতি, বদন (ইহারা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে) এবং উজেফ্‌তি।

বহু পূর্বে অদ্‌রার বারবারগণ-অধ্যুষিত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। ইহা লম্‌তুনদিগের আদিভূমি। বারবার জাতি মরুভূমির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমুদয় বারবার জাতি ও কয়েকটী আরব জাতি অদ্‌রারে বসবাস স্থাপন করে। খ্রী° ১৭শ শতকের মধ্যভাগে অদ্‌রারের অধিবাসী রেহাম্নগণ উলাদ্‌ বিল্লাহ্‌-কর্তৃক অদ্‌রার হইতে বিতাড়িত হয়। উলাদ্‌ বিল্লাহ্‌ এখানে একটী সম্মিলিত শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৮০ খ্রী° মূলাই ইস্‌মা'ইলের এক জ্ঞাতি পুত্র এই শক্তির ধ্বংসসাধন করেন। বর্তমানে সেনিগালের উত্তরে ফরাসী প্রভাবের ক্রমবিস্তারের ফলে মরোক্কোর প্রভাব অদ্‌রারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অদ্‌রারের অধিবাসী জাতি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত ; একটী যোদ্ধৃজাতি ও অপরটী মোল্লা সম্প্রদায়। যোদ্ধৃজাতি লুণ্ঠনাদি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে। যোদ্ধৃজাতির প্রত্যেক দল এক জন শেখ-কর্তৃক শাসিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ যাযাবর। উভয় শ্রেণীই মুসলমান-ধর্মাবলম্বী।

[Barth : Reisen und Entdeckungen in Nord-und Central Afrika, Gotha, 1857, v. 552f ; L'Adrar — Bull. de la soc. de ge'ogr. commerciale de Paris, 1880, March-April ; Vincent : Voyage dans l'Adrar — Tour du monde, 1861 ; Le chatelier : L'Islam dans l'Afrique occidentale, Paris 1899 ; En. Islam, i. 142-3]

অদ্‌লিস্‌পুর—যুক্তপ্রদেশে খেরী জেলার অন্তর্গত ফিরোজাবাদ পরগনার নিঘসন তহ্‌শীলের একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৫৪´ উ° ; দ্রাঘি° ৮১° ৮´ পূ°। সীমা—পশ্চিমে পরগনার সীমা ও পূর্বে দহবর। ধৌরহ্র নগর হইতে ইহা ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আয়তন-পরিমাণ ২,৮৮৮ একর। চাষবাসের কার্য মোটামুটি হইয়া থাকে। ঈশানগরের জঙ্গে তালুকদার এই গ্রামের জমিদার। তিনি গভর্নমেন্টকে রাজস্ব প্রদান করেন। গ্রামের প্রধান অংশেই অধিবাসীর অধিকাংশ বাস করিয়া থাকে, অন্যত্র মাত্র দু'একটী কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়।—DGUP, Kheri, xlii. 159.

অদ্‌বি—বোম্বাই-প্রদেশে বিজাপুর জেলার সম্প্রদায়-বি°। ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঔষধ বিক্রয় করে। ইহারা গোলজাতীয় (গোয়ালা)। অদ্‌বি গোলের তেলেগু শব্দ।—[গোল দ্র°] —BG, xxiii. 102.

অদ্‌বিচিন্‌চের — নামান্তর : চিগ্রি বেৎকর, ফান্সে পার্দি। বোম্বাই-প্রদেশে বিজাপুর ও ধারবার জেলার অধিবাসী জাতি-বি°। অদ্‌বি চিন্‌চের অর্থে 'বনের ভ্রমণশীল অধিবাসী'। ইহাদিগকে অল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ জঙ্গলে বাস করে এবং মাঝে মাঝে গ্রামে বা নগরে ভিক্ষার জন্য বা বেতের ঝুঁড়ি বিক্রয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। ইহারা শীর্ণ ও দীর্ঘকায় এবং

পরিশ্রমী, কিন্তু অত্যন্ত নোঙরা। ইহারা কৃষ্ণকায় জাতি নহে, কিন্তু ভীষণ অপরিচ্ছন্নতার জন্য ইহাদিগকে সুশ্রী দেখায় না। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায় ইহারা বেশভূষা করিয়া থাকে, তবে প্রায়ই উহা খুব অল্প। মেয়েরা অতি ময়লা পেটিকোট ও বডিস্‌ পরিধান করে। তাহাদের একমাত্র অলঙ্কার কাঁচের গুলিকায় গ্রথিত কণ্ঠহার ও বলয় এবং সামান্য পিতলের অলঙ্কার। মেয়েদের রোগ-মুক্তিকর ওষধি বিক্রয় করিতে দেখা যায়। শিশুদিগকে তাহারা ঝুড়িতে বহন করিয়া থাকে।

প্রধানতঃ শিকার ও ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ইহারা জীবনধারণ করে। এতদ্ব্যতীত ইহারা বেতের ঝুড়ি নির্মাণ করিয়া তাহাও বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ঝুড়ি পল্লীগৃহস্থগণ প্রধানতঃ শস্যসঞ্চয়ের ও গোময় রাখিবার জন্য ব্যবহার করে। এই ঝুড়ির নাম 'গল্‌গি' বা 'গুম্মি'। জোসিগেরু নামক ইহাদিগের একটী শাখা নানা প্রকার কৃষ্ণ-প্রস্তরের পাত্রাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। এই সমুদয় পাত্র গৃহস্থের প্রয়োজনে আসে, এমন কি অনেক সময় রন্ধনকার্যেও এগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহারা বিশেষ এক স্থানে বাস করে না, সেই জন্য ইহাদের স্থায়ী গৃহাদিও বিশেষ দেখা যায় না। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলে ইহারা উন্মুক্ত স্থানে বাস করে এবং বর্ষাকালে মাদুরের ছাউনী দিয়া কোনক্রমে জল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

ইহাদিগের ভাষা প্রধানতঃ গুজরাটী, তবে সকলকেই কন্নড় ভাষায় কথা বলিতে দেখা যায়। স্থানে স্থানে ইহারা অতি সুন্দর হিন্দুস্থানীও বলিয়া থাকে।

ইহারা পশুমাংস ভক্ষণ করে। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে বলিয়া স্বীকার করে না, তবে প্রায়ই ইহাদিগকে গো-অপহরণ ও গোমাংস-ভক্ষণের জন্য অভিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ইহারা অত্যধিক মদ্যপ। চৌর্যবৃত্তি ইহাদিগের মজ্জাগত। ইহারা এরূপ দক্ষতার সহিত শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য অপহরণ করে যে, শস্যক্ষেত্রের মালিক তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করা ছাড়া উপায় দেখে না।

অদ্‌বিচিন্‌চেরগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী। ইহাদিগের প্রধান দেবতা য়ল্লম, তুল্‌জা-ভবানী ও বেঙ্কটেশ। প্রতি আশ্বিন মাসে মহানবমীর দিন একবার ইহারা এই দেবতার মূর্তি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়া পূজা করে। এই পূজায় ইহারা দুগ্ধ উৎসর্গ করিয়া থাকে। গ্রামে বা নগরে আসিলে ইহাদিগকে হনুমান্‌, বসাপ্প ও দয়ামযকেও পূজা করিতে দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে উপবাসগ্রহণ, ভোজদান বা তীর্থভ্রমণের রীতি দেখা যায় না। যাদুবিদ্যায় ও ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহারা বিশ্বাস করে। ইহারা বলিয়া থাকে যে, পূর্বে ইহারা মেয়েদের সতীত্ব-পরীক্ষার জন্য একটী বার্ষিক দিব্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত। প্রতি আশ্বিন মাসে দেওয়ালীর দিন ইহারা কোন পবিত্র স্থানে গমন করিয়া সেখানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভোজের আয়োজন করিত। ভোজশেষে রমণীরা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহাদিগের একটী করিয়া অঙ্গুলি উত্তপ্ত তৈলে নিমজ্জিত করিত। উত্তপ্ত তৈলে যাহার অঙ্গুলিতে কোনরূপ ক্ষতি হইত না সে নিষ্কলঙ্কা বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু যাহার ক্ষতি হইত সেই কলঙ্কিতা।

সন্তানের জন্মকালে কোনরূপ উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় না। সন্তান পুত্র বা কন্যা যাহাই হউক না কেন, জন্মের পঞ্চম দিবসে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। যত দিন না সন্তানের দন্তোদ্গম হয়, তত দিন মাঝে মাঝে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়া থাকে; অতঃপর আর মস্তক মুণ্ডন করা হয় না। মেয়েদের বিবাহের কোন বিধিবদ্ধ বয়স নাই, বিবাহযোগ্যা হইবার পূর্বেও তাহাদের বিবাহ হইতে পারে। বিধবা-বিবাহ বা বহু-পত্নীত্বে বাধা নাই, তবে বহু-পতিত্ব গ্রহণ মোটেই দেখা যায় না। বিবাহের সময় বর ও কনের মাথায় পিপ্পল গাছের পাতায় নির্মিত শিরোমালা দেওয়া হয়। উভয়ের পরিধেয়ের আঁচল সাতবার গাঁট দিয়া বাঁধা হয় এবং উপস্থিত অতিথিগণ নবদম্পতির মস্তকে লাল চাল ছুঁড়িয়া দেয়। ইহাই মাত্র ইহাদিগের বিবাহের রীতি। অন্য কোন জাতির সহিত ইহাদিগের বিবাহ চলে না।

মৃত্যু হইলে মৃতদেহ তিন জন বহন করে। এক জন মাথা, এক জন কোমর ও এক জন পদদ্বয় ধরিয়া মৃতদেহকে সৎকার-স্থানে লইয়া যায়। কাষ্ঠ-আহরণ সম্ভবপর হইলে মৃতদেহ পোড়ান হয়, নচেৎ কবর দেওয়া হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবসে কিছু ঝোলা গুড় ও মাথম কবরের উপর বা যেখানে পোড়ান হইয়াছে তথায় রাখিয়া আসা হয়। ইহাই মৃতদেহ-সৎকারের একমাত্র আনুষ্ঠানিক রীতি।

ইহারা কোন অপবিত্র জাতির হস্তে আহার করে না। কোন সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইলে প্রবীণ ব্যক্তিরা একটী সভায় সমবেত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি করে। [ফান্‌সে পার্ধি দ্র°]

[BG, xxii. 193 ; xxiii. 177-8]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অদঃ—ত্রি, এতৎ, পুরোবর্তী, পরমু, পরোক্ষভূত, সেই ॥ সে° শব্দ ॥ ~√কৃ—[অদস্‌ + √কৃ—পা° ১. ৪. ৭০] 'অদস্‌' (= তাহা that) অনুপদেশ হইলে 'গতি' এই সংজ্ঞা বুঝায়। যথা, অদঃ করোতি, অদঃ কৃতম্‌।

অদ—১ [অদ্‌ বন্ধনে, নেহন্তে, অন্দতি, আনন্দ, অতুবৎ। — ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়, পৃ° ৬৫. ৮৩ ; 'অদি বন্ধে'—কবিকল্পদ্রুম] বন্ধন করা। ২ ['অদ্‌ লৌ ভক্ষে'—কবিকল্পদ্রুম] ভক্ষণ করা। ~ক—বিণ, পুরুষাদক।

অদক্ষ—[নঞ্‌ তৎ] অনিপুণ, অকুশল, অপটু ॥ গোল্ড° মনি° ॥

অদক্ষিণ — [নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ দক্ষিণব্যতীত, বাম দিক্‌, প্রতিকূল। 'অদক্ষিণ বাহু'– রা° (গো) ৬. ২৯. ১০ ॥ আপ বো-রো° ॥ ২ অপটু, অকুশল ॥ গোল্ড° ॥ ৩ মূর্খ, নির্বোধ, বিষয়-বোধহীন। 'মেনেহথ সত্যমেবেতি পরিহাসমদক্ষিণা'—রা° (গো°) ৩.

২৪. ১০ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৪** [বহু°] (যজ্ঞে) দক্ষিণাবিহীন বা দক্ষিণারহিত (পুরোহিত)। 'অদক্ষিণাসো অচ্যুতা দুদুক্ষন্'—ঋ° ১০. ৬১. ১০ ; 'অদক্ষিণ হবিঃ'—শ-ব্রা° ১. ২. ৩. ৪ ; 'অদক্ষিণা যজ্ঞ'—পঞ্চত° ২. ১০১ ॥ বো-রো° ॥ ~ত্ব—**১** বামত্ব, অকুশলত্ব ॥ মনি° ॥ **২** দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞের অবস্থা—॥ কা-শ্রৌ° ২৫. ১৪. ৩৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~ীয়, -য যাহা দক্ষিণাযুক্ত নহে।—শ-ব্রা° ৪. ৩. ৪. ১৫ ॥ বো-রো° আপ্° মনি° ॥

অদগ্ধ—[নঞ্‌ তৎ] বিণ, **১** দগ্ধব্যতীত, পোড়া নয় এমন, আপোড়া ॥ আপ্° ॥ **২** শাস্ত্রানুসারে অকৃতাগ্নি সংস্কার ॥ আপ্° মনি° ॥ **৩** আধপোড়া, অর্ধদগ্ধ।

অদণ্ড্য—[স্মৃতিশা°। ন দণ্ড্য = অদণ্ড্য—নঞ্‌ তৎ] যে ব্যক্তি দণ্ডের অযোগ্য তাহাকে অদণ্ড্য বলা যায়। দণ্ডবিধান রাজার কর্তব্যবি°। শাস্ত্রে উক্ত হয়—'অভিষেকাদিগুণযুক্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাপালনং পরমো ধর্মঃ'[১] অর্থাৎ—অভিষিক্ত রাজার প্রজাপালন একটী পরম ধর্ম। কিন্তু দুষ্টের দমনব্যতীত লোকযাত্রাসংরক্ষণ অসম্ভব। অতএব সম্যক্ দণ্ডপ্রণয়ন রাজার কর্তব্য।[২] Bentham প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষী দণ্ডকে sanction বা binding force বলেন এবং তাঁহাদের মতে একমাত্র দণ্ডের উপরেই আইন প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক, আর্য ধর্মশাস্ত্রেও দণ্ডবিধি বহুস্তুত (মনু° ৭. ১৪-৩১)। এমন কি, রাজা স্বয়ং দণ্ডের প্রতীক বলিয়া অভিহিত।

'স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ'—মনু° ৭. ১৭। পাশ্চাত্ত্য ব্যবহারবিৎ Austin-এর মতে রাজাই দণ্ডবিধির প্রণেতা এবং রাজাদেশই দণ্ডবিধির প্রমাণ। অতএব রাজা কোন কারণেই অপরাধী বা দণ্ডার্হ নহেন (the king can do no wrong)। কিন্তু ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বিধিসকল বেদমূলক, ঋষিবৃন্দ উহার সঙ্কলয়িতা° রাজা শাস্ত্রানুসারে মাত্র রাজাশাসন করিবেন। অতএব ধর্মশাস্ত্রের ব্যত্যয় করিলে রাজাও দণ্ডনীয় হইবেন। মনু বলিয়াছেন—যে অপরাধে প্রাকৃত জনের এক কার্ষাপণ দণ্ড, সে অপরাধে রাজার সহস্র পণ দণ্ড (মনু° ৮. ৩৩৬)। কৌটিল্যের মতে, অদণ্ড্য ব্যক্তিকে অন্যায় করিয়া দণ্ড দিলে রাজার বিহিত অন্যায় দণ্ডের ত্রিশ গুণ দণ্ড হইবে, যথা—

'অদণ্ড্যদণ্ডনে রাজ্ঞো দণ্ডস্ত্রিংশদ্‌গুণোঽম্ভসি।
বরুণায় প্রদাতব্যো ব্রাহ্মণেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥'[৪]
—৪. ১৩।

এসকল স্থলে অবশ্য রাজার কেবল অর্থদণ্ডই হইবে। কারণ রাজা শারীরদণ্ডের অযোগ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন।

রাজা বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিভূ। বিশেষ সাবধানতার সহিত তাঁহাকে দণ্ড পরিচালনা করিতে হয়। ন্যায়দণ্ড-পরিচালনে কোন ত্রুটি হইলে রাজারই দোষ হইবে। মনু বলিয়াছেন—

'অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥'
—৮. ১২৮।

অর্থাৎ, দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড না দিলে এবং অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দান করিলে রাজা অপরাধী ও নরকগামী হইবেন।

বর্ণাশ্রম ও ব্যবহারশাস্ত্রের যে সকল বিধি শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যথাচরণ করিলে সকলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। নিম্নোদ্ধৃত মনুর বচনটী ভারতীয় দণ্ডবিধির অপক্ষপাতিত্ব-সম্বন্ধে উল্লেখনীয় প্রমাণ সন্দেহ নাই।—

'পিতাচার্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্যা পুত্রঃ
পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্মে
ন তিষ্ঠতি ॥'—৮. ৩৩৫।

কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ অনেক স্থলে অদণ্ড্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গৌতম-ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—'রাজা সর্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জম্' (১১. ১)। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—'সর্বাপরাধেষ্ব অপীড়নীয়ো ব্রাহ্মণঃ'[৫], কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া তাৎপর্য নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ শারীরদণ্ডের অযোগ্য বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছেন। কারণ প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীরদণ্ড কদাচিৎ বিহিত হইত। অবশ্য কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি শারীরদণ্ডের বিধান আছে[৬], কিন্তু ধর্মসূত্র ও মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বধদণ্ডস্থলে প্রায়ই মস্তকমুণ্ডন, রাজ্য হইতে নির্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।[৭] তবে ব্রাহ্মণস্বামিক আশী রতি-পরিমিত সুবর্ণস্তেয়াপরাধে ব্রাহ্মণও রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শারীরদণ্ড প্রার্থনা করিবেন ও তাঁহার প্রতি শারীরদণ্ড বিহিত হইবে — এইরূপ বিধানও দৃষ্ট হয়।[৮]

এতদ্ব্যতীত দণ্ড্যাদণ্ড্য-বিবেচন-প্রসঙ্গে কয়েকটী সাধারণ নীতি ধর্মশাস্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে। সন্দেহস্থলে দণ্ডপ্রণয়নের ব্যবস্থা ছিল না (benifit of doubt)। অপরাধ আশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না হইলে সে অদণ্ড্য। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—'ন চ সন্দেহে দণ্ডং কুর্যাৎ'—২ প্র. ৫ পটল। মনুও বলিয়াছেন—'ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্মিকো নৃপঃ'—৯. ২৭০। অর্থাৎ—হোঢ় বা বমাল না পাওয়া গেলে ধার্মিক রাজা

১ যাজ্ঞ° ২ অ° প্রারম্ভে মিতা°।

২ 'তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেনাভিবর্ধতে' —মনু° ৭. ২৭।

৩ Krishnagopal Goswami : The Hindu Conception of Law—Cal. Review, Nov. 1938, 194-202.

৪ 'রাজ্ঞান্যায়েন যো দণ্ডো গৃহীতো বরুণায় তম্।
নিবেদ্য দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ং ত্রিংশদ্‌গুণীকৃতম্ ॥'
যাজ্ঞবল্ক্যেরও অনুরূপ বচন—২. ৩০৭)।

৫ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র° ৪. ৮।

৬ ঐ, ৪. ১১, ১৩।

৭ মনু° ৮. ৩৭৯ ৮০ ; ৯. ২৩৬-৩৭।

৮ ঐ, ১১. ১০০-১.।

চোরকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না। কৌটিল্যও উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন[৯]—সাধু ব্যক্তিও অনেক সময় চৌর্যস্থানে দৃষ্ট হয়। চোরের বেশে, এমন কি চোরের শস্ত্র ও উপকরণে সজ্জিত অচোর ব্যক্তিও চোরাশঙ্কায় ধৃত হয়। মাণ্ডব্য ঋষি প্রকৃতপ্রস্তাবে চোর না হইয়াও সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়া শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। অতএব প্রমাণাদিদ্বারা নানা সন্দেহনিরাসনপূর্বক পরীক্ষণসহকারে অপরাধ নিশ্চিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। নচেৎ অদণ্ড্যের প্রতি দণ্ডবিধানরূপ মহা অন্যায় সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

এমন অনেক স্থল আছে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হইলেও অপরাধী অদণ্ড্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ, অপরাধে অভিসন্ধি বা মৎলব (mens rea) একটী বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। অতএব যেখানে অভিবুদ্ধি, অনিষ্টকামনা বা দুষ্ট জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে — সে স্থলে দণ্ড প্রয়োগ হইবে না। দণ্ডপারুষ্য প্রকরণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিয়াছেন — 'মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্' (২. ২১৭), অর্থাৎ মোহমদাদি-হেতুক অপরাধে কোন দণ্ড নাই। মিতাক্ষরাকার মোহ অর্থে চিত্তবৈকল্য, মদ অর্থে মদ্যাদিপান-জনিত উন্মত্ততা এবং আদিপদ অর্থে ভূতাবেশ প্রভৃতি — এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নীতি-অনুসারে ব্যবহারশাস্ত্রের পরম মনীষী কাত্যায়নও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অবশে অর্থাৎ গুরুতর ভয় ও উদ্বেগাদিবশতঃ অথবা দৈবাৎকৃত (accidental) অপরাধে রাজদণ্ড হইবে না। উক্ত নির্দেশ যথা—

'সদ্বৃত্তানান্তু সর্বেষামপরাধো যদা
ভবেৎ।
অবশেনৈব দৈবাত্তু তত্র দণ্ডং ন
কল্পয়েৎ ॥'[১০]

এইরূপ অকামা পরস্ত্রী বলপূর্বক উপভুক্তা হইলেও তাহার কোন দণ্ড ছিল না। অত্রিসংহিতায় (১৯৩ ও ১৯৪ শ্লো°) উক্ত হইয়াছে—

'স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা
বিপ্রতারিতা।
বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাপি
বা ॥
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা
বিধীয়তে।'

মৎস্যপুরাণেও উল্লেখ আছে—

'বলাৎ সন্দূষয়েদ্ যস্তু পরভার্যাং নরঃ
ক্বচিৎ।
বধদণ্ডো ভবেত্তত্র নাপরাধো ভবেৎ
স্ত্রিয়াঃ ॥'

অপর, সকামা স্ত্রীর প্রতি দণ্ডবিধান থাকিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম (exception) দেখা যায়, যথা— সকামা সবর্ণকন্যাগমনে দণ্ডবিধান না হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সৎকারপূর্বক অলঙ্কৃতা করিয়া উক্ত কন্যাকে বিবাহ করিতে হইত।[১১] আবার কোথাও, কৃতাপরাধা স্ত্রীর গুরুতর অপরাধে বধদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও উক্ত দণ্ড গর্ভিণী স্ত্রীর পক্ষে প্রসবের এক মাস পরে প্রযোজ্য। তৎপূর্ব পর্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রী সম্পূর্ণ অদণ্ড্য।[১২]

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রতিপ্রসব-বিধি দৃষ্ট হয়। যথা—আততায়িবধে দণ্ডার্হতা নাই। মনুর অনুশাসন—

'গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা
বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥'
—৮. ৩৫০।

কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুরূপ স্থলাদি বা শিশু ও উন্মত্তাদিকৃত অপরাধ-ব্যতীত অন্যত্র অপরাধস্বরূপের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, অপরাধ করিলেই অপরাধীর প্রতি কোন না কোন দণ্ড প্রযুক্ত হইত (ignorance of law was no excuse)। তবে অপরাধের জ্ঞান থাকিলে অপরাধীর প্রতি অধিক দণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত ছিল। গৌতমধর্মসূত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—'বিদুষোঽতিক্রমে দণ্ডভূয়স্ত্বম্' (১২. ১৪)।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

৯ অর্থশা° ৪. ৮।

১০ বিবাদরত্নাকর-ধৃত কাত্যায়ন-বচন।

১১ সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে—নাস্ত্যতিক্রমঃ। কিন্তু্বলঙ্কৃত্য সৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ॥' নারদ° (স্ত্রীপুংসযোগ প্র°) ৭২ শ্লো°।

১২ অর্থশা° ৪. ১১ অ° ও যাজ্ঞ° ২. ২৭৮, ২৭৯।

'ন ত্বেবং স্ত্রিয়ং গর্ভিণীং সূতিকাং বা মাসাবর-প্রজাতাম্।'—অর্থশা° ৪. ৮ অ°।

অদৎক—[অদৎ (সমাসান্ত) + কপ্ ; স্ত্রী— -া ; বৈদিক] বিণ, ১ দন্তহীন। 'শ্বেতমদৎকং শ্বেতম্'—ছা-উ° ৮. ১৪ ॥ বো-রো° গোল্ড° মনি° ॥ ২ ভক্ষয়িতা।—ছা-উ° ৮. ১৪।

অদটরাদিত্য -- নৃপতি-বি°। পশ্চিম মহীশূরে ইঁহার রাজ্য ছিল। রাজেন্দ্র-পৃথ্বি-কোঙ্গাল্বের ইনি এক জন পূর্ববর্তী নৃপতি ছিলেন। রাজেন্দ্র-পৃথ্বি ১০৭৯ খ্রী° রাজত্ব করিতেন।—EC, v. Ag. 99 ; HInsSI, 87.

অদত্ত,—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনর্পিত, দত্তব্যতীত। 'অদত্তান্যুপযুঞ্জান এনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্' — মনু° ৪. ২০২ ; 'অদত্তানামুপাদানম্' — মনু° ১২. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ অপ্রশস্তভাবে দত্ত। 'ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।' — রা° (গো°) ২. ৩৭. ৩০ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ৩ ভয়াদি ১৬শ প্রকার লক্ষণানুসারে দত্ত [অদত্ত২ দ্র°]। ৪ অবিবাহিত, অনূঢ় ॥ আপ্° ॥ ~া—[নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, কুমারী, অবিবাহিতা কন্যা। 'কন্যকানাং ত্বদত্তানাম্'—দায়° ১১৪. ৪ (কাত্যা°) ॥ বো-রো° আপ্° গোল্ড° ॥ ~দায়ী—[পু°-দায়িন্ ; স্ত্রী— -দায়িনী] বিণ, যাহা দেওয়া হয় নাই তাহা গ্রহণকারী, যেমন—চোর। 'অদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনম্' — মনু° ৮. ৩৪০ ॥ আপ্° ॥ ~পূর্বা—পূর্বে যাহা দান করা হয় নাই। 'অদত্তাপূর্বেত্যাশঙ্কতে'—মালবি° ৪ ॥ আপ্° ॥

অদত্ত২—[স্মৃতিশা° । ন দত্তম্ = অদত্তম্—নঞ্‌তৎ] যাহা দেওয়া হয় নাই তাহাকে সাধারণতঃ অদত্ত বলা যায় ; 'স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্বকপরস্বত্বাপাদাং দানম্'। অতএব দান করিবার পর দত্ত বস্তুতে দাতার কোন স্বত্ব থাকে না, গ্রহীতাই উক্ত বস্তুর অধিকারী হয়। কিন্তু অবৈধভাবে অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিলে চৌর্যাপরাধী হইতে হয়। এমন কি, মনু (৮. ৩৪০) বলিয়াছেন—

'যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনম্।
যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেন স্তথৈব সঃ॥'

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ যদি যাজন ও অধ্যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ কোন ধন অদত্তাদায়ী চোরের হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিও চোরের ন্যায় গণ্য।

অদত্ত ধন গ্রহণ তিন প্রকার শারীরিক অশুভ কর্মের অন্যতম বলিয়া মনু (১২. ৭) নির্ণীত করিয়াছেন। যথা—

'অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥'

গৃহস্থের প্রতিপাল্য জীবন-যাত্রায়ও মনু উপদেশ দিয়াছেন—

'যানশয্যাসনান্যস্য কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপযুঞ্জান এনসঃ স্যাৎ তুরীয়ভাক্॥'
—৪. ২০২।

অর্থাৎ—অন্যের যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান এবং গৃহ—অনুমতি না দিলে এ সমস্ত উপভোগ করিবে না। এরূপ করিলে দ্রব্যস্বামীর পাপের চতুর্থাংশভাগী হইতে হয়।

এতদ্ব্যতীত ব্যবহার-প্রকরণে অদত্তের যে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় অদত্ত শব্দে অন্যায়দত্ত বুঝিতে হইবে।

যাহা প্রদত্ত হইলেও অদত্ত বলিয়া পরিগণিত তাহাই ব্যবহার-প্রকরণের অদত্ত (invalid gifts) দান করিলেই সমস্ত দান ব্যবহারসিদ্ধ (legally valid) হয় না। অতএব অন্যায় বা অপ্রশস্ত উপায়ে যাহা দত্ত হইয়াছে তাহাকেই অদত্ত বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন—'যৎ পুনরন্যায়েন দত্তং তদদত্তম্' (যাজ্ঞ-স° ২. ১৭৬ মিতা টী°) অন্যায়রূপে দত্ত বলিয়া উহা অদত্ত এবং উক্ত দান অসিদ্ধ হওয়ায় দত্ত বস্তুর পুনরাদান অবৈধ নহে। এই কারণেই মিতাক্ষরায় উক্ত হইয়াছে—'অদত্তন্তু যৎ প্রত্যাহরণীয়ম্'।[১]

'দত্তাপ্রদানিক' বা resumption of gift নামক একটী বিবাদ-প্রকরণ অষ্টাদশ বিবাদ-বিষয়ের (topics of litigation-এর) অন্যতম আলোচ্য বিষয়। উহাতেই দত্ত, অদত্ত ইত্যাদি বিষয়বস্তু বিশেষভাবে নির্ণীত হইয়াছে। মন্বাদি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের বিবাদ-বিষয়ের তালিকায় দত্তাপ্রদানিক অন্যতম বলিয়া সংখ্যাত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—

'তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম চ॥'
—৮. ৪।

নারদস্মৃতি উহার লক্ষণ (definition) বিবৃত করিয়াছে। যথা—

'দত্ত্বা দ্রব্যমসম্যগ্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি।
দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ॥'
—৪. ১।

অর্থাৎ — অবৈধভাবে কোন দ্রব্য প্রদান করিবার পর উহা পুনরায় ফেরৎ লইবার জন্য রাজসমীপে যে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়, তাহাকে দত্তাপ্রদানিক বলে। মিতাক্ষরাকার যোগী বিজ্ঞানেশ্বর নারদোক্ত বচনটীর বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

'অসম্যগবিহিতমার্গাশ্রয়েণ দ্রব্যং দত্ত্বা পুনরাদাতুমিচ্ছতি যস্মিন্ বিবাদপদে তদ্দত্তাপ্রদানিকং দত্তস্যাপ্রদানং পুনর্হরণং যস্মিন্ দানাখ্যে তদ্দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদম্।'
—যাজ্ঞ-স° ২. ১২ ভূমিকা।

১ যাজ্ঞ° ২. ১২ অবতরণিকা মিতা°।

২ নারদ° ১. ১৬ ও বৃহ-স° ২. ৬।

উক্ত 'দত্তাপ্রদানিক' বিবাদবিষয় দেয়, অদেয়, দত্ত ও অদত্ত ভেদে চতুর্বিধ। নারদোক্তি যথা—

'অথ দেয়মদেয়ঞ্চ দত্তং বাদত্তমেব চ।
ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধঃ॥'[২]
—৪. ২।

যাহা ন্যায়সঙ্গত-ভাবে প্রদত্ত তাহাকে 'দত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং যাহা অন্যায়দত্ত তাহা 'অদত্ত' (মনু° ৮. ২১২-১৩)। ন্যায়দত্ত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার হইবে না 'কিন্তু তথৈবানুমন্তব্যম্',[৩] উহা সাত প্রকার যথা—

'পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ।
স্ত্রীশুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদো বিদুঃ।'

অর্থাৎ, যথাক্রীত দ্রব্যের মূল্য, ভৃত্যাদির বেতন, সন্তোষ, স্নেহ বা প্রত্যুপকার-হেতু যাহা দত্ত এবং পরিণয়োদ্দেশে স্ত্রীশুল্ক ও অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ ধর্মার্থ যাহা প্রদত্ত তৎসকলই 'দত্ত' বলিয়া নির্ণীত।

কিন্তু 'অদত্ত' ষোল প্রকার। 'অদত্ত' স্থলে দান বস্তুতঃ সম্পন্ন হইলেও অন্যায়মার্গে উহা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ব্যবহারসিদ্ধ হইবে না। অতএব উহা 'অদত্ত' এবং তদ্বশতঃ প্রত্যাহরণীয়। নারদবচনে (৪. ৯-১১) উক্ত হয়—

'অদত্তন্তু ভয়ক্রোধশোকবেগরুগন্বিতৈঃ।
তথোৎকোচ-পরীহাস-ব্যত্যাস ছলযোগতঃ॥
বালমূঢ়স্বতন্ত্রার্তমত্তোন্মত্তাপবর্জিতম্।
কর্তা মমেদং কর্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥
অপাত্রে পাত্রমিত্যুক্তে কার্যে বা ধর্মসংহিতে।
যদ্দত্তং স্যাদবিজ্ঞানাদদত্তমিতি তৎস্মৃতম্॥'

—এই ষোল প্রকার দান অদত্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত। অর্থাৎ

(১) ভয়বশতঃ দান, (২) ক্রোধাবস্থায় দান, (৩) শোকের সময় দান, (৪) উৎকোচ উদ্দেশ্যে দান, (৫) পরিহাস করিয়া দান, (৬) ব্যত্যাস দান, অর্থাৎ যে দানে এক জন অপরকে তাহার

৩ যাজ্ঞ° ২. ১৭৬, মিতা°।

দ্রব্য প্রদান করে এবং অপরে আবার তাহা উহাকে প্রদান করে, (৭) ছলবশতঃ দান, (৮) বালক-কর্তৃক দান (বালক বলিতে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন অপ্রাপ্তব্যবহার minor বুঝিতে হইবে), (৯) মূঢ়ের দান, (১০) অস্বাধীনের দান অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রভৃত্যাদি যাহারা সম্পূর্ণ পরাধীন তাহাদের দান, (১১) পীড়িত অবস্থায় দান, (১২) মদ্যাদিপানজনিত মত্ত অবস্থায় দান, (১৩) বাতিকাদি রোগে যে উন্মত্ত (insane) তৎকর্তৃক দান, (১৪) প্রতিদান পাইবার আশায় দান, (১৫) না জানিয়া এমন অপাত্রে দান যিনি দানের পাত্র বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, (১৬) ধর্মাদি পুণ্য কর্মের উদ্দেশ্যে অপরকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে কিন্তু ধর্মার্থ-নিয়োজিত না হইয়া দ্যূতাদিকর্মে নিযুক্ত হইয়াছে এমন দান।

উক্ত দান যে গ্রহণ করে ও যে উহা দেয় উভয়েই দণ্ডনীয় (নারদ° ৪. ১২)। অদত্তের উক্ত তালিকা হইতে জানা যায় যে, শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার্যতাবিষয়ে যে সকল সাধারণ নিয়ম অন্যত্র (Causa Civilis)[৪] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলির ব্যত্যয় হইলে দান অসিদ্ধ (voidable) হইবেই, অধিকন্তু দানক্রিয়াসম্বন্ধে কয়েকটী অব্যবহার্যতাকর বিশিষ্ট কারণও (specific invalidating causes) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপরিউক্ত তালিকার সহিত নিম্নোদ্ধৃত সাধারণ নিয়মগুলির তুলনা করিলেই উহা উপলব্ধি হইবে। সাধারণ নিয়ম যথা—

'মত্তোন্মত্তার্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা।
অসম্বদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি।'[৫]
—মনু° ৮. ১৬৩।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

৪ Krishnagopal Goswami : Hindu Law of Suretyship (Thesis—Jogendra Chandra Ghose Research Prize, C. U. 1937) ch. iv-এ ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৫ অর্থশা° (Shama Shastry's Ed.) ch. 57, 147-48. যাজ্ঞ°-য় এইরূপ পাঠ আছে।—

অদত্র—(বৈদিক) বিণ, ভোজনের উপযুক্ত, ভোজ্য। 'অদত্রয়া দয়তে বার্যাণি'—ঋ° ৪. ৪৯. ৩॥ বো-রো° আপ্° মনি°॥

অদদ্র্যঞ্চ্—[অমুং অঞ্চতি অদস্ + অঞ্চ্ ক্বিপ্ অদ্র্যাগমঃ—পা° ৮. ২. ৮০-১ ; 'অদস্' এই সর্বনাম-সম্বন্ধে একটী সূত্রের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য বোধ হয় এই শব্দটীর সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে অদমুয়ঞ্চ্, অমুদ্র্যঞ্চ্ ও অমুমুয়ঞ্চ্ যে অর্থদ্যোতক ইহারও সেই অর্থ। কেহ আবার এই তিনটীতে — অদমুদ্র্যঞ্চ্, অমুমুয়ঞ্চ্ ও অদমুয়ঞ্চ্ যোগ করেন] বিণ, উহাতে গমনশীল going to that॥ আপ্° মনি°॥

অদন্—[মূ°-অদৎ ; স্ত্রী—অদন্তী। √অদ্ + শতৃ] বিণ, ১ ভক্ষণশীল, ভক্ষয়িতা, খাইতেছে এমন eating॥ গোল্ড°॥ ২ [অ + 'দন্ত' স্থানে 'দৎ'—বহু°, স্ত্রী—অদতী] দন্তহীন॥ গোল্ড°॥

অদন—১ [√অদ্ + ল্যুট্—ভা°] ভক্ষণ, অশন, আহার॥ অভিধা° শব্দ°॥ 'অনাদ্যাদন'—মনু° ১১. ৬১ ; 'নিন্দিতান্নাদন'—মনু° ১১. ৬৮॥ বো-রো°॥ ২ [√অদ্ + অন—র্ম] খাদ্য, ভক্ষ্য, ভক্ষ্যবস্তু। 'অশ্ব সপ্তী ইবাদনে'—ঋ° ৬. ৫৯. ৩॥ বো রো°॥ ~ীয়—বিণ, ভক্ষণীয়, আহার্য।

অদন২—এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত প্রদেশ ও উহার রাজধানী-বি°। অদন নগরের অধিবাসীর অধিকাংশ মুসলমান, গ্রিগরিয়ান্ ও আর্মেনিয়ান্। তুলাশোধনের জন্য প্রসিদ্ধ। সৈহূন (প্রাচীন সরুস্) নদের দক্ষিণ-তীরে একটী বিস্তৃর্ণ অধিত্যকার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন সেতু আছে ; এই সেতুগুলি জুস্টিনিয়ান্ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খ্রী° মুহম্মদ 'অলী পাশা প্রাচীন বাইজ়ান্টাইন নগরদুর্গ ধ্বংস করেন। 'উলুজামি' নামক এখানে একটী বৃহৎ মস্জিদ আছে। এই মস্জিদটী রমদান্-

'মত্তোন্মত্তার্তব্যসনিবালভীতাদি যোজিতঃ।
অসংবদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি॥'—২. ৩৩।

ওঘ্লুস্, খলীল বেগ ও পীরী বেগের মধ্যে এক জন নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। অন্যান্য আরও অনেক মসজিদও এই নগরে দেখিতে পাওয়া যায়। তুলাশোধনের ও তৈলের ও কয়েকটী এবং অন্যান্য কয়েকটী কলকারখানা এখানে আছে।

অদন প্রদেশ পাঁচটী সন্জক বা জেলায় বিভক্ত। এই পাঁচটী জেলার নাম—অদন, মের্সীন, ইচ্-ইল্, কোজ়ান ও জবল বরকৎ। অদন প্রদেশর কজ়.-সংখ্যা ১৫, নহিয়েসংখ্যা ২২ এবং গ্রাম-সংখ্যা ১৬৪৪। অদন প্রদেশের অধিবাসী অধিকাংশ মুসলমান, তাহার পর গ্রিগরিয়ান্ ও আর্মেনিয়ান্ এবং তাহার পর প্রাচীনপন্থী গ্রীক্। অদন সন্জকের কজ়.-সংখ্যা ৫, নহিয়ে-সংখ্যা ৫ ও গ্রাম-সংখ্যা ৫৯৯।

[V. Cuinet : La Tarquie d'Asie, ii. 3-40 : Ch. Texier : Asia Mineure, 731 ; En, Islam, i. 129]

অদন্ত—[নঞ্ বহু°] ১ যাহার দন্তোদ্গম হয় নাই, অজাতদন্ত (শিশু)॥ আপ্°॥ ২ যাহার দন্ত স্খলিত হইয়াছে, দন্তহীন।—ঋ° ১. ১৮৯. ৫ ; ১০. ৭৯. ৬॥ বো-রো° আপ্°॥ ৩ জলৌকা, জোঁক॥ আপ্°॥ ৪ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম পূষার নামবি°। দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের সময় বীরভদ্র-কর্তৃক ইনি দন্তহীন হন॥ আপ্°॥ ~ক—বিণ, দন্তহীন প্রাণী।—শ-ব্রা° ১. ৭. ৪. ৭॥ বো-রো°॥ ~ী—(মূ°- অদন্তিন্) দন্তহীন।

অদন্তবগ্গ — অঙ্গুত্তর-নিকায়ের এক নিপাতের চতুর্থ অধ্যায়, অসংযত মনকে সংযত করিবার জন্য ইহাতে দশটী সুত্ত আছে।—অঙ্গু নি° ১. ৬॥ MDPP॥

অদন্ত্য—[অ + দন্ত্য + —পা° ৬. ২. ১৫৬ (কাশিকা°) স্ত্রী— -া] বিণ, ১ দন্তের উপযুক্ত নহে, দন্তের পক্ষে ক্ষতিকর॥ আপ্° মনি°॥ ২ দন্তসম্বন্ধীয় নহে॥ আপ্°॥

অদব.স্ত—আইন-ই-অক্বরীতে উল্লিখিত উড়িষ্যার এক জন ভূস্বামী।—Blochmann: Ain-i-Akbari, 526.

অদব্‌-ার-ই-কিরাইন্—অর্থ, সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়সমূহের বৃত্তনিচয়। বিধান-বিষয়ক গ্রন্থবি°। আইন-ই-অক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু রচয়িতার নাম নাই।—Jarrett : Ain-i-Akbari, ii. 9.

অদব্ধ—[বৈদিক। নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অভঙ্গ, অক্ষত।—ঋ° ৪. ৫৫. ৩; ৬. ৪৮. ১০ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ খাঁটি, সত্য। 'সহস্রধারঃ সু ভিরদব্ধঃ পরি স্রব'—ঋ° ৯. ৯৭. ১৯ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অপ্রতিহত। 'অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি'—ঋ° ১. ২৪. ১০ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~ধীতি — বিণ, যাহার কার্য অভঙ্গ বা খাঁটি। 'অর্যমণং ভগমদব্ধধীতিনচ্ছা বোচে'—ঋ° ৬. ৫১. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~ব্রতপ্রমতি—[অদব্ধব্রত (অদব্ধ + ব্রত + প্রমতি] বিণ, অনুপহত বা অহিংসিত কর্মে মতিবিশিষ্ট, অপ্রতিহতকর্মা। 'অদব্ধব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ'—ঋ° ২. ৯. ১; য° ১১. ৩৬; তৈ-স° ৩. ৫. ১১. ২; ৪. ১. ৩. ৩; মৈ-স° ২. ৭. ৩; ৭৭. ১৪; ঐ-ব্রা° ১. ২৮. ৩৪; শ-ব্রা° ৬. ৪. ২. ৭। ~ায়ু [অদব্ধ + আয়ু] বিণ, পবিত্র ভোক্তা।—বাজ-স° ২. ০ ॥ বো-রো° ॥ ~াসু—[অদব্ধ + অসু] পবিত্র জীবন। 'অদব্ধাসুর্ভ্রাজমানোঽহেব ত্রিতো ধর্তা দধার ত্রীণি'—অ° ৫. ১. ১ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদম্ভ—বিণ, বঞ্চনাশূন্য। 'তা বৃধন্তাবনু দ্যূন্মর্তায় দেবাবদভা'—ঋ° ৫. ৮৬. ৫ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদভুত — [প্রা° বা°, পদ্যে] বিণ, অদ্ভুত, আশ্চর্য। 'টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত'—প-ক° ১০৯. ৩।

অদভ্র — [নঞ্‌তৎ] বিণ, অজস্র প্রচুর, বহু। 'দেবা অদভ্রমাশ বো যমাদিত্যা অহেতন'—ঋ° ৮. ৪৭. ৬ ॥ বো-রো° অম° ৩. ২. ১২; অভিধা° ১৪২৯; আপ্° শব্দ° ॥

অদম — ভবিষ্যপুরাণে (প্রতি° ১. ৪) উল্লিখিত বিষ্ণুর শরীরের মলা হইতে উৎপন্ন পুরুষ। [বিস্তৃত বিবরণ আদম শব্দে দ্র°।]

অদমনীয়, অদম্য—[নঞ্‌তৎ] বিণ, দমনের অসাধ্য, দমন করিতে পারা যায় না এইরূপ, দুর্দান্ত, অজেয়।

অদন্ত — [নঞ্‌বহু°; স্ত্রী — -া] ১ শিবের নামবি° ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ বিণ, যাহার দন্ত নাই, দন্তশূন্য, ছদ্মহীন ॥ আপ্° ॥

অদম্ভিত্ব—সরলতা ॥ মনি° ॥

অদম্য—বিণ, ১ অদমনীয়, অজেয়। ২ যে গো-বৎসের তিন বৎসরের অধিক বয়স হয় নাই ॥ আপ্° ॥

অদয়—[নঞ্‌বহু°] বিণ, ১ যাহার দয়া নাই, নির্দয়, নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ। 'অদয়ো বীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ'—ঋ° ১০. ১০৩. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ ক্রি-বিণ, নিবিড়, গাঢ় (আলিঙ্গন)। 'ইচ্ছামি চৈনমদয়ং পরিরব্ধুমঙ্গৈঃ'—বিক্রম° ৫. ৪২ ॥ বো-রো° ॥ ~ালু—দয়াশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর ॥ মনি° ॥

অদর—প্রভূত, প্রচুর, অল্প নহে ॥ মনি° ॥ ~ক—১ মানুষের নামবি° ॥ মনি° ॥ ২ গর্গাদিগণের এক জনের নাম-বি° ॥ বো-রো ॥ ~কারী—অনাবশ্যক। ~শ—[প্রা° বা°] অদর্শন। 'কানুক অদরশে ঐছে বেয়াকুল'—প-ক° ১৮৯. ২।

অদরগুঞ্জি — বোম্বাই প্রদেশে ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী স্থান। ৯৭১ খ্রী° (৮৯৩ শক°) পশ্চিমগঙ্গ-বংশীয় পরমানডি মারসিংহের একটী তাম্রশাসন এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে দেখা যায় যে, মারসিংহ রাষ্ট্রকূট খোটিকের অধীন পুলিগেরের অন্তর্গত গঙ্গবাড়ি ও বেলবোল জেলার শাসনকর্তা ছিলেন।

[IA, vii. 270-1; xii. 255-6: EI, vi. 180, 185; Bhandarkar: Early Hist. of Dekkan, 73-4; BG, i. pt.-ii, 306, 307, 422]

অদর্নি—পার্শীদিগের বিবাহকালীন নিমন্ত্রণ-অনুষ্ঠান-বি°। ইহা বিবাহের পূর্বে হিন্দুদিগের আশীর্বাদের অনুরূপ। পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে এই অনুষ্ঠান চলিয়া থাকে। বিবাহদিবসের পূর্বে বা বিবাহদিবসে বিবাহের পূর্বে 'অদর্নি'-দিবস প্রতিপালিত হয়। প্রথমে পাত্রের মাতা কয়েক জন আত্মীয়া ও বন্ধু-সহকারে সঙ্গীতাদি করিয়া পাত্রীর গৃহে গমন করে ও পাত্রীকে বেশভূষা ও অলঙ্কার পরাইয়া দেয়। পাত্রীর মাতা তাহাদিগকে মিষ্টান্ন আহার করাইয়া আপ্যায়ন করে এবং তাহাদের সহিত যে সমস্ত বালক আসে তাহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করে। পাত্রপক্ষ ফিরিয়া আসিবার পর আবার পাত্রীর মাতা আত্মীয়া-বন্ধুসহকারে অনুরূপভাবে পাত্রের গৃহে আগমন করে ও পাত্রকে বস্ত্রাদি দান করে। তৎসহ পাত্রীর মাতাকেও বস্ত্রাদি দান করিতে হয়। [পার্শী বিবাহ দ্র°]—BG, ix. pt.-ii, 233.

অদরিদ্র — [নঞ্‌-বহু°] যাহাতে দরিদ্র নাই, দরিদ্রহীন ॥ ব-শব্দ° ॥

অদর্শ—১ আরসী, আয়না, মুকুর ॥ অম° বো-রো° আপ্° ॥ ২ শুক্লপক্ষের দিন-বি° অম° বো-রো° ॥ মনি° আপ্° গোল্ড° ॥ ~ন—১ [নঞ্‌-বহু°] বিণ, যাহার দর্শন নাই, দৃষ্টিবহির্ভূত। 'অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি'—পা° ১. ৪. ২৮ ॥ অম° শব্দ° আপ্° ॥ ২ দর্শনের অভাব, অসাক্ষাৎ। পর্যায়—বিনাশ ॥ অম° শব্দ° ॥ 'ব্রাহ্মণাদর্শন'—মনু° ১০. ৫৩ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অশ্রবণ, অনুপলব্ধি, লোপ। 'অদর্শনং লোপঃ'—পা° ১. ১. ৬০; 'অদর্শনগত' — রা° (গো°) ২. ৫২. ২৪ ॥ বো-রো° ॥ ৪ নেত্রহীন। ৫ তিরোভাব, অন্তর্ধান। ৬ (বা°) মৃত্যু। ~ন-পথ—দর্শনবহির্ভূত পথ। 'সোঽদর্শনপথং যাতো মর্ত্যানাং ভূমিচারিণাম্'—ইন্দ্র° ১. ৩১ ॥ বো-রো° ॥ ~নীয়—বিণ, অদৃশ্য, যাহা দর্শনযোগ্য নহে।—পঞ্চত° ১৩৮. ২৭ ॥ বো-রো° ॥

অদর্শনা—মাতৃকাবি°। অন্ধকাসুরের রক্তপানের জন্য মহাদেব বহুসংখ্যক মাতৃগণের

সৃষ্টি করেন, অদর্শনা তাঁহাদিগের অন্যতমা [অন্ধকাসুর দ্র°]।—মৎস্যপু° ১৭৯. ২৭।

অদল — ১ [নঞ্‌-তৎ] বিণ, দলশূন্য, পাপড়ীবিহীন, পত্রশূন্য ॥ আপ্‌° ॥ ২ [বৈদ্যক] হিজ্জলবৃক্ষ ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° আপ্‌° ॥ ~**বদল**—[হি° অদল্ + অ.।—বদল। আ° বদল > অদল্ অনুশব্দ] আদানপ্রদান, বিনিময়, পালটা-পালটি, হের-ফের, এক জিনিস দিয়া অন্য জিনিস লওয়া। ~**হুকুমি**—যিনি (রাজাই) আদেশের প্রত্যাহার করেন। ~**া**—[বৈদ্যক] স্ত্রী° ১ দলহীনা। ২ ঘৃতকুমারী ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° আপ্‌° ॥

অদশ₁—[বৌ° বা° প্রা°] আদর্শ। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা অন্তরালে মোহ তইসা'—বৌ° গান ও দোহা, চ. ৪৬. ১।

অদশ₂—[সং°-অদশন্। অ+দশ] দশ নহে। 'তং বৈ দশভিরেব ক্রীনীয়ান্নাদশভিঃ'—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৩. ১৮ ॥ বো-রো° ॥ ~**মাস্য** – বিণ, দশ মাসের অধিক নহে।—শ-ব্রা° ৪. ৫. ২. ৪ ॥ বো রো° ॥

অদস্‌সনা সুত্ত—পঞ্চসংস্কার-(সত্তারা) সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় কিরূপে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয় পালিপিটকের এই সুত্তে তাহা বলা হইয়াছে।—সংযুক্ত° ৩. ২৬০ ॥ MDPP ॥

অদস্তান—কাশ্মীরের রাজধানীর নামান্তর। ঝিলাম নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। কাশ্মীর নগর হইতে ইহার দূরত্ব ১৩ মাইল। M. Reinaud ইহাকে অদ্দস্তান এবং Cunninghum পন্দ্রিফন বলিয়াছেন। 'পন্দ্রিফন' 'পুরাণাধিষ্ঠান'-(প্রাচীন প্রধান নগরী)-এর অপভ্রংশ।—EHI, i. 64.

অদস্থ্য — ['অদস্তুতি' — পা° ৮. ২. ৮০ (কাশিকা°)] হইয়া ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদহক্কৃত্য — ঐ কাজ সমাপ্ত করিয়া ॥ মনি° ॥

অদহনীয়—বিণ, দহনের অযোগ্য, অদাহ্য।

অদাক্ষিণ্য—রুক্ষতা, অকরুণতা ॥ মনি° ॥

অদাতা—[সং°-অদাতৃ ; অ+দাতৃ] বিণ, ১ যে দাতা নহে, দানবিমুখ ॥ শব্দ° ॥ ২ অদানশীল, কৃপণ, দানকৃপণ ॥ শব্দ° ॥ 'আদাননিত্যাচ্চাদাতুঃ' -- মনু° ১১. ১৫ ॥ আপ্‌° শব্দ° ॥ ৩ যে কন্যাদান করে না, অসম্প্রদাতা। 'কালেঽদাতা পিতা বাচ্যঃ'—মনু° ৯. ৪ ॥ আপ্‌° ॥ ৪ যে দানপ্রতিভূ নহে ॥ আপ্‌° ॥

অদাদি — যাহার অগ্রে 'অদ্' এই শব্দ আছে ॥ আপ্‌° মনি°

অদান—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, ১ যাহার দান নাই, কৃপণ, দানের প্রবৃত্তিহীন। 'বশায়া অদানায়' — অ° ১২. ৪. ৫১ ॥ বো-রো° ॥ ২ দানবারি-রহিত। 'অদানঃ পীনগাত্রশ্চ নিন্দ্যাত এব গর্দভঃ'—পঞ্চত° ২. ৭৩ ॥ বো-রো° আপ্‌ ॥ ৩ অযোগ্য দান, অন্যায় দান। ৪ [প্রা° বা°] দানহীন, শুল্কহীন। 'আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়'—প-ক° ২২০৩. ৩।

অদান্ত—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, ১ অশান্ত। ২ অবশীভূত, অদমিত, দুর্দান্ত। ৩ তপঃক্লেশ-সহিষ্ণু।

অদান্য—বিণ, দানযোগ্যহীন। 'অদান্যাৎসোমপন্মন্যমানঃ'—অ° ২. ৩৫. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অদাবদ—বোম্বাই প্রদেশে পূর্ব খান্দেশ জেলার অন্তর্গত ছোপ তালুকের একটা নগর। অক্ষা° ২১° ১৩′ উ° ; দ্রাঘি° ৭৫° ২৮′ উ°। অধিবাসীর অধিকাংশ তদ্বি ভীল। এক সময় এই নগর ছোপ তালুকের মুখ্যনিবেশ ছিল। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটা দুর্গ ছিল। দুর্গটীর ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে পরিষ্কার করা হইয়াছে। 'লালবাগ' নামক একটী স্থান দর্শনীয় বিষয়, উহার চারিদিকের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের উত্তরে একটী পুরাতন মসজিদ বর্তমান, ঐ মসজিদের সোপানে ১৬৭৮ খ্রী°-র একটী লিপি আছে। নগরের দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে উনাবদেবের উষ্ণপ্রস্রবণ অবস্থিত। —IA, v. 9.

অদাম — [সং°-অদামন্ ; অ+দাম] বিণ, অযথাচরণ। 'মাত্বদামান আ দভন্মঘোনঃ'—ঋ° ৬. ৪৪. ১২ ॥ বো-রো° ॥

অদাভ্য—বিণ, ১ বিশ্বাসযোগ্য, বঞ্চনামুক্ত —ঋ° ১. ২২. ১ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ২ অহিংস্য। 'ইন্দ্রং দিপ্সন্তি বিপ্সবোঽদাভ্যম্'—ঋ° ৭. ১০৪. ২০ ॥ বো-রো° ॥ ৩ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের একটী গ্রহের নাম।—কা-শ্রৌ° ৭. ৬. ২৮ ॥ মনি° বো-রো° গোল্ড° ॥

অদায়—[ন দায় যাহার—বহু°] বিণ, ১ যাহার দায় নাই ॥ আপ্‌° ॥ ২ পৈতৃক ধনাদিতে অনধিকারী। ~**াদ**—[নঞ্‌-তৎ] বিণ, যে দায়াদ নহে, যে দায়গ্রহণে অধিকারী নহে, অ-গোত্ররিক্থহর। 'পুমান্দায়াদোঽদায়াদা স্ত্রী'—নিরুক্ত° ৩. ৪ ॥ আপ্‌° বো-রো° শব্দ° ॥ ~**াদবান্ধব**—ষড়্‌বিধ দায়গ্রহণে অধিকারী জ্ঞাতি যে নয় [অদায়াদ দ্র°]। 'অদায়াদবান্ধবাঃ' — মনু° ৯. ১৫৪. ১৬০ ॥ বো-রো° ॥

অদায়িক — [নঞ্‌-বহু°] বিণ, যাহার দায়িক (দায় গ্রাহক) পুত্রাদি নাই ; উত্তরাধিকাররহিত (উণাদি)। 'অদায়িকং রাজগামি' —মিতা° ২১২. ১৪ (কাত্যা°) ॥ আপ্‌° ॥

অদার—[নঞ্‌-বহু°] বিণ, ১ যাহার দার নাই, বিপত্নীক, স্ত্রী-হীন। ॥ আপ্‌° ॥ ২ অকৃতদার, অবিবাহিত। '(বানরাঃ) অদারাশ্চ সদারশ্চ'—রা° (গো°) ৪. ১৮. ১৫ ॥ বো-রো° ॥ ~**সৃৎ**—[অদার+সৃৎ] বিণ, অক্ষত অবস্থায় পলায়ন। 'অদারসৃদ্ভবতু দেব সোম' — অ° ১. ২০. ১ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদাশু — ১ অযজমান।—ঋ° ৭. ১৯. ১ ॥ বো রো° ॥ ২ [অ+দাশু] বিণ, অদাতা, অধার্মিক। 'জধন্বা অদাশূন্'—ঋ° ১. ১৭৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অদাশুরি—[অ+দাশুরি] বিণ, অদানবিশিষ্ট, অদানশীল। 'যন্তে রেবাঁ অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ মঘত্তয়ে'—ঋ° ৮. ৪৫. ১৫ ॥ বো-রো° ॥

অদাস — [নঞ্‌-তৎ] ১ দাসভিন্ন।

'অদাসং দাসজীবনং স্মৃতে' — মনু° ১০. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ২ দাসত্বমুক্ত ব্যক্তি, স্বাধীন। 'অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি' — মহা° ৩. ২৭১ ২১ ॥ বো-রো° আপ° ॥

অদাহন—[সং° পং° । নঞ্-বহু°] বিণ, যে স্থানে দাহন হয় নাই, যে স্থানে শবদাহ হয় নাই।

অদাহ্য,—১ [স্ত্রী—-া ; বি—-তা ; নঞ্-তৎ] বিণ, দহনের অযোগ্য, যাহাকে পোড়ান যায় না এরূপ। ২ যাহাতে সহজে অগ্নিসংযোগ হয় না এরূপ। ৩ স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে অগ্নি সংস্কারের অযোগ্য [দাহ্য (স্মৃতি) দ্র°]।

অদাহ্য, (incombustible)—পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে তাহার যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, সে সম্বন্ধে খ্রী° ১৭শ শতক হইতে রসায়নতত্ত্ববিদ্গণ বহু গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। ১৬৬৫ খ্রী° Robert Hooke সর্বপ্রথম পদার্থের দহন-সিদ্ধান্ত (theory of combusi n) প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে—(১) বাতাসে সকল প্রকার দাহ্য বস্তুই দ্রবীভূত হইয়া থাকে এবং (২) এই দাহ্য বস্তুগুলি অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া সেই সেই পদার্থকে অত্যধিক উত্তপ্ত করে। ফলে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

১৭২৩ খ্রী° George Ernst Stahl 'Fundamenta Ghymiae' নামক গ্রন্থে দহন-সিদ্ধান্তকে নূতন ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তের নাম দিয়াছিলেন phlogiston theory. এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে প্রত্যেক দাহ্য বস্তুতে phlogiston নামক এক প্রকার দহনকারী বস্তু আছে। এই বস্তুর সাহায্যেই দাহ্য বস্তুর দহন হইয়া থাকে। কয়লা, তৈল, কাষ্ঠ প্রভৃতিতে phlogiston বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় ঐ সকল বস্তুর দহন হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তুর দহনকালে ঐ সকল পদার্থ হইতে phlogiston বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় ঐ সকল বস্তুর দহন হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তুর দহনকালে ঐ সকল পদার্থ হইতে phlogiston প্রবল বেগে বিতাড়িত হইতে থাকে এবং তাহার ফলেই আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। যে সকল পদার্থে phlogiston থাকে না সেগুলিকে অদাহ্য বলা হয়। দাহ্য বস্তু হইতে phlogiston বিতাড়িত হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে calx বলে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দাহ্য বস্তু = phlogiston + calx.

Antoine Laurent Lavoisier (১৭৪৩—১৭৯৪)-এর পূর্বে এই phlogiston theory প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু Lavoisier ১৭৭২ খ্রী° এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করেন। কারণ এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে দাহ্য বস্তুর দহনের পর phlogiston বিতাড়িত হইবার ফলে তাহার ওজন হ্রাস হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, দহনের পর সাধারণতঃ দাহ্য বস্তুর ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট আয়তন বায়ুর মধ্যে উহাকে দহন করিলে যে পরিমাণে বায়ুর ওজন কমিয়া যায় ঠিক সেই পরিমাণে দাহ্য বস্তুর ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অতএব Lavoisier-এর মতে, বাতাসে যে oxygen আছে, তাহারই সাহায্যে পদার্থের দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং যে পরিমাণে ঐ oxygen বায়ু পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় ঠিক সেই পরিমাণে উহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

যে সকল বস্তু নিজেরা জ্বলে তাহাদিগকে দাহ্য বস্তু বলা হয়, যেমন—hydrogen, carbon monoxide, marsh gas (CH_4) ইত্যাদি। যে সকল বস্তু নিজেরা জ্বলে না তাহাদিগকে অদাহ্য বলা হয়, কিন্তু তাহারা দাহ্য বস্তুকে দহন করিবার সহায়তা করিতে পারে, যেমন—oxygen. কিন্তু দাহ্য ও অদাহ্য এই দুই বস্তুর মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। কারণ একটা অপরটার সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। সেই কারণে এই দুই উক্তিকে আপেক্ষিক উক্তি (relative term) বলা যাইতে পারে। দাহ্য ও দহন করিবার সহায়ক এই দুই বস্তুর সংযোগে দহন-কার্য সম্পন্ন হয়। আমরা যে বায়ুমণ্ডলে বাস করি তাহাতে oxygen বাষ্প বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। অতএব একটা কাঁচের নলের মধ্য দিয়া hydrogen চালাইয়া ঐ নলের মুখে আগুন জ্বালাইয়া দিলে দেখা যায়, hydrogen বাষ্প oxygen-পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বলিতে থাকে, সেই কারণে hydrogen-কে দাহ্য বস্তু বলা হয়। কিন্তু যদি ঐ নলের ভিতর oxygen বাষ্প চালাইয়া এবং উহাকে hydrogen বাষ্পের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া জ্বালান হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে oxygen, hydrogen-এরই মত নলের মুখে নিজেই জ্বলিতেছে। অতএব oxygen যাহাকে পূর্বে অদাহ্য বা দহন করিবার সহায়ক বলা হইত, তাহাকে এখন দাহ্য বাষ্প বলা যাইতে পারে। এইরূপে coal gas, carbon monoxide (CO), amonia (NH_3), marsh gas (CH_4) প্রভৃতি বাতাসে জ্বলিতে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দাহ্য বস্তু এবং বাতাসকে অদাহ্য বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত নিয়মে বাতাসকেও এই সকল বাষ্পের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া জ্বালাইতে পারা যায় এবং এজন্য বাতাসকেও দাহ্য বস্তু বলা যাইতে পারে। অতএব দেখা যায়, দাহ্য ও অদাহ্যের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। যাহা দাহ্য তাহাকে অদাহ্য বা দহন করিবার সহায়ক ও যাহা অদাহ্য তাহাকে দাহ্য বলা যাইতে পারে।

শ্রীফণিভূষণ সেন

অদিক্ক—বিণ, দিগ্‌আকাশ হইতে বিতাড়িত। —শ-ব্রা° ১৩. ৮. ১-৫ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদিচনল্লুর—মাদ্রাজপ্রদেশে তিনেভেলি জেলার অন্তর্গত শ্রীবৈকুণ্ঠম্ তালুকের একটী গ্রাম। অক্ষা° ৮° ৩৮' উ° ; দ্রাঘি° ৭৭° ৫০' পূ°। শ্রীবৈকুণ্ঠমের দেড় ক্রোড় পশ্চিমে ও পালমকোটা হইতে ৭॥ ক্রোশ দূরে তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। খননকার্যের ফলে এখানে একটী সুপ্রাচীন স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত Rea

১৮৯৯ খ্রী° প্রথম খননকার্য আরম্ভ করেন এবং তখন হইতে খননকার্য চলিতে থাকে। এই আবিষ্কৃত প্রাচীন স্থান দক্ষিণ ভারতের একটী সুবিস্তৃত মৃতদেহ-সংকারভূমি। নদীর দক্ষিণ তীরে এক শত একর-পরিমিত একটী উচ্চ ভূমিতে শত শত মৃতদেহের ভস্মপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতি ৬ ফুট অন্তর ৩ হইতে ১০ ফুটের মধ্যে মাটীর নীচে এই ভস্মপাত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে। পাত্রগুলি প্রস্তরনির্মিত। ভস্মপাত্রগুলি ব্যতীত বহু ব্রোঞ্জ ও লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি ও সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারও পাওয়া গিয়াছে। লৌহনির্মিত দ্রব্যগুলি প্রধানতঃ ছোট ছোট আলোকাধার, তরবারি, বর্শা, ছুরি, তক্ষক, বাটালি, হাতুরি, লৌহবলয়, লৌহযষ্টি, কুঠার, তীর, ত্রিশূল প্রভৃতি। ব্রোঞ্জের দ্রব্যাদির মধ্যে ছোট ছোট বাটী, কলস, সম্পুটপাত্র, দীপাধার উল্লেখযোগ্য। কয়েকটী পাত্রের গঠন অতি সুন্দর ও সেগুলি বেশ চিক্কণ। মাদ্রাজ মিউজিয়মে এই সমুদয় দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে জানা যায়, এই স্থানের সন্নিহিত স্থানে একটী নগর ছিল। Rea-র অভিমত যে, এই ধ্বংসাবশেষ একটী পাণ্ড্য নগরের ধ্বংসাবশেষ। কারণ মৃতদেহের ভস্ম পাত্রে রক্ষা করা পল্লব ও পাণ্ড্যদিগের রীতি ছিল।—IG, v. 21·2.

অদিৎসৎ — বিণ, দেওয়ার পক্ষে নয়, দান করিতে অনিচ্ছুক। 'অদিৎসন্তং চিদা-ঘৃণে পূষন্দানায় চোদয়' — ঋ° ৬. ৫৩. ৩; বাজ-স° ৯. ২৪; মনু° ১০. ১১৩ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদিৎসু — দান করিতে অনিচ্ছুক।—মনু° ৯. ১১৮ ॥ বো-রো° ॥

অদিতি১—১ মৃত্যু। 'স যদ্ যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত, সর্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং'—বৃহ-উ° ১. ২. ৫ ॥ আপ্° ॥ ২ ঈশ্বরের গুণনাম ॥ আপ্° ॥ ৩ [ন.দাতুং শক্তিঃ] স্ত্রী°, দান করিবার অক্ষমতা, দারিদ্র্য ॥আপ্°॥ ৪ পৃথিবী, ভূমি ॥ আপ্° ॥ ৫ আদিত্যের মাতা অদীনা ॥ আপ্° ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ৬ স্বাধীনতা ॥ আপ্° ॥ ৭ গাভী ॥ আপ্° মনি° ॥ ৮ দুগ্ধ ॥ আপ্° মনি° ॥ ৯ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপ মুনির পত্নী ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ [অদিতি২ দ্র°] ১০ পত্নী ॥ মনি° ॥ ১১ বিণ, মুক্ত, বন্ধনশূন্য ॥ আপ্° মনি° ॥ ~জ, -নন্দন—[অদিতি+√জন +ড ক; অদিতির নন্দন—৬-তৎ] ১ দেবতা ॥ আপ্° মনি° ॥ ২ অদিতির পুত্র ॥ মনি° ॥ ৩ সূর্য ॥ অম° ১. ১. ১৩; বো-রো° ॥ ~সুত—দেবতাগণ, অদিতির পুত্র। ~ত্ব —১ অদিতির ভাব বা অবস্থা। 'এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ'—বৃহ-উ° ১. ২. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ স্বাধীনতার অবস্থা।—ঋ° ৭. ৫১. ১ ॥ বো রো° ॥ ৩ অন্তরঙ্গতার অবস্থা।

অদিতি২—ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদের দৃশ্যরূপ যে ভৌতিক তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সেই সমস্ত দেবতার দৃশ্যরূপ কি প্রকার তাহা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই। এই দৃশ্যরূপ-সম্বন্ধে বৈদিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ আছে। অগ্নি, সবিতা, সূর্য, মরুৎ, বায়ু, উষা, রাত্রি, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতির স্বরূপ স্পষ্ট ও সুপরিচিত। কিন্তু এমন অনেকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের স্বরূপ এরূপ নয়। এই জন্য প্রাচীন কাল হইতে দেবতাগণের স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের অনুসন্ধান-ফল ভিন্ন হইয়াছে। অধুনাতন পণ্ডিতগণের মতও নানা প্রকার। এ অবস্থায় অদিতির স্বরূপ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কঠিন।

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে অদিতি —কোন দেবতার স্বরূপদ্যোতক শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে সেই দেবতা বা শব্দের যত বেশীবার উল্লেখ থাকে, অর্থনিরূপণের পক্ষে সুবিধা তত বেশী হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে অদিতি শব্দের প্রয়োগ অন্যূন ১৪০ বার আছে। এই শব্দে শতাধিক স্থানে অদিতি নামক দেবী লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে কিংবা অন্যান্য দেবতার সহিত অথবা শুধু অদিতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থানগুলিতে অদিতি শব্দে অন্যান্য দেবতা অথবা তাঁহাদের গুণদ্যোতক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদে অদিতি শব্দ কোন কোন স্থানে অগ্নির গুণবাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।—

'যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা' —ঋ° ১. ৯৪. ১৫। (হে শোভনধনযুক্ত অখণ্ডনীয় অগ্নি! যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর)।

'ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী ॥—ঋ° ২. ১. ১১।

হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতি-দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধনপালক, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।

'বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাম্' — ৪. ১. ২০ (অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক। 'সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধামভিরস্য মর্ত্যঃ'—৮. ১৯. ১৪ (যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অদিতিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে)। ৭. ৯. ৩ ঋকেও অগ্নির বিশেষণরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।—'অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্ত্সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ।' অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভন-গৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি ও আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি)। আবার ৮. ৪৮. ২ ঋকে সোমকে (চন্দ্র বা সোমলতাকে) অদিতিরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। ৫. ৪৪. ১১ ঋকে সোমরস পান করিয়া যে মত্ততা হয় তাহাকে অদিতি অর্থাৎ অদিতির ন্যায় বিস্তৃত বলা হইয়াছে।— 'শ্যেন আসামমদিতিঃ কক্ষ্যো

মধো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ'। বিশ্ববার, যজত ও মায়ী (এই তিন ঋষির সোমরসজনিত) মত্ততা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী ও অদিতির ন্যায় বিস্তৃত। 'বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চা-নিন্দ্র গ্রাবাণো অদি‌তিঃ সজোষাঃ।' এই ৫. ৩১. ৫ ঋকের 'গ্রাবাণো অদিতিঃ' পদের অর্থ সম্ভবতঃ 'অতি বিস্তৃত পাষাণসকল'। ১০. ১১ ১ ঋকেও 'অদিতির' অর্থ 'অতি বিস্তৃত'।—'বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অ'দতেরদাভ্যঃ'।

প্রায় পঞ্চষষ্টিরও অধিক ঋকে দেবী অদিতিকে আবাহন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেবতার সহিত অন্ততঃ ৪০ বার তিনি সম্বোধিত হইয়াছেন। দেখা যায়, অন্যূন ৩৮ বার মিত্র ও বরুণের সহিত অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবীর সহিত অন্ততঃ ২৭ বার এবং সিন্ধুর সহিত ১০ বার, অমর্ত্য ও ইন্দ্রের সহিত ১২ বার, ভগদেবতার সহিত ৯ বার, অগ্নি ও মরুদ্গণের সহিত ৬ বার, পূষা, বিষ্ণু ও সবিতার সহিত ৪ বার, সোম ও বায়ুর সহিত ৩ বার, রুদ্রগণ, বসু ও ব্রহ্মণ-স্পতির সহিত ২ বার এবং অন্যান্য দেবতার সহিত ১ বার দেবী অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের বহু স্থানে যেখানে অদিতির কথা বলা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার অনেক-গুলি গুণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫. ৬৯. ৩; ৭. ৩৮. ৪; ৮. ১৮. ৪; ১০. ১০. ২; ১০. ২৬. ৩ প্রভৃতি সূক্তে তাঁহাকে দেবী আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ১. ২৪. ১, ২ ও ৮. ২৫. ৩ ঋকে অদিতিকে 'মহতী'—বিরাট্ বলা হইয়াছে। অদিতি 'অনর্ব্রা' অর্থাৎ স্থির ও অপরিবর্তনীয়া (২. ৪০. ৬; ৭. ৪০. ৪; ১০. ৯২. ১৪)। তিনি নিষ্পাপা — অনাগা (১. ২৪. ১৫; ১. ১৬২. ২২)। কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না — তিনি 'অনেহস' (সায়ণ—১০. ৬৩. ১০)। অদিতি মাতা (৮. ২৫. ৩)। তিনি 'সর্বতাতি', 'উরুব্যচা' অর্থাৎ 'সর্ব-ব্যাপিনী' (৫. ৪৬. ৬; ১০. ১০০. ১)। তিনি সুসন্তানবিশিষ্টা (৩. ৪. ১১)—তাঁহার পুত্রগুলি রাজা, তিনি 'রাজমাতা' (২. ২৭. ৭)। তিনি 'সুহবা'—সম্যক্ আহূতা (৭. ৪০. ৪)। তাঁহার গৃহ অতি সুন্দর বলিয়া তিনি 'সুশর্মা' (১০. ৬৩. ১০)। তিনি অদ্বিতীয়া (৮. ১৮. ৬)। তিনি সমুজ্জ্বলদেহা - 'ঋতাবতি' (৮. ২৫. ৩)। তাঁহার গতি প্রোজ্জ্বল ('ঋতাবৃধ'—৮. ৮২. ১০)।

অদিতি-সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। ঋষি শুনঃশেপ[1] যূপে আবদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'কে আমাকে এই মহতী অদিতিতে (পৃথিবীতে) আবার মুক্তিদান করিবে যাহাতে আমি পিতা ও মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) দর্শন করিতে পারি'। —১. ২৪. ১। দীর্ঘতমার মতে মিত্রাবরুণ একত্র ভ্রমণ করিয়া অদিতিকে রক্ষা করেন। —১. ১৫২. ৬। একদা ইন্দ্র মহিমাদ্বারা অদিতি (পৃথিবী) ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।—৭. ১৮. ৮। ১০. ৬৩. ২ ঋকে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে, তাঁহারা যেন অদিতি ও আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ১. ১১৩. ১৯ ঋকে উষাকে দেবগণের মাতা ও অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী বলা হইয়াছে। ১০. ৫. ৭ ঋকে বলা হইয়াছে—অগ্নি অসৎ বটেন, সৎও বটেন; তিনি পরম ব্যোমে সংস্থিত আছেন। তিনি অদিতির উপরে, দক্ষের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। এখানে সায়ণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে যে অপরিণত অবস্থা ছিল তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে, আর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা সৎ। ১০. ৭২ সূক্তে জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি দেবকর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগের নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।—১০. ৭২. ২। দেবোৎ-পত্তির পূর্বতনকালে অবিদ্যমান হইতে বিদ্য-মান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ (বৃক্ষ—সায়ণ) হইতে দিক্‌সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ হইতে ভূ জন্মিল, ভূ হইতে দিক্-সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন (অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা; দক্ষ আবার অদিতির পুত্র)।—১০. ৭২. ৪। অদিতি যে জন্মিলেন তিনি দক্ষের কন্যা; তাঁহার পরে দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী। —১০. ৭২. ৫। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য হইতে প্রচুর ধূলি উৎপন্ন হইল। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্রতুল্য আকাশের মধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন। দেবতারা সেই সূর্যকে প্রকাশ করিলেন। অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি তন্মধ্যে সাতটী লইয়া দেবলোকে গেলেন; কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই অতি পূর্বতনকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন, আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।—১০. ৭২. ৫-৯।

অদিতির পুত্রগণ বা আদিত্যগণের সহিত অদিতির সম্বন্ধের গুরুত্ব যথেষ্ট। আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। ২. ২৭. ১ ঋকে (=উ' ম° ম° ৩৪. ৫৪ = কা° ১১. ১২ = নি° ১২. ২৬) ছয় জন আদিত্যের নাম আছে। ছয় আদিত্য—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ঋক্‌টী এই—

ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রা-
জভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো
বরুণো দক্ষো অংশঃ॥

[1] শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করা হইয়াছিল (৫. ২. ৭)। এখানে 'আবদ্ধ' বুঝাইতে 'দিত' (দা [বন্ধন করা] + ক্ত) পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার বিশেষ্যপদ 'দিতি' = বন্ধন binding. সুতরাং অদিতি—বন্ধনরাহিত্য, bondlessness, unbinding. ৮. ৬৭. ১৮ ঋকে আদিত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'তোমরা হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে বদ্ধ চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর'—'তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত। স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে।'

মৈত্রায়ণী-সংহিতাতে দক্ষের নাম নাই। তাহাতে আছে—অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ সোচ্ছিষ্টমাশ্নাত্তস্যাধাতা চার্যমা···মিত্রশ্চ···বরুণশ্চ···অংশশ্চ ভগশ্চাজায়েতাম্'—১. ৬. ১২ =তৈ-ব্রা° ১. ১. ৯. ১০২। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। এ অদিতি কিন্তু কশ্যপ-পত্নী নহেন। ইনি সকল দেবের জনয়িত্রী—আদিদেবমাতা। যাস্ক ইঁহাকে 'আদিনা দেবমাতা' বলিয়াছেন। ৯. ১১৪. ৩ ঋকে 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ' প্রভৃতি বচনে আদিত্যের সংখ্যা ৭ বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও নাম করা হয় নাই। অতঃপর ১০. ৭২. ৮ ঋকে আছে যে, অদিতির আট পুত্র; তন্মধ্যে অদিতি মার্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাতটীকে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এখানেও আদিত্যগণের নাম নাই। আট জন আদিত্যের নাম সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১-৩) পাওয়া যায়। নামগুলি এই—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। অতএব দেখা যাইতেছে, পূর্বে ছয় জনের মধ্যে দক্ষ স্থানে হইলেন 'ধাতা'। নূতন দুই জন যুক্ত হইল—'ইন্দ্র' ও 'বিবস্বান্'। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণমতে অংশ অষ্ট আদিতের অন্যতম। শতপথ-ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা আছে। তাঁহারা দ্বাদশ মাসের আদিত্য—"দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈতহআদিত্যাঃ এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি অস্মদাদিত্যা ইতি।'—১১. ৬. ৩. ৮।

বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে কোন একটী সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহার নাই। অধিকাংশ সূক্তে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণের সহিত অদিতি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃতভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতিষ্মত্তার উক্তি বেদে আছে। মিত্র ও বরুণের ন্যায় তিনি জীবকুলের পুষ্টিদাত্রী। তিনি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় স্তুত হইয়া থাকেন। আদিত্যগণ তাঁহার পুত্র, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহাকে তাঁহাদের ভগিনী বলা হইয়াছে। তাঁহাকে বসুগণের কন্যাও বলা হইয়াছে।[২] (৮. ১০. ১৫) যজুর্বেদে অদিতি এক বার বিষ্ণুর পত্নী নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৩]

বৈদিক যুগের পরবর্তী সাহিত্যে তিনি দক্ষের কন্যা, বিবস্বান্, বিষ্ণু এবং দেবগণের মাতা। অথর্ববেদে[৪] তাঁহাকে ঋতের পত্নী বলা হইয়াছে। মাতৃত্বকে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার একটী আখ্যা 'পস্ত্যা' (=গৃহিণী — ৪. ৫৫. ৩; ৮. ২৭. ৫) হইতেও তাঁহার মাতৃত্বের আভাস পাওয়া যায়। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য সতত তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। এই ব্যাপারে বরুণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেহেতু বরুণ পাপিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকেন। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য বরুণ (১. ২৪. ১৫), অগ্নি (৪. ১২. ৪), সবিতা (৫. ৮২. ৬) ও অন্যান্য দেবতাকে তাঁহার পূর্বে আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার নামের আদিম ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অদিতির আদিম ধাত্বর্থ বন্ধন হইতে মুক্তি। অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা আদিত্যগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিত।—(ঋ° ৭. ৫১. ১।

পাপ হইতে মুক্তিদান ব্যতীত অন্য সম্পর্কেও অদিতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু আদিত্যগণ নয়, অন্য সকল দেবতাও অদিতি হইতে উৎপন্ন। আকাশস্বরূপে তিনি তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত দুগ্ধ যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা[৫] ও অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করে। নৈঘণ্টুকদিগের সময় এই মত এত প্রবল হইয়াছিল যে এই শব্দটী পৃথিবীর পর্যায় শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অদিতি ঋগ্বেদে (১০. ৬৩. ১০) প্রায়ই পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। অদিতি আকাশ, অন্তরিক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র, সকল দেব, পঞ্চজন এবং জন্ম ও জন্মের কারণ হইতে অভিন্ন।—ঋ° ১. ৮৯. ১০। দক্ষ যিনি তাঁহার পুত্র তিনিই আবার তাঁহার পিতা।—ঋ° ১০. ৭২. ৪, ৫।

অদিতি গাভী — ঋগ্বেদের কয়েকটী স্থানে (১. ১৫৩. ৩; ৮. ৯০. ১৫; ১০. ১১. ই°) এবং পরবর্তী সংহিতায় (বাজ-স° ১৩. ৪৩. ৪৯) অদিতি গাভী নামে উক্ত হইয়াছে। ৯. ৯৬. ১৫ ঋকে সায়ণ অদিতির অর্থ করিয়াছেন — গাভী; এখানে অদিতি হইতে (স্বর্গ বা গাভী হইতে) যে পয়ঃ (শুভ্র জ্যোতিঃ বা দুগ্ধ) দোহন করা হয় তাহার সহিত সোমের (চন্দ্র বা সোমরসের) তুলনা হইয়াছে। যজুঃ-সংহিতায় (৩৮. ২) আছে—'অদিতির্হি গৌঃ'– শ-ব্রা° ২৪. ২. ১. ৭; ১. ৩. ৪. ৩৪। মন্ত্রব্রাহ্মণও (২. ৮. ১৫) অদিতির গাভী অর্থ দিয়াছে—'মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট'। নিঘণ্টু (২. ১১) ও কৌ-নি° ৪. ২২ অদিতিকে বলিয়াছে—'গোনাম'।

অদিতি বাক্—নিঘণ্টু (১. ১১) ও কৌ-নি' (১০২) অদিতিকে বলিয়াছে—'বাঙ্নাম'। শতপথব্রাহ্মণে কোথাও কোথাও বলিয়াছে—'বাগ্বাহঅদিতিঃ' (৬. ৫. ২. ২০); 'অদিতিরস্যু যশীর্ষ্ণী (বাক্) ইতি' (৩. ২. ৪. ১৬)।

নিরুক্ত (১১. ২১) এক স্থানে অদিতিকে অগ্নি নামে অভিহিত করিয়াছে—'অগ্নিবপ্যদিতিরুচ্যতে'। এছাড়া অদিতিকে 'অদীনা দেবমাতা'ও বলা হইয়াছে (নি' ৪. ২২)।

অদিতি পৃথিবী—Pischel (PVS. 2, 86) অদিতি অর্থে পৃথিবী বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও ইঁহার উক্তির সমর্থন আছে। নিরুক্ত ও নিঘণ্টুতেও অদিতির এই পৃথিবী অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ কয়েক স্থানে অদিতিকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। 'ইয়ং (পৃথিবী) হেবাদিতিঃ'—শ-ব্রা° ৩. ২. ৩. ৬; 'ইয়ং (পৃথিবী) বাহঅদিতির্মহী'—ঐ, ৬.

২ ঋ° ৮. ১০১. ১৫; তু°-অ° ৬. ৪. ১ ঋকে অদিতির ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের উল্লেখ আছে।

৩ তৈ-স° ৭. ৫. ১৪; বাজ-স° ২৯. ৬০।

৪ ৭. ৬. ২=বাজ-স° ২১. ৫।

৫ ঋ° ২. ৭২. ৯; ঋ° ১৩. ১. ৩৮।

৫. ১. ১০। এ সম্পর্কে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের বচন এইরূপ—'ইয়ং পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতি-র্বিশ্বরূপী'—১. ৭. ৬. ৬; 'ইয়ং (পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতিঃ'—১. ৪. ৩. ১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণও (১. ৮) বলিয়াছে—'ইয়ং (পৃথিবী) হ্যদিতিঃ। 'অদিতিঃ ইতি পৃথিবীনাম' ইহা নিঘুণ্টু (১. ১) ও কৌৎস্যবনিঘণ্টুর (৭২) উক্তি। 'অদিতেঃ উপস্থ', 'অদিতেঃ উপস্থাৎ', 'অদিতে উপস্থ' এই বৈদিক উক্তির অর্থ 'অদিতির উপর'।

নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে অদিতি শব্দের অর্থ 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে; সায়ণ তদনুসারে ঋগ্বেদের কয়েক স্থানে অদিতির অর্থ পৃথিবী প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু ঋগ্বেদের কয়েক স্থানে আবার অদিতি ও পৃথিবার পৃথক্ নির্দেশ আছে; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের ঐ সকল স্থানে অদিতির অর্থ 'পৃথিবী' নয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র প্রদত্ত হইল :—

'ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং
দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু
শংসং সবিতারমূতয়ে ॥'—৫. ৪৬. ৩।
'দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব-
সবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং
শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥'—৬. ৫১. ৫।
'সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণম
অদিতিং সুপ্রনীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা
রুহেমা স্বস্তয়ে ॥'—১০. ৬৩. ১০।
'আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো
অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা
পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ ॥'—১. ৭২. ৯।

এই সমস্ত মন্ত্রে একই স্থানে পৃথিবী ও অদিতি স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের এই সকল স্থানে অদিতি ও পৃথিবী বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অদিতি সম্পর্কে কয়েকটী উপাদান ও আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ইহাতে অদিতি ও কশ্যপের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২. ১) একটী আখ্যায়িকা আছে তদনুসারে যজ্ঞ সোমযাগাভিমানী দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; তখন সেই দেবগণ কোনও যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না এবং যজ্ঞ জানিতে পারিতেন না। তৎপরে তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানিব; অদিতি বলিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছি। দেবগণ কহিলেন, প্রার্থনা কর; তিনি এই বর চাহিলেন — যজ্ঞসকল সোমযাগাদি যৎ-প্রায়ণ অর্থাৎ আমাকে লইয়া আরব্ধ হউক এবং যদুদয়ন অর্থাৎ আমাকে লইয়া অবসান হউক। দেবগণ কহিলেন, তাহাই হইবে। চরু অদিতির বরদ্বারা প্রার্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রায়ণীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভের ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু ও উদয়নীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু অদিতি দেবতার অংশ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬. ১. ৫. ২) আছে—'পথ্যাং স্বস্তিময়জন্ প্রাচীমেব, তয়া দিশং প্রাজানন্ অগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীং সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্ধ্বাম্'।

উত্তরদিকে সবিতার যাগ করা হয় বলিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে সমধিকভাবে পবন সঞ্চরণ করে। এই বায়ু সবিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এই দিকে প্রবাহিত হয়। সবিতা প্রেরক দেবতা। ঊর্ধ্বদিকে অদিতির যাগবিধান হইয়া থাকে—'উত্তমামদিতিং যজতি' ঊর্ধ্বে অবস্থিত অদিতির যাগ করিতে হয়।

প্রাণ ও অপান বায়ু যথাক্রমে অগ্নি ও সোম; সবিতা যজ্ঞকর্মে প্রেরণের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী। এইরূপ অগ্নি ও সোম দুই চক্ষুঃ স্বরূপ। সবিতা যজ্ঞ-কর্মে নিয়োগের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী।

দেবগণ অন্তর্হিত যজ্ঞকে চক্ষুদ্বারাই জানিয়াছিলেন; যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা চক্ষুদ্বারাই জানা যায়; এবং সেই হেতু মুগ্ধ দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া যখনই কোন চিহ্ন দেখিতে পায় তখনই পথ জানিতে পারে।

দেবগণ এই ভূমিতেই যজ্ঞকে জানিয়াছিলেন, তৎপরে ইহাতেই যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন; ইহাতেই যজ্ঞ বিস্তার করা হয় এবং উপকরণাদি ইহাতেই সংগৃহীত হয়। এই ভূমিই অদিতি। সেই জন্য অন্তিম (উত্তমা) দেবতা অদিতির যজন হয়। উত্তমা অদিতির যে যজন হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞেরই জ্ঞান জন্মায় ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

প্রায়ণীয় চরু অদিতির উদ্দিষ্ট এবং উদয়নীয় চরুও অদিতির উদ্দিষ্ট। যজ্ঞকে ধরিবার জন্য, যজ্ঞকে অশিথিল করিবার জন্য ও যজ্ঞে গ্রন্থি বন্ধনের জন্য এই দুই চরু বিহিত হইয়া থাকে। এই অদিতি সবনের দেবতা।—'যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যাবক্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্যাৎ, পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোহনুবাক্যাস্তাঃ উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি'।—৬. ১. ৫. ৫।

যজ্ঞাগ্নির চতুর্দিকে জলসেচনের সময় অদিতির আবাহন করিতে হয়। — খাদির-গৃহ্যসূত্র ১. ২. ১৭; গোভিলগৃহ্যসূত্র ১. ৩. ১। বৈশ্বদেব ও অশ্বমেধ (শ-ব্রা° ১৩. ১. ৮. ৪) যজ্ঞে অদিতি আরাধিত হইয়া থাকেন।—শাঙ্খায়নগৃ° ২. ১৪. ৪। শিশুর রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য অদিতির আবাহন করিতে হয়।—ঐ, ১. ২৭. ৭। চৌলক্রিয়ায় (আশ্ব-গৃ° ১. ১৭. ৭), উপনয়নে (হিরণ্য-গৃ° ১. ১. ৪. ৬) ও আপ্রী স্তোত্রে (আপ্রী-সূক্ত, ১১) অদিতিকে আবাহন করা কর্তব্য। যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসসংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়িলে —'উদস্থাদ্ দেব্যদিতিরায়ুর্যজ্ঞ পতাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ।'—দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া যজ্ঞপতি যজমানে আয়ু স্থাপন করিয়াছেন, ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার কন্যা দিয়াছেন। এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গাভীকে উঠইাতে হয়। —শ-ব্রা° ১২. ৪. ১. ৯; ঐ-ব্রা° ৫. ২।

এতদ্ভিন্ন রাজাভিষেকে অদিতির

আবাহন প্রয়োজন।—শ-ব্রা° ৫. ৩. ৫. ৩৭। পত্নীরক্ষার জন্য, অথবা দীর্ঘায়ু-লাভের জন্যও অদিতিকে আহ্বান করা হয়।—অ° ৯. ১১।

পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্ন্যাধেয় সমাপ্ত হয়। ইহার পর মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিহোত্র করিতে হয়। অগ্ন্যাধেয়ের ন্যূনকল্পে ১২ দিন পরে তিনটী ইষ্টি করিতে হয়। প্রথম ইষ্টি অগ্নিপবমানের উদ্দেশে, দ্বিতীয় ইষ্টি অগ্নিপবমান ও অগ্নিশুচির জন্য। তৃতীয় ইষ্টিতে অদিতির জন্য সিদ্ধান্নের পূর্ণপাত্র দিতে হয়। —শ-ব্রা° ২. ২. ১. ৬; SBE, 304n. ইহার ফলশ্রুতি এই যে এই হবির্দ্বারা এই লোক হইতে যজমান ঊর্ধ্বলোকে সমারোহণ করে—'প্রচ্যবত ইব বা এসো স্মাল্লোকাৎ— ইমান্ হি লোকান্ সমারোহতীতি'। যেহেতু অদিতি এই পৃথিবী আর যজমান ইহাতে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়। অদিতির জন্য দুইটী সংযাজ্যাতে বিরাজ অথবা ত্রিষ্টুভ্ বা জগতীছন্দের প্রয়োজন। কারণ ইহারা প্রত্যেকেই পৃথিবী। তথাপি বিরাজের বৈশিষ্ট্যহেতু বিরাজই হইবে। শ.আশ্বলায়ন ১৬. ১০. ১ পুরুষমেধযজ্ঞের পর একবৎসর ধরিয়া অনুমতি, পথ্যাস্বস্তি ও অদিতিকে হবির্দান করিতে হয়।

প্রায়ণেষ্টিতে অদিতির জন্য চরুর বিধি। দেবতারা পৃথিবীতে যজ্ঞ করিবার সময় অদিতিকে যজ্ঞ হইতে বাদ দিয়াছিল। অদিতি ইহাতে যজ্ঞ বিশৃঙ্খল করিয়া দেন। ফলে দেবগণ অদিতির উপর যজ্ঞ বিস্তার করিয়া যজ্ঞ অবগত হইলেন না। তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে অদিতিই ইহার কারণ, তখন অদিতির জন্য প্রায়ণীয়ে চরুর ব্যবস্থা হইল। এইরূপ উদয়নীয় চরুরও অদিতির জন্য ব্যবস্থা হয়।—শ-ব্রা° ৩. ২. ১-৬। এইরূপ করিয়া তাহারা অদিতির সাহচর্য লাভ করে ও অদিতি হয়।—ঐ, ১২. ১. ৩. ২.। অমাবস্যা ইষ্টিতে অদিতিকে চরু দেওয়া হয়।—শ-ব্রা° ৯. ১. ৩. ১। সৌত্রামণী যাগ ও তৃতীয় সাংবৎসর যাগে অদিতির জন্য চরু। দশপেয়যাগে (প্রযুজাম্ হবীংষি) ছয়টী চরু দিতে হয়—একটী সরস্বতীর জন্য, একটী পূষার জন্য, মিত্র, ক্ষেত্রপতি, বরুণ ও অদিতির জন্য একটী। অদিতির জন্য একটী মঞ্জিষ্ঠা গাভী (বৎস-সমেত) ধরিয়া রাখা হয়। ইহা অদিতির জন্য বলি।—৫. ৫. ২. ৭-৮। সোমোৎসবে অদিতির জন্য প্রায়ণীয় হবিঃ।

পুরাণে অদিতি — মহাভারত - মতে অদিতি প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। দ্বাদশ আদিত্য অদিতির পুত্র।—১. ৬৬. ১২। বিবস্বান্ হইতে অদিতির উৎপত্তি হইয়াছে। — ১. ৬৩. ৪।

অদিতি দেবতাদিগের মাতা (মহা° ৯. ৪৫. ১৩); বিশেষতঃ তিনি তেত্রিশ দেবতার মাতা (রা° ৩. ১৪. ১৪)। এতদ্ব্যতীত পবন, মারুত (মহা° ১২. ৩২৯. ৫৯) প্রভৃতি তাঁহার সন্তান। রামায়ণে (২. ৯২. ২১) ধাতা তাঁহার পুত্র। আবার মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ইন্দ্র সর্বপ্রধান ও প্রিয়তম। ইন্দ্র যখনই বাহিরে অবস্থান করিতেন অদিতি তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। মহাভারতে (৩. ২৩০. ২৯) তিনি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রেবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। রামায়ণে (৪. ১. ২০) তাঁহার গর্ভকে রাবণের গোপন আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে। কিন্তু কল্যাণী মাতৃত্বের দেবী রূপেই ইনি সমধিক পরিচিতা। এই মাতৃত্বের বশেই তিনি দেবতাদের জয়লাভের জন্য হিমবৎ-পর্বতে বিনশন শিখরে রন্ধন করিয়াছিলেন এবং রন্ধন করিবার সময় আপনার কর্ণাভরণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এই কর্ণাভরণ নরকের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া সূর্যদেবকে দেওয়া হয় (মহা° ৩. ১৩৫. ৩; ৩০৭. ২১)। অসুরদিগের জনপদ প্রাগ্‌জ্যোতিষে নরক ভৌম তাঁহার কর্ণকুণ্ডল রাখিয়াছিলেন। নাগগণ এই কর্ণকুণ্ডল চুরি করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই নরক ভৌম তাহা লাভ করে। কর্ণের মৃত্যু হইলে অদিতি সূর্যকে তাঁহার কর্ণকুণ্ডল দান করিয়াছিলেন (মহা° ৩. ৩০৭. ১৮ ই°)।

পুনর্বসুর উপরে অদিতির অধিষ্ঠান (রা° ১. ১৮. ৮)। দেবতাদের মাতৃরূপেই তিনি অসুরকুলের মাতা দিতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। দিতি ও অদিতি উভয়েই কশ্যপের পত্নী। তপশ্চর্যার জন্য অদিতি ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন (মহা° ১৩. ৮৩. ২৭)। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণ সংখ্যায় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ জন। তবে মহাভারত-মতে আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ (৩. ১৩৪. ১৯)। ইঁহারা কশ্যপ প্রজাপতি মারীচের ঔরসে অদিতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই যোদ্ধা। ইন্দ্র ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বিষ্ণুকেও ইঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় [আদিত্য দ্র°]। অন্যত্র দেখা যায়, ইন্দ্রের সিংহাসন-অধিকারী বলিরাজকে হত্যা করিবার জন্য তিনি বিষ্ণুর প্রজনন করিয়াছিলেন।

মহাভারতে (১২. ৩২৮. ৫৩) বিশ্বে ব্যাপ্তপবন অদিতির পুত্ররূপে কথিত হইয়াছে। বসু ও রুদ্রগণও তাঁহার পুত্র [বসু ও রুদ্র দ্র°]। পৃথিবী, পর্বতসমূহ পৃথিবীর কর্ণকুণ্ডল। বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে কশ্যপ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য পৃথিবীর নাম হয় কাশ্যপী (মহা° ১২. ৪৯. ৭১ ই°) [পৃথিবী দ্র°]। আবার হরিবংশে (অদিতিকে দুর্গা হইতে অভিন্ন প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেই দেখা যায়, অদিতি দেবতাদিগের নিকট মাতৃরূপা, কৃষকদিগের নিকট সীতা, এবং ভূতদিগের নিকট পৃথিবী বা ধরণী। হ্রী, শ্রী প্রভৃতি তাঁহারই নামান্তর।

পূর্বোল্লিখিত কুণ্ডল-সংক্রান্ত ব্যাপারের অন্যান্য পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরকাসুর অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিলে (বিষ্ণুপু° ৫. ২৯. ১১) শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া (ঐ, ৫. ২৯. ২০-১) কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সত্যভামার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন (ঐ, ৫. ১৯. ৩৫)। ইন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অদিতির

নিকট গমন করিয়া ঐ কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন (ঐ, ৫. ৩০. ৪)। ইন্দ্র অদিতির পুত্র (ঐ, ৫. ২৯. ১১)।

পুরাকালে কশ্যপ বরুণের গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের দুই পত্নী ছিলেন,—নাম অদিতি ও সুরভি।—হরি° হরি° ৫৫. ২১-২২। ব্রহ্মার শাপে অদিতি শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী-রূপে, সুরভি রোহিণী-রূপে এবং কশ্যপ বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।—হরি° হরি° ৫৫. ৩৫, ৩৮।

অগ্নিপুরাণে (৪. ১-১১) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার বামন কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ইনি বলিরাজকে বঞ্চনা করেন। ভাগবতে (২. ৭ ১৭) এবং বিষ্ণুপুরাণেও (৩. ১, ৪৩) এই একই কথা আছে।

মার্তণ্ডদেব (সূর্য) কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অদিতির পুত্র দেবগণকে দৈত্যগণ কর্তৃক নির্যাতিত হইতে দেখিয়া অদিতি সূর্যের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব অদিতিকে বর-প্রার্থনা করিতে বলিলে অদিতি সূর্যকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। যথাসময়ে গর্ভবতী অদিতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে কশ্যপ গর্ভনাশের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন; ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অণ্ড প্রসব করেন। কশ্যপ ইহাকে মৃত অণ্ড মনে করেন। সেইজন্য এই অণ্ড হইতে প্রসূত সন্তান মার্তণ্ড নামে খ্যাত হইলেন।—ব্রহ্মপু° ৩২. ১০-৪০।

কশ্যপ দক্ষকন্যা সুরভিকে বিবাহ করেন। অদিতিও কশ্যপের পত্নী। কশ্যপের অপর পত্নীগণের নাম দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু এবং মুনি।—বিষ্ণুপু° ১. ১৫ .১২৫-২৬; মৎস্যপু° ৬. ১-২।

অদিতি—দক্ষকন্যা। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইলে পুনর্বার ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্যা উৎপন্ন হইলেন; তাহা হইতে অদিতি, দিতি, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, দনু ও কদ্রু নামে কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল কন্যাকেই কশ্যপ বিবাহ করেন।—হরি° ভবিষ্য° ৩৬. ২০ ২৩। অদিতির গর্ভে অর্যমা, বরুণ মিত্র, পূষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন।—হরি° ভবিষ্য° ৩৬. ৩০ ১।

পুরাণোক্ত এই সমস্ত-আখ্যায়িকা ব্যতীত — দেবী-ভাগবত (৪. ৩.) স্কন্দ, কালিকা (২৬. ২৮), ব্রহ্মাণ্ড (৬৬. ৬০-৬৭) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে অদিতি সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বামনপুরাণ (২৮. ১২-১৩) যে ভাবে অদিতির ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে অদিতিকে রূপক বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অদিতি ভগবান্‌কে বলিলেন, 'হে কেশব, আমি তোমাকে উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না। কেননা, তুমি সমুদয় বিশ্বের ভুবক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর। তোমাতে সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—'অহঞ্চ ত্বাং বহিষ্যামি স্বাত্মানং চৈব নন্দিনি। ন চ পীড়াং করিষ্যামি স্বস্তি তেহস্তু ব্রজামাহম্।'

অদিতি সম্বন্ধে কয়েক জন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। অধ্যাপক পিশেল অদিতির পৃথিবী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন (Ved. Stud. ii. 86)। পরবর্তী ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে পিশেলের মতের সমর্থন আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের উক্তির সহিত এই অর্থের ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই। হিলেব্রান্‌ড্‌ট (Ved. Myth. iii. 408f; তু° ঋ° ১. ১১৫. ৫) ও রোট (ZDMG. vi. 68ff) প্রায় একরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে অদিতির অর্থ দ্যুলোকের প্রকাশাভ্যন্তরে অবস্থিত 'অনন্ত বা অনন্তত্ব'। দ্যুলোক ও প্রকাশের সহিত অদিতির সম্বন্ধ। তাঁহারা অদিতিকে অবিনাশী দিবালোক-রূপে ব্যাখ্যা করেন। কোলিনে (Trans. 9th Or. Congress, i. 396-410; Museon, xii. 81-90) প্রায় অনুরূপ মতাবলম্বী—তিনি অদিতিকে গগনের প্রকাশ (light of the sky) বলিয়াছেন। বেরগেনের মতে (SBE, xxxii. 241) 'দৌরদিতি'র পরিণতিতে অদিতির দেবীত্ব হইয়াছে। এই অদিতি অসীম আকাশরূপে দেবগণকে পীযূষ জোগাইয়া থাকেন। এই মতবাদে তিনি প্রকাশের (light) অবিনাশিত্বের উপরই মর্যাদাসম্পন্ন। ম্যাক্সমূলর (Rel. ved. iii. 88-98) বলেন, অদিতি অসীম আকাশরূপে দৃশ্যমান অনন্ত প্রকৃতি। তিনি অদিতির অর্থ করিয়াছেন 'পৃথ্বী'; মেঘমণ্ডল ও আকাশ—প্রত্যক্ষগোচর অসীম ও অনন্ত শূন্যস্থান, এরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি এইরূপ—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the infinite, ...the visible infinite, visible, as it were, to the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky" —Ved. Hymns, 241. ডক্টর মুয়ের ঋ° ২. ৮৬. ১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অদিতির অর্থ 'সৃষ্টির সর্বাত্মকত্ব' অথবা 'তদ্রূপ দেবতা' করিয়াছেন ('a personification of universal, all embracing Nature or Being' — OST, v. 37)। গ্রিফিথ যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে অদিতি বলিতে 'অনন্ত বা অনন্তত্ব' বুঝায়। ঋগ্বেদের 'কস্ত নূনম্.........' ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ করিবার সময় ম্যাক্সমূলর-প্রমুখ পণ্ডিতগণ অদিতি অর্থে 'অসীম অথবা দৃশ্যমান অনন্ত শূন্যস্থান' না বুঝিয়া 'মুক্তি বা মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' বুঝিয়াছেন। ওয়ালিস (Cosmology, 45ff; তু° von Schroeder, Arische Religion, ii. 400) ও ওল্‌ডেনবর্গ (Rel. des veda, 202ff; SBE, xlvi. 329) অদিতির অর্থ করিয়াছেন 'বন্ধন হইতে মুক্তি' (freedom from bondage), গেল্‌ডনর

(Zur Kosmogonie des RV., 5) বলেন, অদিতি অর্থে 'অখণ্ডত্ব' (undividedness) 'সম্পূর্ণত্ব' (completeneess) বুঝায়। এই সমস্ত অর্থ কতদূর সুসঙ্গত তাহা অনুসন্ধেয়।

অদিতি যে সম্পূর্ণ রূপক, ইহাও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে অদিতি বলিলে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইত না। ক্রমশঃ ঋষিগণ-কর্তৃক তাহা অন্তরীক্ষ স্থানে প্রযুক্ত হইল। এইরূপে অদিতি ক্রমে দেবীত্বে পরিণত হয়।

শুনঃশেপ-ঘটিত আখ্যানে অদিতির 'পৃথিবী' অর্থে কেহ কেহ আপত্তি করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী ঘুলে শুনঃশেপ সম্পর্কিত মন্ত্রে 'পৃথিবী' অর্থ যে ভুল তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে পিতামাতার অর্থ 'দ্যাবাপৃথিবী'। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ'।—ঋ° ১. ১৬০. ২ ; 'দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ'।—ঋ° ১০. ৮৮. ১৫ ; দ্যৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা।'—ঋ° ১. ১৯১. ৬; 'দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতঃ'—ঋ° ৬. ৫১. ৫ ; 'আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ।' — ঋ° ১০. ১৮৯. ১। ঘুলে মহাশয় বলেন, শুনঃশেপ যে পিতৃ কর্তৃক যূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার নিকট যাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইবেন কেন? তাঁহার মাতাও তাঁহার এই দুর্দশার কারণ। আর পৃথিবীর উপরে থাকিয়া তাঁহাকেই বা তিনি চাহিবেন কেন? সুতরাং অদিতির 'পৃথিবী' অর্থ ভুল। তিনি বলেন, 'অদিতি'র অর্থ 'উত্তরখগোলার্ধ' এবং 'দিতি'র অর্থ 'অধঃখগোলার্ধ'।—'দিতি ওর অদিতি' (গঙ্গা, ১৯৩২, জানু° পৃ° ৯৫-১০৪)। [দিতি-দ্র°]

[A. A. Macdonell: Vedic Mythology; A. B. Keith; The Rel. and Phil. of the Veda and Upanishads, 1925. 215-19; Hopkins: JAOS. 17, 91; Vedic Hymns, SBE, 32, 241; Hillebrandt: Aditi, 20 এবং নিবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশ]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অদিতি। — (জ্যোতিষশা°) পুনর্বসু নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। কিন্তু অদিতির সহিত পুনর্বসু নক্ষত্রের কি সম্বন্ধ এবং কোন সম্বন্ধ হইবারই বা কারণ কি? অদিতি হইতে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম, সমুদয় দেবতার জন্ম; এমন কি যাবতীয় জীবজন্তুর জন্ম। লোকমান্য তিলক মহাশয় প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অতীব প্রাচীনকালে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিত (৫০০০ খ্রী পূ°), সেই সময়ে বিষুবনের অবস্থিতি অবলম্বন করিয়া এই সকল উপাখ্যানের কল্পনা হইয়াছে। সে সময়ে দেবযান ও পিতৃযান (অর্থাৎ সূর্যের উত্তর পথ ও দক্ষিণ-পথ) অদিতি নক্ষত্রে মিলিত হইত। বোধ হয় এই নিমিত্ত অদিতি দেবজননী হইয়াছেন। অদিতি হইতেই দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম। ইহার অর্থ এই যে, সূর্য ঐ নক্ষত্র হইতে গমন আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের উৎপত্তি করিতেন। পুনর্বসুর দেবতা অদিতি। দীপ্ত্যর্থ বসু শব্দের এক অর্থ সূর্য আছে। আদিত্যের মাতা অদিতি। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৪. ১৯) আছে, অদিতির দুইটী শিরঃ। ইহার অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এই নক্ষত্রেই যজ্ঞ ও সংবৎসরের আরম্ভ ও শেষ হইত বলিয়া অদিতির দুই মস্তক। উপরের ব্যাখ্যাতে পুনর্বসুতে বিষুবন্ ছিল বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, পুনর্বসুতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত এবং সেই সময় হইতে নববর্ষারম্ভ গণিত হইত। কিন্তু ইহা অতি আধুনিক ঘটনা হইয়া পড়ে, কেননা বরাহমিহিরের সময়ে উক্ত প্রকার পুনর্বসুতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। অদিতি নক্ষত্র-দেবতা-বি° এবং পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিদেবতা। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (পৃ° ১৮৮) অদিতির ধ্যানে তাঁহাকে পীতবর্ণা বলা হইয়াছে। তিনি স্রুক্, স্রুবা (যজ্ঞপাত্র) অক্ষ ও কমণ্ডলু যথাক্রমে চারি হস্তে ধারণ করেন।

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

অদিন—[বা° প্র°। নঞ্ তৎ] অশুভ দিন, অপ্রশস্ত দিন, অলক্ষণাক্রান্ত দিন, দুরবস্থা।

অদিন্নপুব্বক—শ্রাবস্তীর একজন ব্রাহ্মণ। কখনও কাহাকেও কোন কিছু দান করেন নাই বলিয়া তাহার এইরূপ নাম হয়। তাহার পুত্র মট্টকুণ্ডলী স্বর্গত হইয়া পিতাকে দর্শন দেন এবং তাহাকে বুদ্ধদেবের শরণ লইতে নির্দেশ দেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধদেবকে তাহার গৃহে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধদেবের আহারান্তে মট্টকুণ্ডলী সেস্থানে উপস্থিত হন এবং অদিন্নপুব্বক বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া সোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।—ধম্ম-অথ° ১. ২৫ ; বিমান-অথ° ৩২২ ॥ MDPP ॥

অদিন্নসুত্ত — পালি সংযুক্ত-নিকায়ের সুত্ত-বি°। জগতে কেহ উপযাচক হইয়া কোন দ্রব্য না দিলে, যে গ্রহণ করে না—এইরূপ গ্রহণকারীর সংখ্যা কত তাহা এই সুত্তে বলা হইয়াছে।—সংযুক্ত° ৫. ৮৬৯ ॥ MDPP ॥

অদিয়ার—দক্ষিণ-ভারতে নম্বুতিরি ব্রাহ্মণ-গণের অনুচরগণ এই নামে অভিহিত হয় [নম্বুতিরি দ্র°]।

[A. K. Iyer: Cochin Tribes and Castes, ii. 267.]

অদিয়াল — মধ্যপ্রদেশে চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ব্রহ্মপুরীর চার ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। জল-সেচনের জন্য এখানে একটী অতি সুন্দর জলাধার আছে।

[C. Grant: The Gaz. of the Central Provinces.]

অদিয়োদি—দক্ষিণভারতে তামিলদেশীয় সামন্তন্‌দিগের অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় [সামন্তন্ দ্র°]।

[A. K. Iyer: Cochin Tribes and Castes.ii, 147]

অদির্—ফিনিশীয় দেবতা বি°। ফিনিশীয় 'অদির্' অর্থে 'শক্তিমান্'। অদির্ নামের সংযোগে ফিনিশিয়ায় কয়েকটী দেবনামের

ব্যবহার আছে; যেমন—'রোশ্-অদির্' অর্থাৎ শক্তিমানের মস্তক, 'অদির-ব'ল্' (লা° Adherbal) অর্থাৎ মালিক বা প্রভু অদিব্, 'অদির-মিল্ক্' অর্থাৎ অদির্ নৃপতি। 'অদ্রম্মলেক্'-এ সেন্নাচেরিবের পুত্ররূপে এই নামের উল্লেখ আছে। — ERE, iii. 180 ; ix. 892a.

অদিরি—ব্রিটিশ্ নিউগিনীর ফ্লাই নদী-তীরে কিবই-এর অধিবাসিগণের বিশ্বাসানুযায়ী ভূতযোনিদিগের আবাসস্থল। ইহা পৃথিবীগর্ভে অবস্থিত। যে কোন সময়ে সহজেই ইহা হইতে ভূতেরা বাহিরে আসিতে পারে। পূর্বে অদিরি বিষাদপূর্ণ স্থান ছিল, কিন্তু সিডো তাহা আনন্দপূর্ণ করিয়া তোলেন; এই বীরই প্রথম তথায় গমন করিয়াছিলেন। — ERE, xi. 821b.

অদিত্র—কোঙ্কণ প্রদেশে রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রাম রাজাপুরের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে রাজাপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এখানে মহাকালীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। প্রতি আশ্বিনের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় হইতে দশম দিবস পর্যন্ত তথায় মহাকালী দেবীর উৎসব-উপলক্ষ্যে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় ছোট ছোট বহু দোকান খোলা হয় এবং তথায় প্রচুর জনসমাগম হয়। —BG, x. 317.

অদিষ্ট, অদেষ্ট—[বা° প্রা°। স° অদৃষ্ট > প্রা° অদিট্ঠ] ভাগ্য, বরাত।

অদীকল — দক্ষিণ-ভারতে মন্দিরের সেবাইত সম্প্রদায়-বি°। 'অদীকল' অর্থে দাস বা ক্রীতদাস। কথিত আছে, পূর্বে ইহারা ব্রাহ্মণ ছিল। ইহাদের অবনতির কারণ এই যে, ভদ্রকালী মন্দিরসমূহে পৌরোহিত্যের কার্য করিবার সময় ইহারা দেবীকে মদ্য ও মাংস দিয়া পূজা করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই কারণেই ইহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব হইতে দাসত্বে অবনতি ঘটিয়াছে। ভূতবিতাড়ন ইহাদের অন্যতম পেশা। কয়েকটী ভূতযোনির পূজাও ইহারা করিয়া থাকে। এগুলিও ইহাদিগের অবনতির অন্যতম কারণ। মন্দিরে পুরোহিতের কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও কয়েকটী কারণে ইহাদিগকে নম্বুতিরি সম্মুখে পড়িলে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।

অদীকলদিগের ব্রাহ্মণত্ব হইতে দাসত্বে অবনতির আর একটী কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক মহাত্মা শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণত্বের নিয়মকানুনের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একটী মদের দোকানে উপস্থিত হন। তাঁহার অনুগামী ব্রাহ্মণগণও তাঁহার অনুসরণ করে। শঙ্করাচার্য তথায় কিছু মদ্য পান করেন। তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণও সকলে মদ্য পান করে, কারণ তাহারা ভাবিল যে, শঙ্করাচার্যের নিকট ইহা নিষিদ্ধ নহে। ইহার পর শঙ্করাচার্য একটী ঢালাইখানায় উপস্থিত হইয়া একটী পাত্রপূর্ণ গলিত ধাতু পান করিলেন। কিন্তু যখন আবার সেই পাত্র ভরিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে গলিত ধাতু ধরা হইল, তাহারা ধন্যবাদের সহিত আপনাদিগকে সামান্য অদীকল বা দাসরূপে স্বীকার করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সেই মনোবৃত্তির ফলেই তদনন্তর তাহারা অদীকলরূপে পরিগণিত হইল।

অদীকলগণ উপবীত ধারণ করে এবং দশ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে। ইহারা জন্ম ও মৃত্যুর অশৌচ এগার দিবস পালন করিয়া থাকে। ইহাদের আবার নিজেদের পুরোহিত আছে। অদীকল রমণীদিগকে অদীয়ম্মর বলা হয়। অদীয়ম্মর রমণীগণ নম্বুতিরি রমণীদের মত একই 'তালিকুত্তম্' অলঙ্কারসমূহ পরিধান করিলেও তাহারা 'গোষ' পদবাচ্য নহে। অদীকলসম্প্রদায়ের সংখ্যা অতি অল্প। মেয়েদের দিক্ দিয়াই ইহাদিগের উত্তরাধিকার চলিয়া থাকে। ইহারা যে মন্দিরে পূজা করে তথায় পিত্তারনুমর ও পত্তোল মূসথগণও পূজা করে, কিন্তু এই তিনটী সম্প্রদায়ই পরস্পর স্বতন্ত্র; তাহারা পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা বা বিবাহাদি করে না।

[A. K. Iyer: Cochin Tribes & Castes, ii. 124-5]

অদীক্ষিত-[নঞ্-তৎ] বিণ, যাহার দীক্ষা হয় নাই, অগৃহীত মন্ত্র, যে মন্ত্র লয় নাই, অসংস্কৃত। 'অদীক্ষিতা দীক্ষিতবাচং বদন্তি' —পঞ্চবিংশ ব্রা° ১৭. ১. ॥ বো-রো° ॥

অদীন১—১ ধনী, অদরিদ্র। ২ প্রসন্ন, হৃষ্ট, সুখী, দুঃখহীন। 'অদীনমানস'—মহা° ১. ১৩২. ৫৮ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৩ মহান্, উন্নত, উদার। ৪ অকাতর, অকৃপণ। 'যদ্ বাসুদেবেনাদীনম্'—মাঘ° ২. ২২ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৫ [নঞ্-তৎ] বিণ, ভয়শূন্য, নির্ভীক। ৬ নৃপতি-বি°। সহদেবের পুত্র।—বোপ° ৪১২; বিষ্ণুপু° ৪৯ ॥ বো-রো° ॥ **~সত্ত্ব**—[নঞ্-বহু°] বিণ। ১ দাতা। ২ ধর্মাত্মা, মহাত্মা, মনস্বী, উদারচরিত।—মহা ৩. ১২০. ২৩ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৩ অক্ষীণসত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণসম্পন্ন।—মহা° ১. ২৩. ১৯ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৪ দৃঢ়ব্যবসায়, সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। 'অদীনসত্ত্ব'—রা (গো°) ৪. ২৯. ২৫ ॥ বো-রো ॥ **~াত্মা**—[মৃ°-াত্মন্। অদীন হইয়াছে আত্মা যাহার—বহু°] বিণ, ১ তেজস্বী, মনস্বী, উদার high spirited ॥ আপ্° ॥

অদীন২—সোম-বংশীয় ক্ষত্রিয় অনেন-বংশীয় নৃপতি। ইঁহাদের ধারা ক্ষত্রধর্মা নামে পরিচিত। অদীন সহদেবের পুত্র। ইঁহার পুত্র জয়ৎসেন।—বায়ুপু° ৯৩. ৭-১১; ব্রহ্মপু° ১১. ২৭-৩১। ভাগবতপুরাণে (৯ ১৭. ১১-১২) অনেনার যে বংশবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ভ্রমপূর্ণ।

অদীননগর — পঞ্জাবপ্রদেশে মহারাজ রণজিৎ সিংহের গ্রীষ্মাবাস। একটী বৃহৎ ও সুন্দর বাগানের মধ্যে এই প্রাসাদ অবস্থিত। উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া একটী খাল চলিয়া গিয়াছে। অদীননগরের পরিধির মধ্যে মূল প্রাসাদ ব্যতীত আরও কয়েকটী ছোট বাটী ও সাধারণ আয়তনের প্রাসাদ নির্মিত ছিল। অন্তঃপুরিকাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্মিত গৃহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বদা জলসেচনের

সাহায্যে কেয়ারীবন, তৃণভূমি ও বৃক্ষলতাদি সবুজ ও সতেজ রাখা হইত। এই উদ্যানের মধ্যে মহারাজ রণজিৎ সিংহ গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন ও সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এক দল রক্ষি-বাহিনী সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

উদ্যানের প্রবেশদ্বার হইতে একটী সুন্দর পথ সমতল ভূমির উপর দিয়া ভিতরের দিকে গিয়াছে। সম্মুখে কিছু দূরে কুচকাওয়াজ-ক্ষেত্র। এই কুচকাওয়াজ ক্ষেত্র ও প্রবেশপথের মধ্যস্থলে সর্বদা একটী ছোট স্বর্ণখচিত লাল শালের তাঁবু থাকিত। উহার সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। সন্ধ্যা হইলেই রণজিৎ সিংহ এখানে আগমন করিতেন ও সম্মুখে উন্মুক্ত বায়ুতে নিদ্রা যাইতেন। তখন মাত্র কয়েক জন রক্ষী সৈন্য তাঁহার নিকট অবস্থান করিত। তাঁহার বালিশের পার্শ্বে তাঁহার ঢাল ও তরবারি থাকিত এবং তাঁবুর সম্মুখে তাঁহার জন্য একটী ঘোড়া সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। প্রাতঃকাল হইলেই তাঁহাকে অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহার সৈন্যবাহিনী বা সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতে দেখা যাইত।

শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে সন্ধি করিবার জন্য ১৮৩৮ খ্রী° লর্ড অকল্যাণ্ড, ম্যাক্‌নটেন, অস্‌বর্ন প্রভৃতি ব্রিটিশ কর্মচারিগণ এই অদীননগরেই রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময় যোগী হরিদাস সাধু এখানে তাঁহার যোগবলের পরীক্ষা প্রদান করেন। উপস্থিত ইংরেজ দূতগণের অনুরোধে সাধু হরিদাসকে অমৃতসর হইতে আনয়ন করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিদাস সাধুকে যেরূপ আদর করিয়া শ্রদ্ধার পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ইংরেজ দূতগণ বিস্মিত হন। [রণজিৎ সিংহ ও হরিদাস দ্র°]

[W. G. Osborne : The Court & Camp of Runjeet Sing. Lond. 1840, 60-2]

অদীনপুর—পঞ্জাব প্রদেশে জলালাবাদের অন্তর্গত ‘বাল-বাগ’ নামক স্থানের প্রাচীন নাম। নামান্তর—দিরুন। এখানে একটী দুর্গ অবস্থিত ছিল। Masson তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (iii. 164) অর্জুন নামক যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকে তাহাকেই প্রাচীন অদীনপুর বলিয়া ধরিয়াছেন। Masson বলিয়াছেন—জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, জলালাবাদ উপত্যকায় অর্জুননগর ছিল। প্রাচীন লাহোরও এখানেই ছিল। গজ.নীর মাহ্‌মুদ যখন প্রথম ভারত আক্রমণ করেন, তখন এই লাহোরই রাজধানী ছিল। Masson অর্জুনকে বর্তমান বাল-বাগেরও প্রাচীন নাম বলিয়াছেন (i. 182)। Vivien de Saint-Martin আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন, সম্রাট্ বাবরের সময়ের অদীনপুরের সংস্কৃত নাম ‘উদ্যানপুর’ এবং এই উদ্যানপুরই বাল-বাগের একরূপ নামান্তর, কারণ ‘বাগ’ অর্থে ‘উদ্যান’। Renaud সাহেবও অদীনপুরকে উদ্যানপুর বলিয়াছেন। গ্রীক্ গ্রন্থকারগণ সম্ভবতঃ এই উদ্যানপুরকেই (Oudyana-poura) Dionysopolis বলিয়া দেখাইয়াছেন। Masson-এর বিবরণ-অনুযায়ী বাল-বাগ বর্তমান জলালাবাদের ৬॥° ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ফা-হিয়ানের বিবরণ ও আইন-ই-অক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ আছে।

[JRAS, xiii (n. s.), 190-1 ; JASB, 1848, 482 ; EHI, i. 47]

অদীনসত্ত্ব—[অদীনসত্ত্ব দ্র°] ॥ MDPP ॥

অদীপিত—যাহা জ্বালা হয় নাই।

অদীব—১ অবূ হসন ’অলী বিন্-নসর্-এর কবিনাম। মিশরীয় কবি ও বিশিষ্ট দার্শনিক। ইনি অম্মারের ফাতিম-বংশীয় খিলাফতের অধীন এক জন বিচারক ছিলেন। ২ কবি-বি°। সম্পূর্ণ নাম—সিহাবুদ্দীন অদীব্ সাবির। অসীরুদ্দীন কুতূহী ও অনুবারীর সমসাময়িক। [সিহাবুদ্দীন অদীব্ শাবির দ্র°]—OBD.

অদীয়স্মমর — দাক্ষিণাত্যের অদীকলদিগের রমণীগণ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে [অদীকল দ্র°]।

অদীর্ঘ—[নঞ্-তৎ] বিণ, দীর্ঘ নয় এরূপ, লম্বা নয়, হ্রস্ব, খর্ব, ছোট ॥ মনি° ॥ **~দর্শিতা** —স্ত্রী° অদূরদর্শিতা, অপরিণামদর্শিতা। **~দর্শী**—[পুং°-দর্শিন্। অদীর্ঘ + √ দৃশ্ —ণিন্ ক] বিণ, অপরিণামদর্শী, অদূরদর্শী। **~সূত্র**—[নঞ্-তৎ] বিণ, যে দীর্ঘসূত্র নহে অর্থাৎ কর্তব্য কর্মের আরম্ভে ও সমাপনে যে আলস্য প্রদর্শন করে না, অচিরক্রিয়, উদ্যোগী।—যাস্ক° ১. ৩১০।

’অদী বিন্ অল্-রিকা—(বিন্ জ.ইদ বিন্ মালিক বিন্ ‘অদী বিন্ অল্-রিকা) ‘আমিল জাতীয় আরব কবি বি°। দামাস্কাসে ইনি উমৈয়দ্‌গণের স্তুতিরচয়িতা ছিলেন। বিশেষতঃ অল্-বলীদ বিন্ অব্দ্ অল্-মলিকের ইনি গুণগ্রাহক ছিলেন। কবিত্বের ক্ষেত্রে জরীরের সহিত ইঁহার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মুহম্মদ বিন্ সল্লাম ইঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কবির পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। ইঁহার রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে উম্ম্ অল্-ক.াসিমের উপর রচিত একটি নদীব বিশেষ প্রসিদ্ধ।—En. Islam, i. 137.

’অদী বিন্ জ.ইদ — ইস্‌লাম সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের পূর্বের এক জন খ্রীস্টান কবি°। ইঁহার জন্মসময় অজ্ঞাত। অল্-হীর-এর একটী বিশিষ্ট বংশে ইঁহার। জন্ম ইঁহার পিতা উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ইঁহাকে পারস্যের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। পারস্য-রাজসভা হইতে শিক্ষালাভান্তর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেও ইনি তথা হইতে পারস্যরাজের সহিত বিশেষ সংযোগ রক্ষা করিতেন। ৪র্থ অল্ মুন্ধর্-এর মৃত্যু হইলে ইনি তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ৩য় অল্ নো’মান্‌কে সমর্থন করিয়া তাহার অনুকূলে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারস্যের লখিমীয় বংশের রাজ্যকালে পারস্য-রাষ্ট্রে ইঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু উহার পতনে তাহা অন্তর্হিত হয়। অল্-নো’মান্-কর্তৃক ইনি কারারুদ্ধ ও নিহত হন। লখিমীয় বংশের পতনই এই হত্যাকাণ্ডের মূল বলিয়া কথিত। ইঁহার কবিতানিচয়ের অধিকাংশই সুরা-সম্বন্ধীয় গান

এবং অনুতাপদ্যোতক কবিতা। অনুতাপদ্যোতক কবিতাগুলি পার্থিব শক্তি ও মহত্ত্বের অস্থায়িত্বের প্রতি উদ্দেশ করিয়া রচিত।

[Rothstein : Dynastie der Lahmiden in al-Hira, Berlin 1899, 109f ; Noldeke : Gesch. d. Perser u. Araber zur Zeit der Sassaniden, Leyden 1879, 312f ; En. Islam, i. 137]

'অদী বিন্ মুসাফির (শেখ 'অদী) —মুসলমান ফকির-বি°। 'অল্-অদবীয়' নামক ধর্মবাদের প্রবর্তক। সাধুতার ও কঠোর ফকির-জীবনযাপনের জন্য ইনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান তীর্থক্ষেত্র-রূপে পরিগণিত। মোস্থলের উত্তরে হকারি-কুর্দ পর্বতে ইনি আপনার আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি ১১৬০ খ্রী° এবং কাহারও মতে ১১৬২ খ্রী° ৯০ বৎসর বয়সে আপনার কুটীরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার বংশধরগণ সেই কুটীরেই ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু দিন ইঁহার ধর্মপ্রভাব রক্ষা করিয়াছিলেন।

'অদী বিন্ মুসাফির খর্বকায় ও খুব পিঙ্গলবর্ণ ছিলেন। ইঁহাকেই য়জীদীগণ তাহাদিগের জাতীয় ফকিররূপে গ্রহণ করিয়াছে। য়জীদীগণ ইঁহার স্মৃতি-মন্দির এখনও ভূষিত করিয়া বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান করে। Layard নামক এক জন ইংরেজ ১৮৪৯ খ্রী° স্বয়ং এই উৎসব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। Layard ও Badger বলেন যে, য়জীদীগণ সূফী-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাহারা 'অদী বিন্ মুসাফিরকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে।

[H. Layard : Nineveh and its remains, i. 293f ; ঐ : Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, 79f ; Ainsworth : Travels and Researches in Asia Minor, ii. 187f ; Layard & Badger : Nestorians and their rituals, i. 113-5 ; En. Islam, i. 136-7]

অদুঃখ—যাহা দুঃখ নয়। 'অদুঃখমক্লুথা বচনং মম'—রা° (গো°) ৪. ২২. ২ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~**নবমী**—ভাদ্রপদের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে স্ত্রীলোকদিগের আগামী বৎসরের দোষ-ক্ষয়ের জন্য দেবীর আরাধনা দিবস ॥ আপ° ॥

অদুক্খমসুখী সুত্ত—আত্মার সম্বন্ধে বিবিধ ভ্রান্ত মতামতের আলোচনা-সম্বলিত ২৬টী সুত্তন্ত পালি-পিটকে আছে।—সং-নি° ৩. ২২০-২ ॥ MDPP ॥

অদুকনি—পারস্যের প্রাচীন বর্ষপঞ্জিকায় ব্যবহৃত একটী মাসের নাম। প্রাচীন পারস্যে ১২ মাসে এক বর্ষ গণনা করা হইত, কিন্তু ঐ ১২টী মাসের মধ্যে মাত্র ৯টী মাসের সন্ধান বেহিস্তূন্-এ প্রাপ্ত দরায়ুসের লিপিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অদুকনি পঞ্চম মাস। 'অদুকনি' অর্থে 'খালসমূহ খনন করা'। [পারসীক বর্ষপঞ্জিকা দ্র°]—ERE, iii. 128ab.

অদুগ্ধ—১ যে দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই। ২ যাহার দুগ্ধ গ্রহণ করা হয় নাই। 'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ'—ঋ° ৭. ৩২. ২২ ॥ বো-রো° ॥

অদুচ্ছুন—মন্দ হইতে মুক্ত, দোষশূন্য। 'পবমানস্য তে রসো মদো রাজন্নদুচ্ছুনঃ'—ঋ° ৯. ৬১. ১৭ ॥ বো-রো° ॥

অদুদদ্দৌলা, বয়াহিদ—(ফনা খুসর, অবু শুজা-ইব্‌ন রুকনদ্দৌলা) বয়াহিদ নৃপতিগণের অন্যতম। ইনি সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বয়াহিদ শাসনকর্তা। জন্ম — ৯৩৬ খ্রী° ইস্ফাহানে। মৃত্যু—৯৮৩ খ্রী° বোগ্‌দাদে। ৯৪৯ হইতে ৯৮২ খ্রী° পর্যন্ত ইনি দক্ষিণ-পারস্য ও ইরাক্ শাসন করিতেন। খলিফা তা-ই-কর্তৃক ইনি 'মলিক অল্-মুল্‌ক' উপাধিতে ভূষিত হন। ইনিই এই উপাধি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপাধিপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ইনি বোগ্‌দাদে গমন করেন (৯৭৫ খ্রী°)। ৯৭৯ খ্রী° ইনি বোগ্‌দাদে একটী বৃহৎ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহার পুত্র শরফদ্দৌলা।

বয়াহিদ্ শাসনকর্তৃগণ সিয়া ধর্মাবলম্বী পারসীক ছিলেন, সুন্নী গোঁড়ামিতে ইঁহাদের কোন আগ্রহ ছিল না। ইঁহাদিগের সময়েই দর্শন এবং বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অদুদদ্দৌলার রাজত্বের সময়েই প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 'অলী ইব্‌ন 'অব্বাস 'কিতাব অল্-মলিকী' নামক চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।—En. Islam, i. 143.

অদুনা, উদুনা—[সং° উদয়না > অদুনা, উদুনা ; অথবা আদরিণী < আদুনি < অদুনা] ১ আদরের নাম, আদরিণী। ২ ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের (মানি° গানে 'হরিশ্চন্দ্র') পরমাসুন্দরী কন্যা ও রাজা গোপীচন্দ্রের পত্নী।—Martin : Eastern India, iii. 409.

অদুর—(বা°) শীঘ্র, অচিরে। 'ফুরই দুর সঞ্চেত প্রাণ পিউ কিয়ে অদুরে আওক রে।' —প-ক° ১৯৭৫. ১।

অদুর্গ—১ বিণ, গমনাগমনে দুর্গম। ২ দুর্গ-ভিন্ন ॥ আপ° ॥

অদুর্মখ—১ বিণ, প্রফুল্ল, দুঃখিত নহে। ২ বাধাহীন যজ্ঞকারী।—'যস্যাজুষন্নমস্বিনঃ শমীমদুর্মখস্য বা'—ঋ° ৮. ৭৫. ১৪ ॥ বো-রো ॥

অদুর্মঙ্গল—বিণ, অশুভ নহে, অমঙ্গলশূন্য। যে স্ত্রী মঙ্গলাচারকে নষ্ট করে তাহাকে দুর্মঙ্গলী বলে। যে তাহা করে না এমন স্ত্রী অদুর্মঙ্গলী। 'অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমা বিশ'—ঋ° ১০. ৮৫. ৪৩ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদুর্বৃত্ত—বিণ, যে মন্দচরিত্রের লোক নহে।

অদুল—নদ-বি°। বোম্বাই প্রদেশে অহ্‌মদনগর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দৈর্ঘ্য ১২॥০ ক্রোশ। অকোলা শহরের উত্তরে পট্টি ও মহাকালী নামক স্থান হইতে ইহার উৎপত্তি। উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে ইহা সমশেরপুর উপত্যকার উভয় পার্শ্বে গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে ৭॥০ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়াছে। তদনন্তর ইহা ১৫০ ফুট নিম্নে এক গভীর খাদে পতিত হইয়াছে। এখান হইতে ইহা সর্পিল গতিতে গিরিকন্দরের মধ্য দিয়া আসিয়া সঙ্গমন নগরের সমভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গমন হইতে ইহার গতি দক্ষিণ দিকে। এই দক্ষিণ দিকেই কিছু দূর প্রবাহিত হইয়া সঙ্গমন নগরের ১॥০ ক্রোশ পশ্চিমে

প্রবর নদের সহিত ইহা মিলিত হইয়াছে।

বর্ষাকালে অহুলা নদে ভীষণ প্লাবন হইতে দেখা যায়। সমশেরপুরে নদের গর্ভ প্রস্তরময় ও সমতল। বর্ষাকাল ব্যতীতও এখানে সকল সময়েই জলপ্রবাহ থাকে। সঙ্গমস্থলের নিকট নদীপথে গতায়াত কষ্টসাধ্য, কারণ এখানে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা উভয় পার্শ্বেই প্রবাহিত। এখানে নদের তীরদ্বয়ও বেশ ঢালু। সঙ্গমন নগরের নিকটস্থ ভূভাগে এই নদ হইতে জলসেচন করা হয়।—BG, xvii. 7.

অহুলি — আবিসিনীয়ার একটী প্রাচীন বন্দর। ২৫০ খ্রী° ভারতবর্ষের সহিত এই বন্দর হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়।—BG, xiii. 419.

অদুষ্ট—বিণ, মন্দ নহে, দোষী নহে, নির্দোষ।—'কর্মণ্যদুষ্টশ্চ' মনু° ৮. ৩০৮ ॥ কা-শ্রৌ° ২৫. ৫. ২২ ; বো-রো° ॥ ~ত্ব—দুষ্টতাহীন, নির্দোষত্ব।—কা-শ্রৌ° ২৩. ৪. ২২ ॥ বো-রো ॥

অদূ—বিণ, পরিচর্যাশূন্য। 'মাপ্সবঃ পরি ষদাম মাতবঃ'—ঋ° ৭. ৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥ ~ন—অপরিতৃপ্ত। 'অলাণ্ড স্থাম্নি মহতা ববেন দূনা অদূনা অরনা অভূন্'—অ° ২. ৩০. ৩ ॥ বো রো° ॥ ~ষিত—যাহা দূষিত নহে, যাহা কলঙ্কিত নহে ॥ মনি° ॥ ~ষিতধী—যাহার অন্তঃকরণ দূষিত নহে, শুদ্ধহৃদয় পুরুষ ॥ মনি° ॥ ~ষ্য—যাহা দূষিত হইবার যোগ্য নহে।

অদূর,—[নঞ্-তৎ] ১ বিণ, সমীপে, অল্প দূরে, নিকটে। 'অদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু'—রঘু° ১. ৪০ ॥ বো রো ॥ ২ শীঘ্র, অচিরে। ~দর্শিতা—স্ত্রী°, অদূরদর্শীর ধর্ম, অপরিণামদর্শিতা। ~দর্শী—[পু°-দর্শিন্। অদূর + √দৃশ্—ণিন্-কর্তৃ°] বিণ, যে দূরদর্শী নহে, যাহার দূর বা ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা দর্শন করিবার শক্তি নাই, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিহীন, অপরিণামদর্শী, অবিবেক ~বর্ত্তী—[পু°-বর্ত্তিন্। অদূর + √বৃত—ণিন্-কর্তৃ°] বিণ, অদূরস্থিত, অদূরস্থ, নিকটবর্ত্তী, শীঘ্রভাবী।—রঘু ১. ৮৭ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~স্থ—[অদূর + √স্থা + ক—কর্তৃ°] বিণ, নিকটবর্তী, অল্প দূরে স্থিত। ~ভব—যাহা দূরে নহে ॥ মনি° ॥

অদূর,—ব্রহ্মমেরু সাবর্ণির দশ পুত্রের অন্যতম।—হরি° হরি° ৭. ৭৭।

অদৃক্—[নঞ্-বহু°] বিণ, চক্ষুহীন, অন্ধ, দৃষ্টিহীন ॥ আপ° ॥

অদৃঢ়—১ বিণ, দৃঢ় নহে। ২ বিচারহীন। ৩ (বৈদ্যক) ক্লী°, তৃণবি°।

অদৃপিত — বিণ, যাহার সহিত রূক্ষ ব্যবহার করা যায় না। 'পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ। অদব্ধেভিরদৃপিতেভিঃ'—ঋ° ১. ১৪৩ ৮ ॥ রো-রো° ॥

অদৃপ্ত—অভিমানশূন্য, দর্পহীন, নিরভিমান। 'বেধা অদৃপ্তো অগ্নিবিজানন্'—ঋ° ১. ৬৯. ২ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~ক্রতু—বিণ, যিনি অভিমানের বিচার করেন না। 'অদৃপ্তক্রতু-মরাতিং যুবত্যোঃ'—ঋ° ৬. ৪৯. ২ ॥ বো-রো° ॥

অদৃপ্যৎ—বিণ, নিরভিমান, দর্পহীন। 'অদৃপ্যতা মনসা'—ঋ° ১. ১৫১. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অদৃশ্য—[নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহা দৃশ্য নহে, অপ্রত্যক্ষ, চক্ষুর অগোচর, অজ্ঞেয়, দৃষ্টি-বহির্ভূত। 'অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাম্' রা° (গো°) ১. ৪৮. ৩১ ॥ বো-রো° ॥ ২ দর্শনের অযোগ্য, দর্শনানর্হ। ~করণ—১ দৃষ্টির বহির্ভূতকরণ। ২ যাদুবিদ্যার নাম ॥ মনি° ॥ ~ৎ—বিণ যাহা চোখে দেখা যায় না ॥ বো-রো° ॥

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠপুত্র মহর্ষি শক্তির পত্নী ও পরাশরের মাতা (মহা° আ° ১৭৩. ১৪ ; ১৭৪. ২৭)। ইঁহার পিতা চিত্রমুখ ; এই চিত্রমুখ প্রথমে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (ঐ. ১৩. ৫৩. ১৭)। লিঙ্গপুরাণে (১. ৬৩. ৮৩ ; ৬৪. ২-৪৭) দেখা যায়, রুধির নামক এক রাক্ষস বিশ্বামিত্রের উৎসাহে রাজা কল্মাষপাদ সৌদাস-রূপে শক্তি-প্রমুখ বশিষ্ঠের শত পুত্রকেই গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহার পরে শক্তির বিধবা পত্নী পরাশরকে প্রসব করেন। মহাভারতেও অনুরূপ কাহিনী আছে (মহা° ১. ১৮১. ৬৮৮৫, ৬৮৬৬ ; ১২. ৩৫১. ১৩৬৪২ ; ১৩. ৩. ১৮৩ ; ১. ১৭৪. ৬৬৪০-১ ; ৫. ১১৬. ৩০৭০)। বায়ুপুরাণেও (১. ১৭৫) অদৃশ্যন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

[F. E. Pargiter : Ancient Indian Historical Tradition, Lond. 1922, 208-9]

অদৃষ্ট,—[প্রা° অদেট্ঠ। নঞ্-তৎ] ১ ভাগ্য, নিয়তি, কপাল, নসিব। 'দেবামতি যদপি কথয়সি পুরুষগুণঃ সোঽপ্যদৃষ্টাখ্যঃ'—পঞ্চত° ৫. ২৭ ॥ বো-রো° আপ° ॥ ২ বিণ, যাহা দৃষ্ট নহে, অনবলোকিত, দৃষ্টির অগোচর। 'অদৃষ্ট-মস্তিনিণিক্তম্'—মনু° ৫. ১২৭ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অজ্ঞাত, অননুভূত, অবিদিত। 'অদৃষ্ট বিরহব্যথম্'—হিতোপ° ১. ১৫ ॥ আপ° ॥ ৪ অবিহিত, শাস্ত্রনিষিদ্ধ। 'বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টং পুনর্হরেৎ'—মনু° ৮. ১৫৩ ॥ আপ° ॥ ৫ অচিন্তিত, অতর্কিত। ৬ ধর্মাধর্ম, পুণ্যাপুণ্য ॥ আপ° ॥ ৭ আপদ, বিড়ম্বনা। ~কর্মা—(পু°-র্মন্) যে কার্য দেখে নাই, কার্যানুষ্ঠানহীন। —হিতোপ° ৩ ৫৭ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~কাম—কোন অদৃশ্য দ্রব্যের জন্য তীব্র কামনা ॥ মনি° ॥ ~ক্রমে—[অদৃষ্টের ক্রম যাহাতে আছে—বহু°] ক্রি-বিণ, ১ ভাগ্যবশে, কপালক্রমে। ২ হঠাৎ। ~চক্র—[অদৃষ্ট চক্রের ন্যায় (উপ° কর্মধা°)] চক্রের ন্যায় পরিবর্তনশীল ভাগ্য। ~চর, পূর্ব—[নঞ্-তৎ] বিণ, যাহা পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, অদৃষ্টপূর্ব, পূর্বে অনবলোকিত। ~জ—ভাগ্য হইতে জাত ॥ মনি° ॥ ~নর, পুরুষ—ভাগ্য-নিধায়ক পুরুষ, ভাগ্যবিধাতা ॥ মনি° ॥ ~পরসামর্থ্য—যে শত্রুর ক্ষমতা-দর্শনের অভিজ্ঞতা-লাভে অসমর্থ ॥ মনি° ॥ ~পূর্ব—[অদৃষ্টচর দ্র°]। ~পরিহাস—[ই° irony of fate-এর অনুবাদ] বিধির বিড়ম্বনা। ~পরীক্ষা — ভাগ্য-পরীক্ষা, ভাগ্যের ফল-গণনা পরিদর্শন বা বিচার। ~পুরুষ—[অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ—মধ্যপ°] ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভাগ্যনিয়ামক

পুরুষ। ~ফল- অদৃশ্য পরিণাম, যাহার ফল এখনও দেখা যায় নাই, অর্থাৎ যাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে ॥মনি°॥ ~রূপ—বিণ. ১ অদৃশ্য আকৃতিবিশিষ্ট ২ যিনি রূপ দর্শন করেন নাই। ~বান্—[মূ°-বৎ। অদৃষ্ট+বৎ (বতুপ্) অস্ত্যর্থে প্রাশংসায় ১-ব ; স্ত্রী— -বতী] ভাগ্য হইতে আসে বলিয়া ভাগ্যবান্ কিংবা দুর্ভাগা ॥ মনি°॥ ~বাদী—বিণ, ভাগ্যের উপর একান্ত বিশ্বাস-কারী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ বিশ্বাসী। ~লিপি—১ ভাগ্যের নিয়ম। ২ কপাল লিখন। ~হা—[মূ°-হন্] ১ বিষাক্ত জন্তু বা বিষধরদিগের নাশকারী। 'উৎপুরস্তাৎসূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা'—ঋ° ১. ১৯১. ৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ অজ্ঞান ধ্বংসকারী, অন্ধকারনাশক। 'অদৃষ্টা বিষ-বিশেষণা বিষধরবিশেষা বা তেষাং হন্তা।' 'যদ্বা অদৃষ্টমদর্শনম্ অজ্ঞানমন্ধকারঃ তস্য হন্তা' —ঋ° ১. ১৯১. ৮ (সায়ণ) ॥ বিশ্বকো° ॥ ~াকাশ—[রূপক° কর্মধা°] ভাগ্য রূপ আকাশ, ভাগ্য-গগন। ~ার্থ—ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয়ের উপর যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেন ॥ আপ্° মনি° ॥ ~ায়ত্ত—বিণ. ভাগ্যাধীন, দৈববশ, অদৃষ্টের বশ। ~াশ্রুত-পূর্বত্ব—যে গুণ পূর্বে কোন বা কখনও শ্রুত বা দৃষ্ট হয় নাই ॥ মনি° ॥

অদৃষ্ট,—কারণ ব্যতীত কার্য হয় না—এই নিয়ম স্বীকার করিলে সর্বত্রই কারণ-নির্দেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জন্মগ্রহণের পর শিশুর স্তন্যপান ও আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি এমন অনেক কার্য দেখা যায় যাহাদের দৃষ্ট কারণ নির্দেশ অসম্ভব। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে অ-দৃষ্ট কারণ স্বীকার করিতে হয়।

কেবল এই সব ক্ষেত্রে কেন, সর্বত্রই অ-দৃষ্ট কারণ নির্দেশের প্রয়োজন আছে। ক এক খণ্ড ইষ্টক ছুঁড়িল, উহা খ-এর মস্তকে লাগিল এবং তজ্জন্য খ-এর মস্তকটী চূর্ণ হইল। এই স্থলে (এবং এবংবিধ সর্বস্থলেই) ইষ্টক-নিক্ষেপ, মস্তকে আঘাত এবং আঘাত প্রাপ্ত মস্তকটীর চূর্ণীভাব — এই তিন কার্যের প্রত্যেকটীরই দৃষ্টকারণ আছে। কিন্তু ঠিক ক কেন ইষ্টক ছুঁড়িল, আর কেহ ছুঁড়িল না এবং ঠিক সেই সময়েই খ কেন সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ ক-এর ইষ্টক-নিক্ষেপ এবং খ-এর আগমন একই সময়ে কেন ঘটিল — ইহার দৃষ্ট কারণ নাই। দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের কার্যাবলীর দৃশ্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ক এর একটী কার্যের সহিত খ-এর একটী কার্যের এককালীনত্বের কোনও দৃষ্ট বা দৃশ্য কারণ নাই। অতএব এই সকল স্থলে অ-দৃশ্য বা অ-দৃষ্ট কারণ মানিতে হইবে। এই প্রকারে অলঙ্ঘ্য কার্য-কারণ-বন্ধ স্বীকার করার নাম অদৃষ্টবাদ এবং ইহারই জন্য দৃষ্ট কারণের অভাবে অ-দৃষ্ট কারণ স্বীকার প্রয়োজন।

জগতের সমস্ত ঘটনাই অলঙ্ঘ্য কার্য-কারণের নিয়মদ্বারা বদ্ধ কেন হইল তাহার দুই প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত, কাহারও মতে ইহা সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ দ্বিতীয় মতে কার্য-কারণ নিয়ম ঈশ্বর ব্যতীত আর একটী পদার্থ। পাশ্চাত্ত্য জগতে এই দুই প্রকার মতই বিদ্যমান।

অদৃষ্টবাদ আবার ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ। সঙ্কীর্ণ অর্থে কিন্তু কেবল মানুষের ইচ্ছা ও ভোগের উপর এই নিয়মের প্রয়োগ করা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থেই অদৃষ্টবাদের প্রচলন বেশী। এমন কি, যাঁহারা ব্যাপক অর্থে অদৃষ্টবাদ প্রয়োগ করেন তাঁহাদেরও অনেকে জাগতিক ঘটনাবলীকে মনুষ্যের ভোগ্য বলিয়াই মনে করেন ; অতএব তাঁহা-দের মতেও প্রকৃতপক্ষে সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগই বুঝিতে হইবে। বর্তমান নিবন্ধে এই দ্বিতীয় সঙ্কীর্ণ অর্থেই অদৃষ্টবাদের আলোচনা হইবে।

অদৃষ্টবাদের বিপরীত মত হইল স্বাধীনেচ্ছা-বাদ। এই মতে মানুষের ইচ্ছা কার্য-কারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত নহে। আমি কি করিব—এই বিষয়ে সর্বদাই আমার স্বাধীনতা আছে। নানা কারণে হয়তো বাধ্য হইয়া আমাকে কিছু করিতে হয়, কিন্তু তথাপি আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, ঐ কার্য আমি না করিলেও পারিতাম। এই স্বাধীনতা যে কেবল আন্তর-প্রত্যক্ষের বিষয় তাহা নহে, নানাবিধ পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারাও উহা সমর্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রমাণটী এই—আমার ইচ্ছা ও কৃতির স্বাধীনতা না থাকিলে অনুতাপ বলিয়া কোনই অনুভব থাকিত না। এই স্বাধীনতা না মানিলে অনুতাপকে অনুভবাভাস বলিতে হয়। কিন্তু অনুভবের তো আভাস হইতে পারে না। অনুতাপরূপ অনুভবকে সত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অন্য কোনও কারণ আছে—ইহা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে, ইচ্ছা ও কৃতির স্বাধীনতা বলিয়া এক মিথ্যা মতবাদের উপর বিশ্বাসস্থাপনের ফলে এই অনুভবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন ; কারণ মিথ্যা-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত অনুভব ঐ বিশ্বাসের অপনোদনে দূরীকৃত হইবার কথা। কিন্তু অনুতাপ কখনই নিরস্ত হয় না। ভুল করিয়া একটী কার্য করিয়াছি, উহা না করিলেই ভাল হইত —এই অনুভব সকলেরই হয় এবং ইহা হইতে উদ্ধার কল্পনাও করা যায় না। এই অনুভব আবার—ভূমিকম্প না হইলেই ভাল হইত—এই প্রকার অনুভবের মত নহে। কারণ অনুতাপরূপ অনুভবের মূলে রহিয়াছে কৃতির ব্যর্থতা ; কৃতির ব্যর্থতা আবার কৃতির স্ব-জন্যত্ব ভিন্ন উপপন্ন হয় না এবং কৃতির স্ব-জন্যত্ব ইচ্ছার (প্রযত্নের) স্বাধীনতা ভিন্ন উপপন্ন হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। ইহাই হইল স্বাধীনতাবাদের মূল যুক্তি। (ইচ্ছা-জন্য কৃতির ফল যে ভোগ তাহা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। সেখানে কোনও স্বাধীনতা নাই। কারণ উহা জড়জগতের ব্যাপার এবং আমাদের আয়ত্তের একেবারে বাহিরে।)

আমাদের দেশে প্রকাশ্যভাবে এই স্বাধীনতা-বাদের প্রচলন বেশী নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগতে অদৃষ্টবাদ ও প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা-বাদ — উভয়েই প্রায় সমভাবে প্রচল। প্রকাশ্য স্বাধীনতাবাদ কিন্তু খ্রীস্ট-ধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্বে বেশী দেখা যায় না। ইচ্ছার স্বাধীনতা আমাদের সহজবুদ্ধি-গম্য হইলেও মানুষের অন্তরে ধর্মভাবের (religious consciousness-এর) প্রাবল্য-নিবন্ধন বহু প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ অদৃষ্টবাদ মানিয়া লইয়াছে। এই ধর্মভাব প্রাচীন কালে অতিমাত্রায় প্রবল ছিল। সেই জন্য সহজবুদ্ধিগম্য হইলেও লোকে ইচ্ছার স্বাধীনতা সহজে মানিয়া লইতে পারে নাই। আদিধর্ম হইতেছে—সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস। সর্বশক্তিমান্ না হউক, এমন এক ঈশ্বর আছেন যিনি অতুলশক্তিসম্পন্ন এবং আমাদের শক্তি যাঁহার শক্তির ছায়ামাত্র। সুতরাং আমরা যাহা কিছু করি সমস্তই তাঁহারই ইচ্ছাধীন। তিনিই সমস্ত করাই-তেছেন, আমরা নিমিত্তমাত্র। আর তিনিই যদি সর্ববিষয়ের কর্তা হন, তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্রও নাই। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সর্বকর্মের এবং তজ্জন্য সর্বভোগের অদৃষ্ট কারণ। অধিকাংশ ধর্মমতে আবার ঈশ্বরকে কেবল সর্বশক্তিমান্ বলা হয় নাই, তাঁহাকে সর্বজ্ঞও বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনি কি ইচ্ছা করিবেন তাহাও তিনি জানেন। অতএব আমাদের যাবতীয় ইচ্ছা, কৃতি ও তজ্জন্য ভোগ—সমস্তই পূর্বনির্ধারিত। যাহা হইবার তাহা হইবেই, প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না। মানুষের কর্তব্য হইল আপনার ভাগ্যকে শান্তচিত্তে মানিয়া লওয়া এবং শাস্ত্রে যাহা সৎকর্ম বলিয়া বিহিত আছে তাহার অনুষ্ঠান করা। এই মতবাদ আমরা মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন মিশর ও বাবিলন্ দেশবাসিগণও এই মত পোষণ করিতেন। সর্বত্র সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে পূর্ব হইতেই সমস্ত নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা এক মহৎ কল্যাণের নিমিত্ত। কিন্তু মুসলমানদিগের অনেকের মতে তিনি কেন এইরূপ করিয়াছেন তাহা প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। মাত্র এইটুকু জানিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, তাঁহার ইচ্ছার নিকট নত হইয়া থাকিতে আমরা বাধ্য। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সৎকর্মাবলী অনেকের মতে ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত ঈশ্বরের আদেশ; অনেকের মতে বা ইহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট নত হইয়া থাকিবার কয়েকটী উপায়। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা ভাল যে, চীনদেশের অনেক ধর্ম-গুরু সৎকর্মাবলীকে স্পষ্টভাষায় ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্বাকার করিয়াছেন। ইহুদীগণও এই মতবাদ পোষণ করিতেন। তাঁহারা চীন দেশীয়গণের ন্যায় সৎকর্মমালাকে, এমন কি ছোট বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত বিধানকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত আদেশ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রতিপালন করাই তাঁহাদের মতে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

যে সমস্ত জাতির কথা বলা হইল তাহারা সকলেই অদৃষ্টকে ঈশ্বরের ইচ্ছাস্বরূপ বলিয়াছে। তাহারা কেহই ঈশ্বরনিরপেক্ষ অদৃষ্ট বলিয়া কোনও পদার্থ মানিত না। কিন্তু তাহাতে এক কঠিন সমস্যার উদয় হয়। সমস্তই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাজন্য, অথচ ঈশ্বর যদি এক বিরাট্ কল্যাণের জন্যই সমস্ত করিতেছেন তাহা হইলে জগতে দুঃখ, পাপ প্রভৃতি কোথা হইতে আসিল? মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিলে অবশ্য ঈশ্বরের উপর আর দোষারোপ করা যায় না সত্য। কিন্তু এই সমস্ত জাতির কেহই এই প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা মানে না। সুতরাং ঈশ্বরকে আর পরম কল্যাণময় বলা যায় না। অবশ্য মুসলমানেরা ইচ্ছায় স্বাধীনতা না মানিয়াও এই আপত্তির অবকাশ দেন না। কারণ তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের কার্যকলাপ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নাই, তিনি এত বিরাট্ ও এত মহৎশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করাই মহাপাপ; তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া লওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নাই। কিন্তু মুসলমানগণ এই সহজ প্রশ্নটীকে এইরূপে নিরবকাশ করিলেও অন্য জাতির মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য একটী শক্তি স্বীকার করিয়াছে এবং তাহারই নাম দিয়াছে অদৃষ্ট। প্রাচীন পারস্যদেশে ও টিউটন্‌দের মধ্যে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি-স্বীকার প্রথম দেখিতে পাই। পরম কল্যাণ-ময় পরমেশ্বরের সমস্ত কল্যাণকর্ম অন্য এক শক্তি ক্রমাগত নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দ্বিতীয় শক্তিই জগতে দুঃখ, পাপ ও ভ্রমের সৃষ্টি করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এই দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা পরি-চালিত হয় তখনই পাপ করে, ভুল করে ও তজ্জন্য দুঃখভোগ করে। Gnosticism-এর মূলেও এই কথা দেখিতে পাই। মানুষ যাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলে তাহাও অমঙ্গলময় এই দ্বিতীয় শক্তিরই কারসাজী। এই দ্বিতীয় শক্তি ঈশ্বরের অধীন নয়, ইহা ঈশ্বরের সম-শক্তিমান্।

প্রাচীন গ্রীস্ দেশে এই দ্বিতীয় শক্তিকে Moira নামে অভিহিত করা হইত। এই Moiraকে কেন্দ্র করিয়া নানা উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। সমস্তগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় এই Moiraই মানুষের ভাগ্য (বিশেষ করিয়া আয়ুষ্কাল) নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে এবং এ বিষয়ে Zeus কিছুই করিতে পারেন না। এমন কি অন্যান্য দেবতাগণেরও সুখদুঃখ এই Moiraর নির্দেশ-সাপেক্ষ। গ্রীক্ tragedian-গণ অবশ্য এই Moiraকে অমঙ্গলময়রূপে বর্ণনা না করিয়া ইহাকে Zeus-এর আদেশদ্রোহী মানুষগণের শাস্তিবিধানের কর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে Zeus এর অধীন বলিয়াছেন। পরে দেখিতে পাই যে দেবতাগণ আপনাপন শক্তিবলে ভাগ্য অতিক্রম করিতেছেন। কখনও বা Zeus নিজ ক্ষমতাবলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত করিতেছেন। Tragedianগণ

এই প্রকারে Moiraর জন্য নিয়স্থান নির্দেশ করিলেও সাধারণতঃ দেখিতে পাই, Zeus Moiraর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না এবং Homer, Hesiod, Demosthenes প্রভৃতি মনীষিগণ অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয়ত্ব স্বীকার না করিলেও সাধারণ্যে এই অলঙ্ঘনীয়ত্ব সত্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। প্রাচীন রোমেও এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। খ্রীস্টধর্মের প্রথম যুগে Satan কেও ঈশ্বরের সমশক্তিমান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও যাহাকে ঋত, কর্ম বা অদৃষ্ট বলা হয় তাহাও ঈশ্বরনিরপেক্ষ এক পদার্থ; ভক্তিমূলক ধর্ম ব্যতীত আমাদের দেশের অন্যান্য ধর্মমতে কর্মফলে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বরের নাই।

অদৃষ্টকে ঈশ্বরনিরপেক্ষ পদার্থান্তর বলিলে ঈশ্বরের কল্যাণময়ত্ব রক্ষা করা যায় বটে এবং তদ্দ্বারা কার্যকারণবাদের মর্যাদাও অনেক বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাহার ফলে অন্য বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বর আর সর্বশক্তিমান্ থাকেন না। অনেকের মতে আবার ইহাতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বও ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ সেই পদার্থান্তর জন্য যদি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বেচ্ছায় কখন কি করিবে ঈশ্বরের পক্ষে তাহা জানা অসম্ভব। অবশ্য যদি এই পদার্থান্তর স্বীকার করিয়াও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার না করিতে হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব অটুট থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা যে আর থাকে না তাহা নিঃসন্দেহ। অথচ তাহা হইলে মানুষের সহজ ধর্মভাবের অঙ্গহানি ঘটে।

এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিভিন্ন দেশের অনেক দার্শনিক অদৃষ্টরূপ ঈশ্বরান্তর পদার্থটিকে অভাব পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পদার্থ—সত্য, কিন্তু ইহা অভাব পদার্থ। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন Principle of Negation. তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, এই পদার্থটা স্বীকার করিলেও ইহাকে 'আছে' বলিয়া বলা যায় না। নৈয়ায়িকগণ অভাবকে 'আছে' বলিতে পারেন। কিন্তু এই পণ্ডিতগণ বলেন—যাহা কিছু 'আছে' বলিয়া বলিতে পারা যায় তাহা সমস্তই ঈশ্বরস্থ, ঈশ্বরস্বরূপ বা ঈশ্বরসৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরেতর যে অভাব পদার্থ তাহাকে স্বীকার করিলেও 'আছে' বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। অর্থাৎ পদার্থত্বের অর্থ অস্তিত্ব নহে। অস্তিত্ববৎ পদার্থসমূহ এক শ্রেণীর পদার্থ; অপর এক শ্রেণীর পদার্থ স্বীকার করিতে হয় যাহাদের 'অস্তিত্ব' নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা কিছুই নহে বা তাহারা নাই—একথাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে জগতের দুঃখ, পাপ, ভুল প্রভৃতির উপপত্তি হয় না।

এই দার্শনিক মতটীর সহিত অদ্বৈত-বেদান্তের মায়াবাদের প্রভূত সাদৃশ্য আছে। সেখানেও মায়াকে না-আছে-না-নাই বলিয়া অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে। প্রভেদ এই যে, অদ্বৈতীর নিকট চরম অবস্থায় এই মায়া লুপ্ত হয়, অর্থাৎ মায়াজন্য দুঃখ-ভ্রমাত্মক এই জগতের অবসান ঘটে; কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই প্রকার অবস্থা স্বীকার করিতেন না। অদ্বৈতীর নিকট ব্রহ্মেতর জগৎ নাই, কোনও কালে ছিল না এবং কোনও কালে থাকিবে না, কিন্তু এই পণ্ডিতগণের নিকট কেবল যে অস্তিত্ববান্ ঈশ্বর সত্য তাহা নহে, অভাবস্বরূপ যে জগৎ তাহাও অস্বীকার্য নহে।

মধ্যযুগের অবসানের পর ইউরোপে যে বর্তমান যুগের সূত্রপাত হয় তাহারও প্রথম অবস্থায় ইংলণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের দার্শনিকগণ এই মধ্যযুগীয় মতটী মানিয়া লইয়াছিলেন। Descartes ও Spinoza জাগতিক পদার্থের বহুত্ব, দুঃখ, পাপ প্রভৃতিকে ঈশ্বরেতর অভাবপদার্থনিবন্ধন বলিয়াছেন। Leibnitz বহুত্বের ভিন্ন উপপত্তি করিলেও দুঃখ, পাপ প্রভৃতিকে অভাবজন্য বলিয়াছেন। Descartes মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অভাবজন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু Spinoza ও Leibnitz ইচ্ছার স্বাধীনতা মানেন নাই।

মহামনীষী Kant সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও তিনি তাঁহার Critique of Practical Reasonএর এক স্থানে এই Principle of Negation মানিয়াছেন। তিনি বলেন, মানুষ যে ভাল জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া মন্দ কাজ করে তাহার কারণ এই Pinciple of Negation. Kantএর পরবর্তী যুগের বহু জর্মান পণ্ডিত এই অভাব পদার্থ মানিয়াছেন। Fichte, Schelling (এক সময়), Schopenhauer প্রভৃতি তাঁহাদের অন্যতম। Hegelও এই অভাব পদার্থ মানিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাকে সম্পূর্ণ ভাবেতর বলেন নাই। তাঁহার মতে ভাব ও অভাব ভিন্ন হইলেও পরস্পরসাপেক্ষ; সুতরাং দার্শনিক অনুভবের চরম অবস্থায় অভাব লুপ্ত হয় না, অথচ ভাবের পার্শ্বে ভাব নিরপেক্ষরূপে দণ্ডায়মান থাকে না; চরম অবস্থাতেও ভাব ও অভাব পরস্পরসাপেক্ষ থাকে। Hartmann যে unconsious বলিয়া পদার্থ মানিয়াছেন তাহাও এই অভাবেরই রূপান্তর। অন্যান্য অনেক দার্শনিক স্পষ্ট-ভাষায় দুই প্রকার পদার্থ মানিয়াছেন—এক প্রকার পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপর প্রকার reason বলিয়া ভিন্ন উপলব্ধিগ্রাহ্য। অনেকে আবার reason-গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ-সমূহকে একপর্যায়ভুক্ত করিয়া faith বলিয়া অন্য এক প্রকার জ্ঞানের দ্বার মানিয়াছেন। এই প্রকারের বিভাগের মূলে আছে ঈশ্বর ও ঈশ্বরেতর অদৃষ্ট—এই দুই পদার্থের স্বীকার। অতি আধুনিক যুগের Bergsonও এই বিভাগ মানিয়াছেন। Bradley প্রভৃতি হেগেলীয় বামপন্থিগণ অভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও চরম অবস্থায় ইহাকে ভাবের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। ভিন্নপন্থী হেগেলীয় দার্শনিক Croce কিন্তু বিভাগ স্বীকার করিয়া দুইটী বিভাগকে পাশাপাশি রাখিয়াছেন। তাঁহার মতে চরম অবস্থায় বিভাগদ্বয় বিকল্পরূপে অবস্থান করে।

এই সমস্ত দার্শনিকই জগতের দুঃখ, পাপ, ভুল উপপন্ন করিবার জন্য ঈশ্বরেতর বা ঈশ্বরকল্পেতর (ঈশ্বর = God; ঈশ্বরকল্প = Absolute) এক নিরপেক্ষ পদার্থ স্বীকার

করিয়াছেন এবং ইঁহাদের অধিকাংশই ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্পের সর্বপতিমত্ত্ব বা সর্বব্যাপকত্ব রক্ষা করিবার জন্য এই নিরপেক্ষ পদার্থটিকে অভাব পদার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল Croce দুইটী পদার্থকেই ভাব বলিয়া স্বীকার করিয়া ঈশ্বরকল্পের সর্বব্যাপকতার খাতিরে উহাদিগকে বিকল্প বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে একই ভাবস্বরূপ ঈশ্বরকল্প নানা মূর্তিতে পূর্ণাঙ্গভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রাচীন গ্রীক্ পণ্ডিতগণও ঈশ্বর (বা ঈশ্বরকল্প) ও তন্নিরপেক্ষ পদার্থ—এই দুইটীকেই স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা অধিকাংশই পরিষ্কার করিয়া দ্বিতীয় পদার্থটীকে অভাব বলেন নাই। Elealicদের মধ্যে প্রথম দেখিতে পাই, জগতের বহু পদার্থের খণ্ডন হইতেছে; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এই সমস্ত পদার্থই অভাব, তবে তাঁহারা এইগুলিকে একান্ত অভাবই বলিয়াছেন—মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণের মত অনির্বাচ্য বলেন নাই। Plato এই জগৎকে অনেকটা অনির্বাচ্যের মত বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। Stoicগণ ঈশ্বরেতর এই দ্বিতীয় পদার্থটীকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ-নিয়মের সহিত এক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এই নিয়মের নিকট নত হইয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য। কার্যকারণ-নিয়মস্বরূপ এই অদৃষ্ট আমাদের যে ভাগ্যই বিহিত করে তাহা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিতে তাঁহারা উপদেশ দেন।

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রীক্, মধ্যযুগের ও বর্তমান যুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই এই দ্বিতীয় পদার্থটীকে অদৃষ্ট বা অদৃষ্টের মূল বলেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই প্রকারে এক দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করিয়া অতি কষ্টে ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্পের সর্বশক্তিমত্তা বা সর্বব্যাপকত্ব রক্ষা না করিয়া মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? ইহাই তো সহজবুদ্ধিগম্য এবং ইহাতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কারণ পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেন, সেইরূপ ঈশ্বরও মনুষ্যকুলের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্যই তাহাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছেন, ইহা বলা যাইতে পারে। নিজে নির্বুদ্ধিতা, পাপ, প্রলোভন, দুঃখ প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া বুদ্ধিমান্, নিষ্পাপ, নির্লোভ প্রভৃতি হইলে যেরূপ উন্নত হওয়া যায়, অপরের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া সুখী হইলে সেইরূপ উন্নত হওয়া যায় না। সেই জন্যই ঈশ্বর মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়াছেন, যাহাতে সে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারে। সত্য বটে, ইহাতে সে বিপথগামী হইতে পারে, কিন্তু ইহা না হইলেও সে উন্নততর নৈতিক চরিত্রবান্ মানুষ হইতে পারে না। আর ইহাতে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাও অটুট থাকে, কারণ ঈশ্বর তো নিজে ইচ্ছা করিয়াই মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন।

গ্রীস্টধর্মে প্রথম এই প্রকারের চিন্তা দেখিতে পাই। যদিও গ্রীস্টান্ দার্শনিকগণের অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সাধারণ গ্রীস্টানগণ সকলেই এই মতাবলম্বী। জগতে ইউরোপের প্রাধান্যবশতঃ এই মত জগতের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। এই মতে অদৃষ্টের স্থান নাই। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়িয়া তোলে। ঈশ্বর একবার স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। তবে মানুষ একেবারে ভয়ানকভাবে বিপথগামী হইলে তিনি তাঁহার অশেষ করুণাবশতঃ তাহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে পারেন।

বড় বড় ইউরোপীয় দার্শনিকগণ গ্রীস্টান হইয়াও কেন এই সহজ সরল মত গ্রহণ করেন নাই তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি অদৃষ্ট না মানিয়া এত সুন্দরভাবে সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায়, তবে কষ্টসাধ্য অন্য মত গঠনের কি প্রয়োজন?

এই দার্শনিকগণের প্রধান বক্তব্য এই যে, যদি অস্তিত্ববান্ সমস্ত পদার্থ ঈশ্বরস্থ, ঈশ্বরস্বরূপ বা ঈশ্বরসৃষ্ট হয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাধীন মানুষ যাহা করিবে তাহা তো আর ঈশ্বরস্থ, ঈশ্বরস্বরূপ বা ঈশ্বরসৃষ্ট হইবে না। সত্য বটে, আদি স্বাধীনতা ঈশ্বরসৃষ্ট, কিন্তু সৃষ্ট হইবার পর এই স্বাধীনতা যে যে কার্য উৎপাদন করিবে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাহার কর্তা হইবেন না বা পূর্ব হইতে জানিবেন না। কুলালপুত্র কুলালসৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু পুত্র কি কি করিবে কুলাল তাহা পূর্ব হইতে জানিতে পারে না। কুলালপুত্রের কার্যও কুলালের কার্য বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না।

ঈশ্বরের যে এই প্রকার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব আছে তাহারই বা প্রমাণ কি? এই দার্শনিকগণ বলেন যে, ইহাই হইল মানুষের অন্তরের আদি ও অত্যাজ্য, অতএব সত্যনির্দেশক ধর্মভাব। ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই দর্শন আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশে যাহাকে শাস্ত্রযোনি, শাস্ত্রৈকগম্য বলা হয়, ইউরোপীয় দার্শনিকগণ তাহাকেই আদি, অত্যাজ্য, অতএব সত্যনির্দেশক ধর্মভাব বলেন।

অবশ্য ভক্তিমূলক এমন অনেক ধর্মমত আছে যেখানে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ বলা হয় নাই। এই সকল মতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াই আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আর জগতের কিছু করেন না। এই সকল ধর্মমতকে Deism বলে। যে সকল দার্শনিকের কথা বলা হইতেছে, তাঁহারা কিন্তু এই প্রকার ধর্মমত গ্রাহ্য করেন না। তাঁহাদের মতে ইহা আদিধর্মভাববিরোধী। তাঁহারা যাহাকে আদি ধর্মভাব বলেন তাহা স্বীকার করিলে আর মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে ঈশ্বরসৃষ্ট বলা যায় না। সুতরাং ইহাকে ঈশ্বরেতর অন্য এক পদার্থ বলিতে হইবে—ইহাই অদৃষ্টের মূল। তাহার পর ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা ও সর্বশক্তিমত্তা অটুট রাখিবার জন্য হয় এই দ্বিতীয় পদার্থকে অভাবপদবাচ্য বলিতে হইবে, না হয় এই দুই পদার্থকে বৈকল্পিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের অদৃষ্ট-সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল এবং তাহার পর ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্পে বিশ্বাসী অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকগণ কি প্রকারে এই ধারণার পরিবর্তন করিয়াছেন—সমস্তই আলোচনা করা হইয়াছে। ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্পে অবিশ্বাসী আর এক সম্প্রদায় কিন্তু চিরকালই সর্বদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে এক দল মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা মানেন, অন্য দল মানেন না। যাঁহারা মানেন না, যাঁহারা কার্যকারণবাদের অনুমাত্র ব্যত্যয় হয় না বলেন তাঁহারা তো পুরাদস্তুর অদৃষ্টবাদী। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণ এই মতাবলম্বী। দার্শনিকগণের মধ্যে আমরা Hume, Mill প্রভৃতির নাম করিতে পারি। যাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীনতা মানেন তাঁহারা সাধারণের মত অদৃষ্ট মানেন না, কিন্তু একভাবে তাঁহাদেরও ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নিজেদের স্বাধীনতা থাকিলেও জড়জগতে কার্যকারণধারা রহিয়াছে এবং ঐ ধারণার নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতেই হইবে।

অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন যে, সাধারণ কার্যকারণবন্ধের নাম অদৃষ্ট নয়; অদৃষ্ট বলিলে এমন কারণ বুঝিতে হইবে যাহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। ইহার হেতু এই যে, কারণ জানিতে পারিলে আর আমরা ভাগ্যের উপর দোষ বা গুণ আরোপ করি না। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে chance বলে উহাই প্রকৃত অদৃষ্ট।

এই কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ আসে যায় না। যেহেতু chance-রূপ-কারণ-স্বীকারের মূলে আছে কার্যকারণ-বন্ধের দুর্লঙ্ঘনীয়তায় বিশ্বাস। এই বিষয় আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি।

অবশ্য এমন অনেক পণ্ডিত আছেন—উদাহরণস্বরূপ আমরা J. S. Mill-এর নাম উল্লেখ করিতে পারি—যাঁহারা chance-কে জাগতিক কারণধারার অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁহারা chance-কে অ-কারণ বলেন। তাঁহাদের মতে chance হইল কার্যকারণবন্ধের ব্যতিক্রম।

ইহাতেও কিন্তু বিশেষ কিছু আসে যায় না। ইহা মাত্র ভাষা লইয়া বিরোধ। Chance যে সাধারণ কারণের মত নয়, অর্থাৎ ইহা যে দৃষ্টকারণ নহে, সে বিষয়ে তো কোনই মতভেদ নাই। সুতরাং যাঁহারা ইহাকে অ-দৃষ্ট কারণ বলিয়া জগতের কার্যকারণবন্ধ অটুট রাখিতে চাহেন এবং যাঁহারা ইহাকে অ-কারণ বলিয়া কার্যকারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেন—এই দুই দলের মধ্যে মূলগত কোনও বিরোধ নাই। তবে যদি কার্যকারণবন্ধ অটুট রাখিবার জন্য পূর্বজন্ম প্রভৃতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য সত্যই মতবিরোধ ঘটে।

যদি কেবল chance-কেই অদৃষ্ট বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, অতি আধুনিক যুগে অনেকেই অদৃষ্ট মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের ধারণা, জগতের সমস্ত ঘটনাই দৃষ্টকারণদ্বারা উপপন্ন হইতে পারে। যেখানে তাহা হয় নাই সেখানে হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহাদের মতে ইহাই হইল আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। 'দৃষ্ট' শব্দটী অবশ্য একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ কেবল 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' নহে। ইহার অর্থ—'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের গুণরাশির নানাবিধ সংমিশ্রণ বা অবস্থা যাহার স্বরূপ'। বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু, ঈথার প্রভৃতি এমন অনেক কারণ মানেন যাহারা কোনও কালে দৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু ইহাদের স্বরূপ হইল দৃষ্টবিষয়ের গুণরাশিরই অবস্থাবিশেষ বা বিভিন্ন সংমিশ্রণ।

যাহা হউক, অনেকের মতে বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র হইল এই ব্যাপক অর্থে দৃষ্টকারণ নির্দেশ। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে J. S. Mill প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতগণ বলেন যে, অদৃষ্টকারণ (তাঁহাদের ভাষায় অ-কারণ—chance) মানিতেই হইবে। তাঁহাদের যুক্তির সারাংশ আমরা এই নিবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি।

[Erdmann : History of Philosophy, 2V; Pfleiderer : Religions-philosophie ; Hegel : Philosophy of Religion ; Flint : Anti-theistic Theories ; Pope : Iliad ; Chapman : Odyssey ; Prof. Grenier : The Roman Spirit in Religion, Thought & Art ; M. Joseph : Judaism as Creed and Life ; J. S. Mill : Logic (chapters on chance) ; Old and New Testaments]

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

ভারতীয় মত—অদৃষ্ট [দর্শনশা°]—এই শব্দে বুঝায় যাহা পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ যাহা দৃষ্টিগোচর বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়াও স্বীয় প্রভাব জীবকে অনুভব করায়—তাহাই সাধারণতঃ অদৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। জীবের চিরাচরিত শুভ ও অশুভ কর্মজন্য সংস্কারকে অদৃষ্ট বলা যাইতে পারে। অদৃষ্ট জীবাত্মার একটী বিশেষ গুণ, উহা অতীন্দ্রিয় পদার্থ, প্রত্যক্ষের অযোগ্য। আমরা যে সমস্ত কর্ম করিয়া থাকি, সেগুলির মধ্যে এমন অনেকগুলি কর্ম আছে যাহা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ফল উৎপাদন করে না, বহুকাল পরেই ফল জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ফল ও কর্মের কার্যকারণভাব মানিতে গেলে অদৃষ্টরূপ অবান্তর শক্তি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন না যে, অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা ঐরূপ বিশেষ গুণ হইয়াছে, কাজেই উহাকে 'অদৃষ্ট' বলা হয়। অদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম এবং দুরদৃষ্ট অর্থাৎ অধর্ম অথবা পুণ্য ও পাপভেদে দুই প্রকার। এই অদৃষ্ট জীবাত্মায় সমবেত হয়, ভোগ্যবস্তুতে স্বীকার করা যায় না।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ-ভেদে কর্ম তিন প্রকার। জীব এখন পর্যন্ত যে সমস্ত কর্ম করিয়াছে, সেগুলি 'সঞ্চিত' নামে অভিহিত। সঞ্চিত কর্ম এই জন্মে কৃত হইতে পারে অথবা পূর্বজন্ম-কৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ এই সঞ্চিতেরই নামান্তর 'অদৃষ্ট'। মীমাংসকগণ অদৃষ্টের নাম দিয়াছেন—'অপূর্ব'। বেদান্ত সূত্রভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, কর্ম যে সময় করা যায়, তখনই মাত্র তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে; আর সেই সময় অপগত হইলে সে কর্ম স্বরূপতঃ অবশিষ্ট থাকে না; কাজেই

তাহার হৃক্ষ্ম, স্থতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপূর্ব বিশিষ্টে পারিগানই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।—ব্রহ্মস্থত্র, শারীরকভাষ্য ৩ ২. ৩৯, ৪০।

সংস্কৃত ভাষায় 'অদৃষ্ট' শব্দের অনেকগুলি পর্যায়বাচক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কাল, বিধি, দৈব, ভাগ্য প্রভৃতি অদৃষ্ট শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে শাস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল শব্দের মধ্যে 'কাল' শব্দটী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অথর্ববেদের মন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বেদের উনবিংশ কাণ্ডের ৫৩ ও ৫৪ অনুবাকে কালের শক্তি ও দৈবী প্রকৃতি কীর্তিত হইয়াছে। এই দুই অনুবাকে অদৃষ্ট অথবা দৈব বিধি অর্থে কাল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ববেদের ত্রিপঞ্চাশৎ অনুবাক এইরূপ—

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো
অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা
ভুবনানি বিশ্বা ॥

*   *   *   *

কালোঽমুং দিবমজনয়ৎকাল ইমাঃ
পৃথিবীরুত।
কালেন ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে ॥
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি
পশ্যতি ॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম
সমাহিতম্ ॥
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম
সমাহিতম্।
কালো হ সর্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতে ॥
তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্-
প্রতিষ্ঠিতম্।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্ ॥
কালঃ প্রজা অসৃজত কালো অগ্রে প্রজাপতিম্।
স্বয়ংভূঃ কশ্যপঃ কালাত্তপঃ কালাদজায়ত ॥

ইহার পরবর্তী কালে মৃত্যুদেবতা যমের সহিত কাল অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে এবং শিবের অন্যতম মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্রে অদৃষ্টশব্দ যোগরূঢ়ার্থে গৃহীত হইয়াছে। জীবের শুভাশুভ কর্ম জন্য ধর্ম ও অধর্ম অথবা পুণ্য ও পাপরূপ অপূর্ব অর্থে দার্শনিকগণ ইহাকে নির্দেশিত করিয়াছেন। ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের কথা বেদে বহুশ্রুত। যদিও ইহা সত্য যে, বেদে ধর্মশব্দটী ৫৭বার উক্ত হইয়াছে[1] এবং বিভিন্ন অর্থে উহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি অদৃষ্টার্থেও উহার প্রয়োগ বিরল নহে। পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে—

'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথম ন্যাসন্' (ঋ ১০. ৯০. ১৬= ১. ১৬৪. ৫০)। এখানে দেবকৃত যজ্ঞকে যে প্রথম ধর্ম বলিয়া নির্ণীত করা হইয়াছে তাহাতে অদৃষ্টের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বিশ্বসৃষ্টিরূপ ফললাভের নিমিত্ত প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়া[2] যজ্ঞবেদীতে স্বাত্মাহুতি দিয়াছিলেন—ইহাও উক্ত আছে। অতএব উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে ক্রিয়াজন্য অদৃষ্টোৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

অপর, পাপ অর্থে অঘশব্দের বহু উল্লেখ বেদে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে পাপনাশ-উদ্দেশ্যে 'অঘমর্ষণ' নামক একটী পৃথক্ সূক্তই (১০. ১৯০) আছে। অথর্ববেদেও উল্লেখ আছে—'অঘকৃন্তিরঘং কৃতম্'—১৪. ২. ৬২। বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় দ্বিজগণ পাপনাশনার্থ অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করেন ; সেই মন্ত্র বা ঋক্ তিনটীর প্রারম্ভ এইরূপ—

'দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ' ইত্যাদি (অ° ৬. ১১৫. ৩ =য° ২০. ২০), 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ' ইত্যাদি (ঋ° ১০. ১৯০. ১) এবং 'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ' ইত্যাদি (ঋ° ১০. ৯. ১ =অ° ১. ৫. ১ = সা° ২. ১১৮৭ = য° ১১. ৫০)। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণযজুর্বেদীয় মহানারায়ণোপনিষদে (২ অ°) বৈদিক-সন্ধ্যার যে আচমন-মন্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই দুরিত, পাপ বা দুরদৃষ্টক্ষালনের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—'মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্'—১৪. ৩, 'যৎপাপমকার্ষমহম্', 'যদ্বা দুশ্চরিতং মম'—১৪. ২, 'যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি'—১৯. ১ ইত্যাদি। ঐ সকল মন্ত্রের সাধনোপযোগী অভিপ্রেতার্থ এইরূপ—'আমি অহোরাত্র শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যে সকল দুরিত অর্জন করিয়াছি, পরমাত্মপ্রতীক সূর্যদেব ও অগ্নিরূপ জ্যোতিঃপদার্থে উহাদের আহুতি দান করিলাম'।

নিরুক্তকার যাস্কও দৈবতকাণ্ডে ঋগ্বেদীয় শ্রুতির উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন—দেব, পিতৃ ও মনুষ্যলোককে দান না করিয়া যে ব্যক্তি কেবল নিজেই সকল বস্তু উপভোগ করে সে 'কেবলাঘ' অর্থাৎ কেবল দুরদৃষ্টরূপ পাপই প্রাপ্ত হয়। উক্ত শ্রুতিটী এইরূপ—

'নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।'
—১০. ১১৭. ৬।

শ্রীভগবদ্গীতায়ও তদনুরূপ অনুশাসন রহিয়াছে—'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'।[3] যাহা হউক, পাপরূপ অদৃষ্ট অর্থে যে অঘ শব্দ ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদাদিতেও রহিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে 'অঘং মে যবয়ান্' বলিয়া দুরদৃষ্ট অর্থে অঘশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মহানারায়ণ-উপনিষদে (৫. ৮) পাপমুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা দৃষ্ট হয়—'পুনাত্বঘমর্ষণঃ'।[4] নারায়ণ-উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে।

'সর্বেভ্যোঽঘেভ্যো বিমুক্তো ভবতি' —২. ৩।

মূলকথা শুভাশুভকর্ম-নিবন্ধন ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট দর্শনশাস্ত্রে স্বীকার করা হয়। তন্মধ্যে ধর্মরূপ অদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট দুরদৃষ্ট নামে কথিত হয়। পূর্বজন্মার্জিত

১ P. V. Kane : Hist. of Dharmasastra, 1. কানে ৫৬ বার প্রয়োগ বলিয়াছেন।

২ ঋ° ১০. ৯০. ৭ ; বৃহ উ° ৩. ৯. ৬ ('যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি')।

৩ গী° ৩. ১২।

৪ ৫. ৮ এবং ৫. ১১২।

শুভাশুভ কর্মবশতঃ জীবের যে জন্মপ্রাপ্তির কথা আছে তদ্বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্রের বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় দর্শনে উক্ত কর্মবাদকে দার্শনিক পরিভাষায় determinism বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাচ্যদর্শনের মণিখনি বেদোপনিষদেও পাপ ও পুণ্যাত্মক অদৃষ্টের এবং তজ্জন্য উচ্চনীচ জন্মপ্রাপ্তির বহু উল্লেখ রহিয়াছে।

সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে—'জীব শুভ কর্মবশতঃই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ যোনিতে এবং অশুভ কর্মবশতঃই কুক্কুরাদি নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে।

'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।'—ছা-উ° ৫. ১০. ৭।[৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও (৬. ২) জীবের কর্মনিবন্ধন জন্মান্তর-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। পুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপ কর্মের দ্বারা পাপবান্ হইতে হয়।

'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন'—বৃহ-উ° ৩. ২. ১৩।

কঠোপনিষদেও (২. ২. ৭) উক্ত হইয়াছে—

'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥'

মনুস্মৃতিতেও (১২. ৩) দেখা যায়—

'শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
কর্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥'

অর্থাৎ—কায় মন ও বাক্যদ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম কৃত হয় সেই কার্যগতি-অনুসারেই লোকের উত্তম, মধ্যম ও অধমগতি প্রাপ্তি হয়। শ্রীমদীশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত 'সাংখ্যকারিকা'তেও তদনুরূপ উল্লেখ আছে—

'ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্মেণ'—৪৪ কারিকা। মনুস্মৃতির ১২শ অধ্যায়ে ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ৩য় অধ্যায়ে কর্মবিপাক-সম্বন্ধে যে সকল বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও বুঝা যায়, মনুষ্য শুভাশুভ কর্মজন্য অদৃষ্টবশতঃ কিরূপ উচ্চনীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বেও (৭৭. ৪) উক্ত আছে—

"আত্মনৈব কৃতং কর্ম আত্মনৈবোপভুজ্যতে।
ইহ বা প্রেত্য বা রাজন্…… ॥"

মহাভারতের বহু স্থানে অদৃষ্টের প্রভাব-সম্বন্ধে নানা উক্তি আছে।[৬] এই গ্রন্থে অদৃষ্টব্যাপার লইয়া অনেকগুলি আখ্যায়িকাও আছে, তন্মধ্যে গৌতমী, লুব্ধক অর্জুনক ও সর্প-সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকাটি অনুশাসনপর্বের প্রথম অধ্যায়েই প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। গৌতমীর পুত্রকে সর্প দংশন করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া অর্জুনক নামক এক লুব্ধক সর্পটীকে স্নায়ুপাশে বন্ধন করিয়া গৌতমীর নিকট আনয়ন করে। গৌতমী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলেন যে, সর্প তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর কারণ নহে—তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর জন্য অদৃষ্টই দায়ী। সুতরাং তিনি সর্পটীকে ছাড়িয়া দিতে বলেন; সর্প মুক্তিলাভ করে।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতে জানা যায়, মানবের পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্মরূপ পুরুষকার (ফলোন্মুখ হইয়া) 'অভিব্যক্ত' হইলেই 'দৈব' বলিয়া পরিগণিত হয়। বচনটী যথা—

'দৈবে পুরুষকারে চ কর্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্বদেহিকম্ ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।'
—১. ৩৪৯, ৩৫১।

কৈয়টও বলিয়াছেন—'জন্মান্তরং কর্মযোগাৎ'—১. ১৪।

প্রাচ্যদর্শনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে পূর্বমীমাংসাদর্শনের কর্মবাদ। পূর্বমীমাংসাদর্শন বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রাধান্যস্থাপন করিতে গিয়া কর্মজন্য অদৃষ্টকে অতি সমুচ্চস্বরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তদাচার্যগণের মতে উহা ইহলোক বা পরলোক যাবতীয় অবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্তা। এমন কি, ঈশ্বররূপ কোন নিয়ন্ত্রকর্তার অপেক্ষা না রাখিয়া অদৃষ্ট নিজেই সৃষ্ট্যাদিকার্য করিতে সমর্থ, ইহাও বলিয়া থাকেন।[৭] মীমাংসাচার্য জৈমিনি শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা যাগ, দান ইত্যাদি বেদবিহিত ধর্মকর্মকে ফলপ্রদ বলিয়াছেন। কৃষ্যাদিবৎ সাক্ষাৎই হউক বা পরম্পরা-সম্বন্ধেই হউক, অপূর্ব সমুৎপাদনদ্বারা কর্মের ফলসাধনতা উপপন্ন হয়। 'যজেত স্বর্গকামঃ'—য° ৩. ৫. ৫—এই স্বতঃপ্রমাণ বেদবিধিই অদৃষ্টের প্রমাণ। উক্ত যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারাই স্বর্গফলের সাধক হয়। নচেৎ ফলকালের বহু পূর্বে যজ্ঞাদি বিনষ্ট হওয়ায় যাগজনিত অপূর্বব্যতীত বেদবিধি অনর্থক হইয়া পড়ে।

বেদবিধি যে ধর্মের একমাত্র প্রমাণ তাহা জৈমিনি-কৃত 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ' (১. ১. ২)[৮]—এই সূত্রে প্রকটিত হইয়াছে। [ধর্ম দ্র°] 'স্বর্গকামো যজেত' এই বিধিবাক্য শ্রবণে সাধ্য-সাধন ও ইতিকর্তব্যতাদির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।[৯] লিঙাদি প্রত্যয় পুরুষপ্রবর্তনে সমর্থ ও তদ্ধেতু উক্ত প্রবর্তক বাক্যের অর্থ প্রত্যায়কত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, কারণ শব্দ প্রমাণ।

'অত্যন্তাসত্যপি জ্ঞানমর্থে শব্দঃ করোতি হি'—শ্লো-বা° ১. ১. ২. ৬। বেদ অপৌরুষেয়[১০] বলিয়া কর্তৃ বা করণজন্য ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ উহাতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না।[১১] মীমাংসার এই গূঢ় তত্ত্বের

৫ ঐ, ৫. ১০. ৮-১০।

৬ ৫. ২৯. ২০; ৭, ২৪. ৫; ১২. ২৮. ২৬; ১৩. ১৬৩. ১; ৯. ৬৩. ৪৭; ১২ ২২৬. ৪; ১২. ২৮৬. ১।

৭ মী-দ° ৯ অ°।

৮ শাবরভাষ্য দ্র°।

৯ 'কিমাদ্যপেক্ষিতৈঃ পূর্ণঃ সমর্থঃ প্রত্যয়ো বিধৌ' তেন প্রবর্তকং বাক্যং শাস্ত্রেঽস্মিংশ্চোদনোচ্যতে॥'—শ্লো-বা° ১. ১. ২. ৩।

১০ মী-দ° ১. ১. ৮ অধিকরণ।

১১ শাবরভাষ্য ও শ্লো-বা°-সহ মীমাংসার ১ ১. ৫।

দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় যে, বেদবিধি ভূত, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ইত্যাদি সর্ববিষয়েই প্রমাণ।[১২] অতএব 'স্বর্গকামো যজেত' এই বিধিবাক্যে স্বর্গ ও যাগের যে সাধ্যসাধনভাব শ্রুত হইতেছে, যাগজন্য অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে উহার আনর্থক্য হয়। জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসা-দর্শনের 'চোদনাপুনরারম্ভঃ' সূত্রে (২. ১. ৫) তাহাই বলা হইয়াছে। যজ্ঞাদিরূপ কর্ম স্বর্গাদি ফলোৎপত্তির বহু পূর্বেই বিনষ্ট হয় বলিয়া উহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ফলজনক বলা যায় না। তদ্রূপ নরকজনক বলিয়া বেদবোধিত যে প্রতিষিদ্ধ কর্ম তাহাও নরকের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। অতএব স্বর্গজনক যাগাদি-কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জন্য ধর্ম নামক অদৃষ্ট, বা নরকজনক ব্রহ্মহত্যাদি করিলে তজ্জন্য অধর্ম নামক অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছবরাচার্যও জৈমিনিসূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'অপূর্বং পুনরস্তি যত আরম্ভঃ শিষ্যতে
স্বর্গকামো যজেতেতি।
ইতরথা হি বিধানমনর্থকং স্যাৎ। ভঙ্গিত্বাদ্ যাগস্য। যদ্যন্যদনুৎপাদ্য যাগো বিনশ্যেৎ ফলমসতি নিমিত্তে ন স্যাৎ। তস্মাদুৎ-পাদয়তীতি।'—২. ১. ৫ সূত্র-ভা°।

অর্থাৎ—'স্বর্গকাম ব্যক্তি যাগ করিবে' এই বিধিবাক্যে যজ্ঞক্রিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে; বুঝিতে হইবে যাগজন্য অপূর্ব বা অদৃষ্ট জন্মে। অন্যথা যাগ অল্পক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত বিধি অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ যাগ যদি অন্য কোন পদার্থ উৎপাদন না করিয়া বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে নিমিত্ত বিদ্যমান না থাকায় ফললাভ হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয়ই যজ্ঞক্রিয়ায় অদৃষ্ট বা অপূর্বোৎপত্তি হয়।

স্বর্গ ও যাগাদির কার্যকারণভাব বেদবাক্য হইতেই যখন অবগত হওয়া যায় তখন অপূর্ব বা অদৃষ্ট পদার্থ স্বীকার না করিলেই বা কি ক্ষতি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। অনেকে বলিতে পারেন, শ্রুতি যখন বলে 'যাগ করিলে স্বর্গ হইবে' তখন যাগ বিনষ্ট হইয়াও উক্ত শ্রুতিবশতঃ কোন অদৃষ্টের অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং স্বর্গাদির কারণ হউক। এই প্রকার বিভিন্ন প্রতিবাদ ও সংশয়াদি মীমাংসকশিরোমণি কুমারিল ভট্ট, গুরু প্রভাকর ও পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি আচার্যগণ পরমবৈদুষ্যপূর্ণ যুক্তির সহিত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কুমারিল ভট্ট 'চোদনা পুনরারম্ভঃ' (২. ১. ৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'তন্ত্র-বার্তিক' গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের অভাব বা ক্ষণিকবাদকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন—

'বিনষ্টস্যাসতস্তাবন্ন কার্যারম্ভসম্ভবঃ।
ক্ষণিকত্বেন সিদ্ধস্য নাবস্থানঞ্চ যুক্তিমৎ॥'[১৩]

অর্থাৎ, যাগ ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া অসৎপদার্থরূপে পরিগণিত হয়। অতএব ক্ষণসিদ্ধ হইয়া উহা যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ফলকাল পর্যন্ত থাকিবে ইহা কখনই যুক্তিসহ নয়। শাস্ত্রদীপিকাকার শ্রীমৎপার্থসারথিমিশ্রও কুমারিলপাদের উক্ত অভিমতের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন—'অতোঽপূর্বমেব কল্পয়িতব্যম্'।[১৪] সোমনাথ 'ময়ূখমালিকা' নামক শাস্ত্রদীপিকার টীকায় দেখাইয়াছেন—যাগজনিত কোন বিশিষ্টতা যদি অনুষ্ঠাতৃপুরুষ অর্জন করিতে না পারে, অর্থাৎ বিনষ্ট যাগ হইতেই যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফললাভ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি আদৌ যজ্ঞানুষ্ঠান করে নাই তাহার সহিত পূর্বোক্ত পুরুষের কি পার্থক্য রহিল? কারণ অদৃষ্টরূপ অবান্তর শক্তি স্বীকার না করিলে বিনষ্ট ও অনারব্ধ যাগে কোন ভেদ নাই। 'কৃতযাগস্যাপি পুরুষস্য ন স্বর্গসম্ভবঃ পুরুষে যাগজনিতবিশেষং বিনা কৃতযাগপুরুষস্যাকৃতযাগপুরুষাপেক্ষয়াঽবৈলক্ষণ্যাভাবাদিতি ভাবঃ।'[১৫] অতএব যাগজন্য অদৃষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। অপূর্ব স্বীকারে শ্রুতিপ্রতিপাদিত যজ্ঞাদির ফলসাধনতার কখনই আনর্থক্য হয় না। বরং উহা স্বীকার না করিলে কার্যকারণভাব উপপন্ন হয় না। কাষ্ঠ যেমন অগ্নিজ্বালারূপ অবান্তর ব্যাপারের দ্বারা পাক সাধিত করে[১৬] এবং তাহাতে সাধনত্বের হানি হয় না, তদ্রূপ যজ্ঞাদিকর্মও শক্তি অথবা অবান্তর ব্যাপাররূপ অদৃষ্টের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে। যজ্ঞাদিক্রিয়া স্বর্গাদির সাধন,—শ্রুতি-প্রতিপাদিত সেই সাধনসাধ্যভাব অবান্তর শক্তিরূপ অদৃষ্ট স্বীকারে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে শ্রুতি অনর্থক হইয়া পড়ে। তন্ত্রবার্তিকে কুমারিল-পাদ বলিয়াছেন—

'ফলায় বিহিতং কর্ম ক্ষণিকং চির-
ভাবিনে।
তৎসিদ্ধির্নান্যথেত্যেবমপূর্বং প্রতি
গম্যতে॥'[১৭]

কুমারিলভট্টের মতে শ্রৌত অর্থাপত্তি হইতেই কর্মজন্য অপূর্ব বা অদৃষ্ট পদার্থ সিদ্ধ হয়।[১৮] অনুষ্ঠাতৃপুরুষগত ও অনুষ্ঠিত কর্মগত পরম যোগ্যতাই অপূর্ব এবং উহা শাস্ত্রগম্য।

'যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা
সাপূর্বমিষ্যতে॥'[১৯]

উক্ত সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কুমারিলভট্ট দেখাইয়াছেন, কোন পুরুষ কর্ম-জন্য অদৃষ্ট ব্যতীত ফললাভে যোগ্য হইতে পারে না। বেদবিধিবশতঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বর্গফল কামনায় দর্শপূর্ণমাস নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে প্রযাজাদি অঙ্গযাগও

১২ ১. ১. ২ সূত্রের শাবরভাষ্য।

১৩ তন্ত্রবা°-সহ মী-দ° (আনন্দাশ্রম) ১ম ভাগ, —(২. ১. ৫ সূ°)।

১৪ শাস্ত্রদী° (নির্ণয়সাগর) ১০৪-৫ পৃ°।

১৫ ঐ, পৃ° ১০৪ টীকা দ্র°।

১৬ শাস্ত্রদী° ১০৪-৫ পৃ° দ্র°।
তন্ত্রবা°-এর উক্তি যথা—'কাষ্ঠৈঃ পক্তব্যমিত্যুক্তে-নির্দিষ্টাজ্বলনক্রিয়া। অঙ্কুরে জায়মানে চ বৃক্ষোঽপ্যুৎপন্ন ইষ্যতে॥'—মী-দ° (আনন্দাশ্রম) ১ম ভা° ৩৯৫ পৃ°।

১৭ তন্ত্রবা°-সহ মী-দ° (আনন্দাশ্রম, ১ম ভাগ) ৩৯০ পৃ°।
'শ্রুতার্থাপত্তিরেবৈকা প্রমাণং তস্য বেদ্যতে।
শব্দৈকদেশভাবাচ্চ স্বার্থে স্বিগম এব নঃ॥'

১৮ ঐ, ৩৯৪ পৃ°।

১৯ ঐ, ৩৯৪ পৃ°।

করিতে হয়। কিন্তু প্রধান ও অঙ্গযাগাদি এক কালে অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। অতএব অগ্রপশ্চাদ্ভাবে উক্ত কর্মাদির অনুষ্ঠান করিলে অদৃষ্টবশতঃই পুরুষ উক্ত কর্মে যোগ্যতালাভ করে। কারণ অঙ্গকর্মাদিতে অঙ্গাপূর্ব উৎপন্ন হয়, উহা প্রধানাপূর্বের সহিত মিলিত হইয়া ফলাপূর্বতালাভ করিয়া থাকে। অতএব কি পুরুষ ও কি যজ্ঞাদি কর্ম উভয়েরই পরম যোগ্যতা অর্থে অপূর্ব বলা হয়। বীজাঙ্কুর অবস্থায় যেমন জায়মান বৃক্ষ সূক্ষ্মশক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ স্বর্গাদির অঙ্কুরস্থানীয় অপূর্বাবস্থাই সূক্ষ্মশক্তিবশতঃ যথাকালে স্বর্গাদি ফল উপপন্ন করে। কুমারিলের উক্তি যথা —'অঙ্কুরে জায়মানে চ বৃক্ষোঽপ্যুৎপন্ন ইষ্যতে'।[২০]

কুমারিলভট্ট প্রভৃতি অধিকাংশ মীমাংসাচার্যের মতে অপূর্ব কর্মজন্য আত্মগুণ ধর্ম। শাস্ত্র-বিহিত কর্মের ন্যায় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম হইতেও অপূর্বোৎপত্তি হয়। কুমারিল তন্ত্রবার্তিকে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

'বিধেয়েভ্যো যথাপূর্বং বিধিশাস্ত্রেষু
গম্যতে।
তথৈব প্রতিষেধেভ্যঃ প্রতিষেধেষু চ্যতে ॥'[২১]

তৎকৃত শ্লোকবার্তিকেও চোদনাসূত্রে উল্লেখ আছে—

'ধর্মাধর্মার্থিভির্নিত্যং মৃগ্যৌ বিধিনিষেধকৌ।—২৪৯।
তস্মাদ্ যদ্ যাদৃশং কর্ম যৎফলোৎপত্তিশক্তিকম্ ॥—২৫৪।
শাস্ত্রেণ গম্যতে তস্য তাদৃশস্যৈব তৎফলম্ ॥'—২৫৫।

অপূর্ব যে কর্মজন্য আত্মগুণ ধর্ম ইহা কুমারিলপাদের অভিমত। তন্ত্রবার্তিকে উক্ত আছে—

'আত্মৈব চাশ্রয়স্তস্য ক্রিয়াপ্যত্রৈব চ
স্থিতা।
আত্মবাদে স্থিতং হ্যেতৎকর্তৃত্বং সর্বকর্মসু' ॥[২২]

শাস্ত্রদীপিকাকারও বলেন—

'কার্যানুমেয়াহি সা। যত্রৈব কার্যাযালং তত্রৈব কল্প্যতে। অতো যাগশক্তিরাত্মন্যেব তিষ্ঠতীত্যবিরোধঃ।' — পৃ° ১০৪।

এই নিমিত্তই কোন আচার্য বলিয়া থাকেন –

'বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্মঃ পুংসাং গুণো
মতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম
উচ্যতে ॥'

অপূর্ব বা অদৃষ্ট-সম্বন্ধে কুমারিল সম্প্রদায়গত মীমাংসামতের সহিত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অনেকাংশে ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। তবে অদৃষ্টের প্রমাণ (means of proof) লইয়া ইঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। মহামুনি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে (৫·৬ অ°) জীবাত্মার কর্মজন্য ধর্ম ও অধর্মনামক গুণ অর্থে অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদকার নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ অদৃষ্টকে চতুর্বিংশতি গুণপদার্থের অন্যতম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা –'ধর্মাধর্মৌ গুণা এতে' —ভাষাপ° ৩১। তদনন্তর স্পষ্ট বলিয়াছেন—

'ধর্মাধর্মাবদৃষ্টং স্যাদ্ধর্মঃ স্বর্গাদিসাধনম্'
—১৬১।
'অধর্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্মজঃ'
—১৬২।
'... .. জীববৃত্তী দ্বিমৌ গুণৌ'—১৬৩।

কুমারিল-সম্প্রদায় শ্রৌত অর্থাপত্তিকেই অদৃষ্টের প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরু-প্রভাকর ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের মতে শাস্ত্রোক্ত বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ই অদৃষ্ট বা অপূর্বের বাচক। প্রভাকর তাঁহার 'বৃহতীতে' (মী° ১. ১. ২ সূত্রের টীকায়) বলিয়াছেন—'কার্যেঽর্থে বেদস্য প্রামাণ্যম্'। তাঁহারা 'কর্তব্য' অর্থে বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত করেন বলিয়া বেদবিধিবশতঃ অপূর্বও কার্যস্বরূপেই নিষ্পন্ন হয়। অতএব 'যজেত'—এই ইত প্রত্যয়ই অপূর্বের প্রমাণ। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক দর্শন বিধিপ্রত্যয়ের অপূর্ব অর্থ স্বীকার করেন না। ন্যায় ও বৈশেষিকের আচার্যগণ মুখ্যতঃ প্রমাণদ্বিতয়বাদী।[২৩] তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বহির্গত শব্দ বা অর্থাপত্তিকে প্রমাণান্তর বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে অনুমান প্রমাণ দ্বারাই যাগাদি কর্মজন্য অদৃষ্ট সিদ্ধ হয়। 'স্বর্গকামো যজেত' এই বেদবিধি হইতে জানা যায়, যাগ স্বর্গের কারণ। কিন্তু যে যাগ স্বর্গভোগের বহুপূর্বে মাত্র ক্ষণকালস্থায়ী হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় এবং স্বর্গাদিভোগকালে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবিদ্যমান থাকে সেই যাগাদিক্রিয়া তজ্জন্য কোন ব্যাপার ব্যতীত স্বর্গের কারণ হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়াও নরকফল প্রাপ্তি পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না বলিয়া তৎক্রিয়াজন্য যে অদৃষ্টরূপ ব্যাপার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাপারদ্বারাই যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মহত্যাদি স্বর্গ বা নরকের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে ইহা অনুমান প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ। তর্কসংগ্রহকার তদ্রূপ অনুমানগম্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেশবমিশ্র-প্রণীত 'তর্কভাষার' গুণপরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে—

'স চ বিহিতকর্মজন্য অদৃষ্টবিশেষঃ স
চানুমানগম্যঃ'।[২৪]
'অধর্মো ন প্রত্যক্ষঃ কিন্ত্বনুমানগম্যঃ'।[২৫]

নৈয়ায়িকশিরোমণি উদয়নাচার্যও তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকে অদৃষ্টানুমান-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত যুক্তি-প্রকাশ করিয়াই বলিয়াছেন—

'চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্মাতিশয়ং বিনা।'

স্মার্তভট্টাচার্য রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধে মীমাংসামতকে বিশেষভাবে সমাদৃত

---

২০ তন্ত্রবা°-সহ মী·দ° (আনন্দাশ্রম) ১ম ভাগ, ৩৯৫ পৃ°।

২১ ঐ, ৩৯৭ পৃ°।

২২ ঐ, ৩৯৭ পৃ°।

২৩ মানমেয়োদয়—(TSS) 'চার্বাকাস্তাবদেকং দ্বিতয়মপি পুনর্বৌদ্ধবৈশেষিকৌ দ্বৌ'।—৪ পৃ°।

২৪ Ms. A. College ৩৭ পৃ°, ন্যায়কো° 'ধর্ম' দ্র°।

২৫ ঐ, ৩৬ পৃ°; ঐ 'অধর্ম' দ্র°।

করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনিও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে[২৬] কর্মজন্য অদৃষ্ট সমর্থন করিতে গিয়া উদয়নাচার্যের উক্ত বচনটাই গ্রহণ করিয়াছেন। মীমাংসা-পরিভাষাকার কৃষ্ণযজ্বা অনেকটা উক্ত মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

'বিহিতনিষিদ্ধকর্মণাং তত্তদ্ব্যক্ত্যৈকান্তত্তৎফলসাধনত্বেঽপ্যাশুতরবিনাশিনাং কালান্তরভাবিফলসাধনত্বোপপত্ত্যর্থমন্তরা পুণ্যপাপরূপমপূর্বং কল্প্যতে।'

মূলকথা পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্টের প্রাধান্য বিবক্ষায় মীমাংসকগণ উহাকে সৃষ্ট্যাদি কার্যের মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জীবের পূর্বকৃতকর্মজন্য অদৃষ্ট ঈশ্বরানপেক্ষ হইয়াই দৃষ্ট্যাদিকার্য ও সুখদুঃখবিধান ইত্যাদি করিয়া থাকে। অবশ্য মীমাংসকগণ অনশ্বরবাদী; মহাসৃষ্টি বা মহালয় তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি—জীবের কর্ম বা অদৃষ্টবশতঃ জগতের নিত্যই জন্ম ও ক্ষয় হইতেছে বলিয়া সেই নিত্য সৃষ্টিক্ষয় স্বরূপ সৃষ্টিলয়াদির কল্পনা মীমাংসকগণ করিয়া থাকেন। শ্লোকবার্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—

'তস্মাদদ্যবদেবাত্র সর্গপ্রলয়কল্পনা।
সমস্তক্ষয়জন্মাভ্যাং ন সিধ্যত্যপ্রমাণিকা॥
—১১৩ শ্লো°।

নব্যমীমাংসক নারায়ণও প্রমেয়-পরিচ্ছেদে বিশ্বপ্রপঞ্চের আত্যন্তিক নাশ অস্বীকার করিয়াছেন—

লোকস্যাত্যন্তিকে নাশো বৈদিকানাং ন সম্মতঃ।
মহত্তাং বেদমার্গাণাং স্রোতোভঙ্গপ্রসঙ্গতঃ॥
—১৫ শ্লো°।

তিনি ইহাও বলিয়াছেন—'নাপীশ্বরারম্ভং জগদ্বেদব্যতিরেকেণেশ্বর সদ্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ।' অনেকে বলিয়া থাকেন যে ন্যায়সূত্রকার গৌতমের মতে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর জীবের কর্মানুসারেই জগৎ সৃষ্টি ও সুখদুঃখাদির বিধান করেন। উক্ত মতের অর্থ এই—শুভাশুভ কর্মজন্য অদৃষ্টনামক পদার্থ আত্মগুণ নহে। কিন্তু গৌতম স্পষ্টই বলিয়াছেন—'পূর্বকৃত' শব্দের পর 'ফল' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—তদ্দ্বারা এই অর্থবোধ হয় যে গৌতম কর্মজন্য ধর্ম ও অধর্ম নামক ফলও স্বীকার করিতেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'পূর্বশরীরে যা প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভলক্ষণা তৎপূর্বকৃতং কর্মোক্তম্ তস্য ফলং তজ্জনিতৌ ধর্মাধর্মৌ।' গৌতম ন্যায় দর্শনের 'শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ' (৩. ১. ৪) সূত্রেও পাতক শব্দের দ্বারা অধর্মই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৪১ সূত্রেও জীবের প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের নির্দেশ করিতে পরিশেষে ধর্ম ও অধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭] অতএব বুঝা যায় নৈয়ায়িক গৌতম ও তদনুগত সম্প্রদায় ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টকে জীবাত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং উক্ত অদৃষ্টবশতঃই সৃষ্টিপ্রলয়াদি হয়। মীমাংসকাচার্য অদৃষ্টের প্রাধান্যবিবক্ষায় ঈশ্বরসদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণ বলেই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্থাপিত করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ 'অদৃষ্টাচ্চ' (৬. ২. ১২) সূত্রে জীবের অদৃষ্টবিশেষ জন্যই যে কোন কোন প্রাক্তন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্বেও তিনি (৫. ২. ৭) বলিয়াছেন—"অপসর্পণমুপসর্পণমসিতপীতসংযোগাঃ কার্যান্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।"

অর্থাৎ অপসর্পণ (প্রাণ ও মনের মৃত্যুকালে দেহত্যাগপূর্বক উদ্‌গমন), ও উপসর্পণ (দেহান্তরের উৎপত্তিকালে প্রাণ ও মনের প্রবেশ) ইত্যাদি কর্ম অদৃষ্টের কার্য। নব্যমীমাংসক নারায়ণ সম্ভবতঃ উক্ত বৈশেষিক ইত্যাদি তার্কিকমতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন—

'তত্তচ্চেতনগতত্তদদৃষ্টপরিপাকবশাদিতি—চেৎ তর্হি তেনৈব কারণানাং পরস্পরোপসর্পণাদিসিদ্ধেস্তার্কিকেশ্বরনিরাসঃ' (প্রমেয় পরিচ্ছেদ পৃ° ৭২)। মীমাংসক গাগাভট্ট ঈশ্বরাস্তিত্ব নিরস্ত করেন নাই। তিনি তাঁহার ভাট্টচিন্তামণি গ্রন্থে[২৮] 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়'—এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—ঈশ্বর জীবের অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কর্মের আলোচনা করিয়াই বিশ্বসৃষ্টি করেন। অধিকাংশ দর্শনকারেরই মত যে কর্ম বা অদৃষ্ট অনাদি। [কর্ম দ্র°]

মহর্ষি জৈমিনির মতে, কর্মজন্য অদৃষ্ট নিত্যকর্তা রূপ কোন ঈশ্বরকে অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্ট্যাদি কার্য ও সুখ দুঃখ বিধানে সমর্থ। বাদরায়ণকৃত বেদান্তদর্শনের ফলাধিকরণ সূত্রেও (৩. ২. ৩৭-৪১) জৈমিনির উক্ত মত খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

'ধর্মং জৈমিনিরত এব' (৩. ২. ৪০)

অর্থাৎ কর্মবাদী জৈমিনির মতে কর্মজন্য পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টই ফলের সাধক ও উহা স্বয়ং ফলপ্রদাতা। যাগদান ইত্যাদি কর্ম অপূর্বসমুৎপাদন দ্বারা ফলপ্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর-স্বীকারের আর কোন প্রয়োজন নাই। অনাদি অদৃষ্টবশতঃই সৃষ্ট্যাদি কার্য হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্তদর্শন উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া উহাকে নিরাকৃত করিয়াছেন। নিজমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—'পূর্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ' (৩. ২. ৪১)। অর্থাৎ বেদান্তদর্শনকার বাদরায়ণের মতে জীবের কর্ম বা অদৃষ্টই সমস্ত ফলের হেতু নহে, কিন্তু জীবের অদৃষ্টবশতঃই পরমেশ্বর সৃষ্টিসংহারাদি ও কর্মফল-প্রদানাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কর্ম জড় বা অচেতন, সুতরাং কর্ম ঈশ্বরানপেক্ষ হইয়া ফলপ্রদানরূপ চেতনবৎ কার্য করিতে পারে না। এতদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণাদিও আছে। যথা—

(ক) 'স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ'—বৃহ-উ° ৪. ৪. ২৪।

(খ) "এষ হ্যেবানন্দয়তি'—তৈ-উ° ৭. ১।

২৬ হৃষীকেশ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্'।

২৭ প্রণিধান-নিবন্ধাভ্যাম্,……ধর্মাধর্মনিমিত্তেভ্যঃ।—ন্যায়দ° ৩. ২. ৪১।

২৮ Beng. Ed. ৩৬।

(গ) 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ॥
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ।
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥'
—শ্বে·উ° ৬. ১১।[২৯]

(ঘ) "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি
তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত
এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং
যমধো নিনীষতে।'
—কৌশি-উ° ৩.৮।

(ঙ) 'তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রঃ প্রজয়া পশুভি-
স্তর্পয়তি'।—তৈ-স° ২, ৫. ৪. ৩।

সেই পরম ঈশ্বর ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞাদিতে আরাধ্য হন এবং তৃপ্ত হইয়া ফল-প্রদান করেন।

(ক) 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।'—ঋ° ১. ১৬৪. ৪৬।

(খ) 'ইষ্টাপূর্তং বহুধা জাতং জায়মানং
বিশ্বংতু বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ।
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ।'
—তৈ-নারায়ণ উ° ১. ৮।

শ্রীগীতোপনিষদ্ও[৩০] বলিয়াছেন—
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্
হিতান্'।—৭. ২২।

পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত হয় যে পরমাত্মরূপী ঈশ্বর জীবের কারয়িতা ও জীবসকল সাধু ও অসাধু কর্মের কর্তা। ঈশ্বর সকল জীবের সর্বকর্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সকল অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই বসুদান অর্থাৎ সর্বধর্মের ফলদাতা। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যগুলির ইহাই তাৎপর্য—'পরমেশ্বর সর্বজীবের ধর্মাধর্মসাপেক্ষ কর্তা অর্থাৎ ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টানুসারেই তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ও সংহার ইত্যাদি করিয়া থাকেন। অতএব জীব-কর্মানুরূপবিষম সৃষ্ট্যাদি করায় তাঁহার বৈষম্য বা পক্ষপাত-দোষ হয় না এবং সংহারাদির জন্য নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দয়তা দোষও নাই। বেদান্ত-দর্শনের পূর্বেই (২. ১. ৩৪ সূত্রে) বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি
দর্শয়তি।'

উক্ত সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যপাদ বলিয়াছেন—'সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে, কিমপেক্ষতে ইতি চেৎ কর্মাধর্মা-বপেক্ষেত ইতি বদামঃ॥'

অর্থাৎ পরমেশ্বর সমস্ত জীবের কর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টকে অপেক্ষা করিয়াই বিষম সৃষ্টি করেন। অতএব সর্বকর্তৃত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিলেও কেবল স্বেচ্ছানুসারেই কোন কার্য তিনি করেন না। কিন্তু জীবের পূর্বজন্মকৃত কর্মজন্য অদৃষ্ট অনুসারেই বিশ্বের সকল কার্য সমুচিতভাবে করিয়া থাকেন। বেদান্তদর্শনের পূর্বোক্ত ফলাধিকরণ সূত্রে রামানুজাচার্য তৎকৃত শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন—জগতের লোক কৃষ্যাদিকর্ম দ্বারা বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া যেরূপ রাজার অর্চনা করেন এবং রাজা অর্চনানুরূপ ফল দান করেন, সেইরূপ নিরবধি অশেষকল্যাণগুণময় পরমেশ্বর যাগ দান ইত্যাদি কর্মে আরাধিত হইয়া ভোগ বা মোক্ষফল প্রদান করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন
প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু
চাপ্যহম্—৯. ২৯।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজা-
ম্যহম্॥ ইত্যাদি।—৪. ১১।

পরাশর-স্মৃতির ভাষ্যকার মাধবাচার্য তাঁহার পরাশর-মাধবীয় গ্রন্থে[৩১] ফলদাতৃত্ব বিষয়ে ঈশ্বর বা দেবতার কর্তৃত্ব আছে কিনা এই প্রশ্নের বিস্তৃত বিচার করিতে গিয়া বেদান্ত-মতকেই আদর দিয়াছেন। মীমাংসাচার্যের অভিমত পূর্বে বিশ্লেষণ করিয়া বেদান্তমতই স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্মজন্য ঈশ্বরানুগ্রহই ফলপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। 'ঈশ্বরস্য প্রসাদ এব ফলদ্বারম্'[৩২]। নচেৎ জড় বা অচেতন কর্মাদৃষ্ট ফলদান করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইয়াছে—ছত্রচামরাদি দ্বারা রাজার সেবা করিলে অভ্যুদয়াদিফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু রাজরূপ চৈতন্যবান্ পুরুষের অপেক্ষা না করিয়াই মাত্র চামরব্যজনাদি কর্ম উক্ত ফল-সংঘটিত করিতে পারে না। বরং রাজা প্রসন্ন হইয়া ফলদান করায় তাঁহার কোন পক্ষপাতাদি দোষ হইল না। তদ্রূপ ঈশ্বর অদৃষ্টানুবন্ধি ফল-প্রদান করেন বলিয়া বৈষম্য বা নির্দয়তাদি কোন দোষসম্পর্ক তাঁহাতে নাই।

সাংখ্যদর্শনকারও বলেন 'শক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ' (৩. ১০)। অর্থাৎ বিভিন্ন-স্বভাব জীবগণের প্রাক্তন কর্মানুসারে সেই এক অখণ্ড সূক্ষ্মশরীরই বহুভাগে বিভক্ত হইয়া জীবগণের বিবিধ বৈচিত্র্যময় সর্বপ্রকার ভোগ-কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্য করিকায় (৪৪) বলিয়াছেন—

'ধর্মেণ গমনমূর্ধ্বং গমনমধস্তাদ্ভবত্য-
ধর্মেণ।'

অর্থাৎ ধর্মের ফল স্বর্গাদি উর্ধ্বলোক-গমন ও অধর্মের ফল নরকাদি অধোলোকে পতন। অবশ্য তাঁহাদের মতে অদৃষ্টজন্য সুখ দুঃখের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই; কারণ আত্মা প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে ভিন্ন এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলেই বন্ধন আর থাকে না। (উক্ত কারিকায় তত্ত্বকৌমুদী-টীকা দ্র°) ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে প্রকৃতিগত সাত্ত্বিক ও তামসিক গুণ; সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক বা মীমাংসকের ন্যায় অদৃষ্টকে আত্মার গুণ বলিয়া সাংখ্যকারগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ এবং পুরুষার্থ দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত পুরুষার্থই অদৃষ্টের নামান্তর। পুরুষার্থ অনাদি। কারণ নিরন্তর সৃষ্টিপ্রলয় চলিয়াছে, তাহার আর নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে

২৯ ব্র·উ° ৩।
৩০ গী° ৭. ২২-২৩ এবং ৯. ২৪।

৩১ (বামনশর্ম-সম্পাদিত) ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ২১১-২১৪।

৩২ ঐ।

প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ রাখিয়াছে ; আর উহা যখন অভিব্যক্তি-প্রবণ হয়, তখন মহত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহা এক সৃষ্টির আরম্ভ-কাল। প্রকৃতির সহিত মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়—ইহাই ভোগ এবং সুখ-দুঃখ প্রকৃতিরই স্বরূপ।

পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শন বলিয়াছেন, ধর্ম হইতে সুখ ও অধর্ম হইতে দুঃখ। 'তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ' —২. ১৪। ইহার পূর্বে পতঞ্জলি 'সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ' (২. ১৩) সূত্রে বলিয়াছেন—অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্বক যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার সংস্কারবশতঃ ইহজন্মেই ফলবত্তা হয় অথবা অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অবস্থায়[৩৩] ভাবী জন্মে তাহা পরিপক্ক হইয়া জন্ম, আয়ু ও ভোগ ইত্যাদি ত্রিবিধ বিপাক বা পরিণাম ফল ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু যে কর্মের ফল ইহলোকেই সিদ্ধ হয়, তাহাতে আয়ু ও কর্মফলভোগরূপ বিপাক থাকিলেও জন্মবিপাক নাই। উপরিউক্ত সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, অনেক কর্মা-শয় অদৃষ্টমাত্র একটী জন্মই সংঘটন করায় ; কারণ, বস্তুতঃ দেখা যায় এক জন্মে অনেকবিধ কর্মফলের ভোগ হয়। কিন্তু অবিদ্যামূলক কর্মানুষ্ঠান এবং তজ্জন্য ফল ইত্যাদির অভাব হইলেই বাসনার অভাব হয় (যোগসূ° ৪. ১১) এবং যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া মোক্ষ অধিগত হয়। 'ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ'– ৪. ৩০।৩৩[মুক্তি দ্র°]

সাংখ্যমতে মুক্তি বা সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্য-কারগণ প্রধানতঃ নিরীশ্বরবাদী। মুক্তির জন্য আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞানই পর্যাপ্ত। সৃষ্টিকার্যে প্রকৃতির পরিচালনার্থ ঈশ্বরের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু ঈশ্বর যদি রাগদ্বেষাদিবর্জিত ও বিশুদ্ধ হন, তাহা হইলে সৃষ্টিগত বৈষম্য তিনি কখনই সমুৎপন্ন করিতে পারেন না। মীমাংসকের ন্যায় ইঁহাদেরও অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরবাদীকেও যখন জীবগত কর্মকেই সৃষ্টিগত বৈষম্যনিষ্পাদনের কারণ বলিতে হয়, তখন কর্ম ও ঈশ্বর এইরূপ দুইটী কারণ কল্পনা না করিয়া কেবল কর্মকেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের বিধায়ক প্রধান কারণ বলিলেই চলে। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শন যোগীকে সমাধিসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশের উপদেশ দিয়াছেন—'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা'— ১. ২৩। যোগদর্শনকার দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।—১. ২৪ ও ১. ২৫ সূ° তাঁহাদের মতে ঈশ্বরে ক্লেশ ও কর্ম-জন্য অদৃষ্টাদির সম্বন্ধ কোন কালেই নাই। একমাত্র সাধারণ জীবই উক্ত দোষরাশিদ্বারা সংস্পৃষ্ট।

যাহা হউক, কর্মবাদ প্রাচ্যদর্শনগুলিতে যে একটী বিশেষ ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে উহাদের মধ্যে কোন বিবাদ নাই। কর্মজন্য, পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। যাগাদি কর্ম অদৃষ্টবশতঃই যথাকালে স্বর্গ-ফলের সাধক হয়। ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মজন্য দুরদৃষ্টও সেইরূপ নরকফল ঘটাইয়া থাকে। স্বর্গভোগের দ্বারাই স্বর্গজনক পুণ্যের ও নরকভোগদ্বারা নরকজনক পাপের ক্ষয় হয়। গীতা প্রভৃতি উপনিষদ্-বাক্যেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।'

—গী° ৯. ২১।

শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে—তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্য-চিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'। মুণ্ডকোপনিষদে (২. ২. ৮) উক্ত হয়—'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'॥ এই সকল বাক্যে কর্ম শব্দে কর্মজন্য ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টই বুঝিতে হইবে। অদৃষ্ট অর্থে শাস্ত্রে বহু স্থলে 'কর্ম' শব্দের প্রয়োগ আছে। শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হয়—

'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম
শুভাশুভম্॥'

পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেও জানা যায়—ভোগ ব্যতীত কোন কর্মের ক্ষয় হইতে পারে না। জীবের অনুষ্ঠিত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। মীমাংসক-মতে প্রত্যেক আত্মাই স্বকৃত কর্মানুসারে উত্তমাধম ফলবিশেষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এবং সেই ভোগার্থই বিভিন্ন প্রকার দেবাসুরাদি শরীর পরিগ্রহ করে। তাঁহাদের মতে স্বর্গ-সুখই সুখের সার ও জীবের চরম লক্ষ্য বা মোক্ষ বলিয়া কথিত হইতে পারে। বেদান্ত-বাদীর ন্যায় তাঁহারা কর্মজন্য স্বর্গসুখকে ক্ষয়শীল বলেন না। অক্ষয় সুখই স্বর্গনামে পরিচিত।

'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥'

অর্থাৎ যাহা কোন সময়ই দুঃখ মিশ্রিত নয়, ভবিষ্যতেও দুঃখাক্রান্ত হয় না এবং যাহা সকলেরই অভিলষিত—এমন দুঃখবিরোধী সুখবিশেষের নামই স্বর্গ। বেদবিহিত ধর্ম-কর্মাদিই উক্ত স্বর্গ-সুখ-লাভের একমাত্র উপায়। অক্ষয় স্বর্গসুখ-প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচনও আছে, যথা—

'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং
ভবতি'—

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি চাতুর্মাস্য যাগ করেন তাঁহার অক্ষয় পুণ্য হয়।

বেদান্ত-দর্শন কিন্তু মীমাংসার উক্ত মত সমর্থন করে না। ইষ্ট্যাদিকর্ম করিয়া অনুষ্ঠাতৃবর্গ পরলোকে চন্দ্রমণ্ডল ইত্যাদি স্থানে কর্মাদৃষ্টা-নুরূপ সুখ ভোগ করিয়া পরে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। তৎকালে কর্মফল যে অক্ষয় নহে এই ভাবিয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীর সন্তাপ উপস্থিত হয়। এতদর্থে স্পষ্টতর প্রসিদ্ধোক্তি আছে—

'প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ
করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে॥'

৩৩ 'ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ'— যোগদ° ২. ১২।

বেদান্তদর্শনের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র মুক্তির উপায় [মুক্তি দ্র°]। উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কর্মকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে উহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানোদয় হইলে কর্মপ্রবৃত্তি স্বতঃই নিরস্ত হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ আছে, জ্ঞানাগ্নি কর্মসকল ভস্মীভূত করে।

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা—৪. ৩৭। ভোগ-ব্যতীতও ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্বকর্মক্ষয় হয় ইহা উক্ত ভগবদ্বাক্যের অভিপ্রেতার্থ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ যে কর্মাদৃষ্টবশতঃ শরীরারম্ভ হইয়াছে, সেই কর্মের ভোগ ব্যতীত কখনই ক্ষয় হয় না ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। উক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষকে অনাসক্তভাবে সেই জীবদ্দশায় প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করিতে হয়।[৩৪] কারণ ভোগ-ব্যতীত উক্ত অদৃষ্টের নাশ হয় না। [জীবন্মুক্ত ও প্রারব্ধ দ্র°]

তাই বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে' —৪. ১. ১৯।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ইতরে তু আরব্ধকার্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।'

কিন্তু যে সকল পুণ্য ও পাপের ফলারম্ভ হয় নাই, সেই সমস্ত (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) পুণ্য ও পাপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়। তাই বাদরায়ণ বলেন—

'অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ'
—৪. ১. ১৮।

সাংখ্যসূত্রকারাদিও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন—সা-দ° ৩. ৭৮-৮০।[৩৫] কপিলাচার্যের মতে কৈবল্য বা পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হইতেই উক্ত অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হয় না—দেহারম্ভক অদৃষ্টফল ভোগ করিতে হয়। সাংখ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পাতঞ্জল দর্শনের 'বার্তিক'-ব্যাখ্যায় জীবন্মুক্তাবস্থাকে মাত্র আপেক্ষিক মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যান্য দর্শনকারের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধভেদে পাপ দ্বিবিধ স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে ভগবদ্ভক্তিতে দ্বিবিধ পাপ ও পুণ্য আনুষঙ্গিকরূপে নষ্ট হইয়া যায়। তবে ভগবদ্ভক্তের উৎকণ্ঠা বর্ধনার্থ সাধারণ প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য স্বীকৃত হয়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

'কেচিত্তু সাধারণস্থৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যতে।'—ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৮ অঙ্ক।[৩৬] যে পর্যন্ত নিত্যদেহ লাভ না হয় তৎকালাবধি প্রারব্ধ দেহে ভক্তের ভক্তিবিষয়ে উত্তরোত্তর আসক্তি বৃদ্ধি হয় এবং এই কারণেই কর্মাদৃষ্টজন্য প্রারব্ধ দেহের বিনাশ হয় না।[৩৭] [ভক্তি ও ভক্তিবাদ দ্র°]

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

চৈনিক মত — অদৃষ্টের চীনদেশীয় প্রতিশব্দ মিঙ (ming); যাহা কিছু বলা হইয়াছে, যাহা কিছুর বিধান দেওয়া হইয়াছে —এইরূপ অর্থে ইহা চীনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন দর্শনশাস্ত্রে অদৃষ্ট শব্দ, ভগবানের অনন্ত, অপরিবর্তনীয় নিয়ম—এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ 'মিঙ' শব্দও 'মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের অখণ্ডনীয় বিধি' অর্থে ব্যাখ্যাত হয়। ইহা প্রায়ই জীবনের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। অদৃষ্টের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা থাকায় চীনারা অদৃষ্টবাদী কিনা ইহা লইয়া নানা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; তবে মতাধিক্য হেতু তাহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে অদৃষ্টবাদী বলা যায়। বিরুদ্ধ মতের দিক্ দিয়া এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চীনা তত্ত্ব-অনুসারে, অবস্থার বিপর্যয়ে অদৃষ্টকে এড়াইয়া যাওয়াও সম্ভব হইতে পারে এবং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 'মিঙ' অপরিবর্তনীয় নহে। যাহা হউক মানুষই অদৃষ্টের প্রভু; তবে ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, অদৃষ্ট তাহার জন্য যে উচ্চ পদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে বা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু অদৃষ্ট-নির্দেশিত কোন অবস্থা হইতে সে কখনও তাহা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে না। এই ভাবেই তাহার পক্ষে অদৃষ্টকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব।

কনফুসিয়সের দর্শনশাস্ত্রেও 'মিঙ' শব্দটীর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। এখানেও ইহা 'ভগবানের বিধি' এই অর্থে আলোচিত হইয়াছে। দার্শনিক মেনসিউসও 'মিঙ' শব্দের অর্থের দিক্ দিয়া কনফুসিয়সের সহিত এক মত। মেনসিউস বলেন, এমন কাজ, যাহা মানুষ করে নাই অথচ যাহা করা হইয়াছে, তাহা অদৃষ্টের প্রভাবে হইয়াছে এবং এমন ঘটনা যাহাতে মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই অথচ ঘটিতেছে বুঝিতে হইবে যে তাহা অদৃষ্টের নির্দেশেই ঘটিতেছে। সুতরাং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ এবং সমস্ত জিনিসের মধ্যেই অদৃষ্টের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজ করে। সুতরাং মানুষ বেশ সহজভাবে তাহার অদৃষ্টকে মানিয়া লইবে, তবে যদি তাহারা অনর্থক কোন বিপজ্জালে পতিত হয় তাহা হইলে অদৃষ্টকে দোষী করিলেও তাহা বিধির বিধান বলিয়া স্বীকার করিবে না। মেনসিউসের মতে, অদৃষ্ট এবং প্রকৃতির মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্মিলনের ভাব আছে। আপনার নির্দেশিত অবস্থা হইতে কেহই উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে না, এই অর্থে আদর্শ অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত।

৩৪ 'পূর্বাভ্যাসবলাৎ কার্যে ন লোকো ন চ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥'
—নারদীয় স্মৃতি।

৩৫ সাংখ্যকারিকা, ৬৭ ৬৮।

৩৬ শ্রীরাধারমণ গোস্বামি-বেদান্তভূষণ-সম্পাদিত 'ভক্তিসন্দর্ভ' (মাধুকরী কার্যালয়) ৩২৫ পৃ°।

৩৭ দাসীপুত্র নারদের প্রতি ভগবদ্বাক্য—ভা° ১. ৬. ২১।

সম্প্রতি কোন এক কনফুসিয়ীয় লেখক লিখিয়াছেন যে, সমস্ত মানুষকেই যে সৎ করা যায় তাহা কনফুসিয়স জোরের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন।

অদৃষ্ট সম্বন্ধে চুশিয়সের (Chucius) মতের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় ; তাঁহার এই বিষয়ের আলোচনা 'কর্ম'-তত্ত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত। কনফুসিয়সের মতাবলম্বী লেখকদিগের মধ্যে চুশিয়স অন্যতম ; সুতরাং চীনারা যে অদৃষ্টবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

চীনা ইতিহাসে বিশেষতঃ ইহার পূর্ব ভাগে এইরূপ ঘটনার যথেষ্ট উদাহরণ আছে যে, রাজারা এই ভগবানের আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য-শাসন করিতেন।

অদৃষ্ট-সম্পর্কে চীনাদের অনেক প্রবাদ-বাক্যও প্রচলিত আছে। দৈনন্দিন কর্মজীবনে অদৃষ্টের প্রভাব যে কতখানি তাহা চীনাদের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তাহারা প্রতিদিন এই কথা বলিয়া থাকে যে সমস্তই অদৃষ্ট। চীনা ভবিষ্যদ্বক্তা 'তুম্, তুম্, তুম্, জীবন নির্দিষ্ট' এই কথা বলিয়া মানুষের ভাগ্য-পরিবর্তন করিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়। 'মানুষের চেষ্টায় কিছুই হইবার উপায় নাই ; তাহার সারা জীবনের কর্মধারা ভাগ্যের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত' প্রভৃতি প্রবাদবাক্য একই অর্থ প্রকাশ করে। আরও অনেক প্রবাদবাক্য চীনদেশে প্রচলিত আছে, যেমন—'যদি তোমার ভাগ্যে অর্থলাভ থাকে তাহা হইলে তুমি তাহা নিশ্চয় পাইবে ; আর যদি ভাগ্যে না থাকে তাহা হইলে অর্থলাভের আশায় কখনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না' ; 'মানুষ গড়ে, ভগবান্ ভাঙ্গেন' ; 'সমস্তই ভগবান্ এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, মানুষের উপর নির্ভর করে না' ; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চীনা-সাহিত্যেও অদৃষ্টবাদ বিষয়ে অনেক কিছু লিখিত আছে। 'Strange stories [from] the Chinese Studio' প্রভৃতি পুস্তকে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। মানুষের জীবনের সীমা-নির্দেশ করিবার জন্য এমন কি 'Book of Fate' নামক একখানি পুস্তকও লিখিত হইয়াছে।

ভাগ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা চীনারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ; অগ্নিপ্রতিরোধ সম্বন্ধে তাহাদের অক্ষমতাই ইহার কারণ। তাহাদের দেশের কত শত বিশাল ভূমি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা তাহারা কিছুতেই নিরোধ করিতে পারে না। যে বন্যাপ্লাবনে তাহাদের দেশ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক প্রভৃতি নানাবিধ দৈব উৎপাতে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহারা তাহা রোধ করিতে পারে না বলিয়াই অদৃষ্টের ক্ষমতায় বেশী করিয়া তাহারা আস্থাবান্ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, চীনারা অদৃষ্ট সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিদিগের ন্যায় মতের বিভিন্নতায় ইহাকে রহস্যময় করিয়া রাখে নাই। তাহারা অদৃষ্টে বিশ্বাস করে এবং জন্ম-পত্রিকা হইতে বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট হইতে নিজেদের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে। মৃত্যু যে মানুষের জীবনে একটা অপরিহার্য সত্য এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাহা যে এক অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্টকাল অধিকার করিয়া আছে—এই বিশ্বাসে চীনদেশবাসীরা অতি সহজভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয়।

শ্রীজয়দেব বসু

বৌদ্ধমত—গ্রীক-পুরাণে এবং দর্শনশাস্ত্রে অদৃষ্ট যে অর্থে ব্যবহৃত হয় বৌদ্ধেরা তাহা হইতে অদৃষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের মত পোষণ করে। অদৃষ্টের ক্ষমতা যে অপ্রতিহত এবং অসীম তাহা বৌদ্ধেরা স্বীকার করে না ; তাহাদের বিশ্বাস যে, মানুষের ইচ্ছা-শক্তি এবং নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণাই তাহাদের কর্মজীবনকে পরিচালিত করে। হীনযানীরা নিজেদেরই পরিশ্রমে এবং প্রচেষ্টায় মুক্তিলাভ করে ; বাহিরের কোন ক্ষমতাই তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। মানুষ নিজেই তাহার ভাগ্য ; সে যাহা করে, তাহারই ফলস্বরূপ, ভাল হউক বা মন্দ হউক, সে তাহারই ন্যায্য প্রতিফল পায়। তাহার জীবনের পথ বাহিরের কোন ক্ষমতার দ্বারা নির্দেশিত হয় না, তাহা সে নিজেই স্থির করিয়া লয়। গ্রীক এবং পাশ্চাত্ত্য মতে মানুষ অদৃষ্টের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না ; সে তাহার ক্ষমতার কাছে মস্তক অবনত করিয়া নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে। অদৃষ্টই তাহাদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু বৌদ্ধ এবং প্রাচ্য মতে মানুষই তাহার অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করে। যাহা করা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই, কিন্তু মানুষকে তাহার ফলস্বরূপ পুরস্কার বা তিরস্কার মাথা পাতিয়া লইতে হয়। সে নিজে কাজের দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গড়িতে পারে। যখন সে তাহা করে তখন অদৃষ্ট তাহার উপর কিছুমাত্র প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে না ; সে স্বহস্ত-অঙ্কিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। সে তাহার প্রতি মুহূর্তের কার্যেই ভাগ্যকে কিছু কিছু করিয়া গড়িয়া তোলে। এইরূপে সে সারা জীবন ধরিয়াই কর্মতত্ত্বের অধীনে থাকে, কখনই তাহার প্রভাব-মুক্ত হইতে পারে না। বিস্তৃত বিবরণ কর্ম (বৌদ্ধ) শব্দে দ্র°।

শ্রীজয়দেব বসু

অদৃষ্ট৩—(তন্ত্রশা°) বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর সর্বব্যাপী ভগবৎ-কর্তৃক দৃষ্ট বা পরিজ্ঞাত। তন্ত্রে 'অ' শব্দের অর্থ বিষ্ণু। 'অ' (তন্ত্রশা°) দ্র°। যাহা মানুষের অজ্ঞাত অথচ ভগবানের পরিজ্ঞাত তাহা অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট৪—ইহার সাধারণ অর্থ—'যাহা দৃষ্ট নহে'। কিন্তু ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে একটী বিশেষ অর্থে অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১. ১৯১. ৪ = অ ৬. ৫২ ২) আছে—

'নি গাবো গোষ্ঠে অসদন্নি মৃগাসো অবিক্ষত।
নি কেতবো জনানাং ন্যদৃষ্টা অলিপ্সত॥'

অথর্ববেদেও এইরূপ একটী ঋক্ আছে যথা—

'আয়ুর্দদং বিপশ্চিতং শ্রুতাং কণ্বস্য বীরুধম্।
আভার্ষং বিশ্বভেষজীমস্যাদৃষ্টান্নি শময়ৎ॥'
—অ° ৬. ৫২. ৩।

ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের এই দুইটী মন্ত্রে অদৃষ্ট শব্দের অর্থ—'শস্যাদি বিনষ্টকারী শত্রু'। সূর্য যে এই অদৃষ্ট শত্রুর হন্তা ('অদৃষ্টহা') তাহা নিম্নের দুইটী মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হয়—

'আদিত্যঃ পর্বতেভ্যো বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা॥'
—ঋ° ১. ১৯১. ৯ = অ° ৬. ৫২. ১।

'উৎপুরস্তাৎসূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।'
—অ° ৫. ২৩. ৬।

অথর্ববেদে দুইটী মন্ত্রে অদৃষ্ট শত্রুর সহিত 'দৃষ্ট' শত্রুরও উল্লেখ দেখা যায়—

'দৃষ্টমদৃষ্টমতৃহমথো কুরুরুমতৃহম্।
অলাণ্ডূন্ত্সর্বাংছলুনান্ক্রিমীন্বচসা জম্ভয়ামসি॥'
—অ° ২. ৩১. ২।

'গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পান্ দেবান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্।
দৃষ্টানদৃষ্টানিষ্ণামি যথা সেনামমুং হনন্॥'
—অ° ৮. ৮. ১৫।

অথর্ববেদের ৫ম অনুবাকের ২৩শ সূক্তে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় শত্রুকেই কৃমিকীট বলা হইয়াছে।

'উৎপুরস্তাৎসূর্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
দৃষ্টাংশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন্ক্রিমীন্॥ ৬
যেবাষাসঃ কষ্কষাস এজৎকাঃ শিপবিত্নুকাঃ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং ক্রিমিরুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্॥' ৭

এই জাতীয় কীট বা কৃমিকে শত্রু বলিয়া গণনা করা হইত। জর্মান পণ্ডিত Kuhn (Zeitschrift fur vergleichende sprach-forschung, 13, 135), Zimmer (Altindisches Leben, 98) এবং আমেরিকান অধ্যাপক Bloomfield (Hymns of Atharvaveda, 313-15) মনে করেন যে, সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে কৃমিকীটকে রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। VI.

বৈদিক গ্রন্থোক্ত 'অদৃষ্ট' কৃমির উল্লেখ ও বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ভারতীয় আর্য ঋষিগণ সেই প্রাচীন যুগেই bacteria-সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। 'Bacteria বা bacilli শুধু চোখে দেখা যায় না, ইহা সূর্যের আলোকে বিনষ্ট হয় এবং ইহা হইতে রোগের সৃষ্টি হয়',—'অদৃষ্ট' কীটের বিবরণ ইহারই অনুরূপ।

আধুনিক যুগের bacteria-সম্বন্ধে আলোচনা লুই পাস্তুর, কক্ ও অন্যান্য পণ্ডিত-গণ-কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ইতঃপূর্বে এই জাতীয় কীটের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সভাসমাজ অজ্ঞাত ছিল না এবং ইহাই তাঁহাদের নূতন আবিষ্কার। কিন্তু উপরিউক্ত মতটী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে bacillus theoryর ন্যায় কোন মতবাদ পরিজ্ঞাত ছিল। [বীজাণু দ্র°]

আয়ুর্বেদ গ্রন্থে bacteriaর ঠিক উল্লেখ না থাকিলেও কৃমির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কৃমি দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট কৃমি ইংরেজী worms, মৎকুণ ইত্যাদি। এগুলি সাদা চোখে দেখা যায়। কিন্তু রক্তজ কৃমি অদৃষ্ট, ইহা কুষ্ঠ রোগের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আয়ুর্বেদোক্ত রক্তকৃমিকে প্রকৃত-পক্ষে bacilli বলা যাইতে পারে।—চরক° ৫. ১৬; সুশ্রু° উত্তর. ৫৪. ৮; মাধবনি° ক্রিমিরোগ।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদৃষ্ট$_{২}$—(চিত্রকলা) যাহা দৃষ্ট নহে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে (৪২ অ°) চিত্রে 'দৃষ্ট' ও 'অদৃষ্ট' উভয়ের রূপদানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই বাস্তবজগতে সাধারণ লোক যাহা কিছু সহজে প্রত্যক্ষ করে তাহার চিত্র 'দৃষ্ট', যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে, বাস্তবজগতে যাহা চোখে দেখা যায় না বা কচিৎ দেখা যায় তাহার চিত্র 'অদৃষ্ট'। কল্পনা হইতেই প্রধানতঃ শিল্পী ইহার সৃষ্টি করেন। যেমন—রাত্রি ও দিনে যে কোন সময়, ঋতু, রাগরাগিণীর চিত্র প্রভৃতি। রাগমালা-চিত্রসমূহে ঋতু, ঘণ্টা, ভাব, সঙ্গীত প্রভৃতিতে এই শ্রেণীর আভ্যাসিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। রঙের ব্যবস্থা অংশতঃ বর্ণনাত্মক এবং অংশতঃ ইঙ্গিতময়। ইঙ্গিতপ্রবণ বর্ণসমাবেশই 'অদৃষ্ট'। একটী কল্পিত বিষয়ের বর্ণসমাবেশ করিতে হইলে তাহা কল্পনা হইতেই করিতে হইবে, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ আবহাওয়ার রঙ, ইহা অদৃষ্ট-পর্যায়ভুক্ত।

[Stella Kramrisch : Vishnudharmottara. Cal. 1928, 10, 18]

অদৃষ্টত্বজাতিনিরাস— গ্রন্থ-বি° ।—ny. Radh. 42 ॥ Cat. Cat. ॥

অদৃষ্টি—১ [নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, সরোষ দৃষ্টি, বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ অজ্ঞান। —মঙ্খকো° ১৭৭। ৩ [নঞ্ তৎ] বিণ, দৃষ্টিহীন, দৃষ্টির অভাব ॥ অম° শব্দ° ॥ ৪ কুটিল চক্ষু ॥ অম° শব্দ° ॥ ~কা—স্ত্রী°, সরোষ বক্রদৃষ্টি ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥

অদেখ—[অ + দেখ ; অপ্র°] অন্তর্হিত, অদৃশ্য, অগোচর।

অদেখা, আদেখা—১ যাহা দেখা হয় নাই, অদৃষ্টিগোচর। ২ অদৃষ্ট, অন্তরাল। ৩ অদৃশ্য, অন্তর্হিত।

অদেয় [নঞ্ তৎ] বিণ, ১ যাহা দেয় নহে, দানের অযোগ্য, অদাতব্য, যা দিতে পারা যায় না। 'অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ'—রঘু° ৩. ১৬ ॥ আপ্° ॥ ২ দেয় ভিন্ন ॥ আপ্° ॥ ৩ স্মৃতিনিষিদ্ধ দান। ~দান—যে দান বিধেয় নহে অর্থাৎ অবিধেয় দান ॥ মনি° ॥ [দান দ্র°]

অদেরো—দিঙ্ক* জাতির একটী শ্রেণী। অদেরোগণ নিঃল্ দিঙ্কগণের অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টি ('দেঙ্') ইহাদিগের বংশের চিহ্ন। এই

* দিঙ্ক জাতি কয়েকটী স্বাধীন জাতির সমষ্টি। দিঙ্কগণ আপনাদিগকে 'জিএঙ্' বা 'জেঙ্গে' বলে, কিন্তু আরবগণ 'দিঙ্ক' বলিয়া থাকে। এই দিঙ্ক নামই সর্বত্র প্রচলিত। দিঙ্কদিগের রাজ্য উত্তরে রেঙ্ক (খর্তুম-এর ১৫০ ক্রোশ দক্ষিণে) হইতে গোণ্ডোকোরোর ৫০ ক্রোশ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বহ্র-অল্-গজল প্রদেশে বহু দূর বিস্তৃত। [দিঙ্ক দ্র°]

বংশচিহ্নের মূলে নিম্নলিখিত কাহিনীটী প্রচলিত আছে—

অদেরোদিগের প্রথম পূর্বপুরুষের মাতা গর্ভবতী অবস্থায় আকাশ হইতে অবতরণ করেন। পৃথিবীতে তিনি আসিবামাত্রই জনমণ্ডলী শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে বেষ্টন করে এবং তাঁহাকে সম্মান-প্রদর্শন করিয়া বৃষ হত্যা করে এবং তাহার মস্তক হইতে পদতল পর্যন্ত সমস্ত দেহ মালিশ করিয়া দেয়। অতঃপর তাঁহার বাসের জন্ত তাহারা একটী কুটীর নির্মাণ করে; কিন্তু তাহারা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহারা উহার দরজা না রাখিয়াই উহা নির্মাণ করে। যাহাতে তাঁহার বাহিরে আসা সম্ভব না হয় তাহাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় এক মাস পরে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল না। অতঃপর তিনি জনগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নির্দেশমত তাহারা একটী শাদা ও একটী চিত্রবিচিত্র গাভী ও একটী বৃষ আনিয়া বলি দিবার পর আশ্চর্য হইয়া দেখিল যে, তিনি একটী অসামান্য শিশুর পরিচর্যা করিতেছেন, যথাসময়ের পূর্বেই তাহার দন্তোদ্গম হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নির্দেশ দিয়া অদৃশ্য হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিপুলধারে বৃষ্টি নামিল। এজন্য শিশুর নাম দেওয়া হইল 'দেঙ্' অর্থাৎ বৃষ্টি বা 'দেঙ্দিৎ' অর্থাৎ ভীষণ বৃষ্টি। এই 'দেঙ্' হইতেই অদেরোগণের উৎপত্তি। দেঙ্ বহু বর্ষ রাজত্ব করিয়া অতি বৃদ্ধাবস্থায় এক দিন ভীষণ ঝড়ের সময় অদৃশ্য হন।—ERE, iv. 707b.

অদেব -[নঞ্-বহু°] ১ দেব ভিন্ন, মনুষ্যাদি। 'দেবা অদেবাঃ'—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ১. ২২ = বৃহ-উ° ৪. ৩. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ২ যাহার সম্বন্ধে দেবতা নাই, অদৈব। ৩ দেবভক্তিহীন, অধার্মিক, পামর। ৪ অসুর। 'ন যা অদেবো বরতে ন দেবঃ'—ঋ° ৬. ২২. ১১ ॥ বো-রো° ॥ **~ক**—১ দেবতার উদ্দেশে দেওয়া নহে, দেববিষয়ক নহে। —শ-ব্রা° ৩. ১. ৪. ১০ ॥ মনি° বো-রো° ॥ ২ যিনি দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না। **~তা**—যাহা দেবতা নহে। 'অদেবতা দেবতাবৎস্তুয়ন্তে'—নিরুক্ত° ৭. ৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~ত্র, ত্রা**—১ দেবতার উদ্দেশে নহে ॥ মনি° ॥ ২ দেবতার অসন্তোষকর দ্রব্য। 'অদেবত্রাদরাধসঃ'—ঋ° ৫. ৬১. ৬ ॥ বো-রো° ॥ **~মাতৃক** - দেবমাতৃকভিন্ন দেশ, যে দেশ বৃষ্টিজল-জনিত শস্যে পালিত নহে, নদীমাতৃক দেশ, অবৃষ্টিপ্লাবিত দেশ ॥ শব্দ° ॥ **~য়ৎ**—অশ্রদ্ধাকারী (দেবতাকে), অধার্মিক। 'দেবয়ন্নিদদেবয়ন্তমভ্যসৎ'—ঋ° ২. ২৬. ১ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~য়ু**—অধার্মিক, অশ্রদ্ধাকারী (দেবতাকে)।—ঋ° ৪. ৫৯. ১১ ॥ বো-রো° ॥

অদেবৃঘ্নী—যে নারী স্বামীর ভ্রাতাকে ধ্বংস করে না। দেবরের অনিষ্টকারিণী। 'অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি'—অ° ১৪. ২. ১৮ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদেশ -১ গর্হিত দেশ, কুৎসিত স্থান, অপ্রশস্ত দেশ। 'অদেশে বা বচনং ব্যঞ্জনস্থ' —ঋ° (প্রাতি°) ১০. ৫ ॥ বো রো° ॥ ২ অরক্ষিত স্থান। 'অদেশস্থ হি রিপুণা স্বল্পকেনাপি হন্যতে'—হিতোপ° ৪. ৪৫ ॥ বো-রো° ॥ ৩ স্পর্শনাযোগ্য স্থান। 'স্পৃশেদদেশে যঃ'—মনু° ৮. ৩৫৮ ॥ আপ° বো-রো° ॥ ৪ স্মৃতিনিষিদ্ধ গমনস্থান ॥ আপ্° ॥ **~কাল**—ক্লী°, উপযুক্ত সময় ও স্থান নহে, অনুচিত দেশ। 'অদেশকালে যদ্দানম্'—গী° ১৭. ২২; 'অদেশকালে সংপ্রাপ্তঃ'—রা° (গো°) ৬. ১৭. ৪৬ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~জ**—১ অস্থানে জাত, গর্হিত দেশে যে জন্মিয়াছে ॥ মনি° ॥ ২ অস্থানে জাত তৃণ-বি°। —সুশ্রু° ১. ২২৪. ২০ ॥ বো-রো° ॥ **~স্থ**—দেশের বহির্ভাগে, উপযুক্ত স্থানে নহে, মন্দস্থানে বাসকারী ॥ মনি° ॥ **~্য**—১ কোন নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্য স্থান। ২ আদেশ, উপদেশ বা মন্ত্রণাদি-দানের অনুপযুক্ত ব্যক্তি। 'অদেশ্যং যশ্চ দিশতি'—মনু° ৮. ৫৩ ॥ আপ্° মনি° বো-রো° ॥

অদেহ—[নঞ্-বহু°] বিণ, ১ কুৎসিত দেহ যাহার, কদাকার। ২ অতনু, অনঙ্গ, মদন। **~বদ্ধ**—অগঠিত ইন্দ্রিয়াদি।

অদৈন্য—বিণ, দীনতাহীন। ॥ আপ্° ॥

অদৈব — যাহা দেবতা-সম্বন্ধীয় নহে, যাহা ভাগ্য অথবা দেবতা হইতে আগত নহে। 'অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধম্'—মনু° ৩. ২৪৭ ॥ বো-রো° ॥

অদোগ্ধা -১ দোহিত নহে ॥ মনি° ॥ ২ চিন্তাশীল considerate ॥ আপ্° মনি° ॥

অদোভূ—তাহা হওয়া। 'অনদোহদঃ সমভবৎ = অদোহভবৎ'—পা° ১. ১. ১৫ (বার্তিক) ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদোমদ - (বৈদিক) বিণ, অস্বচ্ছন্দতা, অননুভব। 'অদোমদমন্নমদ্ধি'—অ° ৬. ৬৩. ১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অদোমঘ—(বৈদিক) বিণ, অস্বচ্ছন্দতা, অননুভব। 'শিবৈ তে স্তাং ব্রীহিয়বাবলাসাবদোমধৌ'—অ° ৮. ২. ১৮ ॥ বো-রো° ॥

অদোময়—তদ্দ্বারা নির্মিত, তদ্বিশিষ্ট। 'তদাদেতদিদম্ময়োঽদোময়ঃ'—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ২. ৬ = বৃহ-উ° ৪. ৪. ৫ ॥ বো-রো° ॥

অদোষ—[নঞ্-বহু°] বিণ, ১ যাহার দোষ নাই, নিরপরাধ, নির্দোষ, সচ্চরিত্র, সাধু। 'জায়ামদোষাম্'—রঘু° ১৪. ৩৪ ॥ আপ্° গোল্ড° মনি° ॥ ২ গুণ ॥ আপ্° ॥ ৩ (অলঙ্কার°) গ্রাম্যতা প্রভৃতি রসাপকর্ষক দোষ-রহিত। 'অদোষং গুণবৎ কাব্যম্'—সরস্বতীকণ্ঠা° ॥ আপ্° ॥

অদোহ—গো-দোহনকার্যের অকাল।—কা-শ্রৌ° ৭. ৪. ২৩ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদগা—ঘৃত ॥ উণা° শব্দ° মনি° বো-রো° ॥

√অদ্ট — অতিক্রম করা, বধ করা ॥ কবিকল্পদ্রু° শব্দ° ॥

√অদ্ড়—অভিযোগ করা ॥ কবিকল্পদ্রু° শব্দ° ॥

অদ্দ—[স° অর্ধ > প্রা° অদ্ধ > ; অপ্র°] আধা, আধখান।

অদ্দঙ্কি—মাদ্রাজ-প্রদেশে গুন্টূর জেলার অন্তর্ভুক্ত ওঙ্গোল তালুকের একটী নগরী। অক্ষা° ১৫° ৪৯´ উ°; দ্রাঘি° ৭৯° ৫৮´ পূ°। ওঙ্গোল রেল-স্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ দূরে গুন্দ্লকম্ম নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একটী মাটীর তৈয়ারী ধ্বংসপ্রায় দুর্গ আছে; দুর্গটী ৭৯ একর পরিমিত ভূমিতে নির্মিত। ১৪০০ খ্রী° প্রতাপরুদ্রের পুত্র হরিপালুড়ু ইহার নির্মাণ বা সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। প্রায় ২॥০ শত বর্ষ পূর্বে ওঙ্গোলের মোন্দ্ল-পাটি-বংশ এখানে রাজত্ব করিতেন। বর্তমানে অদ্দঙ্কি একটী বিস্তীর্ণ কলাই-চাষ ও পশু-পালনভূমির কেন্দ্র। শস্যের ব্যবসায়ও এখানে চলিয়া থাকে। ইহা এক জন তহশীলদারের মুখ্যনিবেশ।—IG, v. 9.

অদ্দপুসিঙ্গুল্—মাদ্রাজ প্রদেশের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বি°। ইহারা বিশেষতঃ ভিজাগাপত্তম্ জেলার অধিবাসী এক নিম্ন জাতি। ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা ইহারা জীবিকার্জন করিয়া থাকে।

[Sherring: Hindu Tribes & Castes, iii. 199; D. F. Carmichael: Manual of the Dist. of Vizagepatam, 63-8]

অদ্দ, রব্বি—ইহুদী বর্ষ অনুযায়ী এক বর্ষ = ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫৫ মিনিট, ২৫. ৪৪ সেকেণ্ড। [ইহুদী বর্ষপঞ্জী দ্র°] — ERE, iii. 121b-122a, 122b.

অদ্দিলরট্ঠ—একটী প্রাচীন রাষ্ট্র। এই রাজ্যে কোতুহড়ক নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত। গৌতম বুদ্ধের সময়ে সে 'ঘোসিত সেট্‌ঠি' হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেশে খাদ্যের অভাব হওয়ায় কোতুহড়ক এবং তাহার পরিবারবর্গ খাদ্যত্যাগ করিয়াছিল।—সুমঙ্গলবিলাসিনী ১. ৩১৭; পপঞ্চসূদনী ১. ৫৩৯) ॥ MDPP ॥

অদ্ধেক, অদ্ধেক—[মূ° - অর্ধেক; স° অর্ধক] অর্ধ, আধ।

অদ্ধযোগ—[স° অর্ধযোগ], প্রাচীন বাঙলার এক জাতীয় বাড়ীর নাম। বৌদ্ধ-দিগের বিনয়-পিটকের অন্তর্গত 'চুল্লবগ্‌গে' (৬.১.২) দেখা যায়, বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ভিক্ষু দিগের জন্য পাঁচ প্রকার বাসস্থানের অনু-মোদন করিয়াছিলেন, যথা—বিহার, অদ্ধযোগ, পাসাদ (প্রাসাদ) হম্মিয় (হর্ম্য) ও গুহা। বুদ্ধঘোষ (খ্রী° প্রথম বা দ্বিতীয় শতক) এই শব্দগুলির ব্যাখ্যায় 'অদ্ধযোগ'-সম্বন্ধে বলেন, 'অদ্ধযোগোতি সুবণ্ণবঙ্গগেহম্' অর্থাৎ অদ্ধযোগ বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবর্ণের গৃহ।* ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন বাঙলায় এক প্রকার আবাস-বাটী নির্মিত হইত, তাহা সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইত এবং তাহার খ্যাতি বৌদ্ধযুগে বাঙলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অদ্ধরিয়াব্রাহ্মণা—ব্রাহ্মণা ধর্মগুরু-বি°। তেবিজ্জ-সুত্তে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহারা ব্রহ্মে লীন হইবার বিষয় শিক্ষা দিতেন। ইঁহারা অধ্বর্যু ছিলেন বলিয়া মনে হয়।—দীঘনি° ১. ২৩৭। ॥ MDPP ॥

অদ্ধবগ্‌গ—সংযুত্তনিকায়ের (১. ৩৯-৪১) 'দেবতা-সংযুত্ত' নামক ৭ম অধ্যায়। সংযুত্তনিকায়ের অথকথায় ইহাকে অদ্ধবগ্‌গ বলা হইয়াছে।—সং-অথ° ১. ৭৫ ॥ MDPP ॥

অদ্ধা,—অব্য, ১ এই প্রকারে ॥ অম° অভিধা° মনি° ॥ ২ নিশ্চয়ই, যথার্থ। পর্যায় — ১ তত্ত্ব, ২ অঞ্জসা। ॥ অম° অভিধা° ॥ 'অদ্ধা শ্রিয়ঃ পালিতসঙ্গরায় প্রত্যর্পয়িষ্যতি'—রা° (গো°) ১৩. ৬৫ ॥ আপ্° ॥ ৩ সত্য 'সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্'—ঋ° ১. ৫২. ১৩ ॥ বো-রো° অম° অভিধা° ॥ ~তমাম্—অতিনিশ্চিত-রূপে।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ৯ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~তি — (বৈদিক) জ্ঞানী লোক, মুনি। 'অথৈকং চক্রং যদ্‌গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ' — ঋ° ১০. ৮৫. ১৬ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~পুরুষ—সত্য মানুষ, মানুষরূপে গণ্য 'যদি নাহরেদনদ্ধাপুরুষঃ কোঽনদ্ধপুরুষ ইতি ন দেবান্ন পিতৄন্ন মনুষ্যা ইতি'—ঐ-ব্রা° ৭. ৯ ॥ বো-বো° আপ্° ॥ মনি° ॥ ~বোধেয়—১ শুক্লযজুর্বেদের শাখাবিশেষ ॥ মনি° ॥ ২ শুক্ল শাখাবি° যজুর্বেদ যিনি মানিয়া চলেন ॥ বো-রো° আপ্° মনি° ॥

* SBE, Vinaya Texts, I, Mahavagga, 1881, 173-74, n. 1.

অদ্ধা, **ওদ্দা** — উড়িয়া পরিমাপ-বি° সাধারণতঃ বংশখণ্ডদ্বারা এই পরিমাপ তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইহাতে সহজেই মাপ স্থির করা যায়। অদ্ধা পরিমাপ উড়িষ্যার গ্রামসমূহে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমগ্র উড়িয়াভাষাভাষী প্রদেশে, মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় ও মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় এই পরিমাপের বিশেষ ব্যবহার আছে। সমুদয় প্রকার দ্রব্যেরই মাপ ইহাতে লওয়া যায়; তবে উদ্ভিজ্জ, মৎস্যাদির মাপ ইহাতে হয় না।

উড়িষ্যার মহাজনগণ পাইকারী ব্যবসায়ের জন্য লৌহ-নির্মিত অদ্ধা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই লৌহমানের নিরিখ গভর্নমেন্ট হইতে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দিষ্ট নিরিখ ১৮ তোলা। তবে খুচরা ব্যবসায়ের জন্য গ্রাম্য ব্যক্তিরা যে অদ্ধা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা স্বতন্ত্র নিরিখের। ঘৃত, দুগ্ধ ও চাউল পরিমাপের জন্য যে অদ্ধা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম 'সিকা' অদ্ধা—ইহার নির্দিষ্ট নিরিখ ৭৪ তোলা। ধান, তেল ও চিনি পরিমাপের জন্য যে নির্দিষ্ট নিরিখের অদ্ধা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম 'বিক্রা' বা 'পুলুষা' অদ্ধা—ইহার মাপ ৬৪ তোলা। এগুলি ফাঁপা বংশখণ্ডদ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে।

অদ্ধার ক্রমপরিমাপ

৪ অদ্ধা = ১ তুম্বা (তুম্বা প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্মিত)
৪ তুম্বা = ১ নউতি (নউতি সাধারণতঃ মাটির পাত্র, পিতলেরও হইয়া থাকে)
২০ নউতি = ১ ভরন
৩ ভরন = ১ গদি = একটী ভারবাহী গাড়ী

আবার

২ পে = ১ পব
২ পব = ১ অদ্ধা গোল
২ গোল = ১ বুদ বা বোর

২ বোর = ১ অদ্ধা = ৬৪ বা ৬৮ তোলা

উপরোক্ত ক্রমপরিমাণের ব্যবহার বিশেষভাবে রস্তা এবং বুলুগাঁও-এ দেখিতে পাওয়া যায়।

[JASB, xi (1915), 9-10, 15]

অদ্ধুবশীল—জাতকে বর্ণিত এক জন ব্রাহ্মণ শিষ্য। এই যুবক গুরুকন্যাকে লাভ করিবার জন্য অলংকার চুরি করে; কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়। 'সীলবীমংসন' জাতকে এই গল্প আছে। —জাতক ৩. ১৮-২০ ॥ MDPP ॥

অদ্ধে—[সং অধঃ; ঊর্ধ্বে'র অনুকরণে 'অধে' > অদ্ধে] ক্রি-বিণ, অধোদেশে, নিম্নে।

অদ্ধ্যালোহকর্ণ—(বৈদিক) বিণ, রক্তবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। লোহিতবর্ণ কর্ণ আছে যাহার ॥ মনি° আপ্‌° বো-রো° ॥

অদ্ভুত,—[অৎ + √ভূ + উত (ডুতচ্‌)—কর্তৃ] বিণ, **১** যাহা অকস্মাৎ ঘটিয়াছে, অপূর্ব। 'অদ্ভুতং ন রজঃ'—ঋ° ১০. ১০৫. ৭ ॥ বো-রো॥ **২** আশ্চর্য। 'সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্'—গী° ১৮. ৭৬ ॥ অম° বো-রো° ॥ পর্যায়—১ বিস্ময়, ২ আশ্চর্য, ৩ চিত্র ॥ অম° ॥ **৩** অলৌকিক, দিব্য। 'অকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎসর্বাদ্ভুতেষু' —মনু° ৪. ১১৮ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ **৪** বীভৎস ॥ অম° ॥ ~**কর্মা**—[মূ°-কর্মন্‌। বহু°] বিণ, অলৌকিক কীর্তিমান্‌, আশ্চর্য কার্যকারী। — রা° (গো°) ১. ২১. ১৮ ॥ বো-রো° ॥ ~**ক্রতু**—বিণ, অলৌকিক মেধাশক্তিশালী। 'মা কস্যাদ্ভুতক্রতু যক্ষম্' —ঋ° ৫. ৭০. ৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~**গন্ধ** —অসাধারণ গন্ধযুক্ত ॥ মনি° আপ্‌° ॥ ~**তম** —অত্যধিক আশ্চর্য। 'তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা'— নলো° ২৩. ১২ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~**ত্ব** বিস্ময়তা, আশ্চর্যতা ॥ অভিধা° মনি° বো-রো° ॥ ~**দর্শন**—বিস্ময়কর দর্শন। —নলো° ১২. ৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~**ধর্ম**—অসাধারণ বা অসামান্য কর্মবিধি ॥ মনি° বো-রো° ॥ ~**ভীমকর্ম**—অত্যাশ্চর্য এবং ভীতিজনক কার্য ॥ মনি° ॥ ~**রূপ**—বিণ, আশ্চর্যজনক বা অপূর্ব রূপশালী।—নলো° ১. ২৩ ॥ বো-রো মনি° ॥ ~**সঙ্কাশ**—বিস্ময়কর ॥ আপ্‌° মনি° ॥ ~**সার**—[বৈদ্যক; বহু°] **১** খদিরসার mimosa catechu ॥ বো-রো° মনি° শব্দ° ॥ **২** [বহু°] অসাধারণ শব্দ ॥ আপ্‌° ॥ **৩** শিব, মহাদেব ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৪৭; বো-রো° মনি° ॥

অদ্ভুত,—**১** অগ্নি-বি°। ইনি সূর্যচন্দ্রের নিকট হবি বহন করেন। গৃহপতি অগ্নি হইতে ইনি অভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহার পত্নী প্রিয়া ও পুত্র বিডুরথ। অথর্বার কাহিনী এই অদ্ভুতের পরিচয়েই সূচিত হইয়াছে।—মহা° ৩. ২২২. ২৮। অন্যত্র দেখা যায়, দক্ষকন্যা স্বাহা (স্বাহা কিন্তু অগ্নির পত্নীরূপেই স্বীকৃত হইয়াছেন—মহা° ১৩. ১৪৬. ৫) হইতে স্কন্দের ('স্বাহেয় পাবকি'র) জন্ম হয়। — মহা° ৩. ২২৪. ১৪, ২৮। **২** দক্ষসাবর্ণ নবম মনু। ইঁহার সময়ে নবম মন্বন্তরে পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্মা এই ত্রিবিধগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাবীর্য 'অদ্ভুত' ইন্দ্র হইবেন। —বিষ্ণুপু° ৩. ২. ২০-২১। **৩** সবননামক অগ্নির পুত্র। অদ্ভুতের পুত্র বিবিচ।—বায়ুপু° ২৯. ৩৮-৯। **৪** মনোজব, প্রঘাস, প্রচেতাঃ, বাত, ধ্রুবক্ষিতি, অদ্ভুত, অবন ও বৃহস্পতি এই অষ্ট লেখ-দেবগণের অন্যতম। —বায়ুপু° ৬২. ৬৩-৪। **৫** যজ্ঞ-সম্পাদক দ্যুলোকে অবস্থানকারী দেবগণের অন্যতম। সম্ভবতঃ ইনি অগ্নি-বি°।—ঋ° ১. ১৪২. ৩।

অদ্ভুত,—[অলঙ্কারশা°] শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই অষ্টবিধ গৌণরসের অন্যতম। রতি (রাগ), হাস (হাস্য), শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম (শান্তি) এই নয়টী পৃথক্‌ পৃথক্‌ রস পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থায়িভাবরূপে আমাদের অন্তঃকরণে অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া ওঠে। অদ্ভুতরসের স্থায়িভাব বিস্ময়। লোকাতীত বা অলোকসামান্য ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ অদ্ভুতরসে আলম্বন বিভাব। সেই আলম্বনরূপ অলৌকিক বস্তুস্থিত গুণাবলীর যে মহিমা তাহা উদ্দীপন বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদস্বরে কথন, সম্ভ্রম (ত্বরা, ব্যস্ততা) ও নেত্রবিকাশ ও নির্নিমেষ নিরীক্ষণ প্রভৃতি কার্য-পরম্পরা অনুভাব। বিতর্ক, আবেগ, সম্ভ্রান্তি (জড়তা) ও হর্ষাদি ব্যভিচারিভাব। মহাবীরচরিতে রামের হরধনুর্ভঙ্গের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন লক্ষ্মণের উক্তি অদ্ভুতরসের একটী উদাহরণ বলিয়া সাহিত্য-দর্পণে (৩. ২০৯) উদ্ধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মণের উক্তি এইরূপ—

> 'দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-
> টঙ্কারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
> দ্রাক্‌পর্যস্তকপালসম্পুটমিলদ্‌ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর-
> ভ্রাম্যৎপিণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি
> বিশ্রাম্যতি ॥'

বাহুদ্বারা আকুঞ্চিত মহাদেব-প্রদত্ত কার্মুকের ভঙ্গ হইতে উৎপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যচরিত-গানে ডিণ্ডিমরূপ উক্ত টঙ্কারধ্বনি ঊর্ধ্ব এবং অধঃ কটাহদ্বারা সংযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষুদ্র স্থালীর উদরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুলীকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে। তাহা না হইলে অদ্যাপি সেই শব্দের বিরাম হইতেছে না কেন?

এখানে লক্ষ্মণের বিস্ময় স্থায়িভাব, ধনুষ্টঙ্কার আলম্বন বিভাব, সেই টঙ্কারের বিশালতা উদ্দীপন বিভাব, লক্ষ্মণের এইরূপ বচনপ্রয়োগ অনুভাব এবং হর্ষাদি ব্যভিচারিভাব।

> 'সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর
> মৎস্য চক্ষু ছেদিলেক অর্জুনের শর।
> মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার
> অর্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্বার।
> আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল
> জয় জয় শব্দ দ্বিজসভা মধ্যে হৈল।
> বিঁধিল বিঁধিল বলি হৈল মহাধ্বনি
> শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।
> হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা
> দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা।
> দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব নৃপমণি

ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি।
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন-জাতি
লক্ষ্য বিঁধিবার কোথা ইহার শকতি।'
—কাশী-মহা° ১৮২ পৃ°।

এখানে বিতর্ক প্রভৃতি বেশ স্পষ্ট।

'অপরূপ দেখ আর হের ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে
উগারয়ে করয়ে সংহার॥
কনক-কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥'

'শুনরে কাণ্ডারী ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে, সবে হও সাক্ষী॥
প্রামাণিক বলয়ে, গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে, তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গের হিল্লোলে, করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায়, ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী, কেমনে সহে ভর॥
কমলিনী হেলায়, উগারে মুখনাথে।
পলাইতে চাহে গজ, ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায়, করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে, লাগয়ে তরাস॥'
—কবি-চ°।

এখানে কমলেকামিনী-দর্শনে শ্রীমন্তের বিস্ময় হইয়াছে। কমলে-কামিনী এক অদ্ভুত পদার্থ; ইনিই বিস্ময়ের আলম্বন; কমলে-কামিনীর স্বভাবের প্রশংসা উদ্দীপনাবিভাব; তাঁহার দর্শনজনিত শ্রীমন্তের বিতর্ক আবেগাদি ব্যভিচারিভাব।

অদ্ভুতরসে 'দিব্যভাব' থাকায় ইহাতে 'উৎকর্ষবান্ ধর্মে'রই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দণ্ডীর মতে যাহা 'উদার' পদবাচ্য তাহাতে 'অদ্ভুতরস' দ্যোতিত আছে। ভরতের এই 'গুণে' শৃঙ্গার ও অদ্ভুতরস সমাবিষ্ট থাকায় ইহা অংশতঃ বামনের 'অর্থ-গুণ কান্তি'র অনুরূপ। কিন্তু দণ্ডী অধিকন্তু বলিয়াছেন—'শ্লাঘ্যৈ র্বিশেষণৈর্যুক্তমুদারং কৈশ্চিদিষ্যতে'। হেমচন্দ্রে 'বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্চ বিশেষৈঃ সমেত-মুদারমিতি ভরতঃ' এইরূপ উক্তি থাকিলেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ কোন শ্লাঘ্য বিশেষণের (praiseworthy epithets) উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। 'উত্তানপদতৌদার্যং যুক্তং শ্লাঘ্যৈর্বিশেষণৈঃ'—অগ্নিপুরাণের এই দণ্ডীর প্রতিধ্বনি হওয়া অসম্ভব নয়।

বিশ্বনাথের পূর্বপুরুষ নারায়ণ অদ্ভুত-রসের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহার মতে সকল রসে এই রস সারভূত বলিয়া অত্যাবশ্যক।—S. De: Sans. Poetics, ii. 330.

অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রত্যেক রসের এক-একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। তদনুসারে সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ অদ্ভুত-রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ। পীতবর্ণো……।'—৩. ২০৭। কুহক ও গান-সহযোগে বিস্ময় উৎপাদন করা গন্ধর্বগণের প্রকৃতি বলিয়া অদ্ভুতরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গন্ধর্ব। ইনি পীতবর্ণ।

চিত্রশিল্পে রস নয় প্রকার—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। চিত্র যখন ভাব ও সামান্য রোমহর্ষকতা প্রদর্শন করে কিংবা তার্ক্ষ্য বা তাহারাই অনুরূপ মূর্তির মুখে বশ্যতার চিহ্ন পরিস্ফুট করে, তখন যে রসের অভিব্যঞ্জনা হয় তাহাই অদ্ভুতরস।—বিষ্ণুধ° ৩. ৪৩. ১ ইং°।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অদ্ভুত।—(শিল্পশা°) শিল্পশাস্ত্রমতে উৎসেধ-বি°। স্থাপত্যশিল্প ও মূর্তিশিল্পে এই উৎসেধের ব্যবহার হইয়া থাকে। উৎসেধ বা উত্তুঙ্গ পাঁচ প্রকার, যথা—শান্তিক, পৌষ্টিক, জয়দ (বা পার্ষ্ণিক), অদ্ভুত ও সর্বকামিক ('শান্তিকং পৌষ্টিকং জয়দং চাদ্ভুতং উত্তুঙ্গং সর্বকামিকম্'—মান° ১১. ৭৬)। মানের বিভিন্নতা-অনুসারে উত্তম, মধ্যম বা অধমভেদে এই পঞ্চবিধ উৎসেধের প্রকারভেদ হইয়া থাকে; শান্তিক ও পৌষ্টিক শ্রেষ্ঠ উৎসেধ, পার্ষ্ণিক বা জয়দ মধ্যম উৎসেধ এবং অদ্ভুত ও সর্বকামিক অধম উৎসেধ। অদ্ভুত বিস্তারের দ্বিগুণ এবং করাধিক সর্বকামিক।

'পঞ্চধোৎসেধং উৎকৃষ্টং মানাৎ
পঞ্চবিধং নাম।
শান্তিকং পৌষ্টিকং শ্রেষ্ঠং পার্ষ্ণিকং
(জয়দং) মধ্যমানে তু।
হীনং তু দ্বয়ং তদ্দ্বিগুণং চাদ্ভুতং
কথিতম্।
করধিকোদয়ং হর্ম্যে সর্বকামিকং
উদীরিতম্।'
—মান° ১১. ২০-৩।

মানসারেই দেখা যায়, বিস্তারের সমান উচ্চ হইলে শান্তিক, ১¼ গুণ উচ্চ হইলে পৌষ্টিক, ১½ গুণ উচ্চ হইলে জয়দ, ১¾ গুণ উচ্চ হইলে ধনদ বা সর্বকামিক এবং দ্বিগুণ উচ্চ হইলে অদ্ভুত উৎসেধ হয়।

সমস্ত গৃহের অর্থাৎ বাটীর উচ্চতা অধিষ্ঠান (base) হইতে গৃহশীর্ষ ('বিমান') পর্যন্ত পাঁচটী উৎসেধের ক্রমমান লইয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম চারিটী উৎসেধের পর পঞ্চম বা শেষ উৎসেধ অদ্ভুতের প্রয়োজন হয়। ইহাদ্বারা গৃহের বিস্ময়জনক উচ্চতা ও বিরাটত্ব প্রকাশ পায়।

'তদ্বিস্তারসমোত্তুঙ্গং সপাদার্ধং তু তুঙ্গকম্।
ত্রিপাদাধিকং উৎসেধং বিস্তারং
দ্বিগুণোদয়ম্।
প্রথমং শান্তিকোৎসেধং দ্বিতীয়ং
পৌষ্টিকোদয়ম্।
তৃতীয়ং জয়দোত্তুঙ্গং চতুর্থং ধনদোদয়ম্।
পঞ্চমং চাদ্ভুতোৎসেধং জন্মাদিস্তূপিকান্তকম্।
—মান° ৩৫. ২১-৫।

'কামিকাগমে' (৫০. ২৪-৮) অদ্ভুতাদি উৎসেধের মান-সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—

'শান্তিকং পুষ্টিজয়দং অদ্ভুতং
সর্বকামিকম্।
উৎসেধে দ্বিগুণব্যাসঃ পাদাধিকাং চ
সম্মতম্॥
বিস্তারদ্বিগুণাৎ অষ্টাংশাধিকং
বাধিযোজয়েৎ।

ক্ষুদ্রাণাং এবং উদ্দিষ্টং কনিষ্ঠানাং
অথোচ্যতে ॥
সপ্তাংশে তু কৃতে ব্যাসে সপ্তাংশং বা
ষড়ংশকম্।
বিস্তারাং অধিকস্তঙ্গো মধ্যমানং
অথোচ্যতে ॥
বিস্তারং পূর্ববৎ কৃত্বা
চতুষ্পঞ্চাধিকং তু যৎ।
মধ্যমানং ইদং প্রোক্তং উত্তমানাং
ত্র্যাংশকম্ ॥
পূর্বং উদ্দেশমানং স্যাৎ এতং
নির্দেশমানকম্।
এতদ্বিত্রিকরয়োর্যুক্তং মানহীনং তু
বাধিকম্ ॥
উৎসেধং কল্পয়েৎ ধীমান্ সর্বেষাং অপি
সদ্মনাম্ ॥'

অর্থাৎ — শান্তিক, পৌষ্টিক, জয়দ, অদ্ভুত ও সর্বকামিক উৎসেধে দ্বিগুণ ও পাদাধিক্য গ্রহণ করিতে হয়। বিস্তারের দ্বিগুণ বা অষ্টাংশাধিক যোগ দেওয়া বিধেয়। ব্যাসের সাত ভাগের এক ভাগ করিয়া সপ্তাংশ বা ষড়ংশ বিস্তার হইতে অধিক হইবে, ইহা উদ্দেশমান। এইরূপ বিস্তার করিয়া তাহার চার বা পাঁচ ভাগ অধিক মধ্যমান এবং তিন ভাগ অধিক উত্তম, এগুলি নির্দেশমান। সমুদয় গৃহ-সম্বন্ধেই এক, দুই, তিন করের সহিত যুক্ত অথবা তাহাদ্বারা হীন উৎসেধ কল্পনা করিতে হয়।

মানসারে (২০. ৯৪. ২৮ই°) এক প্রকার দ্বিতল বাটীকেও অদ্ভুত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা আট প্রকার দ্বিতল বাটীর অন্যতম। ইহার অপর নাম—'প্রভূতক'। 'কামিকাগমে'ও (৪৫. ৬১) ইহাকে এক প্রকার ভবন বা গৃহ বলা হইয়াছে। [উৎসেধ, প্রাসাদ ও মালিকা দ্র°]

[P. K. Acharya: Dict. of Hindu Architecture, 1927, 16-7, 82, 398, 506; Do: Manasara Silpasastra, 1927, 41, 55, 60, 111, 118, 124]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অদ্ভুতকল্প—জৈন 'আচারাঙ্গ-সূত্রে' উল্লিখিত যুগ-বি°। আচারাঙ্গ-সূত্রে (২. ১৫. ১৬) কথিত হইয়াছে—মহাবীরের পূর্বপুরুষগণ বহুকাল শ্রমণদিগের অনুগামী ছিলেন। জীবজগতের ছয়টী শ্রেণীর যে সমুদয় পাপ তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনারা অনুতাপ করিয়াছিলেন এবং স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ছয়টী শ্রেণীকে তাহাদের স্বকৃত ঐ সমুদয় পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারাদি ত্যাগ করিয়া কুশ-শয্যা অবলম্বন করেন এবং পরিশেষে শুকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইভাবে উপযুক্ত মাসে তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে দেহত্যাগের পর তাঁহারা 'অদ্ভুতকল্পে' দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহাদিগের দেবজীবনের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাঁহারা মহাবিদেহে অবরোহণ করিবেন। মহাবিদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা জ্ঞান ও মোক্ষে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবেন এবং অবশেষে নির্বাণলাভ করিয়া সমুদয় দুঃখভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।—SBE, xxii. 194.

অদ্ভুতগীতা—বেদান্তগ্রন্থ-বি। গ্রন্থকার—দত্তাত্রেয়।—B. 4, 36, Cat. Cat.

অদ্ভুতচরিত ঈশ্বরভাষিত—গ্রন্থ-বি°।—L. 250, Cat. Cat.

অদ্ভুতজী—রাজপুতানার উদয়পুর শহরের একটী জৈন মন্দির। এই মন্দিরে সংস্থাপিত মূর্তিগুলি আকারে খুব বৃহৎ এবং ইহার জন্যই মন্দিরটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলির মধ্যে শান্তিনাথের মূর্তি সর্ববৃহৎ; উহার আয়তন ৬৳´ × ৪´।

[IG, xxiv. 104; Fergusson: Picturesque Illustrations of Ancient Architecture, 1848]

অদ্ভুততরঙ্গিণী — জ্যোতিষগ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—বলভদ্র।—K. 222, Oudh. v. 30, Cat. Cat.

অদ্ভুতদর্পণ₁— সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার — নীলকণ্ঠ, ইনি কৃষ্ণসূরির পুত্র মহাদেবের সমসাময়িক; খ্রী° ১৭শ শতকের প্রথমার্ধে ইনি জীবিত ছিলেন। অদ্ভুতদর্পণ গ্রন্থে হনুমানের লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধার্থ অগ্রসর হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। [নীলকণ্ঠ দ্র°]

[M. Krishnamachariyar: Hist. of Classical Sans. Litt., 695]

অদ্ভুতদর্পণ₂—১ নাটকবি°। নাট্যকার—মহাদেব।—Burnell 167a. Opp. 3941. ii. 7470, Cat. Cat. ২ ধর্মগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—মাধবাচার্য।—Katm. 3. 11. N. W. 78, Cat. Cat.

অদ্ভুতপুণ্য—কবিবি°।—Cp. 4. Cat. Cat.

অদ্ভুতব্রাহ্মণ — সামবেদের ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণের শেষভাগ এবং অথর্ববেদের কৌশিক-সূত্রের ১৩শ অধ্যায় অদ্ভুতব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অলৌকিক ব্যাপার ও লক্ষণের বেদাঙ্গ গ্রন্থ। অদ্ভুতব্রাহ্মণের ১২টী সূক্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

সাধারণ ঘটনাবলী, মনুষ্য ও গবাদি পশুর রোগ, কৃষি-কার্যের বিপত্তি, অলঙ্কার হারান, ভূমিকম্প, আকাশ ও বাতাসের প্রপঞ্চত্ব, দেববিগ্রহ ও বেদীর আশ্চর্য ঘটনা, বৈদ্যুতিক প্রমেয়ত্ব ও অসুর। প্রত্যেক বিষয়েই তত্তদ্‌বিষয়ক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও তাঁহার মন্ত্র অর্থাৎ অশুভ লক্ষণ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বিষয়টী প্রথম বিষয়ের অনুরূপ, তবে স্বাতন্ত্র্য এই যে, ইহাতে শুভাশুভ লক্ষণসমূহ ও উপসর্গগুলি আরও বিশদভাবে ও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ রোগমুক্তির ব্যবস্থা দিবেন, তিনি অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন তাহাও ইহাতে বলা হইয়াছে।

অথর্ববেদের ৭২টী পরিশিষ্টের মধ্যে ৬৭তম পরিশিষ্ট 'অদ্ভুতশান্তি' অদ্ভুতব্রাহ্মণেরই একটী ছন্দোবদ্ধ মর্মান্তর।

[W. p. 69, Ben. 16, Bik. 45, Oudh xiii. 8,

Cat. Cat. ; A. Weber : Zwei vedische Texte uber Omina und Portenta, Berlin 1859 313f ; ঐ : Ind. Literaturgesch, Berlin 1878, 76 ; M. Winternitz : Hist. of Indian Litt., Cal. 1927, 191 ; ERE, iv. 799b, 800a]

অদ্ভুতরঙ্গ—সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—নাটমিশ্রের পুত্র হরিজীবন মিশ্র : ইনি খ্রী° ১৭শ শতকে জীবিত ছিলেন। [হরিজীবন মিশ্র দ্র°] অদ্ভুতরঙ্গ বোম্বাই এ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

[M. Krishnamachariyar : Hist. of Classical Sans. Litt. 701]

অদ্ভুতযোগ — যোগ-গ্রন্থবি°।— Bik. 566, Cat. Cat.

অদ্ভুতরামায়ণ₁ — নামান্তর—অদ্ভুতোত্তররামায়ণ। কাব্য-বি°। প্রসিদ্ধ সাধু ও পণ্ডিত আচার্য কবীন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধীয় সংগ্রহগ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। আচার্য কবীন্দ্র মুগলসম্রাট্ শাহ্‌জহানের সমসাময়িক। [আচার্য কবীন্দ্র দ্র°]

অদ্ভুতরামায়ণ বা অদ্ভুতোত্তর-রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকিরই রচিত বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা পরবর্তী কালের রচনা। ইহা ২৭টী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং রামায়ণের ঘটনাপরম্পরা হইতে ইহার ঘটনা বিভিন্ন ধরণের। ইহাতে সীতার পূর্বপরিচয় ও প্রকৃত রূপ দেখান হইয়াছে। ইহাতে সীতাকে রাবণের পত্নী মন্দোদরীর গর্ভজাতা কন্যা ও শক্তি বলা হইয়াছে। এই সীতারূপা শক্তিকে কাশ্মীরের শাক্তদিগের মধ্যে পূজিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে দেখা যায়, লঙ্কাবিজয়ের পর রামচন্দ্র যখন আপন রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজত্ব করিতেছেন, তখন একদা সীতা তাঁহাকে বলেন যে, রামচন্দ্র দশানন রাবণকে হত্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি বাল্যকালে শতানন রাবণের কথা শুনিয়াছেন। এই রাবণ অমিতপরাক্রমশালী এবং তাঁহাকে জয় করা যায় না। রামচন্দ্র তখন শতানন রবণকে জয় করিবার জন্য অভিযান করেন। কিন্তু রামচন্দ্র এই রাবণকে জয় করিতে অকৃতকার্য হন। তখন সীতা আপন শক্তিপ্রভাবে এই রাবণকে হত্যা করেন।

বোম্বাই হইতে অদ্ভুতরামায়ণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ২৭টী অধ্যায়ই রক্ষিত হইয়াছে।

[M. Krishnamachariyar : Hist. of Classical Sans. Litt., 21, 390c ; IO, nos. 3331-33 ; Eggeling : vi. 1183 ; Ins. Cat. of Sans. Mss., in the Oriental Mss., Lib., Madras, xx. 7689 ; Grierson : JRAS, 1921, 422ff ; M. Winternitz : Hist of Indian Litt., Cal. 1927, i. 514n ; Weber : HSS. Verz. i. 123f.]

অদ্ভুতরামায়ণ₂ — ১ কাব্য-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—অদ্ভুতাচার্য। [অদ্ভুতাচার্য দ্র°] ২ কাব্য-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—দ্বারকানাথ কুণ্ডু (১২৮৮)।

অদ্ভুতবিবেক—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মহীধর।—N. W. 174. Cat. Cat.

অদ্ভুতশান্তি,—মৎস্যপুরাণে (২২৮ অ°-২২৯ অ°) উল্লিখিত শান্তি-বি°। দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম মহোৎপাত উপস্থিত হইলে অদ্ভুতশান্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। নিম্নলিখিত শান্তিসমূহ অদ্ভুতশান্তির অন্তর্ভুক্ত—

(১) অভয়া : কারণ — আন্তরীক্ষ উৎপাতে, অত্যন্ত জয়েচ্ছায়, ঐশ্বর্যকামনায়, শত্রুজয়াভিলাষে, অপরের অভিযোগ হইতে আত্মরক্ষার্থ, অভিচারক্রিয়ায় ভয় হইলে, শত্রুনাশনে বা মহাভয় উপস্থিত হইলে।

(২) সৌম্যা : দিব্য উৎপাতে, রাজযক্ষ্মাদ্বারা অভিভূত ব্যক্তি-কর্তৃক, যজ্ঞকামী ও ক্ষত হইতে ক্ষীণদেহদ্বারা।

(৩) বৈষ্ণবী : ভূকম্প, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভজনিত ভয় বা প্রমত্ত চোরগণের উৎপাত উপস্থিত হইলে।

(৪) রৌদ্রী : পশু ও মনুষ্যগণের মধ্যে মড়ক দেখা দিলে, ভৌতিক উৎপাতে, অভিষেককালে পররাষ্ট্রভয়ের সম্ভাবনায়, স্বীয় রাষ্ট্রভেদ সমুপস্থিত হইলে বা শত্রুবধের জন্য।

(৫) ব্রাহ্মী : বেদের অপলাপ বা নাস্তিকগণের প্রাদুর্ভাব হইলে বা অপূজ্যগণ পূজিত হইতে থাকিলে।

(৬) বায়বী : তিন দিনের অধিক কাল প্রবল বায়ু বহিলে, সমুদয় ভক্ষ্যবস্তু বিকৃত হইয়া দূষিত হইলে, বাতজ ব্যাধি উপস্থিত হইলে।

(৭) বারুণী : অনাবৃষ্টিতে, অস্বাভাবিকবর্ষণে বা জলাশয়ের বিকার দৃষ্ট হইলে।

(৮) ভার্গবী : অভিশাপ-ভয়প্রাপ্ত হইলে।

(৯) প্রাজাপত্য : প্রসববৈকৃত্য ঘটিলে।

(১০) ত্বাষ্ট্রী : শাকসব্জী প্রভৃতি বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইলে।

(১১) কৌমারী : শিশুদিগের শান্তিকামনার্থ।

(১২) কৌবেরী : ধননাশভয়ে।

(১৩) আগ্নেয়ঃ বহ্নিবিকৃতি, আজ্ঞাভঙ্গ বা ভৃত্যক্ষয় হইলে।

(১৪) গান্ধর্বী : অশ্ব বিকৃত হইলে, অশ্বপ্রাপ্তি কামনায়।

(১৫) আঙ্গিরসী : হস্তী বিকৃত হইলে, হস্তিপ্রাপ্তি কামনায়।

(১৬) যাম্যা : অপমৃত্যু ও দুঃস্বপ্ন ঘটিলে এবং নরকপ্রাপ্তি ভয় হইলে।

(১৭) নৈর্ঋতী : পিশাচাদিভয়ে।

(১৮) পার্থিবী : বৃক্ষ, অর্থ প্রভৃতির বিকৃতি উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্যকামিকর্তৃক।

(১৯) আগ্নেয়ী : দিবসের বা রাত্রির প্রথমে যামে হস্তা, স্বাতী, চিত্রা অথবা অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্যের গমনকালে বায়ব্যদিকে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে, দিবসের বা রাত্রির দ্বিতীয় যামে পুষ্যা, বিশাখা বা ভরণী নক্ষত্রে সূর্য গমন করিলে এবং আগ্নেয় দক্ষিণদিকে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে।

(২০) ঐন্দ্রী : দিবসের বা রাত্রির তৃতীয় যামে রোহিণী জ্যেষ্ঠানক্ষত্রগত সূর্যে ঈশানকোণে, পূর্বদিকে বা অগ্নিকোণে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে।

২১) মহাশান্তি: দিবসের বা রাত্রির চতুর্থ যামে অশ্লেষা, পুষ্যা, আর্দ্রা বা মূলানক্ষত্রগত সূর্যে পশ্চিমদিকে অদ্ভুত উপস্থিত হইলে।

এতদ্ভিন্ন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে দুইটী শান্তি করিতে হয়। বিনা কারণে শান্তির অনুষ্ঠান করা উচিত নয়, কারণ নিমিত্তহীন শান্তি বিফল হয়। যাঁহারা নিত্য শান্তিপরায়ণ সেই সমুদয় ধর্মাত্মার কখনও দৈবোপঘাত উপস্থিত হয় না।

দিবা, আন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইলে অদ্ভুত-শান্তির অনুষ্ঠান বিধেয়। পুরুষের নিয়ত অপচারে দেবগণ রুষ্ট হইলে এই ত্রিবিধ উপসর্গের আবির্ভাব হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্র বিকৃত হইলে দিবা ও আন্তরীক্ষ উপদ্রব হয়। উল্কাপাত, দিগ্দাহ বা মণ্ডলদ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের পরিবেষ্টন, আকাশে গন্ধর্বনগরদর্শন, বিকৃতভাবে বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি আন্তরীক্ষ উপসর্গ। স্থাবর ও জঙ্গম জনিত, ভূমি হইতে জাত ভূকম্পন ও জলাশয়ের বিকৃতি ভৌম উৎপাত। ভৌম উপসর্গ অল্প ফলপ্রদ এবং অল্পকালেই উহা বিপাকপ্রাপ্ত হয়। আন্তরীক্ষ উপসর্গ মধ্য-ফলপ্রদ, অর্থাৎ মধ্যকালে উহা ফল প্রদান করে; অদ্ভুত সমুপস্থিত হইলে যদি শুভ বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলে সপ্তাহকাল মধ্যেই উহা নিষ্ফল হইয় যায়। বিনা শান্তিতে অদ্ভুতের বিপাক দেখা যায় না। মহাভয়ঙ্কর উপদ্রব কখনও তিন বৎসরকাল বিদ্যমান থাকে। রাজার শরীরে, সাধারণ মানবে, পুরদ্বারে বা পুরাদিতে, পুত্রে বা কোষস্থানে ইহার বিপাকপ্রাপ্তি ঘটে না। স্বভাবতঃ ঋতুতে যে সমুদয় উপদ্রব সমুদ্ভূত হয়, সে সমুদয় উপদ্রব শুভাবহ। ঋতুস্বভাব ভিন্ন দুষ্ট অদ্ভুত সমুপস্থিত হইলে যথাশীঘ্র শাস্ত্রানুসারে যথাবিহিত শান্তিবিধান কর্তব্য।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অদ্ভুতশান্তি,—১ অথর্ববেদের ৭২টী পরিশিষ্টের মধ্যে ৬৭তম পরিশিষ্টের নাম। এই পরিশিষ্ট অদ্ভুতব্রাহ্মণের একটী ছন্দোবদ্ধ মর্মান্তর। [অথর্ববেদ ও অদ্ভুতব্রাহ্মণ দ্র°] —W. P. 94, Cat. Cat. ২ অদ্ভুত-রামায়ণের এক অংশ।—L. 903, Radh, 1. Opp. ii. 8000, Cat. Cat. ~বিধি —গ্রন্থবি°।—IO, 5569.

অদ্ভুতসাগর—জ্যোতির্গ্রন্থ-বি°। বাঙলার সেন-বংশীয় অধিপতি বল্লালসেনের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্রন্থটী বৈশপাণ্ডিত্যপূর্ণ। বল্লালসেনের ও এই গ্রন্থের রচনাকালের সময় সমস্তই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটী বৃহৎসংহিতার অনুকরণে রচিত এবং সংহিতাগ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১০৯২ শক° (১১৬৯ খ্রী°) এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়। এই গ্রন্থেরই একটী শ্লোক হইতে জানা যায়, এই গ্রন্থরচনার কার্য শেষ হইবার পূর্বেই রাজা বল্লালসেনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন উহা সমাপ্ত করেন। ১০৮৯ শক° (১১৬৭ খ্রী°) এই গ্রন্থ-রচনার কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু বল্লালসেন উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। [বল্লালসেন দ্র°]

গ্রন্থকার বল্লালসেন অথবা অন্য কেহ হইতে পারেন। কিন্তু তিনি এক জন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এক জন প্রকৃত জ্যোতির্বিদ্ না বলিয়া তাঁহাকে এক জন নিবন্ধকার শ্রেণীর লেখক বলা যাইতে পারে; কারণ গ্রন্থখানি পূর্ববর্তী প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃত অংশে পূর্ণ। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই গ্রন্থখানি হইতেও আমাদের শিক্ষা-লাভের প্রভূত উপাদান আছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে পুনর্বসুর প্রথমাংশে সূর্যের অবস্থানকালে সূর্যের দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয় এবং উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশে অবস্থানকালে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

নক্ষত্র-বিভাগের সমান্তরিক্ষ প্রথায় (equal-space system) পুনর্বসুর প্রথমাংশ বলিতে মিথুনের ২১° এবং উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশ বলিতে ধনুর ২৭° বুঝায়। আবার গর্গ ও ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের অসমান্তরিক্ষ প্রথায় (unequal-space system) নক্ষত্র-বিভাগ করিলে পুনর্বসুর প্রথমাংশ গর্গের মতে মিথুনের ১৪°, ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতে ১৩°, উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশ গর্গের মতে ধনুর ২১° এবং ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতে ১৭° হয়। সুতরাং উভয় প্রথাতেই দেখা যায় যে, পুনর্বসুর প্রথমাংশ এবং উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশের ব্যবধান ১৮০° হইতে পারে না। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, গ্রন্থকার নক্ষত্র-বিভাগের উপরি-উল্লিখিত দুইটী প্রথার সংমিশ্রণে গণনা করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সময়ে এইভাবে গণনা করার প্রথা ছিল। উপরে দেখা গেল যে, সমান্তরিক্ষ প্রথায় পুনর্বসুর প্রথমাংশ মিথুনের ২১° এবং গর্গের অসমান্তরিক্ষ প্রথায় উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশ ধনুর ২১°। সুতরাং উভয় প্রথার সংমিশ্রণে গণনা করিলে পুনর্বসুর প্রথমাংশ হইতে উত্তরাষাঢ়ার প্রথমাংশ পর্যন্ত ১৮০° হয়। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, গ্রন্থকারের সময়ে অয়নচলন (precession) ১০° ছিল। গ্রন্থকার নিজেও তাহা লিখিয়াছেন। সুতরাং বৎসরে ৫৪$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড হিসাবে অয়নচলন ধরিলে ৬৬২ বৎসরে অয়নচলন ৬০০ মিনিট অর্থাৎ ১০° হয়। অতএব বরাহ-মিহিরের সময় আনুমানিক ৫০৫ খ্রী° ধরিলে অদ্ভুত-সাগর ৫০৫ + ৬৬২ = ১১৬৭ খ্রী° লিখিত হয়। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার হস্তলিখিত পুথি B. 4, 114; Ben. 50; IO, 3104, 3, Cat. Cat.

[JASB, i (1905), 46; ix (1913), 274f; Dr. R. C. Majumdar: The Chronology of the Sena Kings—JASB, xvii (1921), 11-2; J. C. Ghatak: The Conception of the Indian Astronomers—JASB, xix (1923), 316-7]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অদ্ভুতসার—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মহাদেব শর্মা।—L. 252, Cat. Cat. ~সংগ্রহ—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — নিত্যানন্দ-বংশ্য নবদ্বীপবাসী।—L. 465, Cat. Cat.

অদ্ভুতাংশুক—সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থবি°। এই নাটকটাকে 'বেণীসংহারে'র একরূপ ভূমিকা বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার—জগ্ গু অলবকর আয়ঙ্গার (অপর নাম—জগ্ গু শ্রীবকুলভূষণ); ইনি মহীশূরের অন্তর্গত মেল কোটের অধিবাসী। [জগ্ গু অলবকর আয়ঙ্গার দ্র°]

[M. Krishnamachariyar : Hist. of Classical Sans. Litt., 485]

অদ্ভুতাচার্য—এই উপাধিদ্বারা সুপরিচিত বাঙলাভাষায় রামায়ণ-রচয়িতা। ইঁহার প্রতিভা এবং প্রতিপত্তি কৃত্তিবাসের প্রতিদ্বন্দ্বী। গঙ্গার উত্তরস্থ ভূভাগে সমগ্র বরেন্দ্রী প্রদেশে ইঁহার প্রচার সমধিক ছিল। ময়মনসিংহ এবং ঢাকা জেলায়ও ইঁহার বহু পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত এবং বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত রামায়ণের একখানি সমগ্র পুথিতে দেখা যায়, উহার আদিকাণ্ডটী অদ্ভুতাচার্যের রচনা, কিন্তু ভণিতা বদলাইয়া আগাগোড়া কৃত্তিবাসের নামে চালান হইয়াছে। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বাঙলা রামায়ণের একখানি উত্তর কাণ্ডের পুথির পুষ্পিকায় লেখা আছে—'ইতি বাল্মীকি পুরাণে উত্তরকাণ্ড কৃত্তিবাসী অদ্ভুতী পুথি গড়ান লেখা সমাপ্ত'—অর্থাৎ এই পুথির লেখক কতক কৃত্তিবাস হইতে লইয়া, কতক অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ হইতে লইয়া গড়পড়তায় পুথিখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ১৮০২ খ্রী° কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া যে গ্রন্থ ছাপিয়াছিলেন এবং যাহা অদ্যাপি বাজারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া চলিতেছে, তাহার অনেক রসাল স্থানই অদ্ভুতাচার্যের রচনা। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে অদ্ভুতাচার্যের ২০ খানি পুথি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের ২২খানি পুথি সংগৃহীত আছে; এই পুথিগুলির অধিকাংশই ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলা হইতে সংগৃহীত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায়ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের কয়েকখানি পুথি রক্ষিত আছে—পুথিগুলি উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত। পরিষদের ২নং রামায়ণের পুথি ১১০৬ বঙ্গ° নকল, রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথি। এই পুথিখানি বাঙলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল শহরে বসিয়া নকল করা। এই পুথিখানির ভণিতা কৃত্তিবাসের বটে, কিন্তু রচনায় বহুস্থানেই অদ্ভুতাচার্যের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্ভুতাচার্য ও কৃত্তিবাসের রচনা কি পরিমাণ মিশ্রিত ও জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

অদ্ভুতাচার্যের পরিচয় — ১৮০৭ খ্রী° ১১ই সেপ্টেম্বর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ ডক্টর ফ্রান্সিস্ বুকানন নামক এক অদ্ভুতকর্মা পণ্ডিতকে বিহার ও উত্তর-বঙ্গের জরীপের কার্যে নিযুক্ত করেন। ১৮১৬ খ্রী° ভারত-গভর্নমেণ্ট, বহু চিত্র ও নক্সা-সম্বলিত বুকাননের বিপুলকায় রিপোর্ট কোম্পানীর কর্তাদের নিকট বিলাতে দাখিল করেন। ১৮৩৮ খ্রী° মণ্টগোমারি মার্টিন নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারে Eastern India নাম দিয়া তিন খণ্ডে এই রিপোর্ট মুদ্রিত করেন। এই পুস্তকে রঙ্গপুর জেলার বিবরণে দেখা যায়, বুকানন সাহেব ১৮০৮-১৬ খ্রী° এই জেলায় কৃত্তিবাসের সহিত অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ একত্র পঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন। অদ্ভুতাচার্যকে কিন্তু লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৫ম ভাগে (২৮১-২৮৩ পৃ°) পরলোকগত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ই প্রথম অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের আদি ও উত্তর-কাণ্ডের পুথির পরিচয় প্রদান করেন। পুথিগুলির বর্ণনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করেন যে, অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডের পুথিতে যখন মোট প্রায় দুই শত পাতা পাওয়া যাইতেছে, তখন সমগ্র রামায়ণখানি প্রকাণ্ড-কায় হইবার সম্ভাবনা। এই বিবরণীর পাদটীকায় ত্রিবেদী মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যিক রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি পত্র হইতে অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতেই অদ্ভুতাচার্যের পরিচয়-সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

১৩১৩ বঙ্গ° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫৭-৬৪ পৃ°) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন।

১৩১৫ বঙ্গ° রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬৯ পৃ°) শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের কয়েকখানি পুথির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ১১৪৩ বঙ্গ° নকল একখানি সম্পূর্ণ অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ পাইয়াছিলেন।

১৩২০ বঙ্গ° রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্পাদনে এবং কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে, ঐ পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী-কর্তৃক অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৩৪৩ বঙ্গ° বর্তমান লেখকের সম্পাদনে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের যে আদর্শ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভূমিকায় চতুর্থ প্রসঙ্গ—'মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে'; ষষ্ঠ প্রসঙ্গ—'অদ্ভুতাচার্যের পরিচয় ও কালনির্ণয়'; এবং ৭ম প্রসঙ্গ 'কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য, তুলনায় সমালোচনা' —এই কয়টী প্রসঙ্গে অদ্ভুতাচার্য-সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের পুথির আদিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়; অধিকাংশ পুথিতেই এই পরিচয়ে নানারূপ বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত আদিকাণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় মালদহে প্রাপ্ত একখানি পুথি হইতে অদ্ভুতাচার্যের নিম্নরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

পিতামহ গুরু বন্দো নামেতে মার্ত্তণ্ড।
যাহার প্রসাদে পাইলাম রামায়ণ সপ্তকাণ্ড ॥
তাহার তনয় হইল নামে শ্রীনিবাস।
গুণে মহাজন তেঁহো নারায়ণের দাস ॥
তাহার ঘরেতে হইল মেনকা জঠরে।
চারি পণ্ডিত ভাল জন্মিলা তার ঘরে ॥

চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি।
ভারতীপ্রসাদে পাইলা অপেক্ষিত নিধি॥
করতোয়াকূলে বাড়ী অমৃতকুণ্ড গ্রাম।
শুভক্ষণে হৈল বটু নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ নিত্যানন্দ জন্মিলা সংসারে।
যত শাস্ত্র পাঠ করে পঞ্চ বৎসরে॥
যজ্ঞোপবীত না হইলেক সপ্ত বৎসরে।
গোরক্ষ হইয়া ফিরে বনের ভিতরে॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আইল দেব নারায়ণ।
আনন্দিত হৈয়া তাথে দিলা দরশন॥
ব্রাহ্মণ বোলেন শিশু শুন মোর বাণী।
কিছু গান কর অমি কান পাতি শুনি॥
বটু বোলেন শুন গোঁসাঞী তুমি মোর বাণী।
রাখালের গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি॥
বিপ্র বোলে গাও তুমি যে আইসে মনে।
রাখাল হইয়া গান কৈল প্রভুদেবের স্থানে॥
শুনি তুষ্ট হইলা তবে প্রভু নারায়ণ।
গলা ধরি রাখালেরে দিলা আলিঙ্গন॥
তূণ হৈতে খসাইল প্রভু দিব্য শর।
মহামন্ত্র লিখিলা তার জিহ্বার উপর॥
মাথে হস্ত দিয়া বর দিলা নারায়ণ।
আইজ হৈতে জত কথা সকলি আমার গুণ॥
রঘুনাথ নাম তার থুইলা আপনি।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কণ্ঠস্থলে শুনি॥
মাঘমাসে শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলা রঘুপতি॥
রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ॥
সেই হৈতে নাম তার হইল প্রচার।
রাম উপদেশ কথা লাগিল কহিবার॥
আদি করিয়া পোতা পুস্তক অনুসার।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ করিল প্রচার॥
দেবগণে মুনিগণে করিয়া বিচার।
অদ্ভুত আচার্য নাম বিদিত সংসার॥
পয়ার প্রবন্ধে পোতা করিল রচন।
প্রভুর আদেশে হৈল তিনটা নন্দন॥
জয় বিজয় হইল আর শিবানন্দ।
তিন ভাইরে এক বর দিলা প্রভু রামচন্দ্র॥

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের আবিষ্কৃত ১১৪৩ বঙ্গ° অদ্ভুতী পুথিতে অদ্ভুতাচার্যের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

সেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
অমৃতকুণ্ড নাম সে যে অতি অনুপাম॥
আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম।
করতিয়ার পশ্চিম ভাগ জাহ্নবীর সম॥
করতিয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তর কূলে।
মহাপুণ্যস্থান সেই পুরাণেতে বলে।
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
শ্রীনিবাস আচার্য সাধুর আচার॥
তার ঘরে জনমিলা এ চারি কুমার।
মেনকা উদরে চারি বাস অবতার॥
জ্যেষ্ঠ তিন জন তার অতি বিচক্ষণ।
অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ॥

এই সমস্ত আকর মিলাইয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, অদ্ভুতাচার্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। তাহার পিতামহের নাম মার্তণ্ড বা মার্কণ্ড। অদ্ভুতের পিতার নাম শ্রীনিবাস এবং মাতার নাম মেনকা। অদ্ভুতেরা চারি ভাই, সর্বকনিষ্ঠই নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য। অল্প বয়সেই তিনি কৃতবিদ্য হন। মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে স্বয়ং রঘুনাথ ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ-রচনার আদেশ প্রদান করেন এবং তূণ হইতে বাণ খুলিয়া বাণাগ্র দিয়া তাঁহার জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখিয়া দেন। ফলে নিত্যানন্দের অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হয় এবং তিনি অদ্ভুতাচার্য নামে বিখ্যাত হন। পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগনার অমৃতকুণ্ড গ্রামে অদ্ভুতাচার্যের নিবাস ছিল। বর্তমান সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেল লাইনটী এই গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে এবং চাটমোহর নামক রেল স্টেশনটী প্রকৃত পক্ষে অমৃতকুণ্ড গ্রামের উপরই স্থাপিত। প্রকৃত চাটমোহর ইহার তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। অমৃতকুণ্ডে বর্তমানে এক ঘর হিন্দুও নাই, অধিবাসিগণ সমস্তই মুসলমান।

নিত্যানন্দ শিহরী গাঞী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবানন্দের বংশধরগণ বর্তমানে পাবনা জেলার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ডেমরা গ্রামের অধিবাসী। নিত্যানন্দের বংশধরগণ কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা জানা যায় নাই। ডেমরার রায় মহাশয়গণ বারেন্দ্র-সমাজে প্রতিপত্তিশালী বংশ। সাঁতোড়ের সুপ্রসিদ্ধা রাণী শর্বাণী এই বংশের কন্যা। বংশ-তালিকা মিলাইয়া জানা যায়, নিত্যানন্দ অকবরের সমসাময়িক কবি।

অদ্ভুতাচার্যের কবিত্ব — কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত তুলনায় পাঠ করিয়া মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, অদ্ভুতের রামায়ণে কাব্যরস কৃত্তিবাস অপেক্ষা অনেক স্থানেই বেশী। বাঙালী সমাজের খাঁটী চিত্র, বাঙালীর স্নেহপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা, দুর্বলতার চিত্র অদ্ভুতে যত পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসে ততটা নহে। কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনা তাই গম্ভীর ও ঘন – পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জিত। অদ্ভুতের রামায়ণেই খাঁটি বাঙালীর পরিচয় পাই,—যত রাজ্যের গালগল্প, সরস কাহিনী, অশ্রুজল ও উচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া অদ্ভুতের রামায়ণেই ভীড় করিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাল্মীকির দস্যু-বৃত্তির কাহিনী, শ্রীরামের পাদস্পর্শে খেয়া নৌকায় সেঁচনী সোনা হওয়ার কাহিনী, রামচন্দ্রের জন্য সীতাদেবী-কর্তৃক প্রদত্ত আম্রফল অনিবার্য লোভবশতঃ হনুমান্‌কর্তৃক ভক্ষণ — ইত্যাদি রসাল কাহিনী অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রস্থত হইয়াছে। আদর্শ চরিত্রচিত্রণে অদ্ভুতাচার্যের স্বাভাবিক প্রতিভা ও ঝোঁক ছিল। [বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান লেখক-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় দ্র°]

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী — জন্ম : বিহার প্রদেশের ছাপরা জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে। ইঁহার নাম—শ্রীরাক্তুরাম, ওরফে লাটু। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার খুল্লতাতের সালি-মার চাল-কলাই ভাজার দোকানে কিছু দিন

অবস্থান করেন। পরে সিমুলিয়া মধু রায় গলি-নিবাসী রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা শুনিয়া যখন রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন সেখানে প্রায়ই তিনি লাটুকে দিয়া দ্রব্যাদি বহন করাইয়া লইয়া যাইতেন।

বাল্যকাল হইতেই লাটু তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন এবং পূজা-সংকীর্তনাদি এরূপ পছন্দ করিতেন যে, সময়ে সময়ে গৃহকর্মের ক্ষতি করিয়াও তাহাতে যোগদান করিতেন এবং তজ্জন্য প্রভু রামচন্দ্র-কর্তৃক তিরস্কৃত হইতেন।

লাটু শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ক্রমে লাটু অবসর পাইলেই পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতেন। বালকের উন্নত ধর্মভাব দেখিয়া এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ রামবাবুকে বলিলেন 'এ ছেলেটীকে আমাকে দাও', সেই হইতে তিনি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। লাটু রামবাবুর বাটীতে সমস্ত দিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যা হইলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। তাহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেন 'সন্ধ্যের সময় ঘুমুবি যদি ধ্যান, জপ করবি কখন?' সেই অবধি লাটু রাত্রে আদৌ নিদ্রা যাইতেন না। সমস্ত রাত্রি ধ্যান জপ করিতেন। এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সংসর্গে ও অপূর্ব উপদেশে ও তাঁহার আন্তরিক সেবার বলে লাটু ক্রমশঃই আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি নাম-সংকীর্তনে মহোৎসাহে যোগদান করিতেন ও নৃত্য করিতে করিতে সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। ক্রমে লাটুর ভাব-সমাধি হইতে লাগিল ও সাধনায় তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী ভক্তগণের মধ্যে লাটুই সর্বপ্রথম সংসার-ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'আমি মুর্খোত্তম'। তিনি তথাপি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ভক্তটী যথার্থই নিরক্ষর ছিলেন। তিনি নিজে অনেকবার চেষ্টা করিয়াও লাটুকে বাঙলা অক্ষরও শিখাইতে পারেন নাই। তথাপি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ও নিজ সাধনায় অদ্ভুত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াছিলেন। পূর্বজীবনের কথা তিনি আদৌ বলিতেন না। আত্মকথাচর্চায় তাঁহার একান্ত বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি বলিতেন—'আমার চর্চা করিও না, ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের চর্চা কর, রাত দিন কর—তাহাতেই শান্তি পাইবে এবং কল্যাণ হইবেই হইবে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ রোগে শয্যাশায়ী হইলে লাটু প্রাণপণে অন্যান্য ভক্তগণসহ অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করেন। কাশীপুর বাগানে তাঁহার নিকট হইতে গৈরিক বসন লাভ করিয়া যে একাদশ জন ভক্ত ধন্য হইয়াছিলেন, লাটু তাঁহাদের অন্যতম।

পরমহংসদেবের মহাসমাধি-লাভের পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া লাটু বৃন্দাবনে গমন করেন এবং লালাবাবুর কুঞ্জে দশ মাস অবস্থান করেন। পরে বরাহনগরের মঠে প্রত্যাগমন করিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতার সহিত বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নাম প্রদান করেন। বিবেকানন্দ প্রায়ই বলিতেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাইয়া লেটোর যে পরিবর্তন তাহা অদ্ভুত, ঠাকুরের miracle দেখিতে চাও তো লেটোকে দেখ'। অতঃপর কয়েক বৎসর লাটু বাগবাজারস্থ মন্দিরে, আনন্দ-বাজার মঠে এবং নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বেলুড়স্থ বাগানে অবস্থান করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর লাটুকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। পরে ৺কাশীধামে প্রথমে ৯ নং হেড়েলীপাড়ে ও পরে ৯৬ নং হাড়ারবাগে বাস করেন। সেখানে এই নিরক্ষর সাধুটী বেদবেদান্তের কূটমর্মগুলিও আপন উপলব্ধি-বলে বুঝিয়া ও বুঝাইয়া পণ্ডিতগণকে চমৎকৃত করিতেন।

কঠোর ধ্যানধারণা, নামমাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাঁহার সবল শরীর ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল ও উদরাময় রোগের সূত্রপাত হইল, তদুপরি বামপদে একটী দুষ্টব্রণ হইয়া ক্রমে তাহা ধসায় বা 'গ্যাংগ্রিনে' পরিণত হইল, প্রায় এক বৎসরের চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিলেন না। ১৯২০ খ্রী° ২৪শে এপ্রিল বেলা ১২টার সময় ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটে জলসমাধি প্রদান করা হয়। 'কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে' তাঁহার স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার উক্তিসমূহ 'সৎকথা' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু

অদ্ভুতৈনঃ—[বৈদিক। অদ্ভুত+এনস্] বিণ, যাহার মধ্যে কোন দোষ দেখা যায় না। 'শর্ধায়াদ্ভুতৈনসাস্'—ঋ° ৫. ৮৭. ৭ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদ্ভুতোত্তররামায়ণ — অদ্ভুত-রামায়ণের নামান্তর [অদ্ভুতরামায়ণ দ্র°]।

[M. Krishnamachariyar : Hist. of Classical Sans. Litt., 21]

অদ্ভুতোপম—বিস্ময়সদৃশ ॥ মনি° ॥

অদ্ম—[মূ°-অদ্মন্ ; বৈদিক] ১ খাদ্য, আহার্য। 'আ স্বমদ্ম যুবমানঃ'—ঋ° ১. ৫৮. ২ ; নিরুক্ত° ৪. ১৬ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ২ গৃহ ॥ মনি° ॥ ~সা—[বৈদিক] রন্ধনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির স্থিতি।—ঋ° ৮. ৪৩. ১৯ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~সদ্ব°—[মূ°-দ্বন্] বিণ, ভোজনে অপরের সহিত বসিবার যোগ্য। 'বদ্মা হি সূনো অস্যদ্মসদ্বা'—ঋ° ৬. ৪. ৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~র—বিণ, ভোজন-প্রিয়, পেটুক।—পা° ৩. ২. ১৬০ ; বোপ° ২৬. ১৫০ ; অম° ৩. ১. ২০ ; অভিধা° ৩৯৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদ্মনি—আগুন, অগ্নি।—উণা° ২. ১০১ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

অদ্মসদ্—[বৈদিক] ভোজনার্থ উপবেশন।

ঋগ্বেদে (১. ১২৪. ৪ ; ৬. ৪. ৪, ৩০. ৩ ; ৭. ৮৩. ৭ ; ৮. ৪৪. ২৯) এই শব্দের কয়েক বার উল্লেখ আছে। Geldner ইহার অর্থ করিয়াছেন 'মক্ষিকা', কারণ মক্ষিকা খাদ্যের উপর আসিয়া বসে। কিন্তু Macdonell ও Keith এর মতে ইহার অর্থে 'ভোজে অতিথির উপবেশন'।

[Vt, i . 14 ; Geldner : Vedische Studien, ii. 179, 180 ; Oldenberg : Vedaforschung, 90]

অদ্য—[বৈদিক 'অদ্যা', অদ্য> । অদ্যা—অ = অস্মিন্ + দ্যা ('দ্যোস্' শব্দের প্রাচীন ৭-মী বিভক্তিতে) = দিবসে। 'অদ্যা চিন্নূ চিত্তদপো নদীনাম্'—ঋ° ৬. ৩০. ৩ ; প্রা° অজ্জ] **১** আজ, আজি।—পা° ৫. ৩. ২২ ; বোপ° ৭. ১১০ ; অম° ৩. ৫. ২০ ; 'স এবাদ্য স উ শ্বঃ'— শ-ব্রা° ১৫. ৪. ৩. ২৪ = বৃহ-উ° ১৫. ২৩ ; 'অদ্য প্রাতরেব'—হিতোপ° ৯. ৭ ; 'অদ্য রাত্রৌ প্রদোষ এব'—পঞ্চত° ১৯৭. ২৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** এক্ষণে, বর্তমান কালে, সম্প্রতি। 'অদ্য গচ্ছ গতা রাত্রি'—কথাস° ৪. ৬৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৩** আহার, খাদ্য ॥ আপ্° বো-রো° ॥ **~কার, -কালে**—বিণ, আজিকার এই দিনে, বর্তমান দিবসীয়। **~দিন, -দিবস**—আজ, আজকের দিন। 'অদ্যদিনে'—পঞ্চত° ১৮৬. ২৩ ; 'অদ্যদিবসা'—পঞ্চত° ১৬২. ৯ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~তন**—**১** বিণ, আজকার, আজ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্যকার দিবসসম্বন্ধীয়। 'অদ্যতন দিবসঃ'—পঞ্চত° ৫. ৬ ॥ বো-রো° ॥ **২** অতীত রাত্রির শেষ প্রহর হইতে, আগামিনী রজনীর প্রথম প্রহর, পরিমিত কাল। **৩** ইদানীন্তন, আধুনিক। 'অদ্যতনীয় হিমপাতঃ'—পঞ্চত° ১৬৯. ১৩ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ **~তনভূতকাল**—[ব্যা°] আজ যাহা ঘটিয়াছে বা গত হইয়াছে। অদ্যকার পূর্বে যাহা সংঘটিত। **~পূর্বম্** — আজিকার পূর্বে। 'অদ্যপূর্বং মহাঘোরা রাক্ষসা ন সমাগতাঃ'—রা° (গো°) ১. ৩২. ৮ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~প্রভৃতি**—অদ্যাবধি। 'অদ্যপ্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ'—কুমা° ৫. ৬৮ ॥ আপ্° ॥ **~শ্বীন**—বিণ, আজ বা কাল হওয়া সম্ভব।—পা° ৫. ২. ১৩ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~শ্বীনা**—যে রমণীর আজকালের মধ্যেই প্রসব হইবে, আসন্নপ্রসবা ॥ আপ্° বো-রো° ॥ **~প্রসূত**—সদ্যোভূমিষ্ঠ, সদ্যোজাত। **~সুত্যা**—একই দিনে সোমরসের নিষ্কর্ষণ এবং উৎসর্গীকরণ হয়।—শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ১৫ ; কা-শ্রৌ° ১২. ৬. ২৩ ; আশ্ব-শ্রৌ° ৬. ১১ ॥ বো-রো ॥ **~ভক্ষ্য**—আজিকার খাদ্য, একদিনের খাদ্য। **~াপি**—বর্তমান দিন পর্যন্তও, আজিও, এখনও। 'নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগপক্ষিণাম্' — রা° (গো°) ২. ৭১. ২৪ ॥ বো-রো° ॥ **~াপিহো**—[প্রা° বা°]। অদ্যাপি যদ্যপি, আজও। 'অদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে'—শ্রীকৃষ্ণকী° ৩১। **~াবধি**–বিণ, আজ হইতে, আজ পর্যন্ত, বর্তমান দিন পর্যন্ত।

অদ্ম্য—[বৈদিক] বিণ, দীপ্তিরহিত। 'অদ্ম্যং ক্ষণোত শংসং নিনিৎসোঃ'—ঋ° ৭. ৩৪. ১২ ॥ বো-রো° ॥

অদ্যুৎ—বিণ, অনুজ্জ্বল, উজ্জ্বলহীন। 'অয়ং দ্যোতয়দ্দ্যুতো ব্যক্তূন্' — ঋ° ৬. ৩৯. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অদ্যুত্য—**১** ভাগ্যহীন জুয়া ॥ মনি° ॥ **২** প্রত্যূষের পূর্বে চৌকিদারী। **৩** সদুপায়ে প্রাপ্ত ॥ মনি° ॥

অদ্যৈব—আজকের দিনেই।

অদ্রব–[নঞ্ তৎ] বিণ, তরল নয়, গলনশীল নহে, যাহা দ্রব নয়।– পা° ৪. ১. ৫৪ ; বোপ° ৪. ১৭ ॥ বো-রো° ॥

অদ্রব্য—[নঞ্ তৎ] যাহা দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয় না, মন্দ দ্রব্য খারাপ দ্রব্য, অবস্তু। 'নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিৎক্রিয়া ফলবতী ভবেৎ'—হিতোপ° ৪৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** [ন দ্রব্য যাহার—বহু°] বিণ, বস্তুহীন।

অদ্রাব্য (infusible, insoluble)—যাহা দ্রবীভূত হয় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। কারণ উত্তাপের দ্বারা ধাতব ও অধাতব (metalic or non-metalic) প্রত্যেক পদার্থকেই বায়ব, তরল ও কঠিন এই তিন অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। যেমন জলকে স্বাভাবিক উত্তাপে (room temperature) তরল অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু যদি ইহার উত্তাপ 0°C-এর নীচে কমান হয়, তাহা হইলে ইহা জমিয়া গিয়া কঠিন পদার্থে অর্থাৎ বরফে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পুনরায় বরফকে 0°C-এর বেশী উত্তপ্ত করিলে পুনরায় জল হইয়া যায়, অতএব এই 0°C-কে জলের গলন উত্তাপ (melting point) বলে। এইরূপে প্রত্যেক কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট গলন উত্তাপ আছে। ঐ উত্তাপের বেশী উত্তপ্ত করিলে তখন ইহা গলিয়া যায়। এইরূপে উত্তাপের দ্বারা কঠিন হইতে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হওয়াকে দ্রবণ বলে। যে সকল পদার্থের গলনোত্তাপ সাধারণ উত্তাপ হইতে কম, সেগুলিকে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যাহাদের গলনোত্তাপ সাধারণ উত্তাপ হইতে বেশী সেগুলিকে কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। ধাতব পদার্থের মধ্যে পারদ ভিন্ন সকল ধাতুই কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগকে গলনোত্তাপের বেশী উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে তাহারা দ্রবীভূত হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে অদ্রাব্য হইতে পারে না—উত্তাপের ফলে সমস্তই দ্রবীভূত হইয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান ধাতুর গলনোত্তাপ দেওয়া হইল—

সোডিয়াম—৯০°C, টিন্—২৩২° C, সীসা—৩২৬°C, রৌপ্য—৯৬০°C, স্বর্ণ—১০৬৫°C, তাম্র—১০৮৩°C, লৌহ—১৫০০°C, প্লাটিনাম—১৭৫৫°C,

উত্তাপ ব্যতীত কোন পদার্থকে অন্য একটী পদার্থের সংমিশ্রনে দ্রবীভূত করা যায়। যেমন বায়ব পদার্থের মধ্যে কতকগুলি জলে দ্রাব্য ও কতকগুলি অদ্রাব্য, কিন্তু যেগুলি

জলে অদ্রাব্য সেইগুলি অন্য কোন তরল পদার্থে দ্রাব্য হইতে পারে। যথা—হাইড্রোজেন সালফাইড্ (H_2S) জলে অদ্রাব্য, কিন্তু lead acetate solution-এ দ্রাব্য; অক্সিজেন জলে অদ্রাব্য, কিন্তু alkaline pyrogallate-এ দ্রাব্য।

ধাতব লবণের মধ্যে অধিকাংশই জলে দ্রাব্য হয় এবং বাকীগুলিই জলে অদ্রাব্য, কিন্তু তাহারা অম্ল কিংবা ক্ষারে দ্রাব্য হয়। কতকগুলি ধাতব লবণ আছে, যাহারা জল কিংবা অম্লে দ্রবীভূত হয় না তাহারা অদ্রাব্য থাকিয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী দ্রাব্য ও অদ্রাব্য ধাতব লবণের তালিকা দেওয়া হইল।

নিম্নলিখিত ধাতব লবণগুলি জলে অদ্রাব্য, কিন্তু যে কোন অম্লে দ্রবীভূত হইতে পারে। যথা — manganese fluoride (MnF_2), cupreous fluoride (Cu_2F_2), bismuth fluoride, antimony, chloride, lead fluoride, mercury iodide, lead cyanide, nickel ferrocyanide প্রভৃতি।

নিম্নলিখিত ধাতব লবণগুলি জল কিংবা অম্লে অদ্রাব্য। যথা—silver fluoride, silver bromide, silver chloride, silver iodide, mercurous chloride, fluoride, bromide, iodide, silver ferrocyanide, silver cyanide, copper ferrocyanide প্রভৃতি।

শ্রীফণিভূষণ সেন

অদ্রি১—[√অদ্ + রি (ক্রিন্)—কর্তৃ°;] উণা° ৪. ৬৫; নি° মতে √দৃ বা √অদ্ >; সম্ভবতঃ অ + দ্রি (দৃ বা দ্রা (?)>) সংযোগে তৎপুরুষ] **১** যে পলায়ন করে না, অর্থাৎ পর্বত। **২** সূর্য ॥ অম° ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৯৯. অভি° মে° ॥ **৩** বৃক্ষ ॥ আপ্° ॥ **৪** বজ্র (আদৃণাতি যেন—নি°) ॥ আপ্° ॥ **৫** পরিমাণবি° ॥ আপ্° ॥ **৬** [বৈদিক] মেঘ ॥ বো-রো° ॥ **৭** [বৈদিক] পাষাণ, প্রস্তর, সোমরস পেষণার্থ প্রস্তর। —ঋ° ১. ১০৯. ৩; ১৩৭. ১ ॥ বো-রো° ॥ **৮** (গণিতশা° কুলপর্বতের সংখ্যানুসারে) ৭ এই সংখ্যা ॥ আপ্° ॥ ~**কর্ণী**—[বৈদ্যক] অপরাজিতা clitoria tarnatea.—রাজনি° ৩. ২২৩ ॥ শব্দ° আপ্° বো-রো° ॥ পর্যায়—অশ্বক্ষুর, শ্বেতপুষ্পী, শ্বেতা, গিরিকর্ণিকা, কটভী, শ্বেতনামা, শ্বেতস্পন্দা, অপরাজিতা, নীলপুষ্পা, মহাশ্বেতা, গিরিকর্ণী, নবাদশী, অত্যুগ্রগন্ধা, নীলস্পন্দা, দধিপুষ্পিকা, গর্দভী, সিতপুষ্পী, অশ্বক্ষুরা, অশ্বক্ষুরিকা, আস্ফোতা ও বিষ্ণুক্রান্তা।—রাজনি° ৩. ১২৩; ধন্ব-নি° ৪. ৮৪, ৮৫; ভা-প্র° গুড়ূচ্যাদিব°। শ্বেত, পীত ও নীল পুষ্পভেদে ত্রিবিধ অপরাজিতার উল্লেখ বৈদ্যক গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণভেদে ইহাদের গুণেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখা যায়। [অপরাজিতা দ্র°] ~**কীলা**—[অদ্রি (পর্বত) কীল (শঙ্কু) যাহার (যে স্ত্রীর)—বহু°] স্ত্রী°, পৃথিবী, ভূমি ॥ ত্রিকাণ্ড° ২. ১. ১; বো-রো° ॥ ~**কুক্ষি**—পর্বতগুহা, গিরিগুহা, কন্দর ॥ আপ্° ॥ ~**কুত-স্থলী**—অপ্সরোবি°।—রা° (গো°) ২. ৯১. ১৭ ॥ বো-রো° ॥ ~**জ**—[বৈদ্যক] **১** পর্বতজাত দ্রব্য। **২** শিলাজতু। —ধন্ব-নি° ৩. ১৬৫। **৩** মহারস—'দরদঃ পারদঃ সীসং বৈক্রান্তং কান্তমভ্রকম্। মাক্ষিকং বিমলং চেতি স্মারেতেহষ্টৌমহারসাঃ ॥' —রাজনি° ২৩. ১৫। হিঙ্গুল, পারদ সীসক, বৈক্রান্ত, কান্তলোহ, অভ্র, মাক্ষিক ও বিমল এই আটটীকে মহারস বলে। মহারস পর্বতজাত দ্রব্য বলিয়া তাহাদিগকে অদ্রিজ বলা হয়। ~**জতু**—[বৈদ্যক] ক্লী°, শিলাজতু।—ভা-প্র° পূ. ১ ধাতু-ব° ৭৪। [শিলাজতু দ্র°]। ~**জা**—[অদ্রিজ + আপ্] **১** স্ত্রী°, গিরিজা, পার্বতী, দুর্গা ॥ অভি° ২০৪; বো-রো° ॥ **২** [বৈদিক। অদ্রি + জা] বিণ, পর্বত-জাত (অগ্নি ও হংসের নামবি°)।—ঋ° ৪. ৪০. ৫; কঠ-উ° ৫. ২ ॥ বো-রো° ॥ **৩** [বৈদ্যক] স্ত্রী°, সিংহলদেশীয় পিপ্পলী, সৈংহলী বৃক্ষ, পিপ্পলীর প্রকারভেদ। পর্যায়—সৈংহলী, সর্পদণ্ডা, সর্পাঙ্গী, ব্রহ্মভূমিজা পার্বতী, শৈলজামূল, লম্ববীজা, উৎকট, সিংহলস্থা, লম্বদন্তা, জীবলা (জীবালী), জীবনেত্রা ও কুরবী (কুনথী)। গুণ—ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য, অগ্নির দীপক, জন্তুঘ্ন, কফবাত-শ্বাসনাশক ও কোষ্ঠশোধক। —ধন্ব-নি° ২. ১২১ ॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো° ॥ ~**তনয়া**—[অদ্রির (হিমালয়ের) তনয়া—ষ-তৎ] **১** গিরিজা, পার্বতী, দুর্গা। 'অদ্রেস্তনয়া'—রঘু° ২. ৩৭। **২** চারি চরণ-যুক্ত ছন্দোবি°। প্রত্যেক চরণে ২৩ মাত্রা থাকে। ⏑ ⏑ ⏑ ⏑— ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ —, ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ ⏑ ⏑—। — Colebrooke : Misc. Essays, ii. 163. ॥ বো-রো° ॥ ~**দুগ্ধ**—[বৈদিক] বিণ, প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত (ক্ষীর) extracted or expressed with stones. 'তিরো রোম পর্বতে অদ্রিদুগ্ধঃ'—ঋ° ৯. ৯৭. ১১ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~**দ্বিট্**—[মূ°-দ্বিষ্] পর্বত অথবা মেঘের শত্রু অর্থাৎ ইন্দ্র ॥ আপ্° অভি° বো-রো° ॥ ~**নাথ, -পতি**—পর্বত-রাজ, হিমালয় ॥ গোল্ড° মনি° ॥ ~**বর্হাঃ**—[বৈদিক মূ°-বর্হস্] বিণ, পর্বতসম কঠিন, পর্বতের ন্যায় উচ্চ। 'যেভ্যো মাতা মধুমৎ-পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ'—ঋ° ১০. ৬৩. ৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~**বুধ্ন**—বিণ, পর্বতে প্রোথিত, প্রস্তর অথবা পর্বতসম কঠিন। 'অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নঃ'—ঋ° ১০. ১০৮. ৭ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ~**ভিৎ**—[মূ°-ভিদ্] **১** ইন্দ্রের নাম-বি° ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৫৭; বো-রো° ॥ **২** পর্বত-ভেদকারী, গোত্রভিৎ।—ঋ° ৬. ৭৩. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~**ভূ**—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, আখুকর্ণী বা ইন্দুরকাণি নামক পর্বতীয় লতা-বি°। পর্যায়—কৃষিকা, দ্রবন্তী, চিত্রা, সুকর্ণী, উন্দুরকর্ণিকা, ন্যগ্রোধিকা, মূষকনামকর্ণী, বৃশ্চিকর্ণী, বহুকর্ণিকা, ভূমিচরী, চণ্ডা, সম্বরী, বহুপাদিকা, প্রত্যক্‌শ্রেণী, বৃষা ও পুত্রশ্রেণী। গুণ—ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য পাচক, কফপিত্তহর, আনাহ, জর ও শূলনাশক।—রাজনি° ৩. ২১-২৩। **২** পর্বতজাত ॥ গোল্ড° ॥ ~**মাতা**—[মূ°-

মাতৃ ; বৈদিক] ১ মেঘজলনির্মাতা ॥ আপ্‌° ॥ 'স্বর্বিৎকোশং দিবো অদ্রিমাতরম্' — ঋ° ৯. ৮৬. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ~রাজ, -রাট্‌ — পর্বতাধিপতি হিমালয় ॥ অভি° গোল্ড° মনি° আপ্‌° বো-রো° ॥ ~বান্‌—[মু°-বৎ ; বৈদিক] বিণ, প্রস্তর অথবা বজ্র লইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত।—ঋ° ১. ১০. ৭ ; ১১. ৫ ; ৮০. ১৪ ॥ আপ্‌° বো-রো° ॥ ~বহ্নি—পর্বতীয় অগ্নি, আরণ্য অগ্নি ॥ মনি° আপ্‌° ॥ ~শ— গিরিশ, মহাদেব ॥ শব্দ° মনি° ॥ ~শয্য— ১ পর্বতকে শয্যারূপে গ্রহণকারী। ২ শিব ॥ আপ্‌° মনি° ॥ ~শৃঙ্গ,-সানু – পর্বতের চূড়া ॥ আপ্‌° মনি° ॥ ~সুত (সুত)—[অদ্রি + সুত] বিণ, প্রস্তরদ্বারা নির্মিত।—ঋ° ৯. ৭২. ৪ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~সংহত — প্রস্তরদ্বারা নির্মিত।—ঋ° ৯. ৯৮. ৬ ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~সানু—পর্বতের উপর বিস্তৃত।—ঋ° ৬. ৬৫. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~সার —পর্বতের সারাংশ অর্থাৎ লৌহ ॥ রত্নমালা° শব্দ° আপ্‌° ॥ ~সারময়—লৌহদ্বারা প্রস্তুত, অত্যন্ত কঠিন। ॥ মনি° আপ্‌° ॥

অদ্রি২—১ [বৈদিক] পর্বত বা প্রস্তর। ঋগ্বেদের একটী স্থান (১. ৫১. ৩) হইতে Zimmer প্রমাণ করেন, পূর্বে প্রস্তরাগ্র অস্ত্রসাহায্যে যুদ্ধ করা হইত। — Altindisches Leben, 301 ॥ তু° বো-রো° ॥ কিন্তু অদ্রি শব্দ ইন্দ্রের 'বজ্র'রূপে ব্যবহৃত হয়, ইহা কখনও মানুষের যুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় নাই।—VI. ২ তমসা নদীর অনুচর। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ প্রেরিত হন —বামনপু° ৫৭. ৭৫। ৩ অদ্রির পুত্র বলাক রাক্ষস অতিরাত্রের কন্যা ও সুশর্মা নামক ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল ; নরপতি উত্তম তাঁহাকে উদ্ধার করেন [উত্তম দ্র°]।—মার্ক-পু° ৬৯. ৬৪-৬৫। ৪ নিঋতি ও অদ্রিকার পুত্র—এক জন পিশাচ।— ব্রহ্মপু° ৮৪. ১২।

অদ্রিকা—১ অপ্সরো-বি°। ব্রহ্মার চক্ষু হইতে ইহার জন্ম। ব্রাহ্মণ-কর্তৃক শাপগ্রস্তা হইয়া ইনি যমুনা নদীতে মৎস্যরূপান্তরিত হন। যখন ইনি মৎস্যরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ইঁহার গর্ভে ও চেদির রাজা বসুর ঔরসে দাসেয়ী রূপে সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন।—মহা° ১. ৬৩. ৫৮ই°। সপ্তপিতৃগণের প্রত্যেকের এক জন করিয়া সাত জন মানসী কন্যা ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতমা মানসী কন্যা নদীরূপা অচ্ছোদা পিতৃগণের নিকটে পাতকিনীর কারণ হওয়ায় দাসেয়ীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দাসেয়ীই সত্যবতী—ইনি ব্যাসের (পরাশরের ঔরসে) এবং বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের (শান্তনুর ঔরসে) মাতা [সত্যবতী দ্র°]। —Pargiter : Ancient Indian Hist. Tradition, 69 ; Hopkins : Epic Mythology, 160, 163. ২ বানররাজ কেশরীর অন্যতমা পত্নী। অদ্রিকা ও নিঋতি-বায়ু হইতে অদ্রি নামক পিশাচের জন্ম।— ব্রহ্মপু° ৮৪. ১২। ~স্থলী—অপ্সরো-বি°। ব্রহ্মার চক্ষু হইতে ইঁহার জন্ম।—Epic Myth. 7, 160.

অদ্রি-সোপান—[স্থাপত্যশা°] পাহাড়ে উঠিবার সোপান বা সিঁড়ি। 'মানসারে' এই সোপান-নির্মাণের উল্লেখ আছে। 'অদ্রি-সোপানপার্শ্বে তু ন কুর্যাৎ পার্শ্বয়োঃ অজ্যু কম্' —৩০. ১৬৩ ; 'অদ্রিসোপানদেশে তু দীর্ঘমানং যথেষ্টকম্'—ঐ, ১৩৬। 'অদ্রিদেশে সমারোহ যত্র তত্রৈব কারয়েৎ'— ঐ, ১১৮। [সোপান দ্র°]

[P. K. Acharya : Dict. of Hindu Architecture, 17]

অদ্রুহ- [বৈদিক] বিণ, দুর্বৃত্ত অথবা বিশ্বাসঘাতকতা হইতে মুক্ত। 'উত মন্যে পিতুর-দ্রুহো মনঃ'—ঋ° ১. ১৫৯. ২ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অদ্রোহ—[নঞ্‌-বহু°] বিণ, ১ দ্রোহা-ভাব, অহিংসা, দ্বেষহীনতা। ২ অপীড়া। ৩ শান্তি। ৪ অবিরোধ। ৫ দ্রোহশূন্য, শান্তিময়। ~ক—এক জন জিতেন্দ্রিয় গৃহী।—পদ্মপু° সৃষ্টি° ৫৪. ১।

অদ্রোঘ — মিথ্যাশূন্য, দ্বেষমুক্ত, সত্য। —ঋ° ৩. ১৪. ৫ ॥ আপ্‌° ॥

অদ্রোঘবাক্—সত্যকথন।—ঋ° ৬. ৫. ১ ; অ° ৬. ১. ২ ॥ বো-রো° ॥

অদ্রোঘাবিত—ঈর্ষামুক্তিকামী, অহিংসা-রক্ষক।—অ° ১১. ১. ২ ॥ বো-রো° ॥

অদ্রোহ বৃত্তি—নিরীহ স্বভাব ॥ মনি° ॥

অদ্বন্—[যুক্ত অক্ষরের অন্তে ব্যবহৃত হয়] বিণ, ভক্ষণীয়, ভোজ্য ॥ মনি° বো-রো° ॥

অদ্বয়১—[যাহার দ্বয় (= দ্বিত্ব) নাই— বহু° ; স্ত্রী— -া] **১ক** বিণ, দ্বিত্বশূন্য, কেবল, এক। 'অদ্বয়ং ব্রহ্ম'—ব্রহ্মসূত্র ॥ আপ্‌° ॥ **খ** আত্মজ্ঞ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ। **গ** ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যবিৎ। ২ [অদ্বয়ং বিজ্ঞানাভেদঃ পদা-র্থানাং অস্ত্যাস্য বাদকত্বেন অস্ত্যর্থে অচ্‌] **ক** বুদ্ধের নাম-বি°। **খ** বুদ্ধ ॥ অম° অভি° ॥ ৩ ব্রহ্ম, আত্মা। 'মহানারায়ণাদ্বয়ম্'—মুক্তি-উ° ১. ৩৪ ; 'অদ্বয় এবায়মাত্মা'—নৃসিংহ-উ° ৯। **৪ক** ক্লী°, জগদ্ব্রহ্মের ঐক্য। **খ** জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য। **গ** পরমতত্ত্ব। ৫ [নঞ্‌ তৎ] ক্লী°, দ্বয়ের অভাব, দ্বিত্বাভাব, অদ্বৈত।

অদ্বয়২—[বৌ° বজ্রযানশা°] বজ্রযানীরা অদ্বয়-সাধক। তাঁহারা শূন্যতা ও করুণা সম্মিলিত অবস্থাকে অদ্বয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বজ্রযানের প্রকৃত গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ প্রয়োজনীয়। বজ্রযানীদের 'অদ্বয়' বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে শূন্যতাতত্ত্ব ও করুণাতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। শূন্যতা করুণা—বোধিচিত্তের উপাদান। এই দুইটী লইয়া বোধিচিত্ত সংগঠিত। সর্ব-প্রথম 'গুহ্যসমাজে' এই ধারণার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্তমিতি স্মৃতম্।
অনোৎপাদাদ্ভুৎপাদিতং বোধিচিত্তং
বোধিসত্ত্ব ইত্যুচ্যতে॥'
—সাধনমালা, পৃ° ১১১।

বজ্রযানীদের মধ্যে শূন্যতার যে ধারণা ছিল, তাহা বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে বেশ

প্রস্ফুট হইয়াছে। ইঁহারা সমস্ত পার্থিব পদার্থকে অনিত্য, ক্ষণিক, নৈরাত্ম্য বলিয়া চিন্তা ও উপলব্ধি করিতে বলেন। স্বপ্নে বা মায়ায় দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এগুলি সত্য বলিয়া মনে হয়।

'যদ্বা অনিত্যাঃ ক্ষণিকা নিরাত্মনঃ চিত্তবিঠিত্বিতাঃ স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশাঃ প্রতিভাসমাত্রা আদিশান্তাঃ প্রকৃতিপরিশুদ্ধা অভাবা অজাতা অনুৎপন্নাঃ তথাভূতকোটিশূন্যাঃ সর্বধর্মা ইতি শূন্যতায়া অধিবচনম্। তৃষ্ণাবশাদমী সত্ত্বা অবিদ্যান্ধীকৃতা অকর্মবিপাকদর্শিনঃ তেভ্যো গম্ভীরং প্রতীত্যসমুৎপাদকর্মক্রিয়াবতারায় ধর্মং দেশয়িষ্যামি ইতি করুণায়া অধিবচনম্।'

করুণা বলিলে বজ্রযানে কি বুঝায় তন্ত্রগ্রন্থাবলীতেও তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকল জীবকে, এমন কি অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ, উপপাদুক (অশ্বাদির ন্যায় খুরবিশিষ্ট), রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞী অর্থাৎ চৈতন্য বা অচৈতন্যের বহির্ভূত সকল প্রাণীকে বোধিসত্ত্ব অনুপধিশেষনির্বাণে প্রতিষ্ঠিত করিবেন —এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাই 'করুণা'।

'যাবন্তঃ সত্ত্বাঃ সত্ত্বসংগ্রহেণ সংগৃহীতাঃ অণ্ডজা বা জরায়ুজা বা সংস্বেদজা বা উপপাদুকা বা রূপিণো বা অরূপিণো বা সংজ্ঞিনো বা অসংজ্ঞিনো বা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞিনো বা যাবৎ কশ্চিৎ সত্ত্বধাতুঃ প্রজ্ঞপ্যমানঃ প্রজ্ঞপ্যতে সর্বে ময়া অনুপধিশেষনির্বাণধাতৌ প্রতিষ্ঠাপয়িতব্যা ইতি।'

যে সমস্ত জীব তৃষ্ণাবশতঃ অজ্ঞানদ্বারা অন্ধীভূত এবং তন্নিবন্ধন কর্মদ্বারা পুনঃ পুনঃ বা পুনর্জন্ম উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই সমস্ত জীবগণের মধ্যে তাহারা যাহাতে প্রতীত্যসমুৎপাদধর্মানুসারে জীবন যাপন করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বিকীরণ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই অন্যত্র 'করুণা' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

শক্তির যে আরাধনা তাহা একমাত্র অদ্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কখন কখন উপমাবিশেষের দ্বারা 'অদ্বয়' ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সিদ্ধিরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাম্র যেমন তাহার কৃষ্ণতা পরিবর্জন করে, সেইরূপ শরীর অদ্বয়রসের সংস্পর্শে আসিয়া রাগদ্বেষাদি বর্জন করে।

'সিদ্ধে সতি পরদেহে ধুননকম্পনাবেশনং কৃত্বা রাগদ্বেষাদিকং নিষেধয়তি। যথা সিদ্ধিরসেন বিদ্ধং তাম্রং কৃষ্ণতাং ত্যজতি, তথা শরীমেবাদ্বৈতরসেন বিদ্ধং রাগদ্বেষাদিকং ত্যজতি।'

জলে যেমন লবণ গলিয়া মিশিয়া যায়, সেইরূপ শূন্যতার সহিত করুণা মিলনে দ্বৈত নিরুদ্ধ হইয়া অদ্বয় (non-duality) উৎপন্ন হয়। বজ্রযানে যেমন অন্যান্য ধারণাকে দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, সেইরূপ অদ্বয়কেও দেবতা করা হইয়াছে। সেইজন্য বজ্রযান-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, হেরুক শূন্যতার প্রতীকরূপে, প্রজ্ঞা করুণার প্রতীকরূপে অদ্বয়ে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলনে দ্বৈতভাব একত্বে পরিণত হইয়া একমাত্র অদ্বয় রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই অদ্বয়মূর্তির নাম হেরুক। বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বে শূন্যতা করুণার আলিঙ্গনে অথবা হেরুক প্রজ্ঞার আলিঙ্গনে যুগনদ্ধ অদ্বয়মূর্তি হইয়াছে।

যবদ্বীপে মহাযানবাদ যেভাবে পরিজ্ঞাত ছিল 'সঙ্ হ্যঙ্ কমহায়নিকন্' তাহারই একখানি টীকাগ্রন্থ। এখানি একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ। গ্রন্থসম্পাদক এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তিব্বতী ও নেপালী গ্রন্থনিচয় হইতে অনেক অনুরূপ বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। Pleyte প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যবদ্বীপীয় ও তিব্বতীয় মূর্তিতত্ত্বের মধ্যে অনেক অনুরূপ ব্যাপারের ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরবর্তী কালের বৌদ্ধ মত ও কলাশিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল মগধে। মগধ হইতে তিব্বত ও নেপালে সেগুলি ছড়াইয়া পড়ে এবং যবদ্বীপে ইহাদের সূচনা হয়। কমহায়ানিকন্ গ্রন্থখানি ভারতবর্ষের কোন সংস্কৃত মূলের অঙ্গীভূত ব্যাখ্যা। এই সংস্কৃত পুস্তকখানি কি তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা ১১শ শতকের কোন মহাযান-প্রশ্নোত্তরী। এই গ্রন্থের পরিভাষা কিছু অদ্ভুত রকমের। এই গ্রন্থের মতে মূলতত্ত্ব (ultimate principle) অদ্বয়। ইহার সবিশেষ মূর্তরূপ (personal manifestation) দ্বিরূপ। অমরকোষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে অদ্বয়ের অনুরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা বুদ্ধবাচক শব্দ দিয়াছেন অদ্বয় (যাঁহাতে দ্বৈত নাই) এবং অদ্বয়বাদী (যিনি দ্বৈত প্রচার করেন না)। কিন্তু 'দ্বিরূপ' সংজ্ঞা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞাপারমিতা পরিচ্ছেদে 'শূন্যতা'-বাদের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। অতঃপর পরমগুহ্য ও মহাগুহ্যের ব্যাখ্যা। মহাগুহ্য বলিতে বোঝায় যোগ, ভাবনা, চতুঃসত্য ও দশপারমিতা। পরমগুহ্যে 'ভটারবিশেষ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুদ্ধগণ, দেবগণ ও দৃশ্যজগৎ যে মূলতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন তাহা অদ্বয়। বাহ্যতঃ ইহা নেপালী আদিবুদ্ধের সমার্থক। যিনি অদ্বয় তিনি বুদ্ধের পিতা। অদ্বয়জ্ঞান বা ভরালী প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁহার মাতা। এই স্তরে বুদ্ধ-তত্ত্বের নামান্তর দ্বিরূপ। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে দ্বিরূপ শাক্যমুনির রূপ ধারণ করে। এই শাক্যমুনি মানুষ, গুরু নন – ইনি বুদ্ধত্বের মহামানবরূপ। ইঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে লোকেশ্বর ও বজ্রপাণি।

[B Bhattacharyya : Buddhist Esoterism, III ; Sadhanamala, 21, 22, 125, 294, 340, 321, 426, 495 ; HB, iii, 173-81.]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অদ্বয়জ্ঞান — ১ [বৌ' বজ্রযানশা°] শূন্যতা। 'অদ্বয়জ্ঞানরূপাং শূন্যতাং বিভাব্য' —সাধনমালা ৪৭৪ পৃ°। 'জ্ঞানসিদ্ধি'তে (১৭.৫) উক্ত হইয়াছে যে, এই অদ্বয়জ্ঞানই জগতে আছে—অন্য জ্ঞান নাই—'ইদমেবাদ্বয়ংজ্ঞানং নান্যজ্জগতি বিদ্যতে'। ২ [বৈষ্ণবশা°] তত্ত্বের নামান্তর-বি°। 'তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাৎ'—ভা° ১. ২. ১১ শ্লো° শ্রীধরটী°। অদ্বয়জ্ঞান প্রকাশবিশেষে ব্রহ্ম, আত্মা ও

ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ-অদ্বয়জ্ঞান বুঝিতে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকজ্ঞান, ক্ষণিকবিজ্ঞান বা শূন্য অর্থ বোঝেন না। 'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।'—ভা° ১. ২. ১১। ৩ [দর্শনশা°] ব্রহ্ম বা আত্মা।

অদ্বয়যোগজ্ঞান—জ্ঞানমার্গের ভূমি বা স্তর-বি°। অদ্বয়যোগসাধনাদ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে উদিত হইলে দ্বৈতভাব আর থাকে না। সাধনমালায় (৫০৩ পৃ°) এই অদ্বয়যোগজ্ঞানকে 'প্রজ্ঞালিঙ্গিত হেরুক' বলা হইয়াছে —'অদ্বয়যোগজ্ঞানন্তু প্রজ্ঞালিঙ্গিতহেরুকম্'। বুদ্ধকপালের সাধন-সম্বন্ধে সাধনমালায় উক্ত হইয়াছে যে, এই সাধনে ক্রমানুসারে অন্যান্য প্রক্রিয়ার মণ্ডলচক্রের ভাবনা করিতে হয়। 'চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুস্তোরণভূষিতম্। অষ্টস্তম্ভোপশোভিতং বেদিকাপট্টিকাযুতম্ ॥' অতঃপর বাহ্যতঃ অষ্ট শ্মশান কল্পনা করিতে হইবে। সাধন খিন্ন হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে—

'ওঁ মহাবজ্রো হেরুকবজ্রো ধরতু ধরতু মহাজ্ঞানস্ফোটনে শীঘ্রং সাধয় স্তম্ভয় কীলয় হুঁ ফট্স্বাহা।' ক্লেশের বশীকরণের জন্য যোগীকে মুদ্রা কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ গুরুভক্ত ধীর, বিনীত, মতিমান্, কুশলাকুশলবর্জিত শুচি হইয়া বুদ্ধকপালযোগ করিবেন। ছয় মাস এই যোগসাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।

অদ্বয়বজ্র — প্রাচীন বাঙলার এক জন বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থকার। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে, ইনি পালবংশীয় নরপতি মহীপালের (৯৭৮-১০৩০ খ্রী°), এবং অতীশ দীপঙ্কর, নাড়-পাদ প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন; তাহা হইলে ইনি খ্রী° ১০ম শতাব্দীর শেষে ও ১১শ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন।[১] 'প্রজ্ঞা-রস্তাবধি-পরিকথা' নামক তাঁহার নিজের রচিত গ্রন্থের যে তিব্বতীয় অনুবাদ তাঞ্জুরে রহিয়াছে, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বাঙালী বলিয়া কথিত হইয়াছেন।[২] তিনি 'অদ্বয়গুপ্ত' 'অতুল্যবজ্র'[৪] এই দুই নামেও অভিহিত হইতেন এবং 'অবধূতপাদ'[৫] আখ্যায় তিনি পরিচিত ছিলেন। 'অতুল্যবজ্র' (অদ্বয়বজ্র) উত্তর-বাঙলার দেবীকোট বিহারে অন্ততঃ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।[৬] তাঁহার আর একটী আখ্যা ছিল 'মৈত্রীপাদ'।[৭] তাঁহার 'চিত্ত-মাত্রা-দৃষ্টি' নামক পুস্তকে পাওয়া যায় যে, তিনি (মৈত্রীপাদ) সরহের বংশধর ছিলেন[৮] এবং সরহ-প্রণীত 'অধিষ্ঠান-মহাকাল-সাধন' নামক পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদের তিনি এক জন সহায়ক ছিলেন।[৯] এই 'মৈত্রীপাদ' মধ্য-ভারতের শ্রীশৈল নামক স্থানের 'মৈত্রী-পাদ' হইতে বিভিন্ন[১০] এবং 'মিত্রযোগী' হইতেও ভিন্ন।[১১] অদ্বয়বজ্র 'হেবজ্রসাধন' 'শ্রীকালচক্রোপদেশ - ষড়ঙ্গযোগতন্ত্র - পঞ্জিকা' প্রভৃতি অনূন ৫৪খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন,[১২] তাঞ্জুরে সেগুলির তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সংস্কৃতেও তাঁহার ছোট ছোট ২১খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯২৭ খ্রী° প্রকাশিত হইয়াছে।[১৩]

অদ্বয়বজ্র ললিতগুপ্তের গুরু ছিলেন। এই ললিতগুপ্ত ললিতবজ্র হইতে স্বতন্ত্র ও পরবর্তী। অদ্বয়বজ্র ডোম্বী হেরুকের ন্যায় মহাসুখের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মহাসুখের চারি ভূমি বা স্তর। আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সংযোগে এই চারি ভূমিগর্ত আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে। 'আনন্দেন সুখং কিঞ্চিৎ পরমানন্দস্ততোধিকম্। বিরমানন্দো বিরামঃ স্যাৎ সহজানন্দস্তু শেষতঃ ॥' অদ্বয়বজ্র শৈক্ষ ও অশৈক্ষভেদে দুইটী শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন, শৈক্ষগণ অল্পতরজ্ঞানী বলিয়া ইহাদের জন্য খুব কঠিন বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অশৈক্ষগণ অধ্যাত্মব্যাপারে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর বলিয়া যোগতন্ত্রের উচ্চতর বিষয় ইহাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'অস্ফূর্তিশ্চ দেবতাকারা নিঃস্বভাবাঃ স্বভাবতঃ।
যথা যথা ভবেৎ স্ফূর্তিঃ সা তথা শূন্যাতাত্মিকা ॥'

অর্থাৎ দেবতারা শূন্যতার স্ফূর্তিব্যতীত আর কিছুই নয়। দেবতাগণ স্বভাবতঃ নিঃস্বভাব (non-existent by nature)। এই স্ফূর্তি সর্বত্রই শূন্যতাত্মিকা; স্বরূপতঃ শূন্য (=Sunya in essence)। অন্যত্র শূন্য হইতে দেবতাদের বিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বিবর্তনের চারিটী স্তর—প্রথম—শূন্যতা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান (right perception of Sunyata); দ্বিতীয়—বীজের সহিত বোধ বা সংযোগ; তৃতীয়—বিম্ব বা দেবোপলব্ধি; চতুর্থ—দেবতাদের বা বিম্বের ন্যায় বিন্যাসাদি।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অদ্বয়ৎ—বিণ, দ্বৈধভাব হইতে মুক্ত, কাপট্য হইতে মুক্ত। 'মন্থতা নরঃ কবিমদ্বয়ন্তম্' —ঋ° ৩. ২৯. ৫ ॥ বো রো° ॥

অদ্বয়বাদ—[অদ্বয়ের বাদ — ৬-তৎ] অদ্বয়সম্বন্ধী বাদ। সকলের মূলীভূত কারণ এক অদ্বয়বস্তু। ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই—এই মত। সাধারণতঃ অদ্বয়বাদ

---

১ Benoytosh Bhattacharyya (ed.) : Sadhanamala, ii. GOS, xli. 1928, Intrc. p. xci.

২ Catalogue du fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, par P. Cordier, Paris 1915, ii. 250.

৩ ঐ, ii. 56.

৪ ঐ, iii. 205-6.

৫ ঐ, ii. 266.

৬ ঐ, ii. 27.

৭ ঐ, ii. 61, 66, 80.

৮ ঐ, ii. 230.

৯ ঐ, iii. 205-6.

১০ ঐ, ii. 355.

১১ ঐ, iii. 230, 334.

১২ মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' পরিশিষ্ট, পৃ° ৩।

১৩ H. P. Sastri (ed.) : Advaya-vajra-Samgraha, GOS, xl. Baroda 1927.

বলিলে যাহা বুঝায় অদ্বৈতবাদ বলিলেও তাহাই বোঝায়। হিন্দুদর্শনে ব্রহ্ম ও জীবের একাত্মবাদ কখন কখন অদ্বয়বাদ বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে। নিতান্ত আধুনিক যুগেও এই অর্থে অদ্বয়বাদের প্রয়োগ আছে, যথা—'অদ্বয়বাদ যেই করিল স্থাপন। তারি-শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥'—চৈ চ° বঙ্গবাসী-সং, ১৯৩।

কিন্তু অদ্বয়বাদ বৌদ্ধ মত বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও সাধারণতঃ অদ্বয়বাদ বলিলে বৈদান্তিক মতই বোঝায়। বৌদ্ধ কোষকার অমরসিংহ সুগত বুদ্ধকে 'অদ্বয়বাদী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ সুগত বুদ্ধের মতানুবর্তী ছিলেন বলিয়া তাঁহার মতকেও অদ্বয়বাদ বলিয়া পরিচিত করা যাইতে পারে। [অদ্বয়বাদ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা—বিজ্ঞান-বাদ, শূন্যবাদ, বৈভাষিকবাদ, সৌত্রান্তিকবাদ ও সর্বাস্তিবাদ শব্দে দ্র°]।

অদ্বয়বাদী—[মু°-বাদিন্। অদ্বয়+ √বদ্+ইন্ (ণিনি) তাচ্ছীল্যে—কর্তৃ°] যিনি অদ্বয়বাদ স্বীকার করেন, বুদ্ধ।

'সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ॥'
ইত্যাদি।—অম° ॥ অভি° ॥

অদ্বয়ানন্দ—১ ব্রহ্মানন্দ। ২ বিণ, ব্রহ্মানন্দবিশিষ্ট। ৩ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আত্মবোধ-টীকা।—B. 4, 44. ৪ 'তত্ত্বার্ণব'-প্রণেতা রাঘবানন্দ সরস্বতীর গুরু এবং বিশ্বেশ্বরের শিষ্য।—Hall p. 6. 91. 182 ॥ বো-রো° ॥ ৫ বেদান্তসারপ্রণেতা সদানন্দযোগীর গুরু। নামান্তর অদ্বৈতানন্দ।—Hall p. 101. ৬ শঙ্করকৃত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের টীকাকার। ইঁহার টীকার নাম 'ব্রহ্মাবিদ্যাভরণ'। ইনি খ্রী° ১৫শ শতকে জীবিত ছিলেন। Colebrooke: Misc. Essays, i. 333. 336.

অদ্বয়ানন্দনাথ—তন্ত্রগ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালরাত্রিপদ্ধতি। পিতা—কৃষ্ণ।—Bik. 612. Cat. Cat.

অদ্বয়ারণ্যযোগী — বৈদান্তিক-বি°। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—প্রমাণমঞ্জরী-টিপ্পণ, প্রমাণ-মঞ্জরীব্যাখ্যা (Rep. ASB, 1869, xxvii. 12), তৈত্তিরীয়রামায়ণচন্দ্রিকা।—Proc. ASB, 1869, 137.

অদ্বয়াশ্রমপূজ্যপাদশিষ্য—'বেদান্ত-কৌমুদী-চতুর্থাধ্যায়'-রচয়িতা।—P. 2. 3.

অদ্বয়াবী—[বৈদিক। মু°-বিন্। অদ্বয়+ বিনি—অস্ত্যর্থে; ছন্দসি দীর্ঘঃ] বিণ, = অদ্বয়ৎ। দ্বৈধভাব হইতে মুক্ত দেবপিতৃযানরূপ মার্গদ্বয়শূন্য। 'পুত্রস্য পাথঃ পদমদ্বয়াবিনঃ' —ঋ° ১. ১৫৯. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অদ্বয়ু—[ন দ্বয়ং দ্বিপ্রকারোঽস্ত্যস্য বাহুল-কাৎ উ—বাচ° : নঞ্-বহু°] বিণ, = অদ্বয়ৎ। দ্বৈধভাব হইতে মুক্ত, মনে ও বাহিরে ভিন্নভাব নাই এইরূপ, অন্তর্বাহ্যৈকরূপ। 'উপ দ্বয়ুং চাদ্বয়ুং চ বসবঃ'—ঋ° ৮. ১৮. ১৫ ॥ বো-রো° ॥

অদ্বার—যাহা দ্বার নহে, দ্বারভিন্ন পথ, প্রবেশের অযোগ্য দ্বার। 'অদ্বারেণ চ নাতী-য়াদ্গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্'—মনু° ৪. ৭৩; 'নাদ্বারেণ বিশেৎ'—যাজ্ঞ° ১. ১৪০ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অদ্বিজ—১ অব্রাহ্মণ। ২ ব্রাহ্মণশূন্য।—মনু° ৮. ২২ ॥ বো-রো° ॥

অদ্বিতীয়—[নঞ্-বহু°] বিণ, ১ যাহার দ্বিতীয় নাই, অতুল্য, যাহার সমান নাই। ২ ব্রহ্ম। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইতি বেদান্তঃ' ॥ শব্দ° বো-রো° ॥

অদ্বিষেণ—১৯শ মন্ত্রবেদী ঋষির অন্যতম। —ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৯. ৯৭।

অদ্বিষেণ্য—[নঞ্তৎ] অপছন্দের নহে, অদ্বেষ, ঘৃণারহিত।—'অতিথিমদ্বিষেণ্যম্' — ঋ° ১০. ১২২. ১ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অদ্বেষঃ—[মু°-ষস] বিণ, সখ্যভাবাপন্ন, ঈর্ষাপরায়ণ নহে। 'অদ্বেষো নো মরুতো গাতু-মেতন'—ঋ° ৫. ৮৭. ৮ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অদ্বেষ—[নঞ্-বহু°] বিণ, ঘৃণারহিত, দুষ্টবুদ্ধিরহিত। 'অদ্বেষে দ্যাবাপৃথিবী হুবেম' —ঋ° ৯. ৬৮. ১০; ১০. ৪৫. ১২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~**রাগী**—[মু° রাগিন্] বিণ, হিংসা, দ্রোহ প্রভৃতি কামাকাঙ্ক্ষা শূন্য।—মনু° ২. ১ ॥ মনি° বো-রো° ॥ ~**ী**—দুষ্টবুদ্ধি যাহার নাই ॥ মনি° ॥

অদ্বেষ্টা—যে শত্রু নহে, বন্ধু ॥ মনি° বো-রো° ॥

অদ্বৈত—[দ্বিধা ইত = দ্বীত, দ্বীতের ভাব দ্বৈত (= ভেদ), ন দ্বৈত অভাবার্থে—নঞ্তৎ] ১ ক্লী°, দ্বৈতের অভাব, অভেদ, একাগ্রতা। ২ ক্লী°, অদ্বৈধ, একাগ্রতা। 'যদাপেষ ভবেদ্ভর্তা মমার্থে গুণবর্জিতঃ। অদ্বৈতে নোপচর্যস্ত তথাপি নিয়তং ময়া॥'—রা° (গো°) ৩. ৩. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ৩ ক্লী°, ব্রহ্মতত্ত্ব। ৪ ক্লী°, ব্রহ্ম [অদ্বৈতবাদ দ্র°]। ৫ গৌড়ীয় বৈষ্ণব অদ্বৈতাচার্য [অদ্বৈতাচার্য দ্র°]। ৬ উপনিষদ্-বি° [অদ্বৈতোপনিষদ্ দ্র°]। ৭ রামলিঙ্গামৃত-কাব্য-প্রণেতা। ইনি কৃষ্ণের পৌত্র—বায়ুভট্টের পুত্র।—IO. 890. ৮ [নাই দ্বৈত (ভেদ) যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—তা] ১ ক অভেদ, অদ্বয়।—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ১. ৩১ (= বৃহ-উ° ৪. ৩. ৩২); মাণ্ডু-উ° ৭ ॥ ॥ বো-রো° ॥ খ অদ্বিতীয়, কেবল। 'ব্রহ্মা-দ্বৈতম্'—মহা° ৩. ১৩৩. ১৯। গ অবিকৃত, একরূপ। 'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োঃ (যৎ প্রেম)' —উত্তর-চ° ১. ৪০। ঘ অসদৃশ, অতুল।

অদ্বৈতকামধেনু — বেদান্ত-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—উমা মহেশ্বর।—Burnell 94b, Cat. Cat.

অদ্বৈতকালামৃত—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—নারায়ণ পণ্ডিত।—Opp. ii. 8149 Cat. Cat.

অদ্বৈতকৌস্তুভ — গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—ভট্টজী।—K. 112. Pheh. 12, Cat. Cat.

অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন—(জন্ম ২৩. ১২. ১২৩৪; মৃত্যু ৪. ৯. ১৩১৪ বঙ্গ°) বিগত শতা-

ন্দীর শেষভাগে বিক্রমপুর পণ্ডিত-সমাজের প্রধান স্মার্ত। তিনি বিক্রমপুরের দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন ও নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মনুসংহিতার নূতন টীকাকার প্রধান স্মার্ত-পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার অন্যতম ছাত্র। তিনি দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ ও মহাম° মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার বাটীতে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। — 'বিক্রমপুর' (মাসিক), ১৩২১, ৫০-১।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য—আমড়াতলা-নিবাসী গোপালচাঁদ আঢ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম—১৮১৩ খ্রী°। কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়চন্দ্র কার্যোপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গমন করিলে অদ্বৈতচন্দ্র ১৮৪১ খ্রী° হইতে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় [সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয় দ্র°] পত্রের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩৩ বৎসর ইহার সম্পাদন করেন। এই সময়ে তিনি বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এবং বহু সদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতচন্দ্র অতিশয় মেধাবী, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎ-সাহী ছিলেন; বিনয়, সদাচার ও স্বধর্মনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের প্রধান ভূষণ ছিল। তাঁহারই সময়ে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার আশ্রয়ে বহু সংস্কৃতজ্ঞ, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিপালিত হইতেন। 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' কার্যালয়ে তিনি যে সুবৃহৎ পুস্তকের দোকানটী খুলিয়াছিলেন, তাহার কার্য-বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাধাবাজারে ইহার একটী শাখা স্থাপন করেন, ১২৭২ বঙ্গ° তিনি 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' [সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র দ্র°] নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন।

অদ্বৈতবাবু কেল্লার অস্ত্রাগারের হিসাব-রক্ষক (Accountant, Fort William Arsenal) ছিলেন। তিনি ১২নং আমড়া-তলা (অথবা ১২নং গোবিন্দচন্দ্র ধর স্ট্রীট) বাড়ীতে নিজ নামে 'অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য কোং' (U. C. Auddy & Co) নামে একটী অফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অফিসে কোম্পানীর কাগজ, বাড়ী বাগান, জমি প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয়-কার্য চলিত। অল্প সুদে টাকা কর্জ দেওয়ার জন্য অদ্বৈতবাবু নিজ বাড়ীতে Calcutta Loan Office (পরে ইহার নাম হয় Poorna Chandra Loan Office and Mortgage Bank) নামে একটী স্বতন্ত্র অফিস খুলিয়াছিলেন। দৈনিক সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্র সম্পাদন, দুইটী সুবৃহৎ ছাপাখানা ও দুইটী পুস্তকালয় পরিচালনা, নানাবিধ গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ সরকারী অফিসের দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী—এক-সঙ্গে এতগুলি কার্য তিনি একাকীই বেশ সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খ্রী° ফেব্রুয়ারী মাসে ৬০ বৎসর বয়সে উদরী রোগে এই অক্লান্ত কর্মীর মৃত্যু হয়।

[সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩২৩, ৩৪২-৩, ৩৭৫।]

অদ্বৈতচন্দ্রিকা—১ গ্রন্থবি°। গ্রন্থ-কার অনন্তভট্ট।—L. 2499. ২ মধুসূদন-রচিত 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি'র উপর লিখিত টীকা। টীকাকার—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী।—Cat. Cat., IO, 2395-6. ৩ নৃসিংহশর্ম-রচিত 'ভেদাধিকার' গ্রন্থের উপর লিখিত টীকা। টীকাকার—নরসিংহভট্ট।— Hall p. 158, L. 1139, Cat. Cat.

অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ—অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার—আচার্য মহাদেব সরস্বতী। ইনি স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। 'তত্ত্বানুসন্ধান' নামক একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহার উপর ইনি নিজেই 'অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন।—K. 112, Oudh. xii. 34; IO, 2390-2, Cat. Cat. 'তত্ত্বানু-সন্ধানে'র সহিত 'অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ' বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটী হইতে ১৯০১ খ্রী° মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯০৬ খ্রী° পর্যন্ত মাত্র তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অব-শিষ্টাংশ অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। বেনারস সংস্কৃত-সিরিজে ১৯০৬ খ্রী° 'তত্ত্বানুসন্ধান' প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈত-চিন্তাকৌস্তুভ নাই।

অদ্বৈতচিন্তামণি—গ্রন্থবি°। গ্রন্থ-কার—রঙ্গনাথ।—K. 144, B. 4. 36, Rice 130, Cat. Cat.

অদ্বৈতজ্ঞানসর্বস্ব—গ্রন্থবি°। গ্রন্থ-কার—মুকুন্দমুনি।—Hall p. 111, Cat. Cat.

অদ্বৈততত্ত্বদীপ—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—নিত্যানন্দ।—Burnell 93a, Cat. Cat.

অদ্বৈততরঙ্গিণী—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—রামেশ্বর শাস্ত্রী।—Rice 139, Cat. Cat.

অদ্বৈততারাবলী — সভাষ্য গ্রন্থবি°। তেলেগু ভাষায় লিখিত।—Mad. 1891, 24.

অদ্বৈতদর্পণ—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—ভুজরাম (বা ভজনানন্দ)।—K. 114, Oudh. xiii. 90, xiv. 8, Cat. Cat.

অদ্বৈতদাস — বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং কীর্তনীয়া। 'পণ্ডিতবাবাজী' নামে সমধিক প্রখ্যাত। জন্ম—১৮৩৭ খ্রী° পাবনা জেলায় উল্লাপাড়া স্টেশনের নিকট চড়িয়াগ্রাম; মৃত্যু—১৯৩০ খ্রী°। পূর্বনাম—ব্রজকিশোর রক্ষিত। পিতা—ভীমকিশোর রক্ষিত। জাতি—বারেন্দ্র কায়স্থ।

প্রথম জীবন — শৈশবে পিতৃমাতৃ-বিয়োগ। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নিকট প্রতি-পালিত। বহু কষ্টে বাঙলা ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ। অতঃপর জমিদারী সেরেস্তায় কার্যগ্রহণ। ইহার কিছুকাল পরে বিবাহ; পত্নী—ব্রজসুন্দরী। সরকারী জরীপ-বিভাগে কার্যগ্রহণ; এখানে কাজ করিবার সময় বহরমপুরে তথাকথিত সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠারম্ভ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও সেগুলির দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিবার অনুপ্রাণনায় সংস্কৃত

শিক্ষালাভার্থ প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সংসারত্যাগ ও বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগের নিকট গমন। ভজন ও শিক্ষার অনুকূল 'হরিনামামৃতব্যাকরণ' পাঠার্থ কাটোয়ার এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট গমন ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণান্তর ব্যাকরণপাঠ সমাপ্তি। দীক্ষাকালে অদ্বৈতদাস নাম গ্রহণ।

ধর্ম-জীবন — বৈষ্ণব-মতে দীক্ষালাভ করিয়া অদ্বৈতদাসের পদব্রজে বৃন্দাবন-যাত্রা, বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ডে গমন। রাধাকুণ্ডে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের বাস। এখানে আসিয়া ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন। এখানে তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য ছিল—প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ভজন, অতঃপর ভোজনের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অধ্যয়ন, তদনন্তর শ্রীগোবর্ধনপরিক্রমায় বহির্গমন, রাত্রি এক প্রহরের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া পুনরায় পাঠ। গভীর রাত্রে মধ্যাহ্নে প্রস্তুত রুটি জল ও লবণদ্বারা আহার। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া বৃন্দাবনে পুনরাগমন। এখানে কীর্তন-শিক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাঙলায় আগমন এবং পাঁচথুপী, কান্দী, ময়নাডাল, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানে শিক্ষালাভ। কীর্তন-শিক্ষা সমাপন করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন। কীর্তন-শিক্ষার সময় একবার শীতকালে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন।

বৃন্দাবনে আসিয়া কীর্তন-প্রচারে আত্মনিয়োগ। এই সময়ে পণ্ডিতবাবাজী নামে খ্যাতিলাভ। কীর্তনগান করিয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং অবশেষে কাটোয়ায় আগমন। এই সময় তাঁহার পত্নী ব্রজসুন্দরী বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। ব্রজসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎলাভ এবং তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ। অতঃপর পত্নী-সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ আগমন। এখানে গোবিন্দজীর আখড়ায় বাস। দুই তিন বৎসর পরে পত্নী ব্রজসুন্দরীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে একটী বাটী কিনিয়া দেন এবং তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে ঐ বাটী গ্রহণ করিয়া তথায় বাসস্থাপন। গৃহপ্রবেশের পূর্বেই ব্রজসুন্দরী একটী কন্যা-সন্তান প্রসব করেন। কন্যার নামকরণ—কৃষ্ণপ্রিয়া। কৃষ্ণপ্রিয়ার বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইলে ওসমানপুরনিবাসী রামগতি মজুমদারের পুত্র শ্রীশচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দান।

অদ্বৈতদাস নানা স্থানে কীর্তন করিতেন বটে, কিন্তু কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র অর্থ দাবী করিতেন না। অবশ্য কেহ স্বেচ্ছা-পরবশ হইয়া কিছু প্রদান করিলে তাহা তিনি গ্রহণ করিতেন। কাশিমবাজারাধিপতি মহামতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-স্থাপিত কীর্তন-শিক্ষার টোলে কিয়ৎকাল অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তাড়াশের রাজা বনমালী রায় বাহাদুরের একান্ত অনুরোধে বৃন্দাবন গমন এবং কীর্তন করিয়া কালযাপন। এই সময় ১৯১৫ খ্রী° ৭৮ বর্ষ বয়সে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপ গমন ও মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণের শিষ্যত্বগ্রহণ, বিকালে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কিন্তু সকালে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

নবদ্বীপে অদ্বৈতদাস কয়েক বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২১ খ্রী° কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হইলে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। কন্যার মৃত্যুর আট বৎসর পূর্বে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল। বৃন্দাবনে কয়েক বর্ষ যাপনের পর ৯৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু এই অন্ধাবস্থাতেও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তিনি অধ্যাপনা করিতেন। দীর্ঘ দশ বার ঘণ্টা কীর্তন করিতেও তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত না।

অদ্বৈতদীপিকা - ১ আচার্য নৃসিংহশর্ম-রচিত গ্রন্থ-বি°। অদ্বৈতবেদান্তের ইহা একটী সংক্ষিপ্তসার। — TCM, 683. 4999. অপ্পয় দীক্ষিত তাঁহার 'সিদ্ধান্তলেশে' (অদ্বৈত-মঞ্জরী সিরিজ-সংস্করণ, ১৮৯৪, ৩১৮ পৃ°) অদ্বৈতদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মিথ্যাত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কাশী ল্যাজারাস্ কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।—IO, 106, Hall p. 157, Paris (Tel. 20) 2. 1970-72, K. 114, B. 4. 36, Ben. 68, Burnell 89a. Opp. 1377. ২ বিদ্যারণ্য কৃত (?) গ্রন্থ-বি°। ইহাতে বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। — Rice 130. ৩ নৃসিংহশর্মার শিষ্য নারায়ণ শর্ম-কর্তৃক রচিত একখানি গ্রন্থ-বি°। ইহাতে বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা আছে—IO, 1377.

অদ্বৈতপ্রকাশ - গ্রন্থ-বি°। ১ গ্রন্থকার —দুর্গাপ্রকাশ যতি। ইহাতে অদ্বৈত-বাদানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের সারাংশ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তররূপে প্রদত্ত হইয়াছে।— TCM, 4208. ২ ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈতাচার্যের জীবনী। কলি. ১৮৯৭।

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি - গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার —কাশ্মীরক সদানন্দ যতি। প° বামন শাস্ত্রী-কর্তৃক সম্পাদিত—Cal. 1890 (Bib. Ind.), 7, 4, 10, 13, 372. [অদ্বৈতসিদ্ধি দ্র°]

অদ্বৈতব্রহ্মসুধা - বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°।

অদ্বৈত ভট্ট - [অদ্বৈতরাম ভিক্ষু দ্র°]।

অদ্বৈত ভিক্ষু—[অদ্বৈতরাম ভিক্ষু দ্র°]।

অদ্বৈতভূষণ - বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°।

অদ্বৈতমকরন্দ— বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—লক্ষ্মীধর কবি। ইনি নিজের গ্রন্থের উপর নিজেই টীকা করিয়াছেন; টীকার নাম—'রসাভিব্যঞ্জিকা'।—TCM, 90 (i).

অদ্বৈতমকরন্দসংগ্রহ — বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°।

অদ্বৈতমঙ্গল — বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার – মধুসূদন বাচস্পতি।

অদ্বৈতমঞ্জরী — বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। অদ্বৈতমঞ্জরী সিরিজ-সংস্করণে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

অদ্বৈতমতসার—বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°।

অদ্বৈতমুক্তাসার—বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—লোকনাথ।

অদ্বৈতমুখর—বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—রঙ্গরাজ।

অদ্বৈতরত্ন — বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। ~কোষ—'তত্ত্ববিবেক' নামক গ্রন্থের টীকা। নৃসিংহাশ্রম তত্ত্ববিবেক রচনা করেন। তিনি আবার এই গ্রন্থের উপর নিজেই একটী টীকা প্রণয়ন করেন, তাহার নাম 'তত্ত্ববিবেকদীপন' বা 'অদ্বৈতরত্নকোষ'।— Mad. OC, ix. 3423. ~কোষবিবরণ—বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। ~ তত্ত্বদীপিকা —বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। ~রক্ষণ—মধুসূদন সরস্বতী-প্রণীত অনতি-সংক্ষিপ্ত বৈদান্তিক প্রবন্ধ। ইহাতে দ্বৈতবাদ নিরাস করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ খ্রী° নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

অদ্বৈতরসমঞ্জরী — ১ সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী (?) কৃত অদ্বৈতমত-বিষয়ক প্রবন্ধ। ৪৫টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার—শঙ্করাচার্য। প্রকাশক—শ্রীরঙ্গমের বাণীবিলাস প্রেস। —S. Mss. 7144l. ~ব্যাখ্যা—একখানি পুঁথি। তাঞ্জোর সরস্বতী-মহল পাঠাগার-কর্তৃক সংগৃহীত। ইহা শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈত-রসমঞ্জরী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ।—S. Mss. 7944.

অদ্বৈতরহস্য — বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—রামানন্দ তীর্থ।

অদ্বৈতরাম ভিক্ষু—নামান্তর: অদ্বৈত ভট্ট, অদ্বৈত ভিক্ষু। কবি-বি°। ইনি 'রাঘবোল্লাসে'র রচয়িতা। 'রাঘবোল্লাস' রামায়ণের ঘটনা লইয়া রচিত।

[M. Krishnamachariyar: Hist. of Class. Sans. Litt., 304-5; Cat. Cat. 500; IO, 1138, 1479]

অদ্বৈতরীতি—বৈদান্তিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার নরসিংহ পদ্মাশ্রমিক।

অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্যমত: সংজ্ঞা—একটী মাত্র বস্তু আছে, দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই একমাত্র বস্তুই আপাত-প্রতীয়মান নানা বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই মতের নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ জড় ও চেতনের আপাত-প্রভেদ স্বীকার করিলেও মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করে না। ঈশ্বর নিজ হইতে স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ ঈশ্বর হইতে পৃথক্, এই মত অদ্বৈতবাদ নহে; ইহা এক প্রকার দ্বৈতবাদ। সেশ্বর অদ্বৈতবাদ ঈশ্বর ও জগৎকে মূলে এক মনে করে। পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, সসীম, অনেক আত্মা আছে, এই মত অদ্বৈতবাদ নহে; আত্মবাদী অদ্বৈতবাদ মূলে একটীমাত্র আত্মা স্বীকার করে। তেমনি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, এই মত অদ্বৈতবাদ নহে; পরমাত্মবাদী অদ্বৈত মত পরমাত্মাকেই সর্বজীবের আত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এক অখণ্ড বস্তু জড়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মারূপে প্রতীয়মান হইতেছে, আপাতদৃষ্টিতে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূলে বস্তু এক, এই মতকেই অদ্বৈতবাদ বলে। এই মূল বস্তুর স্বরূপ কি, এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে অজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা যে সকল বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই সকল বস্তুই কেবল জ্ঞেয়, সেই সকলের কারণরূপ মূল বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব—কোন কোন অদ্বৈতবাদীর এই মত। অপর অদ্বৈতবাদীরা মূল বস্তুকে চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু জ্ঞান-বাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, মূল জ্ঞানবস্তু এক হইলেও ইহার ভিতরে বিষয় বিষয়ী, সসীম অসীম, আশ্রয় আশ্রিত, ইত্যাকার ভেদ আছে; অপর কেহ কেহ বলেন, মূল জ্ঞানের ভিতরে কোন ভেদ নাই, উহা একরস, বিচিত্রতাশূন্য। কোন শ্রেণীর অদ্বৈতবাদীই মূল বস্তুর জাতিগত বা সংখ্যাগত ভেদ স্বীকার করেন না। মূল বস্তুর স্বরূপ যাহাই হউক, ইহা এক, অখণ্ড, ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই মতে সকল শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী সম্মিলিত।

বেদান্ত—ভারতীয় অদ্বৈতবাদের মূল শাস্ত্র বা সাহিত্য 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্তভাগ বা বেদমর্ম, বেদ-মীমাংসা। ইহার নামান্তর উপনিষদ্।

বেদান্তদর্শন—বেদান্তের মীমাংসা ও ব্যাখ্যা অসংখ্য। কিন্তু তন্মধ্যে 'শারীরক-মীমাংসাই' সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত। এই গ্রন্থের অন্যান্য নাম—'বেদান্তসূত্র' (অর্থাৎ বেদান্তমত ব্যাখ্যায়ক সূত্রগ্রন্থ), 'ব্রহ্মসূত্র', 'শারীরক-সূত্র' (অর্থাৎ আত্মা-সম্বন্ধীয় সূত্র-গ্রন্থ), 'উত্তর-মীমাংসা' (অর্থাৎ বেদের উত্তর ভাগ স্বরূপ উপনিষদের মীমাংসা), 'ঔপনিষদী মীমাংসা', 'ব্যাসসূত্র', 'বাদরায়ণ-সূত্র' ইত্যাদি। যাহা হউক, এই গ্রন্থ বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ হইলেও ইহাই একমাত্র 'বেদান্তদর্শন' পদবাচ্য নহে। বেদান্ত-মত-ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থমাত্রই 'বেদান্তদর্শন' নামের অধিকারী। সুতরাং শঙ্কর-প্রণীত উপনিষদ্-ভাষ্য, শারীরক-সূত্রভাষ্য এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখকগণ প্রণীত 'বেদান্তসার', 'পঞ্চদশী' 'বেদান্ত-পরিভাষা', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ', 'বিচার সাগর' প্রভৃতি বেদান্তমত-ব্যাখ্যায়ক গ্রন্থও বেদান্তদর্শনের অন্তর্গত। পুনশ্চ, মহাত্মা রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি যাঁহারা শঙ্কর হইতে ভিন্ন প্রণালীতে বেদান্তমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ। তদনুসারে উপনিষদুক্ত মত-ব্যাখ্যায়ক ইদানীন্তন গ্রন্থাদিও 'বেদান্ত-দর্শন' নামের অনধিকারী নহে।

প্রস্থানত্রয়—উপনিষদ্ বেদের অন্তর্গত বলিয়া শ্রুতিরূপে সম্মানিত। যাহা শ্রুতি নহে, অথচ ঋষি-প্রণীত, তাহাই স্মৃতি। শঙ্কর শারীরক-সূত্র-ভাষ্যে 'ভগবদ্গীতা'কে বারবারই স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক্, অতি প্রাচীন কাল হইতেই উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—এই তিন খানি গ্রন্থ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক প্রধান গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থত্রয়কে 'প্রস্থানত্রয়' বলে। উপনিষদের নাম 'শ্রুতি-প্রস্থান', ব্রহ্মসূত্র 'ন্যায়প্রস্থান' ও ভগবদ্গীতা 'স্মৃতিপ্রস্থান'। মহাত্মা শঙ্কর, রামানুজ এবং

অন্যান্য অনেকে এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ উপনিষদুক্তি, তৎপর প্রয়োজনমত ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা এবং তৃতীয়তঃ ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য প্রদর্শনার্থ ভাষ্যকারদিগের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইবে।

জ্ঞানপ্রণালী — বেদান্ত-ব্যাখ্যাকারগণ জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকার), নানা প্রকার অনুমান এবং শব্দ (অর্থাৎ শ্রুতিবচন), এই তিন প্রকার উপায় স্বীকার করেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে শব্দপ্রমাণ-গোচর বলিয়া মনে করেন। প্রথমতঃ, বেদ বা শব্দকে যে তাঁহারা অপৌরুষেয় বলেন, তাহার অর্থ এই যে, বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের উপাদানরূপী শব্দের অব্যক্ত চিন্তারূপ যাহা, তাহা নিত্য, অবিনাশী, তাহা কাহারও গঠিত নহে। সর্বজ্ঞ সর্বাধার ব্রহ্মে সেই জ্ঞানরূপী শব্দের নিত্য অবস্থান; সৃষ্ট জীবে তাহার প্রকাশই কেবল কালে ঘটিয়া থাকে।—ব্রহ্মসূত্র, ১. ৩০ ২৮-৩০ শাঙ্করভাষ্য। সুতরাং মানবে শব্দের প্রকাশ অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নহে। পরন্তু, ব্রহ্মজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ের আকারে অস্ফুটভাবে মানবমাত্রেই আছে, ইহা বৈদান্তিকগণ স্পষ্টই স্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায়, উক্ত বৈদান্তিকগণ সাধারণভাবে শ্রুতিবচনের প্রতি অসীম সম্মান প্রকাশ করা সত্ত্বেও কার্যতঃ অনেক শ্রুতিবচনই পরিহার করিয়া থাকেন, যথা—(১) কর্মকাণ্ডোক্ত প্রমাণ ও আদেশ নিষেধ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে অগ্রাহ্য, (২) অনেক আখ্যায়িকাই প্রকৃত তত্ত্ববাচিকা বলিয়া গৃহীত না হইয়া রূপক বলিয়া গৃহীত হয়, (৩) ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধবর্জিত অনেক বস্তু তত্ত্ববাচিকা উক্তি 'অর্থবাদ' মাত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। তারপর (৪) ব্যাখ্যা-প্রণালীর বৈচিত্র্যসম্বন্ধে তো কথাই নাই; এই বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়তঃ, ইঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, বেদবাক্য শ্রবণের পর তদভিনিবিষ্ট ধ্যানপরায়ণ সাধকের প্রজ্ঞাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎভাবেই প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম যে অপরোক্ষ নির্মল জ্ঞানের বিষয়, এই সত্য অসংখ্য বেদান্তবাক্যে কীর্তিত হইয়াছে; যথা—

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥'

—মুণ্ড-উ° ৩. ১. ৮।

অর্থাৎ—'পরমাত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন; তপস্যা ও কর্মদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞানশুদ্ধিদ্বারা (অর্থাৎ নির্মল জ্ঞানদ্বারা) বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক অতঃপর ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা—বৈদান্তিকগণ যে কোন ব্যক্তিকে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য বলিয়া মনে করেন না। চঞ্চলচিত্ত, শ্রদ্ধাবিহীন, অবিনীত ব্যক্তি সুকঠিন ব্রহ্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে অক্ষম। যাহার অহংকার বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পক্ষে অধীত ব্রহ্মজ্ঞানের অপব্যবহার করাই সম্ভব। শিক্ষার্থ আগত ব্যক্তিতে প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা আছে কি না, তাঁহারা তাহা দেখিতেন; প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, সুকেশা প্রভৃতি ছয় জন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলে ঋষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জানিয়াও পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বনপূর্বক সংবৎসর যাপন করিতে বলিলেন; তৎপর সংবৎসরান্তে পুনরায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় সত্যকাম জাবালি শিষ্যত্বে বৃত হইয়াও আচার্যের গোচারণে প্রেরিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাগমন করিয়া গুরূপদেশ লাভ করিলেন। এই গোচারণ উপলক্ষ্যে তাঁহার চিত্ত এতদূর বিনীত, ধৈর্যশীল এবং প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে চিন্তাপ্রবণ হইল যে, গুরুগৃহে প্রত্যাগমনের পর অল্পকাল মধ্যেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। কঠোপনিষদে মৃত্যু নানা কাম্যবস্তুর লোভ প্রদর্শনপূর্বক যখন দেখিলেন নচিকেতা সমুদয় বিষয়-বাসনার অতীত, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া মনে করেন, তখনই তাঁহাকে উপদেশদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে তিনি ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন না। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না, এই বিষয়ে উক্ত উপনিষদ্ বলিতেছেন—

'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥'

—কঠ-উ° ২. ২৪।

অর্থাৎ, অন্যায়াচরণ হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তমানস ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।

ক্রমশঃ বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা-সাধক গুণসমূহকে সাধনচতুষ্টয়ে সমষ্টীভূত করিলেন। এই সাধনচতুষ্টয় এই —'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধন সম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ'—শারীরক-মীমাংসা, ১ শাঙ্করভাষ্য। অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ-বোধ, ইহকালে ও পরকালে স্বীয় পুণ্যকর্মের ফলভোগ-বিষয়ে বিরাগ, শমদম প্রভৃতি সাধন সম্পত্তি এবং মুক্তিলাভের ইচ্ছা। শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এই—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা। এই সকল শব্দের অর্থ আমরা স্বামী গোবিন্দানন্দ-কৃত 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' নাম্নী টীকা হইতে অনুবাদ করিলাম —'লৌকিক ব্যাপার হইতে মনের উপরমের নাম 'শম'। বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপরম 'দম'। জ্ঞানার্থ বিহিত নিত্যাদি কর্মসন্ন্যাস 'উপরতি'। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন 'তিতিক্ষা'। নিদ্রালস্য-প্রমাদ ত্যাগপূর্বক মনের স্থৈর্য 'সমাধান'। সর্বত্র আস্তিক্য 'শ্রদ্ধা' কোন কোন মতে উপাসনা চিত্তের নির্মলতাসাধক। 'বেদান্তসার'-প্রণেতা যোগী সদানন্দ উপাসনার এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—'উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপার-

রূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি', অর্থাৎ 'সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসিক ধ্যানরূপ শাণ্ডিল্য-বিদ্যা প্রভৃতি 'উপাসনা'।' ছান্দোগ্য-উপনিষদে নানা প্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩য় প্রপাঠক, ১৪শ খণ্ডের অন্তর্গত শাণ্ডিল্য-বিদ্যা একটী অতি উৎকৃষ্ট উপাসনা।

আত্মপ্রত্যয় — বেদান্তশাস্ত্রমতে ব্রহ্ম-প্রত্যয় আত্মপ্রত্যয়ের আকারে সকলের অন্তরে বর্তমান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (২. ১৫) দেখা যায়, 'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্ম-তত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥' অর্থাৎ—যখন যোগযুক্ত সাধক এখানে দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্বদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন তিনি জন্মরহিত, ধ্রুব এবং সর্ববিষয়দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য সূত্রভাষ্যে (১ম সূত্র) বলিয়াছেন —'সর্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদিহি নাত্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সকলের আত্মা সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ। সকলেই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কেহই বিশ্বাস করে না যে 'আমি নাই'। আত্মার অস্তিত্ব যদি প্রসিদ্ধ না হইত তবে সকলে বিশ্বাস করিত 'আমি নাই'। পুনশ্চ, ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—'নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যত ইতি বা বক্তুং শক্যং। স এষ নেতি নেত্যাত্ম, ইত্যাত্মশব্দাৎ। আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। য এব নিরাকর্তা তস্যৈবাত্মত্বাৎ।' অর্থাৎ 'তিনি নাই, তাঁহাকে জানা যায় না' ইহাও বলা যায় না। কেন না তিনি শ্রুতিতে আত্ম শব্দে উক্ত হইয়াছেন, যথা—সেই আত্মা এরূপ নহেন, এরূপ নহেন' (বৃহ-উ° ৩. ৯. ২৬)। আর, আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কারণ, যিনি তাঁহাকে অস্বীকার করেন তাঁহারও আত্মা তিনি।' সুতরাং আত্মপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ। 'আত্মা আছে', 'আমি আছি,' কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির এই বিশ্বাসে প্রকৃত সন্দেহ আসিতে পারে না। 'আমি সন্দেহ করি আত্মা আছে কি না' এরূপ আপাত-সন্দেহাত্মিকা চিন্তাতেও স্পষ্টরূপে আত্ম-প্রত্যয় প্রকাশ পাইতেছে ; সন্দেহকারীর পক্ষে আপন সন্দেহের অস্তিত্বে সন্দেহ করা, অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত আত্মাতে সন্দেহ করা, সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই আত্মা যে জ্ঞানস্বরূপ, বিষয়ের জ্ঞাতা, 'অশেষ স্বপ্রচারসাক্ষী'—এই বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। এই আত্মপ্রত্যয় মূলে ব্রহ্মপ্রত্যয়—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস।

আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়প্রত্যয়—প্রথমতঃ আমরা বিষয়ের সহিত, অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের সহিত, আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ের কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ, অনতিক্রমণীয় বিশ্বাসের উল্লেখ ও বর্ণনা করিব। আমরা দেখাইব যে, সেই বিশ্বাসগুলি আত্মপ্রত্যয়ের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, সেগুলিকে আত্মপ্রত্যয় হইতে পৃথক্ করা যায় না, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে সেই সকল বিশ্বাসও পোষণ করিতে হয়, সুতরাং সেই সকল বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়ের অন্তর্গত।

প্রথমতঃ একটী বিশ্বাস এই যে, আমরা যে-কোন বস্তুই জানিনা কেন, প্রত্যেক জ্ঞাত বস্তু অতক্ষণই আত্মার জ্ঞানে বর্তমান আছে, আমার সম্মুখস্থ এই টেবিলটী আমি এই মুহূর্তে জানিতেছি ; ইহার ব্যাপ্তি, বর্ণ, কঠিনতা প্রভৃতি অনুভব করিতেছি ; নানা গুণযুক্ত এই টেবিল আমার জ্ঞানের 'বিষয়রূপে বর্তমান রহিয়াছে। পরমুহূর্তে আমি স্থানান্তরে গেলাম, টেবিলটী আমার চক্ষুর ব্যবধানে আছে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবধানে আছে, ইহাতেই আমরা মনে করি, উহা জ্ঞাতৃরূপী আত্মারও ব্যবধানে আছে। শরীর ও আত্মাকে কার্যতঃ এক মনে করি, তাহাতেই এরূপ বোধ হয়। কিন্তু আত্মা জ্ঞাতা, ইহা জ্ঞানস্বরূপ, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া ভাবিলে দেখি 'টেবিলটী আছে' এই বিশ্বাসের সহিত 'টেবিলটী আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে আছে' এই বিশ্বাসটী অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত দেখি, টেবিলটীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে গিয়া ইহার সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি। ইন্দ্রিয়সান্নিধ্যকালে যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম 'টেবিলটী আছে' তাহার অর্থ ইহাই ছিল, —আর কিছু নহে,—যে 'টেবিলটী জ্ঞানের বিষয়রূপে আছে'। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ররূপে হইতেছে না এবং হইতে পারেও না। আমার শরীরকে আমি টেবিল হইতে দূরে ভাবিতে পারিতেছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীর-সান্নিধ্য-কালে যে আত্মার জ্ঞাত বিষয়রূপে টেবিলটী প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই আত্মাকে কিছুতেই টেবিল হইতে ব্যবহিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এইরূপ সমস্তই আত্মার সাক্ষিত্ব বজায় রাখিয়া বিশ্বাস করিতে হইতেছে, সমস্তই আমার জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইতেছে।

জ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে গিয়া যদি বাধ্য হইয়াই সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়, 'জ্ঞাত বিষয় আছে', এই বিশ্বাসের সহিত 'জ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আছে', এই বিশ্বাস যদি অনিবার্যরূপেই জড়িত থাকে, তবে আর একটী বিশ্বাসের অনতিক্রমণীয়তাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সেটী এই—'আমার ইন্দ্রিয়সান্নিধ্যে আসিবার পূর্বেও এই সকল জ্ঞাত বিষয় জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্তমান ছিল, আমি যাহাকে আমার আত্মা বলিতেছি সেই আত্মারই জ্ঞানের বিষয়রূপে বর্তমান ছিল।' দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, শ্রুত ইত্যাদি জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বাচক এই পরিচয় ছাড়া বিষয়ের আর কোন পরিচয় আমরা পাই না। 'জ্ঞাত বিষয়সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়-সান্নিধ্যে আসিবার পূর্বেও বর্তমান ছিল,' ইহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বাধ্য হইয়া ইহাই ভাবিতে হয় যে, বিষয়গুলি এখন যাহা তখনও তাহাই ছিল, অর্থাৎ এখন যেমন ইহারা জ্ঞানের বিষয়, তখনও তেমনি জ্ঞানের বিষয়ই ছিল। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের অবিষয় হইলে আর সেই বস্তু থাকে না। সুতরাং নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, 'আমার জ্ঞাত বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎ

হইবার পূর্বেও বর্তমান ছিল'—ইহা বিশ্বাস করিতে গেলে অনিবার্যরূপেই বিশ্বাস করিতে হয় যে, 'বিষয়গুলি আমার জ্ঞানেই বর্তমান ছিল, আমি যাহাকে আমার আত্মা বলি, সেই আত্মাই বিষয়গুলির সাক্ষিরূপে বর্তমান ছিল'। আমরা যে বিশ্বাস করি যে 'সেই সময় আমি ছিলাম না,' সে কেবল এই অর্থে যে, 'আমার শরীর, আমার ইন্দ্রিয়সমূহ, সেই সময় বর্তমান ছিল না।' কিন্তু যে আত্মাকে এখন বিষয়ের সাক্ষী বলিয়া জানিতেছি, সেই আত্মাকে সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান না করিয়া সেই সময়কার কথা কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না।

এখন আত্মার সম্বন্ধে আর একটী বিশ্বাসের আলোচনা করা যাউক। সেটী এই যে 'যাহা আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই এবং ভবিষ্যতে না হইতেও পারে, অথচ যাহা আছে, তাহা জ্ঞানেই বর্তমান আছে,—যাহাকে আমার আত্মা বলি, সেই আত্মার জ্ঞানেই বর্তমান আছে।' হিমালয় পর্বত কখনও আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, এবং হয়তো কখনও হইবে না, অথচ ইহা আছে। আমি যে 'ইহা আছে' বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাসের সহিত এই বিশ্বাস অনিবার্যরূপে জড়িত যে 'আমি হিমালয়ের সাক্ষী—সেই মহত্ত্ব শীতলত্বাদি বিচিত্র গুণযুক্ত বিষয়ের সাক্ষী'। কেবল আমার জ্ঞানের বিষয়রূপেই সেই বস্তু আমার বিশ্বাসের বিষয়ীভূত হইতে পারে। শরীর ও ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মনে করা অথবা আত্মাকে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত জড়িত একটা ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া মনে করাতেই সহসা বোধ হয় না যে, আমাদের সমুদয় বিশ্বাসের মূলে আত্মার সর্বসাক্ষিত্বে বিশ্বাস অপরিহার্যরূপে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু শরীর যদি আত্মা না হয়, ইন্দ্রিয় যদি আত্মা না হয়, জ্ঞাতাই যদি আত্মা হয়, জ্ঞাতৃত্বই যদি আত্মার মূলস্বরূপ হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়প্রত্যয়ের মূলে, প্রত্যেক বিষয়-প্রত্যয়ের সহিত অনিবার্যরূপে আত্মপ্রত্যয় জড়িত রহিয়াছে।

এক আত্মায় প্রত্যয় — আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম যে, ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিত বস্তুকে আমরা যেমন জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করি, ইন্দ্রিয় হইতে ব্যবহিত বস্তুকেও তেমনই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, সেই বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিধানে কখনও আসিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, ইন্দ্রিয় সন্নিধানে তাহার আসা সম্ভব হউক আর নাই হউক। এখন, আর একটী বিশ্বাস, আরও স্পষ্টরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। সেই বিশ্বাসটী এই যে, সমুদয় দেশ, সমুদয় কাল, একই আত্মার জ্ঞানে বর্তমান। ইহাই আত্মার মৌলিক একত্বে বিশ্বাস। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সংযোগের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞান মানিতে হইতেছে। আত্মার একত্বপ্রত্যয় পরিহার করিলে দেশের একত্বপ্রত্যয়ও অসম্ভব হইতেছে। কিন্তু দেশের একত্বে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়। 'দুইটী বা ততোধিক দেশ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন যোগ নাই, একটীর সীমা হইতে আর একটী আরম্ভ হয় নাই', এরূপ বিশ্বাস অসম্ভব। দেশের একত্বে বিশ্বাস যদি অনতিক্রমণীয় হয়, তবে দেশের সাক্ষিরূপী আত্মার একত্বে বিশ্বাসও অনতিক্রমণীয়। দেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, কাল-সম্বন্ধে তাহার প্রত্যেক কথাই খাটে, সুতরাং সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। এই স্থান যেমন দূরস্থ ও নিকটস্থ সকল স্থানের সহিতই সংযুক্ত, এই কালও তেমনই অতীত ও ভবিষ্যৎ সমুদয় কালের সহিত সংযুক্ত, আর এই সংযোগের মূলে জ্ঞানের একতা। জ্ঞানের একতায় বিশ্বাস না করিয়া আমরা এই কালগত একতায় বিশ্বাস করিতে পারি না। 'ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ পূর্বপরত্ব ও সমকালত্ব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ', এই বিশ্বাস পোষণ করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই কাল-ত্রয়ে সংঘটিত ঘটনাসমূহের সাক্ষিরূপে এক অখণ্ড জ্ঞাতৃরূপী আত্মাকে দণ্ডায়মান করাইতে হয়। দেশভেদে, বস্তুভেদে, ঘটনা-প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, সন্দেহ নাই, যথা—এখানে বৃষ্টিরূপ একটী ঘটনাপ্রবাহ, ওখানে অগ্নিকাণ্ডরূপ আর একটী ঘটনা-প্রবাহ, ইত্যাদি। কিন্তু, একে তো সমুদয় দেশ, সমুদয় বস্তুই আমরা এক জ্ঞানের আশ্রিত বলিয়া বিশ্বাস করি, তার পর ঘটনা-প্রবাহ যত কেন ভিন্ন হউক না, সমুদয়ই সমকালত্ব বা পূর্ব-পরত্ব-সম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং দেখা গেল, সমুদয় দেশে, সমুদয় কালে, আমরা অনতিক্রমণীয়রূপে এক অখণ্ড সাক্ষিরূপী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আর, সেই আত্মা কোন অনির্দেশ্য বা অনুমানগোচর পরোক্ষ আত্মা নহেন, প্রত্যেকে যাঁহাকে নিজ আত্মা বলিয়া সাক্ষাৎভাবে জানি, ইনিই সেই আত্মা—'এতদ্ বৈ তৎ'। সত্য বটে যে, বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে এই আত্ম-প্রত্যয়কে স্পষ্টরূপে ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু জ্ঞাতভাবে হউক বা অজ্ঞাতভাবেই হউক, ইহা মানবের সমুদয় বিশ্বাসের মূলে বর্তমান থাকিয়া সেই সকল বিশ্বাসকে নিয়মিত করিতেছে, সম্ভব করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

একাত্ম-প্রত্যয়ে ভেদপ্রত্যয়ের স্থান— উপর্যুক্ত মীমাংসা-সম্বন্ধে একটী আপত্তি অতি সহজেই উঠিতেছে। একাত্মপ্রত্যয়ই যদি আত্মপ্রত্যয়ের মৌলিক আকার হয়, তবে 'আমি জানিতেছি', 'তুমি জানিতেছ,' তিনি জানিতেছেন'—এই যে আত্মগত বিভাগ, ইহার অর্থ কি? এই ভেদপ্রত্যয় কি অনতিক্রমণীয় নহে? আমাদের ভাবনা যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন 'একই আত্মা সকলের আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়', ইহা কিরূপে বলিব?

আমরা এই আপত্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি। একাত্মপ্রত্যয়ের ভিতরে যদি ব্যক্তিগত ভেদপ্রত্যয়ের স্থান না থাকে, তবে সে একাত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয় নহে, ইহা নিশ্চয়। একাত্মপ্রত্যয়ের অর্থ যদি এই হয় যে 'আমি', 'তুমি' ও 'তিনি' ঠিক একই বস্তু, কোন ভেদ নাই, তবে ইহা ঠিক যে, হয় একাত্ম-প্রত্যয়কে পরিহার করিতে হইবে, না হয় এই ভেদবুদ্ধিকে পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বোধহয় যে এই উভয় প্রত্যয়ই মৌলিক, একে অন্যের বিরুদ্ধ নহে। 'আত্মা' কথাটা সর্বদা ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

আত্মার কেবল জ্ঞাতৃত্বের দিক্ দেখিলে, আত্মার শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাকে অদ্বিতীয় অসীম ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞেয় বস্তুর সহিত এক করিয়া ভাবিলে, অর্থাৎ ইহার জ্ঞাতৃত্বের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞেয়ত্ব মিশ্রিত করিলে, জ্ঞেয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগানুসারে ইহার মধ্যেও প্রকারান্তরে বিভাগ আসিয়া পড়ে এবং এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহাকে বহু ও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটী স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিব। 'আমার চক্ষুর সম্মুখস্থ বস্তুগুলি যে জ্ঞাতার জ্ঞানাশ্রিত, আমার পশ্চাদ্‌বর্তী বস্তুগুলি এবং এমন কি আমার ইন্দ্রিয়ের অতীত স্থানবর্তী বস্তুগুলিও সেই জ্ঞাতারই জ্ঞানাশ্রিত', এই বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, সন্দেহ নাই; এবং এইভাবে দেখিতে গেলে, শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, 'আমি ও বিশ্বাত্মা একই, অর্থাৎ যে আত্মা আমার আত্মারূপে, আমি-রূপে, প্রকাশ পাইতেছেন তিনিই সর্বত্র আত্মরূপে প্রকাশিত', এই বিশ্বাস মৌলিক ও অনতিক্রমণীয়। কিন্তু আত্মাকে কেবল জ্ঞাতৃরূপে না দেখিয়া যদি ইহাকে সম্মুখস্থ বস্তুসমূহের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে এক করিয়া দেখি, যদি ইহাকে কেবল সম্মুখস্থিত বস্তুসমূহেরই জ্ঞাতৃরূপে চিন্তা করি এবং ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া যদি ইহাকে কতিপয় বিশেষ বিশেষ চিন্তার চিন্তাকারী বলিয়াই আলোচনা করি, যদি অন্যান্য বস্তু, অন্যান্য চিন্তা এবং অন্যান্য সুখ দুঃখকে ইহার আশ্রিত বলিয়া মনে না করি, তবে, এই বিশেষ বিশেষ বিষয়-সংশ্লিষ্ট আত্মাকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই সসীম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় এবং অন্যান্য বিষয়-সমষ্টি সংশ্লিষ্ট আত্মাকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবিতে হয়, কিন্তু এই ভেদপ্রত্যয়ে আত্মার মৌলিক সর্বব্যাপিত্ব ও একত্ববিষয়ক প্রত্যয়ে, আঘাত পড়ে না। যেমন সর্ববিষয়সাক্ষী আত্মার একত্বে বিশ্বাস করিয়াও আমরা সেই অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞানাশ্রিত অসংখ্য বিষয় ও বিষয়সমষ্টিতে বিশ্বাস করিতেছি, তেমনিই সেই আত্মার একত্ব বজায় রাখিয়াই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সমষ্টির সহিত সেই অদ্বিতীয় আত্মারই আংশিক একীকরণ-জনিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ীতেও বিশ্বাস করিতেছি। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে মূল বিভাগ বিষয়গত, আত্মগত নহে। বিশেষ বিশেষ বিষয়-সমষ্টির সহিত আত্মার একীকরণ এবং অন্যান্য বিষয়-সমষ্টি ও ঘটনাশ্রেণী হইতে ইহার ভিন্নীকরণবশতঃই আত্মার বিভাগ প্রতীত হয়। কতিপয় বিশেষ বিশেষ চিন্তাভাবাদির সহিত সাক্ষিরূপী আত্মাকে একীকৃত করিয়া সেই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের মিশ্রণকে 'আমি' বলিতেছি। আবার অন্য কতিপয় চিন্তাভাবরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাকে এইরূপে 'তুমি' বলিতেছি। 'আমি' ও 'তুমি' যখন এইরূপে বিষয়ের ভিন্নতায় পরস্পর ভিন্ন, তখন 'আমি' আর 'তুমি' কখনও এক হইতে পারি না। এতদুভয়ের ভিন্নতার ভিতরে এই বিষয়গত ভিন্নতাই রহিয়াছে কি না ভাবিতে হইবে। আমরা যখনই নিজ আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবি ও বিশ্বাস করি, তখন ইহাকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই বিশেষ বিশেষ চিন্তাদি বিষয়সমষ্টির সহিত এক করি এবং অন্যান্য বিষয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ করি। অপর দিকে সমুদয় বিষয় ও ঘটনাকে একই আত্মার সাক্ষিত্বাধীন না ভাবিয়াও থাকিতে পারি না, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনান্তর্গত বিষয়-সমষ্টির সাক্ষী জ্ঞানকেই সর্ববিষয়-সাক্ষী বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হই। আত্মার একত্ব ও সর্বব্যাপিত্বে বিশ্বাসকে আমরা মৌলিক আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি; সম্প্রতি বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আত্মার যে ভেদপ্রত্যয়ের উল্লেখ করা হইল, তাহাকে ব্যক্তিগত অহংকার বা অভিমান বলা যাইতে পারে। এই অহংকার বা অভিমান যখন বিশেষ বিশেষ বিষয়-সমষ্টিযোগেই প্রকাশিত হয়, তখন ইহাকে এক প্রকার সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা যখন বিষয়, তখন ইহার সহিত বিশেষ বিশেষ দেশ ও কালের সম্বন্ধ আছে এবং ইহা বহু-সংখ্যক। আরও, অন্যান্য বিষয় যেমন আমাদের মূল আত্মপ্রত্যয়ানুসারে এক অখণ্ড আত্মার বিষয়ীভূত, এই সকল অভিমানরূপী সূক্ষ্ম বিষয়ও তেমনই সেই একই অখণ্ড আত্মার বিষয়ীভূত। যাহা হউক, এখন পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তর এই দাঁড়াইতেছে — 'আমি জানিতেছি' ইহার অর্থ,—কতিপয় বিষয় একটী অহংকারাশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। 'আমি এই বিষয়টী জানিতেছি', ইহার অর্থ— এই বিষয়টী সেই অহংকারাশ্রিত বিষয়সমষ্টির অঙ্গীভূত হইতেছে। 'তুমি জানিতেছ', ইহার অর্থ—কতিপয় বিষয় আর একটী অহংকারাশ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ভাবনা পৃথক্ পৃথক্ হওয়াতেও মূল আত্মপ্রত্যয়-গোচর আত্মা পৃথক্ পৃথক্ হইতেছেন না, সকলের ভাবনা একই আত্মার সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা যে বলিতেছি যে, আত্মা সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী, তাহা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ অহংকার সম্বন্ধে বলিতেছি না, এই অহংকারের মূলে এক সীমাতীত বস্তুর পরিচয় পাইয়া তাহারই সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি। প্রত্যেক অহংকারের মূলে স্পষ্টরূপেই হউক, অস্পষ্টরূপেই হউক, সেই এক সর্বব্যাপী আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন।

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান—এখন বক্তব্য এই যে, বিশ্বাসের যে কথা জ্ঞানেরও সেই কথা; ব্রহ্ম কেবল বিশ্বাসের বিষয় নহেন, জ্ঞানেরও বিষয় — প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়। ফলতঃ ব্রহ্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মজ্ঞান মূলে একই বস্তু। একই বস্তুকে অস্ফুট অবস্থায় প্রত্যয় এবং স্ফুট অবস্থায় জ্ঞান বলা যায়। জগতের জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, এই উভয়বিধ জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান অপরিহার্যরূপে জড়িত,— বস্তুতঃ জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান মূলে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিষয়-বিষয়ীর একতা—আমার হস্তের কাগজখণ্ডকে জানিতে গিয়া আমি কি জানিতেছি? কাগজখণ্ড দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদি বিস্তার-যুক্ত, শ্বেত কৃষ্ণাদি বর্ণযুক্ত, কোমলতা মসৃণতা স্পর্শগুণযুক্ত। ইহাতে লেখা যায়, ইহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, ইহাকে অগ্নিযোগে

ভস্মীভূত করা যায় এবং জলযোগে কর্দমিত করা যায়, ইত্যাদি। কাগজখণ্ডের এই সমস্ত গুণই জ্ঞাতৃরূপী আত্মার জ্ঞাত বিষয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আত্মার সহিত জ্ঞানসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, স্বাধীন স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে না। ফলতঃ আত্মার সহিত এই সমুদয়ের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, এই সকল গুণকে যেমন এক অর্থে কাগজের গুণ বলা যায়, আর এক অর্থে তেমনই এই সমুদয়কে আত্মার গুণ বলা যাইতে পারে। এই সকল গুণ না থাকিলে কাগজ কাগজ নয়, এই সকল গুণের প্রকাশ ও সমাবেশ-স্থলেই আমরা 'কাগজ' নাম প্রয়োগ করি। এই অর্থে এই গুলি কাগজের গুণ। কিন্তু আর এক দিক্ হইতে দেখিলে যাহার জ্ঞানের বিষয় নাই সে জ্ঞাতা নহে, জ্ঞাতার পক্ষে অবশ্যম্ভাবিরূপেই কতকগুলি জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই, এই অর্থে বিষয় বস্তুতঃ বিষয়ীর গুণ। আর, এই অর্থে কাগজের জ্ঞাতা যিনি, কাগজের গুণগুলি বস্তুতঃ তাঁহারই গুণ। তাঁহার জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে কিরূপে, কি ভাবে? না, বিস্তার, বর্ণ, মসৃণতাদি বিষয়-গুণরূপে। তাহাকে এই সকল বিষয়মুক্ত করিলে, এই সকল গুণমুক্ত করিলে, তাহার কাগজ-জ্ঞাতৃত্ব থাকে না। জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে কাগজের কাগজত্ব থাকে না, বিষয়ের বিষয়ত্ব থাকে না; কাগজের প্রত্যেক গুণই জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ বুঝায়। আবার, যেগুলিকে কাগজের গুণ বলিতেছি সেগুলি জ্ঞাতার জ্ঞান হইতে সরাইয়া লইলে তিনি আর কাগজের জ্ঞাতা থাকেন না এবং দেখা যাইবে যে তাঁহা হইতে সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান ও স্মৃতি সরাইয়া লইলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব আদৌ থাকে না। তিনি যে আপনাকে জানেন সেও বিষয়ের জ্ঞাতা রূপেই, অন্যরূপে নহে। সুতরাং উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যে কাগজের জ্ঞানরূপ ব্যাপারটী, এই ব্যাপারটীতে প্রকৃত জ্ঞানগোচর বস্তু একটী স্বতন্ত্র বিষয়ও নহে, একটী নির্বিষয় বিষয়ীও নহে; প্রকৃত জ্ঞানগোচর বস্তু একটী বিচিত্রতাযুক্ত জ্ঞানপদার্থ। ব্যাবহারিক অর্থাৎ কাজ চালাইবার উপযোগী ভাষায় এই জ্ঞান-পদার্থের মধ্যে একটা বিষয়ের দিক্ এবং আর একটী বিষয়ীর দিক্ স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু একটা দিক ছাড়িয়া দিলে যখন আর একটা দিক্ অর্থহীন ও শূন্যময় হইয়া যায়, তখন মূল বস্তু দাঁড়াইতেছে একটী। বিষয় জ্ঞান-সাপেক্ষ, বিষয়ীও জ্ঞান-সাপেক্ষ, উভয় দিকেই জ্ঞানের প্রভাব এবং আত্মা জ্ঞানরূপী, জ্ঞানই আত্মার মূলস্বরূপ, সুতরাং ঐ মূল বস্তুটীকে অসঙ্কোচেই আত্মা বলা যাইতে পারে। ধ্যানোন্মুক্ত চক্ষুর কাছে প্রকৃতপক্ষে তাহা আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিজ্ঞানবাদ-খণ্ডন — বিষয়কে জানিতে গিয়া যেমন অবশ্যম্ভাবিরূপে আত্মাকে জানা হয়, তদ্রূপ আত্মাকে জানিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপে ব্রহ্মকে জানা হয়, কিন্তু তৎ-পূর্বে আর একটী প্রশ্নের বিচার হওয়া আবশ্যক। সেটী এই, আমরা কি বিষয়-জগৎকে জানিতে গিয়া কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী মানসিক ঘটনামাত্র জানি? অথবা আত্মার আশ্রিত কতকগুলি স্থায়ী বস্তু জানি? রূপ, রস, গন্ধাদিকে আপাততঃ ক্ষণিক অস্থায়ী বিজ্ঞানমাত্র বলিয়াই বোধ হয়। জ্ঞাতার সম্পর্কে এই সমুদয়ের ক্ষণিক প্রকাশ, তারপর জ্ঞাতার সহিত সম্পর্কবিচ্যুত হওয়াতে বিনাশ, —বস্তুগুণ-সম্বন্ধে আপাততঃ এই বর্ণনাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইলে রূপরসাদি বিজ্ঞানের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা নিঃসন্দেহ। সময়ে সময়ে কতকগুলি ব্যক্তিগত জীবন হইতে সরিয়া পড়ে, অন্য কতকগুলি তাহাদের স্থান অধিকার করে। ব্যক্তিগত জীবনে বিষয়ের এই আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া বোধ হইতে পারে যে, বিষয়সমূহ কেবল অস্থায়ী বিজ্ঞান মাত্র। কিন্তু যদি তাহাই হইত, তবে মানসিক জীবনে ক্ষণে ক্ষণে কেবল নূতন বিজ্ঞানেরই উদয় হইত, একবার যে বিজ্ঞান তিরোহিত হইত, তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন বিজ্ঞান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিত না। কিন্তু বস্তুতঃ অনুক্ষণ তাহাই ঘটিতেছে। অনুক্ষণই পুরাতন বিজ্ঞান স্মৃতির আকারে পুনরাবির্ভূত হইতেছে এবং তদ্বারা এই প্রমাণ করিতেছে যে, ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোধানের সময়েও তাহা বিনষ্ট হয় না, বর্তমানই থাকে। আর, বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানরূপেই থাকিতে পারে, বিজ্ঞান অন্যরূপে থাকা, অবিজ্ঞাতরূপে থাকা, বিজ্ঞাতাকে ছাড়িয়া থাকা, ইহার কোন অর্থই নাই। এই কাগজখণ্ড আমার মানসিক জীবন হইতে একবার তিরোহিত হইয়া পুনরায় তাহাতে উদিত হইল। আমি ইহাকে পূর্বজ্ঞাত কাগজ বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহাতেই বুঝিলাম, ইহার তিরোধান-সময়েও ইহা বর্তমান ছিল, বিনষ্ট হয় নাই; বিনষ্ট হইলে ইহার পুনরাবির্ভাব, পুনঃ পরিচয়, অসম্ভব হইত। কারণ, পূর্ব বিজ্ঞান স্থায়ী না হইলে, —স্থায়ী থাকিয়া ব্যক্তিগত জীবনে পুনরাবির্ভূত না হইলে,—উক্ত সাদৃশ্য-বোধ সম্ভব হইত না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষণে ক্ষণে নূতন বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে পুরাতন বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব খণ্ডিত হয় না। কাগজখণ্ডকে পুনরায় জানিতে গিয়া যেমন আমি জানিতেছি যে, ইহা সেই পূর্বজ্ঞাত কাগজ, তেমনই ইহাও জানিতেছি যে, যে আত্মা পূর্বে কাগজখণ্ডকে জানিয়াছিল, যে আত্মার জ্ঞানাশ্রিত হইয়া কাগজখণ্ড পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মাই পুনরায় ইহার জ্ঞাতা রূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই আত্মা ও এই আত্মা একই। ফলতঃ কাগজ-খণ্ডের জ্ঞান এবং কাগজখণ্ডের জ্ঞাতা বা আশ্রয়রূপী আত্মার জ্ঞান, পরস্পর পৃথক্ জ্ঞান নহে, একই অখণ্ড জ্ঞান। সুতরাং কাগজ-খণ্ডের আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতির সঙ্গে, আশ্রয়রূপী আত্মাও ব্যক্তিগত জীবনে আবি-র্ভূত, স্থিত, ও তাহা হইতে তিরোহিত হন। অতএব স্পষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে, ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোধানের সময়ে কাগজখণ্ড যে আত্মাতে স্থিতি করে, সে আত্মা পৃথক্ কোন আত্মা নহে, যে আত্মা কাগজের

দ্রষ্টা ও স্মর্তা রূপে প্রতিভাত হয়, ইহা সেই আত্মাই।

জীব ও ব্রহ্মের একত্ব—আমরা দেখিলাম যে জগতের অংশ রূপ এই কাগজ-খণ্ডকে জানিতে গিয়া আমি কাগজের জ্ঞাতা রূপী যে আত্মাকে 'আমার আত্মা' বলিয়া জানি, সেই আত্মার সঙ্গে কাগজখণ্ডের কেবল এক মুহূর্তের সম্বন্ধ নহে; সেই আত্মা কাগজখণ্ডের নিত্য আশ্রয়। তাহা হইলে সিদ্ধান্তটী এই দাঁড়াইতেছে যে, যখন জগতের অংশ-স্বরূপ দেশাশ্রিত কালাশ্রিত কোন বিষয় ব্যক্তিগত মানসিক জীবনে প্রকাশিত হয়, তখন ব্যাপারটী এই ঘটে যে সেই বিষয়ের নিত্য আশ্রয়রূপী আত্মা যিনি, তিনিই তাঁহার আশ্রিত সেই বিষয় লইয়া ব্যক্তিগত আত্মা রূপে প্রকাশিত হন; যিনি বিশ্বাত্মা তিনিই প্রত্যগাত্মা রূপে, জীবাত্মা-রূপে, প্রকাশিত হন। অভিজ্ঞতার বিচিত্রতায় আত্মার একত্ব খণ্ডিত হয় না। চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে আত্মাকে উপলব্ধি করি, সে কোন্ আত্মা? জগদ্দর্শনের সময় যে আত্মাকে জগতের জ্ঞাতারূপে, আশ্রয়রূপে, জানি, যে আত্মা ক্ষণে ক্ষণে আংশিক ভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়সহ ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়া পুনরায় সেই সকল বিষয় লইয়া প্রকাশিত হন, মনোরাজ্যে সেই আত্মারই পরিচয় পাই। তার পর, জড়জগতের বিষয়সমূহ যেমন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ, চিন্তা-জগতের বিষয়সমূহও সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমার অদ্যকার নির্জন চিন্তা ও সুখদুঃখাদি আমার ব্যক্তিগত জীবন হইতে তিরোহিত হইয়া আবার কল্য পুনরাবির্ভূত হইয়া আত্মপরিচয় দিবে, এবং এই সাক্ষ্য দিবে যে আমার আত্মার ব্যক্তিগত প্রকাশই সর্বেসর্বা নহে; ব্যক্তিগত জীবনের তিরো-ধানের সময়েও আমার চিন্তাসমূহ আমার আত্মবস্তুতে অবিস্মৃতরূপে বর্তমান থাকে। যে আত্মা ব্যক্তিগত আবির্ভাবের সময়ে চিন্তাসমূহের আশ্রয়, তিনিই ব্যক্তিগত তিরো-ধানের সময় ইহাদের ধারয়িতা, এবং তিনিই স্মৃতির সময়ে চিন্তাসমূহ লইয়া পুনঃ প্রকাশিত হন। তিনি যেমন দেশগত জগতের আশ্রয়, তিনিই তেমনই কালগত জগতের আশ্রয়। সুতরাং বাহ্য অভিজ্ঞতায় যেমন বিশ্বাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, অন্তর্জগতের অভিজ্ঞ-তায়ও তেমনই বিশ্বাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রকাশিত। সেখানে যেমন আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক, এখানেও তেমনই আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক।

জীব ও ব্রহ্মের ব্যাবহারিক ভেদ—তবে কি জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই? প্রভেদ কোথায় নাই ও কোথায় আছে, তাহা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রভেদ বস্তুগত নহে, প্রকাশগত; আত্মগত নহে, বিষয়গত। একই আত্মবস্তু যে দুই ভাবে প্রকাশিত, তাহা স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত জীবনরূপে যে আত্মার প্রকাশ, তাহা অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু এই অপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী প্রকাশের মূলে এক পূর্ণ ও স্থায়ী প্রকাশ রহিয়াছে। বিশ্বাত্মা এই যে বিচিত্র বিষয়সমূহ লইয়া আমার আত্মারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, এই প্রকাশ ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। বিস্মৃতিকালে আংশিকভাবে, সুষুপ্তিকালে সম্পূর্ণরূপে, ইহার তিরোধান হইবে। কিন্তু এই তিরোধানে মূল বস্তুর কোন অপচয় হইবে না। বিশ্বাত্মা এই বিষয়সমূহ সহ আপনার নিকট আপনি প্রকাশিত থাকিবেন; কোন ব্যক্তিগত জীবনে প্রকাশিত না হইলেও তাঁহার স্বপ্রকাশ-ভাব অপ্রতিহত থাকিবে। সমগ্র জগৎ পরমাত্মার এই স্বপ্রকাশভাবের মধ্যে বর্তমান। জীবের জীবনরূপে যে তাঁহার প্রকাশ, সেই প্রকাশকে তাঁহার অনুপ্রকাশ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা মূল প্রকাশ নহে, ইহা মূল প্রকাশের অনুকৃতি বা প্রতিবিম্ব অনুপ্রকাশ। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্'—সমুদয় বস্তু সেই প্রকাশস্বরূপের প্রকাশেই অনুপ্রকাশিত। মুখ্য প্রকাশ পূর্ণ, অনুপ্রকাশ অপূর্ণ, এস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের ভিন্নতা। যিনি নিত্য স্বপ্রকাশ, তিনিই অনুপ্রকাশিত হন, এস্থলে অভেদ। মুখ্যপ্রকাশে সমগ্র বিষয় বর্তমান, অ প্রকাশে কতিপয় বিষয়মাত্র বর্তমান, এস্থলে ভেদ। কিন্তু এই ভেদ বিষয়গত, বিষয়ি-গত নহে; একই অভেদ অখণ্ড বিষয়ী সমুদয় বিষয়ের আধাররূপে বর্তমান।

সসীমে অসীম; ভেদে অভেদ—এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, নিজ আত্মাকে জানিতে গিয়া যদি আমরা পরমাত্মার অপূর্ণ প্রকাশকেই জানিলাম, তবে আর এরূপ জ্ঞানকে অনন্ত ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে প্রকৃত অনন্তত্ব কাহাকে বলে এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। সসীম বস্তু ক্রমাগত যোগ করিয়া গেলে, বস্তু-পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অসীম কখনও হইবে না। এরূপ যোগ-ভাবনায় অনন্ত পাওয়া যায় না। কারণ, সসীমের প্রসারণ যতই কেন অধিক হউক না, ইহার বাহিরে আরও বস্তু থাকে, সেই বস্তু দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ। যাহার বাহিরে আর কিছু নাই, যাহাকে আশ্রয় না করিয়া কিছুই থাকিতে পারে না, তাহাই প্রকৃত অনন্ত। অনন্তের জ্ঞান লাভের জন্য ক্রমাগত বস্তুর সহিত বস্তু যোগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহাকে না ভাবিয়া সংখ্যা ও বিভাগ ভাবা যায় না, যাহা সংখ্যা ও বিভাগ-ভাবনার আশ্রয়, তাহার প্রকৃতি সংখ্যা ও বিভাগের অতীত, অর্থাৎ তাহা অদ্বিতীয়, অখণ্ড। এরূপ এক অখণ্ড দেশের ভাব আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার সহিত জড়িত রহিয়াছে। তেমনই, এক ও অনন্ত কালের ভাব প্রত্যেক ঘটনাবোধের সহিত জড়িত রহিয়াছে; এই ভাব লাভের জন্য বহু ঘটনাবলী একত্র চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা হউক্, দেশ ও কালের অনন্তত্ব প্রকৃত অনন্তত্ব নহে, প্রকৃত অনন্তত্বের আভাস মাত্র। ইন্দ্রিয়ব্যাপারেই দেশ কালের আধিপত্য। ইন্দ্রিয়-ঘটিত ও ইন্দ্রিয়াতীত সমুদয় ব্যাপার যাহার আশ্রিত, যাহাকে না জানিয়া কিছুই জানা যায় না, যাহাকে না ভাবিয়া কিছুই

ভাবা যায় না, যাহাকে বিশ্বাস না করিয়া কিছুই বিশ্বাস করা যায় না, তাহাই প্রকৃত অনন্ত বস্তু। এই অনন্ত বস্তু জ্ঞান-রূপী আত্মা। দেশ কালের আশ্রিত বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনার সহিত দেশ কালকে এক করাতেই যেমন দেশ কালের সীমা কল্পিত হয়, বস্তুতঃ ইহারা অসীম, তেমনই আত্মার আশ্রিত বিশেষ বিশেষ বিষয় বা বিষয়সমষ্টির সহিত আত্মাকে এক করাতেই ইহাকে সসীম বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা অসীম। যাহাকে না জানিয়া সীমা জানা যায় না, যাহাকে না ভাবিয়া সীমা ভাবা যায় না, সে সীমাতীত সন্দেহ নাই। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের যোগেও আত্মার যে পরিচয় পাই, তাহাতেই বুঝিতে পারি আত্মা এক, অখণ্ড, অনন্ত। আপাততঃ মনে হয় আমার ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎ বিষয়সমূহই আমার আত্মার আশ্রিত, আমার ইন্দ্রিয়-ব্যবহিত বিষয়সমূহ স্বাধীন, আত্ম-নিরপেক্ষ, অথবা আমার আত্মার অতিরিক্ত অন্য কোন আত্মার আশ্রিত। আপাত-জ্ঞানে বিষয় ভেদে আত্মাও ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাহাও যেমন এই সর্ব-বিষয়াধার দেশেরই অন্তর্গত, তেমনই আরও গভীরতর, যথার্থতর, অর্থে এক অখণ্ড অভিন্ন আত্মা এই ভিন্ন বিষয়দ্বয়ের মধ্যে সেতুরূপে বর্তমান থাকিয়া বিষয়দ্বয়ের একান্ত ভেদ অসম্ভব করিতেছেন।

'অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং
লোকানামসম্ভেদায়।'
—ছা-উ° ৮. ৪. ১।

'এই লোকসমূহের একান্ত ভেদ নিবারণের জন্য তিনি সেতুরূপে, ধারয়িতৃ-রূপে বর্তমান।' এই ইন্দ্রিয়-সন্নিহিত বিষয়ের জ্ঞাতাকে ইন্দ্রিয়-ব্যবহিত বিষয়ের জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বলিতে চাই এই জন্য যে, দুইটী বিষয়ের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে, কিন্তু এই ভেদ ও ভিন্ন বিষয়দ্বয় জানিতে গিয়া তুমি এমন একটী আত্মাকে জানিতেছ, যে এই ভিন্ন বিষয়দ্বয়ের এবং তাহাদের ভেদের আশ্রয়। সেই সেতুরূপী, আশ্রয়রূপী আত্মাকে নিজ আত্মা রূপে না জানিয়া তুমি বিষয়দ্বয়ের ভেদ ও ভিন্নতা জানিতে পারিতেছ না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ের যে ভেদজ্ঞান হইতে আপাততঃ আত্মার ভেদ বোধ হয়, সেই ভেদজ্ঞানের ভিতরেই আত্মার অভেদ ভাব নিহিত রহিয়াছে। আত্মাকে জানিতে গিয়া আমরা এমন একটী বস্তুকে জানিতেছি, যে বস্তুটী সমুদয় ভেদজ্ঞানের আশ্রয়, সুতরাং সমুদয় ভেদের অতীত। আত্মাকে জানিতে গিয়া এমন একটী বস্তুকে জানা হয় যাহার অতীত আর কিছু নাই, সমুদয় যাহার অন্তর্নিবিষ্ট, সমুদয় যাহার আশ্রিত। অনন্ত বস্তুর প্রকৃত লক্ষণ যাহা তাহা আত্মবস্তুতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। দেশ, কাল, নানাবিধ বিষয় ও ঘটনা, ভেদ, সীমা, পরিমাণ, সংখ্যা, —কিছুই আত্মার বাহিরে জানা যায় না, ভাবা যায় না। আত্মার প্রকৃতিতে একত্ব, অখণ্ডত্ব ও অসীমত্ব অবশ্যম্ভাবিরূপে বর্তমান। সেই অভেদ আত্মা আর কেহ নহে, যাঁহাকে আমি আমার আত্মা বলিতেছি, এবং যাঁহাকে তুমি তোমার আত্মা বলিতেছ, তিনিই সেই আত্মা। যদি তোমার মানসিক জীবন ও আমার মানসিক জীবনে একান্ত ভেদ থাকিত, উভয়ের মূলে এক অভেদ আত্মা না থাকিতেন, তবে আমাদের পরস্পর পরিচয়ের কোন উপায় থাকিত না—এক জন আর এক জনের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতে পারিতাম না। উভয় জীবন একই পরমাত্মার জ্ঞানাশ্রিত, এবং পরমাত্মাই জ্ঞাতারূপে উভয় জীবনে অনুপ্রকাশিত, ইহাতেই পরস্পরের পরিচয় সম্ভব হইয়াছে। আমার আত্মা যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্গত বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া অন্য ব্যক্তিগত জীবনের তত্ত্বও জানিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমার আত্মা কেবল আমার আত্মা নহে, ইহা সেই অপর ব্যক্তিরও আত্মা। এই সত্য দর্শন করিয়াই উপনিষদ্ পরমাত্মাকে 'সর্বভূতান্তরাত্মা' বলিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আত্মা বলি, তাহাকে জানিতে গিয়া আমরা বস্তুতঃ অসীম বিশ্বাত্মাকেই জানি। জড়জগৎ ও জীবজগতের নানা ভেদ জানিতে গিয়াও এক অখণ্ড অভেদ পরমাত্মাকেই জানি। প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই; প্রকৃত আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, কারণ ব্রহ্ম আত্মরূপী। তিনি বিশ্বাত্মা, এবং তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম — বেদান্ত-শ্রুতিতে ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবেই বর্ণিত হইয়াছেন। ঈশাদি দশোপনিষদে 'সগুণ', 'নির্গুণ' শব্দদ্বয় নাই। কিন্তু শব্দ-দ্বয়ের ভাব যাহা তাহা স্পষ্টরূপেই দশোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে এই শব্দদ্বয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সগুণ নির্গুণাত্মক অসংখ্য বর্ণনা হইতে আমরা এস্থলে ২।১টী মাত্র উল্লেখ করিয়া সগুণ নির্গুণ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসন্নিত্য-
মগন্ধবচ্চ যৎ।
'অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য
তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥'
—কঠ-উ° ১. ৩. ১৫।

অর্থাৎ—'যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য, অরস, গন্ধহীন, এবং অনাদি, অনন্ত, (বুদ্ধিনামক) মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।'

পুনশ্চ,—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনংপ্রবিষ্টো রূপং রূপং
প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি-
রূপো বহিশ্চ॥'
—কঠ-উ° ২. ২. ৯।

অর্থাৎ—'যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন।' এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, ব্রহ্মের পক্ষে নানা বস্তু-রূপী হওয়া, আর সমুদয় বস্তুর বাহিরে থাকা, এই

দুই ভাবকে বৈদান্তিক ঋষিগণ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে করিতেন না। তৎপরে—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরো-
মুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ।'

—শ্বেত-উ° ৩. ১৬. ১৭।

অর্থাৎ—'সর্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ। তিনি সমুদয় ব্যাপিয়া জগতে বাস করিতে-ছেন। সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকাশক, সমুদয় ইন্দ্রিয়বর্জিত, সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের মহৎ শরণকে ব্রহ্মবাদিগণ কীর্তন করেন।' পুনশ্চ—

'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী
সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা
কেবলো নির্গুণশ্চ।'

—শ্বেত-উ° ৬. ১১।

অর্থাৎ—'সেই অদ্বিতীয় দেবতা সর্ব-ভূতে গূঢ়রূপে বর্তমান, সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতস্থিত, সাক্ষী, চেতয়িতা, সত্ত্বান্তর-নিরপেক্ষ ও নির্গুণ।

ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, অথবা উভয়ই, ইহা নির্ধারণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে 'গুণ' শব্দের অর্থ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। 'গুণ' সাংখ্য-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। দেখা যাক্ সেখানে ইহার অর্থ কি? সাংখ্যশাস্ত্রে সমগ্র অস্তিত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত; প্রকৃতি মূলে অচেতনা, তবে তিনি পুরুষের সান্নিধ্য-বশতঃ এক প্রকার উপরঞ্জিত চৈতন্য প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কিন্তু সেই ক্রিয়া-শীলতাও পুরুষ-সান্নিধ্যের ফল। পুরুষ সচে-তন ও নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি এক, পুরুষ বহু। সমগ্র বিষয়-জগৎ প্রকৃতির কার্য, প্রকৃতির বিকার, প্রকৃতির রূপ। পুরুষ অবিকার্য, নিষ্ক্রিয়, তাঁহার কোনকার্য নাই, মহাপ্রলয়ের সময়ে এই অব্যক্তা শক্তি যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্যক্তভাব ধারণ করিতে থাকেন, তখন তন্মধ্যে তিনটী মৌলিক গুণের ভেদ করা যায়; সেই তিনটী গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় শক্তিরূপিণী প্রকৃতির তিনটী বিকার বা রূপ, তিনটী শক্তি। সমগ্র বিষয়জগৎই এই তিন শক্তির কার্য। সর্বত্রই এই তিন শক্তি পরস্পর-মিশ্রিত ভাবে কার্য করিতেছে। যে শক্তি-প্রভাবে বুদ্ধিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, বস্তুর সত্য ভাব প্রতিভাত হয় ও হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহার নাম সত্ত্বগুণ। যে শক্তিতে অন্তঃকরণ বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অনুরক্ত হয়, সুতরাং অপর বস্তুতে দ্বেষযুক্ত হয়, এবং এরূপ রাগদ্বেষগ্রস্ত মোহপ্রাপ্ত পুরুষ অসংযত ভাবে কর্মচক্রে ঘূর্ণায়মান হন, সেই শক্তির নাম রজোগুণ। যে শক্তিতে জ্ঞানের বিকাশ হইতে দেয় না, যাহাতে জড়তা ও মোহ উৎপাদন করে, তাহার নাম তমোগুণ। গুণত্রয়ের এই ব্যাখ্যাতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক গুণই পুরুষের সম্বন্ধে পুরুষের সহিত যোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

জগতের কারণরূপিণী অব্যক্তা শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনরূপে ব্যক্ত হন, এই কথা বৈদান্তিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই—যে প্রভেদ সাংখ্য বেদান্তের মৌলিক প্রভেদ—যে, সাংখ্যের স্বতন্ত্রা প্রকৃতি বেদান্তে স্বতন্ত্রা নহেন, বেদান্তে তিনি পরম পুরুষের অধীন। কেবল কার্যকারিতা সম্বন্ধে অধীন নহেন, সত্তা সম্বন্ধেও অধীন। তিনি পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নহেন, তিনি সেই শক্তিমানের শক্তি মাত্র। বেদান্ত মতে বিষয় বিষয়ীর অধীন, জ্ঞেয় জ্ঞাতার অধীন, বিষয়ীকে ছাড়িয়া বিষয়ের, জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া জ্ঞেয়ের, কোন সত্তা নাই। জগৎ দেশ কালের অধীন, ইহাতে দেশ কালের সীমা আছে, ভেদ আছে। এই বস্তু সেই বস্তু নহে, এই স্থান সেই স্থান নহে, এই ঘটনা সেই ঘটনা নহে, আজ কাল নহে, ইত্যাদি এরূপ অবচ্ছেদ, এরূপ বিভাগ ছাড়া জগতের কোন বস্তু ভাবা যায় না। প্রকৃতির মৌলিক গুণত্রয়েও এই অবচ্ছেদ রহিয়াছে। সত্ত্ব রজঃ নহে, রজঃ তমঃ নহে; গুণত্রয় পরস্পর ভিন্ন, পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। অপর দিকে, পরমেশ্বর অসীম, অনন্ত। বিষয় পরার্থ, পরাধীন, বিষয়ীর অধীন; পরমেশ্বর স্বাধীন, স্বতন্ত্র, তাঁহার সত্তা আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না। দেশ প্রকৃতার্থে অসীম নহে কারণ দেশের অতীত এমন কিছু আছে, দেশ যাহার অধীন; ইহা পরমাত্মার অধীন। তিনি দেশের আশ্রিত নহেন, দেশ তাঁহার আশ্রিত। তিনি দেশে নহেন, দেশ তাঁহাতে। তেমনই কালও অসীম নহে, কারণ ইহা ইহার অতীত যে পরমাত্মা তাঁহার অধীন। পরমাত্মা কালে নহেন, কাল পরমাত্মাতে। তেমনই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় স্বাধীন স্বতন্ত্র নহে, ইহারা পরমেশ্বরের অধীন। তিনি আশ্রয়রূপে থাকাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কার্য চলিতেছে। ইহারা সসীম, তিনি ইহাদের অসীম আশ্রয়।

পরমেশ্বর অখণ্ড দেশাতীত, অথচ, তাঁহার এমন এক শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি দেশগত জগতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড, এখানে, সেখানে, ইহা, তাহা, সৃষ্টি করিয়াছেন বা করিতেছেন। তিনি কালাতীত, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অবিকার্য, অথচ তাঁহার শক্তিতে কালরূপ প্রবাহ,—বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা-প্রবাহ—প্রবাহিত হইতেছে। তিনি একমাত্র পরিপূর্ণ বস্তু; তাঁহার অতীত অপর কিছুই থাকিতে পারে না, অথচ তাঁহারই শক্তি বিকৃত, রূপান্তরিত হইয়া পরস্পর হইতে ভিন্ন নানা বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিত্য প্রকাশস্বরূপ, নিস্তরঙ্গ আনন্দস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে প্রকাশিত হওয়া, নিরানন্দ হইতে আনন্দের অবস্থায় আসা—এরূপ কথা ঠিক খাটে না; অথচ তাঁহার শক্তির সত্ত্ব গুণের কার্যই হইতেছে জ্ঞান প্রকাশিত করা, আনন্দের উদ্রেক করা। ঐশী শক্তির রজোগুণের কার্যই হইতেছে ঐরূপ আসক্তি, বিরক্তি ও তজ্জনিত কার্য উৎপাদন করা। পুনশ্চ, পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ; কিন্তু তমোগুণের কার্যই অজ্ঞান ও দুঃখ উৎপাদন করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে

পরমেশ্বর তমোগুণের অতীত, অথচ তাঁহার শক্তি তমোগুণাক্রান্ত। মোট কথা এই বোঝা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বরের অধীন হইলেও তাহা হইতে অস্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ও তাঁহার শক্তির মধ্যে প্রভেদ অপরিহার্য এবং এই প্রভেদের ফল এই দাঁড়ায় যে পরমেশ্বর স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত, কিন্তু তাঁহার শক্তি এই গুণত্রয়যুক্ত।

'ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, অথবা উভয়ই?'—এই প্রশ্নের অর্থ কি তাহা এখন বোঝা যাইতেছে। ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশিত। তাঁহার এই জ্ঞাতৃরূপ প্রকাশ হইতে আমরা জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছি। তাঁহার এই সাক্ষাৎ প্রকাশ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তিনি অন্যত্র কি ভাবে প্রকাশিত। জ্ঞেয় বস্তু কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানেই প্রকাশিত হয় এবং কেবল জ্ঞেয়রূপেই ইহার অস্তিত্ব, চিন্তা ও বিশ্বাস করা যায়। ইহার থাকা, আর জ্ঞানে থাকা, একই কথা। জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত না করিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন লক্ষণাই করা যায় না। অতএব বিষয় সম্পূর্ণরূপেই পরাধীন। ইহা জ্ঞানের অধীন, জ্ঞাতার অধীন। অপর দিকে জ্ঞাতাও জ্ঞানেই প্রকাশিত, জ্ঞানের কর্তৃরূপে প্রকাশিত, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেও এই সম্বন্ধের দুই দিক্ সমান নহে। বিষয়ী স্পষ্টতঃই বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষয় পরার্থ, বিষয়ী স্বার্থ। বিষয় পরাধীন, বিষয়ী স্বাধীন। বিষয় অন্যের জ্যোতিতে প্রকাশিত, বিষয়ী নিজ জ্যোতিতে প্রকাশিত, স্বয়ংপ্রভ। বিষয় ব্যতীত বিষয়জ্ঞান নিশ্চয়ই বিষয়-সাপেক্ষ; কিন্তু বিষয়ী বিষয়-জ্ঞানে আবদ্ধ নহে; সে যে কেবল বিষয়কে জানে তাহা নহে, সে আপনাকেও জানে এবং আপনাকে জানে বলিয়াই বিষয়কে জানে। আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্নরূপে, বিষয়ের বিপরীতস্বভাবযুক্ত বলিয়াই জানে। আমি ইহার অধীন হইলে ইহাকে জানিতেই পারিতাম না। আমি ইহার অধীন হইলে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়ের ভেদই করিতে পারিতাম না, আর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদ না হইলে জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। আমি আপনাকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতেছি। ইহা দেশে আবদ্ধ, আমি দেশে আবদ্ধ নই। ইহা খণ্ডশীল, আমি অখণ্ড। ইহা নানা পরিবর্তনশীল, আমি সেই সকল পরিবর্তনের সাক্ষী অপরিবর্তনীয় জ্ঞান-বস্তু। দেশগত জগৎ-সম্বন্ধে যেমন, কালগত জগৎ-সম্বন্ধেও তেমনই। আমি ঘটনাকে জানিতে গিয়া আপনাকে ঘটনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানি। ঘটনা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ঘটনার অধীন নহি। আমি ঘটনার অধীন হইলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইতাম, ঘটনাকে জানিতে পারিতাম না। এই যে শব্দ-পরম্পরা আমি উৎপাদন করিতেছি, ইহা আমার অধীন বটে, কিন্তু আমি ইহার অধীন নহি, আমি ইহার অধীন হইলে ইহা উৎপাদনও করিতে পারিতাম না, শুনিতেও পাইতাম না। দেশ-কাল-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সংখ্যা ও পরিমাণ-সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক। আমি সম্মুখস্থ বহু বস্তু জানিতেছি। আমি এই সকলের ন্যায় বহু হইলে আর এই সকলকে বহু বলিয়া জানিতে পারিতাম না। বহু বস্তুকে বহু বলিয়া জানিতে হইলে জ্ঞাতাকে এক হওয়া চাই, অর্থাৎ বহুত্বের অতীত হওয়া চাই। তেমনই ছোট ও বড় বস্তুকে ছোট ও বড় বলিয়া জানিতে হইলে, অর্থাৎ ছোট ও বড়কে পরস্পর তুলনা করিতে হইলে উভয়ের অতীত হওয়া চাই। যে তুলিত বস্তুর অধীন সে তুলনায় অক্ষম।

কি অর্থে নির্গুণ, এখন তাহা কতকটা বোঝা যাইবে। উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার 'বিষয়', 'দেশ', 'কাল', 'সংখ্যা' ও 'পরিমাণ' প্রভৃতি শব্দের স্থলে 'প্রকৃতি', 'গুণ', 'সত্ত্ব', 'রজঃ', 'তমঃ' প্রভৃতি শব্দ এবং 'বিষয়ী' ও 'আত্মার' স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিলেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বোধগম্য হইবে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণসমূহ ব্রহ্মের আশ্রিত, ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক গুণের অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন। তাঁহার মূল স্বরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কিছুই নহে। তিনি গুণত্রয়ের অতীত বলিয়াই গুণত্রয়কে আশ্রয় দিতে পারিয়াছেন। তিনি গুণের অধীন হইলে, তাঁহার মূল স্বরূপ গুণযুক্ত হইলে, তিনি গুণের আশ্রয়, গুণের অবভাসক, গুণের পোষণকর্তা হইতে পারিতেন না। তিনি গুণের আশ্রয় ও পোষক বলিয়াই গুণাতীত, নির্গুণ। সত্ত্বগুণের কার্য বুদ্ধিরূপ সসীমাধারে জ্ঞান ও আনন্দ প্রতিবিম্বিত করা। এই প্রতিবিম্ব সম্ভব হইতে গেলে অপ্রতিবিম্বিত স্বয়ংপ্রভ স্বপ্রতিষ্ঠিত মূল জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক। অর্থাৎ এমন জ্ঞান ও আনন্দ আবশ্যক যাহার উপর সত্ত্ব গুণের অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মূল জ্ঞান ও আনন্দকে সাত্ত্বিক বলা যাইতে পারে না, সগুণ বলা যাইতে পারে না, তাহা নির্গুণ। তেমনই রজোগুণাত্মিকা আসক্তি, বিরক্তি ও তজ্জনিত কর্মবন্ধন সম্ভব হইতে গেলে এই সমুদয়ের মূলে অনাসক্ত, অবিরক্ত ও কর্মবন্ধনের অতীত আত্মা থাকা আবশ্যক। মূলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমাত্মা না থাকিলে অপবিত্রতা ও বন্ধনের কোন অর্থই থাকিতে পারে না। সুতরাং রজোগুণের আশ্রয় যিনি, তিনি রজোগুণের অতীত বিরজঃ, নির্গুণ। পুনশ্চ, তমোগুণের কার্য অজ্ঞান এবং মোহও কেবল জ্ঞানের সত্তাতেই সত্তাবান্। জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানকে অজ্ঞানাত্মক ও মোহাত্মক বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান ও সুখ তমোগুণের অতীত, অতমঃ, নির্গুণ। এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মের মূল স্বভাব অনন্ত, অনবচ্ছিন্ন, গুণত্রয়ের অতীত, অর্থাৎ নির্গুণ।

কিন্তু ব্রহ্মের মূল স্বরূপ গুণস্পর্শের অতীত হইলেও ব্রহ্ম গুণের সহিত অসংযুক্ত নহেন। তিনি যখন গুণের আশ্রয়, গুণের অবভাসক, গুণ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কার্যও করিতে পারে না,

গুণ যখন তাঁহারই শক্তির বিকার, তখন তাঁহাকে আর কিরূপে গুণের সহিত অসম্পর্কিত বলা যায়? তাঁহার সত্তা, তাঁহার চিৎ বা জ্ঞান এবং তাঁহার আনন্দ, তাঁহার সৎচিৎ ও আনন্দাত্মক স্বরূপ, যাহা তিন ভাবে বর্ণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে একই—সেই মূলস্বরূপ গুণাতীত নির্গুণ হইলেও যখন ইহার আশ্রয়ে গুণাত্মক কার্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের কার্য—ঘটিতেছে, তখন এই কার্যকে তাঁহারই কার্য বলিতে হইতেছে। এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ মূলস্বরূপ অবিকার্য, নিশ্চল, অপরিবর্তনীয়, সুতরাং নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহাকে এক অর্থে সক্রিয়, সুতরাং পরিবর্তনশীল বলিতে হইতেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহাকে স্বরূপের দিক্ হইতে নির্গুণ বলিয়াও শক্তির দিক্ হইতে সগুণ বলিতে হইতেছে। সগুণ অর্থ গুণের সহিত বর্তমান—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সহিত সংযুক্ত। ব্রহ্মের এই যে দুই ভাব, স্বরূপ ও শক্তি, নির্গুণ ও সগুণ ভাব, এই দু'য়ের কোনটাই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু যখন নাই, বস্তুমাত্রই যখন ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, তখন স্বীকার করিতে হইবে, শক্তিরূপী ব্রহ্মই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ ধারণ করিয়া প্রতিভাত হন—গুণাত্মক বিবিধ বস্তুরূপে পরিণত হন। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব এবং সমগ্র জগৎ এই শক্তিরূপী ব্রহ্মের পরিণাম, রূপ বা মূর্তি। যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ জানেন না, পরম্পরা প্রাপ্ত, অপরীক্ষিত, অচিন্তিত বিশ্বাসই যাঁহাদের এক মাত্র সম্বল, তাঁহারা স্বভাবতঃই এরূপ ভাষায় আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা এই সম্বন্ধে কিয়ৎ-পরিমাণেও বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা জগৎকে ঐশী শক্তির পরিণাম, ঐশী শক্তির রূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ ভাষা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ব্রহ্ম যদি নির্গুণ সগুণ উভয়ই হইলেন, তবে শাস্ত্রে সগুণের উপর নির্গুণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে কেন? উপরি-উক্ত আলোচনার পর এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। নির্গুণভাব স্বরূপাত্মক, সগুণভাব শক্ত্যাত্মক। স্বরূপ এবং শক্তির প্রভেদ ও তারতম্য পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মায়াবাদ ও পরিণামবাদ—ব্রহ্ম যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করেন, জগৎরূপে প্রকাশ পান, সে শক্তি কীদৃশী? সে শক্তি কি প্রকৃত বস্তু উৎপাদন করে, অথবা আপাত, অসার, প্রাতিভাসিক বস্তু উৎপাদন করে? অন্য কথায় বলিতে গেলে, সে শক্তিদ্বারা কি ব্রহ্ম আপনাতে প্রকৃত পরিবর্তন, প্রকৃত ভেদ উৎপাদন করেন, অথবা আপনি অভেদ অপরিবর্তিত থাকিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আপাত দৃশ্যমান্ কল্পিত ব্যাপার সংঘটিত করেন, আপনাকে পরিবর্তিত, ভিন্নবৎ দেখান? পারিভাষিক শব্দে বলিতে গেলে, সে শক্তি 'পরিণামশক্তি' কি 'মায়াশক্তি'? —'বিকার-শক্তি' কি 'বিবর্তনশক্তি'? জগতের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' বলা উচিত, অথবা সে সম্বন্ধ মায়িক বলিয়া তিনি 'নির্বিশেষ'? তিনি জগদ্বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাকে 'বিশিষ্টাদ্বৈত' বলা উচিত অথবা জগৎ মায়িক বলিয়া তিনি 'বিশুদ্ধাদ্বৈত'?

এই মতভেদ উপনিষদে নাই। উপনিষদে স্বীকৃত ব্রহ্মশক্তিকে বিশেষভাবে বর্ণিত ও নির্দেশিত করিতে গিয়াই এই মতভেদ ঘটিয়াছে। উভয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারিগণই আপন আপন মতের পক্ষে বহুল উপনিষদ্-বাক্য উদ্ধৃত করেন, কিন্তু এই সকল বাক্যের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন, কাজেই শ্রুতি প্রমাণে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। শ্রুতির ব্যাখ্যাতেই যখন মতভেদ হয়, তখন সূক্ষ্মতর যৌক্তিক প্রমাণ-সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ হইবারই সম্ভাবনা। আধুনিক সময়ে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত মহাত্মা শঙ্করাচার্য মায়াবাদের এবং মহাত্মা রামানুজস্বামী পরিণামবাদের প্রধান আচার্য বলিয়া পরিগণিত। শঙ্কর খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী ও রামানুজ ১২শ শতাব্দীর লোক; সুতরাং শঙ্কর রামানুজকে জানিতেন না। কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে পরিণামবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। তাহাতেই বোঝা যায়, তাঁহার সময়ে পরিণামবাদ প্রচারিত ছিল। শঙ্করের লেখার ভাবে বোধ হয় তাঁহার পূর্বেই মায়াবাদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই মত কত দূর প্রাচীন তাহা বলা যায় না। শারীরকসূত্রে ইহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কেবল শাঙ্করভাষ্যেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। যাহা হউক, শারীরক-সূত্রে যদি মায়াবাদ স্পষ্টভাবে না থাকে, তাহাতে রামানুজের মতও পূর্ণভাবে নাই। তবে মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, মায়াবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদ প্রাচীনতর। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক; কারণ, মায়াবাদ পরিণামবাদ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। মানববুদ্ধির পক্ষে সূক্ষ্মের ভাবনার পূর্বে স্থূলের ভাবনাই স্বাভাবিক।

পূর্বে এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী ছিলেন যাঁহারা সাংখ্য ও বেদান্তে বিরোধ স্বীকার করিতেন না। পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে সাংখ্য-বেদান্তের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যে এই সামঞ্জস্য দার্শনিকভাবে দেখাইয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতিকে যদি ব্রহ্মাধীন শক্তিরূপে স্বীকার করা যায়, এই শক্তিজাত ব্যাপার-সমূহকে প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক না বলিয়া পারমার্থিক, প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, সাংখ্যের নির্মল শুদ্ধ আত্মাকে বহু না বলিয়া যদি এক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবেই সাংখ্য বেদান্তে মৌলিক একত্ব সাধিত হইল। শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এবং স্মৃতির মধ্যে ভগবদ্গীতাতে এই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রে মায়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, সূত্রকারকে এক প্রকার পরিণামবাদীই বলিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই, উপনিষদে মায়াবাদ আছে কি না? সূত্র-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতি-সম্বন্ধে তাহাই বলা যায়,—শ্রুতিতে স্পষ্ট মায়াবাদ নাই, সুতরাং

এক অর্থে ইহাকে পরিণামবাদিনী বলা যায়। কিন্তু শ্রুতি ও সূত্র উভয়েতেই মায়াবাদ স্পষ্টরূপে না থাকিলেও বীজাকারে আছে এবং সূত্র অপেক্ষা বরং শ্রুতিতে এই বীজ অপেক্ষাকৃত স্ফুটতর। অদ্বৈতবাদ মাত্রেই কোন না কোন আকারে মায়াবাদ মানিতে হইবে। যিনি স্বীকার করিবেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বস্তু, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জীব ও জড়ের অস্তিত্ব আপেক্ষিক—ব্রহ্ম যে অর্থে ও যে পরিমাণে সত্য, জড় ও জীব সেই অর্থে ও সেই পরিমাণে সত্য নহে। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সত্যতার সোপান ও প্রকার স্বীকার করিতে হইবে। এই বাধ্যতাবশতঃই মায়াবাদী সত্যের ভিতরে প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক, এই তিন সোপান স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মব্যতীত আর সমুদয় বস্তুকে হয় প্রাতিভাসিকভাবে না হয় ব্যাবহারিকভাবে সত্য বলেন। তাঁহার মতে কেবল ব্রহ্মই পারমার্থিকভাবে সত্য। যিনি সৃষ্ট বস্তুকে আপেক্ষিক বলেন, অথচ সত্যের ভিতরে কোন সোপান দেখেন না, তাঁহার চিন্তা নিশ্চয়ই স্থূলতাদোষে দূষিত। তারপর, জীব যে অবিদ্যার বশ, সে যে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে ও প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বলিয়া মনে করে এবং ব্রহ্মের সহিত আপনার ও প্রকৃতির একত্ববোধ না হইলে যে তাহার মুক্তি নাই, এই সকল কথা অদ্বৈতবাদিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল কথা স্বীকার করিলে, তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মের এমন এক শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি স্বয়ং ভেদবোধশূন্য হইয়াও জীবের বুদ্ধিতে মিথ্যা ভেদবোধ, জড় ও জীবের স্বতন্ত্রতাবোধ উৎপাদন করিতে পারেন। এই শক্তিকে মায়া বলা হউক আর নাই হউক, এই শক্তি স্বীকার করিলেই মায়াবাদের মূল কথা স্বীকার করা হইল। মায়াবাদীও ব্রহ্মকে মায়াধীন মনে করেন না, জীবকেই মায়াধীন বলেন। যাহা হউক, এই যে বীজাকারে মায়াবাদ, এই মায়াবাদ শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই আছে। দ্বৈতবোধ যে ভ্রমমূলক, সম্যক্ জ্ঞানে যে এই দ্বৈতবোধ থাকে না, তাহা উপনিষদে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।'—বৃহ উ° ২. ৪. ১৪। অর্থাৎ—'যে অবস্থাতে, যেন দ্বৈত থাকে, সে অবস্থায় এক জন অপরকে দেখে, এক জন অপরকে আঘ্রাণ করে, এক জন অপরকে শুনে, এক জন অপরকে অভিবাদন করে, এক জন অপরকে মনন করে, এক জন অপরকে জানে। কিন্তু যে অবস্থায় সাধকের পক্ষে সমুদয়ই আত্মরূপী হইয়া যায়, সে অবস্থায় তিনি কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবেন, কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবেন, কিসের দ্বারা কাহাকে শুনিবেন, কিসের দ্বারা কাহাকে অভিবাদন করিবেন, কিসের দ্বারা কাহাকে মনন করিবেন, কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবেন? অর্থাৎ সে অবস্থায় সাধকের কর্তা, কর্ম ও করণে একত্ববোধ হয়।

দ্বাদশখানি উপনিষদের মধ্যে একাদশখানিতে একটী স্থল ব্যতীত কুত্রাপি 'মায়া' শব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে 'মায়া,' 'মায়ী,' 'জাল,' 'জালবান্' প্রভৃতি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শঙ্কর ও তৎশিষ্যগণের বিকসিত মায়াবাদ যেমন একাদশ উপনিষদে নাই, তেমনই শ্বেতাশ্বতরেও নাই।

মায়াবাদ ও পরিণামবাদের বিশেষ ব্যাখ্যা দিবার পূর্বে আমরা পরিণামবাদী রামানুজের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শঙ্করের আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপ, তাহা দেখান হইয়াছে। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই জীবের আত্মা; জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে এক, ভেদ কেবল উপাধিতে। রামানুজের মতে বস্তু তিনটী—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বাধার অনন্ত বস্তু। চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় ঈশ্বরের আশ্রিত বস্তু। ইহারা প্রলয়কালে ঈশ্বরে বীজাকারে থাকে, সৃষ্টিকালে বিকসিত হয়। ইহারা ঈশ্বরের শরীরস্বরূপ—ঈশ্বরের 'প্রকার'। তিনি অন্তর্যামিরূপে ইহাদিগকে পরিচালিত করেন, কিন্তু ইহাদের সহিত তাঁহার ভেদ আছে। অভেদবাচিকা শ্রুতিসমূহকে রামানুজ এই ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, কিছুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, সকলই ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের শরীররূপী। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশমাত্র। একে তো ব্রহ্মের অংশ থাকিতে পারে না, ব্রহ্ম অখণ্ড; তার পর, অংশের সহিত সমষ্টির একতা প্রকৃত একতা নহে। জ্ঞান স্বয়ং খণ্ডত্ব অনুভববিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ; আর ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার আংশিক ভিন্নত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ। সুতরাং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যুক্তি ও শ্রুতি উভয়-বিরুদ্ধ। তিনি ভেদের উপরই অধিক ঝোঁক দিয়াছেন। ভেদ যে একান্ত মিথ্যা তাহা নহে, কিন্তু ভেদের প্রকৃত ভাব এবং ভেদের ভিতরের অভেদ রামানুজ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

এখন আমরা কিছু বিস্তৃতভাবে মায়াবাদ ও পরিণামবাদের প্রভেদ ব্যাখ্যা করিব। এই ব্যাখ্যাতে আমরা প্রাচীনদের প্রদত্ত উদাহরণেই আবদ্ধ থাকিব না, আধুনিক পাঠকের উপযোগী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তও ব্যবহার করিব। প্রাচীনেরা শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম, দ্বিচন্দ্র ভাণ, স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারা অবিদ্যার প্রভাব বুঝাইতেন। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাব যখন কেবল ঐরূপ আকস্মিক ভ্রমে আবদ্ধ নহে, ইহার প্রভাব যখন প্রাকৃত জীবনব্যাপী, তখন আকস্মিক ভ্রমের দৃষ্টান্তে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারসমূহকেও দৃষ্টান্তরূপে আনা উচিত। কথিত দৃষ্টান্তসমূহ 'প্রাতিভাসিক' সত্যের দৃষ্টান্ত। যাহা এখন সত্য বলিয়া

বোধ হয়, পর মুহূর্তে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য। কিন্তু মায়াবাদ অনুসারে যে সকল ব্যাপার প্রাকৃত জীবনে, অপরোক্ষানুভব ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায়ই সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল সত্যও 'ব্যাবহারিক' মাত্র, সেই সকলও অবস্থার ফল। সুতরাং মায়াবাদের ব্যাখ্যায় এই সকল ব্যাপারেরও মিথ্যাত্ব, আপেক্ষিকত্ব, প্রদর্শিত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে প্রাচীন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষকর নহে; এই জন্য আমার এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বন করিব। আর, পরিণামবাদের পক্ষে যত দূর বলা যাইতে পারে, আমাদের বোধ হয় রামানুজ তাহা বলেন নাই, অথচ মায়াবাদ পরিণামবাদের বিচারে তাহা উক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং এই বিষয়েও আমরা কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন সীমা অতিক্রম করিব। আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দ্বিতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে যুক্তিপ্রমাণ, ব্যাখ্যা করিব।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে, এক মাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎকে জানা হয়, কারণ জাগতিক বস্তুসমূহ ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই সমুদয় মৃত্তিকা জানা হয়, কারণ, মৃত্তিকানির্মিত বস্তু যাহা তাহা মৃত্তিকা মাত্র, আর কিছুই নহে, ঘট শরাবাদি শব্দগুলি বাক্য মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তুর পরিচায়ক নহে, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য বস্তু, তেমনই ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, জগৎকার্য ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছুই নহে। এই দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় ও ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পরিণামবাদী ও মায়াবাদীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। পরিণামবাদী বলেন, এই দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের একত্ব নানাত্ব উভয়ই সূচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এক অখণ্ড বস্তু বটে, কিন্তু তিনিই আবার নানা বস্তুরূপী হন। যেমন ঘট শরাবাদি মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হইয়াও পরস্পর ভিন্ন, তেমনই ব্রহ্ম কারণরূপে এক হইয়াও কার্যরূপে ভিন্ন। যেমন বৃক্ষ এক হইলেও শাখাভেদে নানা, যেমন সমুদ্র এক হইলেও ফেনতরঙ্গাদিভেদে নানা, তেমনই ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। মায়াবাদী বলেন, উক্ত দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ঘট শরাবাদি কার্যজাত কেবল বাক্যকৃত, মৃত্তিকাই কেবল সত্য, সুতরাং বিকার মিথ্যা, বিকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। তেমনই ব্রহ্মই সত্য, কার্যরূপ জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কোন বস্তু নাই। জীবাত্মাও যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছু নহে, ব্রহ্মই, তাহা 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই বস্তু) এই বাক্য দ্বারাই বোঝা যাইতেছে। অভেদবাচক বাক্য আরও অনেক আছে, যথা 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' এই সমস্ত ব্রহ্মরূপ, 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' এই যে আত্মা সেই এই সমস্ত, 'ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্' এই সমস্ত ব্রহ্মই, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ব্রহ্মে কিছু মাত্র নানা ভাব নাই, ইত্যাদি। বিশেষতঃ শ্রুতি সর্বত্রই মোক্ষলাভকে একত্ব জ্ঞানের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নানাত্ব জ্ঞানের কোন ফলই উল্লেখ করেন না। যদি একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য হয়, তবে শ্রুতি-কথিত মোক্ষবিজ্ঞানকে মিথ্যা বলিতে হয়। পরিণামবাদী বলেন, নানাত্ব যদি সত্য না হয় তবে, (১) প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ, (২) নানা ফলপ্রতিজ্ঞাযুক্ত বৈদিক কর্ম, (৩) গুরুশিষ্য ভেদাত্মক মোক্ষশাস্ত্র, এই সমুদয়ই নির্বিষয় ও মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। মায়াবাদী বলেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক ভাবে এই সমুদয়ের কিছুই সত্য নহে, কেবল ব্যাবহারিক ভাবেই সত্য। যতদিন অবিদ্যার প্রভাব থাকে, ততদিনই এই সমুদয় সত্য বলিয়া বোধ হয়, সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, অদ্বৈত বস্তু উপলব্ধ হইলে, এই সমুদয়কে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, যেমন স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারসমূহকে মিথ্যা বলিয়া জানে। যদি নানাত্ব সত্য হইত, তবে শ্রুতি (ছা·উ° ৬. ১৬) তপ্তপরশু-পরীক্ষিত তস্করের দৃষ্টান্ত দিয়া ভেদদ্রষ্টাকে 'অনৃতাভিসন্ধ' বলিতেন না, এবং 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (কঠ-উ° ২.১.১১), 'যে ইহাতে নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়,' এই বলিয়া ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিতেন না।

এখন, যুক্তি ও অনুভব কি বলে দেখা যাক্। পরিণামবাদী যে বলেন, স্বয়ং ব্রহ্মই নানা বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহা মায়াবাদীর মতে অসম্ভব। যিনি দেশাতীত অখণ্ড, অসীম তিনি কিরূপে প্রকৃতপক্ষে বহু হইবেন? যিনি অদ্বিতীয়, তিনি কিরূপে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু উৎপাদন করিবেন? অসীম, অপরিবর্তনীয়, এক ও অদ্বৈতের পক্ষে সসীম, পরিবর্তনশীল, বহু ও সদ্বৈত হওয়ার অর্থ স্বরূপবিচ্যুত হওয়া। স্বরূপবিচ্যুত হওয়া ব্রহ্মের পক্ষে কিরূপে সম্ভব? আর, স্বরূপ-বিচ্যুত না হইয়া বর্ণিতরূপ হওয়া—অর্থাৎ অসীম-সসীম, নিত্য-অনিত্য এক-বহু, অদ্বৈত-সদ্বৈত হওয়া—ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? এই সমস্ত বিশেষণ স্ববিরুদ্ধ। এরূপ বিশেষণযুক্ত বস্তু থাকা অসম্ভব। ত্রিভুজ বৃত্ত, বক্র সরল রেখা, স্বর্ণময় প্রস্তরপাত্র থাকা যতদূর সম্ভব, উক্ত বিশেষণ যুক্ত বিশেষ্য থাকাও তত দূর সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম সসীম, অনিত্য ও বহু হন নাই, ইহা নিশ্চয়, এবং ব্রহ্মব্যতীত বস্তু যখন নাই,—অসীম, নিত্য, এক, অদ্বিতীয় বস্তু ব্যতীত বস্তু যখন নাই—তখন প্রকৃত পক্ষে সসীম, অনিত্য, বহু ও সদ্বৈত বস্তু থাকিতে পারে না, ইহাও নিশ্চয়। অথচ আমাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানে বোধ হয় ঈদৃশ বস্তু আছে। তবেই বুঝিতে হইবে যে, এই সকল বস্তু আপাত বস্তু মাত্র, প্রকৃত বস্তু নহে; এই সকল আছে বলিয়া বোধ হয় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত নাই। আর ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি এই সমুদয় বস্তু উৎপাদন করে, সেই শক্তি ইন্দ্রজালবৎ শক্তি, প্রকৃত-সত্তাশূন্য আপাত বস্তু উৎপাদনের শক্তি। এই শক্তি 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' — যাহা প্রকৃত পক্ষে ঘটিতে পারে না তাহাই আপাত-রূপে ঘটাইতে সক্ষম। একমাত্র অদ্বিতীয় অসীম নিত্য বস্তুর বর্তমানে সসীম ও অনিত্য

বস্তু থাকা অসম্ভব, অথচ এই শক্তি এই ধারণা জন্মাইতেছে যে, এরূপ বস্তু আছে; সুতরাং ইহার 'মায়া' নাম অনর্থক ও অনুচিত নহে, সম্পূর্ণরূপেই সার্থক ও উপযুক্ত।

কিন্তু বস্তুরূপে প্রতীয়মান, প্রত্যক্ষগোচর (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর) বস্তুসমূহকে অপ্রকৃত, আপাত বলিয়া বর্ণনা করা কত দূর যুক্তিসঙ্গত? বাস্তব কথা এই, প্রত্যক্ষ বস্তুত্বের প্রমাণ নহে। যুক্তি ও অনুভবদ্বারা শোধিত না হইলে প্রত্যক্ষ পদে পদেই আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তির প্রমাণই গ্রহণ করি এবং প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপারসমূহকে প্রাতিভাসিক, আপাত ব্যাপার বলিয়া সিদ্ধান্ত করি।

তার পর, অনুভব স্ফুরিত হইলে দেখা যায়, অনুভবলব্ধ সত্যের কাছে যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তও দাঁড়াইতে পারে না, তার কাছে যুক্তিলব্ধ সত্যও আপাত ব্যাবহারিক সত্য মাত্র, পারমার্থিক সত্য নহে। সম্মুখস্থ কাগজখণ্ড ও কাগজের জ্ঞাতা আমি—আপাততঃ মনে হয়, এস্থলে দুইটী বস্তু বর্তমান। ব্যবহারোপযোগী ভাষা এবং সাধারণ প্রাকৃত চিন্তা, উভয়ই এই দ্বৈত ভাবব্যঞ্জক। কিন্তু গভীর অনুভবের অবস্থায় এই দ্বৈত ভাব দূর হইয়া যায়। যে পাঠকের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম বিচারযোগে সেই অনুভবের আভাস উৎপাদন করা অসম্ভব নহে, এই জন্য কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিচার করা হইতেছে। কাগজখণ্ড আমাদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে; এই যে আমার দৃষ্টিতে কাগজখণ্ডের প্রকাশ, এই প্রকাশ হইতে স্বতন্ত্র করা যায় কি না? দৃষ্টি-বিচ্যুত হইলে কাগজখণ্ডের দৃশ্য গুণ, অর্থাৎ রূপ, বর্ণ, আর কিছু থাকে না। তেমনই স্পর্শ-বিচ্যুত হইলে ইহার শীতলতা মসৃণতাদি স্পর্শগুণ আর কিছু থাকে না। দৃষ্টি-বিচ্যুত রূপ আর স্পর্শ-বিচ্যুত স্পর্শগুণ অভাবনীয় অর্থহীন ব্যাপার। এইরূপে দেখা যায়, কাগজখণ্ডের যে কোন গুণের বিচার করা যাক্, সমুদয়ই জ্ঞানসাপেক্ষ, কাগজখণ্ড জানা না হইয়া থাকিতে পারে না, ইহার পক্ষে থাকা আর জানা হওয়া একই কথা। তাহা হইলে, এস্থলে যে দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু অনুভূত হইতেছে তাহা নহে, একটী বস্তুই অনুভূত হইতেছে, সেটী জ্ঞানবান্ আত্মা। ব্যাবহারিক ভাষায় তত্ত্বটী প্রকাশ করিতে হইলে ইহা দ্বৈতব্যঞ্জক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুভূত বস্তু একটীমাত্র। এস্থলে আত্মা নিজ স্বরূপগত অনুভবসহ প্রকাশ পাইতেছে, আত্মা ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু প্রকাশ পাইতেছে না। কাগজখণ্ডের উর্ধ্বভাগ ও অধোভাগ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন, ব্যাবহারিক জগতে এই প্রভেদ অস্বীকার্য নহে। দুইটী ভাগ দেশের দুই অংশে অবস্থিত, সুতরাং একে অন্য হইতে ভিন্ন। কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে দেশের অংশ কোথায় থাকে? দেশই বা কোথায় থাকে? এক অখণ্ড আত্মাতে উর্ধ্ব অধঃ উভয়ই প্রকাশিত, উভয়ই ধৃত; এক অখণ্ড আত্মাই দেশরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, দেশরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই একমাত্র প্রকৃত বস্তু, আর তাঁহার অংশ নাই, বিভাগ নাই। আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে দেশের অংশ নাই, অথবা অংশ না থাকিলে যদি দেশ না থাকে তবে দেশও নাই। অর্থাৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যাহা অংশযুক্ত দেশ, আত্মদৃষ্টিতে তাহাই নিরংশ অখণ্ড আত্মা।

দেশ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য গুণ-সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বর্ণ ও শীতলতা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়; কিন্তু ইহারা একই অভিন্ন আত্মাতে প্রকাশিত, অনুভূত, সুতরাং আত্মদৃষ্টিতে ইহাদের ভিন্নতা নাই। যে দেশের আপাত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এই সকল বিষয়গুণ প্রকাশিত, সেই দেশ আত্মদৃষ্টিতে অখণ্ড। যে কালের আপাত ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহারা প্রকাশিত, সেই কালও আত্মাতে অখণ্ড। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই সমস্ত ভেদ আত্ম-ভেদ নহে। আত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকল কালেই বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের ভেদ নাই—তিনি নিত্য, অপরিবর্তনীয়। সুতরাং এই সকল ভেদ মৌলিক নহে, ইহাদের মূল অভেদ এবং ইহারা আত্মার ভেদ নহে, কোন বস্তুর ভেদ নহে; ইহারা এক, অদ্বিতীয়, অভিন্ন আত্মবস্তুর আশ্রিত ব্যাপারমাত্র।

পরিণামবাদী বলিতে পারেন, ব্রহ্মকে যে আমরা অসীম, এক, অদ্বিতীয় বলি—এই বলাতেই এই সকল স্বরূপ লক্ষণের মধ্যেই কি একটী সূক্ষ্মভেদ বর্তমান নাই? ব্রহ্ম দেশাতীত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার না থাকিলে দেশাতীত শব্দের কি কোন অর্থ হয়? দেশ ব্রহ্মাশ্রিত বটে, কিন্তু আশ্রয় আশ্রিতের এই ভেদটুকু আবশ্যক, ইহা না থাকিলে 'দেশাতীত' শব্দের কোন অর্থ থাকে না। তেমনি ব্রহ্ম কালাতীত, অপরিবর্তনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু কাল না থাকিলে, পরিবর্তন না থাকিলে, 'কালাতীত', 'অপরিবর্তনীয়' শব্দের কোন অর্থ নাই। ব্রহ্ম এক অখণ্ড ইহা সত্য বটে, কিন্তু 'বহু' ও 'খণ্ডিত' বিশেষণে বিশেষিত কোন ব্যাপার না থাকিলে 'এক' শব্দের, 'অখণ্ড' শব্দের কি কোনও অর্থ হইতে পারে? এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও তাঁহার আশ্রিত এক প্রকার সূক্ষ্ম ভেদ মানিতে হয়।

মায়াবাদী বলেন, আমি বস্তুগত ভেদই মানি না, স্বরূপগত ভেদই মানি না। কিন্তু ব্রহ্মের সত্যং জ্ঞানমনন্তং স্বরূপ এবং তাঁহার জগৎপ্রসারিণী শক্তি, এই দুয়ের প্রভেদ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই প্রভেদকে আমি ব্রহ্মের স্বগত ভেদ বলি না, দ্বৈত ভাব বলি না; কারণ ব্রহ্মের এই জগৎপ্রসারিণী শক্তি আছে বলিয়া যে তিনি ভিন্ন হইয়া যান তাহা নহে, ইহা থাকাতেও তিনি অভেদ অদ্বিতীয়ই থাকেন। ব্রহ্মের এই শক্তি, যে শক্তিতে ব্রহ্মের আশ্রয়ে অসংখ্য জগদ্ব্যাপার উৎপন্ন হয়, এই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক্, আমি ইহাকে অনাদি বলিয়া মনে করি এবং যে অসংখ্য বিচিত্র জগদ্ব্যাপার ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই নিত্য কাল ইহাতে বর্তমান থাকে, প্রলয়কালে অব্যক্তরূপে, বীজাকারে, সৃষ্টি-

কালে ব্যক্তরূপে, পরিস্ফুটাকারে বর্তমান থাকে ইহাই বলি। কিন্তু এই শক্তির অস্তিত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য হইলেও ভাবিলে দেখা যাইবে, ইহা নিতান্ত অবোধ্যা, ইহা অব্যক্তা, অনির্বচনীয়া। যাহার স্বভাবই বহু সসীম এবং অনিত্য ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হওয়া, তাহাকে অদ্বিতীয় অসীম ও নিত্য বস্তুর সহিত এক মনে করা কি রকম? আবার, বহু, সসীম ও অনিত্য ব্যাপারসমূহ স্বতন্ত্ররূপে বর্তমান—এক, অসীম ও নিত্য বস্তুর অধীন নহে—ইহাও অভাবনীয়। এই কারণেই এই শক্তি অব্যক্তা, অনির্বচনীয়া। তিনি প্রকৃতপক্ষে এরূপ কিছুই হন না, হন বলিয়া আমাদের বোধ হয় মাত্র। এই জন্যই আমি বলি, এই ভেদ প্রকৃত নহে, আপাত, মায়াশক্তি-কৃত এবং এই জন্যই আমি ব্রহ্মের স্বগত ভেদ, স্বরূপগত ভেদ স্বীকার করি না।

আমাদের ধারণা এই যে, মায়াবাদ ও পরিণামবাদ যতক্ষণ স্থূলাকারে থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ থাকে ; কিন্তু যখন উভয়ই সূক্ষ্মাকার ধারণ করে, তখন তাহাদের মধ্যে যে ভেদ থাকে, তাহা প্রকৃত ভেদ নহে, সে ভেদ কেবল শব্দগত। রামানুজ বলেন, 'ব্রহ্মে বিজাতীয়ভেদ নাই বটে,—অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন জড় বস্তু নাই তাঁহাতে স্বজাতীয়ভেদও নাই বটে, অর্থাৎ তাঁহার অনাশ্রিত কোন চৈতন্য নাই কিন্তু তাঁহাতে স্বগতভেদ আছে, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত ভাব এবং তাঁহাতে আশ্রিত, অবস্থিত, সসীম জড় জগৎ ও জীবে ভেদ আছে, আর সে ভেদটা ব্রহ্মের ভিতরকার।' শঙ্কর ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মশক্তিতে একটা অনির্বচনীয় ভেদ স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মের অখণ্ড একতার দিকে চাহিয়া এই কথা স্বীকার করেন না যে, ব্রহ্মে 'স্বগত ভেদ' আছে। 'ভেদ' বলিতেই তিনি স্থূল দ্বৈত ভাব বুঝেন এবং স্থূল দ্বৈত ভাব শ্রুতি ও অনুভব উভয়বিরুদ্ধ জানিয়া ব্রহ্মে সমস্ত ভেদ অস্বীকার করেন। পরিণামবাদের পক্ষ হইয়া যে সূক্ষ্ম ভেদের কথা বলা হইল, সে ভেদ যে প্রকৃতপক্ষে শঙ্কর অস্বীকার করেন না, তাহা উপরি-উক্ত ব্যাখ্যায় এবং হয়তো তদপেক্ষাও স্পষ্টতররূপে নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা দৃষ্ট হইবে। তাহাতেই আমরা বলিতেছি যে, সূক্ষ্মাবস্থায় মায়াবাদ ও পরিণামবাদের ভেদ কেবল শব্দগত। ফলতঃ মূল রহস্য যাহা, তাহা মায়াবাদ কি পরিণামবাদ, কোন মতদ্বারাই পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হয় না। সৃষ্টিরহস্য যে স্পষ্টরূপে ভেদ করা যায় না, তাহা শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। মায়াবাদ-মতে ব্রহ্ম স্বয়ং অনন্ত জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও নিজ অনির্বচনীয় শক্তিদ্বারা অজ্ঞান জীবরূপে এবং জীবের কল্পিত জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল—অনন্ত জ্ঞানের পক্ষে স্বরূপে না হইক, শক্তিতে কিরূপে অজ্ঞানস্পর্শ সম্ভব হইল, তাহা মায়াবাদী কিছুতেই বুঝাইতে পারেন না এবং বুঝাইতে যে পারেন না তাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন। তিনি মায়াশক্তির কথা বলিতে গিয়া সর্বদাই ইহাকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরিণামবাদীর ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর নহে। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন'। যিনি স্বরূপতঃ নির্বিকার, অপরিবর্তনীয়, অসীম, তাঁহার পক্ষে পরিণত হওয়া, বিকৃত হওয়া, সসীমরূপী হওয়া কিরূপে সম্ভব তাহা পরিণামবাদী বুঝাইতে পারেন না এবং বুঝাইতে যে পারেন না তাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন।

ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ব্রহ্মা—ব্রহ্মের সগুণ ভাবকে কোন কোন উপনিষদে 'অপরব্রহ্ম', 'কার্যব্রহ্ম', 'হিরণ্যগর্ভ' এবং কোথাও বা 'ব্রহ্মা' বলা হইয়াছে। এই ভেদ 'ব্রহ্মসূত্রে' স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার শ্রুতি বা সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ভেদ ভাষ্যকার শঙ্কর-কৃত। তিনি ব্রহ্মের জগদতীত, নিরবচ্ছিন্ন অভেদ ভাবকে 'ব্রহ্ম' বা 'পরব্রহ্ম' এবং তাঁহার জগৎকর্তৃ ভাবকে 'পরমেশ্বর' বা 'ঈশ্বর' বলেন এবং কার্যরূপী জ্ঞান-শক্ত্যধিষ্ঠিত জগৎকে 'হিরণ্যগর্ভ' বা 'ব্রহ্মা' বলেন। 'ব্রহ্ম' ও 'পরমেশ্বরের' প্রভেদ যে কার্যকালে তিনি সর্বদাই রক্ষা করিতে পারেন তাহা নহে, অনেক স্থলেই তিনি এই দুই শব্দ ঠিক এক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু প্রভেদটা তাঁহার দার্শনিক মতের অন্তর্গত। যাহা হউক, তাঁহার মতে পরমেশ্বর মায়াশক্তির অধীন নহেন, তিনি মায়ার পরিচালক, সুতরাং তিনি মায়াশক্তিজাত বস্তুসমূহের ন্যায় আপাত বস্তু নহেন, মিথ্যা বস্তু নহেন। পরন্তু মায়াশক্তি যখন নিত্য, ব্রহ্ম যখন কখনই মায়াশক্তিবর্জিত নহেন, প্রলয়কালেও নহেন, তখন ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ অনেকটাই তার্কিক ভেদমাত্র, মৌলিক ভেদ নহে। যাহা হউক, ভাষ্যকার রামানুজ এই ভেদ স্বীকার করেন না, এমন কি ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলিতেও তাঁহার আপত্তি। তাঁহার এই মত কিয়ৎ পরিমাণে শ্রুতিবিরুদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমেশ্বরে ভেদ না করাতে তিনি শ্রুতি ও সূত্রের ভাবই রক্ষা করিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে শঙ্করকৃত ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ কোন কোন বৈদান্তিকদ্বারা অনেক পরিমাণে অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে মায়াধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে অতি নিম্নস্থান দিয়াছেন এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ মত ও ব্যবহার শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্যকার, সকলেরই অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।

পঞ্চকোষ ও শরীরত্রয় — যাহাতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, যাহা থাকাতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদবোধ হয়, তাহার নাম 'কোষ'। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে (২য়া বল্লী) অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের বর্ণনা আছে। আধুনিক বৈদান্তিক গ্রন্থসমূহের প্রায় প্রতি গ্রন্থেই পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে এই বিষয় বলা হইতেছে। এই স্থূল জড়শরীর অন্নময় কোষ। ইহা হইতে সূক্ষ্মতর অথচ ইহার আশ্রয়রূপ প্রাণময় কোষ প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান—

এই পঞ্চ প্রাণে গঠিত। এই পঞ্চ প্রাণ এক প্রাণেরই বিবিধ রূপমাত্র। প্রাণময় কোষাপেক্ষা সূক্ষ্মতর, অথচ প্রাণময় কোষপূর্ণকারী—মনোময় কোষ। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইহাকে 'সেন্‌শোরিয়ম্' বলে ; ইহা অস্থায়ী ইন্দ্রিয়বোধ-পরম্পরার আধাররূপে কল্পিত। মনোময় কোষপূর্ণকারী—বিজ্ঞানময় কোষ। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম বুদ্ধি, এই বুদ্ধিকেই বিজ্ঞানময় কোষ বলে। ইহার ইউরোপীয় নাম 'ইন্‌টেলেক্ট্' বা 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং'। ইহা সাধারণ, জাতিগত, মূলতত্ত্বের আধাররূপে কল্পিত। শেষ ও সর্বপূর্ণকারী কোষ—আনন্দময়। ইহা সর্বপ্রকার আনন্দের আধার। ইহার পূর্ণতম প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দে। যাহা হউক্, এই পঞ্চকোষই বিষয়রূপী। আত্মা পঞ্চকোষের অতীত—পঞ্চকোষের সাক্ষী।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যাবহারিক ভেদের কারণ জীবাত্মার শরীর। শরীর ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। দৃশ্যমান দেহই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। সমুদয়ের মূলীভূত ব্রহ্মশক্তি—কারণ-শরীর। স্থূলশরীরপাতান্তে জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর লইয়া উৎক্রান্ত হয়, পরলোকে গমন করে। মতান্তরে কেবল বিজ্ঞানময় কোষই পরলোকগামী, যথা—'বেদান্তসারে'—'ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়ো কোষো ভবতি। অয়ং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোক-পরলোক-গামী ব্যাবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে।' অর্থাৎ 'এই বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়। এই কোষ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্ববশতঃ ইহলোক-পরলোকগামী ব্যাবহারিক জীব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।'

জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, 'স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনিচৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি। ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগ হেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥' অর্থাৎ 'দেহী নিজ গুণসমূহদ্বারা (অর্থাৎ প্রাক্তন জন্মসংস্কারসমূহের দ্বারা) স্থূল, সূক্ষ্ম অনেক রূপকে আচ্ছন্ন করেন এবং সেই সকল রূপের ক্রিয়াগুণ ও শারীরগুণ-বশতঃ সংযোগকর্তা আত্মা ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হন।'

সাধন ও মোক্ষ—বেদান্তমতের সকল দিক্ স্পর্শ করা হয় নাই। যে সকল দিকের সহিত অদ্বৈতবাদের সম্বন্ধ সেই সকল দিক্-সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে। সাধন-তত্ত্বেরও সকল বিভাগ আমরা প্রদর্শন করিব না। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—(১) বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সহিত উপাসনার সামঞ্জস্য, (২) বৈদান্তিক নীতির মূলসূত্র—শ্রেয়বাদ, (৩) মোক্ষ—বিনাশাত্মক লয় অথবা সূক্ষ্ম ভেদগর্ভ একতা।

অদ্বৈতবাদ ও উপাসনা—উপনিষদের ধর্ম অদ্বৈতবাদাত্মক অথচ উপাসনা-প্রতিপাদক। উপনিষদ্ এক দিকে বলিতেছেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ; আবার অপর দিকে বলিতেছেন, 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত', 'তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্' ইত্যাদি। এমন কি ভক্তিভরে পাপনাশনের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

'যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥'
শ্বেত-উ° ৩. ৫।

অর্থাৎ—হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত (অর্থাৎ যিনি গিরিতে থাকিয়া সুখ বিস্তার করেন), তোমার যে মঙ্গলরূপা, অভয়া, পুণ্যপ্রকাশিনী তনু, সেই সুখতমা তনুদ্বারা আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

'অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি
নিত্যম্ ॥'
—শ্বেত-উ° ৪. ২১।

অর্থাৎ—'তুমি অজাত' এই বলিয়া সংসার-ভয়ে ভীত কোন ব্যক্তি তোমার শরণ লইতেছে। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, (অর্থাৎ আনন্দজনক বিস্ময়রূপ) তদ্দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।

আপাততঃ এই দুই শ্রেণীর শ্রুতিতে বিরোধ দৃষ্ট হয় এবং শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ স্ববিরোধী ধর্ম বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন শ্রেণীর ব্রহ্মবাদী উপাসনা ও ভক্তিধর্মের বিপক্ষে বলিয়াছেন, উপাসনা ও ভক্তিকে অজ্ঞানতা-প্রসূত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'যত দিন অজ্ঞানতা, ততদিনই উপাসনা, অতঃপর উপাসনা নাই কেবল জ্ঞান'—এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে অদ্বৈতবাদ ও উপাসনার আপাত-বিরোধ আরও স্পষ্টতর হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদের অর্থ যদি এই হয় যে, অসীম ও সসীমে কোন প্রভেদ নাই, দেশ-কালগত জগৎ ও দেশকালাতীত ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই—অজ্ঞান, দুর্বল ও পাপী জীব এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ধর্মাবহ, পাপনুদ পরমেশ্বরে কোন প্রভেদ নাই, তবে শ্রুতি অদ্বৈতবাদিনী নহেন, কারণ উল্লিখিত ভেদসমূহ শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের অভিপ্রায় এরূপ ভেদবিলয় নহে। এরূপ অসম্ভব ভেদবিলয় উন্মাদগ্রস্তের পক্ষেও সম্ভব কি না সন্দেহ।

দৃষ্টান্তে আসা যাক্। প্রাকৃত উপাসক, যোগদৃষ্টিবিহীন উপাসক, নিজের কথা ভাবিতে গিয়া শরীরকে ভাবেন, অথবা শরীরের অভ্যন্তরস্থিত বায়ু বা ইথরবৎ কোন সূক্ষ্ম সচেতন পদার্থ ভাবেন, আর উপাস্য ভাবিতে গিয়া এই কল্পিত সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, অথবা ইহার সহিত স্থূল-সূক্ষ্মের মিশ্রণের ন্যায় ও ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ অপর একটী বৃহত্তর সচেতন বস্তু ভাবেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপাস্য উপাসক-সম্বন্ধীয় এই ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এমন কি দেখা যায় যে, উপাস্য উপাসকে এরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিলে উপাসনারূপ গভীর যোগ আদৌ সম্ভব নহে। যে দুই বস্তু পরস্পর পৃথক্ অথবা যাহাদের সম্বন্ধ অনির্ণীত, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান, চিন্তা ও ভাবের বিনিময় সম্ভব নহে। সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞানে দেখা যায়, একটী অখণ্ড

জ্ঞানালোকই জীব ও জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে, এক অদ্বিতীয় সচেতন বস্তুই জীব ও জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। আমরা প্রত্যেকে যাহাকে নিজ 'জ্ঞান' বা 'আত্মা' বলি, সেই জ্ঞান বা আত্মাকেই বিষয়জগতের জ্ঞাতা, অবভাসক ও আধাররূপে দেখি এবং বিষয়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই নিজ আত্মাকে জগতের জ্ঞাতা, অবভাসক ও আধার বলিয়া বিশ্বাস করি। এই অভিজ্ঞতাই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি; জ্ঞানপূর্বক উপাসনা করিতে গেলে এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই উপাসনা করিতে হইবে। নিজ আত্মা ভিন্ন অন্য কোন আত্মা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। আর অন্তর্যামী, হৃদয়সাক্ষী, মনের নিয়ন্তা যদি কেহ থাকে, তবে সে এই আত্মা।

এস্থলে সূক্ষ্ম বিবেক-বিচার আবশ্যক। অভেদ না দেখিলে উপাসনার ভিত্তি নাই, ভেদ না দেখিলেও নাই। মূল বস্তু একই এবং তাহা অসীম। কিন্তু আত্মা যদি অসীমই হইল, উপাস্যই হইল, তবে উপাসক কোথায়? উপাস্যে কি উপাসক বিলীন হইয়া গেল না? আপাততঃ তাহাই বোধ হয় এবং এই বোধ হইতেই অনেক অদ্বৈতবাদী উপাসনাকে অজ্ঞান-মূলক বলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে, আত্মার মৌলিক একত্বে যেমন বিষয়ের ভেদ যায় না, ঘটি বাটি হইয়া যায় না, স্বর্ণ রৌপ্য হইয়া যায় না, চন্দ্র সূর্য হইয়া যায় না, বিষয় বিষয়ীর ভেদও দূর হয় না, দেশকালগত বস্তু এবং দেশ-কালের আশ্রয়রূপী আত্মার ভেদ দূর হয় না, তেমনি তাহাতে সসীম জীব এবং অসীম ব্রহ্মের ভেদও দূর হয় না। আমরা বলি 'ব্রহ্ম প্রত্যেকের আত্মা'। এই 'প্রত্যেক' পদবাচ্য বস্তুর সহিত তবে ব্রহ্মের কিছু ভেদ আছে। ব্রহ্ম সর্বদেশ ও সর্বকালের আধার, তিনি দেশাতীত ও কালাতীত বস্তু। তাঁহার জ্ঞান দেশে আবদ্ধ নহে এবং তাহাতে কালের অনিত্যতা নাই। এই অসীম, সর্বদেশব্যাপী, সর্বকালদর্শী, দেশকালাতীত পরমাত্মাই যে আমার আত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অর্থে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' বাক্যসমূহ ঠিক। কিন্তু ইহাতে আমার ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হইতেছে না। এই যে আমি জগতে জগদা-ধারকে দেখিতেছি, আমার চিন্তাতে চিন্তার আশ্রয়কে দেখিতেছি এবং আমাকে জ্ঞাতা দ্রষ্টা বলিয়া জানিতেছি—এই যে জ্ঞানক্রিয়া, যাহাতে আমার বিশেষ জ্ঞাতৃত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব, ইহার সহিত অসীমের নিত্য প্রকাশ-স্বরূপ নিস্তরঙ্গ জ্ঞানের স্পষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। এই প্রভেদ আমার জীবনব্যাপী। ইহা আমার জীবনের সমুদয় কালে এবং সমুদয় ব্যাপারে ব্যাপ্ত। এই সসীমত্ব বিশেষত্বেই আমার ব্যক্তিত্ব—আমার উপাসকত্বের ভিত্তি। উপাস্য-উপাসকের এই মৌলিক অভেদ ও অবান্তর ভেদতত্ত্বই অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মিলনস্থল এবং সজ্ঞান দর্শনসম্মত উপাসনা, ভক্তি ও সর্ব বধ আধ্যাত্মিক সাধনের ভিত্তি।

শ্রেয়বাদ—বেদান্ত শ্রেয়বাদী, প্রেয়বাদী নহে। কঠোপনিষদে (২য় বল্লী) এই শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রভেদ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। নচিকেতা মৃত্যুর নিকট আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে মৃত্যু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক সুখকর দ্রব্যের প্রলোভন দেখান। নচিকেতা এই সকল প্রলোভনে বিচলিত না হইয়া আত্মজিজ্ঞাসার অটলতা প্রদর্শন করিলেন। তদুপলক্ষ্যে মৃত্যু বলিতেছেন—

'অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে
পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়-
তেঽর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে॥'

অর্থাৎ — শ্রেয় ও প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন। এই ভিন্নপ্রয়োজন দুই বস্তু পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদিগের বিষয় সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ) অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।

শ্রেয় কিরূপে নির্ণীত হইবে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া গেল, কারণ ঋষি শ্রেয়ের পথকে বিদ্যার পথ বলিতেছেন, আর কাম্য বস্তুসমূহের অনুসরণকে অবিদ্যার পথ বলিতেছেন।

এস্থলে শ্রেয়ঃ আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃত হইল। অস্থির অনিত্য বস্তুসমূহ শ্রেয় নহে, অমৃতত্বই শ্রেয়। মুণ্ডকোপনিষদে যজ্ঞাদি কর্মের ফল সুখকর ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া ঋষি এরূপ সকাম কর্ম ও কর্মফলের নিন্দা করিতেছেন। যথা—

'প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তম-
বরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং
তে পুনরেবাপি যন্তি॥'
—মুণ্ড-উ° ১. ২. ৭।

অর্থাৎ — এই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে অশ্রেষ্ঠ কর্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

শ্রেয় নিত্য বস্তু, অনিত্য কর্মদ্বারা সেই নিত্য বস্তু লাভ করা যায় না, এই বিষয়ে ঋষি বলিতেছেন—

'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।'
—মুণ্ড-উ° ১. ২. ১২।

অর্থাৎ—কর্মলব্ধ লোকসকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন, কর্মদ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করা যায় না।

উপনিষদ্ এই শ্রেয়কে নানা লক্ষণ-দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত লক্ষণগুলি একত্র করিলে দেখা যায়, এই শ্রেয় কোন অচেতন বস্তু নহে, এবং সচেতন বস্তুর এমন কোন অবস্থাও নহে যাহা সাধনদ্বারা উৎপাদন

করিতে হইবে। ইহা একটী জ্ঞানময় অনন্ত নিত্য বস্তু। সাধককে এই নিত্য বস্তু সাধনদ্বারা লাভ করিতে হইবে। বস্তুটী উৎপাদ্য নহে, তবে প্রাপ্তিটীকে উৎপাদ্যই বলিতে হইবে। উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, সমাধিলক্ষণ, জ্ঞানগত সাধনদ্বারা এই বস্তুর সহিত একতা-প্রাপ্তিই বেদান্তোক্ত শ্রেয়ঃ। এই একতা-লাভই মোক্ষ।

মোক্ষ—এই মোক্ষ কি ব্যক্তিগত জীবনের বিনাশ অথবা অনন্তের সহিত ইহার সূক্ষ্ম ভেদযুক্ত একতা? এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদ, সূক্ষ্ম ভেদগর্ভ অদ্বৈতবাদ। মূলে একটী বই দুইটী বস্তু নাই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই সকল এবং এতাদৃশ অপর অসংখ্য বাক্য স্পষ্টতঃই অদ্বৈতবাদাত্মক, কিন্তু উপনিষদের মতে এই এক অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তুই নিজ অদ্ভুত শক্তিতে যেমন নানা বাহ্যবস্তুরূপে তেমনই মনোবুদ্ধি-সমন্বিত জীবরূপে জাত হন এবং তাঁহারই বিধানে জীব অবিদ্যাবশতঃ অন্নময়াদি পঞ্চ-কোষকে নিজ আত্মা ভাবিয়া ক্লেশ ভোগ করে এবং ক্রমশঃ সাধনবলে পরমাত্মাকে আত্মারূপে জানিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। তিনিই 'সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ'। — শ্বেত-উ° ৬. ১৬। এই যে এক অদ্বৈত বস্তুর পক্ষে দ্বৈতরূপ হওয়া—অসংখ্যরূপ হওয়া, এই যে জ্ঞানময়ের পক্ষে নিজস্বরূপ হইতে বিচ্যুত না হইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবরূপে জাত হওয়া এবং ক্রমশঃ জীবকে অবিদ্যা হইতে মুক্ত করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানে ও তজ্জনিত শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, এই প্রক্রিয়া স্বীকার করাতেই উপনিষদের দ্বৈতবাদ। এরূপ দ্বৈতবাদ উপনিষদ্ অস্বীকার করা দূরে থাকুক, ইহাই উপনিষদুক্ত সাধনতত্ত্বের ভিত্তি। কিন্তু এই দ্বৈতবাদের আদিতে ও অন্তে উভয়দিকেই অদ্বৈতবাদ। এক বস্তুই ভিন্নরূপ হন, মূলে ভিন্নতা নাই এবং পরিণামে অবিদ্যাজনিত ভিন্নতাবোধ দূর করিয়া একত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করাই উপনিষদুক্ত সাধনপ্রণালীর উদ্দেশ্য।

এই একত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে একটী বিষয় বিবেচ্য। এই একত্বজ্ঞানে একটী দ্বৈতভাব আছে। সাধক অনুভব করিতেছেন, ব্রহ্ম আমার আত্মা, অথবা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্ম। এই অনুভবে দুইটী বস্তুর, অথবা একই বস্তুর দুইটী ভাবের মৌলিক একতা সূচিত হইতেছে। দুইটী বস্তু বা ভাবের মধ্যে আপেক্ষিক ভিন্নতা না থাকিলে একত্বসূচনা অর্থহীন। 'অহং' সসীম বস্তু না হউক্ সসীমরূপে প্রতীয়মান বস্তু। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভবে এই সসীম বস্তুর আপাত-সসীমত্ব শোধিত হইয়া যায়—দেখা যায় সীমা কোন মৌলিক বস্তু নহে, ইহা ঐশী শক্তির লীলা-মাত্র। সীমা যখন মৌলিক প্রকৃত বস্তু নহে, ইহা যখন আপাত-বস্তুমাত্র, তখন মূলে সসীম বস্তু বলিয়াও কোন বস্তু নাই, যে বস্তু সসীম বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা বস্তুতঃ অসীম বস্তুই। কিন্তু সীমার আপেক্ষিকত্ব, আপাতত্ব অনুভূত হইলেও ইহা একবারে 'কিছু না' হইয়া যায় না। ইহা আপাত-বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা একত্বানুভব-কালেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হয়। ব্রহ্মানুভবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া অনুভূত হইলেও অনুভবকারী সাধকের আপেক্ষিক ভিন্নতাবোধ বিলীন হয় না। এখন বিবেচ্য এই যে, উপনিষদ্ এই অবিলীয় ভেদবোধ স্বীকার করেন কি না। এই বিষয়ে উপনিষদধ্যয়নদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, এই বিষয়ে সম্ভবতঃ উপনিষৎকারগণের মধ্যে এক মত ছিল না। কোন কোন ঋষি এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্পষ্ট না হইলেও তাহাকে লয়বাদ বা বিনাশবাদ বলিয়া বর্ণনা করিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোন কোন ঋষির উক্তিতে স্পষ্টই বোধ হয়, তাঁহারা উপরি-উক্ত ভেদবোধ স্বীকার করিতেন; তাঁহাদের স্পষ্ট উক্তির আলোকে অন্য কাহারও কাহারও অস্পষ্ট উক্তির একটা অনুকূল ব্যাখ্যা হয়। এমন কি, যে স্থলে ঋষিগণ স্পষ্টরূপে লয়ের কথা বলিতেছেন, সে স্থলে বিনাশসূচক শব্দ না থাকিলে সেই লয়কে নিরপেক্ষ লয় মনে না করিয়া আপেক্ষিক জ্ঞানগত লয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। চিরন্তন ভেদাত্মক বাক্যের দৃষ্টান্ত কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মসম্মিলন-বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় রূপকচ্ছলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিনাশাত্মক বাক্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃহদারণ্যকের (২. ৪. ১২) শ্রুতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। কঠোপনিষদে (২. ১. ১৫) আছে,—

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব
ভবতি।
এবম্মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥'

অর্থাৎ—হে গৌতম! যেমন নির্মল জলে নির্মল জল বৃষ্টি হইলে সেরূপই থাকে, জ্ঞানবান্ মুনির আত্মাও এরূপ হয়।

এই বাক্য আপাততঃ বিনাশাত্মক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার অর্থ এরূপও হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞ স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত একীভূত বলিয়া অনুভব করেন, অথবা অন্য কথায় পরমাত্মাকে নিজ আত্মা বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহাতে ও ব্রহ্মে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখেন না। প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের শেষ ভাগে যে অমৃতত্বলাভের বর্ণনা আছে, তাহা আপাততঃ মৃত্যুর বর্ণনা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গভীর উপাসনাকালীন অভিজ্ঞতাদ্বারা ইহাকে ব্যাখ্যা করিলে ইহার উচ্চতর অর্থ বোধ হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মার ষোড়শ কলা অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অহংকার, তত্তৎ আশ্রয়স্থানের সহিত, অর্থাৎ যে যে প্রাকৃতিক মূল বস্তু হইতে তাহারা উৎপন্ন, তাহাদের সহিত একীভূত হয়। 'প্রশ্ন' বলেন, তাহারা পরমপুরুষের সহিত একীভূত হয়। বিজ্ঞানময় আত্মা অর্থাৎ ব্যক্তিগত অহংবোধ অব্যয় শ্রেষ্ঠ পুরুষের সহিত একীভূত হয়। তখন সাধকের নামরূপ থাকে না, তাহাকে কেবল পুরুষ অর্থাৎ পরম পুরুষই বলা যায়, তখন তিনি 'অকল অমৃত' হন। নিজ ব্যক্তিগত অহংবোধকেও সেই অনন্ত

অহংবোধের সহিত—পরমাত্মার সহিত—এক বলিয়া অনুভব করেন; নামরূপ অর্থাৎ সসীম ভেদ যে আপাতমাত্র, প্রকৃত নহে, মৌলিক নহে, তাহা অনুভব করেন, আপনাকে পরম পুরুষের সহিত এক বলিয়া অনুভব করিয়া অহংকারমুক্ত হন এবং সেই পরমপুরুষ বলিয়াই পরিচয় দেন, আর স্বতন্ত্ররূপে স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হইতে প্রবৃত্তি থাকে না।

বৃহদারণ্যকের যে স্থলটী উল্লিখিত হইয়াছে, সেটীতে 'বিনাশ' শব্দ স্পষ্ট আছে বলিয়াই ইহাকে বিনাশাত্মক বলা হইল। কিন্তু 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক' ও অন্যান্য উপনিষদে জ্ঞানীর ব্রহ্মলোকে গমনের যে সকল বর্ণনা আছে, সেগুলি পাঠ করিলে লেখকদিগের অভিপ্রায় ইহাই বোধ হয় যে, জ্ঞানী সেখানে নিত্যকাল ব্রহ্মাশ্রয়ে বাস করিবেন; অথচ এরূপ কথা কোথাও নাই। যাঁহারা এই সকল বর্ণনা লিখিয়াছেন, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাহার কোন সন্দেহই নাই। উল্লিখিত কৌষীতকি-উপনিষদের বর্ণনায় উপাসক ব্রহ্মকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'তুমি যাহা, আমিও তাহাই'। অথচ এই সকল বর্ণনাতে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বিনাশসূচক শব্দ নাই। শঙ্করের মতে এই সকল বর্ণনা পরব্রহ্ম সম্মিলন-সূচক নহে, অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের সহিত মিলনসূচক। এরূপ ব্যাখ্যার কারণ শঙ্কর এই দেখান যে, এই সকল বর্ণনাতে ব্রহ্মলোকের পথ বর্ণিত আছে, ব্রহ্মলোককে দূরস্থ স্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা সত্য হইতে পারে না, কারণ পরব্রহ্ম দূরস্থ বস্তু নহেন, তিনি সর্বব্যাপী; তাঁহাকে পাইতে গেলে পথ অতিক্রমের প্রয়োজন নাই। লেখকগণ বলেন, তথা হইতে জ্ঞানী আর ফিরিবেন না, তাঁহার আর সংসারগতি হইবে না। সংসারগতি বন্ধ হওয়াই তো মোক্ষ। কিন্তু শঙ্কর বলেন, না; তাঁহারা আর ফিরিবেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ণ মুক্তি লাভ হয় নাই, আপেক্ষিক মুক্তিমাত্র লাভ হইয়াছে। পূর্ণ মুক্তি, ব্রহ্মে নির্বাণ, ঐ লোকে থাকিতে থাকিতে হইবে। কিন্তু লেখকগণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানিগণকে মুক্ত পুরুষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ণ মুক্তি ও আপেক্ষিক মুক্তির কোন প্রভেদ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ মোক্ষবিষয়ক। সূত্রকার ব্রহ্ম ও জীবে 'অবিভাগ' স্বীকার করেন, অথচ মোক্ষের কথা বলিতে গিয়া ব্যক্তিগত ভেদ-বিনাশের কথা কিছুই বলেন নাই। বরং ব্রহ্মলোকবাসীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাহার সসীম ভাব, ব্যক্তিগত ভাব স্পষ্টরূপেই সূচিত হইয়াছে। সূত্রকার ১৭শ সূত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'জ্ঞানী সৃষ্টিশক্তি ছাড়া ব্রহ্মের অপর সকল শক্তি লাভ করেন'। জীবের সৃষ্টিশক্তি না থাকাতে ব্রহ্মের সহিত তাহার যথেষ্ট ভেদ রহিল। শঙ্কর বলেন, 'এই পাদের শেষ সূত্রগুলি (যে গুলিতে ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে) আপেক্ষিক মুক্তিসূচক'। কিন্তু সূত্রকার সেরূপ কিছুই ইঙ্গিত করেন নাই। তিনি এক পাদেই ভেদ ও অভেদ উভয়ের কথা মিশ্রিত ভাবে বলিয়া গম্ভীর ভাবে এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' অর্থাৎ 'শ্রুতি প্রমাণানুসারে এই ব্রহ্মলোক হইতে জ্ঞানীর আর পুনরাবৃত্তি নাই।' সূত্রকার আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ মুক্তির ভেদ জানেন না, এই ভেদ শঙ্করকৃত।

বৃহদারণ্যক, ৫ম অধ্যায়, ১০ম ব্রাহ্মণ, ১ম শ্রুতি সাধকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা বলিয়া, এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন, 'তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ'। অর্থাৎ, 'তথায় চিরকাল বাস করে'। একান্ত নির্বাণের অপেক্ষা থাকিলে শ্রুতি এই কথা বলিতেন না। কিন্তু শঙ্কর এই বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ব্রহ্মণো বহূন্ কল্পান্ বসতীত্যেতৎ'—অর্থাৎ কি না 'ব্রহ্মার অনেক কল্প তথায় বাস করে'। এই মুক্তিব্যাপারসম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যাদি একান্তই অতৃপ্তিকর। রামানুজ এই সকল স্থলে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ও সন্তোষকর।

মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবগোস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি যে সকল আচার্য দ্বৈতপক্ষে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতালোচনা এই নিবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

সুফী অদ্বৈতবাদ : সাধারণ মত ও রাবেয়া—সুফী অদ্বৈতবাদ প্রধানতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু কোন কোন সুফীর মতে বহুল পরিমাণে খ্রীস্টীয় ভাব মিশ্রিত ছিল। ফলতঃ ধর্মের সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক জ্ঞান, ভক্তি ও পবিত্রতারই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

'সুফী' শব্দের ব্যুৎপত্তি সুনিশ্চিত নহে। 'সুফ্' অর্থ পশম। আদিম মুসলমান সাধকগণ এক প্রকার পশম-নির্মিত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন, তাহাকে 'সুফ্' বলিত। তাহা হইতে 'সুফী' নাম হইয়া থাকিতে পারে। মতান্তরে 'সুফী' অর্থে জ্ঞানী, ধার্মিক। অথবা 'সফী' = পবিত্র, 'সফা' = পবিত্রতা; এই শব্দদ্বয় হইতেও ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে।

'সুফী' মতের মূলসূত্রগুলি এই—(১) আত্মাই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বস্তু; যে সকল বস্তুকে জড় বলা হয়, সে সকল মহাশিল্পী ঈশ্বরের চিত্রিত প্রাতিভাসিক চিত্র মাত্র। (২) মানবাত্মা ঈশ্বরাংশ। আত্মায় আত্মায় বস্তুগত ভেদ নাই, কেবল পরিমাণে ভেদ। (৩) ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী; তিনিই একমাত্র পূর্ণ সত্তা, প্রেম ও সৌন্দর্যের আধার। (৪) বিষয়াসক্তি আত্মার বন্ধন; ঈশ্বরের সহিত যোগই প্রকৃত মুক্তি ও মঙ্গল। (৫) জগতের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আমাদের ঈশ্বরসহ প্রাক্তন যোগের ভাব স্মরণ হয় ও চিত্ত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

সুফীদিগের মধ্যে দার্শনিক চিন্তা তাদৃশ গভীরতা লাভ করে নাই। ইঁহারা অনেকেই কঠোর বৈরাগ্যশালী উন্নত প্রেমিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রেমসাধনের

ভিত্তিরূপে জীব-ব্রহ্মের মৌলিক একত্বায় বিশ্বাস বর্তমান ছিল।

৮২০ খ্রী° বা তন্নিকটবর্তী সময় 'অবু সৈদ 'অবুল্ খের-কর্তৃক সুফী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তপস্বিনী রাবেয়া সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তিনী। তিনি হিজরা শকের ১৩৫ অব্দে পরলোকগামিনী হন। তিনি তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা নগর-বাসিনী ছিলেন। রাবেয়া এক ব্যক্তির দাসী ছিলেন, তাঁহার গভীর ধর্মভাব দেখিয়া সেই ব্যক্তি তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করেন। তপস্বিনী চিরজীবন কৌমার্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, 'আমার স্বতন্ত্র জীবন ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার জীবন ব্রহ্মময়। আমাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিলে আমাকে বলিলে হইবে না, ঈশ্বরকে বলিতে হইবে।'

রাবেয়ার আশ্চর্য ধর্মভাব ও তাঁহার অনেকগুলি অতি মূল্যবান্ উক্তি 'তাপসমালা' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাবেয়ার সেই সকল উক্তি হইতে দুইটী মাত্র উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

মহর্ষি হুসেন রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি এই উচ্চপদ কি প্রকারে পাইলে?' তিনি বলিলেন, 'সমুদয় প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া পাইয়াছি'।

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবেয়া এক কুটীরে গিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল 'আর্যে, বাহিরে আগমন করুন, সৃষ্টির শোভা আসিয়া দেখুন'। রাবেয়া বলিলেন, 'তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ'।

কেহ রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি যে ঈশ্বরের পূজা কর, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাক'? তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তাঁহাকে না দেখিলে পূজা করিতাম না'।

সুফীসাধনের চারি অবস্থা – সুফীগণ সাধনের চারি অবস্থা স্বীকার করেন, (১) শরিয়ৎ—বিনয় ও ধর্মনিয়ম-পালন (২) তরিকৎ — আধ্যাত্মিক উপাসনা ও ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। (৩) মরিফৎ—জ্ঞান (আভ্যন্তরীণ)। (৪) হকিকৎ—সত্য বা ঈশ্বরে আত্মনির্বাণ।

জল্লালুদ্দীন রূমী—জলালুদ্দীন রূমী প্রসিদ্ধ মুসলমান গ্রন্থ 'মসনবি'র লেখক। তাঁহার কতিপয় উক্তির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন মণি যদি সূর্যতেজে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহার নিজ গুণ আর কিছু না থাকে তবে তাহার পক্ষে আপনাকে প্রীত করা ও সূর্যকে প্রীত করা একই কথা। তেজঃপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহা আপনাকে ঘৃণা করে। সে অবস্থায় ইহা অন্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন; আর অন্ধকার জ্যোতির শত্রু। এই অবস্থায় আত্মপ্রেম অবিশ্বাস, কারণ আত্মা মহাসূর্যের শত্রু। এই অবস্থায় মনের পক্ষে 'আমি' বলাও অন্যায়, কারণ এই অবস্থা অন্ধকার ও অনস্তিত্বের অবস্থা। ফারাও বলিয়াছিল, 'আমিই সত্য', তাহাতে তাহার অধোগতি ঘটিল। মনসুর হল্লজ্ বলিয়াছিলেন, 'আমিই সত্য' অথচ তাহাতেই তাঁহার মুক্তি হইল। ফারাওর 'আমি'তে ঈশ্বরাভিশাপ আসিল, মনসুরের 'আমি'তে ঈশ্বরকৃপা আসিল। তাহার কারণ, ফারাও প্রস্তরমাত্র, মনসুর মণি। ফারাও জ্যোতির শত্রু, মনসুর বন্ধু। মনসুরের 'আমিই তিনি' নিগূঢ় সত্য; ইহাতে জ্যোতির সহিত একত্ব প্রকাশ করে, কেবল অবতারত্ব নহে।

জামি — সাধক জামিকৃত 'সলামান্ ও অবসাল্' নামক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ হইতে নিম্নলিখিত অংশটী ভাষান্তরিত হইল—

'তুমি সর্বপ্রকার জ্ঞানের মূলে প্রচ্ছন্ন, সর্বপ্রকার সৃষ্ট বস্তুর মূলে লুক্কায়িত। যে দিকেই দেখি, সমগ্র বিশ্বে তোমাছাড়া আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিশ্বমধ্যে আপনাকে অনুপ্রকাশিত করিয়াছ এবং যাহাকে মানব করিয়াছ, তাহার চক্ষুদ্বারা তুমি দেখিতেছ। তোমার অন্তঃপুরে ভেদের প্রবেশাধিকার নাই—'ইহা' ও 'উহার' বলিয়া কোন কথা নাই। আমার ভিন্ন ও উৎপন্ন আত্মাকে তোমার মূল আত্মার সহিত এক কর। সেই স্বর্গে আমার জন্য স্থান রাখ, যে স্থানে দ্বৈতের স্থান নাই। আখ্যায়িকায় কথিত আরবের ন্যায় আমি যেন 'আমি' ও 'তুমি' লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হই। যদি 'আমি' সত্য হই, তবে এই অনুপ্রাণনকারী আত্মা কোথা হইতে আসিল? যদি 'তুমিই' সত্য হও, তবে এই ইন্দ্রিয়গত অশক্তি কি? *

হুসেন মনসুর — জলালুদ্দীনের উল্লিখিত মনসুর এক জন অপূর্ব অদ্বৈতবাদী সাধক ছিলেন। তিনি সর্বদা 'অনল্ হক্' অর্থাৎ আমি ঈশ্বর, এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন। এই অপরাধে তিনি খলিফাকর্তৃক কারাবদ্ধ ও অবশেষে শূলাগ্রে হত হন। তাঁহার আশ্চর্য জীবনী উল্লিখিত 'তাপসমালা' গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুকালেও কিরূপ প্রফুল্ল ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত স্থলটী উদ্ধৃত হইল—

'তৎপর তাঁহাকে শূলাগ্রে স্থাপন করার জন্য লইয়া গেল। তাহা দেখিবার নিমিত্ত লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 'হক্ হক্ হক্ অনল্ হক্' (ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর) বলিতেছিলেন। ইতমধ্যে এক জন ফকির আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রেম কি?' তিনি বলিলেন, 'অদ্য দেখিবে, কল্য দেখিবে, পরশ্ব দেখিবে'। অর্থাৎ অদ্য তাহাকে বধ করিবে, দ্বিতীয় দিবস তাহার দেহ দগ্ধ করিবে, তৃতীয় দিবস কোন চিহ্ন রাখিবে না। মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থায় অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তিনি শান্তভাবে প্রত্যেকে প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছিলেন। পরে শূল-শলাকার নিকটে আনীত হইলে তিনি তাহাকে চুম্বন করিলেন

* অধ্যাপক ম্যাক্স মুলর-কৃত 'সাইকলজিক্যাল রিলিজিয়ন' নামক গ্রন্থে ধৃত বচনাবলী-অবলম্বনে লিখিত।

এবং শূলে আরোহণের সোপানে পদস্থাপন করিয়া বলিলেন, 'বীরপুরুষের স্বর্গারোহণের সোপান শূল শলাকা'। পরে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া হস্তোত্তোলনপূর্বক প্রা না করিলেন। শূলে আরোহণ করিবার সময় কতকগুলি নিষ্ঠুর পাষণ্ড লোক তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। লোকে আশ্চর্যা ম্বিত হইয়া বলিল, 'হায়, অত প্রস্তরের আঘাত পাইয়া হুসেন একটী কথাও বলিলেন না'। তৎপর তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিল, তখন সহাস্যমুখে বলিলেন, 'মানবীয় হস্ত ছেদন করা সহজ, আমার আধ্যাত্মিক হস্ত যে স্বর্গের চূড়া হইতে গৌরবের মুকুট আকর্ষণ করিতেছে তাহা ছেদন করে এমন লোক চাই'। অনন্তর তাঁহার পদচ্ছেদন করিয়া ফেলিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, 'এই পদে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আমার অন্য চরণও আছে, যদ্দ্বারা আমি স্বর্গলোক ভ্রমণ করিব, যদি সমর্থ হও তাহা ছেদন কর'।......তৎপর তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তখন লোকের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনেক লোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। আবার কোন কোন দুরাত্মা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। পরে তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 'কিয়ৎক্ষণ ধৈর্য ধারণ কর, আমি কয়েকটী কথা নিবেদন করিব'। তখন উর্দ্ধাভিমুখ হইয়া বলিলেন, 'পরমেশ্বর, ইহারা এত যন্ত্রণা যে আমাকে প্রদান করিল, ইহাদিগকে বঞ্চিত করিও না, সেই সম্পৎ হইতে নিরাশ করিও না। যদি চ আমার মস্তক ছেদন করিবে, শূলের উপর তোমার দর্শনের অবস্থায় করিবে।' অনন্তর তাঁহার কর্ণ, নাসিকা ছেদন করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে এক পাষাণ-হৃদয়া বৃদ্ধা নারী আসিয়া হুসেনকে দেখিয়া বলিল, 'প্রস্তর মার, এই আত্মাভিমানী পাপাত্মাকে শক্ত আঘাত কর'। তখন হুসেন মন্‌সুর কোরানের দুইটী বচন পাঠ করিলেন। সেই তাঁহার শেষ বাক্য উচ্চারণ। তৎপর তাঁহার জিহ্বা ছিন্ন করিল। তখন সন্ধ্যাকাল, এমন সময় 'তাঁহার শিরশ্ছেদন কর' খলিফার এই আজ্ঞা আসিল। হুসেন মন্‌সুর জগতে বিশ্বাস ও বীরত্বের অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার দেহকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

ইউরোপীয় মত : ইউনানি (Ionic) অদ্বৈতবাদ—ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ইউনানি ঋষি থেলিস্‌কে তাঁহাদের শীর্ষস্থানে স্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে থেলিসই দার্শনিক-সম্প্রদায়ের পিতা—প্রতিষ্ঠাতা; থেলিস্‌কে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না। তাঁহাকে 'ভূত-বাদী' বলা হয়। কিন্তু তিনি ইউরোপীয় দর্শনপ্রবর্তক এবং তাঁহার মত হইতে অচিরেই অদ্বৈতবাদ উৎপন্ন হয়।

থেলিসের জীবৎকাল ৬৪০-৫৫০ খ্রী-পূ°। বলা বাহুল্য যে, সেই সময়ে ভারতীয় দর্শন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। থেলিসের সময়ের ন্যূনাধিক শত বর্ষ পরেই বুদ্ধদেবের সময়। বুদ্ধদেব প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শন ও অন্যান্য দর্শন-সম্প্রদায়কে উন্নত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া ছলেন। সুতরাং ভারতীয় দর্শন গ্রীক্ দর্শনাপেক্ষা অনেক প্রাচীন এবং যদি সেই প্রাচীন কালে ভারত ও গ্রীসে চিন্তার আদান-প্রদান হইয়া থাকে, তবে ভারতই গুরু, গ্রীস শিষ্য। থেলিসের অধ্যাপিত দর্শনের মূল সূত্র যাহা, তাহা সংহিতাকার ঋষিগণের চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল এবং সম্ভবতঃ কোন কোন ঋষি উক্ত মূল সূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন, উহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। উপনিষদের সময়ে ঐ মূল সূত্র আপেক্ষিকভাবে ব্রহ্মবাদের অধীনে প্রচারিত হয়। থেলিস্ বলিয়াছেন, 'সমুদয় বস্তুর কারণ জল, জল হইতে সমুদয় জন্মে এবং জলেই প্রত্যাবর্তন করে'। থেলিস্ সমুদ্রতীরবাসী ছিলেন। তিনি দেখিতেন, সূর্য সমুদ্র হইতে উদিত হন, সমুদ্রেই অস্তমিত হন। পৃথিবী সমুদ্রবেষ্টিত এবং পৃথিবীর উর্দ্ধে ও অধঃ উভয় দিকেই জল। বৃক্ষ-লতাদি জলে জীবিত ও পরিপুষ্ট। দেখিতেন, জলের সহিত উত্তাপের নিকট সম্পর্ক, উত্তাপ জলজাত বলিয়াই বোধ হয়। আরও অসংখ্য স্থলে দেখিতেন, জলই জীবন রক্ষার ও বিকাশের কারণ, আর জলের সাহায্যেই বস্তু নানা রূপ ধারণ করে। উদ্ভিদের বীজসমূহ আর্দ্র, জল-যুক্ত। জল কঠিন হইয়া হিমশীলা হয়, ভূমির আকার ধারণ করে। ঈদৃশ নানা কারণে থেলিস্ সিদ্ধান্ত করিলেন, জলই সমুদয়ের কারণ। থেলিস্ এই জলরূপ কারণের উপর কোন জ্ঞানবান্ কারণ মানিতেন কি না, এই বিষয়ে ইতিবৃত্ত-লেখকগণের মধ্যে ঐকামত নাই। কেহ কেহ বলেন, 'থেলিসের মতে জলই আদি কারণ, জল দেবতাদেরও কারণ; থেলিস্ ঈশ্বর মানিতেন না'। অপর কেহ কেহ বলেন, 'থেলিসের মতে, জল ঈশ্বরের হস্তে উপাদানমাত্র, ঈশ্বরই আদি কারণ'। উপনিষদে শেষোক্ত আকারেই জলের কারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন, 'আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্'—বৃহ-উ° ৫. ৫. ১। অর্থাৎ—এই সমস্ত পূর্বে জল ছিল, সেই জল সত্যের সৃষ্টি করিল, সত্য ব্রহ্মের, ব্রহ্ম প্রজাপতির এবং প্রজাপতি দেবতাদিগের সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রুতিতে থেলিস্-প্রচারিত মত পূর্ণরূপেই বর্তমান।

থেলিস্-শিষ্য আনাক্সিমান্দার তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে সূক্ষ্মতর ও সত্যতর মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে আদি কারণ অনাদি, অনন্ত ও নির্বিশেষ; তাঁহাতে জল বা অন্য কোন ভৌতিক বস্তুর সসীমত্ব ও বিশেষত্ব নাই। এই অনাদি, অনন্ত, নির্বিশেষ আদি কারণে একটী অনাদি ক্রিয়াশীলতা আছে। এই ক্রিয়াশীলতা হইতে শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব নির্গত হয়। এই শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব হইতে সমুদয় বিশিষ্ট ও সসীম বস্তু, চেতন ও অচেতন উভয় শ্রেণীর বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে। আদি কারণ সমুদয় সসীম ও বিশিষ্ট বস্তুতে আধার, কারণ ও পরিচালকরূপে বর্তমান, কিন্তু স্বয়ং অসীম ও নির্বিশেষ। আদি কারণকে আনাক্সিমান্দার সজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার মত

থেলিসের মতাপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলেও তাঁহাকে থেলিসের সহিত ‘ভূতবাদী’ বলিয়াই বর্ণনা করা হয়।

আনাক্সিমান্দারের শিষ্য আনাক্সিমেনিস্ কিয়ৎ পরিমাণে নিজ গুরুর ও থেলিসের মত মিশ্রিত করিয়া প্রচার করেন। গুরুর ন্যায় তাঁহারও মতে আদি কারণ অনাদি, অনন্ত ও সর্বাধার। কিন্তু থেলিসের অনুকরণে তিনি আদি কারণকে সবিশেষ বলিয়া প্রচার করেন। থেলিসের মতে আদি কারণ জলরূপী, আনাক্সিমেনিসের মতে বায়ুরূপী। তিনি দেখিলেন বায়ু নিয়ত ক্রিয়াশীল ও সর্বব্যাপী। বাহিরে বায়ু, অন্তরেও বায়ু। বায়ুতে জীব জীবিত। বাহিরের বায়ু নিশ্বাসযোগে শরীরে প্রবেশ করিয়া জীবের প্রাণরূপী হয়। তাঁহার বোধ হইল, বায়ু সূক্ষ্ম হইয়া অগ্নি হয় এবং স্থূল হইয়া জল, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি হয়। এই সকল ভাবিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বায়ুই জগতের আদি কারণ। ঈদৃশ মত যে এক কালে ভারতীয় আর্যসমাজে প্রচারিত ছিল এবং ব্রহ্মবাদের উদয়েও এক কালে অন্তর্হিত না হইয়া ভূতসৃষ্টির প্রকরণরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপনিষদ্ হইতে ২।১টী শ্রুতি উদ্ধৃত হইল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালক-সংবাদে উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে সূত্রাত্মা অর্থাৎ জগতের ধারণকর্তৃ বিষয়ক প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, ‘বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।’—বৃহ-উ° ৩. ৬. ২। অর্থাৎ—‘হে গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র। বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সমুদয় প্রাণী ধৃত রহিয়াছে।’ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বায়ুকে ‘প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

ক্রীটদ্বীপবাসী দায়োজেনিস্ আর এক সোপান উঠিয়া আদিকারণের জ্ঞানবত্তা দর্শন করিলেন। জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জগৎকারণ জ্ঞানবান্। জ্ঞানবান্ কর্তা ব্যতীত এরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য হইতে পারে না। দায়োজেনিস্ বলেন, ‘জগৎ একটী সজীব সজ্ঞান পুরুষ। নক্ষত্রসমূহ তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র এবং সমুদয় প্রাকৃতিক ক্রিয়া—সূর্যের ভূমি-রসাকর্ষণ, চুম্বকের লৌহাকর্ষণ প্রভৃতি সমস্তই এই পুরুষের প্রাণন। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক্ চিন্তার প্রথম যুগে স্থূল ভূতবাদ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ভূতবাদ, তৎপরে স্থূল জ্ঞানবাদ প্রচারিত হইল। দায়োজেনিস-প্রচারিত মতের অনুরূপ মত—আদিকারণকে সজ্ঞান প্রাণরূপে বর্ণনা উপনিষদের যথা তথাই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দায়োজেনিস্ ও উপনিষদের প্রাণোপাসক ঋষির মধ্যে প্রভেদ এই যে, দায়োজেনিস সচেতন প্রাণের উপরে আর কিছু দেখিতে পান নাই, উপনিষদের ঋষির পক্ষে ব্রহ্মের সচেতন প্রাণরূপও অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উচ্চতর রূপ তাঁহার নিকট প্রকাশিত।

ইলীয়েটিক অদ্বৈতবাদ : পারমেনাইডিস্—এই ঋষি খ্রী-পূ° ৫ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার গুরু এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত কলফন্ নগরবাসী জেনোফেনিস্। জেনোফেনিস্-প্রবর্তিত মতের সহিত কোন কোন বিষয়ে বেদান্তমতের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে সমগ্র জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—উপনিষদের ভাষায় ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’। ব্রহ্ম মানবের ন্যায় বা কবিকল্পিত দেবতার ন্যায় সাকার ও মনোবৃত্তিশালী নহেন। তিনি জ্ঞানময় এবং জ্ঞানযোগে সমগ্র জগৎ নিয়মিত করিতেছেন। সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, সর্বত্র তাঁহার জ্ঞান, শ্রুতির ভাষায়—‘সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।’ তিনি অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়, শান্ত, অচল। জেনোফেনিস্ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সর্বপ্রকার সসীমভাব বর্জনপূর্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ও অপরিবর্তনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিন্তু সসীম বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। পারমেনাইডিস্ এই অভাব পূরণ করেন।

পারমেনাইডিস্-প্রণীত দার্শনিক মহাকাব্যের অনেকাংশ এখনও বর্তমান। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৎ ও দ্বিতীয় ভাগে অসতের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগের সার এই—সৎ জ্ঞানগোচর, অসৎ স্ববিরুদ্ধ, জ্ঞানের অগম্য ব্যাপার। সৎ বস্তু অজাত, অবিনাশী, দেশাতীত, অখণ্ড, একরস ও অচল। ইহা একমাত্র, অদ্বিতীয়, অসীম, অপরিবর্তনীয়। ইহার স্বরূপ—জ্ঞান। পারমেনাইডিসের মতে জ্ঞান ও সত্তা একই—জ্ঞান ব্যতীত সত্তা নাই। ব্রহ্মাভিমুখী বিশুদ্ধ জ্ঞানই একমাত্র প্রকৃত অভ্রান্ত জ্ঞান। যাহাকে সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান বলে—জন্ম ও মৃত্যু, বহুত্ব ও ভিন্নত্ব, দেশ ও গুণ-পরিবর্তন, এই সকল সংক্রান্ত জ্ঞান—তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা ভ্রমমাত্র।

কিন্তু দেশকালগত জগতের প্রকৃত সত্তা অস্বীকার করিয়াও পারমেনাইডিস্ এই জগতের আপাত সত্তা অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং তদীয় মহাকাব্যের দ্বিতীয় ভাগে তিনি এই অসৎ আপাত জগতের সৃষ্টি ও বিকাশতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের উপাদানকারণ উষ্ণ ও শীত, তেজ ও ভূমি—এই দ্বন্দ্ব। উষ্ণ বা তেজ জীবনীশক্তি ও চৈতন্য-বিকাশের অনুকূল; শীত বা ভূমি জড়তা ও নির্জীব ভাব আনয়নের কারণ।

জিনো—পারমেনাইডিসের শিষ্য জিনো গুরুর মত প্রথন বুদ্ধিপ্রভাবে বিকসিত করেন। তিনি দেশকালগত জগতের আপাতত্ব বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া পারমেনাইদিস্-প্রচারিত অদ্বৈত সদ্বস্তুবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রদর্শন করেন যে, বহুত্ব ও পরিবর্তন উভয়ই স্ববিরোধী, বহুত্ব ও পরিবর্তন ভাবিতে গেলেই মানব-চিন্তাকে নানা অসঙ্গতিদোষে জড়িত হইতে হয়। প্রথমতঃ বহুত্বের বিপক্ষে তিনি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বহু বলিলেই অনেক বস্তুর সমষ্টি বুঝায়। এইরূপ সমষ্টী-

ভূত অনেক বস্তুর প্রত্যেকে যদি প্রকৃতরূপে এক হয়, তবে ইহা অখণ্ড; যদি অখণ্ড না হয় তবে ইহা এক নহে, বহু। তারপর, যাহা অখণ্ড তাহার আয়তন থাকা অসম্ভব; যাহার আয়তন আছে তাহা খণ্ডনীয়। এখন আয়তনশূন্য বস্তুসমূহের সমষ্টি যাহা, তাহাও আয়তন শূন্য। সুতরাং যাহাকে বহু বলা হয় তাহা আয়তন শূন্য, অসীমরূপে ক্ষুদ্র, অর্থাৎ তাহা প্রকৃতপক্ষে বহুই নহে। আপত্তি উঠিতে পারে যে, যাহা আয়তনশূন্য তাহা কিছুই নহে, প্রকৃত বহু যাহা, সমষ্টি যাহা, তাহা কখন আয়তনশূন্য নহে; সমষ্টীভূত প্রত্যেক বস্তুর আয়তন আছে এবং ইহারা পরস্পর স্বতন্ত্র। এই আপত্তির উত্তর এই—সমষ্টীভূত বস্তুসমূহ প্রত্যেকে আয়তনবৎ এবং পরস্পর স্বতন্ত্র মানিলে এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই স্বাতন্ত্র্য কিসে রক্ষিত হয়? যদ্দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় তাহাও আয়তনবৎ সন্দেহ নাই। পরস্পরের মধ্যে আয়তনবৎ প্রতিবন্ধক না থাকিলে বস্তুসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিয়া অস্বতন্ত্র হইয়া যাইত। তারপর জিজ্ঞাস্য এই, এই প্রতিবন্ধকসমূহ এবং বস্তুসমূহ কিসের দ্বারা পরস্পর স্বতন্ত্রীভূত? প্রতিবন্ধকসমূহ ও বস্তুসমূহের ভিন্নতা কিসের দ্বারা রক্ষিত? পুনরায় ভেদকারী বস্তু-কল্পনা আবশ্যক। এই কল্পনার শেষ নাই। দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রত্যেক বস্তু হইতে অপর প্রত্যেক বস্তু আয়তনবৎ অসংখ্য প্রতিবন্ধক-দ্বারা ভিন্নীকৃত। সুতরাং সসীম ও বিশেষ আয়তন আর কিছু থাকিতেছে না, সমুদয় আয়তন অনন্ত আয়তনে নিমজ্জিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তনের বিপক্ষে জিনো এরূপ যুক্তি দেন—একটী বস্তুকে স্থান-পরিবর্তন করিতে হইলে এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে যে দূরত্ব অতিক্রম করিতে হইত সেই দূরত্ব অবশ্য বিভাজ্য। বস্তুটীকে প্রথমতঃ এই দূরত্বের প্রথমার্ধ, তৎপর দ্বিতীয়ার্ধ অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমার্ধে আবার দুইটী ভাগে বিভাজ্য। এই দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগ আবার বিভাজ্য। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে উক্ত দূরত্বের অসংখ্য অংশ। তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, একটী বস্তুকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অসংখ্যক দেশখণ্ড অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা অবশ্য অসম্ভব। সুতরাং স্থানপরিবর্তন অসম্ভব, গতি অপ্রকৃত, আপাত মাত্র। আরও দেখা যায়, একটী তীর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে যদি এক একটী মুহূর্তে ভাগ করা যায়, তবে তীরটী এক এক মুহূর্তে এক একটী স্থানে থাকে, অর্থাৎ স্থির হইয়া থাকে, কারণ থাকার অর্থ তাহাই। যদি এক এক মুহূর্তে এক এক স্থানে থাকে, তবে গতির সময় কোথায়? সুতরাং ইহার গতি প্রকৃত নহে, আপাতমাত্র। এইরূপে জিনো বহুত্ব ও পরিবর্তনের স্ববিরুদ্ধত্ব ও অসম্ভবত্ব প্রদর্শন করিয়া বিষয়-জগতের আপাতত্ব সপ্রমাণ করিয়া একমাত্র, অদ্বিতীয়, অসীম সদ্বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশ, কাল ও জড়ের অনন্ত বিভাজ্যতা-সম্বন্ধে মানব-চিন্তাকে যে স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতি দোষে জড়িত হইতে হয়, এই সত্যের দিকে প্রথমে জিনোই দার্শনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার যুক্তি পরবর্তী সময়ে কোন কোন সুবিজ্ঞ দার্শনিককর্তৃক বিশুদ্ধতর ও গভীরতর আকারে ব্যাখ্যাত হয়।

স্টোয়িক অদ্বৈতবাদ—প্রাচীন গ্রীসে প্লেতো ও আরিস্ততলের প্রতিভা-সূর্য অস্তমিত হইলে, স্টোয়িকগণের যত্নরক্ষিত দর্শনালোকেই তত্রত্য জ্ঞানজগৎ আলোকিত ছিল। স্টোয়িকগণ যেমন গভীর চিন্তাশীল, তেমনই একান্ত সাধন-পরায়ণ ছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাইপ্রাস্-দ্বীপবাসী জীনো ৩৪০ খ্রী পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। জীনোর জীবনের পবিত্রতা ও বৈরাগ্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাঁহার স্মরণার্থ নির্মিত মন্দিরের উপর এই প্রশংসাবাক্য খোদিত ছিল—'তদীয় জীবন তৎপ্রদত্ত উপদেশানুরূপ ছিল'।

পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ প্লেটো ও আরিস্টটল, জ্ঞানোৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে বুদ্ধির কার্যকারিতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি নিজ শক্তিপ্রভাবে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করে এবং এই সকল তত্ত্বই জ্ঞানের প্রধান অংশ। বুদ্ধির নিজ শক্তিজাত তত্ত্বসমূহ অনেক স্থলেই প্রকৃত তত্ত্ব হইতে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা-বশতঃ স্টোয়িক দার্শনিকগণ প্রকৃত তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে প্রধানতঃ প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। তাঁহাদের মতে মূলোপকরণ প্রাকৃতিক শক্তিজাত, ইন্দ্রিয়বোধযোগে আনীত বিজ্ঞানাবলী। এই প্রত্যক্ষ-লব্ধ বিজ্ঞানসমূহকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধি নানা তত্ত্ব গঠন করে। প্রকৃত তত্ত্বের সহিত বুদ্ধিকল্পিত ভ্রান্ত তত্ত্ব মিশ্রিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্বের নির্মলতা রক্ষার উপায় আছে। বিশুদ্ধ তত্ত্বের একটী অভ্রান্ত লক্ষণ আছে: সেই লক্ষণ—অপরিহার্যতা, অবশ্যবিশ্বসনীয়তা। যে তত্ত্ব প্রভূত বলের সহিত বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধিকে তৎসত্যতা স্বীকারে বাধ্য করে, বুঝিতে হইবে সেই তত্ত্ব কল্পনাজাত নহে, উহা প্রকৃতিজাত, বস্তুজাত, অকাট্য সত্য। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধ এবং এই অবশ্যবিশ্বসনীয়তা, এই দুই উপায়াপেক্ষা জ্ঞানলাভের কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় স্টোয়িকগণ দেখিতে পান নাই।

কিন্তু বিষয়ী হইতে ভিন্ন বিষয়জগৎ কিরূপে বিষয়ীর উপর কার্য করে, কিরূপে তাহাতে জ্ঞানোৎপাদন করে? স্টোয়িকগণ এই প্রশ্নের এই সহজ মীমাংসা করেন যে, বিষয় ও বিষয়ীতে মূলে কোন প্রভেদ নাই, বিষয় ও বিষয়ী মূলে একই বস্তু। তাঁহাদের মতে ভিন্ন প্রকৃতিশালী বস্তুসমূহ কখনও পরস্পরের উপর কার্য করিতে পারে না। বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর ভিন্ন নহে, একই সুতরাং ইহাদের পরস্পরের উপর কার্য করাতে কিছুই রহস্য নাই। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অশরীরী আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, সত্য বস্তু সমুদয়ই শরীরী, তবে শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

ঈদৃশ মূল সূত্র হইতে স্টোয়িকগণ সহজেই অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলেন। পূর্ব দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ আরিস্টটল, ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবগত ভিন্নতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এরূপ ভিন্নতা থাকিলে ঈশ্বরের পক্ষে প্রকৃতির উপর কার্য করা অসম্ভব হইত, এই যুক্তি অবলম্বনপূর্বক স্টোয়িকগণ এই ভিন্নতা অস্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর ও প্রকৃতি একই বস্তুর দুইটী দিক্ মাত্র। প্রকৃতি শরীর, ঈশ্বর সেই শরীরানুপ্রবিষ্ট আত্মা। প্রকৃতি ঐশী শক্তির নিষ্ক্রিয় অধিষ্ঠান, ঈশ্বর প্রকৃতির আশ্রয় ও পরিচালক। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বনিয়ন্তা, তিনি অপরিবর্তনীয় নিয়মে সমুদয় জগৎ পরিচালন ও শাসন করিতেছেন। জগতের কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে, সমুদয়ই ঈশ্বরে অপ্রতিহত শাসনাধীন। জগতের কোন অংশই ঈশ্বরাবির্ভাবশূন্য নহে, কোন অংশই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন নহে। যাহা আপাততঃ অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলের সোপানমাত্র।

স্টোয়িকদিগের নীতিবিজ্ঞান অতি গভীর ছিল। সমগ্র জগৎ যখন এক, তখন সমষ্টির মঙ্গলই প্রত্যেক ব্যক্তির অনুসরণীয়; সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত বাসনা পরিত্যাজ্য। ধর্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ এবং প্রকৃত সুখের নিদান। সাংসারিক আপাতসুখকর বস্তুসমূহ যে পরিমাণে ধর্মের সহায়, সেই পরিমাণেই গ্রহণীয়, সুখের জন্য সুখ অন্বেষ্টব্য নহে। ধর্মজগতে সাংসারিক বস্তুর কোন মূল্য নাই। ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী জীবনই ধর্ম-জীবন, নিয়মবিরুদ্ধ কার্যই পাপ। পাপপুণ্য পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। মানবসমাজ প্রকৃতপক্ষে এক পরিবার এবং সকলে এক বিধির অধীন এক অখণ্ড পরিবারভুক্ত হওয়াই আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব প্রকৃত সামাজিক আদর্শবিরুদ্ধ।

নব-প্লেটোনিক—মহাজ্ঞানী প্লেটো ব্রহ্ম-বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দার্শনিক মত রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তিনি জ্ঞান ও অস্তিত্বতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে সকল গভীর চিন্তা প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যার উপর পরবর্তী সময়ে কেবল একটী ধর্মদর্শন নহে, একটী প্রবল ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা যীশু খ্রীস্টের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় হইতে খ্রী° ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই মত ও সম্প্রদায়ের জীবৎকাল। খ্রীস্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস এবং পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিনে এক, একে তিন—এই 'ট্রিনীটিবাদ' উক্ত দার্শনিক মতেরই কিঞ্চিৎ রূপান্তরমাত্র।

ফাইলো—এই মতের নাম নব-প্লেটোনিক মত। ইহার দার্শনিকাংশ প্লেটোর মতের নূতন ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ইহার এই নাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা অমিশ্রিত গ্রীসীয় মত নহে, ইহার সহিত ইহুদী ভাব বহুলরূপে মিশ্রিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। উপরি-উক্ত সময়ে আলেক্‌জেন্ড্রিয়া নগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-স্রোতের একটী প্রধান মিলন-স্থান ছিল। গ্রীক্‌সুলভ প্রখর বুদ্ধি এবং ইহুদীদেশসিদ্ধ স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস উভয়ই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। এই সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আচার্য মিশরবাসী প্লটিনস। তিনি ২০৫ খ্রী° জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী আচার্যগণের মধ্যে পরফাইরি, য়াম্‌ব্লিকাস্ ও প্রক্‌লাস্ প্রসিদ্ধ। খ্রী° ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই নবপ্লেটোনিক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

স্টোয়িকগণের পর কতিপয় সন্দেহবাদী দার্শনিক আবির্ভূত হইয়া চিন্তাজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই সন্দেহবাদে ঈশ্বরবিশ্বাসকেও বিপর্যস্ত করে। সুতরাং ধর্মপ্রাণ দার্শনিকগণ ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিরূপে ধর্মবিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিবেন। ফাইলো বলিলেন, 'বুদ্ধি ব্রহ্মকে ধরিতে পারে না, ইহা ঠিক। বুদ্ধি সসীম আত্মার বৃত্তি, ইহা অসীমকে কিরূপে ধারণ করিবে? কিন্তু ব্রহ্ম-প্রত্যয় অনপনেয়, বুদ্ধি তাঁহাকে না পাইলেও বিশ্বাস তাঁহার কথা বলিতে ছাড়ে না। ব্রহ্ম-বিষয়ক স্বাভাবিক বিশ্বাসে কেবল এই পর্যন্ত পাওয়া যায় যে, জগতের কারণরূপী এক পূর্ণ অনন্ত বস্তু আছেন। এই বস্তু কিরূপ তাহা বিশ্বাসও বলিতে পারে না। ফলতঃ ব্রহ্মানুভূতি মানবীয় ব্যাপার নহে, ইহা ব্রহ্মকৃপার ফল। ব্রহ্ম নিজগুণে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে মানব তাঁহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু প্রকাশিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা ইহা ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার প্রথম প্রকাশ শব্দরূপে। এই 'শব্দ' (লোগস্) কথাটী অতি গভীর অর্থযুক্ত। ব্রহ্মের এই শব্দ অতীন্দ্রিয়, জ্ঞান-জগতের সাক্ষাৎ কারণ এবং ব্রহ্ম ও মানবাত্মার যোগের হেতু। এই শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপে এক প্রকাশে ভিন্ন। ইনি পরব্রহ্মের অনাদি পুত্র। ইঁহার বাহ্যপ্রকাশই ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। শব্দব্রহ্ম যেমন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অথচ তাঁহার সহিত এক, জগৎও তেমনই শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথচ তাঁহার সহিত এক। জগৎকে ফাইলো 'অপর ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। মানব ব্রহ্মের সহিত এক অথচ তাঁহা হইতে ভিন্ন। মূলে সমুদয়ই ব্রহ্মের সহিত এক, প্রভেদ কেবল প্রকাশে। মানবের জ্ঞানাংশ শব্দব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্ত্যাদি স্থূল জগতের অংশ। পবিত্র জীবন ও ভক্তিসাধনদ্বারা মানব ব্রহ্মকৃপা লাভ করে এবং বিশুদ্ধ অনুভবযোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত একীভূত হয়।

বেদান্তমতের সহিত ফাইলো ও তৎপরবর্তী নব-প্লেটোনিকদিগের মতে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু এই সৌসাদৃশ্য ভারত ও মিশরের সাক্ষাৎ আদান-প্রদানজনিত অথবা কেবল চিন্তা-বিকাশের সার্বভৌমিক নিয়মের ফল, এই প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসার উপায় নাই।

প্লটিনস্—প্লটিনসের মতে ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিগত জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে। বুদ্ধিগত

জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম ভেদ-রহিত, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। যে জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে বিছুমাত্র ভেদ নাই। সেই জ্ঞান অনুভবস্বরূপ। এই অনুভবরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানেই সমুদয় সন্দেহ ও অশান্তি দূর হয়। ইহা বিষয়-বিষয়ীর ভেদাতীত অভেদ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ; ইহাতে ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন। এই অনুভব আনন্দের নিদান। এই আনন্দ লাভ করিলে অপর সকল বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এমন কি, দ্বৈতভাবাত্মক উচ্চতম বিজ্ঞানেও স্পৃহা থাকে না।

অনুভব, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞান—এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিষয়রূপ ব্রহ্মের তিনটী ভাব আছে। অনুভবগোচর উচ্চতম ভাব যাহা, তাহা অচিন্ত্য—অনির্বচনীয়। ইহা এক, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অনন্ত, ইহা ব্যতীত উঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিতে যাওয়া যায়, তাহাতেই ইঁহাকে সসীম করিয়া ফেলা হয়। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি গুণও ইঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না, কারণ এই সমস্তও দ্বৈতভাব-ব্যঞ্জক সসীম ভাবসূচক। বুদ্ধিজাত উচ্চতম ভাবসমূহও, এমন কি ব্যাবহারিক অর্থে 'সত্তা'ও, ইহাতে আরোপিত হইতে পারে না।

এই অচিন্ত্য, অনির্বচনীয়, পূর্ণ, অখণ্ড বস্তু হইতে, অগ্নি হইতে উত্তাপোৎপত্তির ন্যায়, হিমশিলা হইতে শিলোৎপত্তির ন্যায়, সুগন্ধি পুষ্পাদি হইতে ঘ্রাণোৎপত্তির ন্যায়, পূর্ণাবয়ব জীব হইতে জীবান্তর উৎপত্তির ন্যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ শব্দব্রহ্ম সম্ভূত হন, কিন্তু এই সম্ভব জাগত ঘটনাবৎ ক্ষণিক ব্যাপার নহে, ইহা অনাদি অনন্ত ব্যাপার। আর, ইহাতে পূর্ণ অখণ্ড বস্তু কিছুমাত্র পরিবর্তিত বা ক্ষুণ্ণ হন না। এই শব্দব্রহ্ম দেশে অনন্ত, কালে নিত্য, অপরিবর্তনীয়। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, জগতের আধার, কারণ ও নিয়ন্তা। এই বিশাল জগতের আশ্চর্য নিয়মশৃঙ্খলা তাঁহার অনুপম জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

অখণ্ড অদ্বৈত বস্তু হইতে শব্দব্রহ্মের সম্ভবের ন্যায় আবার শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বাত্মা সম্ভূত হন। সম্ভব-প্রণালী উভয় স্থলে একই রূপ, ইহাতে কারণের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় না। যাহা হউক, বিশ্বাত্মা শব্দব্রহ্ম পূর্ণ হইয়া তদাশ্রিত জগদাদর্শসমূহকে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর আকারে পরিণত করেন এবং সমুদয় সৃষ্ট বস্তুতে ব্যাপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন। জড়জগৎ তাঁহার বাহ্যপ্রকাশ এবং সৃষ্টিক্রমের নিম্নতম সোপান।

মানবজীবনে ব্রহ্মের উপরি-উক্ত ত্রিবিধ প্রকাশই বিদ্যমান। মানব মূলে ব্রহ্মের সহিত এক এবং মূলে এক থাকিয়াই অনতিক্রমণীয় নিয়তিবশে সংসার-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, জড়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কঠোর বৈরাগ্য-দ্বারা, বিষয়ে অনাসক্তি-দ্বারা, এই বন্ধন মোচন হয় এবং মানব বিশুদ্ধ বুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করে সেই বুদ্ধির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সে ক্রমশঃ সাধনপ্রভাবে সমুদয় কামনার পরিসমাপ্তিরূপ পরমানন্দময় ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

খ্রীস্টীয় অদ্বৈতবাদ—নব প্লেটোনিক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও এই মতের প্রভাব সহসা বিনষ্ট হইল না। গভীর চিন্তাশীল খ্রীস্টীয় সাধকদিগের উপর ইহা বহু দিন আধিপত্য করিতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জর্মান সাধক মাস্টার এখার্টকে অনেক বিষয়ে প্রসিদ্ধতম খ্রীস্টীয় অদ্বৈতবাদী বলা যাইতে পারে। ইনি খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হন এবং ১৪শ শতাব্দীর প্রথমাংশে মানবলীলা সংবরণ করেন। এখার্টের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ সদ্বস্তু। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে, 'তিনি সৎ' ইহার উপর আর কিছু বলা যাইতে পারে না। তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য। নিজ পবিত্রাত্মা যোগে তিনি যখন বিষয়বিষয়ী, জ্ঞেয়জ্ঞাতা, এইরূপে ভেদযুক্ত হন, তখনই তিনি জ্ঞেয় হন। এই জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদই পিতাপুত্রের ভেদ। এইরূপে একমাত্র অখণ্ড সদ্বস্তু পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা, এই পুরুষত্রয়রূপী ঈশ্বর হন। পিতা আপন পুত্রকে জানিতে গিয়া আপনাকেই জানেন। এই নিত্য জ্ঞানক্রিয়াতেই অজাত অনাদি পুত্রের সম্ভব। এই পুত্র জ্ঞানরূপী এবং জগৎ তাঁহারই জ্ঞানের প্রকাশ। জগতে বস্তুসমূহ ঈশ্বরের চিন্তামাত্র, কিন্তু এই সমুদয়-চিন্তার নিত্য স্থিতি ও বাহ্য প্রকাশে প্রভেদ আছে। ঈশ্বর দেশকালগত জগতের কারণ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ এই জগতের অতীত।

মানবের বুদ্ধি ও ইচ্ছাক্রিয়া সৃষ্ট হইলেও তাহার জীবনের সারভাগ অসৃষ্ট। ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞাতৃরূপী, ইহাতে জ্ঞেয়গুণ, বিষয়-গুণ, কিছুই নাই; সুতরাং ইহা প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর নহে। ইহা সাক্ষাৎ অনুভবগোচর। এই সার বস্তু ঈশ্বরের সহিত এক। যে জ্ঞানে ইহা প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞান ঈশ্বরের নিজ জ্ঞান। এখার্ট বলিয়াছেন—'আমি যে চক্ষু-দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করি, সেই চক্ষুদ্বারাই ঈশ্বর আমাকে দর্শন করেন। আমার চক্ষু ও ঈশ্বরের চক্ষু একই চক্ষু, একই দৃষ্টি, একই জ্ঞান, একই প্রেম। ঈশ্বরকে জানা ও ঈশ্বর-কর্তৃক জানা হওয়া একই ব্যাপার। ঈশ্বরকে দেখা ও ঈশ্বর-কর্তৃক দৃষ্ট হওয়া একই ব্যাপার।' এই অনুভব ব্যাপারকে এখার্ট আত্মাতে পুত্ররূপী ঈশ্বরের জন্ম, অর্থাৎ মানবের ঈশ্বরপুত্রত্ব লাভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখার্ট অন্যত্র বলিয়াছেন, 'যখন আমার জ্ঞান ও তাঁহার জ্ঞান এক এবং জ্ঞানই তাঁহার সত্তা, তাঁহার স্বভাব ও স্বরূপ, তখন এই সিদ্ধান্ত হইল যে, তাঁহার সত্তা, স্বভাব ও স্বরূপ আমার সহিত এক।'*

গিয়ারদানো ব্রুনো — ইউরোপে প্রাচীন দর্শনের তিরোভাব এবং নব্যদর্শনের আবির্ভাব, এই দু'য়ের মধ্যে সময়ে দুই জন অদ্বৈতবাদী আবির্ভূত হন। তাঁহাদের অন্যতর ইটালীবাসী ব্রুনো ১৬শ শতাব্দীর লোক; তাঁহার মত অনেকাংশে প্রাচীন স্টোয়িক মতের ন্যায়। সমগ্র জগৎ এক মহান্ আত্মাতে পরিপূর্ণ। জড় ও চৈতন্য পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, একই বস্তুর দুইটী দিক্ মাত্র। জড়—জগতের উপাদান, কিন্তু স্বয়ং

* অধ্যাপক ম্যাক্স মুলর-ধৃত বচন হইতে ভাষান্তরিত।

ইহা কিছুই করিতে পারে না। জ্ঞানময় আত্মাই কর্তা ও পরিচালক। তিনি জড়রূপ উপাদান লইয়া নানা রূপ গড়িতেছেন এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে পারে না। এই জগদ্ব্যাপ্ত জগদ্রূপী পরমাত্মা গভীর প্রীতির আস্পদ। এই গভীর ঈশ্বর-প্রীতি ব্রুনোর সমুদয় উপদেশের পরম লক্ষ্য।

য়াকব বোহ্‌ম্—ইউরোপীয় প্রাচীন দর্শনের শেষাবস্থায় ও নব্যদর্শনের সূচনাকালে আবির্ভূত অপর দার্শনিকের নাম—য়াকব বোহ্‌ম্। তিনি জর্মানী-বাসী। তাঁহার সময় ১৫৭৫ হইতে ১৬২৪ খ্রী° পর্যন্ত। তাঁহার মত কোন কোন আধুনিক লেখক-কর্তৃক পুনর্জীবিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বিশুদ্ধ দার্শনিক যুক্তি ও ব্যাখ্যাপ্রণালী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উপমা ও কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেন। যাহা হউক, তাঁহার দর্শনের মূলসূত্র এই যে, জ্ঞানবস্তু এক অখণ্ড হইলেও তন্মধ্যে একটী নিগূঢ় শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ইহা এক থাকিয়াও আপনার মধ্যে ভেদ উৎপাদন করে। এই ভেদশক্তিই জগদুৎপত্তি ও সর্বপ্রকার বহুত্বের কারণ। এই ভেদশক্তি না থাকিলে মূল বস্তুকে প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানই বলা যাইত না। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের ভেদ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নহে, সুতরাং আপনাকে আপনি জানিতে গিয়াই পরব্রহ্ম ভেদযুক্ত হন। বোহ্‌ম্ স্পষ্টই বলেন, 'হাঁ-না'র যোগেই সমুদয় সম্ভব হইয়াছে। মূল বস্তু 'হাঁ', কিন্তু ইহার সঙ্গে 'না' না থাকিলে এই মূল বস্তুর প্রকাশ হইত না, ইহার পক্ষে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, কার্য কিছুই সম্ভব হইত না। এই 'না'র প্রভাবেই ইহা বিচিত্র বিশ্বরূপে, নানা জীবরূপে, প্রকাশিত হইয়াছে। বোহ্‌ম্-কৃত কবিত্বময় দ্বৈতাদ্বৈত ব্যাখ্যা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই উপনিষদের ঋষির কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা মনে পড়ে। যথা—'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ······স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ' —বৃহ-উ° ১. ৪. ১. ৩। অর্থাৎ—এই জগৎ পূর্বে পুরুষবিধ আত্মামাত্র ছিল; তিনি দৃষ্টিপাতপূর্বক আপনাব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তিনি বলিলেন, 'আমিই সেই' ······তিনি এই অবস্থায় আনন্দ পাইলেন না, সুতরাং একাকী কেহ আনন্দ পায় না; তিনি দ্বিতীয় (কাহাকেও) পাইতে ইচ্ছা করিলেন। পুনশ্চ, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।······ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি'—ছা-উ° ৬. ২. ১, ৩। অর্থাৎ—হে সৌম্য, এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎমাত্র ছিল।······তিনি ভাবিলেন, আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।

মেল্‌ব্রাঞ্চ বা মেল্‌ব্রান্‌শ্—আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা দেকার্ত্ (১৫৯৬–১৬৫০খ্রী°)। তিনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা—সমুদয় শ্রুতিমূলক বিশ্বাস পরিত্যাগ—প্রচার করিয়া এবং আত্মজ্ঞানের উপর সমুদয় জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া, দর্শন-সম্বন্ধে নূতন প্রণালী আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত অদ্বৈতবাদ নহে। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া যে দুই জন দার্শনিক অদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ফরাসী পুরোহিত মেল্‌ব্রান্‌শ্ (১৬৩৮—১৭১৫খ্রী°)। দেকার্ত্ জড় ও চৈতন্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। মেল্‌ব্রান্‌শ্ এই কল্পনা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, জড় যখন আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তখন আত্মা কিরূপে জড়ের জ্ঞানলাভ করে? জড়ের সহিত সাক্ষাৎ যোগ আত্মার পক্ষে অসম্ভব। আত্মা যাহা লাভ করে, তাহা জড়-সম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, চিন্তামাত্র। এই সকল চিন্তা আত্মা কিরূপে লাভ করে? আত্মা যখন সসীম, তখন নিজবলে এই সকল চিন্তা উৎপাদন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আত্মা নিজবলে যাহা উৎপাদন করে তাহা বাহ্য বস্তুর অনুরূপ হইবার কথা নহে। বাহ্যবস্তু স্বয়ং এই সকল চিন্তা উৎপাদন করে, ইহাও সম্ভবপর নহে। অচেতন জড় চৈতন্যের উপর এই সকল বিজ্ঞান উৎপাদন করে, ইহা অভাবনীয়। সুতরাং একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরই এই সকল বিজ্ঞানোৎপাদনের কারণ। তিনি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই আধার, তিনিই একমাত্র স্বাধীন বস্তু। জড়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে সমগ্র জড়জগৎ তাঁহার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বর্তমান। তিনিই আবার আত্মার আধার; আমাদের ইচ্ছা ও বিজ্ঞান সমুদয়ই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। জড় ও চৈতন্য পরস্পর পৃথক্ হইয়াও তাঁহাতে একত্রীকৃত। সুতরাং আমরা যাহা কিছু দর্শন করি, যাহা কিছু জ্ঞাত হই, সমুদয়ই তাঁহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকি।

মেল্‌ব্রান্‌শের একীকরণপ্রণালী কৃত্রিম ও অসন্তোষকর, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জড় ও চৈতন্য যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তুই হইল, তবে আর ঈশ্বরেই বা ইহারা কিরূপে মিলিত হইল? ইহাদের মধ্যে মৌলিক একতা না থাকিলে মিলনও অসম্ভব। এই একতা দেকার্ত্ ও মেল্‌ব্রান্‌শ্ কেহই স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। কিন্তু দেকার্ত্ ইহা দর্শনের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরই একমাত্র স্বাধীন স্বাবলম্বন বস্তু। কিন্তু এই কথা বলিয়াও—জড় ও জীবচৈতন্যের স্বাধীন সত্তা অস্বীকার করিয়াও—দেকার্ত্ বলিলেন, ইহারা পরস্পরের সম্বন্ধে স্বাধীন বস্তু। এই মত স্ববিরোধী। মেল্‌ব্রান্‌শ এই বিরোধ কিয়দংশে দূর করিয়া এক প্রকার অসম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাজ্ঞানী স্পিনোজা এই বিরোধ সম্পূর্ণরূপে ভঞ্জন করিয়া, জড় ও জীবের স্বাধীন সত্তা সুতরাং প্রকৃত বস্তুত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ণাঙ্গ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিলেন।

স্পিনোজা—ইউরোপীয় দর্শনরাজ্যে স্পিনোজার স্থান অতি উচ্চ। দেকার্ত্-রোপিত চিন্তাবৃক্ষের পরিপক্বতম ফল তাঁহারই যত্নে উৎপন্ন হয়। দেকার্ত্-প্রবর্তিত প্রণালীকে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যম্ভাবিরূপেই স্পিনোজা-

প্রবর্তিত মত গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা স্পিনোজ.ার মীমাংসা দেখিয়া ভীত ওপশ্চাৎপদ হন, তাঁহাদিগের পক্ষে অভিনব চিন্তাপ্রণালী আবিষ্কার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং স্পিনোজ.ার দর্শনাবির্ভাবে ইউরোপীয় চিন্তা-জগতে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইল। অনেকে তাঁহার মত গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া অথচ তাঁহার সুদৃঢ় যুক্তিশৃঙ্খল ছেদনে অসমর্থ হইয়া দার্শনিক চিন্তাকে ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আধুনিক সময়ে ইউরোপে দুই প্রকার অদ্বৈত মত প্রচলিত। এক প্রকার মতের প্রধান গুরু স্পিনোজ.া, অপর মতের প্রধান ব্যাখ্যাকার হেগেল।

বেনিদিক্ত্ দি স্পিনোজ.া ১৬৩২ খ্রী° আম্স্টারডাম্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ইহুদী। স্পিনোজার প্রধান গ্রন্থের নাম ‘এথিকা’। এই গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখিত। নীতি-সাধনের দার্শনিক ভিত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হয়। স্থূল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় অদ্বৈতবাদকে নীতি-বিনাশক মনে করা দূরে থাকুক্, স্পিনোজ.া অদ্বৈতবাদের উপরই উচ্চ নীতিবিজ্ঞান স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যায় উক্ত পুস্তকের হোয়াইট্ সাহেব-কৃত ইংরেজী অনুবাদের কোন কোন অংশ বাঙলায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত এবং কোন কোন অংশ প্রয়োজনমত নির্দেশ করা হইবে।

(১) জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ : স্পিনোজ.ার মতে জ্ঞান ত্রিবিধ। প্রথম এবং নিম্নতম শ্রেণীর জ্ঞান ইন্দ্রিয়বোধ ও স্মৃতিঘটিত। এই জ্ঞান অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার ভ্রম ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞান বুদ্ধিঘটিত। বুদ্ধি বস্তুগুণ-সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব ও সম্যক্ ধারণা লাভে সমর্থ। ইহার লব্ধ মূলতত্ত্বসমূহ অবশ্যম্ভাবিতা গুণযুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞান অনুভবঘটিত। এই জ্ঞানের বিষয় বস্তুর মূল স্বরূপ। ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপায়। [দ্বিতীয় অংশের ৪০তম প্রতিজ্ঞা দ্র°] এই জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া আত্মা অনন্তের পদবীতে আরোহণ করে এবং ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভব করে। [পঞ্চমাংশের ৩০ ও ৩১তম প্রতিজ্ঞা দ্র°]

(২) ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপ লক্ষণ : ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থসমূহ সসীম ও অনিত্য। এক পদার্থ অপর পদার্থের আশ্রিত এবং সমুদয়ই উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন। এই সসীম ও অনিত্য ভাবের মধ্যেই অসীম নিত্য-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সসীম জড়পদার্থের ভাবনায় অসীম দেশের ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। সসীম চিন্তাতে অসীম চিন্তার ভাব নিহিত। জড় এবং চৈতন্যের প্রভেদ ভাবিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই এমন এক বস্তু ভাবিতে হয় যাহা এই প্রভেদের অতীত ও এই প্রভেদের হেতু। এইরূপে দেখা যায়, সমুদয় পর-সাপেক্ষ সসীম বস্তু এক, স্বতন্ত্র, পর-নিরপেক্ষ, অসীম বস্তুর উপর নির্ভর করে। এই যে বস্তু যাহা না থাকিলে অপর কিছু থাকিতে পারে না, যাঁহাকে না ভাবিলে অপর কিছু ভাবা যায় না, অপর দিকে—যাঁহার অস্তিত্বের জন্য অপর কিছুর অস্তিত্ব আবশ্যক নহে, যাঁহাকে ভাবিতে হইলে অপর কিছুর ভাবনা প্রয়োজন নহে, এই বস্তুই প্রকৃত বস্তু নামের উপযুক্ত এবং এই অনন্ত বস্তুই ব্রহ্ম। পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু অবশ্যম্ভাবিরূপেই এক, অদ্বিতীয়; কারণ দ্বিতীয়ের অস্তিত্বে ইহার নিরপেক্ষতায় আঘাত পড়ে। ইহা অবশ্যম্ভাবিরূপেই অনন্ত, কারণ যাহা কিছুতে ইহাকে সীমাবদ্ধ করিবে তাহা ইহার নিরপেক্ষ-তায়, ইহার স্বতন্ত্রতায় আঘাত করিবে। কেবল অসীম বস্তুই স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষ হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত বস্তু এক, অনন্ত। সসীম বহু বস্তু কেবল এই এক অনন্ত বস্তুর সত্তায় সত্তাবান্—এই এক অনন্ত বস্তুর খণ্ডাকার প্রকাশমাত্র।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের লক্ষণা করা অসম্ভব। কোন বস্তুর লক্ষণা করিতে হইলেই উহাকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিতে হয়, অন্য বস্তুর সহিত ইহার ভেদ নির্দেশ করিতে হয়। সুতরাং সসীম বস্তুর সম্বন্ধেই লক্ষণা সম্ভব। ব্রহ্ম যখন সর্বাশ্রয়, অনন্ত, অদ্বিতীয় বস্তু, তখন তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ লক্ষণা অসম্ভব। এমন কোন বস্তু নাই যাহাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন করা যায় বা যাহা হইতে তাঁহাকে ভিন্ন করা যায়। তবে তিনি নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা, এই সংজ্ঞা যে যে শব্দে প্রকাশ পায়, সেই সকল শব্দদ্বারা তিনি নির্দিষ্ট হইতে পারেন, এই মাত্র। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অনন্ত, নিত্য অখণ্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু যে সমস্ত লক্ষণে এই বুঝায় যে, তাঁহার অতীত, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, অপর কোন বস্তু আছে, সে সমস্ত লক্ষণ নিশ্চয়ই কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং তাঁহার প্রতি অপ্রযুজ্য।

(৩) ব্রহ্মের আরোপ লক্ষণ : ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ছাড়া স্পিনোজ.া তাঁহার অসংখ্য তটস্থ বা আরোপ লক্ষণ (attributes) স্বীকার করেন। জীবের বুদ্ধি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ভাবিতে গিয়া তাঁহাকে যেরূপে ভাবে, অবশ্যম্ভাবি-রূপে ভাবে, তাঁহারই নাম আরোপ লক্ষণ। স্পিনোজা বলেন, জীবের বুদ্ধি যখন অসংখ্য প্রকার হইতে পারে, তখন ব্রহ্মের আরোপ লক্ষণও অসংখ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি দুইটী মাত্র আরোপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—(১) ব্যাপ্তি (extension) ও (২) জ্ঞান (thought)। জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্যাপ্তি ও জ্ঞান এই দ্বিবিধ আকারে বর্তমান। সমুদয়ের মূল ভাব এই দুইটী। মূল বস্তু ব্রহ্ম এই দুই ভাবে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশিত। বুদ্ধির সমুদয় তত্ত্বের মধ্যে এই দুইটীই সর্বোচ্চ, সমুদয় তত্ত্বের মূল এবং কেবল এই দুইটীই অসীম সত্তা প্রকাশে সমর্থ। ব্যাপ্তি ও জ্ঞান পরস্পর হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু ইহারা মূলে এক, কারণ উভয়ই এক মূল বস্তুর প্রকাশমাত্র। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই দুইটী রূপ, ব্যাপ্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ। যাহা কেবল বাহ্য আয়তনশালী ব্যাপ্ত বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহারও একটী জ্ঞানরূপ আছে, তাহাও জ্ঞানের আশ্রিত মানসব্যাপার। পুনশ্চ, যাহা কেবল মানস-ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, তাহারও একটী বাহ্য ব্যাপ্ত রূপ আছে। জ্ঞানজগৎ ও ব্যাপ্তিজগৎ

দুইটী অনন্ত সমান্তরাল রেখার ন্যায়। ইহারা এক নহে, পরস্পর মিলিতও নহে, অথচ এমন ভাবে সম্বদ্ধ, যে যাহা কিছু খণ্ডশীল ও বাহ্যরূপে অবস্থিত, তাহাই আবার আত্মজ্ঞানের একতায় একীভূত হইয়া জ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। যাহা শরীররূপে দেশে অবস্থিত তাহার এবং তৎসম্পর্কিত পদার্থসমূহের জ্ঞানই আবার জীবাত্মারূপে প্রতিভাত। যাহা বৃত্তরূপে দেশে বর্তমান, তাহাই বৃত্তের চিন্তারূপে জ্ঞানে প্রতিভাত। এইরূপে সমুদয় জাগতিক বস্তুই, জড় ও চেতন উভয় প্রকার বস্তুই, ব্রহ্ম বস্তুর প্রকাশ। মূলে ভেদ নাই। বুদ্ধিতে যে সেই বস্তুর প্রকাশ, সেই প্রকাশেই ভেদ,—জড় ও চেতনের মৌলিক ভেদ এবং অন্যান্য অবান্তর ভেদ।

(৪) ব্রহ্মের 'প্রকার' ঃ জগতের বিবিধ সচেতন ও অচেতন বস্তু জ্ঞানরূপী ও ব্যাপ্তিরূপী ব্রহ্মের বিবিধ সসীম 'প্রকার' (modes) মাত্র। এই সমুদয়ের কোন স্বাধীন সত্তা নাই, এই সমস্ত ব্রহ্মবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ, এই সমুদয় প্রকারের সহিত ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ। ইহারা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল। ব্রহ্মবস্তু ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু। ইহারা যেমন ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, তেমনই পরস্পর হইতেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, পরস্পরের সহিত অশেষ কার্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কেবল মূল অনন্ত বস্তুই স্বাধীন, সসীম জগতে স্বাধীনতা নাই, সমুদয় সসীম বস্তুই অচ্ছেদ্য নিয়তিসূত্রে গ্রথিত। কেবল, যে বস্তু ব্রহ্মের শক্তি যে পরিমাণে লাভ করিয়াছে, সেই বস্তু সেই পরিমাণে আপেক্ষিক স্বাধীনতাশালী, সেই পরিমাণে আপন সত্তারক্ষায় ও উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম।

(৫) সসীম ও অসীম প্রকার ঃ দুইটী প্রকারসম্বন্ধে স্পিনোজ়া কিছু বিশেষ কথা বলিয়াছেন। প্রকার-সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা সেই দুইটী প্রকারে খাটে না। ব্যাপ্তি অর্থাৎ জড়রূপী ব্রহ্ম নানা জড়বস্তুরূপে প্রকাশিত হন এবং জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম নানা সচেতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হন। এই সমস্ত জড় ও সচেতন বস্তু সসীম, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাপ্তি যে গতি ও বিরামরূপে প্রকাশিত হয়, এই প্রকাশক্রমের আরম্ভ নাই, শেষও নাই। গতি ও বিরামের বিশেষ বিশেষ ফল যাহা, তাহার আরম্ভ আছে, শেষও আছে এবং এরূপ প্রত্যেক ফল অপর প্রত্যেক ফলের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু গতি ও বিরামরূপ ব্যাপার—যাহা সমুদয় ব্যাপারের কারণ—তাহা অপর কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বস্তুর অধীন এবং ইহা সমুদয় ব্যাপারের কারণ নহে, সুতরাং ইহা সর্বোচ্চ অর্থে অসীম নহে ; কিন্তু নিজরাজ্যে ইহা অসীম, সুতরাং ইহাকে ব্রহ্মবস্তুর একটী অসীম প্রকার বলা যাইতে পারে। তেমনই জ্ঞানজগতে বুদ্ধি অসীম প্রকার। সমুদয় জ্ঞানের বিষয়কেই বিষয়ীর অধীন, বুদ্ধির অধীন ভাবিতে হয়। এই ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের বিষয়সমূহ পরস্পরের অধীন বটে এবং সমুদয়ই বিষয়ীর অধীন বটে, কিন্তু বিষয়ী অপর কিছুর অধীন নহে। সুতরাং সমুদয় বিষয়জগৎকেই একটী অসীম সর্বাধার বুদ্ধির অধীন বলিয়া ভাবিতে হয়। এইরূপে দেখা যায়, শক্তি ও বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ না হইলেও ইহারা ব্রহ্মের অসীম প্রকার। অতএব ব্রহ্মকে অনন্তশালী এবং অনন্ত বুদ্ধিশালী বলিয়াও ভাবিতে হইবে।

(৬) ব্রহ্মতত্ত্ব ঃ স্পিনোজ়ার মতে ব্যাপ্তি, জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি এই সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে। এই সমস্তই ব্রহ্মেতে মানববুদ্ধি-কর্তৃক আরোপিত লক্ষণ। অথচ এই সমস্ত লক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। এই মত বিশেষরূপে অবোধ্যতা দোষে দূষিত। প্রথমতঃ বুদ্ধি জ্ঞানের প্রকারমাত্র, রূপমাত্র জ্ঞান হইতে সৃষ্টিক্রমানুসারে এক সোপান নিম্নে, অথচ স্পিনোজ়া বলিতেছেন—জ্ঞান বুদ্ধি-কর্তৃক আরোপিত লক্ষণ অর্থাৎ কারণ কার্য হইতে উৎপন্ন। পুনশ্চ, শক্তি অনাদি অনন্ত ও ঈশ্বর কারণ ব্যাপ্তিসহ জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, অথচ আরোপ-লক্ষণের সংজ্ঞা-অনুসারে ব্যাপ্তি ও শক্তি উভয়ই বুদ্ধিকর্তৃক আরোপিত লক্ষণ মাত্র—বুদ্ধিরই ব্যাপার মাত্র। অবশেষে স্পিনোজ়া বলিয়াছেন, অনন্তের পদবীতে দাঁড়াইয়া দেখিলে, অনন্তের প্রকাশরূপে দেখিলে, বুদ্ধি আর সসীম বস্তু থাকে না—অসীম বস্তু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এমন কি অনুভবঘটিত জ্ঞানের পদবী হইতে কোন বস্তুই সসীম নহে, সমুদয়ই অসীম কারণ অসীম ব্যতীত আর বস্তু নাই। এখন, বুদ্ধি যদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশই হইল, মূলে অনন্ত বস্তুই হইল, আর ইহার তত্ত্বসমূহ অবশ্যম্ভাবীই হইল, তবে ইহার প্রদত্ত ব্রহ্মলক্ষণসমূহকে কেবল আরোপিত, কল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ? বুদ্ধিজাত তত্ত্বসমূহ ভেদাত্মক, এই দেখিয়া স্পিনোজ়া এই সমস্তকে নিম্নস্থান দিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন অভেদ, অদ্বৈতরূপে ব্যাখ্যা করাতে, ভেদব্যঞ্জক লক্ষণসমূহকে কল্পিত বর্ণনা করা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভেদ না হইলে স্পিনোজ়ার চলে না। ভেদের ভাব অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত অভেদ বস্তু নিষ্ক্রিয়ই থাকেন, একাকীই থাকেন, তাঁহা হইতে জড় ও চেতন জগতের বিচিত্র বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। ভেদ ব্যতীত চলা দূরে থাকুক, ভেদব্যঞ্জক বুদ্ধি ও শক্তিকে অনাদি অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইল। সুতরাং প্রথম হইতেই অদ্বৈত অনন্ত বস্তু হইতে দ্বৈত ও সসীমকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ না করিয়া দুই দিকের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এই সামঞ্জস্য হেগেল-দর্শনে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয়। এই সামঞ্জস্যের প্রশ্ন বেদান্তদর্শনে কিরূপে বিচারিত হয়, তাহা ইতিপূর্বেই দেখান হইয়াছে।

(৭) বন্ধন ও মুক্তি ঃ আত্মা যত দিন প্রথম শ্রেণীর অস্পষ্ট জ্ঞানের অধীনে থাকে, তত দিন নিজের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতে পারে না এবং তত দিন প্রকৃত সুখও লাভ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আত্মা আপনাকে একটা ক্ষুদ্র সসীম বস্তু বলিয়া মনে করে এবং অন্যান্য বস্তুকে বাহ্য বস্তু বলিয়া

বিশ্বাস করে। এই ধারণাতে ইহা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির অধীন হয় এবং নিষ্ক্রিয়-ভাবে বাহ্য বস্তুসমূহের প্রভাব গ্রহণ করে। এই প্রভাবজনিত সুখকেই ইহা পরম মঙ্গল বলিয়া মনে করে, আত্মবল পরিচালনার সক্রিয় সুখ ইহার ভাগ্যে ঘটে না। ইহাই আত্মার বন্ধনদশা। বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে এই দশা অতিক্রম করাই মুক্তি।

কান্ট-সম্পর্কিত অদ্বৈতবাদ—১৭২৪ খ্রী° জর্মানদেশে মহাজ্ঞানী ইমানুয়েল কান্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ইউরোপীয় চিন্তাজগৎকে গভীররূপে আন্দোলিত করে। সেই আন্দোলন এখনও প্রবল বেগে চলিতেছে। কান্ট স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদের পথ এত দূর পরিষ্কৃত করিয়া যান যে, তাঁহার পরবর্তী দার্শনিকগণ সেই পথ ধরিয়া সহজেই উক্ত মতে উপনীত হইলেন। কান্টীয় অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে ফিক্তে, শেলিঙ্ ও হেগেল প্রধান। এই দার্শনিকগণের মত, বিশেষতঃ ফিক্তে ও হেগেলের মত, কিছু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু তৎপূর্বে কান্টের কোন কোন মত—যে সকল মতের সহিত উক্ত দার্শনিকগণের বিশেষ সম্বন্ধ, সেই মতগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

কান্টের মতে, দার্শনিক সত্যে উপনীত হইতে গেলে সর্বাগ্রে জ্ঞানক্রিয়ার পরীক্ষা করা আবশ্যক। সমুদয় সত্যই যখন জ্ঞানের অন্তর্গত তখন জ্ঞানের প্রকৃতি কি, প্রণালী কি, জ্ঞানে কি কি বস্তু অবশ্যম্ভাবিরূপে অন্তর্নিবিষ্ট, এই সকল বিষয় নির্ধারিত না হইলে সত্য-সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। কান্ট জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন, জ্ঞানের দুইটী দিক্—উপকরণ (matter) ও প্রকরণ (form); এই দুই দিকের সম্মিলন ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়যোগে আনীত অগঠিত বিজ্ঞানসমূহ (sensations)—মানসবিকারসমূহ জ্ঞানের উপকরণ। আর যে সমস্ত মূলতত্ত্ব (conceptions) দ্বারা এই সমস্ত গঠিত হইয়া প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিষয়রূপে পরিণত হয়, সে সমস্ত মূলতত্ত্বই জ্ঞানের প্রকরণ। মূলতত্ত্বসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) প্রত্যক্ষশক্তি-ঘটিত মূলতত্ত্ব—(·orms of perception) দেশ ও কাল। (২) বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্ব (categories of the understanding)—(ক) একত্ব, (খ) বহুত্ব, (গ) সমষ্টি, (ঘ) সীমা, (ঙ) অনস্তিত্ব, (চ) অস্তিত্ব, (ছ) বস্তু ও গুণ, (জ) কারণ ও কার্য, (ঝ) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, (ঞ) সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা, (ট) সত্তা ও অসত্তা, (ঠ) অবশ্যম্ভাবিতা ও আগন্তুকত্ব। (৩) প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্ব (ideas of reason)—(ক) আত্মা, (খ) জগৎ ও (গ) ঈশ্বর। কান্ট দেখাইলেন যে, জ্ঞানের এই সমস্ত প্রকরণ অভিজ্ঞতা বা ভূয়োদর্শনের ফল নহে—অভিজ্ঞতা বা ভূয়োদর্শনের মূল। জ্ঞানক্রিয়ার মূলে এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকরণরূপে নিহিত রহিয়াছে, বিশ্লেষণদ্বারা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কান্ট ইহাও দেখাইলেন যে, জ্ঞানের গভীরতম তত্ত্ব আত্মজ্ঞান—মূলতত্ত্বসমূহ আত্মজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র।

এই পর্যন্ত কান্টের ভাবাত্মক কার্য—গঠনকার্য। এই ভিত্তির উপর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদরূপ দর্শনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু কান্ট তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন না। কেন করিলেন না, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত মতগুলি দেখিলেই বোঝা যাইবে।

(১) বুদ্ধির কেবল গঠনশক্তি আছে, উৎপাদনশক্তি নাই। উৎপাদনকারিণী বুদ্ধি যে থাকিতে পারে না তাহা নহে, ঐশী বুদ্ধি সেইরূপই হইবে। কিন্তু মানববুদ্ধির উৎপাদনকারিণী শক্তি নাই। বাহির হইতে উপকরণ না পাইলে ইহা জ্ঞানের বিষয় গড়িতে পারে না। সুতরাং উপকরণ-উৎপাদনের একটী আত্মাতিরিক্ত কারণ আছে। সেই কারণের প্রকৃতি আমরা কিছু জানি না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব জানা আবশ্যক। কার্য জ্ঞানের ভিতরে, কেন না তাহা মানসব্যাপার, অথচ কারণ বাহিরে, এই মত যে কান্টের একটী মূলসূত্রের বিরোধী, তাহা তিনি দেখিলেন না। কান্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির মূলতত্ত্বসমূহ—মূলতত্ত্ব মাত্রই কেবল জ্ঞানের অভ্যন্তরস্থ বিষয়ে প্রযুজ্য, জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয়ে অপ্রযুজ্য; অথচ তিনি বুদ্ধিগত কার্যকারণ-সম্বন্ধ মানসব্যাপারও একটী অনির্দিষ্ট অজ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। যাহা হউক্, এই এক দিকে কান্ট একটী অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নিজ দর্শনতন্ত্রে অদ্বৈতবাদের প্রবেশকে বাধা দিলেন।

(২) বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্বসমূহ বাহির হইতে উপকরণ পাওয়াতে জ্ঞানের বিষয় গঠনে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্বসমূহের সম্মুখে কোন উপকরণ নাই; সুতরাং ইহারা কোন প্রকৃত বস্তুর পরিচায়ক নহে, কেবল জ্ঞানের নিয়ামক মূলসূত্রমাত্র। জ্ঞানক্রিয়ার পূর্ণতার পক্ষে এই সকল মূলসূত্র ব্যবহার করা আবশ্যক সন্দেহ নাই। আমরা চিন্তা করিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই চিন্তা করি যে, সমুদয় মানসব্যাপারের একটী স্থায়ী আধার আছে, সে আধার আত্মা; সমুদয় বাহ্য অর্থাৎ দেশগত বিষয়ের একটী স্থায়ী আধার আছে, সে আধার জগৎ; অন্তর বাহির সমুদয় ব্যাপারের একটী আধার ও ঐক্য স্থল আছে, তাহা পরমাত্মা। কিন্তু এই সকল ধারণার বিষয়ীভূত প্রকৃত বস্তু আছে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। বিশুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা অসম্ভব। তবে, নৈতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানে এই সকল বস্তুর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক্, এই আর এক দিক্, যে দিক্ দিয়া কান্টের দর্শনে কেবল অদ্বৈতবাদ নহে, সাধারণ ঈশ্বরবাদও বাধাপ্রাপ্ত হইল। আত্মজ্ঞান সমুদয় জ্ঞানের মূল, এই সত্য উচ্চারণ করিয়াও তিনি ইহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, আত্মজ্ঞান তাঁহাকে এক অখণ্ড সর্বাধার আত্মার পরিচয় দিল না।

(৩) কান্ট বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে যাহা পাইলেন না, নৈতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানের

উপর তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সম্পূর্ণরূপে ফলাফলভাবনাশূন্য হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতে হইবে—এই ব্যাবহারিক মূলসূত্রকে কান্ট একটা অনতিক্রমণীয় মূলতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আর দেখিলেন এই মূলসূত্রানুসারে কার্য করিতে হইলে কর্মকর্তৃরূপী স্বাধীন আত্মা, কর্মক্ষেত্ররূপী জগৎ এবং কর্মফলদাতা ঈশ্বর, এমন কি পুণ্য ও সুখের পূর্ণ মিলনস্থল পরলোকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সুতরাং প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্বসমূহ কান্টদর্শনে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও নীতিঘটিত ব্যাবহারিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮০৪ খ্রী' কান্টের মৃত্যু হয়। নিম্নে কান্টের অদ্বৈতবাদী শিষ্যগণের মতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

ফিক্তে—১৭৬২ খ্রী' যোহন গট্‌লিয়েব্ ফিক্তের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমগ্র জীবন অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চায় যাপন করেন। তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও উৎসাহময় ছিল। তাঁহার স্বদেশানুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। দেশীয় সর্বসাধারণের নিকট তিনি দার্শনিক অপেক্ষা দেশহিতৈষী বক্তা বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দর্শন কেবল অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জ্ঞানীরই বোধগম্য। ১৮১৪ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের নাম 'বিসেন্‌চাফ্‌ট্‌সিয়ার' (জ্ঞানতত্ত্ব)।

(১) কান্টের প্রতিবাদ : ফিক্তে প্রথমেই কান্টের কল্পিত বাহ্যবস্তুবাদের—আত্মবস্তুবাদের—প্রতিবাদ করিলেন। জ্ঞান কেবল জ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়-সম্বন্ধেই বলিতে পারে, জ্ঞানের বাহিরের বস্তু-সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না, তাহা যে আছে তাহাও বলিতে পারে না। জ্ঞানের অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বিজ্ঞানমাত্র, তাহা জড়পদার্থ নহে। আর জড়পদার্থ বিজ্ঞান উৎপাদন করিবে, ইহাও অসম্ভব। কান্ট অনাত্মবস্তুর উপর যে কার্য আরোপ করিয়াছেন, তাহা আত্মারই কার্য। আত্মা মৌলিক নিরপেক্ষ বস্তু, কান্ট যে ইহাকে আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; তাহা সম্পূর্ণরূপেই ক্রিয়াশীল এবং বিজ্ঞানোৎপাদনে সক্ষম। জ্ঞানের উপকরণের জন্য ইহাকে পরাপেক্ষী হইতে হয় না। জ্ঞানের উপকরণ ও প্রকরণ উভয়ই আত্মার কার্যকারিতার ফল। এই সর্বাধার সর্বকারণ আত্মা কোন সসীম ব্যক্তিগত বস্তু নহে। আত্মা বলিতে ফিক্তে পরমাত্মাকেই বোঝেন।

(২) জ্ঞানের মৌলিক প্রণালী : মূলতত্ত্ব নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়া ফিক্তে সমুদয় জ্ঞানের মূল প্রণালী পূর্বপ্রচলিত বিশ্লেষণ (analysis) ও একীকরণের (synthesis) মিলন দেখান। তিনি দেখাইলেন, এই প্রণালীতে সমস্ত জ্ঞান বিকশিত হয়। জ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই প্রণালীতে একটা আদিম তত্ত্ব হইতে নিষ্কাশিত করা যায়। এই প্রণালীর নাম স্থাপন (thesis), খণ্ডন (antithesis) ও সমঞ্জসীকরণ (synthesis)—'ক = ক', এই হইল স্থাপন। 'ক' যাহাই হইক না কেন, বস্তু যাহাই হউক না কেন, সেই বস্তু যে সেই বস্তুই, ইহা সমুদয় জ্ঞানের মূলতত্ত্ব। এই তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণাতীত, সমুদয় প্রমাণের ভিত্তি। 'যাহা ক নহে, যাহা অ-ক, তাহা ক নহে', এই হইল খণ্ডন। 'ক' যাহাই হউক, বস্তু যাহাই হউক, ইহা যে ইহার বিপরীত বস্তু নহে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ মূলতত্ত্ব। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক এবং অ-ক পরস্পর বিপরীত বটে, কিন্তু ক ব্যতীত অ-ক এবং অ-ক ব্যতীত ক অভাবনীয়। উভয়ই এক অখণ্ড জ্ঞানব্যাপারের অন্তর্গত হওয়াতে পরস্পরের সম্পূর্ণ পার্থক্য অসম্ভব, ইহাদের বৈপরীত্যের মধ্যেও একত্ব আছে। সুতরাং উপরি-উক্ত দুই মূলতত্ত্ব হইতে অবশ্যম্ভাবিরূপে এই মূলতত্ত্ব নিষ্কাশিত হইতেছে যে, 'ক = অ-ক', অথবা 'অ-ক = ক'। ক আর অ-ক যে সর্বাংশে এক, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে যখন বৈপরীত্য রহিয়াছে, তখন সর্বাঙ্গীন একত্ব অসম্ভব, কিন্তু আংশিক একত্ব আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং তৃতীয় মূলতত্ত্বের প্রকৃত আকৃতি এই রূপ—'ক কিয়দংশে = অ-ক', বা 'অ-ক কিয়দংশে = ক'। ইহারই নাম সমঞ্জসীকরণ। এই মূলতত্ত্বের অর্থ এই যে, বস্তু যাহাই হউক না কেন, ইহার বিপরীতের সহিত ইহার ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে।

(৩) অদ্বৈত মত স্থাপন : এখন দেখা যাউক, এই প্রণালীতে কিরূপে অদ্বৈত মত স্থাপিত হয় এবং সেই মত কিরূপ। আত্মা নিজ ক্রিয়াশীলতাদ্বারা নিজ অস্তিত্ব স্থাপন করে, নিজ অস্তিত্ব জ্ঞাত হয়। আত্মা বলে, 'আমি আছি', 'আমি = আমি'। কিন্তু আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে গিয়া অবশ্যম্ভাবিরূপেই অনাত্মাকে ভাবে, অনাত্মা হইতে আপনাকে ভিন্ন করে। 'আমি = আমি' এই স্থাপন হইতে 'আমি না অর্থাৎ অনাত্মা = আমি নই' এই খণ্ডন আসে। কিন্তু এই অনাত্মা আত্মার জ্ঞানান্তর্গত বিষয়, আত্মার চিন্তা, আত্মার স্বাভাবিক কার্যকারিতার ফলাতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা ইহাকে মানস-ব্যাপারের বাহ্য কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে ইহাকে জ্ঞানের অন্তর্গত, চিন্তার অন্তর্গত বলিয়াই ভাবেন, কারণ জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই ভাবা যায় না। সুতরাং উক্ত খণ্ডনক্রিয়া নিরপেক্ষ খণ্ডন নহে, আপেক্ষিক খণ্ডনমাত্র। আত্মা-অনাত্মার ভেদ নিরপেক্ষ নহে, আপেক্ষিক মাত্র। অতএব স্থাপন ও খণ্ডনের সমঞ্জসীকরণে পাওয়া যাইতেছে—'আত্মা = অনাত্মা' এবং 'অনাত্মা = আত্মা', অর্থাৎ আত্মা অনাত্মা দুইটী বস্তু নহে, ভেদাভেদযুক্ত একই বস্তু। আত্মার নিজ শক্তিতেই অনাত্মার উৎপত্তি হয়। আত্মা যে অনাত্মাদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, নিষ্ক্রিয়ভাবে অনাত্মশক্তিদ্বারা প্রতারিত ও চালিত বলিয়া বোধ হয়, এই আপাত সীমা ও নিষ্ক্রিয়ভাব আত্মা নিজ কার্যকারিতাদ্বারাই উৎপাদন করে। ইহার নিষ্ক্রিয় ভাব নিজ-কর্তৃক নিজ শক্তির খর্বীকরণমাত্র। এই রূপে ফিক্তে

দেখাইলেন — যে বিষয়জগৎকে আপাতত: আত্মাতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, যদ্দ্বারা আত্মা সীমাবদ্ধ, খণ্ডীকৃত বলিয়া বোধ হন, সেই জগৎ আত্মশক্তিরই কার্যমাত্র। আত্মা ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করিতে গিয়াই আপাতত: বিষয়-বিষয়িভেদে ভিন্ন হন, সসীমরূপে প্রতীয়মান হন; প্রকৃতপক্ষে তিনি সসীম নহেন, ভিন্ন নহেন, ব্যক্তিগত নহেন। তিনি অসীম, অখণ্ড, অদ্বিতীয়। কিন্তু ফিক্তের মতে এই অসীম আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নহেন। জ্ঞান কেবল বিষয় - বিষয়িভেদের অবস্থায়ই উৎপন্ন হয়। জ্ঞান সসীম ব্যাপার। সুতরাং ফিক্তের অনন্ত আত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর পদবাচ্য নহেন, তিনি ধর্মরাজ্যের নিয়ন্তা ও সজ্ঞান উপাসনার বিষয় নহেন। ফিক্তের উপর নাস্তিকতার দোষ আরোপিত হইলে তিনি সে দোষ অস্বীকার করেন এবং জগতে যে একটী ধর্মশাসন বর্তমান, সেই ধর্মশাসনকেই ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করেন। যাহা হউক, ঈশ্বর-সম্বন্ধে তাঁহার মত জীবনের শেষ ভাগে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। সেই পরিবর্তনের বিষয় এই নিবন্ধে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

নৈতিক জীবনের আদর্শ : অনাত্মাদ্বারা আত্মশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে একটী সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আত্মা অনাত্মপ্রভাব হইতে মুক্ত হইতে চায়, অনাত্মপ্রভাবকে বিনাশ করিয়া, অনাত্মার অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিনাশ করিয়া, নিজ একাধিপত্য বিস্তার করিতে চায়। আত্মার অজ্ঞান সজ্ঞান সমুদয় প্রবৃত্তিই এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত — আত্মা অনাত্মার দ্বৈতভাব বিনাশে উদ্যোগী, কিন্তু সজ্ঞান প্রবৃত্তিকেই প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রবৃত্তি বলা যায়। আত্মপ্রভাব বিস্তার, প্রকৃত স্বাধীনভাব প্রাপ্তিরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কর্তব্যবোধে যাহা করা যায় তাহাই ধর্ম। কর্তব্যজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠাকে ফিক্তে নানা প্রকারে প্রশংসা করিয়াছেন এবং নিজ জীবনে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যাহা হউক তিনি বলিয়াছেন, অনন্তের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা—ইহাই আমাদের সমুদয় কার্যের লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ণরূপে সেই মুক্তভাব লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব; আমরা কোন কালেই তাহা পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারিব না। তবে যে পরিমাণে আমরা সেই মুক্তাবস্থা লাভ করি, তাহাই আমাদের মঙ্গল। সুতরাং ক্রমশঃ মুক্তাবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া, অনন্তকে ক্রমশঃই অধিকতররূপে নিজ জীবনে প্রকাশিত হইতে দেওয়া, ক্রমশঃই অনন্তের সহিত গভীরতর একতায় একীভূত হওয়া—ইহাই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়াসের বিষয় হওয়া উচিত। ইহাই জীবনের পরম লক্ষ্য ও পরমানন্দের নিদান।

শেলিং—ফ্রায়েড্রিক্ উইলহেম্ জোসেফ শেলিং ১৭৭৫ খ্রী° জন্মগ্রহণ করেন।

শেলিঙের দার্শনিক মতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার যখন যে রূপ মত হইত, তখনই সেই মতের অনুরূপ পুস্তক লিখিতেন, সুতরাং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহ একটী দর্শনতন্ত্রের পরিচায়ক নহে। তিনি ক্রমান্বয়ে ফিক্তে, স্পিনোজা, নব-প্লেটোনিকগণ, লাইব্‌নিঝ্, জেকব বোহ্‌ম্, ব্রুনো,—এই সকল দার্শনিকগণের সহিত একমত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদ বিষয়ে তাঁহার মত, বিশেষতঃ এই বিষয়ে ফিক্তে ও হেগেলের সহিত তাঁহার পার্থক্য দেখানই বর্তমান উদ্দেশ্য।

ফিক্তের অদ্বৈতবাদে আত্মার প্রাধান্য, বিষয়ীর প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি বিষয়কে বিষয়ীর শক্তিতে উৎপন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শেলিং পরিবর্তন ঘটাইলেন। তিনি বিষয়কে হীনদশা হইতে উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু পরস্পর ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ। বিষয়ী ও বিষয়, আত্মা ও অনাত্মা, জ্ঞান ও সত্তা, পরস্পরাপেক্ষী। জ্ঞানে সত্তা আছে, সত্তাতেও জ্ঞান আছে; সত্তা ছাড়া জ্ঞান নাই, জ্ঞান ছাড়া সত্তা নাই। সত্তা ছাড়া জ্ঞান নাই, বিষয়িমাত্রেরই সত্তা আছে, ইহা সহজেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে বিষয়জগৎও জ্ঞানে পরিব্যাপ্ত। জগৎ নিয়মাধীন। এই নিয়মসমূহ যে মানস-ব্যাপার, বুদ্ধিগত ব্যাপার, তাহা কান্টই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু জগৎ জ্ঞানগত নিয়মে শাসিত, পরিচালিত হইলেও জগতের সর্বত্র জ্ঞানের পরিমাণ সমান নহে। আত্মজ্ঞানশালী মানব হইতে নির্জীব জড়পদার্থ পর্যন্ত অসংখ্য বস্তু-সোপান। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সোপানে জ্ঞানের বিশেষ তারতম্য আছে। নিম্নতম সোপানে জ্ঞানের পরিমাণ এত অল্প যে, আছে বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাতে সত্তার ভাগই অধিক। শেলিং বলিয়াছেন — 'প্রকৃতি উদ্ভিদে নিদ্রিত, নিকৃষ্ট জীবে স্বপ্নগ্রস্ত, মানবে জাগ্রত'। যাহা হউক, বিষয় ও বিষয়ী, আত্মা ও অনাত্মা, জ্ঞান ও সত্তা, এই উভয় প্রকার বস্তুই সসীম এবং এক অসীম বস্তুর পরিচায়ক। এই যে বিষয়-বিষয়ীর প্রভেদ অথচ অবিভাজ্যতা, ইহাতে এক অভেদ অখণ্ড বস্তুই বিষয় ও বিষয়িভেদে জগতে প্রকাশ পাইতেছেন। বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই যখন সসীম, তখন সেই অখণ্ড অনন্ত বস্তু স্বয়ং বিষয় বা বিষয়ী কিছুই নহেন, তাঁহাতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নাই, বিশেষত্ব নাই, তিনি নির্বিশেষ (indifferent)। এই সর্বভেদশূন্য, নির্বিশেষ অনন্তকে সসীম জীব কিরূপে জানে, কোন্ জ্ঞানযন্ত্রদ্বারা অবগত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শেলিং বলেন, 'তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার গোচর নহেন, তিনি কোন প্রকার প্রমাণের বিষয় নহেন, এক প্রকার সাক্ষাৎ অনুভব-(intellectual intuition) দ্বারাই কেবল তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়।

হেগেল্—জর্জ উইলহেম্ ফ্রায়েড্রিক হেগেল ১৭৭০ খ্রী° জন্মগ্রহণ করেন।

হেগেল-দর্শনে ইউরোপীয় অদ্বৈতবাদ উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক সময়ে সাধারণ দর্শনও হেগেলের হস্তেই সমধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তদীয় দর্শনতন্ত্র এই কয়েকটী মূল বিভাগে বিভক্ত —(১) জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্তার প্রতিষ্ঠারূপ মূলতত্ত্ব-

সমূহের ব্যাখ্যা ; (২) প্রকৃতিবিজ্ঞান ; (৩) আত্মবিজ্ঞান, অর্থাৎ সামাজিক জীবন, নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমুদয় বিভাগে মানবাত্মার বিকাশতত্ত্ব। বর্তমানে হেগেল-দর্শনের যতটুকু বলা আবশ্যক, ততটুকুই বলা হইবে। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাও অতি সংক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহা হেগেল-দর্শনের ইংরেজ ব্যাখ্যাকারগণের অনুকৃত।

(১) জ্ঞানপ্রণালী : প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান (simple apprehention) বুদ্ধি বা বিচার (judgement) ও প্রজ্ঞা (reason) – এই তিনটী জ্ঞানের উপায় বা জ্ঞানের তিনটী অবস্থা। এই তিন উপায়-দ্বারা একই বস্তু, এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় ; কিন্তু উপায়ভেদে জ্ঞানের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রত্যক্ষযোগে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান অস্পষ্ট, সে জ্ঞানে বস্তুর প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধ হয় না, অথচ ইহার সমুদয় ভাবই জড়িত আকারে বর্তমান থাকে। বিচারযোগে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট ভেদ, আপাত বিরোধ দৃষ্ট হয়। প্রজ্ঞাযোগে ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাতেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক বস্তুই এই তিন ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইহাকে স্থূলরূপে স্থাপন করে, বিচার ইহার আভ্যন্তরিক ভেদ বা অন্য বস্তুর সহিত ভেদ দর্শন করিয়া খণ্ডনানয়ন করে, প্রজ্ঞা ভেদ বা বিরোধ ভঞ্জনপূর্বক সামঞ্জস্য স্থাপন করে। ফিক্তে ও হেগেলের জ্ঞানপ্রণালী মূলে একই, তবে হেগেল ইহাকে বহুল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগদ্বারা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রণালীতে দেখা যায়, আপাতবিরুদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যেও মৌলিক একতা রহিয়াছে, সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই দেখিয়া হেগেল 'বিরুদ্ধ-সমীকরণ'-(identity of contrarieties) রূপ মূলসূত্র প্রচার করিলেন। এই 'বিরুদ্ধ-সমীকরণ' স্থাপন, খণ্ডন ও সমঞ্জসীকরণাত্মক জ্ঞানপ্রণালীর অপর একটী নামমাত্র। ইহার অর্থ এই যে, সর্বত্রই ভেদের মধ্যে অভেদ, বিরোধের মধ্যে সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই যে জ্ঞানের ভিতর বিরুদ্ধ-সমীকরণের ভাব—স্থাপন, খণ্ডন ও সমঞ্জসীকরণাত্মক ভাব—দেখা গেল, ইহা জ্ঞানের প্রকৃতিসিদ্ধ। জ্ঞান বলিতে এই ভেদাভেদযুক্ত (unity in difference) বস্তুই বুঝায়। অন্যবিধ কোন বস্তু কোন নিরবচ্ছিন্নরূপে অভেদ নির্বিশেষ বস্তু জ্ঞান নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। জ্ঞানের প্রকাশ যে ভাবেই হউক, জ্ঞানের বিষয় যাহাই হউক, সর্বত্রই যে জ্ঞানে এই ত্রিবিধ ভাব বর্তমান, হেগেল নানা প্রকারে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের যে প্রণালী, সত্তারও (being) সেই প্রণালী, কারণ জ্ঞান ও সত্তা একই। হেগেলের মতে জ্ঞান ও সত্তা কেবল মূলে এক নহে, সর্বাংশেই এক। সত্তা জ্ঞানময়ী থাকা আর জ্ঞানে থাকা একই কথা, জ্ঞানই সত্তা। সুতরাং মানবজীবনে, ব্যক্তিগত মানস জগতে যে প্রণালী, প্রকৃতিতেও সেই প্রণালী। মানবে জ্ঞানবিকাশের প্রণালী যাহা, প্রকৃতিতে বস্তুবিকাশের প্রণালীও তাহাই। সেখানেও প্রথমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুরূপ অভেদাত্মক স্থূল ভাব, তৎপর বিচারগত জ্ঞানের অনুরূপ ভেদাত্মক ভাব, সর্বশেষে প্রজ্ঞানুরূপ ভেদাভেদাত্মক পূর্ণবিকশিত ভাব। হেগেল প্রকৃতির সমুদয় বিভাগে এই প্রণালীর প্রকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) জ্ঞানবিজ্ঞান : হেগেলের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচলিত তর্কশাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণবিজ্ঞান নহে। ইহা এই দুই শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের এক অপূর্ব মিশ্রণ। ইহা সমুদয় বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ মূলতত্ত্ববিজ্ঞান। বিষয় যাহাই হউক না কেন, জগতের সকল বিভাগে বিষয়-নির্বিশেষে, জ্ঞান যে সমস্ত মূলতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয় – জ্ঞান ও অস্তিত্বের এই সমস্ত মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ-প্রদর্শন--ইহাই হেগেলের জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত মূলতত্ত্ব কীদৃশ বস্তু তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। স্থূল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় বস্তু যেভাবে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট সম্বন্ধের ভাব থাকে না। বস্তুসমূহ পরস্পর হইতে পৃথক্‌ভাবে, স্বস্বপ্রধানভাবে থাকিতে পারে, ইহাই বোধ হয়। এই অবস্থায় অস্তি (being), নাস্তি (nothing), গুণ, পরিমাণ—ইত্যাকার ভাবসমূহ বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ক্রমশঃ বিচারগত জ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক আলোচনার সোপানে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, বস্তুসমূহের স্বাতন্ত্র্য ভ্রমমূলক। পরস্পরের সম্বন্ধেই ইহাদের অস্তিত্ব। এই অবস্থায় প্রকৃতি ও বিকৃতি, কারণ ও কার্য, শক্তি ও প্রকাশ প্রভৃতিতে মূলতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানের অবস্থায় দেখা যায়, এই সকল তত্ত্বও বস্তুব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই সকল তত্ত্বের ভিতরে এমন একটা ভেদ আছে, বিরোধ আছে যে, বিরোধ ভেদাত্মক তত্ত্বসমূহ-দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। যথা, কারণ ছাড়া কার্য হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে কার্য ছাড়াও কারণ হয় না, অর্থাৎ কার্য ছাড়া কারণের কারণত্ব নাই—কার্যের অপেক্ষায়ই কারণের কারণত্ব। সুতরাং কার্যকারণ সম্বন্ধ বস্তুর শেষ ও তৃপ্তিকর মীমাংসা নহে। কার্য ও কারণরূপ তত্ত্ব এমন কোন তত্ত্বের অন্তর্গত, যাহা কার্য ও কারণ উভয়রূপে প্রকাশিত, অথচ উভয়ের প্রকৃতিগত সসীম ভাবের অতীত, সুতরাং যাহার আর অপর মীমাংসার প্রয়োজন নাই। এই অবস্থাতে একত্ব, বিশেষত্ব, সার্বভৌমিকত্ব, উদ্দেশ্য (final cause), জীবন, বিষয়, বিষয়ী প্রভৃতি তত্ত্বের প্রয়োজন হয়। এই শ্রেণীর তত্ত্বসমূহের সর্বোচ্চে আত্মজ্ঞান (self consciousness) তত্ত্ব বিদ্যমান। এই তত্ত্বে সমুদয় মীমাংসার শেষ হয়, সমুদয় জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি হয়। আত্মজ্ঞানে স্থূল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বাধীন অস্তিত্বের ভাব, বিচারগত ভেদের ভাব এবং প্রজ্ঞাগত ভেদাভেদ-সমঞ্জসীকরণের ভাব বর্তমান। আত্মা স্বয়ং বিষয়, জ্ঞেয়, বিষয়বিষয়িভেদে ভিন্ন, অথচ এই ভেদের

অতীত অখণ্ড বস্তু। সুতরাং আত্মজ্ঞানই মূলতত্ত্বসমূহের সর্বমূলতত্ত্ব। এইরূপে হেগেল তদীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জ্ঞানবস্তুর আভ্যন্তরীণ গঠন, জ্ঞানের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং যাহার উপর সমুদয় প্রতিষ্ঠিত, মূলতত্ত্বমাত্রই যাহার রূপ বা প্রকাশ, সেই আত্মজ্ঞানের ভেদাভেদাত্মক অখণ্ড ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৩) ব্রহ্মবাদ : বিষয় ও বিষয়ী পরস্পর হইতে ভিন্ন অথচ পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ। বিষয়ীর সহিত ভেদেই বিষয়ের বিষয়ত্ব এবং বিষয়ের সহিত ভেদেই বিষয়ীর বিষয়িত্ব। বিষয়তত্ত্বের ভিতরে বিষয়ীর সহিত ভেদ নিহিত, বিষয়িতত্ত্বের ভিতর বিষয়ের সহিত ভেদ নিহিত। 'বিষয়' অর্থে যাহা বিষয়ী নহে, 'বিষয়ী' অর্থে যাহা বিষয় নহে। এই ভেদেই প্রত্যেকের বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই ভেদ সম্বন্ধব্যঞ্জক। বিষয় বিষয়ী নহে এবং বিষয়ী বিষয় নহে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু প্রত্যেকে অপরের অপেক্ষা রাখে। বিষয়ীর অপেক্ষায়ই বিষয় বিষয় এবং বিষয়ের অপেক্ষায়ই বিষয়ী বিষয়ী। বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধবিহীন বিষয় অর্থহীন—জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধবিহীন জ্ঞেয় অর্থহীন। তেমনি, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত বিষয়ী অর্থহীন — জ্ঞেয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত জ্ঞাতা অর্থহীন। বিষয় কোন জ্ঞানের বিষয় হওয়া আবশ্যক—কোন জ্ঞাতার জ্ঞেয় হওয়া আবশ্যক। তেমনি, বিষয়ী কোন বিষয়ের বিষয়ী হওয়া আবশ্যক —জ্ঞেয়ের জ্ঞাতা হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ উভয়ই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভেদ ও সম্বন্ধের মূলে কি? এই যোগ-বিয়োগের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব হইল? ইহা সম্ভব হইল কেবল এই জন্য যে, বিষয়ী এই ভেদের—এই বিষয়বিষয়িরূপ দ্বন্দ্বের—এক দিক্ হইয়াও আবার ইহার অতীত। ইহা কেবল যে নিজ হইতে ভিন্ন বিষয়কে জানে, তাহা নহে, ইহা বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন অথচ বিষয়ের সহিত সংবদ্ধ বলিয়া জানে, আপনাকে বিষয়ের জ্ঞাতৃরূপে জানে। বিষয়ীর এই ভেদাতীত আত্মজ্ঞান থাকাতেই উক্ত ভেদ ও সম্বন্ধ সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিষয়ী বা জ্ঞাতা বিষয়-বিষয়িভেদের এক দিক্ মাত্র নহে, ইহা এই ভেদের অতীত, এই সীমার অতীত; ইহা অসীম, অথচ সীমার হেতু ও আশ্রয়। আপাততঃ বোধ হয়, জগৎ ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য বিষয় ও বিষয়ীতে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃও এই ভেদ অস্বীকার্য নহে। বিষয় ও বিষয়ী-জগৎ অসংখ্য সসীম বস্তুর আধার, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অসংখ্য সসীম বস্তুর মূলে এক অসীম বস্তু বর্তমান। বিষয় মাত্রই বিষয়ীর সহিত সংবদ্ধ এবং বিষয়ী মাত্রেরই ভিতর দিয়া এমন এক বস্তু প্রকাশ পাইতেছেন যিনি বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধের নিদান এবং বিষয়-বিষয়ীর সীমার অতীত। মানবের শরীর যেমন সসীম, মানবের মানসবিকারসমূহও তেমনি সসীম এবং ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। কিন্তু তাহাতে যে বস্তু থাকাতে সে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ জানিতে পারে, সে বস্তু ভেদের অতীত, সীমার অতীত, অথচ সমুদয় ভেদও সীমার হেতু ও আশ্রয়। এই সর্বাশ্রয় অথচ সর্বাতীত বস্তুই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মস্বরূপ-সম্বন্ধে হেগেল এক স্থলে বলিয়াছেন—(১) ঈশ্বর পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ, যেহেতু তিনি পূর্ণরূপে সর্বব্যাপী বস্তু। (২) তিনি সর্বশক্তিমান্, যেহেতু তিনি সমুদয় উৎপাদন করেন এবং সমুদয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করেন, অথবা তিনি বিশ্বের নিত্য স্রষ্টা। (৩) তিনি জ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু তাঁহার শক্তি পবিত্র শক্তি। (৪) তিনি মঙ্গলস্বরূপ, যেহেতু তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (৫) তিনি ন্যায়স্বরূপ, যেহেতু তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনন্তের সহিত পুনর্মিলিত করেন।—'প্রপিডিউটিক', ৭৫ পৃঃ; ডক্টর হাচিসন্ স্টার্লিং-কর্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত।

ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেগেল-দর্শনের প্রভাব—বিগত কয়েক বৎসরের পূর্বে ইংলণ্ডে অদ্বৈতবাদ কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ইদানীন্তন সময়েও ইংলণ্ডের কোন অদ্বৈতবাদী ইউরোপখণ্ডে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, এই জন্য তত্রত্য অদ্বৈতবাদের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। অদ্বৈতবাদিগণ সকলেই হয় হেগেলের শিষ্য, না হয় তাঁহার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত, সুতরাং হেগেলের মত ব্যাখ্যার পর তাঁহাদিগের বিষয় কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অদ্বৈতবাদিগণ প্রধানতঃ কান্ট ও হেগেলের ব্যাখ্যায়ই নিযুক্ত।

(১) স্টার্লিং : কান্ট ও হেগেল-দর্শনের ব্যাখ্যাকার অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে প্রবীণতম লেখক ডক্টর হাচিসন্ স্টারলিং। তিনিই প্রথমে ইংলণ্ডে তাঁহার 'সিক্রেট অব্ হেগেল' নামক পুস্তকে হেগেলের দর্শন বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং হেগেল-প্রণীত 'জ্ঞানবিজ্ঞান' গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শোয়েগ্লারের 'দর্শনেতিহাসে'র ইংরেজী অনুবাদ, 'টেক্স্টবুক টু কান্ট' ও 'গাইফোর্ড লেক্চার্স' প্রধান।

(২) গ্রীন : অতঃপর অধ্যাপক টমাস্ হিল্ গ্রীনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সম্পাদিত হিউমের 'ট্রিটিজ অন্ হিউমান্ নেচারে'র বিস্তৃত ভূমিকায় হেগেল-দর্শনের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ইংলণ্ডীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্রয় লক্, বার্কলি ও হিউমের তীব্র সমালোচনা করেন। এই প্রসিদ্ধ ভূমিকা ইংলণ্ডীয় দর্শনজগতে একটী বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। ইহা প্রচলিত দ্বৈতবাদের ভিত্তিশূন্যতা দেখাইয়া অদ্বৈতবাদের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে।

(৩) কেয়ার্ড ভ্রাতৃদ্বয় : আধুনিক ইংলণ্ডীয় দর্শনে গ্রীনের পরই ইঁহাদের স্থান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর জন্ কেয়ার্ড প্রধানতঃ 'ইন্ট্রডাক্শন্ টু দি ফিলসফি অব রিলিজিয়ন' নামক পুস্তকলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই

পুস্তকে হেগেলের 'ধর্মদর্শন'-অবলম্বনে ধর্মের দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জন কেয়ার্ডের 'স্পিনোজা'-বিষয়ক পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট। স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ ও হেগেলের অদ্বৈতবাদের ঐক্য ও অনৈক্য ইহাতে পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে। ডক্টর কেয়ার্ডের 'সারমনস্' অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক উপদেশাবলীও অতি আদরণীয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর এড্ওয়ার্ড কেয়ার্ড অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'ক্রিটিক্যাল্ ফিলসফি অব্ কান্ট' নামক গ্রন্থ কান্টদর্শনের ইংরেজী ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে প্রধান। ইহাতে গ্রন্থকার হেগেলদর্শনের মূলসূত্র অবলম্বনপূর্বক কান্টের দর্শন ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিয়াছেন, সুতরাং এই গ্রন্থ পাঠে কান্ট-দর্শনের দোষগুণ এবং হেগেলদর্শনের সাধারণ ভাব উভয়ই বোধগম্য হয়।

(৪) ব্র্যাড্লি : আধুনিক ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে এফ. এইচ. ব্র্যাড্লি সাহেবকে প্রধান বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রথমতঃ 'এথিক্যাল স্টাডিজ্' ও 'প্রিন্সিপল্স্ অব্ লজিক্' এই দুইখানা গ্রন্থ লিখিয়া দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হেগেল-প্রচারিত নীতিবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সেই ভূমি হইতে অন্যান্য নীতিবিজ্ঞানের সমালোচনা আছে। শেষ ভাগে আধ্যাত্মিক সাধনতত্ত্বেরও আভাস আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে হেগেলের আদর্শে জ্ঞানের বিজ্ঞান বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পুস্তকের পর ব্র্যাড্লির প্রধান গ্রন্থ 'অ্যাপিয়ারেন্স্ অ্যাণ্ড রিয়্যালিটি' প্রকাশিত হয়। ইংরেজী দর্শনসাহিত্যে এই গ্রন্থের স্থান অতি উচ্চ। ইহা অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে একখানি অতি গভীর তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। ইহাতে লেখক হেগেলীয় মত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া বেদান্তমতের নিকটবর্তী হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্তদর্শনের নিকট কোন ঋণ স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম অদ্বৈত, সৎ, চিৎ ও আনন্দ, ইহা প্রমাণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহার প্রথমাংশে 'প্রকৃত সত্তা স্ববিরোধাতীত' (beyond contradiction) এই মূলসূত্র অবলম্বনপূর্বক লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, দেশকালগত বস্তু-সম্বন্ধীয় আমাদের যাবতীয় ধারণা স্ববিরোধিতা- (contradiction) দোষে দূষিত, সুতরাং সমুদয় জগৎ, সসীম আত্মজগৎ পর্যন্ত, প্রাতিভাসিক, কিছুরই প্রকৃত সত্তা নাই। দ্বিতীয় অংশে (১) অনন্তের অস্তিত্ব, (২) অনন্তের স্বরূপলক্ষণ, (৩) অনন্তে সসীমের অভেদভাবে স্থিতি, (৪) সগুণ (personal) ব্রহ্মভাবের আপেক্ষিক সত্য, (৫) নীতি ও ধর্মের সম্বন্ধ, (৬) অমরত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ব্রহ্মকে চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ (experience) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু হেগেলের ন্যায় সেই জ্ঞানকে ভেদযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মের জ্ঞান সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক ও ভেদশূন্য; ভেদ কেবল সসীম জ্ঞানেই আছে। তিনি ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। জগতের দুঃখরাশি ব্রহ্মের আনন্দে এমনভাবে ডুবিয়া আছে যে, ব্রহ্মের পক্ষে তাহা আর দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরভাব-সম্বন্ধে আমাদের যে অভ্যস্ত ধারণা, তাহা লেখকের মতে অপরিহার্য এবং অন্যান্য সাধারণ ধারণা অপেক্ষা সত্যতর, সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে অপরিত্যাজ্য। গ্রন্থকার নীতি ও আধ্যাত্মিকতা-যোগে ধর্মসাধন, এমন কি ঈশ্বরের সহিত একতা-সাধন, অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অমরত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) ওয়ালেস্ : উইলিয়ম ওয়ালেস্ হেগেলদর্শনের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। ইনি জাতিতে ইংরেজ।

(৬) ম্যাক্‌টেগার্ট্ : জন্ এলিস্ ম্যাক্‌টেগার্ট্ হেগেলদর্শনের আর এক জন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার। কিন্তু ইঁহার ব্যাখ্যা উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা হইতে অতিশয় ভিন্ন। 'স্টাডিজ্ ইন্ দি হেগেলিয়েন ডায়লেক্‌টিক্' নামক ইঁহার প্রথম গ্রন্থে এই ভিন্নতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থ হেগেলের জ্ঞানবিজ্ঞান বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়। দ্বিতীয় গ্রন্থে—'স্টাডিজ্ ইন্ হেগেলিয়েন কস্‌মলজি' নামক পুস্তকে হেগেলের জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, খ্রীস্টতত্ত্ব, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনাযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ম্যাক্‌টেগার্টের মতে এক একটী মানবাত্মা এক এক জন নিত্য আত্মার আংশিক প্রকাশ বা অবতার। এই সকল আত্মা বর্তমান শরীর-ধারণের পূর্বেও বর্তমান ছিলেন এবং সম্ভবতঃ আরও অনেকবার শরীর-ধারণ করিবেন। এই শরীরগুলিও আত্মা-জগতেরই অন্তর্গত; 'বিষয়' বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকা দূরে থাক, আত্মার সহিত ভেদাভেদভাবে সম্বদ্ধ 'বিষয়' বলিয়াও কোন বস্তু নাই। বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ অর্থ ভিন্ন ভিন্ন নিত্য আত্মাদিগের সম্বন্ধ। আমার পক্ষে অন্য আত্মা বিষয় এবং আমি অন্য আত্মার বিষয়। প্রত্যেক আত্মা অপর আত্মার সহিত ভেদাভেদভাবে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক আত্মার ভিতরে সসীম ও অসীমের ভাব আছে: সসীমভাবে সে এক জন ব্যক্তিমাত্র, অসীমভাবে সে অপর সকল আত্মার সহিত মিলিত, সকল আত্মার সহিত এক, সে ব্রহ্ম, সে জগৎ। ম্যাক্‌টেগার্টের মতে ব্রহ্মের অর্থ, জগতের অর্থ, সসীম আত্মাদিগের এই অচ্ছেদ্য মিলন। এই মিলন নিত্য ও অসীম। 'অসীম' এই অর্থে যে ইহার বাহিরে আর কোন বস্তু নাই, সমুদয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্ম স্বয়ং পুরুষরূপী নহেন, তিনি পুরুষসমষ্টিমাত্র। ম্যাক্‌টেগার্টের মতে হেগেলের ভাষা আপাততঃ ভিন্নার্থবোধক হইলেও তাঁহার প্রকৃত ভাব, তাঁহার দর্শনের প্রকৃত মর্ম, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই লেখকের মতে হেগেল প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না, খ্রীস্ট-ধর্মের সহিত তাঁহার মতের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, তাই তিনি সেই ধর্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নীতি ও সমাজ-

বিজ্ঞান-সম্বন্ধে ম্যাক্‌টেগার্টের মত অতি উচ্চ। তিনি বিশ্বাস করেন, নিত্য আত্মাগণ জন্ম-জন্মান্তরের সংঘত অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই অভিজ্ঞতা স্মৃতি থাকে না বটে, কিন্তু ইহা স্মৃতি অপেক্ষা উচ্চতর আকারে—সংস্কার অনুভবের আকারে—সঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে। প্রেমই জগতের মূল বস্তু। এই প্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া—বিশ্বপ্রেমের আকার ধারণ করিয়া—এক কালে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিবে।

সুযোগ্য দর্শনাধ্যাপক ডক্টর হীরালাল হালদার, এম্. এ তৎপ্রণীত 'হেগেলিয়েনিজ্‌ম্-অ্যাণ্ড হিউম্যান্ পার্সন্যালিটি' নামক পুস্তকে দক্ষতার সহিত ম্যাক্‌টেগার্টের ব্রহ্মতত্ত্ব সমালোচনা করিয়াছেন। ডক্টর হালদার ব্রহ্মের অন্তর্ভূত অসংখ্য নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন যে সমষ্টি-আত্মা ব্রহ্ম স্বয়ং পুরুষরূপী।

(৭) রয়্‌স্ : মার্কিন অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে অধ্যাপক জশিয়া রয়্‌স্ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি 'দি রিলিজিয়াস্ আস্‌পেক্ট্ অব্ ফিলসফি', 'আইডিয়া অব গড্', 'স্পিরিট্ অব্ মডার্ন ফিলসফি' প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রী° এবারডিন্ নগরে ২০টী 'গাইফোর্ড্' বক্তৃতা দিয়া ও সেই বক্তৃতাগুলি বৃহৎ দুই খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া ইনি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার এই পুস্তকের নাম 'দি ওয়ার্ল্ড আণ্ড্ দি ইন্‌ডিভিজুয়েল'। রয়্‌স্ বিশেষরূপে হেগেলের প্রণালী অবলম্বন না করিয়া থাকিলেও ইঁহার মূল মত হেগেলের সহিত এক। ইনি চলিত দ্বৈতবাদ, মায়াবাদী অদ্বৈতবাদ ও কান্টের মত তীক্ষ্ণ যুক্তিবাণে খণ্ডন করিয়া অতি সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা ভেদগর্ভ অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ইনি বেদান্তদর্শনের বিশেষ সংবাদ রাখেন এবং উপনিষদ্-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের সারাংশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজ অদ্বৈতবাদিগণের সহিত ইঁহার একটী প্রভেদ এই যে, ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠা করিতে যে কত বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, কত সূক্ষ্ম ও কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহা ইনি তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক বোঝেন, সুতরাং ইঁহার উক্ত গ্রন্থে ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েরই আলোচনা আছে। ইংলণ্ডে এরূপ সূক্ষ্ম বিচার ও গভীর তত্ত্ব-সম্বলিত একখানি গ্রন্থও নাই, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, রয়্‌সের ভেদাভেদবাদের বিশেষত্ব ইঁহার ইচ্ছাবাদ ও প্রেমবাদ। ইঁহার নিকট ইচ্ছাবাদ ও প্রেমবাদ একই। জর্মান ও ইংরেজ অদ্বৈতবাদীদের হস্তে ইচ্ছাবাদ কতকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। রয়্‌সের হাতে ইহা প্রেমবাদে পরিণত হইয়াছে। ইঁহার মতে পরিবর্তনমাত্রই ইচ্ছার কার্য, আর সেই ইচ্ছা ব্রহ্মপ্রেমরূপিণী। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদাভেদ এবং প্রত্যেক জীবই যে ব্রহ্মের নিগূঢ় প্রেমের পাত্র ও তাঁহার প্রেমে ক্রমিক উন্নতি লাভ করিতেছে, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে রয়্‌স্ বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। জীবাত্মার অমরত্ব ও ব্রহ্ম হইতে তাহার চিরন্তন ভেদে রয়্‌স্ দৃঢ়বিশ্বাসী এবং এই মত উপরি-উক্ত গ্রন্থে ও আর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে ইনি যুক্তির সহিত সমর্থন করিয়াছেন। ফলতঃ অদ্বৈতবাদের আধ্যাত্মিক বিপদ—যে সকল বিপদ অত্রত্য ও ইউরোপীয় অদ্বৈতবাদে নানা আকারে দেখা দিয়াছে—যথা, দেশ, কাল ও সসীম জীবের সত্যতা অস্বীকার, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার, ব্রহ্মের সহিত জীবের চিরন্তন ভেদ অস্বীকার, ভক্তিসাধনে উপেক্ষা,—এই সমস্ত বিপদই রয়্‌স্ দিব্যচক্ষে দেখিয়া সেগুলি পরিহারপূর্বক একটী গভীর আধ্যাত্মিক ধর্মতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক টমাস্ কারলাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার র‍্যাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো ইমার্সন্ অদ্বৈতমতাবলম্বী। ইঁহারা হেগেলকর্তৃক কত দূর প্রভাবিত বলা যায় না, কিন্তু জর্মান চিন্তার সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা দার্শনিকভাবে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের প্রণীত প্রবন্ধাদিদ্বারা অদ্বৈত মত তরল অথচ বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এই জন্য সংক্ষেপে ইঁহাদের উল্লেখ করা হইল।

হেগেলই ইউরোপের শেষ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী। তাঁহার পরবর্তী কালে হার্টম্যান্, শোপেনহৌয়ার ও লৎজে নামক তিন জন বিশিষ্ট জর্মান অদ্বৈতবাদী লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন। উন্‌ট, ফেক্‌নার প্রভৃতি আরও কয়েক জন অপেক্ষাকৃত অল্প প্রসিদ্ধ লেখকের নামও শোনা যায়।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ

অদ্বৈতবাদ—নৃসিংহাশ্রম-রচিত অদ্বৈত-মত-বিষয়ক গ্রন্থ।—K. 144. Cat. Cat. ~খণ্ডন — রাখাল দাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্যপ্রণীত অদ্বৈতমত-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে দীধিতিকৃন্মতবাদ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত দিয়া পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত। গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস (কলিকাতা) হইতে ১৯৩৮ খ্রী° মুদ্রিত। পৃ° (৫), ৩৮, ২, ১০১, ১০। ~পরিশিষ্ট—পণ্ডিত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য-প্রণীত। বারাণসী, মহালক্ষ্মী প্রেস হইতে ১৯০৯ খ্রী° মুদ্রিত। পৃ° (১) ২৭।

অদ্বৈতবাদী — [মৃ°— - বাদিন্]= অদ্বয়বাদী [অদ্বয়বাদী দ্র°]।

অদ্বৈতবিদ্যাতিলক — সমরপুঙ্গব দীক্ষিত-রচিত গ্রন্থ। ইহার 'দর্পণ' নামক টীকা শ্রীধর্ময্য দীক্ষিত-রচিত। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি গঙ্গানাথ ঝা এম্ এ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা The Princess of Wales Sarasvati Bhavan Texts-এর ৩৪ সংখ্যক গ্রন্থ। বারাণসী বিদ্যাবিলাস প্রেস হইতে ১৯৩০ খ্রী° মুদ্রিত। পৃ° (৫) ১০৪, ৪, ৩।

অদ্বৈতবিদ্যাবিচার — বেঙ্কটাচার্য-রচিত মীমাংসা-গ্রন্থ বি°। Cat. Cat ; Rice 130.

অদ্বৈতবিদ্যাবিজয় — দোদ্দয় মহাচার্য রামানুজ-দাস-বিরচিত প্রবন্ধ-বি°। ইহাতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মত সকল খণ্ডিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী তিনটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বভঙ্গ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জীবেশ্বরৈক্যভঙ্গ এবং তৃতীয়ে অখণ্ডার্থভঙ্গ আলোচিত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইলেও প্রসঙ্গতঃ দ্বৈতবাদও ইহাতে খণ্ডিত হইয়াছে। অদ্যাপি ইহা মুদ্রিত হয় নাই।—Mad. Ori. Ms. Cat. X. No. 4850-51, 3639-40 ; Oppert 389. 4976, 5478, 5772, 7807.

অদ্বৈতবিদ্যাবিনোদ — অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°।—B. 4. 36 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতবিবেক — ১ আশাধর ভট্ট-রচিত অদ্বৈতমতগ্রন্থ-বি°।—P. 12 ; Cat. Cat. ২ রামকৃষ্ণ-রচিত অদ্বৈতমতগ্রন্থ-বি°।—Cat. Cat. ; Bhr. 222.

অদ্বৈতবেদান্ত—['তত্ত্ব-বিৎ' অদ্বৈত-বেদন্তমু তেলেগু-তাৎপর্য-সহিতমু] তেলেগু অক্ষর। বেজ.বাড়া বাণী প্রেস হইতে ১৯০৮ খ্রী° মুদ্রিত। পৃ° (২) ৪৬।

অদ্বৈতবেদান্তপরিভাষা — নামান্তর, অদ্বৈতপরিভাষা। ধর্মরাজঅধ্বরীন্দ্র-বিরচিত বেদান্তগ্রন্থ-বি°।—Cat. Cat. ; Rice. 130. অধ্বরীন্দ্রপুত্র রামকৃষ্ণদীক্ষিত বিরচিত 'বেদান্ত-শিখামণি' নামক ব্যাখ্যা-সমেত তেলেগু অক্ষরে মাদ্রাজ ববিল্ল প্রেস হইতে ১৯২৭ খ্রী° মুদ্রিত হইয়াছে। পৃ° (১) ২৪৮। এই গ্রন্থে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে।

অদ্বৈতবেদান্তসার—অদ্বৈতবাদ বিষয়ক গ্রন্থবি°।—Rice 130 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতবৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ — নরসিংহ-রচিত বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ।—Cat. Cat. ; Taylor 1. 442.

অদ্বৈতবোধশতক—গুজরাটী ভাষায় বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত-মতবাদ সম্বন্ধীয় একশত শ্লোক। রচয়িতা—রঙ্কোত গলুরাম। আমেদাবাদ হইতে ১৮৭০ খ্রী° প্রকাশিত। পৃ° ১৭।

অদ্বৈতশতক—অদ্বৈত-সম্বন্ধে শতশ্লোকী গ্রন্থ।—Opp. II, 6182 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার — রঙ্গোজী-ভট্ট-রচিত অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থ।—Cat. Cat. ; NP. VII. 62.

অদ্বৈতশিবস্তোত্র — [সাধনাকুসুম প্রথম খণ্ড শিবস্তোত্র] শিবসঙ্গীত। রামকানাই দত্ত কর্তৃক বিরচিত। পৃ° ৪, ৫, ১৮৮৬।

অদ্বৈতসংগ্রহ—অদ্বৈত সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°। — Opp. 1379 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতসার—অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থবি°। —Rice. 132 ; Cat. Car.

অদ্বৈতসারস্বতসূত্র — রঘুবংশের টীকাবি°।—NP. VII. 44. ; Cat. Cat.

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত— অদ্বৈতমতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থবি°।—Cat. Cat. ; K. 114 ; Radh. 5 ; Kacin. 24 ; Rice. 132.

অদ্বৈতসিদ্ধান্তগুরুচন্দ্রিকা।—রামব্রাহ্মেন্দ্র সরস্বতী-কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি ব্রহ্মশ্রীগণপতি শাস্ত্রি-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া মাদ্রাজ ওরিএন্টাল প্রেস হইতে ১৯০৩ খ্রী° মুদ্রিত হইয়াছে। পৃ° ১, ৩৬৯।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তবৈজয়ন্তী — ত্র্যম্বক শাস্ত্রিভট্ট-কৃত অদ্বৈতবাদ - সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এখানে শ্রীরঙ্গম বাণীবিলাস প্রেস হইতে ১৯১৬ খ্রী° মুদ্রিত হইয়াছে। পৃ° [৩] ৮২।

অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন — ১ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-রচিত অদ্বৈতমত-বিষয়ক গ্রন্থ।—L. 1444 ; Tub 5 ; Oudh VIII 20. ২ বিদ্যানন্দ সরস্বতী-রচিত অদ্বৈত-সিদ্ধান্তবিষয়ক গ্রন্থ।—XIII. 88.

অদ্বৈতসিদ্ধি,—অদ্বৈত মতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — মধুসূদন সরস্বতী (খ্রী° ১৬শ শতকের ৩য় পাদ হইতে ১৭শ শতকের ৩য় পাদের মধ্যবর্তী সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। রচনাকাল — প্রায় ১৫৭৫ খ্রী°। [মধুসূদন সরস্বতী দ্র°]

অদ্বৈতসিদ্ধি একটী প্রমেয়বহুল নিবন্ধ। ইহা চারিটী পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ১ম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৫২ ; ২য় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৩৪ ; ৩য় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৮ ; ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রতিপাদ্য বিষয় ৬। ১ম পরিচ্ছেদে প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনির্বাচন, ২য় পরিচ্ছেদে আত্মনির্বাচন, ৩য় পরিচ্ছেদে শ্রবণাদিসাধন নিরূপণ এবং ৪র্থ পরিচ্ছেদে মুক্তিনিরূপণ আলোচিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সংস্কৃতির যুগ হইতে অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সহিত বৈদিক অদ্বৈতবাদের সংঘাতের সূচনা হয়। বৌদ্ধাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত না হইলেও অদ্বৈতবাদিগণ-কর্তৃক তাহা খণ্ডিত হইয়াছিল। খ্রী° ৭ম শতকে শঙ্করাচার্য বৈদিক অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই আবার রামানুজ, ভাস্কর, নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের এবং বিদ্যানন্দ, শান্তরক্ষিত, ব্যোমশিব, জয়ন্ত, উদয়ন, বল্লভাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের মধ্যে বিবিধ মতবাদ প্রভাবান্বিত হয়। ফলে অদ্বৈতবাদিগণও তাঁহাদের মতবাদকে অন্যান্য মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। খ্রী° ১২শ শতকে শঙ্করাচার্যের মত আবার শ্রীহর্ষাচার্য 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার গঙ্গেশোপাধ্যায় ও বর্ধমানোপাধ্যায় অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলেন। এইভাবে কখনও অন্যান্য মতাবলম্বিগণ-কর্তৃক অদ্বৈতবাদের খণ্ডন, কখনও বা অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক সেই মতবাদ সমূহের খণ্ডন চলিতে থাকে। খ্রী° ১৩শ শতকে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য ভাগবত-মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের অনুকূল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্বাচার্যের প্রশিষ্য জয়তীর্থও অদ্বৈত-মত-খণ্ডনে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন।

অপরপক্ষে অদ্বৈতকেশরী নৃসিংহাশ্রম 'অদ্বৈতদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে, অপ্পয়দীক্ষিত 'কল্পতরুপরিমল' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ভট্টোজীদীক্ষিত 'তত্ত্বকৌস্তুভ' প্রভৃতি গ্রন্থে মাধ্বমতের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু পরিশেষে ব্যাসতীর্থ স্বামী 'ন্যায়ামৃত' নামক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হইল। ফলে অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বারাণসীর শ্রীরামতীর্থ, শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তখন মধুসূদন সরস্বতীকে অদ্বৈতবাদের সমর্থনে গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধ অনুসারে মধুসূদন 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করিলেন। এই গ্রন্থখানি অন্যান্য মতবাদ খণ্ডন করিয়া আবার স্বমতপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনার ইহাই ইতিহাস।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ব্যাসতীর্থ-শিষ্য বারাণসীতে আসিয়া ছদ্মবেশে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করিয়া 'ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ লেখেন। ইহার একখানি নকল তিনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ মধুসূদনকে প্রদান করিলেন। মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র 'সিদ্ধিব্যাখ্যা' নামক অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা লিখিয়া আবার ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর খণ্ডন করেন। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটী অবশ্য অসম্পূর্ণ। 'দৃশ্যত্বহেতুপপত্তি' অধিকরণ পর্যন্ত এই টীকাটি পাওয়া যায়। ব্যাসপন্থী শ্রীনিবাসতীর্থ অতঃপর 'ন্যায়ামৃতপ্রকাশ' এবং বিজয়ীন্দ্রস্বামী (আনন্দভট্টারক) 'ন্যায়ামৃতকণ্টকোদ্ধার' লিখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডনে প্রচেষ্ট হন। এদিকে গৌড়ের ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী 'বৃহচ্চন্দ্রিকা' ও 'লঘুচন্দ্রিকা' নামে দুইখানি অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা মধুসূদনকে সমর্থন করেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির মতকে আরও সুদৃঢ় করেন। আবার ব্রহ্মানন্দকে আক্রমণ করিলেন বনমালী মিশ্র 'ন্যায়ামৃতসৌরভ' লিখিয়া। খ্রী° ১৮শ শত,ক শ্রীবিট্‌ঠলেশোপাধ্যায় 'বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী' নামক চন্দ্রিকার টীকা লেখেন। এই টীকায় 'দৃশ্যত্বহেতুপপত্তি' অধিকরণের কিয়দংশ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ব্রহ্মানন্দী লঘুচন্দ্রিকা টীকা অতি প্রামাণিক। বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী-টীকাটী অসমাপ্ত। অদ্বৈতসিদ্ধির এইরূপ প্রভাব যখন অপ্রতিহত তখন রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত অনন্তাচার্য আবার লঘুচন্দ্রিকাকে আক্রমণ করিয়া 'ন্যায়ভাস্কর' রচনা করেন। কিন্তু অনতিকাল পরে আবার ন্যায়ভাস্কর খণ্ডিত হয়।

লঘুচন্দ্রিকা সমেত অদ্বৈতসিদ্ধি ১৮৯৩ খ্রী° কুম্ভকোণম্ শ্রীবিদ্যা প্রেস হইতে হরিহর শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'অদ্বৈতমঞ্জরী' - সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ খ্রী° বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সম্পাদনে সিদ্ধিব্যাখ্যা, লঘুচন্দ্রিকা ও বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী সমেত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হয়; সঙ্কলয়িতা ইহাতে 'ন্যায়ামৃত'কার ব্যাসরাজস্বামীর মত, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদনের মত, তরঙ্গিণী'কার রামাচার্যের মত ও 'লঘুচন্দ্রিকার' ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মতসমূহের তুলনামূলক আলোচনা 'চতুগ্রন্থোপস্কৃতা' নামক নিবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কলিকাতা লোটাস লাইব্রেরী হইতেও অদ্বৈতসিদ্ধির একখানি সংস্করণে কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাম° যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় 'বালবোধিনী' নামক একটী টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির সহজ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি রচনায় অদ্বৈতবাদের ইতিহাস বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈতসিদ্ধির একটী সংস্করণ (কলিকাতা) কালিকাযন্ত্র প্রেস হইতে মুদ্রিত (১৯১৬-১৮) হইয়াছে। পৃ° ১২৮। ব্রহ্মানন্দ ভিক্ষু-বিরচিত অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, অদ্বৈতসিদ্ধিলঘুচন্দ্রিকাও কলিকাতা কালিকাযন্ত্র প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। পৃ° ২৪।

অদ্বৈতসিদ্ধি৹ — সদানন্দ যতি কৃত গ্রন্থ।

অদ্বৈতসিদ্ধি৹ — সহজানন্দ তীর্থ-কৃত গ্রন্থ।—Oudh XV. 114.

অদ্বৈতসিদ্ধিখণ্ডন— বনমালি-বিরচিত অদ্বৈতমতের গ্রন্থ।—Bhr. 668 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার — মধুসূদন সরস্বতী-রচিত অদ্বৈতসিদ্ধির সারোদ্ধার। গ্রন্থকার সদানন্দ ব্যাস। ব্যাখ্যাও গ্রন্থকার কৃত লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড় কর্তৃক টিপ্পনীসমেতে সম্পাদিত হইয়া Chowkkamba Sans. Series-এ (সং ৬৪) প্রকাশিত হইয়াছে। বারাণসী বিদ্যাবিলাস প্রেস হইতে ১৯০৩ খ্রী° মুদ্রিত। পৃ° [১] ১৬, ২৪০, ১৪, ৮, ২। ~ব্যাখ্যা —অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার দ্র°।

অদ্বৈতসুধানিধি— [তেলেগু তাৎপর্য সমেত] বেঙ্কটেশ্বরুনিচে ব্রায়বড়ি-রচিত গ্রন্থ। ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ তেলেগু অক্ষরে ১৯০৫ খ্রী° মাদ্রাজ হইতে মুদ্রিত। ১ম ও ৩য় খণ্ড আনন্দ প্রেস ও ২য় খণ্ড হিন্দু রত্নাকর প্রেস হইতে মুদ্রিত।

অদ্বৈতসুধাসার—জ্ঞানদণ্ড ভগবৎপাদ-বিরচিত। ১ম খণ্ড সংস্কৃত মূল, ভাষ্য ও তেলেগুটীকা সমেত মন্থ লক্ষ্মী নরসিংহম্-কর্তৃক সম্পাদিত। তেলেগু অক্ষর। ৩৩৪ পৃ° (অমলপুরম্) মারুতি প্রিন্টিং হাউস হইতে ১৯২৩ খ্রী° মুদ্রিত।

অদ্বৈতসূত্রভাষ্য — শঙ্করাচার্য-রচিত গ্রন্থবি°—Opp. II. 9202 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতস্তোত্র — স্তোত্রবি°।— Bik. 226 ; Cat. Cat.

অদ্বৈতাচার্য—খ্রী° ১৫শ শতকে শুদ্ধাভক্তি প্রচারকল্পে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অদ্বৈতই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। 'অদ্বৈতাচার্য', 'অদ্বৈতপ্রভু', 'অদ্বৈতগোঁসাই' 'অদ্বৈতচন্দ্র' এইরূপ নানা নামে ইনি পরিচিত হইলেও সমস্ত নামের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য নামটীর সার্থকতাই সমধিক। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মূলীভূত শ্রীচৈতন্যের আচার্য, শুধু তাহাই নহে, ইঁহার চতুষ্পাঠীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠাতা গোস্বামিগণের অনেকেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন। অন্যভাবে দেখিতে গেলে ইনিই প্রথম

দাক্ষিণাত্য হইতে শুদ্ধাভক্তি শিক্ষা করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই তাহা প্রচার করিতেছিলেন, সেই হিসাবে ভক্তিমার্গের ইনিই প্রথম বাঙালী গুরু বা আচার্য ('আচার্যং ভক্তিশংসনাৎ'—চৈ-চ° আদি° ১. ১৩)। প্রামাণ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থের বহু স্থলেই ইঁহাকে 'আচার্য গোসাঞি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

গোস্বামিগণ সকলেই অবতারবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাঁহাদের শিক্ষামত এখনও পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অনেকেই মনে করেন যে, ইঁহারা অবতাররূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্যকে মহাবিষ্ণু এবং শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া 'অদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থে (১ম অ°) শ্রীঈশান নাগর বর্ণনা করিয়াছেন ; অন্যত্র (৪র্থ অ°) ইঁহাকে আবার গোপেশ্বর শিব বলা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহাকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

'মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥'
—চৈ-চ° আদি° ১. ১২=৬. ২।

'বাল্যলীলাসূত্রে'র গ্রন্থকার রাজযোগী দিব্যসিংহ বা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার গ্রন্থের ১ম সর্গ ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

'সুতোহি সাক্ষাদ্ধনদঃ কুবেরঃ কুবেরনাম্না প্রথিতঃ সলোকে।
শ্রীবাসুদেবাত্মসাদশিবস্য প্রকাশহেতোঃ প্রকটো বভূব ॥'

অদ্বৈতের পিতার নাম ছিল কুবের, তিনি যে শিবের ধনাধিকারী সাক্ষাৎ কুবের আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই-রূপ বিশ্বাস এই শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে, এই শ্লোকটীর উপর নির্ভর করিয়া এরূপ একটী বিশ্বাস বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে যে, কোন সময় শিবভৃত্য কুবের শিবকে পুত্র-রূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল এবং শিবও সন্তুষ্ট হইয়া ঐরূপই বর দিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলেই কুবের কলিযুগে শিবকে স্বপুত্র অদ্বৈতরূপে লাভ করিয়াছিলেন।—অদ্বৈতপ্রকাশ, ১ম অ°।

অদ্বৈতের বংশ-পরিচয়—অদ্বৈতাচার্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন রাজযোগী দিব্য-সিংহ বা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই কাব্যের নাম 'বাল্যলীলাসূত্রম্'। এই পুস্তকখানি ১৪৮৭ খ্রী° সমাপ্ত হয়। এই পুস্তক হইতে অদ্বৈতাচার্যের নিম্নলিখিতরূপ বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় (১ম ও ২য় সর্গ)—

নারায়ণ
|
ব্রহ্মা
|
অঙ্গিরা
|
বৃহস্পতি
|
ভরদ্বাজ
|
দ্রোণাচার্য
[কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষক ও মহাভারতীয় যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি দ্রোণাচার্য]
|
দ্রৌণি
|
শ্রীহর্ষ

শ্রীহর্ষ দ্রৌণি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। এখানে এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, আদিশূর যে পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ করিবার জন্য আনয়ন করিয়া ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞ-সম্পাদন- করিয়া দক্ষিণাদি লইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া যান, কিন্তু সেখানে তাঁহারা নিজেদের সমাজে পুনরায় গৃহীত না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পুনর্বার রাঢ়ে ফিরিয়া আসেন ও এদেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-গণের কন্যাদের বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের সন্তানগণ মাতামহদের দ্বারা প্রতিপালিত (বাল্যলীলা-সূত্রম্ ১. ১৬) হইত এবং তাঁহারাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাদের মাতৃ-পরিচয় তাদৃশ গৌরবময় নহে, কারণ তাঁহাদের মাতামহগণ কুকার্য-নিরত সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীহর্ষের পূর্ব-পুরুষগণের নামাদি অনৈতিহাসিক এবং পঞ্চব্রাহ্মণের বিবরণ-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। যাহা হউক, শ্রীহর্ষের বংশেই অদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীহর্ষের যে সমস্ত সন্তান এ-দেশীয় পত্নীর গর্ভজাত, তাঁহাদের কেহই অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ নহেন। বাল্যলীলাসূত্র এ বিষয়ে এইরূপ আখ্যায়িকা দিতেছে যে, শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার কান্যকুব্জদেশীয় প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত 'গৌতম' নামক পুত্র বঙ্গাধিপের নিকট আসিয়া এই বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ করেন যে, তাঁহার পিতা অর্থাৎ শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশে যাজনকার্যের জন্য পতিত হওয়ায় তিনি পতিতের পুত্র হিসাবে নিজের সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেছেন। এই সংবাদে বঙ্গাধিপতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রীহর্ষের কান্যকুব্জদেশীয়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান গৌতমকে বরেন্দ্রভূমিতে এক রমণীয় গ্রাম দান করেন। তদবধি গৌতম সেই গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা হইতে সম্ভবতঃ ইহাই দেখান হইতেছে যে, অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ গৌতম প্রকৃত কান্যকুব্জ-বংশজাত, কান্যকুব্জ ও সপ্তশতীর সংমিশ্রণজাত ব্রাহ্মণ নহেন। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে, গৌতম বা তৎপুত্রগণ এদেশেই বিবাহাদি করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের বিবাহিতা সেই সমস্ত বধূগণ খাঁটী বঙ্গদেশীয়া নহেন—তাঁহারা কানোজীয়া ব্রাহ্মণদের ঔরসে সপ্তশতী ব্রাহ্মণকন্যাদের গর্ভজাতা কন্যা।

গৌতম
|
যোগিবর গুণাকরাচার্য, ওরফে 'আকাশবাসী'
|
নারায়ণ, ওরফে পঞ্চতপা
|
বিষ্ণুমিশ্র
|
কাকুৎস্থ
|
প্রজাপতি অগ্নিহোত্রী
['প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থের মতে বর্ধমান অগ্নিহোত্রী]

মাতঙ্গ উপাধ্যায়

জিষ্ণণ আচার্য

ভাস্কর বেদান্ত পরাশর

[এই ভ্রাতৃদ্বয় বল্লালসেনের সমসাময়িক এবং ভাস্কর বেদান্ত বল্লালসেনের এক জন সভাসদ ছিলেন। ইঁহার সহোদর পরাশরও এক জন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি বেদপ্রচারকল্পে সারা বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের সময় ভাস্কর-বেদান্ত বারেন্দ্র ও পরাশর রাঢ়ী বলিয়া পরিগণিত হন।]

ভাস্কর বেদান্ত

আরু ওঝা

[ইনি কৌলিন্যের অষ্টগুণ-বিভূষিত বলিয়া বল্লাল - সভায় সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন এবং ইঁহাকে বল্লালসেন 'নাড়ুলি' (নাড়িয়ুল, নাইড়ুল, নাড়িয়াল) গ্রামে বাস করিতে দেন। সেই জন্যই ইঁহার বংশধরগণ পরিচয় প্রদানকালে 'নাড়ুলি গাঞি' বলিয়া থাকেন। অদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্য যে 'নাড়া' বা 'নাড়াবুড়া' বলিয়া সম্বোধন করিতেন তাহাও এই কারণে]

যত্ন পণ্ডিত

শ্রীপতি দত্ত

[ইনি স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সমসাময়িকদের মধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং 'স্মৃতিসার' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থানের রাজা সূর্যসিংহ শ্রীপতিকে নাড়ুলি গ্রাম হইতে লাউড়ে আনয়ন করেন এবং অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যসিংহ শ্রীপতিকে রাজ্যপরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি শ্রীপতি দত্ত ও তাঁহার পুত্রগণ স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টেই বাস করিতে লাগিলেন।]

কুলপতি

বিভাকর

প্রভাকর

বিদ্যাধর শাকটারি নরসিংহ (পত্নী—কমলা)

কন্যা, কুলোজ্জ্বলা (স্বামী – মধু মৈত্রেয়) পুত্র, কুবের তর্কপঞ্চানন—(পত্নী-নাভা)

লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকান্ত হরিহরানন্দ কুশল সদাশিব কীর্তিচন্দ্র এক কন্যা কমলাক্ষ বা অদ্বৈত

অদ্বৈতের বংশ-পরিচয়ে সেই জন্যই বলা হয় যে, তিনি নাড়ুলীগ্রামস্থ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ। অদ্বৈতের পিতামহ নরসিংহ ও পিতা কুবের তর্কপঞ্চাননের বিশদ বিবরণ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

অদ্বৈতের পিতামহ নরসিংহ বাল্যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য লাউড় হইতে গৌড়ে আগমন করেন এবং চতুর্দশ শাস্ত্র ও ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিয়া জটাধর নামক গুরুর নিকট হইতে সর্বাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার শিক্ষার খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বিখ্যাত রাজা গণেশ দূতের দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া দিনাজপুরে নিজের রাজধানীতে লইয়া যান ও মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করেন। ১৩২৯ শকে রাজা গণেশ মন্ত্রী নরসিংহের সাহায্যেই গৌড়ের যবন রাজাকে পরাজিত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মন্ত্রী নরসিংহের স্ত্রীর নাম কমলা। মন্ত্রিত্বপদ প্রাপ্ত হওয়ার পর কমলার গর্ভে প্রথমে তাঁহার এক কন্যা হয়। নাম, কুলোজ্জ্বলা; তারপর অদ্বৈতের পিতা কুবেরের জন্ম হয়। (মতান্তরে নরসিংহের এক কন্যা ব্যতীত সাত পুত্র ছিল—নাম, কন্দর্প, সারঙ্গ, বিদ্যাধর, মহাদেব, নারায়ণ, পুরন্দর ও গঙ্গাধর। বিদ্যাধর অতি গুণবান্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছকড়ি। ছকড়ির পুত্র কুবের ও নীলাম্বর আচার্য) পুত্র ও কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মন্ত্রী নরসিংহ মনে করিলেন যে, তাঁহারা বহু পুরুষ ধরিয়া বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে বেড়াইতেছেন, ইহাতে হয়তো তাঁহারা স্বদেশে পতিত হইতেছেন, অতএব স্বদেশে উত্তম কুলীনের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ মনে করিয়া তিনি সপরিবারে তীর্থ-দর্শন মানসে বাহির হন ও শান্তিপুরে আগমন করিয়া ঐখানেই বাস করেন। সে সময়ের শান্তিপুর

'বহুজাত্যা সমাকীর্ণং হট্টাদৈশ্চবিভূষিতং।
তপলোকপ্রভং নিত্যং যজ্ঞাদ্যৈঃ স্ব-
র্ণদীতটে॥'

অর্থাৎ—যজ্ঞতপস্যার ক্ষেত্র গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত এবং বহু জাতি-সমাকীর্ণ ও বহু হট্টদ্বারা সুশোভিত। তিনি শান্তিপুরে কিছু দিন বাস করিলেন ও মধ্যম গ্রামের কুলীনশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ মধুসূদন মৈত্রের সহিত কন্যা কুলোজ্জ্বলার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের বর্ণনা বাল্যলীলাসূত্র ও প্রেমবিলাস গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাল্যলীলাসূত্রের সহিত প্রেমবিলাসের বর্ণনা মিলিয়া যায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, প্রথম গ্রন্থে নরসিংহের কুলোজ্জ্বলা নাম্নী একটী কন্যারই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থে দুইটী কন্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নরসিংহ দুই কন্যাকেই মধু মৈত্রেয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। এবিষয়ে প্রথম গ্রন্থই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য, কারণ দ্বিতীয় গ্রন্থটী প্রথম গ্রন্থের তুলনায় অনেক অর্বাচীন।

বাঙলাদেশে কুলীনদের মধ্যে 'কাপ' বলিয়া যে একটী শাখা আছে, তাহা এই বিবাহ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। নরসিংহ পতিত বলিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে মধু মৈত্রেয় প্রথমে বিশেষ আপত্তি করেন, কিন্তু শেষে যৌতুকের আধিক্য দেখিয়া ও নরসিংহের একাগ্র অনুরোধে এবং সম্ভবতঃ রাজা গণেশের মন্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী না হইয়া সমাজপতি মধু মৈত্রেয় তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে মধু মৈত্রয়ের প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ ও সমাজের অন্যান্য একদল লোক বিশেষরূপ আপত্তি প্রকাশ করে এবং মধু মৈত্রেয় নিজে এই বিপদ সামলাইতে না পারিয়া ধোয়ী বাগ্‌চি নামক অপর এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। অবস্থা বেগতিক বুঝিয়াই হয়তো সেই প্রবীণগণ একত্র হইয়া এই বিবাহ কৌলিন্যবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া অনুমোদন করেন, কিন্তু মধু মৈত্রেয়ের আনাই ও অর্জুনাই নামক পুত্রদ্বয় ও অপর কতিপয় যুবক শেষ পর্যন্ত কিছুতেই এই বিবাহকে সমর্থন করে নাই। এক পক্ষে প্রতিপত্তিশালী প্রবীণগণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কার্য করিতে বদ্ধপরিকর, অপর পক্ষে কয়েক জন অর্বাচীন কৌলিন্যের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় বৃদ্ধগণ এই বিবাহ-সম্পাদন করাইয়াছিলেন এবং বিনাদোষে আনাই, অর্জুনাই-প্রমুখ প্রতিপক্ষদলকে 'কাপ' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া পতিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যাহারা পতিত, তাহাদের একতরফা বিচারে পতিত সাব্যস্ত হইয়া কাপগণ তদবধি বিনাদোষেই স্বতন্ত্র হইয়া বঙ্গ-সমাজে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কন্যার বিবাহ-সম্পন্ন করিয়া নরসিংহ নাড়িয়াল ময়ূরভট্টের বংশজাত নীলমেঘ সুরী নামক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যা 'নাভা'র সহিত পুত্র কুবেরের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পরে তিনি কিছুদিন শান্তিপুরেই বাস করিয়াছিলেন এবং শেষে শান্তিপুরেই দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে অদ্বৈতের পিতা কুবের পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদন করিয়া লাউড় রাজ্যের রাজার আমন্ত্রণে শান্তিপুর ছাড়িয়া লাউড়ে গমন করেন ও সেইখানে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করেন। এই রাজার নাম দিব্যসিংহ। ইঁহারই পূর্বপুরুষ সূর্যসিংহের মন্ত্রিত্ব করিতেন কুবের তর্কপঞ্চাননের পূর্বপুরুষ শ্রীপতি দত্ত, সে বিষয়ে ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সাংসারিকভাবে দেখিতে গেলে কুবেরের দুঃখকষ্ট কোন দিন না থাকিলেও সন্তান লইয়া তাঁহার বিশেষ মনঃকষ্ট ছিল। তাঁহার প্রথমে ছয় পুত্র ও তৎপরে এক কন্যা হইয়াছিল এবং উপর্যুপরি সব কয়টী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (মতান্তরে, তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে নিরুদ্দেশ হইলে) তিনি সস্ত্রীক শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। এই শান্তিপুরেই তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন যে গঙ্গাদেবী বলিতেছেন যে তাঁহার 'পতি-অংশে' অর্থাৎ শিব-অংশে কুবেরের এক পুত্র হইবে। এই স্বপ্ন-দর্শনের পর নাভাদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় এবং এই সময় লাউড় রাজের আদেশে কুবের সস্ত্রীক শান্তিপুর হইতে লাউড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। লাউড়ের নবগ্রামে কুবেরের বাটী ছিল। এই নবগ্রামেই ১৩৫৬ শকের (১৩৫৬+৭৮= ১৪৩৪ খ্রী°) মাঘী-শুক্লা সপ্তমীতে নাভাদেবীর অষ্টম গর্ভে সন্তান কমলাক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ, পরে শ্যামদাস নামক পণ্ডিত ইঁহাকে দীক্ষা দিয়া অদ্বৈত নামে বিভূষিত করেন। কমলাক্ষের জন্মের সময় রাজা ও মন্ত্রীর এরূপ সৌহার্দ ছিল যে, লাউড়ের রাণী অদ্বৈতের সুতিকাগৃহে আসিয়া গজমুক্তা দিয়া তাহার মুখদর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতের জীবনী : অদ্বৈতাচার্য বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং উক্ত সময়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভিন্ন অপর কিছুই আহার করিতে ভালবাসিতেন না। বৈষ্ণব জীবনীকারদের মতে তিনি বাল্যকালেই নানারূপ আশ্চর্য সংঘটন করাইতেন। মাতার স্নানের জন্য সমস্ত তীর্থকে তিনি একদা লাউড়ে আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে লাউড়ের পণাতীর্থে সর্বতীর্থ আগমন করিবে। (পণাতীর্থ দ্র°)। ইহা ব্যতীত তিনি একদিন লাউড় রাজকুমারকে হুঙ্কার দিয়া অচেতন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং পরে কৃষ্ণের চরণামৃত দান করিয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। বালক কমলাক্ষ এইরূপে তাঁহার বাল্যজীবন লাউড়ে অতিবাহিত করেন এবং ঐখানেই কলাপাদি ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। লাউড়ে অদ্বৈতের উপনয়ন হইয়াছিল এবং উপনয়নের পরে তিনি সাহিত্য, অভিধান, অলঙ্কার ও জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যায়ন শেষ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি একদিন লাউড় হইতে 'অন্তর্হিত হইয়া' শান্তিপুরে নিজের বাটীতে আগমন করেন। এই সময়ে অদ্বৈতের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর।

লাউড় হইতে অদ্বৈতের শান্তিপুর আগমনের মধ্যে একটী আশ্চর্যজনক আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। অদ্বৈত বাল্যাবধি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং তিনি কখনও কালিকা দেবীকে প্রণাম করিতেন না। কিন্তু লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ কাত্যায়ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। কাত্যায়নী ইঁহাদের কুল-দেবী ছিলেন। একদা দীপান্বিতা তিথির রাত্রে মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র এবং পৌরজন পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দিব্যসিংহ মন্দিরে আগমন করেন ও সকলে মিলিত হইয়া দেবীকে প্রণাম করেন। কিন্তু অদ্বৈত কিছুতেই প্রণাম করিতে স্বীকৃত হন না ; শেষে পিতা কুবেরের পীড়াপীড়িতে তিনি প্রণাম করিতে বাধ্য হন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অদ্বৈত প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কালিকামূর্তি বিদীর্ণ হইয়া দেবী ভবানী অন্তর্হিতা হন এবং তৎসঙ্গে অদ্বৈতও সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হন। অদ্বৈতের অন্তর্ধানে কুবের ও নাভাদেবী বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন ও বহু অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কোন তথ্যই অবগত হইতে পারেন

নাই। অদ্বৈত লাউড়ে অস্থচিত হইয়া শান্তিপুরে আগমন করেন এবং সেই স্থান হইতে ভৃত্যের দ্বারা নিজের শান্তিপুর আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতের পিতামাতা লাউড়ের নবগ্রাম হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। বিগ্রহ-ভেদ করিয়া কালিকার অন্তর্ধানের কারণ বৈষ্ণবগণ এই বলিয়া নির্ণয় করেন যে অদ্বৈত শিবাবতার, কালী শিবের স্ত্রী হইয়া স্বামীর প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন না এবং সেই জন্যই বাধ্য হইয়া বিগ্রহ-ভেদ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সময় অদ্বৈতের বয়ঃক্রম ছিল দ্বাদশ বৎসর।

শান্তিপুরে আগমন করিয়া দ্বাদশ বর্ষের কমলাক্ষ পূর্ণবাটী গ্রামের শ্রীশান্ত বেদান্তের নিকট অধ্যয়ন করেন। সেই স্থানে তিনি ষড়্দর্শন, বেদ ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপকের নিকট হইতে বেদপঞ্চানন উপাধি-লাভ করেন। শান্ত বেদান্তবাগীশের আজ্ঞায় শিষ্য কমলাক্ষ একদিন গুরুর অভিলষিত পদ্মফুল পুষ্করিণীর মধ্য হইতে চয়ন করিয়া আনয়ন করেন। সে কার্যটী এতই বিপৎসঙ্কুল ছিল যে, অপর কোন শিষ্যই উহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে গুরু বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার-বর্ণন-প্রসঙ্গে ঈশান নাগর বলিয়াছেন যে, তিনি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে গুরুর অভিলষিত পদ্মফুলটী তুলিয়া আনিবার জন্য জলের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে অদ্বৈত কৃষ্ণ-পূজার ফলে অষ্টসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই এইরূপ অলৌকিক কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থানে আরও উক্ত হইয়াছে যে—

শুদ্ধচিত্তে যেই জন কৃষ্ণগত হয়।
অষ্টসিদ্ধি আসি তার লয় পদাশ্রয়॥

—অদ্বৈত প্রকাশ ৩।

তবে পরবর্তী জীবনে এই প্রকার অলৌকিক কার্য করিতে অদ্বৈতকে আর কখনও দেখা যায় নাই। মোটের উপর অদ্বৈত দুই বৎসর শান্ত বেদান্তের গৃহে অন্তেবাসিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অদ্বৈতের পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। কুবের ও নাভা দেবী উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন এবং ৯০ বৎসর বয়সে উভয়েই দেহত্যাগ করেন। তখন অদ্বৈত ১৫।১৬ বৎসরের কিশোর ও কুমার। তিনি মাতা-পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য-সম্পাদন করিয়া গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিবার জন্য বহির্গত হইলেন।

অদ্বৈতের তীর্থযাত্রা : গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া তিনি তীর্থ-দর্শনের উদ্দেশে গয়া হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়েই তাঁহার মধ্যে শুদ্ধাভক্তি ও বৈষ্ণবপ্রেমের উদয় হইয়াছিল, পরবর্তী বিবরণ হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। তিনি পথে রেমুণাতে গোপীনাথ দর্শন করেন (গোপীনাথ, ক্ষীরচোরা দ্র°)

'শ্রীমূর্তির মাধুর্য দেখি প্রেমে হইল ভোর।
ক্ষণে হাসে কান্দে নাচে কভু দেয় লোড়॥
বহুক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি হইল'।

গোপীনাথ-দর্শন করিয়া অদ্বৈত নাভি-গয়ায় গমন করেন। সেখানে পিতৃপিণ্ড দান করিয়া পুরীতে গমন করিলেন। পুরীধামে জগন্নাথ, রাম ও সুভদ্রার মূর্তি দেখিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হন এবং দিবারাত্র সেই অবস্থায় যাপন করেন। পুরীতে অদ্বৈত তীর্থবাজে স্নান করেন, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং যাবতীয় বিগ্রহাদি-দর্শন করিয়া সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শনাশায় দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। সেতুবন্ধের পথে তিনি গোদাবরীতে স্নান করেন। তারপর শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি (বর্তমান কাঞ্জিভরাম)—কাবেরীতে স্নান করিয়া 'পাপনাশনে' গমন—সেস্থান হইতে দক্ষিণ মথুরা—তারপর সেতুবন্ধ। সেতুবন্ধে ধনুতীর্থে স্নান ও রামেশ্বরে শিবপূজা করিলেন। তৎপরে বহু তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আশ্রমে গমন করিলেন। ভক্তিতত্ত্বের গুরু মধ্বাচার্য শাণ্ডিল্য ও নারদ সূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহারই শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত অদ্বৈতের এই আশ্রমে প্রথম সাক্ষাৎ হয় (মধ্বাচার্য ও মাধবেন্দ্রপুরী দ্র°)। এই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু এবং এই মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতেই অদ্বৈত পরে ভক্তিতত্ত্বে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানেই মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট অদ্বৈত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্বাচার্য-ভাষ্য শ্রবণ করেন এবং অনন্তসংহিতা-গ্রন্থে কলিযুগে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন ইত্যাদি বিষয় পাঠ করেন। এই আশ্রমে বসিয়াই অদ্বৈত অনন্ত-সংহিতা গ্রন্থ খানি নিজের জন্য স্বহস্তে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। (অনন্ত সংহিতা দ্র°)।

মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট কিছু দিন বাস করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইয়া অদ্বৈত পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইলেন। তথা হইতে নাসিক, দ্বারকা, প্রভাস, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, গোমুখীপর্বত, গণ্ডকীক্ষেত্র। গণ্ডকীক্ষেত্র হইতে একটী সর্বসুলক্ষণ শিলাচক্র গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মিথিলায় জানকীর জন্মস্থান দেখিতে আসিলেন। জানকীর জন্মস্থান দেখিয়া তিনি যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই সময় বটবৃক্ষতলে বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। ঐ দিন ঐ সময়ে অদ্বৈতের সহিত বিদ্যাপতির আলাপ হয়।

মিথিলা হইতে অযোধ্যা। অযোধ্যায় অদ্বৈত সরযূতে স্নান ও রামলীলা-স্থান দর্শন করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া আদিকেশব ও বিন্দুমাধব দর্শন করিলেন। বিন্দুমাধবে তিনি পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মন্দিরে গমন করিলেন। কাশীতে তিনি আরও অনেক মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। এই খানেই মহাভাগবতোত্তম শ্রীবিজয়পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং

দুই জনে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করেন।

হরিদ্বার হইতে মিথিলার মধ্য দিয়া কাশী আসার জন্য অদ্বৈতের মথুরা বৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। কাশী-পর্যটন শেষ করিয়া সেই জন্যই তিনি পুনরায় পশ্চিম যাত্রা করেন এবং প্রথমেই প্রয়াগে আগমন করেন। প্রয়াগের ত্রিবেণীতে কেশমুণ্ডন করিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত করেন এবং প্রয়াগেই বিন্দুমাধব ও ভীমের গদা-দর্শন করেন। তারপর তিনি প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন করেন।

মথুরায় ধ্রুব ঘাটে স্নান করিয়া অদ্বৈত সেইখানে পিতৃপিণ্ড দান করেন ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিয়া ব্রজধামে গমন করেন। ব্রজ-ধামের অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল। অদ্বৈতের বৃন্দাবন-গমনের শতবর্ষ পরে বৃন্দাবন দর্শনযোগ্য স্থান হইয়াছিল, অদ্বৈত যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি গোবর্ধন দর্শন করেন এবং বৃন্দা-বনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেন। তিনি দ্বাদশ আদিত্যের ঘাট হইতে মৃত্তিকায় প্রোথিত প্রাচীন কৃষ্ণমূর্তি আবিষ্কার করেন ও সেই মূর্তি-স্থাপনের জন্য ঝোপড়া বা পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত মূর্তিকে স্থাপন করেন। এই বিগ্রহটী আবিষ্কার করিয়া অদ্বৈত এক ব্রাহ্মণকে সেবার জন্য নিযুক্ত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্বৈত এই সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ম্লেচ্ছগণ ঐ মূর্তি নষ্ট করিবার জন্য এই ঝোপড়ীতে অত্যাচার করিতে থাকে। এই সময় কোন উপায়ে উক্ত মূর্তি ঐ স্থানেই সংগোপন করা হয়, পরে ম্লেচ্ছগণ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি ঐ মূর্তিকে বাহির করিয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেন ও ঠাকুরের নাম রাখেন 'মদনগোপাল'। ম্লেচ্ছ-আক্রমণের ভয়ে তিনি ঐ বিগ্রহকে মথুরায় এক চৌবে ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই ঘটনার বহুদিন পরে সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং চৌবে ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে এই বিগ্রটী গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। (মদনগোপাল দ্র°)]। ইহার পর অদ্বৈত বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক চিত্রপট আবিষ্কার করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেন। এই চিত্র ও বিগ্রহ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দিবার জন্য সখী বিশাখা এই চিত্রপট অঙ্কন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের পদা-বলীতেও (৫৫) উল্লেখ আছে—

> হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
> ভাল মন্দ নাহি জানি,
> বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
> বিশাখা দেখালে আনি।

পরে এই চিত্রপটে অঙ্কিত মূর্তি অনুসারে মদনগোপালের বিগ্রহ সখী কুব্জা নির্মিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন, কিন্তু কালক্রমে ঐ মূর্তি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। অদ্বৈত উভয়কে উপরোক্ত ভাবে আবিষ্কার ও স্থাপনা করেন। বৃন্দাবনে এই সমস্ত কার্য শেষ করিয়া অদ্বৈত সোজাসুজি শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন।

দেশে ফিরিয়া কিছুদিন বাস করার পর দাক্ষিণাত্যের মাধবেন্দ্রপুরী তীর্থ-পর্যটন উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে আগমন করেন এবং অদ্বৈতেরই গৃহে আতিথ্য-স্বীকার করেন। তিনি অদ্বৈতের তীর্থ-পর্যটনের সমস্ত বিবরণ অবগত হন ও বৃন্দাবন হইতে আনীত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট-দর্শন করিয়া ঐ চিত্রের উপযোগী করিয়া রাধার একখানি পট-নির্মাণ করিতে অনুরোধ করেন ও অদ্বৈতকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতে আদেশ দেন। এই সময় তিনি অদ্বৈতকে ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। [এই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। ঈশ্বর-পুরীও পর্যটন উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট আতিথ্য-স্বীকার করিয়া-ছিলেন। 'ঈশ্বরপুরী' দ্র°] দীক্ষা লওয়ার পর অদ্বৈত শান্তিপুরে অধ্যয়নাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময় তিনি শ্যাম-দাস নামক দিগ্বিজয়ীকে তর্কে জয় করেন ও ভক্তিতত্ত্বে দীক্ষা দেন। যবন হরিদাস-প্রমুখ স্বনামধন্য বৈষ্ণবগণ এই সময়ে তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন এবং লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ সংসারে বিগতস্পৃহ হইয়া 'মন্ত্রিপুত্র কমলাক্ষের' নিকট আগমন করিয়া দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং শান্তিপুরের ফুলবাড়ী নামক স্থানে কুটীর-নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

অধ্যাপক ও ভক্ত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করার পর অদ্বৈতের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশের ন্যূন নহে। নারায়ণপুর গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা সীতা ও শ্রীর সহিত অদ্বৈতের বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যা দুইটী নৃসিংহ ভাদুড়ীর পত্নী নারসিংহীর গর্ভজাত ও যমজ, তবে সীতার জন্মসম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীও প্রচলিত আছে এবং রামায়ণ-বর্ণিত সীতার ন্যায় ইনিও অযোনি-সম্ভবা এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। [এই সীতার জীবনী বর্ণনা করিয়াই লোকনাথ দাস একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের নাম—সীতাচরিত্র।]

বিবাহের পর অদ্বৈত শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া টোল-স্থাপন করেন। শান্তিপুর অপেক্ষা নবদ্বীপ ঐ সময় অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং হয়তো অধ্যাপনার উন্নতির জন্যই তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তবে বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম হইবে এইরূপ জ্ঞাত হইয়া পূর্ব হইতেই নবদ্বীপে আসিয়া টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অদ্বৈত-সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

> সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
> 'অদ্বৈত-আচার্য' নাম সর্বলোকে ধন্য॥
> জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
> কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
>
> * * *
>
> এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।

ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায় ॥

* * *

স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
'মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ॥'

* * *

নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হৈয়া ॥
'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার'
(—আ° ২ অ°)

প্রত্যেক অবতার-সম্বন্ধেই সেই সেই ধর্মের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে একজন অগ্রদূত প্রথমে আবির্ভূত হইয়া পথ প্রস্তুত করেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রথম অগ্রদূত ও আকর্ষণকারী অদ্বৈত।

নবদ্বীপে অদ্বৈতের চতুষ্পাঠী যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে সেই সময় শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব হইতেই অদ্বৈতের সহিত শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের পরিচয় ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীকে অদ্বৈত গৌরগোপাল মন্ত্র দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। এরূপও শ্রুত হয় যে জন্মের অব্যবহিত পরেই অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের সূতিকা-গৃহে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ও ঘর হইতে বাহির করিয়া নিম্ববৃক্ষের তলে শয়ন করাইয়াছিলেন। তাহাতেই গৌরাঙ্গের নাম হয় নিমাই। শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের সময় অদ্বৈতের বয়স ছিল ৫২ বৎসর।

গৌরাঙ্গদেবের বাটীর নিকটেই অদ্বৈতের চতুষ্পাঠী ছিল। গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন এবং শিশু গৌরাঙ্গ মধ্যাহ্নে অগ্রজকে আহারের জন্য ডাকিতে যাইতেন। এ বিষয়ে চৈতন্য-ভাগবত (আ° ৫) লিখিতেছেন—

উষঃকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান ॥

* *

বিশ্বরূপে না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে
'তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ॥'
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥

* *

দিগম্বর সর্ব-অঙ্গ ধুলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর ॥
'ভোজনে আইস ভাই! ডাকয়ে জননী'।
অগ্রজ-বসন ধরি চলয়ে আপনি ॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া গৃহ-ত্যাগের কয়েক বৎসর পরে ১৮২৩ শকে গৌরাঙ্গদেব অদ্বৈত বেদপঞ্চাননের নিকট বেদ-পাঠ করিতে আগমন করিলেন। তখন গৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। গৌরাঙ্গদেব পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করিয়া প্রথম দুই বৎসর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ-শিক্ষা করিয়াছিলেন, অতঃপর দুই বর্ষে সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠ করিয়া বিষ্ণুমিশ্রের নিকট দুই বর্ষে স্মৃতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করেন। তৎপর দুই বর্ষে সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট ষড়্‌দর্শন-শিক্ষা সমাপ্ত করেন; অতঃপর বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট দুই বৎসরে তর্ক-শাস্ত্র শেষ করিয়া অদ্বৈতের নিকট বেদ-অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করেন। অদ্বৈতের নিকট বেদ-অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৌরাঙ্গদেব তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন। বেদ-অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি অদ্বৈতের টোলের কতকগুলি ছাত্রকে পড়াইতেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুত, পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র লোকনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকটী বালক সেই সময়েই গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে গৌরাঙ্গদেব অদ্বৈতের চতুষ্পাঠীতে পাঠ সাঙ্গ করিয়া নবদ্বীপে টোল-স্থাপনপূর্বক অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ শিক্ষাগুরু অদ্বৈত ও তৎপত্নী সীতা দেবীর সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা হয় ছাত্রাবস্থায়।

অদ্বৈতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্য যখন বৈষ্ণবধর্মে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন অদ্বৈত শান্তিপুরের বাটীতে বাস করিতেন। তিনি শান্তিপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে আসিতেন ও মহাপ্রভুর সহিত কীর্তনে যোগ দিতেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর (১৪৩১ শকে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন) শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমেই অদ্বৈতের শান্তিপুরস্থ বাটীতে আতিথ্য-গ্রহণ করেন, এবং সেইস্থানেই শচী দেবী ও নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সমবেত হন। তারপর শ্রীচৈতন্য যখনই বঙ্গদেশে আসিতেন তখনই অদ্বৈতের গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করিতেন।

গৌরাঙ্গদেব শেষ বয়সে যখন পুরীধামে বাস করিতেন তখন প্রতি বৎসরই অদ্বৈত শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যাত্রী লইয়া জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেন। এই উপলক্ষ্যে চার মাস সময় লাগিত এবং এই চার মাস ধরিয়া অদ্বৈত সমস্ত যাত্রীর তত্ত্বাবধান করিতেন; এই বিপুল তীর্থ-যাত্রার ব্যয়ভার যাত্রিগণ নিজেরাই সাধ্যমত বহন করিত। যাহাদের সঙ্গতি ছিল না তাহাদের সমস্ত সাহায্য স্বনামধন্য কবি কর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেন বহন করিতেন।

পুরীতে অদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্য গুরুর ন্যায় আদর করিতেন, বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং শিষ্যের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি রথযাত্রার সময় অদ্বৈতকে সম্মুখে লইয়া নগর-কীর্তন করিতেন, সীতা দেবীর প্রস্তুত ভোজ্যাদি সানন্দে ভোজন করিতেন, আবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে সপার্ষদ অদ্বৈতকে জোর করিয়া শান্তিপুরে ফেরত পাঠাইতেন।

অদ্বৈত তাঁহার শিষ্য চৈতন্য ও শিষ্যকল্প নিত্যানন্দকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পিতৃতুল্য অদ্বৈত চৈতন্যকে এরূপ ভাল বাসিতেন বা ভক্তি করিতেন যে তিনি মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

শিরে বজ্র পড়ি যদি পুত্র মরি যায়।
তবুও প্রভুর নিন্দা সহনে না যায় ॥

শুধু তাহাই নহে, মহাপ্রভুও সময় সময় ভাবা-

বিষ্ট হইয়া 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ জ্ঞান করিয়া অন্তরঙ্গগণকে বর দিতেন এবং কখনও বা 'চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়'। ইহাতে অদ্বৈত মনে মনে আনন্দিতই হইতেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের বহুদিন পরে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুই জনে যখন ভক্তশিল্পী গৌরীদাসকে নিতাই-গৌর-মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্থাপনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তখন গৌরীদাস মহানন্দে ঐ মূর্তি নির্মাণ করেন এবং উহাদের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অদ্বৈতের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিতে শান্তিপুরে গমন করেন। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত গৌরীদাসকে বলিয়াছিলেন—

'—তুহুঁ মহাভাগ্যবান্।
গৌর-নিত্যানন্দ মূর্তি কৈলা নিরমাণ॥
প্রতিষ্ঠা করিমু মুঞি সেহ মোর ভাগ্য'।
—অদ্বৈত-প্রকাশ ২০।

এবং এই দুই মূর্তি অদ্বৈতের নির্দেশমত তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের তত্ত্বাবধানে অম্বিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে অদ্বৈত যেমন গৌরাঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন সেইরূপেই তিনি তাহাকে অপ্রকট করিয়াছিলেন। জন্ম এবং মৃত্যু বিষয়ে অদ্বৈতই যেন শ্রীচৈতন্যের পরিচালক ছিলেন।

চৈতন্যদেব শেষ বয়সে এক দিন তাঁহার ভক্ত জগদানন্দকে সংবাদ-গ্রহণের জন্য গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, জগদানন্দ গৌড়ে আসিয়া শচী দেবীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তারপর শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট গমন করেন। অদ্বৈত গৌরাঙ্গের কুশল-সংবাদ গ্রহণ করিয়া সহসা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং জগদানন্দ যে দিন পুরীধামে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হন সেই দিন সাঙ্কেতিক বাক্য যোজনা করিয়া অদ্বৈত একটী দুর্বোধ্য ভাষা গৌরাঙ্গদেবকে বলিবার জন্য জগদানন্দকে বলিয়াছিলেন। বাক্যটী কবিতাকারে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে বিকায় না চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিছে বাউল॥
—অদ্বৈত-প্রকাশ ২১।

শ্রীচৈতন্যদেব এই 'তরজা'টা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন 'তাঁর যেই অনুমতি সেই মোর মান্য' এবং ইহার পরেই মহাপ্রভু অপ্রকট হন।

শ্রীচৈতন্যদেব যেমন অদ্বৈতের উপদেশ মত অপ্রকট হন, বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে নিত্যানন্দও তেমনই অদ্বৈতের আদেশমত অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের আট বৎসর পরে একদা অদ্বৈত শান্তিপুর হইতে খড়দহে নিত্যানন্দের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং দুই জনে বিরলে বসিয়া সাত রাত্রি ধরিয়া আলাপন করিয়াছিলেন। অষ্টম দিবসে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সংকীর্তন করিতে আরম্ভ করেন। এই কীর্তনের মধ্যেই নিত্যানন্দ অপ্রকট হন। তারপর নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন করেন। বীরচন্দ্র এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অদ্বৈতকে দেবতা বলিয়া মান্য করিয়া একত্রে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আসন করিয়া আহার্য দিয়াছিলেন এবং ভোজনরত অদ্বৈতের ভোজনারতি ইত্যাদি করিয়াছিলেন। পরে এই বীরচন্দ্রই বিংশ বৎসর বয়সে অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু অদ্বৈত নিজে দীক্ষা না দিয়া তাঁহাকে তাহার জননী জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এইরূপে অদ্বৈত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের সুসম্বদ্ধ করিয়া নিজে সর্বশেষে অপ্রকট হইয়াছিলেন। ঈশান নাগর বলিতেছেন যে অদ্বৈত মৃত্যুর পূর্বে সকলকেই সংবাদ দিয়াছিলেন এবং সকলেই শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতের নিকট সংবাদ পাইয়া খড়দহ হইতে বীরচন্দ্র, অম্বিকা হইতে গৌরীদাস এবং কবি কর্ণপুর, শ্যামদাস, বিষ্ণুদাস, যদুনন্দন ইত্যাদি সকলেই আসিয়াছিলেন ও নানাবিধ কীর্তনাদি উৎসব হইয়াছিল। কীর্তনান্তে অদ্বৈত মদনগোপালের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও অপ্রকট হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল 'সওয়া-শত বর্ষ'।*

অদ্বৈতের সন্ততিগণ : নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা সীতা ও শ্রীকে অদ্বৈত বিবাহ করেন, তন্মধ্যে সীতার নামই শুনিতে পাওয়া যায়। সীতার গর্ভে ১৪১৪ শতকের বৈশাখী-পূর্ণিমায় অদ্বৈতের প্রথম পুত্র অচ্যুতানন্দের জন্ম হয়। অচ্যুতানন্দ পরম বৈষ্ণব ও আজন্ম কুমার ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন অদ্বৈতের গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিতেন তখন হইতেই অচ্যুত তাঁহার পরম ভক্ত এবং অচ্যুতই চৈতন্যের চতুষ্পাঠীর প্রথম ছাত্র। তিনি চৈতন্যের নিকট ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি শিক্ষা করিতেন। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে অচ্যুত ব্রজগোপীর অবতার। [অচ্যুত দ্র°]।

অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র ১৪১৮ শকের মধু মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে রাত্রিশেষে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার নামকরণ হয় কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসও সীতার গর্ভজাত, কিন্তু সীতা এই পুত্রটীকে অদ্বৈতের অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীকে দান করেন, কারণ ঐ দিন ঐ সময়ই শ্রীর একটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে ও অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে শ্রী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সীতাদেবী আপন পুত্র তাঁহাকে দান করেন।

এই কৃষ্ণদাসও সবিশেষ কৃষ্ণভক্ত ছিল, গৌরাঙ্গদেব শিষ্যরূপে প্রথম যখন অদ্বৈতের

---

* অদ্বৈতের জন্ম (বাল্যলীলাসূত্রমতে) ১৩৫৬ শক ; এই হিসাবে তিরোভাব আনুমানিক ১৪৮১ শক ; মৃত্যুর কিছুদিন পরে ঈশান নাগর বলিতেছেন যে তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ হইল, তাঁহার জন্মাব্দ ১৪১৪ অর্থাৎ তখন ১৪১৬ + ৭০ = ১৪৮৪ শক। ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৯০ শকে তাঁহার রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। চৈতন্যের তিরোভাব ১৪৫৫ শকে, তাহার আট বৎসর পরে ১৪৬৩ শকে নিত্যানন্দের তিরোভাব। নিত্যানন্দের পরেও অদ্বৈত প্রায় ১৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

টোলে আগমন করেন তখন হইতেই ইঁহাকে ভাল বাসিতেন এবং ইঁহার নাম রাখেন কৃষ্ণমিশ্র। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে ইনি দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অবতার, ইনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন, স্ত্রীর নাম বিজয়া। প্রবাদ যে. অপ্রকট হওয়ার পর চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ কৃষ্ণমিশ্রের পুত্ররূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইয়াছিল রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ। অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহ-সেবার ভার পরে তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। — অদ্বৈত-প্রকাশ ২১। [কৃষ্ণমিশ্র দ্র°]।

১৪২২ শতকের কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে সীতার গর্ভে অদ্বৈতের তৃতীয় পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম গোপালদাস, বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে ইনি গণেশের অবতার [গোপালদাস দ্র°]।

১৪২৬ শতকের পৌষ মাসে সীতাদেবীর গর্ভে অদ্বৈতের চতুর্থ পুত্র বলরাম জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস ইনি কুবেরের অবতার।

১৪৩০ শতকের জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতা দেবী যমজ পুত্র প্রসব করেন, তাঁহাদের নাম হয় স্বরূপ ও জগদীশ।

অদ্বৈতের এই ছয়টী পুত্রের মধ্যে—

শ্রীঅচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীগোপালদাস।
এই তিনের স্বচরিত্রে প্রভুর উল্লাস॥
এবং সীতার নন্দন মধ্যে এ তিন প্রধান।
শুদ্ধ-ভক্ত হয় তিনের গৌরগত প্রাণ।

কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় চৈতন্যভক্ত ছিলেন না।

অদ্বৈততত্ত্ব : গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রথম স্থান শ্রীচৈতন্যের, দ্বিতীয় স্থান নিত্যানন্দের, তৃতীয় স্থান অদ্বৈতের। অদ্বৈতের নিজের গৃহে যখন তাঁহারা তিনজনে একত্র ভোজনে বসিতেন তখন চৈতন্যের আসন হইত মধ্যে, চৈতন্যের দক্ষিণে থাকিতেন নিত্যানন্দ ও বামে অদ্বৈত। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রও এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই রীতিই আজও পর্যন্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এখনও পর্যন্ত যেখানে তিন-মূর্তি স্থাপন করা হয় সেইখানে এই ধারাই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

চৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপ্রেম ফলদাতা কল্পতরু, নিত্যানন্দ সেই বৃক্ষের ঊর্ধ্বস্কন্ধস্বরূপ, আচার্য অদ্বৈত সেই বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ। এই তিন গোস্বামী সমগ্র বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছেন, চরিতামৃতের ভাষায়, 'তিন ঠাকুর গৌড়ীয়কে করিয়াছেন আত্মসাৎ' (আ° ১)।

অদ্বৈতের পূর্বে বঙ্গদেশে ভক্তিবাদ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক ভক্তি-রসের সঙ্গীত গীত হইত, এই পর্যন্ত। অদ্বৈতই প্রথম দাক্ষিণাত্য হইতে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও প্রথম ভক্তিতত্ত্বে একনিষ্ঠ থাকিতে পারেন নাই, মাঝে মাঝে জ্ঞানমার্গের ব্যাখ্যাও করিয়া ফেলিতেন। এই জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহার উপর ভালবাসার অত্যাচার পর্যন্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের মতে ইহা যেন বৈরভাবের উপাসনা। চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেও অদ্বৈত চৈতন্যের উপর অভিমান করিয়া আর একবার জ্ঞানমার্গের ব্যাখ্যা শুরু করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েও চৈতন্যদেবের সাহায্যে উহা সংশোধিত হইয়াছিল। এইরূপে জ্ঞানমার্গের উপদেশও অদ্বৈত এত সুন্দরভাবে দিয়াছিলেন যে সেই সময় তাঁহার কতকগুলি এমন গোঁড়া শিষ্য হইয়াছিল যে পরে তিনি নিজেই বহু চেষ্টা করিয়া তাহাদের ভক্তিমার্গে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। তাহারা জ্ঞান-মার্গেই রহিয়া গিয়াছিল।—

'কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
এই তিনে নাহি মানে আচার্যের বোল॥
এই তিনে কহে শুন আচার্য গোসাঞি।
তব উপদেশের ইয়ত্তা কিছু নাঞি॥
ক্ষণে কহ জ্ঞান বড় ক্ষণে ভক্তি বড়।
জ্ঞান বর্ত্মে মোরা চিত্ত করিয়াছোঁ দৃঢ়॥'

ইহার ফলে অদ্বৈত বলিলেন—

'—যদি তোরা আজ্ঞা না মানিলি।
মুখ না দেখিমু আর মোর ত্যাজ্য হৈলি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা পূর্বদেশে গেলা।
আচার্য হইয়া নিজ মত চালাইলা॥
—অদ্বৈত প্রকাশ ২০।

অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী আচার্যের শিষ্যগণ গুরু পরম্পরায় অদ্বৈতকে তাঁহাদের আপন গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলিয়া ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারেন। উপরন্তু যদি অদ্বৈতের 'অদ্বৈত' এই নামটুকুই কেবল মাত্র গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে তাঁহাকে নিঃসন্দেহে জ্ঞানমার্গবলম্বী অদ্বৈতবাদী বলিয়া অনুমান করিতে হয়, কারণ অদ্বৈতবাদ জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের, ভক্তিমার্গাবলম্বীদের জন্য দ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অদ্বৈতাচার্য বাঙলা-দেশে ভক্তিমার্গের আদিগুরু। বৈষ্ণবদের মধ্যে কীর্তনের যে প্রণালী প্রচলিত আছে সম্ভবতঃ অদ্বৈতই তাহার প্রথম প্রবর্তক। বৈষ্ণবজগতে শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারই প্রথম কীর্তন-গায়ক বলিয়া স্তুপ রচিত। কিন্তু অদ্বৈত নরহরি সরকারেরও বহু পূর্ববর্তী (নরহরির জন্ম আনুমানিক ১৪৬৫ খ্রী°)। শ্রীচৈতন্য যেভাবে কীর্তন করিতেন, দেব-দেবীর মূর্তি দেখিয়া যেরূপ ভাবাবিষ্ট হইতেন, অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই সেইরূপ হইতেন। এই কারণে অদ্বৈতকেই বৈষ্ণবীয় কীর্তনের পিতা বলা উচিত। মোটের উপর অদ্বৈত যে ভক্তির মণিমঞ্জুষারূপ ছিলেন তাহা অবিসংবাদী। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্য-খণ্ডে (১০ম অ°) চৈতন্যদেব স্বয়ং রূপ-সনাতনকে বলিতেছেন :—

'প্রেমভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী—অদ্বৈতমহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥'

এবং অদ্বৈত ইহার উত্তরে চৈতন্যকে বলিয়াছেন—

অদ্বৈত বোলেন, 'প্রভু সর্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে যে দিবারে পারি আমি॥

প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে
পারে।' ইত্যাদি

চৈতন্যদেব আরও বলিয়াছেন,—

'অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥'

ভক্তিমার্গের প্রথম গুরু হিসাবে অদ্বৈতকে অনেক সময় নূতন ধরণের ভক্তি-ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। চৈতন্যভাগবতে (মধ্য° ১০ম অ°) চৈতন্যদেব অদ্বৈতকে বলিয়াছেন,—

যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলে অপার॥
গীতাশাস্ত্র পঢ়াও—বাখান' ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে
পাত্র?
যে শ্লোকের ব্যাখ্যায় নাহি পাও ভক্তি-
যোগ।
শ্লোকেরে না দেহ' দোষ, ছাড়' সর্বভোগ॥
দুঃখ পাই সুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ॥

* * *

স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি॥
উঠ উঠ আচার্য! শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ, নিঃসন্দেহ জান॥
উঠিয়া ভোজন কর না উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন॥'

এই কবিতা হইতে বুঝা যায় যে ভক্তির ব্যাখ্যা করিতে অদ্বৈতকে প্রথম প্রথম বিশেষ বেগ পাইতে হইত এবং এমনও দিন গিয়াছে যেদিন তিনি শ্লোকবিশেষের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অনাহারে শয়ন করিয়াছেন। চৈতন্যই যেন স্বপ্নযোগে তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন এবং তাঁহার ভক্তি-ব্যাখ্যার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অদ্বৈতই যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম ভক্তি-ব্যাখ্যা-ভাষ্য বাঙলাদেশে প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে অদ্বৈতই শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। অদ্বৈত-প্রকাশ, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত-প্রমুখ সমস্ত গ্রন্থই এ বিষয়ে একমত। এক দিন শ্রীবাস অদ্বৈতকে শুকদেব ও প্রহ্লাদের সহিত তুলনা করায় শ্রীচৈতন্য অতিরিক্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে অদ্বৈত ঐ সমস্ত ভক্ত হইতে বহু ঊর্ধ্বে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—

'অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার॥
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
—চৈ-ভা° অন্ত্য° ১০ম অ°।

এইরূপ উক্তি সমস্ত গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

অদ্বৈতের উদারতার সম্বন্ধে একটী বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বংশপরিচয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে অদ্বৈতের পিতা ও পিতামহ রাজমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি নিজে জ্ঞানে ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'কোটী বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি' কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি নীচ ও অনুন্নতের উন্নতির কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করিতেন। কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীচৈতন্য যখন অদ্বৈতকে বলিলেন—বর প্রার্থনা কর, তখন—

অদ্বৈত বোলয়ে 'প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥'
—চৈ-ভা° মধ্য° ১০ম অ°।

অন্যত্র,—

অদ্বৈত বোলেন, 'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥'
—ঐ, মধ্য° ৬ষ্ঠ অ°।

নিজের জীবনেও অদ্বৈত প্রথম হইতেই নীচ ও অনুন্নতকে সাহায্য করিতেন। বুঢ়ন গ্রামের যবন হরিদাস (জন্ম ১৩৭২ শক) যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন (হরিদাস, যবন দ্র°) তিনি হিন্দু, বিশেষ করিয়া, হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যক্ত ছিলেন। কিন্তু আচার্য অদ্বৈত হরিদাসকে সযত্নেই লইয়াছিলেন ও নিজের নিকট স্থান দিয়া রাখিয়াও ছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজে অদ্বৈত নিজে হাস্যাস্পদও হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেন নাই। তিনি যবনাখ্য হরিদাসকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা করাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পড়াইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসে অধিকার দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন ব্রহ্ম হরিদাস। শেষে যখন হরিদাস হিন্দু বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইল তখন কেহ তাহাকে ব্রহ্মার অবতার বলিল, কেহ বলিল প্রহ্লাদের অবতার; অদ্বৈত সেই সময় হরিদাসের সম্বন্ধে বলিতেন, 'দোঁহে মিলি হয় একাকার', অর্থাৎ হরিদাস ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদের যুগ্ম অবতার। কেবল মাত্র গুণ দেখিয়া যবনাখ্য ব্যক্তিকে এই যুগে এত মহান্ করিয়া তোলা কোন সাধারণ ব্যক্তির কর্ম নয়।

অদ্বৈত আচার্যের অসংখ্য ভক্ত ছিল এবং বৈষ্ণবদের সকল দলের মধ্যেই অদ্বৈতের সমান প্রতিপত্তি ছিল। নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যখন নানা সম্প্রদায়ে সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তখনও অদ্বৈত সকল সম্প্রদায়ের নিকট সমানভাবে পূজিত হইয়াছেন। খড়দহের সঙ্কীর্তনে—

'সাত সম্প্রদায়ে বাজে চতুর্দশ মাদল।
শত শত বাজে সুমধুর করতাল॥
প্রতি সম্প্রদায়ে নাচে এক এক জন।
সর্ব সম্প্রদায়ে নাচে কুবের-নন্দন॥'
—অদ্বৈত-প্রকাশ, ২২।

বৈষ্ণবপ্রিয় অদ্বৈতের শাখা-বর্ণনা করিবার সময় কতকগুলি নাম দিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার সর্বশেষ বলিয়াছেন, 'অসংখ্য অদ্বৈতশাখা নাম লব কত' (আ° ১২)। চারি শত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণবসমাজে অদ্বৈতের মহিমা অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং আজও পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে।

অদ্বৈতের মূর্তি -- অদ্বৈতের প্রামাণ্য মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের জীবিতকালে তাঁহার কোন মূর্তি নির্মিত হয় নাই। গৌরীদাস অম্বিকায় চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ—স্থাপনা করিয়াছিলেন,

কিন্তু অদ্বৈতের মূর্তি স্থাপনা করেন নাই। ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি. এ, ডি. লিট্. মহোদয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (৫ম সংস্করণের ৩২৪ পৃষ্ঠায়) অদ্বৈত ও হরিদাসের চিত্র দিয়াছেন এবং চিত্রটীকে প্রাচীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু এ চিত্র কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে বা ঐ চিত্রের রচয়িতা কে, উহার আনুমানিক তারিখ কত সে সম্বন্ধে তিনি অবশ্য কোন উল্লেখই করেন নাই।

যাহা হউক বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্য হইতে অদ্বৈতের মূর্তির বর্ণনা যাহা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল।

প্রথমতঃ অদ্বৈতের বিবাহের সময় তাঁহার যেরূপ বর্ণনা ঈশান নাগর দিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত হইল :—

'জাম্বুনদ স্বর্ণকান্তি জিনিয়া শ্রীমূর্তি।
আজানুলম্বিত বাহুর অগ্রে পদ্মাকার।
অঙ্গুলী বিরাজে চম্পক-কলিকা আকার॥
সুকমল সম শ্রীচরণ সুকোমল।'

—অদ্বৈত-প্রকাশ, ৮।

ইহা সম্পূর্ণ কবিসুলভ বর্ণনা। আর একটী বর্ণনা পাওয়া যায় গোবিন্দদাসের কড়চায় (অনেকের মতে এই পুস্তকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে) যে স্থানে গোবিন্দদাস স্নানরত চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে দেখিয়াছিলেন। তখন অদ্বৈতের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর (অদ্বৈতের ৫২ বৎসর বয়সে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন)।

'অবশেষে আইল তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥
হরিধ্বনি সহ বুড়া করায় চিৎকার।'

—গোবিন্দদাসের কড়চা, (বিশ্ববিদ্যালয়-সং) পৃ° ২।

গৌরপদ-তরঙ্গিণীর একটী গানের মধ্যে অদ্বৈতের বর্ণনা পাওয়া যায়, 'প্রবল লোম বক্ষ সম'—সাহিত্য-পরিষৎ-সং, ৪৪১ পৃঃ।

[লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস : বাল্যলীলাসূত্রম্; শ্যামদাস : অদ্বৈতমঙ্গল; ঈশান নাগর : অদ্বৈতপ্রকাশ; হরিচরণ দাস : অদ্বৈতমঙ্গল (পুঁথি—১৩ নং অ্যান্টনি বাগান লেনস্থ শ্রীহরিদাস নন্দীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত—ইহা মাত্র আংশিক ছাপা হইয়াছে); নরহরি দাস : অদ্বৈতবিলাস (পুঁথি): কৃষ্ণদাস কবিরাজ : অদ্বৈত-সূত্রকড়চা (পুঁথি); লোকনাথ দাস : সীতাচরিত্র (পুঁথি)। এতদ্ব্যতীত সকল বৈষ্ণব গ্রন্থেই অদ্বৈতের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়; যথা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, বংশীশিক্ষা ইত্যাদি।]

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্বৈতাচার্যের বংশ

১ অদ্বৈতাচার্য। ২ অচ্যুতানন্দ ২ কৃষ্ণমিশ্র ২ গোপালদাস ২ বলরাম ২ জগদীশ ২ স্বরূপ।

২ কৃষ্ণমিশ্র ৩ রঘুনাথ চক্রবর্তী (শান্তিপুর, [মদনগোপাল-বাড়ি] গণকর, মৃজাপুর ও কুমারখালি। ৩ দোলগোবিন্দ (ঢাকা, উথলি নাটখোল) ৩ মধুসূদন (গোস্বামী ভট্টাচার্য) ৩ মুকুন্দানন্দ (পাগলা গোস্বামী) ৩ দেবকীনন্দন ৩ কামদেব (বাহাদুরপুর) ৩ নিত্যানন্দ ৩ পূর্ণানন্দ ৩ রামচন্দ্র ৩ মথুরেশ ৩ গোপীরায় ৩ নরোত্তম।

৩ দোলগোবিন্দ ৪ চাঁদ ৪ কন্দর্প (মালদহ, জিকাবাড়ি) ৪ গোপীনাথ।

৪ গোপীনাথ। ৫ শ্রীবল্লভ (মশিয়ডেরা, জামদিয়া, চণ্ডীপুর) ৫ প্রাণবল্লভ (উথলি) ৫ কেশব (উথলি)।

৫ শ্রীবল্লভ ৬ গঙ্গানারায়ণ (মহিষাডেরা) ৬ রামগোপাল (দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, সোলমারী)।

৬ গঙ্গানারায়ণ ৭ হরেকৃষ্ণ ৭ কৃষ্ণকিঙ্কর ৭ কৃষ্ণকিশোর ৭ কৃষ্ণানন্দ।

৭ কৃষ্ণকিশোর ৮ নয়নানন্দ ৮ সর্বানন্দ

৮ নয়নানন্দ ৯ গোপীমোহন ৯ জগমোহন ৯ মদনমোহন।

৮ সর্বানন্দ ৯ প্রেমলাল।

৯ প্রেমলাল ১০ কুঞ্জলাল।

১০ কুঞ্জলাল ১১ প্যারীমোহন ১১ নবদ্বীপচন্দ্র।

১১ প্যারীমোহন ১২ কৃষ্ণগোবিন্দ ১২ কৃষ্ণচৈতন্য।

১২ কৃষ্ণগোবিন্দ ১৩ শ্যামসুন্দর।

৫ প্রাণবল্লভ ৬ রত্নেশ্বর।

৬ রত্নেশ্বর ৭ কৃষ্ণরাম (গোপীনাথ-বিগ্রহ স্থাপন করেন)।

৭ কৃষ্ণরাম ৮ রামচন্দ্র ৮ লক্ষ্মীনারায়ণ।

৮ রামচন্দ্র ৯ ব্রজসুন্দর ৯ শ্যামসুন্দর ৯ সর্বেশ্বর ৯ রাজকৃষ্ণ।

৯ ব্রজসুন্দর ১০ নিহালচন্দ্র ১০ রঘুনন্দন।

১০ নিহালচন্দ্র ১১ কৃষ্ণলাল ১১ গৌরগোপাল ১১ গোপীলাল ১১ কানাই ১১ বিপিন।

১১ গৌরগোপাল ১২ শরচ্চন্দ্র ১২ মধুসূদন।

১০ রঘুনন্দন ১১ উৎসবানন্দ ১১ বিচিত্রানন্দ।

৯ শ্যামসুন্দর ১০ উদয়চন্দ্র ১০ স্বরূপচন্দ্র ১০ পঞ্চানন্দ ১০ অনুপচন্দ্র।

১০ উদয়চন্দ্র ১১ কিশোরচন্দ্র।

১১ কিশোরচন্দ্র ১২ যাদবচন্দ্র।

১০ স্বরূপচন্দ্র ১১ ললিতচন্দ্র ১১ শ্রীদামচন্দ্র ১১ গোলকচন্দ্র ১১ পরমানন্দ।

১১ শ্রীদামচন্দ্র ১২ মনোমোহন।

১২ মনোমোহন ১৩ মন্মথমোহন।

১১ গোলোকচন্দ্র ১২ মুকুন্দমোহন।

১০ অনুপচন্দ্র ১১ হরিষানন্দ ১১ আশানন্দ ১১ জগদানন্দ।

১১ জগদানন্দ ১২ গৌরাঙ্গচন্দ্র।

৮ লক্ষ্মীনারায়ণ ৯ নবকিশোর ৯ দুলালচন্দ্র ৯ গোবিন্দচন্দ্র।

১০ অনুপচন্দ্র ১১ হরিষানন্দ ১১ আশানন্দ।

৮ লক্ষ্মীনারায়ণ ৯ নবকিশোর ৯ দুলালচন্দ্র ৯ গোবিন্দচন্দ্র।

৯ নবকিশোর ১০ ব্রজমোহন ১০ রামমোহন ১০ গোপীমোহন ১০ গৌরমোহন

১০ মদনমোহন ১০ প্যারীমোহন ১০ রাজমোহন ১০ রাধামোহন ১০ নবদ্বীপচন্দ্র।

১০ ব্রজমোহন ১১ ভগবানচন্দ্র।

১১। ভগবানচন্দ্র ১২ কিশোরীমোহন ১২ গৌরহরি।

১২ কিশোরীমোহন ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র।

১২ গৌরহরি ১৩ শ্রীহরি।

১০ রামমোহন ১১ জগবন্ধু (কাটোয়ার বড় প্রভু ভেকধারী, নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী) ১১ ঈশ্বরচন্দ্র ১১ বীরচন্দ্র (ছোট প্রভু নবদ্বীপ পরিক্রমাকারী (ভেকধারী) ১১ বৃন্দাবনচন্দ্র।

১০ গৌরমোহন ১১ যাদবচন্দ্র ১১ মাধবচন্দ্র।

১০ রাজমোহন ১১ গোপালমোহন ১১ রাধিকামোহন।

১১ গোপালমোহন ১২ রাধাবল্লভ ১২ প্রাণবল্লভ।

১১ রাধিকামোহন ১২ রুক্মিণীবল্লভ।

৯ দুলালচন্দ্র ১০ আনন্দমোহন ১০ লোকনাথ।

১০ লোকনাথ ১১ দীনবন্ধু ১১ গোবিন্দবন্ধু ১১ চৈতন্যবন্ধু ১১ নীলমণি ১১ যদুনাথ।

১১ দীনবন্ধু ১২ বৈকুণ্ঠনাথ ১১ সীতেশচন্দ্র।

১২ বৈকুণ্ঠনাথ ১৩ মহেন্দ্রনাথ।

১১ গোবিন্দবন্ধু ১২ শ্রীধর ১২ গোপেশচন্দ্র ১২ জগদীশ।

১১ চৈতন্যবন্ধু ১২ কেশব ১২ শ্রীশচন্দ্র ১২ যোগেশচন্দ্র।

১১ নীলমণি ১২ নলিনীকান্ত ১২ নীলকান্ত।

৯ গোবিন্দচন্দ্র ১০ নন্দকুমার ১০ কৃষ্ণকুমার ১১ রামকুমার ১০ রোহিণীকুমার ১০ রাজকুমার ১০ চন্দ্রকুমার।

১০ নন্দকুমার ১১ দ্বারকানাথ।

১১ দ্বারকানাথ ১২ দেবেন্দ্রনাথ।

১০ কৃষ্ণকুমার ১১ ঈশানচন্দ্র ১১ জগচ্চন্দ্র।

১১ ঈশানচন্দ্র ১২ বেণীমাধব ১২ রাধামাধব।

১১ জগচ্চন্দ্র ১২ মধুসূদন।

১০ রামকুমার ১১ আশানন্দ।

১০ রোহিণীকুমার ১১ চন্দ্রনাথ।

১১ চন্দ্রনাথ ১২ অক্ষয়চন্দ্র।

১২ অক্ষয়চন্দ্র ১৩ ব্রজেন্দ্রকুমার।

১০ রাজকুমার ১১ লালবিহারী ১১ হৃদয়নাথ।

১১ লালবিহারী ১২ বনবিহারী ১২ গোষ্ঠবিহারী।

১০ চন্দ্রকুমার ১১ মথুরামোহন।

১১ মথুরামোহন ১২ শশিমোহন।

৫ কেশব (উথলি) ৬ রামগোবিন্দ ৬ রাধাগোবিন্দ।

৬ রামগোবিন্দ ৭ শুকদেব (মদনগোপাল-স্থাপয়িতা)

৭ শুকদেব ৮ রাধারমণ ৮ কৃষ্ণকিঙ্কর ৮ রসিকানন্দ।

৮ রাধারমণ ৯ নিমাইচন্দ্র ৯ বদনচন্দ্র ৯ মোহনচন্দ্র ৯ চৈতন্যচন্দ্র।

৯ নিমাইচন্দ্র ১০ পঞ্চানন্দ ১০ অলকানন্দ (পণ্ডিত) ১০ কমলাকান্ত।

১০ পঞ্চানন্দ ১১ গুরুগোবিন্দ।

১১ গুরুগোবিন্দ ২ কৈলাসচন্দ্র।

৯ বদনচন্দ্র ১০ নবীনচন্দ্র।

১০ নবীনচন্দ্র ১১ কৃষ্ণকিশোর ১১ কুঞ্জবিহারী।

১১ কৃষ্ণকিশোর ১২ প্রসন্নকুমার ১২ গঙ্গাগোবিন্দ।

৯ মোহনচন্দ্র ১০ মাধবচন্দ্র ১০ ব্রজানন্দ ১০ মাণিক্যচন্দ্র।

১০ মাধবচন্দ্র ১১ রাজচন্দ্র ১১ লালবিহারী ১১ জগচ্চন্দ্র ১১ ঈশ্বরচন্দ্র।

১১ রাজচন্দ্র ১২ রামলাল।

১১ লালবিহারী ১২ বঙ্কিমলাল।

১১ জগচ্চন্দ্র ১২ কুঞ্জলাল।

১০ ব্রজানন্দ ১১ চন্দ্রকিশোর।

১০ মাণিক্যচন্দ্র ১১ কিশোরীলাল।

৮ কৃষ্ণকিঙ্কর ৯ শ্রীকান্ত ৯ আকুলচন্দ্র ৯ গোকুলচন্দ্র ৯ রামজয় ৯ নয়নচন্দ্র।

৯ গোকুলচন্দ্র ১১ বনমালী ১১ ভগবান্।

১০ শীতলচন্দ্র ১১ গোবিন্দচন্দ্র।

৯ রামজয় ১০ বিশ্বম্ভর ১০ গোপীকৃষ্ণ।

১০ বিশ্বম্ভর ১১ কৃষ্ণসুন্দর।

১০ গোপীকৃষ্ণ ১১ রাধানাথ ১১ শ্রীনাথ ১১ জানকীনাথ ১১ মধুসূদন।

১১ শ্রীনাথ ১২ নৃত্যগোপাল।

১১ মধুসূদন ১২ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ।

৮ রসিকানন্দ ৯ জগন্নাথ ৯ বলরাম ৯ পীতাম্বর ৯ নীলাম্বর ৯ অটলবিহারী ৯ রাসবিহারী ৯ বঙ্কুবিহারী।

৯ বলরাম ১০ হারাধন ১০ কৃষ্ণধন।

১০ কৃষ্ণধন ১১ রাধাগোবিন্দ ১১ জয়গোবিন্দ ১১ গোপালগোবিন্দ ১১ বিজয়গোবিন্দ।

১১ জয়গোবিন্দ ১২ অভয়গোবিন্দ ১২ বরদাগোবিন্দ।

১২ অভয়গোবিন্দ ১৩ বনবারীগোবিন্দ।

১২ বরদাগোবিন্দ ১৩ শ্রীগোবিন্দ।

৯ পীতাম্বর ১০ শীতলচন্দ্র ১০ হরিশ্চন্দ্র।

১০ হরিশ্চন্দ্র ১১ অনাথবন্ধু ১১ প্রাণবন্ধু ১১ মাণিকচন্দ্র।

১১ অনাথবন্ধু ১২ ক্ষীরোদবন্ধু।

১১ প্রাণবন্ধু ১২ পুলিনচন্দ্র।

১১ মাণিকচন্দ্র ১২ যোগীন্দ্র।

৯ নীলাম্বর ১০ বিশ্বম্ভর ১০ নন্দকুমার।

১০ নন্দকুমার ১১ ভুবনমোহন ১১ মনোমোহন ১১ হরমোহন ১১ পতিতপাবন।

১১ ভুবনমোহন ১২ মুরারিমোহন।

৯ বঙ্কুবিহারী ১০ বৃন্দাবনচন্দ্র।

১১ বৃন্দাবনচন্দ্র ১১ নদীয়াবিহারী।

১১ নদীয়াবিহারী ১২ পূর্ণচন্দ্র।

১২ পূর্ণচন্দ্র ১৩ ননীগোপাল।

৬ রাধাগোবিন্দ ৭ রামশরণ (গোবিন্দবিগ্রহ-স্থাপয়িতা)।

৭ রামশরণ ৮ হরিগোবিন্দ ৮ ব্রজকিশোর।

৮ হরিগোবিন্দ ৯ নিমাইচন্দ্র ৯ বংশীবদন ৯ কৃষ্ণমোহন ৯ গোপীমোহন।

৯ নিমাইচন্দ্র ১০ লক্ষ্মীকান্ত ১০ মথুরাকান্ত।

১০ মথুরাকান্ত ১১ রুক্মিণীকান্ত ১১ মোহিনীকান্ত।

৯ কৃষ্ণমোহন ১০ গৌরসুন্দর।

১০ গৌরসুন্দর ১১ গোবিন্দচন্দ্র।

৯ গোপীমোহন ১০ নবকুমার ১০ অদ্বৈতচন্দ্র।

১০ নবকুমার ১১ দীননাথ ১১ হৃদয়নাথ।

১১ হৃদয়নাথ ১২ প্রিয়নাথ।

৮ ব্রজকিশোর ৯ ফকিরচন্দ্র ৯ নিত্যানন্দ ৯ হারাধন ৯ বদনচন্দ্র ৯ কালাচাঁদ।

৯ ফকিরচন্দ্র ১০ আনন্দচন্দ্র ১০ হারাণচন্দ্র।

১০ আনন্দচন্দ্র ১১ উৎসবানন্দ ১১ যাদবচন্দ্র।

১১ উৎসবানন্দ ১২ যতীন্দ্র ১২ জিতেন্দ্র।

১১ চন্দ্রনাথ ১২ শরদিন্দু ১২ শুভ্রেন্দু ১২ শৈলেন্দু।

১১ যাদবচন্দ্র ১২ জগদীশ।

১০ হারাণচন্দ্র ১১ সুরেশ ১১ শ্রীশ।

৯ নিত্যানন্দ ১০ জগবন্ধু।

১০ জগবন্ধু ১১ অনাথবন্ধু।

৯ হারাধন ১০ শীতলচন্দ্র।

১০ শীতলচন্দ্র ১১ সীতানাথ।

৯ বদনচন্দ্র ১০ রামসুন্দর।

১০ রামসুন্দর ১১ শ্যামসুন্দর।

৯ কালাচাঁদ ১০ গগনচন্দ্র ১০ পতিতপাবন।

২ বলরাম ৩ রামদেব ৩ বাসুদেব ৩ গোপীরায় ৩ মধুসূদন ৩ পূর্ণানন্দ। ৩ নিত্যানন্দ ৩ কুমুদানন্দ ৩ দেবকীনন্দন ৩ মথুরেশ।

৩ মধুসূদন ৪ রাধামোহন (গোস্বামী ভট্টাচার্য)।

মথুরেশ ৪ রাঘবেন্দ্র ৪ ঘনশ্যাম ৪ রামেশ্বর।

৫ রঘুনন্দন ৬ কৃষ্ণগোবিন্দ।

৬ কৃষ্ণগোবিন্দ ৭ রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ।

৭ রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ৮ রাধানাথ।

৮ রাধানাথ ৯ রাধিকাপ্রসাদ।

৯ রাধিকাপ্রসাদ ১০ যোগেন্দ্রকুমার।

[বৈষ্ণব মঞ্জুষাসমাহৃতি, ৪র্থ সং ; ১-৮ পৃ°]

অদ্বৈতাদিত্য — গোবিন্দবক্ষ-রচিত অদ্বৈতবিষয়ক গ্রন্থ।—Opp. 11. 4456.

অদ্বৈতাধিকরণচিন্তামণি—বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ।—Rice 132. Cat. Cat.

অদ্বৈতানন্দ— **১** 'জাতকসিদ্ধান্তমঞ্জরী' নামক জৈন গ্রন্থকার। অদ্বৈতানন্দ বালকৃষ্ণের গুরু। নামান্তর—চিদ্বিলাস। পিতা—কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় প্রেমনাথ। মাতা—পার্বতী দেবী। **২** ইনি সারদামঠাধ্যক্ষ। **৩** রামানন্দ-তীর্থ এবং 'ভূমানন্দসরস্বতীর শিষ্য। গুরু—কাশীবাসী হইবার পূর্বে অদ্বৈতানন্দকে মঠাধীশ নিযুক্ত করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শান্তি বিবরণ। গুরু—প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থ 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ'-রচয়িতা। **৪** ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। ব্রহ্মানন্দ-রচিত 'অদ্বৈতানন্দ' নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের টীকা।

অদ্বৈতানন্দ — পুরুষোত্তমানন্দ-যতির গুরু, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত-বি°।—Hall. h. 109. Cat. Cat.

অদ্বৈতানন্দলহরী—বেঙ্কটশাস্ত্রি-রচিত বৈদান্তিক গ্রন্থবি°।—Opp. II. 1923. Cat. Cat.

অদ্বৈতানন্দসরস্বতী—**১** বেদান্তসার-রচয়িতা সদানন্দ যতির গুরু।—Oxf. 22ba. **২** বেদান্তনয়নভূষণ-রচয়িতা স্বয়ং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর গুরু।—Hall. p. 96. Cat. Cat.

অদ্বৈতানন্দসাগর—লঘূত্তমতীর্থ-রচিত বৈদান্তিক গ্রন্থবি°।—L. 2542. Cat. Cat.

অদ্বৈতানুভব-প্রকাশ—হিন্দী ভাষায় অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—পণ্ডিত হরিসিংহ বিরক্ত। বাঁকীপুর হইতে ১৮৮৮ খ্রী° প্রকাশিত। পৃ° ১৫, ৪২৩।

অদ্বৈতানুভূতি— — **১** গোবিন্দপাদ স্বামি-রচিত। বঙ্গানুবাদ সমেত ১৮৭৩ খ্রী° কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃ° ১৭। **২** গোবিন্দপাদাচার্য স্বামি-রচিত। বঙ্গভাষায় টীকা-সম্বলিত ১৮৭৯ খ্রী° কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

অদ্বৈতামৃত — জগন্নাথ সরস্বতী রচিত বৈদান্তিক গ্রন্থবি°।

অদ্বৈতাকোপনিষৎ —উপনিষদ্‌বি° [উপনিষৎ দ্র°]।

অদ্বৈতী—শৈব সম্প্রদায়-বি°। ইহারা আগমান্তপন্থী। ইহারা বেদনিচয়কে আগম-সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে; কারণ ইহাদিগের মত এই যে, শিবের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহা হইতে বেদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তিনি সচেতনভাবেই স্বয়ং অষ্টাবিংশ আগমের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অপরপক্ষে আগমান্তী-দিগের মত এই যে, অদ্বৈতী ও মীমাংসকগণ 'পশু' পদবাচ্য, অর্থাৎ তাহাদের আত্মার বিকাশপ্রাপ্তি ঘটে নাই এবং তাহারা শৈব দীক্ষার অনুপযুক্ত। [আগমান্তী দ্র°]—Hl, ii. pt.-i, 7.

অদ্বৈতেশ্বরবাদ—নৈয়ায়িক গ্রন্থবি°। রচয়িতা—রঘুনাথ।

অদ্বৈতোপদিষৎ — উপনিষদ্‌-বি°। [উপনিষৎ দ্র°]।

অধ—[বৈদিক। কেবল বৈদিক সূক্তে প্রচলিত অব্যয় (নিপাত); 'অথ' অব্যয়ের সহিত ইহার ব্যুৎপত্তিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য আছে। 'অধা' রূপে ইহার ভূয়িষ্ঠ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্ (৭. ৭. ২০) ও যজুঃপ্রাতিশাখ্যে (৩. ১২৬) ইহার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে] **১** অনন্তর, পরে, অতঃপর। 'অপশ্যং জায়া-মমহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার'—ঋ° ৪. ১৮. ১৩; 'আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি'—৭. ৩. ২; 'অধ স্মাস্য হর্ষতো হৃষীবতো বিশ্বে জুষন্ত পন্থাং নরঃ শুভে ন পন্থাম্' — ১. ১২৭, ৯। **ক** প্রায়ই 'স্ম'-র সহিত যুক্ত থাকে। Protasis রূপে 'অধ স্ম' বেদে প্রযুক্ত হয়।

'অনুধা যদি জীজনদধা চ নু ববক্ষ সঙ্গো মহি দূত্যং চরন্'—ঋ° ১০. ১১৫. ১ ; ৫. ২৯. ৫ ; ৭. ১০৪. ১৫ ; ৬. ১৫. ৯ ; ১২. ৫. ২৫ ; ১. ১৫. ১০ ; ২. ৩১. ২ ; ৪. ৬. ৭ ; ৫. ৫৪. ৬ ; ৭. ৯০. ৩।

অধঃ—[মূ°-অধস্। অধর (নিম্নভাগ)+ অসি (অস্)—অস্তাতেরর্থে, অধর-শব্দ-স্থানে অধ্ আদেশঃ—'পূর্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাম্' — পা° ৫. ৩. ৩৯ ; নিরুক্ত ২. ১১। অধম, অধর, অধঃ ও অধস্তাৎ—এই শব্দগুলি সম্ভবতঃ একই মূল অংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ।] অব্য, অধোভাগে, নিম্নভাগে, নিম্নদেশে, নীচে। 'অধঃ স্বিদাসীদ্ব পরিস্বিদাসীৎ' — ঋ° ১০. ১২৯. ৫ ; 'পতত্যধো ধাম বিসারি সর্বতঃ' — শিশু° ১. ২। **ক** অধর লোক, নিম্নলোক, পাতাল the lower regions, the nadir. 'অধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ'—বৃহ-উ° ৩. ১. ৮ = শ-ব্রা° ১৪.৬. ১. ১০ ; 'বাসন্ত্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাতাব্যসনী মৃতঃ।'—মনু° ৭. ৫৩ ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ২. ১ ॥ অথবা, অধরলোক হইতে বা অধরলোকে, নিম্নলোক হইতে বা নিম্নলোকে, পাতাল হইতে বা পাতালে। (এই সমস্ত অর্থে অধঃ প্রথমা, পঞ্চমী বা সপ্তম্যর্থে প্রযুক্ত হয়, যথা—প্রথমা —অধোঽঙ্কুশঃ ই° ; পঞ্চমী — অধো বৃক্ষাৎ পততি ; 'পততি ত্বাপয়ন্নধঃ' — মনু° ১১. ১৭২ ; সপ্তমী— অধো গৃহে শেতে। নিম্নে, তলদেশে — এই অর্থে ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয়। 'তরূণাং অধঃ'—শকু° ১. ১৪। কিন্তু অপাদানে ইহার প্রয়োগ বিরল। 'বাহিথং তু ততোঽপ্যধঃ'। দ্বিরুক্ত হইলে অর্থ হয়—নিম্ন হইতে অধিকতর নিম্নে lower and lower, down and down. অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে' — হিতোপ° ২. ২। **ক** অধোধঃ সামীপ্য (proximity) বুঝায় এবং ইহার পরবর্তী বিশেষ্য দ্বিতীয়ান্ত হয়, যথা — 'অধোঽধো গ্রামম্'। তখন নিম্ন হইতে ঠিক নীচে, from under, just below এইরূপ অর্থ হয়। 'নবানধোঽধো বৃহতঃ পয়োধরান্'—শিশু° ১. ৪। ২ যোনি pudendum muliebre ॥ বৈদ্যক-নি° ত্রিকাণ্ড° ২. ৬. ২১ শব্দ° বো-রো° গোল্ড° মনি° ॥ ৩ বিণ, অধর, নিম্ন lower, under, অধোভুবন, অধোলোক, অধোবাস ই°। **~কর**—[অধস্+কর] ১ হস্তের নিম্নাংশ, করভ (=হস্তের মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলীর মূল পর্যন্ত) the metacarpus ॥ ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ২৮৪, বো-রো° গোল্ড° মনি° আপ্° ॥ ২ সুযোগান্বেষী দুষ্ট হস্ত।—হেমাদ্রি° ১. ২৩৭. ৭ ॥ শ্মি° ॥ **~করণ**—[অধস্+√কৃ+ল্যুট্ (অন)-ভা°] ক্লী°, ১ ন্যূনীকরণ, নিম্নীকরণ। ২ নিম্নভাগে স্থাপন। ৩ অপমান, পরাজয়, অভিভব।—কাদ° ২০২ ॥ আপ্° ॥ **~কায়**—[অধঃস্থিতঃ কায়ঃ—মধ্যপ° কর্মধা°, অথবা অধঃ কায়স্য—একদেশিস°] নিম্নাঙ্গ, শরীরের নিম্নভাগ, নাভির নীচের অংশ, কটি হইতে চরণ পর্যন্ত অংশ, চরণাদি। 'তৈস্তৈরভেদ্যঃ শৈস্ত্রৈশ্চাপ্যধঃ কায়শ্চ তেঽনঘ।'—মভা° ৩. ২৫৩. ৭ (বোম্বাই-স°)। **~কার**—অধঃকরণ [অধঃকরণ দ্র°] **~কুন্তল**—উপস্থের পার্শ্বস্থিত লোমসমূহ। **~কুম্ব**—বিণ, [বৈদিক] পুরু বা মোটা ধারযুক্ত (শিরোভূষণ)।—আপ-শ্রৌ° ভাষ্য ১১. ৭. ৫ ॥ শ্মি ॥ **~কৃত**—[অধস্ + √কৃ + ক্ত (ত)-কর্ম°] বিণ, ১ ন্যূনীকৃত, নিম্নীকৃত, তুচ্ছীকৃত। ২ অপমানিত, পরাভূত। 'অধঃ কৃতকুসুমায়ুধম্' —কাদ° ১৭৯ ; শিশু° ১. ৩৫, ৩. ৫২ ; ৩ নিপাতিত, নিম্নদেশে স্থাপিত। ৪ নিরস্ত, প্রত্যাদৃষ্ট। 'অধঃকৃতৈনসঃ'—শিশু° ১৬. ৮। **~কৃষ্ণাজিন**—অব্য, কৃষ্ণাজিনের নিম্নদেশে। 'অধঃকৃষ্ণাজিনং কণানপাস্থতি।'—কা-শ্রৌ° ৩. ৮. ৭ ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~ক্রিয়া**—স্ত্রী°, অধোগতি, অসম্মান। 'সহতে ন জনোপ্যধঃ-ক্রিয়াম্'—কিরাত° ২. ৪৭ ॥ আপ্° ॥ **~ক্ষিপ্ত**—[অধস্+√ক্ষিপ্+ক্ত—কর্ম° ; স্ত্রী°—া] বিণ, ১ নিম্নভাগে নিহিত, স্থাপিত বা নিক্ষিপ্ত। ২ ন্যূনীকৃত ; অধোমুখীকৃত, উপুড় করা। **~খনন**—ক্লী°, নিম্নদেশে খাতকরণ, (মাটির) নীচে (গর্ত) খোঁড়া undermining ॥ গোল্ড° মনি° আপ্° ॥ **~খাত**—বিণ, নিম্নদেশ বা ভিত্তি খনিত এরূপ, ভিত্তি অপসারিত এমন।—বিষ্ণুস° ২১. ৪ ॥ শ্মি° ॥ **~পতন**—ক্লী°, ১ নিম্নে গমন, রসাতলে পতন। ২ চরিত্রের অবনতি। ৩ অবস্থার অবনতি, দুর্দশা। **~পদ্ম**—[স্থাপত্য-শা°] শিখরের (cupola, lower cima recta) পদ্মাকার গম্বুজের শিরোভাগের অংশ ॥ মনি° গোল্ড° ॥ **~পাত** — ১ অধোগমন, নিম্নগতি, নীচে নামা। ২ চরিত্রভ্রংশ, উৎসন্ন যাওয়া, নরকে গমন ॥ আপ্° ॥ ৩ সগ্রীতি ভৎর্সনা। **~পাতন** — ক্লী°, পারদকে যন্ত্র-সাহায্যে নীচে নামাইয়া আনা, পারদের অধঃক্ষেপণ।—রসেন্দ্রসার। **~পাতিয়া, -পেতে**—যে অধঃপাতে গিয়াছে বা যাইতেছে, অধঃপাতে যাইবার যোগ্য, নষ্ট। **~পাত্র**—ফুলের টবের নীচের পাত্র (যাহাতে জল তৎক্ষণাৎ সরিয়া না যায়), পিরীচ saucer।— হেমাদ্রি° ॥ শ্মি° ॥ **~পুষ্প**—বিণ, অধোমুখ পুষ্পবিশিষ্ট। 'অষ্ট-পত্রমধঃপুষ্পম্'—ধ্যান-উ° ১৪। **~পুষ্পী** —[বৈদ্যক। অধোমুখ পুষ্প যাহার — বহু° স্ত্রী-ঙীষ্] স্ত্রী°, ১ অবাক্‌পুষ্পী, মঙ্গল্যা, অমরপুষ্পিকা pimpinella anisun. ২ গোজিহ্বা নামক ক্ষুপ-বি°, চোরকাঁটা, ভাঁটুই elephantopus scaber ॥ রত্না° শব্দ° বো-রো° আপ্° গোল্ড° ॥ **~পূর্ণ**—বিণ, নিম্নভাগ যাহার পরিপূর্ণ। 'উর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণম্'—মুক্তি-উ° ২. ৫৬। **~প্রবাহ**—[তৎপুরুষ] নিম্নদেশের জলধারা ॥ মনি° গোল্ড° ॥ **~প্রস্তর**—১ তৃণনির্মিত আসন ॥ বৈদ্যকনি° ॥ ২ অশৌচ অবস্থায় বসিবার কুশাসন অথবা শয়নের তৃণাসন ॥ আপ্° গোল্ড° ॥ **~প্রাণশায়ী**—[মূ°-শায়িন্ ; স্ত্রী°-িনী] বিণ, উত্তরমুখ হইয়া মাটির উপর শয়ন ॥ মনি° ॥ **~শয়**—[স্ত্রী— া] বিণ, ভূমির উপর শয়ন করে যে, ভূমিশায়ী। — শ-ব্রা° ৬. ৬. ৩৬ ; কা-শ্রৌ° ১৬. ৪. ৩৯ ॥ বো-রো° মনি° গোল্ড° আপ্° ॥ **~শয্য** — [অধোমুখ হইয়াছে শয্যা যাহার — বহু° ; স্ত্রী°— া] বিণ, ১

ভূমিতে শয়নকারী। ২ ভূমি-সংলগ্ন নিম্ন তক্তাপোষ বা নীচু বিছানায় যে শয়ন করে। ~শয্যা—স্ত্রী°, ১ ভূমিশয়ন, মৃত্তিকাশয়ন। 'অগ্নীধনং ভৈক্ষচর্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্'—মনু° ২. ১০৮ ॥ আপ্° ॥ ২ ভূমি সংলগ্ন নিম্ন তক্তাপোষ কিংবা নীচু বিছানায় শয়ন ॥মনি°॥ ~শল্য—[বৈদ্যক] শ্বেত অপামার্গ, অপামার্গ ক্ষুপ।— ধন্ব-নি° ১. ২৬০ ॥ রাজনি° ॥ ~শাখ—১ অধোমুখ শাখাবিশিষ্ট। 'ঊর্ধ্ব-মূলমধঃশাখম্'—গী° ১৫. ১। ২ সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ। ~শিরা - [মূ°-শিরস্] বিণ, ১ যাহার মস্তক নিম্নাভিমুখ। – রা° (গো°) ২. ৬৯. ১০ ॥ বো-রো° ॥ ২ (= অধোমুখ) নরকবি° ॥ বোপ° ২০৭, আপ্° মনি° বো - রো° ॥ অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজী ও নক্ষত্রজীবী ব্যক্তি এই নরকে গমন করে। ~স্থ—বিণ, নিম্নস্থিত, নিম্নে সংরক্ষিত। ~স্থিত—বিণ, নিচে যাহা আছে, নিম্নে অবস্থিত ॥ আপ্° গোল্ড° ॥ ~স্বস্তিক—[জ্যোতিষ-শা°] ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ব্যক্তির চরণতলের টানে ভূগোলের অপর পৃষ্ঠের উপরিস্থিত আকাশ বিন্দু, অধর স্বস্তিক, অধোবিন্দু the nadir ॥ আপ্° মনি° ॥ ~অধ-উপাসন—ক্লী°, যোনি-সঙ্গম, রতিক্রিয়া, স্ত্রী-সম্ভোগ ॥ আপ্° মনি° ॥ ~উপাসীত—বিণ, স্ত্রীসঙ্গত, রতিক্রিয়াযুক্ত। ~অধগতি—[বাঙলায় অপপ্রয়োগ। স° অধোগতি, হি° অধগতি] স্ত্রী°, নরকগমন।

অধচ্ছায়াময়—কশ্যপ গোত্রান্তর্গত ঋষি-গণ-বি°।

অধন₁—[নঞ্-বহু°] বিণ, ১ যাহার ধন নাই, নির্ধন, দরিদ্র, নিঃস্ব।—রা° (গো°) ১. ১৫. ১৮ ; সুশ্রু° ২. ৭৯. ১২ ; পঞ্চত° ২. ১১০ ॥ বো-রো° মনি° গোল্ড° ॥ ২ স্বোপার্জিত ধন অথবা কোন কিছু যাহাদের নাই। 'ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ'—মনু° ৮. ৪১৬ ॥ বো-রো° অম° ৩. ৪. ১৭৯ ; নলোপা° ১৭. ৪৩ ॥ ~বান্—[মূ°-বৎ] বিণ, দরিদ্র, অকিঞ্চন (ব্যক্তি)।—অগ্নিপু° ৩৮. ১১ ॥ শ্রী° ॥

অধন₂—বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠা কন্যা পুণ্ডরীকা পাণ্ডু রাজার (মতান্তরে-প্রাণের) মহিষী ছিলেন। পাণ্ডুর ঔরসে ইঁহার গর্ভে বাশিষ্ঠ নামক সপ্তর্ষির জন্ম হয়। অধন ইঁহাদের অন্যতম। বায়ু° ২৮. ৩৩-৩৪। এই সপ্তর্ষিগণ—

'রজো গর্তোহধর্ববাহুশ্চ সবনশ্চাধনশ্চ যঃ।
সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্বে সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ'
—ঐ, ৩৫।

অধনপালি — নাম-বি°।— জাতক ১. ৪০৩ ॥ MDPP ॥

অধনিবাসিনী—[প্রাদে°] পাতাল-বাসিনী। — মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা ১৫৬ ॥ ব-শব্দ° ॥

অধন্য—[নঞ্-তৎ] বিণ, ১ মন্দভাগা, দুর্ভাগা, অভাগা। – আশ্ব-গৃহ্য° ১. ৫ ॥ বো-রো° মনি° আপ্° ॥

অধপ্রিয় -[বৈদিক] বিণ, অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট। 'আ নো যাতং দিবস্পর্যান্ত-রিক্ষাদধপ্রিয়া'—ঋ° ৮. ৮. ৪ ॥ বো রো° ॥

অধম₁—[অধস্ + ম (অম° টী°) ; পা° ৪, ৩. ৮ ; পা° ৫. ৫৪] বিণ, ১ নীচ, হেয়, তুচ্ছ ॥ অম° ত্রিকাণ্ড° অভি° ॥ 'উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমম্'—ঋ° ১. ২৪. ১৫ ; ১. ২৫. ২১ ; ৭. ১০৪. ১৬ ; 'অধমা তমাংসি'—অ° ৯. ২. ৪ ; ১৩. ১. ৩২ ; 'চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্'—মনু° ১০. ১২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ পর্যায়—নিকৃষ্ট, প্রতিকৃষ্ট, অর্বা, রেফ, যাপ্য, অবম, কুৎসিত, অবদ্য, কুপূয়, খেট, গর্হ্য, অণক ॥ অম° শব্দ° ॥ রেপ, অবম, আণক, অনক ॥ অম°-টী° শব্দ° ॥ ২ নায়ক-বি° ; ভয়, দয়া ও লজ্জাহীন এবং কাম-ক্রীড়ায় কর্তব্যাকর্তব্য বিচারশূন্য নায়ক-বি° ॥ শব্দ° ॥ ~ভৃত,-ভৃতক—১ নীচ ভৃত্য, মুটিয়া ॥ শব্দ° ॥ ২ বিণ, অপকৃষ্ট, দাসভাবযুক্ত ॥ মনি° ॥ ~শাখ — ধর্মের নাম-বি° ॥ বো-রো° মনি° ॥ ~া—স্বীয়াদির অন্তর্গত নায়িকাভেদ। হিতকারী প্রিয়তমের প্রতি নায়িকা অহিতকারিণী হইলে সেই নায়িকার ক্রিয়া অধমা হয়। এই অধমা নায়িকা অকারণে কুপিত হইয়া থাকে। এইজন্য এই নায়িকার নামান্তর 'চণ্ডী'। ॥ রসমঞ্জরী, শব্দ° বো-রো° ॥ ~াঙ্গ—[অধম + অঙ্গ—কর্মধা°] চরণ, পদ, অধম অবয়ব ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° আপ্° বো-রো° মনি° ॥ ~াচার—নিকৃষ্ট ব্যবহারকারী ॥মনি° আপ্° ॥ ~াদূতী—নীচ দূতী। ~াধম—অতিশয় নিকৃষ্ট, অধম হইতে অধম। 'অপজাতোহধমাধমঃ' —পঞ্চত° ১. ৪২৭ ॥ ব শব্দ° ॥ ~ার্ধ—ক্লী°, নিকৃষ্ট অর্ধ, দেহের অধোভাগ, নাভি হইতে অঙ্গের নিম্নভাগ।—পা° ৪. ৩. ৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~ার্ধ্য - বিণ, শরীরের নীচের অংশ সম্বন্ধীয়।—পা° ৪. ৩৫ ॥ বো-রো° আপ্° মনি° ॥

অধম₂—[চিত্রশিল্প] ক্ষয়, বৃদ্ধি ও প্রমাণানুযায়ী চিত্রের শ্রেণীবি°। চিত্রশিল্পে ক্ষয়, বৃদ্ধি ও প্রমাণ দুই প্রকার - চিত্র ও বিচিত্র ; তন্মধ্যে প্রমাণাদিদ্বারা সুফলানুসারে বিচিত্র উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। – বিষ্ণুধ° ৩৯. ৩৪ই°। বিষ্ণুধর্মোত্তরের অন্যত্র (৪২. ৮০ই°) দেখা যায়—একটী চিত্রে যদি কিয়দংশে ছায়ার সমাবেশ করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশে কোনরূপ ছায়ার সমাবেশ না থাকে তাহা হইলে ঐ চিত্রকে 'অধম' বলা হয়।

[Stella Kramrisch : Vishnudharmottara, Cal 928. 47, 59]

অধম₃—(মূর্তিশিল্প) শিল্পশাস্ত্রে মূর্তিনির্মাণে উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকারভেদের নির্দেশ আছে। শিবের মূর্তিসমূহের নির্মাণ-ব্যাপারে দেখা যায়, যদি উমার উচ্চতা শিবের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত আসে, তাহা হইলে দেবীর মূর্তি অধম শ্রেণীর হইয়া থাকে।—HI, ii. pt-i, 122-3. শিবের উল্লেখযোগ্য মূর্তিসমূহ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, হোমকুণ্ডের উত্তরে বিষ্ণুর মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিবে এবং তাঁহার

উচ্চতা যথাক্রমে, মধ্যম ও অধম শ্রেণী অনুসারে শিবের নাসিকা, স্কন্ধদেশ ও বক্ষোদেশ পর্যন্ত হইবে। আবার শিবের নাসিকা হইতে বক্ষোদেশ পর্যন্ত স্থান যদি আটটী সমপরিমাণ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং তদনুসারে বিষ্ণুর উচ্চতা রক্ষিত হইলে তাঁহার মূর্তি নয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; যেমন—উত্তমোত্তম, উত্তমমধ্যম ও উত্তমাধম; মধ্যমোত্তম, মধ্যমমধ্যম ও মধ্যমাধম; এবং অধমোত্তম, অধমমধ্যম ও অধমাধম।—ঐ, 342-3.

বিষ্ণুর চতুর্দিকে পারিপার্শ্বিক অধীন দেবতাগণের ও অন্যান্য জীবগণের সমাবেশ ও সংখ্যানুসারে বিষ্ণুর যোগ, ভোগ, বীর ও আভিচারিক মূর্তিসমূহের উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদ হইয়া থাকে।—ঐ, i. pt.-i, 80. বিষ্ণুর ভোগস্থানক বা ভোগাসনমূর্তিতে যদি চতুর্দিকে সনক, সনৎকুমার, সূর্য, চন্দ্র, ও পূজকমুনিগণ না থাকেন, তাহা হইলে ঐ মূর্তি অধম শ্রেণীভুক্ত হইবে।—ঐ, 83-4, 89. বীরস্থানক মূর্তিতে যদি চন্দ্র, সূর্য, সনক ও সনৎকুমার না থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃগু ও মার্কণ্ডেয়কেও বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অধম শ্রেণীভুক্ত হয়।—ঐ, 86. বীরাসনমূর্তিতে চারিদিকে ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী, ভূমিদেবী, সূর্য ও চন্দ্র না থাকিলে ঐ মূর্তি অধম শ্রেণীর হইয়া থাকে।—ঐ, 90. যোগশয়ন-মূর্তিতে পূজকমুনিগণ, মধু ও কৈটভ না থাকিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সপ্তর্ষিগণের ও বিশ্বক্সেনের মূর্তি বাদ দিলে ঐ মূর্তি অধম হইবে।—ঐ, 91. ভোগশয়ন-মূর্তিতে তুম্বুরু, নারদ, দিক্পালগণ, পূজকমুনিগণ ও অপ্সরোগণের মূর্তির অভাব ঘটিলে উহা অধম পর্যায়ভুক্ত হয়।—ঐ, 95. বীরশয়ন-মূর্তির চতুর্দিকে কিন্নরগণ, সনক, সনৎকুমার ও পূজকমুনিগণ না থাকিলে তাহা অধম হইবে।—ঐ, 95. অভিচারিকশয়ন-মূর্তিতে যদি কোন সর্প না থাকে এবং বিষ্ণু ভূমির উপর শয়ান থাকেন, তাহা হইলে উহা অধম শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।—ঐ, 96.

অধম খাঁ—সম্রাট্ অকবরের অন্যতম ধাত্রী-মাতা মাহম অনগহের পুত্র এবং সম্রাটের অধীন উচ্চ কর্মচারী। ইঁহার পিতার নাম জানা যায় না। ১৫৬০ খ্রী° সেনাধ্যক্ষ বৈরম খাঁর প্রতি বিরূপ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমতাহীন করিবার পর[১] মাহম অনগহ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া ওঠেন।[২] এই ক্ষমতার সুযোগে তিনি আপনার পুত্র অধম খাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উচ্চ ক্ষমতালাভে সহায়তা করিয়াছিলেন। মুগল-দরবারে অধম খাঁ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ করেন।

মুগল-সেনাপতিরূপে মালবে অভিযান অধম খাঁর সর্বপ্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ভদৌরিয়াদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং মানকোটের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[৩] হুসেন কুলী খাঁ তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন।[৪] ভিন্দালের সচিবের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন।[৫] তাঁহার শ্বশুরের নাম—বাকী ক. বগ্লানী।[৬]

বৈরম খাঁর ক্ষমতা যে সময়ে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই অধম খাঁ মালব-অভিযানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৭] তাঁহার সহিত পীর মুহম্মদ খাঁও ছিলেন। এই সময় মালব বাজ. বহাদুরের শাসনাধীন ছিল। সারঙ্গপুরে বাজ. বহাদুরের সহিত অধম খাঁর যুদ্ধ বাধে। বাজ. বহাদুর পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন।[৮] সারঙ্গপুর এবং মালব-হারেমের রমণীগণ ও ধনরত্নাদি অধম খাঁর হস্তগত হয়। কিন্তু জয়লব্ধ ধনরত্নাদি আত্মসাৎ করিয়া ও হারেমের রমণীগণকে আপন অধিকারে আনিয়া তিনি বিদ্রোহের ভাব প্রদর্শন করেন। বাজ. বহাদুরের হারেমে রূপমতী নামে অপূর্বসুন্দরী এক জন হিন্দু রমণী ছিলেন। ইনি বাজ. বহাদুরের হয় প্রধানা মহিষী, না হয় অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী রক্ষিতা ছিলেন। অধম খাঁর নিকট বন্দী হইয়া ইনি কৌশলপূর্বক বিষপানে আত্মহত্যা করেন।[৯] বাজ. বহাদুরের হস্তে পতিত

১ প্রধানতঃ মাহম অনগহ, অধম খাঁ ও দিল্লীর শাসনকর্তা শহাবুদ্দীন অহ্‌মদ খাঁর চক্রান্তে সম্রাট্ খান্ খানান্ বৈরম খাঁর প্রতি বিরূপ হন। এতদ্ব্যতীত একটী হঠকারিতায় বৈরম সম্রাটের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। [অক্‌বর ও বৈরম খাঁ দ্র°]

২ রাজমাতা ও স্বয়ং সম্রাট্ মাহমের বিশেষ বাধ্য ছিলেন। মাহম রাজ-অন্তঃপুরেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু বৈরম খাঁ ক্ষমতাহীন হইবার পর তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সর্বেসর্বা হইয়া ওঠেন। এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় তিন বৎসর তিনি প্রধান মন্ত্রীর মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন। [মাহম অনগহ দ্র°]

৩ Beveridge: Akbarnnama, ii. 81, 119, 120.

৪ ঐ, 205.

৫ ঐ, 129.

৬ ঐ, 205.

৭ BurgCl, 38.

৮ মালব অধিকারের পর পীর মুহম্মদ মালবের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। কিন্তু বাজ. বহাদুর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেন না। তিনি শীঘ্রই সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া মালব আক্রমণ করেন। এবারেও তিনি পরাজিত হইয়া খান্দেশে মারান্ শাহ্‌র নিকট পলায়ন করিলেন। অতঃপর পীর মুহম্মদ বুর্হানপুর আক্রমণ করিয়া উহার অধিবাসীদের উপর হত্যাকাণ্ড করেন। সুযোগ বুঝিয়া বাজ. বহাদুর বুর্হানপুর ও আসীরের শাসনকর্তৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া পীর মুহম্মদকে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মালব উদ্ধার করেন। পীর মুহম্মদ পলায়ন কালে নর্মদার জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। [পীর মুহম্মদ দ্র°]

৯ রূপমতীর সৌন্দর্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং অধম খাঁর অধিকারে আসায় রূপমতীকে আপন রক্ষিতা করিবার লালসা তাঁহার মনে জাগিয়া ওঠে। তিনি রূপমতীকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন এবং বল-প্রয়োগেরও ভয় দেখান। তখন রূপমতী তাঁহাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। অধম খাঁ সম্মত হইলে রূপমতী তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করেন ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সুগন্ধিতে আপনাকে সুরভিত করেন। অতঃপর একটী পর্যঙ্কের উপর শয়ন করিবার পর তিনি স্বীয় মুখ প্রাবরণী দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। অধম খাঁর নিয়োজিত পরিচারিকাবৃন্দ মনে করিল, রূপমতী নিদ্রা গিয়াছেন, কিন্তু এক ঘণ্টা পরে অধম খাঁ তথায় উপস্থিত হইলেন তখন পরিচারিকাগণ তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিল, তিনি অনেক পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। শয়নের পূর্বেই রূপমতী বিষ-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হইবার আশঙ্কায় মালব-হারেমের আরও বহু রমণী আত্মহত্যা করেন বা বাজ. বহাদুরের কর্মচারিগণ-কর্তৃক নিহত হন।

অধম খাঁ বিদ্রোহের ভাব প্রদর্শন করিলে সম্রাট্ স্বয়ং মালবের দিকে অগ্রসর হন এবং মাহম অনগহ্ ও পুত্রকে সম্রাটের অভিপ্রায় জানাইয়া সতর্ক হইবার উপদেশ দেন। কিন্তু যথোচিত সতর্কতা অবলম্বনের পূর্বেই সম্রাট্ অধম খাঁর সম্মুখীন হইলেন। তখন অধম খাঁ সম্রাটের প্রাপ্য যাহা কিছু উপঢৌকন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট্ও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অক্‌বর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর অধম খাঁ সম্রাটের হারেমে রক্ষিত মালব-হারেমের দুই জন সুন্দরী রমণীকে ফুস্‌লাইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার মাতা মাহম তাঁহার সহায়ক ছিলেন। সম্রাট্ ইহা জানিতে পারেন এবং ফলে তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। মাহম কিন্তু ঐ রমণী দুইটীকে লুকাইয়া রাখেন এবং পরিশেষে তাহাদিগকে হত্যা করেন। সম্রাট্ ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন বটে, কিন্তু এবারেও তিনি অধম খাঁকে ক্ষমা করিলেন।

অধম খাঁ সর্বাপেক্ষা অন্যায় কার্য করেন প্রধান মন্ত্রী শমসুদ্দীন মুহম্মদ অৎগহ্‌কে হত্যা করিয়া। ইহারই ফলে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে হত্যা করেন। ১৫৬২ খ্রী° ১৬ই আগস্ট এই ঘটনা সংঘটিত হয়। শমসুদ্দীন পূর্বে পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনি নিজেও সম্রাটের এক জন পালক পিতা ও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। অধম খাঁ তাঁহাকে বিশেষভাবে হিংসা করিতেন। শমসুদ্দীন 'খান্-ই-'আজ.ম' উপাধি লাভ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর মসনদ লাভ করেন। শমসুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রী হইবার পর অধম খাঁ এক দিন প্রকাশ্য সভায় কয়েক জন সঙ্গী লইয়া প্রবেশ করিয়া বক্ষে ছুরিকাঘাতদ্বারা তাঁহাকে হত্যা করেন। এই দুষ্কর্মের জন্য সম্রাট্ তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে প্রাসাদের উচ্চতম ছাদ হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করেন।[১০] মাহমও পুত্রশোকে এই ঘটনার ৪০ দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতা ও পুত্র উভয়কেই দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে কুতবমিনারের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধির উপর একটী সুবৃহৎ সমাধিমন্দির নির্মিত হয়, তাহা অধম খাঁর সমাধিমন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করে। [অক্‌বর ও মাহম অনগহ্ দ্র°]

[H. Beveridge: Akbarnama, by Abul Fazl, ii. 81, 119-20, 129, 132, 141, 169, 205, 208, 213-4, 219-21, 235, 268-75; Ranking, Lowe and Haig; Tarikh-i Badaoni or Muntakhabu-t Tawarikhi, by Abdul Kadir or Kadiri; EHI, v. 261, 270, 273, 277; vi. 23, 24, 26; BurgCl, 38-9; Vincent A. Smith: Akbar the Great Mugol; Stanley Lane-Poole: Mediaeval India under Mohammedan Rule 1917, 244-6; Pringle Kennedy: Hist. of the Great Moghuls, i. 1905, 237-39; Mrs. Beveridge: The Emperor Akbar, Cal. 1890]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অধমর্ণ — ১ [বহু° — পা° ৮. ২. ৬০ (কাশিকা)] ঋণকারী, খাতক, ঋণকর্তা। —মনু° ৮. ৪৭, ৫২ ॥ অম° বো-রো° ॥ ২ (অর্থশা°) ঋণ শব্দ দ্র°। ~তা – ঋণ গ্রহণের কার্য। 'সেয়ং ভবতোঽধমর্ণতা—নৈষধ° ৯. ৩ ॥ শ্ম° ॥

অধমর্ণিক—[অধমর্ণ + টক্] ঋণগ্রহীতা, ঋণকারী।—মনু° ৮. ৪৮, ১৭৭; যাজ্ঞ° ২. ৪১ ॥ বো-রো° গোল্ড° মনি° ॥

১০ 'তারিখ্-ই-বদাওনী'-তে দেখা যায়, শমসুদ্দীনকে হত্যা করিয়া অধম খাঁ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে হারেমের দিকে ধাবিত হন। সম্রাট্ও তরবারি লইয়া বাহির হইয়া আসেন। অধম খাঁ বন্দী হইলেন। তখন সম্রাটের নিকট তিনি ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট্ আর টলিলেন না — তাঁহাকে হাত পা বাঁধিয়া প্রাসাদের ছাদ হইতে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। কিন্তু অন্যত্র কথিত হইয়াছে, অধম খাঁ ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করেন। সেই আঘাতে অধম খাঁ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাকে প্রাসাদের ছাদ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে তাঁহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।

অধমুখ –[অধ + মুখ, স° অধোমুখ, হি° অধমুখ—অপ্র°] বিণ, অবনত মুখ, হেঁট মুখ।

অধম্ম—[প্রাদে°। স° অধর্ম > পা° অধম্মো] ১ অধর্ম। ২ পাপ, কুকর্ম। ৩ বিড়ম্বনা।

অধম্ম—দেবদত্তনামক কামাবচর দেবতা পূর্বজন্মে অধম্ম ছিলেন। তিনি উপবাসদিনে লোকের নিকট উপনীত হইয়া তাহাদিগকে কুপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেন। একদা যখন ধম্মের (বোধিসত্ত্বের) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ে মধ্য আকাশে আলোচনা করেন; আলোচনার শেষে অধম্ম নরকে নিমজ্জিত হয়। অধম্মের বাহন—তমস্থান। —জাতক ৪. ১০৩ ॥ MDPP ॥ ~বগ্গ— অঙ্গুত্তর-নিকায়ের একনিপাতের দশম অধ্যায়। ইহাতে ৪২টী সুত্ত আছে। —অঙ্গু-নি° ১. ১৬-১৯ ॥ MDPP ॥ ~সুত্ত—ধম্ম ও অধম্মের বিভিন্ন ফলাফল-সম্বন্ধে তিনটী সুত্ত। আনন্দ এই সুত্তের শেষভাগে ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ বাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—অঙ্গু-নি° ৫. ২২২ ই° ॥ MDPP ॥ ~বাদী—বৌদ্ধ-ভিক্ষু-বি°। কস্‌সপ বুদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ইনি তদীয় সহকর্মী ধম্মবাদি-কর্তৃক নানা অপরাধে অভিযুক্ত হন। অধম্মবাদী কতিপয় বিনয়ধর ভিক্ষুদ্বারা তাহার স্বপক্ষে ধম্মবাদীর অনুপস্থিতিতে বিচার করাইয়া মত প্রকাশ করান। যে দুইজন ভিক্ষু প্রধানতঃ এইরূপ বিচারের জন্য দায়ী, তাহাদের মধ্যে হেমবত এবং সাতাগির প্রধান।—সুত্তনি° অথ° ১. ১৯৫ ৭ ॥ MDPP ॥

অধম্মিক সুত্ত—রাজগণকর্তৃক আচরিত অধর্মের কুফল ও ধর্মের ফল-বিষয়ক বৌদ্ধ সূত্র।—অঙ্গু-নি° ২. ৭৪ ॥ MDPP ॥

অধর, –[ন – √ধৃ (ধরা) + অচ্ – কর্ম°; ন ধ্রিয়তে যাহা কিছু ধরে না — নঞ্‌তৎ (অম-টী°)] ১ ক নিম্ন ওষ্ঠ, নীচের ঠোঁট। 'প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা'—কুমার° ৫. ২৭;

'পক্কবিম্ব:ধরোষ্ঠী'—মেঘ° উ° ২১ ; 'পিবসি রতিসর্বস্বমধরম্'—শকু' ১. ৬৬ ; 'অধরং খলু বিম্বনামকং ফলমাভ্যামিতি ভব্যমন্বয়ম্। লভতেঽধরবিম্বইৎসদঃ পদমস্যা রদনচ্ছদে বদৎ॥' —নলো° ২. ২৪ ; 'অধর সুসোভিত বদন সুছন্দ'।—বি-প' ৬৪. ১। **খ** উপরের ঠোঁট, ওষ্ঠ। অমর-টীকাকার মহেশ্বর-মতে অধর শব্দে নীচের ঠোঁট বুঝায় না। 'কেচিত্তুপরিবর্তৌষ্ঠঃ অধোবর্ত্যধর ইতি মন্যতে তদযুক্তম্'। **গ** ঠোঁট মাত্র—উপরের বা নীচের ঠোঁট। রায়মুকুট ও নয়নানন্দ এই অর্থই অনুমোদন করেন। 'রদনচ্ছদৌ দশনবাসসী উভয়ত্র বর্ত্তেতে তথা ওষ্ঠাধরাপি উভয়ত্রেতি—নয়নানন্দ। 'উপরিবর্তী অধোবর্তী চ ওষ্ঠঃ অধরোঽপ্যেবম্'।—রায়মুকুট। শব্দকল্পদ্রুমেতেও 'দ্বয়োরপি ওষ্ঠাধরপ্রয়োগঃ'। **২ ক** ক্লী°, অধোভাগ, প্রান্তদেশ॥ রতিগৃহ, স্মরাগার অম°॥ **খ** যোনি (পুং° ও হয়)॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দরত্না°॥ **গ** সম্বোধন, অভিভাষণ address, **৩** বিণ, [ন=অ+ধর—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী°–া ; তু' অবেস্তা adhara ; বৈদিক—অধঃ + তর (ছান্দস) — অধ দ্র°] **১** অনূর্ধ্ব, নিম্ন, অধঃ (বিপরীত 'উত্তর')। অধরোষ্ঠ (এখানে 'অধর' শব্দ সর্বনাম)। 'অধরাম্বর'—শিশু° ১. ৬ ; 'অধরবাসঃ'—কিরাত' ৪. ৩৮। **৪** হীন, অপকৃষ্ট, জঘন্য। 'অধরোত্তরম্'—শকু° ৫. ১০৭। 'অধরং খলু বিম্বনামকম্'—নৈষধ° ২. ২৪॥ মে' শব্দ°॥ **৫** পূর্ব, গত। 'অধরেদ্যুঃ = গত দিবসে। **৬** (জৈনশা°) হীনবাদী। যে ব্যক্তি পূর্বস্বীকৃত মত পরিত্যাগপূর্বক অন্য মতাবলম্বী হয় জৈনগণ তাহাকে 'অধর' অর্থাৎ 'হীনবাদী' বলিয়া থাকে॥ অভি' শব্দ°॥ **~কণ্টক**—[বৈদ্যক] দুরালতা।—বৈদ্যকনি°। **~কণ্টিকা**—[বৈদ্যক] স্ত্রী', ক্ষুদ্র শতাবরী, ছোট শতমূলী।—বৈদ্যকনি°। **~কণ্ঠ**—কণ্ঠের নিম্নাংশ, নিম্ন কণ্ঠ।—বাজ-স° ২৫. ২॥ বো-রো° আপ্° গোল্ড° মনি°॥ **~কায়**—[অধরং কায়স্য] শরীরের নিম্নাংশ॥ আপ্° মনি° গোল্ড°॥ **~চুম্বন**—অধরে চুম্বনদান। **~চুম্বিত**—অধর দিয়া যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে। **~তঃ**—[মূ°-তস্] ক্রি-বিণ, **১** অধোভাগে, নীচে।—পা° ৫. ৩. ৩৫ (কাশিকা)॥ হলা° শব্দ° বো-রো°॥ **২** অধোবিন্দু the nadir॥ গোল্ড°॥ **~পল্লব**—নব পত্রবৎ কোমল অধর, নধর অধর। **~প্রান্ত**—অধরের সীমা, ঠোঁটের শেষভাগ। **~বিম্ব**—বিণ, যাহা হইতে বিম্বফল নিকৃষ্ট, জিতবিম্ব। 'লভভেঽধরবিম্বইত্যদঃ পদমাস্যা রদনচ্ছদেবদৎ' —নৈষধ' ২. ২৩॥ ব-শব্দ'॥ **~বিম্বক** - বিম্বফলবৎ রক্তিম ওষ্ঠ। **~মদিরা**—অধরের সুরাতুল্য, বা অমৃতের ন্যায় মত্ততাজনক অধররস। **~মধু**—অধরের মধুতুল্য অধররস, অধরসুধা॥ ত্রিকাণ্ড' ২. ৬. ১৮, আপ্° মনি° বো-রো°॥ **~রুচক** - ক্লী' রুচিকর সুন্দর অধর।—কাদ' ১৫৭. ৭॥ শ্মি'॥ **~লক্ষ্মা**—(মূ° – লক্ষন্) বিণ, অন্তরাকৃষ্ট।—কপ-স° ৩২৮। **~সঙ্গম**—অধরের মিলনস্থান, ওষ্ঠসংযোগস্থল। **~সুধা**—অ-রামৃত, অধররস। **~স্তাৎ,-স্মাৎ**—অব্য, অধোদিকে, নিম্নে. নীচে॥ হলা° শব্দ° বো-রো° গোল্ড°॥ **~স্থিত**—পরিভূতস্যাদধোগতঃ।—হরবি° ৩১. ২৯॥ শ্মি'॥ **~স্বস্তিক**—অধোবিন্দু the nadir॥ আপ্° মনি° গোল্ড°॥

অধর, —(জ্যোতিষশা°) যাহার অধর লম্বিত, কৃশ, স্ফুটিত ও রূক্ষ, সেই রমণী দুর্ভাগ্যবতী হয়, আর যে নারীর অধর ও ওষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও স্থূল, সে পতিহীনা ও বিবাদপ্রিয়া হইয়া থাকে।

'কৃশঃ প্রলম্বঃ স্ফুটিতো রূক্ষো দৌর্ভাগ্য-
সূচকঃ।
শ্যাবঃ স্থূলোধরোষ্ঠঃ স্যাদ্বৈধব্যকলহপ্রদঃ॥'

যে ব্যক্তির অধর মাংসল, সে ধনবান্, যে ব্যক্তির অধর অব্যক্ত ও বিম্বফলসদৃশ, সে নরপতি এবং যাহার ওষ্ঠ স্ফুটিত, রূক্ষ, খণ্ডিত ও বিষম সে নির্ধন হইয়া থাকে।

'মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা অব্যক্তৈরধরৈর্নৃপাঃ।
বিম্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্ঠৈ রূক্ষৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ।
বিষমৈশ্চ দরিদ্রাঃ স্যুঃ সামুদ্রবচনং যথা॥'

যে রমণীর অধর ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থূল, সেই রমণী পতিহীনা ও বিবাদপ্রিয়া হইয়া থাকে, আর যাহার অধর মসৃণ, সেই স্ত্রী নানারূপ সুখভোগে দিনপাত করে।

'শ্যামঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃ স্যাদ্ বৈধব্যকলহপ্রিয়ঃ।
মসৃণো মত্তকাশিন্যাশ্চোত্তরোষ্ঠঃ সুভোগদঃ॥'

যে রমণীর অধর পাটলবর্ণ, বর্তুল, স্নিগ্ধ ও মধ্যস্থলে রেখাদ্বারা অলঙ্কৃত সেই রমণী নৃপতির মহিষী হয়।

'পাটলো বর্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখাভূষিত-
মধ্যমভূঃ।
সীমন্তিনীনামধরো রাজ্ঞাশ্চৈব প্রিয়ো ভবেৎ॥'

যে রমণীর ওষ্ঠদ্বয় অতি উন্নত, সে কলহপ্রিয়া হয় এবং তাহার বাক্য অতীব কর্কশ হইয়া থাকে, আর যে রমণীর ওষ্ঠপ্রান্তে রোম দৃষ্ট হয়, সে পতির অমঙ্গলকারিণী হয়।

'সমুন্নততরোষ্ঠী যা কলহৈরূক্ষভাষিণী।
য তু রোমোত্তরোষ্ঠী স্যান্ন শুভা
ভর্তুরেব হি'॥

[বৃহৎ সামুদ্রিক, অধরোষ্ঠলক্ষণম্, ২-৩ শ্লো°]

অধর, — মরুদ্দেবতাবি°। ইনি চতুর্হস্ত। ইঁহার চারিটী হস্তে ঘণ্টা, অক্ষমালা, ধ্বজ ও নৃমুণ্ড থাকে। হেমাদ্রি-প্রদত্ত ধ্যানে আছে—

'ঘণ্টাক্ষধ্বজমুণ্ডানি ধারয়ন্নধরাভিধঃ'।
—ব্রত° ১৩৫ প°।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক। জন্ম—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বিদ্যাপতিপুর গ্রামে ১৮৫৫ খ্রী°। মৃত্যু—কলিকাতা ৫১ নং বীডন রো, সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রী°। পিতা—কালিদাস মুখোপাধ্যায় মাতা—ব্রহ্মময়ী দেবী।

শিক্ষা — অধরচন্দ্র চকদীঘি সারদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন হইতে ১ম বিভাগে ১৮৭৪ খ্রী° প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ১৮৭৯ খ্রী° জেনারল অ্যাসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশন হইতে ২য় বিভাগে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায়, ১৮৮৩ খ্রী° বি-এ, ১৮৮৪ খ্রী° এম-এ পরীক্ষায় এবং ১৮৮৭ খ্রী° মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন হইতে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্ম—১৮৮৪ হইতে ১৯০৮ খ্রী° পর্যন্ত তিনি জেনারল অ্যাসেম্ব্লীতে ইতিহাসের অধ্যাপকতা করেন। পরে ইহার নাম পরিবর্তিত হইলে স্কটিশ চার্চ কলেজে ১৯০৮ হইতে ১৯১৭ খ্রী° পর্যন্ত আদর্শ শিক্ষকরূপে কার্য করিয়া ১৯১৮ খ্রী° অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং ছাত্র-বাৎসল্যের জন্য তিনি সর্বত্র সমাদৃত ছিলেন। তিনি যে প্রণালীতে ইতিহাসের অধ্যাপনা করিতেন তাহা সর্বশ্রেণীর ছাত্রেরই উপকারে আসিত।

তিনি কলেজের প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া তাঁহার অবসর-গ্রহণের পর স্কটিশ চার্চ কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নাম Emeritus Professor-রূপে কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন ১৯০৪ খ্রী°; পুনর্নিয়োগ ১৯০৮ ও ১৯১৩ খ্রী°। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি Faculty of Arts, Sanskrit, History, Political economy ও Political history boardএর সদস্য ছিলেন।

তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি কলেজে ১০০০৲ টাকা দান করেন। যে ছাত্র ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান-অধিকার করে তাহাকে ঐ অর্থের সুদ হইতে 'কালিদাস মুখোপাধ্যায়-পুরস্কার' রূপে কলেজ হইতে দেওয়া হয়। তাঁহার একটী কন্যার স্মৃতি-রক্ষার্থ তিনি কলেজে একটী মার্বল-প্রস্তরের পাদপীঠ দান করেন। তাঁহার অবসর-গ্রহণের পর ১৯১৯ খ্রী° তিনি যে ছাত্র ইতিহাসে 'Honours'-বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে—তাহার জন্য বাৎসরিক একটী পুরস্কারের অর্থ কলেজে প্রদান করেন ১৯২২ খ্রী°। তিনি শুধু নিজ কলেজের ছাত্রদিগের প্রতি বদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই, সর্বসাধারণ ছাত্রদিগের শিক্ষায়ও যথেষ্ট উৎসাহ-দান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ 'ব্রহ্মময়ী-পদক' প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ২৫৫০৲ টাকা দান করেন। যে এম-এ পরীক্ষার্থী বঙ্গভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে। তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় দুই কন্যার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটী পদক দিবার উপযোগী অর্থ দান করেন। স্কটিশ চার্চের যে ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে 'সরোজিনী-পদক' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদত্ত হইবে এবং যে ছাত্র প্রাচীন ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে তাহাকে তাঁহার অপর কন্যা মৃণালিনীর স্মৃতিরক্ষার্থ 'মৃণালিনী-পদক' প্রদান করা হইবে। ২৫শে নভেম্বর ১৯১৮ খ্রী°



তাঁহার এই দান বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকার করেন। যে কোন গ্রাজুয়েট তাহার পরীক্ষার ১০ বৎসরের মধ্যে উক্ত রচনার প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা দিতে পারিবে। অধ্যাপক অধরচন্দ্র সাহিত্য বা বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রতি বৎসর দুইটী বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮ খ্রী°) ৮ই নভেম্বর তাঁহার এই দান স্বীকার করেন।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ১৪ই জুলাই ১৯২২ খ্রী° একখানি পত্র লিখিয়া ১০০০৲ টাকা পরিষদের ন্যাস-ভাণ্ডারে (Trust fund-এ) ঐতিহাসিক গবেষণার উৎসাহের জন্য দান করেন। যে বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন—সেই সারদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউশনে তিনি 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-পুরস্কার' প্রদানের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করেন।

তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক-গমন করেন। তাঁহার দেহান্তের পর এই কন্যাটীরও মৃত্যু হয়।

[Scottish Church Mission, Cal. 1919, 1927; Scottish Church College Magazine, 1916, Cal. University Minutes ইত্যাদি ও অনুসন্ধানলব্ধ বিবরণ।]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অধরট্টোরি — পালি-গ্রন্থে বর্ণিত দক্ষিণ-ভারতের একটী জেলা। — Culavamsa, xlxvii. 69 ॥ MDPP ॥

অধরপান—(কামশা°) ক্লী°, অন্তর্মুখে চুম্বন। 'অধরপানং হি তদ্ যদন্তর্মুখেষু চুম্বনম্।' ইহার অর্থ—অন্তর্মুখে মুখাভ্যন্তরে তালু প্রভৃতি স্থানে জিহ্বাদ্বারা চুম্বন, অথবা পরস্পর অধর-গ্রহণপূর্বক যুবকযুবতীর যে চুম্বন তাহাই অধরপান। 'অন্তর্মুখে মুখাভ্যন্তরে তাল্বাদৌ জিহ্বয়া চুম্বনম্। অপি বা যূনোঃ পরস্পরাধরগ্রহণপূর্বকং যচ্চুম্বনম্ অধরপানং হি তদুচ্যতে।' কামসূত্রে উক্ত হইয়াছে—

'সকচগ্রহমুন্নম্য মুখং তস্য ততঃ পিবেৎ।
নিলীয়েত দশেচ্চৈব তত্র তত্র মদেরিতা ॥'
—২. ৫. ৩৯।

মেঘদূত-টীকায় (১. ২৪) মল্লিনাথ শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—'কামিনী-নামধরাস্বাদঃ সুরতদেতিরিচ্যতে।' তু°—'And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.'—Song of Soloman, vii. 9.

Dr. Van de Velde তাঁহার Ideal Marriage নামক গ্রন্থে (১৫৪-৫ পৃ°) লিখিয়াছেন—

'For the erotic kiss, at least the longer and more fervent erotic kisses

between lovers, are essentially, and in contrast to the formal, conventional kiss, not dry, but moist. The moisture passes from each mouth to the other, even in a very small amount. And many lovers, perhaps most, prefer an amount that is not very small. The poets who rhapsodise, 'And I will drink thy kisses, as oft, of yore,' are literally correct, as a matter of erotic technique—for erotic kisses are drunk or at least, sipped.'

আরব কবিগণও অধরপান-সম্বন্ধে উৎফুল্ল হইয়া বহু কবিতা লিখিয়াছেন। আরব্যোপন্যাসের কয়েকটা ফরাসী অনুবাদ তুলনীয়।— Mille et Une Nuits. trans. Mardrus. iv. 136, 267, 273, vii. 58.

শ্রীরমেশচন্দ্র রক্ষিত

অধরমধ্যদ্বিরুত্তর — [সঙ্গীতশা°] প্রথমে তার স্বর ও পরে মন্দ্র হইলে অধরাদি দুই বার এবং উত্তর দুই বার হইলে তাহার নাম হয়—অধরমধ্যদ্বিরুত্তর।

'মধ্যোত্তরদ্বিরধরে তারো মধ্যস্থমন্দ্রকৌ'—
সঙ্গীতরত্না° বাদ্যাধ্যায়, ১৪২।

অধরলাল সেন—কবি ও ঐতিহাসিক। জাতি—সুবর্ণবণিক্। পিতা—রামগোপাল। বংশতালিকা—

ঘনশ্যাম সেন
|
কানুরাম
|
রামহরি
|
মথুরামোহন
|
রামগোপাল
(মৃত্যু—১৬ই নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রী°)
|
বলাইচাঁদ | দয়ালচাঁদ | শ্যামলাল | রামলাল | অধরলাল | হীরালাল

রামগোপালের আদি নিবাস হুগলী-জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর গ্রাম। ইঁহার বৃদ্ধ পিতামহ ঘনশ্যাম কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। রামগোপাল কলিকাতা বড়বাজারে আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে সূতার কারবার করিতেন। কলিকাতার নিবাস—৯৭ নং বেণেটোলা স্ট্রীট। অধরলালের জন্ম—১২৬১ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন (১৮৫৫ খ্রী° ২রা মার্চ), শুক্রবার দোলপূর্ণিমার পূর্ব রাত্রে ৯ হইতে ১২টার মধ্যে ২৯ নং শঙ্কর হালদার লেনে (আহিরীটোলা)।



বিদ্যাশিক্ষা—প্রথমে আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন। ১৮৭২ খ্রী° প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৮ম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৪ খ্রী° প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফার্স্ট আর্ট্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজীতে তিনি 'ডফ্ স্কলারশিপ' প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রী° অধরলাল মহাম° ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রী° তিনি ঐ কলেজ হইতেই বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হরিশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন।

কর্ম—১৮৭৯ খ্রী° ১০ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি চট্টগ্রামে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ-প্রাপ্ত হন। তখন চট্টগ্রামে রেলপথ হয় নাই। জাহাজে করিয়া চট্টগ্রামে গমন করিতে হইত। চট্টগ্রাম হইতে তিনি যশোহরে বদলী হন। তৎপরে বদলী হইয়া ১৮৮২ খ্রী° তিনি কলিকাতায় ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন।

অধরলাল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৮০ খ্রী° শিবচতুর্দশী উৎসবের সময় চট্টগ্রামের ডেপুটী কলেক্টর থাকিবার সময় সীতাকুণ্ড পরিভ্রমণ করেন। পরে ১৮৮১ খ্রী° ২রা মার্চ মাসে তিনি ঐ সোসাইটীর অধিবেশনে Shrines of Sitakund-নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খ্রী° মার্চ মাসে তিনি ইণ্ডিয়া গভর্মেন্ট-কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি Faculty of Arts এর অন্যতম সভ্য হন।

৯৭, বেণেটোলা স্ট্রীটে ইঁহার বাড়ীতে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে আসিতেন। অধরলালকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। এই বাড়ীতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অধরলালের প্রথম পরিচয় হয়।

মৃত্যু—অধরলাল অল্প বয়সেই মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। ১৮৮৫ খ্রী° ৬ই জানুয়ারী কলিকাতার মানিকতলা ডিস্টিলারি পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার সময় শোভাবাজার স্ট্রীটের মোড়ে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান। দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া ধনুষ্টঙ্কার-রোগে আক্রান্ত হন। আট দিন ভুগিয়া ১৫ই জানুয়ারী (১২৯১ বঙ্গা° ২রা মাঘ) বুধবার প্রাতে ৬টার সময় তিনি পরলোক-গমন করেন। পীড়ার সময় পরমহংসদেব তাঁহার এই অন্তরঙ্গ ভক্তকে দেখিতে

আসিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চারিটী অবিবাহিতা কন্যা রাখিয়া যান।

গ্রন্থ—১ ললিতাসুন্দরী—১৪ই এপ্রিল, ১৮৭৮ খ্রী° (=:৯৩১ সংবৎ, ১২৮১ বঙ্গা° ১লা বৈশাখ) [অধিকাংশই বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকায় ২ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল-কর্তৃক সমালোচিত]। ২ মেনকা—২৪শে নভেম্বর ১৮৭৪ খ্রী° কলিকাতা রিভিউতে সমালোচিত ও হিন্দু পেট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল-কর্তৃক সমালোচিত]। ৩ নলিনী—১৩ই জুন, ১৮৭৭ খ্রী°। ৪ কুসুমকানন, ১ম ভাগ—৮ই অক্টোবর, ১৭৭৭ খ্রী°। ৫ লিটোনিয়ানা (Lyttoniana), ১ম ভাগ—৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯ খ্রী° [এই গ্রন্থের ২৮টী কবিতা লর্ড লিটনের বিভিন্ন ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। ৬ কুসুমকানন, ২য় ভাগ—১৯৩০ সংবৎ (=১৮৭১ (?)) [২য় সংস্করণ ১৯৩৯ সংবৎ= ১৮৮৩ খ্রী°] ৭ The Shrines of Sitekund—১৫ই জুন, ১৮৮৪ খ্রী° [Thaeker Spink & Co. কর্তৃক প্রকাশিত]।

[সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩৩৮ বঙ্গা° ও অধরলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও দয়ালচাঁদ সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণাদি]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অধরা — ১ নিম্নপ্রদেশ, অধোদিক্ the nadir ॥ আপ্° ॥ ২ যাহাকে ধরা যায় না বা যায় নাই। ~ক্—অব্য, ১ নীচে, নিম্নভাগ। —বাজ-স° ৬. ৩৬ ॥ বো-রো° মনি° গোল্ড° ॥ ২ পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিক্ হইতে অথবা পশ্চিমদিকে ॥ গোল্ড° ॥ ৩ অধঃপ্রদেশ ॥ গোল্ড° ॥ ~ঞ্চ্—দক্ষিণ-দিগ্‌গামী।—১০. ১৩১. ১। ~চীন — ১ অধঃপ্রদেশে উৎপন্ন। ২ নিম্নপ্রদেশগামী। — ঋ° ২. ১৭. ৫ ॥ বো-রো° মনি° গোল্ড° ॥ ~চ্য—দক্ষিণদিকে উৎপন্ন, নিম্নপ্রদেশে যাহা জন্মে।—অ° ৪. ৭. ২ ॥ বো-রো° ॥ ~ৎ—ক্রি বিণ, অধোদিক হইতে।—পা° ৫. ৩, ৩৫ ॥ বো-রো°। 'আ তে শুষ্মো বৃষভ এতু পশ্চাদোত্তরাধরাদা পুরস্তাৎ'—ঋ° ৬. ১৯. ৯ ॥ বো-রো° ॥ 'অসৌ যো অধরাদ্গৃহঃ'—অ° ২. ১. ৪. ৩।

~ত্তাৎ—অব্য, নিম্নে, নীচে। 'সবিতাধরাত্তাৎ' —ঋ° ১০. ৩৬. ১৪ ॥ বো-রো° ॥ ~মৃত —১ অধরসুধা, অধররস। ২ নিষ্ঠীবন, থুতু। ~রণি — [অধর + অরণি] স্ত্রী°, দুই খণ্ড কাষ্ঠের নিম্নাংশ—যাহাদিগের ঘর্ষণের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি উৎপন্ন হয় ॥ মনি° গোল্ড° ॥ ~বলোপ—দন্তের দ্বারা অধর-দংশন ॥ মনি° গোল্ড° ॥

অধরাদ্যুত্তরান্তক — [সঙ্গী°তশা°] বীণার উত্তর স্বরের নাম 'মন্দ্র' এবং অপর স্বরের নাম 'তার'। নিম্ন তন্ত্রী ঘাটে তার-স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'তার' দিয়া আরম্ভ এবং 'মন্দ্র' দিয়া শেষ করিলে যাহা হয় তাহার নাম—অধরাদ্যুত্তরান্তক।

'যস্তাদিতারো মন্দ্রান্তঃ সোঽধরাদ্যুত্তরান্তকঃ'

—সঙ্গীত-রত্না° বাদ্যাধ্যায়, ১৩৭।

অধরারণ্য ইন্দ্র সাবর্ণি-বংশ্য পুণ্যারণ্যের পুত্র। অধরারণ্যের পুত্র মঙ্গলারণ্য।—ব্রহ্ম-বৈ-পু° কৃষ্ণ° ১১৫-১৭।

অধরীকৃত—[অধর + চ্বি + √কৃ + ক্ত — কর্ম] ১ অধঃকৃত। ২ পরাভূত। 'অধরীকৃত সর্বস্নেহেন অপত্য প্রেম্না' — কাদ° ২৫ ॥ আপ্° ॥ ৩ তিরস্কৃত। 'ভবতা ধীরতয়াধরীকৃতঃ' — কিরাত° ২. ২১ ॥ আপ্° ॥ ৪ ভূপতিত। 'অধরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুত্থানলতা বনলতাভিঃ'—শকু° ১৬ ॥ বো-রো° ॥

অধরীণ — বিণ, তিরস্কৃত, ধিক্কৃত ॥ শব্দ° মনি° বো-রো° ॥

অধরীভূত — [অধর + চ্বি + √ভূ + ক্ত — কর্তৃ] বিণ, ১ দুর্বল, শক্তিহীন, হীনীভূত। — যাস্ক° ২. ১৭ ॥ বো-রো° মনি° আপ্° ॥ ২ অন্নীভূত। 'পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রা' — রঘু° ২. ৩ ॥ ব-শব্দ° ॥

অধরু — [প্রা - বা°] ১ অধরে। ২ [অধৈর্য > অধরু। প্রা-বা°] বিণ, অধীর, অস্থির।

অধরেদ্যুঃ — [মু°— -দ্যুস্। অধর + এদ্যুস্; অধর + দ্যুস্ = দিবস] অব্য, অন্য একদিন, পূর্বদিন, গত পরশ্ব।—পা° ৫. ৩. ২২; বোপ° ৭. ১০০; অম° ৩. ৫. ২১ ॥ আপ্° বো রো° ॥

অধরেয়—গুণে নিকৃষ্ট।—ছা-উ° ৪. ১. ৪ ॥ বো রো° ॥

অধরোত্তর — [অধর + উত্তর — দ্বন্দ্ব°] বিণ, ১ পূর্বাপর, শীঘ্র এবং পরে। 'যশ্চাধরোত্তরানর্থান্বিগীতান্নববুধ্যতে' — মনু° ৮. ৫৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ উচ্চে এবং নিম্নে, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট, ভাল এবং মন্দ। 'ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ববচ্চাধরোত্তরম্' — যাজ্ঞ° ১. ৯৬ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৩ ভাল এবং মন্দ একসঙ্গে জানা। 'স্বামাং চন স্তাৎকস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তরম্' — মনু° ৭. ২১ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৪ বিপরীতভাবে। 'শ্রুতং ভবস্তিরধরোত্তরম্' — শকু° ৫. ১০৫ ॥ বো-রো° ॥ ৫ প্রশ্ন এবং উত্তর ॥ আপ্° ॥ ৬ নীচের প্রাধান্য (অধর = শূদ্রাদি, উত্তর = প্রধান)। 'অধর্মেণ জিতো ধর্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্'—মহা° ১. ৩৪৫১ ॥ বো-রো° ॥

অধরোষ্ঠ—[অধর ওষ্ঠ – কর্মধা°; পক্ষে 'অধরৌষ্ঠ—পা° ১. ১. ৬৪ (বার্তিক)] ১ নিম্ন ওষ্ঠ। 'মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠম্' —শকু° ৩. ১৭৭; পঞ্চত° ৪৫. ১১; মেঘ° উ° ২৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ অধর ও ওষ্ঠ, ওষ্ঠাধর ॥ আপ° ॥

অধম, — [ন = অ + √ধৃ + মন্; উণা° ১. ১৩৯। নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ পাপ, অন্যায়, অবৈধ কার্য, ধর্মবিরোধী আচার। 'কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচয়ৎ'— মনু° ১. ২৬; ৮. ৩৮১; শ-ব্রা° ৩. ৭. ৩. ৭; ছা-উ° ৭. ২. ১; নিরুক্ত° ২. ১০; রা° (গো°) ১. ২. ১৭; গী° ১৮. ৩২; শকু° ৭. ৪ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ইহার অসমৃদ্ধির কারণ —মহা° ৩. ৯২। তন্নিন্দা—মহা° ১২. ৯৬। 'তদুৎপত্তিপ্রকার' — মহা° ১২. ২৭৯. ৩-১১। ২ ব্রহ্মার পৃষ্ঠোৎপন্ন ধর্মবিরোধী পুরুষ।—

ভা' ৫. ১২. ২৫। অন্যান্য পুরাণ মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি বি'। পত্নী—হিংসা। হিংসা হইতে অধর্মের অনৃত, নিকৃতি (মতান্তরে মৃষা, দম্ভ ও মায়া)।—বোপ' ৪৯ ॥ বো রো' আপ°॥ [অধর্ম২ দ্র] ৩ সূর্যের অষ্টাদশ ভৃত্যের অন্যতম ॥ আপ° ॥ **~তঃ**—ন্যায়সঙ্গত নহে এরূপ ॥ মনি' ॥ **~দণ্ডন**—অন্যায় দণ্ড, ধর্মবিহীন দণ্ডবিধান। 'অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্তিনাশনম্'—মনু' ৮. ১২৭ ॥ গোল্ড' মনি' বো-রো' ॥ **~নিষ্ঠ**—[নঞ্-বহু'] বিণ, অধার্মিক, পাপী। **~নিয়ম**—পাপকর্মের নিয়ন্ত্রণ, পাপের নিবারণ। 'অধর্মনিয়মাশ্চ'—মনু' ৮. ১২২ ॥ ব-শব্দ' ॥ **~পরায়ণ**—[নঞ্-বহু'] বিণ, অধার্মিক, পাপী, পাপাচারী। **~ভীরু**—পাপকার্য হইতে বিরত, অধর্ম-ভয়শীল। 'কথমধর্মভীরোর্দারপরিত্যাগঃ'—শকু' ৫. ১১৮। **~ময়**—বিণ, অন্যায়কারী।—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ২. ৬=বৃহ-উ' ৪. ৪. ৫। বো-রো° গোল্ড' ॥ **~াক্রান্ত**—বিণ, পাপিষ্ঠ, অধর্মগ্রস্ত। **~াচরণ,-ানুষ্ঠান**—পাপাচরণ, দুষ্কর্মানুষ্ঠান। **~াচারী**—[মূ'-রিণ্] বিণ, ধর্মবিরুদ্ধ কর্মশীল। 'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'।—মাইকেল। **~াত্মা**—[মূ'-অন্] বিণ, অধার্মিক, পাপী, পাপাচারী ॥ গোল্ড° ॥ **~াস্তিকায়**—অধর্মের শ্রেণী, পর্যায়, বিভাগ ॥ বো-রো° গোল্ড' ॥

অধর্ম২—পুরাণোক্ত দুর্নীতি ও অবিচারের দেবতা। ইনি ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অতি ভয়ঙ্কর পাতক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সৃষ্টিব্যাপারবর্ণনায় দেখা যায়—প্রজাপতি ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রী দেবীর গর্ভে চারি বেদ, বিবিধ শাস্ত্রসমূহ, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, চারি যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, উষা, সন্ধ্যা, ছয় কৃত্তিকা, কল্পত্রয়, চারি প্রলয়, মৃত্যু ও সকল প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অধর্মের বামভাগ হইতে অলক্ষ্মী নামে এক রমণীর উৎপত্তি হয়; এই রমণীই অধর্মের পত্নী। অধর্মের জন্মের পর বিশ্বকর্মা, অষ্ট বসু, চারি কুমার, একাদশ রুদ্র, সপত্নীক স্বায়ম্ভুব মনু, দক্ষ, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।—ব্রহ্মবৈ-পু° ব্র° ৮, ১ ই°।

বিষ্ণুপুরাণ (১. ৭. ২৯-৩৩)-মতে অধর্মের পত্নী হিংসা। হিংসার গর্ভে অধর্মের অনৃত নামে পুত্র এবং নিকৃতি নামে কন্যা জন্মে। আবার অনৃত ও নিকৃতির দাম্পত্যে তাহাদের ভয় ও নরক নামক পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; ভয় মায়াকে এবং নরক বেদনাকে বিবাহ করে। মায়া হইতে ভূতাপহারী মৃত্যুর এবং বেদনা হইতে দুঃখের জন্ম হয়। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মে; ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্মৃত, কারণ সকলেই অধর্মলক্ষণ। ইহাদের ভার্যা বা পুত্র নাই—সকলেই ঊর্ধ্বরেতা। বিষ্ণুর এই সমুদয় অধর্মলক্ষণ ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়হেতুত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতপুরাণেও (৪. ৮. ১ ই) ব্রহ্মার পুত্র অধর্ম। অধর্মের পত্নী মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে অধর্মের দম্ভ নামে পুত্র এবং মায়া নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দম্ভ মায়াকে বিবাহ করে এবং তাহাদের হইতে পুত্র লোভ ও কন্যা নিকৃতির (শঠতার) জন্ম হয়।

আবার মহাভারতে (১. ৬৬. ৫৩-৫) উক্ত হইয়াছে যে, অন্নার্থী প্রজাগণ (মানবকুল) যখন পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বরুণের প্রধানা পত্নী দিবির গর্ভে সর্বভূতনাশকারী অধর্মের জন্ম হয়। অধর্মের পত্নী নিঋর্তি। অধর্ম ও নিঋর্তি হইতে রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করে, এজন্য রাক্ষসগণের নাম—নৈঋর্ত। নিঋর্তির গর্ভে অধর্মের ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু নামেও তিন পুত্রের জন্ম হয়।

দক্ষিণ ভারতে অধর্ম রাক্ষসগণের কার্য বলিয়া কথিত। এজন্য তাহারা অধর্মলক্ষণ। এই রাক্ষসগণ সর্বপ্রকার ধর্মকার্যের বিরোধী, তাহারা মানুষের মধ্যে ধর্ম সহ্য করিতে পারে না।—Jagadisa Ayyar : South Indian Shrines, Mad. 1920, 4.

শিল্পশাস্ত্রে যমমূর্তির কল্পনায় দেখা যায়—যমের সম্মুখে ধর্ম ও অধর্ম নামে দুই জন ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান থাকেন (Hi, ii. pt.-ii, 526)। ইঁহারা ন্যায়বিচারের প্রতীক এবং যমের গণদিগের অন্যতম। ইঁহারা নিত্য যমের পূজাপরায়ণ। একটী প্রাপ্ত মাটীর পাত্রের উপর অঙ্কিত নিয়তিসমূহের চিত্রে ধর্ম ও অধর্মের মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে ধর্ম নিয়তির মূর্তি শ্বেতবর্ণ এবং অধর্ম নিয়তির মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ।—ERE, iv. 702ab. ধর্ম ও অধর্মের দিব্যসাধনকালে এই দুই নিয়তির মূর্তি তাহাদের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী যথাক্রমে দুইটী পত্রের উপর চিত্রণ করা হয়। অতঃপর উহাদের পূজা করিয়া চিত্রিত পত্র দুইটী মৃত্তিকাপিণ্ডের মধ্যে গুটাইয়া রাখিয়া তাহা একটী কলসের মধ্যে রক্ষা করা হইয়া থাকে। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি একটী পত্র টানিয়া বাহির করে। যদি সে ধর্মের মূর্তি বাহির করে তাহা হইলে সে নিষ্কৃতি পায় এবং তাহাকে বিশেষ সম্মান করা হয় ও ১৫০ পণ পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু অধর্মের মূর্তি বাহির করিলে সে শাস্তিভোগ করিয়া থাকে।—ঐ, ix. 524a.

শ্রীঅজিত ঘোষ

অধর্ম৩—**ক** [দর্শনশা'] ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ন্যায়দর্শনে অধর্ম চতুর্বিংশতি গুণের অন্যতম। ইহা অবৈধ বা নিন্দিত কর্মজনিত জীবাত্মার বিশেষ গুণ — নরকাদি ইহার ফল। ইহা জীবাত্মারই গুণ—পরমাত্মা মুক্ত, সুখ, দুঃখ, ধর্মাধর্ম ফলভোগরহিত। মানবের কৃতকর্মের ফলপ্রাপ্তি বা ভোগ অবশ্যম্ভাবী এবং ধর্ম এবং অধর্মরূপে তাহা মানব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অধর্ম মানবের সকল প্রকার নরকপ্রাপ্তি প্রভৃতি দুঃখের নিদান। ইহা তাহাদের আত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। ত্রিগুণাতীত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম ধর্মাধর্মফল-রহিত হইয়া থাকে, বাসনাশূন্য ব্যক্তি কর্মফল-ভোগ হইতে বিনির্মুক্ত থাকেন। তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি দ্বারা এই অধর্মের বিনাশ হইয়া থাকে। ধর্মানুষ্ঠান সুখভোগের কারণ এবং ইহার ফল স্বর্গপ্রাপ্তি

পর্যন্ত হইতে পারে এবং এই স্বর্গ-ভোগও পরমার্থ প্রাপ্তি নহে কারণ স্বর্গসুখভোগ ক্ষয়িষ্ণু। মোক্ষ বা মুক্তি স্বরূপতঃ ধর্মাধর্মরহিত জ্ঞানকর্মপ্রসূত। **খ** সাংখ্যমতে মনের বৈকৃতিক ভাববিশেষ। ইহা মুখ্য কারণ বলিয়া জীবাত্মার ইহার ফলে পশুযোনি পক্ষিযোনি, তির্যক্ প্রভৃতি যোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। **গ** বৌদ্ধমতে অধর্ম কায় ও বাক্যের উপাদানের ফলস্বরূপ। **ঘ** জৈনমতে ইহা দ্রব্যবি°। ইহা দ্বিবিধ—জীব ও অজীব। অজীব পঞ্চাস্তিকায়ে (পুদ্গল, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল) বিভক্ত এবং অধর্ম পুদ্গল প্রভৃতির অন্যতম।

অধর্মিয়া, অধর্মে — [অধর্ম > ।] অধার্মিক, অসাধু।

অধর্মিষ্ঠ—বিণ, **১** যাহা ধর্মশীল নহে, পাপযুক্ত। 'ন তান্‌পশ্যন্ত্যধর্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ'—সুশ্রু° ২. ১৬৯. ১১ ; 'অধর্মিষ্ঠম্—রা° (গো°) ৩. ৫৯. ৮ ॥ বো রো° ॥ **২** অতিশয় ধর্মদ্বেষী। 'পিতুর্বাক্যমধর্মিষ্ঠম্' — রা° (গো°) ২. ২৩. ১৩ ॥ বো-রো° ॥

অধর্মী—[মূ° র্মিন্। নঞ্‌তৎ] বিণ, **১** অধার্মিক, পাপী। **২** অবৈধকার্যকারী ॥আপ্°॥

অধর্ম্য—[নঞ্‌তৎ] বিণ, **১** যাহা ধর্ম্য নহে, ধর্মবিরুদ্ধ, অধার্মিক, পুণ্যরহিত।—রা° (গো°) ১. ২৭. ১৮ ॥ বো-রো° ॥ **২** অবৈধ, অকর্তব্য।—মনু° ৩. ২৫ ॥ বো-রো° ॥

অধর্বা—স্ত্রী°, নি-বা ॥ অম° ২. ৬. ১. ১৭; অভি° ৫৩১ : আপ্° বো-রো° ॥

অধশ্চর — **১** [অধস্ + √চর্ + অচ্] বিণ, **১** অধোগামী ॥ আপ্° ॥ **২** সিঁদেল চোর।— হরবি° ৪৫ ॥ আপ্° বো-রো° ॥

অধশ্চৌর—[অধস্ + চোর + অ (স্বার্থে) (= 'নীচ চৌর ইতি কেচিৎ' — শব্দ°) সিঁদেল চোর, অধোভেদক তস্কর। ইহারা ঘরের ভিত কাটিয়া চুরি করে ॥ বো-রো° ॥

অধস্ত্বক্ — ত্বকের নীচে অনুভবশীল চর্ম dermis ॥ মনি° ॥

অধস্তন—বিণ, **১** নিম্নে উৎপন্ন, নিম্নোগত অধস্থিত। 'অয়মধস্তনোষ্ঠবাচী (অধরঃ)' —অভি° ৫৮১ (টী°) ॥ বো-রো° ॥ **২** আরও পূর্বে, earlier ॥ আপ্° ॥

অধস্তরাম্ — ক্রি-বিণ, অত্যন্ত নীচু। 'অধস্তরামিব বয়াংসি পতন্তি'—শ-ব্রা° ১. ৫. ৪. ৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধস্তল—অধোভাগ, নিম্নদেশ। 'শয্যাধস্তলে নিভৃতো ভূত্বা স্থিতঃ'—পঞ্চত° ১৮৬. ৪ ॥ বো-রো° ॥

অধস্তাৎ — [অধর — অস্তাতি, অধ্ আদেশ—পা° ৫. ৩. ৩৯-৪০] ক্রি-বিণ, **১** নিম্নে। 'বৃশ্চেমধস্তাদ্বি রুজা সহস্ব'—ঋ° ৩. ৩০. ১৬; অ° ৪. ৪০. ৫; 'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ'—ছা উ° ৭. ২৫. ১; ঐ-ব্রা° ১. ২ ॥ অম° ২. ২. ১৩; ৩. ৪. ১৯১; অভি° ১৪২৬; ত্রিকাণ্ড° ২. ৬. ২১ বো-রো° আপ্° ॥ **২** নীচের দিকে, নিম্নদেশে। 'অধস্তান্নোপদধ্যাচ্চ (অগ্নিম্)'—মনু° ৪. ৫৪; 'অধস্তাদিব হি শ্রেয়স উপচারঃ' —শ-ব্রা° ১. ১. ১. ১১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধস্তাদ্দিশ — [অধস্তাৎ + দৃশ] অধলোক, পাতাল, the nadir।—ষড়্‌বিংশ-ব্রা° ৬. ১১ ॥ বো-রো° গোল্ড ॥

অধস্পদ — **১** পদের নীচে স্থান (তৃণ প্রভৃতি)। 'অধস্পদাম্ন উদ্বদত মণ্ডূকা ইবোদকাৎ'—ঋ° ১০. ১৬৬, ৫; অ° ১০. ৪. ২৪ ॥ বো-রো° ॥ **২** [অধস্ + পদ— পা° ৮. ৩. ৪৭. ১] বিণ, পদের নিম্নস্থানবিশিষ্ট। 'অধস্পদা ইচ্ছেদ্যাস্য ক্রুষ্টয়ঃ'—ঋ° ৮. ৫. ৩৮ ॥ বো-রো° ॥

অধা—অব্য, = অধ [অধ দ্র°]।

অধামার্গব—[বৈদ্যক] তৃণ-বি°। পর্যায় — ধামার্গব = অপামার্গ ॥ রাজনি° শব্দ° আপ্° বো-রো° ॥

অধানন—[অধ + আনন-অপ্র°]। অধোমুখ, নতমুখ ॥ ব-শব্দ ॥

অধারণক—[নঞ্‌ তৎ] বিণ, অলাভজনক। 'তদধারণকং মমৈতৎস্থানম্' —পঞ্চত° ১৩৫. ৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধার্মিক -[= আধার্মিক—ত্রিকাণ্ড° ৩. ১. ১২। প্রা° অধাম্মিক] বিণ, **১** ধর্মবিহীন, অধর্মাচারী, পাপী, পাপিষ্ঠ।—মনু° ৬. ৬১. ১৩৩ ই° ॥ বো - রো ॥ যেখানে ধার্মিক নাই অর্থাৎ বাস করে না, ধার্মিকের বাসরহিত। 'নাধার্মিকে বসেদ্‌গ্রামে'—মনু° ৪. ৬০ ॥ বো-রো° ॥

অধার্য — [স্ত্রী— া] বিণ, **১** ধারণের অযোগ্য, পরিধানের যোগ্যতাহীন। 'অধার্যং চর্ম মে সদ্ভিঃ'—রা° (গো°) ৪. ১৬. ৩১ ॥ বো-রো° ॥ **২** যাহা অনুষ্ঠেয় নহে, ধারণে অপারগ। 'যোঽধার্যা দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ'— মনু° ৪. ৬০ ॥ বো-রো° ॥

অধি—**১** [নিপাত, উপসর্গ, গতি, কর্মপ্রবচনীয় দ্র° : শৌণ্ডাদিগণ] অব্য, ইহা বিংশতি উপসর্গের অন্যতম। ইহা বিশেষ্য বা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইতে পারে। বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হইলে মধ্য বা উপরে বুঝায়। যেমন অধিগৃহ গৃহের মধ্যে বা উপরে। ইহা যৌগিকরূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা, অধিদেবতা। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত হইলে 'অধিকার, অধিষ্ঠান, অধিরোহণ প্রভৃতি হয়। **২** আধিক্য, পর। 'সত্ত্বাদধি মহানাত্মা'—কঠ-উ° ২. ৩. ৭; 'অবিদিতাদধি'—কেন-উ° ১. ৩॥ আপ্° বো-রো° ॥ **৩** ঐশ্বর্য, 'অধিণীশ্বরে' — পা° ১. ৪. ৯৭ ॥ 'অধি ভুবি রামঃ—পা° ২. ৩. ৯ ॥ বো-রো° ॥ **৪** ঈশ্বর, প্রধান অধিষ্ঠাতা' 'অধিদেবতা ॥আপ্°॥ **৫** লক্ষ্যীকরণ, উদ্দেশ্য। 'রাধিকামধিবচনজাতম্'—গীতগো° ১০. ৯ ॥ ব-শব্দ° ॥ **৬** নিকৃষ্ট, হীন। 'অধি পুরো স্বরাঃ'—গোপ° ৫. ৩১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৭** অধিক। 'ইতো বা সাতিমীমহে দিবো পার্থিবাদধি'—ঋ° ১. ১৯. ৬॥ আপ্° ॥ **৮** উপরি। 'তিষ্ঠা রথমধি তং বজ্রহস্ত'—ঋ° ৫. ৩৩. ৩.; 'রুহাণা অধিনাকমুত্তমম্'—বাজ-স° ১১. ২২; 'তস্মাৎকৃষ্ণাজিনমধি দীক্ষন্তে'— শ-ব্রা° ১. ১. ৪. ৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৯**

আনর্থক্য।—পা° ১. ৪. ৯৩ ॥ ব শব্দ° ॥ ~করণিক— (=আধিকরণিক) ১ বিচারপতি। — মৃচ্ছ° ৯ ॥ আপ্° ॥ ২ রাজকর্মচারী ॥ আপ্° ॥ ~করণমণ্ডপ—[অধিকরণ +মণ্ডপ] বিচারালয়।—মৃচ্ছ° ১৩৭. ১৪. ১৯ ॥ বো-রো° ॥ ~কঃনৈতাবত্ত্ব—[অধিকরণ +এতাবত্ত্ব] পরিমাণ। কোন বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ ॥ গোল্ড° ॥ ~কর্ম— ১ উচ্চ কাজ। ২ তত্ত্বাবধান suprientendence ॥ আপ° ॥ ~কর্মকর —তত্ত্বাবধায়ক। বিক্রম° ১২৫. ॥ গোল্ড° ॥ ~ কর্মিক —হট্টাধ্যক্ষ, যে ব্যাপারীদের নিকট হইতে বাজারের টোল আদায় করে ॥ আপ্° গোল্ড° অভি° ৭৬৭ বো-রো° শব্দ° ॥ ~কল্পী—[মূ°-কল্পিন্, বৈদিক] বিণ, অত্যন্ত ক্রূর জুয়ারী।—বাজ-স° ৩০. ১৮ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~গম সুত্ত — উত্তম অবস্থাপ্রাপ্তি ও তাহার শ্রীসাধনে আবশ্যক যোগ্যতাবিষয়ক বৌদ্ধ সূত্র। — অঙ্গ নি° ৩-৪৩১ ॥MDPP॥ ~চিত্ত সুত্ত - উচ্চতর জ্ঞানমার্গবিহারী ভিক্ষু-সম্বন্ধে আবশ্যক যোগ্যতা-বিষয়ে বৌদ্ধ সূত্র।—অঙ্গ নি° ২. ২৫৬ ॥ MDPP ॥ ~জিহ্বা,- জিহ্বিকা— [বৈদ্যক] জিহ্বারোগবি°। প্রকুপিত শ্লেষ্মা জিহ্বার নিম্নদেশে অধিজিহ্বিকা নামক শোথ-উৎপাদন করে। 'কফাদধস্তাদধিজিহ্বিকা চ।—চরক° শোথচি°। ~জিহ্বা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, অশ্বের জিহ্বারোগবি°। 'অধিজিহ্বাভিধানস্ত উপরিষ্টাদ্বিনির্দিশেৎ। — জ-দ° ২৯ অ°। অশ্বের জিহ্বার উপরি জাত শোথকে অধিজিহ্বা বলে। ~দন্ত (ক) — [বৈদ্যক] দাঁতের উপর জাত দাঁত; গজদন্ত, গজদাঁত। A tooth growing over another সুশ্রুতসংহিতায় ইহা বর্ধন নামে অভিহিত। [বর্ধন দ্র°]।

অশ্বের দন্তরোগবি°। সাধারণতঃ অশ্বের ছয়টা দাঁত, উহার অতিরিক্ত সপ্তম বা অষ্টম দন্তবিশিষ্ট অশ্বকে অধিদন্তক বলে। সপ্তভিশ্চাষ্টাভির্দশৈঃ খ্যাতশ্চাধিক দন্তকঃ।' (জ দ° ৩)।

অধিক, —[অধ্যারূঢ়+কন্ (ক) স্বার্থে, উত্তরপদলোপ, 'তদস্মিন্নধিকম্'—পা° ৫. ২. ৭৩; স্ত্রী°-কা] বিণ, ১ অতিরিক্ত, বেশী (বিপরীত—উন অথবা সম)—পা° ৪. ৬. ১৪২ ; 'নবতিং নবাধিকাম্' — রঘু° ৩. ৬৯ ; 'একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ' — মনু° ৯. ১১৭ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ২ প্রবল, বলবান্। 'অধিকাং কুরু দেবি গুরুভক্তিম্'—কাদ° ২ ; 'উনঃ ন সত্ত্বেষ্বধিকো বোধে'—রঘু° ২. ১৪ ; মনু° ৩. ৪৯ ; 'অধিকং মিত্র'—পঞ্চত° ২ ; 'যবীয়ান্ গুণতোঽধিকঃ' — মনু° ১১. ১৮৫ ; ৯. ১৫৪ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৩ উৎকৃষ্ট, উত্তম, শ্রেষ্ঠ। 'প্রমাণাদধিকস্যাপি মত্তদন্তিনঃ' — পঞ্চত° ১. ৩২৭ ; 'বিষেরধিকসম্ভারঃ'--রঘু° ১৫. ৬২ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৪ নির্ভরপূর্ণ। 'রসাধিকে মনসি'—শিশু° ১৭. ৪৮ ॥ আপ্° ॥ ৫ অসাধারণ, বিশেষ। 'বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকম্' — ভর্তৃহরিঃ° ২. ২০ ; 'প্রতিগ্রাহাঽধিকো বিপ্রে' — যাজ্ঞস° ১. ১১৮ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৬ প্রবল। 'শ্বাস প্রমাণাধিকঃ' — শকু° ১. ১১৯ ॥ আপ্° ॥ ৭ অত্যন্ত। 'অধিক ক্রোধ'—রঘু° ১২. ৯০ ; 'বয়োধিকঃ'—মনু° ৪. ১৪১ ॥ আপ্° ॥ ৮ প্রচুর ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৯ প্রিয়তর। 'প্রাণাধিক'—অম° ; 'আত্মাধিক'—কঠ-উ° ১৫. ২৩ ॥ বো-রো° ॥ ১০ বৃহত্তর। ১১ সমৃদ্ধ। 'ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ'—হিতোপ° ৪. ২৫ ॥ ব-শব্দ° ॥ ১২ ক্লী°, আধিক্য। প্রাচুর্য। 'লাভোঽধিকং ফলম্' ॥ অম° অভি° 'বর্ষশেতে সাধিকে'—ব্রহ্মপু° ৫৬. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~ত্ব—আধিক্য, প্রাবল্য, প্রবণতা। 'ন পাকমায়াস্তি কফাধিকত্বান্মেদোহকত্বাচ্চ'।—সুশ্রু° ১. ২৮৮. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ~দন্ত—দন্তোপরি দন্ত, অধিদন্ত, গজদাঁত ॥ ব-শব্দ° ॥ ~র্দ্ধি —[অধিক+ঋদ্ধি — বহু°] বিণ, উন্নতশীল, সর্ববিষয়ে সুখী ॥ অম° বো-রো° ॥ অতিশয়সম্পত্তিযুক্ত। পর্যায়-সমৃদ্ধ। ~ম্ —[সংস্কৃত প্রথমান্ত পদ] ক্রি-বিণ, ১ বাহুল্য, অত্যধিক, আধিক্য ॥ 'অধিকম্ মলিনাম্'—নলো° ১৬. ১৮ ; 'অধিকমনোজ্ঞা' —শকু° ১.৪৭ ; 'অধিকং বন্দৌ'—রঘু° ৪. ১ ; 'যস্মিন্নেবাধিকং চক্ষুরারোপয়তি পার্থিবঃ'—পঞ্চত° ১. ২৭৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ প্রয়োজনাতিরিক্ত, surplus, excess. ৩ ছন্দোবি°। (=অতিশয়োক্তি) ॥ আপ্° ॥ ~বাক্যোক্তি =অতিশয়োক্তি ॥ গোল্ড° ॥ ~ষাষ্টিক—বিণ, ৬০ এর উপর ক্রীত অথবা নির্মিত, ৬০এর বেশী—পা° ১. ১. ২৩ (বার্ত্তিক) বো-রো° ॥ গোল্ড° ॥ ~সাপ্ততিক—বিণ, ৭০ সংখ্যকের বেশী।—পা° ১. ১. ২৩. (বার্ত্তিক) ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~াই—[ব্রজবুলি] অধিক পরিমাণ, বেশী।—'কানু-অনুরাগ বাঢ়য়ে অধিকাই।'—প-ক° ২৫৯০°। ~াঙ্গ —(বহু°) বিণ, ১ অধিক অঙ্গ ॥ অম° ২. ৮. ২. ৩১, অভি° ৭৬৭ ॥ বো-রো শব্দ° আপ্° গোল্ড° ॥ পর্যায়—সারসণম্ ॥ অন° ॥ ২ অতিরিক্ত অবয়বযুক্ত।—মনু° ৩. ৮ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥ ~ায়ল—[ব্রজবুলি] অধিক হইল। 'সারঙ্গ-শবদে মদন অধিকায়ল।' প-ক° ১৮৯৯।

অধিক₂ — [অর্থালঙ্কার-বি°] আধার ও আধেয় এই দু'য়ের মধ্যে কোন একটীর আধিক্য বর্ণিত হইলে যে অলঙ্কার হয় তাহার নাহার নাম অধিক। কাব্যপ্রকাশে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে আধার এবং আধেয় প্রথমতঃ যদি মহৎ বলিয়া বর্ণিত হয় এবং তৎপরে ছোট আধেয় এবং ছোট আধার তাহা অপেক্ষা অধিকতর মহৎ বলিয়া বর্ণিত হয় তাহা হইলে 'অধিক' নামক অলঙ্কার হয়।

'মহতোর্যন্মহীয়াংসাবাশ্রিতাশ্রয়য়োঃ ক্রমাৎ।
আশ্রয়াশ্রয়িণৌ স্যাতাং তনুত্বেঽপ্যধিকন্তু
তৎ ॥'

ভাবপ্রকাশনে (১৮৯. ৯ ; ১৯৮. ২ ; ২৮৩. ৯) অধিক অলঙ্কারের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আধারের আধিক্য, যথা—

'মাটি খাইয়াছ বলি যশোদা ডাকিল
মুখ মেলি সম্মুখে গোপাল দাঁড়াইল।
মুখে নদী, সাগর-তরঙ্গ যায় বয়ে
নারদ করেন গান বীণা করে লয়ে।
মরুস্থলী, পাহাড়, পর্বত শত শত,

কত শত পশু পক্ষী, অগ্নিগিরি কত।
সনক সনন্দ আদি স্তুতি গান করে
দেখিয়া রাণীর হলো বিস্ময় অন্তরে॥
—চৈ ভা°।

এখানে আধারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখের আধিক্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

আধেয়ের আধিক্য, যথা—
'গগনের কত বড় মহিমা।
কে বা পারে তার করিতে সীমা॥
দনুজদিগের অসংখ্য বাণ।
অনায়াসে যথা পাইল স্থান॥'
—নিবাতকবচকাব্য।

'যে শ্রীকৃষ্ণের কুক্ষি মধ্যে প্রলয়কালে নিখিল জগৎ অধিষ্ঠিত হয়, আজি নারদের আগমনে সে শরীরেও আনন্দ ধরিল না।'

এখানে আধেয় যে আনন্দ তাহার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে।

অধিক অলঙ্কারকে উপমা অলঙ্কারের মধ্যেই ধরা হইয়া থাকে; কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্র ইহাকে উপমার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু উপমা-দোষের মধ্যে বলা হইয়াছে যে দোষ দ্বিবিধ—হীনত্ব ও অধিকত্ব এবং তদনুসারে হীনোপমা ও অধিকোপমা সাধারণতঃ গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীজয়দেব বসু

অধিক$_{৩}$ — [ন্যায়দ°] যে বাক্যে হেতু বা উদাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বলা হয়, তাহা 'অধিক' অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান।

'হেতূদাহরণাধিকমধিকম্'—ন্যায়দ° ১৩. ৫১৭।

একের দ্বারাই কৃতত্ব-(নিষ্পন্নত্ব) বশতঃ অন্যতরের অর্থাৎ দ্বিতীয় অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্যের আনর্থক্য। ইহা অধিক নামক নিগ্রহস্থান।

এই সূত্র দ্বারা 'অধিক' নামক দ্বাদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদী পঞ্চাবয়বের' প্রয়োগ করিতে একের অধিক হেতুবাক্য অথবা একের অধিক উদাহরণ-বাক্য বলিলে সেই পঞ্চাবয়ব 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান হয়। একের দ্বারাই কর্তব্য কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হওয়ায় অপর হেতু বা উদাহরণ-বাক্য অনর্থক। অর্থাৎ যে কর্মের ক্রিয়া পূর্বেই নিষ্পাদিত হইয়াছে তাহাতে আবার অপর সাধন বলিলে, উহা সেখানে সাধনই না হওয়ায় উহা অনর্থক হয়। কিন্তু যে স্থলে পূর্বে বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করেন, সেই 'নিয়মকথা'তেই এই নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ এইরূপ স্থলেই সেই বাদী বা প্রতিবাদী একের অধিক হেতু বা উদাহরণ-বাক্য বলিলে নিগৃহীত হইবেন। ভাষ্যকারও এখানে ঐ কথা বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ, বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সাধ্য-বিষয়ে তাহার কি কি সাধন আছে। সেই স্থলে সমস্ত সাধনই বাদীর বক্তব্য। কারণ, ঐরূপ স্থলে বাদী অন্যান্য সাধন না বলিলে তাঁহার নিগ্রহ হয়। সুতরাং সর্বত্রই একাধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্যের প্রয়োগ দোষ নহে। পরন্তু কোন কোন স্থলে উহা কর্তব্য। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, ধর্মকীর্তিও 'প্রপঞ্চকথায়ান্তু ন দোষঃ' এই বাক্যের দ্বারা এইরূপই বলিয়াছেন। বাদী ও প্রতিবাদী নানা হেতু ও নানা উদাহরণাদির দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পর পক্ষ খণ্ডন করিয়া যে বিচার করেন, তাহা 'প্রপঞ্চকথা' ও 'বিস্তর-কথা' নামেও কথিত হইয়াছে। উহাতে হেতু ও উদাহরণাদির আধিক্য দোষ নহে। কেহ কেহ উহাতে দ্বিতীয় হেতু ও উদাহরণাদি ব্যর্থ বলিয়া, উহা দোষ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সর্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা দোষ হইতে পারে না। সুতরাং 'অধিক' নামক কোন নিগ্রহস্থান নাই। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু বাক্যদ্বয় অথবা উদাহরণবাক্যদ্বয়ই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইহা স্বীকার করিলেও একের দ্বারা যখন তাহা জ্ঞাপিত হয়, তখন অন্যের উল্লেখ ব্যর্থ। সুতরাং উহা অবশ্যই নিগ্রহস্থান। তাৎপর্য এই যে, যিনি অজিজ্ঞাসিত জ্ঞাত অর্থেরই পুনর্জ্ঞাপন করেন, তিনি অবশ্যই অপরাধী। তবে প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের জিজ্ঞাসাস্থলে বাদী অপর হেতু-বাক্য বা অপর উদাহরণবাক্য প্রয়োগ করিলে সেখানে তজ্জন্য তাঁহার নিগ্রহ হইবে না। তাই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপ নিয়ম স্বীকারস্থলেই 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান হয়। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু বা উদাহরণ অধিক বলা হইবে না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়া, পরে ঐ স্বীকৃত নিয়মের পরিত্যাগ করিলে তৎপ্রযুক্তও বাদী বা প্রতিবাদী নিগ্রহার্হ হইবেন। বস্তুতঃ বাদী বা প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে যদি সেই বাক্যের মধ্যেই একাধিক হেতু বা একাধিক উদাহরণ বাক্য বলেন, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলেই সেই বাক্য 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহর্ষির এই সূত্র দ্বারা বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকরও ঐ ভাবেই সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের সূক্ষ্ম বিচারানুসারে 'তার্কিকরক্ষাকার' বরদরাজ প্রভৃতি দূষণাদির আধিক্য স্থলেও 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্যের আধিক্যস্থলে পরবর্তী সূত্রোক্ত পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থানই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমনবাক্য একের অধিক বলিলে সেই অধিক বচন পুনরুক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় সেখানে পুনরুক্তই নিগ্রহস্থান বলা যায়। কিন্তু হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য অধিক বলিলে তাহা পুনরুক্ত লক্ষণাক্রান্ত না হওয়ায় উহা 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার্য। যেমন 'ধূমাৎ' বলিয়া আবার 'আলোকাৎ' বলিলে অথবা 'যথা মহানসং' বলিয়া আবার 'যথা চত্বরং' বলিলে উহা শব্দ পুনরুক্তও হয় না, অর্থ পুনরুক্তও হয় না। সুতরাং উহা পুনরুক্ত হইতে ভিন্ন

নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্য। কিন্তু 'যথা মহানসং' বলিয়া পরে 'মহানসবৎ' এই বাক্য বলিলে উহা পুনরুক্তের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় 'পুনরুক্ত' বলিয়াই স্বীকার্য। এইরূপ উপনয়-বাক্য অধিক বলিলেও 'অধিক' নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে। বরদরাজ উহাকেও 'হেত্বধিক' বলিয়াই এই নিগ্রহস্থান মধ্যে গ্রহণ করিয়া-ছেন। উদয়নাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে বরদরাজ এই 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে বাক্য অন্বিত অর্থাৎ অপর বাক্যের সহিত সম্বদ্ধার্থ এবং প্রকৃতোপযোগী এবং অপুনরুক্ত, এমন কৃতকর্তব্য বাক্যের উক্তিই 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের কর্তব্য বা ফলসিদ্ধি পূর্বেই অন্য বাক্যের দ্বারা কৃত অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই বাক্যকে 'কৃতকর্তব্য' ও 'কৃতকার্যকর' বাক্য বলে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলে। সুতরাং পূর্ববাক্যের দ্বারা অনুবাদ-বাক্যের ফলসিদ্ধি না হওয়ায় উহা 'কৃতকর্তব্য' বাক্য নহে। কৃতকর্তব্য বাক্যের প্রয়োগ করিলেও যদি ঐ বাক্য সম্বদ্ধার্থ না হয়, তাহা হইলে উহা পূর্বোক্ত 'অপার্থক' হয় এবং ঐ বাক্য প্রকৃতোপযোগী না হইলে উহা পূর্বোক্ত 'অর্থান্তর' হয় এবং অপুনরুক্ত না হইলে পূর্বোক্ত 'পুনরুক্ত' নামক নিগ্রহস্থান হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত 'অপার্থক' প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদের জন্য পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্তব্য। বরদরাজ ঐরূপ 'অনুবাদ' বাক্যের অধিক উক্তিও 'অধিক' নামক নিগ্রহ-স্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণের উক্তিকেও 'অধিক' নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যেমন 'নীলধূমাৎ' এইরূপ হেতুবাক্য-প্রয়োগ করিলে সেখানে ধূমে নীলরূপ ব্যর্থ বিশেষণের উক্তি। রঘুনাথ শিরোমণির মতে নীলধূমত্বরূপে নীলধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি আছে। উহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ নহে।*

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অধিকক্কা — প্রাচীন ভারতের অন্যতম তীর্থঘাটবি°।—মজ্ঝিম-নি° ১. ৩৯॥ MDPP॥

অধিকপদত্ব, অধিকপদতা—বাক্য-দোষবি°। যে সকল দোষ পদসমূহে অর্থাৎ বাক্যে উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে বাক্যদোষ বলে। এই বাক্যদোষ ত্রয়োদশবিধ। যথা—প্রতিকূলবর্ণতা, অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, কথিতপদতা, পতৎপ্রকর্ষতা, সন্ধিকষ্টতা, অর্ধান্তরৈকপদতা, সমাপ্তপুনরাত্ততা, অক্রমতা, বাচ্যানভিধানতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, গর্ভিততা ও দূরান্বয়।

অর্থের বৈচিত্র্য স্থলে কথনও কথনও অধিকপদত্ব-দোষ গুণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা,—

'হৃদয়ে উদয় অতি নব পয়োধর।
বোধ হয় রসসৃষ্টি হইবে সত্বর॥'

—রসতরঙ্গিণী।

এখানে অর্থের বৈচিত্র্য হইল বলিয়া 'হৃদয়ে' এই শব্দটী অধিক হইয়াও অধিক-পদত্ব-দোষে দূষিত হইল না।

অধিকতিথি — চান্দ্রমাস অনুসারে লৌকিক ব্যবহারে কাল-গণনা করিলে যে ভাবে তারিখ-নির্দেশ করিতে হয়, তাহাতে এক বিশেষত্ব রহিয়াছে। সূর্যোদয়কালে যে তিথি থাকিবে, সেই তিথি সংখ্যা-অনুযায়ী সেই দিনের তারিখ-সংখ্যা হইবে। যদি কোন দিন ত্র্যহস্পর্শ হইয়া একদিনে দুই তিথির অন্ত ঘটিয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মধ্যের তারিখটী লোপ পাইবে এবং পরদিবস সূর্যোদয়কালে যে তিথি থাকিবে তদনুসারে পরবর্তী দিবসের নামকরণ হইবে। তিথিমান যখন দীর্ঘ হইতে থাকে তখন এক তিথি যদি দুই দিবস সূর্যো-দয়কাল প্রাপ্ত হয়, তবে দুই দিবসই তখন এক তারিখ দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। ইহাকে অধিক-তিথি বলা হয়।

অধিকমাস—সূর্যের এক এক রাশিভোগ-কালকে এক এক সৌর-মাস কহে। সৌরমাস মধ্যে যে অমান্ত ঘটে, তাহার পরদিবস প্রতিপদ হইতে যে চান্দ্রমাসের আরম্ভ তাহার নাম উক্ত সৌরমাসের নাম অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন, ৫ই শ্রাবণ অমাবস্যা হইলে, ৬ই শ্রাবণ মাস আরম্ভ। ইহাকে মুখ্য চান্দ্রমাস কহে। হিন্দুদের ধর্মকৃত্য ও পিতৃকৃত্যাদি সমস্তই মুখ্য চান্দ্রমাসে করিতে হয়। যদি একই সৌর মাসের মধ্যে দুইটী অমান্ত ঘটে, তখন উক্ত নিয়মানুসারে দুই চান্দ্রমাসেরই এক নাম হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী মাসকে মলচান্দ্র বলে এবং পরবর্তী মাস শুদ্ধ চান্দ্র। দিন তারিখ গণনার পূর্ববর্তী মাসকে অধিক মাস বলে, যথা শ্রাবণ অধিক। কখন কখন ইহাও হইয়া থাকে যে, এক সৌর মাসে কোন অমান্তই ঘটিল না। সে ক্ষেত্রে একটী চান্দ্র-মাস লোপ পায়, ইহাকে ক্ষয়মাস বলে। ক্ষয়-মাসের অল্পপূর্বে ও পরে দুইটী মলমাস ঘটিতে দেখা যায়। ~নির্ণয়—ধর্মগ্রন্থ-বি°।—Pheb. 10 Cat. Cat. ~প্রকরণ—ধর্মগ্রন্থ-বি°।—Rice. 132 ~ফল—ধর্মগ্রন্থ-বি°।—Report iv. Cat. Cat.

অধিকরণ, — (ব্যাকরণশা°) পাণিনি অধিকরণের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'আধারোঽধি-করণম্'—পা° ১. ৪. ৪৫। কর্তা কর্মের ক্রিয়ার যে আধার তাহা অধিকরণ নামে অভিহিত। যেমন 'কটে আস্তে' — তিনি মাদুরে উপবিষ্ট আছেন। 'কটে শেতে'—তিনি মাদুরে শয়ন করিয়া আছেন। 'স্থাল্যাং পচতি'—তিনি স্থালী-তে রন্ধন করিতেছেন। অধিকরণে ৭মী বিভক্তি হইয়া থাকে। আধার ত্রিবিধ—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক। কোন অবয়বে সংযোগ থাকিলে তাহার নাম হয় ঔপশ্লেষিক আধার—যথা, 'কটে আস্তে'; এখানে মাদুরের সহিত সংযোগ আছে বলিয়া ঔপশ্লেষিক আধার হইল। যাহাতে কোন বিষয়ের বোধ হয় তাহার নাম বৈষয়িক; যথা,—'মোক্ষে ইচ্ছস্তি'; এখানে 'মোক্ষ' ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে। যেখানে আধারে আধেয় বস্তু

* 'নীলধূমত্বাদের্বারনীয়ত্বে তু'—রঘুনাথ শিরোমণিকৃত বিশেষব্যাপ্তিদীধিতি। 'বারণীয়ত্বেতি'তি স্বস্তুতঃ স্বমতে নীলধূমত্বমপি ব্যাপ্তিরেব। তাদ্রূপ্যেণ হেতুপ্রয়োগে তু 'অধিকে' নৈব নিগ্রহস্থানেন পুরুষো নিগৃহ্যতে ইতি ভাবঃ।—জগদীশী টীকা।

সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম অভিব্যাপক। বোপদেব আধার চারিপ্রকার বলিয়াছেন। ঔপশ্লেষিক আধারকে তিনি আশ্লেষ বলিয়াছেন, বৈষয়িককে বিষয় এবং অভিব্যাপককে ব্যাপ্তি বলিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত চতুর্থ আধার সামীপ্য। যথা, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ; এখানে গঙ্গাতে না বুঝিয়া লক্ষণাদ্বারা গঙ্গার সমীপে বুঝিতে হইবে। ~কৌমুদী—১ দেবনাথ ঠক্কুর-রচিত মীমাংসাগ্রন্থবি°। ইনি সোমভট্টের মতানুবর্তী। এই গ্রন্থে রত্নাকর, কল্পতরু, শ্রীদত্ত, হরিনাথ ও বাচস্পতির বচন উদ্ধৃত আছে।—L, 1883, Oudh viii. 22. Cat. Cat. ২ রামাচার্য-রচিত মীমাংসাগ্রন্থবি°।—L, vi. 34. Cat. Cat. ৩ রামকৃষ্ণ-প্রণীত মীমাংসাগ্রন্থবি°।—IOC, 2209. ~চন্দ্রিকা—১ মীমাংসাগ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—আপদেব।—Oudh, xvii. 66. ২ রুদ্র ভট্টাচার্য প্রণীত জৈমিনি-সূত্রের সংক্ষিপ্তসার।—L, 1911. Cat. Cat. ~চিন্তামণি—১ বেদান্ত নয়নাচার্য-প্রণীত মীমাংসাগ্রন্থ।—Mysore, vi. ২ নৈন্যারাচার্য-প্রণীত অধিকরণসারবলীর টীকাগ্রন্থ।—Opp, 165. 1196. ~চুলুক—ভক্তি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°।—Oudh x. 20. ~ন্যায়মালা—১ ভারতীতীর্থ মুনিকৃত বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। নামান্তর—বেদান্তাধিকরণমালা, বৈয়াষকী ন্যায়মালা, শারীরকাধিকরণ ন্যায়মালা।—B. 4, 38. 96; K. 114. এই গ্রন্থখানি ১৮৫২ খ্রী° (আশ্বিন ১৭৭৪ সংবৎ) তত্ত্ববোধিনী-সভার যন্ত্রালয়ে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-কর্তৃক সংস্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ২ অপ্পয় দীক্ষিত প্রণীত মীমাংসাগ্রন্থবি°।—Mack. 143. ~মালা—১ গোবিন্দ-প্রণীত মীমাংসাগ্রন্থ।—L, 208 ২ বেঙ্কট-পুত্র রামচন্দ্র-রচিত মীমাংসাগ্রন্থ।—Burnell, 86. Cat. Cat. ৩ দেবরামভট্ট-রচিত মীমাংসগ্রন্থ।—Burnell, 86 a, Oudh 1877. 40. Cat. Cat. ~যুক্তিবিলাস—বেদান্তগ্রন্থ।—Opp. ii. 5016. Cat. Cat. ~রত্নমালা—১ মাধবাচার্য-রচিত মীমাংসাগ্রন্থ।—নামান্তর—ন্যায়মালাবিস্তর। K. 108. ২ ভারতীতীর্থ মুনি-প্রণীত বেদান্তগ্রন্থ।—K. 114; Burnell 88a; Opp. 3943; IOC, 2257, 5926-26. ~লেখক—ব্যাপার-লিপিবদ্ধকারী সরকারী কর্মচারী official recorder.—রাজত° ৬. ৩৮। ~বাক্যার্থ—বেদান্তগ্রন্থবি°।—Rice, 132। ~শাস্ত্র—মীমাংসাগ্রন্থবি°।—Opp. 1382. ~সংগ্রহ—পদ্মনাভ-রচিত মীমাংসাগ্রন্থবি°।—IOC, 8005. ~সার—দেবনাথ প্রণীত মীমাংসাগ্রন্থবি°। ~সারাবলী—স্রগ্ধরাচ্ছন্দে লিখিত পদ্য গ্রন্থবি°। বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য ইহার রচয়িতা।—Mysore, 6. Opp. 166, 396. ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যানুযায়ী অধিকরণগুলির তাৎপর্য লিখিত আছে। ইহা কাশী হইতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীভাষ্যের সংস্করণে এই 'অধিকরণ সারাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে। দেশিকের পুত্র নয়নারাচার্য এই অধিকরণ-সারাবলীর উপর টীকা করিয়াছেন।

অধিকরণ$_2$—(দর্শনশা°) ক্লী°, অধিকরণ শব্দের অর্থ 'আশ্রয়'। যাহার উপর অবস্থান করা যায়, তাহা আশ্রয় বা অধিকরণ। বেদান্ত, ন্যায় ও মীমাংসা-গ্রন্থে অধিকরণ বলিলে 'ন্যায়' বুঝায়। মাধবাচার্য তাই বলিয়াছেন—'জৈমিনিপ্রোক্তানি ধর্ম-নিয়ামকান্যধিকরণানি ন্যায়ঃ।' ইহা হইতে দেখা যায় যে এক একটী অধিকরণে এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী বিচারযোগ্য বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে। সুতরাং একার্থ-প্রতিপাদক এক বা একাধিক সূত্রের তাৎপর্য-সংকলনের নাম হইয়াছে অধিকরণ। এক একটী অধিকরণে পাঁচটী করিয়া অবয়ব থাকে। সেই অবয়ব পাঁচটীর নাম—১ বিষয়, ২ সন্দেহ, ৩ সঙ্গতি, ৪ পূর্বপক্ষ এবং ৫ সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে বিষয় হইতেছে বিচারযোগ্য বাক্য। সন্দেহ—সংশয়। সঙ্গতি—সম্বন্ধ। পূর্বপক্ষ অসম্ভাবনা প্রতিপাদন করে। আরোপিত দোষ-নিরাকরণপূর্বক যথাভূত অর্থনির্ণয়ই সিদ্ধান্ত। এই পঞ্চাবয়বের মধ্যে সঙ্গতি আবার ষড়্বিধ। যথা,—

'সপ্রসঙ্গ উপোদ্‌ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্বাহকৈককার্যত্বে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥'

অর্থাৎ প্রসঙ্গ-সঙ্গতি, উপোদ্‌ঘাত-সঙ্গতি, হেতুতা-সঙ্গতি, অবসর-সঙ্গতি, নির্বাহকত্ব-সঙ্গতি এবং এককার্যত্ব-সঙ্গতি।

উল্লিখিত সঙ্গতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত — শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতি। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, অধ্যায়ের বিষয় এবং পাদের ব্যুৎপাদ্য বস্তু অবগত হইয়া বিবেচনা করিলে অনায়াসে এই তিন প্রকার সঙ্গতিই জানিতে পারা যাইবে।

বেদান্ত-শাস্ত্রের চারিটী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিসকলের বিরোধ-ভঞ্জনপূর্বক পরব্রহ্মে অন্বয়-সাধন থাকায় প্রথমাধ্যায় 'সমন্বয়াধ্যায়' নামে অভিহিত। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত শ্রুতিসকলের বিরোধ-সমাধান করে বলিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের নাম 'অবিরোধাধ্যায়'। তৃতীয়াধ্যায়ে মুক্তি-সাধন বৈরাগ্যাদি বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম 'সাধনাধ্যায়'। আর চতুর্থাধ্যায়ে মুক্তি-ফলের বিচার বিদ্যমান থাকায় ইহাকে 'ফলাধ্যায়' বলে। পূর্বোক্ত চারিটী অধ্যায়ের প্রত্যেকটীতে আবার চারিটী করিয়া পাদ আছে। তন্মধ্যে—

প্রথম, সমন্বয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে সুস্পষ্ট ব্রহ্মবোধক শ্রুতি বাক্যসকলের অন্বয় এবং দ্বিতীয় পাদে উপাস্য ব্রহ্মবাচক অস্পষ্ট শ্রুতিবাক্যসমূহের অন্বয় নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক অস্পষ্ট শ্রুতিসকলের অন্বয় এবং চতুর্থপাদে অব্যক্তাদি মাত্র সন্দিগ্ধ পদসমূহের সমন্বয় নির্ণীত হইয়াছে।

দ্বিতীয়, অবিরোধাধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য, যোগ ও কাণাদ প্রভৃতি বাদীদিগের স্মৃতি ও তর্কের সহিত বেদান্ত-সমন্বয়ের বিরোধ-পরিহার, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্য প্রভৃতি বাদী-দিগের মতের দোষ-কথন; তৃতীয় পাদে মহা-

ভূতপ্রতিপাদক বা জীবপ্রতিপাদক শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধভঞ্জন, চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর-নির্ণায়ক শ্রুতিসমুদয়ের পরস্পর বিরোধ-পরিহার বর্ণিত আছে।

তৃতীয়, সাধনাধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক-গমনাগমনের বিষয় বিবেচনাপূর্বক বৈরাগ্য-নির্ণয় এবং দ্বিতীয় পাদে বিচারপূর্বক যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা 'তৎ' এবং 'ত্বম্' এই উভয় পাদের শোধন; তৃতীয় পাদে সগুণ-বিদ্যাতে গুণের উপসংহার ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে অপুনরুক্ত পদের পর্যবসান এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন আশ্রম-যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গসাধন শ্রবণমননাদি নিরূপিত আছে।

চতুর্থ, ফলাধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রবণাদি সাধন—অনুষ্ঠান সহকারে উপাসনা দ্বারা সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবগতিপূর্বক জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তি-কথন ও দ্বিতীয় পাদে বিশেষ বিশেষ মুমূর্ষুগণের প্রাণবিয়োগের উত্তরকালে বিশেষ বিশেষ গতিনিরূপণ; তৃতীয় পাদে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের উত্তরমার্গে গতিনির্ণয় এবং চতুর্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের নির্বাণ, মুক্তি ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের লোকান্তর-গমন বিবৃত আছে। এই প্রকারে সমুদয় বেদান্তগ্রন্থের তাৎপর্য সংক্ষেপে বিবৃত হইয়া থাকে।

প্রতি অধিকরণে পূর্বোক্ত শাস্ত্র, অধ্যায় এবং পাদ এই তিনের তাৎপর্য অবগত হইয়া বিষয় বিবেচনা সহকারে সঙ্গতি-নির্ণয় করিয়া যদি পূর্বাপর আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আক্ষেপ, দৃষ্টান্ত, প্রত্যুদাহরণ এবং প্রাসঙ্গিক প্রভৃতি অবান্তর সঙ্গতিসকল স্থির করিতে পারা যাইবে।

পূর্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের যুক্তি এবং উত্তরাধিকরণের পূর্বপক্ষের যুক্তিসকল যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে আক্ষেপ প্রভৃতি অবান্তর সঙ্গতিসকল যোজনা করা সহজসাধ্য হইবে।

ভারতী-তীর্থ চতুর্দশ শতকে ন্যায়মালা গ্রন্থরচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রথমেই আমাদের প্রদত্ত অধিকরণ-সম্বন্ধে এই বিবরণগুলি দিয়াছেন। বেদান্ত-মীমাংসাদর্শনে যে শ্রুতি-সঙ্গতি, শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতির কথা বলা হইয়াছে, সঙ্গতি-সম্পর্কে তদতিরিক্ত আর একটী সঙ্গতি আছে তাহার নাম 'অবান্তর-সঙ্গতি'। অবান্তর-সঙ্গতি হইলে কোন সূত্রার্থ বা অধিকরণার্থ, পূর্ব সূত্রার্থ ও অধিকরণার্থের সহিত অসম্বদ্ধ থাকিতে পারে না। ন্যায়মালাকার এই অসম্বদ্ধভাবের অর্থ-নিরূপণ করিবার জন্য অবান্তর-সঙ্গতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; ইহাদের নাম, আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি এবং প্রসঙ্গ-সঙ্গতি। ন্যায় ও মীমাংসা গ্রন্থে আরও কয়েকটী সঙ্গতির উল্লেখ দেখা যায়। অতিদেশ-সঙ্গতি, অপবাদ-সঙ্গতি, উপোদ্‌ঘাত-সঙ্গতি, অবসর-সঙ্গতি ইত্যাদি। সকল সঙ্গতি অনুসারে সকলে ব্যাখ্যা করেন নাই; ফলে নানারূপ অধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত সঙ্গতির সাহায্যে টীকা ও ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কাহার টীকা ও ভাষ্য সঙ্গত তাহা সহজে স্থির করিতে পারা যায়।

অধিকরণ প্রণয়নের একটী সাধারণ নিয়ম আছে। যদি সূত্র-মধ্যে প্রথমান্ত পদ থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে।

ইতি চেৎ প্রভৃতি পদ সূত্রে থাকিলে বুঝিতে হইবে তাহা পূর্ব পক্ষের উক্তি; কিন্তু ন বা তু শব্দ থাকিলে তাহা সিদ্ধান্ত পক্ষের উক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি পূর্ব সূত্র হইতে কোন পদের অনুবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে পর সূত্রে তাহার উল্লেখ থাকে না। এইরূপ অধিকরণ-প্রণয়ন-সম্বন্ধে বহু নিয়ম প্রবর্তিত আছে, কিন্তু সকলে সকল নিয়ম না জানায় ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বেদান্তের বিষয়বস্তুকে নিজ নিজ মতানুসারে বিভিন্ন অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বেদান্তদর্শনে ৫৫৫ সূত্রের বিষয়বস্তুকে ১৯১টী অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু রামানুজ বেদান্তদর্শনের সূত্র-সংখ্যা কমাইয়া ৫৪৫ করিয়াছেন এবং এই দর্শনের বিষয়বস্তু ১৭২ অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার মধ্বাচার্য সূত্রসংখ্যা বাড়াইয়া ৫৬৪ করিয়াছেন এবং বেদান্ত-দর্শনের বিষয়বস্তু ২২৩ অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। বেদান্ত-ব্যাখ্যাতৃগণের সংখ্যা বড় কম নয়। তালিকা করিলে দেখা যাইবে যে ইঁহাদের বেদান্তের বিষয়বস্তুর অধিকরণ নানা সংখ্যায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদান্তদর্শন আলোচনায় ইহাদের বিশেষ বিবরণ দ্র°।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

অধিকরণ৩— [বৈদ্যক°] ক্লী° স্থান বা আশ্রয়, যেখানে ক্রিয়া করা যায়। 'যত্র কুর্বন্তি তদধিকরণম্।'—সুশ্রু° সূ° ৪১. ৮। 'যমর্থমধিকৃত্যোচ্যতে যথা রসং দোষং বা।' —সুশ্রু° উ° ৬৫. ৫। যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চলা যায়, তাহাই অধিকরণ; যেমন রস বা দোষ। অর্থাৎ রসবিষয়ে বলিতে হইলে বক্তব্যের অধিকরণ রস ইত্যাদি।

চিকিৎসিতব্য পুরুষই আয়ুর্বেদের অধিকরণ। 'স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্।'—চরক° সূ° ১. ২০।

অধিকরণ৪ — বৌদ্ধ সাহিত্যে অধিকরণ শব্দটী হেতু, কারণ, প্রসঙ্গ, বিবাদ-বস্তু, বিচার্য বিষয় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিনয়-পরিভাষায় অধিকরণ অর্থে বিবাদ-বস্তু বা বিচার্য বিষয়। সুত্ত এবং বিনয় উভয় পিটকে চতুর্বিধ অধিকরণের উল্লেখ আছে, যথা, বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ, আপত্ত্যধিকরণ ও কৃত্যাধিকরণ (ম° নি° সামগাম-সুত্ত, বিনয় চুল্লবগ্‌গ, ৪র্থ খন্ধক)। সামগাম-সুত্তে বর্ণিত আছে—পাবা নামক স্থানে জৈন ধর্মের প্রবর্তক নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র শ্রমণ মহাবীরের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যগণ দুই বিরুদ্ধ দলে বিভক্ত হইয়া কলহ-বিবাদ-নিরত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ ও জর্জরিত করিয়া বিচরণ করিতে থাকেন; 'তুমি

এই ধর্ম-বিনয় জান না, আমি জানি। কেমন করিয়া তুমি এই ধর্ম-বিনয় জানিবে? তুমি মিথ্যা-প্রতিপন্ন হইয়াছ, আমি সত্য-প্রতিপন্ন হইয়াছি। আমার উক্তি সমীচীন, তোমার উক্তি অসমীচীন। তুমি পূর্বের উক্তি পরে করিয়াছ, পরের উক্তি পূর্বে করিয়াছ। তুমি চিরকাল ধরিয়া যাহা আয়ত্ত করিয়াছ তাহা আমার সহিত আলাপে নিরস্ত! আমি তোমার উপর দোষারোপ করিতে পারিয়াছি। তুমি নিগৃহীত হইলে। বাদখণ্ডনের জন্য তুমি উপযুক্ত আচার্য খুঁজিয়া বেড়াও। ক্ষমতা থাকে তো, যুক্তির বেষ্টনী খুলিয়া দাও।' তাঁহারা যেন পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবে। এই ব্যাপার দেখিয়া জ্ঞাতৃপুত্রের গৃহী শ্রাবকগণ উৎকণ্ঠিত হইলেন, বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। জ্ঞাতৃপুত্রের শিষ্যগণের এই দুর্দশার কথা জানিয়া শ্রমণ গৌতম তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নিজ শিষ্যগণের মধ্যেও একই অবস্থা ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া পূর্ব হইতে তাহা বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিয়া বিবাদের মূলীভূত কারণ, অধিকরণ এবং অধিকরণশমথ বিষয়ে স্থবির আনন্দের নিকট স্বীয় মত বিবৃত করিলেন।

এই প্রসঙ্গেই তিনি কহিলেন, 'আনন্দ, এই চতুর্বিধ অধিকরণ, যথা বিবাদাধিকরণ, অনুবাদাধিকরণ, আপত্ত্যধিকরণ ও কৃত্যাধিকরণ।' বিনয় চুল্লবগ্গের ৪র্থ খণ্ডে এই চারি অধিকরণ নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদ অর্থে পরস্পর মতভেদ। এই মতভেদ হইতে যে বিবাদ-বস্তু বা বিচার্য বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই বিবাধিকরণ। মতভেদের নমুনা: 'ইহা ধর্ম অথবা ইহা অধর্ম। ইহা বিনয় অথবা ইহা অ-বিনয়। ইহা তথাগত-ভাষিত অথবা ইহা তথাগত-ভাষিত নহে। ইহা তথাগত-আচরিত অথবা তথাগত-আচরিত নহে। ইহা তথা-প্রবেদিত অথবা ইহা তথাগত-প্রবেদিত নহে। ইহা আপত্তি অথবা ইহা অনাপত্তি। ইহা লঘু আপত্তি অথবা ইহা গুরু আপত্তি। ইহার শেষ নিষ্পত্তি আছে অথবা ইহার শেষ নিষ্পত্তি নাই।

অনুবাদ অর্থে জনসমাজে অপবাদ প্রদান, নিন্দা ঘোষণা, নিন্দা প্রচার। তাহা হইতে যে বিবাদ-বস্তু বা বিচার্য বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই অনুবাদাধিকরণ। ভিক্ষু শীলভ্রষ্ট হইয়াছেন, আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, অশাস্ত্রীয় ধর্মমত পোষণ করিতেছেন, অসঙ্গত জীবিকা অবলম্বনে অপরাধী হইয়াছেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া, পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া, উহার আলোচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়া অপর ভিক্ষুগণ কোন এক ভিক্ষুকে অপবাদ প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দা প্রচার করিতে পারেন।

আপত্তি অর্থে কৃত অপরাধ। তাহা হইতে যে বিবাদ-বস্তু বা বিচার্য বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই আপত্ত্যধিকরণ। বৌদ্ধসঙ্ঘে শাস্তির যোগ্য অপরাধগুলি প্রাতিমোক্ষে এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা: পারাজিক সঙ্ঘাদিশেষ বা সঙ্ঘাবশেষ, প্রায়শ্চিত্তিক, প্রতিদেশনীয় ও দুক্কট (দুষ্কৃত)। অন্যত্র উল্লিখিত দ্বিবিধ অপরাধ—থুল্লচ্চয় (গুরুতর-ত্রুটি) এবং দুর্ভাষিত।

কৃত্য অর্থে সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিগণের করণীয় কার্য, যেমন অবলোকন কর্ম (সীমা-স্থিত সঙ্ঘের শোধন, ছন্দার্হগণের ছন্দ-আহরণ, সমবেত সমগ্র সঙ্ঘের যথারীতি অনুমতি গ্রহণ), জ্ঞপ্তি-কর্ম (বিহিত বাক্যে প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ), জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়-কর্ম জ্ঞপ্তি-চতুর্থ-কর্ম। এই জাতীয় করণীয় কার্য বা কর্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে যে বিবাদ-বস্তু বা বিচার্য বিষয় উৎপন্ন হয় তাহাই কৃত্যাধিকরণ।

ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া

অধিকরণতা — স্ত্রী°, অধিকরণের ধর্ম বা লক্ষণ; কোন স্থানে কোন বস্তু থাকিলে ঐ স্থানকে উহার অধিকরণ বলা হয়। অধিকরণতা আধেয় বস্তু-নিরূপিত অধিকরণের ধর্মবিশেষ। পর্বতে বহ্নি থাকে, পর্বত বহ্নির অধিকরণ, বহ্নি পর্বতের আধেয়, বহ্নি-নিরূপিত পর্বতের ধর্মবিশেষই ঐ স্থলে অধিকরণতা।

অধিকরণবগ্গ — অঙ্গুত্তর-নিকায়ের 'দুক-নিপাতের' দ্বিতীয় অধ্যায়। আত্মপরীক্ষা, স্বর্গ ও নরক-ভোগ-সম্বন্ধে অধিকরণবগ্গ-সুত্তে নানা আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ১. ৫২-৮।—॥ MDPP ॥

অধিকরণ-শমথ — তদ্দ্বারা, তদুপায়ে তৎ তৎ উৎপন্ন উৎপন্ন অধিকরণের (বিবাদ-বস্তুর, বিচার্য বিষয়ের) শান্তি হয়, উপশম হয় অর্থে অধিকরণ-শমথ। সোজা কথায়, বিচার-বিধি, বিবাদ নিষ্পত্তির, বিবাদ মীমাংসার, বিবাদ-প্রশমনের বিহিত প্রণালী। অধিকরণ-শমথের পক্ষে বৌদ্ধগ্রন্থে সপ্তবিধ প্রণালীর ব্যবস্থা আছে: সম্মুখ-বিনয়, স্মৃতি-বিনয়, অমূঢ়-বিনয়, প্রতিজ্ঞাত-করণ (মহা-ব্যুৎপত্তির পরিভাষায়, প্রতিজ্ঞা-কারক), যদ্ভূয়সিকা, তস্যপাপীয়সিকা (সংস্কৃত প্রাতি-মোক্ষ সূত্রের পরিভাষায়, তৎস্বভাবৈষীয়), তৃণবস্তারক (মহাব্যুৎপত্তিতে গৃহীত পরি-ভাষায়, তৃণস্তারক)। স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের পালি পাতিমোক্খের এবং সর্বাস্তিবাদ সম্প্র-দায়ের প্রাতিমোক্ষ-সূত্রের বিভাগত্রয়ের মধ্যে সপ্ত অধিকরণ-শমথ-ধর্ম অন্যতম। প্রথম বিভাগ—পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত দণ্ডনীয় আপত্তি বা কৃত অপরাধ, সংক্ষেপে, দণ্ডবিধি। দ্বিতীয় বিভাগ—শৈক্ষ ধর্ম, শিষ্টাচার-বিধি (the laws of etiquette)! তৃতীয় বিভাগ—অধিকরণ সমথ বা কার্যবিধি। (১) সম্মুখ-বিনয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, এস্থলে বিনয় অর্থে বিকল্পন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে, এতাদৃশ স্থলে বিনয় শব্দের অর্থ শাসন, অনু-শাসন, বিধি, বিধান, ব্যবস্থা (ভিক্ষু-প্রাতি-মোক্ষ, পৃ° ২৪৯)। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার সালিশী বিচার বা আপোষ মীমাংসা। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, কোন এক আবাসে উপস্থিত ভিক্ষুগণের সম্মুখে, বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্মবিনয়ের সম্মুখে এবং বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মুখে অধিকরণ-শমথ বা বিবাদ নিষ্পত্তির যে বিধান, উহারই নাম সম্মুখ বিনয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, সম্মুখ-বিনয়ের নিয়মানুসারে

স্থানীয় ভিক্ষুগণ একত্র হইয়া বিচার্য বিষয়ে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার নির্দেশে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের সম্মতিতে বিবাদ মীমাংসা করিবেন। বিনয় চুল্লবগ্গের চতুর্থ খণ্ডে সম্মুখ-বিনয়ের আরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। তদনুসারে যদি প্রথম আবাসের ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইয়া উপস্থিত বিবাদ-নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে আবাসে অধিকসংখ্যক ভিক্ষু বাস করেন তথায় গমন করিবেন। অন্য আবাসে যাইবার পথেও তাঁহারা আপোষে বিবাদ মিটাইয়া লইতে পারেন। বিবাদ না মিটিলে তাঁহারা অপর আবাসে গিয়া তথাকার ভিক্ষুদিগকে বিবাদের যাবতীয় কারণ জানাইয়া তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন। নিষ্পত্তির ভার-গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয় আবাসের ভিক্ষুগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। তারপর বিচারের সময় যদি কোলাহল সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সমবেত ভিক্ষুগণ বিবাদ-নিষ্পত্তির ভার একটী ছোট কমিটীর উপর অর্পণ করিতে পারেন। এইরূপ কমিটীর দ্বারা বিচারের পারিভাষিক নাম উদ্বাহিকা। যদি উদ্বাহিকার দ্বারা অধিকরণ শান্ত না হয় তাহা হইলে কমিটীর সদস্যগণ উপস্থিত সঙ্ঘের নিকট নিবেদন করিবেন যে, তাঁহারা বিবাদ-নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না এবং সঙ্ঘই যেন তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দেন। ঐ স্থলে যদ্ভুয়সিকা বিধান দ্বারা ঐ অধিকরণ শান্ত করা বিধেয়।

(২) স্মৃতি-বিনয়। যে সকল উন্নত-চরিত্র ভিক্ষুর পক্ষে সত্য-গোপন অথবা মিথ্যা-ভাষণ অসম্ভব, মিথ্যা অভিযোগ হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিবার জন্য এই বিচার-প্রণালীর ব্যবস্থা। যদি এইরূপ ভিক্ষুর বিরুদ্ধে কেহ গুরুতর আপত্তি বা অভিযোগ আনয়ন করে যাহা তাঁহার পক্ষে করা অসম্ভব, ঐ ক্ষেত্রে আবাসস্থ ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইয়া অভিযুক্ত ভিক্ষুকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি এই রূপ কোনও অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ আছে কিনা। যদি তিনি তাহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিচারকগণ অভিযোক্তা ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুগণকে অভিযুক্ত করিয়া এবং তাঁহার কিংবা তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য ঘটনা জানিয়া সমুচিত দণ্ড-বিধান করিবেন, এবং অভিযুক্ত নির্দোষ ভিক্ষুকে অব্যাহতি দিবেন।

(৩) অমূঢ় বিনয়। যদি কোনও ভিক্ষু মূঢ় অর্থাৎ উন্মত্ত অথবা তদ্বৎ অসহায় অবস্থায় গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলেন, এবং অমূঢ় অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘে ঐ কৃত অপরাধ সম্বন্ধে অভিযোগ আনীত হয়, সে ক্ষেত্রে অবলম্বিত বিচার-প্রণালীর নাম অমূঢ়-বিনয়। সে স্থলে সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘ অভিযুক্ত ভিক্ষুকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তিনি প্রকাশ করেন যে, মানসিক বিকার-অবস্থায় তিনি কথিত অপরাধ করিয়া থাকিতে পারেন, তবে তাঁহাকে বিচারকগণ ক্ষমা করিবেন।

(৪) প্রতিজ্ঞাতকরণ। যদি কোনও ভিক্ষু গুরুতর অপরাধ করিয়াও সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃত অপরাধ যথাযথ-ভাবে স্বয়ং প্রকাশ করেন, সে ক্ষেত্রে যে বিচার-প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তাহার নাম প্রতিজ্ঞাতকরণ (Trial of Confession)। ঐ স্থলে তাঁহাকে অপর কোনও শাস্তি না দিয়া কেবল ভবিষ্যতের জন্য সাবধান (warn) করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(৫) যদ্ভুয়সিকা। ভোট-গ্রহণ দ্বারা বিচার-প্রণালীর ব্যবস্থার নাম যদ্ভুয়সিকা। ইহা কতকাংশে আধুনিক জুরী-বিচারের মত। এ স্থলে শলাকা দ্বারা ভোট-গ্রহণ করা হইত। একজন শলাকা-গ্রাহক নিযুক্ত হইতেন। প্রত্যেক বিচারক ভিক্ষুর হস্তে দুই রকম শলাকা দেওয়া হইত, এবং শলাকা-গ্রাহক প্রকাশ্যে অথবা প্রত্যেকের নিকট কানে কানে কিংবা গোপনে জানাইতেন কোন্ শলাকা পক্ষে ও কোন্ শলাকা বিপক্ষে। যাঁহারা ভোট দিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অধর্মবাদী ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য হইয়াছে মনে করিলে শলাকা-গ্রাহক তাঁহাদের বিচার যথার্থ হয় নাই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

(৬) তস্যপাপীয়সিকা। অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত অপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করিলে, সে ক্ষেত্রে অবলম্বিত বিচার-প্রণালীর নাম তস্যপাপীয়সিকা। এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেরা করিয়া করিয়া সত্য-নির্ণয় করিবার বিধান ছিল।

(৭) তৃণবস্তারক। যে ক্ষেত্রে বিচার করিতে গেলে বিশেষ কোন ফল হইবে না, বরং অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা আছে, সেই স্থলে দুই পক্ষকে বাড়াবাড়ি করিতে না দিয়া অভিযোগকে ছাইচাপা দেওয়ার নাম তৃণ-বস্তারক। আশঙ্কিত অনর্থ—সঙ্ঘভেদের সম্ভাবনা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জনসমাজে সঙ্ঘের অকারণ দুর্নাম রটনা, ইত্যাদি।

এই সপ্ত অধিকরণ-শমথ ধর্ম প্রাতি-মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছিল ইহা মনে করিবার হেতু আছে। মজ্ঝিমনিকায়ে সামগাম সুত্তে সপ্ত অধি-করণ-শমথের যে বিবরণ প্রদত্ত আছে, তাহা বিনয় চুল্লবগ্গের ন্যায় পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে।

ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া

অধিকাম—১ অত্যন্ত ইচ্ছা। ২ [বহু°] বিণ, অধিক কামযুক্ত ॥ আপ্° ॥

অধিকার,—[অধি+কৃ+অ (ঘঞ্) - ভা°] ১ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান। 'স্ত্রীষু কঞ্চো-ধিকারঃ'—বিক্র° ৩. ১৫ ; 'য পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ'—শকু° ১. ৮৫ ; 'অর্থা-ধিকারঃ — হিতোপ° ৬১. ৭ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ২ কর্তব্যবিষয়, নিয়োগ। অবি-শ্রান্তোহয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ — শকু° ৫ ; 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'—মেঘ° পূ° ১ ॥ আপ° ॥

৩ শাসনকার্য, প্রজাপালন বিষয়; বিচার। 'স্বাধিকারৌ ভূমৌ বর্তিষ্যতে'—শকু° ৭. ১৯; 'নিক্ষেঽধিকারে'—রঘু° ১৮. ২৮ ॥ আপ্° ॥ ৪ পদ। 'হৃতাধিকারাং মলিনাম্' — যাজ্ঞ° ১. ৭০; 'ভ্রষ্টাধিকারঃ'—পঞ্চত° ৯. ১৯ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৫ স্বামিত্ব, প্রভুত্ব। 'বৎসেঽধিকারঃ স্থিতঃ' — মহাবীর চ° ৪. ৩৮ ॥ শব্দ° আপ্° বো-রো° ॥ ৬ কাম, তৃষ্ণা। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—গী° ২. ৪৭ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৭ স্থান (= অধিকরণ) ॥ আপ্° ॥ ৮ গণনা (গণনা প্রস্তাবে) 'সংসৎসু জাতে পুরুষাধিকারে'—কিরাত° ৩. ৫১ ॥ আপ্° ॥ ৯ অধিকৃত দেশ। 'অধিকারভূমিঃ'—শকু° ৭. ৭ ॥ ব-শব্দ° ॥ ১০ শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদিতে সম্বন্ধ।—মনু° ২. ১৬ ॥ শব্দ° আপ্° ॥ ১১ (ব্যাকরণশা°) বিনিয়োগ, অনুবৃত্তি।—পা° ১. ৩. ১১; ৩. ১. ৯১. ৯৫ ॥ ব-শব্দ° বো-রো° ॥ ~পর্যায়—প্রক্রিয়া ॥ অম° ॥ ~মালা—বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থবি°। ~বিধি—যে যেমন কার্য করে, সেই ফলানুরূপ বিধি ॥ আপ্° ॥ ~সংগ্রহ—ভক্তিগ্রন্থবি°। ইহা রামানুজ সম্প্রদায়ের। বরদাচার্য ইহার একখানি টীকা করেন। ~সম্প্রদায়-ব্যাখ্যা—বেদান্ত গ্রন্থবি°। ~স্রজ্—(মূ°-স্রক্) পদমাল্য garland of office. ~স্থ—[অধিকার + √স্থা + অ ক; স্ত্রী°-া] যে অধিকারে থাকে, অধিকারে অবস্থিত, পদস্থিত ॥ আপ্° ॥

অধিকার$_2$—ইংরেজিতে অধিকার শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন T. E. Holland তাঁহার Elements of Jurisprudence নামক (পৃ° ৮২) গ্রন্থে—'a right is one man's capacity of influencing the acts of another by means not of his own strength but of opinion or force of society.' অধিকার বলিলেই সেই সঙ্গে কর্তব্য এই ভাবটীও আসে। একের যাহা অধিকার অপরের তাহাই কর্তব্য। রামের জমির উপর দিয়া শ্যামের গমনাধিকার থাকিলে, শ্যামের কর্তব্য রামের গমনকার্যে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করা।

অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাটী সভ্যজগতে অন্যান্য নিয়ম ও ভাবধারার সহিত গড়িয়া উঠিয়াছে। আদিম জগতে অধিকার বলিয়া কাহারও কিছু ছিল না। কর্তব্য বলিয়াও কোন জ্ঞান তাহাদের মধ্যে জন্মায় নাই। তখন প্রত্যেকেই ইচ্ছামত সব কিছু করিতে অধিকারী ছিল; একে অপরের উপর জোর করিয়া যাহা ইচ্ছা করিয়া লইত, তাহাতে কোন সমাজ কাহাকেও দোষী করিত না। বন্য পশুর মধ্যে এই রীতি সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

তারপর মানুষ যখন ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিল, তখন হইতে তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিল যে, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ না হইলে প্রকৃত সমাজ স্থাপিত হয় না। তখন হইতেই একের প্রতি অপরের অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাগুলি মানুষের সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ অনুভূতি হইতে প্রসূত। ইহার মধ্যে যে গুলি স্থূল সেগুলি 'আইন' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; যেগুলি সূক্ষ্ম সেগুলি নীতির মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সামাজিক প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে 'অপরের দ্বারা নিহত না হওয়া', সেই হিসাবে প্রত্যেকেরই কর্তব্য অপরকে হত্যা না করা। এই স্থূল অংশটুকু সকল দেশের আইনই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যদি দেখা যায় চোখের সামনে একটু সাহায্যের অভাবে কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করা উপস্থিত ব্যক্তির কর্তব্য হইলেও কর্তব্যটুকু সূক্ষ্ম বলিয়া উহা আইনের মধ্যে গৃহীত হয় নাই, উহা বিবেকের উপরই অবস্থিতি করিতেছে, এই ভাবে অধিকার ও কর্তব্য দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ন্যায়সম্মত অধিকার ও ন্যায়সম্মত কর্তব্য এবং আইনসম্মত অধিকার ও আইনসম্মত কর্তব্য। ন্যায় পূর্ববর্তী, আইন পরবর্তী; মানুষের বিবেকবুদ্ধি হইতে ন্যায়ের উৎপত্তি; সেই বিবেকবুদ্ধি সর্ববাদিসম্মত হইলে দেশের শাসকগণ ঐ বিবেককে আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সকলের উপর প্রয়োগ করেন। ন্যায়সম্মত অধিকারকে বিধিবদ্ধ করিয়া দেশের অধিকাংশ আইনই গঠিত হইয়া থাকে।

অধিকার ও অধিকারের উৎপত্তি লইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু দার্শনিক এবং সমাজ ও রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের নানাবিধ মতবাদের মধ্যে আধুনিক পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে অতি প্রাচীনকালে অধিকার ও কর্তব্যের উৎপত্তি প্রবল কর্তৃক দুর্বলের উপর বলপ্রকাশের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যায়। Might is right বা শক্তিই অধিকার এই মর্মের প্রবাদ পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত আছে। হিন্দু স্মৃতিকারও নানাবিধ বিধি ও নিষেধাদির উল্লেখ করিয়া শেষ পর্যন্ত বলিলেন—

'ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজিয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজং যথা ॥'

অতি আধুনিক সভ্যদের মধ্যেও শক্তিশালীর অধিকার অশক্তের তুলনায় অনেক বেশী। শক্তির অপব্যবহার, অশক্তের আর্তনাদ, চিন্তাশীল পণ্ডিতের পক্ষপাতিত্বহীন গবেষণা ও সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তির ন্যায়সঙ্গত দাবী এই সবগুলির বহু শতাব্দীব্যাপী ধারাবাহিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অধিকার ও কর্তব্যের যথার্থ স্থান নিরূপিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে অধিকার দুই প্রকার, যথা বহুর উপর একের অধিকার (right in reun) এবং (২) একের উপর অপরের অধিকার (right in personam)। মানুষের অধিকাংশ সাধারণ অধিকার প্রথম শ্রেণীর যথা, আলোক, বাতাস, এবং উত্তাপ পাইবার অধিকার সকলেরই আছে, ইহাতে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না; দেশবাসীর রাজপথে গমনাধিকার ইহাও একের সকলের উপর অধিকার; শান্তভাবে জীবন-যাপন করিবার অধিকার ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকার

কতকগুলি বিশেষ কারণে ঘটিয়া থাকে বা দুই জনের ইচ্ছাকৃত যুক্তির দ্বারা সংগঠিত হয়। যথা, পিতাপুত্রের অধিকার, জন্মের জন্যই এই অধিকারের সৃষ্টি, বৈবাহিক অধিকার অর্থাৎ বিবাহরূপ যুক্তির দ্বারা যে অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে, ব্যবসাক্ষেত্রে যুক্তির দ্বারা সৃষ্ট অধিকার ইত্যাদি।

একের উপর অপরের অধিকার ও কর্তব্য লইয়াই সমাজ। যাবতীয়রূপ অধিকার আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। ইহা বিশেষ বিশেষ নিবন্ধের মধ্যে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। নিম্নে প্রদত্ত শিরোনামগুলির মধ্যে অধিকার দ্র°।

১ সাধারণ অধিকার (natural right) দ্র°। ২ জন্মগত অধিকার (birth right) দ্র°। ৩ সমষ্টিগত অধিকার (public right) দ্র°। ৪ ব্যক্তিগত অধিকার (private right) দ্র°। ৫ নাগরিক অধিকার (civic right) দ্র°। ৬ রাষ্ট্রীয় অধিকার (political right) দ্র°। ৭ প্রবেশাধিকার (right of entry) দ্র°। ৮ ভোগাধিকার (easement right) দ্র°। ৯ অভিযোগাধিকার (right of action) দ্র°। ১০ চুক্তিগত অধিকার (contractual right)—চুক্তি দ্র°। ১১ আইনসঙ্গত অধিকার (legal right) দ্র°। ১২ বিশেষ অধিকার (special right) যথা ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার (ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্র°), উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের অধিকার (উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ দ্র°), প্রজা ও জমীদার পত্তনীদার ইত্যাদির অধিকার (প্রজা জমীদার পত্তনীদার দ্র°)। ১৩ আকস্মিক অধিকার (contingent right) দ্র°। ১৪ স্বস্থীর অধিকার (vested right) দ্র°।

[Grotius : De Iure Belli et Pacis, Amsterdam, 1621 ; Hobbes ; Leviathan, Lond, 1651 ; Spinoza : Tractatus Theologie-Politicus, Amstardam, 1670, Eng. trans. R. Wallis, Lond. 1868. Locke : Two Treatises of Government, Lond. 1690 ; Rousseau : Du Contract Social, Amstardam, 1762 Eng. trans. J. Tozer, Lond. 1902 ; Fichte : Grundlage des Naturrechts, 2 parts, Jena, 1796-97. Eng. trans. A. E. Kroeger, Lond. 1889 ; Kant : Die Metaphysik der Sitten Konigsberg. 1797 ; Hegel : Grundlinien der Philosophie des Rechts, Berlin 1820 ; Eng. trans. S. W. Dyde, Lond. 1896 ; Bentham : Works II vols. Edited by J. Bowring, Edinburgh 1838-43 ; J. Lorimer : Institutes of Law, Edinburgh, 1880 ; F Pollock : Essays in Jurisprudence and Ethics, Lond 1882 ; T. H Green : Lectures on the Principles of Political Obligation, Lond. 1895 ; D. G Ritchie : Natural Rights, Lond. 1895 ; W. Wallace : Lectures and Essays on Natural Theology and Ethics, Oxford 1898 ; T. E. Holland : Elements of Jurispendence, Lond. 1900 ; J. N : Figgs From Gerson to Grotius, Cambridge 1907 ; B : Bosanquet, The Philosophical Theory of the State, Lond. 1910 ; T. J Lawrence : The Principles of International Law, Lond. 1910 ; C. D Burns : The Morality of Nations ; Lond. 1915 ; An Introduction to the Study of International Relations by various writers, Lond ; 1916 ; ERE. x. 770-77]

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিকার৩—[ব্যবহার-শা°] হিন্দুদিগের আইন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা প্রচলিত, কেবল বাঙলাদেশে যে স্থলে জীমূতবাহনের দায়ভাগের সহিত মিতাক্ষরার মতদ্বৈত, তথায় কেবল দায়ভাগ প্রচলিত (গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রীর 'হিন্দু-আইন' পৃ° ৪২, ১৯৩৬)। বাঙলাদেশ বলিতে বর্তমান বাঙলা-প্রদেশের ২৮টী জেলা, আসাম ও বিহারের কতকগুলি জেলা বুঝায় (সরকারের 'হিন্দু-আইন' পৃ° ৫৬, ১৯৩৬)।

হিন্দু পরিবারবর্গের অধিকার বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার ও জীমূতবাহনের দায়ভাগের মতে ও আদালত-কর্তৃক ধৃত মতে পার্থক্য আছে, মিতাক্ষরার মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল পুরুষ বংশধরগণ জন্মমাত্র অধিকার লাভ করে এবং তাহাদের সকলের অধিকার সমগ্র সম্পত্তিতে ; কোন অংশমত বা সম্পত্তি-বিশেষে নয়। তাহারা সপরিবারে ঐ সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ করিবার অধিকারী। 'পৈতৃক সম্পত্তি' বলিলে পিতার ওয়ারিশনসূত্রে প্রাপ্ত পিতামহের সম্পত্তি বুঝিতে হইবে, পিতার স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার জন্মে বটে, কিন্তু পিতা যদৃচ্ছা তাহা দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে অধিকারী। পিতার মৃত্যুতে পুত্রের সেই সম্পত্তি 'পৈতৃক' এবং তাহার পুত্রের জন্মমাত্র সেই সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে এবং সেই সম্পত্তি যদৃচ্ছা হস্তান্তর করিতে পারেন না। পুরুষ ওয়ারিশনের স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যা হিন্দু-আইন প্রণেতৃগণের মতে উক্ত পৈতৃক সম্পত্তিতে বসবাস, খোরপোষ ও অবিবাহিত কন্যার বিবাহের খরচাদি পাইবার অধিকারী।

মিতাক্ষরা - আইন প্রচলিত যৌথ পরিবারভুক্ত হিন্দুর মৃত্যুতে তাহার বিধবা স্ত্রী মৃতের কোন স্বত্বে অধিকারিণী হন না। কিন্তু দায়ভাগ মতে মৃতের ত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনকালে তাহার অংশের অধিকারিণী হন।

আদালতের বিচারে স্ত্রীর স্বামিত্যক্ত সম্পত্তিতে তৎপুত্রগণের বিভাগের সময় তাহার পুত্রগণের সহিত তুল্যাংশে অধিকার জন্মে, তৎপূর্বে সেই সম্পত্তিতে তাহার অধিকার থাকে না (প্রতাপমল বঃ ধনবতী, ৬৩ কলিকাতা; পৃ° ৬৯১)। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রী° ১১ স° আইনে সংশোধিত ১৯৩৭ খ্রী° ১৮ স° আইনে বিধবার স্বামিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত সম-অংশে হিন্দু বিধবার ও বিভাগবণ্টন করিবার স্বত্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দু-আইন অনুসারে হিন্দুর একাধিক বিধবা প্রত্যেকে বিভাগকালে পুত্রগণের সহিত সম-অংশ পাইতেন, কিন্তু ১৯৩৮ খ্রী° ১১ স° আইনে সকল বিধবা পত্নীগণ একত্র স্বামিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক পুত্রের অংশ পাইবেন। এই আইন মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ নিয়মাধীন, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের হিন্দু মাত্রের উপর প্রচলিত করা হইয়াছে।

উক্ত ১৯৩৮ খ্রী° ১১ স° আইনে মৃত

পুত্রের অপুত্রক বিধবা-স্ত্রীকে ও মৃত পুত্রের অপুত্রক স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে অবস্থা-বিশেষে পুত্রের বা প্রপৌত্রের সমান অংশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বৃটিশ ভারতবর্ষের সকল হিন্দুদের উপর প্রচলিত করা হইয়াছে।

মিতাক্ষরা-প্রচলিত বৃটিশ ভারতবর্ষে ১৯২৯ খ্রী° ২ সং আইনে পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, ভগিনী ও ভাগিনেয়কে উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

দীন ও সমাদৃত ব্যক্তিগণেরও ঐ যৌথ পৈতৃক সম্পত্তিতে ভরণপোষণের অধিকার আছে। দাসী ও দাসীপুত্রও হিন্দু-আইন-প্রণেতাদের মতে খোরপোষ পাইবার অধিকারী, কিন্তু কৃতদাস ইংরেজের আইনতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় অবৈধ। অবরুদ্ধ স্ত্রীর ও তাহার গর্ভজাত সন্তান খোরপোষের অধিকারী। প্রিভিকাউন্সিল (বাঈ নগুবাঈ বঃ বাঈ মঙ্গিবাঈ, ৪৪, কলিকাতা ল' জরনল, পৃ° ৫৩) স্থির করিয়া দিয়াছেন যে যদিও উপপত্নী উপপতির বাসস্থানে বাস না করিয়া অন্যত্র বাস করে, কিন্তু উপপতির মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাতেই আসক্ত থাকে এবং অন্য পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া না থাকে সে উপপতির ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে খোরপোষ পাইবার অধিকারিণী।

হিন্দু-আইনমতে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিলে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না, কিন্তু ১৮৫০ খ্রী° ২১ সং আইনে তাহাকে উত্তরাধিকারী হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত।

উন্মত্ত, জড় প্রভৃতি ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কিন্তু ১৯২৮ খ্রী° ১১ সং আইনে দায়ভাগ-প্রচলিত হিন্দু ব্যতিরেকে অন্য হিন্দুকে জন্মের পর জড়তা বা উন্মত্ততা উদ্ভূত হইলেও উত্তরাধিকারী হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

নারদ ও পরাশরের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার আছে, কিন্তু হিন্দু-সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল না। ১৮৫৬ খ্রী° ১৫ সং আইনে সকল হিন্দু-বিধবার বিবাহের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ করিলে মৃত স্বামীত্যক্ত সম্পত্তিতে তাহার অধিকার নষ্ট হয়। হিন্দুর বর ও কন্যার বিবাহের বয়সের জন্য কোন বাধা ছিল না। তবে কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থা ছিল, বিবাহের ঐ অধিকার স্থানে ১৯২৯ খ্রী° ১৯ সং আইনে কন্যার ১৪ বৎসরের পূর্বে ও বরের ১৮ বৎসরের পূর্বে বিবাহ দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

হিন্দুর ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরপোষের অধিকার থাকে না; কিন্তু ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের (১৮৯৮ খ্রী° ৫ সং) ৪৮৮ ধারার অর্থ-নির্ণয় করিয়া কলিকাতা, (জ্যোতীন্দ্র বঃ গৌরী, ২৯, কলিকাতা উইকলি নোটস্, পৃ° ৬৪৭) মাদ্রাজ, (অৎসম্মা বঃ মহালক্ষ্মী ৩০, মাদ্রাজ, পৃ° ৩৩২) বোম্বাই, (ফুলচাঁদ, সম্বন্ধে, ৫২, বোম্বাই, পৃ° ১৮০) এলাহাবাদ (কুন্ন বঃ কৌনহুলিয়া, ২৬, এলাহাবাদ, পৃ° ৩২৬) এবং লাহোর (শিব্বী বঃ যোধ ১৪, লাহোর, পৃ° ৭৫৯) হাইকোর্টগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন যে, দরখাস্তকারিণী আবেদন করিবার সময়ে যদি ব্যভিচারিণীর জীবন-নির্বাহ না করে, তবে সে স্বামীর নিকট খোরপোষ পাইবার অধিকারিণী।

স্বামিত্যক্ত সম্পত্তিতে হিন্দু-বিধবার (কেবল বৈধ কারণ ব্যতিরেকে হস্তান্তরের অনধিকার ও তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশন ব্যতিরেকে স্বামীর ওয়ারিশনের অধিকার ভিন্ন) সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, (সরকারের হিন্দু আইন, ৭ অ° পৃ° ৭৪২) তাহার জীবদ্দশায় তাহার স্বামীর ভাবী ওয়ারিশনের কোন স্বত্ব থাকে না এবং তাহা সে হস্তান্তর করিতে পারে না (হস্তান্তর-আইন, ১৯২৯ খ্রী° ২০ সং এবং ১৯৩০ খ্রী° ৫ সং আইনে সংশোধিত ১৮৮২ খ্রী° ৪ সং আইনের, ৬ ধারার (এ))। এমন কি ঐ বিধবা এবং ভাবি ওয়ারিশনগণ মিলিত হইয়া হস্তান্তর দ্বারা অন্য লোককে সম্পূর্ণ অধিকার দিতে পারে না। (ঠাকুর-বঃ দীপা, ১০, পাটনা, পৃ° ৩৫২; হরেন্দ্র-বঃ হরি, ১৯৩৮ খ্রী° ১, কলিকাতা, পৃ° ৪৯২, ৫০০)।

আদালতের বিচারে স্থিরীকৃত হয় যে, জীবিত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠিত দেবতা বা ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে হিন্দুর কোন সম্পত্তির দান সিদ্ধ নহে, কিন্তু ১৯১৬ খ্রী° ১৫ সং আইনে তাহা সিদ্ধ হইবে বলা হইয়াছে।

পুত্র, প্রৌত্র প্রভৃতির ধনাধিকার সম্বন্ধে নিবন্ধকার ও দায়ভাগকারগণের মত ও তদ্বিষয়ক আলোচনা 'উত্তরাধিকার' শব্দে দ্র°।

শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার

অধিকার$_{৪}$—(রাষ্ট্রনীতি) রাষ্ট্রিক অধিকার (rights) সম্পর্কে আলোচনা ও দাবী রাষ্ট্রের জন্ম হইতেই আছে। তবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার তাৎপর্য স্বীকৃত হইয়াছে। ফরাসী-বিপ্লব ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনার সময় 'মানুষের অধিকার' সম্পর্কে জল্পনা রাষ্ট্রিক গঠনতন্ত্রের (constitution) মুখবন্ধে স্বীকৃত হয়। অধুনা ঐ জাতীয় নানা অধিকারকে মৌলিক (fundamental) বলিয়া বলা হয়; ভারতের জাতীয় মহাসভাও ১৯২৯ খ্রী° করাচী অধিবেশনে কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সাধারণতঃ অধিকারের সহিত কর্তব্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এই কারণে একের অধিকার মানিয়া লইলেই অন্য সকলের পক্ষে ঐ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার কর্তব্য আবশ্যিক-ভাবে পালনীয় হয়। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের আইন ও পুলিশ ও বিচার-ব্যবস্থা এই কর্তব্য ও অধিকারের সম্যক্ পালনের জন্যই প্রধানতঃ প্রয়োজন।

মানুষের অধিকারের সার্থকতা তখন, যখন সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আপন বিকাশের সুযোগ-লাভ করে, তথা সমাজকে সমৃদ্ধ করে। ইহার

বাহিরে নিছক শ্রেণীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-রক্ষার্থে যে অধিকার প্রদত্ত হয়, তাহার অন্য যে কোন সার্থকতা থাকুক না সমাজ-নীতির দিক্ হইতে সার্থকতার অভাব। ইতিহাসে অবশ্য প্রচুর নজির মিলে যাহাতে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তি ও শ্রেণী প্রায়শঃই প্রকাশ্যভাবে অথবা আপন স্বল্প-পরিসর দৃষ্টির দোষে নিজ স্বার্থরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

অধিকার বলিতে আমরা আইন-স্বীকৃত অধিকারেরই উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু স্বভাবজ অধিকার (natural rights)—যাহা মানুষ জন্মের সহিতই লাভ করে, সেই অধিকার সম্পর্কেও এক মতবাদ আছে। ফরাসী চিন্তাবীর রুসো (Rousseau) এই মতবাদের অন্যতম জনক। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে যে নৈরাজ্যের অবস্থা ছিল, তখনও তাঁহার মতে মানুষের অধিকার ছিল। বরং সেই অধিকারের বিরাট্ পরিধি সম্পত্তিলোলুপ সমাজের সৃষ্ট রাষ্ট্রে ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অনেক আধুনিক আইনজ্ঞ ও দার্শনিক এই মতবাদের রীতি ও ব্যাখ্যা বদলাইয়া সাধারণ অধিকার বা আদর্শ অধিকারকে, রাষ্ট্রিক অধিকারের কর্তাদের অনুকরণীয় বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন। এই সম্পর্কিত কূটতর্কের ব্যূহে না ঢুকিয়া, মোটা-মুটিভাবে বলা যায় যে বর্তমানের অধিকারের ব্যবস্থা বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই পক্ষপাতদোষমুক্ত না হওয়ায় এই জাতীয় মতবাদের সৃষ্টি ও জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনে জীবন-রক্ষার, স্বতন্ত্র জীবন-যাপনের, স্বাধীনভাবে বলিবার, লিখিবার, সভাসমিতিতে আলোচনা করিবার, আপনাপন বিশ্বাস-অনুযায়ী ধর্মমত-গ্রহণ ও ধর্মানুষ্ঠান-প্রতিপালনের, আইনের চক্ষে সমতার ও সমাজের সকলের সহিত সুখ-সুবিধার অধিকারের সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত। এক যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলেই এই সকল ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপের কথা উঠিতে পারে। কিন্তু অতি-আধুনিক কয়েকটী 'ডিক্টেটর' বা নেতৃকর্তৃত্বের ভিত্তিতে শাসিত দেশে (যথা, জর্মানী ও ইতালী এবং কোন কোন বিষয়ে সোভিয়েট-রাসিয়াতে) এই সকল অধিকার-ভোগ হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রিক বৃহত্তর স্বার্থের অজুহাতে বঞ্চিত। বর্তমানকালে এই দুই মতবাদের সঙ্ঘর্ষের নৈকট্যের আশঙ্কায় গণতান্ত্রিক দেশেও নানা অধিকার (যথা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমিতি-গঠনের অধিকার প্রভৃতি) সঙ্কুচিত হইতেছে।

সমাজের অঙ্গ-হিসাবের কথা ছাড়াও রাষ্ট্রে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির কতকগুলি পৌর অধিকার আছে, যথা রাষ্ট্রের পরি-চালক-সভা-নির্বাচনে ভোটদান ও সভার অন্যান্য নির্বাচন-সাপেক্ষ পদের জন্য পদপ্রার্থী হইবার অধিকার; সঙ্ঘবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগত-ভাবে রাষ্ট্রিক ব্যাপারের আলোচনা ও অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীকরণ, রাষ্ট্রের চাকুরিতে গুণানুসারে প্রবেশ-লাভের ক্ষমতা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আর্থনীতিক সমতা ও স্বাধীনতা ভিন্ন এবং সাধারণ জ্ঞানলাভে অধিকারী না হইলে এই সকল অধিকার পাই-লেও তাহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। দরিদ্র বা মূর্খের নিকট ভোট ভিক্ষা অনেক সময়ই হুকুম অথবা পরিহাস-রূপেই দেখা দেয়। এই জন্যই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আর্থনীতিক ভিত্তি ও সামাজিক রীতি-নীতির সহিত অধিকারের তাৎপর্য ও সার্থকতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

১৯৩৫ খ্রী° শাসন-সংস্কারের ফলে ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার কিছু বৃদ্ধি পাইলেও, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধীন মতামত-প্রকাশের ক্ষমতা, সভা করিবার অধিকার, সমিতি-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এখনও পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই, আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ভার মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল বিষয়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতেছে। এমন কি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতেও জনমতের প্রতি—যথা সমাজতান্ত্রিক ও কৃষক-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে দেখা যায়।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাম্য; শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় : নারীর মূল্য; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাসিয়ার চিঠি; H. J. Laski : Grammar of Politics, Liberty in the Modern State; বিজয়লাল চট্টো-পাধ্যায় : মানুষের অধিকার।]

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিকারনন্দী, নন্দীকেশ্বর—অন্য নাম : নন্দী, নন্দীশ। শিবের অনুচর ও গণদিগের নায়ক। শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত লিঙ্গায়ৎ বা বীরশৈবগণের ইনি এক জন প্রিয় দেবতা। দক্ষিণ-ভারতেই নি বিশেষভাবে পূজিত হইয়াছেন। শিব-মন্দিরে ইনি দ্বারপাল-রূপে অবস্থান করেন। দক্ষিণ-ভারতের বহু উল্লেখযোগ্য শৈব মন্দিরের দ্বারদেশে ইঁহার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার মূর্তির সহিত একটী রমণীমূর্তিও থাকে, এই রমণী ইঁহার পত্নী সুযশা। ইঁহার মূর্তি চন্দ্র-শেখর মূর্তির অনুরূপ। প্রাপ্ত মূর্তিসমূহে ইঁহাকে পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান দেখা যায়। হস্তসংখ্যা চারিটী। পিছনের দুইটী হস্তের একটীতে পরশু, অপরটীতে মৃগ। চন্দ্র-শেখর মূর্তির সম্মুখের দুইটী হস্তের যেমন একটী বরদ ও একটী অভয়মুদ্রায় থাকে, ইঁহার সম্মুখের হস্ত দুইটীতে কিন্তু সেরূপ থাকে না, সেগুলি বক্ষের উপর অঞ্জলি-বদ্ধ। দেহভঙ্গী সাধারণতঃ ত্রিভঙ্গ। তাঞ্জোর জেলায় বল্বুর্-এ এইরূপ একটী অধিকার-নন্দীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; মূর্তিটী ও উহার সহিত প্রাপ্ত সুযশার মূর্তি ধাতুনির্মিত; ইহা শিল্পনৈপুণ্যেরও সুন্দর নিদর্শন। অনেকে অধিকারনন্দীর মূর্তিকে শিবের মূর্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

অধিকারনন্দীর রূপ ও অবস্থান-সম্বন্ধে উল্লেখ বিষ্ণুধর্মোত্তর, হেমাদ্রি প্রভৃতি করিয়া-ছেন। হেমাদ্রি বলিয়াছেন—তিনি শিবের অনুচর গণদিগের অন্যতম। তিনি ত্রিনেত্র ও চতুর্হস্ত এবং তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। তাঁহার দুইটী হস্তে ত্রিশূল ও ভিন্দী। অপর দুইটী হস্তের একটী মাথার উপরের দিকে উত্তোলিত, অপরটী তর্জনীনির্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার চক্ষু শিবের মন্দিরে দূর

হইতে সমাগত জনগনের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। বিষ্ণুধর্মোত্তরেও (৭৩ অ°) অনুরূপ নির্দেশ দেখা যায়।

অধিকারনন্দীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। শিবমহাপুরাণে উল্লিখিত কাহিনীতে দেখা যায়, তিনি ঋষি শালঙ্কায়নের পুত্র। শালঙ্কায়ন বহু দিন অপুত্রক ছিলেন। এজন্য তিনি পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শালগ্রাম নামক স্থানে একটী শালবৃক্ষতলে তপস্যামগ্ন হন। তাঁহার তপস্যায় বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর-প্রার্থনা করিতে বলেন। শালঙ্কায়ন অতি ধার্মিক এক পুত্রের কামনা করিলেন। এইরূপ কামনা করিবামাত্র বিষ্ণুর দক্ষিণাঙ্গ হইতে এক পুরুষের আবির্ভাব হইল; তাঁহাকে সর্বতোভাবে শিবের মত মনে হইতেছিল। তাঁহার নামকরণ হইল 'নন্দিকেশ্বর'। নন্দিকেশ্বরের এই ভাবে জন্ম হইলেও এই কাহিনীতে এরূপও বলা হইয়াছে যে, ইহা নন্দিকেশ্বরের ৫৯ তম জন্ম।

আর একটী কাহিনী বরাহপুরাণের। এই পুরাণে উল্লিখিত কাহিনীটী এইরূপ—ত্রেতাযুগে মন্দারপর্বতে মুঞ্জবান্ নামক শিখরে নন্দী নামক এক ঋষি কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন নন্দী শিবের নিকট এই বর-প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার যেন শিবের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি গণদিগের নায়ক হইবার জন্যও প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শিবও সন্তুষ্টচিত্তে বর-দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অপর কাহিনীটী লিঙ্গপুরাণে (পূ° ৪২-৪৩ অ°) পাওয়া যায়। উহাতে দেখা যায়, শিলাদ নামক এক জন অন্ধ ঋষি পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় তপস্যাচরণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা, এই পুত্র অমর হইবে এবং তাঁহার উৎপত্তি মানব হইতে হইবে না। শিলাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তপস্যার কারণ জানিয়া শিবের তপস্যা করিতে নির্দেশ দেন, কারণ এরূপ শক্তি একমাত্র শিবেরই আছে। তদনুযায়ী শিলাদ শিবের তপস্যা করিলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হন এবং তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর শিলাদ ব্রহ্মার সৃষ্টিবিধানের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কারণ শিব মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন ইহাই ব্রহ্মার অভিপ্রেত ছিল। কিছুকাল পরে শিলাদ একটী যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যখন তিনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন যে ঘরে যজ্ঞ হইতেছিল সেই ঘর হইতে একটী বালক বাহির হইয়া আসে। বালকটীকে ঠিক শিবের মত মনে হইতেছিল; তাহার মাথায় জটা-মুকুট—সে ত্রিনেত্র ও চতুর্হস্ত। চারি হস্তে যথাক্রমে শূল, পরশু, গদা ও বজ্র। এই বালকের আবির্ভাবে শিলাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শিবও ঐ বালকের নাম 'নন্দী' রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বালককে লইয়া শিলাদ আপনার আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আশ্রমে আসিবামাত্র বালকের অমানুষিক আকৃতি পরিবর্তিত হইল; বালক সাধারণ মানুষের আকার ধারণ করিল।

সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে নন্দীর উপনয়ন-কার্য সম্পন্ন হয়। বালক নন্দী শীঘ্রই বেদবিদ্যাপরায়ণ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এদিকে আর একটী ঘটনা সংঘটিত হইল। কিছুকাল পরে মিত্র ও বরুণ নামে দুই জন ঋষি অতিথিরূপে শিলাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নন্দীকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার আয়ু আর মাত্র এক বৎসর। বালকের পিতাকে তাঁহারা এই সংবাদ দিলে শিলাদ ও তাঁহার পিতা শালঙ্কায়ন ভাবী বিপদ সম্ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। নন্দিকেশ্বর ইহা দেখিয়া অবশ্য মানসিক অশান্তি উপভোগ করিতে থাকেন বটে; কিন্তু তিনি একান্তভাবে শিবের শরণ লইলেন। শিব ইহাতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে আপন বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া আপন কণ্ঠ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া নন্দীর গলায় পরাইয়া দেন। নন্দী তৎক্ষণাৎ আবার অমানুষিক রূপ-গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিনেত্র হইলেন, হস্ত হইল দশটী এবং তিনি শিবের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। এই রূপান্তরিত নন্দীকে শিব জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিলেন, গণদিগের নায়ক করিলেন এবং মরুৎকন্যা সুযশার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

রামায়ণে (৭. ১৬. ১১) নন্দিকেশ্বর পিঙ্গলবর্ণ ও বামন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এখানেই তিনি শিবের অবতার ('অপরতনুঃ') ও অনুচররূপে আখ্যাত। ইহাতে দেখা যায়, একবার যখন তিনি কৈলাসে প্রহরীর কার্য করিতে ছিলেন তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ তাঁহার বিমানে চড়িয়া কৈলাস অতিক্রম করিতে প্রচেষ্ট হন। নন্দিকেশ্বর রাবণকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, ইহাতে রাবণ বিরক্ত হইয়া নন্দীর বানরমুখের প্রতি লক্ষ করিয়া কয়েকটী অপমানজনক উক্তি করেন। নন্দীও বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দেন যে, এইরূপ মুখাকৃতিবিশিষ্ট জাতিই ভবিষ্যতে রাবণকুল ধ্বংস করিবে।

ভাগবতপুরাণেও (৬. ৬.) নন্দীর কথা আছে। শিবপু° সনৎ° ৪৫-৪৭; কূর্মপু° পূ° ৪১ ও স্কন্দপু° মাহে° কু° ২৯ অধ্যায়ে নন্দীর জন্মাদি কথা বিবৃত আছে।

অনেক স্থলে নন্দীকে বৃষ মুখবিশিষ্ট মনুষ্য মূর্তিতে উল্লিখিত দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সম্পূর্ণ বৃষমূর্তিতেই নন্দীর রূপের অবধারণা করা হইয়া থাকে। সমুদয় শৈব মন্দিরেই এই বৃষমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

[HI, ii. pt. ii, 455-60; H. Krishna Sastri: South-Indian Images of Gods and Goddesses, Mad. 1916, 2, 3, 82, 84, 88, 162-5, 254; Stella kramrisch; Vishnudharmottara, Cal. 1928, 96]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অধিকারিক—ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থিত সপ্তকুল-পর্বতের অন্যতম।—কূর্মপু° ৪৮. ২৭।

অধিকারী—[মূ'-কারিন্] **১** প্রভু, স্বামী, অধিপতি। **২** বিণ. অধিকারবিশিষ্ট, স্বত্ববান্ 'নিঃস্পৃহো নাধিকারী স্যাৎ'—পঞ্চত' ১. ১৮০ ॥ শব্দ' বো-রো° ॥ **৩** বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা।—বেদান্তসার ১. ১১ ॥ শব্দ' বো-রো° ॥ **৪** পুরুষ ॥ রাজনি' শব্দ' ॥ **৫** বাঙলাদেশে 'অধিকারী' উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহারা বৈষ্ণব এবং সাধারণতঃ নবশাখ ও নীচ জাতির গুরু। **৬** মন্ত্রণাপরিষদের সভ্যবি'। **৭** যাত্রাদলের কর্মকর্তা। **৮** কাশ্যপগোত্রীয় নেপালী ব্রাহ্মণদিগের স্তর বা থাক। **৯** [সদ্গোপ, রাজবংশী, দিনাজপুরের পলিয়া প্রভৃতির] উপাধিবি'।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যরূপক—[অলঙ্কারশা°] রূপকস্থলে বস্তুর আরোপ গুণাদি অর্থাৎ যে রূপকে যাহা আরোপ করা হইয়াছে, তাহার গুণদোষ আরোপ্যমাণের গুণ বা দোষ অপেক্ষা অধিক হইলে 'অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যরূপক' বলা হয়। যথা,—

'তিল ফুল জিনি নাসা, বসন্ত কোকিল ভাষা
ভ্রূ-যুগল চাপ সহোদর।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর॥
বদন শারদ ইন্দু তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে পড়ে তারা।
রাহু তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস
পূর্ণের সময় হইল পারা॥'
—ক চণ্ডী' ৯।

[উপমেয়ের গুণ অধিক দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহা ব্যতিরেক নহে। কারণ ব্যতিরেকস্থলে উপমান ও উপমেয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বোধ হয়। অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকে আরোপ্যমাণেরই গুণ-বিশিষ্টতা দেখা যায়; বিশেষতঃ স্বারূপ্য সর্বাস্থবে থাকে।]

অধিকার্থ, -বচন — অতিশয়োক্তি hyperbole.—পা° ২. ১. ৩১ ॥ বো রো° ॥

অধিকৃত—[অধি + √কৃ + ক্ত-কর্ম°] **১** অধ্যক্ষ ॥ অম' ॥ **২** আয়ব্যয়রক্ষক ॥ অম° শব্দ° ॥ **৩** বিণ, উপরে স্থাপিত, নিযুক্ত। 'নিষাদস্থপতির্গ্রামেধুকেঽধিকৃতঃ' — কা-শ্রৌ° ১. ১. ১২ ; 'রাজশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ব্রাহ্মণঃ'—মনু° ৮. ১১ ; 'পাত্রাণি নাট্যে অধিকৃতাঃ'—অভি° ৩২৭ ॥ বো-রো° ॥ **৪** স্বামিত্ববান্, আয়ত্ত। 'অধিকৃতো গ্রামে' — অম' ২. ৭. 'পঞ্চসেনাধিকৃতান্' — রা' (গো°) ৫ ৪২. ১ ॥ অভি° বো রো° ॥

অধিক্রম—[অধি+√ক্রম্ + ঘঞ্-ভা°] আক্রমণ, কুবাক্যকথন ॥ অভি° ১৫১১ আপ্° বো-রো° ॥

অধিক্ষিৎ — [বৈদিক। অধি+√ক্ষি+ক্বিপ্] ঈশ্বর, প্রভু, শাসনকর্তা। 'বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতম্' — ঋ' ১০. ৯২. ১৪ ॥ বো-রো° আপ্° গোল্ড° ॥

অধিক্ষিতি—অব্য, ক্ষিতিতে, পৃথিবীতে। 'আসতে শতমধিক্ষিতি ভূপাঃ' — নৈষধ° ৫. ১০০।

অধিক্ষিপ্ত—[অধি + √ক্ষিপ্ + ক্ত-কর্ম] বিণ, **১** নিন্দিত ॥ মঙ্খ° ৩৬১, আপ্° ॥ **২** অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত। 'অয়ং ন মে পাদরজসাপি তুল্য ইত্যধিক্ষিপ্তঃ'— মালবি° ১. ১৩ 'অধিক্ষিপ্তোঽপি বিকৃতিং ন যাতি কাপি সজ্জনঃ' ॥ মঙ্খ° ৩৬১ আপ্° ॥ **৩** পদচ্যুত, বিতাড়িত ॥ গোল্ড' ॥ **৪** প্রণিহিত, স্থাপিত, placed, fixed ॥ নানার্থ' ১৯ ; গোল্ড' ॥ **৫** প্রেরিত ॥ নানার্থ' ১৯ ॥

অধিক্ষেপ—[অধি+√ক্ষিপ্ + ঘঞ্-ভা°] **১** নিন্দা, কুৎসা ॥ অম° ৩. ৪. ১০৬ ; পা° ৫. ১. ১৩৪ (কাশিকা) ॥ বো-রো° ॥ 'ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্'— কিরাত° ১. ২৮ ॥ আপ্° ॥ ইহার বধপ্রতিনিধিত্ব।—মহা° ৮. ৭২. ৮০। যুধিষ্ঠিরের জন্য অর্জুন কর্তৃক তৎকরণ।—মহা° ৮. ৭৩. ১-৩৫। **২** তিরস্কার ॥ গোল্ড° ॥ **৩** প্রেরণ ॥ গোল্ড° ॥ **৪** অবজ্ঞা, অনাদর। **৫** স্থাপন ॥ আপ্° ॥ **৬** নিক্ষেপ, পাতন ॥ আপ্° ॥

অধিগত — [অধি + √গম্ + ক্ত-কর্ম°] বিণ, **১** প্রাপ্ত, লব্ধ। 'অধিগতং বিধিবদ্যদপালয়ৎ' — রঘু° ৯. ২ ; মনু° ৮. ৩৮ ॥ গোল্ড° ॥ **২** পঠিত, অধীত, শিক্ষিত, বিদিত। 'কিমিত্যেবং পৃচ্ছন্তনধিগতরামায়ণ ইব'—উত্তর° ৬. ৩০ ॥ আপ° ॥

অধিগন্তব্য — বিণ, প্রাপ্তব্য, স্বীকর্তব্য, 'দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া। প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা'— মনু° ৯. ৫৯ ॥ গোল্ড° বো-রো° ॥

অধিগম (পুং°), **-গমন** (ক্লী')—[অধি + √গম্ + ঘঞ্, বৃদ্ধির অভাব] **১** লাভ, প্রাপ্তি। 'দূরধিগমঃ পরভাগঃ' — পঞ্চত' ৫. ৬৪ ; 'বংশস্থিতেরধিগমাৎ' — বিক্র° ১. ৩৫ ॥ আপ্° বো - রো° ॥ **২** জ্ঞান, অধ্যয়ন। 'অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনম্' — মনু' ১১. ৬৬ ; 'বেদাধিগম'—মনু' ২. ২. ॥ আপ্° বো-রো° ॥ **৩** অনুসন্ধান। 'দারাধিগমনক্ষৈব'—মনু° ১. ১১২ ॥ বো-রো° ॥ **৪** নিধ্যাদি-প্রাপ্তি, ধনপ্রাপ্তি। — মনু' ৮. ১৫৭ ॥ আপ্° ॥ **৫** স্বীকার ॥ আপ° ॥ **৬** স্ত্রীসঙ্গম ॥ আপ্° ॥

অধিগম্য— [অধি+√গম্+য (ণ্যৎ)-কর্ম ; স্ত্রী- -া] **১** প্রাপ্য। 'উপজীবিনামধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ'—রঘু° ১. ১৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **২** অধ্যয়নীয়।

অধিগর্ত্য — [অধি+গর্ত> ; রথস্যাধি রথস্যোপরি — সায়ণ' (৬. ৬২. ৭)] অব্য, রথোপরি। 'সনেম মধ্বো অধিগর্ত্যস্য' — ঋ' ৬. ৬২.৭ ॥ বো-রো° ॥

অধিগব — [বৈদিক। গবি ইত্যধিগবং অব্যয়ী-স°] অব্য, গাভী হইতে প্রাপ্ত। এতদ্বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা'—অ° ১১. ১১. ৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিগুণ — [অধিগত গুণ যৎকর্তৃক, অথবা অধিক গুণ যাহার— বহু' ; স্ত্রী°— -া] বিণ, **১** অধিক গুণবিশিষ্ট, গুণবান্। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'— মেঘ° পূ° ৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **২** [আরোপিত গুণ যাহাতে—বহু'] (ধনুকে) আরোপিতগুণ। 'অধিগুণং শরাসনং জনাঃ'—কিরাত° ১২. ১৪. ॥ আপ্° ॥ **৩** [অধিক গুণ — প্রাদিস°] অধিক গুণ, বিনয়াদি উৎকৃষ্ট গুণ। **৪** অব্য, গুণ অধিকার করিয়া।

অধিচঙ্ক্রম—বিণ, কোন কিছুর উপরে ভ্রমণশীল। 'খড়ুরেহধিচঙ্ক্রমাং খর্বিকা খর্ববাসিনীম্'—অ° ১১. ১১. ১৩ ॥ বো-রো° ॥

অধিচরণ — কোন কিছুর উপরে ভ্রমণ। 'স্বাধিচরণা'—শ-ব্রা° ১. ৯. ১. ৮ ॥ বো রো°॥

অধিচ্ছত্তিয় থের—একজন অর্হৎ। ইনি পূর্বজন্মে অথদস্সী বুদ্ধের দেহাবশেষের উপরে যে স্তূপ নির্মিত হয়, তাহার উপরে একটী ছত্র (parasol) স্থাপন করিয়াছিলেন। নি এবং সামিদত্ত একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। — অপদান ১. ১৭০ ; থের° অথ° ১. ১৮৯ ॥ MDPP ॥

অধিচ্ছত্র=অহিচ্ছত্র। [অহিচ্ছত্র দ্র°]

অধিজনন—[অধি+√জন্+অন (লুট্) -ভা] ক্লী°, জন্ম, উৎপত্তি। 'মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে'—মনু° ২. ১৬৯ ॥ বো-রো° আপ °॥

অধিজ্য — [বৈদিক ; জ্যাকে অধিগত — প্রাদিস° ; অথবা অধ্যারূঢ়া জ্যা যাহাতে—বহু] বিণ, আরোপিত-গুণ। 'ধনুরধিজ্যং কৃত্বা'—বৃহ-উ° ৩. ৮. ২ ; 'লীলয়ৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্' — রঘু° ১১. ৮ ১৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~**কার্মুক,-চাপ,-ধন্বা** — যাহার ধনু জ্যাযুক্ত, গুণচড়ান ॥ আপ্° ॥ 'ত্বয়ি চাধিজ্যকার্মুকে'—শকু° ১. ৬ ; রঘু° ৮. ২৭ ; ভট্টি° ২. ৩১ ॥ আপ্° ॥

অধিজ্যোতিষম্ — [অব্যয়ীভাব] **১** তৈত্তিরীয় উপনিষদের অধ্যায়বি°। 'অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্।' ইত্যধিজ্যোতিষম্। **২** ক্রি-বিণ, অগ্নি, আদিত্য, অপ্, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সৃষ্টির জ্যোতির্ময় অংশসমূহ-সম্বন্ধীয়। —তৈ-উ° ১. ৩. ১, ২ ॥ বো-রো° ॥

অধিত্যকা—[অধি+√ত্যকন্ — স্বার্থে স্ত্রী°— । পা° ৫. ২. ৩৪ (বার্তিক) ; অম° ২. ৩. ৭ ; অভি° ১০. ৩৫] পর্বতের উপরিস্থ ভূমি table-land, পর্বতোপরি ভূমি ॥ অম° শব্দ° ॥ 'মলয়াধিত্যকায়াম্'—হিতো° .০১. ১৮ ; রঘু° ২. ২৯ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিত্বক্ (-ত্বচ্)—উপরিস্থ ত্বক্ epidermis.

অধিদান্ত — শাশ্বতবংশীয় শতধন্বার চারি পুত্রের কনিষ্ঠতম [শতধন্বা দ্র°]। হরি° ৩৮. ৬।

অধিদিন — [জ্যোতিষশা°] সৌরমাস সম্পূর্ণ করিবার জন্য অতিরিক্ত দিবস। [অধিমাস দ্র°]

অধিদীধিতিভাবার্থ — ন্যায়গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার – রামকৃষ্ণ পণ্ডিত।

অধিদেব—অতিরিক্ত দেবতা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। [একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা —১ শ্রোত্রের দিক্, ২. ত্বকের বাত, ৩, নেত্রের অর্ক, ৪. রসনার বরুণ, ৫. ঘ্রাণের অশ্বিনীদ্বয় ৬. বাগেন্দ্রিয়ের বহ্নি, ৭. হস্তের ইন্দ্র ৮. পদের উপেন্দ্র, ৯. পায়ুর মিত্র, ১০. উপরস্থের প্রজাপতি, ১১. মনের চন্দ্র] 'যতো বা অধিদেবা যজ্ঞে নেষ্ট্বা স্বর্গং লোকমায়ন্'।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩০॥ বো রো° আপ্° ॥

অধিদেবত—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।—শ-ব্রা° ৬. ৫. ৩. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অধিদেবতা—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'যযাচে পাদুকে পশ্চাৎকর্তুং রাজ্যাধিদেবতে' — রঘু° ১২. ১৭ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধি-দেবন—অথর্ববেদ (৫. ৩১. ৬ ; ৬. ৭০. ১) ও শতপথব্রাহ্মণে (৫. ৪. ৪. ২০, ২২, ২৩) উক্ত হইয়াছে যে, যে স্থানে পাশা-নিক্ষেপ করা হয়, তাহাকে অধি-দেবন বলা হয়। রোট ও হুইট্‌নি সাহেবের মতে ইহা পাশা-খেলার ছক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[Luders : Das wurfelstpiel im alten Indien, 11-13 ; St. Petersburg Dictionary ; VI.]

অধিদেবা—[ব্রজবুলি। স° অধিদেবতা] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'পিরিতি মুরতি অধিদেবা।' —প-ক° ৭৫৪।

অধিদেবী—অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'সো ধনি মনি সুরত অধিদেব।'—প-ক° ২৩৩।

অধিদৈব—ক্লী°, অধিষ্ঠাতা দেবতা, সর্বদেবের অধিপতি। 'অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।'—গী° ৮. ১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিনাথ — অধীশ্বর, দেবতাদিগের অধিপতি ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিনায়ক—অধ্যক্ষ, নেতা।

অধিনির্ণিজ্—বিণ, আবৃত, আচ্ছাদিত। 'যঃ শ্বেতাঁ অধিনির্ণিজশ্চক্রে কৃষ্ণাঁ অনু ব্রতা' —ঋ° ৮. ৪১. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অধিপ— **১** [অধি+√পা+অ (ক)] অধিপতি, প্রভু, স্বামী, রাজা ॥ অম° অভি° বো-রো° আপ্° ॥ **২** উত্তম মন্বন্তরে দেবতা সত্যের দ্বাদশ অনুগ দেবতার অন্যতম। [উত্তম দ্র°]—বায়ুপু° ৬২. ৩২ ; ব্রহ্মপু° ৬৭. ৩১।

অধিপতি — **১** [প্রাদি-স°] নরপতি, ঈশ্বর, প্রভু, স্বামী। 'অধিপতিম্ত্যো'—অ° ৫. ৩০. ১৫ ; 'অধিপতয়ে স্বাহা' — বাজ-স° ৯. ২০ ; 'অধিপতির্য এবং বেদ'—শ-ব্রা° ১০. ৪. ১. ১৯=বৃহ-উ° ১. ৩. ১৮ ; 'বিদর্ভরাজাধিপতিঃ'—নলো° ১২. ১১। **২** কাব্য ও দেবীর পুত্র — ভার্গববংশীয় দ্বাদশজন যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম।—বায়ুপু° ৬৫. ৮৬-৭।

অধিপতিবতী—স্ত্রী°, দেবীবি°।— পা° ৮. ২. ১৫ (বার্তিক) ॥ বো-রো° ॥

অধিপত্নী—[বৈদিক] স্ত্রী°, **১** পালয়িত্রী। —বাজ-স° ১৪. ১৩ ; অ° ৫. ২৪. ৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** সম্রাজ্ঞী। 'দাসাধিপত্নাঃ'—নিরুক্ত° ২. ১৭ ॥ বো-রো° ॥

অধিপথ—ক্রি-বিণ, পথের উপরে, পথের মধ্যে। 'নাধিপথং কুর্যাৎ'—শ-ব্রা° ১৩. ৮. ১. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অধিপা — [বৈদিক। অধিপাতি—পা +ক্বিপ্] ত্রি, অধীশ্বর, নরপতি। 'অস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ'—ঋ° ১০. ৮৪. ৫ ; বাজ-স° ১২. ৫৮ ; অ° ৬. ১৯. ১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিপাংশুল — বিণ, ম্লান, ধূলিপূর্ণ। ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিপুরুষ—[প্রাদিস°] **১** শ্রেষ্ঠ পুরুষ, পরমেশ্বর। — বোপ° ৯৩ ॥ বো - রো° আপ.° ॥ **২** বিশ্বাত্মার ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম। তিনিই অধিপুরুষ নামে খ্যাত।—মৎস্যপু° ৩. ৪৪-৫। ঋগ্বেদে (১০. ৯০. ৫) ও অথর্ববেদে (১৯. ৬. ৯) এই শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুই স্থলেই পুরুষের সহিত অধি এই অব্যয়ের সমাস হয় নাই।

অধিপূতভৃতম্. — ক্রি-বিণ, পবিত্র সোমরসপূর্ণ আধারোপরি ;— কা-শ্রৌ° ১০. ৫. ১ ॥ বো-রো° ॥

অধিপেষণ—বিণ, পেষণ করিবার জন্য নিযুক্ত।—শ-ব্রা° ১. ১. ৪. ৩ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিপ্রজ — [বহু°] ক্রি-বিণ, অনেক প্রজাযুক্ত।—তৈ-উ° ১. ৩. ১. ২ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিপ্রষ্টিযুগ—যজ্ঞানুষ্ঠানে তিন অশ্বযুক্ত যোয়াল।—শ-ব্রা° ৫. ১. ৪. ১১ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিভূ—প্রভু, স্বামী, রাজা ॥ অম° ৩. ১. ১১ ; অভি° ৩৫৮ ; বো-রো° আপ.° ॥

অধিভূত — যাহা জীবমাত্রে অধিষ্ঠিত, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য। — 'অভিভূতং চ কিং প্রোক্তম্'—গী° ৮. ১ ; শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৭. ১৯ =বৃহ-উ° ৩. ৭. ১৪ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিভোজন — **১** অত্যন্ত ভোজন ॥ আপ.° ॥ **২** [বৈদিক। ভোজন=ধন] মহার্ঘ দ্রব্য। 'দশাশ্বান্দশ কোশান্দশ বস্ত্রাধিভোজনা' —ঋ° ৬. ৪৭. ২৩ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অধিমণ্ডপাকার — [বাস্তুশা°] 'অধি-মণ্ডপ' অর্থে—গৃহের বাহিরের দিকে অর্থাৎ সম্মুখভাগের মণ্ডপ। অধিমণ্ডপের আকার স্থাপত্যে নির্মাণ করার নাম—অধিমণ্ডপাকার। 'ক্ষুদ্রদেবালয়ং সর্বং পূর্ববজ্জন্মাদিমুন্নিতম্। মণ্ডপং নবতলং কুর্যাৎ ভবনং অন্যরঙ্গং বাধি-মণ্ডপাকারম্।'— মান° ১১. ১৪৩-৪।

[P. K. Acharya : Dict. of Hindu Architecture ; ঐ : Manasara Silpasatra]

অধিমন্থ — [বৈদ্যক°] নেত্ররোগবি°। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ ভেদে যে চারিপ্রকার অভিষ্যন্দ (চোখ-ওঠা) নামক অক্ষিরোগ উক্ত আছে (অভিষ্যন্দ দ্র°). উহা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কিংবা উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে, উক্ত চতুর্বিধ তীব্রবেদনাবিশিষ্ট অধিমন্থ জন্মে। 'বৃদ্ধৈরেতৈ-রভিষ্যন্দৈর্নরাণামক্রিয়াবতাং। তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ ॥'—সুশ্রু° উ° ৬. ৭।

সাধারণ লক্ষণ— অধিমন্থরোগে নেত্র উৎপাটনবৎ পীড়া, মস্তকের অর্ধাংশে (যে চক্ষু আক্রান্ত সেই অংশে অথবা উভয় চক্ষু আক্রান্ত হইলে সমস্ত মস্তকে) মন্থনবৎ অসহ্য বেদনা হয় এবং বাতাদি দোষভেদে বিভিন্ন প্রকার বেদনাদিও বিদ্যমান থাকে। 'উৎ-পাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্মথ্যতে তথা। শিরসোঽর্ধঞ্চ তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ ॥ — সুশ্রু° উ° ৬. ৭।

দোষভেদে বিশেষ লক্ষণ — বাতজ অধিমন্থরোগে নেত্রে উৎপাটনবৎ বা অরণি (অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ) মন্থনবৎ যন্ত্রণা, কর্কর্ করা, সূচিবিদ্ধের ন্যায় বা অস্ত্রদ্বারা ছেদনের ন্যায় বেদনা, মাংসোপচয়, দৃষ্টির আবিলতা, নেত্রের কুঞ্চন, স্ফীতি ও শিরঃকম্প প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

পিত্তজে অক্ষি রক্তবর্ণ, সূক্ষ্মশিরাব্যাপ্ত, স্রাবযুক্ত, অগ্নিব্যাপ্তের ন্যায় দাহবিশিষ্ট, যকৃৎ-খণ্ডের ন্যায় আকৃতিযুক্ত, ক্ষতস্থানে ক্ষার-নিক্ষেপের ন্যায় যন্ত্রণাবিশিষ্ট বোধ হয় ও চক্ষুর প্রান্তভাগ পক্ক ও স্ফীতবৎ প্রতীয়মান হয় এবং রোগীর মূর্ছা, শিরোদাহ ও স্বেদ-নির্গম হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দৃশ্য বস্তু-সমূহ পীতবর্ণ দর্শন করে।

কফজ অধিমন্থে নেত্রে শোথ, স্রাব, কণ্ডূ, শৈত্য, গুরুতা, পিচ্ছিলতা ও পিচুটী নির্গম, নাসাস্ফীতি, শিরোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং রোগী সমুদয় দৃশ্য অতিকষ্টে ধূলিপূর্ণবৎ মলিন দর্শন করে।

রক্তজ অধিমন্থে চক্ষু বন্ধুজীব-পুষ্পতুল্য রক্তবর্ণ, স্পর্শাসহ, রক্তস্রাববিশিষ্ট, সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, প্রান্তভাগ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়, ও চক্ষুর কৃষ্ণমণ্ডল রক্তমগ্ন রিঠাফলের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং রোগী চতুর্দিক্ অগ্নিময় দর্শন করে।

যেমন অভিষ্যন্দ-রোগ উপেক্ষিত বা সুচিকিৎসিত না হইলে উহা হইতে অধিমন্থ রোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে বাতজ অধিমন্থে ছয় দিন, পিত্তজে সদ্য, কফজে সাত দিন এবং রক্তজে পাঁচ দিনের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়।

'হন্যাদ্দৃষ্টিং সপ্তরাত্রাৎ কফোত্থোঽ-
ধীমন্থোঽসৃক্সম্ভবঃ পঞ্চরাত্রাৎ।
ষড্রাত্রাদ্বা মারুতোত্থো নিহন্যা-
ন্মিথ্যাচারাৎ পৈত্তিকঃ সদ্য এব ॥'

—সুশ্রু° উ° ৬. ১২।

চিকিৎসা-প্রণালী—দোষভেদে অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থরোগের চিকিৎসাপ্রণালী অভিন্ন। [অভিষ্যন্দ দ্র°]

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অধিমাংস (ক) — (বৈদ্যক) দন্তমূলগতরোগ-বি°। দন্তপংক্তির প্রান্তভাগে হনুমূলে প্রবল বেদনাযুক্ত যে বড় শোথ জন্মে ও লালাস্রাব হয় তাহাকে অধিমাংস বলে। ইহা শ্লেষ্মজ। 'হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ। লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ ॥ — সুশ্রু° নি° ১৬. ২৩।

চিকিৎসা — অধিমাংস প্রথমে ছেদন করিয়া (১) বচ, চই, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষারচূর্ণ সমভাগ লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে ; (২) পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশাইয়া কবল ধারণ ও (৩) পলতা, নিম, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ক্বাথে উক্ত ক্ষতধৌত করিতে হইবে। —সুশ্রু° চি° ২২. ১৭।

অধিমাংসার্ম—[বৈদ্যক] ক্লী°, নেত্রের শুক্লভাগগত মাংসবৃদ্ধিরূপ রোগবি'। নেত্রের শুক্লভাগে বিস্তীর্ণ, কোমল, স্থূল ও যকৃৎখণ্ডতুল্য বা শ্যামবর্ণ মাংস-বৃদ্ধি হইলে তাহাকে অধি-মাংসার্ম বলে। 'বিস্তীর্ণং মৃদু বহুলং যকৃৎপ্রকাশং শ্যাবং বা তদধিকমাংসজার্ম বিদ্যাৎ।'—সুশ্রু° উ° ৪. ৬। 'পৃথু মৃদ্বধিমাংসার্ম বহুলঞ্চ যকৃন্নিভম্।'—মাধব-নি° নেত্ররো° ৪। সুশ্রুত-মতে ইহা শাস্ত্রকর্মসাধ্য।

অধিমাস—অধিমাস বলিতে একটী মাস অধিক ইহাই বুঝায়। মুখ্য চান্দ্রমাস ও গৌণ চান্দ্রমাস ভেদে দ্বিবিধ। চান্দ্রমাস, সৌর-মাস, সাবন মাস, সচরাচর নক্ষত্র মাস এই চারিমাসের ব্যবহার থাকিলেও স্মৃতিশাস্ত্রে মাস শব্দে সাধারণতঃ মুখ্য চান্দ্রমাসকেই বুঝায়। এক অমাবস্যান্ত হইতে অপর অমাবস্যান্ত মাস মুখ্য চান্দ্রমাস নামে অভিহিত। লঘু হারিত-গ্রন্থে দেখা যায়—

ইন্দ্রাগ্নী যত্র হূয়েতে মাসাদিঃ স প্রকীর্তিতঃ।
অগ্নী সোমৌ স্মৃতৌ মধ্যে সমাপ্তে পিতৃ-সোমকৌ॥

যে মাসের প্রথমে অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদে ইন্দ্র ও অগ্নির হোম হয়, মাসের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদে অগ্নি ও সোমের হোম হয়, মাসের সমাপ্তে অমাবস্যায় অপরাহ্নে সোম ও পিতৃগণের হোম হয় তাহার নাম মাস। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে অমা-বস্যান্ত হইতে অমাবস্যান্ত পর্যন্ত চান্দ্রমাস। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রধানতঃ এই মুখ্য চান্দ্রমাসই মাস নামে অভিহিত। ব্রতে পূর্ণিমান্ত হইতে পূর্ণিমান্ত পর্যন্ত মাসের ব্যবহার এবং ইহা গৌণ চান্দ্রমাস নামে কথিত।

সূর্যের এক রাশি-ভোগ কালকে অর্থাৎ এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত কালকে সৌরমাস বলে। এক সূর্যোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত কালকে এক সাবন দিন বলে। ইহার অপর নাম কুদিন। ইহার ৩০ সাবন দিনে এক সাবন মাস। অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্যন্ত ২৭ নক্ষত্র ঘুরিয়া আসিতে চন্দ্রের যে কাল তাহার নাম নক্ষত্র মাস।

সৌরমাসের নামানুসারে চান্দ্রমাসের নাম হইয়া থাকে। অমাবস্যার সমাপ্তি কালই শুক্ল প্রতিপদের আরম্ভ ও মুখ্য চান্দ্রমাসের আরম্ভ হয়। যে সৌর মাসে দুইটী অমাবস্যার অন্ত বা দুইটী চান্দ্রমাসের আরম্ভ হয় তাহার একটী সেই সৌর মাসের নামে কথিত হয়, অপরটী বিনামক নামে অভিহিত হয়। এরূপ অবস্থায় দ্বিতীয়টী সেই সৌর মাসের নামেই অভিহিত হইয়া শুদ্ধ মাস নামে প্রথমটী ও অগত্যা সেই সৌরমাসের নামেই পরিচিত হইয়া অধিক মাস জন্য অধিমাস নামে অভিহিত হয়। এই মাসটী অকর্মণ্য বলিয়া মলমাস বা মলিম্লুচ নামেও পরিচিত। এরূপ অবস্থায় এই চান্দ্রমাসের ভিতরে একটীও সূর্য সংক্রমণ না থাকায় ইহাকে অসংক্রান্তি মাসও বলে।

অধিমাসের পর্যায়—অধিমাস, অধিক-মাস, অসংক্রান্তিমাস, মলমাস, মলিম্লুচ, বিনামক, নপুংসক মাস অধিমাসের এই কয়টী পর্যায় আছে।

রবিমাস হইতে চান্দ্রমাস যত অধিক তাহার নাম অধিমাস। ইহাকে মলমাসও বলে। কল্পে ইহার সংখ্যা ১৫৯৩৩৩০০০০০।

'লক্ষাহতা দেবনবেষু চন্দ্রা
কল্পেঽধিমাসাঃ কথিতা সুধীভিঃ।'
—সিদ্ধান্তশিরোমণি, গণিতাধ্যায়, মধ্যমাধিকারে ১০ শ্লোক।

অধিমাসের কারণ—এককল্পে রবিমাস সংখ্যা ৫১৮৪০০০০০০০০। চান্দ্রমাস সংখ্যা ৫৩৪৩৩৩০০০০০০। চান্দ্রমাস হইতে সৌরমাস হীন করিলেই অধিমাস পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মধ্যমাধিকারে ১১ শ্লোক সৌরবর্ষে ৩৬০ সৌরদিন এবং ৩৭১, ৩, ৫২, ৩০ চান্দ্রদিন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিবৎসর ১১, ৩, ৫২, ৩০ চান্দ্রদিনাদি অধিক থাকে। এইরূপে আড়াই বৎসর পরে ৩০ তিথি বা এক চান্দ্রমাস অধিক হইতে পারে। এজন্য প্রতি তৃতীয় বৎসরে অধিকমাস হইয়া থাকে।

অধিমাসের কারণ ও কোন্ কোন্ মাসে অধিমাস হয় তাহা মহামতি ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যম মানে ৩০, ২৬, ১৭ সাবন দিনাদিতে ১ সৌরমাস ও ২৯, ৩১, ৫০ সাবন দিনাদিতে এক চান্দ্রমাস হইয়া থাকে। বৈশাখাদি ৬ মাস, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র এই নয় মাসে মধ্যম মানে সৌরমাস পরিমাণ চান্দ্রমাস অপেক্ষা অধিক। চন্দ্র সূর্যের গতির হ্রাসবৃদ্ধির জন্য মধ্যম মান অপেক্ষা যথার্থ পরিমাণ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হয়। যে মাসে সৌরমাস পরিমাণ চান্দ্রমাস অপেক্ষা অধিক সেই মাসে অধিমাস হইতে পারে।

এক বর্ষে দুইটী অধিমাস— কার্ত্তিক মাস সাধারণতঃ ৩০ দিনে, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসে ৩০ দিন অপেক্ষাও অল্প-দিনে হইতে পারে। কখন এই চারিমাসে সৌরমাস অপেক্ষা চান্দ্রমাস অধিক দিনে হইবে। যদি দুইটী অমাবস্যান্তের অর্থাৎ এক চান্দ্রমাসের ভিতরে রবির ২ বার রাশ্যন্তর সংক্রমণ হয় তবে সৌরমাস মধ্যে একটীও চান্দ্রমাসের আরম্ভ হইল না এরূপ অবস্থায় চান্দ্রমাসের ক্ষয়হেতু ক্ষয়মাস হয়। ক্ষয়-মাসের বৎসরে ক্ষয়মাসের তিন মাস পূর্বে একটী অধিমাস ও তিন মাস পরে অপর একটী অধিমাস হইয়া থাকে। প্রায়ই ১৪১ বর্ষ পরে পরে ক্ষয়মাস হইয়া থাকে, কদাচিৎ একটী ক্ষয়মাসের ১৯ বর্ষ পরেও অপর ক্ষয়মাস হইতে পারে।

ভাস্করাচার্য বলিয়াছেন—

'অসংক্রান্তি মাসোঽধিমাসঃ স্ফুটং স্যাদ্
দ্বিসংক্রান্তি মাসঃ ক্ষয়াখ্য কদাচিৎ
ক্ষয়ঃ কার্ত্তিকাদি ত্রয়ে নান্যতঃ স্যাৎ
তদা বর্ষ মধ্যেঽধিমাস দ্বয়ং চ।'

এই রূপে ক্ষয়মাস বর্ষে দুইটী অধিমাস হইলে পূর্বের অধিমাসটী প্রশস্ত ও পরবর্তী অধিমাসটী শুভকার্যে বর্জনীয়।

'একস্মিন্নপি বর্ষে চেদ্ দ্বৌ মাসাবধিমাসকৌ
পূর্বো মাসঃ প্রশস্তঃ স্যাদপরস্ত্বধিমাসকঃ॥'

অধিমাসে শুভাশুভ — জ্যৈষ্ঠ বা

আষাঢ় মাসে অধিমাস অশুভ, চৈত্র ও বৈশাখ মধ্যম ফলদায়ক অন্য মাসে অধিমাস হইলে সুভিক্ষ হইয়া থাকে।

'প্রায়শো ন শুভঃ প্রোক্তো জ্যৈষ্ঠশ্চাষাঢ় এব চ
মধ্যমৌ চৈত্রবৈশাখাবধিকোঽন্যঃ সুভিক্ষকৃৎ
প্রায় কার্ত্তিক মাসস্য বৃদ্ধির্নেষ্টেহ তাদৃশী
আত্যন্তিকী যদা সা স্যাজ্জ গদোৎ পাতিকং
তদা ॥'

অধিমাসে বর্জ্জনীয়—চূড়া, উপনয়ন, মহালয়া, শ্রাদ্ধ, অগ্ন্যাধান, রাজাভিষেক, কাম্য, বৃষোৎসর্গাদি, বিবাহাদিমাঙ্গল্য, বিশেষ যাত্রা, প্রতিষ্ঠা, ব্রত অধিমাসে বর্জ্জনীয়।

'অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদান-ব্রতানি চ
দেবব্রতবৃষোৎসর্গ-চূড়াকরণমেখলাঃ।
মাঙ্গল্যাভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ ॥'
—গরুড়পু° ১২৮. ১২।

'চূড়াং মৌঞ্জীবন্ধনঞ্চ অগ্ন্যাধেয়ং মহালয়ম্।
রাজাভিষেকং কাম্যঞ্চ ন কুর্য্যাদধিমাসকে ॥'
—কাঠকগৃহ্য।

অধিমাসে কর্তব্য—সন্ধ্যাবন্দনা স্নান, পঞ্চমহাযজ্ঞ, (অধ্যাপনা, তর্পণ, নিত্যহোম, বলিবৈশ্বদেব, অতিথিসেবা) শিবপূজা প্রভৃতি প্রাত্যাহিক কার্য, ষষ্ঠ মাসে বিহিত অন্নপ্রাশনাদি যাহা অন্য সময়ে হইতে পারে না এমন নিরবকাশ নৈমিত্তিক কার্য, প্রাত্যহিক দান, অধিমাসের পূর্বে যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে অথচ সমাপ্তি হয় নাই এইরূপ কার্য, জাত কর্ম, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ এই সকল সংস্কার-কর্ম মুখ্যকালে, মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, ষোড়শ প্রেত শ্রাদ্ধ, গ্রহণে স্নানাদি, গয়া শ্রাদ্ধ, গ্রহবিরুদ্ধ জন্য শান্তি কার্য অধিমাসে হইতে পারে।

'কুর্য্যাৎ প্রাত্যহিকং কর্ম প্রযত্নেন মলিম্লুচে।
নৈমিত্তকঞ্চ কুর্বীত সাবকাশং ন যদ্ ভবেৎ ॥'
—ভবিষ্যপু°।

'আরব্ধং কর্ম যৎ কিঞ্চিৎ তৎ কার্যং হি
মলিম্লচে।—ব্রহ্মসিদ্ধান্ত।

'বর্ষে চাহরহঃ শ্রাদ্ধং দানঞ্চ প্রতিবাসরম্
গোভূতিলহিরণ্যানাং মাসেঽপি স্যান্মলি-
ম্লুচে ॥'—মৎস্যপু°।

'প্রবৃত্তং মলমাসাৎ প্রাক্ যৎ কর্ম ন সমাপিতম্
আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপ্যমসংশয়ম্ ॥'
—কাঠকগৃহ্য পরিশিষ্ট।

'জাতকর্মান্তাকর্মাণি নবশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধান্যপি চ ষোড়শ।
চন্দ্রসূর্যগ্রহে স্নানদানশ্রাদ্ধং জপাদিকম্
কার্যাণি মলমাসেঽপি নিত্যং নৈমিত্তিকং
তথা ॥—হেমাদ্রি'।

অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে, ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ মাসিকের তিথিতে এবং সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ তিথিতে মলমাস হইলেও বৃষোৎসর্গ, প্রেতের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জলাদি দান করিতে পারিবে।

'অশৌচান্তেঽপি কর্তব্যং বৃষোৎসর্গাদিকং
সুতৈঃ
মলিম্লু চাদি দোষস্তু ন গ্রাহ্য স্তত্র কশ্চন।'
—স্মৃতি°।

'মলমাসমৃতানান্তু শ্রাদ্ধং যৎ প্রতিবৎসরম্
মলমাসেঽপি কর্তব্যং নান্যেষান্তু কদাচন।'
—পৈঠীনসি।

মলমাস মধ্যে মৃত কোন ব্যক্তির সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধতিথি মলমাসে পড়িলে এবং কোন বিঘ্নবশতঃ সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ না হইলে সেই মলমাসেরই কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে অথবা অমাবস্যাতে সেই শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। আর যদি সেই শ্রাদ্ধ অশৌচহেতু করিতে না পারা যায়, তবে সেই মলমাসের মধ্যেই অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে করা বিধি। শুদ্ধ মাসে মৃত ব্যক্তির সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ মলমাসে করা অবিধেয় নহে।

'শ্রাদ্ধজাতকনামানি যে চ সংস্কারমাশ্রিতাঃ
মলিম্লুচেঽপি কর্তব্যাঃ কাম্যা ইষ্টীশ বর্জ্জয়েৎ।'

'বাল-গ্রহভূতগ্রহনরাদিপপ্রবলশত্রুদুঃসহ-রোগাভিভবাদ্ভুত - দুঃস্বপ্নগ্রহদৌস্থ্যাদিনিমিত্তং শান্তিকর্মাপি মলমাসোঽপি কর্তব্যং। শুদ্ধকাল-প্রতীক্ষায়া অসহত্বেনানন্যগতিকত্বাৎ।' — মলমাসতত্ত্ব।

'পূতনা প্রভৃতি কর্তৃক বালক উৎপীড়িত হইলে, পিশাচের উপদ্রব হইলে, প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে, মৃত্যুর পর ১১ মাস মধ্যে মলমাস হইলে ১টী মাসিক বৃদ্ধি হয় ত্রয়োদশটী মাসিক শ্রাদ্ধ হইবে, শুদ্ধ চান্দ্র-মাসে সপিণ্ডন হইবে। দ্বাদশ মাসে মলমাস হইলে মাসিক বৃদ্ধি পাইবে না, ঐ মলমাসেই সপিণ্ডীকরণ হইবে। শুদ্ধকালে মৃত ব্যক্তির সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, মলচান্দ্র মাসে হইবে না। কিন্তু মলমাসে মৃত ব্যক্তির বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মলমাসে হইবে।

[উদ্ধৃত বচনগুলি শব্দকল্পদ্রুম ও স্মৃতিবচন হইতে গৃহীত]

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ

অধিমুক্ত — শ্রাবস্তীর একজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনাস্থা জন্মায় ইনি মুক্তির প্রকৃত উপায়-লাভের জন্য অন্য ধর্মের অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। জেতবন দান কালে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করিতেছেন শুনিয়া ইনি তথায় উপস্থিত হয় এবং দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া যথাকালে অর্হত্ত্ব লাভ করেন (থের° অথ° ১. ২২৪) ইহার রচিত একটী গাথা আছে (ঐ, ৫, ১১৪)। পদ্মমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ইনি এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। ইনি পরে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একটী বল্কল-নির্মিত পরিচ্ছদ দান করেন এবং প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন। অপদানে উল্লিখিত সব্বকিত্তিক ও অধিমুক্ত একই ব্যক্তি বলিয়া মনে মনে হয়।—অপাদান, ১. ৩২২-৪ ॥ MDPP ॥

অধিমুত্তি সুত্ত — তথাগতের দশবিধ শক্তি-সম্বন্ধে আনন্দের নিকট বুদ্ধদেব-উক্ত সূত্র।—অঙ্গু-নি° ৫. ৩৬ ॥ MDPP ॥

অধিমুহ্য—শাক্যমুনি। বুদ্ধদেবের ৩৪শ পূর্বজন্মের নামবি° ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিযজ্ঞ — ১ যজ্ঞাধিপতি দেবতা, পরমেশ্বর। ২ যাগ, অধিকাঙ্গ। ৩ মহাযজ্ঞ। ৪ বিণ, যজ্ঞসম্বন্ধীয়। 'অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেৎ'—মনু° ৬. ৮৩ ॥ বো-রো° ॥

অধিযাগ=অধিকাঙ্গ ॥ অভি° বো-রো° ॥

অধিযোধ—মহাযোদ্ধা। 'ভবন্তি অধিযোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ'—রা° (গো°) ৬. ২৭. ২৮ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিরজ্জু—(বৈদিক) বিণ, পাশহস্ত।

'ষমস্যা লোকে অধিরজ্জু রাষ্ট্রং'—অ° ৬. ১১৮ ২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিরথ, — সোমবংশীয় যযাতিপুত্র অনুর বংশে উৎপন্ন সত্যকর্ম নামক অঙ্গরাজের বিবাহিত ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র অধিরথ।—ভা° ৯. ২৩ ; হরি° ১. ৩১ ; মৎস্যপু° ৪৮. ১০৮। ইনি সূত বলিয়া বিখ্যাত ও কুন্তীপুত্র কর্ণ ইঁহার অভিমানিক পুত্র।— মৎস্যপু° ৪৮. ১০৮ ; মহা° ১. ৬৮. ১৪০ ; ২৪৭. ১। অধিরথ-পত্নী রাধা জলে ভাসমান কুন্তীপুত্রকে পালন করেন ; কর্ণ রাধেয় নামে খ্যাত। (মহা° ১. ৬৭)। রাধার গর্ভজাত পুত্র শত্রুন্তপ, দ্রুম, বৃকরথ, শত্রুঞ্জয়, বিপাঠ। [কর্ণ দ্র°]।

অধিরথ.—চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধ-পুত্র চৈত্র। চৈত্রের পুত্র অধিরথ বিখ্যাত রাজা সুরথের পিতা।—ব্রহ্মা-বৈ-পু° প্রকৃ° ৬১।

অধিরস্যা — নৃপতি নীলরত্নের পত্নী। শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞে সস্ত্রীক যে চ চতুঃষষ্টি নৃপতি অশ্ব প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন করিয়াছিলেন নীলরত্ন তাহাদের অন্যতম।—প° পা° ৩৭, ২১৭-২২৫।

অধিরাজ, — সার্বভৌম রাজা অথবা যে রাজার অধীনে আরও রাজা রহিয়াছেন, এইরূপ রাজাকে বা যুবরাজকে বুঝাইতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'অধিরাজ' শব্দ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে রাজা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

[ঋ° ১০. ১২৮. ৯ ; অ° ৬, ৯৮, ১ ; ৯, ১০, ২৪ ; তৈ-স° ২, ৬, ১৪, ২ ; মৈ-স° ৪, ১২, ৩ ; কা-স° ৮, ১৭ ; তৈ-ব্রা° ৩, ১, ২, ৯ ; শ-ব্রা° ৫, ৪, ২, ২ : নিরুক্ত° ৮, ২ ; VI]

অধিরাজ. — রাজসূয়ের জন্য সহদেব-কর্তৃক বিজিত দেশবি°। রাজা দন্তচক্রের রাজধানী। অধুনা ইহা গোয়ালিয়ার রাজ্যের রেওয়ার অন্তর্গত নগর। রাজা দন্তবক্র মথুরায় কৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত হন। — পদ্মপু° পাতাল° ৩৫ অ°।

অধিরাজ্য, -রাষ্ট্র,—[প্রাদিস°] ক্লী°, ১ বৃহদ্ রাজ্য, সাম্রাজ্য। 'অধিরাজ্যেঽভিষেকো মে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ'—রা° (গো°) ৬. ২০. ১৭ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ নগরের নামবি°—গোপ° ১১৮ ॥ বো রো° আপ্° ॥

অধিরাজেন্দ্র চোল. — বীররাজেন্দ্র চোলের পুত্র। অনূ্যন ১০৭০ খ্রী° অতি অল্পকালের জন্য ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় দুইটী লিপিতে — V. R. i. Chittoor, 174, 246 ; 537, 573 of 1906) বীররাজেন্দ্র পুত্র অধিরাজেন্দ্রের উল্লেখ আছে। ঐ দুইটী লিপিতে অধিরাজেন্দ্রের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের উল্লেখ দেখা যায়। বীররাজেন্দ্র ১০৬৩ খ্রী° রাজা হন। উত্তর আর্কটের অন্তর্গত তীরুবল্লমের লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বীররাজেন্দ্রের পুত্র তাহার পিতার সহিত ১০৬৭-৬৮ খ্রী° এক সঙ্গে প্রতিনিধি (co-regent) ছিলেন। অথবা এইরূপও হইতে পারে যে ঐ সময় তাঁহাকে স্থানীয় শাসনভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের দুই শত দিবসে ইনি রাজ্য - শাসন করিতেছিলেন বলিয়া এই লিপিতে উল্লেখ আছে।—SII. iii. 114, 129.

অধিরাজেন্দ্র পশ্চিম চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের শ্যালক ছিলেন। বীররাজেন্দ্র সম্ভবতঃ এই বৎসর পরলোকগত হন। বিহ্লণ বলেন ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বীররাজেন্দ্রের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করেন এবং অবগত হন যে চোল-রাজ্য অরাজক অবস্থায় ছিল। তিনি কাঞ্চীতে গমন করেন এবং অধিরাজেন্দ্রকে একটী বিদ্রোহ-দমন করিতে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁহাকে 'গঙ্গৈকোণ্ড চোল.পুরমে' লইয়া গিয়া চোল. সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাহার পর তিনি তুঙ্গভদ্রে অভিযান করেন। অল্প-কাল পরে তিনি শুনিতে পান যে অধিরাজেন্দ্র আর একটী নূতন বিদ্রোহে নিহত হইয়াছে। এবং প্রাচ্য চালুক্যরাজ বেঙ্গির অধিপতি ২য় রাজেন্দ্র চোল. (কুলতুঙ্গ) চোল. সিংহাসন অধিকার করেন।—Fleet, D. K. D. BG. 445.

বীররাজেন্দ্রের উপাধি ছিল 'রাজকেশরী'। দেশীয় প্রথানুসারে অধিরাজেন্দ্রেরও অন্যতর উপাধি হয় 'পরকেশরী'।

পূর্বোল্লিখিত একই শিলালিপিতে রাজা বীররাজেন্দ্রের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে মন্দিরের হিসাব চুক্তির উল্লেখ আছে। আর এই বর্ষ ১৩ই মার্চ ১০৭০ খ্রী° আরম্ভ হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে অধিরাজেন্দ্রের রাজত্ব ১৩ই মার্চ হইতে ৯ই জুন ১০৭০ খ্রী° পর্যন্ত ছিল। ইহার কারণ ইহাই কুলতুঙ্গের সিংহাসন আক্রমণের সময়।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অধিরুক্ম — [প্রাদিস°] বিণ, (স্বর্ণ) আভরণ - প্রাপ্ত। 'অধিরুক্মা বিনীয়তে'—ঋ° ৮. ৪৬. ৩৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিরূঢ় — ১ যে উপরে উঠিয়াছে mounted ॥ আপ্° ॥ ২ গভীর চিন্তামগ্ন ॥ আপ্° ॥

অধিরূঢ়া—বয়স্কা। [প্রৌঢ়া দ্র°]।

বালেতিগীয়তে নারী যাবদ্ বর্ষাণিষোড়শঃ।
তস্মাৎপরং চ তরুণী যাবতাত্রিংশতা
ভবেৎ ॥ ১
তদূর্ধ্বমধিরূড়াস্যাদ্ যাবৎ পঞ্চশতা ভবেৎ।
বৃদ্ধাতৎপরতোজ্ঞেয়া সুরতোৎসব বঞ্চিতা ॥ ২
—শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি।

অধিরোপণ — অত্যাধিক আরোহণ ॥ অপ্° বো রো° ॥

অধিরোহ — মাহুত, যে হাতীতে চড়ে। —শিশু° ১১. ৭ ॥ আপ্° ॥ ~ণ—ক্লী°, উচ্চে আরোহণ। 'পৃষ্ঠাধিরোহণে' — রা° (গো°) ৫. ৩৫. ২৯ ; সুশ্রু° ২. ১৪৪. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ~ণী,-রোহিণী— সোপান, সিঁড়ি ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥

অধিলোক — বিশ্ব, পৃথিবী, দ্যো, আকাশ, বায়ু,।—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ১৬ ; তৈ-উ° ১. ৩. ১. ২ ॥ বো-রো° ॥

অধিবক্তা-[মূ°-বক্তৃন্] ১ পক্ষাবলম্বী বক্তা advocate.—ঋ° ২. ২৩. ৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ বাগ্মী ॥ আপ্° ॥

অধিবচন —ক্লী°, ১ পক্ষপাতযুক্ত কথন ॥ আপ্° ॥ ২ নাম, সংজ্ঞা, অভিধা ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ১১৭. বো-রো° আপ্° ॥

অধিবস্ত্র—আবরণী, বস্ত্র।—ঋ° ৮. ২৬. ১৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিবাক—পক্ষপাতযুক্ত বচন। 'তমিদ্ধনেষু হিতেষ্বধিবাকায় হবন্তে'— ঋ° ৮. ১৬. ৫; অ° ৬. ১৩. ২ ॥ বো-রো° ॥

অধিবাস১—[অধি+ √বস্+ঘঞ্—ভা°] ১ অধিকারপূর্বক বাস, নিবাস ॥ শব্দ° ॥ ২ অধিষ্ঠান, অবস্থান। ৩ [অধি+√বস্+ঘঞ্—কর্ম°] অধ্যুষিত স্থান, বাসস্থান। 'কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ'—শ্বেতা উ° ৬. ১১; 'তদ্যাপি স এব গিরিরধিবাসঃ'—কাদ° ১৩৭। ৪ [অপ্র°] অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কোন গৃহস্থের গৃহসান্নিধ্যে উপবাসপূর্বক অবস্থান, নির্বন্ধ, ধর্ণা ॥ আপ্° মনি° ॥

অধিবাস২—[অধি+√বাসি (সুরভি করা)+অচ্—ভা°] ১ সুরভীকরণ, বাসন scenting. 'অধিবাসস্পৃহা'—রঘু ৭. ৩৪; 'দিব্যগন্ধাধিবাসঃ'—মহা° ৩. ৪৩. ১৭ ॥ আপ্° ॥ ২ [অধি+√বাসি+ঘঞ্—করণে] গন্ধদ্রব্য, সৌরভ, গন্ধ। ৩ ধূপনাদিদ্বারা সংস্কার ॥ মে° অভি°, সংস্ক্রিয়া; ত্রিকাণ্ড° ॥ ৪ যজ্ঞপূজাবিবাহাদি সংস্কারের পূর্বদিনে গন্ধাদিদ্বারা দেবতাস্থাপনাদিরূপ কর্ম।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অধিবাস-কার্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অধিবাসকার্যে মহী, গন্ধ, শিলা প্রভৃতি কয়েকটী জিনিস দেওয়া হইয়া থাকে। এই গুলির মন্ত্র সাধারণতঃ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সামবেদায় অধিবাস-মন্ত্র কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে।

দুর্গাপূজা, দোলযাত্রা ও যাগাদি অনুষ্ঠানেরপূর্বদিবসে সায়ংকালে অধিবাস বিধেয়। সংস্কার-কর্মে সেই দিন পূর্বাহ্ণে মন্ত্রপাঠ করিয়া ক্রমে অধিবাস দ্রব্যগুলি প্রথমে দেবতা প্রভৃতির ললাটদেশে এবং পরে ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্তিপাত্রে* স্থাপন করিতে হয়। সাধারণতঃ সকল পূজায় পূর্ব দিবসে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানরূপে অধিবাসরূপ এই সংস্কার করা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে পূর্ব দিনে অধিবাস না করিয়া, কার্যদিবসেই করা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বর-কন্যার অধিবাস সংস্কার করা হইয়া থাকে। এই অধিবাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহের দিনেই করা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে পূর্বদিনে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কালে কিন্তু বিবাহাদির পূর্ব দিনেই অধিবাসের বিধি ছিল। বিবাহে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্বে অধিবাস করা বিধি। প্রথমে গণেশ ও গৌরী প্রভৃতির পূজা করিয়া অধিবাস করিতে হয়। অধিবাস পূর্বদিনের সন্ধ্যাকালে করাই শাস্ত্রসম্মত কিন্তু; বর্তমান কালে উহা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে করা অধিকাংশ স্থলেই প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুর্গোৎসবাদিতে পূজার পূর্বদিনে অধিবাস করিতে হয়, এই যুক্তি ধরিয়া অনেকে সাধারণ পূজাতেও মানসোপচার-পূজার পূর্বেই অধিবাস করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। আবাহন না করিলে ঘটাদির দেবতাত্বই যখন সিদ্ধ হয় না, তখন কাহার অধিবাস হইবে? দুর্গোৎসবাদিতে যে পূর্বদিনে অধিবাস হয়, তাহাও ঘটে দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তারপর করিতে হয়। সে সকল স্থলে অধিবাসই প্রধান কার্য বলিয়া পূজার পর উহা করিবার বিধি আছে; এবং সাধারণ পূজায় পূজাই প্রধান কার্য বলিয়া অগ্রে অধিবাস করিয়া তৎপরে পূজা করিতে হয়। কিন্তু সর্বত্রই আবাহনের পর (প্রতিমা থাকিলে প্রাণ-প্রতিষ্ঠারও পর) অধিবাস কর্তব্য। তবে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত দেবতার অধিবাস করিতে হইলে, মানসোপচার-পূজার পূর্বেই করিতে হয়। প্রথমে গন্ধ, পুষ্প ও তৈলহরিদ্রা দ্বারা অধিবাস করিয়া, তৎপরে মহী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অধিবাস করিতে হয়। প্রশস্তি-পাত্র পূর্বোক্তক্রমে বারত্রয় ভূমি ও ললাটে স্পর্শ করাইতে হয়। ভবদেব ধূপনাদিদ্বারা সংস্কারের ২২টী দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেত-সর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, দীপ ও প্রশস্তি-পাত্র। কোন কোন পুস্তকে শ্বেত-সর্ষপ স্থানে সিদ্ধান্ন, কোথাও বা ইহা চামর স্থানে দিবার বিধি আছে।

মহী আদি ২৩টী বস্তুর দ্বারাও অধিবাস করা হয়। এসম্বন্ধে বচন এই—

'মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনাঃ ॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্।
খড়্গো বরাহদশনং সুপ্রতিষ্ঠার্থবন্দনম্।'

স্বস্তিক—পিটুলি দিয়া মঠের মত ত্রিকোণাকৃতি করিয়া তাহাতে সিন্দূরের ফোঁটা দেওয়া হয়, উহাকে স্বস্তিক বা পিটুলির শ্রী বলে রোচনা—গোরোচনা, অভাবে কাঁচা হরিদ্রা ব্যবহার করা বিধি এবং বাক্যে 'অনয়া হরিদ্রয়া' বলা হয়। সিদ্ধার্থ—শ্বেতসর্ষপ। আয়ুর্ভাণ্ড—আইভাঁড়। সূত্রবন্ধন—পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম মণিবন্ধে সূত্র বাঁধিতে হয়। সুপ্রতিষ্ঠার্থ বন্দন—দেবতার শোভনস্থিতির জন্য বন্দনা।

প্রশস্তিপাত্রে মৃত্তিকা হইতে বরাহদন্ত পর্যন্ত সমুদয় বস্তু লইয়া যথাক্রমে এক একটী বস্তু হাতে লইয়া মন্ত্র-পাঠ করিয়া তাহা ঘটে ও নবপত্রিকায় স্পর্শ করাইয়া পুনঃ প্রশস্তিপাত্রে রাখা নিয়ম।

ঋগ্বেদীয় অধিবাস-মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) মহী (মৃত্তিকা)—'ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্ব... বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসী। অনয়া মহ্যা অস্যাঃ………… ………… শুভাধিবাসনমস্তু।' — বাজ-স° ১৩. ১৮; তৈ-স° ৪. ২. ৯. ১; ৭. ১০

* যে সকল দ্রব্যকে মন্ত্রদ্বারা প্রশংসা (স্তুতি) করা যায়, তাহাদিগকে প্রশস্তি বলে; ঐ সকল দ্রব্য যে পাত্রে রাখা যায়, তাহাকে প্রশস্তি-পাত্র বলে।

১২. ১; মৈ-স° ২. ৮. ১৪; ১১৭. ১৫; কাঠ-স° ১৬. ১৬; শ-ব্রা° ৭. ৪. ২. ৭; তৈ-ব্রা° ৩. ৮. ৯. ৩; আপ-শ্রৌ° ১৬.১৩. ৭।

তুমি ভূ, তুমি ভূমি, তুমি অবিনাশিনী, তুমি সর্বপ্রাণীর পোষণকারিণী, তুমি সমুদয় ভূতগ্রামের ধরায়িত্রী। পৃথিবীকে নিয়তা কর, পৃথিবীকে দৃঢ় কর, পৃথিবীকে হিংসা করিওনা।

(খ) গন্ধ — 'ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং
নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

অনেন গন্ধেন অস্যাঃ……।'—খিলসূ° ৫. ৮৭. ৯; তৈ-আ° ১০. ১. ১০; মহা-উ° ৪. ৮; মানবগৃহ্য° ২. ১৩. ৬; বৌধা-ধর্মশা° ৪. ৫. ১২; পরা-স্মৃ° ১১. ৩২; বৃদ্ধ-হারিত-স° ৮. ১৯. ৩৮।

গন্ধতন্মাত্রযুক্তা, অপরাজেয়া, নিত্য-পুষ্টা, গবাদিপশুসমৃদ্ধিযুক্তা, সর্বভূতের ঈশ্বরী, শ্রীরূপিণী তোমাকে অধুনা আমি আহ্বান করিতেছি।

(গ) শিলা —'ওঁ প্রস্তরেণ পরিধিনা
স্রুচা বেদ্যা চ বর্হিষা।
ঋচেমং যজ্ঞং নো নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে॥

অনয়া শিলয়া অস্যাঃ।' — বাজ-স° ১৮. ৬৩; তৈ-স° ৫. ৭. ৭. ২; কাঠ-স° ৪০. ১৩; শ-ব্রা° ৯. ৫. ১. ৪৮।

হে অগ্নে, আমাদের এই যজ্ঞকে স্বর্গে লইয়া যাও, (স্বঃ নয়), দেবতাদের নিকট গমনের জন্য (দেবেষু গন্তবে)। কিরূপ যজ্ঞ? যাহা প্রস্তরদ্বারা (স্রুক্ প্রভৃতি রাখিবার দর্ভদ্বারা), যজ্ঞবেদির তিন দিকের তিনখানি কাষ্ঠপরিধি দ্বারা, স্রুক্‌দ্বারা, বেদির দ্বারা, বর্হি (দর্ভ) দ্বারা এবং ঋগ্বেদীয় মন্ত্রদ্বারা (ঋচা) কৃত হইয়াছে।

(ঘ) ধান্য—'ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্
ধিনুহি যজ্ঞম্।
ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥

অনেন ধান্যেন……।'—বাজ-স° ১. ২০; তৈ-স° ১. ১. ৬. ১; মৈ-স° ১. ১. ৭; ৪. ৫; কাঠ°-স° ৩১. ৫; শ-ব্রা° ১. ২. ১. ১৮; তৈ-ব্রা° ৩. ২. ৬. ৩; কা-শ্রৌ° ২. ৫. ৬; মানব-শ্রৌ° ১. ২. ২. ২৮; বৌধ-ধর্ম-শা° ৩. ২. ৭।

তুমি ধান্য, দেবতাদিগের আনন্দ-বিধান কর, যজ্ঞে আনন্দবিধান কর, যজ্ঞপতিকে তৃপ্ত কর, যজ্ঞন্য যে আমি, আমাকেও আনন্দিত কর।

(ঙ) দূর্বা—'ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

অনয়া দূর্বয়া……।'—বাজ-স° ১৩.২০; তৈ-স° ৪. ২. ৯. ২, ৫. ২. ৮. ৩; মৈ-স° ২. ৭. ১৫; কাঠ-স° ১৬. ১৬; শ-ব্রা° ৭. ৪. ২. ১৪; তৈ-আ° ১০. ১. ৭; আপ-শ্রৌ° ১৬. ২৫. ১।

প্রতি কাণ্ড হইতে, প্রতি পরুস্ হইতে দূর্বা চতুর্দিকে শাখা প্রশাখা বহু সংখ্যায় বিস্তার করে। হে দূর্বে, এইরূপ শত সহস্র সন্ততি দ্বারা আমাদিগকে বিস্তারিত কর।

(চ) পুষ্প—'ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ॥
অনেন পুষ্পেণ……।'—বাজ-স° ৩১. ২২।

শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার পত্নীস্থানীয়া, দিবা ও রাত্রি তোমার পার্শ্বস্থানীয়া, নক্ষত্র-সকল তোমার রূপ এবং আকাশ ও পৃথিবী তোমার মুখ। ইচ্ছা করিয়া ঐ উর্ধ্বলোককে আমার বাসনাপূরক কর, সর্বলোককে আমার বাসনাপূরক কর অর্থাৎ আমি যেন সমুদয় পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি!

(ছ) ফল—'ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা
অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

অনেন ফলেন……।'—ঋ° ১০. ৯৭. ১৫; বাজ-স° ১২. ৮৯; তৈ-স° ৪. ২. ৬. ৪; মৈ-স° ২. ৭. ১৩, ৯৪. ১১; কাঠ-স° ১৬. ১৩।

যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফল-বতী নয়, যাহারা পুষ্পবতী অথবা তাদৃশ নয়, বৃহস্পতি-কর্তৃক উৎপাদিত সেই ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক।

(জ) দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং
জিষ্ণো রশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংষি
তারিষৎ॥

অনেন দধ্না……।'—ঋ° ৪. ৩৯. ৬; অ° ২০. ১৩৭. ৩; সা° ১. ৩৫; বাজ-স° ২৩. ৩২; তৈ-স° ১. ৫. ১১. ৪; মৈ-স° ১. ৫. ১; কাঠ-স° ৬. ৯; ঐ-ব্রা° ৬. ৩৬. ৮; গো-ব্রা° ২. ৬. ১৬; পঞ্চবিংশ-ব্রা° ১. ৬. ১৭; শ-ব্রা° ১৩. ২. ৯. ৯; তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৭. ৫; আশ্ব-শ্রৌ° ২. ১২. ৫; শাঙ্খা-শ্রৌ° ৪. ১৩. ২; আপ-শ্রৌ° ৪. ১৪. ১; মানব-শ্রৌ° ২. ৫. ৪. ১৪; সাঙ্খ-শ্রৌ° ১. ১৭. ১।

বামদেবাত্মজ ঋত্বিক্ দধিক্রাব্ণ বলিতেছেন, আমরা জয়শীল (জিষ্ণু) গমন-শীল (বাজী) যজ্ঞীয় অশ্বের প্রতি (অশ্লীল-ভাষণ) করিয়াছি (অকারিষং)।— অশ্লীল-ভাষণে অশ্বের সংস্কার বা তেজোবৃদ্ধি হয় এই বিশ্বাস। তাহাতে আমাদের মুখ অপবিত্র হইয়াছে, এই যজ্ঞ আমাদের মুখ সুরভি করুক, আমাদের আয়ু প্রবর্ধিত করুক (প্রতারিষৎ)।—

(ঝ) ঘৃত—'ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য-
মৃতমসি ধামনামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥

অনেন ঘৃতেন………।'—বাজ-স° ২২ ১; শ-ব্রা° ১৩. ৪. ১৭।

হে ঘৃত, তুমি তেজঃস্বরূপ, উজ্জ্বল (শুক্রং) ও অমৃত (মৃত্যুবারণকারী), ধাম (তেজ) তোমার নাম, তুমি দেবগণের প্রিয়, দেবযজ্ঞের অপরাহত (অনাধৃষ্ট) উপকরণ তুমি।

(ঞ) স্বস্তিক—'ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধ-
শ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্দধাতু॥

অনেন স্বস্তিকেন………।'—ঋ° ১. ৮৯. ৬; সা° ২. ১২২, বাজ-স° ২৫. ১৯; মৈ-স° ৪. ৯. ২৭; কাঠ-স° ৩৫. ১, ঐ-ব্রা° ১. ১. ১; আপ-শ্রৌ° ১৪. ১৬. ১; মানব-শ্রৌ° ৪. ৩. ৪৩; মানবগৃহ্য° ২. ১৫. ৬।

প্রভৃত স্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্বজ্ঞ পূষা আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন: তৃক্ষের পুত্র অরিষ্টনেমি এবং বৃহস্পতি আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন।

(ট) সিন্দুর—'ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে
শূঘনাশো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা
ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

অনেন সিন্দূরেণ········।' —ঋ° ৪. ৫৮. ৭; বাজ-স° ১৭. ৯৫; কাঠ-স° ৪০. ৭; আপ-শ্রৌ° ১৭. ১৮. ১।

নদীর জল যেরূপ নিম্নদেশাভিমুখে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ বায়ুবৎ বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত গমন করিতেছে। এই ঘৃতরাশি পরিধি ভেদ করতঃ উর্মিদ্বারা বর্ধিত হইয়া মদভরে অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে।

(ঠ) শঙ্খ—'ওঁ পুণ্যাস্তং শঙ্খ পুণ্যানাং
মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যমতঃ শান্তিং
প্রযচ্ছ মে॥

অনেন শঙ্খেন·········।'

হে শঙ্খ, পুণ্য বস্তুসকলের মধ্যে তুমি পুণ্য, মঙ্গল বস্তুসকলের মধ্যে তুমি মঙ্গল, বিষ্ণু নিত্য তোমাকে ধারণ করেন, অতএব আমাকে তুমি শান্তি দান কর।

(ড) 'কজ্জল—ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন কৃদরং
মতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ।
বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং
বক্ষি প্রিয়মাসধস্থম্॥

অনেন কজ্জলেন·········।' —বাজ-স° ২৯. ১; তৈ-স° ৫. ১ ১. ১১; মৈ-স° ৩. ১৬. ২; শ-ব্রা° ১৩. ২. ২. ১৪; তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৪. ৮; আপ-শ্রৌ° ২০. ১৭. ৩।

হে অগ্নে সন্দীপ্ত হইয়া (সমিদ্ধঃ), বুদ্ধিসকলের গর্ভকে (কৃদরং) ব্যক্ত করিয়া (অঞ্জন), স্বাদু ঘৃত দেবগণের প্রতিসেচন কর (মধুমৎ ঘৃতং পিন্বমানো ভব)। হে জাতপ্রজ্ঞান অগ্নে, চলনবান্ হইয়া (বাজী), হবিঃ বহন করিয়া (বাজিনং বহন্) দেবগণের সহস্থানের প্রতি অর্থাৎ স্বাভাবিক বাসস্থানের প্রতি (সধস্থম্) প্রীতি (প্রিয়ং) বহণ কর (আবক্ষি)॥

(ঢ) রোচনা—'ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং
চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি॥

অনয়া রোচনয়া········।'—ঋ° ১. ৬ ১; অ° ২০. ২৬. ৪; সা° ২. ৪১৮; বাজ-স° ২৩. ৫; তৈ-স° ৭. ৪. ২০. ১; মৈ-স° ৩. ১২. ১৮; কৌশী-ব্রা° ২৫. ১৫; শ-ব্রা° ১৩. ২. ৬. ১; তৈ-ব্রা° ৩ ৯. ৪. ১; আপ-শ্রৌ° ২০. ১৬. ১।

যজ্ঞীয় কার্যের জন্য সর্বত্র স্থিত ঋত্বিকেরা (পরিতস্থুষঃ) বিচরণশীল (চরন্তং), রোষরহিত (অরুষং) আদিত্যকে (ব্রধ্নং) রথে যোজনা করিতেছেন (যুঞ্জন্তি), যাঁহার দীপ্তিসকল (রোচনানি) আকাশে দীপ্তি পাইতেছে (দিবি রোচন্তে)।

(ণ) সিদ্ধার্থ—'ওঁ রক্ষোহণো বো
বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি
বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণৌ বো বলগহনোঽবস্তৃণামি
বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি
বৈষ্ণবী।
রক্ষোহণৌ বাং বলগহণৌ পর্যূহামি
বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবা স্থ॥

অনেন সিদ্ধার্থেন·········।'—বাজ-স° ৫ ২৫; তৈ-স° ১. ৩. ২২; শ-ব্রা° ৩. ৫. ৪. ২১।

চারিটী গর্তকে মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণ করা হইতেছে। রাক্ষসবিনাশক, অভিচার বিনাশক (বলগহনঃ) বিষ্ণুদৈবত তোমাদিগকে প্রোক্ষণ করিতেছি।—তোমাদিগকে সেচন করিতেছি (অবনয়ামি)। তোমাদিগকে দর্ভদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি (অবস্তৃণামি)।—রাক্ষসনাশক, অভিচারনাশক তোমাদের বিষ্ণুদৈবত (বৈষ্ণবী) দুই গর্তের উপরে সোমাভিষবের প্রস্তরফলক স্থাপন করিতেছি—তোমাদের দুইটীকে সংলগ্ন করিতেছি (পর্যূহামি)। হে অধিষবণ চর্ম, তুমি বিষ্ণুসম্বন্ধি (রক্ষাকারী) হও। হে সোমাভিষবের পঞ্চ পাষাণ, তোমরা বিষ্ণুসম্বন্ধ (রক্ষাকারী) হও।

(ত) কাঞ্চন—'ওঁ স্বর্ণঃ ঘর্ম স্বাহা।
স্বর্ণার্কঃ স্বাহা। স্বর্ণশুক্রঃ স্বাহা।
স্বর্ণজ্যোতিঃ স্বাহা॥

অনেন কাঞ্চনেন······।'—বাজ-স° ১৮ ৫০; কাঠ স° ৪০. ১৩; শ-ব্রা° ৯. ৪. ২. ১৯, ২৫।

স্বঃ—অহঃ ন ইবার্থে। স্বর্ণঃ—দিবাসদৃশ। ঘর্ম—আদিত্য। দিবারূপ আদিত্যকে অগ্নিতে আহুতি দিতেছি (স্থাপন করিতেছি)। দিবারূপ অর্ককে অগ্নিতে স্থাপন করিতেছি। দিবারূপ শুক্রকে (উজ্জ্বলরূপকে) অগ্নিতে স্থাপন করিতেছি। দিবারূপ জ্যোতিকে অগ্নিতে স্থাপন করিতেছি। দিবারূপ সূর্যকে অগ্নিতে স্থাপন করিতেছি।—

(থ) রৌপ্য—'ওঁ অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ
পদপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ বিষ্টারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরো-
ভ্রজশ্ছন্দঃ॥

অনেন রজতেন······।'—বাজ-স° ১৫. ৪; তৈ-স° ৪. ৩. ১২. ৩; মৈ-স° ২. ৮. ৭; কাঠ-স° ১৭. ৬; শ-ব্রা° ৮. ৫. ২. ৪।

ঐ দ্যুলোক, এই ভূলোক, এই দিক্‌সকল, ঐ আদিত্য, অক্ষর—অবিনাশী, পঙ্‌ক্তি—আবলি, ছন্দঃ—যাহা আচ্ছাদন করিয়া বা ব্যাপিয়া আছে। বিষ্টার—বিস্তারিত। ক্ষুরঃ তীক্ষ্ণ: ভ্রাজতে ক্ষণোভ্রবাঃ তীক্ষ্ণতেপোযুক্ত।

(দ) তাম্র—'ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ
উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ
সহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে॥

অনেন তাম্রেণ······।' — বাজ-স° ১৬. ৪; তৈ-স° ৫. ৪. ১. ২; মৈ-স° ২. ৯. ২; কাঠ-স° ১৭. ১১।

ঋষি রুদ্রকে আদিত্যরূপে স্তুতি করিতেছেন। ঐ যে তাম্রবর্ণ, অরুণ (রক্ত) বর্ণ, কপিলবর্ণ (বভ্রু) সুলঙ্গল (রুদ্রদেব)।

ইঁহাকে যে অসংখ্য রশ্মিসকল (রুদ্রাঃ) সকলদিকে (অভিতঃ) আশ্রয় করিয়া আছে, ইঁহাদের ক্রোধ (হেড়) নিবারণ করিব (অব ঈমহে)।

(ধ) দীপ—'ওঁ মনোজূতি র্জুষতামা-
জ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু।
অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস
ইহ মাদয়ন্তাম্ ওঁ প্রতিষ্ঠ ॥

অনেন দীপেন……।' — বাজ-স° ২. ১৩; কাঠ-স° ৩৪. ১৯; শ-ব্রা° ১. ৭. ৪. ২২।

ভূত, ভাবী, বর্তমান সর্বকালে গমনশীল মন আজ্যের স্বীয় ভাগ সেবন করুক, বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে বিস্তারিত করুন, এই যজ্ঞকে বিনাশরহিত করুন, সর্বদেশগণ এই যজ্ঞে আনন্দ প্রাপ্ত হউন। হে মনোদেবতে, এই যজ্ঞে প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিত থাক।

(ন) দর্পণ — 'ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা
বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ।
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি
ভুবনানি পশ্যন্ ॥

অনেন দর্পণেন……।'—ঋ° ১. ৩৫. ২; বাজ-স° ৩৩. ৪৩; তৈ স° ৩. ৪. ১১. ২; মৈ-স° ৪. ১২. ৬।

সূর্য নীল আকাশের ভিতর দিয়া (কৃষ্ণেন রজসা) অমৃতকে (দেবাদিকে) ও মর্তকে (মনুষ্যাদিকে) যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া আবর্তন (পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ) করিতেছেন হিরণ্ময় রথে দেব সবিতাসকল ভূতজাতকে (ভুবনানি) দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছেন (আযাতি)।

(প) খড়্গ—'ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গ-
স্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোঽস্তু
তে ॥

অনেন খড়্গেন……।'

অসি বিনাশরূপী (বিশসন), খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, যাহাকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য, যাহার গর্ভে শ্রীনিহিত আছে (সমৃদ্ধিদায়ক), বিজয়রূপী ও ধর্মরক্ষক। তোমাকে নমস্কার।

(ফ) বরাহদন্ত —'ওঁ খড়্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বাকৃষ্ণ কর্ণো গর্দভস্তরক্ষুস্তে রক্ষসামিন্দ্রায় সূকরঃ সিংহো মারুতঃ কৃকলাসঃ পিপ্পকাঃ শকুনিস্তে শরব্যায়ৈ বিশ্বেষাং দেবানাং পৃষতঃ ॥ অনেন বরাহদন্তেন……। — বাজ স° ২৪. ৪০; মৈ-স° ৩. ১৪. ২১।

খড়্গ নামক বিশ্বদেবগণের, কৃষ্ণ সারমেয়, লম্বকর্ণ গর্দভ ও তরক্ষু এই তিনটী রাক্ষসদিগের পশু; ইন্দ্রের জন্য সূকর (শূকর), সিংহ মরুদ্দেবগণের, কাকলাস, পিপ্পকা ও শকুনি শরব্যা দেবতাদের জন্য, আর পৃষত মৃগসর্ব দেবতাদের।

এইরূপে সকলদ্রব্য দ্বারা দেবীর নবপত্রিকায় অধিবাস করিয়া মাল্য ও তৈলহরিদ্রাদ্বারা অধিবাস করিবে—

মাল্য—'ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব। অনেন
মাল্যেন অস্যা……।'

তুমি শ্রী, আমার প্রতি আনন্দবিধান কর।

তৈলহরিদ্রা—'ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্যং বিশ্বে-
দিন্দ্রস্য ভক্ষত।
বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতি ভাগং
ন দীধিম ॥

অনয়া তৈলহরিদ্রয়া অস্যাঃ……।'—ঋ° ৮. ৯৯. ৩; অ° ২০. ৫৮. ১; সা° ১. ২৬৭; বাজ-স° ৩৩. ৪১; কৌশী ব্রা° ২৫. ৬; আশ্ব-শ্রৌ° ৭. ৪. ৩।

সূর্যকে আশ্রয় করিয়া আছে যে রশ্মিসকল (সূর্যং শ্রায়ন্তঃ) ইন্দ্রের সমুদয় ধন (বিশ্বাইৎ, বিশ্বানি ধনানি, বৃষ্টি শস্য ইত্যাদি) সকল জীবকে বিভাগ করিয়া দেয়, (ভক্ষত, বিভজন্তে)। তদ্রূপ ধনসকল উৎপন্ন হইলে (বসূনি জাতে), পুত্রপৌত্রাদি জাত হইলে (জনমানে) বৃদ্ধির সহিত (ওজসা) ধনসকলের বিভাগ স্থাপন করিব (দীধিম) তৎপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

'ওঁ পূজাং কর্তুং মহেশান্যো ত্বামহং
চাধিবাসয়ে।
মূলে সমাগতে ঋক্ষে সপ্তম্যামাগমিষ্যসি ॥'

মহেশানীর পূজা করিবার জন্য তোমাকে (নবপত্রিকাতে) আমি অধিবাসন করিলাম। সপ্তমী তিথিতে মূলানক্ষত্র আগত হইলে তুমি আবার আসিবে।

অতঃপর বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রশস্তি পাত্রসহ মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমা সমীপে গিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্বক—

'অনয়া মহ্যা অস্যা……শুভাধিবাসনমস্তু।'

এইক্রমে কেবল গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবীর অধিবাস করিবে। অথবা গায়ত্রী-পাঠ করিয়া কেবল প্রশস্তিপাত্র দেবীর অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া বলিবে—

'ওঁ মহাদিসর্বোপকরণসমন্বিত প্রশস্তিপাত্রেণ অস্যা………শুভাধিবাসনমস্তু।'

তৎপর পুনরায় মাসভক্তবলি দিবে—

'এষমাসভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।'

অতঃপর প্রতিমার ৪ কোণে ৪টী তীর ধনু 'ওঁ কাণ্ডাৎকাণ্ডাৎ', 'ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিম্' মন্ত্রে পুঁতিবে।

দেবীর আরতিক্রিয়া ও গীতবাদ্যে অবশিষ্ট নিশা যাপন করিবে।

মহী — 'মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য' ।—ঋ° ১০. ১৮৫. ১; সা° ১. ১৯২; বাজ-স° ৩. ৩১; মৈ-স° ১. ৫. ৪; কৌশী-ব্রৌ° ৭. ২; শ ব্রা° ২. ৩. ৪. ৩৭; আপ-শ্রৌ° ৬. ১৭. ১০।

গন্ধ — 'অনর্শরাতিং বসুদামুপস্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনো দানায় চোদয়ন্ ॥'—ঋ° ৮. ৯৯. ৪; সা° ২. ৬৭০; অ° ২০. ৫৮. ২।

শিলা — 'বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্বরাহো জিগ্যু রশ্বা। — ঋ° ৬. ২৪. ৬; সা° ১. ৬৮। পাঠান্তর—'বি ত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানয়ন্ত যজ্ঞৈঃ। ত্বং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভির্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্মু,র্গির্বাহো অশ্বাঃ ॥'

ধান্য — 'ধানাবন্তং করংভিণমপবপূস্তবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।'—ঋ° ৩. ৫২. ১; সা° ১. ২১০; বাজ-স° ২০. ২৯।

দূর্বা — 'যজ্জয়থা অপূর্ব মঘবন্ বৃত্র-

হতায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়ন্তদস্তভ্না উত দ্যাম্।'—ঋ° ৮. ৯০. ৫ ; সা° ২. ৭৬৯।

পুষ্প—'পবমানো বাশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্।'—সা° ২. ৬৬২ ; ঋ° ৯. ৬৬. ২৭ ; মন্ত্রে 'পবমানো ব্যশ্নবৎ, পাঠান্তর।

ফল — 'ইন্দ্রশ্বরো নেমধিতা হবন্তে যৎ পার্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতো শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।' —ঋ° ৭. ২৭. ১ ; সা° ১. ৩১৮ ; বাজ-স° ১. ৩১৮।

দধি—'দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ আয়ূংষি তারিষৎ।'—ঋ° ৪. ৩৯. ৬ ; বাজ স° ২৩. ৩২ ; সা° ১. ৩৫৮।

ঘৃত — 'ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মনা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।'—ঋ° ৬. ৭০. ১ ; সা° ১. ৩৭৮ ; বাজ-স° ৩৪. ৪৫।

স্বস্তিক — 'স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।'—ঋ° ১ ৮৯. ৬ ; সা° ২. ১. ২২৫ ; মৈ-স° ৪. ৯. ২৭ ; তৈ-আ° ১. ১. ১ ; আপ্-শ্রৌ° ১৪. ১৬. ১ ; বাজ-স° ২৫. ১৯।

সিন্দূর—'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমক্ষণম্, হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্নতে।'—ঋ° ৯. ৮৬. ৪৩ ; সা° ১. ৫৬৪ ; অ° ১৮. ৩. ১৮।

শঙ্খ—'স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইলানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্।' —ঋ° ৯. ১০৮. ১৩ ; সা° ১. ১৮২।

কজ্জল — 'অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে।'—ঋ° ৯. ৮৬. ৪৩ ; সা° ১. ৫৬ ; অ° ১৮. ৩. ১৮।

রোচনা — 'অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়া বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ।'—ঋ° ৮. ১. ১৮ ; বাজ-স° ১. ৫২।

সিদ্ধার্থ—'এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ।'—ঋ° ১. ৪৬. ১ ; সা° ২. ১৭৮ ; বাজ-স° ১, ১৭৮।

কাঞ্চন—'তং গূর্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমোহিরে॥' —ঋ° ৮. ১৯. ১ ; সা° ১. ১০৯ ; তৈ-ব্রা° ২-৫. ৪৪।

রৌপ্য — 'যদ্ বর্চো হিরণ্যস্য যদ বা বর্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চসেন যা সংসৃজামসি।'—আরণ্য-স° ৪. ১০।

তাম্র — 'বণ্মহাঁ অসি সূর্য বলাদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেহদ্ধা দেব মহাঁ অসি।'—ঋ° ৮. ১০১. ১১ ; অ° ২০. ৫৮. ৩ ; সা° ১. ২৭৬ ; বাজ-স° ৩৩. ৩৯।

চামর — 'বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।' —ঋ° ১০. ১৮৬. ১ ; সা° ১. ১৮৪ ; গো-ব্রা° ১. ৩. ১৩।

দর্পণ –'আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা।' —ঋ° ৮. ৬. ৩০ ; সা° ১. ২০ ; কাঠ-স° ২-১৪ ; ছা-উ° ৩. ১৭. ৭।

দীপ –'অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।'— ঋ° ৬. ১৬. ১০ ; সা ১. ১ ; ২. ১০ ; বাজ-স° ১১. ৪৬ ; তৈ-স° ২. ৫. ৭. ৩ ; মৈ-স° ২. ৭. ৪ ; ঐ ব্রা° ৭. ৬. ২ ; কৌশী-ব্রা° ১. ৪ ; গো-ব্রা° ১. ১. ২৯ ; পঞ্চবিংশ-ব্রা° ১১. ২. ৩ ; শ-ব্রা° ১. ৪. ১. ৭ ইং।

প্রশস্তিপাত্র—'উদ্যল্লোকা ন রোচয়ঃ ইমাল্লোকা ন রোচয়ঃ। প্রজাভূতমরোচয়ঃ বিশ্বভূতমরোচয়ঃ।'

অধিবাসন—১ [অধি+√বাসি+অন (ল্যুট্)-ভা°] গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকরণ।—অম° ২. ৬, ৩. ৩৬ ; অভি° ৬৩৭ ; সুশ্রু° ১. ১৭১. ৭ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ [অধি+√বাসি স্থাপন+অন—করণে] যথোপযুক্ত মন্ত্রণাদির দ্বারা মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান বি°, যজ্ঞের পূর্বদিনে দেবতাদির আহ্বানপূর্বক পূজনাদি কর্ম ॥ আপ্° ॥ ~ীয়—১. ২৫২. ১২ ॥ শ্মি° ॥ সংস্কারের উপযোগী—হেমাদ্রি° ॥ ~ক— গন্ধমাল্য দ্রব্যের দ্বারা সংস্কর্তা।— হেমাদ্রি° ১. ২৩২. ১১ ॥ শ্মি° ॥

অধিবাসনা — জৈন দেবতাবি°।— নির্বাণকলিকা

অধিবাস ভূমি—বাসগৃহ, বাস করিবার স্থান ॥ বো-রো° ॥

অধিবাসিত—সুরভীকৃত ॥ আপ্° ॥

অধিবাসী—[পুং°-বাসিন্। অধি+√বস্ +ইন্ (ণিনি) কর্তৃ ; স্ত্রী°- সিনী] বিণ, ১ বাসকারী, নিবাসী।—হেমাদ্রি° ১. ২৫৪. ৯ ॥ শ্মি° আপ্° ॥ ২ সুগন্ধকারী ॥ আপ্° ॥

অধিবাহন—১ বাহন। ২ অঙ্গরাজের পুত্রের নামবি°।—বায়ুপু° ॥ বোপ° ৪. ৪৫ বো-রো° ॥

অধিবিকর্তন—ছেদনকার্য। 'আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্'—ঋ° ১০. ৮৫. ৩৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিবিদ—বিবাহ করা (অতিরিক্ত), দ্বিতীয়বার বিবাহ করা 'অধিবিবিন্নমাতৌরাহ্নতাতস্য যুনঃ প্রথম পরিগৃহীতে স্ত্রীভূবৌ রাজকন্যাঃ'—রা° (গো) ১৮. ১৫৩ ॥ আপ্° ॥

অধিবিদ্য—১ বিদ্যাকে অধিকার এই অর্থে অব্যয়ীভাব। ২ তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটী অধ্যায়।—তৈ-উ° ১. ৩. ১-৩ ॥ বো-রো° ॥

অধিবিন্না — [অধি+√বিদ্+ক্ত-কর্ম ; স্ত্রী°-া] স্ত্রী°, যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছে, তাহার প্রথমা স্ত্রী, প্রাগূঢ়া।—মনুতে উক্ত আছে, অধিবিন্না (প্রথমা স্ত্রী) যদি ক্রুদ্ধা হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে চায়। তবে তাহাকে কক্ষে আবদ্ধ করিবে কিংবা উহার পিত্রাদির সমক্ষে উহাকে পরিত্যাগ করিবে।—৯. ৮৩৩ ; যাজ্ঞ° ১. ৭৩ ৭৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিবিবাহ—পুনর্বিবাহ। সাংখ্যা গৃহ° ২. ১৫ ॥ শ্মি° ॥

অধিবীর—উত্তমচ° ৩৪ ॥ শ্মি° ॥

অধিবেত্তা—[মূ°-বেত্তৃ ; অধি+√বিদ্ +তৃচ্ কর্তরি] স্ত্রী থাকিতেও যে পুনর্বার বিবাহ করে ॥ আপ্° ॥

অধিবেদন — [অধি+√বিদ্+ঘঞ্, অন (লুট্) - ভা°] প্রথমা স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহকরণ। শাস্ত্রে অধিবেদন সম্বন্ধে কয়েকটী বিধি আছে—যে স্ত্রী মদ্যপান করে ও অসৎচরিত্রা এবং পতির অহিতাচরণ করে ও চিররোগিণী, যে স্ত্রী পতির বন্ধুজনের হিংসা করে, সর্বদা অপব্যয় করিয়া অর্থনাশ করে, সে স্ত্রী জীবিত থাকিলেও অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবার বিধি আছে।

'মদ্যপাহসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাহর্থঘ্নী চ সর্বদা ॥
—মনু° ৯. ৮০।

প্রথম ঋতু হইতে আট বৎসর পর্যন্ত সন্তান না জন্মিলে এবং যাহার সন্তান জন্মিয়া মৃত হয়, দশবৎসরের কোন সন্তান জীবিত থাকে না এবং যে স্ত্রী এগার বৎসর পর্যন্ত কেবল কন্যা প্রসব করে। সেই স্ত্রী বর্তমানেও অন্য বিবাহ করিবে এবং কর্কশভাষিণী স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে সদ্যই বিবাহ করিবে।

'বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃত প্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্তপ্রিয়বাদিনী।
—ঐ, ৯. ৮১।

সুশীলা ও হিতকারিণী ভার্যা চিররোগিণী হইলে তাহার অনুমতি লইয়া অন্য ভার্যা গ্রহণ করিবে। কদাচ সুশীলা ভার্যাকে অবজ্ঞা করিবে না।

'যো রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈবশীলতঃ
সাহুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ॥
—ঐ, ৯. ৮২।

অধিবেদনীয়, বেদ্য—প্রথমা স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিবেশন—[অধি+√বিশ্ (অবস্থানে) +অন্ (ভাবার্থে)] বি—উপবেশন, অধিষ্ঠান। অনুষ্ঠান, সভাসমিতির বৈঠক, meeting, আলাপ-আলোচনা দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ। আধুনিক বাংলায় অধিবেশন ও বৈঠক দুইটী শব্দই meeting অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, দুইটী শব্দই এক অর্থবাচক তবে অধিবেশন শব্দটী বৃহত্তর জন-সমাবেশ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, যথা—'নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন' ; 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা উপলক্ষে টাউনহলে বিরাট্ অধিবেশন' ইত্যাদি এবং বৈঠক শব্দটী অল্পসংখ্যক ব্যক্তির একত্র হওয়াকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, যথা—'কার্যকরী-সমিতির বৈঠক, 'রাজকোট সম্বন্ধে কল্যকার বৈঠকে মহাত্মাজীর সহিত বড়লাট বাহাদুরের বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে' ইত্যাদি।

প্রাচীন—প্রাচীন জীবজগতে চিন্তা ও দ্বিধাশূন্য হইয়া শক্তিশালীর আজ্ঞাপালন করাই অশক্তের স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল। পৃথিবীর আদিম প্রাণী উদ্ভিদগণের মধ্যে এই নিয়মই কেবল মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় ; পশুজগতেও নিরামিষাশী ও দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে অভ্যস্ত জন্তুদের মধ্যে এই প্রকার রীতিই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মেষপালের পক্ষে অগ্রবর্তী পুরুষমেষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পশ্চাদ্বর্তী সকল মেষই দ্বিধাশূন্যভাবে গমন করে, বন্য মহিষ ও হস্তীযূথের মধ্যেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ; তবে আমিষাশী পশুর মধ্যে অন্ধভাবে সকলের দ্বারা একের অনুসরণ প্রবৃত্তি এতটা প্রবল নহে। তাহাদের প্রত্যেকেই যেন স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আমিষাশীগণের মধ্যে যাহারা একত্রে বাস করিতে অভ্যস্ত তাহাদের মধ্যে সকলেই যেন অল্পবিস্তর বুদ্ধিশালী, প্রত্যেকেরই যেন উদ্ভাবনী শক্তি আছে ; তাই আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা একত্র হইয়া পরামর্শ করে ; নিশার প্রত্যেক প্রহরে শৃগালগণ একত্রিত হয়, নেকড়ে বাঘেদের মধ্যেও এই প্রকার মিলিত হওয়ার প্রথা দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চপ্রাণী গোরিলা, ওরাংওটাং ও চিম্পাজীর মধ্যে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত পরামর্শ করার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। অধিবেশন ও বৈঠকের আদিযুগ অনুসন্ধান করিতে হইলে পশুজগত হইতেই ইহার অনুসন্ধান করা যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়টী Charles Darwin-এর 'Movements and habits of climbing plants এবং 'Expression of the emotions in man and animals' নামক পুস্তকদ্বয় ও Huxleyর জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় গবেষণাগুলির মধ্যে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। মনুষ্যসমাজের অতি আদিমকাল হইতেই একজন মানুষ সমকক্ষ অপর মানুষের সহিত পরামর্শ করিতে অভ্যস্ত। প্রথম যুগের রাজা বা দলপতি যে, অপর কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়াই কাজ করিত তাহার কারণ এই যে সেই সমস্ত দলপতি বা রাজন্যবর্গ পরামর্শ করিবার উপযুক্ত অর্থাৎ সমকক্ষ মিত্র পাইত না ; নচেৎ পরামর্শ করিবার স্পৃহা মানবমনে সনাতন কাল হইতেই নিবদ্ধ আছে।

সভ্যতার দ্বিতীয় যুগে মানুষ যখন অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান হইয়া ছোট বড় সকলকেই সম্মান করিতে ও সকলেরই চিন্তাশক্তিকে যথোপযুক্ত স্থান দিতে শিক্ষা করিল তখন হইতেই নানাবিধ সম্মিলনী ও অধিবেশনের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় অধিবেশনের জন্য প্রাক্‌বৈদিক যুগের মহেঞ্জোদাড়োতে সভাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন (Mohenjodaro and Indus civilization by Sir John Marshall, vols. i, iii. 1931 এবং Further Excavations at Mohenjodaro by E. I. H Mackay, vols i, ii. 1939)। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগেও অধিবেশনের ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

যতদূর অনুমান করা যায় প্রাচীন যুগের সাধারণ জনসভাগুলিতে ধর্ম ও সঙ্গীতাদির বিষয়ই আলোচিত হইত। রাজকার্য সম্বন্ধে অল্প সংখ্যক রাজন্য ও অমাত্যবর্গই

সর্বেসর্বা ছিলেন। অধিবেশন ও বৈঠক এই দুই প্রকার সম্মিলনই সারা পৃথিবীর সমগ্র সভ্য এবং অর্ধসভ্য জাতীর ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। বৈদিক হিন্দুগণ যজ্ঞ উপলক্ষে সভার অধিবেশন করাইতেন (এইরূপ একটী সভা-তেই মহাভারত উক্ত ও শ্রুত হইয়াছিল), নৈমিষারণ্যের ঋষিমণ্ডলী ও তাঁহাদের অসংখ্য অধিবেশনের বহু নিদর্শন পুরাণগুলি হইতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর রাজগৃহে যে বিরাট্ বৌদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতেই কশ্যপের অভিধর্ম্ম - পিটক, আনন্দের সুত্ত-পিটক, এবং উপালির বিনয়-পিটক গ্রথিত হইয়াছিল। উহার শত বর্ষ পরে পুনরায় অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধগণ দ্বিতীয় বার বিরাট্ ধর্মসভার অধিবেশন করিয়া ধর্মের পুনঃ সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। এই সভায় সাত শত বৌদ্ধ ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন এবং আরও অন্যান্য ‘সোতাপন্ন’ ও ‘সকতাগামী’ও আহুত হইয়াছিলেন (Csoma de koros, Asiatic Researches, vol xx. 92)। ইহাকে ধর্মের বিরাট্ কংগ্রেস বলা যাইতে পারে। ইহার পরে রাজা কণিষ্কের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং এই সভারও উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সংস্কার সাধন করা (Introduction d l’ Histoire due Buddhisme Indien পৃ° ৫৭৯; Zeitschrift fur die kunde desMorgenlandes vol, III. পৃ° ১৫৭)। আনন্দ-উৎসবের জন্য ‘রাজগৃহ’ ও অন্যান্য রাজধানীতে সঙ্গীত-সভার অধিবেশনও হইত। দেশ বিদেশ হইতে বিখ্যাত গায়ক গায়িকরে সমাবেশে এই সকল সভা মুখরিত হইয়া উঠিত।

প্রাচীন ইজিপ্ট, গ্রীস ও রোমেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে বহু সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জনসভার অধিবেশনের জন্য রোমের ফোরাম বিখ্যাত ছিল (ফোরাম দ্র°)। Market place বা নগর-চত্বরে এই জাতীয় সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইত এবং প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ন কালই অধিবেশনের উপযুক্ত সময় বলিয়া পরিগণিত হইত। এই প্রকার অধিবেশনে মল্লযুদ্ধ ও অন্যান্য নৈপুণ্যের বিচার হইত। সঙ্গীত ও শাস্ত্রাদির অনুশীলনও সময় সময় হইয়া থাকিত। এই প্রকার সভা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের ধনী সম্প্রদায় সামাজিক বা ধর্মগত কোন উৎসব উপলক্ষ্য করিয়াই আহ্বান করিতেন এবং নিজেরাই উহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। [যজ্ঞ উপলক্ষে আমাদের দেশে যে সমস্ত সভা হইত তাহাই এখনও পর্যন্ত দুর্গোৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়া জীবিত রহিয়াছে।] শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে গ্লাডিয়েটরগণের মল্ল-ক্রীড়া হইত। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ই আহ্বায়ক নিজে বহন করিতেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত সাধারণ জনসভা আহুত হইত তাহাদের ব্যয়ভার দু’চারজন বর্দ্ধিষ্ণু অগ্রণী একত্র হইয়া বহন করিতেন। ব্যয়-বহনের মধ্যেই তাঁহাদের আভিজাত্য ছিল।

শাসনকার্য পরিচালনের জন্য প্রাচীনতম যুগের দলপতিগণ হয়ত বা কাহারও সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজকার্য পরিচালনের সময় রাজা আর একাকী থাকিতে পারেন নাই। ভারতেতিহাসের অতি প্রাচীনতম রাজারও অমাত্য ছিল; অমাত্যহীন রাজার বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল অমাত্য ও পরামর্শ-দাতৃগণ সকলেই জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ হইতেন। যে কোন গুরু কার্যের প্রাক্কালেই রাজা ও অমাত্যবর্গের নিভৃত আলোচনার জন্য বৈঠক বসিত (শুক্রনীতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহাদের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়)। প্রাচীন রোমেও এই প্রকার পরামর্শ ও আলোচনা-সমিতির অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের নাম ছিল কমিটিয়া (যাহা হইতে আধুনিক ইংরেজী শব্দ কমিটী) যথা Comitia Curiata, Comitia Centuriata, Comitia Tributa ইত্যাদি। এই সমস্ত কমিটীতে দেশের প্রথম স্তরের ব্যক্তিগণই সভ্য হইতে পারিতেন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অধিবাসিগণ নিজেদের অভাব-অভিযোগসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সভার আহ্বান করিতেন তাহার নাম ছিল Concilium Plebis। এংগ্লো-স্যাক্সন যুগে ইংলণ্ডেও রাজার পরামর্শ সভা ছিল, উহার নাম ছিল Witenagemot। দেশের ধর্মাধিকারী ও জমীদার এবং রাজবন্ধুগণ এই সভার সভ্য থাকিতেন। পরবর্তী ইংলণ্ডে House of Lords এবং সর্বশেষে House of Commons নামক অমাত্যসভার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন কালের এই সমস্ত অমাত্যবর্গ বা পরামর্শ-সমিতি সম্বন্ধে এই সূত্রে ইহাও বলা উচিত যে ঐ সমস্ত সভা বা বৈঠকের বিশেষ কোন শক্তি ছিল না। সেকালে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা হইত (Divine theory of Kings) এবং তাঁহারা এরূপ প্রবল ছিলেন যে তাঁহাদের কোন মন্ত্রী বা পার্শ্বচরই কোনরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই তাঁহারা এই সমস্ত বৈঠকে আলোচনা করিতেন এবং এই প্রকার বৈঠকের সিদ্ধান্তও রাজা গ্রহণ করিতে আদৌ বাধ্য ছিলেন না।

ধর্মসভা ও রাজত্বপরিচালন-সম্বন্ধীয় বৈঠক ভিন্ন প্রাচীনকালে সাধারণ গোষ্ঠী সমবায় বা ক্লাবের অস্তিত্বও সকল সভ্য জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। নাটকাদি অভিনয়ের জন্য সমশ্রেণীর লোকের একত্র হইয়া আধুনিক Drametic Club এর অনুরূপ সমিতি-গঠনের বিষয় ভরত মুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে (খ্রী° ২য় শতক) উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রী° ৮ম শতকে ধনঞ্জয় রচিত ‘দশরূপ’ নামক পুস্তকেও এই প্রকার উল্লেখ আছে। আনুমানিক খ্রী° তৃতীয়-চতুর্থ শতকে রচিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (প্রথম অধিকরণ, চতুর্থ-অধ্যায়, নাগরকবৃত্ত) নগরপত্তন, খর্বট অথবা দ্রোণমুখনিবাসীগণের গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে; বাৎস্যায়নে বিবরণ মত এই গোষ্ঠী বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ধন ও বয়সে তুল্য বন্ধুগণের সম্মেলন; এই

প্রকার গোষ্ঠীতে কাব্য-সমস্যা, কলা-সমস্যা, পান-ভোজন, সঙ্গীত, নৃত্যগীত ও নানা প্রকার ক্রীড়া এবং যক্ষরাত্রী, কৌমুদীজাগর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে সারা রাত্রী ব্যাপী আনন্দ-উৎসবের অধিবেশন হইত।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এই প্রকার সমিতির অস্তিত্ব ছিল, গ্রীকগণ ইহাদের নাম দিয়াছিলেন Hetaireia, রোমকগণ Sodalitas। এই সমস্ত স্থানে পানভোজন, ব্যবসা, রাজনীতি ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং আনন্দ-উৎসব হইত। Ciceroর রাজত্বকালে রোমে যে সমস্ত সমিতি রাজনীতির আলোচনা করিত, তাহারা আধুনিক ইংলণ্ডীয় ক্লাবের অনুরূপ। জুলিয়াস্ সিজারের সময় এই জাতীয় Sodalitus হইতে জনমত-গঠন করিবার জন্য প্রায়শঃই বিরাট্ জনসভা আহূত হইত, এবং কিছুদিন পূর্বেও ব্রিটিশ গভর্ন্মেন্ট যেরূপ ভারতীয় কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সিজারও সেইরূপে এই জাতীয় ক্লাব সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক Grote-এর মতে (History of Greece) এই সমস্ত সমিতির গঠন-প্রণালী আধুনিক ক্লাবের মতই ছিল। ইহাতেও সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি সমস্তই থাকিতেন এবং সমিতির সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে দলাদলি করিয়া সমিতির মধ্যে আধিপত্য-গ্রহণ করিবার জন্য বৈধ অবৈধ সকল উপায়ই অবলম্বন করিতেন। এই সমস্ত সমিতি পরিচালকবর্গকে বৈঠকে আহ্বান করিয়া কর্ম-প্রণালী নির্ধারিত করিত এবং নিজেদের বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিবার জন্য বিরাট্ জনসভা আহ্বান করিত। সেই সমস্ত অধিবেশনে বক্তৃতা ক্রীড়া ও কসরৎ প্রদর্শন এবং পান-ভোজনও চলিত (M. Foucourt—Les Associations Religieuses chez les Grecs 1873)

পান-ভোজন ও আনন্দ ব্যতীত এই সমস্ত সমিতি আবশ্যক মত জনসাধারণের সেবা করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইত না, রোমের কয়েকটী Sodalitus গরীবদের মৃতদেহ-সৎকারের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিত। এগুলির গঠন ও কার্যপ্রণালী আধুনিক য়ুরোপীয় Burial Club বা কলিকাতাস্থ হিন্দু-সৎকার-সমিতির অনুরূপ ছিল।

প্রাচীনকালে পণ্ডিতমণ্ডলীর আর একটী মিলন স্থান ছিল তৎকালিক পুস্তকাগার বা পুঁথিশালা। প্রাচীন পৃথিবীতে সম্পদ্‌শালী মনীষী ও রাজন্যবর্গ বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া পুঁথি রচনা ও নকল করিবার জন্য পণ্ডিত ও লিপিকরদের নিযুক্ত করিতেন এবং এই প্রকার পুঁথিশালায় মাঝে মাঝে বিখ্যাত পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া পাণ্ডিত্যের অধিবেশন বসাইতেন। (পুস্তকাগার দ্র°) এখনও সারা সভ্য জগতে লাইব্রেরী বা পুস্তকাগারের চেষ্টায় বিদ্বদ্‌সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

আধুনিক—প্রাচীন ও আধুনিক জগতের তুলনা করিলে ইহাই বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় যে প্রাচীন পৃথিবীতে কৃষ্টি ও উন্নতি ছিল ঐকদেশিক। প্রাচীন যুগে যে সমস্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, যত কিছু শিক্ষা ও আনন্দ, যা কিছু ভোগ ও স্ফূর্তি সমস্তই তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। ইতিহাস তাহাদেরই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে, কাব্য ও ভাস্কর্যে তাহাদেরই পুনঃপৌনিক উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ঠিক নিম্নস্তরেই যাহারা ছিলেন তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে অজ্ঞাতভাবেই বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার একান্ত অভাব ছিল সেই জন্যই তাহারা সব সময় প্রবলের খেয়ালমতে পরিচালিত ও নিগৃহীত হইত। তাহাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তি কোনদিনই উদ্বুদ্ধ হইত না. সেইজন্যই তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। এই প্রকার লোকের কোনরূপ মতামতই থাকা সম্ভব নহে, কাজেই ইহাদের সহিত পরামর্শ করার কোন সার্থকতাও ছিল না। উপরন্তু যে দেশের জনসাধারণ এইরূপ, সে দেশের মনীষী বা অগ্রণীগণ স্বভাবতঃই নিজেদের বুদ্ধির উৎকর্ষ ও নূতনত্ব দেখিয়া ও পার্শ্ববর্তী সকলের নিরবচ্ছিন্ন স্তুতি-গানে অহমিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেন। সেকালের রাজা ও প্রধানগণ জনসাধারণের মতামত উপেক্ষা করিয়াই আপন আপন গতি-পথ নির্ধারণ করিতেন, তাহার প্রধান কারণ জনসাধারণের মধ্যে চিন্তাশক্তির অভাব এবং প্রধানদের তজ্জাত অভ্রস্পর্শী অহমিকা।

মানুষের মধ্যে সকলেরই সমান মূল্য নির্ধারণ করিতে অগ্রণী য়ুরোপীয় সভ্যতা। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দির ইংলণ্ডীয় সভ্যতায় ভারতের আধুনিক চিন্তাধারা গঠিত হইয়াছে। সেই চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া আজ আমরা সকলের সমান মূল্য ধার্য করিয়া ভোট গণনা করিতে শিখিয়াছি। ভোট-গণনার সময় বিজ্ঞতম ও মূর্খতম, ধনী ও নিঃস্ব সকলেরই সমান অধিকার।

১২১৫ খ্রী° ইংলণ্ডের Magna Chartaই প্রথম রাজশক্তির উপর প্রজা-শক্তির অহিংসভাবে জয়লাভ। সেই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রজাশক্তি ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বদাই আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং গত শতাব্দী হইতে প্রজাশক্তিই রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই প্রজাশক্তির সমস্ত ক্ষমতাই সমষ্টীতে, প্রজারা সমষ্টীবদ্ধ হইয়া নিজেদের বিভিন্ন স্বার্থসকল আলোচনা করে ও তাহা হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহাই রাজ-সরকারে জ্ঞাপন করে।

সাধারণ প্রজাবর্গের এইরূপ আলোচনা বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইংলণ্ডে চলিতেছে, কাজেই সাধারণ সভা (public meeting) আহ্বান ও পরিচালন সে দেশের মজ্জাগত বস্তু; সেই জন্যই এ সম্বন্ধে সে দেশের কোন বিশেষ আইন নাই। আমেরিকা প্রমুখ কতকগুলি আধুনিক রাষ্ট্রে অধিবেশন বিষয়টি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আইন দ্বারা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু ইংলণ্ডে এরূপ নহে। বৈধভাবে বৈধ বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য যত ইচ্ছা লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে এবং কোনরূপ গোলমাল উপস্থিত

হইলে Common Law নামক চিরাচরিত আইন-অনুসারে তাহার বিচার হয়। ভারত-বর্ষেও ইংলণ্ডের রীতি-অনুযায়ী সভাসমিতি হইয়া থাকে, তবে উভয় রীতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। উহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

সাধারণ সভার অধিবেশন — সভা (meeting) অর্থে বিশেষ কোন বৈধ ও সাধারণ সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সময়ে বৈধ ও আইনসম্মত-ভাবে একাধিক ব্যক্তির মিলন। সভার অধিবেশনের জন্য অন্যূন দুই জন লোকের একত্র হওয়া আবশ্যক [Sharp v Dawes, (1876) 2 Q. B. D. 26 C. A ; 46 L. J. Q. B. 104 ; 36 L. T. 188 ; 25 W. R. 66]। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রমও সমবায় অধিবেশনে (company meetingএ) কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণ সভা (public meeting) যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি আহ্বান করিতে পারেন। সাধারণ সভার অপর নাম গণ-সভা (mass meeting), এইরূপ সভায় বহু ব্যক্তি সমবেত হইলে উহাকে বলা হয় মহতী সভা (monster meeting)। এই প্রকার সভাকে ফলপ্রদ করিবার জন্য কুশলী আহ্বায়কগণ (conveners) সকল সময়ই গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের দ্বারা সভা-আহ্বান করাইয়া থাকেন। সভা-আহ্বানের সময় সভার উদ্দেশ্য ও কার্যলিপি (agenda) বিজ্ঞাপিত করিতে হয়।

সাধারণ সভার স্থান-নির্ণয়-সম্বন্ধে আহ্বায়কগণ সকলের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানই অনুসন্ধান করেন। ঐ স্থানটী ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে বা নগর-চত্বর (park) কিংবা অনুরূপ স্থানও হইতে পারে, কিন্তু লোকচলাচলের পথে সভা আহূত হইতে পারে না। [M'Ara v Magistrates of Edinburgh (1913) S. C. 1073 এবং Hampstead Garden Suburb Trust v Denbow (1913) J. P. 318]। তবে পথের উপর সভা-আহ্বান করিলে যদি লোকচলাচলের কোন অসুবিধা না হয় তাহা হইলে উহাও বে-আইনী নহে [Aldred v Miller (1924) S. C. 117]। মোটের উপর সাধারণ সভা-আহ্বান করিবার সময় ইহা সর্বদা লক্ষণীয় যে ঐ সভার অধিবেশনে কোন ব্যক্তির কোন আইনসঙ্গত অধিকার যেন কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। আধুনিক সভ্য জগতে সভা-সমিতির অধিবেশন করিবার জন্য প্রতি নগরেই কতক-গুলি করিয়া প্রাসাদ নির্দিষ্ট থাকে, (যথা কলিকাতায় Town Hall, Albert Hall, University Institute Hall ইত্যাদি) সেই স্থানেই সভাদির অধিবেশন হইয়া থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ গৃহে অধিবেশন করিবার ব্যয়ভার আহ্বায়কগণ বহন করিয়া থাকেন।

সাধারণ সভার কার্যাদি সর্বসাধারণের গোচরীভূত করাই আহ্বায়কগণের উদ্দেশ্য, কাজেই তাঁহারা সংবাদপত্রগুলিকে তাঁহাদের সভার বিষয় জানাইয়া নিমন্ত্রণ করেন এবং যাহাতে সাংবাদিকগণ (reporters) সমস্ত বিবরণ লইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তবে সাংবাদিকগণের সাধারণ সভায় আসিবার অধিকার সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ভারতের আইনে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। ইংলণ্ডে ১৯০৮ খ্রী° [Tenby (Mayor of) v Mason, ch. 457; 77 L. J. ch. 230 ; 98 L. T. 349 ; 72 J. P. 89 ; 24 T. L. R. 254] সাধারণ সভায় সাংবাদিকের গমনাধিকার লইয়া কলহের সৃষ্টি হয় এবং উপরোক্ত বিচারে সাংবাদিকের এই প্রকার অধিকার নাই বলিয়া ধার্য করা হয়। ইহাতে ঐ বৎসরই এই সম্বন্ধে Parliament হইতে একটী আইন-প্রণয়ন করা হইয়াছিল। 'The local authorities (admission of press to meeting) Act of 1908। ইহাতে সাংবাদিকগণকে অধিকার দেওয়া হয় যে তাহারা ইংলণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডের যে কোন সাধারণ বা স্বশাসিত সঙ্ঘের (local authorities) অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। এই প্রকার আইন ভারতবর্ষে আজিও প্রণয়ন করিবার আবশ্যকতা হয় নাই।

সভা-আহ্বানের পর সভার প্রথম কার্য সভাপতি (Chairman বা President) নির্বাচন করা। ইহা সাধারণতঃ পূর্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ বিষয়ে সাধারণভাবে নির্বাচন হইয়া থাকে। যে কেহ প্রস্তাব করেন ও অপর এক জন সমর্থন করেন। দ্বিতীয় কোন নাম প্রস্তাবিত না হইলে এই প্রস্তাব অনুসারেই নির্বাচন হইয়া থাকে, কিন্তু একাধিক নাম উক্ত হইলে হয় একজন ব্যতীত সকল প্রস্তাবকারী নিজ নিজ প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, নচেৎ একজন ব্যতীত সকল প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ সভাসমক্ষে সভাপতিত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা-প্রকাশ করেন, নচেৎ কে সভা-পতি হইবেন তাহা সাধারণভাবে ভোট দিয়া বিচার করা হয়। সভাপতি-নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবের উপর অপর একজন সমর্থন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এই প্রকার সমর্থন না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না ইংলণ্ডের 'Common Law' বিচারে ইহা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে [In re : Herbury Bridge, Coal, Iron and Waggon Co. (1879) 11 ch. D. 109 ; 48 L. J. ch. 341 ; 40 L. T. 353]। একাধিক ব্যক্তির নাম ভোটে দিবার জন্য যে তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় তাহাতে নামগুলি সর্বদাই অকারাদি সাজাইতে হয়, তবে সভাপতি-নির্বাচনে কোনরূপ নিয়মের ব্যত্যয় হইলে উহা সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করিতে হয়। অন্যথা সভা-অন্তে কোন-রূপ আপত্তি আইনতঃ গ্রাহ্য হয় না [Cornwall v Woods (1846) 4 notes of cases 559 ; Longfield Parish Council v Wright (1918) 88 L. J. ch. 119]।

সভাপতিই সভা-পরিচালনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। "তিনি সমস্ত বিষয়টী সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্পাদন করিবেন এবং সভা-

অন্তে মন্তব্যগুলি (resolutions) লিপিবদ্ধ করিবেন। সভাপতির দায়িত্বও অগাধ, ক্ষমতাও প্রচুর। ইংলণ্ডে সভাপতি সভাস্থ যে কোন ব্যক্তিকে অসঙ্গত আচরণের জন্য ফৌজদারী কোর্টে অভিযুক্ত করিয়া অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়াইতে পারেন [Public Meetings Act (8 Edw. vii. c. 6) of 1908]; ভারতবর্ষে ঐরূপ কোন আইন নাই; এদেশের সভাপতি অসঙ্গত আচরণকারীকে সভাগৃহ হইতে বলপূর্বক বিতাড়িত করিতে পারেন। (সভাপতি দ্র°)

সভাপতি-নির্বাচনের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। অনেক ক্ষেত্রে সভাপতিকে মাল্য-দান করা হয় এবং সভার কার্য আরম্ভ করার পূর্বে উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। উদ্বোধন উপলক্ষে বন্দেমাতরম্ বা জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন। ইহা বিলাতী National anthem বা God save the King-সঙ্গীতের অনুকরণে প্রচলিত হই-য়াছে। সঙ্গীতের পর কার্যতালিকা অনুসারে সভাপতির আদেশ অনুযায়ী প্রথম বক্তা বক্তৃতা করেন। সাধারণ সভায় 'সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রবৃন্দ' বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ হয়। তাহার বক্তব্য শেষ হইলে সমর্থনকারীর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এতদুভয়ের পর বিরোধি-দলের বক্তৃতা আরম্ভ হয় এবং তাহার পর সাধারণ ভাবে ঐ বিষয়টির আলোচনা চলিতে থাকে। প্রত্যেক বক্তাকেই সভাপতির মত লইয়া বক্তৃতা দিতে হয় এবং কে কতক্ষণ বক্তৃতা দিবে তাহা সভাপতিই নির্ধারণ করিয়া দেন। (ব্যবস্থাপক-সভায় এক একজন বক্তাকে পনেরো মিনিট করিয়া সময় দেওয়া হয়, তবে কাহারও বক্তৃতা বিশেষ সারবান্ বলিয়া মনে হইলে তিনি কিছু অধিকক্ষণ সময় পাইয়া থাকেন। দু'এক মিনিট সময় প্রায় সকলেই পাইয়া থাকেন)। একজন বক্তা একবারের বেশী দুইবার বলিতে পারেন না তবে যিনি প্রথম মন্তব্য করেন তিনি সর্বশেষে আর এক বার বলিতে পারেন। বক্তৃতার মধ্যে সাধারণ ভাবে hear, hear, shame, shame বা হাততালি দেওয়া অশোভন হইলেও ইহা বহুল-ভাবে প্রচলিত। শোক-সভায় কোনরূপ গোলোযোগ বা হাততালি দেওয়ার রীতি নাই। বক্তৃতার মধ্যেই 'on point of order' বা 'on point of information' শ্রোতারা আবশ্যক হইলে অতি সংক্ষেপে প্রশ্ন করিতে পারেন, তবে যদি সভাপতি ঐ প্রকার প্রশ্নে আপত্তি করেন, তাহা হইলে ঐ প্রশ্ন কার্যকরী হয় না। যদি সভাপতি অন্যায় করিয়াও এই-রূপ প্রশ্ন করিতে না দেন, তাহা হইলেও প্রশ্নকারী ঐ অন্যায় পালনে বাধ্য, পরে অবশ্য ইহার সমুচিত প্রতীকার তিনি করিতে পারেন [Henderson v Bank of Australasia (1890) 45 ch. D. 330; 59 L. J. ch. 794; 63 L. T. 597; 6 T. L. R. 424]। আলোচনা শেষ হইলে মন্তব্যকারী মন্তব্যটির আবশ্যকমত পরিবর্তন করিতে পারেন। তখন বিষয়টিকে সাধারণ ভাবে ভোটের জন্য দেওয়া হয়। আলোচনা শেষ করার পূর্বে কোনমতেই ভোটে দেওয়া হয় না, এমন কি এক পক্ষে ভোট যদি খুব কমও থাকে তাহা হইলেও সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক। নানাবিধ ভাবে এই ভোট গণনা করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে (ভোটগণনা দ্র°)। ভোটের ফলাফল অনুসারে বিষয়টি গৃহীত বা বর্জিত হয়।

একদিনের অধিবেশনে সভার সমস্ত কার্য শেষ না হইলে ঐ সভা উপস্থিত অধিকাংশের মত অনুসারে (opinion of the majority present in the meeting) মুলতুবী (ad-journed) রাখা যাইতে পারে। সভা উদ্দাম হইয়া উঠিলে সভাপতি নিজের ইচ্ছাতেই কিছু-ক্ষণের জন্য বা কিছুদিনের জন্য সভা মুলতুবি রাখিতে পারেন [National dwellings Society v Sykes (1894) 3 ch. 159; 63 L. J. ch. 906; 42. W. R. 696; 10 T. L. R. 563] কিন্তু অধিকাংশ সভ্য ইচ্ছা করিলে ঐ প্রকার সভাপতি-কর্তৃক সভা-ভঙ্গ বিঘোষিত হইবার পরেও ঐ দিন ঐ সময়ে ঐ স্থানেই অপর ব্যক্তিকে সভাপতি-নির্বাচন করিয়া কাজ করিতে পারেন [Catesby v Burnett (1916) 2 ch. 325; 85 L. J. ch. 745; 174 L. T. 1022; 32 T. L. R. 380]। লোকাভাবে সভা মুলতুবি হইলে ও পরবর্তী অধিবেশনের দিনক্ষণ নির্ধারিত না করিলে সাধারণতঃ পর সপ্তাহের ঐ দিন ঐ সময়ে ঐ স্থানেই অধিবেশন হইয়া থাকে। সভা আহূত হইবার নির্দিষ্ট সময় হইতে আধ ঘণ্টা পর পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে লোক সমাগম না হইলে বা কোরাম না হইলে সভার অধিবেশন হয় না। অনেক সময় অপ্রিয় আলোচনা বন্ধ করিবার জন্য সভা অনির্দিষ্ট ভাবে মুলতুবি করা হয় (postponed sine die)। মুলতুবি অধি-বেশনের জন্য নূতন করিয়া কোন বিজ্ঞপ্তি (notice) দিতে হয় না, তবে বেশীদিনের জন্য (ইংলণ্ডে দশ দিনের অধিক) মুলতুবি হইলে দেওয়া উচিত। মুলতুবি রাখিয়া যে সমস্ত অধিবেশনগুলি হইয়া থাকে উহাদের সবগুলিকে একত্র করিয়া একটী সভার অধি-বেশন বলিয়া ধরা হয়। সভা-অন্তে সভাপতিকে ও অপর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে (vote of thanks)। সভার নীতি, পদ্ধতি ও আচারাদি শিক্ষা ও অভ্যাস করিবার জন্য আধুনিক স্কুল, কলেজ ও ক্লাবগুলিতে debating শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে সভ্যগণ বক্তৃতা দিতে ও সভা-পরিচালন করিতে শিক্ষা করেন।

বিলাতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, Inns of Bar ইত্যাদিতে debating-এর রীতি আছে এবং সভ্যগণ মহা উৎসাহে এই গুলিতে যোগদান করেন।

পৃথিবীর কোন কোন জাতির মধ্যে সাধারণ সভার অধিবেশন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ধরা-বাঁধা আইন (codified law) দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এরূপ কোন আইন নাই, এখানে সভার অধিকার ব্যক্তিগত অধিকারের উপর নির্ভর করিতেছে এবং সভায় কোন ব্যাঘাত করিলে ব্যাঘাত-কারীর উপর সভা সভা-হিসাবে কোন অভিযোগ

আনয়ন করিতে পারে না, তবে সভার সভ্যগণ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে (Dicey—English Constitutional Law, ch. vii.)। ব্যক্তিগতভাবে যে কার্য বে-আইনী সমষ্টিগতভাবেও সেই কার্যকে বে-আইনী বলিয়া ধরা হয়। মানহানি বা নিন্দাবাদ ব্যক্তিগতভাবেও যেমন অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় সভাতেও তদ্রূপ, তবে কতকগুলি সভায় সত্যের খাতিরে মানহানি ও নিন্দাবাদ চলিতে পারে। ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশনে বক্তা যাহাই কিছু বলুন না কেন মানহানি বা নিন্দাবাদের অভিযোগে তিনি কিছুতেই অভিযুক্ত হইবেন না [মানহানি (defamation) ও নিন্দাবাদ (slander, libel ও blasphemy) দ্র°]।

তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইন- (Indian Penal Code) অনুসারে কতকগুলি সভা বে-আইনী বলিয়া ধার্য হইয়াছে।

দণ্ডবিধি-আইনের ১৪১ ধারা অনুসারে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি যদি একত্র হইয়া বলপ্রয়োগের দ্বারা কোন অবৈধ কার্য যুগ্মভাবে সম্পাদন করিতে প্রয়াস পায় বা সেই বিষয়ে পরামর্শ করে তাহা হইলে তাহারা অর্থদণ্ড, ছয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডই ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। স্থানীয় পুলিস যাহাতে বলপ্রয়োগে এই প্রকার সভা ভঙ্গ করিতে পারে সেজন্য প্রত্যেক প্রদেশের পুলিস আইনেও (Provincial Police Acts) বিধি আছে। দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারা অনুযায়ী যদি কোন জনসভা কোন উপায়ে রাজদ্রোহ-প্রচার বা প্রকাশ করে তাহা হইলে ঐ সভার সভ্যগণ যাবজ্জীবন দীপান্তর পর্যন্ত শাস্তিভোগ করিতে পারে। ১৮৯৭ খ্রী° বাল গঙ্গাধর তিলক এই ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন [Bal Gangadhar Tilak (1897) 22. Bom. 122, also p. 136]। এ ছাড়া ১৯০৭ খ্রী° ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা 'Prevention of Seditious Meetings Act' নামে একটী আইন প্রণয়ন করেন ; ১৯১১ খ্রী° উক্ত আইনটী 'Special Imperial Act' বলিয়া গৃহীত হয়। উহা বড়লাট বাহাদুরের আদেশানুসারে ব্রিটিশ ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন সময় প্রযুক্ত হইতে পারে। এই সমস্ত আইনের বলেই ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বহুবার বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল এবং উক্ত প্রকার অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য পুলিস তাহার শক্তি-প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সমবায় সভা—সমবায় বলিতে দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠান বুঝা যায়, (১) যে সমবায়ের উদ্দেশ্য সভ্যগণকে কেবলমাত্র আনন্দদান করা—যথা ক্লাব, লাইব্রেরী, সঙ্গীত, ব্যায়ামাদির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। (২) যে সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যবসা, এই সমবায়গুলিকে আমরা সাধারণতঃ কারবার বলিয়া অভিহিত করি। অব্যবসায়িক সংঘই হউক বা যৌথ কারবারই হউক উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানই সভ্যগণের সম্পত্তি এবং উভয়বিধ সংঘেরই স্থাপন ও পরিচালন সভ্যগণের হস্তে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি করিতেছে। সভ্যগণ সাধারণ সভার অধিবেশন করিয়া সেই অধিবেশনে কয়েকটী বিশেষ সভ্যের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন, সেই সভ্যগণ ন্যস্ত ক্ষমতার বলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্য করিয়া থাকেন এবং পরবর্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে সাধারণ সভ্যের নিকট নিজেদের জবাবদিহি করেন। অর্থাৎ নানাবিধ অধিবেশনের মধ্য দিয়া এই প্রকার সংঘগুলি বাঁচিয়া থাকে। সমবায় বলিয়া কোন সংঘ একবার গঠিত হইতে পারিলে আইনের চোখে উহার স্বতন্ত্র সত্বা হয় অর্থাৎ আইনতঃ উহাকে ব্যক্তি (person) বলা হয়। সমবায় নিজের নামে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি সমস্ত কার্যই করিতে পারে। Indian Registration Act-অনুসারে সমবায় রেজেস্ট্রীকৃত না হইলে উহা অপরের নামে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে না। (১) অব্যবসায়িক সংঘ—অব্যবসায়িক সংঘ নানারূপের হইতে পারে। এই সংঘগুলিকে অব্যবসায়িক বলার উদ্দেশ্য এই যে ইহার সভ্যগণ আর্থিক লাভের আশায় এই সংঘে আগমন করেন নাই। অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহরেই এই প্রকার সংঘ অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা খেলাধূলা, সঙ্গীত ও নাট্যকলা, পুস্তকাগার-পরিচালন, জনসাধারণের সেবা ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে defence ক্লাবগুলি দস্যুহস্ত হইতে গ্রামরক্ষা ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকে। ইহাদের অধিকাংশই রেজেস্ট্রীকৃত সংঘ নহে, তবে সভ্যগণ অধিক উৎসাহী ও অর্থশালী হইলে ইহাদের রেজেস্ট্রীকৃত করাইয়া রাখেন। ১৯১৩ খ্রী-পূ° ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ আইন ছিল যদ্দারা এই সমস্ত ক্লাব রেজেস্ট্রী করা হইত। অধিকাংশ পুরাতন প্রতিষ্ঠানই 'The Societies Registration Act, Act xxi. of 180 অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইত, তবে অধুনা এই প্রকার প্রতিষ্ঠান ১৯১৩ খ্রী° Indian Compaines Act (ইহা ১৯৩৬ খ্রী° পরিমার্জিত হইয়াছে) অনুসারে রেজেস্ট্রী করা হয়। অব্যবসায়িক সংঘগুলির মধ্যে Indian National Congressই অধুনা ভারতবর্ষে শীর্ষস্থানীয়। ইহার প্রথম পরিকল্পনা ১৮৮৩ খ্রী° হইয়াছিল। (কংগ্রেস দ্র°)

প্রাচীন ভারতে ক্লাবের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে ; কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে যে সমস্ত ক্লাব আমরা দেখিতে পাই সেই সমস্ত ক্লাবের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপেই ইংলণ্ডের নিকট ঋণী। ইংলণ্ডে ক্লাবের ইতিহাস খ্রীস্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। স্যর ওয়াল্‌টেয়ার র‍্যালে বর্ণিত Mermail Tavern এই জাতীয় প্রাচীন ক্লাব। ১৬৫৯ খ্রী° The Rota নামক কফি ক্লাব, ১৬৬৯ খ্রী° The Civil club, ১৬৭৪ খ্রী° The Royal Navy club, ১৭৬০ খ্রী° অক্টোবর ক্লাব, ১৭১১ খ্রী° The Saturday club ইত্যাদি অসংখ্য প্রাচীন ক্লাব বিলাতে ছিল। তবে ঐ সমস্ত ক্লাবের গঠন-প্রণালী আধুনিক ক্লাবের মত নহে। আধুনিক ক্লাবের সম্পূর্ণরূপ প্রথম দেখা যায় ১৮৫০ খ্রী° স্থাপিত United

Service Club-এ, কিন্তু ইহারও সমস্ত নিয়মগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উহাতে প্রচুর সময়ও লাগিয়াছিল।

আমাদের দেশে অব্যবসায়িক ক্লাব খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। ক্রমে ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত সংঘের মধ্যে এদেশীয় অগ্রণীগণ প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং নগরের উন্নতি ও নাগরিক বৃত্তি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের সভ্যজীবনের মিলনকেন্দ্র-স্বরূপ নানারূপ ক্লাব বা এসোসিয়েশন গঠন করিতে আরম্ভ করেন। আধুনিক যুগের নগরগুলিতে এমন কোন পল্লী পাওয়া যায় না যেখানে একাধিক ক্লাব নাই, এমন কোন আধুনিক যুবকও দেখা যায় না যে কোন না কোন ক্লাবের সভ্য।

অব্যবসায়িক সমবায়ের কার্য-প্রণালী—

অব্যবসায়িক সমবায় ভিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি বিশিষ্ট সমবায়ের গঠন ও কার্যপ্রণালী উল্লিখিত হইল।

(১) অব্যবসায়িক ক্লাব — এই প্রকার ক্লাবের সভ্যগণ নিয়মিত ইহার চাঁদা দেন ও ক্লাবের নিয়ম মতন সুখ সুবিধা পাইয়া থাকেন। এই প্রকার ক্লাব অনেক সময় সেবামূলক হইয়া থাকে, যথা দরিদ্রসেবক-সম্প্রদায়, সঙ্কট-ত্রাণ-সমিতি ইত্যাদি। ক্লাব-পরিচালন করিবার জন্য সভ্যগণ আবশ্যক মত সাধারণতঃ বৎসরে একবার করিয়া অধিবেশন করেন এবং সেই অধিবেশনে নিজেদের মধ্য কয়েকজনকে কার্য-পরিচালক নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই কার্য-পরিচালকের মধ্যে সভাপতি (president), সম্পাদক (secretary) [বোলপুর শান্তিনিকেতনে secretaryর পরিভাষায় বাঙলা নাম দেওয়া হইয়াছে কর্মসচিব], কোষাধ্যক্ষ (cashier), হিসাবরক্ষক (accountant), হিসাব-পরিদর্শক (auditor) এবং কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যগণ (managing committee members) নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহকারী সভাপতি (vice-president), সহকারী-সম্পাদক (asst. secretary), আবশ্যক মত যুগ্ম সম্পাদক (joint-secretary) ইত্যাদি থাকে।

বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে কার্য-নির্বাহক সমিতি (managing committee) নির্বাচিত হইয়া গেলে উক্ত সমিতি বিবেচনা করিয়া আবশ্যক মতন সমস্ত কার্য-সম্পাদন করেন। ঐ সমিতির ক্ষমতা প্রত্যেক সংঘই তাহার নিজ নিজ নিয়মাদির (rules) দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ঐরূপ কোন নিয়মাদি না থাকিলে Indian Companies Actএর পরিশিষ্টে উল্লিখিত নিয়মাবলীর দ্বারা ঐ সংঘ পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই প্রকার সংঘ সভ্যগণের চাঁদায় পরিচালিত হয়। যে সমস্ত সংঘ সাধারণের সেবাকার্য করে তাহারা সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া থাকে এবং সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। পুস্তকাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিও এই প্রকারে বহু সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

(২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনস্থ আধুনিক শিক্ষালয়গুলি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারে না। আইনতঃ এগুলি ঐ সমস্ত স্কুলে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করে তাহাদের অভিভাবকদের হস্তে চালিত হইতে বাধ্য। ঐ সমস্ত অভিভাবকগণ তিন বৎসরে একবার বা পাঁচবৎসরে একবার (যেখানে যেরূপ নিয়ম) মিলিত হইয়া অভিভাবকদের অধিবেশনে শিক্ষালয়ের পরিচালকবর্গকে (managing committee, managing board, board of governess ইত্যাদিও) নির্বাচিত করেন। শিক্ষালয়টী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং যদি ঐ শিক্ষালয়টী গভর্ন্মেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে যে প্রদেশের গভর্ন্মেন্টের অধীনে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও সেই প্রদেশস্থ Director of Public Instructionএর আদেশমত নির্বাচন হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণতঃ president, vice-president, secretary, treasurer, accountant, auditor এবং teachers' representative এবং কয়েকজন committee member নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৩) সমষ্টিগত অভাব - অভিযোগ-জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী জানাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক সময় একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। কলিকাতায় যাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশনকে করদান করেন, তাঁহাদের Calcutta Ratepayers' Assn. বা 'কলিকাতা করদাতৃ সংঘ' ইহার উদাহরণস্থল। বিলাতে এইরূপ বিজলী ব্যবহারকারীদের নিজস্ব সংঘ আছে 'Electricity Consumers' Association.' আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেতার লাইসেন্স-দাতৃগণের 'Radio Listners Association' ইত্যাদি আছে। সাধারণ ক্লাবের ন্যায় ইহাদের সংঘগুলি পরিচালিত হয় এবং এই সভার ব্যয়ভার সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বহন করেন।

(৪) সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ নিজেদের ব্যবসাকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে এক একটী প্রতিষ্ঠান-গঠন করেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত কার্যই এই প্রকার অধিবেশনের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক সহরেই এই প্রকার প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি করিয়া পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতায় 'Booksellers Assosiation.' 'Building meaterial-dealers' Association' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িকগণ একত্র হইয়াও এই রূপ অনেক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, যথা 'Bengal Chamber of Commerce,' 'National Chamber of Commerce', 'Calcutta Traders Associations,' ইত্যাদি (বনিক্‌সংঘ দ্র°)। Calcutta Medical Club এবং Institute of Engineers নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয়ও অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত। এখানে নূতন নূতন আবিষ্কার ও গবেষণাদিও হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিচারালয়ে উকীলগণ নিজেরা সংঘবদ্ধ হইয়া থাকেন,

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারগণ নিজেদের লইয়া হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী এবং এড্‌ভোকেটগণ হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন গঠন করিয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত কোর্টেই এই প্রকার Pleaders' Bar Association আছে। সাধারণ ক্লাবের ন্যায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই সাধারণ অধিবেশন হয় এবং ঐ অধিবেশনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কার্যভার অর্পণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-ভার সভ্যগণ চাঁদা করিয়া বহন করেন।

(৫) ট্রেড্ ইউনিয়ন—১৯২৬ খ্রী° Indian Trade Union Act অনুসারে 'A Trade Union is any combination whether temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employers or between workmen and workmen or between employers and employers or for imposing restrictive condition on the conduct of any trade or business and includes any fedaretion of two or more Trade Unions' অর্থাৎ ব্যবসা-কার্যে লিপ্ত বা নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ, দাবী, চাহিদা ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান তাহাই Trade Union. এই প্রকার ইউনিয়ন যে কোন সজ্জন একসঙ্গে মিলিত হইয়া গঠন ও রেজেস্ট্রী করিতে পারে এবং এই প্রকার ইউনিয়ন মাত্র 'Indian Trade Union Act' অনুসারেই গঠিত বা পরিচালিত হয়। এই প্রকার ইউনিয়ন বন্ধ করিবার সময়ও সাতজন সভ্য এবং সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র উক্ত মর্মে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয়।

অব্যবসায়িক ও ব্যবসায়িক সমবায়ের মধ্যবর্তী কতকগুলি সমবায় আছে, তাহাদের ইংরেজীতে proprietary club বলা হইয়া থাকে। বাঙলায় ইহাদের মালিকান্ সংঘ বলা যাইতে পারে। এই প্রকার ক্লাব ভারতবর্ষে বিরল। বোম্বাই শহর হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী জু (Jhu) নামক স্থানে এই প্রকার কয়েকটী ক্লাব আছে। কলিকাতায় এইরূপ দুই একটী ক্লাব বা secret society আছে বলিয়া শুনা যায়। বিলাতের কতকগুলি massage club এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্য নগর-গুলিতে নানাবিধ ভাবে স্নান করিবার জন্য যে সমস্ত ক্লাব আছে, তাহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই সকল ক্লাব ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি। ইহার আয়ব্যয় ও লাভ-লোক্সান ইহার মালিকানেই ভোগ করিয়া থাকেন। তবে এই ক্লাবের নিয়মাবলী অনুসারে যে কোন সাধারণ ব্যক্তি বা যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিয়া ইহার সভ্য হইতে পারেন। ইহার সভ্য হইতে হইলে কতকগুলি চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। সভ্য হওয়ার পর তাহারা চুক্তিমত সভ্যের অধিকার গ্রহণ করেন। সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে রাজদ্বারে অভিযোগ আনিয়া ক্লাবের মালিকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারেন। এই প্রকার ক্লাবের গঠন ও নির্বাচন-প্রণালী সম্পূর্ণই মালিকের বা প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্লাবের সভ্যগণ, ক্রেতৃস্থানীয় ও বিক্রেতৃস্থানীয় মালিকগণের সহিত কেবল সাধারণ কেনা বেচার মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধারণ দোকানে এক ক্রেতার সহিত অন্য ক্রেতার কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু এখানে ক্রেতৃবর্গের পরস্পর সৌহার্দ থাকে এবং তাহারা এক সংঘভুক্ত বলিয়া নিজেদের মনে করে।

২ ব্যবসামূলক সমবায় বা যৌথ কারবারের অধিবেশন (Joint-stock Company's meetings)—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তিন প্রকারে যৌথ কারবার গঠিত হয়।

(১) রাজাজ্ঞায় গঠিত যৌথ কারবার। এই জাতীয় যৌথ কারবার বহু-কাল পূর্বে ইংলণ্ডে গঠিত হইত। ১৬০০ খ্রী° ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ East India Company রাণী এলিজাবেথের অনুজ্ঞা লইয়া এইরূপেই গঠিত হইয়াছিল (ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্র°)। ১৬৭০ খ্রী° Hudson Bay Company, ১৬৯৪ খ্রী° বিলাতের Bank of England ইত্যাদিও এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(২) বিশেষ বিশেষ আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত যৌথ কারবার—ভারতবর্ষের ইম্পি-রিয়েল ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কারবার-গুলি এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমটী 'Imperial Bank of India Act 1920' এবং দ্বিতীয়টী 'Reserve Bank of India Act 1934'-এর সাহায্যে গঠিত হইয়াছে।

(৩) ভারতীয় যৌথ সমবায় আইন বা Indian Companies Act of 1913এর সাহায্যে গঠিত কারবার। এই প্রকার আইন বিলাতে প্রথম প্রণীত হয় ১৮৪৪ খ্রী°। ঐ সময়ের যৌথ কারবারগুলি অসীম দায়িত্বমূলক (of unlimited liability) ছিল, ১৮৫৫ খ্রী° প্রথম সসীম দায়িত্বমূলক (of limited liability) কারবার করিবার আইন প্রণীত হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের প্রথম কোম্পানী আইন ১৮৬২ খ্রী° প্রণীত হয়। এই আইন নব কলেবরে ১৯০৮ খ্রী° পুনঃ প্রকাশিত হয় এবং উহার পুনঃ সংস্করণ হয় ১৯২৯ খ্রী°। ১৯০৮ খ্রী° বিলাতী আইনকে আদর্শ করিয়া ১৯১৩ খ্রী° ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) প্রথম প্রণীত হয়, এবং ১৯২৯ খ্রী° বিলাতী পরিবর্তনকে আদর্শ করিয়া ও এদেশের আবশ্যক মত ভারতীয় আইনটীর সংস্কার-সাধন করা হয় ১৯৩৬ খ্রী°। সংশোধিত আইনটীর নাম 'Ammended Comipanies Act, xxii of 1936.'

কতকগুলির অধিবেশনের মধ্যদিয়া যৌথ কারবারের গঠন, পরিচালন ও পরিসমাপ্তি সাধিত হয়। যৌথ কারবারগুলি গঠনের সময় কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি একত্র হইয়া উহার প্রতিষ্ঠালিপি (memorandum) ইত্যাদি গঠন করেন। ঐ প্রকার কার্য

প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অধিবেশনে (Promoters meeting) হইয়া থাকে।

প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অধিবেশনে প্রতিষ্ঠাতৃগণ যৌথ কারবারের সভাপতি, পরিচালক, সম্পাদক, হিসাব-পরিদর্শক ইত্যাদি স্থির করিয়া অস্থায়ী (provisional) কমিটী গঠন করেন, মূল ধন ও হিস্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং কারবারের প্রতিষ্ঠালিপি (memorandum of association), সর্তলিপি (articles of association), অনুষ্ঠানপত্র (prospeetus) ইত্যাদি গঠন করিয়া কারবারটী গভর্নমেন্ট রেজিস্ট্রর অফ্ জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর নিকট হইতে রেজেস্ট্রীকৃত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক তাহাই করিয়া থাকেন। গভর্নমেন্টের নিকট রেজেস্ট্রী হইয়া গেলে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন।

ব্যবসা আরম্ভ করিবার ছয় মাসের মধ্যে হিস্যাদারদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য যৌথ কারবারের কর্মচারিগণ 'Indian Companies Act' অনুসারে বাধ্য। এই প্রকার অধিবেশনের নাম প্রাথমিক অধিবেশন (statutory meeting), প্রাথমিক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি অধিবেশনের অন্যূন দশদিন পূর্বে দিতে হইবে এবং ঐ বিজ্ঞপ্তির সহিত কার্যতালিকা (agenda) এবং প্রাথমিক সমাবায় (statutory report) দিতে হইবে। কারবার আরম্ভ করার ছয় মাসের মধ্যে এই প্রকার প্রাথমিক অধিবেশন আহ্বান না করিলে, মাত্র এই কারণেই কোম্পানীর যে কোন হিস্যাদার কোম্পানীর পরিসমাপ্তির (winding) জন্য কোর্টে আবেদন করিতে পারেন।

এই প্রকার প্রাথমিক অধিবেশনে কেবলমাত্র হিস্যাদারগণই যোগদান করিতে পারেন। তাঁহারা পরিচালকবর্গের নিকট হইতে এই অধিবেশনে কারবারের সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন। প্রাথমিক বিবরণের এক এক খণ্ড ঋণদাতৃগণও (debenture-holders) পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা এই সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন না।

চলতি কারবারে প্রতি বৎসর সাধারণ হিস্যাদারদের একটী করিয়া বার্ষিক সভার অধিবেশন করিতে হইবে (annual general meeting)। এই প্রকার অধিবেশন বৎসরে অন্যূন একটী করিয়া হইবে এবং একটী অধিবেশনের পর পনেরো মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় অধিবেশন বসাইতে হইবে, অন্যথায় কোম্পানীর যে কর্মচারীর অমনোযোগিতায় এইরূপ অধিবেশন হয় নাই, তাহার ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে (এই প্রকার অপরাধের জন্য কর্মচারিগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী)। এই সকল অধিবেশনের কার্যাদি যৌথ কারবারের সর্তলিপি অনুসারে পরিচালিত হয়, যে সমস্ত কারবারে কোন সর্তলিপি নাই তাহারা ভারতীয় কোম্পানী আইনের আদর্শ সর্তলিপি অনুসারে (Appendia A) পরিচালিত হইয়া থাকে।

সাধারণ গণসভার অধিবেশনের ন্যায় এই সমস্ত বার্ষিক অধিবেশনগুলি হইয়া থাকে, এই প্রকার সভার বিজ্ঞপ্তি প্রত্যেক হিস্যাদারকে স্বতন্ত্রভাবে পাঠাইতে হয় এবং সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। দৈবাৎ যদি কেহ ইহার সংবাদ না পায় তাহা হইলে সভার অধিবেশন বন্ধ হয় না। কোম্পানীর সভাপতিই এই সমস্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন-গ্রহণ করেন, সম্পাদক ও পরিচালকগণ আপন আপন বক্তব্য ও লিখিত বিবরণ (report) পাঠ করেন। ঐ বিবরণসকল হিস্যাদারদের এক একখানি করিয়া দেওয়া হয়। হিস্যাদারগণের কোন কিছু বক্তব্য থাকিলে তাঁহারা ইহার পরে বলিয়া থাকেন। আবশ্যক হইলে এই প্রকার সভা মুলতুবি রাখিয়া একাধিক দিন ধরিয়া করা যাইতে পারে। কোম্পানীর সর্তলিপিতে যেরূপ নিয়ম থাকে সেই অনুসারে এই সকল বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি, সম্পাদক, পরিচালক, হিসাব-পরিদর্শক ইত্যাদি নির্বাচিত হয়। এই প্রকার নির্বাচন-কার্যের জন্য হিস্যাদারগণ নিজেরা উপস্থিত হইয়া ভোট দেন বা নিজে উপস্থিত হইতে না পারিলে প্রতিনিধি (Proxy) প্রেরণ করেন। এই সমস্ত নির্বাচন সাধারণ সভার নির্বাচনেরই অনুরূপ, তবে গঠিত সর্তলিপি ও প্রচলিত আইন মানিয়া নির্বাচন করিতে হয়।

বার্ষিক অধিবেশন ব্যতীত কোন বিশেষ আবশ্যকতা থাকিলে বিশেষ অধিবেশন (extraordinary general meeting) আহূত হইয়া থাকে। বিশেষ অধিবেশন পরিচালকগণ (directors) আহ্বান করিতে পারেন; বিক্রীত হিস্যার দশমাংশের-অধিকারী যদি এই প্রকার অধিবেশনের জন্য দাবী করেন তাহা হইলেও পরিচালকগণ ইহা আহ্বান করিতে বাধ্য। এই প্রকার অনেকের বিজ্ঞপ্তিতে অধিবেশনের কারণ এবং আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে। দশমাংশ হিস্যাধিকারীর অনুরোধসহ বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান যদি পরিচালকগণ অনুরোধপত্র প্রাপ্তির (requisition) একুশ দিনের মধ্যে না করেন তাহা হইলে হিস্যাদারগণই এই প্রকার অধিবেশন আহ্বান (convene) করিতে পারেন এবং ঐ অধিবেশনে নিজেদের বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া যথাকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। হিস্যাদারগণের অনুরোধে আহূত বিশেষ অধিবেশন কোন কারণেই সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন বলিয়া গণ্য হইবে না [Emperor v Nasurbhai A. Lalji (1923) 25 Bom. L. R. 24]।

যৌথ কারবারের কার্য-পরিচালন করিবার জন্য পরিচালকবর্গ (board of directors) নিয়মিতভাবে নিজেদের বৈঠক আহ্বান করিয়া থাকেন। সর্তলিপিতে এই প্রকার বৈঠকের নিম্নতম উপস্থিতি সংখ্যা (quorum) নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে সম্পূর্ণ পরিচালকবর্গকে উপস্থিত থাকিতে হয়, অন্যথায় অধিবেশন অসিদ্ধ হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে পরিচালকগণ (directors) নিজেদের সভা আহ্বান না করিয়াও কেবলমাত্র স্বাক্ষর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন [D'Arey v Tamar Hill Railway Co. (1867) L. R. 2

Ex 158]। পরিচালকবর্গের অধিবেশনে আবশ্যক হইলে মানহানিকর উক্তিও দূষণীয় নহে, তবে যদি উক্ত প্রকার উক্তি ঈর্ষামূলক হয় তাহা হইলে ঐ বিষয়ে অভিযোগ করা চলিতে পারে এবং দণ্ডার্হও হইতে পারে [Royal Aquarium v. Parkinson (1892) 1. Q. B. 443]। ভারতীয় আইন-অনুসারে পরিচালকগণকে অধিবেশনে যোগদান করার জন্য পারিশ্রমিক দিতে যৌথ কারবার বাধ্য, সর্তলিপিতে প্রত্যেক কারবারেই এইপ্রকার পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

উত্তমর্ণের অধিবেশন—যৌথ কারকারবারের আর্থিক অবস্থা 'ফাজিল' হইয়া গেলে উত্তমর্ণগণের অধিবেশন আহূত হয়। এ সম্বন্ধে Indian Companies Actএ কতকগুলি ধারা আছে। উত্তমর্ণগণ একত্র হইয়া কারবারের সহিত আপোষ করিতে পারেন বা কারবার গুটাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কারবার বন্ধ করিবার জন্য official liquidation নিযুক্ত হইলে liquidator সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাহাদের অধিবেশনে আহ্বান করেন। উত্তমর্ণ-গণ এই প্রকার অধিবেশনে তাঁহাদের নিজেদের অবস্থা জ্ঞাত হন ও তাহাদের মন্তব্য-প্রকাশ করেন।

এ ছাড়া যে সমস্ত কারবার ঋণপত্রের (debentures) সাহায্যে ঋণ-গ্রহণ করে সেই সমস্ত কারবারের ঋণদাতৃগণ (debenture-holders) একত্র হইয়া নিজেদের অধিবেশনে নিজেদের trustee নিযুক্ত করিয়া উক্ত trusteeর সাহায্যে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখেন। উক্ত ট্রাস্টিগণ আবশ্যকমত ঋণদাতৃগণের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং সেখানে নিজেদের স্বার্থ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই প্রকার অধিবেশন ক্লাবের অধিবেশনের ন্যায় পরিচালিত হয়, তবে ইহার বিজ্ঞপ্তি সাধারণ পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ব্যক্তিগতভাবে অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় না। ঋণদাতৃগণের অধিবেশনে কারবারের কর্মচারিগণ উপস্থিত থাকিতে বাধ্য নহেন, তবে আহূত হইলে অধিকাংশক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকেন ও যথাসম্ভব উত্তর দেন।

শাখা-সমিতির বৈঠক (sub-committee meetings)—গঠনতন্ত্র প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিবেশনের আবশ্যকতা বাড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গেই কমিটী বা বোর্ডের আবশ্যকতা হয়, কারণ বহুর পরামর্শ মত কাজ করিবার জন্য অল্প সংখ্যক কাজের লোক চাই। সাধারণ সভায় সকলে একত্র হইয়া অল্প কয়েকটী ব্যক্তির যুগ্মহস্তে অর্থাৎ কমিটীতে সমস্ত কার্যভার অর্পণ করেন। অনেক সময় দেখা যায় কমিটীতেও অনেক বিষয় অনুসন্ধান বা সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় না। সেই সব ক্ষেত্রে কমিটী আবার sub-committee বা শাখা-সমিতি নিয়োগ করেন। অব্যবসায়িক, ব্যবসায়িক সকল সংঘই বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এই প্রকার শাখা-সমিতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এ বিষয়টী তাহাদের সর্তলিপি অনুসারে পরিচালিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাখা-সমিতি আদেশমত কার্য করিয়া লিপিবদ্ধ মন্তব্যগুলি মূল সমিতির নিকট উপদেশ (suggestion) হিসাবে প্রেরণ করেন এবং মূল সমিতির বৈঠকে শাখা-সমিতির উপদেশগুলি পুনরায় আলোচিত হয়।

এই প্রকার শাখা-সমিতি-নির্বাচনের সময় মূল সমিতি তাহাদের quorum নির্ধারণ করিয়া দেন, অন্যথায় সমগ্র সমিতিকে একত্র হইয়া কাজ করিতে হয় [In re : Liverpool Household Stores Assoosiation (1890) 59 L. J, ch 616 ; 62 L. T. 873 ; 38 W. R. Dig 351]। শাখা-সমিতির কোন সভ্য উক্ত সমিতি হইতে অবসর-গ্রহণ করিলে নূতন সভ্য মূল সমিতি নির্বাচন করিয়া থাকেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একাধিক ব্যক্তি ছাড়া অধিবেশন হয় না, কিন্তু সময়ায় অধিবেশনে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সময়ায় অধিবেশনে আবশ্যক হইলে একজনেও সভা বা অধিবেশন হয়। মূল সমিতি যদি একজন মাত্র ব্যক্তিকে শাখা-সমিতির সভ্য বলিয়া মনোনীত করেন তাহা হইলে তিনি একাই সমস্ত কার্য করেন এবং তাঁহার একার কার্যই শাখাসমিতির অধিবেশনে হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে [In re : Taurine Co. (1884) 25 ch. D. 118 ; 53. L. J. ch. 271 ; 49 L. T. 514 ; 32 W. R. 179]। একজাতীয় হিস্যার একজন অধিকারী হইলে সেই জাতীয় হিস্যাধিকারীর অধিবেশন ঐ একজন মাত্র ব্যক্তিকে লইয়াই সম্পাদিত হয়। সেই ক্ষেত্রে একজনে অধিবেশন হইয়া থাকে [East v Bennett Bros. (1911) 1. ch. 163 ; 80 L. J. ch. 123 ; 103 L. T. 826 ; 27 T. L. R. 103 ; 55 S. J. 92]। এইরূপে কোন কারবারের একজন মাত্র ঋণদাতা বা ঋণপত্রের একজন মাত্র অধিকারী থাকিলে সেই একজনকে লইয়া ঋণদাতার অধিবেশন বা ঋণ-পত্রাধিকারীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

বিবিধ অধিবেশন — দেশবাসিগণের সভা ও তাহার অধিবেশন সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দেওয়া গেল। ইহা ব্যতীত আধুনিক সাম্রাজ্য পরিচালনের জন্য বহুবিধ সভা ও তাহার অধিবেশন প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রকেই করিতে হয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিলাতে House of Lords, House of Commons ও Cabinet meeting হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে Government of India Act 1936 অনুসারে Assembly, Council ও Cabinet-এর অধিবেশনাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। [এ ছাড়া গভর্ণমেন্টের সংবাদ-সংগ্রহ করিবার জন্য নানাবিধ সময়ে নানাবিধ শাখা-সমিতি গঠন করিতে হয় এবং ঐ সমস্ত শাখাসমিতি আবশ্যক মত অধিবেশনের দ্বারা সংবাদ-সংগ্রহ করিয়া নিজের বিবরণী (report) লিপিবদ্ধ করে। যথা Simon commission, Jute-enquiry Committee ইত্যাদি। আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্মানী, রাশিয়া ইত্যাদি

সমস্ত রাষ্ট্রেই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিবেশন হইয়া থাকে।

আধা-সরকারী সমিতিও সভাদেশে কম নাই। ভারতবর্ষে Union Board, Local Board, District Board, Municipality, Corporation ইত্যাদিই ইহার উদাহরণস্থল। এগুলি সমস্তই অধিবেশনের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইহাদের সকলেরই অধিবেশন মূলতঃ একরূপ হইলেও ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতা কর্পোরেশন, Calcutta Municipal Act of 1923 অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। এইগুলি মূলতঃ বিলাতের County Councils, District Councils, Borough Councils-এর অনুকরণে গঠিত হ ইয়াছিল

সামরিক বিভাগেও এই প্রকার অধিবেশনের কতকটা আভাস পাওয়া যায়, তবে প্রভেদের মধ্যে সামরিক বিভাগে গণতন্ত্র একেবারে নাই। সেথানে রাজতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত, সেই জন্য সামরিক অধিবেশনে কোন একজন সৈনিকের বক্তৃতা দিবার কোন অধিকারও নাই। তাহারা একত্র হয় তাহাদের পরিচালকবর্গের আদেশ ও উদ্দেশ্য শ্রবণ করিতে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে ও সমশ্রেণীয় সৈনিকের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতে। এই প্রকার সামরিক অধিবেশন general parade, ceremonial parades, যথা armistice day parade, new years day parade ইত্যাদি এবং rally ও tournament-এ লক্ষিত হয়।

সামাজিক অধিবেশন (Social Meetings) — এই প্রকার অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে একত্র হওয়া, ইহাতে কোনরূপ তর্কবিতর্ক বা সমস্যা-মীমাংসার কোন অবকাশই থাকে না। এই প্রকার অধিবেশন ব্যক্তিবিশেষের সম্বর্ধনা উপলক্ষে হইলে at home, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক-প্রকাশার্থ হইলে condolence বা শোক-সভা, কোন প্রদর্শনী বা দোকান ইত্যাদি খুলিবার উদ্দেশ্যে হইলে exhibition meetings বা প্রদর্শনীর অধিবেশন ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

[C. P. Blackwell : Laws of Meeting ; Albert Crew : Proceedure at Meetings ; J. Rigg : How to conduct a meeting (Lond. 1929) ; Gordon Palm : Chairman's Manual ; J. Rigg : How to take the chair (Lond. 1929) ; E. O. Lambowru : A simple guide to committee proceedure and the work of the officers of a society or club (Lond. 1930) ; E. Martin (Ed. by) : How to take minutes. 4th ed. (Lond. 1937) Shorab R. Davar : The law and proceedure of meetings in India including club law, practice and rules (Bombay, 1934) ; Indian Company Act of 1913, ammended by Act xxii of 1936 ; J. M. Sethna : Indian Company Law (1938) ; Pattav Sitaramiyya : History of Congress (1935).

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবেশ্ম—[মূ°—বেশ্মন্] অব্য, বাসস্থানে, গৃহে।—শিশু° ৯. ৭৮ ॥ শ্লি° ॥

অধিবেষ্টিত— [অধি + √বেষ্ট্ + ক্ত—কর্ম, স্ত্রী— -া] বিণ, আবৃত, পরিবৃত, পরিক্ষিপ্ত, ঘেরা।—কিরাত° ১২. ২২ ॥ব-শব্দ॥

অধিব্যতিক্রম—উপরি পাদন্যাসপূর্বক উৎক্রমণ।—আপ-গৃহ্য° ৬. ৪ ॥ শ্লি° ॥

অধিব্রত—ক্লী°, যাহা কিছু ব্রতে আসিয়া উপস্থিত হয়। — মৈ স° ২. ১. ১০ (১২. ৯) ॥ শ্লি° ॥

অধিশয়াল্—বিণ, ১ ব্যাপী।—শ্রীকণ্ঠ° ৪. ৬২। ২ অধিবাসকারী।—শ্রীকণ্ঠ° ৬. ৬৮ ॥ শ্লি° ॥

অধিশয়িত — [অধি + √শী + ক্ত—কর্তৃ°] বিণ, অধিষ্ঠিত, উপরি শায়িত reclining upon, lain or slept over or upon ॥ গোল্ড্° আপ্° ॥

অধিশায়িত—[অধি + √শী + ণিচ্ + ক্ত—কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, স্থাপিত, আরোপিত, অধিষ্ঠিত।

অধিশ্রপণ — [অধি + √শ্রা বা √শ্রৈ (= পাক করা) + ণিচ্ + ল্যুট্ ;] ক্লী°, (দুগ্ধ ঘৃত ভিন্ন) পাচন, সিদ্ধকরণ। [অধিশ্রয়ণ দ্র°]।

অধিশ্রপিত — [অধি + √শ্রা বা √শ্রৈ (= পাক করা) + ক্ত—কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, (দুগ্ধ ঘৃত ভিন্ন) পক্ব।

অধিশ্রয় — [অধি + √শ্রি (= আশ্রয় করা) + অচ্—ভা°] ১ আধার, আশ্রয়, স্থান, পাত্র ॥ আপ° ॥ ২ [অধি + √শ্রী (= পাক করা) + অচ] পাক ॥ আপ্° ॥

অধিশ্রয়ণ—[অধি + √শ্রি (আশ্রয় করা) + ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, ১ উনুনের উপর স্থাপন, রাঁধিবার জন্য উনুনের উপর রাখা, রন্ধন। এই শব্দের বিপরীত শব্দ 'অবশ্রয়ণ'।—কা-শ্রৌ° ৫. ১৫. ২৫ ; ৬. ২. ৫। ১৫. ৭. ৩৩। কৌশী° ৪৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ দর্শপূর্ণমাস, বাজপেয় প্রভৃতি যাগে নির্দিষ্ট দ্রব্যের সংস্কারার্থ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে স্থাপনানুষ্ঠান-বি°। ৩ (বিজ্ঞানশা°) আলোক-রশ্মিসমূহ দূরবীক্ষণের কাঁচের ভিতর দিয়া যেখানে কেন্দ্রীভূত হয় সেই স্থান focus. ~ণী—[অধি + √শ্রি (= আশ্রয় করা) + ল্যুট্ — অধি°+ঙীপ্ ; অধিশ্রীয়তে পচাতে অত্র] স্ত্রী°, চুল্লী, উনুন, আখা।—যশস্তি° ২. ২২৭. ১২ ॥ অম° অভি° ॥ হলা° ২. ২৫৮ ॥ ~ণীয়—[অধিশ্রয়ণ + ছ] বিণ, অধিশ্রয়ণ সম্বন্ধীয়, পাকের যোগ্য, রন্ধনের উপযুক্ত এইরূপ।—কা-শ্রৌ° ১. ১. ২১ ॥ বো-রো° ॥

অধিশ্রয়িণী—[অধিশ্রয় + ইন্—অস্ত্যর্থে + ঙীপ্] স্ত্রী°, অধিশ্রয়ণী।

অধিশ্রয়িতবৈ—[অধি + √শ্রী (= পাক করা) + তবৈ—কৃত্যর্থে] অব্য, পাচনীয়। 'যদ্ভা তন্ন বিন্দেদ্ধং — পচেদপি গৌরের ঘৃতবধিশ্রয়িতবৈ ব্রূয়াৎ।'—শ-ব্রা° ২. ৩. ২. ৮ ; কা-শ্রৌ° ৪. ৩. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অধিশ্রিত—[অধি + √শ্রি (= আশ্রয় করা) + ক্ত—কর্ম° ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অবলম্বিত, আশ্রিত, স্থাপিত। ২ প্রাপ্ত, গৃহীত। ৩ রাঁধিবার জন্য উনুনের উপর স্থাপিত।

অধিশ্রী—১ একচ্ছত্র অধিপতি। ২ [অধিরূঢ় বা অধিক শ্রী যাহার—বহু°] বিণ, অধিক সম্পত্তিশালী, অধিসম্পন্ন। 'সমাদিদেশাধিকৃতানধিশ্রীঃ' — রঘু° ৭. ২৯ ; 'ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দিগীশানবমত্য মানিনী।'—কুমার° ৫. ৫৩॥ আপ্°॥ ৩ অধিকশোভাসম্পন্ন। ৪ স্ত্রী°, অত্যন্তশ্রী।

অধিষব—(বৈদিক) সোমলতা হইতে প্রস্তরের আঘাতে রস বাহির করা হয়। এই কার্যের পারিভাষিক নাম—অভিষব। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সপ্তম পঞ্চিকার ষষ্ঠ খণ্ডে আছে—যখন প্রাতঃকালে রাজা সোমের অভিষব হয়, তখন ন্যগ্রোধাদি দুই ভাগে গ্রহণ করিতে হয় ; তাহার মধ্যে এক ভাগের ঐ প্রাতঃকালেই অভিষব করণীয়, অন্যভাগ মাধ্যন্দিন সবনের জন্য রাখিয়া দিতে হয়।

অধিষবন—[অধি + √সু + লুট্] ক্লী°, ১ সোমলতা হইতে রস-নিষ্কাশন। রস বাহির করিতে হইবে বলিয়া উপবসথদিনে অধ্বর্যুকে পূর্ব হইতেই অধিষবণের জন্য চর্ম, দুই খানি কাষ্ঠ-ফলক, দ্রোণকলশ, দশাপবিত্র, অদ্রিখণ্ড, পূতভৃৎ, আধবনীয় পাত্র, স্থালী, উদঞ্চন ও চমস আহরণ করিয়া রাখিতে হয়।

যে চর্মের উপর সোমলতা রাখিয়া রস-নিষ্কাশিত হয়, তাহার নাম 'অধিষবণ চর্ম' ; উপরব নামক গর্তের উপর রক্ষিত যে কাষ্ঠ-ফলকদ্বয়ের মধ্যে অধিষবণ চর্ম পাতিয়া তদুপরি সোমলতা রাখিয়া প্রস্তরের আঘাত করা যায়, তাহার নাম 'অধিষবণ ফলক' ; যে প্রস্তর-দ্বারা আঘাত করিয়া সোমলতা থেঁতলান হয় তাহা 'অদ্রি' বা 'গ্রাব' ; নিষ্কাশিত সোমরস যে পাত্রে রাখা যায়, তাহা 'আধবনীয়' ; উহা হইতে রস ছাঁকিয়া অন্য যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের নাম—'পূতভৃৎ' ; যে কম্বলে ছাঁকা হয় তাহার নাম—'দশাপবিত্র' ; 'স্থালী' নামক ছোট পাত্রে আজ্যাদিও রক্ষিত হয় ; গ্রহ ও চমস হইতে সোমরস আহুতির জন্য ঢালা হয়। 'উদঞ্চন' নামক পাত্রে সোমধারা আহুতির জন্য গৃহীত হয়। 'দ্রোণকলশ' একটী বৃহৎ পাত্র। ইহা হব্য-রক্ষণার্থ ব্যবহৃত হয়। 'অধিষবণে'—বাজ-স° ১৮. ২১ ; 'অংশুনিব গ্রাবাধিষবণেষ্বদ্রিণীনাং চুন্দুভেঃখি নৃত্য বেদঃ।'—ঋ° ৫. ২০. ১০ ; কা-শ্রৌ° ৮. ৫. ২৫॥ বো-রো° আপ্°॥ ২ বিণ, সোমরস-নিষ্কাশন-কার্যে ব্যবহৃত। 'অধিষবণে ফলকে' — শ-ব্রা° ৩. ৫. ৩. ২২ ; 'অধিষবণং চর্মাধিষবণে ফলকে'। —ঐ ব্রা° ৭. ৩০ ; 'অধিষবণচর্ম'—নিরুক্ত° ২. ৫॥ বো-রো° VI. i. 20॥

অধিষবণ্যা — [অধিষবণায়হিতা, যৎ] স্ত্রী°, সোমরস-নিষ্কাশনের ফলক। 'যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা'—ঋ° ১. ২৮. ২ [অধিষবণ্যা = উভে অধিষবণফলকে—সায়ণ]।

অধিষ্ঠাতা, — [মূ°-ষ্ঠাতৃ। অধি + √স্থা + তৃচ্ ; স্ত্রী°—-ত্রী] বিণ, ১ নিয়ন্ত্রণকারী, নিয়ন্তা। 'বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতান্তিকাদিব পশ্যতি'—অ° ৪. ১৬. ১ ; 'কর্মকুর্বতামধিষ্ঠাতা অধিকর্মকৃৎ'—মিতা° ২৬৭. ৬॥ বো-রো°॥ ২ অধ্যক্ষ, অধিপতি। 'হনূমানপ্যধিষ্ঠাতা! ন তত্র গতিরন্যথা' — রা° (গো°) ৫. ৬৫. ১০. ১১ ॥ বো-রো° আপ্°॥ ৩ কার্যপরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক॥ আপ্°॥ ৪ অধিদেবতা। —Colbr. Misc Ess. 1. 407 ॥ বো রো°॥ ৫ (পাশুপত মতে) সর্বনিয়ন্তা, ঈশ্বর। 'সর্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা'—ভাষা-পরি°॥ আপ্°॥

অধিষ্ঠাতা₂ — (দর্শনশা°) যে চৈতন্য-পদার্থের প্রেরণা বা ব্যাপারের দ্বারা প্রেরিত বা ব্যাপৃত হইয়া অচেতন কারণসকল কার্য সম্পাদন করে,—অচেতন কারণসকলকে কার্যাভিমুখী করে, সেই চৈতন্যই কারণ-সকলের অধিষ্ঠাতা (underlying substratum)। যেমন কোন কাঠুরিয়া তাহার কুঠারদ্বারা বৃক্ষ ছেদন করে ; এখানে কুঠার নিমিত্তকারণ (instrumental cause) মাত্র। ইহা অচেতন ; বাস্তবিক ছেদনকার্য সম্পাদন করিতে কাঠুরিয়া অচেতনকারণ কুঠার প্রভৃতিকে কার্যোৎপাদনের সহায়ক-রূপে ব্যবহার করে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে ছেদন-কর্তাই কুঠারাদি অচেতন কারণসকলকে কার্যাভিমুখী করিতে তাহাদের অধিষ্ঠাতা। কুঠারাদির কর্তৃত্ব আরোপিত সত্তা।

ইউরোপীয় দর্শনেও এইরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। Appearance ও realityর মীমাংসা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের নিকট একটী সমস্যা। শঙ্করাচার্য বলেন, জগতের যে সত্তা আমরা উপলব্ধি করি উহা অধিষ্ঠানে একটা আরোপিত সত্তা মাত্র। বাস্তবিক অধিষ্ঠিত সত্তা আমরা ব্যাবহারিক জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের অনেকেই বলেন, বস্তুর যে স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করি, বিষয়ের অধিষ্ঠিত সত্তা তদতিরিক্ত একটা কিছু (= an emperical reality having a phenomenal existence)। বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আমরা মাত্র বিষয়ে একটা ব্যাবহারিক সত্তা আরোপ করি। [এ-সম্বন্ধে শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈত-বেদান্তবাদিগণের ও Hume, Russel, Kant, Bradley এবং Alexander-এর অভিমত দ্র°]

অধিষ্ঠাত্রী—[অধিষ্ঠাতৃ + ঈপ্] স্ত্রী°, ১ অধিদেবতা, রক্ষাকর্ত্রী॥ আপ্°॥ ২ আশ্রয়-দাত্রী, পালয়িত্রী॥ বো-রো°॥

অধিষ্ঠাতৃত্ব — প্রেরকত্ব বা প্রেরণা। ইহা অধিষ্ঠাতার অসাধারণ ধর্ম হইলেও সকল স্থানে এক নয়। কাষ্ঠাদির ছেদনকার্যে কুঠারাদি অচেতন কারণসকলের অধিষ্ঠাতৃত্ব—কাষ্ঠাদি ছেদ্য পদার্থের সহিত কুঠারাদির দৃঢ় সংযোগের অনুকূল ছেদনকর্তার প্রযত্নবিশেষ ; জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্যে জীবের অদৃষ্ট কারণ ; অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ ; ভগবানের ইচ্ছাতেই অদৃষ্টরূপ অচেতন কারণের দ্বারা ঐ সকল কার্য হইয়া থাকে।

সুতরাং ঐ সকল কার্যে ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই অদৃষ্টরূপ অচেতন কারণের অধিষ্ঠাতৃত্ব। [অধিষ্ঠান$_3$ দ্র°]

অধিষ্ঠান$_1$ — [অধি + √স্থা + লুট্ — ভা°] ক্লী°, **১** অধ্যাসন, সন্নিধি, সমীপাবস্থান, উপবেশন। 'পাদোরস্যা অধিষ্ঠানাৎ' — অ° ১২. ৪. ৫ ; নিরুক্ত ৪. ১৫ ; বাজ-স° ৭. ১৩. ১৮ ; 'কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণম্'—ঋ° ১০. ৮১. ২। 'অত্রাধিষ্ঠানং কুরু'—আবাহন মন্ত্র ॥ অম° অভি° মে° শব্দ° বো-রো° ॥ **২** বাসস্থান, আবাসস্থল। 'নগরং রাজাধিষ্ঠানম্' —পঞ্চত° ৫২. ২১ ॥ শব্দ° ॥ **৩** পরিদর্শন। —হিতোপ° ৩. ৯৩। **৪** [অধি + √স্থা + লুট্ - কর্ম°] আশ্রয়, স্থান। 'ত্র্যধিষ্ঠানস্য (মন, বাক্য, কায় — কুল্লুক) দেহিনঃ'। —মনু° ১২. ৪। 'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে'—গীতা° ৩. ৪০ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৫** নগর, পুর। 'অধিষ্ঠানমৃদ্ধিমৎ' —রা° (গো°) ৩. ৫৪. ৫ ; মহা° ৩. ৭৮. ২৮ ॥ শব্দ° বো-রো° আপ্° ॥ **৬** [অধি + √স্থা + লুট্—করণে] প্রভাব, অনুভাব। 'যো মে বিতরসি প্রাণানধিষ্ঠানঞ্চ'—নল°২৬. ২৭। 'সমর্থস্বমিমং জেতুমধিষ্ঠানপরাক্রমৈঃ' — রা° (গো°) ৪. ১৪. ৩০ ॥ অম° অভি° মে° বো-রো° আপ্° শব্দ° ॥ **৭** রথাদির চক্র ॥ অম° শব্দ° আপ্° ॥ **৮** নির্দিষ্ট নিয়ম বা কর্ম। — মনু° ১২. ৪। **৯** স্থাপন, আসন। **১০** (বৌদ্ধশা°) পাদপীঠরূপ আসন। **১১** (বেদান্তদ°) অবস্থিতির স্থান। বেদান্তমতে আত্মার অধিষ্ঠান-স্থান দ্বিবিধ—জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য। **১২** (বৌদ্ধশা°) মঙ্গলকামনা, আশীর্বাদ। **১৩** অধ্যাত্মশক্তি বা প্রভাব। **১৪** পুর ॥ কল্পদ্রু° ॥ ~**ভূমি**—(স্ত্রী°) -**স্থল** (ক্লী°),-**স্থান** (ক্লী°)—অবস্থান-স্থল, আশ্রয়-স্থান। ~**শরীর**—ক্লী°, (সাংখ্যদ°) লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের মধ্যবর্তী শরীর। আপ্° ॥

অধিষ্ঠান$_2$—(স্থাপত্যশা°) উপপীঠস্থান, base of the column অর্থাৎ কোন প্রাসাদের সর্বনিম্ন আশ্রয়ভূমি। এই উপপীঠ-স্থান স্তম্ভবপু (shaft of a column) ও উপপীঠের (pedestal) মধ্যবর্তী স্থান।

অধিষ্ঠান ও উপপীঠের মধ্যে উচ্চতার যে প্রভেদ তাহা মানসারে (১৩. ২-৩) বর্ণিত আছে।—'অধিষ্ঠানোন্নতে দেশে চোপপীঠং হি সংশৃতম্।
এতে তস্যমধিষ্ঠানং তুঙ্গং তচ্চতুরাংশকম্ ॥'

মানসারের মতে অধিষ্ঠানের উচ্চতার অংশ উপপীঠের উচ্চতার ছয়গুণ হইতে পারে। অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ স্থাপত্যশব্দে দ্র°।

অধিষ্ঠান$_3$—অধিষ্ঠাতৃত্ব দ্র°।

অধিষ্ঠায়ক — বিণ, শাসনকারী, তত্ত্বাবধায়ক। 'তদধিষ্ঠায়কাঃ সুরাঃ' (তদ্ = নিধি) ॥ অভি° ১৯৩ বো-রো° ॥

অধিসীমকৃষ্ণ — পাণ্ডব-বংশ্য অশ্বমেধদত্তের পুত্র। অধিসীমকৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষু। তাঁহার পুত্র উষ্ণ।—বিষ্ণুপু° ৪. ২১. ৩।

অধিসোমকৃষ্ণ — পাণ্ডব-বংশ্য শতানীকের পুত্র।—মৎস্যপু° ৫০. ৬৬। হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইলে অধিসোমকৃষ্ণের পুত্র বিবক্ষু কৌশাম্বী নগরে গিয়া বাস করেন।—ঐ, ৫০. ৭৮।

অধিস্ত্রি — [স্ত্রিয়ামধিকৃত্য] অব্য, স্ত্রী অথবা নারী-সম্বন্ধীয়।—পা° ২. ১. ৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিস্ত্রী — [অধিকা স্ত্রী] শ্রেষ্ঠা রমণী,, বিশিষ্টা নারী। 'ব্রহ্মবাদিন্যধিস্ত্রী চ'—হরি° হরি° ৩২. ৪৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধিস্যন্দ—অত্যন্ত দ্রুত, অতি শীঘ্র।—শিশু° ১৭. ৫০ ॥ আপ্° ॥

অধিহরি—অব্য, হরিকে অধিকার করিয়া। —পা° ১. ১. ৪১ (কাশিকা) ॥ বো-রো° ॥

অধীকার = অধিকার। 'সর্বাকরেশ্চধীকারঃ' — মনু° ১১. ৬৩ ॥ বো - রো° ॥ [অধিকার দ্র°]।

অধীত—**১** [অধি + √ই + ক্ত—কর্ম°] বিণ, অভ্যস্ত, অধিগত, পঠিত। 'বেদাঃ সাঙ্গময়াধীতাঃ' — মহা° ৩. ২৯৭. ১১ ॥ শব্দ° ॥ **২** [+ ক্ত — ভা] ক্লী°, অধ্যয়ন, পাঠ। **৩** অধীতশাস্ত্র। 'অধীতস্য চ নাশনম্'—যাজ্ঞ° ৩. ২২৮ ॥ শব্দ° ॥ ~**পূর্ব** — বিণ, পূর্বে পঠিত।—আ-শ্রৌ° ৮. ১৪. ১২ ॥ শ্মি° ॥ ~**বিদ্য**—যাহার সর্বশাস্ত্র অধিগত অর্থাৎ সম্যক্ পঠিত হইয়াছে, কৃতবেদাধ্যয়ন, যাহার বেদাধ্যয়ন হইয়াছে ॥ আপ্° গোল্ড° ॥

অধীতি$_1$,—**১** [অধি + √ই + ক্তি — ভা] স্ত্রী°, অধ্যয়ন, পঠন। 'নূ তে পূর্বস্যাবসো অধীতৌ তৃতীয়ে বিদথে মন্ম শংসি'।— ঋ° ২. ৪. ৮ ; 'অধীতীরধ্যগাদয়মধি জীবপুরা অগন্' —অ° ২. ৯. ৩ ; 'অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈঃ' — নৈষধ° ১. ৪ ॥ জটাধর, শব্দ° বো-রো° আপ্° ॥ **২** সকল মন্বন্তরেই ব্রহ্মার মুখ হইতে মন্ত্রময় শরীর ও দেবগণ সৃষ্ট হন। দর্শ, পৌর্ণমাস, বৃহৎ, রথন্তর, আকৃত, আকৃতি, বিত্তি, সুবিত্তি, কৃতি, অধীষ্ট, অধীতি, বিজ্ঞাত, বিজ্ঞাতি প্রভৃতি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট। —বায়ুপু° ৬৭. ৬।

অধীতী—[মৃ°-তিন্] বিণ, অধ্যয়নকারী —পা° ২. ৩. ৩৬ (বার্ত্তিক)। 'অধীতী-চতুর্ষ্বাম্নায়েষু'—দশকু° ১৪০. ৩ ॥ অম° অভি° বোপ° ৫. ৩ ; বো-রো° আপ্° শব্দ° ॥

অধীন—[অধি (উত্তরপদ) + ইন (খ) স্বার্থে—পা° ৫. ৪. ৭ ; ইনকে অধিগত, প্রাদি-স°] বিণ, **১** বশগত, পরবশ, আয়ত্ত। পর্যায়— ১ নিঘ্ন, ২ আয়ত্ত, ৩ অস্বচ্ছন্দ, ৪ গৃহ্যক ॥ শব্দ° অম° ॥ 'দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ'— মনু° ৯. ২৮ ; 'গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণামুচ্ছ্রায়াঃ পতনানি চ' — যাজ্ঞ° ১. ৩০৭ দীঘনি° ১. ৭২ ; জাতক° ৪. ১১২ ॥ বো - রো° ॥ **২** (বাঙলায়) আশ্রিত, আজ্ঞাকারী। ~**জন** — অধস্তন কর্মচারী, প্রজা। ~**তা** (ক্লী°), - **ত্ব** (স্ত্রী°) — বশ্যতা, দাসত্ব, আদেশানুবর্তিতা। — বোপ° ৭. ৮৫ ॥ বো-রো° ॥ ~**নদী**—স্ত্রী°, যে নদী প্রবাহিত হইয়া প্রধান নদীর সহিত মিলিত হয়।

অধীমন্থ—অধিমন্থ দ্র°।

অধীমাংস—অধিমাংস দ্র°।

অধীয়মান—[অধি + √ই + মান (শানচ্) —কর্ম°; স্ত্রী—-া] বিণ, যাহা পঠিত হইতেছে, পঠ্যমান।

অধীয়ান্—[মূ° -য়ৎ] শিক্ষার্থী পণ্ডিত। —বিনয়° ১. ২৭০; সংযুক্ত° ১. ২০২।

অধীর১—[নঞ্ তৎ] বিণ, ১ চঞ্চল, অস্থির —পঞ্চত° ২৩২. ৮ ॥ হলা° শব্দ° বো-রো° ॥ ২ বিহ্বল, কাতর। ॥ অম°; বো রো° ॥ ৩ নির্বোধ, মূর্খ, জ্ঞানহীন। 'ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্' — ঋ° ১. ১৭৯. ৪; 'অধীরো মর্যাধীরেভঃ সং জভারাচিত্ত্যা'—অ° ৫. ৩১. ১০. ॥ বো-রো° ॥ ৪ ভীত, চকিত। 'অধীর বিপ্রোক্ষিত'—কুমার° ১. ৪৬ ॥ আপ্° ॥ ৫ দ্বাদশবিধ উৎকৃষ্ট হস্তীর মধ্যে অধীর অন্যতম। —রাজমালা, ২২২ পৃ°। ~চক্ষু—চঞ্চল চক্ষু।—শ্রীকণ্ঠ° ৩. ২৩ ॥ শ্মি° ॥ ~তা,-ত্ব— ১ চাঞ্চল্য, চপলতা।—কঠ-উ° ৬. ২১ ॥ বো-রো° ॥ ২ ভীরুতা ॥ বো-রো° ॥ ~তারা— চঞ্চল কটাক্ষ।—শ্রীকণ্ঠ° ৯. ৩৭ ॥ শ্মি° ॥

অধীর২—নরপতিবি°। পাপকারী হইলেও শিবমাহাত্ম্যকীর্তনে ইনি ভার্যার সহিত স্বর্গে গমন করেন।—প, পা, ৬৬ ১৯০।

অধীরা—স্ত্রী°, ১ চঞ্চলা, বিদ্যুৎ ॥ হারাবলী, শব্দ° ॥ ২ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত নায়িকাভেদ। মানাবস্থায় অধীরা নায়িকা দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—মধ্যা ও প্রগল্ভা। অধীরা (মধ্যা) নায়িকা মানদশায় প্রিয়ের প্রতি পরুষবচন প্রয়োগ করিয়া থাকে—'যাতু রোষাৎ প্রিয়ং পরুষবচনৈর্দহেৎ।' সাহিত্যদর্পণকারও বলিয়াছেন—

'প্রিয়ং সোৎপ্রাস বক্রোক্ত্যা মধ্যা ধীরা
দহেদ্ রুষা।
ধীরাধীরা তু রুদিতৈরধীরা পরুষোক্তিভিঃ॥'
—বোম্বাই-স° ১১৩ পৃ°।

অধীরা (প্রগল্ভা) নায়িকা রোষবশতঃ প্রিয়কে, তর্জনসহকারে তাড়না করিয়া থাকে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে রূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন—

'সন্তর্জ্য নিষ্ঠুরঃ রোষাদধীরা তাড়য়েৎ
প্রিয়ম্।'—বোম্বাই-স° ১২৮ পৃ°।
'অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্ বল্লভং
রুষা।'—বহরমপুর-স° ১৬৭ পৃ°।

কবি ভারতচন্দ্র অধীরা মধ্যা নায়িকাকে জ্যেষ্ঠা এবং অধীরা প্রগল্ভাকে কনিষ্ঠা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অধীশ—[অধি + √ঈশ + অচ্ + ক] ১ অধীশ্বর, সম্রাট্, প্রভু, রাজা, পতি, কর্তা। 'দিনাধীশ'—পঞ্চত° ১. ২২৭ ॥ হলা° শব্দ° বো-রো° ॥ ~মন্ত্র—মন্ত্রবি°। জয়াখ্যসংহিতায় ২৩ পটলে অধীশমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

অধীশ্বর১—[প্রাদি-স°] যে নরপতির নিকট সামন্ত রাজগণ প্রণত (রাজা প্রণতাশেষসামন্তঃ), চক্রবর্তী ॥ অম° অভি° ৩৬ শব্দ° ॥ ২ জৈন অর্হদ্‌বি° ॥ অভি° ২৪; বো-রো° আপ্° ॥ ৩ অধিপতি, রাজা, প্রভু। 'অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদথ মুক্তিং পুরুষোত্তমাত্ত'—নৈষধ° ২. ১ ॥ শ্মি° ॥

অধীশ্বর২—বিশাল নগরীর রাজা বিশালের পিতামহ। বিশাল গয়াতীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া পিতামহ অধীশ্বর নৃপতিকে অবীচি নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন।—বরাহপু° ৭.।

অধীষ্ট—অধীতি দ্র°।

অধুনা—[বৈদিক। ইদম্+ধুনা—পা° ৫. ৩. ১৭ (কাশিকা), বোপ° ৭. ১১০; অম° ৩. ৫. ২৩; অভি° ১৫৩০।] অব্য, এই শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে, ইদানীম্, আজি কালি, সম্প্রতি, এখন। 'শশ্বদ্ধৈতদারুণি-নাধুনোপজ্ঞাতম্'—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৪. ১৯; রা° (গো°) ৩. ২৭. ১৩; নলো° ১৩. ১৬; হিতো° ১৭. ২০, ১৮. ১৫; মেঘ° উ° ১৯; কুমার° ৪. ১২; দীঘনি° ২. ২০৮; বিনয়° ২. ১৮৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~তন —[অধুনা + ট্যন্—ভবার্থে] বিণ, বর্তমান-কালীন, ইদানীন্তন, সম্প্রতি যাহা হইয়াছে বা জন্মিয়াছে এরূপ। 'যেহত্র স্থ সনাতনা যে চাধুনাতনা ইত্যেতৎ'—শ-ব্রা° ৭. ১. ১. ২; কিরাত° ১১. ৩৪ ॥ বো-রো° আপ্° শ্মি° ॥

অধুর—১ বিণ, ভারশূন্য, বোঝাশূন্য।—মহা° ৮. ৩২. ৪১ ॥ বোপ° ৬. ৯০ ॥ বো-রো° আপ্° শ্মি° ॥ ২ দায়িত্বশূন্য।—জাতক° ৪. ২৪১।

অধূমক—[নঞ্ বহু°] বিণ, ধূমশূন্য।—কঠ-উ° ৪. ১৩ ॥ বো-রো° ॥

অধূর্তরজা—ক্ষত্রিয়। সূর্যবংশ্য গয়ের পিতা। নামান্তর—অমূর্তরয়া।—মহা° ৩. ৯৬. ২০।

অধৃত—১ যাহাকে কেহ ধারণ করে নাই অর্থাৎ ঈশ্বর ॥ বো-রো° ॥ ২ বিষ্ণু (বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে 'অধৃত' আছে) ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ৩ [নঞ্ তৎ] যাহা ধারণ করা হয় না, অকৃতধারণ।

অধৃতি — [নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, অধরণ, শৈথিল্য, অস্থিরতা, অধৈর্য।—শ-ব্রা° ১. ৪. ৪. ৩, ৯ = বৃহ-উ° ১. ৫. ৩; সুশ্রু ২. ৪৭৮. ১৮; 'লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্যম্'—মনু° ১২. ৩৩ ॥ বো রো° আপ্° শ্মি° ॥

অধৃষ্ট—[নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অপ্রগল্ভ, সলজ্জ, বিনীত। -পা° ৫. ২. ২০; অম° ৩. ১. ২৬; অভি° ৪৩৩ ॥ পর্যায়—শালীন ॥ শব্দ° ॥ ২ অক্ষত, অহিংসিত। 'অধৃষ্টং চিদ্দধৃষণিম্' — ঋ° ৮. ৫০. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অনভিভূত। ৪ সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র।—ব্রহ্মপু° ৫. ৪৬। [সাবর্ণি মনু দ্র°

অধৃষ্য — [ন + √ধৃষ্ + ক্যপ্—কর্ম°] বিণ, ১ অধর্ষণীয়, অজেয়, অপরাজেয়। 'অধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ' — রঘু° ১. ১৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ প্রগল্ভ ॥ অভি° ৩. ৪৭৯, মে° বো-রো° ॥ ৩ লজ্জাশীল ॥ আপ্° ॥ ৪ গর্বিত ॥ আপ্° ॥ ~া—নদীবি°।—মহা° ৬. ৩৩২, অভি° মে° বোপ° বো-রো° শব্দ° ॥

অধৃষ্ণু—সাবর্ণি মনুর ভবিষ্য দশ পুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম।—হরি° হরি° ৭. ৫৯।

অধেক—[মূ°—অর্ধেক। অপ্র°] অর্ধ-দেহবিশিষ্ট ॥ ব-শব্দ° ॥

অধেনু—[নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, যে গাভী দোহা হয় না, দোহনশূন্য গাভী। 'অধেনুং দস্রা স্তর্যম্'—ঋ° ১. ১১৭. ২০ ; 'অধেনবে বয়সে শর্ম যচ্ছ চতুষ্পদে' — অ° ৬. ৫৯. ১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ যাহা গাভী নহে ; 'অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচম্' — ঋ° ১০. ৭১. ৫ ॥ বো-রো° ॥

অধৈর্য—[নঞ্-বহু°] বিণ, ১ যাহার ধৈর্য নাই, চঞ্চল, অসহিষ্ণু, ধীরতাশূন্য ॥ শব্দ° ॥ ২ [নঞ্ তৎ] ক্লী°, ধৈর্যের অভাব, উদ্বেগ, অশান্তি। 'ফলৈধঃকুসুমস্তে যমধৈর্যঞ্চ মলাবহম'—মনু° ১১. ৭০, ১২. ৩২ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধো—[বৈদিক অধঃ তু° অধরঃ = লা° inferes, গোথি° undar, ই° under] অব্য, নিম্নে, নিচে। ~হংশুক—ক্লী°, কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র, শাড়ী, ঘাগ্‌রা ইত্যাদি ॥ অম° অভি° বো রো° শব্দ° ॥ ~হঙ্গ—নিম্নাঙ্গ, গুহ্যদেশ ॥ মনি° ॥

অধোকুরংগাম — পালিগ্রন্থে বর্ণিত উত্তর সিংহলের আড়িসার জেলার একটী গ্রাম। রাজা গজবাহু-নির্মিত এই স্থানের একটী দুর্গ পরক্রমবাহু (১ম) কর্তৃক অধিকৃত হয়।—চুল্লবংস° ৭০. ১৭১ ॥ MDPP ॥

অধোক্ষ—বিণ, নিম্নে ব্যাপক, যাহা গাড়ীর নিম্নে সংলগ্ন হয়। নি ষূ নমধ্বং ভবতা স্বপারা অধোঅক্ষাঃ'—ঋ° ৩. ৩৩. ৯ ॥ বো-রো° ॥ ~জ—[অধঃ অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান) যাহার — বহু°] বিষ্ণু ; বিষ্ণুর চতুর্বিংশ মূর্তির মধ্যে অষ্টাদশ মূর্তির নাম। ইনি চতুর্হস্ত ; পিছনের বা উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা, পিছনের বা উপরের বাম হস্তে শঙ্খ, সম্মুখের বা নিম্নের বাম হস্তে চক্র এবং সম্মুখের বা নিম্নের দক্ষিণ হস্তে পদ্ম থাকে।—HI, i. pt.-i, 230, 232. মেরুতন্ত্রের ধ্যানে অধোক্ষজ চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধৃত। ইনি পীতাম্বর, মেঘশ্যামসুন্দর মূর্তি। ইঁহার বাহন গরুড়—ইনি রমার সহিত গরুড়োপরি আসীন। ইনি বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ-কর্তৃক সেবিত। শ্রীতত্ত্বনিধি ও পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে যে ধ্যান প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তাঁহার চতুর্হস্তের প্রহরণ — বামোর্ধ্ব-হস্তে শঙ্খ, বামনিম্নহস্তে চক্র, দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে গদা, দক্ষিণনিম্নহস্তে পদ্ম। এই প্রহরণগুলি নীলবর্ণের। অধোক্ষজ নিজেও নীলবর্ণ। ৩ [অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জ্ঞান) অধঃ (অধর, হীন) যাহার — বহু°] ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। ৪ [অধঃকৃত (তিরস্কৃত) অক্ষজ (ইন্দ্রিয় জ্ঞান) যৎকর্তৃক-বহু°] জিতেন্দ্রিয়। ৫ [অধঃ (অধোদেশে) অক্ষের (শকটের অক্ষের) যিনি জাত (পুনর্জাত)] শ্রীকৃষ্ণ শকটের অক্ষের অধোদেশে শায়িত থাকিয়া পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। বনে রাখালগণ গোচারণ-কালে নিহতা পূতনা রাক্ষসীকে দেখিয়া বলিয়াছিল — এই বাল-কৃষ্ণের পুনর্জন্ম লাভ হইয়াছে। সেই জন্য কৃষ্ণের নাম 'অধোক্ষজ'। — বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষিণী-টী°। ৬ যে পুরুষোত্তম স্বয়ং স্বনিয়মত্ব দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয় প্রভুত্বকে নিরস্ত করেন তিনি 'অধোক্ষজ'। — ভা° ১০. ১৪. ১২ বৈষ্ণবতোষিণী-টী°।

অধোগঙ্গা—গঙ্গা দ্র° ॥ MDPP ॥

অধোগতি — [বহু°] ১ বিণ, নিম্নদিকে গতি। 'নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্' — মনু° ৮. ৩০. ৯ ॥ বো-রো° ॥ ২ স্ত্রী°, অধোদেশে গমন, অবতরণ, অবরোহণ। বিপ°—উন্নতি।—পঞ্চত° ১. ১৬৬ ॥ অভি° বো-রো° ॥ ৩ চরিত্রভ্রংশ। ৪ নরকগমন।—মনু° ৩. ১৭।

অধোগামী — [মূ°-মিন্] বিণ, ১ নিম্ন-গামী ॥ শ্মি° ॥ ২ নরকগামী।—নৈষধ° ৬. ৯৯ ॥ শ্মি° ॥

অধোঘণ্টা— তৃণবি°। অপামার্গ achyranthes aspera ॥ রত্না° শব্দ° বো-রো° ॥

অধোজানু—ক্লী°, জানুর নিম্নাংশ। 'অধোজানু কুর্যাৎ'—শ-ব্রা° ১৩. ৮. ৩. ১২ ; কা-শ্রৌ° ২১. ৪. ১৬ ॥ বো-রো° ॥

অধোজিহ্বিকা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ ॥ অম° ৩. ৪. ১১৫. বো-রো° হারা° শব্দ° ॥

অধোদারু — চৌকাঠের নিম্নে যে কাঠ থাকে ॥ অভি° বো-রো° ॥

অধোদিক্—[মূ°-দিশ্] স্ত্রী°, অধোবিন্দু, অধঃস্বস্তিক the nadir ॥ অভি° বো-রো° ॥

অধোদৃষ্টি—স্ত্রী°, ১ নিম্ন দিকে দৃষ্টি।—মনু° ৪. ১৯৬। ২ যোগাভ্যাসের সময় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে বদ্ধ দৃষ্টি।—কুমার° ৩ ৪৭। ৩ [বহু°] নিম্নভাগে দর্শনকারী।

অধোদেশ—১ নিম্নভাগ, নীচের অংশ। ২ (বাঙলায়) অধোভূমি, পাতাল।

অধোনিবাসী—[মূ°-সিন্ ; স্ত্রী°-সিনী] বিণ, পাতালবাসী, নরকবাসী।

অধোপহাস— [বৈদিক] স্ত্রীলোকের অধোভাগের যোনির উপহাস। 'য এবং-বিদ্বানধোপহাসং চরত্যাসাং স স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃংক্তে'—শ-ব্রা° ১৪. ৯. ৪. ৩ = বৃহ-উ° ৬. ৪. ৩ ॥ বো রো° শ্মি° ॥

অধোপুপ্ফিয় থের—বৌদ্ধ-স্থবির-বি°। পূর্বে এক জন্মে হিমবা-প্রদেশে তিনি মহাতপশালী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং শিখী-বুদ্ধের প্রধান শিষ্য অভিভূকে পুষ্পদান করিয়াছিলেন। পরে এক ভীষণকায় অজগর তাহাকে গ্রাস করে।—অপদান ১. ১২৮-৯ ॥ MDPP ॥

অধোভক্ত—[বহু°] ক্লী°, অন্নগ্রহণের পর যে জল পান করা হয়। 'অধোভক্তং নাম যদ্ভক্তান্তে পীয়তে'—সুশ্রু° :. ৫৫৪. ১৯ ॥ বো-রো° ॥

অধোভাগ—[কর্মধা°] ১ নিম্নাংশ, তলদেশ, অপর কায়। 'পূর্বভাগো গুরুঃ পুংসামধোভাগস্তু যোষিতাম্'—সুশ্রু° ১. ২০৮. ৭, ১৮৩. ১৮ ; মজ্ঝিম° ১. ৪৭৩ ; ধম্ম-অথ্থ° ১. ১৪৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ নিম্নদেশ, অধোদেশ। 'ভাগসহিতেষু তাম্রাদিস্থানে-

হ্যধোভাগে নিষ্পন্নোঽজম্বুদাত্তঃ স্যাৎ'—পা° ১. ২. ৩০ (কাশিকা) ; 'কম্বুগ্রীবেণাধোভাগব্যবস্থিতম্'—পঞ্চত° ৭৬. ২৩ ॥ বো-রো° ॥ ~দোষহর—দেহের নিম্নাঙ্গের রোগ বিনষ্টকারী ॥ গোল্ড° ॥

অধোভুবন—[কর্মধা°] ক্লী°, অধোলোক, পাতাল ॥ অম° ১. ২. ১. ১, অভি° ১৩৬৩, বো-রো° ॥

অধোভুমি—স্ত্রী°, পর্বতের নিম্নভূমি। ॥ অভি° ১০২৫ বো-রো° ॥

অধোমর্ম — [কর্মধা°] ক্লী°, গুহ্যদ্বার, মর্ম অর্থাৎ জীবন স্থানসমূহের মধ্যে গুহ্যদেশ সর্বাপেক্ষা নিম্ন ॥ অভি° ৬১২, বো-রো° ॥

অধোমুখ১—[বহু°] বিণ, **১** অবনত মুখ, অধোবদন ॥ অম° ৩. ১. ৩৩ ; অভি° ৪৩১ বিনয়° ২. ৭৮ ; মজ্ঝিম° ১. ১৩২ ॥ পর্যায়—অবাঙ্ ॥ শব্দ° ॥ **২** লজ্জায় নতমুখ। 'অধোমুখা মুখী'—রা° (গো°) ৫. ২৬. ২০। **৩** নিম্নাগ্রভাগ (বাণ)। 'অধোমুখৈকন্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ'—রঘু° ৩' ৫৭ ॥ অভি° ৭৫০, বো-রো ॥ **৪** বিষ্ণু ॥ অভি° ৭ ॥ বো-রো ॥ **৫** অনন্তমূল লতা। hemidesmus indicus **৬** [জ্যোতিষশা°] ক্লী°, নিম্নাভিমুখগতি কতকগুলি নক্ষত্র। তাহাদের নাম—মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী ও মঘা। **৭** নরকবি°।—বোপ° ২০৭. ২০৮ ॥ বো-রো° ॥ ~া,~ী—স্ত্রী°, গোজিহ্বা লতা-বি° premna escubenta ॥ রাজনি° শব্দ° বো - রো° ॥ ~ীভূ—মুখ অবনত করা।—হর্ষচ° ১৫. ৩ ; ১৬৯. ৫ ॥ শিশু° ॥

অধোমুখ২—[কামশা°] রতিবন্ধের প্রকারভেদ। পশুর ন্যায় পশ্চাদ্দিক্ হইতে রমণ। পশুমাত্রেই স্ত্রীজাতির পশ্চাদ্দিক্ হইতে রমণ করে। মর্কটাদি মনুষ্যবৎ জীবও এই ভাবে রমণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ মানুষও প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র এই ভাবেই রমণ করিত। এখনও অনেক আদিম অসভ্য মানবজাতি আছে যাহারা এই ভাবেই রমণ করিতে অভ্যস্ত। অনেক ক্ষেত্রে এই বন্ধই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ পশুর ন্যায় তাহাদের মেরুদণ্ড সরল এবং যোনিদ্বার মেরুদণ্ডের শেষ ভাগের এত নিকটবর্তী যে সম্মুখ হইতে তাহাদের পক্ষে রমণ অসম্ভব। Anamite জাতি এই ভাবে রমণ করিতে ভালবাসে।

সন্তান উৎপাদনের পক্ষে এই বন্ধ প্রশস্ত ; কারণ এই ভাবে রমণ করিলে লিঙ্গমুণ্ড জরায়ুর অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিতম্বিনী যুবতীর পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য নায়কের মনে তীব্র লালসার সঞ্চার করে বলিয়া যৌনশাস্ত্রবিদগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় কাব্যাদিতে এই বন্ধের যথেষ্ট বর্ণনা আছে। কালিদাসের মেঘদূত, অমরুশতক প্রভৃতি কাব্যে এবং বহু ভাল গ্রন্থে ইহার বর্ণনা আছে। রতিরহস্যে ও অনঙ্গরঙ্গে ইহা ব্যানতবন্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে পশুবন্ধও বলা হয়।[1] রতিরহস্যে লিখিত আছে—

> 'ব্যানতং রতমিদং যদি প্রিয়া স্যাদধোমুখ-
> চতুষ্পদাকৃতিঃ।
> তৎকটিং সমধিরুহ্য বল্লভঃ স্যাদ্ বৃষাদি পশু-
> সংস্থিতিস্থিতঃ ॥'—১০. ৩৭।

অর্থাৎ প্রিয়া যদি চতুষ্পদের ন্যায় অধোমুখ হইয়া অবস্থান করে এবং বল্লভ তাহার কটি আরোহণ করিয়া বৃষাদি পশুর ন্যায় রমণ করে তাহাকে ব্যানতবন্ধ বলে। বাৎস্যায়ন এই বিভাগে ধেনুক, শৌন, ঐণেয়, ছাগল, গর্দভাক্রান্ত, মার্জারললিতক, ব্যাঘ্রাবস্কন্দন, গজোপমর্দিত, বরাহঘৃষ্টক, তুরগাধিরূঢ়ক প্রভৃতি কয়েকটী বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন (২. ৬. ৩৯)। তিনি কেবল ধেনুকবন্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—'ভূমৌ বা চতুষ্পদবদাস্থিতায়া বৃষলীলয়াঽবস্কন্দনং ধৈনুকম্॥ তত্র পৃষ্ঠমুরঃকর্মাণি লভতে ॥'—২. ৬. ৩৭-৩৮। ভূমিতে চতুষ্পদের ন্যায় অবস্থিতা নায়িকার সহিত বৃষের ন্যায় রমণকে ধৈনুকবন্ধ বলে। ইহাতে বক্ষঃস্থল সাধ্যকর্ম নায়িকাপৃষ্ঠেই সাধন করিতে হয়। রতিরহস্যে একটু বিশেষ করিয়া এইরূপ লিখিত আছে—'হস্তহস্তযুগলানিজে পদে যোষিদেতি কটিরূঢ়বল্লভা। অগ্রতে যদি শনৈরধোমুখী ধেনুকং বৃষবদুন্নতে প্রিয়ে ॥'
—১০. ৩৮।

অনঙ্গরঙ্গে—

> 'বিন্যস্তপাণ্যঙ্ঘ্রিযুগা ধরণ্যা-
> মধোমুখী ধেনুবদগ্রসংস্থা।
> স্ত্রীস্যাদথাস্যাঃ কটিদেশবর্তী
> ভর্তা ভজেদ্ধেনুকমেতদুক্তম্ ॥'—১০. ২৮।

কামপ্রবোধে—

> 'অগ্রস্থিতাধোবদনা ধরণ্যাং
> ধেনুবদ্যাস্তকরাংঘ্রিযুগ্মা।
> প্রিয়শ্চ তস্যাঃ কটিদেশবর্তী
> ভজেত্তদা ধেনুকমেতদুক্তম্ ॥'—৮. ২৫।

রতিরত্নপ্রদীপিকায়—

> 'পাদদ্বয়ং করযুগং তিষ্ঠন্ বিষ্টভা ভূতলে।
> বৃষবদ্রমতে সোঽপি ধৈনুকং তদুদাহৃতম্ ॥'
> —৫. ৩০।

এই বন্ধে যুবতী ভূমিতে দাঁড়াইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া অধোমুখী হইয়া ভূমিতে হাত রাখিয়া সম্মুখদিকে গাভীর ন্যায় আগাইয়া চলে এবং নায়ক পশ্চাৎ হইতে বৃষের মত তাহার কটিদেশবর্তী হইয়া রমণ করে।

আরবীয় কামশাস্ত্রকারগণ এই বন্ধের el houri (the hump of the camel) এই নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাহা ধেনুকবন্ধ তাহার নাম begouri, কিন্তু সেই বন্ধে নারী জানু ও কনুইয়ের উপর ভর রাখিয়া অবস্থান করে। [ধেনুক দ্র°]

রতিরহস্যে ঐভ বা গজবন্ধের এইরূপ বর্ণনা আছে—

> 'ভূগতস্তনভুজাস্যমস্তকাম্
> উন্নতস্ফিচমধোমুখীং স্ত্রিয়ম্।
> ক্রামতি স্বকরকৃষ্টমোহনো
> বল্লভঃ করিবদৈভমুচ্যতে ॥'—১০. ৩৯।

---

১ পশুবদ্রমতে নারীং যদা পৃষ্ঠমিতো নরঃ পাশবং তদ্রতং জ্ঞেয়ং সর্বকামিজনপ্রিয়ম্ ॥ — Lassen : Anthologia Sanscritica.

অনঙ্গরঙ্গে—

'অধোমুখীং মস্তকদোঃ কুচাসৈ
ভুবং গতাং ক্রামতি যত্র নারীম্।
করীব ভর্তারতিলোলচিত্ত-
স্তদৈভসংজ্ঞং করণং প্রদিষ্টম্ ॥'

—১০. ২৯।

কামপ্রবোধে—

পৃথ্বাং গতাং শীর্ষকুচাস্য হস্তৌ-
রধোমুখীং সংভজতে পুরন্ধ্রীম্।
করীবকান্তস্মরকেলিবিজ্ঞঃ
তদামুনীন্দ্রৈঃ করিবন্ধমুক্তঃ ॥'— ৮. ২৬।

রতিরত্নপ্রদীপিকায়—

'অবনিগতস্তনমস্তকবদনামৌন্নত্যবৎস্ফিজং নেতা
তিষ্ঠেৎ করেণ যোনিং পূর্বং বিক্ষো-
ভয়েদ্রমেদৈভম্ ॥'

নারী শয্যায় নিজ মস্তক, বাহুদ্বয় ও কুচযুগল স্থাপন করিয়া নিতম্বদেশ উঁচু করিয়া জানুর উপর দেহের ভার ন্যস্ত করিয়া থাকিলে নায়ক পশ্চাৎ হইতে নিজের লিঙ্গ হস্ত দ্বারা যোনিমুখে স্থাপন পূর্বক কটি আন্দোলন করিয়া গজের ন্যায় রমণ করিলে ঐভ বা গজবন্ধ হয়।

পূর্বোক্ত আরবশাস্ত্রকারগণের বৃষবন্ধ বা begouri ঠিক এই বন্ধের অনুরূপ।

স্মরদীপিকা এবং নাগরসর্বস্বে পশুবন্ধ নামক একটী অধোমুখ-বন্ধের উল্লেখ আছে, যথা—

স্মরদীপিকায়—

'স্ত্রিয়মানতপূর্বাঙ্গীং পাদাহিতকরদ্বয়াং
ধৃতো দঢ়ো রমেৎ কামী বন্ধোঽয়ং পশু-
নামকঃ ॥

নাগরসর্বস্বে—

'অত্যুচ্চৈঃ পূর্বাঙ্গং নিজচরণয়োঃ পাণি-
যুগলং,
তথা যষ্টে পশ্চাৎস্থিতকরাশ্লিষ্টমুদরম্।
নিতম্বিন্যা ধীরৈঃ পশুকরণমেতন্নিগদিতং
প্রশস্তং যৎসিদ্ধৌমরুকুরুজনৈশ্চাপি
সুতরাম্ ॥'—৩১. ১।

এক্ষেত্রে নারী ধেনুকবন্ধের ন্যায় ভূতলে হাত না রাখিয়া নিজ পদে হাত রাখিবে, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক; সেইজন্যই নায়ক তাহার উদর ধারণ করিয়া তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিবে।

স্মরদীপিকায় নভোব্যাপ্ত নামক একটী অধোমুখবন্ধের উল্লেখ আছে, যথা—

'পাদালীঢ়স্তনীং নারীমুৎক্ষিপ্তজঘনাং যদি
কান্তঃ কাময়তে পশ্চান্নভোব্যাপ্তো-
মতস্তথা ॥'

অর্থাৎ নারী নিজের পদদ্বয়ে স্তনদ্বয় স্থাপন করিয়া জঘনদেশ উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিলে নায়ক পশ্চাৎ হইতে রমণ করিলে তাহাকে নভোব্যাপ্ত বন্ধ বলে।

নাগরসর্বস্বে ব্যাঘ্রস্কন্ধ নামক একটী বন্ধের বর্ণনা আছে, ইহাই বাৎস্যায়ন-কথিত ব্যাঘ্রাবস্কন্দন।

'তনৌতল্পালীনে নিজকরধৃতং পার্ষ্ণিযুগলং
নিতম্বিন্যাঃ পৃষ্ঠং নতমতিশয়োৎক্ষিপ্ত-
জঘনম্।
সমুন্নীতং পশ্চাৎ পরমদয়িতেনোরুযুগলং
স্মৃতং ব্যাঘ্রস্কন্দং করণমশতং (নং ?)
ডুষ্করমতম্ ॥'

নায়িকা শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া দুই হস্তে নিজ গোড়ালি দুইটী এমন ভাবে ধরিবে যাহাতে তাহার পৃষ্ঠদেশ নত হইয়া থাকিবে এবং জঘনদেশ অতিশয় উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। নায়ক পশ্চাৎ হইতে উরু-যুগল উঁচু করিয়া ধরিয়া যদি রমণ করে তাহাকে ব্যাঘ্রস্কন্দ বা ব্যাঘ্রাবস্কন্দন বন্ধ বলে, ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।[২]

এতদ্ব্যতীত দীনালপনিকা শুক সপ্ততিতে কয়েকটী অধোমুখ-বন্ধের বর্ণনা আছে, যথা—

'নম্রাঙ্গ্যা কটিমারুহ্য বিমুখোরতিকূজিতৈঃ।
তদূরুনিক্ষিপ্তকরো ভবেচ্ছৌনকলক্ষণম্ ॥
ভূনিহিতপাদহস্তা যা স্ত্রী পশ্চাৎ প্রিয়েণ
যভিতাসীৎ।
অত্যন্তনমিতবদনা রতিমেষ্যতি গর্দভো-
বন্ধঃ ॥
পদসংরচনাত্থেন নিষ্পীড়িত করা সতী
পাদাপকর্ষণাকর্ষৈর্যা রতিং যাতি হাস্তিকম্ ॥
কান্তানিক্ষিপ্তবদনস্তস্যা বক্ষোরুহদ্বয়ম্
পীড়য়ন্ স্বকরেণ স্যাদ্ রতিমার্গং তদুচ্যতে ॥
প্রসারিতপদস্তস্যা বিমুখো পুরুষো ভবেৎ
গৃহীত্বা তৎপদদ্বন্দ্বং রতি বৃষভ উচ্যতে ॥'

আরব কামশাস্ত্রকার শেখ নেফ্‌জাউই (Sheik Nefzaoui) তাঁহার Perfumed Garden নামক গ্রন্থে কয়েকটী অধোমুখবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা — Begouri, El kedachi, El houri, El morteseb এবং Tred echchate. ইহার মধ্যে El houri এবং begouri পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। El kebachi বা মেষবন্ধ সম্বন্ধে অনুবাদক লিখিতেছেন—"The woman is on his knees, with her forearms on the ground, the man apprcaches from behind, kneels down, and lets his member penetrate into her vagina, which she presses out as much as possible; he will do well in placing his hands on the woman's shoulders.

El morteseb—(the coition by violence). The man approaches the woman from behind, so as to take her unawares; he passes his hands under her armpits; and seizing hers, draws them up towards her throat, so as to paralyse all resistance on her part. He can intertwine his fingers with hers, and thus bring her hands behind her neck by making her bend her head down.

If she has no drawers on, he tries to raise her robe with his knees

---

২ নাগরসর্বস্বের টীকাকার তন্মুলরাম শর্মা ইহাকে ইংরেজী Wheelbarrow-বন্ধের সহিত এক বলিয়া ভুল করিয়াছেন। Wheelbarrow-বন্ধ আরবীয় Tred ech chate-বন্ধ।

towards the middle of the body, fixing one of her legs with his, so that she cannot turn away her receptacle from his weapon, nor make any resistance to its introduction. If she has drawers on and is strong, the man will be obliged to hold her two hands with one of his, while he undoes her drawers with the other. This manner will prove convenient for a man who wants to enjoy a woman, and can only get at her by force and against her wiil."

Tred ech chate (coitus of the sheep) The woman is on her hands and knees ; the man behind her lifts her thighs till her vulva is on a level with his member, which he then inserts. In this position she ought to place her head between her arms."

উচ্চ শয্যাপ্রান্ত বা কুডাাদি আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান অথবা শয্যাপ্রান্তে দেহের পূর্বার্ধ ন্যস্ত করিয়া অবস্থিত নায়িকার পশ্চাতে দণ্ডায়মান নায়ক বহু প্রকারে অধোমুখবন্ধ কল্পনা করিতে পারে।

ইংরেজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও গ্রীক কামশাস্ত্রসমূহে বহু প্রকার অধোমুখবন্ধের বর্ণনা আছে। এই বন্ধ লম্বোদর ব্যক্তি, গর্ভবতী রমণী, কুব্জপৃষ্ঠ পুরুষ প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। অনেকে আবার চুম্বনাদি বাহ্যরতের অভাব-নিবন্ধন এই বন্ধকে মোটেই সুখকর বলিয়া মনে করেন না।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অধোরত — [কামশা°] অপানমেহন। ল্যাটিন ভাষায় ইহাকে pederasty বলে। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন 'অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্' ।—২. ৬. ৪৬। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যবাসিগণ পায়ুস্থানে রমণ করাকে চিত্ররত বলিয়া মনে করে। ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। টীকাকার যশোধর বলিতেছেন 'অপানস্য জঘনাধঃস্থিতত্বাৎ, তচ্চ স্ত্রী-পুং সবিষয়ভেদেন দ্বিবিধং, তদপি বিমার্গমেহনাচ্চিত্রম্. * * স্ত্রীপুংসয়োশ্চ চিত্রমেব, বিমার্গমেহনাদি, দাক্ষিণাত্যানামিতি, দেশপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি।' অর্থাৎ অপান (anus) জঘনের অর্থাৎ যোনিমার্গের অধোদেশে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম অধোরত। ক্ষেত্রভেদে ইহা দ্বিবিধ অর্থাৎ নারীর সহিত এবং পুরুষের সহিত। বিমার্গমেহনের জন্য ইহাকে চিত্ররতের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। বিমার্গমেহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ইহা চিত্ররত। দাক্ষিণাত্যবাসিগণের ইহা দেশপ্রবৃত্তি।

ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ এই অনৈসর্গিক কার্যের জন্য অত্যন্ত লঘু দণ্ডই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—'মৈথুনন্তু সমাসেব্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ।
গোযানেঽপ্সু দিবা চৈব সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।'

—মনু° ১১. ১৭৪।

অর্থাৎ পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক গোযানে, জলে বা দিবাকালে দ্বিজ মৈথুন করিয়া সেই বস্ত্রের সহিত তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে। কিন্তু বাইবেলে এই কার্য অত্যন্ত নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

Old Testament-এ লিখিত আছে —"Thou shalt not lie with mankind, as with womankind : it is and abomination." —Leveticus xviii, 22.

স্ত্রীলোকের সহিত যেরূপ মৈথুন কর সেইরূপ পুরুষের সহিত করিবে না। ইহা অতি গর্হিত কর্ম।

"If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed abomination : they shall surely be put to death : their blood shall be upon them."—Leviticus xx. 13.

যদি কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের সহিত মৈথুন করে তাহা হইলে উভয়েই অতি গর্হিত কর্ম করিবে, তজ্জন্য তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাদিগের রক্ত দ্বারা এই গর্হিত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আশ্চর্যের বিষয় বাইবেলে স্ত্রীলোকের সহিত অপান মৈথুন করিলে কোনপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। সেই জন্যই জর্মান দণ্ডনীতিতে কেবল পুরুষের মধ্যে অপান-মৈথুনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং অস্ট্রিয়ান দণ্ডনীতিতে সমমেহন (homo-sexuality) মাত্রেই দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। [Psychopathia sexualis—Chap. on Pederasty.]

কোর্'আনে এই অনৈসর্গিক মৈথুন অতি নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হইলেও আরবগণ নির্লজ্জভাবে এই অপকার্য করিত। আরব্য-রজনী ও অন্যান্য পুস্তকে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আধুনিক যুগে অফগানগণের মধ্যে এই অনৈসর্গিক মৈথুনে অস্বাভাবিক আনন্দ অনুভব করার দৃষ্টান্ত একেবারে লোপ পায় নাই।

Old Testament এ sodomy অর্থে কেবল পুং-মৈথুনই বুঝাইত ; কিন্তু অধুনা অনেকে ইহাকে অপান-মৈথুন এবং পশুমৈথুন উভয় অর্থেই ব্যবহার করেন। Le P. Gury. St. Alphonsus প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ—পুরুষের মধ্যে সমমেহন বা অধোরতকে প্রকৃত sodomy এবং পশুমেহনকে অপ্রকৃত sodomy বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [Le p. Gury art 434, Psychopathia Sexualis p. 561]

প্রাচীন গ্রীসে অল্পবয়স্ক বালকের সহিত পুরুষগণ অধোরত করিত। এই সকল বালকগণ ফিলোপিডিয়া নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন রোমকগণও এই অনৈসর্গিক মৈথুনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। গ্রীসে এবং রোমে লম্পট পুরুষগণ বালক ও রমণীগণের সহিত অধোরত করিত। Aristotle বলেন, প্রাচীন ক্রীটদ্বীপে অধোরত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। ডোরিয়ান এবং কার্থেজিনিয়ান প্রভৃতি সামরিক জাতির মধ্যে

এই অভ্যাস অত্যন্ত অধিক ছিল। প্রাচীন গ্রীসের যোদ্ধগণের মধ্যে ইহা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ডোরিয়ানগণের যুদ্ধে বন্দীকৃত বালকগণকে বিবাহ করার একটা পদ্ধতি ছিল। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের কবিগণ মুক্তকণ্ঠে এই অনৈসর্গিক প্রেমের জয়গান গাহিয়াছেন। Anacreon, Virgil, Catullus, Tubullus, duceen Juvenal, Aristophanes, Martial প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকারগণের রচনা হইতে জানা যায় যে প্রাচীন রোম ও গ্রীসে এই বালকপ্রেম রমণীপ্রেমের ন্যায়ই সমানভাবে লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সোক্রাতীস, সফোক্লীস, জুলিয়স সীজর প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এই অনৈসর্গিক প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন। রমণীর সহিত এই অনৈসর্গিক রমণও গ্রীস ও রোমের সভ্যজাতিগণ দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিত না।*

কোন কোন দেশে রমণীর সহিত অধোরত করিলে মৃত্যুদণ্ড হইত।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে, অধোরত ও পশুরত দণ্ডনীয় এবং এই অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত হইতে পারে—(Sec 377 I. P. C)।

আধুনিক যুগে যৌনশাস্ত্রবিদ্‌গণ — সমমেহন সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। [সমমেহন দ্র°]

বাৎস্যায়ন যথার্থই বলিয়াছেন—

'সন্ত্যেব পুরুষাঃ কেচিৎ সন্তি দেশাস্তথা-
বিধাঃ।
সন্তি কালাশ্চযেষ্বেতে যোগা ন
স্যুর্নিরর্থকাঃ॥
তস্মাদ্দেশং চ কালং চ প্রয়োগং শাস্ত্রমেব চ।
আত্মানং চাপি সংপ্রেক্ষ্য যোগান্ যুঞ্জীত
বা ন বা॥

কামসূ°—২. ৯. ৩৯-৪০।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অধোরাম—[বৈদিক] বিণ, অধোদেশে শ্বেতবর্ণ।—বাজ-স° ২৯. ৫৮ ; শ-ব্রা° ১৩. ২. ২. ৫ ॥ বো-রো° ॥

অধোলম্ব—(জ্যামিতি) লম্ব, এই সরল রেখা অপর সরল রেখার উপর সোজাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার সন্নিহিত দুইটা কোণ পরস্পর সমান হয় perpendicular.

অধোলোক—[কর্মধা°] পাতাল ॥ অম° ১. ২. ১. ১ ॥ বো রো° ॥

অধোবদন—[বহু°] বিণ, ১ অবগত মুখ, হেঁটমুখ ॥ বো-রো° ॥ ২ লজ্জায় আনত মুখ। 'অধোবদনাশ্চ কণ্ঠকাঃ'—অভি° ৬২ ॥ বো-রো° ॥ ~া—স্ত্রী°, মুদ্রাবি°।

অধোবন্ধন—ক্লী°, চর্মপেটীবি°।

অধোবর্চা—[মূ°-বর্চস্] বিণ, যাহার জ্যোতিঃ অধোদেশগামী। 'তত্তে বিদ্বান্ বরুণ প্র ব্রবীম্যধোবর্চসঃ'—অ° ৫. ১১. ৬ ॥ বো-রো° শ্মি° ॥

অধোবাস—অধর বাস, পরিধান-বস্ত্র।

অধোবায়ু—অপানবায়ু, নিম্নস্থিত বায়ু, যে বায়ু দেহের নিম্ন ভাগ হইতে বহির্গত হয়, বাতকর্ম। 'ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভনে জপমুৎসৃজেৎ'—তন্ত্রসার, যোগিনীহৃদয় ॥ শব্দ° বো-রো° ॥

অধোবির্ণী—[বৈদ্যক] ব্রাহ্মী শাকবি° herpestis monneiria. [ব্রাহ্মী দ্র°]।

অধোবিন্দু—[কর্মধা°] নভোমণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদের পদতলের নিম্নে অবস্থিত। the nadir.

অধোস্রপিত্ত—[বৈদিক] ক্লী°, রক্তপিত্ত রোগবি°। [রক্তপিত্ত দ্র°]

অধ্যংস—অংস অর্থাৎ স্কন্ধের উপস্থিত।—আশ্ব-গৃহ্য° ১. ২০।

অধ্যক্ষ১—[অধি (উপরি) + √অক্ষ (ব্যাপা, সম্পন্ন করা) + অচ্] ১ (বৈদিক) স্বামী, অধিপতি, প্রভু। চতুর্বেদে 'অধ্যক্ষ' শব্দের প্রয়োগ নাই। কাঠক-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে অধ্যক্ষ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। স্বামী বা অধিপতি অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া সায়ণাচার্য নির্দেশ করিয়াছেন। 'বায়ুর্বা অন্তরীক্ষস্যাধ্যক্ষোঽন্তরীক্ষদেবত্যাঃ।'—কা-স° ৩০. ১০। তু° কপি-স° ৪৬. ৮। 'পরিদদাতীন্দ্রায়াধ্যক্ষায়েতীন্দ্রো বৈ দেবানাযোজিষ্ঠস্তমেকাস্তা অধ্যক্ষং করোত্যন্থ স্বা মাতা মন্যতামনু পিতেতি।'—কা-স° ২৪. ৩। 'ত তো বৃত্রঘ্নংস্তস্মাদ্রাজন্যেনাধ্যক্ষেণ বৈশ্যং ঘ্নন্তি।'—ঐ, ২৭, ৪। 'মহৎ নমস্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম।'—ঐ, ৪. ১৪। 'পূষাধ্বনস্পাদ্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায়ান্থ স্বা মাতা মন্থতামন্থ পিতান্থ ভ্রাতা সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ॥'—ঐ, ২. ৫। 'অস্যাঃ পৃথিব্যা অধ্যক্ষম্।'—তৈ-ব্রা° ২. ৪. ৭. ২ [অধ্যক্ষম্=স্বামিনম্ — সায়ণ]। 'যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্।'—তৈ-ব্রা° ২. ৮. ৯. ৬। 'ত্বং নো অস্য লোকস্যাধ্যক্ষ এধীতি।'—শা-ব্রা° ১. ১। 'ইন্দ্রায় অধ্যক্ষায়'—শ-ব্রা° ৩. ২. ৩. ২০। 'একা সংস্কৃতানাং বিরাজমতিরিচ্যত একাকিনমেবৈনমন্নাদ্যাস্যাঽধ্যক্ষং করোতি।'—তা-ব্রা° ১৯. ১১. ১০। প্রভু অর্থে কালিদাস কুমার-সম্ভবে (৬. ১৭) 'অধ্যক্ষ'শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতাস্ত্বয়া'। ২ (দর্শনশা°) প্রবর্তক, অধিষ্ঠাতা, নিয়ন্তা। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।'—গীতা° ৯. ১০। ৩ (ন্যায়শা°) ক্লী°, ক প্রত্যক্ষ। 'উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ।'—ভাষা-পরি° শ্লো° ১৫২। খ প্রত্যক্ষবিষয়, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। 'অধ্যক্ষো বিশেষগুণয়োগতঃ।''—ভাষা-পরি° শ্লো° ৪৯ ॥ শব্দ° বাচ° ॥ ৪ তত্ত্বাবধায়ক। ৫ শ্রাদ্ধাদি কর্মের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। ৬ কলেজের অধিনায়ক (principal)। ৭ [অক্ষকে অধিগত—প্রাদি-স° ; অধিগত (সর্ববিষয়ে দত্ত) অক্ষি যৎকর্তৃক—

---

* Martial xi, 104.

'Tu ne me permots pas de pe diquer Cornelie le: parmetait bian a Gracepus, Julie a Pompec, Portia a Brutus. Avant que Jupiter n' eut, pour preparer ses breuroges, le jeune Dardanien, Junon faisait aupres de lui l' office de Ganymide'

অত্যা° বহু° ; 'অক্ষেষু অধিগতঃ'—অম-টী° ; স্ত্রী— -া] ৮ (বৈত্তক) ক্ষীরিকাবৃক্ষ, ফলাধ্যক্ষ a species of mimusops kauki. ৯ প্রত্যক্ষসাক্ষী an eye-witness ॥ মনি° ॥ ১০ বিণ, ক প্রত্যক্ষ, গোচর, ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত।—ভামিনীবিলাস ৪. ৪৭ ॥ অম-টী° ॥ খ অধিকৃত, অধিকারী।—'অন্তর্বহিশ্চ ভূতানাং পশ্যন্ কর্মাণি চারৈণঃ। উদাসীন ইবাধ্যক্ষো বায়ুরাত্মেব দেহিনাম্।' —ভা' ৪. ১৬. ১২। [যথা দেহিনামধ্যক্ষোঽধিকৃত আত্মভূতো বায়ুঃ সূত্রাত্মা তদ্বৎ-শ্রীধর—টী°]। গ [অক্ষের (ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপরি — অতীত] ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত। আয়ব্যয়াদিনিরীক্ষক ॥ অম°-টী° শব্দ° ॥

অধ্যক্ষ২—অধিকার-বিশেষে নিযুক্ত প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা কর্মচারী। পাণিনি "বিভাষাঽধ্যক্ষে" (৬. ২. ৬৭) এই সূত্রে অধ্যক্ষ শব্দের উত্তরপদে বিকল্পে উদাত্ত উচ্চারণের বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন। বার্ত্তিকে 'গবাধ্যক্ষ' ও 'অশ্বাধ্যক্ষ' এই দুইটী শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। মনু রাজকীয় বহু প্রকার কার্য-পরিদর্শনের জন্য বিদ্বান্ ও কার্যদক্ষ অনেক অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে উপদেশ করিয়াছেন। 'অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।' — ৭. ৮১। ভয় বা আশঙ্কাস্থান উপস্থিত হইলে রাজাকে বলবৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তঁাহাকে চারিদিকে সেনাপতি ও বলাধ্যক্ষ নিয়োগ করিতে হইবে। 'সেনাপতি বলাধ্যক্ষৌ সর্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।'—৭. ১৮৯। বিষ্ণুসংহিতায় রাজধর্ম-প্রকরণে কর্তব্যনির্দেশ-ব্যপদেশে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাজা দুর্গাশ্রিত হইয়া অধীন গ্রামসমূহে এক একজন গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশগ্রামাধ্যক্ষ, শতগ্রামাধ্যক্ষ ও দেশাধ্যক্ষ নিয়োগ করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ নিজাধিকৃত গ্রামের দোষ-পরিহার করিতে যত্ন করিবেন। তিনি তাহার প্রতিকারে অক্ষম হইলে শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকট এবং তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকট, নিবেদন করিবেন। দেশাধ্যক্ষকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার অবশ্য করিতে হইবে। 'তত্র ধন্বনৃমহীবারিবৃক্ষগিরিদুর্গাণামন্ততমং দুর্গমাশ্রয়েৎ ॥ ৪ ॥ তত্র স্বস্ব গ্রামাধিপান্ কুর্যাৎ। দশাধ্যক্ষান্। শতাধ্যক্ষান্। দেশাধ্যক্ষাংশ্চ ॥ ৫ ॥ গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ পরীহারং কুর্যাৎ ॥ ৬ ॥ অশক্তো দশগ্রামাধ্যক্ষায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭ ॥ সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায়। সোঽপ্যশক্তো দেশাধ্যক্ষায়। দেশাধ্যক্ষোঽপি সর্বাত্মনা দোষমুচ্ছিন্দ্যাৎ ॥' ৮ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় উপদিষ্ট হইয়াছে যে রাজা অনন্যব্যাপরাসক্ত তত্তদ্বিষয়ে সুচতুর পাত্র এবং আয়ব্যয়াদিকার্যে অনলস ব্যক্তিগণকে তত্তৎ কার্যে (অর্থাৎ যে কার্য যাহার উপযুক্ত, ধর্মকার্যে ধার্মিকদিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন।

'তত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্
শুচীন্।
প্রকুর্যাদায়কর্মান্তব্যয়কর্মসু চোদ্যতান্।'
—১. ৩২২।

মৌর্যদের রাজত্বকালে অধ্যক্ষগণ বড় বড় কার্যের ভারপ্রাপ্ত কার্মচারী ছিলেন। মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মের তত্ত্বাবধানে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত থাকিতেন। স্ট্রাবো তাঁহাদিগকে ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যক্ষগণ সম্বন্ধে স্ট্রাবোর উক্তির ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'Of the magistrates, some have the charge of the market, others of the city, others of the soldiery. Some have the care of the rivers, measure the land, as in Egypt, and inspect the closed reservoirs, from which water is distributed in canals, so that all may have an equal use of it. These persons have charge also of the hunters, and have the power of rewarding or punishing those who merit either. They collect the taxes and superintend the occupations connected with land, as wood-cutters, carpenters, workers in brass, and miners. They superintend the public roads, and place a pillar at every ten stadia, to indicate the by-ways and distances. Those who have charge of the city are divided into six bodies of five each. Next to the magistrates of the city is a third body of governors, who have the care of military affairs. This class also consists of six divisions, each composed of five persons.'—H. and F. Strabo, iii, p. 104.

নগরের এবং যুদ্ধব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বলিতে অর্থশাস্ত্রের নগরাধ্যক্ষ ও বলাধ্যক্ষ বুঝায়। 'নগরাধান্যব্যাবহারিককর্মান্তিকবলাধ্যক্ষাঃ।' — মহীশূর-স° ১৯১৯, পৃ° ৫৫।

স্ট্রাবো আরও বলিয়াছেন যে একটী বিভাগের সহিত প্রধান নৌবিষয়াধ্যক্ষের সম্বন্ধ ছিল এবং আরও একটী বিভাগের সহিত গোসমূহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধ ছিল। এ দুইটী নিশ্চয়ই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লিখিত 'নাবধ্যক্ষ' ও 'গোঽধ্যক্ষ'।

সাম্রাজ্যপরিচালন-ব্যাপারে অত্যাবশ্যক এইরূপ নানা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নামক প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত থাকায় মৌর্যসাম্রাজ্য পরিচালন সর্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অধ্যক্ষগণ রাজামাত্যদিগের অধীনে কার্য করিতেন। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'অধ্যক্ষপ্রচার' অধ্যায়ে নানা বিভাগের অধ্যক্ষগণের নাম ও কার্যাবলী উল্লিখিত আছে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যক্ষদের নাম ও কার্যাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

অক্ষপটলাধ্যক্ষ (Superintendent of accounts)—ইনি আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন করিবেন।

অশ্বাধ্যক্ষ (Supdt. of horses)—অশ্বগণের কুল, বয়স, বর্ণ, চিহ্ন নিম্নলিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করিবেন। যথা—পণ্যাগারিক, ক্রয়োপগত, আহবলব্ধ, অজাত, সাহায্যকাগত, পাঠস্থিত ও যাবৎকালিক।

আকরাধ্যক্ষ (Supdt. of mines) —ধাতু ও খনিজদ্রব্যের তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত। ইনি তৎসমুদয় পরিদর্শন করিবেন। তাম্র ও অন্যান্য ধাতুশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী, পারদ-চোয়ান কার্যে এবং রসপাকে বিশেষ অভিজ্ঞ, রত্নপরীক্ষায় সুদক্ষ, ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত কারিকর এবং আবশ্যক অস্ত্রাদি লইয়া, আকরাধ্যক্ষ যে সকল আকরে কিট্ট, কয়লা এবং ভস্ম থাকার জন্য পূর্বে কার্যারম্ভ হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়, অথবা গুরুতর বর্ণ, উগ্র গন্ধ দ্বারা যে সকল সমতল ভূমিতে বা সানুদেশে ধাতু থাকা সম্ভব, এরূপ বোধ করেন, সে সকল স্থল পরীক্ষা করিবেন।

আয়ুধাগারাধ্যক্ষ (Supdt. of armoury)—নিরূপিত সময়ে ও নির্ধারিত বেতনে যুদ্ধোপযোগী চক্র, অস্ত্র, কবচ এবং দুর্গ-নির্মাণের ও দুর্গ-রক্ষার এবং শত্রুর নগর বা দুর্গ নষ্ট করিবার উপযোগী অস্ত্র-নির্মাণে বহুদর্শী এবং নিপুণ শিল্পী নিযুক্ত করিবেন।

কুপ্যাধ্যক্ষ (Supdt. of forest-products) —বন-রক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণদ্বারা কুপ্যাধ্যক্ষ কাষ্ঠ এবং অন্যান্য বনজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। তিনি কেবল যে বনে উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাহা নয়, বিপৎকাল ব্যতীত যাহারা উৎপাদনশীল অরণ্যের কোনরূপ ক্ষতি করিবে, তাহাদের নিকট হইতে দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করিবেন। কুপ্যাধ্যক্ষ নগর মধ্যে অথবা বহির্ভাগে জীবনরক্ষণোপযোগী বা দুর্গাদির জন্য আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন।

কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ (Supdt. of storehouse) — কৃষিজাত দ্রব্যের, রাষ্ট্রসংক্রান্ত রাজকর, ক্রয়িনপরিবর্তক, প্রামিত্যক, অপমিত্যক, সিংহনিক, অন্যজাত, ব্যয়প্রত্যয় এবং উপস্থান পরিদর্শন করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ (Supdt. of treasury) — ইনি উপযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে রাজকোষের জন্য আবশ্যক রত্ন এবং অধিক বা অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন।

খন্যধ্যক্ষ (Supdt. of ocean-mines)—মুক্তা ও শঙ্খ সংগ্রহ করিবার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

গণিকাধ্যক্ষ (Supdt. of prostitutes) —রাজধানী ও নগরে যে সমস্ত গণিকা থাকে, তাহাদিগের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি আছে তৎসমুদয় তাহারা মানিয়া চলিতেছে কি না তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহার উপর থাকিবে।

গোঽধ্যক্ষ (Supdt. of cattle)— 'বেতনোপগ্রাহিক', 'করপ্রতিকর', 'ভগ্নোৎসৃষ্টক', 'ভাগানুপ্রবিষ্টক' 'ব্রজপর্যগ্র', 'নষ্ট', 'বিনষ্ট' এবং গাভীর সংগৃহীত ঘৃত ও দুগ্ধের তত্ত্বাবধান করিবেন।

নাগবনাধ্যক্ষ (Supdt. of elephant-forest) — হস্তীদের জন্য একটী স্বতন্ত্র বন নির্দিষ্ট থাকিবে। হস্তী, হস্তিনী ও হস্তিশাবকদের জন্য কতকগুলি নিয়ম সন্নিবদ্ধ আছে। নিয়মানুসারে কার্য হইতেছে কি না তাহা তত্ত্বাবধান করিবার ভার নাগবনাধ্যক্ষের উপর থাকিবে।

নাবধ্যক্ষ (Supdt. of ships)— সমুদ্রগামী জাহাজ ও যে সকল জাহাজ নদীমুখ, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হ্রদ ও স্থানীয় অন্যান্য সুরক্ষিত দুর্গের নিকটবর্তী নদীতে গমনাগমন করে, তাহাদের হিসাব-পরীক্ষা করিবেন।

পণ্যাধ্যক্ষ (Supdt. of commerce) —স্থলজ বা জলজাত পণ্য এবং যে সকল পণ্য নদী বা স্থলপথে আনীত হইয়াছে, তাহাদের গ্রাহকতা বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

পত্ত্যধ্যক্ষ (Supdt. of infantry) — পদাতিকগণের অধ্যক্ষ মৌল (বংশ পরাম্পরক্রমিক যোদ্ধা) ও ভৃত (বেতনভোগী) শ্রেণী এবং শত্রু, মিত্র ও বন্যজাতির বলাবলের অনুসন্ধান করিবেন। তিনি নিম্নভূমিতে যে সকল যুদ্ধ হইবে, বা নিম্ন ও উচ্চ ভূমিতে থাকিয়া যুদ্ধের ও রাত্রি-বা-দিবা যুদ্ধের সকল বৃত্তান্ত অবগত থাকিবেন এবং এই সকল যুদ্ধোপযোগী ব্যায়ামও অবগত থাকিবেন। আকস্মিক যুদ্ধের জন্য তিনি সৈন্যগণের পারগতা বা অপারগতা অবগত থাকিবেন।

পৌতাধ্যক্ষ বা পোতবাধ্যক্ষ (Supdt. of weight and measures) — ইনি পরিমাণ ও ওজন প্রস্তুত করিবেন।

মানাধ্যক্ষ (Supdt. of lineal measures)—যিনি দেশ ও কালের পরিমাণ-নির্দেশে উপযুক্তভাবে সমর্থ তাঁহারই উপর এই কার্যের ভার ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনিই মানাধ্যক্ষরূপে কার্য করিবেন।

মুদ্রাধ্যক্ষ (Supdt. of passports) — প্রতি মুদ্রায় এক মাষ গ্রহণ করিয়া ছাড়পত্র দিবেন। যিনি ছাড়পত্র পাইবেন, তিনিই কোন দেশে প্রবেশ বা সেই দেশ হইতে নিষ্ক্রামণ করিতে পারিবেন। পশুচারণ ভূমির অধ্যক্ষ এই সকল ছাড়পত্র পরীক্ষা করিবেন।

ধর্মশালাধ্যক্ষ (Supdt. of tribunal) — কোন পাষণ্ড বা ভ্রমণকারী নগর বা রাজধানীতে বাস করিতে আসিলে, গোপ বা স্থানিককে ইনি সংবাদ-প্রেরণ করিবেন।

রথাধ্যক্ষ (Supdt. of chariots)— তিনি রথ-নির্মাণের কার্য পরিদর্শন করিবেন। তিনি দেবরথ, পুষ্পরথ, যুদ্ধরথ, ভ্রমণোপযোগী রথ ও শত্রুর দুর্গ আক্রমণকারী রথ-নির্মাণ করিবেন। তিনি সৈনিকগণের তীর-নিক্ষেপণে পারদর্শিতা, গদাব্যবস্থার, বর্ম ও গদাব্যবহার, বর্মপরিধান, সাজসজ্জা, রথচালন, রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ এবং রথাশ্বপরিচালন পরীক্ষা করিবেন। যাহারা স্থায়িভাবে বা অস্থায়িভাবে রথ ও অন্যান্য দ্রব্য-নির্মাণে নিযুক্ত, রথাধ্যক্ষ তাহাদের আহার ও বেতনের হিসাব-পরীক্ষা করিবেন। তিনি যোগ্যতমকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবেন।

লক্ষণাধ্যক্ষ (Supdt. of mint— টাঁকশালাধ্যক্ষ)—তিনি চারিভাগ তাম্র এবং তীক্ষ্ণ, সীসক ও অঞ্জন, ইহার কোন একটীর $\frac{1}{4}$ অংশ দ্বারা রৌপ্য মুদ্রা-নির্মাণ করিবেন। তাম্র মুদ্রার ৪ ভাগ মিশ্র ধাতু খাদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে এবং পরিমাণে মাষকে, অর্ধ-

মাষক, একচতুর্থাংশ এবং এক অষ্টমাংশ হইবে। রূপদর্শক প্রচলিত মুদ্রা বিনিময় এবং ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিবেন।—খনাধ্যক্ষ শঙ্খ, হীরক, মণি, মুক্তা, প্রবাল, ক্ষার গ্রহণ করিবেন এবং ঐ সকল পণ্যের বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

লবণাধ্যক্ষ (Supdt. of salt)—লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। লবণাধ্যক্ষ লবণ পাপযুক্ত হইলে সময়ানুযায়ী রাজকীয় লবণের অংশ এবং রাজস্ব গ্রহণ করিবেন এবং নগদ টাকায় লবণ বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য এবং শতকরা ৫৲ লাভ করিবেন।

বিবীতাধ্যক্ষ (Supdt. of pasture land)—ইঁহার উপর পশুচারণভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধানাদির ভার ন্যস্ত থাকিবে।

শুল্কাধ্যক্ষ (Supdt. of tolls)—নগরের সিংহদ্বারের নিকট উত্তর ও দক্ষিণ মুখী করিয়া শুল্কগৃহ এবং শুল্কশালাধ্বজ স্থাপন করিবেন। অধ্যক্ষ পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুষ্ক মৎস্য ও মাংস ⅙ শুল্করূপে গ্রহণ করিবেন।

সীতাধ্যক্ষ (Supdt. of agriculture)—কৃষিতন্ত্র এবং গুল্ম বৃক্ষ ও আয়ুর্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ স্বয়ং বা যাহারা এই সকল বিদ্যায় পারদর্শী তাহাদিগের সাহায্যে শস্য, পুষ্প, ফল, শাক, কন্দ, মূল, পাল্লীক্য, ক্ষৌম ও কার্পাসের বীজ সময়ানুসারে সংগ্রহ করিবেন। যে সকল রাজকীয়ভূমি অনেকবার কর্ষিত হইয়াছে, সেই সকল ভূমিতে ক্রীতদাস, শ্রমিক বা বন্দী দ্বারা বীজ রোপণ করিবেন।

সীতাধ্যক্ষ হইতে আনীত সকল দ্রব্যকেই 'সীতা' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

সুবর্ণাধ্যক্ষ (Supdt. of gold)—স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য সুবর্ণাধ্যক্ষ চারিটী কক্ষ ও একটী দ্বারবিশিষ্ট অক্ষশালা পাইবেন।

সুরাধ্যক্ষ (Supdt. of liquor)—মদ্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়ের উপর রাজকর-বসান ছিল। সুরাধ্যক্ষের উপর এই সমস্ত বিষয়ের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া এই রাজকর আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

সূত্রাধ্যক্ষ (Supdt. of weaving)—সূত্র, বর্ম, বস্ত্র, এবং রজ্জুনির্মাণে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। তিনি রজ্জুনির্মাণকারিগণের কার্যও পরিদর্শন করিবেন। তিনি সূত্র ও বল্কল হইতে রজ্জু এবং বেত্র ও বংশ হইতে পেটী নির্মাণ করিবেন। এই সকল সূত্র ও রজ্জু পশুদিগের জন্য ব্যবহৃত হইবে

সূনাধ্যক্ষ (Supdt. of slaughter-houses)—যখন কোন ব্যক্তি অভয়ারণ্যস্থিত মৃগ, পশু, পক্ষী, মৎস্য ধৃত বা হত্যা করিবে বা উৎপীড়ন করিবে তখন তাহার উত্তম প্রকারের অর্থদণ্ড হইবে। অধ্যক্ষ ধৃত হিংসক পক্ষীর ⅙ অংশ মৎস্য ও পক্ষীর দশম-অংশ গ্রহণ করিবেন।

হস্ত্যধ্যক্ষ (Supdt. of elephants)—তিনি হস্তিবন রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং হস্তী, হস্তিনী ও কলভগণের শিক্ষার পর ক্লান্তি দূরীকরণার্থ হস্তিশালায় তাহাদের দণ্ডায়মান থাকিবার বা শয্যার পরিদর্শন করিবেন। তিনি তাহাদের দৈনিক আহার ও তৃণ, তাহাদের শিক্ষা, অলঙ্কার ও যুদ্ধসজ্জা এবং হস্তিচিকিৎসক, শিক্ষক ও পরিচারকগণের কার্য-পরিদর্শন করিবেন।

[কৌটিল্য : অর্থশাস্ত্র (মহীশূর ও পঞ্জাব-সংস্কৃত সিরিজ স°) ; Dr H. C. Roychoudhuri : Political Hist. of Ancient India]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অধ্যক্—[মূ°-অধ্যঞ্চ্। অধি+√অচ্ +ক্বিপ্] বিণ. ১ গুরু (জন), শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট বা প্রখ্যাত ॥ আপ°॥ ২ প্রাপক ॥ আপ্° ॥

অধ্যক্ষর—ক্লী°, ১ অক্ষর (syllables) সম্বন্ধীয় বিষয়ে বা উহাদিগের সর্বোপরি।—মাণ্ডূউ° ৮ ॥ বো-রো° আপ্°॥ ২ প্রণব, ওঙ্কারমন্ত্র ॥ আপ্° ॥

অধ্যগ্নি—১ (অগ্নৌ অগ্নিসমীপে বা) অব্য, বিবাহকালে ব্যবহৃত অগ্নির নিকটে বা সমীপে ॥ আপ্° ॥ ২ ক্লী, বিবাহকালে অগ্নিসমীপে কন্যাকে প্রদত্ত স্ত্রীধন। 'বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ। তদধ্যগ্নিকৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্'—কা-শ্রৌ° (দায়-ভাগ) ১১৯. ৮-১০ ; 'অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তং চ প্রীতিকর্মণি। ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্-বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্'—মনু° ৯. ১৯৪ ; 'পিতৃ-মাতৃপতিভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্' — যাজ্ঞ-স° ২. ১৪৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধ্যণ্ডা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ কপিকচ্ছু, শূকশিম্বী বা আলকুশী ॥ অম° শব্দ° ॥ রত্নাবলীমতে ভূম্যামলকী বা ভুঁই আমলা। flacourtia cataphracta. ॥ শব্দ° বো-রা° আপ্° ॥ মদনপাল-মতে কোকিলাক্ষ বা কুলেখাড়া। ২ অজশৃঙ্গী carpopogon pruriens. ॥ অম° ২. ৪. ৩. ৫ ॥

অধ্যধি—অব্য, উচ্চে, গগনে ॥ আপ্° ॥ ~ক্ষেপ—[অধিকঃ অধিক্ষেপঃ] অত্যন্ত মন্দকথন অথবা গালি। 'গুরূণামধ্যধিক্ষেপঃ' —যাজ্ঞ-স ৩. ২২৮ ॥ বো-রো° ॥ আপ্° ॥

অধ্যধীন—১ বিণ, অত্যন্ত অধীন, অতিশয় দাসভাবযুক্ত। ২ দাসীর গর্ভজাত সন্তান। 'নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্মকৃৎ' —মনু° ৮. ৬৬ (অত্যন্তপরতন্ত্রো গর্ভদাসঃ—কুল্লূক) ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অধ্যম্বষ্ঠা—(বৈদ্যক) রক্ত তেউড়ী। —রাজ-নি° ৬. ৮৭৯। পর্যায়—শুক্রভাণ্ডী, ত্রিভণ্ডী, কাকাক্ষী, সরলা, ত্রিপুটা, তাম্রা, কুমুদগন্ধিনী, তাম্রপুষ্পিকা, কুলবর্ণা, মসূরী ও কাসনাশিকা। গুণ—ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু মতে — ইহা কষায় মধুর, কটুবিপাক, রূক্ষ, অগ্নিরদীপক ; রেচক ও বাত-প্রকোপক। রাজনিঘণ্টু মতে—ইহা কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, রেচক, গ্রহণীনাশক। ধন্ব-নি° ১. ২৪৬, ২৪৭ ; রাজ-নি° ৬. ৩৬৯. ৩৭০।

অধ্যয়—[অধি+√ই+অচ্ ভা°] অধ্যয়ন।

অধ্যয়ন—[অধি+√ই+ল্যুট্—ভা°]

ক্লী, ১ পড়া, পঠন, পাঠ, অভ্যাস। 'ব্যাকরণাধ্যয়ন'—পা° ১. ৩. ৩৮ (কাশিকা)। ২ বেদপাঠ। 'বেদানধ্যয়নেন চ'—মনু° ৩. ৬৩; 'বেদাধ্যয়ন'—রা (গো) ১. ৫০. ৩; হিতো° ১. ১৫ ॥ বো·রো° আপ°॥ ৩ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শাস্ত্রদৃষ্ট কার্যসমূহের একতম।—মনু° ১. ৮৮ ৯০ ॥ বো রো° ব-শব্দ° ॥ ৪ গ্রন্থের এক অংশ বা অধ্যায় a chapter.—বিপা° ১. ১। ~শীল—[অধ্যয়ন শীল (স্বভাব) যাহার—বহু°] বিণ, পাঠকার্যে নিযুক্ত, পঠনশীল।—বোপ° ২৬. ২৫ ॥ বো রো° ॥ ~ীয়—[অধি+√ই+অনীয় - কর্ম°] বিণ, পঠনীয়, পাঠ্য।

অধ্যয়নবৃত্তি—বেদ-বৃত্তি ও অধ্যয়ন-বৃত্তি সংক্রান্ত কয়েকটী শিলা-লিপি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এই বৃত্তি যাঁহাদিগকে দেওয়া হইত তাঁহাদিগকে বেদ এবং পুরাণের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। এই রূপে আবৃত্তি করার ফলে ছাত্র এবং জনসাধারণ উপকৃত হইত। এই প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুর, ধর্মশিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৪১১ খ্রী° ত্রিচিনোপলি (Trichinopoli) জেলার কুত্তলম্ (kuttalam) গ্রামে স্থানীয় মন্দিরে বৃত্তির সহায়তায় বেদ ও পুরাণ আবৃত্তি করাইবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যাপারের বার বৎসর পরে দেখা যায় যে, আবৃত্তি করিবার জন্য বার জন ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল।[১] অন্যান্য শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে, ১৫৭৩খ্রী° আরও দুইটী এই জাতীয় অধ্যয়নবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য কুত্ত ম্ গ্রামে এইভাবে ১৫০ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১৬টী অধ্যয়ন-বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাধারণে ইহার অর্থ-সংগ্রহ করিত। দেশের সর্বত্রই অধ্যয়ন-বৃত্তির প্রচলন ছিল।

[Altekar : Education in Ancient India 308-9]

১ Annual Reports of South Indian Epigraphy, Nos. 481 and 487 of 1917.

অধ্যর্ধ—[প্রাদি-স°] বিণ, অর্ধাধিক এক, সার্ধ, দেড়। 'একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্ধং ততোঽনুজঃ'—মনু° ৯. ১১৭; 'কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেগত্যিধ্যর্ধ ইতোমিতি হোবাচ'—শ ব্রা° ১৪. ৬. ৯. ২=বৃহ·উ° ৩. ৯. ১; 'অধ্যর্ধে পদে'—কা-শ্রৌ° ৮. ৩. ১৪; 'অপরত্রাধিকং মাসমধ্যর্ধমপরং কচিৎ'—রা° (গো) ৩. ১৫. ২৬ ॥ বো-রো° আপ°॥ ২ বায়ু ॥ আপ°॥ ~ক—বিণ, ১½ অংশ।—পা° ১. ১. ২৩ (বার্ত্তিক) ॥ বো-রো° ~কংস—১½ কংস ॥ বো-রো° আপ°॥ ~কাকিণীক-বিণ, ১½ কাকিণী—পা° ৫. ১. ৩৩ (বার্ত্তিক) ॥ বো রো° আপ°॥ ~কার্ষাপণ-কার্ষাপণিক—১½ কার্ষাপণ।—পা° ৫. ১. ৩৩। ~খারীক—বিণ, ১½ খারী।—পা° ৫. ১. ৩৩। ~পণ্য—বিণ, ১½ পণ।—পা° ৫. ১. ৩৪। ~পাদ্য—১½ পাদ।—ঐ। ~প্রতিক=কার্ষাপণ।—পা° ৫. ১. ২৯ (কাশিকা)। ~মাষ্য—বিণ, ১½ মাষ।—পা° ৫, ১. ৩৪। ~বিংশতিকীন—বিণ, ১½ বিংশতিক ৩০।—পা° ৫. ১. ৩২। ~শত—বিণ, ১৫০ সংখ্যক।—পা° ৫. ১. ৩৫ (বার্ত্তিক)। ~শতমান—১½ শতমান—পা° ৫. ১. ৩৪। ~শান—১½ শান।—পা° ৫. ১. ৩৫। ~শূর্প—১½ শূর্প।—পা° ৫. ২. ২৮ (কাশিকা)। ~সহস্র—বিণ, সার্ধ সহস্র।—পা° ৫. ১. ২৯। ~সুবর্ণ—সার্ধ সুবর্ণ।—পা° ৫. ১. ২৯ (বার্ত্তিক)।

অধ্যর্ধাক্ষ—[চিত্রশিল্প] একটী মূর্তির অংশবিশেষের নাম। নামান্তর—'অর্ধবিলোচন' [অর্ধবিলোচন দ্র°]।

[Stella Kramrisch : Vishundharmottara, Cal. 2928, 45]

অধ্যর্বুদ—(বৈদ্যক) ক্লী°, রোগ-বি°। পূর্বজাত অর্বুদের (আবের) উপর পুনরায় অর্বুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্বুদ বলে। 'যজ্জায়তেঽন্যৎ খলু পূর্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্বুদমর্বুদজ্ঞৈঃ'।—সুশ্রু° ১. ২২৮. ১০। দোষ ও দূষ্যভেদে ইহার প্রকারভেদ ও চিকিৎসা অর্বুদের ন্যায়। [অর্বুদ দ্র°]।

অধ্যবস—[মূ°-অধ্যবয়স; অধ<অদ্ধ <অধ্য; প্রা° বা° অগ্র°] অর্ধেক বয়স, প্রৌঢ়ত্ব ॥ ব-শব্দ° ॥ ~ান—[অধি+অব+√সো ল্যুট-ভা°] ক্লী°, ১ চেষ্টা, অধ্যবসায়। ২ [অলঙ্কারশা°] (প্রকৃত ও অপ্রকৃতের) একীভাব, একাত্মভাব। 'নিগীর্যাধ্যবসানং তু প্রকৃতস্য পরেণযৎ'—কাব্য-প্র° ১০. ১০০ ॥ আপ°॥ ~ায়—[অধি+অব+√সো+ঘঞ্-ভা] অবিচলিত উৎসাহ, ॥ অম° ১. ১. ৭. ২৭।=উর্জ ॥ অভি° ৩০০॥ কর্মসু প্রত্যয়। —নয়নানন্দ=কর্মসু স্থকর প্রত্যয় —মধু°।=কর্মসু দৃঢ়প্রযত্নকারকো ভাব°।—রমানাথ=অশক্যে বলোদ্যমঃ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ 'ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধির্গুণং হি'—হিতো° ১. ১৬৩; পঞ্চত° ৩. ২৬১ ॥ শব্দ° রো·রো° ॥ ~ায়ী—[মূ° সায়িন্] বিণ, ১ উৎসাহান্বিত, উদ্যমযুক্ত, কর্মক্ষম ॥ আপ°॥ ২ নিশ্চয়কারী ॥ আপ°॥

অধ্যবহনন—[বৈদিক। অধি উপরি অবহননম্] ক্লী°, ধান কাঁড়িয়া তুষ ঝাড়িয়া পুনরায় কাঁড়া।—শ-ব্রা° ১. ১. ৪. ৩ ॥ বো-রো° আপ°॥

অধ্যশন—(বৈদ্যক) ক্লী°, পূর্বভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণ পরিপাকপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে পুনরায় ভোজন। 'ভুক্তং পূর্বান্নশেষে তু পুনরধ্যশনং মতম্'।—চরক° গ্রহণীচি° টী°। 'সাজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে।'—সুশ্রু° ১. ২৪৬. ৪ ॥ বো-রো° আপ°॥ ইহা অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতি উদরাময়ের অন্যতম কারণ।

অধ্যস্ত—অব্য, এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপিত ॥ আপ°॥

অধ্যস্থি—[অধিরূঢ়মস্থি] ক্লী° অস্থির উপর উৎপন্ন অস্থি।—সুশ্রু° ১. ৫০ ॥ বো-রো° আপ°॥

অধ্যাক্রান্ত—[অধি + আ + √ক্রম্

+ক্ত] বিণ, অধিকৃত. আশ্রিত। 'অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপি'—শকু' ২. ১৪ ॥আপ.°॥

অধ্যাজ্য—[বৈদিক] ক্লী°, পাত্রে সংরক্ষিত আজ্য।

অধ্যাত্ম—[দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মকে অধিকার করিয়া এই বাক্যে অব্যয়ীভাব। অধ্যাত্ম+অচ্—বিশিষ্টার্থে। —টজন্তাবায়ী। 'অশ্রশ্চ'—পা° ৫. ৪. ১০৮] বিণ, **১ক** পরমাত্মবিষয়ক। **খ** আত্মসম্বন্ধীয়, আত্ম-বিষয়ক। **গ** মনঃসম্বন্ধীয়, মনোবিষয়ক। **ঘ** শরীর-সম্বন্ধীয়। **২** ক্লী°, পরব্রহ্ম। 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে'—গী° ৮. ৩ ['স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবস্বরূপেণ ভাবো ভবনং স এব আত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।'—শ্রীধর-টী°]। **৩** আত্মা। **৪** মন, চিত্ত। **৫** (জৈনশা°—অজ্ঝত্ত, অজ্ঝপ্প) শুভ-ধ্যান। অজ্ঝপ্প-রত্র সুসমাহিঅপ্পা, সুত্তথং চ বিআণই জে স ভিক্খু।—দস° ১০. ১৫। **৬** (বৌদ্ধশা°) **ক** বিণ, আত্মসম্বন্ধীয় (personal) আম্মৎপ্রত্যয়গোচর (subjective) যাহা জীবের ভিতর হইতে উত্থিত (arising from within) অজ্ঝত্তসুখং—অঙ্গু-নি° ৫. ২০৬ =নিয়কজ্ঝত্তং অত্তনো সন্তানে তি অত্থো—দীঘনি° অথ° ১. ১৮৩।—দীঘনি° ১. ৩৭। **খ** দ্বিতীয় ধ্যানের উপশান্ত চিত্তবিষয়ক।—অঙ্গু-নি° ২. ২১০। **গ** অব্য, অভ্যন্তর inwardly—বিপ' বাহির ই'।—অঙ্গু-নি° ১. ১৮৪। **ঘ** আয়তন। **ঙ** চিত্ত। ~**কল্পদ্রুম** — বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থবি°। ~**চন্দ্রিকা**—বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার —অদ্বৈতানন্দ। ~**চিন্তা**—**১** ধর্মগ্রন্থ।—S. Mss. 10510. **২** বৈষ্ণব-ধর্মগ্রন্থ।—TCM. R 160 n. ~**চিন্তামণি**—বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — সৌম্যজামাতৃমুনি। এই গ্রন্থের দুইখানি টীকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার শিষ্য সুন্দরজামাতৃমুনি এই গ্রন্থের এক খানি টীকা রচনা করেন। অপর টীকাকারের নাম নারায়ণ। ~**চেতঃ**—[স্'—চেতস্] পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল চিত্ত। 'অন্তর্যামী পুরুষ আমাকে দিয়া যে কর্ম করান আমি সেই কর্ম করি' এইরূপ জ্ঞানসমন্বিত চিত্ত। 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।'—গী° ৩. ৩০। ~**জ্ঞান**—ক্লী°, আত্মার জ্ঞান, দার্শনিক জ্ঞান (উপনিষদের মতবাদ) 'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্'—গী° ১৩. ১২ ॥ আপ.° ॥ ~**দৃক্**—[অধ্যাত্ম+√দৃশ্+ক্বিন্] বিণ, আত্মাকে দেখেন যিনি, আত্মজ্ঞ ॥ আপ.° ॥ ~**দোষ**—(জৈনশা°) আধ্যাত্মিক চারিটী দোষ, যথা—ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ।—সূঅ' ১. ৬। ~**নিত্য**—ক্লী°, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ। 'অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ' — গী° ১৫. ৫। ~**প্রকাশ**—গ্রন্থবি°। রচয়িতা—শঙ্করাচার্য। ~**প্রত্যয়িক** — চিন্তাহেতুক অর্থাৎ চিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় যে শোক, চিন্তা প্রভৃতি। —সূঅ° ২. ২. ১৬। ~**প্রদীপিকা**—গ্রন্থবি°। নামান্তর—অষ্টাবক্রসূক্তিদীপিকা। ~**ভাগবত** — কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক গ্রন্থবি°। ~**ভাষ্য**—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার - শঙ্করাচার্য। বাচস্পতি মিশ্র ইহার একখানি টীকা করেন। ~**মীমাংসা**—বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থবি°। ~**যোগ**— **১** যোগবি°। এই যোগে বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনপূর্বক আত্মতত্ত্বে সন্নিবেশ করিতে হয়। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন'—কঠ-উ° ২. ১২ ॥ বো-রো° আপ.° ॥ **২** যোগবিষয়ক গ্রন্থবি°। ~**রতি**—ব্রহ্মবিষয় বা আত্মবিষয় আলোচনা বা চর্চা করিয়া যিনি আনন্দলাভ করেন। ~**বাসুদেব**—বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। রচয়িতা—রামমণি দাস। ~**বিদ্যো-পদেশ** — বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। ~**বিদ্যো-পনিষৎ**—অধ্যাত্মবিষয়ক গ্রন্থবি°। রচয়িতা —হেমচন্দ্র। ~**বিন্দু**—বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থবি°। রচয়িতা—রামানন্দ তীর্থ। ~**বিশুদ্ধি** (জৈনশা°) স্ত্রী°, **১** আত্মশুদ্ধি।—ওব° ৬৪৫। **২** মনঃশুদ্ধি।—আবু°। ~**বোধ**—বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। রচয়িতা — শঙ্করাচার্য। ~**শাস্ত্র** — গ্রন্থবি°। রচয়িতা—অষ্টাবক্র। ~**শ্রুতি**—(জৈনশা°) স্ত্রী°, অধ্যাত্মশাস্ত্র, আত্মবিদ্যা, যোগশাস্ত্র। — পণহ° ২. ১। ~**সংবৃত** — মনোনিগ্রহী, মনকে আয়ত্তে রাখেন যিনি। ~**সার**—গ্রন্থবি°। রচয়িতা —রামানন্দ তীর্থ। ~**সুধাতরঙ্গিণী** — পুরুষোত্তমপ্রসাদ-রচিত কারিকাবলীর টীকা-গ্রন্থবি°।

আধ্যাত্মতত্ত্ব১ — [অধ্যাত্মের তত্ত্ব—৬-তৎ, অথবা অধ্যাত্মবিষয়ক তত্ত্ব—মধ্য° প° কর্মধা°] ক্লী°, **১** পরমেশ্বর-বিষয়ক রহস্য, ঈশ্বরতত্ত্ব। **২** দেহতত্ত্ব। ~**বিৎ**—[উপ-তৎ ; +√বিদ্+ক্বিপ্—কর্তৃ°] পরমেশ্বর-বিষয়ক গূঢ় রহস্যবেত্তা।

আধ্যাত্মতত্ত্ব২—(মূর্তিতত্ত্ব) শৈব-তান্ত্রিকগণ অধ্যাত্মতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতার মূর্তি-পরিকল্পনা করিয়াছেন। শৈবতন্ত্রে ইঁহার ধ্যান অনুসারে অধ্যাত্মতত্ত্ব পদ্মাসীন, চতুরাস্য, ঘোরপীতবর্ণ। ইনি চতুর্ভুজ। উপরের দুইটী বাহুতে অক্ষমালা ও কলস এবং অপর দুই বাহুতে, অক্ষমালা ও কলস এবং অপর দুই হস্ত অঙ্কোপরি ধ্যানমুদ্রায় সংস্থিত। —গুরুদেবপদ্ধতি ১০৮ প°।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান (Phychic Science) —পাশ্চাত্ত্য-মত — ক্রমবিবর্তনই সৃষ্টিরহস্যের মূল। দীর্ঘ এবং বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানব বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ক্রম-বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করিলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই—অজৈব (inorganic) পদার্থ হইতে জৈব (organic) পদার্থের উৎপত্তি। জীবন-গঠনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির মধ্যে বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়া স্বতঃ চলিতেছে। ক্রমে জীব-জগতের সৃষ্টি। জীবের মানসিক চেতনা একদিনে বিকসিত হয় নাই। প্রাথমিক মানসিক চেতনার পর ধীরে ধীরে সে বহুস্তর অতিক্রম করিয়াছে। তারপর কোন এক অজানা মুহূর্তে মানব সদসৎ বিচার করিবার জ্ঞানলাভ করিয়াছে। এই বিচার-

বুদ্ধি ও জ্ঞান মানবের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক। ইহারই সাহায্যে মানব বহু উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মানুষের সাধনা সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং চর্চায় নিযুক্ত হইয়াছে। মানুষ এখন আপনার বিকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহে, মানুষ এখন প্রকৃতির রহস্য-ভেদ করিতেছে।

জীবন ও মন এই দুইটী আত্মিক সত্তা (psychical entities) মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও চালিত করিতেছে। জীবন ও মন শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলা-সৃষ্টিতে আবিষ্ট হইয়াই বিরত হয় নাই ; ইহারা ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে ; ইহারা শুধু মৌলিক পদার্থ-সমূহের (matter) উৎপাদন লইয়াই ক্ষান্ত নহে, পরন্তু আকাশ বা ইথারের (ether) উপাদানসমূহ গ্রহণ করে। আকাশ (ether) স্পর্শবোধাতীত রহস্য মধ্যগ (medium) পদার্থ। মধ্যগ-হিসাবে ইহা পূর্ণ অথচ অন্য যে কোন পদার্থ (matter) অপেক্ষা কম প্রতিবন্ধকশীল (less obstructive) ও খুব সম্ভব স্থায়ী (permanent)। ইহার ক্লান্তি, হ্রাস বা ক্ষয় নাই, কিন্তু কোন সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থের এই গুণ নাই। পদার্থ-শাস্ত্রবিদ্‌, রাসায়নিক এবং জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মৌলিক পদার্থসমূহের বিশ্লেষণ করিয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, যে স্থান হইতে অসীম গবেষণার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান আধিভৌতিক ব্যাপারের (supernormal phenomena) পথে কোন বাধা জন্মায় না, বরং আমাদের গবেষণা বা আবিস্কারের পথ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া সুগম করিয়া দেয়। জীবন ও মন ব্যতীত অন্য কিছুর ether গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা পরে বিবেচ্য। তবে ইহা স্থির নিশ্চিত যে জীবন ও মনের প্রকাশ এবং ঐহিক বিকাশের জন্য কোন 'পদার্থের' প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐহিক পদার্থের সঙ্গে মনের যোগসূত্র অথবা পরস্পর যোগক্রিয়া (inter-action) রহিয়াছে। মন ও পদার্থ বিভিন্ন বিজ্ঞানের অন্তর্গত। উভয়কেই পৃথগ্‌ভাবে বিশ্লেষ করিয়া দেখা হইয়াছে, মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ও পদার্থ-তত্ত্ববিদ্‌গণ পরস্পরের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। দার্শনিকগণ মনে করেন, এমন এক সময় আসিবে যখন এই দুইটী বিষয় পৃথক্‌ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইবে না। এই দৃষ্টতঃ ভিন্ন বিষয় দুইটী এক হইয়া যাইবে। কারণ মন এবং পদার্থের সম্পর্ক এবং একত্ব-সম্বন্ধে কেহই অনুমান বা ধারণা করিতে পারে নাই। ইহাদের পরস্পরের উপর নৈসর্গিক ক্রিয়া আমাদের এত পরিচিত যে ইহাদের পৃথক্‌ করিয়া দেখার ক্ষমতা আমাদের নাই ; সুতরাং সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে এবং স্পষ্ট ভাবে তাহা দেখান প্রয়োজন। দার্শনিকগণ এই সঙ্কট বিষয়ে সতর্ক আছেন, কারণ দর্শনের সমস্ত প্রণালীই সমগ্র বিশ্বটাকে সম্পূর্ণভাবে ধরিয়া রহস্যভেদ করিতে এবং মূল সূত্র-(principles) গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞান এইরূপ কোন চেষ্টা করেন নাই। পদার্থবিজ্ঞান শুধু পদার্থ যতটুকু পর্যন্ত মনকে স্পর্শ করিয়াছে ততটুকুই অগ্রসর হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানি যে পদার্থের সংস্পর্শে, যোগ অথবা বিকাশে মন কার্য করে। অপর দিকে সমস্ত নৈসর্গিক ক্রিয়াই (normal process) মনোবিজ্ঞানের (psychology) লক্ষ্য। মনোবিজ্ঞান বস্তু ও মনের পারস্পারিক সম্বন্ধ এবং ধারণা বা অনুভূতি-(impressions) গ্রহণে বা প্রতিগ্রহণে দেহাঙ্গের সঙ্গে মনের কার্য-বিশ্লেষণেই নিযুক্ত। ইহা দেহযন্ত্রে অনুভূতি-উৎপাদক, স্পন্দন ও তাহাদের সঙ্গে মনের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টাও করে নাই।

বর্তমানে কয়েকটী সত্য নির্ণীত হইয়াছে এবং ইহা সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি ও আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, সম্ভবতঃ মন বস্তু বা পদার্থের উপর নির্ভর না করিয়া টিঁকিতে পারে। ইহার প্রকাশ বস্তুসাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া সম্ভবতঃ বস্তু-সাপেক্ষ নহে বা সম্পূর্ণভাবে ভৌত করণের (material organs) উপরে নির্ভর করে না। পদার্থের পরিবর্তে etherকে বাহন (vehicle) করিয়াও মন দাঁড়াইতে পারে ; কিন্তু তাহা আমাদের ঐহিক বোধাতীত।

যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের সত্যতা-সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য-নির্ণয় আবশ্যক। এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে পরিচিত বাহ্য জগতের অনেক বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়। দেহ-যন্ত্রের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নির্ণয় করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে দেহ নশ্বর, এই নশ্বর দেহের সঙ্গে মনের ক্ষয় হয় না। মন স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদের সম্মুখে ইহা ধ্রুব সত্যরূপে প্রতিভাত। বস্তুর সঙ্গে মনের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করা সাধারণের দুর্বোধ্য ; বাহ্যতঃ ইহারা অস্বাভাবিক মানসরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে —ইহাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

অতি প্রাচীন কালেও এই তথ্য বিভিন্ন মনীষী অবগত ছিলেন — তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শত বর্ষের মধ্যেও দুই একজন মনীষী ভ্রান্ত সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী না হইয়া এই তথ্য-নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া অনেক তথ্য ও উদাহরণ-সংগ্রহ করা হইয়াছে। ১৮৮২ খ্রী° ইহার বিশেষ গবেষণার জন্য লণ্ডন নগরে একটী নূতন সমিতি গঠিত হয়— তাহার নাম 'The Society for Psychical Research (S. P. R.)। এই সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। এই সমিতি ইউরোপের বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ দ্বারা পরিচালিত। William Crookes, Sir Oliver Lodge, W. F. Barret, Charles Ricket, Sir A. J. Balfour প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এবং Henry Sigwick, Andrew Lang প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিগণ এই সমিতির সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সমিতি ৩২ খণ্ড কর্মপদ্ধতি (proceedings) এবং ২০ সংখ্যা পত্রিকা

(Journal) প্রকাশ করে। ১৮৯৩ খ্রী' স্যর এ. জে. ব্যালফোর ইহার সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের এক স্থলে বলিয়াছেন—'ইহা শুধু ধারণা বা অনুমান নহে; ইহা নির্ধারিত সত্য যে, দৃশ্য বিশ্বজগতে এত সব জিনিস রহিয়াছে যাহা আমাদের বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব স্বপ্নেও এ যাবৎ ধারণা করে নাই। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অগ্রদূত এবং সত্যে পৌঁছিতে যাঁহারা অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা এবং কার্য-পদ্ধতির বর্ণনা এই স্থলে সম্ভব নহে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল বিষয় (main phenomena) বর্ণনাকালে তাঁহাদের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষীভূত অনুভূতির আলোচনা যথাস্থানে করিবার প্রয়োজন হইতেছে। যে পর্যন্ত এই সকল প্রত্যক্ষ-অনুভূতির (phenomena) সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত মতদ্বৈততা রহিয়াছে, সেই পর্যন্ত কোন মতবাদ গ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে। আমাদিগকে বিশেষ ভাবে পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের প্রধান কর্তব্য এই যে সাধারণে সুপরিচিত এবং প্রত্যক্ষীভূত যে সকল বিষয় (phenomena) রহিয়াছে সেইগুলির চুম্বক গ্রহণ করিয়া এই সকল আশ্চর্য অর্থাৎ অননুভূত, অপূর্বপরিজ্ঞাত, অস্বাভাবিক ঘটনার বিচারসঙ্গত মীমাংসা করিতে হইবে। এইরূপেই আমরা প্রকৃতভাবে বিষয়টী বুঝিতে পারিব। আমরা জানি এবং আশা রাখি বিশ্বে যাহা কিছু রহস্যপূর্ণ রহিয়াছে তাহার যতই আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করিব, ততই আমাদের তাহা বুঝিতে সহজ হইবে।'

লণ্ডনের অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সমিতির অগ্রদূতগণের প্রথম আবিষ্কার বিশেষভাবে ফলপ্রসূ ও আশাপ্রদ হইয়াছিল। তাঁহারা ইচ্ছাশক্তির চালনা দ্বারা দূরস্থিত অপর ব্যক্তির মনোভাব জানিবার পন্থা বা শক্তি আবিষ্কার করেন। ইহাতে পরচিত্ত-জ্ঞানের টেলিপ্যাথীর (telephathy) জন্ম হইল। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ইহাতে কোন বস্তু-সাপেক্ষ না হইয়া মন কার্য করিতে পারে বা বিচরণ করিতে পারে। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চিন্তার আদান প্রদান ইহাতে সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রথমে সমিতির একই কক্ষে বসিয়া বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পরীক্ষা চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহারা ধীরে ধীরে টেলিপ্যাথীর দূরত্ব বাড়াইতে লাগিলেন। এই পরীক্ষিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যে সকল পরীক্ষা চালাইয়াছেন—তাহার বর্ণনা বিরক্তিকর হইতে পারে, কিন্তু দেহ হইতে মনের স্বতন্ত্র স্বাধীনতার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে ধীরভাবে সেই গুলির অনুসরণ করাই কর্তব্য।

চিন্তা-পরিচালনার অনেকগুলি পরীক্ষামূলক চিত্র আমরা বিস্তারিতভাবে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতির কার্যপদ্ধতিতে দেখিতে পাই। ইহাতে অঙ্কনের সাহায্যে বিষয়টীকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, যিনি চিন্তা-পরিচালনা করিতেন (agent), তিনি কাগজ বা কোন কিছুতে কোনরূপ অঙ্কন করিতেন, যিনি চিন্তাচালনা গ্রহণ করিতেন (percipient) তিনি পূর্ব হইতেই চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতেন (বা তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইত) তিনি চিন্তা পরিচালনকারীর অঙ্কন না দেখিয়াই অঙ্কন করিতে পারিতেন।

চিন্তাচালনা (telepathy) — প্রথমে এজেণ্ট বা চিন্তাপরিচালক কোন কিছু চিন্তা করে অথবা কোন কিছু অঙ্কন করে এবং তাহার উপরে আপনার চিন্তা একাগ্রভাবে স্থাপন করে; অপর ব্যক্তি যিনি এই চিন্তাধারা গ্রহণ করিবেন তিনি প্রথমতঃ মন যতদূর সম্ভব শূন্য করিবেন — তারপর ক্ষণকাল পরে যাহা কিছুই মনে আসুক না কেন তাহা বর্ণনা করিবেন বা অঙ্কন করিবেন।

অধুনা অধ্যাপক গিলবার্ট মারে (Gilbert Murray) আপনার পরিবারের মধ্যে যে সকল কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি কোনরূপ অঙ্কন বা দৃশ্যবস্তুর উপরে পরীক্ষণ চালান নাই। তিনি যে চিন্তাধারা-চালনায় কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সমিতির কার্যপদ্ধতি হইতে উদ্ধৃত হইল।

এক জন নীরবে মনে মনে চিন্তা করিল—

'লিভারপুর স্ট্রীটের প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া যে ট্রেন এই মাত্র ছাড়িয়াছিল, তাহা ধরিবার জন্য অলিস্টার এবং ম্যাকডোনাল্ড দৌড়াইতেছে।'

একটু থামিয়া চিন্তাগ্রহণকারী জোরে বলিল—

'একটা রেলওয়ে স্টেশনের বিষয় কিছু মনে হইতেছে। আমার মনে হইতেছে খুব বড় একটা রেলওয়ে স্টেশনে অত্যন্ত জনতা এবং তাহার মধ্যে দুইটী ছোট বালক দৌড়াইতেছে।' অপর দৃষ্টান্ত—

এজেণ্ট চিন্তা করিল—

'আমাদের সঙ্গে বেলজিয়ামের ব্যারন Savanavilla-র ট্রেন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বালুকাভূমিতে হাঁটিতে দেখা গেল—নূতন ট্রেন আসিতেছে।'

চিন্তাগ্রহণকারী বলিলেন—

'একটা লোক ট্রেন হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি জানিনা সে অপর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে কি না? আমার মনে হয় এই স্থান শুষ্ক উত্তপ্ত ভূমি — আমার মনে হয় লোকটার গোঁফ মোমদ্বারা মাজিত—লোকটা বিদেশী। আর কোন ধারণাই আমার মনে হয় না।'

বিশেষ কৌতূহলপ্রদ আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

এজেণ্ট চিন্তা করিল—

'স্ট্রিনবুর্গের গল্পের একটী দৃশ্য। একটী Light-house এ একটী পুরুষ ভূমিতলে শায়িত এবং একটী স্ত্রীলোক তাহার উপরে ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতেছে এবং মনে করিতেছে যে সে মৃত।'

চিন্তাগ্রহণকারীর অনুমান—

'একটী ভয়ঙ্কর ঘটনা—ঘৃণা এবং অস্বস্তিপূর্ণ, ইহা প্রকৃত ঘটনা নহে। ইহা একটী পুস্তকলিখিত ঘটনা। এই বই আমি

পড়ি নাই। ইহা রুসিয় বা ইতালিয় নহে, কিন্তু বৈদেশিক। আমি উহা ঠিক করিতে পারিতেছি না, এই স্থানে একটী গোলাকার বুরুজ (tower-house) রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী পুরুষ এবং একটী স্ত্রীলোক রহিয়াছে। কিন্তু ইহা Maeterlinckএর নহে, তাহার মতও নহে। আমি অনুমান করি ইহা স্টিনবুর্গের। স্ত্রীলোকটী পুরুষটীকে ঘৃণা করে, তাহার উপরে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—মনে করিতেছে সে মৃত।'

এই সকল পরীক্ষণমূলক কার্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে আমাদিগকে কয়েকটী অনুমানকে বিশ্বাস করিতে হয়। ইহা হয় একের মস্তিষ্ক অপরের উপর কার্য করে—এই কার্য বা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ether-এর উর্মি-মালার (waves) মধ্য দিয়া চালিত হয়, অথবা ইহা সম্পূর্ণভাবে একটী অধ্যাত্ম-বিষয়। ইহা কোনরূপ বস্তুসাপেক্ষ না হইয়া প্রমাণ করিতেছে—মন অপরের মনের উপর ক্রিয়া করিতে পারে বা যোগসূত্র-স্থাপন করিতে পারে। আর একটী অনুমান এই যে কোন তৃতীয় বোধশক্তি (intelligence) আমাদের অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে কাজ করিতেছে। এই তৃতীয় ব্যক্তিই একজনের মনের খবর আর একজনের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়; অর্থাৎ 'রাম' নামক ব্যক্তির মনের কথা 'শ্যাম' নামক ব্যক্তির মনে 'যদু' নামক ব্যক্তি পৌঁছাইয়া দেয়। এই যদুকে আমরা দেখিতে পাই না—ইহা লোকচক্ষুর অতীত।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা অতি সহজসাধ্য পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা ইহার সত্য-নির্ণয় করা যায়। গৃহীত সত্যগুলি বিজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে মনের এই যোগসূত্র-স্থাপন মানুষ আদিম উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্ত হইয়াছে। পরীক্ষামূলক পরচিত্তজ্ঞান (experimental telephathy) বিশেষভাবে উন্নত হওয়ার পর ইতিহাসে ও গল্পে যে অসংখ্য প্রেতযোনির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তাহারও ফল জানা গিয়াছে। ইহাও জানা গিয়াছে কোনরূপ চিন্তা না করিলেও অনেক সময় আপনা আপনি (spontaneously) দূরস্থ বা নিকটস্থ কোন আত্মীয় বা ব্যক্তির মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা কোনরূপ ঘটনা মনে প্রতিফলিত হয়, যাহা পরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তিরও অপচ্ছায়ার আবির্ভাব অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপার স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু পরীক্ষণমূলক পরচিত্তজ্ঞানের সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে। টেলিপ্যাথীতে প্রবল ইচ্ছাশক্তিই কার্য করিয়া থাকে। ইহাতে যে দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ক্রিয়া চলে তাহাদের মন সচেতন (conscious) থাকে। কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপারে কর্তার (agent) অজ্ঞাতসারেই চিন্তাগ্রহণকারীর (percipient) মনে ইহা প্রতিফলিত হইতে পারে। মনে করুন কোন ব্যক্তি (agent) সমুদ্র মধ্যে জাহাজধ্বংসে বিপদে পড়িয়াছে অথবা জাহাজে আগুন লাগিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার মনের অবস্থা এত উপরে উঠে যে ইহাতে কোন দূরস্থ বন্ধু বা আত্মীয়ের মনে ইহা হঠাৎ প্রতিভাত হইতে পারে। ইহাতে একটী বিষয় লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। এই স্থলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কোনরূপ পরীক্ষণমূলক টেলিপ্যাথীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছে না অথবা তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তবে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া স্বতঃই কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে স্মরণ করিতে পারে। ইহাই তাহার অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতে কোন সুপ্ত মানসিক শক্তি জাগিয়া উঠে এবং তাহার বন্ধু বা আত্মীয়ের মনে এই বিপদের দৃশ্য পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিতে পারে অথবা সেই ব্যক্তি হঠাৎ ইহা কোন দৈববাণীর মত শুনিতে পারে। এই স্থানে স্বয়ংসিদ্ধ টেলিপ্যাথী উভয়ের অজ্ঞাতে হইয়া যায়।

একজন সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে একটী যুবকের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। যুবকটী একদিন দূর হইতে তাহার কাছে আসিবার সময় পথিমধ্যে বজ্রপতনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময় উক্ত কর্মচারী নিজ শিবিরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দেখিলেন যুবকটী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কিন্তু পরে সন্ধ্যায় সময় জানিতে পারিলেন যে, তিনি যুবকটীকে যে সময় দেখিয়াছেন, ঠিক সেই সময় যুবকটী পথিমধ্যে মারা গিয়াছে; অথচ তাঁহার ভুল হইবার কোন কারণ ছিল না।—Journal of the S. P. R. 1919.

এইরূপ বহু ঘটনা অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের জীবনচরিতেও লিখিয়া গিয়াছেন।

বহু দূর হইতেও অনেকে অন্যের কথা শুনিতে পান; এমন কি এক দেশ হইতে অন্য দেশে এইরূপ শব্দের কথা শুনিতে পাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। এই সমস্ত ঘটনাকে শ্রবণ-শক্তির অসামান্য ক্ষমতা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহাকে সমজাতীয় আত্মার (kindred souls) যোগক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

এইরূপ গল্প জানে না এমন পরিবার অতি বিরল। এই রূপ অপচ্ছায়া (phantom), দৃশ্য বা মানুষ ও জীব-জন্তুর দর্শন যে হঠাৎ ঘটে, প্রকৃতপক্ষে ইহা বাস্তব (physical) নহে, ইহা সম্পূর্ণভাবে মানসিক ব্যাপার। তখন মনের এমন ক্ষমতা জন্মে যে প্রকৃত ঘটনা পূর্ণমাত্রায় মনে প্রতিফলিত হইতে পারে। হঠাৎ ব্যক্তিবিশেষের মূর্তি দেখা বা তাহার সঙ্গে কথা বলাও মানসিক ব্যাপার, প্রকৃতপক্ষে কেহ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় না।

এইরূপ অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং এই গুলি পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্তৃক বিশেষ ভাবে আলোচিত এবং সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। টেলিপ্যাথীর সাহায্য ব্যতীত ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তাহা আলোচনার দ্বারা দেখা প্রয়োজন। কারণ টেলিপ্যাথী আশু সন্দেহ

দূর করে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে ইহা সত্য তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

একটী অপচ্ছায়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কোন মহিলার পুত্র প্রশান্ত মহাসাগরে কর্মব্যপদেশে নাবিক হইয়া গিয়াছে। মহিলা একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের অপচ্ছায়া সিক্ত-বস্ত্রে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। এই ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ইহার ছয়মাস পরে পুত্র সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিল। তখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে, মহিলা যেদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই দিন সে সমুদ্রে ডুবিয়াছিল বটে, কিন্তু অনেক কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

মিসেস্ আর্থার সেভার্ন (Mrs. Arthur Severn) নিদ্রিত অবস্থায় একদিন মুখে আঘাত পাইয়াছেন মনে করিয়া জাগিয়া উঠেন; ঠিক সেই সময়ে তাঁহার স্বামী Lake Coniston এ নৌকাবিহার করিবার সময়ে সত্য সত্যই নৌকার হাল ঝুলান চাকাদ্বারা মুখে আঘাত পান। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

মৃতের অপচ্ছায়ার আবির্ভাব — শুধু যে জীবন্ত মানুষের অপচ্ছায়া দেখা যায় তাহা নহে, মৃতের অপচ্ছায়া দেখারও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। টেলিপ্যাথীর দ্বারা ইহা সম্ভব হয় কি না তাহা বিবেচ্য। অনেকে মনে করেন মৃতের নিকট হইতেও টেলিপ্যাথী হইয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থাদিতেও মৃত ব্যক্তির আবির্ভাবের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা স্থানে স্থানে ভূত, প্রেত বা প্রেতাত্মার উপদ্রবের কথা শুনিতে পাই। এইরূপ উপদ্রুত স্থান বা গৃহ বিরল নহে। সেই সকল উপদ্রুত অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়ার কথাও শোনা যায়; এমন কি যদি কোন ব্যক্তি এই সম্বন্ধে কোন কিছু না জানিয়াও নির্দিষ্ট সময়ে দৈবাৎ সেই সকল উপদ্রুত স্থানে যায়, তাহা হইলেও সে প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকে, ইহা বহুবার শোনা গিয়াছে।

নির্দিষ্ট স্থানে এই সকল প্রেতাত্মার উপদ্রবের কাহিনী বিশেষভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মানসিক বিকারে অথবা মানসিক অশিষ্ট অবস্থায় প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে বস্তুসাপেক্ষ (objective) এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, যাহা শুধু মানস-জগতে আবদ্ধ রাখা চলে না। প্রেতাত্মার গল্পাবলীর প্রায় সকলগুলিই এক ধরণের।

যদি এইরূপ কোন প্রেতাত্মার গল্প সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে ইহার বিচারসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে কিনা তাহাও দেখা দরকার। এক্ষেত্রে দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কথাই প্রধানতঃ বিচার্য বিষয়। মন দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারে কিনা তাহা আমাদিগকে স্বতঃই সন্দেহের পথে চালিত করে। আমাদের মনে হয়, দু' একটী ক্ষেত্রে মনের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আমরা অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি।

অতীন্দ্রিয় বিষয়-দর্শনের শক্তি বা দিব্য-দর্শন (clairvoyance or lucidity) —কোন ব্যক্তিকে মধ্যগ (medium) করিয়া সেই ব্যক্তিতে কোন আত্মার আবির্ভাব করাইবার যে প্রথা আছে, তাহাতে দেখা যায় আবিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অন্যের মনের কথা এবং অনেক জটিল বিষয়ও বলিতে বা মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়। টেলিপ্যাথীর সাহায্যে এ সকল বিষয় ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে শীলমোহরাঙ্কিত আবরণের মধ্যে কি আছে তাহা নিশ্চিতরূপে বলিয়া দিতে পারা যায়। এরূপ দেখা গিয়াছে যে কোন অঙ্গদ্বারা স্পর্শ করিয়া বন্ধ পুস্তকের যে কোন অংশ পাঠ করিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন, যে অঙ্গদ্বারা জিনিসটী স্পর্শ করা হইল সেই সময়ে সেই অঙ্গ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। এই বিষয় এত জটিল যে ইহার কোনরূপ যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব; সুতরাং আমরা ইহাকে অতীন্দ্রিয় বিষয়দর্শন বা দিব্যদর্শন বলিতে পারি। কারণ চক্ষুই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়, কিন্তু আবদ্ধ অজ্ঞাত পুস্তক সম্পূর্ণ বন্ধ না থাকিলেও চক্ষুর সাহায্য না লইয়া যদি আমরা তাহা পাঠ করি, তবে তাহা অতীন্দ্রিয় বিষয়-দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকপ্রবর কান্ট (Kant) তাঁহার নিজ জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। স্টকহলম্ হইতে দুই শত মাইল দূরবর্তী সুইডেনবার্গে এক ভোজ-সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তিনি মনে মনে জানিতে পারেন যে স্টকহলমে আগুন লাগিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজ-সভা ত্যাগ করেন এবং দু'এক ঘণ্টা অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকেন; তাহার পর তাঁহাকে নিরুদ্বিগ্ন দেখা যায়। তখন তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন যে অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, তাঁহার গৃহের অতি নিকট পর্যন্ত অগ্নি অগ্রসর হইয়াছিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই তাঁহার গৃহটী পর্যন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইত। ইহার দুই এক দিন পরে এই বিষয়টী সত্য বলিয়া জানা যায়।

সাধারণতঃ (ইউরোপে) উক্ত পুস্তক-সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় বাইবেলের কোন অধ্যায় বা পৃষ্ঠাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহা স্মরণশক্তির সাহায্যে বলা যাইতে পারে। কিন্তু না দেখিয়া নির্দিষ্ট অধ্যায় ও পৃষ্ঠা বলিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রকৃত দিব্যদর্শনের (clairvoyance এর) সঙ্গে টেলিপ্যাথীর পার্থক্য অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্বের জ্ঞান থাকে, তবে টেলিপ্যাথীই ইহার সম্ভাব্য মীমাংসা করিতে পারে। কোন জিনিসসম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান যদি না থাকে, তবে কোন আবিষ্ট মধ্যগের পক্ষে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্ভব হয়। অপর দিকে যদি কোন মৃত ব্যক্তির কোন গুপ্ত দ্রব্য-সম্বন্ধে জানা থাকে তবে তাহার নিকট

হইতে সেই গুপ্ত দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে। মোটের উপর আহূত আত্মা যে বিষয় জানে না অথবা মৃত্যুর পূর্বে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহা অনেক সময়ে বলিতে পারে না। শীলমোহরদ্বারা আবদ্ধ আবরণের মধ্যস্থ জিনিস-সম্বন্ধে পরীক্ষার বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক E. F. Benson তাঁহার 'Up and Down' নামক উপন্যাসে কোন প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ F. W. H. Myers তাঁহার মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পূর্বে একটী স্বরচিত ছত্র (sentence) লিখিয়া Sir Oliver Lodgeএর নিকট দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাহা উল্লেখ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মনোমিতি — (psychometry)— মানস-শক্তির সাহায্যে আবদ্ধ পুস্তকের অথবা লিপির পাঠোল্লেখ করা যায়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। কাহারও মৃত্যুর পর যে লেখা প্রকাশিত হইয়াছে অথবা যাহা লিখিত হইয়াছে মৃতব্যক্তির আত্মা তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারে। প্রেতাত্মাদ্বারা উপদ্রুত অঞ্চল অথবা গৃহসম্বন্ধে বলা হয় যে, কোন গৃহে যে সকল ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সেই ঘটনার লিপিবদ্ধ-অবস্থা (record) অলক্ষ্য ছায়াচিত্রের মত সেই স্থানে থাকিয়া যায়। পরে ইহা তীক্ষ্ণ অধ্যাত্মসম্পন্ন ব্যক্তির মনে স্বপ্নের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যাহারা স্বচক্ষে প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া থাকে, তাহারা সেই ঘটনার দৃশ্য দেখিতে পারে। George du Maurier এর 'Peter Ibbetson' নামক গল্পে এই সম্বন্ধে বিশেষ একটী আশ্চর্যজনক ঘটনা বিবৃত আছে।

জড়দেহধারণ — (materialisation) —আধিভৌতিক ঘটনা-সম্বন্ধে অপর একটী অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। ইহাদ্বারা ধারণা করা হয় যে বস্তু মনঃসাপেক্ষ না হইয়াও যেমন কার্য করিতে পারে, মনও তেমনি বস্তুসাপেক্ষ না হইয়া কার্য করিতে পারে এবং জড়দেহ-বিশিষ্ট মধ্যগ (physical medium) হইতে মন এমন এক জৈব পদার্থ (organic material) নিঃসারণ করিয়া লইতে পারে যাহার দ্বারা সেই মধ্যগ বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ অনন্যসাধারণ ব্যাপার-সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, জগতের সুপ্রসিদ্ধ দেহতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা করিতে বিশেষ ক্ষমতা, ধৈর্য ও কয়েকজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা বিশেষ শক্ত; বিশেষতঃ ইহা নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী করিতে হয় এবং সকল সময়ে পরীক্ষার সমস্ত সুযোগও পাওয়া যায় না।

সৌভাগ্যবশতঃ অতীত সময়ে শক্তিশালী মধ্যগ এবং উপযুক্ত পর্যবেক্ষণকারী দ্বারা এই ব্যাপার পরীক্ষার অনেকগুলি সুযোগ ঘটিয়াছে এবং তাহার বিবরণও যথারীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্তমানেও অনেকে এইরূপ জড়-দেহ-ধারণ ব্যাপার (materialisation) পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মন ক্ষণিকের জন্য জড়দেহ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে মূর্তি-পরিগ্রহ করিতে পারে, ইহা দেখা যায়। কখনও কখনও ইহার ফটোগ্রাফ পর্যন্ত তোলা যায়।

জড়দেহ হইতে যে পদার্থ নিঃসারণ করিয়া লইয়া 'মন' মূর্তিপরিগ্রহ করে, সেই পদার্থ অত্যন্ত গতিশীল এবং ইহা যে কোন বস্তুকে অতি দ্রুত চালিত করিতে পারে। ইহা দ্বারাই 'telekinesis' অর্থাৎ বাহ্য বা স্বাভাবিক সংস্রব ব্যতিরেকেও কোন বস্তুকে গতিশীল করা সম্ভব হয়।

জড়দেহধারণের এই সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে প্রেতাত্মা-সম্বন্ধেও আংশিক মীমাংসা হইয়া যায়।

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন অধ্যাত্মবিজ্ঞান-বিদ্ এই ব্যাপার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া এক নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; এইরূপ মূর্তিপরিগ্রহ ব্যাপারে তাঁহারা 'আত্মা' বা 'অপচ্ছায়া'-সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস অভিভূত বা আবিষ্ট অবস্থায় (hypnotic stateএ) মধ্যগব্যক্তির অঙ্গেরই কোন বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। ইহার বিশদ বর্ণনা করা সুকঠিন। তাঁহারা মনে করেন এইরূপ আবিষ্ট অবস্থায় দেহ হইতে যে তরল সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ বা জৈবনিক স্তর (ectoplasm) বাহির হইয়া যায়, সেইগুলি সজ্জিত হইয়া এই মূর্তিপরিগ্রহ করে।

'প্রেতলিপি' যন্ত্র-(psychograph) সম্বন্ধে বর্তমানে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। কোন কোন মধ্যগ ব্যক্তি এরূপ ক্ষমতাশালী যে তাহারা ফটোগ্রাফের প্রক্রিয়াকে (Photo-graphic process) প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কখন কখন কোন বিপত্নীক অথবা শোকাতুর পিতামাতার ফটো তুলিবার সময় তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তৎসহ তাঁহাদের মৃত পত্নী বা পুত্রের ছায়ামূর্তিরও ফটো উঠিয়া যায়। এইরূপ ছায়ামূর্তি ফটোগ্রহণের সময় ক্যামেরার মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম ফলকের (plate) উপর ছায়াপাত করে কিনা অথবা এই ক্যামেরার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব গ্রহণক্ষম ফলকের উপর স্বতঃই প্রতিফলিত হয়, ইহা আজও পর্যন্ত নিশ্চিত জানা যায় নাই।

ইতঃপূর্বেই মনের স্বাতন্ত্র্য এবং জড়দেহ-ধারণের ক্ষমতার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই জড়দেহধারণের প্রাথমিক স্তরস্বরূপ আর একটী কৌতূহলপ্রদ বিষয় লক্ষিত হয়। ইহা উহার লিখিবার অথবা কথা বলিবার ক্ষমতা-বিশেষ। স্বতোলিখন বা স্বয়ংসিদ্ধ লিখনের (automatic writing-এর) কথা সকলেই জানেন। এক জন সাধারণ লোক আবিষ্ট অবস্থায় অনিচ্ছায় কলমের সাহায্যে লিখিয়া যায়, তখন তাহার নিজের ইচ্ছাশক্তি কার্যকরী থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-ব্যাপার। ইহাতে লেখকের হস্তচালনার কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ ইহা আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র।

বিশেষতঃ যতক্ষণ এই আবিষ্ট অবস্থা থাকে, ততক্ষণই কলম চলিয়া থাকে। এমনও মধ্যগ ব্যক্তির কথা শোনা গিয়াছে, যাহারা সম্মুখে কলম রাখিয়া তাহা স্পর্শ না করিয়াই চালাইতে পারেন ; আবার অন্যের উপস্থিতিতেও অলক্ষ্য বা শূন্যমণ্ডল হইতে কথা শুনাইতে পারেন। ইহা অতি দৈব ব্যাপার ; কিন্তু কোন ব্যক্তি-বিশেষের মুখ দিয়া আবিষ্ট অবস্থায় যে উত্তর বা কথা বাহির হয় অথবা সে যাহা লেখে তাহারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভূগর্ভে খনিজপদার্থ অথবা উৎসের অবস্থিতি অনেকে দণ্ড-বিশেষের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে। ইহাও অধ্যাত্ম - ব্যাপারের সম্পূর্ণ কাছাকাছি ব্যাপারবিশেষ। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বংশ-পরম্পরাক্রমে অনেকে ইহার ব্যবহার জানে। ইহা দৈবী শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। এই দণ্ডের সাহায্যে জলে স্থলে সর্বত্রই যাদুবিদ্যার ন্যায় ভূগর্ভস্থ ধাতুদ্রব্য বা উৎস প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

দৈবভ্রমণ (travelling clairvoyance) —দেহ হইতে মন অনেক সময় সজ্ঞান অবস্থায় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করে ; সাধারণতঃ শরীরের দুর্বল অবস্থায় অথবা মৃতকল্প অবস্থা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার সময় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অস্ত্রোপচার-বিদ্যার (surgeryর) সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক Sir Alexander Ogerston. LL.D. তাঁহার 'Reminiscences of Three Campaigns' নামক গ্রন্থে আফ্রিকায় তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে তাঁহার টাইফয়েড জ্বর হয়। তখন তিনি প্রায়ই অনুভব করিতেন যে তিনি যেন দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন। এই সময়ে তাঁহার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইত এবং আবার দেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াও মনে হইত। উপর্যুপরি কয়েকদিন এইরূপ ঘটনা ঘটে। তারপর যতই তাঁহার শরীর নীরোগঅবস্থা লাভ করিতে থাকে ততই তাঁহার দেহ হইতে নিজের বাহির হইয়া যাওয়ার অনুভূতি হ্রাস হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তাঁহার অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল—

'দেহ ত্যাগ করিয়া ভ্রমণের সময় আমার এক আশ্চর্য জ্ঞান হইত যেন আমি ঘরের দেওয়ালের মধ্য দিয়াও দেখিতে পাইতাম ; যদিও আমি স্পষ্টই জানিতাম দেওয়ালগুলি যথাস্থানে রহিয়াছে, তথাপি আমার কাছে সমস্ত জিনিসই স্বচ্ছ (transparent) বলিয়া মনে হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে আমি এক হতভাগ্য R. A. M. C. Surgeonকে দেখিয়াছিলাম, সে হাস-পাতালে অন্য অংশে ছিল ; সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া চীৎকার করিত এবং মারাও যায়। আমার বোধ হইয়াছিল লোকেরা তাহার শব আচ্ছাদন করিল, অনাবৃত পদে ধীরে ধীরে শান্তভাবে গোপনে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, যেন সে মারা গিয়াছে তাহা আমরা কেহ জানিতে না পারি। পরদিন তাহাকে সমাধিস্থলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তারপর যখন আমি শুশ্রূষাকারিণীদিগের নিকট এই ঘটনার কথা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তাহারা ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া আমাকে জানাইয়াছিল ; আমি কিন্তু সেই হতভাগ্য ব্যক্তির নামও কখন জানিতাম না।'

উপরি উক্ত ঘটনার অনুরূপ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বাঁচিয়া উঠিয়াও অনেকে সেই সময়ের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অবস্থায় দেহের সঙ্গে এক প্রকার যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকা যায়, সেই সূত্র ছিন্ন হইলে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হইয়া উঠে (তুং-J. A. Hill : Man is a Spirit, ch. iv.) এই অবস্থায় দেহে ফিরিয়া আসিতে অবশ্য অনেকে চায় না, সেই স্বাধীন, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ অবস্থা ছাড়িয়া কে এই জরাক্লিষ্ট দেহে ফিরিয়া আসিতে চায়? তথাপি মনে হয় দেহের সঙ্গে মনের সংসর্গেরও হেতু আছে। এই দৈব-ভ্রমণে শরীর হইতে মন (intelligence) বাহির হইয়া যায় এবং দূরে বা যেখানে যায় সেই স্থানে কি ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহাতে মন যে দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন কোন স্থলে এঅবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথক্ অবয়বও ধারণ করিতে পারে। মন যখন দূরস্থ ব্যক্তির কাছে এরূপ অবস্থায় যায়, তখন সেই ব্যক্তিও তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পায় ; এবং উভয়েই বস্তুসাপেক্ষ না হইয়াও সাক্ষাৎ-লাভ করে। এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

পারস্পরিক টেলিপ্যাথী (reciprocal telepathy)র বিশেষ পরিণত অবস্থায় এইরূপ যুগ্ম দৈব প্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে। কিন্তু এমন সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে টেলিপ্যাথীদ্বারা সেগুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। দেখা গিয়াছে যে, অপ্রত্যক্ষভাবে এক স্থানের জিনিস অন্য স্থানে চলিয়া যায় ; আবার দূরস্থিত জিনিসও নিকটস্থ হয়। এমন কি বদ্ধ গৃহমধ্যে অপ্রত্যাশিত জড়পদার্থ আসিতেও দেখা গিয়াছে। জীবন্ত কপোত, চীনদেশীয় অশ্বমূর্তি, অথবা দুষ্প্রাপ মিশরীয় ঐতিহাসিক চিহ্নাদি পর্যন্ত ইংলণ্ডের কোন বদ্ধ কক্ষে বসিয়া দৈবভাবে পাওয়া গিয়াছিল ; অথচ এগুলি তথায় ছিল না বা কাহারও লইয়া আসা সম্ভব হয় নাই।

এই সকল ব্যাপার অনেক সময় ঐন্দ্র-জালিক মায়াদ্বারাও সাধিত হয় অর্থাৎ ইহাতে চাতুরীও থাকিতে পারে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে এইরূপ মায়াদ্বারা কখনও অন্যকে স্তম্ভিত করা যায় কিনা ; অবশ্য এমন এক সময় আসে যখন বাজিকরের কথাও সত্য বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রতারণা-দ্বারা অনেকে অর্থোপার্জন করে। তাহারা অনেক সময় সন্দেহের অতীত ভাবেও ইহা সম্পন্ন করে। এ সকল আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। টেলিপ্যাথী বা পর-চিত্তজ্ঞান, অপ্রত্যক্ষদর্শন ক্ষমতা এবং মিডিয়ম-কর্তৃক অজ্ঞান বা আবিষ্টভাবে

নির্দিষ্ট মৃত ব্যক্তির লেখা বা উত্তরের অনুকরণের বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে।

সমাধি এবং সম্মোহিত অবস্থা (hypnotic state) এক নহে; উভয়েরই কয়েকটা অবস্থাভেদ আছে। যে ব্যক্তি সম্মোহন করে সম্মোহিত অবস্থায় অপর ব্যক্তি তাহারই ইচ্ছানুরূপ কার্য করে; কিন্তু সমাধি-(trance) অবস্থায় হয় সে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত, অথবা ইহা এমন কোন চৈতন্যশক্তি যাহা এক সময়ে জড়জগতে বর্তমান ছিল কিন্তু অধুনা এই মিডিয়মকে আশ্রয় করিয়া তাহার বর্তমান অস্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করে এবং তাহার পূর্ব পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা জানায়। এইরূপ অবস্থা শুধু 'মৃতের নিকট হইতে টেলিপ্যাথী' ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য দেখা যায় মৃত ব্যক্তি যাহা জানিত তাহারই উত্তর দেয়। এইরূপ টেলিপ্যাথীর দ্বারা অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। এক সময় হল্যাণ্ড-দেশীয় রাজদূত (Dutch ambassador) M. Marteville-এর গৃহে একটা গুপ্ত ড্রয়ারের মধ্যে সেই পরিবারের বিশেষ প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি ছিল। কিন্তু সেই ড্রয়ার কোথায় আছে তাহা কেহই জানিত না এবং তাঁহার বিধবা সে দলিলগুলি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তখন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ্ ও অধ্যাত্মবাদী Swedenborg মৃত রাজদূতকে মিডিয়মের সাহায্যে আনয়ন করিয়া তাহা জানিয়া লন। যখন তিনি ঐ রাজদূতের বাটীতে এ সংবাদ লইয়া উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট স্থান হইতে দলিলগুলি বাহির করেন তখন সাক্ষ্যস্বরূপ অনেকে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না (Kant: Traume eines Geisterschers)।

কখনও কখনও পরলোকবাসী আসিয়া নিজের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা জানায়; সে যে বিষয়ের প্রতীকার করিতে অসমর্থ সেই সকল বিষয়ের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানায়। একজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়, তাহার ঝুলির (kit) মধ্যে অনেক দরকারী গোপনীয় চিঠিপত্রাদি ছিল; এই চিঠিপত্রাদি তাহার পরিবারের লোকেরা দেখিতে পাইলে বিশেষ অনর্থ ঘটিবারও সম্ভাবনা ছিল; সৈনিক মৃত্যুর পর মূর্ত হইয়া এক অপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট এই বিষয়টা জানায় এবং তাহার ঝুলি হইতে চিঠি-পত্রাদি বাহির করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে অনুরোধ করে। কিরূপে এই কাজ সম্ভব হইবে তাহা আলোচিত হইলে সে বলিয়া দেয় যে নিজ পরিবারের সহিত বিশেষ সম্পর্কিত এবং বিশ্বাসী এক ব্যক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইবে। তাহার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া মৃতব্যক্তিকে মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুঃখ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এই ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। এমনও দেখা যায় মৃত্যুর পূর্বে মৃতব্যক্তি যাহাদিগকে ভালবাসিত, মৃত্যুর পরও তাহাদিগের প্রতি তাহার ভালবাসা কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। এইরূপ এক মৃত ব্যক্তি তাহার পরিবারের লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার গুপ্ত ভালবাসার কথা এবং বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর কথা জানায়; এবং তাহার প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে তাহার ব্যাগের মধ্যে যে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়াছিল তাহা প্রণয়িনীকে উপহার দিবার জন্য অনুরোধ করে। (Barrett: On the Threshold of the Unseen, 184)।

আবার কোন কোন সুদক্ষ পরলোক-বাসী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রায় একই সময়ে রহস্যপূর্ণ কতকগুলি অসম্বদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ করিয়া থাকে। এই অসম্বদ্ধ বিষয়গুলি হেঁয়ালীর মত মনে হয়; এইগুলির সুসন্নিবেশ করিলেই অর্থ প্রকাশ পায়। এইজন্য ইহার নাম 'cross-correspondence' দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাপার গভীর পাণ্ডিত্যজ্ঞানেরও পরিচয় দিয়া থাকে; অনেক সময়ে বর্তমান পণ্ডিতগণের পক্ষেও ইহা গভীর উপদেশপ্রদ হয়। অনেকে এসকলে কোন অর্থ নাই বলিয়া উড়াইয়া দেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এই দুরূহ ব্যাপার জীবিত কোন ব্যক্তির চিত্ত পাঠের (mind-reading) দ্বারা সংঘটিত হয় অথবা একটা দৈব সংঘটন বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। ইহা যে একটা কোন গভীর নিহিত তত্ত্বের পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাঁহারা বিশেষভাবে সংশয়বাদী (sceptical) তাঁহারাও অবশেষে বিশ্বাস করিয়াছেন যে যতই কেন এবিষয় সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকুক না, একমাত্র মৃত ব্যক্তির দ্বারা ভাবের আদান প্রদান ব্যতীত ইহা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। জোর করিয়া কাহারও এই বিষয়ে বিশ্বাস জন্মান শক্ত। ইহা 'শুনিবার বা বুঝিবার' উপযোগী ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

পরলোকের যে সকল বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে সেই সকল সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্ম-ব্যাপার। সেই সকল বাণী সকলের আয়ত্ত করিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। এইরূপ অধ্যাত্মক্ষমতা আয়ত্তকরণে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাহার প্রাথমিক প্রণালী অতি সহজ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়া অর্থাৎ তাহাকে মধ্যগ (medium) করিয়া আত্মাকে ডাকিয়া আনা হয়। সেই মধ্যগ ব্যক্তিই আবিষ্ট অবস্থায় লিখিয়া অথবা মুখে উত্তর দেয়। কখনও কখনও লেখার পরিবর্তে সম্মুখে যে বর্ণমালা থাকে তাহার কোন শ্রেণীকে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করে; কখনও কখনও পর্দাদ্বারা বর্ণমালা ঢাকিয়া দিতে দেখা গিয়াছে। আবার সুবিধার জন্য অক্ষর-নির্দেশক কঞ্চি (pointer) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাই অজ্ঞাত-বাণী পাঠ করিবার প্রাথমিক উপায়। ইহাদ্বারা নির্দিষ্ট অক্ষরগুলির সংযোগে অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কখনও কখনও বর্ণমালা একে একে বলিতে হয় এবং আবিষ্টব্যক্তি হাত দিয়া সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে আঘাত করিয়া যায়, নির্দিষ্ট অক্ষর পর্যন্ত পৌঁছিলে আঘাত বন্ধ হয়; আবার কখনও বা বর্ণমালা পাঠের সময়ে তাহার অভীপ্সিত অক্ষরে পৌঁছিবামাত্র হাত

দিয়া শব্দ করে; তখনই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল প্রক্রিয়ার পার্থক্য অতি সামান্য; মূলকথা এই যে এরূপে যে সংবাদাদি পাওয়া যায় সেগুলি কতদূর সত্যমূলক এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য কতদূর তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। একই 'আত্মাকে' বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন মধ্যগের দ্বারা ডাকিয়া একই ফল পাওয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। একথাও জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে অনেক সময় নিম্ন শ্রেণীর মধ্যগের সাহায্যে যে সংবাদাদি পাওয়া যায় তাহা একান্ত অর্থহীন এবং মূলতঃ তাহাদেরই স্বপ্নপ্রসূত।

স্বপ্নাবিষ্ট হইয়াও অনেক সময়ে দূরের দৃশ্য ও ঘটনা অবিকল দেখিতে ও জানিতে পারা যায়। আবিষ্ট অবস্থায় অক্ষর-নির্দেশ করিয়া অন্যের মনের কথা প্রকাশ করাও বিশেষভাবে পরীক্ষিত। অনেক সময়ে অলৌকিক ক্ষমতাবলে এই সকল বিষয় নিষ্পন্ন হয়; ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা করা কঠিন। অনেক সময়ে জনসাধারণকে মগ্নচৈতন্য- (sub-conscious) অবস্থায় রাখিয়া ব্যক্তিবিশেষ চাতুর্যসহকারে অন্যকে ভুলাইতে পারে। এই বিষয় এত জটিল যে যাহারা অনভিজ্ঞ অথবা শিক্ষানবিশ তাহারা সহজে ইহা বুঝিতে পারে না।

আমরা মন এবং দেহের সম্পর্ক কতকাংশে বুঝিয়াছি; অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান মন ও দেহের সম্পর্কই বিচার করে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি এবং প্রমাণ পাই যে দেহ হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে এবং দেহ অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য না লইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিবারও কতকটা ক্ষমতা মনের আছে। দেহ নষ্ট হইলে মনের যে অস্তিত্ব থাকিতে পারে, তাহার কতকটা সম্ভাবনাও আমাদের মনে জাগরিত হয়; কারণ মন, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র অথবা স্মৃতি মানুষের দৈহিক অবয়বাদির বিনষ্টের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়না; মস্তিষ্ক অথবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নষ্ট হইলেই যে উপরিউক্ত গুণগুলি নষ্ট হইবে এমন কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। মন অবশ্য দেহধর্মী; সে কোন অঙ্গের সাহায্য ব্যতীত প্রকট হইতে পারে না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অন্য অবস্থায়ও থাকিতে পারে। ইহা যেমন সমধর্মী পরচিত্তে টেলিপ্যাথীর ন্যায় প্রকট হইতে পারে, তেমনই দেহধারণ করিয়াও মূর্ত হইতেও পারে।

এই পার্থিব জগতে মস্তিষ্ক এবং দেহ এই দুইটী উপকরণই আমাদের কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে; এবং নিখিলবিশ্বে ইহারা প্রত্যেক মানুষকে স্বতন্ত্র সত্তা দিয়াছে। আমাদের অবয়বগুলি প্রত্যক্ষভাবে আমাদিগকে অন্যান্য জাগতিক শক্তির ক্রিয়া হইতে রক্ষা করিয়া থাকে নতুবা আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য সুসম্পন্ন করা কঠিন হইত। জগতে এমন কতিপয় ব্যক্তি দেখা যায় যাঁহাদের কাছে বাহ্য দেহ, মস্তিষ্ক অথবা অবয়ব অতি সাধারণ—নগণ্য। যাঁহারা মনের শক্তিতে প্রবল তাঁহারা অতি সহজে অধ্যাত্মজগতের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। তাঁহারাই মিডিয়ম। যখন সাধারণ জগৎ নৈসর্গিক শক্তি-সমূহের ক্রিয়াদি হইতে মুক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হয়, তখনই শান্তিতে তাঁহারা তাঁহাদের শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এইরূপ অধ্যাত্ম-ক্ষমতা সকল যুগেই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ঋষিদের মধ্যে বর্তমান ছিল। কোন বিশেষ সুফললাভের জন্য ধ্যান, ধারণা অথবা সমাধিই আমাদিগকে এই বার্তা আনিয়া দেয়। সবিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মন অনেক উচ্চস্তরে পৌছিয়া যে সমুদয় মূল্যবান্ অনুভূতিলাভ করে তাহা দ্বারা তাঁহারা বহু প্রয়োজনীয় আবিষ্কার, উচ্চাঙ্গের কবিতা, সাহিত্য ও চিত্রাদি রচনা করিয়া থাকেন। সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এইরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারে না, তবে আবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণ উচ্চস্তরের মনের ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে, পরে তাহা ভুলিয়া যায়। তবে তাহাদের এইরূপ আবিষ্ট অবস্থায় প্রাপ্ত উচ্চ অনুপ্রেরণা অনেকে অপরকে তাহারা জানাইয়া দিতে পারে। এইরূপে লব্ধ বাক্যাবলীর বিশেষ কোন আলোচনা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান করে নাই যদিও বহু গ্রন্থে এই সকল ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে; এইরূপে লব্ধ উপদেশগুলিকেই সুইডেনবর্গে ধর্মের ভিত্তি করিয়া লইয়াছেন।

বর্তমানে লৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধে মধ্যগের (medium) ভিতর দিয়া যে সকল কথা উচ্চারিত হয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে সেই সকলের বিশেষ গুরুত্ব না থাকিতে পারে এবং তাহারা ঐগুলি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা যতই ইহা পরীক্ষিত হইবে, ততই মৃত্যুর পর যে মানুষ বা মন অবস্থান করিতে পারে, তাহার প্রমাণ দৃঢ় হইবে। মৃত্যুর পরে যে তাহাদের প্রত্যেকর জন্য অলক্ষ্যে অলক্ষ্য-লোক রহিয়াছে, এইরূপ পরীক্ষা হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। যদি মিডিয়মের মধ্য দিয়া আমরা তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা অথবা ক্ষমতার কথা জানিতে পারি, তাহা দুর্বোধ বলিয়া উড়াইয়া দিবার বা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

প্রাচীনকালে দার্শনিক মহর্ষি পাতঞ্জলি, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব, রাজর্ষি জনক, মহামুনি অষ্টাবক্র প্রভৃতি মুনিগণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁহারা যে চিন্তাধারার প্রবর্তন ও পরিপুষ্টি-সাধন করিয়া গিয়াছেন অদ্যাপি সেই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। বিগত উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে এ দেশে সেই ধারা পাশ্চাত্য-প্রভাবে কথঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হইয়া নূতন ভাবে এই বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৮০ খ্রী° ৩০শে মে তারিখে কতিপয় এদেশীয় ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবিজ্ঞান-বাদিগণ মিলিয়া এই সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় অনুশীলনের জন্য 'United Association of Spiritualism' নামে একটী সভাস্থাপন করেন। Mr. Meugens ইহার প্রথম

সভাপতি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এটর্নি নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার প্রথম সম্পাদক হন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করিলে হাইকোর্টের অন্যতম এটর্নি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ১৯০৭ খ্রী° ১১ই ফেব্রুয়ারী সুবিখ্যাত চিকিৎসক Dr. Peeblesএর সভাপতিত্বে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সুযোগ্য সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় 'Calcutta Psychical Society' নামে একটী সভা স্থাপিত হয়; এই সভা অদ্যাবধি ইহার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এসম্বন্ধে বহু আলোচনা ও গবেষণা করিয়া আসিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ইহার বর্তমান সভাপতি।

কোন সময় হইতে এবং কাহার দ্বারা কলিকাতায় প্রথম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। পূর্ববর্তী অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজকৃষ্ণ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডা° পিবলস্‌, মি° জে. জি. মিউজেন্স, মতিলাল ঘোষ, পীযূষকান্তি ঘোষ, মি° সি. সি. আর্মিটেজ প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের ন্যায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ইজিপ্টেও এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা সাধারণতঃ ধর্মযাজকগণই করিতেন। আত্মা যে জন্মান্তর-পরিগ্রহ করিতে পারে—এই ধারণা ইজিপ্টের ধর্মযাজকগণ ভারতবর্ষ হইতেই গ্রহণ করেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। ইহা ব্যতীত তাঁহারা আরও বলেন যে, দেহ যতদিন স্থায়ী থাকে, আত্মাও ততদিন থাকে এবং মৃত্যুর পর দেহ যখন মামীতে (mummy) পরিণত হয় তখন তাহার আত্মাও বিনষ্ট হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ কিন্তু এ মতবাদ পোষণ করেন না। আত্মা প্রত্যেক মানবের দেহের মধ্যে আছে এবং এই আত্মা স্থূল শরীর হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে অর্থাৎ দেহাবদ্ধ এবং দেহমুক্ত হওয়া আত্মার ইচ্ছাধীন। আত্মা দেহমুক্ত হয় বলিয়াই প্রাচীন কালের এবং আধুনিক যুগের দার্শনিকগণ আত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। আত্মা দেহমুক্ত হইলেই মানব অস্বাভাবিক সংবাদাদির আদান-প্রদান (communications), দৈববাণী (oracles), স্বপ্ন (dreams), সমাধি (trances), নিদ্রাভ্রমণ (somnambulism), হর্ষাবেশ (ecstasy), দিব্যদর্শন (clairvoyance) প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে। আর্যদিগের ন্যায় কাল্ডিয়ান্ (Chaldian) পুরোহিতগণও অলৌকিক উপায়ে ভবিষ্যৎ কথন (divination) এবং রহস্তবিদ্যায় (occultism) সমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। চীনদেশে Lao-tse একজন অধ্যাত্মবিষয়ক পণ্ডিত ছিলেন—তাঁহার মতবাদও অনুরূপ। পারস্যদেশের দার্শনিকপ্রবর Zoroaster উক্ত মত পোষণ করিতেন। গ্রীসের দার্শনিক পণ্ডিত Socrates ও Plato উভয়েই এই মতবাদী ছিলেন। জগতের যে কোন সভ্য দেশের দার্শনিকগণের যে মতবাদ—তাহা এই ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম প্রচারিত এবং পর্যালোচিত হইয়াছিল।

ঋষিগণ বলিয়াছেন 'যদি তুমি ঈশ্বরকে জানিতে চাও, আত্মাকে জান'। বৌদ্ধধর্মপ্রবর্তক গৌতমবুদ্ধও উক্ত মতবাদী ছিলেন। আর্য ও বৌদ্ধ মুনিগণ দেহের অনাত্মত্ব বা পার্থিবত্বনাশ এবং সূক্ষ্মদেহের প্রসারত্ব বিশ্বাস করেন — এই সূক্ষ্মদেহই মানবের আত্মার আধার এবং ইহা হইতেই মানব সমাধিলাভ করে।

[F. W. H. Myers: Human Personality and its Survival of Bodily Death, 2 vols. Lond. 1886; Sir Oliver Lodge; Survival of Man, Lond. 1917; Sir W. Barrett: Psychical Research; J. A. Hill: Psychical Investigations, Lond. 1917; S. T. Stead After Death; W. S. Moses ('M, A Oxon') Spirit Teachings; F. Heslop: Speaking across the Boarder Line; E. W. Capron: Modern Spiritualism, Boston. 1855; W. Crookes: Researches in the Phenomena of Spiritualism, Lond. 1874; A. R. Wallace: Miracles and Modern Spiritualism, Lond. 1896; D. D. Home: Lights and Shadows of Spiritualism, do, 1877; J. W. Edmonds and G. T. Dexter: Spiritualism, New York, 1853; R. Hare: Experimental Investigations of the Spirit Manifestations, New York, 1856; A. de Gasparin: Des Tables tournantes, Geneva. 1855; A. De Morgan and Mrs. S. E. De Morgan: From Matter to Spirit, Lond. 1863; Allan Kardec: Le Livre des esprits, Paris, 1853; J. K. F. Zollner: Wissenschaftliche Abhandlungen, 4 vols. Leipzig. 1878-81; The writingsof Richard Hodgson, Mrs. E. M. Sidgwick, J. G. Piddington, W. W. Baggally and Mrs. Verrall, Andrew Lang, W. James etc. C. Lombroso: After Death—What? Eng. tr. Lond. 1909; W. J. Crawford: The Reality of Psychic Phenomena, Lond. 1916; A. Lehmann: Aberglaube und Zauberei, Stuttgart, 1898; A. E. Tanner: Studies in Spiritism, New York, 1910; I. L. Tuckett: The Evidence for the Supernatural, Lond. 1911; J. A. Thomson: The Outline of Science. ii. Lond. 104; ERE, xi, 805; The Proceed. and Jour. (monthly) of the Eng. and American S.P.R; Light (weekly), The Occult Review (monthly); The Hindu Spiritual Magazine, 1906; P. C. Mittra: Spiritual Stray Leaves, Cal 1879, Stray Thoughts on Spiritualism; Mrinal Kanti Ghosh: Life Beyond death; শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ: পরলোকের কথা]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অধ্যাত্মবিদ্যা=আত্মবিদ্যা। [আত্মবিদ্যা দ্র°]।

অধ্যাত্মরামায়ণ — গ্রন্থ-বি°। ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একখানি নিষ্কর্ষ। অধ্যায়-সংখ্যা সাতটী। সাতটী অধ্যায়ই যথাক্রমে মূল রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের নামে রচিত। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্রকে একমেবাদ্বিতীয়

পরম পুরুষের ব্যক্তীভাবে এবং সীতাদেবীকে লক্ষ্মীদেবীর মানবীরূপে দেখান। শিব ও পার্বতীর মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থটী রচিত। এই গ্রন্থের দুইটী পরিচ্ছেদ বিশেষভাবে পবিত্র বলিয়া গণ্য; তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম—'রামহৃদয়'। ইহাতে রামচন্দ্রের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ব্যাখ্যাত এবং রামচন্দ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে অভিন্নত্ব নিষ্পাদিত হইয়াছে। সপ্তম কাণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম—'রামগীতা'; ইহাতে সমুদয় কার্য পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্য অবলম্বনের সুযোগ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং পরম পুরুষের প্রতি আত্মসমাহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পথ-প্রদর্শন করা হইয়াছে।

অধ্যাত্মরামায়ণ ভারতের প্রায় সমুদয় প্রদেশেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এলাহাবাদের 'পাণিনি-কার্যালয়' হইতে লালা বৈজনাথ ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

[M. Krishnamachariyar : Hist. of Class. Sans. Litt., 21-2 ; M. Monier Williams : Indian Wisdom, 368 ; Indian Review, xiii. 334]

অধ্যাত্মরামায়ণরহস্য — গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণ ॥ Cat. Cat. ॥

অধ্যাত্মা—পরমেশ্বর, ভগবান্।

অধ্যাত্মিক—[অধ্যাত্ম + ইক ; স্ত্রী— -ী ; বি— -তা, ত্ব। 'অধ্যাত্ম' শব্দ অনুশতিকাদিগণের অন্তর্গত; সুতরাং ভবার্থে 'ঠঞ্' প্রত্যয়ে উভয়পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হইয়া 'আধ্যাত্মিক' পদ নিষ্পন্ন হইতে পারিবে] বিণ, অধ্যাত্ম- (= পরমাত্মা বা আত্মা) সম্বন্ধীয়। 'অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ। অধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ।'—মনু° ৬. ৮৩ [কলিকাতা-স° 'আধ্যাত্মিকঞ্চ' পাঠ আছে]। অধ্যাত্মিক—বিপ° —বাহ্য ॥ বো-রো° ॥

অধ্যাপক—[অধি + √ই + ণিচ্ + ণ্বুল্ —কর্তৃ° ; স্ত্রী— -পিকা] ১ যিনি অধ্যয়ন করান, অধ্যাপয়িতা, অধ্যাপনকর্তা, শাস্ত্রাদি-শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, পাঠগুরু। অধ্যাপক আচার্য ও উপাধ্যায়ভেদে দুই প্রকার বলিয়া মনু (২. ১৪০-৪১) উপদেশ করিয়াছেন—

'উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে ॥
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥'

— যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন-সংস্কার করিয়া কল্পরহস্যের সহিত বেদের অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য বলে। জীবিকার জন্য বেদের অংশবিশেষ এবং ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গশাস্ত্রের যিনি অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলে।

বিষ্ণুসংহিতায়ও (২৯. ১-২) মনুর বচন অনুসৃত হইয়া উক্ত হইয়াছে — 'যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্যং বিদ্যাৎ। যস্ত্বেনং মূল্যেনাধ্যাপয়েত্তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা।' পাণিনি (২. ১. ৬৫) অষ্টাধ্যায়ীতে 'অধ্যাপক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কাত্যায়ন ২. ১. ৬৫ সূত্র-বার্ত্তিকে 'কঠ-প্রবক্তা', 'কঠশ্রোত্রিয়' ও 'কঠাধ্যাপক' শব্দের অর্থের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কঠ-ব্যাখ্যাতাকে কঠপ্রবক্তা বলে; যে ব্রাহ্মণ যজুর্বেদের কঠশাখা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি কঠশ্রোত্রিয় এবং যজুর্বেদের কঠশাখার শিক্ষক বা পাঠগুরু—কঠাধ্যাপক। এই অধ্যাপকগণ প্রাচীনকালে মূল্য বা বৃত্তি লইয়া অধ্যাপন করিতেন। ক্রমশঃ উপাধ্যায় ও অধ্যাপক সমপর্যায়বাচী শব্দ হইয়া যায়। অমরসিংহ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠশতকে অধ্যাপক শব্দের অর্থ উপাধ্যায় দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও কোথাও অধ্যাপকের বৃত্তি বা ভৃতি গ্রহণ করা গর্হিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় মনে হয় কোন সময়ে অধ্যাপকগণ ভৃতি বা বৃত্তি লইতেন না। মনু বলিয়াছেন—'ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।'—৩. ১৫৬। দেবলসংহিতায়ও আছে—'ভৃতকাধ্যাপিতো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপকশ্চ যঃ। তাবুভৌ পতিতৌ জ্ঞেয়ৌ স্বাধ্যায়ক্রয়বিক্রয়াদিতি।' যাজ্ঞবল্ক্যও নিন্দিত বলিয়া 'ভৃতকাধ্যাপকের (১. ২২০) উল্লেখ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে বেতন-গ্রাহী অধ্যাপক ও অধ্যাপিত এক সময়ে নিন্দনীয় ছিল। ২ শাস্ত্রবিশেষের উপদেষ্টা বা উপদেশক। যেমন, ন্যায়াধ্যাপক, ব্যাকরণাধ্যাপক ই°। তু°—ব্রাহ্মণাধ্যাপক, কুমারাধ্যাপক, কঠাধ্যাপক [তত্তৎ শব্দ দ্র°]। [৩ হরিবংশের একটী কলিকাতার সংস্করণে ভ্রমক্রমে অধ্যাপককে ষোড়শ ঋত্বিকের অন্যতম বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম নেষ্টার সহিত অধ্যাপককে উৎপন্ন করেন বলিয়া ইহাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকায় 'অধ্যাপক' স্থানে 'অচ্ছাবাক' আছে। মূলে অন্য কোন সংস্করণে 'অধ্যাপক' নাই।—হরি° ভবিষ্য° ১০. ৪৮]। ৪ কলেজের শিক্ষক professor. ৫ চতুষ্পাঠীর পাঠগুরু।

অধ্যাপকোদিত — অধ্যাপক বলিয়া আখ্যাত styled a professor.

অধ্যাপন—[অধি + √ই + ণিচ্ + ল্যুট্ —ভা°] ক্লী°, শিক্ষাদান (বিশেষতঃ শাস্ত্র শিক্ষাদান), পাঠন, অধ্যয়ন করান, পড়ান।

'কুশীলবয়োরধ্যাপনম্'—৯. ৪।
'অধ্যাপনং চ কুর্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্বকম্।'—মনু° ৪. ১০১।
'যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেন স্তথৈব সঃ।'—ঐ, ৮. ৩৭০।
'নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।'—ঐ, ১০. ১০৩, ১০. ১০৯-১১১ ; ১১. ১৮০।

শিক্ষাদান ব্রাহ্মণগণের ষট্কর্মের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রানুমোদিত। হারীত বলিয়াছেন—অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এইগুলি ষট্কর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপন তিন প্রকার — প্রথম, ধর্মের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ধনের জন্য, তৃতীয় শুশ্রূষালাভের জন্য।

'অধ্যাপনং চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্কর্মাণীতি চোচ্যতে ॥*

* হারীতসংহিতায় এই বচন প্রায় মনুবচনের অনুরূপ। মনু° ১. ৮৮ ও ১০. ৭৫ দ্র°।

অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্মার্থমৃকৃথকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্।'
—১. ১৮-১৯।

* * *

এই অধ্যাপনকে মনু 'ব্রহ্মযজ্ঞ' বলিয়াছেন।—'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ'—৩. ৭০।

অধ্যাপনা—[অধি+√ই+ণিচ্+যুচ্—ভা° + (স্ত্রী) টাপ্] স্ত্রী°, = অধ্যাপন। [অধ্যাপন দ্র°]

অধ্যাপনীয় — [অধি+√ই + ণিচ্ + অনীয়—কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, শিক্ষণীয়, পাঠনীয়।

অধ্যাপন্ন — [অধি+আ+√পদ্+ক্ত] বিণ, দোষী, অপরাধী। — দীঘ° ১. ২৪৫ ; ৩. ৪৩।

অধ্যাপয়িতা—[মৃ° - য়িতৃ। অধি+√ই +ণিচ্+তৃচ্ — কর্তৃ° ; স্ত্রী — -ত্রী] অধ্যাপক, শিক্ষক, উপাধ্যায়। বৈদিক প্রয়োগে বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যাপক।—ঋক্-প্রাতিশাখ্য ১৫. ৪।

অধ্যাপিত— [অধি+√ই+ণিচ্+ক্ত —কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, পাঠিত, যাহা বা যাহাকে পড়ান হইয়াছে এইরূপ।—কুমার° ৩. ৬ ; 'অধ্যাপিতস্যোশনসাপি নীতম্'—মনু° ৩. ১৫৬।

অধ্যাপীড়িত— [অধি+আ+√পীড্ +ক্ত] বিণ, অভিভূত, আক্রান্ত।

অধ্যাপ্য— [অধি+√ই+ণিচ্+ক— কর্ম°; স্ত্রী— -া] বিণ; পাঠনীয়, অধ্যাপনার যোগ্য। 'ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ।' — মনু° ২. ৭০; ২. ১০৯; 'কৃতজ্ঞাদ্রোহিমেধাবিশুচিকল্যাণসূয়কাঃ। অধ্যাপ্যা ধর্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ॥'—যাজ্ঞ° ১. ২৮।

অধ্যায় — [অধি+√ই+ঘঞ্—ভা° = অধি+ঐ+অ = অধ্যায়, 'ইঙশ্চ' — পা° ৩. ৩. ২১। এই সূত্র বিহিত হওয়ায় 'অচ্' (পা° ৩. ৩. ৫৬) হইল না] ১ অধ্যয়ন, পাঠ, আবৃত্তি। 'বেদাধ্যায়' = বেদের পাঠ বা আবৃত্তি (প্রাপ্য কর্ম—পা° ৩. ২. ১); 'মন্ত্রাধ্যায়' = মন্ত্রের পাঠ বা আবৃত্তি; 'প্রশান্তাধ্যায়সৎকথা (নগরী)'—রা° (গো°) ২. ৪৮. ৩. ৪; 'ইষ্টদেব-মন্ত্রাধ্যায়েনাত্মানং রাক্ষসাৎ ররক্ষ'—পঞ্চত° ১. ৪৩. ৯॥ বো-রো° ॥ ২ শাস্ত্রপাঠের উপযুক্ত কাল, অধ্যয়নকালবিধি। 'নাদুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি।'—মনু° ২. ১০৫। 'কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে। এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥'—ঐ, ৪. ১০২। ৩ অধি+√ই +ঘঞ্ — কর্ম°] বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন। 'অধ্যায়ানামুপাকর্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।'—যাজ্ঞ° ১. ১৪২। ৪ [অধি+√ই+অণ্ — কর্তৃ°] (সমাসে উত্তরপদ হইলে) যে অধ্যয়ন করিয়াছে, অধ্যেতা, পাঠক। যেমন, বেদাধ্যায় = বেদপাঠক ; মন্ত্রাধ্যায় = যিনি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন ['মন্ত্রমধীতবান্ মন্ত্রাধ্যায়ঃ' —সি-কৌ (পা° ৩. ২. ৮৯)]। ৫ [অধি +√ই+ঘঞ্ — অধি°, 'অধ্যায়াদয়ঃ শব্দা ঘঞন্তা নিপাত্যন্তে' — পা° ৩ ৩০. ১২২ (বৃত্তি)] বেদ, পাণিনি, মন্বাদিশাস্ত্রে বিষয়-বিশেষের সমাপ্তিব্যঞ্জক বিরামস্থানের অংশ, পুরাণাদিতে বিষয়বিশেষের পাঠসমন্বিত অংশ। —অম° ত্রিকাণ্ড° কা-শ্রেণী° ১৮. ১. ৯, বৃহদ্দে° ৪. ২০॥ [পুরাণাদিতে স্বর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অধ্যায়, স্কন্ধ, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব, উল্লাস, আহ্নিক — এগুলিই সাধারণতঃ অধ্যায় শব্দের পর্যায়রূপে ব্যবহৃত। সংকলিত স্তোত্রাদিপাঠে নির্দিষ্ট সংখ্যা লইয়া যে বিভাগ করা হয় তাহাকেও অধ্যায় বলে। স্তোত্রাদির এক অধ্যায়ের পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাঠক কোথাও থামিতে পারিবেন না; বিরাম করিলে তাঁহাকে পুনরায় আরম্ভ হইতে পাঠ করিতে হইবে] ~পঞ্চপাদিকা — বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। রচয়িতা — বাচস্পতি। —Rice 170, Cat. Cat. ~শতপাটী— বাজসনেয়ী সংহিতাবিষয়ক গ্রন্থ।—W. p. 46. 47. Cat. Cat. ~শতপাঠ—১ শত অধ্যায়ের সূচী an index of hundred chapters. ২ গ্রন্থবি°। ~উৎসর্গোপাকর্ম —[মৃ°-কর্মন্] বাজসনেয়ী সংহিতান্তর্গত উৎসর্গ-সংক্রান্ত গ্রন্থবি°। — BP. 295. Cat. Cat. ~উৎসর্গোপাকর্মপদ্ধতি— কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রান্তর্গত উৎসর্গপদ্ধতিসম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°। — L. 2563. Cat. Cat. ~উৎসর্গোপাকর্মহোম—বৈদিক হোম-বিষয়ক গ্রন্থবি°।—BP. 295. Cat. Cat. ~উপাকর্মপ্রয়োগ - বৈদিক কর্মানুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°।— Bhr. 580. Cat. Cat.

অধ্যায়ী — [মৃ° - য়িন্ ; অধি + √ই +ণিনি। তু°—পা° ৪. ৪. ৭১] বিণ, বৈধ দেশ ও কালে শাস্ত্রাধ্যায়নকারী। সমাসে উত্তরপদরূপে — যেমন, 'পঞ্চাধ্যায়ী', 'মন্ত্রাধ্যায়ী'। অদেশ ও অকালে যে অধ্যয়ন করে, এই অর্থ বুঝাইলে দেশ ও কালবাচক শব্দের উপর 'ঠক্' প্রত্যয় হইবে। যথা, শ্মশানে যে অধ্যয়ন করে সে — 'শ্মাশানিক', চতুষ্পথে (চৌমাথায়) যে অধ্যয়ন করে সে— 'চাতুষ্পথিক', চতুর্দশীতে যে অধ্যয়ন করে সে —চাতুর্দশিক, অমাবস্যায় যে অধ্যয়ন করে সে—আমাবাস্যিক।

অধ্যারুহ,-রোহ—১ বৃক্ষবি°। ২ বৃক্ষের উপর বর্ধমানা বল্লী বা শাখা ই°।— পদ্ম ১।

অধ্যারূঢ়—[অধি+আ + √রুহ্ +ক্ত —কর্তৃ°, কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ কৃতা-রোহণ, সমারূঢ়। ২ আক্রান্ত। ৩ (তৃতীয়ান্ত পদের সহিত থাকিলে) অধিক, অতিশয়।— তু° পা° ৫. ২. ৭৩। ৪ (পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত থাকিলে) ন্যূন, কম, inferior, less. ৫ উপরিজাত। তু° - অধিদন্ত (পা° ৬. ২. ১৮৮)। ৬ উচ্চপদাধিকৃত, উচ্চপদস্থ।— মুদ্রা° ৫. ১২। ৭ প্রবৃত্ত, আরব্ধ। 'অধ্যারূঢ়ো দুর্যোগঃ'—উ° চ° ৬. ১৪।

অধ্যারোপ — [অধি+ আ+√রুহ্ ণিচ্ (√রোপি)+অচ্] ১ উপরি আরোপণ, উত্থাপন। ২ বস্তুতে অবস্তুর আরোপ,

এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করা, মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রমাত্মক জ্ঞান—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। 'অসর্পভূতরজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ'।—বেদান্তসার ৪. ৯; ১৭. ৫ ॥ শব্দ° ॥ ~ণ—[অধি + আ + √রুহ্ + ণিচ্ (√রোপি) + ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, ১ = অধ্যারোপ ১। ২ = অধ্যারোপ ২। ৩ অতিশয় আরোপণ। ৪ ধান্যাদিবপন। ৫ (জৈনশা°) জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা।—বিসে° ২৯২৮। ~প্রকরণ—বৈদান্তিক গ্রন্থবি°। 'কৈবল্যকল্পদ্রুম'নামে গঙ্গাধর সরস্বতীকৃত ইহার একটী টীকা আছে।—Ben 85, Cg. 2. 141. Cat. Cat.

অধ্যারোপিত—মিথ্যা কল্পিত ॥ আপ্° ॥

অধ্যাবাপ — [অধি + আ + √বপ্ + ঘঞ্] শস্যাদি-বপন। — কা-শ্রৌ° ৭. ৭. ১৯ ॥ আপ্° ॥

অধ্যাবাহনিক — [অধি + আবাহন + ঠন্—লব্ধার্থে] ক্লী°, বিবাহের পর পতি-গৃহে গমনকালে পিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। ছয় প্রকার স্ত্রীধনের মধ্যে ইহা অন্যতম।

'যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা তু পৈতৃকাৎ (গৃহাৎ)।
অধ্যাবাহনিকং নাম স্ত্রীধনং পরি-কীর্তিতম্।—কাত্যায়ন (দায়ভাগ)।

অধ্যাশয়$_{1}$— [বৌদ্ধশা°। অধি + আ + √শ্রি >। দিব্যাবদানে (৫৭৬) 'অধ্যাশয়' রূপ আছে।] সঙ্কল্প, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি intention, desire, wish, mental disposition, bent. — দীঘনি° ২. ২২৪; জাতক ১. ৮৮, ৯০; ২. ৩৫২; ধম্ম-অথ° ৩১৪, ৩৩৪।

অধ্যাশয়$_{2}$ — বৌদ্ধ শান্তিদেব মহাযানগ্রন্থ হইতে 'শিক্ষাসমুচ্চয়' সংকলন করেন। অধ্যাশয়সঞ্চোদনসূত্র ইহারই অংশবি°। বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে শিক্ষাসমুচ্চয় সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থের মূল পুঁথিখানি সেন্ট্ পিটার্সবার্গ হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার অনুবাদ Ind. Text Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাশয়সঞ্চোদনসূত্রে সর্বপ্রথমে অহিত (evil) পরিবর্জনের চারিটী উপায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা — (১) আত্মদোষের প্রতি অবহিত হওয়া; (২) সমকর্মী বোধি-সত্ত্বের পাপের জন্য দানধর্মানুষ্ঠান; (৩) অপরের মতের উপর, এমন কি বন্ধু ও সম-ধর্মীর মতের উপরও, অত্যধিক আস্থাস্থাপন না করা; (৪) নিরর্থক বাক্যালাপ না করা। এইরূপ আরও চারিটী উপায় আছে। যথা— (১) অজ্ঞ লোকের সংশ্রব-ত্যাগ করা; (২) লোক-সঙ্গে অনাসক্তি; (৩) শয্যা ও আহারস্থান অসন্নিহিত রাখা; (৪) আত্ম-সংযম ও ঐহিক-বিষয়ে নিবৃত্তির অভ্যাস। অতঃপর এই গ্রন্থে (১০৫-১১৪) আত্ম-শোধন সম্পর্কে যথেষ্ট বিবৃতি আছে। [শিক্ষাসমুচ্চয় ১৭, ১০০, ১০৫-১১৪, ৩১০ দ্র°]। মহাবস্তু অবদানে ২০টী অধ্যাশয় বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দুইটী ক্রমের উল্লেখ আছে। প্রথম দশটী ক্রম বোধিসত্ত্বজ্ঞান-লাভে ১০টী ভূমি এবং ইহার দ্বিতীয় ক্রমে ২০টী অধ্যাশয় বা সঙ্কল্প (vow) উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিংশতিতম অধ্যাশয়ের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট উনিশটী অধ্যাশয় নিম্নে উল্লিখিত হইল—

(১) কল্যাণাধ্যাশয়, (২) স্নিগ্ধাধ্যাশয়, (৩) মধুরাধ্যাশয়, (৪) তীক্ষ্ণাধ্যাশয়, (৫) বিপুলাধ্যাশয়, (৬) বিচিত্রাধ্যাশয়, (৭) অপর্যাদানাধ্যাশয়, (৮) অনুপহতাধ্যাশয়, (৯) অসাধারণাধ্যাশয়, (১০) উন্নতাধ্যাশয়, (১১) অচপলাধ্যাশয়, (১২) অনিবর্তাধ্যাশয়, (১৩) অকৃত্রিমাধ্যাশয়, (১৪) শুদ্ধাধ্যাশয়, (১৫) দৃঢ়াধ্যাশয়, (১৬) স্বভাবাধ্যাশয়, (১৭) তৃপ্তাধ্যাশয়, (১৮) পুষ্কলাধ্যাশয়, (১৯) অনন্তাধ্যাশয়।

অধ্যাস$_{1}$ — [অধি + √ অস্ (ক্ষেপণ করা) + ঘঞ্] ১ অধ্যারোপ, আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম। ২ অধিষ্ঠান। ৩ মিথ্যাভূতজ্ঞান, বস্তুতে অবস্তুর আরোপ, ভ্রম ॥ আপ্° ॥ ~ভাষ্য — শঙ্করাচার্য-কৃত গ্রন্থবি°।—OPP. ii. 6533; Cat. Cat. ~যোগ—অধ্যাসনযোগ। [অধ্যাসনযোগ দ্র°]

অধ্যাস$_{2}$— ভারতীয় মত— পরিদৃশ্যমান বিশ্বে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা সমস্ত দ্রব্যকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। এক শ্রেণী — অস্মৎপ্রত্যয়গোচর অর্থাৎ 'আমি' এই প্রত্যয়ের গোচর (subjective)। অপর শ্রেণী যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর অর্থাৎ 'তুমি' এই প্রত্যয়ের গোচর (objective)। প্রথমটীকে 'বিষয়ী' ও অপরটীকে 'বিষয়' বলা যাইতে পারে। চিদাত্মক 'আমি' প্রত্যয়ের গোচরীভূত বিষয়ীতে 'তুমি' প্রত্যয়গোচর বিষয়ের ও তাহার ধর্মের আরোপ হইলে বা বিষয়ে বিষয়ীর ধর্মের আরোপ হইলে তাহা মিথ্যা বলিতে হইবে। এইরূপ আরোপ হেতুতেই 'আমি ইহা' 'আমার ইহা' প্রভৃতি সাধারণ লৌকিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই যে অধ্যাস বা আরোপ ইহার স্বরূপ কি? ভগবান্ শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে বলেন—

'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ'।

দোষ, সংস্কার ও সম্প্রয়োগ হইতে এই-রূপ অবভাস হয়। ইহার রূপ স্মর্যমাণ অর্থের ন্যায় হইয়া থাকে। অন্য দ্রব্যে পূর্বদৃষ্ট দ্রব্যের অবভাস হইলে তাহাকে অধ্যাস বলা যায়। স্মৃতিরূপ বলিলে বুঝায় যাহা স্মৃতি নহে অথচ যাহার রূপ স্মৃতির রূপের মত। পরত্র বলিলে বুঝায় — ব্রহ্মবস্তু যাহা পরমার্থ সদ্ধর্মী অধিষ্ঠান। পূর্বদৃষ্ট শব্দে বুঝায় পূর্বে দৃষ্ট মাত্র। অবসন্ন যে ভাস বা জ্ঞান তাহাই অবভাস অর্থাৎ অধ্যাস। সন্নিহিত বিষয়ক হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, কিন্তু অধ্যাস অসন্নিহিত বিষয়ক।

বিষয়াধ্যাস অপরোক্ষ ও পরোক্ষভেদে দুই প্রকার। পরোক্ষ অধ্যাস সকলে স্বীকার করেন না।

বিবরণ-মতে অধ্যাস দ্বিবিধ — জ্ঞান-বিশিষ্ট অর্থের অধ্যাস ও অর্থবিশিষ্ট জ্ঞানের অধ্যাস। এই অধ্যাসের কারণ তিনটী—

সংস্কার, সম্প্রয়োগ ও দোষ। স্মৃতিরূপ পদে সংস্কারজন্যত্ব, পরত্রপদে সম্প্রয়োগ ও পূর্ব-দৃষ্টাবভাস পদদ্বারা দোষজন্যত্ব প্রমাণিত হয়।

দোষ আবার তিন প্রকার—প্রমাণ-দোষ, প্রমেয়দোষ ও প্রমাতৃদোষ। কাচ ও পদ্ম প্রভৃতি প্রমাণদোষ, সাদৃশ্য ও দূরত্বাদি প্রমেয়দোষ এবং রাগাদি প্রমাতৃদোষ।

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম হইলে অধ্যাস হয়। যাহাতে ভ্রম হয় তাহার নাম অধিষ্ঠান এবং যাহার ভ্রম হয় তাহা 'আরোপ' বা আরোপ্য। উদাহরণ— রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইল। এখানে রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য—অধিষ্ঠান এবং সর্প—আরোপ বা আরোপ্য।

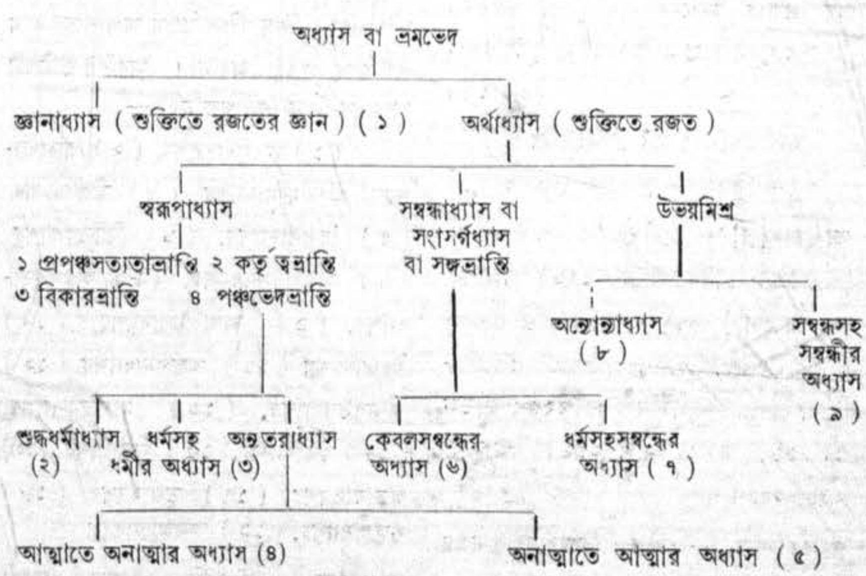
ভ্রম পঞ্চবিধ — ১ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ এই জ্ঞান, ২ আত্মা দেহসম্বন্ধযুক্ত এই জ্ঞান। ৩ কর্ম ও কর্মফলের সহিত আত্মা যুক্ত এই জ্ঞান। ৪ আত্মাই প্রকৃত কর্তা এই জ্ঞান। ৫ পরব্রহ্ম বিকারী -এই জ্ঞান। অধ্যাস আবার দ্বিবিধ : সাদি যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম রূপ অধ্যাস সাদি। আর ব্রহ্মে অজ্ঞান বা তদ্ধর্মের যে ভ্রম তাহা অনাদি। অনাদি অধ্যাস আবার দ্বিবিধ, স্বরূপতঃ অনাদি ও প্রবাহতঃ অনাদি। যাহা জন্য নহে তাহা স্বরূপতঃ অনাদি — যেমন ব্রহ্ম। আর জন্য বস্তু যে অনাদি তাহা প্রবাহরূপে অনাদি। যেমন—জগৎপ্রপঞ্চ। বেদান্তে এই অনাদি বস্তুকে ষড়্বিধ বলা হইয়াছে—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচৈতন্য, জীবেশ্বর ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ।

মতান্তরে, অধ্যাস তিন প্রকার — স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যেমন, এই আমি, আমি এই, আমি মনুষ্য ইত্যাদি। সংসর্গাধ্যাস—যেমন, আমার শরীর, আমার মন ইত্যাদি। আহার্যাধ্যাস শালগ্রামে শিলা-বুদ্ধি। এখানে অধ্যারোপ শাস্ত্রবিধি দ্বারা জন্মাইয়া ইচ্ছাবশতঃ সাধিত হইয়াছে।

অধ্যাসের বিভাগ সম্বন্ধে অন্য মতও আছে। ধর্মের অধ্যাস, ধর্মীর অধ্যাস, সম্বন্ধের অধ্যাস এই ত্রিবিধ অধ্যাসও কেহ স্বীকার করিয়াছেন।

আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি স্থূল, আমি কৃশ—এইরূপ জ্ঞান আত্মায় অধ্যস্ত হওয়ায় ইহা ধর্মের অধ্যাস। স্ফটিক জবার সান্নিধ্য লাভ করিলে জবার রক্তত্বধর্ম স্ফটিকে অধ্যস্ত হইয়া স্ফটিকের রক্তবর্ণের যে জ্ঞান তাহাও ধর্মের অধ্যাস। শুক্তিতে রজতজ্ঞান —ধর্মীর অধ্যাস। ধর্মাধ্যাস যখন হয় তখন সম্বন্ধাধ্যাস হইয়া থাকে।

অন্য প্রকার অধ্যাস দ্বিবিধ—জ্ঞানাধ্যাস ও অর্থাধ্যাস। শুক্তিতে রজতের যে জ্ঞান তাহা অধ্যস্ত বিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং ইহা জ্ঞানাধ্যাস। আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধিও জ্ঞানা-ধ্যাস। শুক্তিতে রজত অধ্যস্ত বলিয়া ইহা অর্থাধ্যাস। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—স্বরূপাধ্যাস, সম্বন্ধাধ্যাস ও উভয় মিশ্র। স্বরূপাধ্যাস আবার তিন রূপ—শুদ্ধ ধর্মাধ্যাস, ধর্মসহ ধর্মীর অধ্যাস ও অন্তরাধ্যাস। অন্ত-রাধ্যাস আত্মাতে অনাত্মাধ্যাস ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস। সম্বন্ধাধ্যাস আবার দুই ভাগে বিভক্ত—কেবল সম্বন্ধাধ্যাস ও ধর্মসহ সম্বন্ধাধ্যাস। উভয়মিশ্র অধ্যাস দ্বিবিধ—অন্যোন্যাধ্যাস ও সম্বন্ধসহ সম্বন্ধীর অধ্যাস।



অধ্যাস সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে—

(১) অন্যথাখ্যাতিবাদী ও আত্ম-খ্যাতিবাদীরা বলেন অন্য দ্রব্যে (শুক্তিতে) অন্যের ধর্মের (রজতাদির) যে তাদাত্ম্যবুদ্ধি তাহাই অধ্যাস।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য বলিয়াছেন খ্যাতি শব্দের অর্থ জ্ঞান। যোগসূত্রেও খ্যাতি শব্দ উক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (১. ১৬, ২. ২৬)। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় খ্যাতি শব্দের ভ্রমজ্ঞান অর্থ দিয়া পাঁচটী মতের উল্লেখ করেন এবং তাহাদের নাম 'খ্যাতিপঞ্চক' দিয়াছেন—

'আত্মখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতির-
ন্যথা।
তথাঽনির্বাণখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চ-
কম্ ॥'

ন্যায়মঞ্জরীকার (পৃ° ১৭৬) জয়ন্তভট্ট চারি প্রকার 'খ্যাতি' স্বীকার করিয়াছেন—

'চতুষ্প্রকারা বিমতিরুপপচ্ছতে বাদিনাম্
বিপরীতখ্যাতিরসৎখ্যাতিরাত্মখ্যাতির-
খ্যাতিরিতি।'

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় অন্যথা-খ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতিবাদী। তাঁহাদের মতে শুক্তিতে রজতভ্রম স্থলে শুক্তি ও রজত উভয়ই সৎপদার্থ। শুক্তি এক স্থানে ও রজত অন্যস্থানে বিদ্যমান থাকে। শুক্তিতে অন্য-স্থানে বিদ্যমান রজতের ভ্রম হয়। সেস্থলে শুক্তি শুক্তিরূপে প্রতীয়মান না হইয়া 'অন্যথা' রজতরূপে প্রতীয়মান হয়। সাদৃশ্যাদিজ্ঞান

জন্য পূর্বানুভূত রজতের স্মৃতরূপ যে জ্ঞান জন্মে উহাই ঐ প্রত্যক্ষের কারণ—অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি। শুক্তিতে রজতের উপাদান কারণাদি বিদ্যমান না থাকায় মিথ্যা রজতের উৎপত্তি হইতে পারে না। শুক্তিতে রজতের যে প্রত্যক্ষ জন্মে তাহা একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। ভ্রম প্রত্যক্ষস্থলে সর্বত্র অন্য বিষয় (রজত) সেখানে (শুক্তিতে) বিদ্যমান না থাকায় সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় না। যোগসূত্রকার ও মীমাংসকাচার্য কুমারিলভট্টও এই মতাবলম্বী।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় আত্ম-খ্যাতিবাদী। তাঁহারা বলেন জ্ঞান ব্যতীত কোনও সত্তার সমর্থন হয় না। সুতরাং জ্ঞানই জ্ঞেয়। অন্তর্জ্ঞেয় ঐ জ্ঞান বাহ্য আকারে প্রকাশিত হইতেছে। সর্বত্র কল্পিত বাহ্য পদার্থে আত্মারই ভ্রম হয়। সুতরাং ঐ ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা যায়। শুক্তি একটী কল্পিত বাহ্য পদার্থ। উহাতে অন্তর্জ্ঞেয় রজতের ভ্রম হয়। রজত জ্ঞানেরই আকার-বিশেষ, সুতরাং আত্মধর্ম। সর্বত্রই আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানের ভ্রম হওয়ায় উহা আত্মখ্যাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনাদি সংস্কারের বৈচিত্র্য জন্য অনাদিকাল হইতে অসংখ্য বিচিত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতে কোনও জ্ঞানের যথার্থতা না থাকায় প্রমাণের সত্তা নাই।

সর্বাস্তিবাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আত্মখ্যাতিবাদী। তাঁহাদের মতে বাহ্য শুক্তি প্রভৃতি বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন সৎ-পদার্থ। শুক্তি পদার্থে জ্ঞানাকার রজতের 'খ্যাতি' বা ভ্রম হইয়া থাকে। শুক্তি ঐ জ্ঞানের অধিষ্ঠান।

(২) অখ্যাতিবাদীরা বলেন যাহাতে যাহার অধ্যাস হয় তদুভয়ের বিবেকে গ্রহণ না হওয়ায় ভ্রমের উৎপত্তি হয়।

মীমাংসকাচার্য প্রভাকর অখ্যাতিবাদী। তাঁহার মতে খ্যাতি বা ভ্রমজ্ঞান নাই। শুক্তি দেখিলে রজতের জ্ঞান জন্মে, তাহা একটী জ্ঞান নহে—তাহা জ্ঞানদ্বয়। ইহাতে সম্মুখস্থ শুক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এবং রজতের সাদৃশ্য দেখিয়া রজত-বিষয়ক সংস্কার মনে পড়িয়া যাওয়ায় রজতের স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই উভয় জ্ঞানই যথার্থ। এই উভয় জ্ঞানের ভেদ থাকে না। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশো-পাধ্যায় ও জয়ন্তভট্ট এই মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয় উহা ভ্রম নহে। কারণ শুক্তিতে রজতের বহু অংশ আছে। তাই কোনও সময়ে শুক্তির অংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত রজতাংশের জ্ঞান জন্মে। তাই রজতগ্রহণের ভ্রম জন্মে এবং ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায়। রামানুজ আত্মখ্যাতি সম্বন্ধে বলেন—বাহ্যবস্তু দর্শনকালে 'এই সমস্ত মিথ্যা, আত্মবিজ্ঞানই সত্য' এরূপ জ্ঞান থাকে কি না ? যদি থাকে, সেই বিষয়ের উপর ব্যবহার হইতে পারে না। আর যদি থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞেয় পদার্থ অন্যথাখ্যাতি হয়। রামানুজের মতে অখ্যাতি অন্যথাখ্যাতির অন্তর্গত। আচার্য রামানুজ বলেন—

'খ্যাত্যন্তরবাদিনাঞ্চ সুদূরমপি গত্বা অন্যথাবভাসোঽবশ্য আশ্রয়ণীয়ঃ, অসৎখ্যাতি-পক্ষে সদাত্মনা আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্থাত্মনা ; অখ্যাতিপক্ষেঽপ্যন্যবিশেষণম্ অন্যনবিশেষণত্বেন জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ বিপর্যাসদভাবপক্ষেঽপি বিদ্যমানত্বেন।'

রামানুজ সৎখ্যাতিবাদী। তাঁহার মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ।

(৩) অসৎখ্যাতিবাদীরা যাহা অধ্যাস তাহারই বিপরীতধর্ম বলেন। সর্বশূন্যতা-বাদীদের মতে জগতে বাহ্য ও আভ্যন্তর কোনও পদার্থই সত্য নহে। অসৎ বা শূন্য একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অসতের উপর অসতের আরোপ করেন বলিয়া ইঁহারা অসৎখ্যাতি-বাদী।

শূন্যবাদিগণ বলেন 'অস্তীতি নাস্তীতি উভেঽপি মিথ্যা।' তাঁহারা শূন্যকে তত্ত্ব বলেন, তাহা সৎও নহে, সদসৎও নহে, সদসৎ হইতে ভিন্ন প্রকারও নহে। তাঁহাদের মতে আত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কোনও প্রকারে সিদ্ধ হয় না।

চার্বাক ঈশ্বরের ও অন্যান্য অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে তাহা অসৎ ; কিন্তু তাহারও জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং চার্বাক কোনও কোনও স্থলে অসৎ-খ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। যোগদর্শনেও এইরূপ কোনও কোনও স্থলে অসৎ-বিষয়ক শাব্দজ্ঞান স্বীকৃত আছে। কুমারিলভট্টও আকাশকুসুমাদি অলীক বিষয়ে শাব্দজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন।

সাংখ্য-সূত্রকার 'নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ' (৫. ৫২) এই সূত্র দ্বারা অসৎ-খ্যাতি অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি সদসৎ-খ্যাতিবাদী।

(৪) অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী শঙ্কর বলেন, শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয় তখন সেই স্থলে বাহ্যশুক্তি অসৎ নহে, উহা ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে অনির্বচনীয় রজতের ভ্রম হই-তেছে। তৎকালে সত্যসত্যই অনির্বচনীয় রজতের সৃষ্টি হয়। শুক্তি অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই চৈতন্যনিষ্ঠ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান উক্ত রজতের উপাদান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এই রজত প্রাতিভাসিক। এই প্রাতিভাসিক বা অনির্বচনীয় রজত সৃষ্ট হয় বলিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি তখন রজত প্রত্যক্ষ করে এবং রজত-গ্রহণে চেষ্টাও করে। প্রকৃত শুক্তিজ্ঞান জন্মিলে উহার মিথ্যাত্ব বা বাধ হয়। তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে এইরূপ হইতে পারিত না। অতএব ভ্রান্তিমূলক রজতের অনির্বচনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

শঙ্করাচার্য বলেন—'অন্যস্য অন্যধর্মাবভা-সতা' অধ্যাস।

সুরেশ্বরাচার্য বলেন — 'অতদাত্মনি তাদাত্ম্যপ্রতীতিঃ।

এইরূপ প্রত্যগাত্মাতে বিষয় ও বিষয়-ধর্মের অধ্যাস হইয়া থাকে। প্রত্যগাত্মা যে একবারে এ সম্বন্ধে অবিষয় তাহা বলা যায় না—

'অস্মৎ প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্ম - প্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ

পুরোবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিত-ব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তল-মলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি।'

এইজন্য ইহাকে পণ্ডিতগণ অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। বিবেকপুরঃসর বস্তুস্বরূপা-বধারণ করিলে তাহা বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গণকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারও সম্ভব নহে। অনধ্য-স্তাত্মভাব দেহ ব্যতীত ব্যাপার সম্ভব নহে। এই সমস্ত না হইলে অসঙ্গ আত্মার প্রমাতৃত্ব হয় না। প্রমাতৃত্ব না হইলে প্রমাণ প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণও শাস্ত্রাদি অবিদ্যাবৎ বিষয়মাত্র। শঙ্কর বলেন—

'ন হ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যা-জ্ঞানমুক্ত্বা অন্যতঃ অশরীরত্বং শক্যং কল্পয়ি-তুম্। নিত্যমশরীরত্বমকর্মনিমিত্তত্বাৎ ইত্যবোচাম।'

পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

'সদসদ্ বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্।'

আচার্য প্রকাশাত্মযতি মিথ্যার আরও দুইটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

১। 'জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্'

জ্ঞানোদয়ে যাহা নিবৃত্তি হয় তাহাই মিথ্যা। সত্যের বাধ কখনও হইতে পারে না। মিথ্যারই বাধ হয়।

২। 'প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্।

ত্রৈকালিক নিষেধের যাহা প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। অত্যন্তাভাবের যাহা প্রতি-যোগী তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা একেবারে অসৎ নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে উপাধি আরোপিত। আধার বা অধিষ্ঠান সৎ। অধিষ্ঠানে উপাধি আরোপিত হয়। অধিষ্ঠানে মিথ্যা বস্তু তিন কালেই নাই। শুক্তিতে রজত তিনকালেই নাই। কিন্তু প্রতীতিকালে ভ্রান্তিবশতঃ রজত বোধ হইতেছে।

আচার্য আনন্দবোধ মিথ্যাত্বের আর একটী লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন।

'সদ্ভিন্নরূপত্বম্ মিথ্যাত্বম্।'

যাহা সৎ হইতে ভিন্ন, সৎ হইতে পৃথক্ তাহা মিথ্যা।

চিৎসুখাচার্য আর একটী মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিলেন—

'স্বাত্যন্তাভাবাধিকরণ এব প্রতীয়মানত্বং মিথ্যাত্বম্'

ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চের সর্বত্রই অভাব। জ্ঞানরূপ আশ্রয়ে মিথ্যার সর্বত্রই অভাব।

অথবা 'স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগি-ত্বং মিথ্যাত্বম্।'

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই পঞ্চলক্ষণই মিথ্যার লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই যে অদ্বৈতবাদীর মায়া ইহার অধ্যাসের অধিষ্ঠান কোথায়? বিদ্যারণ্যমুনির মতে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধিষ্ঠান। অহঙ্কা-রোপহিত চৈতন্য অধিষ্ঠান নহে। তিনি বলেন—

'সম্প্রয়োগো হি জাগরণে বাহ্যশুক্তীদ-মংশাদি গোচরান্তঃকরণবৃত্ত্যুৎপাদকঃ। অন্তঃ-করণস্য দেহাদ্ বহিরস্বাতন্ত্র্যাৎ। স্বপ্নে তু দেহস্থান্তরন্তঃকরণং স্বতন্ত্রাং স্বয়মেব প্রবর্তিষ্যত ইতি নাস্তি সম্প্রয়োগাপেক্ষা, ততো জাগরণে স্বপ্নেঽপ্যান্তঃকরণবৃত্তিরেব তৃতীয়ং কারণম্। অধিষ্ঠানমপি সর্বত্র ব্যক্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যমেব। শুক্তীদমংশাদিস্তু চক্ষুরাদি সম্প্রয়োগস্যৈব জনকঃ। অন্যথা নির্বিষয়স্য সম্প্রয়োগস্যানুৎপত্তেঃ। অধিষ্ঠানচৈতন্যা-বচ্ছেদকোপাধিত্বাৎ। ততো যথা জাগরণে সম্প্রয়োগজন্য বৃত্ত্যভিব্যক্তে শুক্তীদমংশাবিচ্ছিন্নে চৈতন্যে স্থিতাঽবিদ্যারজতাকারেণ বিবর্ততে তথা স্বপ্নেঽপি দেহস্থান্তররন্তঃকরণবৃত্তৌ নিদ্রাদিদোষোবাপ্লুতায়ামভিব্যক্তে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যে স্থিতাঽবিদ্যাঽদৃষ্টোদ্বোধিতনানাবিষয়-সংস্কারসহিতাপ্রপঞ্চাকারেণ বিবর্ততাম্।' যোগ-বাশিষ্ঠে উল্লিখিত হইয়াছে—

'সম্বন্ধোঽয়মসাবস্তুর্দৃদি যো বাপদিশ্যতে।
ন তং লভামহে সর্পং রজ্জুসর্পভ্রমাদিব॥
অপরিজ্ঞাত আত্মৈব ভ্রমতাং সমুপাগতঃ।
জ্ঞাত আত্মত্বমায়াতি সীমান্তঃ সর্বসংবিদাম॥'

—নির্বাণ-প্রকরণ পূর্বভাগ ১০ম সর্গ।

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী

অধ্যাস,—পাশ্চাত্ত্য মত—অধ্যাস শব্দের অর্থ আরোপ। যেখানে যে বস্তু নাই সেখানে সেই বস্তুর প্রতীতিকে আরোপজন্য প্রতীতি বলে। এইরূপ প্রতীতি ভ্রমাত্মক। এইজন্য সাধারণভাবে 'ভ্রম' অর্থেই অধ্যাস শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অনেক দার্শনিকের মতে ভ্রম আরোপজন্য নহে; কিন্তু বেদান্তিগণ ভ্রমের এই আরোপজন্যত্ব স্বীকার করায় এবং বেদান্তমত অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় অধ্যাস ও ভ্রম এই দুই শব্দ একান্তভাবে একার্থবোধক হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাসের স্বরূপ লইয়া নানা মুনির নানা মত। বৌদ্ধগণ বলেন যে যেখানে যে বস্তু নাই সেখানে সেই বস্তুর প্রতীতি কেবল কল্পনার দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ ভ্রমের বিষয় কল্পনানির্মাণ, মাধ্যমিক বৌদ্ধ-মতে অধ্যাস সম্পূর্ণ নিরধিষ্ঠানও হইতে পারে। অর্থাৎ কল্পনানির্মাণ অসৎ বিষয়টী যে সর্ব-ক্ষেত্রেই কোন সদ্বস্তুর উপরই আরোপিত হইবে এরূপ নিয়ম নাই। মাত্র কল্পনানির্মাণ এই জগৎপ্রপঞ্চ চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত শূন্যের উপর আরোপিত। অধ্যাস-সম্বন্ধীয় এই চরম বৌদ্ধমতকে অসৎখ্যাতিবাদ বলা হয়। যে বৌদ্ধমতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করা হয় না তাহাকে আত্মখ্যাতিবাদ বলে।

পাশ্চাত্ত্যদর্শনে অনেক স্থলে এই প্রকার আত্মখ্যাতি বা অসৎখ্যাতিবাদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ অনেকেই বলেন যে প্রত্যক্ষ স্থলে সর্বদাই বিষয়ের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-দ্বারা লব্ধ এবং বাকী সমস্ত অংশ কল্পনা-সৃষ্ট হয়। প্রমা স্থলে কল্পনা-সৃষ্ট অংশটী বিষয়ানু-বর্তী (তদ্বতিতৎপ্রকারক) হয়, ভ্রম-স্থলে তাহা বিষয়ানুবর্তী হয় না, মাত্রই কল্পনাসৃষ্ট থাকে। রজ্জুতে সর্প ভ্রম-স্থলে রজ্জুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, কুণ্ডলীভাবাদি যথাযথ ইন্দ্রিয়গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু সর্পভাবটী সম্পূর্ণ এবং শুদ্ধই কল্পনানির্মাণ। এই স্থলে সদধিষ্ঠানে কল্পনা-নির্মাণ অসতের আরোপ হইয়াছে। আবার

এমন অনেক স্থলও আছে যেখানে সৎ কোনও অধিষ্ঠান নাই, যথা hallucination, স্বপ্ন ইত্যাদি।

অসৎখ্যাতির বা আত্মখ্যাতির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এই আপত্তি হইতে পারে যে যাহা কেবল কল্পনা দ্বারা নির্মিত তাহা কিরূপে বাহ্য বিষয়রূপে প্রতিভাত হইতে পারে ইহা একান্ত দুর্বোধ। সেই জন্যই অনেকে ভ্রম-বিষয়কে কল্পনানির্মাণ বলেন নাই। কেহ কেহ অধ্যাসকে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ভ্রমপ্রতীতি বা ভ্রমবিষয় কিছুই নাই। অনেকে আবার ভ্রমপ্রতীতি স্বীকার করিয়াও ভ্রমবিষয় স্বীকার করেন নাই। অনেকে দুইই স্বীকার করিয়া নূতন নূতন ভাবে অধ্যাসের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন।

রামানুজাচার্য ও প্রভাকর ভ্রমপ্রতীতি ও ভ্রমবিষয় কোনটাই স্বীকার করেন নাই। রামানুজাচার্য ত্রিবৃৎকরণবাদী। সুতরাং তাঁহার মতে প্রতি পদার্থের মধ্যেই প্রতি পদার্থ সূক্ষ্মভাবে আছে, এবং সেই জন্যই রজ্জুবিষয়ে সর্পপ্রতীতি হইলে কোনই ভ্রম হয় না, কারণ রজ্জুর মধ্যে সর্প সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। এই মতকে সৎখ্যাতিবাদ বলা হয়। বলা বাহুল্য ত্রিবৃৎকরণ যাঁহারা মানেন না তাঁহাদিগের নিকট এই মতের সারবত্তা কিছুই নাই। ত্রিবৃৎকরণ মানিলেও সূক্ষ্মসর্পের স্থূলভাবে প্রতীতি কি করিয়া হইল তাহারও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

প্রভাকর অধ্যাস-সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে রজ্জুও অসৎ নহে, সর্পও অসৎ নহে। কারণ পুরোবর্তিত্বাবচ্ছেদে রজ্জু প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং দেশকালান্তরীয় সর্প স্মৃত হইতেছে। এই দুই বিষয় ভিন্ন এবং ইহাদের জ্ঞানও ভিন্ন। অধ্যাসস্থলে এই বিষয়দ্বয় পরস্পর ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে, জ্ঞানদ্বয়ও ভিন্ন ভাবে অবস্থান করে। লোকে যাহাকে 'ইহা সর্প' এতদ্বিষয়ক একপ্রতীতি বলে প্রভাকরমীমাংসক মতে উহা দুটী ভিন্ন জ্ঞানের ভেদের অগ্রহ। অর্থাৎ একপ্রতীতি বলিয়া লোকে যাহার উল্লেখ করে তাহা বস্তুতঃ দুইটী জ্ঞানকে দুই বলিয়া না জানা। তদ্রূপ পুরোবর্তিত্বাবচ্ছেদে পুরোবর্তী বিষয় এবং স্মৃত সর্প এই দুই বিষয়ের বাস্তবিক বা কাল্পনিক কোনই সংসর্গ হয় না, উহাও দুই বস্তুর ভেদের অভাব। বিষয়ের কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা হইল— পুরোবর্তী বিষয় ('ইহা') এবং সর্প ইহাদের সংসর্গের প্রতীতি হয় না; যাহা প্রকৃত ঘটে তাহা এই যে 'ইহা'র ও সর্পের প্রতীতিদ্বয়ের ভেদ অজানা থাকে।

অন্য সম্প্রদায় হইতে প্রাভাকরগণের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুইটী আপত্তি করা হইয়াছে। প্রথম আপত্তিটী এই—সর্প যদি এস্থলে স্মৃত হয় তবে কেন ইহা 'সেই সর্প' এইরূপে প্রতিভাত হয় না? আমি যখন কোনও বিষয় স্মরণ করি আমি তাহা কোন বিশেষকালীন ও বিশেষস্থানীয় বলিয়াই স্মরণ করি। অর্থাৎ আমার স্মরণ 'সেই পুস্তকটী' 'সেই লোকটী' এবংবিধ আকারেই হয়। রজ্জুসর্পের ক্ষেত্রে কিন্তু 'সেই সর্প' বলি না কেন? আর যদি 'সেই সর্প'ই বলি তাহা হইলে 'এই' অর্থাৎ রজ্জুর সহিত তাহার সংসর্গ কি প্রকারে হইবে?

দ্বিতীয় আপত্তিটী এই — 'ইহা সর্প' এই প্রকার একপ্রতীতিরই সকল প্রবৃত্তিজনকত্ব আছে বা নাই বলা যাইতে পারে। দুইটী জ্ঞানের ভেদাগ্রহের সকলপ্রবৃত্তিজনকত্ব থাকা বা না থাকার কোন অর্থ নাই। অর্থাৎ আমার জ্ঞানাভাব লইয়া কোনও কার্য-নির্বাহ হয় না।

প্রাভাকর-সম্প্রদায় এই দুই আপত্তিরই উত্তর দিয়াছেন। প্রথম আপত্তির উত্তরে তাঁহারা বলেন যে 'প্রমুষ্টতত্তাক' স্মৃতি অনায়াসে হইতে পারে। অর্থাৎ অত্যন্ত সচেতন (self-conscious) না হইয়া স্মরণ করিলে স্মরণের বিষয়টী 'সেই পুস্তক', 'সেই মনুষ্যটী' এই প্রকার আকারে হয় না। তখন কেবল মাত্র পুস্তক স্মরণ করি, পুস্তকের তৎকালীনত্ব বা তৎস্থানীয়ত্ব ভাসমান হয় না। তদ্রূপ রজ্জু সর্প স্থলে শুদ্ধ সর্পই স্মরণ করি। দ্বিতীয় আপত্তির দুইটী উত্তর আছে। প্রথম উত্তরটী এই যে কেবল ব্যবহার-কল্পেই (in the context of will) ভেদাগ্রহকে আমরা 'এই সর্প' এই প্রকার একপ্রতীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ 'এই সর্প' বলিয়া একপ্রতীতি না হইলে ব্যবহার (কার্যনির্বাহ) হয় না; কিন্তু সেই একপ্রতীতি মাত্র ব্যবহারের জন্যই। ব্যবহারের কথা না আনিলে শুদ্ধ ভেদাগ্রহই থাকিবে, একপ্রতীতি থাকিবে না। দ্বিতীয় উত্তরে প্রথম উত্তরটী আরও পরিষ্কার হইবে। তাহা এই — যতক্ষণ ভ্রমের নিরাস না হয় ততক্ষণ সর্পও যেমন সত্য বলিয়া মনে হয় 'ইহা সর্প' এই প্রতীতির একত্বও তদ্রূপ সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভ্রমের নিরাসের সঙ্গে সঙ্গেই লোকে যেমন সর্পের সত্যতা অস্বীকার করে, আমরাও তদ্রূপ প্রতীতির একত্বও অস্বীকার করিতেছি। অর্থাৎ বলিতেছি যে সত্য সত্যই একপ্রতীতি হয় নাই। একপ্রতীতির আভাস হইয়াছিল কি না?—জিজ্ঞাসা করিলে প্রাভাকরগণ বলিবেন যে সে আভাস কেবল ব্যবহারকল্পেই হইয়াছিল; অর্থাৎ কেবল ব্যবহারেই সে আভাসের সার্থকতা। ভ্রম-নিরাসের পর স্বপ্রকাশ প্রতীতিই বলিয়া দিতেছে যে অধ্যাসকালীন প্রতীতি ভেদাগ্রহ মাত্র, একপ্রতীতি নহে। প্রাভাকরমতের নাম অখ্যাতিবাদ।

যাহা হউক এই প্রকার মত জগতে আর কুত্রাপি নাই। তবে ইহার কাছাকাছি এক প্রকার মত Hegel ও হেগেলীয়গণ মানিতেন। হেগেলীয়গণের মধ্যে Bradleyর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে ভ্রমের বিষয় এবং যথার্থজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে মূলগত (qualitative) কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার মতে একমাত্র পদার্থ হইল এক নির্বিশেষ অনন্ত বস্তু (Absolute immediacy) যাহার মধ্যে এই জগৎপ্রপঞ্চ

অব্যাকৃত[১] (non-relational) অবস্থায় আছে। মানুষ সেই নির্বিশেষ বস্তুকে বহুধা বিভক্তভাবে জানিতেছে। এই বহুধা বিভাগের মূল কারণ হইল thought. এই thought কিন্তু নির্বিশেষ অনন্ত বস্তুরই এক বিকাশ বা শক্তি। ইহা তাঁহার লীলামাত্র (freedom) নহে। কারণ ইহা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, এবং ইহা ব্যতীত তিনি পূর্ণও নহেন। বেদান্তীর অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অপরিহার্য সত্য শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে যাহা দাঁড়ায় Bradleyর thought অনেকটা তাহাই। নির্বিশেষ অনন্তবস্তুকে এইরূপে বহুধা বিভক্ত (এবং তৎপরে সেই বিভাগ-বস্তুসমূহকে পরস্পর সম্পর্কিত) জানাই আদিম অধ্যাস। জগৎ-প্রপঞ্চ thought-জন্য এবং thought নির্বিশেষ অনন্তবস্তুর এক অপরিহার্য সত্য শক্তি। অতএব প্রপঞ্চের যে কোনও অংশকে নির্বিশেষ অনন্ত বস্তুর অংশ বলা যাইতে পারে। অনন্ত নির্বিশেষ বস্তুর অংশ অর্থে বুঝিতে হইবে যে এই বস্তুকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যে টুকু সীমাবদ্ধ হইয়াছে সে টুকু ঐ নির্বিশেষ অনন্ত বস্তুতেই অবস্থিত। আর যে সীমার কথা বলা হইতেছে তাহাও সেই নির্বিশেষ বস্তুতেই অবস্থিত, কারণ তাহা thought-জন্য, এবং thought সেই নির্বিশেষ বস্তুর অপরিহার্য সত্য শক্তি। নির্বিশেষ এক-বস্তুকে বহু অংশরূপে জানাই অধ্যাস। কিন্তু এই অধ্যাসে কিছুই একান্ত অসৎ নহে। অদ্বৈতী সসীম অংশকে সদসদ্বিলক্ষণ বলিবেন; কিন্তু Bradleyর মতে সমস্তই সৎ।

দার্শনিক তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে Bradleyর কথা দাঁড়ায় এই প্রকার—প্রথম নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে (immediate experience) আমরা নির্বিশেষ বস্তু[২] পাই। (Bradleyর মতে এই নির্বিশেষ বস্তু আমার অনুভব হইতেও ভিন্ন নহে।) পরে thoughtএর নিকট (এবং thought-এরই দ্বারা) সেই নির্বিশেষ বস্তু বহুধা বিভক্ত (এবং বিভাগ-বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কিত) হয়। Thoughtএর কার্যই হইল নির্বিশেষকে অংশবান্ বা সবিশেষভাবে জানা। এখন নির্বিকল্প জ্ঞান স্থলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ এই স্থলে এমন কি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যেও ভেদ থাকে না। ভ্রান্তি বা সত্যতার কথা উঠে thought-এর স্থলে। কিন্তু যেহেতু thought নির্বিশেষকে অংশবান্ বা সবিশেষ করিয়াছে এবং যে হেতু অংশবত্তা পদার্থত্বের বিরোধী[৩] অতএব thoughtএর বিষয়মাত্রই অ-পদার্থ। সুতরাং ভ্রান্তি ও সত্য উভয়েই সমপর্যায়ভুক্ত। বহু অংশকে যতই সমষ্টি-(comprehended and consistent) ভাবে দেখা যাইবে ততই সত্য-জ্ঞান হইবে, এবং যত ব্যষ্টিভাবে দেখা যাইবে ততই মিথ্যাজ্ঞান হইবে। অতএব সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মূলগত কোনও প্রভেদ নাই। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অনন্ত অংশের সমষ্টি মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। কারণ 'সংখ্যাহিসাবে অনন্ত' শব্দের অর্থ এই যে অংশের ক্রম-সমষ্টীকরণ চিরকালই করা যায়; কোন কালে তাহার শেষ হয় না। তবে Bradley এ কথা স্বীকার করেন যে সমষ্টীকরণ ব্যতীত অন্য এক উপায়ে অনন্তকে পাওয়া যায়। সে অনন্ত আর সংখ্যাগত নহে। হিন্দুদর্শনে যেমন বিভুপরিমাণ পদার্থকে মধ্যমপরিমাণ পদার্থের সমষ্টিভাবে না জানিয়া অন্যভাবে (অর্থাৎ নিরবয়বভাবে) জানা হইয়াছে তদ্বৎ Bradleyও বিভুপরিমাণ Absoluteকে অন্যভাবে জানিতে হইবে বলিয়াছেন। আর সেইজ্ঞানে অংশ বা অবয়ব কেবল উপাধিসাপেক্ষ বা thought-রূপ অবিদ্যা কল্পিত বলিতে হইবে। তবে এই thought Absoluteএর স্বরূপ। কি করিয়া ইহা নিরবয়ব Absoluteএর স্বরূপ হইবে তাহা অবাগ্গোচর। Religion-রূপ সাধন-প্রক্রিয়ার দ্বারাই ইহা উপলব্ধ হয়। রামানুজ Absolute-(ঈশ্বর) কে পরমার্থতঃ অবিদ্যা-বিশিষ্ট বলিয়াছেন; Bradleyও সেই কথা বলিয়াছেন। প্রভেদ এই যে Bradleyর মতে thought-রূপ অবিদ্যা একেবারে অভিন্ন-ভাবে Absoluteএ আছে। অথচ শাঙ্কর মতানুযায়ী এই অবিদ্যাকে তিনি পরমার্থতঃ তুচ্ছ বলিবেন না।

মিথ্যার সহিত সত্য বা পদার্থের পরমার্থতঃ কোনও ভেদ নাই (অথচ পরমার্থতঃ এই মিথ্যা তুচ্ছ নহে)। মিথ্যা হইল সত্য বা পদার্থের অংশমাত্র। Bradley অবশ্য একথা বহুবার মানিয়াছেন যে আপাততঃ মিথ্যার একটা প্রকৃতিগত ভাবাত্মক বৈশিষ্ট্য (positive sting) উপলব্ধ হয়। তিনি ইউরোপীয় মধ্যযুগের অনেক দার্শনিকের মত মিথ্যার এই বৈশিষ্ট্য একেবারে অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে যতই মিথ্যা বিষয়কে অন্য অংশের সহিত সমষ্টীকৃত করা হয় ততই মিথ্যাংশের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে চরমাবস্থায় এই বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হইবে। ইতিপূর্বে Bradley দেখাইয়াছেন যে পরমার্থতঃ পদার্থ বৈশিষ্ট্যবান্ অংশযুক্ত নহে। অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যবান্ অংশনিচয় পরমার্থতঃ নির্বিশেষভাবে Absoluteএ আছে। অতএব এই যে আশা যে চরমাবস্থায় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইবে ইহা প্রামাণিক।

---

১ Bradley দুই প্রকার অব্যাকৃতত্ব মানেন। এক প্রকার হইল ব্যাকৃত হইবার পূর্বের অবস্থা (infra-relational) যাহা হইতে ব্যাকৃতত্বের উদ্ভব। অপর প্রকার হইল ব্যাকৃত হইবার পরের অবস্থা (supra-relational) যাহাতে ব্যাকৃত বস্তুনিচয় পুনরায় সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

২ এই নির্বিশেষ বস্তু Absolute নহে। অর্থাৎ ইহা যে নির্বিশেষ অনন্ত বস্তুর (Absolute immediacy) কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা নহে। যে নির্বিশেষ বস্তুর কথা এখানে বলা হইতেছে তাহা অনেকটা সাংখ্য বা মীমাংসকের নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের বিষয়ের মতন।

৩ ইহার কারণ এই যে অংশদ্বয়কে সম্বদ্ধভাবে জানিতে হইবে। কিন্তু সম্বন্ধ বলিয়া কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না। কারণ ইহার স্বরূপ-নির্ণয় করা যায় না। সম্বন্ধের স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। কিন্তু এক বার এই প্রশ্ন উঠিলে অনবস্থা অবশ্যম্ভাবী। Bradley এই প্রকার আরও কয়েকটা আপত্তি তুলিয়াছেন।

এইরূপ ভাবিলে চলিবে না যে অতএব অন্ততঃ এই বৈশিষ্ট্যটী Absolute হইতে ভিন্ন এবং পরমার্থতঃ তুচ্ছ। কারণ পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে এই বৈশিষ্ট্য thought-জন্য, এবং thought পরমার্থতঃ Absoluteএর অপরিহার্য শক্তি, যদিও সেই শক্তি নির্বিশেষভাবেই Absoluteএ থাকিবে। Bradley স্বীকার করিয়াছেন যে যুক্তির নিকট এই কথা বাতুলের প্রলাপ মনে হইতে পারে; কিন্তু religionরূপ সাধনপ্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা উপলব্ধ হইবে।

Bradleyর মতের এই দুর্বোধ অংশটী স্বয়ং Hegel বা তাঁহার প্রকৃত মতাবলম্বিগণের মতবাদে নাই। তাঁহারা Absoluteকে নির্বিশেষ বলেন না। thought তাঁহাদের মতে Absoluteএর অপরিহার্য শক্তিমাত্র নহে; ইহাই Absolute এই thoughtই আপনাকে কখনও নির্বিশেষ এবং পরক্ষণেই[৪] সবিশেষভাবে জানে। প্রথম নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে যাহা জ্ঞাত হয় তাহা নির্বিশেষ। পরে এই নির্বিশেষ পদার্থ একটা বাঁধা নিয়মে (dialectic) সবিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া এবং অনেক রূপে সবিশেষভাবে প্রতীয়মান এই thought পুনরায় রসোপলব্ধি-(art) তে আবার নির্বিশেষ হইয়া যায়। এই নির্বিশেষ বিশেষকে বাদ দিয়া নহে। ইহার মধ্যে যাবতীয় বিশেষ সুপ্ত বা সূক্ষ্ম-(অতএব অপৃথক্) ভাবে থাকে। একটা বাঁধা নিয়মে আবার এই নির্বিশেষ গাঢ়তরভাবে নির্বিশেষ হইতে থাকে। Religion বা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধিতে গাঢ়তম নির্বিশেষভাবেই ইহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু পুনরায় ইহা সবিশেষ হইয়া যায় এবং এই শেষ সবিশেষ অবস্থা আবার একটা বাঁধা নিয়মে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণতরভাবে সবিশেষ হইতে থাকে। ইহারই এক চরম অবস্থায় Absoluteকে যথাযথভাবে পাওয়া যায়। অতএব এই Hegel বা প্রকৃত হেগেলীয়গণের মতেও জ্ঞানতঃ বা বিষয়তঃ অধ্যাস বলিয়া বাস্তবিক কিছুই নাই।

প্রতীচ্যে অতি আধুনিক যুগে একদল নব্য দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহারাও একভাবে জ্ঞানগত অধ্যাস স্বীকার করেন না। Moore, Russell, মার্কিনদেশীয় New Realist প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইঁহাদিগের অন্যতম। অদ্বৈতিগণ যাহাকে সদসদ্বিলক্ষণ প্রাতিভাসিক বস্তু বলেন এই নব্য দার্শনিকগণের মতে তাহাই হইল জগৎপ্রপঞ্চের চরম মূল (primal stuff)। অদ্বৈতিগণ রজ্জুকে মিথ্যা সর্পের অপেক্ষায় পরমার্থতত্ত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু এই নব্যদার্শনিকগণ বলেন যে যখন প্রকৃত রজ্জুর প্রত্যক্ষ হয় তখনও তো আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা রজ্জু পাই না। পাই রজ্জুর একদেশ—একটা বর্ণ, একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীভূত আকার মাত্র। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা এইগুলি পাইবার পর এতাদৃশ আরও কতকগুলি বিষয় স্মরণ করিয়া কোনও কারণে ইহাদিগকে একীকৃত (combined) করি; এবং সেই একীকৃত বস্তু-(substance) কে রজ্জু বলি। জগৎপ্রপঞ্চের মূলে আছে এই প্রকার কতকগুলি জ্ঞানাকরণক জ্ঞানের[৫] বিষয় (sensum)। এই জ্ঞানকরণক জ্ঞানের বিষয়গুলি পরমার্থতঃ 'আছে' বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু রজ্জু বা অন্যান্য একীকৃত (constructed) বস্তুকে (substance) যে অর্থে 'আছে' বলি ইহাদিগকে সেই অর্থে 'আছে' বলিতে পারি না। একীকৃত বস্তুনিচয় সৎ (existent); ইহারা সদসদ্বিলক্ষণ (subsistent)। সৎ বা অসৎ না হইলেই যে সদসদ্বিলক্ষণ হইবে এমন কথা অনেকে স্বীকার করেন না। বৈশেষিকগণ দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে সৎ বলিয়াছেন, এবং সামান্য, সমবায় ও বিশেষকে সৎ বলেন নাই—এই তিনটী তাঁহাদের মতে স্বরূপতঃ সৎ নহে, অসৎ নহে এবং সদসদ্বিলক্ষণও নহে। কিন্তু ইহার অর্থ তাঁহারা এইরূপ ধরিয়াছেন যে এই পদার্থগুলি সৎ পদার্থে সমবেত হইয়াই বা সৎপদার্থের স্বরূপ হইয়াই এক প্রকার পরম্পরাভাবে সৎ। ইউরোপীয় যে নব্যদার্শনিকগণের কথা বলা হইতেছে তাঁহারা sensum-কে এইপ্রকার পরম্পরাভাবেও সৎ বলেন নাই। তাঁহাদিগের নিকট সত্তার (existence) কোনও দার্শনিক বা পারমার্থিক মূল্য নাই। সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুই তাঁহাদিগের মতে প্রপঞ্চের সার (ultimate stuff)। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতীর সদসদ্বিলক্ষণ মিথ্যা বস্তু sensum মাত্রে পর্যবসিত। অবশ্য যে মিথ্যা সর্পের আভাস হইয়াছিল সেই সর্প যদি অধ্যাসনিরাসের পরও একীকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা এই নব্যদার্শনিকগণের sensum মাত্র নহে। কিন্তু অদ্বৈতী অধ্যাসনিরাসের পর মিথ্যা সর্পকে আর একীকৃত বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, এই ধারণায় অদ্বৈতীর সদসদ্বিলক্ষণ মিথ্যা-বিষয়কে sensumএর সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করা হইল।

এখন এই নব্যদার্শনিকগণের বক্তব্য এই যে পরমার্থতঃ সৎ বা অসৎ কিছুই নাই, আছে কেবল সদসদ্বিলক্ষণ sensumনিচয়। ব্যবহারোদ্দেশ্যে এইগুলিকে নানাভাবে একীকৃত করিয়া আমরা সদ্দ্রব্যের বা সৎকর্মের কল্পনামাত্র করিয়া থাকি। ব্যবহারোদ্দেশ্যে একীকৃত যে sensumগুলি সৎ জগৎপ্রপঞ্চে দ্রব্য ও কর্ম নামে কল্পিত হইয়াছে মিথ্যা সর্পরূপ sensumটী তাহাদের মধ্যে স্থান পাইল না—এই জন্যই আমরা উহাকে অসদ্রূপে কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র। সত্তা বা অসত্তা, সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব—ইহাদের ব্যবহারকল্পেই (only in the context of will) সার্থকতা, অন্যথা ইহারা শব্দ মাত্র।

ব্যবহারকল্পেই সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের

৪ 'ক্ষণ' শব্দটীর প্রয়োগ এখানে অসঙ্গত। কারণ thoughtএর এই যে নব নব বিকাশ ইহা সাময়িক বিকাশ নহে। Thoughtএর স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার মধ্যে এক অসাময়িক বিকাশপ্রবাহ রহিয়াছে।

৫ কেবলেন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানাকরণক-জ্ঞান বলা ভাল। কারণ এই দার্শনিকগণের মতে এমন অনেক sensum আছে যাহাদিগকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় না।

সার্থকতা—এই মতবাদ আর এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম Pragmatists. সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্ব বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব তাঁহাদের মতে সত্যত্ব বা মিথ্যাত্বের স্বরূপই। এই বিষয়ে তাঁহারা বৌদ্ধদিগের সহিত একমত। নৈয়ায়িকের মত তাঁহারা সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বকে প্রমাত্ব-জ্ঞানের উপায়মাত্র বলেন না। সুতরাং এই Pragmatistদের মতে মিথ্যাত্বের স্বরূপ হইল অসমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্ব বা বিফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব। মোটকথায় কোনও প্রবৃত্তিকে মিথ্যা বলা যায় কেবল তখনই যখন তাহার দ্বারা কোনও কার্য নিষ্পন্ন হয় না। আর মিথ্যাত্বের স্বরূপই হইল এই কার্য নিষ্পাদন না হওয়া। এই Pragmatistদের সহিত পূর্বোল্লিখিত নব্যদার্শনিকগণের প্রভেদ এই যে এই Realistগণ সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ বর্ণনায় Pragmatist মতবাদ স্বীকার করিলেও সত্যমিথ্যার অতীত sensum স্বীকার করেন। Pragmatistরা sensumকে ব্যবহার হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেই নারাজ। আগে sensum, তাহার পর ব্যবহার এই কথা না বলিয়া তাঁহারা sensumএর ভিন্নত্ব মাত্র শব্দজন্য বা ঔপাধিক বলিবেন। ব্যবহার-কল্পেই sensumএর সার্থকতা। ব্যবহারের কথা বাদ দিলে sensum বলিয়া আলাদা কিছুই নাই।

Pragmatistদের সহিত প্রাভাকর মতের এইটুকু সাদৃশ্য যে উভয়েই মাত্র ব্যবহার-কল্পেই মিথ্যাত্বের সার্থকতা স্বীকার করেন। প্রভেদ এই যে প্রভাকর ব্যবহার ব্যতিরেকেও শুদ্ধ জ্ঞানতঃ সত্যতা মানেন, Pragmatist তাহা মানেন না।

অখ্যাতিবাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সব রকম প্রকারই দেখান হইল। এইবার দেখা যাউক ভাট্টমীমাংসকগণ কি বলেন, এবং তাঁহাদের মতের সদৃশ কোনও মত পাশ্চাত্ত্য দর্শনে আছে কি না। ভাট্টমতে রজ্জুসর্পভ্রম স্থলে ইদম্প্রকারক রজ্জুও সদ্বস্তু, সর্পও সদ্বস্তু। ভ্রম হইয়াছে ইহাদের সংসর্গ লইয়া। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত যে সম্বন্ধ তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্য সম্বন্ধ গ্রহণ করার নামই ভ্রম। এই মতকে অন্যথাখ্যাতিবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িকের অন্যথা-খ্যাতিবাদের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। পরে তাহা আলোচিত হইবে। এইজন্য এই মতকে বিপরীতখ্যাতিবাদ বলে।

Descartes ও তন্মতাবলম্বী অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এই মত পোষণ করেন। তবে তাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে এই অন্যথা-গ্রহণ কি করিয়া ঘটে? এই মিথ্যা সংসর্গটী কি কল্পনানির্মাণ, অথবা অনির্বচনীয় অবিদ্যার পরিণাম? প্রথমকল্পে বিপরীতখ্যাতি আত্ম-খ্যাতি বা অসৎখ্যাতিতে পর্যবসিত হয়, দ্বিতীয় কল্পে উহা অদ্বৈতীর অনির্বচনীয় খ্যাতিতে পরিণত হয়। তবে ইহা ভিন্ন আর কি বলিতে হইবে? Descartes বলেন ইহা মানু-ষের স্বাধীন ইচ্ছার অপপ্রয়োগ। Descartes-এর মতে জ্ঞানের পরই মানুষের ইচ্ছা প্রযুক্ত হয়। যাহা জানিয়াছি তাহাকে বাক্যাকারে প্রকাশ করা ইচ্ছারই কাজ। সেই ইচ্ছাদ্বারা আমরা যথাযথ বা অন্যথা প্রকাশ করিতে পারি—মানুষের ইচ্ছার এই স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতার সুপ্রয়োগ হইল যথাযথভাবে জ্ঞাতবস্তুসমূহকে উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে বাক্যা-কারে প্রকাশ করা—অযথাযথভাবে জ্ঞাতবস্তু-সমূহকে বাক্যাকারে প্রকাশ করার নামই অধ্যাস। অর্থাৎ ইচ্ছাকল্পেই (in the context of will) জ্ঞানের সত্যত্ব বা মিথ্যাত্বের সার্থকতা।

জ্ঞানকে উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে বাক্যা-কারে প্রকাশ করা যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকারবিশেষ একথা অনেকেই স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইহাকে জ্ঞানেরই এক ক্রিয়াত্মক প্রকার (judgment) বলেন। সুতরাং এই মতে ভ্রম এই ক্রিয়াত্মকজ্ঞান-জন্য। এই সকল দার্শনিকের মতে প্রত্যক্ষ বা সর্বজ্ঞানেই দুই স্তর আছে। প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারা কয়েকটী বিষয় নির্বিকল্প বা পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধ হয়—এই উপলব্ধিরূপ জ্ঞান অক্রিয়াত্মক (static, passive); কিন্তু তাহার পর ক্রিয়াত্মক (active, interpretative, discussive) জ্ঞান সেই বিষয়গুলিকে উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাবে সংসর্গীকৃত করিয়া বাক্যাকারে প্রকাশ করে। ভ্রমের সম্ভাবনা এইখানেই। প্রকৃত সংসর্গকে গ্রহণ না করিয়া ক্রিয়াত্মক জ্ঞানজন্য ভিন্ন এক সংসর্গের কল্পনার নাম ভ্রম। অতএব সংসর্গাবচ্ছেদে ভ্রম জ্ঞান মাত্র, ইহার বিষয় নাই। সংসর্গাবচ্ছেদে যে প্রমাজ্ঞান তাহার কিন্তু যথাযথ বিষয় আছে। এই মত পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এত বেশী স্বীকৃত হইয়াছে যে বিশেষ করিয়া কোনও দার্শনিকের নাম করিবার প্রয়োজন হয় না। এই মতের একটী বিশেষ গুণ আছে। ভট্টকুমারিলকে বা নৈয়ায়িককে যদি প্রশ্ন করা যায় যে সর্পরজ্জুর মিথ্যা সং-সর্গজ্ঞানের জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় কিছু আছে কিনা, এবং বিষয় যদি থাকে তাহা সৎ না হইলে কি কল্পনানির্মাণ অথবা সদসদ্বিলক্ষণ? —তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে সহজে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু যে পাশ্চাত্ত্য মত আলোচিত হইতেছে তাহার প্রধান গুণ এই যে তাহাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছে যে এই সংসর্গপ্রতীতির কোনই বিষয় নাই, ইহা ক্রিয়াত্মক জ্ঞানেরই প্রকার-বিশেষ মাত্র। এখানে জ্ঞানাতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই। সংসর্গপ্রতীতির অর্থ সংসর্গের প্রতীতি নহে; ইহার অর্থ সংসর্গরূপ প্রতীতি।

নৈয়ায়িকের অন্যথাখ্যাতিবাদ কুমা-রিলের বিপরীত খ্যাতিবাদ অপেক্ষা জটিলতর। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে রজ্জুসর্পভ্রম স্থলে ইদন্তা বা পুরোবর্তিত্বাবচ্ছেদে রজ্জু প্রত্যক্ষ হয়, এবং সর্পত্বাবচ্ছেদে দেশকালান্তরীয় সর্পও প্রত্যক্ষ হয়। পুরোবর্তিত্বাবচ্ছেদে রজ্জু প্রত্যক্ষের পর সর্প-বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য সর্পের স্মরণ হয়। নৈয়ায়িকের মতে স্মরণের অনুব্যবসায় না হওয়া পর্যন্ত স্মৃতবিষয় 'প্রমুষ্টতত্তাক' থাকে; অর্থাৎ স্মৃত সর্প শুধু 'সর্প' আকারেই উপলব্ধ হয়, 'সেই

সর্প' আকারে নহে। কিন্তু শুধু ইদমাকারে রজ্জুর প্রত্যক্ষ ও সর্পাকারে সর্পের স্মরণ হওয়ার নামই অধ্যাস নহে। অথবা অধ্যাস উহাদের ভেদের অগ্রহ মাত্র নহে। নৈয়ায়িকের মতে অধ্যাস এক-প্রতীতি, দুইটা প্রতীতি নহে (তাহাদের দ্বিত্ব জানা থাক বা না থাক)। আর এই অধ্যাস-প্রতীতি প্রত্যক্ষ। কিন্তু সর্পাকারে স্মৃত সর্প কিরূপে এখানে প্রত্যক্ষ হয়? নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইহা জ্ঞানলক্ষণা নামক একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্পের সন্নিকর্ষ ঘটে নাই; কিন্তু স্মৃতিজ্ঞানই এখানে প্রত্যক্ষকারণ (প্রত্যক্ষব্যাপার) এক-প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের কাজ করিয়াছে, এবং তজ্জন্যই স্মৃত সর্প (অলৌকিকভাবে) প্রত্যক্ষ হইয়াছে। অনেক প্রমা-জ্ঞান স্থলেও এই অলৌকিক সন্নিকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তুষারফলককে স্পর্শ না করিয়াই আমরা শীতল বলিয়া দেখি। লৌকিকভাবে এই শীতলত্ব স্পর্শ ব্যতীত প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু এখানে আমার অনুভবই হইতেছে—'তুষার ফলককে শীতল বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি'। এই শীতলত্ব স্মৃত বা অনুমিত নহে, কারণ আমার তাদৃশ অনুভব হইতেছে না। ইহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষও হইতেছে না; একেবারে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Wundt, Stout প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ complication বা fusion বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ। মোট কথা তুষার-ফলককে শীতল বলিয়া যে জ্ঞান তাহা এখানে এক-জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ। অধ্যাস-স্থলে আমরা দোষবশে স্মৃতি-সন্নিকর্ষের জন্য এমন কিছু প্রত্যক্ষ করি যাহা লৌকিকদৃষ্ট অধিষ্ঠান পদার্থে নাই। দোষবশে পুরোবর্তিত্বাবচ্ছিন্ন রজ্জুতে সর্প দেখিয়াছিলাম; অথচ ঐ স্থলে সর্প নাই, ছিল না বা থাকিবে না। এই মতের নাম অন্যথাখ্যাতিবাদ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Alexander ছাড়া আর কাহাকেও এতাদৃশ মত পোষণ করিতে দেখা যায় না। Alexanderএর মতে জ্ঞানের বিষয় সর্বদাই সৎপদার্থ। রজ্জুকে যখন সর্প বলিয়া দেখি তখন রজ্জুও সৎ, সর্পও সৎ—ভিন্ন দেশে ভিন্নকালে তো সর্প আছেই। তবে সদ্‌-বিষয়কে কখন আমরা লৌকিকভাবে (normally) প্রত্যক্ষ করি, কখন বা অলৌকিকভাবে (abnormally) প্রত্যক্ষ করি। দেশকালান্তরীয় বিষয়কে যখন এতদ্দেশীয় বা এতৎকালীয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করি তখন সেই প্রত্যক্ষ এক ভাবে অলৌকিক। Alexander ইহাকে 'ট্যারা চোখে দেখা'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা নৈয়ায়িকের অলৌকিক প্রত্যক্ষের মত নহে। কারণ Alexander স্মৃতিরও অনেকটা এই ভাবে লক্ষণ দিয়াছেন। স্মৃতবিষয় তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, তবে সেই প্রত্যক্ষে বিষয়ের ভিন্নদেশীয়ত্ব ও অতীতকালীনত্ব স্ফুটভাবে ভাসমান হয়। ভ্রমস্থলে এই দুই ধর্ম ভাসমান হয় না। তৎপরিবর্তে সেই বিষয় এতদ্দেশীয় ও এতৎকালীন বলিয়াই ভাসমান হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িক স্মৃতি ও স্মৃতিসন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রভেদ স্বীকার করেন; Alexander করেন না।

Alexanderএর মতের দোষ এই যে যদি দেশকালান্তরীয় বিষয়কে একেবারেই এতদ্দেশীয় ও এতৎকালীন বলিয়া প্রত্যক্ষ করি তাহা হইলে তাহার সহিত পুরোবর্তিত্বাবচ্ছেদে লৌকিকভাবে (normally) দৃষ্ট এতদ্দেশীয় ও এতৎকালীন সৎপদার্থের কি সম্বন্ধ? এবং এই সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজনই বা কি? অর্থাৎ Alexander কি আর বলিবেন যে পুরোবর্তী অধিষ্ঠানে ঐ ভ্রমবিষয় আরোপিত হয়? অথবা তিনি বলিবেন যে পুরোবর্তী অধিষ্ঠান স্বীকারেরই প্রয়োজন নাই? Alexander অনেক সময় পুরোবর্তী সদধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন, অনেক সময় করেন নাই। ইহা তাঁহার মতের এক অসঙ্গতি।

নৈয়ায়িকের মতে কিন্তু এই অসঙ্গতি নাই। তাঁহাদের মতে সমস্ত সবিকল্পজ্ঞানই বাক্যাকার। ভ্রমও বাক্যাকার জ্ঞান, এবং পুরোবর্তিত্বাবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান হইল উদ্দেশ্য এবং সর্প হইল বিধেয়।

এখন নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে 'ইহা সর্প' এইরূপ যে সংসর্গ-বিষয়ক জ্ঞান হয় তাহার সংসর্গরূপ বিষয়টীও কি সৎ পদার্থ? নৈয়ায়িক নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাহা হইলে এই সংসর্গটীর স্বরূপ কি? ইহা কি কল্পনা-নির্মাণ অথবা এক অনির্বচনীয় সদসদ্বিলক্ষণ পদার্থ? প্রথম কল্পটী নৈয়ায়িক একেবারেই অস্বীকার করিবেন, এবং দ্বিতীয় কল্পগ্রহণ করিলে তাঁহারা অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী হইবেন। শুনিতে পাই, কোন কোন নৈয়ায়িক অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী। কিন্তু সাধারণভাবে নৈয়ায়িকগণ এই মতের বিরোধী। কিন্তু তাহা হইলে এই সংসর্গটী কিরূপ বস্তু? ইহাকে সংসর্গিদ্বয়ের স্বরূপ বলিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। কারণ যাহা অপরের স্বরূপ তাহার প্রতীতিকে নৈয়ায়িক মিথ্যা বলেন না।

নৈয়ায়িকের একপ্রকার উত্তর আমরা কল্পনা করিতে পারি। নৈয়ায়িক বলিতে পারেন যে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে আমরা যাহা জানি তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষে বাক্যাকারে প্রকাশ করি। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় না হইতে পারে; কিন্তু এ কথা বলিতে আপত্তি নাই যে সবিকল্পকজ্ঞান নির্বিকল্পকজ্ঞানেরই বাক্যাকারে প্রকাশ, এখন কথা হইতেছে এই—উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের বিষয়কে নির্বিকল্পভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সংসর্গকেও ঐ প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে সংসর্গ কি উদ্দেশ্য-বিষয়ের সহিত-বিধেয়-বিষয়ের সংসর্গ? অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে সংসর্গ জানিয়াছিলাম তাহা কি two-termed relation-ভাবেই জানিয়াছিলাম? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তো সে প্রত্যক্ষ সবিকল্পকই হইল। সুতরাং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে সংসর্গ জানিয়াছিলাম তাহা সংসর্গমাত্র, কোনও বিষয়দ্বয়ের সংসর্গ নহে।

এই মত মানিলে কিন্তু অন্য এক বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা নৈয়ায়িক মানিবেন

কি না সন্দেহ। আপত্তিটী এই যে সবিকল্পক যে এক-জ্ঞান তাহার আর এক-বিষয় রহিল না অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের যে একীকরণ তাহা কেবল একীকর্তা-জ্ঞানের কাজ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক অনেক সময় এই ধরণের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু এই চরম সিদ্ধান্ত তাঁহারা মানিবেন না বলিয়াই মনে হয়। নৈয়ায়িক অনেক সময় বলিয়াছেন, 'ক খ-এর কর্তা' এই যে কর্তৃস্বরূপ সংসর্গের জ্ঞান ইহার প্রকৃত বিষয় হইল ক, খ এবং উহাদের মধ্যে কয়েকটী কারণরূপ বস্তু। অর্থাৎ ক খ-এর কর্তা বলিয়া যে একজ্ঞান তাহার এক-বিষয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেই তো বলিতে হইবে যে এই একীকরণ জ্ঞানমাত্রের কাজ। অবশ্য এইজ্ঞান সকল জ্ঞাতার মনেই সমানভাবে উদিত হয়, কারণ জ্ঞানটী মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহার জন্য যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাউক না কেন একীকরণ যে জ্ঞানমাত্রের কাজ একথা অস্বীকার করিবার উপায় কি? এবং তাহা হইলেই তো বহুল প্রচারিত পাশ্চাত্য মতে আসিতে হয় যে ভ্রম-বিষয়-জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ মাত্র। অবশ্য উপায় যে একেবারেই নাই তাহা নহে, অদ্বৈতিগণ অন্য এক উপায় দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সংসর্গ সংসগী হইতে একান্ত ভিন্নও বলা যায় না, একান্ত অভিন্নও বলা যায় না। এইরূপে তাঁহারা উভয়ের ভেদাভেদ (তাদাত্ম্য) স্বীকার করেন। এই ভেদাভেদ আবার একপ্রকার অনির্বাচনীয়ত্ব, কারণ ভেদ বা অভেদ কিছুই স্থির করিয়া বলিতে যায় না। সকল প্রকার অনির্বাচনীয় বস্তু আবার তাঁহাদের মতে পরমার্থদৃষ্টিতে তুচ্ছ। অতএব পরমার্থতঃ সংসর্গ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। [তদ্রূপ তাঁহারা বলেন যে জগতের সত্তামাত্র = চিৎ = আনন্দ ব্যতীত আর সমস্তই অনির্বচনীয়, অতএব পরমার্থতঃ তুচ্ছ।]

কিন্তু সংসর্গ মাত্রই যদি অনির্বচনীয় হয় তাহা হইলে যে সংসর্গের জ্ঞান সত্য ও যে সংসর্গের জ্ঞান মিথ্যা তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? অদ্বৈতী বলেন যে ব্রহ্মদৃষ্টিতে সকলই তুচ্ছ হইলেও আপাততঃ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অনির্বচনীয়ত্বের স্তর-ভেদ আছে। নিম্নস্তরের তুলনায় উচ্চস্তরের অনির্বচনীয়কে আমরা সৎ বলি, এবং উচ্চস্তরের অপেক্ষায় নিম্নস্তরের অনির্বচনীয়কে অসৎ বলি। ইদন্তা ও রজ্জুর সংসর্গের অপেক্ষায় ইদন্তা ও সর্পের সংসর্গ অসৎ, এবং দ্বিতীয়টীর অপেক্ষায় প্রথমটী সৎ। অসৎ ও অনির্বচনীয়ের সম্বন্ধ এই যে আপাততঃ যাহা অনির্বচনীয় তাহা বাস্তবিক (as an ideal) অসৎ হইবে, যদিও এখন তাহাকে অসৎ বা সৎ কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যখন ইদন্তা ও সর্পের সংসর্গকে আপাততঃ অনির্বচনীয় বলা হয় তখন মাত্র সংসর্গকেই অদ্বৈতীরা অনির্বচনীয় বলেন না। তাঁহাদের মতে সর্পটীও অনির্বচনীয়। ভাট্টমীমাংসক, নৈয়ায়িক বা Alexander-এর মত তাঁহারা এই সর্পকে দেশকালান্তরীয় বলেন না। কারণ দেশকালান্তরীয় পদার্থের (যোগজ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য) প্রত্যক্ষ হয় না। ইহা অনুমিত বা স্মৃত মাত্র হয়। আর অনুমিতি বা স্মৃতির বেলায় আমি অনুমান করিতেছি বা স্মরণ করিতেছি এই প্রকারের স্বপ্রকাশ অনুভব হয় বলিয়া অদ্বৈতিগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা প্রাভাকরগণের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া এই আপত্তি করেন যে প্রাভাকরগণ যখন জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলেন তখন কি করিয়া তাঁহারা প্রমুষ্টতত্ত্বাক স্মৃতি মানিতে পারেন? স্মরণ করিলেই আমি স্মরণ করিতেছি বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তাহা হইলেই স্মৃতি বিষয়ের 'সেই বিষয়' এই আকারে প্রতিভান হইবেই। রজ্জু-সর্প ভ্রমে কিন্তু সর্পকে আমরা 'সেই সর্প' বলিয়া উপলব্ধি করি না। অথবা সর্পটী অনুমান করিতেছি এই প্রকারের জ্ঞানও হয় না। বরং জ্ঞান হয় 'সর্প প্রত্যক্ষ করিতেছি।' অদ্বৈতিগণ জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন — তুষার-ফলককে কখনও শীতল বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি না, শীতল গুণকে হয় স্মরণ না হয় অনুমান করি। রজ্জুসর্প ক্ষেত্রে কিন্তু সর্পকে প্রত্যক্ষ করি বলিয়া পরিষ্কার অনুভব হয়।

অথচ ভ্রম-নিরাসের সঙ্গে সঙ্গেই এই সর্পের সত্তা অস্বীকার করি। কিন্তু সত্তা অস্বীকার করার নামই অসত্তা স্বীকার করা নহে। কারণ যাহা একান্ত অসৎ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম কিরূপে? প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে এখনই এই সর্পকে অসৎ বলিবার অধিকার আমার হয় নাই। অতএব আমার নিকট সর্পটী এখন না-সৎ-না-অসৎ, অর্থাৎ অনির্বচনীয়। অদ্বৈতীর এই মতের নাম অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ।

অনেক ক্ষেত্রে আবার অদ্বৈতিগণ ইদন্তাকেই অধ্যস্ত বলেন। স্বপ্নে মৃত পিত্রাদির যে দর্শন হয় ইহাতে পিত্রাদি অতীত-কালাবচ্ছেদে সৎ। ইহাকে পুরোবর্তী বা ইদং বলাই ভ্রম। অতএব এখানে সৎ পিত্রাদিতে ইদন্তা বা পুরোবর্তিত্বের অধ্যাস হইয়াছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অদ্বৈতিগণ সংসর্গমাত্রের অধ্যাস মানেন। দর্পণস্থ আমার মুখ মিথ্যা। কিন্তু এখানে দর্পণও মিথ্যা নহে, আমার মুখও মিথ্যা নহে। আমি আমার প্রকৃত মুখই দেখিতেছি — নয়নরশ্মি বলীয়ান্ সৌরকিরণের দ্বারা দর্পণ হইতে তাড়িত ও বিপরীত পথগামী হইয়া আমার প্রকৃত মুখেই পতিত হয়। কিন্তু দর্পণের সহিত আমার মুখের প্রকৃত যে সংসর্গ তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়া আধারআধেয়ভাবে একপ্রকার সংসর্গের অধ্যাস করি মাত্র।

ইংরেজ দার্শনিক Alexander সংসর্গমাত্রের অধ্যাসস্থলে ভ্রম হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে এস্থলে নানা কারণ সামগ্রীবশে একটী বস্তু প্রকৃতই উৎপন্ন হইয়াছে। দর্পণস্থিত মুখ আমার প্রকৃত মুখ নহে ; উহা দর্পণ, আমার প্রকৃত মুখ, সৌরকিরণ প্রভৃতি কারণ সামগ্রী দ্বারা সৃষ্ট এক ভিন্ন বস্তু। কিন্তু উহা অসৎ না হইলেও তিনি উহাকে দর্পণ বা আমার প্রকৃত মুখের মত সদ্বস্তুও বলিতে পারেন নাই।

সদ্বস্তুকে তিনি real appearance, অসৎকে unreal appearance এবং দর্পণস্থ মুখকে mere appearance বলিয়াছেন। অতএব বলিতে পারা যায় যে mere appearance স্থলে Alexander অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী।

অদ্বৈতদর্শনে কয়েক স্থলে অধ্যাসকালীন সর্পপ্রতীতিকেও অনির্বচনীয় অতএব পরমার্থতঃ অসৎ বলা হইয়াছে। অনেক স্থলে আবার 'ইহা সর্প' এই ভ্রম-প্রতীতির সমস্ত বিষয়কে—অর্থাৎ সর্প, সংসর্গ, এমন কি 'ইহা'-কেও—অধ্যস্ত বলা হইয়াছে। যাহা হউক এই সমস্ত সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

মূলকথা এই যে অদ্বৈতমতে তিন প্রকার বস্তু আপাততঃ স্বীকৃত হইয়াছে—সৎ, অনির্বচনীয় ও অত্যন্তাসৎ (বা তুচ্ছ)। অনির্বচনীয় বস্তুকে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে; অতএব জন্য-সৎপদার্থের ন্যায় ইহাও জন্য। সৎকার্যবাদী অদ্বৈতীর মতে এই জন্য অনির্বচনীয় বস্তু তাহার অনির্বচনীয় উপাদান বস্তুর পরিণাম। এই মূলীভূত উপাদানকে অদ্বৈতগণ অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া আখ্যা দিয়াছেন। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহা মাত্র অভাবপদার্থ নহে, কারণ অভাবের ভাবরূপে পরিণতি অসম্ভব। অতএব এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা ভাবাত্মক। সর্প বা রজ্জু-সর্প-সংসর্গ এই ভাবাত্মক অবিদ্যার পরিণাম। জগৎ-প্রপঞ্চও এই অবিদ্যার পরিণাম, কারণ চরমকল্প (penultimate) দৃষ্টিতে জগৎপ্রপঞ্চ অনির্বচনীয় ও জন্য (একেবারে চরম দৃষ্টিতে অত্যন্তাসৎ)। অতএব এই প্রপঞ্চের উপাদানরূপ এক মূল অবিদ্যা আছে।* রজ্জু-সর্পভ্রম-স্থলে যে অবিদ্যা তাহাকে এই মূলাবিদ্যা হইতে পৃথক্ করিয়া ধরিবার কারণ নাই।

অবিদ্যার বিষয়ে যে কথা বলা হইল তৎসমস্তই আনুমানিক (inferential)। অদ্বৈতিগণ বলেন যে এই অবিদ্যার অনুভবও হইতে পারে। সুষুপ্তি হইতে জাগরণের পর 'আমি কিছুই জানি নাই' বলিয়া যে প্রতীতি হয় তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সুষুপ্তি অবস্থায় কিছুই না-জানাকে আমি অনুভব করিয়াছিলাম। এই কিছুই-না-জানাকে অদ্বৈতিগণ জ্ঞানাভাবমাত্র বলেন না। কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞানের অভাব হইতেই পারে না। জ্ঞান যদি আপনাআপনিই জানিতে পারা যায় তাহা হইলে জ্ঞানের অভাব আছে ইহা কে জানাইয়া দিবে? স্বপ্রকাশ সূর্য অবশ্য নিজেই নিজের অভাব জানাইতে পারে; কিন্তু তাহা সম্ভব হয় সূর্য ব্যতীত অপর জ্ঞাতা আছে বলিয়াই। অদ্বৈতিগণ কিন্তু জ্ঞানাতিরিক্ত কোনও জ্ঞাতা মানেন না। অজ্ঞান যদি অভাবমাত্র হয় তাহা হইলে সেই অভাব জানিবার জন্য এমন এক জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হইবে যে নিজ জ্ঞান নহে। কিন্তু কোনও কারণে অদ্বৈতিগণ ইহা মানেন না। তদ্বিষয়ক আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। অতএব অজ্ঞান ভাবপদার্থ। আমরা আমাদের সাধারণ প্রতীতি দ্বারাও এই মত (এবং মূলাবিদ্যার সহিত তুলাবিদ্যার ঐক্য) সমর্থন করিতে পারি। সে আলোচনাও এখন নিষ্প্রয়োজন।

মনে রাখিতে হইবে যে মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা উভয়েই ব্যাবহারিক (empirical) বা চরমকল্প (penultimate) দৃষ্টিতে না-সৎ-না-অসৎ। কেবল চরম বা ব্রহ্মদৃষ্টিতেই (ultimate standpoint) উহা অত্যন্তাসৎ। আরও মনে রাখিতে হইবে যে রামানুজ বা হেগেলীয়গণ এই অবিদ্যাকে সৎ বলিয়াছেন—ইহা ঈশ্বর বা Absoluteএর শক্তি বা প্রকাশবিশেষ।

অদ্বৈতীর এই মতের সহিত ইউরোপীয় অনেক মতেরই অল্পবিস্তর সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন গ্রীসদেশীয় Eleaticগণ জগৎপ্রপঞ্চকে পরমার্থতঃ অসৎ বলিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালীও অনেকটা নব্য অদ্বৈতীর অনুরূপ; —তাঁহারাও দেখাইয়াছেন যে সত্তা ব্যতীত জগৎপ্রপঞ্চের অন্য কোনও বিষয়ের সঙ্গত ভাবে লক্ষণ দেওয়া যায় না, অতএব তাহারা সমস্তই অনির্বাচ্য। কিন্তু এই অনির্বাচ্যত্ব হইতে অত্যন্তাসত্ত্বে কি করিয়া আসা যায় তাহা তাঁহারা দেখান নাই। গ্রীসদেশীয় Scepticগণের মতবাদও অনেকটা এইপ্রকার। ইউরোপের মধ্যযুগীয় (medieval age) অনেক দার্শনিক ও ঈশ্বর ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়কে অনৃত অধ্যাস বলিয়াছেন; এবং এই অধ্যাস কাহার দ্বারা হয়, অর্থাৎ অবিদ্যার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে—জীব না ব্রহ্ম?—এই লইয়া তাঁহারাও তর্ক করিয়াছেন। অধিকাংশের মতেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত। তবে কেহ ইহাকে ব্রহ্মের অচিন্তনীয় শক্তি বলিয়াছেন, কেহ বা ইহাকে অত্যন্তাসৎ শক্তি বলিয়াছেন। সমস্ত কথাবার্তাই চরম পারমার্থিক দৃষ্টিতে হইতেছে। আধুনিক যুগের (modern age) দার্শনিক Spinoza ঠিক কি বলিয়াছেন বলা কঠিন। তবে তাঁহার গ্রন্থাদিপাঠে মনে হয় তিনি ইহাকে সদসদ্বিলক্ষণ অচিন্তনীয়ই বলিয়াছেন, যদিও ইহা ব্রহ্মেই আশ্রিত। তিনি অবশ্য স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন—All determination is negation. কিন্তু এই negationএর অর্থ অত্যন্তাসত্তা নাও হইতে পারে। তীক্ষ্ণধী Leibnitz এই অবিদ্যাকে (imperfection) জীবে (created monads) আশ্রিত বলিয়াছেন। আর তাঁহার মতে প্রতি জীবের অবিদ্যা ভিন্ন; এক মূলাবিদ্যা তিনি স্বীকার করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। Kantএর মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থ; এবং যদি তিনি অবিদ্যা বলিয়া কিছু মানিয়া থাকেন তবে সেই অবিদ্যা অসৎ বা অনির্বচনীয় নহে। Fichteর মতে জীব ও ব্রহ্ম (Absolute ego) চরমে একান্ত অভিন্ন এবং অবিদ্যা এই 'Absolute ego'র সৎ শক্তি। Hegel-এর মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে এবং এই ভিন্নাভিন্নত্বই শেষ সত্য। রামানুজ ভেদাভেদবাদী হইলেও ঈশ্বরের কিয়ৎপরিমাণ ভিন্নত্ব স্বীকার করেন—ঈশ্বর বিশেষ্য, জীব ও জগৎ বিশেষণ; Hegel কিন্তু

* 'আছে' এই শব্দটীর অর্থ 'সৎ' নহে। ইহার অর্থ 'যাহার বিষয়ে কথা বলা যায়'।

একথা একেবারেই স্বীকার করেন না। Schopenhauerএর মত অদ্বৈতমতের নিকটতম হইলেও তিনি স্পষ্টভাষায় বিশুদ্ধ অদ্বৈতমত মানেন নাই। অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ এই কয় মতের কোন না কোনও একটা মত গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল প্রকাশ্য দ্বৈতিগণের (Dualist) এই প্রকার মহতী অবিদ্যা (cosmic avidyā) স্বীকারের প্রয়োজন হয় নাই। ইংরেজ Idealist Berkeleyর মতবাদে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, কিন্তু জীবের অবিদ্যা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত। Mc Taggartএর মতে-ও জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন—ঈশ্বর এক অতিমহান্ জীব এবং জীবের ভ্রান্তির জন্য জীবই দায়ী। ফরাসী দর্শনিক Bergsonএর মতে চরম পদার্থ Elan Vitalএর আপাতদৃষ্টিতে সদসদ্বি-লক্ষণ, কিন্তু চরমে একান্তাসৎ অবিদ্যারূপ এক শক্তি আছে। [গ্রীক্‌দার্শনিকপ্রবর Platoর গ্রন্থাবলী পাঠে মনে হয় যে তাঁহার মতে মূলা-বিদ্যা স্বাধিষ্ঠান, এবং ইহা-না-সৎ-না-অসৎ, যদিও ইহাকে অসৎ বলিবার ইচ্ছাও বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।]

ইংরেজগণের মধ্যে একদল দার্শনিক আছেন যাঁহাদের মত একটু নূতন ধরণের। Hume ও J. S. Mill তাঁহাদের মুখপাত্র। Millএর মতে ভ্রান্তি মাত্রই আনুমানিক (inferential), কিন্তু অনুমান কথাটী এই দার্শনিকগণ এরূপ ব্যাপক অর্থে ধরিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়মাত্রজন্যজ্ঞান ব্যতীত আর সমস্ত জ্ঞানই অনুমিতি হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়মাত্রজন্যজ্ঞান ব্যতীত আর সমস্ত জ্ঞানই ইঁহাদের মতে স্মৃতির প্রকারবিশেষ মাত্র। আমরা স্মৃতিকে কেবল অতীত-বিষয়ক বলি। ইঁহাদের মতে স্মৃতি বর্তমানের ভিন্নদেশীয় বিষয় সম্বন্ধে অথবা ভবিষ্যদ্বিষয় সম্বন্ধেও হয়। এই দেশান্তরীয়-কালান্তরীয়-বিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে তাঁহারা associational expectation বলেন। আমরা যাহাকে স্মৃতি ও অনুমান বলি তাহা এই associational expectationএর প্রকার-ভেদ মাত্র।

তাঁহাদের মতে রজ্জুসর্প ভ্রম স্থলে আমরা প্রত্যক্ষ করি কেবল খানিকটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ, একটা বর্ণ, একটা কুণ্ডলীভূতরূপ ইত্যাদি। তাহার পর আমাদের সর্পবিষয়ক বা সর্পের অন্যান্য ধর্ম ও গুণবিষয়ক associational expectation হয়। এইরূপভাবে ধরিলে এই মত বৌদ্ধগণের আত্মখ্যাতিবাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। অথবা ইহা ইউরোপে বহুলপ্রচারিত যে মতবাদের কথা বলা হইয়াছে হয়তো বা তাহারই প্রকারবিশেষ।

[শ্রীভাষ্য ১. ১. ১; প্রকরণপঞ্চিকা পৃ° ৩২-৩৮; শাস্ত্রদীপিকা ১. ১. ৫; ন্যায়মকরন্দ (অধ্যাস সম্বন্ধীয় আলোচনা); শাঙ্করভাষ্য (অধ্যাসভাষ্য) ও ভামতী; বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহে অনেক নূতন নূতন কথা আছে; ন্যায়মঞ্জরী (অধ্যাসবিচার; তাৎপর্যটীকা (অধ্যাস-বিচার)। Stout : Manual of Psychology, 102 (also. The discussion on Illusion and Hallucination; Wundt : Human and Animal Psychology, 285-286 (also discus·ion on Illusion); Bradley : Appearance and Reality. (Chapters on 'Thought and Reality' 'Error' and Ultimate Doubts'); Hegel : Smaller Logic, tr. by Wallace (first few chapters); Bosanquet : 'Logic' (last few chapters); Holt and others (Holt's article) : New Realism; Russell : Knowledge of the External World; Metz : Hundred Years of British Philosophy (chapter on Pragmatism); James : Pragmatism; Alexander : Space, Time and Deity, Vol. ii.; Mill : Logic (Introduction); Erdmann : History of Philosophy etc. etc.]

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

অধ্যাসন — [অধি+√আস্ (বসা, বাসকরা)+ল্যুট্—ভা°] ক্লী° ১ উপরে উপবেশন। ২ অবস্থান, নিবাস, অধিষ্ঠান inhabiting as chief ॥ অম° মে° নানার্থ° ৪৮ ॥ ৩ প্রভাব ruling, presiding over ॥ অম° মে° নানার্থ° ৪৮ ॥ ~যোগ—(বৌদ্ধশা°) একশত ধর্মালোকমুখের অন্যতম, সম্ভবতঃ গভীর ধ্যান। ~া— অধ্যাসন। অধ্যা সনযোগ দ্র°]

অধ্যাসিত—[অধি+√আস্+ক্ত—ভা°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ উপবিষ্ট sitting in or upon. ২ [অধি+√আস্+ক্ত—কর্তৃ°] অবস্থিত, অধিষ্ঠিত। ৩ [অধি+√আস্+ণিচ্+ক্ত—কর্ম°] নিবেসিত inhabited. ৪ [অধি+√আস্+ক্ত—অধি°] যেখানে বাস করা যায় এইরূপ স্থান, ভূমি, গৃহাদি।

অধ্যাসী—[মূ°—সিন্। অধি+√আস্+ণিনি; স্ত্রী— -সিনী] বিণ, (কোন কিছুর উপর) আসীন, উপবিষ্ট sitting upon. 'শক্রাসনাধ্যাসিনঃ'—পঞ্চত° ৩. ২৭০।

অধ্যাসীন — [অধি+√আস্+শানচ্—কর্তৃ°; √আস্+শানচ্ প্রত্যয়ে 'আন'র আ স্থানে ঈ হয়।— 'ঈদাসঃ'—পা° ৭. ২. ৮৩। স্ত্রী— -া] বিণ, যে বসিয়া আছে এরূপ, উপবিষ্ট।

অধ্যাহরণ—[অধি+আ+√হৃ+ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, ১ = অধ্যাহার [অধ্যাহার দ্র°]। ২ তর্ক। তর্কণ, উহন ॥ শব্দরত্না° শব্দ° বো-রো° ॥ ~ীয়—[অধি+আ+√হৃ+অনীয়] বিণ, উপস্থিত করিবার যোগ্য, কোন বাক্যের (sentenceএর) অর্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ পদ সং-যোজ্য বা বিন্যাসযোগ্য। [অধ্যাহার্য দ্র°] ২ বিতর্ক্য to be discussed or argued, অনুসন্ধেয়। [অধ্যাহার্য দ্র°]।

অধ্যাহর্তব্য — [অধি + আ+√হৃ+তব্য; স্ত্রী— -া]=অধ্যাহার্য [অধ্যাহার্য দ্র°]।

অধ্যাহার— [অধি+আ+√হৃ+ঘঞ্—ভা°] ১ কোন বাক্যের (sentenceএর) অর্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অধিক (আকাঙ্ক্ষিত) পদের প্রয়োজনরূপ সংযোজন বা বিন্যাস। 'বাক্যাধ্যাহারে'—পা° ৬. ১. ১৩৯; বোপ° ১৫. ৪; 'যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যাধ্যাহারঃ।' —শ্ব° ১. ২. ১ (সা° ভা°) ॥ বো-রো° ॥ ক কোন পদ বিন্যস্ত না থাকিলেও প্রয়োজন-বশতঃ তাহা ধরিয়া লওয়া, উহ্য করা, উহ,

উৎপ্রেক্ষণ। **খ** অন্য আকাঙ্ক্ষিত শব্দপ্রয়োগে অস্পষ্ট বিষয়ের স্পষ্টীকরণ। **গ** আকাঙ্ক্ষিত বিষয়পদের অনুসন্ধান, আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য অশ্রুত পদের অনুসন্ধান। 'অশ্রুতপদানাম্ অনুসন্ধানম্।'—নিন° ৪। অধ্যাহার দুই প্রকার—শব্দাধ্যাহার ও অর্থাধ্যাহার। ২ বিতর্ক, অনুমান॥ আপ্° বো-রো°॥

অধ্যাহার্য—[অধি + আ + √হৃ + ণ্যৎ] বিণ=অধ্যাহরণীয়। [অধ্যাহরণীয় দ্র°]।

অধ্যাহৃত — [অধি + আ + √হৃ + ক্ত; স্ত্রী—া] বিণ, ১ বিতর্কিত। ২ অধ্যাহারকৃত, উহিত, উৎপ্রেক্ষিত।

অধ্যুদ্ধি — স্ত্রী°, উপস্থীয় মাংস।—আপ-শ্রৌ° ৭. ২২. ৬; ৭. ২৭. ৭।

অধ্যুপেক্ষা — স্ত্রী°, অনাদর, অবহেলা। —জাতক° ২৩. ৬৮।

অধ্যুরঃ — [মূ°-অধ্যুরস্] অব্য°, বক্ষোপরি।—শিশু° ১৩. ১১।

অধ্যুর্বি — অব্য°, পৃথিবীর উপরে।—যুধ° ২. ১১৪।

অধ্যুষিত—[অধি + √বস্ + ক্ত—কর্ম°; বকারের সম্প্রসারণ ও 'ইট্' আগম; স্ত্রী—া] বিণ, ১ অধিষ্ঠিত।—রা° (গো°) ৩. ৫৩. ৩; 'বনৈরধ্যুষিতাঃ (উপত্যকাঃ)' —রঘু° ৪. ৪৬; ৯. ২৫। ২ সেবিত। 'অধ্যুষিতানি পৌরৈঃ (উপবনানি)'—রঘু° ১৪. ৩০। ৩ অনুষ্ঠিত। 'প্রমদাধ্যুষিতাং বৃত্তিম্'—রা° (গো°) ৩. ১. ৭। **৪** যেখানে বাস বা উপবেশন করা হয় এরূপ। ৫ সমগ্র চক্ষু ব্যাপিয়া যে রোগ হয়, সর্বাক্ষিরোগ।

অধ্যুষ্ট — [অধি + √বস্ + ক্ত—কর্তৃ°; স্ত্রী—া] বিণ, ১ খ্যাত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। ২ [অধি + √বস্ + ক্ত — কর্ম°] সার্ধত্রিসংখ্যা, সাড়ে তিন। 'অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং স্বমাত্মানং কৃত্বা'—আনন্দলহরী ১০॥ শব্দ° আপ্° বো-রো°॥ ~বলয় —[যে সর্প সাড়ে তিন বল ভক্ষণ করিয়াছে] সর্প॥ মনি° আপ্°॥

অধ্যুষ্ট্র—[অধিরূঢ়ম্ উষ্ট্রম্ – অত্যাদয়স°] উষ্ট্রযুক্ত রথ, উষ্ট্রবাহ্যপ্রেঙ্খা, উটের গাড়ী ॥ হারাবলী ১৬২, শব্দ° আপ্° বো-রো°॥

অধ্যূঢ় — [অধি + √বহ্ + ক্ত] বিণ, ১ অধিক বৃদ্ধিযুক্ত, সমৃদ্ধ।—ধরণী॥ শব্দ° আপ্°॥ ২ 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম (এই অর্থাৎ পৃথিবী—ঋক্, অগ্নি—সাম) তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং (অধিগতমুপরিভাবেন স্থিতম্'—শঙ্করভা°) সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে।' — ছা-উ° ১. ৬. ১; নিরুক্ত° ৪. ১৬। ৩ শিবের নামবি° ॥অভি° মে° শব্দ° আপ্°॥ ~া—স্ত্রী°, প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী, কৃতসাপত্নিকা, বহু বিবাহের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী॥ অম° মে° অভি° শব্দ° আপ্° বো-রো°॥ [অধিবিন্না দ্র°]

অধ্যূধ্নী—[অধি + উধস্ + সমাসান্ত আদেশ অনঙ্ + (স্ত্রী) ঙীপ্; অধিক উধঃ (স্তন) যাহার—বহু°] স্ত্রী°, যে গাভীর স্থূল স্তন, যে গাভীর বড় বড় বাঁট, যে গাভী বেশী দুধ দেয়। 'উবধ্যবসাধ্যূধ্নীবনিষ্টুষু সমুচ্চয়ঃ।'—কা-শ্রৌ° ১. ৮. ২১। 'ক্লোমপ্লীহাধ্যূধ্নীপুরীততং চেচ্ছন্' — ঐ, ৬. ৭. ১১॥ আপ্° বো-রো°॥ [অগ্নিষ্টোমীয় পশু-ব্যাপারে এই শব্দের প্রয়োগবাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়]।

অধ্যূরু—অব্য°, উরূপরি, উরুর উপরে।—হরবি° ২১. ৫০।

অধ্যূষিতাশ্ব – [অধি + উষিত = অধ্যূষিত (= রুগ্ন) + অশ্ব] দশরথ-বংশ্য রাজকুমারের নাম-বি°। মতান্তরে ইঁহার নাম—অভ্যুত্থিতাশ্ব বা দূষিতাশ্ব অথবা বিধৃতি॥ গোল্ড°॥

অধ্যূষিবান্—[মূ°-অধ্যূষিবস্; অধি + √বস্ + ক্বসু। স্ত্রী—অধ্যূষুষী] যিনি বাস করিয়াছেন (লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ অর্থে) having inhabited.

অধ্যূষ্বান্—[মূ°-অধ্যূষ্বস্। অধি + √বস্ + ক্বসু; স্ত্রী—অধ্যূষী) বিণ, অধিষ্ঠিত, যে অধিবাস করিয়াছে।

অধ্যূহন — [অধি + √উহ্ + ল্যুট্। প্রধানতঃ যজ্ঞব্যাপারে প্রযোজ্য] ক্লী°, ভস্ম অথবা অঙ্গারাচ্ছাদন covering over with ashes or coals. ॥ আপ্°॥

অধ্যেতব্য—[অধি + √ই (ইঙ্) + তব্য—কর্ম°] বিণ, পাঠ্য, পাঠ করিবার যোগ্য॥ বো-রো°॥ [অধ্যয়নীয় দ্র°]

অধ্যেতা — [মূ°—অধ্যেতৃ। অধি + √ই (ইঙ্) + তৃচ্; স্ত্রী-অধ্যেত্রী] বিণ, অধ্যয়নকারী ছাত্র, বিদ্যার্থী, পাঠক, শিষ্য। —ঋক্-প্রাতি° ১৫. ৪; পা° ৪. ২. ৬০. ও ৫. ৪. ৭৪ (সি-কৌ); 'তদধ্যেতৃবাচিনাং দ্বন্দ্বঃ'—পা° ২. ৪. ৩ (বৃত্তি)।

অধ্যেয়—১ [অধি + √ই (ইঙ্) + যৎ] = অধ্যেতব্য। ২ [ন (= অ) + ধ্যেয়] বিণ, যাহা ধ্যানযোগ্য বা চিন্তনীয় নয়।—হেমাদ্রি° ১. ৬২৪. ৩।

অধ্যেষণ—[অধি + √ইষ্ + যুচ্] ক্লী°, ১ সবিনয় জিজ্ঞাসা, বিনয়পূর্বক নিবেদন, প্রার্থনা। ২ সসম্মান-প্রেরণা।—বোপ° ২৫. ২২॥ আপ্° রো-রো°॥ ~া—[(স্ত্রী) টাপ্] স্ত্রী°, যাচ্ঞা॥ অভি°॥ গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিকে সাদরে কর্মে নিযুক্তকরণ, গুরু প্রভৃতিকে সৎকারপূর্বক নিয়োজন। 'আরাধ্যস্যাদরপূর্বকং কর্মাণি নিযুক্তকরণম্। গুর্বাদেঃ সৎকারপূর্বকং কচিদর্থে নিয়োজনম্।' —শব্দ°-উদ্ধৃত বচন॥ নৈঘণ্ট ৩. ২১. অম° অভি° নিরুক্ত° ৭. ৮৬॥ আপ্°॥

অধ্যেষ্যমাণ—[অধি + √ (ইঙ্) + শানচ্—লৃট্ + আগম মুক্; স্ত্রী—া] বিণ, অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক॥ মনি°॥

অধ্রি — [বৈদিক। ন + ধ্রি = অধ্রি—'অধৃত' শব্দের বৈদিক রূপ। 'অধৃতশব্দস্য অধ্রিভাব।—নিরুক্ত°। ন + ধৃ = অধ্রি + কি এইরূপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে]। ১ অধৃত —যাহাকে ধরিতে পারা যায় নাই। ২ দুর্নিগ্রহ, অপ্রতিরোধ।—ঋ° ৫. ২০. ১০ ॥ আপ্° বো-রো°॥

অধ্রিগু, (অধ্রিগূ)—[বহুবচনে 'অধ্রিগাবঃ'। বৈদিক। অধ্রি + √গম্ + কু + ডিচ্ উণ্ডাদেশো বা] বিণ, ১ অধৃতগমন of irresistible course or motion. ইহা বিশেষতঃ অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, রুদ্র ও অশ্বিদ্বয়ের উপাধি। 'অত্র অধৃতশব্দস্য অধ্রিভাবঃ গমনং গৌঃ। —নিরুক্ত°। ক বেগবান্, অমর্ষণ, সাহসী। 'যদধ্রিগাবো অধ্রিগূ ইদা চিদহ্নো অশ্বিনা'—ঋ° ৮. ২. ১১। ২ [অধিকৃতো গৌর্যস্মিন্ মন্ত্রে—বহু°] অধিকৃত পশুবিশিষ্ট মন্ত্র। ইহা প্রৈষমন্ত্রের নামান্তর। ইহা অগ্নিষোমীয় পশুবধ-যজ্ঞে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রের আরম্ভ-বাক্য এইরূপ—'দেব্যা শমিতার আরভধ্বমুত মনুষ্যা উপনয়ত মেধ্যাঃ' ইত্যাদি। ৩ স্বর্গীয় শমিতা বা যজ্ঞীয় পশুবধকারী। 'অধ্রিগুর্বৈ কনবালাং শমিতা'—ঐ-ব্রা° ২. ৭। ~প্রৈষ—যে মন্ত্রে হোতা পশুঘাতককে (শমিতাকে) পশুর আলম্ভনে আদেশ করেন।—ঐ ব্রা° ২. ৬. ৬।

অধ্রিগু₂—অঙ্গিরোগোত্রীয় ঋষিবি°। ইন্দ্র ইঁহাকে অসুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।—ঋ° ৮. ১২. ২।

অধ্রিজ — [বৈদিক। ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। সম্ভাব্যব্যুৎপত্তি—ন (= অ) + ধ্রিজ (√ধ্রিজ <) অধৃতং জনয়তি √জন্ + ড—অন্তর্ভূণার্থে] বিণ, অধৃত, অধৃষ্য irresistible 'অধ্রিঃ ইতি চিন্মল্যামধ্রিজস্তাদাত্মা পশুং দদে।'—ঋ° ৫. ৭. ১০ (সা° ভা°) ॥ আপ্° বো-রো° ॥

অধ্রিপুষ্কলিকা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, নাগবল্লীর প্রকারভেদ piper betel, নাগরবেল, তাম্বুল, পান ॥ মনি° আপ্° ॥

অধ্রিয়মাণ—[ন (= অ) + √ধৃ + শানচ্—কর্ম, কর্তৃ° ; স্ত্রী— -া ; সংজ্ঞায়াং চার্বাদিগণ] বিণ, ১ যাহা বা যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে না, অনবতিষ্ঠমান ॥ বো-রো° ॥ ২ (ব্যবহারশা°) যে জীবিত নয়, মৃত।

অধ্রুব — [স্ত্রী— -া] বিণ, ১ ধ্রুব ভিন্ন, অনিশ্চিত, অনবধারিত, সংশয়িত। 'যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণিনিষেবতে'।—পঞ্চতন্ত্র ১১. ১৪৪; হিতো° ১. ১২৫; 'অধ্রুবশ্চ রণে জয়ঃ'—রা° (গো°) ৫. ৩৭. ১১ ॥ আপ্° বো রো° ॥ ২ অস্থির, চঞ্চল। ৩ ক্ষণিক, অবিনশ্বর, অনিত্য। 'অধ্রুবং যৌবনম্'—রা° (গো°) ৬. ৬১. ৩৪ ॥ বো-রো° ॥ ৪ জীবনের জন্য যাহা অসম্ভাবী নয়, যে অঙ্গ ছিন্ন হইলেও প্রাণীর মৃত্যু হয় না, সেইরূপ (অঙ্গ)। 'যস্মিন্নঙ্গে প্রাণা নম্রিয়তে তদধ্রুবম্'।—পা° ৩. ৪. ৫৪. (বৃত্তি)। ৫ ক্লী°, অনিশ্চিত বস্তু।

অধ্রুষ—[বৈদ্যক] তালুরোগবি°। ইহাতে রক্তবিকারহেতু জ্বরভুক্ত শোথ হইয়া থাকে quinsy. 'শোথঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রকাশো রক্তাজ্জ্ঞেয় সোঽধ্রুষো রুগ্জ্বরাঢ্যঃ।'—সুশ্রু° ১. ৩০৬. ৭; ১. ৯২. ৫ ॥ আপ্° বো-রো° ॥

অধ্ব=অধ্বন্।—পা° ৫. ৪. ৮৫; বোপ° ৬. ৮৩। [অধ্বা দ্র°]। ~জা—[বৈদ্যক। অধ্বন্ + √জন্ + ড—৭-তৎ] স্ত্রী°, স্বর্ণুলীবৃক্ষ, স্বর্ণপুষ্পীবৃক্ষ, সোনাগাছ। ~নিষেবণ—[বৈদ্যক] ক্লী°, চঙ্ক্রমণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ~নীন—[অধ্বানম্ অলং গামী—অধ্বন্ + খ] ১ যে পথে দ্রুত ও কুশলে গমন করে। ২ পথিক ॥ আপ্° ॥ ~ন্য—[অধ্বানং অলংগামী—অধ্বন্ + যৎ ; কাহারও কাহারও মতে ইহার তিন লিঙ্গেই প্রয়োগ আছে] ১ যে দ্রুত এবং কুশলে পথগমন করে। ২ পথিক। ~পতি—[বৈদিক। আকাশের (অধ্বের) অধিপতি বলিয়া] সূর্য। ~য়ন্—[মূ°-অধ্বয়ৎ] বিণ, দ্রুতগামী। ~রথ—পথগমনোপযুক্ত রথ ॥ আপ্° ॥ a travelling carriage or cart. ১ পর্যায়—পরিযাতিকা ॥ অভি° ॥ ২ [অধ্বাই (পথই) রথ যাহার—বহু°] পথগমনপটু দূত, অধ্বভ্রমণ বিশারদ দূত। ~রেষ্ঠা—[বৈদিক। অধ্বর + স্থা] যজ্ঞে নিযুক্ত, যজ্ঞে অধিষ্ঠিত।—ঋ° ১০. ৭৭. ৭। ~শল্য—অপামার্গ, আপাঙ গাছ achyranthes aspera ॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো° ॥ [অপামার্গ দ্র°]। ~শোষ—[বৈদ্যক] পথশ্রমজনিত শোষ-রোগ। ~সিদ্ধক—[বৈদ্যক] সিন্ধুবার বৃক্ষ।—রাজনি°। ~স্মা—[মূ°-অধ্বস্মন্। বৈদিক। ন (= অ) + √ধ্বন্স্ + মনিন্] বিণ, ১ ধ্বংস বা পতন রহিত, চিরস্থায়ী। ২ যাহা ধ্বংস বা পতন করায় না।

অধ্বগ₁—[অধ্বন্ + √গম্ + ড—কর্তৃ° : —পা° ৩. ২. ৪৮; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ পথে গমন করে যে, পান্থ, পথিক।—শ-ব্রা° ২. ৯; রা° (গো°) ৫. ৪. ১৩; মনু° ৮. ৩৪১; ১১. ১; কুমার° ৬. ৬৪; হিতো° ৮৫. ৮ ॥ অভি° অম° বো-রো° ॥ ২ উষ্ট্র।—ত্রিকাণ্ড° ২. ৯. ২৩। ৩ অশ্বতর, খেসর, খচর ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ৪ সূর্য ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ~ক্রমী—[বৈদ্যক] খেচর, পক্ষী। —বৈদ্যকনি°। ~ৎ—[অধ্বন্ + √গম্ + কিপ্ ; পা° ৫. ৪. ৪০ (বৃত্তি)] বিণ, পথিক ॥ আপ্° ॥ ~তি, -মন (ক্লী°)—পথভ্রমণ, পর্যটন। ~ভোগ্য—[অধ্বগদ্বারা ভোগ্য—৩-তৎ] আম্রাতক, আম্রাত, আমড়া spondias mangifera. —ত্রিকাণ্ড° ২. ৪. ৮। ভ্রমণকারীদের ইহা অনায়াসলভ্য ও মুখরোচক বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে ॥ আপ্° ॥ ~মন=অধ্বগতি। [অধ্বগতি দ্র°] ॥ বো-রো° ॥ ~বৃক্ষ—[বৈদ্যক] আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ spondias mangifera. ~মী—[মূ°-অধ্বগামিন্ ; স্ত্রী— -মিনী] বিণ, পথিগামী, পান্থ, পথিক। ~া—স্ত্রী°, ১ পথিগামিনী। ২ গঙ্গানদীর নাম।—ত্রিকাণ্ড° ১. ২. ৩০।

অধ্বগ₂—বিষ্ণুসংহিতায় তেষট্টি অধ্যায়ে অধ্বগ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে : যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমুপগচ্ছেৎ । ১ । নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত। ২। নাধার্মিকৈঃ সার্ধম্। ৩। ন বৃষলৈঃ। ৪। ন দ্বিষদ্ভিঃ। ৫। নাতি-

প্রত্যুষসি। ৬। নাতিসায়ম্। ৭। ন সন্ধ্যয়োঃ। ৮। ন মধ্যাহ্নে। ৯। ন সন্নিহিতপানীয়ম্। ১০। নাতিতূর্ণম্। ১১। ন রাত্রৌ। ১২। ন সন্ততং ব্যালব্যাধিতার্তৈর্বাহনৈঃ। ১৩। ন হীনাঙ্গৈঃ। ১৪। ন দীনৈঃ। ১৫। ন গোভিঃ। ১৬। নাদান্তৈঃ। ১৭। ন যবসোদকেবাহনানামদত্ত্বাত্মনঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপনোদনে ন কুর্যাৎ। ১৮। ন চতুষ্পথমধিতিষ্ঠেৎ। ১৯। ন রাত্রৌ বৃক্ষমূলম্। ২০। ন শূন্যালয়ম্। ২১। ন তৃণম্। ২২। ন পশূনাংবন্ধনাগারম্। ২৩। ন কেশতুষকপালাস্থিভস্মাঙ্গারান্। ২৪। ন কার্পাসাস্থি। ২৫। চতুষ্পথং প্রদক্ষিণীকুর্যাৎ। ২৬। দেবতার্চাঞ্চ। ২৭। প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্। ২৮। অগ্নিব্রাহ্মণগণিকাপূর্ণকুম্ভাদর্শচ্ছত্রধ্বজপতাকা শ্রীবৃক্ষবর্ধমাননন্দ্যাবর্তাংশ্চ। ২৯। তালবৃন্তচামরাশ্বগজাজগোদধিক্ষীরমধুসিদ্ধার্থকাংশ্চ। ৩০। বীণাচন্দনায়ুধার্দ্রগোময়পুষ্পশাকগোরোচনাদূর্বাপ্ররোহাংশ্চ। ৩১। উষ্ণীষালঙ্কারমণিকনকরজত বস্ত্রাসনযানামিষাংশ্চ। ৩২। ভৃঙ্গারোদ্ধৃতোর্বরারজ্জুবদ্ধৈকপশুকুমারীমীনাংশ্চ দৃষ্ট্বা প্রযায়াদিতি। ৩৩। অথ মত্তোন্মত্তব্যঙ্গান্ দৃষ্ট্বা নিবর্তেত। ৩৪। বান্তবিরিক্তমুণ্ডিতমলিনবসনজটিলবামনাংশ্চ। ৩৫। কাষায়িপ্রব্রজিতমলিনাংশ্চ। ৩৬। তৈলগুড়শুষ্কগোময়েন্ধনতৃণপলাশভস্মাঙ্গারাংশ্চ। ৩৭। লবণক্লীবাসবনপুংসককার্পাসরজ্জ নিগড়মুক্তকেশাংশ্চ। ৩৮। বীণাচন্দনার্দ্রশাকোষ্ণীষালঙ্করণকুমারীঃ প্রস্থানকালেঽভিনন্দয়েদিতি। ৩৯। দেবব্রাহ্মণগুরুবভ্রুদীক্ষিতানাংচ্ছায়াং নাক্রামেৎ। ৪০। নিষ্ঠীবনবান্তরুধিরবিণ্মূত্রস্নানোদকানি চ। ৪১। ন বৎসতন্ত্রীং লঙ্ঘয়েৎ। ৪২। প্রবর্ষতি ন ধাবেৎ। ৪৩। ন বৃথা নদীং তরেৎ। ৪৪। ন দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চোদকমপ্রদায়। ৪৫। ন বাহুভ্যাম্। ৪৬। ন ভিন্নয়া নাবা। ৪৭। ন কচ্ছ (কূল) মধিতিষ্ঠেৎ! ৪৮। ন (কূপম্) লঙ্ঘয়েৎ। ৫০। বৃদ্ধভারিনৃপস্নাতস্ত্রীরোগিবরচক্রিণাম্। পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃস্নাতশ্চ ভূপতেঃ। ৫১।

যোগক্ষেমের জন্ম রাজার নিকট গমন করা বিধেয়। একাকী, অধার্মিকদিগের সহিত, শূদ্রগণের সহিত, শত্রুদিগের সহিত, অতি প্রত্যুষে, অতি সন্ধ্যাকালে, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে, জলের নিকট দিয়া, অতিশীঘ্র, রাত্রিকালে, সর্বদা বা হিংস্র, রোগী, পরিশ্রান্ত, হীনাঙ্গ, দুর্বল, বলীবর্দ বা উদ্দাম বাহনের সহিত চলা অনুচিত। চতুষ্পথে, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে, শূন্যগৃহে, তৃণের উপর, পশুদিগের বন্ধনাগারে কেশ, তুষ, কপাল, অস্থি, ভস্ম বা অঙ্গারে এবং কার্পাসবীজে অবস্থান অবিধেয়। চতুষ্পথ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাত বনস্পতি, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র, ধ্বজ-পতাকা, শ্রী, বৃক্ষ, শয্যাকে নন্দ্যাবর্ত (রাজগৃহবিশেষ), তালবৃন্ত চামর, অশ্ব, হস্তী, ছাগ, গাভী, দধি, দুগ্ধ, মধু, গৌর সর্ষপ, বীণা, চন্দন, অস্ত্র, আর্দ্র গোময়, ফল, পুষ্প, আর্দ্রশাক, গোরোচনা, দূর্বাঙ্কুর, উষ্ণীষ, অলঙ্কার, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, আসন, যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করা বিধি। ভৃঙ্গারোদ্ধৃত সর্ব শস্যদা মৃত্তিকা, রজ্জুবদ্ধ একাকী পশু, অনূঢ়া কন্যা এবং পক্ব মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা বিধি। মত্ত, উন্মত্ত, বিকলাঙ্গ, বান্ত (জাতবমন), বিরিক্ত (জাতবিরেচন), মুণ্ডিত, জটিল, বামন, কাষায়বস্ত্রধারী প্রব্রজিত কাপালিকাদি, মলিন, তৈল, গুড়, শুষ্ক গোময়, কাষ্ঠ, তৃণ, পলাশাদি পত্র, ভস্ম, অঙ্গার, লবণ, ক্লীব, মদ্য, নপুংসক, কার্পাস, রজ্জু, পাদশৃঙ্খলা ও মুক্তকেশ ব্যক্তি অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। বীণাচন্দন, আর্দ্র শাক, উষ্ণীষ, অলঙ্কার ও কুমারীদিগকে প্রস্থানকালে অভিনন্দন করা বিধি। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন কপিলবর্ণ ব্যক্তি এবং যজ্ঞ দীক্ষিত ইহাদের ছায়া, বেলা, নিষ্ঠীবন, বান্ত, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র ও স্নানজল আক্রমণ করা, বৎসবন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করা, বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়ান উচিত নয়। বৃথা নদী পার হওয়া, দেবতা ও পিতৃলোককে সলিল দান না করা, বাহুদ্বারা অর্থাৎ সাঁতার দেওয়া এবং ভগ্ন নৌকা দ্বারা নদী পার হওয়া অবিধেয়। জলপ্রায় দেশে (তীরে) অবস্থান করা উচিত নয়। বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রোগী, বর এবং চক্রীর (গাড়োয়ান) পথ ছাড়িয়া দিওয়া উচিত। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মান্য (অর্থাৎ রাজার পথ ইহারা ছাড়িয়া দেওয়া, স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মান্য); স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সকলের ছাড়িয়া দেওয়া বিধি। রাজাও উক্ত ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

অধ্বর — [বৈদিক। ন (নাই) ধ্বর (= হিংসা। 'ধ্বরতি কুটিলো ন ভবতীতি ধ্বরঃ') যাহাতে — নঞ বহু° / 'ন বিদ্যতে ধ্বরো যস্মিন্'—ঋ° ৮. ১৯. ১৯ (সা° ভা°)]। ন = অ + ধ্বৃ + অচ্। 'অধ্বন্ + √রা + ক —কর্তৃ°' করিয়া ব্যুৎপত্তি কেহ কেহ দিয়াছেন। 'ধ্বরতি হিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধো নিপাতঃ অহিংস্রঃ' — নিরুক্ত°। 'অথবা ষষ্ঠ্যর্থে বহুব্রীহিঃ। অবিদ্যমানোঽধ্বরো যস্য সোঽধ্বরঃ রক্ষোঽভিরহিংসিতঃ।' — নিরুক্ত° 'অধ্বানং মার্গং রাতি দদাতি স্বস্মিন্ গচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাম্। যদ্বা, অধ্বা মার্গো বিদ্যতেঽস্মিন্ মেঘাদীনাম্। সো মত্বর্থীয়ঃ।'—নিরুক্ত° নৈঘ° ৩. ১৭] **১** বিণ, অকুটিল, সৎ, সাধু, বাধাশূন্য, প্রতিবন্ধশূন্য। 'ইমং যজ্ঞমবতামধ্বরং নঃ'—য° ২৭. ১৭ ('অকুটিলং শাস্ত্রোক্তম্')। **২** সাবধান, intent, attentive, (বিরলপ্রয়োগ) ॥ মে° ॥ **৩** যজ্ঞ, যাগ। 'ত্বমধ্বরে বিশ্বজিতি'—ঋ° ৩. ২৭. ৪ ; দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাস্তপত্না অসুরা দুধূর্ষাঞ্চক্রুঃ (= হিংসিতুমিচ্ছাং কৃতবন্তঃ) তে দুধূর্ষন্ত এব ন শেকুর্ধূর্বিতুং তে পরা বভূবুস্তস্মাদ্যজ্ঞোঽধ্বরো নাম'।—শ-ব্রা° ১. ৪. ১. ৪০। অধ্বরো বৈ যজ্ঞঃ।—শ ব্রা°। 'অধ্বরস্যেব দক্ষিণা' — রঘু° ১. ৩১ ; ৫. ১। শাস্ত্রে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বৃহৎযজ্ঞ অথবা সোমরস দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞকেই অধ্বর বলা হয়। [সৌম্যাধ্বর ও অধ্বরকাণ্ড দ্র°] **৪** ক্লী°, আকাশ, অন্তরীক্ষ। **৫** অষ্টবসুর দ্বিতীয় বসু ॥ মে° ॥ **৬** যক্ষ ॥ মে° ॥ **৭** (বৈদিক) প্রাণ। 'প্রাণোঽধ্বরঃ।'—শ-ব্রা° ৭. ৩. ১. ৫। **৮** (বৈদিক) রস। 'রসোঽধ্বরঃ।' —শ-ব্রা° ৭. ৩. ১. ৬। ~কর্ম — [মূ°-

কর্মন্] ক্লী°, বৈদিক অধ্বরযজ্ঞের কর্মানুষ্ঠান। 'উভয়ং হেতৎ কর্মাধ্বরকর্ম চাগ্নিকর্ম চ।'—শ-ব্রা° ৬. ৬. ১. ৪ ॥ বো-রো° ॥ ~কল্পা — স্ত্রী°, প্রাতঃ, মাধ্যন্দিন ও সান্ধ্য এই ত্রিবাগ সমন্বিত কাম্যেষ্টি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের যে কেহ এই ইষ্টি করিতে পারে। ~কাণ্ড—ক্লী°, শতপথ ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ড। এই কাণ্ডে অধ্বরযজ্ঞের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।—W. P. 43. 45; Oxf. 361a. 394b. 395b. Ben 9. Proceed. ASB. 1870. 314. Cat. Cat. ~কৃৎ—১ অধ্বর-যজ্ঞকারী (পুরুষ)। 'অধ্বরকৃতং দেভেব্যঃ'—বাজ-স° ১. ২৪। ২ যজ্ঞানুষ্ঠানের করণ 'ক্ষা'-র বৈদিক নামবি°; ~ক্রম—বৈদিক গ্রন্থবি°। —Opp. ii. 3488. Cat. Cat. ~গ— অধ্বরযজ্ঞের নিমিত্ত ঈপ্সিত, যেমন সোম।—দ্রৌপদীপ্রমাথ ৬. ২১ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ~দীক্ষণীয়া—স্ত্রী°, দীক্ষণীয়া নামক অধ্বরযজ্ঞসম্বন্ধীয় অংশ।—কা-শ্রৌ° ২০ ৪. ২. ৫ [বাজ-স° ২২. ২০ (মহীধরভা°)] ॥ বো-রো° ॥ ~পদ্ধতি — যজ্ঞপ্রণালী-সংক্রান্ত গ্রন্থ। রচয়িতা—দয়াশঙ্কর।—NW. 34. Cat. Cat. ~প্রায়শ্চিত্তি—অধ্বরবিষয়ক প্রায়শ্চিত্তের নিয়মাবলী। 'উভে প্রায়শ্চিত্তী করোত্যধ্বরপ্রায়শ্চিত্তিম্'—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৪. ১১; কা-শ্রৌ° ১৬. ৭. ৭ ॥ বো রো° ॥ ~মীমাংসা—জৈমিনি প্রোক্ত 'ধর্মমীমাংসা' নামক যজ্ঞসম্বন্ধীয় কর্তব্যতাজ্ঞানবিচারবিষয়ক গ্রন্থ। ~মীমাংসাকুতূহলবৃত্তি—মীমাংসাসূত্রের টীকাবি°।—Cat. Cai. ~মীমাংসাভাষ্য—মীমাংসা-গ্রন্থবি°।—Opp. ii. 1746. Cat. Cat. ~বস্ত—বিণ, যাহা 'অধ্বর' এই শব্দবিশিষ্ট। 'অধ্বরবন্তং ত্রিচম্'—শ-ব্রা° ১. ৪. ১. ৪০। ~শ্রী—(বৈদিক) অধ্বরযজ্ঞের সম্মান বা সেবাকারী। ইহা অগ্নি, অশ্বিদ্বয় ও মরুদ্গণের নামবি°। 'যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ম্' — ঋ° ১. ৪৪. ৩; 'অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্ত'—ঐ, ১. ৪৭. ৮; ১০. ৭৮. ৭। [যজ্ঞশ্রী দ্র°]। ~শ্রৌত—বৈদিক গ্রন্থবি°। — Opp. 1746. Cat. Cat. ~সমিষ্টযজুঃ— সমিষ্টযজুঃ নামক অধ্বরযজ্ঞের বলি।—কা-শ্রৌ° ১৮. ৬. ১৯ [বা-স° ১৮. ৫৬ (মহীধরভা°)] ॥ আপ্° ॥ ~স্থ—বিণ, অধ্বরযজ্ঞে যিনি কার্য করিয়া থাকেন। ~স্রৌত— বৈদিক গ্রন্থবি°। ~া—[বৈদ্যক] মেদ।— বৈদ্যকনি°। ~ীয়্—[বৈদিক। অধ্বরীয়তি] নিজের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানাভিলাষী হওয়া। 'উপ ক্রমে যজস্বধ্বরীয়সি'—ঋ° ১০. ৯১. ১১; 'অধ্বরীয়তাম্' — ঐ, ৪. ৯. ৫, ৯. ২৩. ১৬, ৬. ২. ১০। [অধ্বর্য্ দ্র°]।

অধ্বরীবান্—সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। —ব্রহ্মপু° ৫. ৪৫। [সাবর্ণি মনু দ্র°]

অধ্বর্য —[বৈদিক। অধ্বর্যতি] নিজের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানাভিলাষী হওয়া। ঋগ্বেদে এই অর্থে এই ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে। 'দেবা দেবেভ্যো অধ্বর্যন্তো অস্থু' — বাজ-স° ১৭. ৫৬। পা° ৭. ৪. ৩৯ দ্র°।

অধ্বর্যু১—[বৈদিক অধ্বর + যু + উ] ১ নিজ প্রয়োজনে যজ্ঞ করিতে যিনি ইচ্ছুক (ঋ°)। ২ পুরোহিত। ঋগ্বেদের এক স্থলে (৪. ৭. ৭) অধ্বর্যু অর্থে যজ্ঞস্থানে অধ্বর্যু পুরোহিতের গতির ন্যায় আকাশ-ভ্রমণকারী পাঁচটী গ্রহ বুঝাইয়াছে বলিয়া হিলেব্রান্ড (Hillebrandt) মত পোষণ করেন।—Vedische Mythologic 3. 423. ৩ যিনি অধ্বরের নেতা, যিনি যজ্ঞ শেষ করেন; ঋত্বিগ বিশেষ। ইনি যজুর্বেদবিৎ এবং যজুর্বেদ-মতে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। —ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৭। সোম-যজ্ঞে যে ষোলজন ঋত্বিকের প্রয়োজন তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম এবং প্রধান চারি জনের মধ্যেও অন্যতম [ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও হোতা দ্র°]। এই চারি জনই সমস্ত দক্ষিণার অধিকারী। ইঁহার সহকারিগণ প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা এবং উন্নেতা; ইঁহাদিগকে দীক্ষাম্বিতা বলা হয়। যজুর্বেদোক্ত কোন যজ্ঞ অন্য কোন বেদে উক্ত হইলে অধ্বর্যু অন্য কোন পুরোহিতের সহিত যজ্ঞ করিবেন অথবা নিজে যজ্ঞে অংশগ্রহণ করিবেন না; এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, মীমাংসা শাস্ত্রদ্বারা কর্তব্য স্থির হয়। অমসাধ্বর্যু নামে অধ্বর্যুর যে দশ জন সহকারী, তাঁহারা ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হন না। নারায়ণের বাহু হইতে অধ্বর্যুর উৎপত্তি। যজ্ঞভূমির পরিমাণ, বেদনির্মাণ, যজ্ঞপাত্র নির্মাণ জল ও কাষ্ঠ আনয়ন, অগ্নিপ্রজ্বালন, পশু আনয়ন এবং বলিদান ইঁহার কার্য ॥ মনি° ॥ ৪ যজুর্বেদী।—মনু ৩. ১০৫। ৫ যজুর্বেদ ॥ আপ্° ॥ ~কাণ্ড—নামান্তর—আধ্বর্যবকাণ্ড। অধ্বর্যুর বিশেষ প্রয়োগের জন্য মন্ত্রসমষ্টি। ~ক্রতু — অধ্বর্যুসম্পন্ন যজুর্বেদে উপদিষ্ট যজ্ঞ। ~প্রয়োগ— বৈদিক গ্রন্থবি°। — Apast. Burnell 246. Cat. Cat. ~বেদ—যজুর্বেদ ॥ আপ্° ॥

অধ্বর্যু২— বৈশম্পায়নের শিষ্য। অধ্বর্যু বৈশম্পায়নের নিকট যজুর্বেদ শিক্ষা করেন।—ভা° ১২. ৬. ৬১। যজ্ঞকার্যে ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্যু এই চারি শ্রেণীতে পুরোহিতগণ বিভক্ত হন। পুষ্করতীর্থে একবার ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উদ্গাতা এই চারি জন ব্রহ্মার অধ্বর্যু হইয়াছিলেন।

অধ্বা—(মূ°-অধ্বন্) [অদ্ + ধ্বনিপ্, উ ৪. ১১৫; ছান্দস] ১ [বৈদিক] আকাশ। ২ যাহা পথিকের বল ভক্ষণ (নাশ) করে; পথ, বর্ত্ম, মার্গ, অয়ন, 'নৈকঃ প্রপদ্যেতাধ্বানম্' —মনু° ৪. ৬০; রঘু° ১১. ৫৭। অধ্বশেষে— মে° পূ° ৩৯। ৩ সময়। ৪ স্থানবিশেষ (সম্ভবতঃ চতুষ্পথ – যেখানে চারিটী রাস্তা মিলিত হয়)। ৫ বেদের শাখা বা অবয়ব। 'সহস্রাধ্বা-সামবেদো যজুরেকশতাধ্বকম্' ॥ বো-রো° ॥ ৬ গ্রহাদির পথ, কক্ষ orbit. ৭ অধ্বপরিমাণ, ক্রোশজোনাদি দূর।—পা° ২. ৩. ৫. 'যযুঃ শীঘ্রং মহদধ্বানম্'।—মহা° ৩. ১৪৫. ১২। ~তি—[√অৎ + ই] পথিক। ~ধিপ— অধ্বেশ।—রাজত° ৪. ৭৯. ৩। [অধ্বেশ দ্র

~স্ত—অন্ধকার, গোধূলি। ~শুশাত্রব,-স্তুশাত্রব—[বৈদ্যক] শ্যোনাকবৃক্ষ,-শ্যোনা গাছ bignonia indica. উইলসন-মতে cassia fistula (cathartocarpus fistula Pers)। ইহা ছায়ায় প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে ॥ শব্দচন্দ্রিকা, আপ্° বো-রো° ॥ ~য়ন—[অধ্বায় অয়ন (গতি)— ৭-তৎ] যাত্রা।

অধ্বেশ —[অধ্বন্+ঈশ]=অধ্বাধিপ।—রাজত° ৪. ৭৬. ৮৩।

অন্$_{1}$,—[১ অদাদি—রুদাদি. প° অক° সেট। অনিতি—পা° ৭. ২. ৭৬, আনীৎ বা আনৎ—পা° ৭. ৩. ৯৮, ৯৯, অনিতা, অনিষ্যতি—পা° ৬. ১. ৩, আনীৎ, সনন্ত—অনিনিষতি, ণিচ্—আনয়তি। ২ দিবাদি. আত্মনে°। অন্যতে—ধাতুপাঠ ২৬. ৬৬ ই°। $\sqrt{}$অণ্ দ্র°] ক্রি°, ১ প্রাণন, জীবন, বাঁচা। 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।'—ঋ° ১০. ১২৯.২; 'বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ।'—ঐ, ৪. ৩০ ৩। ২ (বৈদিক) যাওয়া। -নৈঘ° ২. ১৪।—'অনিতির্গতিকর্মা'—মাধব। পরা বা প্র+$\sqrt{}$অন্=১ প্রাণন, জীবন। ২ প্রাণ-বায়ুর কার্য-নিষ্পন্নকরণ। পরা ও প্র পূর্বক অন্ ধাতুর 'ন' স্থানে 'ণ' হয়। প্রাণিতি, প্রাণিণিষতি : পরাণিতি, পরাণিণৎ, পরাণিণিষতি। 'প্র প্রাগ্গতঃ অনঃ প্রাণঃ।' 'যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণঃ।'—ছা-উ° ১. ৩. ৩। অপ+$\sqrt{}$অন্=১ অধোগমন। 'অপ অপগতঃ অনঃ অপানঃ'। ২ অপানবায়ুর কার্য-নিষ্পন্নকরণ। 'যদপানিতি সোঽপানঃ।'—ঐ, ১. ৩. ৩। উদ্+$\sqrt{}$অন্=১ ঊর্ধ্ব-গমন। 'উদ্ ঊর্ধ্বগতঃ অনঃ উদানঃ।' ২ উদান বায়ুর কার্য-নিষ্পন্নকরণ। বি+$\sqrt{}$অন্=১ সর্বত্র গমন। ২ ব্যান বায়ুর কার্য-নিষ্পন্নকরণ। সম্+$\sqrt{}$অন্=১ সম্যক্ জীবন। ২ সমান বায়ুর কার্য-নিষ্পন্নকরণ।

অন্$_{2}$,—[=প্রাকৃ° (মা° অর্ধমা° জৈ-শৌ°) 'অণ'—সে° ১১. ৬৪; হে-প্রা-ব্যা° ২.১৯০; অর্ধমা° অণবাহণগ=অনুপানহনক।—সূয়গ° ৭৫৯; বিবাহপ° ১৩১; অর্ধমা° জৈ-শৌ° অণোবম=অনুপম।—পণ্ণ° ১৩৬; মা° অণহিঅঅ=অহৃদয়; দেশী° অণমিলেঅ=অমিলিত।—দেশীমা° ১. ৪৪।=হি° অন, যথা—অনঋতু=অনৃতু। অনমোল=অমূল্য। =ম° 'অন'—অনভয়=অভয়। =মৈ° 'অন'—অনচিহ্ন=অচিহ্ন, অচেনা।=প্রা° বা° 'অন'—অনদেখা।—গোপীচ°।=বর্তমান প্রচ° বা° 'অনা'—অনাসৃষ্টি, অনাটন] অব্য°, =নঞ্। তৎপুরুষ সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞের ন-স্থানে অন্ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞের ন-স্থানে অ হয়। অন্ ও অ সমার্থক। [অ$_{4}$ দ্র°]

অন্$_{3}$,—[ব্যাকরণশা°] ১ পাণিন্যাদি ব্যাকরণের প্রত্যাহার-বি°। 'অন্' প্রত্যাহার বলিলে অ আ ই ঈ উ ঊ এই ছয়টী স্বরবর্ণ বুঝায়। শ্রীজীবগোস্বামিকৃতহরিনামামৃত ব্যাকরণে এই ছয়টী স্বরবর্ণের সংজ্ঞা 'অনন্ত'।—'অ আ ই ঈ উ ঊ অনন্তাঃ।'—১০ম সূত্র।

অন্$_{4}$—[$\sqrt{}$অন্+ক্বিপ্] ১ আত্মা। 'বিশ্বে চ নেদনাত্বাদেবাসঃ।'—ঋ° ৪. ৩০. ৩। ২ প্রাণ, বল। 'অনা প্রাণরূপেণ বলেন।'—ঋ° সা° ভা°। 'অপ অপগতঃ অনঃ অপানঃ। উদ্ ঊর্ধ্বগতঃ অনঃ উদানঃ প্র প্রাগ্গতঃ অনঃ প্রাণঃ'।

অন্$_{5}$—সংস্কৃত কোন কোন স্থানে 'ইদম্'-এর 'ইদ্' স্থানে 'অন্' হয়। যথা—অনেন, অনয়া ও অনয়োঃ। [ইদম্ ও অন$_{2}$ দ্র°]

অন্$_{6}$—নামান্তর অয়েঙ্। বর্মার আরাকান্ প্রদেশের অন্তর্গত কৌক্-প্যু (Kyouk-hpyoo) জেলার একটী নগর। ইহা ২৮৩৩ বর্গ মাইল বিস্তৃত। অন্ ও মাঙ্গ নামক দুইটী নদী এখানে প্রবাহিত। এই দেশ পর্বতময় এবং নিবিড় বনানীপূর্ণ এবং মাঙ্গ নদীর উত্তরে কৌক্-প্যু জেলার সমস্ত উত্তর ভূভাগ লইয়া গঠিত ও আরাকান্ যোম (Yoma) পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। সমুদ্র-তীরের নিকটবর্তী উপত্যকায় প্রচুর চাল, তামাক এবং তিল উৎপন্ন হয় এবং এইগুলি রপ্তানিও হয়। উত্তর বর্মা হইতে অন্-গিরি-বর্ত্মের মধ্য দিয়া টাট্টু, চা, চিনি প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ দেশ বর্মা গভর্নরের শাসনাধীনে ছিল; ব্রিটিশ অধিকারের পর Sandoway-র সহিত ইহাকে সংযুক্ত করা হয় এবং ১৮৩৩ খ্রী° বর্তমান কৌক্-প্যু এবং অক্যব (Akyab) জেলার কিয়দংশ সংযুক্ত করিয়া ইহাকে একটী স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হয়। ১৮৩৮ খ্রী° প্রধান মহল্লাগুলি অন্ হইতে কৌক্-প্যুতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং রামরী (Ramree) জেলার ১১টী ভূভাগ ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয়। ১৮৪২ খ্রী° রামরী ও অন্ বিভাগ একত্র করিয়া কৌক্-প্যু জেলায় পরিণত করা হয়।—IG.

অন্$_{7}$—নামান্তর অয়েঙ্। বর্মার কৌক্-প্যু জেলার অন্তর্গত অন্ জনপদের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ৪৯´ ৩০´´ উ°, দ্রা° ৯৪° ৪´ ৪৫´´ পূ°। ইহা অন্ নদীর মোহানা হইতে ৪৫ মাইল দূরে নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে আরাকান্ উপকূল ও স্বাধীন বর্মার মধ্যে বাণিজ্যাদি এই স্থান হইতে সম্পন্ন হইত। যোম পর্বতমালা ও আভার মধ্যে যে বিস্তৃত বাণিজ্য-পথ রহিয়াছে তাহা এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই গিরিবর্ত্মটির উচ্চতা ১৪৭ হইতে ৪৫১৭ ফুট পর্যন্ত। এই নগরের অধিবাসীরা সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত।—IG.

অন্$_{8}$ — নামান্তর অয়েঙ্। বর্মার আরাকান্ প্রদেশের অন্তর্গত কৌক্-প্যু (Kyouk-hpyoo) জেলার নদীবি°। ইহা আরাকান্ যোম (Yoma) পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া সেম্বরমিয়র (Cembermere) উপসাগরে পতিত হইয়াছে। জোয়ারের সময় ইহার মোহানা হইতে ৪৫ মাইল পর্যন্ত জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে।—IG.

অন্হদ,—নামান্তর 'অন্হদ্ শবদ' (অনাহত সহজতত্ত্ব)। জগদ্গুরুরা ইহা প্রচার

করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এই তত্ত্ব রামানন্দ প্রথম প্রচার করেন। যাঁহারা জগদ্‌গুরু তাঁহারা শিঙ্গা বাজাইয়া অনাহত সংগীত করিলে এই জগতের লোক অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাতে ভক্তের প্রাণ গলিয়া যায়। ইহা আনন্দযোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। শঙ্করাচার্য এই যোগের বিষয় সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। ইহা 'শূন্য' বা 'সহজসমাধি'।—J. W. Chubb: Liberation according to Sankar, 836. অবশ্য একথা স্বীকার্য যে শঙ্করাচার্য এই মতের বহু ঊর্ধ্বে অদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা কবীরকে রামানন্দের শিষ্য বলিয়া প্রচার করিতে চান, তাঁহারা ভ্রমক্রমে বলিয়া থাকেন যে 'সহজবাদ' অর্থাৎ এই নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব কবীর রামানন্দের নিকট শিক্ষা করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি হিন্দু যোগী ও বৈরাগী এবং মুসলমান সুফীদিগের পদতলে বসিয়া তাঁহার নিজ ধর্মমত-প্রচার করেন।—দবিস্তান-ই-মজ.হিব, পৃ° ১৬৭ ৬৯।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অন১—অব্য°, না not. 'অনোপমা তে বুদ্ধিঃ' = তোমার বুদ্ধির তুলনা নাই। অনা., অনাগ্রকৃত্য। [অনাহ্লাদ দ্র°]

অন২—কেহ কেহ ইহাকে 'ইদম্‌' স্থানীয় মনে করেন। যথা, অনেন, অনয়া, অনয়োঃ। [ইদম্‌ ও অন্‌২ দ্র°]

অন৩—[√অন্‌ + অচ্‌ বাহ° ; আ + √নী + ড বাহ° পুং আত্তো হ্রস্বঃ'—বাচ°। তু° লাটিন animus, গ্রী° anemos] প্রাণন। প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান বায়ুর সাধারণ শ্বাসকার্য spiration, respiration, breath. 'প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ ইতি।'—বৃহ-উ° ১. ৫. ৩।

অন৪—[জৈ-প্রাকৃ° 'অণ'] (জৈন-শা°) অনন্তানুবন্ধী কাম, ক্রোধ, মায়া ও লোভ; ইহারা অনন্তকাল পর্যন্ত আত্মাকে সংসারে ভ্রমণ করাইয়া থাকে।—সমবায়াঙ্গসূত্র ১৬; কর্মগ্রন্থ (২য়, ৫ম) ১৪, ১৬।

অনংশ—[নাই অংশ যাহার—নঞ্‌ বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ অংশরহিত, অংশের অযোগ্য, অনধিকারী। ২ (ব্যবহারশা°) দায়ভাগে অনধিকারী, অ-রিক্‌থহর। মনু (৯. ২০১) বলেন—

'অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥'

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তি পৈতৃক রিক্‌থের অংশ পাইতে পারে না। দেবল, বৌধায়ন, কাত্যায়ন ও নারদ মনু-নির্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিরও নাম করিয়াছেন। ২ নিরবয়ব, নিরাকার (আকাশ, পরমেশ্বর)। [অংশ, অনংশী, নিরংশক দ্র°] ~তা (স্ত্রী°), -ত্ব (ক্লী°) — অ-রিক্‌থহরত্ব। [অনংশ দ্র°] ~ী — [পুং°-অনংশিন্‌; স্ত্রী—-শিনী] = অনংশ।

অনংশা=একানংশা। নন্দ ও যশোদার কন্যা। কৃষ্ণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং অনেক সময় ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য করিতেন।—হরি° বিষ্ণু° ৪. ৬৭। [একানংশা দ্র°]

অনংশিতা (স্ত্রী), -শিত্ব (ক্লী°) = অনংশত্ব।

অনংশুমৎফলা—স্ত্রী°, কদলী musa paradisiaca. [অংশুমৎফলা ও কদলী দ্র°] ॥ বো-রো° ॥

অনঃ—[পুং°-অনস্‌] ক্লী°, ১ শকট, গাড়ী। —ধর্মসংগ্রহ ২ ॥ অম° শব্দ° ॥ ইহা রথ হইতে স্বতন্ত্র।—ঋ° ৪. ৩০. ১০; ১০. ৮৫. ১০; ১০. ৮৬. ই°; শ-ব্রা° ১. ১. ২. ৫ ই°; ছা-উ° ৬. ১৫. ১; কৌ-উ° ৩. ৮ ই°। বৈদিকযুগে বিবাহের শোভাযাত্রায় ইহা ব্যবহার হইত, বৃষ তাহা টানিত।—ঋ° ১০. ৮৫. ১১। ২ অন্ন।—উণা-কো°। ৩ জননী ॥ শব্দ° ॥ ৪ জন্ম ॥ শব্দ° ॥ ৫ জন্মী ॥ শব্দ° ॥ ৬ ভূমা। 'ভূমা বাঽঅনঃ'। —শ-ব্রা° ১. ১. ২. ৬। ৭ যজ্ঞ। 'যজ্ঞো বাঽ অনঃ।—ঐ, ১. ১. ২. ৭; ৩. ৯. ৩. ৩।

অন-অন—[প্রা° কবিপ্র° ; অপ্র°] বিণ, অন্যোন্য, পরস্পর। 'ধব চুহুঁ মীলল অন অন পন্থ।'—পদক° ৯৯৬. ৫।

অনক — ['অণক' শব্দের রূপভেদ] ১ অণক, অধম inferior, low ॥ অম° ভরত-টী° শব্দ° ॥ ২ অতি ক্ষুদ্র insignificant. ৩ দুঃখ। [অণক দ্র°]। ~দুন্দুভ—[অমর-কোষাদির টীকাকারগণ 'আনকদুন্দুভ, -ভি' শব্দের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য এই শব্দটীর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। অন্যত্র প্রয়োগ আছে। ~দুন্দুভি—আনকদুন্দুভি কৃষ্ণের পিতা বসুদেব।—মৎস্যপু° ৪৬. ২। [আনকদুন্দুভি দ্র°]

অনকস্মাৎ — অব্য°, ১ বিনা কারণে নয়। ২ অকস্মাৎ নয়, হঠাৎ নয়।

অনকাপল্লে১ — নামান্তর অনকাপল্লি। মাদ্রাজের ভিজাগাপটম্‌ জেলার একটী ভূসম্পত্তি। প্রথমে ইহা ভিজাগাপটমের রাজগণের অধীনে একটী করদ ভূভাগ ছিল, কিন্তু ১৮০২ খ্রী° নীলামে ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজবংশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। অবশ্য এই সম্পত্তিটীর জন্য গভর্নমেন্টকে বাৎসরিক ৩০৭৬ পাউণ্ড কর দিতে হইত। ইহার পর গোড়ে (Gode) জগৎপ্পাকে ইহা বিক্রয় করা হয়। ইহার মধ্যে ১৬টী গ্রাম ও ভিজাগাপটম্‌ জেলার কয়েকটী সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী স্থান আছে।—IG.

অনকাপল্লে২—মাদ্রাজের ভিজাগাপটম্‌ জেলার একটী তালুক। ৪০৬ খানি নগর ও গ্রাম লইয়া এই তালুক গঠিত। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু এবং অতি অল্প সংখ্যক খ্রীস্টান এখানে বাস করে। হিন্দুরা সমস্তই শাক্ত এবং বৈষ্ণব। মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ওয়াহাবী (Wahabi) আছে। ইহার প্রধান নগরের নাম অনকাপল্লে।—IG.

অনক্ষ্—[বৈদিক। অ+অক্ষ্ (অক্ষি)> +ক্বিপ্] অন্ধ blind.

অনক্ষ—[অ+অক্ষি+সমাসান্ত ষচ ; ন (নাই) অক্ষি (চক্ষু) যাহার-বহু ; স্ত্রী°—ী] বিণ, ১ চক্ষুহীন, অন্ধ। ২ [ন (নাই) অক্ষ যাহার—বহু°] চক্রশূন্য (রথ)। ৩ [ন (নাই) অক্ষ (ইন্দ্রিয়) যাহার—বহু°] ইন্দ্রিয়রহিত।—বি—অনক্ষতা।

অনক্ষর—১ [ন (নাই, অপ্রশস্ত) অক্ষর যাহাতে—বহু°] ক্লী°, অবাচ্য উক্তি, নিন্দা, কুৎসা। ক লুপ্তাক্ষর। ২ [ন (নাই) অক্ষর (বর্ণজ্ঞান) যাহার—বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, বর্ণজ্ঞানশূন্য, মূর্খ। বি—অনক্ষরতা।

অনক্ষি—ক্লী°, মন্দ বা বিকৃত চক্ষু bad or disfigured eye.

অনগ—[ন (নাই) অগ (বৃক্ষ বা পর্বত) যাহাতে—বহু° ; স্ত্রী°—া] বিণ, বৃক্ষ বা পর্বতশূন্য (স্থান)।

অনগার—[ন (নাই) অগার (গৃহ) যাহার—বহু° ; স্ত্রী—া] ১ বিণ, গৃহহীন, যাহার গৃহ নাই। ২ মুনি, ঋষি ॥ অভি° শব্দ° ॥ ৩ পরিব্রাজক।

অনগারিকা—[অনগার+ঠচ্ (?)] স্ত্রী, পরিব্রাজক বৃত্তি wandering life, the life of a mendicant.

অনগ্ন—[ন নগ্ন (উলঙ্গ)—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, অবিবস্ত্র, সবস্ত্র, বস্ত্রপরিহিত। 'অনগ্না সর্বে পশবো যে অংস্য।'—অ° ১২. ৩. ৫১। ~তা—স্ত্রী, ১ সবস্ত্রতা। 'অনগ্নতায়ৈ ঘেব পুরিব্যগ্নক্তি।'—শ-ব্রা° ৩. ৭. ১. ১৯। ২ বস্ত্রপরিহিত হইয়া স্থিতি। ~া—১ [বৈদ্যক] কার্পাস।—বৈদ্যকনি°। ২ অনগ্ন দ্র°।

অনগ্নি১—[ন (নাই) অগ্নি যাহার—নঞ্ বহু°] বিণ, ১ অগ্নিহীন। 'অনগ্নিরনিকেতঃ'—মনু° ৬. ২৫। ২ দাহকার্যরহিত। ৩ শ্রৌতস্মার্তকর্মশূন্য ॥ শব্দ° ॥ ৪ সন্ন্যাসী, প্রব্রজিত। ৫ নিরগ্নিব্রাহ্মণ। ৬ অবিবাহিত। ৭ পরিপাকশক্তিহীন।

অনগ্নি২—পিতৃগণের অন্যতম। পিতৃগণপত্নী স্বধা হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী যোগিনী, ব্রহ্মবাদিনী কন্যাদ্বয় লাভ করেন।—মার্কপু° ৫২. ৩০-৩১। [অগ্নিষ্বাত্ত দ্র°]

অনগ্নিত্র—[বৈদিক। ন অগ্নিং ত্রায়তে (রক্ষতি) ; স্ত্রী—া] ১ যে 'অগ্নি' রক্ষা করে না। 'অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ'—ঋ° ১. ১৮৯. ৩। ২ যে গৃহে অগ্নি রক্ষা করে না, পাপী, অধার্মিক।

অনগ্নিদগ্ধ১—[স্ত্রী—া] বিণ, শ্মশানে যাহার অগ্নিসংস্কার হয় নাই এরূপ। 'যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধাঃ'।—ঋ° ১০. ১৫. ১৪.। [অগ্নিদগ্ধ দ্র°]

অনগ্নিদগ্ধ২—[সর্বত্র বহুবচনে ব্যবহৃত] ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক।—মনু° ৩. ১৯৯। [কাব্য ও পিতৃলোক দ্র°]

অনঘ১—[ন (নাই) অঘ (পাপ) যাহার নঞ্বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নিষ্পাপ, পবিত্র। ২ নির্মল। ৩ সুন্দর, মনোহর।

অনঘ২—[বৈদ্যক] গৌরসর্ষপ।—রাজনি°

অনঘ৩—১ বশিষ্ঠ ও উর্জার পুত্র। উত্তম মন্বন্তরে বশিষ্ঠ ও উর্জার রজঃ, গাত্র, উর্ধ্ববাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র—এই সপ্ত পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন।—বিষ্ণুপু° ১. ১০. ১৩ ; কূর্মপু° ৫০. ১২। [উর্জা দ্র°] ২ যমকন্যা ইলিনার পুত্র হইতে উপদানবী ঋষ্যন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ নামে চারি পুত্রলাভকরেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত।—মৎস্যপু° ৪৯. ১০। হরিবংশমতে (হরি° হরি° ৩২. ৭-৯) পুরুবংশীয় রাজর্ষি সুরোধ ও উপদানবী হইতে দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত প্রবীর ও অনঘের জন্ম হয়। ৩ দেবগন্ধর্ব।—মহা° ১. ১৩২. ৩৭। ৪ সাধ্যের নামবি°। ৫ শিবের নামবি°।

অনঘ্ন—[বৈদ্যক] গৌরসর্ষপ। বৈদ্যকনি°।

অনঙ্কুশ—[স্ত্রী—া] বিণ, ১ অঙ্কুশশূন্য। ২ উদ্দণ্ড, লম্পট, কামুক। 'কামবৃত্তমনঙ্কুশম্'—রা°৩. ৪১. ৮।

অনঙ্গ১—[ন অঙ্গ (উপকরণ)—নঞ্ তৎ] ১ ক্লী°, অঙ্গ হইতে যাহা ভিন্ন, অঙ্গ ব্যতীত অনুপকরণ। ২ ক্লী°, (অঙ্গ নাই বলিয়া) আকাশ, শূন্য sky, ether। ৩ ক্লী° (ন্যায়-বৈশেষিক মতে অতি সূক্ষ্মত্বহেতু অঙ্গহীন বলিয়া) মন, চিত্ত। ~ক—[ন (=অন্)+অঙ্গ+সমাসান্ত কপ্ ; অথবা, অনঙ্গ+কন্] ক্লী°, =মন। ~মেজয়—[ন (=অন্)+√এজ্+ণিচ্ +খশ্ ; স্ত্রী—া] অকম্পিত শরীর, যে শরীর কম্পিত হয় না। ~মোহন—বিণ, ১ কামমোহকর। ২ কামদেবকে মুগ্ধ করে যে, অতি সুন্দর। ~মোহিনী—স্ত্রী°, ১ অতি সুন্দরী স্ত্রী। ২ কামমোহনকারিণী স্ত্রী। ~বেশা—স্ত্রী°, ১ কামোদ্দীপক বেশধারিণী। ২ নায়িকাবি°। ~সুহৃৎ—[অনঙ্গের অসুহৃৎ (শত্রু)-৬-তৎ] শিবের নাম-বি°।

অনঙ্গ২—১ দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রের পুত্র।—রা° ১. ৪৪। ২ সুগ্রীবের অনুচর বানর-দলপতি। ইনি সীতার অন্বেষণে সুগ্রীবের আদেশে দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন।—রা° ৪. ৪১. ৪। ৩ কর্দম প্রজাপতির পুত্র। অনঙ্গ অতিশয় ধার্মিক, সাধু ও দণ্ডনীতি-বিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র অতিবল।—মহা° ১২. ৫৮. ৯৯-১০০। ৪ কন্দর্প। ইঁহার অনঙ্গ নাম হইবার কারণ এই যে, যখন মহাদেব কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন দেবগণ পরামর্শ করিয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে ইঁহাকে পাঠান। যে সময় পার্বতী মহাদেবের পরিচর্যায় রত, তখন ইনি মহাদেবের প্রতি কুলশর নিক্ষেপ করিয়া উমার প্রতি তাঁহার মন বিচলিত করেন ; মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার নেত্রসম্ভূত অগ্নিদ্বারা ইঁহাকে ভস্মীভূত করেন।—বৃহদ্ধর্মপু° মধ্য° ২৩।

'যঃ কামো দেবদেবেন পুরা তেনৈব শূলিনা।
ললাটবহ্নিনা দগ্ধঃ কৃতোঽনঙ্গ ইতি স্থিতিঃ ॥'
—পদ্মপু° পা° ৬০. ৪৫।

স্বর্গ তারকাসুর কর্তৃক উপদ্রুত হইলে

ভীত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বলিলেন মহাদেব ও পার্বতীর কার্ত্তিকেয় নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; তাঁহারই হস্তে তারকাসুর নিহত হইবে। দেবগণ তখন যোগমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিবার জন্য কামদেবকে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। পার্বতীকে সম্মুখে রাখিয়া কামদেব পুষ্পবাণে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। ক্রুদ্ধ মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব অঙ্গহীন বা ভস্মীভূত হইলেন।~মদনা—যোগিনীবি°। —কালিকাপু° ৬৩. ১০৫। ~মদনাতুরা—যোগিনীবি°।—কালিকাপু° ৬৩. ১০৫। ~মালিনী—১ যোগিনী দেবীবি°।—কালিকাপু° ৬৩. ১০৬। ২ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রিয় সখী। —পদ্মপু° পা° ৩৯. ৪৩. ১০৭। ~মেখলা—যোগিনী দেবীবি°।—কালিকা-পু° ৬৩. ১০৫। ~বেশা—যোগিনীবি°। — ঐ, ৬৩. ১০৫।

অনঙ্গকুসুমা — ১ যোগিনী দেবীবি°। —কালিকা° ৬৩. ১০৫। ২ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখীগণের অন্যতমা। — পদ্মপু° পা° ৪৩. ১০৯।

অনঙ্গকলহ — রতিকলহ অর্থাৎ সুরতকেলি। রতি-ক্রীড়াকে কলহের সহিত উপমা করা হইয়া থাকে। এইরূপ রতিযুদ্ধ, অনঙ্গসঙ্গর প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

'উন্নিদ্রোঽপি ঘনস্তনং বরতনোরালিঙ্গ্য গাঢ়ং বপুনিদ্রাশেষকষায়িতেন মনসা ব্যামীলদর্ধেক্ষণঃ।

অঙ্গৈরুৎপুলকৈরনঙ্গকলহব্যাপার দূরালসৈরৈক্যং তাদৃশমম্বভূবমলকামোদেন বীতশ্রমঃ॥'

—শৃঙ্গারভূষণভাণঃ ১৪।

'শুভ্রং পদ্ম সবিভ্রমা যুবতয়ঃ শ্বেতাতপত্রোজ্জ্বলা লক্ষ্মীরিত্যনুভূয়তে স্থিরমিব স্ফীতে শুভে কর্মণি।

বিচ্ছিন্নে নিতরামনঙ্গকহলক্রীড়াক্রটত্তন্তুকংমুক্তাজালমিব প্রয়াতি ঝটিতি ভ্রশ্যদ্দিশো-দৃশ্যতাম্॥

ভর্তৃহরি—শৃঙ্গারশতকম্ ২।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনঙ্গক্রীড়া১—মাত্রাচ্ছন্দোবি°। ইহা দ্বিচ্ছন্দিক [দ্বিচ্ছন্দিক দ্র°] শ্রেণীর ছন্দ। ইহাতে শ্লোকার্ধে ১৬টী গুরু অক্ষর থাকে এবং অপরার্ধে ৩২টী হ্রস্ব অক্ষর থাকে। বৃত্তরত্নাকরে শ্লোকার্ধে দ্বিগুণিত অষ্টাক্ষর (=১৬ অক্ষর) থাকিলে যে বৃত্ত হয় তাহার নাম অনঙ্গক্রীড়া। 'অষ্টাবর্ধে গা দ্বাত্রিংশত্তা যস্যাঃ সানঙ্গক্রীড়োক্তা। — বৃত্তরত্নাকর। এই ছন্দের নামান্তর — সৌম্যা। [সৌম্যা দ্র°]

অনঙ্গক্রীড়া২,-**লীলা** — [কামশা°] রতিক্রীড়া, মৈথুন।

অঙ্গীকরোতু জনমেনমনঙ্গলীলা-
ভঙ্গীষু যোষিদনুরাগবশেন মা বা।
তন্বীপুরেব পুরতঃ স্থিতিমেকবারং
তন্বীব চেন্মম তদেব বিনোদহেতুঃ॥

—শৃঙ্গারসর্বস্বভাণঃ ১২৮।

অনঙ্গতিলক—ইহা একটী কামশাস্ত্র। জর্মান পণ্ডিত Oppertএর পুঁথি-সংগ্রহে এই গ্রন্থের দুই খানি পুঁথি আছে। তাহাদের সংখ্যা—৬৫২৮ এবং ৬৮৫৬।

অনঙ্গদানব্রত — ব্রতবি°। রবিবার পুষ্যা বা পুনর্বসু নক্ষত্রে নারীজন সর্বৌষধি দ্বারা স্নান করিয়া মদনের সন্নিধানে গিয়া অনঙ্গদেবের নামাবলী কীর্তন করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চনা করিবে, ইহাই এই ব্রতের বিধি। এই ব্রতে দ্বিজোত্তমদিগকে ত্রয়োদশ মাস যাবৎ বহুবিধ দ্রব্য দান করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিতে হয়।—মৎস্যপু° ৭০. ৩২-৫৮। [অনঙ্গব্রত দ্র°]

অনঙ্গদীপিকা — ১ স্ত্রী°, কামোদ্দীপক বস্তু বা ব্যক্তি।

'অগোচরং চণ্ডরুচেরপি চ্যুতাং
নিকুঞ্জলীলাসদনেষু পুঞ্জিতম্।
প্রভাভিরুদ্ভাসিত বীরুধস্তমো
বিনিন্যিরে ভঙ্গমনঙ্গদীপিকা॥'

—ধর্মশর্মাভ্যুদয়ম্ ১২. ৪০।

২ একখানি কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। স্বর্গত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের Catalogue of Mssএ ইহার উল্লেখ আছে—তুলোট কাগজে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত গদ্যবন্ধে রচিত কামশাস্ত্র—সম্ভবতঃ কামসূত্রের ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারের নাম বা রচনার তারিখ নাই। পুস্তকটী খণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর খণ্ডিত পুস্তক হইতেই ইহা নকল করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের মাত্র একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় ১২টী করিয়া পংক্তি আছে। গ্রন্থারম্ভ—

প্রণিপত্য প্রমোদার্থং গিরীশং
সুখদায়িনম্।
কামিনাম্ গদ্যবন্ধেন ক্রিয়তেঽনঙ্গ-
দীপিকা॥

গ্রন্থশেষ—

কামিনীমাগচ্ছতীং দৃষ্ট্বা জানন সন্নিদ্রাং
করোতি।
আগত্য চুম্বতি প্রতিবেশ্ম চুম্বনমিতি
অনঙ্গদীপিকা॥

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনঙ্গদেবী — কাশ্মীর-রাজ মহ্লনের পত্নী।

অনঙ্গনজাতক — বৌদ্ধ জাতকের একটী কাহিনী। অঙ্গুত্তর-জাতকের অথকথায় (১. ৭৪) দেখা যায়, সংকস্সে অবস্থানকালে সারিপুত্তের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব যে সকল জাতক বিবৃত করেন, ইহা সেই গুলির অন্যতম। জাতকথকথায় এই নামের কোন জাতক নাই, কিন্তু অঙ্গুত্তর অথকথায় যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঋানসোধন জাতকে (১. ৪৭৩) পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহা ইহারই অন্য নাম। সমন্তপাসাদিকায় (১. ১৫৮) অঙ্গনবথুর কথা আছে, কিন্তু তাহাতেস্পষ্ট কোন নির্দেশ করে না। ॥ MDPP ॥

অনঙ্গনসুত্ত— কলঙ্কের স্বরূপ ও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় সম্বন্ধে সারিপুত্ত ও মোগ্গলানের মধ্যে আলোচনা-বিষয়ক বৌদ্ধ-সুত্ত।—মজ্ঝিম ১. ২৪ই° ॥ MDPP॥

অনঙ্গপাল—পঞ্জাব প্রদেশের তোমর

রাজবংশীয় জনৈক হিন্দু রাজা। লাহোরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি রাজা জয়পালের পুত্র। ১০০৫ খ্রী° গজনীপতি মহমুদ পঞ্জাব আক্রমণ করিলে ইনি কাশ্মীরে পলায়ন করেন। ১০০৯ খ্রী° মহমুদ পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করিলে অনঙ্গপাল অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহায়তায় তাঁহাকে বাধা দেন। ভীষণ যুদ্ধের পর অনঙ্গপালের হস্তীগুলি ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। সৈন্যগণ ইহাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। মহমুদ জয়লাভ করেন।

বর্তমান কুতবমিনার যেখানে আছে সেই স্থানে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা অনঙ্গপাল লাল দুর্গ (Red Fort) নির্মাণ করেন। ইহার পূর্বে দিল্লী শহরের বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। ১০৫২ খ্রী° মহাপ্রতাপশালী রাজা চন্দ্রের গুণকীর্তি-সমন্বিত একটী লৌহস্তম্ভ কতকগুলি দেব-মন্দিরের মাধ্যে স্থানান্তরিত হয়। এই লৌহ-স্তম্ভটী সম্ভবতঃ প্রথমে মথুরাতে ছিল। পরে রাজা অনঙ্গপালই ইহাকে স্থানান্তরিত করেন।*

অনঙ্গভীম ১ম (অনিয়ঙ্কভীম)—উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের চতুর্থ পুত্র।[১] ইঁহার তিন অগ্রজ ভ্রাতা—কামার্ণব, রাঘব ও (২য়) রাজরাজ—পর পর রাজত্ব করিবার পরে ইনি সর্বশেষে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার অগ্রজগণের ন্যায় ইঁহাকে পুরী ও কেওয়ুপ্তনের শিলালিপিগুলিতে অনন্তবর্মা বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। পুরীর জগন্নাথের মন্দির ইনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন এইরূপ কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। ব্রজকিশোর ঘোষ বলেন যে পুরীর মন্দিরটী বহুদিন হইতেই বালুস্তূপে নিমজ্জিত ছিল। অনঙ্গভীমই এই মন্দিরটী বালুস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া বহু অর্থব্যয়ে ইহার সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রী° এই কার্য ইনি সমাপ্ত করেন।[২] পুরীর মন্দিরটী যে পূর্বে বালুস্তূপে নিমজ্জিত ছিল—একথা Stirling বলেন নাই। Stirling বলেন রাজা অনঙ্গভীম একটী ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ইনি অনেক জনহিতকর কার্য করেন। ইহার পরেই ইনি প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পরমহংস বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করেন। ১১৯৬ খ্রী° মন্দিরের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয়। এই মন্দিরের জন্য ইনি ১৫ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন শূদ্র সেবাইত নিযুক্ত করেন এবং নানাবিধ ভোগ ও যাত্রার ব্যবস্থা করেন।[৩] ডাঃ হন্টার এই ব্যাপার এইরূপে বিবৃতি করেন : রাজা অনঙ্গভীম একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া ফেলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়া যায়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি ৬০টী প্রস্তর-মন্দির নির্মাণ করেন ; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেন ; চল্লিশটী বৃহৎ বৃহৎ কূপ খনন করেন ; নদীর তীরে ১৫২টী স্নান-ঘাট নির্মাণ করেন ; ব্রাহ্মণদিগের বাস করিবার জন্য ৪৫০টী ছোট ছোট উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং শস্য-রক্ষার জন্য ১০ লক্ষ পুষ্করিণী খনন করেন। অতঃপর জগন্নাথদেব একদা স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং পুরীর সমুদ্রতীরে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে আদেশ করেন। রাজা তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে পুরীতে আসিয়া জগন্নাথের আরাধনা করেন। এই সময়ই রাজা জগন্নাথের মন্দিরটী নূতন-রূপে নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এই নির্মাণ-কার্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মোহর ব্যয়িত হইয়াছিল এবং ১৪ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রী° নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়। ইহাই বর্তমান মন্দিরের ইতিহাস।[৪] উল্লিখিত অংশ হইতে বলা যাইতে পারে যে রাজা অনঙ্গভীম অন্ততঃ ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ইঁহার পিতা রাজা অনন্তবর্মা ৭০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পরে ইঁহার তিন অগ্রজ রাজত্ব করেন।[৫] সুতরাং ইনি যে বৃদ্ধ বয়সেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক ইনি কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা একটু কঠিন। পুরী ও কেওয়ুপ্তন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইঁহার রাজত্ব-কাল দশ বৎসর। এই বৎসরের হিসাব যদি 'অঙ্ক' বৎসরে ধরা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইঁহার রাজত্বকাল মোট আট বৎসর। ইঁহার পুত্র ৩য় রাজরাজের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১১৯৮ খ্রী° ইঁহার রাজত্বকাল শেষ হয়। কেওয়ুপ্তন শিলালিপির সপ্তদশ শ্লোকে জগন্নাথদেবের মন্দির-নির্মাণের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গই এই মন্দিরের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন। তিনি 'বিমান' নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া যান, কিন্তু 'জগমোহন' নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনঙ্গভীম এই জগমোহনের নির্মাণ-কার্য সমাধা করেন।

ইঁহারই রাজত্বকালে ইঁহার অগ্রজ ২য় রাজরাজের শ্যালক স্বপ্নেশ্বরদেব ভুবনেশ্বরে মাঘেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। ইহার পরেই ইঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী গোবিন্দ চাটেশ্বরে একটী মন্দির নির্মাণ করেন।

ইঁহার রাজত্বের শেষ ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই উত্তর-ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলির পতন হয়। মুসলমানেরা তাঁহার মৃত্যুকালে চুনার ও মনের পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

বিদানসী ইঁহার রাজধানী ছিল। এই রাজধানী নির্মাণের সম্বন্ধে একটী কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা জড়িত আছে। রাজা অনঙ্গভীম একদিন মহানদীর বক্ষে বিহার করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, চান্দুয়ার গ্রামে একটী বক একটী বৃহৎ শ্যামল পক্ষীকে মারিয়া তাহার উপর বসিয়া আছে। এই ব্যাপারটী তিনি একটী শুভ-

* SmithEHI (1914), 386.

১ সুন্দরনঙ্গভীমনৃপতিঃ—Chat. Ins. v. 7.

২ Brajakishore Ghose : History of Puri, 10.

৩ Asiatic Researches, xv, 269.

৪ Hunter's Orissa, I, 100-1.

৫ R. D. Bannerji. History of Orissa, i. 288.

লক্ষণ বলিয়া মনে করেন এবং সেই জন্যই এই স্থানে তাঁহার রাজধানী নির্মাণ করেন।[৩]

[Rajendralal Mitra : Antiquities of Orissa, 11, 109-10, 163-64 ; R. D. Bannerji : History of Orissa, i, 255, 258, 261, 262, 267, 268 288 ; ii. 370. J.A.S.B, 1892, 43, 46, 48 ; 1895, 131, 132 ; 1896, 246, 248, 265, 266 ; 1898, A. 317ff ; 1903, 97ff : 1916, 31]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনঙ্গভীম ২য় — ইনি উড়িষ্যারাজ রাজরাজের পুত্র এবং ১ম অনঙ্গভীমের পৌত্র। চালুক্যবংশীয় মঙ্কুওদেবী ইঁহার মাতা। স্ত্রী—কস্তুরাদেবী। ইনি ১২১১ খ্রী° সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ শাহ্‌র সহিত ১২১২খ্রী° হইতে ১২২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মন্ত্রী বিষ্ণুর সাহায্যে অনঙ্গভীমই জয়ী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর বীরত্ব চাটেশ্বর শিলালিপিতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে : 'তাঁহার (অনঙ্গভীমের) বীরত্বের কথা কি বলিব ? তিনি একাই মুসলমান রাজার সহিত যুদ্ধ করেন এবং তীর ও ধনুকের সাহায্যে বহু সুনিপুণ যোদ্ধার প্রাণনাশ করেন। এমন কি দেবতারাও তাঁহাদের নিদ্রাহীন স্থির নেত্রে তাঁহার দর্শনানন্দলাভের জন্য আকাশে সমবেত হইয়াছিলেন।[১] অনঙ্গভীম যুদ্ধে যে মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহের সময়ের ভুবনেশ্বরের শিলালিপি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

রাজা অনঙ্গভীম দক্ষিণ হৈহয়গণ অথবা রত্নপুরের কলচুরিগণের সহিত যুদ্ধ করেন। ইঁহারা তুম্মাণের রাজা বলিয়া শিলালিপিগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান তুম্মাণ নামক স্থানের সহিত উল্লিখিত তুম্মাণ অভিন্ন। ২য় এবং ৪র্থ নরসিংহের শিলালিপি হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে অনঙ্গভীম ৩৩ কিংবা ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। অবশ্য এই বৎসরের হিসাব 'অঙ্ক' বৎসরে ধরা হইয়াছে। সুতরাং অনঙ্গভীম প্রকৃতপক্ষে ২৭ সৌর-বৎসর রাজত্ব করেন। উত্তর উড়িষ্যায় যে সমস্ত রাজাদিগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ইনিই গঙ্গবংশীয় প্রথম নৃপতি। ভুবনেশ্বরে নাটমন্দিরের পথে লিঙ্গরাজ অথবা কৃত্তিবাস মন্দিরের জগমোহনের দরজার পার্শ্বস্থিত প্রাচীরে ইঁহার নামে অন্ততঃ তিনখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাটেশ্বর শিলালিপিতেও অনঙ্গভীমের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায়। তিনি ১২৩৮ খ্রী° দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র ১ম নরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[অনঙ্গভীম ১ম-এর গ্রন্থপঞ্জী দ্র°]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনঙ্গমঞ্জরী— [বৈষ্ণবশা°] বৃষভানুরাজার কন্যা। মাতা—কীর্তিদা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা—শ্রীদাম। জ্যেষ্ঠসহোদরা—রাধিকা।

বৃষভানুঃ পিতা তস্য মাতা চ কীর্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ॥

—পরিশিষ্ট

ইঁহার পতি—অভিমন্যুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্মদ। ইঁহার কান্তি বসন্তকেতকীর ন্যায়; পরিধেয় বসন নীলপদ্মসদৃশ। ইনি ললিতা দেবীর বিশেষতঃ বিশাখাদেবীর অতি প্রিয়।—

'বসন্তকেতকীকান্তি মঞ্জুলানঙ্গমঞ্জরী।
যথার্থাক্ষরানামেয়ামিন্দীবরনিভাম্বরা।
দুর্মদো মদবানস্যাঃ পতির্যো দেবরঃ স্বসুঃ।
প্রিয়াসৌ ললিতাদেব্যা বিশাখায়া
বিশেষতঃ॥

—রূপগোস্বামিকৃত কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১১৯. ১২০।

অনঙ্গমঞ্জরী অষ্টসখীর সদৃশ এবং 'বর' নামক যূথান্তর্গত। ইনি নিত্য কৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী বলিয়া ইঁহার নিত্য বয়স দ্বাদশ বর্ষ। ইনি চপলভাষিণী।—

এতদষ্টককল্পাভিরষ্টাভিঃ কথিতো বরঃ।
এতাঃ দ্বাদশবর্ষীয়াশ্চপলবাণাঃ।

—কৃষ্ণগণোদ্দেশদী°

বৃন্দাবনের পদ্মমধ্যে উত্তরদলদ্বয়ের দক্ষিণাংশে উপদলে ইনি অবস্থান করেন। ইঁহার বামে থাকেন—মধুমতী।

অথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গমঞ্জরীমুখাঃ।
সযূথাঃযত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে।
অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতী মতা।

ইনি রাধাকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা* এবং অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জবাসিনী।—

'তাম্বূলসেবিকাং দেবীং প্রৌঢ়াং
সুযৌবনান্বিতাম্।
অনঙ্গাম্বুজকুঞ্জস্থামনঙ্গমঞ্জরীং ভজে।'

অনঙ্গমঞ্জরী অষ্টযূথেশ্বরীর মধ্যে প্রথমা। ইঁহার অধীনে যূথদ্বয়ের অধীশ্বরী লবঙ্গমঞ্জরী ও রূপমঞ্জরী।

গৌরলীলায় বসুধা বা জাহ্নবা দেবী অনঙ্গমঞ্জরী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।—

'কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলবপি বিদুর্বতে।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ
প্রচক্ষতে॥' ৩৬

নিত্যানন্দ প্রভুর গণে যাঁহারা মধুর রসের উপাসনা করেন তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুকে অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দেশ করেন।

সখ্যরসে বলরাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ মূর্তি। তিনিই আবার রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী রূপে মধুর রসে প্রকটিতা। যিনি সন্ধিনীশক্তিমূর্তি তিনি অনঙ্গমঞ্জরী।

অনঙ্গমঞ্জরীর প্রণাম—

'অনঙ্গমঞ্জরীং বন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণীং।
শৃঙ্গাররসরূপাঞ্চ দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিনীম্।
নীলতারাবলীবস্ত্রাং তপ্তালক্তসমপ্রভাং।

---

৩ R. D. Bannerji : History of Orissa, ii, 168-64.

১ কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্য সুভটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ কিং ক্রমো যবনাবনীন্দ্রসমরে তত্তস্য বীরব্রতং। যস্যালোকনকৌতুকব্যসনিনাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনামস্বৈরনিমেষবৃত্তিভিরভূন্নৈত্রৈম হারুৎসবঃ॥ ১৫।

২ EI, xiii, 151.

* কেহ কেহ বলেন—অনঙ্গমঞ্জরীর সেবা-বেশ। 'পালী কুসুমশয্যায়াং বেশে চানঙ্গমঞ্জরী।'

শৃঙ্গাররসমর্মজ্ঞাং দ্বয়োঃ কেলি-
প্রমোদিতাম্ ॥
নানাভরণভূষাঢ্যাং মৃদুমন্দমধুস্মিতাং।
তাম্বূলসেবিকাং দেবীং প্রৌঢ়াং
সুযৌবনান্বিতম্।
অমঙ্গাম্বুজকুঞ্জস্থামনঙ্গমঞ্জরীং ভজে ॥

অনঙ্গমণ্ডল — সুন্দর কবিকৃত ভাণ (কাব্যমালা)।—IOC. Cat. Cat.

অনঙ্গমোহিনী দেবী — 'কণিকা' 'শোকগাথা' 'প্রীতি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী। ইনি ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা।

অনঙ্গরঙ্গ — অতি বিখ্যাত কামশাস্ত্র। ইহার রচয়িতা কবি কল্যাণমল্ল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি যে লাড়খাননামক কোন মুসলমান নৃপতির সভাসদ ছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। 'কবি-চরিত' নামক একটী জীবনী-সংগ্রহে লিখিত আছে, কল্যাণমল্ল একজন কলিঙ্গ-দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি কলিঙ্গ-ভূপতি অনঙ্গভীমদেবের সময়ে তাঁহার সভাসদ ছিলেন। এই গ্রন্থে অনঙ্গভীমের অপর নাম লাড়দেব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জগন্নাথ-মন্দিরের শিলা-লিপি হইতে জানা যায় অনঙ্গভীম দেব ১০৯৪ শকাব্দে (১১৭২ খ্রী°) ঐ মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কবিচরিতের এই বিবরণ ভ্রমাত্মক। অনঙ্গরঙ্গের যতগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সকলগুলিতেই লিখিত আছে।—

'লোদীবংশাবতংসোহ ভরিপুবনিতানেত্র-
বারিপ্রপূর।'[1]
প্রাদুর্ভূতাস্থ সিন্ধুষমিতবরযশা[2] লীলয়া
প্লাবিতাশ্বঃ ॥[3]

১ পাঃ—প্রপূরঃ।

২ পাঃ—(ক) প্রাদুর্ভূতাস্থসিন্ধুষ্নিতজবতয়া (খ) প্রাদুর্ভূতোহম্বুরাশিঃশমিত বরযশা।

৩ পাঃ—প্লাবিতশ্চ।

সৎপুত্রঃ[4] খ্যাতকীর্তেরহমদনৃপতেঃ কাম-
সিদ্ধান্তবিদ্বান্।
জীয়াচ্ছ্রীলাড়খানঃ ক্ষিতিপতিমুকুটেষু ষ্ট-
পাদারবিন্দঃ ॥

এই শ্লোক হইতে বুঝা যায় লাড়খাঁ লোদীবংশীয় অহ্মদ নামক কোন নৃপতির পুত্র। এই অহ্মদ খাঁ কোন্ অহ্মদ তাহা ঠিক করা বড় কঠিন। লোদীবংশাবতংস হইতে মনে হয় সম্ভবতঃ ইনি লোদী সম্রাট্গণের কোন আত্মীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তৃরূপে কোনদেশ শাসন করিতেন। সিকান্দর লোদীর ৪৪ জন কর্মচারীর মধ্যে একজন অহ্মদ খাঁ এটবার (Etawa) নায়েব ছিলেন, তিনি লোদীবংশীয়। এই অহ্মদ খাঁ সেই ব্যক্তি হইতে পারেন। কেহ কেহ মনে করেন ইনি গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু গুজরাটের ইতিহাস আলোচনা করিলে লোদীবংশীয় অহ্মদ খাঁ নামধারী কোন শাসনকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি লাড়খাঁ এটাবার নায়েব অহ্মদ খাঁ লোদীর পুত্র হন তাহা হইলে কল্যাণমল্লের কাল সিকান্দর লোদীর রাজত্বকালের (১৪০৮-১৫৪৭ খ্রী°) মধ্যে গিয়া পড়ে।

পুত্রোহস্য তস্য কুতুকার্থমনঙ্গরঙ্গং[5]
গ্রন্থং বিলাসিজনবল্লভমাতনোতি[6]।
শ্রীমান্ মহাকবিরশেষকলাবিদগ্ধঃ
কল্যামল্লণ ইতি ভূপ[7]মুনির্যশস্বী ॥

এই শ্লোক হইতে মনে হয় কল্যাণমল্ল কোন ভূপতির পুত্র এবং কাশী হইতে মুদ্রিত অনঙ্গরঙ্গে এই শ্লোকের পূর্বে কয়েকটী শ্লোক আছে, তাহাতে কবির বংশ-পরিচয়ও দেওয়া আছে—

তস্য ভূরিগুণরত্নতোয়ধেঃ প্রেমপূর্বরচনানু-
রোধ[৮]ঃ।

৪ পাঃ—তৎপুত্র।

৫ পাঃ—(ক) তস্থৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গম্। (খ) অস্থৈব কৌতুকনিমিত্তমনঙ্গরঙ্গ।

৬ পাঃ—মাতনোমি।

৭ পাঃ—ভূমি।

কৌতুকায় রসিকরঞ্জনং শাস্ত্রমিদং বির-
চ্যতে ॥
অম্ভোজিনীবন্ধুকুলপ্রসূতঃ কর্পূররাজস্য
উদারকীর্তিঃ।
তীব্রপ্রতাপানলদগ্ধশত্রুঃ ত্রৈলোক্যচন্দ্রঃ
ক্ষিতিপাল আসীৎ ॥
তস্যাত্মজোহস্তিগজমল্ল ইতি প্রসিদ্ধঃ
সংগ্রামসঙ্গতপরাজিতবৈরিবৃন্দঃ।
ক্ষাত্ত্যাস্তশেষশুভলক্ষণসন্নিবাসঃ চন্দ্রাংশু
নির্মলযশোরুচিরীকৃতাশঃ ॥

এই শ্লোকগুলি লিপিকর-প্রমাদদুষ্ট, তথাপি মনে হয় কল্যানমল্ল গজমল্লের পুত্র। ইনি কবি ছিলেন এবং লাড়খাঁর অধীনে কোন জায়গীরদার ছিলেন। 'তস্য ভূরিগুণরত্ন' ইত্যাদি শ্লোকটী বাদ দিলে সমস্ত শ্লোকগুলি হইতে বুঝা যায় গজমল্লের পুত্র মহাকবি কল্যাণমল্ল লাড়খাঁর কৌতুকের নিমিত্ত অনঙ্গরঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত ৩টী শ্লোক কাশী সংস্করণ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

অনঙ্গরঙ্গ এত বেশী প্রচারিত হইয়াছিল যে ইহার তুল্য আর কোন কামশাস্ত্রই প্রচারিত হয় নাই। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। উর্দু এবং আরবী ভাষায় ইহার নাম হইয়াছিল 'লিজ্জতুন্নিসা' বা 'রমণী-বিলাস' এবং কিছু পরিবর্তিত আকারে ইহা ফার্সী এবং তুর্কী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ভারতীয় ভাষাসমূহে ইহা 'কামশাস্ত্র' বা লীলাশাস্ত্র এই নামেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং অনেকে ভুল করিয়া কোকেকাক বা কোকা পণ্ডিতকে ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে করিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে অনঙ্গরঙ্গের বহু লিথোগ্রাফ করা পুঁথি ভারতের সর্বত্র বিরাজ করিত। এমন কি সুদূর চীন ও জাপানেও ইহার প্রচার হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রী° ইহা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পর বৎসর Isodore Liseux ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। কালক্রমে সমস্ত ইংরেজী অনুবাদ নিঃশেষ হইলে পারীর বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা Charles Curing-

tonএর অনুরোধে A. F. Arbuthnot এবং R. F. Burton ইহার একটী সটীক ইংরেজী সংস্করণ বাহির করেন। তাহার পর এই সংস্করণ হইতে ১৯২১ খ্রী° Bibliotheque des Curieuse একটী সটীক ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ জর্মান পণ্ডিত R. Schmidt ইহা জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনঙ্গরঙ্গে অনূান ৪৩০টী শ্লোক আছে। কোন কোন সংস্করণে—অষ্টম অধ্যায়ে আরও ২৩টী শ্লোক জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে অনঙ্গরঙ্গ দশটী অধ্যায়ে বা স্থলে বিভক্ত যথা—

১ম স্থল — মঙ্গলাচরণ এবং পদ্মিনী প্রভৃতির লক্ষণ ও সুখতিথি। ২য় স্থল—চন্দ্রকলা। ৩য় স্থল—শশমৃগাদির জাতিভেদে সুরতভেদ। ৪র্থ স্থল — অঙ্গনাদিগের সামান্য ধর্ম, প্রকৃতি, সত্ত্ব, প্রীতিলক্ষণ ইত্যাদি। ৫ম স্থল — স্ত্রীদিগের দেশধর্ম। ৬ষ্ঠ স্থল — ঔপনিষদিক। ৭ম স্থল—বশীকরণাদি ও অঙ্গরাগাদি। ৮ম স্থল—কন্যা ও জামাতৃলক্ষণ এবং পারদারিক। ৯ম স্থল—বাহ্যসম্ভোগ। ১০ম স্থল—সুরতভেদ ও নায়িকালক্ষণাদি।

অনঙ্গরঙ্গের অধিকাংশ পুঁথির প্রথম শ্লোক—

অতি ললিতবিলাসং বিশ্বচেতোনিবাসং
সময়কৃতবিকাশং শম্বরাখ্যপ্রণাশম্।
রতিনয়নবিরামং সন্ততং চাভিরামং
প্রসভবিজিতবামং শর্মদং নৌমি কামম্॥

কিন্তু কোন কোন সংস্করণে একটী অতিরিক্ত শ্লোক পুস্তকের প্রারম্ভে রহিয়াছে—

দত্ত্বা লাক্ষাং নখাগ্রে তদনু সুরধুনীধৌত-
হস্তাগ্রভাগং
তক্রা ভালস্থলাগ্রৌ তদনু নয়নয়োঃ কজ্জলং
সংনিবেশ্য।
কণ্ঠে সংপ্রোক্ষ্য নীলে তদনু বিজয়াদত্ত-
মাদর্শমঙ্গে
শম্ভোর্ভস্মাঙ্গুলিপ্তেঃ পুলকিনি মুগ্ধী
পার্বতী বঃ পুনাতু॥

শেষ শ্লোক—

যাবচ্ছঙ্করমৌলিগা[8] সুরনদী গৌরী-
তদর্ধাঙ্গগা[9]
যাবৎ প্রেমবতী পয়োধিতনয়া বৈকুণ্ঠনাথে
হরৌ।
বেদাভ্যাসরতো বিরিঞ্চিরপি ভূর্যাবদ্দিনেশঃ
শশী
ভূয়াত্তাবদনঙ্গরঙ্গক ইতি[10] প্রীত্যৈ সদা
কামিনাম্[11]॥

IOCএর পরিশিষ্টে ও Cat. Cat. এ অনঙ্গরঙ্গের বহু পুঁথির সন্ধান আছে।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনঙ্গলেখ—প্রেমপত্র, মদনলেখ। নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি যে প্রণয়লিপি লিখিয়া থাকে তাহাকে অনঙ্গলেখ বা মদনলেখ বলে। প্রাচীন কাব্যাদিতে এই অনঙ্গলেখের বহু উল্লেখ আছে। যথা—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র ভূর্জত্বচঃ
কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখ-
ক্রিয়য়োপযোগম্॥
—কুমার° ১. ৭।

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়া-
মিদং
কান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে
নখৈরর্পিতঃ।
হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জ-
মানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি
শূন্যাদপি॥
—শকু° ৩. ১৭৯।

'স্বপ্নেষু প্রতিদিন মাগত্যাগত্য মেরহস্য-সন্দেশেষু নিপুণধূর্তঃ পঞ্জরশুকসারিকা দূতীঃ-করোতি, সুপ্তায়াঃ শ্রবণদন্তপত্রোদরেষু ব্যর্থ-মনোরথমোহিতমানসঃ সঙ্কেতস্থানানি লিখতি, স্বেদপ্রক্ষালিতাক্ষরানপি নিপতিতসাঞ্জনাশ্রুবিন্দু-পঙ্ক্তি কথিতাত্মাবস্থান্ মনোহরান্ সম্মোহা-শানুবর্তিনো মদনলেখান্ প্রেষয়তি……।'

—কাদম্বরী-পূর্বভাগঃ।

বাৎস্যায়ন বলেন অনূঢ়া বা পরদারা-কেই সাধারণতঃ অনঙ্গলেখ বা মদনলেখ প্রেরণ করা হইত। ভার্যা বা স্বকীয়াকে অনঙ্গলেখ প্রেরণের কারণ কেবল প্রবাসী পতিরই পক্ষে উদ্ভব হইয়া থাকে। অনূঢ়া বা পরদারাকে যে পত্র প্রেরণ করা হয় তাহা গোপনে দূতীদ্বারা এবং সেই পত্র প্রাচীনকালে পত্রে নখাঙ্কিত করিয়া অথবা ভূর্জত্বকে গূঢ়-লেখ অর্থাৎ সাধারণের অবোধ্য codeএ লেখা হইত। এই সকল পত্র কোন উপহারের ভিতর লুক্কায়িত থাকিত।

'পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্রায়কৃতীনি দর্শ-য়েৎ। লেখপত্রগর্ভাণি কর্ণপত্রাণ্যাপীড়াংশ্চ। তেষু স্বমনোরথাখ্যাপনম্ প্রতিপ্রাভৃতদানে চৈনাং নিযোজয়েৎ।'

—কামসূ° ৫. ৪. ৩৮-৩৯।

'তত্র স্রজি কর্ণপত্রে বা গূঢ়লেখনিধানং নখদশনপদং বা সা মূকদূতী।'

কামসূ° ৫. ৪. ৬০।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনঙ্গলেখা—কাশ্মীর-রাজ বালাদিত্যের কন্যা — রাজত° ৩. ৪৮৪। দুর্লভবর্ধনের পত্নী।—ঐ, ৩. ৪৮৯। ইনি কঙ্কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।—ঐ, ৩. ৪৯৭। ইনি একটী বিহারও নির্মাণ করিয়াছিলেন।—ঐ, ৪. ৩। অনঙ্গলেখার পুত্রের নাম—দুর্লভক। —ঐ, ৪. ৭।

অনঙ্গলোভমাধুর্যা—শ্রীরাধার নামান্তর। তিনি কামুকী হইয়া মধুরভাব ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম।—পদ্মপু° পা° ৪৬. ২৭।

অনঙ্গবজ্র — একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। ইনি তথাকথিত চুরাশী মহাসিদ্ধদিগের

---

৮ পা°—শেখরে।

৯ তদর্ধাসনে।

১০ অনঙ্গরঙ্গ কবিতা।

১১ কোন কোন পুঁথিতে ইহার পর—'কামগায়ত্রী —ওঁ মনোভবায় বিদ্মহে পঞ্চবাণায় ধীমহি, তন্নঃ কামঃ প্রচোদয়াৎ' এই সঠিক পাঠ আছে।

অন্যতম। ইনি সরহবজ্রের শিষ্য ছিলেন এবং উড্ডীয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতির গুরু ছিলেন।[১] ইনি সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যমান ছিলেন। চুরাশীমহাসিদ্ধের ইতিহাসে অনঙ্গবজ্রকে যে (পালবংশীয়) প্রথম গোপালদেবের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে[২], তাহা অলীক, ইহা বলাই বাহুল্য। 'হেবজ্র-সাধন[৩]' 'হোমকর্মক্রম[৪]' ও 'মহামায়া সাধন[৫]' অনঙ্গবজ্রের এই তিন গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ত্যেঙ্গুরে আছে। 'হেবজ্রনাম-সাধনোপায়িকা[৬]' গ্রন্থখানিও সম্ভবতঃ অনঙ্গবজ্রেরই লেখা। গ্রন্থ 'প্রজ্ঞোপায়-বিনিশ্চয়সিদ্ধি' নামক মূল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁহার আর একখানি নেপাল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে[৭], এবং বড়োদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে[৮]। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনঙ্গবজ্রকে শুভাকরের শিষ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন[৯], কিন্তু এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অনঙ্গবতী—অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা বিভূতিদ্বাদশী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ভক্তিভাবে বিষ্ণুর অর্চনা ও ব্রাহ্মণদিগকে দানদক্ষিণাদি করার ফলে মৃত্যুর পর কামদেবের অন্যতমা পত্নী প্রীতি নামে উৎপন্না হইয়াছিলেন। ইনি আনন্দজননী ও সর্বদেবের পূজনীয়া।—মৎস্যপু° ১০০. ১৮; স্কন্দপু° প্র° প্র° ৩৯. ৩৯।

অনঙ্গবিজয়ভাণ—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—জগন্নাথ পণ্ডিত।—Burnell. 176a, Cat. Cat.

অনঙ্গবেশ্ম—রতিমন্দির।

'গণ্ডমণ্ডলভুবি স্তনশৈলে নাভিগহ্বরতলে চ বিহৃত্য।
সশ্রমা ইব দৃশো দয়িতস্যানঙ্গবেশ্মনি বিশশ্রমুরাসাম্॥'
—ধর্মশর্মাভ্যুদয় ১৫. ৫১।

অনঙ্গব্রত—[পৌরাণিক] ব্রতবি°। যে কল্যাণী নারী অখণ্ডিতভাবে এই ব্রত আচরণ করে, মাধবলোকে তাহার বাস হয়, সে দেবগণ-কর্তৃক পূজিতা হইয়া আনন্দপ্রদ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রবিবার পুষ্যা বা পুনর্বসু নক্ষত্র হইলে, সেইদিন নারীজন সর্বৌষধি জলে স্নান করিবে এবং মদনের সন্নিধানে গিয়া অনঙ্গদেবের নামাবলী কীর্তন করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে অর্চনা করিবে। দেবাসুর-যুদ্ধে নিহত দৈত্যগণের পরিণীত পত্নীগণকে ইন্দ্র বেশ্যাধর্ম অবলম্বনপূর্বক এই ব্রতপালনের বিধান দিয়াছিলেন।

পূজাবিধি — পাদদ্বয়ে 'কামায়', জঙ্ঘাযুগলে 'মোহকারিণে', মেঢ্রে 'কন্দর্পনিধয়ে', কটিদেশে 'প্রীতিমতে', নাভিতে 'সৌখ্যসমুদ্রায়', উদর 'রামায়', হৃদয়ে 'হৃদয়েশায়', স্তনদ্বয়ে 'আহ্লাদকারিণে', বামাঙ্গে 'পুষ্পচাপায়', দক্ষিণাঙ্গে 'পুষ্পবাণায়', মৌলিতে 'মানসায়', কেশে 'বিলোলায়' এবং সর্বাঙ্গে 'সর্বাত্মনে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর শিব, শান্ত, পাশাঙ্কুশধর, গদী, পীতবস্ত্র, শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ ও কামদেবাত্মা এই নামে প্রত্যেককে নমস্কার করিয়া সর্বশান্তি, প্রীতি, রতি, শ্রী, পুষ্টি, তুষ্টি ও সর্বার্থসম্পত্তিকে নমস্কারপূর্বক পূজা করিয়া পরে গন্ধ, মালা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা অনঙ্গাত্মক দেবদেবকে পূজা করিবে। তৎপরে রমণী কোন বেদপারগ ধর্মজ্ঞ অবিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্বক ঘৃতপাত্র সহ এক প্রস্থ শালেয় তণ্ডুল প্রদান করিবে। দানকালে বলিবে — মাধব প্রীত হউন। পরে সেই বিপ্রকে যথেষ্ট আহার দিয়া রতির নিমিত্ত 'এই দ্বিজোত্তমই সাক্ষাৎ কামদেব' মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিবে। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, সেই ব্রতচারিণী বিলাসিনী তাহাই করিবে। স্মিত-পূর্বভাষিণী কামিনী তাঁহার নিকট সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ করিবে। রবিবারে এইরূপ ব্রত করিতে হইবে। ত্রয়োদশ মাস পর্যন্ত তণ্ডুলপ্রস্থ দান বিধেয়। ত্রয়োদশ মাস উপস্থিত হইলে কামিনী বিপ্রকে উপস্কর সহ বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে। ঐ দানীয় শয্যা উপাধান, আস্তরণ, প্রদীপ, উপানহ, ছত্র, পাদুকা ও আসনাদি দ্বারা অন্বিত হইবে। সপত্নীক ব্রাহ্মণকে হেমসূত্র ও অঙ্গুরীয় বা সূক্ষ্মবস্ত্র, বলয়, মাল্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হইবে। পরে গুড়-কুম্ভোপরিস্থ তাম্রাসনগত ও হেমনেত্র-পটাবৃত রতিসহ কামদেব-মূর্তিকে কাংস্যপাত্র ও ইক্ষুদণ্ড সহ দান করিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে একটী পয়স্বিনী গাভী ঐ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—হে কেশব! কমলা যেমন তোমার দেহ হইতে কদাচ কুত্রাপি প্রয়াণ করেন না, তেমনি হে দেবেশ! হে প্রভো! তুমিও আমার শরীরে বাস কর, অন্যত্র কোথাও গমন করিও না। অনন্তর ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনময় দেবপ্রতিমা প্রতিগ্রহ করিয়া 'ক ইদং কস্মাদাৎ' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় দিবে এবং শয্যাসনাদি যে কিছু দ্রব্য, সমস্তই ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠাইয়া দিবে। তখন হইতে রতিনিমিত্ত যে ব্রাহ্মণ রবিবারে গৃহাগত হইবে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবে। এইরূপে ত্রয়োদশ মাস যাবৎ দ্বিজোত্তমদিগকে যথাকাম সন্তুষ্ট করিবে এবং প্রোষিতে অন্য প্রকার আচরণ করিবে। প্রোষিত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া যদি অন্য কোন রূপবান্ যুবক অভ্যাগত হয়, তাহা হইলে আত্মার যাহাতে

১ Two Vajrayana Works. ed. Benaytosh Bhattacharya, GOS, xliv, 1929, Intro, xi-xii.

২ Sadhanamala, ed. Benaytosh Bhattacharya, GOS, xli, 1928; Vol. ii, Intro, p l.

৩ Catalogue du fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, par P Cordier, Paris, 1915, Vol, ii, 81, 88.

৪ Ibid, p. 90.

৫ Ibid, p. 105.

৬ Ibid, p. 90.

৭ Catalogue of palm-leaf and Selected paper Mss, belonging to the Durbar Library, Nepal, by H. P. Sastri, Vol. i. 64-65.

৮ Two Vajrayana Works, pp. 1-27.

৯ Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, in RASB Vol. i. 110.

অবিঘ্ন হইতে পারে, অনুরাগের সহিত ঈদৃশ গর্ভভূতিকর দৈব বা মানুষ প্রিয় কর্ম আচরণ-পূর্বক যথাশক্তি অষ্টপঞ্চাশৎ আচার অনুষ্ঠান করিবে।—মৎস্যপু° ৭০. ৩৩ ৬৩। [অনঙ্গদান ব্রত দ্র°]

অনঙ্গশেখর—কামশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থবি°। —Oppert 5482. Cat. Cat.

অনঙ্গসঙ্গর—কামযুদ্ধ।

'অনঙ্গসঙ্গরে তৈস্তৈরদ্বিতীয়াসি বিভ্রমৈঃ।
সা স্বমন্থ কথং বালে চতুরঙ্গরণে জিতা॥'
—শৃঙ্গারসর্বস্বভাণ ১১২।

অনঙ্গসমর—(কামশা°) রতিযুদ্ধ, কামযুদ্ধ।

অনঙ্গসর্বস্বভাণ—লক্ষ্মীনৃসিংহ কবি-কৃত গ্রন্থবি°।—Burnell 167a, IOC. Cat. Cat.

অনঙ্গসুন্দররস—[বৈদ্যক] বাজীকরণাধিকারের রসবি°। প্রস্তুত প্রণালী—এক পল পারদ ও এক পল গন্ধক এক সঙ্গে করিয়া রক্তকুসুমের রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া তৎপরে বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করা বিধেয়। পাক করিবার পর রক্তবকপুষ্প ও শ্বেত পদ্মরসে এক দিন ভাবনা দিতে হয়। 'সূতস্য ফলং গন্ধকস্য চ ফলং রক্তকুমুদরসৈঃ দিনত্রয়ং ভাবয়েৎ। ততো বালুকাযন্ত্রে প্রহরমাত্রং পচেৎ। অবতার্য রক্তবকপুষ্প-শ্বেতপদ্মরসেন দিনৈকং ভাবয়েৎ।' —রস-সা°।

অনঙ্গসেনা—রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা প্রিয়সখী।—পদ্মপু° পা° ৩৯. ৪৬; ৪৩. ১০৭।

অনঙ্গস্তোত্র—কামদেবের স্তোত্রগ্রন্থবি°।—Bik. 228 ; Cat. Cat.

অনঙ্গহর্ষমাত্ররাজ—তাপসবৎসরাজ নাটক দ্র°।—H. 96, IOC. Cat. Cat.

অনঙ্গা—নদীবি°।—মহা° ৬. ৯. ৩৫। ~রি—[অনঙ্গ + অরি] কামরিপু, শিব।

অনঙ্গাপীড়—কাশ্মীরের কর্কোট বা নাগবংশ্য নরপতিবি°। সিংহাসনারোহণ—৮৫০ খ্রী°। সিংহাসনচ্যুতি—৮৫৩ খ্রী°।—রাজত° ১. ৯৬ ; ৪. ৭০৭ ; ৮. ৩৪২৮।

অনঙ্গাশ্রম — গঙ্গাযমুনাসঙ্গম তীর্থে এই আশ্রম অবস্থিত। মহাদেবের রোষাগ্নিতে কন্দর্প এই স্থানে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন —এই জন্যই কন্দর্পের নাম অনঙ্গ এবং এই স্থানের নাম অঙ্গ দেশ। অনঙ্গাশ্রমের মুনিগণ পুরুষপরম্পরায় অনঙ্গদেবের শিষ্য। কেহ কেহ বলেন—মহাদেবের শিষ্য।—রা° ১. ২৩. ২৭-২৮। ইঁহারা সকলেই ধর্মপরায়ণ। —ঐ, ১. ২৯. ৩৪।

অনঙ্গুরি, লি—বিণ, অঙ্গুলিহীন, টুঁটা।

অনচির—[বা° অন + চির ; অপ্র°] বিণ, ১ অচির, সত্বর। ২ কয়েক, কতিপয়। 'অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রমেশ্বর।'—বিদ্যাসু° (রামপ্রসাদ) ৫৩॥ ব-শব্দ°॥

অনছন—[ব্রজবুলি] বিণ, আচ্ছন্ন, অস্থির। 'তৈখানে মঝু মন ভেল হি অনছন।' —গোবিন্দ° (পদক° ১৪১২)।

অনচ্ছ—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ সমল, ঘোলা, আবিল turbid, muddy ॥ অম° অভি°॥ ২ অস্বচ্ছ opaque.

অনজকা,-জিকা — [ন + অজকা, অজিকা—অপ্রশস্তা অজা—পা° ৭. ৩. ৪৭] স্ত্রী°, দুষ্ট বা ছোট মাদী ছাগল।

অনঞ্জন—[ন নাই অঞ্জন যাহাতে—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অঞ্জনশূন্য, কজ্জলশূন্য without collyrium, pigment or paint. 'নেত্রে দুগ্মনঞ্জনে—সা-দ°। ২ নির্দোষ, অকলঙ্ক। ৩ নিঃসম্বন্ধ। ৪ ক্লী°, (মালিন্যশূন্য বলিয়া) আকাশ, শূন্য ॥ শব্দচন্দ্রিকা, শব্দ° ॥ ৫ (নিরঞ্জন বলিয়া) পরব্রহ্ম, বিষ্ণু, নারায়ণ।

অনটন,—[ন = অন্ + অটন ; গ্রা° অনাটন] টানাটানি, অভাব, অপ্রতুল।

অনটন,—যোগান (supply) অপেক্ষা টান (demand) অধিক হইলে বাজারে সেই বস্তুটীর অনটন হইয়াছে, সাধারণ অর্থে ইহাই বলা হয়। বার্তাশাস্ত্রে (Economics) অনটন শব্দটী আরও একটু সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট শ্রেণীর ক্রেতৃবর্গ যে-সময়ে যে-বস্তু যে মূল্যে পাইতে অভ্যস্ত, সেই সময়ে সেই মূল্যে উহাকে না পাইলে বুঝিতে হইবে সেই বস্তুর অনটন হইয়াছে।

টান ও যোগানের উপর বস্তুর মূল্য নির্ভর করে (মূল্য দ্র°); যোগান অপেক্ষা টান অধিক হইলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বোঝা যায় যে সেই বস্তুটীর অনটন হইয়াছে। দেশ তাহার সকল চাহিদাই কৃষি, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা মিটাইতে চেষ্টা করে, যে সকল চাহিদা এইভাবে মিটান যায় না সেই সকল বস্তু অন্য দেশ হইতে আমদানী করিয়া সেই সেই অভাব পূরণ করা হয়। জনসাধারণের আবশ্যকতা ও অভাববোধের দ্বারা টান এবং উৎপাদন ও আমদানী এই দুইয়ের দ্বারা যোগানের ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কোন কারণে টান ও যোগানের সমতা (equilibrium) নষ্ট হইয়া টান বেশী বা যোগান কম হইয়া পড়ে তাহা হইলেই সেই স্থানে সেই সময়ে সেই বস্তুর অনটন হয়। অনটনের প্রথম অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি পায়; মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই অপর দেশ হইতে সেই মাল অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবার আশায় পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে, ফলে টান ও যোগানের সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্বমূল্য ফিরিয়া আসে, অনটনও নিবারিত হয়। ঐকদেশিক অনটন এইরূপে প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু অনটন ব্যাপক হইলে এত সহজে তাহার প্রতিকার করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন দেশ হইতে বহুল পরিমাণে আমদানী (large scale import) করিতে হয় কিংবা অপর কোন বস্তুর দ্বারা সেই বিশেষ অভাব মিটাইবার চেষ্টা করিতে হয় (substitution)। জীবনধারণের প্রধান এবং প্রথম প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর ব্যাপক অনটনকে 'দুর্ভিক্ষ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।

অনটনের অপর একটী কারণ,—অপচয়। ধনি-সম্প্রদায় যদি প্রয়োজনের

অতিরিক্ত বস্তু যথেচ্ছ নষ্ট করিতে থাকেন তাহা হইলে অনটন বাড়িয়াই চলে। অধিকাংশ সভ্য দেশেই দেখা যায় যে ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য পর্যুসিত হইয়া নষ্ট হইতেছে, অথচ গরীবের ঘরে অন্ন নাই। অতি আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই প্রকার অপচয় নিবারণ করিবার জন্য এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে কেহই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু ক্রয় করিতে পারিবেন না। কাহার কতটুকু প্রয়োজন তাহা রাজসরকারে জানাইয়া সেই পরিমাণ বস্তু ক্রয় করিবার পরোয়ানা লইয়া তাহা দেখাইয়া তবে দোকান হইতে জিনিস ক্রয় করিতে হইবে। রাশিয়াতে এই নিয়ম পুরাপুরি অবলম্বিত হইয়াছে; জর্মানী ও ইতালীতে ইহা আংশিকভাবে চলিতেছে। যুদ্ধের সময় খাদ্যের অনটন নিবারণ করিবার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা সর্বত্রই অনুসৃত হয়। এই নিয়মে অপচয় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, অনটন আংশিকভাবে নিবারিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষপ্রমুখ কৃষিপ্রধান দেশে খাদ্যের অনটন ও দুর্ভিক্ষ প্রায়শঃই হইয়া থাকে। শিল্প ও বাণিজ্যজীবী পাশ্চাত্যদেশে আর এক প্রকার অনটন পরিলক্ষিত হয়। উহাকে 'অর্থের অনটন' বলা যায়। ইংলণ্ডকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে ইংলণ্ডের উৎপন্ন শস্যাদি ইংলণ্ডবাসিগণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ইংলণ্ডকে আহার্য দ্রব্য অন্যদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া ইংরেজ জাতি সেই অর্থে বিদেশ হইতে আহার্য ক্রয় করিয়া জীবনধারণ করে। যদি কোন কারণে ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্য বিদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে তাহার দেশের মাল দেশেই বন্ধ হইয়া থাকিবে, শিল্প-ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা ধনিকগণ বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইতেন তাহা পাইবেন না, ফলে তাঁহারা শ্রমিকদের নিয়মিত পারিশ্রমিক দিতে অসমর্থ হইবেন। দেশে অর্থ না আসিলে অর্থের অভাবে বিদেশ হইতে আবশ্যকমত আহার্য আমদানী হইবে না, বা হইলেও উহা মূলধনের (capital) বিনিময়ে হইবে; পরিণামে দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কৃষিজীবী দেশের পক্ষে পণ্যাদির অনটন বিপজ্জনক। শিল্প ও বাণিজ্যজীবী দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় হ্রাস একেবারে মৃত্যুবৎ। প্রথম ক্ষেত্রে উৎপন্ন বস্তুর অনটন, উহা সকলের একত্র চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা নিবারণ করা সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থের অনটন,—বিদেশবাসীর শিল্পজাত বস্তুর অভাববোধ ও ভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক আমদানী ব্যবসা না-করা ভিন্ন এই বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর গতি দেখিয়া মনে হয় দূর ভবিষ্যতে যখন সকল দেশই শিল্প ও কলকারখানায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, তখন এই জাতীয় আমদানীর পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কাজেই যাহারা এই প্রকার রপ্তানীর দ্বারা জীবনধারণ করে তাহাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষিজীবিগণের পক্ষে অনটন ক্রমেই কম হইবে—কারণ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্ষণের ফলে অল্প ক্ষেত্রে অধিক উৎপন্ন হইবে ও কৃষকের সকল অভাব বিদূরিত হইবে।

আধুনিক বার্ত্তাশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও মতে অনটনের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর ও নানা দেশের পরিবারের ও ব্যক্তির উৎপাদন ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাই বার্ত্তাশাস্ত্র-আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ হওয়া উচিত।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

অনড়—[ন = অ + নড় ; দেশজ] বিণ, **১** স্থিতিশীল, যাহা নড়ে না, অচল, স্থির। 'পড়ে আছি এক আলস্যের স্তূপ,—কঠিন অনড় ভূধর।'—মন্দ্র ১৬ (দ্বিজেন্দ্র রায়)। **২** অব্যর্থ, সত্য (কথা, প্রতিজ্ঞা বা আদেশ)। **৩** অপরিবর্তনীয়, অটল।

অনডুজ্জিহ্বা— [বৈশ্বক। অনডুহ্ + জিহ্বা, অনডুহো জিহ্বেব পত্রাণি যস্যাঃ সা] স্ত্রী°, গোজিহ্বা (অনন্তমুল) elephantopus scaber ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অনড্বান্— [মূ°-অনডুহ্। অনস্ (= শকট) + √বহ্ + ক্বিপ্ ; স্ স্থানে ড্ এবং বকারের সম্প্রসারণ; স্ত্রী-ড্বাহী,-ডুহী 'অনড্বাহী' — বৈদিক প্রয়োগ। অন্যত্র 'অনড্বাহী' ও 'অনডুহী' উভয়রূপেরই প্রয়োগ। অব্যয়ীভাব সমাসে অনুডুহ্ উত্তরপদ হইলে টচ্ প্রত্যয় হইবে, কিন্তু বহুব্রীহি সমাসে সমাসান্ত কপ্ প্রত্যয় হইবে (অনডুৎক দ্র°) ; কপ্ প্রত্যয়ে ইহার মূলরূপও থাকিতে পারে, তবে ক্লীবলিঙ্গের রূপ এইরূপ হইবে : একবচন—অনডুৎ, দ্বিবচন—অনডুহী এবং বহুবচন—অনড্বাহি)। শব্দরূপ একবচন – ড্বান্,-ড্বন্,-ড্বাহম্,-ডুহা,-ডুহে, ডুহঃ,-ডুহি ; দ্বিবচন — -ড্বাহৌ,-ডুদ্ভ্যাম্,-ডুহোঃ ; বহুবচন— -ড্বাহঃ-ডুহঃ,-ডুদ্ভিঃ,-ডুদ্ভ্যঃ,-ডুৎসু—পা° ৭. ১. ৮২, ৯৮, ৯৯ ; ৮. ২. ৭২ ; বোপ° ৩. ১০৪-১০৬] **১** গাড়ি টানিবার বা ভার বহিবার উপযুক্ত বৃষ। 'সমিন্দ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহচ্ছীনরাণ্যা অনঃ।'—ঋ° ১০. ৫৯, ১০ ; ১০. ৮৫. ১০ ; ৩. ৫৩. ১৮ ; অ° ৩. ১১৫ ; ৪. ১১. ১ ; ৩ ৭. ই° ; শ-ব্রা° ২. ১. ৪. ১৭ ; ঐ-ব্রা° ১, ১৪ ; শ্বেতা-উ° ৫. ৪ ; মনু° ১১. ১৩৬ ॥ অম° ত্রিকাণ্ড° ২. ৯. ১৯ রত্না বলী, ভাবপ্র° পূ°, কল্পদ্রু° ১৮১. ৪৭৩ ॥ **২** বৃষ-রাশি taurus. **৩** (বৈদিক) অগ্নি। 'অগ্নিরেষ যদনড্বান্।'—শ-ব্রা° ৭. ৩. ২. ১। 'বহ্নির্বা অনড্বন্।—তৈ-ব্রা° ১. ১. ৬. ১০ ; ১. ৮. ২. ৫। (বৈদিক) আগ্নেয়। 'আগ্নেয়ো বাহ্অনড্বান্।'—শ-ব্রা° ৭. ৩. ২. ১৬ ; ১৩. ৮. ৪. ৬।

অনাড্বুহী — [পা° ৭. ১. ৯৮, ৯৯ (বার্ত্তিক) গৌরাদিগণ] স্ত্রী°, গবী, গাভী, গাই। 'অনুডুহী' ও হয় ॥ অভি° কল্পদ্রু° ১৮৩. ৪৫৩ ॥ [অনডুহ্ দ্র°]।

অনণকস্সুক্ত—গৃহস্থের প্রেয় স্বত্বাধিকার, ধন, অনৃণ ও অপবাদশূন্যতা—এই চারি প্রকার সুখের বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।—অনু-নি° ২ ৬৯ ॥ MDPP ॥

অনণু—[অ + অণু ; স্ত্রী — -ণু বা -ণ্বী] ১ বিণ, অসূক্ষ্ম। —শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ৮ = বৃ-উ° ৩. ৮. ৮। ২ ক্ষুদ্র ধান্য, সরু ধান। —বৈদ্য নি°।

অনত—[অ + √নম্ + ক্ত ; নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অবক্রীভূত, যে সোজা নয়। ক উচ্চ। খ অপ্রণত, অবিনীত। গ গর্বিত, অহঙ্কৃত, উদ্ধত। ২ [স° অন্যত্র > মৈ° ও ব্রজবুলি অনত] অব্য, অন্যত্র, অন্যস্থানে। 'হাম রহু সঙ্কেতে অনত রহু কান।' —পদক° ৩৬২ ; 'সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায়।' —পদক°—১৬৬০। ৩ [আনত > মৈ°] বিণ, আনত, অবনত। 'হিমকর পেখি অনত কর আনন।' —বি-প° (পদক° ১৮৭৯)।

অনডুৎক—[অনডুহ্ + ক] বিণ, বৃষবিশিষ্ট (দেশ)। এই অর্থে কাহারও কাহারও মতে পদটী অনডুৎক না হইয়া আনডুহ > আনডুহক হইবে (তবে বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে অনডুৎক হইবে। যেমন প্রিয়ানডুৎক। সমাসান্ত হইলে কপ্ প্রত্যয় হইবে।

অনডুদ্দ—[অনডুহ্ + দ] অনডুহদানকারী, বৃষদাতা donor of a bull or ox. 'অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্'। মনু° ৪. ২৩১ ॥ বো-রো° ॥

অনডুহ—[অনডুহ্ + অচ্ (?)] গোত্র বা বংশের প্রধান পুরুষের নাম [আনডুহ দ্র°]। (অনডুহ্ উত্তরপদ হইলে অব্যয়ীভাব সমাসে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয় হয়।)

অনডুহী—[পা° ৭. ১. ৯৮, ৯৯ (বার্ত্তিক) গৌরাদিগণ ; বোপ° ৪. ২৭] স্ত্রী°, গাভী, গাই। অনড্বাহীও হয়। —শ-ব্রা° ৫. ২. ৪. ১১, ১৩ ॥ অভি° ॥ [অনডুহ্ দ্র°]।

অনতভা—স্ত্রী°, ১ অবক্রতা। ২ উচ্চতা। ৩ অহঙ্কার, গর্ব।

অনতহি—[অনত + (৭মী বিভক্তিস্থানে) হি] অব্য, অন্যস্থানে, অন্যদিকে। 'অনতহি গমনে এতহি নিহার।' —বি-প° ৫. ৪।

অনতি—[ন + অতি] ১ বিণ, অতিশয় বা অতিরিক্ত নয়, অনধিক। ২ [ন = অন্ + নতি ; নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, অবিনয়। ~**কাল**—[নঞ্ তৎ] অল্প সময়, অচিরকাল, কম সময়। ~**ক্রম, ক্রমণ** (ক্লী°) — [নঞ্ তৎ] অলঙ্ঘন, অনতিবর্তন, অনুল্লঙ্ঘন। ~**ক্রমণীয়, ক্রম্য** — অলঙ্ঘনীয়, অনতিবর্তনীয়, অনুল্লঙ্ঘনীয়। 'অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যম্।' —শকু° ২. ১৫। ~**ক্রান্ত**—[নঞ্ তৎ। স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনতীত, অনতিবাহিত। ২ অনুল্লঙ্ঘিত, অপরিবর্তিত, অলঙ্ঘিত। বি— -ক্রান্তি। ~**তপ্ত**—বিণ, অধিক উষ্ণ নয় এরূপ, ঈষদুষ্ণ। ~**দৃশ্য**—[বৈদিক। ন = অন্ + অতি + √দৃশ্ + যৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অস্বচ্ছ not transparent, opaque বা অত্যদৃশ্য very indiscerinble 'তেতম এবানতিদৃশ্যমপশ্যন্।' —শ-ব্রা° ৭. ২. ১. ৪। ~**দ্ভুত**—[বৈদিক। ন = অন্ + অতিদ্ভুত = অতিভূত (অদ্ভুত শব্দের অনুরূপ)] বিণ, অনতিক্রান্ত, যথার্থ, সত্য। 'ব্রহ্মাত ইন্দ্র গির্বণঃ ক্রিয়ন্তে অনতিদ্ভুতা' —ঋ° ৮. ৭৯. ৩। ~**দীর্ঘ**—[অতি দীর্ঘ—সুপ্ সুপা, ন অতিদীর্ঘ নঞ্ তৎ] স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা অতি দীর্ঘ নয় এরূপ, নাতিদীর্ঘ, কিঞ্চিৎ লম্বা, অল্প লম্বা। ~**দূর**—[স্ত্রী— -া] ১ বিণ, যাহা অতিদূর নয় এরূপ, নিকটস্থ, অদূরবর্তী ২ ক্লী°, নিকট, সমীপ। ~**দূরবর্তী**—[পু°-বর্তিন্ ; অনতিদূরে বর্তে যে—উপতৎ ; অনতি দূর + √বৃৎ + ণিন্ —বর্ত্° ; স্ত্রী— -বর্তিনী] বিণ, অল্প দূরে অবস্থিত, নিকটস্থ। ~**পরিস্ফুট**—বিণ, যাহা অতি পরিস্ফুট নয় এরূপ, অল্পপরিস্ফুট। ~**পূর্ব**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অতি পূর্বে নহে এরূপ, ক্ষণপূর্বে, কিছুক্ষণ পূর্বে। ~**প্রশ্ন্য**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অধ্যাত্মবিষয়ক প্রশ্নের যথার্থ সীমা অনতিক্রান্ত এরূপ। —শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৬. ১ = বৃহ উ° ৭. ৬. ১। ~**প্রৌঢ়**—[স্ত্রী— -া] বিণ, সম্যক্ বর্ধিত নয় এরূপ, কচি, যেমন—লতা, বৃক্ষ। ~**রিক্ত**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা অতিরিক্ত নয় এরূপ। ২ অনতিক্রান্ত। ~**বর**—সর্বোত্তম, যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। —ঔপপাতিকসূত্র। ~**বর্তক**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী বর্তিকা] বিণ, অনুল্লঙ্ঘক, অনতিক্রমকারী। ~**বর্তন**—ক্লী°, অনুল্লঙ্ঘন, অনতিক্রম। ~**বর্তনীয়**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অলঙ্ঘনীয়, অনুল্লঙ্ঘনীয়। ~**বর্তিত**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অনতিক্রান্ত, অলঙ্ঘিত। ~**বিলম্ব**—অধিক বিলম্বের অভাব। ~**বিলম্বিতা**—স্ত্রী°, ১ বিলম্বের অভাব। ২ ৩৫ বাগ্ গুণের অন্যতম 'বাগ্মিতা'। ~**বিলম্বী**—[পু° বিলম্বিন্। স্ত্রী°— -বিলম্বিনী] বিণ, যাহার বিলম্ব হয় না বা নাই। ~**বিলম্বে**—[ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে—নঞ্ বহু', এরূপ] ক্রি-বিণ, অচিরে, অধিক বিলম্ব না করিয়া। ~**বিস্তৃত**—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা অত্যন্ত বিস্তৃত নয় এরূপ। বি— √বিস্তার। ~**বৃত্তি**—স্ত্রী°, সীমার অনতিক্রম, সীমার মধ্যে স্থিতি [পদার্থানতিবৃত্তি দ্র°]। ~**বেগ**—নাতিদ্রুতগতি ঈষদ্বেগ। ~**ব্যাধ্য**—[বৈদিক। নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অভেদ্য, অবেধ্য। —অ° ৯. ২. ১৬।

অনতিচারীসুত্ত—অব্যভিচারিণী নারীর স্বর্গলাভ-বিষয়ক বৌদ্ধ সুত্র। —সং-নি° ৪. ২৪৪।

অনতীত—[স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা অতীত বা গত হয় নাই এরূপ। ~**বাল্য**—[নঞ্ বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহার বাল্য অতীত হয় নাই এরূপ, অনতিক্রান্ত শৈশব। ~**যৌবন**—[নঞ্ বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহার যৌবন গত হয় নাই, অনতিক্রান্ত যুবাবস্থা।

অনত্তনিয়সুত্ত—আত্মা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বৌদ্ধ-সুত্ত। —সং-নি° ৩. ৭৮।

অনত্তবাসুত্ত—জগতের অনন্তত্ব-বিষয়ক বৌদ্ধ-সুত্র। —সং-নি° ৩. ২১৫।

অনত্তলখণ বত্থু—পঞ্চশত বৌদ্ধভিক্ষুর কাহিনীবি°। বুদ্ধদেব ইহাদের অতীত কাহিনী জানিয়া ইহাদিগকে খন্ধের (স্কন্ধ) অনাত্মতা বিষয়ে চিন্তা করিতে উপদেশ দেন। —ধম্ম-অথ° ৩. ৪০৬-৭। তাহারা কশ্যপবুদ্ধের ব্যবস্থায় বিংশ সহস্র বৎসর উক্ত বিষয়ে ধ্যান করেন ॥ MDPP ॥

অনত্তলখণ সুত্ত—বুদ্ধদেব-কর্তৃক 'ধম্ম-চক্কপবত্তন সুত্ত' প্রচারের পঞ্চ দিবস পরে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকদিগের নিকট এই সুত্ত প্রচারিত হয়। এই উপদেশে ভিক্ষুগণ সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করে। এই সুত্তে পঞ্চখন্ধের (পঞ্চস্কন্ধ) নশ্বরতা ও দুঃখ প্রবণতা-সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 'আত্মা আছে কি না' এই সম্বন্ধে এই সুত্তে আলোচনা আছে, কিন্তু এই সম্বন্ধে সুত্তে কিছুই বলা হয় নাই। সংযুক্ত-নিকায়ে ইহা 'পঞ্চসুত্ত' নামে কথিত হইয়াছে।—বিনয় ১. ১৩-১৪; জাতক ১. ৮২: ৪. ১৮০; দীপবংশ ১. ৩৪; মজ্ঝিম-অথ° ১. ৩২০; অঙ্গু-অথ° ১. ৫৭, ৮৪ ॥ MDPP ॥

অনত্ত সুত্ত—১ বৌদ্ধ-সুত্তবি°। শ্রাবস্তীতে রাধ 'অনাত্ম কি' এই প্রশ্ন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে বুদ্ধদেব এই সুত্ত উপদেশ করেন।—সং-নি° ৩. ১০৬। ২ অনাত্ম-বিষয়ক বৌদ্ধসুত্ত।—সং-নি° ৩. ১৯৯; ২০১। ৩ আত্মা নাই—এই চিন্তার সুফল বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ।—সং নি° ৫. ১৩৩ ॥ MDPP ॥

অনত্তা সুত্ত—১ পঞ্চ-স্কন্ধের অনাত্ম-বিষয়ক সুত্ত।—সং-নি° ৩. ২১; ৩. ৭৭। ২ অক্ষি-গোচর অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ সকল পদার্থেরই আত্মা নাই—ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়।—সং নি° ৪. ১, ৪, ৬।

অনত্তেন সুত্ত—যাহা অনাত্ম তাহার জন্য কাম ও আকাঙ্ক্ষা ত্যাগবিষয়ক বৌদ্ধ সুত্ত। —সং নি° ৩. ১৭৮ ॥ MDPP ॥

অনত্থ—[স° অনর্থ শব্দের প্রা° রূপ] অনর্থ দ্র°।

অনত্যন্তগতি-[ব্যাকরণশা°] স্ত্রী°, 'সম্পূর্ণরূপ নয়', 'অধিক নয়' — এই অর্থ, অল্পার্থ।

অনত্থপুচ্ছকব্রাহ্মণ বত্থু — পালি আখ্যানবি°। এই আখ্যানে কোন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে তিনি শুধু যাহা 'সৎ' তাহাই জানেন অথবা যাহা 'অসৎ' তাহাও জানেন কি না এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধ তাহার সন্দেহ নিরসন করেন।—ধম্ম-অথ° ২. ২২৭-৯।

অনত্থতায় সুত্ত — প্রমাদ হইতেই মহাক্ষতি হয়,—ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।—অঙ্গু-নি° ১. ১৬ ॥ MDPP ॥

অনত্যয়—[স্ত্রী— -া] বিণ, যাহার অত্যয় বা হানি নাই, যাহার শেষ নাই, অনন্ত।

অনত্যুদ্য—[বৈদিক। ন=অন্ + অতি উদ্য; =অত্যনুদ্য; 'অত্যনুদ্য' শব্দের স্থান ব্যত্যয়ে সম্ভবতঃ নিষ্পন্ন] ১ যাহা নাম করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, যাহা বলিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ২ যাহা বাক্যের সম্পূর্ণ অতীত। 'হিরণ্যগর্ভং পরমমনত্যুদ্যং জনা বিদুঃ।'—অ° ১০. ৭. ২৮।

অনদৎ—[ন=অন্ + √অদ্ + শতৃ। দন্-দতী-দন্] বিণ, অভক্ষক, অনাশী, অভোক্তা not eating.—ঋ° ৩. ১. ৬; অ° ৬. ৫০. ২; মনু° ৫. ১০২।

অনদেখা—[বা° অপ্র°। অন্ (=অ) + দেখা] বিণ, অদৃশ্য। 'আসিবেক সেই জম অনদেখা হইয়া'—গোপীচন্দ্র' ৩২৯ ॥ ব-শব্দ ॥

অনদ্ধা—[বৈদিক। উ এবং ইব যোগে প্রয়োগও আছে—অনদ্ধো, অনদ্ধেব] অব্য, অনিশ্চিতভাবে, অস্পষ্টভাবে, অসত্যরূপে। 'অনদ্ধা বৈ তমদিমাংল্লোকানতি চতুর্থমস্তি বা ন বানদ্ধো তত্তদ্বিদ্যা আশা'।—শ-ব্রা° ১. ২. ১. ১২, ৪, ২. ১. ৬ ৩, ৩৩; ২. ৩. ১. ২৫। অনদ্ধেব—শ-ব্রা° ৩. ১. ৪. ১০. ২।

অনদ্ধাপুরুষ—[বৈদিক] যিনি পুরুষ নামের অযোগ্য, যিনি দেবতা, পিতৃগণ বা মনুষ্যের কোন কাজে লাগেন না। 'অনদ্ধা-পুরুষং পুরুষাদেষ হ বা অনদ্ধাপুরুষো যো ন দেবানবতি ন পিতৄন্ন মনুষ্যান্।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৪; 'কোহনদ্ধা পুরুষ ইতি ন দেবান্ন পিতৄন্ন মনুষ্যানিতি'।—ঐ-ব্রা° ৭. ৯।

অনদ্য—[ন অদ্য (ভক্ষ্য)-নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ভক্ষণের অযোগ্য, অভক্ষ্য। ২ [বৈদিক। ন অদ্য ভক্ষ্য অপ্রাশস্ত্যে নঞ্। 'অনদ্য' অপেক্ষা 'অনঘ' শুদ্ধতর পাঠ। অনঘ দ্র°] গৌরসর্ষপ, শ্বেতসরিষা, রাইসরিষা।

অনদ্যতন-[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -ী] ১ অদ্য বা বর্তমান দিন-সম্বন্ধীয় নয় যাহা, সামান্য বা অচির অতীত কাল, অদ্যতন ব্যতীত কাল। 'অতীতায়াঃ রাত্রেঃ পশ্চার্ধেন আগামিন্যা রাত্রেঃ পূর্বার্ধেন সহিতো দিবসোহদ্যতনঃ'।—সি-কৌ°। গত রাত্রের শেষ প্রহরের পূর্ব-বর্তীকাল (গত রাত্রির শেষ প্রহর, আগামী রাত্রির প্রথম প্রহর এবং মধ্যবর্তী দিনের চারি প্রহর—এই সময়ের নাম অদ্যতন, এতদ্-ব্যতীত সময়ের নাম অনদ্যতন। ২ [ব্যাকরণশা°] পাণিনি-কর্তৃক ব্যবহৃত অদ্যতন ব্যতীতকাল। অদ্যতন না বুঝাইলে ইহা হয় 'ভূতানদ্যতন,' অতীত (লঙ imperfect)—পা° ৩. .১১১. অথবা 'ভবিষ্য-দনদ্যতন': ভবিষ্যৎকাল (লুট্—periphrastic future)—পা° ৩. ৩. ১৪, অনদ্যতন-ভূতে লঙ্—অপচৎ; অনদ্যতনে ভবিষ্যতি লুট্—পক্তা; পরোক্ষানদ্যতনে লিট্—পপাচ।

অনধিক—[ন=অন্ অধিক—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অধিক নয় এরূপ, অল্প, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, কম। ২ [নঞ্-বহু°] যাহা হইতে অধিক নাই, অত্যধিক, সুপ্রচুর, খুব বেশী। ৩ [বাঙলায়] তৎসংখ্যক বা কিছু কম। 'পাঁচের অনধিক' বলিতে বুঝাইবে ঠিক পাঁচ বা 'কিছু কম পাঁচ'। ক যাহা পরিমাণকে অতিক্রম করে না, মাপসই, মাপের চেয়ে বড় নয়। ৪ [প্রা° বা°; অপ্র°]

কম। 'ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটী।'—ধর্মম° ৯২ ॥ ব-শব্দ' ॥

অনধিকার—[নঞ্ তৎ] ১ অধিকার বা স্বত্বের অভাব, স্বামিত্বশূন্যতা, স্বত্বহীনতা, অনায়ত্ততা। ২ অপরের অধিকার, পরনিয়োগ। 'অনধিকারের চর্চা অধিকার ছাড়ে।'—ধর্মম° ১০২ ॥ ব-শব্দ' ॥ ৩ [ন (নাই) অধিকার যাহাতে — নঞ্ বহু'; স্ত্রী—া] অধিকার বা স্বত্বহীন। ~চর্চী—[মু'—চর্চিন্; ন = অন্ + অধিকার + √চর্চ্ + ণিনি—কর্তৃ°; স্ত্রী— -চর্চিনী] বিণ, অধিকারের বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনাকারী বা হস্তক্ষেপকারী। ~প্রবিষ্ট—বিণ, অধিকার না থাকা সত্ত্বেও লব্ধ-প্রবেশ। ~প্রবেশ—[অনধিকারচর্চা দ্র°]।

অনধিকারচর্চা — [৬-তৎ] স্ত্রী°, ১ ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়ের আলোচনা, আয়ত্তের বাহিরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ। ২ অন্যের অধিকারের আলোচনা। অনধিকারচর্চা তিন বিষয়ের হইতে পারে; ব্যক্তি, বস্তু এবং স্থান। অবস্থাভেদে ব্যক্তিগত অনধিকারচর্চা assault, false imprisonment, malicious prosecution ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে; যথা, অন্যায়ভাবে লোককে আঘাত করা, যাহাকে দিয়া পরিশ্রম করাইবার ক্ষমতা নাই তাহাকে জোর করিয়া খাটাইয়া লওয়া ইত্যাদি। বস্তুগত অনধিকারচর্চা বলিতে অপরের দ্রব্য তাহার বিনানুমতিতে ব্যবহার করাই বুঝায়। এই দুইয়ের অপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক আলোচনা স্থানগত অনধিকারচর্চা। আইনের চোখে এই শেষোক্ত বিষয়টী বিশেষ প্রয়োজনীয়; এমন কি চলিত ইংরেজীতে trespass বলিতে এখন মোটামুটি trespass on land-ই বুঝায়; ইহাই বাঙলায় 'অনধিকার-প্রবেশ'; কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস ইংরেজী trespass-এর অর্থে বাঙলায় 'অনধিকার-প্রবেশ' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ trespassই trespass on land বলিয়া trespass-এর অর্থ 'অনধিকার প্রবেশ'ই দাঁড়াইয়াছে।

আইনের দৃষ্টিতে অনধিকারচর্চা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ন্যায়সঙ্গত বিচার করিবার জন্য অনধিকারচর্চাকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বিবেচনা করা হয়; প্রথম tort, দ্বিতীয় crime। লঘুপ্রকৃতির অনধিকারচর্চাকে tort শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু অনধিকারচর্চা যদি গুরুতর উদ্দেশ্য লইয়া বা গুরুতরভাবে সংঘটিত হয় তবে তাহাকে criminal trespass বলিয়া দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা বিচার করা হইয়া থাকে। তিন প্রকার অনধিকারচর্চাই অবস্থাভেদে tort বা crime বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ব্যক্তিগত অনধিকারচর্চার জন্য দেওয়ানীভাবে ক্ষতিপূরণ বা মানহানির দাবী এবং ফৌজদারী ভাবে অপরাধীর অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড হইতে পারে। অনধিকারের গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টী বিবেচিত হয়।

বস্তুগত অনধিকারচর্চার জন্য ব্যবহৃত বস্তুর পরিবর্তন করিয়া নূতন বস্তুর আনয়ন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি করিতে হয়। বস্তুগত অনধিকারচর্চা যদি অপহরণমূলক হয় এবং এই প্রকার অনধিকার যদি লোকের গুরুতর অনিষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার জন্য অপরাধী ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারে। অপহরণ কার্যটী বস্তুগত অনধিকারচর্চারই একটী বিশেষ স্তর মাত্র।

স্থানগত অনধিকারচর্চা বা অনধিকার-প্রবেশের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই বিশদ আইন প্রচলিত আছে। বস্তুগত অনধিকারচর্চা এবং অনধিকার-প্রবেশ মূলগত একই ব্যাপার। যুক্তি ও আইনের দৃষ্টিতে যিনি যাহার মালিক তিনিই তাহা ভোগ করিবেন, অপরে অনধিকারী। অপরের সীমানার মধ্যে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা অনধিকার-প্রবেশ। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত ভাবে অনধিকার-প্রবেশ সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

অনধিকার-প্রবেশের জন্য অকুস্থানের ভোক্তাই অভিযোগ আনয়ন করিতে অধিকারী। সাধারণভাবে এই অধিকার জমীদারেরই থাকে; কিন্তু জমীদার জমী লিজ বা ভাড়া দিলে জমী ব্যবহারের অধিকার যাহার হাতে যায় অনধিকার-প্রবেশের জন্য অভিযোগ আনয়ন করিবার অধিকার তাহারই হয়। ভাড়া দেওয়ার পর জমীদার নিজে যদি ভাড়াটিয়ার বিনা অনুমতিতে উক্ত জমীতে প্রবেশ করে তাহা হইলে জমীদারের ঐ প্রকার প্রবেশও অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

অনধিকার-প্রবেশ-প্রসঙ্গে স্থানগত অধিকার কাহার কতটুকু সেই বিষয়টী আবার স্থানীয় আইন ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দেখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। মোটামুটি জমীর অধিকার অর্থে জমীর উপরিভাগের অধিকার এবং খনির অধিকার অর্থে জমীর নিম্নস্তরের অধিকার। ব্রিটিশ রাজত্বে জমীদারের উভয় অধিকারই আছে, আবার কোন কোন দেশের খনিজ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হয়। পূর্বে যখন বোমযানের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই তখন জমীর উপরে শূন্যপথের অধিকার জমীর মালিকের ছিল। এখন আবার বিমানচালনের (airoplane) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আকাশ-পথ তাহার নিম্নস্থ জমীর মালিকের অধিকারে নয়।

ব্রিটিশ আইনে অনধিকার-প্রবেশের জন্য দুই রকম উপায়ে অভিযোগ আনয়ন করা যায়, যথা দেওয়ানী ও ফৌজদারী। Tort হিসাবে অভিযোগ করিলে উহা দেওয়ানীর অন্তর্গত হয়, crime হিসাবে ফৌজদারী হইয়া থাকে। Tort হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী করেন, crime বলিয়া সাব্যস্ত হইলে অপরাধী রাজদ্বারে শাস্তি পাইয়া থাকে। কোনরূপ ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্য না লইয়া কেহ কাহারও সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা ফৌজদারী বলিয়া গণ্য হয় না, এবং দেওয়ানী ভাবে এজন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তুর ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হয় এবং সাধারণতঃ ক্ষতি ও

দাবী উভয়েরই পরিমাণ তুচ্ছ থাকে। যদি কোন স্থানের উপর একাধিকবার বা নিরন্তর অনধিকার-প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে উহার মালিক স্থানীয় বিচারপতির নিকট হইতে পরোয়ানা (injunction) লইয়া ঐ স্থানে অপরের প্রবেশের অনুপযুক্তভাবে রক্ষা করিতে পারে এবং 'Trespassers will be prosecuted' বা 'প্রবেশ নিষিদ্ধ' ইত্যাদি ইস্তাহার দিয়া উহার উপর অপরের গতিবিধি বন্ধ করিতে পারে। সাধারণতঃ অনধিকার-প্রবেশের জন্য ফৌজদারী সোপর্দ হয় না, তবে এইরূপে পরোয়ানা প্রাপ্ত ও ইস্তাহার দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে অনধিকার প্রবেশের জন্য ফৌজদারী বিচার হইয়া থাকে।

তবে অসৎ অভিসন্ধি লইয়া অপরের অধিকারে প্রবেশ করিলে উহা সর্বথা দণ্ডনীয়। গৃহস্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও তাহার গৃহে প্রবেশ করা, রাত্রিকালে কিংবা যে সময়ে সাধারণতঃ লোকের বাড়ী প্রবেশ করা অসঙ্গত সে সময়ে প্রবেশ করা, বা দ্বার ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করা এ সমস্তই গুরু অপরাধ বা crime বলিয়া গণ্য হয়। অনধিকার-প্রবেশ-সম্বন্ধে ভারতীয় বিধিনিষেধ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code-এর) ৪৪৫ হইতে ৪৬২ ধারার মধ্যে (chapter on criminal trespass) সন্নিবিষ্ট আছে।

অনধিকার - প্রবেশ - সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা 'সীমানা' (boundary) ও 'বিরুদ্ধ অধিকার' (adverse possession) প্রসঙ্গে করা হইবে।

[Pollock : Law on Torts ; Indian Penal Code.]

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনধিকারী—[পুং-কারিন্ ; স্ত্রী-কারিণী] বিণ, ১ অধিকারশূন্য, স্বত্বহীন, অস্বত্ববান্। ২ অস্বামী। ৩ ক্ষমতাহীন। ৪ সম্পর্কহীন।

অনধিকৃত—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অধিকৃত নহে এরূপ, অনায়ত্ত। ২ অসম্পর্কিত। ৩ অপ্রাপ্ত, অনধিগত।

অনধিগত—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অলব্ধ। ২ অনায়ত্ত। ৩ অপ্রাপ্ত। ৪ অজ্ঞাত, অবিদিত। ৫ অনধীত, অপঠিত। ~মনোরথ—বিণ, যাহার বাঞ্ছা বা আশা বিফলীকৃত। ~শাস্ত্র—বিণ, যে শাস্ত্রের অভ্যাস করে নাই।

অনধিগম—[নঞ্‌তৎ] ১ অপ্রাপ্তি, অলাভ। ২ অপঠন। ৩ অনায়ত্ততা। ~্য — [স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অলভ্য, অপ্রাপ্য। ২ অবোধ্য, বুদ্ধির অতীত। ৩ দুরারোহ, দুষ্প্রবেশ। ৪ অগম্য।

অনধিষ্ঠিত — [ন=অন্ + অধি + √স্থা + ক্ত — কর্ম° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনারোপিত, অস্থাপিত। ২ [ন + অধি + √স্থা + ক্ত—কর্তৃ°] অনাগত, অনুপস্থিত। ৩ অনাসীন, অনবস্থিত।

অনধীত—[স্ত্রী— -া] বিণ, অপঠিত।

অনধীন—[স্ত্রী— -া] বিণ, অবশীভূত, স্বাধীন, স্ববশ, আত্মবশ, স্বতন্ত্র। ~ক—[অ + অধীন + কন্ ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, স্বাধীন। ২ যে সূত্রধার নিজের কুটীরে বসিয়া স্বাধীনভাবে নিজের কার্য করে, কৌটতক্ষ (স হি কুট্যাং বসন্ ন কস্যচিদধীনঃ)।

অনধীশ—[ন (নাই) অধীশ যাহার—নঞ্‌বহু°] ১ বিণ, অধীশ্বরহীন, অরাজক, অনিয়ন্ত্রিত। ২ [ন (নাই) অধীশ যাহা হইতে — নঞ্‌বহু°] পরমেশ্বর, জগন্নাথ, জগদীশ্বর।

অনধ্যক্ষ—[অক্ষকে অধিগত—প্রাদি° বা অধি + √অক্ষ + অন্—কর্তৃ° ; ন অধ্যক্ষ—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অপ্রত্যক্ষ, অগোচর। ২ অধ্যক্ষতার অনধিকারী। ৩ অধ্যক্ষ হইবার অযোগ্য।

অনধ্যয়ন—ক্লী°, অধ্যয়নরাহিত্য, বিশেষতঃ বেদপাঠরাহিত্য।

অনধ্যায়১—[ন অধ্যায়—নঞ্‌তৎ] ১ অধ্যয়নাভাব, পাঠাভাব। ২ [ন (নাই) অধ্যায় যাহাতে—নঞ্‌বহু°] যে দিনে বা তিথিতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-নিষিদ্ধ। ৩ বিদ্যালয়ের ছুটীর দিন। ~দিবস—যে দিন অধ্যয়ন-নিষিদ্ধ।

অনধ্যায়২—বিষ্ণু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত প্রভৃতি ১৯টী সংহিতার মধ্যে মোট ৮টী সংহিতায় অনধ্যায়ের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই ৮টী সংহিতায় অনধ্যায়ের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

বিষ্ণুসংহিতার ত্রিশ অধ্যায়ে (৪-২৬ ; ২৮-৩০) পাওয়া যায় :—

চতুর্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন অনুচিত। ঋতুশেষে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে, ইন্দ্রধ্বজ-পতনে ও ইন্দ্রধ্বজোত্থানে অহোরাত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে, অকালে বর্ষণ, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন হইলে, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগদাহে, যে গ্রামমধ্যে শব থাকে তথায়, শস্ত্রসম্পাতে, কুক্কুর, শৃগাল বা গর্দভের ধ্বনি হইলে, বাদ্যশব্দ হইলে, শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সমীপে, দেবায়তন, শ্মশান, চতুষ্পথ ও রথ্যাতে, জলমধ্যে, পীঠোপরি পদতল স্থাপন করিয়া এবং হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা যাণ এবং যানে আরূঢ় হইয়া, বমন করিলে, বিরেচন হইলে, অজীর্ণ দোষ হইলে, পঙ্ক্তিপথ (অধ্যয়ন সময়ে গুরুশিষ্যের) মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলে, রাজা, একশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো অথবা ব্রাহ্মণের বিপদ হইলে, উপকর্ম করিলে, উৎসর্গে এবং সামগান-কালে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন করা উচিত নয়। অধ্যয়ন-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাজ্য ; কারণ অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র ইহ-পরলোকে ফলপ্রদ হয় না, বরং অনধ্যায়ে অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।

হারীত-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে (৭০-৭৩) অনধ্যায়-বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিধান নিম্নোক্তরূপ —

শিষ্যদিগকে অনধ্যায়-কাল বর্ণনা করিয়া পাঠ বিধেয়। অনধ্যায় ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী ও পর্বসকল, অক্ষয় তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা সপ্তমী এই সকল দিনে

অধ্যয়ন অবিধেয়। স্নানকালে তৈল মর্দন করিয়া অধ্যাপন করা উচিত নয়। শব বাহিত হইতেছে অথবা মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিংবা রোদন শ্রবণ করিয়া পাঠ অনুচিত। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (১৪৪-১৫১) এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

শিষ্য, ঋত্বিক্, গুরু, বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, এবং উপকর্মে ও উৎসর্গে তিন দিন অনধ্যায়। সন্ধ্যাগর্জন, নির্ঘাত, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বেদের মন্ত্রভাগ কিংবা ব্রাহ্মণভাগের সমাপ্তি, উপনিষদধ্যয়নে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণদিন, ঋতুসন্ধির অন্তর্গত প্রতিপদে এবং একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজন অথবা শ্রাদ্ধিকদ্রব্য প্রতিগ্রহ দিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ এবং মনুষ্য এই সপ্তবিধ গ্রাম্য মহিষ, বানর, ভল্লূক, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য, সমষ্টিতে এই চতুর্দশবিধ পশু এবং মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী, অধ্যয়নরত ছাত্র এবং অধ্যাপনরত গুরু উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে এবং শক্রধ্বজ পতন ও উত্থান দিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দভ বা পেচক শব্দ করিলে, সামগান হইলে, বাণের শব্দ অথবা আর্তনাদ হইলে, অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য, শ্মশান এবং পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে, অশুচিদেশে, আপনার অশুচি অবস্থায়, পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ বা মেঘ-নির্ঘোষ হইলে, ভোজন করিবার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে, জলমধ্যে, অর্ধরাত্রে, প্রবল বায়ু বহিলে, ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে, দিগ্দাহে, সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাকালে, কুজ্ঝটিকা হইলে, রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে, দুর্গন্ধ বা মস্তাদির গন্ধ পাইলে, শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, এবং গর্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ, এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় অধ্যয়ন অবিধেয়। ঋষিগণ এই সাঁইত্রিশ রকম নিমিত্তাধীন অনধ্যায়কে তাৎকালিক বলিয়া মানিয়া থাকেন।

উশনঃ সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৫৭-৭০, ৭২-৭৩, ৭৫, ৭৭) অনধ্যায় সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

রাত্রিকালে অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে ধূলিপটলের উৎসারণ-সমর্থ বায়ুবহন, বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘগর্জন ও বর্ষণের এককালে মহোল্কাপতনে আকালিক অনধ্যায়। যখন প্রাদুষ্কৃতাগ্নি সময় তখন এবং অনৃতু সময়ে মেঘদর্শন করিলে অনধ্যায় হইবে। নির্ঘাত, ভূকম্প, চন্দ্রসূর্য ও তারাদির উপসর্জনে ঋতুকালেও আকালিক অনধ্যায়। বর্ষাতিরিক্ত ঋতুতে, অগ্নি প্রাদুষ্কৃত হইলে, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন হইলে সন্ধ অর্থাৎ একদিন মাত্র অনধ্যায় হইবে। যাহারা কর্মনৈপুণ্য কামনা করে তাহাদের গ্রামে ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। কুৎসিত গন্ধ আসিলে নিত্য অনধ্যায়। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে, শূদ্র ও অধার্মিকের সন্নিধানে, ক্রন্দন শ্রবণ করিলে অথবা বহুজন-সমাগমে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। জলমধ্যে, মধ্য রাত্রিতে, বিণ্মূত্র বিসর্জনকালে, উচ্ছিষ্ট হইয়া এবং শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া মনদ্বারাও বেদ চিন্তা নিষিদ্ধ। একোদ্দিষ্টে, রাজার পুত্র হইলে, চন্দ্রসূর্য-গ্রহণ হইলে, বিদ্বান্ দ্বিজের তিন দিন বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। একানুদ্দিষ্টের গন্ধ বা লেপ যতদিন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে থাকিবে, ততদিন বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শয়ন করিয়া, প্রৌঢ়পাদ হইয়া, অবসক্থিকা করিয়া বসিয়া, আমিষ ভোজন করিয়া এবং জনন-মরণাশৌচীয় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অনুচিত। নীহার হইলে, বাণ-শব্দ হইলে, উভয় সন্ধ্যায়, অমাবস্যা, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। উপকর্ম ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অষ্টকাতে এবং ঋতুশেষে অহোরাত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শ্লেষ্মাতক, শাল্মলি, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ বৃক্ষের ছায়ায় অধ্যয়ন করিতে নাই। সমানবিদ্য (সহপাঠী) বা আচার্য পরলোকগত হইলে ত্রিরাত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্তব্য কার্যে, উপাকর্মে, উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাই। বেদাঙ্গে, ইতিহাসে ও পুরাণে অনধ্যায় নাই। এতদ্ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই। তবে পর্ব-উপলক্ষ্যে এই সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন (কাত্যাস° ২৯. ১১) — শ্রাদ্ধান্নস্পর্শে ও শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণে অনধ্যায় হয়। শঙ্খ-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে (৪-৬) উক্ত হইয়াছে চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী, সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ, উল্কাপাত, ভূমিকম্প, অশৌচ, গ্রামবিপ্লব, ইন্দ্রপ্রয়াণ, সুরত, মেঘগর্জন, বাষ্প-কোলাহল এবং রাজদ্বয়ের পরস্পরের বিগ্রহ — এই কয়টী অনধ্যায়। গৌতম-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 'অন্তরাগমনে পুনরুপসদনং শ্বনকুলসর্পমণ্ডূকমার্জারাণাং ত্র্যহমুপবাসো-বিপ্রবাসশ্চ প্রাণায়ামা ঘৃত প্রাশনঞ্চেতরেষাম্। শ্মশানাধ্যয়নে চৈবচৈবম্'। অর্থাৎ পড়িবার সময় যদি কুকুর, বেজি, সর্প, মণ্ডূক এবং বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিয়া গুরু হইতে পৃথক্ থাকা বিধি; তাহার পর পুনর্বার অধ্যয়ন বিধি। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করা নিয়ম। শ্মশান-স্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম। এই সংহিতার ষোড়শ অধ্যায়ে অনধ্যায়ের আরও বিস্তৃত বিধান পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ—

দিবাকালে যদি বায়ু শব্দ করিয়া ধুলি হরণ করে, রাত্রিকালে বাণ, ভেরী, মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘ গর্জন করে, আর্তনাদ শুনা যায়, কুকুর, শৃগাল ও গর্দভ শব্দ করিলে, অকালে লোহিতবর্ণ ইন্দ্রধনু ও কুজ্ঝটিকা দর্শন করিলে, মূত্র ও মলত্যাগের সময়, সায়ং সন্ধ্যার সময় উদক বর্ষণ হইলে, বল্মীক সন্তানে চন্দ্র ও সূর্যের পরিধি দৃষ্ট হইলে, কোন কারণে ভীত হইয়া, যানারূঢ় হইয়া, শয়ন করিয়া বা পা উঁচু করিয়া, শ্মশানে, গ্রামান্তে, মহাপথে, অশৌচে, পূতিগন্ধময় স্থানে, শবযুক্ত স্থানে,

দিবাকীর্তি ও শূদ্র সন্নিধানে, সূতকে, উদ্গারে, সামবেদ শুনিতে পাইলে ঋক্ এবং যজুর্বেদ, অকালে, নির্ঘাত, ভূমিকম্প, রাহুদর্শন, উল্কা-পাত, মেঘবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতে, অগ্নির প্রাদুর্ভাবে, অযথা ঋতুতে বিদ্যুৎপাত হইলে, এবং শেষ রাত্রের পর ত্রিভাগের আদিতে পূর্বাধ নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে উষাকালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন অবৈধ। অপরাহ্ন প্রদোষে মেঘগর্জন করিলে, রাত্রে অর্ধরাত্রের পর ও দিবার সূর্যোদয়ে মেঘগর্জন হইলে, রাজার মৃত্যুতে, বিদেশ হইতে আসিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে, প্রারব্ধ বেদের সমাপ্তি দিবসে, ছর্দি, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ভোজনাদিতে, অমাবস্যায় অহোরাত্র বা দিনদ্বয় এবং কার্ত্তিকী, ফাল্গুনী ও আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন করা অকর্তব্য। অষ্টকাত্রয়ে তিন রাত্র অধ্যয়ন অবৈধ। কাহারও কাহারও মতে শেষ অষ্টকা মাত্র অধ্যয়ন করিতে নাই। ভোজনাদি উৎসবে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যাহা একবার অধীত হইয়াছে পুনরায় তাহার অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, রাত্রি-কালে চারমুহূর্ত একেবারেই অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। নগরে, অকৃতান্ন শ্রাদ্ধির সংযোগে এবং যে পর্যন্ত অধীত বিদ্যার স্মরণ হয় সে পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে নাই।

বসিষ্ঠ-সংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অনধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

প্রাতঃকাল বা সায়ংকালে, চণ্ডাল বা নীচ গ্রামমধ্যে থাকিলে, ধর্মবৃদ্ধি ইচ্ছাকল্পেও নগরে, শুষ্ক গোময়পূর্ণ স্থানে, আচ্ছোড়িত স্থানে বা শ্মশান-সমীপে শয়ন করিয়া, শ্রাদ্ধ করিয়া এবং শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা মনুর একটী শ্লোক উদ্ধৃত করেন—

'ফলান্যাপস্তিলান্ ভক্ষ্যমথান্যচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতা ইতি॥'

অর্থাৎ 'ফল, জল, তিল বা অন্য কিছু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভক্ষ্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায় হইবে; ব্রাহ্মণদিগের হস্তই মুখ বলিয়া কীর্তিত।'

দৌড়াইতে দৌড়াইতে, পূতিগন্ধ বহিতে থাকিলে, বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ ও সৈন্য মধ্যে অবস্থিতি কালে ও ভোজনান্তে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শরশব্দ হইলে, চতুর্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও অষ্টকাত্রয়ে, চরণাদি প্রসারণ করিয়া, গুরুসমীপে বিনীত ভাবে উপবিষ্ট থাকা কালে, মিথুন পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন পরিত্যক্ত বস্ত্রধারণ করিয়া, গ্রামান্তে, বমন হইলে, প্রস্রাব বা বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে, এবং সামগান সময়ে ঋক্ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন অকর্তব্য। অজীর্ণ, নির্ঘাত-শব্দ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ, দিক্‌শব্দ, পর্বত-শব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ, রুধিরবর্ষণ, ও পাংশুবর্ষণে আকালিক অনধ্যায় হইবে। উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত দিবসে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায়; বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে আকালিক অনধ্যায়। আচার্য মরিলে তিন দিন, আর আচার্য পুত্র, আচার্য শিষ্য, আচার্য পত্নী, ঋত্বিক এবং যৌন সম্বন্ধ ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়।

অনধ্যায় সম্পর্কে মনু (৪, ১০২-১২৪; ১২৫-১২৭) নিম্নোক্তরূপ নির্দেশ দিয়াছেন—

বর্ষাকালের রাত্রিতে অতি বেগে বায়ু বহিলে যদি তাহা শ্রুতিগোচর হয় এবং দিবসে ধূলি-উৎক্ষেপণকারী বায়ু বহিলে তৎকালে অনধ্যায় হয় — ইহা অনধ্যায়বিধিজ্ঞ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। বিদ্যুৎ, একই সময়ে মেঘগর্জন ও বারিপতন, এবং উল্কাপতন হইলে, যে সময় এই সকল উৎপন্ন হয় পর দিবস সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায়—ইহা মনু বলিয়াছেন। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময়ে বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, বর্ষা ভিন্ন ঋতুতে মেঘদর্শনে অনধ্যায় হইবে। অন্তরীক্ষে উৎপাত-ধ্বনি হইলে, ভূমিকম্পে ও চন্দ্র সূর্যের উপসর্জনে আকালিক অনধ্যায় হয়। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার পর বর্ষণ ভিন্ন বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জন হইলে সজ্যোতি অর্থাৎ দিবসে বইলে দিবা মাত্র এবং রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায় হয়। যাঁহারা ধর্ম-নৈপুণ্য কামনা করেন তাঁহাদের পক্ষে উক্ত নিমিত্তপাত হইলে গ্রামে, নগরে ও পূতিগন্ধ স্থানে সর্বদা অনধ্যায় হইবে। যে গ্রামের মধ্যে দাহ-যোগ্য শব আছে সেই গ্রামে, অধার্মিকের সন্নিধানে, রোদনধ্বনি শ্রুত হইলে এবং বহু-লোকের সমাগম হইলে অনধ্যায় হইবে। জলমধ্যে, রাত্রির মধ্যবর্তী চারি মুহূর্তে, মলমূত্র পরিত্যাগ সময়ে, উচ্ছিষ্ট মুখে এবং শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া মনে মনেও বেদের চিন্তা করা অনুচিত। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের একোদ্দিষ্টের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, রাজার পুত্রজন্মাদি নিবন্ধন অশৌচ হইলে ও চন্দ্র সূর্যের গ্রহণে তিন দিন বেদাধ্যয়ন অকর্তব্য। শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণের দেহে শ্রাদ্ধীয় কুঙ্কুম-চন্দনাদির লেপ বা গন্ধ যতদিন থাকিবে ততদিন বেদ-কীর্তন নিষিদ্ধ। শয়ন করিয়া ও আসনের উপর পা রাখিয়া, উরুর উপর উরু রাখিয়া, অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিয়া, জনমমরণাশৌচীর অন্ন ভোজন করিয়া বেদ অধ্যয়ন অনুচিত। কুজ্ঝটিকা ও বাণের শব্দ হইলে এবং সায়ং-প্রাতে সন্ধ্যাকালে, অমাবস্যা, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অমাবস্যা অধ্যাপককে, চতুর্দশী অধ্যেতা শিষ্যকে বিনষ্ট করে এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমা বেদবিস্মৃতি জন্মায়; অতএব এই সকল তিথি অধ্যয়নে বর্জন বিধি। ধূলিবর্ষণে, দিগ্‌দাহে, শৃগাল-শব্দ শ্রুত হইলে, কুকুর, গর্দভ, উষ্ট্রের রোদন শ্রুত হইলে এবং তাহাদিগকে শ্রেণী-বদ্ধ দেখিলে বেদাধ্যয়ন অনুচিত। শ্মশানে, গ্রামের সমীপে, গোষ্ঠে, মৈথুনকালে ব্যবহৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া, এবং শ্রাদ্ধের আমান্নাদি প্রতিগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন অনুচিত। শ্রাদ্ধিক গো, অশ্বাদি প্রাণী এবং বস্ত্রমাল্যাদি দ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিলে সেই দিন অনধ্যায় হয়, কারণ ব্রাহ্মণের হস্ত মুখ-স্বরূপ।

চোরের ও গৃহদাহাদির ভয় উপস্থিত হইলে, অন্তরীক্ষ ও ভূমিসম্ভূত উৎপাত হইলে পূর্ব-নিয়মে আকালিক অনধ্যায় হইবে। উপকর্ম ও উৎসর্গে ত্রিরাত্র অনধ্যায় হইবে, অষ্টকাত্রয় এবং প্রতি ঋতুর অন্তদিনে অহোরাত্র অনধ্যায় হইবে। অশ্ব, বৃক্ষ, হস্তী, নৌকা, গর্দভ, উষ্ট্র ও যান আরোহণ করিয়া এবং উষর ভূমিতে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন অকর্তব্য। বিবাদে, কলহে, সৈন্যদের কাছে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনের পরেই, অজীর্ণে, বমন করিয়া অথবা অম্ল উদ্গার করিয়া অধ্যয়ন অবিধেয়। অতিথি উপস্থিত হইলে তাহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং শরীর হইতে রক্তস্রাব বা শস্ত্রাহত হইলে অধ্যয়ন অকর্তব্য। সামগান শ্রুত হইলে ঋক্ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন অনুচিত এবং বেদের সমাপন করিয়া ও আরণ্যক নামক বেদাংশ অধ্যয়ন করিয়া সেই দিনে অন্য বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ঋগ্বেদ দেব-দৈবত্য, যজুর্বেদ মানুষ এবং সামবেদ পিত্র্য, সুতরাং মৃতব্যক্তির কৃত্য সম্বন্ধীয় মন্ত্রসকলের ধ্বনি শুচি-জ্ঞান করা উচিত এবং সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঋগ্-যজুর্বেদ অধ্যয়ন বিধেয় নয়। গো, অশ্বাদি পশু, মণ্ডূক, বিড়াল, কুকুর, সর্প, বেজি ও ইঁদুর অধ্যয়ন সময়ে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করিলে অহোরাত্র অনধ্যায় হইবে। পূতি রক্তাদি দ্বারা অপবিত্র স্থানে এবং আত্মার অশুচিত্ব অবস্থাতে অধ্যয়নশীল দ্বিজাতিমাত্রেরই যত্নপূর্বক নিত্য অনধ্যায়-বিধান পালন করা উচিত।

ইহা ব্যতীত আরও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে অনধ্যায় দিবসের বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] সেগুলিও সংহিতাগুলির নির্দেশিত অনধ্যায়-দিবসের সহিত অনেক ক্ষেত্রে মিলিয়া যায়। প্রতি পক্ষের প্রতিপদ অধ্যয়নের বিশেষভাবে পরিপন্থী এমন ইঙ্গিত রামায়ণেও পাওয়া যায়। রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডে সীতাকে বলা হইয়াছে যে তিনি প্রতিপদে অধ্যয়নশীল ব্যক্তির ন্যায় পাংশু হইয়া গিয়াছেন।[২] রাজা অশোক তাঁহার শিলালিপিগুলিতে অনধ্যায় দিবসগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই সমস্ত দিবসে বৃষের মুষ্কচ্ছেদন এবং মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণীর হত্যা তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের পর হইতেই আমরা একটা সুনির্দিষ্ট অনধ্যায় দিবসের তালিকা পাই। তবে এই সমস্ত অনধ্যায়-বিধানের কতকগুলি যে বৈদিকযুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। নির্দিষ্ট দিবসে অনধ্যায়ের কারণ কি—এখন তাহাই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রকৃতির বিপর্যয়, যেমন অসময়ে বৃষ্টি, বজ্র, কুয়াসা, অতিবৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতির জন্য যে সমস্ত অনধ্যায় দিবস আছে সেগুলির সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য কুটীরে বাস করিতেন, সুতরাং প্রাকৃতিক বিপর্যয় অধ্যয়নের বিঘ্ন-স্বরূপ হইত। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ঝড় অথবা বিদ্যুৎ হইলে বৈদিক-মন্ত্র শিক্ষকতা অথবা শিক্ষা করা একরূপ অসম্ভব ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শিক্ষক-দিগের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল—যখন তাঁহাদের গ্রামে বাস করিতে হইত না অথবা কৃষি-কার্যে লিপ্ত হইতে হইত না তখনও প্রাকৃতিক-বিপর্যয় হেতু অনধ্যায় দিবসগুলিকে পালন করিতে হইত এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। শৃগাল, কুকুর, পেচক প্রভৃতির ডাক শুনিলে অনধ্যায় হইত। এগুলির জন্য কিছু কিছু অন্ধ-বিশ্বাস অংশতঃ দায়ী। বেদ-পাঠ এতদূর পবিত্র বলিয়া তখন স্বীকৃত ছিল যে খুব পবিত্র আবহাওয়া ব্যতীত তাহা করা উচিত নয়—এমন ধারণাও হয়ত ঐগুলির জন্য অংশতঃ দায়ী। লোকের এমন ধারণাও ছিল যে ঐ সমস্ত দিবসে বেদ-পাঠ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিলে দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন।[৩] কালক্রমে উল্লিখিত প্রায় সমস্ত অনধ্যায়-বিধান প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। অনধ্যায়-দিবসের তালিকা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে অনেক প্রাচীন বিধানকে বর্জন করিবার প্রয়োজনও অনুভূত হইতে লাগিল। এই কারণেই বৌধায়ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়-হেতু অনধ্যায়কে কেবলমাত্র আবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া নির্দেশ দিলেন। তাঁহার মতে মনে মনে পাঠ-ব্যাপারে এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা চলিতে পারে।[৪] আপস্তম্ব ঋষিরও মত অনুরূপ।[৫] মনুর মতে শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের অধ্যয়নে, নিত্যকর্তব্য ব্রহ্ম-যজ্ঞস্বরূপ বেদাধ্যয়নে এবং হোমাঙ্গ মন্ত্রপাঠে অনধ্যায়ের প্রতিবন্ধকতা নাই। নিত্য বেদাধ্যয়ন দোষশূন্য, সুতরাং এই অধ্যয়ন অনধ্যায়ে করিলেও তাহা পুণ্যজনক হয়।

কূর্ম-পুরাণও মনুর সহিত এ বিষয়ে একমত। ইহা বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ এবং আইন অনধ্যায়ে অধ্যয়নের বিধান দিয়াছে।[৬] পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনধ্যায়ের বিভিন্ন নিয়ম পালন-বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের অনধ্যায় দিবসের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শিক্ষার্থীদিগের অপেক্ষা অধিক করিবার নির্দেশও দেখা যায়।[৭] বিশেষভাবে আগ্রহশীল শিক্ষার্থিগণের জন্য মনু প্রতিপদ, অষ্টমী ও পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য যে কোন অনধ্যায়-দিবসে অধ্যয়নের নির্দেশ দিয়াছেন ; অবশ্য শিক্ষার্থিগণ নিজেরা অপবিত্র

১ Gau. Dh. S, ii, 7 ; Bau. Dh. S, i. 11 ;

২ 'প্রতিপৎপাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাম্ গতা' রা°—৫৯. ৩৬।

৩ ছিদ্রাণ্যাহুর্দ্বিজাতীনামনধ্যায়ান্মনীষিণঃ।
ছিদ্রেভ্যঃ স্রবতি ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেন যদর্জিতম্॥
আয়ুঃ প্রজাং পশূন্মেধাং কৃংতামি সুকৃতং চ যৎ।
অনধ্যায়েষভাসতঃ ব্রহ্ম ব্যাহরতস্তথা।

৪ ১. ১১, ৪০।

৫ 'মনসা চানধ্যায়ে'—১. ৩, ১১, ২৪।

৬ নানধ্যায়োস্তি চাংগেষু নেতিহাসপুরাণয়োঃ।
ন ধর্মশাস্ত্রেষন্যেষু পর্বণ্যেতানি বর্জয়েৎ॥
—কূর্ম পু° ১. ২, ১৪, ৮৪।

৭ তত্র সর্বত্র প্রাজ্ঞাপ্রাজ্ঞাধ্যেতৃবিষয়েণ গুরু লঘুকালানাং ব্যবস্থা জ্ঞেয়া।—VMS, 536.

অথবা পাঠ করিবার স্থানটী যদি অপবিত্র না হয়।[৮]

বিশেষ বিশেষ তিথিতে (পূর্ণিমা, প্রতিপদ, অষ্টমী, অষ্টকা প্রভৃতি) অনধ্যায়ের যে বিধান আছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে দেশে চান্দ্র সৌর পঞ্জিকা প্রচলিত সে দেশে চন্দ্রের বিশেষ বিশেষ কলার উপর গুরুত্ব আরোপন করা স্বাভাবিক। অন্যান্য কারণগুলি সম্বন্ধে মনে হয় যে অধ্যয়ন-কালে মনের শান্তি যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহার জন্যই সেগুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া চলিলে চিন্তা-শক্তির অবাধ গতি-প্রাপ্ত হয়। সেইজন্যই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এমন মনে করাও অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনন—[√অন্ + ল্যুট্] ক্লী°, প্রাণন, জীবন breathing, living.—নিরুক্ত ২. ৫।

অননঙ্গমেজয় — [স্ত্রী— -া] বিণ, শরীর না কাঁপাইয়া যে ছাড়ে না।

অননুকরণীয়—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অনুকরণের অসাধ্য বা অযোগ্য। ২ যাহা অনুকরণ করিতে পারা যায় না বা করা কর্তব্য নয়।

অননুকূল—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, প্রতিকূল, বিরুদ্ধ। ২ বিপরীত। ৩ বিপক্ষ।

অননুগত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অবাধ্য, অবশীভূত। ২ অসহগামী। ৩ অপশ্চাদ্গামী। ৪ [অনু + √গম্ + ক্ত—ভা°] ক্লী°, অনুগমন, অপশ্চাদ্গমন, অবাধ্যতা।

অননুগতি—[নঞ্ তৎ] স্ত্রী, ১ অনুগতির অভাব, অননুসরণ। ২ অশ্রদ্ধা।

অননুজ্ঞাত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অননুমোদিত, অননুমত, অনাদিষ্ট, যাহাতে অনুমতি বা সম্মতি দেওয়া হয় নাই এরূপ।

অননুতপ্পিয় সুত্ত—কিরূপ আচরণ করিলে ভিক্ষুগণকে পরিণামে অনুতাপ করিতে হয় না, এই বিষয়ে সারিপুত্তের উপদেশ এই সুত্তে আছে।—অঙ্গু নি ৩. ২৯৪ ॥ MDPP ॥

অননুধ্যাত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অচিন্তিত, অস্মৃত। ২ অননুশীলিত, অনালোচিত।

অননুভবনীয়—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অনুভূতি বা উপলব্ধির অতীত, বোধ বা ধারণার অতীত, অচিন্তনীয়।

অননুভাষণ—[ন্যায়শা°] ন্যায়দর্শনোক্ত 'নিগ্রহস্থান' বিশেষ। মধ্যস্থ সদস্যগণের নিকটে বাদী ও প্রতিবাদীর 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' নামক কথায় তাঁহাদিগের 'নিগ্রহে'র অর্থাৎ পরাজয়ের কারণবিশেষকে 'নিগ্রহস্থান' বলা হইয়াছে। উহাই ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে চরম পদার্থ। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে 'প্রতিজ্ঞাহানি' প্রভৃতি নামে দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্দশ প্রকার নিগ্রহস্থানের নাম 'অননুভাষণ'।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতম উহার লক্ষণ-সূত্র বলিয়াছেন,—

'বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্য
প্রত্যুচ্চারণমননুভাষণম্ ॥'—৫. ২. ১৬।

অর্থাৎ বাদী তিন বার তাঁহার বক্তব্য বলিলেও প্রতিবাদী যদি তাহার প্রত্যুচ্চারণ না করেন অর্থাৎ সেই বিষয়ের অনুবাদ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অক্ষমতার অনুমান হওয়ায় তাহা 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান হয়। তদ্দ্বারা তখন তিনি নিগৃহীত হন। এইরূপ বাদীও প্রতিবাদীর কথিত বিষয়ের অবশ্যকর্তব্য অনুভাষণ না করিলে তাঁহারও 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান হয়। তদ্দ্বারা তিনি নিগৃহীত হন।

তাৎপর্য এই যে, জিগীষু বাদী প্রথমে মধ্যস্থগণের নিকটে তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে পরে প্রতিবাদী মধ্যস্থগণের নিকটে তাহার খণ্ডন করিবার পূর্বে বাদীর কথিত সেই বিষয়ের অনুবাদ করিবেন। কারণ, বাদীর কথা না বুঝিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে তাহা ঠিক হয় না এবং তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট হয়। অতএব মধ্যস্থগণের নিকটে প্রথমে বাদীর কথিত বিষয়ের অনুভাষণ বা অনুবাদ অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু প্রতিবাদী তাহা না করিলে বাদীর কথিত বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় সেই 'অননুভাষণ' তাঁহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। বাদীর কথিত বিষয়ের অনুবাদ না করা অথবা তাহার বিরোধী কোন বাক্য-প্রয়োগাদি করা এই উভয়ই 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান।

কিন্তু বাদীর সেই সমস্ত বাক্য যদি এমন দুর্বোধ হয় যে, তাহার অর্থ সেখানে মধ্যস্থ পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন নাই, তাহা হইলে প্রতিবাদীর পক্ষে সেই বাক্যার্থের অনুবাদ সম্ভব না হওয়ায় সেখানে তাঁহার 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। সেখানে বাদীরই 'অবিজ্ঞাতার্থ' নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাই মহর্ষি গোতম উক্তসূত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,—'বিজ্ঞাতস্য পরিষদা'। 'পরিষদ্' শব্দের দ্বারা এখানে মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত পণ্ডিতগণই বিবক্ষিত। তাৎপর্য এই যে, মধ্যস্থ পণ্ডিতগণ যে বাক্যার্থ বুঝিয়াছেন এবং বাদী যাহা অন্যূন তিন বার বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ করিতে না পারিলে প্রতিবাদী যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই, ইহাও বুঝা যায়। অতএব সেইরূপ স্থলে প্রতিবাদীর 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান হয়।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় উক্ত 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থানও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, প্রতিবাদী যদি সদুত্তরের দ্বারা বাদীর পক্ষের খণ্ডন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রথমে বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করেন নাই,—এই অপরাধে নিগৃহীত হইতে পারেন না। কারণ, প্রতিবাদীর উত্তরের দোষ ও গুণের দ্বারাই তাঁহার অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা বুঝা যায়। পরন্তু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ

৮ মনু° ৪. ১২৭।

করিতে না পারিলেই যে, তিনি সেখানে সদুত্তর জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কেহ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে সমর্থ না হইলেও পরে সদুত্তর করিতে সমর্থ হন, ইহাও দেখা যায়। সেইরূপ স্থলে তিনি কখনই নিগৃহীত হইতে পারেন না। পরন্তু বাদীর কথিত হেতুমাত্রের অনুবাদ করিয়াই প্রতিবাদী তাহার দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন। বাদীর সম্পূর্ণ বাক্যার্থের অনুবাদ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। অতএব ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত 'অননুভাষণ'কে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তির বিশেষ কথা তৎকৃত 'বাদন্যায়' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ধর্মকীর্তির পূর্বে বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণের প্রবল প্রতিবাদী 'ন্যায়বার্ত্তিক'-কার উদ্দ্যোতকর বিচারপূর্বক বৌদ্ধমতেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কথার তাৎপর্য এই যে, প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করিলে তাঁহার উত্তরের বিষয়জ্ঞানের অভাবে উত্তর সম্ভবই হয় না। নির্বিষয় নিরাশ্রয় কোন উত্তর হইতে পারে না। যদি বলা যায়, তাহার সেই উত্তরের বিষয় বাদীর বাক্যার্থ তিনি পূর্বেই অবশ্য বুঝিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাহার অনুবাদ করিবেন না কেন? আর তিনি উত্তর বলিবেন, কিন্তু উত্তরের বিষয় বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ করিবেন না, ইহা ব্যাহত অর্থাৎ সম্ভব হয় না।

অবশ্য বাদীর সমস্ত বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দূষণীয় হয় না। অতএব যাহা দূষণীয় বিষয়, তাহার অনুবাদ করিলেই দূষণ বলা যায়। যেমন বাদীর প্রযুক্ত হেতু দূষণীয় হইলে তাহারই অনুবাদ করিয়া তাহার দোষ বলা যায়। তাহাতে বাদীর কথিত সমস্ত বাক্যার্থের অনুবাদ করা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রতিবাদীর সেই উত্তরের যাহা আশ্রয় বা বিষয় অর্থাৎ বাদীর কথিত যে বিষয় প্রতিবাদীর দূষণীয়, তাহার অনুবাদ যে, তাঁহার অবশ্য কর্তব্য, ইহা তো স্বীকার্য। তাহা হইলে যে প্রতিবাদী সেই দূষণীয় বিষয়েরও অনুবাদ করেন না, তাঁহার পক্ষে তখন 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান অবশ্য স্বীকার্য। পরে বাচস্পতি মিশ্র এবং জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি বিচারপূর্বক উক্ত রূপেই উক্ত 'নিগ্রহস্থানে'র সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু কিরূপ স্থলে কিরূপে উক্ত 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান সম্ভব হয়, ইহাও বিচার্য। বাচস্পতি মিশ্রের পরে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য 'ন্যায়পরিশিষ্ট' ('প্রবোধসিদ্ধি') গ্রন্থে পূর্বোক্ত গোতমসূত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন 'তথাচ তদিত্যাদি সর্বনাম্নানুবাদেন বা একদেশানুবাদেন বা বিপরীতানুবাদেন বা কেবলদূষণোক্ত্যা বা স্তম্ভেন বেতি পঞ্চধা বিজ্ঞাবাতে।' অর্থাৎ প্রতিবাদী (১) 'তদ্' শব্দ প্রভৃতি সর্বনাম শব্দের দ্বারাই তাহার দূষণীয় বিষয়ের অনুবাদ করিলে অথবা (২) সেই দূষণীয় বিষয়ের আংশিক অনুবাদ করিলে অথবা (৩) বিপরীতভাবে অনুবাদ করিলে অথবা (৪) বাদীর বাক্যার্থ কিছুই না বলিয়া কেবল দূষণ মাত্র বলিলে অথবা (৫) বাদীর বাক্যার্থ ও দূষণ বুঝিয়াও তখন সভাক্ষোভাদিবশতঃ স্তম্ভিত হইয়া কিছুই বলিতে না পারিলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকারে 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান সম্ভব হয়।

প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি গোতম পরে 'অজ্ঞান' ও 'অপ্রতিভা' নামেও পৃথক্ নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। 'অবিজ্ঞাতঞ্চাবিজ্ঞানম্ ॥ 'উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা'।—(৫. ২. ১৭. ১৮) বাদী তিনবার বলিলেও এবং মধ্যস্থগণ সেই বাক্যার্থ বুঝিলে প্রতিবাদী যদি তাহা না বুঝেন, তাহা হইলে তাঁহার 'অজ্ঞান' নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর প্রতিবাদী বাদীর সমস্ত বাক্যার্থ বুঝিলেও উত্তর কালে তাহার উত্তরের স্ফূর্তি না হইলে তাহার 'অপ্রতিভা' নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাহা হইলে আর 'অননুভাষণ' নামক পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকারের প্রয়োজন কি? উহা কোন স্থলে 'অজ্ঞান' ও কোন স্থলে 'অপ্রতিভা' নামক নিগ্রহস্থানই হইবে।

এতদুত্তরে অনেক বিচার হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থান স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞান প্রকাশক কোন বাক্য-প্রয়োগ করেন না। সুতরাং তিনি সেখানে বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়াও যে কোন কারণে তাহার অনুবাদ করেন না, ইহাও বুঝা যায়। অতএব সেখানে তাঁহার 'অজ্ঞান' নামক নিগ্রহস্থান বলা যায় না। আর সেই প্রতিবাদী পরে যদি উত্তর বলেন, তাহা হইলে তাঁহার 'অপ্রতিভা' নামক নিগ্রহস্থানও বলা যায় না। সুতরাং উক্তরূপ স্থলে 'অননুভাষণ' নামে পৃথক্ নিগ্রহস্থান স্বীকার্য।

'ন্যায়পরিশিষ্ট' গ্রন্থে উদয়নাচার্য পরে বলিয়াছেন—'নহ্যেবমজ্ঞানমপ্রতিভাবা নিশ্চেতুং শক্যতে… … …ততো নিশ্চিতানিশ্চিতয়োর্নিশ্চিত মেবোদ্ভাব্যম্।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রকার 'অননুভাষণ' স্থলে প্রতিবাদীর 'অজ্ঞান' অথবা 'অপ্রতিভা'র নিশ্চয় করা যায় না। যাহা অনিশ্চিত, তাহার উদ্ভাবন করা উচিত নহে। কিন্তু উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর 'অননুভাষণ' নিশ্চিত। অতএব 'অননুভাষণ' নামক নিগ্রহস্থানই সেখানে বক্তব্য। ['নিগ্রহস্থান' দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অননুভূত—[নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অনুপলব্ধ, যাহা অনুভব করা যায় নাই এরূপ।
~পূর্ব — [পূর্বে অনুভূত—৭-তৎ, ন অনুভূতপূর্ব-নঞ্‌তৎ] বিণ, পূর্বে যাহা অনুভূত করা হয় নাই, পূর্বে অনুপলব্ধ।

অননুমত—[নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অননুমোদিত, অননুজ্ঞাত, যাহা অনুমতিসঙ্গত নহে।

অননুমান—ক্লী°, কার্যকারণাদি আলোচনা করিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া নির্ণয়ের অভাব, বে-আন্দাজ।

অননুমিত—বিণ, কার্যকারণাদি দেখিয়া যে বিষয়ে কোন কিছু অবধারণ করা হয় নাই এরূপ।

অনন্নুমেয়—বিণ, যাহা অনুমান করিতে পারা যায় নাই, ধারণার অতীত।

অনন্নুমোদন — ক্লী°, ১ অনুমোদনের অভাব, অসমর্থন। ২ অসম্মতি।

অনন্নুমোদিত—বিণ, যাহা অনুমোদিত নয়, যে বিষয়ে মত দেওয়া হয় নাই।

অনন্নুরূপ — [ন অনুরূপ—নঞ্ তৎ, স্ত্রী— -া] বিণ, অযোগ্য।

অনন্নুশীলন - ক্লী°, অনালোচনা, অনুশীলনাভাব।

অনন্নুশীলিত—বিণ, যাহার চর্চা করা হয় নাই এরূপ, অনালোচিত।

অনন্নুষঙ্গী—[পুং°— -ঙ্গিন্ ; স্ত্রী— -ঙ্গিনী] বিণ, অনুকম্পা, অনুরাগ বা স্নেহ নাই এমন ব্যক্তি।

অনন্নুষ্ঠান —ক্লী°, অকরণ, কাজে না করা, অবিধান।

অনন্নুষ্ঠিত—বিণ, যাহা অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত, অবিহিত।

অনন্নুস্সুত সুত্ত — তথাগতের পাঁচটী শক্তিবিষয়ক বৌদ্ধ-সূত্র। — অঙ্গু-নি° ৩. ৯ ॥ MDPP ॥

অনন্নূক্ত—বিণ, ১ অকথিত, যাহা বলা হয় নাই। ২ অপঠিত

অনন্নুসোচিয় জাতক — ৩২৮ সংখ্যক জাতক। কাহিনীটী এইরূপ — বোধিসত্ত্ব বারাণসীর এক ধনী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তক্ষশিলায় তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, তাহার মাতাপিতা তাহার বিবাহের চেষ্টা করেন। পুত্র প্রথমে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয়, পরে তাঁহাদের অশেষ অনুনয়ে সে স্বহস্তে প্রস্তুত স্বর্ণ-প্রতিমা অনুরূপ কুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপ কুমারীর সন্ধানে নানাদিকে চর প্রেরিত হইল। অবশেষে কাশীরাজ্যে 'সম্মিল্লভাসিনী' নাম্নী এক ষোড়শী বালিকার সন্ধান পাওয়া গেল। সেই কুমারীও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু মাতাপিতার আগ্রহে বিবাহে সম্মতি দিল। এই দুই বিবাহিত তরুণ ও তরুণী ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিল এবং তাহাদের মাতাপিতার মৃত্যুর পর সমস্ত ধনরত্ন দান করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিল। 'সম্মিল্লভাসিনী' অনুপযোগী খাদ্যগ্রহণ করার ফলে আমাশয় রোগে দেহত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পত্নীকে মৃত দেখিলেন ও নিজ খাদ্যগ্রহণ করিতে গেলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাহাতে বিস্মিত হইল। জনমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, 'ইহাতে আমার শোকপ্রকাশ করিবার কিছুই নাই ; যাহা ধ্বংস হইবার, তাহাই ধ্বংস হইয়াছে।'

কোন ভূস্বামী পত্নীবিয়োগে শোককাতর হইলে বুদ্ধ তাহাকে এই আখ্যান বলেন ; আখ্যান শেষে বুদ্ধের উপদেশে সেই ভূস্বামী সাধনমার্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করে।—জাতক° ৩. ৯২ ৯৭ ॥ MDPP ॥

অনন্ত, —[ন (নাই) অন্ত যাহার—বহু°] বিণ, **১** অসীম, অন্তরহিত, অনবধি, অশেষ ॥ অম' মে° শব্দ° ॥ 'অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য'—কুমার' ১. ৩ ॥ আপ্° ॥ 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্'—পঞ্চত'। **২** সর্বকালস্থায়ী।—মনু° ৩. ২৭৫। **৩** অক্ষয়, অবিনশ্বর। 'ব.শস্য কর্তারমনন্ত কীর্তিম্'—রঘু' ২. ৬৪। **৪** নানাবিধ, বহু প্রকার। 'অনন্তপুষ্পস্য মধোহি চূতে' — কুমার' ১. ২৭ ॥ ব - শব্দ° ॥ **৫** মেঘ ॥ আপ্° ॥ **৬** পুং°, ক্লী°, অভ্র, অভ্রক talc. **৭** সিন্ধুবার, নিসিন্দাগাছ vitex trifolia. ॥ আপ্° ॥ **৮** স্ত্রীলোকের স্বর্ণনির্মিত করভূষণ ॥ আপ্° শো-রো° ॥ **৯** গ্রন্থি-বিশিষ্ট রেশমের তাগা। অনন্ত চতুর্দশী ব্রতকারিণী রমণী ইহা দক্ষিণ হস্তে বাঁধিয়া থাকে। [অনন্ত চতুর্দশী দ্র°] **১০** শ্রবণা নক্ষত্র ॥ আপ্° ॥ **১১** ক্লী°, আকাশ ॥ আপ্° ॥

অনন্ত২— **১** নাগগণের অধিপতি—শেষনাগ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন— 'অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্'—গী° ১০. ২৯। এই অনন্ত অষ্ট নাগরাজের অন্যতম। ইনি নাগগণের মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া 'দংষ্ট্রানাং রাজা' নামে অভিহিত।—হরি° হরি° ৪. ১৪। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে (মহা° ১. ৬৬. ৪১ ; ১০. ৯. ৩১ ; মৎস্যপু° ১৬৩. ৫৭ ; কূর্মপু° পূ° ১৮. ১০) অনন্ত, বাসুকি, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীক, শঙ্খপাল, কর্কোটক ও পদ্মের জন্ম হয়। শ্রীতত্ত্বনিধি বলেন, অনন্ত ও কুলিক ব্রাহ্মণজাতীয়, বাসুকি ও শঙ্খপাল ক্ষত্রিয়জাতীয়, তক্ষক ও মহাপদ্ম বৈশ্যজাতীয় এবং পদ্ম ও কর্কোটক শূদ্রজাতীয়।

সর্পগণ জননীকর্তৃক অভিশপ্ত হইলে সর্বজ্যেষ্ঠ শেষনাগ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কলধারী ও বায়ুভক্ষ্য হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ইনি প্রার্থনা করেন যেন ধর্মে, শমগুণে ও তপস্যায় ইঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে ও ইঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে না হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া ইঁহাকে সসাগরা পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। শেষনাগ তাঁহার মস্তকে পৃথিবী স্থাপন করিতে প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে পৃথিবীগহ্বর দিয়া রসাতলে প্রবেশপূর্বক সসাগরা পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিতে বলেন। ইনিও তদনুসারে পৃথিবী ধারণ করিয়া পাতালপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আদেশে ইনি সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দর পর্বতকে উত্তোলন করিয়াছিলেন।—ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্ম° ৯. ৩৮ ; মহা° ১. ৩৪, ৬৫। ইঁহার পত্নীর নাম তুষ্টি দেবী, মহাতল নামক পাতালে ইনি বাস করেন।—দেবীভা° ৯. ১. ১০২। ইনি সপ্ত দিক্‌পালের অন্যতম। —মহা° ১৩. ১৫০। কোন কোন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধমূর্তিতে অনন্তনাগের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তিতে ও কোন কোন বলরাম ও বরাহমূর্তিতে অনন্তনাগ দেখিতে দেখিতে পাওয়া যায়। [হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি-সংশ্লিষ্ট অনন্ত-

নাগের বিস্তৃত আলোচনা তত্তৎ শব্দে দ্র°]। **২** যদুবংশীয় রাজা বিশ্রুতের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম দুর্জয়—কূর্মপু° পূ° ২৩. ৪। **৩** স্বায়ম্ভুব মনুবংশী পৃথুর পুত্র। ইঁহার পুত্র গয়।—বরাহপু° ২৪। **৪** দেবাসুর সংগ্রামে যে সকল সেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম।—মহা° ৯. ৪৬। **৫** হৈহয়বংশীয় বীতিহোত্রের পুত্র।—অগ্নিপু° ২৭৫. ১১। **৬** মহর্ষি বিক্রমের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সোমার গর্ভে অনন্ত নামক ঋষির জন্ম হয়।—কল্কিপু° ২. ৪। **৭** শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের একটী নাম। দ্বাপরে গদাযুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়া ইনি অতুল কীর্তিলাভ করেন। জাম্ববতী-পুত্র শাম্ব যখন দুর্যোধন-কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন চতুর্দিক্ হইতে রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তদেব শাম্বকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন দুর্যোধন তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায়, ইনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবপুরী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন। আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্যোধন কন্যাসহ শাম্বকে মুক্ত করেন ও গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। [বলদেব দ্র°]। **৮** সূর্যের একটী নাম।—মহা° অশ্ব°। **৯** বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নামান্তর।—ত্রিকাণ্ড ১. ১. ২৮; ৩. ৩. ১৪৪; অভি° ৩. ২৪০; মে° ৮১। **১০** বিশ্বদেবগণের অন্যতম। **১১** জৈনদিগের অতীত অবসর্পিনীকালের ১৪শ অর্হৎ অনন্তজিৎ। —হেমাদ্রি ২৯; হেমাদ্রি, আনকার্থ ৩, ২৪০। **১২** শিবের নামবি°। **১৩** অথর্বোপনিষদুক্ত রুদ্রের নামবি°। **১৪** নাগরাজ। পালিগ্রন্থে অনন্ত পোক্খরণী ও অনন্তভোগের সংশ্রবে ইহার উল্লেখ আছে; প্রাচীন পালিগ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই ॥ MDPP ॥ ~**ক**—চন্দ্রবংশীয় নরপতি শশবিন্দুর শতাধিক এক সহস্র পুত্রের মধ্যে 'অনন্তক' সর্বজ্যেষ্ঠ ও সর্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। অনন্তকের পুত্র যজ্ঞ।—লিঙ্গপু° পূ° ৬৮. ১৭। [শশবিন্দু দ্র°]। ~**কায়** – পালিগ্রন্থে বর্ণিত রাজা মিলিন্দের একজন অনুচর। নাগসেনকে বিহার হইতে সাগলে আনয়ন করিবার জন্য রাজা মিলিন্দ অনন্তকায়কে পাঠান। পথিমধ্যে তিনি বৌদ্ধ স্থবিরকে আত্মা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, স্থবির অভিধর্ম হইতে এই বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দান করেন। এই উপদেশবাণী শুনিয়া অনন্তকায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ রাজা মিনণ্ডারের অনুচর অন্তিওকস ও অনন্তকায় একই ব্যক্তি। —মিলিন্দ° ৩০. ১ ॥ MDPP ॥ ~**চরিত্র**—বোধিসত্ত্ববিশেষের নামান্তর ॥ MDPP ॥ ~**জালী**—নরপতিবি°। ৫৩তম কপ্প পূর্বে ভাজনদায়কের পূর্বজন্ম। — অপ° ২১৮ ॥ MDPP ॥ ~**জিন** — বুদ্ধের উপাধিবি°। উপক নামক একজন আজীবক বুদ্ধদেবকে দেখিয়া ও তাঁহার কার্যাবলীর বিষয় জানিয়া বুদ্ধের প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করিতে যে সকল বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করে; সে গুলির মধ্যে 'অনন্তজিন' একটী।-থের-অথ° ১. ২২০। পরে পত্নী চাপার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি শ্র বস্তীতে বুদ্ধদেবের অন্বেষণে আসিয়া 'অনন্তজিন' নামেই তাহাকে অভিহিত করেন।—থের-অথ° ১. ২২২; মজ্ঝিম-অথ° ১. ৩৮৯ ॥ MDPP ॥ ~**তৃতীয়া** — ভাদ্রের শুক্লা তৃতীয়া। [অক্ষয়তৃতীয়া দ্র°] ~**নেমি**—মালবরাজবি°। ইনি শাক্যসিংহের সমসাময়িক।—Asiatic Researches xx. 89. 300. ~**ভাগী** — একজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।—মৎস্যপু° ১৯৫. ২০। ~**মতি** — একজন বোধিসত্ত্বের নাম ॥ MDPP ॥ ~**র**—যদুবংশ্য নরপতি পৃথুশ্রবার পুত্র।—হরি° হরি° ৬. ১০। ~**বিজয়** — যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম। 'অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।'—গী° ১. ১৬; মহা° ৬. ২৫. ১৬; ৫১. ২৬। ~**সেন**—স্কন্দ বা রুদ্র। ইনি ভীষ্মবধের জন্য অম্বাকে মালা দান করেন। —মহা° ১. ১০৯.৯৭।

অনন্ত৬—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্য-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস আখ্যায় অভিহিত কবির নাম ছিল অনন্ত।

নাম-নিরুক্তি— গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটী পদের ভণিতায় কবি নিজের ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী-চরণে।'
(১ম সং, ৬১ পৃ°)

'গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলী গণে॥'
(ঐ, ৬২ পৃ°)

ইঁহা হইতে কবির 'অনন্ত' নামের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাই যে তাঁহার ব্যক্তিগত নাম তাহারও তিনি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন; যথা—

'অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলী গণে।'
(ঐ, ২১৩ পৃ°)

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কবির ব্যক্তিগত নাম ছিল অনন্ত, এবং বড়ু ও চণ্ডীদাস তাঁহার উপাধি। তন্মধ্যে 'বড্ড', 'বড়' প্রভৃতি প্রাকৃত শব্দজাত, অথবা সংস্কৃত 'বটু' শব্দোৎপন্ন 'বড়ু' আভিজাত্য বা জাতিবাচক পদবী-বিশেষ। মাহিষ্যগণের ব্রাহ্মণেরা এখনও 'বড় ব্রাহ্মণ' আখ্যায় অভিহিত হইতেছেন। অতএব 'বড়' জাতিবাচক বিশেষণও হইতে পারে। 'চণ্ডীদাস' কবির উপাধি বা প্রধান উপনাম। ঈশ্বরচন্দ্র যেমন 'বিদ্যাসাগর' আখ্যায় সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন, কবি অনন্তও সেইরূপ 'চণ্ডীদাস' উপনামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশেও এই রীতি প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের লর্ড বা অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে সাধারণতঃ তাঁহাদের উপনামেই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আবার 'চণ্ডীদাস' লোকের ব্যক্তিগত নামও থাকিতে পারে। ধ্বনি-সিদ্ধান্তসংগ্রহ ও কাব্য-প্রকাশদীপিকা গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা এক আলঙ্কারিকের নাম ছিল চণ্ডীদাস। ভাবচন্দ্রিকা-রচয়িতা আর একজন

চণ্ডীদাসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের কবি অনন্তের যে উপাধি ছিল 'চণ্ডীদাস' তাহা কবির উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

কবির পরিচয় — চণ্ডীদাস নামধেয় কোন কবির সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ খ্রী° জন্ম ও ১৩৯৯ খ্রী° মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (সোম-প্রকাশ, ১২৮০ সাল, ১০ই পৌষের সংখ্যা); আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার পিতার নাম ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণ এবং মাতার নাম ভৈরবী (ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের 'চণ্ডীদাস চরিত')। কিন্তু ইঁহা-দের কেহই তাঁহাদের যুক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ সাধারণের গোচরীভূত করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেও কবি তাঁহার নাম ব্যতীত আর কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কবির দেশ বা পিতামাতার সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহা না হইলেও দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, জাতি, বংশ বা উপাধিতে নহে। কালিদাসের প্রকৃত পরিচয় সাধারণের অপরিজ্ঞাত থাকিলেও যেমন তাঁহার কাব্যাস্বাদনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, চণ্ডীদাস উপাধীধারী কবি অনন্তের অন্য কোন পরিচয় না জানিলেও তাঁহার কাব্যাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটিবার কারণ নাই।

কবির সময়—কবি অনন্ত 'চণ্ডীদাস' উপাধিতেই পরিচিত হইয়াছেন। চৈতন্য-পূর্ব-বর্তিকালে যে চণ্ডীদাস নামে এক কবি বর্তমান ছিলেন তাঁহার উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥'

চৈতন্য-চরিতামৃতের এই জাতীয় উল্লেখ সর্বজন-সুবিদিত। ইহা হইতে প্রাক্-চৈতন্যযুগে এক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখিতে হইবে যে, এই চণ্ডীদাসের রচনা সম্বন্ধীয় কোন নির্দেশ প্রাচীন গ্রন্থা-দিতে পাওয়া যায় কিনা। ভাগবতের টীকায় 'কাব্য-শব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত-গোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড - নৌকাখণ্ডাদি - প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ' ইত্যাদি সনাতন গোস্বামীর উক্তি হইতে চণ্ডীদাস যে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বিষয়-বিভাগে কৃষ্ণ-লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবি অনন্ত তথা চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেও দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি বিষয়-বিভাগে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, সনাতন গোস্বামী কি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বিবিধ গ্রন্থের উল্লেখ হইতে এই প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে কিনা তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (অ° ১১শ অ°)। চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে চৈতন্যদেব-কর্তৃক চন্দ্রশেখরের গৃহে যে নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মানন্দ বড়াই বুড়ীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনায় রহি-য়াছে—

'হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান ॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা ॥'
ইত্যাদি।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বড়াই-ঘটিত কৃষ্ণলীলার বিষয় চৈতন্যভাগবত-কার অবগত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় যে, রাধা বড়ায়ের সহিত মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেন। চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ হইতেও ইহাই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এইরূপ আখ্যায়িকা যে চৈতন্যের সমকালেও প্রচলিত ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হরিচরণ দাসের অদ্বৈত মঙ্গলেও চৈতন্য অদ্বৈত, ও নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক অনুষ্ঠিত দান লীলার বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিনয়ে অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু রাধিকা, এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর বড়ায়ের সহিত রাধার মথুরায় যাইবার কালেই এই লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভবা-নন্দের হরিবংশে, জীবন চক্রবর্তীর ভাগবতে, শঙ্কর কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলে, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তৃগণের পদে বড়াই বুড়ীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৮৶—১। পৃঃ দ্র°)। এমন কি রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও বড়ায়ের উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। তিনি ১৮২২ খ্রী° লিখিয়াছিলেন—

'যুক্তি হইতে এক কালে চক্ষু মুদিত করিয়া, চর্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবল সংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান, যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দসংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ করিয়া জানে ও আপন ইষ্টদেবতার সঙ্গকে সম্মুখে নৃত্য করায়।' (চারি প্রশ্নের উত্তর)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত বড়াই-ঘটিত কৃষ্ণলীলার আখ্যান সমভাবেই এই দেশে প্রচলিত ছিল। এখন এই আখ্যায়িকার উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। দানলীলা ও নৌকা-লীলা ভাগবতে নাই, অথচ পরবর্তীকালে ইহারা কৃষ্ণলীলার অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। সনাতন গোস্বামী কৃত ভাগবতের টীকার যে অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে তিনি স্পষ্টই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, এই সকল

লীলা পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসাদি কবি দ্বারা দর্শিত বা প্রচলিত হইয়াছিল। অতএব ইহাদের আদি প্রবর্তক হিসাবে চণ্ডীদাসকে স্বীকার করিবার পক্ষে চারি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আর এই সকল লীলা কি ভাবে বড়ায়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাল হইতেই তাহার উল্লেখ বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায় (পূর্বোদ্ধৃত উল্লেখগুলি দ্র°)। অনন্ত চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে যে গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি বিষয়-বিভাগে বড়ায়ের সাহায্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই এই সকল লীলার প্রাক্-চৈতন্য যুগের গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা? চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ হইতে আমরা ইহাই মাত্র জানিতে পারি যে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের রচনা আস্বাদন করিতেন, কিন্তু যাহা তিনি আস্বাদন করিয়াছিলেন তাহার নির্দেশ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এদিকে চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চণ্ডীদাস দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডাদি বিষয়-বিভাগে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বড়াই বুড়ীর-উপাখ্যানও মিশ্রিত ছিল। অতএব সেই চণ্ডীদাসই আমাদের প্রয়োজনীয়, যিনি উক্ত প্রকারে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাক্-চৈতন্য-যুগের অন্য কোন চণ্ডীদাসের রচনার উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। অপর দিকে অনন্ত চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, একমাত্র তাহাতেই পূর্বোক্ত সকল বিশেষত্ব বর্তমান রহিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই প্রাক্-চৈতন্যযুগের গ্রন্থরূপে নির্দেশ করিতে হয়। অবশ্যই ভাব এবং ভাষার দিক দিয়াও ইহার প্রাচীনত্ব বিচার্য বিষয়। ভাষা আলোচনা করিয়া ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ ইহাকে চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগেই স্থাপন করিয়াছেন। (The Origin & Development of the Bengali Language দ্র°)। ভাবের দিক দিয়াও ইহার প্রাচীনত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড, ভূমিকা দ্র°) কিন্তু ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বিচার না করিয়াও একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগে স্থাপন করা যাইতে পারে।

কবির স্বাতন্ত্র্য — চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত আর এক শ্রেণীর রচনা সাধারণে বিশেষ প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পূর্বে অনেকে ইহাকেই চৈতন্য পূর্ববর্তীযুগের চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর ভাব, ভাষা ও রচনারীতি সম্পূর্ণই চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লক্ষণাক্রান্ত। এমন কি রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থকে আদর্শ করিয়াই যে ঐ সকল পদাবলী রচিত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

অপরপক্ষে দীন চণ্ডীদাস নামে যে কবির রচনা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজেই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বাল্যলীলা কংসবধ পর্যন্ত তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পূতনা-বধ, শকট, তৃণাবর্ত প্রভৃতি অসুরগণের নিধন, দানলীলা, নৌকালীলা, অক্রূরাগমন প্রভৃতি পালাগুলি ধারাবাহিকরূপে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বৃন্দাবনরস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মাথুর, রাস, পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। (দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, দ্র°) এই সকল আখ্যায়িকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রূপ গোস্বামীর রচনার অনুকরণ প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব যে চৈতন্য পরবর্তীযুগে হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসকে চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের কবি রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অনন্ত চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাস পৃথক্ ব্যক্তি। তাঁহারা বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'অনন্ত' চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে এবং 'দীন' পরবর্তী যুগে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তের পাণ্ডিত্য — শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র ভাগবতাদি পুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবি অনন্ত, পুরাণ অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তারপর তিনি রাস, কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণ লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। অপরপক্ষে গীতগোবিন্দের অনেক কবিতা, এমন কি এক একটা সর্গ অনুবাদ করিয়া তিনি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বৃন্দাবনখণ্ডের—

'তোর রতি আশোআশেঁ গেলা
অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেত বেণু বাজাএ যতনে॥'

ইত্যাদি সম্পূর্ণ পদটী গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের—

'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর-
বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং
হৃদয়েশম্॥'

ইত্যাদি শ্লোকগুলির ভাবানুবাদ মাত্র। আবার রাধাবিরহের—

তনের উপর হারে।
আল, মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না
পারে।' ইত্যাদি

এবং

'নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥
করে মনসিজ শর কুসুম শয়নে।

ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে॥'
ইত্যাদি পদ দুইটীতে গীতগোবিন্দের সম্পূর্ণ চতুর্থ সর্গের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বৃন্দাবন খণ্ডের—

'যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে ভুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥'

এবং

'মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরন পল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥' ইত্যাদি।

গীতগোবিন্দের দশম সর্গের—

'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

এবং

'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

প্রভৃতি শ্লোকের অনুবাদ মাত্র। গীতগোবিন্দের এইরূপ অনুকরণ গ্রন্থের অন্যত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করিয়াছিলেন ভাবিতেই অনেকে শঙ্কিত হইয়া পড়েন, অথচ গীতগোবিন্দের পদ যে তিনি আস্বাদন করিতেন তাহাতে কোনই আপত্তির কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব গীতগোবিন্দের উল্লিখিত শ্লোকগুলি কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় তিনি আস্বাদন করিতেন এই কথা বলিলে তাঁহাদের শঙ্কিত হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে একমাত্র পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লক্ষিত হয়। গ্রন্থের প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ ইহাও প্রদর্শিত হইতে পারে। সে যাহাই হউক, গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলির এইরূপ সরস অনুবাদ যে কবির পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে কবি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। অনন্ত যে সাধারণ ঝুমুর গান রচয়িতাদিগের দলভুক্ত নহেন, কিন্তু পণ্ডিত ও শক্তিশালী কবি ছিলেন তাহার নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তের কবি-প্রতিভা—পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একমাত্র পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাবই লক্ষিত হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাগবতাদি পুরাণে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইলেও রাধার উল্লেখ নাই, আর গীতগোবিন্দ মাত্র রাসের ক্ষুদ্র এক অধ্যায় লইয়া লিখিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশই কবির কল্পনাপ্রসূত। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই এই তিনটী মাত্র চরিত্র অবলম্বনে কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাম্বুল-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পরেই কৃষ্ণের প্রতি রাধার পরম বিরাগ বর্ণিত হইয়াছে। রাধা যে কুলবতী ছিলেন তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। এই অবস্থায় কৃষ্ণের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করা রাধার পক্ষে স্বাভাবিক। যদি তিনি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, তাঁহার হারাইবার কিছুই ছিল না, অতএব ত্যাগেও প্রশংসনীয় কিছুই নাই। গ্রন্থ-রচনায় কবি সেইরূপ ভুল করিয়া বসেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, রাধার বিরাগকে অনুরাগে পরিবর্তিত করাই কবির মূল পরিকল্পনা। অতএব গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত রাধার পরম বিরাগের পূর্ণ সার্থকতা রহিয়াছে। ইহাতে কুলবতী রাধার প্রকৃত স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তারপর দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া রাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাধার চরিত্র এখানেও অনিন্দ্যনীয়ই রহিয়া গিয়াছে। পরে বৃন্দাবন-খণ্ডে প্রথম রাধার ব্যাকুলতার আভাস পাওয়া যায়। অবশেষে বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। তখন নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী হইয়াছেন। এই রাধাভাব লইয়াই পরবর্তী পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেখানে শেষ হইয়াছে, পরবর্তী পদাবলী সেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিশিষ্ট মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ধর্মগ্রন্থের আদর্শে বিচার করা যায় না। কবি অনন্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া একখানি কাব্য-রচনা করিয়া গিয়াছেন। সনাতন ভাগবতের টীকায় ইহকে কাব্য পর্যায়েই স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে শৃঙ্গার ও হাস্তরসের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। মহাপ্রভু যে ভক্তগণ সহ একাধিক বার বড়াই-ঘটিত দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিও ইহার সরস রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। একমাত্র এই ঘটনার উপর লক্ষ্য করিলেই চৈতন্যদেব কি আস্বাদন করিতেন, এই প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের সাক্ষ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কাব্যখানি নাটকীয় অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়া রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের সর্বত্রই রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নাটকীয় প্রথায় রচিত ইহাই বাঙলা ভাষার আদি গ্রন্থ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবিত্ব-সম্পদেও সমৃদ্ধ। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই-কূলে' ইত্যাদি পদটীর উল্লেখ করিয়া স্বর্গগত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'বড় চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন। সেই বাঁশীর স্বরের নিকট সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা, ৮ পৃ°)। সম্প্রতি এই পদটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈষ্ণবপদাবলীতেও স্থান

লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' ইত্যাদি পদটী রূপান্তরিত আকারে নীলরতনবাবু কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি ইহাকে প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া 'সম্ভোগ-স্মৃতি' পর্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব বুঝা যায় যে, এই জাতীয় পদের মধ্যে উক্ত পদটী প্রাচীন সংগ্রহকারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। রাধাবিরহ খণ্ডের—

'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ, বড়াই'
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেক্ষিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো, কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী॥'

ইত্যাদি পদটীর সুর প্রচলিত পদাবলীর অনেক প্রসিদ্ধ পদে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন প্রথায় রূপ-বর্ণনাতেও কবি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধার রূপ বর্ণনার

'নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর॥' ইত্যাদি

এবং—

'ষোলকলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন॥
কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু, মণিগণ শোভএ দশন॥
কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজ গতি, পরিমল পারিজাত॥
সুরজনে মোহে, পুরজনে নাহি রাখ।
কালকূট বিষহরী জানল কটাক্ষ॥
সুন্দরি রাধা ল, স্বরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥'

অথবা কৃষ্ণের রূপবর্ণনার—

'ময়ূর পুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা॥

দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আল।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাশী বোলায়িতেঁ॥ ধ্রু॥
নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে॥
চন্দন চর্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে॥'

আবার এই পদটীই ভিন্ন ছন্দে নিম্নলিখিত রূপে বাণখণ্ডে পাওয়া যায়—

'ময়ূর পুছে বান্ধিআঁ চূড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোল কলা॥
কাজলেঁ উজল নয়ন যুগল
খঞ্জনক উপহাসে।
ঈষত হসিত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে॥
ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
রাধার বচন আনলেঁ দগধ
মনত করিআঁ রোষে॥ ধ্রু॥
হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ডযুগলে।
সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাতী
সম দশন উজলে॥
মনোহর হার কেয়ূর পহ্নী
আঙ্গদ যুগল হাথে।
রতন কঙ্কন আতি বিতপন
পহ্নীল জগতনাথে॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে।
তাহার উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে॥
কর্পূর বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কাহ্নাঞি বসী॥
শীতল সমীর জন মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়ত্র রাএ॥
আতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহাঞিঁ
রাধা মারিবার আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥'

প্রভৃতি পদ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুবাদেও কবি সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। রাধার বিরহদশা বর্ণনায় গীতগোবিন্দের শ্লোকের ভাবানুবাদে কবি লিখিয়াছেন—

'আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে॥
নয়ন শলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদন রূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে॥
বনের হরিনী হেন তরাসিন মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে॥' ইত্যাদি

ইহা যে কবির প্রভূত শক্তিমত্তার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই, কারণ গীতগোবিন্দের শ্লোকের এরূপ সরস অনুবাদ আজ পর্যন্তও অন্য কোনও কবির রচনায় পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

অনন্ত৪—১ ইনি কণ্ঠ্যপাধ্যায়ের পুত্র এবং 'ধর্মসিন্ধুসার'-রচয়িতা কাশীনাথের পিতা।—L. 773. Cat. Cat. ২ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—

কারকচক্র (ব্যাকরণ)। — Bhr, 637. Cat. Cat. ৩ গ্রন্থকারবি°। গ্রন্থ—চিদাম্বরশিবাষ্টক।—Bhk. 16. Cat. Cat. ৪ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রায়শ্চিত্ত (আশ্বলা°)। —B. 1. 156. Cat. Cat. ৫ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা, যোগচন্দ্রিকা, পদচন্দ্রিকা।—Hall. p. 11, L. 2127 , Ben. 66. NW. 418. Burnell. 112a. ৬ 'বাক্যমঞ্জরী'-রচয়িতা। — Oudh. vii. 8. ৭ 'বিধ্যপরাধপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ' (ধর্মশা°)-রচয়িতা। — B. 1. 236. Peters. 2. 185. ৮ 'শুক্লদশভাষ্য' নামক পাতঞ্জলসূত্রের ভাষ্য-রচয়িতা।—Peters. 2. 171. ৯ 'সাহিত্যকল্পবল্লী' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের রচয়িতা।—Taylor. 1. 6. ১০ ইনি চিন্তামণির পুত্র এবং নীলকণ্ঠ ও রামের (১৬০১) পিতা। গ্রন্থ — কামদেবগণিত টীকা, জনিপদ্ধতি (জ্যোতি°)।—W. p. 263. Oxf. 335b ; 'সুধারস' জ্যোতিষ গ্রন্থ।—Ben. 27. ১১ ইনি ভীমের পুত্র ও 'নৈগেয়াচিকানুক্রম' গ্রন্থের রচয়িতা।—Oxf. 378a. ১২ উদয়কাব্যভাণকাব্য - রচয়িতা। — Peters. 393. ~আচার্য — ১ গ্রন্থকারবি°। গ্রন্থ—অভিন্ননিমিত্তবেদান্ত। — Rice 134 ; আকাশাধিকরণবাদ। — Opp. ii. 4386 ; ওঁকারবাদ— Opp. 171. 3112 ; জ্ঞানযাথার্থবাদ—Rice 144 ; তত্ত্ববাদ—Rice 144 ; ন্যায়ভাস্কর (বেদান্তগ্রন্থ), ব্রহ্মশব্দবাদ—Opp. ii. 702, 4389 ; ব্রহ্মশব্দশক্তিবাদ — Opp. 195 ; মোক্ষবাদ—Rice 16 ; বিধুসুধাকর (বেদান্ত)—Rice 170 ; বিষয়তাবাদ — Opp. 205, 480, 4717, 4826, 5306, 7727 ই° ; শরীরবাদ Opp. 211. ii. 211, 4394 ; Rice 178. —Rice. 184. সামসবাদ—Opp. ii. 43-98. Rice. 184 ; সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন—Rice 106. Cat. Cat. ২ 'কটাপাল' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।—Bhk. 16. ৩ গ্রন্থকার। গ্রন্থ — শতকোটিখণ্ডন (ন্যায়শা°)। — Rice 120 ; স্বরূপসম্বন্ধরূপ (ন্যায়শা°)—Rice. 122. ৪ ইনি লক্ষ্মীধরের পুত্র, বিট্‌ঠলের পৌত্র এবং নৃসিংহের প্রপৌত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থ — বেদার্থচন্দ্র — Hall. p. 187 ; বেদার্থদীপিকা — NW. 20. ~ কবি — ১ 'বালমনোরমা' নামক ব্যাকরণের রচয়িতা।—Opp. 842. 2645 5331. ২ হিন্দী কবিবি°। ১৬৩৫ খ্রী° ইঁহার জীবিতকাল ; কাব্যগ্রন্থ — অনন্তানন্দ। ~কৌশিকান্বয়—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—অনন্ত অগ্নিহোত্রী, নারায়ণ, (মুহূর্তমার্তণ্ড, ১৫৭২) — W. p. 263. Oxf. 335a, L. 1737. ~গুর্জর—'ভুবনকোষ' নামক জ্যোতির্গ্রন্থের রচয়িতা।—BP. 308. ~ গোপালকৃষ্ণ শর্মা —'বেদশব্দবিভূষণ'-প্রণেতা। ~ দীক্ষিত — 'প্রয়োগরত্ন' (আশ্বলা°)-প্রণেতা। ইনি বিশ্বনাথের পুত্র। ইঁহার অপর নাম 'যজ্ঞোপবীত'। ইনি ১৭৭০—১৭৭৫ খ্রী° জীবিত ছিলেন।—IO. 958. Cat. Cat. ~দেব—১ ইনি আপদেবের পিতা।—Oxf. 2196. Cat. Cat. ২ আপদেবের পুত্র।—Hall. p. 185. ৩ কবিবি°।—Cp. p. 6. ৪ গ্রন্থকার। গ্রন্থসমূহ — অগ্নিহোত্রী প্রয়োগ। —L. 1390 ; অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি।—L. 830 ; আধান (বৌদ্ধগ্রন্থ) ই°। ৫ কাশ্যসংহিতার ভাষ্যকার।— Peters. 3. 383. ৬ গোত্রপ্রবরনির্ণয়-কার।—NW. 1087 'কারিকা' (ধর্ম)-কার।—B. 3. 66. ৮ দত্তকপুত্রবিধান' গ্রন্থ প্রণেতা—NW. 106. 116. ৯ নির্ণয়বিন্দু (ধর্ম)-রচয়িতা—Burnell. 140. ১০ 'ভোজনসূত্র', 'যজুঃসন্ধ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।—Cr. B. 1, 186, B. 1. 234. ১১ 'বিষ্ণুযাগ' গ্রন্থের রচয়িতা।—Oudh. 1877. 30. ~ দেবযানি — শিশুপালবধটীকা-রচয়িতা।—B. 2. 94. ~দৈবজ্ঞ— ইনি কেশবদৈবজ্ঞের পুত্র। ইঁহার বাসস্থান নন্দিগ্রাম। ইনি 'কালনির্ণয়াববোধ'-রচয়িতা। —Bik. 399. ~নারায়ণ—১ ইনি বামনাচার্যের পিতা।—Oxf. 3796. ২ 'আনন্দবল্লীস্তোত্র'-কার।—Burnell. 200a, Opp. ii. 8616. ~পণ্ডিত—১ 'ভাবফল' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা।—K. 236. ২ 'মন্ত্ররত্ন' নামক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা।—NW. 196. ৩ ইনি নাগদেব ভট্টের পুত্র ও জহুর পৌত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'আহ্নিকপারিজাত'—NP. ii. 80 ; কথামৃতনিধি—IO, 2146. Hall p. 183. ই°। ~ভট্ট— ১ মুকুন্দভট্ট গাড়েগিলের (তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকাকার) পিতা।—Hall. p. 70. 76. IOC. i. 677a. ২ গ্রন্থকার। গ্রন্থ — অদ্বৈতচন্দ্রিকা বেদান্ত —L. 2494. সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা বেদান্ত।—L. 2995. ৩ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তিথিনির্ণয় বা তিথ্যাদিনির্ণয় (ধর্ম)— Hall. p. 187. B. 3. 80. Bik. 478 ; সময়নির্ণয় —L. 2795. ৪ নক্ষত্রেষ্টিনিরূপণ-রচয়িতা। —Peter. 2. 185. ৫ ন্যায়গ্রন্থ 'পদমঞ্জরী' প্রণেতা।—Khn. 64. ৬ গ্রন্থকার। গ্রন্থ —পরতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক বেদান্তগ্রন্থ।—Opp. 5571. প্রমাণপদ্ধতি-প্রকাশিকা—Burnell. 107b. ৭ 'প্রাতিশাখ্যব্যাখ্যা' গ্রন্থকার।—Bhr. 518. ৮ 'মহাভাষ্যপ্রদীপ'-বিবরণ' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ। — NW. 66. ৯ শ্রাদ্ধোপযোগিবচন-প্রণেতা।—B. 3. 132. Peter. 3. 389. ১০ 'সংস্কৃতমঞ্জরী' (ব্যাকরণ)-কার।—B. 3. 28. ১১ 'সদাচারনির্ণয়' (ধর্ম) প্রণেতা।—B. 3. 136. ১২ 'সাংখ্যসূত্রপ্রদীপিকা'-রচয়িতা। — K. 140. ১৩ ইনি কমলাকর ভট্টের পুত্র, রামকৃষ্ণ ভট্টের পৌত্র ও নারায়ণ ভট্টের প্রপৌত্র। ইনি ১৬৪০-১৬৭০ খ্রী° জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ— ত্রিংশৎ-শ্লোকীব্যাখ্যা সুবোধিনী। — Bik. 484. রামকল্পদ্রুম।—Ben. 129. Np. x. 10. শাস্ত্রার্থমালাবৃত্তি।—L. 2129. Ben. 66. NW. 418. Burnell, 112a. ১৪ ইনি যদুভট্টের পুত্র (১৭শ শতাব্দী)। গ্রন্থ—তীর্থরত্নাকর।—Bik. 477. ১৫ 'ভারতচম্পূ'-প্রণেতা। ১৬ ইঁহার অপর নাম—অনন্ত বাপুভট্ট। ইঁহার রচিত গ্রন্থ — প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি — K. 184.

~ভাষ্য—নির্ণয়সিন্ধুতে উল্লিখিত ভাষ্যবি°। ~মিশ্র—১ 'ন্যায়প্রদীপ' নামক মীমাংসা-গ্রন্থকার।—L. 2979. ২ পাকযজ্ঞপদ্ধতি-প্রণেতা।—B. 1. 228. ৩ জৈমিনিভারত-প্রণেতা। ~যজ্বা কবীয়সাতাভট্ট—কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র। গৌতম-কৃত 'প্রীতিমেধ-সূত্র'-ব্যাখ্যাকার।—Brl. 57. ~যাজ্ঞিক—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র-ভাষ্যকার — IO. 758. 759. ইনি প্রতিজ্ঞা-পরিশিষ্ট ভাষ্য রচনা করেন। — L. 2578. ~রাম—১ 'কর্পূরস্তব'-টীকাকার — L. 473. NW. 204. ২ 'দত্তকদীধিতি' নামক ধর্মগ্রন্থকার। — NW. 116. Np. 111. 12. ৩ 'স্বত্বরহস্য'-কার। — Cat. Cat. ~রাম বিদ্যাবাগীশ— রামচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র। ইনি 'সহানুমরণবিবেক'-রচয়িতা। — L. 2468, Oudh. xiii. 18. Tub. 20. IOC. 1530. ~ব্রত — ধর্মগ্রন্থ।—Taylor 1. 124. Opp. ii. 3953. ~ব্রতকথা—ধর্মগ্রন্থ।—Burnell. 144. ~ব্রতকল্প—গ্রন্থবি°।—Taylor. 1. 33. ~ব্রতপূজা—গ্রন্থবি°।—Burnell 144a. Bhr. 542. ~শক্তি—বহুরূপগর্ভস্তোত্র ভক্তিগ্রন্থবি°।—Report. xxx. Oudh. ix. 20. ~শয়ন-মাহাত্ম্য—গ্রন্থবি°।—Opp. 5884. ~সেন—উদ্ধারণের পুত্র ও শিবদাস সেনের পিতা—L. 1630. 2932. Cat. Cat.

অনন্ত৬—ময়ূরভঞ্জের পুণ্ডল গ্রামে শোণগর্ভ হইতে একটী মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। পূর্বে নদীতীরস্থ মন্দিরে এই মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই মূর্তির উচ্চতা পাঁচ ফুট এবং প্রস্থ তিন ফুট। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটী নাগকুণ্ডলী আছে: ইহার মস্তকে সাতটী নাগের ফণা আছে; ইহার কোন যজ্ঞোপবীত নাই। এই মূর্তিটী সাধারণের নিকট 'অনন্ত' বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাও ২৩শ জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি বলিয়া অনুমিত হয়।—ASM. i. p. 92. ~নাগ—ঝিলাম নদের দক্ষিণ তীরে কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী ইস্‌লামাবাদের ন্যামান্তর।—GDI. Lond. 1927, p. 6. ~পদ্মনাভ—ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রামে অবস্থিত অনন্তপুর। নামান্তর — পদ্মনাভপুর। এই স্থানের পদ্মনাভের মন্দিরে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ গমন করিয়াছিলেন।—চৈতন্যভা°। ~পুরশাসন—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের একটী গ্রাম। ইহা প্রাচীনদীর তীরে অবস্থিত।—ASM. ccxxii. ~পোক্‌খরণী—প্রাচীন পুষ্করিণী-বি°। রাজা প্রথম পরাক্রমবাহু (পরক্কমবাহু) পুলথিপুরে এই পুষ্করিণীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণীর চারি ধারের ধাপ-গুলি নাগরাজ অনন্তের কুণ্ডলীর ন্যায় নির্মিত হইয়াছিল।—চূল্লব° ৭৩. ১২০। ~র পেয়্যাল—পালি বিধুরজাতকের একটী অংশ।—জাতক. ৬, ৬০৪। ~র ভণ্ডকতিথ—সিংহলের মহাবালুক-গঙ্গার ঘাটবি°।—চূল্লব° ৭২. ১৬ ॥ MDPP ॥ ~বিশ্রমী—বোধিসত্ত্ব বিশেষভাবের নাম।—B. L. 1. 2. ~বীর্য — জৈনদিগের ভবিষ্যৎ উপসপিণী-কালের ২৩শ অর্হৎ। [অনন্তদেব দ্র°]

অনন্ত৭—(গণিত-শা°)। অনন্ত বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমাদের কল্পনাতীত। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তই সীমাযুক্ত; সুতরাং 'অনন্তে'র অস্তিত্ব-প্রমাণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—একরূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ এ-যাবৎ যে সকল প্রমাণ এ সম্বন্ধে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের সমস্তই ভ্রান্তিযুক্ত। কিন্তু সেই জন্যই 'অনন্ত' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, অথবা 'অনন্ত' শব্দটী অর্থশূন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষেও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না।

'পর্যায়' (class) বলিতে 'কোন বিশেষ ধর্ম-(property)-সমন্বিত বস্তুনিচয়ের সমষ্টি' বলা যাইতে পারে। পর্যায় সান্ত অথবা অনন্ত দুই প্রকার হইতে পারে। জগতের মনুষ্যজাতির পর্যায় সান্ত। অঙ্কবাচক (cardinal) সংখ্যাগুলি 'অনন্ত' পর্যায়ের অন্তর্গত।

একটী সরল রেখার (St. line) দৈর্ঘ্য অনন্ত বলা যাইতে পারে; কারণ কোন নির্দিষ্ট একক (unit) লইয়া ইহার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। এই অর্থেই সরল রেখাকে অনন্ত বলা হইয়া থাকে। আবার যে কোন রেখার মধ্যেই (তাহা সান্ত হউক অথবা অনন্ত হউক) অনন্ত বিন্দু লওয়া যাইতে পারে; কারণ যে কোন দুইটী বিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ একটী বিন্দু সকল সময়ই লওয়া সম্ভব; সুতরাং যে কোন দুইটী বিন্দুর মধ্যে অনন্ত সংখ্যক বিন্দু থাকিতে বাধ্য। এইরূপে একটী রেখা হইতে একটী খণ্ড (Segment) লইলে খণ্ডরেখাটিকেও আবার সেইরূপে বিভক্ত করা যায়। এই উপায়ে মূল রেখাটিকে ক্রমান্বয়ে খণ্ড করিতে থাকিলে আমরা অনন্ত-সংখ্যক খণ্ড পাইব। এই খণ্ড-গুলির যে কোন একটী পূর্ববর্তী খণ্ডের সম্পূর্ণ অন্তর্গত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যে কোন রেখার দৈর্ঘ্য অনন্ত এবং ইহার যে-কোন খণ্ডের মধ্যে 'অনন্ত'-সংখ্যক বিন্দু বর্তমান। space বা দেশ সম্বন্ধেও সেইরূপে বলা যাইতে পারে যে ইহা ব্যাপ্তি-সীমাহীন। ইহার অন্তর্গত অনন্ত-সংখ্যক বিন্দু, অনন্ত-সংখ্যক রেখা এবং অনন্ত সংখ্যক-সমতল (plane) এবং ইহার মধ্যে অনন্ত-সংখ্যক দেশ-খণ্ড আছে।

উপরি-লিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যায় যে 'অনন্ত-শব্দটী অর্থহীন' এমন সিদ্ধান্ত করা তদপেক্ষা অর্থহীন। বর্তমানে 'অনন্তে'র একটী সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। এস্থলে গণিতের বিশ্লেষণ বা analysis-এ অনন্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অঙ্কবাচক সংখ্যাগুলির পর্যায় অনন্ত। ইহার অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে। n যদি একটী পূর্ণ সংখ্যা হয়, যেমন 100 বা 1,000 বা 1000,000, তাহা হইলে n হইতেও অধিক সংখ্যক পূর্ণ সংখ্যা থাকিতে বাধ্য। কারণ n বলিতে যদি আমরা 1,000,000 ধরিয়া থাকি, তাহা হইলে অন্ততঃ 1,000,001 গুলি পূর্ণ সংখ্যা আছে। সেইরূপ অকরণীগত

সংখ্যা (rational numbers) অথবা বাস্তব সংখ্যা (real numbers) অনন্ত।

'n অনন্তগামী (n tends to infinity)' এই পদসমষ্টির অর্থ-- উল্লিখিত ব্যাপারটী একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—মনে করা যাক্ যে n-এর মান পর পর 1, 2, 3,..... এই সংখ্যাগুলি হইতেছে, n-এর মান প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে প্রতি সেকেণ্ডেই n মান পরিবর্তন করিতেছে। সুতরাং সেকেণ্ড যতই অগ্রসর হইতেছে n-ও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতেছে এবং ইহার এই বৃদ্ধির কোথাও সীমা নাই। আমরা যত বৃহৎ সংখ্যাই কল্পনা করি না কেন (যথা,—87816292416988), এমন সময় আসিবেই যখন n-এর মান এই সংখ্যা হইতেও অধিক হইবে।

n-এর এই অন্তহীন বৃদ্ধিকে একটী ক্ষুদ্র পদ-সমষ্টি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। তাহা হইতেছে 'n অনন্তগামী' অথবা n ∞। গণিতে অনন্তের সংক্ষেপ হিসাবে শেষোক্ত-চিহ্নটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'n অনন্তগামী' এই পদসমষ্টিকে ব্যাখ্যা করিতে আমরা n-কে সময়ের উপর নির্ভরশীল (dependent) করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে n-এর সহিত সময়ের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রকৃতপক্ষে 'অনন্ত' বলিয়া কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। সেই কারণে n কখনই অনন্তের সমান হইতে পারে না। 'n অনন্তের সমান' এইরূপ বাক্য সম্পূর্ণ অর্থহীন।

n = অনন্ত

এইরূপ একটী সমীকরণ সম্পূর্ণ নিরর্থক। সেইজন্যই 'n অনন্তগামী' এইরূপ পদসমষ্টির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। [অপেক্ষক, সীমা, শ্রেণী, অনুক্রম ও ক্যালকুলাস দ্র°]

জ্যামিতির (Enclidian Geometry) ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার জন্য অনন্তকে নির্দিষ্ট space বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং অনন্তস্থিত বিন্দু, রেখা ও সমতলের (points, lines and plane at infinity) বিষয় জ্যামিতিতে পাওয়া যায়। দুইটী সমান্তরাল রেখা অনন্তস্থিত বিন্দুতে মিলিত হয়। যে কোনও সরল রেখার অন্তিমপ্রান্ত দুইটী অনন্তস্থিত বিন্দুতে মিলিত হয়। সমতলস্থিত যে কোনও দুইটী বৃত্ত (circle) অনন্তস্থিত দুইটী নির্দিষ্ট বিন্দুর (circular points I and J) মধ্য দিয়া গমন করে। এই নির্দিষ্ট বিন্দু দুইটী যে রেখার উপর আছে তাহাকে অনন্তস্থিত রেখা বলা হয়। সমতলস্থিত প্রত্যেক রেখাই অনন্তস্থিত রেখাকে একটী করিয়া অনন্তস্থিত বিন্দুতে ছেদন করে। প্রত্যেক অনন্তস্থিত রেখা একটী সমতলের উপর অবস্থিত। এই সমতলটীকে অনন্তস্থিত সমতল বলা হয়। যে কোনও দুইটী গোলক (sphere) অনন্তস্থিত সমতলে একটী নির্দিষ্ট বৃত্তে মিলিত হয়। [জ্যামিতি দ্র°]

পাটিগণিতে অনন্ত শূন্যের বিপরীত, (reciprocal) যথা $\frac{1}{0}$, বলিয়া বিবেচিত হয়।

গণিতে কখনও কখনও 'সম্পূর্ণ' (perfect, complete) এই অর্থে অনন্ত শব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী বৃত্তের পরিধিকে (circumference) 'অনন্ত' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিধির ব্যাপ্তি সান্ত।

[Hardy : Pure Mathematics, ch. iv; Goursat : A course of Mathematical Analysis Vol. I; E. W. Hobson : Theory of Functions of a Real Variable, Vol. I (3rd ed.); L. Couturat : De l'infini mathematique (1896)].

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনন্ত আচার্য—১ 'বেদার্থদীপিকা' ও বেদার্থচন্দ্র' নামক গ্রন্থ—রচয়িতা ইনি লক্ষ্মীধরের পুত্র। ২ দার্শনিক পণ্ডিতবি°। ইনি সংস্কৃত ভাষায় দার্শনিক ও বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বৈষ্ণব আচার্য। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। ৪ অদ্বৈতের শাখাভুক্ত বৈষ্ণব আচার্য। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য হইতে ইনি পৃথক্ ব্যক্তি।

অনন্ত কন্দলী—রামায়ণ-কার। ইঁহার অপর নাম রামসরস্বতী; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ। ইনি যে সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তখন বাঙলা ভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কৃত্তিবাসের পরে ইনিই রামায়ণ রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়; 'অনন্ত রামায়ণ' অন্ততঃ চারি পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ—বৃত্রাসুরবধ, কুমারহরণ, শোহদশম্, যুদ্ধযাত্রা, সহস্রনামবৃত্তান্ত, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি।

[ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং), ১৩৯ পৃ°; শিবরতন মিত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, ৬ পৃ°; N. Vasu : Hist. of Kamrup, vol. ii. 109, 111, 125]

অনন্তকাণ্ডি বাউরি — উৎকলের বাউরি জাতির আদি পুরুষ। উৎকল-কবি বলরাম দাসের 'সিদ্ধান্তডম্বর' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, নিরাকারের (ব্রহ্মার) দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বিপ্রগণ, মুখ হইতে বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্র হইতে বাউরি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। নিরাকারের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পূর্ণযৌবনা পদ্মালয়া নামে এক দেবীর উৎপত্তি হয়; পদ্মালয়া ও বিশ্বামিত্র হইতে অনন্তকাণ্ডি বাউরি ও পরে ছুলি বাউরির জন্ম হয়।—ASM. cxxi.

অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। পিতা—সুব্রহ্মণ্য উপাধ্যায়। জন্ম—১৮০৯ শকে। ইনি মলবার দেশীয় ব্রাহ্মণ। বেঙ্কট সুব্বা শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাবেশ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইনি বহু গ্রন্থে ও গ্রন্থের ভূমিকায় রামানুজাদি মত খণ্ডন করিয়া লেখেন। ইঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিবাহসময় মীমাংসা, ধর্মপ্রদীপ, কর্মপ্রদীপ-ব্যাখ্যা, মীমাংসা-শাস্ত্রসার প্রভৃতি অন্যতম।

অনন্তগিরি — হায়দরাবাদের এলগাণ্ডেল জেলাস্থিত দুর্গবি°। অনন্তগিরির এই পুরাতন দুর্গ সিরসিল্লা তালুকের এক পাহাড়ের উপর

অবস্থিত ছিল। এখন উহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে।—IG. xii. 6.

অনন্তগুম্ফা — গিরিগুহাবি°। ইহা উড়িষ্যার কটক জেলায় অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরি নামক পর্বতের উপরে অনন্তগুম্ফা অবস্থিত। খণ্ডগিরিগুম্ফাগুলির মধ্যে সাতঘর বা সাতবখরা, নবমুনি ও অনন্তগুম্ফা অতি প্রসিদ্ধ। প্রথম দুইটীতে জৈনপ্রভাব বেশ প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অনন্তগুম্ফায় বোধিদ্রুম চিত্র, বৌদ্ধদের ত্রিশূল, স্তূপ ও স্বস্তিক চিহ্ন থাকায় গুম্ফাটী যে বৌদ্ধদের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[M. M. Ganguhy : Orissa and her remains, p. 31 ; Monmohan Chakrabarti-Notes in the remain's in Dhauli and in the caves of Uaayagrri and Khandagire, p. 8 ; Shah : Jainism in North India—pp. 150-151. ASR. for 1902-3]

অনন্তচতুর্দশী—ব্রতবি°। মহাভারতে এবং ভবিষ্যপুরাণে (১০২. ৩১) অনন্তদেবের পূজা এবং অনন্তচতুর্দশী-ব্রত মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে একদা নিকটে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে পাণ্ডবসখা! আমরা তো কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্যই পৃথিবীতে জন্মিয়াছি, এই অনন্ত দুঃখসাগর হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় যদি থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্বক বল। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—জগতের নরনারীর সর্বপাপক্লেশনাশক, সকল কামনাপূরক অতীব শুভকর অনন্তব্রত আছে। তাহা ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে কর্তব্য। এই মহদ্‌ব্রত অনুষ্ঠান করা মাত্র সকল পাপের বিনাশ হয় এবং পরম শান্তিলাভ হয়। যুধিষ্ঠির অনন্তের স্বরূপ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, শেষ, সর্বব্যাপী ঈশ্বর, সৃষ্টিসংহারকারী, বিশ্বরূপ, পরমাত্মা যে আমি, সেই এই অনন্ত—যাঁহাতে চতুর্দশ ভুবনের চতুর্দশ ইন্দ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, সপ্ত ঋষি, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নক্ষত্র দশ দিক্‌, সপ্ত ঊর্ধ্বলোক, সপ্ত অধোলোক সব অবস্থিত, তাঁহাকে আমা অপেক্ষা ভিন্ন বলিয়া কদাচ সন্দেহ করিবে না।' যুধিষ্ঠিরাদি ব্রতের মাহাত্ম্য শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সত্যযুগে সুমন্ত নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শীলা নাম্নী অতীব সুশীলা এক কন্যা ছিল। মহর্ষি কৌণ্ডিন্যের সহিত শীলাদেবীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর পিতৃগৃহ হইতে স্বামিসহকারে স্বামিগৃহে যাইবার সময় পথে এক সরোবরে রমণীগণকর্তৃক কোন ব্রত অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া অনুসন্ধান ক্রমে ভাদ্রমাসীয় শুক্লাচতুর্দশীতে কৃত্য অনন্তব্রতের বিবরণ অবগত হইলেন। শীলাদেবী স্বামিগৃহে গিয়া প্রতি বৎসর এই ব্রত ভক্তির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। অনন্তদেবের অনুগ্রহে প্রভূত সুখৈশ্বর্যের অধিশ্বরী হইয়া তিনি স্বামিসোহাগিনী হন। কৌণ্ডিন্য একদা পত্নীর সুবর্ণালঙ্কৃত ও মণিমাণিক্যাদি বিভূষিত দেহে সামান্য ডোরিকা-বেষ্টনী অর্থাৎ অনন্তদেবের আশীর্বাদী চতুর্দশ গ্রন্থিযুক্ত রক্ষাসূত্র দর্শন করিয়া সৌভাগ্যবতী পত্নীর শত বাধা সত্ত্বেও তাহা ছিন্ন করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। সাধ্বী ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীতা হইয়া দগ্ধপ্রায় ডোরিকাকে অপর সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ববৎ বামকরে ধারণ করিলেন, কিন্তু দাম্ভিক কৌণ্ডিন্যের এই অনর্থাচরণে অচিরেই ভীষণ ভাগ্যবিপর্যয় উপস্থিত হইল। বিপদের কশাঘাতে কৌণ্ডিন্যের চৈতন্যোদয় হইল, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অনন্তের সন্ধানে ব্যাকুল প্রাণে ধাবিত হইলেন। বহু বৎসর অতীব দুরূহ তপস্যাদির পর তিনি বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী অনন্তদেবের দর্শনলাভ করেন। অনন্তদেব কৌণ্ডিন্যের প্রতি অশেষ প্রীত হইয়া স্বরূপ প্রদর্শন ও বিবিধ বরদান করিবার পর বলিলেন—

'ব্রাহ্মণোঽহমনন্তোঽস্মি গৃহং গচ্ছ ব্রতং কুরু।
পুন স্তব সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলান্ প্রাপ্স্যসি ত্বং পরং পদম্॥'

এইরূপে অনন্তচতুর্দশী-ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন—

'লোকানামুপকারায় অবতীর্ণোঽস্মি ভূতলে।
এবং ময়া তে কথিতং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
চরানন্তব্রতং পার্থ! বর্ষাণি নব পঞ্চ চ।
সর্বদুঃখাদ্বিনিস্তীর্য মামন্তে সমবাপ্স্যসি॥'

'আমি বিশ্বমানবের কল্যাণার্থই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই কল্যাণেচ্ছাতেই সকল ব্রতের মধ্যে এই উত্তম ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। হে কুন্তীনন্দন! চতুর্দশ বৎসর এই ব্রত অনুষ্ঠান কর, ইহার ফলে সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।'

এই ভগবদ্‌উক্তির প্রতি অটল বিশ্বাস হেতু ব্রতানুষ্ঠানকারী নরনারীগণ অনন্ত দুঃখসন্তাপনাশের প্রার্থনা জানাইয়া অনন্তদেবের উদ্দেশে সর্বদা কোটি কোটি প্রণাম করেন—

'অনন্ত-সংসার-মহাসমুদ্রে
নিমগ্নমভ্যুদ্ধর বাসুদেব!
অনন্তরূপে বিনিয়োজয়স্ব
অনন্তরূপায় নমো নমস্তে॥'

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অনন্ত দাস — জনৈক উৎকল-কবি। ময়ূরভঞ্জের বৈষ্ণব কবি অচ্যুতানন্দ দাসের 'শূন্যসংহিতা' নামক পুস্তকে দেখা যায়, অনন্ত দাস তদানীন্তন ছদ্মবেশী বৌদ্ধ-গুরু ছিলেন; তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে তাঁহারা বর্তমান ছিলেন। —ASM. cxxvi. etc.

অনন্তদেব — ১ ইনি কুন্দাপা জেলার মাতলা সর্দার। ইহার উপাধি 'চোল মহারাজ'। ইনি যে তুলাদান করিয়াছিলেন তাহার লিপি বর্তমান আছে।—VR. i. Cudd. 601-82.
২ রাজা সিঙ্ঘণের (১২১০-৪৭ খ্রী°) রাজসভা-জ্যোতির্বিদ। রাজা সিঙ্ঘণ জ্যোতিষচর্চার প্রচলনে উদ্যোগী ছিলেন। জ্যোতির্বিদশ্রেষ্ঠ ভাস্করাচার্যের পৌত্র চাঙ্গদেব ও ভ্রাতা শ্রীপতির পৌত্র অনন্তদেবকে নিজ রাজসভায়

অধিষ্ঠিত করেন।—IG. ii. 341. ৩ উত্তর-কোঙ্কণের শিলাহার বংশীয় ১৪শ নৃপতি।

অনন্তপালয্য—কল্যাণের পশ্চিম চালুক্য-বংশীয় রাজা ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের এক জন অমাত্য এবং করদরাজ। ১১০২-১১০৭ খ্রী° বেড়জোলা, পুলিগিরি ও বনবাসী জেলার শাসনকর্তা ছিলেন। — FKD. Bom. Gaz. 451 ; Duff CI.

অনন্তপুর (জেলা)—মাদ্রাজ প্রদেশের যে চারিটী জেলা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট্ কর্তৃক ১৮০০ খ্রী° নিজামের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল এই জেলাটী তাহাদের মধ্যবর্ত্তী। অক্ষ° ১৫° ১৪´ হইতে ১৬° ৪৯´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৯´ হইতে ৭৮° ৯´ পূ° মধ্যে। ইহার আয়তন ৬,৭৪১ বর্গ মাইল।

লোক সংখ্যা — ১৮৯১ খ্রী° পুরুষ — ৪৪২,০০৫ ও স্ত্রী—৪২০,৬৩৫ ; ১৯০১ খ্রী° পুরুষ — ৪৭৮,৭১৭ ও স্ত্রী — ৪৫৫,০৪০ ; ১৯১১ খ্রী° পুরুষ — ৪৯৪,২৩২ ও স্ত্রী° — ৪৬৮,৯৯১। ১৯৩১ খ্রী° পুরুষ—৬৩৯,৫৩৪ ; স্ত্রী — ৫১০,৮৭৭ ; মোট সংখ্যা — ১০৫০৫১১।

ইহার উত্তরে বেলারি এবং কর্ণুল জেলা, পশ্চিমে বেলারি এবং মহীশূর সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণে মহীশূর পূর্বে কুড্ডপা জেলা।

অনন্তপুর জেলা মহীশূরে, মালভূমির সর্বাপেক্ষা উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার ঢালু অংশ দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে এই জেলাটী সমুদ্র হইতে ২২০০ ফুট উচ্চ। কিন্তু এই উচ্চতা কমিতে কমিতে উত্তরে গুটিতে ১০০০ ফুটে এবং উত্তর-পূর্ব তাকপত্রিতে ৯০০ ফুট দাঁড়াইয়াছে। এই জেলার পূর্বদিক পর্বতসঙ্কুল। উত্তর-পূর্বদিকে সমভূমি, ইহার মাটি কৃষ্ণবর্ণ এবং তুলা জন্মিবার উপযোগী। গুটি তালুক এবং এই স্থানটী ছাড়া এই জেলাটী অনুর্বর বৃক্ষশূন্য সমভূমি। ইহার মাটি লাল। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, পাহাড়ের নীচে ঝোঁপ দেখা যায়, কিন্তু উচ্চ স্থানগুলি একেবারে রিক্ত ও বনানীশূণ্য। এই জেলার উত্তরাংশে তুলা জন্মে কিন্তু তাহা ছাড়া এই জেলাটী অত্যন্ত অনুর্বর।

তাড্পত্রি তালুকের মধ্য দিয়া মুচুকোটা পাহাড় গিয়াছে। এই জেলার অন্যান্য স্থান গ্রানাইট জাতীয় পাথরের পাহাড় গোম্বুজাকৃতি অবস্থায় চতুর্দিকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেটী সর্বোচ্চ, সমুদ্র হইতে তাহার উচ্চতা ৩,০৯১ ফুট। সমগ্র জেলাটী বলিতে গেলে পেন্নের নদীদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। এই নদীটী দক্ষিণ হইতে এই জেলায় প্রবেশ করিয়া প্রায় ৮০ মাইল পর্যন্ত উত্তর দিকে ধাবিত হইয়া হটাৎ পেন্না হোবিলামের নিকটে পূর্বমুখী হইয়া ৫০ মাইল ধরিয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়া কুড্ডপা জেলায় গিয়া পড়িয়াছে।

অপর দুইটী নদীর নাম চিত্রাবতী এবং হগরি (Hagari)। প্রথমটী পেন্নেরের সহিত কুড্ডপা জেলার অন্তর্গত জম্মলমডঘ নগরের নিকট সম্মিলিত হইয়াছে। অপরটী বেলারি জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমানায় তুঙ্গভদ্র নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।

এই জেলায় প্রায় সকল প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে হীরকের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। হগরি (Hagari) এবং পেন্নর নদীর মধ্যবর্ত্তী বজ্রকরুর নামক গ্রামের নিকটে মাটির উপরে কখনও কখনও হীরক পাওয়া যায়। করানডুম (corundum) এবং স্টীটাইট জাতীয় পাথরও এই জেলায় পাওয়া যায়।

যে সমুদয় বৃক্ষ অনুর্বরএবং শুষ্কভূমিতে জন্মে, সেই প্রকার বৃক্ষ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, যথা—বাবুল, মর্গোশা, তেঁতুল প্রভৃতি।

এই জেলার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। ফাল্গুন মাসে ইহার গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয় এবং জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতে বর্ষা আরম্ভ হয়। ইহার পর গ্রীষ্মের উত্তাপ চলিয়া যায় এবং মাদ্রাজের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলাটী বিশেষ আরামপ্রদ হয়।

এই জেলায় জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত বারিপাত হয়। আশ্বিন মাসেও বৃষ্টি অনেক সময়ে পড়ে। মাদ্রাজের অপরাপর জেলা অপেক্ষা অনন্তপুরে সর্বাপেক্ষা কম বর্ষা হয়।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এক শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়—৯৩৬ খ্রী° ২৫শে জুন নোলম্বা রাজ অন্নয্য অনন্তপুরে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। বেলারি জেলার হুবিনহদগলি তালুকের লিপি হইতে জানিতে পারা যায়—পশ্চিম চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য অনন্তপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন —চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দের মধ্য ভাগে অনন্তপুর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত হয়। পেনুকোণ্ডা এবং গুটির (Gootyর) পর্বতীয় দুর্গ দুইটী বিজয়নগর রাজাদিগের দুইটী প্রধান স্থান ছিল। ১৫৬৫ খ্রী° রামরাজা তালিকোটার যুদ্ধে যখন সম্মিলিত মুসলমান-দিগের সৈন্যের হস্তে পরাজিত এবং নিহত হন তখন দুর্বল রাজা সদাশিব বিজয়-নগরের মূল্যবান্ সম্পদ লইয়া পেনুকোণ্ডাতে পলাইয়া আসেন। কয়েকবৎসর এই দুর্গটী পরাজিত রাজবংশকে আশ্রয় দান করে। এই দুর্গটী মুসলমানদিগের হস্তে যাইবার কিছুকাল পূর্বে বিজয়নগরের রাজ-পরিবারকে আর্কোটের উত্তরে চন্দ্রগিরিতে স্থানান্তরিত করা হয়। গুটিও মুসলমানদিগের অধীনে আসে, কিন্তু অবশেষে বিখ্যাত মরাঠা সর্দার মুরারি রাওএর হস্তগত হয়। এই সময়ের অরাজকতায় রাষ্ট্রশক্তিসমূহ কতকগুলি স্ব স্ব-প্রধান ভূম্যধিকারীগিগের হাতে গিয়া পড়ে। ইঁহারা ইতিহাসে পলিগার নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা বিশেষ প্রবল ছিল না। পরস্পরের সহিত কলহে এবং যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন তাঁহার খামখেয়ালি ব্যবহারে ইঁহাদের ক্ষমতা কখনই বেশী বাড়িতে পারে নাই। যখন দক্ষিণে হায়দার আলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটবর্ত্তী

এই জেলাটীকে নিজের আয়ত্তাধীন করেন। গুটিতে একমাত্র মুরারি রাওই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হন, কিন্তু ১৭৭৫ খ্রী° মুরারি রাও হায়দার আলির দ্বারা এই দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া খাদ্য এবং পানীয়ের অভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

যখন টিপু সুলতান ১৭৯২ খ্রী° ইংরেজ, নিজাম এবং মরাঠার দ্বারা পরাজিত হন, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। অনন্তপুর জেলার উত্তরপূর্ব অংশ ইহার ফলে নিজামের হাতে আসে। ১৭৯৯ খ্রী° টিপু সুলতান যখন শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে ইংরেজদিগের হস্তে পরাজিত এবং নিহত হন, তখন এই জেলার অবশিষ্টাংশ নিজাম পাইলেন। ১৮০০ খ্রী°-র সন্ধিতে নিজাম কয়েকটী জেলা ইংরেজ কোম্পানীকে Subsidary force-এর ব্যয়স্বরূপ সমর্পণ করিলেন। এই কয়েকটী জেলা একটী শাসনকেন্দ্রস্বরূপ সংগঠিত হইয়া সর্বপ্রথমে সুপ্রসিদ্ধ মেজর মনরোর (যিনি পরে Sir Thomas Munro হইয়াছিলেন) শাসনাধীনে রাখা হইয়াছিল (ইনি এই কয়েকটী জেলার সর্ব প্রথম কলেক্টর)। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ড একজন কলেক্টরের দ্বারা সুশাসিত হওয়া শক্ত বলিয়া ইহাকে দুইটী জেলা করিয়া ভাগ করা হইল। অনন্তপুর জেলাটী তখন বেলারি জেলার একটী তালুক হইল। কিন্তু ইহাতেও দেখা গেল যে শাসনকার্য সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হইতেছে না, সেইজন্য ১৮৮২ খ্রী° ইংরেজ গভর্নমেন্ট বেলারিকে বিলারি এবং অনন্তপুর নামক দুইটী জেলায় বিভক্ত করিলেন।—IG. v. 347.

অনন্তপুর (মহকুমা) — অনন্তপুর জেলার একটী মহকুমা। অনন্তপুর এবং কল্যাণদ্রুগ ইহার অন্তর্গত দুইটী তালুক। —IG. v. 349

অনন্তপুর (তালুক) — অনন্তপুর জেলার অনন্তপুর মহকুমার অন্তর্গত। ইহার আয়তন ৮৬৭ বর্গ মাইল। এই তালুকটীর জমি বন্ধুর ইহার মাটি কঙ্করযুক্ত, এবং এখানে বৃক্ষাদি প্রায় জন্মে না বলিলেই হয়। পেন্নের এবং চিত্রাবতী নদী ইহার উত্তর এবং পূর্বাংশ ধৌত করে, এই মহকুমার চাষবাস বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। অনন্তপুর সহরের মধ্যে যে বৃহৎ সরোবরটী আছে তাহা ১৩৬৪ খ্রী° বিজয়নগরের দেওয়ান চিক্‌কপ্পা উদায়ুর দ্বারা খনিত হয়। — IG. v. 349.

অনন্তপুর (নগর) - এই সহরটী এই নামের জেলা, মহকুমা এবং তালুকের শাসন, কেন্দ্র। ১৩১৪ খ্রী° দেওয়ান চিক্‌কপ্পা উদায়ুর এই সহরটী তাঁহার পত্নী অনন্তার নামে নামকরণ করেন। ১৭৫৭ খ্রী° মরাঠা সর্দার মুরারি রাও এই স্থানটী অবরোধ করেন। এই স্থানটী তখন হাণ্ডে-বংশীয় ভূমধ্যকারীদিগের অধীনে ছিল। এই স্থানটীর জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া তিনি মুরারি রাওকে নিবৃত্ত করেন। ১৭৭০ খ্রী° হায়দার আলি বেলারি এবং গুটি অধিকার করিয়া এই দেশের উপর ৬২০০০ টাকা বাৎসরিক করস্বরূপ নির্ধারিত করেন, এই অত্যধিক অর্থ এইখানকার রাজবংশ দিতে না পারায়, হায়দার ইহার জমিদারকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া ইহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। টিপু যখন যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন তখন তিনি হাণ্ডে পরিবারের রাজভক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া সহরের বহির্দেশে ইঁহাদিগের সকলকে ফাঁসী দেন। কিন্তু ইঁহাদের একজন বংশধর তখন শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন। তিনি কালহস্তীর রাজার নিকটে পলাইয়া গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৯৯ খ্রী° স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং নিজামের অধীনতা স্বীকার করায় নিজাম তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং এই স্থানটীকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন, তখন হইতে অনন্তপুর সহরটী তাঁহার শাসনকেন্দ্র হইল।—IG. v. 350.

অনন্তপুর (গ্রাম) — মহীশূর রাজ্যের শিমোগা জেলার অন্তর্গত সাগর তালুকের একটী গ্রাম। পূর্বে ইহা প্রসিদ্ধ ছিল, তখন ইহার নাম ছিল অন্ধাসুর। যাহার নামে এই গ্রামটীর প্রথম নাম হয়, সেই অন্ধাসুর একজন সর্দার ছিলেন, অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে হুমচা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জিনদত্ত দ্বারা ইনি পরাভূত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। অষ্টাদশ খ্রী° অন্ধাসুর চালুক্যদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল। ১০৮২ খ্রী° এই গ্রামটী ১০০ ব্রাহ্মণকে অগ্রহারস্বরূপ দান করা হয়। সপ্তদশ খ্রী° কেলদি-রাজ ভেঙ্কটপ্পা নাইক এখানে শিবাচার মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার সংলগ্ন একটী সুন্দর পুষ্করিণীও এইখানে কর্তিত হয়। এই পুষ্করিণীর নাম চম্পক-সরস্ দেওয়া হয়। তিনি এই গ্রামের নাম আনন্দপুরে পরিবর্তিত করেন। আনন্দপুর হইতে এখন ইহাকে অনন্তপুর বলা হয়। হায়দার এবং টিপুর সহিত যুদ্ধের সময়ে কয়েকবার এই স্থানটী আক্রান্ত হয়। ১৮৩০ খ্রী° এই স্থানে একটী বিদ্রোহ হয়।—IG. v. 381.

[W. Francis : Dist. Gazetteer, 1905 ; IG. v. 336-349]

অনন্তমূল —(বৈষ্ণক) ক্লী°, স্বনামখ্যাত লতাজাতীয় বনৌষধিবি°। ভেষজার্থ ইহার মূল ব্যবহার হয়। ইহার পত্র জামপাতার ন্যায়, অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরু এবং পত্র-বৃন্তাগত মধ্যদণ্ডের উপরিভাগস্থিত মূলদেশ কিঞ্চিৎ শুভ্র। পত্র বা লতা ছিন্ন করিলে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র নির্যাস (আটা) নির্গত হয় ও পাতায় ঈষৎ সুগন্ধ পাওয়া যায়। ইহার মূল মৃত্তিকাভ্যন্তরে বহু নিম্নে সুগভীর ভাবে প্রসারিত হয়। বোধ হয় (অনন্ত অর্থাৎ অন্তহীন মূল যাহার এই অর্থে) এইজন্যই ইহার উক্ত রূপ নামকরণ হইয়াছে। অনন্তমূল ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; ইহা উত্তর ভারত হইতে পূর্বে অযোধ্যা ও সিকিম্ পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত বঙ্গভাবে জন্মাইতে দেখা যায়। কিন্তু ভেষজার্থ প্রয়োগে পর্বতীয় দেশ ও শুষ্ক ভূমিজাত অনন্তমূলই সমধিক ফলপ্রদ দেখা যায়।

পর্যায় — ধবলা, শারিবা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা।

দেশভেদে নামভেদ — হিং সালসা ; মরাঠী—অনন্তমূল ও শ্বেত উপলসরী ; গুজ° —কালীবেল্য ; ওড়িয়া—গুয়াপানমূল। বাং —অনন্তমূল, তামিল—নন্নারি ; বোম্বাই— উপলসার ; পারস্য — যাস নূনে-বাররি ; তেলেগু—মুত্তপুলগম, তেলা সুগন্ধী পাল ; দাক্ষিণাত্য—সুগন্ধী ফল, নন্নারি, নাং-কা-ঔষবা ; আরব—জ.ইয়ান ; মলয় — নারু-নিউতি ; ইং—Indian Sarsa Parilla ।

ইহার বর্তমান বৈজ্ঞানিক নাম Hemidesmus indicus. Roxburgh তাঁহার Flora Indicaতে ইহাকে Asclepias pseudosarsa নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একরূপ লতানে, অর্ক-গোত্রীয় (Asclepiadaceæ) বৃক্ষ।

গাছ এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা—গাছটী লতানে। পত্র প্রতিমুখ, নিম্নভাগ রোমশ, পত্রের গঠন এবং আকার ভিন্ন ভিন্ন গাছে বিভিন্ন ; আকৃতি ডিম্বাকার, আয়ত, উপবৃত্তাকার, অথবা রেখাকার ; স্থূলাগ্র ; ক্ষুদ্র এবং প্রশস্ত পত্রগুলি ১—১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি লম্বা ও ১—১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি চওড়া ; দীর্ঘ এবং সঙ্কীর্ণ পত্রগুলি ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ৩$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি চওড়া ; প্রশস্ত পত্রের অগ্রভাগ সামান্য কাটা এবং সঙ্কীর্ণ পত্র দীর্ঘাগ্র ; কচি ডালের পত্রগুলির মধ্যশিরায় সাধারণতঃ একটী সাদা রেখা থাকে ; শিরা-বিন্যাস জালের ন্যায়। পত্রবৃন্ত $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি দীর্ঘ। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র এবং কতকগুলি ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্মাগ্র, ইম্‌ব্রিকেট্ (imbricate) মঞ্জরী-পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত। বৃতি (calyx) $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চি লম্বা এবং মসৃণ ; বৃতি-খণ্ডগুলি ডিম্বাকৃতি, সূক্ষ্মাগ্র, সিলিয়াবিশিষ্ট (ciliate)। দলমণ্ডল $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি চওড়া, চক্রাকার ; ইহার বহির্ভাগ সবুজ এবং অন্তর্ভাগ নীল-লোহিত ; দল-খণ্ড স্থূল, ডিম্বায়ত, দীর্ঘাগ্র, প্রান্তস্পর্শী। অর্কি (follicle) ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা। বীজ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, কাল এবং তুলার ন্যায় ১ ইঞ্চি লম্বা, সাদা রোমাচ্ছাদিত।

গাছের ব্যবহার—এই গাছের শিকড় বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। শিকড় সাধারণতঃ গোল, $\frac{১}{৬}$—$\frac{১}{৭}$ ইঞ্চি চওড়া এবং আঁকাবাঁকা ভাবে মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ; শিকড়ের রস মিষ্ট তবে কটু। এই রসই বিভিন্ন ব্যাধির প্রতিশেধকরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৮৩১ খ্রী° Ashburner ইহা ইউরোপীয় চিকিৎসায় প্রথম ব্যবহার করেন, এবং ১৮৬৪ খ্রী° ইহা ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের দেশীয় চিকিৎসায় বহু দিন পূর্ব হইতে ব্যবহৃত হইলেও ১৮৬৮ খ্রী° ইহা ভারতীয় ফারমাকোপিয়ার অন্তর্ভুক্ত ওষধি-গণের মধ্যে স্থান পায়। ডাঃ দত্ত তাঁহার 'হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকায়' লিখিয়াছেন যে Hemidesmus এবং Ichnocarpus frutescens সংস্কৃতে সারিবা নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং এই দ্বি-প্রকার সারিবা বা সারিবাদ্য বহু দিন হইতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশীয় কবিরাজেরা সারিবাদ্যকে মিষ্ট, শরীরের বলবর্ধক এবং পরিবর্তনসাধন-ক্ষম ঔষধরূপে ডিসপেপ্‌সিয়া, অগ্নিমান্দ্য, চর্মরোগ, সিফিলিস্ এবং শ্বেত-প্রদর রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Ainslie লিখিয়াছেন, তামিল্ চিকিৎসকেরা মূত্রাশয়ের পাথুরি এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে গোদুগ্ধের সহিত অনন্তমূলের গুঁড়া ফুটাইয়া খাইতে বলেন। তাঁহার নিষ্কাশিত কাথ কিউমিনের সহিত মিশাইয়া রক্ত-পরিষ্কারক হিসাবে খাইতে বলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময় ভারতবর্ষে অবস্থিত বিদেশীয় চিকিৎসকেরা বিভিন্ন চর্ম-রোগে, গলগণ্ডে, এবং উপদংশ-রোগে আসল সার্সাপ্যারিলার বদলে ইহা ৩—৪ ড্রাম দিনে ৩ বার খাইতে উপদেশ দিতেন।

Roxburgh লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীরা অনন্তমূলকে ঔষধরূপে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যবহার করে। সদ্যোজাত শিশুদের মুখক্ষতে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই রোগে গাছের শুষ্ক ছালকে গুঁড়া করিয়া মাখনে ভাজিয়া প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ১ ড্রাম করিয়া সেবন করিতে দেয়।'

উত্তর-ভারতে অনন্তমূলের ঔষধি গুণ অজানা বা ভালরূপে জানা না থাকায়, ইহা ঔষধ-রূপে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ডাইমক্ (Dymock) লিখিয়াছেন, 'বোম্বাই প্রদেশের উত্তর ভাগে ইহা যদিও সর্বত্র জন্মায় তথাপি দেশীয় অধিবাসীরা ইহা সংগ্রহ করে না, কারণ তাহারা ইহার ভৈষজ্যগুণকে উপেক্ষা করে'। কিন্তু কঙ্কণের দক্ষিণভাগে ইহার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত আছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। শিকড়ের দুগ্ধের ন্যায় সাদা রস চক্ষুরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; ফোঁটা ফোঁটা রস চোখে দিবার পর চোখ দিয়া জল বাহির হয়, তাহাতে চোখ ঠাণ্ডা হয়। এই শিকড় কলাপাতায় মুড়িয়া আগুনে উল্‌টাইয়া লইবার পর, কিউমিন, চিনি ও ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মূত্রাশয় ও উপদংশ-জনিত রোগে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধ স্ফীত-অংশের উপর প্রলেপরূপেও ব্যবহৃত হয়। যদিও ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে এই ঔষধের পরিবর্তনসাধন ক্ষমতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে তথাপি ইহা যে সারসাপ্যারিলার বিশেষ ফলপ্রদ প্রতিনিধি তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। শিকড়গুলি টাট্‌কা অবস্থায় ব্যবহার করা উচিত, কারণ ইহার ভৈষজ্য-গুণ ইহা যত শুষ্ক এবং পুরান হয় তত কমিয়া যায়।

গুণাদি—অনন্তমূল মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্ধক, গুরু, ঘর্ম ও মূত্রকারক, বলবর্ধক বৃষ্য ও রসায়ন ; এবং ইহাতে ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, শ্বাস, কাস, আমদোষ, বিষদোষ, জ্বর, অতিসার, রক্তপ্রদর, উপদংশ-জনিত বিকার, সর্বপ্রকার চর্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত প্রভৃতি রক্তদুষ্টি ও পারদজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হয়।—ভাবপ্র° পূ° ১।

ব্যবহৃত প্রয়োগ — পুরাতন গলক্ষতে অর্ধছটাক অনন্তমূল অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্ধপোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথ ছাঁকিয়া, ঈষদুষ্ণ সেবন

করাইয়া বহুস্থলে সুফল পাওয়া যায়। ~মূলী — (বৈদ্যক) স্ত্রী রক্তদূর্বালতা।— বৈদ্যক-নি°।

[Roxburgh : Flora of British India (Carey's Edition) ; Watt : Dictionary of Economic plants in India ; Bose & Kirtikar : Medicinal plant of India]

শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

অনন্তর — [বৈদিক। ন (নাই) অন্তর যাহার — নঞ্ বহু° ; স্ত্রী — -া] বিণ, ১ অব্যবধান, সমীপ, সন্নিহিত। 'তদেতদ্‌ব্রহ্মা-পূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্'—শ-ব্রা° ১৪. ৩. ৫. ১৯=বৃহ-উ° ২. ৫. ১১ ; 'এতদ্বৈ তদন্তরম্— অনন্তরমবাহ্যম্'—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ৮=বৃহ-উ° ৩. ৮. ৮ ; 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরো-ঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব'—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ৩. ১৩=বৃহ-উ° ৪. ৫. ১৩ ; 'অনন্তরান্ বৃক্ষান্'—মহা° ৩. ১৪৩. ১৩ ; রঘু° ৩. ৩৬ ॥ বো-রো° ॥ ২ অব্যবহিত, ঠিক পরবর্তী, পশ্চাদ্বর্তী। 'হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ'—পা° ১. ১. ৭ ; বোপ° ৩. ১৮ ; 'অরির্মিত্রমুদা-সীনোঽনন্তরস্তৎপরঃ পরঃ। ক্রমশঃ'—যাজ্ঞ° ১. ৩৪৪ ; 'অরেরনন্তরং মিত্রম্' — মনু° ৮. ১৫৮ ; 'অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যঃ'—মনু° ৯. ১৮৭ ; 'ব্রাহ্মণানন্তরো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ঃ।'— মহা° ৩. ১৪৭. ২ ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ ৩ ঘনিষ্ঠ, সন্নিকৃষ্টতর। 'অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্ যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ'—মনু° ৯. ১৮৭ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৪ কিঞ্চিদূন, কিছু হীন। [যাহা হইতে হীন তাহাতে ৫মী বিভক্তি হয়] 'কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ। এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তা-দনন্তরঃ।'—মনু° ২. ১৯। ৫ পরপ্রবৃত্ত। 'গর্জিতানন্তরং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা' —কুমার° ২. ৫৩। ৬ অনুজাত, কনীয়ান্। 'সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ।'— রা° ১. ৪৭. ১৩। ৭ ঘন, সংহত close, compact. ৮ অব্যবহিত, পরবর্তী বর্ণসম্বন্ধী। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, বৈশ্য শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। অনন্তরজ দ্র°। ৯ ক্লী°, ক ব্রহ্ম।—বৃহ-উ° ২. ৫. ১৯ ॥ গোল্ড° ॥ খ ব্যবধানের অভাব, সান্নিধ্য। গ অব্যবহিত পরবর্তী কাল। ১০ [ন (নাই) অন্তর যাহাতে—বহু°, এরূপে] ক্রি-বিণ, অতঃপর, তৎপরে, ইহার পরে। 'কুরু কার্যমনন্তরম্' — রা° ২. ১৫. ২২ ॥ পা° ৫. ১. ৮৪ (বার্তিক), অম°, নিরুক্ত ২. ২ ॥ ~কাল— কর্মধা°] অব্য-বহিত পরবর্তী সময়, ঠিক পরক্ষণ। ~জ— [অনন্তর + √জন্ + ড-কর্তৃ ° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনুলোমজাত, অব্যবহিত বর্ণের স্ত্রীতে জাত (পুত্র)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরুষ নিজ নিজ বর্ণ হইতে নিম্ন বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎ-পাদন করিতেন অথবা ক্ষত্রিয় বৈশ্যা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করিতেন সেই পুত্র 'অনন্তরজ' নামে অভিহিত হইত। এইরূপ পত্নীকে 'ক্রমোঢ়া' বলিত। 'স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্মিনং।'—মনু° ১০. ৪১। ~জাত — অব্যবহিত বর্ণে জাত পুত্র। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্র, অথবা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা পত্নীর পুত্র, কিংবা বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র। 'স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু'—মনু° ১০. ৬।

অনন্তরাম দত্ত—অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-ভাষার লেখক। ইহার পিতার নাম রঘুনাথ ; ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকট মেঘনা নদের পশ্চিম পারে সাহাপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইনি 'ক্রিয়া-যোগসার' (পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'কবি বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

[ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং) ৪১৪ পৃ° ; শিবরতন মিত্র : বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক, ৬-৭ পৃ°]

অনন্তরায়ম্ — অব্য°, নির্বাধ, বাধা বা অন্তরায় নাই এরূপে without interruption.

অনন্তরাম শর্মা—ক্রিয়াযোগসার (পদ্ম-পুরাণের একাংশ) অনুবাদকারক ; ইঁহার প্রকৃত সময় ঠিক করা কঠিন ; তবে প্রাপ্ত পুঁথির হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খ্রী°।

[ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪১১ পৃ°]

অনন্তরিত — [স্ত্রী— -া] বিণ, অপরি-চ্ছিন্ন, অবিরাম।

অনন্তরূপ—[অনন্ত যাহার রূপ—বহু°] ১ অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ বিষ্ণু, অনন্তদেব। 'তয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।'—গী° ১১. ৩৮। ২ ব্রহ্ম।—মহা-উ° ১. ৫। ৩ বিণ, অসংখ্য প্রকার, অনেক রকম। ৪ [অনন্ত রূপ যাহার — বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অশেষ-প্রকার।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে সঙ্গীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গানারায়ণ নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রাদির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পুত্রকে তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপযোগী শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনন্তলালের সঙ্গীত-স্পৃহা তাঁহাকে অন্য পথে আকর্ষণ করিতে দেয় নাই। তিনি বিষ্ণুপুররাজের গায়ক সুপ্রসিদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অধীনে সঙ্গীত-শিক্ষা করেন। তাঁহার শিক্ষক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে অনন্তলাল মহারাজ গোপালসিংদেব বাহাদুরের সভা-গায়ক নিযুক্ত হন। মহা-রাজাবাহাদুর অনন্তলালের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'সঙ্গীত-কেশরী' উপাধি দান করেন।

অনন্তলালের বহু ছাত্র ছিল। গড়বেতা ও মেদিনীপুরের বহু জমিদার-ভবনে তিনি আহূত হইতেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে উদয়চন্দ্র গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার,

অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অনন্তলালের পুত্র শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমানে সঙ্গীতশাস্ত্রে একজন ভারতবিশ্রুত ব্যক্তি।

অনন্তবর্মদেব — কলিঙ্গের পূর্ব গঙ্গ-বংশীয় নরপতি রাজেন্দ্রবর্মদেবের পুত্র। ৩০৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ অলমন্দ - তাম্রশাসন - ফলকে এই গঙ্গ-বংশের বিবরণ পাওয়া যায়।—El. iii. 17 ; Duff : CI.

অনন্তবর্মা— ১ অঙ্গরাজ্যের মৌখরি-নরপতি-বি°। বরাবর ও নাগার্জুনী পর্বতের গুহায় অনন্তবর্মার উৎকীর্ণ শিলালিপি—(Fleet : CII. iii. nos. 40-50) হইতে দেখা যায় অনন্তবর্মা রাজা শার্দূলের পুত্র এবং যজ্ঞবর্মার পৌত্র। [R. G. Basak : Hist. of North-Eastern India. 103-6]. ২ নামান্তর—বজ্রহস্ত। [বজ্রহস্ত দ্র°]

অনন্তবর্মা চোলগঙ্গদেব — কলিঙ্গের সুপ্রসিদ্ধনরপতিবি°। পিতা—রাজরাজ। মাতা—১ম রাজেন্দ্র চোলের কন্যা রাজসুন্দরী। ইনি গঙ্গবংশের ১৯শ নরপতি। চিকাকোলের দুইটী লিপি হইতে জানিতে পারা যায়—ইনি ১০৭৮ খ্রী° ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূর্ব ভারতে এক শক্তিসম্পন্ন রাজ্য স্থাপন করেন। গৌড়রাজ বিজয়সেন ইঁহার মিত্র ছিলেন। ইনি ১১৪৬ খ্রী° পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৭২ বৎসর ছিল (IA, xviii. 161, El : iv. 183, vi. 118)। ১১১৯—২০ খ্রী° ভিজাগপত্তমে রাজত্ব করিতেন—ইহা ভিজাগপত্তম জেলার এক লিপি হইতে জানা যায় (VR. iii. Vizag. 213)। অপর একটী লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে অনন্তবর্মা চোলগঙ্গের তিন রাণী ছিল নাম—লীলাবতী, রাজলা ও পদ্মলা (VR. ii. Godav. 217.)।—ইঁহার দুই পুত্র ছিল। মধুকামার্ণব ও রাঘব। ৪র্থ ভানুদেব সম্ভবতঃ এই বংশের শেষনৃপতি এবং ১১৯৮ খ্রী° পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

অনন্তবর্মা অত্যন্ত সদাশয় এবং দানশীল ছিলেন। ইনি পুরীর জগন্নাথের মন্দির-নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

[IA, xviii. 161, El. iv. 183, vi. 198. V.R. i. Ganjam, 147, 148 ; iii, Vizag. 212 ; 211. 392 of 1897. 228, 231. 354, 357 of 1905. Tanj. 780 ; 97 of 1910 ; Godv. 217, 219 etc.]

অনন্ত বাসুদেব — উড়িষ্যার কটক জেলায় ভুবনেশ্বরে বহু প্রাচীন দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে লিঙ্গরাজের মন্দিরই 'ভুবনেশ্বর মন্দির' নামে বিখ্যাত। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরটী ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম। এই মন্দিরটী বিন্দু-সরোবর নামে বিখ্যাত সুবৃহৎ দীর্ঘিকার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। নাম হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ইহা একটী বৈষ্ণব-মন্দির। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কৃষ্ণ-বলরাম। লিঙ্গরাজ মন্দিরের ন্যায় ইহাও চারি অংশে বিভক্ত, যথা—(১) বিমান, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগমণ্ডপ। মন্দিরটী পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম মুখ অর্থাৎ বায়ুকোণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পশ্চিম ঘেঁষিয়া আছে। বিমানটী একটী ক্রুশাকৃতি (cruciform) বেদীর উপর স্থাপিত। ইহা আকারে জগমোহন অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে ; সম্ভবতঃ লিঙ্গরাজ, জগন্নাথ ও কোনারকের মন্দিরের বিমানের ন্যায় ইহার দুই পার্শ্বেও ঐরূপ দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল ; তাহা গোপুরম্ বা প্রবেশদ্বারের (propylea) কার্য করিত। জগমোহনের দুই পার্শ্বে দুইটী জানালা আছে এবং বিমান ও নাটমন্দিরে যাইবার দুইটী প্রবেশদ্বার আছে। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিক্ সম্পূর্ণ অনাবৃত ; কিন্তু ভোগমণ্ডপটী সে হিসাবে অনেকটা উত্তমরূপে আবৃত। সমগ্র মন্দিরটীর চত্বর একটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিদিকের প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে এক একটী কুলুঙ্গী আছে, তাহার মধ্যে এক একটী বৈষ্ণব অবতারের মূর্তি বর্তমান। উত্তর দিকের কুলুঙ্গীতে বিষ্ণুর একটী ত্রিবিক্রম মূর্তি আছে। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গীতে একটী বরাহমূর্তি আছে। স্বর্গগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পূর্বদিকের কুলুঙ্গীতে ঐরূপ নৃসিংহমূর্তি ছিল। তাঁহার মতে নাটমন্দিরটী পরবর্তী যুগে নির্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দিরের মধ্যে একটী স্তম্ভের উপরে একটী গরুড়মূর্তি আছে। বাহিরের প্রাচীরের পশ্চিম প্রবেশদ্বারের দুই দিকে দুইটী প্রস্তর-ফলকে শিলালিপি ক্ষোদিত আছে। একটীতে বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মিত্র সমতট বা দক্ষিণ-বঙ্গের নৃপতি হরিবর্মার মন্ত্রী 'ভট্টভবদেব' বা 'বাল-বলভী-ভুজঙ্গে'র গুণ-কীর্তন করিয়াছেন। এই ভট্টভবদেব এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার সম্মুখে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।* দক্ষিণ-বঙ্গের 'বর্মন্' রাজগণ 'বিজয়সেন'-কর্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং এই মন্দিরটী বিজয়সেনের রাজ্যকালের পূর্বে নির্মিত। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরটী লিঙ্গরাজের মন্দিরের অধিক কাল পরে নির্মিত হয় নাই। উভয়ের গঠন-ভঙ্গী একরূপ হইলেও লিঙ্গরাজের মন্দিরের শিখরের ন্যায় সুদৃশ্য নহে। আমলকটীর ব্যাসের তুলনায় অধিষ্ঠানটীর আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় শিখরটীর অবয়বের লালিত্য নষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা লিঙ্গরাজ মন্দিরের অপেক্ষা কিছু পরবর্তী কালের, কিন্তু 'রাজারাণী' মন্দির অপেক্ষা ইহা কিছু প্রাচীনতর। লিঙ্গরাজ মন্দিরের সহিত তুলনায় ইহার কারুকার্য অনেক কম এবং ইহার মনুষ্যমূর্তিসমূহ কোনারকের সূর্যমন্দিরের ন্যায় অশ্লীল ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ নহে। [বিন্দু সরোবর, হরিবর্মা, ভবদেব ও ভুবনেশ্বর দ্র°]

[Dr R. L. Mitra ; Antiquities of Orissa, Monomohan Ganguli : Orissa and her remains ; R. D. Banerjee ; History of Orissa Vol. ii. Ferguson : History of Indian and Eastern :

* El, Vol. vi 203-207. Verse nvs 27—32 at page 207.

Architecture, Vol. ii, Vol. vi. pp 203-207.]
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনন্তশয়ন, (ক্লী°), **-শয্যা** (স্ত্রী°)—১ [অনন্ত এমন শয়ন, শয্যা—কর্মধা° ; অথবা, অনন্তরূপ শয়ন — রূপক কর্মধা°] অন্তহীন শয়নস্থান। নারায়ণের ক্ষীরোদ-সাগরস্থ শয্যা, অনন্তনাগরূপ শয্যা। অনন্ত-শয্যা পাতা থাকা=যে-শয্যা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যার ন্যায় চিরদিনের জন্য পাতা থাকে, কখন গুটান হয় না। ২ [কর্মধা°] যে নিদ্রার অন্ত নাই এরূপ, যাহা হইতে কখনও আর উত্থান হয় না এরূপ নিদ্রা। ৩ বিণ, বহুশয্যাশালী।

অনন্ত-শয়ন₂ — ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভপুর নামক স্থান [অনন্তপদ্মনাভ দ্র°]। এই স্থানে অনন্ত সর্পোপরি শায়িত বিষ্ণুমূর্তি অধিষ্ঠিত।
[GDI, Lond. 1927, 7 ; পদ্মপু° উ° ৯৮ অ° : Wilson : Mackenzie Collection, p. 129,]

অনন্তশায়ী নারায়ণ—বিষ্ণু বা নারায়ণের অনন্তনাগশয্যায় শয়ান মূর্তিবি°। বিস্তৃত বিবরণ নারায়ণ, বিষ্ণু ও মূর্তিতত্ত্ব শব্দে দ্র°।

অনন্তশীর্ষ, -শীর্ষা (মৃ° - শীর্ষন্ — শিরস্ স্থানে বিকল্পে শীর্ষন্)—১ বাসুকি। ২ [অনন্ত (অশেষ) শিরঃ যাহার—বহু°] বিণ, বহু শিরোযুক্ত, যাহার অনেক মস্তক।

অনন্তশীর্ষা — স্ত্রী°, ১ বাসুকিপত্নী। ২ বিণ, বহু মস্তকসম্পন্না, অসংখ্য মস্তক-যুক্ত।

অনন্তসাগরম্—১ মাদ্রাজের বেলারি জেলার অন্তর্গত একটী শহর। অক্ষা° ১৪° ৪০´ উ° দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূ°। বিজয়নগরের রাজ-বংশের দেওয়ান এই নগর ১৩৬৪ খ্রী° নির্মাণ করেন। তিনি এই স্থানের পাণ্ডু নদীর জল বাঁধিয়া ফেলেন। নদীর উভয় পার্শ্বে তিনি গ্রাম বসান এবং পশ্চিমতীরের গ্রামের নাম অনন্তসাগর নাম হয়।—IG, v. 124. ২ মাদ্রাজের নেল্লর জেলার মধ্যে আত্মাকূর তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১৪°. ৩০´ ৩০´´ উ° ; দ্রাঘি° ৭৯° ২৬´ ৩০´´ পূ°।—IG.

অনন্তা—১ পরমেশ্বরী মহাশক্তি পরমাত্মা রুদ্রের যোগে অনন্তা নামে অভিহিতা।—কূর্মপু° পূ° ১২. ১৪. ৬১-৬২। ২ দেবীবি°। অনন্তা, কুমুদা, বিমলা, ভবানী, সুধা, শিবা, ললিতা, কমলা, গৌরী, সতী, রম্ভা ও পার্বতী এই দ্বাদশ দেবীকে প্রতি মাসে শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে অর্চনা করিলে সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ হয়।—মৎস্যপু° ৬২. ২৯-৩০। ৩ জনমেজয়ের স্ত্রী। ৪ শিবপত্নী পার্বতী।—অভি° ৫২, অনে° ৩. ২৪১ ; মে° ৮২। ৫ পৃথিবী। — অভি° ৯০৬, অনে° ৩. ২৪০। ৬ বৌদ্ধদেবী (তারা)।—ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ১৮। ৭ নদী (=শারিকা।— অভি° অনে° ৩. ২৪১, মে° ৮১। ৮ (বৈদ্যক) স্ত্রী°, অনন্তমূল।—রাজনি° ব° ১২। পর্যায় — ১ গোপবল্লী, ২ করালা, ৩ সুগন্ধা, ৪ ভদ্রবল্লিকা, ৫ ভদ্রা, ৬ নাগ-জিহ্বা ॥ রত্নমালা, শব্দ° ॥ ৭ গোপী, ৮ শ্যামা, ৯ শারিকা, ১০ উৎপলশারিকা ॥ অম° শব্দ° ॥ ইহার গুণ — মলবন্ধকারী, রক্তপিত্ত নাশী ও শীতল ॥ রাজবল্লভ, শব্দ° ॥ ৯ দূর্বা ॥ অভি° রাজনি° ব° ২৩ ॥ ১০ স্বর্ণক্ষীরী। ১১ শ্বেত ও নীল দূর্বা।—রাজনি° ব° ৮ ॥ শব্দ° ॥ ১১ হরীতকী ॥ মে° শব্দ° ॥ ১৩ আমলকী ॥ মে° শব্দ° ॥ ১৪ গুড়ূচী ॥ মে° শব্দ° ॥ ১৫ যবাস ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ১৬ অগ্নিমন্থবৃক্ষ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ১৭ অগ্নিশিখাবৃক্ষ ॥ মে° শব্দ° ॥ ১৮ শ্যামা-লতা ॥ মে° শব্দ° ॥ ~জালী—নরপতি-বি°। নামান্তর — অন্তরজালি। পঞ্চাশকল্প পূর্বে ভিক্ষু ভাজনদায়ক অনন্তাজালীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—অপ° ১. ২১৮ ॥ MDPP ॥ ~নন্দ গিরি — শঙ্করবিজয় গ্রন্থের রচয়িতা আনন্দগিরির সম্পূর্ণ নাম।— Oxf. 248. Cat. Cat. ~ী—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী।—মৎস্যপু° ৪. ৩৩। ~রঘুনাথ যতি—ইনি 'ভগবন্নাম-কৌমুদী'-প্রণেতা লক্ষ্মীধরাচার্যের গুরু। — Hall. p. 134. Cat Cat. ~হ্নিক—ধর্মগ্রন্থবি°।—Opp. ii. 3955. Cat. Cat.

অনন্তেষ্টি পদ্ধতি—শ্রৌত-গ্রন্থবি°।—Opp. ii. II ; Cat. Cat.

অনন্তোপনিষদ্ — উপনিষদ্-বি°।—Opp. 5484 ; Cat. Cat.

অনন্ত্য—ক্লী°, ১ হিরণ্যগর্ভপদ। ২ ব্রহ্মপদ। ৩ বিণ, সীমাহীন।

অনন্দ—বিণ, নিরানন্দ, আনন্দজনক নহে।—বৃহ-উ° ৪. ৪. ১১।

অনন্ন—[ন (নাই) অন্ন যাহার—নঞ্ বহু° বিণ, ১ নিরন্ন। ২ আহারের অযোগ্য।—শ-ব্রা° ১৪. ৯. ২. ১৪.

অনন্য—[ন অন্য—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অন্যভিন্ন, স্বীয়। ২ অভিন্ন, অপৃথক্, এক not ditterent, same, identical. ৩ [ন (নাই) অন্য যাহার বা যাহাতে—বহু°] অদ্বিতীয়, একমাত্র, কেবল without another, one, sole. ৪ যাহার অন্য বিষয় বা উপাস্য নাই, উপাস্যান্তরবিহীন। 'অনন্যাশ্রিতযন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।'—গী° ৯. ২২। ৫ অখণ্ড, একাগ্র, একনিষ্ঠ। 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া।—গী° ১১. ৫৪। ৬ [ন (নাই) অন্য (সদৃশ ব্যক্তি) যাহার—বহু°] বিষ্ণু। ~কর্মা—[মৃ°-কর্মন্ ; ন (নাই) অন্যকর্ম যাহার—বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অন্যকর্মশূন্য, কোন বিশেষ কর্মের জন্য যে অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়াছে এরূপ, এক-কর্মনিষ্ঠ। ~কায়—[ন (নাই) অন্যকায় যাহার — নঞ্ বহু°] বিণ, অভিন্নদেহ, একাকার। 'তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল।'—নবীনসেন। ~গতি,-গতিক — [ন (নাই) অন্যগতি যাহার—নঞ্ বহু° বিকল্পে 'কপ্' (সমাসান্ত) ; স্ত্রী— -া তি,-কা] বিণ, ১ গত্যন্তরবিহীন, উপায়ান্তরশূন্য, অনন্যোপায়। 'অনন্যগতিকে জনে বিগতপাতকে চাতকে'—উদ্ভট, বাচ°। ২ অন্যাশ্রয়বিহীন, একাশ্রয়। 'ময্যাত্মজেদনন্যগতৌ' — ভা° ১. ৬. ৬। ~গামী—[মৃ°-গামিন্। অন্যে গমন করে যে– উপতৎ ; ন অন্যগামী—নঞ্ তৎ; স্ত্রী—গামিনী] বিণ, যে অন্যত্র গমনকরে না এরূপ.

একনিবিষ্ট, একানুরক্ত। ~গুরু—বিণ, যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু নাই।—শিশু° ১. ৩২। ~চিত্ত,-চিন্ত,-চেতাঃ (মূ°-চেতস্),-মনাঃ (মূ°-মনস্),-মানস,-হৃদয় — [নঞ্‌বহু°। স্ত্রী-ত্তা,-ন্তা,-তাঃ,-নাঃ,-া,-া] বিণ, একাগ্রচিত্ত, একনিষ্ঠ, একতান। 'অনন্যচেতাঃ সততং যে মাং পর্যুপাসতে।'—গী° ৮. ১৪। 'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা।'—শকু° ৪. ১; কাদ° ৭৫; 'অনন্যচিত্তা সা রামে পৌলোমীব পুরন্দরে—রা° ৫. ৫৭. ৮। ~জ,-জন্মা—[মূ°-জন্মন্। নান্যস্মাৎ জন্ম যস্য: 'আত্মভূচিত্তভূ ইত্যাদি ৎস্য ব্যপদেশত্বাৎ' বা 'নাস্তি অন্যদস্মাৎ সোঽনন্যঃ বিষ্ণুঃ, তস্মাজ্জাতঃ' ॥ আপ্° ॥; বিষ্ণুজাত, মদন। 'সা মুমুহৎ খলু ভবন্তমনন্যজন্মা'—মাল° ১. ৩২। ~দৃষ্টি —[ন অন্যদৃষ্টি—নঞ্‌ বহু°; স্ত্রী—ষ্টি] বিণ, 'বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত'—কুমার° ৫. ২০। ~দেব —ব্রহ্ম যাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব আর নাই। ~ধর্মা—[মূ°-ধর্মন্] বিণ, যাহার অন্য কোন ধর্ম নাই এরূপ, একমাত্র ধর্মবিশিষ্ট। ~নিবৃত্তি—[ন (নাই) অন্য হইতে বা অন্য দ্বারা নিবৃত্তি যাহার - নঞ্‌ বহু°] বিণ, অন্য হইতে যাহার বিরতি হয় না এরূপ। ~পর—[নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী— -া] অনন্যনিষ্ঠ, তন্ময়। ~পরতা—স্ত্রী, তন্ময়তা, একাগ্রতা। 'পুরশ্চক্রুরাগস্তদনু মনসোঽনন্যপরতা'—মাল° ৬. ১৫। ~পরায়ণ—[নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, যে অন্যকোন স্ত্রীতে আসক্ত নয়। অনন্যাসক্ত, একপর।—শকু° ৩. ১৬। ~পূর্ব—[নান্যা পূর্বা যস্য] বিণ, যে অন্যপূর্ব নহে অর্থাৎ যে পূর্বে অন্যস্ত্রী গ্রহণ করে নাই। 'বরস্যানন্যপূর্বস্য বিশোকামকরোদ্‌গুণৈঃ'—কুমার° ৬. ৯২। ~পূর্বা,-পূর্বিকা—[ন অন্যঃ পূর্বে যস্যাঃ সা] স্ত্রী,° ১ অনন্যোপভুক্তা রমণী, অবাগ্‌দত্তা বালিকা, কুমারী। মিতাক্ষরামতে যে কন্যা দানে বা উপভোগে পুরুষান্তর কর্তৃক পরিগৃহীতা নহে। 'স্থিরমনন্যপূর্বিকামুদ্বহেৎ।'—যাজ্ঞ° ১. ৫২। ২ অনন্যোপভুক্তা। 'অনন্যপূর্বেব তস্মিন্নাসীদ্ বসুন্ধরা'—রঘু° ৪. ৭। ~ভাক্—[মূ°-ভাজ্; নঞ্‌ তৎ; ন অন্যং অন্যাং বা ভজতে; স্ত্রী— -ক্] বিণ, ১ যে অন্য দেবতা ভজনা করে না, অনন্যভক্তি।—গী° ৯. ৩০ টী°। ২ অব্যভিচারী যে অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত নয়। 'অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহি'—কুমার° ৩. ৬৩। ~ভাব—[নঞ্‌ বহু°: স্ত্রী— -া] বিণ, একান্তভক্ত, অন্যভাববিরহিত। — ভা° ১. ৭. ২৫। ~বিষয়—১ বিণ, যাহার অন্য বিষয় (বাচ্য) নাই, অদ্বিতীয়গামী। 'যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়শব্দো যথার্থাক্ষরঃ'—বিক্র° ১. ১। ২ অন্যের অবিষয়, অন্যের অনধিকার। ~বৃত্তি —বিণ, ১ একাগ্রচিত্ত, একতান। ২ অভিন্ন মনোবৃত্তি, সমানপ্রকৃতি। ৩ অন্যজীবিকাশূন্য। ~ব্রত—একৈকব্রতপরায়ণ। ~ব্রতা —স্ত্রী, ১ একনিষ্ঠা, একমাত্রব্রতপরায়ণা। ২ পতিব্রতা রমণী। ~শরণ—[নঞ্‌ বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অন্য আশ্রয়হীন, অন্যাবলম্বনশূন্য। ~শরণ্য—যাহার অপর কেহ শরণাগতরক্ষক নাই, অনন্যরক্ষক। ~শাসন—বিণ, অন্য কাহারও দ্বারা যে শাসিত নয়।—রঘু° ১. ৩০; দশকু° ২। ~সদৃশ—বিণ, অসদৃশ, অসাধারণ, অসামান্য। ~সাধারণ—১ অসাধারণ। ২ অপর স্ত্রীগণের পক্ষে যিনি অসাধারণ, অন্যাদুর্লভ। ৩ যে অন্য প্রভুগণের নিকট সাধারণ নহে। 'অনন্যসাধারণো দাসঃ।'—মাল° ৪. ১০। ~সামান্য—যাহা অন্যের সাধারণ নহে, অনন্যসাধারণ। 'অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ'—রঘু° ১৩. ৯।

অনন্য২—হিন্দী কবিবি°। অহবানদী জেলার অন্তর্গত সুলতানপুরের অধিবাসী ছিলেন। ১৭৩৩ খ্রী° ইঁহার জন্ম। ইঁহার বেদান্তসম্বন্ধীয় পদগুলি যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনই মূলের অনুগ। ইনি বেদান্ত সম্বন্ধে কনেকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

অনন্য৩ (Identical, non-different, non-separate.)—[দর্শনশা°] ইহা বেদান্তবাদীদের একটী বিশেষ সম্বন্ধ। জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে তাঁহারা এই অনন্য সম্বন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। কার্যকারণের মধ্যে এই বিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান—'কার্যকারণয়োরনন্যত্বমেব গম্যতে'। আকাশ প্রভৃতি জগৎপ্রপঞ্চ কার্য (effect) এবং পরব্রহ্মই কারণ (cause)। এই কার্যকারণের অনন্য সম্বন্ধ (inseparable relation) বিদ্যমান আছে, 'কার্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ কারণং পরং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম-সূ° ভা° ২. ১. ১৪।

শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—'একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্'—একের জ্ঞানলাভ করিলে সর্ববিষয়ের জ্ঞান সম্পাদিত হয়। ইহা দ্বারা শ্রুতি অনন্য সম্বন্ধই উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন মঠের মধ্যস্থিত আকাশ ঘটাকাশ হইতে বিভিন্ন নয় এবং মঠাকাশ জানিলে যেমন ঘটাকাশ-বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া যায়, ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে 'তদনন্যত্বমারম্ভনশব্দাদিভ্যঃ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে কার্যকারণের এই অনন্য সম্বন্ধের নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের সহিত জগৎ অভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থান করে। অবিদ্যাপ্রভাবে এই দৃশ্যজগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য বা অপর বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাস্তবিক নানা বা বহু বলিয়া কিছুই নাই, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এক ব্রহ্মই সদ্ বস্তু, জগৎ তাঁহার সহিত অনন্যভাবে অবস্থিত।

জগৎ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য এই সম্বন্ধ বর্তমান থাকিলে এক বিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হইবে—'একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা ব্যাকোপঃ', প্রকৃতি 'পুরুষ মহদহংকারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয় - চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তদন্তবর্তী দেবাতির্যক্ মনুষ্য-স্থাবরাদি সর্বপ্রকার-সংস্থানসংস্থিতং কার্যমপি সর্ব ব্রহ্মৈবেতিকারণভূত ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানাদেব সর্ববিজ্ঞানং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানযোপপন্নতরত্বাৎ'।

ব্রহ্ম সামান্য (universal) এবং

এবং জগৎ বিশেষ (particular)। এই সামান্যই কারণরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বিশেষ ইহারই কার্যরূপে পরিণতি।

'অপান্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণমেব বিশেষবদ্ অবস্থান্তরমাপদ্যমানং কার্যসংজ্ঞাং লভতে।'—ব্রহ্ম সূত্র-ভা° ১. ৩. ৪১।

অনন্যদাস—হিন্দী কবিবি°। ঝাঁসওয়ার অন্তর্গত চাকদবা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ১১৪৮ খ্রী° ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি 'অনন্তযোগ' নামক কাব্যের রচয়িতা।

অনন্যোপায়—বিণ, উপায়ান্তরবিহীন।

অনন্বয়—১ [ন (নাই) অন্বয় যাহাতে বা যাহার বহু°; স্ত্রী- -া] বিণ, অন্বয় বা সম্বন্ধ-শূন্য। **ক** বংশহীন, নির্বংশ। **২** [ন অন্বয়—নঞ্ তৎ] পরস্পর সম্বন্ধাভাব, অসঙ্গতি। **৩** অলঙ্কার-বি°। একই পদার্থ উপমান ও উপমেয় হইলে অনন্বয় নামক অলঙ্কার হয়। রসনোপমায় উর্ধ্বক্রমে এবং উপমেয়োপমা অলঙ্কারে ক্রমান্বয়ে এক পদার্থের উপমানত্ব এবং উপমেয়ত্ব কথিত হওয়ায় তাহারা যে অনেক বাক্যগত, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং অবশেষবশতঃ এক বাক্যই এক পদার্থ উপমান এবং উপমেয় হইলে অনন্বয় অলঙ্কার হইবে, ইহা তাৎপর্যলভ্য হইল।

'রাজীবমিব রাজীবং জলং জলমিবাজনি।
চন্দ্রশ্চন্দ্র ইবাতন্দ্রঃ শরৎসমুদয়োদ্যমে॥'

শরৎ ঋতু আসিবার পূর্বে পদ্ম পদ্মের ন্যায়, জল জলের ন্যায় এবং চন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছিল।

এখানে পদ্মাদি বস্তুর সদৃশ দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত উপমেয় পদার্থ উপমানরূপে কল্পিত হইয়াছে এইরূপ কল্পনাই, বক্তার অভিপ্রেত—তজ্জন্য ইহা 'অনন্বয়' অলঙ্কার। 'অনন্বয়' অলঙ্কারে এক অর্থে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করিলেও এই অলঙ্কার থাকিবে; কিন্তু সেখানে লাটানুপ্রাস (এক প্রকার শব্দ থাকা) হইবে না, সুতরাং লাটানুপ্রাস হইতে অলঙ্কারের স্থল বিভিন্ন অর্থাৎ যেখানে একজাতীয়-শব্দ প্রযুক্ত হইবে সেই খানেই লাটানুপ্রাস হইবে। কিন্তু এই অলঙ্কারও সহজে এক পদার্থের উপমানতা এবং উপমেয়তা প্রতীয়মান হইবে বলিয়া একজাতীয় শব্দের প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত।

'অনন্বয়ে চ শব্দৈক্যমৌচিত্যাদানুষঙ্গিকম্।
অস্মিংস্তু লাটানুপ্রাসে সাক্ষাদেব প্রয়োজকম্॥'

অনন্বয়ে এক শব্দের প্রয়োগ শীঘ্র অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতির নিমিত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু লাটানুপ্রাসে এক শব্দের প্রয়োগই স্বয়ং অলঙ্কারের সম্পাদক হইয়া থাকে।—সাহিত্য-দ° ১০. ৩৭।

অনন্বিত—[ন অন্বিত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী- -া] বিণ, **১** সম্বন্ধহীন, অসংসৃষ্ট। 'অনন্বিতার্থঃ —পা° ৩. ১. ৪০ (সি° কৌ°)। **২** সঙ্গতি-হীন, অপ্রাসঙ্গিক। **৩** অযুক্ত, বিরহিত, বিহীন, শূন্য। যেমন, পুত্রানন্বিত, ভায়ানন্বিত ই°।

অনপ-[ন সন্তি আধিক্যেন আপো যত্র] বিণ, **১** যেখানে অধিক জল থাকে না। **২** পল্বল ই°।

অনপকরণ (ক্লী),-কর্ম (পুং°কর্মন্) (ক্লী), ক্রিয়া (স্ত্রী°)—অনিন্দিত কর্ম, ত্যাগ না করা, অনপাকরণ, অশোধন।

অনপচ্যুত—[নঞ্ বহু°] বিনাশরহিত। 'অনপচ্যুতং সদসো ন ভূম'—ঋ° ৪. ১৭. ৪ ॥ বো-রো° ॥

অনপত্য—১ [নঞ্ বহু°] বিণ, যাহার অপত্য নাই, নিঃসন্তান, সন্তানরহিত। **২** অপত্যরাহিত্য।—অ° ১২. ৩. ২৫।

অনপত্রপ—[নঞ্ বহু°] লজ্জাহীন-শূন্য সলজ্জ।

অনপনিহিত—যাহা অঙ্গশূন্য নয়, যাহা অঙ্গীকৃত নয়।—শ-ব্রা° ২. ২. ১, ১৫।

অনপর—১ যাহার দ্বিতীয় নাই, দ্বিতীয়-বিহীন।—শ-ব্রা° ১৪. ৫. ৫. ১৯। **২** শিষ্য-হীন। **৩** পূর্ণ।

অনপরাধ ঘোষাল — বঙ্গীয় যাত্রার পালা-রচয়িতা ও যাত্রাদলের অধিকারী।

অনপবাচন — **১** বাক্যালাপ হইতে বাহিরে যাওয়া যাহার অসম্ভব। **২** ইচ্ছা হইতে বিতাড়িত হওয়ার অযোগ্য।—অ° ৮. ৮. ৯।

অনপান—রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম দধিবাহন। অঙ্গ বলিরাজের অন্যতম ক্ষেত্রজ পুত্র। মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গের জন্ম হয়। সুদেষ্ণার অপরাধে দধিবাহন অপানবিহীন হইয়াছিলেন; এইজন্য তাঁহার নাম অনপান হয়।—হরি° হরি° ৩১. ৪৩; মৎস্যপু° ৪৮. ৯.-২। [অঙ্গ৮ দ্র°]

অনপায়—[নঞ্ বহু°] বিণ, **১** অপায়-হীন, নিরাপদ। **২** অক্ষয়। **৩** রাজা মরুত্তের পুত্র। অনপায়ের পুত্র ধর্ম (বায়ুপু° ৯৩)। শিবের নামান্তর।

অনপেক্ষ — [নঞ্ তৎ] বিণ, **১** অপেক্ষাহীন, আশাশূন্য। **২** স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী। **৩** নিস্পৃহ, অভিলাষহীন।—গী° ১২. ১৬। **৪** সঙ্গতিশূন্য। **৫** পক্ষপাত-শূন্যতাবিশিষ্ট, সমদর্শী।

অনফা—যোগবি°। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত যোগের কথা উল্লিখিত আছে।

অনবদ্যা—১ প্রাধাপুত্রী অপ্সরা। অর্জুনের জন্মোৎসবে ইনি নৃত্যগীত করিয়াছিলেন।—মহা° ১ ৬৬. ৪৫; ১৩২. ৪৩। কশ্যপ ও অরিষ্টার কন্যা। অপ্সরোগণের অন্যতমা।—বায়ু-পু° ৬৯. ৪৮। **২** কশ্যপ ও দক্ষকন্যা দিতির অষ্ট কন্যার অন্যতমা। — কালিকাপু° ৩৪. ৭৮। [কশ্যপ দ্র°]

অনবরথ — জ্যামঘবংশীয় রাজা মধুর পুত্র।—বিষ্ণুপু° ৪. ১৩, ১৪।

অনবরথাং — হিন্দী কবিবি°। জন্ম ১৮২৮ খ্রী°। কবি বিহারী দাসের সতসই নামক গ্রন্থের 'অনবর চন্দ্রিকা' টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অনবশা—অপ্সরো-বি°। কশ্যপ ও অরিষ্টার কন্যা।—বায়ুপু° ৬৯. ৪৮।

অনভিজ্ঞ—[নঞ্ তৎ] ১ অভিজ্ঞতাশূন্য, জ্ঞানহীন। ২ অপরিচিত, অনভ্যস্ত। 'নভিজ্ঞাস্তনিস্রাণাং ছদিনেষ্বভিসারিকাঃ' — কুমার° ৬. ৪৩।

অনভিদ্রুহ — দ্রোহবিহীন। — ঋ° ২-৪১. ৫।

অনভিধেয়—অবাচ্য, অকথ্য।

অনভিপ্রেত—বিণ, ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অনভীষ্ট।

অনভিভব—পরাজয়ের অভাব।

অনভিমত—[নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অসম্মত, অস্বীকৃত, বিরত। ২ অপ্রিয়।

অনভিম্লাত — প্রকাশমান, দীপ্যমান। ~বর্ণ—প্রকাশমান বর্ণ।—ঋ° ২. ৩৫. ১৩।

অনভিরতিজাতক,—বৌদ্ধ-জাতকের ৬৫ সংখ্যক কাহিনী। কোন উপাসক নিজ স্ত্রীর অবিশ্বস্ততায় দুঃখিত হইয়া বিহার হইতে অনুপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকের অবিশ্বস্ততা-সম্বন্ধে তাহাকে একটী কাহিনী বর্ণনা করেন। কাহিনীটী এইরূপ—

বোধিসত্ত্ব এক সময়ে বারাণসীর একজন প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা ছিলেন; তাঁহার একজন শিষ্য নিজ পত্নীকে অবিশ্বাস্য জানিয়া গুরুর নিকট আসিতেন না; পরে বোধিসত্ত্ব তাহার অনুপস্থিতির কারণ শুনিতে পাইয়া স্ত্রীলোক যে অবিশ্বস্ত হইয়াই থাকে, তাহাকে এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শান্ত করেন।—জাতক° ১. ৩০১-২ ॥ MDPP ॥

অনভিরতি জাতক,—বৌদ্ধজাতকের ১৮৫ সংখ্যক জাতক। 'মনের পবিত্রতা মানবের স্মৃতিশক্তির সহায়ক'—কোন ব্রাহ্মণ যুবক তিনবেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিল, বিবাহের পর তাহার মন মলিনতায় পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া সে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল; বুদ্ধদেবের সহিত আলোচনাকালে তাহার নিজ স্মৃতিশক্তি অনেকটা দুর্বল হইয়াছে দেখিতে পাইল। তখন বুদ্ধদেব অতীতেও তাহার এইরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল বলিয়া একটী আখ্যান বর্ণনা করেন।—জাতক° ১১. ৯৯ ১০১ ॥ MDPP ॥

অনভিরতি-ভিক্খু বত্থু—বৌদ্ধ সূত্রের একটী কাহিনী। কোন ভিক্ষুর পিতা মৃত্যুকালে কনিষ্ঠপুত্রের নিকটে জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু-পুত্রের জন্য এক শত মুদ্রা রাখিয়া যান; ভিক্ষু পৌঁছিবার পূর্বেই পিতা মারা যান। ভিক্ষু উপস্থিত হইয়া প্রথমে পিতৃদত্ত মুদ্রাগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন; পরে গৃহী ভক্তরূপে জীবন-যাপনের চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসে। দুশ্চিন্তায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। পরে পীড়িত ভিক্ষু বুদ্ধদেবের নিকট আনীত হন। শত মুদ্রা কেন অজস্র মুদ্রাও মানুষকে তৃপ্ত করিতে পারে না—এই বিষয়ে মান্ধাতা জাতকের কাহিনী বলিয়া বুদ্ধদেব উপদেশ দেন। — ধম্ম°-অথ° ৩. ২৩৮-৪৫ ॥ MDPP ॥

অনভিরতি সুত্ত—'জগতের প্রতি বিতৃষ্ণার পূর্ণ পরিণতি বিশেষ ফলদায়ক'—এ সম্বন্ধে এই বৌদ্ধসূত্রে আলোচনা আছে।—সং-নি° ৫. ১৩২ ॥ MDPP ॥

অনভিলক্ষিত — প্রতারক ॥ আপ°॥

অনভিলাষ—১ [নঞ্তৎ] অভিলাষের অভাব। আকাঙ্ক্ষার অভাব। ২ [নঞ্ বহু°] অভিলাষহীন।

অনভিশস্ত, -স্তি, -স্ত্য—বিণ, (বৈদিক) নিন্দারহিত, অনিন্দিত।—ঋ° ৯. ৮৮. ৯।

অনভিষঙ্গ -[নঞ্ তৎ] সম্বন্ধ বা প্রেমের অভাব।

অনভিসন্ধান—উদ্দেশ্যের অভাব, অভিসন্ধির অভাব ॥ আপ°॥

অনভিসময় সুত্ত — বৌদ্ধ-সূত্র-বি°। 'দেহাদি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব না জানায়, কিরূপে জগতে বিভিন্নমতের উৎপত্তি হইয়াছে', সেই সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সহিত বচ্ছগোত্ত (বাৎস্যগোত্র) নামক একজন পরিব্রাজকের আলোচনা আছে।—সং-নি° ৩. ২৬০ ॥ MDPP ॥

অনভিস্নেহ—[নঞ্ বহু°] বিণ, স্নেহবর্জিত, স্নেহশূন্য। 'যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ' — গী° ২. ৫৭।

অনভিহিত—১ গোত্রবিশেষের প্রধান ব্যক্তির নামবি° ॥ আপ°॥ ২ বিণ, অকথিত, অনুক্ত ॥ আপ°॥

অনভীশু — বিণ, অঙ্কুশশূন্য। 'অনশ্বো-জাতো অনভীশুরর্বা' — ঋ° ২. ১৫২. ৫, ৪. ৩৬. ১, ৬. ৬৬. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অনভ্যাশ, -স — বিণ, নিকটবর্তী নয়, দূরে ॥ আপ°॥ ~সমিত্য—বিণ, যে ব্যক্তির নিকটে যাইতে নাই। — পা° ৬. ৩. ৭০ (বার্তিক) ॥ বো-রো° ॥

অনভ্রক—১ বৌদ্ধ দেবতাবি° ॥ বো-রো° ॥ ২ মেঘবিহীন।

অনম ১ ব্রাহ্মণ। — ত্রিকাণ্ড° ২. ৭. ২ ॥ শব্দ° ॥ ২ যিনি অপর ব্যক্তিকে প্রণাম করিবার প্রয়োজন মনে করেন না, এইরূপ ব্যক্তি ॥ বো রো° ॥

অনমতগ্গ সংযুক্ত — পালি-সংযুক্ত-নিকায়ের উৎপত্তি বিষয়ক অনিরূপিত মতবাদগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধ বাণী সংগৃহীত হইয়াছে।[১] তৃতীয় সঙ্গীতির পর স্থবির ভিক্ষু রক্ষিত বনবাসে গিয়া সেখানে 'অনমতগ্গ সংযুক্ত' প্রচার করেন ও ৬০ হাজার লোককে দীক্ষিত করেন।[২] মহিন্দ সিংহল-ভ্রমণের চতুর্থদিনে অনুরাধপুরের নন্দনবনে এই সংযুক্ত প্রচার করেন।[৩] বুদ্ধের নিকট হইতে 'অনমতগ্গানি' শ্রবণ করিবার পর পথেয্যক ভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব লাভ করেন।[৪]—MDPP.

অনমল = অনোমা। [অনোমা দ্র°]
[GDI. Lond. 1925. p. 6.]

অনমিতম্পচ — মিতম্পচ, কৃপণ ॥ অম°-টী° শব্দ° ॥

অনমিত্র — ১ সাত্বত-বংশজ নরপতি। বিভিন্ন পুরাণে ইঁহার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—সুমিত্রের পুত্র—অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন। — বিষ্ণুপু° ৪. ১৩-১৪। চন্দ্রবংশীয় রাজা সাত্বতের

১ সং-নি° ২. ১৭৮।
২ মহাব° ১২. ৩২।
৩ মহাব° ১৫. ১৮৬; সমন্তপাসাদিকা ১. ৮১; মহাব° ১১৪।
৪ ধম্ম°অথ° ২. ৩২।

বংশোদ্ভূত বৃষ্ণি রাজার গান্ধারী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্যা। গান্ধারীর পুত্র সুমিত্র ও মিত্রনন্দন এবং মাদ্রীর পুত্র দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ুর দুই পুত্র—অনমিত্র ও শিনি।—লিঙ্গপু পূ ৬৯.১২। সূর্যবংশসম্ভূত নরপতি নিম্নের অনমিত্র ও রঘু নামে দুই পুত্র। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ।—হরি' হরি' ১৫. ২৩-২৪। যদু-বংশীয় নৃপতি ক্রোষ্টার ঔরসে ও ভার্যা গান্ধারীর গর্ভে অনমিত্রের জন্ম। অনমিত্রের পুত্র শিনি।—হরি° হরি° ৩৪. ২৯-৩০। বৃষ্ণি ও মাদ্রীর পঞ্চপুত্রের অন্যতম অনমিত্র।—মৎস্যপু° ৪৫. ২; পদ্মপু° ১৩. ১১০-১১; অগ্নিপু° ২৭৩. ২৭৫। বৃষ্ণির তিন পুত্র—সুমিত্র, অনমিত্র ও শিনি।—কূর্মপু° ২৪. ৪০-৪১। যযাতি-বংশীয় যুধাজিতের পুত্র অনমিত্র। অনমিত্রের তিন পুত্র—নিঘ্ন, বৃষ্ণি ও শিনি।—ভা° ৯. ২৪। **২** ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নিঘ্নের পুত্র—অনমিত্র ও রঘু।—মৎস্যপু° ১২. ৪৭।

অনমীব—১ [নঞ্‌ বহু'] বিণ, (বৈদিক) নীরোগ, পাপশূন্য, মানসিক দুঃখহীন।—ঋ° ৩. ৬২. ১৪। 'অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ'—বাজ-স' ১১. ৮৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** বিণ, আনন্দ, উজ্জ্বলতা। — 'স ক্ষেত্রে অনমীবা বি রাজ'—অ' ১১. ১. ২২ ॥ বো-রো° ॥

অনম্র—বিণ, নম্রহীন, উগ্র।—রা° (গো°) ৪. ৩৫ ॥ আপ্‌° ॥

অনম্বর — ১ বৌদ্ধভিক্ষুবি°।—সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ॥ শব্দ° ॥ **২** বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

অনয়,— ১ সপ্তর্ষির অন্যতম। বশিষ্ঠ ও উর্জার পুত্র।—শিবপু°-বা° ১৫। **২** পুরু-বংশীয় তংসুরোধের চারি পুত্রের অন্যতম।—অগ্নিপু° ২৭৮।

অনয়,— ১ অব্যবস্থা, অবৈধ।—পঞ্চত° ১. ১৬৯ ॥ বো-রো° ॥ **২** মন্দ রীতি, মন্দ স্বভাব। **৩** বিপদ।—মনু° ১০. ৯৫ ॥ মে° অম° ৩. ৪. ১৪১ অভি° শব্দ° ॥ **৪** অশুভ ॥ মে° শব্দ° ॥ **৫** দৈব ॥ মে° শব্দ° ॥

অনরক — তীর্থবিশেষ।—মহা° ব° ৮১. ১৬৮। যমুনার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। সেখানে অবগাহন করিলে স্বর্গলাভ হয়। যে সেখানে দেহত্যাগ করে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।—কূর্মপু° পূ° ৩৮. ৫।

অনরণ্য—১ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বাণরাজার পুত্র। ইনি মহাধার্মিক ছিলেন। ইঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ অথবা চৌরভয় ছিল না। দিগ্বিজয়ী রাবণের বশ্যতা-স্বীকার না করায় অনরণ্যের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজা সসৈন্যে পরাজিত হন এবং নিজে রথচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত রাজা তদ্বংশেই এক জন রাজার হস্তে ভবিষ্যতে রাবণের নিধন হইবে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়।—রা° ৫. ১৯; ২. ১১০। **২** বিষ্ণুবৃদ্ধের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। বৃহদশ্বের পুত্র হর্যশ্ব।—কূর্মপু° ২০. ২৯। **৩** মান্ধাতাবংশীয় সম্ভূতের পুত্র। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব। পৃষদশ্বের পুত্র হর্যশ্ব। দিগ্বিজয়ী রাবণ অনরণ্যকে বধ করেন।—বিষ্ণু° ৪. ৩, ১২। **৪** ইন্দ্রসাবর্ণি-বংশীয় মঙ্গলারণ্যের পুত্র। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর অনরণ্য পুরোহিত ভৃগুমুনির দ্বারা শত যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার শত পুত্র ও পদ্মা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পিপ্পলাদ নামক ঋষি এই কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলে রাজা মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাণীর অসম্মতি সত্ত্বেও ঋষির অভিশাপ ভয়ে নিজ কন্যা পদ্মাকে ঋষি পিপ্পলাদের হস্তে সম্প্রদান করেন। —ব্রহ্মবৈ° কৃ° ৪১. ১১৫ ৩০। **৫** ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সর্বকর্মার পুত্র। অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র ও রঘু।—মৎস্যপু° ১২. ৪৭; হরি° হরি° ১৫। **৬** ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্রসদস্যুর পুত্র।—অনরণ্যের পুত্রের নাম হর্যশ্ব।—ভা° ৯. ৭। **৭** কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রাজা। অনরণ্য সূর্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া রোগমুক্ত হন।—বরাহপু° ৬২। **৮** মান্ধাতার পৌত্র ও পুরুকুৎসের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব। —বৃহদ্ধ° মধ্য° ১৮ ১১·২। **৯** কল্মাষপাদের পৌত্র ও সর্বকর্মার পুত্র। অনরণ্যের পুত্র মুণ্ডীদ্রুহ।—শিবপু° ধর্ম° ৬১। [কল্মাষপাদ দ্র°] **১০** ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র।—মহা° ১৩. ১৭৭. ৬৬. ২৭১. ৫৯। **১১** চন্দ্রবংশীয় নৃপতি সম্ভূতির পুত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ 'বিষ্ণুবৃদ্ধ হইতে' বিষ্ণুবৃদ্ধ নামক ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়। এই সকল ব্রাহ্মণ অঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। সম্ভূতিরই অপর এক পুত্রের নাম অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। রাবণ ত্রিলোক-বিজয়ের সময় অনরণ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন।—লিঙ্গপু পূ° ৬৫. ৪০-৫। **১২** সগরবংশীয় সর্বকর্মা নামক রাজার পুত্র, কল্মাষপাদের পৌত্র, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের অনমিত্র এবং রঘু নামে দুই পুত্র ছিল।—হরি° হরি° ১৫. ২২, ২৩।

অনরুঃ — অনাহত। 'অনরুরেবৈতদবতি যদভাঙ্গে'—শ-ব্রা° ৩. ১. ৩. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অনর্ক—নরপতি বৎসের পুত্র। অনর্কের পুত্র ক্ষেমক।—অগ্নিপু° ২৭৮।

অনর্কচতুর্দশী—কার্তিক মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে হনুমানের জন্মতিথি। এই দিনে কাশীতে একটী মেলা হয়।

অনর্গল—[নঞ্‌ বহু'] অনবরত, অবিরত। 'তেন মথায় যজ্বা তুরঙ্গমুৎসৃষ্টমনর্গলম্'—রঘু° ৩. ৩৯ ॥ বো-রো° ॥

অনর্ঘ—[নঞ্‌ বহু°] অমূল্য, যাহার মূল্য নিরূপিত হয় না। **~রাঘব** — নাটকবি°। রাঘব বিষয়ে ইহা লিখিত ॥ বো-রো° ॥

অনর্থ—বিণ, **১** মূল্যহীন, অপ্রয়োজন। —পঞ্চত° ৩. ৯৭। **২** দুর্ভাগ্য। **৩** অনিষ্ট, ক্ষতিকর। — দশকু° ১৬০ ॥ আপ্‌° ॥ **৪** অর্থহীন। **৫** দরিদ্র। **~ক**—সমুদয় অর্থশূন্য, প্রলাপ। পর্যায়—১ অবদ্ধ ॥ অম° ॥ ২ অবধ্য ॥ [illegible]° শব্দ° ॥—ঋ° (প্রাতি) ১১. ৩৫; পা° ৪. ১. ১৩০ (বার্তিক) 'প্রলাপোঽনর্থকং বচঃ'—অম° ১. ১. ৫, ১৬. ২১, অভি° ২৭৫ ॥ বো-রো° ॥ **~কর** — অনিষ্টকর, হানিকারক। **~নাশী**—শিবের নামবি° ॥ স্কন্দপু° ॥ **~ভাব**—বিণ, কলুষিত

ভাববিশিষ্ট malicious. ~লুপ্ত—[দৃষ্টার্থেন অলুপ্তঃ—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ দৃষ্ট অর্থ যাহার লুপ্ত নয়, যাহার অর্থ সুস্পষ্ট।—কা-শ্রৌ' ৬. ১০. ২০। ২ অযোগ্য বা অপদার্থভাবশূন্য। ~লুপ্তম্—ক্রি-বিণ।—কা-শ্রৌ' ৮. ৮. ২৪ ॥ বো-রো' ॥ ~সংশয়—[অনর্থকারী সংশয়ঃ—শাক° তৎ] ১ ধন বা সম্পদ্ বিষয়ে ভয়শূন্যতা, অর্থসম্বন্ধ নিরাপদ অবস্থা। ২ মহানিষ্ট, বিপজ্জনক ব্যাপার। 'প্রতিনিবর্ততামস্মাদনর্থসংশয়াৎ' — মালবি° ৫. ২। ~হেতু—বিপত্তির কারণ, অশুভের কারণ। ~ান্তর—[নঞ্ তৎ] যাহার অন্য অর্থ নাই।

অনর্থানুবন্ধ—[কামশা'] বেশ্যাগণের অর্থোপার্জনের পথে কিরূপ অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয় বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন বলিতেছেন অপরিগ্রহা বেশ্যা অর্থাৎ যে বেশ্যা কাহারও সহিত স্থায়িভাবে লিপ্ত নহে সে যখন অর্থোপার্জন করিতে থাকে তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ, অনুবন্ধ ও সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যে যে কারণে অনর্থপাত হইয়া থাকে বাৎস্যায়ন তাহার তালিকা দিতেছেন—

১ বুদ্ধিদৌর্বল্য, ২ অতিরিক্ত অনুরাগ, ৩ অতিশয় অভিমান, ৪ অতি দম্ভ, ৫ অতিশয় সরলতা, ৬ অতি বিশ্বাস, ৭ অতিশয় ক্রোধ, ৮ অনবধানতা, ৯ অবিমৃষ্যকারিতা, এবং ১০ দৈবযোগ। এই সকলের ফলে সঞ্চিত অর্থের ব্যয়, কৃতব্যয়ের নিষ্ফলতা, প্রভাবহানি (loss of influence), আগমিষ্যমান অর্থের নিবৃত্তি (loss of income), প্রাপ্ত ধনের অপহৃতি, কঠোরব্যবহার প্রাপ্তি (rude treatment from others), সাধারণ্যে পরিচয় ও শরীরের হানি, কেশছেদন, বন্ধনাদি নির্যাতন এবং অঙ্গবৈকল্য অর্থাৎ নাসাকর্ণাদি ছেদন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বাৎস্যায়ন বলিতেছেন প্রচুর অর্থলাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও যাহাতে এই সকল অনর্থপাতের হেতু আসিয়া উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকিবে।

অর্থ, ধর্ম ও কাম ইহাই অর্থত্রিবর্গ অর্থাৎ তিন প্রকার লাভ—অর্থলাভ, ধর্মলাভ এবং কাম বা সুখলাভ ; সেইরূপ অনর্থ, অধর্ম ও দ্বেষ এই তিনটী হইল অনর্থত্রিবর্গ অর্থাৎ তিন প্রকার ক্ষতি—অর্থহানি, ধর্মহানি এবং সুখহানি বা বিরক্তি। অর্থ, ধর্ম, কাম, অনর্থ, অধর্ম ও দ্বেষ এই ছয়টীর মধ্যে একের সাধনায় অপর পাঁচটীর একটী বা ততোধিক যদি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকে বলে অনুবন্ধ।

একটী লাভের অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর লাভগুলি আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সে গুলিকে বলে অর্থানুবন্ধ (accessory games)। আবার একটী ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে যে অপর ক্ষতিগুলি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকে বলে অনর্থানুবন্ধ (accessory loss)। যদি একটী লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন প্রকার লাভ না হয় তাহাকে বলে অর্থনিরনুবন্ধ এবং সেইরূপ একটী ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অপর ক্ষতি না হইলে তাহাকে বলে অনর্থনিরনুবন্ধ।

আদৌ ফলপ্রাপ্তি হইবে কিনা হইবে যদি এইরূপ সন্দেহ থাকে তাহাকে বলে শুদ্ধ সংশয় (simple doubt) এবং ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও ধর্ম হইবে—না অধর্ম হইবে কিংবা সুখ হইবে—না বিরক্তি হইবে, এইরূপ যে সংশয় তাহাকে বলে সংকীর্ণ সংশয় (mixed doubt)। অর্থাদির সাধনে একটীর অনুষ্ঠানে পূর্বোক্ত ছয়টীর স্বজাতীয় বা বিজাতীয়ের মধ্যে দুইটীর উৎপত্তিকে বলে উভয়তোযোগ এবং যদি বহুর উৎপত্তি হয় তাহা হইলে বলে সমন্ততোযোগ।

বাৎস্যায়ন এই সকল জটিল বিষয় কয়েকটী উদাহরণ দিয়া সরল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

(ক) যে উত্তম নায়কের সহিত অভিগমন করিলে প্রত্যক্ষতঃ অর্থলাভ তো হয়ই তাহা ব্যতীত পরোক্ষে লোকের নিকট গ্রাহ্য হওয়া যায় অর্থাৎ লোকে সমাদর করিয়া থাকে, প্রভাব বিস্তার হয় (growth of influence) এবং অন্যের প্রার্থনীয় হওয়ায় এইরূপ অর্থকে বা লাভকে অর্থানুবন্ধ বলে।

(খ) আর যদি কেবলমাত্র তৎকালীন লাভের জন্য যে কোন গম্যের অভিগমন করা যায় তাহা হইলে সেই অর্থ বা লাভকে অর্থনিরনুবন্ধ বলে।

(গ) যদি কোন অনুরক্ত ব্যক্তি নিঃসার বা অর্থহীন হওয়ায় অপরের ধন অপহরণ করিয়া আনিয়া দেয় তবে সেই অর্থ গ্রহণ করিলে গণিকার প্রভাবহানি এবং পূর্বসঞ্চিত অর্থের নিষ্ক্রমণ ঘটিয়া থাকে কিংবা লোকবিদ্বিষ্ট হীন চেতার সহিত অভিগমন প্রভাব-হানিকর বলিয়া সেই অর্থ অনর্থানুবন্ধ।

(ঘ) নিজের ব্যয়ে অর্থাৎ নিজের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া এমন কি উপঢৌকনাদি দান করিয়াও যদি কোন গণিকা শত্রু-বিনাশের জন্য অথবা কোনও প্রভূতলাভের প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য কোন বীরের, উচ্চ রাজকর্মচারীর, প্রভাবশালী ব্যক্তির অথবা লুব্ধ ব্যক্তির সহিত অভিগমন করে তাহা প্রত্যক্ষ নিষ্ফল হইলেও পরোক্ষে স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক বলিয়া সেই অনর্থক অর্থনাশ প্রকৃত পক্ষে অর্থানুবন্ধ অর্থাৎ অর্থলাভের সহায়ক।

(ঙ) যদি কোন গণিকা উক্তরূপ নিজ ব্যয়ে কোন অতি কৃপণ ব্যক্তির, বা নিজের রূপের গৌরবে আত্মাভিমানী ব্যক্তির, বা কৃতঘ্ন ব্যক্তির অথবা অতি সন্ধানী ব্যক্তির সহিত অভিগমন করে তাহা হইলে এই অর্থ-ব্যয় অন্তে নিষ্ফল বলিয়া তাহা অনর্থ নিরনুবন্ধ।

(চ) আবার যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ অতি কৃপণ, রূপাভিমানী, কৃতঘ্ন এবং অতিসন্ধানী ব্যক্তিগণ রাজবল্লভ বা রাজার প্রিয়পাত্র হয় এবং অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদিগের আরাধনায় ফল তো হয়ই না অধিকন্তু নিষ্কাশন বা অযথা অর্থব্যয় হইয়া থাকে সেই জন্য এক্ষেত্রে অনর্থ (অর্থব্যয়) অনর্থানুবন্ধ (অর্থাৎ আরও ক্ষতির সহায়ক)। ধর্ম এবং কামেরও এইরূপ অনুবন্ধ হয়।

শুদ্ধ সংশয় ও সঙ্কীর্ণ সংশয় সম্বন্ধে 'সংশয়' শব্দে এবং উভয়তো যোগ ও সমস্ততো যোগ তত্ত্বঃ শব্দে দ্র°।

[কামসূত্রম্, ষষ্ঠ অধিকরণ ষষ্ঠ অধ্যায়। কন্দর্প-চূড়ামণি ৬ ৬]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনর্থী—[মু°-অনর্থিন্। ন অর্থী—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-র্থিনী] বিণ, অর্থিভিন্ন, অযাচক, স্পৃহাশূন্য।—রঘু° ১০. ১৮। বি—অনর্থিত্ব। পঞ্চত° ১. ১৫৩

অনর্থ্য—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-র্থ্যা] বিণ, অসার, নিষ্প্রয়োজন, অকেজো। 'পদাস্মাৎ প্রাণোহপক্রামতি দার্বেব তর্হি ভূতোহনর্থ্যঃ শেতে।'—শ-ব্রা° ৩. ৮. ৩. ১৫ ॥ বো-রো° ॥

অনর্পণ—[ন অর্পণ—নঞ্-তৎ] ক্লী°, ১ কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ না করা, কাহারও করায়ত্ত না হওয়া। 'তস্মা আহুরনর্পণং যদ্‌ব্রহ্মভাঃ প্রদীয়তে।'—অ° ১২. ৪. ৩১। ২ (শাঙলায়) দেবোদ্দেশে অনিবেদন।

অনর্ব—[নঞ্-বহু°] অশিথিল, শৈথিল্যহীন। 'ত্রিণাভি চক্রমজরমনর্বম্'—ঋ° ১. ১৬৪. ২; নিরুক্ত° ৪. ২৭ ॥ বো-রো° ॥

অনর্বা—[বৈদিক। মু°-অনর্বন্। এই শব্দের রূপ 'অর্বন্' শব্দের অনুরূপ নয়। 'অর্বন্'-এর 'ন' স্থানে 'তৃ' আদেশ না হওয়ায়—অনর্বাণম্, অনর্বাণী, অনর্বাণঃ এইরূপ পদ হয়] ১ অশিথিল, অবিচলিত, অপ্রতিহত। 'অনর্বাণং শ্লোকমারোহসে দিবি।'—ঋ° ১. ৫১. ১২। ২ [অর্বহিংসায়াং কনিন্, অর্বা সপত্নঃ —নঞ্-তৎ] অদ্বেষ্য। 'যো মিত্রায় বরুণায়াবিধজ্জনোহনর্বাণং তং পরি পাতো অংহসো দাশ্বংসং মর্তমংহসঃ।'—ঋ° ১. ১৩৬. ৫; 'অনর্বা প্রেহীতি। অসপত্নেন প্রেহীত্যেবৈতদাহ।'—শ-ব্রা° ৩. ৮. ২. ৩। ৩ অর্থবিহীন ॥ আপ°॥ ৪ বৃত্রাসুরের সহচর অসুরবি°। —ভা° ৬. ১০. ১৯।

অনর্বিট্—[বৈদিক। মু°-অনর্বিশ্। অনস্ (স্ স্থানে র্) + √বিশ্ + ক্বিপ্, অহরা° রুঃ; অনসা শকটেন বিশতি প্রাপ্নোতি —৩-তৎ] ১ কাষ্ঠাদি আহরণ করিবার জন্য যে ব্যক্তি শকটের উপর বসিয়া থাকে, শকট-চালক। ২ [ন = অ + অর্ (ঋ কর্মণি বিচ্ >) + √বিশ্ + ক্বিপ্; অরং গন্তব্যং প্রতি ন বিশতি; নঞ্-তৎ] যে ব্যক্তি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। 'অগ্ন ছানর্বিশে পশ্বিষে তুরায়'—ঋ° ১. ১২১. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অনর্শনি—[বৈদিক ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত; সম্ভবতঃ অ + অর্শনি] দাস-রাজবি°। ইনি ইন্দ্রের শত্রুগণের অন্যতম ও ইন্দ্র-কর্তৃক নিহত। 'যঃ সুবিংদমনর্শনিং পিপ্রুং দাসমহীশুবং'—ঋ° ৮. ৩২. ২ ॥ বো-রো° ॥

অনর্শরাতি—[বৈদিক। নঞ্-তৎ; অনর্শায় অপাপিষ্ঠায় রাতির্দানং যস্য] বিণ, যিনি পাপীকে দান করেন না, পাপশূন্য দানকারী। 'অনর্শরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।'—ঋ° ৮. ৯৯. ৪; নিরুক্ত° ৬. ২৩ ॥ বো-রো° ॥

অনর্হ—[ন অর্হ—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-র্হা] বিণ, ১ অনুপযুক্ত, অযোগ্য। 'অনর্হা গৃহবাসস্য'—পঞ্চত° ৪; 'তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্ মনুরব্রবীৎ।'—মনু° ৩. ১৫০। ২ অননুরূপ, অসদৃশ। ৩ অনুচিত। 'অনর্হস্য ধর্মপ্রেক্ষস্য'—রা° ২. ৮৫. ১৬; ৬. ৭. ৪০ ॥ বো-রো° ॥ ৪ [ন (নাই) অর্হ (মূল্য) যাহার বা যাহা হইতে—নঞ্-বহু°] যাহার মূল্য নাই, অমূল্য, অনুত্তর। 'ভক্ষ্যাণি অনর্হাণি'—মহা° ৩. ১১১. ১৪।

অনল,—[√অন্ + কলচ্—করণ; নাস্তি অলঃ পর্যাপ্তিরস্য, বহুদাহ্যদহনেপি তদ্‌তৃপ্তেরভাবাৎ—তত্ত্ব°; অনল বৃষাদিগণের অন্তর্ভুক্ত] ১ যাহার দ্বারা বাঁচে, অগ্নি, বহ্নি। 'অপি নির্বাণমায়াতি নানলো যাতি শীততাম্।'—হিতোপ° ১. ১৪০; শ্বেত-উ° ২. ১১; গী° ৩. ৩৯ ॥ অম° ১. ১. ১. ৫০; অভি ১০৯৯; মে° ১. ৫৭; শব্দ° বো-রো° ॥ ২ অগ্নিদেবতা। — মনু° ৫. ১; রা° (গো°) ১. ১. ৬ রো° ॥ [অগ্নি দ্র°] ৩ অগ্নিদেবতাক কৃত্তিকানক্ষত্র (?)। ৪ বাসুদেবের নামবি°। ৫ বিষ্ণু।—মহা° ১৩. ১৪৯. ৪৫। ৬ পিত্ত ॥ শব্দ° ॥ ৭ [গণিতশা°] (অগ্নি-সংখ্যানুসারে) তিন (৩) এই সংখ্যা ॥ আপ°॥ ৮ (জ্যোতিষশা°) বৃহস্পতি গ্রহের ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৫০তম বর্ষ ॥ আপ°॥ ৯ বায়ু ॥ অভি° ৩. ৬২২ ॥ ১০ জীবাত্মা, জীব ॥ আপ°॥ ১১ ব্রহ্ম। ১২ জঠরানল, পাচক রস। (পাচক-রসজনক) পিত্ত। 'মন্দঃ সঞ্জায়তেঽনলঃ'। — সুশ্রু° ১. ৪৭. ১ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥ 'পিত্তং তেজোময়ং শিখী বৈশ্বানরোঽনলঃ' —রাজনি° ৬. ৪৭। ১৩ অগ্নিবীজ 'র' বর্ণ। ~**ঙ্কার**—[নঞ্-তৎ] ভূষণের অভাব, অলঙ্কারের অভাব। ~**ঙ্কারিষ্ণু**—বিণ. ১ যে অলঙ্কার পরিচ্ছদাদির প্রিয় নয়। ২ যে অলঙ্কারের গর্ব দেখায় না। ৩ নিরলঙ্কার, অলঙ্কারবর্জিত। ~**চূর্ণ**—বারুদ, অগ্নিচূর্ণ। [অগ্নিচূর্ণ দ্র°]। ~**তারক**—দৈত্যবি° ॥ অভি° ॥ ~**দীপন**—অগ্নিবৃদ্ধিকারকদ্রব্যবি°। — সুশ্রু° ১. ২০০. ১৪; ২. ৪৬. ১. ॥ বো-রো° ॥ ~**নামা**—[বৈদ্যক। মু°-নামন্] স্ত্রী°, চিত্রকবৃক্ষ। ~**পক্ষ**—পক্ষিবি°। এই পক্ষী সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে ইহারা আকাশে সব সময় উড়িয়া বেড়ায় এবং ইহারা আকাশেই ডিম পাড়ে। সেই ডিম মাটিতে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিম হইতে ছানা বাহির হয়। সেই ছানা কিছুকাল মাটিতে থাকিবার পর আকাশে উড়িয়া পিতামাতার সহিত মিলিত হয়। ~**প্রভ**—[অনলের ন্যায় প্রভা যাহার—বহু°] বিণ, অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, আগুনের মত দীপ্তিমান্। ~**প্রভা**—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ জ্যোতিষ্মতীলতা বা লতাকটকী card-ospermum halicacabum Lin—রাজনি° ব° ৩ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ~**প্রিয়া**—১ [৬ তৎ] স্ত্রী°, অগ্নিভার্যা, আগ্নেয়ী, স্বাহা ॥ জটাধর, শব্দ° ॥ ২ বিসর্গ। ~**বার**, অনহলবার—অনহিলবাড় দ্র°। ~**বিবর্ধিন**—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, কর্কটিকা, কাঁকুড়গাছ।

~শিলা — ১ উল্কাশ্ম, উল্কাপিণ্ড meteor. ২ উল্কাপাত, নক্ষত্রপাত shooting star. [উল্কাপাত দ্র°]। **~স** – [নঞ্ তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, অলসতাশূন্য, শ্রমহীন।—রঘু° ৯. ১৫। **~সাদ**—[বৈদ্যক] অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ।—সুশ্রু° ১. ২২৯ ১২॥ বো রো° আপ°॥

অনল২—১ [ন নলঃ—অভাবার্থে নঞ্-তৎ] নলাভাব, নলরাজার অভাব। ২ [অব্যয়ী°] ক্লী°, নলাভাব। ৩ [ন+√নল্+অচ্; নলো গন্ধে বন্ধে বা] বিণ, গন্ধহীন, নির্গন্ধ। ৪ [ন অলঃ (পর্যাপ্তিঃ)—নঞ্-তৎ; ন+√নল্+অচ্] বিণ, অপর্যাপ্ত।

অনল৩—১ অষ্টবসুর অন্যতম পঞ্চম বসু।—হরি° হরি° ৩. ৩৮; পদ্মপু° সৃ° ৬. ২২; মহা° ১. ৬৭. ১৮; বিষ্ণুপু° ১. ১৫। ধর্ম ও অরুন্ধতীর আট পুত্র—ধর, ধ্রুব, সোম, আপ, অনল, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস অষ্টবসু নামে খ্যাত।—মৎস্যপু° ৫.২১, ২০৩. ৩। ইঁহারা সর্বদিগ্‌ব্যাপী জ্যোতিষ্মান্ রূপে রহিয়াছেন। অনল ও শিবার দুই পুত্র—মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি।—মৎস্যপু° ৫.২৬; কূর্মপু° পূ° ১৬. ১৫। বিষ্ণুপুরাণের মতে ধর্ম ও তৎপত্নী বসু হইতে অষ্টবসুর উৎপত্তি। কূর্মপুরাণেরও সেই মত।—কূর্মপু° পূ° ১৬. ৯। পিতামহ ব্রহ্মা অনলকে বসুগণের অধিপতি করেন। অনলের পুত্র কুমার, শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও স্কন্দ (নামান্তর—সনৎকুমার)—হরি° হরি° ৩. ৪২। অনলের পুত্র অবিজ্ঞাত, কার্ত্তিকেয়, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়।—অগ্নিপু° ১৮. ৩৮॥ অভি° মে° গোপ° শব্দ°॥ ২ অযোধ্যারাজ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর সুধন্বার পুত্র। অনলের পুত্র উকথ।—হরি° হরি° ১৫. ৩০, ৩১। ৩ ব্রহ্মার পৌত্র প্রজাপতি ও শাণ্ডিল্যার গর্ভে অনলের জন্ম।—মহা° ১. ৬৭ ১৮। ৪ গরুড়ের পুত্র অনল।—মহা° ৫.১০১. ৯। ৫ যমসভাবাসী রাজা।—মহা° ১৮. ৮. ১১। ৬ পিতৃগণের অন্যতম। মূর্তিমন্ত ও ব্রাহ্মণাদি-কর্তৃক পূজিত।—শিবপু° ধর্ম° ৬৩. ২। [অগ্নিষ্বাত্ত ও পিতৃগণ দ্র°] ৭ বিভীষণের রাক্ষস অমাত্য বি°। রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ভ্রাতা মালি ও বসুদার চারিপুত্রের অন্যতম। ইনি রাবণের সৈন্যসমাবেশের সংবাদাদি বিভীষণকে দিয়াছিলেন।—রা° ৬. ৩৭, ৭. ৫। ৮ অনল মহাদেবের একটী নাম।—লিঙ্গপু° ৬৫. ১১২। ৯ মহর্ষি উর্বের উরু হইতে ইঁহার জন্ম। বড়বামুখাকৃতি সমুদ্রমুখ ইঁহার বাসস্থান বলিয়া ইনি বাড়বানল নামে খ্যাত। জন্মগ্রহণ মাত্র ইনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আপনি অনুমতি করিলে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া ফেলি।' এই বলিয়া তিনি পৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ভীত দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের অনুরোধে উর্বের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মা বড়বামুখাকৃতি সমুদ্রমুখ অনলের বাসস্থান ও বারিময় অমৃত তাঁহার আহার্য এইরূপ নির্দেশ করেন। ব্রহ্মার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া অনল সমুদ্রে প্রবেশ করেন।—হরি° হরি° ৪৫. ৫০-৫। [অগ্নি দ্র°]

অনল৪ — ১ (বৈদ্যক) অগ্নিচিত্রক, রক্তচিত্রক, রাঙচিতা plumbago zeylanica and rosea Lin.—রাজনি° ব° ৬; ভাবপ্র° পূ° হরী-ব°; শব্দ°। ২ ভল্লাতক semicarpus anacardium Lin বা ভেলা।—রাজনি° ব° ১১; শব্দ°

অনলা,—১ দক্ষের ষষ্টি কন্যার অন্যতমা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে পরম প্রশস্ত ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহের উৎপত্তি হয়।—রা° ৩. ১৪। রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ঔরসে ও তদীয় পত্নী সুন্দরীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বিশ্বাবসু ও অনলার কন্যা কুম্ভীনসীকে মধুদৈত্য হরণ করে।—রা° ৭.৫, ৩০, ৭৪। ৩—সুরভীকন্যা রোহিণীর পুত্রী। তৎকন্যা শুকী।—মহা° ১. ৬৭. ৬৭-৭০।

অনলাগম — সদাশিবের অঘোর নামক তৃতীয় মুখ হইতে নির্গত পঞ্চাগমের অন্যতম। [অঘোর, দ্র°]

অনলানন্দ — গ্রন্থকার বি°। গ্রন্থ—বেদান্তকল্পতরু।—Colbr. Misc. Ess. I. 333॥ বো রো°॥

অনলি—বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ agati grandiflora.—ত্রিকাণ্ড° ২. ৪. ২৯ ॥ শব্দ° বো-রো°॥ [অগস্তি, অগস্তিদ্রু ও বক দ্র°]

অনল্প — [নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অধিক, প্রচুর।—পঞ্চত° ১. ১৪৭। ২ মহান্, উদার।—কিরাত° ১৪. ১৮। ৩ উচ্চৈঃ। **~ঘোষ**—বিণ, অত্যধিক শব্দবিশিষ্ট।—মাঘ° ৫. ২৫। **~মন্যু**—বিণ, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।

অনব—নৃপতিবি°, অনুরাজা ॥ বো রো°॥

অনবকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা না থাকা; উৎকণ্ঠারাহিত্য, অনুৎকণ্ঠা।

অনবকাশ—১ [ন অবকাশ—নঞ্ তৎ] অনবসর, অবকাশের অভাব।—পা° ৪. ২. ১০৪ (বার্ত্তিক)। ২ [ন (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে—নঞ্ বহু; স্ত্রী—া] বিণ, ক অবসরশূন্য। খ অব্যবহিত, ঘনসন্নিবিষ্ট। ৩ (ব্যাকরণশা°) নিরবকাশক (বিধি)।

অনবকাশিক—যে যোগী এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা নিরত থাকেন।—রা° (বোম্বাই-স°) ৩.৬. ৩।

অনবগত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, অবিদিত, অজ্ঞাত, অপরিজ্ঞাত। বি—অনবগতি, অনবগম।

অনবগাহ—বিণ, অপার, অবগাহরহিত।

অনবগাহিত—বিণ, যে অবগাহন করে না, যে নিমজ্জিত হয় না। **~া**—অবগাহরাহিত্য, পারাপাররাহিত্য।

অনবগাহ্য—বিণ, অবগাহনের অযোগ্য।

অনবগীত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, দোষশূন্য, অনিন্দিত, যাহা নিন্দনীয় নয়, পরিশুদ্ধ। বি—অনবগীতি, অনবগীততা।

অনবগুণ্ঠিতা—[নঞ্ তৎ] বিণ, স্ত্রী°,

অবগুণ্ঠনরহিতা, মুখে ঘোমটা দেয় নাই এরূপ (রমণী)।

অনবগ্রহ — [নঞ্‌ বহু°; স্ত্রী— -া] প্রতিবন্ধশূন্য, অবাধ। 'সুকুমারকায়মনবগ্রহঃ স্মরঃ'—মালবি° ১. ৩৯।

অনবচ্ছিন্ন—[স্ত্রী — -া] বিণ, ১ সীমারহিত। ২ অবিশ্লিষ্ট। ৩ অবিভক্ত। ৪ (ন্যায়শা°) যাহা অবচ্ছেদকতা নিরূপক নয়, অবচ্ছেদের অনাশ্রয়। [অবচ্ছেদ দ্র]। ~সংখ্যা—স্ত্রী°, অখণ্ডরাশি। ~হাস—অবিরাম হাস্য, অত্যন্ত হাস্য।

অনবৎ—বিণ, শ্বাসযুক্ত, জীবিত।

অনবতপ্ত—১ (বৌদ্ধশা°) নাগরাজের নাম-বি°।—ললিত° ১৯৭. ২০৯ ॥ বো-রো° ॥ ২ হ্রদ-বি°, সম্ভবতঃ রাবণহ্রদ। মহামায়াদেবী গর্ভধারণের পূর্বে স্বপ্নে এই হ্রদে স্নান করিয়াছিলেন।—নিদানকথা। এইখানে শাক্যমুনির শিষ্যগণ কয়েকটী সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন।—Burn Int. 1. 171. 173 ॥ বো-রো° ॥ নামান্তর—অনোতত্ত। [অনোতত্ত দ্র°]

অনবতপ্তকায়িক—[স্ত্রী°-য়িকা] ১ অনবতপ্ত হ্রদবাসী দেবতা। ২ সমুদ্র দেবতা-বি°।—দিব্যাব° ১৫৩. ৭ ই° ॥ শ্মি° ॥

অনবত্ত—বিণ, যাহা হইতে কিছুই ভাগ করা যায় না।—শাঙ্খা-গৃহ° ২. ১৪; মৈ স° ৪. ৮. ১.

অনবদ্য—[নঞ্‌ তৎ] বিণ, নির্দোষ, অনিন্দ্য, অনুমোদনীয়, হৃদয়গ্রাহী। 'অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী'—ঋ° ১. ৭৩. ৩; 'যথা চিৎপূর্বে জরিতার আসুরনেদ্যা অনবদ্যা অরিষ্টাঃ'—ঋ° ৬. ১৯. ৪; 'যান্যনবদ্যানি কার্যাণি। তানি সেবিতব্যানি'—তৈ-উ° ১. ১১. ২ ॥ বো-রো° ॥ ~তা - স্ত্রী°, দোষশূন্যতা।—মালবি° ২০. ১০ ॥ বো-রো° ॥ ~রূপ—অনিন্দ্যসুন্দর রূপবিশিষ্ট।—ঋ° ১০. ৬৮. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অনবদ্যা—অপ্সরোবি°। ইনি অরিষ্টার গর্ভজাত হংস নামক জ্যেষ্ঠ বসুর পত্নী।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯ ৪৮। ~ঙ্গ—[স্ত্রী— -ী সুন্দর দেহযুক্ত, সর্বাঙ্গসুন্দর।—নিরুক্ত° ১. ১২; ৩. ২০ ॥ বো-রো° ॥

অনবদ্রাণ—বিণ, নিদ্রাবিহীন, নিদ্রাশূন্য। 'বোধশ্চ ত্বা প্রতিবোধশ্চ রক্ষতামস্বপ্নশ্চ ত্বানবদ্রাণশ্চ রক্ষতাম্'—অ° ৮. ১. ১৩ ॥ বো-রো° ॥

অনবধর্ষ্য—বিণ, কাহারও দ্বারা অধৃষ্য। 'যক্ষ্মে নিয়ানং রজসং মৃত্যো অনবধর্ষ্যম্'—অ° ৮. ২. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অনবধান — ১ অমনোযোগ, উপেক্ষা, তাচ্ছীল্য। ২ বিণ, [ন (নাই) অবধান যাহার নঞ্‌-বহু°] বিণ, অমনোযোগী, অযত্নপরায়ণ, উপেক্ষাকারী ॥ হলা° শব্দ° ॥ ~তা—স্ত্রী°, অজ্ঞানতা, মনোযোগশূন্যতা, চিত্তবিক্ষেপ। 'কর্তব্যাকরণং যত্র সমর্থস্য কচিদ্ভবেৎ। উচ্যতে দ্বিতয়ং তত্র প্রমাদোঽনবধানতা ॥' পর্যায়—১ প্রমাদ।—শব্দরত্ন° ॥ অম° ১. ১. ৭. ৩০; অভি° ১৩৮২ বো-রো° ॥

অনবধারণ—অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান।

অনবধি—বিণ, সীমাহীন, অসীম ॥ অম° ৩. ৪. ৮৪, ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ১৪৪, মে° ৮১ ॥

অনবধ্বস্য — বিণ, ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অযোগ্য।—শ-ব্রা° ১. ৪. ৩. ১ ॥ বো-রো°

অনবন—বিণ, [স্ত্রী— -ী] আশ্রয়হীন।—শিশু° ৬. ৩৭। ~ত—যাহা কদাপি প্রণত হয় না।—যুধিষ্ঠির-বি° ৫. ৩৪ ॥ শ্মি° ॥

অনবনামিতবৈজয়ন্ত — বৌদ্ধদিগের ভবিষ্যৎ লোকের নাম-বি°। এই লোকে আনন্দ 'সাগরবরধরবুদ্ধিবিক্রীড়িত' নামে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ॥ গোল্ড° ॥

অনবন্ত—[স্থাপত্য শা°] মানসার (১৬. ৪৩) মতে ইহা সঙ্ঘের পারিভাষিক শব্দ-বি°।

অনবপতিত—যাহাতে গ্রাম্যতাদোষ নাই অর্থাৎ উৎকৃষ্ট (শব্দ°) 'স্বাধারমনবপতিত শব্দমকষ্টশব্দম্।—চরক° ৩. ৮. ২ ॥ শ্মি° ॥

অনবপৃগ্ণ — [ন + অব + √পৃচ্‌ + ক্ত ছান্দসত্বাৎ ইভাবাভাবঃ; নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, (বৈদিক) চতুর্দিকে ছড়ান, অসংলগ্ন। সূর্যের রশ্মি কোন নির্দিষ্ট স্থানে না পড়িয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া সূর্যরশ্মির নাম 'অনবপৃগ্ণ'। 'অনবপৃগ্ণা বিততা বসানং প্রিয়ং মিত্রস্য বরুণস্য ধাম।'—ঋ° ১. ১৫২. ৪ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অনববুদ্ধ — অজ্ঞাত, অজাগরিত, অননুভূত।—শিশু ১২. ৩৯।

অনবব্রব —[নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অদম্য শাসন। 'বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবঃ'—ঋ° ১০. ৮৪. ৫; নিরুক্ত° ৬. ২৯ ॥ বো-রো° ॥ ২ অপবাদবর্জিত ॥ আপ্‌° ॥

অনবভ্র—[বৈদিক] বিণ, ১ অবভ্রংশশূন্য, পতিত নহে। ২ অক্ষয় সম্পৎশালী। 'প্রস্কংভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসোঽলাতৃণাসো বিদথেষু সুষ্টুতাঃ।'—ঋ° ১. ১৬৬. ৭।

অনবভ্ররাধাঃ — [বৈদিক। মূ°—-রাধস্] ১ অক্ষয় সম্পৎশালী, ধনরত্নপরিপূর্ণ। ২ মরুদ্‌গণ যজ্ঞে প্রভূত আজ্য প্রভৃতি পাইয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের ধনসম্পত্তি বলিয়া অধিকাংশস্থলে এই শব্দ বহুবচনে মরুদ্‌গণকে বুঝাইয়া থাকে।

অনবম—[ন অবম (অন্তিম); স্ত্রী - -া] বিণ, নিম্ন বা নিকৃষ্ট নহে এরূপ, শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ। 'সুধর্মানবমাং সভাম্'—রঘু° ১৭. ২৭; ৯. ১৪। 'কুলেষু সর্বেঽনবমেষু জাতাঃ'—দ্রোণ° ৫. ১১ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ~মর্শম্—অব্য, স্পর্শ ব্যতীত, স্প ভিন্ন।—শ-ব্রা° ১. ২. ৫. ২৬ ॥ বো-রো° ॥

অনবমৃষ্য—বিণ, অজেয়। ~তা—অপরাজেয়তা।—ললিত° ৩৭. ১১।

অনবয়ব—অবয়বহীন। —আপ-শ্রৌ° ৯. ১৩. ৭।

অনবর — [ন অবর—নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ হীন নহে, অসভ্য নহে, অকনিষ্ঠ, অন্যূন, সদৃশ। 'সোঽয়মিন্দ্রাদনবরো বাসুদেবাচ্চ

ভারত।' — মহা° ৩. ৮৬. ৭ ॥ শব্দ° ॥ ২ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। ~ত -[ন অবরত— নঞ্ তৎ; অথবা ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহার বা যাহাতে — নঞ্ বহু°] ১ বিণ, নিরন্তর, অবিরত। ২ [ন (নাই) অবরত যাহাতে — নঞ্ বহু°, এরূপে] ক্রি-বিণ, অবিরাম ভাবে, অজস্র, সর্বদা, নিরন্তর, অবাধে। 'অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্মা।'— শকু° ২. ২৭। পর্যায়—১ সতত, ২ অনারত, ৩ অশ্রান্ত, ৪ সন্তত, ৫ অবিরত, ৬ অনিশ, ৭ নিত্য, ৮ অজস্র, ৯ প্রসক্ত, ১০ আসক্ত, ১১ অনন্ধ ॥ জটা° শব্দ° অম° ॥

অনবরথ — অ + অবর = অনবর + রথ + অনবরথ ('র' বর্ণের র বর্ণ থাকায় সমানবর্ণের একটীর লোপে)] যদুপুত্র ক্রোষ্টার বংশ-সম্ভূত মধুর পুত্র। ইঁহার পুত্র কুরুবৎস ও পৌত্র অনুরথ।—বিষ্ণুপু° ৪. ১২. ১৬।

অনবরার্ধ্য — [অবরস্মিন্ অর্ধে ভবঃ, যৎ—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ উত্তম, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, মুখ্য ॥ অম° অভি° শব্দ° ॥ ২ দেহের শ্রেষ্ঠাংশ, শিরোভাগ, মস্তক।

অনবরোধ — বাধাহীনতা, বাধাশূন্যতা, প্রতিবন্ধহীনতা। 'হৃদস্থানবরোধঃ।—চরক° ৩. ২. ৪ ॥ শ্মি° ॥

অনবর্ণ -[স্ত্রী- -া] বিণ, সুন্দর।—তৈ-আ° ১. ৮. ২।

অনবর্তি — বিণ, যাহার অনস্তিত্ব নাই এরূপ।—শা-ব্রা° ৭. ৯. ২১। ~মুখী— [পুং°-মুখিন্; স্ত্রী-মুখিনী] বিণ, পার্থিবক্ষুধা-শূন্য।—আপ-শ্রৌ° ৮. ১১. ১০।

অনবলম্ব, -লম্বন—[ন (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার — নঞ্ বহু°] বিণ ১ অবলম্বনশূন্য, আশ্রয়হীন, আলম্বনশূন্য। 'ন পরং পথি পক্ষপাতিতানবলম্বে কিমু মাদৃশেঽপি সা'। নৈষধ° ২. ৫২। ২ [ন অবলম্ব বা অবলম্বন—নঞ্ বহু°] আশ্রয়শূন্যতা, অবলম্বন-হীনতা, নিরাশ্রয়তা।

অনবলম্বিত — [অ=ন + অব √লম্ব + ক্ত-কর্তৃ°; স্ত্রী- -া] বিণ, ১ যে অনবত নয়, অধোগত বা অধোলম্বমান নয়, যে অব-লম্বন রাখে না, যে অধীন নয়, স্বতন্ত্র। 'পরিথাকপটস্ফুটস্ফুরৎপ্রতিবিম্বানবলম্বিতাম্বুনি' —নৈষধ° ২. ৭৯ ॥ শ্মি ॥ ২ [অ = ন + অন + √লম্ব + ক্ত—কর্ম°; স্ত্রী -া] অনা-শ্রিত, অগৃহীত, অরক্ষিত, স্বতন্ত্র।

অনবলোভন — [নঞ্ তৎ; ন + অব + √ লুপ্ + লুট্—পৃষো° পস্তভঃ-দ্বে ন অবলুপাতে পুমান্ যেন] ক্লী°, ১ সীমন্তোন্নয়নের পরে গর্ভিনীর তৃতীয় মাস-সম্পাদ্য সংস্কার। ২ উপনিষদের অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষের নাম।

অনবস—[বৈদিক। ন (নাস্তি) অবঃ (অন্নং) যস্য—নঞ্বহু; অব অসুন্ অন্নন্-- নিরুক্ত] বিণ, অন্নহীন, পথ্যাশনরহিত with-out food while travelling, 'অনবসো অনভীশূ রজস্তূর্বি রোদসী পথ্যা যাতি সাধন্।—ঋ° ৬. ৬৬. ৭।

অনবসর — [নঞ্ তৎ] ১ অবসরের অভাব, অনবকাশ। ২ অপ্রশস্তকাল, অসময়, অনুপযুক্তকাল, অযোগ্য কাল। 'কং যাচে যত্র তত্র ধ্রুবমনবসরগ্রস্ত এবার্থিভাবঃ। —মালতী° ৯. ৩০। ৩ দেবদর্শনের অসময় বা অযোগ্য কাল।

অনবসরগ্রহণ—[ন্যায়শা°] নিগ্রহ-স্থান। ১ অকাল এইরূপ উদ্ভাবন। যথা— 'ত্যক্ষ্যসি চেৎ প্রতিজ্ঞাহানিঃ বিশেষষসি চেদ্ধে-ত্বন্তরমিতি।' ২ অবসর অতিক্রমপূর্বক কথন। —গৌতমবৃত্তি ৫. ২. ২২। বিস্তৃত বিবরণ 'নিগ্রহ-স্থান' দ্র°।

অনবসাদ—১ বিণ, অভিন্ন।—যুক্ত° ৭. ১৩০। ২ [দর্শনশা°] দৈন্যবিপর্যয়।—সর্বদ° পৃ° ১২৪।

অনবসান—১ ক্লী°, অসমাপ্তি, অনিষ্পত্তি ২ অশেষ, যাহার অন্ত বা মৃত্যু নাই।

অনবসিত—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী- -া] বিণ, অসমাপ্ত, অনিষ্পন্ন। ~ত্রিষ্টুভ্— ছন্দোবি°। এই ছন্দে চারিটী পংক্তি থাকে। প্রত্যেক পংক্তিতে এগারটী চরণ থাকে।

অনবস্কর —[ন (নাই) অবস্কর (মল) যাহাতে—নঞ্ বহু°; স্ত্রী- -া] বিণ, ১ মল-শূন্য, পরিষ্কৃত, নির্মল। ২ যাহাতে কোন গুপ্ত-ভাব নাই।—হর্ষচ° ৩৯. ১৭। ~তা, ত্ব— নির্মলতা, মলশূন্যতা, বিশুদ্ধি।

অনবস্থ—[ন (নাই) অবস্থা যাহার— নঞ্ বহু°; স্ত্রী- -া] বিণ, অস্থির unsteady. 'অনবস্থো নিষ্করুণশ্চ' — দশকু° ১৩৫; 'অন-বস্থো বায়ুঃ'—শিশু° ১১. ২৮।

অনবস্থা$_১$, — স্ত্রী°, ১ অবস্থার অভাব, অস্থিরতা, অনিশ্চয়। ২ অবিশ্রান্তি।

অনবস্থা$_২$ — দশাহাভাব not being 10 days old ॥ আপ° ॥

অনবস্থা$_৩$—(ন্যায়-শা°) তর্কের দোষ-বি°, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম থাকে না তাহাকে অনবস্থা বলে। [তর্ক দ্র°]

অনবস্থান — ১ বিণ, চঞ্চল, অস্থির। 'বিশ্রম্ভগমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে।' —ভা° ৫. ৬. ২। ২ বায়ু।— রাজনি° ॥ শব্দ°। ৩ ক্লী°, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'জয়পরাজয়ানবস্থানাৎ।' — দশকু° ১৬১। ইন্দ্রিয়সংযমাভাব, কামুকতা।

অনবস্থিত — [ন অবস্থিত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী- -া] বিণ, ১ চঞ্চল, অস্থির, অব্যবস্থিত, unsteady, unsettled, fikle. 'অনবস্থিত-স্তিমিতমূঢ়ঘূর্ণয়নঃ।'— উত্তর° ৩; কুমার° ৪. ২৮। ২ পরিবর্তিত। 'অহো অনব-স্থিতো ভূমিসন্নিবেশঃ।' — উত্তর° ২। ৩ ব্যভিচারী। 'নারীর্হ্যাহনবস্থিতাঃ।'—মনু° ১১. ১৩৯। ৪ যে থাকিতে অক্ষম unable to stay or remain. 'প্রস্থিতং তমনবস্থিতং প্রিয়াঃ' —রঘু° ১৯. ৩১। ৫ অবস্থাহীন, অসচ্ছল, সংস্থানহীন। ~চিত্ত—(অনবস্থিত চিত্ত যাহার—বহু°) বিণ, অব্যবস্থিতমনা, অস্থিরচিত্ত, প্রতিক্ষণে যাহার মতের পরিবর্তন হয় এইরূপ। বি — অনবস্থিততা, — ত্ব, অনবস্থান, অনবস্থিতি। ২ সমাধিভূমিতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। — সর্বদ° পৃ° ৩৫৫।

অনবস্থিতি — স্ত্রী°, চাপল্য, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অধৈর্য ॥ অভি° শব্দ° ॥

অনবহিত—[ন + অবহিত—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী- া] অমনোযোগী, অযত্নশীল, অনবধান, প্রণিধানশূন্য। বি—অনবহিততা, অনবধান।

অনবহেল—১ বিণ, ঘৃণ্য নয় এরূপ।—হর্ষচ° ৩০. ১৪। ২ স্ত্রী°, আদর।

অনবহ্বর — [বৈদিক। আবহ্বৃ—কৌটিল্য-অচ্ ; নঞ্‌-তৎ ; স্ত্রী— া] বিণ, অকুটিল, সরল not crooked, straightforward.

অনবাক্—১ [মৃ°-বাচ্ ; ন + অবাক্] বিণ, মূক নয় এরূপ, প্রগল্‌ভ। ২ [মৃ°-অনবাঞ্চ্। অনবাঙ্—টী—ক্] বিণ, অনিম্ন-দৃষ্টি, নীচের দিকে চাওয়া যাহার স্বভাব নয়, যে উপরের দিকে বা সম্মুখে চাহিয়া থাকে।

অনবানম্—[অ + অবানম্। অ + অব + ণমুল্। অবানঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ স যথা ন স্যাৎ তথা] অব্য, নিশ্বাস না লইয়া, এক নিশ্বাসে, না থামিয়া।

অনবানতা—[অনবানম্-এর ম্ লোপের পর ণমুল প্রত্যয়+তল্] স্ত্রী°, অব্যবধানতা, পরস্পর সংযুক্তাবস্থা।

অনবাপ্ত — [ন + অবাপ্ত — নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী- া] বিণ, অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, যাহা পাওয়া যায় নাই এইরূপ। বি—অনবাপ্তি।—'নানাবাপ্তমবাপ্তব্যংবর্ত এব চ কর্মাণি॥'—গী' ৩.২২।

অনবায়—[অ = অ + অব + √ই + ঘঞ্ ; ন (নাই) অবার (অবয়ব) যাহার—নঞ্‌ বহু°] বিণ, নিরবয়ব without parts, অব্যবহিত uninterrupted.

অনবায়ম্—[বৈদিক] অব্য, পুনঃ পুনঃ, অনবরত।

অনবার-উদ্দীন খাঁ — কর্ণাটের নবাব। পূর্বে ইনি সৈনিক ছিলেন। ইনি নিজাম-উল্-মুল্‌ক কর্তৃক কর্ণাটের নাবালক উত্তরাধিকারীর রক্ষক নিযুক্ত হন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা উক্ত নাবালককে হত্যা করিয়া নিজেই নবাব হন। প্রথমে ইনি দিল্লীশ্বরের অধীনে কোরা জহানাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। অসদভিসন্ধির জন্য কর্মচ্যুত হইয়া ইনি আমেদাবাদের নিজাম-উল্-মুল্‌কের পিতা গাজী-উদ্দীন খাঁর অধীনে সুরাট্ নগরে এক দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হন। গাজী-উদ্দীনের মৃত্যুর পর নিজাম উল্-মুল্‌কের সময়ে ইনি ভেলোর এবং রাজমন্দ্রামের নবাব হন এবং ১৭৪৪ খ্রী° কর্ণাট প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। নিজাম উল-মুল্‌কের পৌত্র মুজফ্‌ফর জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ১৭৪৯ খ্রী° ২৩এ জুলাই যুদ্ধে ইনি নিহত হন। মুজফ্‌ফর জঙ্ কর্ণাটদেশ অধিকার করেন। মৃত্যুর সময় অনবার উদ্দীনের বয়ঃক্রম ১০৭ বৎসর হইয়াছিল। অব্দী নামক এক কবি ইহার প্রশংসাকীর্তন করিয়া 'অনবারনামা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।—OBD.

অনবারী—প্রসিদ্ধ পারসীক কবিবি°। ইঁহার একটী ছদ্মনাম অশহুদ্দীন। প্রথমে ইনি কবি হিসাবে 'খাফরারী' নাম গ্রহণ করেন—অতঃপর উহা ত্যাগ করিয়া 'অনবারী' নাম ব্যবহার করেন। ইঁহার কবিপ্রতিভার জন্য ইনি খুরাসানের 'কবির রাজা' বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অনবার খুরাসানের অবিরাড় নামক স্থানে বাস করিতেন এবং সুলতান সন্জর সলজুকীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। খোয়ারিজ্‌মের সুলতান অৎসিজের সভাকবি রশীদী ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যখন দুই সুলতান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন এই দুই কবি তীরের ফলাগ্রে কবিতা পাঠাইয়া দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতেন। অনবার তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া প্রখ্যাত হইতেন। ১১৮৬ খ্রী° (৫৮১ অথবা ৫৮২ হিজরা) সেপ্টেম্বর মাসের এক নির্দিষ্ট দিনে তুলা-রাশিতে গ্রহগণের এক মিলন হইবে ইহা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং আরও তিনি বলেন এক মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে এবং সমস্ত ঘর বাড়ী গাছ প্রভৃতি ঝড়ে নষ্ট হইয়া যাইবে। অবশেষে সেই নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল, কিন্তু ঝড় বা অন্যান্য অমঙ্গলের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। এইরূপে সমস্ত বৎসরই শান্তভাবে কাটিয়া গেল। তখন তাহারা অনবারীকে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আক্রমণ করিলে তিনি সুলতান অলাউদ্দীন তকসের রাজ্যে বলখ নামক স্থানে পলাইতে বাধ্য হন এবং উক্ত স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন ১২০০ খ্রী°। দীবান্ অনবারী' নামক তাঁহার এক বিরাট্ গ্রন্থ আছে।—OBD.

অনবেক্ষ,—(স্ত্রী°),-ক্ষণ (ক্লী°)—১ মনোযোগের অভাব, অমনোযোগিতা 'অনবেক্ষণাদপিকুর্বিঃ'—পঞ্চত° ১. ১৬৯। ২ পর্যবেক্ষণের অভাব।

অনবেক্ষক—বিণ, উদাসীন, অমনোযোগী।

অনব্রত,—[নঞ্‌ বহু° ; স্ত্রী— া] বিণ, ১ যে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসব্রতশূন্য নয়। ২ যে জৈনভক্ত আংশিকভাবে সম্প্রদায়ের নিয়ম মানিয়া চলে।

অনব্রত,— নামান্তর অনবরাত। বর্মার পগানবংশীয় এক জন প্রসিদ্ধ নরপতি। ইনি ৪০ বৎসরের উপর রাজত্ব করেন (১০১৫—৫৭ খ্রী°)। অনব্রতের পূর্বে বর্মায় কোন লিপি ছিল না, ইনি উহা প্রবর্তন করেন। ইনি বর্মায় বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের জন্য থাতোন হইতে ধর্মগ্রন্থ চাহিয়া পাঠান। থাতোনরাজ মাগুহা তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলে ইনি থাতোন ধ্বংস করেন—এবং পাঁচটী হাতীতে করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ও পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে লইয়া আসেন। ইহার পরে ইনি বহু প্যাগোডা নির্মাণ করেন। বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ আনিবার জন্য ইনি চীনদেশে যাত্রা করেন—ভ্রমক্রমে চীনে না পৌঁছিয়া স্বাধীন নরপতি নমচৌ'এর রাজ্যে গমন করেন। উক্ত স্থান হইতে স্বর্ণ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি লইয়া আসেন। ইনি বর্মায় পগানে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র করিয়াছিলেন। শুনা যায় ইনি বাঙলা দেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। আসামের রাজকুমারী ইঁহার অন্যতমা মহিষী। তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র ক্যন্‌ৎসই-থা ইঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্মা [দ্র°]

[Sir H. T. White : Burma, 99, 184, 196, 206 ; J. G. Scott : Burma, 32, 33, 35]

অনশন₁,—[ন + অশন (ভোজন) নঞ্ তৎ] ক্লী°, ১ উপবাস, অনাহার, অভোজন ॥ শব্দ° হলায়ুধ ॥ ২ [ন (নাই) অশন আহার—নঞ্ বহু° ; স্ত্রী— া] বিণ, ভোজন-শূন্য, অনাহারী, উপবাসী। ~ক্লিষ্ট, পীড়িত —[অনশনহেতু ক্লিষ্ট, পীড়িত—(৩ তৎ বা ৫-তৎ ; স্ত্রী— া)] বিণ, অনাহারে কাতর, উপবাস জন্য কাতর।

অনশন₂,—উপবাস, ভোজন হইতে বিরত থাকা। অনশন সাধারণতঃ উদ্দেশ্যমূলক ; ধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে, মন্ত্রতন্ত্রের পদ্ধতি প্রকরণে বা সামাজিক প্রথানুসারে অনশন পালন করা হইয়া থাকে। কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এবং দেবতাদিগের সন্তোষবিধানের জন্য অথবা শোকসূচক বাহ্য অনুষ্ঠানরূপেও অনেকে এই অনশনধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংস্কার-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের পূর্বেও অনেকে এই অনশন-ব্রত পালন করেন। স্বপ্ন অথবা অলৌকিক দর্শন-বিষয়ে ইহার প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় উপরি-উক্ত কোন কোন কারণে অনশনের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐগুলি ব্যতীত আরও অন্যান্য কারণও ইহার উৎপত্তির অন্তরালে থাকিতে পারে। অতি প্রাচীন কালে খাদ্যাভাবে বাধ্য হইয়া মানুষকে কখনও কখনও অনশনে থাকিতে হইত ; এইরূপে অনশনে থাকার জন্য মানুষের মনে কিংবা স্বাস্থ্যে সময়ে সময়ে যে সুফল ফলিত তাহাই বিচার করিয়া পরে স্বেচ্ছাকৃত অনশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাকেই অনশনের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অনশন দুই প্রকার—পূর্ণ ও আংশিক। নিরম্বু উপবাসকেই পূর্ণ অনশন বলা যাইতে পারে এবং সময়বিশেষে ও জাতিবিশেষে ভোজ্য দ্রব্যবিশেষের অনশনকে আংশিক অনশন বলা যাইতে পারে। কখনও কখনও লোকে আহারের পরিমাণ খুব কমাইয়া দিয়া স্বল্পাহারী হইয়া থাকেন। এইরূপ স্বল্পাহারকেও আংশিক অনশন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান যুগে শস্ত্রোপচারের (surgical operation) পূর্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ অনশনের বিধি পালন করিতে হয়। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে চিকিৎসকেরা অনেক সময়ে আংশিক অনশনের ব্যবস্থা করেন এবং স্বেচ্ছায়ও লোকে অনেক সময় আংশিক অনশন করিয়া থাকেন। অসাধারণ প্রাণ-শক্তির প্রমাণস্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পূর্ণ অনশন করিতেও অনেককে দেখা গিয়াছে। অবিচারের প্রতিবাদস্বরূপ বর্তমানে লোকে প্রায়ই অনশন করিয়া থাকেন। এইরূপ ধর্মঘটের ফলে কখনও কখনও অবিচারের প্রতিকারও হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছে। রাজবন্দিগণ অনেক সময়েই অনশন-ধর্মঘট করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালেও এই-রূপ অনশন দেখা যাইত। Celtদিগের মধ্যে, আইনসঙ্গত অনুরোধ রক্ষিত না হইলে, অনশনের প্রচলন প্রচুর ছিল। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে লোকে নিজের অথবা স্বজাতির অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত অনশন করার শপথ গ্রহণ করিত।

অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও অনশনের নিয়ম দেখা যায়। সাধারণতঃ দীক্ষার পূর্বে প্রায় সমস্ত অসভ্যজাতির মধ্যেই স্ত্রীলোক এবং যুবকদিগের নির্দিষ্ট ভোজ্য হইতে বিরত থাকিতে হয়।

অসভ্য এবং সভ্য জাতিসমূহের দেশ ও কালভেদে যে সমস্ত বিভিন্ন কারণে অনশন পালন করা হইয়া থাকে তাহা বিচার করিলে অনশনের প্রকৃত উৎপত্তি কি তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে কোন ক্ষেত্রেই যথার্থ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারই ইহার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহার উৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট একটী মাত্র কারণ নাই।

মানুষের জীবনে খাদ্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খাদ্যের গুণাগুণ অনুসারে আমাদের শরীরের ও মনের নানা পরিবর্তন হইতে পারে। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে খাদ্যগ্রহণে বিচার করিয়া চলিতে হয়। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ খাদ্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে সন্তানের জন্মের পূর্বে অথবা পরে মাতা এবং সময়ে সময়ে পিতাও কোন কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই প্রথাটী সম্ভবতঃ খুব প্রাচীন নয় ; মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রসার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রথা অনুসারে অনেক সময় অতি প্রিয় ও রুচিকর খাদ্য পর্যন্ত বর্জিত হইয়া থাকে। নিউ গিনি দেশের কোইটা (Koita) জাতির গর্ভবতী নারীগণ বৃহৎকায় মূষিক, একিড্না (echidna), কোন কোন জাতীয় মাছ প্রভৃতি প্রাণী খাইতে পায় না। তাহাদের স্বামিগণকেও এই সমস্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। অজাত পুত্রগণ পাছে আঘাত প্রাপ্ত হয় এই আশঙ্কায় আসামের নারীগণ অনেক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে নারীগণকে প্রথম ঋতুকালে নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণে বিধি-নিষেধ মানিতে হয়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কোন নারী এই অবস্থায় চারিদিন অনশনে থাকে ; দীর্ঘ নিভৃতবাসের সময়ে তাহার পক্ষে মাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ, ইহাতে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দক্ষিণ ম্যাসিমবাসিনী (Southern Massim) নারীগণকে প্রথম ঋতুকালে নিভৃতবাস করিতে হয় এবং সর্ব-প্রকার মাংস বর্জন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইলে এমন অনেক খাদ্য আছে যেগুলির ভোজন হইতে মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত থাকিতে হয়।

অনেক দেশে নির্দিষ্ট ঋতুতে বা নির্দিষ্ট অল্প কয়েক দিনের জন্য বিশেষ বিশেষ খাদ্যের ভোজনের উপরে বিধি-নিষেধ দেখা যায়। কোন কোন জাতির প্রধানের নির্দেশেও সাধারণভাবে কোন কোন খাদ্য

বর্জন করিতে হয়। আন্দামান দ্বীপে ধর্মের দোহাই দিয়া এই প্রয়োজন সিদ্ধ করা হয়।

শোকানুষ্ঠানে অনশন ও সমবেদনা-সূচক অনশন— কাহারও মৃত্যু সম্পর্কে যে অনশন পালন করিবার নিয়ম দেখা যায় তাহার উৎপত্তি ও সার্থকতা কি তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ অনশনের উৎপত্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কারণ উপস্থিত করা হইয়াছে — যেমন, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার সন্তোষবিধান, খাদ্যের সহিত মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার প্রবেশ-নিবারণ, মৃতের সংস্পর্শ-হেতু খাদ্য দূষিত হইবার ভয়, শুদ্ধীকরণ ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণগুলি মৃত্যু ব্যাপারে অনশন-প্রথাগুলির স্থায়িত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী হইলেও শোক-হেতু আহারে অনাসক্তি মূলতঃ এই সমস্ত প্রথার জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে। এইরূপ শোকসূচক অনশনের প্রথা সাধু অথবা বিশেষ দেশহিতৈষী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রচলিত হইতে দেখা যায়। Mater Magna বা মহামাতার অনুষ্ঠানে Attisএর মাতার শোকের স্মৃতি-স্বরূপ ২৪এ মার্চ অনশন এবং শোক-দিবস বলিয়া গণ্য হইত। শীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আলি ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার্থ অনুরূপ অনশন পালন করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মৃত্যু-সম্পর্কিত অনশন-প্রথা বর্তমান। কোথাও অনশন কয়েকদিনের জন্য করিতে হয়, আবার কোথাও বা অল্প সময়ের জন্য করিতে হয়; কোথাও পূর্ণ অনশন করিতে হয় এবং কোথাও আংশিক অনশন করিতে হয়। নিউ গিনির কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতের স্মৃতিস্বরূপ কিছু কালের নিমিত্ত আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় কোন প্রিয় খাদ্য বর্জন করিয়া থাকে। প্রাচীন মিশরে রাজার মৃত্যুতে প্রজাদের উপবাস করিবার রীতি ছিল; তাহারা এই সময়ে মাংস, রুটী, মদ প্রভৃতি আহার করিত না এবং বিলাসিতা করা, স্নান করা, নরম বিছানায় শয়ন করা প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন জাপানে মৃতের পুত্রগণ ৫০ দিন সামান্য নিরামিষ আহার করিত। গ্রীকদিগের মধ্যেও অনশনপ্রথা বর্তমান ছিল; সন্তানের মৃত্যুর পর পিতা-মাতা দুই-তিন দিন পর্যন্ত অনশন করিতেন। হিব্রু-জাতিরাও মৃত্যু উপলক্ষ্যে অনশন অবলম্বন করিত। আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জে শোকার্ত নর-নারীগণ শূকর-মাংস, কচ্ছপের মাংস প্রভৃতি আহার করে না। জীবনের শেষ রোগে স্বামী যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, স্ত্রীর পক্ষে শ্রাদ্ধ-দিবস পর্যন্ত সেই সমস্ত খাদ্য বর্জন করিবার বিধি দক্ষিণ মাসিমে (Massim) প্রচলিত আছে।

মৃত্যু-সম্পর্কিত অনশনের ক্ষেত্রে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। অনেক দেশে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হননকর্তাকে অন্যান্য শুদ্ধীকরণ ব্যতীত অনশনও করিতে হয়।

শুদ্ধীকরণে অনশন — অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ একটী বিশ্বাস আছে যে, পাপ, অপবিত্রতা প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করে খাদ্যের মধ্য দিয়া; সুতরাং অনশন করিলে শরীর অপবিত্রতা হইতে নিষ্কৃতি পায়। সেই-জন্যই ধর্মকার্যে এবং শুদ্ধীকরণে অনশনের অবলম্বন প্রচুর দেখা যায়। অনশনের পরে সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় শরীরকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত অনশন করা হইয়া থাকে। প্রেতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসাবে অনশনের প্রচলন আছে।

Cherokee-দিগের মধ্যে পেশাদার ঈগল-পক্ষী হত্যাকারীকে হত্যার পূর্বে প্রার্থনা ও এক রাত্রি ধরিয়া অনশন করিতে হইত। ইহার কারণ ঈগল পক্ষী একটী পবিত্র পক্ষী বলিয়া গণ্য হইত। Tlingit-দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার আত্মার প্রভাব লাভ করিবার জন্য যে কোন কুমারীকে আট দিন অনশন করিতে হইত। তাহার স্বাস্থ্য দুর্বল হইলে প্রথমে চারি দিন অনশন করিয়া তাহার পর দুই দিন বাদ দিয়া আবার চারি দিন অনশন করিতে হইত। মিশরদেশীয়গণ মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে স্নান ও অনশন করিত। বলিদানের পূর্বে অনশন করিবার প্রথা Isis-দিগের ধর্মের অঙ্গ ছিল। সাধারণতঃ কোন নূতন খাদ্য, নূতন শস্য এবং কোন পবিত্র খাদ্য খাইবার পূর্বে অনশন করিতে দেখা যায়। Yam ভোজন-উৎসবের পূর্বে নিউ গিনির কোন কোন জাতির প্রধানকে কয়েকদিন ধরিয়া অনশন করিতে হয়। এই সমস্ত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে যে অনশন অবলম্বন শরীরকে পবিত্র করাই তাহার উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগের ইহুদীগণ Passover ভক্ষণ করিবার পূর্বে সকাল ১০ ঘটিকা হইতে অনশন অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উৎসবে, কামনা-বাসনা-পূরণে ও দীক্ষায় অনশন—বালক এবং বালিকারা পূর্ণ বয়স্কতা প্রাপ্ত হইলে, গোপন সমাজে যোগ-দান কালে এবং বিবাহের পূর্বে অনেক দেশে অনশন করিবার নিয়ম আছে। বোরা উৎসবে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়েলসের বালকেরা দুই দিন অনশন করিয়া থাকে। এই দুই দিন তাহারা সামান্য পরিমাণে জল পান করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক জাতির মধ্যে দীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত অনেক খাদ্যই নিষিদ্ধ থাকে। এই প্রথার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ইহার ফলে বয়স্ক ব্যক্তিরাই উত্তম খাদ্য ভক্ষণের অধিকারী হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দীক্ষার পর এবং কুমারীদিগের পক্ষে বিবাহের পর কয়েক মাস — কোথাও কোথাও কয়েক বৎসর— কতকগুলি অতি প্রিয় খাদ্য বর্জন করিতে হয়। ব্যাঙ্কস (Banks) দ্বীপে গোপন সমাজ প্রভৃতিতে যোগদানের পূর্বে অনশন করিতে হয়। যৌবনাগমে নিভৃত বাসকালে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান যুবক বহু দিন উপবাস এবং নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকে।

প্রাচীন যুগেও দেখা যায় যে অনশন দীক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। Isis-দিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা বর্তমান ছিল। কোন কোন দেশে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে মধ্যে মধ্যে অনশন করিবার

নিয়ম আছে। বিশেষ বিশেষ দৈব ঔষধ স্বপ্নে প্রাপ্ত হইবার আশায় অনেকে অনশন অবলম্বন করে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে দেখা যায় যে শিকারী তাহার শিকারে সমর্থ হইবে কিনা স্বপ্নে তাহা জানিবার জন্ম অনশন অবলম্বন করে। গৃহস্বামিগণ সন্তান হইবে কিনা তাহা স্বপ্নে জানিবার জন্ম অনশন করিয়া থাকে। দিব্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় জু.লু (Zulu) দেশীয়েরা অনেক সময় অনশন করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে সাঁওতালদিগের মধ্যেও অনশন দেখা যায়।

কোন বিশেষ ইচ্ছাপূরণকল্পে অনশনের দ্বারা স্বপ্নদর্শন অথবা দিব্যদর্শনের বিষয় হিব্রু-দিগের ধর্মগ্রন্থেও দেখা যায়। মোজে.স (Moses) ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে চল্লিশ দিন অনশন করিয়া-ছিলেন। ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পূর্বে ডেনিয়েলও (Daniel) তিন মাস মদ্য ও মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাত্নবিদ্যায় অনশন— যাত্নবিদ্যালাভের আশায় অনেকক্ষেত্রে অনশন অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ব্যাক্‌স্ দ্বীপের লোকেদের বিশ্বাস যে অনশন করিলে শত্রু বিনাশ করিবার মন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যে ইহারা অনেক সময় এরূপ কঠোর অনশন অবলম্বন করে যে চলিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে। নিউ গিনির যাত্নকরেরা বিশেষ যাত্ন-ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহ মাত্র কয়েকটা কলা ভাজা খাইয়া থাকে। যবদ্বীপে বারিপাতের জন্ম পুরোহিত এক দিন উপবাস করিয়া থাকে। বৃষ্টির জন্ম দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে যাইবার পূর্বে অনশন করিবার প্রথা সাঁওতালজাতিদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। জু.নিস (Zunis) দিগের মধ্যেও এই প্রথা দেখা যায়। হাইডা (Haida) ইণ্ডিয়ানেরা বায়ুর উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্ম অনশন করিয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তে অনশন — অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অনশনের প্রচলন দেখা যায়। পাপকর্ম করিয়া মনে অনুতাপ উপস্থিত হইলে অনশনের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অনেক ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অন-শনের দ্বারা পাপকর্মের শাস্তির মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা ক্রুদ্ধ দেবতাদের ক্রোধের উপশম হয় এমন ধারণার বশবর্তী হইয়াও লোকে অনশন করে। এইরূপ অনশনের ক্ষেত্রে প্রার্থনা ও নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতে প্রায়ই দেখা যায়। ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে এইরূপ প্রথার বহুল প্রচলন আছে।

প্রাচীন মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন করিবার নিয়ম ছিল। পাপ কর্মে দুষ্ট আত্মার শোধনকল্পে এই অন-শন অবলম্বিত হইত। এইরূপ অনশন এক দিন হইতে মাসাধিককাল পর্যন্ত পালন করা হইত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে জাতিগত-ভাবেও অনশন পালিত হইত। আসিরিয়ায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রায়শ্চিত্তরূপে অনশন গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিবার নির্দেশ ইজিপ্টে ছিল। মুস্‌লিম ধর্ম-শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তে অনশনব্যবস্থা স্বীকার করা হইয়াছে। মহম্মদ নিজে প্রায়শ্চিত্তে অনশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সমর্থ ব্যক্তিকেই রমজানে প্রথম ত্রিশ দিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। গোঁড়া মুসল-মানেরা প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতি-বার অনশন করিয়া থাকেন। অতীত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এই সমস্ত অনশন অবলম্বন করিবার নিয়ম আছে। হিব্রুরাও প্রায়শ্চিত্তে অনশন অবলম্বন করিত।

সন্ন্যাস-জীবনে অনশন — সন্ন্যাস-জীবনে অনশন-প্রথার প্রচলন অনেক দেশেই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই জগতের বিভিন্ন দেশে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে মিশরে ভারতীয় প্রভাবে যে সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা সূর্যাস্তের পূর্বে কিছুই আহার করিত না; অনেকে আবার তিন দিন বা ছয় দিন অন্তর আহার করিত। ইহুদীগের মধ্যেও সন্ন্যাসীদিগকে অনশন পালন করিতে দেখা গিয়াছে। আলেকজা.ণ্ড্রিয়ার (Alexandria) ইহুদীগের মতই ছিল যে দৈহিক কামনা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের অন্তরায়; সুতরাং সন্ন্যাস-জীবনে অনশন অপরিত্যাজ্য। মুস্‌লিম-ধর্মের অন্তর্গত সুফী-সম্প্রদায় অনশনকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণও অনশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

অনশন-সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম বিধি— জগতের প্রায় সমস্ত ধর্মেই অনশনকে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রাচীন Celt-দিগের ধর্মে অনশন প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইত। প্রাচীন মেক্সিকো, পেরুভিয়া, বাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ায় প্রায়শ্চিত্তে ও বলিদানে অনশন করিবার নিয়ম ছিল। প্রাচীন মিশরে ও রোমে অল্লাধিক ধর্মকার্যে অনশন প্রচলিত ছিল। গ্রীক্ দার্শনিকগণ অনশনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যে দেখা যায় যে তাহাদের নিকট অনশন প্রায় প্র.ত্যক ধর্মকার্যের অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধদেব নিজে অনশনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও বৌদ্ধগণ ধর্মকার্যে অনেক সময়ে কঠোর অনশন অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহাযান বৌদ্ধেরা অনশনের পক্ষপাতী ছিলেন। চীনের তাও-ধর্ম (Taoism) অনশনকে ইহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য করে। ইহুদীগণও ধর্ম-কার্যোপলক্ষ্যে অনশন করিয়া থাকেন। বাৎসরিক Day of Atonement-এ তাঁহারা অনশন করিয়া থাকেন। কোর-আনে অনশন অবলম্বনের নির্দেশ প্রচুর দেখা যায়। প্রতি বৎসরের নবম মাসে (রমজান-উপলক্ষ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দিবাভাগে অনশন করিতে হয়। অসমর্থ ব্যক্তিগণ বৎসরের অন্ত মাসে উপবাস করিয়া থাকেন। খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বিগণ যদিও বর্তমানে অনশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে অনশন অবলম্বনের নানাবিধ নির্দেশ দেখা যায়। যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং অনশন করিয়াছিলেন (L.c. iv. 2); অনশনকে ধর্মের অঙ্গ-হিসাবে গ্রহণ

করিতে তাঁহার অনুগামীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন (Mk. ii. 19 seq.); এবং তাঁহার মতে প্রার্থনা ও দানের ন্যায় অনশনও আড়ম্বরশূন্য হওয়া উচিত (Mt. vi. 16 seq.)।

জে.রোয়াস্ত্রীয়-ধর্মে অনশন বা উপবাস নিতান্ত পাপ বলিয়া গণ্য। এই ধর্মের অনুশাসন এই যে পাপ না করাই প্রকৃত অনশন বা উপবাস। এ সত্ত্বেও জে.রোয়াস্ত্রীয়রা কেহ মরিয়া গেলে তিনরাত্রি অনশন করিয়া থাকে।

ভারতীয় মত—মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া এক, দুই, তিন, সাত, নয় দিন-ব্যাপী অথবা এক মাস-ব্যাপী উপবাস। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে এইরূপ অনশন করিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। গরুড়পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে, যে-কোন ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে মানুষী তনু পরিত্যাগ করিয়া আমার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতে পারে। অনশনব্রত করিয়া যত দিন জীবিত থাকিবে, সে সমস্ত দিনগুলি তাহার পক্ষে এক একটী সদক্ষিণ ক্রতুদিবস তুল্য হইয়া থাকে।

'কৃত্বা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাপ্নোতি
কোঽপি চেৎ।
মানুষীং তনুমুৎসৃজ্য মম তুল্যো
বিরাজতে॥
যাবন্ত্যহানি জীবেত ব্রতে নিরশনে কৃতে।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সমপ্রবরদক্ষিণৈঃ॥'
—উ° ৩৬. ৫-৬।

মহারোগ উপস্থিত হইলেও যদি কেহ অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না; সে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বিরাজ করিয়া থাকে।

'মহারোগোপপন্নো চ গৃহীতেঽনশনে কৃতে।
পুনর্ন জায়তে রোগো দেববদ্ধি বিরাজতে॥
—ঐ, ৮।

অনশন ব্রত মনুষ্যকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করে। সুস্থ শরীরে অনশন-ব্রত করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

'তস্মাৎ স্বস্থে চোস্তরে বা সাধয়েন্মোক্ষ-
লক্ষণম্।'
—ঐ, ১২।

যে ব্যক্তি তীর্থবাসী হইয়া অনশনব্রত দ্বারা প্রাণত্যাগ করে সে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনশনব্রত আচরণ দ্বারা স্বগৃহে দেহত্যাগ করে, সে আপনার কুল পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া আমার পাদোদক পানপূর্বক প্রাণত্যাগ করে, সে কখনও পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করে না। অনশনপরায়ণ তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুলদেবতারা রক্ষা করেন, যমদূতগণ তাহাকে কোনরূপ যাতনা দিতে পারে না।

'যস্তীর্থসম্মুখো ভূত্বা ব্রতে হ্যনশনে কৃতে।
চেন্ম্রিয়েঽন্তান্তরালেপি ঋষীণাং মণ্ডলেঽধসৎ॥
ব্রতং নিরশং কৃত্বা স্বগৃহেঽপি মৃতো যদি।
স্বকুলানি পরিত্যজ্য একাকী বিচরেদ্দিবি॥
অন্নঞ্চৈব তথা তোয়ং পরিত্যজ্য নরো
যদি।
পীতমৎপাদতোয়শ্চ ন পুনর্জায়তে ক্ষিতৌ॥
সত্যাসীনং তীর্থগতং রক্ষন্তি বনদেবতাঃ।
যমদূতা বিশেষেণ ন যান্ত্যন্তস্থ পার্শ্বগাঃ॥
—ঐ, ১৪-১৭।

অনশনব্রত করিয়াও যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া সর্বস্ব দান করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে; কখনও মিথ্যা বাক্য বলিবে না, সর্বদা ধর্মাচরণ করিবে।

'কৃত্বা নিরশনং তার্ক্ষ্য পুনর্জীবতি মানবঃ।
ব্রাহ্মণান্ স সমাহুয় সর্বস্বং যৎ পরিত্যজেৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেৎ কৃৎস্নমনুজ্ঞাতশ্চ তৈ দ্বিজৈঃ।
অনৃতং ন বদেৎ পশ্চাদ্ধর্মমেব সমাচরেৎ॥
—ঐ, ২০-২১।

অনশন বলিলে মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্বক উপবাস বুঝায়। সাধারণ উপবাসকে অনশন বলে না। উপবাসের অভ্যাস পরিণত স্তর প্রাপ্ত হইলে তাহা অনশন নামে অভিহিত হয়। অনশন সাধারণতঃ ত্রিবিধ—স্বল্পানশন, অর্ধানশন ও পূর্ণানশন।

অগ্নিপুরাণে (২০৪ অধ্যায়) কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা মাসোপবাস ব্রতের বিধান আছে। এই ব্রতে প্রথমে বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া আপনার শক্তি বুঝিয়া কার্য করিতে হয়। বানপ্রস্থ, যতি অথবা বিধবা স্ত্রীর পক্ষে আশ্বিন মাসের অমল পক্ষের একাদশীতে উপবাস আরম্ভ করিয়া ত্রিশ দিন পর্যন্ত উপবাসব্রত পালন বিধি। উপবাস আরম্ভের পূর্বে ব্রতীকে বলিতে হয়—

"অদ্যপ্রভৃত্যহং বিষ্ণো যাবদুত্থানকং তব।
অর্চয়েত্বামনশ্নন্ হি যাবৎ ত্রিংশদ্দিনানি তু॥
কার্ত্তিকাশ্বিনয়োর্বিষ্ণোযাবদুত্থানকং তব।
ম্রিয়ে যদ্যন্তরালেঽহং ব্রতভঙ্গো ন মে ভবেৎ।"
—২০৪. ৪—৫।

ব্রতীকে বৃথাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাকাঙ্খা বিসর্জন দিতে হইবে, দেবায়তনে অবস্থান করিতে হইবে। ব্রতী একমাস ক্রমান্বয়ে দেবকথাকীর্তন করিবে, সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিবে, ব্রতহীন ব্যক্তির স্পর্শ ত্যাগ করিবে এবং বিকর্মস্থদিগের সহিত আলাপ বর্জন করিবে। মাসোপবাস ব্রতের পক্ষে বহু অনুষ্ঠানের উপদেশ এই অধ্যায়ে আছে। ব্রতী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে অনশন সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। শ্বেতকেতু ১৫ দিন অনশনের পর সমগ্রবেদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন (১. ৯৭)। কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ একবার মাত্র হবোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিলে পাপশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব পাওয়া যায়। বিষ্ণুর পূজায় অনশনের ব্যবস্থা আছে। ঋষিদের পক্ষেও অনশনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন সম্প্রদায় অনশনের পক্ষপাতী হইয়া তাহা অনুমোদন করেন। আবার কোন সম্প্রদায় অনশন একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির তুলনায় মূঢ় ব্যক্তি অনশন করিলে ধর্মজ্ঞের ষোড়শাংশেরও সে যোগ্য নয়, ইহা বুদ্ধদেব ধর্মপদে উপদেশ

দিয়াছেন। বৌদ্ধদের সুত্তনিপাতে পাওয়া যায় যে, অনশন মানুষকে পরিশুদ্ধ করে না; তবে একথা বলা হইয়াছে যে, মুনি অল্প আহার করিবেন। অগ্ন্যাধেয় অনুষ্ঠানের পূর্বে উপবসথ অর্থাৎ অনশন দিবস। আর্য-শাস্ত্রে এরূপও পাওয়া যায় যে উপবাস করা অপেক্ষা ভিক্ষা বৃত্তি শ্রেয়ঃ। গৃহস্থ ও ছাত্রদের পক্ষে অনশন নিষিদ্ধ। তবে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিলে অনশন বিধেয়।

উপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছে অনশনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে অবগত হইতে চেষ্টা করেন। অনশন কৃচ্ছ্র সাধন বা তাহার অংশ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রতে অনশনের বিধান আছে। শবদাহের পর অনশনে থাকিতে হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অনশনের কোন ব্যবস্থা নাই। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন—
'নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥'
—মনু° ৫. ২৫৫।

মনু বলেন,—উত্তমর্ণগণ প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার জন্য অধমর্ণের দ্বারে অনশন করিয়া হত্যা দিয়া থাকে। যজমানের দীক্ষার সময় দুগ্ধপান অনশনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী দৈনন্দিন বেদপাঠের শেষে উপবাস করিবে, কিন্তু যখন সে কোন স্থানে যাত্রা করিবে, সে যাত্রাকালে অনশন করিবে না। অমঙ্গল যাহাতে না হয় তজ্জন্য অমঙ্গলসূচক কোন চিহ্ন দেখিলে অনশন করিতে হয়। কোন শুভ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে উপবাসের ব্যবস্থা আছে। পর্ব উপলক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ বাসনা-পূরণের জন্য উপবাসের বিধি আছে। যখন কোন ব্যক্তিকে কাহারও জমীর সীমানা স্থির করিয়া দিতে হয়, তৎপূর্বে তাহাকে উপবাস করিতে হয়। যজমানকে উপবাসকালে নিজেকে দেবতাদের নিকট নিবেদন করিতে হয়। সৌত্রামণীযাগে অনশন অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক যজ্ঞের শীর্ষস্থান অনশন এবং দীক্ষা তাহার শরীর।

মৎস্যপুরাণে (১০৮. ৩-৫) দেখা যায় যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, প্রয়াগে অনশন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। অনশনকারী অহীনাঙ্গ, নীরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি দশ ঊর্ধ্ব ও দশ অধস্তন কুল উদ্ধার করে, সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে (১. ৯. ২৫) অনশন সম্বন্ধে কয়েকটা উপদেশ আছে। কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অথবা দৈনন্দিন আহারের অংশ হ্রাস করিয়া জীবনত্যাগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যদি কেহ নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করে তাহা হইলে যে পর্যন্ত না তাহার অন্ত্রগুলি বেশ পরিষ্কৃত হইয়া খালি হইয়া যায় তদবধি তাহাকে অনশন করিতে হইবে। সাধারণতঃ সাত দিন পরে অন্ত্রের এই অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।—১. ৯. ২৭. ৩-৪। এই আপস্তম্বে দ্বাদশাহ কৃচ্ছ্রের (Penance) বিধি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—তিন দিন সায়ংকালে কিছু খাইতে পারিবে না। তারপর তিন দিন প্রাতঃকালে ভোজন নিষিদ্ধ। তিন দিন অযাচিতভাবে যাহা পাইবে তাহাই খাইতে হইবে এবং তিন দিন সম্পূর্ণ অনশনে থাকিবে। মনুসংহিতা (১১. ২১২) এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (৩. ৩২০) প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়াছে।

আপস্তম্বে আরও এইরূপ নির্দেশ আছে যে, যদি কাহারও কোন সময়ে আহারকালে মনে পড়ে যে, সে অতিথিকে ফিরাইয়া দিয়াছে তাহা হইলে তাহাকে তখনই আহার ত্যাগ করিতে হইবে ও সেই দিন অনশনে থাকিতে হইবে।—আপ-শ্রৌ° ২. ৪. ৯. ১৪। বশিষ্ঠসংহিতায় নির্দেশ আছে যে, যদি কেহ চান্দ্রায়ণ দ্বারা নিজহস্তে মরিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে তিন দিন অনশনে থাকিতে হইবে।—বশিষ্ঠ স° ২৩. ১৮। যদি কেহ আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া না মরিয়া জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে বার দিন কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে। অতঃপর সে ত্রি-অহোরাত্র অনশনে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে সে ঘৃতম্রক্ষিত পরিচ্ছদে আবৃত থাকিবে এবং শ্বাসরোধ করিয়া তিন বার অঘমর্ষণ উচ্চারণ করিবে।—বশিষ্ঠ-স° ২৩. ১৯।

যদি কেহ বেদোচ্চারণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে অহোরাত্র অনশন করিতে হইবে।

যদি কেহ দৈবাৎ কুকুর, মোরগ, গ্রাম্যশূকর, গৃধ্র, ভাস, পারাবত, মানুষ, কাক বা পেচকের মাংস গলাধঃকরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে সাত দিন অনশন করিতে হইবে। এইরূপে অন্ত্র খালি হইলে সে ঘৃত সেবন করিবে এবং পুনরায় দীক্ষিত হইবে। বিষ্ণুসংহিতায় অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ৫১ অধ্যায়ে (৩-৪) লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড্‌বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্ততমের) মাংসভোজনে সর্বকর্মবর্জিত হইয়া এক বর্ষ কণা মাত্র ভোজন বিধি এবং পুনঃসংস্কারও কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে শশক, শল্লক, গোধা, গণ্ডার এবং কূর্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাত দিন অনশন করিবে। আপস্তম্বে (২. ৪. ৯ ৩১) বেদ-পাঠের সময় যদি কেহ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতির গোলমাল শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহাকে পাঠ বন্ধ করিয়া বসিতে হইবে এবং তিন দিন অনশন করিতে হইবে। যদি কেহ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হত্যা অপরাধদুষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে মাত্র জলপান করিয়া দ্বাদশ দিন থাকিতে হইবে এবং তৎপরেও দ্বাদশ দিন সম্পূর্ণ অনশন করিতে হইবে।
—ঐ, ২. ৪. ৯. ৩৮।

ব্রহ্মচারী, ব্রত সমাপনের পূর্বে যদি প্রেতশ্রাদ্ধের অন্নভোজন করে তবে তিন দিন উপবাস করিবে ও একদিন জলে দণ্ডায়মান থাকিবে।—মনু. ১১. ১৫৭। বিষ্ণু-সংহিতায় (৫৪. ২৯) উক্ত হইয়াছে যে, বেদোক্ত নিত্যকর্মলঙ্ঘন ও স্নাতকব্রত লোপে অনশনই প্রায়শ্চিত্ত। মেধাতিথি কুল্লুক ও নারায়ণ এই শ্লোকের কথা বলেন যে, এই অপরাধে

এক দিন অনশনই প্রায়শ্চিত্ত। অত্রি নানা কারণে অনশন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। চান্দ্রায়ণ-ব্রত সম্বন্ধে তিনি বলেন, শুক্ল প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খাইবে; ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা হইবে; এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে উপবাস করিবে।—অত্রি-সং ১১১ ১১২। তিনি সান্তপন-ব্রত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময় এবং গব্য ঘৃত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্বু উপবাস করিবে। —ঐ ১১৬। অতঃপর মহাসান্তপন-ব্রত করিতে হইলে পঞ্চগব্যের এক একটী এক এক দিন, (কোন দিন দুগ্ধ মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এইরূপ পাঁচ দিন, এবং এক দিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে; এই ছয় দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে।—ঐ ১১৭। প্রাজাপত্য-ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস, অযাচিত তিন দিবসে চতুর্বিংশতি গ্রাস খাইতে হইবে, পরের তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। অতিকৃচ্ছ্র-ব্রতে প্রাজাপত্য-ব্রতের মত তিন দিন রাত্রিতে, তিন দিন দিবসে ও তিন দিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে কিন্তু এই নয় দিনে এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন করিতে হইবে; পরে তিন দিন অনশনে থাকিতে হইবে। —ঐ ১১৯-১২০। তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রত করিতে হইলে তিন দিন ছয় পল পরিমিত উষ্ণজল, তিন দিন ত্রিপল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ, এবং তিনদিন এক পল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক্ হইয়া থাকিতে হইবে। বৈদিককৃচ্ছ্র-ব্রতেও তিন দিন ত্রিপল দধি, তিন দিন ত্রিপল ক্ষীর এবং তিন দিন এক পল পরিমিত ঘৃত পান করিতে হয়, আর তিন দিন বায়ুভুক্ হইয়া থাকিতে হয়। —ঐ ১২২-১২৫। পাদকৃচ্ছ্র ব্রতে একদিন এক বার মাত্র ভোজন; এক দিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং এক দিন উপবাস করিতে হয়। —ঐ ১২৬। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকাকে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র"-ব্রত এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করাকে "পরাক"-ব্রত কহে। —ঐ ১২৭। সৌম্যকৃচ্ছ্র-ব্রতে চার দিন প্রত্যহ পিণ্যাক্ (খোল), দধি, শক্তু (ছাতু) এই কয় দ্রব্যের এক এক গ্রাস ভোজন ও এক দিন উপবাস করিতে হয়। —ঐ ১২৮। এইরূপ নানা কারণে অনশন করিবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকারগণ প্রদান করিয়াছেন। অনাবশ্যক বিবেচনায় সেগুলি উল্লিখিত হইল না।

জৈন মত—জৈনগণের মতে অনশন দুই-শ্রেণীতে বিভক্ত—

বিচার = সচল ও অবিচার = নিশ্চল। অনশনের অন্যরূপ বিভাগও আছে—সপরিকর্ম ও অপরিকর্ম। অথবা ইহা অন্য দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত হইতে পারে—নির্হার ও অনির্হার। এই সকল শ্রেণী ব্যতীত জৈনদিগের অনশন ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ১ ভক্তপ্রত্যাখ্যান, ২ ইঙ্গিনী ও ৩ পাদোপোপগমন।

ভক্তপ্রত্যাখ্যান বলিলে বুঝিতে হইবে যে কোন জৈন গুরুতর অপরাধ করিয়া স্বীয়গুরু ও সজ্জনগণের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করিবেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার ভোজন ত্যাগ করিয়া অনশন-ব্রতী হইবেন। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে জলপান করিতে পারিবেন। যদি স্বয়ং চলিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে অপরের সাহায্য লইয়া চলিতে পারেন। ইঙ্গিনী অনশনে পূর্ববৎ অপরাধ স্বীকার্য; কিন্তু তাঁহার জলগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইঙ্গিনী-ব্রতী বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে কাহারও সাহায্য না লইয়া চলিতে পারেন। পাদপোপগমন নামক অনশনেও অপরাধ পূর্ববৎ স্বীকার্য; কিন্তু ব্রতী নিশ্চল হইয়া বিশেষ নির্জন স্থানে মৃত্যু পর্যন্ত একাশনে থাকিবেন। ইঁহার পক্ষে আসন ত্যাগ নিষিদ্ধ। জৈন গৃহস্থেরা অনশন ব্রতরূপে পালন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। জৈনকল্পসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনশন ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। অনশনবশতঃ যে মানসিক দৌর্বল্য হয় ইহারও উল্লেখ জৈনগণ করিয়াছেন। বর্ষাকালে একত্র বাস করিয়া ব্রতপালন করার নাম পর্যুষণা। ভাদ্রমাসের পর্যুবিশেষকেও পর্যুষণা বলে। এই পর্যুষণার সময়ে যতিগণ নানাভাবে অনশন করিয়া থাকেন। পর্যুষণার সময়ে যে সকল যতি দিনে এক বার মাত্র আহার করেন তাঁহারা একটী নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষা- সংগ্রহের নিমিত্ত বাহির হইয়া থাকেন। যাঁহারা এক দিন অন্তর মাত্র এক বার আহার করেন তাঁহারা প্রাতঃকালে বাহির হইয়া প্রাতরাশ করেন এবং তাহার পর ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করেন। যদি তাঁহাদের আহার অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে তাঁহারা আর এক বার ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির হইতে পারেন। এই পর্যুষণার সময়ে যে যতি দুই দিন অন্তর আহার করেন তিনি দুই বার ভিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু যিনি প্রত্যেক চতুর্থ দিনে আহার করেন তাঁহার তিন বার ভিক্ষায় বাহির হইবার অধিকার আছে। যে যতি আরও অধিক দিন অনশনব্রত পালন করেন তিনি যে কোন সময়ে ভিক্ষায় বাহির হইতে পারেন। যে যতি দিনে এক বার মাত্র আহার করেন তিনি সর্বপ্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন। যে যতি এক দিন অন্তর আহার করেন তিনি তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন—যেমন ময়দা মাখিবার জল, তিল পরিষ্কার করিবার জল এবং চাউল ধুইবার জল। যে যতি দুই দিন অন্তর আহার করেন তিনি তুষ, তিল ও যব পরিষ্কার করিবার জল—এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করেন। যে যতি প্রত্যেক চতুর্থ দিনে এক বার আহার করেন তিনি গরম জল, কাঁজি ও বৃষ্টির জল—এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করেন। যে যতি ইহারও অধিক দিন ব্যাপী অনশন করেন তাঁহার মাত্র পবিত্র গরম জল পান করিবার অধিকার আছে; কিন্তু সেই জলে সিদ্ধ চাউল থাকিবে না। যে যতি একেবারেই

আহার করেন না, তিনি মাত্র এক প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন—তাহা পবিত্র গরম জল—ইহাতেও সিদ্ধ চাউল থাকিবে না।—কল্পসূত্র° ২৯৮-৩০০।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনশন,—[বৈদ্যক] অভুক্তাবস্থায় থাকা। পৃথিব্যাদিভুক্তদ্রব্য-ভেদে আহার পাঞ্চভৌতিক, পেয়-লেহ্য-ভোজ্য-ভক্ষ্য-ভেদে চতুর্বিধ, মধুরাদি রসভেদে ষড়্রস-সম্বলিত শীতোষ্ণবীর্য-ভেদে দ্বিবিধ, বীর্য এবং শীতাদি গুণভেদে বিংশতি গুণবিশিষ্ট। উক্ত গুণবিশিষ্ট আহার ভুক্ত ও সম্যক্ জীর্ণ হইলে তাহার যে তেজোভূত পরম সূক্ষ্ম সার প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহা রস নামে অভিহিত। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। আহার না করিলে আদি ধাতুরস উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রত্যেক ধাতুই পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে তাহার সারভাগ পরবর্তী ধাতুতে পরিণত হয়। কিন্তু অনশনহেতু আদি ধাতুরস উৎপন্ন হয় না বলিয়া পোষণাভাবে পরবর্তী ধাতুসকলও উৎপন্ন হইতে পারে না, কাজেই শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে।

জীবন-ধারণ ও দেহের পরিপোষণার্থ আহার যেরূপ হিতকর, কোন কোন রোগে অবস্থাবিশেষে অনশনও তদ্রূপ হিতকর। সামাবস্থায়ই অনশন প্রযুজ্য। অনশনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই—রোগীর দোষ, বয়স ও বলের উপরই তাহা নির্ভর করে। নবজ্বরে অবস্থাবিশেষে লঙ্ঘন দেওয়ার বিধান আছে।

'জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥'
—চরক° চি. ৩. ৮৪।

যাহা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে, তাহার নাম লঙ্ঘন। 'যৎকিঞ্চিল্লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্'—চরক° সূ. ২২. ৪। অনশন লঙ্ঘনেরই প্রকারভেদ। কারণ, শুধু উপবাসদ্বারাই শরীরের লঘুতা সম্পাদন করা হয় না। রোগ ও অবস্থাবিশেষে লঘুতা সম্পাদনের বিভিন্ন উপায় আছে।

'চতুঃপ্রকারা সংশুদ্ধিঃ পিপাসা মারুতাতপৌ।
পাচনান্যুপবাসাশ্চ ব্যায়ামশ্চেতি লঙ্ঘনম্॥'
—চরক° সূ. ২২. ১১।

জ্বররোগে সামাবস্থায় রোগীকে উপবাসরূপ লঙ্ঘন দেওয়া হিতকর। জ্বররোগীর বাতাদি দোষ ও অগ্নি স্বস্থানভ্রষ্ট হয়। লঙ্ঘনদ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরের নাশ, অগ্নির দীপ্তি, অন্নে আকাঙ্ক্ষা ও শরীরের লঘুতা সাধিত হইয়া থাকে।

'অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষা-রুচিলাঘবকারকম্॥'
—সুশ্রু° উ. ৩৯. ৪৩।

শরৎকালে পিত্ত দুষ্ট হইয়া জ্বর উৎপাদন করিলে কফ তাহার অনুবল হয়। পিত্তশ্লেষ্মার দ্রবত্ব প্রকৃতি-হেতু ও বিসর্গকাল বলিয়া এই পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে অনশনে ভয় নাই।

'বর্ষাসু মারুতো দুষ্ট······তত্র নানশনাদ্ ভয়ম্।'
—মাধব-নি° জ্বর-চি. ৩২।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দ্রবধাতু মহৎ লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে। পিত্তশ্লেষ্মা দ্রবধাতু, সুতরাং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে অনশনে ভয় নাই। আবার কাল দুই প্রকার, যথা—বিসর্গকাল ও আদানকাল। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুকে বিসর্গকাল বলে; বিসর্গকালে চন্দ্রের বলে প্রাণিসমূহ স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ হয়; সুতরাং অধিক উপবাস তখন সহ্য হয়। শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম—এই তিন ঋতুকে আদানকাল বলে। আদানকালে সূর্যের তেজে প্রাণিগণ স্বভাবতঃই দুর্বল হইয়া পড়ে, কাজেই তখন অধিক উপবাস সহ্য হয় না।

অজীর্ণ-রোগেও অনশনের বিধান আছে। রাত্রি জাগরণ করিলে উপবাস করিয়া দিবানিদ্রার বিধি আছে।

'রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ।' —চক্র° অগ্নি. চি. ৩১।

এতদ্ভিন্ন অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ রোগেও অনশনের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে।

কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মা

অনশনব্রত—ক্লী°, ১ উপবাসরূপ ব্রত বা নিয়ম। ২ আহার পরিত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প।

অনশনায়—[বৈদিক। স্ত্রী— -া] বিণ, ক্ষুধাশূন্য, ক্ষুধাবিহীন।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৪. ৭; ৭. ১. ১২৫ ॥ বো-রো° ॥

অনশ্নৎ—[শ্নন্-শ্নতি-শ্নৎ] বিণ, ১ আহার করে নাই, অভুক্ত। ২ যিনি সুখ-ভোগ করেন নাই। — ঋ° ১. ১৬৪. ২০= মুণ্ড-উ° ১৩. ১. ১=পা° ৮. ১. ৬৫ (কাশিকা); শ-ব্রা° ২. ১. ৪. ২; ৩. ১. ৪. ২; কঠ-উ° ১. ১. ৫-৬। ~**সাঙ্গমন**—[বৈদিক] সভার প্রারম্ভে যজ্ঞাগ্নির নামবি°। সাঙ্গমন = প্রাতঃকালে অভুক্ত ব্যক্তি যে অগ্নির নিকট গমন করে তাহার নাম 'সাঙ্গমন'। প্রত্যূষে প্রাতরাশ না করিয়া এই যজ্ঞাগ্নির নিকট গমন করা হয় বলিয়া এই নামের সার্থকতা। — শ-ব্রা° ২. ৩. ২. ১, ৩ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনশ্রু—বিণ, অশ্রুবিহীন। 'অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্নাঃ'—ঋ° ১০. ১৮. ৭; 'উস্রাবেতং ধূর্ষাহৌ যুজ্যেথামনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ'—বাজ-স° ৪. ৩৩ ॥ বো-রো° ॥

অনশ্ব—[ন (নাই) অশ্ব যাহার—বহু°; স্ত্রী— -া] ১ অশ্বভিন্ন অন্য প্রাণী। 'অনশ্বা যত্র স্থেয়স্তে'—পঞ্চত° ৪. ৪৯। ২ বিণ, অশ্বহীন, দ্রুতগামী অশ্বশূন্য। 'অনশ্বো জাতো অনভীশুরর্বা'—ঋ° ১. ১৫২. ৫।

অনশ্বদা—বিণ, ১ যিনি অশ্ব প্রদান করেন না, অশ্বের অপ্রদাতা। 'অনশ্বদাং যন্ন্যযাতনা গিরিম্'—ঋ° ৫. ৫৪. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ বৃষ্টিদানে প্রতিবন্ধক।

অনশ্বা—ক্ষত্রিয় নরপতিবি°। সো°-ব° পুরুবংশ্য কুরুপুত্র বিদূরথের পুত্র। মাতা—সম্প্রিয়া নাম্নী মাগধী। ভার্যা—অমৃতা। পুত্র—পরীক্ষিৎ।—মহা° ১. ৬৩. ৪৪; ১. ৯৫. ১৮৫।

অনশ্বর—[নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অনাশশীল, নশ্বরভিন্ন, শাশ্বত, নিত্য, সনাতন, ধ্রুব ॥ অভি° ১৪৫৩ ; বো-রো° ॥

অনষ্ট—বিণ, অখণ্ডিত, অভঙ্গ ॥ বো-রো° ॥ **~দ্রব্যতা**—স্ত্রী°, দ্রব্যের নাশহীনতা। 'অনষ্টদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেঽভবৎ'—বিষ্ণুপু° ৪. ১১. ৫। **~পশু**—বিণ, অবিনশ্বর পশু-রক্ষাকারী, অখণ্ডিত পশুযুক্ত।—ঋ° ১০. ১৭. ৩। **~বেদাঃ**—[মূ°-বেদস্]বিণ, অখণ্ডিত সম্পদ্‌বিশিষ্ট। —ঋ° ৬. ৫৪. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অনঘ—বশিষ্ঠ ও উর্জার পুত্র।—কূর্মপু° পূ. ১২. ১৩।

অনসারী, মুখ্‌তার অহ্‌মদ (ডাক্তার)—সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও রাজনৈতিক নেতা। জন্ম—১৮৮০ খ্রী°; মৃত্যু—১৯৩৬। শিক্ষা—মুএর সেণ্ট্রাল কলেজ (এলাহাবাদ), নিজাম কলেজ (দাক্ষিণাত্য), এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ; এম্. বি., সি. এচ্. বি. (১৯০৫) ; হাউস সার্জন—চেরিং ক্রস্ হাসপাতাল (লণ্ডন)। সভাপতি—ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা (১৯২৭)। সর্বদল সম্মেলনের সভাপতি (১৯২৮)। ১৯১২-১৩ খ্রী° তুর্কীর অখিল ভারত মেডিক্যাল মিশনে কার্য করেন। হোমরুল আন্দোলনেও ইনি অগ্রসর হইয়া কার্য করিয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রী° অখিল ভারত মুসলীম লীগেরও ইনি সভাপতি হন।

অনসারী, মৌলবী 'অব্দুল—আইনজীবী ও জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। এম্. এ., এল্. এল্. বি.। শিক্ষা—'অলীগড় কলেজ। ১৯২১ খ্রী° ইনি ব্যবহারাজীবের কার্য পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ খ্রী° দিল্লীর খিলাফৎ কমিটীর সেক্রেটারী হন। এই বৎসরেই ইঁহার এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

অনসূয়—[ন (নাই) + অসূয়া যাহার—নঙ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অসূয়াশূন্য, পরশ্রী-কাতরতাশূন্য, যে অপরের ভাল দেখিয়া হিংসা করে না। 'শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ'।—গী° ১৮. ৭১ ; 'শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তঃ।' —গী° ৩. ৩১ ; 'শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ'। —মনু° ৪. ১৫৮ ॥ বো-রো° ॥ **~ক**—বিণ, অসূয়াশূন্য, পরশ্রীকাতর নয় এইরূপ। 'যথা যথা হি সদ্‌বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ'—মনু° ১০. ১২৮ ; 'ব্রহ্মণ্যঃ সাধুবৃত্তশ্চ সত্যবাগনসূয়কঃ'—নিরু° ১২. ৩৩।

অনসূয়া, অনুসূয়া,—**১** দক্ষের কন্যা ও অত্রির পত্নী।—রা° ২. ১১৬, ১১৮ ; ১. ১৪ ; লিঙ্গপু° উ. ১১. ১৫-২০ ; বিষ্ণুপু° ৫. ৪. ৮২। অত্রিপত্নী অনসূয়া হইতে সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষযজ্ঞে অত্রি অনসূয়া-সহ সদস্যপদে বৃত হন। —বামনপু° ২. ৯। অনসূয়া হইতে সত্রনেত্র, হব্য, অপোমূর্তি, শনীশ্বর, সোম—এই পাঁচ পুত্র এবং শ্রুতি নাম্নী কন্যার জন্ম হয়।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯ অ°। স্বামী ব্যতীত পুত্রলাভের নিমিত্ত ইনি কঠোর তপোশ্চর্যা করেন এবং মহাদেবের বরে সিদ্ধকামা হন।—মহা° ১৩. ১৪। রামচন্দ্র বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যে যখন অত্রির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার বিশেষ যত্ন করেন এবং তাঁহাকে বিচিত্র বসন-ভূষণ দিয়া চিরযৌবনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সর্বাঙ্গ সংস্কার করিয়া এক অপূর্ব অঙ্গরাগ লেপন করেন।—রা° (গো°) ১. ৩. ১৭; ৩. ২, ৭; ৬. ১০৪ ; রঘু° ১২. ২৭। ভাগবত-(৩. ২৪. ৫) মতে অনসূয়া কর্দম ঋষি ও দেবহূতির কন্যা। বায়ুপুরাণে (১০. ২২-৩০) অনসূয়া ধর্মের কন্যা। স্বায়ম্ভুবের কন্যা প্রসূতিকে দক্ষ বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি এই ত্রয়োদশ লোকমাতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম এই ত্রয়োদশ দক্ষ কন্যাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাহাদিগের গর্ভে আবার একাদশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের নাম—খ্যাতি, সন্ততি, সতী, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা ; ইঁহাদিগের মধ্যে অনসূয়াকে অত্রিমুনি বিবাহ করেন। লিঙ্গপুরাণেও (পূ° ৭০. ২৮০-৮৮) ইহা উল্লিখিত আছে। **২** মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের নায়িকা শকুন্তলার অন্যতমা সখী [শকুন্তলা দ্র°]।

অনসূয়ু=অনসূয়=অসূয়াশূন্য। 'ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে' —গী° ৯. ১।

অনসূরি—[অ + অসূরি] বিণ, অবুদ্ধিমান নয় এইরূপ, বুদ্ধিমান।—ছা-উ° ৪. ৩. ৭।

অনস্তমিত—[ন অস্তম্ ইতম্—অলুক্-স° ; স্ত্রী— -া] বিণ, **১** (সূর্যের ন্যায়) যে অস্ত যায় নাই।—কা-শ্রৌ° ৪. ১১. ১৫ ; ৪. ১৩. ২ ই°। **২** যাহা ক্ষয় হয় না, যেমন বায়ু।—শ-ব্রা° ১৪. ৪. ৩. ৩৩ ; বৃহ-উ° ১. ৫. ২২।

অনস্তিত্ব—ক্লী°, অস্তিত্বের অভাব।

অনস্বান্—[মূ°-অনস্বৎ। অনস্ (শকট) + মতুপ্ ; স্ত্রী—অনস্বতা] বিণ, শকট-বিশিষ্ট। 'অনস্বন্তা সৎপতির্মামহে মে গাবা' —ঋ° ৫. ২৭. ১ ; ১. ১২৬. ৫ ; অ° ১০. ১. ১৫।

অনস্থ—[বৈদিক। অ + অস্থি + সমাসান্ত অ=অস্থ(?) ; স্ত্রী— -া] বিণ, **১** অস্থিশূন্য, যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্থি নাই এইরূপ। ২ [ন (নাই) অস্থি (অবয়ব) যাহার—বাহুলকাৎ বহুব্রীহৌ স্বাঙ্গাদিতি ষচ্] নিরবয়ব, সাংখ্যের প্রধানের বা ঈশ্বরমায়ার সংজ্ঞা-বি°।

অনস্থি,-ক—অস্থিশূন্য।—কা-শ্রৌ° ৬. ৮. ১৩ ; শ-ব্রা° ১. ৬. ৩. ৪০ ; ৬. ৬. ২. ৯ ; ১৪. ৭. ২. ১০ ; যাজ্ঞ° ৩. ২৭৫।

অনঃ—[মূ°-অনস্। অনিতি শব্দায়তে অন্-অসুন্] **১** শকট, যান।'এধস্থান আচিতম্'—ঋ° ১০. ৮৬. ১৮; 'যযৌ বো দূরাদনসা রথেন'—ঋ° ৩. ৩৩. ৯; ৪. ৩০. ১১ ই° ; শ-ব্রা° ১. ১ ২. ৫ ; বৃহ-উ° ৪. ৩. ৩৫ ; 'উদাত্তা চাপ্যনঃ ক্রয়ে'—মনু° ৮. ২০৯ ; ১১. ১৪০ ; যাজ্ঞ° ১. ১৮৪ ; শিশু° ১২. ২৬ ॥ অম° ২. ৮. ২. ২০ ; অভি° ৭৫৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** খাদ্য, অন্ন। উণা° শব্দ° ॥ **৩** ক্লী°, মাতা ॥ বো-রো° আপ্° ॥ **৪** জন্ম। **৫** যজ্ঞ। **৬** 'যজ্ঞো বাহ-

অনঃ'—শ-ব্রা° ১. ১. ২. ৭। ভূমা। 'ভূমা বা অনঃ'—শ-ব্রা° ১. ১. ২. ৬।

অনহ–[বৌ° বা° প্রাকৃ°] বিণ, অনাহত।—চর্যা° ১৬. ১।

অনহঃ—[মূ°-অনহন্] ক্লী°, অপ্রশস্ত দিন, অশুভ দিন a bad or unlucky day.

অনহঙ্কার—**১** [ন + অহঙ্কার—নঞতৎ] অহঙ্কারাভাব, দর্পশূন্যতা, গর্বহীনতা, নিরহঙ্কারিতা। 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ' —গী° ১৩. ৯। **২** [ন (নাই) + অহঙ্কার যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অহঙ্কারশূন্য, গর্বরহিত, নিরহঙ্কার। ~ী—[মূ°-রিণ্ ; স্ত্রী— -রিণী ; নঞ্ তৎ] গর্বশূন্য, নিরহঙ্কার। বি—অনহঙ্কারিতা, অনহঙ্কার।

অনহঙ্কৃত— [ন + অহঙ্কৃত—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অগর্বিত, নিরহঙ্কার। বি—তা = অনহঙ্কার।

অনহঙ্কৃতি–[ন + অহঙ্কৃতি—নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, গর্বশূন্যতা, অনহঙ্কার। 'বিচরামি মহী-মেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতিঃ'—ভা° ১১. ৯. ৩০। পর্যায়—অশোচ ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥

অনহল, আনল— অজমেরের নৃপতি-বি°। 'পৃথ্বীরাজ রাসা'র রচয়িতা চাঁদ বর্দাই তাঁহার গ্রন্থে ইঁহাকে প্রথম চৌহান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইঁহাকে অর্ণোরাজ, আনাক, আনা ও অগ্নিপাল নামেও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প° গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা তাঁহার মূল্যবান্ মৌলিক গবেষণার ফলে 'পৃথ্বীরাজ রাসা'র ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, চাঁদ বর্দাই-এর পক্ষে রাজপুতানার পুরাতন ইতিহাস না জানাই সম্ভব। তিনি বলেন, চাঁদ বর্দাই পরমার-বংশের উৎপত্তির বিষয় লিখিতে বসিয়া উহাকে চৌহান ও অগ্নিবংশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই চৌহান-বংশের প্রথম নৃপতিকে তিনি আনলদেব, অগ্নিপাল প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। ইনি খুব প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ অগ্নির বা অনলের সহিত তুলনা করিয়া ইঁহাকে উক্ত নামসমূহে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইঁহার বংশকে অনলোত্‌ত, অনলবংশী বা অগ্নিবংশী বলিয়াছেন।

কর্নেল টড তাঁহার Annals & Antiquities of Rajasthan-এ প্রধানতঃ চাঁদ বর্দাইকেই অনুসরণ করিয়াছে। তিনিও ইঁহাকে প্রথম চৌহান এবং পৃথ্বীরাজকে ইঁহার বংশীয় শেষ সম্রাট্ বলিয়াছেন। তিনি যে চৌহান বংশতালিকা রচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আবার নয়চন্দ্রসূরির 'হম্মীর মহাকাব্যে'র চৌহান বংশতালিকার সামঞ্জস্য নাই, অবশ্য তাহাতেও অনহল বা অগ্নিপাল প্রথম চৌহান। কাহারও কাহারও মতে, বিক্রমাব্দের বহু শতাব্দী পূর্বে বহির্ভারত হইতে তক্ষক জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা ভারতে নূতন রাজ্য সংগঠন করে। এই রাজবংশের প্রথম নৃপতি অনহল। টডের বর্ণনায় অনহলের পুত্র সুবৎস।

টডের বর্ণনায়, চীত ও বরর নামক দুইটী জাতি মীন-বংশোদ্ভূত। স্থানীয় জনপ্রবাদে এই উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। উভয় জাতিই আপনাদিগকে অজমেরের শেষ হিন্দু সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের বংশীয় বলিয়া দাবী করে। জনপ্রবাদে এইরূপ বলা হয় যে, পৃথ্বীরাজের পুত্র যোধ-লাখন্ বুন্দীর নিকট অভিযানকালে রাজপুতনী ভ্রমে এক মীনকন্যাকে বন্দী করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই মীন রমণীর গর্ভে তাঁহার অনহল ও অনূপ নামে দুই পুত্র জন্মে। যোধ-লাখন্ যখন তাঁহার পত্নীর প্রকৃত জন্মপরিচয় জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দুই পুত্রসহ পত্নীকে বিতাড়িত করিলেন। তাঁহারা বিতাড়িত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মেরবারার উত্তর-পশ্চিমে বেয়াবর্-এ চাঙ নামক স্থানে উপস্থিত হন। এখানে গূজররা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেয়। অতঃপর উভয়ে দৈবসাহায্যে শক্তিশালী হন এবং উভয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অজমের, বেয়াবর ও টোডগড়—এই বিস্তৃত স্থানে উভয়ের রাজ্য বিস্তৃত হইল। চাঙ-এ অনহল এবং টোডগড়ে অনূপ রাজধানী স্থাপন করিলেন। অনহলের বংশ চীত এবং অনূপের বংশ বরর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে [অনূপ দ্র°]। অনহলের বংশধরগণ মেরবারা হইতে পরে গূজরদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল।

[Col. Todd: Annals & Antiquities of Rajasthan, ed. by W. Crooke, i. 114 ; Gaz, Ajmer-Merwara in Rajputana, 1875, Latouche, 34 ; প° গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা : সিরোহী রাজ্য কা ইতিহাস, অজমের ১৯১১, ১৩০-১ ; IA, viii. 55f. ; Hoenle: Prithviraj Raso of Chand Bardai]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনহিলপত্তন— [অণহিলবাড় দ্র°]।

অনা—**১** [বৈদিক *] অব্য, এইরূপে, এতদ্দ্বারা, অবশ্য ইহা হইতে, নিশ্চয়ই। 'এতে বদন্ত্যবিদন্ননা মধু'—ঋ° ১০. ৯৪. ৩, ৪ ; 'বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইন্দ্র যুযুধুঃ'—ঋ° ৪. ৩০. ৩ ॥ বো-রো° ॥ **২** [বাঙলা] অব্য, অমঙ্গল, অশুভ, বিরূপ, বিকৃত, অভাব ই° বাচক উপসর্গ, যথা—'অনামুখো'। ~কর্ণনীয়–[ন আকর্ণনীয়—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, শ্রবণের অযোগ্য, অশ্রোতব্য। বি— -তা। ~ কার— [নাই আকার যাহার—বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, **১** আকার-বিহীন, আকৃতিশূন্য। **২** নিরাকার। **ক** আকাশ। **খ** পরমেশ্বর ॥ আপ্° ॥ ~কারিত—বিণ, অপ্রার্থিত। ~কাশ—**১** [নঞ তৎ] ক্লী°, আকাশ ভিন্ন পদার্থ।—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ৮ = বৃহ-উ° ৩. ৮. ৮। **২** [ন আকাশ যাহাতে—বহু°] বিণ, অস্বচ্ছ opaque, যাহাতে আকাশ নাই। 'আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমা বলাহকাঃ' —রা° (গো°) ৩. ২৯. ৭ ॥ বো-রো° ॥ **ক** যাহা আকাশের মত স্বচ্ছ নহে, আকাশ হইতে বিভিন্ন। ~কীর্ণ—[নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ,

---

* সা-ব্রা° ১. ৮. ৪। 'প্রাতিপদিকস্বরূপে সন্দেহঃ। 'অন'-ইত্যন্ত সর্বনাম্ন ইদমঃ পর্যায়ান্তরস্য টাপ্রত্যয় এতদ্রূপমিত্যর্বাকঃ কেচিৎ। 'অন্'—ইত্যন্ত 'অন'-ইত্যন্ত বা স্বতন্ত্র-নাম্নস্তত্রৈবৈতদ্রূপমিত্যস্মদীয়াঃ প্রাঞ্চঃ'।—বৈদিক পদানুক্রমকোষ।

অব্যাপ্ত, অসঙ্কুল। ~কুল—[ন আকুল—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অব্যাকুল। ২ স্থির, অচঞ্চল, প্রশান্ত। ৩ একাগ্র॥ শব্দ° জটা°॥ ৪ অব্যগ্র। 'অনাকুলাবিক্লবা চ সুসম্ভ্রান্তা চ মে গতিঃ'—রা° (গো°) ৬. ২৩. ১৬; শ-ব্রা° ২. ৪. ২. ৪ ॥ অম° ৩. ৪. ১৯২; বো-রো°॥ ~কুলিত—[নঞ্ তৎ] —বিণ, অব্যগ্র, স্থির। ~কৃত—[ন ইতি অনেন কৃতং =নাকৃতং, অনাকৃতম্, ননাকৃতম্, নিরাকৃতম্—নঞ্ তৎ, স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনিবারিত। 'বি যদস্থাদ্যজতো বাতচোদিতো হ্বারো ন বক্বা জরণা অনাকৃতঃ'—ঋ° ১. ১৪১. ৭ ॥ বো-রো°॥ ২ [ন আ=সম্যক্ কৃতম্] বিণ, যাহা সম্যগ্‌রূপে করা হয় নাই। ~ক্রমণ—[নঞ্ তৎ] ক্লী°, অনভিভব, আক্রমণ না করা। ~ক্রান্ত—[ন আক্রান্ত—নঞ্ তৎ] বিণ, যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই এরূপ। ~ক্রান্তা—১ [বৈদিক। আক্রমিতমযোগ্যা সর্বতঃ কণ্টকাবৃতত্বাৎ—নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, তৃণবি°, কণ্টকারিকা solanum jacquini ॥ রত্নমালা, শব্দ° বো-রো°॥ ২ আক্রান্ত না হইবার অবস্থা। ~ষ্কারিত—[ন আষ্কারিত (অপকৃত)—নঞ্ তৎ] ক্লী°, যাহা অনপকৃত, যাহাতে অপকার করা হয় নাই। ~ক্ষিৎ—[বৈদিক] বিণ, অবস্থিত নহে যে, অবস্থান করে না, not staying. 'এতেনো হৈবাস্মৈষোঽপি হরেষু গ্রহেষ্বনাক্ষিদ্ভবতি'—শ-ব্রা° ৪. ১. ২. ৩॥ বো-রো°॥ ~ঘ্রাত—[ন আঘ্রাত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ঘ্রাণ করা হয় নাই এইরূপ, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এরূপ। 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্'—শকু° ২. ১০। ~চরণ—[ন আচরণ—নঞ্ তৎ] ক্লী°, ১ কুৎসিত আচার, কদাচার। ২ অশিষ্টাচার। ৩ শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ। ~ছিষ্টি=অনাস্থষ্টি। [অনাস্থষ্টি দ্র°]। ~জ্ঞাত—বিণ, অজ্ঞাত, যাহা সম্যগ্‌রূপে জানা যায় নাই। 'অথ যত্রৈতদনাজ্ঞাতমদ্ভুতং দৃশ্যতে'—কৌ° ১১৯ ॥ বো-রো° ॥ ~টন—(গ্রাম্য) ক্লী°, অনটন, অভাব। [অনটন দ্র°]। ~ড়ম্বর—১ [নঞ্ তৎ] আড়ম্বরাভাব, সমারোহ-হীনতা; ২ [নঞ্-বহু°] বিণ, আড়ম্বরশূন্য, সাদাসিদে। ~ঢ্য—[নঞ্ তৎ] বিণ, ধন-হীন, দরিদ্র। ~তত—বিণ, জ্যাযুক্ত নহে।—বাজ-স° ১৬.১৪। ~তপ—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] ১ আতপাভাব, রৌদ্রহীনতা। ২ ছায়া॥ অম° ৩. ৪. ১৫৯; রাজনি° শব্দ° বো-রো°॥ ৩ [নঞ্-বহু°] বিণ, রৌদ্রশূন্য, ছায়াযুক্ত, শীতল। ~তুর—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অরুগ্ন, অক্লিষ্ট, পীড়িত নয় এরূপ। 'বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্'—ঋ° ১. ১১৪. ১; ১০. ৯৪. ১১; অ° ১২. ২. ৪৯; মনু° ২. ১৮৭। ২ উৎকণ্ঠিত নয়।—মালবি° ৩. ১৫।

অনাকার—শূন্য। অনেকের মতে শূন্যবাদ বৌদ্ধগণ-কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল।—ASM, i. p.-cliii.

অনাকারশূন্য পুরুষ—বৌদ্ধমতের পরম ব্রহ্ম। উৎকলের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনাকারশূন্য পুরুষরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন।—ASM, i. p.-clii.

অনাকার-সংহিতা—উৎকলদেশীয় কবি অচ্যুতানন্দ দাসের একখানি গ্রন্থ। ইহাতে বৌদ্ধধর্মব্যাখ্যাচ্ছলে শূন্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে।—ASM, i. p.-ciii, cl, ccxxix.

অনাকাল—১ [নঞ্ তৎ; নিপাতে] অসময়, অকাল। 'যদি কালে যজ্ঞনাকালেঽ-থৈবাশ্বাথেতি'—শ-ব্রা° ২. ৪. ২. ৪। ২ [আসম্যক্ অন্নাদিসম্পন্নঃ কালঃ আকালঃ—নঞ্‌তৎ] অন্নকষ্টকাল, দুর্ভিক্ষকাল, শস্যাদি সম্পদ্‌বিভিন্নকাল। ৩ দুর্ভিক্ষের অভাব। ~ভৃত—(পাঠান্তর—অন্নাকালভৃত—মিতাক্ষরা) দুর্ভিক্ষের সময় যে নিজেকে অনশন হইতে রক্ষা করে॥ বো-রো° আপ্°॥

অনাকুলাবৃত্তি—স্ত্রী°, আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্রের একখানি ভাষ্য। গ্রন্থকার—হরদত্ত। এই গ্রন্থখানি অনাবিলা নামেও পরিচিত।

অনাকৃষ্ট—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা আকৃষ্ট হয় নাই। ~শান্তি—শান্তি-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার—শৌনক।

অনাক্রান্ত—স্ত্রী°, (বৈদ্যক) কণ্টকারী। —রসসা°।

অনাগ—[বৈদিক। ন আ সম্যগ্ গচ্ছতি স্বর্গং অনেন নাগঃ অধর্মঃ—নঞ্-বহু°—বাচ°; স্ত্রী— -া] বিণ, পাপশূন্য, শুভকর। 'মিত্রো নো অত্রাদিতিরনাগান্ত্‌সবিতা দেবো বরুণায় বোচৎ'—ঋ° ১০. ১২. ৮। ~া—স্ত্রী°, নদীর নামবি°।

অনাগত১—[ন আগত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনুপস্থিত, অনায়াত। 'তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্'—হিতো° ১. ৫৭; শ-ব্রা° ৩. ২. ৪। ২ ভবিষ্যৎ, ভাবী ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ 'অনাগতং ভয়ং দৃষ্ট্বা'—পঞ্চত° ২. ১৪। ৩ অপ্রাপ্ত। 'বধিষ্ণুমাশ্রমনা-গতমভ্যুপৈতি'—শিশু° ৫. ১৪। ৪ অজ্ঞাত। 'অনাগতাদিলিঙ্গেন ন স্যাদনুমিতিস্তদা'—ভাষাপ° ॥ শব্দ° ॥ ৫ ভবিষ্যৎকাল। 'অনাগতং যঃ কুরুতে স শোভতে।—পঞ্চত° ৩. ১৬০। ~বান্—[মু°-বৎ] যে ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধ রাখে। 'অনাগতবতীং চিন্তামসম্ভাব্যাং করোতি যঃ'—পঞ্চত° ৫. ৫৯। ~বাধা—স্ত্রী°, ভবিষ্যৎ দুঃখ, অনুপস্থিত পীড়া। ~বিধাতা—[মু°-বিধাতৃ; ৬-তৎ; স্ত্রী— -ত্রী] বিণ, ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা, ভাবী অনিষ্টের প্রতিকারক, সংস্থানকারী, ভবিষ্যকারী। ~াবাধ—[অনাগতঃ আবাধঃ দুঃখম্] শরীরের ভবিষ্যৎ দুঃখ পীড়া বা যন্ত্রণা।—সুশ্রু° চি. ২৪। ~ার্তবা—[অনাগত আর্তব যস্যা—বহু°] বিণ, কুমারী, অজাতরজাঃ কন্যা, যে বালিকা এখনও ঋতুমতী হয় নাই। 'গৌরী তু নগ্নিকাঽনাগতার্তবা'—অম° ২. ৬. ১. ৮॥ ॥ রো-রো° আপ্° ॥ ~াবেক্ষণ—ক্লী°, আগতপ্রায় ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তদ্দর্শন।

অনাগত—[সঙ্গীতশা°] সঙ্গীতের গ্রহ-বি°। তালের চারি প্রকার গ্রহের অন্যতম।—অগ্রে গান ধরিয়া তার পর তাল দেওয়াকে

বিষয় বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলে, তিনি বুদ্ধদেব-কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শান্ত হন। —ধম্ম' অথ° ৩. ২৮৮-৯।

অনাগামী—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধক বি°। ইঁহারা নির্বাণপন্থী হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত। অনাগামী পঞ্চবিধ বন্ধন অর্থাৎ মোহ, অসদিচ্ছা, অজ্ঞান, অবিশ্বাস ও ঘৃণা হইতে মুক্ত হইয়া নির্বাণলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অনাগামী আর জন্মগ্রহণ করেন না। অর্হদ্গণের নির্বাণলাভের চারিটী পন্থার মধ্যে অনাগামী তৃতীয় পন্থার উপাসক। —EHB, i. 227.

অনাগামী সুত্ত—বৌদ্ধ সাধনমার্গের তৃতীয় স্তরে পৌঁছিবার আবশ্যক ছয়টী যোগ্যতা বিষয়ে এই সূত্রে আলোচনা আছে। —অঙ্গু-নি° ৩. ৪২১।

অনাচার--[নঞ্-তৎ] ১ কদাচার, অভদ্র আচরণ। 'সর্বদেশেষ্বনাচারঃ পথ তাম্বুলচর্বণম্' —স্মৃতি° ॥ শব্দ' ॥ ২ আচারাভাব। 'পিপীলিকা-নাচারে'—কৌশী° ৯৩॥ রো-রো॥ ৩ [বাঙ্লায়, অত্র°] যথেচ্ছাচার। ৪ [[নঞ্-বহু°] বিণ, আচার বিহীন, কদাচারী। 'পিপীলিকা অনাচারত্রূপা দৃশ্যন্তে'—কৌ-সূ° ১১৬, ১১৭. ॥ রো-রো° ॥ ~ী— [মূ°-চারিন্। অনাচার+ইন্—শীলার্থে; স্ত্রী -- -রিণী] বিণ, গর্হিতাচরণকারী, কদাচারী।

অনাতঙ্ক— [বৈস্তক। নাই আতঙ্ক (রোগ) যাহার—বহু°] রোগহীন।

অনাত্ম—[মূ°-ত্মন্। অপ্রশস্তো শিয়ো বা আত্মা—নঞ্-তৎ] ১ আত্মা নহে, আত্মা (আপনি) হইতে অন্য, পর, নিজে নহে। ২ আত্মাভিন্ন পদার্থ, নশ্বরদেহ। 'অপ্রাপ্তঃ প্রাপ্যতে যোয়মতাস্তং ত্যজাতেহথবা। জানীয়াত্তমনাত্মনাং বুদ্ধংত্যাস্তং বপুরাদিকম্ ॥ অনাত্মমস্থাবুদ্ধির্যা সাংবিষ্ঠা পরিকীর্তিতা ॥' ৩ বিণ, আত্মা বা মনের অভাব। 'দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ—উভয় এবানাত্মান আসুর্মর্ত্যা হ্যাসুবনাত্মা হি মর্ত্যঃ'—শ ব্রা° ২.২.২.৮। ~ক— [নাস্তি আত্মা স্থিরো যত্র] ১ (বৌদ্ধশা°) পৃথিবীর নামবি°। ২ বিণ, অস্থিরচরিত্র। ৩ বিণ, অসত্য। ~জ্ঞ— [নঞ্-তৎ] বিণ, ১ আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ। ২ যে আপনাকে জানে না বা বোঝে না এরূপ, নির্বোধ। 'কথং কার্যবিনিময়েন ব্যবহরতি ময়ি অনাত্মজ্ঞঃ'—মালবি° ১। ~নীন— [ন (নয়) আত্মনীন--নঞ্-তৎ] বিণ, নিজের অনিষ্টজনক। ~বান্— [মু-বৎ। আত্ম বশ্যত্বেন নাস্ত্যস্য] বিণ, আত্মশীল নহে, অনাত্মযুক্ত, যাহার মন বশ নহে, অজিতেন্দ্রিয়। 'অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ'—সুশ্রু° ২.২৩২. ১৬॥ বো-রো°॥ ~বেদিতা, ত্ব— [অনাত্মবেদিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে] আত্মবিষয়ে অজ্ঞান। ~বেদী— [মূ°-বেদিন্। ন আত্মবেদী – নঞ্-তৎ] বিণ, ১ আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, যে আপন স্বরূপ জানে না। ২ আত্মজ্ঞানহীন। ~ীয়— [ন আত্মীয়—নঞ্-তৎ] বিণ, আত্মীয় নহে এরূপ, পর, বিপক্ষ। ~্য— ১ [নঞ্-বহু°] বিণ, অশরীর, নিজস্ব নহে।—তৈ-উ° ২. ৭। ২ ক্লী°, নিজ পরিবারের প্রতি স্নেহযুক্ত নহে।

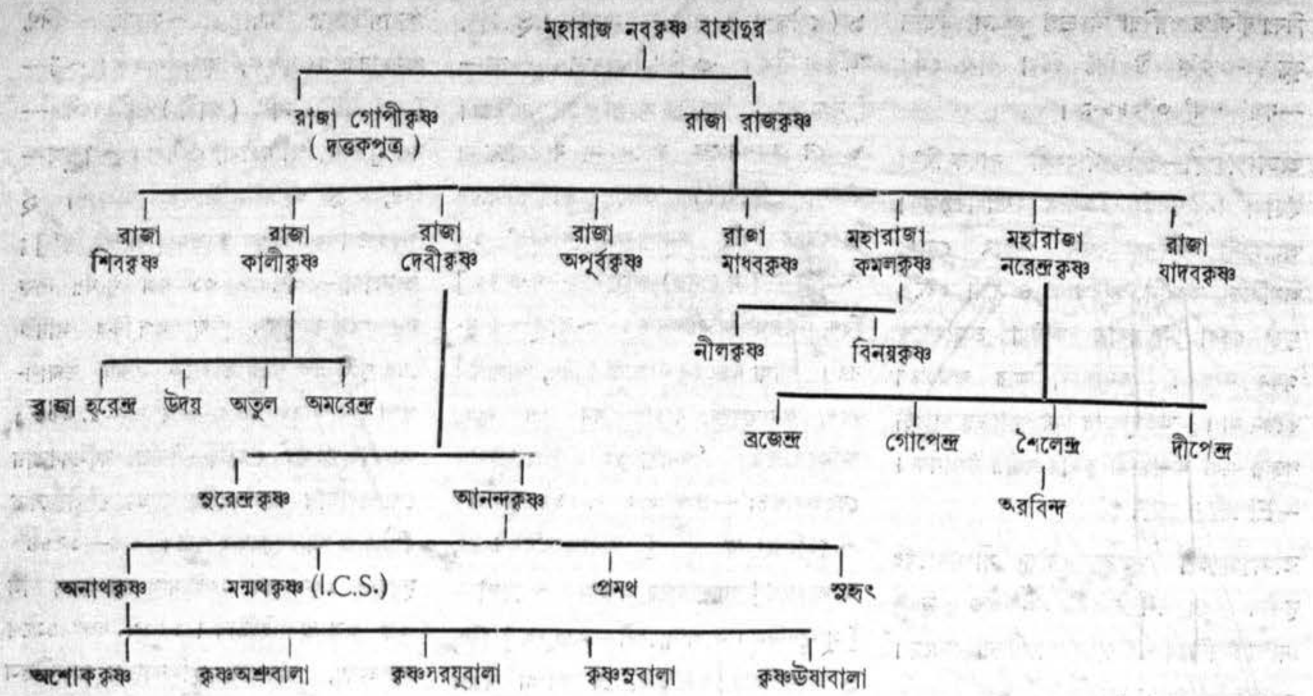
অনাথ—[ন (নাই) নাথ যাহার—বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহার প্রভু নাই, নাথহীন, অধিপতিহীন। 'কিং ভ্রাতাসত্ত্বদনাথং ভবাতি' —ঋ° ১০. ১০. ১১; 'ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন'—রা° (গো°) ২. ২৪. ২২; 'অনাথাঃ প্রকৃতয়ঃ'—রঘু° ১২. ১২; দশকু° ২. ৬৯; সুশ্রু° ১. ৭. ১২। ২ অরক্ষক, নিরাশ্রয়। ৩ পতিহীনা। ৪ ঐশ্বর্যহীন, দীন। —মহা° ৩. ১২০. ৩। ~নাথ— [৬-তৎ] যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই তাহার আশ্রয়। ~নিরাস—অসহায় বা নিরাশ্রয়দিগের আশ্রয়স্থান। ~পালক— বিণ, অসহায় বা নিরাশ্রয়দিগের ভরণপোষণ-কর্তা। ~পালন—ক্লী°, অসহায় বা নিরাশ্রয়-দিগের প্রতিপালন। ~রক্ষণ – ১ বিণ, নিরাশ্রয়ের রক্ষাকর্তা। ২ ক্লী°, অসহায়গণের ভরণপোষণ। ~শরণ—১ দীননাথ, পরমেশ্বর। ২ বিণ, নাথহীনের আশ্রয়। ~সভা— অনাথদিগের নিবাস। ~সহায়— বিণ, অসহায়দিগের রক্ষক, অনাথপালক। ~া— [ন (নাই) নাথ (স্বামী) যে রমণীর— বহু°] বিণ, স্বামিহীনা, বিধবা। ~াশ্রম— বিণ, ১ স্বামিহীনাদিগের নিবাস। ২ অসহায় বিধবাদিগের আশ্রম [আশ্রম দ্র°]।

অনাথ—বৌদ্ধমতে ৩১ কল্প পূর্বের এক জন পচ্চেক বুদ্ধ। উদ্দালপুপ্ফিয় নামক থের পূর্বে এক জন্মে তাঁহাকে একটী উদ্দাল-পুষ্প দান করিয়াছিল। —অপদান ১. ২৮৮।

অনাথকৃষ্ণ দেব—উত্তর কলিকাতার শোভাবাজার রাজ-বংশীয় রাজা দেবীকৃষ্ণের পৌত্র ও আনন্দকৃষ্ণের পুত্র। জন্ম—১২৭৪ মৃত্যু— ১৩২৬ বঙ্গ° ১৬ই মাঘ শুক্রবার। ইনি এক জন সুসাহিত্যিক। ১৩১৬ বঙ্গ° ১৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবারে কলিকাতায় তদানীন্তন



'সাহিত্যসভা'য় বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১০ম বার্ষিক ৭ম মাসিক অধিবেশনে অনাথ-কৃষ্ণ 'বঙ্গের কবিতা' নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ১ম ভাগ ১৩১৭ বঙ্গ° ও ২য় ভাগ ১৩১৮ বঙ্গ° প্রকাশিত হয়। তাঁহার অপর গ্রন্থ– গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড় (১৩২৯), দুর্গাপূজাবলি ও জীববলি (১৯১০ খ্রী° ১৮ই ডিসেম্বর)— এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরিত হয়।



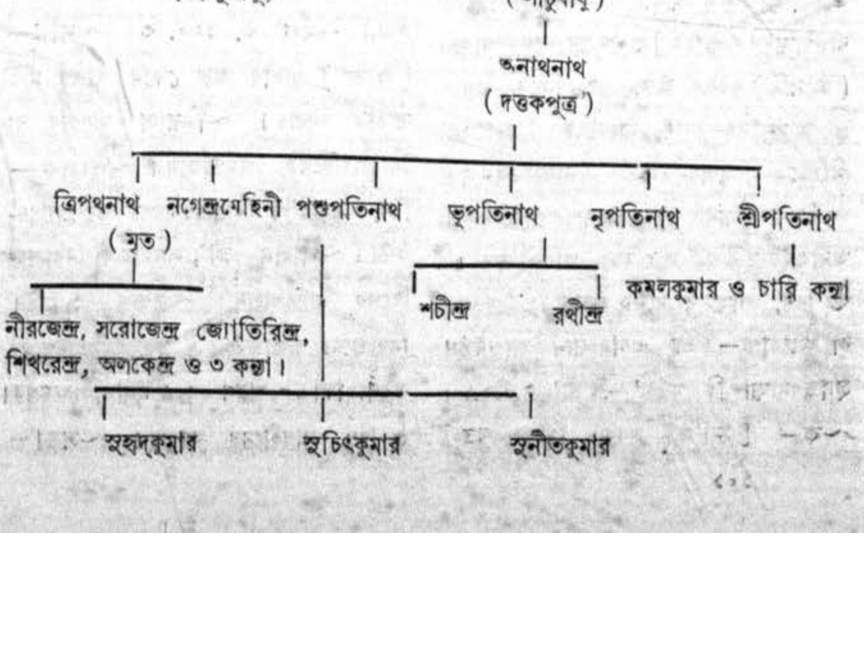
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহার 'রামায়ণ-তত্ত্ব' নামক মূল রামায়ণের সূচীগ্রন্থ প্রকাশ করেন। মহাভারতের কিয়দংশের সূচী 'মহাভারতীয় নীতিকথা' নামে ইনি প্রকাশ করেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তৎকৃত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণের কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন ও তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া অনাথকৃষ্ণ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতি-পদসমূহের দুরূহ শব্দের একটী বিস্তৃত অর্থতালিকা প্রকাশিত করেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত লোকসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। 'হাফ্-আখ্‌ড়াই' নামক লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বহু আয়াস করেন। 'মানসী' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ দেব

অনাথদাস দাদূপন্থী—হিন্দী কবি-বি°। জন্ম—১৬৫৯ খ্রী°। গ্রন্থ—(১) বিচারমালা, (২) রামরত্নাবলী, (৩) সর্বসার উপদেশ বা প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

অনাথনাথ দেব—বঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের শেষ গোষ্ঠীপতি। জন্ম—১৮৫০ খ্রী°; মৃত্যু—৭ই অক্টো° ১৯১৫খ্রী°।১৮৫১ খ্রী° ২৫শে এপ্রিল ধর্মপ্রাণ রামদুলাল সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ দেবের (লাটুবাবু) মৃত্যুর পর তাঁহার দুই বিধবা স্ত্রী মন্মথনাথ ও অনাথনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বংশ-পরিচয়—



১৮৭৯ খ্রী° (১৮০১ শক°) ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্যামপুর-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত অনাথনাথ দেবের কন্যা নগেন্দ্র-মোহিনীর বিবাহ হয়। এই বিবাহ-উপলক্ষ্যে সিমুলিয়া-ভবনে মহাসভায় ২৫ পর্যায়ের

একজায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি হন [একজায়ী ও গোষ্ঠীপতি দ্র°]। এই সভায় ঈশানচন্দ্র ঘটক রাজশিরোমণি ও বিজয়কৃষ্ণ ঘটক চূড়ামণির উপস্থিতিতে বিবাহে উপস্থিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনবর্গকে মর্যাদা দিয়া সম্মান-রক্ষা করা হয়। মর্যাদারক্ষায় অনাথনাথ দেব বহু অর্থ ব্যয় করেন।

১৯১২ খ্রী° ব্যবহারশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গবেষণার উৎসাহকল্পে তিনি ২৫,০০০৲ টাকা মূল্যের Port Trust Debentures কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। ১৯১২ খ্রী° ৯ই মার্চ সেনেট-কর্তৃক তাহা সাদরে গৃহীত হয়। ঐ টাকার স্বদ হইতে প্রতি বৎসর ২৫০৲ মূল্যের একটী স্বুবর্ণ পদক ও নগদ ৭৫০৲ উপযুক্ত গবেষণাকারীকে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এই পুরস্কারের নাম—'Onauthnauth Deb Research Prize.' আজ পর্যন্ত ১৪ জন বাঙ্গালী হিন্দু, ১ জন মুসলমান ও ১ জন দক্ষিণী এই পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার দুই পত্নী মোক্ষদাসুন্দরী ও নলিনীসুন্দরীর নামে দুই খানি সুবর্ণপদক উপযুক্ত গবেষণাকারীদিগকে দিবার জন্য তিনি শতকরা চারি টাকা সুদে ৫০০০৲ টাকা মূল্যের Port Trust Debentures কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। ১৯১২ খ্রী° ৯ই মার্চ সেনেট-কর্তৃক তাহা সাদরে গৃহীত হয়। মোক্ষদাসুন্দরী সুবর্ণ-পদক ৪ জন বাঙ্গালী মহিলা, এবং নলিনীসুন্দরী সুবর্ণ-পদক ২ জন মহিলা পাইয়াছেন।

কলেজের অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি নিজ বাড়ীতে খাইতে দিতেন। মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজনের সাহায্যের একটী 'ট্রাষ্ট্ ফণ্ড' করিয়া যান। ১৮৮১ খ্রী° নিজ বাড়ীর সম্মুখে একটী বাজার স্থাপন করেন। ইহা 'অনাথবাবু'র বাজার বলিয়া পরিচিত।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনাথনাথ বসু—ইনি এক জন সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত খলিশখালি গ্রামে। পিতা—অপিনকৃষ্ণ বসু। মাতা—মৃণালিনী বসু। (খেবরার) মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খেষরার সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশের দ্বারকানাথের দৌহিত্র। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় ইনি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ে ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ।

ইনি ১৩ বৎসর বয়সে অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজেই সাহসের সহিত কাশীতে আসিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ গুণী ও ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশ্রের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। দ্বৈরথ কণ্ঠে গীত ইঁহার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। ম্যাডান কোম্পানীর কর্নওয়ালীস শাখায় মিউজিক ডিরেক্টরের পদে ইনি নিযুক্ত হন এবং পরে রাধা ফিল্ম ও দেবদত্ত ফিল্মে ঐ পদে কার্য করিবার পর বর্তমানে চিত্র-মন্দিরে মিউজিক ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন।

এলাহাবাদ, মজঃফরপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স এবং রেঙ্গুন, কাশী, রায়গড় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে ইনি বহু সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গণেশ-পূজার সময় রায়গড়ের মধ্যপ্রদেশ বদান্য মহারাজা শ্রীযুক্ত চক্রধর সিং বাহাদুরের স্টেটে ইনি প্রতি বৎসর সঙ্গীত-উৎসবে আহূত হন।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

অনাথনাথ বসু—এক জন সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৭৪ খ্রী° ২৪ পরগনার অন্তর্গত ন্যাৎড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৫ খ্রী° নিউমোনিয়া রোগে। ইনি সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের স্টেটে ৩০ বৎসর কাল কার্য করিয়া অবশেষে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—শিশিরকুমার ঘোষ (১লা ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রী°), চৈতন্যদেব (২রা মার্চ ১৯১৮ খ্রী°, ২য় সং), মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী—ইহা গুজরাটী পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ হইতে অনূদিত (২৪শে এপ্রিল ১৯২৩), প্রেমিক সন্ন্যাসী, এব্রাহাম লিঙ্কন, ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত ইনি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

অনাথপিণ্ডিক — নামান্তর 'অনাথপিণ্ডদ'। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক শ্রাবস্তীর এক জন ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী। বৌদ্ধসাহিত্যে অনাথপিণ্ডিকের বদান্যতা বিশেষতঃ অনাথপিণ্ডিক-কর্তৃক বুদ্ধদেবকে জেতবন-দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের প্রথম বর্ষেই অনাথপিণ্ডিকের সহিত রাজগৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কোন কার্যোপলক্ষ্যে তখন রাজগৃহে আসিয়াছিলেন। রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীর ভগিনীকে অনাথপিণ্ডিক বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি শ্যালকের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তদীয় শ্যালক অতিশয় সমারোহের সহিত এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ ভাবিলেন যে হয়তো শ্যালকের গৃহে কোন বিবাহ উপস্থিত অথবা রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বুদ্ধদেব ও তদীয় ভিক্ষু শিষ্যগণ রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়া তিনি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং পরদিন প্রত্যুষে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।—বিনয়' ২. ১৫৫. ৬। সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি রাত্রিকালে তিন বার শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রাস্তায় অন্ধকার থাকিতে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে সীতবনের দিকে যাত্রা করিলেন; বন্ধুভাবাপন্ন সীবক নামক এক জন যক্ষ নিজ প্রভাবে অন্ধকার বিদূরিত করিয়া অনাথপিণ্ডিককে পথ দেখাইয়াছিল।

অনাথপিণ্ডিক সীতবনে উপস্থিত হইলে তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবগণ দ্বার খুলিয়া দিল। বুদ্ধদেব তখন ভোরের হাওয়ায় ধ্যানস্থ অবস্থায় পায়চারী করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ ধর্মের নানা কথা শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন। অনাথপিণ্ডিক

তৎক্ষণাৎ দীক্ষাগ্রহণ করিয়া 'সোতাপন্ন' হইলেন। তিনি পরদিন বুদ্ধদেবকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। যদিও রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী, পৌর-প্রধান ও বিম্বিসার অনাথপিণ্ডিককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া নিজেই সকল ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধদেবকে নিজ হস্তে পরিবেষণ করিয়া তিনি তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে বর্ষাঋতু যাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। —চুল্লবগ্গ ৬. ৪। উত্তরে, বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন যে, তথাগতেরা নির্জনতার মধ্যেই আনন্দলাভ করেন। অনাথপিণ্ডিক এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না।

অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহের কার্য শেষ করিয়া শ্রাবস্তী যাত্রা করিলেন ; রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীর পথে বুদ্ধের আসন্ন শ্রাবস্তী-যাত্রার জন্য পথিমধ্যে বাসগৃহ, উদ্যান, চত্বর, বিশ্রামগৃহ প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের নির্দেশ-অনুসারে তিনি এখন অনুরূপ নির্জন স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; অবশেষে কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র জেতকুমারের প্রমোদোদ্যানের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বহু মূল্য দিয়া জেতবন ক্রয় করিলেন এবং তাহাতে প্রসিদ্ধ জেতবনারাম প্রস্তুত করিলেন। কথিত আছে, অনাথপিণ্ডিক ১৮ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে জেতবন ক্রয় করেন ও তাহার মধ্যে নানাগৃহ-সমন্বিত বিহার নির্মাণ করেন [জেতবন দ্র°]। তিনি এই জেতবন বুদ্ধদেবকে দান করেন। এই বদান্যতার জন্য পালিপিটকে তাঁহাকে ভিক্ষাদাতৃগণের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে।—অঙ্গু-নি° ১. ২৫।

অনাথপিণ্ডিকের প্রকৃত নাম সুদত্ত। তিনি অনাথকে অন্নদান করেন বলিয়া অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত হন।—অঙ্গু-অথ° ১. ২০৮ ; মজ্ঝি-অথ° ১. ৫০। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সুদত্ত নামে অভিহিত করিলে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন।—বিনয়° ২. ১৫৬। তিনি বিহার নির্মাণের জন্য ১৮ কোটি ও বুদ্ধদেবকে তাহা উৎসর্গ করার ব্যাপারে আরও ১৩ কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন। তিনি অনাথ, আতুর ও অতিথিদিগকে নিত্য অন্নদান করিতেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি স্বগৃহে নিত্য এক শত ভিক্ষুককে আহার দান করিতেন। যে কোন সময়ে ৫ শত অতিথির উপযোগী আহার্য নিত্য তাঁহার গৃহে থাকিত। —অঙ্গু-নি° ১. ২০৮-৯ ; ধম্ম-অথ° ১. ১২৮।

অনাথপিণ্ডিকের পিতার নাম সুমন। —অঙ্গু-অথ° ১. ২০৮-৯। অনাথপিণ্ডিকের পত্নীর নাম পুঞ্ঞলক্খণা (পুণ্যলক্ষণা)—জাতক° ২. ৪১০ ; ৩. ৪৩৫ ; তিনি রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীর ভগিনী ছিলেন।—সংযুত্ত-অথ° ১. ১৪০। তাঁহার 'কাল' নামক এক পুত্র এবং মহাসুভদ্দা (মহাসুভদ্রা), চুলসুভদ্দা (চুলসুভদ্রা) ও সুমনা নাম্নী তিন কন্যা ছিল। তাঁহার পুত্রবধূর নাম সুজাতা ; সুজাতার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম বিশাখা। সুজাতা অত্যন্ত উদ্ধতপ্রকৃতির ছিলেন ও দাসদাসীর প্রতি অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার করিতেন। —জাতক° ২. ৩৪৭। অনাথপিণ্ডিকের একটী সপ্ততল বাসগৃহ ছিল ; ইহাতে প্রবেশ করিবার জন্য সাতটী দ্বার ছিল।

অনাথপিণ্ডিকের পুত্র প্রথমে কোনরূপ ধর্মচিন্তা করিত না ; পরে নানা প্রলোভন দেখান হইলে বিহারে গিয়া ধর্মপ্রচার শুনিত [কাল দ্র°]। তিন কন্যার বড় দুই জন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনমার্গের প্রথম ফল লাভ করিয়া বিবাহ করিল ও স্বামিগৃহে চলিয়া গেল। কনিষ্ঠা কন্যা সুমনা সাধনমার্গের দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহার উপযোগী কোন পতি লাভ করিতে না পারিয়া অবিবাহিতা থাকিল এবং এই দুঃখে উপবাসে আত্মহত্যা করিয়া তুসিত-লোকে জন্মগ্রহণ করিল।—ধম্ম-অথ° ১. ১২৮।

অনাথপিণ্ডিক-সম্বন্ধে বহু কাহিনী পালিপিটকে আছে। ভদ্রঘট-জাতকে (জাতক° ২. ৪৩১) দেখা যায়, অনাথপিণ্ডিকের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ৪০ কোটি মুদ্রা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া তাহা নষ্ট করে। অনাথপিণ্ডিক বার বার তাহাকে সাহায্য করিলেও সে পুনরায় তাহা নষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

পুন্না নামে এক বালিকা অনাথপিণ্ডিকের গৃহে দাসীবৃত্তি করিত। একদা বুদ্ধদেব জেতবন হইতে ঋতু-অনুযায়ী ভ্রমণ-যাত্রায় অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইলে অনাথপিণ্ডিক, রাজা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সেই যাত্রা হইতে অনুনয় করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুন্নার অনুনয়ে বুদ্ধদেব প্রতিনিবৃত্ত হন। বালিকার কার্যে মুগ্ধ হইয়া অনাথপিণ্ডিক তাহাকে নিজ পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করেন। — মজ্ঝি-অথ° ১. ৩৪৭-৮। অনাথপিণ্ডিকের পরিবার-বর্গ বৌদ্ধ নিয়মগুলি রীতিমত পালন করিতেন। তাহারা কিছুতেই নির্দিষ্ট পঞ্চশীল লঙ্ঘন করিতেন না এবং উপোসথ দিনে সকলেই উপবাস করিতেন। — জাতক° ৩. ২৫৭। অনাথপিণ্ডিকের এক ভৃত্য এক উপোসথ দিনে ভ্রমক্রমে কাজে চলিয়া যায় ; তার পর সেদিন যে উপোসথ-দিন তাহা জানিতে পারিয়া উপবাসে প্রাণত্যাগ করে এবং দেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। — মজ্ঝি-অথ° ১. ৩৪৭-৮।

কথিত আছে, কাশীতে ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রেষ্ঠীর একখানি গ্রাম ছিল; তিনি সেই স্থানের প্রধান কর্মচারীকে সেখানে যে কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইবে, তাহাকে খাদ্য দান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।—বিনয়° ৪. ১৬২।

অনাথপিণ্ডিকের এক কর্মচারীর নাম কালকণ্ণি (=অভিশাপ) ছিল ; কথিত আছে, কলিকণ্ণি শ্রেষ্ঠীর বাল্যসঙ্গী ছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে শ্রেষ্ঠিগৃহে চাকুরী লইতে হয়। শ্রেষ্ঠীর বন্ধুরা এমন অলক্ষণ নামযুক্ত ব্যক্তিকে অপসারিত করিবার জন্য অনুযোগ করে ; তিনি তাহাতে কর্ণপাত

করেন নাই। অতঃপর এক দিন শ্রেষ্ঠী যখন অন্যত্র ছিলেন, তখন দস্যু-কর্তৃক তাঁহার গৃহ আক্রান্ত হয়; কালকণ্ণি উপস্থিত বুদ্ধিবলে দস্যুগণকে বিতাড়িত করে।—জাতক° ১. ৩৬৪। অনাথপিণ্ডিকের ভৃত্যগণ-সম্বন্ধে আরও নানা গল্প পালিপিটকে আছে।—জাতক° ১. ২৪৮, ৪৪১; ৩. ৪৩৫।

কথিত আছে, উদারহৃদয় অনাথপিণ্ডিকের বদান্যতায় ক্রমশঃ তাঁহার ধনভাণ্ডার নিঃশেষ হইতে লাগিল; অবশেষে পক্ষীকে দিবার দানা মাত্র তাঁহার রহিল। তথাপি তিনি নিবৃত্ত হইতেছেন না দেখিয়া তাঁহার দ্বারের অধিষ্ঠাতা দেবতা তাঁহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন; তবুও তিনি নিবৃত্ত না হইয়া দ্বারের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিলেন। সেই দেবতা আশ্রয়-হীন হইয়া নানা দেবতার পরামর্শ ভিক্ষা করিতে থাকেন; অবশেষে শক্রের পরামর্শে অনাথপিণ্ডিকের লুপ্ত অতুল ধনের উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠান করেন। —ধম্ম-অথ° ৩. ১০; জাতক° ১. ২২৭।

অনাথপিণ্ডিক প্রত্যহ বহু বন্ধুকে লইয়া বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি প্রত্যহ নবীন ভিক্ষুদের জন্য নানা ভিক্ষাদ্রব্য লইয়া যাইতেন। শ্রেষ্ঠী কখনও বুদ্ধদেবকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। তাঁহার ভয় ছিল পাছে বুদ্ধদেব অতুল দান গ্রহণের বাধ্যবাধকতায় শ্রেষ্ঠি-কর্তৃক প্রশ্নে আহূত হইয়াছেন এইরূপ মনে করেন; এই জন্য শ্রেষ্ঠী ধর্ম-সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উথাপন করিতেন না।—ধম্ম-অথ° ১. ৩। তথাপি বুদ্ধদেব বহু বার নানা প্রসঙ্গে তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দান করেন। অঙ্গুত্তরনিকায়ে ইহা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি সাধারণতঃ সংযত মন, গৃহচর্যা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দান করিয়াছিলেন।—অঙ্গু-নি° ১. ২৬১; ২. ৬৪; ৩. ৪৫-৮, ২০৪, ২০৬-৭।

অতিরিক্তভাবে দান করার ফলে এবং অচিরবতী নদীর প্লাবনে বহু দ্রব্য ও মুদ্রা নষ্ট হওয়ায় অনাথপিণ্ডিক যখন দরিদ্র হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণের আরামের দ্রব্যাদি আর সরবরাহ করিতে পারিবেন না ভাবিয়া একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বুদ্ধদেব তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য 'বেলামসুত্ত' উপদেশ দেন। —অঙ্গু-নি° ৪. ৩৯২। অন্য এক সময়ে বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন, সোতাপন্ন শিষ্যের নরকের ভয় নাই, অথবা প্রেতলোকে নানারূপ দুর্দশাপূর্ণ জীবনযাপনেরও ভয় নাই। যে ভবিষ্যতে সেই শিষ্য নির্বাণ লাভ করিবে, সেই ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেব তাঁহাকে উপদেশ দান করেন।— অঙ্গু-নি° ৪. ৪০৫; সংযুত্ত° ৫. ৩৮৭।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের এক স্থানে (১.৬২-৩) দেখা যায়, দানগ্রহণের অধিকারী কাহারা সেই সম্বন্ধে অনাথপিণ্ডিক প্রশ্ন করিয়াছেন। অন্যত্র নিজ কন্যা চূলসুভদ্দার বিবাহ-সম্বন্ধেও তিনি তথাগতের উপদেশ চাহিতেছেন। —ধম্ম-অথ° ৩. ৪৬৬।

অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পূর্বে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সারিপুত্তকে ডাকিয়া পাঠান। সারিপুত্ত আনন্দের সহিত তাঁহার নিকটে গমন করেন; অনাথপিণ্ডিকের এই সকল কথাই বাদসুত্তে (মজ্ঝিম° ৩. ১৫৪) আছে। কথিত আছে, তিনি যখন ধর্মজীবন-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সমস্ত রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ভিক্ষুগণকে স্বহস্তে পরিবেষণ করেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পর তিনি তুসিত-স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। সেই রাত্রিতে তিনি জেতবনে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জেতবনের ও সারিপুত্তের প্রশংসা করিয়া গান করেন।

কথিত আছে, স্বর্গে বিশাখা ও শক্রের অবস্থানকাল পর্যন্ত তিনি অবস্থান করিবেন। —ধম্ম-অথ° ৩. ৭৪০।

এক সময়ে বুদ্ধদেব অন্যত্র ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে, অনাথপিণ্ডিক জেতবনে আপনার কোন পূজার সামগ্রী থাকিবে না বলিয়া দুঃখিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব গয়া হইতে বোধি-বৃক্ষের একটী শাখা আনাইয়া জেতবনের দ্বারদেশে স্থাপিত করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।—জাতক° ৪. ২২৯।

সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি যে সকল বিষয় দেখিতেন, সেই সকল বিষয়-সম্বন্ধে গল্প করিতেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাকে সেরূপ ঘটনা সম্বন্ধে অতীতের কাহিনী বর্ণনা করিতেন। এইরূপে অপণ্ণক, খদিরঙ্গার, রোহিণী, বারুণী, পুণ্ণপাতি, কালকণ্ণি, অকতঞ্ঞু, ভেরী, কুসণালি, সিরি, ভদ্রঘট, বিসয়হ, হিরি, সিরিকাল-কণ্ণী, সুলসা প্রভৃতি জাতক বর্ণিত হয়।

অনাথপিণ্ডিক যে শুধু এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন এমন নহে, তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। এক সময়ে পরিব্রাজকদিগের সহিত তিনি বুদ্ধমতের সমর্থনে তর্ক করিয়া জয়ী হন।—অঙ্গু-নি° ৫. ১৮৫-৯।

অনাথপিণ্ডিকের পূর্বজন্ম-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে তিনি হংসবতীর এক জন গৃহী ছিলেন। একদা গৃহী উপাসকগণের এক জনকে বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ দাতা বলিয়া ঘোষণা করায়, তিনিও যাহাতে এইরূপ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, সেজন্য বহু সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের সময়ে তথায় ইহা পূর্ণ হয়। পূর্বজন্মের 'চূল অনাথপিণ্ডিক' তখন 'মহা অনাথপিণ্ডিক' নামে খ্যাতি লাভ করেন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অনাথপিণ্ডিক-পুত্ত-কাল বত্থু—অনাথপিণ্ডিকের পুত্র কালের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা-সম্বন্ধে বৌদ্ধ-কাহিনী।—ধম্ম-অথ° ৩. ১৮৯-৯২ ॥ MDPP ॥

অনাথপিণ্ডিক বগ্‌গ—পালি সংযুত্ত নিকায়ের দেবপুত্ত সংযুত্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবগণ-কর্তৃক বুদ্ধদেবের সমক্ষে নানা বিষয়ে কথিত বহু শ্লোক আছে; তন্মধ্যে শেষাংশ 'অনাথপিণ্ডিক বগ্‌গ'। ইহাতে

মৃত্যুর পর অনাথপিণ্ডিক দেবলোকে জন্ম-গ্রহণ করিয়া অন্যতম দেবরূপে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।—সংযুত্ত° ১. ৫১ই° ॥ MDPP ॥

অনাথপিণ্ডিকস্‌সারাম —[জেতবন দ্র°]।

অনাথপিণ্ডিক-সেট্‌ঠি বত্থু — শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ কাহিনী [অনাথপিণ্ডিক দ্র°]। —ধম্ম-অথ° ৩. ৯ই° ॥ MDPP ॥

অনাথপিণ্ডিক সুত্ত— ১ 'অনাথপিণ্ডিকোবাদ সুত্তে'র অনুরূপ একটী সুত্ত। এই সুত্তের অধিকাংশে সারিপুত্ত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিককে সান্ত্বনা, সাহস ও উপদেশ দিয়াছেন। দেখা যায়, আনন্দ ও সারিপুত্ত অনাথপিণ্ডিকের নিজস্ব রন্ধনভাণ্ড হইতে ভোজন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। আনন্দ বুদ্ধের নিকট অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমনের কথা উল্লেখ করেন এবং বুদ্ধদেব জ্ঞানের জন্য সারিপুত্তের প্রশংসা করেন। —সংযুত্ত° ৫. ৩৮০-৫। ২ বৌদ্ধসুত্ত-বি°। ইহাও প্রথমোক্ত সুত্তের অনুরূপ। ইহাতে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডিককে আনন্দ নিয়ম-পালনের জন্য সতর্ক করিতেছেন; কিন্তু অনাথপিণ্ডিক গৃহীর কোন নিয়মই লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। —সংযুত্ত° ৫. ৩৮৫-৭। ৩ বৌদ্ধসুত্ত-বি°। ইহাতে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, যে পঞ্চবিধ পাপভয় আর্য শিষ্যকে উদ্যমশীল করিয়া তোলে সে সম্বন্ধে এবং স্রোত-অতিক্রমকারী চারি সঙ্গ-সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দান করেন — সংযুত্ত° ৫. ৩৮৭-৯ ॥ MDPP ॥

অনাথপিণ্ডিকোবাদ সুত্ত — বৌদ্ধ-সুত্ত-বি°। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের মৃত্যুশয্যায় ভিক্ষু সারিসুত্ত-কর্তৃক ইহা শ্রেষ্ঠীর নিকট প্রচারিত হয়। ইহাতে পার্থিব বিষয়ে আকৃষ্ট না হইবার জন্য শ্রেষ্ঠীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কথিত আছে, এই উপদেশ শুনিয়া শ্রেষ্ঠী উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনি দেবলোকে জন্মগ্রহণ-পূর্বক জেতবনে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সুত্তে সারিপুত্ত বলিতেছেন— এইরূপ উপদেশ শুধু যথাযথ দীক্ষিত শিষ্যকেই দেওয়া যায়; কিন্তু অনাথপিণ্ডিক নূতন ভিক্ষুদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য ইহা তাঁহাদের নিকটেও প্রচারের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। —মজ্ঝিম° ৩. ২৬১, ৩৫৮-৬৩ ॥ MDPP ॥

অনাথবন্ধু গুহ—ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৪৮ খ্রী° ১৪ই জুলাই, টাঙ্গাইল উপবিভাগের অন্তর্গত সন্তোষের অদূরবর্তী বেলতা গ্রামে, এক দরিদ্র মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে। মৃত্যু—১৯২৮ খ্রী°। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় গুহ। মাতা—জগদম্বা। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর কঠোর দারিদ্র্যে পতিত হন। ১৮৬৩ খ্রী° ময়মনসিংহ নগরে আগমনপূর্বক জেলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তিনি মাসিক দশ টাকা বৃত্তিসহ ১৮৬৭ খ্রী° এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৮৬৯ খ্রী° মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিসহ এফ. এ., ১৮৭৩ খ্রী° বি. এ. এবং ১৮৭৫ খ্রী° বি. এল. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ময়মনসিংহেই আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

এই সময়ে ময়মনসিংহে এমন কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না। দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নানা ভাবে এই জেলার সর্বসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। দেশের ও দশের সেবায় অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীয় শক্তি ও সময় নিয়োগ করা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল।

অনাথবন্ধু ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহের তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিজ্ঞাপনী'তে নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত এই সাহিত্য-সেবার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। কর্মজীবন হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা করিয়া গিয়াছেন। 'বিজ্ঞাপনী', 'ভারতমিহির' ও 'চারুমিহির' ময়মনসিংহ হইতে পর পর প্রকাশিত এই তিনখানি সাময়িক পত্রেরই তিনি প্রধান লেখক ছিলেন। শেষোক্ত দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকের গুরু দায়িত্বভারও তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিতই বহন করিয়াছিলেন।

দেশের আপামর-সাধারণের ভিতরে শিক্ষাবিস্তারেও অনাথবন্ধুর উৎসাহের অন্ত ছিল না। পিতা মৃত্যুঞ্জয় গুহ ও সহধর্মিণী রাধাসুন্দরী গুহের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি ময়মনসিংহ নগরে 'মৃত্যুঞ্জয় স্কুল' ও 'রাধাসুন্দরী গার্লস স্কুল' নামে দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহিলাদিগের আয়ুর্বেদ-শিক্ষার সুবিধার জন্য বারাণসীধামে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জগদম্বা আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়' উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বারাণসীধামস্থিত রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তিনি নারী চিকিৎসা-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

অনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহে রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রথমে ময়মনসিংহে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ময়মনসিংহে 'স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের নির্দেশে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশ পুনরায় একীভূত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অমিত তেজে এই আন্দোলন পরিচালনা করিয়া অবশেষে ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার-প্রমুখ দেশপ্রাণ নেতৃবৃন্দের নাম

যেমন করা হয়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহের নামও করা যাইতে পারে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পর বারাণসী-ধামে শেষ জীবনে তিনি অবস্থান করেন। এই স্থানেই ৮১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

অনাদ— [নঞ্‌তৎ] শব্দহীন। 'সোম্যণামস্থনাদোঽপানাদঃ'—ঋ° (প্রাতি°) ১৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অনাদর— ১ [নঞ্‌তৎ] উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ॥ অম° ১. ১. ৭. ২২ ; অভি° ১৪৭৯ ; পা° ১. ৪. ৬৩. ॥ 'অনাদরোঽবহেলং চাপ্যবমানোঽবমাননম্'—কল্পদ্রু° ৪৩১. ১৩২ ; 'ন চ লঘুষ্বপি কর্তব্যেষু ধীমদ্ভিরনাদরঃ কর্তব্যঃ'—পঞ্চত° ২০২. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ বিণ, সম্মান না দেখান এরূপ, সমাদরশূন্য।—ছা-উ° ৩. ১৪. ১২ ; মনু° ৩. ১৫। ~ণ—অসম্মানজনক ব্যবহার, উপেক্ষাজনক কার্য।—কা-শ্রৌ° ২৫. ৯. ৩ ॥ বো রো ॥

অনাদায়— [প্রাদে°] অসংগ্রহ, অপ্রাপ্তি, খাজনা প্রভৃতি 'আদায়ের অভাব' বা না পাওয়া [খাজনা দ্র°]। ~ী—[প্রাদে°] বিণ, অসংগৃহীত, অপ্রাপ্ত, বাকি পড়া।

অনাদি— ১ পরমেশ্বর, জগদীশ্বর। ২ হিরণ্যগর্ভ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তর-সহস্রনামের অন্যতম।—কূর্মপু° পূ° ১২. ৭২। ৩ [ন (নাই) আদি যাহার—বহু°] বিণ, উৎপত্তিরহিত, আদিশূন্য, যাহার কারণ বা পূর্বকাল নাই। 'জগদাদিরনাদিস্ত্বম্'—কুমার° ২. ৯. ; 'ত্বমনাদিঃ' (হবিঃ)—রা° (গো°) ১. ৩১. ১২ ; 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্'—ব্রহ্মস° ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ৪ জন্মহীন, অজ, স্বয়ম্ভূ। ৫ নিত্য। ~ক—[অনাদি + কন্ ইদমর্থে ; স্ত্রী— -া] ১ অন্যতম রুদ্র।—অগ্নিপু° ৮৫. ৭। ২ বিণ, অনাদি-সম্বন্ধীয়, আদিহীন-সম্বন্ধীয়। ~নিধন—[নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ আদি-অন্তরহিত। ২ জন্ম-মৃত্যুহীন। ৩ নিত্য। ~নিধনা—পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তরসহস্র নামের অন্যতম। —কূর্মপু° পূ° ১২. ৬৬। ~ম—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অপ্রথম, অপ্রধান, উৎপত্তি-রহিত। ~মধ্যান্ত— [ন আদিমধ্যান্ত যাহার—বহু°] বিণ, যাহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়রহিত (শ্রীধর)।— গী° ১১. ১৯ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~মান্— [মু°-মৎ] বিণ, অনাদিবিশিষ্ট। 'অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে'— শ্বেত-উ° ৪. ৪ (সাঙ্খ্য) ॥ বো-রো ॥ ~মায়া—সম্ভিন্না— পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম। —কূর্মপু° পূ° ১২. ৭৭।

অনাদিকল্পেশ্বর—লিঙ্গেশ্বর মহাদেবের নামবি°। এই লিঙ্গ সর্বপাপহর ও অনাদি। যখন অগ্নি, আদিত্য, ভূমি, দিক্, আকাশ, বায়ু, জল, স্বর্গ, গ্রহ, ইন্দু, দেব, অসুর, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই কল্পাদি কালে এই লিঙ্গ আবির্ভূত হন। এই লিঙ্গ হইতে সচরাচর জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, আবার কালে ইহাতেই ঐ সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ অনাদিকারণ। মহর্ষিগণ ইঁহাকে অব্যক্ত বলিয়া থাকেন। ইহাই অনাদিকল্পেশ্বর লিঙ্গ।—স্কন্দপু° আ° চ° ৫ অ°।

অনাদিষ্ট— [ন অনাদিষ্ট—নঞ্‌তৎ, স্ত্রী— -া] বিণ, ১ বিশেষভাবে অকথিত। —অ° ১৫. ৬. ৬। ২ স্থিরীকৃত নহে, অনির্দিষ্ট। 'অনাদিষ্ট দৈবতায়ৈ হবিঃ'—শ-ব্রা° ১. ৮. ৩. ২৪ ; কা-শ্রৌ° ৯. ৫. ২৪ ; ২৫. ১২. ১০। ৩ অপ্রবর্তিত।—পঞ্চত° ১. ৯৯ ॥ বো-রো° ॥

অনাদীনব— [ন আদীনব (দোষ) যাহার—বহু°] বিণ, দোষশূন্য, নির্দোষ। 'যদ্বাসুদেবেনাদীনমনাদীনবমীরিতম্'— শিশু° ২. ২২ ॥ আপ্‌° ॥

অনাদৃত— [ন আদৃত—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ হতাদর, অকৃতাদর, অসম্মানিত। 'অনাদৃতাস্তু যত্রৈতে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ'—মনু° ২. ২৩৪ ॥ অভি° ১৪৭৯ ; বো-রো° ॥ ২ অবমানিত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। 'অনাদৃত-সৎকারঃ'—কথাস° ৫. ৯৮।

অনাদৃষ্টি— নিবর্ত ও অশ্মকীর পুত্র। বায়ুপু° ৯৬ অ°।

অনাদেয়— [ন আদেয়—নঞ্‌তৎ] বিণ, আদানের বা গ্রহণের অযোগ্য, অগ্রহণীয়। 'অনাদেয়ং নাদদীত'—মনু° ৮. ১৭০।

অনাদ্য—[বাঙলায়] ১ আদিদেব, ধর্ম। ২ যাহা আদ্য নহে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, মৃত্তিকাদি। ৩ [নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহা আদ্য (ভক্ষনীয়) নহে, অখাদ্য, অভক্ষ্য।—অ° ৫. ১৮. ২ ; 'অনাদ্যাদনস্য'—মনু° ১১. ১৬১ ; 'তস্মাদ্ধ াক্ষণোঽনাদ্যঃ'— শ-ব্রা° ৫. ৩. ৩. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৪ [নঞ্‌-বহু°] যাহার আদ্য নাই, অনাদি। ~নন্ত— বিণ, অনাদি এবং অনন্তবিশিষ্ট।— শ্বেত-উ° ৫. ১৩। ~নন্তবিভবা— পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তর-সহস্র নামের অন্যতম।— কূর্মপু° পূ° ১২. ৭১। ~ন্ত— ১ শিবের নামবি°। ২ বিণ, যাহার আদি এবং অন্ত নাই। ~া— ১ [নঞ্‌-বহু°] আদিহীনা, জন্মরহিতা। ২ [নঞ্‌তৎ] বিণ, আদ্যশক্তি, দুর্গা (অর্থাৎ সর্বাদিভূতা)।

অনাধার— বিণ, ১ অবলম্বনহীন। ২ (ন্যায়মতে) আকাশ। ৩ (বেদান্ত-শা°-মতে) ব্রহ্ম।

অনাধি— [অ আধি যাহারা—বহু°] বিণ, আধিবিহীন, মানসিক কষ্ট বা উদ্বেগশূন্য, মনোব্যথা-রহিত। 'ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে নরবরো রবরোষিতকেশরী'—রঘু° ৯. ৫৪।

অনাধৃক্— [মু°-ধৃষ্ ; বৈদিক] বিণ, দমনীয় নহে, অদম্য। 'রেবতীরনাধৃষঃ সিষা-সবঃ সিষাসথ'— অ° ৬. ২০. ৩ ॥ বো-রো° ॥

অনাধৃষ্ট,— বিণ, ১ অদম্য, অজেয়, অহিংসনীয়। 'অনাধৃষ্টাস ওজসা'— ঋ° ১. ১৯. ৪ ; 'অনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে'—ঋ° ৭. ১৫. ১৪ ; বাজ-স° ১. ৩১। ২ অনবদ্য, নির্দোষ, অক্ষত, অক্ষুণ্ণ।— ঋ° ৪. ৩২. ৫ ; বাজ-স° ১০. ৪ ॥ বো-রো° ॥

অনাধৃষ্ট$_2$— ১ সোম-বংশ্য ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পুত্র।—মহা° ১. ৬৮. ১০৪। ২ যদুবংশীয় রাজা কুন্তির পুত্র।— হরি° হরি° ৩৬. ২৭।

অনাধৃষ্টি— ১ সোমবংশীয় পুরুবংশ্য রৌদ্রাশ্বের পুত্র।— মহা° ১. ৮৮. ১১। মাতা— অপ্সরোবি°। ২ মথুরাধিপতি উগ্রসেনের পুত্র। অন্যতম যাদব-সেনাপতি। ৩ যদুবংশীয় শূর ও তদীয় ভোজবংশীয়া পত্নীর দশ পুত্রের অন্যতম। —হরি° হরি° ৩৪. ১৭। ৪ শূর ও মারিষার পুত্র।—বিষ্ণুপু° ৪. ১৫। ৫ শূর ও ভোজার পুত্র। —মৎস্যপু° ৪৬। ৬ শ্রীকৃষ্ণানুযায়ী যাদব।—মহা° ১. ২৪৭. ১৫; ২. ১৪. ৬১; ৪. ৭৮. ৬; ৫. ১৫১. ৬৭।

অনাধৃষ্য— ১ [ন আধৃষ্য—নঞ্তৎ; -া] বিণ, ধর্ষণের অযোগ্য, দুর্দমনীয়, দুর্জয়। 'অনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্মণা'— ঋ° ১০. ৪৪. ৫; বাজ-স° ২৭. ৭; শ-ব্রা° ২. ৩. ৪. ৪০; 'অনাধৃষ্যো বপুর্বামঃ কামো ভীমঃ সহো দ্যুতিঃ'—কল্পদ্রু° ৩৭১. ২৬। ২ ক্ষত্রিয়। সোমবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। মহা° ১. ৬৮. ১০৪।

অনানত$_1$— [ন আনত—নঞ্তৎ] বিণ, যাহা নত নহে। —ঋ° ১. ৮৭. ১; ৬. ৪৫. ৯।

অনানত$_2$— অঙ্গিরোবংশীয় ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইঁহার রচিত সোমস্তুতি-সূচক বহু ঋক্মন্ত্র আছে। —ঋ° ১.১১১.৭

অনানুকৃত্য— [বৈদিক। ন অনুকৃত্য—নঞ্তৎ] অনুকরণ করার অযোগ্য।

অনানুদ— [বৈদিক। অনু দদাতি; √দা + ক—নঞ্তৎ; পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ] বিণ, দানে অতুলনীয়, অতুল্যদানবিশিষ্ট। 'অনানুদো বৃষভো দোধতো বধঃ'— ঋ° ২. ২১. ৪।

অনানুদিষ্টি— [ন অনুদিষ্টি—নঞ্তৎ) বিণ, প্রবর্তনা ব্যতীত। ঋ° ১০. ১৬০. ৪।

অনানুপূর্ব— ১ অপরের মধ্যস্থতায় পদার্থের বিভিন্ন অংশের বিভাগ। ২ স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা।

অনানুভূতি— [বৈদিক। নঞ্তৎ] স্ত্রী°, অমনোযোগ, অভিজ্ঞতার অভাব। 'অনানুভূতীরবধূন্বানঃ পূর্বোরিন্দ্রঃ শরদস্তর্তৃরীতি'— ঋ° ৬. ৪৭. ১৭ ॥ বো রো° ॥ বহুবচনে—অমনোযোগী ব্যক্তি।

অনাপদ্— [ন আপদ্—নঞ্তৎ] স্ত্রী°, বিপদের অভাব, দুর্ভাগ্যের অভাব।— মনু° ৪. ২, ১০০।

অনাপি— [আপ্যতে আপ্ কর্মনি ইন্ আপি; আপ্তো বন্ধুশ্চ—নঞ্-বহু°] বিণ, বন্ধু-বিহীন, আত্মীয়স্বজনহীন।

অনাপ্ত— ১ [নঞ্তৎ; স্ত্রী— -প্তি] অবন্ধু, পর, আপ্তভিন্ন। ২ বিণ, অপ্রাপ্ত, অলব্ধ। — ঋ° ১. ১০. ২; অ° ৪. ৭. ৭; শ-ব্রা° ৪. ৬. ৯. ২০; ঐ-ব্রা° ৫. ২৫। ৩ অসম্পাদিত, অসংসাদিত। —শ-ব্রা° ১. ১. ১. ২১। ৪ অক্ষম, অশিক্ষিত, অকুশল। 'যুগ্যস্থাঃ প্রাজকেহনাপ্তে সর্বে দণ্ড্যাঃ'—মনু° ৮. ২৯৪।

অনাভয়ী— [মূ°-ভয়িন্; বৈদিক। নঞ্-তৎ] বিণ, ভয়শূন্য, অসমসাহসযুক্ত। 'অনাভয়িনরিমা তে'—ঋ° ৮. ২. ১।

অনাভূ— [বৈদিক। আভিমুখ্যেন ভবতীত্যাভূঃ স্তোতা—নঞ্তৎ] বিণ, অস্তোতা, যে প্রশংসা করে না এমন। 'আভূভিরিন্দ্রঃ শ্নথয়ন্ননাভুবঃ'— ঋ° ১. ৫১. ৯।

অনামক— [ন নাম যাহার—নঞ্-বহু°; স্বার্থে কন্; স্ত্রী— -মিকা] ১ মলমাস। ২ বিণ, নামশূন্য, আখ্যাহীন। ৩ অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত। ৪ যাহার নামগ্রহণ অশুভ।

অনামা$_1$— [মূ°-মন্] রোগবিশেষের নাম। 'অনামনাৎসং শীর্ষস্তে যা মুখেনাপজিঘ্নতি' —অ° ১২. ৪. ৫. ৮।

অনামা$_2$, অনামিকা— [মূ°-মন্] ১ কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্যবর্তী অঙ্গুলি ringfinger. 'অনামিকা স্যাৎসাবিত্রী কনিষ্ঠা তু কনীনিকা'—কল্পদ্রু° ৩৯. ১৭৪। [এই অঙ্গুলি দিয়া মহাদেব ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম-গ্রহণ অকর্তব্য ও অপবিত্র। ইহার পবিত্রতার জন্য যজ্ঞাদিতে ইহাতে 'পবিত্র' নামক কুশ-ধারণের ব্যবস্থা আছে।] ২ মলমাস। ৩ বিণ, নামবিহীন।— শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৮. ৮। ৪ অখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ।

অনাময়— [বৈদ্যক। নাই আময় (ব্যাধি) যাহার—বহু°] ব্যাধিমুক্ত।— রাজনি° ব° ২০ ॥ অম° শব্দ° ॥ আরোগ্যের নাম.। 'স্বাস্থ্যেবার্তময়ামমন্। সহারোহ' ॥ অভি° ১২০. ৫২ ॥ 'অনাময়মথোল্লাধঃ পটুঃ কল্যো নিরাময়'— কল্পদ্রু° ৬০. ৩৬২। ২ পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণকে 'কুশল' শব্দ উচ্চারণ, ক্ষত্রিয়কে 'অনাময়' বৈশ্যকে 'ক্ষেম' ও শূদ্রকে 'আরোগ্য' শব্দ উল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ বিধেয়।—কূর্মপু° উ° ১২. ২৫।

অনামিষ— [ন আমিষ যাহাতে—বহু°] বিণ, ১ আমিষবিহীন, নিরামিষ। ২ আয়শূন্য, লাভহীন।

অনামুখ, -খা, -খো— [মূ°-অনামক প্রাদে°] বিণ, ১ অশুভবদন, দুর্লক্ষণযুক্ত বদনবিশিষ্ট। ২ দুর্মুখ। ৩ গালি।

অনামৃণ— [আমৃণাতি হিনস্তি আমৃণ্ + ক—নঞ্-বহু°] বিণ, হিংসকরহিত।— ঋ° ১. ৩৩. ১ ॥ আপ্° ॥

অনামৃত— বিণ, অমর, অবিনাশী, অবিনশ্বর immortal.—শ-ব্রা° ১. ২. ৫. ১৮।

অনামৃষ্ট— [ন অমৃষ্ট—নঞ্তৎ] বিণ, অস্পৃষ্ট, অনুতপ্ত। 'অনামৃষ্টং রবেঃ করৈঃ'— মহা° ৩. ১৪৫. ২৭।

অনায়ক— [ন নায়ক যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -য়িকা] বিণ, ১ নায়কবিহীন। ২ অরাজক। ৩ বিশৃঙ্খল।

অনায়ত— [নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অসংযত। 'অনায়তো অনিবদ্ধঃ কথায়ং'— ঋ° ৪. ১৩. ৫। ২ সন্নিহিত। ৩ অদীর্ঘ, অবিস্তৃত। ৪ ক্ষণকাল স্থায়ী, ক্ষণিক। 'অনায়তস্বভাবভঙ্গুরাণি সুখানি'—কাদ° ১৭৫। ~ন— ১

অনায়ত্ত— [নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ আয়ত্ত নয় এরূপ, অবশীভূত, অগাবাল। 'এতাবজ্জন্মসাফল্যং যদনায়ত্তবৃত্তিতা'—হিতোপ° ২. ২২ ॥ আপ ॥ ২ অবশ, অনধীন। 'অনায়ত্তো রোদস্থ'—কাদ° ৪৫। ৩ অনিয়ত, অসংযত। 'অনায়ত্ত-ইন্দ্রিয়'—শিশু° ৩৬।

অনায়ন— [ন আয়নং চালনং যত্র] বিণ, অপরিবর্তনীয়, নির্বিকার, সনাতন, একান্ত ॥ আপ° ॥

অনায়স— [নঞ্‌তৎ, স্ত্রী—ী] বিণ, আয়স (লৌহময়) ভিন্ন, অলৌহজাত ॥ আপ° ॥

অনায়ু—দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। অনায়ুর গর্ভজাত পুত্র আধিব্যাধি।—মৎস্যপু° ১৭১. ২৯। ~**ষ্য**— [নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী—া] যাহা আয়ুর্বর্ধক নহে। —মনু° ২. ৫৭।

অনায়ূধ— অতি দুর্দান্ত রাক্ষস-বি°। —কালিকাপু° ৪০. ২২।

অনার্তব (Amenorrhœa)— আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের ১৩।১৪ বৎসর হইতে মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়া ৪৫।৫০ বৎসর পর্যন্ত প্রতি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৮।২৯ দিন অন্তর হইয়া থাকে। যদি কোন কারণবশতঃ এই স্রাব বন্ধ হয় তখন তাহাকে অনার্তব এই আখ্যা দেওয়া হয়। অনার্তব সাধারণতঃ কতকগুলি কারণবশতঃ ঘটিয়া থাকে। যথা—গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে, যখন বয়স কালে অর্থাৎ ৪৫।৫০ বৎসর সময়ে স্ত্রীলোকদিগের স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তখন এবং শিশুদিগের স্তন্যদান কালে সাময়িক ভাবে। কিন্তু অনেক সময়ে এই সমস্ত কারণের বিপর্যয় ঘটিতে দেখা যায় থাকে। গর্ভাশয় ও স্ত্রীজননযন্ত্র বিকল হইলেও এই রোগের উৎপত্তি হয় ; তখন ইহা অস্ত্রোপচার ব্যতীত আরোগ্য করা সম্ভবপর হয় না। রক্তহীনতা, আকস্মিক উত্তেজনা, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, স্থান পরিবর্তন, অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরম লাগার জন্য এই রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের মূল কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ-হিসাবে রাত্রে ত্রিফলার জল ভিজাইয়া সকালে সেই ত্রিফলার জল ১ তোলা হিসাবে তিন দিন ব্যবহার করিতে হয়। ঐ তিন দিন ব্যবহারের পর উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া শরীরের স্বাভাবিক গ্লানি কাটিয়া গিয়া ঋতুস্রাবের সাহায্য করে। যদি ইহাতে সুফল পাওয়া না যায় তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অনার্তব জল— (বৈদ্যক) ক্লী°, অকালে জাত বৃষ্টির জল। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসের বৃষ্টির জল। ইহা ত্রিদোষ-প্রকোপক। 'অনার্তবং প্রমুঞ্চন্তি বারি বারিধরাস্তু যৎ। তত্ত্রিদোষায় সর্বেষাং দেহিনাং পরিকীর্তিতম্। —ভাবপ্র° পূ° বারিব. ১৬।

অনার্য— [ন আর্য—নঞ্‌তৎ] অনার্য শব্দে বুঝায় আর্যেতর। আর্য-সংস্কৃতির যাহা বাহিরে তাহাকেও অনার্য বলিতে পারা যায়। অনার্য বুঝিতে হইলে প্রথমে আর্য কি তাহা বুঝিতে হইবে। বর্তমান কালে আর্য এবং অনার্য—জাতি হিসাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এই আর্য শব্দ বৈদিক যুগে কখনও জাতিবাচক ছিল না। ঋগ্বেদে আর্য শব্দের প্রয়োগ বত্রিশ বার দেখিতে পাওয়া যায়। বত্রিশটী সূক্তে ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই আর্য শব্দের নয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা,

(১) বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা
(২) বিজ্ঞ স্তোতা
(৩) বিজ্ঞ
(৪) অরণীয় বা সর্বগন্তব্য
(৫) উত্তম বর্ণ
(৬) ত্রৈবর্ণিক
(৭) মনু
(৮) কর্মযুক্ত, দেবোপাসক
(৯) কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ

দেখা যাইতেছে যে, আর্য শব্দ সর্বত্র শ্রেষ্ঠ জাতি বা সম্মানসূচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর্যেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, অগ্নিপূজা করিতেন, যজ্ঞে স্তুতিপাঠ করিতেন, সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

অথর্ববেদে (৪. ২০. ৪ ; ১৯. ৬২. ১) 'সমগ্র মানব জাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্য শব্দ শূদ্রেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকেই বুঝাইত। এই তিন বর্ণই যজ্ঞক্রিয়াধিকার-প্রাপ্ত বলিয়া যে কেবল আর্য, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। এমন কি তাহারা শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না ; কোন প্রয়োজন হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়া প্রয়োজন জানাইবার বিধি ছিল।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্য শব্দের স্বল্প প্রয়োগ দেখা যায়। 'আর্য-ভূমি', 'আর্যদেশ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনু 'জাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নিরুক্ত-কার যাস্ক 'জাতি সংজ্ঞা' রূপে আর্য শব্দ ব্যবহার করিলেও 'আর্যঃ=ঈশ্বরপুত্রঃ' এরূপও দেখাইয়াছেন। নঘণ্টুকার ঈশ্বরার্থে আর্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা অর্য শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া আর্য=ঈশ্বরপুত্র এরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই সময়ে আর্যগণ এরূপ জ্ঞানী, বিদ্বান্ এবং উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতাসম্পন্ন ছিলেন যে, সেই শুদ্ধাত্মা বিমল ঋজুস্বভাব আর্যদিগকে 'ঈশ্বর-পুত্র' নামে অভিহিত করিয়া নিরুক্তকার আদৌ অত্যুক্তি দোষে দোষী হন নাই।

পাণিনি তাঁহার সূত্রবিশেষে (পা° ৬. ২. ৫৮) 'আর্যো ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি অর্য শব্দের অর্থ যে 'বৈশ্য' ও 'স্বামী' তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। একটী সূত্রের বার্তিকে অর্য ও ক্ষত্রিয়ের পার্থক্যও বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আর্য শব্দ অর্য শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বৈদিক সংহিতার পরবর্তী যুগে এই শব্দে বৈশ্যদিগকে বুঝাইত। কারণ, তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরোহিত ও সৈনিক ব্যতীত অপর সকলেই বৈশ্যভাবাপন্ন ছিলেন। বেদে মাত্র এক স্থানে শূদ্রেতর আর্য অর্থে অর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪. ৩০ ; ২০. ১৭) আর্য শব্দের এই একই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। বাজসনেয়ী সংহিতায় এক স্থানে (২৬. ২) ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও শূদ্রের সহিত অর্য শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তথায় বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না। লাট্যায়ন-সূত্রে (৪. ৩. ৬) লিখিত আছে 'অর্যাভাবে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ'। ভাষ্য যথা—'যদি বৈশ্যো ন লভ্যতে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ স্যাৎ, ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা'। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৮. ৪. ৩. ১২) এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। Ludwig (Der Rigveda, iii. 213) ইহার অর্থ বৈশ্যই বুঝিয়াছেন। Zimmer (I. C. 11714, 204. 216, 435)-এও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগের পর 'বৈশ্য' ও 'কৃষক' অর্থে 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হইত। শুক্ল-যজুঃ-সংহিতায় এই অর্য শব্দের প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহীধর ১৪. ৩০ সূত্রের ভাষ্যে 'স্বামী' ও 'বৈশ্য' অর্থই ধরিয়াছেন।

অবেস্তাপন্থীদের জেন্দ ভাষায় 'অইর্য' (Airya) আর্য শব্দের অর্থদ্যোতক। অইর্য বলিলে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বা সম্ভ্রান্ত (of good family, noble) বুঝাইত। ইঁহাদের ভাষায় আর্যেতর যদি কাহাকেও বুঝাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অনইরান (Anairan) শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই অনইরানের বিপরীত শব্দ ছিল 'অইরান'। নিজেদের শ্রেণীকে বুঝাইতে হইলে ইঁহারা 'অইরান' শব্দ এবং আপনাদের শ্রেণীর বহির্ভূত কাহাকেও বুঝাইতে হইলে 'অনইরান' শব্দ ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ এই জেন্দ ভাষা হইতে পরে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকেরা অনিয়রকই (Aniarakai) বা লাটিন অনরিয়াকে (Anariacæ) নামক মিডিয়াবাসী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের সময় এই বৈদিক আর্য শব্দের অরিয়, অয়্যির ও অয্য এই তিন প্রকার রূপ ছিল। আর্যেতর বুঝাইতে তাঁহারা অনরিয় শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই অরিয় শব্দের অর্থ ছিল rignt, good, ideal, noble. আর অনরিয় বুঝাইতে undignified, uncultured প্রভৃতি বুঝাইত। বৈদিক যুগে যাহারা আর্য সংস্কৃতি মানিয়া চলিত না তাহাদের বিশেষ কোন নাম বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যে শেষে যখন বেদের ব্যাখ্যা চলিতেছিল সেই সময় যাস্ক আর্য সভ্যতা, আর্য-শিষ্টাচার-বিগর্হিত কিছু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় সর্বপ্রথম 'অনার্য' শব্দ প্রয়োগ করেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ, 'কীকট নামদেশো অনার্যনিবাসঃ'—নিরুক্ত, ৬. ৩২।

পরবর্তী কালে মনুসংহিতায়ও কয়েকবার 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনার্যশব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লুট ভট্ট ও মেধা তিথি অনার্যশব্দে জাতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতার শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থের কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শ্লোকে অনার্য শব্দে আর্য সংস্কৃত বহির্ভূত আর্যেতর শ্রেণীকেই বুঝাইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেও 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ পাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'অনার্যজুষ্টম-স্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন'। টীকাকারগণের মধ্যে আনন্দগিরি 'অনার্যজুষ্ট' শব্দে বুঝিয়াছেন 'শিষ্টগর্হিতম্', শ্রীধরস্বামী বুঝিয়াছেন আর্যৈর-সেবিতম্, নীলকণ্ঠ বুঝিয়াছেন 'ভীরুভিজুষ্ট-সেবিতম্', বিশ্বনাথ অর্থ করিয়াছেন 'সুপ্রতিষ্ঠিতলোকৈরসেবিতম্' ; কেবল বলদেব ও মধুসূদন এই অনার্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'আর্যৈর্মুমুক্ষুভির্নজুষ্টং সেবিতম্'।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণগর্ভ (১. ১০১), শিশ্নদেব ৭. ২১. ৫ ; ১০. ৯৯. ৩), শিম্যু (১. ১১৮ ; ৭. ১৮. ৫), ক্রব্যাদ (১০. ৮৭. ২), ও কিমিদিন (১০. ৩৭. ২৪) প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে এই সমস্ত শব্দে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনার্য জাতি বুঝিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত যাতুধান (?), অযজ্ঞন, মুরদেব, ব্রহ্মদ্বিষ (?), দাস, দস্যু প্রভৃতি শব্দে অনার্য বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে যাঁহারা আর্য ও আর্যেতর তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈদিক যুগে যেমন আর্যগণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ সময়ে আর্যেতরগণেরও অস্তিত্ব ছিল। এই আর্যেতরগণের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আর্যগণ হইতে অনন্যসাধারণ ছিল। শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান আর্য ও আর্যেতর এই পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোনও সম্প্রদায় হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে, আর্যের সমস্যা হয়তো আর্যেতরের সমস্যার সহিত অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। বৈদিক যুগের আর্য ও আর্যেতর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বৈদিক যুগের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমেই লইতে হইবে।

আর্য ও আর্যেতরগণ লইয়াই বৈদিক ভারত। ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া প্রথমে দেখা পাওয়া গেল সে সমস্যার সমাধান আজও ভাল করিয়া হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতির সাহায্যে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম করিয়া আর্যদের আদি নিবাস স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অটো শ্রাডের (Otto Schrader) স্থির করিলেন দক্ষিণ রাশিয়া, জেয়াঁ দে মরগ্যান (J. de Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ডক্টর গাইল্‌স্ (Giles) প্রমাণ করিলেন—আর্যদের আদি নিবাসের পূর্ব সীমান্তে কার্পেথিয়ান, দক্ষিণ সীমা বলকান, পশ্চিম সীমা অস্ট্রিয়ান আল্‌পস্ এবং উত্তর সীমা এর্জ.গেবির্গে। এইরূপ কেহ

দেখাইলেন এশিয়া মাইনর. কেহ বা বলিলেন ভারতবর্ষ। আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। আর্যদের যে একটা প্রাচীন আবাসস্থল ছিল ইহারই দু'এক জায়গায় তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি—বেদের 'প্রত্ন ওকঃ' ভারতের ভিতরে কি বাহিরে তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। তাঁহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটীও প্রমাণ বেদে নাই। বরং কতিপয় জাতিকে তাঁহারা ভারতের বাহিরে পশ্চিম দিকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে (৭. ৫. ৬)। যাহা হউক, আর্যরা ভারতবাসী হউন অথবা বাহির হইতেই আসুন তাঁহাদের সংস্কৃতি বা culture সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদ যে শুধু আর্য-সংস্কৃতির ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত-নির্ণয়ে সহায়তা করে তাহা নহে, এইগুলি হইতে আমরা সেই সময়ের আর্য-অধ্যুষিত স্থানাদি-সম্বন্ধেও অনেক সন্ধান পাইতে পারি। ইহাতে কতকগুলি স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই সকল বর্ণনা রাবি নদীরতীরস্থ প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাবির তীর হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্য-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েক বর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে 'মোহেঞ্জোদড়ো'কে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ঋগ্বেদের সূক্তসকলের উক্তিরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্ততঃ খ্রী-পূ' ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এই আবিষ্কারগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পরিচয় কি না সে-সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ-খননে যে সমস্ত মন্দির ও অট্টালিকার উদ্ধার হইয়াছে বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলি শুধু একটী যুগের সাক্ষ্য দেয় না, ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত বিভিন্ন যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দিয়া থাকে। বিশেষতঃ এইগুলি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সহিত পরবর্তী কালের দ্রবিড়-পদ্ধতির মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে। সুব ও বৈখানস-সূত্রানুযায়ী যজ্ঞবেদীর আদর্শে কল্পিত মন্দিরের অনুযায়ী হরপ্পার একটী মন্দিরও রহিয়াছে। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্যগুলি ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনেক উপকরণ যোগাইয়াছে।

আবিষ্কৃত মন্দিরগুলি হইতে অনেকগুলি চক্রাকার প্রস্তর, বিভিন্ন প্রকার দাবার ঘুঁটি, বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি-ক্ষোদিত ফলকাদি, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সহিত ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদবর্ণিত দ্রব্যাদিরও সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাম্রযুগের নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরগুলিতে কূপ ও স্নানাগার প্রভৃতি সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আবিষ্কৃতি এই মন্দিরগুলি তখনকার সভ্যতার সুন্দর চিত্র। ঋগ্বেদে আর্য ও দস্যুগণের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সাদৃশ্য বড় কম নয়।

এই সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার নিদর্শন। ডঃ হলের ধারণা, ভারতীয় মৃৎশিল্পে সুমেরীয়-পূর্ব (Pre-Sumerian) প্রভাব পড়িয়াছিল; কিন্তু এ ধারণা অমূলক। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন ও মূর্তিক্ষোদিত ফলকগুলিতে আর্য ও দ্রবিড় চিহ্নই বর্তমান।

তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বাবিলন ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ অনেক প্রদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এই সম্পর্কের মধ্যেও আর্য ও দ্রবিড়ের যে সম্বন্ধ তাহা লক্ষ্য করা যায়।

আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাব-শূন্য। আর্যদের সহিত ইঁহাদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সহিত দ্রবিড়-সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময় অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনার চরম সাক্ষ্য দান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি-বিদ্যায় আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময়দানব। সুমেরীয়, কাল্ডীয়, ঈজীয় ও মিশরীয় জাতির সভ্যতার উপর দ্রবিড়-প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্রবিড় জাতি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, দ্রবিড় ভাষায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত নৌ-সম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রবিড় ভাষা হইতেই গৃহীত। এই দ্রবিড়-জাতি যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণও নাই। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপোটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল ২১০০ খ্রী পূ'র একখানি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রত্নানুসন্ধানে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয় জনকে ভারতের বাহিরে অতি দূরদেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য ও মরুৎ—এই ছয় জন দেবতার উল্লেখ আছে বোগাসকুই-শিলালেখে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের রেকর্ড সমূহে। মিটানি রাজ্যের সহিত আসিরীয় রাজ্যের যুদ্ধব্যাপার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তেল্-এল্ অমরনার হইতে তুসরত্ত যে পত্রগুলি মিশরের তৃতীয় অমেনহোতেপ লিখিয়াছিলেন সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় বোগাসকুই লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম

মেসোপোটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুসরত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ন, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। এগুলি যে আর্য নাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তার পর পাঁচ শত বৎসরকাশীয় জাতি (১৭৪৬-১১৮০ খ্রী-পূ°) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের এবং দেবতাদের নাম আর্য-নাম। ইঁহাদের সুরিয়স্ ও মরীতস্ সূর্য ও মরুৎ। সিমলিয় আর্যদের হিমালয়। দেখা যাইতেছে, কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে পৌছিবার পূর্বে, এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিঁকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এসিয়া মাইনরে গিয়াছে এই অভিগমনে পারস্যের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনও হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে এই দেবতাদের নামগুলিতে পারস্যদের ভাষার অন্ততঃ একটু ছিটেফোঁটাও থাকিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, অমর্নার পত্রাবলীতে দেবতাদের নামগুলি আদৌ ম্লেচ্ছিত হয় নাই। সেগুলিতে ভারতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পারস্য মধ্যস্থ থাকিলে খ্রী-পূ° ১৪শ শতকে এমন কি ১৭৬০ খ্রী-পূর্বাব্দেও তুসরত্ত ও সুতর্ন প্রভৃতি শব্দগুলিকে অম্লেচ্ছিতরূপে দেখিতে পাইতাম না। বোগাসকুই-লিপিতে যে সমস্ত সংখ্যা-বাচক নামের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বৈদিক সংখ্যা নামের সাক্ষাৎ সাদৃশ্য আছে। এছাড়া বৈদিক শব্দের সহিত কয়েকটী শব্দেরও বেশ মিল আছে। এই সুদূর প্রদেশে আর্য দেবতারা শান্তির ভাবই প্রকটিত করিয়াছেন। আর শান্তির এই বাণী লইয়াই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।

ইরানী জাতিও সম্ভবতঃ ভারত হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারাও বেদবর্ণিত অসুর জাতির সমপর্যায় ভুক্ত। বেদ ও অবেস্তার আলোচনায় ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তারি আখ্যানের সাদৃশ্য আছে। তাহাদের ক্ষৌরকর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাহাদের জয়ধ্বনিসূচক শব্দের সহিত আর্যদের অনেক মিল আছে। যণ্ড, মর্ক, বৈরেত্রয়, ত্রেতন—অথর্ববেদের ষণ্ড মর্ক, বৃত্রঘ্ন, ত্রিত আপ্ত্য। বেদপন্থী ও অবেস্তা পন্থদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে এক স্থানে এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থী-দের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জেঠা বুঝায়, তখন তেমনিই ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে শুরু করি-লেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শত-পথ-ব্রাহ্মণ (১. ৫. ৫. ২৬) তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ'। অসুররা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিক যুগে দেবতা-দের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা, পর্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর'-পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত, কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যত দিন দেব ও অসুরে মিল ছিল, তত দিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগল। প্রথম প্রথম এক এক জন অসুরের সঙ্গে এক এক জন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে-কৌশলে জয়ী হইলেন। এই সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে (১. ৭. ১০) ইন্দ্র-সম্পর্কে দেবতারা বলিয়াছেন—'অস্মাকমস্তু কেবলঃ'। অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বার বার ডাকিয়াছেন (৮. ৮৫. ৯)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০. ৫৩. ৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপ্রু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্ততঃ ৯০টী (১. ১৩০. ৭ কিংবা ৯৯টী (২. ১৯. ৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও তিনি খুব দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এই সব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভর করিতে হইত (১০. ১৫১. ৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য—দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর দুর্গ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০. ১৩৮. ৩)। ইন্দ্র ও বিষ্ণু

অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন (৭. ৯৯. ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬. ২২. ৪), অগ্নি (৭. ১৩. ১) ও সূর্যের (১০. ১৭০. ২) নাম হইয়াছিল—'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫. ৪২. ১১), অসুররা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০. ১৫৭. ৪) তখন দেবতারা অসুরদিকে শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন।

আমরা দেখিতে পাই, বেদে দস্যু, দাস—ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণত্বক্। বৈদিক দেবতাদের শ্বেতবর্ণ বলা হইয়াছে। এই দস্যুদের অনার্য বলা হয়। আর্য ও অনার্য এই যে দুইটী জাতি বলিয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তজ্জন্য প্রধানতঃ আমরা মনীষী ম্যাক্সমুলরকেই দায়ী করিব।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাক্সমুলর 'আর্য' বলিয়া এক জাতির ধুয়া তোলেন। এই জাতিকে তিনি গৌরবর্ণ ও বিশিষ্ট সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দেন। আর তাঁহার এই অভিমত সাধারণে বিশেষ আদৃত হইয়া পড়ে। ম্যাক্সমুলর বলেন যে, এই আর্য জাতি নানা দলে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে ভারতবর্ষে, পারস্যে, আরমেনিয়ায় এবং ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতবাদের খুব প্রতিবাদ চলে। ফলে ভাষা এক হইলে জাতিও এক হইবে, এ সিদ্ধান্ত টিকিল না। শেষে ১৮৯১ খ্রী° ম্যাক্সমুলের নিজে যে ভ্রান্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লেখেন—"To me an ethnologist who speaks of an Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolicho-cephalic dictionary or a brachycephalic grammar. It worse than a Babylonian confusion of tongues, it is downright theft. কিন্তু তথাপি আজও জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্যজাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। এই মোহে পড়িয়া তাঁহারা ছয় প্রকার মতবাদকে ধ্রুবসত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলির কোনটীর মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের ছয়টী মতবাদ এই :—

(১) ১২০০ খ্রী-পূ° গৌরবর্ণ এক যোদ্ধৃজাতি উত্তর-ভারত জয় ও অধিকার করে—ইহারা আপনাদিগকে আর্য নামে পরিচিত করিত।

(২) আর্যগণ দুইবার ভারত জয় করে। প্রথম বারে তাহারা আপন আপন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসবাস করে। আর ইহাদেরই বংশে জাঠ ও রাজপুতগণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের শারীরিক আকার ও গঠনে একটা বিশেষত্ব আছে। তারপর দ্বিতীয় বারে আর এক দল আর্য গিলগিট্ ও চিত্রলের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে ও মধ্যদেশ জয় করে। এই আর্যেরা কিন্তু বর্বর জাতিদের মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মিশ্র জাতি উৎপাদন করেন।

(৩) যে সমস্ত বর্বর জাতিকে আর্যেরা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা বশীভূত করে তাহাদের নিতান্ত অসভ্যতার জন্য আর্যেরা তাহাদিগকে 'দস্যু' এই ঘৃণিত নামে পরিচিত করিত।

(৪) ভারতীয় আর্যগণ অসভ্য দস্যুদিগের সংসর্গ-হেতু বর্ণের আবিষ্কার করে।

(৫) বিজেতা আর্যগণ যে ধর্ম-বিশ্বাস নিজেদের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাই হিন্দু পুরাণ বলিয়া অভিহিত হয়।

৬। এই আর্যেরা বৈদিক ভাষায় বাক্যালাপ করিত। এই ভাষাই বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর হইতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই সমস্ত জাতিকে আর্য করিয়া লইয়া অসভ্য জাতির ভাষাকে বিতাড়িত করে। এই জন্য এখানকার বর্তমান ভাষা বৈদিক ভাষা-সঞ্জাত। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে ইহারা যথেষ্ট বাধা পায়। কাজেই এখানকার ভাষা প্রধানতঃ নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিলেও বৈদিক ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন সংস্কৃত রীতির শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্যই আর্যদের ভারত-বিজয়ের মতবাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৬ খ্রী° স্যর উইলিয়ম জোন্স সপ্রমাণ করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জর্মান ও কেলটিক একটী বিশিষ্ট ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৩৫ খ্রী° বপ্ (]Bopp) এই মতটী যুক্তিদ্বারা দৃঢ় করেন। ইহা হইতে এবং বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ও অবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বৈদিক ভাষা নিশ্চয়ই ভারতের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্যন্ত ভিত্তিটা কিছু দৃঢ়।

তার পর প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈদিক ভাষা কেমন করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল? বিজেতারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এইটীই প্রচলিত মত। এই মতের পক্ষপাতীরা এই বিজয়ের প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, বৈদিক ভাষা ভারতে প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই বৈদিক মন্ত্রগুলি হইতে কিছু কাজ হইতে পারে। এই মতটী আমরা বেশ মানিয়া লইতে পারি, কেননা যদিও অবেস্তা ও বেদের শব্দ ও পদের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তথাপি দুইটী ভাষা পরস্পরের এত সন্নিকট যে, অবেস্তার একটা সম্পূর্ণ ছত্র শুধু অক্ষর-পরিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে বৈদিক ছত্রে পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অবেস্তা ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার যে

পার্থক্য, তাহা অধিক দিনের নয়। সুতরাং তাহাদের ভাষা ভারতে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল।

যদি ভাষাটী বিজেতাদের ভাষারূপেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই কল্পিত বিজয়ের অনতিকাল পরেই যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ে বিজয়-কাহিনীর কোন না কোন ঘটনার উল্লেখ থাকিবেই। এ কথা সত্য যে, দস্যুদের সঙ্গে আর্যদের পরস্পর যুদ্ধের কথায় প্রায়ই উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি শুধু গোরু, বাছুর, রমণী প্রভৃতি সম্পদ্ লাভের জন্য যুদ্ধ। মনুষ্য-সৃষ্টির পর হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে অসভ্য জাতিরা এই দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিত। একটা জাতিকে সরাইয়া বা হটাইয়া দিবার অথবা বিদেশী শত্রুদের নিকট হইতে দেশ কাড়িয়া লইবার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সম্প্রতি হোর্নলে-গ্রীয়ার্সন-রিজলি মতবাদের আবিষ্কার হইয়াছে।

আর্যদের প্রথম দল দলবদ্ধ হইয়া অথবা এক এক দল ক্রমান্বয়ে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভূমির বহির্দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছিল। এরূপ অনুমান না করিয়া আমরা কোন প্রকারে পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকেদের আর্যলক্ষণের সমধিক বিশুদ্ধি-বিষয়ে কল্পনাই করিতে পারি না। Type এর বিশুদ্ধি বলিলে তাঁহারা বোঝেন যে, জাঠ ও রাজপুতগণ কয়েকটী বিশেষ লক্ষণা-ক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। রিজলি লিখিয়াছেন—"They have a dolicho-cephalic head, leptorhine nose, a long, symmetrical narrow face, a well-developed forehead, regular features, a high facial angle, tall stature, a very light brown skin.' যখন আদিম আর্যগণ 'dolicho-cephalic leptorhine type' বলিয়া জাতিতত্ত্ব-জগতে Penkaর মতবাদের জয়জয়কার চলিতেছিল, তখনই রিজলি এই রায় দিয়াছেন। রিজলি তখন জানিতেন না যে, তারপর বহু dolicho-cephalic (দীর্ঘকপালী) জাতির আবিষ্কার হইবে। ডক্টর হাডন Proto-Nordics-এর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তারপর তুর্কীস্তানের উস্থন (Wusun) জাতি, সাকা জাতি, অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘকপালী (dolicho-cephal) জাতি প্রভৃতি অনেক জাতির সংবাদ বাহির হইয়াছে। ইহার উপর অধ্যাপক বোয়াস (Prof. Boas) দেখাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শারীরিক লক্ষণের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত শারীরিক লক্ষণের উপর জোর দিয়া থাকি, সেগুলি একেবারে ভুল হইয়া যায়। ম্যারেট এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বোয়াসের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পঞ্জাব ও রাজপুতনার লোকেদের আকৃতি-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-লিখিত মতের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার উপর এই অংশে এত বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ঘটিয়াছে যে, ইহাদের বিশুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, একথা কোন ঐতিহাসিকই বলিতে পারেন না। পারস্য, ইউরোপীয়, গ্রীক, পার্থিয়ান, বাকৃট্রিয়, সিথীয়, হূণ, আরব, তুর্কী ও মোঙ্গলেরা ক্রমান্বয়ে এই স্থানটী যে শুধু জয় করিয়াছিল, তাহা নয়—এইখানে বসবাস করিয়া লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৈদিক মন্ত্রগুলি আর্যদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের উপকারের জন্যই রচিত হইয়াছিল। বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। যে সমস্ত জায়গায় দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু, অল্প-সংখ্যক স্থলেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্য ও দস্যু বা দাসের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সভ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য নয়—cult বা ধর্মগত পার্থক্য। আর্য ও দস্যু বা দাস শব্দ প্রধানতঃ ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। ঋক্‌সংহিতায় আর্য শব্দ ৩৩ বার মাত্র মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে জাতি বিজেতা, সে জাতি আপনার গৌরব-কাহিনীর উল্লেখ বার বারই করিবে। আর্য শব্দের বিরল প্রয়োগে মনে হয়, ইঁহারা বিজেতৃজাতি নয়—ইঁহারা দেশ জয় করিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করেন নাই।

দাস শব্দের উল্লেখ ৫০ বার এবং দস্যু শব্দের উল্লেখ ৭০ বার আছে। কয়েকটী স্থানে এই দুইটী শব্দের উল্লেখ দুই অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দাস শব্দের অর্থ চাকর এবং দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাত। যেখানে এই দুই অর্থে ইহাদের প্রয়োগ নাই, সেখানে আর্যদের বিরোধী দানব বা মানুষ।

ইন্দ্রারাধনায় আর্য শব্দ ২২ বার এবং অগ্নি-আরাধনায় ৬ বার আছে। ইন্দ্র-ব্যাপারে দাস শব্দ ৪৫ বার, দুই বার অগ্নি-ব্যাপারে। দস্যু শব্দ ইন্দ্র-ব্যাপারে ৫০ বার এবং অগ্নি-ব্যাপারে ৯ বার। ইন্দ্র ও অগ্নির সহিত আর্য ও দাস বা দস্যু শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, আর্যগণ ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং দাস বা দস্যুরা বিরোধী ছিল। আর্যগণ যে ইন্দ্রকে পূজা করিতেন এবং ইন্দ্রও যে তাঁহাদিগকে গোরু প্রভৃতি লইয়া দ্বন্দ্বের সময় সাহায্য করিতেন, তাহা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণিত হয়। অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া আর্যগণ ইন্দ্রকে আহুতি দিতেন। আর ইন্দ্রের পরেই অগ্নি তাঁহাদের সহায় ছিলেন।

দাস বা দস্যুরা কাহারা? ইহারা ইন্দ্র, অগ্নি-পূজার বিরোধী। যে যে স্থানে দস্যু বলিলে মানুষ বুঝায়, সেই সেই স্থানে এই অর্থটী স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ১. ৫১. ৮, ১৯; ১. ৩২. ৪; ৪. ৪১. ২; ৬, ১৪. ৩ সূক্তে ইহাদিগকে অব্রত অর্থাৎ আর্যদিগের ব্রত-বিরহিত বলা হইয়াছে। ৫. ৪২. ৯ সূক্তে অপব্রত, ৮. ৫৯. ১১ ও ১০. ২২. ৮ সূক্তে অন্যব্রত বলা হইয়াছে। ১. ১৩১. ৪,

১. ৩৩. ৪ ও ৮. ৬৯. ১১ সূক্তে দস্যুদিগকে অযজ্ঞবান বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা যজ্ঞ করে না। ৪. ১৬. ৯; ১০. ১০৫. ৮ সূক্তে অব্রহ্ম—ইহারা আরাধনা করে না এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে না বলা হইয়াছে। অন্যান্য ঋকে ইহাদিগকে অনৃচঃ, ব্রহ্মদ্বিষঃ, অনিন্দ্র বলা হইয়াছে। এইরূপে ঋগ্বেদের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, দস্যুরা যাগ ও মন্ত্র-ব্যাপারে দেবতার ধার ধারিত না।

ঋগ্বেদের যে কোন স্থান হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ধর্ম ও পূজা-পদ্ধতি লইয়া আর্য ও দস্যুর বিবাদ (cult with cult and not one of race with race), ইহাদের বিবাদ জাতিগত বিবাদ নয়।

এত দিন ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য ও দস্যু বলিলে দুইটী বিভিন্ন জাতি বুঝিতেন বলিয়া বেদে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, ফলে কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসব হইয়াছে। ঋগ্বেদে ৬. ২৯. ১০ সূক্তে দস্যুদিগকে 'অনাস' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ম্যাক্‌সমূলর ও হডন বলেন যে, দস্যুদের নাক চ্যাপটা ছিল। সুতরাং তুলনায় আর্যদের নিশ্চয়ই টিকল নাক হইবে। সায়ন প্রভৃতি ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন - মুখহীন, অর্থাৎ শোভন-ভাষাশূন্য। দস্যু ও রাক্ষসদের যে সকল নাক মন্দির প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বেশ টিকল। উল্লিখিত সূক্তে অনাস মনুষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই—দানবদের নির্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই একটী মাত্র শব্দ হইতে দস্যুদের আকৃতি ঠিক করা আদৌ সমীচীন হয় নাই।

হোলকার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ও দাস বা দস্যুদিগের প্রাধান্য ও উন্নত অবস্থা-সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা আর্যদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না (Indo-Aryan Polity during the period of the Rigveda—Jour. dept. of letters, vol. V) হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সমস্ত উক্তি আলোচনা করিলে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, দাসগণ পাঁচ শত পুরীর অধিপতি ছিল। দস্যুগণ আর্যদের সমকক্ষ শত্রু ছিল। ইন্দ্র যেমন দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, আর্যদের বিরুদ্ধেও তেমনিই যুদ্ধ করিতেন। একটী ঋকে আছে যে ইন্দ্র আর্য ও দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনার্যক— স্ত্রী°, অগুরু কাষ্ঠ ॥ রাজ-নি° শব্দ° ॥ 'অনার্যোঽনার্যকো লোহঃ স চ বর্ণ-প্রসাদনঃ'— কল্পদ্রু° ৬৫. ৪০৭।

অনার্যকর্মী— [মূ° কর্মিন্] ১ অনার্যের ন্যায় কর্মকারী ব্যক্তি। ২ বিণ, বিহিত কর্মত্যাগী।— মনু° ১০. ৭৩ ॥ বো-রো° ॥

অনার্যজ=অনার্যক।— অভি° ৬৪০ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥

অনার্যতা— অনার্যের ধর্ম বা ভাব। 'প্রাণরোধেঽপি সুব্যক্তমার্যো নায়াত্যনার্যতাম্‌' —হিতো° ৪. ২৩; মনু° ১০. ৫৮ ॥ বো-রো° ॥

অনার্যতিক্ত(ক)— [বৈদ্যক] কিরাততিক্ত বা চিরতা gentiana chirata ॥ অম° বো-রো° ॥ 'কৈরাতোঽনার্যতিক্তঃ স্যাত্তিক্তকো রামসেনক'— কল্পদ্রু ২৬৮. ১৫৮।

অনার্ষ— [বৈদিক। ন আর্ষ—নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ যাহা ঋষির অন্তর্ভুক্ত নহে, ঋষি-সম্বন্ধীয় নহে, অবৈদিক। ২ যাহা বৈদিক মন্ত্রসম্বন্ধীয় নহে। 'সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতৌ অনার্ষে'—পা° ১. ১. ১৬। ৩ ঋষির নাম-সংযুক্ত নহে, ঋষি গোত্রভিন্ন।— পা° ৪. ১. ৭৮।

অনার্ষেয়= অনার্য। 'আর্ষেয়েষু নি দধ ওদন ত্বা নানার্ষেয়াণামপ্যস্ত্যত্র'— অ° ১১. ১. ৩৩ ॥ বো-রো° ॥

অনালম্ব— ১ [নঞ্‌ তৎ] অবলম্বনের অভাব। ২ [ন আলম্ব যাহার—নঞ্‌-বহু°] বিণ, অবলম্বনশূন্য, আশ্রয়হীন। 'কথং কার-মনালম্বা কীর্তির্দ্যামধিরোহতি'— শিশু° ২. ৫২। ~ী— স্ত্রী°, শিবের বীণা। 'শিবস্য বীণানালম্বী সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী'— অভি° ৭১. ১১৪।

অনালম্বুকা,-ভুকা— ঋতুমতী নারী, রজস্বলা রমণী ॥ আপ° ॥

অনালয় সূত্র— বৌদ্ধ সূত্র-বি°। আসক্তি নাশ-বিষয়ে ও তাহার ফল সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা আছে। —সংযুক্ত° ৪. ৩৭২।

অনালাপ— ১ তূষ্ণীম্ভাব, বাক্‌সংযম ॥ আপ° ॥ ২ বিণ, মৌন, তূষ্ণীশীল, সংযত-বাক্‌, স্বল্পভাষী ॥ আপ° ॥

অনাবয়া— [বৈদিক] বিণ, অনমনীয়, অনিরস্ত। 'যথা শেষো অপায়াতৈ স্ত্রীষু চাসদনাবয়া অবস্থস্য ক্লদীবতঃ'— অ° ৭. ৯১. ২ ॥ বো-রো° ॥

অনাবর্তী— [মূ°-বর্তিন্] পুনর্জন্মরহিত। অনাবর্তী কালো ব্রজতি স বৃথা তত্র গণিতম্‌'— গী° ৩. ১১২।

অনাবিদ্ধ— [নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী— া] বিণ, ১ ক্ষতবিহীন, আঘাতশূন্য, অনাক্রান্ত। ২ অক্ষত, অবিদ্ধ।— সুশ্রু° ২. ৩২. ২০।

অনাবিল— [নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী— া] বিণ, ১ কর্দমশূন্য, আবিলশূন্য, স্বচ্ছ, পবিত্র ॥ অভি° হলা° শব্দ° ॥ 'চরিতৈরনাবিলৈঃ'— কুমার° ৫. ৩৭। ২ অনার্দ্র, সেঁতসেতে নহে, স্বাস্থ্যজনক (দেশ)। —মনু° ৭. ৬৯ ॥ আপ° ॥

অনাবিষ্কৃত— [নঞ্‌ তৎ] বিণ, অদৃশ্য-মান, অপ্রকাশিত, অন্তর্গত। 'অনাবিষ্কৃতদান-রাজি'— রঘু° ২. ৭।

অনাবিষ্ট— [নঞ্‌ তৎ] বিণ, অমনো-যোগী, অনবহিত।

অনাবৃত্ত— বিণ, ১ প্রত্যাবর্তন নহে। —অ° ১৫. ৬. ৭। ২ সর্বপ্রাথমিক।

অনাবৃত্তি— [ন আবৃত্তি—নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, ১ অপুনরাগমন। ২ আবৃত্তি না করা, অনভ্যাস।

অনাবৃষ্টি— [ন আবৃষ্টি (সম্যক্‌বর্ষণ)—নঞ্‌ তৎ] অবর্ষণ, জলশোষ। [বৃষ্টি দ্র°]

বৃষ্টির অভাব।— ঋ° ১. ৮, ১২, ১৩; পঞ্চত° ১১৪. ৪ ॥ বো-রো° ॥ **২** ষড়্‌বিধ ঈতির মধ্যে অন্যতম ॥ আপ্‌° ॥

অনাব্রস্ক— অক্ষত অবস্থা। 'তদিহ স্থিত-মনাব্রস্কায়'— কৌশী-ব্রা° ১১. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অনাবৃত—আবরণশূন্য, অনাচ্ছাদিত, যাহা আচ্ছাদিত নহে।

অনাশ—**১** [নাস্তি আশা যস্য—নঞ্‌-বহু°] বিণ, নিরাশ, আশাশূন্য, আশারহিত। **২** [নাস্তি নাশী যস্য—নঞ্‌-বহু°] বিনাশবিহীন, নাশশূন্য, প্রাণবান্‌। ~**ক**— **১** [(ন আ) অ আ সম্যক্‌ যথেচ্ছং আশঃ অশনং যস্য, ন নাশো যস্য বা—নঞ্‌-বহু°] অবিনশ্বর, নশ্বর নহে। **২** অনশন, আমৃত্যু ভোজন-রহিত। 'যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকে-নৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি'—বৃহ-উ° ৪. ৪. ২২=শ-ব্রা ১৪. ৭. ২. ২৫; যাজ্ঞ° ৩. ১৫৪ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ~**কায়ন** — [ন নশ্যতি অনাশকঃ আত্মা তস্যায়নং প্রাপ্ত্যুপায়ঃ] ক্লী°, ব্রহ্মচারীর অবস্থা, ব্রহ্মচর্য-বি°। কৌমার্য, ছাত্রাবস্থা, জ্ঞানান্বেষী। 'অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদেষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দতে' —ছা-উ° ৮. ৫. ৩ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ~**স্তু**—বিণ, প্রশংসিত নহে, স্তুত নহে। 'যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি'— ঋ° ১. ২৯. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~**ী** — [মূ° - -শিন্‌। ন নশ্যতি বা ন কর্মফলমশ্নুতে—নঞ্‌-তৎ] বিণ **১** অবিনাশী (আত্মা), অনশ্বর। —মনু° ৮. ১৮৫ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ~**ীর্দা** — যে ব্যক্তি আশীর্বাদ করে না, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। —ঋ° ১০. ২৭. ১।

অনাশু—**১** [নশ্‌ উশ্‌ উণ্‌—নঞ্‌-তৎ] বিণ, অবিনশ্বর, নাশশূন্য। **২** ব্যাপ্ত নহে, অপরিব্যাপ্ত। **৩** [ন আশু] শীঘ্র নহে, বিলম্ব। 'অনাশুনা চিদর্বতা'—ঋ° ৬. ৪৫. ২ ॥ বো রো° আপ্‌° ॥

অনাশ্রম—**১** [ন (নাই) আশ্রম যাহার —নঞ্‌-বহু°] বিণ, যাহার আশ্রম নাই, আশ্রমহীন। **২** [নঞ্‌-তৎ] ক্লী°, আশ্রমের অভাব। ~**বাস**— যে আশ্রমে বাস করে না, আশ্রমবাসীদিগের সহিত সম্বন্ধরহিত ব্যক্তি। ~**ব্রত**— [ন (নাই) আশ্রমব্রত যাহার—নঞ্‌-বহু°] বিণ, আশ্রমাচারশূন্য, আশ্রমনির্দিষ্ট ব্রতবিহীন। ~**ী** — [মূ°— -মিন্‌। নঞ্‌-তৎ] গৃহাশ্রমহীন।

অনাশ্রয়—**১** [ন আশ্রয়—নঞ্‌-তৎ] আশ্রয়াভাব, আশ্রয়শূন্যতা। **২** [নাই আশ্রয় যাহার—বহু°] বিণ, নিরাশ্রয়, সহায়-শূন্য, অশরণ।

অনাশ্রব—বিণ, অমনোযোগী, অনমনীয়, অবাধ্য, দুর্দান্ত। 'তথানুশিষ্টাপি অনাশ্রবৈ-বাসীৎ'—দশকু° ৫৭; কাদ° ৩৫০ ॥ আপ্‌° ॥

অনাশ্রিত—বিণ, সম্বন্ধরহিত, স্বতন্ত্র।

অনাশ্বস্‌—[অশ্‌ ভোজনে ক্বসু নিপাত —নঞ্‌-তৎ, পা° ৩. ২. ১০৯] বিণ, ভোজন-হীন, ভোগশূন্য। 'ধৃতজয়ধৃতেরনাশুষঃ'— কিরাত° ১২. ২ ॥ আপ্‌° ॥

অনাষ্ট্র—বিন, দুর্দান্ত শত্রু হইতে মুক্ত। —শ-ব্রা° ২. ৪. ৩. ৯ ॥ বো-রো° ॥

অনাস্‌—[আস্যতে নিরাস্যতে ষ্ঠীবন-মনেন ইতি আঃ মুখং, তন্নাস্তি সাধনত্বেন অস্য] মুখবিহীন আস্যরহিত, আস্যব্যাপার-শব্দরহিত। 'অনাসো দস্যূঁরমৃণো বধেন' — ঋ° ৫. ২৯. ১০।

অনাসাদিত— [ন অসাদিত—নঞ্‌-তৎ] বিণ, **১** অপ্রাপ্ত। **২** অনাক্রান্ত। ~বিগ্রহ—বিণ, যুদ্ধ করিতে কোন সুযোগ না পাওয়া, যুদ্ধে অনভ্যস্ত ॥ আপ্‌° ॥

অনাসিক— বিণ, নাসিকাবিহীন। —রা° (গো°) ৫. ১৭. ৩২., অভি° ৪৫০ ॥ বো-রো° ॥

অনাসে— [মূ°—অনায়াসে; অপ্র°] ক্রি-বিণ, বিনাক্লেশে, বিনা যত্নে, সুখে।

অনাস্তিক—[ন আস্তিক—নঞ্‌তৎ] বিণ, নাস্তিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অধার্মিক।

অনাস্থা— [নঞ্‌-তৎ] স্ত্রী°, **১** ঔদাসীন্য, আস্থার অভাব। 'পিণ্ডেষ্বনাস্থা খলু ভৌতিকেষু'—রঘু° ২. ৫৭। **২** অবজ্ঞা, অনাদর। 'অভ্যন্তুতৈর্মম হৃতস্য তথাপ্যনাস্থা' —মহা-চ° ২. ৩৯; 'অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু'— কুমার° ৬. ৬৩। **৩** অবিচারণা। 'স্ত্রী পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্‌'— কুমার° ৬. ১২ ॥ আপ্‌° ॥ ~**ন**— বিণ, কোন নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা না থাকা। **২** কোন নির্দিষ্ট স্থানের অযোগ্য। —ঋ° ১, ১১৬. ৫।

অনাস্বাদ—বিণ, স্বাদবিহীন, বিস্বাদ।

অনাস্বাদিত— বিণ, অভুক্ত, অনুপভুক্ত। 'মধু নবমনাস্বাদিতরসম্‌'— শকু° ২. ১০।

অনাস্রব— বিণ, আঘাতরহিত, ক্লেশ-রহিত। 'তেষামসি ত্বমুত্তমমনাস্রাবমরোগণম্‌' —অ° ২, ৩. ২।

অনাহত— [ন আহত—নঞ্‌-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, **১** আঘাতরহিত, অকৃতাঘাত ॥ আপ্‌° ॥ **২** অক্ষত। **৩** [আহতং ছেদো ভোগো বা তত্রাস্তি যস্য] ছেদভোগশূন্য, নূতন, আনকোরা (বস্ত্র) ॥ অম° অভি° ॥ **৪** অবাদিত বা আঘাত দ্বারা উৎপন্ন নহে (যেমন শব্দ)। **৫** অগুণিত, অপূরিত not multiplied ॥ শব্দ° ॥ **৬** অক্ষুব্ধ। **৭** (তন্ত্রে), দেহের ষট্‌চক্রের অন্তর্গত চতুর্থ চক্র ॥ শব্দ° বো-রো আপ্‌° ॥ [ষট্‌চক্র দ্র°]

অনাহার—**১** [নঞ্‌-তৎ] ভোজনাভাব, অনশন। 'অনাহারেণাত্মনং ব্যাপাদয়িষ্যামি'— হিতো° ১ ॥ আপ্‌° ॥ **২** উৎপন্নাভাব ॥ আপ্‌° ॥ **৩** বন্ধনাভাব non-seizure ॥ আপ্‌° ॥ **৪** বিণ, ভোজন হইতে বিরত। ~**পটল**— দত্তাত্রেয়-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অংশবি°। ~**মার্গণা**— (জৈন°) ব্রতবি°। ~**ী**— [মূ°— -হারিন্‌] উপবাসী, যিনি আহার না করিয়া থাকেন।

অনি— **১** [√অন্‌+ই স্বার্থে] বাঙ্‌লা ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের প্রত্যয়। যেমন—কনকনানি, ঝনঝনানি, কাতরানি, ই°। **২** [স° অন্য বা° অনিয়>অনি] অন্য, অপর। 'অনি রমনী সঙে, রাজসম্পদ ময়ে, অছিয়ে বৈছে বৈরাগী'—বি-প° ২০৪ ॥ ব-শব্দ° ॥

অনিঃসরণ—[ন নিঃসরণ—নঞ্‌তৎ] ক্লী°, বাহির না হওয়া, অনির্গমন।

অনিঃসারা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।—রাজনি° ব. ১১; বৈদ্য-নি°।

অনিঃসৃত—[ন নিঃসৃত—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, অবহির্গত, অনির্গত।

অনিকামতঃ—[মূ° অনিকামতস্‌] অব্য, অনিচ্ছাপূর্বক ॥ মনি° ॥

অনিকদত্ত—[অনিকরত্ত দ্র°]

অনিকরত্ত—বারণাবতীর শাসনকর্তা। নামান্তর অনিকদত্ত। সুমেধা নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ-মানসে ইনি মন্তাবতীতে আসেন, কিন্তু ইঁহার ইচ্ছাপূর্ণ হয় নাই। সুমেধা ভিক্ষুণী হইয়া রাজা অনিকরত্তকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে দীক্ষা দান করেন।—থেরী° ৫. ৪৬২-৫১৫; থেরী° অথ° ২৭২; অপ° ২. ৫১২।

অনিকেত, -কেতন—১ যজ্ঞ।—মহা° ২. ১০. ১৯। ২ [নঞ্‌তৎ] বিণ, নিকেতনহীন, নিয়তবাসহীন, যাহার নিয়মিত বাসস্থান নাই। 'অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ'—মনু° ৬. ২৫,৪৩।

অনিক্ষিপ্তধুর—বোধিসত্ত্বের নামবি°। —Burnouf: Lotus, 1. 2 ॥ বো-রো° ॥ যিনি গৃহীত বা অবলম্বিত সাধনামার্গ বা মুক্তিপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

অনিক্ষু—[ন ইক্ষু—নঞ্‌তৎ] ইক্ষুসদৃশ কাশবি°, নাটা আক্‌, নটা ঘাস saccharum spontaneum ॥ রত্নমালা, শব্দ° বো-রো° ॥

অনিগীর্ণ—[ন নিগীর্ণ - নঞ্‌তৎ] অকথিত, অনুক্ত, অপ্রকাশিত।

অনিগ্রহ—১ [ন নিগ্রহ—নঞ্‌তৎ] নিগ্রহভাব, অনুগ্রহ, খণ্ডনের অভাব। ২ [দর্শন°] তর্কে অপরাজয়। ৩ [ন নিগ্রহ যাহার—বহু°] বিণ, অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত। ~প্রস্থান—ক্লী°, অনিগ্রহের স্থান, অপ্রত্যাখ্যান, অখণ্ডন non-refutation.

অনিজ্য—১ বিণ, অবিভাজ্য। ২ অবিভাজ্য শব্দ। ৩ [বৈদিক] উচ্চারণ-নির্ণায়ক গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার---শ্রীবৎসাঙ্ক।—Opp. 949, ii. 728. 1298, Cat. Cat.

~লক্ষণ—তৈত্তিরীয়-সংহিতার অংশ-বি°। —Bri. 12; Burnell 5b. Cat. Cat.

~শিক্ষা—গ্রন্থবি°।—Opp. 7164. Cat. Cat.

অনিচন্দ্র—দনুর শতপুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি দানবনামে বিখ্যাত।—হরি° হরি° ৩. ৮৫।

অনিচ্চতা সুত্ত,—বৌদ্ধ সূত্র-বি°। 'যে শিষ্য পঞ্চস্কন্ধের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না'—ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।— সংযুত্ত° ৩. ৪৪-৫ ॥ MDPP ॥

অনিচ্চতা (সঞ্‌ঞা) সুত্ত।—(=অনিত্যতা সংজ্ঞা সূত্র) 'নশ্বরতা-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে তাহা কামের আকাঙ্ক্ষা, পুনর্জন্মের মোহ, মূর্খতা ও গর্ব নষ্ট করে'—ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।—সংযুত্ত° ৩. ১৫৫-৭ ॥ MDPP ॥

অনিচ্চধম্ম সুত্ত—বৌদ্ধ সূত্রবি°। 'যাহার প্রকৃতি বিনাশশীল, তাহার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে' এই সূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে।—সংযুত্ত° ৩. ১৯৯।

অনিচ্চ বগ্গ—১ পালি 'খণ্ড-সংযুত্তে'র দ্বিতীয় অধ্যায়—সংযুত্ত° ৩.২১-৫। ২ পালি 'ষড়ায়তনসংযুত্তে'র প্রথম অধ্যায়।—সংযুত্ত° ৪. ১-৬। ৩ পালি 'ষড়ায়তন-সংযুত্তে'র পঞ্চম অধ্যায়।—সংযুত্ত° ৪. ২৮-৩০।

অনিচ্চ সুত্ত—১ বৌদ্ধ সূত্র-বি°। ইহাতে বহু সূত্র আছে। শ্রাবস্তীতে প্রথমটী প্রচারিত হয়। ইহাতে পঞ্চস্কন্ধের নশ্বরতা-সম্বন্ধে উপদেশ আছে।—সংযুত্ত° ৩.২১। [যদনিচ্চসুত্ত দ্র°]। ২ বৌদ্ধ সূত্র-বি°। কোন ভিক্ষুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ-কর্তৃক ইহা প্রচারিত হয়।—সংযুত্ত° ৩.২১। ৩ রাধের প্রশ্নের উত্তরে শ্রাবস্তীতে ইহা প্রচারিত। —সংযুত্ত° ৩. ১৯৫। ৪ যাহা অনিশ্চয়, তাহার সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ বিষয়ে ইহাতে আলোচনা আছে।—সংযুত্ত° ৩. ১৯৯। ৫ ইহা চতুর্থের অনুরূপ।—সংযুত্ত° ৩. ২০০। ৬ 'সকল বহিঃপ্রকৃতি অনিশ্চয়' ইহাই বলা হইয়াছে।—সংযুত্ত° ৪. ১-২। ৭ প্রবৃত্তি, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই অনিশ্চয়। —সংযুত্ত° ৪. ৩-৪। ৮ বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের নশ্বরতা বিষয়ে উপদেশ।— সংযুত্ত° ৪. ৫। ৯ 'জগতের সমস্তই নশ্বর' ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।—সংযুত্ত° ৪. ২৮। ১০ আনন্দদায়ক, কষ্টদায়ক অথবা উভয় অবস্থার মাঝামাঝি সকল প্রকার অনুভূতিই নশ্বর।—সংযুত্ত° ৪. ২৮। ১১ অনিশ্চয়তা-বিষয়ে চিন্তার উপকারিতা-সম্বন্ধে এই সূত্রে উপদেশ করা হইয়াছে।—সংযুত্ত° ৫. ১৩২ ॥ MDPP ॥

অনিচ্চা সুত্ত—বৌদ্ধ সূত্র-বি°। পূজা ও দানের যোগ্য সাত প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ৪. ২৩-১৪।

অনিচ্ছা—১ [ন ইচ্ছা—নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, ইচ্ছার অভাব, অবাঞ্ছা, অনভিলাষ।—মনু° ১১. ১২৪। ২ ঔদাসীন্য, বিরাগ।

অনিচ্ছু, -ক—[ন ইচ্ছু—নঞ্‌তৎ; কন্‌ স্বার্থে] বিণ, ইচ্ছাবিহীন, অনভিলাষী।

অনিত—[স° অনীতি; তু° অনীত; অপ্র°] অশিষ্ট, অসৎ।

অনিতভা—[বৈদিক] স্ত্রী°, ঋগ্বেদোক্ত নদীর নামবি°। 'মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নিরীরমৎ।'—ঋ° ৫. ৫৩. ৯; SBE. xxxii. 323; VI.

অনিত্য—[ন নিত্য—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নিত্যভিন্ন, নশ্বর, ভঙ্গুর। 'যদি নিত্যমনিত্যেন নির্মলং মলবাহিনা' — হিতো° ১. ৪২; মনু° ৬. ৭৭ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ২ অনিয়ম, অনিশ্চিত। 'অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ'—মনু° ৭. ১৯৯; 'নিত্যং হি দ্রব্যমনিত্যা গুণাঃ'—সুশ্রু° ১. ১৪৭. ৫; পা° ৫. ৪ ৩১ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অস্থির, ক্ষণিক। 'অনিত্যং যৌবনং রূপম্' হিতো° ৪. ৬৮ ॥ আপ° ॥ ৪ অব্যবস্থিত,

চঞ্চল। 'অনিত্যহৃদয়া হি তাঃ (স্ত্রিয়ঃ)'—রা° (গো°) ২. ৩৯. ২৩। ৫ নৈমিত্তিক occasional, যেমন—অনিত্য কর্ম, অনিত্য ক্রিয়া। ~তা—[অনিত্য+তা ভাবার্থে] স্ত্রী°, ১ অনিত্যের ভাব, অস্থায়িত্ব, চাঞ্চল্য 'সূর্যচন্দ্রমসৌ জগতোঽস্য সম্পদ্বিপদামনিত্যতাং দর্শয়ত ইব'—শকু° ৭২. ৯; হিতো° ৪. ৬১; কথাস° ৫. ১০৩॥ বো-রো°॥ ২ অনিত্য পদার্থনিষ্ঠ ধর্ম। ~দত্ত, -দত্তক—অস্থায়িভাবে পুত্রকে পিতা-কর্তৃক দত্তকরূপে দান॥ আপ°॥ ~প্রত্যবেক্ষা—(বৌদ্ধশা°) প্রত্যেক দ্রব্যকে নশ্বর-জ্ঞান। ~ভাব—অস্থিরতা। ~সমপ্রকরণ—ন্যায়শাস্ত্রের অংশবি°।

অনিত্থিগন্ধকুমার—যাঁহার সহিত কোন স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই অথবা যাঁহার পক্ষে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ বাঞ্ছিত নয়। পালিপিটকে উক্ত এইরূপ চারিটী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় :—১ এক জন বোধিসত্ত্ব। ইনি বারাণসীর রাজকুমার ছিলেন। ইনি প্রথমে স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিতেন; অবশেষে কোন নর্তকীর ছলনায় মুগ্ধ হন। এই জন্য ইনি গৃহ হইতে নির্বাসিত হইয়া সেই নর্তকীসহ বনমধ্যে কুটীরে বাস করিতে থাকেন। সেই রমণী কোন সন্ন্যাসীকে প্রলোভিত করিয়া তাঁহার তপোবল নষ্ট করে; বোধিসত্ত্ব তাহা জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। 'চুল্লপলোভন-জাতকে' এই আখ্যান আছে।—জাতক° ২. ৩২৯-৩১। ২ দ্বিতীয় গল্পটী প্রথম গল্পেরই অনুরূপ। 'মহাপলোভন জাতকে' ইহা আছে।—জাতক° ৪. ৪৬৯-৭৩। ৩ শ্রাবস্তীতে ইঁহার বাস ছিল। ইনি নিজ নির্মিত এক প্রতিমার অনুরূপ সুন্দরী রমণী না পাইলে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। অনুরূপ পাত্রীর সন্ধানে চারিদিকে চর প্রেরিত হইল; অবশেষে সাগলে এক ষোড়শী বালিকার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বিবাহ স্থির হইল; কিন্তু বালিকার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভগ্ন থাকায় পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ শুনিয়া অনিত্থিগন্ধকুমার অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। বুদ্ধ ইঁহার যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া ইঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ধর্ম প্রচার করিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া ইনি দীক্ষিত হইয়া 'স্রোতাপন্ন'-শিষ্য হইলেন। 'অনিত্থিগন্ধকুমার বত্থুতে' এই কাহিনী আছে। [কুশজাতক দ্র°]।—ধম্ম° অথ° ৩. ২৮১-৪। ৪ এক জন পচ্চেক বুদ্ধ। ইনি বারাণসীর রাজপুত্র ছিলেন। কস্সপ বুদ্ধের সময়ে পূর্বে এক জন্মে ইনি ২০ হাজার বৎসর ভিক্ষু ছিলেন। সাগলের রাজা মদ্দবের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ স্থির হয়। পূর্বোক্ত আখ্যানের ন্যায় পথিমধ্যে ইঁহার পত্নী-বিয়োগ হয় এবং সেই দুঃখে ইনি পচ্চেকবুদ্ধ হন। ইঁহার সম্বন্ধে 'খগ্গবিসান সুত্তে' একটী শ্লোক আছে।—সুত্তনি° অথ° ৬৭ ই°; অপ° অথ° ১. ১২৬-৭; সুত্তনি° ৫. ৩৬॥ MDPP॥

অনিত্থিগন্ধকুমার বত্থু—অনিত্থিগন্ধকুমার দ্র°।

অনিদস্সন সুত্ত—অদৃশ্যবিষয়ক ও তাহার পথ-সম্বন্ধে আলোচনা-মূলক বৌদ্ধসূত্রবি°।—সংযুক্ত° ৪. ৩৭০।

অনিদান—[ন (নাই) নিদান যাহার—বহু°] বিণ, ১ অহেতুক, অকারণ, বৃথা। 'মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্'—গীতগো° ১০. ১॥ শ্রি°॥ ২ [ন নিদান—নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, কারণশূন্যতা, হেতুরাহিত্য। ৩ [ন (নাই) নিদান (কারণ) যাহাতে—বহু°] ক্রি-বিণ, অকারণে।

অনিদ্র—[ন নিদ্রা যাহার—বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নিদ্রাহীন, জাগর, বিনিদ্র। 'অনিদ্রঃ সততং সুপ্তোঽপি চ নরোত্তমঃ'—রা° ৫. ৩৭. ৪৪। ২ সাবধান, অবহিত।

অনিদ্রা—নিদ্রার অভাব, জাগরণ। কিন্তু যখন জাগিয়া থাকিবার কথা, তখন যদি নিদ্রা না আসে, তাহাকে অনিদ্রা বলিয়া নির্দেশ করা হয় না। অতএব নিদ্রার কালে যদি নিদ্রা না হয়, তবেই তাহাকে অনিদ্রা বলা হয়। সুতরাং অনিদ্রা রোগ। কিন্তু অনিদ্রা সাধারণতঃ রোগরূপে আবির্ভূত হয় না,—রোগের পূর্বরূপ অথবা রোগের উপসর্গরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনিদ্রার নিদান বা কারণ জানিতে হইলে নিদ্রার কারণ জানিতে হয়। কেননা, যে কারণে নিদ্রা হয়, সেই কারণের অভাব ঘটিলে অনিদ্রা আসিয়া দেখা দেয়। নিদ্রার কারণ-সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

'যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥'
—চরক° সূ. ২১ অ.।

অর্থাৎ যখন মন ক্লান্ত হইলে কর্মেন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ম হইতে বিরত হয়, তখন মানুষ নিদ্রিত হয়। অতএব মনের ক্লান্তিই নিদ্রার হেতু এবং মনের অক্লান্তি অনিদ্রার হেতু। মনের অক্লান্তির হেতু—চিত্তে রজোগুণের প্রাবল্য। রজোগুণ—অস্থির বা চঞ্চল, সেজন্য রজোগুণ প্রবল হইলে চিত্ত অস্থির বা চঞ্চল হয়। তাহার ফলে অনিদ্রা আসিয়া দেখা দেয়। রজোগুণের বিপরীত তমোগুণ। যেহেতু তমোগুণ স্থির বা অচঞ্চল। অনিদ্রার প্রতীকার করিতে হইলে তমোগুণের বৃদ্ধি করিতে হয়। কেন না তমোগুণ রজোগুণের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্যকে দূর করিতে পারে। তাহার ফলে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। তদ্ভিন্ন নিদ্রাকে তমঃপ্রভবা অর্থাৎ তমোগুণ হইতেই নিদ্রার উৎপত্তি বলা হয়।

চিত্তের রজোগুণ বৃদ্ধি যেমন অনিদ্রার হেতু, তেমনি শরীরের বায়ুবৃদ্ধিও অনিদ্রার হেতু। বায়ু রজোবহুল অর্থাৎ বায়ুতে রজোগুণের প্রাধান্য। সেজন্য বায়ু স্বভাব-চঞ্চল বা অস্থির ও রূক্ষ। রূক্ষতা স্নেহভাবের বিপরীত। এজন্য বায়ুবৃদ্ধিতে কফের ক্ষয় হয়। যেহেতু কফ সোমগুণবহুল বা স্নিগ্ধ অর্থাৎ তমঃপ্রধান অতএব শরীরে বায়ুবৃদ্ধি হইলে যখন তাহার

বিপরীত গুণসম্পন্ন কফের ক্ষয় হয়, তখন অনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়।

অনিদ্রায় মানুষের কেবল নিদ্রারই অভাব হয় না, আরও অনেক কিছুরই অভাব হয়। কেননা,—

"নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥"
—চরক° সূ. ২১ অ.।

অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, দুর্বলতা, তেজস্বিতা, দীনতা, জ্ঞান, অজ্ঞান এবং জীবন ও মরণ প্রভৃতি নিদ্রার আয়ত্ত। কেননা যথাকালে স্বপ্নবিরহিত পরিমিত নিদ্রার ফলে শরীর ও মনের সুখ, দেহের পুষ্টি ও বল, চিত্তের উৎসাহ ও প্রসন্নতা, জ্ঞানের বিকাশ এবং জীবনের পরিবৃদ্ধি হয়। আর সেই নিদ্রার অভাবে শরীর ও মনের দুঃখ, দেহের কৃশতা ও দুর্বলতা, চিত্তের দীনতা বা মালিন্য অজ্ঞান এমন কি মরণ পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়,—চীনদেশে নাকি অপরাধীকে শাস্তি দিবার জন্য তাহাকে ঘুমাইতে দেওয়া হয় না। তথায় ১৮৫৯ খ্রী° এক জন পত্নী-ঘাতককে যথোপযুক্ত প্রহরী রাখিয়া অনিদ্রার দ্বারা বিনাশ করা হইয়াছিল।

অতএব যে সকল অন্ন, পানীয়, আচার-ব্যবহার বা কর্ম প্রভৃতি দ্বারা চিত্তে রজো-গুণের বৃদ্ধি এবং শরীরে বায়ুর বৃদ্ধি হয়, তাহারাই অনিদ্রার কারণ বা নিদান। এইরূপ যে সকল শারীর রোগে কফের ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি এবং যে সকল মানসরোগে তমোগুণের বা চিত্তের স্থিরত্ব-সম্পাদক সত্ত্ব-গুণের ক্ষয় ও রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল শারীর ও মানস রোগে অনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়। এতাদৃশ অনিদ্রাকে রোগের উপসর্গ বলা হয়। আর যেখানে শারীর বা মানসরোগ আবির্ভূত হইবার পূর্বে চিত্তের চাঞ্চল্য ও শরীরের রূক্ষতা প্রভৃতির ফলে অনিদ্রা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই অনিদ্রা ক্রমাগত চলিতে থাকে বা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—তাহাকে রোগের পূর্বরূপ-ভূত অনিদ্রা বলা হয়। কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান করা হয়। যেমন কোন দগ্ধ দ্রব্যকে দেখিয়া উহা অগ্নির কার্য বলিয়া অনুমান করা হয়, তেমনি অনিদ্রা দেখিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ উহা চিত্তের রজো-গুণ এবং শরীরে বর্ধিত বায়ুর কার্য বলিয়া নির্দেশ করেন ও তদনুসারে অনিদ্রার প্রতীকার করিয়া থাকেন।

অনিদ্রার বা যে কোন রোগের প্রতীকার করিতে হইলে, আয়ুর্বেদের সাধারণ সূত্র বা প্রাথমিক চিকিৎসাক্রম—'সংক্ষেপতঃ ক্রিয়া-যোগোনিদানপরিবর্জনম্'—অর্থাৎ যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলি-কে সর্বপ্রথমে পরিত্যাগ করিবে। তারপর—

'হেতুব্যাধিবিপর্যস্ত-বিপর্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্।'
—মাধব-নি° ৫, ৮।

অর্থাৎ যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিপরীত, যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিপরীত অথবা উভয়েরই বিপরীত কিংবা আপাত বিপরীত না হইলেও ফলে বিপরীত হয়, এরূপ ঔষধ, পথ্য ও পরিচর্যা-দির প্রয়োগ করিবে,—যাহা রোগকে প্রশমিত করিয়া শরীর ও মনকে নিরন্তর সুখময় করিয়া করিয়া থাকে।

অতএব অনিদ্রার প্রতীকার করিতে হইলে—যে কোন ঔষধ পথ্য বা আচরণ অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি চিত্তের রজোগুণ-জনিত চাঞ্চল্য বা অস্থিরতাকে দূর করিয়া স্থিরত্বশান্তি ও প্রসন্নতা প্রভৃতি আনিয়া দিতে পারে এবং শরীরের রূক্ষতা ও লঘুত্ব প্রভৃতিকে দূর করিয়া স্নিগ্ধত্ব-শীতলতা ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি আনিয়া দিতে পারে, তাদৃশ ব্যবস্থা করা উচিত। যথা—

(১) সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তকে সুগন্ধি বাতহর তৈল মাখিয়া উত্তমরূপে স্নান, আবশ্যক হইলে সায়ং প্রাতঃ—দুইবার। স্নান, নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়।

(২) নূতন চালের অন্ন, নূতন গমের ময়দার রুটি। মাষ কলায় বা কাঁচা মুগের দাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, থোড় প্রভৃতির তরকারী শুষুণী, কলমীর শাক। কৈ, মাগুর, শিঙ্গি, টাটকা পোণা; যথা—রুই, কাত্‌লা, খল্‌সে, মৌরলা প্রভৃতি মাছ ও ছাগ বা মেষ-মাংস।

(৩) মহিষ দুগ্ধ, ঐ দুগ্ধের দধি ও ঘৃত প্রভৃতি এবং মিষ্টদ্রব্য।

(৪) পাকা আম, কমলালেবু, বাতাবি-লেবু, শশা, কলা পানিফল, আঙ্গুর, ডাব, পেঁপে, আতা ও আপেল প্রভৃতি ফল।

(৫) শুভ্র বস্ত্র পরিধান, কোমল শয্যায় বা ভূমিতে শয়ন, গা, হাত-পা টেপান ও স্নিগ্ধ সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ প্রভৃতি অনিদ্রায় বিশেষ হিতকর।

(৬) আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ—

(ক) শুষুণী শাকের রস বা শাকসিদ্ধ জল। (খ) জটামাংসী ভিজান জল ও চিনি। (গ) শতমূলীর রস ও চিনি। (ঘ) সকালে কাঁচা দুধ ও জল। (ঙ) যে কোন মধুর, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্যাদি ভোজন করিলেও বায়ু প্রশমিত হয়। তাহার ফলে অনিদ্রা প্রশমিত হয়।

(৭) আয়ুর্বেদীয় ঔষধ – কৃষ্ণ চতুর্মুখ, বাতচিন্তামণি, বৃহদ্বাত চিন্তামণি, রসরাজ-রসচিন্তামণি চতুর্মুখ ও যোগেন্দ্ররসপ্রভৃতি।

(৮) আয়ুর্বেদীয় তৈল—নারায়ণ তৈল, বিষ্ণুতৈল, মহানারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, মহাবিষ্ণু তৈল, হিমসাগর তৈল প্রভৃতি।

(৯) অন্যান্য ভারতীয় তৈল, যথা—বেলা বা চামেলী ফুলের তৈল, 'গুলরোগন্ বা গোলাপফুলের তৈল, আমলকীর তৈল, 'কদ্দুকা' তৈল অর্থাৎ লাউবীচির তৈল প্রভৃতি।

(১০) আর্বেদীয় ঘৃত—ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত, চৈতস ঘৃত, দশমূলাদ্য ঘৃত, ছাগলাদ্য বা বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত প্রভৃতি।

এক্ষেত্রে যে সকল আয়ুর্বেদীয় ঔষধ,

পথ্য, ও ঘৃত প্রভৃতির উল্লেখ করা হইল এ সকল দ্রব্য সাধারণ জ্বর বা অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের উপসর্গরূপে আবির্ভূত অনিদ্রায় প্রযোজ্য নহে, তদ্ভিন্ন উন্মাদ বা বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগের উপসর্গরূপে আবির্ভূত অনিদ্রায় কিংবা শরীরের ধাতুক্ষয় অথবা মস্তিষ্কের দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে আবির্ভূত অনিদ্রায় এই সকল প্রযোজ্য এবং বিশেষ হিতকর।

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

হোমিওপ্যাথি মত—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেরূপ আহারের প্রয়োজন তদ্রূপ সুনিদ্রারও প্রয়োজন। নিদ্রার অভাব হইলে মানব-স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। অনিদ্রা সাধারণতঃ ব্যাধির উপসর্গ ; অর্থাৎ অনিদ্রা হইলে আমরা জানিতে পারি যে দেহে কোন না কোন ব্যাধি সংক্রামিত হইয়াছে যাহার ইহা একটী প্রকাশিকা মাত্র। সুস্থ শরীরে দৈনিক কার্য করিয়া মানবদেহের যে পরিমাণ ক্ষয় হয় তাহার কতকাংশ নিদ্রাবস্থায় স্বতঃ পরিপূরিত হইয়া থাকে ; সুতরাং অনিদ্রা রজনী যাপনের পর ক্ষয় পরিপূরণ সম্ভব হয় না এবং শরীরও সুস্থ ভাবাপন্ন হয় না। সম্পূর্ণভাবে বিনিদ্র রজনী যাপনে মানুষ উন্মত্তের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ কাতর হইয়া পড়ে ; এবং অনিদ্রা নাশক ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া স্বল্প কালের জন্যও নিদ্রাভিভূত হইবার চেষ্টা করে।

সাধারণতঃ মানসিক অশান্তি, অস্বাস্থ্যকর ও অপরিসর গৃহে স্বল্পবায়ুর চলাচল, নিদ্রার পূর্বে অত্যধিক আহার, অসময়ে নিদ্রা যাওয়া ও হৃদ্‌যন্ত্রের কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে অনিদ্রা ঘটিয়া থাকে। রক্তের চাপ-বৃদ্ধিতেও অনেক সময় অনিদ্রা প্রথম লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। আবার দেখা যায় অনেক দুর্বলচেতা লোক যাহারা তাহাদের নির্দিষ্ট শয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিলে নিদ্রিত হইতে পারে না। এই অনিদ্রা রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কয়েকটী স্বাস্থ্যের সরল নিয়ম পালন করিতে হয়। অত্যধিক চা পান না করা, নিদ্রা যাইবার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা আগে আহার গ্রহণ করা ও আহার্য দ্রব্যগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চর্বণ করা প্রয়োজন, ঠিক নির্দিষ্ট ভাবে শয্যা গ্রহণ করা, শয্যা গ্রহণের পূর্বে হস্ত-পদ-মুখ শীতল জলে ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ বা জল গ্রহণ করা উচিত এবং সমস্ত দিনের মধ্যে কতক সময় আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করা উচিত। এতদ্ব্যতীত কোষ্ঠ-কাঠিন্য বিদূরিত করা, রক্তের চাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর চিকিৎসকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইসফগুলের চূর্ণ (আধ তোলা পরিমাণ), একপোয়া জল ও কিঞ্চিৎ মিছরির গুঁড়া ব্যবহার করিয়া অনেকেই সুফল পাইয়াছেন। মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে হোমিও-প্যাথি-মতে পুরুষদিগের Nux. V. ৩০ ও স্ত্রীলোকদিগের Puls. ৩০ দুই বেলা আহারের আধঘণ্টা -পরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ডা: শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অনিধৃষ্ট—পরাজিত নহে ॥ গোণ্ড° ॥

অনিধ্ম—[ন ইধ্ম যাহার—বহু°] জ্বালানি কাষ্ঠব্যতীত যিনি কাষ্ঠের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। 'যো অনিধ্মো দীদয়দপ্‌স্বন্তঃ'—ঋ° ১০. ৩০. ৪, ২.৩৫.৪ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

অনিন—[নঞ্‌বহু°] বিণ, স্বামিবিহীন, প্রভুহীন, স্বাধীন। 'ব্যনিনস্য ধনিনঃ প্রহোষে চিদররুষঃ'—ঋ° ১. ১৫০. ২ ॥ বো-রো° ॥

অনিন্দ—নিন্দা না করা, অকুৎসন।—অ° ১১. ১০. ২২ ॥ বো-রো ॥ ~্য—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী – -া] বিণ, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, নিন্দার অযোগ্য। 'অধা চিদ্ধি ষ্মাশ্বিনাবনিন্দ্যা'—ঋ° ১. ১৮০. ৭, ৯. ৮২. ৪ ; শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ৭ ; মনু° ৩. ৪২ ; রঘু° ১. ৮২ ॥ বো-রো° ॥

অনিন্দিত—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী--া] বিণ, ১ প্রশস্ত, অগর্হিত। 'অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা'—মনু: ৩. ৪২। ২ সুন্দর, অনবদ্য। ৩ ধার্মিক, সাধু।

অনিন্দ্র—[নঞ্‌বহু°] ১ ইন্দ্রভিন্ন। ২ ইন্দ্রোপাসনাশূন্য, যে ইন্দ্রের যজ্ঞ করে না। 'কিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ননুক্‌থাঃ'—ঋ° ৫. ২. ৩ ; 'দ্রুহং জিঘাংসন্ধ্বরসমনিন্দ্রাম্'—ঋ° ৪. ২৩. ৭, ১. ৩৩. ১, ৭. ১৮. ১৬, ১০. ২৭. ৬ ৪৮. ৭ ; নিরুক্ত ৩. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অনিন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ ইন্দ্রিয় নয় ॥ অভি° ১৩৬৯ বো-রো° ॥

অনিপদ্যমান—বিণ, যে বিশ্রাম লইতে নীচে পতিত হয় না অথবা ঘুমাইবার জন্য অবনত হয় না। 'অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্'—ঋ° ১ ১৬৪. ৩১. ॥ বো-রো° ॥

অনিপাত—পতন নহে, জীবনের সমভাব ॥ আপ্‌° ॥

অনিপুণ—[ন নিপুণ—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী--া] বিণ, অকুশল, অপটু, আনাড়ী।

অনিবদ্ধ—[নঞ্‌তৎ] বিণ, অনিরুদ্ধ, অবাধা, অসংযত।—ঋ° ৪. ১৩. ৫। ~প্রলাপী—[মূ° প্রলাপিন্] যিনি অসম্বদ্ধ বাক্য বলেন, যিনি সামঞ্জস্য রাখিয়া আলাপ করেন না ॥ আপ্‌° ॥

অনিবাধ—১ মুক্তি। ২ বিণ, বাধাপ্রাপ্ত নহে, অসম্বাধ। 'উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধ'—ঋ° ৩. ১. ১১, ৫. ৪২. ১৭ ॥ বো-রো° ॥

অনিভৃত—[ন নিভৃত—নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অগুপ্ত, সাধারণ। ২ সাহসী। ৩ চঞ্চল, স্থির নহে। 'অনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু'—মেঘ° উ° ৭ ; 'অনিভৃতবেলাবীচিবাহুঃ'—কিরাত° ৩. ৬০ ॥ আপ্‌° ॥

অনিভৃষ্ট—[নি—ভ্রংশ+ক্ত, নিপাতে নঞ্‌তৎ] বিণ, অসম্বাধিত, অপ্রতিরোধিত। 'অনিভৃষ্টতবিষির্হংস্যোজসা'—ঋ° ২. ২৫. ৪, ১০. ১১৬. ৬ ॥ আপ্‌° ॥

অনিভ্য—বিণ, সম্পদ্‌হীন, ধনবিহীন ॥ আপ্‌° ॥

অনিমক—[অন্—জীবনে শব্দে চ, ভাবে বাহুলকাৎ ইমন্ ইত্যানিমঃ জীবনং

তেন কায়তি প্রকাশকে, কৈ-ক—বাচ°] ১ ভেক, বেঙ। ২ কোকিল। ৩ মৌমাছি। ৪ পদ্মকেশর। ৫ বৃক্ষবি°, মধুক বৃক্ষ, মহুয়া গাছ ॥ বো-রো° আপ° ॥

অনিমন্ত্রিত—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই, অনাহুত।

অনিমান—বিণ, অবাধ, অপরিচ্ছিন্ন। 'অনিমানো ধূমকেতুঃ'—ঋ° ১. ২৭. ১১. ; ৬. ২২. ২৭ ॥ আপ° বো-রো° ॥

অনিমিক,-খ— [স° অনিমিষ >] নিমেষশূন্য, নিস্পন্দ, পলকরহিত। 'অনিমিখ নয়নে, নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত না হোয় নয়ান'—বি-প° ১৬৯ ; 'অনিমিখ নয়নে'— ক-চ° ৪০।

অনিমিত্ত—১ [ন নিমিত্ত যাহার—নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, কারণবিহীন, অহেতুক। 'আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈঃ' —শকু° ৭. ১৭ ; 'অনিমিত্তং মিত্রম্'—দশকু° ২৫ ; 'অমিমিত্তোৎকণ্ঠা'—মালবি° ৩. ৪৪। ২ [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, কারণাভাব, নিমিত্তাভাব। ৩ অশুভলক্ষণ, কুলক্ষণ। 'শমনার্থং অনিমিত্তস্য'—বেণীস° ২. ৩ ॥ আপ° ॥

অনিমিত্ত সুত্ত—বৌদ্ধ সূত্রবি°। মোগ্‌গল্লান যখন হৃদয়ে বিনা কারণে আনন্দ অনুভব করেন, তখন তাঁহা কর্তৃক ইহা প্রচারিত হয়। – সংযুত্ত° ৪. ২৬৮। ~ক—কারণবিহীন, নিমিত্তশূন্য। ~তঃ— অব্য, অকারণ।—মনু° ৪. ১৪৪ ॥ আপ° ॥ ~নিরাক্রিয়া— কুলক্ষণপ্রতিনিবৃত্তক্রিয়া। ~লিঙ্গনাশা—[বৈদ্যক] চক্ষুরোগবি°। এই রোগে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায় ॥ আপ° ॥

অনিমিষ—১ স্পন্দনশূন্য দৃষ্টি, অপলক দৃষ্টি। 'অস্বপ্নজো অনিমিষা অদব্ধাঃ'—ঋ° ২. ২৭. ৯ ; 'সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎসাকমিন্দ্রঃ'—ঋ° ১০. ১০৩. ১ ॥ বো-রো° ॥ ২ দেবতা ॥ অম° ৩. ৪. ২২০, অভি° ৮৮ হলা° ১. ৪ বো-রো° ॥ ৩ মৎস্য ॥ অম° ৩. ৪. ২২০, অভি° ১৩৪৪ অনে° হলা° ৩. ৩৫, পা° ১. ১. ৬৮ (বার্ত্তিক) বো-রো° ॥ ৪ বিষ্ণু। ৫ মহাকাল। ৬ গরুড়ের পুত্র। —মহা° ৫. ১০১. ১০। ৭ [নঞ্‌তৎ]বিণ, নিমেষহীন, নেত্রস্পন্দনশূন্য।—রা° (গো°) ২. ১২. ৪৮ ; 'ত্বং কিলানিমিষঃ পার্থ মামেকাং দৃষ্টবানসি'—ইন্দ্রো° ৫. ২৮. ॥ বো-রো° ॥ ~ম্—অব্য, ১ পলকহীন, নিমেষশূন্য। 'অনিমিষং নৃম্‌ণং পান্তি—ঋ° ৫. ১৯. ২। ২ শ্রান্তিবিহীন। 'আপো অনিমিষং চরন্তীঃ'—ঋ° ১. ২৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥ ~া —ক্রি-বিণ, সজাগ, সতর্ক। 'মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টে'—ঋ° ৩. ৫৯. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~াচার্য—বৃহস্পতি ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ~ীয়—বিণ, অনিমেষ-সম্বন্ধীয়, দৈব ॥ আপ° ॥

অনিমিস-চেতিয়—বৌদ্ধচৈত্যবি°। বোধিবৃক্ষমূলস্থ যে আসনে বসিয়া বুদ্ধদেব গৌরবময় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এবং সিদ্ধিলাভের পর একাসনে বসিয়া অপলক-নেত্রে যে স্থানের দিকে সপ্তাহ কাল চাহিয়া থাকেন, সেই স্থানে এই চৈত্যমন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহা বোধি-বৃক্ষের উত্তরে অবস্থিত—জাতক° ১.৭৭।

অনিমেষ—[নঞ্‌-বহু°] বিণ, ১ এক-দৃষ্টিতে, সতৃষ্ণনেত্রে। ২ (অপ্র°) তৎ-ক্ষণাৎ, তখনি।

অনিয়ত—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নিয়ত নহে এরূপ, অসংযত। ২ অনিশ্চিত, অস্থির। ৩ নিয়মরহিত। 'অনিয়তবেলম্ আহারোঽভ্যতে'—শকু° ২. ১ ॥ আপ° ॥ ৪ কারণবিহীন, অহেতুক। 'অনিয়ত-রুদিতস্মিতম্'—উত্তর° ৪. ৪ ; মালবি° ১০. ২। ৫ (বাঙ্‌লায়) প্রচুর, সমধিক। ~কার— [অনিয়ত আকার যাহার—বহু°] ১ বিণ, যাহার আকারের স্থিরতা নাই। ২ [অনিয়ত যে আকার—কর্মধা°] অনিশ্চিত আকৃতি।

অনিয়ত ধর্ম—ইহা বৌদ্ধ বিনয়-পিটকে ব্যবহৃত একটী পারিভাষিক শব্দ। ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষে উদ্দিষ্ট শিক্ষাপদসমূহের মধ্যে অনিয়ত ধর্ম অন্যতম। প্রাতিমোক্ষে দ্বিবিধ অনিয়ত ধর্ম উদ্দিষ্ট বা বর্ণিত হইয়াছে। বিনয়-সুত্তবিভঙ্গের ব্যাখ্যা অনুসারে অনিয়ত অর্থে যাহা পারাজিক সংঘাদিশেষ অথবা প্রায়শ্চিত্তিক বলিয়া নির্দিষ্ট নহে—যাহা অনির্দিষ্ট। অনিয়ত ধর্ম এমন এক অপরাধ যাহার সম্ভাবনা ও সত্যতা ঘটনা-সমাবেশের উপর নির্ভর করে, চাক্ষুষ প্রমাণের উপর নহে। ভিক্ষু প্রাতি-মোক্ষে কেবলমাত্র যৌনসম্পর্কেই দ্বিবিধ অনিয়ত ধর্মের উদ্দেশ আছে, অপর কোন সম্পর্কে নহে। যদি কোন ভিক্ষু স্ত্রীলোকের সহিত একাকী গোপনে রমণ-উপযোগী নিভৃত আসনে উপবেশন বা শয়ন করে এবং তাহা কোন বিশ্বাসযোগ্যা উপাসিকা দেখিতে পাইয়া ঐ ভিক্ষুকে পারাজিক, সংঘাদিশেষ ও প্রায়শ্চিত্তিক এই ত্রিবিধ অপরাধের যে কোন এক অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত করেন, তিনি সেই অপরাধেই দণ্ডনীয় হইবেন। এস্থলে স্ত্রীলোক অর্থে মানুষী, যিনি যক্ষিণী নহেন, পশুজাতীয়া নহেন। কুমারী বা বর্ষিয়সী হইলেও স্ত্রী পদবাচ্য। গোপনে অর্থে চক্ষুর অন্তরালে, শ্রবণের বাহিরে। নিভৃত আসন অর্থে—যাহা প্রাচীর, কপাট, পর্দা, বৃক্ষ, স্তম্ভ, অথবা তদ্বৎ বস্তুর দ্বারা আবৃত। বিশ্বাসযোগ্যা উপাসিকা অর্থে—যিনি ত্রি-রত্নের স্মরণাগতা, ধর্মপ্রাণা, যাহার পক্ষে মিথ্যা অপবাদ করা সম্ভব নহে।

প্রথম অপরাধের বিষয়-বস্তুর সহিত দ্বিতীয় অপরাধের বিষয়-বস্তুর সামান্য ইতর বিশেষ আছে, দণ্ডেরও সামান্য পার্থক্য আছে। প্রথম অপরাধের পারাজিক অপরাধের দণ্ড-বিধান করা যাইতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধের দণ্ড এত গুরুতর হইতে পারে না। কারণ দ্বিতীয় অপরাধের বিষয়-বস্তুতে বা ঘটনার বিবরণে রমণ-উপযোগী নিভৃত আসনে শয়ন বা উপ-বেশনের সম্ভাবনা নাই।

ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া

অনিয়ন্ত্রিত—[ন নিয়ন্ত্রিত —নঞ্‌তৎ স্ত্রী—া] উচ্ছৃঙ্খল, চালকহীন।

অনিয়ম—১ [ন নিয়ম—নঞ্‌তৎ]

নিয়মাভাব, নিয়ম না থাকা, অবিধি। 'গোষ্ঠীপুরুষসংনিধাবনিয়মঃ' — হিতো° ১. ১০৭ ; 'গুরুং ষষ্ঠঞ্চ পাদানাং শেষেম্বনিয়মো মতঃ' — ছন্দোমঞ্জরী ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ২ উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার। ৩ [ন নিয়ম যাহার—নঞ্ বহু° ; স্ত্রী-া] বিণ, নিয়ম-রহিত, নিয়মশূন্য।

অনির—[বৈদিক] বিণ, বলরহিত, অন্নরহিত। 'অনিরেণ বচসা ফল্গেন প্রতীত্যেন কৃধুনাতৃপাসঃ'—ঋ° ৪. ৫. ১৪ ॥ বো-রো° ॥ ~া—১ খাদ্যাভাব, অন্নরহিত, দারিদ্র্য। 'যুযুতমস্মদনিরামমীবাম্' — ঋ° ৭. ৭১.২ ; ৮. ৪৯.২০ ; বাজস° ১১. ৪৭, ১২. ১০৫। ২ [নাস্তি ইরা অন্নং যস্যা—বহু°] অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কষ্ট। ~াকরণ —[নঞ্ তৎ] ক্লী°, অনিবারণ, অখণ্ডন। ~াকৃত—[নঞ্ তৎ] বিণ, যাহা নিরাকরণ করা হয় না এরূপ, অনিবারিত। ~াহিত —[নঞ্ তৎ] বিণ, অবিরাম, বিরাম-বিহীন।—অ° ১২. ২. ৩৫ ॥ বো-রো° ॥

অনিরুক্ত—[নঞ্ তৎ] বিণ, ১ স্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত নয়। 'অনিরুক্তং হি মনোঽনিরুক্তং হ্যোতদ্যজুর্যুমীম্' — শ-ব্রা° ২. ৪. ৪. ৫। ২ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নয়, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট। 'অনিরুক্তেন যজুষা' — শ-ব্রা° ১. ২. ১. ২২ ॥ বো-রো° আপ° ॥ ~গান—ক্লী°, অস্পষ্ট সঙ্গীত। সামবেদের মন্ত্রের অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া গান ॥ বো-রো° আপ° ॥

অনিরুদ্ধ,—[ন নিরুদ্ধ—নঞ্ তৎ] ১ বিণ, অপ্রতিরুদ্ধ, অপ্রতিহত, যাহা রুদ্ধ নহে, অনর্গল ॥ অভি° ৪. ১৪৮, বো-রো° ॥ ২ দূত, চর। 'অনিরুদ্ধ উষানাথে চরে চানর্গলেঽপ্যবৎ' — বিশ্বপ্র° ॥ শব্দ° ॥ ৩ দড়ি (গাভী প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য) ॥ আপ° ॥ ~পথ — ক্লী°, ১ অপ্রতিহত পথ। ২ আকাশ ॥ শব্দচ° শব্দ° আপ° ॥ ~ভাবিনী— স্ত্রী, অনিরুদ্ধের ভার্যা, বাণরাজের কন্যা উষা ॥ শব্দ° বো-রো°। [অনিরুদ্ধ, দ্র°]।

অনিরুদ্ধ, —(পৌরাণিক) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রুক্মিণী-গর্ভজাত প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ। প্রদ্যুম্নের পত্নী রুক্মীতনয়া রুক্মবতীর গর্ভে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। অনিরুদ্ধের পত্নীদিগের মধ্যে সুভদ্রা (অন্য নাম রোচনা) ও উষা অন্যতমা। রোচনা অনিরুদ্ধেরই মাতুলকন্যা এবং উষা অসুররাজ বাণের কন্যা ও বলির পৌত্রী। রোচনার গর্ভে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রের জন্ম হয়। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র সুচারু। হরি°-মতে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র ও সাম্ব। মৎস্যপু°-এ (৪৭. ২৩) দেখা যায়, অনিরুদ্ধ ছিলেন খুব বুদ্ধিমান্ এবং অপ্রতিহত রণকুশলী বীর। প্রদ্যুম্নের ঔরসে ও বৈদর্ভীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র মৃগকেতন। পুরাণ-সমূহে তাঁহাকে সুপুরুষ শ্যামকান্তি এবং অপূর্ব স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা হইয়াছে। কামদেবের মত তাঁহার শ্রী। পার্জিটার সাহেব অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।*

পুরাণসমূহে অনিরুদ্ধের সহিত উষার বিবাহ ব্যাপারে একটী কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। উষা অসুররাজ বাণের একমাত্র দুহিতা। বাণ কৃষ্ণবিদ্বেষী এবং শিবভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, একবার উষা পার্বতীকে শিবের সহিত ক্রীড়া-রতা দেখিয়া নিজে স্বামীর সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন। পার্বতী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে দুঃখিত না হইবার জন্য উপদেশ দেন এবং বলেন যে, বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীতে স্বপ্নে যে মনোহরকান্তি যুবককে উষা দর্শন করিবেন তিনিই উষার পতি হইবেন। নির্দিষ্ট সময়ে উষা অনিন্দ্য-সুন্দর সুতনু কামময় অনিরুদ্ধকে দর্শন করিলেন এবং তদবধি প্রিয়সঙ্গমের জন্য কাতরা হইয়া পড়িলেন। উষার সখী বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা চিত্রলেখা এই অপূর্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া যোগপ্রভাবে সমুদয় রাজকুমার এবং দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তির চিত্র আঁকিয়া দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও সহিত স্বপ্নদর্শিত যুবকের মিল হইল না। অবশেষে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের প্রতিকৃতি আঁকিলে উষা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখা প্রিয়সখীর সন্তোষবিধানার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন এবং মায়াপ্রভাবে রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্বক অনিরুদ্ধকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া বাণের রাজধানী শোণিত-পুরে [শোণিতপুর দ্র°] উষার নিভৃত অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। এখানে উষা অনিরুদ্ধের নিকট আপনাকে পত্নীরূপে সমর্পণ করিলে গান্ধর্বমতে উভয়ের বিবাহ হইল।

নিজ কন্যার অন্তঃপুরমধ্যে কন্যা ও অনিরুদ্ধের বিবাহান্তে সহবাসের সংবাদ পাইয়া বাণরাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলেন। অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু বাণের সৈন্যগণ নিহত হইল এবং বাণ পরাজিত হইলেন। তখন বাণ এক কৌশল করিলেন। তিনি অনিরুদ্ধের উপর নানা প্রকার মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নাগপাশে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধের অন্তর্ধানে সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে নারদ আসিয়া যাদবগণকে অনিরুদ্ধের সংবাদ দিলেন। অনিরুদ্ধের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলদেব এবং প্রদ্যুম্নের সহিত এক বিরাট্ বাহিনী লইয়া শোণিতপুর আক্রমণ করিলেন। যাদবগণ এবং অসুরদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল, এমন কি মহাদেব কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া বাণের পক্ষে যোগ দিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর মহাদেব পরাজিত হইলেন এবং বাণ আহত হইলেন। তখন মহাদেবের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলেন। বাণকে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল এবং সসম্মানে প্রচুর উপঢৌকন-সহকারে কন্যাসহ অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিতে হইল। শ্রীকৃষ্ণও অনিরুদ্ধ, উষা ও যাদবগণকে

* F. E. Pargiter : Ancient Indian Historical Tradition, London. 1922,291.

লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ভাগবতপুরাণেও বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাহিনীতে কিন্তু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। উষা শিব ও পার্বতীর অনুরাগ দেখিয়া স্বামিলাভের জন্য ব্যাকুলা হন। পার্বতী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া যাহাতে অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার মিলন হইতে পারে সেইরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। পার্বতীর প্রভাবে অনিরুদ্ধ নির্জনে পর্যঙ্কে সুপ্ত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় পুষ্পোদ্যানের মধ্যে কুসুমশয্যায় শয়ানা ঈষৎ হাস্যযুক্তা নব-যৌবনসম্পন্না কোমলাঙ্গী অমূল্যরত্নবিভূষিতা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রপরিহিতা উষাকে দর্শন করিলেন। উষার বেশভূষা ও ভঙ্গী এরূপ যে সহজেই তাহা কামোদ্রেক করে। অনিরুদ্ধ তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উষা আপন পরিচয় দিয়া এবং যাহাতে অনিরুদ্ধ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন তজ্জন্য বাণ, মহাদেব বা পার্বতীর নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। অনিরুদ্ধ জাগরিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্টা উষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তদবধি তিনি সর্বদা বিমর্ষ রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পার্বতীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। তিনিও বাণকন্যাকে এক স্বপ্নদর্শন করাইলেন। উষা দেখিলেন, রত্ননির্মিত মন্দিরে নবজলধরের ন্যায় শ্যাম-কান্তি, নবযৌবনসম্পন্ন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কন্দর্পের মত শ্রীসম্পন্ন রত্নালঙ্কারভূষিত ও রত্নময় পর্যঙ্কে শায়িত এক যুবক রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই যে কোন রমণীর কামের উদ্রেক হয়। উষা কামাতুরা হইয়া এই যুবকের নিকট গান্ধর্ব বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তখন যুবক আপন পরিচয় দিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি-ব্যতীত বিবাহ অসম্ভব জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্বপ্ন-ভঙ্গে উষা অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। তিনিও অনিরুদ্ধের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সর্বদা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। সখী চিত্র-লেখা কোনরূপে উষার মনোভাব জানিতে না পারিয়া বাণ ও তদীয় মহিষীর নিকট এই ব্যাপার জানাইলেন। বাণ গেলেন হরপার্বতীর নিকট। শিব, দুর্গা, কার্তিকেয় ও গণেশ বাণের নিকট উষার কথা শুনিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। গণেশ আসল ব্যাপার খুলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং যাহাতে অনিরুদ্ধ ও উষার মিলন ঘটিতে পারে সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, অবশ্য বাণ তাঁহাদের অভিসন্ধি জানিলেন না। তাঁহাদের উপদেশানুসারে চিত্রলেখা দ্বারকায় গিয়া মায়া-প্রভাবে অনিরুদ্ধকে রথে উঠাইয়া একেবারে শোণিতপুরে উষার নিভৃত অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। এখানে অনিরুদ্ধ ও উষার মিলন হইল। তাঁহারা গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলেন এবং নিভৃতে সহবাস করিতে লাগিলেন। উষা ক্রমে গর্ভবতী হইলেন।

এদিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ অন্তর্ধানে যাদবগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জানিতেন। তিনি তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বিরাট্ বাহিনী লইয়া শোণিতপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, উগ্রসেন, পাণ্ডব ভীম ও অর্জুন, অক্রূর, উদ্ধব এবং ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। ইতিমধ্যে বাণ অনিরুদ্ধের সহিত কন্যার সহবাস ও কন্যার গর্ভসঞ্চারের সংবাদ পাইয়া লজ্জিত ও ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি অনিরুদ্ধকে হত্যা করি-বার জন্য উদ্যত হইলেন। মহাদেব, পার্বতী, কার্তিকেয় ও গণেশ তাঁহাকে কোনরূপে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিয়া বাণ যথেচ্ছভাবে কৃষ্ণ-নিন্দা করিলেন এবং অনিরুদ্ধও তখন তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিলেন এবং বাণোক্ত নিন্দাসমূহ খণ্ডন করিলেন। ঠিক এই সময় বাণের প্রধান সেনাপতি সুভদ্র বাণকে সরাইয়া অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর সুভদ্র নিহত হইলেন। তারপর বাণের সহিত অনি-রুদ্ধের যুদ্ধ বাধিল। ভীষণ যুদ্ধের পর বাণ অবসন্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া কার্তিকেয় অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলেন। কার্তিকেয়ের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বেশ জমিয়া উঠিল, এমন কি শেষে হাতাহাতিও লাগিয়া গেল। শেষে গণেশ আসিয়া দুই জনকে নিবৃত্ত করিলেন। কার্তিকেয় নিজগৃহে এবং অনিরুদ্ধ উষার নিকট গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুর অবরোধ করিলেন এবং বাণকে আনুগত্য স্বীকার করিয়া অনিরুদ্ধ ও উষাকে দান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। উমা ও মহেশ্বর বাণকে তাহাই করিতে উপদেশ দিলেও বাণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। উমা ও মহেশ্বর অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বাণের মন ফিরিল না। ফলে যাদবগণের সহিত অসুরদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পার্বতী, শিব, কার্তিকেয়, গণেশ প্রভৃতি গত্যন্তর না দেখিয়া বাণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পর শিব ও বাণের পরাভব ঘটিল এবং বাণ আহত হইলেন। ইতিপূর্বে বাণের পিতা বলি প্রার্থনা করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিলেন না। তখন শিবের পরামর্শে বাণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং প্রচুর উপঢৌকন-সহকারে উষা ও অনিরুদ্ধকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বরদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

[বিষ্ণুপু° ৪.১৫.২০ ; ৫.৩২-৩ অঃ ; হরি° বিষ্ণু° ৮৪ অঃ ; ভা° ১০.১৬-৩ অঃ ; ব্রহ্মবৈ-পু° শ্রীকৃষ্ণ° ১১৪-২০ অঃ; কূর্মপু° ২৭.২ই ।]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনিরুদ্ধ ২ —বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির অন্যতম। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র [অনিরুদ্ধ ১ দ্র°] —ইঁহাকে পরমেশ্বরের অন্যতম অংশরূপে গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ), সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন (অনিরুদ্ধের পিতা ও

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র) ও অনিরুদ্ধ এই চারিজনকে লইয়া চতুর্ব্যূহ, তন্মধ্যে অনিরুদ্ধই আদিব্যূহ। বৈষ্ণবদিগের ইনি এক জন মুখ্য দেবতা; এজন্য ইঁহার মূর্তিও বিভিন্ন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। পুরাণসমূহ এবং তন্ত্রাদি হইতে দেখা যায়, ইনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী। শ্রীতত্ত্বনিধি (প.৫২), রূপমণ্ডন প্রভৃতি মতে ইঁহার পিছনের দক্ষিণ হস্তে গদা ও বাম হস্তে শঙ্খ এবং সম্মুখের দক্ষিণ হস্তে চক্র ও বাম হস্তে পদ্ম থাকে। শ্রীতত্ত্বনিধির অন্যত্র (প. ৫৪) প্রহরণগুলি অন্যভাবেও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ইঁহার দক্ষিণ হস্তে শর ও খড়্গ এবং বাম হস্তে ধনুঃ ও খেটক দেখা যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তর-(প. ৩৪৮) মতে আবার বাম হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে চর্ম ও অসি থাকে। অগ্নিপুরাণে (৪৯. ১৩) ইঁহার চারি হস্তে বর, অভয়, অমৃত ও ক্ষেম থাকে। অন্যত্র আবার (অগ্নিপু° ৪৮. ৮) ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।

পদ্মপুরাণ (পা° ৩৯. ৪৪-৭) হইতে জানিতে পারা যায়, অনিরুদ্ধ দিব্যরূপিণী উষার সহিত বর্তমান। ইনি সান্দ্রানন্দময়, ঘনশ্যাম, সুস্নিগ্ধ ও নীলকুন্তল। ইঁহার উচ্চ ভ্রূলতার ভঙ্গীতে কপোলদেশ পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইঁহার গ্রীবা ও নাসিকা মনোহর। ইনি সুন্দরাকৃতি এবং ইঁহার বক্ষোদেশ অতি মনোহর। ইনি কিরীট-ধারী, কুণ্ডলভূষিত ও কণ্ঠভূষাবিভূষিত। পদযুগলে মঞ্জীর, শরীর আশ্চর্য সৌন্দর্যময়। ইঁহার প্রিয় ভৃত্যগণ সর্বদা ইঁহার আরাধনা করে। ইনি সঙ্গীতপ্রিয়। ইনি পূর্ণব্রহ্ম, সদানন্দময় ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ।

মেরুতন্ত্রে (প. ৬৯০) ইনি ইঁহার পত্নী উষার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ। নারদ-পাঞ্চরাত্রাগম (৩য় রাত্রি) মতে ইঁহার শক্তি রতি। বিষ্ণুধর্মোত্তরে (প. ৩৪৯) উল্লিখিত হইয়াছে, ইঁহার দুই জন প্রতিহারী---আমোদ ও প্রমোদ, ইহারা রক্তবর্ণ, মহাবল ও মহাপরাক্রান্ত এবং ইহারা শক্তিধারণ করিয়া থাকে। নারদপাঞ্চরাত্রাগম মতে ইঁহার দুইটী বিশেষ গুণ---শক্তি ও তেজঃ। ইহাতেই দেখা যায়, বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির উৎপত্তির একটী দার্শনিক উৎস আছে। পরবাসুদেব হইতেই অন্যান্য মূর্তির উৎপত্তি। পরবাসুদেব নির্দোষ এবং তাঁহার গুণ ছয়টী —জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজঃ---তন্মধ্যে অনিরুদ্ধ শক্তি ও তেজের আধার।—Hl. i. pt.-i.234. অনিরুদ্ধের মূর্তিকে ব্রাহ্মী-মূর্তিও বলা হয়। এই মূর্তিতে, রজোগুণের প্রাচুর্য আছে। ইনি প্রচুর ঐশ্বর্যসম্পন্ন, রাজ-বেশধারী এবং রাজলক্ষণসম্পন্ন।

দক্ষিণ ভারতে ত্রিপ্লিকেনের পার্থসারথি-মন্দিরের উত্তর প্রাচীরে অনিরুদ্ধের একটী মূর্তি আছে, মূর্তিটী দক্ষিণ প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া রক্ষিত। ইঁহার পার্শ্বে সঙ্কর্ষণের মূর্তিও অবস্থিত। উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে একটী করিয়া দণ্ড এবং বাম হস্ত বরদ ভঙ্গীতে রক্ষিত। একটী লিপি হইতে দেখা যায়, এই মূর্তি দুইটী ১৫৬৪-৫ খ্রী° (১৪৮৬ শক°) উক্ত প্রাচীরে সন্নিবেশিত হয়।—Hl, pt.-i, 212.

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় কথিত হইয়াছে---পরবাসুদেব হইতে কেশব, নারায়ণ ও মাধবের উৎপত্তি; গোবিন্দ, বিষ্ণু, ও মধুসূদনের উৎপত্তি সঙ্কর্ষণ হইতে; প্রদ্যুম্ন হইতে ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধরের উৎপত্তি; এবং অনিরুদ্ধ হইতে হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদরের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির মধ্যে ১৬টী মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে।– Hl, i. pt.-i, 235.

বৃহদ্ব্রহ্ম-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে শক্তি-মায়াব্যূহ কথিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে অচ্যুতের উৎপত্তি। শক্তিমায়া-ব্যূহেই আবার বলা হইয়াছে যে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতে যথাক্রমে পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নরসিংহ ও অচ্যুতের উদ্ভব হইয়াছে। এছাড়াও উল্লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অচ্যুতের মূর্তিই প্রধান, কারণ ইঁহারাই শক্তিমায়া-ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। অন্যান্য মূর্তি অপেক্ষা ইঁহাদের মূর্তিরই সর্বাপেক্ষা বেশী তথ্য পাওয়া যায়। এমন কি, বৈখানসাগরে বিষ্ণুর এই চারিটী মূর্তিকে ভগবানের দশাবতারেরও অনেক উপরে দেখান হইয়াছে।—Hl, i. pt. i. 238-9.

বিষ্ণুর ২৪শ মূর্তির মধ্যে মুখ্য বাসুদেব। ইঁহার মূর্তিপরিকল্পনা দুইভাবে হইয়াছে। একটী স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব, অপরটী বসু-দেবের পুত্ররূপী অবতার কৃষ্ণ—এই কৃষ্ণ মানুষ-বাসুদেব। মানুষ-বাসুদেবের মূর্তি-পরিমাণ মধ্যমদশতাল-হিসাবে ১২০ অঙ্গুল। মানুষ বাসুদেবের মূর্তির দক্ষিণে থাকেন প্রথমে রুক্মিণী, অতঃপর বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও ব্রহ্মা; বামপার্শ্বে থাকেন প্রথমেই অনিরুদ্ধ, অতঃপর শাম্ব ইত্যাদি। ইহাতে অনি-রুদ্ধের হস্তে ঢাল ও তরবারি থাকে।—Hl. i, pt.-i, 239-40.

বৈষ্ণবদিগের পরমাত্ম-তত্ত্ব সন্দর্ভে ভগবান্ ও বাসুদেব অভিন্ন বলা হইয়াছে। পুরুষের নিরুপাধি অবস্থাই বাসুদেব। তিনি পরমাত্মা ইহাই পঞ্চরাত্রিকদিগের মত। এই বাসুদেব কোন সময়ে রক্তবর্ণ, কখনও শ্যামবর্ণ, কখনও বা গৌরবর্ণ। কখন কখন আবার চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে বিশেষ বিশেষ উপাসনায় ইহার নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের সঙ্কর্ষণাদি ভেদ আছে। সঙ্কর্ষণ সৃষ্টি প্রভৃতির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রকৃতির নিয়মন করেন। অতঃপর প্রদ্যুম্ন। ইনি স্থূল কার্যের উৎপত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডর নিয়মন করেন। ইনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। তারপর অনিরুদ্ধ—ইনি ব্রহ্মাদির আবির্ভাবন ও সুখসৃষ্টি প্রভৃতির জন্য স্থূল ব্রহ্মাণ্ড নিয়মন করেন। ধর্ম, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ইঁহার অংশে জগৎ-স্থিতির জন্য আবির্ভূত হন। ইনি শ্যামবর্ণ ও মনের

অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাস্য। মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মনের অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন এবং অহংকারের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ, ইহা পঞ্চরাত্রের মত। পদ্মপুরাণে (উত্তর° ৯১ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে যে ইঁহারা পরম বৈকুণ্ঠের আবরণস্থ। প্রপঞ্চে ইঁহারা জলাবৃতিস্থ বেদবতীপুরে ও দ্বারকা প্রভৃতিতে অবস্থান করেন।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনিরুদ্ধ৪—১ গ্রন্থকার-বি°। পিতা—ভাবশর্মা। পিতামহ—মহাশর্মা। জন্ম—১৪৬৪ খ্রী° (১৫২০ বি-স°)। গ্রন্থ—'শিশু-বোধিনী', ইহার রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রী°(১৪১৭ শক); ইহা শতানন্দ-রচিত 'ভাস্বতীকরণ' নামক গ্রন্থের টীকা।—Bhandarkar Rep. on the Search for Sans. Mss., 1883-4, 82. ২ গ্রন্থকারবি°। গ্রন্থ—সাঙ্খ্যপ্রবচন-বৃত্তি বা অনিরুদ্ধবৃত্তি।—Hall. p. 1, Ben. 65, NW. 39a, Oudh x.12 Cat, Cat. ৩ গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—কপিলসাংখ্য-(প্রবচন) সূত্রবৃত্তি।—IOC, 1809, 5762. ~চম্পু—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শাম্বশাস্ত্রী।—Rice. 246. Cat. Cat. ~চরিত—চম্পুবি°। গ্রন্থকার—দেবরাজ।—L. 69, Oudh. viii. 8, IOC, 4035, Cat. Cat. ~ভট্ট—১ গ্রন্থকারবি°। গ্রন্থ—(১) চাতুর্মাস্যপদ্ধতি।—Proceed. ASB. 1869, 137. (২) ভগবত্তত্ত্ব।—L. 2700, Cat. Cat. (৩) হারলতা (ধর্ম)—L. 949, 1001. Cat. Cat. IOC, i. 446a. 567a. ~মিশ্র—কবিবি°। 'কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে ইঁহার বিষয় বর্ণিত আছে।—L, 815. Cat. Cat. ~শতক—গ্রন্থ-বি°।—Paris (Burn 69) Cat. Cat ~সংহিতা—পৌরাণিক গ্রন্থবি°।—Opp. 4983, 5325, ii. 3956 Cat. Cat. ~সূরি—'অন্যোক্তিশতক' রচয়িতা মোহনশর্মার পিতা।—L. 2013, Cat. Cat.

অনিরুদ্ধ৫—কাঙড়ার (জলন্ধর) চাঁদ-বংশীয় রাজপুত নৃপতি। কাঙড়ারাজ্য কোট্ কাঙড়া বা ত্রিগর্ত নামেও পরিচিত। এই রাজ্য রাবি ও শতদ্রু নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। ইনি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীন করদ নৃপতি ছিলেন। পিতা সংসারচাঁদ। সংসারচাঁদের পর ১৮২৩ খ্রী° ইনি রাজ্যারোহণ করেন। সংসারচাঁদ প্রথমে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ১৮০৯খ্রী° মধ্যভাগে অমর সিংহের অধিনায়কত্বে নেপালরাজের বাহিনী কাঙড়া দুর্গ অবরোধ করিতে প্রচেষ্ট হইলে, সংসারচাঁদ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রণজিৎ সিংহও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। কিন্তু সংসারচাঁদ এক ভীষণ ভ্রম করিলেন—তিনি কৌশল করিতে গিয়া অমর সিংহকে জানাইলেন যে, তিনি কাঙড়া দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে অমর সিংহও সুযোগ বুঝিয়া রণজিৎ সিংহকে দুর্গের মূল্যবাবদ অর্থ পাঠাইলেন। রণজিৎ সিংহ এই ব্যাপারে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কৌশলে অমর সিংহ ও সংসারচাঁদ উভয়কেই পরাজিত করিলেন এবং সংসারের পুত্রকে বন্দী করিলেন। দেসা সিংহকে তিনি কাঙড়া দুর্গের কিল্লাদার ও কাঙড়ারাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। সংসারচাঁদ তাঁহার অধীনে নামমাত্র নৃপতি হইয়া রহিলেন।

রণজিৎ সিংহ অনিরুদ্ধের ভগিনীর সহিত আপনার মন্ত্রী ধ্যানচাঁদের পুত্রের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিলে চারি বৎসর রাজত্ব করিবার পর অনিরুদ্ধ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার চলিয়া যান। অনিরুদ্ধের পর তাঁহার পুত্র রণবীর সিংহাসনারোহণ করেন।

[Syed Muhammad Latif: Hist. of the Panjab, Cal. 1891-2, Cun. Arch. Sur. Reps, v. 152.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনিরুদ্ধ৬—রেওয়ার অধিপতি (১৬৯০-১৭০০ খ্রী°)। ১৭০০ খ্রী° সেঙ্গরের ঠাকুরগণ-কর্তৃক ইনি নিহত হন। মৃত্যুর সময় ইঁহার পুত্র অবধূত সিংহ (রাজ্যকাল ১৭০০-৫৫ খ্রী°) নাবালকমাত্র ছিলেন। এই সময় পান্নারাজ্যের হৃদয় সিংহ রেওয়া আক্রমণ করেন [অবধূত সিংহ, রেওয়া দ্র°]।—IG, xxi. 282.

অনিরুদ্ধ৭—পান্নারাজ্যের অধিপতি (১৭৭৭-৯ খ্রী°)। ইহার পিতা হিন্দুপৎ সিংহ (১৭৫৮-৭৭ খ্রী°) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমন সিংহকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৭ খ্রী° হিন্দুপতের মৃত্যু হইলে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময় ইনি নাবালক ছিলেন। তজ্জন্য রাজ্যশাসনের ভার ক্ষেমরাজ চৌবে নামক এক জন ব্রাহ্মণ ও বেণী হজুরীর হস্তে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বেণী হজুরী ও ক্ষেমরাজের মধ্যে রাজ্যলোভের স্পৃহা জন্মে। ফলে রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবে অনিরুদ্ধ নিহত হন। অতঃপর পান্নারাজ্য মৈহার, পালদেও ও ছত্রপুর নামে তিনটী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং রাজ্য তিনটী যথাক্রমে বেণীহজুরী, ক্ষেমরাজ ও সোহন শাহ্ অধিকার করেন। অনিরুদ্ধের ভ্রাতা ধোকল সিংহ (১৭৮৫-৯৮) শক্তি সঞ্চয় করিয়া পান্নারাজ্য অধিকারপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।—IG, xix. 401.

অনিরুদ্ধ৮—কর্ণাটের প্রসিদ্ধ অভিজাত শ্রীপাদ সর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩৩৮) মতে। ইঁহার প্রকৃত নাম বিপ্ররাজ। অনিরুদ্ধ যজুর্বেদে সুপণ্ডিত, নির্মলযশা ও নৃপগণের পূজ্য ছিলেন। ইঁহার দুই মহিষী; পুত্রও দুইটী—রূপেশ্বর ও হরি-হর। এই বংশে শ্রীপাদ সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন।

অনিরুদ্ধ৯—প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যে এক নামের দুই তিন কিংবা ততোধিক কবির রচনা পাওয়া যায়। অনিরুদ্ধ সম্বন্ধেও এই কথাই আমরা দেখিতে পাই। শঙ্কর-দেবের সমসাময়িক কবি রাম-সরস্বতীর একটী নাম ছিল অনিরুদ্ধ। তাঁহার রচিত

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের এক স্থানে এই প্রকার পাওয়া যায়।

'কহে অনিরুদ্ধ সবে রাম বুলিয়োক'

উক্ত গ্রন্থেরই অন্য এক অধ্যায়ের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

'কহে রাম-সরস্বতী এরি আন কাম
পাতক চাড়োক ডাকি বোলা রাম রাম।'

অনিরুদ্ধ তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল বলিয়া শুনা যায়; অন্যান্য যত নাম তাঁহার উপাধি পদবী। অবশ্য অনিরুদ্ধ নামে তিনি অসমীয়া সাহিত্যে বেশী পরিচিত নন। রাম-সরস্বতী তাঁহার প্রখ্যাত নাম।

অসমীয়া সমাজ এবং সাহিত্যে অন্য এক জন অনিরুদ্ধ বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত মোওয়ামরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই মোওয়ামরীয়া বৈষ্ণবেরাই এক দিন আসামের সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। মোওয়ামরীয়া শব্দের দুই রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। একটী বিলের তীরে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ বাস করিতেন। সেই বিলে নাকি প্রচুর মোওয়া মাছ ধরা হইত। মোওয়া মাছ যাহারা মারিয়া থাকে তাহারাই মোওয়ামরীয়া। অনিরুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে ঠাট্টার ছলে এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার মায়া শব্দ হইতে মোওয়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আর একপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। মায়া শব্দ অসমীয়া সাধারণ লোকেরা সামাজিক রীতি নীতি এবং নিষ্ঠা অর্থেতেও ব্যবহার করে। এই সম্প্রদায় যে হেতু সামাজিক রীতিনীতির কিছু লঙ্ঘন করিয়াছিল সেইজন্য ইহাদিগকে মোওয়ামরীয়া বলা হইত। মোওয়ামরীয়া সম্প্রদায়ের ভক্তরাও বৈষ্ণব, কিন্তু শঙ্করদেব এবং দামোদরদেবের মতানুসারী নহেন। ইঁহারা বেদ ব্রাহ্মণ কিছুই মানিতে চাহেন না। শুচি অশুচিবোধ এঁদের অত্যন্ত পৃথক্। মোওয়ামরীয়া সম্প্রদায়ের এক জন লোকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণও যদি গিয়া থাকেন তথাপি সেই স্থান জল দিয়া পরিষ্কার না করিলে অশুচি হইয়া থাকে। সাধন-পদ্ধতি এই সম্প্রদায়ের কিছু পৃথক্, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাড়া অন্য কাহারও তাহা জানিতে পারা দুষ্কর। সাধারণতঃ সমাজের নিম্নস্তর হইতেই এই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।

মোওয়ামরীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ প্রথম প্রথম শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এক দিন শঙ্করদেবের তাম্রাক্ষরী নামক এক খানি গোপনীয় পুঁথি চুরি করার জন্য মহাপুরুষ তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। পরে অনিরুদ্ধ গোপাল আতা নামক এক জন ভক্তকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নিজের লেখার অনেক স্থানে নিজেকে গোপালের পদদাস বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ ভাগবতের চতুর্থ এবং পঞ্চম স্কন্ধের অসমীয়া ভাষায় পদানুবাদ করিয়াছিলেন; মহাভারতের 'সভাপর্ব' বলিয়াও এক খানি পুঁথির রচয়িতা ছিলেন অনিরুদ্ধ। কিন্তু এই অনিরুদ্ধ বিখ্যাত অনিরুদ্ধ নাও হইতে পারে (Descriptive Catalogue of Ass. Manuscripts, by H. C. Goswami, No. 92)। ইহা ছাড়াও অনিরুদ্ধের রচিত অনেক গীত পাওয়া যায়। উক্ত গীতগুলির ভাব দার্শনিক, ভাষাও মধুর। নিম্নোদ্ধৃত গানটী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

রাগ—গৌরী

'ভজ মন গোবিন্দ চরণ, চিন্তা নাই।
ভারতে মানবী তনু সেম্বরে নপাই॥
জ্ঞান বিজ্ঞানর হেতু নৃদেহর মন।
কি সুখ লভিবি ত্যেজি গোবিন্দ স্মরণ॥
কীটে বাঘপরুবাক স্মরিয়া সতত।
হোরে বাঘ পরুবা সেহিতো শরীরত॥
এতেকে দেখিয়ো কেন স্মরণর বল।
যেই যাক স্মরে তার সুহিকে বিফল॥
জানিয়া ভজিয়ো হরি বিষয়ক এরি।
আশার বিষয় যোণি তাতে কর খেড়ি॥
নাম লৈয়া হরিপদে ভজিয়ো সতত।
কহে অনিরুদ্ধ বিষয়ত উনমত্ত॥'

কতগুলি গীতের ভাষায় মৈথিলী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

রাগ—মাহুর

'পামরু মন কাকরু বিষয় বিলাস
যৈচন বিজুরী উজুরি প্রকাশ করে
নিমিষ অন্তরে দুই নাশ।
কোটি কোটি বীর পুথিবীতে উপজয়
ধন জন বিভব অপার
সমস্ত জগতজিনি অপতন মানে কায়া
সেহি তনু হোরে চারখার।'
ইত্যাদি।

কয়েকটী গীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "Asamiya Sahityar Chaneki, vol, ii. pt-ii 683-697 উদ্ধৃত আছে।

শ্রীতীর্থনাথ শর্মা

অনিরূপিত—[ন নিরূপিত-নঞ্-তৎ] বিণ, অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত, অবর্ণিত। —মাঘ° ১৬. ৫০।

অনির্ণয়—নিশ্চয়, নির্ধারণের অভাব॥ আপ°॥

অনির্দশ,—র্দশাহ—[ন নির্দশ, নির্দশাহ—নঞ্-তৎ] বিণ, যাহার অশৌচকাল দশ দিন যায় নাই। 'অনির্দশায়া গোঃ'—মনু° ৫. ৮; 'বিগতং তু বিদেশস্থং শৃণুযাদ্যো হ্যনির্দশম্'—মনু° ৫.৭৫; 'অনির্দশাহাং গাং সূতাম্'—মনু° ৮. ২৪২; যাজ্ঞ° ১. ১৭০॥ আপ°॥

অনির্দিষ্ট—[ন নির্দিষ্ট—নঞ্-তৎ] বিণ, অব্যাখ্যাত, অনিশ্চিত। 'ক অনির্দিষ্টকারণম্ গম্যতে'—বিক্রো° ২. ১৪॥ আপ°॥

অনির্দেশ্য—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া] ১ পরমাত্মার নামবি°॥ আপ°॥ ২ বিণ, যাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না।—গী° ১২. ৩॥ আপ°॥

অনির্ধারিত—বিণ, যাহা নির্ধারিত করা হয় নাই, অনিশ্চিত।

অনির্মল—১ [নঞ্-তৎ] ক্লী, নির্মলতার অভাব। ২ বিণ, মলিন, অপরিষ্কৃত।

অনির্মাল্যা—[নঞ্-তৎ] স্ত্রী°, ১

পূজাদির অবশিষ্ট নহে। ২ [বৈদ্যক] পৃক্কা বা পিড়িংশাক (রত্না°)।

অনির্বচনীয়—[ন নির্বচনীয়—নঞ্‌-তৎ, স্ত্রী--া] ১ ক্লী°, মায়া, অজ্ঞান। ২ পৃথিবী ॥ আপ্‌° ॥ ৩ বিণ, অবর্ণনীয়, বর্ণনাতীত। ~**সর্বস্ব**—শ্রীহর্ষকৃত গ্রন্থ-বি°।

অনির্বাণ—[ন নির্বাণ যাহার—বহু°; স্ত্রী --া] বিণ, যে হস্তীর স্নান হয় নাই, অস্নাত (হস্তী)। 'অক্লান্তদমিবালানমনির্বাণস্য দন্তিনঃ'—রঘু° ১. ৭১ ; ১৬. ৮০ ॥ আপ্‌° ॥

অনির্বাহ—[নঞ্‌তৎ] ১ অনিষ্পত্তি, অসমাপ্তি। ২ অভাব, অসংস্থান। ৩ ফলরাহিত্য।

অনির্বেদ—[নঞ্‌তৎ] ১ বৈরাগ্যের অভাব। ২ প্রবৃত্তির অভাব, উৎসাহ। 'অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্‌,—রা° (গো°) ৫. ১৫. ৫ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অনির্বেশ—বিণ, দুর্দশাগ্রস্ত, কর্মশূন্য ॥ আপ্‌° ॥

অনিল,—[অনিতি জীবতি অনেন, /অন্‌+ইলচ্‌—উণা° ১. ৫৪ ; স্ত্রী—া। তু° আইরিশ—anal] ১ বায়ু ॥ অম° ১. ১. ১. ৫৭, ৩. ২. ৪৫ ; অভি° ১১০৬ ; মে° ১. ৫৭, বাজস° ৪০. ১৫ = শ-ব্রা° ১৪. ৮. ৩. ১ = বৃহ-উ ৫. ১৫. ১ ; 'স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ'—কুমার° ৪. ৪০। ২ বায়ুদেবতা, পবনদেব। —মনু° ৫. ৯৬। ৩ উনপঞ্চাশৎ বায়ুর অন্যতম ॥ অম° ১. ১. ১. ৫ ॥ ৪ শরীরস্থ প্রাণাদি বায়ু ॥ আপ্‌° ॥ ৫ বাতাদি রোগ-বি°।—সুশ্রু° ১. ২৫০. ৪. ৬ ॥ বো-রো° ॥ ৬ (তন্ত্রে) 'য' অক্ষর-বি° ॥ আপ্‌° ॥ ৭ '৪৯' এই সংখ্যা-জ্ঞাপক শব্দ ॥ আপ্‌° ॥ ৮ স্বাতি নক্ষত্র ॥ আপ্‌° ॥ ৯ বিষ্ণু। —মহা° ১৩. ১৪৯. ১০০। ১০ [ন (নাই) ইলা (ভূমি বা ধেনু কিংবা বাণী) যাহার—বহু°] বিণ, ভূমিশূন্য, ধেনুশূন্য, কথাবিহীন। ~**কপিত্থক**—[বৈদ্যক] স্থূল আম্রাতক ॥ বৈদ্যকনি° ॥ ~**কারক**—[বৈদ্যক] কাঞ্জিকভেদ ॥ বৈদ্যকনি° ॥ ~**কুমার**—পবনপুত্র, হনুমান্‌ ॥ বো-রো° ॥ ~**ঘ্নক**—বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়াগাছ terminalia Bellerica Roxb. ইহার ফলে কুপিত বায়ু নষ্ট হয়—রাজনি° ব. ১১ ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ~**নির্যাস**—[বৈদ্যক] পিয়াল বা পিয়াশাল = বৃক্ষ।—বৈদ্যকনি° ~**পর্যায়**—চক্ষুর পাতা বা পাতার বহিরংশের ব্যথা বা কম্পন ॥ আপ্‌° ॥ ~**প্রকৃতি**—১ শনিগ্রহের নাম বি°। ২ বিণ, বায়ুপ্রধান প্রকৃতি ॥ বো-রো° ॥ ~**স্তু**—(বৌদ্ধ) সমাধির নামবি° ॥ বো-রো° ॥ ~**য়ন**—[অ + নিলয়ন) বিণ, গৃহশূন্য।—তৈ-উ° ২. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ~**ব্যাধি**—বাতরোগবি° ॥ আপ্‌° ॥ ~**সখ**—অগ্নি, বহ্নিদেব, হুতাশন ॥ অভি° ১০৯৯ ॥ ~**ন্তুজ**—১ বায়ুনাশক দ্রব্য। ২ ইঙ্গুদী বৃক্ষ বা অঙ্গারপুষ্প ॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো° ॥ ~**ত্মজ**—বায়ুপুত্র—ভীম ও হনুমান্‌ ॥ আপ্‌° ॥ ~**য়ন**—বায়ুর চলাচলের পথ। — সুশ্রু° ১. ৩০৮. ১৫ ॥ বো-রো° ॥ ~**ময়**—[অনিলজাত যে আময় (রোগ) — মধ্যপ° কর্মধা°] বাতরোগ, দুষ্টবায়ুজন্য যে রোগ জন্মে ॥ আপ্‌° ॥ ~**শন**,-**শী** ১ সর্প, অহি। ২ বিণ, বায়ু-ভক্ষকারী, বায়ুভুক্‌, উপবাসী ॥ আপ্‌° ॥

অনিল,—১ শ্রীকৃষ্ণ ও মিত্রবৃন্দার দশ পুত্রের অন্যতম।—ভা° ১০. ৬১. ১৬। ২ ধর্ম ও তৎপত্নী বসু হইতে জাত অষ্টবসুর অন্যতম।—মৎস্যপু° ৫. ১২ ; কূর্মপু° ১৬. ১২। অনিল ও তৎপত্নী শিবার দুই পুত্র—মনোজব ও অবিজ্ঞাত গতি।—মহা° ১. ৬৭. ১৮-২৫। অষ্টবসুর অন্যতম অনিলের পুত্র প্রাণ, রমণ ও শিশির।—পদ্মপু° সৃ° ৬. ২৪। অনিলের পুত্র পুরোজব—অগ্নিপু° ১৮. ৩৮। ৩ গরুড়ের পুত্র।—মহা: ৫. ১০১. ৯। ৪ নাগবি°। কশ্যপ ও কদ্রুর পুত্র। ৫ ক্ষত্রিয় বি°। বৃষাদর্ভিপুত্র। — মহা° ১৩. ১৪ ১.।

অনিলজ্বর—অনিল = বায়ু, তজ্জন্য যে জ্বর, তাহাকে অনিলজ্বর বলে অর্থাৎ বাতজ্বর বা বাতিক জ্বর।

শরীরে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামে তিনটী ধাতু আছে। উহারা শরীরের যাবতীয় কর্ম এবং ভাল ও মন্দ সবই করে। যখন উহারা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন শরীরের ভাল করে অর্থাৎ শরীরকে স্বস্থ বা নীরোগ রাখে এবং যখন অস্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে, তখন শরীরের মন্দ অর্থাৎ শরীরকে অস্বস্থ বা পীড়িত করে। জীব-শরীরে এমন কোন রোগ নাই, যাহা বায়ু, পিত্ত বা কফ করে না। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফ জ্বরও করিয়া থাকে। যখন বায়ু স্বতন্ত্রভাবে কুপিত হইয়া অন্য পিত্ত ও কফের সাহায্য ব্যতীত জ্বর উৎপাদন করে,—তখন সেই জ্বরকে অনিলজ্বর বা বাতজ্বর বলা হয়।

পূর্বরূপ—জ্বর আসিবার পূর্বে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়,—তাহাকে জ্বরের পূর্বরূপ বলে,—যেমন বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, শরীরে বিবর্ণতা, মুখ বিস্বাদ, চক্ষু ছলছল করা, গাত্রবেদনা, শীত শীত করা, গায়ে কাঁটা দেওয়া, শরীর ভার, কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই তখনই রৌদ্রে বসিতে ইচ্ছা, তখনই আবার ছায়াতে বসিতে ইচ্ছা ও হাইতোলা প্রভৃতি। যদি এই সকল লক্ষণের সহিত অনবরত হাই উঠিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অনিলজ্বর বা বায়ুজ্বর হইবে। কেননা বায়ুর প্রকোপে অনবরত হাই উঠিতে থাকে।

রূপ—জ্বর পূর্ণরূপে প্রকটিত হইলে, যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে জ্বরের রূপ বলে। এইরূপ দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়,—ইহা বায়ুজন্য জ্বর, পিত্তজন্য জ্বর বা কফজন্য জ্বর কিনা। অনিল বা বায়ুজন্য জ্বরের সময় খুব কম্প; জ্বরবেগের অনিশ্চয়তা অর্থাৎ কোন দিন বা কোন সময়ে জ্বর বেশী বা কম কিছু ঠিক থাকে না। গলা ও মুখ শুকাইয়া যাওয়া, ঘুম না হওয়া, সমস্ত শরীরে রুক্ষভাব, মাথায় যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা

এমন কি সর্বদেহেও ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মুখ বিস্বাদ, পেটে বায়ু কখনও বা পেটে বেদনা এবং অনবরত হাই উঠা প্রভৃতি।

নিদান—যে কারণে জ্বর উৎপন্ন হয়,তাহাকে জ্বরের নিদান বা কারণ বলে। সকল জ্বরের একই প্রকার নিদান বা কারণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নিদান, যথা অনিল বায়ুজন্য জ্বরের নিদান—রুক্ষ, লঘু ও শীত গুণসম্পন্ন দ্রব্যাদি ভোজন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন অর্থাৎ বস্তিপ্রয়োগ বা 'ডুস্' লওয়া, শিরো বিরেচন, অর্থাৎ নস্য প্রভৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ কিংবা সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যায়াম বা পরিশ্রম, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, আঘাত, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গ, উদ্বেগ, চিন্তা বা শোক, অত্যন্ত রক্তমোক্ষণ, দিবারাত্র জাগিয়া থাকা বা অস্বাভাবিকভাবে উপবেশন কিংবা শয়ন প্রভৃতি। যদি এই সকল কারণে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে জ্বরকে অনিল জ্বর বা বায়ুজন্য জ্বর বলা হয়। কেননা এই সকল কারণের দ্বারা অনিল বা বায়ু কুপিত হয়।

সম্প্রাপ্তি—অনিল বা বায়ু যখন কুপিত হইয়া শরীরের অন্য সকল যন্ত্র-তন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কেবল আমাশয়কে আশ্রয় করে এবং তত্রত্য উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের সারভূত প্রথম পরিণত রসকে বিকৃত করে তখন সেই বিকৃত রসের দ্বারা রসবহ ও স্বেদবহ স্রোতে রুদ্ধ ও জঠরাগ্নি উপহত হয় এবং সেই কুপিত বায়ু বিকৃতরস ও পক্তিস্থানগত উষ্মাকে লইয়া সর্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে অর্থাৎ যখন বায়ু কুপিত হইয়া অন্য কিছু না করিয়া কেবল আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া ভুক্ত পদার্থের রসকে বিকৃত এবং সেই বিকৃত রসও পাচকাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া সর্বশরীরে ছড়াইয়া পড়ে তখন জ্বর হয়। এই জ্বরে অনিল বা বায়ুর প্রাধান্য থাকিলেই তাহা অনিলজ্বর বা বাতিক জ্বর, নতুবা পিত্ত বা শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিকজ্বরে পরিণত হয়।

অনিলজ্বরের চিকিৎসা—চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান সূত্র যে সকল জ্বরে উৎপত্তি হয়, সে সকল সর্বপ্রথমে ত্যাগ করা উচিত, তারপর চিকিৎসা। অনিলজন্য জ্বরের পূর্বরূপে অর্থাৎ জ্বর আসিবার মত অবস্থা দেখিলে প্রাচীনকালে ঘৃত পান করান হইত, এখন আর কোন বৈদ্যকে তাহা করিতে দেখা যায় না। কিন্তু জ্বর আসিবার পূর্বে যখন অনবরত হাই উঠিতে থাকে এবং শীত করিয়া কম্প হইতে থাকে,—তখন রোগীকে গব্যঘৃতে প্রস্তুত গরম হালুয়া খাইতে দিয়া বেশফল হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাতে কম্প তত জোর হইতে পারে না এবং জ্বরের বেগও কম হয়। তারপর—

সকল জ্বরেরই প্রথম অবস্থায় দোষের পরিপাকের জন্য উপবাস দিতে হয়, কিন্তু অনিলজন্য জ্বরে উপবাস নিষিদ্ধ। কেননা—উপবাসে বায়ুবৃদ্ধি করে, তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হয়। কিন্তু উপবাস নিষিদ্ধ বলিয়া নিত্যভোজ্য দ্রব্যভোজন ও পূর্ণমাত্রায় ভোজন করা উচিত নহে। সহজে অল্পসময়ে জীর্ণ হয় এবং বায়ুর প্রশমন হয় এরূপ বলকারক পথ্য অনিলজ্বরে প্রযোজ্য। দুধসাগু, দুধবার্লি, দুধশটী এবং ফলের রস ও মুদ্গযূষ প্রভৃতি অনিলজ্বরে বিশেষ হিতকর। তদ্ভিন্ন বায়ুজন্য জ্বরে প্রযোজ্য অর্থাৎ পাচন, ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতিই অনিলজ্বরে প্রযোজ্য। যথা—

বিল্বাদি, শুণ্ঠ্যাদি, গুড়ুচ্যাদি, ভূনিম্বাদি, কিরাতাদি কিংবা পঞ্চমূল্যাদির কাথ অনিল-জ্বরে পান করিতে দিবে। এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে,—যে সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে—তাহাদের মিলিত পরিমাণ ২ দুই তোলার অধিক হইবে না। যথা—যদি কোন পাচনে চারিটী দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা পরিমিত, আটটী দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা পরিমিত এবং ষোলটী দ্রব্য থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক দ্রব্য দুই আনা পরিমিত হইবে। আর এই মিলিত দুই তোলা দ্রব্য আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কাথটুকু মাত্র পান করাইতে হইবে। আধ পোয়া কাথ একসঙ্গে পান করাই উচিত। কিন্তু বর্তমানে রোগার পক্ষে একসঙ্গে আধপোয়া কাথ পান করা কষ্টকর। সেজন্য এখন সেই আধপোয়া কাথকে দুই তিনবার অর্থাৎ সকালে ও সন্ধ্যায় দুইবারে অথবা সকালে ও মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় তিনবারে পান করিতে দিয়া দেখা গিয়াছে, ফল ভালই হইয়াছে।

বিল্বাদি—বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল ও গনিয়ারী।

শুণ্ঠ্যাদি—শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুথা ও গুলঞ্চ।

গুড়ুচ্যাদি—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্, বেড়েলা এবং শালপানি।

ভূনিম্বাদি—চিরতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী বৃহতী গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শাল-পানি, চাকুলে ও কুড়।

দুরালভাদি—দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী আফনাদি, শটী, বাসকছাল ও এরণ্ডমূল।

চিরাতাদি—চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ বালা বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও শুঁঠ।

পঞ্চমূলাদি—বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল বেড়েলা, রাস্না, কুলথ ও কুড়।

এই সকল পাচন অনিলজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

অনিলজ্বরে প্রযোজ্য রসৌষধ—যথা, হিঙ্গুলেশ্বর রস, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস, চূড়ামণি রস, বৃহজ্জ্বরচিন্তামণি রস, বাত-পিত্তান্তক রস, শ্রীজয়মঙ্গল রস ও পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী—হিঙ্গুলেশ্বর রস ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস অনিলজ্বরের প্রথম বা তরুণ

অবস্থায় প্রযোজ্য এবং অপর ঔষধগুলি পুরাতন বা জীর্ণ অবস্থায় প্রযোজ্য।

অনিলজ্বরে প্রযোজ্য আসব, অরিষ্ট, ঘৃত ও তৈল,—অনিল বা বায়ুজন্য জ্বরের জীর্ণাবস্থায় লোহাসব, অমৃতারিষ্ট, দশমূলষট্পল ঘৃত, বৃহদঙ্গারক তৈল ও মহালাক্ষাদি তৈল প্রভৃতি বিশেষ হিতকর।

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

অনিলতাড়িতকা — বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কন্যা-সংপ্রযুক্তক নামক তৃতীয়াধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে বালসুলভ কয়েকটী ক্রীড়ার উল্লেখ করা হইয়াছে—'অনিলতাড়িতকা' তাহাদের মধ্যে একটী। ইহাতে দুই হস্ত দুই দিকে সরল করিয়া ছড়াইয়া দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতে হয়। দুই হস্তে পক্ষের ন্যায় বায়ু সঞ্চালিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'অনিল-(বায়ু) তাড়িতকা' হইয়াছে। এই ক্রীড়া বঙ্গদেশে বালক বালিকাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহারা এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে বলে "আনি পানি জানি না, পরের ছেলে মানি না।" ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই ক্রীড়া প্রচলিত আছে। বাৎস্যায়ন ইহাকে 'ক্ষেড়িতক' বা ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্যায়ামই বটে। [ক্রীড়া দ্র°]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনিলারিরস— (বৈদ্যক) বাতব্যাধি অধিকারোক্ত রসৌষধ-বি°।

'রসেন গন্ধং দ্বিগুণং শিলাঞ্চ
নিশাঞ্চ বীজং জয়পালকানাম্।
ফলত্রয়ং ত্র্যষণ চিত্রকঞ্চ
সর্বং বিচূর্ণ্যাথ বিভাবয়েত্তৎ॥
দন্তীমূলী ভৃঙ্গরসেন সপ্ত-
বারান্ হি নিষ্কার্ধমিতং দদীত।
জাতে বিরেকে চ দদীত পথ্য-
মল্পং সতক্রং শিশিরং ত্যজেচ্চ॥
জাতে বলে তঞ্চ পুনর্দদীত
যাবন্ন রোগঃ সমুপৈতি শান্তিম্।
বিদাহী পানান্ন নিষেবণাপি
ত্যক্তা ত্বশীতিং চলজাং নিহন্যাৎ॥'

—আনন্দানুভব-বিরচিত রসদীপিকা নামক হস্তলিখিত পুঁথির বাতাধিকারে লিখিত।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং তাহাতে শোধিত মনঃশিলা হরিদ্রাচূর্ণ, শোধিত জয়পাল বীজ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতামূল প্রত্যেকের এক এক ভাগ লইয়া দন্তীমূলের কাথ, মনসাপাতার রস ও ভৃঙ্গরাজের রসে সাত সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। মাত্রা আধ তোলা; কিন্তু বর্তমানে এরূপ মাত্রা কদাচ প্রযোজ্য নহে। অতএব তিন রতি হইতে ছয় রতি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। ঔষধ সেবনের পর বিরেচন অর্থাৎ দাস্ত হইয়া গেলে অল্প পরিমাণে অন্ন ঘোলের সহিত ভোজন করিতে দিবে এবং সর্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া নিষেধ করিয়া দিবে। তারপর রোগীর বলাধান হইলে পুনরায় আর এক বার এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এইরূপ যতদিন আরোগ্য না হয়, ততদিন মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনকালে বিদাহী অন্নপানাদি অর্থাৎ লঙ্কা, সরিষাজাতীয় দ্রব্য ও রৌদ্র-সেবন বা অগ্নিসন্তাপ নিষিদ্ধ। এই ঔষধে অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি প্রশমিত হয়। (ঔষধের উপকরণ ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, সন্ধিগত বাত ও কটীগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগে ইহা ব্যবহার করা উচিত এবং বাত-ব্যাধিতে যেখানে মলবন্ধ থাকে, তথায় ইহা বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা উচিত)।

'রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্য
বাতারিনির্গুণ্ডীরসৈর্দিনৈকম্।
নিবেশয়েত্তাম্রময়ে পুটে তৎ
সর্বং মৃদাবেষ্ট্য চ বালুকাখ্যে॥
যন্ত্রে পুটেদ্দোময়চূর্ণবহ্নৌ
স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেত্তৎ।
নির্গুণ্ডিকাবাতহরাগ্নিতোয়ৈঃ
সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েত্তৎ॥
রসোঽনিলারিঃ কথিতোঽস্য
বল্লমেরণ্ডতৈলেন সসৈন্ধবেন।
মরিচচূর্ণেন সসর্পিষা বা
নির্গুণ্ডীচিত্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্বা॥'

—রস-সা° বাত-চি. ৮।

শোধিত পারদ ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ লইয়া একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে সেই কজ্জলীকে এরণ্ডমূলের রসে ও নিসিন্দাপাতার রসে এক দিন মর্দন করিবে এবং তাম্রনির্মিত কটরার (কর্পট) মধ্যে পুরিয়া মাটির লেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে ঘুটের আগুনে পাক অর্থাৎ ভস্ম করিবে। যখন আগুন নিবিয়া যাইবে ও বালুকা আপনা আপনি শীতল হইবে, তখন এই ঔষধ (ভস্মীভূত তাম্র) বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে এবং নিসিন্দাপাতা এরণ্ডমূল ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধের মাত্রা ১ রতি। অনুপান—এরণ্ডতৈল ও শোধিত গন্ধকচূর্ণ, অথবা মরিচচূর্ণ ও গব্যঘৃত কিংবা ত্রিকটু-(শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ) চূর্ণ, নিসিন্দাপাতার ও চিতামূলের রস।

কবিরাজ শ্রীপ্রিয়ব্রত সেন

অনিলোচিত—১ [ন নিলোচিত—নঞ্‌ তৎ] অবিবেচিত, অনালোচিত। ২ বিণ, বাতোপযুক্ত।

অনিলোড়িত—বিণ, অনভিজ্ঞ।

অনিবত্ত ব্রহ্মদত্ত—বারাণসীর এক জন রাজা। কথিত আছে, তিনি কখনও কোন কাজ অসমাপ্ত রাখিতেন না। একদা উদ্যান-ভ্রমণের পথে তিনি এক অরণ্যে আগুন লাগিয়াছে দেখিতে পাইলেন; ইহা হইতে নিজের যত পাপতাপ দগ্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। অন্য দিন তিনি দেখিলেন যে জেলেরা জালে মাছ ধরিতেছে এবং একটী প্রকাণ্ড মাছ জাল ছিন্ন করিয়া পলাইল। ইহা হইতে সংসার-জাল হইতে মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠে ও তিনি সংসার-ত্যাগ করিয়া

পচেচক বৃক্ষ হন।—সুত্তনি° অথ° ১. ১১৪-১৫০; অপ° অথ° ১. ১৫৯-৬০। খগ্গবিসান সুত্তে (সুত্তনি° ৫. ৬২) তৎকৃত একটী শ্লোক দেখা যায়।

অনিবর্তী—[মৃ--বর্তিন্] ১ বিণ, সাহস, অনিরস্ত। ২ অপ্রত্যাবর্তন। 'যৌবনমনিবর্তি যাতুং তু'—কাব্যপ্র° ১০॥ আপ°॥ ৩ বিষ্ণু ॥ আপ°॥ ৪ পরমেশ্বর ॥ আপ°॥ ৫ জনৈক ভিক্ষু।—ললিত° ২৯৮॥ বো-রো°॥

অনিবার—[ন (নাই) নিবার যাহার—বহু°; স্ত্রী-া] বিণ, অনিবারণীয়, অনিবার্য।

অনিবারিত—[ন নিবারিত—নঞ্তৎ] বিণ, যাহা নিবারণ করা হয় নাই এরূপ, অনিষিদ্ধ, অপ্রতিষিদ্ধ।

অনিবিশমান—বিণ, স্থিতিশূন্য, সর্বদা গমনশীল, অস্থির। 'পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ' —ঋ° ৭. ৪৯. ১॥ বো-রো° আপ°॥

অনিবৃত্ত—বিণ, অবাধ, বাধাশূন্য। 'চিত্রো ন যামন্নশ্বিনোরনিবৃতঃ'—ঋ° ৩. ২৯. ৬॥ বো-রো°॥

অনিবেশন-[বৈদিক] বিণ, বিশ্রামের স্থানবিহীন। 'অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্'—ঋ° ১. ৩২. ১০; নিরুক্ত° ২. ১৬॥ বো-রো°॥

অনিশ—[ন (নাই) নিশা যাহাতে—বহু°] বিণ, ১ রাত্রিবিহীন। ২ যাহাতে নিশা (ছেদ) নাই, অবিরাম, সর্বদা, সতত। ৩ সতত ভীত॥ আপ°॥ ৪ অব্য°, সতত, নিত্য॥ অম° ১. ১. ১. ৬১; অভি ১৫৭১, বো-রো°॥

অনিশিত—[বৈদিক] বিণ, অবিরত, নিরন্তর। 'অনিশিতোঽসি সপত্নক্ষিৎ' বাজ-স° ১.২৯; শ-ব্রা° ৪. ১. ২. ২৫॥ বো-রো° আপ°॥ ~**সর্গ**— নিরন্তর গতিশাল।—ঋ° ১০. ৮৯. ১১॥ বো-রো°॥

অনিশ্চয়—১ [নঞ্তৎ] নিশ্চয়ের অভাব, অনির্ণয়, সন্দেহ। ২ [নঞ্-বহু°; স্ত্রী-া] বিণ, অনিশ্চিত, অপ্রত্যয়, সন্দেহযুক্ত। বি—অনিশ্চয়তা।

অনিশ্চিত—[নঞ্তৎ; স্ত্রী-া] বিণ, যাহার নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই এরূপ, অস্থির, সন্দেহপূর্ণ, অনির্ণীত।

অনিশ্চিন্ত্য—[ন নিশ্চিন্ত্য—নঞ্তৎ স্ত্রী—া] বিণ, যাহা নিশ্চিতভাবে চিন্তনীয় নহে, দুর্বোধ। 'অপ্রতর্ক্যমনিশ্চিন্ত্যং দৈবং কর্ম সনাতনম্'।—রা° (গো°) ৫. ৮১. ৬॥ বো-রো°॥

অনিষিদ্ধ—[বৈদিক। নঞ্তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ, অনিবারিত। বি— ~া।

অনিষ্কৃত—[স্ত্রী- -া] বিণ, অসমাপ্ত, অব্যবস্থিত, অসংস্কৃত।—ঋ° ৮. ৮৮. ৮, ৯. ৩৯. ২॥ বো-রো°॥

অনিষ্কৃতৈনস্—অবিবেচিত পাপ বা অপরাধ।

অনিষ্ট—[নঞ্তৎ] বিণ, ১ ইষ্টবিরোধী। 'নানিষ্টো হব্যশাস্ততে'—রা° (গো°) ৩. ১৪. ২৩; বোপ° ২৬. ১৬। ২ অনভিলষিত। 'ধ্যায়ত্যনিষ্টং যৎকিঞ্চিৎপাণিগ্রাহস্য চেতসা' —মনু° ৯. ২১। ৩ নিষিদ্ধ॥ আপ°॥ ৪ অমঙ্গল, অশুভ। 'অনিষ্টমাশঙ্ক্য'—বিদূষক, ২৬; 'শঙ্কানিষ্টোৎপ্রেক্ষণম্'—অভি° ৩১৫॥ বো-রো°॥ ৫ কুৎসিত, নিন্দিত। 'এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্তন্তে সর্বকর্মসু। সর্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ'—মনু° ৯. ৩১৯॥ বো-রো°॥ ৬ ধর্মবিরোধী, শাস্ত্রবিরোধী।—মনু° ৭. ১৩। ৭ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অপূজিত (দেবতাদি)। 'তদ্বৈ নিরূপ্তং হবিরাসীদনিষ্টা দেবতা'—শ-ব্রা° ৩. ২. ৩. ৭; ৫. ২. ৭; ৫. ২. ২. ১; কা-শ্রৌ° ২৫. ৫. ১১॥ বো-রো° আপ°॥ ৮ ক্লী°, পাপ, দুঃখ, অপকার। 'ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসাহাম্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী'—কুমার° ৫. ৪২॥ আপ°॥ ৯ অশুভলক্ষণ। 'প্রাতরেব অনিষ্টদর্শনং জাতম্'—হিতো° ১॥ আপ°॥ ~**কর**,-**কারক**,-**জনক**—বিণ, আহতকর, অপকারী। ~**গ্রহ**—অশুভ গ্রহ, দুষ্ট গ্রহ। ~**চিন্তা**— অহিত-সাধনের কল্পনা। ~**দুষ্টধী**— বিণ, অনিষ্টকারক বুদ্ধিসম্পন্ন। ~া—স্ত্রী°, নাগবলা বৃক্ষবি°। sida alba L.॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো°॥

অনিষ্টকর্মা—[মৃ°-কর্মন্] ১ ঋগ্বেদের এক জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বায়ুর স্তুতি-সূচক কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র ইঁহার রচিত।—ঋ° ১০. ১৬৮. ১। ২ শূদ্রবংশীয় মগধরাজ দৃঢ়মানের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম হানেয়।—ভা° ১২. ১. ২৩।

অনিষ্টী—[মৃ°-ইন্] বিণ, যে যাগ করে নাই। 'রাজ্ঞো রাজসূয়োঽনিষ্টিনো বাজপেয়েন।'—কা-শ্রৌ° ১৫. ১. ১. ২॥ বো-রো°॥

অনিষ্টৃত—[বৈদিক] বিণ, আঘাতশূন্য, নিরাঘাত, অক্ষত। 'উপসত্তা বর্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ'—বাজ-স° ২৭. ৪. ৭.॥ বো-রো°॥

অনিষ্ঠ—[নঞ্-বহু°] বিণ, শ্রদ্ধাহীন, নিষ্ঠারহিত।—পঞ্চত° ১. ৭০॥ ব-শব্দ°॥

অনিষ্ঠুর—[নঞ্তৎ] ১ নিষ্ঠুর নয় এরূপ, সদয়। 'প্রগল্ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ'—হিতো° ৬. ১০৫। ২ মধুর, অপরুষ॥ ব-শব্দ°॥

অনিষ্ণাত—[নঞ্তৎ] বিণ, অনিপুণ, অপটু, অনভিজ্ঞ।

অনিষ্পত্তি—[নঞ্তৎ] স্ত্রী°, নিষ্পত্তির অভাব, মীমাংসারহিত।

অনিষ্পত্র—[নঞ্-বহু°] ক্রি-বিণ, অবিভক্ত বাণ, যে বাণের কোন অংশ বা পশ্চাতের পালক খণ্ডিত হয় নাই।—কা-শ্রৌ° ১৩. ৩. ১২॥ বো-রো°॥

অনিসস্সুকী সুত্ত—পালি সংযুক্তনিকায়ের (৪. ২৪৪) সুত্ত-বি°। এই সুত্তে অক্রোধী, সংযতবাক্, বিনীত ও বিশ্বস্ত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এরূপ স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে সুখী হয়।

অনিস্তব্ধ—[নঞ্তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, অস্থির, অনভিভূত।

অনিস্তীর্ণ—বিণ, ১ অনুত্তীর্ণ, অমুক্ত। ২ অনুত্তর, অনভিযোগ। ~**াভিযোগ**—যে

অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করে নাই ॥ আপ্° ॥

অনীক—১ [√অন্+ঈক (ঈকন্)-৭; উণা° ৪. ১৭] যাহা দ্বারা বাঁচে, সৈনিক পুরুষ, সেনা। 'দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্'—গী° ১. ২ ॥ অম° ২. ৪, ২. ৪৬; ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৩; অভি° ৭৪৬; মে° ৪১ ॥ ২ সমূহ, নিচয়। 'নবাম্বুদানীক'—রঘু° ৩. ৫৩; হিতো° ৩.৮০। ৩ ক্লী°, যুদ্ধ, কলহ ॥ অম° ২. ৮. ২. ৭৩; ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৩; অভি° ৭৯৭; মে° ৪১ বো-রো° ॥ ৪ শ্রেণী, সারি। 'যুংক্তে গবামরুণানামনীকম্'—ঋ° ১. ১২৪. ১১; 'অগ্নিমনীকং কৃত্বা'—শ-ব্রা° ২. ৫. ৩. ২ ॥ বো-রো° ॥ ৫ সেনামুখ, সেনাপতি। 'স্থিরা ধন্বান্যায়ুধা রথেষু বোঽনী-কেষ্বধি শ্রিয়ঃ'—ঋ° ৮. ২০. ১২; 'অক্ষ্যৌ নৌ মধুসঙ্কাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্'—অ° ৭. ৩৬. ॥ বো-রো° ॥ ৬ মুখ ॥ আপ্° ॥ ৭ অগ্র, সূক্ষ্মাগ্র। 'তামস্য রীতিং পরশোরিব প্রত্যনীকমখ্যম্'—ঋ° ৫. ৪৮. ৪; শ-ব্রা° ২. ৩. ৩. ১০; ঐ-ব্রা° ১. ২৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~বান্—১ [মৃ°-বৎ। বৈদিক] বিণ, সম্মুখে স্থাপিত, সর্বাগ্রে রক্ষিত। 'অনীকবন্তমূতয়েঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে'—আশ্ব-শ্রৌ° ২. ১৮; 'অগ্নয়েঽনীকবতে প্রথম-জানালভতে'—বাজ-স° ২৪. ১৬; ২৯. ৫৯; শ-ব্রা° ৫. ৩. ১. ১.; কা-শ্রৌ° ৫. ৬. ২ ॥ বো-রো° ॥ ২ সবনাগ্নির পুত্র অদ্ভুত। অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি। বিবিচির পুত্র অর্ক। অর্কের পুত্র অনীকবান্।—বায়ু° ২৯. ৩৮-৪০; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯. ৪০। ~বিদারণ—জয়দ্রথের ভ্রাতা।—মহা° ৩. ২৬৬. ১৩। [জয়দ্রথ দ্র°]। ~শঃ—[মৃ°-শস্] ক্রি-বিণ, শ্রেণীতে, পঙ্‌ক্তিতে। 'সেনাঃ পরাজিতা যতীরমিত্রাণামনীকশঃ'—অ° ৫. ২১. ৯; ৬. ১০৩. ৩. ॥ বো-রো° ॥

অনীকস্থ—১ রণগত সৈন্য ॥ মে° অভি° ॥ ২ রাজরক্ষিসৈন্য ॥ অম° ২. ৮. ১.৬, অভি° ৭২২, মে° ॥ ৩ হস্তিপক, মাহুত ॥ অভি° ॥ ৪ রণবাদ্য ॥ অভি° মে° ॥ ৫ ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন ॥ অভি° মে° বো রো° ॥ ৬ [অনীক+√স্থা+ড ক] বিণ, যুদ্ধস্থিত।

অনীকঙ্গ—১ রাজা দ্বিতীয় বিক্রমবাহুর পুত্র। বীরদেব কর্তৃক ইনি নিহত হন।—চূলবংস, ৬১. ৪০। ২ প্রাচীন ভারতের এক জন বীর। ইনি মহাদিপাদ নামে পরিচিত। ১২০৯ খ্রী° রাজা ধম্মাসোককে (ধর্মাশোক) নিহত করিয়া ইনি পুলত্থিনগরে ১৭ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বিক্কন্তচমূনক্ক কর্তৃক নিহত হন।—চূলবংস, ৮০. ৪৩ ॥ MDPP ॥

অনীকিনী—[অনীক+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্] স্ত্রী°, ১০,৯৩৫ পদাতি, ৬৫৬১ অশ্ব, ২১৮৭ গজ, ২১৮৭ রথ—সমুদয়ে ২১৮৭০ সংখ্যক সেনাদল ॥ অম° ২. ৮. ২. ৪৬, অভি° ৭৪৫. মে° ॥ [অক্ষৌহিণী দ্র°]

অনীচ—[নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ নীচ ভিন্ন, উন্নত।—মাঘ° ৬. ৭৪। ২ ভদ্র, সাধু, শোভন। ৩ অনুদাত্তস্বরে অনুচ্চারিত।

অনীচিদর্শী—[মৃ°-দর্শিন্] এক জন বুদ্ধ ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ১৬, শব্দ° বো-রো° ॥

অনীঘ—পালিপিটকে বর্ণিত এক জন পচ্চেকবুদ্ধ।—মজ্ঝিম° ৩. ৭০; অপ° অথ° ১. ১০৭।

অনীড়—১ অগ্নির নামবি°। ২ অবয়বশূন্য ॥ আপ্° ॥ ৩ বিণ, বাসস্থানহীন। 'শাক্মনা শাকো অরুণঃ সুপর্ণ আ যো মহঃ শূরঃ সনাদনীড়ঃ'—ঋ° ১০. ৫৫. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অনীতি—[নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, দুর্নীতি, নীতিবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান। 'তদনীতি-রনুষ্ঠিতানেন'—পঞ্চত° ১৪৩. ২৫ ॥ বো-রো° ॥

অনীতিক সুত্ত, ধম্ম সুত্ত—পালিপিটকের সুত্ত-বি°। এই সুত্তে সমস্ত অনিষ্ট হইতে মুক্ত অবস্থা এবং উহা যে পথে চালিত করে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আছে।—সংযুত্ত° ৪. ৩৭১।

অনীল—১ সর্পবি°।—মহা° ১. ৩৫. ৭। ২ বিণ, শুভ্র, নীল নহে ॥ আপ্° ॥ ~বাজী—[মৃ°-বাজিন্] শ্বেত অশ্বারোহী, অর্জুন।—কিরাত° ১৪. ২৬ ॥ আপ° ॥

অনীশ—১ বিষ্ণু ॥ আপ্° ॥ ২ শিব ॥ বো-রো° ॥ ৩ দরিদ্র।—মহা° ১৩. ৬০. ৪। ৪ [নঞ্‌তৎ] বিণ, অসমর্থ, অশক্ত। ৫ অস্বামী, অপ্রভু। 'অনীশয়া শরীরস্য হৃদয়ং স্ববশং ময়ি'—বিক্রমো° ২. ১৩৪; মনু° ৯. ১০৪ ॥ আপ্° ॥ ৬ অস্বতন্ত্র। ৭ [ন ঈশ যাহার—নঞ্-বহু°] প্রভুহীন, অনীশ্বর, ঈশহীন। 'সর্বপ্রভুরনীশস্তম্'—রঘু° ১০ ২০। ~া—স্ত্রী°, দীনভাব। 'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্য-মানঃ'—মুণ্ড-উ° ৩. ১. ২=শ্বেত-উ° ৪. ৭ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনীশ্বর—[বৈদিক। ন ঈশ্বর যাহার—বহু°; স্ত্রী—া] ১ বিণ, ঈশ্বরহীন। ২ অশক্ত, অসমর্থ। 'শয়িতা সবিধেপ্য-নীশ্বরা সফলীকর্তুমহো মনোরথান্'—ভামিনী° ২. ১৪২ ॥ আপ্° ॥ ৩ যাহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নহে। 'দহেৎ—ধ্যানেনা-নীশ্বরান্‌গুণান্'—মনু° ৬. ৭২ ॥ বো-রো° ॥ ৪ নিরীশ্বর (বাদ)। ~বাদ—নাস্তিকবাদ ॥ আপ্° ॥ ~বাদী—[মৃ°-বাদিন্] ঈশ্বর নাই এই মতবাদ যে পোষণ করে।

অনীহ—১ [নঞ্-বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, নিরীহ, নিস্পৃহ। ২ অযোধ্যার নরপতি দেবানীকের পুত্র।—ভা° ৯. ১২. ২। ~া—১ [নঞ্-বহু°] স্ত্রী°, ঈহাশূন্যা। ২ [নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, চেষ্টাভাব, উদ্যমাভাব, অনুৎসাহ।

অনীহিত—[নঞ্‌তৎ] বিণ, অসন্তোষ-জনক, অনিচ্ছিত ॥ আপ্° ॥

অনু—[উপসর্গ, কর্মপ্রবচনীয়, গতি, নিপাত দ্র°। √অন্ (=বিদ্যমান থাকা) +উ—কর্তৃ°—বাহুলকাৎ। সাধারণতঃ কোষকারগণ এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অনু শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা সঙ্গত নয়। ভাষাতত্ত্বানুশীলনে জানিতে পারা যায় যে সম্ভবতঃ 'অনু' ব্যুৎপত্তি হিসাবে 'আ'র (=অভিমুখে towards) সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। 'আ'র প্রাচীনতমরূপ 'আঁ'=আঁস্

(‘আ’ দ্র°)। বৈদিক—অনু; অবে°—অনু; গ্রী°-ano; গথিক্-ana; প্রা° হাইজার্মান-ana, Ags.-on; জার্মান -an; লাটিন-au.] অব্য°, প্রাদি বিংশতি উপসর্গের অন্যতম। এই অব্যয়টী সাধারণতঃ অন্যান্য উপসর্গের সহিত ব্যবহৃত হইলে সর্বপ্রথম বসিয়া থাকে, যথা—অনু+আ, অনু+প্র, অনু+পরি, অনু+বি, অনু+সম্। এইরূপ উপসর্গে দ্বিতীয় স্থানে অনুর প্রয়োগ বিরল। মাত্র একটী স্থানে আমরা পাই—‘সমনু’; আর অন্যত্র পাই—‘অভ্যনু’ (অভ্যনুমোদতি, অভ্যনুমোদনম্)। অনু উপসর্গের অর্থ সম্ উপসর্গে অনেকটা পাওয়া যায়। অনুর বিপরীত ‘প্রতি’। অনেক সময় দুইটী একই সমাসে পাওয়া যায়, যেমন—অনুলোম, অনুবাত, প্রতিলোম, প্রতিবাত। ইহা পৃথক্‌করণযোগ্য অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়। বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে এবং কখনও কখনও মহাকাব্যে ক্রিয়ার উপ-সর্গরূপে প্রযুক্ত হইলেও ‘অনু’ ক্রিয়া হইতে দূরে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। জার্মান ভাষায় এইরূপ উপসর্গের প্রয়োগ-বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে কখন কখন ইহার ক্রিয়ার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন ‘অনু’র অর্থ পশ্চাৎ, অনন্তর, পরে এইরূপ হইয়া থাকে, যথা—অনু + √ ই = পশ্চাদ্‌গমন করা, এই মূল অর্থ আনন্তর্য হইতে ক্রমশঃ ‘সহিত’ (along), মধ্য দিয়া (through) প্রভৃতি অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

পৃথক্‌করণযোগ্য অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইলে ইহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বিশেষ্যে দ্বিতীয়া (কর্ম) বিভক্তি হইবে। ক্রিয়ার প্রভাব দ্যোতিত হইলে ইহার অর্থ বৈদিক সাহিত্যে পশ্চাৎ (after), সঙ্গে সঙ্গে (along), বরাবর (throughout) এইরূপ হইয়া থাকে—‘পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু।’---ঋ° ১. ২৫. ১৬। ‘ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পর্যু্প প্র যন্তি ধীতয়ঃ। ঋতস্য পথ্যা অনু।’---ঋ° ৩. ১২. ৭। ‘যদন্তরিক্ষে যদ্দিবি যৎপঞ্চ মানুষাঁ অনু।’---ঋ° ৮.৯.১। ‘পৃথিবীং অনু।’—বাজ-স° ১৩. ৬। বিশেষ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইলে অনু অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।

অব্যয়ীভাব, যথা—অনুরথম্, অনু-জ্যেষ্ঠম্, অনুগঙ্গং বারাণসী, অনুবনমশনি-র্গতঃ, অনুক্রমম্, অনুদিনম্।

তৎপুরুষ, যথা—অনুকনীয়স্, অনু-কল্প, অনুনায়িকা, অনুকূল, অনুলোম, অনুব্রাহ্মণ, অনুলাপ।

বহুব্রীহি, যথা—অনুগুণ, অনুরূপ।

বৌদ্ধসাহিত্যে অনু উপসর্গের অর্থ অধিকাংশ স্থলে অপ (অব স্থানে), অভি বা অব উপসর্গের অনুরূপ। পালি ‘অনু’= বৈদিক ‘অপ’। অনুদ্ধস্ত দ্র°; পালি ‘অনু’ =সংস্কৃত ‘অভি’, যথা—অনু-গিজ্ঝতি, অনুক্রহেতি, অনুসংপহতি: পালি ‘অনু’ =স অব—অনুকস্ততি, অনুকস্সতি, অনু-কিণ্ণ, অনুগাহতি, অনুবুজ্ঝতি, অনুবোধ, অনুবজ্জ।

মেদিনীকোষে অনুর অর্থ দেওয়া হইয়াছে---

‘অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি
লক্ষণেথম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাস্বনুক্রমে।
আয়ামে চ সমীপে চ॥’

১ হীন। ‘অনু হরিং সুরাঃ=হরেহীনাঃ’—পা° ১. ৪. ৮৬; ‘মিত্রলাভমনু লাভসম্পদঃ’—কিরাত° ১৩. ৫২; ২ তৃতীয়ার্থ, সহার্থ। ‘নদীমনু অবসিতা সেনা’—পা° ১. ৪. ৮৫; ‘প্রমদামনু সংস্থিতঃ’—রঘু° ৮. ৭২। ৩ পশ্চাৎ।--পা° ২. ১. ৬; অম° ৩. ৪. ২২, অভি° ৭. ৩০। ৪ সাদৃশ্য, সাম্য।—কুমার° ৬. ৪০; অম° নিরুক্ত° ১. ৩। ৫ লক্ষণ, চিহ্ন।—পা° ১. ৪. ৮৪, ৯০, (‘জলানি যা) বহত্যযোধ্যামনু রাজধানীম্’—রঘু° ১৩. ৬১। ৬ ইত্থম্ভূতস্থান, ইত্থম্ভাব, বিষয়বিষয়িভাব। ‘ভক্তো বিষ্ণুমনু’—পা° ১. ৪. ৯০.। ৭ ভাগ, স্বস্বামিভাব। ‘লক্ষ্মীর্হরিমনু’—পা° ১. ৪. ৯০ (কাশিকা)। ৮ বীপ্সা। যেমন—অনুদিবসম্, অনুক্ষণম্, ‘বৃক্ষং বৃক্ষমনু সিঞ্চতি।’—পা° ১. ৪. ৯০; বোপ° ৫. ৭। ৯ অনুক্রম, আনুপূর্ব্য, যথাক্রম। ‘অনু-জ্যেষ্ঠং প্রবিশন্তু ভবন্তঃ’—পা° ২. ১. ৬। ১০ আয়াম, দৈর্ঘ্য।—পা° ২. ১. ১৩। ১১ সমীপ, যৎসময়, সন্নিধ।—পা° ২. ১. ১৫.। ‘প্রজিধায় কান্তমনু মুগ্ধতরঃ—শিশু° ৯. ৫৫॥ আপ°॥

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যাকরণসম্মত অর্থেও অনুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়:—

১ অনুগত। ‘তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ’—রা: (গো:) ৪. ১২; রঘু° ৪. ১২। ২ অনুষ্ঠান।—কুমার° ১. ১৭। ৩ হেতু।—রা° (গো°) ৬. ১০. ২৩।

অনু₂—[ইনু > মৈ° অনু; তু° বৈ-সা° অনু] কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি। ‘ভালে বুঝনু, অলপে চিহ্ননু’—বি-প°।

অনু₃—সোমবংশীয় নহুষপুত্র যযাতি ও দৈত্যপতি বৃষপর্বকন্যা শর্মিষ্ঠার অন্যতম পুত্র।—মহা° ১. ৬৭. ৭; মৎস্যপু° ৩৩. ১৩; লিঙ্গপু° পূ° ৬৬. ৬২-৫; অগ্নিপু° ১২. ৩; ২৭৪. ২৩। যযাতির জরা-গ্রহণে অস্বীকৃত অনুকে যযাতি অভিশাপ দিলেন।—মৎস্যপু° ৩৩. ২৪। অনু হইতে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হয়।—মৎস্যপু° ৩৩. ২৪। [যযাতি দ্র°] অনুকে উত্তর খণ্ডের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুর তিনপুত্র—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু।—বিষ্ণুপু° ৪.১৮.১। ২ যদুবংশীয় কুরুর পুত্র। অনুর পুত্র পুরুকুৎস।—কূর্মপু° ২৪. ৩০। ৩ কুরুবংশকের পুত্র অনু। অনুর পুত্র-পুরুস্বান।—লিঙ্গপু° পূ° ৬৮. ৪৮-৫০। ৪ যযাতিবংশায় মধুর পুত্র কুরুবশ, কুরুবশের পুত্র অনু।—ভা° ৯. ২৪. ৫। ৫ যযাতিবংশীয় কপোতরোমার পুত্র অনু। অনুর পুত্র অন্ধক।—ভা° ৯. ২৪. ২০। ৬ পুরুবংশজাত অঙ্গারসেতুর পুত্র গান্ধার। গান্ধারের পুত্র অনু, অনুর পুত্র ধর্ম।—হরি° হরি° ৩২. ২৬-৭।

অনু₄—ব্যাবিলন দেশের প্রাচীন ত্রিমূর্তি-

বিশিষ্ট দেবতাবিশেষের প্রথম দেবতা; অপর দুইটীর নাম এন্‌লিল ও এয়া। তিনি দেবতাবর্গের রাজা ও আদি দেবতা বলিয়া কথিত হইতেন। দক্ষিণ-ব্যাবিলোনীয়ার এরেক নগরে অনুর পূজা প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীনকালে টাইগ্রিসের পূর্বে ডের নামক স্থান হইতে ইহা স্থানান্তরিত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছে। পূর্বে এরেকে অনু তাঁহার কন্যা স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনিনি ইস্তারের সহিত এক সঙ্গে পূজিত হইতেন। অনুকে নভোমণ্ডলের অধিপতি বলিয়া অনুমান করা হয়। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় যুগে অর্থাৎ হাম্মুরাবীর পূর্বে অনু স্বর্গের অধিপতি, এন্‌লিল মর্ত্যের ও এয়া জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

অনুক—[অনু+কন্—পা° ৫. ২. ৭৪; অনুকাময়তে ইতি অনুকঃ কমিতা—সি-কৌ°] বিণ, ১ লোভী, অভিলাষী। ২ কামুক, কামী, লম্পট॥ অম° ৩. ১. ২৩; অভি° ৪৩৪॥ বো-রো° ॥ ৩ ঢালু। 'বাচমনুকামাত্মনোঽনুকুরুত'—শ-ব্রা° ৩. ৯. ১. ৭॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুকথন — [অনু+√কথি+অন (ল্যুট্)-ভা°] ক্লী°, ১ পুনরুল্লেখ, অনুভাষণ। 'আদেশঃ কথনং, অন্বাদেশোঽনুকথনম্'—পা° ২. ৪. ৩২ (কাশিকা)। ২ যথাক্রমে বর্ণন, কথোপকথন, সংবাদপ্রদান। 'ততো বানররাজেন বৈরানুকথনম্'—রা° (গো°) ১. ১. ৬॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুকদলী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, ১ কদলী-বি°। ২ কাশতৃণ।

অনুকনখলম্—অব্য°, কনখল-পর্বতের সন্নিকটে। কনখলের আধুনিক নাম—কন্খল।—মেঘ° পূ° ৫১।

অনুকনীয়স্—[মু° - য়স্] বিণ, কনিষ্ঠ হইতেও কনিষ্ঠ।—পা° ৬. ২. ১৮৯।

অনুকম্পক—[অনু+√কম্প্+অক (ণ্বুল্)-কর্তৃ; স্ত্রী—-ম্পিকা] বিণ, দয়ালু, অনুকম্পাকারক, কৃপালু, কৃপাবান্। 'সর্বভূতানুকম্পকঃ'—মনু° ৬. ৮॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুকম্পক সুত্ত—পালিসুত্ত-বি°। এই সুত্তে আশ্রমবাসী ভিক্ষু যে পঞ্চ উপায়ে তাঁহার গৃহী ভক্তগণের প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করিবে, তাহার আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ৩. ২৬৩।

অনুকম্পন—১ [অনু+√কম্প্+ল্যুট্-ভা°] ক্লী°, দয়া, কৃপা, অনুকম্পা। ২ নামান্তর—অকম্পন। [অকম্পন দ্র°]

অনুকম্পা—[অনু+√কম্প্+অ-ভা°+আপ্] স্ত্রী°, দয়া, করুণা, অন্যের অবস্থা দর্শনে আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা। 'তেষামেবানুকম্পার্থম্'—গী° ১০. ১১; 'ময্যনুকম্পয়া'—রঘু° ২. ৬৩॥ বো-রো° ॥

অনুকম্পী—[মু°-কম্পিন্। অনু+√কম্প্+ইন্ (ণিনি)-ক] অনুকম্পাকারী, সদয়। 'ভক্তানুকম্পী ভূতানাং তথা'—রা°(গো°) ৬. ৭০. ৩৮।

অনুকম্প্য—[অনু+√কম্প্(ণ্যৎ)-কর্ম; স্ত্রী - -া] বিণ, অনুকম্পার পাত্র, অনুগ্রাহ্য, কৃপার্হ।—রঘু° ১৪. ৭৪॥ কাব্যপ্র° শব্দ° ॥ ২ তরস্বী, বেগবান্। —হারাবলী, ২৫২।

অনুকর—[সং অনু+√কৃ >√অনুকর্ >বাং√অনুকর; অপ্র°] অনুকরণ করা।

অনুকরণ—[অ+√কৃ+ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, প্রতিরূপকরণ, সদৃশীকরণ, নকল করা। যেমন, অবজ্ঞানুকরণ, শব্দানুকরণ।—নিরুক্ত° ৯. ১২. ১৪; পা° ৫. ৪. ৫৭; বোপ° ৭. ৮৭॥ বো-রো° ॥ ~**প্রবৃত্তি**—স্ত্রী°, তুল্য কার্য করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা। ~**প্রিয়**—[বহু°; স্ত্রী - -া] বিণ, যে নকল করিতে ভালবাসে। বি°—প্রিয়তা,-ত্ব। ~**বৃত্তি**—স্ত্রী°, প্রাণিগণ যে বৃত্তির দ্বারা কোন বিষয় দেখিয়া বা শুনিয়া সেইরূপ নকল করিতে প্রবৃত্ত হয়। ~**নীয়**—[অনু+√কৃ+অনীয়-কর্ম°] বিণ, অনুকরণ করিবার যোগ্য, যাহা দেখিয়া সেইরূপ করা প্রয়োজন এরূপ। ~**বিচার**—ন্যায়গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গদাধর।—L. 2314. Cat. Cat.

অনুকর্ণ— [বৈদ্যক] ক্লী°, কর্ণসমীপস্থ স্থান। 'অনুকর্ণং ললাটান্তে শঙ্খৌ সদ্যোবিনাশনৌ'—অ-হৃ-উ° ৪ অ°। অর্থাৎ ললাটের প্রান্তভাগে কর্ণসমীপে 'শঙ্খ' নামক মর্মদ্বয় (দক্ষিণ ও বামভেদে) অবস্থিত; উহা আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণবিয়োগ ঘটে।

অনুকর্তা—[মু°—কর্তৃ। অনু+√কৃ+তৃণ্-ক, স্ত্রী- -কর্ত্রী] বিণ, অনুকরণকারী, অন্যের অভিনয়কারী—সা-দ° ২৮. ১৭।

অনুকর্মা—বিশ্বদেবগণের অন্যতম। বিশ্বদেবগণ শ্রাদ্ধভাগার্হ।—মহা° ১৩. ৯১।

অনুকর্ষ—১ [অনু+√কৃষ্+অল্-ভা°] পশ্চাৎ আকর্ষণ॥ মে° শব্দ° ॥ ২ (ব্যাকরণ) পূর্বসূত্রস্থ বিধির পরসূত্রে অনুবর্তন।—পা° ২. ২. ৪। ৩ [অনু+√কৃষ্+অল্ (কর্ম)] রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ।—লিঙ্গপু° পূ° ৭২. ৬॥ অম° ২. ৮. ২. ২৫; অভি° ৭৫৭; মে° ॥ ক্লী°,—অনুকর্ষণ।

অনুকল্প—[অনু+√কৃপ্+অল্-কর্ম°] যাহা গৌণভাবে বিহিত, গৌণকল্প, অপ্রধান-কল্প, মুখ্যের স্থানপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।—মনু° ৪. ১৪৭; যাজ্ঞ-স° ২. ৩।

অনুকাঙ্ক্ষী—[মু-কাঙ্ক্ষিন্] বিণ, ইচ্ছু, অভিলাষী।—দশকু° ১. ৩২॥ বো-রো° ॥

অনুকাম—১ [কামস্য সদৃশঃ অনুরূপী বা] বিণ, ইচ্ছানুযায়ী, অপরের ইচ্ছার অনুরূপ। ২ [অনুকাময়তে কম্ অচ্] ইচ্ছাপূর্ণ, কামনাপূর্ণ। ৩ অব্য°, যথেচ্ছা, যথাকাম। 'অনুকামং গামী'—পা° ৫. ২. ১১। ~**ীন**— [অনুকাম+খ] বিণ, স্বচ্ছন্দচারী, কামগামী, স্বেচ্ছাবিহারী। ॥ অম° শব্দ° ॥

অনুকার—[অনু+√কৃ+ঘঞ্-ভা°] সদৃশীকরণ, অনুকরণ। পর্যায় ১ অনুহার॥ অম° ॥ ২ উপমা॥ শ্রুতি° ॥ ~**ী**—[মু°-রিন্] বিণ, যে অনুকরণ করে, অনুহারক।

অনুকাল—১ [কালস্য যোগঃ] বিণ, কালযোগ্য, সময়ের অনুরূপ। -২ অব্য°

ঠিক সময়ে, কালানুরূপ। 'ভোজনাচ্ছাদনং দদ্যাদনুকালং বিশেষতঃ। ভূষণান্তং চ নারীণাম্'—পঞ্চত° ৫. ৫১॥ বো-রো°॥

অনুকীর্ণ—বিণ, ব্যাপ্ত, বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত।

অনুকীর্তন —[অনু+√কৃৎ+ল্যুট্ -ভা°] ক্লী°, ১ যথাক্রমে বর্ণন, ক্রমিক বর্ণন। 'দোষানুকীর্তনাৎ'—কথা-স° ৪. ১২১॥ বো- রো°॥ ২ বিঘোষণ॥ আপ°॥

অনুকূল — [অনুগতঃ কূলং তটং স্নেহাদিবর্ধনং বা] বিণ, (জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে সমীপাগত কূল যেমন সহায়) ১ তটের অভিমুখ, পক্ষপাতী, কূলানুযায়ী। 'মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং' —মেঘ° ৯; 'অগ্নিরিবৈতু প্রতিকূলমনুকূলমি-বোদকম্'—অ° ৫. ১৪. ৩;'অনুকূলো মে বিধিঃ' —পঞ্চত° ১২০. ১৬; সুশ্রু° ১. ৬৯. ১১॥ বো- রো°॥ ২ সহচর, সহায়, সদয়। 'সুকন্যয়া সহারণ্যে বিজহারানুকূলয়া'—মহা° ১৩. ২৫. ১১॥ ব-শব্দ°॥ ৩ দক্ষিণ॥ শব্দ°॥ ৪ [অলঙ্কারশা°] পতিভেদ, নায়ক-বি°। যে নায়ক একটী মাত্র বনিতাতে আসক্ত অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহাকে অনুকূল-নায়ক বলে। 'অনুকূল একনিরতঃ। একস্যামেব নায়িকায়ামাসক্তঃ'—সা-দ° ৩. ৪৫। লক্ষণ—'সদা পরাঙ্গনাপরাঙ্মুখত্বে সতি স্বস্ত্র্যনুরক্তম্'—রসমঞ্জরী॥ শব্দ°॥ ৫ ক্লী°, অলঙ্কারবি°। যেখানে প্রতিকূলতার কারণটী আনুকূল্যের কারণ হয়, সেখানে 'অনুকূল' অলঙ্কার হয়। 'অনুকূলং প্রাতিকূল্যমনু-কূলানুবন্ধি চেৎ'—সা-দ° ১০. ৮৪। 'অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজ পাশে বান্ধি কর দণ্ড'—বিদ্যাসু°। শাস্তিদান প্রতিকূল বটে, কিন্তু এরূপ দণ্ড অনুকূল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ৬ সকলের আত্মা, বিষ্ণুর নামবি°॥ আপ°॥ ~া—১ [বৈদ্যক] স্ত্রী°, দন্তী বৃক্ষ croton polyandrum. [দন্তী দ্র°] ২ একাদশমাত্রা-যুক্ত ছন্দোবি°।—⏑⏑—— । ⏑⏑⏑ ⏑ —— 'বল্গবেশা মুররিপুমূর্তির্গোপ-মৃগাক্ষী কৃতরতিপূর্তিঃ। বাঞ্ছিতসিদ্ধ্যৈ প্রণতি-পরস্ত স্তাদনুকূলা জগতি ন কস্ত'॥ নামা-ন্তর—কুট্মলদন্তী, মৌক্তিকমালা ও শ্রী।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইঁহার পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর গ্রামে। জন্ম—১৮২৯ খ্রী° কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটায়। মৃত্যু—১৮৭১ খ্রী° ১৭ই অগস্ট, ৪২ বৎসর বয়সে। ইনি দেওয়ান বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। শিক্ষা—বাল্যকালে জনৈক মুন্সীর নিকট পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শেখেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে ইনি গোবিন্দ বসাকের স্কুলে ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর দুই বৎসর পরে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এই সময় ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-কর্তৃক সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় ইনি কলেজ ছাড়িয়া হাওড়া ফৌজদারী কোর্টে নাজির পদ গ্রহণ করেন। ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসরের পর এই চাকুরী ছাড়িয়া দেন এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ খ্রী° ইনি আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খ্রী° ২৭শে ডিসেম্বর ইনি জুনিয়ার গভর্নমেন্ট উকীল এবং ১৮৭০ খ্রী° ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ২৯শে ফেব্রুয়ারী 'Faculty of Law'র সভ্য হন। ১৮৭০ খ্রী° ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৭০ খ্রী° ৬ই ডিসেম্বর ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং আট মাস কাল কার্য করিবার পর ইনি পরলোক গমন করেন।

অনুকূলতা — [অনুকূল + তা—ভাবার্থে] স্ত্রী°, ১ সহায়তা, আনুকূল্য, অনুগ্রহ। 'অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্ত বর্তিতুম্'—রা° (গো°) ২. ২৬. ২৫॥ অভি° ১৩৭৭, বো-রো°॥ ২ প্রসন্নতা 'দৈবানু-কূলতা°'—পঞ্চত° ২৬৩. ১২॥ বো-রো°॥

অনুকেবট্ট—জাতকে বর্ণিত এক কূটনীতিপরায়ণ চতুর ব্রাহ্মণ। চূলণি ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক বিদেহ অবরুদ্ধ হইলে মহোসধ কর্তৃক ইনি প্রতীকারার্থ নিযুক্ত হন। অনুকেবট্ট স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার ভাণ করিয়া অবরোধকারীর সহিত মিলিত হন এবং তাঁহারই পরামর্শে ব্রহ্মদত্ত আক্রমণ ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।—জাতক ৬. ৪০৬. ৯॥ MDPP॥

অনুকৃতি—[বৈদিক। অনু+ √কৃ + ক্তিন্-ভা°] স্ত্রী°, সদৃশীকরণ, অনুকরণ। 'তামনুকৃতিমস্কন্নাং বৎসতরীমাজন্তি গোম-ক্রয়ণীম্'—ঐ-ব্রা° ১. ২৭। ২ শব্দানু-কৃতি॥ নিরুক্ত ৩. ১৮, মেঘ° পূ° ৭০; ত্রিকাণ্ড°॥

অনুক্ত—[ন উক্ত—নঞ্-তৎ] বিণ, ১ [ব্যাকরণে] অনভিহিত, যাহা উক্ত বা কথিত হয় নাই, অকথিত, অপ্রধান (কর্তা বা কর্ম)।—পা° ২. ৩. ২. (কাশিকা)। ২ অব্যক্ত, যাহা বলা হয় নাই। 'অসাব-নুক্তোঽপি সহায়ঃ' — কুমার° ৩. ২১॥ আপ°॥

অনুক্থ—বিণ, প্রশংসা বা স্তুতির স্তোত্রশূন্য। 'কিং মামনিন্দ্রাঃ কৃণবন্ন-নুক্থাঃ'—ঋ° ৫. ২. ৩।

অনুক্রকচ—[অনুগতঃ ক্রকচম্] বিণ, দন্তযুক্ত॥ আপ°॥

অনুক্রম—১ [অনু+√ক্রম্+অল্ -ভা°] পর্যায়, আনুপূর্বী। 'প্রচক্রমে বক্তু-মনুক্রমজ্ঞা°—রঘু° ৬.৭০॥আপ°॥ ২ যাহাতে গ্রন্থের বিষয়সূচী বর্ণিত হয়। ৩ ক্রমকে অনুগত —প্রাদিস°; স্ত্রী—া] বিণ, ক্রমানুগত, যথাক্রম। ৪ গ্রন্থবি°। —B. I. 198; Oudh. iii. 8 Cat. Cat.

অনুক্রমণিকা, -ক্রমণী—গ্রন্থের অবতরণিকা, ভূমিকা, মুখবন্ধ, নির্ঘণ্ট, বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থের আনুপূর্ব পাঠাদি-জ্ঞাপক পরিচ্ছেদ, অংশ, ভাগ বা প্রাতিশাখ্য।

অনুক্রমণীতে আমরা পাই প্রত্যেক মন্ত্রের প্রথম শব্দ, সংখ্যা, দেবতাদিগের নাম,

ছন্দের নাম প্রভৃতি। প্রাতিশাখ্য-প্রণেতৃগণের মধ্যে শৌনক ও কাত্যায়নের নাম প্রসিদ্ধ। শৌনক এবং কাত্যায়ন বেদ-সংহিতার পুস্তক-সম্বন্ধে আলোচিত কতকগুলি বেদান্ত-সাহিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিকে অনুক্রমণী বা গ্রন্থতালিকা বা নির্ঘণ্ট বলা চলে। কেননা ইহারা বেদ-সংহিতার বিভিন্ন বিষয়ের সূচী নির্দেশ করে। যেমন, অথর্ববেদীয় পঞ্চপটলিকা—ইহা অথর্ববেদ সংহিতার অনুক্রমণী। সামবেদের তথাকথিত অর্ষেয়-ব্রাহ্মণও একটী অনুক্রমণী।

ঋগ্বেদ-মন্ত্রের ঋষিদিগের, দেবতাদিগের ও ছন্দের অনুক্রমণী শৌনক রচনা করেন। ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ অনুক্রমণী কাত্যায়ন প্রণয়ন করেন—নাম 'সর্বানুক্রমণী'। এই অনুক্রমণীতে প্রতি মন্ত্রের, সূক্তের প্রথম অক্ষর এবং সংখ্যা, প্রত্যেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম, দেবতা ও ছন্দের নাম আছে। শৌনক ঋগ্বিধান ও বৃহদ্দেবতা নামক ঋগ্বেদের অনুক্রমণী রচনা করেন। বৃহদ্দেবতা—ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে উপাসিত দেবতাদিগের বৃহৎ অনুক্রমণী। ইহা ব্যতীত ইহাতে দেবতাদিগের সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলির ইঙ্গিতের সূচনা আছে। ঋগ্বিধান—ঋগ্বেদ-সংহিতার বিভাগ অনুযায়ী রচিত একটী অনুক্রমণী। ইহাতে প্রতি মন্ত্রের নির্ঘণ্ট এবং সূচী আছে। ইহা সামবিধান ব্রাহ্মণের অনুরূপ।

যাস্কের নিরুক্ত ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুক্রমণী গ্রন্থ। যাস্কের নিঘণ্টুতে শব্দের পাঁচটী বিভাগ আছে। আবার প্রত্যেক বিভাগ তিন ভাগে বিভক্ত—নৈঘণ্টুককাণ্ড, নৈগমকাণ্ড বা ঐকপদিক ও দৈবতকাণ্ড।

সামবেদের অনুক্রমণী—নিদান-সূত্র। ইহার বিভাগ—উক্থ, স্তোম ও গান। সামবেদের দুই খানি অনুক্রমণী—নৈগেয়ানামৃক্ষ্বার্ষিম্ ও নৈগেয়ানামৃক্ষুদৈবতম্।

যজুর্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী—আত্রেয়ী শাখার এক খানি, চারায়ণী শাখার এক খানি এবং মাধ্যান্দিন শাখার এক খানি। অথর্বদেবের একখানি—বৃহৎসর্বানুক্রমণী। ইহা দশপটলে সমাপ্ত। অথর্ববেদের যাবতীয় বিষয়ের তালিকা ইহাতে আছে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি প্রসিদ্ধ অনুক্রমণীর নাম—শৌনক-কৃত আর্ষানুক্রমণী, দেবানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী ই°।

অনুক্রোশ— [অনু+√ক্রুশ্+ঘঞ্-ভা°] দয়া, কৃপা, করুণা। ২ [অনুগতঃ ক্রোশং] যে এক ক্রোশ অতিক্রম করিয়াছে ॥ আপ্° ॥

অনুক্ষণ—[বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব] ক্রি-বিণ, প্রতিক্ষণ, সর্বদা, নিরন্তর, ক্ষণে ক্ষণে।

অনুখন—[বৈষ্ণবসা°। স° অনুক্ষণ > প্রা° অণুক্খণ, অণুচ্ছণ] অনুক্ষণ, সর্বদা।

অনুক্ষত্ত—[মৃ°-ক্ষত্তৃ] দ্বারপালক অথবা সারথির অনুচর।—বাজ-স° ৩০. ১৩॥ বো-রো° আপ্°॥

অনুখ্যাতা—[মৃ°-খ্যাতৃ] ১ আবিষ্কারক।—ঐ-ব্রা° ৭.২৪। ২ সংবাদপ্রদাতা।

অনুখ্যাতি—স্ত্রী°, আবিষ্কার করিবার বা সংবাদ দিবার কার্য।—ঐ-ব্রা° ১.৮॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুগ্গর—[প্রা° টাঙ্গাইল] অনুগ্রহ।

অনুগ্গহ সুত্ত—বৌদ্ধ-সুত্ত-বি°। এই সুত্তে প্রকৃত বিশ্বাস যে পঞ্চবিধ সুবিধা ভোগ করে তাহার কথা আছে। অঙ্গু-নি° ৩. ২০-১।

অনুগ—১ অনুচর, সেবক, ভৃত্য। 'ভূতনাথানুগ'-রঘু° ২. ৫৮॥ শব্দ° ॥ ২[অনু+√গম্+ড ক ; স্ত্রী--া] বিণ, অনুগমনকারী, অনুসারী। 'ভগীরথরথানুগ'—রা° (গো°) ১. ৪৪. ৩৩ ; 'অনভিজ্ঞো গুণানাং যো না ভৃত্যৈরনুগম্যতে'—পঞ্চত° ১. ৭৩ ; 'কাম-ক্রোধবশানুগ'—মনু° ২. ২১৪ ॥ অম° ৩.২. ২৮; অভি° ১৪৫৭ ; বো-রো° আপ্° ॥ ~া—সহচরী, অনুগামিনী।

অনুগঙ্গ—গঙ্গাতে, গঙ্গার সমীপে॥ বো-রো° ॥ ১ মহাদেবের সহস্রনামের অন্যতম।—লিঙ্গপু° ৬৫. ১০৬।

অনুগত—[অনু+√গম্+ক্ত ; স্ত্রী--া] বিণ, ২ অনুসৃত, পশ্চাদ্‌গত। 'অনুগত-মলিবৃন্দৈর্গণ্ডভিত্তির্বিহায়—রঘু° ১২. ১০২ ; মনু° ১১. ৭১। ৩ আবৃত, আচ্ছাদিত ॥ আপ্°। ৪ অনুরূপ, যোগ্য। 'প্রস্তাবানুগতং পৃষ্টঃ'—পঞ্চত° ৫। ৫ পশ্চাদ্‌ব্যাপ্ত। —কিরাত° ৫. ২। ৬ আশ্রিত, অধীন। ৭ নিয়ত ॥ শব্দ° ॥

অনুগতি—স্ত্রী°, ১ অনুসরণ, পশ্চাদ্‌গমন। 'বলস্য চতুরঙ্গস্য নায়কানুগতি-র্নয়ঃ'—রা° (গো°) ৫. ৮১. ২৩ ; 'গতানুগতিক'—পঞ্চত° ১. ৩৮৯ ; হিতো° ১. ৯। ২ সম্মতিকরণ, স্বীকরণ। 'অকামানুগতি'—অভি° ১৫৪০ ॥ বো-রো° আপ° ॥

অনুগমন—ক্লী°, ১ পশ্চাদ্‌গমন,। ২ অনুগম। 'তবানুগমনে রত°'—রা° (গো°) ১. ২৮. ২৩। ৩ সহগমন। ৪ অনুসরণ।

অনুগর্জিত—ক্লী°, অনুরূপ গর্জন, প্রতিধ্বনি। —কুমার° ৬. ৪০ ॥ আপ্° ॥

অনুগব—[গোঃ সদৃশঃ আয়ামঃ ; অচ্] বিণ, গো-পরিমিত গাড়ী, গোরুর আয়তনের উপযোগী শকট।—পা° ৫. ৪.৮৩ সোপ° ৬. ৮২ ॥ বো-রো° ॥

অনুগামী—[মৃ°-গামিন্। স্ত্রী-মিনী] ১ অনুচর, সহায়। 'সর্ব এবানুগামিনঃ' --রা° (গো°) ২. ৭৭. ১৯। ২ বিণ, পশ্চাদ্‌গামী, অনুসারী। 'গোঽনুগামিন্'—যাজ্ঞ-স° ৩.২৬৩ ; 'মেঘরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী'—রা° (গো°) ৫. ৫. ৩১।

অনুগামুক—বিণ, সর্বদা অনুসরণকারী, স্বভাবতঃ পশ্চাদ্‌গমনকারী ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুগার—প্রাচীন ভারতের এক জন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। রাজগৃহের নিকটবর্তী বেড়ুবনে মোরনিবাপের পরিব্রাজকারামে ইনি বাস করিতেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ গৌতম বুদ্ধ

যখন সকুলান্নিকে দর্শন করিতে আসেন, তখন অনুগারও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন'।—মজ্ঝিম° ২. ১।

অনুগীত-[অনু+ √ গৈ+ক্ত-ভা°] ক্লী°, অনুরূপ গান, অনুগুঞ্জন।

অনুগীতা—মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের ষোড়শ অধ্যায় হইতে দ্বিনবতিতম অধ্যায় পর্যন্ত অনুগীতা পর্বাধ্যায়। ষোড়শ অধ্যায় হইতে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় পর্যন্ত অনুগীতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের মোহ উপস্থিত হইলে এবং তিনি যুদ্ধ-ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তদীয় শোকবিদূরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরমার্থতত্ত্বরূপ গীতা উপদেশ দিয়াছিলেন।

অনন্তর অর্জুন রাজ্যলাভ করিয়া সুখ-ভোগে আসক্ত হইয়া সেই গীতোপদেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, মধুসূদন, যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্বে বন্ধুত্ব নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎ-সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তুমি তৎসমুদয় কীর্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার নিকট গুহ্য বিষয় সকল শ্রবণ করিয়াছ এবং সনাতন ধর্ম ও শাশ্বত লোক সকল অবগত হইয়াছ। তুমি যে বুদ্ধি-পূর্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আমার স্মৃতি পথে উদিত হইবে না। বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি নির্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য। আমি আর কোন ক্রমেই তোমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না। সেই ধর্মোপদেশ ব্রহ্মপদ-বিজ্ঞানে যথেষ্ট, আমি পুনরায় তোমাকে তাহা পূর্বমত অশেষরূপে বলিতে পারিতেছি না। পূর্বে আমি যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে সেই পরব্রহ্মের বিষয় কহিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পাদক এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। তুমি ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিলে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভপূর্বক শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে; অতএব তুমি অবহিত হইয়া আমার বাক্যসকল শ্রবণ কর। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কাশ্যপ ও তাঁহার গুরু দুর্ধর্ষ ব্রাহ্মণের ইতিহাস বলিলেন।

পুরাকালে এই ধরামণ্ডলে লোকতত্ত্বার্থ-বেত্তা, প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মশ্রীসম্পন্ন, অন্তর্ধান-গতিবিৎ, শাস্ত্রহস্তবিশারদ, জীবন্মুক্ত, তপঃ-সিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা কাশ্যপ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণাভিলাষে তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিপ্রবর কাশ্যপ তাঁহার সিদ্ধগুরুর নিকট সুদুর্বচ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে সেই ধর্ম সকল বলিয়াছিলেন।

কাশ্যপ কহিলেন, আত্মা কি প্রকারে শরীর পরিত্যাগ করেন? কিরূপে শরীর প্রাপ্ত হন এবং কষ্টকর সংসারে যাতায়াত করিয়া কি প্রকারেই বা তাহা হইতে মুক্ত হন? প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া কিরূপেই বা অন্য শরীর পরিগ্রহ করেন? এই মনুষ্য কিরূপে স্বকৃত শুভাশুভ কর্মভোগ করে এবং মনুষ্য দেহহীন হইলে তাঁহার কর্মই বা কোথায় অবস্থান করে?

মহর্ষি কাশ্যপ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাত্মা সিদ্ধগুরু তাঁহাকে বলিলেন, যে জীব বর্তমান শরীরে আয়ু এবং কীর্তিকর যে সকল কার্য করে, সেই সমুদয় কার্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়, তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে এবং আত্ম-জ্ঞান-শূন্য হইয়া স্বীয় বিরুদ্ধ কর্ম-সকল সম্যগ্‌রূপে আচরণ করে। কোন দিন অতিভোজন ও কোন দিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পর বিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদয় ভোজনে আসক্ত হয়। কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়। কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্বল্য উৎপাদন করে। কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম সম্পাদন বাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্য সেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশ নিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্ত-র্গত উষ্মা বায়ুবেগবশতঃ প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদয় মর্ম-স্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

সমুদয় জীবই জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যু সময়ে যেরূপ কষ্ট ভোগ করে, তাহাকে জন্মগ্রহণ পূর্বক গর্ভ হইতে বহির্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। পঞ্চভূতের পৃথগ্‌ভাব সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু ঊর্ধ্বগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থান-পূর্বক সমুদয় কার্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদয়কে মর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদয়

র্ম ভিন্ন হইলে, জীব ঐ সমুদয়কে পরিপূর্বক বুদ্ধিকে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরধিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিয়া থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়। জীব এইরূপে দেহত্যাগ করিলেও তৎ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম সমুদয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদয় কর্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দিষ্ট আছে। জীবগণ যেখানে অবস্থান করে, সেই স্থানই তাহাদিগের কর্মভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। জীব একবার নরকে নিপতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য। অতঃপর জীবের দেহ-পরিগ্রহের বিষয় কীর্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহলোকে ফল ভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে মনুষ্য যেরূপ স্বকর্মে পরিবৃত হইয়া জন্মান্তরে গর্ভে প্রবেশ করে, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শোণিত মিশ্রিত শুক্র স্ত্রী জাতির গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব ঐ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষতা ও অলক্ষ্যত্ব নিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ জীব সমুদয় লোকের বীজই স্বরূপ। প্রাণিগণ উহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। জীব শরীর আশ্রয়পূর্বক জন্ম-গ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্যের ফলভোগ ও বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে। ধর্ম-মার্গানুসারী মানব যে শরীরে যে কোন রূপ শুভকর্ম করুন না কেন, বহুকাল বিলম্বে তাঁহার সংসার হইতে মুক্তি হইবে। জীব এইরূপে পূর্ব কৃতকর্ম নিয়ত ভোগ করে। আত্মা যাহার দ্বারা বিকৃত হইয়া ইহলোকে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেই সমস্ত কর্মই তাহার কারণ।

যাঁহার দ্বারা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে, লোকে যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করেন, শরীরী সকলের অভিব্যক্তি স্থান দেহাদির আকার স্বরূপ সেই প্রধানা প্রকৃতিকে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সৃজন করিলেন। সেই জড় স্বভাব প্রকৃতিকে লোকে ক্ষর বলিয়া থাকে, পরন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব ঈশ ভাবাক্রান্ত হইলে, তাহা অমৃত অক্ষর বলিয়া উক্ত হয়। শারীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অক্ষর বলিয়া কীর্তন করা হয়। বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! তুমি একাগ্র-চিত্তে একবার আমার নিকট এই বিষয় শুনিয়া ছিলে। তুমি যে সেই যুদ্ধের সময় রথারূঢ় হইয়া এই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ হয় না?

'কচ্চিদেতত্ত্বয়া পার্থ শ্রুতমেকাগ্রচেতসা।
তদাপি হি রথস্থস্তং শ্রুতবানেতদেব হি॥'
—অনুগী° ১৯. ৫৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই বচনের দ্বারা জানা যায় যে তিনি গীতাতে অর্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন, উপাখ্যানাকারে তাহাই অর্জুনকে অনুগীতাতে বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-গীতা বা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সংবাদ—বাসুদেব বলিলেন—

পূর্বকালে এক জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী ব্রাহ্মণ সর্বদা বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া যোগ-সাধন করিতেন। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, নাথ! শুনিয়াছি কামিনীগণ পতির কর্মানুরূপ লোকলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আপনি ধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কাল হরণ করিতেছেন; অতএব জানি না আপনার এই কর্ম পরিত্যাগ নিবন্ধন চরমে আমার কিরূপ দুর্গতি লাভ হইবে। প্রশান্ত-চিত্ত ব্রাহ্মণ পত্নী-কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার বাক্যের প্রতি অসূয়া করি না। কর্মনিরত গুণহীন ব্যক্তিরা কার্যের দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন করে। উহারা মুহূর্ত কালও কর্মবিহীন হইয়া কাল-হরণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রাণিগণ যত-কাল মোক্ষ লাভ করিতে না পারে, ততকাল বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কায়-মনোবাক্যে শুভ বা অশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আমি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সকল কার্য পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা হৃদ্গত স্থান-দর্শন করিতেছি। ঐ স্থানে নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্ম, চন্দ্র হুতাশন বিদ্যমান রহিয়াছেন। জীবাত্মা ঐস্থানে অবস্থিত হইয়া পঞ্চভূতকে ধারণপূর্বক সংসারকার্য সম্পাদন করিতেছেন। মহাত্মারা চক্ষু-কর্ণ ও মনের অগোচর হৃদ্গত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, তিনি সকলের গুণ অবগত আছেন। একমাত্র বুদ্ধিই নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করে; নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ ও মন কখন নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। পরমাত্মা অগ্নি স্বরূপ। উঁহাতে সকল দেবতাই প্রতিষ্ঠিত আছেন, বেদ উঁহার আজ্ঞা। সঙ্কল্প দ্বারাই কর্ম সমুদয় বিস্তৃত হয়। সঙ্কল্পকে রোধ করিতে পারিলেই পরমাত্মার যথার্থভাব অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য কারণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মের একতা সম্পাদনের নাম শান্তি। শান্তির উদয় হইলেই সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। ভগবান্ নারায়ণ সতত জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তিনিই সকলের শাসনকর্তা। তিনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন,

আমি তদনুরূপ কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ মহাত্মাই অদ্বিতীয় গুরু; উনিই অদ্বিতীয় শিষ্য এবং উনিই সকলের দ্বেষ্টা। সেই সর্বান্তর্যামী সর্বময় নারায়ণ সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি আপনিই আপনার গুরু। তিনি শিষ্যরূপে প্রশ্ন করিয়া গুরুরূপে উহা শ্রবণ ও অবধারণপূর্বক উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারই অভিলাষানুসারে সমুদয় কর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি একাকী গুরু, বোদ্ধা, শ্রোতা ও দ্বেষ্টা। তিনি সকল লোকের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, শোভনে! তুমি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে আমাকে সামান্য দেহাভিমানী ব্যক্তির ন্যায় বিবেচনা করিতেছে; কিন্তু আমি সেরূপ নহি। আমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পাপ পুণ্যে আসক্ত নহি। চরমে সকলেই একমাত্র জ্ঞানপথে সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। একমাত্র বুদ্ধিই মনুষ্যদিগকে জ্ঞানপথে সমানীত করিয়া থাকে। তুমি আমার এই সমুদয় উপদেশ-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে তোমাকে কখনই পরলোকের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, নাথ! জীব ব্রহ্মের অধীন, তবে কিরূপে লোকে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করে?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, জীব নির্গুণ ও দেহ-পরিশূন্য, কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ভ্রমবশতঃ উহাকে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। পৃথিব্যাদি পদার্থসমুদয় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরিশেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহারই নাম পরব্রহ্ম। শমদমাদির অভ্যাস নিবন্ধনই ঐ পরম পদার্থের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

বাসুদেব কহিলে, পার্থ! ব্রাহ্মণ এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণীর জীবোপাধি জ্ঞান তিরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভূত হইল।

তখন অর্জুন বলিলেন, বাসুদেব! যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ঐরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কীর্তন করুন।

বাসুদেব কহিলেন,—

'মনো মে ব্রাহ্মণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে
বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি যশ্চোক্তঃ সোঽহমেব ধনঞ্জয় ॥'
—অনুগী॰ ৩৪. ১২।

হে ধনঞ্জয়! আমার মন ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি ব্রাহ্মণী এবং আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ—অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে পরব্রহ্ম জ্ঞেয় তাহা তুমি আমার নিকট ব্যাখ্যা কর, তোমার প্রসাদেই আমার মতি সূক্ষ্ম বিষয়ে রমণ করিতেছে। তখন বাসুদেব অর্জুনকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন যে, ধনঞ্জয় আমি তোমার নিকট গুরু-শিষ্য সংবাদনামা এক পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

একদা এক শিষ্য আসনোপবিষ্ট নিজ উপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই জগতের মধ্যে শ্রেয় কি? তাহা আমায় বলুন। আমি মুক্তিপরায়ণ হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি অনুগ্রহপূর্বক যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্তন করুন।

গুরু বলিলেন, যে ব্যক্তি নিশ্চয়রূপে জ্ঞান-রূপ পরব্রহ্ম, সন্ন্যাসরূপ উৎকৃষ্ট তপস্যা, বাধাহীন জ্ঞানতত্ত্ব এবং সর্বভূতস্থ আত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সর্বপ্রকার কামনা ভোগ করিতে সমর্থ হন। পূর্বে মনীষী মহর্ষি সকল অঙ্গিরাসুত বৃদ্ধ বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্ম-ভবনে গমনপূর্বক নির্মল ব্রহ্মাকে দর্শন করেন। পরে মহর্ষিগণ সুখাসীন সেই মহাত্মা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিলেন, ব্রহ্মণ! সাধু সকল কি প্রকারে কর্ম করিবে? কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইবে? সত্য কি? দুষ্কৃত কি? ভূত সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ কাহাকে বলে? এই সকল আমাদিগকে বিস্তার করিয়া বলুন।

হে শিষ্য! সেই পিতামহ ব্রহ্মা মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে তপোধনগণ! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় একমাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম-প্রভাবে জীবিত থাকে। উহারা কর্মের দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগপূর্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ। যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ু-জাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যোগপরায়ণ ক্রোধশূন্য সন্তাপবিমুক্ত ও ধর্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি ধর্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কাল সহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন।

আমি সমুদয় প্রজাপতির অগ্রজ, স্বয়ম্ভু, অচিন্ত্যাত্মা বিষ্ণু আমার অগ্রজ। ব্রহ্মময় মহাবিষ্ণু বিশ্ব-সংসারের আদি যেহেতু এই ত্রৈলোক্য মধ্যে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভূত আর কিছুই নাই। আশ্রম সকলের মধ্যে গার্হস্থ্যই উত্তম, ইহাতে আর সংশয় নাই। সমুদয় বস্তু ক্ষয়ান্ত, সমুন্নতি সকল পতনান্ত, সংযোগের অন্ত বিয়োগ, জীবিতের অন্ত মরণ, সমুদয় কৃত বস্তু বিনাশান্ত এবং জাত বস্তু মরণান্ত। ইষ্ট, দত্ত, তপস্যা, অধ্যয়ন, ব্রত এবং নিয়ম এই সমুদয় বিনাশান্ত, পরন্তু জ্ঞান অনন্ত, তাহার অন্ত নাই, সেই জন্য নির্মম নিরহঙ্কার মানব কেবল জ্ঞানদ্বারা সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

সর্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম ও প্রধান কার্য। ঐ ধর্মে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধগণ জ্ঞানকে মোক্ষসাধক বলিয়া কীর্তন করেন। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানালাভ হইলেই মনুষ্য সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন।

আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টি সংহারের কারণ এবং বিবেকজ্ঞা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি। যে ব্যক্তি সর্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

উপাধ্যায় এইরূপে শিষ্যের নিকট ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণের কথোপকথন কীর্তন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! সর্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষিদিগের এইরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে বাসুদেবের মুখে গুরুশিষ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, সখে! তুমি যে গুরুশিষ্যের বিষয় কীর্তন করিলে, তাঁহারা কে? তুমি আমার নিকট তাহা বল। তখন বাসুদেব বলিলেন, বয়স্য! আমিই গুরু এবং আমার মনই শিষ্য। এক্ষণে আমি কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই রহস্য কীর্তন করিলাম। আমি যুদ্ধকালেও তোমাকে এইরূপ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা বলিলে, অর্জুন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, সখে! চল আজ আমরা হস্তিনায় গমন করি, তথায় তুমি ধর্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দ্বারকার প্রস্থান করিবে।

অতঃপর মহাত্মা মধুসূদন পিতৃষ্বসা কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভগিনী সুভদ্রাকে সমভিব্যবহারে লইয়া রথারোহণপূর্বক হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইলেন।

তখন মহাত্মা অর্জুন, সাত্যকি, ভীমসেন, বিদুর, নকুল, সহদেব ও অন্যান্য পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে, মহাত্মা বাসুদেব তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে বেগে রথচালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

অনুগীতি—স্ত্রী°, ছন্দোবি°। এই ছন্দে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ২৭ ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৩২=৫৯ মাত্রা থাকে। ইহা আর্যাছন্দের অন্তর্ভুক্ত।—Colbr. Misc. Ess. ii. 154 ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুগুণ—[অনুকূল গুণ যাহার—বহু°] বিণ, ১ সমগুণ, তুল্যগুণ। 'কান্তারতাপসাবিক্ষ্ বংশকানুগুণৌ মতৌ'—সুশ্র° ১. ১৮৭. ২১। ২ অনুরূপ, যোগ্য। 'অনুগুণান্নলাভাৎ'—দশকু° ৬৪. ৯৪। ৩ অনুকূল, গুণানুগত। ৪ সান্ত্বনাকর। ৫ হৃদয়ের সমতুল্য আনন্দদায়ক, তন্ত্রীযুক্ত (বীণা)।

অনুগুপ্ত—আচ্ছাদনযুক্ত, আচ্ছাদিত।

অনুগৃহীত—[অনু+ √গ্রহ্ +ক্ত-কর্ম°] বিণ, অনুগ্রহ-পাত্র, যাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে।

অনুগোপ্তা—শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বদেবগণের অন্যতম।—মহা° ১৩. ৯১।

অনুগ্র—[নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ উগ্র নহে, শান্তস্বভাব। ২ অশক্ত, অসমর্থ। 'ভগমুগ্রোহবসে জোহবীতি ভগমনুগ্রো অধ যাতি রত্নম্'—ঋ° ৭. ৩৮. ৬; ৮. ১. ১৪ ॥ বো-রো° ॥

অনুগ্রহ—[অনু+√গ্রহ্+অল্ ভা°] ১ অনিষ্ট বারণপূর্বক ইষ্টসাধন। ২ প্রসাদ, কৃপা, দয়া। 'অনুগ্রহং তে করিষ্যামি'—পঞ্চত° ৩৪. ২; 'নিগ্রহানুগ্রহকর্তা'—পঞ্চত° ২৯. ৮ ॥ অম° ৩. ৩. ১৩, অভি° ১৫০৮ বো-রো° আপ্° ॥ ৩ দরিদ্রাদির পরিপোষণ ॥ আপ্° ॥ ৪ গ্রহণ ॥ আপ্° ॥ ৫ সৈন্যাদির পৃষ্ঠরক্ষক rear-guard ॥ আপ্° ॥ পর্যায়—অভ্যুপপত্তি ॥ অম° শব্দ° ॥ ৬ ভৌতমনুর অন্যতম পুত্র।—মার্ক-পু° ১০০. ৫।

~সর্গ—(সাংখ্যদ° মানসভাবোৎপত্তি। কোন কোন পুরাণমতে ইহা পঞ্চম সৃষ্টি এবং বিপর্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি—এই চারিভাগে বিভক্ত। অগ্নিপু°মতে ইহা ৯ প্রকার সৃষ্টির অষ্টম এবং সাত্ত্বিক ও তামসভেদে দুই প্রকার।—অগ্নিপু° ২০. ১-১০; লিঙ্গপু° পূ° ৩৮. ১৪। 'প্রত্যয়সর্গ' দ্র°।

অনুগ্রাসক—মুষ্টিতুল্য, গ্রাসের সমবস্তু।

অনুগ্রহমূর্তি—মহাদেবের বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে অনুগ্রহমূর্তি অন্যতম। এই মূর্তিটীতে ইনি অভয় বা অনুগ্রহ দান করেন। এই মূর্তিতে দেবী মহাদেবের বামভাগে অবস্থান করেন। অনুগ্রহমূর্তি বহুবিধ; যথা, (১) কিরাতার্জুনানুগ্রহ মূর্তি, (২) চণ্ডেশানুগ্রহমূর্তি, (৩) নন্দীশানুগ্রহমূর্তি, (৪) রাবণানুগ্রহমূর্তি, (৫) বিষ্ণ্বনুগ্রহমূর্তি ও (৬) বিঘ্নেশ্বরানুগ্রহমূর্তি। অনুগ্রহ মূর্তিগুলির বিস্তৃত বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্র°।

অনুগ্রাহ্য— [অনু + √গ্রহ্ + ণ্যৎ-কর্ম°; স্ত্রী- -া] অনুকম্পনীয়, অনুগ্রহযোগ্য। 'ন বয়মনুগ্রাহ্যাঃ প্রায়ো দেবতানাম্'—কাদ° ৬১; 'যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো স্মরসি মে গুণান্।'—রা° (গো°) ৬. ১০৬. ১১ ॥ বো-রো° ॥

অনুচর—১ সহচর, যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥ অম° শব্দ° ॥ 'আত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমানা'—রঘু° ২. ২৬। ২ যে ব্যক্তি অন্যের আদেশে কার্য করে, দাস, ভৃত্য ॥ হলা° শব্দ° ॥ 'চত্বারি চ শতান্যনুচরীণাম্'—শ-ব্রা° ১৩. ৫. ২. ১; কা-শ্রৌ° ২০. ১. ১২; 'দেবানুচরস্য'—রঘু° ২. ৫২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ চর কর্তৃক অনুগত ॥ আপ° ॥

অনুচক্র—ত্বষ্টার অন্যতম অনুচর। দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ

স্বষ্ট কর্তৃক প্রেরিত।—বামনপু° ৫৭. ৩৬; মহা° ৯. ৪৭।

অনুচরিত—১ বিণ, অনুসৃত, অনুগত। ২ অনুগমন, অনুসরণ।

অনুচারক—১ দাস, সেবক। ২ পশ্চাদ্‌গামী, অনুগামী।

অনুচর্চি—[বৈদিক] স্ত্রী°, (সমস্বরে) পুনরাবৃত্তি।

অনুচিকীর্ষা—স্ত্রী°, অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি।

অনুচিত—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী–া] বিণ, ১ অবিহিত, অযুক্তিযুক্ত, অন্যায্য। ২ অযোগ্য, অনভ্যস্ত। ৩ [অলঙ্কারশা°] অযোগ্যার্থতা দোষবি°।—সা-দ° ৭. ২; কাব্য-প্র° ৭. ৫৯ ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুচিন্তন (ক্লী°),**-চিন্তা** (স্ত্রী°)—অনুক্ষণ চিন্তন বা স্মরণ, অনুধ্যান।

অনুচ্ছাদ—পরিধেয় বস্ত্রের অংশবি°। যে পোষাক কটি হইতে পা পর্যন্ত ঝুলান থাকে সেই পোষাকের অংশবি°।—শ-ব্রা° ৩. ১. ২. ১৮ ॥ বো-রো° আপ° ॥

অনুচ্ছিত্তি—স্ত্রী°, অবিনাশ, যাহা বিনাশশীল নহে।

অনুচ্ছিষ্ট—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী–া] বিণ, উচ্ছিষ্ট নহে এরূপ, শুদ্ধ, পবিত্র, অব্যবহৃত ॥ হলা° শব্দ° ॥ 'অনুচ্ছিষ্টযৌবনা'—দশকু° ১১২ ॥

অনুজ,-জাত—১ কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা, নিজের ছোট ভাই ॥ অম° অভি° ॥ 'পরিবিত্তিতানুজেনোঢ়ে'—মনু° ১১. ৬১, '(রামঃ) সানুজঃ'—রঘু° ১২. ২০। ২ [অনু—√জন্+ড-ক] বিণ, পশ্চাৎ জাত, কনিষ্ঠ। 'রামমনুজাতঃ'—পা° ৩. ৪. ৭২। ৩ ক্লী°, প্রপৌণ্ডরিক নামক সুগন্ধি গন্ধদ্রব্যবি°।

পর্যায়—১ জঘন্যজ, ২ কনিষ্ঠ, ৩ যবীয়ান, ৪ অবরজ ॥ অম° শব্দ° ॥ ~া,-জাতা—স্ত্রী°, ১ কনিষ্ঠা ভগিনী। —রা° (গো°) ৩. ৪. ৫২। ২ ত্রায়মাণা লতা নামক তৃণবি° ॥ রাজনি° শব্দ° বো-রো° ॥ ৩ বলাডুম্বুর, গন্ধভাদুল্যা।

অনুজন্মা—[মু°-জন্মন্। অনু (পশ্চাৎ) জন্ম যাহার—বহু°] পশ্চাৎ জাত, কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 'জননাথ তবানুজন্মনাম্'—কিরাত° ২. ১৭; মাঘ° ১৩. ২।

অনুজা—বার্হদ্রথ রাজার কন্যা; কংসের অন্যতমা পত্নী। কংস বার্হদ্রথকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বার্হদ্রথের কন্যা সহাদেবা ও অনুজাকে বিবাহ করেন।—মহা° ২. ১৩.।

অনুজিঘৃক্ষা—স্ত্রী°, অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা।

অনুজীবি সমিদ্ধ—জনৈক দমিলসর্দার। ইনি কুলশেখরের বন্ধু ছিলেন।—চূলবংস, ৭৭. ৩৭।

অনুজীবী—[মু°-জীবিন্] ১ ভৃত্য, সহচর, সেবক। 'অম্বচনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ'—কিরাত° ১. ৪; পঞ্চত° ১. ৬৯। ২ [অনু+√জীব্ + ণিন্-ক, স্ত্রী-বিনী] বিণ, আশ্রিত, অনুজীবনশীল ॥ অম° ২ ৮. ১. ৯. অভি° ৪৯৬ ॥ 'তস্মাৎসমানোদর্যা স্বসাস্তোদর্যায়ৈ জায়ায়া অনুজীবিনী ভবতি'—ঐ-ব্রা° ৩. ৩৭; 'অনুজীবিনাং কুতঃ কুশলম্'—হিতো° ৭৩. ৩; পঞ্চত° ১. ৭৯; কথাস° ১৮. ৫০ ॥ বো-রো° ॥

অনুজীব্য—বিণ, যাহার শরণাপন্ন হওয়া যায়, সেব্য, আশ্রয়ণীয়। 'সারং যদ্রাজশাস্ত্রাণামনুজীব্যং ন গৃহ্যতে'—রা° (গো°) ৬. ৫. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অনুজ্ঞা—[বৈদিক। অনু+√জ্ঞা+অঙ্ ভা+স্ত্রী–া] স্ত্রী°, ১ অনুমতি, সম্মতি ॥ অম° ৩. ৪. ৩২; বোপ° ২৬. ২৫ ॥ 'গুরোরনুজ্ঞামধিগম্য মাতঃ'—রঘু° ২. ৬৬। ২ অপরাধের ক্ষমা। ৩ আদেশ, আজ্ঞা।

অনুজ্যেষ্ঠ—[জ্যেষ্ঠকে অনুগত—প্রাদিস°; স্ত্রী–া] ১ বিণ, জ্যেষ্ঠানুগত।—পা° ৬. ২. ১৮৯ (কাশিকা) ২ অব্য°, জ্যেষ্ঠানুসারে, জ্যেষ্ঠের অনুরূপ।—পা° ৬. ২. ১৮৯ (কাশিকা)।

অনুজ্ঞা, অনোজা—জাতক-বর্ণিত একটী নারী-চরিত্র। অনুজ্ঞা বিধুর পণ্ডিতের পত্নী। ইঁহার এক হাজার পুত্র ছিল। ইঁহার স্বামী যখন পুণ্ণকের সহিত যাত্রা করেন, তখন মাতার আদেশে হাজার পুত্র পিতাকে বিদায় দিতে আসে। অনুজ্ঞার বীর চরিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।—জাতক, ৬. ২৯।

অনুতপ্ত—১ [অনু+√তপ্+ক্ত-ক] স্ত্রী–া] বিণ, অনুতাপযুক্ত, যাহা তপ্ত হইয়াছে। ২ অনুশোচনা, পশ্চাৎ দুঃখ। ৩ তাপ ॥ আপ° ॥

অনুতপ্তা—নদী বি°। বর্ষ পর্বতে সমুদ্রগামিনী অনুতপ্তা প্রভৃতি সাতটী নদী আছে। সকল নদীতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিত্য পিতামহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন।—কূর্মপু° ৪৮. ৭।

অনুতর—ক্লী°, খেয়ার কড়ি, নদী-পারার্থ শুল্ক ॥ রাজমালা, অম° শব্দ° ॥

অনুতর্ষ—[অনু+অল্-ভা°] ১ তৃষ্ণা, পিপাসা ॥ ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৪৩৪, অভি° মে° ॥ 'সোপচারমুপশান্তবিচারং সানুতর্ষমনুতর্ষমনুতর্ষপদেন'—শিশু° ১০. ২ ॥ আপ° ॥ ২ অভিলাষ, ইচ্ছা। ৩ পানপাত্র, চষক ॥ অভি° মে° ॥ ৪ মদ্য, সুরা। ~ণ—১ মদ্যপান-পাত্র ॥ অম° ২. ১০. ৪৩। বো-রো° ॥ ২ ক্লী° মদ্যবিতরণ।

অনুতাপ,-তাপন—অনুতপ্ত দ্র°।

অনুতাপন—কশ্যপ ও দক্ষকন্যা দনুর একষষ্টি পুত্রের অন্যতম।—ভা° ৬. ৬. ৩১।

অনুতিল—১ বিণ, তিলকে অনুসরণ করিয়া, তিলের পশ্চাতে, তিলানুগত। ২ অব্য°, শস্তে শস্তে, তিলে তিলে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ॥ আপ° ॥

অনুতীরচারী—জাতকে বর্ণিত ভোঁদড়ের নাম। একটী মাছ লইয়া অনুতীরচারী ও গভীরচারী নামক দুইটী ভোঁদড়ের ঝগড়া বাধে। উভয়ে 'মায়াবী' নামক একটী শৃগালের নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য যায়। শৃগাল বিচার করিয়া এক জনকে

লেজ দিয়া নিজের পারিশ্রমিক-স্বরূপ মধ্যভাগ গ্রহণ করে।—জাতক ৩. ৩৩৩ ; ধম্মপদত্থ° ৩. ১৪১-২।

অনুতুন্ন—[বৈদিক] যাহা মর্দিত হইয়াছে (শব্দ) ॥ আপ° ॥

অনুতুলন—স্ত্রী°, তুলা দ্বারা তৃণাদির অগ্রভাগ ঘসিয়া দেখা, বা নাড়িয়া দেখা।

অনুৎক—[নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ অনুদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত নহে। ২ ঔৎসুক নহে।

অনুৎকর্ষ—[নঞ্‌ তৎ] ১ উৎকর্ষের অভাব, নিকৃষ্টতা। ২ বিণ, উৎকর্ষহীন।

অনুত্ত—[বৈদিক। নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ অসিক্ত, ক্লেদরহিত। 'ইন্দ্র ত্বভামিদদ্রিবো-হনুত্তম্'—ঋ° ১. ৪০. ৭ ॥ আপ° ॥ ২ অপ্রেরিত। 'অনুত্তমা তে মঘবন্ নকির্নু'—ঋ° ১. ১৬৫. ৯ ॥ বো-রো° ॥

অনুত্তম—[বৈদিক। ন উত্তমো যস্মাৎ—বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহা হইতে উত্তম নাই, অত্যুৎকৃষ্ট ॥ অম° ৩. ২. ৬ ; অভি° ১৪৩৯ ॥ 'অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু'—ছা-উ° ৩. ১৩. ৭ ; 'সর্বত্রব্যেষু বিদ্বৈব কাংক্ষন্ গতিমনুত্তমাম্'—মনু° ২. ২৩২ ; যাজ্ঞ° ১. ৮৭। ২ অধম, নিকৃষ্ট। ৩ (ব্যাকরণে) উত্তমপুরুষে ব্যবহৃত নহে। ৪ বিষ্ণু। ৫ শিব। ৬ চাক্ষুষ মনুর অন্যতম পুত্র।—হরি° ৭. ৩০-৩৩।

অনুত্তমাম্ভঃ— [মু° -ম্ভস্], -**মাম্ভসিক**—স্ত্রী°, সাংখ্যদর্শন-মতে ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি বৈরাগ্য ও বিদ্বেষ ॥ আপ° ॥

অনুত্তর—১ [নাস্তি উত্তরো যস্মাৎ—বহু°] বিণ, অত্যুৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ॥ অম° ৩. ৪. ১৯২ ॥ ২ প্রধান, মুখ্য। 'অনুত্তরাণি বিলসিতানি'—দশকু° ১৬২। ৩ [নাস্তি উত্তরং যস্য] যাহার উত্তর নাই, নিরুত্তর। = প্রতিজল্পবিবর্জিত ॥ মে° ॥ = অবাচ্য ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ = যদ্বদ্ ॥ অভি° ৩৪৩ ॥ ৪ [নঞ্‌ তৎ] অচল, স্থির ॥ ধরণী° শব্দ° ॥ ৫ অপকৃষ্ট, নিম্ন ॥ আপ° ॥ ৬ উত্তরদিক্ বিরোধী, দক্ষিণদিক্। ৭ উত্তরাভাব, অপ্রতিবচন। 'ভবত্যবজ্ঞা চ ভবত্যনুত্তরাৎ'—নৈষ° ॥ শব্দ° বো রো° ॥ ৮ [বহু°] জৈনদিগের সর্বোত্তম দেবলোকের নাম।—অনু। ~**তত্ত্ববিমর্শিনী**—বেদান্ত-গ্রন্থবি°।—Burnell. 956. Cat. Cat. ~ **প্রকাশ-পঞ্চিকা**—শৈবগ্রন্থবি°।—Report. xxvii. Cat. Cat. ~**যোগতন্ত্র**—বৌদ্ধতন্ত্রের শেষ চারি তন্ত্র—পরম যোগতন্ত্র, ক্রিয়াতন্ত্র, আচারতন্ত্র ও যোগতন্ত্র।

অনুত্তরঙ্গ—বিণ, স্থির, তরঙ্গবিক্ষিপ্ত নহে এরূপ। 'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গ'—কুমার° ৩. ৪৮ ॥ আপ° ॥

অনুত্তরসঙ্গামবিজয় (ধম্ম-পরিয়ায়)—ইহা পালি বহুধাতুক সুত্তের একটী নাম।—মাজ্ঝিম° ৩. ৬৮।

অনুত্তরিয় বগ্গ—অঙ্গুত্তর-নিকায়ের চক্ক-নিপাতের তৃতীয় অধ্যায়।—অঙ্গুনি° ৩. ৩০৯-২৯।

অনুত্তারিয় সুত্ত—১ পালি-পিটকের সুত্ত-বি°। ইহাতে ছয়টী অনতিক্রমণীয় বিষয়ের আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ৩. ২৮৪)। ২ ছয়টী অনতিক্রমণীয় (unsurpassables) বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনামূলক বৌদ্ধ-সুত্ত-বি°।—অঙ্গুনি° ৩. ৩২৫।

অনুত্তরোপপাতিক — জৈন-দেবতার নাম-বি°। ~**দশা**—দ্বাদশ পবিত্র জৈন গ্রন্থের মধ্যে নবম গ্রন্থ।

অনুৎপত্তি—[নঞ্‌ তৎ] স্ত্রী°, অনুদ্ভব জন্মরাহিত্য, অজন্ম। ~**ক**—[নঞ্‌ বহু°] (বৌদ্ধ-সং°) উৎপত্তিশূন্য, জন্মরহিত। ~**কধর্মক্ষান্তি**—[নঞ্‌ তৎ] স্ত্রী°, ১ (বৌদ্ধ-সং°) ভবিষ্যৎ অবস্থার জন্য আনন্দ। ২ অষ্টোত্তর ধর্মালোকমুখের অন্যতম। ~**সম**—[নঞ্‌ তৎ] ন্যায়শাস্ত্রে পুনর্জন্মের অসম্ভবতার সম্বন্ধে হেত্বাভাস।

অনুৎপন্ন—[নঞ্‌ তৎ] যাহা জন্মে নাই এরূপ, অনুদ্ভূত, অজাত।

অনুৎপাদ—[নঞ্‌ তৎ] অনুদ্ভাবন, অজনন। ~**ক্ষান্তি**—বৌদ্ধসাহিত্যে পুনর্জন্ম না হওয়ার জন্য মনের শান্তি।

অনুৎসাহ—১ [নঞ্‌ তৎ] উৎসাহ-হীনতা, উদ্যমহীনতা। ২ [নঞ্‌ বহু°] বিণ, নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন। —কিরাত° ২. ২২।

অনুৎসুক—১ [নঞ্‌ তৎ] আগ্রহান্বিত নহে, ঔৎসুক্যহীন। ২ অনুরক্ত নহে। ৩ স্থির।

অনুৎসূত্র—বিণ, সূত্রযুক্ত, সূত্রের অনুরূপ, অনিয়মিত নহে।

অনুৎসেক—[নঞ্‌ তৎ] গর্বের অভাব, অহঙ্কারের অভাব। 'অনুৎসেকঃ খলু বিক্রমালঙ্কারঃ'—বিক্রমো° ১. ১৫।

অনুদ—১ [বৈদিক। [নঞ্‌ তৎ] প্রেরক নহে। ২ তুল্যরূপদাতা ॥ আপ° ॥ ~**ক**—১ [ন উদক যাহাতে—বহু°] জলশূন্য, উদকবিহীন, মরুভূমি। ২ [নঞ্‌ তৎ] অল্প জলস্থায়ী (পল্বলাদি)।—ঋ° ৭. ৫০. ৪ ; রা° (গো°) ২. ৫৭. ২৫। ৩ জলদানশূন্য শ্রাদ্ধবি°।—কা-শ্রৌ° ১০. ৫. ১১। ~**গ্র**—১ [ন উদগ্র যাহা হইতে —বহু°] অতি উচ্চ, অতিশয় উন্নত। ২ [নঞ্‌ তৎ] বিণ, যাহা উচ্চ নহে, খর্ব, নীচু। ৩ দুর্বল, অতীক্ষ্ণ, নরম। ~**ত্ত**—[নঞ্‌ তৎ] প্রত্যর্পিত, ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ~**য়**—১ [নঞ্‌ তৎ] উদয়ের অভাব, অপ্রকাশ, অসমৃদ্ধি। ২ [নঞ্‌ বহু°] অপ্রকাশিত, অনুৎপন্ন। ৩ [বাঙলায়] উদয়হীন ॥ ~**র**—[নঞ্‌ বহু°] ১ ক্ষীণ, দুর্বল। ২ কৃশোদর, অল্পোদর। 'অনুদরা কন্যা'—পা° ৬. ২. ১১৭ (বার্তিক)।

অনুদর্শন—[অনু+√দৃশ্+ল্যুট্-ভা°] স্ত্রী°, পুনঃপুনরালোচন, অনুচিন্তন, পশ্চাদ্দর্শন। 'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্'—গী° ১৩. ৮ ; উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে।—রা° (গো°) ৫.৭৩. ৫।

অনুদর্শী— [মু°— -দর্শিন্। অনু+√দৃশ্+ণিনি-কর্তৃ°] বিণ, পুনঃপুনরালোচনকারী। 'অনিশ্চিতৈরধ্যবসায়ভীরুভিঃ পদে

পদে দোষ শতানুদর্শিভিঃ'—পঞ্চত° ৩. ২৬১।

অনুদাত্ত—১ [উৎ-আ- √দা + ক্ত-কর্ম°, ন উদাত্ত—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী—া] উদাত্ত স্বর নহে, বেদগানের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিস্বরের মধ্যে নিম্নস্বর। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 'উচ্চৈরুদাত্তঃ' (১. ২. ২৯), 'নীচৈরনুদাত্তঃ' (১. ২. ৩১)। এই দুই সূত্রে তিনি বলিয়াছেন মুখাভ্যন্তরে তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের উর্ধ্বদেশ হইতে যে সমস্ত স্বর উচ্চারিত হয় সেগুলি উদাত্ত; এইরূপ তালু প্রভৃতির নিম্ন দেশ হইতে উচ্চারিত স্বর অনুদাত্ত। 'সমাহারঃ স্বরিতঃ' (পা° ১. ২. ৩১)—যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিতে উদাত্ত ও অনুদাত্ত এই উভয় ধর্মের সমাহার বা মিলন হয় তাহার সহিত স্বরিতের আদিতে অর্ধ মাত্রা উদাত্ত এবং অন্তে অর্ধ মাত্রা অনুদাত্ত—'তস্যাদিত উদাত্তমর্ধহ্রস্বম্'—পা° ১. ২. ৩২।

বৈদিক সাহিত্যালোচনায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত চিহ্নিত করিবার রীতি ছিল এবং সেই চিহ্নগুলি ভিন্ন ভিন্ন বেদে ভিন্ন প্রকার ছিল। প্রাচীন রীতি অনুসারে ঋগ্বেদের সংহিতা, পদপাঠে ও ব্রাহ্মণে, যজুর্বেদের সংহিতা ও পদপাঠে এবং অথর্ববেদের সংহিতায় অনুদাত্ত চিহ্নস্বরূপ অনুদাত্ত বর্ণের নীচে একটী দাঁড়ি রেখা (।) দেওয়া হয়, এই চিহ্ন বিরামদ্যোতক। শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে অনুদাত্তের কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না। সামবেদের সংহিতায় যখন অনুদাত্ত বর্ণ উদাত্তবর্ণের পূর্ববর্তী অনুদাত্ততর হয়, অথবা ২ বা ৩ সংখ্যাদ্বারা অঙ্কিত কোন স্বরিত বর্ণের পূর্বে অনুদাত্ততর হয় তখন অনুদাত্ত বর্ণের উপরে ৩ সংখ্যা দেওয়া হয়, তবে কোন শ্লোকের প্রারম্ভে অনুদাত্ত বর্ণ পূর্বে থাকিলে প্রথম অনুদাত্ত বর্ণে ৩ সংখ্যা দেওয়া হয় আর পরবর্তী অনুদাত্ত বর্ণে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না। যদি অনুদাত্ততরের পর '২র' এই সংখ্যাযুক্ত স্বরিত বর্ণ থাকে তাহা হইলে ঐরূপ উচ্চারিত বর্ণে ৩ক দেওয়া হয়। সামবেদের পদপাঠে ৩ সংখ্যা থাকিলে উদাত্তের পূর্ববর্তী অনুদাত্ততর বুঝায়—যদি সেই উদাত্ত আরম্ভ হইতে দ্বিতীয় বর্ণের স্থান অধিকার করে। উদাত্ততরের পূর্ববর্তী বর্ণেও এইরূপ হইয়া থাকে, তবে সেই অনুদাত্ততরের পর স্বরিত থাকা চাই। ৩ক বা ক চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে অনুদাত্ততরের ঠিক অব্যবহিত পরে স্বরিত রহিয়াছে। তু° নীচ, নিহত, ন্যস্ত, ন্যস্ততর, নিয়ত, নিঘাত, ন্যাস ও নিয়ম। ২ উদাত্তভিন্ন, উদাত্তব্যতীত। 'তীব্রার্থতরমুদাত্তমল্পীযোঽর্থতরমনুদাত্তম্'—নিরুক্ত ৪.-২৭; অ° (প্রাতি°) ৩. ৫৬; য° (প্রাতি°) ২. ২. ৬২; পা° ১. ৩. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ বেদের মন্ত্রবি°। ~তর—[অনুদাত্ত + তরপ্] অনুদাত্ত হইতে নীচু। কোন স্বর যখন অনুদাত্ত বা স্বরিত স্বরের আরও ঠিক পূর্ববর্তী হয় তখন তাহা অনুদাত্ত হইতে আরও নীচু হয় এবং বিনা প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। ~ত্ব—ক্লী°, অনুদাত্তের ভাব ~ স্বরিত—[কর্মধা°] নীচস্বরিত দ্র°। ~াদি—[ব্যাকরণে] যে ধাতুপদের প্রথম অক্ষর (first syllable) অনুদাত্ত।

অনুদাত্তেৎ—[অনুদাত্ত+ইৎ (অনুবন্ধের পারিভাষিক নাম)] (ব্যাকরণশা°) ধাতুপাঠের যে ধাতুর অনুবন্ধে অনুদাত্ত স্বর থাকে। ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ আত্মনেপদীই হইয়া থাকে ॥ আপ্ ॥

অনুদাত্তোদয়—[বহু°] ক্লী° (ব্যাকরণশা°) যে অক্ষর বা syllable-এর পরে অনুদাত্ত অক্ষর থাকে।

অনুদাত্তোপদেশ=অনুদাত্তোদয়।

অনুদয়-১ উদয়ের অভাব। ২ [জৈনশা°] কর্মফলের অনুভবের অভাব।—কম্ম° ২. ১৩-১৫।

অনুদার-১ [ন উদার যাহা হইতে—বহু° স্ত্রী-া] অত্যন্ত দাতা, অত্যন্ত মহান্, অতি সরল। ২ [নঞ্‌তৎ] বিণ, নীচাশয়, অমহান্, অসাধু। ৩ [অনু+দার। অনুগত দার (পত্নী) যাহার—বহু° বা দারকে অনুগত—প্রাদিস°] বিণ, স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রৈণ। 'যস্মিন্ প্রসীদসি পুনঃ স ভবত্যোদারোঽনুদারশ্চ'—কাব্যপ্র° ৪। ৪ [ন উদারা যাহাতে—বহু°] বিণ, উদারা নামক স্বরশূন্য। ৫ [অনরূপাঃ দারা যস্য—বহু°] যাহার নিজানুরূপ স্ত্রী আছে।

অনুদাস—[অনুগত দাস – প্রাদিস°] অত্যন্ত বাধ্য ভৃত্য, বশীভূত ভৃত্য। 'আমি তোমার দাসের অনুদাস' চৈ-চ°।

অনুদিক্-[মূ°—দিশ্] স্ত্রী°, বিদিক্, ঈশান কোন্ প্রভৃতি বিদিক্।

অনুদিত-১ [ন উদিত—নঞ্‌তৎ স্ত্রী—া] ১ যাহার উদয় হয় নাই, উদয় অপ্রাপ্ত। ২ অপ্রকাশিত, অনুদ্গত। 'ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে।'—ঋ° ১০. ৯৫. ১। ৩ বিণ, অকথিত, অনুক্ত।—শ-ব্রা° ২. ১. ৪.৮; কা-শ্রৌ° ৪. ১৩. ২.১৫। ৪ [জৈন প্রা° অণুদিগ্ন, অণুদিন্ন] (জৈনশা°) ফলদানে অতৎপর।—কর্ম; ভগ° ১. ২. ৩।

অনুদিন—১ [অনু+দিন—দিনে দিনে অব্যয়ীভাব বীপ্সার্থে] অব্য°, দিন দিন, প্রতিদিন, প্রত্যহ। 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥'—রামানন্দ। ২ (বাঙলায় অপ্র°) সর্বদা, অনুক্ষণ। 'হিমালয় অনুদিন চিন্তি অন্তর।—ক-চণ্ডী°। ৩ দিনের পর দিন। 'আনন্দের সীমা না অনুদিন গেল'।—ধর্মমঙ্গল (মাণিক)।

অনুদিবস=অনুদিন।

অনুদিশ—[স° অনুদিশম্—অব্যয়ীভাব অনু + √দিশ্ + সমাসান্ত টচ্] অব্য°, দিকে দিকে, প্রতি দিকে, সকল দিকে।

অনুদৃক্—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। —বায়ুপু° (বঙ্গ°-সং) ৬৭. ১২৯। [মরুৎ দ্র°]।

অনুদৃষ্টি—স্ত্রী°, অনুকূল দৃষ্টি।

অনুদেয়—[বৈদিক] বিণ, প্রত্যাবর্তনীয়। ~ী—[বৈদিক। অনু+√দা+যৎ+স্ত্রী° ঈপ্] স্ত্রী°, ১ পুনঃস্থাপন (?)। ২ বান্ধবী a female companion or friend.

অন্‌দেশ—[অনু+√দিশ্‌+ঘঞ্‌] ১ সাধারণ আদেশ। ২ উপদেশ। ৩ [অনু দিশ্ধাতে কর্মণি ঘঞ্‌] যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়, উপদেশ্য। ৪ অব্য°, নিকটবর্তী দেশ। ৫ (ব্যাকরণে) পূর্ববর্তী সূত্রের উদ্দেশ-সম্বন্ধে সূত্র বা উপদেশ। যদি যতগুলি উদ্দেশ থাকে সেগুলির পরে ততগুলি অনুদেশ থাকে, তাহা হইলে প্রথম অনুদেশ প্রথম উদ্দেশের সহিত সংযুক্ত হইবে, দ্বিতীয় অনুদেশ দ্বিতীয় উদ্দেশের সহিত সংযুক্ত হইবে। এইরূপ ক্রম চলিবে। ~ী—[পুং — -দেশিন্‌। অনুদেশ+ইন্‌] (ব্যাকরণে) উদ্দেশের কর্ম যে উদ্দেশী তাহা হইতে পৃথক্‌ করিবার জন্য অনুদেশের কর্ম। 'সমানাং সমসংখ্যানাং সমপরিপঠিতানামুদ্দেশিনামনুদেশিনাং চ যথাক্রমমুদ্দেশিভিঃ সহানুদেশিনঃ সংবধ্যন্তে।'

অন্‌দেহ—অব্য°, দেহের পশ্চাৎ।

অন্‌দৈর্ঘ্য — [দৈর্ঘ্যমনুগতঃ] বিণ, প্রশস্ত।

অন্‌দ্গত—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী --া] বিণ, অপ্রকাশিত, অনুত্থিত।

অন্‌দ্গীর্ণ—বিণ, যাহা বমন করা হয় নাই।

অন্‌দ্ঘাত—সমতল। ~ী—[পুং-তিন্‌। নঞ্‌তৎ; স্ত্রী --তিনী] বিণ, উন্নত আনত নয় এরূপ।

অন্‌দ্ধত—[নঞ্‌তৎ] বিণ, ঔদ্ধত্যহীন, নম্র, সরল, ভদ্র, বিনয়ী। 'অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ'—শকু° ৫. ১২।

অন্‌দ্ধরণ, দ্ধার—১ [নঞ্‌তৎ; স্ত্রী –া] অনুত্তোলন, অপরিত্রাণ। ২ [নঞ্‌ বহু°] উদ্ধারহীন, অপরিত্রাত। ~প্রায়শ্চিত্ত—শ্রৌতশাস্ত্রীয় গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শ্রীনিবাসদীক্ষিত ~প্রাদিপ্রায়শ্চিত্ত তারাদীক্ষিত-রচিত গ্রন্থবি°।

অন্‌দ্ধরী—[পুং — অনুদ্ধরিন্‌] কুন্থু নামক এক ক্ষুদ্র জন্তু।

অন্‌দ্ধৃত—বিণ, অপরিত্যক্ত, যাহা ত্যাগ করা হয় নাই।—কল্প°।

অন্‌দ্ধৃত — [নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহার উদ্ধার হয় নাই এরূপ, যাহা উঠান হয় নাই এরূপ, অনুত্তোলিত।—শ-ব্রা° ২. ৩. ১. ৭। যদি শ্রৌতগ্রন্থে আহবনীয় অগ্নি-সম্বন্ধে অনুদ্ধত বলা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই অগ্নি যাহা গার্হপত্য স্থানে রক্ষিত ছিল তাহা হইতে তোলা হয় নাই। ~াভ্যস্তময় — [অধিকরণ অর্থে (অনুদ্ধৃত+অভ্যস্তময়) সূর্যাস্ত যখন আহবনীয় অগ্নি গার্হপত্য হইতে স্থানান্তরিত করা হয় নাই।

অন্‌দ্বাহ— [নঞ্‌তৎ] পরিণয়ের অভাব, বিবাহ না হওয়া।

অনুদ্ভব— ১ [নঞ্‌তৎ] অনুৎপত্তি, জন্মাভাব। ২ [নঞ্‌-বহু°; স্ত্রী° -া] বিণ, জন্মরহিত, উৎপত্তিরহিত।

অন্‌দ্ভট—শান্ত, সৌম্য, অনুগ্র।

অন্‌দ্ভিন্ন—১ যাহা উদ্গত হয় নাই, অনুদ্গত। ২ অপুষ্ট, অপুষ্টদেহ (জীব)।

অন্‌দ্ভূত—১ বিণ, অনুৎপন্ন। ২ অব্যক্ত। ৩ অনুদ্‌ভিন্ন।

অন্‌দ্য — [ন+√বদ্‌+কয়প — পা° ৩. ১. ১০৬; তু° অবদ্য] উচ্চারণের অযোগ্য, বলিবার অযোগ্য। ~ত—বিণ, অপ্রবৃত্ত, অনুৎসাহযুক্ত।

অন্‌দ্দিষ্ট — ১ [নঞ্‌তৎ; স্ত্রী --া] বিণ, যাহার উদ্দেশ বা সন্ধান বা সংবাদাদি পাওয়া যায় না এরূপ। ২ অনভিপ্রেত।

অন্‌দ্যোগ—অনুদ্যম, ঔদাস্য, উপেক্ষা।

অন্‌দ্র—বিণ, উদকশূন্য, বারিহীন। 'অনুদ্রে বিদ্যো ধৃষিতা বরং সতে'—ঋ° ১০. ১১৫. ৬।

অন্‌দ্রুত— ১ অনুগত, পশ্চাদ্‌গত। 'রাজসূতৈরনুদ্রুতম্‌'—রঘু° ৩. ৩৮; ১৬. ২৫। ২ ক্লী°, হীন দ্রুত তাল=৳ দ্রুত= ¼ মাত্রা। 'অর্ধমাত্রং দ্রুতং জ্ঞেয়ং দ্রুতার্ধং চাপ্যনুদ্রুতম্‌' — শব্দরত্না° ॥ শব্দ° ॥ ৩ অনুধাবিত। 'অনুদ্রুতঃ সংযতি যেন কেবলং বলস্য শত্রুঃ প্রশশংস শীঘ্রতাম্‌'—মাঘ° ১.৫২। ৪ অন্বিত, সমেত। 'হরিসৈন্যৈরনুদ্রুত' —রঘু° ১২. ৬৭।

অন্‌দ্বিগ্ন—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী-া] বিণ, অব্যাকুল, অনুৎকণ্ঠিত।

অন্‌দ্বেগ—১ [নঞ্‌তৎ; স্ত্রী ---া] উদ্বেগহীনতা, সুস্থিরচিত্ততা। ২ [বহু°] বিণ, উদ্বেগশূন্য, প্রশান্ত চিত্ত। ~কর—[নঞ্‌তৎ] অব্যাকুলতাজনক।

অন্‌দ্বেল—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী--া] বিণ, অনুচ্ছলিত, অনুদ্বিগ্ন।

অন্‌ধম্মসুত্ত—পালি-পিটকের সুত্ত বি°। ইহাতে ধর্ম-আচরণকারী ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। সং ৩. ৪০-১।

অন্‌ধর্ম—অনুকূল—হিতকর ধর্ম। 'এসোণুধম্মো মুণিনা পবেইও।'—সূঅ° ১. ২. ১। ~চারী—[পুং-চারিন্‌] হিতকরধর্মানুসরণকারী, জৈনধর্মাবলম্বী। সূ অ° ১. ২. ২।

অন্‌ধার্মিক—বিণ, ধর্মানুকূল, ধর্মোচিত।

অন্‌ধাবন—১ [অনু+√ধাব্‌+ল্যুট্‌-ভা°] ক্লী° পশ্চাদ্‌ধাবন, অনুগমন, অনুসন্ধান। 'তস্মিন্‌ কুরঙ্গশারাক্ষি মুহুশ্চিত্তং নিবারয়। ন তন্মনস্তবাধীনং বৃথা তত্রানুধাবনম্‌'--উদ্ভট ॥ শব্দ° ॥ ২ সত্য বা জ্ঞানের অনুসন্ধান, গবেষণা। ৩ শোধন, শুদ্ধি।

অন্‌ধাবিত—বিণ, ১ পশ্চাদ্‌ধাবিত। ২ অভিনিবিষ্ট।

অন্‌ধ্যাত—[অনু+√ধ্যৈ+ত (ক্ত) কর্ম°, স্ত্রী—া] বিণ, ১ অনুচিন্তনকারী, অনুস্মরণকারী ২ অনুচিন্তিত, অনুস্মৃত। 'অনুধ্যাতৈবরূপেতব্যং বৎসয়োর্ভদ্রমস্য বঃ'—উত্তর° ৭. ১১।

অন্‌ধ্যান—[অনু+√ধ্যৈ+ল্যুট্‌-ভা°] ক্লী° ১ একাগ্রচিন্তা। 'অনুধ্যানান্তরমেব'—কাদ° ২৬২। ২ স্মরণ। 'ত্বদনুধ্যানসম্ভবা'—কুমার° ৬. ২১।

অন্‌নয়—[অনু+√নী+অচ্‌ ভা°] ১ বিনয়, শিষ্টতা। 'কথং বা তেষামনুনয়ঃ কৃতঃ'—হিতো° ১২৩. ৫। ২ ক্রোধাপনয়ন, রোষপ্রশমন। 'কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষেঃ'—রঘু° ২. ৫৪। ৩ কাতর প্রার্থনা। 'গৃহীতানুনয়'—রঘু ৬. ২। ৪ প্রণতি, স্তব, প্রণিপাত। ৫ [অনুনয়+অচ্‌ (অস্ত্যর্থে)]

বিণ, সানুনয়, সান্ত্বনাজনক। 'অব্রবীদ্বাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ং বচঃ'—রা° (গো° ৪. ২৬.) ১০। ~ প্রতিঘপ্রহাণ—বৌদ্ধসাহিত্যে অষ্টোত্তরশত ধর্মালোক মুখের অন্যতম। ~বিনয়—[অনুনয় ও বিনয়—দ্বন্দ্বস°] স্তবস্তুতি, একান্ত অনুরোধ। ~মান—[অনু+√নী+শানচ্] সম্মান-প্রদর্শন। ~মন্ত্রণ—ক্লী°, বিনয় সহকারে আমন্ত্রণ। ~ী—[মু°-য়িন্] নম্র, প্রার্থী।

অনুনাদ—[অনু+√নদ্+অ (ঘঞ্) -ভা°] প্রতিরূপ শব্দ, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।—ঋ° (প্রাতি°) ১৪. ৬ ॥ বে°-রো° ॥

অনুনাদিত—[অনু+√নাদি+ক্ত-কর্ম°, প্রতিধ্বনিত, সদৃশশব্দবিশিষ্ট। 'প্রাবৃণ] মেঘানুনাদিতা'—মহা° ৩. ১৮৩. ৯।

অনুনাদী— [মু°-দিন্] অনু+√নদ্ +ণিনি-ক ; স্ত্রী°-দিনী] বিণ অনুধ্বনিকারক, প্রতিধ্বনিকারী, প্রতিশব্দকারী। 'গম্ভীরেণানুনাদিন স্বরেণ—রা° ২. ২. ২।

অনুনায়িকা—[নায়িকাকে অনুগতা—প্রাদিস°] নাটকে নায়িকার অনুগতা পাত্রী, সখী, দাসী ই°। সখী প্রব্রজিকা দাসী প্রেষ্যা ধাত্রেয়িকা তথা। অন্যাশ্চ শিল্পকারিণ্যো বিজ্ঞেয়া হ্যনুনায়িকাঃ।—ভরত° ॥ বো-রো° ॥

অনুনাশ—দেশের নাম বি°। (?)

অনুনাস—১ অনুনাসিক, যে অক্ষর নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়। ২ অনুস্বার। ৩ বিণ, অনুস্বারযুক্ত।

অনুনাসিক—[অনু (= অনুগত, সহিত) + নাসিক ; অনু (= পশ্চাৎ) নাসিকা হইতে উচ্চারণ যে বর্ণের ; পূর্ব উচ্চারণ স্থান—মুখ, পশ্চাৎ নাসিকাস্থান] ১ মুখের সহিত নাসিকাতে উচ্চার্যমাণ বর্ণমালা, যথা, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং, ँ।—'মুখ নাসিকাকরণোঽনুনাসিকঃ' — বাজ-স° (প্রাতি) ১. ৭৬ ; মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ' — পা° ১. ১. ৮ ; এই প্রকার উচ্চারিত যে সমস্ত বর্ণ সেগুলি অনুনাসিক বর্ণ। ২ অর্ধচন্দ্রাকার বর্ণ (ँ) 'অনুনাসিকশব্দোঽর্ধচন্দ্রাকারবর্ণে রূঢ়ঃ'—দুর্গাদাস ॥ ব-শব্দ° ॥ 'নিরনুনাসিক, সানুনাসিক---বোপ° ২,২৮। ৩ অনুনাসিক স্বর, নাকী সুরে বলা স্বর। 'নাসিকস্বয়োঽনুসঙ্গেঽনুনাসিকম্'---ঋ° (প্রাতি°) ১৪. ৩ ; 'অনুনাসিকং পঠেৎ'---সুশ্রু° ১. ১৩. ৫। ৪ স্থান বিশেষে--স্বরবর্ণ বা য, ব, ল ; এক্ষেত্রে অনুনাসিক উচ্চারণ (ँ) এই চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয়। 'যঁ' বা 'বঁ' ম-পূর্ব 'য' বা 'ব'-র অনুরূপ উচ্চারিত বর্ণ ; 'লঁ' ম্ বা ন্-পূর্ব 'ল্'-র সমান বর্ণ। যদিও ইহা যতিস্থানে নাই অথবা নিজের উচ্চারিতব্য ধ্বনির অতিরিক্ত কিছুই দ্যোতিত করে না। যতিস্থানে না থাকিলে দীর্ঘ অনুনাসিক স্বরবর্ণকে হ্রস্ব স্বর এবং মৌলিক 'ন্ত্স্' অথবা, ইহার হ্রস্ব স্বর এবং ন্ত্ বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে দেখিতে হইবে যে 'স্' অথবা ইহার স্থানীয় বর্ণের ব্যত্যয় হয় নাই। যথা,মহাঁ ইন্দ্রঃ=মহন্ত্স্ ইন্দ্রঃ, দধ্বাঁ যঃ=দধ্বন্ত্স্ যঃ, সর্গাঁ ইব=সর্গন্ত্স্ ইব অথবা মহাঁশ্চরতি=মহন্ত্স্ চরতি, দস্যুঁরেকঃ=দস্যুন্ত্স্ একঃ। অনুনাসিক (ँ) ও (ং) অনুস্বারের যে প্রকৃত পার্থক্য তাহা বৈদিক সাহিত্যিক যুগের পর বিচারের মধ্যে কখনও আসে নাই। যতি (pause) স্থানে অন্ত্যস্বর (final vowel) অনুনাসিক হইতে পারে। হ্রস্ব বা লঘু অনুনাসিক স্বর যতি-স্থানে না থাকিলে সকল সময়ে বাহ্যতঃ সেই স্বরের এবং ম ও ন র সমান বলিয়া বিবেচিত হয় ; সাধারণতঃ সমাসের পূর্বপদের অন্ত্যস্বরের উচ্চারণ অথবা সেই শব্দের অন্তে উষ্মবর্ণ থাকিলে সেই শব্দের উচ্চারণ হইয়া থাকে—যথা, সম্স্-কর্তা না হইয়া সঁস্কর্তা, পুম্স্-চলী না হইয়া পুঁশ্চলী, তস্মিঁস্থা=তস্মিন্স্—স্থা। বৈদিক বৈয়াকরণগণ এই নিয়মের মাত্র কয়েকটী ব্যতিক্রমের (exception) উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—অমিনন্তঁ এবৈঃ'। এখানে 'ন্ত'-র 'অ' অনুনাসিক।

অনুনির্দেশ--[অনু-নির্+√দিশ্+অ (ঘঞ্)-ভা°] যথাক্রমে বর্ণন, ক্রমানুসারে কথন। 'ভূয়সামুপদিষ্টানাং ক্রিয়াণামথ কর্মণাম্। ক্রমশো যোঽনুনির্দেশী যথাসংখ্যং তদুচ্যতে।'---সা-দ°।

অনুনির্বাপ--পরবর্তী সুরা প্রদান (দেবোদ্দেশে)। ~্যা— দেবোদ্দেশে সুরা প্রদান করিবার জন্য উৎসব বা অনুষ্ঠান। 'অনুনির্বাপ্যয়া বৈ দেবা অসুরান্ পান্নতি' ---কৌ-ব্রা° ৪. ১।

অনুনীতি = অনুনয়। 'সান্ত্বনীতিশ্চ সীতার্শ নাকুধ্যৎ'---বাল-রা° ৮. ৭৫ ॥ আপ্° ॥

অনুনীত---বিণ, ১ যাহাকে অনুনয় বা অনুনয় দ্বারা তুষ্ট করা হইয়াছে এরূপ। ২ আরাধিত, পূজিত। ৩ প্রার্থিত। ৪ বিনীত।

অনুনেয়—বিণ, অনুরুদ্ধ, অনুনয়প্রাপ্ত। 'নমু ভবানেবাত্রানুনেয়ঃ'—মৃচ্ছ° ১৭. ২৪। বো-রো° ॥

অনুন্নত---[নঞ্তৎ] বিণ, ১ অনুচ্চ, নীচ। ২ অসমৃদ্ধ। ৩ গর্বরহিত, নিরভিমান।

অনুন্মত্ত,-ন্মাদ— [নঞ্তৎ] বিণ, যে পাগল নয়, যে মাতাল নয়।

অনুন্মুদ্রিত---[নঞ্তৎ ; স্ত্রী°--া] বিণ, মুদ্রিত অপ্রকাশিত,।

অনুন্মূলিত---[নঞ্তৎ স্ত্রী°] বিণ, যাহা উপড়ান হয় নাই এইরূপ, অনুৎপাটিত।

অনুপ---[স° অনুগম ; অপ্র°] ১ তুলনারহিত, উপমাহীন। 'গোবিন্দদাস কহ অনুপ চরিত'---পদক° ২৫১৮ ; 'অনুপ সুন্দর মূরতি কিশোর বিনোদ বন্ধান কেশে'—চণ্ডী° ২৯। ২ অনূপ দ্র°।

অনুপকর্তা—[মু°-কর্তৃ। নঞ্তৎ ; স্ত্রী- -র্ত্রী] বিণ, অনুপকারী, অহিতকারী। 'হীনান্যনুপকর্তৃণি প্রবৃদ্ধানি চিকুর্বতে'—রঘু° ১৭.৫৮। **~কারী**—[মু°—রিন্। নঞ্তৎ ; স্ত্রী- -রিণী] বিণ, ১ অপকারী,

অহিতকারী, অনিষ্টকারী। ২ প্রত্যুপকারে অপারগ—গী° ১৭. ২০। ~কৃত—[নঞ্‌তৎ], বিণ, যাহার উপকার করা হয় নাই। ~ক্ষিত — বিণ, আঘাতপ্রাপ্ত নহে, ধ্বংসপ্রাপ্ত নহে। —ঋ° ৩. ১৭. ৭; অ° ৬. ৭৮. ২॥ বো-রো°॥ ~গীত—১ বিণ, প্রশংশিত নহে। ২ অব্য°, যে গানে অপর ব্যক্তি যোগদান করিতে পারে না। —শ-ব্রা° ৪. ৬. ৯. ১৭। ~ঘাত—ক্ষতির অভাব, অনিষ্টরাহিত্য। ~জীবনীয়—বিণ, জীবিকার অভাব।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৩।

অনুপচন্দ্র—জনৈক কবি। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'মনসার গীতি'।

অনুপচন্দ্র দত্ত—জনৈক কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অধীন শ্রীখণ্ড গ্রামে। পিতা—মৃত্যুঞ্জয় দত্ত। পিতামহ—শ্যামসুন্দর দত্ত। জাতি উগ্রক্ষত্রিয়। ইনি বর্ধমানের জালরাজা প্রতাপচাঁদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজ দুর্গামঙ্গল দাসের অনুজ্ঞায় প্রতাপচন্দ্রের জীবদ্দশায় ১৮৪৪ খ্রী° (১২৫০ বঙ্গ°) ইনি 'প্রতাপচন্দ্র-লীলারস প্রসঙ্গ-সঙ্গীত' নামে একখানি বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইনি প্রতাপচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করিয়াছেন।

অনুপদেশ—দক্ষিণ মালব। নিমারের নিকটবর্তী নর্মদাপ্রদেশ। বিভিন্ন সময়ে এই প্রদেশ হৈহয়, মহিষ, মাহিষক প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল।—শিবপু° ধর্ম° ৫৬; হরি° ৫. ৩৩, ১১২, ১১৪। মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী ছিল।—রঘু ৬. ৫, ৪৩।

অনুপনারায়ণ শিরোমণি—গ্রন্থকার-বি°। ইনি 'সমঞ্জসা' নামক বেদান্তসূত্রের একটী বৃত্তি রচনা করেন এবং এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করেন।

অনুপঠিত—১ [অনু + √পঠ্ + ত (ক্ত) কর্ম°] বিণ, গুরুর উপদেশানুসারে পঠিত। ২ ক্লী°, গুরুকৃত পাঠ অনুসারে শিক্ষা।

অনুপতন, -পাত— ১ পশ্চাৎ পতন, পশ্চাৎ অবতরণ। ২ অনুগমন, অনুসার।

অনুপতি—অব্য°, পতির পশ্চাতে। 'অনুপতি পত্নীরুত্তর উত্তরঃ (দীক্ষয়তি)' —কা-শ্রৌ° ১২. ২. ১৬।

অনুপথ—১ পথ, অনুকূল পথ। 'আপথয়ো বিপথয়ো অন্তস্পথা অনুপথাঃ'—ঋা° ৫. ৫২. ১০। ২ [পন্থানুগতঃ] বিণ, পথকে অনুসরণ করিয়া। ৩ অব্য°, পথ ধরিয়া, পথের উপরে।

অনুপদ— ১ [অনু (পশ্চাৎ) পদ যাহার—বহু°; স্ত্রী--া, -ী] বিণ, অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী, অনুগ। ২ পদে, পদে প্রতি পদে, অনন্তর। ৩ [প্রাদিস°] অনুকূল স্থান। ৪ ধুয়া chorus, গানে নিয়মিত ব্যবধানে যে পদ পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়। ৫ অব্য°, পদের পশ্চাৎ, ঠিক পরে পরে। 'অনুপদং বদ্ধা অনুপদীনা'॥ শব্দ°॥ ৬ প্রতিপদে, পায় পায় step by step. ৭ প্রতিবাক্যে, কথায় কথায়। ~বগ্‌গ—পালি-পিটকের মজ্ঝিম-নিকায়ের উপরি পঞ্‌ঞাসের দ্বিতীয় অধ্যায়। —মজ্ঝিম° ৩ ২৪ ই°॥ MDPP॥ ~সুত্ত—বৌদ্ধ সুত্ত-বি°। জেতবনে সারিপুত্তের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রশংসার ছলে এই সুত্তে প্রকৃত ভক্তের গুণাবলীর আলোচিত হইয়াছে।—মজ্ঝিম° ৩. ২৫ ই°। ~সূত্র—ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের ভাষ্য-বি°। ~বী—পথ, রাস্তা। ~ী—[মৃ°-দিন্। অনুপদ + ইন্ অস্ত্যর্থে; স্ত্রী--দিনী] বিণ, ১ অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী। ২ অন্বেষণকারী। 'অনুপদমন্বেষ্টা গবামনুপদী'॥ শব্দ°॥ 'ক্ষণদা-করেঽনুপদিভিঃ প্রয়য়ে'—শিশু° ৯. ৭০॥ আপ°॥ ~ীনা—[আয়ামার্থে অনু, পদস্যায়ামতুল্যায়াম, তেন বদ্ধা খ] স্ত্রী°, পদসদৃশ পাদুকা, পদাচ্ছাদন, মোজা॥ অম° ২. ১০. ৩১ অভি° ৯১৫॥ 'অনুপদং বদ্ধা অনুপদীনা উপানৎ'— পা° ৫. ২. ৯ (কাশিকা)॥ বো-রো° আপ°॥

অনুপদিক—[অনুপদমস্ত্যস্য গস্ত্‌ষ্ঠেন, টন্] বিণ, অনুসরণ করিয়া, পশ্চাতে গমন করিয়া।

অনুপদিষ্ট—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী--া] বিণ, অশিক্ষিত, যে উপদেশ পায় নাই।

অনুপধি—[ন উপধি যাহার—বহু°] বিণ, অকপট, ছলনাহীন, সরল। 'রহস্যং সান্ত্বনামনুপধি বিশুদ্ধং বিজয়তে'—উত্তর° ২. ২।

অনপনীত—[নঞ্‌তৎ] বিণ, যে উপনীত হয় নাই, অকৃতোপনয়ন।

অনুপন্যাস—[নঞ্‌তৎ] ১ অকথন, (কথা) উত্থাপনের অভাব। ২ অনিশ্চয়তা, প্রমাণের অভাব।

অনুপপত্তি—[নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, ১ উপপত্তির অভাব, যুক্তির অভাব। ২ অসংলগ্নতা, অসঙ্গতি, 'লক্ষণা শক্য সম্বন্ধস্তাৎপর্যানুপপত্তিতঃ'—ভাষাপ° ৮২। ৩ অসমাপ্তি।

অনুপপন্ন—[নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অযুক্তি, যুক্তিহীন। ২ অপ্রমাণ। ৩ অসিদ্ধ। ৪ অসংলগ্ন।

অনুপবীতী—[মৃ°-তিন্। নঞ্‌তৎ] বিণ, উপবীতিভিন্ন।

অনুপভুক্ত—[নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহা ভোগ করা হয় নাই এরূপ, অব্যবহৃত।

অনুপম, —[ন উপমা যাহার—বহু°; স্ত্রী--া] ১ বিণ, উপমারহিত, অতুলন, নিরুপম, সর্বাতিরিক্ত॥ মে° অভি°॥ 'বলং প্রমাণং শক্তিশ্চ পরৈরনুপমং মম'—রা° (গো°) ৪. ৬২. ১৭॥ বো-রো°॥ ২ [বা° প্রাদে° বগুড়া জেলা] মর্তমানের মত এক প্রকার কলা, শব্‌রী কলা। ~া—[নঞ্‌বহু°] স্ত্রী°, উপমারহিতা, নিরুপমা। ২ নৈঋত কোণে যে কুমুদ-দিগ্‌গজ (হস্তী) আছে তাহার স্ত্রীর নাম বি°॥ অম° ১. ১. ২. ২৬, মে° হরবি° ১৪৮, আপ°॥

অনুপম২—১ প্রাচীন ভারতের একটী

নগর। বুদ্ধবংসের অথকথার (২০৫. ২০৬) মতে বেস্‌সভ বুদ্ধ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধবংসের (২২. ৫. ১৮) মতে সে নগরীর নাম 'অনোমা'॥ MDPP॥ ২ বেস্‌সভূ বুদ্ধের জন্মস্থান অনুপমের একটী প্রমোদোদ্যান-বি°। বুদ্ধত্ব-লাভ করিবার পর তিনি এইস্থানে আশ্চর্য-বিভূতি দেখান।—বুদ্ধব° অথ° ২০৬। ৩ বুদ্ধবংস-অথকথার (১৯৩. ১৯৪) মতে ফুস্‌স বুদ্ধের পুত্র; কিন্তু বুদ্ধবংস (১৯.১৬) মতে ইঁহার নাম আনন্দ। ৪ সিদ্ধার্থ বুদ্ধের পুত্রবি°।—বুদ্ধব° ১৭. ১৫। ৫ প্রাচীন ভারতের একটী নগরী। অথদস্‌সী বুদ্ধ এই নগরীর অন্তবর্তী অনোমারামে মৃত্যু মুখে পতিত হন।—বুদ্ধব° অথ° ১৮১। ৬ অনোমদস্‌সী বুদ্ধের সময়ে প্রাচীন ভারতের একটী ব্রাহ্মণ গ্রাম। —ঐ, ১৪২। ৭ এক জন আজীবক। ইনি সুমনবুদ্ধকে আসনের জন্য তৃণদান করিয়াছিলেন।—ঐ, ১২৫। ৮ সুমনবুদ্ধের পুত্র।—বুদ্ধব° ৫.২৩। ৯ এক জন শ্রেষ্ঠী। ইঁহার কন্যার নাম অনুপমা। [অনুপমা দ্র°]

অনুপম,—প্রকৃত নাম শ্রীবল্লভ। ইনি কুমার দেবের পুত্র ও শ্রীপাদ সনাতন ও রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। কুমারদেবের বহু সন্তানের মধ্যে এই তিন জনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কুমারদেবের এই প্রসিদ্ধ তিন পুত্রের নাম ছিল—অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদিগেকে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম নাম প্রদান করেন। প্রেমবিলাস (২৩ বিলাসে) বলেন—সনাতনের পূর্বনাম দবিরখাস ও শ্রীরূপের সাকর মল্লিক। প্রেমবিলাসের ২৩ বিলাসে আরও দেখা যায় ইঁহাদের আদি বাড়ী নৈহাটী। নৈহাটীতে কুমারদেবের সময় ধর্মদ্রোহ উপস্থিত হইলে ধর্মভীরু কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করেন।

'দাক্ষিণাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ।
যজুর্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব হন॥
মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার।
গঙ্গাতীরে নৈহাটীতে ছিল বাস যার॥
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটী ছাড়িলা।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা॥
তার পুত্র মধ্যে তিন পণ্ডিত প্রধান।
সনাতন রূপ আর শ্রীবল্লভ নাম॥
যবন রাজ্যের প্রিয় পাত্র তাঁহারা হইল।
রামকেলি গ্রামে আসি বসতি করিল॥'

ভক্তি রত্নাকর বলেন, শ্রীপাদ সনাতনাদি ভ্রাতৃত্রয় অনেক সময় রামকেলীতে থাকিতেন। ফতোয়াবাদ ও বাক্‌লা নবদ্বীপে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। কিন্তু হুসেন সাহের কার্যোপলক্ষে রামকেলীতেই তাঁহাদের প্রধান বাসস্থান ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রামকেলীর পথে এই তিন ভ্রাতাকে প্রথমবার দর্শন দিয়াছিলেন, ভক্তি রত্নাকরে—

'গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলি হইতে যাত্রা কৈল গৌরহরি॥
সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তাহা কহিতে সাধ্য নাই॥
কেশব ছত্রী আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পেয়ে প্রভুর দর্শন॥'

মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া এই তিন ভ্রাতার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

ইঁহার পর মহাপ্রভু নীলাচলের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় শ্রীজীব ও অনুপম প্রয়াগে গিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

'অনুপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা॥
—চৈ-চ° ২. ১৯।

মহাপ্রভু দুই ভাইকে উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর রূপ ও অনুপম বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে গৌড়ে অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হয়।

'এই মত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥'
—চৈ-চ° ৩. ১. ৫।

১৪৫৫ শকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তর্ধান ঘটে। ইহার বহু পূর্বে শ্রীবল্লভ বালক শ্রীজীবকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন।

অনুপম রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়' ও বৈষ্ণব বন্দনায় স্বতন্ত্রভাবে ইঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনুপমা—১ বুদ্ধবংশে বর্ণিত এক রমণী। পিতার নাম—শ্রেষ্ঠী অনুপম। বাসস্থানও অনুপম। অনোমদস্‌সী বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভের ঠিক পূর্বে এই রমণী তাঁহাকে পায়সান্ন দান করেন।—বুদ্ধব° অথ° ১২২। ২ এক জন রমণী। পিতা—শ্রেষ্ঠী অনুপম। বাসস্থান—অনোম। এই রমণী সুমনবুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ঠিক পূর্বে তাঁহাকে পায়সান্ন দান করেন।—বুদ্ধব° অথ° ১২৫। ৩ মাগন্দিয়া দ্র°।

অনুমর্দন—কোন অভিযোগে বাধা না দেওয়া।

অনুপমিত,-মেয়—[নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী-া] বিণ, উপমারহিত অতুলিত, অতুলনীয়।

অনুপযুক্ত—[নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী--া] বিণ, ১ অভুক্ত (খাদ্য)। ২ অযোগ্য, অন্যায্য।

অনুপযোগ—[নঞ্‌ তৎ] ১ অযোগ্যতা, অনুপযুক্ততা। ২ ভোজনাভাব। ৩ বিণ, অভক্ষিত (খাদ্য)।

অনুপরত—[নঞ্‌ তৎ] ১ বিণ, অমৃত, জীবিত। ২ অনিরত, অবিরত। ৩ বিষয়ানুরক্ত।

অনুপরতি—[নঞ্‌ তৎ] স্ত্রী°, ১ অবিরাম। ২ বিষয়ানুরক্তি।

অনুপরাজ—এক জন ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।—মহা° ২. ৪।

অনুপরিধি—অব্য°, পরিধির নিকটে, —কা-শ্রৌ° ৩. ১. ১৭॥ বো-রো°॥

অনুপশ্চিৎ—অব্য°, বৃত্তাকার পরিধি-বেষ্টিত।—কা-শৌ° ১৭. ২. ১২ ॥ বো-রো° ॥

অনুপর্ণ—ঋতুপর্ণের পুত্র। অনুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ।—[ঋতুপর্ণ ও কল্মাষ-পাদ দ্র°]

অনুপল—পল হইতে ন্যূন সময়। বিপলের এক ষষ্টিতম ভাগ।~কৃথণা সৃত্ত—বৌদ্ধসূত্ত বি°। - সংযুক্ত° ৩. ২৬১।

অনুপক্ষিত—[নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী--া] ১ বিণ, অদৃষ্ট, অবিজ্ঞাত। ২ অতর্কিত।

অনুপলব্ধ—[নঞ্‌তৎ] বিণ, অলব্ধ, অনর্জিত, অননভূত।

অনুপলব্ধি—অমুক পদার্থে অমুক পদার্থ নাই বা অমুক পদার্থ অমুক পদার্থ নহে, এই প্রকার জ্ঞান সকলেরই হয়। ইহা অভাববিষয়ক। যে পদার্থটীর অভাব বিষয়ে জ্ঞান হইতেছে তাহাকে প্রতিযোগী এবং যে অধিষ্ঠানে অভাবের কথা বলা হইতেছে তাহাকে অনুযোগী বলে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—জ্ঞানের বিষয়টী কি আকারে ভাসমান হয়? অনুযোগীর সহিত প্রতিযোগী অভাবাত্মক এক সম্বন্ধ আছে, এই আকারে? অথবা অনুযোগীর সহিত প্রতিযোগীর অভাবের এক সম্বন্ধ আছে, এই আকারে? ভারতীয়গণ দ্বিতীয় আকারটী স্বীকার করেন। পাশ্চাত্ত্যগণের অধিকাংশের মতে প্রথম আকারটীই সঙ্গত।

দ্বিতীয় আকারটী মানিলে পুনরায় প্রশ্ন উঠে প্রতিযোগীর অভাব এবং এই অভাবের সহিত অনুযোগীর সম্বন্ধ কি উপায়ে (দর্শনের ভাষার 'কোন্ প্রমাণদ্বারা') জানা যায়? নৈয়ায়িকগণ বলেন যে ভাববিষয়ক জ্ঞানের যে প্রমাণ অভাব বিষয়ক জ্ঞানের প্রমাণ তদতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। তবে অভাবপদার্থের সহিত অনুযোগীর সম্বন্ধ একটু নূতন ধরণের। তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন বিশেষণতা, অর্থাৎ ঘটে শুক্লবর্ণ নাই—ইহার অর্থ হইল ঘটের সহিত শুক্লাভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ আছে। 'ঘটে শ্যামবর্ণ আছে' বলিলে যে সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয় তাহার নাম সমবায়; কিন্তু শুক্লাভাবের সহিত ঘটের সম্বন্ধের নাম বিশেষণতা। অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায় যে এখানে সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাবের সহিত অনুযোগীর বিশেষণতা সম্বন্ধ আছে। সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব—ইহার অর্থ হইল সেই অভাব যাহার প্রতিযোগী অনুযোগীর সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়াই বিবক্ষিত। তদ্রূপ ভূতলে ঘট নাই—এই স্থলে যে সম্বন্ধ তাহাকে সাধারণভাবে বিশেষণতা বা আরও সূক্ষ্মভাবে সংযোগা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক যে অভাব তাহার সহিত অনুযোগীর বিশেষণতাসম্বন্ধ বলা যায়। এইরূপ অন্যান্যস্থলেও বুঝিতে হইবে। সর্ববিধ পরোক্ষজ্ঞানের মূলে কোনও না কোন অপরোক্ষজ্ঞান আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে মূলগত অভাববিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানের প্রমাণ কি, অর্থাৎ কোন উপায়ে উহা পাওয়া যায়? নৈয়ায়িকগণ বলিবেন যে ইন্দ্রিয়ই এখানে প্রমাণ এবং বিষয়ে-ন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ তাহার 'ব্যাপার'। সাধারণ ভাষায় নৈয়ায়িকমতের মর্ম এই যে অভাববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য। ভূতলে ঘট নাই এই জ্ঞান যখন হইয়াছে তাহার পূর্বক্ষণে ভূতলের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ ঘটিয়াছে, এবং যেহেতু ঘটাভাব ভূতলের সহিত বিশেষণতাসম্বন্ধে সম্বদ্ধ অতএব এই ঘটাভাবের সহিতও ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তবিশে-ষণতারূপ পরম্পরাসম্বন্ধ ঘটিয়াছে। আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে পারা যায় যে এখানে সংযোগাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক এক বিশিষ্ট অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তবিশেষণতা-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। তদ্রূপ অমুক ঘটে শুক্লবর্ণ নাই বলিলে বুঝিতে হইবে যে সমবায়াবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক কোনও এক বিশিষ্ট অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ ঘটিয়াছে। মোট কথা হইল এই যে অভাব পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বশতঃ অভাবের অপরোক্ষজ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমরা অভাব 'প্রত্যক্ষ' করি।

যদি আপত্তি হয় যে সৎপদার্থের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভব, অসতের সহিত কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? তাহা হইলে নৈয়ায়িকগণ উত্তর দিবেন যে এই ঘট শ্যামবর্ণ বা এই ভূতলে পট রহিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান যেরূপ অপরোক্ষ এই ঘট শুক্লবর্ণ নহে বা এই ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি বিষয়কজ্ঞান ও ঠিক সেইরূপই অপরোক্ষ, সুতরাং প্রথমস্থলে যদি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ মানিতে হয় দ্বিতীয়স্থলেও তাহা মানিতে হইবে। প্রমার স্বভাব হইতেই প্রমাণের স্বভাব নির্ণয় করিতে হয়, এবং এখানে উভয় প্রমার স্বভাব সমান—উভয়ই অপরোক্ষ জ্ঞান। অবশ্য দুই জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেরূপ পার্থক্য তো 'ভূতলে ঘট আছে' ও 'ভূতলে শ্যামবর্ণ আছে'—ইহাদের মধ্যেও আছে। এ পার্থক্য হইল জ্ঞানবিষয়ান্তর্গত দুই পদার্থের সম্বন্ধের পার্থক্য—ইহার জন্য প্রমাণের পার্থক্য স্বীকারে প্রয়োজন নাই। তদ্রূপ অভাববিষয়ক এবং ভাববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের মধ্যেও মাত্র এইটুকু প্রভেদ যে প্রথম ক্ষেত্রে বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ যে প্রকার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে প্রকার নহে। এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মোট কথা হইল যে, নৈয়ায়িকগণ 'ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি' এইরূপ অনুব্যবসায়ের উপরই মতামত স্থাপিত করেন।

নৈয়ায়িকের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারাও অভাব বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়েরই প্রামাণ্য বা বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের জনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এই প্রকার সকল জ্ঞানের স্থলেই ইন্দ্রিয় বা বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ আছে, এবং যে যে স্থলে ইন্দ্রিয় বা বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই সেই সেই স্থলে অভাববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানও নাই। লাঘবের দিক্

দিয়াও নৈয়ায়িকগণ এই জ্ঞানকে বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য বলেন। তাঁহারা বলেন যে যদি এই সন্নিকর্ষ দ্বারা এই জ্ঞানের উপপত্তি করিতে পারা যায় তাহা হইলে অন্য প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

নৈয়ায়িকের এই মত কিন্তু সকলে মানেন নাই। ভাট্ট ও অদ্বৈতিগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা অভাববিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের জন্য অনুপলব্ধি বলিয়া এক নূতন প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে তাঁহারা কি বলেন।

তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য এই যে প্রমার বৈশিষ্ট্যবশতঃই যে প্রমাণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। কারণ শব্দজন্য জ্ঞানও অনেক সময় অপরোক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়। অবশ্য শব্দজন্য জ্ঞানকে যে কখনই প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায় না তাহা নহে। তত্ত্বমসি বা দশমস্ত্বমসি এই বাক্যজন্য জ্ঞান অদ্বৈতীয় মতে প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে অনুভূত হয়। ইহার আসল কারণ হইল অন্তঃকরণের যে বৃত্তি হইয়াছে তাহার স্বরূপ এই প্রকার যে তৎপ্রতিফলিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। অতএব প্রমাণের পরোক্ষত্ব বা প্রত্যক্ষত্ব নিরূপিত হয় বৃত্তির স্বভাব নিরূপণ দ্বারা। এখন অন্তঃকরণ অভাব পদার্থের আকারে আকারিত কিরূপে হইবে তাহা চিন্তার অতীত। প্রত্যক্ষজ্ঞানে অন্তঃকরণ বিষয়াকারে আকারিত হয়। 'ভূতলে ঘট নাই' এইজ্ঞান স্থলে অন্তঃকরণ ভূতলাকারে আকারিত হইতে পারে, কিন্তু ঘটাভাবের আকারে আকারিত হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? নৈয়ায়িকের ভাষা লইয়া বলিতে পারা যায় ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাব পদার্থের সন্নিকর্ষ হওয়াই অসম্ভব।

কিন্তু মাত্র এই আপত্তি দ্বারা নৈয়ায়িককে সত্যই নিরস্ত করিতে পারা যায় না। কারণ নৈয়ায়িকের প্রধান বক্তব্য হইল এই যে ঘটাভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া যদি অনুব্যবসায় হয় এবং অভাব বলিয়া যদি কোন পদার্থ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে এই অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ মানিতে বাধা কি? যে বাধা থাকিতে পারে তাহা তো সংযুক্তবিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়া দূর করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আকার বলিতে তো ইংরেজি ভাষায় যাহাকে shape বলে তাহা বুঝায় না। আকার হইল সেই পদার্থ যদ্দ্বারা জ্ঞাত কোন বিষয় জ্ঞাত বিষয়ান্তর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়; ইহা কেবল জ্ঞানান্তর্গত নহে বিষয়ান্তর্গতও বটে, কারণ ইহা বিষয়ের আকার বলিয়াই আমাদের অনুভব হয়। সুতরাং ভাট্ট বা অদ্বৈতিগণ যদি অভাব বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানে বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না মানিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে অভাব পদার্থই এমন যে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়া বা তাহার আকারে অন্তঃকরণের আকারিত হওয়া একান্ত অসম্ভব। অতএব অভাবের প্রত্যক্ষত্ব অস্বীকার করিতে হইলে অভাব পদার্থের স্বরূপ বিচারের প্রয়োজন। ভাট্ট ও অদ্বৈতিগণ বিচার পূর্বক ইহা দেখাইয়াছেন যে নৈয়ায়িকগণ যে ভাবে অভাবের পদার্থত্ব মানিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক। নৈয়ায়িকগণ বলেন যেমন পৃথিবীতে নানা ভাব পদার্থ আছে ঠিক তদ্রূপই নানা অভাব পদার্থ আছে। তাহারা জ্ঞান নিরপেক্ষ এবং ভাব পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত। ভূতলে শ্যামবর্ণ যেরূপ পদার্থতঃ সত্য রক্তবর্ণের অভাবও তদ্রূপ পদার্থতঃ সত্য, তবে অভাবকে ভাবের মত আর সৎপদার্থ বলা যায় না; ইহা অসৎ, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে বস্তুতঃ কিছুই নহে বলিতে পারা যায় না। এই মতের পক্ষে নৈয়ায়িকের প্রধান যুক্তি এই যে অভাববিষয়ক জ্ঞান স্বরূপতঃ অযথার্থ নহে। জ্ঞান যদি যথার্থ হয় তাহার তদাকার বিষয় থাকিতেই হইবে, কারণ যথার্থজ্ঞানের অর্থই হইল 'তদ্বতি তৎপ্রকারক' জ্ঞান—যে আকারের জ্ঞান সেই আকারের বিষয় থাকিলেই জ্ঞান যথার্থ হয়। এখন অভাববিষয়ক কোন জ্ঞানকে মিথ্যা বলিবার কারণ নাই; অতএব অভাব বলিয়া জ্ঞাননিরপেক্ষ পদার্থ নিশ্চয়ই আছে। যাহা ভাবের ন্যায়ই পদার্থবিশেষ।

ভাট্ট ও অদ্বৈতিগণ কিন্তু নৈয়ায়িকের এই যুক্তি একেবারেই মানে না। সত্য বটে অভাববিষয়ক জ্ঞান অযথার্থ নহে; কিন্তু জ্ঞানের যে আকার বিষয়েরও ঠিক সেই আকার হইবে এমন নিয়ম নাই। অনেক সময় যথার্থ জ্ঞানে ক খ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও পদার্থতঃ ক খ এর স্বরূপ বা তাহার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে। গুণ দ্রব্যাতিরিক্ত বলিয়া জ্ঞানে ভাসমান হইলেও পদার্থতঃ ইহা দ্রব্যতদাত্ম্য। অর্থাৎ মোট কথায় দ্রব্য ও গুণপদার্থ প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস—একই ব্যক্তি যেমন পিতা, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি ভাবে জ্ঞাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি, তদ্রূপ। অভাবকেও ভাট্ট ও অদ্বৈতিগণ এইরূপে ধরেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে একই বস্তু স্বরূপে সৎ ও অন্যবস্তুর অপেক্ষায় অসৎ—যে ঘটকে সৎ বলি তাহাকেই পটের অপেক্ষায় অসৎ বলি। মোটকথায় পটভিন্নত্ব বা পটাভাব ঘটাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, এবং এই ঘটকেই আমরা স্বরূপে সৎ বা ভাব পদার্থ বলি।

জ্ঞানে ভাসমান দুইটী বিষয়ের একটীকে পদার্থতঃ অপরটীর স্বরূপ বা অপরটী হইতে ভিন্নপদার্থ নহে এই কথা তো নৈয়ায়িকও স্বীকার করেন। সমবায় নামক সম্বন্ধের যে দুই সম্বন্ধী তাহাদের যে কোনও একটীর সহিত সমবায়ের সম্বন্ধকে নৈয়ায়িকগণ ঐ সম্বন্ধীয় স্বরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ঘটাভাবকে ঘটাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে বলিতে নৈয়ায়িক এত আপত্তি করেন কেন? অন্ততঃ লাঘবের খাতিরেও তো তাহা বলা উচিত। নৈয়ায়িক হয়তো বলিবেন যে সে ক্ষেত্রে তিনি এই প্রকার

মত পোষণ করিতে বাধ্য হইলেই যে সর্বত্রই তাহা করিবেন এমন যুক্তি নাই। ভাট্টগণ উত্তরে বলিবেন যে অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে নৈয়ায়িককে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। লাঘব ছাড়াও অন্য কারণ আছে। এই কারণান্তরটী নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। ইহার সূচনা অবশ্য নিবন্ধকার পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ব্রাড্‌লের Logicএ পাইয়াছেন এবং তাহাই পরিবর্ধিত করিয়া ভাট্টমত-রক্ষণে ব্যবহার করিতেছেন।

যে অনুযোগীতেই কোনও প্রতিযোগী নিষিদ্ধ হয় সেখানেই প্রতিযোগীর বিরুদ্ধ কোনও না কোন পদার্থ জ্ঞাত হয়। ইহা যাহা কিছু হইতে পারে, কিন্তু ইহাই বিরোধের মূল। অর্থাৎ যে অনুযোগীতে ক-এর অভাব জানিতেছি সেখানেই খ বলিয়া এমন কিছু জানিতেছি যাহা ক-এর স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই খ অবশ্য নিজ স্বরূপে ক-এর বিরুদ্ধ না হইতেও পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা ক-বিরোধিত্বা-বচ্ছেদে ক-এর বিরুদ্ধ। এখন এই ক-বিরোধিত্বকে ভাব পদার্থ বলিব না অভাব পদার্থ বলিব? নৈয়ায়িকগণ হয়তো ইহাকে অভাব বলিতে ইচ্ছা করিবেন; কিন্তু ভাট্ট-মতাবলম্বিগণ ইহাকে ভাব পদার্থই বলিবেন, কারণ ক-বিরোধিত্ব খ-এর তদাত্ম, ইহা খ ছাড়া অতিরিক্ত পদার্থ নহে। খ-কেই এক প্রকারে, অর্থাৎ ক-এর অপেক্ষায় জানিলে ক-বিরোধী বলিয়া প্রতীতি হয়। অবশ্য এই প্রতীতি মিথ্যা বা মাত্র বিবক্ষাপ্রসূত নহে; ক-বিরোধিত্ব জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানই, কিন্তু পদার্থতঃ ইহা খ-অতিরিক্ত অন্য কিছু নহে।

এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লেও এই ক-বিরোধিত্বকে ভাবাত্মক বলিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন repulsion. তিনি হয়তো স্পষ্টভাষায় বলেন নাই যে ইহা ভাবাত্মক। কিন্তু অন্ততঃ মনে মনে তাহা বলিতে ইচ্ছা না করিয়া থাকিলে অভাব সম্বন্ধীয় তাঁহার মতবাদ নিরর্থক হইয়া পড়ে। অভাবের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে প্রতি অভাবের অনুযোগীতে এই repulsion আছে; সুতরাং এই repulsionকে ভাবপদার্থ না ধরিলে অনবস্থা আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাড্‌লের মস্ত দোষ হইয়াছে এই যে তিনি এই repulsion বিষয়ে আর কিছুই বলেন নাই। অর্থাৎ নৈয়ায়িকের মত যদি কেহ আপত্তি করেন যে ইহা ভাবাত্মক নহে, অভাবাত্মক তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাড্‌লে যে কি বলিবেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু ব্রাড্‌লে স্বয়ং কিছু না বলিলেও তাঁহার সমসাময়িক কুক্ উইল্‌সন্ এই অসঙ্গতি পূরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই repulsion আর কিছুই নহে—ইহা ক ও খ এর পৃথক্‌ত্ব বা ইহাদের বহুত্ব। পৃথক্‌ত্ব পদার্থটী যে ভাবাত্মক তাহা নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং অভাবের মূলে যে পৃথক্‌ত্ব আছে ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? আর পৃথক্‌ত্ব মানেই বহুত্ব। ক ও খ বহু পদার্থ, এবং ক ও খ পৃথক্ পদার্থ—এই দুই বাক্যের অর্থ একই।

অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে—পৃথক্ পদার্থ-গুলি তো একই আধারে থাকিতে পারে, সুতরাং পৃথক্‌ত্ব অভাবের মূল কি করিয়া হইতে পারে? শুক্লত্ব ও মিষ্টত্ব পৃথক্ পদার্থ কিন্তু উহারা তো একই শর্করা কণাতে আছে; তবে কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে উহাদের পৃথক্‌ত্ব দ্বারা উহাদের বিরোধ বুঝা যায়? এই আপত্তির কিন্তু উত্তর আছে। যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের কথা বলা হইতেছে তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে অন্যোন্যাভাবই প্রকৃত অভাব—সংসর্গাভাব হইল সংসর্গাবচ্ছিন্ন অন্যোন্যাভাব। অর্থাৎ শর্করাকণাতে তিক্তত্ব নাই, ইহার অর্থ হইল এই যে শর্করাকণাতে সংসর্গ-সম্বন্ধে এমন এক গুণ আছে (যথা মিষ্টত্ব) যে গুণ তিক্তত্ব হইতে পৃথক্, বা যে গুণ ও তিক্তত্ব একাধিক পদার্থ। পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে—শর্করাতে তো শুক্লত্ব আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে উহাতে মিষ্টত্ব নাই। অর্থাৎ তিক্তত্ব মিষ্টত্ব হইতে কেবল পৃথক্ হওয়ার জন্যই মিষ্টত্ব বিরোধী নহে, কারণ শুক্লত্বও তো মিষ্টত্ব হইতে পৃথক্। সুতরাং কেবল পৃথক্‌ত্ব বা বহুত্ব বিরোধিত্বের মূল নহে। এই আপত্তির উত্তরে কিন্তু ইংরেজ দার্শনিকগণ বলিবেন যে একজাতীয় হইয়া বহু হওয়ার নামই পরস্পর বিরোধী হওয়া। মিষ্টত্ব ও তিক্তত্ব এক জাতীয় হইয়াই বহু; সেই জন্যই তাঁহারা পরস্পর বিরোধী। শুক্লত্ব ও মিষ্টত্ব এইরূপ একজাতীয় হইয়া বহু নহে, অতএব উহারা পরস্পর বিরোধী নহে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—আমরা কি 'শুক্লত্ব মিষ্টত্ব নহে' এইরূপ কথা বলিতে পারি না? কিন্তু ইহার উত্তর এই—হাঁ বলিতে পারি, কিন্তু যখন এইরূপ কথা বলি তখন আমরা শুক্লত্ব ও মিষ্টত্বকে এক-জাতীয় বলিয়াই ধরিয়া লই, যদিও জাতিটী নির্দেশ করা এখানে সম্ভব নহে।

জন্‌সন্ বলেন যে অভাববিষয়ক যাবতীয় জ্ঞানে এই প্রকার একজাতীয় পৃথক্ পদার্থ-দ্বয়েরই জ্ঞানই হয়। অর্থাৎ শর্করাতে তিক্তত্ব নাই বলিলে আমরা বুঝি যে শর্করাতে এমন একটী আস্বাদ আছে যাহা তিক্তত্ব হইতে পৃথক্। তিনি এই মত ব্রাড্‌লের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ব্রাড্‌লে স্থল-বিশেষে অতি সহজে বলিয়াছেন যে শর্করাতে তিক্তত্ব নাই বলিলে আমরা বুঝি যে শর্করাতে এমন একটী বিশিষ্ট আস্বাদ আছে যাহা তিক্তত্ব হইতে পৃথক্। কিন্তু জন্‌সন্ বলেন যে এখানে বিশিষ্ট একটী আস্বাদের জ্ঞান নাও হইতে পারে—যে কোনও একটী আস্বাদ আছে ইহাই আমরা বুঝি। অনুভূতির দিক দিয়া এই কথা ঠিক। কিন্তু জন্‌সনের বিরুদ্ধে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ ব্রাড্‌লে নিজেই অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন

যে বিশিষ্ট আস্বাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—এমন কি অনেক স্থলে আস্বাদ সামান্যেরই জ্ঞান হয় না কেবল এইটুকু জ্ঞান হয় যে শর্করাতে এমন কিছু একটা আছে যাহা তিক্তত্ব হইতে পৃথক্। দ্বিতীয়তঃ জন্‌সন্ যদি বলেন যে কোনও বিশিষ্ট আস্বাদের নিষেধ করিতে হইলে আস্বাদ-সামান্যের জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি ভুল কথাই বলেন, কারণ শুক্লত্ব মিষ্টত্ব নহে—এই প্রকার জ্ঞানে মিষ্টত্বের নিষেধে কোনও আস্বাদের বা আস্বাদসামান্যের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; যে বিষয়ের জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহা আস্বাদ-সামান্য ও বর্ণ-সামান্যের কোনও পরাজাতি। জন্‌সন্ আস্বাদ, বর্ণ, স্পর্শগুণ প্রভৃতির অনুবর্তী কোনও এক জাতি স্বীকার করেন না; সুতরাং শুক্লত্ব মিষ্টত্ব নহে, বা উষ্ণত্ব তিক্তত্ব নহে—এই প্রকারের জ্ঞান কি করিয়া হয় তাহা জন্‌সন্ বলিতে পারেন না।

ব্রাড্‌লে, কুক্ উইল্‌সন্ প্রভৃতির বক্তব্য এই যে নিষেধমাত্রেই একজাতীয় * দুই পদার্থের পৃথকত্ব বিবক্ষিত হয়। এখন পুনরায় প্রশ্ন হইতেছে—এই একজাতীয় হইয়া পৃথক্ হওয়া, ইহা কি একজাতীয় পৃথক্ পদার্থদ্বয় অতিরিক্ত অন্য কিছু পদার্থ? পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ ইহাকে অন্য কিছু পদার্থই বলিতে চাহেন। কিন্তু এমন লোকও থাকিতে পারেন যাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে 'একজাতীয় হইয়া পৃথক্ বা বহু হওয়া'—ইহা যাহারা ঐরূপ পৃথক্ তদতিরিক্ত অন্য কোনও পদার্থ নহে। কারণ দুইটী পদার্থকে দুই বা পৃথক্ বলিলে ঐ পদার্থ-দ্বয়ই কথিত হয়। 'ক এবং খ' বলা যে জিনিষ, উহারা পৃথক্ বা বহু বলাও সেই জিনিষ। যেমন ইংলণ্ডের বিষয় কিছু বলিলে সৎ-ইংলণ্ডের বিষয়ই বলা হয়, এবং ইংলণ্ড অতিরিক্ত সত্তা বলিয়া কোনও পদার্থান্তর বিবক্ষিত হয় না, তদ্রূপ 'ক এবং খ' বলিলে 'ক ও খ ভিন্ন'ই বলা হয়, ভিন্নত্ব বলিয়া ক ও খ এর অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলা হয় না। অর্থাৎ সমুচ্চয় বা পৃথকত্ব বলিয়া সমুচ্চিত বা পৃথক্ পদার্থনিচয় ব্যতীত কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নাই; কারণ এই সমুচ্চয় বা পৃথক্ত্বকে সম্বন্ধ বা সম্বন্ধাত্মক বলা যায় না—সম্বন্ধের কথা বলিতে হইলে পূর্বেই মানিয়া লইতে হয় যে যাহারা সম্বন্ধ তাহারা বহু বা পৃথক্। নব্যনৈয়ায়িক-গণ বলেন যে প্রতি পদার্থই সম্বন্ধ হইতে পারে—তাঁহাদের কথাই ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, যে পদার্থ সম্বন্ধ হইতে পারে না তাহা পদার্থই নহে। অতএব পৃথক্ত্ব বা বহুত্বকে সম্বন্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না বলিয়া স্বীকার করিতে ইহইবে যে উহা কোনও পদার্থ নহে। নৈয়ায়িকগণ পৃথকত্বকে গুণবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত দার্শনিকের কথা বলা হইতেছে তাঁহারা উহাকে পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত নহেন। পৃথকত্ব বা বহুত্ব তাঁহাদের মতে পৃথক্ বা বহু পদার্থেরই তদাত্ম।

এই মতটীকে আমরা অনায়াসেই প্রাভাকর বা ভাট্ট (অতএব অদ্বৈত) মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। প্রভাকর মতে 'ভূতলে ঘট নাই' বলিলে যে অভাব বিবক্ষিত হয় তাহা ভূতলমাত্র—ভূতলাতি-রিক্ত কিছুই নহে। ভাট্টগণ বলেন যে ঘটাভাব এখানে ঘটাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে—একই ঘট স্বরূপে সৎ ও ভূতলের অপেক্ষায় অসৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়; অথবা 'প্রতিভাত' শব্দটীতে যদি কেহ আপত্তি করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে একই ঘট স্বরূপে সৎ ও ভূতলের অপেক্ষায় অসৎ হয়।

ভাট্ট ও প্রাভাকর মত মূলতঃ এক হইলেও ভাট্টগণ বলেন যে প্রাভাকর মত অসঙ্গত। কারণ প্রাভাকরগণ ভূতলমাত্রকে ঘটাভাব বলায় আপত্তি হইতে পারে যে তাহা হইলে ঘটাভাবকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিতে হইবে, যেহেতু ভূতলকে প্রত্যক্ষ করিতেছি এই বিষয়ে তো কোনই মতদ্বৈধ নাই। দ্বিতীয়তঃ ভূতল যখন পটাবৃত থাকে তখন ভূতলকে জানিতেছি না বলিয়া বলিতেই হইবে যে ঘটাভাবও জানিতেছি না। তৃতীয়তঃ ভূতলে বহু পদার্থের অভাব আছে, সুতরাং বলিতেই হইবে যে ভূতলকে যখনই জানিতেছি তখনই যাবতীয় অভাবকে জানিতেছি—অথচ ইহা কোনও মতে সত্য নহে। চতুর্থতঃ অনেক সময় ভূতলকে প্রত্যক্ষ করিবার অনেক পরে আমরা ঘটাভাব জানিতে পারি—ঘটাভাব ভূতলমাত্র হইলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? অতএব ভাট্ট-গণ বলেন যে ঘটাভাব ভূতলমাত্র নহে—ইহা অধিষ্ঠানাতিরিক্ত তত্ত্ব। একই লোক পিতা, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদিরূপে জ্ঞাত হইলেও যেমন পদার্থতঃ সেই লোক-অতিরিক্ত অন্য কিছুই সেখানে নাই তদ্রূপ ভূতলে ঘটাভাবস্থলেও পদার্থতঃ ভূতল ও ঘট ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ ভাট্ট-গণ বলেন যে ঘটাভাবকে ভূতলমাত্র না বলিয়া 'ভূতলের অপেক্ষায় ঘট' বলা উচিত। অধিষ্ঠানাতিরিক্ত তত্ত্ব বলিতে ইহা বুঝিলে চলিবে না যে অধিষ্ঠান ভূতল ব্যতীত এখানে 'অভাব' বলিয়া এক পদার্থ আছে। বস্তুতঃ ভাট্ট ও প্রাভাকর মতে মূলগত বৈষম্য নাই। প্রাভাকর হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে ঘটাভাব ভূতলমাত্র—তাঁহার বলা উচিত ছিল যে ঘটাভাব 'ভূতল ও ঘট' মাত্র, এবং 'ও' অর্থাৎ সমুচ্চয় বলিয়া কোনও পৃথক্ পদার্থ নাই। প্রভাকর কেন যে ঘটাংশের উল্লেখ করেন নাই তাহা বুঝাও কঠিন নহে। যখন ভূতলে ঘটাভাব বলিতেছি তখন আমার সম্মুখে কোন্ পদার্থ বিদ্য-মান্?—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইবে ভূতলমাত্র; এবং তখন প্রকৃতপক্ষে ঐ

* এই জাতি নৈয়ায়িকের জাতি নহে। জাতির অর্থ এখানে অনুবৃত্ত ধর্ম মাত্র।

বাক্যের সহিত প্রত্যক্ষ (direct) সম্বন্ধ কি কি পদার্থ আছে ?—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইবে—ভূতল ও ঘট। প্রভাকর প্রথম প্রশ্নটী তুলিয়া তাহারই উত্তর দিয়াছেন, ভাট্টগণ দ্বিতীয় প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত।

যাহা হউক পরিশেষে ইহাই দাঁড়াইল যে অভাব পদার্থ ভাবপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। কেবল যে পৃথক্ ধরণের তাহা নহে, ইহা ভাবপদার্থেই পর্যবসিত। সুতরাং অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বা অভাবের আকারে বৃত্তির আকারিত হইবার সম্ভাবনাই নাই। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ভাবপদার্থের সহিতই হয়। অথবা অন্তঃ-করণের বিষয়াকারে আকরিত হওয়া তখনই সম্ভব যখন বিষয়টী কোন ভাবপদার্থ হয়। অতএব ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বা অন্তঃকরণের আকার গ্রহণ অসম্ভব হওয়ায় অভাবের প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না। ইহাই হইল ভাট্ট ও অদ্বৈতীর মূল কথা। অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, এই বিষয়ে ভাট্টগণ অন্য-যুক্তিও দিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তি এই—অনেক সময় অমুক অধিষ্ঠানে অমুক প্রতিযোগী ছিল না, এই বলিয়া পরে আমাদের জ্ঞান হয়। ইহাকে অভাবস্মরণ বলিতে পারা যায় না, কারণ স্মরণস্থলে পূর্বকালীন প্রত্যক্ষের প্রয়োজন; অথচ যখন অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তখন অভাবের অপরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া পরে অনুব্যবসায় হয় না।

অতএব অভাবের প্রত্যক্ষ অসম্ভব, যদিও অভাববিষয়ক জ্ঞান অপরোক্ষ। তাহা হইলে এই অভাববিষয়ক জ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হয়? ভাট্টগণ ইহার জন্য এক নূতন প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার নাম দিয়াছেন অনুপলব্ধি। 'অনুপলব্ধি' শব্দের অর্থ উপলব্ধি না হওয়া। অর্থাৎ কোন বিষয়ে উপলব্ধি হয় নাই ইহাই তৎপ্রতিযোগিক অভাবজ্ঞানের প্রমাণ। 'ঘটে শুক্লবর্ণ নাই' এই জ্ঞানের প্রমাণ হইল—আমি ঘটে শুক্লবর্ণ দেখিতেছি না। আপত্তি হইতে পারে—আমি কোন জিনিষ দেখিতেছি না বলিলেই কি সেই জিনিষ বস্তুতঃ নাই বলিতে পারি? ভাট্টগণ উত্তর দিবেন—নিশ্চয়ই নহে। কিন্তু ইহাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আমি কোন জিনিষ দেখিতেছি বলিলেও সেই জিনিষটী আছে বলিতে পারি না। সেখানেও যেমন উজ্জ্বল আলোক, দেখিবার যোগ্যতা ইত্যাদি কারণসামগ্রী অপেক্ষিত এখানেও সেইরূপ অন্যান্য কারণ অপেক্ষিত থাকে। অর্থাৎ আমি দেখিতেছি না, এবং বর্তমান অবস্থায় জিনিষটী দেখিবার যোগ্য—এতখানি কারণ থাকিলেই তবে 'দেখিতেছিনা' হইতে 'জিনিষটী নাই' বলিতে পারি। প্রথম অংশটীকে অনুপলব্ধি এবং দ্বিতীয় অংশটীকে যোগ্যতা বলে। অর্থাৎ অনুপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'জিনিষটী এই অবস্থায় থাকিলে দেখিতে পাইতাম' এই প্রকার জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় অংশটীর জন্য অনেকে হয়তো অভাবজ্ঞানকে অনুমান বলিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে ভুল হইবে। কারণ এখানে কোনও ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিতে পারে না। ব্যাপ্তির অর্থ হইল সাধ্যপদার্থের সহিত কোনও লিঙ্গের নিয়ত সম্বন্ধ, এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান শব্দের অর্থ হইল এই নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান। এখন অভাবজ্ঞানস্থলে অভাবপদার্থটীর লিঙ্গ কি হইতে পারে যাহার সহিত পদার্থটী সম্বন্ধ? যদি কেহ বলেন যে অভাবপদার্থটীর লিঙ্গ হইল তদ্বিষয়ক অনুপলব্ধি ও প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা, তাহা হইলে উত্তর এই যে তদ্বিষয়ক অনুপলব্ধি অভাবপদার্থের কোনও ধর্ম নহে, উহা আমার অযোগ্যতা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ এই অনুপলব্ধি ও প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা অপেক্ষিত হইলেও 'আমি অভাব অনুমান করিতেছি' বলিয়া আমার অনুভব হয় না। বরং অনুভব হয় 'আমি অপরোক্ষ ভাবেই অভাব জানিতেছি'। প্রতিযোগীটী থাকিলে এমতাবস্থায় আমি উহা নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম, এই প্রকার জ্ঞানের অপেক্ষা থাকা সত্ত্বেও অভাবজ্ঞান কি প্রকারে অপরোক্ষ হইতে পারে?—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য। উত্তরটী হইল এই যে শেষ পর্যন্ত আমার অনুভব হইতেছে যে আমি অপরোক্ষ ভাবেই অভাব জানাই-তেছি। সবিকল্পক জ্ঞান নির্বিকল্পক জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কিন্তু তাহার জন্য কি সবিকল্পক জ্ঞানকে পরোক্ষ বলিতে হইবে? প্রত্যভিজ্ঞার স্মরণ অপেক্ষিত; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা কি অপরোক্ষ নহে? তাহা ছাড়া এইরূপ মতবাদে এক বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থলে বহ্নি থাকে, এখানে ধূম রহিয়াছে। অতএব এখানে বহ্নি আছে, এই প্রকার অনুমানেও আর একটী জ্ঞান অপেক্ষিত আছে। যথা যাহা কিছু একজাতীয় সর্বব্যক্তি বিষয়ে বলা যায় তাহাই তজ্জাতীয় যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে বলা যায়। কিন্তু এইজ্ঞান অপেক্ষিত হইলেও ইহার জন্য অনুমানটী পরোক্ষতর হয় না। এইজ্ঞান প্রথম জ্ঞানের সহিত এইরূপ ভাবে মিশিয়া থাকে যে ইহাকে একটী পৃথক্-অনুভূত জ্ঞানই বলা যায় না। তদ্রূপ 'যদি এইখানে প্রতিযোগী থাকিত তাহা হইলে এই অবস্থায় উহাকে আমি জানিতে পারিতাম'—এইজ্ঞান অবিমিশ্র-ভাবে থাকে না, উহা অভাববিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত একান্তভাবে মিশিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানকেই ইংরেজিতে বলে principle বা function.

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে অভাব-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান একপ্রকার দ্রুত-নিষ্পন্ন পরোক্ষজ্ঞান; দ্রুততা-নিবন্ধন ইহাকে পরোক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারি না এইমাত্র বিশেষ। কিন্তু উত্তর হইতেছে—এই আপত্তি কে তুলিতেছেন? নৈয়ায়িক না

কোনও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক? নৈয়ায়িক নিশ্চয়ই এই আপত্তি তুলিতে পারেন না, কারণ তাঁহার মতেও অভাববিষয়ক জ্ঞান অপরোক্ষ। আর যদি ইহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের আপত্তি হয় তাহা হইলে বক্তব্য এই যে শুধু শুধু অনুভবের অবলোপ করিবার কি প্রয়োজন? তোমরা একটা মতবাদ আঁকড়াইয়া আছ, এবং তাহার সহিত যাহা খাপ খাইতেছে না তাহাকে জোর করিয়া ভিন্নরূপে বর্ণনা করিতেছ—ইহা কি যুক্তি-সঙ্গত? দ্বিতীয়তঃ ধরিয়া লইলাম যাবতীয় অভাববিষয়ক জ্ঞান পরোক্ষ; কিন্তু তথাপি ইহাকে অনুমান বলা উচিত নহে, কারণ এইজ্ঞানে কোনও ব্যাপ্তিজ্ঞান অপেক্ষিত নহে। ইহাকে সম্পূর্ণ ভিন্নশ্রেণীর পরোক্ষজ্ঞান বলিতে হইবে। সুতরাং অনুপলব্ধি যে প্রমাণান্তর একথা অস্বীকার করা হইল না।

বস্তুতঃ অনুভবের কথা বাদ দিলে অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে কোনও স্থির সীমা নির্দেশ নাই। এই জন্যই হেগেলীয়গণ অনুভূত বহু অপরোক্ষ (immediate) জ্ঞানকে পরোক্ষ (mediate) বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অনুভবের কথা বাদ দিলে ইহা মাত্র ভাষাবিষয়ক কলহে পরিণত হয়। কিন্তু হেগেলীয়গণ দোষ করেন যখন তাঁহারা যাবৎ-পরোক্ষ জ্ঞানকে অনুমান বলিতে চাহেন। তাঁহারা যে বলেন সামান্যজ্ঞানসাপেক্ষজ্ঞান মাত্রই অনুমান একথা মানিতেও আপত্তি নাই। কিন্তু অভাবজ্ঞানে কোন্ সামান্যজ্ঞান অপেক্ষিত? এবং কি করিয়াই বা হেগেলীয়গণ তাহাই দেখাইবেন?

হেগেলীয় দার্শনিক বোসাঙ্কে এবং হেগেল স্বয়ং ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—কোনও অধিষ্ঠানে ক-এর নিষেধ করার অর্থ হইল ক ও ক-বিরোধী খ কে একজাতীয় বলিয়া স্বীকার করা। কিন্তু এতদুভয়ে অনুবৃত্ত যে জাতি তাহা তাঁহাদের মতে উভয়াতিরিক্ত ভিন্ন পদার্থ নহে। হেগেলীয়গণ নৈয়ায়িক বা প্লেটোর মত ব্যক্তিসমবেত ব্যক্তীতর জাতি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জাতি ও ব্যক্তি পদার্থতঃ ভিন্নাভিন্ন অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ব্যক্তির পদার্থত্বই হইল জাতি-বিশিষ্ট হওয়া এবং জাতির পদার্থত্ব হইল ব্যক্তিবৃত্ত হওয়া। মোট কথায় পদার্থত্ব হইল জাতি ও ব্যক্তির system. হেগেলীয়গণ বলেন যে সকল জ্ঞানেই এই system এর প্রকাশ হয়, তবে সর্বত্রই যে একইভাবে প্রকাশ হয় তাহা নহে। যতবেশী প্রকাশ হয়, অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তি যতবেশী পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়াইয়া প্রকাশিত হয় জ্ঞান ততবেশী সত্য হয়। কোনও জ্ঞানে ব্যক্তির প্রকাশ বেশী, কোনও জ্ঞানে বা জাতির প্রকাশ বেশী হয়। কিন্তু যেহেতু দেখান হইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে জাতি ও ব্যক্তির system বদ্ধ হইয়া থাকা উচিত, অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তির পরস্পরকে সমভাবে অপেক্ষা করা উচিত, অতএব যে জ্ঞানে এই সমপরিমাণ অপেক্ষা স্ফুট হয় তাহাই প্রকৃত-জ্ঞান, অন্যান্য জ্ঞান এই আদর্শ হইতে কম-বেশী পরিমাণে চ্যুত। এখন বোসাঙ্কের মতে এই আদর্শজ্ঞানের আকার হইতেছে 'ক অথবা খ' এই বাক্য (the disjunctive judgement 'either A or B')। যেখানেই এই প্রকার 'অথবা'র উল্লেখ হয় সেখানেই প্রথমতঃ উভয় কোটির সামান্য বিবক্ষিত হয়; কিন্তু শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিবক্ষিত হয় যে, সেই সামান্যে ক ও খ এর সমান স্থানাধিকার আছে। অর্থাৎ ক, খ ও তাহাদের সামান্য সমানরূপে পরস্পর সাপেক্ষভাবে বিবক্ষিত হয়। অতএব 'ক অথবা খ' ইহাকে systemএর আকার বলা যাইতে পারে। এখন, এই প্রকার systemএ যে ক এ খ এর অভাব এবং খ এ ক এর অভাব বিজ্ঞাত হয় ইহা সুপরিস্ফুট। অতএব আমরা এই কথাই উল্টাইয়া বলিতে পারি যে যেখানেই কোনও অন্যোন্যাভাবের কথা বলা হয় সেখানে এক systemএর অন্তর্গত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জ্ঞাত হয়; অর্থাৎ সহজ কথায় systemএর জ্ঞান হয়। এইপ্রকার উল্টাইয়া বলা অযৌক্তিক নহে। ইহাতে বড় জোর এই দোষ হয় যে disjunctive judgementএ system যেরূপ পরিস্ফুট অভাববিষয়ক জ্ঞানে উহা তত পরিস্ফুট নহে। কিন্তু system যে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিভাত হয় সে বিষয়ে হেগেলীয়গণের সন্দেহ নাই।

এখন পূর্বেই বলা হইয়াছে যে হেগেলীয়-গণের মতে systemএর অন্তর্গত ব্যক্তির জ্ঞান হওয়াই অনুমানের স্বরূপ। ইহাতে অবশ্য সর্ববিধ সবিকল্পক জ্ঞানই অনু-মানান্তর্গত হইয়া যায়। কিন্তু হেগেলীয়গণ ইহাতে ভয় পান না। তাঁহাদের মতে সমস্ত সবিকল্পক জ্ঞানই অনুমানের প্রকার-ভেদ মাত্র। অতএব অভাববিষয়ক জ্ঞান একপ্রকার নিম্নস্তরের অনুমান। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ভাষা বা নাম লইয়া কলহ না করিলে প্রধান প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে 'ক এ খ-এর অভাব আছে' এই জ্ঞানে কোনও সামান্য বিবক্ষিত হয় কি না, এবং যদি তাহা হয় তাহা হইলে এই সামান্য ও তদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরস্পরকে সমভাবে অপেক্ষা করিতেছে কি না? সামান্য যে বিবক্ষিত হয় সে কথা স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে 'ক এ খ-এর অভাব আছে' এই বাক্যের অর্থই হইল 'ক ও খ এক-জাতীয় ভিন্ন বা বহু পদার্থ'। কিন্তু এক-জাতীয় বলিয়া জাতির যে জ্ঞান হয় সেখানে জাতিটা কখনই খুব স্ফুট থাকে না; সুতরাং জাতি ও ব্যক্তির পরস্পরাপেক্ষা কতখানি তদ্বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ হেগেলীয়গণ যে বলিতে চাহেন যে অভাব-বিষয়ক জ্ঞান এক প্রকার অপরিস্ফুট disjunctive judgement তাহাও একান্ত সঙ্গত নহে। অবশ্য তাঁহারা disjunctive judgementএর স্বরূপ যেরূপে বর্ণনা

করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু disjunctive judgementএর এই প্রকার বর্ণনাই আমরা একান্তভাবে মানিতে প্রস্তুত নহি। এই-প্রকার judgmentএ এক সামান্য বিবক্ষিত হয় নিশ্চয়ই কিন্তু তৎসঙ্গে আরও যাহা বিবক্ষিত হয় তাহা ইহা নয় যে ঐ system ও তদাশ্রিত ব্যক্ত পরস্পরকে সমভাবে অপেক্ষা করে। সামান্য ছাড়া আর এইটুকু মাত্র বিবক্ষিত হয় যে ঐ সামান্যের আর বিশেষ করিয়া কিছু নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ বীজ disjunctive judgment জ্ঞানের আদর্শ না হইয়া এক প্রকার জ্ঞানাভাবই হইয়া পড়ে। অবশ্য আমাদের এই কথাই যে সর্বত্র সত্য তাহা নাও হইতে পারে। আমাদের মোট বক্তব্য এই যে হেগেলীয়গণের মত সর্বত্র সত্য নহে। সুতরাং যে যুক্তি দ্বারা তাঁহারা অভাববিষয়ক জ্ঞানকে অনুমান বিশেষ বলিতে চেষ্টা করেন তাহার বিশেষ সারবত্তা নাই। অতএব এইদিক্ দিয়া অভাববিষয়ক জ্ঞানকে জোর করিয়া অনুমান বলিতে পারা যায় না।

এইখানে একটা কথা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহা এই যে বর্তমান যুগের Mathematical Logicianগণও অভাব-বিষয়ক জ্ঞানকে পরোক্ষ বলিতে চাহেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে এই জ্ঞান বা বাক্য কয়েকটা প্রাথমিক (primal) বাক্যের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু Mathematical Logicianগণ বাক্যের ভঙ্গী (form) লইয়াই ব্যস্ত; এবং তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল নানা ভঙ্গীকে কয়েকটী প্রাথমিক ভঙ্গীর মিশ্রণ বলিয়া দেখান। তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের (concrete knowledge) স্বরূপ আলোচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতবাদ বর্তমান নিবন্ধে উপেক্ষা করা যাইতে পারে।

অতএব মোট কথা এই দাঁড়াইতেছে যে অভাববিষয়ক জ্ঞানকে এক নূতন ধরণের জ্ঞান বলিতে হইবে, এবং ইহার জন্য নূতন প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। সেই প্রমাণ হইল অনুপলব্ধি, এবং প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ যোগ্যতা তাহার সহকারী কারণ।

নৈয়ায়িকগণ অনেক সময় বলেন যে অনুপলব্ধি বলিয়া নূতন প্রমাণ স্বীকারে গৌরব দোষ উপস্থিত হয়। যেখানেই অভাবজ্ঞান সেখানেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আছে এবং যেখানে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই সেখানে অভাবজ্ঞান নাই। অতএব লাঘবহেতু ইহাই বলা উচিত যে অভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য। ইহার দ্বারা উপপত্তি সম্ভব হইলে আবার অনুপলব্ধি স্বীকারের কি প্রয়োজন? কিন্তু নৈয়ায়িকের এই যুক্তির বিরুদ্ধে ভাট্টগণ তো পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে অভাব জিনিষটাই এমন যে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া যে নৈয়ায়িক এখানে লাঘবের বড়াই করিতেছেন বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারই গৌরব দোষ হইতেছে। কারণ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের সহিত অভাবজ্ঞানের যেরূপ অন্বয়ব্যতিরেক আছে 'আমি জানিতে পারিতেছি না' এই জ্ঞানাভাবের সহিতও তদ্রূপ অন্বয়ব্যতিরেক আছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে অভাবজ্ঞানের কারণ বলা হইতেছে সেই যুক্তিতেই অনুপলব্ধিকেও কারণ বলিতে হইবে। অতএব নৈয়ায়িক দুইটা কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য। ভাট্টগণ কিন্তু এক অনুপলব্ধি স্বীকার করেন মাত্র, কারণ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ তাঁহাদের মতে এস্থলে থাকিতেই পারে না। অতএব ভাট্টপক্ষেই লাঘব হইল। লাঘবাভিমানী নৈয়ায়িক আপনার জালে আপনিই জড়িত হইয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কেবল অপরোক্ষ অভাবজ্ঞানের কথাই আলোচিত হইয়াছে। তাহার কারণ প্রাথমিক (primal) অভাবজ্ঞান অপরোক্ষ কিন্তু পরোক্ষ অভাব-জ্ঞানও যে অনেক আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আত্মাতে অমুক ধর্ম নাই, ঈশ্বরে অমুক ধর্ম নাই, ইংলণ্ডের রাজনীতিকগণের সুবুদ্ধি নাই—ইত্যাদি স্থলে অভাবজ্ঞান কখনই প্রত্যক্ষ নহে, কারণ অনুযোগীই এখানে অপ্রত্যক্ষ। আবার অনেক সময় প্রতিযোগীর অপ্রত্যক্ষত্ব নিবন্ধনও অভাবজ্ঞান পরোক্ষ হইতে পারে। এই সমস্ত স্থলে তাহা হইলে কি করিয়া অভাবজ্ঞান হয়? দুইটী উপায়ে হইতে পারে। হয় বলিতে হইবে যে এখানে পরোক্ষ অভাবজ্ঞান একপ্রকার অনুমিতি বা অর্থাপত্তি, না হয় বলিতে হইবে যে এখানেও প্রমাণ একপ্রকারের অনুপলব্ধি।

বেদান্তপরিভাষাকার বলেন যে এই প্রকারের পরোক্ষ অভাবজ্ঞান হয় অনুমিতি না হয় অর্থাপত্তি, ইহা অনুপলব্ধি নহে। কারণ যাহাকে আমরা প্রাথমিক অনুপলব্ধি বলিয়াছি তাহার দ্বারা জ্ঞাত অভাব-পদার্থের সহিত প্রাথমিক প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞাত ভাবপদার্থ বা প্রাথমিক অন্য এক অনুপলব্ধিদ্বারা জ্ঞাত অন্য এক অভাব-পদার্থের নিয়ত সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) হইতেই এইরূপ পরোক্ষ 'অভাবজ্ঞান' জন্মে।

(১) যাহাতে যাহাতে ক-এর অভাব তাহাতে তাহাতে খ-এর অভাব (যথা অমুক পদার্থ) এই পদার্থে ক-এর অভাব, অতএব এই পদার্থে খ-এর অভাব।

(২) যাহাতে যাহাতে ক আছে তাহাতে তাহাতে খ-এর অভাব (যথা অমুক পদার্থ) এই পদার্থে ক আছে, অতএব এই পদার্থে খ-এর অভাব।

এই দুই প্রকারে এবং অন্য প্রকারেও খ-অভাব পরোক্ষভাবে অনুমিত হইতে পারে। এই প্রকারে অনুমান সম্ভব হইলেও কিন্তু ভাট্টগণ ইহা স্বীকার করেন না যে পরোক্ষ অভাবজ্ঞান অনুমিত বা অর্থাপত্তি-প্রমাণলব্ধ। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক অভাবজ্ঞান

সর্বত্রই অনুপলব্ধিজন্য। যেখানেই উপযুক্ত প্রমাণ ও তৎপ্রমাণজন্যজ্ঞানযোগ্যতা সত্বেও কোন পদার্থের জ্ঞান হয়না সেখানেই বলিতে হইবে যে সেই পদার্থ নাই। অর্থাৎ পঞ্চবিধ প্রমাণের সহিত পঞ্চবিধ অনুপলব্ধি মানিতে হইবে। প্রত্যক্ষানুপলব্ধি, অনুমানানুপলব্ধি, অর্থাপত্ত্যনুপলব্ধি, শব্দানুপলব্ধি এবং উপমানানুপলব্ধি। ন্যায়রত্নাকর বলেন যে পরোক্ষ অভাবজ্ঞান অনুমানাদিজন্য হইতে যে পারেনা তাহা নহে, কিন্তু প্রাথমিকভাবে উহা অনুমানাদ্যনুপলব্ধিজন্য। কিন্তু কি কারণে যে তিনি এইরূপ কথা বলেন তাহা বুঝা দুষ্কর। যদি পরোক্ষ অভাবজ্ঞান অনুমানজন্য হইতে পারে তাহা হইলে আবার অনুমানানুপলব্ধি স্বীকারে কি গৌরব দোষ হয় না? ন্যায়রত্নাকর হয়তো এই কথা বলিতে চাহেন যে প্রকৃত অনুমানানুপলব্ধিজন্য পরোক্ষ অভাবজ্ঞানকে অনুমানাকারে সাজাইতে পারা যায় মাত্র, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত অনুমানজন্য নহে। কিন্তু ইহারই বা কারণ কি? ভাট্টগন কি এই কথা বলিতে চাহেন যে অনুপলব্ধি ব্যতীত আর পঞ্চবিধ প্রমাণে কেবল ভাববিষয়ক জ্ঞান হয়? কিন্তু সাধারণভাবে এই মত একেবারেই দুর্বোধ। তাহা ছাড়া অনুমানানুপলব্ধি কথাটাই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যদি অনুমিতিজ্ঞানের কারণসামগ্রী উপস্থিত থাকে তাহা হইলে তো অনুমিতিজ্ঞান আপনই হইয়া পড়ে; আর যদি কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে তো বিষয়সম্বন্ধে সন্দেহই আসিয়া পড়ে—বিষয়টী নাই, এই জ্ঞান কোথা হইতে আসে? প্রত্যক্ষস্থলে যদি ইন্দ্রিয়দোষ না থাকে এবং উজ্জল আলোক প্রভৃতি সহকারী কারণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে বিষয় জ্ঞানাভাবহেতু বিষয়ের অভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু অনুমানের সর্ব কারণ বর্তমান থাকিলে—অর্থাৎ যদি ব্যাপ্তি-নিশ্চয় থাকে এবং উপযুক্ত অবস্থায় পক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে তাহা হইলে—সাধ্যজ্ঞান না হইবার সম্ভাবনা কোথায়? একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। কেহ এক জন বলিতে চাহেন যে ঈশ্বরে দেহ নাই। এই জ্ঞান কি প্রকারে অনুমানানুপলব্ধিজন্য হইতে পারে? ঈশ্বর আছেন ইহা অনুমানসিদ্ধ, সুতরাং পক্ষজ্ঞাত। এইবার বলিতে হইবে যে এই পক্ষটীতে যদি দেহ থাকিত তাহা হইলে উহা অনুমান করিতে পারিতাম; কিন্তু অনুমানযোগ্য হইলেও দেহ এখানে অনুমান করিতে পারিতেছি না একথা কি করিয়া অপরকে বুঝাইব, নিজেই বা কি করিয়া বুঝিব? এই কথা কি বলিতে হইবে যে সাধারণ অবস্থায় আত্মামাত্রেরই দেহযোগ্যতা আছে, অথচ ঈশ্বরে দেহ জানিতে পারিতেছি না, অতএব ঈশ্বরে দেহ নাই? কিন্তু ইহা ঠিক সঙ্গত হইবে না, কারণ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানে আমরা ইহাই পাই যে তিনি সাধারণ আত্মার মত নহেন—সাধারণ আত্মায় এমন কিছু আছে যাহার জন্য তাহার দেহও থাকে, ঈশ্বরে তাহা নাই বলিয়াই জানি। অর্থাৎ অবস্থার সাম্য জানিতে পারিলে দেহানুপলব্ধির জন্য ঈশ্বরে দেহের অভাব নিশ্চয় হইত। আপত্তি হইতে পারে—ক্ষিত্যঙ্কুরাদির কর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে অনুমান করা হইয়াছে, অতএব এযাবৎ ঈশ্বর সাধারণ আত্মারই মতন, ইহার পর তাঁহার দেহের অস্তিত্ব জানা গেল না, অতএব তাঁহার দেহ নাই। কিন্তু ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরে দেহের অস্তিত্ব কেন জানা গেল না? তাঁহাতে দেহ থাকিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কি নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে? এই নিশ্চয় হওয়া সত্ত্বেও যদি দেহের অস্তিত্ব জানা না যায় তাহা হইলে বলা যাইত ঈশ্বরে দেহ নাই। পুনরায় আপত্তি হইতে পারে—দেহ থাকিবার যোগ্যতা যে আছে তাহা জানি, কারণ অন্যান্য আত্মার দেহ আছে। কিন্তু ইহার সহজ উত্তর হইল এই যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং দেহ নিষেধের অন্য কোনও কারণ না থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরে দেহ জানিতেছি না একথা বলিতেছ কেন? অনুমানদ্বারা তাহা হইলে তো ঈশ্বরের দেহ জানাই হইল। আর যদি দেহনিষেধের কোনও কারণ থাকে তাহা হইলে তো 'দেহ জানিতে পারিতেছি না' এই এই প্রকার বিনয় দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তখন তো নিঃসন্দেহে দেহের অভাব জানা হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাট্টমত অসঙ্গত। পরিভাষাকারের মতকে যদি সাধারণভাবে অদ্বৈতমত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অদ্বৈতমতে অনুপলব্ধিজন্য অভাবজ্ঞান সর্বদাই অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ অভাবজ্ঞান অনুপলব্ধিজন্য নহে—উহা অনুপলব্ধিসাপেক্ষ অন্যান্যপরোক্ষপ্রমাণজন্য। ভাট্টমত গ্রহণযোগ্য হয় যদি এই কথা বলা যায় যে অনুপলব্ধি-ব্যতীত অন্য পঞ্চবিধ প্রমাণের দ্বারা কেবল ভাবপদার্থ জানা যায়।

আমরা বলিয়াছি যে সাধারণভাবে এই কথা দুর্বোধ। কিন্তু অন্য একভাবে অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে সাধারণজ্ঞানে বিষয় ভাবরূপেই প্রকাশ পায়। নিষেধের জ্ঞান এক নূতন ধরণের—ইহা জ্ঞানেরই ক্রিয়াত্মক রূপবিশেষ। অর্থাৎ ভাববিষয়কজ্ঞানে যদিও জ্ঞানকে ক্রিয়াত্মক না বলিলেও চলে—সেখানে উপযুক্ত অবস্থায় জ্ঞান আপনা আপনিই উৎপন্ন হয়—তথাপি অভাববিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানকে ক্রিয়াত্মক বলিতেই হইবে। সেখানে জ্ঞানের কোনও স্থিতিশীল (static) আকারই হয় না। নিষেধ শব্দের অর্থই হইল জ্ঞাতার নিষেধীকরণ—জ্ঞানাতিরিক্ত অভাঅভাবের স্থিতিশীলাকার জ্ঞান নহে।

অর্থাৎ, এক কথায়, নিষেধ জ্ঞানের বিষয় নহে, ইহা ক্রিয়াত্মকজ্ঞানময় বা ক্রিয়াত্মক জ্ঞানবিশেষ মাত্র। ইহা অবশ্য

কল্পনার (imagination) মত খেয়ালপ্রসূত নহে—ইহা বিষয়সাপেক্ষ। তবে যে বিষয়কে অপেক্ষা করিয়া জ্ঞানের নিষেধ রূপ ক্রিয়া হয় তাহা নিজে কোনও অভাব নহে, তাহা কেবল অনুযোগী ও প্রতিযোগীর পৃথকত্ব বা বহুত্ব। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে এই পৃথকত্ব বা বহুত্ব ভাবপদার্থ। এই ভাবপদার্থকে ভাবরূপে জানিতে পারে, অথবা ইহার জ্ঞানকালে অনুযোগীতে প্রতিযোগীর নিষেধ করিতে পারি—কিন্তু এই নিষেধ সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানেরই এক ক্রিয়া, জ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কিছু নহে। এই মত দেখিতে পাই ব্র্যাডলে, বার্গস প্রভৃতির দর্শনে। প্রতিযোগীকে স্মরণ করিয়া আমরা কোনও অনুযোগীতে তাহা আরোপ করিতে যাই সহজ কথায় স্মৃত প্রতিযোগীকে অনুযোগীর মধ্যে অন্বেষণ করি; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অনুযোগীতে এমন কিছু ধর্ম দেখি যাহা উক্ত প্রতিযোগীর সহিত একজাতীয় হইয়া বহু। এই স্থিতিশীল জ্ঞানই ক্রিয়াত্মকরূপে নিষেধ হইয়া যায়। ইহা অবশ্য সংসর্গাভাবজ্ঞানের বিশ্লেষণ—প্রকৃতপক্ষে সংসর্গাভাব হইল সংসর্গাবচ্ছিন্ন অন্যোন্যাভাব, সুতরাং অভাবের অনুযোগী প্রকৃতপক্ষে অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী। যাহাকে সাধারণতঃ সংসর্গাভাবের অনুযোগী বলা হয় তাহার জ্ঞান প্রকৃত অভাবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে, যেমন অনুমিতিতে পক্ষজ্ঞান (অদ্বৈতমতে) প্রাথমিক অনুমিতি (সাধ্যানুমিতি)র অন্তর্গত নহে। তবে অনুমিতিতে যেমন পক্ষজ্ঞান সাধ্যানুমিতির প্রকরণে অনুমিত বলিয়াই বোধ হয়—অর্থাৎ পক্ষ ও সাধ্য উভয়েই এক 'বিশিষ্ট' অনুমিতির বিষয় হইয়া যায়, পক্ষজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান মাত্র সমূহালম্বন জ্ঞানরূপে অবস্থান করে না তদ্রূপ যাহাকে সংসর্গাভাবের অনুযোগী বলা হয় তাহার জ্ঞান প্রতিযোগীর অভাবের জ্ঞানের সহিত এক 'বিশিষ্ট' অভাবজ্ঞান হইয়া যায়।

মোট কথা হইল নিষেধ জ্ঞানাতিরিক্ত কোনও পদার্থ নহে, ইহা জ্ঞানেরই এক ক্রিয়া। পাশ্চাত্ত্যগণ এই নিষেধকে 'এক' বলিতে ইচ্ছা করেন, কারণ ইহা যখন জ্ঞানাতিরিক্ত কোন পদার্থই নহে তখন ঘটে পট নিষেধ, ভূতলে ঘট নিষেধ, শর্করাতে তিক্তত্বনিষেধ ইত্যাদি সর্বনিষেধকে আর অনুযোগী—প্রতিযোগী—অবচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নিষেধ বলিবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত নিষেধ একই নিষেধ—জ্ঞানের 'একটী' ক্রিয়া; ভিন্ন ভিন্ন নিষেধকে অনুযোগী প্রতিযোগী উপহিত একই নিষেধ বলা যাইতে পারে।

একজ্ঞাতার পক্ষে যাবতীয় নিষেধ 'এক' ক্রিয়া হইতে পারে। কিন্তু এই ভূতলে ঘট নাই—ইহা তো সকলেই বলিতে পারেন। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে প্রতিজ্ঞাতার এক একটী নিষেধ ক্রিয়া আছে? যাঁহারা হেগেলীয় মতের ভক্ত তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না। তাঁহারা সর্বজ্ঞাতার অনুগত এক 'চিন্তা' (thought) মানেন, এবং বলেন যে নিষেধ হইল এই 'এক' চিন্তার ক্রিয়া বিশেষ। তাঁহারা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞাতাই মানেন না। জ্ঞাতা এই এক চিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। একই চিন্তা কখনও জ্ঞানাকার কখনও জ্ঞাতাকার ধারণ করেন—এবং একই সময়ে দুই বিভিন্ন আকার ধারণ করাও অসম্ভব নহে। এই বিষয়ে অধিক দার্শনিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা ইঁহাদের মতটী বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

এখানে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে যাঁহারা প্রকৃত হেগেলীয় তাহারা নিষেধ বা অভাবকে মাত্র জ্ঞানক্রিয়া বা আমাদের বুঝিবার ভঙ্গীবিশেষ বলেন না। তাঁহাদের মতে ইহা জ্ঞানের বিষয়ও বটে। তাঁহারা একথাই বলিতে প্রস্তুত নহেন যে জ্ঞান ও বিষয় একান্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ বিষয়কে জ্ঞানাতিরিক্ত বলিবার বা জ্ঞানকে বিষয়াতিরিক্ত বলিবার যুক্তিই তাঁহারা পান না। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানেই বিষয় আছে, এবং সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ বলা হয় তাহাকে না জানিয়া কেহই তাহার বিষয়ে কথা বলে না। জ্ঞান ও বিষয় অযুতসিদ্ধ; সুতরাং প্রকৃত সত্য হইল জ্ঞান বিষয়ের তদাত্ম এবং বিষয় ও জ্ঞানের তদাত্ম। অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব হইল জ্ঞান—বিষয়—system. অতএব অভাব জ্ঞানক্রিয়াও বটে, জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থও বটে।

কান্ট্ ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ জ্ঞান ও বিষয়ের এই প্রকার সম্বন্ধ মানেন না। তাঁহারা বলেন যে জ্ঞান ও বিষয় অযুতসিদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরস্পরাতিরিক্ত পদার্থ, কারণ তাহাদের পরস্পরাতিরেক সম্বন্ধে আমার অনুভব হইতেছে। আমি অনুভব করিতেছি যে নিশ্চয়ই জ্ঞানাতিরিক্ত এক বিষয় আছে—জ্ঞানের অর্থই হইল অতিরিক্ত এক পদার্থের উপলব্ধি। তবে এই অতিরিক্ত পদার্থের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে উহাতে দেশ, কাল বা যাহা কিছুই সম্বন্ধরূপে কথিত হইতে পারে তাহা নাই। উহা এক অনিরূপ্য পদার্থ। দেশ, কাল বা যাহা কিছুই সম্বন্ধরূপে কথিত হইতে পারে তাহা জ্ঞানেরই প্রকার বিশেষ মাত্র। তাহারা কিন্তু মাত্র খেয়াল প্রসূত নহে—সর্বস্বীকৃত জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থটীর উপলব্ধি করিতে গিয়া সকলেরই জ্ঞান এই আকারগুলি ধারণ করে। নিষেধও এই প্রকার জ্ঞানের আকার বিশেষ মাত্র (মনে রাখিতে হইবে ইহা ক্রিয়াত্মক আকার)। কান্টের আরও এক বিশেষত্ব এই যে কেবল নিষেধকেই তিনি জ্ঞানাত্মক বলেন নাই। 'ভাবত্ব' কেও তিনি জ্ঞানাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থকে ভাব বা অভাব কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভাব ও অভাব দুইই জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থকে উপলব্ধি

করিবার জ্ঞানপ্রক্রিয়ামাত্র। সকল জ্ঞাতার পক্ষেই 'এক' ভাব বা 'এক' অভাব আছে কি না?—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নারাজ। এই ভূতলে ঘট নাই—এই জ্ঞান সকলেরই হইতে পারে, কিন্তু ইহার জন্য অভাবকে সকলজ্ঞাতার পক্ষে 'এক' বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সর্বস্বীকৃত জ্ঞানাতিরিক্ত 'একটী' বিষয়কে ধরিবার এক প্রকার প্রণালীর নাম অভাব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই সমস্ত দার্শনিকগণের মতে 'ভূতলে ঘট নাই' ইহার অর্থ হইতেছে 'ভূতল ও ঘটের মধ্যে অভাবাত্মক এক সম্বন্ধ আছে' (যে সম্বন্ধ জ্ঞান ক্রিয়ামাত্র); ইহার অর্থ এই নয় যে ভূতলের সহিত ঘটাভাবের এক সম্বন্ধ আছে। অভাবকে জ্ঞানক্রিয়া বলিতে হয়তো পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ সকলেই প্রস্তুত নহেন। কিন্তু 'ভূতলে ঘটাভাব' এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে ভূতল ও ঘটের মধ্যে অভাবাত্মক এক সম্বন্ধ আছে একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারতীয়গণ সকলেই ইহার অর্থ করেন 'ভূতলের সহিত ঘটাভাবের এক সম্বন্ধ আছে'। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যগণ বলেন যে ইহা জোর করিয়া অন্য অর্থ করা। তাঁহারা বলেন—আমাদের উপলব্ধি হয় ক খ নহে, অথবা ক-এ খ নাই—জোর করিয়া ইহাকে 'ক-এ খ অভাব আছে' বলা অসঙ্গত। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয়গণের মধ্যে এই কলহ শুধু ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় উদ্দেশ্য বিধেয় সাজাইবার প্রণালী লইয়া মতদ্বৈধ কি না সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

কান্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দিক্‌পালগণ চিন্তা (thought) বলিয়া যাহার কথা বলেন এবং অভাবকে যাহার প্রকার বলেন ভারতীয়গণ তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ভারতীয় দর্শনে কুত্রাপি চিন্তাজাতীয় পদার্থের উল্লেখ নাই। সুতরাং কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট এই পাশ্চাত্ত্য মতবাদ অদ্ভুত লাগিতে পারে। কিন্তু স্থির হইয়া বিচার করিলে এই মতবাদ ভারতীয়গণও স্বীকার করিতে পারেন। নৈয়ায়িকগণ যাহাকে স্বরূপ বলেন বা অদ্বৈতীগণ যাহাকে তাদাত্ম্য বলেন সেই সম্বন্ধ পদার্থটা কি? ক, খ-এর স্বরূপ বা তদাত্ম বলিলে কেহই ক-এর পদার্থত্ব অস্বীকার করেন না, অথচ ইহাকে খ-এর সহিত সম্বন্ধ করিতে গিয়াই যত গোলমাল। ইহা হইতেই কি মনে হওয়া একেবারে অসম্ভব যে ক জ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থই নহে, উহা জ্ঞানাত্মক! অবশ্য মাত্রজ্ঞানাত্মক বলিতে ভারতীয়গণ প্রায়ই খেয়াল বুঝেন—খেয়াল শব্দের অর্থ হইল যে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতায় ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ক কে যদি জ্ঞানাত্মক বলিয়াও খেয়াল না বলা যায়, তাহা হইলেই তো পাশ্চাত্ত্যগণের 'চিন্তার' (thought) কথা আসিয়া পড়িল। বিষয় নিরপেক্ষ হইয়াও জ্ঞান কি করিয়া সর্বজ্ঞাতাতে একই আকারে থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে হেগেল বলিবেন যে আমার জ্ঞান ও তোমার জ্ঞান যেমন বিষয়জ্ঞান হইয়া সদৃশ হইতে পারে তদ্রূপ ইহা বিষয় নিরপেক্ষ হইয়াও সদৃশ হইতে পারে, যদি ইহাকে 'এক' পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয়, এবং যদি বলা হয় যে এই 'এক' পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতাতে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে—বিষয় জানিতেছি বলিয়া বোধ কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তরে কান্ট বলিবেন এই 'এক' বা সর্বজ্ঞাতায় সদৃশ চিন্তা বিষয় নিরপেক্ষ নহে—বিষয়ের অপেক্ষাতেই ইহার আকার হয়, কিন্তু ইহা বিষয়ের আকার গ্রহণ করে না; ইহার আকার সম্পূর্ণ নিজস্ব; কেবল বিষয়ের জ্ঞান হইবার সময়ই এই আকারের প্রকাশ হয় (এমন কি 'উৎপত্তি' হয় বলিতেও কান্টের আপত্তি নাই)। অতএব পাশ্চাত্ত্য মতবাদ একেবারে উপেক্ষাযোগ্য নহে। ভারতীয়গণ কেন এই প্রকার মতবাদের কথা ভাবেনও নাই সুধীগণ বিচার করিবেন। অভাব ও অনুপলব্ধির আলোচনায় ভারতীয় মত বর্ণন প্রসঙ্গে আমরা কেবল নৈয়ায়িক, প্রাভাকর, ভাট্ট ও অদ্বৈতমতের উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শনেও অভাব ও অনুপলব্ধি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিন্তু আমরা উহার উল্লেখ করি নাই এইজন্য যে সাংখ্যমত প্রাভাকর ও নৈয়ায়িক মতের সংমিশ্রণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় (অবশ্য সাংখ্যমত উভয় মত অপেক্ষা প্রাচীন)। সাংখ্যমতে অভাব একপ্রকারে অনুযোগীর স্বরূপ। ভূতলে ঘট নাই—ইহার অর্থ হইল ঘটাভাবযুক্ত ভূতল ভূতলেরই পরিণামবিশেষ। ঘটাভাবযুক্ত ভূতল ভূতলের কৈবল্য পরিণাম, ঘটযুক্ত ভূতল ভূতলের আর একটী পরিণাম। পরিণামের কথা বাদ দিলে এই মত প্রাভাকর মতের খুব কাছাকাছি। ঘটযুক্ত বা ঘটবিহীন ভূতলকে ভূতলের পরিণাম বলা যায় কিনা এ আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক সাংখ্যগণ বলেন যে যেহেতু ঘটাভাববৎ ভূতল ভূতলেরই স্বরূপ অতএব ঘটাভাবের জ্ঞান ভূতলেরই জ্ঞান; সুতরাং অনুপলব্ধি বলিয়া নূতনপ্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নাই।

(Bradley : Principles of Logic, vol. i; Bosanquet : Essentials of Logic; Logic, vol i; Johnson : Logic, vol. i; Cook Wilson : Statement & Inference; Hegel : Science of Logic; Kant : Critique of Pure Reason (Transcendental Analytic); Mace : An Introduction to Logic; Bergson : Creative Evolution; ভাষাপরিচ্ছেদ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী; তত্ত্বচিন্তামণি; প্রভাকরবিজয়; শ্লোকবার্ত্তিক; শাস্ত্রদীপিকা বেদান্তপরিভাষা; শিখামণি; মণিপ্রভা; তত্ত্বকৌমুদী।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

অনুপলব্ধিবাদ— গোপাল তাতাচার্য-রচিত নৈয়ায়িক গ্রন্থ।—OPP. Cat. 1.

অনুপলব্ধি-সম—ন্যায়শাস্ত্রে অনুপলব্ধি সম্বন্ধে হেত্বাভাব।

অনুপলভ্যমান — [ন+উপ + √লভ্+শানচ্; স্ত্রী—া] বিণ, উপলব্ধ (perceived) হইতেছে না এরূপ।

অনুপলম্ভ—উপলব্ধির অভাব।

অনুপলম্ভন—ক্লী°, বোধ (apprehensive) বা জ্ঞানের (knowledge) অভাব।

অনুপলাল — অথর্ববেদ-বর্ণিত এক প্রকার ভূতযোনি। 'পলালানুপলালৌ শর্কং কোকং মলিম্লুচং পলীজকম্'—অ° ৮. ৬. ২ [পলাল দ্র°]।

অনুপবীত—বিণ, যাহার উপনয়ন-সংস্কার [উপনয়ন দ্র°] হয় নাই, যাহার যজ্ঞোপবীত হয় নাই। ~ী—[মু° -বীতিন্] বিণ, যিনি যজ্ঞোপবীত বা পবিত্র সূত্র ধারণ করেন না, যিনি উপবীতী নহেন।

অনুপলীড়—বিণ. লেহন করা হয় নাই এরূপ।—কৌ-ব্রা° ৩৩।

অনুপবিষ্ট—বিণ, উপবেশন করে নাই এরূপ।—হেমাদ্রি° ১. ২৫৩. ১৬।

অনুপশম—[নঞ্‌তৎ] ১ **ক** উপ-শান্তির অভাব, অনিবৃত্তি। **খ** অনারোগ্য। বিণ—অনুপশান্ত। ২ **ক** অনিবৃত্ত not calm. **খ** বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম-বি°। ~**নীয়**—[নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ উপশান্তির অযোগ্য, অদম্য, অনিবর্তনীয়। ২ দুরারোগ্য।

অনুপশয় — [বৈদ্যক] ঔষধাদির দুঃখাবহ উপযোগ। পর্যায় — অসাত্ম্য, ব্যাধ্যসাত্ম্য।

'হেতু-ব্যাধি-বিপর্যস্ত-বিপর্যস্তার্থকারিণাম্ ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহম্।'
—অ-হৃ-স-নি' ১. ৬।

বিপ্রাদ্বনুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ, বিপরীতোঽনুপশয়ো ব্যাধ্যসাত্ম্যাভি-
সংজ্ঞিতঃ।'—অ-হৃ-স-নি° ১. ৭।

হেতুর বা ব্যাধির বিপরীত, অথবা হেতুব্যাধি উভয়ের বিপরীত, কিংবা হেতু-ব্যাধির বিপরীত না হইয়াও কোন বিশেষ শক্তিবশতঃ বিপরীত কার্যকারী হয়—এই প্রকার যে সকল ঔষধ, অন্ন বা বিহার—তাহাদের উপযোগ বা সেবন যদি ব্যাধিশান্তিরূপ সুখাবহ হয় তাহা হইলে ঔষধাদির এই সুখাবহ উপযোগকে উপকার বলা হয়; কিন্তু ঔষধাদির উপযোগ যে স্থলে বিপরীত কার্যকারী হয় অর্থাৎ রোগ-বৃদ্ধি করে, সেস্থলে ঔষধাদির এই দুঃখাবহ উপযোগকে অনুপকার বলা হয়।

অনুপশান্ত —[স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অনিবৃত্ত, যাহার উপশম হয় নাই এরূপ। ২ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নাম-বি°।—ললিত-বি° ২৯১।

অনুপশ্রুতি—স্ত্রী°, শ্রূয়মাণ ধ্বনির অশ্রবণ। 'ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণ-ঘোষানুপশ্রুতিঃ' — ভা° ১০. ৪২. ২৯।

অনুপসংহারপূর্বপক্ষরহস্য—ন্যায়গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার — মথুরানাথ॥ Cat. Cat.॥

অনুপসংহারিবাদ — ন্যায়গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—গদাধর॥ Cat. Cat.॥

অনুপসংহারিসিদ্ধান্তরহস্য — ন্যায়গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—মথুরানাথ॥ Cat. Cat.॥

অনুপসংহারী—[মু°-রিন্] ন্যায়-শাস্ত্রের যাহা সাধ্যের উপসংহার করে না, হেত্বাভাসভেদ।

অনুপসংরিগ্রন্থরহস্য—ন্যায়গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—গদাধর॥ Cat. Cat.॥

অনুপসর্গ—১ যে অব্যয় উপসর্গ নয়, উপসর্গভিন্ন শব্দ [উপসর্গ দ্র°]; যেমন—অন্তর্বণ শব্দে অন্তর্ অথবা অভিসাবকীয়তি, পরিসাবকীয়তি রূপের অভি ও পরি। এখানে অভি ও পরি √সু-র বিশেষণ না হইয়া নামধাতু সাবকীয়তির বিশেষণ। ২ **ক** ধাতুতে উপসর্গ না থাকিলে তাহা অনুপসর্গ। **খ** বাধাশূন্য, নির্বিঘ্ন। **গ** ঈশ্বরের নাম-বি°।

অনুপসর্গত্ব—ক্লী°, অনুপসর্গের ভাব [অনুপসর্গ দ্র°]।—পা° ১. ৪. ৯০, ৯৪ (কাশিকা)।

অনুপসিংহ—[অনুপসিংহ দ্র°]।

অনুপসেচন—[বৈদিক] বিণ, উপসেচনশূন্য (অন্ন)। উপসেচন বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহা দিয়া অন্ন মাখা যায়; সাধারণতঃ দধি প্রভৃতি ব্যঞ্জন উপসেচ্য। 'নান্ন ইতি ব্রুয়ান্নানুপসেচন ইতি নেদং চ কিং চেতি'—অ° ১১. ৩. ২৪।

অনুপস্কৃত — [নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ রেখাদি-বিহীন, নিরলঙ্কৃত (রৌপ্য ই°)। 'রজতঞ্চানুপস্কৃতম্'—মনু° ৫. ১১২। ২ খাটি, অনিন্দিত। ৩ অসংস্কৃত, যাহা মসলাদি-যোগে উপাদেয় করিয়া রন্ধন করা হয় নাই এরূপ। ৪ অবিকৃত, পূতিগন্ধাদিবিহীন। 'মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্' —মনু° ৩. ৩৫৭।

অনুপস্থান—[ন উপস্থান—নঞ্‌তৎ, অভাবার্থে] ক্লী°, ১ উপস্থিতির অভাব, অনুপস্থিতি, অনাগমন। ২ অনুপাসনা, অপূজন। ৩ [নঞ্-বহু°] **ক** উপস্থিতিশূন্য। **খ** উপাসনারহিত।

অনুপস্থাপক—[স্ত্রী— -স্থাপিকা] বিণ, যে স্থাপন করে।

অনুপস্থাপন — [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, ১ স্থাপন না করা। ২ প্রস্তাব না করা। ৩ নিকটে বা হাতের কাছে না থাকা।

অনুপস্থাপয়ন্— [মু°-স্থাপয়ৎ] বিণ, যে উপস্থিত থাকে না।

অনুপস্থাপিত—[স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা রাখা হয় নাই, যাহা উপস্থিত করা হয় নাই। ২ অপ্রস্তাবিত। ৩ দূরস্থিত।

অনুপস্থাপী—[মু°-স্থাপিন্] বিণ, ১ অনুপস্থিত। ২ দূরগত।

অনুপস্থাপ্য—[ন + √স্থা + ণিচ্—যৎ] বিণ, ১ যাহা স্মরণ করার যোগ্য নহে। ২ যাহা রাখিবার যোগ্য নহে।

অনুপস্থায়ী— [মু°-স্থায়িন্; স্ত্রী— -স্থায়িনী] বিণ, ১ অনুপস্থিত। ২ দূরস্থ।

অনুপস্থিত—[স্ত্রী— -া] বিণ, ১ নিকটে অনাগত। ২ অপূজিত, অনুপাসিত। ৩ স্মৃতিতে ঠিক আসিতেছে না এরূপ। ৪ ক্লী°, (ব্যাকরণে) যে শব্দ উপস্থিত [উপস্থিত দ্র°] নয়, অর্থাৎ যে শব্দ ইতি নয়। বৈদিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করিবার সময় শেষে ইতি দিয়া করিতে হয়।

অনুপস্থিতি—[নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, উপ-স্থিতির অভাব, অনাগমন।

অনুপাত (Ratio)—দুইটী সমজাতীয় রাশির তুলনা করিতে হইলে উভয়কে ঐ জাতীয় কোন একটী এককে পরিবর্তিত করিয়া, উক্ত রাশিদ্বয়ের মধ্যে একটী অপরটীর কত গুণ বা কত অংশ তাহা স্থির করিতে হয়। এইরূপে দুইটী রাশির তুলনা করিয়া যে অখণ্ড (integral) বা খণ্ড (fractional) সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত (ratio) বলে। যথা, ১৫ মিনিট ১ ঘণ্টার এক চতুর্থাংশ, অতএব ১ ঘণ্টার সহিত ১৫ মিনিটের অনুপাত $= \frac{১}{৪}$।

যে দুইটী রাশির অনুপাত স্থির করা হয় তাহাদের প্রকৃতির সহিত অনুপাতের মানের কোন সম্বন্ধ নাই, যথা ২ টাকার সহিত ৬ টাকার, ২ ফুটের সহিত ৬ ফুটের, ২ মিনিটের সহিত ৬ মিনিটের অনুপাত পরস্পর সমান এবং তাহাদের প্রত্যেকটীর অনুপাতের মান $\frac{১}{৩}$।

ক, খ যদি দুইটী সমজাতীয় রাশি হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনুপাতকে সাধারণতঃ ক : খ অথবা $\frac{ক}{খ}$ এইরূপে প্রকাশ করা হয়, এবং ঐ দুইটী রাশিকে অনুপাতের পদ বলে। প্রথম পদটীর নাম পূর্বরাশি (antecedent) এবং দ্বিতীয় পদটীর নাম উত্তররাশি (consequent)। এখানে 'ক' পূর্বরাশি এবং 'খ' উত্তররাশি।

কোন অনুপাতের পূর্বরাশি, উত্তর-রাশি হইতে বড় বা সমান বা ছোট হইলে ঐ অনুপাতকে যথাক্রমে গুরু অনুপাত (ratio of greater inequality), সাম্যানুপাত (ratio of equality), বা লঘু অনুপাত (ratio of less inequality) বলা হয়।

অনুপাতের পদ দুইটীকে যে কোন একই সংখ্যাদ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে অনুপাতের মানের পরিবর্তন হয় না; কারণ অনুপাত ভগ্নাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন ৩ : ৫, ৩ক : ৫ক অনুপাত দুইটী পরস্পর সমান।

কোন অনুপাতের পূর্বরাশিকে উত্তর-রাশি, এবং উত্তররাশিকে পূর্বরাশি করিয়া লিখিলে যে অনুপাত হয় তাহাকে প্রথমোক্ত অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত (inverse বা reciprocal ratio) বলে। যথা খ : ক অনুপাতটী ক : খ-এর ব্যস্ত অনুপাত। অতএব দেখা যায় যে, কোন একটী অনুপাতকে তাহার ব্যস্ত অনুপাত দিয়া গুণ করিলে ১ হয়, যথা $\frac{ক}{খ} \times \frac{খ}{ক} = ১$।

অনুপাতের পদ দুইটীর প্রত্যেকের সহিত একই রাশি যোগ করিলে, লঘু অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং গুরু অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; সাম্যানুপাতের কোন পরিবর্তন হয় না।

প্রদত্ত অনুপাতটীকে $\frac{ক}{খ}$ ধরিয়া উহার পদদ্বয়ের সহিত চ যোগ করিলে $\frac{ক+চ}{খ+চ}$ অনুপাতটী পাওয়া যায়।

$$এখন \frac{ক+চ}{খ+চ} - \frac{ক}{খ} = \frac{চ(খ-ক)}{খ(খ+চ)};$$

সুতরাং খ হইতে ক ছোট হইলে অন্তরফল ধনাত্মক (positive), এবং বড় হইলে অন্তরফল ঋণাত্মক (negative) হইবে। খ ও ক সমান হইলে অন্তরফল ০ হইবে।

এইরূপে অনুপাতের পদ দুইটীর প্রত্যেকটী হইতে ছোট কোন রাশি—পদ দুইটী হইতে বিয়োগ করিলে লঘু অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত এবং গুরু অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সাম্যানুপাতের কোন পরিবর্তন হয় না।

মিশ্র অনুপাত (compound ratio)—দুইটী অথবা দুইটীর অতিরিক্ত অনুপাতের পূর্বরাশিগুলির ক্রমিক গুণফলকে পূর্বরাশি করিয়া এবং উত্তররাশিগুলির ক্রমিক গুণফলকে উত্তররাশি করিয়া যে একটী অনুপাত হয় তাহাকে মিশ্র অনুপাত বলা হয়। যেমন ক : খ এবং চ : ছ এই দুইটী অনুপাতের সমবায়ে কচ : খছ এই মিশ্র অনুপাতটী উৎপন্ন হইল।

মিশ্র অনুপাতের বিভাগস্বরূপ দ্বিগুণানুপাত (duplicate ratio), ত্রিগুণানুপাত (triplicate ratio), দ্বিভাজিত অনুপাত (subduplicate ratio) ইত্যাদির সৃষ্টি।

কোন একটী অনুপাতকে সেই অনুপাতটীরই সহিত সমবেত করিলে যে অনুপাত হয় তাহাকে দ্বিগুণানুপাত বলে, যথা—$ক^২ : খ^২$; সেইরূপ $ক^৩ : খ^৩$-কে ক : খ-এর ত্রিগুণানুপাত বলে; $\sqrt{ক} : \sqrt{খ}$ অনুপাতকে ক : খ-এর দ্বিভাজিত অনুপাত বলা হয়।

সমানুপাত— দুইটী অনুপাত সমান হইলে তাহাদের সম্বন্ধকে সমানুপাত (proportion) বলে এবং সমানুপাতের রাশি চারিটীকে সমানুপাতী (proportional) বলা হয়। ক, খ, গ, ঘ, এই চারিটী রাশি সমানুপাতী হইলে ইহাদিগকে

ক : খ :: গ : ঘ অথবা $\frac{ক}{খ} = \frac{গ}{ঘ}$ এইরূপে

লেখা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ পদকে অন্ত্যরাশি (extremes) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদকে মধ্যরাশি (means) বলে।

চারিটী রাশি সমানুপাতী হইলে উক্ত রাশিগুলি একজাতীয় না হইলেও চলে, কিন্তু প্রথম দুইটী রাশি একজাতীয় এবং শেষ দুইটী রাশি একজাতীয় হওয়া আবশ্যক; যথা— ২ টাকা ও ৩ টাকা এবং ৪ ফুট ও ৬ ফুট সমানুপাতী হইতে পারে, কারণ ২ : ৩ :: ৪ : ৬।

তিন বা তিনের অধিক রাশির মধ্যে যদি প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশির অনুপাত, তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির অনুপাত প্রভৃতি পরস্পর সমান হয়,

তাহা হইলে ঐ রাশিগুলিকে ক্রমিক সমানুপাতী বলা হয়, যথা—ক : খ = খ : গ = গ : ঘ হইলে ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি রাশিগুলি ক্রমিক সমানুপাতী। তিনটী রাশি ক্রমিক সমানুপাতী হইলে দ্বিতীয় রাশিকে প্রথম ও তৃতীয় রাশির মধ্য সমানুপাতী বলা হয়, এবং প্রথম ও তৃতীয় পদের গুণফল দ্বিতীয় পদের বর্গের সমান হয়, যথা—

ক : খ :: খ : গ হইলে $\text{খ}^2 = \text{ক} \times \text{গ}$।

সমানুপাত-সম্বন্ধীয় কয়েকটী সিদ্ধান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) চারিটী সমানুপাতী রাশির প্রথম ও চতুর্থের গুণফল দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের গুণফলের সহিত সমান, অর্থাৎ—

ক : খ :: গ : ঘ হইলে কঘ = খগ হইবে।

(২) চারিটী সমানুপাতী রাশির প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ দ্বারা যে অনুপাত হয় তাহারা সমান, অর্থাৎ—

ক : খ :: গ : ঘ হইলে ক : গ :: খ : ঘ হইবে।

(৩) সমানুপাতী রাশিগুলিকে বিপর্যস্ত করিলে, অর্থাৎ উভয় অনুপাতেই পূর্বরাশিকে উত্তররাশিতে এবং উত্তররাশিকে পূর্বরাশিতে পরিণত করিলে, এই বিপর্যস্ত রাশিগুলিও সমানুপাতী হইবে ; অর্থাৎ— ক : খ :: গ : ঘ হইলে খ : ক :: ঘ : গ হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে ব্যস্ত প্রক্রিয়া (invertendo) বলে।

(৪) সমানুপাতী রাশিগুলিকে একান্তরভাবে (alternately) লইলেও উহারা সমানুপাতী হইবে, অর্থাৎ—

ক : খ :: গ : ঘ হইলে ক : গ :: খ : ঘ হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে একান্তর-প্রক্রিয়া (alternendo) বলে।

(৫) চারিটী রাশি সমানুপাতী হইলে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির সমষ্টির সহিত দ্বিতীয়ের যে অনুপাত হয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির সহিত চতুর্থটীরও সেই অনুপাত হয়; ইহাকে যৌগিক প্রক্রিয়া (componendo) বলে। যথা—

ক : খ :: গ : ঘ হইলে

$$\frac{\text{ক}+\text{খ}}{\text{খ}} = \frac{\text{গ}+\text{ঘ}}{\text{ঘ}}$$

(৬) সমানুপাতী রাশিগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির বিয়োগের সহিত দ্বিতীয়ের অনুপাত এবং তৃতীয় ও চতুর্থের বিয়োগের সহিত চতুর্থটীর অনুপাত সমান হয়। অর্থাৎ

ক : খ :: গ : ঘ হইলে $\frac{\text{ক}-\text{খ}}{\text{খ}} = \frac{\text{গ}-\text{ঘ}}{\text{ঘ}}$

হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে ভাগ-প্রক্রিয়া (dividendo) বলে।

(৭) সমানুপাতী রাশিগুলির প্রথম ও দ্বিতীয়ের সমষ্টির সহিত প্রথম ও দ্বিতীয়ের বিয়োগের অনুপাত তৃতীয় ও চতুর্থের সমষ্টির সহিত তৃতীয় ও চতুর্থের বিয়োগের অনুপাতের সমান, অর্থাৎ—

ক : খ :: গ : ঘ হইলে

$$\frac{\text{ক}+\text{খ}}{\text{ক}-\text{খ}} = \frac{\text{গ}+\text{ঘ}}{\text{গ}-\text{ঘ}}$$ হইবে।

এইরূপ প্রক্রিয়াকে যোগ ও ভাগ-প্রক্রিয়া (componendo and dividendo) বলে।

সিদ্ধান্ত ৫ হইতে, $\frac{\text{ক}+\text{খ}}{\text{খ}} = \frac{\text{গ}+\text{ঘ}}{\text{ঘ}}$ (১)

সিদ্ধান্ত ৬ হইতে, $\frac{\text{ক}-\text{খ}}{\text{খ}} = \frac{\text{গ}-\text{ঘ}}{\text{ঘ}}$ (২)

কাজেই, (১)-কে (২)-দ্বারা ভাগ করিয়া

$$\frac{\text{ক}+\text{খ}}{\text{ক}-\text{খ}} = \frac{\text{গ}+\text{ঘ}}{\text{গ}-\text{ঘ}}$$

শ্রীফণিভূষণ সেন

অনুপাতক—পঞ্চ মহাপাতক-সদৃশ পাপ-বি°।

'ব্রহ্মহত্যাসুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥'
—মনু° ১১. ৫৪।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ-হরণ, বিমাতৃগমন এবং এই সকল কর্ম যাহারা করে তাহাদের যাজন প্রভৃতি সংসর্গ—মনু এই পাঁচটীকে মহাপাতক বলিয়াছেন। অনুপাতক—এই মহাপাতক-তুল্য পাপ-বি°। মনু পঞ্চত্রিংশৎ প্রকার অনুপাতকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— ১ ব্রহ্মবিধ-তুল্য তিনটী অনুপাতক— (১) 'অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে'—মনু° ১১. ৫৫। নিকৃষ্ট জাতি হইয়া নিজের মান-বৃদ্ধির জন্য 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ মিথ্যা বলা। (২) 'রাজগামি চ পৈশুনম্'—ঐ (যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উল্লেখ করেন নাই)। যাহাতে গুরুতর দণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট এইরূপ পরের দোষ বলা। (৩) 'গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ'—ঐ। আচার্য প্রভৃতি গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যাদোষের আরোপ করা। ২ সুরাপান-তুল্য পাঁচটী অনুপাতক— (১) 'ব্রহ্মোজ্ঝতা'—ঐ, ১১. ৫৬। নিত্য-কর্তব্য বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ। (২) 'বেদনিন্দা'—ঐ। (৩) 'কৌটসাক্ষ্যম্'—ঐ (যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উল্লেখ করেন নাই)। (৪) 'সুহৃদ্বধঃ'—ঐ। ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত মিত্রবধ। (৫) 'গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ'—ঐ। রসুন বা পিঁয়াজ ভক্ষণ, বিষ্ঠা ভক্ষণ প্রভৃতি। ৩ সুবর্ণহরণ-সদৃশ পাঁচটী অনুপাতক—

'নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্বরজতস্য চ।
ভূমিবজ্রমণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥'
—ঐ, ৫৭।

(১) ব্রাহ্মণের সুবর্ণভিন্ন গচ্ছিত বস্তু চুরি করা। (২) মনুষ্য চুরি করা। (৩) অশ্ব চুরি করা। (৪) রজত চুরি করা। (৫) ভূমি হরণ করা। (৬) হীরা চুরি করা। ৪ বিমাতৃগমন-সদৃশ ছয়টী অনুপাতক। [অগম্য দ্র°]

'রেতঃসেকঃ স্বযোনিষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ ॥'
—ঐ, ৫৮।

(১) সহোদরা ভগিনিগমন। (২) সবর্ণা কুমারীগমন। (৩) চণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজা-গমন। (৪) সখার ভার্যাগমন। (৫) ঔরসভিন্ন জাত পুত্রের ভার্যাগমন। (৬) পুত্রের সবর্ণা স্ত্রীগমন। ৫ গুরুপত্নীগমন-সদৃশ ত্রয়োদশটী অনুপাতক—(১) মাসিগমন। (২) পিসি-

গমন। (৩) শাশুড়ীগমন। (৪) মামিগমন। (৫) শিষ্যের স্ত্রীগমন। (৬) আচার্যের স্ত্রী-গমন। (৭) শরণাগতা স্ত্রীগমন। (৮) রাণীগমন। (৯) প্রব্রজিতা-(ভিক্ষু) গমন। (১০) ধাত্রীগমন। (১১) সাধ্বী স্ত্রীগমন। (১২) উচ্চবর্ণের স্ত্রীগমন। (১৩) ভগিনিগমন।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনুপাতকী — [ষু°-কিন্। অনু-পাতক + ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে; স্ত্রী—-কিনী] অনুপাতকগ্রস্ত, অনুপাতকযুক্ত, যে অনু-পাতক করিয়াছে।

অনুপাতী — [যু°-তিন্। অনু + √পত্ + ণিনি] অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী 'আনয়শ্চ বিদূষকং দন্তানুযাত্রং মনসা তস্যাঃ স্নেহানুপাতিনা'—বিক্ৰো° ১২৯॥ বো-রো°॥

অনুপাদায়সুত্ত — বৌদ্ধ সুত্ত-বি°। সাধু জীবন ও মুক্তি-সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা আছে। — সং-নি° ৫. ২৯॥ MDPP॥

অনুপান - [অনু + √পা + ল্যুট্ কর্মণি ইতি অনুপানম্] অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। এখানে ভোজনের পশ্চাৎ বা পরে যাহা পান করা যায়, তাহার নাম অনুপান।

অনুপানের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কেবল ভোজনের পর যাহা কিছু পান করাকে যেমন অনুপান শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, তেমনি ভোজনের পূর্বে বা ভোজনের সহিত যে পান তাহাও অনুপানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এজন্য ঔষধের সহিত যাহা কিছু পান করা যায় (সহপান) তাহাও অনুপান শব্দদ্বারা অভিহিত হয়, তদ্ভিন্ন এমন কতকগুলি কর্ম আছে যে সকল কর্ম করিবার পর কিছু জলীয় বা তরল দ্রব্য পানের আবশ্যক হয়—শাস্ত্রে তাদৃশ পানকেও অনুপান শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে।

অনুপানের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে মহর্ষি-সুশ্রুত বলেন—

'দোষবদ্‌গুরুবাভুক্তমতিমাত্রমক্ষপিব্য।
যথোক্তেনানুপানেন সুখমন্নংপ্রজীর্যতি॥'

—সুশ্রু° সূ. ৪৬.৪৯১।

আহার্য দ্রব্য যদি দোষযুক্ত বা গুরুপাক হয় কিংবা অতিমাত্রায় ভোজন করা হয়, তাহা হইলে এমন সব অনুপান অর্থাৎ ভোজনের পর পান করিবার মত দ্রব্য আছে, যাহা পান করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হইয়া যায়।

অনুপানের কতকগুলি কাজ আছে, যথা—

'রোচনং বৃংহণং বৃষ্যং দোষসঙ্ঘাতভেদনম্।
তর্পণং মার্দবকরং শ্রমক্লমহরং সুখম্॥
দীপনং দোষশমন্দ° পিপাসাচ্ছেদদং পরম্।
বল্যং বর্ণদরং সম্যগনুপানং সদোচ্যতে'॥

—ঐ, ৪৬.৪৯২।

অগ্নিবৃদ্ধি (দীপন), আহারে রুচি (রোচন), পিপাসায় শান্তি, ভুক্ত দ্রব্য-সকলকে পরিপাকক্রিয়ার উপযোগী করিবার জন্য উহাদিগের কঠিনতা দূর করা এবং উদ্রিক্ত বাতাদি দোষের প্রশমন, শরীর ও মনের তৃপ্তি, শান্তিক্লান্তির নাশ বল-বর্ণ-বৃদ্ধি, পুষ্টি ও শক্তি-সামর্থ্যের বিধান প্রভৃতি, সর্বদা সম্যক্ প্রকারে প্রযুক্ত অনুপানের দ্বারা হইয়া থাকে।

এই অনুপান-সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে, যথা—

'ন পিবেচ্ছ্বাসকাসার্তো রোগে
চাপ্যূর্ধ্বজত্রুগে।
ক্ষতোরস্কঃ প্রসেকীচ যস্য চোপহতঃ স্বরঃ॥'

—ঐ, ৪৬.৪৯৭।

শ্বাস বা কাস রোগে পীড়িত এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠ ও শিরঃ প্রভৃতি উর্ধ্বজত্রুগত রোগে পীড়িত, উরঃক্ষত রোগগ্রস্ত ও প্রসেকী অর্থাৎ যাহার নাক মুখ দিয়া অনবরত জলস্রাব হইতে থাকে, কিংবা যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে— তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে (ভোজনের পর) অনুপান নিষিদ্ধ।

অনুপানের কাল-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—অনুপান বলিতে যখন ভোজনের পূর্বে, পরে ও মধ্যে পানও বুঝায় তখন কোন্ সময়ের পানের ফল কিরূপ হয় তাহা এইরূপ—

'তদাদৌকর্শয়েৎপীতং স্থাপয়ে-
ন্মধ্যসেবিতম্।
পশ্চাৎ পীতং বৃংহয়তি তস্মাদ্বীক্ষ্যং
প্রযোজয়েৎ॥'

—ঐ, ৪৬, ৪৯৪।

ভোজনের পূর্বে কোন কিছু পান করিলে শরীরের কৃশতা, মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবে অবস্থিতি এবং ভোজনের পরে পান করিলে বলবীর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অতএব অবস্থা বুঝিয়া পূর্বপান, সহপান বা অনু-পানের ব্যবস্থা করা উচিত। ভোজনকালে জলপানের সময়ে এই বিধির অনুসরণ করা সকলেরই উচিত বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কালে অনুপানরূপে প্রযোজ্য দ্রব্য-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'শীতোষ্ণ-তোয়াসবমদ্যযূষ ফলাম্লপয়োর-
সানাম্।
যস্যানুপানন্তুহিতংভবেদ্‌যস্তস্মৈপ্রদেয়স্তিহ
মাত্রয়াতৎ॥'

—ঐ, ৪৬. ৪৬৯।

অর্থাৎ, শীতল বা উষ্ণ জল, আসব, মদ্য, যূষ, অম্ল ফলের রস, ধান্যাম্ল, দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি অনুপানরূপে প্রয়োগ করা হয়, সেগুলির মধ্যে যাহার পক্ষে যেরূপ অনুপান হিতকর, তাহাকে সেই অনুপান উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। যেমন—

শীতল জল—

'শীতোদকং মাক্ষিকস্য পিষ্টান্নস্যচ সর্বশঃ।
দধিপায়সমদ্যার্তি বিষজুষ্টেতথৈবচ॥
কেচিৎপিষ্টময়স্যাহুরনুপানং সুখোদকম্॥'

—ঐ, ৪৬. ৪৬৭।

অর্থাৎ, মধু সেবনের পর সর্বপ্রকার পিষ্টক ভক্ষণের পর, দধি ও পায়স ভোজনের পর এবং মদ্যপানজনিত যাবতীয় রোগে ও বিষজনিত সর্ববিধ বিকারে শীতল জল অনুপানরূপে প্রযোজ্য। কেহ কেহ

বলেন—পিষ্টকভক্ষণের পর ঈষদুষ্ণ জলপানই প্রশস্ত।

উষ্ণ জল—

'উষ্ণোদকানুপানস্তু স্নেহানামথশস্যতে।
ঋতে ভল্লাতকস্নেহাৎ স্নেহাৎ তৌবরকাৎ তথা॥'—ঐ, ৪৬. ৪৭৬।

অর্থাৎ—ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য পান বা ঘৃতবহুল কিংবা অতিরিক্ত তৈলাক্ত দ্রব্যাদি ভোজনের পর গরম জল পান করাই ভাল কিন্তু ভল্লাতক বা তুবরক তৈল (ঔষধ-রূপে) পান করিবার পর উষ্ণ জল পান নিষিদ্ধ।

দুগ্ধপান—

'ক্ষীরং ঘর্মাধ্বভাষ্যস্ত্রী ক্লান্তানামমৃতোপমম॥'
—ঐ, ৪৬. ৪৮১।

অর্থাৎ—রৌদ্রসেবন, পথপর্যটন, অতিরিক্ত ভাষণ ও স্ত্রীসঙ্গে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ অমৃততুল্য।

দুগ্ধ ও মাংসরস—

'পয়ো মাংসরসো বাপিশালীমুদ্গাদি ভোজিনাম্।
যুদ্ধাধ্বাতপসন্তাপবিষমদ্যরুজাসু চ॥'
—ঐ, ৪৬. ৪৭৭।

অর্থাৎ—শালিতণ্ডুলের অন্নাদি ভোজনের পর দুগ্ধপান এবং মুদ্গ প্রভৃতির যূষ পানের পর মাংসরস হিতকর। তদ্ভিন্ন, যুদ্ধ-পথ পর্যটন, রৌদ্রে পরিভ্রমণ কিংবা অগ্নিসন্তাপে অবস্থানের পর এবং বিষ ও মদ্যজনিত বিকারে দুগ্ধ ও মাংসরস উভয়ই হিতকর।

মদ্যপান ও অম্লফলের রস—

'মদ্যং মদ্যোচিতানাস্তু সর্বমাংসেষু পূজিতম্।
অমদ্যপানামুদকং ফলাম্লং বা প্রশস্যতে॥'
—ঐ, ৪৬. ৪৮০।

যাহারা নিত্য মদ্যপান করে, তাহাদের ভোজনের পর কিংবা সর্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণের পর মদ্যপানই প্রশস্ত। কিন্তু যাহারা মদ্যপান করে না, তাহাদের পক্ষে ফলাম্ল অর্থাৎ অম্ল দাড়িমের রস কিংবা লেবুর রস জলের সহিত মিশাইয়া আহারান্তে পান করা প্রশস্ত।

ধান্যাম্ল বা দধিমস্ত—

'মাষাদেরনুপানস্তু ধান্যাম্লং দধিমস্তু বা।'
—ঐ, ৪৬. ৪৭৮।

অর্থাৎ—মাষকলায়ের যূষ বা মাষকলায়ের বটক প্রভৃতি ভোজনের পর ধান্যাম্ল বা দধির মাত পান করা উচিত।

প্রশস্ত অনুপান—যত প্রকার দ্রব্য অনুপান বা ভোজনের পর পান করা উচিত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পবিত্র পাত্রে নির্মল সুশীতল জলই প্রশস্ত। এজন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন—

'সর্বানুপানেষু বরং বদন্তি
মেধ্যংযদম্ভঃ শুচিভাজনস্থম্।
লোকস্য জন্ম প্রভৃতি প্রশস্তং
তোয়াত্মকাঃ সর্বরসাশ্চ দৃষ্টাঃ॥'
—ঐ, ৪৬. ৪৭১।

সকল অনুপানের মধ্যে, পবিত্র পাত্রস্থ নির্মল জলপানই শ্রেষ্ঠ। কেন না, জল লোকের জন্ম হইতেই প্রশস্ত এবং যত প্রকার রস আছে, সে সমস্ত রসের মূল উপাদানও জল। এই শীতল জলের মধ্যে আবার মাহেন্দ্রতোয় সর্বশ্রেষ্ঠ। মাহেন্দ্রতোয়ের অপর নাম হংসোদক। হংসোদক যথা—

'দিবা সূর্যাংশুসন্তপ্তং নিশিচন্দ্রাংশুশীতলম্।
কালেন পক্বং নির্দোষমগস্ত্যোনাবিষীকৃতম্॥
হংসোদকমিতি খ্যাতং শারদং বিমলং শুচি।
স্নানপানাবগাহেষু শস্যতে তদ্যথামৃতম্॥'
—চরক° ৬. ২০।

দিনে সূর্যকিরণে সন্তপ্ত এবং রাত্রে চন্দ্র-কিরণে সুশীতল এতাদৃশ কালের দ্বারা পক্ব জল, যাহা অগস্ত্যোদয় অর্থাৎ দক্ষিণা-য়নের জন্য সর্বপ্রকার দোষবিরহিত—এতাদৃশ শরৎকালের নির্মল পবিত্র জল হংসোদক নামে পরিচিত। উহা স্নান, পান ও অবগাহনে অমৃততুল্য হইয়া থাকে। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

'সর্বেষামনুপানানাং মাহেন্দ্রতোয়মুত্তমম্।'
—সুশ্রু° সূ° ৪৬. ৪৮৯।

অর্থাৎ—সকল প্রকার অনুপানের মধ্যে মাহেন্দ্রসলিলই শ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন যাহার যেরূপ জলপান করা অভ্যাস, তাহার পক্ষে তাদৃশ জলপানই শাস্ত্রে হিতকর বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; যথা—

'সাত্ম্যং যস্য তু যৎ তোয়ং তত্তস্মৈহিতমুচ্যতে।'
—ঐ, ৪৬. ৪৮৯।

শরীরের অবস্থাবিশেষে অনুপান যথা—

'সুরা কৃশানাং স্থূলানামনুপানং মধূদকম্॥'
—ঐ, ৫৬. ৪৮২।

সুরা কৃশ ব্যক্তির পুষ্টিসাধন করে এবং মধুমিশ্রিত জলপান স্থূল ব্যক্তির কৃশতা সম্পাদন করে।

দোষানুসারে অনুপান—

'স্নিগ্ধোষ্ণং মারুতে পথ্যং
কফেরুক্ষোষ্ণমিষ্যতে।
অনুপানং হিতঞ্চাপি পিত্তে
মধুর শীতলম্॥'
—ঐ, ৪৬. ৪৮৪।

বায়ুর প্রকোপে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, কফের প্রকোপে রুক্ষ ও উষ্ণ এবং পিত্তপ্রকোপে মধুর শীতল অনুপান হিতকর। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রসিদ্ধ বাতাদিনাশক ভেষজ, সেগুলি ঔষধের অনুপানরূপে সর্বদাই প্রযোজ্য। যথা—

বায়ুনাশক—বেড়েলা, শতমূলী, পুনর্নবা, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গামারছাল গনিয়ারী, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট-কারী, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, দেবদারু ও ভূমি-কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি—ইহাদের রস বা ক্বাথ অথবা চূর্ণ ঔষধের অনুপানরূপে প্রযোজ্য।

পিত্তনাশক — গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, পলতা, চিরতা, নিমছাল, বালা, বেণার মূল, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামা লতা, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ প্রভৃতির রস, ক্বাথ বা চূর্ণ পিত্তজনিত রোগে ঔষধের অনুপানরূপে প্রযোজ্য।

কফনাশক—পান, আদা, নিসিন্দা, চিতা-মূল, চৈ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, রাস্না, শুলফা, যমানী, বামুনহাটী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তুলসী, কালকাসুন্দে, নাগেশ্বর ও অগুরু প্রভৃতি—ইহাদের রস, ক্বাথ বা

চূর্ণ কফজনিত রোগে ঔষধের অনুপানরূপে প্রযোজ্য।

রসঘটিত ঔষধমাত্রই অনুপান-সহযোগে প্রযোজ্য। এবংবিধ অনুপান আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে প্রত্যেক ঔষধের নির্মাণবিধির সহিত লিখিত হইয়াছে। এমনও অনেক ঔষধ আছে, যে সকল ঔষধ অনুপানভেদে বহু রোগে প্রযোজ্য, যেমন—মকরধ্বজ। মকরধ্বজকে অনুপান-বিশেষের দ্বারা এমন রোগ নাই, যেখানে প্রয়োগ না করা যায় এবং উপকারও না হয়।

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

অনুপানৎক — [অ+উপানহ্+ সমাসান্ত কপ্] বিণ, উপানহভিন্ন, উপানহ-ব্যতীত। —কা-শ্রৌ° ১৫. ৮. ২৪ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

অনুপানাহী সুত্ত—পালিপিটকের সুত্ত-বি°। এই সূত্রে, রোষহীনা নারী পরে সুখী অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ উপদেশ আছে। —সং-নি° ৪.২৪৪ MDPP ॥

অনুপানীয় — বিণ, পশ্চাৎ পেয়, পশ্চাৎ পানযোগ্য। 'ঐন্দ্রীরনুপানীয়াঃ শংসত্যেতাভির্বা ইন্দ্রঃ তৃতীয়সবনমন্বপিবৎ' —ঐ-ব্রা° ৩. ৩৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুপাম — [সং অনুপম > মৈ°। অপ্র° স্ত্রী— -া] ১ অনুপম, তুলনারহিত। 'দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম' — প-ক° ৭৬. ১; 'মাধবি-কুঞ্জ কুসুম অনুপাম' — ঐ, ২১৩. ৯। ২ [প্রাদে° জঙ্গীপুর জেলায়] বর্তমান কলা।

অনুপার্শ্ব — ১ [পার্শ্বকে অনুগত— প্রাদিস°; স্ত্রী— -া] বিণ, পার্শ্বিক, পার্শ্ব-সম্বন্ধীয় lateral. ২ (বহুব°) ব্যক্তি-সমষ্টির নাম-বি° ॥ আপ° ॥

অনুপালন - [অনু + √পা+ণিচ্ +ল্যুট্] প্রতিপালন, সংরক্ষণ। — রা° (গো°) ৫. ২৪. ২০ ॥ বো-রো° ॥

অনুপালী — [মূ°-পালিন্] বিণ, পোষণ, সংরক্ষণ। 'যদি · (যবীয়াং সঃ) বিত্তানুপালিনঃ'—মনু° ৯. ২০৪।

অনুপালু — [বৈদ্যক] তৃণ-বি°, বন আলু (wild calladium escul)।— রাজনি°।

অনুপাব্রত —[বৈদিক। ন উপাবৃত্ত] নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ॥ বোপ° ১৮৯; বো-রো° ॥

অনুপিয় (অনুপিয়া) — প্রাচীন ভারতের একটী শহর। ইহা কপিলবস্তুর পূর্বস্থ মল্লদেশে অবস্থিত ছিল। পালিপিটকে দেখা যায়, শাক্যসিংহ গৃহত্যাগের পর অনোমা হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া রাজগৃহে যাইবার পূর্বে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তিনি কপিলবস্তুতে গমন করেন এবং সেখানে তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজনদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে পুনরায় অনুপিয়তে উপস্থিত হন।—জাতক ১. ৬৫. ৬; বিনয়° ২. ১৮০; অঙ্গু-নি° অথ° ১. ১০৮; ধম্ম° অথ° ১. ১০০; ৪. ১২৭।

এই স্থানে অবস্থানকালে বুদ্ধদেব 'সুখবিহারী জাতক' প্রচার করেন। জাতক ১. ১৪০। অনুপিয় হইতে তিনি কোশম্বীতে যাত্রা করেন।—বিনয়° ২. ১৮৪। অনুপিয়ের নিকটবর্তী প্রমোদ-উদ্যানে ভগ্গবগোত্তের পরিব্রাজক বাস করিতেন। অনুপিয়ে অবস্থানকালে বুদ্ধদেব একবার তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি 'পাতিক-সুত্ত' প্রচার করেন।—দীঘ-নি° ২. ১। দব্ব মল্লপুত্ত অনুপিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। —থের° অথ° ১. ৪১। অনুপিয়ের যে আম্রবনে বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেন, তাহা মল্লরাজদিগের অধীন ছিল; এই মল্লরাজগণ বুদ্ধদেবের বাসের জন্য এই স্থানে বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। —উদান° অথ° ৩. ৮১৬। কোন কোন স্থলে অনোপিয় ও অনুপিয় নামেও এই স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।—জাতক ১. ১৪০ [অনোমা দ্র°]।

অনুপুব্ব — শ্রাবস্তীর এক জন শ্রেষ্ঠী। ইনি দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তিলাভের জন্য অনেক সৎকর্ম করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই পূর্ব পূর্ব বারের তুলনায় অধিকতর পুণ্য কর্ম করায় ইঁহার নাম অনুপুব্ব হয়। পরে ইনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা করেন। ভিক্ষু-জীবনের বহুবিধ নিয়ম ও পরিশ্রম-সাধ্য প্রণালীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ইনি সংসারধর্মে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করেন। ইঁহার সঙ্কল্প শুনিয়া ইঁহার সতীর্থগণ ইঁহাকে বুদ্ধদেবের নিকট আনয়ন করেন। বুদ্ধদেব ইঁহাকে শুধু নিজের মনকে সতর্ক করা সম্বন্ধে একটীমাত্র নিয়ম পালন করিতে বলেন। বুদ্ধের উপদেশ-অনুসারে কার্য করিয়া ইনি 'সোতাপন্নত্ব' লাভ করেন। —ধম্ম° অথ° ১. ২৯৭-৩০০।

অনুপুরুষ—১ পূর্বকথিত পুরুষ। ২ অনুগমনকারী, শিষ্য।—পা° ৬. ২. ১৯০।

অনুপুষ্প—[বৈদ্যক] শর, খাগড়া গাছ saccharum sara Roxb ॥ শব্দ° বো-রো° ॥

অনুপূর্ব—১ [পূর্বকে অনুগত— প্রাদিস°] পূর্বানুগত, ঠিক ক্রমানুযায়ী, পর পর। ২ নিকৃষ্ট প্রমাণ। 'বর্ষিষ্ঠো দক্ষিণঃ। অনুপূর্বা ইতরে'—কা-শ্রৌ° ৮. ৮. ২০। ৩ সৌষ্ঠবসম্পন্ন symetrical. 'বৃত্তানুপূর্বং চ না চাতিদীর্ঘে'—কুমার° ১. ৩৫। ৩ পশ্চাদ্‌গামী। 'যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি'— ঋ° ১০. ১৮. ৫; 'অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ' — ঐ, ৬. ১৩১. ২; শ-ব্রা° ১৩. ২. ১. ৫; কা-শ্রৌ° ২. ৮. ১৩। ৪ অগ্রগর forward, move on. 'মিনন্তা দস্যোরশিবস্য মায়া অনুপূর্বং বৃষণা চোদয়ন্তা'—ঋ° ১. ১১৭. ৩। ~কেশ—যাহার নিয়মিত কেশ আছে। সৌন্দর্যের আশীটী গৌণ লক্ষণের মধ্যে ইহা অন্যতম। এইগুলি সবই মহৎ ব্যক্তির চিহ্ন ~ গাত্র — নিয়মিত অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি। ~ জ —ক্রমভাবে উৎপন্ন। — কা-শ্রৌ° ৫. ৩. ১৫ ॥ বো-রো° ॥ ~ত্ব— [আনুপূর্ব দ্র°]। ~দ্রংষ্ট্র—যাহার দন্ত নিয়মিত আছে। ~ নাভি— নিয়মিত নাভিযুক্ত ব্যক্তি।

~ পাণিলেখ—যাহার হস্তরেখা নিয়মিত আছে। ~ভ্রূ—নিয়মিত ভ্রূবিশিষ্ট ব্যক্তি। ~বৎসা — নিয়মিতভাবে বৎস-প্রসবিনী গাভী। 'অনুপূর্ববৎসাং ধেনুম্'-অ° ৯. ৫. ২৯॥ বো-রো॥ ~শঃ—[মূ°-শস্] অব্য, ক্রমানুযায়ী, নিয়মিতভাবে। 'তস্য কর্মবিবেকার্থং শেষানামনুপূর্বশঃ'—মনু° ১. ১০২। ~াঙ্গুলী—যাহার অঙ্গুলি নিয়মিত উৎপন্ন হইয়াছে।

অনুপৃষ্ঠ্য - [অনুপৃষ্ঠ্যং বধ্যতে অনুপৃষ্ঠ যৎ] বিণ, পৃষ্ঠের উপর বন্ধনযুক্ত (রজ্জু, পাশ ই°)।—কা-শ্রৌ° ১৬. ৮. ৫।

অনুপেত - [নঞ্তৎ] বিণ, ১ উপেতভিন্ন, অনুপগত। ২ অনুপনীত, যজ্ঞীয় উপবীতের জন্য যে গুরুর নিকট গত নহে।

অনুপোষণ — [নঞ্তৎ] অনশন নহে।

অনুপ্ত—যাহা বপন করা হয় নাই। ~শস্য—যে শস্য বোনা হয় নাই।

অনুপ্তিম—বিনা কর্ষণে উৎপন্ন (শস্য), বন্যজাত।

অনুপ্রদান- [অনু—প্র+ √দা + ল্যুট্] ১ দান, পুরস্কার। ২ কোন বর্ণের উচ্চারণে বাহ্যপ্রযত্ন-বি°। — পা° ৮. ২. ১ (কাশিকা) ; 'রসানুপ্রদান'—নিরুক্ত° ৭. ১০ ; 'এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে' ॥ শব্দ° বো-বো° আপ্° ॥

অনুপ্রপাতম্,-দম্—অব্য, পর পর গমন করা, ক্রমানুযায়ী গমন করা।—পা° ৩. ৪. ৫৬ (কাশিকা) ; রঘু° ৩. ২২।

অনুপ্রপন্ন—[অনু—প্র+ √পদ্ + ক্ত—ক] অনুগত, অনুপ্রাপ্ত।—মহা° ১৩. ১৫৮. ১০।

অনুপ্রমাণ —যন্ত্রানুযায়ী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (as a surgical instrument)। —সুশ্রু° ২. ৭. ১১।

অনুপ্রয়োগ—ক্রমানুযায়ী সংযোগ বা সংস্থাপন (শব্দবিন্যাস)।—পা° ১. ৩. ৬৩ ; বোপ° ৯. ১৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুপ্ররোহ —ক্রমানুসারে উৎপন্ন বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া।

অনুপ্রবচন—[অনুবচন দ্র°]।

অনুপ্রবেশ— [অনু—প্র+ √বিশ্ +ঘঞ্—ভা°] ১ পশ্চাৎ প্রবেশ। ২ অন্তঃপ্রবেশ 'অনুপ্রবেশে রাজস্য বনবাসো ভবেন্মম'—মহা°, ১. ৭৭৬০ ; ৩ অনুকরণ। — রঘু° ৩. ২২৫।

অনুপ্রশ্ন—(গুরু-কর্তৃক কথিত বিষয়ের) ক্রমানুযায়ী প্রশ্ন।—তৈ-উ° ২. ৬।

অনুপ্রসক্তি—স্ত্রী°, ১ নিবিড় সম্বন্ধ। ২ বিশেষভাবে তর্কে (শব্দের) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

অনুপ্রসর্পী—[মূ°-র্পিন্। অনু—প্র+ √সৃপ্ +ণিনি] পশ্চাতে গমন, অনুসরণ।

অনুপ্রসাদন—[অনু—প্র+√সাদি +ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, রোষ অপনয়ন, কোপ দূরীকরণ, ক্রোধ দূর করা, ক্রোধ ছাড়িয়া প্রসন্ন হওয়া। 'প্রিয়ানুপ্রসাদনং নাম ব্রতম্'—বিক্রো° ৩. ১৫।

অনুপ্রহরণ— [অনু—প্র+√হৃ+ ল্যুট্] অন্তঃপ্রক্ষেপ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ২০ ; ঐ-ব্রা° ২. ৩ ; কা-শ্রৌ° ৪. ২. ৪২।

অনুপ্রসূত—[অনু—প্র+√সূ+ক্ত-কর্ম°] বিণ, যথাক্রমে নির্মিত।—মহা° ১৩. ১৫৮. ৮।

অনুপ্রাণন—[অনু—প্র+ √অন্+ ণিচ্+ল্যুট্—ভা°] ক্লী°, ১ প্রাণসঞ্চারণ, উজ্জীবন animation. ২ (বা°) উত্তেজন, উৎসাহন। ~া— স্ত্রী°, জীবনী শক্তি দান, উদ্দীপনা।

অনুপ্রাপ্ত—১ [অনু—প্র+√আপ্ + ক্ত—কর্মধা°] বিণ, লব্ধ, আরব্ধ। ২ আগত, প্রাপ্ত। ৩ [কর্তৃ°] বিণ, গত, প্রস্থিত।

অনুপ্রাস—[অনু +প্র + √অস্+ ঘঞ্] অলঙ্কার-শাস্ত্রে বর্ণিত একটী সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রিয় শব্দালঙ্কার। 'কাব্যপ্রকাশে' মম্মটভট্ট অনুপ্রাস শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

'রসাদ্যনুগতঃ প্রকৃষ্টো ন্যাসোঽনুপ্রাসঃ'।[১] অর্থাৎ রসাদির অনুগামী করিয়া উৎকৃষ্টরূপ বর্ণপ্রয়োগকে অনুপ্রাস কহে। [প্রাস= প্রকৃষ্ট ন্যাস=উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রয়োগ excellent allocation of letters ; অনু=রসানুগত =রস-সৃষ্টির অনুকূল favourable to the delineation of passions etc.]

কিন্তু ইহা ব্যুৎপত্তিমাত্র। মম্মট ইহাকে অনুপ্রাসের লক্ষণ বলিয়া দেখান নাই। কারণ, যে বিশিষ্টবর্ণপ্রয়োগ-কৌশলকে অনুপ্রাস বলা হয়, তাহার কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই। রসানুগামী যে-কোনও প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রয়োগকেই অনুপ্রাস বলা চলে না। সাদৃশ্যমূলক রসানুকূল যে বর্ণপ্রয়োগ বা বর্ণের পুনরাবৃত্তি, তাহারই নাম অনুপ্রাস। তাই মম্মট নিজেই পূর্বে বলিয়াছেন — 'বর্ণসাম্যমনু-প্রাসঃ'।[২] সাদৃশ্যমূলক বর্ণের প্রয়োগে যখন সেই বর্ণ-সাদৃশ্যই চমৎকারিতার কারণ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় অনুপ্রাস। কিন্তু 'যমক' নামে অভিহিত শব্দালঙ্কারে ঐরূপ বর্ণ-সাদৃশ্য থাকিলেও সেখানে অর্থ বৈষম্য চমৎকারিতার কারণ হয়। যেমন 'হর পাপ, হর তাপ, কর শিব শিব'।[৩] এখানে বর্ণ-সাম্য সত্ত্বেও উভয় 'শিব' শব্দের মধ্যে অর্থের ভেদ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা যমক।[৪] কিন্তু 'হর' ও 'কর', 'পাপ' ও 'তাপ'— এই শব্দগুলির ধ্বনি-সাম্যই শ্রুতি-সুখকর হওয়ায় ঐ অংশে অনুপ্রাস হইবে।

বর্ণ-সাদৃশ্যের দিক্ দিয়াও অনুপ্রাস ও যমকের মধ্যে প্রভেদ আছে। বর্ণ-সাদৃশ্য দুই প্রকার—স্বরূপসাদৃশ্য ও ক্রমসাদৃশ্য।

---

১ কাব্যপ্রকাশ—নবম উল্লাস।

২ ঐ।

৩ ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল।

৪ তু°-'একার্থ পদস্যাবৃত্তৌ যমকত্বং নাস্তীতি বিভিন্নার্থকেতি বর্ণসংঘাতবিশেষণং দেয়ম্'। কাব্যাদর্শ, ১. ৬১ টীকা—তর্কবাগীশ। অবশ্য 'সাহিত্যদর্পণ'কার নিরর্থক শব্দাংশের ক্রমসাদৃশ্যকেও যমকের স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ণ-সমূহের পুনরাবৃত্তিতে পূর্বাপর সঙ্গতির অভাব সত্ত্বেও যে-বর্ণগত সাদৃশ্য তাহাকে বলা হয় স্বরূপসাদৃশ্য। যেমন 'রস' এবং 'সর'। এখানে 'র' এবং 'স'—এই বর্ণদ্বয়ের পুনরাবৃত্তিতে ক্রমভঙ্গ হইয়াছে। 'রস' এবং 'রস' হইলে বর্ণদুটির পৌর্বাপর্য রক্ষিত হইত। এইরূপ ক্রম রক্ষা করিয়া যে বর্ণ-সাদৃশ্য তাহার নাম ক্রম-সাদৃশ্য। যমক অলঙ্কার ক্রম-সাদৃশ্যযুক্ত বর্ণের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারে না। কিন্তু অনুপ্রাস অলঙ্কারে এই উভয়বিধ বর্ণ-সাদৃশ্য চলিতে পারে।

অনুপ্রাস খাঁটি শব্দালঙ্কার।[৫] অর্থের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। শব্দই ইহার একমাত্র আশ্রয়; শব্দান্তর্গত ধ্বনি-সাম্যই ইহার বৈশিষ্ট্য।[৬] কিন্তু ধ্বনি-সাম্য থাকিলেই যে অলঙ্কার হইবে তাহা নহে। শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির সাম্য না থাকিয়া শুধু ঐ সমস্ত ব্যঞ্জনের অবলম্বন স্বরবর্ণগুলির মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে সেখানে তেমন কোনও বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না—ইহা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের অভিমত। যেমন 'কর' এবং 'খগ'—এই শব্দ দুইটীতে ক্, র্, খ্, এবং গ্—এই ব্যঞ্জন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, যদিও ইহাদের অবলম্বন সর্বত্রই 'অ'-কার। ইহাকে অলঙ্কার বলা চলে না, কেন না ইহাতে শব্দের তাদৃশ শোভা বর্ধিত হয় নাই। কিন্তু 'কর' এবং 'কারী'—এই দুইটী শব্দে স্বরধ্বনির ভিন্নতা সত্ত্বেও ব্যঞ্জনগুলির সাদৃশ্যই যথেষ্ট শ্রুতি-সুখাবহ। সুতরাং ইহাকে অলঙ্কার বলা চলে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মম্মটভট্টের 'বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ'—এই সংজ্ঞা দুষ্ট; কারণ শব্দান্তর্গত স্বরবর্ণের শুধু সাম্য থাকিলে সেখানে শব্দের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। তাই মম্মট নিজেই তাঁহার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'স্বরবৈষম্যেপি ব্যঞ্জনসদৃশত্বং বর্ণসাম্যম্'। পরবর্তী যুগে বিশ্বনাথ কবিরাজ মম্মটের সংজ্ঞার ঐ ত্রুটিটুকু সারিয়া লইয়া লিখিলেন—'অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেপি স্বরস্য যৎ'।[৭] অর্থাৎ, একাধিক শব্দের বর্ণগত সাম্যই অনুপ্রাস অলঙ্কার; সেখানে স্বরবর্ণের সাদৃশ্য যদি থাকে তো ভালই, তাহা না হইলে মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণের সাধর্ম্য থাকিলেও চলিবে। সাহিত্য-দর্পণের এই সংজ্ঞাই সুন্দর, কেন-না 'বর্ণ-সাম্যমনুপ্রাসঃ' যেমন বলা চলে না, তেমনি 'ব্যঞ্জনসাম্যম্'—একথা বলিলেও অনুপ্রাস-সম্বন্ধে সমস্ত বলা হয় না। অবশ্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অনুপ্রাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু শব্দের আদ্য স্বাধীন স্বরবর্ণের সাদৃশ্যও অলঙ্কার নামে অভিহিত হইতে পারে। বাংলা সাহিত্য হইতে এরূপ বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইংরেজীতেও আদ্য স্বরবর্ণের অনুপ্রাস স্বীকার করা হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। এমন কি শব্দের মধ্যস্থিত মাত্র স্বরবর্ণের সাদৃশ্যকেও ইংরেজ আলঙ্কারিকগণ assonance (স্বর-সঙ্গতি) নামক অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করেন। যথা—

'Let me choose and on such shore
Will I plant my lowly home.
(Surrey)

এখানে 'ওর্' এবং 'ওম্'-এর মধ্যে মিল হইয়াছে, অর্থাৎ অন্ত্য ব্যঞ্জনের মিল নাই, তথাপি 'ও' এই স্বরবর্ণের সাদৃশ্য থাকায় শব্দ দুইটীর মধ্যে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস স্বীকৃত হইয়াছে। মধ্যযুগের বাঙলাতেও অনেকটা এইরূপ মিল পাওয়া যায়। যথা—

'মতি যার ঈশ্বরে অসাধ্য তার কি ?
রাণী বলে এত তত্ত্ব কোথা পেলে ঝি ?'[৮]

ইংরেজী ও বাঙলা সাহিত্যে আজকাল এইরূপ স্বরবর্ণমূলক অন্ত্যানুপ্রাস লেখকের অক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হইলেও, খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতকে সমগ্র ইউরোপে এইরূপ মিল প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগেও স্পেনের ও পোর্তুগালের কাব্যে ব্যঞ্জনবর্ণের মিল অপেক্ষা স্বরবর্ণের মিল অধিক আগ্রহের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[৯] [অন্ত্যানুপ্রাস দ্র°]

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার অনুপ্রাসের কথা বলিয়াছেন—ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস এবং লাটানুপ্রাস। ইহাদের মধ্যে ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস প্রধান। সেই জন্য মম্মটভট্ট প্রথমে অনুপ্রাসকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (ক) সাদৃশ্যযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা, (খ) স্বরূপ বা ক্রমসাদৃশ্য-ভেদে তাহাদের পুনরাবৃত্তি ও (গ) তাহাদের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা—

---

৫ সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভরত চার প্রকার কাব্যালঙ্কারের বিশ্লেষণ করিয়াছেন—উপমা, রূপক, দীপক ও যমক। তাঁহার সময় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ভেদ পরিস্ফুট হয় নাই। এই দুই শ্রেণীতে অলঙ্কারগুলিকে বিভক্ত করিবার রীতি পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়। ভরত অনুপ্রাস অলঙ্কারেরও কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। তবে তাঁহার যমকালঙ্কার-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পড়িয়া মনে হয়, তিনি অনুপ্রাসকে যমকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরে ভামহ যমক হইতে অনুপ্রাসকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথগ্‌ভাবে তাহার আলোচনা করেন। সুতরাং ভামহের গ্রন্থেই আমরা অনুপ্রাস অলঙ্কারের প্রথম নামোল্লেখ পাইতেছি। — Dr. S. K. De : Sanskrit Poetics, ii. 35-6.

৬ ইংরেজী অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুপ্রাসকে (alliteration) ধ্বনিমূলক অলঙ্কারগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—figure of speech based on sound.

৭ সা-দ° ১০. ৩।

৮ ঘনরাম : ধর্মমঙ্গল, কামরূপ-যুদ্ধ।

৯ তু°—But in English these instances are the result of carelessness or blunted ear. It is not so in several literatures, such as in Spanish, where assonance is systematically cultivated as a literary ornament. —EB, 13th ed.

এই তিনটী বিষয়ের উপর এই দুই শ্রেণীর অনুপ্রাসের প্রকৃতি নির্ভর করিতেছে। যেখানে (ক) সাদৃশ্যযুক্ত বহু সংখ্যক ধ্বনি, (খ) উভয়বিধ ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হইয়া, (গ) একবার মাত্র পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, সেখানে আমরা পাই ছেকানুপ্রাস। বিশ্বনাথ কবিরাজ (সা-দ° ১০.৪) লিখিয়াছেন—

'ছেকো ব্যঞ্জনসংঘস্য সকৃৎ সাম্যমনেকধা ॥'

অর্থাৎ—স্বরূপ ও ক্রমসাদৃশ্যযুক্ত ('অনেকধা') বহু ব্যঞ্জনবর্ণের একবার মাত্র দ্বিরুক্তির নাম ছেকানুপ্রাস। যথা—

'আদায় বকুলগন্ধানন্ধীকুর্বন্
পদে পদে ভ্রমরান্।
অয়মেতি মন্দমন্দং
কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ ॥'

এখানে 'গন্ধানন্ধী' 'কাবেরীবারি' 'পাবনঃ পবনঃ'—এই শব্দগুলিতে যুক্ত এবং অযুক্ত বহু ব্যঞ্জনবর্ণের একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। (কিন্তু এখানে স্বরূপ-সাদৃশ্যযুক্ত বর্ণাবৃত্তি নাই, সেজন্য ইহা সংজ্ঞার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নহে।) যাহা হউক, এইরূপ বহু ব্যঞ্জনধ্বনির একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি কাব্য-রসিকগণের অতিশয় প্রিয়—সেই জন্য ইহাকে বলা হয়—ছেকানুপ্রাস ('ছেকো বিদগ্ধঃ')।

বৃত্ত্যনুপ্রাস ছেকানুপ্রাস অপেক্ষা জটিল। সাহিত্য-দর্পণকার (১০. ৫) লিখিয়াছেন—

'অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে ॥'

এখানে বৃত্ত্যনুপ্রাসের পাঁচ প্রকার লক্ষণ বলা হইয়াছে—

(১) অনেক ব্যঞ্জনের স্বরূপ-সাদৃশ্যে একবার আবৃত্তি, (২) অনেক ব্যঞ্জনের স্বরূপ-সাদৃশ্যে একাধিক আবৃত্তি, (৩) অনেক ব্যঞ্জনের উভয়বিধ সাদৃশ্য যুক্ত হইয়া একাধিক পুনরাবৃত্তি, (৪) একটী ব্যঞ্জনবর্ণের একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি, (৫) একটী ব্যঞ্জনবর্ণের একাধিক পুনরাবৃত্তি।

বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণস্বরূপ সাহিত্য-দর্পণকার জয়দেবের একটী বসন্ত-বর্ণনার শ্লোক (গীতগো° ১.৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূত-চূতাঙ্কুরক্রীড়ৎ
কোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানা-
ক্ষণ প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী
বাসরাঃ ॥'

উক্ত শ্লোকে বৃত্ত্যনুপ্রাসের প্রায় সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 'রসোল্লাসৈরমী'—এই স্থলে 'র' ও 'স' এই দুইটী ব্যঞ্জনের স্বরূপানুসারে একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে 'ক' ও 'ল' এই দুই ব্যঞ্জনের বহুবার আবৃত্তি হইয়াছে। প্রথম পাদে 'ত'-কারের একবার এবং 'ধ' ও 'ম'-কারের বহুবার আবৃত্তি হইয়াছে।

মম্মটভট্ট বিশ্বনাথ কবিরাজের ন্যায় বৃত্ত্যনুপ্রাসের বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনা করেন নাই। তিনি বৃত্ত্যনুপ্রাসের অতি সহজ সংজ্ঞা দিয়াছেন—'একস্য অনেকস্য বা ব্যঞ্জনস্য দ্বির্বহুকৃত্বো বা সাদৃশ্যং বৃত্ত্যনুপ্রাসঃ'—অর্থাৎ এক বা অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের একাধিক সাদৃশ্যের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস। কিন্তু তারপর তিনি বৃত্ত্যনুপ্রাসের ফলশ্রুতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শব্দের (অর্থাৎ তদাশ্রিত রসের) মাধুর্য, ওজঃ প্রভৃতি কতকগুলি গুণ (excellence) থাকিতে পারে। শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের প্রকৃতির উপরই এই সমস্ত গুণ নির্ভর করিয়া থাকে। কাব্য-প্রকাশের ৮ম উল্লাসে এই বিষয়ে বিস্তৃত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা আছে।[১০] বর্ণের এই সমস্ত গুণ-প্রকাশক শক্তিকে বলা হয় বৃত্তি (diction)। এই বৃত্তিঘটিত যে অনুপ্রাস, তাহাকেই বলা হয় বৃত্ত্যনুপ্রাস। সুতরাং বৃত্ত্যনুপ্রাসে বর্ণের সাদৃশ্যই প্রধান নহে—বিভিন্ন গুণ-প্রকাশক বর্ণের সমাবেশ দ্বারা যে বিচিত্র শ্রুতি-সুখ উৎপাদিত হয়, তাহাই ইহার লক্ষ্য। এই বিভিন্ন গুণানুসারী বর্ণ-সাম্যের জন্য বৃত্ত্যনুপ্রাসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা।[১১] মাধুর্য-ব্যঞ্জক ব্যঞ্জনবর্ণের অনুপ্রাসের নাম উপ-নাগরিকা (polished)। ট, ঠ, ড, ঢ—এই চারিটী ব্যতীত 'ক' হইতে 'ম' পর্যন্ত অন্যান্য বর্ণগুলি তাহাদের নিজস্ব বর্গের অন্ত্য বর্ণের সহিত যুক্ত হইলে মাধুর্যগুণ সূচিত করিবে। যথা—

'অনঙ্গ রঙ্গ প্রতিমন্তদঙ্গং ভঙ্গীভি-
রঙ্গীকৃতমানতাঙ্গ্যাঃ।
কুর্বন্তি যূনাং সহসা যথৈতাঃ স্বান্তানি
শান্তাপরচিন্তনানি ॥'
—কা-প্র° ৮. ৯।

এখানে 'গ' এবং 'ত', 'ঙ' এবং 'ন'-বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহা উপনাগরিকা বৃত্ত্যনুপ্রাস।

বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের সহিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের যোগ, 'র'-বর্ণের পূর্বে বা পরে অন্য কোন ব্যঞ্জন, সমান ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ, 'ট' বর্গ (ণ ব্যতীত), 'শ' ও 'ষ' প্রভৃতি ওজঃ-ব্যঞ্জক বর্ণ প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা যে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি হইবে, তাহার নাম পরুষা (harsh)। যথা—

'মূর্ধ্নামুদ্বৃত্তকৃত্তাবিরলগলগলদ্রক্ত সংসক্ত-ধারা
ধৌতে শাঙ্ঘ্রি প্রসাদোপনত জয়জগজ্জাত
মিথ্যা মহিম্নাম্।
কৈলাসোল্লাসনেচ্ছা ব্যতিকর পিশুনোৎ
সর্পিদর্পোদ্ ধুরাণাং

১০ These (i.e. Chhekānuprāsa and Vrtyanuprāsa) are merely fanciful names, as is clear from the definitions that follow, according to which the two kinds may be called (a) isolated, and (b) complex alliterations.—গঙ্গানাথ ঝা-কৃত কাব্যপ্রকাশের ইংরেজী অনুবাদ পৃ° ২৭১।

১১ প্রাচীন আলঙ্কারিক উদ্ভটও এই তিন শ্রেণীর বৃত্ত্যনুপ্রাস স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু রুদ্রট মধুরা, পরুষা, প্রৌঢ়া, ললিতা এবং ভদ্রা—বর্ণের এই পাঁচটী বৃত্তির বা গুণের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ প্রকার অনুপ্রাসের কথা বলিয়াছেন।

দোঙ্কাং চৈষাং কিমেতৎ ফলমিহ নগরী-
রক্ষণে যৎ প্রয়াসঃ ॥'
—ঐ, ৭।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য-বশতঃ যে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্ট হইবে, তাহার নাম কোমলা (soft)। কেহ কেহ ইহাকে গ্রাম্য (vulgar) বলিয়া অভিহিত করেন। কোমলা বৃত্ত্যনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত—

'অপসারয় বনসারং, কুরু হারং দূর এব,
কিং কমলৈঃ।
অলমলমালি, মৃণালৈরিতি বদতি দিবা
নিশং বালা ॥'

বামন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য আলঙ্কারিকগণ বর্ণের এই তিনটী বৃত্তি বা গুণ-ব্যঞ্জক শক্তিকে বৈদর্ভী, গৌড়ী এবং পাঞ্চালী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাসে একই বর্ণের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হইল। কিন্তু কোন চরণে একই বর্ণ না হইয়া একই স্থান হইতে উচ্চারিত কয়েকটী ব্যঞ্জনের একত্র সমাবেশ হইলে, তাহাও অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হয়। এইরূপ এক স্থান (অর্থাৎ বর্গ) হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাসকে বলা হয় শ্রুত্যনুপ্রাস।[১২] সাহিত্যদর্পণে (১০. ৬) উক্ত হইয়াছে—

'উচ্চার্যত্বাদ্ যদেকত্র স্থানে তালুরদাদিকে।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে ॥'

অর্থাৎ তালু, দন্ত প্রভৃতি উচ্চার্য স্থান-গুলির কোন একটী হইতে উৎপন্ন সদৃশ ব্যঞ্জনের আবৃত্তিকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলা হয়। যথা—

'দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ ॥'

তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, শ এবং য—এই কয়েকটী বর্ণকে তালব্য বর্ণ বলা হয়। উক্ত শ্লোকে 'জীবয়ন্তি', 'যাঃ', 'জয়িনী' প্রভৃতি শব্দে তালব্যবর্ণের সমারোহ শ্রুত্যনুপ্রাসের কারণ হইয়াছে। অথবা—

'পিনাক-ফণি-বালেন্দু-ভস্ম-মন্দাকিনী যুতা।
তথাপি ভব ! তে মূর্তিরপবর্গফল প্রদা ॥'
—সা-দ° (টীকা—সিদ্ধান্তবাগীশ)।

এখানে প, ফ প্রভৃতি ওষ্ঠ্য বর্গের সমস্ত বর্ণ মিলিয়া অনুপ্রাস সৃষ্টি করিয়াছে।

উল্লিখিত তিন প্রকার অনুপ্রাসে সাদৃশ্যযুক্ত বর্ণের কোনরূপ স্থাননির্দেশ করিয়া দেওয়া নাই। তাহারা শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে—যে-কোনও স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু শব্দের বা পাদের শেষে যদি কোন ধ্বনির পুনরাবর্তন ঘটে, তাহা হইলে তাহাও বিশেষ চমৎকারিতার কারণ হয়। সেই জন্য সাহিত্য-দর্পণকার (১০. ৭) এই প্রকার অন্তঃস্থিত অনুপ্রাসের পৃথক্ উল্লেখ করিতেছেন—

'ব্যঞ্জনং চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।
আবর্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যানুপ্রাস এব তৎ ॥'

অর্থাৎ কোনও পদের বা পাদের অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ যথাসম্ভব যে-প্রকারে অনুস্বার, বিসর্গ বা স্বরবর্ণাদির সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করে, সেই ভাবেই তাহা যদি অন্য পদের বা পাদের শেষে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয়। এখানে অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরেরও ঐক্য থাকা বিশেষ আবশ্যক। যথা—

'কেশঃ কাশস্তবকবিকাসঃ কায়ঃ প্রকটিত-
করভবিলাসঃ।
চক্ষুর্দগ্ধবরাটককল্পং ত্যজতি ন চেতঃ
কামমনল্পম্ ॥'

এখানে পাদান্ত 'বিকাসঃ' এবং 'বিলাসঃ' শব্দদ্বয়ের শেষে 'আসঃ' এই সদৃশ অংশ-টুকুর জন্য অন্ত্যানুপ্রাস হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণেরও শেষে আছে 'অল্পম্'। আবার 'মন্দং হসন্তঃ পুলকং বহন্তঃ' ইত্যাদি কবিতাংশে 'হসন্তঃ' এবং 'বহন্তঃ' এই পদ বা শব্দ দুইটীর অন্তে রহিয়াছে 'অন্তঃ'। সুতরাং ইহা পদগত অন্ত্যানু-প্রাসের লক্ষণ।

সাহিত্য-দর্পণকার অন্ত্য সাদৃশ্যের কথাই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আদিতে এবং মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য থাকিলে তাহাও কাব্যের শোভা বর্ধন করে। পদ-মধ্য অনুপ্রাস, যথা—'পাচকো যাচকঃ সোঽয়ম্'। পাদাদ্য অনুপ্রাস, যথা—'অত্র সা দয়িতং প্রাপৎ অত্রপা মন্মথাতুরা'।[১৩] এখানে 'অত্রসা' ও 'অত্রপা' শব্দদ্বয়ের আদ্যানুপ্রাস সুন্দর। কিন্তু বিশ্বনাথ কবিরাজ আদ্যানুপ্রাসের নামই উল্লেখ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজী সাহিত্যে alliteration বলিতে সাধারণতঃ আদ্য অনুপ্রাসই বুঝায়। Edmund Gosse লিখিয়াছেন—'(Alliteration is) the commencing of two or more words in close juxtaposition, with the same sound. As Milton defined rhyme to be 'the jingling sound of like-endings', so alliteration is the jingle of like beginnings.'[১৪]। এই জন্য ইংরেজীতে alliteration-এর অন্য নাম head-rhyme বা আদ্য-মিল। ইংরেজী alliteration-এর দৃষ্টান্ত—

'An Austrian army awfully arrayed [১৫]
Boldly by battery besieged Belgrade.'

বৈদিক, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে পংক্তির শেষে মিল দিয়া পদ্য রচনা করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু আধুনিক প্রায় সমস্ত সাহিত্যেই মিল সুপ্রচলিত। অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশে অপভ্রংশযুগে সংস্কৃত অন্ত্যানুপ্রাস (কাহারও মতে অন্ত্য যমক) ক্রমশঃ মিলে

---

১২ অনুপ্রাসকে সাধারণতঃ বর্ণাবৃত্তি বলা হয়। কিন্তু শ্রুত্যনুপ্রাস বর্ণাবৃত্তি নহে। উদ্ভট প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শ্রুত্যনুপ্রাসের উল্লেখ করেন নাই। কন্তু দণ্ডী শ্রুত্যনুপ্রাস স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছেন—শ্রুত্যনুপ্রাস ও অগ্রাম্যত্বই মাধুর্যগুণের লক্ষণ।

১৩ সিদ্ধান্তবাগীশ-কর্তৃক সা-দ° টীকায় উদ্ধৃত।

১৪ EB, 13th Ed.

১৫ ইংরেজীতে স্বরানুপ্রাসের দৃষ্টান্ত।

পরিণত হইয়া ছন্দের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। [অন্ত্যানুপ্রাস দ্র°]

উল্লিখিত চারি প্রকার অনুপ্রাসে সাদৃশ্য-যুক্ত বর্ণের পুনরুক্তির কথা বলা হইয়াছে। সেজন্য উহাদিগকে বর্ণানুপ্রাস বলা হয়। কিন্তু একটী বা একাধিক পদ বা শব্দ সমগ্র-ভাবে পুনরুক্ত হইলে তাহাকে বলা হয় লাটানুপ্রাস বা পদানুপ্রাস। সাহিত্য দর্পণকার (১০. ৮) বলিয়াছেন—

'শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে
তাৎপর্যমাত্রতঃ।
লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তঃ— ॥'

যমক অলঙ্কারে একটী শব্দ সমগ্রভাবে দ্বিরুক্ত হইলেও সেথানে সদৃশ শব্দদ্বয়ে অর্থের পার্থক্য থাকে। কিন্তু লাটানুপ্রাসে শব্দের রূপ এবং অর্থ অভিন্ন, যদিও উভয় শব্দের তাৎপর্যে (import) কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে। এই তাৎপর্যের ভেদ সাধারণতঃ বিভক্তির বা অন্বয়ের (syntactical relation) পার্থক্য হইতে উদ্ভূত। যথা—

'স্মেররাজীবনয়নে! নয়নে কিং নিমীলিতে।
পশ্য নির্জিতকন্দর্পং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্ ॥'

এখানে প্রথম 'নয়নে' শব্দটী সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় 'নয়নে' শব্দটী প্রথমার দ্বিবচন। বহু শব্দের সাদৃশ্য-মূলক পুনরাবৃত্তিও লাটানুপ্রাসের অন্তর্গত। যথা—

'যস্য ন সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিন-
দীধিতিস্তস্য।
যস্য চ সবিধে দয়িতা দবদহনস্তুহিন-
দীধিতিস্তস্য ॥'

উক্ত শ্লোকে প্রথম চরণের অর্থ—প্রিয়তম যাহার নিকটে নাই, তাহার নিকট স্নিগ্ধ চন্দ্রও দাবাগ্নিসদৃশ মনে হয়। দ্বিতীয় চরণে 'ন' স্থানে 'চ' ব্যতীত আর সমস্ত পদই যথাযথভাবে অপরিবর্তিত রহিয়াছে, তথাপি সমগ্র চরণের মূল তাৎপর্য ভিন্ন হইয়া গেল। দ্বিতীয় চরণের তাৎপর্য—প্রিয়তম যাহার নিকটে আছে, তাহার নিকট দাবাগ্নিও স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায়।

কখনও কখনও শব্দের অনুপ্রাস একই সমাসে, বিভিন্ন সমাসে, অথবা একবার সমাসে এবং দ্বিতীয়বার স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা—

'শিতকরকররুচিরবিভা বিভাকরাকার,
ধরণিধর, কীর্তিঃ।
পৌরুষকমলা কমলা সাপি তবৈবাস্তি
নান্যস্য ॥'

এখানে (ক) 'কর' শব্দটী একই সমাসে দ্বিরুক্ত হইতেছে, (খ) 'বিভা' শব্দটী বিভিন্ন সমাসে পাওয়া যাইতেছে, (গ) এবং 'কমলা' শব্দটী প্রথমে সমাসে ব্যবহৃত হইয়া পরে স্বাধীনভাবে দ্বিরুক্ত হইতেছে। লাটানুপ্রাস-সম্পর্কে মম্মট এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ উভয়েই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'লাট' শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলেন 'লাট' দেশবিশেষ, কাহারও মতে 'লাটঃ সুরসিকঃ'।

দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' মাধুর্য প্রভৃতি গুণের আলোচনা-প্রসঙ্গে অনুপ্রাসের সংজ্ঞা বলিয়াছেন—

'বর্ণাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ পাদেষু চ পদেষু চ।
পূর্বানুভব-সংস্কার বোধিনী
যদ্যদূরতা ॥'—১. ৫৫।

অর্থাৎ এক বা বহু পদে এবং পাদে সদৃশ বর্ণের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তাহাকে অনু-প্রাস বলা চলে—যদি সদৃশ বর্ণ দুইটী পর-স্পরের এত নিকটে থাকে, যাহাতে দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণের সময় প্রথম বর্ণের স্মৃতি মনে জাগ্রত থাকে। যথা—'রামামুখা-ম্ভোজ-সদৃশশ্চন্দ্রমা'—এখানে 'মা' অক্ষরটী দুইবার থাকিলেও পরস্পর হইতে তাহাদের দূরত্ব এত অধিক যে 'চন্দ্রমা' শব্দ উচ্চারিত হইবার সময় পূর্বের 'রামা' শব্দের ঝঙ্কার কাণে লাগিয়া থাকে না। সুতরাং সদৃশ বর্ণাবৃত্তি থাকিলেও ইহা অনুপ্রাস নহে। এই 'অদূরতা' অনুপ্রাস অল-ঙ্কারের একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। পূর্বে ইংরেজী অনুপ্রাসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত 'close juxtaposition' অংশটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

এখন বক্তব্য এই যে, রচনায় সাদৃশ্যমূলক বর্ণের একাধিক আবৃত্তি থাকিলেই যে, তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। রসের অনুকূলতাই অনুপ্রাসের সার্থকতা। নিষ্ফল অনুপ্রাস কাব্যের শোভাবর্ধন করিতে পারে না। সাহিত্য-দর্পণকার অনুপ্রাসের কয়েকটী দোষ এবং তাহাদের উদাহরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (সা-দ° ৭) অনুপ্রাস ব্যবহার করিতে হইলে ঐ দোষগুলি পরিহার করা কর্তব্য। যথা—

(১) প্রতিকূলবর্ণত্বদোষ—'অনুপ্রাসে বৃত্তিবিরুদ্ধস্য প্রতিকূলবর্ণত্বম্।' যথা—

'ও বট্টই ও ল্লট্টই সঅণে লহিং বি
মোট্টাঅই নো।
পরিহট্টই হিঅএণ ফিট্টই লজ্জাই খুট্টই
দিহীএ সা ॥'

এখানে কোনও যুবতীর বিরহ-বর্ণনা করিতে গিয়া কবি শৃঙ্গার-বিরোধী ওজঃ-ব্যঞ্জক 'ট'-বর্গের অনুপ্রাস ব্যবহার করায় এই শ্লোক প্রতিকূল-বর্ণত্ব দোষে দুষ্ট।

(২) অপুষ্টার্থত্বদোষ—'অনুপ্রাসে বৈকল্যস্যা পুষ্টার্থত্বম্'। অর্থাৎ নিষ্ফল অনুপ্রাস প্রয়োগ করিলে অপুষ্টার্থত্বদোষ হইবে। যথা—

'অনণুরণন্মণিমেখলমবিরল শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরম্।
পরিসরণমরুণচরণে ! রণরণকমকারণং
কুরুতে ॥'

এখানে মণিমেখলাদির 'অনণুরণন' অর্থাৎ দীর্ঘ রণন শ্রবণ করিয়া কামোদ্রেক হইতেছে—ইহাই বক্তব্য। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঐরূপ মণি-মেখলাদির ঈষৎ রণনই কামচিন্তার উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট। 'অনণু' (অর্থাৎ দীর্ঘ) শব্দটী নিছক অনুপ্রাসের খাতিরেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন টীকাকারের মতে—এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য-বেশ্যার প্রতি বিরক্তি, কিন্তু লঘু রেফ ও

লকারাদিঘটিত অনুপ্রাস এই বিষয়ের কোন উপকার করিতেছে না, সুতরাং এখানে 'অপুষ্টার্থত্ব দোষ' পাওয়া যাইতেছে।

(৩) খ্যাতিবিরুদ্ধত্ব দোষ—'অনুপ্রাসে প্রসিদ্ধ্যভাবস্য খ্যাতিবিরুদ্ধত্বম্'; অর্থাৎ কেবলমাত্র অনুপ্রাসের জন্য লোকে বা শাস্ত্রে যাহা অপ্রসিদ্ধ, এরূপ কিছু বর্ণনা করিলে তাহা খ্যাতিবিরুদ্ধত্ব দোষ। যথা—

'চক্রাধিষ্ঠিততাং চক্রী গোত্রং
গোত্রভিদুচ্ছ্রিতম্।
বৃষং বৃষভকেতুশ্চ প্রায়চ্ছদ্ যস্য ভূভুজঃ ॥'

কিন্তু ঐ নৃপতিকে যে বিষ্ণু চক্রবর্তিত্ব দান করিয়াছিলেন, বা ইন্দ্র উচ্চকুল দান করিয়াছিলেন, বা শিব ধর্ম দান করিয়াছিলেন —এরূপ কোন প্রসিদ্ধিই কোথায়ও নাই। এই সমস্ত দানের কথা কেবল অনুপ্রাসের জন্যই লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে অনুপ্রাস নিরর্থক।

কোন মতে 'ভগ্নপ্রক্রমতা'ও অনুপ্রাসের একটী দোষ, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র আদি লীলার ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া এক শত শ্লোকে গঙ্গার বর্ণনা করিলে তখন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত তাহার মধ্য হইতে একটী শ্লোক পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহাতে পাঁচটী অলঙ্কার ও পাঁচটী দোষ দেখাইয়া দিগ্বিজয়ীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোকটী এই—

'মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্য চরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥'

দিগ্বিজয়ীর এই শ্লোকে দোষ দেখাইতে গিয়া নিমাই পণ্ডিত বলেন—

'তিন পাদে অনুপ্রাস দিয়াছ অনুপাম।
এক পাদে নাহি, এই দোষ ভগ্নক্রম ॥'

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে 'ত', 'র' ও 'ভ'-কারের অনুপ্রাস আছে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণে অনুপ্রাস নাই—সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কারের মতে শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে ভগ্নক্রমতাদোষ বলিয়া অভিহিত করেন।

কিন্তু তৎকালে বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত সাহিত্য দর্পণে অনুপ্রাসের ভগ্নক্রমতা নামক কোন দোষের উল্লেখ নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে 'ভগ্নপ্রক্রমতা' দোষের বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিন চরণে অনুপ্রাস থাকিয়া এক চরণে তাহা না থাকিলে যে, সেখানে অনুপ্রাস দোষযুক্ত হইবে এরূপ কোন কথা তিনি বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—'যমকস্য পাদত্রয় গতস্যাপ্রযুক্তত্বং দোষঃ'—অর্থাৎ যমক চারি পাদে না থাকিয়া কেবল মাত্র তিন পাদে থাকিলে 'অপ্রযুক্তত্ব' দোষ হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় চরণেও 'ষ' ও 'শ'-কারের দুই বার আবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে অনুপ্রাস বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

বাঙলা সাহিত্যেও অনুপ্রাস অলঙ্কার সুপ্রচলিত। কিন্তু সংস্কৃত অনুপ্রাসের ন্যায় বাঙলা অনুপ্রাস লইয়া এখন পর্যন্ত তেমন বিচার-বিশ্লেষণ হয় নাই। মধ্যযুগের বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃত কাব্যাদর্শ অনুসরণ করিয়া রচিত হইত। মধ্যযুগের বাঙালী কবিগণও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। সেই জন্য সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থে বর্ণিত অনুপ্রাসের শ্রেণীবিভাগ মধ্যযুগের কবিগণ অনুসরণ করিতেন। কিন্তু বাঙলা উচ্চারণরীতি সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাঙলায় ইংরেজীর ন্যায় আদ্য শ্বাসাঘাত (initial accent) পড়ে বলিয়া আদ্য অক্ষরের অনুপ্রাসই বাঙলায় অধিক শ্রুতিসুখকর ও জনপ্রিয়। বাঙলায় আদ্য স্বরবর্ণের অনুপ্রাসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের নির্দেশ-অনুসারে বাঙলা অনুপ্রাসের বিচার করা চলে কি না তাহা বিবেচ্য।

অনুপ্রাস বলিতে আমরা আজকাল বুঝি একই স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের নাতিদূরবর্তী একাধিক শব্দের মধ্যে থাকিয়া পুনরাবৃত্তি। মধ্যযুগের কবিগণও এইরূপ ধারণা লইয়াই অনুপ্রাস ব্যবহার করিতেন। মধ্যযুগের কবিগণ সংস্কৃত অলঙ্কারের শাসন মানিতেন, সেই জন্য সাহিত্যদর্পণের পঞ্চবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের রচনায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচনা হইতে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক বর্ণিত পঞ্চবিধ অনুপ্রাসের উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

(১) ছেকানুপ্রাস—

'কর্ম বুঝি বিশ্বকর্মা আজ্ঞা পাবা মাত্র'
(অ' ম'।)

এখানে 'ক' এবং 'র্ম', এই ব্যঞ্জনগুলির স্বরূপানুসারে একবার মাত্র পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। 'বিশ্বকর্মা' স্থলে 'বিশ্বকর্ম' হইলেই তাহা লাটানুপ্রাসের উদাহরণ হইতে পারিত, কেননা লাটানুপ্রাসে একার্থযুক্ত সমগ্র শব্দের দ্বিরুক্তি হওয়া আবশ্যক। যথা –

(২) লাটানুপ্রাস—

'অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রাঁধে রাশি রাশি অন্নদা-মোহন ॥'
– মানসিংহ

উক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় চরণে 'অন্ন' শব্দটী প্রথমে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইয়া পরে সমাসের একাংশরূপে দ্বিরুক্ত হইয়াছে।

(৩) বৃত্ত্যনুপ্রাস—

'বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার কৃপায়।
মৃণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায় ॥
প্রকৃতি পুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম-স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি বিশ্বমূল ॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তি-যোগে শিব সংজ্ঞা শক্তি-লোপে শব ॥'
(অ° ম°।)

এই দৃষ্টান্তে ছেকানুপ্রাসও পাওয়া যাইবে।

শ্রুত্যনুপ্রাস—

কখন গণক কখন ঘটক।
কখন গায়ক কখন কথক ॥
—বিদ্যাসুন্দর।

উল্লিখিত উদাহরণগুলির শেষ শব্দে মিল আছে। এই মিলগুলি পাদগত অন্ত্যানুপ্রাসের দৃষ্টান্ত। পদগত অন্ত্যানুপ্রাসও সুলভ। যথা—

কাতরে কিঙ্করে, ডাকে তার ভব ভব।
হর পাপ, হর তাপ, কর শিব শিব ॥

এখানে কাতরে-কিঙ্করে, হর-কর, পাপ-তাপ প্রভৃতি পদ-গত অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও পূর্ববর্ণিত পাঁচ প্রকার অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। যথা—

ছেকানুপ্রাস—

(১) 'একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়' —রবী°।

(২) 'ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল'—সত্যেন্দ্রনাথ।

(৩) 'যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়'—রবী°।

(দ্বিতীয় উদাহরণটীকে লাটানুপ্রাসও বলা চলে)

বৃত্ত্যনুপ্রাস—

'মননময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্।
তবুও দেহ ধরি এসহে অবতরি
হিংসা-নাগিনীরে করহে হতমান।

এখানে ম, ন, র, ব, ত, হ প্রভৃতি বর্ণের একাধিক আবৃত্তি রহিয়াছে।

শ্রুত্যনুপ্রাস—

'পরিপূর্ণদেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতিস্নেহ···।'
—রবী° মানসসুন্দরী।

বাংলা কবিতায় ক-খ, ত-থ প্রভৃতির মধ্যে মিল বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এইরূপ মিলেও শ্রুত্যনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যথা—

'করিয়াছ পথের ভিক্ষুক;
প্রস্তুত রয়েছে দাস আরও কিবা অভিলাষ
গুরু কাছে লব গুরু দুখ।'
—রবী°।

শেষ চরণে 'গ', 'ক' ও 'খ'—এই তিন বর্ণের সমাবেশে এবং 'ভিক্ষুক' ও 'দুখ' এই শব্দ-দ্বয়ের মিলে শ্রুত্যনুপ্রাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'অনুপ্রাস' নামক সরস গ্রন্থে আমাদের কথা ভাষা হইতে 'কাঠ-খড়', 'জল-ঝড়' প্রভৃতি শ্রুত্যনুপ্রাসের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লাটানুপ্রাস—

(১) 'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছ
এ কী সন্ন্যাসী';

(২) 'একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে
নব ভুবনে
মরি মরি অন্-অঙ্গ দেবতা।'
—রবী°।

আধুনিক বাঙলা কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ অত্যন্ত সুলভ। অমিত্রাক্ষর অথবা অতি আধুনিক গদ্য-কবিতা ব্যতীত সর্বত্রই বাঙলায় মিল পাওয়া যায়। এই 'মিল' পাদগত অন্ত্যানুপ্রাসের লক্ষণ-ক্রান্ত। তাহা ছাড়া পদ-গত (অর্থাৎ একই চরণে বিভিন্ন শব্দগত) অন্ত্যানুপ্রাসও বাঙালী কবিগণ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ব্যবহার করেন। যথা—

(১) 'হে বোধিসত্ত্ব হে মাগিছে মর্ত্য যে
ও পদপঙ্কজে শরণ পুনরায়।'
—সত্যেন্দ্রনাথ।

(২) 'ফেনিল ওই সুনীল জল'

(৩) 'জীবন যৌবন ধন মান' প্রভৃতি।

বাঙলা সাহিত্যে এই সমস্ত সংস্কৃত রীতির অনুপ্রাস লেখকগণের সজ্ঞান চেষ্টার ফল নহে। সুতরাং এগুলিকে লাটানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইবে কি না তাহা বিচার্য; বিশেষতঃ এইরূপ অনুপ্রাস আধুনিক বাঙলায় তেমন প্রচলিত নহে। অন্ত্যানুপ্রাস ব্যতীত (অন্ত্যানুপ্রাসকে বাঙলায় সাধারণতঃ মিল বলা হয়) আধুনিক বাঙলা কাব্যে আরও দুই প্রকার অনুপ্রাস সচরাচর পাওয়া যায়। প্রথমতঃ একটীমাত্র বর্ণের একাধিক পুনরাবৃত্তি, যথা—

(১) 'চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ'—রবী°।

(২) 'তেমনি আজ উঠিছে বিধু
মাতিছে মধুযামিনী
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে'
—রবী° মদনভস্মের পরে।

(৩) 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে'—রবী°।

কখনও কখনও লেখক অল্প স্থানের মধ্যেই একাধিক বর্ণের পুনরুক্তিদ্বারা অনুপ্রাসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন, যথা—

(১) 'নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক লোক তোমারি করুণায়'
—সত্যেন্দ্রনাথ।

(২) 'ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায়
ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরায় নামায় পাল নদীপথে
ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।'
—রবী° বর্ষশেষ।

উক্ত প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ একটী বর্ণের অনুপ্রাসকে সরল অনুপ্রাস বলিতে পারা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ বহু বর্ণের অনুপ্রাসকে জটিল অনুপ্রাস বা অনুপ্রাস-মালা নামে অভিহিত করা চলে। ইহাদের মধ্যে সরল অনুপ্রাসই লেখকের প্রিয়। এই দুই শ্রেণীর অনুপ্রাসই কিন্তু সংস্কৃত বৃত্ত্যনুপ্রাসের প্রকারভেদ।

কাব্যে যথাবিধি 'অনুপ্রাস' অলঙ্কারের প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহা সেই কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন মহাকবিগণ এবং পরবর্তী বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র,

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের রচনায় অনুপ্রাস যথার্থই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু কাব্যে গুরুতর দোষ থাকিলে কোন অনুপ্রাসই সার্থক হয় না। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে'র টীকায় বিশিষ্ট আলঙ্কারিক পণ্ডিত হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন—'এবং দ্বিবিধোঽপ্যনুপ্রাসো দোষসধ্রীচীনঃ সুপরিচ্ছদঃ কুষ্ঠিনমিব বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারং নোপকুরুতে' (১. ৫৯)—অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীর সুপরিচ্ছদ যেমন তাহার শোভাবর্ধক হয় না, তদ্রূপ গুরুতর দোষযুক্ত কাব্যে কোন অনুপ্রাসই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের উপকারক হয় না।

কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালী কবিগণের মধ্যে[১৬] অনেকের বিশেষভাবে অনুপ্রাসপ্রিয়তার পরিচয় পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের 'মঙ্গলকাব্য'গুলিতে অনেক 'চৌতিশা' স্থান পাইয়াছে। 'চৌতিশা'র অর্থ—বাংলা বর্ণমালার ৩৪টী অক্ষরের সাহায্যে দেবতাবিশেষের স্তব। উহাতে প্রায়শঃ স্বরবর্ণ এবং ঙ, ঞ প্রভৃতি কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণও ত্যাগ করা হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত শ্রীমন্তের 'চৌতিশা' স্তব এইরূপ—

'কালি কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষি কত জান কলা॥
কালিকা করহ মোর কলুষ বিনাশ।
কপটে সিংহল মারি রাখ নিজ দাস॥
খরতর রাজাগো যেমন ক্ষুরধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার॥
খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস॥ ইত্যাদি

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের নায়ক সুন্দর স্বরবর্ণ, এমন কি ঋ, ঌ, ঈ, ঙ, ঞ, ণ প্রভৃতি বর্ণও বাদ না দিয়া পঞ্চাশ অক্ষরে কালীর স্তব করিয়াছেন, যেমন—

ঈশ্বরী ঈপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নম ঈশানী ঈহিনী॥

* *

ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণীচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি॥

* *

ঌ কার বেদের নাম তুমি যে ঌ কার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার॥

* *

টঙ্কিনী টমক টাঙ্গি টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার॥

* *

অবশ্য এইরূপ কয়েক স্থান ব্যতীত ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস সর্বত্রই প্রায় সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের পরে ১৮শ শতকের শেষ ভাগ হইতে বাঙলা সাহিত্যের অবনতির যুগ আরম্ভ হয়। এই সময় অর্ধ শতাব্দীর উপর কবিওয়ালাদের গান বাঙালীদের কাব্য-পিপাসা মিটাইত। এই সমস্ত কবিওয়ালাগণের অত্যধিক অনুপ্রাসপ্রিয়তা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--

'সৌন্দর্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘন ঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব, ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ় লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

'গেল গেল কুল কুল, যাক কুল,
তাহে নই আকুল;
লয়েছি যাহার কুল, সে আমারে প্রতিকূল;
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়,
অকুলের তরী কূল পাব পুনরায়।
এখন ব্যাকুল হ'য়ে কি দুকুল হারাব সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়।'

'পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি উদ্ধৃত গীতাংশে এক কুল শব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে, কিন্তু উহাতে কোনও গুণপনা নাই; কারণ, উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তিমাত্র—কিন্তু শ্রোতৃগণের কোনও বিচার নাই, তাঁহারা অত্যন্ত সুলভ চাতুরীতে মুগ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন, এমন কি যদি অনুপ্রাস-ছটার খাতিরে কবি ব্যাকরণ ও শব্দশাস্ত্র সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেন তাহাতেও কাহারও আপত্তি নাই। দৃষ্টান্ত—

'একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য,
কাব্যরসে রসিকে,
মাধুর্য গাম্ভীর্য, তাতে 'দাম্ভীর্য' নাই…।'

* *

'সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া;—অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাংলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা' — লোকসাহিত্য, কবিসঙ্গীত।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে অনুপ্রাসের বাহুল্য-সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই —কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাঁচালীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে।

১৬ অনেক আলঙ্কারিক মনে করেন, গৌড়ীয় কবিগণ অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ভক্ত — গৌড়ীয় রীতি অনুপ্রাস-বহুল। তু° 'অনুপ্রাসধিয়া গৌড়ৈস্তদিষ্টং বন্ধ-গৌরবাৎ' — কাব্যাদর্শ ১. ৪৪। পরে দণ্ডী ঐ স্থানেই বলিয়াছেন — 'ইত্যাদি বন্ধ-পারুষ্যং শৈথিল্যঞ্চ নিযচ্ছতি। অতো নৈবমনুপ্রাসং দাক্ষিণাত্যাঃ প্রযুঞ্জতে॥'—১. ৬০। বৈদর্ভী রীতির লেখকগণ এরূপ শ্রুতিকটু শিথিল অনুপ্রাস কখনও ব্যবহার করেন না; এই কথাদ্বারাও গৌড়ীয়দের অনুপ্রাস-প্রিয়তার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে, তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস-যমক আর কোন বাঙালীতে ব্যবহার করে নাই।……… ঈশ্বর গুপ্তের এক একটা অনুপ্রাস বড় মিঠে—

'বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে'

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে।'

অন্যান্য অলঙ্কারের ন্যায় অনুপ্রাসও কাব্যের অনিয়ত ধর্ম, অর্থাৎ অঙ্গদ বলয় অলঙ্কার যেমন দেহীর বাহ্য শোভা বর্ধন করে, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারও সেইরূপ কাব্যের বাহ্য উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। সুতরাং ইহা কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। কিন্তু প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যে অনুপ্রাস ছিল কাব্যের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। সে-সময় কাব্যের প্রত্যেক চরণ চারিটী পর্বে বিভক্ত হইত এবং ঐ পর্ব-চতুষ্টয়ের যে কোন তিনটী পর্বে আদ্যক্ষরের সাদৃশ্য আবশ্যক ছিল। সেই জন্য সে-সময়ের কাব্য alliterative verse (বা অনুপ্রাসমূলক পদ্য) নামে অভিহিত হয়। পদ্য-সাহিত্য ব্যতীত গদ্য-সাহিত্যেও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বিশেষ শ্রুতিসুখকর হয়। এমন কি, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অযত্নকৃত কথাবার্তায় অনুপ্রাসের ব্যবহার হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' এবং ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুপ্রাস' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এ বিষয়ে নানা সরস আলোচনা পাওয়া যায়।

শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য

অনুপ্রাস,—কতকগুলি প্রবন্ধ-সম্বলিত গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ। ১ম সং—জুলাই ১৯১৩; ২য় সং—এপ্রিল ১৯২৮। এই পুস্তকে গ্রন্থকার অতিশয় ধৈর্য-সহকারে অনুসন্ধান করিয়া ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুপ্রাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংগ্রহ শব্দের তালিকামাত্র নয়, বিচিত্র শব্দসম্ভার ভাব-সমাবেশে সরস করিয়া গ্রথিত। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের ভূমিকায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ভূমিকার একাংশে এইরূপ আছে—

'অনুপ্রাসের তরফে ওকালতী করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এক সময়ে শুধু আমাদের সাহিত্যে কেন, সকল দেশের সাহিত্যেই অনুপ্রাসের খুব চল ছিল। ইহা অনেকের মতে সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। লেখক সেই পুরাতন প্রথার পুনঃ প্রবর্তনের জন্য কাহাকেও উৎসাহিত করিতে উদ্যত হন নাই। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন—তাহাই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এক কথায় বলিতে গেলে রন্ধনে লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, অথচ মাত্রা অধিক থাকিলে অখাদ্য হয়, অনুপ্রাসও সেইরূপ পরিমিত প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য সাধন করে—ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে।……

'ফল কথা ভাষাতত্ত্বের একটা কৌতুক-বহ রহস্য প্রদর্শন করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি। উহা আমলকীর মোরব্বা, মিছরির কুঁদো নহে; কুইনাইন কাপসুল বা টাইকো সোডা টেবলেট—চিনির নৈবেদ্য নহে। পাঠকগণের যেন রজ্জুতে সর্পভ্রম না হয়।'

অনুপ্রেক্ষা—[জৈনশা°] জৈনমতে আত্মশুদ্ধির অনুকূল কয়েকটী বিধানসমষ্টি। চিত্তের নিদিধ্যাসনরূপে ইহাদের ব্যবহার বিধেয়। অনুপ্রেক্ষাগুলিকে 'ভাবনা'ও বলা হইয়া থাকে। জৈনসূত্র 'উত্তরাধ্যয়নে'র ১৪শ নিবন্ধের ৫২ সূত্রে ভাবনাসমূহের উল্লেখ আছে। এই ভাবনাগুলি পাঁচটী মুখ্য মানসিক ব্রতের প্রবিভক্ত নীতি। উত্তরাধ্যয়নের ২৯শ নিবন্ধে ৭৩টী বিষয়ের বিধান দেখা যায়, তন্মধ্যে অনুপ্রেক্ষা ২২শ বিধান।

হেমচন্দ্র ভাবনাগুলিকে 'ভবভাবনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'ভবভাবনা' শ্বেতাম্বরদিগের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। দিগম্বর-সম্প্রদায়ই ভাবনাগুলিকে অনুপ্রেক্ষা বলিয়া থাকেন। আবার শুভচন্দ্র সেগুলিকে 'কার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা' বলিয়াছেন।

অনুপ্রেক্ষার সাধনায় নিদিধ্যাসক 'আয়ুষ্ক'-ব্যতীত সপ্তবিধ 'কর্মের' দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত হন। এই সপ্তকর্মের প্রভাব দীর্ঘ হইলে তিনি উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতে সমর্থ হন, সপ্তকর্ম প্রভাবশালী হইলে তিনি উহাদের শক্তি কমাইতে পারেন—উহাদের বিস্তার ক্ষুদ্রতর করিতে পারেন। তিনি 'আয়ুষ্ক-কর্ম' লাভ করুন বা না করুন, তাঁহাকে কর্মের বন্ধন ভোগ করিতে হয় না, তিনি অনায়াসে ও শীঘ্র সংসারারণ্য (যাহার শেষ বা আরম্ভ নাই) অতিক্রম করিতে পারেন।

অনুপ্রেক্ষা জৈন 'ভাব-সংবরে'র বিধানাবলীর অন্যতম। এই ভাবসংবরান্তর্গত অনুপ্রেক্ষা ১২শ প্রকার। প্রথম অনুপ্রেক্ষা 'অনিত্য'—অর্থাৎ এই নশ্বর জগতের সমস্তই বিনাশশীল, মানব জীবন ও মৃত্যুর কর্মফল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয় 'অশারণ'—কর্মসমূহ হইতে কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। তৃতীয় 'সংসার'—অর্থাৎ কর্ম আমাদিগকে জীবজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে; এই জীবজগতে জন্মজন্মান্তর নানা জীবরূপে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমরা নির্বাণ লাভ করি। চতুর্থ 'একত্ব'—আমাদের জীবন ও পরবর্তী জীবনের আমরাই কারণ ও ভোগকর্তা। পঞ্চম 'অন্যত্ব'—আমাদের

সমস্তই (শরীর প্রভৃতি) আমাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। ষষ্ঠ 'অশুচিত্ব'—অর্থাৎ শরীরের যাবতীয় অপবিত্রতা যাহার আত্মার গুণাবলী থাকে না। সপ্তম 'আস্রব'—কর্মজনিত ফল আমাদের আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে এবং এই জন্য নূতন নূতন বন্ধনসমূহ আত্মাকে জীবজগতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অষ্টম 'সংবর'—কর্মের অন্তঃপ্রবাহকে আমাদিগের বন্ধ করা উচিত। নবম 'নির্জরা'—অতীতে যে আত্মার সহিত কর্মফল সংশ্লিষ্ট হইয়াছে সেই কর্মফল হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হইবে। দশম 'লোক'—অর্থাৎ এই জীবলোক অসীম ; ইহার ছয়টী উপাদান—দ্রব্য, আত্মা, বিষয়, কাল, গতি ও স্থিতি, অসীম। একাদশ 'বোধিদুর্লভ'—বোধ বা জ্ঞান লাভ করা কষ্টসাধ্য। ধর্মে বিশ্বাস, জ্ঞান ও চরিত্রই এই বোধ। এই বোধ লাভ করিবার জন্য আমাদের অবশ্য প্রচেষ্ট হওয়া উচিত। দ্বাদশ 'ধর্ম'—স্বাধীনতা ও সুখ-শান্তিলাভই আমাদের ধর্ম।

[Jagamanderlal Jaini : Outlines of Jainism, Camb. 1916, 97-8 ; Do : Jaina Gem Dictionary, Arrah 1918, 19 ; SBE, xlv, 1895, 69, 165-6, 183 ; Bhandarker's Reports on the Search of Sanskrit Manuscripts, 1883-4, 113f.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুপ্লব—[অনু + √প্লু + অচ্] ১ অনুচর ॥ অম॰ ॥ ২ দাস ॥ অম॰ ॥ 'সানুপ্লবঃ প্রভুরপি ক্ষণদাচরাণাম্'—রঘু॰ ১৩. ৭৫। ৩ সহায় ॥ অম° ॥

অনুবদ্ধ— [অনু + √ বন্ধ্ + ক্ত—কর্ম] বিণ, পশ্চাদ্‌বদ্ধ, সম্পৃক্ত, গ্রথিত। 'অনুবদ্ধার্থানর্থসংশবান্ বিচার্য'—দশকু° ৪১ ॥ আপ্‌॰ ॥

অনুবন্ধ—১ [ব্যাকরণ-শা°] ব্যাকরণের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইৎ-সংজ্ঞক কল্পিত বর্ণ; কার্যকালে উহা থাকে না; যেমন—'গম্‌ল্'র 'ল্' এবং 'ইণ্'এর 'ণ্'। ধাতু, প্রাতিপাদিক, প্রকৃতি, প্রত্যয়, নিপাত, আদেশ ও আগমের বিকরণ, গুণ, বৃদ্ধি প্রভৃতির কার্যের জন্য এই ইৎ-সংজ্ঞক বর্ণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একটী সূত্র করিয়াছেন —'অনুবন্ধকরণার্থশ্চ' ; তিনি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'অনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশ কর্তব্যঃ। অনুবন্ধানাসঙ্ক্ষ্যামীতি। ন হ্যনুপদিশ্য বর্ণান্ অনুবন্ধাঃ শক্যাঃ আসঙক্তুম্। স এব বর্ণানামুপদেশঃ বৃত্তিসমবায়ার্থশ্চানুবন্ধকরণাশ্চ বৃত্তিসমবায়শ্চানুবন্ধকরণঞ্চ প্রত্যাহারার্থম্। প্রত্যাহারো বৃত্ত্যর্থঃ।' অনুবন্ধ করিবার জন্য বর্ণসকলের উপদেশ (উচ্চারণ) করা উচিত। বর্ণসকলের উপদেশ না করিলে অনুবন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বৃত্তিসমবায় ও অনুবন্ধকরণের জন্য বর্ণসকলের উপদেশ, আবার বৃত্তিসমবায় এবং অনুবন্ধকরণ প্রত্যাহারের নিমিত্ত, প্রত্যাহার বৃত্তির নিমিত্ত।

পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন—'অতোহনুপসর্গে কঃ'—৩. ২. ৩। অর্থাৎ উপসর্গভিন্ন কর্ম উপপদে থাকিলে, অকারান্ত ধাতুর ক প্রত্যয়ই হয়, অন্য প্রত্যয় হয় না। এখানে পাণিনির অভিপ্রায় জানা যাইতেছে যে, আ-কারস্থিত অ-কারের লোপ হয় না। এই সূত্রে যে অ প্রত্যয় না করিয়া ক-কার লোপ প্রত্যয়বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন, তাহা কেবল আ-কারস্থিত অ-কারের লোপ হয় না, ইহাই জানাইবার জন্য। এই স্থলে অ প্রত্যয়ের দ্বারা কর্মসিদ্ধি হইলেও যখন পুনরায় ক-কার ইৎ- (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, 'আতোলোপ ইতি চ'—৬. ৪. ৬৪ (স্বরবর্ণ আদিতে আছে এমন যে আদ্ধধাতিক সংজ্ঞক গ-কার ইৎ ক-কার ইৎ ঙ-কার ইৎ ধাতু তাহাদের ইট্ প্রত্যাহারান্তরর্গত বর্ণসমুহের পরে যে আ-কার তাহার লোপ হয়) এই সূত্রে ক-কার লোপবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন, যেন আ-কারের লোপ হইতে পারে। যদি আ-কারাভ্যন্তস্থিত অ-কারের লোপই হইত, তাহা হইলে এই সূত্রে ক-কার ইৎ-বিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হইত। কেনই বা সূত্রে ক-কার ইৎ-বিশিষ্ট প্রত্যয় করা ব্যর্থ হইবে? আ-কারের শেষ অংশ অ-কারের লোপ করিলেও তো পদ সিদ্ধ হইবেই। যেমন—'গাং দদাতি ইতি গোদঃ, কম্বলং দদাতি ইতি কম্বলদ', এই স্থলে দা-ধাতুর আ-কারের শেষাংশস্থিত অ-কার ক প্রত্যয় করিয়া লোপ করিলে যে দ-কার থাকিবে, তাহার অ-কারের সহিত, ক প্রত্যয়ের অ-কারের পররূপ[১] করিয়া গোদঃ কম্বলদঃ রূপ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ বলিয়া মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—পাণিনি ইহা দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্যই আ-কারস্থিত অ-কারের যাহাতে লোপ না হয়, তন্নিমিত্ত এই সূত্রে ক-কার অনুবন্ধ- (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন।

পাণিনি বলিয়াছেন যে, ই অনুবন্ধ থাকিলে ক্রিয়ার অন্ত্যবর্গের পূর্বে অনুনাসিক হইবে। অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ধাতুর ও-কার অনুবন্ধ থাকিলে নিষ্ঠার ত-কার স্থানে ন-কার হইবে। অনুবন্ধ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ উভয়ই হইতে পারে।

এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পাণিনি যে সমস্ত অনুবন্ধের প্রয়োগ করিয়াছেন সেগুলি তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু যে পদ্ধতিক্রমে সেগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা তাঁহার আবিষ্কার নয়, পূর্ব হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, পাণিনি ইহার যথোপযুক্ত রীতি তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভাষ্যের (৬. ১. ১৮ : অথবা পূর্বসূত্রনির্দেশোঽয়ম্। পূর্বসূত্রেষু যেঽনুবন্ধা ন

১ পূর্ব এবং পরের স্থানে যে একটীমাত্র আদেশ তাহাকে পররূপ বলে। অতোগুণে—৬. ১. ৯৭। (পদান্ত ভিন্ন অ-কারের পরে গুণবিশিষ্ট কোনও বর্ণ থাকিলে অর্থাৎ অ, এ, ও থাকিলে, পররূপ একাদেশ অর্থাৎ পূর্বাপর স্থানে অ, এ, অথবা ও হইয়া থাকে।

তৈরিহেৎকার্যানি ক্রিয়ন্তে)। পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যতীত 'ধাতুপাঠ', 'গণপাঠ' এবং 'উণাদি সূত্র' প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ধাতুপাঠের অনুবন্ধগুলি অষ্টাধ্যায়ীর অনুবন্ধের অনুরূপ অর্থের দ্যোতক। উণাদি সূত্রগুলিতে পাণিনির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই সূত্রগুলির হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, উপধা, লোপ, সম্প্রসারণ এবং অভ্যাস এই সংজ্ঞাগুলি পাণিনি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন সেই অর্থেই ব্যবহৃত; আবার উণাদি অনুবন্ধগুলি পাণিনির অনুবন্ধের সদৃশ। ইহা হইতে উণাদি সূত্রের প্রণয়নকর্তা যে পাণিনি তাহাই সূচিত হয়।

বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে প্রত্যাহার এবং অনুবন্ধের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাণিনি হইতে গৃহীত। এই গ্রন্থের অনেক সূত্রই পাণিনি-সূত্র হইতে অভিন্ন।

বেদান্তশাস্ত্রে ('বিষয়প্রয়োজনাধিকারি-সম্বন্ধঃ অনুবন্ধঃ') বেদান্তানুশীলনে যে চারিটী অপরিহার্য অংশ বর্তমান, সেগুলি—অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। ২ বন্ধন, বন্ধ binding, tie. 'যস্তাং মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধস্তস্তামৃদ্ধিঃ' — মালতী° ২। ৩ অক্ষুন্ন ধারা, অবিচ্ছিন্ন ধারা uninterrupted succession, chain. 'বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম্'—শকু° ৪. ১৫। ৪ শুভাশুভ ফল, পরিণাম। —গী° ১৮. ২৫; 'যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ'—গী° ১৮. ৩৯। ৫ পুত্র প্রভৃতি, পরিজন। 'সানুবন্ধা হতা হ্যসি'—রা° ২. ৭. ২৯। ৬ ফল-সাধনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি বা অভ্যাস। 'অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ'—মনু° ৮. ১২৬॥ আপ্° ॥ ৭ মুখ্যানুযায়ী, অপ্রধান। ৮ [বৈদ্যক] বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য। 'মূর্ছানুবন্ধা বিষমজ্বরাঃ'—সুশ্রু° উ° ৩৯. ৫৫। ৯ প্রকৃতি base. ১০ বাধা, প্রতিবন্ধ ॥ আপ্° ॥ ১১ মুখ্যানুসারী শিশু, যে শিশু পিতামাতা বা গুরুর উপদেশ অনুসরণ করে ॥ শব্দ° ॥ ১২ আরম্ভ ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ ১৩ পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ ॥ আপ্° ॥ ১৪ অনুসরণ course, pursuit. ১৫ [গণিত-শা°] ভাগানুবন্ধ। ~ক—বন্ধনযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট ॥ আপ্° ॥ ~খণ্ডনবাদ—ব্যাকরণগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার— দয়াশক্তি। ~চতুষ্টয়—বেদান্ত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°। ~দর্শন—বেদান্তগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—হরিযশা। ~ন-[অনু+√বন্ধ্ +ল্যুট্] ক্লী°, ১ বন্ধন। ২ সম্বন্ধ, সম্পর্ক। 'দুঃখং দুঃখানুবন্ধনম্'—বিক্রমো° ৪. ২০ ॥ বো-রো° ॥ ~ী—১ [অনু+√বন্ধ্+ ঘঞ্+স্ত্রী ঈপ্] স্ত্রী°, হিক্কারোগ ॥ মে° শব্দ° ॥ ২ তৃষ্ণা ॥ মে° শব্দ° ॥ ৩ [অনু+ √বন্ধ্+ণিনি; স্ত্রী—-ন্ধিনী] বিণ, অবিচ্ছিন্ন। 'অহো সরসরমণীয়ানুবন্ধিনী স্ত্রীজন-কথা'—মালতী° ১. ২০ ॥ আপ্° ॥ ৪ সংমিশ্রিত। 'নীলকণ্ঠকলকেকানুবন্ধিনা'—মালতী° ৯ ॥ আপ্° ॥ ৫ পরিণামযুক্ত, অনুরোধী। 'হিতানুবন্ধিভিঃ (ফলৈঃ)'—কিরাত° ১. ২০; দশকু° ৬০। ৬ অবিচ্ছেদ-জাত, ব্যাপক, উন্নতিশীল। 'অপি ত্বদাবর্জিত-বারিসম্ভৃতং প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্'—কুমার° ৫. ৩৪ ॥ আপ্° ॥ ~্য—১ [অনুবন্ধ +যৎ] প্রধান, মুখ্য (যাহা রোগের উৎপত্তির মূল)। 'স্বতন্ত্রো ব্যক্তলিঙ্গো যথোক্তসমুত্থানোপশমো ভবত্যনুবন্ধ্যঃ তদ্বি-পরীতলক্ষণস্ত্বনুবন্ধঃ'—চরক° বি. ৬. ১১। ২ [অনু+ √বন্ধ্ + যৎ] জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত তিন প্রকার যজ্ঞীয় পশুর অন্যতম। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে অবভৃত হইবার পর আনীত গবাদি।* [অগ্নিষ্টোম, দ্র°]

অন্‌বল—[অনু—পশ্চাৎ স্থিতং বলম্] ১ ক্লী°, পৃষ্ঠরক্ষক সেনা, পশ্চাদ্‌গামী পৃষ্ঠ-রক্ষক সৈন্য ॥ আপ্° ॥ ২ [অনুগত বল যাহার বা যাহাতে—বহু°] বিণ, বলানুযায়ী, সামর্থ্যানুরূপ। ৩ সহায়। ৪ সাহায্য, অনুগ্রহ ॥ আপ্° ॥

অন্‌বোধ—১ সুবাসিত দ্রব্যের সৌরভের উদ্বোধন, গন্ধোদ্দীপন। —আপ-শ্রৌ° ৯. ১৯. ১ ॥ শ্মি° ॥ ২ স্নানে অপসারিত চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের পুনর্লেপন। ৩ পশ্চাদ্-বোধ, পশ্চাৎ জ্ঞান, স্মরণ। পর্যায়—প্রবোধন ॥ অম° শব্দ° ॥ ~ন—[অনু+ √বুধ্+ল্যুট্ ভা°] স্মরণ, স্মৃতি, উদ্বোধন।

অন্‌ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণসদৃশ গ্রন্থ। 'ব্রাহ্মণ-সদৃশো গ্রন্থঃ'—পা° ৪. ২. ৬২ (কাশিকা)। অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ কোন্‌গুলি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সামবেদের পরিশিষ্ট এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির রচিত গ্রন্থ-সমূহকে অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিলে অসঙ্গত হইবে না। ~ী—[মূ°-ণিন্] যিনি অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন বা অবগত আছেন।

অন্‌ভই—[মূ°-অনুভবি; অপ্র°] ভোগ করি, অনুভব করি। 'দেখিলুঁ দেখিলুঁ সই যত মনে অনুভই কহিতে কহিল নয় বোলে'—পদ-রত্না° ১৩৮. ৫।

অন্‌ভঙ্গম্—অব্য, পরাজয়-অনুসারে, ভীতি-অনুযায়ী।

অন্ভদ্রা — বেদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°।—S. Mss.

অন্‌ভর্তা—১ [মূ° -র্তৃ,-র্ত্রী; বৈদিক। অনু+√ভৃ+তৃচ্] সাদৃশ্য, অনুকরণ। ২ অনুরূপ প্রশংসা, গুণানুযায়ী স্তুতি। 'মক্ষু-তোঽনুভর্ত্রী প্রতি ষ্টোভতি'—ঋ° ১. ৮৮. ৬।

অন্‌ভয় যোগ—[জৈনশা°] অপক্ষ-পাত কর্মস্পন্দন, অর্থাৎ সত্যও নহে মিথ্যাও নহে। —JD, 17.

অন্‌ভব,—[অনু+√ভূ+অপ্ ভা°] ১ স্মৃতিভিন্ন জ্ঞান, অনুমানাদি ধারাবাহিক জ্ঞান। 'অনুভবং বচসা সখি লুম্পসি'—নৈষধ° ৪. ১০৫। পর্যায়—উপলম্ভ ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ উপলব্ধি। 'অনুভবে জানলুঁ অদভুত কাজে'—প-ক° ২২৮. ২। ৩ অনুভবসিদ্ধ বিষয়, রহস্য। ৪ প্রভাব,

*। অধুনা গো-বধ নিষিদ্ধ বলিয়া দুগ্ধের সারাংশ হইতে দধি প্রস্তুত করিয়া উৎসর্গ করা হয়।

মহিমা। 'ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিব অনুভব' —চৈ-ভা°। ৫ ফল, শেষ পরিণতি ॥ আপ°॥ ৬ আবির্ভাব। 'বিশেষিয়া শুন কই, কালিকা আকাশে অই, অই অনুভবে এ সকল'—অ-ম°। ~সিদ্ধ—অনুভবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কার্য এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় বা অধিষ্ঠান।

অনুভব,, অনুভূতি — অনু-উপসর্গযুক্ত ভূ-ধাতুর অর্থ অনুরূপ হওয়া, সমানাকার হওয়া, কোন পদার্থের পদার্থান্তরের আকারে আকারিত হওয়া, কোন বিষয়ের বিষয়ান্তরে অনুগত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্‌ভাব-ভাবিত হওয়া। কিন্তু এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ মন, বুদ্ধি, হৃদয় বা চিত্তবৃত্তি-সম্বন্ধেই প্রসিদ্ধ। মন, বুদ্ধি, হৃদয় বা চিত্তবৃত্তি যখন কোন বিষয়ের সহিত যুক্ত বা সম্পর্কান্বিত হইয়া, কোন বিষয়কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, কিংবা কোন বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদাকারে আকারিত হয় বা তদ্‌ভাবে ভাবিত হয় বা তদনুরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা অনুভব বা অনুভূতি শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও চিত্ত এক মন বা অন্তঃকরণেরই বৃত্তিভেদের ভিন্ন ভিন্ন নাম। মনের বিষয়াকারতা-প্রাপ্তি ও তজ্জনিত প্রত্যয় বা জ্ঞান বা বোধ বা উপলব্ধি—এই উভয়ার্থেই অনুভব ও অনুভূতি শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপলব্ধি, বোধ, জ্ঞান, সংবেদন, সংবিৎ প্রভৃতি শব্দ ইহাদের পর্যায়গতরূপে ব্যবহৃত।

অনুভবের বৈচিত্র্য—বিষয়ের বৈচিত্র্যানুসারে ও মনোবৃত্তির বৈচিত্র্যানুসারে অনুভব বা অনুভূতির বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। বিষয় আন্তর বা বাহ্য, স্থূল বা সূক্ষ্ম, ব্যক্ত বা অব্যক্ত, জড় বা চেতন, বাস্তব বা কল্পিত, দ্রব্যগুণ বা কর্মরূপ, সামান্য বা বিশেষরূপ, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যদ্‌রূপ, পরিচ্ছিন্ন স্বভাব বা অপরিচ্ছিন্ন স্বভাব,—ইত্যাদি বিচিত্র প্রকার হইতে পারে। মন তত্তদ্‌রূপেই সেই সমস্ত বিষয়ের অনুগত হইয়া বিচিত্র অনুভূতিরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। মনের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা আছে এবং তদনুসারে অনুভূতির প্রকার-ভেদ হয়। মনের নিশ্চয়াত্মিকা, সংশয়াত্মিকা, স্মৃত্যাত্মিকা, বিপর্যয়াত্মিকা ও বিকল্পাত্মিকা বৃত্তি আছে, জ্ঞানরূপা, প্রেমরূপা, ইচ্ছারূপা ও আস্বাদনরূপা বৃত্তি আছে, হেয়োপাদেয়, উচিতানুচিত, সুন্দরাসুন্দর ও সত্যাসত্যের ভেদ-বৃত্তিভাবাবোধাত্মিকা বৃত্তি আছে। এই প্রকার 'বিভিন্নবৃত্তি-ভাবান্বিত' মন বিভিন্ন বিষয়ের সহিত পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রকার অনুভবের আকারে পরিণত হয়।

অনুভব ও বিষয়-জগতের সম্বন্ধ—অনুভব বা অনুভূতি মনেরই ধর্ম বা পরিণাম বা পরিণত অবস্থা-বিশেষ। অনুভূতি-দ্বারাই মনের আত্মপরিচয়ের ও বিশ্বজগতের সহিত পরিচয়। মনের অনুভূতিরূপ ধর্ম বা পরিণাম না থাকিলে তাহার নিকট বহির্জগতের সত্তাই থাকিত না এবং তাহার নিজের সহিতও নিজের পরিচয় হইত না। এই জন্য অনেক দার্শনিক বলেন যে, যেহেতু অনুভবের সত্তাই জগৎসত্তার প্রমাণ এবং অনুভবের অভাবে জগতের অভাব হয়, সেই জন্য অনুভবদ্বারাই জগৎ নির্মিত, জগৎ অনুভবময়—অনুভব-ব্যতীত জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পক্ষান্তরে অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন যে, অনুভব ব্যক্তিগত মনের ধর্ম এবং অনুভব হইতে স্বতন্ত্র বিষয়-জগতের সত্তা না থাকিলে বহু ব্যক্তির পক্ষে একই প্রকার জগতের অনুভব সম্ভব হইত না, সুতরাং বিষয়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অবশ্যস্বীকার্য। বিশেষতঃ, জাগ্রৎকালীন বাহ্যবিষয়ানুভূতিতে অনুভব বস্তুতন্ত্র বলিয়াই অনুভূত হয়—স্বকল্পিত বলিয়া অনুভূত হয় না, মনই বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয়—বিষয়ের স্রষ্টা বলিয়া নিজেকে অনুভব করে না; বিষয়সমূহ মনের অনুভবদ্বারাই গঠিত হইলে স্বপ্নানুভব ও জাগ্রদনুভবের কোন ভেদ উপলব্ধ হইত না, সত্যানুভূতি ও মিথ্যানুভূতির স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য প্রমাণিত হইত না, জ্ঞান ও কল্পনার কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না, ভ্রান্ত অনুভূতি নিরাকরণপূর্বক যথার্থ অনুভূতিলাভের জন্য কোন প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা হইত না, বিজ্ঞান-দর্শনাদির অনুশীলনেরও কোন সার্থকতা থাকিত না। এই সকল কারণে বিষয়জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করা চলে না। তদুত্তরে অনেক দার্শনিক মীমাংসা করেন যে, জগৎ মনোময়ই বটে, মনেরই অভিব্যক্তি বা পরিণাম বটে, কিন্তু তাহা অপূর্ণ দেশকালাবস্থাপরিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-মনের পরিণাম নয়, দেশকালাবস্থাদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ-জ্ঞানেচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন নিত্য জাগ্রত সমষ্টি-মনের বা ঐশ্বর মনের পরিণাম বা আত্মাভিব্যক্তি। সেই সমষ্টি-মন বা পরমেষ্ঠি-মনের আত্মপরিণামেই বহু ব্যষ্টিমন ও স্বতন্ত্র বাস্তব বিষয়জগতের সত্তা, এবং ব্যষ্টিমন বা জীবমন সমষ্টিমনের বিষয়াকার পরিণামসমূহের সহিত যুক্ত ও তদ্ভাবভাবিত হইয়াই সত্যানুভূতি লাভ করিয়া থাকে ও সেই সব অনুভূতি বস্তুতন্ত্র বা বিষয়তন্ত্র বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। মনের সহিত জগতের, অনুভূতির সহিত বিষয়ের যথার্থ সম্পর্ক কি, তদ্বিষয়ে দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বহুবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা প্রাথমিক স্বীকার্য যে, মন আছে ও তাহার যথার্থানুভূতির সামর্থ্য আছে, স্বতন্ত্র বিষয়জগৎও আছে ও মানস অনুভবের বিষয়ীভূত হওয়ার যোগ্যতা তাহার আছে এবং উভয়ের যোগেই অনুভব সংঘটিত হইয়া থাকে।

অনুভবের আধার, আশ্রয় ও অধিষ্ঠান—অনুভব প্রাণিজগতে একটী মৌলিক তথ্য। ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া অন্য কোন তথ্যে পরিণত করা যায় না, অন্য কোন দৈহিক বা মানসিক ব্যাপারদ্বারা ইহার লক্ষণও নির্দেশ করা যায় না, অন্য কোন দ্রব্যগুণ বা কর্মের সহিত ইহার

তুলনাও সম্ভব নয়। অনুভব স্বসংবেদ্য, স্বানুভবগোচর। যে আধারে অনুভব হয় তাহারই অনুভবের সহিত পরিচয় হয়, অন্যথা ইহার স্বরূপ নির্ধারণের কোন উপায় নাই। একের অনুভব অন্যের যথাযথ অনুভব গোচর হয় না। তবে এক জনের অনুভবের বিষয় অন্যের অনুভবের বিষয় হইতে পারে। সাধারণতঃ বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধেই ইহা নিশ্চিত-রূপে বলা যায়। কখন কখন বাহ্য লক্ষণ অনুধাবন করিয়া এক জনের সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, ঘৃণা-ভয়, দয়া-স্নেহ প্রভৃতি আন্তর অনুভূতির বিষয়ও অপর কেহ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। চিত্তের উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা বা বিশেষ শক্তির অনুশীলনদ্বারা কেহ কেহ (যথা, যোগিগণ) অন্যের আন্তর অনুভূতির বিষয় বাহ্য লক্ষণ-ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষভাবেও নিজের অনুভূতির বিষয় করিবার সামর্থ্য লাভ করেন; কিন্তু একের অনুভূতি অন্যের অনুভূতিগোচর হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মানুষমাত্রেরই অনুভূতি আছে এবং মনুষ্যেতর প্রাণিমাত্রেরও অনুভূতি আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অপরাপর মানুষের মধ্যে অনুভূতির সত্তা যে প্রণালীতে আমরা নির্ধারণ করি, মনুষ্যেতর প্রাণিসমূহের মধ্যে ও অনুভূতির বিদ্যমানতা সেই প্রণালীতেই আমরা অনুমান করিয়া থাকি। মানুষের আন্তর ও বাহ্য অনুভূতির ক্ষেত্র যত বিস্তৃত, মানুষের অনুভূতি যত বিচিত্র ও যত গভীর অন্যান্য প্রাণীদের তদ্রূপ নয়। বস্তুতঃ যে প্রাণীর অনুভূতির বৈচিত্র্য, গভীরতা ও প্রসার যত কম, সেই প্রাণীই তত নিকৃষ্ট, তাহার চিত্ত তত অবিকশিত, প্রাণশক্তি তত নিম্নস্তরে অবস্থিত।

উদ্ভিদাদির অনুভূতি আছে কি না, তাহাদের মন আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা বিষয়াকারে আকারিত হইয়া অনুভব-বিশিষ্ট হয় কি না, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেক উদ্ভিদের যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, শ্রান্তি ও ক্লান্তির অনুভূতি আছে, তাহাদের জীবনরক্ষা ও জীবন-বিকাশের জন্য আবশ্যক হেয়োপাদেয় বিষয়-সমূহের কতকটা অনুভূতি আছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সকল উদ্ভিদেরই যে অল্পাধিক এইরূপ অনুভূতি বিদ্যমান, যেখানেই জীবনী শক্তির প্রকাশ সেখানেই যে অনুভবশক্তিও কতক পরিমাণে বিকশিত, তাহা অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক প্রায় স্বীকৃত হইতেছে। প্রাচীন আর্যগণের মতে উদ্ভিদ্‌গণ সামান্য অনুভূতি-সম্পন্ন—'অন্তঃ-সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখসমন্বিতাঃ'।

সেখানে অনুভূতি আছে, সেখানেই মনের অস্তিত্ব স্বীকার্য। অনুভূতিই মনের অস্তিত্বের পরিচায়ক। তদ্ব্যতীত মনের অস্তিত্বেরই কোন প্রমাণ নাই। মনের স্বভাব ও বিকাশের পরিচয়ও অনুভূতির স্বভাব ও বিকাশদ্বারাই হইয়া থাকে। যে আধারে অনুভূতি যত বিচিত্র, যত গভীর, যত প্রসারিত ও যত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই আধারে মন তত উৎকর্ষপ্রাপ্ত এবং সেই আধার তত উন্নত বলিয়া প্রখ্যাপিত হয়।

কিন্তু অনুভূতির আধারের স্বরূপ কি? তৎসম্বন্ধে বহুবিধ মত-মতান্তর দৃষ্ট হয়। জড়বাদিগণের মতে মন-নামধেয় স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নাই। জড়দেহেরই ক্রমোৎকর্ষে স্নায়ু-মণ্ডলীর বিকাশ হয়। স্নায়ু-মণ্ডলীর উৎকৃষ্টতম অংশ মস্তিষ্ক নামে অভিহিত হয়। স্নায়ু-মণ্ডলী ও তৎকেন্দ্রীভূত মস্তিষ্কই অনুভূতির আধার। যে প্রাণীতে স্নায়ু-মণ্ডলী ও মস্তিষ্ক যত বিকশিত ও উৎকর্ষ-প্রাপ্ত, তাহাতেই অনুভূতির তত বৈচিত্র্য, প্রসারতা, গভীরতা ও সামঞ্জস্য। সুতরাং অনুভূতি দেহাবয়ব-বিশেষেরই পরিণাম-মাত্র। অতএব অনুভবাত্মক মন দেহেরই ধর্ম বা দেহেরই পরিণামবিশেষ—দেহাবয়ব বিশেষের সহিত বিষয়সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতেই অনুভূতির জন্ম।

মনঃস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ নানাবিধ যুক্তিতর্ক-দ্বারা প্রতিপাদন করেন যে, অনুভূতি-ব্যাপার কোন ক্রমেই জড়দেহের বা দেহাংশের পরিণামমাত্ররূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অনুভূতি চেতন-সাপেক্ষ। জড়-ব্যতিরিক্ত চেতন-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অনুভবের স্বরূপনির্দেশই অসম্ভব, অনুভবের বৈচিত্র্যাদির হেতু-নিরূপণ তো নিতান্তই অসম্ভব। জড় অনুভবের বিষয়ই হয়, আশ্রয় হইতে পারে না, অনুভবিতা হইতে পারে না। চেতনের অনুভব-ব্যাপারের জন্য জড়দেহাবয়বাদির করণ বা উপকরণ-রূপে সহকারিতা আবশ্যক হইতে পারে, প্রত্যেক অনুভব-ব্যাপারের সহিত স্নায়ু ও মস্তিষ্কের আলোড়ন-স্পন্দন-সঙ্কোচন-প্রসারণাদি ব্যাপার নিয়তভাবে যুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা অনুভূতি জড়ের ধর্ম বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। অনুভব চেতনের ধর্ম, জড়ের নয়।

এই চেতনের স্বভাব কি? অনেকে (যথা, বৌদ্ধগণ ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনকারিগণ) প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন যে, নিয়ত পরিণামশীল স্রোতোরূপে প্রবহমান মনই অনুভবের আশ্রয় ও আধার। অনুভব মনেরই পরিণামবিশেষ এবং মনেই তাহার পরিচয় হয়। মন চেতন-স্বভাব, কিন্তু নিত্য অপরিণামী বস্তুবিশেষ নয়। প্রবাহরূপেই মনের সত্তা। অনুভব এই প্রবাহের মধ্যেই হয়, তজ্জন্য কোন নিত্য পরিণামরহিত চেতনসত্তার অপেক্ষা রাখে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মনের অনুভবরূপ যে পরিণাম হয়, সেই পরিণামের ভিতরেই অনুভবেরও অনুভব হইয়া থাকে। কেহ কেহ তাহা অসম্ভব বোধ করিয়া বলেন যে, পূর্ববর্তী অনুভবরূপ পরিণাম পরবর্তী মনঃ-পরিণামের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

অধিকাংশ দার্শনিক সম্প্রদায়ই এই জাতীয় মতবাদ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে অনুভব মনের পরিণামবিশেষ বটে, কিন্তু পরিণামশীল মন স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ নহে। পরিণাম পরিণামের জ্ঞাতা, বোদ্ধা বা অনুভবিতা

হইতে পারে না—নিজেরও নয়, পরিণামান্তরেরও নয়। সকল পরিণামের মধ্যে যাহা অপরিণামী, সকল বিষয়ের যাহা বিষয়ী, এমন একটী স্বপ্রকাশ স্বয়ংজ্যোতিঃ অপরিণামী নিত্য নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অনুভূতির সমীচান ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাঁহাদের মতে, আত্মাই অনুভবের আধার, আত্মাই মনের অধিষ্ঠান, আত্মার চৈতন্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াই মনঃপরিণামসমূহ অনুভবরূপে প্রকাশিত হয়, আত্মাই বস্তুতঃ জ্ঞাতা, বোদ্ধা বা অনুভবিতা, মন আত্মার করণমাত্র, মনের বৃত্তি-অবলম্বনে আত্মাই সকল বিষয়ের অনুভবিতা হইয়া থাকে। বাহ্য বিষয়ের অনুভূতিতে বহিঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের সহিত যুক্ত হয় এবং মনরূপ অন্তঃকরণের সহিত তাহার যোগ স্থাপন করে, মন ইন্দ্রিয়ানুগত হইয়া বিষয় গ্রহণপূর্বক তদাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় এবং বিষয়াকারে পরিণত বা বিষয়ভাবভাবিত মনোবৃত্তি আত্মার চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা বিভাসিত হইয়া অনুভবরূপে প্রকাশিত হয়। আন্তর বিষয়ের অনুভূতিতে বহিরিন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা থাকে না, মনই বিচিত্র বৃত্তিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া আত্মার চৈতন্যালোকে অনুভবরূপে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রকার অনুভূতির অন্তরালেই আত্মা স্বাক্ষিস্বরূপে বিরাজিত থাকে, তাহার কোন পরিণাম বা বিকার হয় না। আত্মার যথার্থ স্বরূপ কি? আত্মা অণু কিংবা বিভু অথবা মধ্যমপরিমাণ? আত্মার সহিত মনের ও দেহের সম্বন্ধ কি এবং কি ভাবে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়? দেহ ও মনের সহিত বিযুক্ত হইলে আত্মা কি অবস্থায় থাকে? এই সমুদয় ব্যাপারসম্পর্কে বহুবিধ মতভেদ আছে, সে সমুদয় এই নিবন্ধে আলোচ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটু বক্তব্য এই যে, বাহ্য বিষয়েরও অনুভূতি আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত অন্তঃকরণেই হয়। কিন্তু যে দেশে যে কালে যেরূপ আকৃতিগুণাদিসম্পন্ন বিষয়টী অবস্থিত থাকে, সেই দেশে সেই কালে তদ্রূপই তাহা অনুভূত হয়। তেমনি দেহের কোন অবয়বে সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে, সেই অবয়বেই তাহা অনুভূত হয়। আভ্যন্তরীণ মনোবৃত্তিসমূহ মনেই অনুভূত হইয়া থাকে। সকল অনুভবেরই প্রকাশক স্বাক্ষিস্বরূপে আত্মা অবস্থান করে। এক আত্মাই সর্ববিষয়ের পরিণামবিহীন অনুভবিতা বলিয়া 'সবই আমার অনুভব'—এইরূপ অনুভূতিও সর্বত্রই অনুস্যূত হয়, এবং স্মৃত্যাদিও সম্ভব হয়। সকল অনুভূতির অনুভবিতা, সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা, সকল কর্মের কর্তা, সকল ভোগের ভোক্তা 'আমি' বলিয়া যে আমাদের প্রত্যেকেরই অনুভব আছে, যদিও অজ্ঞানতাবশতঃ দেহেন্দ্রিয়মনের ধর্ম ও অবস্থাদি আত্মায় আরোপিত হওয়ায় আত্মাকেও (আমাকেও) পরিবর্তনশীল বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। এই 'আমি' প্রত্যয়দ্বারা সেই শুদ্ধ চেতন আত্মাই লক্ষিত হয়।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার অনুভব—(ক) জাগ্রদনুভব—আমাদের চেতনার স্বাভাবিক ত্রিবিধ অবস্থা আমরা অনুভব করিয়া থাকি—'জাগ্রৎ', 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি'; এই ত্রিবিধ অবস্থা প্রাণিসাধারণ। তদতিরিক্ত একটী চতুর্থ অবস্থা আছে যাহা একমাত্র মানুষের পক্ষেই যোগসাধনদ্বারা অধিগম্য। ইহাই 'তুরীয়'-অবস্থা নামে অভিহিত হয়। চতুর্বিধ অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থার অনুভবেরই বৈশিষ্ট্য আছে। জাগ্রদবস্থায় মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সহকারিতায় অজড়ভাবে প্রযত্নশীল থাকে এবং বাহ্য ও আন্তর বিচিত্র বিষয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া বিচিত্র অনুভব লাভ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় বাস্তব জগতের বিচিত্র বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ এবং বিষয়ানুরঞ্জিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত মনের যোগের অনুভব হয় বলিয়া জাগ্রদনুভবগোচর বিষয়রাজ্যকেই আমরা সত্য জগৎ বলিয়া স্বীকার করি। জাগ্রৎকালীন জ্ঞান-কর্ম-ভোগাদিকেই যথার্থ জ্ঞান, সার্থক জ্ঞান, সার্থক কর্ম ও সম্যক্ ভোগ বলিয়া অনুভব করি; জাগ্রৎকালীন বিচিত্র অনুভব-পরম্পরার মধ্যে যোগসূত্র ও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, বিভিন্ন দেশকালবর্তী বিচিত্র স্বভাবান্বিত মনুষ্যগণের বাস্তব বিষয়ক অনুভূতির মধ্যেও সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হয় এবং এই সামঞ্জস্যের ফলেই তাহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-সম্প্রদায়াদি-গঠন সম্ভব হইয়া থাকে। জাগ্রদ্দশায় দেশকালাবস্থাদির বৈচিত্র্যসত্ত্বেও একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির একই রকম অনুভব হওয়ায় এবং এই বিষয়-জগতে একই প্রকার দ্রব্য-গুণ, কার্য-কারণ, কর্ম-কর্মফল, ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধের শৃঙ্খলা সকলেরই অনুভূতি-গোচর হওয়ায়, এই অবস্থার অনুভবকে 'বস্তু-তন্ত্র' বা 'বিষয়-তন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়, মনঃকল্পিত বা মনঃ-পরিণাম-সম্ভূত বলা হয় না। জাগ্রদ্দশার অনুভব অবলম্বনেই সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিৎ প্রভৃতির বাস্তব ভেদ নির্ধারণ করা হয়। যে সকল দার্শনিক পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকেই 'মিথ্যা' বা 'তাত্ত্বিক সত্তারহিত' বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারাও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জাগ্রদ্দশোপলব্ধ বিশ্ব-প্রপঞ্চকে 'বাস্তব সত্য' বলিয়া স্বীকার করেন, অনুভূতির বা মনঃ-পরিণামের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট জগৎ বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করেন। যাঁহারা সমস্ত বিষয়জগৎকেই অনুভবাত্মক বা বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারাও স্বপ্নাদি অবস্থার অনুভূতি হইতে জাগ্রদবস্থার অনুভূতির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং জাগ্রদনুভূতির জগতে অর্থক্রিয়াকারিত্বের অনুভবহেতু ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

(খ) অনুভব ও সংস্কার—জাগ্রদবস্থাতেও মন যে সর্বাংশেই একই রকম

ক্রিয়াশীল থাকে এবং মন যে সর্বতোভাবেই সুস্পষ্ট অনুভব-রূপ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা নহে। মনের উপরিভাগে হইতে থাকে 'স্ফুট-অনুভব'-রূপ পরিণাম এবং তদ্দ্বারাই জ্ঞান-কর্মভোগাদি ব্যাপার সুসম্পন্ন হয়। তাহার নিম্নভাগে 'অস্ফুট-অনুভব'-রূপ বা সংস্কার-রূপ পরিণাম হইতে থাকে। স্ফুট-অনুভবের বিষয়সমূহ অস্ফুট-অনুভব বা সংস্কারের বিষয়ীভূত হইয়া প্রযত্নশীল মনোভাগের নিম্নপ্রদেশে বা পশ্চাতে অবস্থান করে। স্ফুট-অনুভবের উপর এই সমস্ত প্রাক্তনানুভবজনিত সংস্কারের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। এই সব সূক্ষ্ম সংস্কারদ্বারাই আমাদের স্বভাব গঠিত হয় এবং তাহারই ফলে স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্তি প্রভৃতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই সকল সংস্কারের বিষয়সমূহ উদ্বোধক-কারণ-বিশেষের প্রভাবে স্ফুট-অনুভূতির স্তরে প্রকাশিত না হইলে, তাহাদের সহিত সম্যক্ পরিচয় হয় না। উত্তেজক হেতু ব্যতীতও চিত্তের পরিণাম-প্রবাহে যথাকালে অনেক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতি-রূপে ও রাগ-দ্বেষ-প্রবৃত্ত্যাদিরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। বিশেষ বিশেষ যৌগিক প্রক্রিয়াদ্বারাও প্রযত্নবলে অনেক সংস্কার উদ্বোধিত করা ও স্ফুট-অনুভবের স্তরে উন্নীত করা এবং অনেক সংস্কারকে চিরতরে নিরুদ্ধ করাও সম্ভব হয়। প্রত্যেক জীবেরই মনে এই সংস্কারের স্তরে কত প্রকার প্রাক্তন অনুভব যে সূক্ষ্ম-ভাবে বিরাজ করিতেছে এবং সূক্ষ্মাবস্থা-তেই পরিণাম-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। তন্মধ্যে যাহারা স্ফুট-অনুভবের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাদের সহিতই পরিচয় হয়। অস্ফুট-অনুভবময় স্তরেরও নিম্নভাগে মনের একটী স্তর আছে,—তাহাতে সংস্কার-সমূহেরও ভেদ থাকে না, সবই বীজাকারে বা কারণাকারে থাকে, মনঃপরিণামও অখণ্ডিত ভাবে কারণাকারেই হইতে থাকে। ইহাকে কেহ কেহ 'অননুভব' বা 'অনুভবাভাবে'র স্তর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুভবের আত্যন্তিক অভাব হইলে তাহাকে মনের স্তরবিশেষ বলিয়া নির্দেশ করাও যুক্তিযুক্ত হয় না, এবং তাহার বিবর্তনে বা পরিণামে অনুভব বা সংস্কারের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তিও সম্ভব হয় না। সুতরাং মনের এই স্তরকে 'সংস্কার-বীজ' বা 'সংস্কারাশয়' আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। মনের এই স্তর 'প্রকৃতি'র সহিত অভিন্ন অবস্থায় বর্তমান, ইহা অব্যক্ত, এবং সকল সংস্কারই কারণ বা বীজরূপে এই স্তরে থাকে, এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে সংস্কার-রূপে সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও পরে স্ফুট-অনুভবরূপে ব্যক্তাবস্থায় উন্নীত হয়। যোগশাস্ত্রানুসারে যোগাভ্যাস দ্বারা এই সংস্কারবীজের বা সংস্কারাশয়েরও সাক্ষাৎকার লাভ করা, তাহা আয়ত্ত করা ও তাহার বিনাশসাধন দ্বারা কৈবল্যলাভ করা সম্ভব। সংস্কারবীজ থাকা পর্যন্ত মুক্তি নাই, কারণ সেই বীজ হইতে সংস্কার-রাশির প্ররোহ ও তাহা হইতে সংসারানু-ভবের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

(গ) স্বপ্নানুভব—স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় জড়ীভাব প্রাপ্ত হয়, কেবল মন ক্রিয়াশীল থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত স্বতন্ত্র বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগ থাকে না, মন ইন্দ্রিয়দ্বার অবলম্বনে বিষয়ের সহিত যুক্ত হয় না, অথচ মনের সম্মুখে বিচিত্র বিষয় অবভাসিত হয়, মনের বিচিত্র পরিণাম হয়। ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়ের স্বভাব দ্বারা মনের পরিণাম নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায়, অনুভব তখন বস্তুতন্ত্র হয় না, স্মৃতিপথারূঢ় ও কল্পনাপ্রসূত বিচিত্র বিষয়ের অনুভূতি হইতে থাকে। স্বপ্নাবস্থার অনুভূতি শুধুই মানস অনুভূতি। জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার ভেদ প্রামাণিকগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 'জাগ্রদ্দশানাম ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানাবস্থা', 'স্বপ্নাবস্থা ইন্দ্রিয়াজন্য-বিষয়গোচরাপরোক্ষান্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থা' — বেদান্তপরি°। স্বপ্নানুভূতির বিষয়-সমূহ প্রায়শঃ জাগ্রৎকালীন অনুভূতির সংস্কার হইতেই গৃহীত হয়, বিভিন্ন সংস্কারের সংমিশ্রণ হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারা অনেক সময় নূতন নূতন অননুভূতপূর্ব আকারও গ্রহণ করে, কখন কখন এমন স্বপ্নানুভবও হয় যাহার বিষয় জাগ্রদবস্থায় পূর্বানুভূত কোন বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা সমর্থিত হয় না, পক্ষান্তরে যাহা বাস্তব বিষয়তন্ত্র জাগ্রদনুভবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব স্বপ্নানুভূতির উৎপত্তিহেতু-সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে।

স্বপ্নান্তে জাগরণের অবস্থায় অনেক স্বপ্নানুভবের সুস্পষ্ট স্মৃতি উদ্বোধিত হয়। সুতরাং স্বপ্নানুভব যে একটী সত্য মানস ব্যাপার, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু স্বপ্নানুভূত বিষয়সমূহ অনুভবকালে জাগ্রদনুভূত বিষয়ের ন্যায়ই যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, জাগ্রৎকালীন অনুভূতি দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া জাগ্রদবস্থায় তাহারা মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়। জাগ্রদনুভূতিলব্ধ দেশ-কাল-নিমিত্ত-কার্য-কারণ-শৃঙ্খলাদির সহিত স্বপ্নানুভূত বিষয়-সমূহের অসামঞ্জস্য প্রতিভাত হয়। জাগ্রদ-বস্থায় যে ব্যক্তি নিজেকে দরিদ্র দুর্বল নিঃসহায় অনাহারক্লিষ্ট পর্ণকুটীরবাসী বলিয়া অনুভব করে, সেই ব্যক্তিও স্বপ্নাবস্থায় নিজেকে অপরিমিত ধনরত্নাদিসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্য-সামন্তাদি-সেবিত প্রবলপ্রতাপান্বিত মহারাজ চক্রবর্তী বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে; চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা উদরতর্পণ-পূর্বক পালঙ্কশয্যায় আরামে নিদ্রিত থাকিয়াও কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অনাহার অনিদ্রা ও হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যের ক্লেশ ভোগ করিতে পারে। ক্ষুদ্র কুটীরে এক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রিত থাকিয়াও স্বপ্নে সেই সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। যেহেতু জাগ্রদনুভূতিই সত্যের তুলাদণ্ড, সেইহেতু এই সব স্বপ্নানুভূতি-গোচর বিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব স্বীকার অনিবার্য। কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায়

ইহাদিগকে প্রাতিভাসিক সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

(ঘ) সুষুপ্ত্যনুভব—সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহিত মনও জড়ীভাব প্রাপ্ত হয়। তখন কোন বিষয়েরই স্ফুট-অনুভব থাকে না। মন তখন অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। সে অবস্থায় কোন প্রকার অনুভূতি থাকে কি না, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে, তদবস্থায় মন অনুভবরহিত হইয়া বিদ্যমান থাকে। অনুভূতিরাহিত্যই সুষুপ্তি। পক্ষান্তরে অনেক দার্শনিকের মত এই যে, মন কখনও সম্পূর্ণ অনুভবরহিত অবস্থায় থাকে না। মন জড়ীভাব-প্রাপ্ত হইলেও সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে, তখন বিষয়-বৈচিত্র্যের সহিত যোগ না থাকায় মনের সরূপ-পরিণাম চলিতে থাকে, তাহার অনেকাকার পরিণাম লুপ্ত হইয়া একাকার পরিণাম চলিতে থাকে। অনুভূতিই যখন মনের স্বভাব, তদ্বিরহিত অস্তিত্বই তাহার সম্ভব নয়। সুষুপ্তিকালেও যে অনুভব থাকে, সুষুপ্তিভঙ্গে তাহার স্মৃতিই তৎসম্পর্কে বিশেষ প্রমাণ। সুষুপ্তিভঙ্গে জাগ্রদবস্থায় স্মরণ হয় যে, আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই,—'সুখমহমস্বাপ্সম নকিঞ্চিদবেদিষম্'। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুষুপ্তিকালে আনন্দ ও অজ্ঞানতার অনুভূতি থাকে, এবং তাহাই জাগ্রতকালে স্মৃতিপথে উদিত হয়।

অনুভবরাহিত্যবাদিগণ আপত্তি করেন যে, ইহা যথার্থতঃ সুষুপ্তিকালীন অনুভবের স্মৃতি নয়; তৎকালে যে কোন প্রকার দুঃখানুভূতি ছিল না, কোন প্রকার জ্ঞান বা বিষয়বৈচিত্র্যের অনুভূতি ছিল না, মন যে অনুভবরহিত ছিল, জাগ্রদবস্থায় তাহারই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুষুপ্তির পূর্বে যে অনুভব ছিল, তাহার স্মরণ হয়; সুষুপ্তির অন্তে বিষয়ানুভব হয়; মাঝখানে সুষুপ্ত্যবস্থার কোন স্মৃতিই নাই; সুতরাং তৎকালে কোন কিছুরই যে অনুভব হয় নাই, তাহাই অনুমান করা হয়।

সুষুপ্ত্যনুভববাদিগণ এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, সুষুপ্তিতে যদি সর্বাধিক অনুভবেরই অভাব ঘটিত, তবে এই অভাব জাগ্রৎকালে স্মৃতির বিষয়ও যেমন হইত না, তেমনি প্রত্যক্ষের বিষয়ও হইত না, অনুমানাদি কোন প্রমাণের হেতুও তদ্বিষয়ে পাওয়া যাইত না, সুতরাং তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়ই থাকিয়া যাইত। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত যখন উপলব্ধি হয় যে, আমি আনন্দে ছিলাম ও কিছু জানি নাই, তখন এই উপলব্ধি স্মৃতিমূলকই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সুষুপ্তিকালীন আনন্দ ও অজ্ঞানতা শুধু দুঃখ ও জ্ঞানের অভাবমাত্র নয়, তাহা সত্যই অনুভবের বিষয়, এবং জাগরণে এই অনুভবের সংস্কারই স্মৃতিরূপে উদ্বুদ্ধ হয়।

বেদান্তাদি দর্শনের মতে, সুষুপ্তিতে বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ছিন্ন হওয়ায় এবং মনোবৃত্তিরও বৈচিত্র্য না থাকায়, বাহ্য ও আন্তর যাবতীয় বিষয়ই ভাবরূপ (অভাব-রূপ নয়) অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হয়, এবং প্রশান্তবাহী অজ্ঞান ভাবভাবিত চিত্তে স্ব-প্রকাশ আত্মার চৈতন্যালোকে অজ্ঞানেরই সাক্ষাৎকার হয় ও আত্মার স্বরূপগত আনন্দ প্রতিফলিত হয়।

যোগশাস্ত্রানুসারে সুষুপ্তিতে অভাবেরই যথার্থ প্রতীতি বা অনুভব হইয়া থাকে ('অভাবপ্রত্যয়ালম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা'—যোগসূত্র), এবং জাগরণে তাহারই স্মৃতি হয়। অভাবের যদি সাক্ষাৎ অনুভব না হইত, তবে জাগরণে তাহার স্মৃতিও হইত না, তৎসম্বন্ধীর কোন বোধই হইত না ('সখল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদ্ অসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতশ্চ ন স্যুঃ—যোগভাষ্য)। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী নিদ্রার ভেদ স্বীকার করিয়া তাহাতে অনুভূতির বৈলক্ষণ্য নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সুষুপ্তিভঙ্গে কখন বোধ হয় 'আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন প্রসন্ন ও প্রজ্ঞা স্বচ্ছীভূত হইয়াছে,' কখন বোধ হয় 'আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অস্থির হইয়া অবশভাবে ভ্রমণ করিতেছে,' কখন বোধ হয় 'আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, আমার শরীর ভারাক্রান্ত, চিত্ত অলস ও স্তব্ধীভূত,' ইত্যাদি। সুষুপ্তিভঙ্গকালীন এই প্রকার স্মৃতি বা অনুভূতির ত্রিবিধ ভেদদ্বারা সুষুপ্তি-কালীন অনুভবেরও ত্রিবিধত্ব প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তির অবস্থাতেও অস্ফুটভাবে সত্ত্ব-গুণান্বিতমনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন সুখানুভূতি, রজো-গুণান্বিতমনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুঃখানুভূতি এবং তমোগুণান্বিতমনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মোহানুভূতি হইয়া থাকে। জাগ্রদনুভূত দেহেন্দ্রিয়মনের উপরও সুষুপ্ত্যনুভূতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব ইহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

(ঙ) সুষুপ্তি ও মূর্ছা—সুষুপ্তিকালীন অনুভবে এই প্রকারভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে, নিদ্রাভঙ্গ-কালীন মানসিক গ্লানি, অবসাদ, দুঃখ, অধীরত্ব, বিভ্রান্তত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি নিদ্রাকালীন যে অবস্থার পরিচায়ক, তাহা বস্তুতঃ সুষুপ্তির অবস্থা নয়। চিত্তবৃত্তি যখন রজোগুণ দ্বারা সংক্ষোভিত বা তমোগুণ দ্বারা মোহাভিভূত থাকে, তখন যথার্থতঃ সুষুপ্তির অনুভব হয় না। সুষুপ্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য এই যে, উভয় অবস্থারই পরে জাগ্রৎকালে কোন বিষয় বৈচিত্র্যের স্মৃতি থাকে না, অজ্ঞানতার আবরণ উভয় অবস্থাতেই সমান। যেমন হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে বা স্নায়বিক বৈকল্যে কিংবা নিদারুণ উন্মাদ অবস্থায় চিত্তে দুঃখ-গ্লানি-মোহাদির অনুভব এবং অন্যান্য প্রকার অনুভবের নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও, রোগমুক্তিকালে তদবস্থার কোন স্পষ্ট স্মৃতি থাকে না, কিন্তু সেই হেতু সেই অবস্থাকে সুষুপ্তি বলা যায় না, এইসব ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। ইহা চিত্তের 'মূর্ছিত' অবস্থা, সুষুপ্ত অবস্থা নয়। চিত্তের মূর্ছিত অবস্থায় বিচিত্র অনুভূতি সম্ভব, কিন্তু মূর্ছাভঙ্গে

তাহার প্রভাব ও সংস্কার বিদ্যমান থাকিলেও যথাযথ স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয় না। এরূপ মূর্ছিত অবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালনাও দৃষ্ট হয়, হাস্যক্রন্দনাদিও লক্ষিত হয়, অন্য লোকের সহিত বাক্যব্যবহার ও প্রশ্নোত্তরাদিও অনেক ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। এক জন যখন মন্ত্রবলে বা প্রবলতর ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে অপর এক জনের মনকে অভিভূত ও মূর্ছাভাবপ্রাপ্ত করে, তখন শেষোক্ত ব্যক্তির ব্যবহারে অবশভাবে পূর্বোক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুরূপ সর্বপ্রকার কার্যসংঘটিত হইতে দেখা যায়, জাগরণের সব লক্ষণই তাহার ব্যবহারে দেখা যাইতে পারে, কিন্তু দেশকালনিমিত্তাদির স্বাভাবিক অনুভূতির সহিত এই সব ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকে না, এবং স্বচ্ছ অবস্থালাভ হইলে উক্ত প্রভাবিত অবস্থার অনুভূতির কোন স্মৃতি থাকে না। এরূপ মূর্ছিত অবস্থায় নানাপ্রকার অলৌকিক অনুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

(চ) **তুরীয়ানুভব**—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (এবং মূর্ছা) অবস্থার অতিরিক্ত একটী চতুর্থ বা 'তুরীয়' অবস্থার অনুভূতি আছে। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সুষুপ্তি বা মূর্ছার ন্যায় জড়ভাব বা অবশভাব প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সুনিপুণ অভ্যাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিরুদ্ধ হয়। ইহাকে মনের সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় অনুভূতি জাগ্রদবস্থার ন্যায়ই সুস্পষ্ট, কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগের উপর নির্ভরশীল নয়। স্বপ্নাবস্থার ন্যায় ইহাতে মন ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষভাবে অনুভবশীল হয়, কিন্তু প্রাক্তন সংস্কার বা বাসনার প্রভাবে মন অবশভাবে নানাপ্রকার বৃত্তিরূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয় না। সুষুপ্তির ন্যায় ইহাতে মন প্রশান্ত ও প্রসন্ন থাকে, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে না। ইহাতে অজ্ঞানেরও অনুভূতি হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বহু বিষয়েরও অনুভূতি হয় না, বিচিত্র মনোবৃত্তিরও অনুভূতি হয় না, অথচ অনুভূতি নিরতিশয় সুস্পষ্ট, যথার্থ ও আনন্দময়। এই অনুভূতিতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ তিরোহিত হয়, অনুভব-প্রচেষ্টা অনাবশ্যক হয়, অনুভবিতা, অনুভাব্য ও অনুভূতি-প্রক্রিয়া এক হইয়া যায়। তখন অনুভব সচ্চিদানন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকে, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা তুরীয়ভাবাপন্ন চিত্তে স্বরূপতঃ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিজেকেই নিজে অনুভব করিতে থাকে এবং নিজের স্বভাবভূত আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকে। বৈদান্তিকগণ এবং আরও বহু দার্শনিক-সম্প্রদায় তুরীয়-অবস্থার বিষয়-বিষয়ি-ভেদ-রহিত দেশকালানবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ অনুভবকেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন। মন তখন বৃত্তিপরিণাম ও বিষয়াকার-পরিণাম ত্যাগ করিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান করে,—'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'।

(ছ) **সমাধিজ অনুভূতির বৈচিত্র্য**—তুরীয়াবস্থার অনুভূতি স্বাভাবিক চিত্ত-পরিণামের ফলে হয় না। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সুনিয়ত অভ্যাস দ্বারা ইহা লাভ করিতে হয়। মনের অমনীভাব সম্পাদন বা আত্মাকার পরিণাম দ্বারা এই অবস্থা অধিগত হয়। তখন খণ্ডানুভূতি অখণ্ডানুভূতিতে পরিণত হয়, সংসর্গাবগাহী অনুভব সংসর্গানবগাহী অনুভবে পর্যবসিত হয়। এই অনুভূতিতে কোনপ্রকার সংশয় ও বিপর্যয়ের অবকাশ থাকে না। কিন্তু ধারণা, ধ্যান, সমাধি পরিপক্ক হইয়া তুরীয়াবস্থায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে মনের অনেক স্তর ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে হয়, এবং প্রত্যেক স্তরে বিশেষ বিশেষ অনুভবের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে সমাধি প্রথমতঃ দুই স্তরে বিভক্ত হইয়াছে,—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া—মনবিক্ষেপা-বরণরহিত হইয়া—আত্মার সারূপ্য বা সাম্য লাভ করে, অসঙ্গ আত্মা কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্মার স্বরূপানুভূতি ব্যতীত আর কোন অনুভূতি থাকে না। তখনই যথার্থ তুরীয় অবস্থা। বৈদান্তিকগণ ইহাকে নির্বিকল্প সমাধি আখ্যা দিয়া থাকেন। মন তখন বিকল্পরহিত। এই অবস্থার অনুভব যে কিরূপ, বিকল্পযুক্ত মনে তাহার কল্পনাও সম্ভব নয়, শুধু নিষেধ-বোধক শব্দ দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির সর্ববিধ অনুভব হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য নির্দেশ করা হয়, এবং ইহা যে অনুভবরহিত জড় অবস্থা নয়, তাহা নির্দেশ করা হয়। খণ্ড জ্ঞানে অখণ্ড জ্ঞানের কোন ধারণা হয় না।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত একাগ্রভূমিতে স্থিতিলাভ করে, একটীমাত্র বিষয় অবলম্বনে চিত্ত সমুজ্জ্বলভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়, উক্ত একটীমাত্র অবলম্বিত বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুরই অনুভূতি থাকে না। একটীমাত্র বিষয় ধ্যেয়রূপে থাকে বলিয়াই, তখন বিষয়ও বিষয়ীর ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় না, অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডাকারা হয় না, চিদ্‌জড়ের ভেদ তখন সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, চিত্ত সম্যক্‌রূপে আত্মাকারে বা ব্রহ্মাকারে আকারিত হয় না। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও 'সবিতর্ক' ও 'নির্বিতর্ক', 'সবিচার' ও 'নির্বিচার', 'সানন্দ' ও 'সাস্মিত' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করে। প্রত্যেক স্তরেই অনুভূতির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক, বিচার আনন্দ ও অস্মিতার উর্ধে; তখন 'আমি' 'আমার আনন্দ', 'আমার জ্ঞান', 'আমার ইচ্ছা' ইত্যাদিরূপ কোন বিশেষ অনুভবই থাকে না; তখন অনুভব-স্বরূপ বা চিৎস্বরূপমাত্র বিদ্যমান থাকে। তখন সর্বপ্রকার তাপ-ক্লেশ-বন্ধনের অনুভূতি হইতে যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

ধারণা ধ্যান সমাধি যখন বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বে যুক্ত না হইয়া, বিশেষ বিশেষ লৌকিক বা অলৌকিক, আধ্যাত্মিক

বা আধিদৈবিক, স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণরূপ বিষয়ের নিয়ত অনুধ্যানে রত হয়, তখন অনেক প্রকার অলৌকিক বা অসাধারণ শক্তি বা বিভূতি অধিগত হয় বলিয়া যোগশাস্ত্র ঘোষণা করেন ও যোগিগণ সাক্ষ্যদান করেন। যথা, চক্ষুর অগোচর অনেক বিষয়ের দর্শন হয়, শ্রোত্রের অগম্য অনেক বিষয়ের শ্রবণ হয়, অতীত ভবিষ্যৎ ও বহু দূরবর্তী অনেক বিষয়ের সাক্ষাৎ অনুভব হয়, পূর্ব পূর্ব জন্মের অনেক বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হয়, অন্যের চিত্তের অনেক নিগূঢ়ভাব সুস্পষ্ট অনুভূতিগোচর হয়, দেহেন্দ্রিয়মনে অত্যদ্ভুত কল্পনাতীত সামর্থ্যের বিকাশ হয়, অনিমা-লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য আয়ত্ত হয়, ইত্যাদি। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের ক্ষমতা পর্যন্ত লাভ করা অসম্ভব নয়। ইহাই যোগশাস্ত্রের অভিমত।

বেদান্ত-দর্শনানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা স্বতন্ত্র নহে। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সকল প্রাণীর ভিতরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মারূপে প্রতীয়মান। সমষ্টি-আত্মা ও ব্যষ্টি-আত্মা স্বরূপতঃ এক। উপাধিভেদে একই ব্রহ্ম বিশ্বাত্মা-রূপে ঈশ্বর এবং জীবাত্মা-রূপে পৃথক্ পৃথক্ বহু 'আমি'। শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যানুসন্ধান দ্বারা এবং দার্শনিক তত্ত্ববিচার দ্বারা জাগ্রদবস্থায় এই ব্রহ্মস্বরূপের 'পরোক্ষানুভূতি' হয়; নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধারণা ধ্যান ও সমাধি) দ্বারা চিত্ত তুরীয় অবস্থায় উপনীত হইলে এই তত্ত্বেরই 'অপরোক্ষানুভূতি' হইয়া থাকে। চিত্ত নির্গুণ উপাধিরহিত ব্রহ্মের ভাবে ভাবিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিরহিত হইলে (অর্থাৎ নিজেকে হারাইয়া ফেলিলে) যে অচিন্ত্য অনুভূতি হয়, তাহাই নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতি। এই অনুভূতিই সম্যক্ সত্যানুভূতি বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা হওয়ায়, সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর জাগ্রদবস্থায় সেই অনুভূতির যে প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তাহার ফলে বিশ্বজগৎ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্তমান থাকিলেও তাহা মিথ্যা (অর্থাৎ পারমার্থিকসত্তারহিত) বলিয়া অনুভূত হয়, একমাত্র নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্ম বা আত্মাই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া অনুভবগোচর হয়। সগুণ ব্রহ্মকে—মায়াধীশ ঈশ্বরকে—অবলম্বন করিয়া চিত্ত সমাহিত হইলে, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই অনুভবগোচর হন এবং তিনিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ অনন্তগুণাধার বলিয়া অনুভূত হন। তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী সর্বময় সর্বাত্মারূপে ধ্যান করিলে তৎস্বরূপেই তাঁহার অনুভব হয়, এবং চিত্ত তদ্ভাবভাবিত হইয়া সমস্ত জগৎকে নিজের ভিতরে ও নিজেকে সমস্ত জগতের ভিতরে অনুভব করে। যাঁহারা ভক্তি ও প্রেমের অনুশীলনপূর্বক ব্রহ্মকে অখিলরসামৃতসিন্ধু অনন্তপ্রেমসৌন্দর্যনিলয় বিচিত্রলীলামাধুর্যা-স্বাদনতৎপর ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিয়া চিত্তকে তদ্ভাবভাবিত করেন, তাঁহারা তুরীয়-অবস্থায় তৎস্বরূপেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এবং তাঁহাদের চিত্ত প্রাকৃতপরিণামরহিত হইয়াও ভগবানের বিচিত্র লীলামাধুরীর আস্বা-দনরূপ অপ্রাকৃতপরিণামপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগবতলীলার বৈচিত্র্যানুভবহেতু তাঁহা-দের আনন্দানুভূতিরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্রে এই সব অনুভূতির বিশ্লেষণ ও বিশেষ বর্ণন দৃষ্ট হয় এবং প্রেমিক ভক্তগণ তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিয়া থাকেন। তুরীয়াবস্থার এই সব বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া অনেক বৈদান্তিক ও যোগী নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থাকে 'তুরীয়াতীত' আখ্যা দিয়া থাকেন। তুরীয়-অবস্থার যত প্রকার অপ্রাকৃত অনুভূতি সাধকগণ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জাগ্রৎকালীন স্মৃতি দ্বারা সেই সব অনুভূতি যথাসম্ভব সমর্থিত হয়। সেই সব অনুভূতি স্বপ্নানুভবের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, যেহেতু জাগ্রদবস্থায় তাহারা বাধিত বলিয়া অনুভূত হয় না; পক্ষান্তরে, সেই সব অনুভূতির স্মৃতি দ্বারাই তদ্বিরোধী জাগ্রদনুভবসমূহ বাধিত হইয়া থাকে এবং সেই সব অনুভূতিই পারমার্থিক সত্যের দ্যোতক বলিয়া অনুভূত হয়।

জাগ্রদনুভূতির প্রকারভেদ—জাগ্রদ্দ-শার অনুভব প্রথমতঃ 'আন্তর' ও 'বাহ্য' ভেদে দ্বিবিধ। আন্তর অনুভূতির বিষয় অন্তঃকরণেরই বিচিত্র বৃত্তি বা অবস্থা বা পরিণাম বা ধর্ম, এবং বাহ্য অনুভূতির বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচিত্র পদার্থ।

(ক) **আন্তর অনুভূতি**—অন্তঃকরণের এই সব বৃত্তি অবস্থা, পরিণাম বা ধর্মের অনুভূতি অন্তঃকরণেই হয়, চিত্ত নিজেই নিজের ভাবসমূহ অনুভব করে, অথবা পরিণামরহিত সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মাতে এই সব অনুভব হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতভেদ আছে এবং প্রত্যেক মতেরই অনুকূলে ও প্রতিকূলে যথেষ্ট যুক্তিতর্ক আছে। কিন্তু বিচিত্র অনুভূতি যে হয়, অনুভূতিই তৎসম্বন্ধে অখণ্ডনীয় প্রমাণ। চিত্তবৈজ্ঞানিকগণ চিত্তবৃত্তিসমূহকে নানা-ভাবে বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ধারণে প্রযত্নশীল হইয়াছেন, এবং আন্তর অনুভূতিই এই সব আলোচনার মূল ভিত্তি। চিত্তরাজ্যে আমরা প্রধানতঃ ত্রিবিধা বৃত্তির অস্তিত্ব অনুভব করি,—জ্ঞানাত্মিকা, ক্রিয়াত্মিকা ও বেদনাত্মিকা। জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির মধ্যেও প্রমাণাত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, সংশয়াত্মিকা বা অনিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ও বিপর্যয়াত্মিকা বা ভ্রমাত্মিকা বৃত্তির ভেদ আমাদের উপলব্ধি-গোচর হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞান নিশ্চিত সত্য, কোন বিষয়ের জ্ঞান মিথ্যা, কোন বিষয়ের জ্ঞান সন্দিগ্ধ বা অনিশ্চিত,—এরূপ পার্থক্য আমরা আমা-দের ভিতরেই অনুভব করি। সত্যজ্ঞানের মধ্যেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বৈকল্পিক জ্ঞান, আনুমানিক জ্ঞান, শ্রুতিমূলক জ্ঞান, স্মৃতি-মূলক জ্ঞান প্রভৃতির ভেদ আমরা অন্তরেই অনুভব করিয়া থাকি। সংশয় ও ভ্রান্তির

মধ্যেও নানা প্রকারভেদ অনুভূত হইয়া থাকে। চিত্তের ক্রিয়াত্মিকা বৃত্তির মধ্যে নানাবিধ প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রচেষ্টা, বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘর্ষ, প্রবৃত্তিদমনপ্রচেষ্টা, প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার কৃতার্থতা ও অভিঘাত আমাদের অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। চিত্তের বেদনাত্মিকা বৃত্তিও অসংখ্য। কত দুঃখ ও সুখ, কত রাগ-দ্বেষ-ভয়, কত কাম-ক্রোধ-লোভ, কত হিংসা-ঘৃণা-অভিমান, কত ভক্তি-প্রেম-স্নেহ-দয়া, কত আশা ও নৈরাশ্য, উৎসাহ ও অবসাদ, আসক্তি ও বৈরাগ্য আমাদের চিত্তকে তরঙ্গায়িত করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব চিত্তবৃত্তির কতকগুলি অনুকূলবেদনীয়, কতকগুলি প্রতিকূলবেদনীয়। সবই আমাদের আন্তর অনুভূতির বিষয়।

এতদ্ব্যতীত, মানববুদ্ধিতে কতকগুলি আদর্শের অনুপ্রাণনা অনুভূত হইয়া থাকে, যথা—সৌন্দর্যের আদর্শ, ন্যায়ের আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, সম্ভোগের আদর্শ, সত্যের আদর্শ, ঐক্যের আদর্শ, ইত্যাদি। সেই সব আদর্শদ্বারা আমাদের জ্ঞানাত্মিকা, ক্রিয়াত্মিকা ও বেদনাত্মিকা বৃত্তিসকল প্রভাবিত ও প্রণোদিত হইয়া থাকে। তদনুসারে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে সুন্দর-কুৎসিতের অনুভূতি, ন্যায়ান্যায়ের অনুভূতি, মঙ্গলামঙ্গলের অনুভূতি, হেয়োপাদেয়ের অনুভূতি, শ্রেয়ঃ-প্রেয়ের ভেদানুভূতি, পুণ্য-পাপের ভেদানুভূতি, মহৎ-ক্ষুদ্রের ভেদানুভূতি এবং ভোগ ও আনন্দের মধ্যেও পবিত্র ও অপবিত্রের, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের, বরণীয় ও তুচ্ছের অনুভূতি জাগরূক হইয়া থাকে।

আমাদের চিত্তজগৎ একটা অশেষ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ — আন্তর অনুভূতি অবলম্বনেই এই জগতের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। এই সকল চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, তাহাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার, তাহাদিগকে প্রযত্নদ্বারা নিরুদ্ধ করিবারও শক্তি ও স্বাধীনতা আমাদিগের ভিতর বিদ্যমান—এইরূপ অনুভূতিও আমাদের আছে। এই অনুভূতিই মানুষকে যোগসাধনায় উৎসাহিত করে, চিত্তের স্বাভাবিক পরিণাম নিয়মিত বা নিরুদ্ধ করিয়া তৎপরিবর্তে আদর্শানুগত পরিণাম সৃষ্টি করিতে মানুষকে উদ্বোধিত করে, চিত্তবৃত্তির দাসত্বের পরিবর্তে সম্যক্ প্রভুত্বলাভ করিতে মানুষের 'অহং'কে প্ররোচিত করে, এবং যে পর্যন্ত 'অহং' নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রতিষ্ঠ 'আত্মা'র সহিত ঐক্যানুভবদ্বারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বরাট্ আত্মানন্দ অবস্থায় স্থিতিলাভ না করে, সে পর্যন্ত তাহাকে স্বস্তিতে থাকিতে দেয় না—শান্তিতে চিত্তবৃত্তির দাসত্ব করিতে দেয় না।

সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে—সর্বপ্রকার অনুভবকে—চরম আদর্শানুভূতির অনুগত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিতে করিতেই জাগ্রদবস্থার এই আন্তর অনুভূতি ক্রমশঃ তুরীয় অবস্থায় উপনীত হয় এবং সত্য-মঙ্গল-সুন্দরের প্রেরণাত্মিকা পরোক্ষানুভূতি, আনন্দাত্মিকা অপরোক্ষানুভূতিতে পর্যবসিত হয়।

(খ) বাহ্যানুভূতির প্রকারভেদ— জাগ্রদ্দশার সমুদয় বাহ্যানুভূতির মূল উপজীব্য প্রত্যক্ষ। কেহ কেহ (যথা, চার্বাকাদি) প্রত্যক্ষানুভূতিকেই একমাত্র যথার্থ অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ (যথা, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এবং আধুনিক অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ) বলেন যে, অনুভূতি দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য, যোগ এবং অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের মতে এই দুইটা ব্যতীত শব্দ বা আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রও একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ বা অনুভবহেতু। নৈয়ায়িকগণ এই ত্রিবিধ অনুভূতির সহিত উপমানজনিত অনুভূতিকেও স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করেন। বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ তৎসহ অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি যোগ করিয়া ষড়্বিধ অনুভূতি গণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনুমানকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার প্রমাণকেই অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত নয়।

(গ) প্রত্যক্ষানুভূতি— ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষজনিত অনুভূতিই প্রত্যক্ষানুভূতি। মন ইন্দ্রিয়ানুগত হইয়া বিষয়ের সহিত যুক্ত হয় ও তদাকারে আকারিত হয়; অথবা বিষয়-ইন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়া স্নায়বিক স্পন্দন উৎপাদন করে, সেই স্পন্দন বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং সেই জন্য মনে সেই বিষয়ের অনুরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। আত্মার চৈতন্যালোকে সেই মনঃ-পরিণাম উদ্ভাসিত হইয়া অনুভবরূপে অভিব্যক্ত হয়। অনুভূতির উদ্ভব-প্রণালী যেভাবেই বর্ণিত হউক না কেন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষনিবন্ধন যে অনুভূতি উদ্ভূত হয়, অনুভূতিই তাহার সাক্ষ্য দান করে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ জাতীয় বিষয়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ। চক্ষু ও রূপের সন্নিকর্ষে নীল-পীত-লোহিতাদি বিচিত্র রূপের অনুভূতি জন্মে। কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ। কর্ণ ও শব্দের সন্নিকর্ষে শব্দবৈচিত্র্যের অনুভূতি হইয়া থাকে—যথা, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত, ষড়্জ ঋষভ গান্ধার প্রভৃতি স্বরবৈচিত্র্যের অনুভূতি, বিচিত্র পদবাক্য ও ভাষার অনুভূতি, নানা প্রকার রাগরাগিণী তান-লয়-সুর-মূর্ছনাদির অনুভূতি। জিহ্বা তাহার বিষয়-রসের সহিত যুক্ত হইয়া কটুতিক্তকষায়াম্ললবণ-মধুরাদি বিচিত্র রসানুভূতি উৎপাদন করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত গন্ধের যোগে নানা প্রকার গন্ধের অনুভূতি এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ের সন্নিকর্ষে শীতোষ্ণ মৃদু-কঠিনাদি বিচিত্র স্পর্শানুভূতি হইয়া থাকে। এই সব ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ ও তজ্জনিত অনুভব ব্যতীত রূপরসাদি বিষয়ের অস্তিত্ব ও স্বরূপের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে, ঐ সব বিষয়ের অনুভব

ব্যতীত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়েরও অস্তিত্ব ও স্বরূপের কোন উপলব্ধি হয় না।

যদিও উপরোক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়, যেহেতু তাহারাই প্রধানতঃ বহির্বিষয়ের সহিত মনের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, তথাপি কর্মেন্দ্রিয়সমূহও যে অনুভূতি জন্মায় না তাহা নহে। বহির্জগতে আমরা যে বিচিত্র শক্তি, প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার সত্তা অনুভব করি, আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টাই সেই অনুভবের জননী। আমাদের ইচ্ছা-শক্তি ও কর্মশক্তি কর্মেন্দ্রিয়সমূহের অবলম্বনে বহির্জগতে প্রভাব বিস্তার করিতে অগ্রসর হয় এবং এই কর্মেন্দ্রিয়-প্রচেষ্টার সহিত জাগতিক বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত সহ-যোগিতা-প্রতিযোগিতা আনুকূল্য-প্রতি-কূল্যাদিরূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে। তাহাতেই বহির্জগতে শক্তি ও প্রচেষ্টা অনুভূত হইয়া থাকে। নিজের ভিতরে শক্তিপ্রয়োগের অনুভূতি ব্যতীত বহির্জগতে শক্তির বিকাশ অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে দূরত্ব ও সামীপ্যের অনুভূতি, গুরুত্ব ও লঘুত্বের অনুভূতি, গতি ও স্থিতির অনুভূতি, বীর্যবত্তা ও নির্বীর্যতার অনুভূতি, প্রযত্ন ও আলস্যের অনুভূতি—এ সকলই মূলতঃ কর্মেন্দ্রিয়ানুবর্তী মনের প্রত্যক্ষ।

(ঘ) ব্যক্তি ও জাতির অনুভূতি— বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সহিতই বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির অনুভূতির সহিত তদনুস্যূত একটা 'সামান্য' 'জাতি' বা 'আকৃতি'র অনুভূতিও আমরা লাভ করিয়া থাকি। যথা, বিশেষ বিশেষ মানুষ বা পশু বা বৃক্ষ বা ঘটের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যেই মানবজাতি, পশুজাতি, বৃক্ষজাতি, ঘটজাতি কিংবা সাধারণ মানবত্ব, পশুত্ব বৃক্ষত্ব, ঘটত্বের অনুভূতি অনুস্যূত হইয়া থাকে। জাতি বাদ দিয়া ব্যক্তির, সামান্য বাদ দিয়া বিশেষের স্ফুট অনুভূতিই সম্ভব নয় বলিয়া বোধ হয়। যে পর্যন্ত নবানুভূত কোন বিশেষকে কোন জাতির অন্তর্ভুক্তরূপে উপলব্ধি না করা যায়, সে পর্যন্ত সেই অনুভূতিই সম্পূর্ণ হইল না। বহু বিশেষ বা ব্যক্তির মধ্যে যাহা অনুবৃত্ত, বিশেষ বা ব্যক্তিসকলের বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, বহু বিশেষের উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংসদ্বারা যাহা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তাহাই 'সামান্য' বা 'জাতি' বা 'আকৃতি' নামে আখ্যাত হয়।

এই সামান্য বা জাতির বস্তুতঃ কোন সত্তা আছে কি না কিংবা ইহা মনঃকল্পিত, সত্তা থাকিলে তাহার সহিত বিশেষ বা ব্যক্তির যথার্থ সম্বন্ধ কি, তাহার অনুভূতি বা জ্ঞান কিংবা কল্পনা কি ভাবে উৎপন্ন হয়, তৎসম্পর্কে দার্শনিক জগতে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, জাতি সত্য এবং ব্যক্তির প্রত্যক্ষানুভূতির সহিত জাতিরও প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জাতি সত্য হইলেও তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি হয় না, ব্যক্তিসকলই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষগোচর, এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ পরস্পর ভেদজনক ধর্ম বা গুণসকলের ব্যাবৃত্তিদ্বারাই জাতির পরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয়। কেহ কেহ বলেন, জাতির কোন বাস্তব সত্তা নাই, ব্যক্তিরই বাস্তব সত্তা আছে, বহু ব্যক্তিকে একসূত্রে গাঁথিয়া পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পরের পরিচয়গ্রহণ মনের ধর্ম, মনই জাতি কল্পনা করিয়া তাহা বহু ব্যক্তির মধ্যে অনুবৃত্ত বলিয়া অনুভব করে; সুতরাং জাতির অনুভূতি প্রত্যক্ষ বা অনুমানপ্রসূত নয়, কল্পনাপ্রসূত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বহু ব্যক্তির মধ্যে জাতি বা সামান্যরূপে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই বস্তুতঃ সত্য, উৎপত্তি-বিনাশ-শীল ব্যক্তিসকল বস্তুতঃ স্বতন্ত্রভাবে সত্য নয়, তাহা উক্ত জাতিরূপে অনুভূত সত্যবস্তুর নামরূপাত্মক উপাধিমাত্র; কারণ, যাহা নিত্য ও অবিকারী তাহাই সত্য, যাহা বিকারশীল ও বিনাশশীল তাহা সত্য নয়—সত্যের উপাধিমাত্র।

তাঁহারা আরও বলেন যে, জাতিসমূহও সবই পরমার্থতঃ নিত্য নয়, সুতরাং সত্যও নয়; বহু জাতির মধ্যে অনুবৃত্ত বৃহত্তর জাতি, সেইসব জাতি অপেক্ষা নিত্যতর ও সত্যতর, বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও সকল জাতির মধ্যে অনুবৃত্ত যে সৎস্বরূপ, যাহাদ্বারা সব বিধৃত, যাহার সত্তায় সকলের সত্তা এবং সকলের বিনাশেও যে সত্তা অক্ষুণ্ণ, তাহাই বস্তুতঃ একমাত্র সত্য। প্রত্যেক বিশেষের প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে সেই নির্বিশেষ সৎস্বরূপের অনুভূতিও অনুস্যূত থাকে, কিন্তু নামরূপাত্মক বিকারশীল বিশেষের অনুভূতিই অনাদি-অবিদ্যা-হেতু স্বভাবতঃ চিত্তকে প্রধানভাবে অধিকার করে বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ সর্বগত নির্বিকার সৎ-স্বরূপের অনুভূতি তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেই সৎস্বরূপই যে অন্তর্বহিঃ ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য অনন্ত অখণ্ড নির্বিশেষ চৈতন্যরূপে বিরাজমান, চিত্ত তুরীয় অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার সাক্ষাৎ নিরাবরণ অনুভব হয়। সেই অনুভূতির সংস্কার লইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াও পরমার্থতঃ মিথ্যা বা নামরূপাত্মক উপাধি-মাত্র বলিয়া অনুভূত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনুস্যূত বা তত্তদ্রূপে প্রতীয়মান স্বপ্রকাশ সৎস্বরূপই একমাত্র সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

আবার, কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, সর্বান্তর্যামী সৎস্বরূপই সম্যক্ পরিপূর্ণ সত্য হইলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বিষয়-সমূহও মিথ্যা নয়। অসংখ্য বিশেষরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও অসংখ্য বিশেষকে বক্ষে ধারণ করিয়াই সৎস্বরূপ নিত্য বিরাজমান। বিশেষ বিষয়সমূহের অনুভূতি যখন তাহাদের আধার ও কারণ পরমসত্য সৎস্বরূপের অনুভূতিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে কিংবা সৎস্বরূপকে তাহাদের বিশেষণ-

মাত্ররূপে প্রকাশ করে, তখনই অনুভূতি পরমার্থতঃ মিথ্যা হয়। বিশেষ বিষয়সমূহ যখন সৎস্বরূপের বিচিত্র আত্মপ্রকাশরূপে বা বিশেষণরূপে অনুভূত হয় এবং সকল বিশেষবিষয়ক অনুভূতির মধ্যে যখন নির্বিকার স্বপ্রকাশ সৎস্বরূপই প্রধানভাবে অনুভূত হয়, তখনই অনুভূতি যথার্থ হয়—তখন বহুর মধ্যে একের অনুভূতি হয়, ভেদের মধ্যে অভেদের অনুভূতি হয়, সর্বপ্রকার বিকারের মধ্যে নির্বিকার তত্ত্বের অনুভূতি হয়।

(ঙ) লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষকে পুনরায় 'লৌকিক' ও 'অলৌকিক' প্রত্যক্ষ, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ আপাততঃ যে সব বিষয়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারে, সেই সব বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি 'লৌকিক প্রত্যক্ষ' নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যোগসাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভবশক্তি বহু গুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে। জড়বিজ্ঞানের সেবককর্তৃক আবিষ্কৃত বিবিধ যন্ত্রপাতির সাহায্যে লৌকিক প্রত্যক্ষের পরিধি যেমন বহু দিকে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে, যোগসাধনদ্বারা যোগিগণও তেমনি তাঁহাদের নিজ নিজ মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তি যন্ত্রপাতির সাহায্য-ব্যতিরেকেও বহু দিকে প্রসারিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা যোগপ্রভাবে এমন সব বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতির ক্ষমতা লাভ করেন, যাহারা আপাততঃ লৌকিক প্রত্যক্ষের বহির্ভূত এবং যন্ত্রাদির সাহায্যেও প্রত্যক্ষগোচর নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপ যোগানুশীলনের ফলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বহু বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হয়, অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও গুহ্যাতিগুহ্য বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়, অপরের মনোগত ভাব, এমন কি সূক্ষ্ম সংস্কার পর্যন্ত, প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় হয়, দেহেন্দ্রিয়ে অপরিমিত শক্তির অনুভব হয়, ইত্যাদি। এ সকলই প্রত্যক্ষানুভব, কিন্তু লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন জাতীয়।

(চ) প্রমাত্মক ও ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষানুভবমাত্রই যে বিষয়ের যথার্থ স্বরূপের প্রতীতি জন্মায়, তাহা নহে। প্রত্যক্ষানুভব 'প্রমাত্মক' ও 'ভ্রমাত্মক' উভয়বিধই হইতে পারে। যে প্রত্যক্ষানুভব তদ্বিষয়ক প্রকৃষ্টতর অনুভবদ্বারা বাধিত হয় না, তাহাই প্রমাত্মক প্রত্যক্ষ, তদ্দ্বারাই বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়। প্রকৃষ্টতর অনুভবদ্বারা বাধিত প্রত্যক্ষানুভবই ভ্রমাত্মক বলিয়া গণ্য হয়। যথা, স্বল্পালোকে রজ্জু সর্পরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই প্রত্যক্ষানুভব ভ্রমাত্মক, যেহেতু উজ্জ্বলালোকে যখন তাহা বহুরূপে অনুভূত হয় কিংবা স্পর্শাদি দ্বারা যখন তাহাতে সর্পত্বের অনুপলব্ধি ও রজ্জুত্বের উপলব্ধি হয়, তখন এই প্রকৃষ্টতর রজ্জ্বনুভূতিদ্বারা সর্পানুভূতি বাধিত হইয়া থাকে। মরীচিকায় দূর হইতে জল প্রত্যক্ষ হইলেও, নিকটে গেলে তৎপ্রদেশে জলাভাবের অনুভূতি হয় এবং তদ্দ্বারা জলানুভূতি বাধিত হয়। কখন কখন দেশ-কাল-নিমিত্তাদির বিচারদ্বারা যে পরোক্ষ অনুভূতি জন্মে, তাহাই প্রকৃষ্টতর অনুভূতি বলিয়া গৃহীত হইয়া তদ্বিরোধী প্রত্যক্ষানুভবকে বাধিত করে। যথা, সূর্যনক্ষত্রাদির ক্ষুদ্রত্ব ও গতিবিধি প্রভৃতির অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইলেও অনুমানাত্মক অনুভবদ্বারাই তাহা বাধিত হয় ও মিথ্যা বলিয়া প্রমিত হয়। নানা কারণে ভ্রমাত্মক অনুভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা, বিষয়ের অতিদূরত্ব, অতিসূক্ষ্মত্ব, অতিবৃহত্ব, দ্রুত-পরিবর্তনশীলত্ব প্রভৃতি, ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব, বিকলত্ব প্রভৃতি, মনের উত্তেজনা, উন্মাদনা, অস্থিরতা, অস্বচ্ছতা, বিষয়ান্তরাভিনিবেশ, সংস্কারবিশেষাধীনতা প্রভৃতি। ভ্রমাত্মক অনুভবের প্রকারভেদ আছে। এই সব ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের স্বরূপ কি এবং কিভাবে তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হয়, ইহা একটী গুরুতর দার্শনিক সমস্যা এবং তৎসম্বন্ধে বহু মতমতান্তর নানা যুক্তিতর্ক-সহকারে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

(ছ) অনুমানাত্মক অনুভব—চার্বাকমতে একমাত্র অবাধিত প্রত্যক্ষই যথার্থ অনুভব বলিয়া গণ্য। কিন্তু অপর সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই সুসিদ্ধ অনুমানকেও যথার্থ অনুভব বলিয়া স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষই অনুমানের ভিত্তি বা উপজীব্য। প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়সমূহের উপর কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা সর্বজনানুভূত সাধারণ নীতির প্রয়োগেই অনুমানের উদ্ভব হয়। বহুসংখ্যক অবাধিত প্রত্যক্ষদ্বারা যদি কোন দুইটী বা দুই জাতীয় বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বা হেতু-হেতুমৎসম্বন্ধ কিংবা নিয়ত সাহচর্য অথবা অবিনাভাবিত্ব অথবা অন্য কোন প্রকার নিত্যসম্বন্ধ অনুভূতিগোচর হয়, তবে কোন ক্ষেত্রে তাহাদের একটীর অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই অপরটীর অনুমানাত্মক অনুভব হইয়া থাকে। যথা, ধূমদর্শনে অগ্নির অনুমান, কোন বাক্যশ্রবণে বক্তার সম্বন্ধে অনুমান, কোন গ্রন্থপাঠে গ্রন্থকার-সম্বন্ধে অনুমান, কোন বিশেষ সুগন্ধের আঘ্রাণে পুষ্পবিশেষের অনুমান, কোন বিশেষ লক্ষণদর্শনে ভাবী ঘটনাবিশেষের অনুমান, দৈহিক আকার-প্রকারাদি-দর্শনে আভ্যন্তরীণ সুখদুঃখরোগাদির অনুমান, ইত্যাদি। অনুমান প্রত্যক্ষোপজীবী হইলেও এই জগতে অনুমানের ক্ষেত্র প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র অপেক্ষা বহুগুণে বিশালতর। অতীত বা ভবিষ্যৎ বা ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য অধিকাংশ বিষয়ই অনুমানদ্বারা অনুভব করিতে হয়, বাহ্য জগতের ও অন্তর্জগতের সাধারণ বিধি বা নিয়মসমূহ অনুমানদ্বারাই নির্ধারণ করিতে হয়, বিজ্ঞান-দর্শনাদির অনুশীলনে অনুমানাত্মক অনুভূতির উপরই নির্ভর করিতে হয়। অনুমানের ক্ষেত্রে ভ্রম-প্রমাদাদির

সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বেশী। বহুবিধ দোষে অনুমান দূষিত হইতে পারে এবং তজ্জনিত অনুভব ভ্রমাত্মক হইতে পারে। অনুমানের গুণদোষাদি পরীক্ষা ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পরীক্ষাদ্বারা অনুমান নির্দোষ ও অবাধিত বলিয়া প্রমাণিত হইলেই তজ্জনিত অনুভূতি যথার্থ বলিয়া গৃহীত হয়।

(জ) আগমাত্মক অনুভব—বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও অধিকাংশ আধুনিক দার্শনিক-গণের মতে অবাধিত প্রত্যক্ষ ও অনুমান-দ্বারাই নিশ্চয়াত্মিকা সত্যানুভূতি সম্ভব। অন্য কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বেদান্ত-মীমাংসাদি ভারতীয় দর্শনে এবং জগতের প্রায় সকল আস্তিক ধর্মসম্প্রদায়ে শাস্ত্র বা আগম বা আপ্তবাক্য সত্যানুভূতির একটী স্বতন্ত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। লৌকিক ক্ষেত্রে এক জনের প্রত্যক্ষানুভূত বা অনুমান-প্রতিপাদিত সত্য যখন তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই অপর এক জন সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা আপ্তবাক্যজনিত অনুভূতি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ঐতিহাসিক সত্যের অনুভূতি এইভাবেই হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি-দের নিকট শ্রবণ করিয়াই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ এই সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে উৎপন্ন। কিন্তু এমন অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয় আছে, যাহাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বা তদুপজীবী অনুমান হইতে সম্ভব নহে, অথচ তৎসম্পর্কে আমরা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এই প্রকার অনেক বিষয়ের জ্ঞান সাধারণ মানব-বুদ্ধির পক্ষের স্বতঃসিদ্ধ বা সহজানুভবজাত; বুদ্ধি আপনার স্বভাব হইতেই এতাদৃশ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকে। আমাদের অনুমান ও যুক্তি-তর্কাদির ধারা এই সব সহজানুভবজাত নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহাদের সত্যতা অস্বীকার করা বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব হয়। কিন্তু এই প্রকার স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ব্যতীত এমন অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয় আছে, যেগুলি সাধারণ মানববুদ্ধিতে সহজভাবে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু মলবিক্ষেপাবরণরহিত সুসংস্কৃত চিত্তে স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বুদ্ধি যখন ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্যানু-সন্ধিৎসার অনুপ্রাণনায় সত্যাভিমুখী হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তখন অনেক অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব তাহার নিকট আবির্ভূত হয়। এই সকল সত্য পরমসত্যস্বরূপ ঈশ্বর-কর্তৃক প্রকটিত বলিয়া অনেকের অনুভব হয়। বুদ্ধি এই সব তত্ত্ব স্বীয় প্রযত্নদ্বারা আবিষ্কার করে না, এই সব তত্ত্বই বুদ্ধিকে তদ্ভাবভাবিত করে ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপাদন করে—এই প্রকার অনুভব হওয়ায় এই জাতীয় জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ ও অনুমানজ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ আগমজ জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। যাঁহাদের বুদ্ধিতে এই জাতীয় তত্ত্ব আত্মপ্রকট করে, তাঁহারা 'ঋষি' নামে আখ্যাত হন। ঋষিবুদ্ধিতে প্রতিভাত এই সমুদয় তত্ত্বই 'শাস্ত্র' নামে মানবসমাজে সংগৃহীত হয়। সাধারণ মানববুদ্ধি বিশ্বাস-দৃষ্টিতে এই সব তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করে। এইরূপ শাস্ত্র-লব্ধ পরোক্ষ অনুভবদ্বারা অনুশাসিত হইয়া সাধারণ মানববুদ্ধি উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের জন্য প্রযত্নশীল হয় এবং আপনাকে ভ্রমপ্রমাদাদিমুক্ত ও সুসংস্কৃত করিয়া ঐ সব তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির যোগ্যতা অর্জন করে। শাস্ত্র বা আগম বা ঋষিবাক্যসমূহের শ্রবণ ও তাৎপর্যানু-সন্ধান হইতে যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষানুভূতি, এবং নিদিধ্যাসনদ্বারা চিত্ত সুসংস্কৃত ও সম্যগ্‌রূপে তদ্ভাবভাবিত হইয়া যে অনুভূতি লাভ করে, তাহা অপরোক্ষানুভূতি।

(ঝ) উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপ-লব্ধি—ন্যায়দর্শন উপমানকে অনুমান হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র এক প্রকার অনুভূতি বলিয়া বর্ণন করে। বেদান্ত ও মীমাংসা তৎসহ অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিও যোগ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় এসকল অনুমানেরই প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

(ঞ) অনুভব ও স্মৃতি—স্মৃতি এক প্রকার অনুভব কি না, তৎসম্বন্ধে দার্শনিক সমাজে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বহু দার্শনিকের-মতে, স্মৃতি অনুভব হইতে বিলক্ষণ। 'বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাৎ'। স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানই অনুভব। কোন বিষয়ের অনুভূতি হইলে তাহা পরে সংস্কারে পরি-ণত হয় এবং সেই সংস্কার পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইলে স্মৃতিরূপে প্রকাশ পায়। অতীত অনুভূতির প্রতীতিই স্মৃতি। মনের স্বাভা-বিক পরিণামক্রমে পূর্বানুভূত কোন কোন বিষয়ের স্মৃতি স্বতঃই জাগরূক হইয়া থাকে। অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপনার ফলেও পূর্বানুভূত বিষয়ের সুপ্ত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতিরূপে পরিণত হয়। স্মৃতি পূর্বানুভূতি-জনিত সংস্কারের উদ্বোধন বলিয়াই তাহাকে বর্তমানে অনুভূতি বলা চলে না, স্মৃতিতে মন অনধিগত কোন বিষয়ের আকারে আকারিত হয় না। পক্ষান্তরে, কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে, স্মৃতিও অনু-ভূতিরই প্রকারভেদ মাত্র। অনুভূতি নবাগত বিষয়েরই হউক কিংবা পূর্বানুভূত বিষয়েরই হউক, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিতই হউক কিংবা বিষয়ের অনুপ-স্থিতিতে পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কারজনিতই হউক, তাহা অনুভূতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। স্মৃত্যনুভবে শুধু বিষয়েরই অনুভব হয় না, সেই বিষয়টী যে অতীত কালে অনুভূত হইয়াছিল এই অনুভূতিও তৎসহ যুক্ত থাকে। অনুভূতি যেমন নিশ্চয়াত্মিকা বা সংশয়াত্মিকা বা বিপর্যয়াত্মিকা বা বিকল্পা-ত্মিকা হইতে পারে, তেমনি স্মৃত্যাত্মিকাও হইতে পারে। কেহ কেহ অনুভবকে

'প্রত্যয়ানুভব' ও 'স্মৃত্যনুভব' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বিবিধ অনুভবের ভেদ-নির্দেশ করেন। অনুভব বা অনুভূতিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার চিত্তপরিণামই অনুভব বা অনুভূতি নামে আখ্যাত হইতে পারে।

রসানুভূতি—রসানুভূতি একটী বিশেষ জাতীয় অনুভূতি। ইহা শুধু আন্তরও নহে, শুধু বাহ্যও নহে। বিষয়বিশেষের সহিত মনের যোগে মনে একটী ভাববিশেষের উদ্রেক হয় এবং বিষয়ের মধ্যে একটী আস্বাদ্য গুণের প্রকাশ হয়; উক্ত ভাববিশেষ ও আস্বাদ্য গুণের সম্মিলনেই মনোবৃত্তির রসানুভূতিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। কাব্যপাঠ, সঙ্গীতাদি শ্রবণ, নাটকাদি দর্শন, চিত্রশিল্পাদি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে বিচিত্র রসের অনুভব হইয়া থাকে। যাহাদের চিত্তে ভাববিশেষের উদ্রেক হয়, তাহাদেরই এইরূপ অনুভূতি হয়। নচেৎ জাগ্রৎ অবস্থাতেও মাত্র চক্ষুকর্ণাদির সহিত রূপশব্দাদির সন্নিকর্ষে এই জাতীয় আস্বাদনাত্মিকা অনুভূতি লাভ হয় না। কাব্য-নাট্য-সঙ্গীত-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিচিত্র রসানুভূতির বিশ্লেষণ ও বিবরণ আছে। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনেও সকল লোকেরই বিভিন্ন ব্যক্তি বস্তু ও ব্যাপারের সন্নিকর্ষে বিচিত্ররূপ ভাবের উদ্রেক ও বিচিত্র প্রকার রসের অনুভব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রস অষ্ট প্রকার বলিয়া বর্ণিত হয়—(১) শৃঙ্গার, (২) হাস্য, (৩) করুণ, (৪) রৌদ্র, (৫) বীর, (৬) ভয়ানক, (৭) বীভৎস ও (৮) অদ্ভুত।

'শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥'

আবার ইহাদের সহিত শান্তরস যোগ করিয়া নববিধ রসও বলা হইয়া থাকে। কখন কখন রসশাস্ত্রকারগণ বাৎসল্যরসও তৎসহ গণনা করেন। ভাবেরও বৈচিত্র্য শাস্ত্রকারগণ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উপযুক্ত সাধনার দ্বারা রসানুভূতির যোগ্যতা বর্ধিত হয়।

রসানুভূতির বিষয় আলম্বন-উদ্দীপনাদি 'প্রাকৃত' ও 'অপ্রাকৃত' উভয়বিধই হইতে পারে। সাধারণ অলঙ্কারাদি রসশাস্ত্রে প্রাকৃত রসানুভূতিরই আলোচনা হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্তগণ — বিশেষতঃ রাগাত্মক ভক্তিমার্গের সাধকগণ—অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। সংসারে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য ভাবের স্বাভাবিক বিকাশে যেমন পিতা-মাতা প্রভু বন্ধু সন্তান ও পতি বা পত্নীর সাহচর্যে বিচিত্র রসের ও আনন্দের আস্বাদন হয়, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সম্পর্কেও এইরূপ যে কোন ভাবের বিশেষ অনুশীলন করা চলে এবং ভগবান্ও তদনুরূপ রসবিগ্রহরূপে ভক্তকে বিচিত্র রসাস্বাদন করাইয়া থাকেন। বৈষ্ণব রসসাধকগণ অপ্রাকৃত রসানুভূতি-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুভবস্বজাতিপ্রমাণ—ন্যায়-দর্শনের গ্রন্থবি°।—Radh. i 1 ॥ Cat. Cat.॥

অনুভব-দীপিকা—আচার্য শঙ্কর-রচিত 'অপরোক্ষানুভব' গ্রন্থের টীকা। ১ রচয়িতা—চণ্ডেশ্বরবর্মা।— Lahore 20 ॥ Cat. Cat. ॥ ২ রচয়িতা — নিত্যানন্দানুচর।—D. 452 ॥ Cat. Cat. ॥ **~পঞ্চরত্ন— ১** ন্যায়-গ্রন্থবি°।—Burnell, 203a.॥ Cat. Cat. ॥ **২** গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার —শঙ্করাচার্য। —B. 4. 40. ॥ Cat. Cat. ॥ **~প্রকাশ**— ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — উদয়রায়। রচনাকাল জানা যায় না। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ১০; প্রতি পত্রে ১৫ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ৩২ অক্ষর আছে।—Peter. iv. (List) 5: Rice, 132 ॥ Cat. Cat. ॥ **~প্রদীপিকা**— জ্যোতিষ-গ্রন্থবি°। — B. 4. 114 ॥ Cat. Cat. **~ষট্ক**—তামিল ভাষায় রচিত গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শঙ্কর আচার্য।— IOC.. 3462. **~ সার—১** জঙ্গম মূল সূত্রানুযায়ী শিবপূজার যোগ্যতা-বিষয়ক নিবন্ধবি° ॥ গোল্ড° ॥ **২** বেদান্ত-গ্রন্থবি°। রচয়িতা—সচ্চিদানন্দ যতি।—L. 795 ॥ Cat. Cat. ॥ [সচ্চিদানন্দ দ্র°] ৩ গ্রন্থবি°।—Bik. 628 ॥ Cat. Cat. ॥ **~ সারোপনিষৎ** — উপনিষদের ভাষ্য-গ্রন্থবি°। নামান্তর—সর্বসারোপনিষৎ [সর্ব-সারোপনিষৎ দ্র°]—Haug. 44; Bhr. 487 ॥ Cat. Cat. ॥. **~সূত্র — ১** গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মায়িদেব। দাদাচার্য শাস্ত্রী ইহার মরাঠী অনুবাদ রচনা করেন (শ্রীদত্তপ্রসাদ প্রেস, শোলাপুর, ১৯০৯)।—IOC, ii. pt.-i, (নব-স°)। **২** শৈব গ্রন্থবি°।— Opp. 7165; Rice, 322 ॥ Cat. Cat. ॥ **~দর্শ**—বেদান্তগ্রন্থবি°।—B. 4. 40 ॥ Cat. Cat. ॥ **~মৃত — ১** মরাঠী ভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ দর্শনগ্রন্থ 'অমৃতানুভবে'র নামান্তর। গ্রন্থকার স্বয়ং 'অমৃতানুভব' গ্রন্থে একাধিকবার (১০, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ৩১) এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ মরাঠী সাহিত্যের কয়েকটী শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থের অন্যতম।—HP, vii. 140. **২** জ্ঞানদাস-রচিত হিন্দী কাব্যবি°। কবীর-গ্রন্থাবলী (হিন্দী-স°) হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানদাস জ্ঞানদেবের অনুভৈ বা অনভৈ পদ গান করিতে ভালবাসিতেন। [অনুভৈ দ্র°] ইহাতে রাগাবলীরও পদ আছে।

অনুভবানন্দ স্বামী— ১ ইনি 'বাগ্‌বিভূষণ' এই উপাধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—'কোষগ্রন্থ-প্রকাশ', ইহা একটী বেদান্তগ্রন্থ। ইনি কৃষ্ণানন্দের শিষ্য [কৃষ্ণানন্দ দ্র°]।—IOC, ii. pt.-i (নব-স°); Burnell. 92 ॥ Cat. Cat. ॥ **২** আত্মানন্দের গুরু।—IOC. i. 721a, 721b, 722a; ii. 668a.

অনুভাগ— ১ [অপ্র°] স্থাপ্য

অংশ, যোগ্য ভাগ। ২ [পালি] নিকৃষ্ট অংশ।—বিনয়° ২. ১৬৭। ~ বন্ধ—[জৈনশা°] দৃঢ়তা ও নম্রতার ফলস্বরূপ বন্ধন (bondage)। আত্মার কর্মজনিত ফলই বন্ধ।—JD, 17. ~ বন্ধাধ্যবসায়স্থান—[জৈনশা°] আত্মার কর্মজনিত বন্ধনের প্রাবল্য-নিরূপক কামনার পরিমাণ।—JD, 17.

অনুভানু—দানববি°। কশ্যপ ও দনুর পুত্র [দনু দ্র°]।—বায়ুপু° ৬৮. ১৪।

অনুভাব—[অনুজাত ভাব (√ভূ+ঘঞ্)—প্রাদিস°] ১ পদমর্যাদা, ক্ষমতা, প্রভাব, কর্তৃত্ব। 'অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব'—রঘু° ১. ৩৭; গী° ২. ৫; জাতক ৫. ১০। ২ নিশ্চয় ॥ শব্দ° ॥ ৩ মহিমা, মহত্ত্ব। 'জানে বো রক্ষসাক্রান্তাবনুভাবপরাক্রমৌ'—রঘু° ১০. ৩৮। ৫ দৃঢ় মত, বিশ্বাস। 'অনুভাববতা গুরুস্থিরত্বাৎ'—কিরাত° ১৩. ১৫ ॥ আপ্° ॥ ৬ [অলঙ্কারশা°] যুক্তিযুক্ত কারণমূলক ভাবব্যঞ্জক লক্ষণবি°, রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদি।—সা-দ° ৩. ১২৩ ॥ শব্দ° আপ্° ॥ যাহাদ্বারা সুখ-দুঃখাদি অবস্থা অনুমান করা যায় তাহা অনুভাব। অর্থাৎ যাহা স্থায়িভাবের কার্য তাহাই অনুভাব। ~ক—[অনু+√ভূ+ণ্বুল্ ভা°] বিণ, বোধক, অনুভবজনক। 'যৎপদেন বিনা যত্তানানুভাবকতা ভবেৎ'—ভাষাপ° ৮৪ ॥ আপ্° ॥ ~ন—[অনু+√ভূ+ল্যুট্ ভা°] ক্লী°; (অলঙ্কারশা°) কবিতার শৃঙ্গারাদি রসের প্রকাশ, উদ্বোধন।—সা-দ° টী° ৩. ১৩। ~ী—[পুং-বিন্] ১ উপলব্ধা, জ্ঞাতা। ২ [অনু+√ভূ+ণিনি ভা°] (ব্যবহারশা°) আত্মীয় (যে আত্মীয় মৃত্যুতে শোক করে), কনিষ্ঠ পুত্র (যে পরে আসে) ॥ আপ্° ॥ ৩ [অনুভাব+ইনি] ভাবব্যঞ্জক লক্ষণযুক্ত। ৪ সাক্ষী। 'অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎকুর্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্'—মনু° ৮. ৬৯ ॥ আপ্° ॥

অনুভাষণ—[অনু + √ভাষ্+ল্যুট্ ভা°] (ন্যায়শা°) পুনঃকথন, পুনরুক্তি [অননুভাষণ দ্র°]।

অনুভাস—[অনু + √ভাস্ + অচ্ ভা°] বায়সবি° ॥ বৈদ্য-নি° ॥

অনুভূ – [অনু+√ভূ+ক্বিপ্ ভা°] বিণ, জ্ঞাতা, উপলব্ধা। ২ স্ত্রী°, অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ'—বৃহ-উ° ২. ৫. ১৯।

অনুভূত – [অনু+√ভূ+ক্ত] ১ অবগত, জ্ঞাত।

অনুভূতি—[অনু+√ভূ+ক্তি ভা°] ১ অনুভব, উপলব্ধি। ২ [দর্শন°] চারি প্রকার জ্ঞান—প্রত্যক্ষ, উপমিতিজাত, অনুমিতিজাত ও শব্দজাত।— ভাষাপ° ৫১-৩ [অনুভব দ্র°]। ৩ যজুর্বেদী ব্রহ্মচারী। ~প্রকাশ—১ বেদান্তের প্রকরণ-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মাধব আচার্য, ইনি বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর স্বামী নামেও পরিচিত [মাধবাচার্য দ্র°]। শাঙ্কর-মতানুসারী অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের উপর গ্রন্থনী রচিত।—E. B. Cowell-কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ (১৮৭০ খ্রী°)। বোম্বাই-এর নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে 'অনুভূতিপ্রকাশ' মূল প্রথম মুদ্রিত হয় (১৯২৬ খ্রী°)।—IOC; ii. pt.-i (নব-স°)। ২ সায়ণাচার্যকৃত দ্বাদশটী মূল উপনিষদের ব্যাখ্যা-গ্রন্থবি°। —IOC. 1685, Hall. 116; Burnell, 366; Opp. ii. 7479; Rice 132 ॥ Cat. Cat. ॥ ~রত্নমালা—বেদান্তগ্রন্থবি°।—Burnell, 92b, Opp. ii. 6186 ॥ Cat. Cat. ॥

অনুভূতিস্বরূপ—তত্ত্বালোকপ্রণেতা জনার্দনের গুরু।—Hall. 157.

অনুভূতিস্বরূপ, আচার্য—বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। সারস্বতসূত্রের 'সারস্বত-প্রক্রিয়া' নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থের রচয়িতারূপেই ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্য ভাষ্যের টীকা, ন্যায়দীপবলীর চন্দ্রিকা-টীকা, প্রমাণমালার উপর নিবন্ধ-টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ আনন্দগিরির ইনি শিক্ষাগুরু। সম্ভবতঃ খ্রী° ১৩শ শতকের শেষভাগে ও ১৪শ শতকের প্রথম ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। [সারস্বতসূত্র দ্র°] —Hall. 159 ॥ Cat. Cat. ॥ IOC, 790-800.

অনুভৈ= অনুভূতি। দাদু, কবীর, নামদেব, রবিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ও ভক্তগণ প্রত্যেকেই এই নামের কাব্য রচনা করিয়াছেন। এস. এম. দাসের হস্তলিখিত 'হিন্দী পুস্তকোঁ কা সংক্ষিপ্ত বিবরণ', (১ম খ. ১৮৩ পৃ.) হইতে জানা যায় যে, নামদেব সর্বাগ্রে এই নামে পুস্তক রচনা করেন। দাদু ১৫৯৬ খ্রী° জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬৮৯ খ্রী° লোকান্তর গমন করেন। এই দোঁহাকারদের দোঁহাগুলিতে ইঁহাদেরই অনুভূতির ফল বিবৃত হইয়াছে। নামদেবের 'অনুভৈ' বা 'অনুভৌ' এর সহিত সকলেই পরিচিত ছিলেন। ইঁহার 'বাণী' (দোঁহা) হইতে সকলেই কিছু না কিছু উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুভোগ—১ উপভোগ। ২ কার্যবিশেষের বিনিময়ে নিষ্কর ভূমিদান ॥ গোল্ড° ॥ ~কল্পতরু—ধর্মগ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—জগন্নাথ। —Burnell, 140b ॥ Cat. Cat. ॥

অনুভ্রাতা – [পুং-ভাতৃ। অনুগতো ভ্রাতরম্] কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অনুজ ॥ আপ্° ॥

অনুমকুণ্ড—অনুমকুণ্ড (বা অনুমকোণ্ড বা অনোমকুণ্ড বা অনোমকোণ্ড) -পত্তন, -পুর। প্রাচীন 'তেলিঙ্গন'রাজ্যের রাজধানী (JASB, 1838, 903; Wilson: Mackenzie Collection, 76) [তেলিঙ্গন দ্র°]। বর্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'ব.রঙ্গল' নামক স্থান (JASB. 1838, 901) [ব.রঙ্গল দ্র°]। টলেমি তাঁহার ভূগোলে 'করুন্-কোল' নামক যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, কানিংহামের মতে উহাই বর্তমান ব.রঙ্গল (GDI, 8) কানিংহাম ইহাকে 'অক্ষলিনগর'ও বলিয়াছেন এবং

কুজেন্সও তাহা সমর্থন করিয়াছেন (List of the Antiquarian Remains in the Nizam's Territories)।

তেলিঙ্গনরাজ্য অন্ধ্র নৃপতিগণের একটী রাজ্য ছিল। কাকতীয় বা গণপতিগণ অনুমকুণ্ডকে তাঁহাদের রাজধানী করিয়াছিলেন এবং এখানে তাঁহারা ১১১০ খ্রী° হইতে ১৩২৩ খ্রী° পর্যন্ত দুই শত বর্ষেরও উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন (GDI, 8)। ১ম রুদ্রদেব চোল.গঙ্গের ১১৬৩ খ্রী° শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, ইহা একটী বৃহৎ নগর ছিল এবং ইহা অন্ধ্রদেশীয় নগরগুলির মুকুটস্বরূপ ছিল (JASB, 1838, 903)। পূর্ব-চালুক্যরাজ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তাঁহার করদ নৃপতি কাকতীয় বংশীয় ত্রিভুবনমল্ল বেত বা বেত্মকে এই নগর প্রদান করেন। ১১১৭ খ্রী° (২৪এ ডিসেম্বর) ব.রঙ্গলের একটী লিপি হইতে দেখা যায় — এই সময় ত্রিভুবনমল্লের পুত্র ২য় প্রোল. অনুমকুণ্ডকে তাঁহার রাজধানী করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। ইহার অনতিকাল পূর্বেই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।—EI, ix. 256. প্রোল.রাজ প্রতিবেশী নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া আপনার শক্তি ও প্রভাব যথেষ্ট বর্ধিত করিয়াছিলেন (HInsSI, 96)। চালুক্যরাজ ৩য় তৈলকে তিনি বন্দী করেন ও অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র ১ম রুদ্রদেবের ১১৬৩ খ্রী° (১৯এ জানুয়ারী) ব.রঙ্গল-লিপি হইতে জানা যায়, প্রোল. পশ্চিম-চালুক্য সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই গোবিন্দরাজ ১১২৬-৭ খ্রী° বেজ.ব.াদার নিকটবর্তী কোণ্ডপল্লী নামক স্থান শাসন করিতেন এবং তিনি বেল.নাড়ুরাজ ২য় গোঙ্কের সহিত যুদ্ধ করেন ও বেঙ্গি অগ্নিদগ্ধ করেন। সান্তর জগদেব অনুমকুণ্ড অবরোধ করিয়া প্রোল.কে তাহার মধ্যে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকেও প্রোল. বিতাড়িত করিয়াছিলেন।—IA, 1882, 9 ; EI, ix. 256.

প্রোল.রাজের পর তাঁহার পুত্র ১ম রুদ্রদেব বা ১ম প্রতাপরুদ্র ১১৬৩ খ্রী° সিংহাসনারোহণ করেন। ইনিও ইঁহার রাজত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। রুদ্রদেবের পর মহাদেব রাজা হন। মহাদেবের পুত্র গণপতি ১২৩১ খ্রী° সিংহাসন লাভ করেন। গণপতির পর রাজ্যারোহণ করেন রুদ্রমাদেবী (১২৫৭ খ্রী°); ইনি গণপতির পত্নী কিংবা কন্যা। রুদ্রমাদেবী অনেক দিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পৌত্র ২য় প্রতাপরুদ্র সিংহাসন লাভ করেন (১২৯৪ খ্রী°)। ২য় প্রতাপরুদ্রের পর ১৩২৫ খ্রী° কৃষ্ণ বা বীরভদ্র রাজা হন। বীরভদ্রই কাকতীয়-বংশের শেষ নৃপতি—ASSI, ii. 172f ; Numismatica Orientalia, iii. pt.-ii, 84.

পঞ্চমে কাকতীয় অধিপতি গণপতি বিজেতৃরূপে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিঙ্গরাজকে পরাস্ত করেন এবং দক্ষিণ গুজরাট ও বঙ্গদেশের নৃপতিগণকে বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য করেন; দক্ষিণে নেলোর জেলা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গণপতিদেবই অনুমকুণ্ডের দুর্গের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। উহার নির্মাণকার্য শেষ করেন রুদ্রমাদেবী।

খ্রী° ১৪শ শতকের প্রারম্ভে মুসলমানগণ অনুমকুণ্ড আক্রমণ করে এবং ১৬০৩ খ্রী° কতকাংশে উহা পদানত করিতে সমর্থ হয়। তাহারা কিন্তু ইহা কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারে নাই এবং ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ১৩১০ খ্রী° 'অলাউদ্দীনের সেনাপতি মলিক কাফুর অনুমকুণ্ড অবরোধ করেন। এই সময় ২য় রুদ্রদেব রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৩২১ খ্রী° গিয়াসুদ্দীন তুঘ্.লক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ফকরুদ্দীন জ়ুনানকে (পরে মুহম্মদ বিন্ তুঘ্.লক) উলুঘ খাঁ নাম দিয়া রুদ্রদেবের রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠান। উলুঘ খাঁ তেলিঙ্গনরাজ্য সম্পূর্ণরূপে পদানত করেন এবং রুদ্রদেবকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তেলিঙ্গনবিজয়ের পর তিনি তেলিঙ্গন-রাজধানীর নাম বদলাইয়া 'সুলতানপুর' রাখেন।—EHI, iii. 251 ; E. Thomas : Chronicles of Pathan Kings of Delhi, 187.

রুদ্রদেব বন্দী হইলে তাঁহার পুত্র বীরভদ্র সিংহাসনের অধিকারী হইলেও তিনি বিশেষ রাজত্ব করিবার অবকাশ পান নাই। ১৩২৫ খ্রী° তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া কোণ্ডবীড়ুতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন; কোণ্ডবীড়ুতে কাকতীয়গণের আর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায় না (Numismatica Orientalia, iii. pt. ii, 84)।

কাকতীয়গণের পতন হইলে অপর এক জন হিন্দুরাজের হস্তে তেলিঙ্গনরাজ্যের শাসনভার দেওয়া হয়। তাঁহাকে দিল্লী-দরবারে কর দিতে হইত। দিল্লীর সৈয়দ-বংশের পতন হইলে প্রথম বহ্.মনিরাজ 'অলাউদ্দীন হসন ১৩৪৭ খ্রী° সুলতানপুরের হিন্দুরাজকে, দিল্লী-দরবারে যে কর দেওয়া হইত, তাহা তাঁহাকে দিতে বাধ্য করেন। ১৪২২ খ্রী° তেলিঙ্গন-রাজধানী বহ্.মনি বাহিনী-কর্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়। এই আক্রমণের ফলেই এই রাজ্যের পতন হয় এবং ইহা গোলকুণ্ডার কুতব্.শাহী অধিপতিগণের রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

প্রাচীন অনুমকুণ্ডের স্থাপত্যনিদর্শন সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট 'হনমকোণ্ড' (সম্ভবতঃ অনুমকোণ্ডের অন্য নাম) বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১১৬২ খ্রী° ইহা নির্মিত হয়। মন্দিরটীতে চালুক্য-স্থপতিকলার প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ তিনটী স্বতন্ত্র হলঘর, একটী দ্বারমণ্ডপ ও মণ্ডপের বিপরীত দিকে একটী নক্ষত্রাকার মণ্ডপ লইয়া মন্দিরটী গঠিত। দ্বারমণ্ডপটী তিন শত স্তম্ভ এবং

নক্ষত্রাকার মণ্ডপটী দুই শত স্তম্ভের অবলম্বনে নির্মিত। সহস্র স্তম্ভের মধ্যে মাত্র তিনটীতে প্রাচীন তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় লিপি আছে। মন্দিরের নিকটে প্রস্তরে ক্ষোদিত কতকগুলি জৈন মূর্তি পাওয়া যায়। কাকতীয়গণের দুর্গের (গণপতি ও রুদ্রমাদেবী-নির্মিত) পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারে এবং বহু স্তম্ভে অনেক প্রাচীন তেলেগু ভাষায় ও সংস্কৃত লিপি আছে। বর্তমান ব.রঙ্গলে অন্যান্য যে সমুদয় উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-নিদর্শন পাওয়া যায় যায়, সেগুলির সহিত প্রাচীন তেলিঙ্গন- (বা অনুমকুণ্ড) রাষ্ট্রের বা কাকতীয়গণের সম্বন্ধ নাই। – IG, xxiv. 358-9.

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুমত – ১ প্রিয়। 'ধনমতো নমতো-নুমতান্ প্রিয়াঃ'—শিশু° ৬. ৬৫॥ ২ [অনু + √মন্ + ক্ত কর্ম° ; স্ত্রী -া] বিণ, অনুমোদিত, সম্মত, স্বীকৃত। 'কৃতমনুমতং দৃষ্টং বা যৈ রিদং গুরুপাতকম্'—বেণী-সং ৩. ২২ ; 'অনুমতো গৃহায়'—রা° (গো°) ৫. ১০ ; 'উভয়ানুমতঃ সাক্ষী'—যাজ্ঞ-স° ২. ৭৪॥ আপ্° ॥ ২ অভীষ্ট, প্রিয়। 'বৃষ্টিং চ কর্ষক-জনানুমতাং করোতি'—বৃহ-স° ৫. ৭২। ৩ ক্লী°, সম্মতি, অনুমোদন, অনুজ্ঞা। 'প্রথমং কন্তানুমতে চোরিতমেতত্ত্বয়া হৃদয়ম্'— বিক্র° ৩. ১৭॥ আপ্° অম°॥

অনুমতি, – ১ [অনু + √মন্ + ক্তি ভা°] স্ত্রী°, আদেশ, সম্মতিপ্রদান, অনুমোদন। 'অকামানুমতো কামম্'—অম°। ২ [অনু + √মন্ + ক্তি অধি°] যে পূর্ণিমাতে কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, শুক্লা চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা ॥ মে° শব্দ°॥ তদধিষ্ঠাত্রী দেবী। [অনুমতিঃ দ্র°] ৩ [বা° অপ্র°] প্রসন্ন। ৪ ভৃগুগোত্রীয় এক জন গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। – মৎস্যপু° ১৯৫. ২৮। ৫ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ধাতুর স্ত্রী। – ভা° ৬. ১৮. ৩।

অনুমতি, – দেবী-বি°। বৈদিক যুগেই ইনি চন্দ্রের চারিটী কলার অন্যতমা দেবীরূপে পরিকল্পিত হন (তৈ-স° ১. ৮. ৮. ১ ; ৩. ৪. ৯. ১ ; কাঠ-স° ১২. ৮ ; বাজ-স° ২৯. ৬০ ; ৩৪ .৮. ৯ ; ষড়্-ব্রা° ৫. ৬)। অন্য তিনটী কলার দেবী—সিনীবালী, কুহূ (অন্য নাম গুঙ্গূ) ও রাকা। এই চারিটী কলার দেবীই বৈদিক যুগে আদৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্ কলার দেবী, সে-বিষয়ে কিছু কিছু মতানৈক্য দেখা যায়। তবে অধিকাংশ স্থলে অনুমতি দুই প্রহর চতুর্দশী-যুক্ত পূর্ণিমার দেবী এবং সিনীবালী, কুহূ ও রাকা যথাক্রমে চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দেবী। যজুর্বেদে (৩. ৩. ১১) অনুমতি পূর্ণিমার দেবী এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭. ১১) প্রথম পূর্ণিমার দেবী (দ্বিতীয় পূর্ণিমার দেবী রাকা) সূর্যাস্তের সময় যখন সূর্য ও পূর্ণচন্দ্র একই সময়ে দেখা যায়, তখনই অনুমতির কাল। যে পূর্ণিমার চন্দ্র এক কলা অপূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ পায়, সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি বলা হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপু° (১. ১০. ৭-৮)-অনুসারে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা ; অঙ্গিরোপত্নী স্মৃতির গর্ভে ইঁহাদের জন্ম হয়। ভা°-অনুসারে স্বারোচিষ মন্বন্তরে উতথ্য ও বৃহস্পতি মুনিদ্বয় অঙ্গিরার পুত্র ; সুতরাং অনুমতিকে উতথ্য ও বৃহস্পতির ভগিনী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভা°-পুরাণে (৪. ১. ৩৩) ইনি অঙ্গিরা ও শ্রদ্ধার কন্যা ; এখানে স্মৃতির স্থানে শ্রদ্ধা ইঁহার মাতা। অন্যত্র (ভা° ৬. ১৮. ৩) ধাতৃ নামক আদিত্যের পত্নী, ধাতুর ঔরসে ইঁহার পূর্ণমাস নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আবার ভা°-র ৫. ২০. ১০শ্লোকে দেখা যায়, অনুমতি শাল্মলী দ্বীপান্তর্গত সপ্তনদীর অন্যতম নদী ; এই সপ্তনদী যথাক্রমে—অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহূ, রজনী, নন্দা ও রাকেতি।

অনুমতি অর্থে সম্মতি, অনুজ্ঞা, অনুমোদন প্রভৃতি, অর্থাৎ ইহা একটী মানসিক বৃত্তি-বি°। এই শব্দগত অর্থের দিক্ দিয়া অনুমতি দেবীর পরিকল্পনার তাৎপর্য আছে। প্রধানতঃ ইনি সম্মতি ও অনুগ্রহের দেবীরূপে পূজা পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দিক্ দিয়াই ইঁহার প্রথম পরিকল্পনা হইয়াছিল এবং পরে ইনি চন্দ্রের অন্যতমা কলারূপে প্রকাশ পান।

ঋগ্বেদে দুইবার (১০. ৫৯. ৬ এবং ১০.-১৬৭. ৩) অনুমতির স্পষ্টোল্লেখ আছে। প্রথমে অনুমতির অনুগ্রহ ও স্বস্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং পরে বৃহস্পতি ও অনুমতি মঙ্গল করিতেছেন তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৯. ৭৪. ৬ ঋক্ 'চতস্রো নাভো নিহিতা অবো দিবো হবির্ভরংত্যমৃতং ঘৃতশ্চ্যুতঃ'—ইহার 'চতস্রো' শব্দে সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে অনুমতি, সিনীবালী, কুহূ ও রাকা চন্দ্রের এই চারি কলার ব্যবহার দেখাইয়াছেন।

ঋগ্বেদের যুগে অনুমতি পূজা পাইলেও তিনি বিশেষ প্রাধান্য পান নাই—এক জন অপ্রধানা দেবীরূপেই তিনি পরিগণিত ছিলেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, সে-যুগে দেবী অপেক্ষা দেবতারাই প্রধানতঃ প্রাধান্য পাইয়াছেন।

যজুর্বেদে (১. ৮. ৮) অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহূর প্রতি অর্ঘ্য-নিবেদনের কথা আছে। আবার অন্যত্র (৩. ৩. ১১) দেখা যায়, অনুমতির প্রতি যজ্ঞ অনুমোদনের এবং যাহাতে তিনি ও অর্ঘ্যবাহী অগ্নি দাতার আনন্দস্বরূপ হন, তাহার আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছে। ইহার পরেই অনুমতিকে আহ্বান করিয়া তাহার উদ্দেশে উপাসনা—'তোমার অনুগ্রহ দান কর'। আবার আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছে—'তিনি অর্থাৎ অনুমতি যেন আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সন্ততিদ্বারা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আমরা যেন তাঁহার বিরাগে পতিত না হই, এই সহজসাধ্যা দেবী যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন।'

অথর্ববেদে অনুমতির বৈশিষ্ট্য আরও বেশী বিকাশ পাইয়াছে। অথর্ববেদেই তাঁহাকে প্রথম নিখিল বিশ্বচরাচরের সহিত একত্ব

কল্পনা করা হয়—'অনুমতিঃ সর্বমিদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চ বিশ্বমেজতি। তস্যাস্তে দেবি সুমতৌ স্যামানুমতে অনু হি মঙ্‌সসে নঃ॥'—৭.২০.৬। শ-ব্রা° (২. ৩. ৪)এও উল্লিখিত হইয়াছে, অনুমতিই বিশ্ব। আবার ঐ-ব্রা° (৩. ৪. ৭. ৮)-এ বলা হইয়াছে, অনুমতিই গায়ত্রী—'যানুমতিঃ সা গায়ত্রী'।

৬. ১১. ৩ অথর্বনে দেখা যায়, পুংসবন-ক্রিয়াকালে সন্তানপ্রার্থী কন্যার পরিবর্তে পুত্রলাভার্থ প্রজাপতি, অনুমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অনুমতি ও সিনীবালী যে ভ্রূণ গঠন করিয়াছেন, প্রজাপতির আশীর্বাদে উহা যেন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভসঞ্চার ও সহজপ্রসবের আকাঙ্ক্ষায় প্রাচীন লাটিন জাতির মধ্যে লুসিনা দেবীর (Lucina, Lucna, Luna, অর্থে চন্দ্র) নিকট প্রার্থনা জানাইবার রীতি ছিল। ১. ১৮. ২ অথর্বনে সবিতৃ, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও অনুমতির নিকট যে উপাসনা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন নারীর দেহে অসৌভাগ্যকর চিহ্ন থাকিলে তাহা বিদূরিত করা ইঁহাদের অনুগ্রহসাপেক্ষ। পুরুষ যখন কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে চাহে না, অথচ সেই নারী তাহারই হৃদয়ে প্রেমের কামনা উৎপাদন করিতে ব্যগ্র হয়, তখন নারী পুরুষের হৃদয়ে লালসা জাগাইবার জন্য ও তাহার (নারীর) প্রতি পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা জানায় এবং তাহাতে অনুমতির সম্মতি ভিক্ষা করে (অ° ৬. ১৩১. ১-২)। *

যজুর্বেদের অনুরূপ অথর্ববেদেও (৭. ২০. ১-২) দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞের অনুমোদনের জন্য অনুমতির অনুগ্রহ ভিক্ষা করা হইয়াছে; উহাতেই অনুমতির নিকট স্বাস্থ্য ও সুখ দিবার, উৎসর্গীকৃত যজ্ঞ গ্রহণ করিবার এবং প্রজা (সন্তান) দান করিবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ৫. ৭. ৩-৪ অথর্বনে দেখা যায়, যাজ্ঞিক বা পুরোহিত তাঁহার দক্ষিণার পরিমাণ যাহাতে না কমে তজ্জন্য সরস্বতী, অনুমতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন।

সে-যুগে আরও কয়েকটী ব্যাপারে অনুমতির উপাসনা দেখা যায়। গোচারণে আনীত গাভীগুলিকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করাইবার জন্য ও গোধনবৃদ্ধির জন্য যে সমুদয় দেবদেবীর পূজা করা হইত তাঁহাদের মধ্যে অনুমতি অন্যতমা (অ° ২. ২৬. ২)। এখানে অনুমতি, সিনীবালী ও বৃহস্পতি তিন জনেরই অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছে। সিনীবালী ও অনুমতি উভয়ের উল্লেখের একটা সার্থকতা এই যে, উভয়েই যখন চন্দ্রকলা তখন ইঁহাদের উদয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ অন্ধকারশূন্য থাকিত। আবার হলানুষ্ঠান-ব্যাপারেও ইঁহারা পূজ্যা—ইন্দ্র, পর্জন্য, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্‌গণ, উদলাকাশ্যপ, স্বাতিকারী, সীতা, অনুমতি প্রভৃতি।—দ্র° পার-গৃ° ২. ১৩. ১-২। অথর্ববেদ-অনুসারে গাভীর বন্ধ্যাত্ব দূর করাও অনুমতির অনুগ্রহের উপর নির্ভরসাপেক্ষ।

রাজসূয়, পুরুষমেধ-প্রমুখ যজ্ঞের সহিতও অনুমতি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞারম্ভে দীক্ষার প্রথম দিনে (১লা ফাল্গুন) কয়েকটী আনুক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া অনুমতি ও নির্ঋতিকে অর্ঘ্যদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। শ-ব্রা°(২. ৩. ১-৪) অনুসারে অভিষেককালে প্রথম দিন নৃপতি-কর্তৃক পূর্ণাহুতি প্রভৃতি দান করা হইত এবং পর দিন অষ্টকপালে অনুমতির যজ্ঞাহারের জন্য পিণ্ড প্রস্তুত করা হইত—কারণ অনুমতিই এই পৃথিবী; যিনি স্বীয় অভিলষিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে জানেন তাঁহার জন্যই অনুমতি অনুমোদন করেন, এই জন্যই 'আমি যেন অনুমতিদ্বারা অনুমোদিত হইয়া সংস্কৃত হইতে পারি' নৃপতি এইরূপ ভাবিয়া অনুমতিকে প্রসন্না করেন। শাঙ্খায়ন-সূত্র (২. ১৪. ৪) হইতেও জানা যায়, বৈশ্বদেব-যজ্ঞ সম্পাদনকালেও সোম, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভরদ্বাজ, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, অদিতি, অনুমতি, অগ্নিস্বিষ্টিকৃৎ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদোষে ও প্রত্যূষে অগ্নিতে অর্ঘ্য দিবার নিয়ম ছিল। পঞ্চমহাযজ্ঞেও অনুমতি পূজা পাইতেন (পার-গৃ° ২. ৯. ২)। আবার সোমযজ্ঞের সহিত অগ্নিবেদীর চতুর্দিকে যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার রীতি ছিল, সেই সময়েই পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া অনুমতির সম্মতি ভিক্ষা করা হইত (খাদি-গৃ° ১. ২. ২৮)।

বৎসরান্তে পাঠারম্ভের নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ বর্ষাসমাগমে) ছাত্রদিগকে 'অধ্যায়োপকর্ম' অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত। এই অধ্যায়োপকর্ম অনুষ্ঠান পালনকালে তাঁহারা হয় সমস্ত ঋগ্বেদ, না হয় কতকগুলি অধ্যায়ের গোড়ার ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করিতেন এবং ঘৃত-দুগ্ধ-মিশ্রিত তণ্ডুলদ্বারা অর্ঘ্য-রচনা করিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন, এই দেবতাদের মধ্যে অনুমতিও স্থান পাইতেন।—পার-গৃ° ২. ১০. ৯; আশ্ব-গৃ° ৪. ৩. ২৬। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র (৪. ৩. ২৬)—অনুসারে শ্রাদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী বাম হাঁটু নত করিয়া প্রতি বার 'স্বাহা' উচ্চারণপূর্বক অগ্নি, কাম, বসুধা ও অনুমতির উদ্দেশ্যে আজ্য অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। গোভিলসূত্রে (২. ৩. ১৭-২০) নবদম্পতিকর্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও অনুমতিকে অর্ঘ্যদানের ব্যবস্থা আছে। মনু (৩. ৮৪, ৮৬) বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ নিজ নিজ গৃহ্যসূত্রানুসারে বৈশ্বদেবের জন্য পক্কান্নের একাংশ গৃহাগ্নিতে যথাক্রমে অগ্নি, সোম, অগ্নি ও সোম একত্র, বিশ্বেদেবগণ, ধন্বন্তরী প্রভৃতি

* সে-যুগে পুরুষের প্রেম প্রার্থনা করার সহিত একটী অনুষ্ঠানও সংশ্লিষ্ট ছিল। যে পুরুষের প্রেম যাচ্ঞা করা হইত তাহার আসনে, গৃহে, বা শয্যায় অথবা সে যে পথে হাঁটে, তাহাতে প্রথমতঃ কতকগুলি মাষ নিক্ষেপ করা হইত। মাষ কামোদ্রেক করিবার অনুকূল। অনুষ্ঠানকালে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের একটী প্রতিমূর্তি গড়ান হইত—তাহার মুখ থাকিত অনুষ্ঠানকারিণীর দিকে। অতঃপর কতকগুলি শরাগ্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেগুলি সেই প্রতিমূর্তির দিকে দিকে স্থাপন-পূর্বক মন্ত্রপাঠ করা হইত।

এবং কুহূ, অনুমতি, প্রজাপতি, দ্যৌ, পৃথিবী ও অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ—এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে।

এই সমুদয় নিদর্শন হইতে স্বতঃই স্থির করা যায় যে, প্রাচীন দেবগোষ্ঠীর মধ্যে অনুমতির একটী বিশেষ আসন ছিল এবং তাঁহার বৈশিষ্ট্যও ছিল সর্বতোমুখী। যেভাবে তিনি পূজা পাইয়াছেন এবং তাঁহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে প্রধান দেবতাদিগের অন্যতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অনুমধ্যম—অব্য°, মধ্যমের পশ্চাৎ, জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের অন্তবর্তী মধ্যম—তাহার পরে।

অনুমনন—[অনু + √মন্ + ল্যুট্ ভা°] ১ অনুচিন্তন, অনুধ্যান। ২ অনুমোদন, সম্মতি-প্রদান। —গী° (টী°) ১৩. ১২। ৩ স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনতা দান ॥ গোল্ড° আপ্° ॥

অনুমন্তা—১ [মূ°-মন্তৃ। অনু + √মন্ + তৃচ্] বিণ, অনুমোদনকারী, অনুমোদনকর্তা। — গী° ১৩. ১২; মনু° ৫. ৫১। ২ দ্বাদশ সাধ্যগণের অন্যতম সাধ্যগণ। —বায়ুপু° ৬৬. ১৫৭; গী° ১৩. ২৩।

অনুমন্ত্রণ — [অনু + √ মন্ত্র্ + ল্যুট্ ভা°] মন্ত্র এবং প্রার্থনাদ্বারা দেবকার্যে উৎসর্গীকরণ। যেমন—উপাংশুযাজানুমন্ত্রণ। ~মন্ত্র — দেবকার্যে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যবহৃত মন্ত্র বা স্তোত্রবি°।

অনুমরণ—[অনু (পশ্চাৎ) + √মৃ (মরা) + ল্যুট্] ক্লী°, মৃত পতির অনুগমন। পতির মৃত্যু হইলে পত্নী-কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণকে অনুমরণ বলা হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্র-অনুসারে মৃত্যুর পর পতির অনুগমন করা পত্নীর কর্তব্য—'মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদান্বারোহণং বা'—বিষ্ণুস° ২৫, ১৪; একমাত্র পত্নী ব্যতীত অন্য কাহারও এমন কি বন্ধুরও মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিবার অধিকার নাই, কারণ পত্নী ব্যতীত অপর সকলের যাম্য পথ অবরুদ্ধ—

'মৃতোঽপি বান্ধবঃ শক্তো
নানুগন্তুং নরং মৃতম্।
জায়াবর্জং হি সর্বস্য
যাম্যঃ পন্থা বিরুদ্ধতে ॥'
—বিষ্ণুস° ২০. ৩০।

এইরূপ মৃত্যুবরণকে 'অনুমরণ' ও 'সহমরণ' উভয়ই বলা হইয়া থাকে। তবে অনুমরণ ও সহমরণের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রায়ই অভিন্ন হইলেও উভয়ের তাৎপর্য একই স্থলে প্রযোজ্য নহে। পতির মৃত্যু হইলে পত্নী যদি একই চিতায় আরোহণ করে না পতির সহিত একই সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে তাহাকে 'সহমরণ' বলা হইয়া থাকে। এজন্য 'সতীদাহ'কে একমাত্র সহমরণেরই পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু পতির মৃত্যুর সময় পত্নী যদি তথায় উপস্থিত না থাকে এবং পতির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা করে বা স্বতন্ত্রভাবে চিতা রচনা করিয়া তাহাতে আরোহণ করে তাহাকে অনুমরণ বলা হইবে। ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী সতীদাহের সহিত অনুমরণের কোন সম্পর্ক নাই।

বাচস্পতি-ধৃত স্মৃতিবচনে কথিত হইয়াছে, ক্রোধ, বাসনা, মোহ বা ভয়—এগুলির যে কোন একটীর প্রভাবে স্বামীর সহিত অনুমরণ-ব্রত গ্রহণ করিলে স্ত্রী পবিত্রা হইবে।—

'ভর্তানুমরণং কালে
যাঃ কুর্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াদ্বাপি
সর্বাঃ পূতাঃ ভবন্তি বাঃ ॥'

দেশান্তরে স্বামীর মৃত্যু হইলে শাস্ত্রবিধানানুযায়ী পত্নী পৃথক্ চিতা রচনাপূর্বক শুচিতা অবলম্বন করিবার পর পতির পাদুকা বুকে লইয়া চিতারোহণ করিবে।

'দেশান্তরমৃতে পত্যৌ
সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা
প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥'
—ব্রহ্মপু° ॥ বো-রো° ॥

এই বিধান অবশ্য ব্রাহ্মণভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অন্যান্য জাতীয়া রমণীর পালনীয়। ব্রাহ্মণরমণীর এরূপ অনুমরণ নিষিদ্ধ—'পৃথক্‌চিতাং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি'—কাদ° ১৭৩-৪। [সতীদাহ ও সহমরণ দ্র°]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অনুমরণবিবেক – রঘুনন্দনকর্তৃক শুদ্ধিতত্ত্বে উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থবি° ॥ Cat. Cat. ॥

অনুমরু— মরুর পশ্চাৎ দেশ, মরুসদৃশ দেশবি°।

অনুমা = অনুমিতি [অনুমিতি দ্র°]।

অনুমাতা—[মূ°-তৃ। অনু + √মা + তৃচ্ কর্তৃ°; স্ত্রী—ত্রী] যে অনুমান করে, অনুমানকর্তা। 'ন হি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমিতেঽনুমাতারঃ' ॥ আপ্° বো-রো°; ভামতী° ৩৪৩. ৬; শ্মি° ॥

অনুমাদ্য—[বৈদিক। অনু + √মদ্ + নিচ্—যৎ] প্রশংসায় আনন্দলাভ করা, ক্রমশঃ প্রশংসিত হওয়া। 'ইন্দ্রো অনুমাদ্যো ভূৎ'—ঋ° ৬. ৩৪. ২; ৯. ২৪. ৪ই°।

অনুমান১—[অনু + √মা + ল্যুট্ ('করণাধিকরণয়োশ্চ' ইতি ল্যুট্ —পা° ৩. ৩. ১১৭)] ক্লী°, ১ [সাংখ্যদ°] বোধ, নির্ধারণ, যুক্তিদ্বারা ব্যাপক বস্তু নির্ণয়, ন্যায়মতে জ্ঞানলাভের চতুর্বিধ উপায়ের অন্যতম। 'প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥'—মনু° ১২. ১০৫। [অনুমান২ দ্র°] অনুমিতি ॥ অভি° শব্দ° ॥ পর্যায় — অনুমা ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ২ বিতর্ক। 'যথা নয়ত্যসৃক্‌পাতৈর্মৃগস্য মৃগয়ুঃ পদম্। নয়েত্তথানুমানেন ধর্মস্য নৃপতিঃ পদম্।'—মনু° ৮. ৪৪; রা° (গো°) ৫. ১২. ৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ৩ যাহা অনুমিত হয়। অনুমান-বস্তু। 'শক্যন্তে নানুমানেন পরোঽপি পরিরক্ষিতুম্' — হিতোপ° ১. ৬৯। ৪ অনুমাপক লিঙ্গ বা চিহ্ন। — রা° ৪. ৬. ৯. ॥ ব-শব্দ° ॥ ৫ [প্রাদিস°] অনুরূপ মান, সাদৃশ্য, তুলনা। 'আত্মনো

হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে'—শকু° ৫. ৯৭। ৬ [জ্যামিতি] কোন প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে প্রতিজ্ঞান্তরের সিদ্ধতাবোধ, এক বা বহু প্রতিজ্ঞা হইতে যে ফলের উপলব্ধি হয় সেই ফল (corollary)। ৭ [অলঙ্কার-শা°] অর্থালঙ্কার-বি°। সাধ্য বিষয়ের সাধন হয় বলিয়া যে অনুভব, তাহাকে অনুমান অলঙ্কার বলে, অন্য অলঙ্কারাদির জন্য চমৎকারিতার সহিত ব্যাপ্য হেতুর জ্ঞান হইতে ব্যাপক সাধ্যের জ্ঞান হইলে অনুমান হয়। 'অনুমানন্তু বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ'—সা-দ° ১০. ৮২; 'অনুমানং তদুক্তং যৎসাধ্য-সাধনয়োর্বচঃ' — কা-প্র° ১০. ১১৭। যথা,—

'তব তেজঃ-প্রাদুর্ভাবে করি অনুমান
দৈত্য আঁধারের আজি নিশা অবসান।
মহেন্দ্রের দশ শত, নেত্র-পদ্ম-বন
অবশ্য বিকাশ-শোভা, লভিবে এখন ॥'
—নিবাতকবচ-বধ।

অনুমানটী রূপকদ্বারা বিশেষ বৈচিত্র্য বহন করিতেছে বলিয়া এখানে অনুমান নামে অলঙ্কার হইল। ৮ [সং অনু+ √মানি (মানয়) > প্রা° √ অণুমান > বা° √অনুমান; হি° ম° √অনুমান] ১ অনুভব করা, বোধ করা।—ব্যব-স্থ° ৭। ২। [অপ্র°] অনুসরণ করা, মানা ॥ ব-শব্দ° ॥ ৯ ন্যায়-গ্রন্থবি° ।—Pheh. 12 ॥ Cat. Cat. ॥ ~কাঞ্চন—ন্যায়গ্রন্থবি° ।—Opp. 6300 ॥ Ca . Cat. ॥ ~খণ্ড—বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থবি°। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ৬৯ (১?"×২$\frac{১}{৪}$"); প্রতি পত্রে ৮ হইতে ৯ পঙক্তি। অসম্পূর্ণ। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর হড্‌সন-সংগ্রহে ইহা রক্ষিত আছে।—JRAS, viii. 1875-6 67. ~খণ্ডতর্ক—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত।—Khn. 60. Opp. 3502 ॥ Cat. Cat. ॥ ~ খণ্ডতর্কদীপিকা—গ্রন্থবি°।—Khn. 60॥ Cat. Cat. ॥~খণ্ডদূষণোদ্ধার—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—যজ্ঞপতিপুত্র নরহরি।—Burnell, 121a ॥ Cat. Cat. ॥ ~চিন্তা-মণিদীধিতিরহস্য— গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার।—মথুরানাথ।—1173 ॥ Cat. Cat. ॥ ~চিন্তা-মণিদীধিতিসারমঞ্জরী — গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (ভবানন্দ)।—L. 2176 ॥ Cat. Cat. ॥~জাগদীশীক্রোড়—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—কালীশঙ্কর।—NW. 336 ॥ Cat. Cat. ॥~দীধিতি— গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—রঘুনাথ শিরোমণি।—IOC, ii. pt-i (নব-সং)। ~দীধিতিপ্রসারিণী—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—কৃষ্ণদাস সার্বভৌম।—IOC, ii, pt..i (নব-সং)। ~দীধিতির্ব্যাপ্তি-বাদ—ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থবি°। রচনাকাল ও গ্রন্থ-কারের নাম জানা যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিটী অসম্পূর্ণ ও উহার পত্রসংখ্যা ৩০; প্রতি পত্রে কমবেশী ৯ পঙ্‌ক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ৬৪ অক্ষর আছে।— Peter. iii. 390। ~নিরূপণ—১ গ্রন্থবি° ।—Opp. 1383. ২ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গদাধর।—Opp. 3903 ॥ Cat. Cat ॥ ~পরিচ্ছেদ—১ গ্রন্থবি°।—Oudh. x. 12. ২ গ্রন্থবি°। গ্রন্থ-কার—রঘুদেব।—B. 4. 12 ॥ Cat. Cat ॥. ~প্রকাশিকা—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—রুচিদত্ত। — Opp. 2270 ॥ Cat. Cat. ॥. ~ প্রবেশ—গ্রন্থবি°। — Opp. 1384. ~প্রামাণ্যবাদ—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মথুরানাথ।—Radh. 11 ॥ Cat. ॥ Cat. ॥. ~প্রামাণ্যবাদরহস্য—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মথুরানাথ।—Ben. 211 ॥ Cat. Cat. ॥ উক্ত গ্রন্থখানি মহাদেব-কৃত ভবানন্দিপ্রকাশ হইতে গৃহীত।—IOC, 1072, 1077. ~মঞ্জরীসার—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—যাদব।—Bhr. 276 ॥ Cat. Cat. ॥ ~মণিদীধিতি-প্রসারিণী—গ্রন্থবি°।—IOC, 1072, 1077 ॥ Cat. Cat. ॥ ~ মণিদীধিতিসামান্য-লক্ষণাটিপ্পনী—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—জগদীশ।— IOC. 328 ॥ Cat. Cat. ॥. ~ মাথুরীক্রোড়—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—কালীশঙ্কর।—NW. 336. ॥ Cat Cat. ॥ ~লক্ষণ—১ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—মহাদেব পুণতামকর।—Ben. 176 ॥ Cat. Cat. ॥ ২ ন্যায়শাস্ত্রীয় গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—লক্ষ্মীদাস। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ৪১; প্রতি পত্রে অন্যূন ৮ পঙ্‌ক্তি ও প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ৪৫ অক্ষর আছে। রচনাকাল জানা যায় না।—Peter. iii. 390 ॥ Cat, Cat. ॥ ~বাদ—ন্যায়গ্রন্থবি°। রচয়িতা, গোপীনাথ।—Opp. 3777; Pheh. 15 ॥ Cat, Cat. ॥ ~স্য পৃথক্‌প্রামাণ্য-খণ্ডনম্—গ্রন্থবি°। ~ বল্লভসিংহের পুত্র বেদান্তচার্য রচিত।—Burnell, 121a ॥ Cat. Cat. ॥. ~ স্বরূপনির্ণয়—ভবানন্দ-রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি-গ্রন্থের' টীকা। মহাদেব-কর্তৃক রচিত। —Ben. 176 ॥ Cat. Cat ॥ ~ালোকদর্পণ—'তত্ত্বচিন্তা-মণ্যালোকদর্পণ' নামক গ্রন্থের মহেশ কর্তৃক রচিত সারাংশ গ্রন্থবি°।— IOC, 292. ~ ালোকদীপিকা — মাধবমিশ্র-রচিত ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থবি°।—Opp. ii. 9543 ॥ Cat. Cat. ॥

অনুমান,—ভারতীয় মত — যাহা অনুমিতির করণ তাহা অনুমান। 'অনু' অর্থে 'পশ্চাৎ' বা লিঙ্গদর্শনের পর যদ্বারা 'মিতি' অর্থাৎ ওজন বা পরীক্ষা করা যায় তন্মধ্যে যাহা সাধকতম তাহাই অনুমান। যেমন লোকে প্রচ্ছাদি পরিমাণের দ্বারা ধান্য বা তুলাদণ্ডে ধনাদি ওজন করে, সেইরূপ লিঙ্গাদিদর্শনের পর যদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে তত্ত্বভাব পরীক্ষিত হয় তাহাই অনুমান। বাৎস্যায়ন বলেন, 'মিত' বা যথার্থরূপে জ্ঞাত হেতুর দ্বারা হেতুমৎ পদার্থের যে পশ্চাৎ জ্ঞান তাহাই অনুমান। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১. ৩) অনুমান প্রমাণের উল্লেখ আছে—'স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানচতুষ্টয়ম্'।

সাংখ্যকারের মতে অনুমান প্রমাণ-

সমূহের অন্যতম। তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রে (২১) 'ত্রিবিধং প্রমাণম্' কথিত হইয়াছে।

'দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ
প্রমাণাদ্ধি॥'
—ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা, ৪।

'দ্বয়োরেকতরস্য বাহপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্'
—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ৭৮।

অতএব প্রমাণ কাহাকে বলে তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। প্রমাশব্দের মৌলিক অর্থ, যাহা প্রকৃষ্টরূপে ওজন করিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মানবগণের অন্তরে উর্মিমালার ন্যায় সততই জ্ঞানের প্রবাহ উত্থিত হইয়া তাহা কিছুক্ষণ স্থায়ী হইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই যে জ্ঞান তাহা সর্বদাই সবিষয়ক। জ্ঞানমাত্রেরই বিষয় আছে এবং বিষয়মাত্রেরই জ্ঞান আছে (জ্ঞেয়ং ন জ্ঞানং ব্যভিচরতি তথাজ্ঞানম্)। জ্ঞান নিয়তই উত্থিত হইলেও তাহা মিথ্যাও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে। যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয় বা প্রমেয়। সে জ্ঞান অসন্দিগ্ধ (সংশয়বারণহেতু) অবিপরীত (ভ্রম-বারণহেতু) অনধিগত (স্মৃতিবারণহেতু) তাহা যথার্থ জ্ঞান' প্রমা' বা 'প্রমিতি' নামে অভিহিত। 'অসন্দিগ্ধা বিপরীতানধীগত-বিষয়া চিত্তবৃত্তির্বোধশ্চ ফলং প্রমা তৎসাধনং প্রমানমিতি' — বাচস্পতিমিশ্র। পূর্বোক্ত সাংখ্যপ্রবচনসূত্রেও কথিত হইয়াছে—দুই দ্রব্যের মধ্যে অসন্নিকৃষ্ট (প্রমাতাতে অনারূঢ় অর্থাৎ অনধিগত) বস্তুর যে অবধারণ বা নির্ণয় তাহাই প্রমা। এখানে স্মৃতিব্যাবর্তন-জন্য 'অনধিগত', ভ্রমব্যাবর্তনজন্য 'বস্তু' এবং সংশয়ব্যাবর্তনজন্য 'অবধারণ' বলা হইল (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। এই যে প্রমা তাহার করণই প্রমাণ (প্র+ √মা+'করণা-ধিকরণয়োশ্চ' ইতি ল্যুট্), অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রমার উৎপত্তি হয় তাহা প্রমাণ। পাণিনি 'করণ' শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়া-ছেন—'সাধকতমং করণম্'—১. ৪. ৪২। সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজীদীক্ষিত বলেন, 'ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং করণ-সংজ্ঞং স্যাৎ'—ক্রিয়াসিদ্ধিবিষয়ে যাহা প্রকৃষ্ট উপকারক তাহাই 'করণ'। অন্যান্য কারক-গুলি ক্রিয়ার সিদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিলেও তাহা করণ হইবে না। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ('অত্র তমব্ গ্রহণং কিম্? গঙ্গাযাং ঘোষঃ'—সিদ্ধান্তকৌমুদী)। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের মতে আনন্তর্য-প্রতিপত্তিই করণের সাধকতমত্বের অর্থ। যাহার অনন্তর কার্য জন্মে—যাহা চরম কারণ, তাহাই করণ। অতএব যাহা প্রমা বা প্রমিতির সাধকতম—যাহা প্রমাসিদ্ধি-বিষয়ে প্রকৃষ্ট সাধক বা উপকারক, তাহাই প্রমাণ। ['প্রমাণ' শব্দে বিস্তৃত আলোচনা এবং শ্রীহর্ষবিরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে প্রমাণাদি পদার্থগুলির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিচার দ্র°]।

প্রমাণসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই প্রত্যক্ষগোচর হয় না। বস্তু নানাবিধ ও তাহাদের অবস্থাও নানাবিধ—যেমন, অতীত, অনাগত ও বর্তমান; দৃশ্য ও অদৃশ্য; স্থূল ও সূক্ষ্ম ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য বা অবস্থার প্রমা জন্মাইতে হইলে অনুমানের আবশ্যক।

'অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব
বহ্নিঃ'—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ৬০।

যাহা অচাক্ষুষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, তাহা অনুমানের দ্বারা জানিতে হয়, যেমন—ধূমাদির দ্বারা বহ্নির অনুমান হয়। চার্বাক ব্যতীত সকল দার্শনিকই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন—

'প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে।
ন্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ।
অভাবঃ ষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥'

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—'অনুমীয়তে অনেনেতি করণার্থঃ', অর্থাৎ অনুমিতির করণ বা সাধকতমই অনুমান। বাচস্পতি-মিশ্র 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে বলিয়াছেন—যদি অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অপ্রতিপন্ন সন্দিগ্ধ বা বিপর্যস্ত পুরুষের অজ্ঞান সন্দেহ ও বিপর্যাস কি প্রকারে নিরস্ত হইবে? ইহার মানান্তরও নাই। পুরুষে যে অজ্ঞান সংশয় বা বিপর্যাস আছে তাহাও অনুমান করিতে হয়। এবিষয়ে উদয়নাচার্য স্বীয় 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' (৩. ৬) গ্রন্থে বলিয়াছেন—

'দৃষ্ট্যদৃষ্ট্যোর্নসন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াৎ।
অদৃষ্টিবাধিতে হেতৌ প্রত্যক্ষমপি
দুর্লভম্॥' ৩. ৬।

যদি বলা যায়, অনুমান প্রমাণ নহে—সম্ভাবনামাত্রদ্বারা লোকব্যবহার চলিতেছে, তাহা হইতে পারে না। সম্ভাবনা সন্দেহ-বিশেষ। ঐ সন্দেহ চার্বাক-মতে হইতে পারে না। যদি দৃষ্টিদ্বারা ভাবনিশ্চয় হয়, তাহা হইলে ঐ সন্দেহ হইবার কারণ নাই। চার্বাক-মতে অদর্শন হইলেই সেই বস্তুর অভাব হয়; সুতরাং অদর্শনে অভাবের নিশ্চয়তা হওয়ায় সেখানেও সন্দেহোৎপত্তির অবকাশ নাই। যদি অপ্রত্যক্ষ বা অদৃষ্টি হইলেই বস্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে চার্বাক-মতাবলম্বীর স্ত্রী-পুত্রাদি ভিন্ন স্থানে থাকিলে অপ্রত্যক্ষহেতু অভাবনিশ্চয় করিতে হয়। তাহা হইলে আর গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট আসিয়া প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয় না। পরন্তু অপ্রত্যক্ষ হইলেই অভাব-বশতঃ শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতে হয়। যদি বলা যায়, স্থানান্তরে গেলেও স্ত্রী-পুত্রাদির স্মরণ করিয়া ঐ সব কিছু করি না, তাহাও ঠিক নহে—কারণ চার্বাক স্মৃতিকেও প্রমাণ বলেন না। যদি কেহ বলে, গৃহে ফিরিয়া গেলে স্ত্রী-পুত্রাদির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, সেই জন্য সেখানে ফিরিয়া যাই; তাহা হইলে চার্বাক স্বীকার করেন যে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাদের অভাব হয় নাই। যদি বলা যায়, প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাদের অভাব ঘটিলেও চার্বাক-মতাবলম্বী ব্যক্তির গৃহে যাইবার অব্যবহিত

পূর্বক্ষণে তাহাদের উৎপত্তি হয়—ইহাও অসঙ্গত ও উপহাসকর। কারণ কে তখন তাহাদিগকে উৎপাদন করে ? যদি চার্বাক-মতাবলম্বী বলে, যে গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদি আছে তাহা হইতে গৃহান্তরে গেলে গৃহের অপ্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং স্ত্রী-পুত্রাদির অপ্রত্যক্ষ হয়, তাহাদের অভাব হয় না। একথা বলা যায় না — কারণ যে চার্বাক-মতাবলম্বী সে তো স্বর্গলোক দেখে না, তবে তাহাতে দেবতা নাই বলিয়া কি করিয়া বলে ? সুতরাং অভাব প্রত্যক্ষে অধিকরণ-স্থানের প্রত্যক্ষ কারণ নহে।

প্রত্যক্ষব্যতীত অন্য প্রমাণ স্বীকার না করিলেও প্রত্যক্ষ দুর্লভ হইবে। মানব কি তাহার চক্ষুকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ? তাহা নিজের প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এজন্য চার্বাকের চক্ষু না থাকায় দৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে। অতএব অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য।

সাংখ্যদর্শন — অনুমানের লক্ষণ ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

'............ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্ ....' ॥ ৫

অনুমান লিঙ্গ লিঙ্গিপূর্বক। বাচস্পতি মিশ্র বলেন—'লিঙ্গ' শব্দে ব্যাপ্য এবং 'লিঙ্গী' শব্দে ব্যাপক বুঝিতে হইবে। 'শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাকরণেন বস্তুস্বভাবপ্রতিবদ্ধং ব্যাপ্যং, যেন চ প্রতিবদ্ধং তদ্‌ব্যাপকম্' —তত্ত্বকৌমুদী। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা সামান্যজ্ঞান জন্মে। বিশেষজ্ঞান জন্মিতে হইলে মনের সাহায্য লইতে হয়। মন ব্যতীত ঐ জ্ঞান অন্য কেহ জন্মাইতে পারে না। অগ্রে সামান্যজ্ঞান হইয়া পরে বিশেষজ্ঞান জন্মে। ধূমাদি ব্যাপ্য, বহ্নিব্যাপক এই যে প্রত্যয়, তৎ-পূর্বক যে জ্ঞান তাহা অনুমান। 'লিঙ্গী' শব্দে যাহার লিঙ্গ আছে তাহা লিঙ্গী বুঝিতে হইবে ; এজন্য ইহার দ্বারা পক্ষধর্মতাজ্ঞানও প্রয়োজন বলিয়া বলা হইল। অতএব অনুমান হইতে হইলে ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান চাই।

'প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্'
—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ১০০।

প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি-দর্শন করিয়া ব্যাপকের যে জ্ঞান হয় উহা অনুমান। অনুমিতি পৌরুষেয় বোধ। সম্বন্ধ না থাকিলে অনুমান হয় না—

'সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্'
—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫. ১১।

'অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো
ধূমাদিরিব বহ্নেঃ ॥'
—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ৬০।

যেমন ধূমাদির দ্বারা বহ্নির অনুমান হয় সেইরূপ অনুমানের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ জিনিসের বোধ হয়।

'নিয়তধর্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা
ব্যাপ্তিঃ'।—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৫. ২৯।

পরিদৃশ্যমান জগতে যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে অনেক পদার্থের সহাবস্থান বা অবিনাভাব দেখা যায়— অর্থাৎ একটী পদার্থ অপর পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে দেখা যায়। কোনও এক পদার্থের অভাব হইলে অপর একটী পদার্থেরও অভাব দৃষ্ট হয়। কোনও এক পদার্থ জন্মগ্রহণ করিলে তাহার সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে অপর পদার্থেরও জন্ম দেখা যায়। এইরূপ দুই পদার্থ প্রত্যক্ষ হইলে তাহাদের মধ্যে অবিনাভাব আছে বলিয়া জ্ঞান জন্মে। শেষোক্তটীর উপলব্ধি হইলে প্রথমোক্তটীর সহিত তাহার যে পূর্বদৃষ্ট স্বাভাবিক অবিনাভাব আছে তাহা মনুষ্যের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে তদবিনাভূত পদার্থের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। এই যে অবিনাভাব ইহার অন্য নাম ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট পদার্থের নাম ব্যাপ্য এবং যাহার সহিত যে পদার্থের ব্যাপ্তি সেই পদার্থ ব্যাপক নামে অভিহিত। ব্যাপ্য পদার্থ ব্যাপক পদার্থের বোধক।

ধূম ও বহ্নি একত্র অবস্থান করিলে এতদুভয়ের কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর অবিনাভাব তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ধূমের নিয়মিত সহচর কি বহ্নি ? না, বহ্নির নিয়মিত সহচর ধূম ? যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে যে ধূম থাকিবেই এরূপ দেখা যায় না। যেমন সুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে অগ্নিতে ধূম জন্মে না, কিন্তু ধূম থাকিলেই সেখানে বহ্নি আছে দেখা যায়। যদি আর্দ্রেন্ধনাদিতে ব্যভিচার দেখা যায়, কিন্তু তথায় বহ্নি জলীয় পরমাণু-বহুল কাষ্ঠের সহিত সংযোগে আসায় অপ্রকট থাকে। অতএব ধূমের সহিত বহ্নির ব্যাপ্তি বলিতে হইবে। এজন্য ঋগ্বেদেও কথিত হইয়াছে—'মা ত্বাগ্নির্ধ্বনয়ীদ্ধূমগন্ধিঃ' (১.১৬২.১৫)। বহ্নি ধূমগন্ধি অর্থাৎ ধূম বহ্নির গন্ধি বা গমক বা অনুমাপক। বহ্নিসত্ত্বে ধূমের সত্তা, বহ্নির অসত্ত্বে ধূমের অসত্তা —ইহা দেখিয়া ধূমমাত্রেই বহ্নিকারণ ইহা নির্ণীত হয়।

বাচস্পতি মিশ্র শঙ্কিত ও সমারোপিত উপাধির বিষয় বলিয়াছেন—তাহা পরে আলোচিত হইবে।

অনুমান ত্রিবিধ বলিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন। প্রাচীন দার্শনিকগণ সকলেই অনুমানের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করিয়াছেন। 'পূর্ববৎ' 'শেষবৎ' ও 'সামান্যতো দৃষ্ট' এই ত্রিবিধ অনুমান। 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের বিষয় সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে (১.১০৩) এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় (৬) উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য এই ত্রিবিধ অনুমান পরীক্ষণীয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন— 'তত্র প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়বিষয়কং পূর্ববৎ। যথা ধূমেন বহ্ন্যনুমানম্। বহ্নিজাতীয়ো হি মহানসাদৌ পূর্বং প্রত্যক্ষীকৃতঃ। ব্যতিরেকানুমানং শেষবৎ, শেষঃ অপূর্বোঽর্থঃ অন্যবিষয়স্তেনাস্তীতি শেষবৎ। অপ্রসিদ্ধসাধ্যকমিতি যাবৎ। যথা পৃথিবীত্বেন ইতরভেদানুমানম্। পৃথিবীতরভেদো হি প্রাগসিদ্ধঃ। সামান্যতো দৃষ্টং চ তদুভয়ভিন্নমনুমানম্। যত্র সামান্যতঃ প্রত্যক্ষাদিজাতীয়মাদায় ব্যাপ্তিগ্রহাৎ পক্ষধর্মতাবলেন তদ্বিজাতীয়োঽপ্রত্যক্ষাত্যর্থঃ সিধ্যতি। যথা রূপাদিজ্ঞানে ক্রিয়াত্বেন করণবত্ত্বানুমানম্। অত্র হি

পৃথিবীত্বাদিজাতীয়ং কুঠারাদিকরণমাদায় ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়মতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানকরণমিন্দ্রিয়ং সাধ্যত ইতি।'

পূর্ববৎ বা অন্বয়ী সেই ব্যাপ্তিকে বলে যাহাতে এক পদার্থ থাকিলে অন্য পদার্থ থাকে; যেমন — ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে। রন্ধনশালাতে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে। শেষবৎ বা ব্যতিরেকানুমান সেখানে, যেখানে এক পদার্থ না থাকিলে অপর পদার্থ থাকে না; যেমন—যাহা গন্ধাভাববান্ তাহা পৃথিবীভেদবান্। ইহা অপ্রসিদ্ধসাধক। যেখানে ব্যাপ্তি উভয়মুখী বা অন্বয়ব্যতিরেকী তাহা সামান্যতো দৃষ্ট। এক পদার্থ থাকিলে অপর পদার্থ থাকে, এক পদার্থ না থাকিলে অপর পদার্থ থাকে না। যেমন — ইন্দ্রিয় থাকিলে রূপাদি জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—'তৎসামান্যতো লক্ষিতমনুমানং বিশেষতস্ত্রিবিধং 'পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ'। তত্র প্রথমং তাবৎ দ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ; অন্বয়মুখেন প্রবর্তমানং বিধায়কং বীতম্। ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্তমানং নিষেধকমবীতম্। তত্রাবীতং শেষবৎ শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ, স এব বিষয়তয়া যস্যাস্তি অনুমানজ্ঞানস্য তচ্ছেষবৎ। যদাহুঃ 'প্রসক্তপ্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ পরিশেষ' ইতি। অস্য চাবীতস্য ব্যতিরেকেণঃ' উদাহরণমগ্রেঽভিধাস্যতে। বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ববৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। তত্রৈকং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎ পূর্ববৎ প্রসিদ্ধং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যমিতি যাবৎ, তদস্যবিষয়ত্বেনাস্তি অনুমানজ্ঞানস্য ইতি পূর্ববৎ; যথা ধূমাৎ বহ্নিত্বসামান্যবিশেষঃ পর্বতেঽনুমীয়তে, তস্য চ বহ্নিত্বসামান্যবিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টো রসবত্যাম্। অপরঞ্চ বীতং সামান্যতো দৃষ্টং অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ং যথেন্দ্রিয়বিষয়মনুমানম্। অত্র হি রূপাদিজ্ঞানানাং ক্রিয়াত্বেন করণবত্ত্বমনুমীয়তে। যদ্যপি করণত্বসামান্যস্য ছিদাদৌ বাস্যাদি স্বলক্ষণমুপলব্ধং তথাপি যজ্জাতীয়স্য রূপাদিজ্ঞানে করণত্বমনুমীয়তে তজ্জাতীয়স্য করণত্বস্য ন দৃষ্টং স্বলক্ষণং প্রত্যক্ষেণ, ইন্দ্রিয়জাতীয়ং হি তৎকরণম্, নচেন্দ্রিয়ত্বস্য সামান্যস্য স্বলক্ষণমিন্দ্রিয়বিশেষঃ প্রত্যক্ষগোচরোঽর্বাগ্দৃশাং যথা বহ্নিত্বসামান্যস্য স্বলক্ষণং বহ্নিঃ। সোঽয়ং পূর্ববতঃ সামান্যতো দৃষ্টাৎ সত্যপি বীতত্বেন তুল্যত্বে বিশেষঃ। অত্র চ দৃষ্টং দর্শনং, সামান্যত ইতি সামান্যস্য, সার্ববিভক্তিকঃ তসিল্। অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিশেষস্য দর্শনং সামান্যতো দৃষ্টমনুমানমিত্যর্থঃ।'

অনুমান দ্বিবিধ—বীত ও অবীত। অন্বয়মূলে প্রবর্তমান সাধকের নাম বীত। তাহা (ধূম) থাকিলে তাহাতে (বহ্নি) আছে—অন্বয়মুখে অর্থাৎ সাধ্যসামানাধিকরণ্যস্বরূপ অন্বয়দ্বারা যে পদার্থের (বহ্নির) সাধক তাহা বীত। ব্যতিরেকমুখে প্রবর্তমান নিষেধক অবীত। তাহা না থাকিলে তাহার অসত্তা হইবে, এইরূপ হওয়াকে ব্যতিরেক বলে। নিষেধক—যথা, যাহা গন্ধাভাববিশিষ্ট তাহা পৃথিবী-ভেদ-যুক্ত, এখানে পৃথিবীভেদরূপ গন্ধাভাবব্যাপ্যের নিবারক। যাহা পরিশিষ্ট থাকে তাহা শেষ; যে অনুমানজ্ঞানের বিষয়রূপে শেষ থাকে তাহা শেষবৎ। প্রসক্তের (গন্ধবত্ত্বের) প্রতিষেধ হইলে অন্যত্র (জলাদিতে) অপ্রসঙ্গহেতু যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার সম্যক্ প্রত্যয়ই পরিশেষ। বীত দুই প্রকার—পূর্ববৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। তন্মধ্যে যাহা দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্য, অর্থাৎ যাহাতে স্বলক্ষণের (বিশিষ্টধর্ম বা অসাধারণধর্ম) ন্যায় অনুগতরূপ ধর্ম দেখা যায় তাহা পূর্ববৎ। 'পূর্ব' শব্দের অর্থ 'প্রসিদ্ধ' (পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত) বা দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্য। ঐ পূর্ব যে অনুমানজ্ঞানের বিষয়রূপে বর্তমান থাকে তাহা পূর্ববৎ। যেমন রন্ধনশালায় বহ্নি পর্যবেক্ষণ করিয়া বহ্নিত্বসামান্যবিশেষের স্বলক্ষণ দেখিয়া পর্বতে ধূম দেখিলে বহ্নিত্বসামান্যবিশেষ অনুমান করা যায়। 'সামান্যতো দৃষ্ট' অন্যপ্রকার 'বীত'। এই সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়। যেমন, ইন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমান। রূপাদিজ্ঞান ক্রিয়া, সুতরাং উহার করণ আছে, তাহা ইন্দ্রিয়। যদিও ছিদাদিতে বাস্যাদি করণত্বসামান্যের স্বলক্ষণ উপলব্ধি হয় তথাপি রূপাদিজ্ঞানে যে জাতীয় করণের করণবত্ত্ব অনুমিত হয়, সেই জাতীয় করণের স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষ হয় নাই—সেই করণ ইন্দ্রিয়জাতীয়। ইন্দ্রিয়ত্বসামান্যের স্বলক্ষণ যে ইন্দ্রিয়বিশেষ তাহা বহ্নিত্বসামান্যের স্বলক্ষণ বহ্নি যেমন প্রত্যক্ষগোচর হয় সেরূপ প্রত্যক্ষগোচর হয় না। 'পূর্ববৎ' হইতে 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের ইহাই প্রভেদ, যদিও তাহারা বীতত্ব বিষয়ে তুল্য। 'সামান্যতঃ' মানে 'সামান্যের (common attribute) এবং 'দৃষ্ট' অর্থে 'দর্শন'। সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান হইতে অতীন্দ্রিয়ের প্রতীতি হয়।

'সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং
প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং …… ॥' — সাংখ্যকারিকা, ৬। এখানে 'চ' কারের দ্বারা শেষবৎ অনুমানও গ্রাহ্য।

'সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ'—সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১.১০৩। 'উভয়' শব্দে প্রকৃতি ও পুরুষ। এইরূপে স্থূল হইতে পঞ্চতন্মাত্র (১. ৬২), তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় হইতে অহঙ্কার (১. ৬৩), অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি (১. ৬৪), বুদ্ধি হইতে প্রকৃতির অনুমান হয় (১. ৬৫)।

যে কারণে দ্রব্যে ব্যাপ্তির বা অবিনাভাবের অস্বাভাবিকত্বনির্ণয় হয় সেই কারণে দ্রব্য উপাধি নামে খ্যাত। উপাধি দ্বিবিধ—শঙ্কিত ও সমারোপিত। উপাধি শঙ্কামাত্র উপস্থাপিত করিলে তাহা শঙ্কিত; উপাধি দৃষ্ট হইলে তাহা সমারোপিত। সমারোপিত উপাধি অনুমানের বাধক এবং শঙ্কিত উপাধি সন্দেহের উৎপাদক।

ব্যাপ্যের অন্য নাম হেতু ও লিঙ্গ। ব্যাপকের অন্য নাম সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা।

সাধ্যের আধার বা আশ্রয়ের নাম পক্ষ। উপাধি ও হেত্বাভাসাদি পরে আলোচিত হইবে। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে পঞ্চাবয়বেরও (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন) উল্লেখ আছে (৫. ২৭)—তাহাও পরে আলোচিত হইবে।

যোগদর্শন — পতঞ্জলির মতে ত্রিবিধ প্রমাণ — 'প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি' (১.৭)। ভাষ্যকার ব্যাস অনুমানের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন — 'অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যঃ ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধঃ যস্তদ্বিষয়সামান্যাবধারণপ্রধানাবৃত্তিরনুমানম্। যথা দেশান্তরপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ, বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ'।

অনুমেয়ের সহিত তুল্যজাতীয় দ্রব্যে অনুবৃত্ত এবং ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য হইতে ব্যাবৃত যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধবিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা যে বৃত্তি তাহা অনুমান। অর্থাৎ সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ। সহভাব = তৎসত্তায় সত্তা এবং তদসত্তায় অসত্তা। অসহভাব = তৎসত্তায় অসত্তা এবং তদসত্তায় সত্তা। যথা দেশান্তরেও দেখা যায় বলিয়া চন্দ্রতারকাগণ গতিযুক্ত, যেমন চৈত্র নামক ব্যক্তি গতিমত্তাহেতু দেশান্তরেও দৃষ্ট হয়। বিন্ধ্যের দেশান্তরপ্রাপ্তি হয় না, এজন্য সে গতিশূন্য।

মীমাংসাদর্শন—শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—'অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেকদেশান্তরেঽসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ। তত্তু দ্বিবিধং—প্রত্যক্ষতো দৃষ্টসম্বন্ধং সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধং চ। প্রত্যক্ষতো দৃষ্টসম্বন্ধং যথা—ধূমাকৃতিদর্শনাদগ্ন্যাকৃতিবিজ্ঞানম্। সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধং যথা, দেবদত্তস্য গতিপূর্বিকাং দেশান্তরপ্রাপ্তিমুপলভ্যাদিত্যগতিস্মরণম্। শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানম্।'

সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলে তাহার একদেশ দেখিয়া অন্যদেশে অসন্নিকৃষ্ট অর্থে যে জ্ঞান হয় তাহাই অনুমান। উহা দুই প্রকার—প্রত্যক্ষতো দৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধ। প্রত্যক্ষতো দৃষ্টসম্বন্ধ — যথা, ধূমাকৃতি দেখিয়া অগ্ন্যাকৃতির জ্ঞান। সামান্যতো দৃষ্টসম্বন্ধ—যথা, দেবদত্ত চলিয়া গেলে দেশান্তরে যায় দেখিয়া আদিত্যেরও গতি আছে অনুমান করা যায়। শব্দবিজ্ঞান হইতে অসন্নিকৃষ্ট অর্থে শাস্ত্রজনিত বিজ্ঞান হয়। পার্থসারথিমিশ্র বলেন 'জ্ঞাতসম্বন্ধস্য' এই কথার দ্বারা লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধীয় জ্ঞান বুঝায়।

কুমারিল ভট্ট তাঁহার মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন—'সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাঽত্র লিঙ্গধর্মস্য লিঙ্গিনা' (অনুমানপ° ৪)। লিঙ্গধর্মের সহিত লিঙ্গীর যে সম্বন্ধ তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। পার্থসারথি মিশ্র ব্যাপ্তিপদার্থ শব্দের ব্যাখ্যায় 'নিয়ম' বলিয়াছেন। কুমারিল ভট্টের মতে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই অনুমেয়—

'তস্মাদ্ধর্মবিশিষ্টস্য ধর্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা।
সাদেশস্যাগ্নিযুক্তস্য.......................'

—শ্লোকবার্ত্তিক, অনুমানপ°

তিনি বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধের জ্ঞানের স্মৃতিকে অন্যতম অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন—

'ধূমতজ্জ্ঞানসম্বন্ধস্মৃতিপ্রামাণ্যকল্পনে'

—অনুমানপ° ৫২।

মীমাংসকগণ প্রতিজ্ঞাদি তিনটী অবয়ব অথবা উদাহরণাদি তিনটী অবয়বমাত্র স্বীকার করিয়াছেন। কোনও কোনও মীমাংসকের মতে ব্যাপ্তি শব্দের অর্থ অব্যভিচরিতত্ব।

বেদান্তদর্শন — ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭. ১. ২) কথিত আছে, নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন—

'ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি'

আচার্য শঙ্কর বলেন, এখানে বাকোবাক্য শব্দের অর্থ তর্কশাস্ত্র। অতএব এই সময়ে অনুমানমূলক তর্কশাস্ত্রের প্রচলন ছিল।

কঠোপনিষদে (১. ২. ৮-৯) অনাগমজ্ঞ তার্কিকের নিন্দা করা হইয়াছে—

'ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ, সুবিজ্ঞেয়ো
বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্
হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি, ত্বাদৃঙ নো
ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥'

আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—'অতর্ক্যমতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ। তর্ক্যমাণে অণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোঽণুতরমন্যোঽভ্যূহতি, ততোঽপ্যন্যো অণুতরমিতি ন তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিৎ বিদ্যতে। অতোঽনন্যপ্রোক্ত আত্মন্যুৎপন্না যেয়মাগমপ্রতিপাদ্যাত্মমতিঃ নৈষা তর্কেণ স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহমাত্রেণ আপনেয়া ন প্রাপণীয়া। নাপনেতব্যা বা, ন হাতব্যা। তার্কিকো হি অনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অতএব চ যেয়মাগমপ্রভূতামতিঃ তার্কিকাদন্যেনৈব আগমাভিজ্ঞেন আচার্যেণৈব প্রোক্তা সতী প্রজ্ঞানায় ভবতি।'

এখানে স্ববুদ্ধিকৃত অনুমানের বিষয় বলা হইল, কিন্তু তদপেক্ষা শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইল। মৈত্রায়ণী-উপনিষদে (৬. ১) অনুমানের বিষয় এরূপ বলা হইয়াছে—

'পঞ্চধা নামান্তর্বহিশ্চাহোরাত্রে তৌ ব্যাবর্তেতে। অসৌ বা আদিত্যো বহিরাত্মাঽন্তরাত্মা প্রাণোঽতো বহিরাত্মক্যা গত্যাঽন্তরাত্মনোঽনুমীয়তে গতিরিত্যেবং হ্যাহ। অথ যঃ কশ্চিদ্বিদ্বানপহতপাপ্মাঽক্ষাধ্যক্ষোঽবদাতমনাস্তন্নিষ্ঠ আবৃত্তচক্ষুঃ সো অন্ত-

রাত্মক্যা গত্যা বহিরাত্মনোঽনুমীয়তে গতিরিত্যেবং হ্যাহ।'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে—

'বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥'—১. ১৩।

এখানে অনুমানের উপাদানের বিষয় কথিত হইল। পরব্রহ্মের অনুমানসহকারী লিঙ্গ নাই—

'ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্'—ঐ,৬. ৯।

সংযোগ ও নিমিত্তকারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—

'আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ।'
—ঐ, ৬.৫।

গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকার অলাতশান্তিপ্রকরণে হেতু ও হেত্বাভাস আলোচনা করিয়াছেন—

'হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্ণ্যতে ॥ ১৪
হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদির্হেতুঃ ফলস্য চ।
তথবা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥ ১৫
সম্ভবে হেতুফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া।
যুগপৎ সম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিষাণবৎ ॥ ১৬
ফলাদুৎপাদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি।
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১৭
যদি হেতোঃ ফলাৎসিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ।
কতরৎপূর্বনিষ্পন্নং যস্যসিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥ ১৮
অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোঽথবা পুনঃ।
এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ ১৯
বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ।
ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে ॥২০
পূর্বাপরাপরিজ্ঞানমজাতেঃ পরিদীপকম্।
জায়মানাদ্ধি বৈ ধর্মাৎ কথং পূর্বং ন গৃহ্যতে ॥ ২১

উপরোক্ত শ্লোকে হেতু ও সাধ্যসম বা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাসের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ' (২.১. ১১), এই সূত্রে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, শ্রুতির অর্থবিপ্রতিপত্তি হইলে অর্থাভাসনিরাকণের দ্বারা সম্যক্ অর্থ নির্ধারণ করিতে হইলে বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপ তর্কের দ্বারাই করা যায়। তিনি মনুবাক্য উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন।

'প্রত্যক্ষং চানুমানং চ শাস্ত্রং চবিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥'
—১২. ১০৫।

অনুমান লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বক হইয়া থাকে। মুক্তিনিবন্ধন বা পরমানন্দসচ্চিদেবতাত্বে লিঙ্গাভাবহেতু অনুমানগম্য নহে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন— ব্রহ্ম অনুমানগম্য নহে। কারণ তাহার লিঙ্গাদি নাই (শারীরকভাষ্য ২. ১. ৬ সূত্রের তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য)। বাদরায়ণ স্বয়ং 'যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ' (২. ১. ১৮) এই সূত্রে যুক্তি বা অনুমানমূলক তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। [৩. ২. ২৪ সূত্রও দ্র°] আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ভাষ্যে বলিয়াছেন—'প্রত্যক্ষ পূর্বকত্বাদনুমানস্য' (১. ২. ১)। তিনি অসিদ্ধ হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ২. ৫. ১)। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে। তিনি অপ্রসিদ্ধ বস্তুর উদাহরণে বলিয়াছেন—'মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।'—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য।

আচার্য রামনুজ বলেন, প্রমার কারণই প্রমাণ। যাহার বলে অবিলম্বে জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে, তাহাকে সাধকতম বলা যাইতে পারে। প্রমাণের বলেই অবিলম্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তিন প্রকার প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ও অভাব প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত। উপমান ও অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্ভূত। অনুমানের সাহায্যে ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইতে পারে না।

মধ্বাচার্য 'প্রমাণ-লক্ষণ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন — 'যথার্থং প্রমাণম্। তৎ দ্বিবিধম্ কেবলং অণুপ্রমাণং চ। যথার্থজ্ঞানং কেবলম্। তৎসাধনং অণুপ্রমাণম্।' এই অণুপ্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। 'নির্দোষোপপত্তিরনুমানম্'—নির্দোষ উপপত্তিই অনুমান। উপমান ও অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে—উহারা অনুমানের অন্তর্ভূত।

চিৎসুখাচার্য তাঁহার 'প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা' নামক গ্রন্থে স্বপ্রকাশের লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—'প্রমাণমপি। অনুভূতিঃ স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ—ইত্যনুমানম্। ন চ অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বম্। যতঃ—সামান্যতোঽনুমানেন প্রসিদ্ধেঽপি বিশেষণে। কথং কথয় পক্ষোঽয়মপ্রসিদ্ধ বিশেষণঃ ॥

তথাহি বেদ্যত্বং কিঞ্চিন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিধর্মত্বাৎ শৌক্ল্যবৎ—ইতি সামান্যতোদৃষ্টানুমানেন অনির্ধারিতধর্মিবিশেষনিষ্ঠাস্য অবেদ্যতধর্মস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ কেবল ব্যতিরেকিণশ্চ উভয়বাদি সংপ্রতিপন্নাপরোক্ষব্যবহারযোগ্যানুভূতি বিশেষালম্বতায়া এব সমর্পণাৎ ন অপ্রসিদ্ধ বিশেষণতা।' ইত্যাদি।

চিৎসুখাচার্য নৈয়ায়িকগণের বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—'অনুভূতি স্বয়ম্প্রকাশ, যেহেতু অনুভূতিত্ব আছে—যাহা এরূপ নহে, তাহা এরূপ নহে, যেমন ঘট। ইহাতে অপ্রসিদ্ধ বিশেষণত্বও নাই। যেহেতু সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানদ্বারা বিশেষণটী প্রসিদ্ধ হইলেও পক্ষটী অপ্রসিদ্ধবিশেষণ কিরূপে হইবে? সেই সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান—

প্রতিজ্ঞা—বেদ্যত্ব — কিঞ্চিন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী
হেতু—যেহেতু, ধর্মত্ব তাহাতে আছে
উদাহরণ—যথা, শুক্লত্ব

এইরূপ সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানদ্বারা যে ধর্মীয় বিশেষরূপ নির্ধারণ হয় নাই, সেই

ধর্মীতে বৃত্তি যে অবেদ্যত্বরূপ ধর্ম তাহা প্রসিদ্ধ আছে বুঝা যায় এবং কেবলব্যতিরেকী অনুমান-দ্বারা উভয় বাদীর সম্মত অপরো-ব্যবহার-যোগ্য যে অনুভূতিবিশেষ, সেই অনুভূতি-বিশেষকেই অবলম্বন করিয়া সেই অনুমিতির উদয় হয় বলিয়া অপ্রসিদ্ধবিশেষণতারূপ দোষ নাই।

'অথবা যাহার বৈপরীত্য হইলে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহা কোন স্থলে প্রমাণের যোগ্য এইরূপ সামান্য ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ আছে। এখানে অনুভূতি অনুভাব্য হয় বা হয় না—এইরূপ বাদিবিপ্রতিপত্তিহেতু সংশয় হইলে জ্ঞানের অনুভববিষয়তা স্বীকার করিলে অনিষ্টের আপত্তি হয় বলিয়া তাহার বৈপরীত্যসামান্যরূপে প্রমাণযোগ্য বলিয়া জ্ঞাত আছে; এই হেতু বিশেষ প্রমাণের অপেক্ষা হইলে ব্যতিরেকী অনুমানের উপন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া অপ্রসিদ্ধবিশেষণতারূপ দোষ হইল না।

'অন্যথায় নৈয়ায়িকাদির ইচ্ছাদিগুণের অষ্টদ্রব্যব্যতিরিক্তদ্রব্যাশ্রিতত্ব কি করিয়া সাধিত হয়? যেহেতু অষ্টদ্রব্য ব্যতীত দ্রব্যের প্রসিদ্ধি না হইলে অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্বরূপ দোষ হইয়া থাকে। আর প্রসিদ্ধি আছে বলিলে হেতু সেই স্থলে যদি থাকে, তবে অন্বয় ব্যতিরেকী হওয়াতে কেবলব্যতিরেকিত্বের অনুপপত্তি হয়। আর যদি হেতুটী বৃত্তি না হয়, তবে অসাধারণ-অনৈকান্তিকরূপ হেত্বাভাস হইবে।

'যদি বলা যায় এরূপ হইলে অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্বরূপ দোষ কোথাও হইবে না। তাহাও বলা যায় না; কারণ, পূর্বোক্ত সামান্যতো দৃষ্টানুমানের বিষয় যদি তাহা না হয় তাহা হইলে 'ভূমি শশবিষাণদ্বারা উল্লিখিত' ইত্যাদি অনুমানে অপ্রসিদ্ধি-বিশেষণতাদোষের অবকাশ থাকে।

অথবা 'এই ঘট'—এতদ্‌ঘটভিন্নত্ববিশিষ্ট যে বেদ্যত্ব তাহার অনধিকরণ হইতে ভিন্ন —যেহেতু তাহা পদার্থ, যেমন — পট ইত্যাদি মহাবিদ্যাপ্রয়োগসমূহের দ্বারা অবেদ্যত্বের প্রসিদ্ধিও উহ্য করিয়া লইতে হইবে।

'এস্থলে অপ্রসিদ্ধবিশেষ্যতাও নাই, কারণ, এইরূপ অনুভূতি প্রসিদ্ধই আছে। আর এইজন্যই হেতুর আশ্রয়াসিদ্ধিও নাই। তদ্রূপ স্বরূপাসিদ্ধিও হয় না। কারণ, এক ব্যক্তিতে ভেদের কল্পনা করিয়া নানাত্বের প্রতীতি হইলে, সেই সকল কল্পিত নানা ব্যক্তিতে অনুভূয়মান চন্দ্রত্বজাতির ন্যায় অনুভবত্বজাতিও কল্পিত নানাব্যক্তিতে স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তের সহিত কোনও বিরোধ হয় না। কল্পিত হইলেও প্রতি-বিম্বের ন্যায় সাধক হইতে পারে। আর প্রতিবাদীর মতে পারমার্থিক জাতি অপ্রসিদ্ধ—ইহাতে শঙ্কা করা যায় না। কারণ, তাহারাও অনুভূতিত্ব সামান্য স্বীকার করেন।

'আর প্রতিবাদীর মতে জাতি অকল্পিত (পারমার্থিক) এবং বাদীর মতে তাহা কল্পিত (মিথ্যা) এই বৈষম্যনিবন্ধন হেতুর অন্যতরাসিদ্ধি দোষ হইবে—এই শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ কল্পিত ও অকল্পিত ইত্যাদি বিশেষের পরিত্যাগ করিয়া অনুভূতিত্বমাত্রকেই উভয়বাদিসিদ্ধ হেতু করা হইয়াছে। অন্যথায় ধূমবত্ত্বাদিতেও তদ্দেশ-নিষ্ঠত্ব বা এতদ্দেশনিষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিকল্পদ্বারা অসিদ্ধ্যাদি দোষ দুষ্পরিহরণীয় হইবে।

'আর ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিও হয় না। যেহেতু, সোপাধিক হেতুতেই সেই দোষ হয়। কেবল ব্যতিরেকী অনুমানে উপাধির সম্ভাবনা নাই। কারণ, সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের যে অব্যাপক হয় তাহাই উপাধি। তাহা অন্বয়ব্যতিরেকী কোন ধর্ম-বিশেষ। তাহা কি করিয়া কেবল ব্যতিরেকী অনুমানে পক্ষভিন্নস্থলে সাধ্যের সহিত অন্বয়ী হইবে?

'আর পক্ষে সাধ্যের সহিত অন্বয় হইতে পারে না, কারণ তথায় সাধ্য অদ্যাপি সন্দিগ্ধ রহিয়াছে। আর যদি নিশ্চয়ই থাকে তাহা হইলে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উপাধি কি করিবে? আর পক্ষেও উপাধি থাকিলে সাধন ব্যাপকত্বও দুর্বার হইয়া পড়ে।

'আর সাধ্যের সত্তাবপ্রযোজক উপাধি না হউক, সাধ্যাভাবের প্রযোজকও উপাধি হইতে পারে।—এরূপ শঙ্কা করাও উচিত নহে। কারণ তাহাই যদি হয় যেখানে উপাধি আছে, সেখানে সাধ্য নাই—এইরূপ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যরূপে উপাধির স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি উপাধিকে সাধ্যাভাবের ব্যাপক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ব্যাপকত্বনিবন্ধন উপাধি থাকিলেও সাধ্যাভাব যদি না থাকে, তবে উপাধি থাকিলে সাধ্যও থাকিবে। কিন্তু তাহা পক্ষ মধ্যে সম্ভব হয় না; কারণ সেখানে উপাধি থাকিলে সেই উপাধির সাধন ব্যাপকত্বের আপত্তি হইবে। সুতরাং পক্ষ-ভিন্ন স্থলেই উপাধি থাকিলে সাধ্যের সত্তা থাকিবে—ইহা বলিতে হয়। আর তাহা হইলে কেবল-ব্যতিরেকিত্বের ভঙ্গাপত্তি হয়।

'প্রকৃতস্থলে অনুভূতি বেদ্য; যেহেতু তাহা বস্তু, যেমন ঘট—এইরূপ কেবলান্বয়ী হেতু দ্বারা স্বয়ং প্রকাশত্বের অভাব বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে উপাধির সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহা সাধনব্যাপকত্ব সে স্থলে আছে—ইহা দেখিতে পারা যায় না। সেইজন্য হেতু অসিদ্ধ হইল না। বিরুদ্ধও হইতে পারে না। কারণ, বেদ্য যে বিপক্ষ, তাহাতে অনুভূতি-স্বরূপ হেতুর বৃত্তি নাই। কারণ বিপক্ষে হেতু থাকে না। অনৈকান্তিকও হইতে পারে না; কারণ বিপক্ষে হেতু থাকে না। অসাধারণও হয় না, কারণ সপক্ষ থাকে না। বিপক্ষে বাধতর্ক নাই বলিয়া, সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিকতারূপ দোষ হইবে—যদি বলা যায় তাহাও হইতে পারে না। কারণ, অনুভূতি অনুভাব্য হইলে অনবস্থা দোষ হয়।

'যদি বলা যায়, জ্ঞানের বেদ্যত্ব আবশ্যক হয় না, এজন্য অনবস্থা হইবে না। যেহেতু

জ্ঞানের স্বরূপসত্তা মাত্রের দ্বারাই ব্যবহার উপপন্ন হয়—তাহাও ঠিক নয়; কারণ, জ্ঞানবিষয়ক প্রমাণের উদয় না হইলে উহার সত্তারও অনিশ্চয়তা হয়। এইজন্যই স্বরূপসত্তানিবন্ধন ব্যবহার হইবে—ইহাও সিদ্ধ হয় না।'

চিৎসুখমুনির বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার 'প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা' (১. ২১-২৬) গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে দেখা যায় যে তাঁহারা নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত অনুমান ও তদ্বিভাগসমূহের সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সর্বত্র নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত বা লক্ষণ স্বীকার করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি (১. ১৮-২১) উল্লিখিত হইতে পারে।

মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—'তত্র মিথ্যাত্বে বিপ্রতিপত্তিঃ ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হং চিদ্ভিন্নং প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক-নিষেধ-প্রতিযোগি, ন বা পারমার্থিকত্বাকারেণোক্তনিষেধপ্রতিযোগি ন বেতি। অত্র চ পক্ষতাবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যেন সাধ্যসিদ্ধেরুদ্দেশ্যত্বাৎ পক্ষৈকদেশে সাধ্যসিদ্ধাবপি সিদ্ধসাধনতা ইতিমতে, শুক্তিরূপ্যে সিদ্ধসাধনবারণায় ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বং পক্ষবিশেষণম্। যদি পুনঃ পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনৈব সাধ্যসিদ্ধিরুদ্দেশ্যা, তদৈকদেশে সাধ্যসিদ্ধাবপি সিদ্ধসাধনাভাবাৎ তদ্বারকং বিশেষণমুপাদেয়ম্। ইতরবিশেষণদ্বয়ং তু তুচ্ছে ব্রহ্মণি চ বাধবারণায় আদরণীয়মেব। ইত্যাদি।

বিচারের আরম্ভকালে এইরূপ বিপ্রতিপত্তি-বাক্যের প্রয়োগ করিতে হইবে—যে বস্তু সৎ বলিয়া প্রতীতিযোগ্য যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং যাহা ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন প্রকার প্রমাজ্ঞানের দ্বারা বাধিত নহে, সেই বস্তু প্রতিপন্ন-উপাধিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী কি না? অথবা পারমার্থিকত্বরূপে যে ত্রৈকালিক নিষেধ তাহার প্রতিযোগী কি না? এই স্থানে পক্ষতাবচ্ছেদক যে ধর্ম তাহার কোন একটী আশ্রয়ে সাধ্যের সিদ্ধি হইলেই অনুমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; এই কারণে, পক্ষের এক দেশেও যদি অনুমানের পূর্বেও সাধ্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে, এই অনুমান সিদ্ধসাধনরূপ দোষগ্রস্ত হইতে পারে; সুতরাং এই সিদ্ধসাধনতারূপ দোষ-বারণজন্য অর্থাৎ শুক্তিরূপ্যে (প্রাতিভাসিক রজতে সিদ্ধসাধনরূপ দোষবারণজন্য) ব্রহ্মজ্ঞানেতরাবাধ্যত্বরূপ পক্ষবিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। যদি পক্ষতাবচ্ছেদকের অবচ্ছেদে অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষতেই সাধ্যসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকারে পক্ষের এক দেশে সাধ্যসিদ্ধি হইলেও সিদ্ধসাধনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই বলিয়া সেই পক্ষে সিদ্ধসাধনবারক উক্ত বিশেষণের উপন্যাসের আবশ্যকতা নাই। আর দুইটী বিশেষণ 'তুচ্ছ' এবং 'ব্রহ্মে' বাধবারণজন্য আদরণীয় ইত্যাদি। এখানেও নব্যন্যায়প্রদর্শিত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে।

অপ্যয় দীক্ষিত তাঁহার 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে প্রকটার্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডনজন্য ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—'বেদান্তশ্রবণস্য নিত্যাপরোক্ষ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-হেতুত্বং নাপ্রাপ্তম্। অপরোক্ষ-বস্তু- বিষয়- প্রমাণত্বাবচ্ছেদেন সাক্ষাৎকারহেতুত্বস্য প্রাপ্তেঃ শাব্দাপরোক্ষবাদে ব্যবস্থাপনাৎ তদর্থমেব হি তৎপ্রস্তাবঃ। ন চ তাবতা ব্রহ্মপ্রমাণত্বেন আপাতদর্শনসাধারণ-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্ব-প্রাপ্তৌ অপি অবিদ্যানিবৃত্ত্যর্থম্ ইষ্যমাণ-সত্তা-নিশ্চয়রূপতৎসাক্ষাৎকারহেতুত্বং শ্রবণস্য ন প্রাপ্তমিতি বাচ্যম্। বিচারমাত্রস্য বিচার্যনির্ণয়হেতুত্বস্য ব্রহ্ম-প্রমাণস্য তৎসাক্ষাৎকারহেতুত্বস্য চ প্রাপ্তৌ বিচারিত-বেদান্তশব্দ-জ্ঞানরূপস্য শ্রবণস্য তদ্ধেতুত্বপ্রাপ্তেঃ। ন চ উক্ত উভয়তঃ ব্যভিচারঃ। সহকারি-বৈকল্যেন অন্বয়-ব্যভিচারস্যাদোষত্বাৎ, জাতিস্মরণস্য জন্মান্তর-শ্রবণাৎ ফলসম্ভবেন ব্যতিরেক-ব্যভিচারাভাবাৎ। অন্যথা ব্যভিচারেণৈব হেতুত্ববাধে শ্রুত্যাপি তৎসাধনতাজ্ঞানাসম্ভবাৎ। ঘটসাক্ষাৎকারে চক্ষুরতিরেকেণ ত্বগিন্দ্রিয়মিব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে শ্রবণাতিরেকেণ উপায়ান্তরমস্তীতি শঙ্কায়াং ব্যতিরেক-ব্যভিচারস্যাপি অদোষত্বাৎ। তথা চ প্রাপ্তত্বাৎ ন অপূর্ববিধিঃ।' (১ম প°)।

এইরূপ বেঙ্কটনাথ তাঁহার 'ন্যায়পরিশুদ্ধি' নামক গ্রন্থে বেদান্তদর্শনের বিরোধী ন্যায়ের পদার্থসকল খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতমের ন্যায়দর্শনের ন্যায় পাঁচ অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুমান-সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন।

বরদরাজস্বামী 'ন্যায়ামৃত' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে কেবল অনুমান বলেই অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ দ্বৈতমিথ্যাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'প্রমাণং চাত্রানুমানম্। বিমতং মিথ্যা। 'দৃশ্যত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ' ইতি আনন্দবোধোক্তেঃ। 'অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি পটত্বাদংশিত্বাৎ পটান্তরবৎ' ইতি তত্ত্বপ্রদীপোক্তেঃ। তাঁহার মতে এই লক্ষণগুলিতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। ঐ সকল লক্ষণ পর্যাপ্তও নহে।

বেদান্তপরিভাষামতে ব্যাপ্তির লক্ষণ—'অশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামাধিকরণ্যম্'

শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও নিগমন—এই পঞ্চাঙ্গ অনুমানের ব্যভিচার বিষমব্যাপ্তিস্থানে দৃষ্ট হয়। বৃষ্টির দ্বারা পর্বতস্থ অগ্নি নির্বাপিত হইলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধূম থাকে। তখন বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। এইরূপ যুক্তি স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস নহে। ধূম থাকিলে অগ্নি থাকিবে, ধূমাভাস থাকিবে না এইরূপে প্রামাণ্য-স্থাপনে সাধ্যসাধনের একত্রাবস্থান হেতু অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য তাঁহার অনুভাষ্যে ব্রহ্মসূত্র 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'

(৩. ২. ২৪) ব্যাখ্যানাবসরে 'প্রত্যক্ষানুমান' শব্দের 'শ্রুতিস্মৃতি' অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'যতঃ সংরাধনে সম্যক্‌সেবায়াং ভগবন্তোষে জাতে দৃশ্যতে'। 'শ্রদ্ধাভক্তি-জ্ঞান যোগাদেবহি' 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং-বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ' ইতি। বিবিধমপি রূপং দৃশ্যতে। 'ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং-ধ্যায়মানঃ' 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম' ইতি সংরাধকস্য স্বানুভবঃ ধ্রুবাদীনামনুমাপকস্তং চ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং চ ব্রহ্ম-সাকারমনন্তগুণপরিপূর্ণং চেতি নাব্যক্তমে-বেতি নিশ্চয়ঃ।' ভাষ্যপ্রকাশরশ্মিকার গোস্বামী গোপেশ্বরজিৎপাদ বলেন—'প্রত্যক্ষশব্দেন শ্রুতিবোধস্থ ব্রহ্মণ আর্ষাৎ। ঋষির্মন্ত্রদ্রষ্টা ইতি। 'অপশ্যৎ পুরোডাশং কূর্মভূতং সর্পন্ত'মিতি শ্রুত্যা প্রত্যক্ষমূলত্বাৎ লাক্ষণিকঃ। অনুমীয়স্তে উৎসন্ন প্রচ্ছন্নশাখা যেন ইত্যনুমানং স্মৃতিঃ।' বল্লভাচার্য আর একস্থলেও বলিয়াছেন—'এতেন ব্রহ্মণি শ্রুতিরেব মুখ্যং প্রমাণম্ অনুমানং তু বিলম্বোপস্থিতিকত্বেন সাধ্যসিদ্ধিপরাহত-মপীচ্ছাবিশেষেণ জননীয়ং চেদভ্যুচ্চয়ত্বমাত্রং পর্যবসাস্ততীতিভাবঃ।' (৩. ২. ৩৭)

বৈশেষিক দর্শন—

কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। শব্দে প্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভূত। প্রাচীন দার্শনিক-গণ সকলেই অনুমানের তিন বিভাগ স্বীকার করিতেন; কণাদও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। 'সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ (৩. ২. ৭)' এই সূত্রে 'সামান্যতো দৃষ্ট' ও 'শেষবৎ' নামক অনুমানের দুই বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। 'যজ্ঞদত্ত ইতি সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে' (৩.২. ৬) এই সূত্রে 'পূর্ববৎ' নবম অনুমানবিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ২. ১. ১৫ ও ২. ১. ১৬ সূত্রও দ্র°।

কণাদের মতে হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, প্রমাণ এবং করণ একার্থাববোধক (৯.২.৪)। শঙ্করমিশ্র বলেন এই 'অপদেশ' শব্দের অর্থ 'শব্দ' (যাহার দ্বারা অর্থ কথিত হয়); তাহা হেতু ও লিঙ্গের পর্যায়ভুক্ত। প্রমাণ—প্রমার করণ সুতরাং তাহাও করণ-বিশেষ। করণ ও প্রমাণ শব্দ সামান্যবাচক হইলেও তাহা হেতুবাচক হইতে পারে।

হেতু সাধ্য হইতে ভিন্ন, সাধ্যের তাদাত্ম্যবিশিষ্ট হেতু হেতুই নহে (৩.১.৭)। তাদাত্ম্য না থাকিলে বা জন্যজনক ভাব না থাকিলে অনুমাপক হেতু হইতে পারে না—এই আপত্তি হইলে উত্তরে বলা যায়—তাদাত্ম্য থাকিলে বরং অনুমাপক হয় না; কারণ, সাধ্য এবং হেতু এক হইলে—অনুমিতির পূর্বেই তাহা নিশ্চয় হইয়া যায়, তবে আর অনুমিতির অবসর কোথায়? হেতুর সহিত সাধ্যের তাদাত্ম্য থাকিলে অনুমতি যদি না হয় তাহা হইলে যে কোনও একটা বস্তু অপর বস্তুর সাধক হইবে? তাহা হইতে পারে না (৩. ১. ৮) (ব্যাপ্তি থাকিলে) সহযোগী, সমবায়ী, একার্থসমবায়ী এবং বিরোধী সম্বন্ধও অনুযাপক হইতে পারে (৩. ১. ৯)। শঙ্কর মিশ্র বলেন—বুদ্ধিক্ষয়যুক্ত দ্রব্যের যে সহজা-চরণ তাহা ত্বক্। তাহা শরীরের কার্যও নহে, কারণও নহে কিন্তু তাহা সহোৎ-পত্তিকমাত্র, নিয়ত সহযোগবিশিষ্ট। শরীরে সহযোগ থাকায় ত্বক্ শরীরত্বের ব্যাপক, এই যে সহযোগসম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিক হেতু তাহা সহযোগী বলা যায়। সমবায়ী—যেহেতু সাধ্যব্যাপ্তি বিশিষ্ট হইয়া অনুযাপন হইবে সেইহেতু বা ব্যাপ্তি সমবায়ঘটিত হইলে তাহাকে সমবায়ী-হেতু বলা যায়। যেমন 'আকাশং পরিমাণবৎ দ্রব্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ এইখানে পরিমাণ সাধ্য, আকাশ সমবায়ী দ্রব্যত্বের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর ব্যাপ্যতা এই দুই যদি সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে সেই হেতু একার্থসমবায়ী। যে হেতুতে বিরুদ্ধবস্তু-ঘটিত ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা জ্ঞানের বিষয় হইয়া অনুমিতির জনক হয় তাহাকে বিরোধী হেতু বলা যায়। একার্থ সমবায়ীতে এক কার্য কার্যান্তরের হেতু হয় (৩.১.১০)। বিরোধীতে অবিদ্যমান হেতু বিদ্যমানের অনুমাপক হয় (৩. ১. ১১)। অথবা বিদ্যমান হেতু অবিদ্যমানের অনুমাপক হইলে বিরোধী হেতু হয় (৩. ১. ১২)। স্বরূপ বিরোধী বিদ্যমান বস্তুও বিরুদ্ধ বিদ্যমান বস্তুর অনুমাপক হইতে পারে। (৩. ১. ১৩)।

(ব্যাপ্তি) প্রসিদ্ধিপূর্ব হইলেই তাহা হেতু হইবার উপযুক্ত (৩. ১. ১৪)। 'প্রসিদ্ধি' মানে 'স্মার্যমাণা ব্যাপ্তি' (শঙ্কর মিশ্র)। শঙ্কর মিশ্র এই সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে ব্যাপ্তিলক্ষণ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—'আনৌপাধিকঃ সম্বন্ধে ব্যাপ্তিঃ' পরামর্শের বিরোধী হেতুই অনপ-দেশ বা হেত্বাভাস—তাহা তিন প্রকার—অপ্রসিদ্ধ, অসৎ এবং সন্দিগ্ধ (৩. ১. ১৫)। যাহা অব্যাপ্ত, অগৃহীতব্যাপ্তিক ও বিপরীত ব্যাপ্তিক—এই ত্রিবিধ হেতুই অপ্রসিদ্ধ। যে হেতু সাধ্যের অধিকরণে থাকে না তাহা অসৎ। যে হেতু সন্দেহের জনক তাহা সন্দিগ্ধ। যদি বলা যায়, 'এই পশুর শৃঙ্গ আছে সুতরাং ইহা অশ্ব (৩. ১. ১৬) তাহা হইলে এখানে হেতু অপ্রসিদ্ধ ও অসৎ বা বিরুদ্ধ। শৃঙ্গে অশ্বত্বের ব্যাপ্তি নাই, হেতুতে নথাবৃত্তিত্ব নাই—সুতরাং অপ্রসিদ্ধ। এখানে সাধ্য অশ্বত্ব—তাহার অধিকরণ অশ্ব, তাহাতে শৃঙ্গ থাকে না—সুতরাং হেতু অসৎ বা বিরুদ্ধ। 'যেহেতু শৃঙ্গযুক্ত—এজন্য ইহা গরু,—এইরূপ স্থলে ব্যভিচারীর উদাহরণ' হইবে (৩. ১. ১৭)।

ইহা ইহার কার্য, কারণ, সহযোগী, বিরোধী বা সমবায়ী—এইরূপ লৈঙ্গিক অর্থাৎ লিঙ্গসমুদ্ভূত জ্ঞান (৯. ২. ১) হইয়া থাকে। শঙ্কর মিশ্র বলেন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মই লিঙ্গ। তন্মূলক যে জ্ঞান তাহা অনু-

মান। যে কার্য, যে কারণ, যে সহযোগী যে বিরোধী এবং যে সমবায়ী ইহারা সকলেই লিঙ্গ হইতে পারে—তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। ইহার (সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের) ইহা (পক্ষবৃত্তি হেতু)—এই জ্ঞান এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ অবয়ব হইতেও হইয়া থাকে (৯.২.২)। অবয়বের বিবরণ ন্যায়দর্শনে আছে—পরে আলোচিত হইবে। প্রশস্তবাদ প্রভৃতি বৈশেষিকাচার্যগণও প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান এবং প্রত্যাম্নায় এই পঞ্চ অবয়ব বলিয়া থাকেন। 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইহা প্রতিজ্ঞা; এই প্রতিজ্ঞার অপদেশ বা হেতু 'ধূমাৎ'। 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্' যথা মহানসম্—ইহা নিদর্শন (বা উদাহরণ)। 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' এই বাক্য অনুসন্ধান; 'তস্মাদ্ বহ্নিমান্'—এই বাক্য প্রত্যাম্নায়।

শঙ্কর মিশ্র বলেন—অনুমান দ্বিবিধ :—স্বার্থ ও পরার্থ। যেখানে নিজের সংশয় দুর করিবার জন্য ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতার অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা স্বার্থ অনুমান। যেখানে প্রতিবাদীর কথিত ন্যায়বিচার জন্য করিতে হয় এবং তাহাকে পরাজিত করিবার জন্য যে অনুমান আশ্রয় করা যায় তাহা পরার্থ (পরার্থঞ্চ পরোদীরিত ন্যায়-জন্য ব্যাপ্তিপক্ষতাজ্ঞানাৎ, ন্যায়শ্চ তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ প্রযোজক শব্দজ্ঞানজনক বাক্যম্)। এই তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হইবে।

প্রশস্তপাদ পঞ্চাবয়বে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

ন্যায়দর্শন—ন্যায়দর্শনেই অনুমান সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। মূল ন্যায়সূত্র-প্রণেতা গৌতম প্রত্যক্ষের নিরূপণ করিয়া অনুমান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অথ তৎপূর্বকম্ ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ' (১.১.৫)। মহর্ষির মতে অনুমানমাত্রেরই প্রত্যক্ষপূর্বক এবং তাহা ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অনুমানের বিষয় পূর্বে কিছু বলিয়াছি; বস্তুতঃ এই বিভাগ প্রাচীন দার্শনিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন — সূত্রে 'তৎ-পূর্বক' অর্থাৎ প্রত্যক্ষপূর্বক - তাহার মানে এই যে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের ও লিঙ্গের (হেতুর) পূর্বে প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। সম্বদ্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষ দ্বারা যে লিঙ্গস্মৃতি হয় তাহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। স্মৃতির দ্বারা এবং লিঙ্গদর্শন দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অর্থের অনুমান হয়। এখানে ভাষ্যকার তিনটী লিঙ্গদর্শনের বিষয় বলিলেন। প্রথমতঃ রন্ধনশালার বিশিষ্ট ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্যজ্ঞাপকসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয়—ইহা প্রথম লিঙ্গদর্শন। দ্বিতীয় পর্বতাদিতে বিশিষ্ট ধূমদর্শন হইলে তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। শেষে পর্বতাদিতে বহ্নিব্যাপ্য-বিশিষ্ট ধূমবান্ পর্বত এই প্রকারে যে পুনরায় লিঙ্গদর্শন হয় তাহা তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ নামে অভিহিত হয়। প্রাচীনমতে এই চরম কারণেই মুখ্য কারণ।

'তৎপূর্বক' শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষপূর্বক বলা হইল, কিন্তু ন্যায়বার্ত্তিককার নৈয়ায়িক-প্রবর উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—'তৎপূর্বক' = 'তানি পূর্বানি যস্য' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রমাণ যাহার অগ্রগত; প্রত্যক্ষাদি যে কোনও প্রমাণের দ্বারা লব্ধ লিঙ্গপরামর্শ অনুমান প্রমাণ হইবে। 'তৎপূর্বক' 'তে পূর্বে যস্য' অর্থাৎ দুই প্রত্যক্ষ দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শ অনুমানপ্রমাণ হইবে। এখানে প্রত্যক্ষ শব্দ উপলক্ষণমাত্র, বস্তুতঃ যে কোন প্রমাণের দ্বারা লিঙ্গ পরামর্শ হইলেই অনুমান হইবে। 'তৎপূর্বক' = 'তৎপূর্ব যস্য'—অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও দ্বিতীয় লিঙ্গপ্রত্যক্ষ ও লিঙ্গস্মৃতি এই তিনটী একত্রে করিয়া তদ্ভূত লিঙ্গ-পরামর্শই অনুমানপ্রমাণ বুঝিতে হইবে। উদ্দ্যোতকর লিঙ্গদর্শন, স্মৃতি ও লিঙ্গ পরামর্শের মধ্যে শেষোক্তকেই প্রধান বলিয়াছেন—'বয়ন্তু পশ্যামঃ সর্বমনুমান-মনুমিতেস্তন্নান্তরীয়কত্বাৎ প্রধানোপসর্জনতা-বিবক্ষায়াং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যং, কঃ পুনরত্র ন্যায়ঃ ? আনন্তর্যপ্রতিপত্তিঃ, যস্মাল্লিঙ্গ-পরামর্শাদনন্তরং শেষার্থপ্রতিপত্তিরিতি তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শো ন্যায্য ইতি স্মৃতির্ন প্রধানম্'। (ন্যায়বার্ত্তিক, ৫ সূ°) লিঙ্গপরামর্শের পর অনুমিতি জন্মে, অন্য কোনও কার্যের দ্বারা অনুমিতি জন্মে না। সুতরাং লিঙ্গদর্শন ও স্মৃতি থাকিলেও ও অনুমিতির সাধক হইলেও অনুমিতির করণ বা সাধকতম হইল লিঙ্গপরামর্শ।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান বলিয়াছেন—'তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শো ন তু পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে' (অনুমান-চিন্তামনি, ১ম খ.)। উদয়নাচার্যের তাৎপর্যপরিশুদ্ধির টীকায় বর্ধমান উপাধ্যায়ও অনুমানরূপ ন্যায়কে লিঙ্গপরামর্শ বলিয়াছেন। 'তার্কিকরক্ষা'-প্রণেতা বরদরাজও 'লিঙ্গপরামর্শোঽনুমান-মিত্যাচার্যাঃ' বলিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমানপ্রমাণ বলিয়াছেন।

যে স্থলে কারণের দ্বারা কার্যের অনুমান হয় তাহাকে 'পূর্ববৎ' অনুমান বলে বলিয়া বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। যেমন মেঘের আবির্ভাববিশেষের দ্বারা বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান। এখানে মেঘাবির্ভাবরূপ কারণ কার্যের পূর্বেই সংঘটিত হয়, এজন্য এই অনুমান 'পূর্ববৎ'। এইরূপ যেখানে কার্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয় তাহা 'শেষবৎ' অনুমান। কারণ যেমন 'পূর্ব' কার্য সেইরূপ 'শেষ'। যথা নদীতে পূর্বে যে জল ছিল তাহার বিপরীত জল অর্থাৎ পূর্ণতা হইয়াছে দেখিয়া এবং স্রোতের শীঘ্রগতি বা প্রখরতা দেখিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে ইহা অনুমান করা হয়। 'সামান্যতো দৃষ্ট' = একস্থানে দৃষ্ট রবির অন্যত্র দর্শন হয় বলিয়া তাহার গতি আছে এইরূপ অপ্রত্যক্ষ হইলেও আদিত্যের গতির

অনুমান করা। অথবা 'পূর্ববৎ'= প্রত্যক্ষভূত দুইটী পদার্থের ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধভাব দেখিয়া অন্যত্র ব্যাপ্যপদার্থদর্শনে ব্যাপকপদার্থের যে অনুমান হয়; যেমন, রন্ধনশালায় বহ্নি ও বিশিষ্ট ধূমের ব্যাপ্যব্যাপকভাব দেখিয়া পর্বতে বিশিষ্ট সজাতীয় ধূমদর্শনে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমান হয়। 'শেষবৎ'= পরিশেষ অনুমান; অর্থাৎ প্রসক্তপদার্থের প্রতিষেধ হইলে (অনুমানের দ্বারা সেস্থানে তাহার অভাব নিশ্চয় হইলে) অন্যত্র অপ্রসঙ্গ-হেতু (প্রশক্ত হয় না বলিয়া) অবশিষ্ট প্রসক্ত পদার্থে যে সম্যক প্রতীতি (অনুমান) হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই অনুমানের যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পরবর্তী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ না করায় উদাহৃত হইল না। সামান্যতো দৃষ্ট= যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ কোনও অর্থের সহিত লিঙ্গের সহিত সমানতাহেতু অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গী উপলব্ধি হয়: যেমন— ইচ্ছাদি দ্রব্যগুণ, গুণ দ্রব্যাশ্রিত; অতএব ইচ্ছাদির যে আশ্রয় তাহা আত্মা। বাৎস্যায়ন বলেন, প্রত্যক্ষ বর্তমান বিষয়ক; কিন্তু অনুমান বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক।

বাৎস্যায়ন বলেন—সাধনীয় পদার্থের যতগুলি শব্দসমূহে সিদ্ধি বিশেষরূপে লিখিত হয়, সেই শব্দসমূহের পাঁচটী প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব—বাক্যসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়া তাহা অবয়ব নামে কথিত হয়। এই অবয়বগুলিতে চারিটী প্রমাণেরই সমবায় আছে। উহাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা—শাব্দপ্রমাণ, হেতু—অনুমানপ্রমাণ, উদাহরণ—প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উপনয়—উপমানপ্রমাণ, এই চারিটীর একার্থসমবায়ে যে সামর্থ্যপ্রদর্শন তাহাই নিগমন। প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমন পর্যন্ত এই পাঁচটী বাক্যসমষ্টিকে ন্যায় বলে। ইহার দ্বারাই বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা প্রবৃত্ত হয়—ইহার অন্যথায় হয় না। মহর্ষি গৌতম এই পঞ্চ অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন (১. ১. ৩২)। আবার অনেক নৈয়ায়িক দশ অবয়ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়ব্যুদাস এই পাঁচটীও অতিরিক্ত অবয়ব। জিজ্ঞাসা অজ্ঞায়মান পদার্থের হানোপাদান বা উপেক্ষার জন্য হয়—অপ্রতীয়মান অর্থে প্রত্যয়ার্থের প্রবর্তকই জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা অর্থের সাধক না হওয়ায় অবয়ব হইতে পারে না। সংশয় বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের সম্বন্ধপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন, তাহাও অর্থের সাধক নহে ও অবয়ব হইতে পারে না। প্রমাণগুলি প্রমাতার প্রমেয় বোধহেতু। শক্য (প্রমেয়), তাহাতে প্রাপ্তি (=প্রমাণ ও প্রমাতার সমর্থতা); অর্থাৎ প্রমাণের ও প্রমাতায় প্রমেয় বোধজনন শক্তিই শক্যপ্রাপ্তি, তাহাও অর্থের সাধক নহে। সংশয়ব্যুদাস= তর্ক; ইহা সাধকবাক্যের একদেশ নহে। প্রয়োজন= তত্ত্বাবধারণ, তাহাও অর্থসাধকবাক্যের একদেশ। উহারা কেহই বাক্য নহে, পরিপ্রতিপাদক নহে, এজন্য অবয়বও নহে। বাক্যই বাক্যের অবয়ব হইতে পারে।

মহর্ষি গৌতমের মতে সাধ্যনির্দেশই প্রতিজ্ঞা (১. ১. ৩৩)। প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট ধর্মীর যে বোধকবাক্য তাহাই প্রতিজ্ঞা (বাৎস্যায়ন)। যাহা সিদ্ধ নহে—যাহাকে সাধন করিতে হইবে তাহা সাধ্য, যেমন শব্দের অনিত্যতা। তাহার বোধকবাক্যই প্রতিজ্ঞা। সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীকে এখানে সাধ্য বলা হইয়াছে। বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ তাঁহার 'পদার্থধর্মসংগ্রহে' প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, 'অনুমেয়োদ্দেশোঽবিরোধী প্রতিজ্ঞা'। এই 'অবিরোধী' কথার দ্বারা প্রতিজ্ঞাভাসসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞাভাসগুলিতে প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নাই—ইহা জয়ন্তভট্টের মত।

গৌতমের মতে উদাহরণের সহিত সমানধর্মতাপ্রযুক্ত সাধ্যের যে সাধন তাহা হেতু (নামক দ্বিতীয় অবয়ব)— ১. ১. ৩৪। সেইরূপ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত সাধ্যসাধনও হেতু—১. ১. ৩৫। সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীতে ধর্ম প্রতিসন্ধান করিয়া উদাহরণেও সেই ধর্ম প্রতিসন্ধান করিয়া সেই ধর্মের যে সাধনতাবচন তাহা হেতু। যদি বলা যায়, শব্দ অনিত্য কারণ তাহা উৎপত্তিধর্মক। উৎপত্তিধর্মক দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়। এখানে উৎপত্তিধর্মক বস্তুর সহিত সমানধর্মতাবশতঃ সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর (শব্দের) অনিত্যতা অনুমিত হইল। যদি বলা যায়, শব্দ অনিত্য উৎপত্তিধর্মক বলিয়া যাহা অনুৎপত্তিধর্মক তাহা নিত্য—যেমন আত্মা, তাহা হইলে বৈধর্ম্য দেখাইয়া সাধ্যসাধন করা হইল (বাৎস্যায়ন)। বাৎস্যায়নের এই শেষোক্ত উদাহরণ কোনও নৈয়ায়িক গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকরের মতে, ভাষ্যকার একই প্রকার বাক্যকে 'সাধর্ম্যহেতুবাক্য' ও 'বৈধর্ম্যহেতুবাক্য', বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বৈধর্ম্যহেতুবাক্যের এইরূপ উদাহরণ হইবে—'জীবৎ শরীরং ন নিরাত্মকং অপ্রাণাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ' জীবিত ব্যক্তির শরীর আত্মাশূন্য নহে, কারণ তাহা হইলে উহা প্রাণাযুদিক্ত হয় না। গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন, 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' পৃথিবী অন্যান্যভূত হইতে ভিন্ন, কারণ ইহার গন্ধবত্ত্ব আছে—ইহা বৈধর্ম্যহেতুবাক্যের উদাহরণ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেন—গৌতম 'সাধ্যসাধনং হেতুঃ' এই সাধারণ লক্ষণ করিলেন। 'সাধ্যসাধন' শব্দের অর্থ সাধ্যসিদ্ধির অনুকূল জ্ঞাপকত্ববোধক। উহা দ্বিবিধ—উদাহরণ সাধর্ম্যহেতুক ও উদাহরণ বৈধর্ম্যহেতুক। ইহাদিগকে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী বলা যায়। উদাহরণ সাধর্ম্য= উদাহরণবোধ্য অন্বয়ব্যাপ্তি। 'জ্ঞাতান্বয়ব্যাপ্তিস্থহেতুবোধকো হেত্ববয়বঃ' 'অজ্ঞাতব্যতিরেকব্যাপ্তিকহেতুবোধকো হেত্ববয়বঃ'। এইরূপ মতান্তরে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতুও আছে— 'প্রতীতান্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তিকহেতুবোধকো হেত্ববয়বঃ'।

সাধ্যধর্মীর সহিত সমানধর্মতাবশতঃ সেই

ধর্ম যাহাতে বিদ্যমান আছে এইরূপ দৃষ্টান্তকে উদাহরণ বলে (১. ২. ৩৬)। ঐরূপ বিধর্মতাবিশিষ্ট বিপরীত দৃষ্টান্তও উদাহরণ (১. ১. ৩৭)। সাধ্য দ্বিবিধ — ধর্মিবিশিষ্ট ধর্ম এবং ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী। যেমন, শব্দের অনিত্যতা এবং অনিত্যতারূপ ধর্মবিশিষ্ট শব্দ। ইহাদের মধ্যে এই সূত্রে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মিরূপ সাধ্য গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সূত্রে মাত্র 'তৎ' না বলিয়া 'তদ্ধর্ম' বলায় তাহাই বুঝিতে পারা যায়। যে দৃষ্টান্তে সেই তদ্ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহা সাধ্যধর্মীর সহিত সমানধর্মতাপ্রযুক্ত এবং উৎপত্তিধর্মক বলিয়া 'তদ্ধর্মভাবী' হয়। তাহাকে উদাহরণ বলে। সেই স্থলে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তিধর্মক তাহা উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হয় না, নিজের স্বরূপ ত্যাগ করে, নিরুদ্ধ হয়—এজন্য অনিত্য। এইরূপে উৎপত্তিধর্মকত্ব সাধন, অনিত্যত্বসাধ্য। এই যে দুই ধর্মের (অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধর্মকত্ব) সাধ্য-সাধনভাব সাধর্ম্যহেতু একত্র ব্যবস্থিত বলিয়া দৃষ্টান্তে পাওয়া গেলে শব্দেও অনুমান করে। তাহার দ্বারা ধর্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাব উদাহৃত হয়—এজন্য ইহাকে উদাহরণ বলে (বাৎস্যায়ন)। সাধ্যধর্মীর বৈধর্ম্যহেতু অতদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্তও উদাহরণ। বাৎস্যায়ন এস্থলে যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ অসঙ্গত বলিয়াছেন। উদ্যোত-কর এই উদাহরণবাক্যকে অন্বয়ী উদাহরণ ও ব্যতিরেকী উদাহরণ বলিয়াছেন। বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি 'সাধ্যসাধর্ম্যাৎ' শব্দের অর্থ বলেন—'সাধ্যসহচরিতধর্মাৎ প্রকৃত সাধকাৎ'। তিনি ব্যতিরেকী উদাহরণ দিয়াছেন—'জীবচ্ছরীরং সাত্মকং প্রাণাদিমত্ত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ'। 'তদ্ধর্মভাবী' এই শব্দের ব্যাখ্যায় প্রাচীন কালে বহু মতভেদ ছিল। বিশ্বনাথ বলেন—'তৎ সাধ্যরূপং ধর্মং ভাবয়তি।'

উদাহরণ-অনুসারে 'তথা' বলিয়া বা 'ন তথা' বলিয়া যে উপসংহার করা যায় তাহাকে সাধ্যধর্মীর উপনয় বলে (১.১.৩৮)। দুই রকম উদাহরণের কথা বলা হইয়াছে। এই দুই রকম উদাহরণ হইতে দুই প্রকার উপনয় হয়। সাধ্যসাধর্ম্যযুক্ত উদাহরণ-স্থলে উৎপত্তিধর্মক দ্রব্য অনিত্য দেখা যায়, শব্দও তদ্রূপ উৎপত্তিধর্মক, এইরূপ শব্দের উৎপত্তিধর্মকত্ব উপসংহৃত হয়। এইরূপ বৈধর্ম্যোদাহরণ-স্থলেও বুঝিতে হইবে (বাৎস্যায়ন)। জয়ন্ত-ভট্ট বলেন, সাধ্যধর্মীতে হেতুর উপসংহার-বাক্যই উপনয়—'সাধ্যস্যেতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী মন্তব্যা সাধ্যে ধর্মিণি হেতোরুপসংহার উপ-নয়ঃ'।—ন্যায়মঞ্জরী, উপনয়-সূ°। হেতুশব্দ সূত্রে না থাকিলেও তাহা উহ্য ধরিয়া লইতে হইবে। বিশ্বনাথ বলেন, 'তথা' বলিয়া সাধ্যের যে উপসংহার তাহা অন্বয়ী উপনয় এবং 'ন তথা' বলিয়া যে সাধ্যের উপ-সংহার তাহা ব্যতিরেকী উপনয়। 'তথা' 'ন তথা' যে ব্যবহার করিতেই হইবে তাহা নহে—'অত্র চ তথাশব্দ প্রয়োগঃ-বশ্যকত্বে ন তাৎপর্যং কিন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-ভবত্ববোধে, তথা চ বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ম্ ইতি বা তথা চায়মিতি বোপন্যাসঃ। এবং ব্যতিরেকিণ্যপি বহ্ন্যভাবব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিধূমবাংশ্চায়ম্ ইতি বা ন তথেতি বোপন্যাসঃ'।

হেতু বলিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনরায় কথনের নাম 'নিগমন' (১. ১. ৩৯)। ইহার দ্বারা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ এবং উপনয় এক অর্থে সমর্থিত বা সম্বদ্ধ হয়, এজন্য ইহার নাম নিগমন। যেমন উদাহরণ উপসংহার করিয়া 'তস্মাদুৎপত্তিধর্মকত্বাৎ অনিত্যঃ শব্দঃ' এইরূপ যে বলা যায় তাহার নাম নিগমন (বাৎস্যায়ন)। বাৎস্যায়ন বলেন—এই পঞ্চাবয়বরূপ ন্যায়বাক্যে প্রত্যক্ষাদি চারিটী প্রমাণ মিলিত হইয়া সাধ্যসাধন করে। তাঁহার মতে, এই পঞ্চ অবয়বের প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্মীর সহিত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধের উপাদানজন্য প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। উদাহরণের সহিত সমান বা বিপরীত সাধ্যধর্মের সাধকত্বকথনজন্য হেতুর প্রয়োজন। একত্র দুইটী ধর্মের সাধ্যসাধনভাব প্রদর্শনজন্য উদাহরণের প্রয়োজন। সাধ্যধর্মের সহিত সাধনভূত ধর্মের একত্রাবস্থান প্রতিপাদন করিবার জন্য উপনয়ের প্রয়োজন। উদাহরণস্থিত দুইটী ধর্মের সাধ্যসাধনভাব উপলব্ধি হইলে সাধ্যধর্মের বিপরীতপ্রসঙ্গনিবারণজন্য নিগমনের প্রয়োজন। বস্তুতঃ নিগমন-বাক্যের দ্বারা বাদী তাহার প্রযুক্ত হেতুকে 'অবাধিত' ও 'অসৎপ্রতিপক্ষিত' বলেন।

পূর্বে হেতুর লক্ষণ বলা হইয়াছে। যদি প্রকৃত হেতু না হইয়া কোনও সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রকাশমান হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলা যায়। এই হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার— (১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত (১. ২. ৪)। হেতু নির্দোষ না হইলে অনুমান বিশুদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য হেত্বাভাস জানা আবশ্যক। কিন্তু হেত্বাভাস জানিতে হইলে হেতুর লক্ষণগুলি জানাও আবশ্যক। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ হেতুর পাঁচটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—(১) পক্ষসত্ত্ব = পক্ষ বা ধর্মীতে থাকা। যাহা পক্ষে নাই তাহা হেতু হইতে পারে না। পর্বতে যদি ধূম থাকে তাহা হইলে সেখানে অগ্নির অনুমানে হেতু হইতে পারে। (২) সপক্ষসত্ত্ব = সপক্ষে (যে পদার্থ পূর্বকথিত সাধ্যযুক্ত বলিয়া অবিসংবাদিত, যেমন রন্ধনশালা বা মহানস) বিদ্যমান থাকা। যেখানে সপক্ষ নাই সেখানে সপক্ষসত্ত্ব হেতুর লক্ষণ নহে। যেখানে সপক্ষ আছে সেখানেই এই লক্ষণ দ্রষ্টব্য। (৩) বিপক্ষে অসত্ত্ব = বিপক্ষে (= যে পদার্থ সাধ্যশূন্য বলিয়া অবিসংবাদিত) বিদ্যমান না থাকা। যেখানে বিপক্ষ নাই সেখানে বিপক্ষাসত্ত্ব হেতুর লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। (৪) অবাধিতত্ব = যেখানে হেতু বাধিত হয় তাহাকে হেতু

বলা যাইতে পারে না; যেমন সাধ্যশূন্য পদার্থকে পক্ষ করিয়া সেই সাধ্যসাধনে হেতু প্রয়োগ করিলে তাহা বাধিত হইবে। (৫) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব = যাহার প্রতিপক্ষ বিদ্যমান নাই। যেখানে সাধ্যের অনুমান করিতে হইলে দুইটী হেতু উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য সাধ্য ও সাধ্যাভাববিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয় সেই ঐ উভয় হেতুই 'সৎপ্রতিপক্ষ'। এজন্য হেতু অসৎপ্রতিপক্ষিত বা অসংশয়িত হওয়া চাই।

(১) যে হেত্বাভাস ঐকান্তিক নহে উহাকে সব্যভিচার বলে (১. ২. ৫)। ইহার উদাহরণ—'নিত্যঃ শব্দঃ অস্পর্শত্বাৎ স্পর্শবান্ কুম্ভোঽনিত্যঃ দৃষ্টঃ. ন চ তথা স্পর্শবান্ শব্দঃ, তস্মাৎ অস্পর্শত্বাৎ নিত্যঃ শব্দঃ'। যাহা কেবল সাধ্যধর্মযুক্ত স্থানে থাকে, তৎশূন্য স্থানে থাকে না, তাহা সাধ্যধর্মের ঐকান্তিক। যে পদার্থ সাধ্যধর্মযুক্ত স্থানেও থাকে, অন্যত্রও থাকে, তাহা অনৈকান্তিক। উদ্যোতকর বলিয়াছেন—'একস্মিন্নন্তে নিয়ত ঐকান্তিকঃ'। বরদরাজ বলেন — 'একত্রান্তো নিশ্চয়ো ব্যবস্থিতির্নাস্তীতি'। বিশ্বনাথ বলেন —'তথা চ একমাত্রব্যাপ্তিগ্রাহকসহচারবান্ ঐকান্তিকঃ তদন্যোঽনৈকান্তিকঃ'। এই সব্যভিচার হেত্বাভাস ত্রিবিধ— (১) সাধারণ = সাধ্যবদন্যবৃত্তি, যথা শব্দো নিত্যঃ নিস্পর্শত্বাৎ, (২) অসাধারণ = সপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্ত, (৩) অনুপসংহারী—যেমন সর্বং নিত্যং নেয়ত্বাৎ। নব্য-নৈয়ায়িকগণ 'অসাধারণ' = সাধ্যবদবৃত্তি এবং অনুপসংহারী = কেবলান্বয়িসাধ্যক বলেন।

(২) সিদ্ধান্ত অভ্যুপেত হইলে তাহার বিরোধী অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তের ব্যাঘাতক যাহা তাহা বিরোধী নামক হেত্বাভাস। যাহা স্বীকৃত পদার্থের বিরোধী তাহাই বিরোধী হেত্বাভাস (১. ২. ৬) বাৎস্যায়ন বিরুদ্ধহেত্বাভাসের উদাহরণ দেখাইতে গিয়া বক্ষ্যমান যোগসূত্রভাষ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। 'তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ, নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি বিনাশপ্রতিষেধাৎ'।—যোগসূ°, বিভূতিপাদ ১৩ সূত্রভাষ্য। অর্থাৎ, এই ত্রৈলোক্য ব্যক্তাবস্থা হইতে অপগত হয় (অতীত বা লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়), কেননা তাহার অবিকারনিত্যত্বপ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। আর অপগত বা লীন হইয়াও তাহা থাকে, যেহেতু তাহার একান্ত বিনাশ প্রতিষিদ্ধ আছে। এই স্থানে 'নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ' এই হেতু 'ব্যক্তি হইতে অপেত হইলেও বর্তমান থাকে' এই নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধী। কারণ, যদি ব্যক্তি বা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও ত্রৈলোক্য বা বিকার বর্তমান থাকে, তাহা হইলে উহার নিত্যত্ব-প্রতিষেধ যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হইয়াও বিকার যে বিদ্যমান থাকে তাহাই ত তাহার নিত্যত্ব। বিকারের আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতিই নিত্যত্বহীনতা। যাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য দেখা যায়; যাহা আছে তাহা আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুত হয় না। অস্তিত্ব এবং আত্মলাভ হইতে প্রচ্যুতি—এই দুই ধর্ম একত্র সম্ভব হয় না। বিশ্বনাথ ইহার উদাহরণ দিয়াছেন —'বহ্নিমান্ হ্রদত্বাৎ'। এখানে বহ্নির সাধনে জলত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার মতে সিদ্ধান্ত বা সাধ্যধর্মের সাধনজন্য প্রযুক্ত হেতু ঐ সাধ্যধর্মের বিরোধী হইলে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হয়।

(৩) যে পদার্থ হইতে প্রকরণ-চিন্তা জন্মে, সেই পদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রকরণসম নামক হেত্বাভাস হয় (১. ২. ৭)। প্রকরণ শব্দের অর্থ পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। 'শব্দ নিত্য কি না' এই সংশয় হইলে তাহা নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ হইবে। সংশয় হইতে নির্ণয়ের পূর্বকাল পর্যন্ত যে আলোচনা তাহাই প্রকরণ-চিন্তা। শব্দে নিত্যধর্মের অনুপলব্ধি ও অনিত্য ধর্মের অনুপলব্ধি উভয় পক্ষকে অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বকে প্রবৃত্তকরতঃ একটী চিন্তা জিজ্ঞাসা উপস্থিত করে বলিয়া নির্ণয়ে সমর্থ হয় না। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, এই প্রকরণসম নামক হেত্বাভাসকে সৎপ্রতিপক্ষ বলে। বিশ্বনাথ বলেন, যেখানে নির্ণয়ার্থ প্রযুক্ত হেতু নির্ণয় করিতে অসমর্থ হয় (তুল্যবল প্রতিপক্ষের প্রতিবন্ধবশতঃ), কিন্তু ধর্মীর সাধ্যবত্ত্ব বা সাধ্যাভাববত্ত্ব আছে, এই চিন্তা বা জিজ্ঞাসা উৎপাদন করে মাত্র, তাহাই প্রকরণসম।

(৪) যে পদার্থ অসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যপদার্থের সদৃশ, তাহাকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সাধ্যসম নামক হেত্বাভাস হয় (১. ২. ৮)। যদি বলা যায়, 'ছায়া দ্রব্যং গতিমত্ত্বাৎ' এখানে ছায়ার দ্রব্যত্ব সাধ্য, গতিমত্ত্বও সাধ্য'। অর্থাৎ, ছায়া যে গমন করে তাহাও সাধনীয়।—বাৎস্যায়ন। এজন্য মীমাংসকগণের এই হেতু সাধ্যসম বা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস। ছায়া দ্রব্য নহে, বস্তুতঃ আলোকের অভাববিশেষ —বাৎস্যায়ন। বাচস্পতি মিশ্র ইহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন— স্বরূপাসিদ্ধ, একদেশাসিদ্ধ, আশ্রয়াসিদ্ধ এবং অন্যথাসিদ্ধ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেন— সাধ্য যেমন সাধনীয় সেইরূপ হেতুও সাধনীয় হইলে সাধ্যসম বলা যায়। উহাকে সকলে অসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। ইহা আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি-ভেদে ত্রিবিধ। আশ্রয়াসিদ্ধি—যেখানে পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাব হয়, যেমন 'কাঞ্চনময়ঃ পর্বতো বহ্নিমান্'। স্বরূপাসিদ্ধি —যেখানে পক্ষে হেতুতাবচ্ছেদকাচ্ছিন্নের অভাব হয়, যেমন 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ'। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—অব্যভিচরিত সামানাধিকরণ্যাভাব; যেখানে সাধ্যধর্মে প্রযুক্ত বিশেষণ সাধ্যধর্মে নাই অথবা হেতুপদার্থে প্রযুক্ত বিশেষণটী হেতুপদার্থে নাই—যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ নীলধূমত্বাৎ'।

(৫) যে পদার্থ কালাত্যয়ে প্রযুক্ত তাহা কালাতীত নামক হেত্বাভাস

(১.২. ৯)। হেতুরূপে প্রযুজ্যমান যে পদার্থের অর্থৈকদেশ (হেতুপদার্থের বিশেষণ) কালবিশেষকে অতিক্রম করে উহা কাল অতীত হইবার পর প্রযুক্ত হওয়ায় কালাতীত নামে অভিহিত হয়। যেমন 'নিত্যঃ শব্দঃ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বাৎ রূপবৎ, প্রাগূর্দ্ধঞ্চ ব্যক্তেরবস্থিতং রূপং প্রদীপঘট-সংযোগেন ব্যজ্যতে, তথা চ শব্দোঽপ্যবস্থিতঃ ভেরীদণ্ডসংযোগেন ব্যজ্যতে দারুপরশু-সংযোগেন বা, তস্মাৎ সংযোগব্যঙ্গ্যত্বান্নিত্যঃ শব্দঃ'। প্রদীপের সহিত ঘটের সংযোগ-জন্য যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহা ব্যঞ্জক সংযোগের কালকে অতিক্রম করে না। যাহার অভিব্যক্তি বা প্রত্যক্ষ সহযোগ-জন্য তাহাকে সংযোগব্যঙ্গ্যপদার্থ বলে। রূপসংযোগব্যঙ্গ্য হইলেও শব্দসংযোগ-ব্যঙ্গ্য নহে। শব্দের প্রত্যক্ষ শব্দ-জনক সংযোগের কালকে অতিক্রম করায় সংযোগব্যঙ্গ্যত্বরূপ হেতুর একদেশ যে সহযোগ তাহা কালাত্যয়যুক্ত হইয়াছে। সংযোগব্যঙ্গ্য হইলেই পদার্থ নিত্য হয় না। উদাহরণের সাধর্ম্য না থাকায় ইহা হেত্বাভাস (বাৎস্যায়ন)। বিশ্বনাথ বলেন — ইহাকে 'অতীতকাল' বলে। সাধন-কালের অভাবে অপদিষ্ট (প্রযুক্ত) হেতু।

পূর্বে অনুমান ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বিচার আবশ্যক। 'পূর্ববৎ' অনুমান, যথা— পিপীলিকার অণ্ডসঞ্চার দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির অনুমান। 'শেষবৎ' অনুমান, যথা— নদীর পূর্ণতাহেতু অতীত বৃষ্টির অনুমান। 'সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান', যথা— ময়ূরের রব দেখিয়া বর্তমান বৃষ্টির অনুমান। এক্ষণে বলা যাইতে পারে—

১। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমান হইতে পারে না। নদীর একদেশরোধ করিলেও নদীতে জলাধিক্য দেখা যায়। ব্যভিচারিহেতুক বলিয়া ইহা অপ্রমাণ।

২। পিপীলিকার গর্তে জলসঞ্চার হইলেও পিপীলিকাদিগকে নিজ নিজ অণ্ড অন্যত্র লইয়া যাইতে দেখা যায়। ইহাও ব্যভিচারিহেতুক।

৩। ময়ূররবের অনুকরণ করিয়া যদি কেহ তৎসদৃশ শব্দ করে, তাহা হইলে বৃষ্টি অনুমান করিবার হেতু হয় না (২. ১. ৩৭)।

ইহার উত্তরে গৌতম বলিয়াছেন— তাহা নহে, একদেশরোধ, ত্রাস ও সাদৃশ্য হইতে ভেদ আছে (২. ১. ৩৮), অর্থাৎ একদেশরোধদ্বারা নদীবৃদ্ধি হইতে বৃষ্টির জন্য নদীবৃদ্ধির ভেদ আছে। এরূপ ত্রাস-দ্বারা পিপীলিকাণ্ডসঞ্চার ও সাদৃশ্যযুক্ত রব হইতে ভাবী বৃষ্টির জন্য অণ্ডসঞ্চার ও ময়ূররব পৃথক্ প্রকারের।

নৈয়ায়িকপ্রবর উদ্যোতকর ও বিশ্বনাথ 'পূর্ববৎ'কে 'অন্বয়ী', 'শেষবৎ'কে 'ব্যতিরেকী' এবং 'সামান্যতো দৃষ্ট'কে অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়াছেন। গদাধর ভট্টাচার্য 'পূর্ববৎ'কে কারণলিঙ্গক, 'শেষবৎ'কে কার্যনিলঙ্গক এবং 'সামান্যতো দৃষ্ট'কে কার্যকারণভিন্নলিঙ্গক বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, নদীর পূর্ণতা ও ময়ূরের রব এই উভয়ই 'শেষবৎ' অনুমানের উদাহরণ। কার্যকারণভাব না বুঝিয়া পিপীলিকাণ্ডসঞ্চারদ্বারা বৃষ্টির অনুমান করিলে তাহা 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান। তিনি বলেন—'সামান্যেন অবিনা-ভাবেন হেতুনা লক্ষিতং দৃষ্টং ধর্মিরূপম-নুমানং সামান্যতো দৃষ্টমনুমানম্।'

ব্যভিচারিহেতুক অনুমান নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল অনুমানই অপ্রমাণ হইবে কেন? অনুমানমাত্রই ব্যভিচারি-হেতুক বলিয়া পূর্বপক্ষবাদী প্রমাণ করিতে পারিবেন না। পূর্বপক্ষবাদী অনুমানের অপ্রামাণ্যসাধনে ব্যভিচারিহেতুকস্বরূপ যে হেতুগ্রহণ করিয়া অনুমান করিয়াছেন তাহা অব্যভিচারী বলিতে তিনি বাধ্য। এজন্য সমস্ত অনুমান অপ্রমাণ—একথা বলিবার সাধ্য তাহার নাই। তাহার সাধ্যসাধক-হেতুও ব্যভিচারী হইলে তাহারও সাধ্য-সাধন হইবে না, ইহাই উদ্যোতকর বলিয়াছেন। তিনি আরও বলেন—উদা-হরণগুলিও ব্যভিচারী নহে। নদীর পূর্ণতা-বিশেষ হইলে উপরিভাগে বৃষ্টিমদ্দেশ অনু-মান করায়। 'উপরিবৃষ্টিমদ্দেশসম্বন্ধিনী নদী স্রোতঃ শীঘ্রত্বে সতি পর্ণফলকাষ্ঠাদিবহনবত্ত্বে সতি পূর্ণত্বাৎ পূর্ণবৃষ্টিমৎ নদীবৎ'—ইহাই অনুমান। যাহারা ভীত হয় নাই এইরূপ বহু পিপীলিকার বহু স্থানে বহু অণ্ডের সঞ্চারবিশেষকে উদ্যোতকর ভাবিবৃষ্টির অনু-মাপক বা অনুমানকারক বলিয়াছেন এবং ময়ূরের রবদ্বারা ময়ূরের অস্তিতত্ব অনুমিত হওয়ায় ময়ূরের রববিশেষ ময়ূরগুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ময়ূরের রব বর্তমান বৃষ্টির অনুমাপক বা অনুমানকারক বলিয়াছেন।

সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুকে উপাধি বলা যায়। সমীপস্থ অন্য পদার্থে নিজধর্মের সাধনে যাহা জন্মায় তাহা উপাধি। 'উপ সমীদবর্তিনি আদধাতি স্বীয়ং ধর্মমিত্যু-পাধিঃ'। বহ্নিহেতুক ধূমের অনুমানস্থলে আদ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি উপাধি। ইহা ধূম-রূপসাধ্যের ব্যাপ্য ও ব্যাপক এবং বহ্নিরূপ হেতুর অব্যাপক। আদ্রেন্ধন উপাধি নহে, যে যে স্থানে আদ্রেন্ধন থাকে সেই সেই স্থানে ধূম থাকে না। সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থই উপাধি। গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন, যে পদার্থের ব্যভিচারিত্বরূপ হেতুর দ্বারা বাদীর কথিত হেতুতে তাহার সাধ্যের ব্যভিচার অনুমান করা যায় তাহাই উপাধি। যাহা পর্যবসিত সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয় তাহাই উপাধি। 'যদ্ব্যভিচারিত্বেন সাধনস্য সাধ্যব্যভিচারি-ত্বং স উপাধিঃ'। তাঁহার মতে—সর্বত্র হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হইয়াই উপাধি দূষক হয়। প্রকৃতপক্ষে যে পদার্থের নিজ ধর্ম অন্য পদার্থে আরোপিত হয় তাহাই উপাধিপদবাচ্য। উপাধি দ্বিবিধ— সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত। যে উপাধি সাধ্যের

ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক তাহা নিশ্চিত উপাধি। যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব সন্দিগ্ধ বা হেতুর অব্যাপকত্ব সন্দিগ্ধ বা উভয়ই সন্দিগ্ধ, তাহা সন্দিগ্ধ উপাধি।

বৌদ্ধ ন্যায়—প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, গৌতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় নামে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব স্বীকার করিতেন। আর্য অসঙ্গও ঐ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুবন্ধুও ঐ পঞ্চাবয়ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে—পক্ষ, সাধ্য ও হেতু—এই তিনের দ্বারা অনুমান নিষ্পন্ন হয়। সাধ্য ও হেতুর অন্তর্ব্যাপ্তির দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হয়, সুতরাং ব্যাপ্তির অভাবে বহিরুদাহৃতি ব্যর্থ। অন্তর্ব্যাপ্তি অর্থে উদাহরণের অপেক্ষা না রাখিয়া পক্ষে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয়। আচার্য দিঙ্‌নাগই বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। দিঙ্‌নাগ অনেক সময় বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ গৌতমোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। নাগার্জুনের 'উপায়হৃদয়' বাদ-সম্বন্ধে ব্যাখ্যানজন্য বিরচিত হইয়াছিল। দিঙ্‌নাগের মতে প্রমাণ দ্বিবিধ—

'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্।
প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ॥'
—প্রমাণসমুচ্চয়।

দিঙ্‌নাগের পূর্বে গৌতমের মতানুযায়ী চারিটী প্রমাণ স্বীকৃত হইত। দিঙ্‌নাগ বলেন, হেতুর দ্বারা কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়াকে অনুমান বলে। ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই অনুমেয়।

'কেচিৎ ধর্মান্তরং মেয়ং লিঙ্গস্যাব্যভিচারতঃ।
সম্বন্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সিদ্ধত্বাৎ ধর্মধর্মিণোঃ॥
লিঙ্গং ধর্মে প্রসিদ্ধং চেৎ কিমন্যৎ তেন মীয়তে।
অথ ধর্মিণি তস্যৈব কিমর্থং নানুমেয়তা॥
সম্বন্ধেঽপি দ্বয়ং নাস্তি ষষ্ঠী শ্রূয়েত তদ্বতি।
অবাচ্যোঽনুগৃহীতত্বান্ন চাসৌ লিঙ্গসঙ্গতঃ॥'
—প্রমাণসমুচ্চয়, ২য় পরি°।

কেহ কেহ বলেন, লিঙ্গের সহিত অব্যভিচরিত সম্বন্ধ হইতে ধর্মান্তর অনুমেয়; কেহ কেহ বলেন যে, পক্ষ ও সাধ্য উভয় অনুমানের বিষয় নহে, কিন্তু পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্বন্ধই অনুমানের বিষয়। যদি ধর্মীতে ধর্মের সম্বন্ধ জানা থাকে, তাহা হইলে অনুমানের অবকাশ কোথায়? যদি বলা যায়, সাধ্যের সম্বন্ধই অনুমেয় তাহা হইলে পক্ষকে অনুমেয় বলা হইবে না কেন? সম্বন্ধে সাধ্য ও হেতু দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তিই শ্রুত হইয়া থাকে। সম্বন্ধবান্‌কেও অনুমেয় বলা যায় না, কারণ তাহা অবাচ্য ও অনুগৃহীত। প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিন অবয়ব।

অনুমানমাত্রেই পক্ষ বা ধর্মী, সাধ্য বা ধর্ম, হেতু বা লিঙ্গ বা সাধন, এবং দুইটী দৃষ্টান্ত থাকে। দৃষ্টান্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভেদে দুই প্রকার।

প্রতিজ্ঞা—সাধ্যযুক্ত পক্ষ থাকিলে প্রতিজ্ঞা হয়—যেমন, পর্বতো বহ্নিমান্; পর্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য।

হেতু—ধূমাৎ।

উদাহরণ—যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিঃ, যথা মহানসে (অন্বয়ী উদাহরণ) যত্র যত্র ন বহ্নিস্তত্র তত্র ন ধূমঃ, যথা হ্রদাদৌ (ব্যতিরেকী উদাহরণ)

যে সকল প্রতিজ্ঞা প্রমাণবিরুদ্ধ তাহাদের নাম প্রতিজ্ঞাভাস। প্রতিজ্ঞাভাস নয় প্রকার—

(১) প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, অশ্রাবণং শব্দঃ। অগ্নিরনুষ্ণঃ।

(২) অনুমানবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, ঘটো নিত্যঃ। গগনং নিবিড়ম্।

(৩) সাধারণ মতবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, ধনং স্বণ্যম্।

(৪) স্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, বৈশেষিককথিতঃ শব্দস্তু নিত্যত্বম্।

(৫) স্ববচনবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, মাতা মে বন্ধ্যা। শব্দো ন বাচকঃ।

(৬) অপ্রসিদ্ধপক্ষ প্রতিজ্ঞা—যথা, বৌদ্ধ সাংখ্যবিতর্কে শব্দস্য অনিত্যত্বম্।

(৭) অপ্রসিদ্ধসাধ্য প্রতিজ্ঞা—যথা, সাংখ্য বৌদ্ধ বিতর্কে আত্মনো জীবনত্বম্।

(৮) উভয়াসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা—যথা, বৈশেষিক বৌদ্ধ বিতর্কে আত্মনঃ সুখাদিবেদনম্।

(৯) সর্ববাদিস্বীকৃত প্রতিজ্ঞা—যথা, অগ্নিরুষ্ণঃ।

হেতুর ত্রিবিধ নিয়ম—

(১) পক্ষ হেতুর দ্বারা ব্যাপ্ত হইতে হইবে। এই যে সম্বন্ধ ইহাকে ব্যাপ্তি বলে। হেতু ব্যাপ্য, সাধ্য ব্যাপক।

(২) সমগ্র হেতুর সহিত সাধ্যের সমানাধিকরণ্য হইবে।

(৩) হেতুর সহিত সাধ্য কখনও ব্যধিকরণ হইবে না।

এই ত্রিবিধ নিয়মের কোনও একটীর ব্যতিক্রম হইলে হেতু দুষ্ট হইবে; তাহাকে হেত্বাভাস বলা যায়। হেত্বাভাস প্রধানতঃ ত্রিবিধ, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের উপবিভাগ আছে—

(১) অসিদ্ধ হেতু। ইহা আবার চতুর্বিধ—

(ক) যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে দোষ স্বীকার করেন। যদি শব্দকে দর্শনীয় বলা যায়, উভয় পক্ষ দোষ স্বীকার করিবেন।

(খ) যদি বাদী ও প্রতিবাদী এক পক্ষ হেতুর দোষ স্বীকার করেন। শব্দের উৎপাদশীলতাকে অভিব্যক্তির হেতু বলিলে মীমাংসক স্বীকার করিবেন না।

(গ) হেতু সন্দিগ্ধ হইলে অসিদ্ধ। যেখানে হেতুতে ব্যাপ্তির সন্দেহ হয়, যেমন বাষ্প দেখিয়া অগ্নির অনুমান।

(ঘ) হেতুর অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহা অসিদ্ধ। আকাশে গুণ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও আকাশকে গুণবিশিষ্ট ধরিয়া লইয়া উহার দ্রব্যত্ব অনুমান।

(২) অনিশ্চিত হেতু। ইহা আবার ছয় প্রকার—

(ক) হেতু সাধ্য ও সাধ্যাভাব উভয়ের সহিত বিদ্যমান থাকিলে। যথা, শব্দের জ্ঞেয়ত্ব হইতে নিত্যত্ব অনুমান।

(খ) অসাধারণ হেতু। যেমন, শব্দের শ্রাব্যত্ব হইতে নিত্যত্বানুমান।

(গ) হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সাধ্যের ব্যধিকরণ সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান থাকিলে। যেমন, শব্দের অনুৎপন্নতা হইতে অপ্রযত্নকৃতত্ব অনুমান।

(ঘ) হেতু সাধ্যের ব্যধিকরণ কোন কোন বস্তুতে এবং সমানাধিকরণ সমস্ত বস্তুতে বিদ্যমান থাকিলে। যেমন, শব্দের অনিত্যতা হইতে প্রযত্নকৃতত্ব অনুমান।

(ঙ) হেতু সাধ্যের সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ উভয়ের কোন কোন বস্তুতে বিদ্যমান থাকিলে। যেমন, শব্দের অমূর্ততা হইতে নিত্যত্বানুমান।

(চ) যে হেতুর দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থন-কালে তুল্যবান্ অপর হেতুর দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থিত হয়। ধর্মকীর্তি এই হেত্বাভাস স্বীকার করেন নাই।

(৩) বিরুদ্ধ হেতু। ইহা আবার চারি প্রকার—

(ক) সাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। হেতু সাধ্যের বিরুদ্ধ হইলে উহা বিরুদ্ধহেতু হইবে। যেমন, শব্দের উৎপাদশীলতা হইতে শব্দের নিত্যত্বানুমান।

(খ) ব্যঙ্গ্যসাধ্যবিরুদ্ধ হেতু। যখন হেতু ব্যঙ্গ্যসাধ্যের বিরুদ্ধ হয়, তখন হেতু দুষ্ট হইবে। ধর্মকীর্তি এই হেত্বাভাস স্বীকার করেন নাই।

(গ) পক্ষবিরুদ্ধ হেতু। যেমন, সামান্য পদার্থ এক দ্রব্যে বিদ্যমান থাকে এবং উহার গুণ বা ক্রিয়া নাই, এজন্য সামান্য পদার্থ দ্রব্য গুণ বা বিষয় নহে।

(ঘ) ব্যঙ্গ্যপক্ষবিরুদ্ধ হেতু।

দিঙ্‌নাগ গৌতমসূত্রের (উদাহরণ-সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ) দোষদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—'সাধর্ম্যং যদি হেতুঃ স্যাৎ ন বাক্যাংশো ন পঞ্চমী'।—প্রমাণসমুচ্চয়।

দৃষ্টান্ত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যভেদে দ্বিবিধ। এই দুই প্রকার দৃষ্টান্ত দুষ্ট হইলে দৃষ্টান্তাভাস হইবে।

(ক) সাধর্ম্যদৃষ্টান্তাভাস। ইহা পঞ্চবিধ—

(১) দৃষ্টান্ত হেতুর সহিত সমানাধিকরণ না হইলে। যেমন, যাহা অমূর্ত তাহাই নিত্য, যেমন পরমাণু।

(২) দৃষ্টান্ত সাধ্যের সহিত সমানাধি-করণ না হইলে। যেমন, যাহা অমূর্ত তাহাই নিত্য, যেমন জীববুদ্ধি।

(৩) দৃষ্টান্ত হেতু বা সাধ্য কাহারও সহিত সমানাধিকরণ না হইলে। যেমন, যাহা অমূর্ত তাহাই নিত্য, যেমন ঘট।

(৪) অনন্বয় দৃষ্টান্তাভাস। যেমন, যিনি বক্তা তিনি ক্রোধী, যেমন মগধ-দেশীয় লোক।

(৫) বিপরীতান্বয় দৃষ্টান্তাভাস। যেমন, যাহা যাহা অনিত্য তাহা তাহাই প্রযত্নকৃত, যেমন ঘট।

(খ) বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তাভাস। ইহা পঞ্চবিধ—

(১) যে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত হেতুর বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ। যেমন, যাহা নিত্য নহে তাহা অমূর্ত নহে, যেমন বুদ্ধি।

(২) যে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত সাধ্যের বিপ-রীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ। যেমন, যাহা নিত্য নহে তাহা অমূর্ত নহে, যেমন পরমাণু।

(৩) যে বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত হেতু ও সাধ্য উভয়ের বিপরীত বস্তু হইতে ব্যধিকরণ। যেমন, যাহা নিত্য নহে তাহা অমূর্ত নহে, যেমন আকাশ।

(৪) অনন্বয় বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তাভাস। যেমন, যিনি ক্রোধী নহেন তিনি বক্তা নহেন, যেমন পাষাণখণ্ড।

(৫) বিপরীতান্বয় বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তাভাস। যেমন, যাহা উৎপাদশীল নহে তাহা অনিত্য নহে, যেমন আকাশ।

দিঙ্‌নাগের মতে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নয় প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। ইহাদের মধ্যে দুইটী সম্বন্ধ ন্যায্য। অপর সাতটী ব্যভিচারী। তাঁহার মতে 'লিঙ্গাদর্থদর্শনমনু-মানম্'—লিঙ্গ বা হেতু হইতে কোনও বিষয় জানার নাম অনুমান।

ধর্মকীর্তি এই অনুমানকে দুই ভাগে করিয়াছেন—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। এই দুই অনুমানের মূলতঃ কোনও ভেদ নাই, কেবল স্বার্থানুমান মানসিক জ্ঞানাত্মক, পরার্থানুমান বাচনিক শব্দাত্মক ('পরার্থা-নুমানং শব্দাত্মকং স্বার্থানুমানং তু জ্ঞানাত্মকম্' —ন্যায়বিন্দু)। লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা অনুমেয়ের জ্ঞানই স্বার্থানুমান। হেতুর তিনটী বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক—

(১) পক্ষে হেতুর সত্তা বা অস্তিত্ব; পক্ষপর্বতে হেতুধূমের বিদ্যমানতা আছে।

(২) সপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যধর্মবিশিষ্ট স্থলে হেতুর সত্তা। সপক্ষে মহানসে ধূমের সত্তা আছে।

(৩) বিপক্ষে অর্থাৎ সাধ্যধর্মবর্জিত স্থলে হেতুর অসত্তা। বিপক্ষে হ্রদাদি জলাশয়ে বহ্নির অসত্ত্ব রহিয়াছে। সাধ্যের সহিত হেতুর সম্বন্ধের দিক্ হইতে হেতুকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—

(ক) স্বভাব—ইহা একটী বৃক্ষ, যে-হেতু ইহা শিংশপা।

(খ) কার্য—এখানে অগ্নি আছে, যেহেতু ইহাতে ধূম রহিয়াছে।

(গ) অনুপলব্ধি—এখানে ধূম নাই, যেহেতু ইহার উপলব্ধি হইতেছে না। এই অনুপলব্ধি একাদশ প্রকার—

(১) স্বভাবানুপলব্ধি—ধূমো নাত্র উপ-লব্ধিলক্ষণ প্রাপ্তস্যানুপলব্ধেঃ।

(২) কার্যানুপলব্ধি—নেহ প্রতিবন্ধ-সামর্থ্যানি ধূমকারণানি সন্তি ধূমাভাবাৎ।

(৩) ব্যাপকানুপলব্ধি—শিংশপা ন বিদ্যতে বৃক্ষস্যৈবাভাবাৎ।

(৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—নাত্র শীত-স্পর্শো বহ্নের্বিদ্যমানত্বাৎ।

(৫) বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি—নাত্র শীতস্পর্শো ধূমাৎ।

(৬) বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি—ভূতভাবস্তবিনাশোঽধ্রুবঃ হেত্বন্তরাপেক্ষিত্বাৎ।

(৭) কার্যবিরুদ্ধোপলব্ধি—অগ্নেঃ সদ্ভাবাৎ শীতকারণানি নেহা প্রতিবদ্ধসামর্থ্যানি।

(৮) ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি— অগ্নেঃ সদ্ভাবাৎ তুষারস্পর্শাভাবঃ।

(৯) কারণবিরুদ্ধানুপলব্ধি—অগ্নিবিশেষসান্নিধ্যাৎ রোমহর্ষাদি লক্ষণাভাবঃ।

(১০) কারণানুপলব্ধি—নাত্র ধূমো অগ্নেরসদ্ভাবাৎ।

(১১) কারণবিরুদ্ধ কার্যোপলব্ধি—ধূমস্ত সদ্ভাবাৎ নাত্র রোমহর্ষাদিবান্ পুরুষঃ। কিন্তু শেষোক্ত দশাটী প্রথমটীতে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। 'ইমে সর্বে কার্যানুপলব্ধ্যাদয়ো দশানুপলব্ধিপ্রয়োগাঃ স্বভাবানুপলব্ধৌ সংগ্রহমুপবান্তি'—ন্যায়বিন্দু, ২. ৪৩।

ত্রিরূপবিশিষ্ট হেতুর বর্ণনের নাম পরার্থানুমান। ইহা দুই প্রকার:—

(১) সাধর্ম্যবৎ—শব্দঃ অনিত্যঃ উৎপাদশীলত্বাৎ ঘটবৎ।

(২) বৈধর্ম্যবৎ—শব্দঃ অনিত্যঃ উৎপাদশীলত্বাৎ, যন্নানিত্যং তন্নোৎপাদশীলমাকাশবৎ। যাহাতে সাধ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করা যায় তাহাকে পক্ষ বা ধর্মী বলে। পক্ষ দুষ্ট হইলে তাহাকে পক্ষাভাস বলে। পক্ষাভাস চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ-নিরাকৃত, অনুমান-নিরাকৃত, প্রতীতি-নিরাকৃত ও স্ববচন-নিরাকৃত।

দুষ্ট হেতুকে হেত্বাভাস বলে। তাহা ত্রিবিধ—অসিদ্ধ, অনৈকান্তিক ও বিরুদ্ধ।

ধর্মকীর্তি বলেন— অনুমান-প্রয়োগে উদাহরণ নিষ্ফল। উদাহরণ দুই প্রকার—সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য, তাহা দুষ্ট হইলে উদাহরণাভাস বলে।

সাধ্য যাহাই হউক না, তাহার দ্বারা বিধি বা নিষেধ প্রকাশিত হইবে। 'সাধ্যশ্চ কশ্চিৎ বিধিঃ কশ্চিৎ প্রতিষেধঃ'—ন্যায়বিন্দু। 'কার্য' ও 'স্বভাব' হেতু বিধিসাধক এবং 'অনুপলব্ধি' নিষেধসাধক।

ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন—

'কার্যকারণভাবাৎ বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ। অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ॥'

(ধূম ও বহ্নি ইহাদের) কার্যকারণভাববশতঃ এবং নিয়ামকস্বভাববশতঃ অবিনাভাবসম্বন্ধ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এবং দর্শনান্তরেও এইরূপ সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে। মাত্র দুইটী পদার্থের একত্র অবস্থানের দর্শন বা অদর্শনের দ্বারা অবিনাভাব নির্ণীত হয় না। ধূমসত্তাবৎ দেশে বহ্নির সত্তা ও বহ্ন্যভাববদ্দেশে ধূমের অভাব—এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক প্রমাণেও ধূম ও বহ্নির অবিনাভাবসম্বন্ধ নিশ্চয় হইতেছে। যদি বলা যায়, পক্ষে বা ধর্মীতে সাধ্য বহ্ন্যাদি এবং সাধনধূমাদির অব্যভিচার অবধারণ করা দুষ্কর, কারণ ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যাহা উপলব্ধি হয় না—সেই স্থলে ব্যভিচারের আশঙ্কা অনিবার্য। তথাপি যদি বলা যায়, পূর্বোক্ত স্থলে ব্যভিচারশঙ্কা দুষ্পরিহার্য—এইরূপ বলা উচিত নহে, যেহেতু কারণব্যতিরেকে কার্য উৎপন্ন হউক, এইরূপ আশঙ্কার ব্যাঘাতাবধিকত্বহেতু নিবৃত্ত আছে। যাহার আশঙ্কাতে ব্যাঘাতাদি দোষের অবতারণা হয় না, তাহারই আশঙ্কা হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে, ব্যাঘাতাবধিই আশঙ্কা হয়, অর্থাৎ যাবৎ ব্যাঘাতদোষ থাকে তাবৎ আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব তদুৎপত্তিনিশ্চয়দ্বারাই ধূম ও বহ্নির অবিনাভাবসম্বন্ধ নিশ্চিত হইতেছে। এই কার্যকারণভাব উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি-পঞ্চকের দ্বারা হইয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্বে (১) কার্যের অনুপলব্ধি, (২) কারণের উপলব্ধি, তাহার পর (৩) কার্যের উপলব্ধি, তাহার পর (৪) কারণের অনুপলব্ধি, আবার (৫) কার্যের অনুপলব্ধি—এই পাঁচটী কারণসমষ্টি হইতে ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাব নিশ্চয় হয়। শিংশপার বৃক্ষত্ব অতিপতিত বা অপগত হইলে তাহার শিংশপাত্বও চলিয়া যাইবে। কারণ, বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তি হয়। পরন্তু, বাধকের অপ্রবৃত্তি হইলে পুনরায় সহভাবের উপলব্ধি হইলে কে ব্যভিচারশঙ্কার নিবারণ করিতে পারে? —সর্বদর্শনসংগ্রহ (বৌদ্ধদর্শন)।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ সাধারণতঃ পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত এই তিনটী অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। ধর্মকীর্তির মতে, পক্ষনির্দেশের প্রয়োজন নাই—'দ্বয়োরপ্যনয়োঃ প্রয়োগে নাবশ্যং পক্ষনির্দেশঃ'—ন্যায়বিন্দু, ৩. ৩৬। 'উপনয়' ও 'নিগমন'-এর কোনও প্রয়োজন নাই।

জিতারি 'পক্ষে'র এইরূপ লক্ষণ বলেন—যাহার বস্তুতঃ সত্তা আছে, যাহা ধর্মের সহিত সংযুক্ত, বাদী নিজে যাহাকে সাধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন — তাহাকে পক্ষ বলে। গৌতম-কল্পিত 'পূর্ববৎ', 'শেষবৎ' ও 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমান প্রকৃত অনুমান নহে, তাহা অনুমানাভাস। কারণ, তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি সম্বন্ধদ্বারা ব্যাপ্তিনির্ণয় হয় নাই। 'কীদৃশাঃ অনুমানাভাসঃ, পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চেতি পরকল্পিতানি সর্বাণি অনুমানানি অনুমানাভাসাঃ তেষাং তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিলক্ষণেনা প্রতিবন্ধাৎ'।

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ অন্তর্ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্থির হইলে অনুমান হয়, তাহার জন্য দৃষ্টান্তের কি প্রয়োজন? স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দৃষ্টান্ত চাহিতে পারে। তাহাদের অনুগ্রহের জন্য আচার্য দৃষ্টান্ত দেন।

প্রাচীন হিন্দু নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবাদের বীজমাত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিবাদের বিকাশ বা উৎকর্ষসাধন দিঙ্নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব। বাৎস্যায়ন বৈধর্ম্যহেতুর প্রয়োগে যে ব্যতিরেক বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধ

নৈয়ায়িকগণের মতে 'বিপরীতব্যতিরেক' নামক দৃষ্টান্তাভাস। ব্যাপ্তিকে তাঁহারা অবিনাভাব বলিয়াছেন।

জৈন ন্যায়—জৈন দার্শনিকগণের মতে জ্ঞায়মান হেতুই অনুমান প্রমাণ—'সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানং বিদুর্বুধাঃ'। তাঁহারা নৈয়ায়িকগণের কল্পিত লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান প্রমাণ বলা ভ্রমবিজৃম্ভিত বলেন। তাঁহারা বলেন, ব্যাপ্তিনিশ্চয়কালে ধর্মই সাধ্য—'ব্যাপ্তৌ তু সাধ্যং ধর্ম এব'।

উদ্যোতকর প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়িকগণ পঞ্চলক্ষণাত্মক হেতু এবং বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ত্রিলক্ষণাত্মক হেতু নির্দেশ করিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণ কেবল 'অন্যথানুপপত্তি' বলিয়া একমাত্র লক্ষণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

'অন্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্।
ন্যান্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্ ॥'

হিন্দুগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

'অন্যথানুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভিঃ।
নান্যথানুপপন্নত্বং যত্র কিং তত্র পঞ্চভিঃ ॥'
—ন্যায়দীপিকা।

জৈন নৈয়ায়িকগণ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এই দ্বিবিধ অনুমান স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অন্তর্ব্যাপ্তি অর্থাৎ দৃষ্টান্তের অপেক্ষা না রাখিয়া পক্ষেই হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্বীকার করেন। জৈন নৈয়ায়িক সিদ্ধসেন দিবাকর বলিয়াছেন—

'অন্তর্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্বহিরুদাহৃতিঃ।
ব্যর্থা স্যাত্তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো
বিদুঃ ॥'
—ন্যায়াবতার ২০।

অন্তর্ব্যাপ্তির দ্বারাই যখন সাধ্যের সাধন হয় তখন বহিরুদাহরণ ব্যর্থ। অন্তর্ব্যাপ্তি না থাকিলেও তাহাই। এজন্য উদাহরণের কোনও প্রয়োজন নাই।

জৈন দার্শনিকগণ স্মৃতিকেও প্রমাণ বলেন।

নব্যন্যায়—অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানই করণ। এক জন পুরুষ মহানসাদিতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি উপলব্ধি করিয়া পশ্চাৎ সেই পুরুষ পর্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূলা ধূমরেখা দেখিলে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' এইরূপ তাহার ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। পরে 'বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবানয়ং' এইরূপ তাহার জ্ঞান যাহা হয় তাহাকেই পরামর্শ বলা যায়। তাহার পর 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অনুমিতি। প্রাচীনগণ লিঙ্গকে অনুমিতির করণ বলেন—কিন্তু তাহা ঠিক নহে। লিঙ্গপরামর্শই অনুমিতির করণ। যদি অনুমিতিতে লিঙ্গই করণ হয়, তাহা হইলে অনাগত বা বিনষ্ট লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হয় না, কারণ তদানীং অনুমিতি-করণ যে লিঙ্গ তাহার অভাব থাকে।

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষের সহিত বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানই অনুমিতির জনক। ব্যাপ্যের যে পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান তাহাকে পরামর্শ বলা যায়। ব্যাপ্য যাহা তাহা ব্যাপ্তিতে আশ্রিত। যেখানে সাধ্য (বহ্নি) থাকে (মহানসাদি), তাহা হইতে ভিন্ন (জল-হ্রদাদি); এই জলহ্রদাদিতে ধূমের বৃত্তি নাই—বহ্নিতে ব্যাপ্তি। যদি বলা হয় 'ধূমবান্ বহ্নেঃ', এখানে সাধ্যবৎ পদার্থ হইতে ভিন্ন তপ্তায়ঃ পিণ্ডাদিতে বহ্নির বিদ্যমানতা-হেতু উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। যে সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্য সেই সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যবান্ বুঝিতে হইবে। অন্যথা বহ্নির অবয়ব সমবায়সম্বন্ধে বহ্নিমান্ হইলে তদ্ভিন্ন মহানসাদিতে ধূমের বিদ্যমানতাহেতু অব্যাপ্তি হইবে। সাধ্যযুক্ত হইতে ভিন্নের সহিত অসম্বন্ধই ব্যাপ্তি। অথবা হেতুযুক্ত-বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সহিত হেতুর যে একাধিকরণতা তাহাই ব্যাপ্তি।

সাধনেচ্ছাবিরহিত যে সাধ্যনিশ্চয় তাহা যেখানে না থাকে তাহা পক্ষ, তাহাতে বৃত্তিত্বজ্ঞান হইতে অনুমিতি জন্মে।

গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন—এই যে অনুমিতির হেতুভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান—ঐ ব্যাপ্তি জিনিসটী কি? উহা অব্যভিচরিতত্ব নহে। ঐ অব্যভিচরিতত্ব ব্যাপ্তি নহে, কারণ ব্যাপ্তি—

(১) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, বা
(২) সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, বা
(৩) সাধ্যবৎ প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবা-সামানাধিকরণ্য, বা
(৪) সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব, বা
(৫) সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব।

(১) সাধ্যের (বহ্নির) যে অভাব তাহার আশ্রয়ে (জলহ্রদাদিতে) যদি বৃত্তি বা আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকে, তাহা হইলে ব্যাপ্তি হইবে।

(২) যাহা সাধ্যবিশিষ্ট (মহানস) তাহা হইতে ভিন্ন যে বস্তু (জলহ্রদ) তাহাতে সাধ্যের অভাব থাকিলে সেই সাধ্যাভাবের যে আশ্রয় বা অধিকরণ (জলহ্রদ) সেই আশ্রয়ে যদি আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকে, তাহা হইলে ব্যাপ্তি হইবে।

(৩) সাধ্যযুক্ত বস্তু (মহানস) হইয়াছে, প্রতিযোগী যাহার এমন যে অন্যোন্যাভাব (মহানস নয়) তাহার অধিকরণ (জলহ্রদ) নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

(৪) সাধ্যের (অগ্নির) অভাবের যে সমস্ত অধিকরণ (জলহ্রদ) তন্নিষ্ঠ বা অহিত অভাবের প্রতিযোগিতা (ধূমধর্ম) হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি।

(৫) সাধ্যযুক্ত হইতে যাহা ভিন্ন তাহাতে বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকিলে ব্যাপ্তি হইবে।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও রঘুনাথ শিরোমণি ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর লিখিত হইল। জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য রঘুনাথ শিরোমণির বিবৃতি লিখিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। মথুরানাথ তর্কবাগীশ উক্ত লক্ষণগুলির সম্বন্ধে বলেন—

(১) এখানে সাধ্যাভাধিকরণবৃত্তি

হেতুতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বলিতে হইবে। অবচ্ছেদক অর্থে ব্যাবর্তক। ধূমের ধর্ম হেতুতা, তাহার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ—ধূম সংযোগ-সম্বন্ধে পর্বতে থাকে বলিয়া ঐ সংযোগ-সম্বন্ধ হেতুতার অবচ্ছেদক হয়—এজন্য হেতুতাকে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা হয়। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে ধূমকে সংযোগ-সম্বন্ধে হেতু-ধরা হইলে বহ্নির অভাবের অধিকরণের (জলহ্রদাদি) আধেয়সমূহের মধ্যে যে আধেয়সমূহ সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে (মীন-শৈবালাদি) সেই আধেয়তা ধরিতে হয়।

সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়ব এবং জল-হ্রদাদিতে যথাক্রমে সমবায়সম্বন্ধে এবং কালিকবিশেষণতাদিসম্বন্ধে (যে সম্বন্ধে কালে সকল পদার্থ থাকে) ধূমের বৃত্তি থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই।

আর এই যে সাধ্যাভাব তাহা সাধ্যতার অবচ্ছেদকসম্বন্ধ-(যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয় সেই সম্বন্ধ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতার অবচ্ছেদক-(যদ্বারা সাধ্য করা হয় তাহা) দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহার নিরূপক বুঝিতে হইবে। এজন্য 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে সমবায়াদি-সম্বন্ধের দ্বারা বহ্নিসামান্যের অভাবের অধিকরণে এবং সংযোগ-সম্বন্ধের দ্বারা সেই সেই বহ্নিত্ব কিংবা বহ্নিত্ব ও জলত্ব এই উভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে অভাবের অধিকরণ পর্বতাদি, তাহাতে সংযোগ-সম্বন্ধে ধূম থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয় এবং যে ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া সাধ্য করা হয় সেই সম্বন্ধে ও সেই ধর্মে সাধ্যভাবটীকেও বুঝিতে হইবে।

তাদৃশ সাধ্যাভাবত্ব অভাবসম্বন্ধীয় বিশেষণতা বিশেষে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণ বুঝিতে সেই অধিক-রণটী লইতে হইবে যে অধিকরণে সাধ্যাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। তাহা হইলে 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' এবং 'সত্তাবান্ জাতেঃ' ইত্যাদি স্থলে বিষয়িত্ব ও অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে তাদৃশ সাধ্যাভাবাধিকরণ জ্ঞানাদিতে জ্ঞানত্ব ও জাত্যাদির বর্তমানত্ব-হেতু অব্যাপ্তি হইবে না।

এখানে এরূপ যদি আপত্তি হয় যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণস্বরূপ সম্বন্ধ ধরিলে 'ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ' এবং 'ঘটান্যো-ন্যাভাববান্ পটত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে—কারণ, ভাবের অভাবের অভাবই ভাবপদার্থ, ইহার উত্তরে বলিতে হইবে 'ভাবপদার্থের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তা-ভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে' এবং 'ভাব-পদার্থের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয় না'।

অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী আদি স্বরূপত্ব মতে কিন্তু যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয় সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যকে পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে (সাধ্য-ভাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তিসাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধেন) সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব বলিতে হইবে। ঐ প্রকার সম্বন্ধ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি ভাবসাধ্যকস্থলে স্বরূপ-সম্বন্ধ এবং 'ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ' ইত্যাদি অভাবসাধ্যকস্থলে সমবায়াদি হয়।

যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে সেই সম্বন্ধ একরকম সর্বত্র উক্ত হইল বলিয়া যে গৌরব হয়, তাহা দোষাবহ নহে। এজন্য অনুমিতির যে কারণ সেই কারণতার অবচ্ছেদক ভাবসাধ্যকস্থলে অভাবীয় স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণতা এবং অভাবসাধ্যকস্থলে যথাযথ সমবায়াদিসম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণতা ধরিতে হইবে। কারণ, সাধ্যভেদে কার্যকারণ-ভাবের ভেদ হইয়া থাকে।

যদি এইরূপ আপত্তি হয়—তাহা হইলেও 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ' এই অন্যোন্যা-ভাবসাধ্যকস্থলে যে ঘটত্বাদিকে সাধ্যাভাব-রূপে পাওয়া যায় তাহাতে সাধ্যীয় প্রতি-যোগিতা থাকে না, অথবা সমবায়াদিসম্বন্ধও তাহার অবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু তাদাত্ম্য-সম্বন্ধই তাহার অবচ্ছেদক ; সুতরাং অব্যাপ্তি হইতেছে। এই প্রকার আপত্তিও যুক্তিসহ নহে।

অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগি-রূপ হয় বলিয়া ঘটভেদ ঘটভেদের অত্যন্তা-ভাবত্বাবচ্ছিন্নের প্রতিযোগিতাভাবস্বরূপ বলিয়া ঘটভেদের অত্যন্তাভাবরূপ এবং ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে ঘটত্ব তাহা সমবায়-সম্বন্ধে ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়। ঘটত্বে সাধ্যরূপ ঘটভেদের সমবায় সম্বন্ধা-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা থাকিল। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটবত্তার জ্ঞান হইলে ঘটের অত্যন্তা-ভাবের জ্ঞান হয় না এবং ঘটের অত্যন্তা-ভাবাভাব আছে এইরূপ ব্যবহার হয়। ঘটের অত্যন্তাভাবাভাব ঘটের স্বরূপ হয়। সেইরূপ ঘটভেদবত্তার জ্ঞান যেস্থলে হয় সেস্থলে ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয় না বলিয়া এবং ঘটভেদের অত্যন্তা-ভাবের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া ঘটভেদই ঘটভেদের অত্যন্তাভাবত্বা-বচ্ছিন্নের প্রতিযোগিতার অভাব হইবে। বিনিগমকের (একপক্ষপাতিনী যুক্তির) অভাববশতঃ ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতি-যোগিতা তাহার নিরূপক যে অত্যন্তাভাব তাহার ন্যায় ঘটভেদেরও ঘটভেদাত্যন্তা-ভাবের অভাবত্বসিদ্ধিপক্ষে কোনও বাধা ঘটিতে পারে না। অতএব ঐরূপ সিদ্ধান্ত উপাধ্যায়সম্মত নহে। এজন্য আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—'অভাব বিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা' অর্থাৎ বস্তুর যে প্রতি-যোগিতা তাহা অভাবে বিরহাত্মক। তাহা না হইলে ঘটভেদের অত্যন্তাভাবপ্রতি-যোগী যে ঘটভেদ তাহাতে ঐ লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটে। এবং ঐ অন্যোন্যা-ভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত্ব তাহার অত্যন্তাভাবে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতি-

তোগিতাবচ্ছেদকের ন্যায় প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়। এজন্য তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যতার স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা তাহার অপ্রসিদ্ধি হয় না। এইরূপে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতস্বরূপ বিশেষণদ্বারা সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ ঘটত্বত্বাৎ' ইত্যাদিতে অব্যাপ্তি দোষ হইবে; কারণ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধও সাধ্যাভাববৃত্তিসাধ্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইতে পারে। এবং তাহা হইলেও 'কপিসংযোগী এতদ্-বৃক্ষত্বাৎ, ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকসদ্ধেতু স্থলে অব্যাপ্তি হয়, একথা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু উক্ত সম্বন্ধে সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট নিরূপিতা যে পূর্বোক্ত সম্বন্ধস্পৃষ্ট যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার যে আশ্রয় সেই আশ্রয়যুক্তা বৃত্তিত্বাভাবই এস্থলে বিবক্ষিত। আর এইরূপে 'কপিসংযোগ-ভাববান্ সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি দোষ ঘটে ইহাও বলিতে পার যায় না। স্বয়ং গ্রন্থকারই 'কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ' এই কথা বলিয়া উক্ত দোষসম্বন্ধে বলিবেন।

তাহা হইলেও 'কপিসংযোগিভিন্ন গুণ-ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে নিরবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণতার অপ্রসিদ্ধিহেতু অব্যাপ্তি হয়, কারণ অন্যোন্যাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব আছে এই নিয়মবাদীর মতে তাহা কেবলান্বয়ীয় অন্তর্গত হয় না—এইরূপ কথা বলা চলে না। কারণ ঐরূপ নিয়মবাদীর মতে অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপ হইলেও অব্যাপ্তবৃত্তিযুক্ত যে অন্যোন্যাভাব তাহা ব্যাপ্যবৃত্তিস্ব প ও অতিরিক্ত ইহা স্বীকার করা হয়।

ঐরূপ হইলেও সমবায়াদিসম্বন্ধে গগনাদিকে হেতু ধরিলে 'ইদং বহ্নিমৎ গগনাৎ' ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু বহ্ন্যভাবের অধিকরণে হেতুতাবচ্ছেদক যে সমবায়াদি-সম্বন্ধ তাহাতে গগনাদির বৃত্তি নাই। তাহাই লক্ষ্যের বিষয়, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে পক্ষধর্মতার অভাব হওয়ায় অসৎ হেতুর অনুমিতির স্থল—এইরূপ বলা উচিত নহে। সেস্থলেও ব্যাপ্তিভ্রমবশতঃই অনুমিতির অনুভব সিদ্ধ হয়। অন্যথায় 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ লক্ষ্য হইতে পারে বলিয়া বেশ বলা যায়। এইরূপ 'দ্রব্যং গুণ-কর্মান্যত্ব বিশিষ্ট সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, বিশিষ্টসত্তা কেবল সত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে বলিয়া দ্রব্যত্বা-ভাবের অধিকরণে গুণাদিতে সত্তার বৃত্তি হয় এবং 'গুণে গুণকর্মান্যত্ব বিশিষ্ট সত্তা আছে' এইরূপ প্রতীতি সকলেরই হয়। ঐরূপ 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলেও অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সত্তাভাবাধিকরণ যে সামান্যাদি তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হয়—ইত্যাদি যদি বলা যায়, তাহা হইলে বলা হইবে—না। হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে হেতুর অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার প্রতিযোগী যে হেতুতা তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা সেই আধেয়তানিরূপিত স্বরূপসম্বন্ধে পূর্বোক্ত সাধ্যাভাবত্ব বিশিষ্টদ্বারা নিরূপিত যে পূর্বোক্ত সম্বন্ধস্পৃষ্ট নিরবচ্ছিন্ন অধি-করণতা তাহার আশ্রয় বৃত্তিত্বের যে সামান্যাভাব তাহাই ব্যাপ্তি—ইহাই বক্তব্য। বৃত্তিত্ব এখন আর হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধরূপে বিবক্ষণীয় নহে। 'দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ব বিশিষ্ট সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি অব্যাপ্তিদোষ নিবারণের জন্য 'হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে হেতুর অধিকরণতা সেই অধিকরণতার প্রতিযোগী' এই অংশটীর 'আধেয়তা'র বিশেষণ। বস্তুতঃ এই লক্ষণকর্তার মতে বিশিষ্ট সত্তা হেতু বিশিষ্ট নিরূপিত আধারতা-সম্বন্ধেই দ্রব্যত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য, সমবায়-সম্বন্ধে নহে। আর ঐ 'প্রতিযোগী' পর্যন্ত অংশটীকে আধেয়তার বিশেষণরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে—যেহেতু উহা গ্রহণ করিলে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মভেদে কার্য-কারণভাবের ভেদ হইবে। আর ব্যাপ্তি-লক্ষণকে 'হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্বে সতি' এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে উক্ত 'ইদং বহ্নিমৎ গগনাৎ' ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না।

কেহ কেহ বলেন—পূর্বোক্ত সাধ্যা-ভাবত্ববিশিষ্টনিরূপিত যে স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অথবা পূর্বোক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সেই আশ্রয় ব্যক্তিতে অবিদ্যমান যে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যদ্ধর্মা-বচ্ছিন্নাধিকরণত্বসামান্য তাহার ধর্মবত্তাই ব্যাপ্তি। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি স্থলে পর্বতাদিতে অবস্থিত বহ্ন্যধিকরণতা ব্যক্তির ধূমাভাবাধিকরণে অবৃত্তিত্ব থাকিলেও লৌহ-গোলকনিষ্ঠ বহ্ন্যধিকরণতা ব্যক্তির তাহা না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইল না।

অপর কেহ কেহ বলেন—হেতুতাব-চ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন, যেহেতু তাহার অধিকরণতার আশ্রয়ে বৃত্তিমান্ যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব তাহাতে অবৃত্তি যে পূর্বোক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট নিরূপিত যথোক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাত্ব তাহার ভাবই ব্যাপ্তি। এরূপ করিলে 'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ' এবং 'কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলেও অব্যাপ্তি হয় না।

(২) প্রাচীনগণ বলেন—'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি নিবারণের জন্য 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' এইটী সাধ্যাভাবের বিশেষণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহা ভুল। কারণ তাহা হইলে 'সাধ্যাভাববৎ' পদটী ব্যর্থ হয়; 'সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব' ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয়।

নব্যগণ বলেন—'সাধ্যবদ্ভিন্নে সাধ্যা-ভাব'=সাধ্যাবদ্ভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব তাহার অধিকরণ-নিরূপিত অবৃত্তিতা; আর 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি' না বলিলে 'সংযোগী

দ্রব্যত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়; কারণ, সংযোগাভাবাধিকরণ যে দ্রব্য তাহাতে দ্রব্যত্ববৃত্তিতা থাকে। উহা গ্রহণ করিলে সংযোগবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে সংযোগাভাব তাহা গুণাদিবৃত্তিসংযোগাভাবই হয়। কারণ অধিকরণভেদে অভাবভেদ হয়। সেই সংযোগাভাবাধিকরণে অবৃত্তিতা অব্যাপ্তি হয় না। আর তাহা হইলেও 'সাধ্যবদ্‌ভিন্নাবৃত্তিত্বম্' এইরূপ হউক, 'সাধ্যাভাববৎ' বলিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ বলা উচিত নয়। কারণ 'সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্‌বদ্‌বৃত্তিত্বম্' এই লক্ষণে তাহার বৃত্তিতার সহিত অন্বয় নাই বলিয়া ব্যর্থতা হয় না, সেও একটী পৃথক্ লক্ষণ বটে। তাহা হইলেও সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে তদধিকরণবৃত্তিতাই হউক, সাধ্যাভাবপদের প্রয়োজন কি?—ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা হইলে তাদৃশ দ্রব্যত্বাদিযুক্ত বৃত্তিতাহেতু অসম্ভব হয়। এই জন্য 'সাধ্যাভাব' এই শব্দের মধ্যে 'সাধ্য' পদ। দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বাভাবাভাবের স্বরূপ, কারণ ভাবরূপ অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন হয় না।

তাহা হইলেও 'ঘটাকাশসংযোগঘটত্বান্যতরাভাববান্ গগনত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে ঘটের অনধিকরণদেশাবচ্ছেদে ঘটাকাশসংযোগাভাবের গগনে বিদ্যমানতা থাকা-হেতু সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি দোষ হয়। সাধ্যবদ্‌ভিন্ন ঘটে বর্তমান ঘটাকাশসংযোগরূপ যে সাধ্যাভাব তাহার গগনে বিদ্যমানতা আছে এবং সেখানে হেতুও থাকে।

আর যদি বলা যায় — সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব তদ্বত্ত্ব বিবক্ষিত— তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে সাধ্যাভাবপদটীর ব্যর্থতা হইবে; সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে তদ্বৎবৃত্তিত্বাভাব—এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় এরূপও বলা যায় না। অভাবের অভাব অতিরিক্ত একটী অভাব বলিয়া এই লক্ষণ করা হইয়াছে। তাহা হইলে অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন বলিয়া সাধ্যবদ্‌ভিন্ন যে ঘট তাহাতে বর্তমান যে সাধ্যাভাব তাহা প্রতিযোগিব্যধিকরণ হওয়ায় তাহা প্রতিযোগিমৎ (অন্যতরাভাববিশিষ্ট) গগনে বিদ্যমান নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

এইরূপে 'সাধ্যাভাব' শব্দের 'সাধ্য' পদ ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ অভাবের অভাব অতিরিক্ত বলিয়া দ্রব্যত্বাদির অভাবত্বাভাবজন্য সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিঘটত্বাবাদি হেতুমান্ (পর্বতাদিতে) থাকে না যেহেতু অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন হয়—এইরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, যেখানে প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব এবং প্রতিযোগিব্যধিকরত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস হয় সেখানেই অধিকরণভেদে অভাবভেদ পাওয়া যায়—সর্বত্র নহে। আর সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তি যে ঘটাভাবাদি তাহারা হেতুমান্ পর্বতাদিতে থাকায় অসম্ভবনিবারণজন্য 'সাধ্য' পদ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, অথবা ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্ব ইহাদের মধ্যে একটীর অভাবের অভাব অতিরিক্তই হয়। ঘটাকাশসংযোগাদি অনুগত পদার্থ নহে তাহার ইয়ত্তা বলা যায় না। ঘটত্ব ও দ্রব্যত্বাদির অভাবের অভাব কিন্তু অতিরিক্ত নহে। কারণ, ঘটত্ব দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অনুগত পদার্থ। দ্রব্যত্বাদি গ্রহণ করিয়া অসম্ভবনিবারণজন্যই 'সাধ্য' পদ—এইরূপ অনেকে বলেন।

(৩) হেতুতে সাধ্যবৎ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এরূপ যে অন্যোন্যাভাব তাহার অধিকরণবৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি। এই যে অন্যোন্যাভাব তাহাকে প্রতিযোগিবৃত্তিত্বাভাব দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যযুক্তের যে অন্যোন্যাভাব তাহা যদি ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মাবিচ্ছিন্ন (উভয়ত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাবাচক ধর্মগুলি ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মপদবাচ্য) প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব হয়, তাহাতে হেতুর বৃত্তিতা থাকিলে অসম্ভব-দোষ হয় না।

তাহা হইলেও যেখানে সাধ্যাধিকরণ বহু হয় 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে সাধ্যের অধিকরণসমূহের মধ্যে কোন একটী অধিকরণ অবলম্বন করিয়া তন্মাত্রবৃত্তি ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতানিরূপক যে অন্যোন্যাভাব সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকায় অব্যাপ্তি দুর্বার হইয়া পড়ে। এজন্য উক্ত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী অবৃত্তিত্ব বিশেষণ ত্যাগ করিয়া সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব বলিবার অভিপ্রায় হইলে পঞ্চম লক্ষণের সহিত এক হইয়া ওঠে—এইরূপ সন্দেহ হইলে বলা যায় না, বক্ষ্যমাণ কেবলান্বয়িস্থলে অব্যাপ্তিদোষের ন্যায় ইহারও দোষ হইবে। তাহা হইলেও সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাবমাত্রই যদি এই লক্ষণের ঘটক হয় তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতিস্থলে যে অব্যাপ্তির কথা বলা হইল তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতিস্থলেও সাধ্যের অধিকরণীভূত সেই সেই ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব প্রসিদ্ধ হয় —এরূপও বলা যায় না। কারণ সেস্থলে উক্ত প্রকার অন্যোন্যাভাব প্রসিদ্ধ হইলেও তাহার অধিকরণ নিরূপিতবৃত্তিতা হেতুতেই থাকাতে অব্যাপ্তি দুর্বার হইয়া পড়ে।

অথবা সাধ্যবদ্‌প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব পদে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবই বিবক্ষিত। তাহা হইলেও পঞ্চম লক্ষণের সহিত ইহার অভেদ হয় না। কারণ, কথায় সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ত্বরূপে প্রবেশ করা হইবে। এখানে কিন্তু সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণত্বরূপে নিবেশ করা হইল—অধিকরণত্ব প্রবেশ করা বা না করার ফলে তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণের ভেদ সিদ্ধ হয়। অখণ্ডাভাবের ঘটক বলিয়া এই লক্ষণে অধিকরণত্বের অংশের ব্যর্থতা হয় না—সুতরাং কোনও দোষই নাই।

(৪) যতগুলি সাধ্যাভাবাধিকরণ হয় তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা-হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। ধূমাদির অভাবের অধিকরণ যে জলহ্রদাদি—তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকে বলিয়া এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ হয়—এজন্য 'যাবৎ' পদটী 'সাধ্যাভাবৎ' ইহার বিশেষণ। 'যাবৎ' পদ কিন্তু সাধ্যাভাবের বিশেষণ হইলে সেই সেই হ্রদাবৃত্তিত্বাদিরূপে যে বহ্নি প্রভৃতির অভাব তাহাদিগকেও সকল সাধ্যাভাবস্বরূপে প্রবেশজন্য তাহাদের সমস্ত অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় এবং সেজন্য অসম্ভবদোষ আসিয়া পড়ে।

'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণাদিতে সত্তাদির বিশিষ্টাভাবাদি বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল—ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐরূপ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্বাই বিবক্ষিত বলিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা-হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ধরিতে হইবে। তাহা হইলে দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণাদিতে সত্তাদির সংযোগাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হয় না। সাধ্যাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে, পর্বতাদিতেও বহ্নি প্রভৃতির বিশিষ্টাভাবাদি থাকায় ও সমবায়াদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বহ্ন্যাদির সামান্যাভাব থাকায় পর্বতাদিও সকল সাধ্যাভাবাধিকরণের অন্তর্গত হয়, সেজন্য তন্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিতা ধূমে না থাকায় অসম্ভব দোষ হয়।

'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এস্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণতা কিঞ্চিৎ অনবচ্ছিন্ন হইবে ইহাই অভিপ্রেত। এইরূপে কপিসংযোগের অভাবের কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন অধিকরণগুণাদিই হইবে এবং তাহার হেতুর অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাবরূপ কপিসংযোগাদির নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়—একথা বলিতে পারা যায় না। গ্রন্থকারই এই লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষের কথা 'কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ' এই বাক্যে বলিবেন।

'পৃথিবী কপিসংযোগাৎ' ইত্যাদি স্থলে পৃথিবীত্বাভাবাধিকরণ জলাদিতে যাবৎ স্থলেই কপিসংযোগাভাব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়—একথাও বলিতে পারা না। কারণ, তন্নিষ্ঠপদে সেস্থলে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্তা বিবক্ষিত। তাহা হইলে পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাদি 'যাবৎ' পদের অন্তর্গত হওয়ার নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ অভাব কপিসংযোগাভাব হইবে না, কিন্তু ঘটত্বাদির অভাবই হইবে। তাহার প্রতিযোগিতার হেতুতে থাকে না বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না।

এইরূপ হইলে 'অব্যাপ্যবৃত্তিমানের অন্যোন্যাভাবব্যাপ্যবৃত্তি' এই মতে 'দ্রব্যত্বাভাববান্ সংযোগবদ্ভিন্নত্বাৎ' ইত্যাদি সদ্ধেতুক স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, হেতু যে সংযোগবদ্ভিন্নত্ব তাহার অভাব সংযোগস্বরূপ হওয়ায় তাহার নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়—এইরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, 'অব্যাপ্যবৃত্তিমানের অন্যোন্যাভাবব্যাপ্যবৃত্তি' এই মতে অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি। অন্যথায় মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগিভেদাভাবের ভাব উপপন্ন হয় না। এইরূপে সংযোগবদ্ভিন্নত্বাভাব নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ হইল।

বস্তুতঃ, 'সকল' পদটীর অর্থ 'অশেষ', 'অনেক' নহে। তাহা না হইলে 'এতদ্ঘটত্বাভাববান্ পটত্বাৎ' ইত্যাদি এক ব্যক্তি বিপক্ষস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণের সাকল্য অপ্রসিদ্ধি-হেতু অব্যাপ্তি হয়। তাহা হইলে পূর্বোক্ত নিরবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণতায় ব্যাপকীভূত যে অভাব তাহার হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক তদ্বত্বই লক্ষণার্থ হইল।

আর সত্ত্বাদি সামান্যাভাবও প্রমেয়ত্বাদির স্বরূপে পূর্বোক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণতার ব্যাপক বলিয়া 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' ইত্যাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় এবং 'তদ্বন্নিষ্ঠান্যোন্যাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব' এইরূপ উক্তিতে 'নির্ধূমত্ববান্ নির্বহ্নিত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, নির্বহ্নিত্বাভাব বহ্নিব্যক্তিসমূহের চালনীন্যায়দ্বারা নির্ধূমত্বাভাবাধিকরণতাবন্নিষ্ঠা অন্যোন্যাভাব প্রতিযোগিতায় অবচ্ছেদক হয়—এরূপও বলিতে পারা যায় না।

কারণ, সেই প্রকার অধিকরণতায় ব্যাপকতাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবত্ব সেই ধর্মবত্ত্বের বিবক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব তদ্বন্নিষ্ঠাত্যন্তভাবের প্রতিযোগিতায় অনবচ্ছেদকত্ব বুঝিতে হইবে। পরন্তু, তদ্বন্নিষ্ঠ প্রতিযোগিব্যধিকরণ যে অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নহে, অথবা তদ্যুক্তে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ যে অভাব তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বও নহে। প্রকৃতস্থলে ব্যাপকতাতে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বা নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিতা গ্রহণের প্রয়োজন নাই। সেজন্য 'পৃথিবী কপিসংযোগাৎ' ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না, কারণ কপিসংযোগাভাবত্বে পূর্বোক্ত ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব নাই।

(৫) এস্থলেও প্রথম লক্ষণোক্ত রীতি অনুকরণ করিয়া হেতুতে সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্বাভাব এই অর্থ করিতে হইবে। এই বৃত্তিত্বাভাব তাদৃশবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে 'ধূমবান্ বহ্নিঃ' ইত্যাদি স্থলে ধূমবদ্ভিন্নজলহ্রদাদিবৃত্তিত্বাভাব বা ধূমবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব ও জলত্ব—এই উভয়ের অভাব হেতুতে থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। সাধ্যবদন্যত্ব আবার অন্যোন্যাভাবত্বানিরূপিত এবং সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই

প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবত্ব বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে সেই সেই বহ্নিমদ্ভিন্নে ধূমাদির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। অথবা বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অত্যন্তাভাব স্বাবচ্ছিন্নভিন্নের ভেদস্বরূপ হয় বলিয়া সেই অত্যন্তাভাবের অধিকরণ যে পর্বতাদি তাহাতে ধূমের বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। তাহার সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহার অত্যন্তাভাবত্ব নিরূপিত হওয়ায় অন্যোন্যাভাবত্ব নিরূপিত হয় না। এই অন্যোন্যাভাবত্ব নিরূপিতত্বই তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব।

সাধ্যবত্ত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সেজন্য 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি স্থলে সমবায়-সম্বন্ধে যে বহ্নিমান্ সেই বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ পর্বতাদিতে ধূমাদির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না।

(৬) গ্রন্থকার 'কেবলান্বয়িনি অভাবাৎ' এই বাক্যে সব লক্ষণগুলিরই উপর কেবলান্বয়িস্থলের অব্যাপ্তিদ্বারা দোষারোপ করিতেছেন। পাঁচটী লক্ষণই 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি ব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে যায় না বলিয়া এবং দ্বিতীয়াদি লক্ষণ চারিটী 'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে যায় না বলিয়া ইহারা ব্যাপ্তিলক্ষণ নহে। ইহা উপলক্ষণমাত্র, অন্য স্থলেও অব্যাপ্তিদোষ হয়।

রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত লক্ষণগুলির সম্বন্ধে বলেন—

প্রথম লক্ষণে অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় লক্ষণটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লক্ষণটীতে বলা হইল—সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তাহার অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি। গুণকর্ম ও দ্রব্যে যে সংযোগাভাব থাকে তাহা যে পৃথক্ পৃথক্ তাহার প্রমাণ না থাকায় অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। হেতু সাধ্যবদ্পক্ষভিন্ন দৃষ্টান্তবৃত্তি বলিয়া অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়া চতুর্থ লক্ষণ বলা হইয়াছে। চতুর্থ লক্ষণের 'সকল' পদার্থটী সাধ্য এবং সাধ্যাভাববানের বিশেষণ, অথবা কেবল সাধ্যাভাববানের বিশেষণ; কিন্তু সাধ্যাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলে বিপক্ষের (অয়োগোলক বা জলাদি) একদেশনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। আর (সাকল্য বিশেষণ না দিলে) নানা ব্যক্তিসাধ্যকসদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকব্যাপ্যবৃত্তিসদ্ধেতুতে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া এবং ব্যভিচারী অব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে অতিব্যাপ্তিনিবারণজন্য দ্বিতীয় অভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব বুঝিতে হইবে। হেত্বভাবও (মাত্র প্রতিযোগিব্যধিকরণ নহে) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিব্যধিকরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতার অবচ্ছেদকরূপে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যদ্রব্যত্বাদি হইলে ('দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে) বিশিষ্টসত্তাদিতে অব্যাপ্তি হয় না। আর বিশিষ্টসত্তাত্বাদিদ্বারা তাদৃশাভাবপ্রতিযোগী সত্তাদিতে অতিপ্রসঙ্গও হয় না।

যে স্থলে এক ব্যক্তি সাধ্য সে স্থলে অথবা যে স্থলে এক ব্যক্তি বিপক্ষ সে স্থলে নির্ধূমত্বব্যাপ্যত্বরূপে নির্ধূমত্বব্যাপ্যসাধ্য হইলে নির্বহ্নিত্বাদিতে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সেই স্থলে বহ্নিরূপ হেত্বভাবের প্রত্যেকে যাবৎ বিপক্ষাবৃত্তিত্ব থাকে। এজন্যই 'সাধ্যবৎ' ইত্যাদি বলিয়াছেন। এস্থলে অন্যোন্যাভাবের সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্ব ব্যুৎপত্তিবলেই লাভ করা যায়। নীলঘট ঘট হইতে ভিন্ন নহে।

[উপরে যে কয়েকটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাদের অর্থ —

(১) অবচ্ছেদক—যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় সেই সম্বন্ধ তাহার অবচ্ছেদক হয়। অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে পদার্থ অবচ্ছেদকের উপরে থাকে। বহ্নিসাধ্য এবং ধূমহেতুস্থলে বহ্নিত্ব সাধ্যতার অবচ্ছেদক, ধূমত্ব হেতুতার অবচ্ছেদক। বহ্ন্যভাবস্থলে বহ্নি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। ইহাতে স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব বা অনূনানতিরিক্তবৃত্তিত্বস্থলেও ইহাও প্রযুজ্য। অবছিন্ন= বিশিষ্ট বা পৃথগ্ কৃতধর্ম।

(২) সম্বন্ধ—মাত্রেরই একটী অনুযোগী ও একটী প্রতিযোগী থাকে। যাহা আধেয় তাহা প্রতিযোগী এবং যাহা আধার তাহা অনুযোগী। যে যে সম্বন্ধে থাকে না সেই সম্বন্ধটী তাহার ব্যধিকরণসম্বন্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। সম্বন্ধের যে ধর্ম তাহাকে সংসর্গতা বলা যায়। কালিকসম্বন্ধে নিত্যানিত্য সমস্তই কালের উপর থাকে। স্বরূপসম্বন্ধে ধর্ম ধর্মীর উপর থাকে। ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট এবং ঘটাভাবাভাবের প্রতিযোগী ঘটাভাব]

ব্যোমশিব বলেন—'ব্যাপ্তিশ্চ ব্যাপকস্য ব্যাপ্যাধিকরণ উপাধ্যভাববিশিষ্টঃ সম্বন্ধঃ'।

বরদরাজ বলেন—'স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিতি যাবৎ'।

উদয়ন ব্যাপ্তির সংজ্ঞা বলেন—'অনৌপাধিকঃ সম্বন্ধঃ'।

বিশ্বনাথ বলেন — 'ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যাস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ'।

জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন—'হেতুসমানাধিকরণাভাবের অপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্য-ব্যাপ্তি; প্রতিযোগিব্যধিকরণহেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্য — ব্যাপ্তি'। ইহাঁর মতে অনুমান তিন প্রকার— কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী।

(১) কেবলান্বয়ী—যেখানে সাধ্যের ব্যতিরেক নাই। ইহাতে চারি প্রকার ধর্ম অপেক্ষিত।

(২) কেবলব্যতিরেকী—যেখানে সাধ্যের প্রসিদ্ধি পক্ষের অতিরিক্ত স্থলে নাই। ইহাতেও চারি প্রকার ধর্ম অপেক্ষিত।

(৩) অন্বয়ব্যতিরেকী—যেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব উভয়ই অন্যত্রও প্রসিদ্ধ হয়। ইহাতে পাঁচ প্রকার ধর্ম অপেক্ষিত হয়। (ক) পক্ষাবৃত্তিত্ব, (খ) সপক্ষসত্ত্ব, (গ) বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, (ঘ) অবাধিতত্ব ও (ঙ) অসৎপ্রতিপক্ষত্ব।

উপাধি তিন প্রকার—

(১) হেতুর অব্যাপক হইয়া শুদ্ধ সাধ্যের ব্যাপক—ধূমবান্ বহ্নেঃ।

(২) হেতুর অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক—'বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ স্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ'।

(৩) হেতুর অব্যাপক হইয়া হেতুরদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য তাহার ব্যাপক—'ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ'।

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার—

(১) সব্যভিচার। ইহা ত্রিবিধ—(ক) সাধারণ—সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব—'ধূমবান্ বহ্নেঃ' (খ) অসাধারণত্ব—সকলসপক্ষব্যাবৃত্তত্ব—'পর্বতো বহ্নিমান্ পর্বতত্বাৎ' প্রমেয়মভিধেয়ত্বাৎ' (গ) অনুপসংহারী—সর্বপক্ষকত্ব—'সর্বং ;

(২) বিরুদ্ধ = সাধ্যাভাবব্যাপ্তহেতু—'ঘটো নিত্যঃ সাবয়বত্বাৎ'।

(৩) সৎপ্রতিপক্ষ = সাধ্যাভাবসাধকহেত্বন্তর বা স্বসাধ্যবিরুদ্ধসাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাপরামর্শকালীনসাধ্যব্যাপ্যবত্তাপরামর্শবিষয়ঃ। 'পর্বতো বহ্ন্যভাববান্ মহানসান্যত্বাৎ'।

(৪) অসিদ্ধ ; ইহা তিন প্রকার—(ক) আশ্রয়াসিদ্ধ—যেখানে পক্ষ অসৎ অথবা সিদ্ধসাধন করা হয়। যথা—'শশশৃঙ্গং নিত্যমজন্যত্বাৎ' ; (খ) স্বরূপাসিদ্ধ—যেখানে হেতু পক্ষে থাকে না, যথা—'পর্বতো বহ্নিমান্ মহানসত্বাৎ' ইহা বহুবিধ—বিশেষণাসিদ্ধ, বিশেষ্যাসিদ্ধ, ভাবাসিদ্ধ ইত্যাদি (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ—হেতুতে উপাধি থাকিলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হয়, যথা—'আর্দ্রেন্ধন'।

(৫) বাধিত—সাধ্যশূন্যপক্ষ, যথা—'জলহ্রদো বহ্নিমানদ্রব্যত্বাৎ'।

নৈয়ায়িকপ্রবর ন্যায়পঞ্চাননোপাধিক বিশ্বনাথের মতে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার—

(১) অনৈকান্ত, ইহা ত্রিবিধ—(ক) সাধারণ, যাহা সপক্ষবিপক্ষবৃত্তি, সপক্ষ = নিশ্চিতসাধ্যবান্; বিপক্ষ = সাধ্যবদ্‌ভিন্ন, (খ) অসাধারণ, যাহা সপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্ত। সপক্ষ = সাধ্যবত্তাহেতুনিশ্চিত। বিপক্ষ = সাধ্যশূন্যতাহেতুনিশ্চিত (গ) অনুপসংহারী, যাহা কেবলান্বয়িপক্ষক—'সর্বমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ'।

(২) বিরুদ্ধ—যাহা সাধ্যবানে নাই।

(৩) অসিদ্ধ—(ক) আশ্রয়াসিদ্ধি = পক্ষাসিদ্ধি—'মণিময়োগিরিঃ পক্ষঃ' ; (খ) স্বরূপাসিদ্ধি—'হ্রদো দ্রব্যং ধূমত্বাৎ'; (গ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

(৪) সৎপ্রতিপক্ষ = স্বসাধ্যবিরুদ্ধসাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাপরামর্শকালীনসাধ্যব্যাপ্যবত্তাপরামর্শবিষয়—'হ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।'

(৫) বাধিত = যেখানে পক্ষ সাধ্যশূন্য।

স্মৃতি—

(১) মহাভারত—

'হেত্বাগমসদাচারৈর্যদুক্তং তদুপাস্যতাম্'
—১২.২১০.২২।

'পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ'
—৩.৫.৫।

'যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তেজ্ঞেয়ং শব্দশাস্ত্রঞ্চ ভারত'
—১৩. ১০৪.১৪৮।

'বাদঃ প্রবদতামহম্'—গী° ১০.৩২।

'অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকঃ বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাং॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসু চ হেতুমৎ।
—১২. ১৮০ ৪৭, ৪৮।

'প্রত্যক্ষং কারণং দৃষ্টা হৈতুকাঃপ্রাজ্ঞমানিনঃ।
নাস্তীত্যেবং ব্যবস্যন্তি বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥'
—১৩.১৬২.৫।

এগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে তৎকালেও হেতু, যুক্তি বা অনুমানাদির বিশেষ আলোচনা ছিল।

(২) রামায়ণ—

'হেতূপচারকুশলান্ হৈতুকাংশ্চ বহুশ্রুতান্'
—৭.১০৭. ৮।

ইহা হইতেও তাহাই প্রতীয়মান হয়।

(৩) মনুসংহিতা—

'প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্'
—১২.১০৫।

'ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ'
—১২. ১১১।

তৎসময়েও অনুমান ও তর্কাদির বিশেষ আলোচনা ছিল।

(৪) কৌটিল্য—

'ধর্মাধর্মৌ ত্রয্যামর্থানর্থৌ বার্ত্তায়াং নয়াপনয়ৌ দণ্ডনীত্যাং বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করতি।'

(৫) শ্রীমদ্ভাগবত—

'শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥'
—১১.১৯.১৭।

(৬) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মতে—

অনুমানাদি প্রত্যক্ষের অংশভেদ। প্রত্যক্ষ না বলিলে অনুমানাদিদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কার্যভাব বা জন্যভাব কত দূর আছে। ঘটের কারণ মৃত্তিকা পরমাণু হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং ঘটের তুলনায় ঘটকারণ মৃৎপিণ্ড সত্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা মিথ্যা, কেননা মৃৎপিণ্ডের কারণ পার্থিব পরমাণুই মৃত্তিকার প্রকৃত অবস্থা।—মুমুক্ষুব্যবহারপ্রকরণ, ১৯ অ°।

যে দৃষ্ট অর্থ সাধর্ম্যদ্বারা অনুভূত অর্থের বোধ হয়, সেই বোধোপকাররূপ ফলের প্রদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত ব্যতীত অপূর্ব অর্থের বোধ হয় না।......যখন দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা তখন ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস ও জাগতিক হেতুও বিরোধ নামক হেত্বাভাসদুষ্ট। যাহা অনুমান করিতে হইবে, তাহার আশ্রয়ে হেতু না থাকিলে বিরোধহেত্বাভাস হয়, ব্রহ্মে সত্তা প্রভৃতির অনুমানস্থলেও কোনও জাগতিক হেতু ব্রহ্মে থাকে না। এইরূপ দোষ দেখাইয়া তার্কিকেরা বেদান্তদৃষ্টান্তে দোষ দেন বটে কিন্তু তাহাতে ফল হয় না, কারণ জগৎ স্বপ্নসদৃশ। জাগ্রদবস্থায় যে সকল হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ বা বিরুদ্ধ, স্বপ্নাবস্থায় তাহা সিদ্ধ ও অবিরুদ্ধ হইতে পারে ; তদ্দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় নির্দোষ অনুমানও হইতে পারে ; স্বপ্নাবস্থায় তাহাতে অসিদ্ধি বা বিরোধ থাকিলেই স্বপ্নাবস্থায় সেই হেতু হেত্বাভাসদুষ্ট হইবে, অন্যথা নহে। তদ্রূপ ব্যবহারক্ষেত্রে এই অনুমান অসঙ্গত হইতে পারে না।—মুমুক্ষুব্যবহারপ্রকরণ, ১৮ অ°।

(৭) চরক বলিয়াছেন—'ত্রিবিধং অন্য রোগ-বিশেষজ্ঞানং ভবতি—তদ্‌যথা আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষম্ অনুমানঞ্চেতি'; রোগজ্ঞানেও এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার্য।

প্রাচীন আর্যগণ সর্বত্রই (চার্বাকদর্শন ব্যতীত) অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মাত্র কয়েকটী প্রধান প্রধান গ্রন্থ হইতে অনুমানবিষয় আলোচনা লিখিত হইল।

[তৈত্তিরীয় আরণ্যক, অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ—নির্ণয়সাগর প্রেস-সং, বোম্বাই; উপনিষৎ—শাঙ্করভাষ্যসহ—Ed. by Ashtekas Co. Poona; গৌড়পাদ : মাণ্ডুক্যকারিকা; সাংখ্যপ্রবচনসূত্র—বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য ও অনিরুদ্ধবৃত্তিসহ; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—যোগদর্শন ব্যাসভাষ্যসহ, Ed. Kapilasrama; মীমাংসাদর্শন—শবরভাষ্যসহ; কুমারিল ভট্ট : শ্লোকবার্ত্তিক; ব্রহ্মসূত্র — শাঙ্করভাষ্য-সহ, শ্রীভাষ্য-সহ, অণুভাষ্য-সহ, মধ্বাচার্যের ভাষ্যসহ; মধ্বাচার্য : প্রমাণলক্ষণ, Ed. Kumbhakonam, Madras; চিৎসুখমুনি : প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা; মধুসূদন সরস্বতী : অদ্বৈতসিদ্ধি; অপ্পয়দীক্ষিত : সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ; শ্রীহর্ষ : খণ্ডনখণ্ডখাদ্য; বেঙ্কটনাথ : ন্যায় পরিশুদ্ধি; ব্যাসরাজস্বামী : ন্যায়ামৃত, ধর্ম্মরাজধরীন্দ্র : বেদান্তপরিভাষা; শ্রীজীবগোস্বামী : ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী; বৈশেষিকদর্শন—প্রশস্তপাদে ভাষ্য; শঙ্করমিশ্র : উপস্কার; গৌতমীয় ন্যায়দর্শন, বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত (বিশ্বনাথবৃত্তিসহ); ঐ মহম° ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—সম্পাদিত; উদ্যোতকর : বার্ত্তিক; বরদরাজ : তার্কিকরক্ষা; জয়ন্তভট্ট : ন্যায়মঞ্জরী; গঙ্গেশোপাধ্যায় : তত্ত্বচিন্তামণি : রঘুনাথ শিরোমণি : চিন্তামণিদীধিতি; মথুরানাথ তর্কবাগীশের টীকা; জাগদীশী বিবৃতি; গদাধরী বিবৃতি; ব্যাপ্তিপঞ্চক—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত; ঐ,—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত; ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন : সর্বদর্শনসংগ্রহ; উদয়নাচার্য : কুসুমাঞ্জলি।

বৌদ্ধ ন্যায়—দিঙ্‌নাগ : প্রমাণসমুচ্চয়; ধর্মকীর্তি : ন্যায়বিন্দু; মহাম° সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-লিখিত প্রবন্ধ 'বৌদ্ধন্যায়'—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২১ শ বর্ষ ৩য় স°, ২২শ বর্ষ ১ম স°; ঐ : History of Hindu Logic.

জৈন ন্যায়—সিদ্ধসেন দিবাকর : ন্যায়াবতার; হেমচন্দ্র : কাব্যমীমাংসা।]

শ্রীমণীষিনাথ বসু সরস্বতী

পাশ্চাত্ত্য মতে (তুলনামূলক) —সংস্কৃত ভাষায় সাধারণতঃ অনুমান শব্দটী (জ্ঞানের করণ) অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রমা (জ্ঞানরূপ ফল) বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় অনুমিতি শব্দটী। বাংলায় কিন্তু প্রমার্থেও অনুমান শব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্তমান নিবন্ধে অনুমান শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ প্রমা ও গৌণতঃ প্রমাণ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া, করণের বৈশিষ্ট্যবশতঃ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য জানা যায়, না, জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য স্বতোঽনুভূত? —এই প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিকগণ যে সাধারণতঃ দ্বিতীয় কোটিই অবলম্বন করেন তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, অনুমানরূপ প্রমাণের আলোচনার পূর্বে অনুমিতিরূপ প্রমার আলোচনা প্রয়োজন। প্রমার আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রমাণের আলোচনা আপনিই আসিয়া পড়ে।

অনুমান এক প্রকার পরোক্ষ জ্ঞান। ইহা ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক। কোনও আশ্রয়ে হেতুরূপ কিছু প্রত্যক্ষের পর কোনও ব্যাপ্তির স্মরণ বা সংস্কারের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম অনুমান। অদূর পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করিলাম (এই ধূম হইল—হেতু)। তৎপরে 'যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে' এই ব্যাপ্তিসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল। ফলে উৎপন্ন হইল 'বহ্নি' বা 'ঐ পর্বতে বহ্নি' বলিয়া এক নূতন জ্ঞান। এই নূতন জ্ঞানের নাম অনুমান। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে মানুষ বলিয়া জানিবার পর যদি 'মানুষমাত্রই মরণশীল' এই ব্যাপ্তিস্মরণের ফলে সেই ব্যক্তিবিশেষকে মরণশীল বলিয়া জানা যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞান অনুমান।

যে সময় অনুমান করা হয় ব্যাপ্তির জ্ঞান তাহার অনেক পূর্বেই হইয়া থাকে। অনুমানকালে কোনও আশ্রয়ে (পক্ষে) হেতুর অস্তিত্ব-জ্ঞানের পর সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। এখন এই সংস্কার-উদ্বোধনের ফল কি সেই ব্যাপ্তির স্মরণ? সাধারণতঃ তাহাই স্বীকৃত হয়। বেদান্তপরিভাষা-কারের মতে কিন্তু অনুমানস্থলে এই সংস্কারোদ্বোধ স্মরণে পরিণত হয় না; একেবারেই অনুমিতিজ্ঞানে পরিণত হয়। ইহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে পক্ষধর্মতাজ্ঞানাবচ্ছেদে (অর্থাৎ, সহজ কথায়, আশ্রয়ে হেতুজ্ঞানের জন্য) সংস্কারোদ্বোধ হইতে একেবারেই অনুমিতি জন্মে বলিয়া আমরা অনুভব করি, মধ্যে কোনও ব্যাপ্তিস্মরণ অনুভব করি না। যদি আপত্তি হয় যে, সংস্কারজন্যজ্ঞানকেই ত স্মৃতি বলে, তদুত্তরে পরিভাষাকার ও শিখামণিকার বলেন, স্বসংস্কারজন্যজ্ঞানই স্মৃতি, ভিন্নবিষয়ক সংস্কারজন্যজ্ঞান হইলে স্মৃতি হয় না। অনুমিতিস্থলে এই ভিন্নবিষয়ক সংস্কারজন্যজ্ঞানই আছে; অর্থাৎ এখানে বহ্নিবিষয়ক বা 'ঐ পর্বতে বহ্নি'-বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন-বিষয় যে ব্যাপ্তি তদ্বিষয়ক সংস্কার হইতে উৎপন্ন; সুতরাং উহা স্মৃতি নহে। অথবা স্মৃতিস্থলে পক্ষধর্মতাজ্ঞানের অবশ্যপ্রয়োজন নাই। অনুমিতিতে তাহা আছে; সুতরাং অনুমিতি স্মৃতি নহে।

অতএব সাধারণ মতে ব্যাপ্তিস্মরণ অনুমিতির করণ হইলেও পরিভাষাকারের মতে প্রথম ব্যাপ্তিজ্ঞানই করণ। করণ শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রথম অর্থ হইল চরম বা শেষ কারণ, দ্বিতীয় অর্থ হইল ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ। নৈয়ায়িকগণের মতে, অনুমিতিস্থলে পূর্বব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মরণ হয় এবং তাহার পর 'ঐ পর্বত বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্' এই 'পরামর্শ' হয়। সুতরাং তাঁহারা যদি করণ শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ পরামর্শই করণ হয়। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্যাপ্তিস্মরণ করণ হয়, পরামর্শ হয় ব্যাপার। প্রথম মতটী প্রাচীন নৈয়ায়িকের, দ্বিতীয় মতটী নব্য-নৈয়ায়িকের। বেদান্তপরিভাষাকার এই দুইএর কোনটীকেই গ্রহণ না করিয়া তাঁহার অভিনব মত বলিয়াছেন যে, পূর্বব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, তদ্বিষয়ক সংস্কার এই করণের ব্যাপার। অনেক বৈদান্তিক কিন্তু ঐ মত গ্রহণ করেন না।

অনুমিতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-(বা ব্যাপ্তিস্মরণ-) জন্য। ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর বা ব্যাপ্তিস্মরণের

পর যে অনুব্যবসায় হয় তাহাও ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য। অতএব ব্যাপ্তির অনুব্যবসায় হইতে অনুমিতিকে পৃথক্ করিবার জন্য অনুমিতির লক্ষণ দেওয়া হয় 'ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্যত্বম্'। অর্থাৎ ব্যাপ্তির অনুব্যবসায় হইল জ্ঞানত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য, অনুমিতি হইল ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য।

যাহা হউক, অনুমানের জন্য এইগুলি আবশ্যক—প্রথমে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তৎপরে পক্ষ-ধর্মতাজ্ঞান, তৎপরে তজ্জন্য ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্বোধন (নৈয়ায়িকের মতে তাহার পর ব্যাপ্তিস্মরণ ও তাহার পর পরামর্শ), ও তাহার ফলে অনুমিতিজ্ঞান। অনুমিতিস্থলে জ্ঞানরাজ্যে কি কি ঘটে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল।

এখন দেখা যাক, অনুমানের অবয়ব-গুলিকে কি ভাবে সাজান যায়। অদূর পর্বতে ধূম দেখিয়া যখন উহাতে বহ্নি আছে বলিয়া অনুমান করা যায় তখন অবয়ববাক্যগুলিকে এই ভাবে সাজান হয়। হয় ইহা বলা যায় (১) ঐ পর্বত বহ্নিমান্ (প্রতিজ্ঞাবাক্য), (২) যেহেতু উহাতে ধূম আছে (হেতুবাক্য), (৩) যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালায় (উদাহরণবাক্য); না হয় বলা যায় (১) যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালায় (উদাহরণবাক্য), (২) ঐ পর্বতে ধূম রহিয়াছে (উপনয়বাক্য), (৩) অতএব ঐ পর্বতে বহ্নি আছে (নিগমনবাক্য)।

ন্যায়দর্শনে বলা হয় যে পরার্থানুমানে—অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান তাহাতে—এই পাঁচটী বাক্যই আবশ্যক, কিন্তু স্বার্থানুমানে—অর্থাৎ নিজে বুঝিবার জন্য যে অনুমান প্রয়োগ করা হয় তাহাতে—হয় প্রথম তিনটী বাক্য না হয় শেষে তিনটী বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদান্তমতে কিন্তু পরার্থানুমানেও পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন নাই। নৈয়ায়িক ও বেদান্তীর এই মতভেদের কারণ আছে। মধ্যস্থ রাখিয়া বিচারকালে কি কি প্রয়োজন নৈয়ায়িক তাহারই বর্ণনা দিতেছেন, বেদান্তী শুধু ভাবিতেছেন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কি কি প্রয়োজন। এই জন্যই বেদান্তপরিভাষাকার বলিতেছেন যে, স্বার্থানুমানে অবয়বগুলিকে এইভাবে সাজাইবার প্রয়োজন নাই।

পাশ্চাত্ত্যদর্শনে অপরকে বুঝান ও নিজে বুঝার মধ্যে কোনও প্রভেদ করা হয় না, এবং সাধারণতঃ শেষ তিনটী বাক্যই প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া ঐ দর্শনে শেষ তিনটী বাক্যের সহিত প্রথম তিনটী বাক্যের কোনও প্রভেদ স্বীকৃত হয় না—শেষ তিনটী বাক্যকে উল্টাইয়া লিখিলেই প্রথম তিনটী বাক্য পাওয়া যায়।

এই পাশ্চাত্ত্যদর্শনে উদাহরণবাক্যে কেবল ব্যাপ্তি-অংশই গ্রহণ করা হয়। 'যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি' এইটুকু বলিয়া পাশ্চাত্ত্যগণ থামিয়া যান, 'যেমন রন্ধনশালায় দৃষ্ট' এই অংশটুকু উল্লেখ করেন না; ইহার কারণ অতি স্পষ্ট। যে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের আলোচনা হইতেছে, সেই মতে প্রকৃত অনুমান (concrete inference) হইতে অনুমানাকারটী (form of inference) বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে। পর্বত, ধূম, বহ্নি প্রভৃতি প্রকৃত বস্তু বা ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন ঐ অনুমানবাদে নাই। তাহার পরিবর্তে ক, খ, গ প্রভৃতি বলিলেই চলে। যেখানে যেখানে ক থাকে সেই সেই স্থলে খ থাকে, গ-তে ক রহিয়াছে, অতএব গ-তে খ আছে—ইহাই হইল অনুমানাকার। কেবল ক, খ, গ বর্ণগুলি ব্যবহার করিলে উদাহরণ-বাক্যে 'যেমন অমুক জায়গায় দৃষ্ট' বলিবার প্রয়োজন হয় না। ক, খ, গ, বর্ণগুলি কিসের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাই জানা নাই।

যে যে স্থলে ক আছে সেই সেই স্থলে খ আছে—এই বাক্যটীকে ইংরেজীতে major premise বলে। গ তে ক আছে—ইহাকে বলে minor premise; অতএব গ-তে খ আছে—ইহাকে বলে conclusion. Conclusion-এর উদ্দেশ্য (suibect)-কে minor term, বিধেয় (predicate)-কে major term, এবং এতদতিরিক্ত যে তৃতীয় বর্ণটী আছে তাহাকে middle term বলে।

ভারতীয় অনুমানবাদ ও এই পাশ্চাত্ত্য অনুমান-বাদের মধ্যে যে মূলগত প্রভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আপাততঃ অগ্রাহ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয়গণ যাহাকে পক্ষ বলেন পাশ্চাত্ত্যগণ তাহারই নাম দিয়াছেন minor term, ভারতীয়গণ যাহাকে সাধ্য বলেন তাহারই পাশ্চাত্ত্য নাম major term, এবং ভারতীয়দের হেতুর নাম middle term.

অনুমান বুঝিতে হইলে প্রথমে ব্যাপ্তি কি বুঝা আবশ্যক, কারণ অনুমানের মূলই হইল ব্যাপ্তিজ্ঞান। কোন একটী ঘটনা ঘটিলেই বা কোনও পদার্থ থাকিলেই অপর একটী ঘটনা ঘটা বা অপর একটী পদার্থ থাকা, এই যে নিয়ম ইহার নাম ব্যাপ্তি। ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, এই নিয়মই হইল ধূম ও অগ্নির ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের সম্বন্ধিদ্বয়ের মধ্যে সাধারণতঃ একটী হয় অধিকদেশবৃত্তি (wider in denotation), অপরটী হয় অল্পদেশবৃত্তি (narrower in denotation)। প্রথমটীর নাম ব্যাপক, দ্বিতীয়টীর নাম ব্যাপ্য। অগ্নি ব্যাপক ও ধূম ব্যাপ্য, কারণ ধূম যেখানেই থাকে অগ্নিও সেখানে থাকে, কিন্তু অগ্নিমাত্রের স্থলে ধূম নাই—আর্দ্রেন্ধনজ অগ্নি ধূমবিহীন; অনেক স্থলে আবার সম্বন্ধিদ্বয় সমানদেশবৃত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্যদর্শনে অনুমানাকার (form of inference) ও অনুমানবস্তু (matter of inference) পৃথক্ করা হইয়াছে। অনুমানাকার হইল অনুমানবস্তু-গুলিকে সাজাইবার প্রণালীমাত্র, অনুমানবস্তু হইল যাহাদিগকে এইরূপে সাজান হইতেছে। অনুমানাকার আলোচনা করিবার সময় এই মতবাদে অনুমানবস্তুর আলোচনা করা হয় না; অর্থাৎ অনুমানাকারে কোনও প্রকৃত তত্ত্বান্বেষণ (concrete truth) নাই। প্রকৃত তত্ত্বান্বেষণে অনুমানবস্তুর পরীক্ষা আবশ্যক। অনুমানবস্তু হইল পক্ষ ও সাধ্যের ব্যাপ্তি, ও পক্ষে বর্তমান হেতু—ইংরেজী ভাষায় inductive relation between the major and the middle terms, and the relation between the

minor and the middle terms. দ্বিতীয় বস্তুটী অর্থাৎ পক্ষে বর্তমান হেতুটী, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি যে কোনও উপায়ে জানিতে পারা যায়। সুতরাং তদ্বিষয়ক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম বস্তুটীর, অর্থাৎ পক্ষ ও সাধ্যের ব্যাপ্তিরূপ বিষয়ের আলোচনার অবকাশ যথেষ্ট। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে অনুমানখণ্ডকে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে (inductive logic) এই ব্যাপ্তির আলোচনা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে (deductive logic) শুদ্ধ অনুমানাকার আলোচিত হইয়াছে।

কেবল যে এই অধ্যায়ভেদই পাশ্চাত্ত্য অনুমানবাদের বিশেষত্ব তাহা নহে। সেখানে এই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে এক প্রকার পরোক্ষজ্ঞান বলা হইয়াছে, যাহা ঠিক অনুমানাকাররূপ পরোক্ষজ্ঞান নহে ; কারণ অনুমানাকাররূপ পরোক্ষজ্ঞানে আমরা অধিকদেশবৃত্তি হইতে অল্পদেশবৃত্তি পদার্থে যাই, কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে আমরা অল্পদেশবৃত্তি হইতে অধিকদেশবৃত্তি পদার্থ পরোক্ষভাবে জানি। যেথানেই ধূম সেথানেই বহ্নি, ইহা জানিবার পর আমরা যে অনুমান করি (এখানে ধূম, অতএব) এখানে বহ্নি, ইহা হইল প্রথম প্রকার অনুমান, কারণ 'যেথানেই ধূম সেখানেই বহ্নি' বলিলে যতগুলি ধূমস্থলের উল্লেখ করি বা করিতে ইচ্ছা করি, 'এইথানে ধূম' বলিলে তাহা অপেক্ষা অল্পস্থলের উল্লেখ হয়। আবার মহানসে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য নিরীক্ষণ করিবার পর 'যেথানে ধূম সেথানেই বহ্নি' বলিয়া যে ব্যাপ্তিগ্রহ হয় উহা দ্বিতীয় প্রকার পরোক্ষজ্ঞান, কারণ মহানসরূপ ধূম ও বহ্নির সাহচর্যস্থল অপেক্ষা সমস্ত ধূম ও বহ্নির সাহচর্যস্থল অনেক বেশী।

ভারতীয় দর্শনে ব্যাপ্তিগ্রহকে কুত্রাপি এইভাবে পরোক্ষজ্ঞান বলা হয় নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, ভারতীয় মতে সাধারণতঃ একটী সাহচর্য-প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি বৌদ্ধমতে সকল প্রকার ব্যাপ্তিগ্রহকেই প্রামাণিক না বলিয়া কেবল তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যমূলক ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই প্রামাণিক বলা হইয়াছে, তথাপি ঐ তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যজ্ঞান পরোক্ষ না হইতেও পারে। তৃতীয়তঃ, প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহ যে কেবল তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যমূলক হইবে এমন নিয়ম অধিকাংশ দার্শনিকই স্বীকার করেন না। এই কয়টী বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যমতের সহিত ভারতীয় মতের মূলগত প্রভেদ। বিষয় কয়টী আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যদি জ্ঞানসাপেক্ষজ্ঞানমাত্রকে অপ্রত্যক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে অবশ্য ব্যাপ্তিগ্রহকে অপ্রত্যক্ষ বলিতেই হইবে। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা, সামান্য ও জ্ঞানলক্ষণপ্রত্যক্ষ, সবিকল্পপ্রত্যক্ষ প্রভৃতির অবস্থা কি হইবে? প্রত্যভিজ্ঞাকে হয় তো অনেকে প্রত্যক্ষ বলিবেন না, জ্ঞানলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ তো অনেকে মানেনই নাই ; কিন্তু সবিকল্পপ্রত্যক্ষ যে জ্ঞানসাপেক্ষ (mediate) ইহা তো সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তজ্জন্য কেহ কি ইহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন? ব্যাপ্তিগ্রহও তদ্বৎ জ্ঞানসাপেক্ষ হইয়াও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ন্যায়মতে দুই ব্যক্তির সাহচর্যপ্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমবেত সামান্যদ্বয়ের সাহচর্যপ্রত্যক্ষ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞায়মান সামান্যদ্বয়রূপ প্রত্যাসত্তি-হেতু তজ্জাতীয় যাবৎ ব্যক্তিদ্বয়নিচয়ের সাহচর্য অলৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ হয়। মীমাংসকগণ অবশ্য এই প্রকার সামান্যলক্ষণপ্রত্যক্ষ মানেন না। তাঁহাদের মতে, অনুগতধর্মরূপ-সামান্যদ্বয়ের সাহচর্যপ্রত্যক্ষই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট, তজ্জাতীয়যাবদ্ব্যক্তিনিচয়ের সাহচর্যপ্রত্যক্ষের আবশ্যকতা নাই। আর এই অনুগতধর্মরূপ সামান্যদ্বয়ের সাহচর্য অপরোক্ষভাবেই জ্ঞাত হয়, কারণ যে কোনও ব্যক্তিপ্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তদ্বৃত্তি ও তদাত্ম-সামান্যও প্রত্যক্ষ হয়। এক স্থলে সামান্যদ্বয়ের সাহচর্যপ্রত্যক্ষ হইতে পারে, কিন্তু সর্বস্থলেই যে এই সামান্যদ্বয়ের সাহচর্য থাকিবে, এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হয়?—যদি কেহ এই প্রশ্ন করেন, তদুত্তরে মীমাংসক বলিবেন যে, সামান্যকে প্রথম হইতেই একজাতীয়-সর্বব্যক্তিবৃত্তিসংস্থান বলিয়া জানি, এবং এই সংস্থান প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকের সামান্য হইতে নিত্যত্ব ও ব্যক্তিসমবেতত্ব লক্ষণ দুইটী বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই হইল মীমাংসকের সামান্য। সুতরাং নৈয়ায়িক যে কারণে সামান্যপ্রত্যক্ষ হয় বলেন মীমাংসকের যুক্তিও তাহাই। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞান জ্ঞানজন্য হইলেও প্রত্যক্ষ হইতে বাধা নাই, এবং তৎপ্রকার অনুভবই হয়।

অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্যাপ্তিগ্রহমাত্র প্রত্যক্ষ হইলেও প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহকে পরোক্ষ বলিতে হইবে। তাঁহাদের মতে ব্যাপ্তিগ্রহ দুই প্রকার—প্রামাণিক (scientific) ও অপ্রামাণিক (unscientific)। প্রামাণিক ব্যাপ্তিজ্ঞান তাঁহাদের মতে একমাত্র কার্য-কারণ-সম্পর্ক-জ্ঞানদ্বারাই নিরূপিত হয়। এখন, এক বার সাহচর্যপ্রত্যক্ষে অপ্রামাণিক ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে ; কিন্তু কার্য-কারণ-সম্পর্ক জানিতে হইলে 'তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাব' জানিতে হইবে ; সুতরাং ভূয়োদর্শন অত্যাবশ্যক। এই ভূয়োদর্শনের ফলে কার্য-কারণভাব পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হয়, কারণ কার্য-কারণ-সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হইবে কি প্রকারে? পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ এই 'তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাব' নিশ্চয়ের কয়েকটী প্রকৃষ্ট পন্থা নিরূপণ করিয়াছেন ; তাহাদের নাম experimental methods.

এই প্রকৃষ্ট পন্থাগুলি অতিশয় কার্যকর, এবং ইহাদের নিরূপণে পাশ্চাত্ত্যগণ, বিশেষতঃ ইংরেজগণ, অতুল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহ কি করিয়া পরোক্ষ হইল তাহা বুঝা যায় না। কারণ তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাবের ভূয়োদর্শন তো প্রত্যক্ষ— এক বার প্রত্যক্ষ না করিয়া বহু বার প্রত্যক্ষ করিলে কি প্রত্যক্ষত্বের অপলাপ হয়? পাশ্চাত্ত্যগণ হয় তো বলিবেন যে, এই ভূয়োদর্শনের ফলে

যে কার্য-কারণের জ্ঞান হয় উহা অনুমান এবং উহার আকার এইরূপ—তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাব থাকিলেই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকে, এই ক্ষেত্রে তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাব আছে, অতএব এই ক্ষেত্রে কার্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। এই অনুমান কিন্তু অগ্রাহ্য, ইহা সিদ্ধসাধন। কারণ তদ্ভাবে তদ্ভাব ও তদভাবে তদভাব থাকার নামই হইল কার্য-কারণভাব। এই একত্বকে ব্যাপ্তিবাক্যরূপে সম্প্রসারণ করিলেই যে উহা ব্যাপ্তি হইল তাহা নহে। অর্থাৎ ক ও খ-এর মধ্যে তদ্ভাবে তদ্ভা-বাদি হইতে উহাদের কার্য-কারণভাব একটা ভিন্নজ্ঞেয় পদার্থ নহে। দ্বিতীয়টী প্রথমটীরই নামান্তর।

অবশ্য যদি কার্যজননশক্তি বলিয়া পদার্থা-ন্তর মানিতে হয় তাহা হইলে এই অনুমানের সার্থকতা আছে। কিন্তু যে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক গণের কথা আলোচিত হইতেছে তাঁহারা কেহই এই শক্তি মানেন না। তাঁহারা ঠিক নৈয়ায়িকের মতই এই শক্তি অস্বীকার করেন। তাহা ছাড়া, ব্যাপ্তিগ্রহকে অনুমান বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান (বা স্মরণ) অনুমিতির করণ, এই ব্যাপ্তিজ্ঞান নিজেই যদি অনুমিতি হয় তাহা হইলে অন্যো-ন্যাশ্রয় দুষ্পরিহার্য। যদি ইহা অন্যোন্যাশ্রয় না হইয়া প্রামাণিক অনবস্থা হয় তাহা হইলে অবশ্য অন্য কথা। তাহা হইলে কিন্তু প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহে কার্যজননশক্তির প্রয়োজকত্ব আছে ইহা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে হইবে। কিন্তু কার্যজননশক্তির কথা দূরে থাক, কার্য-কারণ-সম্পর্কেরই যে প্রয়োজকত্ব আছে ইহা একমাত্র বৌদ্ধগণ ব্যতীত ভারতীয় দার্শনিকগণের আর কেহই স্বীকার করেন না।

আস্তিক সম্প্রদায়মাত্রই (এবং জৈনরাও) অব্যভিচরিত (ও তর্কানুগৃহীত) সকল ব্যাপ্তি-কেই প্রামাণিক বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যে কোনও সাহচর্য—তাহা কার্যকারণ-সাহ-চর্য হউক বা না হউক—প্রত্যক্ষ করিলেই তদ্বিষয়ক প্রামাণিক ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে। অবশ্য সর্বদাই ব্যভিচারজ্ঞানের অভাব থাকিতে হইবে। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ইহা সত্ত্বেও যদি সংশয়ের অবকাশ থাকে তাহা হইলে তর্কের সাহায্যে এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রামাণিকত্ব দৃঢ়ীকৃত করিতে হইবে। অতএব এই সকল মতে যে কোন প্রকার সম্বন্ধাবচ্ছেদে প্রামাণিক ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে—কেবল যে কার্যকারণ-সম্বন্ধাবচ্ছেদেই হইবে এমন নহে। মাত্র বৌদ্ধ-গণ বলেন যে, প্রমারূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান পাইতে হইলে ব্যাপক ও ব্যাপ্যের মধ্যে কেবল কার্য-কারণসম্বন্ধ (তদুৎপত্তিসম্বন্ধ) বা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ থাকিতে হইবে। বৌদ্ধগণের এই মতের বিরুদ্ধে আস্তিক সম্প্রদায় ও জৈনগণ বলেন যে, প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহে তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের কোনই প্রয়োজকত্ব নাই, যে কোন প্রকার সাহচর্যদর্শনেই (ব্যভিচারজ্ঞানাভাবে) প্রামাণিক ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রমাত্ববাদিগণের পক্ষে ইহা দেখান কঠিন নহে। তাঁহাদের মতে, যে কোনও জ্ঞান স্বতঃই প্রমা। সুতরাং ব্যাপ্তিগ্রহ হইলেই তাহাকে প্রমা বলিয়া মানিতে হইবে (পরে অন্য কোনও কারণে উহার অপ্রমাত্ব সিদ্ধ হইলে পরিত্যাগ করিতে হইবে)। ইহা হইল স্বতঃপ্রমাত্ববাদিগণের সহজ কথা। পরতঃপ্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িক ব্যাপ্তিগ্রহ হইলেই তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, যে ব্যাপ্তি একান্ত নির্দোষ তাহার জ্ঞানই প্রমা। কিন্তু ন্যায়মতে এই নির্দোষত্ব কেবল তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের উপর নির্ভর করে না। বৌদ্ধগণ বলেন যে, কেবল তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের বেলাতেই নির্দোষত্ব বিষয়ে আমাদের নিশ্চয়প্রতীতি থাকে নৈয়া-য়িক বলেন, আমরা যে দৈনন্দিন ব্যবহারে সর্বপ্রকার সাহচর্য হইতেই ব্যাপ্তি গ্রহণ করি এবং তদনুসারে কার্য করি তাহা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে, এই সকল ব্যাপ্তিগ্রহের সমর্থ-প্রবৃত্তিজনকত্বে আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার ব্যাপ্তিই যে নির্দোষ হইতে পারে ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। অনুমিতির প্রমাত্ব অর্থাৎ ব্যাপ্তির প্রমাত্ব-সম্বন্ধে উদয়না-চার্য অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার আসল কথা হইল ব্যবহারই সর্বপ্রকার ব্যাপ্তির প্রমাত্ব-সম্ভবে প্রমাণ। উদয়নাচার্যের আর একটী সারগর্ভ কথা এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রামা-ণিকত্ব অস্বীকার করিতে হইলে অনুমানদ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু সেই অনুমানে তো আবার ব্যাপ্তিই অপেক্ষিত।

যাহা হউক, পাশ্চাত্ত্যে যে scientific ও unscientific ব্যাপ্তিজ্ঞান (induction)-এ প্রভেদ করা হয় ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এক বৌদ্ধদর্শনেই তাহা দৃষ্ট হয়। তাদাত্ম্যের কথা বাদ দিলে উভয়ত্র প্রায় একই প্রকার মত দেখা যায়। বৌদ্ধগণ যেমন বলিয়াছেন যে, তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের ক্ষেত্রেই আমরা ব্যাপ্তি-জ্ঞানের প্রমাত্বই সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই, পাশ্চাত্ত্য-দর্শনেও তদ্রূপ বলা হয় যে, কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়, অন্যথা অনিশ্চিত ব্যাপ্তিমাত্র (unscientific indu-tion) থাকে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের সাধারণ মত এই যে, যদিও তদ্বিষয়ে আমাদের 'যত্র যত্র……তত্র তত্র……' এই প্রকারের জ্ঞান হয় তথাপি ইহাতে অনধিগত কিছু না থাকায় ইহা অপ্রমা। ইহা ভ্রম নহে, পুনরুক্তিমাত্র।

এই সমস্ত যুক্তি সত্ত্বেও অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হয় তো বলবেন—সে যাহাই হউক, আমরা যে অল্পদেশবৃত্তি হইতে অধিকদেশবৃত্তি সত্যে যাইতেছি, ইহা কি পরোক্ষজ্ঞান নহে? ভারতীয়গণের সাধারণ উত্তর হইবে—না, ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নৈয়ায়িকের মতে সামান্যদ্বয়সাহচর্যের প্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মানসামান্যসন্নিকর্ষের ফলে তৎসামান্যাশ্রয় যাবদ্ব্যক্তির সাহচর্যের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। আর যদি এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ মানিতে পাশ্চাত্ত্যগণ প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে আরও সহজ বেদান্ত বা মীমাংসামত আছে। সেই মতে অনুগত-ধর্মরূপ সামান্যদ্বয়ের সাহচর্যই ব্যাপ্তি; উহা প্রত্যক্ষ হয় এবং উহাই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট; উহার পর আর সামান্যাশ্রয় যাবদ্ব্য-ক্তির সাহচর্যজ্ঞানের প্রয়োজন নাই।

কেবল যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে, মীমাংসক-মতে, সামান্যাশ্রয় যাবদ্ব্যক্তির সাহচর্য-প্রত্যক্ষ মানিলে অনুমান সিদ্ধসাধন হইয়া পড়ে। কারণ, হেতুসংসর্গী সাধ্য তো তাহা হইলে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত রহিল। ধূমত্বের সহিত বহ্নিত্বের সাহচর্য প্রত্যক্ষ করিলেই যদি যাবদ্ধূম ও যাবদ্বহ্নির সাহচর্য জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে তো অদূর পর্বতস্থ বহ্নিও জ্ঞাত হইয়া যায়। সুতরাং অনুমান করিয়া তাহার পুনঃ সিদ্ধির কি প্রয়োজন?

জর্মান দার্শনিক হেগেল ও ইংরেজ দার্শনিক মিল্‌ও ঠিক এই আপত্তি করিয়াছেন। মিল্ নৈয়ায়িকের মত সামান্য মানেন না, আবার মীমাংসকের মতও বলেন না যে, অনুমানে সামান্যাশ্রয়ী যাবদ্ব্যক্তির সাহচর্যের জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন যে, ব্যাপ্তির অর্থই হইল যাবদ্ব্যক্তির (all individuals denoted) সাহচর্য, কারণ তাঁহার মতে সামান্য একজাতীয় ব্যক্তিনিচয়ের অনুগত-ধর্মমাত্র; একবার দুইটী অনুগতধর্মের সাহচর্য-প্রত্যক্ষ করিলে তাহা হইতে সেই ধর্মাশ্রয়ী কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে তো কিছুই জানা যায় না। বেদান্তী বলেন—জানা যায় এবং ঐ জ্ঞানই অনুমিতি। মিল্ বলেন যে, জানাই যায় না এবং যদি বা জানা যায় বলিয়া অনুভব হয়, তাহা হইলেও ঐ অনুভব প্রামাণিক নহে। এই দোষ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই নৈয়ায়িক সামান্যলক্ষণ অলৌকিক প্রত্যক্ষ মানিয়াছেন। মিল্ কিন্তু উহার ধার দিয়াও যাইবেন না।

হয় তো বেদান্তীর বক্তব্য এই যে, যদি অনুগতধর্মকে প্রথম হইতে অনুগত বলিয়া প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলে আর ব্যাপ্তিজ্ঞান ও তজ্জন্য অনুমিতিজ্ঞানকে প্রামাণিক বলিতে বাধা কি? মিল্ বলিবেন যে, অনুগতধর্মকে আমরা প্রথম হইতেই অনুগত বলিয়া প্রত্যক্ষ করি না; আমরা শুধু ধর্মত্বাবচ্ছেদে সেই অনুগতধর্মকে প্রত্যক্ষ করি। বেদান্তী যদি প্রশ্ন করেন—তাহাকে অনুগত বলিয়া জানিলাম কখন এবং কি প্রকারে?—তাহা হইলে মিল্ বলিবেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ঐ একই ধর্ম প্রত্যক্ষ করিবার পর তাহাদিগকে অনুগত বলিয়া গ্রহণ করা হয়, প্রথম হইতেই গ্রহণ করি না।

যাহা হউক, মিলের বক্তব্য এই যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান সর্বদাই ব্যক্তিবিষয়ক, সামান্যবিষয়ক নহে। কারণ, ব্যাপ্তিগ্রহে সামান্যত্বাবচ্ছেদে সামান্যপ্রত্যক্ষের প্রয়োজকত্ব নাই। এখন, ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি ব্যক্তিবিষয়ক হয় তাহা হইলে তো সাধ্যব্যক্তি পূর্ব হইতেই জ্ঞাত রহিল? সুতরাং তাহার আবার অনুমানের প্রয়োজন কি? অতএব, অনুমানমাত্রই সিদ্ধসাধন ও তজ্জন্য দূষণীয়। মিলের মতে, ব্যক্তিমাত্রজ্ঞানজন্য ব্যক্তিজ্ঞান (knowledge from particulars to particulars) একমাত্র প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান। মহানসে ধূম-বহ্নির সাহচর্য দেখিয়া আমরা এক লাফে পর্বতস্থ ধূম-বহ্নির সাহচর্য, অর্থাৎ পর্বতস্থ বহ্নি, পরোক্ষভাবে জানি। ইহাই হইল প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান। অবশ্য মহানসস্থ ধূম-বহ্নির সাহচর্য-দর্শন হইতে যাবদ্ধূম ও যাবদ্বহ্নিব্যক্তির সাহচর্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান যে হয় না তাহা নহে, অথবা এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে আমাদের যে সাধ্যবহ্নির জ্ঞান হয় না তাহাও নহে। অনেক সময়েই আমাদের এইরূপ উপায়েই সাধ্যজ্ঞান হয়। কিন্তু ইহা অরুন্ধতীন্যায়মাত্র। অরুন্ধতীনক্ষত্রকে দেখাইবার জন্য অনেক সময় আমরা বলি—ঐ মন্দিরচূড়া হইতে ঐ যে নারিকেলবৃক্ষের শীর্ষ দেখা যাইতেছে উহাদিগকে একরেখাদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ রেখাকে ঐ দিকে বাড়াইয়া দাও, তাহা হইলেই অরুন্ধতীকে দেখিতে পাইবে। এখানে অরুন্ধতীজ্ঞান মন্দিরচূড়াদি-জ্ঞানজন্য; কিন্তু ঐ জ্ঞান অরুন্ধতীজ্ঞানে অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে। তদ্রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানও মিলের মতে অনুমিতিজ্ঞানে অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। অর্থাৎ মন্দিরচূড়াদি-জ্ঞান যেমন অরুন্ধতী-প্রত্যক্ষের প্রমাণ নহে, তদ্রূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞানের প্রমাণ নহে; ইহা কখন কখন সাধ্যজ্ঞানে সহায় হয়—এইমাত্র।

মিলের মতে, প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান হইল কোনও ব্যক্তিজ্ঞান হইতে এক লাফে তৎসদৃশ অন্যব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান যদি প্রামাণিক পরোক্ষজ্ঞান হয়, তবে তৎসদৃশ যে কোনও ব্যক্তিবিষয়ের জ্ঞান প্রামাণিক পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইল এই তৎসদৃশ-যাবতীয়-ব্যক্তি-বিষয়ের জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞান কখনই সাধ্যানুমিতির করণ হইতে পারে না। সমষ্টিজ্ঞান হইতে যে ব্যষ্টিজ্ঞান হয়, তাহা তো আর ঐ সমষ্টিজ্ঞানকরণক নহে। কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে, যেহেতু ব্যষ্টিজ্ঞানও তো সমষ্টিজ্ঞানের করণ। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে সাধ্যজ্ঞান তাহা অনুমিতি নহে, তাহা প্রামাণিক পরোক্ষজ্ঞানই নহে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ মিলের এই আপত্তির উত্তর দিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটী উত্তর বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথম উত্তর এই যে, ব্যাপ্তি যখন অপরের নিকট হইতে শব্দদ্বারা জ্ঞাত হয়, তখন ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে সাধ্যব্যক্তির জ্ঞানমাত্র সমষ্টিজ্ঞান হইতে ব্যষ্টিজ্ঞান নহে; কারণ, তাহা হইলে হেতুটী (middle term) নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। অথচ এতাদৃশ জ্ঞানে হেতুর প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। দ্বিতীয় উত্তর হেগেলীয়গণ দিয়াছেন। প্রথমে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহার পর হেতুজ্ঞান ও তাহার পর সাধ্যজ্ঞান—এই প্রণালীই তাঁহারা স্বীকার করেন না—ইহাকে তাঁহারা রৈখিক অনুমান (linear inference) বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, এই প্রকার কাটা কাটা জ্ঞান কখনই হয় না। যেখানে একত্ববুদ্ধি হইতে পারে, সেইখানেই তাঁহারা পৃথক্ত্ব অস্বীকার করেন। অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী, সামান্য-ব্যক্তি প্রভৃতি সমস্ত একবুদ্ধিবিষয়স্থলে তাঁহারা অদ্বৈতীয় মত তাদাত্ম্য বা ভেদাভেদ স্বীকার করেন।* তবে অদ্বৈতীরা যেমন এই ভেদাভেদকে অনির্বচনীয়

* এমন কি এই ভেদাভেদদ্বারা তাঁহারা সমূহালম্বন জ্ঞানেরও নির্বাচন করেন।

বলেন, তাঁহারা তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, ভেদাভেদ একবুদ্ধিস্থলে চরম অবিশ্লেষ্য সম্বন্ধ। অনুমিতিজ্ঞান একজ্ঞান, সুতরাং এস্থলেও ঐ ভেদাভেদই আছে। এখন সমস্ত ভেদাভেদস্থলেই অভিন্নাংশটাকে তাঁহারা সামান্য (universal) বলিয়া নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, ভিন্নাংশগুলি (particulars) ঐ অভিন্নাংশের তদাত্ম্য, অথবা অভিন্নাংশটা ভিন্নাংশগুলির তদাত্ম্য। অনুমিতিতে ঠিক এই প্রকারে universal ও particulars তদাত্ম্য-সম্বন্ধে বর্তমান। পর্বতে ধূম দেখিয়া যখন বহ্নি অনুমান করা যায় তখন যাহা ঘটে তাহা এই—ধূম-বহ্নিরূপ—অভিন্ন-সামান্যাংশে (universal or identity) তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে বর্তমান ধূম প্রত্যক্ষ করি এবং যেহেতু এই ধূমাংশ বহ্ন্যংশের সহিত ধূম-বহ্নি-রূপ অভিন্নসামান্যাংশে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে বর্তমান, অতএব বহ্ন্যংশও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাত হয়। অর্থাৎ কেবল-বহ্নি সাধ্য নহে, ধূমবহ্নিরূপ অভিন্নাংশে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে বর্তমান বহ্নিই সাধ্য। অথবা অভিন্নাংশ ও ভিন্নাংশের প্রভেদ না করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধূম-বহ্নিরূপ একটা system-এ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে বর্তমান বহ্নিই সাধ্য। একটা উদাহরণদ্বারা এই কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝান যাইতে পারে। মনে করা যাউক, ক, খ, গ,⋯ম কয়েকটা লোকের নাম এবং উহাদের লইয়া একটা সমাজ গঠিত হইয়াছে। এখন, ইহারা সমাজবদ্ধ—এইরূপ যে উহাদের সম্বন্ধে একত্ববুদ্ধি হয় তাহার বিষয় হইল সমাজ। কিন্তু এই সমাজ উহাদের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নহে, অথবা উহাদের সমষ্টিমাত্রও নহে। এই সমাজ হইল উহাদের system— উহাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের জন্য কার্য করা-রূপ সম্বন্ধ, অথবা সহজ কথায় উহাদের পরস্পরত্ব (এই পরস্পর উহাদের অতিরিক্ত পদার্থান্তর নহে, আবার মাত্র উহারাও নহে)। এই সম্বন্ধের নামই তাদাত্ম্য। এবং এই পরস্পরত্ব বা সমাজ হইল উহাদের সামান্য। সাধারণতঃ সামান্য বলিয়া যে অনুগত ধর্ম বা জাতি স্বীকার করা হয় তাহাও এক প্রকার পরস্পরত্ব বা সমাজ যাবদ্গোব্যক্তির এক প্রকার পরস্পরত্বই হইল গো-সামান্য, কারণ যাবদ্গোব্যক্তির গোত্ব বলিয়া পদার্থান্তর জাতি-স্বীকার করিলে সমবায়-রূপ এক প্রকার চর্নিরূপ্য সম্বন্ধ মানিতে হয়; আর অদ্বৈতীয় মত ইহাতে যাবৎ গোরুর অনুগত ধর্ম বলিলেও সেই ধর্মের অনুগতত্ব প্রথম হইতেই কিরূপে জ্ঞাত হয় ইহা বুঝা কঠিন, অথচ অনুগত একটা কিছু প্রথম হইতে জ্ঞাত হয় ইহাও অকাট্য অনুভব। সুতরাং এই গোত্বকেও যাবদ্গোর এক প্রকার সমাজ বা পরস্পরত্ব বলিতে হইবে। এই সমাজ বা পরস্পরত্বের নামই system.

যেখানেই কয়েকটা বিষয়ের ভিন্নত্ব-সত্ত্বেও একত্বপ্রতীতি হয় সেখানেই এই প্রকার পরস্পরত্ব আছে। তবে এই পরস্পরত্ব কম বেশী (differing in degree) হইতে পারে। অনুমিতিজ্ঞানেও কয়েকটা ভিন্নজ্ঞানের ভিন্নত্বানুভব-সত্ত্বেও একত্বপ্রতীতি হয়, অতএব এখানেও পরস্পরত্ব আছে। হেগেলীয়গণের মতে প্রতিজ্ঞানেই পরস্পরত্ব আছে, তবে অনুমিতিতে ইহা খুব বেশী প্রকট।

হেগেল এবং প্রকৃত হেগেলীয়গণ আরও একটা মজার কথা বলেন। তাঁহারাও প্রকৃত জ্ঞানকে (concrete knowledge) জ্ঞানাকার (form of knowledge) ও জ্ঞানবস্তু-(matter of knowledge) তে বিভক্ত করিয়া বলেন যে, জ্ঞানাকারাবচ্ছিন্ন জ্ঞানেও এই পরস্পরত্ব আছে; তাহা অপেক্ষা মজার কথা এই যে বিভিন্ন জ্ঞানাকারে একই পরস্পরত্ব কমবেশীভাবে প্রকট। কয়টা জ্ঞানাকার আছে, Aristotle-এর মত এই হেগেলীয়গণও পূর্ণোদ্যমে সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের Logicএ তাঁহারা Aristotleকে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা দেখাইয়াছেন কিরূপে একই পরস্পরত্ব এই বিভিন্ন জ্ঞানাকারে ক্রমে প্রকট হইয়াছে। অনুমিতিরূপ জ্ঞানাকারে ইহা অতিমাত্রায় প্রকট। তবে যে অনুমিত্যাকারকে syllogism বলা হয় তাহাই শেষ জ্ঞানাকার নহে। তাহার পরেও অনেক আকার আছে। তবে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশগুলিকে আমরা সাধারণতঃ অনুমিতি বলি না।

পাশ্চাত্ত্যদর্শনে প্রায়ই আকার (form) ও বস্তুর (matter) প্রভেদ করা হয়। এই প্রভেদের বিশেষত্ব এই যে, আকারকে প্রায়ই ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলা হয়, ভারতীয় দর্শনের মত বস্তুর স্বরূপ বলা হয় না। পাশ্চাত্ত্যদর্শনে বলা হয় যে, বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা পাই, কিন্তু আকার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে—উহা কেবলবুদ্ধিনির্মাণ (of pure reason)। সব পাশ্চাত্ত্যদার্শনিকই যে এই মত গ্রহণ করেন তাহা নহে। ইহা rationalistদের মত। তবে প্রতীচ্যে আকার ও বস্তুর এই বিজাতীয়ত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হেগেল এই মতটা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শুদ্ধবুদ্ধিনির্মাণ আকার-গুলিকে একটা নিয়মে (dialectic) সাজান যায়, যে নিয়মে পূর্বেরটা অপেক্ষা পরেরটাতে পরস্পরত্ব অধিকমাত্রায় প্রকট। ইহা অবশ্য নিজের খেয়ালে সাজান নহে, ইহা শুদ্ধবুদ্ধিরই (pure reason বা pure thought) স্বাভাবিক সাজাইবার প্রণালী, কারণ হেগেলের নিকট শুদ্ধবুদ্ধির অর্থই হইল এই পরস্পরত্বের বোধ। [একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, হেগেলের নিকট আকার ও বস্তু বিভিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্ন নহে। আকার ও বস্তুর ভিন্নত্ব-সত্ত্বেও অভিন্নত্বের বোধ হয়, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যেও এক প্রকার পরস্পরত্ব আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শুদ্ধবুদ্ধির অর্থই যদি পরস্পরত্বের বোধ হয় এবং আকার যদি শুদ্ধবুদ্ধিনির্মাণ হয় তবে আকার ও বস্তুর পরস্পরত্বও কি শুদ্ধবুদ্ধি-নির্মাণ? অর্থাৎ ইহাও কি আকারবিশেষ? হেগেল এই মত স্বীকার করেন। তাঁহার মতে, বিষয় চিরকালই জ্ঞানকে অপেক্ষা করে; স্বরূপে বস্তুর অস্তিত্বের অর্থই নাই, বস্তুপদের অর্থই হইল জ্ঞানপ্রকাশ্য, সুতরাং বস্তু মাত্রই

জ্ঞানপ্রকাশ্য হওয়ায় বস্তু ও আকারের পরস্পরত্ব শুদ্ধবুদ্ধিনির্মাণ হইতে বাধা কি? Thing is always the thing-as-thought—ইহাই হইল হেগেলীয় মত; thing-in-itself বলিয়া কিছুই নাই। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, হেগেলের নিকট thing হইল thought-এর a priori anticipation. এই কারণেই হেগেল প্রত্যক্ষকে thought-এরই কার্য বলিয়াছেন।]

যাহা হউক, হেগেলীয় মতে অনুমানমাত্রই এক প্রকার পরস্পরত্বের বোধ, অনুমান কখনও রৈখিক নহে, অর্থাৎ একটী জ্ঞান হইতে একান্তভিন্ন অন্য একটী জ্ঞানে গমন নহে। অনুমানে আমরা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে একান্তভিন্ন কোনও সাধ্যজ্ঞানে যাই না—ব্যাপ্তিজ্ঞানেই যে পরস্পরত্ব জানি অনুমানে সেই পরস্পরত্বই স্ফুটতরভাবে জানি। অতএব মিলের সিদ্ধ-সাধনত্ব-রূপ আপত্তির অবকাশই নাই।

হেগেলীয়গণ যেভাবে মিলের এই আপত্তির উত্তর দিয়াছেন তাহাতে কিন্তু সমস্ত logic-শাস্ত্রটীরই একান্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল logic কেন, হেগেলীয় এই মতবাদকে আদ্যোপান্তই নূতন দর্শন বলা যাইতে পারে। এই দর্শন বা এই logic-এর সহিত সাধারণ দর্শন বা সাধারণ logic-এর কেবল নামমাত্রের সাদৃশ্য। নাম বাদ দিলে ইহা একেবারে নূতন জিনিস। হেগেল স্বয়ং এই logic ও দর্শনের সূত্রপাত করেন। তৎপরে Lotze, Bradley, Bosanquet, Croce, Gentile-প্রমুখ পণ্ডিতগণ নানাদিক্ হইতে ইহার সমৃদ্ধিসাধন করেন। Bradley অবশ্য নিজের মতে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার Logic-এর নূতন সংস্করণে তিনি প্রায়ই নিজের নূতন কথাগুলি পরিত্যাগ করিয়া Bosanquet-এর মত গ্রহণ করিয়াছেন (তাঁহার Logic-এর Additional Notes দ্র°)। Croce ও Gentile-এর মতবাদ অনেকাংশে নূতন বলিয়া মনে হইলেও তাঁহারা যে হেগেলের স্বরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

হেগেলীয়গণের মতবাদ অতি দুর্বোধ। মিলের আপত্তির বিরুদ্ধে প্রথম উত্তর যেটী দেওয়া হইয়াছে তাহা কিন্তু অনেক সহজ। নৈয়ায়িকগণও অনেকটা এই উত্তর দিবেন। উত্তরটীর সারমর্ম হইতেছে এই যে, ধূম-বহ্নির ব্যাপ্তি-জ্ঞানে যদিও বহ্নিজ্ঞান হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই বহ্নিজ্ঞান অনুমানজ বহ্নিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। প্রথম বহ্নিজ্ঞানটী কেবলবহ্নিজ্ঞান বা ধূমব্যাপক বহ্নির জ্ঞান, কিন্তু দ্বিতীয় জ্ঞানটী পর্বতস্থ বহ্নির জ্ঞান বা পর্বতস্থ-ধূম ব্যাপক-বহ্নি-জ্ঞান; যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ধূমবহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান তো সর্ববহ্নিরই বহ্নিত্বাবচ্ছেদে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পর্বতবহ্নিজ্ঞানও তো হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে নৈয়ায়িক বলিবেন যে, পর্বতবহ্নিকে পূর্বে জানিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু পর্বতস্থ বলিয়া নহে। উহাকে জানিয়াছিলাম কেবল-বহ্নিত্বাবচ্ছেদে, এখন অনুমানের পর উহাকে জানিতেছি পর্বতস্থত্বাবচ্ছেদে। এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহাই হইল নৈয়ায়িকের মত।

মীমাংসক বা বেদান্তী কিন্তু এই মত গ্রহণ করিবেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা সামান্য-লক্ষণপ্রত্যক্ষ মানেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা একথাও মানেন না যে, অনুমানে পর্বতস্থত্বাবচ্ছেদে বহ্নি সাধ্য, তাঁহাদের মতে বহ্নিত্বাবচ্ছেদেই বহ্নি অনুমিতিজ্ঞানে সাধ্য। প্রথম কথাটী পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথায় প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে অনুভবের উপর। বেদান্তী বলেন—আমাদের অনুভবই হয় পর্বত প্রত্যক্ষ করিতেছি ও বহ্নি অনুমান করিতেছি। এই অনুভবের অপলাপ কিরূপে হইবে? [যে ক্ষেত্রে পক্ষ সন্নিহিত নহে সে ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য কথা] তাহা ছাড়া, জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হয় তখনই যখন অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়; সন্নিহিত পর্বতজ্ঞান-স্থলে তাহা হয়। কিন্তু তৎস্থ বহ্নির বেলায় তাহা হয় না। এই দ্বিতীয় যুক্তি মীমাংসা ও বেদান্তমতসম্মত হইলেও সকলে ইহা না মানিতে পারেন, কিন্তু পর্বত প্রত্যক্ষ করিতেছি ও বহ্নি অনুমান করিতেছি এই অনুভব তো সকলকে স্বীকার করিতে হইবে!

বেদান্তীর এই কথায় নৈয়ায়িক কিন্তু আপত্তি করেন। তিনি বলেন—(সন্নিহিত) পর্বতে বহ্নি আছে এই সমস্তটুকুই তো সাধ্য, ইহাই তো অনুমান করিতেছি বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সমস্তটুকুই তো একজ্ঞান। তবে একজ্ঞানের একটী অংশ প্রত্যক্ষ, অপর একটী অংশ পরোক্ষ ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? তাহা ছাড়া, ইহতে তো জাতিসাঙ্কর্য উপস্থিত হয়। নৈয়ায়িকের এই দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বেদান্তী বলেন যে, তাঁহারা নৈয়ায়িকের মত জাতি স্বীকার করেন না। সুতরাং নৈয়ায়িকের প্রথম আপত্তিই বিশেষ করিয়া আলোচনার যোগ্য।

নৈয়ায়িকের বক্তব্য এই যে, সমস্তটা যদি একজ্ঞান হয় তাহার অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সত্য কথা, প্রথমে পর্বতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন উহাকে মাত্র পর্বতাবচ্ছেদে জানিয়াছিলাম। এখন সাধ্যরূপে যে পর্বত জানিতেছি তাহাকে জানিতেছি বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছেদে—এই বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন পর্বত নৈয়ায়িকের মতে প্রথম পর্বত হইতে ভিন্ন অনুমিত। তদ্রূপ, প্রথমে ব্যাপ্তিজ্ঞানে যে বহ্নি জানিয়াছিলাম তাহা ব্যাপ্যত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি, এখন—তাহাকে পর্বতস্থত্বাবচ্ছেদে জানিতেছি।

পর্বত বহ্নিমান্—এই জ্ঞানটী যে একজ্ঞান ইহা বেদান্তীর সাধারণ মত। কোন কোন বেদান্তী হয় তো একথা মানেন না। বর্তমান নিবন্ধে এই সাধারণ মতেরই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন, নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে বেদান্তীর বক্তব্য এই যে, সমস্তটী একজ্ঞান হইলেও তাহা অংশতঃ বিভিন্নজাতীয় জ্ঞান হইতে বাধা কি? প্রশ্ন হইতে পারে, 'ঐ পর্বত বহ্নিমান্' এই একজ্ঞানটী নিজে কোন্ জাতীয় ইহা প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ? বেদান্তী উত্তর

দিবেন যে, এই সমস্ত জ্ঞানটাই বহ্নিপ্রকারক-জ্ঞানাংশে পরোক্ষ, (সন্নিহিত) পর্বতপ্রকারক-জ্ঞানাংশে প্রত্যক্ষ। আপত্তি হইতে পারে—একই জ্ঞানের দুই অংশ ভিন্নজাতীয় হওয়া যদি বা সম্ভব হয় তৎ তৎ অংশাবচ্ছেদে সমস্ত জ্ঞানটী একই কালে দুই জাতীয় কি প্রকারে হইতে পারে? বেদান্তী হয় তো এই প্রকার উত্তর দিবেন—ঐ পর্বত বহ্নিমান্ এই জ্ঞানের বিষয় পর্বত এবং বহ্নি। এখন পর্বতকে ধর্মী ও বহ্নিকে ধর্ম, অথবা বহ্নিকে ধর্মী ও পর্বতকে ধর্ম হিসাবে লওয়া যাইতে পারে। ধর্ম আবার ধর্মীর সহিত তদাত্ম (ভিন্নাভিন্ন)। সুতরাং পর্বতকে যখন ধর্মী-হিসাবে লওয়া হয় তখন 'ঐ পর্বত বহ্নিমান্'—এই জ্ঞানটী হয় প্রত্যক্ষ (কারণ ঐ পর্বতকে প্রত্যক্ষ করিতেছি), এবং যখন বহ্নিকে ধর্মী বলিয়া গ্রহণ করা হয় তখন ঐ সমস্ত জ্ঞানটী হয় পরোক্ষ (কারণ বহ্নিকে অনুমান করিতেছি বলিয়া সর্বজনসিদ্ধ অনুভব হয়)। সহজ কথায় বেদান্তী বলিবেন যে, যদি জ্ঞান হয় 'ঐ পর্বত বহ্নিযুক্ত' তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ, এবং যদি জ্ঞান হয় 'বহ্নি ঐ পর্বতে বর্তমান' তাহা হইলে এই জ্ঞান হয় পরোক্ষ। বেদান্তী ঠিক এই কথা বলিবেন কি না তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা না বলিলে তাঁহারা কি বলিতে পারেন?

নৈয়ায়িক যে বলেন — প্রথম দৃষ্ট পর্বত অনুমিত্যন্তর্গত পর্বত হইতে ভিন্ন, অথবা ব্যাপ্তিজ্ঞাত বহ্নি অনুমিত্যন্তর্গত বহ্নি হইতে ভিন্ন, বেদান্তী একথা মানিবেন না। বহ্নির কথা তো বেদান্তীর মতে পরিষ্কার—ব্যাপ্তিজ্ঞানে বহ্নিব্যক্তির জ্ঞানই হয় না, বেদান্তীর মতে ব্যাপ্তি ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব এই সামান্যদ্বয়ের (অনুগত-ধর্মদ্বয়ের) সাহচর্য, কোনও ব্যক্তিদ্বয়ের বা একজাতীয় যাবদ্ব্যক্তির সহিত অন্যজাতীয় যাবদ্ব্যক্তির সাহচর্য নহে। সুতরাং অনুমিত্যন্তর্গত বহ্নিকে নূতন বহ্নি বলিবার অবকাশই নাই। ইহা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি, না পর্বতস্থত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নি?—এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্তী বলিবেন যে, অন্য স্থলে এই দুই বহ্নি পদার্থতঃ ভিন্ন হইলেও অনুমানস্থলে ভিন্ন নহে। অথবা, যদি বা ভিন্ন বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে পর্বতস্থত্বাবচ্ছেদে বহ্নিজ্ঞান অথবা পর্বতস্থ বহ্নির জ্ঞান—ইহা হইল 'পর্বত বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের সংক্ষেপমাত্র। অর্থাৎ পর্বত বহ্নিমান্ এই বলিয়া কোনও একপদার্থ নাই, এখানে পদার্থ হইল পর্বত, বহ্নি ও উভয়ের সম্বন্ধ; সুতরাং পর্বত বহ্নিমান্ এই জ্ঞানের অংশ হইল (পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন) পর্বত, (বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন) বহ্নি ও উভয়ের বা যে কোনও একের তদাত্ম-সম্বন্ধের জ্ঞান—পর্বতস্থত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির জ্ঞান হইল 'পর্বত বহ্নিমান্' এই জ্ঞানেরই নামান্তর। একই যুক্তিদ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বহ্নিমত্বাবচ্ছিন্ন পর্বতের জ্ঞানও 'পর্বত বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের নামান্তর।

মিলের আপত্তির উত্তরে বেদান্তীর সহজ উত্তর হইল এই যে, অনুমিতিতে সিদ্ধসাধন হয় না, কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান-কালে সাধ্যবহ্নির জ্ঞান ছিল না, সেখানে কেবল ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের সাহচর্যের জ্ঞান ছিল। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কেবল ধূমত্ব ও বহ্নিত্বের সাহচর্য-জ্ঞান হইতে বহ্নিব্যক্তির অনুমান কি করিয়া হইবে? তাহা হইলে বেদান্তী বলিবেন যে, প্রথম হইতে ধূমত্ব ও বহ্নিত্বকে অনুগতধর্ম-রূপেই জানিয়াছিলাম এবং এই অনুগতত্বের বোধ থাকার ফলেই তদাশ্রয়ী ব্যক্তিজ্ঞানের অনুমান হইতে পারে। অনুমানের সম্ভাবনার জন্য যে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে ব্যক্তিসাহচর্যের জ্ঞান বলিতে হইবে ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমিতি নহে*—ইহা দেখাইবার প্রসঙ্গে অনেক কথার আলোচনা হইল। মিলের ও হেগেলের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান সাধ্যব্যক্তিজ্ঞানের প্রমাণ নহে—তাঁহাদের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, অনুমিতিস্থলে এই প্রত্যক্ষ-ব্যাপ্তিজ্ঞান অথবা তাহার স্মরণই করণ ও প্রথম কল্পে ব্যাপ্তিসংস্কার ও দ্বিতীয় কল্পে 'বহ্নি ব্যাপ্যধূমবান্ এই পর্বত' এই পরামর্শ হয় ব্যাপার।

প্রকৃত অনুমানে (concrete inference) যাহা ঘটে অনুমানাকারে (form of inference) তাহার ছায়া আছে, এই ধারণায় পরামর্শের এইরূপ অনুবাদ করা যায়—S as M is P (S হইল পক্ষ, M হইল হেতু, P হইল সাধ্য)। সমস্ত M-এতে P আছে ও S-এ M আছে, ইহা জানার পর M-যুক্ত S-এ P আছে এতাদৃশ পরামর্শ হয় কি না তাহা লইয়া পাশ্চাত্যগণের মধ্যেও মতভেদ আছে। হেগেলীয়গণ-ব্যতীত সাধারণতঃ আর কেহই এই মত গ্রহণ করেন না। এই সকল অ-হেগেলীয়-গণের মতে প্রথম দুইটী জ্ঞানের পরেই পক্ষে সাধ্য আছে বলিয়া চরমজ্ঞান হয়। হেগেলীয় Bradley ও Bosanquet কিন্তু পরামর্শ মানেন; Bradley অনেকটা নৈয়ায়িকদের মত বলেন, এই পরামর্শের পর S-এতে P আছে বলিয়া জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকদের সহিত প্রভেদ এই যে, পরামর্শের পর S-এতে P আছে বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকে Bradley অনুমানই বলেন না, ইহা এক প্রকার পুনরুক্তিমাত্র; তাঁহার মতে পরামর্শেই অনুমানের শেষ। Bosanquet তো এই অংশের প্রয়োজনই বোধ করেন নাই; উভয়েই S as M is P, অর্থাৎ M-যুক্ত S-এ P আছে এই জ্ঞানটীকেই প্রকৃত অনুমিতি বলেন। পরমর্শের পর অনুমিতি এই কথা না বলিয়া হেগেলীয়গণ পরামর্শকেই অনুমিতি বলেন। তাঁহাদের মতে, এই পরামর্শ সূক্ষ্ম অবস্থায় পূর্ব হইতেই ছিল, ইহার স্ফুট প্রকাশের নামই অনুমিতি।

পাশ্চাত্যে অনুমানাকারাবচ্ছিন্ন অনুমান (formal inference)-এর জন্য কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। প্রথম নিয়ম হইল, এই অনুমানে তিনটীর বেশী বিষয় (term) থাকিবে না—একটী পক্ষ, একটী লিঙ্গ ও একটী সাধ্য; এস্থলে অনুমানাকারকে হইতে হইবে এইরূপ—

* Johnson ও Stebbing এক প্রকারের প্রত্যক্ষ-ব্যাপ্তিজ্ঞান মানিয়াছেন। তদ্বিষয়ক আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাপ্তিলিঙ্গে সাধ্য আছে,	All M is P
পক্ষে লিঙ্গ আছে,	S is M
অতএব পক্ষে সাধ্য আছে	∴ S is P

আরও অনেকগুলি নিয়ম আছে। সেগুলির বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কেবল এই নিয়মটীর বিরুদ্ধেই অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রধান আপত্তি এই যে, এমন অনেক অনুমান আছে যেগুলিকে এই বাঁধাধরা আকারে সাজান যায় না—যেমন, ক খ-এর সমান, খ গ-এর সমান, অতএব ক গ-এর সমান; অথবা ক—খ অপেক্ষা বড়, খ—গ অপেক্ষা বড়, অতএব ক—গ অপেক্ষা বড়; অথবা চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, অতএব চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, এই যুক্তিগুলিকে অনুমানাকারে সাজাইতে গেলেই চারিটী term আসিয়া পড়ে—

একমাত্র আকার, অনুমানে ইহা প্রকটতর-মাত্র। অনুমানে কেবল তিনটী term থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই; যে-কোন সংখ্যক term থাকিতে পারে, স্ফুটতর পরম্পরত্ব থাকিলেই হইল।

অতি আধুনিক যুগে ইউরোপে নূতন এক logic-শাস্ত্র লইয়া অনেকেই আলোচনা করিতেছেন—উহার নাম mathematical logic, symbolic logic, algebra of logic বা logistic. উহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল অনেককাল আগেই। কিন্তু Russell ও Whitehead উহার সমধিক উন্নতি-বিধান করিয়া উহাকে এক বিরাট্ বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। এখন অনেকেই উহার আলোচনা করেন।

এই logic বিশেষ করিয়া জ্ঞানের আকার

বিক। আমাদের মন কখনই ঐরূপ সাজান চায় না, উহা এক প্রকার জোর করিয়া সাজান। জোর করিয়া না সাজাইলে কি কি বাক্যাকার পাওয়া যায় এই দার্শনিকগণ প্রথমে তাহা স্থির করেন।

তাহার পর তাঁহারা Aristotelian logic-এর আর একটী দোষ দেখান, যে দোষও তাঁহাদের মতে সাঙ্ঘাতিক। Aristotelian logicএ স্বীকৃত হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞানের মূলে আছে তিনটী শাশ্বত নিয়ম। (১) কোনও পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ক 'ক'-ই থাকিবে; (২) পরিবর্তন হইলে পূর্বাবস্থা ও নূতনাবস্থা এই—দুই-ই একই সময়ে ও একই স্থলে সত্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ক-এ যদি খ থাকে তাহা হইলে একই সময়ে ও একই স্থলে উহাতে খ-বিরুদ্ধত্ব থাকিতে পারে না; (৩) খ ও খ-

খ-এ গ-সমানত্ব আছে	খ এ গ অপেক্ষা বড়ত্ব আছে	পৃথিবীতে সূর্য-প্রদক্ষিণত্ব আছে
ক এ খ-সমানত্ব আছে	ক-এ খ অপেক্ষা বড়ত্ব আছে	চন্দ্রে পৃথিবী-প্রদক্ষিণত্ব আছে
∴ ক-এ গ-সমানত্ব আছে	∴ ক এ গ অপেক্ষা বড়ত্ব আছে	∴ চন্দ্রে সূর্য-প্রদক্ষিণত্ব আছে

প্রথম অনুমানে চারিটী term আছে, খ—গ-সমানত্ব, ক-ও খ-সমানত্ব। তদ্রূপ প্রতি অনুমানটীতেই চারিটী করিয়া term আছে। অতএব আইনতঃ এই অনুমানগুলি ভুল, অথচ কেহই ইহাদিগকে ভুল বলিবেন না। এই জন্যই আজকাল বলা হয় যে, যে অনুমানাকার প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা অগ্রাহ্য। তাহার পরিবর্তে কি আকার ও নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে ইহা লইয়া Jevons প্রভৃতি logic-শাস্ত্রবিদ্‌গণ অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। হেগেলীয়গণ এই কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনই বোধ করেন নাই; কারণ, তাঁহাদের মতে অনুমানাকার (form of inference) ও অনুমানবস্তুকে (matter of inference) এইভাবে বিচ্ছিন্ন করাই অসঙ্গত। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের মতে একটী-মাত্র অনুমানাকার আছে, তাহাই হইল পরম্পরত্ব বা system. ইহা সর্বজ্ঞানেরই

(form) লইয়াই ব্যস্ত। তবে প্রাচীন Aristotelian logic-এ যে যে আকার স্বীকৃত হইয়াছে এই logicএ তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী আকার স্বীকৃত হইয়াছে। অনেক Aristotelian আকার আবার এই সব আকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। Aristotelian logicএ সর্ববাক্যকেই ধর্মি-ধর্ম আকারে সাজান হয়—অর্থাৎ, মানিয়া লওয়া হয় যে, সর্ববাক্যেরই উদ্দেশ্য হইল ধর্মী ও বিধেয় ধর্ম—সর্ববাক্যেরই আকার হইল ক-রূপ ধর্মীতে খ-রূপ ধর্ম আছে। Mathematical logicianগণ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা মাত্র এক প্রকার আকার, ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রকার আকার আছে। ক—খ অপেক্ষা বড়, এই বাক্যকে 'ক-এ খ অপেক্ষা বড়ত্ব আছে' এইরূপে সাজান, অথবা ক ভাত খাইতেছে—ইহাকে 'ক-এ ভাত-খাওয়া-রূপ কাজ আছে' এইরূপ বলা অন্যায় ও অস্বাভা-

বিরুদ্ধ ধর্ম ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটী ক-এ থাকিবেই। এই তিনটী শাশ্বত নিয়মের নাম যথাক্রমে Law of Identity, Law of Contradiction এবং Law of Excluded Middle. Aristotelian logic-এ সর্বজ্ঞানেই এই তিনটী নিয়ম অপেক্ষিত এবং শেষ পর্যন্ত এই তিনটীই অনুমানাকারাবচ্ছিন্ন অনুমানের প্রামাণ্য-নিরূপক। এখন mathematical logicianগণ বলেন যে, এই তিনটী নিয়মের শাশ্বতত্ব নাই। তাহার পর তাঁহারা দেখাইয়াছেন কি করিয়া এই নিয়মাবলীর সাহায্যে তাঁহাদের স্বীকৃত বাক্যাকারগুলিকে মিশ্রিত (combined) করা যায়। একাধিক নানাভাবে মিশ্রণের ফলে নূতন বাক্যোন্তরের নামই অনুমান। সুতরাং কত প্রকার অনুমানা-কার আছে ইহাও দেখান যাইতে পারে, এবং তাঁহারা ইহা দেখাইয়াছেন।

Aristotelian logic অপেক্ষা এই logic-এর প্রসার (scope)

অনেক বেশী। Aristotelian logic ইহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ এই mathematical logicianগণ দেখাইয়াছেন যে Aristotle-স্বীকৃত যাবতীয় বাক্যাকার ও অনুমানাকার তাঁহাদের স্বীকৃত বাক্যাকার ও অনুমানাকার হইতে আপনিই আসিয়া পড়ে।

এখন, Aristotle-স্বীকৃত বাক্যাকার ও অনুমানাকারগুলির পক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, এগুলি সৎ-জগতেই প্রাপ্তব্য, অর্থাৎ ইহারা—সদ্‌দ্রব্যে সমবেত হইয়া সৎপদার্থ (existent)। Mathematical logicএর বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই শাস্ত্রে বাক্যবস্তু (matter of judgement) ও অনুমানবস্তু (matter of inference) হইতে আকারগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই আকারগুলির কত রকম কাল্পনিক মিশ্রণ হইতে পারে তাহাই দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ এই শাস্ত্রস্থ বাক্যাকার ও অনুমানাকারগুলি কাল্পনিক ও কেবলসম্ভব (merely possible), সৎ-সমবেত হইয়া সৎ (existent) নহে। অর্থাৎ Aristotelian logic পদার্থ (truths) বিচার করিতেছে, mathematical logic তাহা করে না। অতএব ঐ logic দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ হইতে পারে না—ইহাই হইল আপত্তি।

Mathematical logicianগণ অবশ্য এই কথায় দমিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন যে, সৎ-এর এমন কোন বিশেষত্ব নাই যে দর্শনশাস্ত্র কেবল সৎ-এরই অনুসন্ধান করিবে ; এমন কোনও নিয়ম নাই যে দর্শনশাস্ত্র যে যে পদার্থ স্বীকার করিবে তাহারা হয় স্বরূপে সৎ, না হয় সমবেত হইয়া সৎ। তাঁহারা বলেন, দর্শনশাস্ত্র যাবৎ-সম্বন্ধ পদার্থ স্বীকারে বাধ্য। সৎ-এর স্বরূপ হইল যাহা সমর্থপ্রবৃত্তিজনক, অথবা যাহা সম্ভব হইয়া অন্যান্য সম্ভব পদার্থের সহিত কার্য-কারণাদি সম্পর্কে সম্পর্কিত : অর্থাৎ সৎ-ও এক প্রকার সম্ভব পদার্থ। উহা কেবল বৈজ্ঞানিকদের আলোচ্য বিষয়। দার্শনিকগণ সদসদ্বিলক্ষণ (subsistent) মাত্র সম্ভব পদার্থেরই আলোচনা করিবেন। সুতরাং mathematical logicএ যে যাবৎ সম্ভব আকারের আলোচনা হইয়াছে ইহা মোটেই অদার্শনিক নহে।

Mathematical logicianদের এই মত একেবারে নূতন। অতি প্রাচীন কালে Plato এই কথার সূচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর ভূভারতে কেহই এই অদ্ভুত কথা বলেন নাই। এই মত শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হইতে পারে কি না, তাহা দেখান নিষ্প্রয়োজন।

আর দুই একটী বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন হইবে। একটী বিষয় হইল—কিরূপে ব্যাপ্তি নিরূপিত হয় ; এই বিষয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ ইহা লইয়া ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্যদর্শনে অনেক মতভেদ আছে। ভারতীয় মতে সকলেই বলেন যে, সহচারদর্শন ও ব্যভিচার-অদর্শনের ফলেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। কিন্তু কাহাদের সহচারদর্শন ও ব্যভিচার-অদর্শন ?—ইহা লইয়াই মতভেদ—সাধন ও সাধ্যের, না সাধ্যাভাবের ও সাধনাভাবের, না উভয়েরই ?

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, সাধারণতঃ উভয়েরই সহচারদর্শন ও ব্যভিচারাদর্শন আবশ্যক। সাধন ও সাধ্যের সহচারদর্শনাদির পর বা সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচারদর্শনাদি হয় তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনেক দৃঢ়ীকৃত হয়, নচেৎ পূর্বব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। তবে এমন স্থল যদি থাকে যেখানে সাধ্যাভাব বা সাধনাভাবের কথাই উঠিতে পারে না, তাহা হইলে সেখানে কেবল সাধন ও সাধ্যের সহচারদর্শন ও ব্যভিচারাদর্শন করিলেই চলিবে। যেমন জ্ঞেয় ও অভিধেয়ের ব্যাপ্তি-গ্রহস্থলে অনভিধেয় ও অজ্ঞেয়ের সহচারাদি দর্শনের কোনও কথা নাই, কারণ জগৎ-প্রপঞ্চে অনভিধেয় বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আবার এমন স্থলও আছে যেখানে সাধন ও সাধ্যের সহচারদর্শনের কথাই উঠিতে পারে না—সেখানে কেবল সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচার দর্শন করিতে হইবে। যেমন, যদি কেহ অনুমান করিতে চাহেন—পৃথিবী পৃথিবীতর পদার্থ (জলাদি) হইতে ভিন্ন, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধ আছে তাহা হইলে তিনি এই ব্যাপ্তি ব্যবহার করিতে পারেন না, যে যে পদার্থ গন্ধযুক্ত তাহারা পৃথিবীতর-ভিন্ন ; কারণ গন্ধযুক্ত পদার্থ একটীই আছে—ইহা পৃথিবী। পক্ষ যখন একাধিক নহে তখন 'সাধন ও সাধ্যের সহচার' এই কথার অর্থই নাই। অতএব এখানে যে সহচার দর্শন করিতে হইবে তাহা ব্যতিরেকমুখী, যথা যে যে পদার্থ পৃথিবীতরভিন্ন নহে তাহারা গন্ধযুক্ত নহে। তাহার পর 'পৃথিবী গন্ধযুক্ত' এই জ্ঞান হইলে অনুমান করিতে পারা যায় যে, পৃথিবী পৃথিবীতর পদার্থ হইতে ভিন্ন। এই প্রকার অনুমানকে কেবলব্যতিরেকী বলা হয়।

অনেকে হয় তো আপত্তি করিতে পারেন যে, পৃথিবী পৃথিবীতর পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা অনুমানই নহে। ইহা তো এক প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান। কারণ ক ক-ভিন্ন পদার্থ হইতে ভিন্ন ইহা কি আবার কোনও অনুমান-দ্বারা জানিতে হয়? ইহার উত্তরে কিন্তু যাবতীয় ভারতীয় দার্শনিক বলিবেন — হাঁ, ইহা পরোক্ষজ্ঞানই ; কারণ কোন নির্দিষ্ট বস্তু বস্ত্বন্তর হইতে ভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা অনুপলব্ধিজন্যও নহে। আর পাশ্চাত্ত্যগণ যদি বলেন যে, ইহা এক প্রকার a priori জ্ঞান, যাহাকে ইংরেজীতে law of contradiction বলে, তাহা হইলে ভারতীয়গণ বলেন law of contradiction এক প্রকার ব্যাপ্তি, সুতরাং উহা কোনও নির্দিষ্ট-পক্ষবিষয়ক জ্ঞান নহে। নির্দিষ্টপক্ষবিষয়ে এই প্রকার জ্ঞান পাইতে হইলে law of contradiction-রূপ ব্যাপ্তি হইতেই তাহা অনুমান করিতে হয়, এবং এই law কোনও a priori ব্যাপ্তি নহে, কারণ a priori বলিয়া কিছুই ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, কোনও পদার্থের পূর্ণ লক্ষণ (definition) নির্দেশ করিতে হইলে তাহাকে অনেক সময় ইতরভিন্ন বলিলেই চলে ; সেই স্থলে ব্যতিরেকী-অনুমান

দ্বারাই তাহার ইতরভিন্নত্ব জানিতে হয়।

যাহা হউক, মাত্র সাধন ও সাধ্যের সহচারাদি-দর্শনরূপ ব্যাপ্তিজন্য যে অনুমান তাহাকে বলে কেবলান্বয়ী অনুমান, মাত্র সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচারাদি-ব্যাপ্তিদর্শনজন্য অনুমানকে বলে কেবলব্যতিরেকী অনুমান, এবং যে অনুমানে এই উভয় প্রকার ব্যাপ্তিই কারণ তাহাকে বলে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান।

নৈয়ায়িকের এই ত্রিবিধ অনুমানের বিরুদ্ধে মীমাংসক ও অদ্বৈতিগণ বলেন যে, সর্ব অনুমানই কেবলান্বয়ী। কেবলান্বয়ীর দ্বারা একথা বুঝিলে চলিবে না যে, এখানে সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের অবকাশই নাই। তাঁহারা এই কথাই বলেন যে, সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচারাদি-দর্শনজন্য কোনও অনুমান হয় না। তাঁহাদের কথা এই যে, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিদ্বারা যে, পরোক্ষজ্ঞান পাওয়া যায় তাহা অনুমানই নহে, তাহা অর্থাপত্তি নামক এক নূতন প্রমাণের অন্তর্গত। এই কথার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। সাধ্যের অভাবের সহিত সাধনের অভাবের ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে তাহা হইতে সাধনের অস্তিত্বের সহিত সাধ্যের অস্তিত্বের কোনও সম্পর্ক জানা যায় না। যেখানে যেখানে ক নাই সেখানে সেখানে খ নাই; ইহা হইতে যেখানে যেখানে খ থাকিবে সেখানে সেখানে ক থাকিবে, কি না থাকিবে, কখন থাকিবে কখন থাকিবে না, ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। অতএব ভাববিষয়ক অনুমিতিতে সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচারাদি-দর্শনের কোনই প্রয়োজকত্ব নাই। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানও এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইল।

নৈয়ায়িকের কেবলান্বয়ীর বিরুদ্ধে অদ্বৈতিগণ বলেন যে, সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের অবকাশই নাই একথা সত্য নহে, কারণ ব্রহ্মে জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্ব উভয়েরই অভাব আছে। কেবলব্যতিরেকীর বিরুদ্ধে তাঁহারা যে আপত্তি করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের আর একটী আপত্তি এই যে, সেখানে অনুমান করিতেছি বলিয়া বোধই হয় না, বোধ হয়—অমুক না থাকিলে অমুকের উপপত্তি হয় না, অতএব অমুকের 'কল্পনা' করিতেছি।

নৈয়ায়িকগণ অবশ্য উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, অদ্বৈতী কেবলান্বয়ীর বিরুদ্ধে যে আপত্তি করিয়াছেন তদ্দ্বারা নৈয়ায়িকের কেবলান্বয়ী নিরস্ত হয় না। কারণ, অদ্বৈতী যখন বলেন, সর্ব ধর্মই ব্রহ্মব্যাবৃত্ত তখন এই কথাটা কি কেবলান্বয়মুখী ব্যাপ্তি নহে? —এমন কোনও ধর্ম কি আছে যাহা ব্রহ্ম-ব্যাবৃত্ত নহে? কেবলব্যতিরেকীর বিরুদ্ধে যে আপত্তি তাহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন—যদি মীমাংসকের বোধ হয়, 'অনুমান করিতেছি না, কল্পনা করিতেছি', তাহা হইলে ভিন্ন কথা। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, 'কল্পনা করিতেছি' ও 'অনুমান করিতেছি' এই দুই-এর মধ্যে বোধগত কোনও প্রভেদ নাই; যে প্রভেদ আছে তাহা মাত্র ভাষাগত। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে যেখানে ক নাই সেই সেই স্থলে খ নাই, ইহা হইতে আমরা অনায়াসেই পাইতে পারি 'যেখানে যেখানে খ আছে সেই সেই স্থানে ক আছে'। কারণ, যেখানে যেখানে ক নাই সেই সেই স্থানে খ নাই, ইহার অর্থই হইল এমন কোনও স্থল নাই যেখানে ক-এর অভাবের সহিত খ-এর অস্তিত্ব আছে, এবং ইহার অর্থ আবার হইল যে, এমন কোনও স্থল নাই যেখানে খ-এর অস্তিত্বের সহিত ক-এর অভাব আছে, এবং এই শেষ বাক্যের অর্থ হইল যে, যেখানে যেখানে খ আছে সেই সেই স্থানে ক থাকিবেই। তাহা হইলেই তো সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের ব্যাপ্তি হইতে সাধন ও সাধ্যের ব্যাপ্তি পাওয়া গেল।

কিন্তু নৈয়ায়িকের এই দুই উত্তরেরও প্রত্যুত্তর আছে। কেবলান্বয়ীর সমর্থনে নৈয়ায়িক যে কথা বলিয়াছেন তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সর্ব ধর্ম ব্রহ্মব্যাবৃত্ত হইলেও সর্ব পদার্থ ব্রহ্মব্যাবৃত্ত নহে—সুতরাং সাধ্যের বিপক্ষ রহিয়াছে। কেবল-ব্যতিরেকীর সমর্থনে নৈয়ায়িকের বক্তব্যের উত্তর এই যে, মানিয়া লইলাম, সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের সহচারাদির দর্শন হইতে সাধন ও সাধ্যের সহচারাদির জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা হইলে কি একথা মানা হইল না যে, হেতুর অন্য আশ্রয়ও আছে? অথচ নৈয়ায়িকের কেবলব্যতিরেকী মানিবার একমাত্র যুক্তি এই যে, হেতুর অন্য আশ্রয় নাই। আচার্য উদয়ন অবশ্য এই আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—হাঁ, গন্ধবত্তারূপ হেতুর অন্য আশ্রয় আছে, যথা ঘট-পটাদি; কিন্তু ইহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ ঘট-পটাদিকে যখন হেতুর আশ্রয় বলিয়াছি তখন ঘটত্বপটত্বাদি—অবচ্ছিন্ন ঘটপটাদিকে বুঝিয়াছি, পৃথিবীত্বাবচ্ছিন্ন ঘট-পটাদি তো বুঝি নাই। গন্ধবত্তাহেতুদ্বারা ঘটত্বপটত্বা-বচ্ছিন্ন ঘট-পট পৃথিবীতরভিন্ন অনুমান করিয়া পশ্চাৎ পৃথিবীত্বাবচ্ছিন্ন ঘট-পট পৃথিবী-তরভিন্ন বলিয়া অনুমান করি। উদয়নাচার্যের এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিন্তু মীমাংসক বলিতে পারেন যে, সাধ্যাভাব ও সাধনাভাবের ব্যাপ্তি হইতে যখন সাধন ও সাধ্যের ব্যাপ্তি পাওয়া গিয়াছে তখন প্রথমটীকে অনুমিতির কারণ না বলিয়া দ্বিতীয়টীকেই কারণ বলা উচিত। তাহা হইলেই তো কেবলব্যতিরেকী অনুমান অস্বীকার করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টীর প্রাপ্তি কি জাতীয় জ্ঞান? ইহা যে পরোক্ষ তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাকে অনুমান বলিলে অনবস্থা অনিবার্য। কারণ, ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে অন্বয়ব্যাপ্তি না পাইলে যদি অনুমানই সম্ভব না হয় তাহা হইলে প্রথম ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে গন্ধবত্তা ও পৃথিবীতরভিন্নত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ পাইতে হইলে আর একটী অন্বয়ব্যাপ্তি পাইতে হইবে, এবং ইহাকে ঐ প্রথম ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে পাইতে হইলে তৎপূর্বে আরও একটী অন্বয়ব্যাপ্তি পাইতে হইবে, ইত্যাদি। অতএব ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে ভাববিষয়ক জ্ঞান-প্রাপ্তিই এক নূতন প্রমাণজন্য স্বীকার না করিয়া উপায় কি? এই নূতন প্রমাণের নামই অর্থাপত্তি।

অনুমানকে ভারতীয়গণ পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট এই তিন শ্রেণীতে ভাগ

করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও মতভেদ নাই। ['অনুমান' ভারতীয় মত নিবন্ধে তাহার যথাযথ আলোচনা করা হইয়াছে।]

অনুমানের প্রামাণ্য আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি করিয়া জানা যায়, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। পাশ্চাত্ত্যগণ সাধারণতঃ অনুমানের প্রামাণ্য মানেন না, অর্থাৎ তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যে, অনুমানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয়। ভারতীয়গণের মধ্যে চার্বাকমতাবলম্বিগণও অনুমানের প্রামাণ্য মানেন না। এই পাশ্চাত্ত্যগণের ও চার্বাকমতাবলম্বিগণের প্রধান বক্তব্য এই যে, কয়েক বার ধূম ও বহ্নির সাহচর্যাদি দর্শনের পর তাহা হইতে প্রকৃতই, বা চিরকালই এবং সর্বস্থলেই ইহাদের সাহচর্য থাকিবে, ইহা নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব, কারণ ভিন্নদেশে ও ভিন্নকালে কি হইবে হইবে তাহা অসর্বজ্ঞ মানুষ কি জোর করিয়া বলিতে পারে ? —বড় জোর বলা যাইতে পারে যে, এই প্রকার হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

অনুমানের প্রামাণ্যবাদিগণ দুইভাবে এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এক দল বলেন যে, সর্বজ্ঞান উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রামাণিক বলিয়াই উৎপন্ন হয় এবং প্রামাণিক বলিয়াই গৃহীতও হয়, পরে ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহা পরিত্যক্ত হয়। এই মতের নাম স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ। অপর দল এই স্বতঃপ্রামাণ্য না মানিয়াও অনুমানের প্রামাণ্য উপপাদন করেন। তাঁহারা বলেন যে, কোনও জ্ঞান যে প্রামাণিক তাহা সেই জ্ঞানের সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বদ্বারা অনুমিত হয়, অথবা তদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে বলিয়া গৃহীত হয়। এখন অনুমানের প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রামাণ্যের উপর, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান যে প্রামাণিক তাহা ব্যবহারদ্বারাই সপ্রমাণ হয়; কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বে আমাদের বিশ্বাস আছে বলিয়াই ব্যবহার সম্ভব হয়, নচেৎ সর্বব্যবহারের উচ্ছেদ হইবে। আর তাহা ছাড়া যাঁহারা অনুমানে প্রামাণ্য অস্বীকার করেন তাঁহারা তো অনুমানের সাহায্যেই এই প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াই তো তাঁহাদিগকে অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে হয়।

চার্বাকগণ কিন্তু এত সহজে দমিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, প্রামাণিক ব্যাপ্তিজ্ঞান পাইতে হইলে ব্যাপ্তিকে নিরুপাধিক হইতে হইবে, অর্থাৎ ব্যভিচারের আশঙ্কাও যে দূর করিতে হইবে ইহা তো নৈয়ায়িকেরও স্বীকৃত, কিন্তু উপাধিনিরাস বা ব্যভিচারাশঙ্কা দূরীকরণ তো অনুমানের দ্বারাই সম্ভব; সুতরাং অনবস্থা বা অন্যোন্যাশ্রয় আসিয়া পড়িল।

নৈয়ায়িকগণ কিন্তু উত্তর দিবেন যে, উপাধির কথা উঠিলে তো তাহার নিরাস করিতে হইবে, অথবা ব্যভিচারের সঙ্গত আশঙ্কা হইলে তো তবে তাহার দূরীকরণ প্রয়োজন। যেখানে ইহার কথাই নাই সেখানে তো অনুমান প্রামাণিক। আর যখন ইহাদের কথা ওঠে তখন যে অনুমানদ্বারাই তাহাদের নিরাস করা হয় তাহাতে অপ্রামাণিক অনবস্থা তো কিছু নাই। অনবস্থা হয় বটে, কিন্তু তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিক অনবস্থা। অভিপ্রায় এই যে, উপাধি বা ব্যভিচারের আশঙ্কা যে তর্করূপ অনুমানের দ্বারা দূর করি তাহাতে তো অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকৃত হয়।

ইহার উত্তরে হয় তো চার্বাকগণ দুইটী জিনিসে প্রভেদ করিবেন। আমরা ব্যাঘাত পর্যন্ত জ্ঞানকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করি—ইহা ব্যবহারদ্বারা সপ্রমাণ হয় সত্য, কিন্তু এই জ্ঞানে সর্বদাই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়। দর্শনশাস্ত্রে আমরা যে জ্ঞান চাই তাহাতে ব্যাঘাতের সম্ভাবনাই নাই। এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান তো অনুমানদ্বারা পাওয়া যায় না।

নৈয়ায়িক বলিবেন যে, এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হয়ই না। ইহার অভাবে প্রথম প্রকার জ্ঞানের ব্যভিচারের সম্ভাবনা সর্বদাই আছে একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তাহা হইল অকারণ আশঙ্কা (empty doubt)।

ইহার উত্তরে চার্বাকগণ কি বলিবেন তাহা জানা না গেলেও পাশ্চাত্ত্যগণ অনেকেই বলেন যে, এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আছে। ভারতীয় দর্শনে শঙ্করাচার্যও ইহা মানিয়াছেন —তিনি বলেন, 'আমার জ্ঞান হইতেছে' এই জ্ঞানের ব্যভিচারের আশঙ্কাই নাই, অর্থাৎ জ্ঞানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দার্শনিকগণের অনেকেই এবং আধুনিক যুগের Descartesও এই কথা বলিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ হয় তো উত্তর দিবেন যে, এই একটী জ্ঞান ছাড়া এই প্রকারের আর কোনও জ্ঞান নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যগণ বলেন — এই প্রকারের অনেক জ্ঞান আছে। দুইটী সরলরেখাদ্বারা কোনও সীমাবদ্ধ চিত্র (closed figure) অঙ্কিত করা যায় না, সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টিদ্বয় পরস্পর সমান হয়, দুই বিরুদ্ধ ধর্ম একই সময় এবং একই স্থলে একই ধর্মীতে থাকিতে পারে না—এই সমস্ত জ্ঞানের কি ব্যভিচারাশঙ্কা আছে ? পাশ্চাত্ত্যগণ এই প্রকার জ্ঞানের নাম দিয়াছেন a priori knowledge ; তাঁহারা এই প্রকার জ্ঞানের চর্চাকেই দর্শন বলেন। অবশ্য সকল পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকই যে এই কথা বলেন তাহা নহে। Empiricistগণ বলেন যে, a priori জ্ঞানও ইন্দ্রিয়লব্ধ ; অনেকবার একই সম্পর্ক দেখার ফলে জ্ঞানটী মনে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গিয়াছে এই পর্যন্ত, ব্যভিচারাশঙ্কা যে একেবারেই নাই তাহা নহে। Rationalistগণ বলেন যে, a priori জ্ঞানের ব্যভিচারাশঙ্কা একেবারেই নাই। তাঁহাদিগের মতে এই ব্যভিচারাশঙ্কা আদৌ ইন্দ্রিয়লব্ধ নহে।

যাহা হউক, এই rationalistগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক অনুমানের কেবল ব্যবহারিক প্রামাণ্য মানেন। তবে তাঁহারা যে পরোক্ষজ্ঞান মানেন না তাহা নহে, a priori জ্ঞানমূলক পরোক্ষজ্ঞান তাঁহারা স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে দর্শনশাস্ত্র হইল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ a priori জ্ঞান।

[B. Bosanquet : Essentials of Logic, Lond, 1895 ; R. H. Lotze : Outlines of Logic, Boston, 1892 ; System der Philosophie, Leipzig, 1880-84 ; B. Croce : Articles in Encyclopaedia of Philosophical Sciences ; Descartes : Works, tr. by E. S. Haldane ও G. R. T. Ross, i, Camb. 1911 ; R. Adamson : A Short. Hist. of Logic, Lond. 1911 ; J. S. Mill : System of Logic, Lond. 1872 ; C. W. F. Hegel : Logic, Oxf. 1894 ; W. S. Jevons : Studies in Deductive Logic, Lond. 1880 ; Do. : Principles of Science, Lond. 1874 ; A. N. Whitehead : Principia Mathematica, i. Camb. 1910-13 ; F.H. Bradley: Principles of Logic, Lond. 1813 ; এবং 'অনুমান' ভারতীয় মত অংশের গ্রন্থপঞ্জী।]

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য

অনুমানবাক্য—[ন্যায়শা° ; অনুমান্‌₂ দ্র°]

অনুমানল — [প্রা° বা°] অনুমান করিল। 'গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল, রাই চললি অভিসার' —প-ক° ৯৮৯. ৭। ~লুঁ —অনুমান করিলাম। 'মত্ত মাতঙ্গ গমন অনুমানলুঁ দরদর আকুল পরানী'—অপ্র-প' ৪০৭. ৬ ; 'যো হাম হেরলুঁ তেঁ অনুমানলুঁ ভাগে জিবয়ে বর-নারী'—প-ক° ১৯১৯. ২।

অনুমানপঞ্‌হ—পালি 'মিলিন্দপঞ্‌হ' গ্রন্থের একটী বিশেষ অধ্যায় (মিলিন্দ' ৩২৯-৪৭)। ইহাতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এবং তাঁহার সহিত যে সমুদয় কাহিনী সংশ্লিষ্ট ও তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম্মনগরের পরিচয়, উহার অবস্থান ও নাগরিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে এই অধ্যায় রচিত হইয়াছিল উহার সময়ও ইহাতে বিশেষভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে॥ MDPP॥

অনুমানবাধিত—[জৈনশা°] হেত্বাবয়ব-বিশেষ (হেত্বাবয়ব বলিতে যে বাক্যের উপর অনুমান বা সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তাহাই বুঝায়)। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত তর্কদ্বারা নিরাকরণীয়। যেমন, তৃণ প্রভৃতি এক জন প্রস্তুত করিয়াছেন, কারণ সেগুলি যে কাহারও কার্যের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার নহে। কিন্তু ইহা তর্কের দ্বারা নিরাকরণীয় ; তৃণ প্রভৃতি কাহারও দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই, কারণ উহা কোন জীবদ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। যে কোন জিনিসের নির্মাতা কোনও জীব-বিশেষ নহে, তাহা কোন জীববিশেষের সৃষ্ট নহে এবং জীববিশেষ তাহা সৃষ্টি করিতে পারে না (অর্থাৎ উহার কোন নির্মাতা নাই)।—JD, 18.

অনুমানসুত্ত—পালিপিটকের সুত্তবি°। ভগ্‌গরাজ্যের অন্তর্গত ভেসকলাবণের সুংসুমারগিরিতে মহামোগ্‌গল্লান এই সুত্ত প্রচার করেন। ইহাতে আত্মপরীক্ষাদ্বারা ভিক্ষুগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সুত্তে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ সুত্তে কোথাও বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত হয় নাই। বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন—এই সুত্ত 'ভিক্খুপাতি-মোক্খ' নামে পোরাণার নিকট পরিচিত ছিল এবং ইহাতে উল্লিখিত আত্মপরীক্ষা প্রত্যহ তিনবার করিবার বিধি ছিল। অসদ্মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভিক্ষুদের কথা ইহাতে প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। — ম'জ্ঝি° ১. ৯৫-১০০ ; মজ্ঝি-অথ° ১. ২৯৪॥ MDPP॥

অনুমানি,-য়ে— [প্রা° বা°] অনুমান করি, বোধ করি। 'তৈখনে দেখলুঁ সমাধল সিনান চলব করত অনুমানি'—অপ্র-প° ৩. ১২ ; 'তেজত পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে রহত তোহারি আশোয়াসে।' — প-ক° ৯৭. ২।

অনুমানোক্তি — স্ত্রী°, অনুমানসিদ্ধ বাক্য, কার্যকারণ-দর্শনে চিন্তালব্ধ ফল, তর্ক, উহ॥ হলা° শব্দ° ॥

অনুমাপক—[অনু+√মাপি+ণ্বুল্‌ — ক ; স্ত্রী— -পিকা] বিণ, যে অনুমান করায়, যে প্রমাণ করায়, অনুমানের হেতুভূত, অনুমান-জনক।

অনুমার্গ—অব্য, পথকে অতিক্রম না করিয়া, মার্গানুরূপ, পথিমধ্যে। 'অনুমার্গাগতয়া'—কাদ° ১০০, জাতক° ২৫ ; আপ্‌° শ্বি° ॥

অনুমাষ — অব্য, ১ মুগের সমান। ২ মাষকলায়ের ন্যায় বা মধ্যে। তু° অনুতিল॥ আপ্‌° গোল্ড°॥

অনুমাস —অব্য, প্রতিমাসে, মাসে মাসে। 'রাজা দ্বিজানামনুমাসভিন্নঃ পূর্ণাং তনূকৃত্য তনুং তপোভিঃ'—নৈষধ° ৮. ৩৭॥ শ্বি°॥

অনুমিত— [অনু+√মা+ক্ত—কর্ম] ১ হেতুদ্বারা অবধারিত, বিবেচিত। ২ যে বিষয়ের অনুমান করা হইয়াছে, যাহা অনুমান করা হইয়াছে, কৃতানুমান, বিতর্কিত। 'রাজলক্ষ্মীং তেজোবিশেষানুমিতাং দধানঃ'—রঘু° ২.৭ ; 'অনুমিতোঽপি চ বাষ্পনিরীক্ষণাৎ' —নৈষধ' ৪. ১৮।

অনুমিতি— [ন্যায়-শা°। অনু+√মা +ক্তিন্‌] স্ত্রী°, অনুমান, ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা লব্ধ জ্ঞান। কোন কিছুর সাহায্যে বা তদবলম্বনে যে তদতিরিক্ত কোন কিছুর নির্ধারণ হয় তাহারই নাম অনুমিতি। মোট কথা, অনুমান প্রমাণের সাহায্যে যে জ্ঞান হয় তাহাই অনুমিতি-জ্ঞান। পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষের পরবর্তী অজ্ঞাত সাধ্যের নিশ্চয়। কোন পর্বতে ধূম দেখিয়া—ধূম এবং বহ্নির নিয়ত সাহচর্য অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি' —এই সংস্কারের স্মরণ হয়, অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বত এই নিশ্চয়— ইহাই অনুমিতিজ্ঞানের উদাহরণ [অনুমান₂ দ্র°]। ~ক্রোড়—ন্যায়-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—কালীশঙ্কর।—N.P. iii. 76 ॥ Cat. Cat.॥ ~গ্রন্থটীকা—কৃষ্ণভট্ট-কৃত ন্যায়গ্রন্থবিশেষের টীকা।—Ben. 150. 162, 206. 237 ॥ Cat. Cat.॥ ~টীকা—১ টীকাগ্রন্থবি°।—N.P. iii. 100 ॥ Cat. Cat. ॥ ২ চন্দ্রনারায়ণকৃত।—N.P. iii. 76. ৩ রুদ্র কৃত। —N.P. ii. 70। ৪ বাচস্পতি-কৃত।—ঐ। ৫ শঙ্করমিশ্র-কৃত।—ঐ। ৬ হরনারায়ণ কৃত।

—ঐ। ~**তত্ত্ববাদ**—গদাধর-রচিত গ্রন্থবি°। ~**দীধিতিটিপ্পন** — ন্যায়ভাষ্যবি°। ১ গ্রন্থকার—গদাধর।—IOC, 445, 456, 597. ২ গ্রন্থকার—জগদীশ।—N.P. ii. 70; Opp. ii. 3572 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**নিরূপণ**—রামনারায়ণ-কৃত গ্রন্থবি°।—Lahore, 1882, 5 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**পরামর্শ**—গ্রন্থবি°। ১ গ্রন্থকার— রঘুদেব।— IOC, 1517. ২ গ্রন্থকার—মথুরানাথ।—Oudh. v. 18 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**বৃহট্টিপ্পন**—টীকা-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গোস্বামী।—N.P. iii. 78 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**মানস**—হরিনাম-কৃত গ্রন্থবি°।—Ben. 198 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**মানসবিচার**—গোপাল তাৎাচার্য-কৃত গ্রন্থবি°।—Opp. 592 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**রহস্য**—ন্যায়-গ্রন্থবি°।—Opp. ॥ Cat. Cat. ॥ ~**লক্ষণপ্রকাশ**—মহাদেব-কৃত ভবানন্দিপ্রকাশ হইতে লিখিত। — Ben. 178, 216 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**বিচার**—গদাধর-কৃত গ্রন্থবি°।—Opp. ii. 3573 ॥ Cat. Cat। ~**বিবেচন**— গোলোক কৃত গ্রন্থবি°। —N.P. iii. 102 ॥ Cat. Cat. ॥ ~**সঙ্গতি**—গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গদাধর।—Ben. 149, 170; Pheh. 12 ॥ Cat. Cat. ॥

অনুমিৎসা—স্ত্রী°, অনুমান করিবার ইচ্ছা॥ আপ্° ॥

অনুমিত্র — প্রাচীন অহিচ্ছত্রের (রামনগরের) শুঙ্গ- বা মিত্র-বংশীয় নৃপতি-বি°। অহিচ্ছত্র বর্তমান রোহিলখণ্ডে প্রাচীন উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল। খ্রীস্টপূর্বাব্দে শুঙ্গবংশীয় মিত্রগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইনি খ্রী-পূ° ১ম বা ২য় শতকে রাজত্ব করিতেন। ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ অহিচ্ছত্রের নিকট প্রাপ্ত ইঁহার একটী মুদ্রায় বোধিবৃক্ষ মুদ্রিত দেখা যায়।—JASB, 1880, xlix. pt.-i, 23, 26.

অনুমিমান— [অনু + √মা + শানচ্] অনুমান করিয়া, সমাপ্ত করিয়া, পূর্ণ করিয়া॥ গোল্ড° মনি°॥

অনুমীয়মান — অনুমিত, বিবেচিত॥ গোল্ড° মনি°॥

অনুম্রগ্যদাশু—সর্বপ্রকার অভিলাষ পূর্ণকারী॥ মনি°॥

অনুম্রত—[অনু + √মৃ + ক্ত—কর্ম] বিণ, পশ্চাৎ মৃত, সহমৃত। ~া—স্ত্রী°, যে স্ত্রী পতির মরণের পর চিতারোহণপূর্বক দেহত্যাগ করে [অনুমরণ দ্র°]।

অনুমেয় – [অনু + √মা + যৎ—কর্ম] ১ অনুমান করিবার যোগ্য। 'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ'—রঘু° ১. ২০; 'এতাবতা নম্বনুমেয়-শোভি কাঞ্চীগুণস্থানমনিন্দিতায়াঃ'— কুমার° ১.৩৭; পা° ৬.৩.৮০ (কাশিকা)॥ বো-রো° আপ্°॥ ২ অনুমানদ্বারা জ্ঞেয়, অনুমান-বোধ্য। 'অভিশুনা মেয়া আসম্যামেনানুমেয়াঃ' —অ° ৬. ১৩৭. ২॥ শ্মি°॥

অনুমোদ— [অনু + √মুদ্ + ঘঞ্] আনন্দানুভূতি। সমানুভূতির দ্বারা আহ্লাদ-প্রকাশ॥ আপ্° মনি°॥ ~**ক**—[অনু + √মোদি + ণক—কর্তৃ] অনুমোদনকর্তা, সানন্দ সম্মতি-প্রদানকারী, যিনি স্বীকার করেন বা মানেন। ~**ন**— [অনু + √মোদি + অনট্—ভা] ক্লী°, মতপ্রদান, সম্মতিদান। আপ্° মনি°॥

অনুমোদিত—[অনু + √মোদি + ক্ত—কর্ম] ১ বিণ, প্রীত, সম্মত, কৃতানুমোদন। 'তদেব রামমাতৃভিরনুমোদিতম্' —উত্তর° ২. ৬। ২ আদিষ্ট। 'অনুমোদিতমাচার্যৈঃ'—কাদ° ৭৭।

অনুম্রোক—অগ্নির নামবি°। 'ম্রোকানুম্রোক পুনর্বো যন্ত যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ' —অ° ২. ১৪. ৩।

অনুম্লোচণ্ডী — অপ্সরো-বি°। ১ সূর্যের অনুগতা প্রম্লোচণ্ডী ও অনুম্লোচণ্ডী নামে দুই অপ্সরার অন্যতমা।—ব° ১৫. ১৭। ২ পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা স্বর্গের অপ্সরা। বায়ুপু° ৬৯।

অনুম্লোচা—অপ্সরোবি°। যে দ্বাদশ জন অপ্সরা নৃত্য গীতদ্বারা সূর্যের অর্চনা করেন—ইনি তাঁহাদের অন্যতমা।—কূর্মপু° পূ° ৪১; বিষ্ণুপু° ২. ১০; ভা° ১২. ১১.৩৮।

অনুযজুঃ— [মৃ° -যজুস্] অব্য, যজুর্বেদের মন্ত্রানুযায়ী।—কা-শ্রৌ° ১৭. ৩. ২৫ ॥ বো-রো° গোল্ড°।

অনুযব—[বৈদ্যক] অব্য, যবের ন্যায় শস্য, নিঃশুক যব॥ গোল্ড°॥ গুণ——বৃষ্য, স্থৈর্যকর এবং মূত্র, মেদ, কফ, পিত্ত, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ ও কণ্ডুরোগ-নাশক।

অনুযা—বিণ ১ পশ্চাদ্গামী।—বাজ-স° ১৫. ৬.॥ বো-রো°। ২ [বৈদিক] স্ত্রী° খাদ্য॥ গোল্ড°॥

অনুযাগ— [বৈদিক] পূর্ব অথবা পশ্চাৎ যজ্ঞবি°।—পা° ৭. ৫. ৬২ (কাশিকা) কুট্টনীমতম্, ৫: ৪৭॥ বো-রো° গোল্ড° শ্মি°॥

অনুযাজ–[বৈদিক] যজ্ঞ বা হোমবি°। 'অনুযাজপ্রচার' নামেও কথিত প্রস্থানযাগের পর যে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করিয়া হোতা হবণ করেন। ইহাতে জুহূ, উপভৃৎ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আশ্রাবণ-পাঠান্তে স্বহস্ত-আগ্নীধ্র-কর্তৃক প্রতিশ্রাবিত হইলে হোতাকে অধ্বর্যু যাজ্যা-পাঠের জন্য প্রেষণ করেন। হোতাকর্তৃক বষট্কার করা হইলে প্রক্ষিপ্ত সমিধের দ্বারা পূর্বার্ধে হোম করিতে হইবে, পূর্বোক্ত প্রকারে পরে মধ্য হোম করনীয় পুনরায় বষট্কার করিবার পর সমিধের মূল হইতে অগ্রপর্যন্ত ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবার নিয়ম। ~**প্রসব**—অনুযাজ-যজ্ঞ করিবার আদেশ।—নলো° ২. ২. ২॥ বো রো°॥ ~**প্রৈষ**—অনুযাজ যজ্ঞের নিয়মাবলী।—নলো° ১৯. ৬. ১০॥ বো-রো°॥ ~**বান্**–[মৃ°-বৎ] নিম্ন শ্রেণীর যজ্ঞকারী।—ঐ-ব্রা° ১. ১১; মৈ-স° ৩. ৭. ২॥ বো-রো° শ্মি°॥ —**ানুমন্ত্রণ**—অনুযাজ-মন্ত্রের পাঠ।—নলো° ৩. ৫. ১৪॥ বো-রো°॥

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অনুযাত— [অনু + √যা + ক্ত — কর্ম] বিণ, ১ অনুগত, অনুসৃত, যে সঙ্গে গমন করে। —মহা° ৩. ২৮১. ২। ২ কৃতানুকরণ, যে অনুকরণ করে; 'মরুত্বাননুযাতলীলঃ'—রঘু° ১৬. ৭১।

অনুযাতব্য—বিণ, অনুগন্তব্য, অনুগমনের যোগ্য, অনুসরণীয়। 'রবিবস্থানুযাতব্যো যাবদস্তমথোদয়ম্'—রা° (গো°) ৪. ৬০. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুযাতা—[মৃ°-তৃ] অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী, সহচর। 'ভরতস্যানুযাতারঃ' — রা° (গো°) ২. ৯১. ৫৯ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুযাত্র—[অনু (সহ) যাত্র (গমন) যাহার — বহু°] ১ বিণ, অনুযায়ী, অনুগামী 'সানুযাত্র'—রা° (গো°) ১. ১৭. ৩॥ বো-রো° ॥ ২ ক্লী°, অনুসরণকারী সৈন্য। 'ত্যক্তভোগস্য মে রাজবনে বন্যেন জীবতঃ। কিং কার্যমনুযাত্রেণ'—রা° (গো°) ২. ৩৭. ২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ [অনুগতা যাত্রা –প্রাদিস°] স্ত্রী°, যাত্রার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যাত্রা, অনুসরণ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৪ সেবা। 'রাঘবস্যানুযাত্রার্থম্'—রা° (গো°) ২. ৩৬. ২ ॥ বো রো° ॥

অনুযাত্রিক—[অনুযাত্রা + ইক – অস্ত্যার্থে] অনুযায়িবর্গ, পশ্চাদ্‌গামী, সহচর। 'সর্বানেবানুযাত্রিকাংস্ত্বয়ৈব সহ প্রেষয়িষ্যামি'—শকু° ২. ১১১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুযান—[অনু + √যা + লুট্—ভা] ক্লী°, পশ্চাদ্‌গমন, সহগমন, অনুগমন। 'বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি'—রা° (গো°) ২. ৫২. ৪৪ ; ভা° ৭. ২. ৩৪ ॥ বো-রো° ॥

অনুযায়িতা—স্ত্রী°, অনুবর্তন। 'সাধূনাং চানুযায়িতা'—রা° (গো°) ২. ৯০. ২০ ॥ বো-রো° ॥

অনুযায়িত্ব—ক্লী°, পশ্চাদ্‌গমনের ভাব।

অনুযায়ী১—[মৃ°-য়িন্। অনু + √যা + ণিনি —কর্ম] বিণ, পশ্চাদ্‌গামী, অনুসারী, অনুচর। 'ভরতায়ানুযায়িনঃ'—রা° (গো°) ২. ৭০. ২১ ; 'অনুযায়িবর্গঃ'—রঘু° ২. ৪; পঞ্চত° ২১৪. ১৪ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥ ২ সেবক, অনুকরণকারক ॥ আপ্° ॥ ৩ সদৃশ ॥ আপ্° শব্দ° ॥ ৪ [অনুগতা শিশু] যে কোন প্রধান ব্যক্তির সহিত গমন করে, অর্থাৎ শিশু; যে কোন প্রধান ব্যক্তির মতকে অনুসরণ করে। যেমন—'রামানুজানুযায়িনঃ'—রামানুজমতবাদী শিষ্য ॥ আপ্° ॥ 'মুখ্যানুযায়িন্' ॥ অম° অভি° মে° ॥

অনুযায়ী২—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্রের অন্যতম।—মহা° ১. ৬৮. ১০২। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি ভীমসেন-কর্তৃক নিহত হন।—ঐ, ৭. ১২৮. ১৭।

অনুযুক্ত—[অনু + √যুজ্ + ক্ত—কর্ম] বিণ, ১ তিরস্কৃত ॥ আপ্° ॥ ২ জিজ্ঞাসিত, পরীক্ষিত। ৩ আদিষ্ট ॥ আপ্° ॥ ৪ যে বেতন দিয়া অধ্যয়ন করে।

অনুযুক্তী—[মৃ°-ক্তিন্] যিনি অনুজ্ঞা প্রদান করেন, আদেশ-দাতা।

অনুযুগ—অব্য, পৃথিবীর চতুর্যুগের অনুরূপ, যুগাযোগ্য। 'ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্'—মনু° ১. ৮৪।

অনুযূপ—অব্য, ১ যূপের অনুরূপ। ২ যজ্ঞের স্থানানুরূপ ॥ গোল্ড° ॥

অনুযোক্তা—[মৃ°-তৃ] বিণ, ১ তিরস্কারক, অনুযোগকারী ॥ আপ্° ॥ ২ প্রশ্নকারী। —পা° ৮. ২. ৯৪ (কাশিকা) ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ৩ বেতনগ্রাহী শিক্ষক বা অধ্যাপক (ভৃতকাধ্যাপক) ॥ বো-রো° আপ্° শব্দ° ॥

অনুযোগ—[অনু + √যুজ্ + ঘঞ্ —ভা] ১ জিজ্ঞাসা। 'অনিয়ন্ত্রণানুযোগো তপস্বিনো নাম'—শকু° ১. ১০৭ ; রঘু° ১৩. ৭১ ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ ২ দোষার্পণ, তিরস্কার। 'কাহা কহসি অনুযোগে'—বি-প° ২০৬। ৩ মতপ্রকাশ, প্রতিপাদন। 'নিগৃহ্যানুযোগে' —পা° ৮. ২. ৯৪ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ৪ অন্যের নিকট প্রাপ্ত অনাদরের জন্য আক্ষেপ। ৫ সাধন, সমাধি, যোগ ॥ আপ্° ॥ ৬ প্রার্থনা, ধর্মচিন্তা ॥ আপ্° ॥ ৭ উদ্যম, চেষ্টা। 'অনুযোগং বিনা তৈলং তিলানাং নোপজায়তে' —পঞ্চত° ২. ১৪০ ॥ ব-শব্দ° আপ্° ॥ ৮ [জৈনশা°] জৈনমতে ধর্মকথা, গণিত (কলা), দ্রব্য ও চরণকরণ—এই চারিটী অনুযোগ (আচারাঙ্গসূত্র)। 'অনুযোগঃ চত্বারি দ্বারাণি—চরণধর্মকালদ্রব্যারথ্যানি' ··· রক্‌খিঅজ্জেহিং। জুগমাসজ্জ বিভক্তো অনুযোগো তো কও চউহা।'—আবশ্যকসূত্র। —G. J. Shah : Jainism in Northern India, 1932, 226. ~কৃৎ – ১ আচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষক ॥ বো-রো° আপ্° গোল্ড° অভি° ॥ ২ প্রশ্নকারী ॥ আপ্° ॥ ~চূর্ণী — গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — জিনদাস গণি। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ৫৩ (৩১½" × ২"); প্রতিপত্রে ১০ হইতে ১২ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ১১৭ হইতে ১২০ অক্ষর। রচনা—১২৭৭খ্রী°।—Peters. iii. 185. ~দ্বারচূর্ণী—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—মহাসেন। রচনাকাল—১৪০০ খ্রী° (১৪৫৬ শক°)।—ঐ, iv. 16. ~দ্বারবৃত্তি – জৈন গ্রন্থবি°। রচয়িতা—হেমচন্দ্র। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ১০৭; প্রতি পত্রে ১৫ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ৬২ অক্ষর আছে। রচনাকাল জানা যায় না।—ঐ, 44. ~দ্বারসূত্র—গ্রন্থবি°। প্রাপ্ত পুথির পত্র-সংখ্যা ৫৫। রচনাকাল—১২৪৫ খ্রী° (১৩০১ শক°)। ইহার সহিত 'অনুযোগচূর্ণী'র সম্পূর্ণ মিল আছে [অনুযোগচূর্ণী দ্র°]। —ঐ, iii. 186 ; Weber, xvii. 21. ~দ্বারসূত্রটীকা—জৈন শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের জন্য রচিত টীকাগ্রন্থবি°। রচয়িতা—হেমচন্দ্র। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ৮১; প্রতি পত্রে ১৭ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ৫৮ অক্ষর আছে। গ্রন্থখানি অপূর্ণ এবং ইহার রচনাকাল জানা যায় না।—Peters. iii 404. ~ল—[ব্রজ°] অনুযোগ করিলাম। 'পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ'—অপ্র-প° ১৫৫. ৭। ~সূত্রটীকা—'অনুযোগসূত্রে'র টীকাগ্রন্থবি°। রচয়িতা—হেমচন্দ্র মলধারী। প্রাপ্ত পুথির পত্র ৫৬ হইতে ২৩৭ (৩৩½" × ২½") প্রতি পত্রে ৮ হইতে ১০ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ১০১ হইতে ১১৫ অক্ষর আছে। রচনাকাল—১২৪৫ খ্রী° (১৩০১ শক°)।—Peters. iii. 36. ~গী—[মৃ°-গিন্। অনু +

√যুজ্ + ণিন্—কর্তৃ] বিণ, ১ প্রশ্নকারী। ২ নিন্দাকারী। ৩ তিরস্কারকর্তা। ৪ সংযোজন-সাধক, সম্বন্ধদ্বারা অনুযুক্ত।

অনুযোজন—[অনু + √যুজ্ + অনট্—ভা] প্রশ্ন, পরীক্ষা ॥ অভিধা° শব্দ° আপ্° বো-রো° ॥

অনুযোজ্য—[অনু + √যুজ্ + যৎ—কর্ম] বিণ, ১ মন্দ, অবশ্যনিন্দনীয়, নিন্দার্হ ॥ শব্দ° ॥ ২ অবশ্যনিযোজ্য, আজ্ঞাকর। 'উভাভ্যামপি বাং বাসবানুযোজ্যো দুষ্মন্তঃ প্রণমতি'—শকু° ৭. ১৪৮ ॥ বো-রো° ॥ ৩ সেবক, দাস ॥ আপ্° ॥ ৪ জিজ্ঞাস্য, প্রষ্টব্য। 'মমেদমিতি যো ব্রূয়াৎ সোঽনুযোজ্যো যথাবিধি'—মনু° ৮. ৩১ ॥ বো-রো° ॥

অনুর১—যযাতিবংশীয় দ্রুহ্যর বংশজাত প্রচেতার শতপুত্রের অন্যতম।—অগ্নিপু° ২৭৭. ৫।

অনুর২—প্রাচীন বঙ্গদেশের একজন নৃপতি। ইনি সিংহলবিজয়ী বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহুর মাতুলসম্পর্কীয় ভ্রাতা। সিংহবাহু যখন মাতা ও ভগিনীসহ সিংহের বিবর ত্যাগ করিয়া অনুরের নিকট আগমন করেন তখন অনুর বঙ্গসীমান্তে শাসন করিতেছিলেন। অনুর সিংহবাহুর মাতাকে বিবাহ করেন।—মহাব° ৬. ১৬-২০; ঐ, টীকা ২৪৬ ॥ MDFP ॥

অনুরক্ত—১ [অনু + √রন্জ্ + ক্ত—কর্তৃ] বিণ, অনুরাগযুক্ত, আসক্তি, অনুরাগী। 'অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ'—মনু° ৭. ৬৪; 'গুণানুরক্তামনুরক্তসাধনঃ'—কিরাত° ১. ৩১। ২ [অনু + √রন্জ্ + ক্ত—কর্ম] বিণ, লোহিত, রঞ্জিত। 'কুণ্ডলমণিপ্রভানুরক্তগণ্ডস্থল'—কাদ° ১৭০ ॥ আপ্° ॥

অনুরক্তি—স্ত্রী°, প্রীতি, আসক্তি, স্নেহ, অনুরাগ ॥ আপ্° ॥

অনুরক্ষণ—[অনু + √রক্ষ্ + লুট্] পালন, ত্রাণ ॥ গোল্ড° মনি° ॥

অনুরজ্জু—অব্য, রজ্জুর পশ্চাৎ, বন্ধনের পশ্চাৎ।—কা-শ্রৌ° ২১. ৪. ১ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অনুরঞ্জই—[ব্রজ°] অনুরঞ্জিত হয়। 'অঙ্গক সাথি অঙ্গ অনুরঞ্জই বেকত জগ ভরি হোয়'—অপ্র-প° ২১. ৬।

অনুরঞ্জক—[অনু + √রঞ্জি + ণ্বুল—কর্তৃ] বিণ, ১ প্রীতি-সম্পাদক, সন্তোষক। 'সর্বাভূতানুরঞ্জকঃ (রামঃ)'—রা° (গো°) ২. ১. ২০ ॥ বো-রো° ॥ ২ যে রঙ্ করে, রঙ্‌কারক।

অনুরঞ্জন—[অনু + √রঞ্জি + লুট্—ভা] ক্লী°, প্রীতি-সম্পাদন, আসক্তিকরণ। 'বিশ্লেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দম্'—গীতগো° ১. ৪৬; 'যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্যাঃ'—উত্তর° ১.১১ ॥ বো রো° আপ্° ॥

অনুরঞ্জিত—[অনু + √রঞ্জি + ক্ত—কর্ম] বিণ, ১ যাহার অনুরাগ জন্মান হইয়াছে, প্রীতিসম্পাদিত, তোষিত। ২ চিত্রিত, রঙ-করান, ছোবান।

অনুরণন—[অনু + √রণ্ + লুট্—ভা] ক্লী°, অনুশব্দন, শব্দের প্রতিশব্দ, অনুগত স্বর।

অনুরত—[অনু + √রম্ + ক্ত—কর্তৃ] বিণ, অনুরাগবিশিষ্ট। 'আর তাহে অনুরত বরজ-সমাজ'—বি প° ৫০। 'তোহে অনুরত ভেল শামর-চন্দ'—প-ক° ৯৩. ৬।

অনুরতি—স্ত্রী°, প্রীতি, অনুরাগ, আসক্তি, প্রেম। পর্যায়—রাগ ॥ অভি° শব্দ° ॥

অনুরথ—১ [স° অনর্থ > বা° অনরথ (স্বরাগম) > বৈ-সা° অনুরথ] ব্যর্থ, অনর্থক। ২ বিদর্ভরাজ কুরুবৎসের পুত্র।—বিষ্ণুপু° ৪. ১৩, ১৪।

অনুরথ্যা—[রথ্যাকে অনুগত—প্রাদিস°] রাজপথের অনুগত (পার্শ্বস্থ) স্থান, ক্ষুদ্র মার্গ, গলিপথ। 'দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ'—রা° (গো°) ২. ৬. ১৭ ॥ বো-রো° আপ্° ॥

অনুরম্ভ—[মৈ° (সম্ভবতঃ)-লম্ব] লম্বমান, ধৃত। 'অমৃত পূরিত কুম্ভ বাম করে অনুরম্ভ'—রবী° গল্পসপ্তক ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুরস—[প্রাদিস°] ১ [অলঙ্কার-শা°] অনুগত ভাব বা ইচ্ছা। ২ [বৈদ্যক] গুণীভূত রস; কটু-কষায় ফলে সামান্য মাধুর্যভাব বা মিষ্টত্ব। 'মধুরানুরসং রূক্ষং লবণানুরসং লঘু। নার্যাম্ল মধুরং স্তন্যং কষায়ানুরসং হিমম্' ॥—সুশ্রু° ৭৬. ১১ ॥ আপ্° মনি° বো-রো° ॥

অনুরসিত—ক্লী°, অনুধ্বনি, অনুস্বান।—উত্তর° ২. ২০ ॥ আপ্° ॥

অনুরহস—[অনুগতং রহঃ] বিণ, ১ গোপন, নির্জন।—পা° ৫. ৪, ৮১; বোপ° ৬. ৮১ ॥ বো রো° ॥ ২ অব্য, গোপনে, নির্জনে।—শিশু° ৭. ৫০ ॥ আপ্° ॥

অনুরাগ১—১ আসক্তি, স্নেহ, অত্যন্ত প্রীতি। বিণ—অনুরাগী। ২ [প্রাদিস°] রক্তবর্ণপ্রাপ্ত, লোহিত। ৩ অভিলাষ। 'তাপসকন্যানুরাগ'—শকু° ২. ১৭; মাঘ° ৯. ১০ ॥ বো-রো° ॥ ৪ লোহিতবর্ণ, লৌহিত্য। 'বহলানুরাগ'—মাঘ° ৯. ৮ ॥ ব-শব্দ° ॥ ৫ [বা°] অনুরূপ রাগ, মিশ্র রাগ। ৬ ক্রোধ, রাগ। ৭ অভিমান।

অনুরাগ২—[অনু + √রন্জ + ঘঞ্—ভা (পা° ৩. ৩. ১৮) = রজ্ + অ 'ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ' (পা° ৬.৪.২৭) = রাগ 'অত উপধায়াঃ' (৭. ২. ১১৫) এবং 'চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ' (৭. ৩. ৫২)] = 'প্রীতিঃ প্রেম-বিশেষঃ রক্তিমা চ'—(কাব্যপ্রকাশের টীকা) রাগ অর্থেও রক্তিমা এবং আসক্তি বুঝায়; সুতরাং অনেক স্থলে রাগ এবং অনুরাগ একার্থবোধক।

'কি যে ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়।
আশ নিরাশ দগধ তনু মোয় ॥'—বি-প°।
'রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।'
—রাধামোহন।

এস্থলে রাগি বা রাগিণী অর্থে অনুরাগিণী এবং রাগ অর্থে অনুরাগ। অনুরাগের প্রতি-শব্দ—আসক্তি, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, স্নেহ, নেহ ইত্যাদি [রাগ দ্র°]।

রঞ্জন অর্থ হইতেই প্রীতি অর্থ আসিয়াছে। প্রেমের ন্যায় মন রাঙাইতে আর কি আছে? 'যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্রিতয়বর্তিনাম্। তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥'

যাহাদ্বারা ত্রিজগতের চিত্ত অনুরঞ্জিত হয়, তাহার নাম রাগ। সঙ্গীত-শাস্ত্রেও

আনন্দদায়ক বলিয়া সুরভেদের নাম রাগ বা রাগিণী।

প্রেম অর্থে বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুরাগ, পূর্বরাগ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। [পূর্বরাগ দ্র°]

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রেও প্রেম অর্থে 'অনুরাগ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

'কাব্যপ্রকাশে'র নবম উল্লাসে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে —

'অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিশ্চিত্রা তথাপি ন সমাগমঃ।'

কেহ সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটা দেখিয়া বলিতেছেন — আহা দৈবের গতি কি বিচিত্র যে, দিবা পুরোবর্তী হইলেও তাহার সহিত সন্ধ্যার মিলন হইল না! ইংরেজ কবির 'desire of the night for the morrow' স্মরণীয়। অপর অর্থ এই যে, সন্ধ্যা (নায়িকা) প্রেমবতী এবং দিবস (নায়ক) তাহার অগ্রবহ (তৎপুরঃসরঃ); কিন্তু তাহা হইলেও দৈবের এমনি বিড়ম্বনা যে, উভয়ের সঙ্গম হইতে পারিল না। এখানে অনুরাগ শব্দের ধাতুগত অর্থ (রঙ্) এবং ব্যবহারগত অর্থ (প্রেম) উভয়ই সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশের রচয়িতা মম্মট ভট্ট বা মম্মট আচার্য খ্রী° ১১শ-১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মম্মট সম্ভবতঃ 'ধ্বন্যালোক' হইতে এই শ্লোক লইয়াছেন। ধ্বন্যালোকের প্রথমোদ্দ্যোতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধ্বন্যালোক-রচয়িতা আনন্দবর্ধন খ্রী° ৯ম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মার (৮৫৫-৮৮৩ খ্রী°) রাজ্যকালে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।* 'সাহিত্যদর্পণে' ১০ম পরিচ্ছেদে এই কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণ-রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৪শ শতাব্দীর লোক। সাহিত্যদর্পণের ৩য় পরিচ্ছেদে (১২৮) 'অথ মুগ্ধকন্যয়োরনুরাগেঙ্গিতানি'র উদাহরণস্বরূপে গদ্গদভাষ, ব্রীড়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জয়দেবের (১২শ শতাব্দী) কবিতায় (১ম সর্গ, ২য় গীত) অনুরাগ শব্দের ব্যবহার আছে—

'পদ্মাপয়োধর-তটী-পরিরম্ভ লগ্ন-
কাশ্মীর মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গ-খেদ
স্বেদাম্বু পূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥'

অর্থাৎ—

'কমলার পয়োধর-প্রান্ত-আলিঙ্গনে
মধুসূদনের বক্ষ কুঙ্কুম-মুদ্রিত,
রতিক্লান্তি জাত-স্বেদ-প্রবাহমিশ্রণে—
তাহে চিত্ত রাগ যেন বহিঃ প্রকটিত;
মধুসূদনের সেই বক্ষ সুশোভন
করুন ভকতজন-বাঞ্ছিত পূরণ।'

—সতীশচন্দ্র রায়ের অনুবাদ।

গীতগোবিন্দের অন্যত্রও (৮ম সর্গ, ১৭শ গীত) অনুরাগ শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

'বহতি নয়নমনুরাগমিব
স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্।'

'তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়া প দালক্তচ্ছুরিতমরুণজ্যোতি-হৃদয়ম্।'

এখানেও অন্তরের অনুরাগ বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। অনুরাগের আরক্তিম বর্ণের প্রতি শ্লেষ উভয়ত্র লক্ষ্য করিবার বিষয়। সিংহভূপালকৃত 'রসার্ণব-সুধাকর' গ্রন্থে অনুরাগের এইরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায় — 'রাগ এব স সংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদনুরাগ ইতীরিতঃ' ॥* বেঙ্কটগিরির রাজা সিংহভূপাল বা শিঙ্গভূপাল ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১৩৩০ খ্রী°)। †

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'নাটক-চন্দ্রিকা' গ্রন্থে রসার্ণব-সুধাকরের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির (১৪শ শতাব্দী) পদে অনুরাগ শব্দের ব্যবহার আছে—

'মন্থর গমনে বুঝল অনুরাগি।
তিল এক দেখল অবহু মন জাগি॥'

—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: বিদ্যাপতি, ২৯।

ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে, কিশোরী আমার প্রতি অনুরাগিণী। সেই যে তিলেকের জন্য দেখিলাম, এখনও তাহাই মনে জাগিতেছে। পুনশ্চ—

'সই কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥'

খ্রী° ১৬শ শতাব্দীতে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অনুরাগের একটী সুন্দর সংজ্ঞা দিলেন, সেই সময় হইতে বৈষ্ণব কবিতায় অনুরাগ শব্দটী বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি বহু শব্দের প্রচলন হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি ধৃত সংজ্ঞা এই —

'সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥'

যে রাগ বা প্রীতি নিত্য নূতন নূতন হইয়া সর্বদা আস্বাদিত প্রিয়তমকে নূতন নূতন দেখায়, অর্থাৎ তাহার রূপ গুণ প্রতি মুহূর্তে অননুভূতপূর্ব বলিয়া বোধ জন্মায়, তাহার নাম অনুরাগ।

এই অনুরাগ ক্রমে ভাব, মহাভাব, ইত্যাদিরূপে স্তরে স্তরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণবের মতে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা অনুরাগের পরা কাষ্ঠা। ['ভাব' ও 'মহাভাব' দ্র°]

'রাগ' শব্দে যেরূপ পরবর্তী সাহিত্যে ক্রোধ বুঝায়, অনুরাগ শব্দেরও সেরূপ পরিবর্তন কখনও কখনও দেখা যায়।

'কেন মাতা বিষহরি আমারে আক্রোশ করি
কে আঁটে তোমার অনুরাগে।'

— ক্ষেমানন্দ : মনসামঙ্গল, ২৮-২৯।

এখানে, অনুরাগ অর্থে কোপ বুঝিতে হইবে। ক্ষেমানন্দ ১৭শ শতাব্দীর কবি।

সঙ্গীতে 'রাগ' শব্দ প্রসিদ্ধ। রাগের অনুসঙ্গী অর্থে ভারতচন্দ্রে (১৮শ শতাব্দী) অনুরাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

* 'মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্ধনঃ। প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্মণঃ॥'—রাজত° ৫.৩৪।

* Triv. Sans. Series, 154

† Dr. S. K. De : Hist. of Sans. Poetics, 242.

,ছত্রিশ রাগিণী মেলে ছয় রাগ সদা খেলে
অনুরাগ সে সব রাগিণী।'
—অ-ম° (বসুমতী সং)-পৃঃ ৪।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অনুরাগদেব—প্রাচীন কবিবি°। —S. Mss ॥ Cat. Cat ॥

অনুরাগবল্লী—পদাবলী গ্রন্থবি°। রচয়িতা—মনোহর দাস। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ইহার একটী নূতন সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন।

অনুরাগবান্—[ম্রি° বং; স্ত্রী—-বতী] বিণ, অনুরাগী, অনুরক্ত। 'ম চ বৃদ্ধস্তস্যামতীবানুরাগবান্'—হিতো° ১. ১১৭ ॥ বো-রো° ॥ 'সা কেনাপি বনিক্‌পুত্রেণ সহানুরাগবতী বভূব'—হিতো° ১ ॥ আপ্° ॥

অনুরাগার্হ—বিণ, প্রীতির উপযুক্ত, ভালবাসার যোগ্য।

অনুরাগিনী—স্ত্রী°, ১ অনুরক্তা। ২ [সঙ্গীতশা°] রাগ-বিশেষ ॥ আপ্° ॥ ৩ দেবতা-বি°। ইঁহার বর্ণ নির্মল স্ফটিকের মত এবং অঙ্গ নানাবিধ রত্নসমূহে বিভূষিত। ইনি মঞ্জীর, হার, কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডল পরিধান করিয়া থাকেন।

'শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্।'
—মন্ত্রমহার্ণব, ৭৫৫।

অনুরাজ — স্বরভি-রাজ্যের অধিপতি স্থনন্দের পুত্র। ইনি মঙ্গল-বুদ্ধের সমসাময়িক। ইনি পিতার সহিত বুদ্ধদেবের নিকট গমনপূর্বক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্হত্ব লাভ করেন।—বুদ্ধ-অথ° ১১৯-২০॥ MDPP॥

অনুরাত্র—১ বিণ, রাত্রির অনুগত। ২ অব্য, রাত্রিতে, প্রতি রাত্রে। 'তস্মাত্ত্বয়ম্নুরাত্রং পত্যাবিচ্ছতে'—ঐ-ব্রা° ৩. ২২ ॥ বো-রো°॥

অনুরাধ, অনূরাধ—১ বিণ, মঙ্গলময়, শুভ। 'ইন্দ্রং বয়মনূরাধং হবামহে' —অ° ১৯. ১৫. ২॥ আপ্°॥ ২ অনুরাধা নক্ষত্রে উৎপন্ন। — পা° ৪. ৩. ৩৪ ॥ আপ্° বো-রো°॥

অনুরাধ,—১ বৌদ্ধ স্থবির-বি°। এক সময় যখন ইনি বৈশালীর মহাবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক দল পরিব্রাজক আসিয়া—মৃত্যুর পর তথাগত অবস্থান করিবেন কি না, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু ইঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাঁহারা ইঁহাকে মূর্খ বলিয়া চলিয়া যান। তখন ইনি বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া এবিষয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে বুদ্ধদেব ইঁহাকে বলেন—এক জন তথাগত যিনি সত্যই অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই জীবনে যাহা কিছু বলা যায় না তাহা তাঁহার মৃত্যুর পরে বলা যাইতে পারে।—সং-নি° ৩. ১১৬-১৯; ৪. ৩৮০-৬। ২ সিংহল-বিজয়ী বিজয়সিংহের অন্যতম মন্ত্রী। বিজয়-সিংহের সহিত ইনি বঙ্গদেশ হইতে সিংহলে গিয়াছিলেন। ইনি অনুরাধগাম (অনুরাধপুর) প্রতিষ্ঠা করেন [অনুরাধপুর দ্র°]।—মহাব° ৭. ৪৩। ৩ সাকিয় রাজকুমার। ইনি ভদ্দকচ্চানার ভ্রাতা এবং পাণ্ডুকাভয়ের পিতামহের (বা মাতামহের) ভ্রাতা। ইনি অনুরাধগামে (অনুরাধপুরে) একটী উপনিবেশ স্থাপন ও একটী পুষ্করিণী খনন করেন। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণে ইনি নিজের বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরে ইনি ইহা পাণ্ডুকাভয়ের হস্তে অর্পণ করেন।—মহাব° ৭. ৪৩-৪ ॥ MDPP ॥ [অনুরাধপুর দ্র°]

অনুরাধগাম—সিংহলের একটী প্রাচীন স্থান। [অনুরাধ, দ্র°] কদম্ব নদের নিকট ইহা অবস্থিত ছিল। ইহার নিকটেই অনুরাধপুর রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।—মহাব° ৯. ৯; ১০. ৭৬ ॥ MDPP ॥ [অনুরাধপুর দ্র°]

অনুরাধপুর—প্রাচীন সিংহলের রাজধানী। অক্ষা° ৮° ১৫´ উ°; দ্রাঘি° ৮০° ৩৫´ পূ°। সিংহলদ্বীপের উত্তর-মধ্য-প্রদেশে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে ইহার যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পরিধি প্রত্যেক দিকেই কয়েক মাইল বিস্তৃত ও অপরিমেয় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। খ্রী-পূ° কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে প্রায় ১৫০০ বৎসর ইহা সিংহলের রাজধানী ছিল।

ইতিহাস—সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ 'মহাবংসে' উল্লিখিত 'অনুরাধগাম' পরে অনুরাধপুর রাজধানীতে পরিগণিত হয়। মহাবংসে (৭. ৪৩-৪) দেখা যায়, সিংহল-বিজয়ী বিজয়সিংহের অন্যতম মন্ত্রী অনুরাধ বিজয়ের সহিত বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কদম্ব নদের তীরে অনুরাধগাম প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর সাকিয় অনুরাধ-কর্তৃক এই অনুরাধগামে একটী উপনিবেশ বা জনপদ ও একটী পুষ্করিণী স্থাপিত হয়। এই সাকিয় অনুরাধ 'অনুরাধপুর' রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা পাণ্ডুকাভয়ের মাতামহের ভ্রাতা। তিনি পাণ্ডুকাভয়ের হস্তেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জনপদ অর্পণ করিয়াছিলেন। দীপবংস (৯. ৩৫) হইতেও জানা যায়, অনুর ধ নামে জনৈক নৃপতি নগরের পত্তন করেন। রাজা অনুরাধের প্রায় শত বর্ষ পরে পাণ্ডুকাভয় এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহার পূর্বে রাজধানী

---

১ কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পাণ্ডুকাভয়ের রাজ্যকাল ৪৫১ হইতে ৪৩১ খ্রী-পূ°। তাঁহার রাজ্যকালের ৩১ বর্ষ পূর্বে সিংহলে বিজয়সিংহের রাজ্যাঙ্ক শেষ হয়। বিজয় ৫২০ হইতে ৪৮২ খ্রী-পূ° ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বিজয়ের মৃত্যুর পর এক বৎসর বেশ অরাজকতা চলে। অতঃপর পাণ্ডুবাস ৪৮১ খ্রী-পূ° সিংহাসন অধিকার করেন ও একাদিক্রমে ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। পাণ্ডুবাসের পর অভয় (পাণ্ডুকাভয়) ৪৫১ খ্রী-পূ° সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।—Tribhubanadas L. Shah : Ancient India, ii. 238 ; IA. 1914, 169 f মতান্তরে পাণ্ডুকাভয় ৩৯৪ হইতে ৩০৭ খ্রী-পূ° জীবিত ছিলেন।—MDPP, i. 83. এদিক্ দিয়া ধরিতে গেলে পাণ্ডুকাভয়ের প্রায় এক শত বর্ষ পূর্বে অনুরাধপুরের পত্তন হইলে বিজয়সিংহের সময়েই ইহার পত্তন হইয়াছিল ধরিতে হয়। আবার দেখা যায়, বিজয়ের মন্ত্রী অনুরাধ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাকিয় অনুরাধ এখানে জনপদ স্থাপন করেন। এই দুই জন অনুরাধ সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। যাহা হউক, অন্যান্য ঘটনা হইতে জানা যায়, পাণ্ডুকাভয় খ্রী-

ছিল উপতিস্সগাম নামক নগরে।[২] খ্রী-পূ° ৫ম শতকে পাণ্ডুকাভয়-কর্তৃক অনুরাধপুরে রাজধানী স্থাপিত হয়।[৩] সেই সময় হইতে ৪র্থ অগ্গবোধির রাজ্যকাল (৬৬৬—৪১ খ্রী°) পর্যন্ত একাদিক্রমে ইহা রাজধানী ছিল। অতঃপর রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু কিছুকাল পরে পুনরায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি খ্রী° ১১শ শতক পর্যন্ত ইহার এই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে।[৪] ইহার পর পুলস্তিপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। পুনরায় এখানে আর রাজধানী স্থাপিত হয় নাই—সম্পূর্ণরূপেই ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।—মহাব° ১০. ৭৫-৭।

অনুরাধপুরের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠাব্যাপারে রাজা পাণ্ডুকাভয়-সম্বন্ধে একটী সুন্দর কাহিনী সিংহলদেশে প্রচলিত আছে। এই কাহিনী অনেকটা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণজন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ। কাহিনীটী এই—

পাণ্ডুকাভয়ের মাতামহী ছিলেন চিত্তা (চিত্রা)। চিত্তার দশ পুত্র ও এক কন্যা—কন্যাটী সর্বকনিষ্ঠা। এক সময় ভবিষ্যদ্বাণী হইল যে, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে সে তাহার দশ মাতুলকে হত্যা করিবে। ইহাতে ঐ কন্যার দশ ভ্রাতা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তাঁহারা তাঁহাদের ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য মনস্থ করিলেন, কিন্তু ভগিনীর প্রাণনাশ করা সুবিবেচ্য নহে মনে করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র ঘরে বন্দিনী করিয়া রাখেন। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডিবে কে? বন্দিনী অবস্থাতেই গোপনে এক রাজকুমারের সহিত তাঁহার প্রণয় ঘটিল। এই প্রণয়ের সংবাদ তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা সেই রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপ প্রতিশ্রুতি লইলেন যে, রাজকুমারের ঔরসে তাঁহাদের ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তাহাকে রাজকুমার তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তাঁহাদের ভগিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ হইল এবং ফলে পাণ্ডুকাভয় জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডুকাভয়ের জন্ম গোপন রাখিয়া রাজকুমার এক চাষীকন্যাকে কন্যা বলিয়া শ্যালকগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে যথাসময়ে পাণ্ডুকাভয় বড় হইলেন। পাণ্ডুকাভয়ের মাতুলগণ এই সংবাদ জানিলেন বটে, কিন্তু তখন আর তাঁহাদের কোন চেষ্টা ফলবতী হইল না। পাণ্ডুকাভয় মাতুলদের নিহত করিয়া নবরাজ্যের পত্তন করিলেন এবং অনুরাধপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল।

যাহা হউক, রাজধানী স্থাপন করিয়াই পাণ্ডুকাভয় অনুরাধপুরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রযত্নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'জয়বাপি' ও 'অভয়বাপি' নামে দুইটী কৃত্রিম হ্রদ খনন করিলেন। নিজ নামানুসারে তিনি অভয়বাপির নামকরণ করেন। এই অভয়বাপিকে বেষ্টন করিয়া রাজধানী নির্মিত হয়। মূল নগর ছাড়াও চারিটী উপনগর বা সহরতলী ও সাধারণ শ্মশানভূমি স্থাপন করা হইল। হাসপাতাল, প্রসূতিগৃহ প্রভৃতি তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজকর্মচারিগণের বাসের জন্য বাসগৃহ নির্মিত হইল। নগর-পরিষ্কার, শববহন প্রভৃতির জন্য নিয়োজিত অন্ত্যজগণের বাসোপযোগী পল্লীও স্থাপিত হইল। পূজার্চনার জন্য তিনি মন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠা করিলেন। জৈন, আজীবক, পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণ (হিন্দু) প্রভৃতি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত নগররক্ষার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহার কিছুই তিনি বাদ দিলেন না। —মহাব° ১০. ৮০-১০২।

পাণ্ডুকাভয় ৮৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুটসিব রাজ্যারোহণ করেন। মুটসিব দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনদাস শাহ্ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, পাণ্ডুকাভয় ৪৫১ খ্রী-পূ° হইতে ৪০১ খ্রী-পূ° পর্যন্ত ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পরে পক্ষুড়ক নামক জনৈক দস্যু সিংহাসন অধিকার করেন। পক্ষুড়কের রাজ্যকাল ৬৪ বৎসর। অতঃপর মুটসিব ৩৩৮ খ্রী-পূ° সিংহাসনারোহণ করিয়া ৩০৯ খ্রী পূ° পর্যন্ত ৫৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৫]

পূ° ৫ম শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন; সুতরাং পূর্ববর্তী সময়েই তাঁহার রাজ্যকাল হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁহার রাজ্যারোহণের কিছুকাল পূর্বেই এবং বিজয়সিংহের রাজ্যকালেই অনুরাধপুর নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাই প্রণিধানযোগ্য।

২ চূলবংসে (৪৬, ৩৮) উল্লিখিত হইয়াছে, অনুরাধপুরের পরবর্তী রাজধানী পুলথিনগর (পুলস্তিনগর) বা পোলোন্নারুব, পূর্বেই রাজধানী ছিল। সুতরাং পুলস্তিপুরই যে প্রাচীন উপতিস্স, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

৩ তামিল-সাহিত্যে কথিত হইয়াছে, শিশুনাগবংশীয় লিচ্ছবিশাখার অন্তর্ভুক্ত উদয়াশ্বের উত্তরাধিকারী অনুরুদ্ধ সিংহল আক্রমণ করেন এবং বিজিত রাজ্যে নিজ নামানুসারে 'অনুরুদ্ধপুর' নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই অনুরুদ্ধপুরকে অনুরাধপুর স্থির করিয়া অনুরুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত তামিল-সাহিত্যে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অনুরুদ্ধ তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়ের হস্তে বিজিত রাজ্যের পরিদর্শনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন; এই আত্মীয়গণ পল্লব, পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।—Ancient India, i. 293, iii. 231n.

৪ অনুরাধপুরের আর একটী নাম 'অনুরাজপুর', বিশেষতঃ সিংহলের সাধারণ লোকে ইহাকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই অনুরাজপুর নামের একটী তাৎপর্য আছে। 'অনু' অর্থে ৯০ সংখ্যা। ৯০ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই প্রবাদানুসারে ইহার নাম অনুরাজপুর।

খ্রী° ১০ম শতকে রচিত 'মহাবোধিবংস' (১১১) হইতে জানিতে পারা যায়, অনুরাধপুর একটী শান্তিপূর্ণ নগর, কারণ ইহার প্রজাগণ ছিল 'অনুরোধিজন' অর্থাৎ তাহারা শান্তিতে থাকিত। 'অনুরাধ' অর্থে শান্তি; অনুরোধিজনের বাসভূমি বলিয়া এই নগরের নাম হয় অনুরাধপুর। আবার সিংহলী প্রাচীন কাহিনীতে কথিত হইয়াছে যে, অনুরাধা নক্ষত্রে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া ইহার নাম অনুরাধপুর রাখা হয়। টলেমি ইহাকে 'অনুরোগ্রামম্' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ Ancient India, ii. 238.

অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কত দূর গ্রহণযোগ্য তাহাই বিচার্য। যাহা হউক, মুটসিব 'মহামেঘবন' উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যান ফল-পুষ্পাদিপূর্ণ বৃক্ষরাজিদ্বারা শোভিত ছিল।—মহাব° ১১. ২। নগরের দক্ষিণাংশে এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহামেঘবন ও দক্ষিণদিক্‌স্থ নগরপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে 'নন্দন' বা 'জ্যোতিবন' নামে আর একটী সুন্দর উদ্যান অবস্থিত ছিল।

মুটসিবের পরেই সুপ্রসিদ্ধ নরপতি দেবানাংপিয় তিস্‌স সিংহাসনারোহণ করেন। ৪০ বৎসরকাল ইনি সিংহলরাজ্য শাসন করেন এবং ইঁহার রাজ্যকালেই সিংহলে নবযুগের সূচনা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক তিস্‌সকে মুটসিবের ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ত্রিভুবনদাস শাহ্‌র মতে, মুটসিবের রাজ্যাবসানের পর ৬ বৎসর বেশ অরাজকতা চলিয়া ছল।[৬] অতঃপর ৩০৩ খ্রী-পূ° তিস্‌স সিংহাসনারোহণ করিয়া ২৬৩ খ্রী-পূ° পর্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। পক্ষান্তরে, Don M. de Zilva Wickremasinghe-এর মতে, তাঁহার রাজ্যকাল ২৫৩ হইতে ২১৩ খ্রী-পূ°।[৭] Wickremasinghe-এর প্রদত্ত তারিখই সমর্থনযোগ্য, কারণ তিস্‌স সম্রাট্‌ অশোকের সমসাময়িক এবং অশোকের রাজ্যকাল ২৭৩ বা ২৭১ হইতে ২৩১ খ্রী-পূ° পর্যন্ত। অবশ্য ২৬৯ খ্রী-পূ° অশোক প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তিস্‌সকে মোগ্‌গলিপুত্তের সহিত অভিন্ন দেখাইয়াছেন ; আবার Lt.-Col. Waddell তাঁহাকে উপগুপ্ত বলেন[৮]—কিন্তু Vincent Smith তাহা অস্বীকার করেন।[৯]

পাণ্ডুকাভয় অনুরাধপুরের পত্তন ও সর্বতোভাবে ইহার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ তিস্‌সের রাজ্যকালে ইহার সমৃদ্ধি পরিণতি লাভ করে। কোন কোন ঐতিহাসিককে তাঁহার রাজ্যকাল সিংহলের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে দেখা যায়। তিনি সম্রাট্‌ অশোকের সমসাময়িক ও তাঁহার এক জন বন্ধু। অবশ্য অশোকের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, কিন্তু মগধরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তিনি মগধরাজেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তাঁহারই রাজ্যকালে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়াছিল। তিনি সপারিষদ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য সর্ববিধ বৈধ উপায় অবলম্বন করেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু হর্ম্যাদি নির্মাণ করিয়া মহারাজ অশোকের মতই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সিংহলের অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনুরাধপুরেই তিনি দশটী হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহাবংসে (২০. ১৭ই) এগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দশটী কীর্তির মধ্যে 'থূপারাম' দাগব (স্তূপ) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং ইহাই অনুরাধপুরের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শন। Sir J. E. Tennent তাঁহার Ceylon নামক গ্রন্থে ইহার নির্মাণকাল ৩০৭ খ্রী-পূ° বলিয়াছেন। কিন্তু নন্দলাল দে তাঁহার Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India (p. 9) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রায় ২৫০ খ্রী-পূ° ইহা নির্মিত হয়। ২৫৩ খ্রী-পূ° যদি তিস্‌স সিংহাসনারোহণ করেন, তাহা হইলে ২৫০ খ্রী-পূ°ই ইহার নির্মাণকাল হওয়া সম্ভব।

দন্তপুরী হইতে আনীত বুদ্ধের পবিত্র বাম শৌবন দন্ত থূপারামে রক্ষা করা হয়। বুদ্ধের দক্ষিণ শৌবন দন্ত অথবা স্কন্ধাস্থিও এখানে রক্ষা করা হইয়াছিল। সিংহলের 'দাগব' ভারতীয় বৌদ্ধ 'ধাতুগর্ভে'র অনুরূপ।

মহারাজ অশোক আপনার পুত্র মহেন্দ্রের পরিচালনাধীনে এক বৌদ্ধ সঙ্ঘ সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুরূপী মহেন্দ্রকে তিস্‌স মহামেঘবন প্রদান করেন। তখন হইতে মহামেঘবন সিংহলে বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহেন্দ্রই সপারিষদ তিস্‌সকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহার ফলে সম্রাট্‌ অশোকের সহিত তিস্‌সের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অতঃপর মহারাজ তিস্‌সের প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ গয়ার যে বোধিবৃক্ষতলে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার একটী শাখা (সিংহলী সাহিত্যে 'দলদ' নামে প্রসিদ্ধ) অশোক আপন কন্যা সঙ্ঘমিত্রার হাতে প্রেরণ করেন। সঙ্ঘমিত্রার সহিত আরও এগার জন ভিক্ষুণী ছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ইতঃপূর্বেই ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা (ইঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় না, বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিলে এই নাম দেওয়া হয়) কোন্‌ সময় সিংহলে আগমন করেন, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। Lassen-এর মতে ২৪১ খ্রী-পূ° অশোক মহেন্দ্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন।[১০] ত্রিভুবনদাস শাহ্‌ বলেন, মহেন্দ্রের জন্ম ৩৩২ খ্রী-পূ° এবং সঙ্ঘমিত্রার জন্ম ৩৩০ খ্রী-পূ°; ৩১২ খ্রী-পূ° উভয়ে দীক্ষিত হন ও দীক্ষিত হইয়াই তাঁহারা সিংহলে প্রেরিত হন।[১১] কিন্তু এই সময় অশোকের রাজ্যারোহণের অনেক পূর্বের। মহারাজ অশোক যখন ২৬৯ খ্রী-পূ° সিংহাসনারোহণ করেন, তখন মহেন্দ্রের বয়ক্রম ৪ বৎসর ও সঙ্ঘমিত্রার বয়স ২ বৎসর। সুতরাং মহেন্দ্র ২৭৩ খ্রী-পূ° ও সঙ্ঘমিত্রা ২৭১ খ্রী-পূ° জন্মগ্রহণ করেন। আবার মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা যথাক্রমে ২০ ও ১৮ বৎসর বয়সে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা ২৫৩ খ্রী-পূ°, অর্থাৎ যে বর্ষে তিস্‌স সিংহাসনারোহণ করেন সেই বর্ষে দীক্ষিত হন।

৬ ঐ।
৭ Ep. Zeyl. i, 81.
৮ JASB, 1897, i. 76; Proc. ASB, 1899, 70.
৯ SmithEHI, 189n.
১০ Indische Alterthumskunde, ii. 259.
১১ Ancient India, ii. 259.

দীক্ষিত হইবার কিছুকাল পরে মহেন্দ্র সিংহলে প্রেরিত হন। মহেন্দ্রের পরে সঙ্ঘমিত্রা প্রেরিত হইয়াছিলেন।

Vincent Smith-এর মতে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা।[১২] সঙ্ঘমিত্রাকে তিনি মহেন্দ্রের কাল্পনিক ভগিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১৩]

সঙ্ঘমিত্রা 'দলদ' সিংহলে আনয়ন করিলে বিরাট্ আড়ম্বর-সহকারে তিস্স উহা মহামেঘবনে রোপণ করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনদাস শাহ্র মতে, ৩১৩-২ খ্রী-পূ° উহা রোপণ করা হয়।[১৪] আবার Tennent-এর মতে, ২৮৮ খ্রী-পূ° উহা রোপন করা হইয়াছিল।[১৫] কিন্তু Rhys Davids মহাবংস (১৯ অ°) ও দীপবংস (১৬ অ°) হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ২৪৫ খ্রী-পূ° ইহার রোপণ-কার্য সংঘটিত হয়।[১৬] ২৫৩ খ্রী-পূ° যদি তিস্সের সিংহাসনারোহণ ও মহেন্দ্র-সঙ্ঘমিত্রার দীক্ষাকাল হয়, তাহা হইলে Rhys Davids-এর সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য।

মহাবংসের ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে এই বোধিবৃক্ষরোপণের বিষয় ও তৎসংশ্লিষ্ট উৎসব ও আড়ম্বরের কথা লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে দেখা যায়, রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রার সিংহলে পৌঁছিতে সর্বসমেত ১৪ দিন লাগিয়াছিল। তাঁহাকে সাত দিনে স্থলপথ ও সাত দিনে জলপথ অতিক্রম করিতে হয়। পূর্বেই বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া সঙ্ঘমিত্রার রওনা হইবার সংবাদ মহারাজ তিস্সকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। রাজধানীতে বিপুল আনন্দ-উৎসবের আয়োজন চলিল। সমুদ্রতট হইতে রাজধানী পর্যন্ত পথ বিচিত্র পত্রপুষ্পে শোভিত হইল। মহামেঘবনে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা হয়। এজন্য মহামেঘবন খুব সুন্দরভাবে সাজান হইল এবং বৃক্ষরোপণের নির্দিষ্ট স্থানে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইল। সমগ্র রাজধানীতে বিপুল উৎসাহ ও উন্মাদনা দেখা দিল। অতঃপর মহারাজ তিস্স রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রাকে অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা করিবার জন্য সপারিষদ সমুদ্রতটে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সঙ্ঘমিত্রার অর্ণবপোত তটদেশে আসিয়া ভিড়িল। এই সময় তিস্স এরূপ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, তিনি জাহাজ তীরে ভিড়িতে না ভিড়িতেই সম্মানিত অতিথিবর্গকে সম্বর্ধনা করিবার ও বোধিবৃক্ষের শাখা দর্শন করিবার জন্য অধীর আগ্রহে জলেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন অপরাহ্নকাল। সঙ্গিনীগণসহ সঙ্ঘমিত্রাকে রাজোচিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া শোভাযাত্রাসহ সুসজ্জিত পথ দিয়া আনয়ন করা হইল এবং নগরের উত্তর তোরণ দিয়া রাজধানীতে আনা হইল। এই ব্যাপারে রাজধানীতে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেরূপ উৎসব পূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিপুল আড়ম্বরের সহিত বৃক্ষরোপণ-কার্য সমাধা করা হয়। বৃক্ষরোপণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনমেঘজালে আকাশ ভরিয়া গেল। অঝোরধারায় বৃষ্টি নামিল। সাত দিনের মধ্যে সেই বর্ষণের বিশ্রাম হইল না। অতঃপর বোধিবৃক্ষের পার্শ্বে একটী বিহার নির্মিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধসঙ্ঘের কেন্দ্র করিবার জন্য যেমন মহামেঘবন মহেন্দ্রকে অর্পণ করা হইয়াছিল, তেমনি সঙ্ঘমিত্রা ও তাঁহার সঙ্গিনী ভিক্ষুণীদের বাসের জন্য 'হট্টালকো' নামক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা উভয়েই বহু বৎসর সিংহলে থাকিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন মহারাজ তিস্স। তিস্সের মৃত্যুর আট বৎসর পরেই মহেন্দ্রের মৃত্যু হয়, তাহার এক বৎসর পরে সঙ্ঘমিত্রা দেহত্যাগ করেন। মহেন্দ্রের দেহভস্মের অর্ধেক থূপারামের সন্নিহিত 'ইস্সর-মুনি বিহার বা 'ইসিভূমঙ্গ-নম্'-এ (ইহা মহেন্দ্রের চিতাস্থান, চিতাভস্ম রাখিবার জন্যই ইহা নির্মিত হয়) এবং অর্ধাংশ 'মিহিন্তল' নামক স্থানে যেখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল সেখানে রক্ষিত হয়। সঙ্ঘমিত্রার দেহভস্ম থূপারামে রক্ষিত হইয়াছিল।[১৭]

ত্রিভুবনদাস শাহ্র মতে, মহেন্দ্র ৭৮ বৎসর ও সঙ্ঘমিত্রা ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন; ২৫৩ খ্রী-পূ° মহেন্দ্রের ও ২৫৩ খ্রী-পূ° সঙ্ঘমিত্রার মৃত্যু হয়।[১৮] আবার Oldenberg 'দীপবংসে'র যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে (১৭. ৯৫) দেখা যায়, ১৯৩ খ্রী পূ° ৬০ বৎসর বয়সে মহেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। যাহা হউক, কত বৎসর বয়সে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার দেহান্তর ঘটিয়াছিল তাহা জানা না গেলেও উভয়ে যে যথাক্রমে তিস্সের মৃত্যুর আট ও নয় বৎসর পরে এবং তিস্সের পরবর্তী নৃপতি উত্তিয়ের ৮ম ও ৯ম রাজ্যাঙ্কে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা মহাবংসের ২০শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। মহেন্দ্র আজীবন কৌমার্য অবলম্বন করেন। সঙ্ঘমিত্রা দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে অগ্নিশর্মাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরে অগ্নিশর্মা বৌদ্ধ ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করায় তিনি ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেকের মতে, দীক্ষাগ্রহণের পূর্বেই সঙ্ঘমিত্রার বৈধব্য ঘটিয়াছিল। [মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা দ্র°]

তিস্সের মৃত্যুর পর উত্তিয় সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি তিস্সের অনুজ ভ্রাতা।[১৯] দশ বৎসর ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনদাস বলেন, উত্তিয়ের রাজ্যকালে ২৬৩ হইতে ২৫৩ খ্রী-পূ°।[২০] কিন্তু ২১৩ খ্রী-পূ° তিস্সের মৃত্যু হইলে এই বর্ষেই উত্তিয় রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। যাহা হউক, উত্তিয়ের

১২ SmithEHI, 186.
১৩ ঐ, 187.
১৪ Ancient India, ii, 244.
১৫ Ceylon. ii. 632.
১৬ ERE, xii. 747.
১৭ মহাব° ২০ অ°; Smither : Architectural Remains, Anuradhapur, 9, pl. III.
১৮ Ancient India, ii. 231.
১৯ SmithEHI, 186n.
২০ Ancient India, ii. 238.

রাজ্যাবসানের কিছু পরে দক্ষিণ ভারত হইতে আগত তামিলগণ অনুরাধপুররাজকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। অনুরাধপুরের রাজবংশ রাজ্যচ্যুত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন। এক শত বর্ষ অনুরাধপুর রাষ্ট্র তামিলগণের অধিকারে ছিল। অতঃপর মহাগামের অধিপতি কাকবর্ণ-তিসসের পুত্র দুট্ঠগামণী-অভয় তামিলদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া খ্রী-পূ° ২য় শতকের শেষ সময়ে অনুরাধপুর অধিকার করেন। অবশ্য কাহারও কাহারও মতে, দুট্ঠগামণী-অভয়ের রাজাকাল ১০১ হইতে ৭৭ খ্রী পূ°।[২১] আবার Tennent-এর মতানুসারে তিনি অনুরাধপুর রাষ্ট্র অধিকার করিয়াছিলেন ১৬১ খ্রী পূ°।[২২] কিন্তু ২০৩ খ্রী-পূ° উত্তিয়ের রাজ্যাবসান হইলে ১০১ খ্রী-পূ° ই গামণীর রাজ্যারোহণের বিশ্বাসযোগ্য সময়। গামণী মহাবংসের নায়ক ও এক জন মহাবীর। সমগ্র মহাবংসে ইঁহার বীরত্ব ও কীর্তির তুলনা নাই। ইনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার মাতা বিহার-দেবীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁহার যে পুত্র হইবে সে এক জন মহাবীর হইবে। মাতার সেই ইচ্ছাই ভবিষ্যতে পূর্ণ হইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসিক কার্যে গামণীর উৎসাহ দেখা যাইত। পরে তাঁহার দুর্দান্ত প্রকৃতি এরূপ অনমনীয় হইয়া ওঠে যে, তাঁহার পিতাও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিতেন না। এক সময় গামণী-অভয় স্থির করিলেন যে. তিনি তাঁহার পিতৃরাজ্যের উত্তর-সীমান্তে মহাবালুকনদ অতিক্রম করিয়া উত্তর-সিংহল আক্রমণ করিবেন। দমিল.গণ (তামিলগণ) তখন উত্তর-সিংহলে অনুরাধপুর-রাষ্ট্র অধিকার করিয়া আছে। গামণীর পিতা কিন্তু তাঁহাকে তামিলগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন না। গামণী তখন তামিলগণকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর, পিতার অসম্মতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি পলায়নপূর্বক পর্বতীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেস্থান হইতে তিনি পিতাকে একটী রমণীর পোষাক পাঠাইয়া দিলেন; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি পিতাকে মনুষ্যপদবাচ্য করিতে চাহেন না। তখন হইতে গামণীর নামের সহিত 'দুট্ঠ' অর্থাৎ 'দুষ্ট' সংযুক্ত হইল। সিংহলে তিনি দুট্ঠগামণী-অভয় নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পর্বতীয় আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি বাহিরে আসিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। সিংহাসনাধিকার লইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা তিস্‌স বা সদ্ধা-তিস্‌সের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। প্রথমে চূল.ঙ্গ-নিয়পিট্‌ঠিতে তিনি পরাস্ত হন, কিন্তু পরে জয়লাভ করেন। অতঃপর বৌদ্ধসঙ্ঘ মধ্যস্থ হইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে মিলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর রীতি-মত যুদ্ধায়োজন করিয়া দুট্ঠগামণী উত্তর-সিংহলে অভিযান করিলেন। তখন তামিলরাজ এল.ার অনুরাধপুরে রাজত্ব করিতেছেন। মহিয়ঙ্গন হইতে যুদ্ধের সূচনা হইল। এখান হইতে পর পর বত্রিশটী দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি বিজিতপুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিজিতপুর তখন তামিলদের একটী প্রধান ঘাঁটি। চার মাস অবরোধের পর বিজিতপুর অধিকৃত হইল। ইহার পরেই তিনি অনুরাধপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন।—মহাব° ২৫. ৭৫। এখানে এল.ারের বাহিনীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল এবং পরিশেষে পরাজিত হইয়া এল.ার রাজধানীর মধ্যে পলায়ন করিলেন। গামণীও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দক্ষিণ নগর-তোরণের নিকট তিনি এল.ারের সম্মুখীন হন। এল.ারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে এল.ার গামণীর হস্তে নিহত হইলেন। এল.ারের মৃতদেহের প্রতি দুট্‌ঠগামণী প্রকৃত বীরোচিত শ্রদ্ধা দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজকীয় সম্মানের সহিত বোধিবৃক্ষের সন্নিহিত স্থানে এল.ারের মৃতদেহ পোড়ান হইল এবং তাঁহার চিতাভস্মের উপর একটী স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইল। ইহাই পরে দুট্‌ঠগামণীর বিজয়স্মারকরূপে পরিগণিত হয়। এই স্মৃতিমন্দির ছাড়াও যে স্থানে দ্বন্দ্বযুক্ত হইয়াছিল সেখানেও গামণী একটী বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এল.ারের প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ তিনি আদেশ দেন যে, এল.ারের স্মৃতিমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া কেহ কখনও গীতবাদ্য করিয়া যাইতে পারিবে না। সিংহলে বীরগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ এইরূপ রীতিই পালন করা হইত।

তামিলগণের পতন ও এল.ারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভারতবর্ষ হইতে এল.ারের ভ্রাতুষ্পুত্র ভল্লুক সিংহলে অভিযান করেন। গামণী তাঁহাকেও পরাজিত করিয়া সমগ্র সিংহলের একচ্ছত্র অধিপতি হন।

অনুরাধপুর-বিজয়ের সপ্তম দিবসে গামণী তিসস্‌বাপিতে এক জলোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। এই উৎসব সমাপ্ত হইলে তিনি 'মরিচবট্‌টি' স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিসস্‌-মহারামের ভিক্ষুগণপ্রদত্ত বুদ্ধাস্থি রক্ষিত হয়। মহাবংসে উল্লিখিত হইয়াছে যেখানে মরিচবট্‌টি নির্মিত হয় সেখানে গামণীর বর্শা এরূপ তীব্রভাবে প্রোথিত হইয়াছিল যে, সেই বর্শা কেহই টানিয়া তুলিতে পারে নাই।

দুট্‌ঠগামণী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ও ধর্মাচরণ-সহকারে ২৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন (মহাব° ২৪. ৪৭)। তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া ও প্রজাস্বার্থের অনুকূলে বহু সৎকার্য করিয়াছিলেন এবং স্তূপ, বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া নিজের কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'লোহপাসাদ' ও 'মহাথূপ'।—মহাব° ২৬, ৩২। বস্তুতঃ এই দুইটী স্থাপত্যনিদর্শন অনুরাধপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। তাঁহার এই সমুদয় সৎকার্যাবলীর ইতিহাস ও কীর্তিকাহিনী মহাবংসের ২৬-৩২ অ° লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে

২১ MDPP, i. 84, 1093.

২২ Ceylon, ii. 620.

এরূপ লিখিত আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গামণীর সচিব তাঁহার সমক্ষে তাঁহার সৎ-কার্যাবলীর যে তালিকা দেন তাহাতে দেখা যায়, তিনি মরিচবট্‌ঠি, লোহপাসাদ ও মহাথূপ ব্যতীত আরও ৯৯টী বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিরাট্ আয়োজন-সহকারে ৩০ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে লোহপাসাদ নির্মিত হয়। এই প্রাসাদে নয়টী তল ছিল এবং স্তম্ভসংখ্যা ছিল ১৬০০। ছাদগুলি ব্রোঞ্জ ধাতুতে নির্মাণ করা হয়; এজন্য এই প্রাসাদকে ব্রোঞ্জের প্রাসাদও বলা হইত। ছাদের ব্রোঞ্জ টালিগুলিতে শুভ্র চিক্কণ চূণের ('চূণম্') প্রলেপ এমনভাবে দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহা সকল সময় ঝলমল করিত। সিংহলীদের নিকট এই বিহার 'লোয় মহ পয়' নামে পরিচিত। এই প্রাসাদ-সম্বন্ধে অনেক কাহিনীর প্রচলন আছে। এইরূপ একটী কাহিনী মহাবংসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বীরণী-প্রাসাদের নক্সা-অনুসারে এই প্রাসাদের নক্সা তৈয়ারী হইয়াছিল। তুষিত হইতে অর্হৎগণ গামণীকে এই নক্সা আনিয়া দিয়াছিলেন।

এই লোহপাসাদটিকে গামণীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পরবর্তী নৃপতি সদ্ধা-তিস্স সংস্কার করেন। কিন্তু সংস্কারের সময় তিনি ইহাকে নয় তল হইতে কমাইয়া সাত তলে পরিণত করেন।[২৩] আবার ইহার দুই শত বর্ষের কিছু পরে ইহাকে আরও কমাইয়া পাঁচ তলে আনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভগুলিরও নূতনভাবে সংস্থান ও সংস্কার করা হয়।[২৪] অতঃপর রাজা মহাসেন স্বধর্মত্যাগী হইয়া ইহার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ইহার সংস্কার ও ক্ষতিপূরণ করেন।[২৫] খ্রী° ১২শ শতকের শেষ ভাগে রাজা পরাক্রমবাহুকে ইহার সর্বাঙ্গীণ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। তিনি পুনরায় ইহাকে প্রথমাবস্থার মত করিয়া তোলেন।

লোহপাসাদ অপেক্ষা গামণীর অধিকতর উল্লেখযোগ্য কীর্তি মহাথূপ। সিংহলীদের নিকট ইহা 'রুয়ন্ বেলি' নামে পরিচিত। পালি ভাষায় ইহার নাম 'হেমবলি'। সমগ্র বৌদ্ধ-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-নিদর্শনগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। মহাবংসে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ তথাগত সিংহলে তৃতীয়বার আগমনকালে যেস্থানে আসিয়াছিলেন সেখানে এই স্তূপটী নির্মিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান্ বুদ্ধের জন্মদিনে গামণী এই স্তূপের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। এই নির্মাণকার্যের শুভসূচনার সময় যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেরূপ অনুষ্ঠান সিংহলের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। ইহার যখন নির্মাণের আয়োজন চলিতেছিল তখন বহু স্থপতি বহুবিধ নক্সা রচনা করিয়াছিলেন; সমুদয় নক্সাগুলি রীতিমত পরীক্ষা করিয়া একটী সুনির্দিষ্ট নক্সা রচিত হইয়াছিল। এই নক্সাতেই ইহা নির্মিত হয়। ইহার নির্মাণকার্যে বিনা পারিশ্রমিকে কোন শ্রমিককে খাটাইতে দেওয়া হয় নাই। নাগদেশের অর্হৎ সোণুত্তরের নিকট হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধাস্থি অতুলনীয় আড়ম্বরের সহিত ইহাতে রক্ষিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে একটা বড় রকম ভোজও দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গামণী ইহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। চৈত্যের ছত্ত (ছত্র) ও আস্তরণকার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহাবংসে গামণীর মৃত্যু-প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে—মহাথূপের চৈত্য নির্মিত হইবার পরেই দুট্‌ঠগামণী অসুস্থ হইয়া পড়েন—তখনও ছত্ত ও আস্তরণকার্য শেষ হয় নাই। এই সময় তাঁহার ভ্রাতা সদ্ধা-তিস্স দীঘবাপিতে ছিলেন, তথা হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হয়। সদ্ধা-তিস্স আসিয়া চৈত্যটী শ্বেত বস্ত্রে ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং যাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গামণী তাঁহার অসমাপ্ত কীর্তি দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন তজ্জন্য ঐ চৈত্যের উপর একটী বংশনির্মিত সাময়িক চূড়া নির্মাণ করিয়া দিলেন। গামণী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব-কর্তৃক তাঁহার জীবনের অনন্যসাধারণ কীর্তি-কলাপ পাঠ করা হইতে লাগিল এবং অর্হৎ থেরপুত্তাভয় (ইনি পূর্বে গামণীর এক জন সেনানায়ক ছিলেন) তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে মৃত্যুকালীন সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে গামণীর মৃত্যু হইল।

যাহা হউক, গামণীর মৃত্যুর পর সদ্ধা-তিস্স সিংহাসনারোহণ করেন। গামণীর পুত্র সালিয় চণ্ডালকন্যা অশোকমালাকে বিবাহ করায় সিংহাসনলাভে বঞ্চিত হন। সদ্ধা-তিস্স সিংহাসনারোহণ করিয়া মহাথূপের নির্মাণকার্য শেষ করেন। মহাথূপের নির্মাণ-কার্যে সর্বসমেত ২০ বৎসর লাগিয়াছিল এবং ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল এক সহস্র কোটি মুদ্রা। এই অতি ব্যয়সাপেক্ষ স্থাপত্যনিদর্শনকে সিংহলীরা বলিত যে, উহা সোনার ধূলি দিয়া গড়া দাগব।[২৬]

সদ্ধা-তিস্সের রাজ্যকাল-সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। দুট্‌ঠগামণীর মৃত্যুর পর খুব বেশী দিন অনুরাধপুরে শান্তি থাকিতে পারে নাই। তামিলগণের পুনরায় আবির্ভাব হইল এবং তাহারা অনুরাধপুর-রাষ্ট্র অধিকার করিল। রাজবংশীয়গণ পলায়ন করিয়া পর্বতীয় স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে থাকিয়া বট্টগামণী শক্তিসঞ্চয় করিয়া তামিলদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। তামিলগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিল না, তাহারা পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইল। বট্টগামণী সিংহাসনারোহণ করিলেন (২৯—২৭ খ্রী-পূ°)।[২৭] রাজ-

২৩ মহাব° Turnour, xxxvi.

২৪ ঐ, xxxiii.

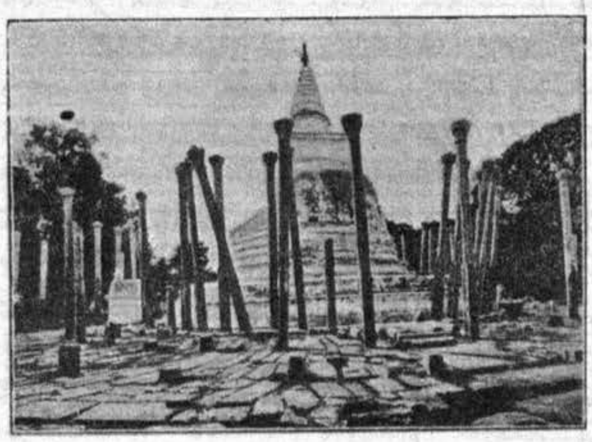
২৫ ঐ; xxxvii.

২৬ দুট্‌ঠগামণীর সমগ্র ইতিহাস ও তাঁহার কীর্তি-কাহিনীর পরিচয় মহাবংস (২২ হইতে ৩২) অ° দীপবংস (১৮৫৩; ১৯. ১ ই°) এবং সমন্তপাসাদিকা (PTS. i. 102) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

২৭ MDPP, i. 84. সম্ভবতঃ ৪৯ খ্রী-পূ° তামিলদের প্রাদুর্ভাব হয়; ইহার পূর্বে গামণীর মৃত্যুর পর প্রায় ২৮ বৎসরকাল শান্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। Rhys

দণ্ড অধিকার করিয়া তিনি বিজয়নিদর্শনস্বরূপ 'অভয়গিরি' দাগব নির্মাণ করেন। স্থাপত্যে ও উচ্চতায় ইহা লোহপাসাদ ও মহাথূপকেও ছাড়াইয়া যায়। অভয়গিরির পার্শ্বে একটা বিহারও নির্মাণ করা হইয়াছিল।—মহাব° ৩১. ৮০-৩। জৈনদিগের বাসের জন্য পাণ্ডুকাভয় যে উদ্যানবাটী নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে এই বিহারটী নির্মিত হয়। এই বিহারের অধ্যক্ষ বট্টগামণীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং নৃপতি কর্তৃকই তিনি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তিনি এক বিরোধের সূচনা করিয়া বসেন। পূর্বতন বিহারের অধিবাসিগণ, মহামাত্য প্রভৃতিকে লইয়া বোধিবৃক্ষের নিকট একটা সাঙ্ঘিক বিচারসভা বসে। ইহাতে অধ্যক্ষ বিরুদ্ধ সমালোচনায় পতিত হইয়াছিলেন। পুরাতন ও নূতন বিহারের প্রতিনিধিদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন লইয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। কিন্তু ধর্মমত-প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ইহা বিস্তৃতও হয়। এই বিচার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এরূপ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল যে, ইহার ফল পাঁচ শতাব্দী কাল সিংহলের ধর্ম ও সাধারণ জীবনধারায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বট্টগামণীর রাজ্যকাল পর্যন্তই একমাত্র 'জেতবনারাম' ব্যতীত অনুরাধপুরের উল্লেখযোগ্য সমুদয় স্থাপত্যনিদর্শন নির্মিত হয়। তাঁহার পরবর্তী নৃপতিগণ প্রধানতঃ পূর্ববর্তী নৃপতিগণ নির্মিত স্থাপত্যনিদর্শনগুলির সংস্কার ও সেগুলিকে শিল্পালঙ্কারে সমৃদ্ধ করেন। অবশ্য তাঁহারা এবং উচ্চ রাজকর্মচারিগণ নিজেদের জন্য প্রাসাদ ও ভিক্ষু শ্রমণ প্রভৃতির জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যনিদর্শন জেতবনারাম। খ্রী° ৪র্থ শতকে মহাসেন ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। মহাসেনের রাজ্যকাল ৩৩৪-৬১ খ্রী°। জেতবনারাম সম্পূর্ণ করিতে ৮ বৎসর লাগিয়াছিল। মহাসেনের পুত্র কীর্তিশ্রী মেঘবর্মা ইহার নির্মাণকার্য শেষ করেন।—মহাব° ৩৭. ৩৩ই°। বোধিবৃক্ষের প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। জেতবনারামের পূর্বে অবশ্য লঙ্কারাময় বিহার খ্রী° ৩য় শতকে নির্মিত হয়, ইহা কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। বোধিবৃক্ষ হইতে জেতবনারামের মধ্যে এই বিহারটী নির্মিত হয়।



ধ্বংসাবশিষ্ট থূপারাম দাগব

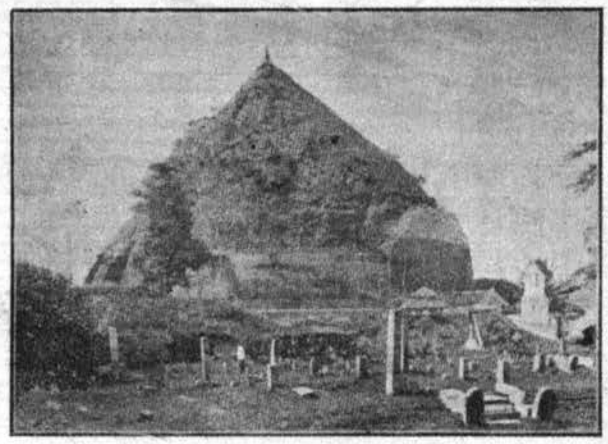
খ্রী° ৪র্থ ৫ম শতকে অনুরাধপুর বৌদ্ধসংস্কৃতির একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধবিহারগুলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হয়। নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য এখানে আসিতে থাকে। এই সময়েই মহানাম বা মহামুনি নামক নৃপতির রাজ্যকালে সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ উত্তর ভারতে বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী ঘোষ নামক গ্রামের অধিবাসী এক জন ব্রাহ্মণ। অনুরাধপুরে আসিয়া তিনি রেবত-কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে তিনি ঘণ্টাকরবিহারে অবস্থান করিতেন; এই বিহারে থাকিয়াই তিনি সিংহলীভাষায় রচিত ত্রিপিটকের ভাষ্য অথকথার পালি অনুবাদ করেন।—মহাব° ৩৭ ২১৫ই°। [বুদ্ধঘোষ দ্র°] খ্রী° ৫ম শতকের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ দশমাঙ্কের মধ্যে তিনি অনুরাধপুরে আসেন। তাঁহার সিংহলে অবস্থানকালেই খ্রী° ৫ম শতকের মধ্যভাগে এখানে জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয়। ইতঃপূর্বে যে সমুদয় কৃত্রিম হ্রদ খনন করা হইয়াছিল সেগুলি প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না, এজন্য আরও জলাশয় খননের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। একারণ তৎকালীন অধিপতি ধাতুসেন ২৫ ক্রোশ দূরে একটী বিরাট্ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জলাশয়ের নাম 'কাল '।[২৮] কৃত্রিম হ্রদের পরিধি ২৫ ক্রোশ। - মহাব° ৩৮. ৪২। এই শতকের প্রথম ভাগে চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান অনুরাধপুরে আসিয়াছিলেন। অনুরাধপুরের বৌদ্ধপীঠে শিক্ষালাভের ও সিংহলের সংস্কৃতির অভিজ্ঞতালাভের জন্য এবং পঠিত পুথিনিচয়ের অনুলিপি-গ্রহণের জন্যই তিনি অনুরাধপুরে আসেন। এখানে তিনি দুই বৎসর ছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় অনুরাধপুরের সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[২৯]

Davids-এর মতে ১০৯ খ্রী-পূ° তামিলগণ অনুরাধপুর আক্রমণ করে এবং ৮৯ খ্রী-পূ° বট্টগামণী সিংহাসন অধিকার করেন। আবার Tennent বলিয়াছেন (Ceylon, ii.), ৮৭ খ্রী-পূ° তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।

২৮ Rhys Davids-এর মতে, ৪৫০ খ্রী° ধাতুসেন 'কালবাপি' খনন করেন (ERE, i. 600); মতান্তরে, ধাতুসেনের রাজ্যকাল ৪৬০-৭৮ খ্রী° (MDPP, i. 84)।

২৯ Rhys Davids এর মতে, ৪১১ খ্রী° ফা-হিয়ান্ অনুরাধপুরে আসিয়াছিলেন (ERE, i. 600)।

ধাতুসেনের পর হইতেই রাজ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এইরূপ হইবার একটী বিশেষ কারণও ছিল। এই সময় রাষ্ট্রের সংহতিতে ভাঙ্গন ধরে। রাজদণ্ডের অধিকার লইয়া গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক পক্ষ আপনাকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ সুগম করিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতের তামিলগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকেন। ফলে তামিল-বাহিনী সিংহলে উপস্থিত হয় এবং সমগ্র উত্তর সিংহল আচ্ছন্ন করিয়া বসে। শেষে এমন অবস্থা হইল যে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। অনুরাধপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান তামিলগণের দ্বারা অধ্যুষিত হইল। তখন অনুরাধপুরে রাজধানী রক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। এই সময় শিলামেঘসেন বা ১ম সেন অনুরাধপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ৮১৪-৫ খ্রী° তিনি অনুরাধপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার তাঁহার বাহিনী লইয়া সিংহল আক্রমণ করেন এবং শিলামেঘকে পরাজিত ও তাঁহার বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন।[৩০] শিলামেঘ পলায়ন করিয়া দক্ষিণ পর্বতীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীমার অনুরাধপুর অধিকার করিয়া উহা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিলেন। তাঁহার এই অভিযানে অনুরাধপুরের প্রাসাদসমূহ ও স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হইল। এইরূপে ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য করিয়া শ্রীমার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।—মহাব' ৫০. ৫. ১৯। এদিকে পলায়িত রাজবংশ-কর্তৃক দক্ষিণ পর্বতীয় স্থানে পুলস্তিপুরে বা পোলোন্নারুবে সিংহলরাজ্যের মুখ্যনিবেশ স্থাপিত হয়। পুলস্তিপুরে রাজধানী স্থাপন খ্রী° ৯ম শতকের মধ্যভাগেরই ঘটনা।[৩১] অবশ্য কেহ কেহ ইহা ৯ম শতকের প্রথমভাগের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার Rhys Davids বলেন, ৬৫০ খ্রী° অনুরাধপুর পরিত্যক্ত হইয়া পুলস্তিপুরে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।[৩৩]



রুয়ন্‌ বেলি বা মহাথূপের ধ্বংসাবশেষ

যাহা হউক অনুরাধপুর একবার এক পক্ষের আবার অন্য পক্ষের হাতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ইহা নামেই রাজধানী রহিল। তবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে ইহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইভাবে আরও কয়েক শত বর্ষ চলিয়া প্রায় ১৩০০ খ্রী° ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়।—মহাব° ৭৬.১০৬-২০ ; ৭৮. ৯৬ই° ; ৮৮. ৮০ই°।

১৩০০ খ্রী°-র পরে অনুরাধপুরের অবস্থা এরূপ হইয়া পড়ে যে, উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূভাগে প্রায় ২৫ ক্রোশ দক্ষিণে ও ২৫ ক্রোশ উত্তরে জনমানব ছিল না বলিলেও হয় ; ধীরে ধীরে এই ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। অনুরাধপুরে বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে বৌদ্ধ-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা মাত্র কয়েক জন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া যায়। খ্রী° ১১শ শতকে একবার কিছুকালের জন্য অনুরাধপুর জনৈক মিথ্যা উত্তরাধিকারীর দ্বারা রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ; তিনি তামিলগণের সাহায্য লইয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি বিতাড়িত হন এবং রাজ্যের সমুদয় কর্তৃত্ব পুলস্তিপুররাজের হাতে আসে।

দক্ষিণ ভারতের চোল-রাজ বীররাজেন্দ্রের ৭ম রাজ্যাঙ্কের (১০৬৯-৭০ খ্রী°) চিঙলেপৎ জেলার অন্তর্গত পেরুন্ধারে প্রাপ্ত একটী লিপি হইতে জানা যায় যে, বীররাজেন্দ্র সিংহলদেশ আক্রমণ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই উহা পদানত করিয়াছিলেন। মহাবংশের ৫৮-তম অধ্যায়ে সিংহলে চোল-অভিযান প্রতিহত হইবার যে বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা ও এই লিপির বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া সিংহলের ইতিহাসের আর একটু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। ১০৫৪ খ্রী° বিজয়বাহু সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার দশ বর্ষ পরে তামিলগণ সিংহলে বেশ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। তখন সিংহলরাজকে তামিলরাজের নিকট কর দিতে হইত। ঘটনাচক্রে সিংহলরাজ এই কর দিতে অস্বীকৃত হন। ফলে তামিলগণের পক্ষ হইতে আবার নূতন আক্রমণের সূচনা হয়। বিজয়বাহুর ১১শ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১০৬৪-৫ খ্রী° চোল-রাজ সিংহলীদের নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হন। বিজয়বাহু স্বয়ং সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়া এই জয়লাভের পরেও তামিলগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইতিমধ্যে আবার চোল-বাহিনী অনুরাধপুরের নিকট সংহত হইয়া বিজয়বাহুর সম্মুখীন হয়। আবার যুদ্ধ বাধে, কিন্তু এই যুদ্ধে বিজয়বাহু পরাজিত হন। বিজয়বাহু পলায়ন করিয়া পর্বতীয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখান

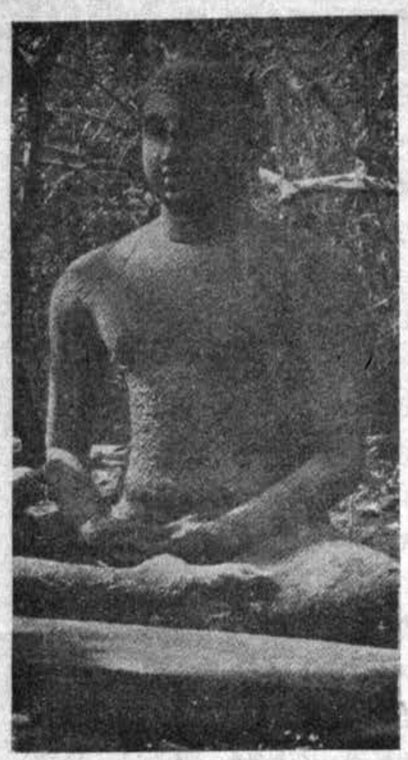
৩০ HInsSI, 34.

৩১ ঐ।

৩২ MDPP, i. 84.

৩৩ ERE, i. 600.

হইতে দুই-তিন বর্ষ ধরিয়া তিনি যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট শক্তিসঞ্চয়ও করেন। অতঃপর তিনি চোল.দিগের ঘাঁটি পুলত্থি (অর্থাৎ পুলত্থিপুর) আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিত ও ভীষণভাবে তিনি চোল.-দিগকে আক্রমণ করেন যে, সেই আক্রমণ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়ে। এমন কি, তাহাদের পক্ষে সিংহল ত্যাগ করিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। বিজয়বাহু তাঁহার ১৫শ রাজ্যাঙ্কে (১০৬৮-৯ খ্রী°) সগৌরবে রাজধানীতে প্রবেশ করেন।[৩৪] ১ম কুলোত্তুঙ্গ চোল.এর ১৪শ রাজ্যাঙ্কের তিরুকলুক্কুনম্ লিপিতে দেখা যায় যে, তিনিও সিংহল জয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন;[৩৫] কিন্তু তাহাতে তিনি সমর্থ হন নাই।



ধ্যানাসনে বুদ্ধ (৫´ ৯´´ উচ্চ): অনুরাধপুরের একটী প্রাচীনতম মূর্তিশিল্পের নিদর্শন। বর্তমানে ইহা কলম্বো মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

অনুরাধপুরের কথা পালিপিটকের অথ-কথাগুলির নানা স্থানে পাওয়া যায়। সমন্ত-পাসাদিকায় (PTS. iii. 299) দেখা যায় যে, এখানে দুইটী 'ইন্দখীল' ছিল। আবার উদান-অত্থকথা (PTS. 238) ও সুমঙ্গলবিলাসিনী (PTS. ii. 573) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নগরের প্রধান রাজ-পথ থূপারাম হইতে প্রসারিত ছিল। ইহার ধর্মানুচারী ভিক্ষুদিগের জন্য ও দূরদেশ হইতে এই স্থানে জনসমাগমের ফলে ইহা সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি, পাটলিপুত্র হইতে মহানাগ থের নামক ব্রাহ্মণ এই স্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন।[৩৬] মহাবংস-রচনার সময় যে নগর প্রাচীর ছিল তাহা রাজা যশব নির্মাণ করেন। — মহাব° ৩৫. ৯৭। মহাবংসটীকার (পৃ° ৬৫৪) বর্ণনায় ইহার উচ্চতা ছিল ৭ হইতে ১৮ হাত।

রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মানুষ্ঠান—খ্রীস্টজন্মের পূর্বে পাণ্ডুকাভয়ের রাজ্যকালে অনুরাধপুরের পৌরব্যবস্থায় বিশেষ শৃঙ্খলা ছিল। মহাবংসে এই পৌরব্যবস্থার বর্ণনা আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য ও সুবিধার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। জৈন[৩৭] আজীবক, পরিব্রাজক, ব্রাহ্মণ (হিন্দু) প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মানু-চারীর জন্য রাজসরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নাগরিকদিগের চিকিৎসার জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতি-গৃহ প্রভৃতি ছিল—রাজকোষ হইতে এগুলির ব্যয় নির্বাহ করা হইত। দিবাভাগে ও রাত্রিকালে পর্যায়ক্রমে নগরের অভিভাবকরূপে নগর পরিদর্শন করিবার জন্য দুই জন কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে 'নগরগুত্তিকা' বলা হইত। নগরের পূর্তবিদ্দিগকে বলা হইত 'জোতিন'; সরকার কর্তৃক জোতিয়গণের জন্যও স্বতন্ত্র বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল। 'চণ্ডাল'-গণ নগর পরিষ্কার ও শববহনের জন্য নিযুক্ত থাকিত। শ্মশানক্ষেত্রে যাহারা নিযুক্ত থাকিত তাহাদিগকে বলা হইত 'নীচি-চণ্ডাল'। —মহাব° ১০. ৮০-১০২।

সিংহলে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবেশলাভ ঘটে নাই, অর্থাৎ মহারাজ তিষ্যের পূর্বে এবং বিশেষতঃ পাণ্ডুকাভয়ের সময়ে সকল ধর্মেরই মন্দির অনুরাধপুরে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি রাজসরকার হইতে সাহায্য পাইত, কাহারও উপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হইত না। এতদ্ব্যতীত সাধারণ উদ্যান, স্নানাগার প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের পরে নৃত্য ও গীতবাদ্যের জন্য প্রমোদভবন, পরিব্রাজক ও পর্যটকদিগের জন্য অতিথিশালা, এবং অনাথাশ্রম বা দরিদ্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র নাগরিকদিগের জন্যই যে হাস-পাতাল ছিল তাহা নহে, পশুহাসপাতালও ছিল। এক এক জন নৃপতি পশুদের খাদ্যের জন্য সংস্রটী ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য নির্দিষ্ট রাখিতেন। রাজকীয় হস্তী, অশ্ব ও সর্পের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত চিকিৎসককে রাজ-সরকার হইতে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হইত। রাজপথগুলিতে দোকান ও বাজারসমূহ ছিল। কোনও উৎসবের অনুষ্ঠানকালে নাপিতগণ ও দর্জিরা নাগরিকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক নগরতোরণে উপস্থিত থাকিত।

ফা-হিয়ান তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, তিনি যখন অনুরাধপুরে ছিলেন তখন অভি-জাতবর্গ, বহু বিচারক ও বিদেশীয় বণিক্ ছিলেন। সাধারণ প্রাসাদগুলি খুব সমৃদ্ধ ও অলঙ্কৃত ছিল। রাজপথগুলি প্রশস্ত ও সমতল ছিল। প্রত্যেক রাজপথেই ধর্মপ্রচার ও 'বন'-পাঠের জন্য উপাশ্রয়গৃহ ছিল। সমগ্র

৩৪ HInsSI. 79-80.

৩৫ SII, iii. 143.

৩৬ মনোরথপূরণী [অঙ্গু অথ]—SBE, i. 384.

৩৭ অনুরাধপুরে প্রাপ্ত বহু জৈন মুদ্রা হইতে অনুমিত হয় যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হইলেও জৈনগণ অল্প বিস্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। —Ancient India, ii. 24.

৩৮ মহাব° Turnour. x. 65-7; xxiii. 139; xxviii. 170; xxxiv. 214; xxxvii. 244, 245, 249; lxviii. 246; রাজারত্নাচারী, Upam. 39; Hardy: Eastern Monachism. 485; Tennant: Ceylon, 493-4; অনাথাশ্রম বা দরিদ্রশালার কথা ১১৮৭ খ্রী° পোলোন্নারুবের একটী লিপিতে দেখা যায়।

সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল ৫০ হইতে ৬০ হাজার। ইঁহারা সাধারণের সহিত আহার করিতেন এবং এরূপ আহারে কোন বাধাও ছিল না। ইঁহাদিগের মধ্যে ৫।৬ হাজার ভিক্ষু রাজসাহায্য পাইতেন। পবিত্র উৎসবদিবসগুলিতে বুদ্ধের পবিত্র দন্ত রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা হইত। এক বিরাট্ উৎসবানুষ্ঠান-সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া এই দন্ত নিকটবর্তী পর্বতীয় স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। সিংহলীরা এই পর্বতকে সর্বপ্রকার ভীতিবর্জিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। উল্লিখিত হইয়াছে যে, নৃপতি ও পুরোহিতগণ উক্ত শোভাযাত্রা পরিচালন করিতেন।

বোধিবৃক্ষ—খ্রী-পূ° ৩য় শতকের মধ্যভাগে মহারাজ তিস্সের রাজ্যকালে গয়া হইতে মূল বোধিবৃক্ষের শাখা আনিয়া অনুরাধপুরে রোপণ করা হয়। মহারাজ অশোকের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভ করিয়া তিস্সই এরূপ পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় এই বৃক্ষরোপণকার্য সমাধা হইয়াছিল। তিস্সের পরে আরও বহু নৃপতি এই বৃক্ষের সংরক্ষণ, শোভাবর্ধন ও পূজাব্যাপারে বহুবিধ 221)। খ্রী° ১ম শতকে রাজা যশব থূপারামে, মহাথূপে ও বোধিবৃক্ষতলে এক সহস্র প্রদীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া চারি বুদ্ধের চারিটী মূর্তি নির্মাণ করিয়া তিনি বোধিবৃক্ষের নিকটে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।—ঐ, xxxv. 221. তাঁহার পরবর্তী নৃপতি কুহ্নরাজ খ্রী° ২য় শতকে উহার চারি দিকে প্রস্তরসোপান নির্মাণ করেন। তাঁহার পর রাজা বৈর-তিস্স ৩য় শতকের প্রথম দিকে উহার দক্ষিণ-পূর্বে একটী উপাশ্রয়-গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাতে একটী ধাতুনির্মিত বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত



রুয়ন্‌বেলি দাগবে একটী পাষাণফলকে ক্ষোদিত নাগ দ্বাররক্ষক



অভয়গিরি দাগবের দক্ষিণ উপাশ্রয়গৃহে একটী শিল্পালঙ্কৃত পাষাণফলক : ইহা নাগমূর্তিতে অলঙ্কৃত।

এই ব্যাপারে শোভাযাত্রার পথ সুগন্ধিযুক্ত ও পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। এই উৎসবে রীতিমত বেশভূষা করিয়া এবং দৃশ্যপট ব্যবহার করিয়া বুদ্ধজীবনের ঘটনাবলী অভিনয় করা হইত। এই অভিনয়ের জন্য কৃত্রিম হস্তী, মৃগ প্রভৃতিও নির্মিত হইত।[৩৯] মহাবংসে (Turnour, xxxvii. 241) ব্যবস্থা করেন। প্রাচীন সিংহলী গ্রন্থসমূহে এই সমুদয় ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মহাবংসে (Turnour, xxvi. 165) দেখা যায়, অনুরাধপুর অধিকার করিয়া দুটুঠগামণী বিরাট্ উৎসব ও অনুষ্ঠানসহকারে বোধি-(সিংহলী নাম 'বো') বৃক্ষের পূজা করেন (১০১ খ্রী-পূ°)। অতঃপর (খ্রী-পূ° ১ম শতকের শেষভাগে) বাৎসরিক জলসেচন-উৎসবের প্রবর্তন করেন বট্টগামণী (মহাব° Turnour, xxxiv. হয় (ঐ, xxxvi. 226; রাজারত্নচারী, Upam. 60)। ইহার কয়েক বর্ষ পরে আভাসেন উহার চারি দিক্ শ্বেতপ্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া দেন (রাজারত্নচারী, Upam. 61)। আরও কয়েক বৎসর পরে আভাসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উহার চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের সংস্কারসাধন করেন (মহাব° Turnour, xxxvi. 228)। আবার ইহার কয়েক বর্ষ পরে রাজা গোথাভয় বো-গহে প্রস্তরনির্মিত

৩৯ Fa Hian: Foe' Koue' Ki, Cal. 1848, xxxviii. 334f.

তিনটী গৃহের প্রতিষ্ঠা করেন ; ঐ গৃহগুলির প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় (রাজারত্নচারী, Upam. 65)। এতদ্ব্যতীত বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরে প্রস্তরের আলিসা দিয়া উহার শোভা বর্ধন করেন, উহার দক্ষিণ-দ্বারের উপর একটী মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া দেন এবং প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী প্রস্তরস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা: করেন (মহাব° Turnour, xxxvi. 232)। ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পরে দেতু-তিস্স পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণ করিয়াই তিনটী দেউড়ী-মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন (ঐ, 33)। রাজা মহাসেন প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মসঙ্ঘে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না, কিন্তু বোধিবৃক্ষকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। যে সময় তিনি বৌদ্ধ সাঙ্ঘিক-দের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি বোধিবৃক্ষসন্নিধানে একটী বুদ্ধমূর্তির সংবর্ধনার জন্য একটী গৃহ এবং একটী সৌধ ও একটী চতুষ্কোণ উপাশ্রয়গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘে বিশ্বাসী হন। এই সময়ে তিনি দুইটী ধাতুময়ী বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বোধিবৃক্ষসন্নিহিত উপাশ্রয়গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন।—ঐ, xxxvii. 235-6. মহাসেনের পুত্র শ্রীমেঘবর্ণ, মিহীন্তলে প্রতিষ্ঠার জন্য, মহেন্দ্রের একটী মূর্তি প্রস্তুত করিয়া নগরের মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া আনিয়া তিন মাস বোধিবৃক্ষের নিকট রাখিয়াছিলেন (ঐ, 241)। তিনি তাঁহার ২৮শ রাজ্যাঙ্কের উৎসবানুষ্ঠানও বোধিবৃক্ষের সম্মুখে করিয়াছিলনে (ঐ, 242)। খ্রী° ৫ম শতকে ফা-হিয়ান্ অনুরাধপুরে আগমন করেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় বোধিবৃক্ষের কথা আলোচনা করিয়াছেন।[৪০] ফা-হিয়ান্ অনুরাধপুরে আসিবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে রাজা ধাতুসেন যুদ্ধাদিদ্বারা ক্ষমতা অর্জন করিবার পর বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ জাঁকজমকের সহিত উহার জলসেচন-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। বৃক্ষরোপণের পর প্রতি দ্বাদশ বর্ষ পরে অনুরাধপুরের নৃপতিগণ-কর্তৃক এইরূপ জলসেচন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত (ঐ, xxxviii. 256-7)। রাজা ধাতু-সেনের সময় মহাবংসের অন্যতম রচয়িতা মহানাম জীবিত ছিলেন (ঐ, xix. 121)। সিলাকালিরাজ খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকের প্রায় মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন, তিনি প্রত্যহ বোধিবৃক্ষকে অর্ঘ্যদান করিতেন (ঐ. xli)। তাঁহার পরবর্তী নৃপতি কিৎশ্রীমেঘ বোধিবৃক্ষের মহাবিহারের শীর্ষদেশ একখানি দস্তার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন (ঐ)। ইহার প্রায় বিশ বর্ষ পরে রাজা মহানাগ বোধি-বৃক্ষের চতুর্দিকে একটী প্রাচীর নির্মাণ করিয়া স্বর্ণদ্বারা উহা অলঙ্কৃত করেন (ঐ)। খ্রী° ৯ম শতকের প্রথম দিকে দাপুলরাজ অনুরাধপুরে রাজত্ব করিতেন ; তিনি বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উহার নিকট একটী হর্ম্য নির্মাণ করেন এবং একটী স্বর্ণ-বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ, xlix ; রাজারত্নচারী, Upam. 79)।[৪১] খ্রী° ১২শ শতকের মধ্যভাগে রাজা প্রক্রমবাহু নগরের সমুদয় প্রাসাদের সংস্কারসাধন, জঙ্গলাদির পরিষ্কার এবং জয়মহাবোধির অর্থাৎ বোধি-বৃক্ষের চতুর্দিকে একটী হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন (মহাব° Turnour, lxiv ; রাজাবলী Upam. 253 ; রাজারত্নচারী, Upam. 89)। খ্রী° ১৩শ শতকের মধ্যভাগে রাজা বিজয়-বাহুর রাজ্যকালে রাজাবলীর অংশ-বিশেষ রচিত হয় ; ঐ অংশে দেখা যায় যে, বোধিবৃক্ষ তখনও রহিয়াছে (রাজাবলী, Upam. 257)।

অনুরাধপুর-ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার —১৬৭৯ খ্রী° রবার্ট নক্স ঘনবিস্তৃত জঙ্গলের মধ্যে অনুরাধপুর ধ্বংসাবশেষের প্রথম আবিষ্কার করেন। ইনি এক জন সৈনিক। বিশ বৎসরকাল ইনি দক্ষিণ ভারতে বন্দী ছিলেন। কোন রকমে নিজকে মুক্ত করিয়া ইনি উত্তর সিংহলে গিরিবর্ত্ম ও অরণ্যানীর মধ্য দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনি অনুরাধপুরের বিরাট্ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আসিয়া পড়েন। এই জনপরিত্যক্ত অপরিমেয় ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি তখন লিখিয়াছিলেন—"Here and there, by the side of the river, is a world of hewn stone pillars which I suppose formerly were buildings ; and three or four places are the ruins of bridges built of stone, some remains of them yet standing upon stone pillars."[৪২] ইহার পর ইউরোপীয়গণের ও প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের দৃষ্টি এদিকে পড়ে। তাঁহারা এখানে আসিয়া ইহার তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। ১৮১২ খ্রী° সমগ্র ধ্বংসাবশেষ-স্থানের জরীপ লওয়া হয় এবং এই জরীপের কার্য করেন মেজর স্কিনার। জর্জ টার্নার, নাইটন, টেনেনট প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ যথাক্রমে ইহার তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। টার্নার এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বেঙ্গলের মুখপত্রে ১৮৩৭ খ্রী° তাঁহার 'Account of Tooth-relic of Ceylon' নিবন্ধে অনুরাধপুর-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নাইটনের সিংহলের ইতিহাস ১৮৪৫ খ্রী° এবং টেনেনুটের গ্রন্থ ১৮৫৯ খ্রী° প্রকাশিত হয়। Ceylon Archaeological Report-এ প্রথম অনুরাধপুরের প্রসঙ্গ ওঠে ১৮৬৮ খ্রী°, অতঃপর তাহাতে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা ১৯০৭ খ্রী° পর্যন্ত একাদিক্রমে চলিয়াছিল। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর মুখপত্রে ক্যাপ্টেন চ্যাপ্‌মান ১৮৫১-২ খ্রী° অনুরাধপুর-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সিংহল-গভর্নমেন্টের প্রত্নতত্ত্বকার্যের রিপোর্ট প্রথম প্রকাশ করেন বেল্ সাহেব। অতঃপর অনুরাধপুর-সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। স্থানীয় গবর্নমেন্টের ব্যবস্থায় এখনও রীতিমত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননকার্য চলিতেছে। জাফ্‌না হইতে ইহার

৪০ ঐ, 332.

৪১ Turnour : Epitome of the Hist. of Ceylon, 33.

৪২ Knox : Hist. Relation of Ceylon, iv. 10.

মধ্য দিয়া রেল লাইন লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং এখানে একটী স্টেশনও করা হইয়াছে। এখানে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কয়েক জন কর্মচারীও থাকেন। গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় পুনরায় এখানে জনপদ স্থাপিত হইয়াছে এবং এখানে সিংহলের উত্তর-মধ্য প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করা হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট-নিয়োজিত উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তা এখানেই থাকেন।

আয়তন—চীনা শ্রমণ ফা-হিয়ানের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, সমগ্র অনুরাধপুর নগরটী একটী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল। মহাবংসেও সেই কথা বলা হইয়াছে—উহা রাজা যশব নির্মাণ করেন। এই প্রাচীর ২০ ফুট উচ্চ ছিল।[৪৩] টার্নার তাঁহার 'Epitome of the History of Ceylon' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, রাজা যশবের পূর্বে অনুরাধপুরের চতুর্দিকে একটী প্রাচীর ছিল, উহার উচ্চতা প্রায় ১১ ফুট (৭ কিউবিট)। যশব যে প্রাচীরটী নির্মাণ করেন উহার দৈর্ঘ্য ১৬ গৌ, অর্থাৎ প্রায় ৩২ ক্রোশ; সুতরাং অনুরাধপুরের আয়তন ৩০০ বর্গ মাইল বলিয়া অনুমিত হয়। টেনেন্ট সাহেব কিন্তু টার্নারের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে 'রাজারত্নচারী' ও 'রাজাবলী'তে ইহার কোন সন্ধান নাই।[৪৪] মেজর ফোর্ব্‌স্ কিন্তু তাঁহার 'Eleven Years in Ceylon' গ্রন্থে টার্নারের মতই স্বীকার করিয়াছেন। আবার মেজর স্কিনারের জরীপ হইতে মূল অনুরাধপুর ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম সীমায় ৩।০ ক্রোশ দূরে-উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটী প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া যায়। অন্য দিকে তিনি প্রাচীরের চিহ্ন পান নাই। যাহা হউক, যদি এক দিকেই প্রাচীর থাকিত, তাহা হইলে পশ্চিম দিকে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ উহা নির্মিত হইয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। অন্য তিন দিকেও যদি প্রাচীর থাকিত, তাহা হইলে সেগুলিও এই প্রাচীরের অনুরূপ বা অল্পবিস্তর সমদৈর্ঘ্যসম্পন্ন হইবে। এখন, প্রাচীর চতুর্দিকে থাকুক বা এক দিকে থাকুক, ইহা হইতে স্থির করা যাইতে পারে যে, নগরটী আয়তনে খুবই বড় ছিল। টেনেন্ট সাহেব চতুর্দিকে প্রাচীরের কথা স্বীকার না করিলেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুরাধপুরের প্রত্যেক দিকের সীমাই কয়েক মাইল দীর্ঘ ছিল এবং উহা অগণিত গৃহাদি ও উদ্যানসমূহে পরিপূর্ণ ছিল।[৪৫]

৪৩ মহাবং Turuour, xxxv. 222.

৪৪ Tennant : Ceylon, ii. 383.



রুয়ন্‌ বেলি দাগবের একটী প্রাচীরচিত্রে প্রসাধনশিল্পের একটী সুন্দর নিদর্শন।

লোহপাসাদ (Bronze Palace)—বোধিবৃক্ষের ঠিক উত্তরে ইহা নির্মিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রাসাদ-নির্মাণে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম লাগিয়াছিল, যাহার তুলনা সিংহলের ইতিহাসে বিরল। বর্তমানে ইহার যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, একটী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ বেদীর উপর প্রাসাদটী নির্মিত হয়। বেদীটী সমচতুষ্কোণ; উহার প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট। প্রাসাদটী সর্বসমেত নয় তল ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, প্রত্যেক তলই সর্বনিম্ন তলের মত সমচতুষ্কোণ ছিল এবং সেগুলি প্রত্যেকটীই প্রত্যেকের নীচের তল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ছিল। সুতরাং সমগ্র প্রাসাদটী এক রকম পিরামিডের আকারে ছিল এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। সর্বনিম্ন তল চত্বরের প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য যেমন ১৫০ ফুট ছিল, তদনুপাতে সমগ্র প্রাসাদের উচ্চতা ১৫০ ফুট ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মোটামুটি কাঠের দ্বারা প্রাসাদটী নির্মিত হয় এরূপ মনে করা হইয়াছে। সমস্ত তলই স্তম্ভনিচয়ের উপর রক্ষিত ছিল; সিংহলী প্রাচীন গ্রন্থেও দেখা গিয়াছে যে, এরূপ স্তম্ভের সংখ্যা ছিল ১৬০০ এবং সেগুলি প্রস্তর-নির্মিত। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে সমস্ত স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলি গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত; সেগুলি সুশোভন তক্ষণকার্যে অলঙ্কৃতও করা হইয়াছিল। এত অজস্র সংখ্যায় এই সমুদয় স্তম্ভ এখনও পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া কোন কোন দর্শক এই স্তম্ভরাশিকে 'a world of columns' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

৪৫ ঐ, 611.

রুয়ন্‌ বেলি (Dagaba of the Golden Dust)—লোহপাসাদ ছাড়া দুট্ঠগামণীর আর একটী বিরাট্ কীর্তি রুয়ন্‌ বেলি বা মহাথূপ। অবশ্য গামণী ইহার নির্মাণকার্য সমাধা করিতে পারেন নাই, ইহা সমাপ্তপ্রায় রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা নির্মাণ করিতে এত অর্থব্যয় হইয়াছিল যাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। লোহপাসাদের প্রায় হাজার ফুট উত্তরে ইহা নির্মিত হয়। ইহার উচ্চতা

লোহপাসাদ অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৮৩০ খ্রী° ধ্বংসের মধ্যে যেটুকু উচ্চতা পাওয়া গিয়াছিল তাহাই ভিত্তিচত্বরের উপর হইতেও ১৮৯ ফুট (বর্তমানের উচ্চতা ১৫০ ফুটের বেশী নহে)। এখনও সমগ্র বৌদ্ধজগতে ইহাকে বিশেষ পুণ্যস্থানীয় বলিয়া শ্রদ্ধা করা হয়। মহাবংশের পাঁচটী অধ্যায়ে এই বিরাট্ দাগবের বর্ণনা করা হইয়াছে; এত বেশী স্থান অন্য কোন দাগব বা প্রাসাদের বর্ণনা-ব্যাপারে দেওয়া হয় নাই। মহাবংসে বলা হইয়াছে, মলবরগণ ইহার অনেকটা ধ্বংসসাধন করিয়াছিল (১২১৪ খ্রী°)।[৪৬] ইহার ধ্বংসাবশেষ যখন আবিষ্কৃত হয় তখন ইহা জঙ্গল ও বৃক্ষাদিতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। ইহার দাগবের ব্যাস ২০৪ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ২৫৮ ফুট।

এই দাগবের একটী স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার অধিস্থানদেশ (foundation) উদ্গত হস্তিমুণ্ডসমূহে বেষ্টিত। দেখিলে মনে হয়, যেন সমগ্র দাগবটী হস্তিযূথের উপর রক্ষিত—উহাদের দেহ দাগবের মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, মাত্র মুণ্ডগুলিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা গামণীর অনেক স্মৃতিনিদর্শনও এই দাগবে পাওয়া গিয়াছে। একটী অষ্টকোণবিশিষ্ট প্রস্তর স্তম্ভে গামণীর লিপি আছে; মহাবংসের বর্ণনানুসারে এই স্তম্ভটী, ঠিক যেটুকু ভূভাগের উপর বর্তমান দাগবটী নির্মিত তাহার ঠিক মধ্যস্থলে ছিল।[৪৭] একটী প্রস্তরলিপিতে গামণীর যেস্থলে মৃত্যু হইয়াছিল তাহার নির্দেশ আছে। এমন কি, তাঁহার সমাধিস্থানের উপর যে প্রস্তর দিয়া ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও এখান পাওয়া গিয়াছে। চাতালের দক্ষিণ দিকে বট্ট-তিস্‌সের একটী মূর্তি আছে, ইনি খ্রী° যুগের প্রারম্ভকালের দিকে রাজত্ব করিতেন। এই মূর্তিটী যেখানে সংস্থাপিত তাহার ঠিক সম্মুখেই একটী অলিন্দপথের প্রবেশদ্বার। মহাবংসে দেখা যায়, দাগবের পুরোহিত মহারাজ বট্ট-তিস্‌সকে গোপনে দাগবের মধ্যে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন।[৪৮] এই মূর্তিটীর সংস্থানে তাহাই দেখান হইয়াছে।

থূপারাম—এই দাগব দেবানাংপিয়-তিস্‌সের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা অনুরাধপুরের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শনগুলির মধ্যে প্রধান। মহারাজ তিস্‌স এই স্থানেই পবিত্র বুদ্ধাস্থি রক্ষা করিয়াছিলেন। অভয়বাপির প্রায় ৫০০ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে ইহা নির্মিত হয়। দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত হইলেও ইহার ধ্বংসাবশেষও একটী দেখিবার মত জিনিস। ইহার মোট উচ্চতা ৩০৭ ফুট। একটী উচ্চ চাতালের উপর দাগব বা চৈত্য নির্মিত। চাতালটীর উচ্চতা ১৮ ফুট। চাতালটীর চারিদিক্ সুন্দর তক্ষণশিল্পে অলঙ্কৃত। দাগবটীর মাথার চৈত্যটীর উচ্চতাই প্রায় ৭০ ফুট এবং উহার ব্যাস ৩৩ ফুট। সমগ্র দাগবটীর ব্যাস প্রায় ৬০ ফুট। এই দাগবের স্থাপত্যের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার চতুর্দিক্ উচ্চ গ্রানাইট প্রস্তরের স্তম্ভনিচয়ের দ্বারা বেষ্টিত। স্তম্ভগুলি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত। সেগুলির প্রত্যেকটী এক একটী পাথরে নির্মিত এবং উচ্চতা ২৬ ফুট। স্তম্ভগুলির উপর অন্য কিছুই রক্ষিত নাই, ছিল বলিয়াও মনে হয় না। এভাবে স্তম্ভগুলি রক্ষা করিবার কারণও রহস্যাবৃত। মহাবংসে (Turnour, xxxvi. 232) বলা হইয়াছে যে, থূপারাম একটী চন্দ্রাতপের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এরূপ চন্দ্রাতপ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল তাহা অনুমান করা যায় না। সম্ভবতঃ উক্ত স্তম্ভগুলির প্রতিষ্ঠাই এই চন্দ্রাতপ দিবার প্রতীক-স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল। চন্দ্রাতপটী ছিল কাল্পনিক; এই কাল্পনিক চন্দ্রাতপটীকে যেন স্তম্ভগুলি ধারণ করিয়াছিল। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রিয়দর্শী অশোকের কীর্তিনিচয়ে দেখা গিয়াছে। তবে অশোকের এরূপ স্তম্ভগুলি প্রায়ই একক। একসঙ্গে এতগুলি স্তম্ভ সাজাইবার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না। কাল্পনিক চন্দ্রাতপ-ধারণের বিশ্বাস লইয়া যদি মহারাজ তিস্‌স স্তম্ভগুলির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে এরূপ স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত জগতে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। যে চাতালটীর উপর দাগবটী প্রতিষ্ঠিত তাহাতে উঠিবার প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী আছে। চৈত্যটীর মাথার গম্বুজটীতে বুদ্ধাস্থি রক্ষিত ছিল বলিয়া মনে হয়। চৈত্যের মাথা একেবারে চ্যাপ্টা এবং ভিতরের দিক্ ফাঁপা। সমগ্র চৈত্যটী চূণের আস্তরণ দিয়া ঢাকা ছিল।



রুয়ন্‌বেলি দাগবের আর একটী প্রাচীরচিত্র: একটী বামনের চিত্র।

৪৬ মহাব° Turnour, lxxix.

৪৭ ঐ, xxix. 169.

৪৮ ঐ, xxiv.

সমগ্র অনুরাধপুরের স্থাপত্যনিচয়ের মধ্যে এই চৈত্যটীকেই সর্বাধিক পবিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা হইত। খ্রী° ৫ম শতকে মহারাজ উপতিস্স থূপারামে বুদ্ধাস্থি-রক্ষার জন্য একটী স্বর্ণখচিত ধাতুনির্মিত আধার তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।[৪৯] এই থূপারামেরই এক জন পুরোহিত চৈত্যের সংস্কার ও উহার উপর জাত আগাছাসমূহ নির্মূল করিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ২০ বৎসর ধরিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহাবংসে (Tournour, xxxvii. 241) এরূপ দেখা যায়, ভারতবর্ষ হইতে যখন সঙ্ঘমিত্রা 'দলদ' সিংহলে আনয়ন করেন তখন উহা কিছুকালের জন্য থূপারামের পাদদেশে রাখা হইয়াছিল এবং যেখানে উহা রক্ষা করা হয়, সেখানে স্মারকচিহ্নস্বরূপ একটী মন্দিরও নির্মাণ করা হয়। ফা-হিয়ান্ যখন সিংহলে আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই সৌধটীকে দেখিয়াছিলেন।[৫০] এই সৌধটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। বোধিবৃক্ষের মহাবিহারের প্রবেশদ্বারতলে যেরূপ একটী অর্ধবৃত্তাকার কারুকার্যখচিত প্রস্তর (চন্দ্রমণি) ছিল, ঠিক সেইরূপ একটী চন্দ্রমণি সৌধটীর সম্মুখে পাওয়া যায়। তবে উহার শিল্পনৈপুণ্য মহাবিহারের চন্দ্রমণি অপেক্ষা নিম্নস্তরের। দাগবের নিকটে আর একটী উল্লেখযোগ্য জিনিস আছে। উহা গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত একটী জলাধার। জলাধারটী বেশ উচ্চ এবং উহার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, দুট্ঠগামণীর হস্তী এই জলাধার হইতে জল পান করিত।

ইস্সর-মুনি বিহার—থূপারাম-ব্যতীত মহারাজ তিস্সের আর একটী বিশেষ কীর্তি ইস্সর-মুনি বিহার বা ইসিভূজঙ্গনম্। অনুরাধপুরের নিকটবর্তী একটী গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ে এই বিহারটী নির্মিত হয়। যে সমুদয় অভিজাত ও রাজপুরুষগণ বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদিগের বাসের জন্যই তিস্স এই বিহারটী নির্মাণ করেন। এই সাত্ত্বিক অভিজাতগণকে 'ইস্সর' বলা হইত। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্যই ইহা ইস্সরমুনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে গুহা কাটিয়া এই বিহার নির্মিত হইয়াছিল। গ্রানাইট পাহাড় কাটিয়া গুহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পাথরের কাজই এখানে দেখা যায়। পাহাড়টীতে দুইটী গুহা কাটা হয়; একটী পাহাড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়, আর একটী মাথার দিকে। যেখানে যেখানে বিহার করা হইয়াছে সেখানে সেখানে পাহাড়ের গায়ে কুঁদিয়া উদ্গত তক্ষণ-শিল্পে ভরিয়া ফেলা হইয়াছে। বিহারের সম্মুখে একটী ছোট কৃত্রিম জলাশয় এবং বিহারে একটী দাগব বা চৈত্য আছে। জায়গাটী বেশ মনোমুগ্ধকর; ভিক্ষুরা এইরূপ মনোরম আবহাওয়ায় পরমানন্দেই থাকিতেন বলিয়া মনে হয়।

অভয়গিরি—বট্টগামণী তাঁহার সিংহাসন পুনরধিকারের স্মারকরূপে রুয়ন্ ৱেলি-দাগবের প্রায় দুই হাজার ফুট পূর্বে এই দাগব নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৫১] রুয়ন্ ৱেলি দাগব-নির্মাণে যে ব্যয় হইয়াছিল, সিংহলের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই; ঐ দাগব বিরাট্ হইলেও অভয়গিরির বিরাট্ত্ব উহাকে ছাড়াইয়া যায়। বস্তুতঃ অভয়গিরিই অনুরাধপুরের উচ্চতম বিরাট্ দাগব। নির্মাণশেষে ইহার উচ্চতা দাঁড়াইয়াছিল ৪০৫ ফুট। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও যে উচ্চতা আছে তাহাই ২৪০ ফুট। যে চাতালটীর উপর চৈত্যটী নির্মিত উহা হইতে বর্তমান ধ্বংসাবশেষের উচ্চতা ২৩১ ফুট। দাগবের ব্যাস ৩৭০ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ৩২২ ফুট। দাগবটী ত্রিতল এবং সে-দিক্ দিয়াও ইহা অনুরাধপুরে অনন্যসাধারণ। আগাগোড়া ইহা ইষ্টকদ্বারা নির্মিত হয়; সেজন্য ইষ্টক এত বেশী লাগিয়াছিল যে, এখন উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে একটী ইটের পাহাড়ের মত মনে হয়। রুয়ন্ ৱেলির মত ইহাও জঙ্গলাবৃত হইয়া গিয়াছিল। সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যে ইহার গুরুত্ব এখন খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুরাধপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলে ইহাই এখন দর্শককে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে। ইহার দক্ষিণে একটী বড় জলাশয় নির্মিত হয়। ইহার সহিত যে বিহারটী সংশ্লিষ্ট ছিল তাহা পাণ্ডুকাভয়-কর্তৃক জৈনগণকে প্রদত্ত উদ্যানে নির্মিত হইয়াছিল। এই বিহারেরই অধ্যক্ষকে লইয়া রহস্যজনকভাবে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহার বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মরিচবট্ঠি—বোধিবৃক্ষের প্রায় ২৫০০ ফুট পশ্চিমে এই দাগবটী নির্মিত হয়। দুট্ঠগামণী অনুরাধপুররাষ্ট্র অধিকারের স্মারকরূপে এই দাগবটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ইহার উপর মাটি জমিয়া গিয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যতটুকু ধ্বংসাবশেষ পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অধিষ্ঠানচত্বর হইতে ধ্বংসাবশিষ্ট দাগবের উচ্চতা ৮২ ফুট। চাতালটীতে উঠিবার চারিটীমাত্র সিঁড়ি আছে। দাগবের ব্যাস ১৬৪ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ১২৮ ফুট।

জেতবনারাম—অনুরাধপুরের প্রধান স্থাপত্যনিদর্শনগুলির মধ্যে এই দাগবটীই সর্বাধিক পরবর্তী যুগের। বোধিবৃক্ষ হইতে প্রায় এক ক্রোশ ও থূপারাম হইতে এক মাইল উত্তরে এই দাগবটী নির্মিত হয়। অনুরাধপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই দাগবের ধ্বংসাবশেষই সর্বাধিক উত্তরে পাওয়া গিয়াছে; সম্ভবতঃ ইহাই অনুরাধপুর নগরের উত্তরসীমা। ইহার পরে আর কোন বিহার বা দাগব নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও ইহার উচ্চতা ২৪৯ ফুট। দাগবের ব্যাস ৩৫৫ ফুট এবং গম্বুজের ব্যাস ৩১০ ফুট। ভূমিতল হইতে চাতালের উচ্চতা

৪৯ মহাব° Turnour, xxxvii. 250.

৫০ Foe Koue, xxxviii.

৫১ মহাব° Turnour, xxxiii. 206; রাজারত্ন-চারী, Upam. 41.

১৫ ফুট এবং পরিধি ৭২০ ফুট। চৈত্যটী আগাগোড়া ইটের তৈয়ারী, তবে অধিষ্ঠানচত্বরটী প্রস্তরনির্মিত। অন্যান্য দাগবের মত ইহার উপরেও খুব বড় বড় গাছ জন্মিয়া গিয়াছিল; সে গাছগুলি খুব বড় বড় আকারের।

মহাবিহার—বোধিবৃক্ষকে ঘিরিয়া যে বিহারটী ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে, সিংহলী সাহিত্যে উহা মহাবিহার নামে কথিত হইয়াছে। একটী ঘেরা জায়গার মধ্যে বোধিবৃক্ষ এখনও বর্তমান; ইহাই জগতের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃক্ষ। একটী মন্দিরের মধ্য দিয়া বৃক্ষসন্নিধানে যাইতে হয়। ইহার রক্ষার ভার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উপর ন্যস্ত। সম্ভবতঃ বৃক্ষটী বরাবর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ কোনরকমে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মহাবিহারের প্রধান প্রাসাদটী অনেক পরবর্তী যুগের বলিয়া মনে হয়, তবে যে সমস্ত উপকরণ উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে অনেক প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির ধ্য একটী অর্ধবৃত্তাকার প্রস্তরখণ্ড (চন্দ্রমণি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা সুনিপুণ শিল্পে লঙ্কৃত এবং বর্তমানে প্রধান প্রবেশপথে দ্বারতলে রক্ষিত। এই প্রস্তরটীর মত শিল্পশ্রী সিংহলের আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। চন্দ্রমণিটীতে তিনটী অর্ধবৃত্তাকার শ্রেণীতে শিল্পকার্য করা হইয়াছে। পদ্ম ও উহার বিভিন্ন অবস্থার চিত্র (যেমন—কুঁড়ি, প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বে ও পরে বিকশিত), লতাপাতা অঙ্কিত। ঠিক মধ্যভাগে পবিত্র হংসের সারির চিত্র, উহার বাহিরে অশ্ব, হস্তী, সিংহ ও ব্রাহ্মণী বৃষের একটী সারি।

অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ—জেতবনারামের প্রায় ১৮০০ ফুট দক্ষিণে লঙ্কারাম অবস্থিত। ইহাও একটী পরবর্তী যুগের স্থাপত্যনিদর্শন। এখনও ইহা অনেকটা ভাল অবস্থায় আছে। ইহার ধ্বংসাবশেষের উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট, তন্মধ্যে চাতালের উচ্চতা ১৪ ফুট। দাগব ও গম্বুজ উভয়েরই ব্যাস ৪৪ ফুট।

মরিচবট্‌ঠি হইতে প্রায় ২০০০ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে ও বোধিবৃক্ষ হইতে প্রায় ১০০০ ফুট দক্ষিণে এল.ারের সমাধি অবস্থিত। এল.ারের সহিত দ্বৈতযুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিয়া গামণী জয়ের চিহ্নস্বরূপ এই সমাধিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন একটীমাত্র স্তম্ভ এখানে দাঁড়াইয়া আছে। স্তম্ভের সন্নিধানে একটী দাগবের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, উহা এখন মাটিতে ঢাকিয়া গিয়াছে। এল.ারের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গামণী যে অনুশাসন দিয়াছিলেন, তাহার প্রতি এখনও সিংহলীদের শ্রদ্ধা করিতে দেখা যায়—এখনও সিংহলীরা এই সমাধিটীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

লোহপাসাদের কিছু উত্তর-পশ্চিমে নৃপতিগণের শ্মশানক্ষেত্র। উহার ঠিক দক্ষিণে বট্ট-তিস্‌সের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে দুট্‌ঠগামণীর সমাধি। এই সমাধির ঠিক পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটী গৃহে রাজরমণীরা শোক প্রকাশ করিতেন। বট্ট-তিস্‌সের সমাধির ঠিক দক্ষিণে পুরোহিতগণের সভাগৃহ, এখানে পুরোহিতগণ সমবেত হইতেন। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রধান পুরোহিতের বাসস্থান ছিল। বোধিবৃক্ষের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ ছিল। মরিচবট্‌ঠির পূর্ব দিকে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। তদানীন্তন বিশ্বাস-অনুযায়ী এই স্তম্ভটী পাপীদের বিবেকবুদ্ধি পুনরানয়ন করিতে পারিত। লোহপাসাদের প্রায় ১০০০ ফুট পূর্ব দিকে একটী প্রস্তরনির্মিত জলাধার ছিল—এখানে স্নান করা হইত। রুয়ন্‌ বেলি দাগবের ঠিক দক্ষিণে একটী শিল্পালঙ্কৃত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, ইহা দুট্‌ঠগামণী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। রুয়ন্‌ বেলির ঠিক পূর্বে একটী সুবৃহৎ কূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে; কূপটী ১১০ ফুট গভীর এবং উহার পরিধি ১৮৮ ফুট। বরাবর নিম্নে শেষ পর্যন্ত ইহা পাথর দিয়া বাঁধান। এই কূপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গামণী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একটী দাগবনির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; তাহার পরিচয়স্বরূপ এখানে একটী প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া যায়। ইহার ঠিক দক্ষিণে গামণীর প্রস্তরনির্মিত স্নানাগার। রুয়ন্‌ বেলির ঠিক দক্ষিণে সর্প রক্ষা করিবার স্থান ছিল। রুয়ন্‌ বেলি ও অভয়গিরির মাঝামাঝি জায়গায় একটী ছোট দাগব ছিল। ছোট হইলেও ইহার পবিত্রতা ছিল খুব বেশী। ইহার নাম 'সেল চৈত্য'। এই দাগবের ব্যাস ৩০ ফুট। এই দাগব ও অভয়গিরির মাঝে একটী ছোট স্রোতস্বতী ছিল। বর্তমানে স্রোতস্বতীটী নাই—ইহার উভয় তীরই বাঁধান। থূপারামের বেষ্টনীর মধ্যে দক্ষিণে সঙ্ঘমিত্রার সমাধি। লঙ্কারামের প্রায় ১৫০০ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে নগরের প্রধানতম রাজকর্মচারীর বাসস্থান। ইহার প্রায় ২০০০ ফুট উত্তরে ও জেতবনারামের প্রায় ১৫০০ ফুট পশ্চিমে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং বহু বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও স্তম্ভ পাওয়া যায়।

মোটামুটি দেখিতে গেলে, যেটুকু ভূভাগের মধ্যে অনুরাধপুরের ধ্বংসাবশেষসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মাটি এক রকম ইটের গুঁড়ায় লাল হইয়া গিয়াছে। বৃষ, হস্তী প্রভৃতির মূর্তি ও অগণিত মনুষ্যমূর্তি চতুর্দিকে জঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত। অনেক স্থলে আবার বেশ বড় বড় প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য [এই বুদ্ধমূর্তির চিত্রও দেওয়া হইয়াছে]। তবে স্তম্ভের সংখ্যাই সর্বাধিক। এত অগণিত স্তম্ভ অন্য কোথাও দেখা যায় না। বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া মূল নগরটী গড়িয়া ওঠে, এজন্য বোধিবৃক্ষের চতুর্দিকেই প্রধান স্থাপত্যনিদর্শনগুলির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ক্রমে প্রয়োজনানুসারে উহা উত্তর দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। এইরূপে সর্বশেষ জেতবনারাম নির্মিত হইবার পর অনুরাধপুর সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

চিত্রশিল্প—অনুরাধপুরের স্থাপত্যে

প্রচুর ভাস্কর্যনিদর্শন ও উন্নত প্রণালীর শিল্পসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার ন্যায় ইহার চিত্রও প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছিল। সিগিরিয়ার চিত্রই সিংহলদ্বীপের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পসম্ভার বটে, কিন্তু অনুরাধপুরের চিত্র তাহার তুলনায় বিশেষ হীন নহে। সিগিরিয়া যেমন ভারতীয় প্রভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তেমনি অনুরাধপুরের চিত্রশিল্পও ভাস্কর্যশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাব লাভ করিয়াছিল। রুয়ন্ বেলি দাগবের পূর্ব দিকের একটী বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ-প্রাচীরে এইরূপ কয়েকটী চিত্র পাওয়া গিয়াছে। চিত্রগুলিতে লাল, নীল ও হলদে রঙ ব্যবহার করা হইয়াছে বটে, তবে অনেক সময় সবুজ রঙ করিবার জন্য নীলের সহিত হলদে রঙ মিশান হইয়াছে। হলদে রঙের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী। পরবর্তী অজণ্টা-শিল্পের শেষ দিকের চিত্রের সহিত এই চিত্রগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, বক্র রেখাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য অজণ্টারই মত সাবলীল। এই ছবিগুলি খ্রী° ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতকের মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

[George Turnour : Mahavamsa, Colombo 1837 ; Hermann Oldenberg : Dipavamsa, Lond. 1879 ; E. Upam : The Mahavamsa, the Raja-ratnacari & Rajavali, 3 Vols., Lond. 1833 ; S. A. Strong : Mahabodhivamsa, PTS, 1891 ; J. Legge : Fa Hian, Oxf. 1886 ; Robert Knox : Historical Relation of the Island of Ceylon (1681), 2nd ed., Lond. 1817 ; Ceylon Arch. Survey Reps., Colombo 1868-1907, 1926-7 ; Don Martino de Zilva Wickramasinghe : Epigraphia Zeylanica, i-iii. Lond. 1904-7 ; Sir J. E. Tennant : Ceylon, 2 Vols., 1859-60 ; W. Knighton : Hist. of Ceylon, Colombo 1845 ; W. Cave : Ruined Cities of Ceylon, Lond. 1900 ; Forbes : Eleven Years in Ceylon ; S. M. Burrows : The Buried Cities of Ceylon, Colombo 1894 ; J. G. Smither : Arch. Remains, Anuradhapura, Ceylon, Lond. 1895 ; G. E. Milton : Lost Cities of Ceylon, Lond. 1916 ; T. W. Rhys Davids : Buddhist India, Lond. 1930 ; H. C. P. Bell : First Rep. on the Arch. Sur. of Anuradhapur ; I. J. Chapman : 'Some Additional Remarks upon the Ancient City of Anuradhapura'—JRAS, xiii. (o. s.) 1851-2, 164-78 ; John Capper : 'The Dagabas of Anuradhapura—JRAS. xx. (n. s.) 1888, 165-80 ; Sir Stephen Montagu Burrows : 'The Ancient Civilization of Ceylon'—JRSArts. lxxvi. 1928. 630-44 ; Jyotirmay Sen : 'Asoka's Mission to Ceylon and some connected Problems' —IHQ, iv. 667-78 ; John Still : A Guide to the Ancient Capitals of Ceylon ; Henry W. Cave : Book of Ceylon. Lond. 1908.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুরাধা,—১ [রাধাকে অনুগত—প্রাদিস°] স্ত্রী°, নক্ষত্রবি°। রাশিচক্রে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্যতম সপ্তদশ নক্ষত্র। —পা° ৪. ৩. ৩৪। [অনুরাধা৩ দ্র°]। ২ শ্রীরাধা-সহচরী ললিতার নামান্তর [ললিতা দ্র°]।—শ্রীকৃষ্ণগণো° ৭৪-৮০।

অনুরাধা,—হিন্দু দেবতা-বি°। ইনি সিংহবাহিনী ও দ্বিভুজা মুখ বিড়ালের মত। ইঁহার এক হস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে বজ্র। ইঁহার মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত শ্যামবর্ণ এবং নাভি হইতে পদতল পর্যন্ত গৌরবর্ণ। ইনি পদ্মরাগের অলঙ্কারে বিভূষিতা।

'হরিস্থা চ বিড়ালাস্যা দ্বিভুজাম্বুজবজ্রিণী।
মূর্ধ্বাদিনাভিপাদান্তশ্যামগৌরা ক্রমেণ তু।
অনুরাধা পরিজ্ঞেয়া পদ্মরাগবিভূষণা ॥'
—হেমাদ্রি°, ব্রত° ১অ° (ii. pt.-i, 149)

লিঙ্গপু° (পূর্ব° ৮২. ৭৭-৮০) অনুরাধা-প্রমুখ সপ্তবিংশ নক্ষত্রের দেবী মঙ্গলদায়িনী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উহাতে তাঁহাদের নিকট পাপনাশনের জন্য প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে যে ২৭টী কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনুরাধা অন্যতমা।—ব্রহ্মবৈ-পু° ব্রহ্ম° ৯।

অনুরাধা —(= Scorpionis) নক্ষত্র-বি°। সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্যতম সপ্তদশ নক্ষত্র।[১] সূর্যসিদ্ধান্ত-মতে গণনা করিলে অনুরাধার ভুজাংশ (longitude) ও ক্রান্তিবিক্ষ (latitude), মেষবিন্দু (first point of Aries) হইতে যথাক্রমে ২২২° ৩৪´ ও ১° ৫৭´। সূর্য-সিদ্ধান্তানুযায়ী মেষবিন্দু রেবতী নক্ষত্র হইতে ১০° পূর্ব দিকে অবস্থিত। ১৮৩০ খ্রী° সেন্ট্‌ হেলেনার মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ-ফল হইতে খগোলে (celestial sphere) অনুরাধার অন্তর্গত বিভিন্ন তারকার যেরূপ স্থাননির্দেশ করা হইয়াছে[২], তাহার তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলিত জ্যোতিষে অনুরাধা মৃদুগণের অন্তর্গত। আরও তিনটী মৃদুগণ নক্ষত্র আছে —চিত্রা, মৃগশিরা ও রেবতী।[৩] অনুরাধাকে পার্শ্বমুখ নক্ষত্রের অন্তর্গত নয়টী নক্ষত্রের অন্যতম নক্ষত্রও ধরা হয়[৪] ; অন্যান্য আটটীর নাম—জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী ও পুনর্বসু। অনুরাধার অবস্থান বৃশ্চিক রাশিতে[৫] এবং ইহার অধিপতি মিত্র, এজন্য ইহাকে মৈত্রীও বলা হয়।[৬]

বিংশোত্তরী-মতে পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির দশায় জন্ম হয়। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মানব ধনী, বিদেশবাসী, ক্ষুধা-অসহিষ্ণু ও পর্যটনশীল হইয়া থাকে।[৭] আবার, রতিশাস্ত্রে দেখা যায়, স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা—এই তিনটী নক্ষত্র শুভপ্রদ ও সুখাবহ ; এই তিন নক্ষত্রে কোন নারী ঋতুমতী হইলে

১ বৃহ-পারা° ১.২৫।

২ St. Helenaর মানমন্দির হইতে পর্যবেক্ষণদ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী দক্ষিণাকাশের ৬০৬টী মুখ্য নক্ষত্র-তালিকা।

৩ বৃহ-পারা° ১.২৭।

৪ ঐ, ১.২৯।

৫ ঐ, ১.৪১ ; বামনপু° ৫.৩৮।

৬ বৃহ-পারা° ১. ২৬ ; ব্রহ্মবৈ-পু° ব্রহ্ম° ৯ ; মৎস্যপু° ১২৪. ৫৯।

৭ বরাহমিহির, ১০৩.৯।

সেন্ট্ হেলেনার পর্যবেক্ষণে খগোলে অনুরাধার অন্তর্গত বিভিন্ন তারকার স্থান

	মধ্য-বিষুবাংশ (Mean R. A.)			বাৎসরিক ভেদ	মধ্য-বিষুবলম্ব			বাৎসরিক ভেদ
	ঘঃ	মিঃ	সেঃ	সেঃ	ঘঃ	মিঃ	সেঃ	সেঃ
φ (৫টী তারকার সমষ্টি)	১৫	৪৬	২৪·৪১	+৩·৬৭৯	−২৪	৪২	৩৫·১	−১১·০৩
π (৬টী " ")	১৫	৪৮	৩৫·০৮	+৩·৬০৬	−২৫	৩৭	২·২	−১০·৪৭
δ (৭টী " ")	১৫	৫০	১৭·৭২	+৩·৫২৭	−২২	৭	৪৮·১	−১০·৭৫
β (৮টী " ")	১৫	৫৫	৩৩·৪৭	+৩·৪৬৯	−১৯	১৯	৫৭·৭	−১০·৩৬

সে পতির পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ হয়।[৮] এই নক্ষত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফলিত-জ্যোতিষে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে শৌর্য-সম্পন্ন, গণনায়ক, সাধু ও গোষ্ঠিযানরত ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং শরৎকালে উৎপন্ন যাবতীয় দ্রব্যই ইহাতে বর্তমান।[৯] হস্তা, রেবতী, স্বাতী, অনুরাধা, পুষ্যা, চিত্রা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার সংস্কার, দীক্ষা ও ব্রতাদি-কার্যসকল বিধেয়।[১০] বিষ্ণুপু°-মতে, যে অমাবস্যা অনুরাধা, বিশাখা ও স্বাতী নক্ষত্রযুক্তা হয় সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন।[১১] শিল্পশাস্ত্রে অশ্বিনী, রোহিণী, মূলা, উত্তরা, স্বাতী, হস্তা ও অনুরাধা নক্ষত্রে স্তম্ভ-নির্মাণের সূচনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[১২] সঙ্গীতশাস্ত্রে অনুরাধা নিষাদের অধিষ্ঠাত্রী তারকা।[১৩]

'নক্ষত্রপুরুষব্রত' নামক ১০৫ অধ্যায়ে বরাহমিহির অনুরাধার স্থান পুরুষদেহের উরুতে নির্দেশ করিয়াছেন।[১৪] মৎস্যপু°-মতে জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা এই তিনটী নক্ষত্র মৃগবীথী।[১৫]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

৮ কোক° ৭. ৭৮।
৯ বরাহমিহির, ১৫. ১৫।
১০ ঐ, ৯৮. ১৬।
১১ বিষ্ণুপু° ১৩৪. ৭।
১২ শিল্পশা° ১. ৩৩।
১৩ সঙ্গী-মক° ১. ৪০।
১৪ বরাহমিহির, ১০৫. ৯।
১৫ মৎস্যপু° ১২৪. ৫৯।

অনুরু—[অ+উরু] বড় নয়, লঘু নয়॥ গোল্ড°॥

অনুরুদ্ধ,— [অনু+ √রুধ্ +ক্ত—কর্ম] ১ প্রার্থিত, কৃতানুরোধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ২ অপেক্ষিত।

অনুরুদ্ধ,—বা অনিরুদ্ধ। এক জন বৌদ্ধ থের। ইনি গৌতম বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা ও ইঁহার পিতা অমিতোদন এবং ভ্রাতা মহানাম। গৌতমের বুদ্ধত্ব-লাভের পর যখন শাক্যবংশের প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মহানাম তাঁহার নিজ পরিবার হইতে কেহ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া অনুরুদ্ধকে বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে অনুরুদ্ধ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে ভ্রাতার উপদেশে সংসার-জীবনের অসীম দুঃখের কথা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে সম্মত হন। ইঁহার মাতাও প্রথমে ইঁহাকে সন্ন্যাস-গ্রহণে অনুমতি দেন নাই, পরে নিজ জ্ঞাতিভ্রাতা ভদ্দিয়কে তৎসহ সন্ন্যাসগ্রহণে সম্মত করাইলে ইনি মাতার অনুমতি প্রাপ্ত হন। শাক্যবংশীয় আনন্দ, ভগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এবং তাঁহাদের ক্ষৌরকার উপালি অনুপিয়-আম্রবনে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বর্ষাঋতু শেষ হইবার পূর্বেই অনুরুদ্ধ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন (বিনয়° ২. ১৮০-৩; মহাব° ৩. ১৭৭ই°)। পরে দিব্যচক্ষু লাভ-কারীদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হন (অঙ্গু-নি° ১. ২৩)।

অতঃপর অনুরুদ্ধ সারিপুত্তের নিকট মহাপুরুষের সাধনার আটটী মার্গের উপদেশ লাভ করেন (অঙ্গু-নি° ৪. ২২৮ই°; ১. ২৮১-২)। সাধনার জন্য তিনি চেটি দেশের পাচীনবংসদায়ে গমন করেন এবং সেখানে নিজ চেষ্টায় সাতটী মার্গ আয়ত্ত করেন; পরে বুদ্ধদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অষ্টমটী শিক্ষা দেন। তাহাতে অনুরুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া উচ্চ মার্গের অর্হত্ব লাভ করেন।—অঙ্গু-নি° ৪. ২২৮ই°; অঙ্গু-অথ° ১০৮-৯; থের° ৯০১।

অনুরুদ্ধ অত্যন্ত স্নেহশীল ও বুদ্ধের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেবও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; বৌদ্ধ সঙ্ঘে তিনি বুদ্ধের নিকটে দাঁড়াইতেন (বুদ্ধব° ৫. ৬০)। কোসম্বীর ভিক্ষুগণ যখন পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধদেব বিরক্ত হইয়া শান্তিতে বাস করিবার জন্য পাচীনবংসদায়ে গমন করেন; এখানে অনুরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিল বাস করিতেছিলেন। এই স্থানে বুদ্ধদেব অনুরুদ্ধের নিকট উপক্কিলেস সুত্ত (মজ্ঝি-নি° ৩. ১৫৩ই°) প্রচার করেন। নল.কপান সুত্তও (মজ্ঝি-নি° ১. ৪৬২ই°) তিনি অনুরুদ্ধের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের সময় অনুরুদ্ধ কুসিনারায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ঠিক সময় জানিতেন। সেই সময়ে তিনি যে শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন, আনন্দের উচ্চারিত শ্লোকের মত তাহাতে দার্শনিক শক্তি ও ভাবের

সমাবেশ ছিল (দীঘনি° ২ ১৫৬-৭)।* বুদ্ধের মৃত্যুতে অনুরুদ্ধই ভিক্ষুগণকে সান্ত্বনা দান করিয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই কুসিনারার মল্লগণ বুদ্ধদেবের শেষ-কৃত্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন (দীঘনি° ২. ১৬০ই°)।† প্রথম সঙ্গীতিতে তিনি প্রধান ভিক্ষুগণের অন্যতম ছিলেন এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল (দীঘ-অথ° ১. ১৫)।

থেরগাথার একটী শ্লোক (৯০৪ নং শ্লোক ; থের-অথ° ২. ৭২) অনুরুদ্ধের রচিত। তিনি ২৫ বৎসরকাল একেবারেই নিদ্রা যান নাই ; পরবর্তী ৩০ বৎসরকাল তিনি মাত্র রাত্রির শেষ প্রহরে নিদ্রা যাইতেন। থের-গাথায় (৯০৮) দেখা যায়, জালিনী নামে এক দেবী পূর্বজন্মে তাঁহার পত্নী ছিলেন (সং-নি° ১. ২০০)। জন্মান্তর-গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বজ্জিদেশে বেলুবগামে বাঁশ-বনের ছায়ায় অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয় (থের° ৯১৯)।‡

পালিপিটকে অনুরুদ্ধের পূর্বজন্মের কথাও আছে। কথিত আছে, পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে তিনি এক জন ধনী গৃহস্থ ছিলেন। সেই সময়ে এক জন ভিক্ষু দিব্য-চক্ষুবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম বলিয়া ঘোষিত হন। অনিরুদ্ধ তাহা শুনিয়া ভবিষ্যতে নিজেও অনুরূপ খ্যাতি-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু সৎকর্মের অনুষ্ঠান এবং বুদ্ধের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে বিরাট্ আলোক-সজ্জা করিয়াছিলেন। কস্সপ বুদ্ধের সময় তিনি বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। এক দিন তিনি ঘৃতপূর্ণ পাত্রদ্বারা বুদ্ধের সমাধি পরিবেষ্টন করিয়া সেগুলি প্রজ্বলিত করেন এবং সমস্ত রাত্রি একটী প্রজ্বলিত পাত্র মাথায় লইয়া তাহা প্রদক্ষিণ করেন।

পরবর্তী কালে তিনি বারাণসীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ; তখন তাঁহার নাম 'অন্নভার' ছিল। তিনি তখন সুমন নামক এক জন শ্রেষ্ঠীর পরিচারক। এক দিন তিনি নিজের খাদ্য এক জন পচ্চেক বুদ্ধকে দান করেন। শ্রেষ্ঠী তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মীর নিকট অন্নভারের মহৎ গুণাবলীর বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন ও তাঁহাকে বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক খণ্ড ভূমি গৃহনির্মাণের জন্য দান করিয়াছিলেন। এই ভূমি খনন করিবার সময় তাহা হইতে ভূগর্ভে প্রোথিত অনেক ধনরত্ন বাহির হয়। এইরূপে অন্নভার অতুল ধনের অধিকারী হইলে তাঁহাকে ধনসেট্‌ঠির মর্যাদা দান করা হয়।—থের-অথ° ২. ৬৫ই° ; থের° ৯১০ ; ধম্ম-অথ° ৪. ১২০ই°।

পচ্চেক বুদ্ধকে দান করিবার ফলে যাহা তিনি অভিলাষ করিতেন তাহাই পূর্ণ হইত (ধম্ম-অথ° ১. ১১৩)। তাঁহার বাল্য-কালের একটী কাহিনীতে দেখা যায়— এক দিন সঙ্গিগণের সহিত তিনি খেলিতেছিলেন ; সঙ্গীরা তাঁহাকে প্রহার করে, তখন মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে হয়। তাঁহার মাতা তাঁহাকে যতবারই মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন ততবারই তিনি তাহা হারাইতে লাগিলেন। অবশেষে বাড়ীতে মিষ্টান্ন ফুরাইয়া গেলে তাঁহার মাতা তখন মিষ্টান্ন আর নাই বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মাতা মিষ্টান্ন যে নাই তাহা বুঝাইবার জন্য একটী শূন্য পাত্র পাঠাইয়া দিলেন। তখন নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতা বালকটী হতাশ হয় দেখিয়া, দিব্যপ্রভাব-পূর্ণ মিষ্টান্নদ্বারা পাত্রটী ভরিয়া দিলেন। তখন হইতে তিনি মিষ্টান্ন চাহিয়া পাঠাইলেই তাঁহার মাতা শূন্য পাত্র পাঠাইয়া দিতেন এবং তাহা পরে পূর্ণ হইয়া যাইত।—ধম্ম-অথ° ৪. ১২৪ই°।

অপদানে (১. ৩৫) তাঁহার অতীত জীবনের আর একটী কাহিনী আছে। তাহাতে দেখা যায়, সুমেধ বুদ্ধের সময় একদা অনুরুদ্ধ একাকী এক বৃক্ষমূলে বুদ্ধকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সাত দিন প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখেন।

ভিক্ষুসঙ্ঘে অনুরুদ্ধের বিশেষ মর্যাদা ছিল। ভিক্ষু অথবা উপাসকগণ প্রায়ই ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। বুদ্ধের সহিতও প্রায় তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখা যায়। অনুরুদ্ধ-সুত্তে (মজ্ঝি-নি° ৩. ১৪৪ই°) দেখা যায়, তিনি অভিয়-কচ্চান ও অন্য দুই জন ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া রাজ-সূত্রধর পঞ্চকঙ্গের গৃহে ভোজন করিতে যান। ভোজন শেষ হইলে সূত্রধর হৃদয়বৃত্তির 'অপ্পমাণ চেতোবিমুত্তি' ও 'মহগ্‌গত চেতোবিমুত্তি'র পার্থক্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অভিয়-কচ্চানের প্রশ্নের উত্তরে অনুরুদ্ধ উহাদের প্রকৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা শেষ হইলে অনুরুদ্ধ যে পূর্বে দেবগণের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করেন।

সংযুত্তনিকায়ে (৪. ২৪০-৫) দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা কিরূপে সুখী অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে সে-সম্বন্ধে অনুরুদ্ধ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন। অঙ্গুত্তর-নিকায়েও (৪. ২৬২ই°) অনুরূপ কথা আছে। মনাপকায়িকা দেবগণ অনুরুদ্ধের নিকট আসিয়া গীতবাদ্যে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি বুদ্ধের নিকট আসিয়া, নারীরা কিরূপে এই দেবগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।— অঙ্গু-নি° ৪. ২৬২ই°।

---

* Oldenberg : Nachrichten der Wissenschaften zu Gottingen, 1902, 168f ; Przyluki : Jour. Asiatique, 1918, 485f দ্র°।

† T. Watters : On Yuan Chwang's Travels in India, Lond. 1905 দ্র°। য়ুয়ন-চোয়ঙ অনুরুদ্ধকে 'অ-নি-লিউ-তো' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

‡ Psalms of Brethren, 331 দ্র°।

সংযুক্ত-নিকায়ে (৫. ২৯৪) দেখা যায়, মোগ্‌গল্লানের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সতি-পট্‌ঠানার চর্চা-সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিতেছেন এবং নিজের সমস্ত ক্ষমতাদ্বারা সতিপট্‌ঠানায় অবহিত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন।— ঐ, ২৯৯-৩০৬।

পালি পিটকে অনুরুদ্ধের ইদ্ধি-শক্তির বিষয়ও বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। —ঐ, ১. ১৪৫। বজ্জিরা ভিক্ষুগণের মধ্যে অনুরুদ্ধ, নন্দিয় ও কিম্বিলকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত (মজ্ঝি-নি° ১.২-১০)।

জাতককাহিনীর অধিকাংশ গল্পে অতীতবত্থুর ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুরুদ্ধের অনেক পূর্বকাহিনী পাওয়া যায়। কোন কোন গল্পে তাঁহাকে 'সক্ক' বলা হইয়াছে (জা° ২. ১২৫, ২৫৭ ; ৩. ১৪৭, ৪৯৪, ৪৯৬ ; ৪. ১৪, ২৪২ ; ৫. ৫১১; ৬. ৯৫, ১২৯, ৩২৯, ৫৯৩)। ইন্দ্রিয়জাতকে ও সড়-ভঙ্গজাতকে তিনি পব্বত, চণ্ডকিন্নর-জাতকে রাজা, ভিস-জাতকে সপ্তভ্রাতার অন্যতম, পঞ্চুপোসথ-জাতকে ঘুঘু, হত্থিপাল-জাতকে অজপাল, সম্ভবজাতকে সুচিরত, সুধা-ভোজন-জাতকে পঞ্চসিখ এবং কুরুধম্ম-জাতকে সারথি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ধম্মপদ-অথকথার অধিকাংশ কাহিনীতে অনুরুদ্ধের উল্লেখ আছে। চূল.সুভদ্দার কাহিনীতে দেখা যায়, চূল.সুভদ্দার অনুরোধে বুদ্ধদেব উগ্‌গনগরে আগমন করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার পর বুদ্ধ অনুরুদ্ধকে উগ্‌গনগরে থাকিয়া যাইতে বলেন—কারণ, সেখানে দীক্ষা দিবার জন্য ও চূল.সুভদ্দার উপকারের জন্য অনুরুদ্ধের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। —ধম্ম-অথ° ৪. ৪৭১। যখন বর্ষাঋতুতে তাবতিংসে থাকিয়া বুদ্ধদেব অভিধম্ম প্রচার করেন, তখন অনুরুদ্ধ জনগণকে বুদ্ধের ক্রিয়াসমূহের সংবাদ দিয়াছিলেন ঐ ২১৮ই°; সং-অথ° ২ ৫৭০); অনুরুদ্ধের অনুরোধেই অবশ্য বুদ্ধ তাবতিংসে গিয়াছিলেন (সুত্তনি-অথ° ২. ৫৭০)। সুমনসামনের-বত্থুতে (ধম্ম-অথ° ৪. ১২০ই°) দেখা যায়, অনুরুদ্ধ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহার পূর্বজন্মের উপকারী বন্ধু সুমন-সেট্‌ঠির অন্বেষণ করেন। সুমন-সেট্‌ঠি বিন্ধ্যারণ্যের নিকটে অনুরুদ্ধের পরিচিত 'মহামুণ্ড' নামক এক ব্যক্তির গৃহে চূল.সুমন নামে জন্মগ্রহণ করেন। অনুরুদ্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাত বৎসরের বালক চূল.সুমনকে দীক্ষা দান করেন। সেই বালক পরে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। পেতবত্থুর (৫৫. ৫৮-৬৪) কাহিনীতে দেখা যায়, অনুরুদ্ধকে এক চামচ পরিমাণ খাদ্য দান করিবার পুণ্যে ইন্দক নামে এক ব্যক্তি তাবতিংসে প্রবেশ করে এবং অঙ্কুর নামক ব্যক্তি নিজের যথাসর্বস্ব দান করিয়াও যে পুণ্য অর্জন করিতে পারে নাই, ইন্দক তাহা এই সামান্য দানের দ্বারা লাভ করিয়াছিল।

রোহিণী নামে অনুরুদ্ধের এক ভগিনী ছিলেন। তিনি চর্মরোগগ্রস্তা হওয়ায় গৃহের বাহির হইতেন না। আত্মীয়স্বজনদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় ভিক্ষু অনুরুদ্ধের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। অবশেষে অনুরুদ্ধের বিশেষ আগ্রহে রোহিণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুরুদ্ধের অনুরোধে রোহিণী তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষু-গণের জন্য এক বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। রোহিণী পরে সোতাপন্ন হন এবং পরবর্তী জীবনে 'সক্কে'র পত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—ধম্ম-অথ° ৩. ২৯৫ই°।

মহাযান-গ্রন্থনিচয়ে অনুরুদ্ধের নাম 'অনিরুদ্ধ' বলা হইয়াছে। ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে অনিরুদ্ধ তাঁহার অলঙ্কারগুলি পরিতেছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহাকে দ্রোনোদনের পুত্র বলা হইয়াছে (ম-ব° ১. ৭৫ ; ৩. ১১৭)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, অনুরুদ্ধ ৪৯৬-৪৭২ খ্রী-পূ° জীবিত ছিলেন।*

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

* Tribhuvandas Shah : Ancient India, ii. 95.

অনুরুদ্ধ.—১ এক জন পচ্চেক বুদ্ধ। নন্দ থের তাঁহার এক পূর্বজন্মে এই বুদ্ধকে একটী পদ্মের চন্দ্রাতপ প্রদান করিয়াছিলেন। —অপ° ২. ৩৫০। ২ প্রাচীন মগধের নৃপতিবি°। ইনি অনুরুদ্ধক নামেও কথিত হন। ইঁহার পিতা উদয়ভদ্দকে ইনি হত্যা করেন এবং নিজেও আপন পুত্র মুণ্ডের হস্তে নিহত হন।—মহাব° ৪. ২-৩; মহাবোধিব° (PTS) ৯৬। 'সুমঙ্গলবিলাসিনী'তে (১. ১৫৩) এই অনুরুদ্ধকে মহামুণ্ডের পুত্র নাগদাসের পিতা বলা হইয়াছে। 'দিব্যাবদানে' উল্লিখিত মগধরাজ বিম্বিসার-বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ইঁহার নাম পাওয়া যায় না। ৩ পিয়দস্‌সী বুদ্ধের ব্যক্তিগত অনুচর। ইঁহারই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব নিগ্রোধ থের ও তিস্‌স থেরের ভবিষ্যদাবির্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।—থের-অথ° ১. ৭৫, ২৭৩ ; অপ° ১. ৪৩১। ৪ কোণ্ডঞ্‌ঞ বুদ্ধের ব্যক্তিগত অনুচর।—বুদ্ধব° ৩. ৩০ ; জা° ১. ৩০। ৫ মহাসুখ থেরের গুরু। এক সময় ইনি বৌদ্ধসঙ্ঘকে ঘৃতপূর্ণ একটী ভিক্ষাপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। যে ভিক্ষাপাত্র কোন এক বিশেষ ভিক্ষুর জন্য ক্রীত হইয়াছে তাহা ভিক্ষুসম্প্রদায়-কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তৎসম্পর্কিত একটী আলোচনায় এই উপহারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষাপাত্রটী এক জন জ্যেষ্ঠের জন্য ক্রীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা ভিক্ষুসম্প্রদায়-কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ায় উহা 'কপ্পিয়' নামে খ্যাত হয়।—সমন্ত° ৩. ৬৯৮-৯। ৬ রামঞ্‌ঞের (বর্মার) অধি-পতি (১০৪৪-৭৭ খ্রী°)। বর্মায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কারে ও সুপ্রতিষ্ঠায় ইনি ভিক্ষু অরহন্ত-কর্তৃক বিশেষভাবে সাহায্য পাইয়াছিলেন। সিংহলে বৌদ্ধসঙ্ঘের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়ও ইনি ১ম বিজয়বাহুকে সাহায্য করেন। ইঁহার অপর নাম অনোরত বা অনব্রত [অনব্রত দ্র°]।—চুল.ব° ৬০. ৫-৭।*

* MDPP ; Bode : Pali Lit. of Burma, 11-3 ; Ep. Burmanica, i. 3, 4 ; Arch. Sur. Burma, 1919-20 ; HInsSI, 329.

অনুরুদ্ধ,—বৌদ্ধ গ্রন্থকার-বি°। ইহার রচিত গ্রন্থ—অভিধম্মথ-সংগহ, (ইহা অভিধম্মের টীকাগ্রন্থ) পরমার্থবিনিচ্ছয় ও নামরূপপরিচ্ছেদ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। সম্ভবতঃ ইনি 'অনুরুদ্ধশতকে'রও রচয়িতা। ইনি মূলসোম-বিহারে বাস করিতেন এবং খ্রী° ১২শ শতকে জীবিত ছিলেন। —সদ্ধম্ম° ৬৪ ; গন্ধব° ৬১. ৬৭ ; সাসনব° ৬৯।— MDPP ; Kenneth J. Saunders : Epochs in Buddhist History, Chicago 1924, 111 ; Compendium of Philosophy (PTS), 1910. [অভিধম্মথ-সংগহ দ্র°]

অনুরুদ্ধ সুত্ত— পালিপিটকের কয়েকটী সুত্ত। ১ শ্রাবস্তীতে রাজসূত্রধর পঞ্চকঙ্গ অনুরুদ্ধ থের ও অন্য তিন জন ভিক্ষুকে ভোজদান করিলে অনুরুদ্ধ এই সুত্ত প্রচার করেন। এই সুত্তে চিত্তের দুই প্রকার বন্ধনমুক্তির বিষয় (একটী অসীম ও একটী সুবিস্তৃত) এবং উহাদের ক্রমোৎকর্ষের ফলে যে জ্যোতির্ময় দেবজগতে জন্মগ্রহণ করা যায় তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পঞ্চকঙ্গ-প্রদত্ত ভোজে অভিয়-কচ্চান অনুরুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন, তিনি অনুরুদ্ধকে দেবগণের মধ্যে জ্যোতির তারতম্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনুরুদ্ধ উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে অভিয় সন্তুষ্ট হন।—মজ্ঝি-নি° ৩. ১৪৪-৫২। ২ এই সুত্তে অনুরুদ্ধ থেরের নিকট জালিনীর উপস্থিতি ও তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধকে স্বর্গের আনন্দে লোভ দেখাইয়া অসাফল্যের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।—সং-নি° ১. ২০০। ৩ এই সুত্তে অনুরুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব জীবের নারীজন্ম গ্রহণের কারণ বর্ণন করেন।—অঙ্গু-নি° ১. ২৮১। ৪ ইহাতে দুইটী সুত্তে সারিপুত্ত অনুরুদ্ধকে নিজের সিদ্ধিলাভের জন্য গৌরব-বোধ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দেন এবং অমত-ধাতুতে মনঃসংযোগ করিতে বলেন ; অনুরুদ্ধও সেই উপদেশ পালন করিয়া অর্হত্ব লাভ করেন।—অঙ্গু-নি° ১. ২৮১-৩। ৫ 'মহাপুরিস বিতক্ক' অর্থাৎ কোন মহাপুরুষের আটটী চিন্তমার্গ-সম্বন্ধীয় সুত্ত। এই আটটী মার্গ গুণের মধ্যে সাতটী অনুরুদ্ধ লাভ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া অষ্টম গুণটী শিক্ষা দেন এবং তাহার ফলে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। পরে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে এই মার্গ-নিচয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন। — অঙ্গু-নি° ৪.২২৮ই°। ৬ নারীগণ কিরূপে 'মনাপ-কায়িকদেব'গণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহা বুদ্ধদেব অনুরুদ্ধকে এই সুত্তে বলিয়াছেন।—অঙ্গু-নি° ৪. ২৬২ই° ॥ MDPP ॥

অনুরুদ্ধ সংযুত্ত — সংযুত্ত-নিকায়ের দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়। ইহা মহাবগ্গের অষ্টম বিভাগ। জেতবনে সতিপট্ঠানায় অনুরুদ্ধের নিদিধ্যাসননিচয় ও সেগুলির উৎকর্ষজনিত সুফল, সুতননদের তীরে ভিক্ষুগণের সমক্ষে তাঁহার উপদেশ, সাকেত ও অম্বপালি-কুঞ্জে সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের সহিত তাঁহার কথোপকথন, সল্লাগারে তাঁহার ধর্মোপদেশদান, অন্ধবনে অবস্থান-কালে তাঁহার পীড়া প্রভৃতি অনুরুদ্ধের জীবনের বিবিধ ঘটনাসমূহ ইহাতে লিপি-বদ্ধ আছে।—[অনুরুদ্ধ, দ্র°] সং-নি° ৫. ২৯৪ই° ॥ MDPP ॥

অনুরুহা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, নাগরমুস্তক, নাগরমুতা cyperus pertenius Roxb. রাজনি° ৬ বর্গ ॥ গোল্ড° মনি° ॥

অনুরূপ — [রূপকে অনুগত—প্রাদিস° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ সদৃশ, তুল্য রূপ। 'দেবানুরূপা হি চরস্ত্যেতে মহী-তলে'—রা° (গো°) ৪. ১৭. ২৭ ; 'শব্দানুরূপেন পরাক্রমেণ ভবিতব্যম্'—পঞ্চত° ১। 'তুয়া অনুরূপ রসিক-বর-নাগরি কো ধনি মিললি না জানি' — প-ক° ১৯০৪. ৭ ; ২ যোগ্য। আত্মানুরূপং বরম্'—শকু° ১. ৫৯ ; 'ভব পিতুরনুরূপস্তত্ত্বং গুণৈঃ—' বিক্রমো° ৫.২১ ; 'কামমনমুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্'—শকু° ১.৪৭ ; 'তস্যামানুরূপায়াম্'—রঘু° ১. ৩৩ ; ১৬. ৫৫ ; 'সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি' – গী° ১৭. ৩ ॥ আপ° ; গোল্ড° ॥ ৩ স্ত্রী°, যোগ্যতা, সমতা, সাদৃশ্য। —উত্তর° ৬. ২৬ ॥ আপ° ॥ ৪ অনুসারে। —মনু° ৮. ২০৬। ৫ [বা°] প্রতিরূপ। ৬ অব্য°, রূপের যোগ্য।—পা° ২. ৪. ১৮ (কাশিকা)। ৭ [বৈদিক] শস্ত্রান্তর্গত স্তোত্রিয় প্রগাথের অনুযায়ী প্রগাথ (শস্ত্রের অন্তর্গত দুইটী ঋক্‌কে কোন কোন চরণের পুনরাবৃত্তিদ্বারা তিন ঋকে সমান করিলে প্রগাথ হয়)।—ঐ-ব্রা° ৩. ১২, ১৩। 'সার্ধং স্তোত্রিয়ং শস্ত্বা সাধ মনুরূপং শংসেৎ' —শ-ব্রা° ১৩. ৫. ১. ২; 'স্তোত্রিয়ং শংসতি। অনুরূপং শংসতি'— ঐ-ব্রা° ৩. ২৪ ॥ ~তঃ—অব্য°, ১ অনুসারে, সমতায়। —মনু° ১. ৮৫ ॥ আপ° ॥ ২ প্রসন্নতায়। 'যুগত্রাসানুরূপতঃ'—মনু° ১. ৮৫ ; ৮. ২০৬ ॥ বো-রো° ॥ ~তা—১ সাদৃশ্য। ২ যোগ্যতা।

অনুরূপা দেবী—সুপ্রসিদ্ধা মহিলা ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সেবিকা। জন্ম—২৪এ ভাদ্র, ১২৮৯ বঙ্গ° (৯-৯-১৮৮২ খ্রী°), কলিকাতা শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে। ইনি স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী এবং রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। মাতা—ধরাসুন্দরী দেবী (ইনি বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা)।

বাল্যে অনুরূপা পিতামহের নিকট সংস্কৃত এবং বাঙলা কাব্যসাহিত্য শিক্ষা করেন। অতঃপর দীক্ষাগুরু পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্র ও প্রসিদ্ধ সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত 'আর্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-রচয়িতার নিকট দর্শনশাস্ত্র-অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার বাল্যজীবনের শিক্ষকগণের মধ্যে হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য ও ভূদেববাবুর বিশিষ্ট ছাত্র ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরেজী সাহিত্যে শিক্ষাপ্রাপ্তা

হন। ১২৯৯ বঙ্গ° ১৩ই ফাল্গুন বালী-উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। সে-সময় শিখরবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কৃতী ছাত্র ছিলেন; তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান ও বি. এল. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শিখরবাবু নিজে উচ্চশিক্ষিত এবং উদারচেতা, তিনি অনুরূপার প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষাদানে তৎপর হন এবং অনুরূপার সাহিত্য-সাধনায় বিশেষভাবে উৎসাহদান ও সহায়তা করিতে থাকেন। কর্মজীবনে শিখরবাবু মজঃফরপুরে থাকিতেন এবং এখানে আইন-ব্যবসায় করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এই মজঃফরপুর হইতেই অনুরূপার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থনিচয় এই স্থানেই রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের বহু স্থলেই মজঃফরপুরের স্থান-বিশেষের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত ও অন্যতম প্রধান উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' তিনি মজঃফরপুরেই রচনা করেন।

শিখরবাবুর উৎসাহ ও সহায়তায় অনুরূপার সাহিত্যিক জীবনের পরিপূর্ণতা হইলেও, তাঁহার এই সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল প্রথম জীবনে পিতামহের ও পরে পিতার প্রভাব লাভ করিয়া। পিতামহের নিকটে তিনি প্রথমে সংস্কৃত হইতে পদ্যানুবাদ ও প্রবন্ধ-রচনা অভ্যাস করেন। কথাসাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রথম অনুরাগ জন্মে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায়। ইন্দিরা দেবীও পরবর্তী জীবনে সাহিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বাল্যে কথাসাহিত্য-রচনায় অনুরূপাকে ইন্দিরা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনে পিতামহ ও পিতার প্রভাবে আসিয়া অনুরূপা যে মাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা নহে, পৈত্রিক পারিবারিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যও তিনি লাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষা ও সাহিত্যসাধনা যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, পরন্তু সাবেকী হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে একান্ত নিষ্ঠায় যে নারীজীবনের সার্থকতা আছে, সেই আদর্শের শিক্ষা তিনি পৈতৃক পারিবারিক শিক্ষাধারা হইতে পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পিতামহ ও পিতামাতার তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মনিষ্ঠা, পরোপকারবৃত্তি, হিন্দু শুদ্ধাচার প্রভৃতি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তিনি স্বভাবতঃই লাভ করিয়াছিলেন। বরাবরই তিনি বিলাসিতার পক্ষপাতী নহেন।

এইভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করিয়া তিনি অবসরকালে যথাসাধ্য সাহিত্যচর্চা ও রচনা করিয়াছেন এবং নানাবিধ সাধারণ সদনুষ্ঠানে সহায়তা ও সহযোগিতা করিয়াছেন। মজঃফরপুরে অবস্থানকালে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী দেবীর সহযোগে 'চ্যাপম্যান গার্লস্ স্কুল' নামে একটী বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন; ইহাই তাঁহার জনসেবা ও নারীশিক্ষা-প্রচারক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা।

গত ১৯৩৪ খ্রী° ১৫ই জানুয়ারী বিহার-ভূমিকম্পে মজঃফরপুরে তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তাঁহার দশমবর্ষীয়া পৌত্রী অরুণা চাপা পড়িয়া মারা যায়। প্রাণাধিক প্রিয় পৌত্রীটীকে এইভাবে হারাইয়া শোকাকুল হইয়া তিনি স্বামীপুত্রের সহিত মজঃফরপুর চিরতরে পরিত্যাগ করেন এবং তদবধি কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করিতেছেন। কলিকাতায় থাকিয়া বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ নারীশিক্ষা ও নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্টা। ইতঃপূর্বে বারাণসীধামে 'হিন্দু মহিলাশ্রম', 'আর্যবিদ্যালয়', 'মাতৃমঠ' প্রভৃতি নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহারই সহায়তায় পরিচালিত হইত এবং এখনও তিনি সেগুলির অধ্যক্ষারূপে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। বিহার-ভূমিকম্পে দুঃস্থ বাঙালীদের সাহায্যের জন্য তিনি 'কল্যাণব্রত সঙ্ঘ' স্থাপন করিয়াছিলেন, এই সঙ্ঘটী তখন বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। কলিকাতায় 'বাণীপীঠ' নামক মেয়েদের শিক্ষানিকেতন, 'নারীশিক্ষা-পরিষৎ', 'খেলাঘর' নামে মেয়েদের ব্যায়াম-সমিতি, 'মাতৃজাতি-সেবক-সমিতি', 'হিন্দু মহিলাশ্রম', 'অনুরূপা বালিকা-বিদ্যালয়' প্রভৃতির সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্টা আছেন এবং সেগুলি অল্পবিস্তর তাঁহারই নির্দেশমত পরিচালিত হয়। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'অনুরূপা বালিকা-বিদ্যালয়' নামে হাই স্কুল শ্যামবাজার অঞ্চলে তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত।

১৩২৬ বঙ্গ° (১৯১৯ খ্রী°) অনুরূপা দেবী শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডল হইতে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধি এবং একটী মানপত্র ও একটী রৌপ্যপদক লাভ করেন। ১৯২০ খ্রী° হইতে কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় বঙ্গসাহিত্যের প্রশ্নপত্ররচয়িত্রী ও পরীক্ষকমণ্ডলীর সদস্যা নির্বাচিতা হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী প্রতিযোগিতাতেও তিনি পরীক্ষক হন। মহাম° পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও মহাম° পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়দ্বয় তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে 'সরস্বতী' উপাধি দেন। ১৯২৩ খ্রী° তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ব-মানব-মহামণ্ডল হইতে 'ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৫ খ্রী° তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক বিখ্যাত 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

অনুরূপা দেবীর গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে পোষ্যপুত্র', 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার বহু উপন্যাস

নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া বিশেষ সাফল্যের সহিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে এবং কয়েকখানি ছায়াচিত্রেও সাধারণে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার নানাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ, নাটক, গান ও কবিতাও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. (পাটনা ও কলিকাতা), বি. এল., পি. আর. এস. মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অম্বুজবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের আইন-ব্যবসায়ী এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় সুদক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এস্‌সি., বি. এল.। কন্যা—শ্রীমতী কল্পনা দেবী—ইনিও সাহিত্যসেবিকা; হাজারীবাগ কলেজের রসায়নাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

যে সমুদয় সাহিত্য-সম্মেলন এবং নারী-সম্মেলনে অনুরূপা দেবী সভানেত্রীত্ব এবং সদনুষ্ঠানের শুভসূচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য—

১৯২৭ খ্রী° মজঃফরপুরে উত্তরবিহার সাহিত্য-সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী। ১৯২৮ খ্রী° কলিকাতায় কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট মহিলা-সম্মেলন। ১৯২৯ খ্রী° পাটনায় নিখিল ভারত মহিলা-সম্মেলন। ১৯২৯ খ্রী° মজঃফরপুরে কো-অপারেটিভ কনফারেন্সের সভানেত্রী। ১৯৩১ খ্রী° আগ্রায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে মহিলা-শাখার সভানেত্রী। ১৯৩১ খ্রী° কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-সম্মেলনের সভানেত্রী। ১৯৩১ খ্রী° কলিকাতায় মহিলা-কংগ্রেস। ১৯৩২ খ্রী° খিদিরপুরের হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসবের সভানেত্রী। ১৯৩২ খ্রী° পাটনায় বঙ্গসাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সভানেত্রী। ১৯৩২ খ্রী° এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মহিলা-শাখার সভানেত্রী। ১৯৩৩ খ্রী° পাবনা হিমাইতপুরের 'সৎসঙ্গ'-এর বার্ষিক সম্মেলনের সভানেত্রী। ১৯৩৩ খ্রী° কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসবের সভানেত্রী। ১৯৩৭ খ্রী° টাঁকী এবং বগুড়ায় রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবের সভানেত্রী। ১৯৩৭ খ্রী° চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের কথা-সাহিত্য বিভাগের সভানেত্রী। ১৯৩৮ খ্রী° গৌহাটী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভানেত্রী। ১৯৩৮ খ্রী° কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে অনুষ্ঠিত 'হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী' উৎসব-উপলক্ষ্যে হেমচন্দ্র স্মৃতিফলকের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ খ্রী° জলপাইগুড়ি এবং হেতমপুরে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলন। ১৯৪০ খ্রী° কাটোয়ায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় সভানেত্রী। ১৯৪০ খ্রী° খুলনায় মানকুমারী জয়ন্তী-উৎসবের সভানেত্রী।

রচিত গ্রন্থাদি—প্রথম রচনা 'মিবারেশ্বর' (১৩০৩ বঙ্গ°); অন্য কয়েকটী প্রথম দিকের রচনা নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলেন; সর্বপ্রথম 'নবনূর' পত্রে 'টিলাকুঠি' (১৩১১ বঙ্গ°) প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থসমূহ—

পোষ্যপুত্র (বৈশাখ, ১৩১৯), বাগ্‌দত্তা (শ্রাবণ, ১৩২১), জ্যোতিঃহারা (শ্রাবণ, ১৩২২), মন্ত্রশক্তি (আশ্বিন, ১৩২২), চিত্রদীপ (মাঘ, ১৩২২), উল্কা (বৈশাখ, ১৩২৩), রাঙ্গাশাঁখা (শ্রাবণ, ১৩২৫), মহানিশা (চৈত্র, ১৩২৬), মধুমল্লী (বৈশাখ, ১৩২৪), রামগড় (বৈশাখ, ১৩২৫), বিদ্যারণ্য (মাঘ, ১৩২৬), মা (আশ্বিন, ১৩২৭), পথহারা (বৈশাখ, ১৩২৯), চক্র (শ্রাবণ, ১৩২৯), সোণার খনি (শ্রাবণ, ১৩২৯), কুমারিলভট্ট (মাঘ, ১৩২৯), হারানো খাতা (কার্ত্তিক, ১৩৩০), গরীবের মেয়ে (আশ্বিন, ১৩৩২), হিমাদ্রি (আশ্বিন, ১৩৩৩), জোয়ারভাঁটা (চৈত্র, ১৩৩৩), প্রাণের পরশ (পৌষ, ১৩৩৪), ত্রিবেণী (কার্ত্তিক, ১৩৩৫), উত্তরায়ণ (ফাল্গুন, ১৩৩৬), পথের সাথী (মাঘ, ১৩৩৮), নাট্যচতুষ্টয় (কার্ত্তিক, ১৩৪০), বিবর্ত্তন (চৈত্র, ১৩৪০), সর্বাণী (বৈশাখ, ১৩৪২), উত্তরাখণ্ডের পত্র (বৈশাখ, ১৩৪১)।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অনুরেবতী—[বৈদ্যক] ক্লী°, ক্ষুদ্রদন্তী, লঘুদন্তী—রাজনি° বর্গ ৬ ॥ গোল্ড° ॥

অনুরোধ—[অনু + √ রুধ্ + ঘঞ্] ১ উপরোধ। 'মিত্রস্য চানুরোধেন'—মনু° ৭. ১৬৬; 'মমানুরোধাৎ'—হিতো° ১০৬. ১৭; 'তস্য প্রণতস্যানুরোধতঃ'—কথাস° ১. ২৯; 'কো বিনতেঽনুরোধঃ' — পা° ৮. ৪. ৬১ (কাশিকা) ॥ অম° ২. ৮. ১. ২২; অভি° ৭৩৩ বো-রো° আপ্‌° ॥ ২ আদর, বিয়। 'নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে'—মনু° ২. ১০৫ ॥ বো-রো° ॥ ৩ শ্রদ্ধা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য। 'পিতুর্বাক্যানুরোধেন'—রা° (গো°) ২. ৩৭. ১৭; 'প্রয়োজনানুরোধেন'—মনু° ৭. ১০ (কুল্লূক); 'লক্ষ্যানুরোধাৎ'—পা° ১. ১. ৫৭ (কাশিকা)। ৪ প্রতিরোধ, নিবারণ, নিরোধ। 'অধর শুখায়া দীঘল নিসাস। জনু অনুরোধে ঝাপল নিজবাস॥'—জ্ঞান° ২৪; প-ক° ৩৬১। ~ই—[ব্রজ°] অনুরোধ করে, প্রত্যাশা করে। ~ক— বিণ, উপরোধকারী, অনুরোধকর্তা ॥ গোল্ড° ॥ ~ন— [অনু + √ রুধ্ + ল্যুট্] ক্লী°, সম্মতি, শিষ্টতা। 'আঞ্জনস্য মহূধস্য কুষ্ঠস্য নলদস্য চ। তুরো ভগস্য হস্ত্যাভ্যামনুরোধনমুদ্ভয়ে' —অ° ৬. ১০২. ৩; ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ২০৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুরোধিতা — স্ত্রী°, অনুরোধের ভাব।—কথাস° ২০. ১৯৭ ॥ বো-রো° ॥

অনুরোধী—[পুং-ধিন্; পা° ৩. ২. ১৪২] বিণ, ১ যে অনুরোধের কর্তা, অনুরোধক, প্রতীক্ষাকারী। 'ভার্যামৃত্যুকালানুরোধিনীম্'—রা° (গো°) ২. ৭৫. ৩৬ ॥ বো-রো° ॥ ২ অনুসারী, অনুবর্তনশীল। 'পতিব্রতানাং সময়ানুরোধিনী' — রা° (গো°) ৩. ২. ২৮ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অনুরোল—[অপ্র°] কোলাহল, হাহাকার ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুর্বর—[নঞ্ তৎ] শস্যোৎপাদন-শক্তিশূন্য, মরুময় ॥ গোল্ড° ॥

অনুল১—[প্রাদে°] অপ্রতুল, অভাব। 'পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল। মহেশের সে ত নাই সকলি অনুল'—শিবায়ন ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুল২—১ এক জন বৌদ্ধ স্থবির। ইনি সিংহলের কোটিপব্বতমহাবিহারের পুরোহিত ছিলেন। অনুল দিব্যচক্ষু-বিশিষ্ট ছিলেন এবং তাহার প্রভাবে লকুণ্টক-অতিম্বরের পত্নী সুমনা যে এক সময়ে শূকর ছিলেন তাহা দেখিয়া এইরূপ ব্যাপার অবশ্য ঘটিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করেন। ইঁহার নিকট হইতে নিজের পূর্ববৃত্তান্তের বিষয় অবগত হইয়া সুমনা নিজেও সেই শক্তি অর্জন করিয়া আপনার অতীত

জীবনের বৃত্তান্ত দেখিতে পান।—ধম্ম-অথ° ৪. ৫০-১ ॥ MDPP ॥ ২ [মহান্নুল দ্র°]।

অন্নুল—উত্তর অস্ট্রেলিয়ার একটী নরখাদক বর্বর জাতি। ইহাদের মধ্যে যখন কেহ মারা যায় তখন ইহারা ঐ মৃতের মাংস ভক্ষণ করে। ভক্ষিত হইবার পর অবশিষ্ট অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া সেই মৃতের পিতামাতার নিকট আনা হয়। তখন প্রথমে তাহারা অস্থিগুলি শুষ্ক করে, পরে সেগুলিকে বল্কলদ্বারা আবৃত করিয়া একটী সে কাঠের গহ্বরের মধ্যে পুরিয়া মাটিতে সোজাসুজিভাবে পুঁতিয়া দেয়। উহা যেস্থানে পোতা হয় সেস্থানে ইহারা বালির বেড় দিয়া কতকগুলি কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করে। অস্থিপূর্ণ কাষ্ঠদণ্ডের নিকট পিতামাতা ব্যতীত অপর কেহই যাইতে পারে না এবং উহা স্পর্শও করিতে পারে না। ইহাদিগের বিশ্বাস, এই সময় মৃতের আত্মা ঐ কাষ্ঠদণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ন্যূনাধিক এক বৎসর পরে অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পর ঐ দণ্ড হইতে অস্থিগুলি গ্রহণ করিয়া অন্যত্র পুঁতিয়া ফেলা হয়।—Spencer-Gillen, 549-59. অন্নুল-জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে উহার মৃতদেহ চারি জন পুরুষে ভক্ষণ করে; তাহাদের মধ্যে দুই জন মৃতের পিতৃবংশীয়, অপর দুই জন ভিন্ন বংশীয় (তন্মধ্যে এক জন স্বামী-বংশীয় হওয়া চাই)।—ঐ, 545, 548.

অন্নুলদিগের সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিবাহের পূর্বে অথবা পরে পুরুষের লিঙ্গাগ্রত্বক্ অস্ত্রোপচারদ্বারা অপসারিত করা হয়। স্ত্রীলোকের যোনিত্বক্ শ্বশুর বা ভাবী শশুর ছেদন করিয়া থাকে। অপসারিত ত্বকাংশ কোন সেতুর পার্শ্বে পুঁতিয়া রাখা হয়; ইহাদের বিশ্বাস, উহা হইতে জলপদ্ম জন্মায়।

ইহারা যাদুবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই যাদুবিদ্যা শেখে, কিন্তু এক বংশে এক জনের বেশী উহা শিখিতে পারে না। অনেক অসভ্য জাতিকে যাদুবিদ্যাদ্বারা রোগ সারাইতে দেখা যায়, কিন্তু অন্নুলগণ মাত্র তদ্দ্বারা ভূত-প্রেত প্রভৃতি আনয়ন করিতে পারে।—ERE, ii. 247-8. ইহারা বৃষ্টি আনয়নের জন্য একটী নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে—উহাকে ইহারা 'উপিস্তুজর' বলে। একটী ক্ষুদ্র নদীর ধারে একটী গর্তের মধ্যে একটী জীবিত সর্পকে কিছুক্ষণ রাখিয়া পরে উহাকে হত্যা করিয়া তীরে রাখা হয়। ইহার পর ইহারা কতকগুলি তৃণ বৃত্তাকার করিয়া সর্পের উপর রাখে ও তথায় নৃত্যগীত করে। ইহাদের বিশ্বাস, এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে বৃষ্টি হয়।—Spencer-Gillen, 314f.

অন্নুলজাতি তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে 'মুরমুর' বা 'বাতমুর'-এ (ইহা এক প্রকার গোপনীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে কাঠের ঝিলিমিলিতে সুতাদ্বারা ঝুলান মূর্তিবি°—সামাজিক অনুষ্ঠানে ইহা শব্দ করিতে পারে; এই অনুষ্ঠানে বালকদিগের রোগ সারাইবার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বালকদিগকে উৎসর্গ করিয়া হত্যা করা হয়) বিশ্বাস করায়। ইহারা বিশ্বাস করে যে, মুরমুর বা বাতমুর বালকদিগকে গিলিয়া ফেলে এবং নূতন মানুষরূপে উদ্গীরণ করে।—ঐ, 501.

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অন্নলগ্ন—[অনু+√লগ্‌+ক্ত—কর্তৃ°] বিণ, ১ সংযুক্ত। ২ নিবিষ্ট। 'আর্যায়াঃ সুস্নিগ্ধা দৃষ্টিরন্নুলগ্নাঃ'—মৃচ্ছ° ৪. ১।

অন্নলতিস্সপব্বত—পূর্বসিংহলের গঙ্গারাজির একটী বিহার। ইহা কনিট্‌ঠতিস্স-কর্তৃক নির্মিত হয়।—মহাব° ৩৬. ১৪ ॥ MDPP ॥

অন্নুলা—১ সিংহলের অনুরাধপুর-রাষ্ট্রের অধিপতি মুটসিবের কন্যা ও রাজা মহানাগের পত্নী। মহানাগ অনুরাধপুরের রাজা দেবানাংপিয়-তিস্সের অধীন সামন্ত নৃপতি ও তদীয় ভ্রাতা ছিলেন। অন্যান্য পাঁচ শত রমণীর সহিত ইনি মগধসম্রাট্ অশোকের পুত্র ভিক্ষুরূপী মহীন্দ-কর্তৃক প্রচারিত পেতবথ্, বিমানবথ্ ও সচ্চ সংযুত্ত শ্রবণ করিয়া সোতাপন্না হন। অতঃপর মহামেঘবনে মহীন্দের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অপর রমণীদের সহিত ইনি সকদাগামী হন এবং মহারাজ তিস্সকে দীক্ষালাভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিবার জন্য মহীন্দের নির্দেশানুযায়ী তিস্সের অনুরোধে সম্রাট্ অশোক আপন কন্যা ভিক্ষুণীরূপিণী সঙ্ঘমিত্তাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। সঙ্ঘমিত্তা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অনুলা ও তাঁহার সহচরীগণ দশনী বিধান পালন করিয়া উপাসিকা বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। দীক্ষা-লাভ করিয়া অনুলা অর্হত্ব লাভ করেন এবং ইনিই সিংহলের প্রথম মহিলা অর্হৎ।—মহাব° ১৪. ৫৬-৭; ১৫. ১৮-৯; ১৬. ৪১; ১৮. ৯-১২; ১৯. ৬৫; দীপব° ১১. ৮; ১২. ৮২; ১৫. ৭৩ই°; সমন্ত° ১. ৯০ই°। ২ সিংহল দেশের-রাজা বট্টগামণীর পত্নী। প্রথমে ইনি সিংহলরাজ খল্লাটনাগের পত্নী ছিলেন, কিন্তু খল্লাটনাগের মৃত্যু হইলে বট্টগামণী ইঁহাকে বিবাহ করেন। বট্টগামণী যখন শত্রুগণ-কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করেন তখন অনুলা সন্তানসম্ভবা থাকায় ইঁহাকে গামণী সঙ্গে ল'ন এবং মালয়ে গিয়া তনসিবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে অনুলা তনসিবের পত্নীর সহিত বিবাদ করায় গামণী অনুলাকে হত্যা করেন।—মহাব° ৩৩. ৩৫, ৩৬. ৪৫, ৬২ই°। ৩ সিংহলরাজ চোরনাগের পত্নী। ইনি চারি বৎসর (১২-১৬ খ্রী°) সিংহলের রাণী ছিলেন। অনুলা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন। মহাচুলের পুত্র তিস্সকে বিবাহ করিবার জন্য ইনি রাজাকে হত্যা করেন। তিস্সকে পাইয়াও ইনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাকেও ইনি

বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে প্রাসাদরক্ষী সিব, তামিলজাতীয় সূত্রধর বটুক, কাষ্ঠবাহী তিস্‌স ও প্রাসাদের পুরোহিত দমিল. নিলিয়কে বিবাহ করেন। ইহাদের সকলকে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। দমিল. মিলিয়কে হত্যা করিয়া ইনি ৩২ জন প্রাসাদরক্ষীর সহিত যথেচ্ছভাবে জীবন-যাপন করেন। পরে কুটকণ্ণতিস্‌স-কর্তৃক ইনি নিহতা হন।—মহাব° ৩৪. ১৬-৩৪; দীপব° ১৯. ৫০ই°। ৪ কস্‌সপ বুদ্ধের প্রধানা নারী শিষ্যা।—বুদ্ধব° ২৫. ৪০; জা° ১. ৪৩। ৫ বারাণসীর চূল.সেট্‌ঠির কন্যা। অন্ধকবিন্দের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় এবং স্বামীর সহিত ইনি বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। চূল.সেট্‌ঠির মৃত্যু হইলে পিতৃ-আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করান, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। — পেত-অথ° ১০৫ই°। ৬ মঙ্গলবুদ্ধের প্রধান নারী সমর্থকগণের অন্যতমা।—বুদ্ধব° ৪. ২৫ ॥ MDPP ॥

অনুলাপ — [অনু+√লিপ্‌+ঘঞ্‌—ভা] পুনঃ পুনঃ কথন, পুনরুক্তি ॥ অম° ১. ১. ৫. ১৬; অভি° ২৭৪; বো-রো° ॥ 'ভাবপ্রকাশনে' (১ অধি.) ভাবনির্ণয়-ভেদানুসারে আলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, সল্লাপ ও অপলাপ এই ছয়টী প্রকারভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। বহুবার অভিহিত যে বাক্য তাহাই অনুলাপ; 'বহুশোঽভিহিতং বাক্যমনুলাপো ভবেদিহ'।

[ভাবপ্রকাশনম্, GOS, Boroda 1930, ১ অধি., ১১ পৃ°. ৩ পঙ°।]

অনুলাস — [লস্ — নর্তনে ঘঞ্‌] ময়ূর ॥ আপ্‌° বো-রো° ॥ ~ য্‌— ময়ূর ॥ গোল্ড° ॥

অনুলিপ্ত—[অনু + √লিপ্‌+ক্ত] বিণ, ১ ম্রক্ষিত, চন্দনাদিদ্বারা চর্চিত। 'বপুরনুলিপ্ত ন বধূঃ'—শিশু° ৯. ৫১ ॥ আপ্‌° ॥ ২ আবৃত। 'হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ' — শকু° ৭. ১৮ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ অনুরঞ্জিত, যাহা রঙ্‌ করা হইয়াছে। 'প্রভানুলিপ্তশ্রীবৎসং লক্ষ্মীবিভ্রম-দর্পণম্'—রঘু° ১০. ১০। ~াঙ্গ—সুগন্ধাদি-দ্বারা চর্চিত দেহ।

অনুলিয়া — মুলেমাবাদের অন্তর্গত একটী পরগনা বা মহল। বর্তমানে এই মহল আর নাই। অনুলিয়া গ্রাম শান্তি-পুরের দক্ষিণ-পূর্বে চূর্ণী নদীর নিকট অবস্থিত।—SAB, i. 365.

অনুলীন—বিণ, ১ লুক্কায়িত। 'জনা-দনুলীন' — দশকু° ১০৪ ॥ আপ্‌° ॥ ২ সংযুক্ত ॥ আপ্‌° ॥

অনুলেপ, অনুলেপন —[বৈদ্যক। অনু + √লিপ্‌ + ঘঞ্‌—ভা] ক্লী°, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন। 'চন্দনমনু-লেপার্থে'—সুশ্রু° ২. ১. ৬৭ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ 'তনু তনু অনুলেপন ঘন চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক'—প-ক' ২৪১৫. ৪। ইহা প্রীতিকর, ওজস্কর, শুক্রবর্ধক, দুর্গন্ধনাশক এবং শ্রম, পাপ ও তন্দ্রাহারী ॥ রাজনি° ॥ 'অনুলেপস্তু যামূর্ছাদৌর্গন্ধশ্রমবাতজিৎ। সৌভাগ্যতেজস্ত্বগ্বর্ণপ্রীত্যোজাবলবর্ধনঃ ॥' —মদন° বর্গ ১৩। 'অনুলেপনকং বল্যং তেজঃ সৌভাগ্যদায়কম্। ত্বচ্যং প্রীতিপ্রদং প্রোক্তং তৃণ্মূর্ছাশ্রমনাশনম্। দৌর্গন্ধবাতহং প্রোক্তং পূর্বাচার্যৈরিদং স্মৃতম্' ॥ বৈদ্যক-নি° ॥ চন্দন, কুঙ্কুম, অগ্নিশিখ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি লেপনসাধ্য দ্রব্যও অনুলেপন নামে কথিত হয়; 'সুরভিকুসুমধূপানুলেপনানি'—কাদ° ৩২৪ ॥ রাজবল্লভ° শব্দ° আপ্‌° গোল্ড° ॥ গী° ১১. ১০; পঞ্চত° ১৮২. ১০; অম° ৩. ৬. ২৩; আশ্ব-গৃ° ৩. ৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুলেপক —[অনু + √ লিপ্‌+ণ্বুল্‌] ১ বিণ, লেপনকর্তা, ম্রক্ষণকারী, যে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করে। ২ ক্লী°, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য চর্চিতকরণ।

অনুলেপদায়ক থের — অর্হৎ-বি°। অথদস্‌সীর সময়ে ইনি জনৈক ভিক্ষুকে একটী সৌধ-সংস্কারের জন্য আস্তরণ দিবার উপকরণসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। —অপ° ১. ২৫১ ॥ MDPP ॥

অনুলেহ—[ব্রজ°] স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয়। 'তেজল অব জগজন অনুলেহ'—বি-প°।

অনুলোম,—[অনু + √লূ + মন্‌—কর্ম। অনুগতঃ লোম—পা° ৫. ৪. ৭৫] ১ বিণ, যাহা লোমের অনুগত, ক্রমানুগত, অনুক্রম। বিপ°—প্রতিলোম, বিলোম। 'ত্রিরেনামনুলোমামনুমাষ্টি' — শ-ব্রা° ১৪. ৯. ৪. ২০ = বৃহ-উ° ৭.৪.২১; কা-শ্রৌ° ৫. ১২. ১৭; বোপ° ৬. ৭৬; 'অনুলোমাঃ সুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ'—রা° (গো°) ৩. ৪৯. ৩৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ অনুকূল। 'তেঽক্ষরসন্ধয়োঽনুলোমাঃ'—ঋ° (প্রাতি°) ২. ৩; 'অনুলোমসুখো বায়ুরনুসারয়তীব-মাম্'—রা° (গো°) ৩. ৭৮৮; 'অনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে'—সুশ্রু° ১. ৩৬৭-১৬; অনুলোমকৃষ্টং ক্ষেত্রং প্রতিলোমং কর্ষতি'—পা° ৫. ৪. ৩৮ (কাশিকা) ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ৩ অব্য°, যথাক্রমে। 'তমভ্যনক্তি শীর্ষে তোজন্থা আপাদ পাষ্ণ-ভামনুলোমম্'—শ-ব্রা° ৩. ১. ৩. ৯; কা-শ্রৌ° ৭. ২. ৩৩; সুশ্রু° ১. ৬৪. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~কল্প—অথর্ববেদের ৩৪শ পরিশিষ্টের নাম ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~কৃষ্ট—নিয়মিত বা সোজাসুজি কর্ষিত, ক্ষেত্রের অনুকূল দিকের অভিমুখে কর্ষিত।—পা° ৫. ৪. ৩৮ (কাশিকা) ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~জ, -জন্মা— [অনুলোম + √ জন্‌+ড, ক] বিণ, ১ যথাক্রমে জাত। ২ উত্তম-বর্ণের ঔরসে অধমবর্ণার গর্ভে জাত সন্তান। 'সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ' —মনু° ১০. ২৫.; যাজ্ঞ° ১. ৯৫ [অনুলোম, দ্র°]। ~ন—[বৈদ্যক] ক্লী°, মলাদি ধাতুর নিঃসরণের উপায়, জোলাবের ব্যবহার। 'কৃত্বা পাকং মলানাঞ্চ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ। তচ্চানুলোমনং প্রোক্তং যথা প্রোক্তা হরীতকী' ॥ ভা-প্র° ॥ ~পরিণীতা—স্বামী অপেক্ষা হীনবর্ণা স্ত্রী ॥ গোও° ॥ বিণ, অনুকূল সৌভাগ্যশীল ॥ আপ্‌° ॥

অনুলোম,—[সঙ্গী°] অনক্রম, নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উচ্চ দিকে অর্থাৎ লোমের

[লোম—লোমন্] অনুসারী (প্রাদি˚)। অনুলোমা : সপক্ষ, সহায়, অনুকূল (অব্য˚) অথবা প্রতিরোম—লোমের অনুক্রমে বা লোমে লোমে এই বাক্যে অব্যয়ী˚। ক্রি-বিণ—সহজদিকে, বিপরীত দিকে নয় অর্থাৎ প্রকৃত প্রণালীতে, যথাক্রমে, পর পর—এই নিয়মে।

প্রতি অনুষ্ঠান, করণ, সাধনা প্রভৃতির অনুকূল ধারা বা গতির নাম অনুলোম। তন্ত্র-সাধনায় যেমন মূলাধার হইতে মাতৃকাবর্ণ আরম্ভ করিয়া সহস্রারের দিকে অগ্রসর বা আরোহণের নাম অনুলোম, সঙ্গীতে তেমনি ও অনুলোম শব্দটী আরোহী বা আরোহণের সমার্থক। সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীত-পারিজাত, সঙ্গীত-দর্পণ প্রভৃতিতে অনুলোম-বিলোম বা আরোহী-অবরোহী লইয়া পৃথগ্‌ভাবে কোন আলোচনা করা হয় নাই। কেবল মূর্ছনার পরিচয় দিতে গিয়া 'আরোহ-শ্চাবরোহণম্' বলা হইয়াছে। যাহা হউক, সমস্ত জিনিসের ন্যায় সঙ্গীতেও ইহার অর্থ দুই রকম করিয়া করা যায় : (১) ইহার অর্থ স্বরের ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগতির নাম অনুলোম বা আরোহণ। উর্ধ্বগতি অর্থে—ষড়্‌জ (২৪০) হইতে ঋষভের কম্পন-সংখ্যা অধিক (২৭০), গান্ধারের তাহা হইতে অধিক (৩০০)। কাজেই নিম্ন হইতে উচ্চ কম্পনে সঞ্চরণ বা গতির নাম অনুলোম। (২) (ক্রি-বিণ) সহজ দিকে যথাক্রমে—পর পর বা প্রকৃত-প্রণালী অনুযায়ী স্বর-স্থাপন বা উচ্চারণের নাম অনুলোম। সঙ্গীতরত্নাকর যেমন শ্রুতি হইতে ক্রমানুযায়ী 'শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্‌জ-র্ষভ-গান্ধার-মধ্যমাঃ। পঞ্চমো-ধৈবতশ্চাথ নিষাদে ইতি সপ্ততে ॥' এই সপ্তস্বরের নির্দেশ দিয়া তাহাদের সংজ্ঞান্তর করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 'তেষাং সংজ্ঞাঃ স-রি-গ-ম-প-ধ-নীত্যপরা মতাঃ', তেমন সুনির্দিষ্ট পূর্বাপর পর্যায়কে অব্যাহত রাখিয়া শাস্ত্রীয় প্রণালীর অনুসরণে ষড়্‌জ হইতে নিষাদের দিকে উচ্চ গতির নাম অনুলোম।

সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর ঠাট বা কাঠামো-রূপটীকে গঠন করিতে গেলে অনুলোমটী হইল একাংশ উপাদান, এজন্য অনুলোম সর্বদাই বিলোম বা অবরোহীর অপেক্ষা করে। তবে একমাত্র অনুলোম-দ্বারাও অনেক ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর মূর্তির (ঠাট) পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অনুলোম।— [স্মৃতি˚]— অনুলোম-বিবাহ। ইহা প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের অন্যতর ভেদ। অপরটীর নাম প্রতিলোম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণের মধ্যে পরস্পর সমান বর্ণে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে সবর্ণ-বিবাহ বলে এবং যে কোন অসমান জাতীয়ের বিবাহকে অসবর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়, উক্ত অসবর্ণ-বিবাহ দুই প্রকার—অনুলোম ও প্রতিলোম। অনুলোম-বিবাহে কন্যা বর অপেক্ষা নিম্নবর্ণীয়া। ইহাতে বর হইতে কন্যার বর্ণক্রমানুসারে এক, দুই বা তিন বর্ণের নিম্নক্রমে ব্যবধান থাকিবে। কিন্তু প্রতিলোম-বিবাহে তাহার বিপরীত অর্থাৎ ইহাতে কন্যা বর অপেক্ষা এক, দুই বা তিন বর্ণের ব্যবধানে উচ্চস্থানীয় প্রাচীন শাস্ত্রব্যবস্থা অনুলোম-বিবাহকে বৈধ বলিয়া নির্দেশ করিলেও প্রতিলোম-বিবাহপ্রথাকে সমর্থন করে নাই, ধর্মহীন ও আর্যবিগর্হিত বলিয়া উহা নিন্দিত। গৌতম ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হয় — 'প্রতিলোমাস্তু ধর্মহীনাঃ' (৪. ১৩) বিষ্ণু বলেন 'প্রতিলোমাস্ত্বার্যবিগর্হিতাঃ' (বিষ্ণুস˚ ১৬. ৩) — অর্থাৎ প্রতিলোমা স্ত্রীতে জাত পুত্রগণ আর্যগণের নিন্দিত। স্মৃতিশাস্ত্রে দায়বিভাগ-প্রকরণে অনুলোমজ সন্তানগণের জন্য বিভাগব্যবস্থা নির্ণীত আছে বটে, কিন্তু প্রতিলোমজাত সন্তানগণের দায়গ্রহণ অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। ইহাতেও প্রমাণিত হয়, প্রতিলোম-বিবাহ অবৈধ ও অশাস্ত্রীয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী আর্যসমাজের বর্ণবিভাগ প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে উহা প্রচলিত আছে। যদিও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহা লইয়া মতভেদ আছে এবং কাহারও মতে বর্ণবিভাগ বৈদিক সভ্যতার পরবর্তী স্তরে উদ্ভূত—তথাপি এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বর্ণ-বিভাগ ভারতীয় আর্যধর্মের ভিত্তিভূমি—গুণ ও কর্মানুসারে উক্ত বিভাগ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়াই শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (ঋ˚ ১০. ৯৭) উক্ত বর্ণ-বিভাগের উল্লেখ আছে এবং গীতায়ও (৪. ১৩) উক্ত হয়—

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'

উক্ত চারি বর্ণের মধ্যে সবর্ণ-বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে নির্ণীত। ঋগ্বেদে (১০. ১০৯. ৩) ও অথর্ববেদেও (৫. ১৭.৯) দেখা যায়, ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপর শ্রেণীর হাত হইতে ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রক্ষা করিবার বিধান রহিয়াছে। কিন্তু অসবর্ণ-বিবাহেরও বহুল দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪. ১. ৫৭) সুকন্যা নাম্নী রাজন্যতনয়ার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। যজুর্বেদে আর্য ও শূদ্রের মধ্যে পরস্পর যৌন-সম্বন্ধের কয়েকটী বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। দক্ষিণাস্বরূপে শূদ্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ বা রাজন্যগণ যে গ্রহণ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে অবিরল নহে। ছান্দোগ্য-উপনিষদের (৪. ২-৩) এক আখ্যায়িকায় কথিত হয়, রৈক্ক নামক কোন ঋষি কোন এক শূদ্ররাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। বৃহদ্দেবতাও (৫. ৫০) তদনু-রূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, বৈদিক যুগেও অসবর্ণ অনুলোম-বিবাহপ্রথা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না।

ধর্মশাস্ত্রের প্রথম যুগে অসবর্ণ-বিবাহ বিশেষতঃ অনুলোম-বিবাহ যে অনুমোদিত হয় তদ্বিষয়ে গৌতম, বৌধায়ন, ও বশিষ্ঠ-প্রণীত ধর্মসূত্রে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পারস্কর (১. ৪. ৮-১১) ও হিরণ্যকেশি-প্রণীত গৃহ্যসূত্রে (১. ৪) অসবর্ণ-বিবাহের উল্লেখ আছে। গৌতম-

ধর্মসূত্রে যদিও বিধি রহিয়াছে যে 'গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্যাং বিন্দেত' (১. ৪. ১), তথাপি অসবর্ণ-বিবাহের উল্লেখ প্রসঙ্গে ইহাতে অনুলোম-বিবাহমূলক ছয়টী বিভিন্ন জাতির নাম উল্লেখ আছে। যথা—সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত ও পারশব। পূর্বাচার্যের মতে উক্ত অনুলোম-জাতিনিচয়ের যে অন্যপ্রকার নাম আছে তাহাও গৌতম স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিলোম-জাতির তালিকাও এই সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে (গৌ-সূ° ৪. ১৬-২১) বৌধায়ন স্পষ্ট ব্যবস্থাই দিয়াছেন—'ব্রাহ্মণের পক্ষে বর্ণের অনুলোম-ক্রমে চার, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের মাত্র এক জাতীয় স্ত্রীই হইবে। —বৌধা-সূ° ১. ৮. ৫। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও দ্বিজের পক্ষে শূদ্রা বিবাহ গর্হিত বলিয়া বৌধায়ন নিন্দা করিয়াছেন।—বৌধা-সূ° ২. ১. ৪১। বশিষ্ঠেরও অনেকটা তাহাই মত।—ব-ধ-সূ° ১. ২৪. ২৫। মনুর বচনে অনুলোম-বিবাহের বিধি রহিয়াছে। কিন্তু তিনি সবর্ণ-বিবাহেরই প্রাশস্ত্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি যথা—

'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥'
শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ ॥'
---মনু° ৩. ১২-১৩।

কিন্তু শূদ্রাবিবাহ দ্বিজের পক্ষে যে নিন্দিত তদ্বিষয়ে মনু প্রাচীন ঋষিগণের বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

'শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ ॥'
—ঐ, ৩. ১৬।

অর্থাৎ—শূদ্রাস্ত্রী বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণাদি পতিত হন—ইহা অত্রি ও উতথ্যতনয় মহর্ষি গৌতমের মত। শৌনকের মতে শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয় এবং ভৃগুর মতে শূদ্রোৎপন্ন সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হইতে হয়।' দ্বিজের পক্ষে শূদ্রাবিবাহ যে বংশের অধোগতি আনয়ন করে তদ্বিষয়ে মনু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।—মনু° ৩. ১৪-১৯। কেহ কেহ আবার শূদ্রার বিবাহ সমর্থনও করিয়াছেন কিন্তু উক্ত বিবাহ মন্ত্রবর্জিত হইবে ইহাই তাঁহাদের অভিমত। যথা—'শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জম্'।[1] যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিকার শূদ্রার বিবাহ অনুমোদন করেন না। স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈ তন্মম মতং যস্মাত্তত্রায়ং জায়তে স্বতঃ॥'
—১. ৫৬।

বিষ্ণুস্মৃতি (২৬. ৫) রাগান্ধজনের পক্ষে শূদ্রার বিবাহ সমর্থন করিলেও দ্বিজের পক্ষে কখনই উহা ধর্মপ্রয়োজন সাধিত করে না—ইহাই বলিয়াছেন। নারদস্মৃতি (১২. ৫-৬) শূদ্রার বিবাহ নিষিদ্ধ করে নাই। কাত্যায়নও (কাত্যা-স° ৮. ৬-৭) উহা সমর্থন করেন কিন্তু বৃহস্পতি অনুলোম-বিবাহে শূদ্রাপুত্রের জন্য দায় অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন।[2] বাস্তবিক পক্ষে দ্বিজের শূদ্রা-পরিণয়-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও অনুলোম-বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকার-গণের মধ্যে ঐকমত্য রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে সাধারণতঃ সবর্ণবিবাহেই পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অসবর্ণ অনুলোম-বিবাহে বর্ণবিভাগক্রমে পাণিগ্রহণস্থলে অন্যান্য প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা—

'পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥
—মনু° ৩. ৪৩-৪৪।

অর্থাৎ 'শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ-সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্তে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা বিহিত। বিবাহকালে ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের হস্তধৃত শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যা (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের) হস্তস্থ পাঁচনযষ্ঠির একদেশ গ্রহণ করিবে এবং শূদ্রা (ব্রাহ্মণাদি পরিহিত) বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে।' যাজ্ঞবল্ক্যের বচনেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যে হেতু দ্বিজ-কর্তৃক শূদ্রার বিবাহ তাঁহার মতের বিরোধী সেই হেতু উক্ত ব্যবস্থায় শূদ্রার বিবাহস্থলে দশা গ্রহণ ইত্যাদির উল্লেখ নাই।—যাজ্ঞ-স° ১. ৬২।

অসবর্ণ-বিবাহ হইতে বহু মিশ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে। অনুলোম-জাতির উল্লেখ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

'বিপ্রান্মূর্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ
স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি
বা ॥
বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তুরাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ-
স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষবিধিঃ
স্মৃতঃ ॥—১. ৯১. ৯২।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্ধাবসিক্ত, বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রার গর্ভে নিষাদ, অথবা পারশব জাতির উদ্ভব। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র জাতীয় সন্তান জাত হয় এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভে করণ জাতি উৎপন্ন হয়—ইহাই (অনুলোম) বিবাহের বিধি।' প্রতিলোম-বিবাহ শাস্ত্রে সমর্থিত হয় নাই সত্য কিন্তু প্রতিলোমজাত সন্তান-গণের ছয় প্রকার বিভিন্ন সংজ্ঞা মনু (১০.২৬) ও যাজ্ঞবল্ক্য (১. ৯৩-৪) ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। অনুলোমজ ও প্রতি-লোমজ সন্তানবর্গের মধ্যে আবার পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ বা কোন প্রকারের যৌন-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আরও বহুপ্রকার সঙ্কর-জাতির উদ্ভব হয়। তত্তৎ বর্ণসঙ্কর-জাতির বৃত্তি ও জীবনযাপন-পদ্ধতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রে বিবরণ দৃষ্ট হয়।[3] মনু বলেন—'অন্যায়রূপে যৌনসম্বন্ধ, ব্যভিচার, স্বধর্মত্যাগ ও পরস্পর আসক্তিবশতঃ প্রতি-

১ পার-গৃহ্য-সূ° ১. ৪.১১ ; ব-ধ-সূ° ১. ২৪ দ্র°।
২ SBE. Vol, XXXIII. 25. 32.
৩ মনু° ১০ম অ° ; বিষ্ণু-স্মৃ°. ২৬ অ°-দ্র°।

লোম ও অনুলোমক্রমে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে।' — ১০. ২৪-৫। Steeleও তাঁহার 'Law and Custom of Hindu Castes' নামক গ্রন্থে (Preface XI) বলিয়াছেন ভারতীয় জাতিনির্ণয়ে দুইটী বিষয়ের প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়,—একটী জন্ম (descent) ও অন্যটী বৃত্তি (occupation)।

তবে সাধারণতঃ অনুলোম-বিবাহে জাত সন্তানগণ মাতৃবর্ণ লাভ করে। বিষ্ণু-স্মৃতিতে উক্ত হয়—'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ' (২৬. ২)। যদিও তাহাদিগকে মূর্ধাবসিক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু বর্ণমূলক status হিসাবে তাহাদের স্থান কিরূপ বিষ্ণুস্মৃতির এই বচনে তাহাই জ্ঞাপিত হয়। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে যে বর্ণ-বিবেচন-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। গৌতমের মতে এক অথবা দুই বর্ণের ব্যবধানে নিম্নবর্ণীয়া স্ত্রী বিবাহ করিলে তজ্জাত সন্তান পিতৃবর্ণ সদৃশই থাকে। (গৌ-ধর্মসূ° ৪.১৬) বৌধায়ন ধর্মসূত্র (১. ১৭. ৭-৮) ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের[৪] অভিমত—মাত্র একবর্ণের ব্যবধান থাকিলেই সন্তানদিগকে পিতৃবর্ণের সাদৃশ বলিয়া জানিবে। মনুরও (১০. ৬) অভিপ্রায় তদ্রূপ।

'স্ত্রীষনন্তরজাতাসু[৫] দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥'

কিন্তু মনু উক্ত বচনে তাহাদিগকে মাতৃদোষ দুষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে দেখা যায়—'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ' (১.৯০) এবং বিষ্ণু-স্মৃতিও বলে 'সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি' (১৬. ১)। এই মতভেদ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ধর্মসূত্রের প্রথম যুগে এ বিষয়ে বিশেষ কঠোরতা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণুস্মৃতি রচনা কালে অনুলোমজ পুত্রগণ অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারা কোনমতেই পিতৃসবর্ণ বা পিতৃসদৃশ বলিয়া নিরূপিত হয় নাই। এই জন্যই বিষ্ণু (২৬. ২) বলিয়াছেন — 'তাহারা মাতৃসবর্ণ'। অতএব দেখা যায় অনুলোম-বিবাহে বর্ণ প্রতিষ্ঠা লোকদৃষ্টিতে ক্রমান্বয়ে অধোগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অনুলোম-বিবাহে বর্ণকৌলিন্য ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইলেও শাস্ত্রব্যবস্থায় দুষ্ট হয় যে উহা হইতে উৎকর্ষ লাভও সম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য এতদ্বিষয়ে ব্যবস্থা দিয়াছেন—

'জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা। ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ববচ্চোত্তরাধমম্ ॥'

—১. ৯৬।

বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা টীকায় বিশদভাবে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ-কর্তৃক শূদ্রার গর্ভে জাত কন্যা নিষাদ-জাতীয়া। কিন্তু উক্ত কন্যা ব্রাহ্মণ-কর্তৃক পরিণীতা হইয়া যে কন্যা প্রসব করিবে সে যদি পুনরায় ব্রাহ্মণ-কর্তৃক গৃহীত হয়—এই প্রকারে তত্তজ্জাত পঞ্চমস্থানীয়া পরপর ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহের ফলে যে পুত্রের জন্মপ্রদান করিবে সেই (ষষ্ঠ স্থানীয়) পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। (শ্লোকের 'অপি' শব্দের অর্থে মিতাক্ষরা, 'ষষ্ঠ'—এই কথাটী সংযোগ করিয়াছেন)। এই রীতি অনুসারে মূর্ধাবসিক্তা কন্যার পক্ষে বংশানুক্রমে ক্ষত্রিয় পুরুষের সহিত বিবাহের ফলে পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় বর্ণলাভ হয় (এইরূপ অন্যত্র সপ্তম পুরুষে)—ইত্যাদি বহু প্রকার গণনা নির্দেশিত করিয়া মিতাক্ষরা যথা-সম্ভব ব্যবস্থা দিয়াছেন।[৬] মোট কথা আমাদের ইহাই লক্ষণীয় যে অসবর্ণ-বিবাহে বর্ণকৌলিন্য সাময়িকভাবে নষ্ট হইলেও উপরি উক্ত ক্রমানুসারে তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইত। মনুও বলেন—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্-
যুগাৎ ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥'

—১০.৬৪-৫)

অনুলোমজ পুত্রগণের মধ্যে কি প্রক্রিয়ায় দায় বিভাগ হওয়া উচিত তৎ-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মতানৈক্য আছে। অব্যবহিত উচ্চবর্ণীয়া স্ত্রীর পুত্রের সহিত অনুলোমজ পুত্র ধার্মিক ও গুণবান্ হইলে পিতৃধনের তুল্যাংশলাভে অধিকারী—ইহাই 'গৌতম-ধর্মসূত্রের' (২৮. ৩৫-৪০) অভিমত। ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্রের জন্য অবশ্য গৌতম কিছু কঠিন ব্যবস্থা দিয়াছেন। কারণ ভরণপোষণ ব্যতীত অন্য ব্যবস্থা তিনি দেন নাই। 'বৌধায়নধর্মসূত্রে' (২. ২. ৩. ১০) শূদ্রাপুত্রের জন্য পিতৃধনের এক ভাগ ব্যবস্থা আছে। বশিষ্ঠ শূদ্রাপুত্রের কোন উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবিধ স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যদি পুত্র হয়, ব্রাহ্মণী ভার্যার পুত্র তিন ভাগ, ক্ষত্রিয়া ভার্যার পুত্র দুই ভাগ ও অপর (স্ত্রীর) পুত্র সমান একভাগ পাইবে।—ব-ধ°-সূ° ৭. ৪৭-৫০। মনু এতদ্বিষয়ে দুই প্রকার বিধি দিয়াছেন, যথা—

'ত্র্যংশং দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ
ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্ধমেবাংশমংশং শূদ্রাসুতো
হরেৎ ॥
চতুরোঽংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্
ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো
হরেৎ ॥'

—৯. ১৫১, ১৫৩।

অর্থাৎ—'ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড়অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। (অথবা মোট দশভাগে বিভক্ত করিয়া) ব্রাহ্মণ চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যাসুত দুই অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ-প্রাপ্ত হইবে।' মহাভারতে (৮. ৪৭) অনুরূপ ব্যবস্থা

৪ (Trivendrum) Series পৃ° ৪২।

৫ আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতীয়াস্বিত্যর্থঃ

৬ যাজ্ঞ-স্মৃ° ১৩. ৬ শ্লোকের মিতাক্ষরা টীকা দ্র°।

দৃষ্ট হয়—তবে শূদ্রাপুত্রের অংশ বিষয়ে আইনের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। মনুর দ্বিতীয় মতের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য[৭] ও বিষ্ণুস্মৃতির[৮] ব্যবস্থায় সৌসাদৃশ্য আছে। বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত বিভাগক্রম ও তৎপরিপাটী অতি বিশদ ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। (১৮ অ. দ্র°)

কিন্তু বৃহস্পতিস্মৃতিতে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ ভূসম্পদে ব্রাহ্মণেতর পুত্রের অধিকার অস্বীকৃত। উক্ত অনুশাসন যথা—

'ন প্রতিগ্রহভূর্দেয়া ক্ষত্রিয়াদিসুতায় বৈ।
যদ্যপ্যস্য পিতা দদ্যান্মৃতে বিপ্রাসুতো হরেৎ॥'

জীমূতবাহন[৯] বিজ্ঞানেশ্বর[১০] ও বাচস্পতি মিশ্র[১১] প্রভৃতি নিবন্ধকারও বৃহস্পতির উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

যাহা হউক,—অসবর্ণ-বিবাহ বর্তমান কালে স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ। যদিও অনুলোম-বিবাহ প্রাচীনকালে শাস্ত্রবিহিত ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সমাজ উক্ত প্রথাকে বর্জন করিয়াছে বলিয়াই কলিযুগের পক্ষে উহা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে প্রতিলোম-বিবাহ ধর্মসূত্রের প্রথম যুগ হইতেই নিন্দিত। দ্বিজের শূদ্রাবিবাহরূপ অনুলোম-বিবাহের বিরুদ্ধেও অতি প্রাচীনকাল হইতে এক প্রতিকূল মত গড়িয়া উঠিতেছিল। 'হারীতস্মৃতির[১২] সময়ে দেখা যায়—ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রাবিবাহ সর্বপ্রকারে অবৈধ। 'ব্যাসস্মৃতিতে (২. ১১) একমাত্র বৈশ্যের পক্ষেই শূদ্রজাতীয় স্ত্রী বিবাহের অনুমোদন আছে। ইহা মনে করা যাইতে পারে যে দ্বিজের সহিত শূদ্রা স্ত্রীর বিবাহ-প্রথা যখন এইরূপে সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেল তখন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বর্ণের অনুলোম-সম্বন্ধও পরিত্যক্ত হইল। 'উশনঃ স্মৃতির' একটী অনুশাসনে দৃষ্ট হয়—অসবর্ণ-বিবাহে ব্রাহ্মণের মহাপাতক দোষ হয় এবং তন্নিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।[১৩] কিন্তু Deccan College Collectionএ 'উশনঃ ধর্মশাস্ত্র' নামক যে একখানি প্রাচীন স্মৃতির পুঁথি সংগৃহীত আছে তাহাতে অসবর্ণ-বিবাহ-সম্বন্ধে 'উশনঃ স্মৃতির' ন্যায় অত কঠোর মত প্রতিষ্ঠিত নাই।[১৪] ইহাতে মনে হয় উনশঃ স্মৃতি পরবর্তী যুগের সামাজিক মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে; এবং ইহার পর হইতেই ক্রমশঃ অনুলোম-বিবাহ প্রথা যে অপ্রচলিত হইতে লাগিল তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ রহিয়াছে।

মাধবাচার্য পরাশর স্মৃতির টীকায়[১৫] 'স্মৃত্যন্তর' নামক স্মৃতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে কলিযুগে অসবর্ণ-বিবাহ প্রতিষিদ্ধ। দেবন্ন ভট্টের 'স্মৃতি-চন্দ্রিকা' 'পরাশরমাধবের' পূর্বকালীন, কিন্তু তাহাতেও কলিবর্জ্য ধর্মগুলির বিভিন্ন তালিকা সন্নিবিষ্ট আছে।[১৬] তিনি নিজেও বলিয়াছেন—'অসবর্ণ-বিবাহোৎপন্ন পুত্রদের দায়বিভাগ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা উল্লেখে অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, কারণ কলিযুগে অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ।'

কিন্তু 'স্মৃতিচন্দ্রিকার' পূর্ববর্তী 'দায়ভাগ' অথবা 'মিতাক্ষরা' নিবন্ধে কলিবর্জ্য ধর্মের বা অসবর্ণ-বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ নাই। ইহাতে হয় তো অনেকে মনে করিতে পারেন যে অসবর্ণ-বিবাহ—বিশেষতঃ অনুলোম-বিবাহ—মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগের সময়ে প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা কঠিন হইলেও ইহার যাথার্থ বিবেচনের আর একটী দিক্ আছে। প্রথমতঃ ইহা মনে রাখিতে হইবে যে 'মিতাক্ষরা' যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মূলানুক্রমিক ব্যাখ্যা এবং সেই কারণে কলিবর্জিত ধর্মের বর্ণনা ইহার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পারে। দায়ভাগ সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বত্বের স্বরূপ ও দায়বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে মিতাক্ষরার সহিত দায়ভাগরচয়িতার যে মূলগত পার্থক্য আছে তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য এবং সেই হেতু কলিযুগের বিধি-নিষেধ আলোচনা ইহার বিষয়ীভূত নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে স্মৃতিচন্দ্রিকা গ্রন্থে আমরা কলিবর্জ্য ধর্মের প্রথম পরিচয় পাই তাহার সহিত পূর্বোক্ত মিতাক্ষরা ও দায়-নিবন্ধের কাল হিসাবে অতি অল্পই (৫০-৬০ বৎসরের) ব্যবধান আছে, এবং মাত্র এই স্বল্প কালের ব্যবধানে পরবর্তী হইলেও স্মৃতিচন্দ্রিকায় উক্ত অল্পসময়ে এমন করিয়া কলিধর্ম অচল প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে না। এতএব ইহা মনে করিবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে যে নারদ ও কাত্যায়ন ইত্যাদি স্মৃতিগ্রন্থের পরবর্তী কাল হইতে ক্রমশঃ অনুলোম-বিবাহ অনাদৃত হইতে থাকে। ব্যাস ও উশনস্ প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতিকারের ব্যবস্থায় উহা নিন্দিত-প্রায় এবং এই প্রকারে তৎপরবর্তীকাল হইতেই ক্রমশঃ উহা অপ্রচলিত হইয়া উঠে। এইরূপে তাহার পর কয়েক শতাব্দী সমাজ-ব্যবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়া কলিবর্জ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অবশ্য কলিবর্জ্য ধর্মের মূলে তৎকালীন বিভিন্ন পুরাণের অনুশাসন বিশেষ দৃঢ়তা

৭ 'চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাতিস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ বিড়্জাস্তু
দ্ব্যেকভাগিনঃ॥'—যাজ্ঞ-স° ২. ১২৮।

৮ বিষ্ণু-ধ-সূ° ১৮. ১-৫।

৯ দায়ভাগ, (কলিকাতা, ১৮৬৭) পৃঃ ২১২. দ্র°।

১০ যাজ্ঞ-স° ২. ১২৯ (মিতাক্ষরা টীকা)

১১ বিবাদচিন্তামণি—(কলিকাতা— বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত) পৃ° ১৪৪।

১২ বীর-মিত্রোদয়, (সংস্কার-প্র°) ৭৫০. ৫১ পৃ° উর্দ্ধ হারীতবচন।

১৩ M. Dutt-সম্পাদিত অনুবাদ পৃ° ২৬০।

১৪ Kane: History of Dharmasastra', পৃ° ১১১-১২।

১৫ পরাশরমাধব (বামন শর্মা সম্পাদিত), ১ম খ. ২য় ভা. পৃ° ৩৭-৩৮।

১৬ স্মৃতিচ° (Bibliotheca. Sanskrita. Vol. 1.) পৃ° ৩০-৩১।

প্রদান করিয়াছে। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'বিধবায়াঃ প্রজোৎপত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্।

* * * *

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

* * * *

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্তিতানি কর্মাণি ব্যবস্থাপূর্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥[১৭]

স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন 'উদ্বাহতত্ত্ব' (৩৬-৩৯ পৃ°) গ্রন্থে পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন যথা—

'দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসুপযমস্তথা।

* * * *

ইমান্ ধর্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥'
—বৃহন্না-পু° ২২. ১২-১৬।

তিনি ইহাও বলিয়াছেন—কলিযুগে অসবর্ণা কন্যা অবিবাহ্যা অতএব উক্ত বিবাহে চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 'অতোঽসবর্ণাবিবাহেঽপি চান্দ্রায়নম্' (উদ্বাতত্ত্ব, ৩৬ পৃ°)। 'স্মৃতিমুক্তাফল' গ্রন্থও[১৮] কলিযুগের পক্ষে অসবর্ণবিবাহ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে। কমলাকর তাঁহার 'নির্ণয়সিন্ধু (পৃ° ২৬১-২) নামক নিবন্ধগ্রন্থে 'আদিত্য' ও বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কলিযুগের পক্ষে ইহা প্রতিষিদ্ধ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। কাত্যায়নের বচন উল্লেখে তিনি (পৃ° ২২৯) ইহাও দেখাইয়াছেন যে বর অন্যজাতীয় হইলে পূর্বকালে কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া হইত। 'বরো যদ্যন্যজাতীয়ঃ...উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ' (কাত্যায়ন, পৃ° ২২৯)। ফল অসবর্ণ-বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

কিন্তু শাস্ত্রে এই প্রকার নিষেধ থাকিলেও বর্তমান ব্রিটিশ শাসন-সময়ে ইহার কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় High Court-এর কয়েকটী বিচারে স্থির[১৯] হয় যে অনুলোম ইত্যাদি বিবাহের শাস্ত্রোক্তি নিষেধ কলিযুগে প্রযোজ্য হইলেও মাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি মূল চারিবর্ণ সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য কিন্তু মূল চতুর্বর্ণের অবান্তর বিভাগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। খ্রী° ১৮৭২ 'The Special Marriage Act (Act. III of 1872) নামক যে আইন প্রণীত হয় তাহাতে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ ইচ্ছা করিলে যে কেহ উক্ত আইন অনুসারে Registrar-এর সম্মুখে তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত করিতে পারে—এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাতে আর একটী অসুবিধা ছিল যে উক্ত বিবাহে নিজেকে অহিন্দু বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত আইনের আর একটী সংশোধন আইন ১৯২৩ খ্রী° প্রণীত হইয়াছে (Act. XXX of 1923)। ইহাতে উক্ত Special Civil বিবাহের অধিকার হিন্দুগণকে দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার বলে জাতি বা বর্ণগত কি অনুলোম, কি প্রতিলোম কোন বাধা উক্ত বিবাহের প্রতিকূলে গণ্য হইবে না। কিন্তু উক্ত বিবাহ Registrar-এর সম্মুখে বা তাঁহাকে জানাইয়া অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিচারে উক্ত অসবর্ণ-বিবাহে পাতিত্য হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু The Caste Disabilities Removal Act বা Freedom of Religion Act. 1850 নামক আর একটী আইনে উক্ত পতিত হিন্দুগণের দায়াধিকার সংরক্ষিত আছে। প্রকাশ থাকে যে Special Marriage Act অনুসারে বিবাহ করিলে এক পত্নীর জীবিতকাল পর্যন্ত পত্ন্যন্তর-গ্রহণ অবৈধ হইবে এবং তৎকালে একাধিক পত্নীগ্রহণ আইনে দণ্ডনীয় হইবে। উক্ত বিবাহে divorce বা বিচ্ছেদ-আইনের ব্যবস্থাও কার্যকরী হইবে। মোট কথা উক্ত Special Marriage Act পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় গঠিত। প্রাচীন ভারতের অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের বৈধতার সহিত উহার অতি অল্পই সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

দাক্ষিণাত্যে অনুলোম—দক্ষিণ ভারতে অনুলোম-প্রতিলোমের অনুশাসন বিশেষ-ভাবে পালন করা হইয়া থাকে। কোন নায়ার পুরুষ সমাজে তদপেক্ষা নিম্নজাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু নায়ার রমণী তদপেক্ষা নিম্নজাতীয় পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না। নায়ার রমণী যদি তাহার অপেক্ষা উচ্চবর্ণের পুরুষকে পতিগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে লোমের অনুকূল কার্য-সাধন করে এবং ফলে অনুলোমের অধিকারী হয়; সে তখন তাহার রক্তের ধারা শুদ্ধতর করিবার কারণ হয় এবং তাহা হইতে যে সন্তানসন্ততির উৎপাদন হয় তাহাদের সামাজিক যোগ্যতার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন নিম্নবর্ণের বা নিম্নজাতীয় পুরুষের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে উহা লোমের প্রতিকূল বলিয়া সে প্রতিলোম-সম্বন্ধে কলঙ্কিতা হয়। এই প্রতিলোম-সম্বন্ধে উভয়ের বর্ণ বা জাতিগত স্বাতন্ত্র্য যদি যথেষ্ট পরিমাণে হয় তাহা হইলে সমগ্র পরিবারকে সমাজচ্যুতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য রমণীকে পরিবার হইতে বহিষ্কৃতা করা হইয়া থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নম্বদ্রি, এমব্রাণ, পোট্টি ও তামিল ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয় ও ও অম্বলবাসিগণ নায়ার রমণীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে

১৭ স্মৃতি-চ° (Bibliotheca Sanskrita ed. Vol. 1)." পৃ° ৩১-৩২।

১৮ (Gharpure' Ed. 1937) পৃ° ১৩৩

১৯ 'Pandaiya Talaver V. Puli Talaver' (1863) I.M.H.C. 478; 'Ramamani V. Kulanthai Natchiar' (1871)14, M.I.A. 346. 'Mahantawa V. Gangawa' (1909) I. L. R. 33, B. 693. ইত্যাদি বিভিন্ন Case-laws দ্র°

সমুদয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা তাহাদের পিতৃগণ দূষিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ সন্তান মাতার পরিবারের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে; তাহারা পিতৃপরিচয় দিতে পারে না।

ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত বিবাহই 'সম্বন্ধ' এবং তাহা অনুলোম-সম্মত, অর্থাৎ সে নিজজাতীয়া রমণীর বা অন্য কোন নিম্ন-বর্ণীয়া নারীর (অবশ্য এই নারী নম্বুদ্রি, সামন্ত, অম্বলবাসী বা নায়ার হইতে নিম্ন-শ্রেণীর হইবে না) পাণিগ্রহণ করিলে সেই সম্বন্ধ অনুলোম-সম্বন্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে।

সমাজে নারীপুরুষের মিলনব্যাপারে যদৃচ্ছ বিশৃঙ্খলা বন্ধ করিবার জন্যই দাক্ষিণাত্যের 'তালি'-বন্ধন অনুষ্ঠান (ইহা সমাজে শ্রেণীগত বৈষম্য-অনুসারে অবৈধ সঙ্গমের নিষেধাত্মক অনুষ্ঠান) ও উক্ত অনুলোম-প্রতিলোমের বিধান নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা প্রথম প্রবর্তন করেন। অবশ্য সে-বিষয়ে মতভেদও আছে। দাক্ষিণাত্যের এই ব্যাপার এত জটিল যে, এখনও ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় জাতিতত্ত্বে একটা বিশেষ সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে রমণীর বহুপতিগ্রহণের প্রথা ছিল; সে প্রথা এখন আর নাই—উচ্চবংশীয়া ও মধ্যশ্রেণীর রমণীকে এখন এক পতিই গ্রহণ করিতে হয়।[১]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুলোমদায়ক থের— অর্হৎ-বি°। ইনি অনোমদস্সীর বোধিবৃক্ষের চতুর্দিক্ লৌহবৃত্তি (railing) দিয়া বেষ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুদ্ধ-বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। ইহার ফলে, পরবর্তী এক জন্মে অনুলোমদায়ক সব্বগ্ঘন বা সব্বোঘন নামে এক জন নৃপতি হইয়াছিলেন। মেত্তজি থের ও অনুলোমদায়ক থের একই ব্যক্তি।—অপ° ১. ১৭৩; থের-অথ° ১. ১৯৪ ॥ MDPP ॥

১ Cochin Tribes & Castes, ii. 20-1, 41, 154.

অনুল্বণ—১ অনতিরিক্ত, অন্যূনাধিক ২ চিক্কণ। 'অক্ষশ্চিদ্গাতুবিত্তরানুল্বণেন চক্ষসা'—ঋ° ৮. ২৫. ৯; 'অতোঽন্যাভিষ্টি-মনুল্বণাং তন্বীত'—ঐ-ব্রা° ৭. ৪; 'অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপঃ°—ঋ' ১০. ৫৩. ৬ (সায়ণ); ঐ ব্রা ৩. ৩৮; বামনপু° ৩. ২. ৪ ॥ বো-রো° শ্মি' ॥

অনুবংশ—[বংশমনুগতো বৃত্তান্তঃ] ১ বংশাবলী, বংশতালিকা। ২ আধুনিক জাতি বা শ্রেণী, নূতন বংশ ॥ আপ° ॥ ৩ রামায়ণে (১. ৭০. ১) উল্লিখিত একটা রাজবংশ। রাজপুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠ দশরথপুত্রদের সহিত জনককন্যাদের বিবাহের পূর্বে একটা রাজবংশের তালিকা বর্ণনা করেন; ক্ষেত্রবিশেষে তিনি ঐ বংশ-টীকে 'অনুবংশ' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রূপ, প্রথমে প্রতিষ্ঠানে ও পরে হস্তিনাপুরে যে সোম বা ঐল-বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, মহাভারতে (১. ৩৭৫৯) যেখানে তাহার বর্ণনা আছে সেই শ্লোকগুলিকে 'অনুবংশ-শ্লোক' বলা হইয়াছে।—Monier Williams: Indian Wisdom, 511.
~্য—[অনুবংশো ভবঃ যৎ] বিণ, বংশাবলী-সম্বন্ধীয় ॥ আপ° গোল্ড ॥

অনুবক্তব্য—[অনু + √ বচ্ + যৎ] যাহা পুনরায় বলা উচিত, যাহা পরে বলা উচিত, পুনরাবৃত্তির যোগ্য; 'স বা এষ ন সর্বস্মা অনুবক্তব্যঃ'—শ-ব্রা° ১৩. ৬. ২. ২০ ॥ বো-রো° ॥

অনুবক্তা—[মৃ°-ক্তৃ; অনু + √ বচ্ + তৃচ্] গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া তদনুরূপ যে বলে, গুরুমুখোচ্চারিত অনুরূপ পাঠক।

অনুবক্তৃসত্য সত্যকীর্ত—জৈমিনীয় উপনিষদে (১. ৫. ৪) ইনি শিক্ষা-গুরুরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।—VI, i. 23.

অনুবক্ত্র, অনুবদন—[কামশা°] চুম্বনভেদ। ইহা 'সম্পুট' নামক চুম্বনের একটী বিশেষ প্রকার। যেক্ষেত্রে নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর অধরোষ্ঠ পরস্পরের মুখ-মধ্যে গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিয়া থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ সম্পুট-চুম্বন বলা হয় [সম্পুট দ্র°]।

সম্পুট-চুম্বনের সময় যদি প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের জিহ্বাদ্বারা পরস্পরের জিহ্বা আক্রমণ করিয়া ক্রীড়া করে তাহাকে কামশাস্ত্রকারগণ 'অনুবক্ত্র'[১], 'অনুবদন'[২] 'জিহ্বাযুদ্ধ'[৩] বা 'রসনারণ'[৪] আখ্যা দিয়াছেন।

সম্পুট-চুম্বনে বা অনুবদন-চুম্বনে নায়ক শ্মশ্রুহীন হইলেই ভাল হয়। বাৎস্যায়ন এই জিহ্বাযুদ্ধের চারিটী বিশেষ করিয়াছেন—অন্তর্মুখচুম্বন, দশনচুম্বন, জিহ্বাচুম্বন ও তালুচুম্বন [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য]।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনুবক্র—[অতিক্রমে বক্র] ১ [বৈদ্যক] বিণ, ১ অতিবক্র, অত্যন্ত বাঁকা ॥ সুশ্রু° ॥ ২ [জ্যোতিষ] গ্রহের গতি ॥

১ 'আদায় পুংসোঽধরসংপুটেন নারীমুখে সোঽপি পিবেচ্চতস্যাঃ।
তৎসংপুটাখ্যং রসনাননে দ্বোঃ ক্রীড়াবশাৎস্যাদনু-বক্ত্র সংজ্ঞম্ ॥'
—কামপ্রবোধ ৯. ১৯।

'প্রিয়াধরং স্বাধরসম্পুটেন পিবেৎপতিঃ সাপি তথৈব ভর্তুঃ।
তৎসম্পুটাখ্যমনুবক্ত্র সংজ্ঞং স্যাৎকোঽপি হ্রান-নতগুদেব ॥'
—অনঙ্গরঙ্গ (Burton's Ed.)

কাশী, বোম্বাই বা লাহোর-সংস্করণে এই শ্লোকের শেষ চরণের স্থলে—
'পরস্পরং প্রেমরসাতিরেকাৎস্যাচ্চুম্বনং সম্পুটকং তদেব' এই পাঠ আছে। Burton অনুবক্ত্রকে ভুল করিয়া 'হনুবক্ত্র' করিয়াছেন; এইজন্য তাঁহার এই শ্লোকের অর্থবোধ হয় নাই।

২ 'যদি পতিরবলায়াঃ শ্মশ্রুহীনোঽস্ত সা বা
স্বমুহুরধরবাসঃ সংপুটং সম্পুটেন।
প্রণয়পরিগৃহীতং চুম্বনং সম্পুটংস্যা-
দনুবদনমিদং তৎকেলি জিহ্বারণেন ॥'
—রতিরহস্যম ৭. ৬।

৩ তস্মিন্নিতরোঽপি জিহ্বয়াঽস্য দশনানিঘট্টয়েত্তালু জিহ্বাং চেতি জিহ্বাযুদ্ধম্।'
—কামসূ° ২. ৩. ২৩।

৪ 'তত্রসংপুট কে কেচিদবাহুতি রসনারণম্'
—রতিরত্ন-প্রদীপিকা ৩. ৪৪।

বি°, অতিবক্রগতি ॥ আপ্° ॥ ~ গ — বক্রগতিবিশিষ্ট; 'বক্রানুবক্রগা গ্রহাঃ'—সুশ্রু' ১. ১১৮. ২১ ॥ বো-রো° ॥

অনুবচন—[অনুরূপ বচন—প্রাদিস°] ক্লী°, ১ অনুরূপ বাক্য, সদৃশ বচন। ২ [বৈদিক] যজ্ঞের মন্ত্র-বি°। অধ্বর্যু কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইলে হোতার অথবা তাঁহার সহকারি-কর্তৃক সেই কার্যের অনুকূল মন্ত্রপাঠ। যথা — দীক্ষাণীয়েষ্টির অগ্নি-সমিন্ধন-কর্মে অনুবচন (সামিধেনী মন্ত্র)।—ঐ-ব্রা° ১. ১। সোমপ্রবহণ-কর্মে অনুবচন মন্ত্র।—ঐ, ১. ৩. ২ইং; কৌ-ব্রা° ২৬. ৫ ॥ আপ্° গোল্ড° ॥

অনুবৎসর — [জ্যোতিষ] বৎসর-ভেদ, চান্দ্র বর্ষ ॥ অভিধা° শব্দ' ॥ চতুর্বিধ, অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদিপঞ্চক সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; ইহা যুগ নামে উক্ত হইয়াছে। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর এবং পঞ্চম—বৎসর। এই পাঁচটী কাল যুগ নামে খ্যাত।—বিষ্ণুপু° ২. ৮. ৬৬-৭। এই বর্ষে বস্ত্র ও ধান্য দানপূর্বক রজত দান করিলে মহাফল লাভ হয়।—মলমাস-তত্ত্ব ॥ শব্দ' ॥

অনুবত্তনা সুত্ত — পালি অঙ্গুত্তর-নিকায়ের সুত্ত-বি°। ইহাতে দেখা যায়, রাজ-চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চগুণের অধিকারী হইয়া যেরূপ পিতার রাজত্ব পরিচালনা করে, সারিপুত্তও সেইরূপ বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।—অঙ্গু-নি° ৩. ১৪৮-৯। MDPP ॥

অনুবদন—[অণুবক্ত্র দ্র°]।

অনুবন—অব্য°, বনসমীপে, ॥ গোল্ড° ॥

অনুবর্তন— [অনু+√বৃৎ+ল্যুট্] ১ অনুসরণ, অনুগমন ॥ অম° ॥ ২ সেবা। ৩ স্থানান্তর গমন।

অনুবর্তী—[পুং-র্তিন্; স্ত্রী —র্তিনী। অনু+√বৃৎ+ণিনি] বিণ, ১ সহগামী, অনুসরণকারী। ২ যে অপরের মতানুসারে চলে।—পঞ্চত° ১. ১১৪ ॥ বো-রো° ॥

অনুবষট্কার—[বৈদিক] যজ্ঞকালে অধ্বর্যু যখন আহুতি প্রদান করেন, সেই সময়ে হোতা প্রথমে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করিয়া বৌষট্ উচ্চারণ করেন। তদনন্তর পুনরায় তিনি 'অগ্নে ব্রীহি', অর্থাৎ 'অগ্নি, ভক্ষণ কর' বলিয়া বৌষট্ উচ্চারণ করেন। হোতার এই দ্বিতীয়বার বৌষট্ উচ্চারণই অনুবষট্কার। ইষ্টি যাগের প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎযাগ হইয়া থাকে। এই যাগে অনুবষট্কার বিধেয় নহে। প্রবর্গ্যকর্মে অনুবষট্কার বিহিত, কারণ উহা স্বিষ্টকৃতের স্থানীয়।—ঐ-ব্রা° ১. ৫.৩। সোম-যজ্ঞে দ্বিদেবত্যগণের পক্ষে গ্রহাহুতি কর্মে ও ঋতুরাজে অনুবষট্কার নিষিদ্ধ।—ঐ, ২. ৪। 'অনুবষট্কারো দধি-ধর্মস্যাগ্নে'—আশ্ব-শ্রৌ° ৫. ১৩; 'সংস্থানুবষট্কারঃ'—কৌ-ব্রা° ১৩. ৫. ৮; গো-ব্রা° ২. ৩. ৭ ॥ বো-রো° ॥

অনুবসিত—[অনু+√বস্+ক্ত] বিণ, ১ বস্ত্রাবৃত ॥ আপ্° ॥ ২ গ্রন্থীযুক্ত, সংলগ্ন ॥ আপ্° ॥

অনুবহ—১ অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতম ॥ আপ্° ॥ ২ সপ্তবায়ু-চক্রের অন্যতম (সপ্তবায়ুচক্র—আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, পরাবহ এবং পরিবহ)।—বিষ্ণুপু° ৫৩. ১৭-৫৪; কূর্মপু° ৪০. ৬; শ্রীতত্ত্ব° ১৫৫ [বায়ুচক্র দ্র°]।

অনুবাক—[অনু+√বচ্+ঘঞ্; পা° ২. ৪. ৯ (বার্তিক)] ১ আবৃত্তি, পঠন, পাঠ ॥ গোল্ড° ॥ ২ ঋগ্-বি°। ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদের অংশ-বি°।—অ° ১৯. ২২. ১; শ-ব্রা° ৯. ১.১.১৫; ঋ° ৪. ৫৭. ১; আশ্ব-গৃ° ২. ১৮; কা-শ্রৌ° ১৪. ৫. ২৬; ছা-উ° ২. ২৪. ৩; ঐ ব্রা° ২. ১৭ ॥ অম° শব্দ° আপ্° ॥ ~পরিশিষ্ট—উপনিষৎ-ভাষ্য পুস্তিকা-বি°। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ৩; প্রতি পত্রে ১০ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে ৪০ অক্ষর আছে। গ্রন্থকারের নাম ও রচনা-কাল জানা যায় নাই।— Peter, iv. List. ~সংখ্যা—যজুর্বেদের অষ্টাদশ পরিশিষ্টের চতুর্থ পরিশিষ্টের নাম ॥ বো-রো° ॥ ~সূত্র—'কাত্যায়ন পরিশিষ্টে'র অংশ-বি° [কাত্যায়ন-পরিশিষ্ট দ্র°]।—IOC, rd. ed. 1938, ii. pt.-i, 133.

অনুবাকানুক্রমণী – শৌনকাচার্য-কৃত ঋগ্‌মন্ত্রের অনুক্রমণী ॥ বো-রো° ॥ A A. Macdonell-কর্তৃক সম্পাদিত (১৮৮৬ খ্রী°)।—IOC, rd.ed. 1938, ii, pt.-i, 13.

অনুবাক্যবান্—[পুং-বৎ] অনুবাক্য বিশিষ্ট।—শ-ব্রা° ৪. ১. ১. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অনুবাক্যা—[বৈদিক। অনু+√বচ্+ণ্যৎ; স্ত্রী° —া] স্ত্রী°, ঋত্বিগ্-বি°, দেবতা-হ্বানী ঋক্। নামান্তর—পুরোঽনুবাক্যা। ইষ্টি-যজ্ঞাদির অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান যাগে অধ্বর্যু আহুতি দিবার সময় হোতা যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। যাজ্যাপাঠের পূর্বে উদ্দিষ্ট দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য হোতা (অথবা স্থানবিশেষে তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ) অনুবাক্যা মন্ত্রপাঠ করেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের নানা স্থানে এই অনুবাক্যা মন্ত্র ও তাহার তাৎপর্য উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—দীক্ষণীয়েষ্টির প্রধান যাগে —ঐ-ব্রা° ১. ১. ৪; স্বিষ্টকৃৎযাগে — ঐ ১. ১. ৫, ৬; প্রায়ণীয়েষ্টিতে — ঐ, ১. ২. ৩-৪; উদয়ণীয়ের অনুবাক্যা প্রায়ণীয়ের যাজ্যা হয় —ঐ, ১. ২. ৫; আতিথ্যেষ্টির আজ্যভাগে।—ঐ, ১. ৩. ৬; উপসদে—ঐ, ১. ৪. ৮; পশুযাগে অন্তিম প্রযাজে—ঐ, ১. ৭২; সোমযজ্ঞে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহাহুতিতে—ঐ, ২. ৯. ২ 'পুরোঽনুবাক্যা যাজ্যা বা'—বাজ-স° ২০. ১২; মৈ-স° ৩. ১১. ৮। 'হ্বয়তি বা অনুবাক্যয়া'—শ-ব্রা ১. ৭. ২. ১৭; ১. ৪. ২. ৮; ১. ৭. ২. ১১।

অনুবাচ্—[অনু + √বচ্ + ণিচ্ ক্বিপ্] ১ বক্তৃতা ॥ আপ্° ॥ ২ স্ত্রী°, আবৃত্তি, পুনঃকথন [অনুবচন দ্র°]।

অনুবাচন—[অনু + √বচ্ + ণিচ্ ল্যুট্, ভা] ক্লী°, ১ অধ্বর্যুর আদেশানুসারে হোতৃ-কর্তৃক ঋগ্‌মন্ত্রগুলির আবৃত্তি। ২ উপদেশ, শিক্ষা, অধ্যাপনা। ~ প্রৈষ —অনুবাচনের আদেশ।

অনুবাত—[অনুগত বাত—প্রাদিস°] বিণ, ১ অনুকূল বায়ুর অভিমুখী। ২ [অনু+ √বা+ক্ত-কর্তৃ] বিণ, শিষ্য হইতে গুরুর দিকে প্রবাহিত অনুকূল বায়ু। 'প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ' —মনু° ২. ২০৩।

অনুবাদ,—[অনু + √বদ্ + ঘঞ্ ভা] ১ পুনরুক্তি, পুনঃকথন। 'গুণানুবাদ' —কাদ° ২০৬। শুদ্ধিতত্ত্বটীকা, শব্দ° ॥ ২ বাক্যারম্ভ মাত্র, অনুকীর্তন। 'উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদ'।—ভাগ° ১০. ১৪ ॥ শব্দ° ৩ কুৎসিতার্থ বাক্য ॥ শব্দরত্না° আপ.° ॥ ৪ [বাং°] প্রতিকূলতা, শত্রুতা ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুবাদ,—অর্থবাদের প্রকারভেদ। অর্থবাদ তিন প্রকার—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।* বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বিরোধস্থলে গুণবাদ; বিধিপ্রাপ্ত বিষয়ের বাক্যান্তরের দ্বারা কথনে অনুবাদ এবং বিধি ও বিষয়ের বিরোধ বা অবধারণ না থাকিলে ভূতার্থবাদ প্রযুক্ত হয়। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বিধি দ্বারা অগ্নিহোত্র হোমের প্রাপ্তি হইতেছে। পুনরায় 'দধ্না জুহোতি' এই বাক্যের দ্বারা দধিকরণকে হোমের পুনরুল্লেখ হইতেছে। এইরূপে এই বাক্যদ্বারা হোমের অনুবাদ করা হইতেছে। 'য ইষ্টি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হোমের অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে বিহিত বিকৃতি হোমের অনুবাদ হইতেছে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। অনুবাদও আবার ভূতার্থ, স্তুত্যর্থ ও গুণার্থ ভেদে তিন প্রকার। 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রআসীৎ' ইত্যাদি স্থলে ভূতার্থ অনুবাদ। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' ইত্যাদি স্থলে স্তুত্যর্থ অনুবাদ, যেহেতু 'বায়ব্যং শ্বেতং (ছাগলম্) আলভেত' ইত্যাদি বিধি হইতে প্রাপ্ত বায়ুদেবতার স্তুতি ইহাতে করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত 'দধ্না জুহোতি' বাক্য গুণানুবাদ।

অনুক্ষণ অর্থেও অনুবাদ ব্যবহৃত হয়, যেমন, 'কঃ উত্তমশ্লোক গুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ'—ভাগ°।

সিদ্ধের উপদেশ স্থলে পাণিনি 'অনুবাদে চরণাণাম্' এই সূত্রে অনুবাদের ব্যবহার করিয়াছেন। বৃত্তিকার অনুবাদ শব্দের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— 'প্রমাণান্তরাবগতস্যার্থস্য শব্দেন সঙ্কীর্তনমাত্রমনুবাদঃ।'

পরবর্তী সময়ে ভাষান্তরীকরণার্থে অনুবাদ ব্যবহৃত হইতেছে।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অনুবাদক — [অনু+√ বদ্+ণ্বুল্ কর্তৃ ; স্ত্রী—-বাদিকা] বিণ, ১ যে অনুবাদ করে, ভাষান্তরকারী, তর্জমাকারক translator. ২ অর্থপ্রকাশক, অর্থব্যঞ্জক। ৩ সদৃশ, অনুরূপ, অনুগুণ ॥ আপ্.° ॥

অনুবাদাযুক্ততা — অলঙ্কারশাস্ত্রসমূহের অন্যতম। 'অনুবাদাযুক্ততে তথা। অর্থদোষ নির্মুক্তপুনরুক্তত্বমর্থদোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ'—সা-দ° ৭. ৫।

অনুবাদিকা — বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র — ১৮৩১ খ্রী° অগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক ছিলেন— 'সঙ্গীততরঙ্গ'-রচয়িতা বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট-নিবাসী রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন। Reformer নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদির বঙ্গানুবাদই 'অনুবাদিকা'য় স্থান পাইত। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'রিফর্মার' পত্রের বাংলা সংস্করণ এবং ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইত। 'রিফর্মার' ও 'অনুবাদিকা' —উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। অনধিক এক বৎসর প্রকাশকার্য চলিবার পর ১৮৩২ খ্রী° এপ্রিল মাসে 'অনুবাদিকা'র প্রচার রহিত হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদিত—[অনুবাদ+ইত] বিণ, যাহা অনুবাদ করা হইয়াছে এরূপ, ভাষান্তরিত।

অনুবাদী,—[পুং-বাদিন্। অনু+√ বদ্ +ণিনি কর্তৃ°] বিণ, ১ অনুবাদকারক, তর্জমাকারক, অনুভাষী। 'প্রিয়বচনশতানুবাদিনঃ'—রা° (গো°) ৪. ৬২. ২৫ ॥ বো-রো° ॥ ২ সদৃশ, অনুরূপ। 'গীতং শঙ্খবাদানুবাদি'—পঞ্চত° ২৪৮. ১১ ; 'তদনুবাদিগুণঃ কুসুমোদ্গমঃ'—রঘু° ৯. ৩০ ॥ আপ্.° ॥

অনুবাদী,— [সঙ্গী°] রাগ-রাগিণী-গঠনে সম্পূরণ, ষাড়ব ও ঔড়ব-ভেদে যে সকল স্বরের প্রয়োজন হয় তন্মধ্যে প্রত্যেক রাগেই একটী বাদী, একটী সংবাদী, একটী বিবাদী ও কতকগুলি অনুবাদী স্বর থাকে। বাদী, সংবাদী ও বিবাদী স্বর-ব্যতীত রাগ-গঠনে যে সকল স্বরের প্রয়োজন হয় সেগুলিই অনুবাদী স্বর। বাদী স্বর মুখ্য বা প্রভু স্বর। সংবাদী বাদী স্বরের প্রধান সহকারী স্বর। বিবাদী রাগ-বিরুদ্ধ স্বর [বিবাদী দ্র°]। অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুচরবৎ সহগামী; তজ্জন্য এগুলিকে অনুবাদী স্বর বলা হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

অনুবাদ্য—[অনু+√ বদ্+ণ্যৎ.কর্ম] বিণ, ১ অনুবদনীয়, অনুকীর্তনীয়। ২ অনুবাদযোগ্য। ৩ [ব্যাকরণ] ক্লী°, উদ্দেশ্য the subject of a predicate. 'অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ'—সা-দ° ৭. ৩ (টীকা)।

অনুবাদ্যত্ব—ক্লী°, যজ্ঞীয় কর্মানুষ্ঠানের ফলের (ultimate object) তিনটী গুণের অন্যতম। তিনটী গুণ—উদ্দেশ্যত্ব, মুখ্যত্ব (বা প্রধানত্ব) এবং অনুবাদ্যত্ব। অনুবাদ্যত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপাদেয়ত্ব। উদ্দেশ্যত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিধেয়ত্ব। মুখ্যত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গুণত্ব ॥ গোল্ড° ॥

* বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ ॥

অনুবার—অব্য°, পুনঃ পুনঃ, বার বার।

অনুবাস, —[অনু+√বাসি + ঘঞ্ ভা°] ১ স্নেহ, অনুরাগ। ২ ধূপাদি-দ্বারা সুগন্ধীকরণ। ৩ বস্ত্রাদি সুরভীকরণ। ৪ (তৈলসিক্ত) পিচকারী। 'অসাধ্যতা বিকারাণাং অনুবসিত স্যাদেষামনুবাসনাৎ'.—সুশ্রু° ॥ গোল্ড° ॥

অনুবাস', অনু-বাসন, -বাসনক, অনুবাসনবস্তি—[অনু —ণিজন্ত বস (=বাসি)+অনট্, ভা—অনু-বাসন] বস্তিপ্রয়োগ বি°। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ যে 'ডুস্' (dush) প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারই নাম বস্তিপ্রয়োগ।

বস্তিপ্রয়োগ, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পঞ্চকর্মের অন্যতম কর্ম। এই পঞ্চকর্ম বমন, বিরেচন, শিরোবিরেচন, নিরূহ ও অনুবাসন। ইহাদের মধ্যে নিরূহ এবং অনুবাসন—উভয়েই বস্তিক্রিয়ার অন্তর্গত। তন্মধ্যে নিরূহ—তৈলাদি স্নেহপদার্থ ব্যতীত অন্যান্য ভেষজদ্রব্যের ক্বাথের দ্বারা বস্তি-প্রয়োগ আর অনুবাসন তৈলাদি স্নেহদ্রব্যের দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ।

শরীরকে সর্বপ্রকার রোগকারক দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন কালে সর্বপ্রথম পঞ্চকর্মের প্রয়োগ করা হইত। বিশেষ করিয়া জরা-ব্যাধি নিবারণ করিবার জন্য যেখানে রসায়ন-ক্রিয়ার প্রয়োজন হইত সেখানে প্রথমে পঞ্চকর্মের দ্বারা শরীরকে বিশুদ্ধ করিয়া পরে রসায়ন-ক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইত। এজন্য বলা হইয়াছে—কোন মলিন বস্ত্রকে রঞ্জিত করিতে হইলে উহাকে প্রথমে যেমন উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়, নতুবা তাহা সম্যক্ রঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ দেহকে রসায়নক্রিয়াদ্বারা জরা-ব্যাধি মুক্ত করিতে হইলে সর্বপ্রথম পঞ্চকর্মদ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া রসায়ন-প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা রসায়ন-প্রয়োগের দ্বারা অভিপ্সীত ফললাভ করা যায় না।

প্রাচীন কালের বস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা বর্তমানের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই করা হইত। এখন যেমন বস্তিপ্রয়োগ বা 'ডুস' দিতে হইলে গুহ্যমধ্যে একটী ছিদ্রবিশিষ্ট নল (metal chathiter) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনও তেমনি একটী সুমসৃণ ছিদ্রবিশিষ্ট নল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। নলের আকৃতি, পরিমাণ, গঠন-প্রণালী, ছিদ্র প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ সুশ্রুতসংহিতার চিকিৎসাস্থানের ৩৫শ হইতে ৩৮ অধ্যায়ে আছে।

বৈদ্যকশাস্ত্রে স্নেহাদি প্রয়োগ-সম্বন্ধে যত কিছু ব্যবস্থা আছে, সেগুলির মধ্যে বস্তিকর্মই প্রধান।

বিশেষ করিয়া শরীরস্থ কুপিত বায়ুর প্রশমনের জন্য যত প্রকার উপায় আয়ুর্বেদে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে বস্তি-প্রয়োগই সর্বাধিক ফলপ্রদ। বস্তি নানা-বিধ দ্রব্যের সংযোগবশতঃ দেহস্থ দোষ-সকলের সম্যক্ শোধন, কুপিত দোষের প্রশমন ও সর্বত্র সঞ্চারিত দোষের সংগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ক্ষীণ শুক্রকে বর্ধিত, কৃশকে পরিপুষ্ট, স্থূলকে কর্ষিত, চক্ষুকে প্রীত এবং বলিপলিত অর্থাৎ জরা-বার্ধক্য-জনিত শারীরিক বিকারসকলকে বিদূরিত করিয়া থাকে। বস্তি যথাশাস্ত্র সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয় বর্ণ, বল, আরোগ্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি করে।

যে সকল রোগে বস্তিপ্রয়োগ বিশেষ হিতকর সেগুলি জ্বর, অতিসার, তিমির প্রতিশ্যায়, শিরোরোগ, অধিমন্থ, অর্দিত, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গবাত, সর্বাঙ্গ-বাত, আধ্মান, উদর, শর্করা, শূল, বৃদ্ধি, উপদংশ, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বাতরক্ত, বাতমূত্র উদাবর্ত, শুক্রদোষ, আর্তবদোষ, স্তন্যনাশ, হৃদয়হনু ও মন্যাগ্রহ অশ্মরী ও মূঢ়-গর্ভ প্রভৃতি। এই সকল রোগে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বস্তি-প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, সে সকল বিষয়েও সুশ্রুত চিকিৎসাস্থানে বিধান দিয়াছেন।

যে সকল রোগে বা ক্ষেত্রে বস্তি-প্রয়োগ, বিহিত নহে উহারা—উন্মাদ, অরোচক, পাণ্ডু, ভ্রম, মদ, মূর্ছা, কুষ্ঠ, মেহ, শ্বাস, কাস, কণ্ঠশোষ, ক্ষতক্ষীণ, সপ্তম-মাস পর্যন্ত গর্ভিণী এবং ভয় বা শোকার্ত, বাল ও বৃদ্ধ প্রভৃতি।

তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যের বস্তি-প্রদান করিতে হইলে—প্রথমে রোগী বা সেই অনুবাস্য ব্যক্তি অনুবাসন-প্রয়োগের যোগ্য কি না, তাহার বিচার করিতে হয়। যদি অনুবাসনের যোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে বিরেচন দিতে হইবে। বিরেচনের পর সপ্তাহকাল অতীত হইলে যখন রোগী বলপ্রাপ্ত হইবে তখন তাহাকে অনুবাসন দিতে হইবে। অনুবাসন দিবার সময় রোগীকে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করাইয়া লইতে হয়।

রোগবিশেষে অনুবাসনরূপে প্রযোজ্য তৈল, যথা—

(১) শটী, পুষ্কর মূল, পিপুল, ময়নাদল, দেবদারু, শুল্ফা কুড়, যষ্টিমধু, বচ, বেলছাল ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমান। দ্রব্য সমষ্টির পরিমাণ তৈলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারি সের তৈল হইলে মিলিত দ্রব্যের পরিমাণ এক সের। দ্রব্যসকল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উহার সহিত তৈলের দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্গুণ জল দিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল অনুবাসনরূপে প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ এই তৈলের বস্তি-প্রয়োগ করিলে,—মূঢ়বাত, অর্শ, গ্রহণী দোষ, আনাহ, বিষমজ্বর এবং কটী, উরু, পৃষ্ঠ ও কোষ্ঠস্থ বাতরোগসমূহ প্রশমিত হয়।—সুশ্রু° চি. ৩৭ অ°।

(২) যষ্টি মধু, বেণার মূল, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কুড়চী, আতইচ ও বালা (অম্বু এই সকল দ্রব্যের কল্ক একসের; তৈল এক সের ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ ষোল সের এবং ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ ষোল সের —একত্র যথা নিয়মে পাক করিতে হয়। এই স্নেহ-দ্রব্যের বস্তি-প্রয়োগ করিলে দাহ, রক্তপ্রদর, বিসর্প, বাতরক্ত, পিত্তরক্ত,

বিদ্রধি, পিত্তজন্য পুরাতন বা জীর্ণজ্বর এবং পিত্তকৃত যাবতীয় রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

(৩) ত্রিফলা, আতইচ, মূর্বা (মুগরো), ত্রিবৃৎ, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোন্দাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারু-কুড় ও হরিদ্রা, গুড়ূচী, পিপুল, ইন্দ্রবারুণী, সর্ষপ, শুঁঠ—এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও সুরসাদিগণের ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিলে স্থূলতা, আলস্য, কণ্ডূ প্রভৃতি এবং যাবতীয় কফ-জন্য রোগ প্রশমিত হয়।

কেবল বায়ুদ্বারা অতিপীড়িত হইলে অশোধিত অবস্থাতেও দিবা বা রাত্রি যে কোন সময়ে অনুবাসন প্রয়োগ করা চলিতে পারে। [বস্তিপ্রয়োগ দ্র°]

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন

অনুবাসনোপবর্গ — অনুবাসনার্থ প্রযোজ্য ভেষজবর্গ। চরকে (৪ অ°) এক একটী কার্যের জন্য দশটী করিয়া ভেষজের নাম নির্দেশ করিয়া 'দশেমাণিবর্গ' নামে যে কষায়-কল্পনার কথা বলা হইয়াছে, অনুবাসনোপবর্গ তাহাদের অন্যতম। এই সকল ভেষজের নাম অনুবাসনোপবর্গে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—রাস্না, দেবদারু, বেলছাল, মদনফল, শুল্‌ফা, শ্বেত পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারী ও শ্যোণাছাল।

অনুবাসনোপায়— বস্তিপ্রয়োগজন্য ঔষধ ॥ গোল্ড° ॥ [অনুবাসন দ্র°]

অনুবাসিত—১ [অনু+√বস্‌+ক্ত] বস্তিপ্রয়োগদ্বারা চিকিৎসিত ॥ অম° ॥ ২ [অনু+ √বাস্‌+ক্ত] সুরভীকৃত, সুগন্ধীকৃত। —তৈ-স° ১. ৫. ১৩ ॥ আপ্‌° শ্মি° গোল্ড° ॥

অনুবাসী— [মূ°-বাসিন্‌। অনু+ √বস্‌+ণিনুণ] বাসকারী, গৃহবাসী ॥ গোল্ড° ॥

অনুবাস্য—১ [অনু+√বস্‌+যৎ] বস্তিক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসার যোগ্য। [অনুবাসন দ্র°] ২ [অনু+√বাস্‌+যৎ] সুগন্ধীকরার যোগ্য ॥ গোল্ড° ॥

অনুবিদিত— সুত্তনিপাতের মহা-বগ্‌গের অন্তর্ভুক্ত সভিয়সুত্তের একটী সুত্ত; ইহা ৫৩০ সংখ্যক সুত্ত। বুদ্ধদেব ইহা পরিব্রাজক সভিয়ের নিকট প্রচার করিয়া-ছিলেন। পরিব্রাজক সভিয় ছয় জন বিশিষ্ট ভিক্ষুর নিকট গিয়া কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি গৌতম বুদ্ধের নিকট আগমন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে যে কয়টী উপদেশ দেন তন্মধ্যে 'অনুবিদিত' অন্যতম। অনুবিদিতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে কেহ অন্তরে ও বাহিরে রোগের মূল—নাম ও রূপের প্রপঞ্চ জানিতে পারে ('অনুবিচ্চ পপঞ্চনামরূপম্‌') সে-ই 'অনুবিদিত' অর্থাৎ সে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানী।--SBE, x. pt. ii, 84, 90. দ্র°।

অনুবিধায়ী —[মূ°-বি—য়িন্‌; স্ত্রী— -য়িনী] বিণ, ১ অনুবিধানকর্তা, অনুকারী। 'নিজ বধূশ্বসিতানুবিধায়িনি (মরুতি)'— শিশু° ৬. ২৩ ॥ আপ্‌° ॥ ২ অনুবর্তী। 'ভবিতব্যতানুবিধায়ীনি বুদ্ধিন্দ্রিয়ানি'—বিক্র° ৩. ১। ৩ অনুরক্ত, অনুগত, বাধ্য। 'সা স্ত্রী যানুবিধায়িনী' — হিতো° ২. ১৩৯ ॥ আপ্‌° ॥

অনুবিধাতব্য — [অনু-বি+ √ধা +তব্য কর্ম] বিণ, আদেশ-অনুসারে করণীয়, পশ্চাৎ বিধেয়। 'যদত্রানুবিধাতব্যং তৎ সর্বং সংবিধীয়তাম্‌'—রা° (গো°) ৫. ৯৫. ৪ ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুবিধান — [অনু-বি+√ধা + ল্যুট্‌] ১ কোন কিছুর অনুসারে কার্য ॥ গোল্ড° ॥ ২ শিষ্টতা ॥ গোল্ড° ॥

অনুবিত্ত— [অনু+√বৃৎ+ক্ত কর্ম] বিণ, প্রাপ্ত, হস্তগত ॥ গোল্ড° ॥

অনুবিত্তি—[অনু+ √বৃৎ+ক্তি] স্ত্রী°, প্রাপ্তি।

অনুবিদ্ধ—১ [অনু+ √ব্যধ্‌+ক্ত ভা] ক্লী°, সংলগ্ন, গ্রন্থন, গুম্ফন। 'অলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধম্‌' —মেঘ° উ° ২ ॥ আপ্‌° ॥ ২ [অনু+ √ব্যধ্‌+ক্ত কর্ম] বিণ, সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত। 'কীটানুবিদ্ধরত্নাদিসাধারণ্যেন কাব্যতা'—সা-দ° ১. ২ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ সংগ্রথিত। 'ক্বচিদ্‌-প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ-র্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা' — রঘু° ১৩. ৫৪ ॥ আপ্‌° ॥ ৪ আবিষ্ট, অন্বিত। 'কোপানু-বিদ্ধাং চিন্তাং নাটয়ন্‌' —মুদ্রা° ৩. ১০ ॥ ৫ খচিত, মণ্ডিত। 'রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ' — রঘু° ৬. ৬৩; শিশু° ৪. ৪৯ ॥ আপ্‌° ॥

অনুবিনাশ---[অনু-বি+√নশ্‌+ঘঞ্‌] পশ্চাৎ নাশ, পরে নষ্ট। 'অন্বেদাহ্যবিনাশানু-বিনাশবৎ' ॥ গোগু° ॥

অনুবিন্দ---১ অবন্তীরাজ জয়সেনের পুত্র। মাতা—রাজ্যাধিদেবী (ইনি শূরের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী)। ইঁহার অনুজ ভ্রাতা বিন্দ এবং ভগিনী মিত্রবিন্দা; মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন; কিন্তু এই বিবাহে অনুবিন্দ ও বিন্দ ভ্রাতৃদ্বয় ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই বিবাহের ফলেই আক্রোশবশতঃ ইঁহারা জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সহদেব ইঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। কুরু-ক্ষেত্রযুদ্ধে ইঁহারা দুর্যোধন-পক্ষে যোগ দেন; অর্জুনের সহিত অনুবিন্দ ভীষণ যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধে ইনি অর্জুনের হস্তে নিহত হন।—বিষ্ণুপু° ৪. ১৪. ১১; মহা° ৭. ৯৯. ২৭-৩০। অন্যত্র দেখা যায়, কুরু-ক্ষেত্র-সমরে ইনি সাত্যকি-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।—মহা° ৮. ১০. ২১। ২ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্রের অন্যতম। —মহা° ১. ৬৮. ৯৪; ১৩১, ৩। ঘোষযাত্রায় ইনি দুর্যোধনের সহিত ছিলেন।—ঐ, ৩. ২৪৩. ৯। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ইনি ভীম-কর্তৃক নিহত হন।—মহা° ৭. ১২৭. ৪৮। ~া—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখী।—পদ্মপু° পা° ৩৯. ৩৩।

অনুবিন্দকা – প্রাচীন ভারতের এক শ্রেণীর লোক। হংসবতীর শ্রেষ্ঠি জতু-কর্ণিকের গৃহে অন্যান্যের সহিত এই শ্রেণীর

লোক আতিথ্য-প্রার্থী হইয়াছিল।—অপ° ২. ৩৫৯ ॥ MDPF ॥

অনুবিম্ব—ক্লী°, প্রতিরূপ, প্রতিবিম্ব।

অনুবিলেপন—**ক** লেপন-দ্রব্য। **খ** সুগন্ধী তৈল।—হেমাদ্রি° ১. ৫৫. ৬ ॥ শ্মি° ॥

অনুবিবর্তন — পশ্চাদ্‌বীক্ষণ।—হরি° ৪. ১৩ ॥ শ্মি° ॥

অনুবিশ্ব—(বরাহ-মিহিরের মতে) উত্তর-পশ্চিম দেশের লোক বা জাতি-বি° ॥ আপ্‌° গোল্ড° ॥

অনুবিষ্টম্ভ—হেতুবশতঃ প্রতিবন্ধক।—নিরুক্ত° ১২. ১ ॥ আপ্‌° বো-রো° ॥

অনুবীচীভাষণ—[জৈনশা°] ধর্ম-শাস্ত্রানুবর্তী হইয়া কথা বলা।—JD, 19

অনুবৃত্ত—[অনু+√ বৃৎ + ক্ত কর্তৃ স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অনুযাত, অনুগত। ২ অবিচ্ছেদে প্রবর্তিত। 'অনুবৃত্তস্বয়া ভগীরথ-গৃহে প্রসাদঃ'—উত্তর° ৭. ৬ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ [বৃত্তকে অনুগত — প্রাদিস°] ক্রমশঃ বর্তুলাকার, বর্তুলাকৃতি। 'দীর্ঘানু-বৃত্তপীনবাহুনা'—কাদ° ১৭৯ ॥ আপ্‌° ॥ ৪ [ব্যাকরণ] অন্বিত পদ, পূর্ব সূত্র হইতে পর সূত্রে বিদ্যমান। ৫ শ্লোকানুগত ॥ আপ্‌° ॥ ৬ [অনু+√বৃৎ+ত ভা] ক্লী°, অনুসরণ, অনুবর্তন। 'মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন (গৃহ্ণীয়াৎ) —চাণক্য° ৩৩ ॥ আপ্‌° ॥ ৭ [নাট্যশা°] দৃষ্টিবি°। উপরে ও নীচে ত্বরান্বিত দৃষ্টি-সঞ্চালন করা। ইহা অভিনয়ে ক্রোধের দৃষ্টি। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিবার সময় শাস্ত্রে এই দৃষ্টি ব্যবহারের নির্দেশ আছে।—অভি-দ° ৭৭।

অনুবৃত্তি,—[অনু +√ বৃৎ + ক্তিন্‌, অথবা, √বৃৎ+ ক্তিন্‌ = বৃত্তি ; অনুগতা বৃত্তি— প্রাদিস° ; অথবা, বৃত্তিতে বৃত্তিতে =অনুবৃত্তি—বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] পশ্চাৎ-স্থিতি, অনুগমন বা অনুসরণ, সেবা— 'অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্বন্ত্যন্য-মহীভৃতাম্‌'—আজ নিশ্চয় তাহারা অপর নরপতিবৃন্দের সেবা করিতেছে—চণ্ডী° ১৫। সংস্কৃতভাষার সুবিপুল সূত্র-সাহিত্যে * পূর্বসূত্রের একদেশ অর্থাৎ এক বা একাধিক পদ অব্যবহিত বা ব্যবহিত পর-বর্তী এক বা একাধিক সূত্রে গম্যমান হইয়া থাকে। এই সূত্রাংশের পর-পর সূত্রে গম্য-মানতাকে অনুবৃত্তি বলে। অনুবৃত্তি চারি প্রকারে হইয়া থাকে—গোযূথন্যায়ে, সিংহ-দৃষ্টিন্যায়ে, মাণ্ডূকপ্লুতিন্যায়ে ও গঙ্গাস্রোতঃ-প্রবাহন্যায়ে। গোযূথে বা গরুর পালে যেরূপ বহু গরু থাকে সেইরূপ অনুবৃত্তি যখন পর পর বহু সূত্রে থাকে তখন উহাকে গোযূথ-ন্যায়গ বলা হয়। সিংহের দৃষ্টি আক্রমণ-কালে একটী প্রাণীর প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। সে কখনও এক কালে একাধিক প্রাণীকে আক্রমণ করে না। সেইরূপ যে অনুবৃত্তি একটীমাত্র সূত্রে গমন করে তাহাকে সিংহ-দৃষ্টিন্যায়গামিনী অনুবৃত্তি বলে। মণ্ডূক যখন প্লবন অর্থাৎ উল্লম্ফন করে তখন উহা স্বীয় অবস্থিতিস্থল হইতে সহসা লক্ষ্য-স্থলে পতিত হয়, মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে না। সেইরূপ যে অনুবৃত্তি অব্যবহিত পরবর্তী এক বা একাধিক সূত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহিত পরবর্তী এক একটীমাত্র সূত্রে গমন করে তাহাকে মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়-গামিনী অনুবৃত্তি বলা হইয়া থাকে। গঙ্গার স্রোত গোমুখী গুহা হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর পর্যন্ত যেরূপ অব্যাহত গতিতে প্রসরণ করে, সেইরূপ যে অনুবৃত্তি শাস্ত্র বা শাস্ত্রগত প্রকরণ-বিশেষের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত প্রসৃত থাকে, তাহাকে গঙ্গাস্রোতঃপ্রবাহন্যায়গ বলা হয়।

স্থানান্তরে গমন, অনুবন্ধ এবং অনুরোধ অর্থেও অনুবৃত্তি শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ঐ প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায়ই সীমাবদ্ধ। বঙ্গভাষায় উহার অস্তিত্ব নাই।

বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব সমাসদ্বারা লব্ধ অনু-বৃত্তি শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতি বিরল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার

অনুবৃত্তি,—[জৈনশা°] দ্রব্যার্থিক বিষয়, ইহাতে সাধারণত্বের সংস্কার অব্যাপকত্বের দ্বারা ব্যাহত হয়।—JD, 19.

অনুবৃত্তি।—**ক** দশরূপলক্ষণের একটী লক্ষণভেদ। অভ্যর্থনার যে অনুকরণ বা অনুবন্ধ তাহাই এই অনুবৃত্তি ; 'অভ্যর্থনানু-বৃত্তির্যা সাঽনুবৃত্তিরুদাহৃত''—ভাবপ্র° (GOS) ৮ অধি.২২৬. ৫। **খ** নৃত্যভেদের রূপপ্রকার-নির্ণয়ের অন্যতম 'ডোম্বী'র একটী রূপভেদ। 'নিদর্শনোপন্যসনমনুবৃত্তিরিতি স্মৃতা'—ঐ, ৯ অধি. ২৫৮. ৩। **গ** নৃত্যভেদের রূপপ্রকার-নির্ণয়ের অন্যতম 'পারিজাতকে'র একটী রূপভেদ। 'নিদর্শনস্তোপন্যাসো হ্যনুবৃত্তি-রুদাহৃতা'—ঐ, ২৮১. ৪।

অনুবৃত্তিদর্পণ—গ্রন্থবি°। রচয়িতা —রামচন্দ্র। পত্রসংখ্যা ৯৬ (অসম্পূর্ণ)। [কৌমুদী-মহোৎসাহ দ্র°]—IOC, rd. ed., ii. pt.- i, 1938, 134.

অনুবৃদ্ধি—[বৈদিক] সমান অনুপাতে বর্ধমান ॥ আপ্‌° গোল্ড° ॥

অনুবেদন—[অনু + √বেদি+অনট্‌ ভা ; অপ্র°] ক্লী°, সমবেদনা, সমানুভূতি।

---

* সূত্র-সাহিত্য বলিতে আমরা 'স্বল্পাক্ষরম-সন্দিগ্ধং সারবদ্‌ বিশ্বতোমুখম্‌। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥'—বুঝি। সূত্রবিদ্‌গণ অত্যল্পবর্ণবিশিষ্ট, সংশয়শূন্য, সসার, বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ বিবিধ প্রয়োজনের সাধক, প্রতিকূলযুক্তি বা আক্ষেপ-দ্বারা অন্তস্থনীয় দোষরহিত (বাক্যকে) সূত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' এই সুপ্রলক্ষণোপেত আশ্বলায়ন, গোভিল, পারস্কর প্রভৃতি মহর্ষিগণ-প্রণীত শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র, মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি মহর্ষিগণের ধর্মসূত্র, ব্যাসবিরচিত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌-সমূহের মীমাংসাত্মক শারীরক ভিক্ষু বা বেদান্তসূত্র, জৈমিনি মহর্ষি-কৃত বৈদিক কর্মকাণ্ডের মীমাংসাত্মক পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা-সূত্র, যজ্ঞবেদী-নির্মাণ-প্রণালীর উপদেশক শুল্বসূত্র, কৌটিল্যের অর্থসূত্র বা অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কণাদের বৈশেষিক সূত্র বা সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগসূত্র বা যোগ-দর্শন, পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণসূত্র এবং কাত্যায়নের পাণিনিসূত্র-বার্ত্তিক, যাস্কের নিরুক্তসূত্র, পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, ভরতের নাট্যসূত্র, শব্দালঙ্কারসূত্র, পরাশর-প্রণীত কৃষিবাণিজ্যতত্ত্বোপদেশক বার্তাসূত্র প্রভৃতি বুঝি।

ইহা সংস্কারেরই নামান্তর। আমরা যখন কোন কিছুর সান্নিধ্য হইতে অপসৃত হই তখন প্রত্যক্ষ বিষয়ের একটা ভাবনা (impression) আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকে। এই ভাবনাই ভারতীয় দর্শনে অনুবেদন নামে কথিত হইয়াছে।

অনুবেদান্ত—বেদান্ত-গ্রন্থবি°। সম্ভবতঃ ইহা ব্রহ্মসূত্রের অনুব্যাখ্যা। গ্রন্থকার—আনন্দতীর্থ।—S. Mss. ; NP. v. 36 ॥ Cat. Cat. ॥

অনুবেদি, বেদ্যন্ত—[বৈদিক] অব্য°, যজ্ঞস্থলের পার্শ্বে বা অগ্রে। 'সপ্তদশ দুন্দুভীনাসজত্যনুবেদি পশ্চাদাগ্নীধ্রান'—কা-শ্রৌ° ১৪. ৩. ১৪ ; শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ২৯ ; ৫. ১. ৫. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অনুবেধ—[অনু + √ বিধ্ + ঘঞ্-ভা] সচ্ছিদ্রীকরণ। — সা-দ° ৩. ১৮।

অনুবেল—অব্য°, ১ নিরন্তর, প্রতিনিয়ত সর্বদা। 'ইতি স্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ' — রঘু° ৩. ৫ ; শিশু° ৩. ৭৯ ॥ আপ্° ॥ ২ সমুদ্রের তীরে তীরে।

অনুবেল্লিত—১ [অনু + √ বেল্ল্ + ক্ত] বিণ, নিম্নে বক্র ॥ আপ্° ॥ ২ ক্লী°, বৈদ্যসম্মত ব্রণলেপনবন্ধভেদ, ফোড়ার প্রলেপ। সুশ্রুত-উল্লিখিত চতুর্দশ লেপনবন্ধের অন্যতম।—সুশ্রু° ১. ৬৫. ১৭. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অব্য° কুটিলসমীপে ॥ অম° ॥

অনুবেশ, ন—[অনু + √ বিশ্ + ঘঞ্, ল্যুট্] [অনুপ্রবেশ দ্র°।]

অনুবেশ্য—[অনুবেশ + যৎ 'তদর্হ' অর্থে] প্রতিবেশীর পরবর্তী গৃহবাসী, প্রতিবেশীর এক জনের পরে আর এক জনের বাটী।—মনু° ৮. ৩৯২ ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুবৈণেয়—প্রাচীন দেশ-বি° [অনোমা দ্র°]।

অনুবোধ, ন—[অনু + √বুধ্ + ঘঞ্, ল্যুট্ ভা] পশ্চাৎ বোধ, স্মরণ।

অনুবোল—[প্রা° বা°] ক্লী°, মঙ্গল বচন, হিতবাক্য, অনুকূল বাক্য।

অনুব্য—বিণ, ১ অনুগত, পশ্চাদ্গামী। 'ততে দেবা অনুব্যমিবাসুঃ' — কাত্যা° ॥ আপ° ॥ ২ অব্য°, আচ্ছাদনকারী।—শ-ব্রা° ১. ২ ৫, ১।

অনুব্যঞ্জন—ক্লী°, অপ্রধান লক্ষণ অথবা সঙ্কেত ॥ আপ° ॥ বৌদ্ধমতে মানবের সৌন্দর্যের অশীতি প্রকার অপ্রধান লক্ষণের অন্যতম। ইহা ব্যতীত মানবের দ্বাত্রিংশ প্রকার প্রধান লক্ষণ আছে ॥ গোল্ড° ॥

অনুব্যবসায়—[বেদান্তশা°] জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে। 'এই ঘট' এই একরূপ জ্ঞান, আর 'আমি ঘটকে জানিলাম' এই আর একরূপ জ্ঞান। শেষে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহাকে অনুব্যবসায় বলে। সুতরাং 'ঘটবিষয়ক জ্ঞান আমার হইতেছে' এই যে জ্ঞান তাহাই অনুব্যবসায়। 'পর্বতো বহ্নিমান্' অনুমিতিতে এইরূপ জ্ঞান হইল। তাহার পর সেই জ্ঞানের অনুব্যবসায় হইবে। অর্থাৎ 'আমার অনুমিতি জ্ঞান হইল' এইরূপ একটী জ্ঞান হইবে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনুব্যবহার—কোন কিছুর অনুসারে ব্যবহার। যেমন — ধর্মানুব্যবহার ॥ গোল্ড° ॥

অনুব্যাখ্যা—বেদান্ত-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।—B. 4. 40. ॥ Cat. Cat ॥

অনুব্যাখ্যান,—[বৈদিক। অনুরূপং ব্যাখ্যানং] মন্ত্রবিবরণ, মন্ত্রাদির অবিকল অর্থ প্রকাশ। শঙ্কর ইহাকে মন্ত্রনিচয়ের ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী, বহুবচনে ইহাকে সূত্রসমূহের অনুগামী বলিয়া স্থির করাই সমীচীন। Seig ইহাকে অতিরিক্ত বর্ণনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

[শ-ব্রা° ১৪. ৫. ৪ ৬৯ = বৃহ-উ° ২. ১০ ; ৪. ১. ২. ৫. ১১ ; Seig : Die Sagenstoffe des Rgveda, 34 : VI, i. 251.]

অনুব্যাখ্যান,—১ মধ্বাচার্য-রচিত গ্রন্থ-বি°। ২ আনন্দতীর্থ-রচিত ন্যায়বিবরণ গ্রন্থ বি°। — Bod, ii. 1290. ॥ Cat. Cat. ॥

অনুব্যাধ—[অনু + √ব্যধ্ + ঘঞ্, ভা] মিলন, সংসর্গ, সংযোগ। 'মুখামোদং মদিরিয়া কৃতানুব্যাধম্'—শিশু° ২. ২০।

অনুব্যাহার—১ [অনু—বি—আ + √হৃ + ঘঞ্ ভা] অনুরূপ কথন, পুনরুচ্চারণ পুনঃপাঠ। — শ-ব্রা° ১. ৪. ৩, ১১ ॥ অম° বো-রো° ॥ ২ অভিশাপ, অমঙ্গল প্রার্থনা ॥ আপ্° ॥ —ী — [মূ°-রিন্] শাপ প্রদানকারী — শ-ব্রা° ১. ৬. ১. ১৮ ॥ বো-রো° ॥

অনুব্রজ—[স° অনুব্রজন। অপ্র°] অনুগমন, সহগমন। ২ [বা°] অনুসরণ করা। ৩ আগ বাড়াইয়া লওয়া। ৪ [অপ্র°] অভ্যর্থনা করা।

অনুব্রজন—[অনু + √ব্রজ্ + ল্যুট্ ভা] ক্লী°, ১ পশ্চাদ্গমন। আপ্° শ্মি° ॥ ২ গৃহাগতের প্রতি শিষ্টাচারবশতঃ তাহার গমনে কিয়দ্দূর গমন করা-রূপ শিষ্টাচার। 'আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ' —নিগমকল্পদ্রু° (তন্ত্রসার) ॥ শব্দ° ॥

অনুব্রজ্যা—[অনু + √ ব্রজ্ + ক্যপ্ ভা] ১ পশ্চাদ্গমন করিয়া।—অম° ৩. ৪. ১২২ ; যাজ্ঞ° ৩. ১] ॥ শ্মি° বো-রো° ॥ ২ গুরুর পশ্চাদ্গমনরূপ শিষ্টাচার।—মনু° ৩. ১০৭।

অনুব্রত ১ [প্রা°] ক্ষুদ্র ব্রত, অপেক্ষাকৃত লঘু ব্রত। ২ জৈন গৃহস্থের পালনীয় নিয়ম-বি°।—ঠানঙ্গ-সূ° ৫. ১। ৩ জৈন ভক্তদিগের শ্রেণী-বি° ॥ আপ্° ॥ ৪ পার্ষদ, অনুচর।—ভা° ২. ৯. ১০। ৫ [অনুকূলং ব্রতং কর্ম যস্য—বহু°] বিণ, অনুরত, অনুরক্ত, অন্বাসক্তা—অ° ৩. ৩০. ২ ; 'প্রিয়তমা কা অনুব্রতা'—ভা° ২. ১০. ৩ ॥ আপ্° ॥ ৬ অনুকূল কার্যকারক, অনুকূলকর্মা। 'বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ'—রা° (গো°) ১. ৬. ১৯ ॥ আপ্° ॥ ৭ [ব্রতকে অনুগত— প্রাদিস°] যথাবিধি পালিত ব্রত, পশ্চাদ্ব্রত। 'অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতান্'।—ঋ° ১. ৫১. ৯. ৩৪. ৪. ৮. ১৩,

৯; অ' ৩. ২৫. ৪; শ-ব্রা° ৩. ৭. ১. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৮ [স° অনবরত; অপ্র] অব্য°, অবিরত, নিরন্তর, সর্বদা। 'নৃত্য গীত হয়ে অনুব্রত'—বি-প° ৬৭৩।

অনুব্রত' — ১ কেকয়রাজ ও শ্রুতকীর্তির পুত্র। — মৎস্যপু° ৪৬. ৫। ২ জরাসন্ধ-বংশীয় ইনি মাগধ নৃপতি। গিরিব্রজে ষষ্টিবৎসর রাজত্ব করেন।—মৎস্যপু° ২৭১. ২৫।

অনুব্রত—অনব্রত। বর্মার নরপতি-বি°। নামান্তর—অনুরুদ্ধ। [অনন্তব্রত ও অনুরুদ্ধ দ্র°]।

অনুব্রাজ্য—মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-স্থানে পশ্চাদ্‌গমনযোগ্য (আত্মীয়-স্বজন) ॥ আপ° গোল্ড° ॥

অনুশতিক—১ এক শতের সহিত যুক্ত, অথবা শতদ্বারা ক্রীত ॥ আপ° ॥ ২ [ব্যাকরণ] ক্লী°, গণ-বি°।—পা° ৭. ৩. ২০ ॥ আপ° ॥ ৩ সেনানায়কের পর্যায়-বি°। এই শ্রেণীর সেনাপতি এক শত পদাতিক সৈন্যের পরিচালক হন। 'শতানীক' শ্রেণীর সেনাপতিও এক শত পদাতিকের পরিচালক। তবে শতানীক প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় সৈন্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন ও তাহাদের কুচ্‌কাওয়াজ করান, যুদ্ধক্ষেত্রের সমুদয় বৈশিষ্ট্য তিনি জানেন। অনুশতিকের এই সমুদয় বিদ্যা জানা থাকিলে তিনি শতানীককে সাহায্য করেন।—শুক্রনী° ২. ২৮৩-৮৮।

অনুশয়— [অনু+ √শী+অচ্ ভা] ১ দীর্ঘ দ্বেষ, চিরদ্বেষ ॥ অম° ৩. ৪. ১৫; অভি° ৪. ২১৯; মে° ১১৪ ॥ ২ অনুতাপ। 'স্মরণানুশয়'—শিশু° ২. ১৪; 'নম্বনুশয়স্থানমেতৎ'—মালবি° ৮। ৩ পশ্চাত্তাপ। 'শিশুপালোঽনুশয়ং পরং গতঃ'—শিশু° ১৬. ৬; মনু° ৮. ২২৮; শকু° ৮. ১৫; বিক্র° ৬৪. ১; 'নানুশয়ঃ কার্য'—যাজ্ঞ° ২. ২৫৮ ॥ আপ° বো-রো°। ৪ অনুবন্ধ ॥ মে° ॥ পূর্ববিরোধ, পূর্ববৈর। ৫ ভুক্ত কর্মের অবশেষ ॥ বাচ° ॥ ~বান্—[মৃ° -বৎ] বিণ, পশ্চাত্তাপযুক্ত।—শিশু° ৮. ৬১. ॥ শ্মি° ॥ ~ন—বিণ, পশ্চাতে অনুতাপভোগ করা ॥ আপ° ॥ ~না—স্ত্রী°, ১ যে অনুতাপ করে ॥ গোল্ড° ॥ ২ পরকীয়ান্তর্গতা নায়িকাভেদ ॥ শব্দ° ॥ ইষ্টহানিজনিতানুতাপবতী ॥ আপ° ॥ রসমঞ্জরীতে অনুতপ্তা নায়িকার লক্ষণ ত্রিবিধ —(১) বর্তমান সঙ্কেতস্থানে বিঘটন ঘটিলে যে অনুতপ্তা, (২) অথবা ভাবি মিলনের সঙ্কেত স্থানের অভাবের আশঙ্কায়, (৩) অথবা স্বামী তাহাকে নিজের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাইবে এই আশঙ্কায় অনুতপ্তা।— রসমঞ্জরী ॥ শব্দ° ॥ ~ী — [মৃ°-শয়িন্] ১ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চরণমূলে যে শয়ন করে ॥ শব্দ° ॥ ২ বিণ, পশ্চাত্তাপযুক্ত। ৩ [বৈদ্যক] স্ত্রী°, ক্ষুদ্ররোগান্তর্গত পাদরোগ-বি°। লক্ষণ— 'গম্ভীরামল্পশোথাশ্চ সবর্ণামুপরিস্থিতাম্। পাদস্যানুশয়ীং তাস্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম ॥' মাধব° ॥ পায়ের উপর অল্পশোথযুক্ত, ত্বকের সমান বর্ণ পাকবিশিষ্ট অভ্যন্তরে গম্ভীর ব্রণ-বি°।—ভাব-প্র° পাদ° চি°।

অনুশর—[অনু+√শৃ+অচ্] প্রেতাদি-বি°, রাক্ষস।—শব্দমালা° ॥ শব্দ° আপ° ॥

অনুশস্ত্র— [অনুগতং শস্ত্রং, শস্ত্রার্থে প্রযুক্তম্—প্রাদিস°] ক্লী°, ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে প্রকৃত অস্ত্রের পরিবর্তে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনুশস্ত্র বলে। যেমন নখশস্ত্র, বংশপত্র, কাচ, জলৌকা, ক্ষার প্রভৃতি চতুর্দশ দ্রব্য।—সুশ্রু° ১. ৮. ১১, ২৮. ৫; 'তক্সারস্ফটিককাচজলৌকাগ্নিক্ষারনখাদিরূপশস্ত্রেষু। তানি চ শিশুভীরুপ্রভৃত্যর্থম্'—ঐ, ৮ অ°।

অনুশায়ী—[মৃ°-য়িন্। অনু+√শী+ণিনি-কর্তৃ] বিণ, ১ দীর্ঘদ্বেষযুক্ত। ২ অনুতাপকারক।

অনুশালা — [বাস্তশা°] শালা-বি°। কোন প্রধান শালা অর্থাৎ ঘরের অন্তর্বর্তী উপগ্রহ, প্রধান গৃহের পশ্চাতে বা পার্শ্বে নির্মিত গৃহ antechamber, antecabinet, anteroom. এই গৃহ প্রধানতঃ মুখ্য গৃহ হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া থাকে।

'মানসারে' অনুশালা-নির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে ইহা একটী বিশেষ শালা-রূপে কথিত হইয়াছে। তবে এই শালার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। মানসারে দেখা যায়, প্রধানতঃ ইহা অষ্টতল ও০ তদূর্ধ্বতল হর্ম্যে 'মহাশালা'র উপগৃহরূপে নির্মিত হইত। কয়েক স্থলে মহাশালার উপশালারূপে 'নেত্রশালা' (মান° ২৬. ৪০) ও 'অর্ধ-শালার (ঐ, ২০. ৬৭, ৩৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। মানসারের দ্বাদশতল হর্ম্যবিভাগে মহাশালার অবস্থান ঠিক হর্ম্যতলগুলির মধ্যভাগে বলা হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য তল-বিশিষ্ট হর্ম্যে সেরূপে নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ অনেক স্থলে 'মধ্যশালা'র উল্লেখ পাওয়া যায়, এই শালা ঠিক মধ্য-ভাগেই নির্মিত হইত। প্রতি হর্ম্যে প্রতি তল অন্য তলের সহিত সমসঙ্গতিবিশিষ্ট হইত। প্রত্যেক হর্ম্যে প্রসারের দিকে শালাগুলির নির্মাণপরিমাণের নির্দেশ মানসারে দেওয়া হইয়াছে। অষ্টতল ও তদূর্ধ্বতল হর্ম্যগুলির প্রসারভাগ কয়েকটী সমান অংশে ভাগ করা হইত—অবশ্য তল হিসাবে স্বতন্ত্র বিভাগেরও নিয়ম ছিল। এই অংশগুলির উপর পরিমাণ করিয়া মহাশালা, অনুশালা প্রভৃতি নির্মিত হইত। মানসারের এইরূপ পরিমাণ নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

	প্রসারের অংশ-বিভাগের সংখ্যা	মহাশালায় গৃহীত অংশপরিমাণ	অনুশালায় গৃহীত অংশপরিমাণ	অ° শ্লো°
অষ্টতল	১৭	৭	২	(১৬. ৯)
,,	১৮	৬	১*	(২৬. ১৯)

* অষ্টতল হর্ম্যে প্রসারে ১৮ ভাগ করা হইলে ৬ ভাগে মহাশালা হইবে। এই মহাশালার চারিটী উপশালা—প্রত্যেকটা ৩টী করিয়া অংশে নির্মিত। এস্থলে মধ্যবর্তী ভদ্রশালা (অলিন্দ-গৃহ) মধ্যমশালার এক-চতুর্থাংশ হয়; তখন ভিতরের দিকে অনুশালা এক অংশে নির্মিত হইবে।

অষ্টতল	১৯	৫	৩	(২৬. ২৩)
নয়তল	২৪ †	৮	৩	(২৭. ২০)
দশতল	২৮	৬	৩ ‡	(২৮. ১১)
একাদশতল	১৯	৯	৪	(২৯. ৫)
,,	৩০	১০	৫	(২৯. ১৬)
,, (বৃহত্তম)	২১	৯	৫	(২৯. ২০)
দ্বাদশতল	৩৩	৯	৬	(৩০. ১৫)
,,	৩৪	৮	৩ §	(৩০. ১৯)

অনুশালার নির্মাণসময়ে উহার প্রসার-ভাগ 'হারা'র (গৃহানুক্রমের) মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে হয় (৩৭. ৪৪৯), কারণ হারার ঠিক মধ্যভাগেই অনুশালা থাকিবে (৩৩. ৫৩১)। 'অন্তরালক' অর্থাৎ দরদালানের মধ্যে ৩ ভাগ লইয়া বিশেষতঃ অনুশালা-নির্মাণেরও নির্দেশ আছে (৩৩. ৪৬৭)।

ইউরোপীয় বাস্তুশাস্ত্রে antechamber মূলতঃ রাজকীয় বা কোন পদস্থ রাজকর্মচারীর শয়নগৃহের পুরোভাগে সংলগ্ন থাকিত। পূর্বে অভ্যর্থনাদি-ব্যাপারে ও উৎসবাদিতে অভিজাতগণের শয়নগৃহ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। সেক্ষেত্রে antechamber-এর বিশেষ উপযোগিতা ছিল, কারণ এই গৃহ বহু সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতে পূর্ণ হইত। বর্তমানে antechamber বা anteroom যে কোন গৃহের সংলগ্ন বিশ্রামগৃহ, প্রতীক্ষাগৃহ, মূল গৃহের পুরোবর্তী প্রবেশগৃহ, এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন-পথের অন্তর্বর্তী গৃহ প্রভৃতি রূপে নির্মিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে প্রধানতঃ anteroom উপগৃহরূপেই নির্মিত হইয়া থাকে। অনেক সময় এরূপ গৃহ প্রবেশগৃহ ও কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গৃহের অন্তর্বর্তী স্থানে তৈয়ারী হয়। Antecabinet অনেকটা সেকালের antechamber-এর মত, তবে ইহা প্রধানতঃ শয়ন-গৃহের সংলগ্ন নহে। পূর্বে ইহা রাজকীয় বা কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর গৃহের পুরোভাগে সংলগ্ন খাস-কামরারূপে (private audience room) নির্মিত হইত এবং সাধারণতঃ এরূপ ঘর খুব জাঁকজমকপূর্ণ হইত।

[Dr. P. K. Acharya : Dict. of Hindu Architecture ; Do : Architecture of Manasara ; Russell Sturgis : A Dict. of Architecture and Building, Lond. 1901, i. 77-8]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুশাম্ব—রাজপুরের অধিপতি শাম্বের অনুজ। অনিরুদ্ধ দিগ্বিজয়কালে ইঁহাকে পরাস্ত করেন।—গর্গস° অশ্ব° ২৪. ১৫।

অনুশাসক—[অনু+√ শাস্+ণ্বুল্] **ক** উপদেশক, নির্দেশক। **খ** শাসনকর্তা, দণ্ডপ্রদানকারী।

অনুশাসৎ—[অনু+√শাস্+শতৃ] **১** যিনি শাসন করেন, শাসক ॥ গোল্ড° ॥ **২** যিনি শিক্ষা দান করেন, শিক্ষক ॥ গোল্ড° ॥

অনুশাসন,—[অনু+√শাস+ ল্যুট্ ভা] ক্লী°, **১** আদেশ, আজ্ঞা। 'এতদ্বৈ ভদ্রমনুশাসনস্যোত স্তুতিং বিংদত্যংজসীনাৎ'—ঋ° ১০. ৩২. ৭ ; 'সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্' —শ-ব্রা° ১. ৯. ৩. ১৪ ; ১৪. ৫. ৫. ১৯ = বৃহ-উ° ২. ৫. ১৯ ; 'অথ 'মর্তোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্'—কঠ-উ° ২. ৩. ১৫ ; তৈ-উ° ১. ১১. ৪ ; ঐ-ব্রা° ৬. ৩০ ; 'শমিত্রানুশাসনম্' — কা-শ্রৌ° ৮. ৮. ৩২ ; মনু° ৮. ১৩৯ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ 'যথা ইতে তে ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্'—ভা° ॥ শব্দ° ॥ 'ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনম্'—কিরাত° ১. ২৮। **২** ব্যুৎপাদন ॥ অম° ॥ **৩** কর্তব্য, উপদেশ। 'নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেতর্কর্হিচিৎ' —মনু° ৬. ৫০। **৪** শাসন, দমন। 'অহিংসয়ৈবভূতানাং কার্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্'—মনু° ২. ১৫৯। **৫** রাজদত্ত ভূমি ॥ মে° ॥ [অনুশাসন৩ দ্র°] ~পর—বিণ, বিশ্বস্ত ॥ আপ্° ॥ ~ীয়—[অনু +√শাস্+অনীয় কর্ম] বিণ, **১** অনুশাসনার্হ। 'ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি' — শকু° ৪. ১৭ ॥ বো-রো° ॥ **২** দমনীয়, দণ্ডনীয়।— বেণী° ৩. ৩১।

অনুশাসন,—[বৈদিক] ছাত্রজীবনে শিক্ষণীয় বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ। সায়ণের মতে, 'ষড়্‌বেদাঙ্গ' অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র, নিরুক্ত বা শব্দসাধনবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার ছয়টী অনুশাসন।—VI, i. 23. শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১. ৫. ৬. ৮) এই অনুশাসন চারিটী — বিদ্যা, বাকোবাক্য, ইতিহাস-পুরাণ ও নারাশংসী-গাথা। 'বিদ্যা'র অংশ দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি ; 'বাকোবাক্যে'র অংশ তর্ক — বিশেষ তাত্ত্বিক তর্ক, 'ইতিহাস-পুরাণ' ঐতিহাসিক জ্ঞান, এবং 'নারাশংসী-গাথা' মানবজীবন-সম্বন্ধীয় কাহিনী। এই চারিটী অনুশাসনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেবতাদিগকে মধু দান করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহারা দাতাকে সৌভাগ্য, আয়ু, শস্য ও শুভাশীষ দান করেন ; ইহার ফলে ঘৃত ও মধুর প্রবাহ দাতার পিতৃপুরুষগণের অনুকূলে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বৈদিক সাহিত্যে (শ-ব্রা° ১০. ৫. ৪. ১ই° ; পার-গৃ° ২. ৭. ১৭ই° ; আশ্ব-গৃ° ১. ২০ ই° ; শাঙ্খ-গৃ° ২. ১ ই°) দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অনুশাসনগুলির শিক্ষা গ্রহণের সময় ছাত্রকে ব্রহ্মচারী বলিয়া

† নয়তল হর্ম্যে ২৫ অংশ-বিভাগে মধ্যভদ্র অর্থাৎ মধ্যবর্তী অলিন্দ ৫ অংশে করিবার নিয়ম। অনুশালা এই মধ্যভদ্রের এক-তৃতীয়াংশে নির্মিত হইবে।—(২৭. ২৫)

‡ এস্থলে ২ ভাগে অনুশালা-নির্মাণেরও নির্দেশ আছে।—(২৮. ১৪)

§ এক্ষেত্রে ভদ্রশালা অনুশালার মধ্যবর্তী এবং উহা একাংশে নির্মিত।

উল্লেখ করা হইয়াছে। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিলে তিনি ব্রাহ্মণ হইতেন। সে-যুগে ধর্মনীতির উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রজীবনের আদর্শ গঠিত হইত। সুতরাং কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিতে না পারিলে ছাত্র ব্রাহ্মণত্বের দীক্ষা লাভ করিতে পারিতেন না। সেক্ষেত্রে দিবানিদ্রাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এইরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহার ছাত্রজীবনের অধিকার আসিত। তখন তাঁহার পক্ষে নরনারীর আসঙ্গলিপ্সার লালসা পোষণ করিবার উপায় বা অধিকার থাকিত না। এরূপ ব্রহ্মচারী মধু পান করিতে পারিতেন না, এমন কি মধুপানের আশঙ্কায় তাঁহাকে আহারে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইত। এই মধুই ঋক, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদের মূল প্রকৃতিগত বস্তু। [সম্ভবতঃ ব্রহ্মচারী ছাত্রজীবনে উত্তীর্ণ হইলে, অর্থাৎ অনুশাসনগুলির শিক্ষা সমাপ্ত করিলে মধু পান করিতে পারিতেন, কারণ বৈদিক সাহিত্যে পরে তাঁহাকে মধু পান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তখন তাঁহার মুখে ঋক্ ও যজুঃর সূত্র ও সামের সুর ধ্বনিত হইতে দেখা যায়।]

বৌদ্ধ-সাহিত্যে ব্রাহ্মণের ব্যুৎপত্তির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের মতে যিনি সমস্ত পাপ অতিক্রম করিতেন, সংসারপথ অতিক্রম করিয়াও যিনি কখনও তাঁহার আদর্শপথ হইতে বিচলিত হইতেন না, যিনি দৃঢ়চেতা ও স্বাধীনচিত্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। —সুত্তনি° (মহাবগ্‌গ) সভিয়-সুত্ত ৫১৯।

অভিজিত ঘোষ

অনুশাসন।— রাজদত্ত ভূমির দান-পত্রকে সংস্কৃতে সাধারণতঃ 'শাসন' বলে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার বিজ্ঞানেশ্বর (১১শ শতক) রচিত 'মিতাক্ষরা' নামক টীকাতে এই শাসন শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, 'শিষ্যন্তে ভবিষ্যন্তো নৃপতয়ঃ অনেন'। ['শাসন' দ্র°], কিন্তু এই 'শাসনে'র অর্থে 'অনুশাসন' শব্দের ব্যবহার বিরল। ভারতীয় প্রাচীন লেখমালার মধ্যে ['লেখ' শব্দ দ্র°] যেগুলিতে কোনরূপ অনুজ্ঞার ভাব নাই, সেগুলিকে 'শাসন' বা 'অনুশাসন' বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত নহে। আবার অনুজ্ঞা-মূলক লেখমালার মধ্যেও কেবল মৌর্য-বংশীয় সম্রাট অশোকের (আঃ ২৭৩-৩২ খ্রী পূ°) লেখাবলীকে সচরাচর ইংরেজীতে edict এবং বাংলায় 'শাসন' বা 'অনুশাসন'-রূপে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। চতুর্থ গিরিলিপিতে এবং অন্যান্য স্থলে অশোক নিজে 'ধর্মোপদেশ'-অর্থে 'ধর্মানুশাসন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বের 'অনুশাসন পর্ব' নামটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অশোকের লেখসমূহ ভারতের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি গিরি-গাত্রে, প্রস্তরস্তম্ভে, শিলাখণ্ডে এবং গুহা-গাত্রে ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গুহালিপিগুলিকে অনুশাসন বলা যায় না। গয়ার ১৬ মাইল উত্তরে বরাবর ও নাগার্জুনী পাহাড়দ্বয় অবস্থিত; বরাবর পাহাড়ের চারিটী গুহার মধ্যে তিনটিতে অশোকের একটী করিয়া ক্ষুদ্র লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে জানা যায় যে, ঐ পাহাড়ের প্রাচীন নাম 'খলতিক পর্বত' এবং ঐ তিনটী গুহা অশোক-কর্তৃক আজীবিক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদিগের ব্যবহারের জন্য দান করা হইয়াছিল। দুইটী গুহা অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে এবং তৃতীয়টী উনবিংশ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। নিগালীসাগর, পড়রিয়া প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভগাত্রস্থ লেখগুলিকেও অনুশাসন বলা চলে না।

অশোকের গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি— গিরিগাত্রে ক্ষোদিত অশোকের অনুশাসন-সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। চৌদ্দটী অনুশাসনের এক প্রস্থ (set) অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে; ইহাকে 'চতুর্দশ অনুশাসন' বা 'চতুর্দশ গিরিশাসন' (Fourteen Rock-Edicts) বলা যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশয়ার জেলার অন্তর্গত শাহবাজগড়ী ও হজারা জেলার অন্তর্গত মানসেহরা, যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কল্সী, কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় শহরের নিকটস্থ গির্ণার পাহাড়, উড়িষ্যায় পুরী জেলার অন্তর্গত ধৌলি ও গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত জৌগড় এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কর্ণুল জেলার অন্তর্গত য়েড়্‌ডগুডি—এই সকল স্থানে অশোকের চতুর্দশ গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা জেলায় অন্তর্গত সোপারাতে ৮ম গিরিশাসনের কিয়দংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে এবং আরও অনেক স্থলে যে এই চতুর্দশ অনুশাসন ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কলিঙ্গের অন্তর্গত ধৌলি ও জৌগড়ে চতুর্দশ অনুশাসনের ১২শ ও ১৩শ শাসনের পরিবর্তে দুইটী স্বতন্ত্র লেখ দেখা যায়; এ দুইটিকে 'কলিঙ্গের স্বতন্ত্র অনুশাসন' (Separate Kalinga Edicts) বলা হইয়া থাকে। অপর দুইটী অনুশাসন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিরি-গাত্রে ক্ষোদিত পাওয়া গিয়াছে; এগুলিকে 'ক্ষুদ্র গিরি-শাসন' (Minor Rock Edicts) বলা হয়। বিহারের শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সহস্রাম, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত রূপনাথ পাহাড়, রাজপুতনায় জয়পুর রাজ্যস্থ বৈরাট্, মহীশূর রাজ্যের চিতলদ্রুগ্ জেলার অন্তর্গত শিদ্দাপুর, জটিঙ্গরামেশ্বর ও ব্রহ্মগিরি, নিজামের অধীন হায়দ্রাবাদরাজ্যের রায়চুর জেলাস্থিত মাস্কি ও ঐ রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থ কোপবলের অন্তর্গত গোবী-মঠ ও পাল্কিগুণ্ডু পাহাড় এবং কর্ণুল জেলার অন্তর্গত য়েড়্‌ডগুডি—এই সকল স্থানে অশোকের ক্ষুদ্র-অনুশাসনদ্বয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অনুশাসনের (বিশে-

যতঃ 'ক্ষুদ্র-অনুশাসনে'র) পাঠে স্থানভেদে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাট্ পাহাড়ে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে রচিত একটী স্বতন্ত্র লেখও পাওয়া গিয়াছে। দিল্লীর দুইটী অশোকস্তম্ভের মধ্যে একটী শিবালিক পাহাড়ের নিকটস্থ তোপ্রা হইতে এবং অপরটী মীরঠ হইতে আনা হইয়াছিল। এলাহাবাদ দুর্গের অশোকস্তম্ভটী পূর্বে কৌশাম্বীতে (বর্তমান কোসামে) অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উত্তর বিহারের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লৌরিয়া অররাজ (রাধিয়া), লৌরিয়া নন্দনগড (মাথিয়া) ও রামপূর্বা নামক স্থানত্রয়ে তিনটী অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভগুলিতে ছয়টী (একটীতে সাতটী) অনুশাসনের এক প্রস্থ লেখ আছে। কিন্তু এলাহাবাদস্তম্ভে ঐ সঙ্গে অপর দুটী লিপিও আছে। বৌদ্ধসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে রচিত লেখসম্বিত দুইটী স্তম্ভ ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত সাঁচীতে এবং কাশীর নিকটস্থ সারনাথে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় স্থানে অশোকের লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অশোকের অনুশাসনগুলির রচনারীতিতে প্রাচীন পারস্য-রাজগণের লিপিসমূহ হইতে অনুকরণের চিহ্ন পাওয়া যায়। অশোকের লেখের অধিকাংশই 'ব্রাহ্মী' নামক প্রাচীন ভারতীয় লিপিতে লিখিত ['ব্রাহ্মী' দ্র°]। কিন্তু সে সময়ে মৌর্য-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'খরোষ্ঠী' নামক লিপি [খরোষ্ঠী দ্র°] প্রচলিত ছিল; সেজন্য শাহবাজগড়ী ও মানসেহ্‌রাতে প্রাপ্ত অনুশাসনমালা খরোষ্ঠী-লিপিতে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনুশাসনগুলি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সম্ভবতঃ এই ভাষা সে-যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা মোটামুটি বুঝিত। অশোকের শাসন বিষয়ে মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার জন্য অশোকের চতুর্দশ অনুশাসনের তাৎপর্য এই নিবন্ধে দেওয়া হইল। লিপিগুলিতে অবস্থানভেদে কিছু কিছু ভাষা-ভেদ দৃষ্ট হয়। ভাষার লক্ষণাদি দেখাইবার জন্য প্রথম গিরিশাসনটীর মূলও উদ্ধৃত হইবে।

গিরিগাত্র-ক্ষোদিত চতুর্দশ অনুশাসন—মৌর্যযুগের, বিশেষতঃ অশোকের সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পক্ষে অশোকের লেখমালা অত্যন্ত মূল্যবান্। পুরাণাদি, সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ, রাজতরঙ্গিণী, দিব্যাবদান প্রভৃতি পুস্তকে অশোকের নাম এবং তৎসম্পর্কিত কয়েকটী কাহিনী বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু অশোকের ধর্মমত ও তাঁহার প্রচার-ব্যবস্থা, রাজ্যশাসন-প্রণালী, রাজ্যসীমা, সেকালের নানা-সমস্যা, আচার-ব্যবহার, তৎকাল-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা, অশোকের রাজ্য ও কর্মচারিগণ, প্রত্যন্ত এবং মিত্ররাজ্য—ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই লেখমালাই আমদিগকে প্রকৃত তথ্য প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে আবার চতুর্দশ অনুশাসনের স্থান সর্বোচ্চে।

১ম অনুশাসন—মূল :— ইয়ং ধংমলিপী দেবানং-পি(প্রি)য়েন প্রিয় দসিনা রাঞা লেখাপিতা [।] ইধ ন কিং চি জীবং আরভিপ্তা(ৎপা) র্প (প্র) জূহিতয়বং (ব্যং) ন চ সমাজো কতয়্বো (ব্যো) [।] বহুকং হি দোসং সমাজম্‌হি পসতি দেবানং পি(প্রি)য়ো পি(প্রি)য়দসি রাজা [।] অস্তি পি চু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পি(প্রি)য়সা পি(প্রি)য়দসিনো রাঞো [॥] পুরা মহানসম্‌হি দেবানং (প্রি)য়স (প্রি)য়দসিনো রাঞো অনুদিবসং বহূনি প্রাণ-সত- সহর্সা (স্রা)ণি আরভিসু সূপাথায় [।] সে অজ যদা অয়ং ধংমলিপী লিখিতা তী এব প্রাণা আরভরে সূপাথায় দ্বো মোরা একো মগো সো পি মগো ন ধুবো [।] এতে পি তী(ত্রী) র্পা প্রা)ণা পছা ন আরভিসরে [॥] (গির্ণার)।

সংস্কৃত ছায়া—ইয়ং ধর্মলিপিঃ (=ধর্মানুবর্ধকঃ লেখঃ) দেবানাং প্রিয়েন (=দেবপ্রিয়েন) প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা লেখিতা। ইহ ন কংচিৎ জীবং আলভ্য প্রহোতব্যং, ন চ সমাজঃ কর্তব্যঃ। বহুকং (=বহুং) হি দোষং সমাজে পশ্যতি দেবানাংপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা। অস্তি অপি তু একত্যাঃ (=একতরাঃ) সমাজাঃ সাধুমতাঃ দেবানাং প্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ। পুরা মহানসে দেবানাংপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ অনুদিবসং বহূন প্রাণশতসহস্রাণি আলভ্যন্ত সূপার্থায়। তৎ অদ্য যদা অয়ং ধর্মলিপিঃ লিখিতা ত্রি এব প্রাণাঃ আরভ্যন্তে সূপার্থায়—দ্বৌ ময়ূরৌ, একঃ মৃগঃ। সঃ অপি মৃগঃ ন ধ্রুবঃ (=নিয়তঃ)। এতে অপি ত্রি প্রাণা পশ্চাৎ ন আলপ্স্যন্তে॥

বঙ্গানুবাদ — "দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অর্থাৎ অশোক-) কর্তৃক এই ধর্মলিপি লেখান হইয়াছে। এইখানে (=পাটলিপুত্রে অথবা রাজ্যে) কোন প্রাণী বলি দিয়া যজ্ঞ করা যাইবে না। কোন সমাজও (=মেলা বা উৎসব) করা যাইবে না। কারণ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমাজে বহু দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে দেবপ্রিয় রাজা একরূপ সমাজকে ভাল মনে করেন॥ পূর্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার মহানসে (রন্ধনাগারে) প্রতি দিন ব্যঞ্জনের জন্য বহু শতসহস্র প্রাণী হত্যা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে এই ধর্মলিপি-লেখার সময় মাত্র তিনটী প্রাণী ব্যঞ্জনের জন্য বধ করা হয়—দু'টী ময়ূর এবং একটী মৃগ (কিংবা দুটী পক্ষী ও একটী পশু)। মৃগটী আবার নিয়মিতভাবে (হত্যা করা) হয় না। এই তিনটী প্রাণীও পরে হত্যা করা হইবে না।

[মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক সমাজের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত-বর্ণিত (১.১৪২) বারণাবতের শিবের সমাজ বর্তমান কালের তারকেশ্বরের মেলার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অশোক যেরূপ মেলা পছন্দ করিতেন, উহাতে সম্ভবতঃ কেবল নির্দোষ আমোদ ও ধর্মালোচনার স্থান ছিল। অনেকে মনে করেন যে, সেকালে মৃগের ন্যায় ময়ূরের

মাংসও সুখাদ্য বিবেচিত হইত। ইচ্ছাসত্ত্বেও যে অশোক ভোজন-সম্পর্কে জীবহত্যা সম্পূর্ণ দূর করিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করায় সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। বৌদ্ধরাজ অশোকের দেবানাংপ্রিয় উপাধিটী পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ 'মূর্খ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

২য় অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজ্যের সর্বত্র এইরূপ এবং চোল (= ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোরাঞ্চল), পাণ্ড্য (=মদুরা, রামনাড, তিনেভেলী অঞ্চল, সত্য (= উত্তর মলবর), কেরল (= দক্ষিণ মলবর, এমন কি তাম্রপর্ণী (=সিংহল) পর্যন্ত রাজ্যগুলি—আবার যবন- (= গ্রীক-) রাজ অন্তিয়োক (Antiokhos II Theos of Syria, 261-46 B. C.) ও তাঁহার সমীপবর্তী রাজগণের রাজ্য—এই সমস্ত প্রত্যন্তদেশেও সর্বত্র দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দ্বিবিধ চিকিৎসা প্রবর্তিত করিয়াছেন—মনুষ্য-চিকিৎসা এবং পশুচিকিৎসা। মনুষ্যোপযোগী ও পশুর উপযোগী যে যে ঔষধ যে সকল স্থানে পাওয়া যায় না, উহা সেই সকল স্থানে আমদানী করিয়াছেন এবং রোপণ করিয়াছেন। মূল ও ফলসমূহও যে যে স্থানে পাওয়া যায় না, সর্বত্র ঐসব আমদানী করিয়াছেন এবং রোপণ করিয়াছেন। তিনি পথগুলিতে মনুষ্য ও পশুর পরিভোগের জন্য কূপ খনন এবং বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন।

[গ্রীকরাজ অন্তিয়োকের সমীপবর্তী রাজগণের বিবরণ ১৩শ গিরিলিপিতে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ইউরোপ এবং আফ্রিকার গ্রীকরাজগণ। স্বরাজ্য এবং প্রত্যন্তরাজ্যসমূহের সর্বত্র হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল-স্থাপনের এই দাবী সামান্যমাত্রও সত্য হইলে, অশোকের উদার মানবপ্রীতির প্রশংসা করিতে হয়।]

৩য় অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই প্রকার বলিয়াছেন—"অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে (আঃ ২৫৭ খ্রী-পূঃ) আমি এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছি। আমার রাজ্যের সর্বত্র যুক্ত, রজ্জুক এবং প্রাদেশিক সংজ্ঞক কর্মচারিগণ যেন এখন প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার করিয়া অনুসংযানে (পরিদর্শনার্থ ভ্রমণে) বহির্গত হয়। অন্যান্য কাজের সহিত নিম্নোক্তরূপ ধর্মোপদেশদানও তাহাদের কর্তব্য; যথা, 'মাতাপিতার কথা শোনা সৎকার্য; মিত্র, পরিচিত, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণগণকে দান করা সৎকার্য; প্রাণীদিগকে অহিংসা সৎকার্য; অল্পব্যয়তা এবং অল্প-ভাণ্ডতা (=অল্পসঞ্চয়) সৎকার্য।' পরিষৎ ও (=মন্ত্রি-পরিষৎ) আমার এই আদেশ উদ্দেশ্য এবং কথার দিক্ হইতে সম্যক্ পালন করিতে (কিংবা অনুসংযানবিধায়ক হিসাব রাখিতে) যুক্তদিগকে আদেশ দিবে।"

[সিংহাসনলাভের চারি বৎসর পরে আনুমানিক ২৬৯ খ্রী-পূঃ অশোকের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। যুক্ত=প্রাদেশিক রাজকোষের কর্মচারিবিশেষ [কৌটিল্যকৃত অর্থশাস্ত্র দ্র°]।

রজ্জুক='রজ্জুগ্রাহক অমাত্য'; করনির্ধারণজন্য জরিপাদির কার্যে নিযুক্ত উচ্চ কর্মচারী (Revenue Settlement Officer?)।

প্রাদেশিক=প্রদেশের শাসনকর্তা।]

৪র্থ অনুশাসন—বহু বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; এই সময় প্রাণিহত্যা, জীবহিংসা, জ্ঞাতির প্রতি অসম্প্রতিপত্তি (=অসদ্ব্যবহার), এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি অসম্প্রতিপত্তি বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু আজ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মাচরণের ফলে ভেরীঘোষ ধর্মঘোষে পরিণত হইয়াছে। বিমান, হস্তী, অগ্নিরাশি এবং অন্যান্য দিব্যরূপ প্রদর্শন করিয়া বহুশত বর্ষেও যেরূপ প্রাণিহত্যা, জীবহিংসা, জ্ঞাতির প্রতি সদ্ব্যবহার, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের প্রতি সদ্ব্যবহার, মাতাপিতার কথা শোনা এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা শোনা ইত্যাদি সদ্গুণ বর্ধিত হয় নাই। আজ দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাস্তির (=ধর্মোপদেশের) ফলে ঐ সকল সদ্গুণ সেইরূপ (অর্থাৎ আশানুরূপ) বর্ধিত হইয়াছে। ঐ সকল এবং ঐরূপ অন্যান্য বহুবিধ ধর্মাচরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ ধর্মাচরণ আরও বর্ধিত করাইবেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রগণও এইরূপ ধর্মাচরণ বর্ধিত করাইবেন এবং সংবর্তকল্প (=প্রলয়কাল) পর্যন্ত ধর্মে ও শীলে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া ধর্মোপদেশ প্রচার করিবেন, কারণ ধর্মানুশাসনই শ্রেষ্ঠ কার্য। আবার শীলগুণ-হীনের ধর্মানুচরণ হয় না। তাই এই বিষয়ের বৃদ্ধি এবং অহীনত্ব ভাল। এই উদ্দেশ্যে ইহা লেখান হইয়াছে—আমার বংশধরগণ এই বিষয়ের বৃদ্ধিতে (=বাড়তিতে) মনোযোগ দিবেন এবং ইহার হীনতায় (কমতিতে) যেন তাঁহাদের রুচি না হয়। অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে (আ° ২৫৮ খ্রী-পূ° দেবপ্রিয়) প্রিয়দর্শী রাজা ইহা লেখাইয়াছেন।

[সম্ভবতঃ সেকালের সমাজ বা মেলা প্রভৃতিতে মিছিল বাহির হইত এবং উহাতে স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ধার্মিকের জন্য ইন্দ্রের রথ ও ঐরাবত এবং পাপীর জন্য নরকবোধক (অথবা ধার্মিকের জন্য জ্যোতির্ময় দেহবোধন) অগ্নিকুণ্ডলী প্রদর্শিত হইত। কিন্তু অশোকের মতে উহাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই।]

৫ম অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন—"কল্যাণকর্ম দুষ্কর। যে কল্যাণের আদিকারক, সে দুষ্কর কার্য করিয়াছে। তাই আমি বহু কল্যাণ (=জনহিত) সম্পাদন করিয়াছি। যদি আমার পুত্র-পৌত্রগণ এবং সংবর্তকল্প পর্যন্ত আমার বংশধরগণ এই কার্য অনুবর্তন করে, তাহা হইলে তাহাদের সৎকার্য করা হইবে। কিন্তু কেহ উহা লেশমাত্রও ত্যাগ করিলে দুষ্কৃতকারী হইবে। পাপকার্য বড়ই সুকর। বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু এই

কালের মধ্যে ধর্মমহামাত্র (=ধর্মপ্রচার-বিভাগের প্রধান অমাত্য) ছিল না। তাই আমি অভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষে (আঃ ২৫৭ খ্রী-পূ°) ধর্মমহামাত্রগণের পদ সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা সকল পাষণ্ডের (= ধর্মসম্প্রদায়ের) মধ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য এবং ধার্মিকদের ধর্মবৃদ্ধি, হিত ও সুখের জন্য বন, কম্বোজ, গন্ধার, রাষ্ট্রিক, পেত্তনিক, এইরূপ অন্যান্য অপরান্ত দেশবাসিগণের মধ্যে কর্ম ব্যাপৃত রহিয়াছে। দাস (=শূদ্র) ও আর্য (=বৈশ্য)গণের, এবং ব্রাহ্মণ ও ইভ্য, (রাজন্য)গণের অর্থাৎ চারি বর্ণের মধ্যে অনাথ এবং বৃদ্ধগণের হিতসুখের জন্য, ধার্মিক বন্দিগণের বন্ধনমোচনের জন্য তাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। বন্ধনবদ্ধ ব্যক্তি সন্তানাদির জন্য, দায়গ্রস্ত হইলে ধনদানের জন্য, অত্যাচারিত হইলে শৃঙ্খল-মোচনের জন্য এবং বৃদ্ধ হইলে উহাদের মুক্তির জন্য তাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। পাটলিপুত্রে এবং বাহিরের সকল নগরে আমার নিজ অবরোধন অন্তঃপুরে, আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণের অন্তঃপুরে এবং অন্যান্য যে সকল জ্ঞাতি আছে তাহাদের অন্তঃপুরে, সর্বত্র ইহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে, যে ধর্মের অধিষ্ঠান, যে দানশীল—এইরূপ সকল ধার্মিক ব্যক্তিগণের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে (=আমার রাজ্যের সর্বত্র) ধর্মমহামাত্রগণ ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লেখান হইল—ইহা চিরস্থায়ী হউক এবং আমার বংশধরগণ ইহার অনুবর্তন করুক।

[যবন=গ্রীক জাতি বা তাহাদের অধ্যুষিত দেশ। মৌর্যসাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমায় অনেক গ্রীক বাস করিত, অবশ্য ইহাদের পূর্বপুরুষগণ আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অশোক তুষাস্ফ নামক এক জন গ্রীকনৃপতিকে সুরাষ্ট্রের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কংবোজ=রাজপুর (বর্তমান রাজোর উপত্যকা) অঞ্চল। গংধার=রাবলপিণ্ডি ও পেশাবার অঞ্চল। বুদ্ধঘোষের মতে, রাষ্ট্রিক=রাষ্ট্রশাসক এবং পেত্তনিক = পৈত্রিক সম্পত্তিভোগকারী; কিন্তু এস্থলে রাষ্ট্রিক ও পেত্তনিক কংবোজ ও গংধারের ন্যায় পশ্চিম ভারতের দুইটী রাষ্ট্র বুঝাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। অবরোধন কথাটীর ধাতুগত অর্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, মৌর্যযুগে অবরোধ-প্রথা ছিল।— অর্থশাস্ত্র, ৩. ৩-৪ দ্র°। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনগণের ব্যবহৃত পাষণ্ড (=ধর্মসম্প্রদায়) কথাটী পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ 'বেদাচার-বর্জিত সম্প্রদায়' এবং অধার্মিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ অনুশাসন—দেবানাংপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন—"বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে রাজার সার্বক্ষণিক কার্যক্রম কিংবা তাঁহাকে সর্বদা সংবাদ-জ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি এইরূপ করিয়াছি।—আমি ভোজনরতই আমি, আর অবরোধনে (= অন্তঃপুরে), গর্ভাগারে (= বিশ্রামগৃহে), ব্রজে (পথে বা গোশালায়), অশ্বপৃষ্ঠে বা যানে, কিংবা উদ্যানেই আমি, সর্বত্র সবসময়েই প্রতিবেদক (দূত)-গণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কার্য নিবেদন করিবে। জনসাধারণের কার্য আমি সর্বত্রই করিব। আর যদি কিছু আমি স্বয়ং মুখে আজ্ঞা করি, উহা দান-বিষয়ক বা প্রচার-বিষয়ক যাহাই হউক. অথবা যদি মহামাত্রদিগের নিকট কোন আত্যয়িক (জরুরী কার্য) উপস্থাপিত হয় এবং সেই ব্যাপারে পরিষদে বিবাদ বা মীমাংসা কিছু হয়, সর্বত্র সর্বকালে খুব শীঘ্র আমাকে উহা জানাইতে হইবে। আমি এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছি। উৎসাহ বা কার্যসম্পাদন-বিষয়ে আমার সন্তোষ নাই (অর্থাৎ কাজের শেষে নূতন কাজের অভাবে আমি সর্বদা অতৃপ্তি অনুভব করি)। সর্বলোকের হিতসাধনই আমার অভিলষিত কর্তব্য। কিন্তু উৎসাহ ও কার্যসম্পাদনই ইহার মূল। সর্বলোকের হিতসাধন-ব্যতীত মহত্তর কর্ম নাই। আমি যাহা কিছু কাজ করি—কেন?—যেন প্রাণীদের নিকট আমার ঋণ হইতে মুক্ত হই; ইহলোকে তাহাদিগকে সুখী করিব এবং পরলোকে যেন তাহারা স্বর্গলাভ করে। এই উদ্দেশ্যে আমি এই ধর্মলিপি লিখাইয়াছি—কেন?—যেন চিরকাল উহা বর্তমান থাকে এবং আমার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ সর্বলোকহিত-বিষয়ে এই কার্য অনুবর্তন করে। অত্যধিক-উদ্যম ব্যতীত এই কার্য দুষ্কর।

[প্রজাগণের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া সর্বদা রাজকার্য-সাধনের চেষ্টা সতাই প্রশংসার্হ। কিন্তু অশোক যে মনোভাব লইয়া এই কাজ করিতেন, তাহা আরও চমৎকার। তিনি ভাবিতেন যে, এইরূপে প্রজার প্রতি তাঁহার রাজকর্তব্যরূপ ঋণ লঘু হইতেছে।]

৭ম অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা এই যে, সর্বত্রই বিভিন্ন পাষণ্ড (=ধর্মসম্প্রদায়) বাস করুক; কারণ তাহারা সকলেই সংযম এবং ভাবশুদ্ধি (=চিত্তশুদ্ধি) কামনা করে। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকারের মনোবৃত্তি থাকে এবং ধর্মানুরাগ কম বা বেশী থাকে। তাহারা কর্তব্য কর্মের সমস্ত কিংবা একাংশমাত্র পালন করে। কিন্তু যদি কেহ বিপুলভাবেও দান করে অথচ তাহার সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা কিংবা দৃঢ় ভক্তি না থাকে, তবে সে দান অত্যন্ত হীন।

[বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের যে কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য আছে, এই অনুশাসনে তৎসম্পর্কে অশোকের উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই কর্তব্যসমূহ যথাযথ পালন করিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে না। ৭ম ও ১২শ গিরি-শাসন একত্র পড়িলে এবিষয়ে অশোকের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায়।]

৮ম অনুশাসন—বহুকাল হইতে রাজগণ বিহার-যাত্রায় বহির্গত হন। ইহাতে

মৃগয়া এবং এতাদৃশ অন্যান্য আনন্দমূলক কার্যের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা তদীয় অভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে (আঃ ২৫৮ খ্রী-পূ°) সম্বোধিতে (=ভগবান্ বুদ্ধের সম্বোধি-লাভের ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ বুদ্ধ-গয়ায়) গিয়াছেন। ইহা হইতেই ধর্মযাত্রার (=তীর্থযাত্রার) সূচনা। ইহাতে এই কাজ হয়—ব্রাহ্মণ-শ্রমণদের দর্শন-লাভ ও তাঁহাদিগকে দান, বৃদ্ধগণের দর্শন-লাভ ও তাঁহাদিগকে স্বর্ণদান এবং জনপদের লোকদের (অর্থাৎ মফঃস্বল-বাসীদের) সহিত দেখাশুনা, ধর্মোপদেশ-দান ও ধর্মসম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসাবাদ। তখন হইতে (=বুদ্ধ-গয়ায় তীর্থযাত্রার সময় হইতে) ধর্মযাত্রাই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার মহানন্দ হইয়াছে, অন্য সমস্ত আনন্দজনক কার্য ভগ্ন (=পরাজিত= পরিত্যক্ত) হইয়াছে।

[বুদ্ধগয়ায় তীর্থযাত্রা অশোকের বৌদ্ধত্ব সূচিত করে। নেপালের অন্তর্গত নিগালী সাগর ও পড়রিয়ার নিকটে অশোকের তীর্থযাত্রার চিহ্নস্বরূপ দুইটী স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম স্তম্ভের লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোক অভিষেকের চতুর্দশ বর্ষে (আঃ ২৫৬ খ্রী-পূ°) ঐস্থানে স্বয়ং গিয়া পূর্বতন বুদ্ধ কনকমুনির পূজা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্তূপ দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিটী হইতে জানা যায় যে, অশোক অভিষেকের বিংশতি বর্ষে (আঃ ২৫০ খ্রী-পূ°) ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম-স্থান লুম্বিনী গ্রামে উপস্থিত হইয়া পূজা দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি লুম্বিনী গ্রামের বলি (=তীর্থকর) রহিত করেন এবং উৎপন্ন শস্যের আট ভাগের একভাগ মাত্র গ্রামবাসিগণের কর ধার্য করেন।]

৯ম অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন—"লোকে ছোট-বড় নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ব্যাধিতে, পুত্রকন্যার বিবাহে, পুত্রলাভে, প্রবাস-যাত্রাকালে এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যাপারে লোকে ছোট-বড় নানা মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন করে। এ-সম্পর্কে মহিলাগণ অনেক প্রকারের অনেক ক্ষুদ্র ও নিরর্থক মঙ্গলানুষ্ঠান করেন। মাঙ্গলিক কার্য করাই উচিত; কিন্তু ঐরূপ মঙ্গলানুষ্ঠানের ফল অল্প। তবে যাহাকে ধর্ম-মঙ্গল বলা যায়, তাহার ফল অত্যন্ত বেশী। উহাতে (=ধর্মমঙ্গলে) এইগুলি হয়—দাস ও ভৃত্যগণের সহিত সদ্ব্যবহার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাণহিংসাব্যাপারে সংযম, ব্রাহ্মণ-শ্রমণদিগকে দান। এই সকল কার্য এবং এতাদৃশ অন্যান্য কার্যের নাম ধর্মমঙ্গল। এজন্য পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বা প্রভু এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সকলেরই বলা উচিত—'এই কাজ ভাল, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এই মঙ্গলের অনুষ্ঠান করা উচিত'। এইরূপ উক্তি আছে যে, দান সৎকার্য; কিন্তু ধর্মদান বা ধর্মানুগ্রহের ন্যায় কোন দান বা অনুগ্রহ নাই। সেই জন্য মিত্র, সুহৃৎ, জ্ঞাতি এবং সহায়গণের উপযুক্ত স্থলে বলা উচিত—'ইহা কর্তব্য কার্য ইহা সৎকার্য; ইহাদ্বারা স্বর্গ-লাভ সম্ভব'; স্বর্গলাভ-ব্যতীত কি অন্য উচ্চতর কর্তব্য আছে?"

[এই অনুশাসনের নিম্নাংশ কালসী, শাহবাজগড়ী এবং মান্‌সেহ্‌রাতে ভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। অশোক যে বৌদ্ধ হইয়াও নির্বাণপ্রাপ্তির উল্লেখ করেন নাই অথচ স্বর্গলাভের কথা বলিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সম্ভবতঃ অশোক তৎকাল-প্রচলিত একাধিক বৌদ্ধমতবাদের মধ্যে কোন একটী অনুসরণ করিতেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই অনুশাসনসমূহ গৃহীদিগের উদ্দেশ্যে রচিত, ভিক্ষুদিগের জন্য নহে। সেকালের লোকের (বিশেষতঃ মহিলাগণের) অনুষ্ঠিত মাঙ্গলিক কার্যের উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের একটী দিকে আলোকপাত করিয়াছে।]

১০ম অনুশাসন—বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে তদীয় প্রজাগণ যাহাতে ধর্মকথা শুনিবার ইচ্ছার বশীভূত হয় এবং ধর্মোক্তি অনুসরণ করে এইরূপ কার্যমূলক যশঃ বা কীর্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপ যশঃ বা কীর্তিকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা মহার্থাবহ মনে করেন না। কেবল এই বিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশঃ বা কীর্তি কামনা করেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যাহা কিছু কার্য করেন, সে সমস্তই পারত্রিক মঙ্গলের জন্য। সে কিরূপ? সকল লোক অল্প-পরিস্রব হউক। যাহা অপুণ্য তাহাই পরিস্রব। সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া উদগ্র চেষ্টা না করিলে ধনী-দরিদ্র সকলের পক্ষেই ইহা (অল্প-পরিস্রবত্ব) দুষ্কর। কিন্তু ধনীর পক্ষে ইহা বেশী দুষ্কর।

[এই লিপিটীর অর্থ খুব পরিষ্কার। শেষের কথাটীর সহিত বাইবেলের একটী বিখ্যাত উক্তি তুলনীয়—"Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God"—Mathew, 19, 23-24]

১১শ অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই কথা বলিয়াছেন—"ধর্মদানের ন্যায় দান নাই; এইরূপ ধর্মসংস্তব (ধর্মের সহিত পরিচয়), ধর্মসংবিভাগ (=অধর্ম হইতে ধর্মকে পৃথক্ করণ) এবং ধর্মমূলক সংবন্ধের ন্যায়ও আর কিছু নাই। তাহাতে এই হয়—দাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, মাতাপিতার কথা শোনা, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান, প্রাণী হত্যা না করা। সেজন্য পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী সকলেরই এই কথা বলা উচিত—'ইহা ভাল, ইহা করা উচিত'। এই কার্য করিলে সেই ধর্মদানের ফলে ইহলোকে আনন্দ লাভ হয় এবং পরকালে সমস্ত পুণ্যের সৃষ্টি হয়।

১২শ অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমস্ত পাষণ্ডকে (=ধর্মসম্প্রদায়কে), —প্রব্রজিত ও গৃহস্থকে—দান এবং বিবিধ প্রকার সম্মানপ্রদর্শনদ্বারা অভ্যর্থনা করেন। যাহাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সার বৃদ্ধি (=উন্নতি) হয়, এরূপ ব্যতীত দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অপর কোনরূপ দান বা পূজাকে সার্থক মনে করেন না। সারবৃদ্ধি বহুবিধ। কিন্তু উহার মূল বাক্‌সংযম। সে কিরূপ? অস্থানে (=অকারণে) যেন আপন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রশংসা বা পরসম্প্রদায়ের নিন্দা না হয়, উপযুক্ত স্থলে (=গুরুতর কারণ থাকিলে) যেন উহা সামান্যমাত্র হয়। উপযুক্ত স্থলে (অথবা, সর্বপ্রকারে) পরসম্প্রদায়কে সম্মান-প্রদর্শন কর্তব্য। এইরূপ করিলে, আত্মসম্প্রদায়ের উন্নতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও উপকার হয়। ইহার অন্যথায় আত্মসম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও অপকার হয়। 'আমার সম্প্রদায়ের গৌরব বাড়াইব', এইরূপ নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিবশতঃ যে কেহ নিজের ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করে, সে তাহার সম্প্রদায়ের গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। তাই সমবায় (=মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা; পাঠান্তর—সংযম) ভাল। কেন? একে অন্যের ধর্মবিষয় শুনিবে এবং তাহা পালন করিবে। কিংবা আরও শুনিতে ইচ্ছা করিবে। ইহাই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছা। সে কি? সকল সম্প্রদায় বহুশ্রুত (অর্থাৎ নানাধর্মবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন) হউক এবং কল্যাণাগম (অর্থাৎ উদারমতসম্পন্ন) হউক। যাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আসক্ত, তাহাদিগকে বলিতে হইবে—'সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি হউক—দেবপ্রিয় ইহাকে যেরূপ মনে করেন, দান বা পূজাকে তিনি সেরূপ মনে করেন না'। এই উদ্দেশ্যে ধর্মমহামাত্র, স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্র, ব্রজভূমিক এবং অন্যান্য কর্মচারিবর্গ নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার ফল এই যে, ইহাতে আত্মসম্প্রদায়ের বৃদ্ধি এবং ধর্মের উদ্দীপনা (=উজ্জ্বলতা) হয়।

[মৌর্যযুগের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে অশোক যেরূপে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই লিপিটিতে তাহা জানা যায়। আজিও যে অশোকের নির্ধারিত উপায় এই সমস্যাসমাধানের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে সন্দেহ নাই।]

১৩শ অনুশাসন—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের অষ্টম (আঃ ২৬৩ খ্রী°-পূ°) বৎসরে কলিঙ্গদেশ জয় করেন। সেই স্থান হইতে দেড় লক্ষ লোক বন্দী করিয়া আনা হয়; এক লক্ষ লোক হত হয় এবং সেই পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই ঘটনার পর কলিঙ্গরাজ্য লব্ধ হইলে অধুনা দেবপ্রিয়ের ধর্মপালন, ধর্মকামনা এবং ধর্মানুশাস্তি তীব্রভাবে বর্ধিত হইয়াছে। দেবপ্রিয় কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। অবিজিত রাজ্য জয় করিতে গেলে উহার ফলে যে বহু লোক হত, মৃত এবং বন্দিদশা প্রাপ্ত হয়, দেবপ্রিয় উহাকে এখন অত্যন্ত বেদনার এবং অনুশোচনার বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু দেবপ্রিয়ের নিকট উহা হইতেও অনুশোচনার বিষয় এই যে—সেস্থানে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, অন্যান্য সম্প্রদায়, গৃহস্থ প্রভৃতি বাস করে, যাহাদের মধ্যে উচ্চরাজপুরুষদিগের বাধ্যতা, মাতাপিতার বাধ্যতা, গুরুজনের বাধ্যতা, মিত্র, পরিচিত, সহায় ও জ্ঞাতিগণের এবং ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং দৃঢ়ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধের জন্য এইরূপ লোকদেরও উপঘাত, (=আঘাত) বধ এবং প্রিয়জনের নির্বাসন প্রভৃতি বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং সেজন্য যাঁহাদের (সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি) স্নেহ হ্রাস পায় নাই, তাঁহাদের মিত্র, বান্ধব, সহায় এবং জ্ঞাতিগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে; উহাতে সেই সাধু গৃহস্থদিগেরও উপঘাত (=মর্মাঘাত) ঘটিয়া থাকে। সমস্ত মানুষের এই দুর্ভাগ্যকে দেবপ্রিয় অনুশোচনার বিষয় বলিয়া মনে করেন। কারণ যবনদেশ-ব্যতীত এমন কোন জনপদ নাই, যেখানে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ এই দুই সম্প্রদায় বাস করে না; আবার কোথাও এমন কোন জনপদ নাই যাহার অধিবাসীদিগের কোন না কোন ধর্মসম্প্রদায়ে অনুরাগ নাই। সেই জন্য যত লোক কলিঙ্গদেশে হত, মৃত এবং বন্দী হইয়াছিল, তাহার শতভাগ বা সহস্রভাগও আজ দেবপ্রিয় অনুশোচনার বিষয় বলিয়া মনে করেন। যদি কেহ তাঁহার অপকার করে, তবে যতদূর ক্ষমা করা সম্ভব তাহা দেবপ্রিয় করিবেন। দেবপ্রিয়ের রাজ্যমধ্যে যে অটবীপ্রদেশ আছে, উহার অধিবাসীদিগকে তিনি অনুনয় করেন এবং বোঝান; কিন্তু অনুতাপসত্ত্বেও দেবপ্রিয়ের যে ক্ষমতা আছে, সে কথাও তাহাদিগকে বলা হয়। কারণ, তাহারা যেন (অনিষ্ট করিতে) সঙ্কুচিত হয়, এবং (অনিষ্ট করিয়া) যেন ধ্বংস না হয়। সর্বভূতের অক্ষতি, সংযম, সমাচর্য (=অপক্ষপাত) এবং নম্রতা—ইহাই দেবপ্রিয় ইচ্ছা করেন। দেবপ্রিয় কেবল ধর্মবিজয়কেই মুখ্যবিজয় মনে করেন। আবার দেবপ্রিয় কেবল স্বরাজ্যে সেই ধর্মবিজয় লাভ করেন নাই, ছয় শত যোজন পর্যন্ত প্রত্যন্তদেশে—যেস্থানে অন্তিয়োক নামক যবনরাজের রাজ্য এবং তাঁহারও ওধারে তুরময়, অন্তেকিনি, মগ ও অলিকসুদর নামক অপর চারি জন নরপতির রাজ্য, নিম্নদিকে তাম্রপর্ণী নদী পর্যন্ত চোল এবং পাণ্ড্যদিগের দেশেও (ধর্মবিজয়) লাভ করিয়াছেন। এইরূপ স্বরাজ্যমধ্যে, যবন ও কম্বোজদিগের দেশে, নাভক ও নাভপঙ্‌ক্তিদের দেশে, ভোজ ও পেত্তনিকদিগের দেশে অন্ধ্র ও পুলিন্দদিগের দেশে—সর্বত্রই দেবপ্রিয়ের ধর্মানুশাস্তি অনুবর্তন করা হয়। যে দেশে দেবপ্রিয়ের দূতগণ না যায়, সে দেশের অধিবাসীরাও দেবপ্রিয়ের ধর্মবৃত্ত, বিধান

এবং ধর্মানুশাস্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম অনুসরণ করে এবং পরেও অনুসরণ করিবে। এইরূপে যে বিজয় লব্ধ হয়, সে বিজয় সর্বত্রই প্রীতিদ্বারা সরস। ধর্মবিজয়ে সেই প্রীতি লাভ হয়। কিন্তু সে প্রীতি সামান্য বিষয়। দেবপ্রিয় কেবল পারত্রিক কার্যই মহাফল বলিয়া মনে করেন। এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লেখা হইয়াছে। সে কি?—আমার পুত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি যাহারা হইবে, তাঁহারা যেন নূতন বিজয় লাভ করিতে ইচ্ছা না করে। শরশক্য বিজয় (কিংবা, নিজ বিজয়) বিষয়েও তাহারা যেন ক্ষমা এবং লঘুদণ্ডতা পছন্দ করে; আর যাহাকে ধর্মবিজয় বলা যায় উহাকেই যেন তাহারা (যথার্থ) বিজয় মনে করে। উহা (= ধর্মবিজয়) ঐহিক এবং পারত্রিক। (তাহাদের) সর্বপ্রকার আনন্দ (কিংবা, ত্যাগের আনন্দ) যেন উদ্যমের আনন্দে (কিংবা ধর্মানন্দে) পর্যবসিত হয়। ইহা ঐহিক এবং পারলৌকিক।

[এই অনুশাসনে অশোকের কয়েক জন সমসাময়িক রাজার নাম থাকায় ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। অন্তিয়োকের কথা ২য় গিরিলিপি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তুলনায়—মিশরের রাজা Ptolemy Philadelphos, ২৮৫-২৪৭ খ্রী-পূ°। অন্তিকেনি—মাসেদনের রাজা Antigonas Gonatas—২৭৭-২৩৯ খ্রী-পূ°। মগ—উত্তর আফ্রিকায় কুরেনের (Cyrene) রাজা Magas, ২৮৫-২৫৮ খ্রী-পূ°। অলিকসুন্দর।—Alexandar; এপিরসের রাজা (২৭২-২৫৫ খ্রী-পূ°), অথবা করিন্থের রাজা (২৫২-২৪৪ খ্রী-পূ°)]

১৪শ অনুশাসন—এই ধর্মলিপি (চতুর্দশ গিরিলিপির সমষ্টি) দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা-কর্তৃক লেখান হইয়াছে। ইহা (= এই চৌদ্দটী লিপি) কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও মধ্যমাকারে, কোথাও বা সবিস্তারে লেখা হইয়াছে। সকল বিষয় সর্বত্র সংযোজিত হয় নাই। রাজ্য সুবিশাল, তার উপর বহু লেখা হইয়াছে, আরও লেখান হইবে। ইহাতে কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, ইহার কারণ সেগুলির মধুরতা। ইহার উদ্দেশ্য কি? যেন লোকেরা তদনুসারে কার্য করে। ইহাতে আবার কোন কোন বিষয় অসমাপ্ত লিখিত হইয়াছে; স্থানভেদ কিংবা সংক্ষেপের কারণ আলোচনা করিয়া এরূপ করা হইয়াছে, অথবা লিপিকরের অপরাধে এরূপ ঘটিয়াছে। অশোকানুশাসনের বৈশিষ্ট্য—অশোকের বহু সংখ্যক অনুশাসন আছে এবং নানা দিক্ দিয়া সেগুলির আলোচনা করা যায়। তবে এই অনুশাসনসমূহে যে ধর্মমত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত কিংবা অনুবাদিত লিপিগুলি হইতে কিছু কিছু বোঝা যাইবে। পিতামাতা ও গুরুজনের বশ্যতা, অহিংসা, সংযম, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্যকে দান প্রভৃতিই অনেক স্থলে অনুশাসনসমূহের মূল বিষয়। ৭ম স্তম্ভলিপিতে বলা হইয়াছে যে, দয়া, দান, সত্য, শুচিতা, মৃদুতা ও সাধুতা—এই সকল ধর্ম। ২য় স্তম্ভলিপিতে অশোক বলিয়াছেন, 'ধর্ম কি? অসিনবের (= পাপের) স্বল্পতা, কল্যাণকর্মের প্রাচুর্য, দয়া, দান, সত্য এবং শৌচ।" অসিনব কি প্রকার তাহা আবার ৩য় স্তম্ভলিপিতে উক্ত হইয়াছে—'চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দম্ভ এবং ঈর্ষা—ইহারাই অসিনবের দ্বার।' অশোক অবশ্যই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মস্থান ও সম্বোধিলাভক্ষেত্রে এবং পূর্বতন বুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রা এবং পুণ্যস্থানসমূহে পূজা দেওয়া তাঁহার বৌদ্ধত্ব সূচিত করে। কিন্তু বৈরাটের গিরিলিপিও সারনাথ, সাঁচী এবং কৌশাম্বীর স্তম্ভলিপিগুলি পড়িলে এ-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। অন্তর্বিরোধ দূর করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য অশোক যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন অ-বৌদ্ধ নৃপতির পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব। বৈরাট্-লিপিতে তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি আপনার সুগভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভগবান্ বুদ্ধের বাণীগুলি সমস্তই সুভাষিত। বৌদ্ধসঙ্ঘকে চিরস্থায়ী করা তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অশোক বৌদ্ধ হইলেও তৎপ্রচলিত 'ধর্ম' সর্বদেশের এবং সর্বকালের মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম।

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত সিগালোবাদসুত্তে, ও লক্খণ সুত্তন্তে, অঙ্গুত্তরনিকায়ের নানা স্থানে এবং অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে ঐগুলিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গৃহস্থগণের কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। "আবার হিন্দুশাস্ত্রকারগণও ঐগুলিকেই সমস্ত বর্ণের সাধারণ ধর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। যথা—

'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্॥'
—যাজ্ঞ° আচার. ১২২।

'ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসাগুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্মঃ সামান্য উচ্যতে॥'
—বিষ্ণু° ২। ১৭-৮।

[E. Senart : Les Inscriptions de Piyadasi ; G. Buhler : Epigraphia Indica, vol. II. ; E. Hultzsch : Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. I. (Inscriptions of Asoka) ; V. A. Smith : As'oka ; D. R. Bhandarkar : A'soka ; R. K. Mookerjee : As'oka ; B. M. Barua : Asoka Edicts in New Light ; H. C. Raychaudhuri : Political History of Ancient India ; Cambridge History of India, Vol. I ; D. C. Sircar : Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilisation ;

অশোকের অনুশাসনাবলী-সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে, উপরিলিখিত গ্রন্থাবলীতে উহাদের প্রায় সমস্ত মতই উদ্ধৃত কিংবা আলোচিত হইয়াছে।]

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

অনুশাসন পর্ব—মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত ১৩শ পর্ব। ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্ব যথাক্রমে 'শান্তি' ও 'অশ্বমেধ'। এই পর্বের অধ্যায়সংখ্যা ২৩৪ এবং শ্লোকসংখ্যা ১১১০৭। এই পর্বটী দুইটী উপপর্বে

বিভক্ত—'দানধর্ম পর্ব' ও 'ভীষ্মস্বর্গারোহণ পর্ব'; দানধর্ম পর্বে ২৩২ অধ্যায় ও ১১০২০ শ্লোক এবং ভীষ্মস্বর্গারোহণ পর্বে ২ অধ্যায় ও ৮৭ শ্লোক আছে।

অনুশাসন ও শান্তিপর্বের পূর্বেই মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে এবং ভীষ্মদেব শেষ পর্যন্ত ৫৮ রাত্রি শরশয্যায় জীবিত থাকিয়া, কৃষ্ণ ও নারদ, এবং ব্যাস প্রভৃতি ঋষিদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিয়া অনুশাসন পর্বের শেষে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই পর্বের পূর্বেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। তদনন্তর তিনি শান্তি ও অনুশাসন দুইটী পর্বে ভীষ্মের নিকট রাজধর্ম, সর্বজনগৃহীত আশ্রমধর্ম, দানধর্ম, আত্মজ্ঞান, আহার ও উপবাসে সংযম এবং নৈতিক অনুশাসনাবলী লাভ করিয়াছেন। নানা কাহিনী অবলম্বন করিয়া ভীষ্ম সেগুলি প্রচার করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রজ্ঞার চিন্তা-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া কিভাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে হয় তাহার নির্দেশ দিয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অনু-শাসিতা, -শাস্তা—[পুং-তৃ, -স্তৃ; অনু+√শাস্+তৃচ্,—ক (উণা° ২. ৯২); স্ত্রী—-সিত্রী, -স্ত্রী] বিণ, ১ উপদেষ্টা। ২ নিয়ন্তা। 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্'—গী° ৮. ৯ ॥ আপ°॥

অনুশাসী—[পুং-শাসিন্] দণ্ডবিধাতা, নিয়ন্তা। 'এষ চোরানুশাসী রাজেতি ভয়াদুৎপতিতঃ'—বিক্র° ৪; 'এষ স্তেনানুশাসী রাজা'—ঐ, ৬২. ১৪ ॥ বো-রো° আপ°॥

অনুশিক্ষা — [বৈদিক] সর্পযজ্ঞের পোতৃর নাম।—পঞ্চবি-ব্রা° ২৫. ১৫।

[Weber: Indische Studien, i. 35; VI, i. 23.]

অনুশিক্ষী –[পুং-ক্ষিন্] বিণ, পাঠ করিতেছে এরূপ, অভ্যাস করিতেছে এরূপ। 'শব্দবেধ্যানুশিক্ষিন্' — দশকু° ২. ৫৬ ॥ বো-রো° ॥

অনুশিব — অব্য°, শিবের সহিত, শিবের পশ্চাতে। — বোপ° ৬. ৬১ ॥ বো-রো° ॥

অনুশিশু — [অনুগতা শিশুনা] স্ত্রী°, নিজ শাবক কর্তৃক অনুসৃতা। 'অনুশিশু বহ্ববধেনুম্'—কা-শ্রৌ° ১৯. ৪. ৫ ॥ বো-রো° আপ°॥

অনুশিষ্ট — [অনু+√শাস্+ক্ত কর্ম; স্ত্রী-া] বিণ, ১ আদিষ্ট, অনুজ্ঞাত। 'দশরথপ্রভবানুশিষ্টঃ'— রঘু° ১৩. ৭৫ ॥ আপ°॥ ২ ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত, কৃতানুশাসন। 'অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম্'—রা° (গো°) ২. ১১৮. ৮। ৩ প্রদর্শিত মার্গ। 'ক্ষেত্রবিদানুশিষ্টঃ' — ঋ° ১০. ৩২. ৭ ॥ গোল্ড° ॥

অনুশিষ্টি — [অনু+√শাস্+ক্তি ভা] স্ত্রী°, উপদেশ, আদেশ ॥ আপ°॥

অনুশিষ্য—[শিষ্যকে অনুগত—প্রাদি°] শিষ্যের পরবর্তী শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য।

অনুশীঘ্র—[অপ্রা°] অব্য°, পশ্চাৎ শীঘ্র, পরে শীঘ্র।

অনুশীত—অব্য°, শীতে।

অনুশীলন—[অনু+√শীল্ + অনট্ ভা] ক্লী° ১ পুনঃ পুনঃ চর্চা। অনুক্ষণ আলোচনা। 'বিজাতসারাণ্যনুশীলনেন'—কিরাত° ১৬. ১৮ ॥ আপ°॥ ২ অবিরত সেবা, সতত ভজন। ৩ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'—ভক্তিরসামৃতাসিন্ধু ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ৪ অনুক্ষণ আচরণ। ~সাপেক্ষ—বি, আলোচনা-ব্যতিরেকে যাহা সম্পন্ন হয় না, চর্চাসাপেক্ষ। ~ী— স্ত্রী°, অধীত বিষয়ের অভ্যাসার্থ প্রশ্নমালা, যেমন—জ্যামিতিতে এক বা তদধিক প্রতিজ্ঞা-সাহায্যে প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা। ~ীয়—বিণ, সতত চিন্তনীয়, চর্চাযোগ্য, আলোচনা করিবার উপযুক্ত।

অনুশীলিত – [অনু+√শীল্+ক্ত কর্ম] বিণ, পুনঃ পুনঃ আলোচিত, অনুক্ষণ চিন্তিত।

অনুশুচিত—[অনু+√শুচ্+ক্ত ভা] ক্লী°, পশ্চাৎ দুঃখ।

অনুশোক—[অনু+√শুচ্+ঘঞ্ ভা] পশ্চাৎ দুঃখ, অনুশোচনা ॥ আপ°॥

অনুশোচক—[অনু+√শুচ্+ণ্বুল কর্তৃ] বিণ, অনুশোচনাকারী, অনুতাপী॥ আপ°॥

অনুশোচন—[অনু + √শুচ্+ল্যুট্ ভা] ১ ক্লী°, পশ্চাত্তাপ, গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ। পর্যায়—(১) মন্যু, (২) শোক, (৩) শুক্ ॥ জটা° শব্দ° আপ°॥ ২ স্ত্রী°, দুঃখ প্রকাশ, শোক প্রকাশ। 'তারানুশোচনং নাম বিংশতিতমঃ সর্গঃ'—রা° (গো°) ৪. ২০ ॥ বো-রো° ॥ বি-া। ~ীয়—বিণ, অনুতাপযোগ্য, অনুশোচনার্হ।

অনুশোচিত —[অনু +√শুচ্+ক্ত কর্ম] আদি কর্মে, বিকল্পে গুণ, পক্ষে 'অনুশুচিত'—পা° ১. ২. ২১; স্ত্রী—া] বিণ, অনুতপ্ত, গত বিষয়ের জন্য দুঃখিত।

অনুশোচী — [পুং-চিন্] যাহাতে অনুশোচনা আছে।

অনুশোভী — [পুং-ভিন্। অনু+√শুভ্ + ণিনি] উজ্জ্বল, প্রকাশমান। 'ফুল্লানসমন্তাদনুশোভিনঃ'—রা° (গো°) ৫. ১৭. ৪ ॥ বো-রো° ॥

অনুশ্রব—[অনু+√শ্রু+অপ্] বৈদিক আলোচনা, পবিত্র আলোচনা, যাহা বেদ অথবা আগমের অন্তর্ভুক্ত ॥ গোল্ড° আপ°॥

অনুশ্রুত—[অনু+√শ্রু+ক্ত] পবিত্র আলোচনা 'অনুশ্রব' হইতে প্রাপ্ত, বৈদিক বার্তা হইতে প্রাপ্ত ॥ গোল্ড° ॥

অনুশ্রেণী - [জৈনশা°] একটী সরল পর্যায়ে থাকা, যে রেখা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ এবং ঊর্দ্ধ-অধঃ এই তিনটী দিকের যে কোন একটীর সহিত সমান্তরাল।—JD, 19.

অনুশ্লোক—[অনুশ্লোক্যতে গীয়তে; অনু+√শ্লোক্ + অচ্ কর্ম] সামগানবি° (মহাব্রত গেয়ঃ সামভেদঃ) ॥ আপ°॥ 'অনুশ্রূয়তে ইতি শ্লোকঃ'—নিরুক্ত।

অনুষক্, অনুষট্—[অনু + √সঞ্জ্ + ক্বিপ্] অব্য°, ১ যথাক্রমে, পর পর। 'অনুষক্প্রবিশতীতি বন্ধুতা' ॥ গোল্ড° ॥ ২ ক্রমশঃ, বিধিবদ্ধ নিয়মে।

অনুষক্ত—[অনু + √সঞ্জ্ + ক্ত কর্ম] ১ সংযুক্ত, সংলগ্ন। ২ পূর্ব সূত্র হইতে বাক্যের পর সূত্রে অবস্থিতি ॥ গোল্ড° ॥

অনুষঙ্গ—[অনু + √সঞ্জ + ঘঞ্ ভা] ১ সংযোগ, সম্বন্ধ, সম্পর্ক। 'নাসিকয়োস্বনুষঙ্গেহননুনাসিকম্'—ঋ° (প্রাতি°) ১৪. ৩। ২ সদা সঙ্গ, সাহচর্য। 'সানুষঙ্গাণি কল্যাণানি'—উত্তর° ১৯। ৩ অনুস্মরণ। 'মদনশিখী অনুষঙ্গোদ্ভবঃ'—অমরু° ৯১। ৪ কার্যকারণ-সম্বন্ধ। ৫ প্রসঙ্গ অর্থাৎ এক উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অন্য উদ্দেশ্যের সিদ্ধি। যেমন—'যথা নিত্যক্রিয়াং তথা চান্যে হ্যনুষঙ্গকলাং শ্রুতিম'—স্মৃতি°। বাচস্পত্যে ও শব্দকল্পদ্রুমে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ এই দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে'র 'অতএব প্রাসঙ্গিকানুষঙ্গিকফলসিদ্ধিরপ্যুপপন্না' এই পাঠটীতে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দুইটী বিভিন্ন প্রকার অর্থ বুঝাইতেছে। এক প্রকার অর্থ হইলে দুইটী শব্দের উল্লেখ প্রয়োজন হইল না। কার্যতঃ এক উদ্দেশ্যবশতঃ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার উদ্দেশ্য ছিল না তাহাও যদি সিদ্ধি হয়, সেই স্থলে প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয় ['প্রসঙ্গ' দ্র°]। ৬ এক বাক্যে শ্রুত পদের অন্য বাক্যে আকর্ষণ। যেমন—'কোষো বলঞ্চাপহৃতম্'—এই বাক্যে 'কোষঃ অপনুতঃ' এইরূপ অন্বয়ে 'অপহৃত' পদের অনুষঙ্গ। ৭ [ন্যায়শা°] পঞ্চাবয়বের উপনয় বাক্যস্থিত 'অয়ম' পদের নিগমনবাক্যে অন্বয়ার্থ আকর্ষণ। যেমন—'বহ্নিব্যাপ্যো ধূমঃ, ধূমবাংশ্চায়ম্'—এই উপনয় বাক্যস্থ 'অয়ম্' পদের, অতএব 'অয়ম্ বহ্নিমান্'—এই নিগমবাক্যে অনুষঙ্গ। ৮ [ব্যাকরণ] হলন্ত তৃন্ফ্, দৃন্ফ্, শুম্ভ্, সঞ্জ্ প্রভৃতি ধাতুর অনুনাসিক বর্ণ।—পা° ১. ১. ৪৭; ৭. ১. ৫৯, ৬০ (কাশিকা)। ৯ ক [প্রা° বা°] দয়া, করুণা ॥ হলা° ॥ 'তুহুঁ জদি কহসি করিঅ অনুসঙ্গ'—বি-প° ৮২. ৭। খ উদ্যোগ। ~পাদ — ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অংশবি°। প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার—এই চারিটী পাদে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বিভক্ত। প্রক্রিয়াপাদ ও অনুষঙ্গপাদ লইয়া পূর্বভাগ গঠিত। অনুষঙ্গ-পাদে কল্প, মন্বন্তর, লোকবিভাগ, মানসী সৃষ্টি, রুদ্র-প্রসব, মহাদেব-বিভূতি, ঋষিগণ, অগ্নির বিস্তার, কালসম্ভাব, প্রিয়ব্রতবংশ-বিস্তার, পৃথিবীর পরিমাণ, ভারতবর্ষ-বৃত্তান্ত, গ্রহচার, আদিত্যব্যূহ, দেবগ্রহানু-কীর্তন, নীলকণ্ঠাখ্যান, মহাদেব-বৈভব, অমাবস্যা, যুগতত্ত্ব, যজ্ঞপ্রবর্তন, অন্ত্যযুগ-কার্য, যুগপ্রজালক্ষণ, ঋষিপ্রবর-কীর্তন, বেদবিভাগ, স্বয়ম্ভুব-নিরূপণ, শেষমন্বান্তরা-খ্যান, পৃথিবী-দোহন এবং চাক্ষুষ-মন্বন্তর—এই কয়টী সর্গ অর্থাৎ অধ্যায় আছে। অনুষঙ্গপাদে ত্রেতাযুগের শেষপাদ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগের বর্ষসংখ্যা তিন সহস্র এবং মুনিগণসংখ্যাও তিন সহস্র। এজন্য এই ত্রেতাযুগের 'অনুষঙ্গ' নামক পাদের সংখ্যাও তিন সহস্র।—ব্রহ্মা-পু° ৩২. ৫৮-৯। ~ী—[মূ°-ঙ্গিন্] ১ সংলগ্ন, অনুষঙ্গবান্। 'রজসি মুখানুষঙ্গিণি'—মাঘ° ১৭. ৫৭। ২ ব্যাপক, সতত প্রসক্ত। 'বিভূতানুষঙ্গি ভয়মেতি জনঃ'—কিরাত° ৬. ৩৫।

অনুষঞ্জন—[অনু + √সঞ্জ্ + ল্যুট্] ক্লী,° ব্যাকরণ-সম্বন্ধ, পূর্ব সূত্রের পদের সহিত পর সূত্রের পদের সম্বন্ধ ॥ গোল্ড° ॥ ~ীয়—[অনু + √সঞ্জ্ + অনীয় কর্ম] বিণ, ১ (পদের) অনুবর্তনীয়। 'শক্রং (= ইন্দ্রং) নির্জিত্যানীতাঃ। রাক্ষসেন্দ্রেণ ইত্যনুষঞ্জ-নীয়ম্'—ভট্টি° ৭. ৯৪ ॥ গোল্ড° ॥ ২ যোজনীয়। 'উপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদনং কুরু-তেত্যনুষঞ্জনীয়ম্'—শকু° (টীকা) ॥ বো-রো°

অনুষণ্ড—দেশ-বি° ॥ গোল্ড° ॥

অনুষিক্ত—[অনু + √সিচ্ + ক্ত কর্ম] বিণ, ১ অনুক্ষণ সিক্ত ॥ গোল্ড° ॥ ২ পশ্চাৎ সিক্ত।

অনুষেচন—[অনু + √সিচ্ + ঘঞ্] ক্লী°, ১ অনুক্ষণ জলসেচন ॥ গোল্ড° ॥ ২ পশ্চাৎ সেচন।

অনুষ্টুতি — [অনু + √স্তু + ক্তিন্] প্রশংসা, স্তুতিবাদ।—ঋ° ৮. ৫২. ৮।

অনুষ্টুপ্—[অনু + √স্তুভ্ (ষ্টুভু স্তম্ভে। অনুদাত্তেৎ। পা° ধাতুপাঠ। ষ্টুভু ধাতু স্তম্ভার্থক। ইহার অন্ত্য উ-কার অনুদাত্ত। এই উ-কারের লোপ হয়। এই ধাতুটী ষোপদেশ অর্থাৎ ধাতুপাঠে ইহা ষ-কারাদি পঠিত হইলেও কার্যকালে স-কারাদি হইয়া থাকে।) + ক্বিপ্ = অনুষ্টুভ্] সংস্কৃতে 'অনুষ্টুভ্' এই শব্দের প্রথমার একবচনে অনুষ্টুপ্ বা অনুষ্টুব্ এইরূপ রূপ হয়। বঙ্গভাষায় ইহার সংস্কৃত প্রথমার একবচনের রূপটীই প্রায় দৃষ্ট হয়, যথা—এই ছন্দটীর নাম অনুষ্টুপ্। সমগ্রভাবে ইহার প্রয়োগ বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের অনুরূপ যথা—অনুষ্টুপ্-ছন্দের মন্ত্রটী পাঠ কর। বিচ্ প্রত্যয় করিয়াও 'অনুষ্টুভ্' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে।—পা° ৩. ২. ৭৫-৬। উল্লিখিত সূত্রদ্বয়ের নির্দেশে [অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে।—পা° ৩. ২. ৭৫। ক্বিপ্ চ।—পা° ৩. ২. ৭৬।] বা উপসর্গহীন স্তুভ্ ধাতুর উত্তরে ক্বিপ্ বা বিচ্ প্রত্যয় করিয়াও স্তোতৃ-বোধক স্তুভ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু এই উপায়ে আমরা অনুষ্টুভ্ শব্দ পাইতে পারি না—অনুস্তুভ্ শব্দ পাইতে পারি। ক্বিপ্ ও বিচ্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হইয়া থাকে। সুতরাং অনুষ্টুভ্ শব্দের যোগার্থ বা প্রকৃতি-প্রত্যয়-লভ্য অর্থ 'অনুষ্টোভতে স্তব্ধো ভবতি পশ্চাৎস্তব্ধোভবতীতি বা'—যাহা স্তব্ধ হয় বা পশ্চাৎ স্তব্ধ হয় তাহা অনুষ্টুভ্। যোগার্থ চিন্তা করিয়া এই শব্দটীকে আমরা যৌগিক বলিতে পারি না। যৌগিক হইলে যাহা থামিয়া যায় তাহাই এই শব্দের বাচ্য হইতে পারিত, কিন্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দের দুইটী অর্থ প্রাপ্ত হই,

যথা—(১) বৈদিক প্রসিদ্ধ সপ্তছন্দের তৃতীয় সংখ্যক ছন্দ এবং (২) সরস্বতী বা ভাষা। এই দুইটী অর্থই যোগ ও রূঢ়ি বৃত্তির সাহায্যে লব্ধ। সুতরাং অনুষ্টুভ্ শব্দটী যোগরূঢ়, যৌগিক বা রূঢ় নহে। ছন্দ ও ভাষা উভয়ই স্তব্ধ হয় বা থামিয়া যায়, সুতরাং শব্দটীর একটী সঙ্গত যোগার্থ আছে। কিন্তু যাহা থামিয়া যায় তাহাই অনুষ্টুভ্ নহে, উহা ভাষা বা ছন্দোবিশেষ। এই শেষোক্ত অর্থ রূঢ়ি বৃত্তিলব্ধ। ভাষা বা সরস্বতী অর্থে অনুষ্টুভ্ শব্দের প্রয়োগ বঙ্গভাষায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। লৌকিক সংস্কৃতেও এই অর্থে অনুষ্টুভ্ শব্দের প্রয়োগ নাই। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ভাষার্থক অনুষ্টুভ্ শব্দের প্রয়োগ আছে। নিঘণ্টুর প্রথমাধ্যায়ের ১১শ গণে ৫৭টী বাগ্-বাচক শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অনুষ্টুভ্ একটী। নিঘণ্টুতে ৫টী অধ্যায় আছে। এই পঞ্চাধ্যায়ের উপর যাস্ক দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত নিরুক্ত নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। এই নিরুক্তে যাস্ক ভাষার্থক অনুষ্টুভ্ শব্দের কোন নির্বচন অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি নির্দেশক্রমে ব্যুৎপত্তি প্রদান করেন নাই। নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য যে ঋজ্বর্থা নামক টীকা করিয়াছেন তাহাতে তিনি উক্ত ৫৭টী শব্দের মধ্যে শ্লোক, ধারা ও ইলা শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিক্রমে অর্থ নির্দেশ করিয়া 'ইত্যেবমাদ্যভ্যূহিতব্যম্'— এইরূপে অভ্যূহিত অর্থাৎ নিরূপিত করিতে হইবে, বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। নিঘণ্টুর প্রথমাধ্যায়ের একাদশ গণটী নিতান্ত কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া এখানে উহার অন্তর্গত শব্দগুলি উদ্ধৃত হইল, যথা—শ্লোক, ধারা, ইলা, গো, গৌরী, গান্ধর্বী, গভীরা, গম্ভীরা, মন্দ্রা, মন্দ্রাজনী, বাশী, বাণী, বাণীচী, বাণ, পবি, ভারতী, ধমনি, নালি, মেনা, মেলি, সূর্যা, সরস্বতী, নিবিদ্, স্বাহা, বগ্নু, উপব্দি, মায়ু, কাকুৎ, জিহ্বা, ঘোষ, স্বর, শব্দ, স্বন, ঋক্, হোত্রা, গির্, গাথা, গণ, ধেনা, গ্না, বিপা, ননা, কশা, ধিষণা, নৌ, অক্ষর, মহী, অদিতি, শচী, বাক্, অনুষ্টুভ্, ধেনু, বল্গু, গল্দা, সর, সুপর্ণী, বেকুরা। এই গণের মধ্যে আমরা শ্লোক শব্দটীও পাইতেছি।

শ্লোক শব্দও অনুষ্টুভ্ শব্দের ন্যায় বৈদিক সাহিত্যে ভাষার্থক। ব্যাধাহত ক্রৌঞ্চের শোকে অধীর বাল্মীকি যে ছন্দে তাঁহার অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে শ্লোকচ্ছন্দোনামক বিখ্যাতছন্দে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। রামায়ণে মধ্যে মধ্যে উপজাতিচ্ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও উহা শ্লোকেরই রাজ্য। রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত এবং সমগ্র স্মার্ত ও পৌরাণিক সাহিত্যে এই শ্লোকছন্দ একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যেও ইহার প্রভাব কম নহে। অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভট্টি, ভারবি, মাঘ, নৈষধকার প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহাদের শ্লোকচ্ছন্দের সর্গগুলিই পাঠকবর্গের নিকট অতীব হৃদ্য এবং সুললিত। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যেও—

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহু বিজ্ঞাতু-
মর্হতি'—উত্তর° ২. ২৭ ॥

'তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য
প্রিয়ো জনঃ।'—ঐ, ২. ১৯।

'আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি।'
—শকু° ১. ১৫।

'দিষ্ট্যা শকুন্তলা সাধ্বী সদপত্যমিদং ভবান্।
শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং
তৎ সমাগতম্॥' —ঐ, ৭. ১৫৩।

'ইমাং সাগর-পর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাবপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥'
—বাসব°।

'শরচ্ছশাঙ্ক গৌরেণ বাতাবিদ্ধেন ভামিনি।
কাশপুষ্পলবেনেদং সাশ্রুপাতং মুখং
মম।'—ঐ।

প্রভৃতি শ্লোকচ্ছন্দের কবিতা ও কবিতাংশগুলি আমাদিগের চিত্তকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। এই শ্লোকচ্ছন্দের সহিত বৈদিক অনুষ্টুপ্ছন্দের প্রভেদ অতীব সামান্য। অনুষ্টুপ্ছন্দের পদ্যে চারিটী করিয়া পাদ বা চরণ থাকে এবং প্রতি চরণে আটটী করিয়া স্বর থাকে—শ্লোকচ্ছন্দেরও তাহাই। বৈদিক অনুষ্টুপ্ পদ্যের প্রতি চরণের অন্তিম স্বরচতুষ্টয় ISIS (লঘুগুরু লঘুগুরু) এই ক্রমে হইয়া থাকে। উহার চরণগুলির আদ্যস্বরচতুষ্টয়ের মধ্যেও এই ক্রমের দিকে প্রবণতা আছে। এই লঘুগুরু-ক্রমের ব্যভিচার এত বেশী যে শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র, সর্বানুক্রমণী, ঋক্ প্রাতিশাখ্য ও পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থে বৈদিক অনুষ্টুপের কেবল চরণগত স্বরসংখ্যার নির্দেশ আছে মাত্র। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা পর্যবেক্ষণ করিয়া এই প্রকার গুরুলঘুক্রমের নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতীয় ছান্দোগ্রন্থে বৈদিক অনুষ্টপ্-পদ্যের স্বরসম্বন্ধে গুরুলাঘবের কোন নির্দেশ নাই, কিন্তু শ্লোকচ্ছন্দের স্বরসম্বন্ধে নিয়ম আছে। শ্লোকের প্রতি চরণের ৫ম স্বর লঘু এবং ৬ষ্ঠ স্বর গুরু হইয়া থাকে এবং ১ম ও ৩য় পাদের ৭ম স্বর গুরু এবং ২য় ও ৪র্থ পাদের ৭ম স্বর লঘু হইয়া থাকে। অবশিষ্ট স্বর-সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। নিম্নে অনুষ্টুপ্ ও শ্লোকচ্ছন্দের স্বরবৈচিত্র্য প্রদর্শনের নিমিত্ত দুইটী সারণ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল—

নিম্নলিখিত সারণ দুইটীতে গুরু বা লঘু বুঝাইতে 0, লঘু বুঝাইতে **I**, এবং গুরু বুঝাইতে S চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা অনুষ্টুপের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গুরুলঘু ক্রমনির্দেশ প্রথমার্ধে ঠিক হইয়াছে, দ্বিতীয় অর্ধে হয় নাই। আমরা উদ্ধৃত নিঘণ্টুর মধ্যে 'গাথা' বলিয়া আরও একটী শব্দ পাই যাহা পরবর্তী কালে 'গাথা' নামক ছন্দ (পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্) বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তিনটী প্রসিদ্ধ ছন্দের নামই

সারণ (১

অনুষ্টুপ্

00 00ISIS,0000 ISIS[I]
00 00ISIS,0000 ISIS[II]

দৃষ্টান্ত (১)

যৎ পর্জন্য কনিক্রদৎ স্তনয়ন্ হংসি দুষ্কৃতঃ।
ISIS I IS

প্রতীদং বিশ্বং মোদতে যৎ কিংচ পৃথিব্যামধি॥—ঋ° ৫.৮.৩।
S SIS SSII

সারণ (২)

শ্লোক

0000ISS0,0000IS10 [।]
0000ISS0,0000IS10 [॥]

দৃষ্টান্ত (২)

SSS IS I
[মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
ISS ISI
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥—রামায়ণ।

বৈদিক সাহিত্যের বাণী শব্দের সমপর্যায়ক। অনুষ্টুপ্-ছন্দ এবং গায়ত্রীচ্ছন্দ হুবহু এক লক্ষণাক্রান্ত কেবল বিশেষ এই যে, অনুষ্টুপ্ চতুষ্পদী এবং গায়ত্রী ত্রিপদী। ঋগ্বেদের ২৪৫০টী অর্থাৎ উহার প্রায় এক-চতুর্থ মন্ত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে নিবদ্ধ। অনুষ্টুপ্-ছন্দোবদ্ধ ঋঙ্‌মন্ত্রের সংখ্যা এই সংখ্যার প্রায় একতৃতীয়। বৈদিক সাহিত্যে অর্থাৎ সংহিতায় যেরূপ গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রাধান্য, বেদপরবর্তী সাহিত্যেও সেইরূপ লৌকিক অনুষ্টুপ্ বা শ্লোকচ্ছন্দের প্রাধান্য। ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে অনুষ্টুপ্-ছন্দের যে তাল, অর্বাচীন অংশে অর্থাৎ দশমাদি মণ্ডলে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে। প্রাচীনতম অনুষ্টুপের চরণগত স্বরগুলি প্রায় লঘু-গুরুক্রমে নির্দ্দিষ্ট কিন্তু পরবর্তী অনুষ্টুপে এই ক্রমের পরিবর্তন হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশমাদি মণ্ডলের অনুষ্টুপ্‌ই পরিবর্তন-ক্রমে রামায়ণের শ্লোকচ্ছন্দে পরিণতি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছন্দোমঞ্জরী-কার গঙ্গাদাস সমবৃত্ত-মধ্যে ৮টী অনুষ্টুপ্ বা অষ্টাক্ষর ছন্দের নাম করিয়াছেন, যথা—চিত্রপদা, মাণবক, বিদ্যুন্মালা, সমানিকা, প্রমাণিকা, গজগতি, হংসরুত এবং নারাচিকা। লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ছন্দের উপলভ্যমান এক-মাত্র এবং প্রাচীনতম অনুশাসক পিঙ্গলাচার্য ঐস্থলে ৪টীমাত্র ছন্দের লক্ষণ করিয়াছেন যথা :—মাণবকাক্রীড়িতক, চিত্রপদা, বিদ্যুন্মালা এবং হংসরুত। পিঙ্গলের মাণবকাক্রীড়িতককে ছন্দোমঞ্জরী-কার গঙ্গাদাস মানবকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, অপর তিনটীকে যথাবস্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পিঙ্গলের পর হইতে গঙ্গাদাস পর্যন্ত অষ্টাক্ষরবৃত্তের কবিতায় সমবৃত্ত সংখ্যায় যে সংযোজন বা পরিবর্ধন হইয়াছে তাহা ঐ সমানিকা, প্রমাণিকা, গজগতি এবং নারাচিকা।

অনুষ্টুপ্ বা অষ্টাক্ষরবৃত্তের প্রচলিত বিষম এবং অর্ধসম ছন্দের লক্ষণ করিতে গিয়া ছন্দোমঞ্জরী-কার তিনটী ছন্দের নাম করিয়াছেন, যথা—বক্ত্র, পথ্যাবক্ত্র এবং অনুষ্টুপ্ বা অনুষ্টুব্ বক্ত্র; শেষোক্ত অনুষ্টুপ্ অনুষ্টুব্-বক্ত্রই শ্লোক নামে পরিচিত। কালিদাসের নামে আরোপিত শ্রুতবোধ নামক ছন্দোগ্রন্থে ইহাকে শ্লোকই বলা হইয়াছে, যথা—

'শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বি-চতুঃ-পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥'

[পূর্বোক্ত শ্লোকলক্ষণই ইহার বঙ্গানুবাদ]

গঙ্গাদাস বলিয়াছেন—

'পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মোমতঃ॥
প্রয়োগে প্রায়িকং প্রাহুঃ কেঽপ্যেতদ্বক্ত্র-লক্ষণম্।
লোকেঽনুষ্টুবিতি খ্যাতং তস্যাষ্টাক্ষরতা মতা॥'

'চারি পাদেই ৫ম স্বর লঘু এবং ৬ষ্ঠ স্বর গুরু হয় এবং যুগ্মপাদে ৭ম স্বর লঘু হইয়া থাকে। অবশিষ্ট স্বর-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই।—এই বক্ত্রলক্ষণকে কেহ কেহ প্রয়োগক্ষেত্রে প্রায়িক বলিয়া থাকেন। ইহা (অর্থাৎ এই বক্ত্রচ্ছন্দটী) সাধারণের মধ্যে অনুষ্টুপ্ বলিয়া পরিচিত। ইহার প্রতি চরণে আটটী করিয়া স্বর থাকে।'

বক্ত্র-লক্ষণের উপক্রমে ছন্দোমঞ্জরীকার বলিয়াছেন—

'ভবত্যর্ধসমং বক্ত্রং বিষমঞ্চ কদাচন।
তয়োর্দ্বয়োরুপান্তেঽত্র ছন্দস্তদধুনোচ্যতে॥'

বক্ত্র নামক বৃত্ত কখনও অর্ধসম এবং কখনও বিষম হইয়া থাকে। এখানে ঐ অর্ধসম ও বিষম বক্ত্রের (পাদগত) অন্তিম স্বরের নিকটবর্তী স্বর পর্যন্ত (অর্থাৎ সপ্তম স্বর পর্যন্ত) যে ছন্দ (অর্থাৎ বর্ণবিন্যাস) তাহা কথিত হইতেছে।' ইহার পর মঞ্জরীতে যথাক্রমে বক্ত্র, পথ্যাবক্ত্র ও অনুষ্টুপের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যে অষ্টাক্ষরবৃত্তের ২য় ও ৪র্থ পাদের প্রথম ৭টী স্বর SS SSISS-ক্রমে থাকে তাহার নাম বক্ত্র, যথা—

বক্ত্রাম্ভোজং সদা স্মেরং চক্ষুর্নীলোৎপলং ফুল্লম্।
SI SS IS S SSSS IS S
বল্লবীনাং মুরারাতে শ্চেতোভৃঙ্গং জহারোচ্চৈঃ॥— ছন্দোমঞ্জরী।
SISS ISS S SSS ISS

উল্লিখিত লক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ২য় ও ৪র্থ পাদে লক্ষণ ঠিক গিয়াছে, কিন্তু তৃতীয় পাদে যায় নাই। প্রথম পাদে লক্ষণ গিয়া থাকিলেও কাক-তালীয়বৎ গিয়াছে—সূত্রকারের ইচ্ছাবশে

যায় নাই। যে অষ্টাক্ষরবৃত্তের ২য় ও ৪র্থ পাদের প্রথম ৭টী স্বর 0000ISI ক্রমে থাকে তাহার নাম পথ্যাবক্ত্র, যথা—

00 0 0I S I
রাসকেলি-সতৃষ্ণস্য কৃষ্ণস্য মধুবাসরে।

00 0 0 I S I
আসীদ্ গোপমৃগাক্ষীণাং পথ্যা বক্ত্রম ধু শ্রুতিঃ ॥ — ছন্দোমঞ্জরী।

উল্লিখিত লক্ষণ দুইটীতে ১ম ও ৩য় পাদ-সম্বন্ধে কোন নিয়ম কথিত হয় নাই। উহাদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ পাদ দুইটীতে অষ্টসংখ্যক স্বর যে কোন ক্রমে থাকিতে পারে। ইহার পর মঞ্জরীতে উল্লিখিত শ্লোক বা অনুষ্টুপের লক্ষণ আছে এবং বলা হইয়াছে যে, ঐ লক্ষণ প্রায়িক অর্থাৎ সর্বত্র সব লক্ষণ নাও থাকিতে পারে।

অর্ধসম এবং বিষম অনুষ্টুব্-বৃত্ত-সম্বন্ধে পিঙ্গল কি বলিয়াছেন এবার তাহার আলোচনা করা হইতেছে। পিঙ্গল বিষম এবং অর্ধসম অষ্টাক্ষর বৃত্ত বা ছন্দের প্রসঙ্গে প্রথমেই একটী অধিকার-সূত্রে 'অনুষ্টুব্ বক্ত্রম্ ['পাদস্যানুষ্টুব্ বক্ত্রম্'—পিঙ্গল ৫. ৯] এই কথা দুইটী নিবদ্ধ করিয়াছেন। পিঙ্গলের অভিপ্রায় এই যে, ইহার পর 'পদচতুরূর্ধ্ব' নামক বিষমপাদ ছন্দের পূর্ব পর্যন্ত যে কয়টী ছন্দের লক্ষণ বলা হইবে তাহাদের সাধারণ নাম হইবে 'বক্ত্র' এবং তাহাদের পাদে অনুষ্টুপের লক্ষণ থাকিবে, অর্থাৎ তাহা অষ্টাক্ষর হইবে। এই বক্ত্রজাতীয় অনুষ্টুপ্ ছন্দোবিষয়ে পিঙ্গল যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—বক্ত্র-জাতীয় ছন্দে পাদের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্বর লঘু-লঘু-গুরু-ক্রমে [অর্থাৎ IIS বা স্-গণ] বা লঘু লঘু-লঘু-ক্রমে [অর্থাৎ III বা ন্-গণ] হইতে পারিবে না। তাছাড়া ২য় ও ৪র্থ পাদে ঐ স্বর তিনটী গুরু-লঘু-গুরু-ক্রমেও [অর্থাৎ SIS বা র্-গণ] হইতে পারিবে না।*

বক্ত্রছন্দে প্রথম বর্ণের পর অযুগ্ম-পাদে ম্-য্-র্-ত্-জ্-ভ্-এর যে কোন একটী এবং যুগ্মপাদে ম্-য্-র্-ত্-জ্-ভ্-এর যে কোন একটী হইতে পারে। উহাতে প্রতি পাদে ৪র্থ স্বরের পর য্ [ISS] হয়। যদি যুগ্ম-পাদে ৪র্থ স্বরের পর য্ [ISS] না হইয়া জ্ [ISI] হয়, তবে ঐ বক্ত্রের নাম হয় পথ্যা-বক্ত্র। কাহারও কাহারও মতে পথ্যাবক্ত্রে অযুগ্মপাদের ৪র্থ স্বরের পর জ্ [ISS] থাকে। অযুগ্মপাদে ৪র্থ বর্ণের পর ন্ [III] এবং যুগ্মপাদে য্ [ISS] থাকিলে সেই বক্ত্রকে চপলা-বক্ত্র বলা হয়। যে বক্ত্রে যুগ্মপাদে ৭ম স্বর লঘু হয় তাহার নাম বিপুলা-বক্ত্র। পথ্যাবক্ত্রেও যুগ্মপাদে ৭ম স্বর লঘু হইতে পারে, কিন্তু সকল পথ্যায় হয় না। সৈতবাচার্যের মতে, বিপুলায় যুগ্ম, অযুগ্ম সকল পাদেই ৭ম স্বর লঘু হয়। যে বক্ত্রে যুগ্মপাদ ৭ম স্বর লঘু হয় এবং অযুগ্মপাদ ৪র্থ স্বরের পর বিকল্পে ভ্, র্, ন্ বা ত্ হয়—তাহারও নাম বিপুলা। পিঙ্গল-সূত্রের টীকাকার হলায়ুধ বিপুলা-লক্ষণের এই অযুগ্মপাদের জাতিপক্ষে ও ব্যক্তিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে, তিনি মহাকবিগণের প্রয়োগে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত বিপুলার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিঙ্গল-প্রোক্ত এই বিপুলা নামক বক্ত্রের আলোচনা করিলেই মঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের অনুষ্টুপ্ ছন্দোলক্ষণের প্রায়িকতার রহস্য বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রুতবোধের শ্লোকচ্ছন্দ বা মঞ্জরীর অনুষ্টুপ্ বা অনুষ্টুব্ বক্ত্র এই বিপুলারই বিপুল কলেবরের একটী অংশমাত্র। বৈদিক অনুষ্টুপ্ ছন্দের চারাগাছটী লৌকিক সাহিত্যে সম, অর্ধসম ও বিষমরূপে এক বহুশাখ মহান্ বনস্পতির মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তালের দিক্ হইতে দেখিলে অষ্টাক্ষরতার সাধারণ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান এই অনুষ্টুব্-গোষ্ঠির প্রত্যেকটী ছন্দকেই বিভিন্ন বলিয়া মনে হইবে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত সুমহান্ সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত বিশেষ প্রণিধানসহকারে অনুসন্ধান করিলে এই অনুষ্টুপের ক্রমবিকাশ আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হইবে। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের ৭ম অধ্যায়ের ১২শ খণ্ডে দৈবতকাণ্ডের যে ভূমিকা করিয়াছেন তাহাতে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী এই সাতটী ছন্দোনামেরই নির্বাচন দিয়াছেন। অনুষ্টুপের নির্বাচন দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন —'অনুষ্টুবনুষ্টোভনাৎ। গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্থেন পাদেনানুষ্টোভতীতি চ ব্রাহ্মণম্।' — অনুষ্টোভন [পিছনে থামা] হইতে অনুষ্টুপ্ নাম হইয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণে [বেদের

* পিঙ্গল গুরু স্বর বুঝাইবার নিমিত্ত 'গ্' এবং লঘু স্বর বুঝাইবার নিমিত্ত 'ল্' ব্যবহার করিয়াছেন এবং ম্, য্, র্, স্, ত্, জ্, ভ্, ন্—এই আটটী ব্যঞ্জন্ দ্বারা সর্বগুরু, আদিলঘু, মধ্যলঘু, অন্তগুরু, অন্তলঘু, মধ্যগুরু, আদিগুরু এবং সর্বলঘু তিনটী স্বরকে বুঝাইয়াছেন। উল্লিখিত ম্-য্-র্-স্-ত্-জ্-ভ্-ন্-ল্-গ্-বর্ণের সাহায্যে ছন্দের অনুশাসন পিঙ্গলের পূর্বে অপর কোন আচার্য করিয়াছিলেন কি না তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে, কেন না শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র, ঋক্-প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বৈদিক ছন্দোগ্রন্থ-ব্যতীত পিঙ্গলের পূর্ববর্তী বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের অনুশাসক কোন আচার্যের গ্রন্থ অদ্যাপি আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে পিঙ্গল তাঁহার ছন্দোগ্রন্থের বৈদিক ও লৌকিক উভয় অংশেই যাস্ক, ক্রৌষ্টুকি, তাণ্ডী, সৈতব, রাত, মাণ্ডব্য প্রভৃতি পদ্যাচার্যগণের নাম করিয়াছেন। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, পিঙ্গল যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে-যুগে ছন্দঃ-শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং পিঙ্গল তাঁহার গ্রন্থরচনায় পূর্বাচার্যগণের নিকট যথেষ্ট ঋণী। লঘু-গুরু-স্বর-নির্দেশের নিমিত্ত যথাক্রমে I S চিহ্ন ভারতীয় ছন্দোগ্রন্থে আবহমানকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই চিহ্ন দুইটীর উৎপত্তিকালও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। পিঙ্গল এবং তাঁহার পরবর্তী সকল ছন্দঃ-শাস্ত্রকারই ম্-য্-র্-স্ প্রভৃতি ১০টী বর্ণের সাহায্যে পদ্যানুশাসন প্রণয়ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-ভাগে] আছে—ত্রিপদা গায়ত্রীর পশ্চাতে চতুর্থ চরণে থামিয়া যায় বলিয়া [অনুষ্টুপ্‌কে অনুষ্টুপ্‌ বলে]—পাণিনীয় ধাতু-পাঠে 'ষ্টুভ স্তম্ভে' বলা হইয়াছে। যাস্কের 'অনুষ্টোভন' শব্দের কোন প্রতিশব্দ দুর্গাচার্য দেন নাই। ব্রাহ্মণে যে 'অনুষ্টোভতি' আছে পাণিনির মতে উহা 'অনুষ্টোভতে' হইবে। আত্মনেপদের এই বিপর্যয় বৈদিক ভাষার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। দুর্গাচার্য স্বীয় টীকায় ব্রাহ্মণের 'অনুষ্টোভতি'কেই যথাবস্থ রাখিয়াছেন। অনুষ্টুপ্‌ এবং গায়ত্রীতে ভেদ যে অতীব অল্প তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ছন্দোবাচক অনুষ্টুপ্‌ শব্দের উল্লেখ নিঘণ্টুতে নাই। নিঘণ্টুর অনুষ্টুপ্‌ ভাষার্থক। ভাষার নাম কেন অনুষ্টুপ্‌ হইল যাস্ক তাহা বলেন নাই—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অনুষ্টুপ্‌ বা অষ্টাক্ষর বৃত্ত সর্বলঘু-সর্বগুরু প্রভৃতি স্বরক্রমে বিন্যস্ত হইলে কোটি কোটি ছন্দের মানসী মূর্তি আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। পিঙ্গল গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে যে প্রস্তার বা বর্ণবিন্যাসের প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন উহার সাহায্যেই আমরা ঐ অসংখ্য অপ্রচলিত ছন্দের সন্ধান পাইয়া থাকি। পিঙ্গল সংক্ষিপ্ত-স্থলে বেদমন্ত্রের ছন্দোনিরূপণের নিমিত্ত ছন্দের আদিপাদ, দেবতা, ষড়্‌জাদি স্বর, বর্ণ ও গোত্রের সাহায্য লইতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন অনুষ্টুপ্‌ছন্দের দেবতা সোম, স্বর গান্ধার, বর্ণ [রং] পিশঙ্গ এবং গোত্র গৌতম। অনুষ্টুপের সহিত সোমাদির এই সম্পর্ক প্রায়িক।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার

অনুষ্টুব্‌গর্ভা—স্ত্রী°, বৈদিক ছন্দো-বি°। ইহা উষ্ণিক্ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার পাদ চারিটী—প্রথমটীতে পঞ্চমাত্রা ও অবশিষ্ট তিনটীর প্রত্যেকটীতে আট মাত্রা থাকে। 'আদ্যঃ পঞ্চাক্ষরঃ পাদ উত্তরেঽষ্টাক্ষরাস্ত্রয়ঃ। অনুষ্টুব্‌গর্ভৈব সোষ্ণিক্সাগস্ত্যেঽস্তি পিতুঃ স্থিতি ॥'— ঋ° (প্রাতি°) ১৬. ২৬ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥

অনুষ্টোভন—[অনু + √স্তুভ্‌ + ল্যুট্‌] ক্লী°, প্রশংসার পরে, প্রশংসাকে অনুসরণ করিয়া ॥ বো-রো° ॥ [অনুষ্টুপ্‌ দ্র°]

অনুষ্ট্র—[নঞ্‌তৎ] দুষ্ট উষ্ট্র, অযোগ্য উট ॥ গোল্ড° ॥

অনুষ্ঠ—[অনু + √স্থা + ক ; স্ত্রী—া] যথাক্রমে স্থিতিশীল, পার্শ্বে স্থিতিবান্‌। 'অভীন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে'—ঋ° ১. ৫৪. ১০ ॥ বো-রো° ॥ ~াতব্য—[অনু + √স্থা + তব্য কর্ম] বিণ, অনুষ্ঠেয়, করণীয়, স্থাপনের যোগ্য। ~াতা—[পুং°-ষ্ঠাতৃ। অনু + √স্থা + তৃচ্‌ কর্তৃ] বিণ, যে অনুষ্ঠান করে, অনুষ্ঠানকারী।—অ° ১৫. ৪. ১ ; 'চাণক্যমতবিত্তদনুষ্ঠাতা চ'—পঞ্চত° ২৫৩. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ~াপক—অনুষ্ঠানকারী। ~াপন—কোন কার্য সম্পাদন। ~ায়ী-[পুং°-য়িন্‌ ; অনু + √স্থা + ণিন] কাজ করিতেছে এরূপ।

অনুষ্ঠান,—[অনু + √স্থা + ল্যুট্‌ ভা] ১ ক্লী°, কর্মারম্ভ, করণ। 'যদি তয়াবশ্যমেব সমুদ্রেণ সহ বিগ্রহানুষ্ঠানং কার্যম্‌'—পঞ্চত° ৭৯. ২২ ॥ বো-রো° ॥ ২ ধর্মসাধন, ধর্মাচরণ। 'উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্‌'—শকু° ৪. ১৪৩ ; 'অস্য নিত্যমনুষ্ঠানম্‌'—মনু° ৭. ১০০ ; 'ন্যায্যমনুষ্ঠানম্‌'—উত্তর° ৫. ২১ ; 'তৎকর্মানুষ্ঠানম্‌'—যাজ্ঞ° ৩. ১০৬ ; 'কোঽপি বধোপায়শ্চিন্ত্যো যস্যানুষ্ঠানেন'—পঞ্চত° ১ ; হিতো° ১. ১০৩ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ ধর্মকর্ম, শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম। 'অনুষ্ঠানৈর্ধর্মৈর্নৈষ্ঠিকানাঃ'—পঞ্চত° ২. ১০২ ; 'পলায়নমপ্যশক্যানুষ্ঠানম্‌'—হিতো° ১৮. ১৫। ৪ যজ্ঞবিশেষের কার্য, যেমন—পশ্বনুষ্ঠান। ~ক্রম—যে নিয়মে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান হয়। ~শরীর—[সাংখ্যদ°] সূক্ষ্ম শরীর (লিঙ্গশরীর) এবং স্থূল শরীরের মধ্যস্থ কর্মময় শরীর। এই শরীর পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা গঠিত এবং ইহা সূক্ষ্ম শরীরের আধার। —Cobr. Misc. Ess. ii. 246. ॥ বো-রো° ॥ ~স্মারক—ধর্ম-কর্মের স্মরণকারী।

অনুষ্ঠান,—১ বৈদিক শ্রৌতগ্রন্থবি°। —Cat. Sans. Mss. ASB, 10. ২ রাজা রামমোহন রায়-কৃত একটী নিবন্ধ ; রাজনারায়ণ বসু-সংগৃহীত (১৯০৫ খ্রী°)। রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙলা গ্রন্থাবলীতে সঙ্কলিত হইয়াছে (পৃ° ৪১৬-২৩) ।—IOC, rd. ed., 1938, ii.pt-i, 1331, ASB. 1969, 141 ॥ Cat. Cat. ॥ ~পদ্ধতি—১ ধর্মগ্রন্থবি°।—K. 164 ॥ Cat. Cat. ॥ ২ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থবি°। মলয়লম-ভাষায় রচিত (বিদ্যাকল্পতরু প্রেস, কালপট্টি পালঘাট, ১৯০৪)। —ঐ। ~বিধি—গ্রন্থবি°। ইহার পুঁথি মাগধী ভাষায় রচিত।—Peter. i. 33 ॥ Cat. Cat. ॥

অনুষ্ঠি—[বৈদিক] নির্দিষ্ট ক্রমে, পর পর। ॥ গোল্ড° ॥

অনুষ্ঠু—[বৈদিক] ১ যথাক্রমে। 'প্রশাসদ্ধি দধাবনুষ্ঠু'—ঋ° ১. ৯৫. ৩ ; 'নমস্তে অস্তু নারদানুষ্ঠু বিদুষে বশা'—অ° ১২. ৪. ৪৫ ॥ বো-রো° ॥

অনুষ্ঠুয়া—[বৈদিক] যথাক্রমে। 'উভা শংসা সূদয় সত্যতাতেঽনুষ্ঠুয়া কৃণুহ্যহ্বয়াণ'—ঋ° ৪. ৪. ১৪ ॥ বো-রো° ॥

অনুষ্ঠ্যা—অব্য°, ১ পার্শ্বে স্থিত। 'যদেবানুষ্ঠ্যা চক্ষুষা প্রজানাত্যথ প্রজানাতি'—ঐ-ব্রা° ১. ৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ অতি শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ। 'অনুষ্ঠ্যা চ যজেতি যদাহ সুযজা চ যজেতি'—শ-ব্রা° ১. ৪. ২. ১৭ ; 'ষড়্‌বিংশতিরস্য বঙ্‌ক্রয়স্তা অনুষ্ঠ্যোচ্চ্যাবয়তাৎ'—ঐ-ব্রা° ২. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অনুষ্ঠ্যুত—[অনু + √ষ্ঠিব্‌ + ক্ত কর্ম] বিণ, অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর-সম্বন্ধ।

অনুষ্ঠেয়—[অনু + √স্থা + যৎ কর্ম] বিণ, সম্পাদ্য, করণীয়। 'বিদর্ভগতমনুষ্ঠেয়ম্‌'—মালবি° ৫ ; 'ময়া তু যদনুষ্ঠেয়ম্‌'—রা° (গো°) ৪. ৬. ২০ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥

অনুষ্ণ—১ [বহু°] বিণ, উষ্ণভিন্ন, শীতল। 'অনুষ্ণৈরানন্দাশ্রুবিন্দুভিঃ'—রঘু° ১২. ৬২ ॥ শব্দ° আপ্‌° ॥ ২ [নঞ্‌তৎ] অলস।—অম° ২. ১০. ১৯ ; অভি° ৩. ৮৪ ॥ বো-রো° ॥ ৩ ক্লী°, উৎপল nymphaea

caerulea.--রাজনি° ॥ শব্দ° গোল্ড° ॥ ~ক =অনুষ্ণ। 'অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্মবিৎ'— মনু° ২. ৬১। ~গু— ১ বিণ, স্নিগ্ধকিরণযুক্ত ॥ গোল্ড° আপ্° ॥ ২ চন্দ্র ॥ গোল্ড° ॥ ~বল্লিকা—১ স্ত্রী°, নীলদূর্বা panieum dactylon. —রাজনি° ব. ৮ ॥ শব্দ° ॥ ~ রশ্মি— সোমের নামবি°। —মৎস্যপু° ১৭৬. ৮। ~া— মহাভারতোক্ত নদীবি° । নামান্তর—অনুষ্টা, অতিকৃষ্ণা ।— মহা° ৬. ১. ২৪। ~াশীত—[অনুষ্ণ+ অশীতদ্বন্দ্ব] নাতিশীতোষ্ণ, উষ্ণও নহে শীতলও নহে ॥ গোল্ড° ॥

অনুষ্যন্দ—পশ্চাদ্বর্তী চক্র a hind wheel.—শ-ব্রা° ৫. ৪. ৩. ২৪।

অনুষ্বধ—[বৈদিক। স্বধামনু, স্বধয়া সহিতঃ] বিণ, ১ খাদ্যের (যেমন ঘৃতের) সহিত। ২ সোমের নামবি°। ৩ অব্য°, খাদ্যের ভিতর দিয়া, ভোজনদ্বারা। ৪ প্রতি যজ্ঞের পরে, প্রতি বলির পরে। 'অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে'—ঋ° ১. ৮১. ৪ ; ২. ৩. ১১, ৪৭. ১। 'পত্নীবতস্ত্রিংশতং চোশ্চ দেবানুষ্বধ মাবহ মাদযস্ব ॥ গোল্ড° ॥ ৫ স্বেচ্ছায়, নিজের ইচ্ছানুযায়ী ॥ আপ্° ॥

অনুসংযান—অমাত্য-প্রমুখ প্রধান রাজকর্মচারীদের সরকারী পরিদর্শন-সম্পর্কিত সফর-বি°। সম্রাট্ অশোকের ধৌলি ও জৌগড়-অনুশাসনে দেখা যায় যে, প্রতি ৫ বৎসর অন্তর যুক্ত (=প্রাদেশিক রাজ-কোষের কর্মচারিবি°), রজ্জুক (=রজ্জুগ্রাহক অমাত্য, সম্ভবতঃ revenue settlement officer) ও প্রাদেশিক (=প্রদেশের শাসনকর্তা) কর্মচারিগণকে এক বার করিয়া অনুসংযানে অর্থাৎ পরিদর্শনার্থ ভ্রমণে বহির্গত হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। [অনুশাসন. দ্র°]

অনুসংবৎসর–অব্য°, প্রতি বৎসর। বৎসরে বৎসরে।

অনুসংবরণ—[অনু - সম +√বৃ+ ল্যুট্] ক্লী°, যথাক্রমে গোপন।

অনুসংসর্প—অব্য°, প্রতি মিলনে, প্রতি সংযোগে। 'মুখ্যাসনেভ্যোঽনুসংসর্পভিতরাণি'—কা-শ্রৌ° ২৪. ৪, ৪ ।

অনুসংসাবক থের — অর্হৎ-বি°। ইঁহার এক অতীত জীবনে ইনি বুদ্ধ বিপস্সীকে এক চামচপূর্ণ অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন।—অপ° ১. ২৪৭ ॥ MDPP ॥

অনুসংহিত—[অনু-সম+√ধা+ক্ত কর্ম] ১ বিণ, যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। 'অহিংসা সর্বধর্মানুসংহিতা'—মহা° ১৩ ১১৪. ১৯ ; বাক্যমর্থধর্মানুসংহিতং বাক্যম্—রা° (গো°) ৫. ৪৭. ২১ ॥ আপ্° ॥ ২ অব্য°, সংহিতার মধ্যে, সংহিতা-অনুযায়ী। 'অথৈকে প্রাহুরনসংহিতং তৎপরায়ণে প্রবচনং প্রশস্তম্'—ঋ° (প্রাতি°) ১৫. ১৬।

অনুসঞ্চরণ–১ অনুসরণ। ২ অব্য°, আসবার প্রতি অবসরে।

অনুসন্ধান—[অনু - সম+√ধা + ল্যুট্ ভা] ক্লী°, ১ অন্বেষণ। ২ চেষ্টা। 'কাব্যানুসন্ধানবলাৎ'— কাব্যপ্র° ॥ শব্দ° ॥ ৩ প্রশ্ন, পরীক্ষা। ৪ মন্ত্রণা, স্থিরীকরণ। 'দুর্গানুসন্ধানে কো নিযুজ্যতাম্'—হিতো° ৩। ৫ মতলব। ৬ উপযুক্ত সংযোগ ॥ আপ্° ॥ ৭ (বৈশেষিক মতে অনুমানবাক্যের বা syllogism-এর) চতুর্থ স্তর, উপনয়। ৮ গবেষণা। ~ী–[মু°-নিন্, স্ত্রী—-নিনি] বিণ, ১ অনুসন্ধানদক্ষ, অন্বেষণ-পটু। অনুসন্ধানযুক্ত। ২ [বা°] যে সকল বিষয়ের খোঁজ রাখে।

অনুসন্ধায়ী–[মু°-য়িন্ ; স্ত্রী—য়িনী] বিণ, অনুসন্ধানকারী।

অনুসান্ধ–স্ত্রী°, গুপ্ত পরামর্শ।

অনুসন্ধিৎসা–[অনু - সম্+√ধা+ সন+অ ভা ; স্ত্রী -আপ্] স্ত্রী°, অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা।

অনুসন্ধেয়—[অনু - সম্+ √ ধা+ যৎ কর্ম] বিণ, ১ অনুসন্ধানের যোগ্য। অন্বেষণীয়।—কা-শ্রৌ° ২৪. ৬. ৪৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ চিন্তনীয়। 'পুরাবৃত্তকথা অনুসন্ধেয়া'—কুমার° ১. ২১ (মল্লিনাথ-টীকা)।

অনুসন্ধ্য—অব্য°, প্রতিসন্ধ্যা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়।

অনুসময়—(বাক্যের) নিয়মিত অথবা যথাযথ সংযোগ ॥ আপ্° ॥

অনুসমাপন—ক্লী, বিধিমত সমাপ্তি। 'পূর্ববদনসমাপনম'—কা-শ্রৌ° ২৪. ৬. ৪৭ ॥ বো-রো° ॥

অনুসমুদ্র—অব্য°, সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে, সমুদ্রের সহিত। — পা° ৪. ৩. ১০ ॥ বো-রো° ॥

অনুসম্প্রাপ্ত—[অনু — সম— প্র + √আপ্ +ক্ত কর্তৃ। স্ত্রী—া] বিণ, উপস্থিত, উপাগত ॥ ব-শব্দ° ॥

অনুসম্বদ্ধ—[অনু - সম্+ √ বন্ধ্ + ক্ত বিণ, সংলগ্ন।

অনুসয় সুত্ত—মানবমনের কপট বৃত্তিগুলি ('অনুসয়া') কিভাবে আয়ত্তে আনা যাইতে পারে সে-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে রাহুলের নিকট এই সুত্ত প্রকাশ করা হয়। —সং-নি° ২. ২৫২। [রাহুল সুত্ত দ্র°] ২ এই সুত্তে দেখান হইয়াছে, অনুনয় অর্থাৎ কপট বৃত্তিনিচয়ের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।—ঐ ৫. ২৮। ৩ পঞ্চ ইন্দ্রিয় আয়ত্তে আনিলে অনুসয়গুলির উচ্ছেদসাধন হয়, তাহাই এই সুত্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—ঐ, ২৩৬। ৪ প্রাণায়ামে অনুসয়নিচয় নির্মূল হয়, ইহাই এই সুত্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।—ঐ, ৩৪০। ৫ কিভাবে অনুসয়সমূহ নির্মূল করিতে হয় তাহার উপদেশ এই সুত্তে প্রচার করা হইয়াছে।—ঐ, ৪. ৩২ ॥ MDPP ॥

অনুসর—[স্ত্রী—ী] ১ অভিসর, পশ্চাদ্-গমন। ২ [অনু + √সৃ + অচ কর্তৃ] বিণ, পশ্চাদ্গামী, অনুযায়ী। 'অনুসরৈ রাজ্ঞঃ'— বেতাল° ২০. ৬। ৩ [বা° সকর্মক ধাতু। স° অনু + √সৃ>প্রা° অনুসর>হি° মরা°, গুজ° অনুসর] অনুসরণ করা। 'শৈশবকাল ধরি তুয়া পদ অনুসরি অবহু অধিক অনুগতি'—শ্রীকৃষ্ণম° ৮৪।

~ণ—[অনু + √ সৃ + ল্যুট্, ভা] ক্লী°, ১ অনুগমন। 'সদ্‌গুণানুসরণে' — সা-দ° ৫৪. ২১। ২ লক্ষ্য লইয়া গমন, কোন আদর্শ বা প্রণালী ধরিয়া চলা। 'ক্রন্দনানুসরণং ক্রিয়তাম্'—হিতো° ৯৮. ২১ ; 'কনকসূত্রানুসরণপ্রবৃত্তৈ রাজপুরুষৈঃ' — হিতো° ৬৮. ১৩। ৩ উপরোধ, আবরণ। 'ইন্দোঃ—স্বদনুসরণ'—মেঘ° উ° ২৩।

অনুসবন—অব্য°, ১ প্রতি মুহূর্তে ॥ আপ্‌° ॥ ২ যজ্ঞীয় স্নানের পরে। ৩ সোমের পশ্চাৎ। 'অনুসবনমেনমালভেরন্'—কা-শ্রৌ° ২৫. ১৩. ২৬ ; 'অনুসবনং ব্রহ্মা গৃহপতিশ্চ'—ঐ, ২১ ॥ বো-রো° ॥

অনুসাম—[সাম অনুগত] বিণ, মিত্রভাবাপন্ন। — পা° ৫. ৪. ৭৫ ; বোপ° ৬. ৭৬।

অনুসায়ম্—অব্য°, প্রতি সন্ধ্যায়।

অনুসার—[অনু + √ সৃ + ঘঞ্, ভা] বিণ, ১ অনুসরণ, অনুযান, অনুক্রম। 'অথ লোহবিবিং বক্ষ্যে লোহশাস্ত্রানুসারতঃ'— বৈদ্যকসুখবোধ ॥ শব্দ° ॥ 'ততো মার্গানুসারেণ গত্বা' – রা° (গো°) ২. ৪৭. ১৩। 'ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীব যাসি'—মৃচ্ছ° ১. ১৭ ; 'শব্দানুসারেণাবলোক্য'—শকু° ৭. ৫২। ২ অনুসারে। 'ধর্মশাস্ত্রানুসারেণ'—যাজ্ঞ° ২. ১ ; 'কিরণানুসারগলিতেন'—কাদ° ১৩৭। ৩ আচার, রীতি। 'অনুসারাদধিকা (বৃদ্ধিঃ)'—মনু° ৮. ১৫২ ॥ আপ্‌° ॥ ৪ প্রতিষ্ঠিত অধিকার ॥ আপ্‌° ॥ ৫ কোন কিছুর স্বাভাবিক অবস্থা, প্রকৃতি ॥ আপ্‌° ॥ ৬ পরিণাম, ফল ॥ আপ্‌° ॥ ~ক—বিণ, পশ্চাদ্‌গামী, অনুগামী। ~ণা— [অনু + √ সারি + অন + স্ত্রী আপ্] স্ত্রী°, পশ্চাৎচালনা, অনুধাবন ॥ 'তস্মাৎপলায়মানানাং কুর্যান্নাত্যনুসারণাম্'—মহা° ১২. ॥ আপ্‌° ॥ ~তঃ—[মূ°-তস্] অব্য°, অনুসারে, অনুযায়ী ॥ আপ্‌° ॥ – ী— [মূ°-রিন্ ; অনু + √ সৃ + ণিন্ কর্তৃ] বিণ, অনুসরণকারী। 'তামভ্যগচ্ছদ্রুদিতানুসারী'—রঘু° ১৪ ০ ; 'মৃগানুসারিণং পিনাকিনম্'—শকু. ১. ১ ; 'পরিমলঃ পবনানুসারী'—দশকু° ৯১। ২ অনুসন্ধান, অন্বেষণ। —মনু° ৭. ১০২ ; পঞ্চত° ১. ৭০ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ ব্যবহারী, ব্যবহারকারী। —'যথাশাস্ত্রানুসারী' ॥ মনু° ৭. ৩১।

অনুসাসিক জাতক—পালি জাতকের ১১৫ সংখ্যক জাতক। জেতবনে এই জাতক প্রচার করা হয়। এই জাতকে এক লুব্ধা ভিক্ষুণীর কাহিনী ও তাহার পূর্ববর্তী জীবনে 'অনুসাসিকা' নামে পক্ষীর অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত লুব্ধা ভিক্ষুণী অন্যান্য ভিক্ষুণী যে স্থানে গমন করে নাই, অধিক পাইবার আশায় সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষা করিত। যাহাতে অন্যান্য ভিক্ষুণী তথায় গিয়া ভিক্ষা করিতে না পারে তজ্জন্য সে উক্ত স্থান বিপৎসঙ্কুল জানাইয়া তাহাদিগকে তথায় যাইতে নিবৃত্ত করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দিন ভিক্ষা করিবার সময় একটা ভেড়া তাহার একটা পা খোঁড়া করিয়া দেয় ; ফলে তাহার সেই গোপন ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই ভিক্ষুণীই তাহার পূর্বজন্মে অনুসাসিকা নামক পক্ষী ছিল। ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর অধিপতি তখন বোধিসত্ত্ব পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পক্ষিকুলের অধিপতি হন এবং সহস্র সহস্র অনুগামী পক্ষী লইয়া হিমালয়দেশে আগমন করেন। এই পক্ষিযূথের মধ্যে অনুসাসিকা নামক পক্ষীটী ছিল। সে দূরস্থানে গোপনে খাদ্যসংগ্রহের জন্য গমন করিত। পাছে অন্যান্য পক্ষী তাহাতে ভাগ গ্রহণ করে সেই আশঙ্কায় সে তাহাদিগকে সেই পথে নানারূপ বিপদ্ আছে এইরূপ ভান দেখাইয়া যাইতে দিত না। একাকী খাদ্যান্বেষণে যাইত বলিয়া অন্যান্য পক্ষীরা তাহাকে অনুসাসিকা বলিত। একদা অনুসাসিকা খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া পথে শস্যাদি দেখিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। দূরে একটী শকট দেখিয়া সে ভাবিল যে উহা আসিয়া পড়িবার পূর্বেই সে উদর পূর্ণ করিয়া লইবে। কিন্তু শকটটী দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। এইভাবে তাহার মৃত্যু হইল। সমস্ত পক্ষী স্বস্থানে ফিরিবার পর পক্ষিরাজ বোধিসত্ত্ব দেখিলেন যে, অনুসাসিকা ফেরে নাই। তখন অন্যান্য পক্ষীদের তাহার সন্ধানে পাঠান হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া তাহার পরিণতি দেখিল।—জা° ১. ৪২৮-৩০ ॥ MDPP ; Fous.Jataka ॥

অনুসাসিকা — জাতক-বর্ণিত পক্ষিবি° [অনুসাসিক জাতক দ্র°]।

অনুসিস্—জাতকোল্লিখিত সন্ন্যাসিবি°। বোধিসত্ত্ব জোতিপাল বা সরভঙ্গের প্রধান শিষ্য। অনুসিস্‌সকে আনন্দের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। সক্ক ও বিভিন্ন নৃপতি তাঁহাদিগের সন্দেহসমূহের নিরসনের জন্য যখন সরভঙ্গের সহিত আলোচনা করিতে আসেন, তখন সতীর্থগণের অনুরোধে অনুসিস্‌স তাঁহাদিগের সহিত সরভঙ্গের পরিচয় করাইয়া দেন। —জা° ৩. ৪৬৩, ৪৬৯ ; ৫. ১৩৩-৪০, ১৫১ ॥ MDPP ; Francis & Neil : Jataka ॥

অনুসুয়ে—[অনুসময়ে, অপ্র°] ঠিক তখন।

অনুসূচক— [অনুসূচি + ণ্বুল কর্তৃ] বিণ, ব্যঞ্জক, দ্যোতক।

অনুসূয়া—১ দক্ষের কন্যা ও অত্রির পত্নী। ২ শকুন্তলার প্রিয় সখী। [অনসূয়া দ্র°]

অনুসৃত—[অনু + √ সৃ + ক্ত কর্ম] বিণ, অনুগত, কৃতানুসরণ।

অনুসৃতি—[অনু + √ সৃ + ক্তিন্ ভা] স্ত্রী°, ১ অনুগমন। 'নীতিমার্গানুসৃতি'—সা-দ° ৭১. ১৪। ২ ['অনুসরতি কুলান্তরম্] অসচ্চরিত্রা স্ত্রী, কুলটা ॥ আপ্‌° ॥

অনুসৃষ্ট—বিণ, যথাক্রমে সৃষ্ট ॥ আপ্‌° ॥

অনুসৃষ্টি—স্ত্রী°, ১ যথাক্রমে উৎপন্ন। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্না রমণী।

অনুসেবী—[সৃ°-বিন্] বিণ, অভ্যাসশীল, অনুক্ষণ দর্শনশীল। 'ক্রূরকর্মানুসেবিনীম্' —রা° (গো°) ২ ৪৯. ৫ ‖ বো-রো° আপ.° ‖

অনুসৈন্য—[সৈন্যমনুগতম্] সৈন্যের পশ্চাৎ শ্রেণী rear-guard.

অনুস্রোত সুত্ত—স্রোতাপন্ন, স্রোতবিরুদ্ধ, স্রোতরুদ্ধ ও স্রোত অতিক্রমকারী এই চারি শ্রেণী লোকের বিষয় এই সুত্তে আলোচিত হইয়াছে।—অঙ্গু-নি° ২. ৫ই° ‖ MDPP ‖

অনুসোম—অব্য°, সোমের পশ্চাৎ, সোমের সহিত।—কা-শ্রৌ° ১০. ৯. ২৯।

অনুস্কন্দ—অব্য°, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া। 'গেহং গেহমনুস্কন্দমনুস্কন্দম্'—পা° ৩. ৪. ৫৬ (কাশিকা)।

অনুস্তরণ—চতুর্দিকে ছড়ান।

অনুস্তরণী—[বৈদিক] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বলি দিবার গাভী। ঋত্বিগ্‌গণ যে সোমের অভিষব করেন, তাহাতে সোমকে বধ করা হয়। এই সোমের উদ্দিষ্ট চরুকে মৃত সোমের অনুস্তরণী গাভীস্বরূপ করা হইয়া থাকে। এই অনুস্তরণী পিতৃগণের যোগ্যা। মৃত ব্যক্তিকে দহন করিবার সময় একটী বৃদ্ধা গাভী হত্যা করিয়া উহার অবয়ব মৃতের অবয়বে রাখিয়া একত্র দহন করিতে হয়। মৃতের অনুমরণার্থ হিংসিত হয় বলিয়া ঐ গাভীর নাম অনুস্তরণী।—ঐ-ব্রা° ৩. ৮. ৩। 'পিতৃভ্যো বা অনুস্তরণী'—ঐ, ৩. ৩২; 'অনুস্তরণ্যা বপামুৎখিদ্য শিরো মুখং প্রচ্ছাদয়েদগ্নেধর্ম পরিগাভির্ব্যয়স্ব'—আশ্ব-গৃ° ৪. ৩; কা-শ্রৌ° ২৫. ৭. ৩৪।

অনুস্তোত্র—১ ক্লী°, পশ্চাৎ প্রশংসা। ২ সামবেদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থবি°।—Ben. 18 (2) P. 6; Peter. ii. 180; Ind. St. i. 43 ‖ Cat. Cat. ‖

অনুস্নেহ—অব্য°, স্নেহপদার্থের পরে, তৈলের পশ্চাৎ। 'পাত্রে তলেন মথ্নীয়াদনুস্নেহং শনৈঃ শনৈঃ'—সুশ্রু° ২. ২২১. ৩।

অনুস্ফুর—[বৈদিক] অনুসঞ্চালন। 'অনুস্ফুরং শরমচ স্ত্যভুম্' —অ° ১. ২. ৩।

অনুস্মরণ (ক্লী°), **-স্মৃতি** (স্ত্রী°)—[অনু+√স্মৃ+ল্যুট্, ক্তি ভা] অনুচিন্তন, অনুধ্যান, সতত চিন্তন। 'তদনুস্মরণ'—রা° (গো°) ৬. ৮২. ১৩৪।

অনুস্মৃতি—১ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শঙ্করাচার্য।—Bhr. 29; Opp. ii. 12; Kh. 65. B. 4. 40. ২ গ্রন্থবি°। ইহা মহাভারত হইতে গৃহীত বলা হয়, কিন্তু মহাভারতে ইহা দেখা যায় না।—IO, 2243, 2254, 2942; Lz. 177-180; Peter. v. 167; Stein, 196; Oudh, xx. 162 ‖ Cat. Cat ‖ ~ স্তোত্র—মহাভারতের পঞ্চস্তোত্রের অন্তর্গত একটী স্তোত্র।—Mack. 58; Peter. 721; Oxf. 4b, 5a; Ben. 43 ‖ Cat. Cat. ‖

অনুস্যূত—[অনু+√সিব্+ক্ত কর্ম] বিণ, ১ সুসংলগ্ন, অনুগ্রথিত, সুন্দররূপে সেলাই করা। ২ সদা সংশ্লিষ্ট, সতত সম্বন্ধ।

অনুস্রয়ামণ—যে কৃষ্ণযুক্ত রথে চড়িয়া যায় না। 'অরং স উস্রয়ামণেহরমুস্রয়ামণে' —ঋ° ৪. ৩২. ২৪।

অনুস্বান—[অনু+√স্বন্+ঘঞ্ ভা] অনুরূপ শব্দ, অনুগত ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।—সা-দ° ৪. ৬; কা-প্র° ৪. ৭।

অনুস্বার—অথর্বপ্রাতিশাখ্য ও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে অনুস্বার বিশুদ্ধ অনুনাসিক স্বরবর্ণ। অথর্বপ্রাতিশাখ্য-মতে 'ন' বা 'ম' স্থানে অনুস্বার হয় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ অনুনাসিক হইয়া থাকে। অথর্বপ্রাতিশাখ্যে অনুস্বারের নাম নাই; কিন্তু অনুস্বারের নাম না থাকিলেও অন্যান্য ব্যাকরণে অনুস্বারের যে কার্য হয় তাহা বিবৃত আছে। পাণিনি বলেন, ম-কারের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ যে ধ্বনিতে পরিণত হয় সেই ধ্বনির নাম—অনুস্বার। 'মোঽনুস্বারঃ'—৮. ৩. ২৩। টীকাকার ভট্টোজি দীক্ষিত ইহাকে নাসিকা হইতে উদ্ভূত বিশুদ্ধ অনুনাসিক ধ্বনি (sound) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথর্বপ্রাতিশাখ্যও ইহাকে ম-কারের লোপ এবং পূর্ব স্বরবর্ণের অনুনাসিকত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। যজুঃপ্রাতিশাখ্যে অনুস্বারকে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'অং ইত্যনুস্বারঃ' (৮. ১১) এই সূত্রে দেখান হইয়াছে যে, অনুস্বারের পূর্বে স্বর থাকে। পাণিনির 'মোঽনুস্বারঃ'ই এখানে 'অনুস্বারঃ রোমনুমকারঃ' (৪. ১) এই সূত্রে পরিণত হইয়াছে। অতএব উভয় স্থানেই দেখা যাইতেছে যে, ম-কারই অনুস্বারে পরিণত হয়; সুতরাং ইহাকে স্বর না বলিয়া ব্যঞ্জন বলাই সঙ্গত। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য-মতেও পদান্ত ম-কার অনুস্বারে পরিণত হয়—'মো-বিন্দুরবসানে'। কিন্তু মাত্রা-হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাকে স্বর বলাই সঙ্গত বোধ হয়। অনুস্বার দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্র, কিন্তু ব্যঞ্জনকে ছন্দোগ্রন্থে অর্ধমাত্র বলা হইয়াছে। যথা, 'একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ত্রিমাত্রস্তু ভবেৎ প্লুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্ ‖ অনুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গশ্চ গুরুর্ভবেৎ। উকারোঽচহ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ' (১. ২. ২৭) এই পাণিনি-সূত্রও পূর্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করে। প্রাতিশাখ্য-মতেও অনুস্বারের উচ্চারণস্থান নাসিকা। সর্বত্রই দেখা যাইতেছে ইহা ম-কার, আর ম-কারেরই বিশেষ রূপপরিবর্তনে ইহার জন্ম। উভয় ক্ষেত্রেই অনুস্বারকে কোন মূল অনুনাসিক স্বর বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। অনুস্বারের নিজের শরীর নাই—পরের আশ্রয়ে ইহার সত্তা ফুটিয়া ওঠে। অন্য বর্ণকে আশ্রয় করিয়া ইহা নিজ বপু প্রকটিত করিয়া থাকে। চারায়ণীয় শিক্ষা এই কথা বলিয়াছে; এই শিক্ষার উক্তি এইরূপ—

'অনুস্বারো বিসর্গশ্চ
কলপাঠঃ প্লুতা যমাঃ
জিহ্বামূলং উপাধ্মা চ
ষোড়শৈতে পরাশ্রয়াঃ।
অশরীরাস্তু যে বর্ণা
বিজ্ঞেয়াস্তু পরাশ্রয়াঃ

অন্ত্যং বর্ণং সমাশ্রিত্য
দর্শয়ন্তি নিজং বপুম্॥'—১. ১।

কচ্চায়নও তাঁহার পালি ব্যাকরণে অনুস্বারকে 'নিগ্গহীত' বা arrested 'ম' বলিয়াছেন—'অম্ ইতি নিগ্গহীতং নাম'—১. ১৮।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনুস্বারব্যবায় — অনুস্বারদ্বারা কৃত (দুইটী স্বরের মধ্যবর্তী) ব্যবধান॥ গোল্ড°॥

অনুস্বারাগম—অনুস্বার-বৃদ্ধি, বর্ধিত অনুস্বার, সংযোজিত অনুস্বার॥ গোল্ড°॥

অনুস্সতি,—১ পালি পিটকের সুত্তবি°। ইহাতে ছয়টী বিধানের বিষয় বলা হইয়াছে।—অঙ্গু-নি° ৩. ২৮৪। ২ এই সুত্তে পূর্বসুত্তের বিধানের ছয়টী বিস্তৃত আলোচনা আছে। —ঐ, ৩. ৩১২ই°॥ MDPP॥

অনুস্সতি,—অভিধম্ম-সংগহের টীকা 'বিশুদ্ধি মগ্গে' উল্লিখিত ৪০টী কম্ম-ঠানের অন্যতম। ত্রিরত্ন, নৈতিক অবস্থা, উদারতা, দেবগোষ্ঠি, মৃত্যু, দেহ, প্রাণায়ামের সাধনা ও শান্তভাব—এই কয়টীর উপর দশটী স্মৃতি 'অনুস্সতি' নামে কথিত হয়।

[K. J. Saunders: Epochs in Buddhist History, Chicago 1924, 6. 11]

অনুহ—বিভ্রাজের পুত্র ও ব্রহ্মদত্তের পিতা [অণুহ দ্র°]।

অনুহরণ—[অনু+√হৃ+ল্যুট্ ভা] ক্লী°, সদৃশীকরণ, রূপ বেশ ভাষা প্রভৃতির দ্বারা অনুকরণ॥ গোল্ড°॥

অনুহার—[অনু+√হৃ+ঘঞ্ ভা] ১ অনুকার, সদৃশীকরণ॥ অম°॥ ২ উপমা॥ অভিধা° শব্দ°॥ ৩ পশ্চাৎ হরণ॥ অম°॥ ৪ গ্রহণ, স্বীকরণ।—সা-দ° ১০. ৯১। ~ক—[অনু+ √হৃ+ণ্বুল কর্তৃ] বিণ, অনুকারক, সদৃশীকরণ-বিধায়ক॥ অভিধা° ১২৪৮॥ ~ী — [সু°-রিন্] অনুকরণ-কারী, যে অনুকরণ করে।

অনুহার্য—১[অনু+√হৃ+ণ্যৎ কর্ম] বিণ, অনুকরণের যোগ্য, সাদৃশ্যের যোগ্য।—অম° ২. ৭. ৩১। ২ মাসিক শ্রাদ্ধ॥ আপ°॥

অনুহোড়—অব্য°, ১ হোড় নামক নৌকা। ২ যান-বি°॥ গোল্ড°॥

অনুহ্রাদ, অনুহ্লাদ —১ দৈত্য-বি°। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্রের (প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ) অন্যতম।—মহা° ১. ৬৬. ১৮; মৎস্যপু° ৬. ৮; অগ্নিপু° ৯. ৭; কূর্মপু° ১৬. ৪৬; বিষ্ণুপু° ১. ১৫. ১৪১-২। ইঁহার মাতা কয়াধু।—হরি° হরি° ৩. ৭২; ভা° ৬. ১৮. ১২। হরিবংশের (হরি° ৩. ৭৪) মতে অনুহ্লাদের পুত্র আয়ুঃ, শিবি ও কাল। ভাগবতের (৬. ১৮. ১৮) মতে অনুহ্রাদ (অনুহ্লাদ) ও সূর্যার পুত্র বাস্কল ও মহিষ। অগ্নিপুরাণে (১৯. ৮) দেখা যায়, হ্লাদের পুত্র হ্রদ এবং হ্রদের পুত্র আয়ুঃ, শিবি ও বাস্কল। আবার মৎস্যপুরাণ-(৬. ৯) মতে আয়ু, শিবি ও বাস্কল প্রহ্লাদের পুত্র; বিষ্ণুপুরাণে (১. ২১. ১) ইঁহাদিগকে সংহ্লাদের পুত্র বলা হইয়াছে। বিষ্ণু নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইনি ও ইঁহার অপর দুই ভ্রাতা হ্লাদ ও সংহ্লাদ পিতার সাহায্যার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেবল প্রহ্লাদ যুদ্ধ করেন নাই। তিন ভ্রাতাই হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে নৃসিংহ-হস্তে নিহত হন।—কূর্মপু° ১৬. ৭৪। অনুহ্লাদ নরলোকে মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।—মহা° ১. ৬৭. ৭। ইঁহার কন্যা ভদ্রাকে গুহ্যকদিগের পিতামহ রজতনাভ নামক যক্ষ বিবাহ করেন।—বায়ুপু° ৬৭. ৬৯। ২ দেবরাজ ইন্দ্রের শক্র। ইনি ইন্দ্রপত্নী শচীর পিতা পুলোমার অনুমতিক্রমে শচীকে হরণ করেন। অনুহ্লাদ ও পুলোমা উভয়কে ইন্দ্র নিহত করিয়াছিলেন।—রা° ৭. ৩৩।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনু,—বর্মার মূল কুকি-চিন জাতির দক্ষিণ চিন শাখার ভাষা। এই ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৮০০।—IG, i. 393.

অনূ,—বর্মার আরাকান অঞ্চলের একটী ক্ষুদ্র পর্বতীয় জাতি। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একটা কিছু জানা যায় না, কারণ ইহাদের বাসভূমিতে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য। তবে আরাকান পর্বতের সানুদেশে যে কয়টী গ্রামে তাহারা বাস করে সে সমস্ত স্থানে ইহাদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা অপর পর্বতীয় জাতি খমীদের মত বেশভূষা করে, তবে খমীদের অপেক্ষা ইহাদের কথ্যভাষা আরও স্পষ্ট। মৃতদেহকে ইহারা জঙ্গলের মধ্যে সমাধিস্থ করে।—Brit. Burma. Gaz., ii., 61.

অনূকভেৎ—বর্মার তাভয় জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত স্থান-বি°। 'অনূকভেৎ' অর্থে পশ্চিমাংশ, জেলার পশ্চিমাংশ এই অর্থেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। জেলার সীমান্তে ইহা দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। সমগ্র দৈর্ঘ্যে একটী ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী আছে, কোনও স্থলে উহার উচ্চতা ৫০০ ফুটের বেশী নহে। উহার পার্শ্ব দিয়া তাভয় নদ প্রবাহিত। উত্তর দিকে আরও নিম্ন একটী গিরিশ্রেণী আছে; ১৫ × ৬ হইতে ৮ মাইল একটী হ্রদও উহার পার্শ্বে অবস্থিত; তাভয় নদের সহিত উহার কোন সংযোগ নাই। উহার জলও বেশ মিষ্ট। এই হ্রদ হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বাহির হইয়াছে। একটী বালুময় নির্গমন-পথ দিয়া উহার জল সমুদ্রে পড়ে।

অনূকভেৎ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল ও 'নিপা'। কয়েকটী স্থানে লবণও প্রস্তুত হয়। এই স্থান ১২টী রাজস্ববিভাগে বিভক্ত। ইহার কোন উল্লেখযোগ্য নগর বা গ্রাম নাই।—Brit. Burma Gaz., ii. 61.

অনূক — [অনু + উচ্ সমবায়ে ক নিপাতঃ কুত্বং] ১ পৃষ্ঠের অস্থি (বক্রাধারঃ আয়তঃ পৃষ্ঠাস্থিবিশেষঃ) 'সদং চানূকং চ গৃহপতেঃ'—ঐ-ব্রা° ৭. ১। সায়ণের টীকা—'অনূকং মূত্রবস্তিঃ স্যাৎ সাসেত্যেকে বদন্তি চ'। ২ যজ্ঞীয় পাত্রবি°। মতান্তর যজ্ঞবেদীর পশ্চাৎভাগ। 'অযুগ্মাযুগ্মমধ্য-

মানূকে এ চ। অভিতো যুগ্মাঃ' — কা-শ্রৌ° ১৬. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ৩ পূর্ব জন্ম ॥ মে° শব্দ° ॥ ৪ ক্লী°, শীল ॥ অম° মে° আপ্° ॥ ৫ বংশ, জাতি।—অ° ৪. ১৪. ৮ ; ৯. ১৩. ২১ ; শ-ব্রা° ৩. ৮. ৩. ২৭ ॥ আপ্° মে° শব্দ° ॥ ৬ পুরুষের লক্ষণবি° ॥ অভি° ॥ 'ব্যাধক্ষনকুলানূকৈঃ পৈত্তিকা হি নরাঃ স্মৃতাঃ' — সুশ্রু° ১. ৩৩১ ; ১৯. ৮ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৭ স্বভাব ॥ মে° শব্দ° ॥ ~বন— পর্বতবি°। ইহা রণকুশলী পর্বতীয় জাতির আবাসস্থল ॥ গোল্ড° ॥ ~বনীয়—অনূকবন নামক পর্বতে যে যুদ্ধকুশলী জাতি বাস করে। ~া— অপ্সরোবি°। — হরি° ভবি° ৭০. ১৬। ~্য—[বৈদিক] ক্লী°, ১ অস্থি-সন্ধি।—ঋ° ১০. ১৬৩. ২ ; অ° ১১. ৩. ৯। ২ শিরোদেশের মাংস। — অ° ৯. ৬. ১ ; শ-ব্রা° ৩. ৮. ৩, ১১ ॥ গোল্ড° বো-রো° ॥

অনূকাশ—[অনু + √কাশ্ + ঘঞ্, উপসর্গস্থ দীর্ঘত্বম] ১ নিম্ন অঙ্গের ঔজ্জ্বল্য বা সৌন্দর্য (শুক্ল-যজুর্বেদের ভাষ্যকার মতে) ॥ গোল্ড' ॥ ২ (আলোর) প্রতিবিম্ব ॥ আপ্° ॥ ৩ স্বচ্ছতা ॥ গোল্ড° ॥ ৪ দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ॥ গোল্ড° ॥ ৫ শ্রদ্ধা ॥ আপ্° ॥

অনূক্ত—[অনু + √বচ্ + ক্ত কর্ম] বিণ, ১ (পাঠ) পশ্চাৎ কথিত, পুনঃ কথিত ॥ বো-রো আপ্° ॥ ২ ধর্ম-শাস্ত্রান্তর্গত। 'বেদো বান্নূক্তোঽন্যদ্বা' – শ-ব্রা° ১৪. ৪. ২. ৮ = বৃহ-উ° ১. ৪. ১৫। ৩ পঠিত। — শ-ব্রা° ৩. ২. ৪. ১৬ ; ৫. ৩. ১১ ই ॥ বো-রো° ॥

অনূক্তি—১ পশ্চাৎ বার্ত্তা, পুনঃ পুনঃ কথন ॥ অম° ॥ ২ বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন ॥ আপ্° ॥

অনূচান—[অনুবচ্-কানচ্ নিপাত— পা° ৩. ২. ১০৯ ; 'বেদস্য অনুবচনং কৃতবান্ অনূচানঃ' —শব্দ°) ১ সাঙ্গবেদাধ্যেতা, ষড়্‌বেদাঙ্গের (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ) সহিত বেদাধ্যয়নকারী। 'দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস'—শ-ব্রা° ১৪. ৫. ১. ১ = বৃহ-উ° ২. ২. ১ ; 'যোঽনূচানঃ স নো মহান্'—মনু° ২. ১৫৪ ; যাজ্ঞ° ৩. ২৪ ; ঐ-ব্রা° ৭. ২৭ 'ইদমূচুরনূচানী'—কুমার° ৬. ১৫ ॥ আপ্° মে° অভি° অম° শব্দ° ॥ ~ক = বিপ্রভেদ ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ ২ বিনীত, সবিনয় ॥ অভি° আপ্° ॥ ৩ [বৈদ্যক] উত্তম বৈদ্য। 'কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি'—বৃহ-উ° ৩. ১. ১ ॥ গোল্ড° ॥ ~া— অপ্সরোবি°। অর্জুন ভূমিষ্ঠ হইলে অনূচানা, অনবদ্যা প্রভৃতি অপ্সরোগণ আসিয়া নৃত্য-গীত করিয়াছিল। —মহা° ১. ১৩২. ৪৩।

অনূচীন—[বৈদিক] পশ্চাৎ ভাব্য, পশ্চাদ্‌গামী, ক্রমবিশিষ্ট। 'অনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্য'—ঋ° ৪. ৪৫. ২ ; শ-ব্রা° ৫. ৩. ১. ৮ ॥ বো-রো° ॥ ~গর্ভ— ক্রমপর্যায়ে উৎপন্ন, ক্রমানুসারে জন্ম ॥ আপ্° ॥

অনূচ্য — ১ [অনু + √বচ্, ক্যপ্ কর্ম] অনুবাচ্য, পশ্চাৎ কথনীয়। ২ শয্যা-পার্শ্বের তক্তা। 'দক্ষিণোত্তরয়ো দীর্ঘে খট্বাঙ্গে অনূচ্যসংজ্ঞে' — শঙ্কর। 'চতুঃস্রক্তয়ঃ পাদা ভবন্তি চতুঃস্রক্তীন্যনূচ্যানি'—শ-ব্রা° ৬. ৭. ১. ১৫ ; 'অরত্নিমাত্রাণি শীর্ষণ্যানূচ্যানি' —ঐ-ব্রা° ৮. ৫। (সায়ণ-ভাষ্যে — অনূচ্যৌ = পার্শ্বদয়বর্তিনী ফলকে) ॥ গোল্ড° বো-রো° ॥

অনূঢ়—[ন + উঢ়] যে বিবাহিত নয়। ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনে প্রধান সংস্কারগুলির মধ্যে বিবাহ অন্যতম। সৃষ্টির পূর্ণতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই বিবাহ-সংস্কার বিহিত ; ঋষিগণ ইহাকে ধর্মের সমুচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহলোক ও পরলোক— এই উভয়বিধ কল্যাণের মূল কেন্দ্ররূপে বিবাহ-সংস্কার বর্ণাশ্রম-ধর্মে নিরূপিত। শাস্ত্রে উক্ত হয়—মনুষ্য দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে।[1] শ্রাদ্ধাদি ঔর্ধ্বদৈহিক কর্ম-সম্পাদন ও তদুদ্দেশ্যে সন্তান-উৎপাদনই পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভের উপায়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত হয়—'শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ'। বিবাহ যে গার্হস্থ্য ধর্মের দ্বারস্বরূপ তাহা শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। বিবাহ না হইলে যে গৃহস্থ হওয়া যায় না— ইহা ঋগ্বেদেও (৩. ৫৩. ৪) দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যরূপ প্রথম আশ্রমের পরই দ্বিজগণ শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন। চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে শাস্ত্র স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছে। গৌতম বলেন—

'তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্' — গৌ-সূ° ৩. ২। অর্থাৎ— 'আশ্রমগুলির মধ্যে গৃহস্থই মূল, কারণ অন্য সকল আশ্রমে অপত্য সৃষ্টির অভাব রহিয়াছে।' আপস্তম্ব (৯. ২২. ২৩), বশিষ্ঠ[2] ও মনু (৩. ৭৭-৮) ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ এক বাক্যে গার্হস্থ্যশ্রমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। মনু (৩. ৭৭) বলেন—

'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ।।'

দ্বিজ ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে সমাবর্তনের পর অর্থাৎ গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বিবাহ করিয়া গৃহী হন।[3] গৃহ শব্দে স্ত্রীই নিরূপিত। শাস্ত্রে দেখা যায়—

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্
সমশ্নুতে' ॥[4]

এক্ষণে কথা হইতেছে—অনূঢ় বা অকৃতদার অবস্থায় কেহ থাকিতে পারেন কিনা এবং ধর্মশাস্ত্রে উহা সমর্থিত কিনা ? শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার :—নৈষ্ঠিক ও

১ জায়মানো হবৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋণৈ ঋণবান্ জায়তে...প্রজয়া পিতৃভ্য :—তৈ-আ° ৬. ৩. ১০. ৫।

২ চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে—৮. ১০ ; ৮. ১১ ও ১২ দ্র°

৩ ৩. ৭৮ দ্র°

৪ ভট্টভাষ্যে উদ্ধৃত স্মৃতির বচন। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃ° ১২ দ্র°]

উপকুর্বাণক। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ অবিহিত। হারীতসংহিতায় (৩. ১৪) উক্ত হয়—'ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে'। যে পর্যন্ত দেহপাত না হয়, বেদপাঠ ও আচার্যের পরিচর্যায় তাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন—এমন কি আচার্য পরলোকগত হইলে অগ্নি-পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইত।[৫] কিন্তু যাঁহারা উপকুর্বাণক ব্রহ্মচারী তাঁহারা ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া সমাবর্তন-স্নানান্তে দারপরিগ্রহ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।[৬] অবশ্য শূদ্রের পক্ষে এক-মাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমই বিহিত :—

'গার্হস্থ্যমুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ'—বামনপু° ১১. ১৮।[৭]

অতএব দ্বিজের পক্ষে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য অবলম্বন না করিলে বিবাহ অবশ্য কর্তব্য। হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে হইবে, নচেৎ ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমী হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প বুঝিবে হইবে। যথেচ্ছভাবে বিবাহ-সংস্কারের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রানুশাসন অতিক্রম করায় পাতকদোষে দুষ্ট হইতে হয়। গার্হস্থ্য-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রকারগণ ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিবাহরূপ সংস্কার-ব্যবস্থা অবশ্য প্রতিপালনীয়। ইহাতে দম্পতি একাত্মতা লাভ করিয়া ধর্মরূপ পরম ইষ্টসাধনে অধিকতর মহত্ত্ব অর্জন করেন। গৌতমধর্মসূত্র প্রাচীন আচার্য-গণের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—গার্হস্থ্যই একমাত্র আশ্রম; 'ঐকাশ্রম্যং ত্বাচার্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাদ্‌গার্হস্থ্যস্য'—৩. ৩৫। অবশ্য যে দ্বিজ ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠায় ঐকান্তিক অনুরক্ত তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হয়—

'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' জাবাল-উ° ৪।

দক্ষ বলিয়াছেন—

'অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ ॥
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ ॥'
—দক্ষ স° ১. ১০।

অতএব অনাশ্রমী থাকা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিচ্যুত অথচ অকৃতদার হইয়া গৃহস্থাশ্রমহীন অবস্থায় জীবন-যাপন ধর্ম-বিরুদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হয়—আট-চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কাহারও স্ত্রী-বিয়োগ হইলে তাহাকে 'রণ্ডাশ্রমী' বলে।[৮] ইহাতে বুঝা যায়, সকল ব্যক্তিকেই আশ্রমী হইতে হইবে। যে স্থলে পুরুষ আশ্রমান্তরী নহে কিন্তু অবিবাহিত অথবা বিপত্নীক (অবশ্য ভবিষ্যপুরাণের মতে ৪৮ বৎসর বয়সের মধ্যে) তাহার পক্ষে পিতা বা মাতার মৃত্যু হইলে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করিয়া বিবাহের বিধান আছে।—উদ্বাহতত্ত্ব, পৃ° ১৮৯ দ্র°।

ভীষ্ম যে অনূঢ় জীবন যাপন করিয়া-ছিলেন—শাস্ত্রের বিচারে তাহা যথোচিত ভাবে সমর্থিত হইতে পারে না। কারণ তিনি স্মৃতির বিধান-অনুযায়ী গুরুগৃহে থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন করেন নাই। কিন্তু ভীষ্ম প্রভৃতি তেজঃসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ধর্মব্যতিক্রম দোষাবহ নহে এবং উহা সকলের অনুসরণীয়ও নহে বুঝিতে হইবে।[৯] কলিযুগে আশ্রম-ব্যবস্থা কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত। যথা—

'দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্যং…কলিযুগে বর্জ্যা-নাহুর্মনীষিণঃ'—বৃহন্না-পু° ৩২. ১৫।

অতএব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য যখন কলিযুগে সাধারণতঃ নিষিদ্ধ তখন সংসারে বাস করিয়া অনূঢ় জীবন-যাপনের অনুকূলে বিশেষ শাস্ত্রীয় যুক্তি নাই। কারণ, হিন্দুর গৃহস্থজীবনে যে কর্তব্যনিচয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, বিবাহ না করিলে তাহাদের কোন কিছুই সম্পন্ন হইতে পারে না। অবশ্য আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বর্ণাশ্রমধর্মের পরিণয়-সংস্কারের মূলগত উদ্দেশ্য অনেকাংশে ম্লান হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমাজের কল্যাণব্যবস্থায় বিবাহ-বিধির আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমানকালে অবিবাহিত অবস্থায় জীবনযাপনে বাধা নাই বটে কিন্তু প্রাচীন আর্য ঋষিগণের ব্যবস্থানুসারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালিত হয় না। তবে যাহারা শাস্ত্র-কর্তৃক ধর্মাচরণে অযোগ্য বলিয়া নির্ণীত—মূক, বধির, জড়, ক্লীব ইত্যাদি—তাহাদের পক্ষে বিবাহ-সংস্কারের বৈধতা-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর ও কন্যার শারীরিক, মানসিক বা অন্যান্য দোষ উল্লেখ করিয়া—শাস্ত্রকারগণ কোন কোন স্থানে বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। সেই সেই দোষযুক্ত বর বা কন্যার বিবাহ অসিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু শারীরিক বা মান-সিক অবস্থার বৈকল্য থাকায় ঐরূপ বিবাহ-সম্বন্ধ ঐহিক বা দৃষ্ট প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, শাস্ত্র বিকলেন্দ্রিয় পুরুষগণের বিবাহের প্রাশস্ত্য বিবেচনা করে না।[১০]

এই প্রসঙ্গে আরও একটা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিবার আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি অনূঢ় থাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দারপরিগ্রহে অধিকারী হয় না। সে স্থলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার

৫ 'ব্রহ্মচার্যাচার্যং পরিচরেদাশরীরবিমোক্ষাৎ। আচার্যে প্রনীতেঽগ্নিং পরিচরেৎ।'—বশিষ্ঠ-সূ° ৭. ৩-৪।

৬ 'অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্যাদ্দারপরিগ্রহম্'—সম্বর্তস্মৃ°। [উদ্বাহতত্ত্ব, পৃ° ২ দ্র°]

৭ পরাশরস্মৃতির মাধবভাষ্য, পৃ° ১৪৩ (২য় খণ্ড দ্র°)।

৮ চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ ॥
অষ্টচত্বারিংশদব্দং বয়ো যাবন্ন পূর্যতে।
পুত্রভার্যাবিযুক্তস্য নাস্তি যজ্ঞেঽধিকারিতা।
—উদ্বাহতত্ত্ব (হৃষিকেশ শাস্ত্রি-সম্পাদিত), পৃ° ১৮৯।

৯ গৌ-সূ° ১, ৩-৪ দ্র°. '। দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসং চ মহতাম্। অবরদৌর্বল্যাৎ।' (হরদত্ত-টীকা দ্র°)

১০ Krishnagopal Goswami Sastri : Development of the Law of Marriages in the Smriti Literature (Jogendra Research Thesis, C. U., 1935 ch. ii.)

পরিবেদন দোষ হয় ও তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির বিধান শাস্ত্রে নির্ণীত আছে।[১১] কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠের অনূঢ়ত্ব সত্ত্বেও কনিষ্ঠের বিবাহে পরিবেদন দোষ হইবে না। 'কর্মপ্রদীপ' বা ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন যথা—

'দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ॥
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ন দুষ্যতি॥"
—১, ৬. ৪-৬।

অর্থাৎ—'জ্যেষ্ঠ যদি দেশান্তরস্থিত, ক্লীব, একাণ্ডবিশিষ্ট, বিমাতৃগর্ভসম্ভূত, বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রতুল্য, অতিরোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, শ্রমকুণ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, ভার্যাগ্রহণে অযোগ্য (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ইত্যাদি), কৃষিকার্যপর, রাজসেবক অথবা কুসীদাদি-দ্বারা ধনবর্ধনে আসক্ত, যথেচ্ছচারী, দত্তকরূপে অপরে প্রদত্ত, উন্মত্ত এবং চোর হয়—তাহা হইলে জ্যেষ্ঠের পূর্বে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠের পরিবেদন জন্য দোষ হয় না।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতে ইহা অনুমান করা যায়—বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বিবাহ সর্বক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে তাহাদের দারপরিগ্রহে যে একান্ত অধিকার নাই—এরূপ বলা যায় না। কারণ মনুর (৯. ২০৩) বচনে দৃষ্ট হয়—

'যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন।
তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি॥

ক্লীবাদির দায়াধিকার না থাকিলেও উক্ত বচনে (যদি কোন প্রকারে পুত্র উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ ক্লীবের পত্নীতে অপরের নিয়োগবশতঃ যদি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে) তৎপুত্রাদির দায়াধিকার অক্ষুণ্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মূকাদির উপনয়ন-সংস্কার না হইলেও শূদ্রের ন্যায় বিবাহ-সংস্কারে বাধা নাই। 'দায়ভাগ'কার জীমূতবাহনও উক্ত মত স্থাপন করিয়াছেন। —দায়ভাগ, ৫. ১৭-৮ দ্র°। এযুগে ক্ষেত্রজ পুত্র নিষিদ্ধ—অতএব সেরূপ স্থলে ক্লীবের দারপরিগ্রহ যুক্তিসহ কিনা তাহা বিবেচ্য। যে কন্যা বাগ্‌দত্তা তাহার বিবাহকারীকে ক্লীব বলিয়া জানিতে পারিলে সে বিবাহ-সম্বন্ধ যে পরিত্যাজ্য সে বিষয়ে শাস্ত্র বিশেষ পরামর্শ দিয়াছে।

অনূঢ় ভ্রাতৃগণের বিবাহাদি সংস্কার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ-কর্তৃক অবশ্য অনুষ্ঠেয়, সে সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন—

'অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্বসংস্কৃতৈঃ।
ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কম্॥'
—যাজ্ঞ-স° ২. ১২৫।

'অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্বসংস্কৃতৈঃ॥'
—নারদ° ১৩. ৩৪।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

অনুভূমান—লজ্জাশীল॥ গোল্ড°॥

অনূঢ়া—স্ত্রী°, যে রমণীর পরিণয়-সংস্কার হয় নাই—অবিবাহিতা, অপরিণীতা। অনূঢ়া কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিয়া থাকে এবং পিতার গোত্র ও সপিণ্ডতার দ্বারাই তাহার গোত্র ও সপিণ্ড-সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। একমাত্র বিবাহের পরেই স্ত্রীলোক ভর্তৃগোত্র ও ভর্তৃসাপিণ্ড্য লাভ করিয়া থাকে।[১] বৈদিক সাহিত্যে ঘোষা নাম্নী কোন রমণী ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতৃগৃহে কুমারী অবস্থায় ছিল।[২] ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আজীবন কৌমার্যব্রত রমণীগণের পক্ষে একেবারে বিরল ছিল না। অবশ্য স্ত্রীলোকের বৈবাহিক বিধি দ্বিজাতি-পুত্রের উপনয়নসংস্কারের ন্যায় একটী প্রধান সংস্কার। মনু বলেন—

'বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো
বৈদিকঃ স্মৃতঃ
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥'
—২. ৬৭।

অর্থাৎ—'বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার। ইহাতে পতিসেবাই গুরুগৃহবাসের সমতুল্য এবং গৃহকর্মই ব্রহ্মচারিকৃত অগ্নিপরিচর্যার প্রতীক।'

দ্বিজাতিপুত্রের যেমন প্রথম উৎপত্তি মাতৃগর্ভে এবং উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম সিদ্ধ হয়—সেইরূপ স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম হয়। 'বিদ্যাধরী বিলাস' ও 'কৃত্যচিন্তামণি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

'পাণিগ্রহণং নাম স্ত্রীণাং দ্বিতীয়জন্ম ইচ্ছন্তি।
পরিণেতুর্গোত্রমসৌ যস্মাদায়াতি তৎ-
প্রভৃতি॥

অবশ্য হারীতস্মৃতির বচনে (২১. ২৩) দৃষ্ট হয়—

'দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ।'

যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী তাঁহাদের পুরাকালে উপনয়ন-সংস্কারের প্রথা ছিল। কারণ—'পুরা কল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে'—(পরা-স° ২. ১৫, মাধবভাষ্যে ধৃত যমের বচন)।

এই সকল বচন হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন কালে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে চিরকুমারী থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যাদিব্রত অনুষ্ঠান করিতেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্ত্রী অনূঢ়া অবস্থায় ভিক্ষুণী-জীবন যাপন করিতেন।

কন্যার বিবাহকাল-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু মত দৃষ্ট হয়। মতগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বলা যায় যে, ঋতুকালের পূর্বেই কন্যার বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট। অবশ্য গুণসম্পন্ন বর না পাওয়া গেলে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করাও যাইতে পারে। শাস্ত্রে বাগ্‌দত্তা কন্যাকেও 'ঊঢ়া' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং সেই হেতু একমাত্র

১১ পরা-স° ৪. ২৫ দ্র°।

১ 'অপ্রত্তানাং তথা স্ত্রীণাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্। প্রত্তানাং ভর্তৃসাপিণ্ড্যং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ॥' —উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত কূর্মপুরাণের বচন, পৃ° ১৮।

২ ঋ° ১০. ১১৭. ৭ (সায়ণ ভাষ্য) দ্র°।

বাগ্দত্ত পতিকেই সেই কন্যা সম্প্রদান বিধেয়। তবে অধিকগুণসম্পন্ন বরলাভের সম্ভাবনা থাকিলে অথবা উক্ত বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তারূপে উঢ়া হইলেও অপরের হস্তে সম্প্রদান করার বিধি বিরল নহে। বশিষ্ঠের বচনে দেখা যায়—

‘অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা ॥
বলাচ্ছেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা ॥’
—১৭. ৭২-৭৩।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহার বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে ও তদ্বশতঃ ভর্তৃগোত্রপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। দম্পতীর জায়াপতিত্ব সপ্তপদীগমনের পরই সিদ্ধ হয়। মনু বলেন—

‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ
সপ্তমে পদে ॥’
—৮. ২২৭।

গোত্রান্তরপ্রাপ্তিও সপ্তপদীগমনেই হইয়া থাকে। ‘বীরমিত্রোদয়ে’ (পৃ॰ ৫৮৫) ধৃত বচন—

‘স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ
সপ্তমে পদে’।

অনূঢ়া কন্যার পিতৃসপিণ্ডতা বিহিত হইয়াছে; অতএব অশৌচাদি-বিষয়ে পিতৃ-সপিণ্ডতাই গ্রহণ করিতে হইবে।

দুহিতা সাধারণতঃ স্ত্রীধনের অধিকারিণী। তন্মধ্যে অনূঢ়া কন্যারই প্রথম দায়াধিকার, তৎপরে বিবাহিতা দুহিতার এবং তন্মধ্যে অপ্রতিষ্ঠিত দুহিতার অধিকার বিশেষ গণ্য। গৌতম বলেন—

‘স্ত্রীধনং দুহিতৄণামপ্রত্তানাম-
প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ’—২৮. ২২।

মনুও বলেন—

‘মাতুস্তু যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ
এব সঃ’—৯. ১৩১।

কুমারী অবস্থায় নারীর শিল্পোপার্জিত অথবা অসম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন স্ত্রীধন বলিয়া পরিগণিত। কারণ, বিবাহের পর শিল্পার্জিত বা প্রীতিপ্রযুক্ত অসম্বন্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ধনে স্বামীরই অধিকার। দায়ভাগ-ধৃত (৪. ১. ১৯) কাত্যায়নের বচন—

‘প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ।
ভর্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষস্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্ ॥’

উক্ত বচনে ‘ভর্তার স্বামিত্ব হইবে’ বলায় ভর্তার জীবনকালের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অতএব বিবাহের পূর্বে শিল্পার্জিত ধন এবং অসম্বন্ধিপ্রাপ্ত ধন অনূঢ়া কন্যারই স্ত্রীধন বুঝিতে হইবে। স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের দান বিক্রয়াদিরূপ যথেচ্ছ বিনিয়োগের ক্ষমতা (absolute right) রহিয়াছে। অবিবাহিত কন্যার স্ত্রীধনে পর পর ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষ অধিকারী। পি. ভি. কানে সম্পাদিত ‘ব্যবহারময়ূখে’ (পৃ॰ ১৬২) উদ্ধৃত বৌধায়নের বচন—

‘রিক্থং মৃতায়াঃ কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ
স্বয়ম্।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ ॥’

কিন্তু বাগ্দানের পর বর বা বরপক্ষীয়গণ কন্যাকে শুল্কস্বরূপ যাহা প্রদান করে বিবাহের পূর্বে ঐ কন্যার মৃত্যুতে বর ও বরপক্ষীয়গণ যথাক্রমে অধিকারী হইবে—উহার কারণ শঙ্খ বলিয়াছেন—

‘শুল্কঞ্চ স্বয়ং বোঢ়া’ (ব্যবহারময়ূখ, পৃ° ১৬২, ৫ পংক্তিতে উদ্ধৃত);

অর্থাৎ—স্বপ্রদত্ত শুল্ক পতিই গ্রহণ করিবে। কিন্তু কন্যাপক্ষের আবশ্যকীয় ব্যয় শোধ করিবার পর উক্ত শুল্কমূল্যের অবশিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—‘মৃতায়াং দত্তমাদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ম্’—২. ১৪৬।

তবে সাধারণতঃ শুল্কধনে (যে স্থলে বাগ্দানাদি হয় নাই) অধিকারক্রম এইরূপ—‘ভগিনীশুল্কং সোদর্যাণামূর্ধ্বং মাতুঃ। পূর্বঞ্চৈকে’—গৌ-স্মৃ° ২৮. ২৩-২৪, অর্থাৎ—প্রথমে সহোদর ভ্রাতা, পরে মাতা; অথবা কাহারও মতে প্রথমে মাতা ও পরে ভ্রাতা অধিকারী।

আবার, অনূঢ়া কন্যার পিতৃধনের অংশেও অধিকার রহিয়াছে। কারণ, বিষ্ণু-স্মৃতিতে উক্ত হয়—

‘মাতরঃ পুত্রভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ।
অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ।’—বিষ্ণুস°. ১৮. ৩৪-৫।

তবে উক্ত পিতৃধনে অনূঢ়া কন্যার অংশ-সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় যে, পুত্রের ভাগ-অনুসারে তাহারা চতুর্থাংশের অধিকারিণী। দায়ভাগ-ধৃত (৩. ২. ৩৪) বৃহস্পতির বচন, যথা—‘সমাংশা মাতরস্তেষাং তুরীয়াংশাশ্চ কন্যকাঃ।’

কাত্যায়ন নির্দেশ দিয়াছেন—

‘কন্যকানাং ত্বদত্তানাং চতুর্থো ভাগ ইষ্যতে।
পুত্রাণাঞ্চ ত্রয়ো ভাগাঃ স্বাম্যং স্বল্পধনে স্মৃতম্ ॥’ [কাত্যা-স্মৃ° সারোদ্ধার শ্লো॰ ৮৫৮]

দায়ভাগকার জীমূতবাহন কাত্যায়নের উক্ত বচন উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—‘অল্প-ধনে পুত্রৈঃ স্বাৎ স্বাদংশাদাকৃষ্য কন্যাভ্য-শ্চতুর্থোঽংশো দাতব্যঃ’—৩. ২. ৩৬। মনুর বচনেও ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবিবাহিতা স্ব-স্ব ভগিনীকে স্বকীয় ভাগের চতুর্থ অংশ দিবার বিধি রহিয়াছে।[৩] এই শ্লোকের কুল্লূকভট্ট-প্রণীত টীকার অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগিনী তাহার সহোদর ভ্রাতার নিকট হইতে উক্তরূপ অংশ লাভ করিবে এবং অসবর্ণ মাতৃগর্ভজাত পুত্রকন্যাস্থলে তত্তৎজাতীয় অসবর্ণ মাতৃগর্ভ-জাত পুত্রের যে বিভিন্ন ভাগক্রম রহিয়াছে,[৪] তত্তদনুসারে তাহাদের সোদর ভগিনীগণ চতুর্থাংশ লাভ করিবে। মোট কথা, অনূঢ়া ভগিনীর অংশের যে বিধান রহিয়াছে জীমূতবাহনের মতে তাহাতে তাহাদের দায়াধিকার কল্পনা করা যায় না। ‘ভ্রাতৃগণ চতুর্থাংশ দান করিবেন’—এই প্রকার দান শব্দের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে,

৩ ‘স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসব ॥’
—মনু॰ ৯. ১১৮।

৪ মনু॰ ৯. ১৫১-৩ দ্র°।

তাহাদের বিবাহাদি অবশ্যকর্তব্য সংস্কারের নিমিত্তই উক্ত ধনদান বিহিত। দায়ভাগে উক্ত হইয়াছে—

'প্রদদ্যুরিতি প্রদানশ্রুতেরদানে চ পতিতত্বশ্রুতের্ন কন্যাভিরধিকারিবুদ্ধ্যা গ্রহীতব্যং ন হ্যধিকারিণে ভ্রাত্রেহংশো ভ্রাতা স্বাংশাদ্দদাতি। ... ভগিনীনাং সংস্কার্যতামাহ নাধিকারিতাম্।'[৫]

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—

'অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্বসংস্কৃতৈঃ। ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্ত্বাংশন্তু তুরীয়কম্॥'
—২. ১২৫।

দায়ভাগকার ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বহুতর ধন বিদ্যমান থাকিলে অনূঢ়া ভগিনীর জন্য বিবাহোচিত ধন দিতে হইবে; স্বল্পধন থাকিলে চতুর্থাংশ দেওয়া বিধেয়।[৬] বিষ্ণুধর্মসূত্রেও দেখা যায়—

'অনূঢ়ানাং [কন্যানাং] স্ববিত্তানুরূপেণ সংস্কারং কুর্যাৎ'—২৫. ৩১।

প্রাচীন শাস্ত্রে যে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনূঢ়া কন্যার পুত্র অন্যতম[৭]; উহাকে কানীন পুত্র বলিয়া নির্দেশ করা হয়।[৮] মনু ও বিষ্ণুর মতে কানীন পুত্র উক্ত কন্যার বিবাহকারীর পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।[৯] কিন্তু কানীন পুত্রের দায়াধিকার স্বীকৃত হয় নাই।[১০] বশিষ্ঠের মতে অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে সবর্ণ পুরুষের ঔরসে যে পুত্র হয় সেই পুত্র মাতামহের পুত্র বলিয়া নির্ণীত হয় এবং সে মাতামহের পিণ্ডদান করিবে ও মাতামহের ধনের অধিকারী হইবে।[১১] যাজ্ঞবল্ক্যমতও বশিষ্ঠের অনুরূপ।

৫ দায়ভাগ, ৩. ২. ৩৭-৮ দ্র°।
৬ ঐ, ৩. ৪. ২. ৪০।
৭ মনু° ৯. ১৫৮-৬০ দ্র°; গৌ-স° ৩. ১০. ৩০-১ দ্র°।
৮ মনু° ৯. ১৭২।
৯ মনু° ৯. ১৭২ দ্র°; বিষ্ণু-স° ১৫. ১২ দ্র°।
১০ মনু° ৯. ১৬০ দ্র°।
১১ 'কানীনঃ...মাতামহস্য পুত্রো ভবতীত্যাহুঃ' —১৭ অ°. দ্র°।

'কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ'—যাজ্ঞ-স° ২. ১২৯।

হরদত্ত গৌতমসূত্রের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য করিয়াছেন—যে স্থলে কানীন পুত্রের মাতা অবিবাহিতা অবস্থায় মৃত হয়, সে স্থলে উক্ত পুত্র মাতামহের পুত্র বা পৌত্ররূপে পরিগণিত, কিন্তু জীবিত থাকিয়া পরবর্তী কালে বিবাহ হইলে কানীন পুত্র তাহার মাতার পাণিগ্রহীতার পুত্র বলিয়া গণ্য।[১২]

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

অনূঢ়াগমন — ক্লী°, অনূঢ়া রমণীতে ব্যভিচার, অনূঢ়া স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম॥ আপ্‌°॥

অনূঢ়াভ্রাতা — [মৃ°-ভ্রাতৃ] ১ অবিবাহিতা বালিকার ভ্রাতা। ২ রাজবেশ্যার ভ্রাতা। ইহাকে রাজার 'শকার' বলা হয়॥ গোল্ড° আপ্‌°॥

অনূতি—[বৈদিক। ন উতি—নঞ্‌ তৎ] স্ত্রী°, গমনের অভাব, অনাগমন। 'এবেদিন্দ্রঃ সুহব ঋষ্বো অস্তূতী অনূতী হিরিশিপ্রঃ সত্বা'—ঋ° ৬. ২৯. ৬।

অনূত্ত— [অনুদত্তের অপভ্রংশ] পশ্চাৎ প্রদত্ত, পুনর্দত্ত। ॥ গোল্ড°॥

অনূদক— [ন উদক—নঞ্‌ তৎ] ক্লী°, জলের অভাব, পানীয় জল না থাকা। 'যথা বর্ষমনূদকে'— রা° (গো°) ১. ২০. ১৬॥ আপ্‌°॥

অনূদর — গান্ধারীর গর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে ৫৭তম পুত্র। ইনি অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন।—মহা° ১. ৬৮. ৯৩-১০৬।

অনূদিত—[অনু + √ বদ্‌ + ক্ত] ১ পূর্বকথিত বাক্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া কথিত। ক্লী, পশ্চাৎ কথন, পরে বলা।

অনূদ্দেশ —[অনু—উদ্‌ + √ দিশ্‌ ঘঞ্‌ ভা] ১ পূর্বকথিত ভাষণের পুনরুক্তি, পুনঃ বর্ণন।—সা-দ° ১০. ৭৯; কাব্যাদ° ৩

১২ গৌ-স° ৩. ১০. ৩১ সূত্রের হরদত্তটীকা দ্র°।

১৪৪॥ শ্মি°॥ ১ যে পরিষ্কার কথা বলে।

অনূদ্য—[অনু + √ বদ্‌ + যৎ] ২ অনুবাদ্য, অনুবদনীয়। 'অবদনীয়ে হ্রস্বমধ্যম্'— সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ॥ শব্দ°॥ পাণিনির (৩. ১. ১০১) মতে অনূদ্য ভুল পাঠ, ইহা অনুদ্য। ২ অনুবাদের বিষয়। ~ মান—পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্পর্ক (reference) লইয়া লইয়া॥ গোল্ড°॥

অনূধ্ৰা — [মৃ°-ধস্‌] স্ত্রী°, উদ্ধবিহীন (শিরাবিহীন) স্তন, যে গাভীর স্তনে দুগ্ধনির্গমন শিরা নাই। 'অনূধা যদি জীজনদধা' —ঋ° ১০. ১১৫. ১; সা° ১. ১. ২।

অনূন —[ন উনং হীনম্‌ —নঞ্‌ তৎ] ১ হীন নহে, ন্যূন নহে। 'অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ' —ঋ° ৪. ৫. ১ (উন হীন, রহিত—এই সকল শব্দে উন বুঝায়)। 'বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে'—রঘু° ৬. ৫০; 'অনূনসারং নিষধান্নগেন্দ্রাৎ'—রঘু° ১৮. ১। ২ অখণ্ড, সমগ্র, পূর্ণ॥ জটা° শব্দ°॥ 'মহর্ষভস্কন্ধমনূনকন্ধরম্'—কিরাত° ১৪. ৪০॥ আপ্‌°॥ ৩ পরিপূর্ণ ক্ষমতাশালী॥ আপ্‌°॥ ৪ মহান্‌, বিশাল। 'অনূনৈঃ প্রস্থৈঃ'—মাঘ° ৪. ১১। ৫ অধিক। 'কিঞ্চিদূনমনূনর্ধেঃ' —রঘু° ১০. ১। ~ক—সকল, পূর্ণ, অখণ্ড॥ অম° ৩. ২. ১৫; শব্দ°॥ ~গুরু —অন্যূনভার-সম্বন্ধীয়, যাহার ওজন অধিক। ~বর্চা—[মৃ°-বর্চস্‌] ১ সম্পূর্ণ তেজস্বান্‌, পূর্ণপ্রভান্বিত। 'পাবকবর্চাঃ শুক্রবর্চা অনূনবর্চাঃ'—ঋ° ১০. ১৪০. ২। ২ অগ্নির নাম- বি° ॥ গোল্ড°॥

অনূন, — জাতকে (২৭৩-৪) বর্ণিত যক্ষ পুন্নকের একটি নাম। যাহাতে নিজকে ক্রীতদাস না ভাবা হয়, এই জন্য ধনঞ্জয়ের কাছে যক্ষ নিজের নাম পুন্নক না বলিয়া অনূন বলে। প্রকৃতপক্ষে পুন্নক ও অনূন শব্দের একই অর্থ॥ MDPP॥

অনুপ্‌পন, অনুপ্‌পন্‌ — কন্নড় চাষী-সম্প্রদায়ের একটি জাতি। প্রধানতঃ

দক্ষিণ ভারতের মাদুরা, তিনেভেলি ও কয়ম্বাটোর জেলায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; কম্বম্‌ উপত্যকায় ইহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। কম্বমের একটী স্থানীয় প্রবাদে বলা হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই অনূপ্‌পনরা তথায় বাস করিতেছে এবং পূর্বে তাহাদের খুব ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু এক সময় তাহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহারা কাপ্‌পিলিয়ন্‌দের নেতা রামচ্ছ কবন্ধন্‌কে হত্যা করে। রামচ্ছ কবন্ধন্‌ শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার আগে অভিশাপ দিয়া যায় এবং তাহারই ফলে অনূপ্‌পনরা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ ইহাদিগকে 'কবন্ধন্‌' উপাধিও ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

অনুপ্‌পন্‌দের আদি নিবাস সম্ভবতঃ দক্ষিণ কন্নড়ে অথবা খুব সম্ভব মহীশূরে ছিল। ইহাদের ভাষা কন্নড় ভাষার অপভ্রংশ। ইহাদের কতকাংশ শৈব এবং অবশিষ্টাংশ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ পূজা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের জন্য ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে, কিন্তু শৈবরা তাহা করে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে, তবে যে রমণী ব্যভিচারের জন্য স্বামি-কর্তৃক বিবাহ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুতা হয়, যত দিন তাহার সেই স্বামী জীবিত থাকে তত দিন সে বিবাহ করিতে পারে না। যে কোন রমণী অপর জাতির কোন পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার ছাগকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়, ইহাতে যেন ব্যভিচারিণী রমণীকে সমাধি দেওয়া হইল এইরূপ স্বীকার করা হইয়া থাকে। নিকট-সম্পর্কীয় কাহাকেও বিবাহ করিতে বাধা নাই—যেমন, কোন পুরুষ তার পিতৃব্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। যদি দেখা যায় যে, কোন রমণীর স্বামী বয়স কম হওয়ার জন্য পুত্রোৎপাদনে সক্ষম নয়, তাহা হইলে সেই রমণী তাহার কোন নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতির সহিত সহবাস করিতে পারে; তাহার ফলে যে পুত্রাদি হয় তাহারা স্বামীরই পুত্রাদিরূপে পরিগণিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহের সময় তালি-বন্ধনের ব্যবস্থা নাই।

ইহারা ছয়টী 'মেহ্' বা শাখাতে বিভক্ত; সেগুলি কম্বম্‌ উপত্যকা ও তিনেভেলি জেলার যে সমস্ত গ্রামে ইহারা বাস করে, উহাদের নামানুসারে কথিত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাখার নাম 'অলিকুলম্‌'। প্রত্যেক শাখার এক জন করিয়া সর্দার বা নেতা থাকে, তাহাকে 'পেরিয়দনক্কারন্‌' বলা হয়। প্রথম তিনটী শাখার এক জন গুরু থাকে, এই গুরু মাদুরার নিকটবর্তী সিরুপালই নামক স্থানে বাস করে। এই তিনটী শাখা আবার ১৮টী ক্ষুদ্রতর 'কিলৈ' বা শাখায় বিভক্ত। অনূপপন্‌দের মধ্যে জাতীয় পঞ্চায়েৎ-এর ব্যবস্থা আছে। পঞ্চায়েতের অধিবেশন ইহারা বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদও দেখা যায়। অনেকের মধ্যে পারিবারিক দেবতাও আছে, সাধারণতঃ যে সমস্ত রমণী স্বামীর অনুগমন করিয়া সতী হয় তাহারাই এই সমুদয় দেবতায় পরিগণিত হইয়া থাকে।

[Castes & Tribes of SI, i. 49-50; Dist. Gaz. of Madras, Madura; Cl. Rep., Madras, 1891.]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অনূপ—[অনু অপ্‌ উদনোদেশে—পা° ৬. ৩. ৯৮; অনুগতা আপঃ যস্মিন্‌] ১ জলপ্লাবিত স্থান, জলবহুল দেশ। 'স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা'—মনু° ৭. ১৯২; যাজ্ঞ° ৩. ৪২। পর্যায়—জলপ্রায় ॥ অম° শব্দ° ॥ [অনূপদেশ, দ্র°] ২ নদীর তীর বা তলদেশ। অথবা পর্বতের সানুদেশ 'সাগরাৎপর্বতানূপাতাৎ'—রা° (গো°) ৫. ১৫. ৫৫। ৩ জলাভূমিবাস মহিষ [অনূপদেশ২ দ্র°] ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° গোল্ড° আপ্‌° ॥ ৪ [বৈদিক] ক মেঘ, পর্জন্য, যে অনুপূর্বক বপন করে। 'ত্রয়স্তপংতি পৃথিবীমনূপা'—ঋ° ১০. ২৭. ২৩। খ বায়ু ॥ গোল্ড° ॥ গ আদিত্য ॥ গোল্ড° ॥ ৫ প্লব, ভেক ॥ গোল্ড° আপ্‌° ॥ ৬ হস্তী ॥ আপ্‌° ॥ ৭ কাল তিত্তির পক্ষী, তিত্তিরক a kind of patridge ॥ গোল্ড° ॥ ৮ উভয়চর প্রাণী ॥ গোল্ড° ॥ ৯ অব্য°, নিম্নে। 'অনূপে গোমানুগোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ'—ঋ° ৯. ১০৭. ৯। ১০ [প্রা° বা°] বিণ, অনুপম, অতুলনীয়। 'দেয়ত প্রেম অনূপ।'—প-ক° ২৩৫। **~কৌতুকার্ণব**— জ্যোতিগ্রন্থ-বি°—Bik. 708 ॥ Cat.Cat. ॥ **~চন্দ্র**—পাণ্ডিত্য-দর্পণকার উদয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক।—Radh. 42 ॥ Cat. Cat. ॥ **~জ**—১ অনূপদেশজাত দ্রব্য।—ভা-প্র°। ২ আর্দ্রক বা আদা।—রাজনি° ॥ শব্দ° ॥ ৩ আনারসবৃক্ষ ॥ বৈদ্য-নি° ॥ **~প্রায়** — জলপ্রায়। **~মাংস** – ক্লী°, অনূপদেশজাত জন্তুর মাংস **~রাম**—(অনূপারাম ?) নীলকণ্ঠ-বিরচিত 'শিবতাণ্ডবটীকা' গ্রন্থের নামান্তর।—Oudh, xi. 20; NP. viii 50 ॥ Cat. Cat. ॥ **~রেখা**, -বতী — স্ত্রী°, সুরাঙ্গনাভেদ, দিব্যাঙ্গনাভেদ।—Ind. St. 15 ॥ শ্মি° ॥ **~বিবেক**—গ্রন্থবি°। [অনূপসিংহ, দ্র°] **~বিলাস**—গ্রন্থ-বি° [অনূপসিংহ, দ্র°]। **~ব্যবহারসাগর**—জ্যোতিষগ্রন্থ-বি° [অনূপসিংহ১ দ্র°]। **~ সঙ্গীতবিলাস** —সঙ্গীত-গ্রন্থ-বি° [অনূপসিংহ১। দ্র°] **~সদ**—অব্য°, উপসদ্‌ নামক প্রতি ধর্মানুষ্ঠান ॥ গোল্ড° ॥ **~ য**— [অনূপে দেশে ভবঃ যৎ] বিণ, পুষ্করিণীতে, আর্দ্র ভূমিতে।—অ° ১. ৬. ৪ ॥ বো-রো° ॥ বিপ°—ধন্ব্য ॥ গোল্ড° ॥

অনূপগড় — রাজপুতানার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত সুরতগড় নিজামতের একটী সব-ডিভিসন ও উহার মুখ্য নগর। নগর ও নগরে অবস্থিত অনূপগড় দুর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অক্ষা° ২৯° ১২´ উ°; দ্রাঘি° ৭৩° ১২´ পূ°। নগরটী বিকানীর

শহরের ৪১ ক্রোশ উত্তরে জলহীন ঘগ্‌গর-নদের দক্ষিণ তীরের সমীপে অবস্থিত। বিকানীররাজ অনূপসিংহ ১৬৭৮ খ্রী° এই নগর ও উহার দুর্গ নির্মাণ করেন এবং নিজ নামে উহাদের নামকরণ করেন [অনূপসিংহ, দ্র°]। অনূপগড় সব-ডিভিসনে সর্বসমেত ৭৫টী গ্রাম আছে। সব-ডিভিসনের প্রায় এক-অষ্টমাংশ লোক অনূপগড় নগরে বাস করে। এখানকার অর্ধেক অধিবাসী রাঠোর। এখানে জলাভাব খুব বেশী, সুতরাং চাষের কার্য বিশেষ হয় না। তবে পশুচারণের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী স্থান। 'সজ্জি' ও 'লানা'ই এখানে প্রভূত পরিমাণে জন্মে—এগুলি হইতে 'সোডা' প্রস্তুত হইয়া থাকে।—IG, v. 387.

অনূপগিরি—ঝান্সীর একটী মঠের গোঁসাই। অযোধ্যার নবাব শুজা-উদ্দৌলার হস্ত হইতে কিছুকাল ঝান্সী নগরী ইঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। ১৭৪২ খ্রী° ঝান্সী নগরী মরাঠাদের অধিকারে আসে; তাহাদের নিকট হইতে উহা শুজা-উদ্দৌলা অধিকার করেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে আবার উহা অনূপগিরির পরিচালনাধীনে আসিয়া পড়ে। ইঁহার হস্ত হইতে উর্ছার রাজা উহা অধিকার করেন এবং উর্ছাধিপতির অধিকার হইতে উহা ১৭৬৬ খ্রী° পুনরায় মরাঠাদের করায়ত্ত হয়। [ঝান্সী দ্র° —IG, xiv. 148.

অনূপচন্দ্র—১ জৈন গুরু জিনচন্দ্র সূরির (১৮৩৪-৫৬ বি-স°) মূল নাম। ইনি 'বৃহৎ-খরতরগচ্ছে'র জৈন গুরুদ্বয় জিনলাভ সূরি ও জিনহর্ষ সূরির মধ্যবর্তী ৬৯তম গুরু।—U. S. Tank: Dict. of Jaina Biography, 90. ২ ইনি ১৯৪৫ বি-স° বোম্বাই-এর ভরৌচ নগরে মহাবীরের একটী মন্দির নির্মাণ করেন—ঐ।

অনূপচাঁদ—বিকানীরের এক জন জৈন কোঠারী অস্‌রাল। ইনি জেঠমলের (১৮৫৬ বি-স°) পিতা [জেঠমল দ্র°]।—U. S. Tank: Dict. of Jaina Biography, 89. ~মলূকচাঁদ—জৈন 'প্রশ্নোত্তর-রত্নচিন্তামণি'র রচয়িতা।—ঐ।

অনূপদেশ,— প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যবি°। প্রাচীন হৈহয়রাজ্য বা বর্তমান গুজরাটের অন্তর্বর্তী খান্দেশ; বিন্ধ্যপর্বত-মালার অন্তর্বর্তী ভূভাগে বর্তমান নিমারের নিকট নর্মদাতীরে দক্ষিণ মালব ও আওরঙ্গাবাদের কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য ছিল।[১] অনেক স্থলে ইহাকে অবন্তীরাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে (৬. ৩১ই°) অবন্তীদেশকেই অনূপদেশ বলিয়াছেন। উহাতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভোজরাজভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় মহাবীর কার্তবীর্যবংশীয় অনূপদেশের অধিপতি বা অবন্তীরাজ প্রতীপের সমক্ষে ইন্দুমতীকে উপস্থিত করা হইয়াছিল; তখন সুনন্দা ইন্দুমতীর নিকট প্রতীপ ও তাঁহার রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য কীর্তন করেন। রেবা (=নর্মদা) নদীর তীরবর্তী মাহিষ্মতী অনূপদেশের রাজধানী ছিল।[২] কালিদাস অবন্তীরাজ্যকে অনূপদেশ বলিলেও মূলতঃ অনূপদেশ অবন্তীর দক্ষিণদেশে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধযুগেও অনূপদেশকে 'অবন্তী-দক্ষিণাপথ' নামে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।[৩] অবশ্য দীঘনিকায়ে (১৯. ৩৬) মাহিষ্মতী (মাহিস্‌সতি) নগরীকে অবন্তীর রাজধানী বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উজ্জয়িনী অবন্তীর রাজধানী ছিল।[৪]

মাহিষ্মতী অনূপদেশের রাজধানী হইলেও কোন কোন স্থলে আবার মাহিষ্মতীই রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এই মাহিষ্মতীরাজ্য ও অনূপদেশ অভিন্ন। মাহিষ্মতীরাজ্যের নাম আবার নানা স্থানে নানা প্রকার পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামী তাঁহার টীকার ২য় অধ্যায়ে মাহিষ্মতীকে 'মহিষ'রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্রও মহিষের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] এই মহিষদেশের অপর নাম 'মাহিষক' ও 'মহিষমণ্ডল'।[৬] Mr. Rice মহিষমণ্ডলকে দক্ষিণ মহীশূরের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন,[৭] কিন্তু তাহা অসম্ভব। Griffith সাহেবও মাহিষককে মহীশূর বলিয়াছেন।[৮] ডক্টর ভাণ্ডারকার স্বীকার করিয়াছেন যে, মাহিষ্মতীই এই মাহিষকের রাজধানী।[৯] সুতরাং মহিষ, মাহিষক বা মহিষমণ্ডলই যে অনূপদেশ বা হৈহয়রাজ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। নন্দলাল দে মহাশয় মধ্যভারতে 'মহেশ্মতি-মণ্ডলে'র উল্লেখ করিয়াছেন;[১০] ইহাকে 'মহেশমণ্ডল' বা 'মহেশ্মতী'ও বলা হইত।[১১] মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী ছিল।[১২] সুতরাং মহিষ, মাহিষক, মহিষমণ্ডল, মহেশ্মতী ও মাহিষ্মতীরাজ্য এগুলি অভিন্ন এবং সেক্ষেত্রে অনূপদেশ বা হৈহয়কেও এগুলির সহিত অভিন্ন বলা যাইতে পারে। রাজধানী মাহিষ্মতীরও অপর নাম—মহেশ, মহেশ্বর, চুলি মহেশ্বর[১৩] [মাহিষ্মতী দ্র°]।

'অনূপ' শব্দের ধাতুগত অর্থ জলপ্রধান দেশ এবং 'মহিষ' উহার আর একটী অর্থ। খুব সম্ভব এই দুই অর্থেই অনূপদেশের নাম-

১ GDI, 73; BG, i. pt.-i, 36 [হৈহয়রাজ্য—স্কন্দপু° নাগ° ৬৬ অ° ও হরি° হরি° ১. ১৪ অ° দ্র°।]

২ রা° ৭. ৩৬ অ°; মহা° ৩. ১১৩. ২০; রঘু° ৬. ৪৩।

৩ D. R. Bhandarkar: Ancient History of India, 45, 54.

৪ অনর্ঘরাঘব, ৭. ১০৯; পা° ৪. ১৭৬ ও স্কন্দপু° অবন্তী° ৪০ অ° দ্র°।

৫ স্কন্দপু° ধর্ম° (আদি°) ৩. ৪০।

৬ মহা° ৬. ৯ এবং Wilson: Vishnu-P., iii. 178-n. দ্র°।

৭ JRAS, 1911, 810.

৮ Griffith: Ramayana, Kishk., ch. 41.

৯ Early Hist. of Dekkan, sec. iii.

১০ GDI, 129.

১১ ASR, xvii. 54.

১২ JRAS, 1910, 425.

১৩ রা° ৭. ৩৬ অ°; মৎস্যপু° ১৮৯ অ° স্থবিরাবলীচরিত, ১২; Garrett: Classical Dictionary.

করণ হইয়াছিল। অনূপের অর্থেই মহিষ নামের উৎপত্তি এবং মহিষ হইতেই 'মাহিষক', 'মহিষমণ্ডল', 'মাহিষ্মতী' প্রভৃতি নাম হইয়াছে। ডক্টর ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী অনূপদেশের স্থাননির্দেশ করিতে গিয়া ইহাকে গুজরাতের একটী জলবহুল দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] সম্ভবতঃ জলপ্রধান দেশরূপেই পৌরাণিক যুগ হইতে অনূপদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনূপদেশের অধিবাসীদিগকেও অনূপ বলা হইত। বামনপুরাণে (১৩. ৫৬) দেখা যায়, অনূপ, তুণ্ডিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তী এই কয়টী জাতি বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে বাস করিত। Dr. Fleet-এর মতে, 'মহেষরাষ্ট্রে' (=মহিষরাজ্যে) যাহারা বাস করিত তাহাদিগকে 'মাহেষ' বলা হইত।[১৫]

পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, অনূপদেশ বা হৈহয় মহাবীর কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী ছিল, এই কার্তবীর্য জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।[১৬] মাহিষ্মতীতেই তাঁহার রাজধানী ছিল। হরিবংশ-(হরি° ৩৩. ৪) মতে মহিষ্মান্ এবং পদ্মপুরাণ-(উত্তর° ৭৫. ৯৭) মতে মহিষ 'মাহিষ্মতী'র প্রতিষ্ঠাতা। পৌরাণিক যুগে অধর্মাচারী বেণ অনূপদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি কার্তবীর্যের বংশীয়। বেণ যথেচ্ছাচারী নৃপতি ছিলেন এবং সকল সময় ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করিতেন। তিনি সূত ও মাগধকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্মশীল ও মহানুভব পৃথু রাজ্যারোহণের পর সূত ও মাগধকে মুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগকে যথাক্রমে অনূপ ও মগধদেশ দান করেন।[১৭]

খ্রী ২য় শতকে গোতমীপুত্র অনূপদেশের অধিপতি ছিলেন। অসীক, অশ্মক, মূলক,

১৪ BG, i. pt.-i, 55.

১৫ JRAS, 1911, 833.

১৬ মহা° ৩. ১১৬. ২০ ; ভা° ৯. ১৫. অ° ; হরি° হরি° ৩১ অ° ; JASB, 1838, 495.

১৭ হরি° হরি° ৫ অ° ; শিবপু° ধর্ম° ৫৬ অ°।

সৌরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ ও অকরাবন্তী তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮] রুদ্রদামন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহার সেই সাম্রাজ্য হইতে অকরাবন্তী, অনূপ, সৌরাষ্ট্র ও অপরান্ত রাজ্য কয়টী জয় করিয়া মহাক্ষত্রপ হন।[১৯] জুনাগড়-লিপিতে দেখা যায়, আকারবন্তী (=অকরাবন্তী), অনূপ, আনর্ত, সৌরাষ্ট্র, শ্বভ্র, মরু, কচ্ছ, সিন্ধুসৌবীর, কুকুর, অপরান্ত ও নিষাদ এই কয়টী রাজ্য মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০] অনর্ঘরাঘবে (৭. ১১৫) উল্লিখিত হইয়াছে যে, কলচুরিদের রাজ্যকালে মাহিষ্মতী চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; সুতরাং অনর্ঘরাঘব রচনাকালে অনূপদেশ চেদিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। রাজগৃহের অধিবাসী মণ্ডন মিশ্র (পরে বিশ্বরূপ আচার্য) মাহিষ্মতীতে আসিয়া বাস করিতেন এবং এখানেই তিনি শঙ্করাচার্যের সহিত একটী বিতর্কে পরাজিত হইয়াছিলেন।[২১] [মাহিষ্মতী দ্র°]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনূপদেশ,—জলবহুল দেশ, অর্থাৎ যেখানে জলাজমির প্রাচুর্য তাদৃশ দেশ। অনূপদেশের লক্ষণ—

'বহ্বম্বু বহুবৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ।
দেশোঽনূপ ইতি খ্যাতঃ'—তথা
নদী পল্বলশৈবালফুল্লোৎপলকুলৈর্যুতঃ।
হংসসারসকারণ্ডচক্রবাকাদিসেবিতঃ ॥
সরো বরাহমহিষরুরুরোহিকুলাকুলঃ।
প্রভূতদ্রুমযূথ্যাঢ্যো নানাপুষ্পফলান্বিতঃ ॥
অনেকশালিকেদারকদলীক্ষুবিভূষিতঃ।
অনূপদেশো জ্ঞাত বাতশ্লেষ্মাময়াতিমান্ ॥
—ভা-প্র°।

অর্থাৎ—যেখানে জল অধিক, বৃক্ষসকলও অধিক এবং বাতশ্লেষ্মজন্য ব্যাধির প্রাচুর্য, তাহার নাম অনূপদেশ।

১৮ BG, i. pt.-ii, 149.

১৯ ঐ, 160-1.

২০ IA, vii. 260 ; BG, i. pt.-i, 36.

২১ মধ্বাচার্য-কৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, ৮ অ°।

যেস্থানে শৈবাল ও ফুল্ল উৎপলসমূহদ্বারা সুশোভিত এবং হংস, সারস, কারণ্ড ও চক্রবাকাদি জলচর পক্ষিগণ-কর্তৃক পরিসেবিত। জলাশয় বা সরোবর ও নদীসমূহের তটভূমিতে বরাহ, মহিষ, রুরু ও রোহী প্রভৃতি মৃগগণ বিচরণ করে এবং যেস্থানে নানা পুষ্প ও ফল-পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষসমূহ ও অনেক ধান্য, কদলী, ইক্ষু প্রভৃতির ভূমিসকলের দ্বারা বিভূষিত, তাহার নাম অনূপদেশ। অনূপদেশের লোকেরা প্রায়ই বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধির দ্বারা কষ্ট পাইয়া থাকে।—ভা-প্র°।

অনূপদেশের ভূমির গুণ—গুরু, সান্দ্র, পিচ্ছিল, মধুর, শ্লেষ্মল ও স্নিগ্ধ এবং উহা প্রমেহ, গলগণ্ড ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগের উৎপাদক।—রাজনি°।

কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ

অনূপবাঈ–দিল্লীসম্রাট্ জহান্দার শাহ্‌র বেগম ও ২য় 'আলমগীরের মাতা।—OBD, 51.

অনূপবিবি—জৈন রমণী-বি°। ১৭৭৮ বি-স° নেহালচন্দ্র মুনি ইঁহার জন্য 'কোশল-মহামুনি স্বাধ্যায়ে'র একটী খণ্ড রচনা করেন।

[U. S. Tank ; Dict. of Jaina Biography, 89 ; Descrip. Cat. of Sans. Mss, in Cal. Sans. Coll., xi. 305.]

অনূপনগর—নগর-বি°। 'ফর্হতুন্ নাজিরীন্'-এ ইহার উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায় যে, উহা দক্ষিণ-ভারতের একটী নগর। সম্রাট্ ২য় 'আলমগীরের রাজ্যকালে অহ্‌মদশাহ্ অব্‌দালি দেহলীতে গাজিউদ্দীন খাঁ ও ঝঙ্কু মরাঠাকে পরাস্ত করিয়া অনূপনগরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। নবাব শুজা-উদ্দৌলা এখানে আসিয়া অহ্‌মদশাহ্‌র সহিত মিলিত হন।—EHI, viii. 170.

অনুপম থের—(=অনুপম=উপমাবিহীন) ভিক্ষু-বি°। কোশলের এক ধনী-পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অতুলনীয় রূপের জন্য ইনি অনুপম বা

অনুপম নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি সংসার ত্যাগ করেন ও সাধনাদ্বারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।—থের° ১০. ২১৩-৪। ৩১ কল্প পূর্বে ইনি পদুম নামক পচ্চেক বুদ্ধকে পুষ্প দান করিয়াছিলেন।—থের-অথ° ১. ৩৩৪-৬। অপাদানে উল্লিখিত অঙ্কোলপুপ্‌ফিয় থের ও এই অনুপম একই ব্যক্তি। ঐ,—২৮৭।

অনূপরায়—বর্গূজর-বংশীয় সূর্যবংশী নৃপতি-বি°। মুঘল-বাদশাহ্‌ জহাঙ্গীরের সভায় ইনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাদশাহ্‌রও ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যুক্তপ্রদেশে বুলন্দশহরে ইঁহার রাজ্য ছিল। দিল্লী হইতে রোহিলখণ্ড যাইবার পথে গঙ্গাতীরে ইনি নিজ নামে 'অনূপশহর' নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন [অনূপশহর, দ্র°]। বুলন্দশহর জেলায় ইনি জহাঙ্গীর শাহ্‌র নামানুসারে 'জহাঙ্গীরাবাদ' নামক নগরও স্থাপন করিয়াছিলেন [জহাঙ্গীরাবাদ দ্র°]।—IG, v. 388 ; xii. 378.

অনূপশহর, — যুক্তপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। অক্ষা° ২৮° ৫´—২৮° ৩৭´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´—৭৮° ২৮´ পূ°। বুলন্দশহরের পূর্বভাগে গঙ্গাতীরে এই তহশীল অবস্থিত। আয়তন-পরিমাণ ৪৪৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ৩৭৮ এবং নগরসংখ্যা ৪। অনূপশহর, অহার ও দিবই এই তিনটী পরগণা লইয়া অনূপশহর গঠিত। চারিটী নগরের মধ্যে জহাঙ্গীরাবাদ, অনূপশহর ও দিবই বড় এবং সেগুলি যথাক্রমে অহার, অনূপশহর ও দিবই পরগণার মুখ্যনিবেশ। অবশিষ্ট নগরটী ছোট। সমগ্র তহশীল হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা কর ও প্রায় ৮০ হাজার টাকা সেস বৎসরে আদায় হইয়া থাকে। জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। তহশীলটী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ছোইয়া নদীর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। ছোইয়ার পূর্বাংশের ভূভাগ পশ্চিমাংশের ভূভাগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তবে উত্তর-গঙ্গা খালের অনূপশহর শাখার দ্বারা পূর্বাংশের ভূভাগে সেচের কার্য করায় উহা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ছোইয়া নদীর খাল পূর্বে বিশ্রীভাবে ছিল, কিন্তু পরে সেচ-বিভাগ-কর্তৃক উহা ঋজু ও গভীর করা হইয়াছে। ১৯০৩-৪ খ্রী° ৩৩৯ বর্গমাইলে চাষ করা হইত, তন্মধ্যে ১৫৮ বর্গমাইলে সেচ দিতে হইত, তবে কূপ হইতেই অধিকাংশ সেচের কার্য চলিত। পরে সেচ-বিভাগ কৃষিকার্যের আরও উন্নতি সাধন করিয়াছে।—IG, v. 387.

অনূপশহর, — নগর-বি°। যুক্তপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার অন্তর্গত অনূপশহর তহশীলের মুখ্যনিবেশ [অনূপশহর, দ্র°]। বুলন্দশহর নগর হইতে ১২৷৷° ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ২১´ উ°; দ্রাঘি° ৭৮° ১৬´ পূ°। জনসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এই নগর গঙ্গার উচ্চ তীরে অবস্থিত থাকায় বেশ ভালভাবেই নগরের জলনির্গমন হইয়া থাকে। খ্রীস্টান মিশনারীদের এখানে কয়েকটী কেন্দ্র আছে। ১৮৬৬ খ্রী° মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। পূর্বে এই নগর গঙ্গার উপর দিয়া বাণিজ্যে উত্তর দিকের শেষ সীমাকেন্দ্র ছিল। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রী° নরোরার বাঁধ নির্মিত হইলে দক্ষিণ হইতে ইহার বাণিজ্যপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। রেলপথের প্রবর্তনেও এই নদীপথের বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বর্তমানে ইহা মূলতঃ বাঁশ ও কাঠের ডিপোয় পরিণত হইয়াছে। তবে চিনি এখানকার প্রধান ব্যবসাদ্রব্য। কাপড়, জুতা প্রভৃতিও কিছু কিছু এখানে প্রস্তুত হয়, অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষেও সেগুলি যথেষ্ট নহে।

সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজ্যকালে বর্গূজর-নৃপতি অনূপরায় অনূপশহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন [অনূপরায় দ্র°]। বর্গূজর-বংশীয়গণ আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশীয় সূর্যবংশী বলিয়া অভিহিত করে এবং এখনও বর্গূজর-নৃপতিদের উত্তরাধিকারিগণ অনূপশহরে বাস করেন।

'স'আদৎ জাবেদ্' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, নাদির শাহ্‌র রাজ্যকালে হাফিজ্‌ রহমৎ খাঁর পুত্র হুর্মৎ খাঁ রোহিল ২০,০০০ বেদুইন ও অফ্‌গান সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া অনূপশহরে আসেন। এই সময় পীলীভীৎ দুর্গ নাদির শাহ্‌র ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজা মজ্‌লিস্ রায়ের অনুগামী ব্যক্তিদিগের অধিকারে ছিল। হুর্মৎ খাঁ পীলীভীৎ দুর্গ অবরোধ করিয়া সমগ্র রাজ্যে লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হন। তখন স'আদৎ জাবেদের রচয়িতা রায় গুরুদাস সিংহকে মহারাজ সুরতসিংহ হুর্মৎ খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হুর্মৎ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। খ্রী° ১৮শ শতকে কিছুকাল অনূপশহর দিল্লী হইতে রোহিলখণ্ড যাইবার পথে গঙ্গা পার হইবার কেন্দ্রস্থলরূপে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই ১৭৫৭ খ্রী° বর্ষাগমে সম্রাট্‌ মুহম্মদ শাহ্‌ বহাদুরের রাজ্যকালে অহ্‌মদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা সুলতান অহ্‌মদ শাহ দুরানী তাঁহার অভিযানকালে এখানে উপস্থিত হন এবং কিছুকালের জন্য সেনানিবাস স্থাপন করেন। সেনানিবাস-স্থাপন-ব্যাপারে তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কুটির নির্মাণ করিবে যাহাতে তাঁবুর জিনিসপত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যপূর্ণ থলেগুলি বর্ষার জলে ভিজিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সুদক্ষ ঘরামিদের দ্বারা সেই আদেশও যথাযথ পালিত হইয়াছিল। এইভাবে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া অহ্‌মদ শাহ্‌ এখান হইতে অভিযান করেন এবং পুনরায় ১৭৫৯ খ্রী° প্রত্যাবর্তন করেন। [অহ্‌মদ শাহ্‌ দুরানী দ্র°] এই স্থান হইতে মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সূচনা হইয়াছিল; তাহার ফলে ১৭৬১ খ্রী° পানিপথের যুদ্ধে মরাঠাগণ পরাজিত হয়। ১৭৭৩ খ্রী°

মরাঠারা রোহিলখণ্ড অবরোধ করিলে অযোধ্যার উজীরের ও বৃটিশের সম্মিলিত বাহিনী এখানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া মরাঠা-দের সহিত যুদ্ধ করে। তখন হইতে ১৮০৬ খ্রী° পর্যন্ত ইহা বৃটিশবাহিনীর ঘাঁটি ছিল, অতঃপর তাহা মীরাটে স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানেই জাঠেরা সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রোহিলখণ্ড হইতে বিদ্রোহিগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিল। কিছু কালের জন্য এখানে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা কারখানা ছিল।

[IG, v. 387-8 : EHI, viii. 347-8 ; J. Tod : Annals & Antiquities of Rajasthan, ed. by W. Crooke, i. 141 ; iii. 1352]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনূপসিংহ, — বিকানীরের অধিপতি (১৬৬৯—৯৮ খ্রী°)। বিকানীরাধিপতি রাজা কর্ণসিংহদেব রাঠোরের (১৬৩১ —৬৯ খ্রী°) কনিষ্ঠ পুত্র ও তদীয় উত্তরাধিকারী।[১] সিংহাসনারোহণের পূর্বে দিল্লীসম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সহিত তদীয় ভ্রাতৃবর্গের সিংহাসনাধিকার লইয়া যে বিরোধ ঘটে তাহাতে কর্ণসিংহ তাঁহার প্রথম তিন পুত্রকে লইয়া আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগদান করেন। তাহাতে তিনি ও সেই পুত্রগণ নিহত হন এবং ফলে অনূপসিংহ বিকানীরের সিংহাসনাধিকারী হন (১৮৬৯ খ্রী°)।[২] কিন্তু ১৬৭৪ খ্রী° (১৭৩০ সংবৎ) তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এতদ্ব্যতীত দিল্লীদরবারে বিকানীর-রাজ-পরিবারের সেবার ফলস্বরূপ সম্রাট্ আওরঙ্গজেব তাঁহাকে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার এবং বিজাপুর ও আওরঙ্গাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[৩] এছাড়া বাদশাহ্ তাঁহাকে আদোনি দুর্গ ও স্থানও প্রদান করিয়াছিলেন।[৪]

অনূপসিংহ বরাবর দিল্লীসম্রাটের অধীন শাসনকর্তা ও অন্যতম প্রধান সেনাপতিরূপে কার্য করিয়াছেন। তাঁহার কর্মস্থল বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যেই নিবদ্ধ ছিল। যশল্মীরের রাবল অমরসিংহ যখন নিজ সামন্তগণের বিজয়াভিযানে অংশ গ্রহণ করেন, তখন অনূপসিংহ দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের বাহিনীতে কার্য করিতেছেন দেখা যায়।[৫] দক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা-অবরোধকালে অনূপসিংহ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি দান করেন; তদবধি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যথানুক্রমে 'মহারাজা' ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।[৬] কাবুলে অফ্গানগণ বিদ্রোহ করিলে অনূপসিংহকে সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল। যোধপুররাজের সহযোগিতায় তিনি সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া সগৌরবে প্রত্যবর্তন করেন।[৭] দাক্ষিণাত্যে তিনি আর একবার বাদশাহ্র বাহিনীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সেনাপতির সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।[৮] অতঃপর মহারাজা স্বরূপসিংহ বিকানীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৯]

বিকানীরের প্রসিদ্ধ অনূপগড় দুর্গ অনূপসিংহই তাঁহার রাজ্যাভিষেকের চার বৎসর পরে ১৬৭৮ খ্রী° নির্মাণ করেন। নিজেরই নামে তিনি দুর্গটীর এবং যেখানে উহা প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানের (অনূপগড়) নামকরণ করিয়াছিলেন।[১০] [অনূপগড় দ্র°]

'রাজস্থানে' অনূপসিংহকে এক জন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও সৈন্যবাহিনীর পরিচালন বলা হইয়াছে। কিন্তু এছাড়া তিনি এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 'অনূপবিবেক'[১১] নামক তন্ত্রগ্রন্থ, 'শ্রাদ্ধপ্রয়োগচিন্তামণি'[১২] নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও 'কামপ্রবোধ'[১৩] গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। এছাড়া 'অনুষ্ঠানপদ্ধতি' নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও 'অনূপোদয়-গীতগোবিন্দ-টীকা'ও তিনি রচনা করেন।[১৪] তিনি অনন্ত ভট্টের দ্বারা 'তীর্থরত্নাকর'[১৫] ভদ্ররামের দ্বারা 'অযুতলক্ষকোটিহোম-প্রয়োগ'[১৬] ভাবভট্ট রায়ের দ্বারা 'অনূপসঙ্গীতবিলাস'[১৭] নামক নৃত্যাধ্যায়-সঙ্গীত-গ্রন্থ মণিরাম দীক্ষিতের দ্বারা 'অনূপবিলাস'

---

১ Tod : Annals & Antiquities of Rajasthan, ed. by W. Crooke, ii. 1136 ; IG, viii. 295.

২ ঐ

৩ Tod's Rajasthan (Crooke) ii. 1136-7. কাহারও কাহারও মতে ১৬৭৪ খ্রী° রাঠোর কর্ণসিংহের মৃত্যু হয় এবং তখনই অনূপসিংহ সিংহাসনের অধিকারী হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হন।—BurgCl 118.

৪ এই আদোনি মাদ্রাজপ্রদেশে বেলারী জেলার অন্তর্গত একটা স্থান। তথায় আদোনিদুর্গও অবস্থিত আছে।

৫ Rajasthan (ed Crooke), ii. 1227.

৬ IG. viii. 206.

৭ Rajasthan (ed. Crooke), ii. 1137.

৮ অনূপসিংহের মৃত্যুকাল ও মৃত্যুস্থান-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। ফেরিস্তা বলেন, দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সে যুগের চারণদের গাথায় বলা হইয়াছে, বাদশাহ্-প্রেরিত দাক্ষিণাত্যের সৈন্যবাহিনীতে অপরাপর সেনাপতিগণ অনূপসিংহের নিজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় বিরক্তিবশতঃ তিনি বিকানীরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। কাহারও মতে (Eraskine, iii A 322), ১৬৯৮খ্রী° আদোনিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। বার্গেস তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, ১৭০৯ খ্রী° অনূপসিংহের মৃত্যু হয়।—BurgCl, 152

৯ BurgCl, 152.

১০ IG, v. 387.

১১ Ben. 42 ; BL. 10 ; Stein 227 ॥ Cat. Cat. ॥

১২ Bik. 471 ॥ Cat. Cat ॥

১৩ L. 2534 ॥ Cat. Cat. ॥

১৪ Cat. Cat.

১৫ Bik. 477 ॥ Cat. Cat. ॥

১৬ Bik. 365 ॥ Cat. Cat ॥

১৭ M. Krishnamachariar : Hist. of Classical Sans. Litt., 1042 ; Bik. 510 ॥ Cat Cat. ॥

বা 'ধর্মাম্ভোধি'[১৮] নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও 'অনুপব্যবহারসাগর'[১৯] নামক জ্যোতিষগ্রন্থ, বৈদ্যনাথ-কর্তৃক 'জ্যোৎপত্তিসার'[২০] এবং নীলকণ্ঠ-কর্তৃক 'শিবতাণ্ডবটীকা'[২১] সঙ্কলন করান। ইহা ব্যতীত 'অনুপসঙ্গীতাঙ্কুশ' ও 'অনুপসঙ্গীতরত্নাকর' নামে আরও দুইটী সঙ্গীতগ্রন্থ তিনি সঙ্কলন করাইয়াছিলেন।[২২]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনুপসিংহ, —অনুপসিংহ ভণ্ডারী। যোধপুরের একটী অসবাল-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। গুজরাতের সহকারী শাসনকর্তা। অজিত সিংহ ইঁহাকে নিজের সহকারিরূপে ১৭২০ খ্রী° গুজরাতে প্রেরণ করেন [অজিতসিংহ দ্র°]। এই সময়, সৈয়দ দিলবার খাঁর সহিত উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিজাম-উল্-মুল্‌কের বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধের ফলে যখন নিজাম-উল্-মুল্‌ক বুর্হানপুরে দিলবার খাঁকে নিহত করিয়া আওরঙ্গাবাদে উপস্থিত হন তখন দাক্ষিণাত্যের সহকারী শাসনকর্তা 'অলম 'অলি খাঁকে নিজ়ামের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করা হয় এবং অনুপসিংহকে তাঁহার মন্ত্রী নাহর খাঁর পরিচালনাধীনে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সুরাটে পাঠাইতে আদেশ দেওয়া হয়। বালাপুরের নিকট 'অলম 'অলি খাঁর সহিত নিজ়ামের যুদ্ধ বাঁধে এবং তাহাতে নিজ়ামই জয়লাভ করেন ও 'অলম খাঁ নিহত হন।

এদিকে অনুপসিংহ কয়েকটী আপত্তিকর কার্য করিয়া বসেন। তন্মধ্যে অহমদাবাদের সর্বপ্রধান বণিক্ কর্পূরচাঁদ ভেঁাসলের হত্যাব্যাপারই প্রধান। অবশ্য কর্পূরচাঁদকে হত্যা করিবার পক্ষে এই কারণ ছিল যে, অনুপসিংহের আদেশের বিরোধিতা করিবার জন্য কর্পূরচাঁদ বহু সশস্ত্র ভাড়াটিয়া বিদ্রোহী সংগ্রহ করেন এবং তাহাদের সাহায্যে অনুপসিংহ যাহাদিগকে অন্যায়ভাবে বন্দী করিয়াছিলেন তাহাদিগকে মুক্ত করেন। ফলে অনুপসিংহ তাঁহাকে হত্যা করেন। যাহা হউক, ১৭২১ খ্রী° নিজ়াম-উল্-মুল্‌ক সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিয়োজিত হন এবং 'অবদুল হমীদ খাঁকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করা হয়; হয়দর কুলী খাঁ সৈয়দগণের অত্যাচারী হস্ত হইতে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করিবার পুরস্কারস্বরূপ অজিতসিংহের স্থলে গুজরাতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন; মু'আসম কুলী খাঁকে তাঁহার সহকারী নিয়োগ করা হয়। অনুপসিংহ ও নাহর খাঁ সৈয়দগণের নিয়োজিত রাজকর্মচারী ছিলেন এবং অহ্‌মদাবাদের প্রজাবর্গও তাঁহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহারে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাষ্ট্রে পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়াই তাহারা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া অনুপসিংহের প্রাসাদ 'ভদর' আক্রমণ করে। অনুপসিংহ অতি কষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। হায়দর কুলী খাঁর সহকারী শুজ্জাআৎ খাঁ নাহর খাঁর গৃহ আক্রমণ করেন। নাহর খাঁকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া অহ্‌মদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়।

[BG, i. pt.-i, 301-2 ; BurgCl, 163 ; U. S. Tank : Dict. of Jaina Biography, 90-1 ; Desai ; Rāsa-mālā, i. Intro., 11.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনুপসিংহ.—রেবা-রাজ্যের অধিপতি (১৬৪০-৬০ খ্রী°)। 'বান্ধু' বা 'বান্ধোগড়' দুর্গে থাকিয়া ইনি রাজ্য পরিচালন করিতেন। বান্ধোগড় রেবা-রাজ্যের একটী প্রাচীন দুর্গ; স্থাপত্য ও ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়া এই দুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—স্থানীয় জনপ্রবাদানুসারে সম্রাট্ অকবর এই দুর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [বান্ধোগড় দ্র°]। উর্ছার রাজা পহাড়সিংহ-কর্তৃক পরাজিত হইয়া অনুপসিংহ রেবা হইতে বিতাড়িত হন এবং ফলে বান্ধোগড় মুঘলদিগের অধিকারে গিয়া পড়ে। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রী° ইনি মুঘল-দরবারে গিয়া সম্রাট্ অকবরের আনুগত্য স্বীকার করিলে রাজ্য ও বান্ধোগড় পুনরায় লাভ করেন।

[A. Cunningham : Arch. Sur. of N. India, vii. 22 ; IG, vi. 359 ; xxi. 282]

অনুপসিংহ.— নারবারের কছবাহ অধিপতি। কছবাহ অমরসিংহের পৌত্র। অমরসিংহ সম্রাট্ শাহ্‌জহানের নিকট রাজ্য হারান, কিন্তু পরে তিনি সীপ্রী (বর্তমানে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নারবার জেলার মুখ্যনিবেশ; ১৮০৪ খ্রী° সিন্ধিয়া ইহা অধিকার করেন) ও কালার নামক স্থান লাভ করেন। অনুপসিংহ তাঁহার রাজ্যকালে নারবার লাভ করিয়াছিলেন। —IG, xxiii. 15.

অনুপসিংহ,—যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত রামনগরের এক জন রায়কবাড়-বংশীয় রাজপুত তালুকদার। ইনি রাজা শিবসিংহের পুত্র ও তদীয় উত্তরাধিকারী। ইনি লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন — কল্যাণী নদীর তীরে এক যুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্রের অবসান হয় [লক্ষ্ণৌ দ্র°]। ইঁহার পরে রাজা ভবানীসিংহ রামনগরের গদী অধিকার করেন। অনুপসিংহ ১৮শ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। রামনগরের নিকটবর্তী কোঠি পুখ্‌ত নামক স্থানে ইঁহার সমাধিমন্দির আছে। —DGUP, xlviii, 85.

অনুপসিংহ, — পঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত আনন্দপুর রাজ্যের সোধিবংশীয় রাজপুরুষ। ইনি সোধি-পর্যায়ের দ্বিতীয় শাখার ('দুসরী

---

১৮ W. P. 313 ; Bik. 360 ; N. W. 76 ; Lahore 12 ‖ Cat. Cat. ‖ Kunjavihari Sarma : Cat. of Sans. Printed Books & Mss., Cal 1903, 10.

১৯ Bik. 290 ‖ Cat. Cat ‖

২০ Bik. 307 ‖ Cat. Cat. ‖

২১ Oudh. xl. 20 ; NP. viii. 50 ‖ Cat. Cat. ‖

২২ Hist. of Classical Sans. Litt., 237 1042.

সরকার') অন্তর্ভুক্ত। 'হুসূরী সরকার'এর ক্ষমতা-অনুযায়ী ইনি দরব.ারী ছিলেন না— মূল সরকার হইতে আইনানুসারে বৃত্তি ভোগ করিতেন।

[C. F. Massy : Chiefs & Families of Note in the Panjab. Allah. 1890, 335.]

অনূপা—দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভজাত মহর্ষি কশ্যপের অষ্ট কন্যার (অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গনপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা ও ভাসী) অন্যতমা। —কালিকাপু° ৩৪. ৭৮। মহাভারতে (১. ৬৫. ৪৬-৭) অনূপাকে অনূপ' বলা হইয়াছে।

অনুবন্ধ্য — [বৈদিক] জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত তিন প্রকার যজ্ঞীয় পশুর অন্যতম। 'অনুবন্ধ্যায়ৈ সমিষ্টযজুষামুপরিষ্টাৎ'— ঐ-ব্রা° ৭. ২১ ; 'অনুবন্ধ্যয়েষ্ট্বা'— ঐ-ব্রা° ৮. ৫ ; আশ্ব-শ্রৌ° ৪ ১২. ৬। 'চতুর্থমিবৈতৎসবনং যদনুবন্ধ্যা তস্মাদচ্যুতা ভবতি'—কৌ-ব্রা° ১৮. ১১ [অনুবন্ধ্য দ্র°]

অনুযাজ—অনুযাজ। অনুযাজ দ্র°।

অনুরাধ—১ [অনু + √ রাধ্ + অচ্] আরাধনার যোগ্য, আরাধনীয়। 'ইন্দ্রং বয়মনুরাধং হবাবহে'— অ° ১৯. ১৫. ২। ২ ইন্দ্রের নামবি° ॥ গোল্ড° ॥

অনূরু— [নঞ্ বহু°] ১ বিণ, উরুশূন্য, উরুবিহীন, যাহার উরু নাই। ২ সূর্যের সারথি, বিনতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ।—মহা° ১. ৬৫. ৪০। [অরুণ দ্র°] ৩ প্রত্যূষ ॥ আপ্° ॥ ~ সারথি— ১ [অনূরু সারথি যাহার—বহু°] রবি, সূর্য।—মহা° ১. ১৬. ২২-৩ ; 'গতং তিরশ্চীনমনূরুসারথেঃ' — শিশু° ১. ২ ॥ শব্দ° আপ্° ॥

অনূর্জিত — [নঞ্ তৎ] ১ বলহীন, দুর্বল, শক্তিহীন।—কাব্যাদ° ১. ৭১ ॥ শিশ্° আপ্° ॥ ২ গর্বশূন্য ॥ আপ্° ॥

অনূর্ধ্ব— [নঞ্ তৎ] বিণ, ১ অনুচ্চ, নিম্ন। ২ [বা°] যাহা হইতে উর্ধ্ব নাই, অত্যুচ্চ, অতি মহান্। ~ভাস্ — [বৈদিক] ১ অনুন্নত তেজঃবান্। ২ যে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলন করে না। 'স তোকমস্য পীপরচ্ছমীভিরনূর্ধ্বভাসঃ সদমিত্তুর্যাৎ'—ঋ° ৫. ৭৭. ৪। ~সমান— অতুলনীয়া, শ্রেষ্ঠ। 'ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশর্য পরিপূর্ণ অনূর্ধ্ব সমান।'—চৈ-চ° ৩৫. ॥ ব-শব্দ° ॥

অনূর্মি—১ বিণ, উর্মিবিহীন ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ২ অহিংসনীয়। 'স্তুহীংদ্র ব্যশ্ববদনূর্মিং বাজিনং যমম্'—ঋ° ৮. ২৪. ২২।

অনূলা—কাশ্মীরের নদীবি°। কাশ্মীরাধিপতি অবন্তীবর্মা ৮৫৫—৮৮৩ খ্রী°) কৃষিকার্যের জলসেচন ব্যাপারে এই নদীকে ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন।—রাজত° ৫. ১১২।

অনুবিশ—প্রাচীন মিশরীয় মৃত্যুদেববি°। সাধারণতঃ অন্ধকার ও মৃতের রাজ্যের অধিপতি এবং প্রেতের পাপপুণ্যের হিসাব-রক্ষক। সময় সময় ইনি দেবতাদিগের দূতের কার্যও করিয়া থাকেন। ইঁহার পিতা ওসীরিস্ এবং মাতা নেপথিস্। মিশরদেশের প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইঁহাকে শৃগালরূপী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও ইঁহার মুখ কুকুরের মত এবং কোথাও বা শৃগালের মত ; দেহ চড়ুই পাখীর মত। ইহার বাম হস্তে দণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তে সবুজ তাল থাকে। ইঁহার বাহন কুকুর।

ইঁহার পিতা ওসীরিসের সম্মুখে যখন মৃত আত্মার পাপপুণ্যের বিচার হয় তখন ইনি মৃত আত্মার আসিবার পথ উন্মোচন করিয়া দেন ; সেই জন্য ইঁহাকে মৃতের পথপ্রদর্শক বা পথনির্দেশক বলা হয়। বিচারের সময় ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা হোরাস তুলাদণ্ডদ্বারা মৃতের পাপপুণ্যের ফলাফল স্থির করিয়া থাকেন।

ওসীরিসের মৃত্যুতে রা দেবতা অনুবিশকে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনুবিশ থোথ্ ও হোরাসের সাহায্যে ওসীরিসের দেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সংযুক্ত করেন এবং বস্ত্র দিয়া তাঁহার দেহ জড়াইয়া দেন। ইহাই প্রথম ম্যমী-রূপে পরিগণিত হয়।

অবীদোস্ নামক স্থানে ওসীরিসের একটী মন্দির আছে। কিন্তু মন্দিরটী আসলে তাঁহার ছিল না ; মন্দিরটীর নিম্নভাগে অনুবিশের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অনুবিশ ও তদীয় ভ্রাতা উপুঅণ্ড্ তাঁহাদের পিতা ওসীরিসের সঙ্গি-হিসাবে অবীদোসে আগমন করেন। অনুবিশ এই স্থানে সমাধির রক্ষক হন।

গ্রীক্ ও রোমানরা কুকুররূপী অনুবিশের পূজা করিত। মিশরদেশে সেরাপিস্ ও আইসিস্-সংস্কৃতির যুগেও ইঁহার উভয় মূর্তির পূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন মিশরবাসীরা যুদ্ধ এবং উৎসবযাত্রায় অনুবিশের মূর্তি লইয়া যাইত।

[G. Lafaye ; 'Histoire du culte des divinites d'Alexandrie hors de l'Egypte'—Bibl. des ecoles francaises d'Athenes et de Rome, xxxiii, Paris, 1884 ; E. A. W. Budge : Egyptian Religion, Lond. 1900 ; Edvard Meyer : 'Die Entwickelung der Kulte von Abydos und die sogenannten Schakalsgotter'—AEgyptische Zeitschnift, xli. (1904), 97-107 ; Budge : Hist. of Egyt, i. 19 ; Petric : Abydos].

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনূব্রজ্ — [বৈদিক] পঞ্জরের নিকটস্থ অস্থি। 'ভগস্তাস্তা মনুব্রজৌ'—অ° ৯. ৪. ১১ ॥ আপ্° ॥

অনূশীর্ব.াঁন্[1]—পারস্যের রাজা খসরুর আরবী নাম[1] [খসরু, ১ম দ্র°]। নামান্তর—নুশীর্ব.ান্ (ফির্দৌসী-ব্যবহৃত), নুশীন্-রর্ব.ান্ বা 'সৎ আত্মা'রূপে এই নামের ব্যাখ্যা করা হয়। পহ্লবী নাম— অনোশক্-রুব.ন্ ; পজে.ন্দ্ নাম—অনোশ্-রুআন্ (=অমর আত্মা)।

টডের রাজস্থানে পরমাররাজ বিজয়সেনকে (১৪৪ খ্রী°) নূশীর্ব.ান্ নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়।[2] আবার কোন কোন

১ Tabarī, ed. de Goeje, i. 862.

২ Annals & Antiquities of Rajasthan (Crooke), i. 253.

ক্ষেত্রে রাজস্থানের বাপ্পার সহিত পারসীক নূশীর্ব.ানের অভিন্নত্ব দেখান হইয়াছে; ইনিই আবার মেব.ার-রাজগণের এক জন আদি নৃপতি ২য় মহেন্দ্রজী বা কালভোজ এরূপ ধারণাও করা হয়।[৩] বলভী বা গান্ধারের পতনের পর বাপ্পা বা শৈলের ইরাণে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তাঁহার কাহিনীর সহিতও আবার কোথাও কোথাও নূশীর্ব.ানের কাহিনীর অভিন্নত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।[৪] তবে এই কাহিনীকে কেহ কেহ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৫]। [বাপ্পা দ্র°]

[En. Islm., i. 357 ; Annals & Antiquities of Rajasthan, ed. W. Crooke, i. 267-8 ; Smith-EHI, 321 ; পাদটীকা।]

অনূশীর্ব.ান[২]--অনূশীর্ব.ান্ খালিদ্ বিন্ মুহম্মদ অল্-কশানী। ১১২৭ খ্রী° সেল্জুক মহ.মূদের উজ.ীর, ১১৩৪-৬ খ্রী° মস্’দের উজ.ীর এবং ১১৩২-৪ খ্রী° খলীফ অল্ মুস্তর্শীদ্ বি’ল্লাহ্.র উজ.ীর ছিলেন। ইঁহার সমসাময়িক কবিদের রচনায় ইঁহার গুণ-কীর্তন দেখা যায়; কারণ ইনি নিজে এক জন গ্রন্থকার ছিলেন এবং সমসাময়িক কবি ও গ্রন্থকারদের এক জন বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। ‘ফতূর্ জ.মান অল্-স্দূর্ ব.-স্দুর জ.মান্ অল্-ফতূর্’ নামক পারসীক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন; ‘ইমাদ অল্-দীন-কর্তৃক উহা আরবীভাষায় অনূদিত হয়—অল্-বোন্দারী এই অনুবাদগ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন এবং উহা Houtsma-কর্তৃক সম্পাদিত হয় (Recueil de textes relat. a l'hist. des Seldjoucides, ii)। অনূশীর্ব.ানের আর দুইটী গ্রন্থের নাম—নফ.থৎ অল্-মস্দূর (মীর্জ.া মুহম্মদ-সম্পাদিত অল্-ব.রাব.ীনী-তে, পৃ° ৪, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে) এবং হাজ্জী খলীফ। ১১৩৮ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়।—En. Islm. i. 357.

অনূষর—১ =ঊষর ॥ অম° ॥ ২ লবণ-রহিত ॥ মনি° ॥

অনূষিত— ১ এক সঙ্গে বসবাস ॥ গোল্ড° ॥ ২ অন্যের পার্শ্বে বর্তমান ॥ মনি° ॥

অনূষ্ণ=অনুষ্ণ। অনুষ্ণ দ্র°।

অনূহ—বিণ, ১ চিন্তারহিত ॥ আপ্.° ॥ ২ বিচার-রহিত ॥ আপ্.° ॥ ৩ যত্নবিহীন ॥ মনি° ॥ ~**বান**—পুরাণোক্ত এক জন ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি তপোবলে ঋষিত্বলাভ করিয়াছিলেন।—বায়ুপু° ৯. ১২২।

অনৃক্ক — [অ+ ঋচ্. – সমাসান্তে কপ্.] ঋক্-রহিত, ঋগ্বিহীন।

অনৃক্ষর —[বৈদিক] বিণ, কণ্টকশূন্য (পথ)। ‘অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ’—ঋ° ১০. ৮৫. ২৩, ২, ২৭. ৬ ॥ আপ্.° ॥

অনৃচ — [নঞ্.বহু°] ১ অনভ্যস্ত ঋঙ্.মন্ত্র। ২ অনুপনীত বালক, অকৃত-উপনয়ন বটু, যে বালকের উপনয়ন হয় নাই। ‘যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা-বিপ্রোনৃচোঽফলঃ’ – মনু° ২. ১৫৮। ৩ উপনয়ন-সংস্কার হেতু তৎস্থানে আনীত হইয়াছে, অথচ ঋঙ্.মন্ত্র অভ্যাস করিতে পারে না এরূপ বালক। [‘অনৃচবহ্বৃচা-বাধ্যেতর্যেব’ — সি-কৌ°। অধ্যয়নের যোগ্যতা বুঝাইলে অনৃচ ও বহ্বৃচ এইরূপ সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়। অন্যত্র হইবে না। যথা — অনৃক্ সাম অনৃচ. অর্থাৎ স্তুতিশূন্য।—পা° ৫. ৪. ৭৪ (কাশিকা)] ‘অব নো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ’ —ঋ° ১০. ১০৫. ৮; বোপ° ৬. ৭৫।

অনৃজু — [নঞ্.বহু°] বিণ, ১ ঋজুভিন্ন, বক্র। ২ শঠ, অসরল, কুটিল। ‘মা ভ্রাতু-রগ্নে অনৃজোর্ঋণম্’—ঋ° ৪. ৩. ১৩; নিরুক্ত° ২. ৪; ‘ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপ-লোঽনৃজুঃ’—মনু° ৪. ১৭৭। ৩ গর্হিত। ‘অনৃজুরুপায়ঃ পার্শ্বম্’ — পা° ৫. ২. ৭৫ (কাশিকা) ॥ অম° শব্দ° অভি° ॥

অনৃণ— [নঞ্.বহু°; স্ত্রী--া] বিণ, ১ ঋণশূন্য, যাহার ঋণ নাই। ‘এনামনৃণাং করোমি’ — শিশু° ১; ‘প্রাণৈর্দশরথ-প্রীতেরনৃণং কণ্ঠবর্তিভিঃ’ — রঘু° ১২. ৫৪ অ° ৬. ১১৭. ১; বাজ-স° ১৯. ১১; ঐ-ব্রা° ১. ১৪.। ২ ঋণত্রয়মুক্ত [ঋণ দ্র°] ‘বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ’—মনু° ৬. ৯৪; ৯. ১৯৬। ~ **তা** —স্ত্রী°, ঋণহীনতা।—রা° ২. ৯৫. ১৭; ‘যেন স্বামিপ্রসাদস্যানৃণতাং গচ্ছামঃ’—পঞ্চত° ৭০. ১৪। ~ **ত্ব**—ক্লী°, ঋণশূন্যতা। ‘অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয়্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ’—রা° ২. ১১২. ৬; ‘অনৃণত্বং পিতু-র্ধর্মাৎ’—রা° ২. ১০৩. ১৭। ~ **ী**— [মূ°-ণিন্; নঞ্.তৎ] ঋণী নহে, যাহার ঋণ নাই ‘পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে। অনৃণীচাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥’—মহা° ৩. ৩১২. ১১০; ‘একম-প্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ॥’—আহ্নিকতত্ত্ব ॥ শব্দ° ॥

অনৃত,— [নঞ্.তৎ] ১ ক্লী° সত্য নহে, মিথ্যা, অসত্য, নিন্দা। বিপ—ঋত। ‘অধার্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্’—মনু° ৪. ১৭০; মহা° ১. ৭৬. ২৪, ১২. ১০৯; ৮. ৭২.৩৪; ভা° ২০. ৩ ই° ২ মিথ্যাবাক্য। ‘পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যাঃ’ — ঋ° ৪. ৫. ৫, ৭. ৪৯. ৩, ৭. ১০৪. ৮; ছা-উ° ৬. ১৬. ১; ষড্.বি-ব্রা° ৫. ৯৮; মনু° ১. ২৯; ‘বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। বিপ্রস্য চার্থেহ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুর-পাতকানি’ — মহা° ১. ৮২. ১৬ ॥ শব্দ°॥ ৩ যাহা ঋত (উঞ্ছশীল) নহে, কৃষি।—মনু° ৪. ৫ ॥ অম° ॥ ~ **ক**— বিণ, মিথ্যাবাদী ॥ আপ্.° ॥ ~ **ত্ব**— রসভেদপ্রকার স্বরূপ নির্ণয়ের একটী ভেদ। ‘যস্মিন্নর্থে চ যদ্ বাক্যমর্থাসংস্পর্শি তত্ত্বতঃ। অনৃতত্বং তদথবা

[৩] Erskine, ii. B. 8.

[৪] BG, i. pt.-i, 94n. 2.

[৫] J. Frazer : Lectures on the Early History of Kingship, 269f.

তদর্থস্ত বিপর্যয়ঃ' — ভা-প্র° ৩য় অধি. (GOS, ৩ অধি. ২১-২২ পঙ°) । ~দেব--[বৈদিক] যাহার নিকটে দেবতা মিথ্যা। 'যদি বাহমনৃতদেব আস মোঘং বা দেবাঁ অপ্যূহে অগ্নে' – ঋ° ৭. ১০৪. ১৪। ~ দ্বিষ –১ অসত্যের প্রতি যিনি দ্বেষ করেন। ২ সত্যবাদী। ৩ আদিত্যের নামবি°। 'ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবৃধো ঘোরাসো অনৃতদ্বিষঃ' — ঋ° ৭. ৬৬. ১৩ ॥ গোল্ড° ॥ ~বদন,-ভাষণ—ক্লী, অসত্য-ভাষণ ॥ আপ°॥ ~ বাদী— [মৃ°-বাদিন্] মিথ্যাবাদী, যে মিথ্যাবাক্য বলিতে অভ্যস্ত ॥ গোল্ড° ॥ ~ ব্রত — ১ যিনি ব্রতের অপালন করেন ॥ আপ° ॥ ২ যিনি প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গ করেন। ~ী [মৃ°-তিন্] অসত্যভাষী, মিথ্যাবাদী। 'পিশুনানৃতি-নোশ্চান্নং ক্রতুবিক্রয়িণস্তথা'— মনু° ৪. ২১৪; যাজ্ঞ° ১. ১৬৫; রা° ১. ৬. ১৪।

অনৃত₂ –১ অধর্ম হইতে তৎপত্নী হিংসা অনৃত ও নিকৃতি (নির্ঋতি) নামে একটী পুত্র ও একটী কন্যা লাভ করে। নিকৃতি ও অনৃতের সংযোগে ভয় ও নরক নামক পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনা নামক কন্যাদ্বয় উৎপন্ন হয়। ভয় ও মায়ার সংযোগে মৃত্যু এবং রৌরব ও বেদনার সংযোগে দুঃখ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ইহাদের পরিণাম দুঃখ এবং সকলেই অধর্মের লক্ষণাক্রান্ত।—কূর্মপু° পূ° ৮. ২৫-৮; অগ্নিপু° ২০. ১৭-১৯; মার্ক-পু° ৫০. ২৮-৩২; লিঙ্গপু° ৭০. ২৯০-৩০০; বিষ্ণুপু° ১. ৭. ২৯; ২ রামায়ণে বিশ্বামিত্র-কর্তৃক রামকে প্রদত্ত অস্ত্রবি° ।—রা° ১. ৩. ১৮।

অনৃতু—[নঞ্ তৎ] ১ ঋতু ভিন্নকাল বর্ষাদিকাল নহে। 'অনৃতৌ চাভ্রদর্শনে'—, মনু° ৪. ১০৪ ॥ আপ°॥ ২ স্ত্রী-রজঃ-বিকাশের পূর্বকাল ॥ আপ°॥ ~কন্যা—স্ত্রী°, যে কন্যার এখনও ঋতু সময় হয় নাই ॥ আপ°॥

অনৃতোদ্য—[অনৃত+উদ্য] অসত্য বাক্য ॥ গোল্ড° ॥

অনৃপ—১ রাজাবিহীন ॥ গোল্ড° ॥ ২ যে রাজ্যে নরপতি নাই ॥ গোল্ড° ॥

অনৃভুক্ষী—[মৃ°-ক্ষিন্] ইন্দ্র ব্যতীত।

অনৃশংস—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী--া] বিণ, অনিষ্ঠুর, অহিংস্র, সদয়। 'তেষাং যোঽ-নৃশংসতমঃ স্যাৎ—কা-শ্রৌ° ২২. ৪. ৭; 'বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি' রা° (গো°) ২. ৬২. ৭ ॥ বো-রো° ॥ ~তা—স্ত্রী°, কোমলতা, কৃপালুতা।

অনেক—[নঞ্ তৎ; স্ত্রী--া] ১ এক ভিন্ন, বহু, বহুসংখ্যক। 'অনেকানি সহস্রাণি' —মনু° ৫. ১৫৯; 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং'— গী° ১১. ১৬; রঘু° ১৭. ৪। 'অনেকপিতৃ-কাণাং তু পিতৃতো ভাগকল্পনা'—যাজ্ঞ° ২. ১২০; কিরাত° ১. ১৬॥ আপ° ॥ 'অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম'—ভারতচ° ২৫৪ ২ দ্বিসংখ্যক, দুই। ৩ বিভিন্ন, পৃথক্। 'অনেকপিতৃক'—যাজ্ঞ° ২. ১২৩ ॥ আপ°॥ ৪ প্রভূত, প্রচুর। ৫ [বহু°] যাহার একত্ব নাই, নানা। —পা° ২. ২. ২৪; সা-দ° ১০. ৪; যাজ্ঞ° ৩. ১৪৪। [প্রা-বা°] প্রচুর, বহু লোক। 'অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী'— শ্রীকৃষ্ণকী° ৯০ পৃ°। 'অনেক কড়ির পসরা।'—ঐ, ২২ পৃ°। ~কাল,-বার—প্রচুর সময়, নানা সময়, বহু বার ॥ আপ° ॥ ~কৃৎ—শিবের নামবি° ॥ আপ° ॥ ~গুণ—বিণ, বহু প্রকারের। 'বিগণয্য কারণমনেকগুণম্' — কিরাত° ৬. ৩৭। ~গুপ্ত—নরাধিপতির নামবি°। 'অনেক-গুপ্তঃ অর্চিতপাদপঙ্কজঃ'—কাদ° ৩॥ আপ°॥ ~গোত্র—বিণ, দুইটী গোত্র যাহার। যেমন—দত্তকপুত্র, একটী তাহার নিজের এবং অপর দত্তকগ্রহীতার। ~চর—যে বহু লোকের সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে ॥ আপ° ॥ ~চিত্ত—ক্লী°, বহু অভিলাষ, বহু সঙ্কল্প। 'অনেকচিত্তবিভ্রান্ত'— গী° ১৬. ১৬। ~চিত্তমন্ত্র—যে অনেকের নিকট মন্ত্র প্রকাশ করে।—হিতো° ৪. ৩৫। ~জ—[অনেক + √জন্ + ড ক; গর্ভাণ্ডা-ভ্যাং জাতত্বাৎ] দ্বিজাত, পক্ষী ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ~ধা—[অনেক + ধাচ্] ১ অনেক প্রকার, বহুধা। 'পাটী সূত্রোপমং বীজং গূঢ়মিত্যবভাবতে নাস্তি গূঢ়মগূঢ়ানাং নৈব বোরে তানেকধা'—লীলাবতী ॥শব্দ°॥ ~প—[অনেক + √পা + অ কর্তৃ; স্ত্রী--া] যে নানা অঙ্গ দ্বারা পান করে। যেমন— হস্তী (মুখ ও শুণ্ড দ্বারা পান করে)। 'বন্যৈরাতনেকপদর্শন'—রঘু° ৫. ১৭; শিশু° ৫. ৩৫ ॥ অম° শব্দ° ॥ ~পদা—বৃক্ষবি°, ficious indica ॥ শিশ° ॥ ~ভার্য—একাধিক ভার্যাবিশিষ্ট ॥ আপ° ॥ ~মুখ—[বহু°] বিণ, ১ বহু মুখ, বহু বক্ত্র। ২ বিচ্ছিন্ন, নানাদিগনুবর্তী।—ভট্টি° ২. ৫৪ ॥ আপ° ॥ ~মূর্তি—১ নানা মূর্তিবিশিষ্ট। ২ বিষ্ণু ॥ আপ° ॥ ~যুদ্ধবিজয়ী—বিণ, বহু যুদ্ধ-জয়ী। —পঞ্চত° ৩. ৯, ১১ ॥ আপ° ॥ ~রূপ—১ পরমেশ্বর, বিষ্ণু। ২ [বহু° স্ত্রী--া] বিণ, যাহার বহু রূপ। 'বেশ্যাঙ্গনেব নৃপনীতিরনেকরূপা'—পঞ্চত° ১. ৪২৫ ॥ আপ° ॥ ৩ বহুবিধ, নানা-রূপ।—পঞ্চত° ১, ৪. ৫৯। ৪ অব্যবস্থিত, পরিবর্তনশীল। ~লোচন—১ শিবের নামবি° ॥ আপ° ॥ ২ ইন্দ্রের নামবি° ॥ আপ° ॥ ~বচন —(ব্যাকরণ) বহু বচন, দ্বিবচন ॥ আপ° ॥ ~বর্ণসমীকরণ—যে সমীকরণে একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকে, তাহাকে অনেক বর্ণ সমীকরণ (simultaneous equation) বলে। [সমীকরণ দ্র°]। ~বিধ— বহু প্রকার, বিভিন্ন, নানাবিধ ॥ আপ° ॥ ~শফ—[বহু°; স্ত্রী-া, ী] বিণ, যাহার দুই খুর, বিভক্ত খুরবিশিষ্ট। —পা° ১. ৩. ৭০ (কাশিকা) ॥ আপ° ॥ ~শব্দ—বিণ, একার্থ-বাচক শব্দ synonymous. ~শঃ—[বীপ্সার্থে কারকে শস্] অব্য°, ১ বহু সময়, অনেক

বার। 'অনেকশো নির্জ্জিতরাজকস্তম্'—ভট্টি° ২. ৫২। ২ বিভিন্ন প্রকারে, বহু উপায়ে ॥ আপ্° ॥ ৩ বহু সংখ্যায়, বহু পরিমাণে (quantity)। 'পুত্রা অনেকশো মৃতা দারাশ্চ'—হিতো° ১ ॥ আপ্° ॥ ~াকার—নানাবর্ণ, চিত্র-বিচিত্র।~াক্ষর—বিণ, একাধিক স্বরবর্ণযুক্ত। ~াগ্র—বিণ, একটী বস্তুতে স্থিরীকৃত নহে ॥ আপ্°॥ ~াচ্—অনেকাক্ষর। ~ান্ত—১ [জৈন-শা°] হেতুর বহু ধারণা।—JD. 15. [অনেকান্তবাদ দ্র°] ২ [নঞ্ বহু°] বিণ, অনিশ্চিত, সন্দেহজনক, পরিবর্তনশীল ॥ আপ্° ॥ ৩ অসঙ্গত। ৪ অন্যথাযুক্ত।

অনেকচূড়া—মাতৃকা-বি°। দেবাসুর-সংগ্রামে যে সকল মাতৃকা দেব সেনাপতি স্কন্দের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকচূড়া অন্যতমা। অনেকচূড়া উৎকৃষ্ট আয়ুধ দ্বারা তারকাসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন।—বামনপু° ৫৮. ৫৯।

অনেকজন্মজনন— বৈবস্বত মন্বন্তরে অরুন্ধতীর গর্ভে ধর্ম হইতে অনলের জন্ম হয়। অনলের পুত্র অনেকজন্মজনন।—মৎস্যপু° ২০৩. ৬।

অনেকদৃক্ — শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নামের অন্যতম নামবি°।—লিঙ্গপু° ৬৫. ৭০-৮।

অনেকধ্বনিমঞ্জরী — কোষ-গ্রন্থবি°। রচয়িতা—মহাক্ষপণক। রচনা-কাল জানা যায় না। প্রাপ্ত পুঁথির পত্র-সংখ্যা ৩৯; প্রতিপত্রে ৮ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে অন্যূন ৪০ অক্ষর আছে।—Peter. iv. 5.

অনেকপরিগ্রহা—বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে ত্রিবিধ বেশ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা ও অপরিগ্রহা। [একপরিগ্রহা এবং অপরিগ্রহা সম্বন্ধে তত্তৎ শব্দ দ্র°]। এক মত ও পরস্পরের প্রতি জাতবিশ্বাস হইয়া বিটগণ অর্থাৎ লম্পটগণ একটী বেশ্যাকে প্রায়ই উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাকে গোষ্ঠী পরিগ্রহ (অর্থাৎ বহু দ্বারা একটীর উপভোগ) বলা হয়। এইরূপ বেশ্যাকে বলে অনেকপরিগ্রহা। এইরূপ অনেকপরিগ্রহা বেশ্যা, কখনও একের কখনও দুইয়ের এবং কখনও বা বহুর সহিত মিলিত হইয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত বিটগণের মধ্যে সংঘর্ষ (competition) বাধাইয়া দিয়া অর্থ উপার্জন করে। সুবসন্তক[১], প্রভৃতি মদনোৎসবে বিটগণের সাধারণতঃ কামদৌর্বল্য ঘটিয়া থাকে। সেই সময়ে উক্ত বেশ্যা তাহার মাতার দ্বারা বিটগণকে বলাইবে যে আমাকে অমুক দ্রব্য দিবে বা আমার এই বা ঐ বিষয় সম্পাদন করিতে আমার কন্যা আজ তাহার সহিত অভিগমন করিবে। ইহাতে বিটগণের মধ্যে সংঘর্ষ বা স্পর্ধা (competition) বাধিয়া যাইবে। এই সুযোগে সুবিধামত লাভালাভ বিবেচনা করিয়া কার্য করিবে। এই সংঘর্ষে বহু বিট থাকিলে সকলের মধ্য হইতে একের নিকট অর্থ-লাভ হইবে অথবা সকলের নিকট হইতে হইবে; কিংবা একের নিকট হইতে অনর্থপাৎ হইবে অথবা সকলের নিকট হইতে অনর্থপাৎ হইবে। দুই জন বিট থাকিলে একের নিকট হইতে অর্থলাভ হইবে বা উভয়ের নিকট হইতে কিংবা একের নিকট হইতে অনর্থ বা উভয়ের নিকট হইতে অনর্থপাৎ হইতে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বেশ্যা কার্য করিবে।

ইহাকে কামশাস্ত্রে সমন্ততে যোগ বলা হয়।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অনেকপুণোদ্যাপন — স্তোত্র-গ্রন্থ-বি°।—Opp. ii. 13 ॥ Cat. Cat. ॥

অনেকবিভাগস্থা — পরমেশ্বরী মহাশক্তির একটী নাম।—কূর্মপু° পূ° ১২. ৬৩।

অনেকবন্ন — তাবতিংসের অধিবাসী এক জন দেবপুত্র। ইনি গুণগরিমায় সক্কের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইনি যখন তাবাতংসের পথে বাহির হইতেন, তখন সক্ক লজ্জায় পলায়ন করিতেন—ধম্ম-অর্থ° ১. ৪২৬-৭।

মোগল্লানকে তিনি তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিমান-বত্থুতে (৭৪-৫; ঐ, অর্থ° ৩১৮) বর্ণিত আছে। তিনি সুমেধ বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষু ছিলেন; কিন্তু নিরুৎসাহ হইয়া সঙ্ঘ ত্যাগ করেন। বুদ্ধের মৃত্যু হইলে, অনেকবন্ন নিজ কার্যের জন্য অনুতাপগ্রস্ত হন। তিনি বুদ্ধমন্দিরে নিজ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বুদ্ধের উপদেশগুলি পালন করিতে আরম্ভ করেন ॥ MDPP ॥ ~বিমান—অনেকবন্ন দেবপুত্রের বাসভূমি। [অনেকবন্ন দ্র°] ॥ MDPP ॥

অনেকল১ — মহীশূররাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের তালুক। অক্ষা° ১২° ৪০´—১২° ৫৫´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´—৭৭° ৪৯ পূ°। আয়তন—১৯০ বর্গমাইল। নগর—৩; গ্রামসংখ্যা—২০২। নগর তিনটীর নাম—অনেকল, সর্জাপুর ও দোম্মসন্দ্র; তন্মধ্যে অনেকল মুখ্য নগর। তালুকের পূর্বদিকে পোন্নৈয়ার নদ প্রবাহিত পশ্চিম দিক্ পর্বতীয় ও জঙ্গলাকীর্ণ, তবে উহার পার্শ্ব দিয়া অর্কাবতী নদী প্রবাহিতা—IG, v. 374.

অনেকল২—মহীশূররাজ্যের একটী নগর [অনেকল১ দ্র°]। ইহা অনেকল তালুকের মুখ্যনিবেশ। বাঙ্গালোর শহর হইতে ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৪৩´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ পূ°। 'অনেকল' শব্দের অর্থ উপল বা শিলাপ্রস্তর, তবে এই নাম কেন রাখা হইল তাহা কোন জনপ্রবাদে জানা যায় না। এখানে একটী দুর্গ ও উহার

১ মাঘমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে যে দিন ৺সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে সেই দিন এই উৎসব হইত।

সন্নিহিত একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। খ্রী° ১৭শ শতকের প্রথম দিকে সুগতুর-রাজ-বংশের জনৈক নৃপতি এই দুর্গ নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করেন। ইনিই বিজাপুর-বাহিনী কর্তৃক হোসকোট হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এক শতাব্দী পরে ইহা মহীশূর-রাজের অধিকারে আসে। ১৭৬০খ্রী° হায়দর অলি ইহা অবরোধ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রী° মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়।—IG, v. 373.

অনেকলিঙ্গ — শিবলিঙ্গের প্রকার-ভেদ, মানসার শিল্প গ্রন্থে লিঙ্গের বহু প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় (মান° ৪২. ১২৮-৯, ১৩২-৩) তন্মধ্যে অনেকলিঙ্গ অন্যতম। ইহাকে 'বহুলিঙ্গ'ও বলা হয়।

[Acharya : Dict. of Hindu Architecture, 45; Do : Indian Architecture according to Manasara-Silpa-sastra, 73]

অনেকশান্তিপদ্ধতি —ধর্মগ্রন্থবি°।

অনেকাক্ষ — কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত অচ্ছেছ পরগণার নামান্তর [অচ্ছেছ দ্র°]।—Stein : Rajatarangini, ii. 467. Kh. 68 ॥ Cat. Cat. ॥

অনেকান্তজয়পতাকাটিপ্পন— অনেকান্তজয়পতাকার টীকাবি° [অনেকান্ত-জয়পতাকা দ্র°]। রচয়িতার নাম ও রচনাকাল জানা যায় না। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ৫৪; প্রতিপত্রে ৩০ ছত্র ও প্রতি ছত্রে অন্যূন ৪৮ অক্ষর আছে।—Peter. iii. 194.

অনেকান্তজয়পতাকা — জৈন গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—হরিভদ্র সূরি। রচনাকাল জানা যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথিটী শান্তিনাথ-মন্দিরে রক্ষিত আছে (গ্রন্থসং ৩৩৫০)। পত্রসংখ্যা ৯৭; প্রতি পত্রে ২৬ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে অন্যূন ৪৬ অক্ষর আছে।— Peter. iii. 43, 191. হরিভদ্র এই গ্রন্থখানির টীকাও রচনা করেন। হরগোবিন্দদাস-বেচরদাস-কর্তৃক সংশোধিত ও যশোবিজয়-জৈন-গ্রন্থমালায় ১৯১০-৩ খ্রী° বারাণসী হইতে প্রকাশিত।—IOC, rd. ed., ii. pt.-i, 121.

অনেকান্তবাদ—জৈনদিগের অনেকান্তবাদ দর্শনজগতে একটী বিশিষ্ট দান। ইহাতে জৈনগণ ভারতীয় দার্শনিক মত-বাদের মধ্যে একটী অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। পরে দেখা যাইবে যে, অনেকান্তবাদে জৈনগণ প্রমাণ-প্রণালী ও বস্তুতত্ত্ববাদে এমন কয়েকটী নিগূঢ় তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের অনেক কিছুরই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে সমস্ত চিন্তাধারা একত্র মিলিত হইয়া এই অনেকান্তবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমটী হইতেছে এই যে তাহারা অন্ততঃ দার্শনিক কোন তথ্যের জন্য আগম বা আপ্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিতেন না; কিন্তু যুক্তিযুক্ত হইলে যে কোন তথ্য তাঁহাদের নিকট গ্রাহ্য ছিল[১]। দ্বিতীয়টী হইতেছে এই যে তাঁহারা সাধারণ জ্ঞান এবং প্রতীতি সিদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বীকার করিতেন না। তৃতীয়টী এই তাহাদের মধ্যে সমন্বয় বুদ্ধি সাতিশয় প্রবল ছিল। এ কারণে তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে তৎকালীন প্রচলিত কোন দার্শনিক মতবাদকেই একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। ফলে তাঁহাদের অনেকান্ত মতবাদটী ভারতীয় অন্যান্য মতবাদের বিরোধ পরিহার করিয়া একটী সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক অনেকান্তবাদের মূলতত্ত্বটী কিরূপ। প্রথমতঃ 'অন্ত' শব্দে পক্ষ, ধর্ম বা কোটি বুঝায়। বাৎস্যায়ন তাঁহার ন্যায়সূত্র ভাষ্যে অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, নিত্যও একটী অন্ত, অনিত্যও আর একটী অন্ত। যাহা একটী অন্তে বিদ্যমান তাহা ঐকান্তিক আর যাহা ঐরূপ নহে অর্থাৎ উভয় অন্তেই বিদ্যমান তাহা অনৈকান্তিক। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে বেশ বুঝা যায় যে অন্ত শব্দে ভাষ্যকার বস্তুর ধর্ম বুঝিয়াছেন। নাগার্জুনের মাধ্যমিককারিকা গ্রন্থে উদ্ধৃত একটী বাক্যে —'অস্তীতি নাস্তীতি উভে অপি অন্তাঃ, শুদ্ধীতি অশুদ্ধীতি ইমেঽপি অন্তাঃ তস্মাৎ উভে অন্তে বিবর্জয়িত্বা মধ্যেঽপি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ।'—ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অস্তি ও নাস্তি, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি এক একটী অন্ত অর্থাৎ পক্ষ বা ধর্ম। চন্দ্রকীর্তিও মাধ্যমিককারিকার বৃত্তিতে — 'যোঽন্তদ্বয়াবাসবিধূতবাসঃ'—এই বাক্যের ব্যাখ্যা-কালে বলিয়াছেন যে ভাব ও অভাব এই অন্তদ্বয় নাই বলিয়া সমস্ত বস্তুই শূন্য এবং ইহার দ্বারা মধ্যমমার্গ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। উপরি উক্ত অন্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে বুঝা গেল যে উহা এক একটী পক্ষ বা ধর্মের নির্দেশ করে। কেহ কেহ অন্ত শব্দে কেবলমাত্র এক একটী ধর্ম বা পক্ষ বুঝাইলেও উহার দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্ম বুঝায় ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মত এই যে 'যে সমস্ত ধর্মের বিরোধ নাই তাহাদিগকে অন্ত শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। ... ... পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্মের সমাবেশই তাহা হইলে অনেকান্ত শব্দের বিবক্ষিত অর্থ।' কিন্তু আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বস্তু অনেক ধর্মাত্মক হইলেও জৈনদিগের মতে উক্ত অনেক ধর্মের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই বিরোধাভাস আছে মাত্র।

এক্ষণে অনেকান্তবাদ বলিতে জৈনগণ প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিয়াছেন তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। অনেকান্তবাদটী বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মতবাদ। কিন্তু এই বস্তুর স্বরূপ জৈনগণ কিরূপ বুঝিয়াছেন তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন জৈন অনেকান্তবাদ পরিপুষ্টি লাভ করে তখন

১ পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্যঃ পরিগ্রহঃ ॥
—হরিভদ্রের লোকতত্ত্বনির্ণয়, শ্লো. ১০।

ভারতে অনেকগুলি 'একান্তবাদ' প্রচলিত ছিল। ঐ সকল একান্তবাদের মধ্যে যাহারা জৈন অনেকান্তবাদের পরিপুষ্টির সহায়তা করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অদ্বৈতৈকান্তবাদ এবং বৌদ্ধৈকান্তবাদ সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতৈকান্তবাদ এবং বৌদ্ধৈকান্তবাদ এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধবাদী। একদিকে উপনিষদ্ গুরুগম্ভীরস্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানা গুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসমুদয়ের যে বর্ণ, গঠন,বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা সৌরভ প্রভৃতি বিবিধ গুণের গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রান্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা সর্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে একটী দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য বা অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক বিকারমাত্র। উহারা নিত্য পরিবর্তনশীল, সুতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাণ্ড কলসাদি বহুবিধ মৃন্ময় পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য। ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃন্ময়-বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণ কুণ্ডল—বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ, মৃত্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্যমধ্যে অনুগত একটী বস্তু আছে, যাহার নাম সত্তা (Being)। উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্তন নাই। ঐ অনুগত নিত্য সত্তাই প্রকৃত পক্ষে বস্তুর স্বরূপ। অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছিলেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সতত পরিবর্তনশীল। এই নিত্য পরিবর্তনশীল বিশেষগুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। ফলতঃ প্রত্যেক পরিণম্যমান বিশেষ গুণ প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে। বস্তু স্বরূপ বলিতে ঐ সতত পরিণম্যমান বিশেষ বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জৈনরা বলিতে চান বস্তুতত্ত্ব-সম্বন্ধে ঔপনিষদিক্ ও বৌদ্ধমত উভয়েই একদেশ-দর্শি বা একান্তবাদি। বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্যবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহাও বলা যায় না যে উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরস্পর অসংবদ্ধ গুণব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন বস্তুর স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা তাহা অর্ধ সত্য আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে যাহার উপলব্ধি করি তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণ-প্রবাহ তাহাও অপরার্ধ সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় উভয়ের সমবায়ে। বস্তুকে একান্ত নিত্যসত্তা বলা যায় না এবং একান্ত অনিত্য গুণ-প্রবাহ বলা যায় না। বস্তু অনেকান্ত ধর্মাত্মক উহা নিত্যও বটে আবার অনিত্যও বটে, নিত্যাংশে উহার নাম 'দ্রব্য' এবং অনিত্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয় 'পর্যায়'। ফলকথা জৈনমতে বস্তু দ্রব্যপর্যায়াত্মক। বস্তু মাত্রই দ্রব্য বটে আবার পর্যায়ও বটে। ইহাই জৈনদিগের অনেকান্তবাদের মূলভিত্তি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অনেকান্তবাদে বস্তুর স্বরূপ দুইটী আপাতবিরুদ্ধ ধর্মের সমন্বয় দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

এক্ষণে দেখা গেল যে, অনেকান্তবাদে আমরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দুইটীমাত্র আপাত-বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশেই বস্তুর স্বরূপ পাইয়া থাকি। অথচ বস্তুকে অনেকান্ত ধর্মাত্মক বলিলে উহাকে অনন্তধর্মাত্মক বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই অনেকান্ত অর্থে অনন্ত বুঝায় কি না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মূলতঃ অনেকান্ত এই শব্দের অর্থ উভয় ধর্মাত্মক কিন্তু অনন্তধর্মাত্মক নহে। তবে অনন্ত ধর্মাত্মক এই অর্থ পরম্পরাসম্বন্ধে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কারণ জৈনগণ যেমন ঔপনিষদিক্ নিত্যতা এবং বৌদ্ধ ক্ষণ-বিনাশিতা এই উভয় একান্তবাদের সামঞ্জস্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে বস্তুকে নিত্যানিত্য ধর্মমূলক অথবা দ্রব্যপর্যায়াত্মক-রূপে ভাবিয়া থাকেন, সেইরূপ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের একান্ত সামান্য এবং একান্ত বিশেষের সামঞ্জস্যসাধনের উদ্দেশ্যে বস্তুকে দুইটী আপাতবিরুদ্ধ ধর্মের আধার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জৈনগণের মতে, বস্তুর স্বরূপ মাত্র সামান্যের দ্বারা যেরূপ প্রকাশ পায় না তেমনই মাত্র বিশেষের দ্বারা উহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। জৈনগণ ন্যায় ও বৈশেষিকের একান্তবাদ প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া বস্তুকে সামান্য বিশেষাত্মক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় যে, অনেকান্তবাদে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দুইটী মাত্র আপাতবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ করিয়া বস্তু নির্দেশ করা হয়। ইহাই বোধ হয় অনেকান্তবাদের সৃষ্টির মূল, তবে অনেকান্তবাদে পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐরূপ বহু আপাতবিরুদ্ধ ধর্মযুগ্মের সমষ্টিতে বহু বা অনন্ত ধর্মের কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই দিক্ হইতে দেখিলে

অনেকান্তবাদে বস্তু অনন্তধর্মাত্মক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, অনেকান্তবাদের উৎপত্তির মূলে দুইটী আপাতবিরুদ্ধ ধর্মের কল্পনা ছিল কি না এ-বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া আমরা এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে. জৈনগণ অনেকান্তবাদে সাধারণতঃ বস্তুর অনন্তধর্মাত্মকতাই বুঝিয়াছেন।

জৈনগণ বস্তুর এইরূপ অনন্ত ধর্মের কল্পনার আবশ্যকতা দেখাইতে গিয়া প্রথমতঃ বস্তুর দুইটী দিক্ কল্পনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ বস্তুর স্বভাব, দ্বিতীয়তঃ পরভাব বা স্বরূপ ও পররূপ। বস্তুর স্ব-রূপে অস্তিত্ব সামান্য নিত্যতা প্রভৃতি অনন্ত ধর্ম কল্পনা করা যায়. আবার ঐরূপ পররূপেও বিরুদ্ধ অনন্তধর্মের কল্পনা করা যায়। ঐ অনন্তধর্ম জীববিষয়ে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আবার অজীব বিষয়েও প্রযোজ্য এবং বস্তু অনন্তধর্মাত্মক বলিয়াই প্রমাণের বিষয় হয়। এই অনন্তধর্মত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া জৈনগণ বিস্তারিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসমূহকে জীব ও অজীব এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার প্রত্যেক জীববস্তু এবং অজীববস্তুকে স্ব-দ্রব্য, স্ব-ক্ষেত্র, স্ব-কাল এবং স্ব-ভাব এই চারিটী দিক্ হইতে দেখিয়াছেন। সুতরাং যে কোন জীববস্তু স্ব-দ্রব্য, স্ব-ক্ষেত্র, স্ব-কাল এবং স্ব-ভাব অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ হইবে উহা পর-দ্রব্য, পর-ক্ষেত্র, পর-কাল এবং পর-ভাব অপেক্ষায় নাস্তিত্ববান্ হইবে। যেমন একটী ঘটবস্তু স্বকীয় দ্রব্যত্ব অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ ঐরূপ পটদ্রব্যের অপেক্ষায় নাস্তিত্ববান্; এইরূপে ঘটবস্তুটী স্বকীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান, স্বকীয় কাল এবং স্বকীয় ভাব অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্, কিন্তু পর-ক্ষেত্র, পরকাল এবং পর-ভাব অপেক্ষায় নাস্তিত্ববান্। আবার প্রত্যেক বস্তুই দ্রব্য ও পর্যায়াত্মক। পর্যায় বলিতে জৈনগণ অবস্থা-পরিণাম বুঝেন। এক্ষণে বস্তুর দ্রব্যত্ব অংশের যেরূপ বিভিন্ন ধর্মের কল্পনা করা গেল সেইরূপ পর্যায় বা পরিণাম অংশেও বহু বা অনন্তধর্ম কল্পনা করা যাইতে পারে। অতএব দেখা গেল যে, জৈনগণ বস্তুর দ্রব্য এবং পর্যায় অংশ ধরিয়া অনন্তধর্মের কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ অনন্তধর্ম-কল্পনার মূলে জৈনগণের বহুত্ববুদ্ধি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং জীবাজীব লক্ষণ জগতের কোন একটী বস্তু-সম্বন্ধে কোন এক প্রকার নির্দেশ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; উহা কেবল পাক্ষিক সত্যের পরিচয় দিতে সমর্থ। একটী উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি মৃৎঘটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমি বলিতে পারি, আমার সম্মুখে অবস্থিত এই মৃৎঘটটী একটী দ্রব্য। এস্থলে দ্রব্য বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। এরূপ নির্দেশ এক প্রকার সত্য। কারণ মৃৎঘটটী মৃৎ দ্রব্যাংশে মৃৎপরমাণুর সমষ্টি তো বটেই। আবার জৈনমতে আকাশ একটী দ্রব্য। কিন্তু আকাশ পরমাণুর সমষ্টি নহে। সুতরাং মৃৎঘটটী আকাশ যে অর্থে দ্রব্য সে অর্থে দ্রব্য নহে। সুতরাং আকাশ-দ্রব্যের অপেক্ষায় মৃৎঘটের দ্রব্যত্ব সত্য নহে। ফল কথা. মৃৎঘটটী দ্রব্যও বটে আবার অদ্রব্যও বটে। এইরূপে এই মৃৎঘটটী (কতকগুলি পরমাণুর সংস্থানবিশেষ এই বাক্যটী একটী পাক্ষিক সত্য।)? কারণ উহা মৃৎপরমাণুর সংস্থান বিশেষ বটে, কিন্তু উহা জলীয় পরমাণুর সংস্থানবিশেষ নহে। আবার ঐ ঘটটীর মৃৎপরমাণুর সংস্থানের সাধক কুম্ভকার দেবদত্ত। সুতরাং দেবদত্তের কর্তৃত্বাপেক্ষার এই মৃৎঘটটী মৃৎপরমাণুর সংস্থান বিশেষ এ বাক্যটী সত্য। কিন্তু আবার যজ্ঞদত্তের কর্তৃত্বাপেক্ষায় যে মৃৎ-পরমাণুর সংস্থানবিশেষ সাধিত হইয়াছে তাদৃশ মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষের অপেক্ষার পূর্বোক্ত দেবদত্ত-সাধিত মৃৎপরমাণু-সংস্থানবিশেষরূপে ঐ ঘটটী অস্তিত্ববান্ নহে। আবার মৃদভৃঙ্গারের পরমাণুসংস্থান মৃৎঘটে নাই। সুতরাং মৃদভৃঙ্গার পরমাণু-সংস্থান অপেক্ষার দেবদত্ত রচিত মৃৎপরমাণু সংস্থানবিশেষ এই মৃৎঘটটী অস্তিত্ববান্ নহে। এইরূপে বর্তমান কালে অবস্থিত ঘটটীকে যে ধর্মাক্রান্ত বিবেচনা করি, কালান্তরাবস্থিত ঘটের ধর্মের অপেক্ষার এই বর্তমানকালাব-স্থিত ঘটটী উক্ত ধর্মের আধার হইতে পারে না। পুনশ্চঃ অবস্থার পরিণামভেদ অপেক্ষায় একটী মৃৎঘটে যে ধর্ম বর্তমান সেই ধর্ম অন্য ঘটে নাই। অর্থাৎ একটী নূতন ঘটকে ঘট আখ্যাপ্রদান করিলে যে সত্য প্রকাশ করা হইবে পুরাতন ঘটের অবস্থাপরিণামের অপেক্ষায় নূতন ঘটটীকে ঘট আখ্যা প্রদান করিলে উহা সত্য হইবে না। এইরূপে জৈনগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বস্তুর ধর্ম যখন অনন্তকারণভেদে অনন্ত হইতে পারে তখন বস্তুসম্বন্ধে কোন এক প্রকার বাক্য প্রয়োগে ঐ বস্তুমাত্র কোন এক বিশিষ্ট ধর্মের প্রকাশ হইতে পারে এবং ঐ বিশিষ্ট ধর্ম-প্রকাশক বাক্য মাত্র পাক্ষিক সত্যের পরিচয় দিবে, সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান মিলিবে না। বস্তু অনন্তধর্মের আধার এবং কোন এক প্রকার বচনবিন্যাসে একটীমাত্র ধর্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ধর্মান্তরের নির্দেশকালে সেই নির্দেশক বাক্য উক্ত বচনবিন্যাসের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিবে; সুতরাং উহাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। ফল কথা, এই যে কোন এক বচনবিন্যাস কোন বস্তুর ধর্মবিশেষের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলে মাত্র পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করিবে। এই পাক্ষিক সত্যপ্রকাশক বাক্যের পারিভাষিক নাম 'নয়'। প্রমেয়কমলমার্তণ্ড-কার প্রভাচন্দ্র সূরি 'নয়' শব্দের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—'তত্র অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষো বস্ত্বংশগ্রাহী জ্ঞাতুরভিপ্রায়ো নয়ঃ'; ইহার অর্থ এই যে, কোন জ্ঞাতা কোন বস্তু সম্বন্ধে যখন কোন অভিমত প্রকাশ করেন তাহার

দ্বারা বস্তুর যে কোন একটী ধর্ম প্রকাশ পায় কিন্তু অন্য বিরুদ্ধ ধর্মের অবকাশ থাকাতে উহা ঐ বস্তুর অংশমাত্র প্রকাশ করে। এই অংশগ্রাহী বাক্যের নাম 'নয়'।

উপরি উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, বস্তুর ধর্ম অনন্ত। অনন্ত প্রকারে বস্তুর নির্দেশ হইতে পারে; এবং এক একটী 'নয়' এক একটী ধর্মবিশেষের প্রকাশক, সুতরাং অনন্ত ধর্ম-অনুসারে অনন্ত 'নয়ের' সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিব যে, জৈনগণ ঐ সমুদয় 'নয়'গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাহারা বলেন যে, বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার সময় আমরা উহাকে একটী সংঘাত দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। উহার যে অনন্ত ধর্ম আছে, তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা চিন্তা না করিয়া তাহাদিগকে দ্রব্যের সত্তার সহিত মিলিত ভাবিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ বস্তুর দ্রব্যত্ব অংশ চিন্তা না করিয়া উহা যে অসংখ্য ধর্মের সমষ্টি সেই ধর্মগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বাস্তব বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। সুতরাং স্থূলতঃ এই দুই উপায়ে আমরা বস্তুর স্বরূপ ভাবিতে পারি এবং এই দ্বিবিধ চিন্তানুসারে আমরা উক্ত সমুদয় 'নয়'গুলিকে দুইটী স্থূল বিভাগে বিভক্ত করিতে পারি, যথা—'দ্রব্যনয়' এবং 'পর্যায়-নয়'। বলা বাহুল্য যে, জৈনমতে বস্তু দ্রব্যপর্যায়াত্মক, অর্থাৎ এমন বস্তু নাই যাহা দ্রব্যাত্মক কিন্তু পর্যায়াত্মক নহে; পক্ষান্তরে এমন বস্তু নাই যাহা পর্যায়াত্মক কিন্তু দ্রব্যাত্মক নহে। এইরূপে জৈনগণ উক্ত দুই 'নয়ে' যাবতীয় 'নয়'কে অন্তর্ভুক্ত করেন।

স্থূলতঃ উক্ত দুই 'নয়ে' বিভক্ত হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে 'দ্রব্যনয়টী' আবার তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। এইরূপে 'পর্যায়নয়ে'ও চারিটী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, 'দ্রবনয়ে'র তিনটী বিভাগ কি কি এবং কি উপায়ে জৈনগণ ঐ তিনটী বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন।

'দ্রব্যনয়ে'র তিনটী বিভাগের নাম—(১) 'নৈগমনয়,' (২) 'সংগ্রহনয়' এবং (৩) 'ব্যবহারনয়'। আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায় যে, উহাতে সামান্য ও বিশেষ এই উভয়েরই সমাবেশ আছে, অর্থাৎ বস্তুটী একটী জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি উহার বিশিষ্ট ধর্ম আছে যে জন্য উহা ব্যক্তিও বটে। আমার সম্মুখস্থিত পুস্তকখানি পুস্তকত্ব জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহা আবার জৈনদর্শনের পুস্তক অথবা উহার বর্ণ এবং আকৃতি ঐ পুস্তকখানিকে বিশিষ্টতা বা ব্যক্তিত্ব প্রদান করিতেছে, যেহেতু উহাকে অন্য পুস্তক হইতে পৃথক্ করা যায়। এইরূপে দেখা গেল যে, যে কোন বস্তুর স্বরূপ সামান্যবিশেষাত্মক। এক্ষণে জৈনগণ বলেন যে, আমরা বস্তুর এই উভয়াত্মকতা সত্ত্বেও উহাকে কখন বা সামান্য, কখন বা বিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি। এই কল্পনার মূলে কোন এক প্রয়োজন থাকে। সে প্রয়োজন জ্ঞাতার ব্যক্তিগত, কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত নহে। এইরূপে প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া বস্তুকে সামান্য বা জাতিরূপে অথবা বিশেষ বা ব্যক্তিরূপে কল্পনা করার নাম 'নৈগমনয়'। প্রভাচন্দ্র সূরি 'নৈগমনয়ের' লক্ষণ করিয়াছেন—'নিগমো হি সংকল্পস্তত্রভবস্তৎপ্রয়োজনো বা নৈগমঃ।' জৈনগণ বলেন যে, ন্যায় ও বৈশেষিকাচার্যগণ বস্তুর সামান্যবিশেষরূপ উভয়াত্মকতা সত্ত্বেও সামান্য ও বিশেষের পৃথক্‌তা কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং জৈনগণ ন্যায় ও বৈশেষিকাচার্যগণকে নৈগমনয়ানুগামী এই আখ্যা দিয়া থাকেন।

আবার যদি এই বৈচিত্র্যময় জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তুর বহুত্ব এবং বৈচিত্র্যের অপলাপ করিয়া ঐ সমস্ত বস্তুকে কোন একরূপ সামান্যে সংগৃহীত করা হয় তাহার নাম 'সংগ্রহনয়'। প্রভাচন্দ্র সূরির সংগ্রহনয়ের লক্ষণ এইরূপ—'স্বজাত্যবিরোধেনৈকধ্যমুপনীয়ার্থানাক্রান্তভেদান্ সমস্তসংগ্রহণাৎ সংগ্রহঃ'। সংগ্রহ দ্বিবিধ—পর-সংগ্রহ ও অপর-সংগ্রহ। যদি নিখিলবস্তুকে একমাত্র সত্তায় সংগৃহীত করা হয়, তবে তাদৃশ সংগ্রহের নাম পর-সংগ্রহ। কিন্তু আবার যদি সকল দ্রব্যকে দ্রব্যত্বরূপ সামান্যে সংগৃহীত করা হয় তবে তাহার নাম হয় অপরসংগ্রহ। ইহাকে অপর বলিবার কারণ এই যে ইহা হইতেও পর বা চরম সংগ্রহ আছে। দ্রব্যত্ব সত্তাতে সংগৃহীত হয়। জৈনগণ অদ্বৈত বেদান্তে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ব্রহ্মের পর-সত্তায় সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণকে সংগ্রহনয়াবলম্বী এই আখ্যা দিয়াছেন।

সংগৃহীত অর্থের বিধিপূর্বক অবহরণ অর্থাৎ বিভজন বা বিভাগ করার নাম 'ব্যবহার-নয়'। প্রভাচন্দ্র সূরি লিখিয়াছেন—'সংগৃহীতার্থানাং বিধিপূর্বকমবহরণং বিভজনং ভেদেন প্ররূপণং ব্যবহারঃ। ... ব্যবহারস্তু তদ্বিভাগমভিপ্রৈতি।' জৈনগণ বলিতে চান যে, বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বনে অনন্ত বিশেষ বা বৈচিত্র্যের নিরাস করিতে করিতে আমরা যে সদাত্মক পর বা চরম সংগ্রহে উপনীত হই তাহাতে ব্যাবহারিক জগতে কোন ফল লাভ হয় না। ব্যাবহারিক জগতে বস্তু অনন্ত এবং তাহাদের ধর্মও অনন্ত; সেই অনন্তধর্মাত্মক অনন্ত বস্তুর অপলাপ করিয়া দ্রব্যসকলকে দ্রব্যত্ব এবং পর্যায় সকলকে পর্যায়ত্বরূপ অপর-সংগ্রহে সংগৃহীত করিলে অথবা ঐ অপর সংগ্রহকে সত্তারূপ পর-সংগ্রহে সংগৃহীত করিলে আমাদের ব্যবহারজগতে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় তো হয়ই না এমন কি তাহাদ্বারা কোনরূপ ব্যবহারের সহায়তা হয় না। কিন্তু যদি দ্রব্যের স্বরূপজ্ঞান অর্জন করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে দ্রব্য সমুদয়কে জীব, অজীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও কাল

এই ছয়টী বিভাগে বিভক্ত করা উচিত এবং অনন্ত পর্যায়গুলিকেও দ্বিধাবিভাগ করা উচিত, কারণ ঐ অনন্তপর্যায়ের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের সহিত সহভাবী আর কতকগুলি ক্রমভাবী। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে, জৈনগণ বস্তুর স্বরূপ বলিতে দ্রব্যপর্যায়াত্মক বুঝিয়াছেন। বস্তুকে দ্রব্য-পর্যায়াত্মকভাবে বুঝিলেই তাহাদের মতে ব্যবহারসিদ্ধি হয় এবং ইহাদ্বারা আরও প্রকাশ পায় যে, সামান্তবিশেষাত্মকভাবে বস্তুকে দেখিতে পারিলেও আমাদের বস্তুদ্বারা ব্যবহারসিদ্ধির সম্ভাবনা। জৈন-গণ প্রামাণ্যবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে জ্ঞান ব্যবহার-বিষয়ে অনুকূল তাদৃশ জ্ঞানই প্রমাণ। — 'ব্যবহারানুকূল্যাত্ত প্রমাণানাং প্রমাণতা'। বলা বাহুল্য, জৈন-গণ ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদী বলিয়াই 'ব্যব-হারনয়' তাহাদের অনুমত।

উপরে 'দ্রব্যনয়' তিনটীর পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে 'পর্যায়নয়ে'র বিভাগ ও ভিত্তি কিরূপ তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। জৈনগণ 'পর্যায়নয়'কে চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) ঋজু-সূত্র-নয়, (২) শব্দ-নয়, (৩) সমভিরূঢ়নয় এবং (৪) এবম্ভূত-নয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটীর দার্শনিক উপযোগিতা তাদৃশ নাই বলিয়া উহাদের আলো-চনা করা হইল না। প্রমেয়কমলমার্তণ্ড-কার ঋজুসূত্রনয়ের এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন —ঋজু বলিতে প্রাঞ্জল অথবা স্পষ্ট। বর্তমান ক্ষণ আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট। উহাকে আমরা সর্বাপেক্ষা সহজে বুঝি। যাহাদ্বারা বর্তমান ক্ষণস্থায়ী বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঋজুসূত্রনয়। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা এইরূপে ঋজুসূত্রনয়াব-লম্বী। কারণ, তাঁহারা বলেন সর্ববস্তুই ক্ষণিক। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন কিছুই নাই। কোন বস্তু বলিতে এইমাত্র বুঝি যে উহা পরস্পরনিরপেক্ষ ক্ষণস্থায়ী ধর্মসমূহের বর্তমান উন্মেষমাত্র এবং বর্তমান ক্ষণে ক্রিয়ার জনক। প্রতিক্ষণেই নব নব ধর্মের উৎপত্তি হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু বলিতে এইরূপ প্রতিক্ষণে সমুৎপদ্যমান্ নূতন নূতন ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। এইরূপে দেখা গেল যে, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ বস্তু বুঝিতে জৈনাভিমত পর্যায়বিশেষকে বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ একান্তবাদী, যেরূপ অদ্বৈতবেদান্তী নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণও বস্তুর স্বরূপের এক এক অন্ত বা অংশ গ্রহণ করায় একান্তবাদী।

উপরি লিখিত আলোচনা হইতে আমরা এই পর্যন্ত পাইলাম যে, বস্তুর ধর্ম অনন্ত এবং ঐ অনন্তধর্মের বস্তুর সহিত সম্বন্ধও অনন্ত এবং বস্তুর এক এক ধর্মের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে হইলে এক একটীর 'নয়ে'র সৃষ্টি হয়। সুতরাং 'নয়'ও অনন্ত হইতে পারে এবং ইহাও দেখা গেল যে, এক একটী 'নয়' কেবল পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুর অনন্ত ধর্মের জ্ঞান এবং ঐ অনন্তধর্মপ্রকাশক অনন্ত-'নয়ের 'একত্র সমাবেশে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈনেরা বলেন, অনন্তধর্মের জ্ঞান সাধারণ সংসারী জীবের ভাগ্যে সম্ভব নয়, উহা মাত্র সর্বজ্ঞ অথবা কেবলীরই প্রাপ্য। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলেন যে, বস্তু অনন্তধর্মক হইলেও যে কোন একটী ধর্ম লইয়া বস্তুর জ্ঞান সংসারীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। এই-রূপেই দার্শনিক জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক অদ্বৈতী ও বৌদ্ধ আচার্যগণ প্রত্যেকে যে আপন আপন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 'নয়ে'র এবং প্রমাণের যথোপযুক্ত ভিত্তি প্রদর্শন করা হয় নাই, কারণ তাঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটী করিয়া 'নয়' অবলম্বন পূর্বক বস্তুসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করা যায়, এইরূপ দাবী করায় বাস্তবিক পক্ষে 'নয়ে'র পরিবর্তে 'নয়াভাসের' সৃষ্টি করিয়াছেন। জৈনমতে এক একটী নয় এক একটী পাক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সম্পূর্ণ সত্যের প্রকাশক হইতে পারে না। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, যখন সর্বজ্ঞ-ব্যতীত সাধারণ সংসারী জীবের পক্ষে সকল 'নয়ে'র জ্ঞান যুগপৎ সম্ভব নয় অথচ সংসারী জীবের বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে এমন জ্ঞান হওয়া চাই যাহাতে উহা বাধিত না হয়; সেই জন্য তাঁহারা প্রত্যেক 'নয়' বাক্যের সপ্তপ্রকার ভঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, যেহেতু কোন এক প্রকার বচন-বিন্যাসেই পাক্ষিক সত্য ভিন্ন সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক ভঙ্গের পূর্বে স্যাৎ এই অব্যয়-শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহার সম্ভাবিত সত্যতামাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইরূপে জৈনগণের সপ্তভঙ্গী 'নয়' অথবা 'স্যাদ্বাদে'র সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দেখা গেল, 'সপ্তভঙ্গীনয়ে' অনন্ত ধর্মাত্মক বস্তুর কোন বিশেষ ধর্ম অবলম্বন-পূর্বক যে সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গ দেখাইতে পারা যায় সেই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের নাম স্যাদ্বাদ। স্যাদ্বাদ শব্দটী আবার কখনও কখনও অনেকান্তবাদ হইতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্যাদ্বাদমঞ্জরী-কার লিখিয়াছেন—'স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকং, ততঃ স্যাদ্বাদোঽনেকান্তবাদো নিত্যা-নিত্যাদ্যনেকধর্মশবলৈকবস্ত্বভ্যুপগমঃ ইতি'।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, ঐ সপ্ত ভঙ্গ বা সপ্তপ্রকার বাক্য কিরূপ? কোন এক বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, সামান্য-বিশেষ, নিত্যত্ব-অনিত্য, প্রভৃতি পরস্পর অবিরুদ্ধ বিধি ও নিষেধাত্মক ধর্মকে বিশেষণভাবে গ্রহণ করিয়া যে সপ্তপ্রকার বাক্য সম্ভব হয় তাহাকে সপ্তভঙ্গী বলা হয়। এবং ঐ সপ্তপ্রকার বাক্য নিম্নলিখিত রূপে হইয়া থাকে:—(১) স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ, (২) স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তিশ্চ ঘটঃ, (৪) স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ. (৫) স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ, (৬) স্যান্নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ, (৭) স্যাদস্তিচ নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ।

এক্ষণে উক্ত প্রকার সপ্তভঙ্গী 'নয়ে'র প্রত্যেক ভঙ্গের স্বরূপ এবং উহার সহিত অপর ভঙ্গের কিরূপ সম্বন্ধ এবং উহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ও উহাদের সম্মেলনে বস্তুর যথার্থ্য কতদূর নির্ণয় হয় এবং উহারা সম্মিলিতভাবে কিরূপে সত্যের প্রকাশ করে, এ সমুদয় বিষয় ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে। সপ্তভঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী হইতেছে 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' অথবা আরও সম্পূর্ণভাবে বলিতে গেলে উহা এইরূপ 'স্যাদ্ কথঞ্চিৎ স্বদ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল ভাব-রূপেণ অস্ত্যেব ঘটঃ'। আমরা মাত্র 'ঘটঃ অস্তি' এই ভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ তাহা হইতে 'ঘটঃ অস্তি' এই বাক্যে যে অস্তিত্বের ভান হয় সেই অস্তিত্বকে একান্তভাবে ধরিতে হয়; সুতরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। তাহার ফলে অস্তি এই শব্দের দ্বারা মৃত্তিকা অস্তি, বৃক্ষ অস্তি বস্ত্রম্ অস্তি, এইরূপ বাক্যও সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত হইয়া পড়ে। আরও এক কথা, উহাদ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তুত ঘট, যে কোন কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান ঘট, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশিষ্ট ঘটের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঘটটী স্বীয় উপাদানদ্রব্য মৃত্তিকা-অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে। বৃক্ষ প্রভৃতির ভিন্ন উপাদানাবচ্ছেদে বিদ্যমান নাই। এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশাবচ্ছেদে ঘটটী বিদ্যমান কিন্তু পরক্ষেত্রে নহে, ঘটটী পাটলীপুত্র নামক দেশবিশেষে আছে কিন্তু কান্যকুব্জে নহে। আবার উহা স্বীয় কালাপেক্ষায় বিদ্যমান কিন্তু পরকীয় কালাপেক্ষায় নহে, ঘটটী শীতকালে বিদ্যমান কিন্তু বসন্তে নহে, আবার উহা স্বীয় ভাবাবচ্ছেদে আছে—পরকীয় ভাবাবদেচ্ছদে নহে, উহা রক্তবর্ণের কিন্তু পীতবর্ণের নহে। এইরূপে দ্রব্যাদি অবচ্ছেদ বাদ দিয়া যদি মাত্র 'ঘট অস্তি' এই বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইতে উহার ঐকান্তিক অস্তিত্বের কথা বলা হয়। ফলে ঐ সকল অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তকের অভাবে বস্তুর প্রতিনিয়ত স্বার্থস্বরূপের (individuality) অভাব হইয়া পড়ে। এই কারণে 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' এই প্রথম প্রকার বচনভঙ্গের দ্বারা ঘটটি কোন বিশেষ উপাদান, দেশকাল এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এই কথা বলাই যুক্তিযুক্ত। ইহাই হইল প্রথম ভঙ্গের নিগূঢ় অর্থ। আবার যেহেতু এই ঘটটীর কথঞ্চিৎ অঙ্গীকার তদিতর যাবতীয় বস্তুর ও তাহাদের ধর্মের নাস্তিত্বের অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই জন্য 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' বা সংক্ষেপে 'সাদ্ অস্তি মাত্র' এই বাক্যেই বিশ্রাম করা চলে না। উহার সঙ্গে সঙ্গেই তদিতর বস্তুসকল ও তাহাদের ধর্মের নাস্তিত্বপ্রকাশক বাক্যের প্রয়োগ করার আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হয়। এই নাস্তিত্ব প্রকাশক বাক্যটীই দ্বিতীয় ভঙ্গী, সুতরাং বলিতে হয় 'স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরদ্রব্যাদির অপেক্ষায় যে নাস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষিত হইল, ঐ নাস্তিত্ব কিরূপে অস্তিত্বের সহিত একই বিশেষ্যের বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম বলিয়া খ্যাত, সুতরাং একই বস্তুতে দুই বিরুদ্ধ ধর্মের (contradictories) সমাবেশ কিরূপে সম্ভব? এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জৈন নৈয়ায়িকগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এবং ঐরূপ কোন দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমাবেশ সম্ভাবিত নয়, ইহা স্পষ্টই পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা বারংবার ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে-রূপে কোন বস্তু অস্তিত্ববান্ ঠিক সেইরূপেই উহা নাস্তিত্ববান্ হইতে পারে না। তাঁহারা বলিয়াছেন বস্তুর স্ব-রূপে অস্তিত্ববান্ কিন্তু পররূপেই নাস্তিত্ববান্। বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে উহাকে কেবল স্বরূপেই অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যাবর্তক-ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না; পররূপের কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। ইহা একটী মনোবিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নিয়ম (Psychological Law)। কিন্তু তাই বলিয়া দুইটী পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধধর্মের দ্বারাও বস্তুর স্বরূপসিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং দেখা গেল যে, 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' এবং 'স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ এই দুটী বাক্য পরস্পর আকাঙ্ক্ষিত অথচ তাহারা অত্যন্তবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশক নহে। প্রথমটীর দ্বারা মানবমন যে বস্তুর স্বরূপ জানিতে গিয়া একটী বিধিপ্রকাশক বাক্য (affirmative judgment) প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় ইহাই সূচিত হয়, দ্বিতীয়টীর দ্বারা মানবমনের নিষেধ-প্রবৃত্তি সূচিত হয় মাত্র। এই বিধি ও নিষেধ (affirmation and negation) বস্তুতঃ জ্ঞানের প্রধান উপায় কিন্তু যখন বিধিপ্রকাশক বাক্য প্রয়োগ করে তখন মানবমন একটী নিষেধাত্মক বাক্যেরও আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। এইরূপে সপ্তভঙ্গী নয়ের প্রথম দুইটী নয় আলোচিত হইল।

এখন দেখা যাউক, কিরূপে তৃতীয় ভঙ্গটীর আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হয়। আমারা পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রথম ভঙ্গটী বিধ্যাত্মক বলিয়া এবং বিধ্যাত্মক বাক্য নিষেধাত্মক বাক্যের আকাঙ্ক্ষা রাখে বলিয়া বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানে ঐ দুই প্রকার বাক্যের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। কিন্তু তৃতীয় ভঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ বিধি ও নিষেধপ্রকাশক বাক্য দুইটীর প্রত্যেকেরই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ঐ প্রাধান্য স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে ক্রম অনুসারে প্রয়োগ করা হইয়াথাকে। এইরূপে প্রাধান্য প্রদর্শনের জন্য বিধ্যর্থক ও নিষেধার্থক বাক্যের ক্রম-প্রয়োগে তৃতীয় ভঙ্গের উৎপত্তি হয়। তখন তৃতীয় ভঙ্গটী এইরূপ দাঁড়ায় 'স্যাদস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ ঘটঃ'। কিন্তু যদি ঐ বিধ্যর্থক ও নিষেধার্থক বাক্যের ক্রম-প্রাধান্য না দিয়া যুগপৎ ঐ প্রাধান্যের

প্রদর্শন করি তাহা হইলে বস্তুতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ পরস্পর আপাতবিরোধী ধর্মের সমাবেশ হওয়ায় উহা অনির্বাচ্য হইয়া দাড়ায়। ইহাতেই চতুর্থ ভঙ্গটীর উৎপত্তি হয় এবং উহা এইরূপ—'স্যাদ্ ঘটঃ অবক্তব্যশ্চ'। চতুর্থ ভঙ্গে বিধি এবং নিষেধ এই উভয়েরই প্রাধান্য থাকায় এবং উভয়ই সমকালে একই বিশেষ্যে প্রযুক্ত হওয়ায় বস্তুটী মানব ধীর অগম্য হইয়া পড়ে, সুতরাং উহাকে অবক্তব্য বলিতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বস্তুর এই অবক্তব্যত্ব ধর্মটী তৃতীয় ভঙ্গে প্রকাশিত অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের সমবায়মাত্র না উহা অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব সমবেত ধর্মের অতিরিক্ত ধর্মান্তর? জৈন নৈয়ায়িক-গণ বলেন যে, হাঁ উহা ধর্মান্তরই বটে। উহা ভাবপ্রকাশকও নহে, অভাব, প্রকাশকও নহে এবং এমন কি ভাবাভাবক প্রকাশকও নহে—কিন্তু এমন একটী ধর্মের প্রকাশক যাহা ভাব ও অভাবের যুগপৎ আরোপে ভাবাভাবাতিরিক্ত একটী বিশিষ্ট ধর্ম প্রকাশ করে।

পঞ্চম ভঙ্গটী হইতেছে 'স্যাদস্তিচ অবক্তব্যশ্চ'। ইহাদ্বারা বস্তুর সত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্ব প্রকাশ পায় অর্থাৎ বস্তুকে আমরা যখন অবক্তব্য বলি তখন সেই অবক্তব্যতা আবার অস্তিত্বের দ্বারা বিশেষিত করা যায়, অর্থাৎ ঐ অবক্তব্যতা যে অর্থে বস্তুতে প্রযুক্ত হইয়াছে তদর্থে তাহার একটী সত্তা আছে। এইরূপেই পঞ্চম ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। অতঃপর ষষ্ঠ ভঙ্গের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতেছে। ষষ্ঠ ভঙ্গে বলা হয়—স্যান্নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ'। ইহার অর্থ এই যে, যেরূপে বস্তুতে অস্তিত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্ব আরোপ করা হইয়াছে তদিতররূপে ঐ অবক্তব্যের অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ তদিতররূপে ঐ অবক্তব্যত্ব নাস্তিত্ববান্, কারণ জৈনগণ বলেন—স্ব-রূপে যাহা বিদ্যমান পর-রূপে তাহা নাই। সুতরাং দেখা গেল যে, এই ষষ্ঠ ভঙ্গে বস্তুর নাস্তিতাবিশিষ্ট অবক্তব্যত্বরূপ একটী ধর্মান্তর প্রকাশিত হয় যাহা পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশিত ধর্ম-পঞ্চকের অতিরিক্ত। সপ্তম ও শেষ ভঙ্গটী এইরূপ:—'স্যাদস্তি নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ'। এই সপ্তম ভঙ্গে বস্তুর স্বরূপ এইরূপে বুঝিতে চেষ্টা করা হয়—বস্তুকে অবক্তব্য বলিলে যেরূপে উহাকে অস্তিত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্বের আধার বলিতে হয় তদিতররূপে উহাকে আবার নাস্তিত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্বের আধারও বলিতে হয় সত্য, কিন্তু ঐ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব বাস্তবিক পরস্পরবিরুদ্ধ (real contradictories) নয় বলিয়া পরন্তু আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়াই উহাদের যুগপৎ আরোপ হইতে পারে।

সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী-কার বিমলদাস একটী উদাহরণদ্বারা এই বিষয়টী অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেমন দধি, শর্করা, মরিচ, এলাইচ নাগকেশর এবং লবঙ্গ একত্র মিলিত করিয়া, যে পানীয় প্রস্তুত হয় সেই পানীয়টীর স্বাদ ও সৌরভ দধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপা-দানের স্বাদ সুরভি হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্ এবং এই হিসাবে উহা দধ্যাদির স্বাদ ও সৌর-অপেক্ষায় অবক্তব্যও বটে এবং ঐ অবক্তব্য ধর্মটী অনুভবসিদ্ধও বটে। আবার আর এক প্রকারে দেখিতে গেলে যেমন বলা যাইতে পারে যে, ঐ পানীয়টীর স্বাদ এবং সৌরভ অবক্তব্য হইলেও তাহাতে দধ্যাদির স্বাদ ও সৌরভ যে বিদ্যমান ইহাও আমা-দের অনুভবসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে যে অস্তিতা নাস্তিতার যুগপৎ সমাবেশে বস্তুর অবক্তব্যত্ব অনুভূত হয়, সেই অবক্তব্যতার অনু ভূতির সঙ্গে সঙ্গে কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব, কথঞ্চিৎ নাস্তিত্ব এবং অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ক্রমিক এবং যুগপৎ অনুভূতিও হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল যে, জৈন মতে উক্ত প্রকার সপ্তভঙ্গের দ্বারা বস্তুর বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রকাশক সপ্ত প্রকার বাক্য সম্ভাবিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি বিধিনিষেধপ্রকাশক বাক্যের দ্বারা যে সাতটীমাত্র ভঙ্গের সম্ভাবনা বলা হইল এই সপ্তসংখ্যার সাধক যুক্তি কি? ভঙ্গ সপ্ত প্রকার না হইয়া উহা অপেক্ষা অধিক বা উহা অপেক্ষা ন্যূন হইল না কেন? ইহার উত্তর জৈনগণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই যে বাক্যের উৎপত্তির কারণ সংশয় এবং ঐ সংশয় কেবল সপ্ত প্রকারই হইয়া থাকে, সুতরাং বচন ভঙ্গও সপ্ত প্রকারই ইহবে। এক্ষণে দেখিতে ইহবে যে, যে সংশয় বচনভঙ্গের উৎপত্তির কারণ সেই সংশয়ের স্বরূপ কি! সংশয় যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে বস্তুর দুইটী বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞানের সম্ভবনা থাকে। যথা, এই সম্মুখে দৃশ্যমান বস্তুটী স্থাণু না পুরুষ? এখানে দৃশ্যমান একটী বস্তুতে স্থাণুত্ব এবং পুরুষত্ব এই দুই বিরুদ্ধধর্মের জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই এইরূপ সংশয় হয়। কিন্তু জৈনগণ যখন বলেন 'স্যাদ্ ঘটঃ অস্ত্যেব ন বা' অর্থাৎ ঘটটী সম্ভবতঃ আছে কি না? এই স্থলে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বরূপ ধর্মের একই বস্তু ঘটে আরোপিত হইলেও জৈনদের মতে উহারাও বাস্তবিক বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং সংশয় কোথায়? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। তাহার উত্তরে জৈনগণ বলেন যে, এখানেও একই বস্তুতে বিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের জ্ঞান বাস্তবিকই আছে। কিন্তু ঐ বিরোধ কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের মধ্যে নহে, পরন্তু উহা কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব এবং সর্বথা অস্তিত্ব এই দুই বাস্তবিক বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান-জনিত সংশয়ের উৎপত্তি হয়, সুতরাং স্যাদ-স্ত্যেব বা ন বা' এইরূপ বচন ভঙ্গের উপযো-গিতা সিদ্ধ হয়। এইরূপে দেখা গেল, সংশয় থাকিলেই জিজ্ঞাসার প্রসক্তি হয় এবং জিজ্ঞাসাই বচনভঙ্গের সৃষ্টি করে। এই প্রণালীতে দেখান যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বচনভঙ্গীর মূলে জিজ্ঞাসা আছে এবং জিজ্ঞাসার মূলে সংশয় আছে; সেই সংশয় মাত্র সপ্ত প্রকারই হইতে পারে—সুতরাং মাত্র সপ্ত প্রকার ভঙ্গই

হইতে পারে তাহার অধিক নয় এবং তাহা অপেক্ষা ন্যূনও নহে।

'ভঙ্গাঃ সত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত সংশয়াঃ সপ্ত তদ্গতাঃ। জিজ্ঞাসাঃ সপ্ত সপ্ত স্যুঃ প্রশ্নাঃসপ্তো-ত্তরাণ্যপি॥'

এস্থলে এই সপ্ত প্রকার ভঙ্গের বিরুদ্ধে আরও একটী আপত্তি হইতে পারে। সংশয় সপ্ত প্রকারের হইলেও বস্তুর ধর্ম তো সপ্তবিধ নহে, সুতরাং যেরূপে প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্ম অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ক্রমিক এবং যুগপৎ আরোপের দ্বারা সপ্তভঙ্গের সৃষ্টি হয় দেখান হইয়াছে, সেইরূপ প্রথম ও তৃতীয় ধর্মের অথবা প্রথম ও চতুর্থ ধর্মের ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপেও অন্যান্য ভঙ্গের সিদ্ধি করিয়া উক্ত প্রকার সপ্ত প্রকার বচন-ভঙ্গের ব্যতিক্রম দেখান যাইতে পারে। ইহার উত্তরে জৈনগণ বলেন যে, যেরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্মের অর্থাৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের, ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপে পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের প্রতীতি হয়, প্রথম ও তৃতীয়াদি ধর্মের ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপে পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের প্রতীতির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু প্রথম ভঙ্গের অপেক্ষায় তৃতীয় ভঙ্গে যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ ধর্মের কল্পনা করা যায় তাহা হইলেও প্রথমভঙ্গোক্ত ধর্ম এবং তৃতীয়-ভঙ্গোক্ত ধর্ম এই উভয়ের ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপেও মাত্র আর একটী সপ্তভঙ্গীর সৃষ্টি হইবে। সুতরাং ফলে ভঙ্গের সংখ্যা সপ্তই থাকিবে। আবার যদি দ্বিতীয়ভঙ্গোক্ত ধর্ম ও তৃতীয়ভঙ্গোক্ত ধর্ম এই উভয় ধর্মের পৃথক্ত্ব কল্পনা করিয়া উহাদের ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপ করা হয় তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভঙ্গ উক্ত প্রকারেও সপ্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার হইবে না। ইহার নিগূঢ় কারণ এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভঙ্গে যে নাস্তিত্বের উল্লেখ আছে উহা বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর ভিন্ন নহে, নাস্তিত্ব-হিসাবে তাহারা একই ধর্ম এবং একই বস্তুতে দুই বার একই নাস্তিত্ব-ধর্মে আরোপ অর্থ-বিহীন।

আরও আপত্তি হইতে পারে যে, চতুর্থ ভঙ্গে যখন আমরা বস্তুতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব-রূপ বিরুদ্ধধর্মের যুগপৎ আরোপে উহাকে অবক্তব্য বা অনির্বাচ্য বলিয়া স্থির করিলাম তখন পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম ভঙ্গে যে অবক্তব্য ধর্মের উল্লেখ করা হয় সেই অবক্তব্য ধর্মের দ্বারা অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এবং তদুভয়াত্মক ধর্মের অন্তর্ভাব হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পঞ্চম ভঙ্গে যখন আমরা বলি 'স্যাদস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ' তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঘটরূপ একই বস্তুতে দুইটী অস্তিত্বের আরোপ করা হইতেছে। এইরূপে ষষ্ঠ ভঙ্গেও একই বস্তুতে-নাস্তিত্ব-হিসাবে এক হইলেও ঐ নাস্তিত্ব ধর্মটী দুই বার আরোপিত হয়, সুতরাং উহাও অর্থহীন। এইরূপে সপ্তম ভঙ্গেরও অর্থ-হীনতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সুতরাং ভঙ্গের সংখ্যা চতুর্থতেই বিশ্রাম লাভ করুক।

এইরূপ আপত্তির প্রত্যাখ্যানকল্পে জৈনগণ দেখাইয়াছেন, যখন অবক্তব্যত্ব ধর্মটী বস্তুতে আরোপিত হয় তখন সেই অবক্তব্যত্বের মূলে যুগপৎ আরোপিত আত্যন্তিক অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের প্রকাশ করা অসম্ভব, এই কথাই নিহিত থাকে। সুতরাং উক্ত প্রকার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বরূপ ধর্মের প্রকাশাযোগ্যতাই অবক্তব্যত্ব এবং উহা বস্তুর একটী স্বতন্ত্র ধর্ম। পঞ্চম ভঙ্গে যখন আমরা বলি 'স্যাদস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ' তখন আমরা ইহাই প্রকাশ করিতে চাই, যে ঘটে সত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্বরূপ একটী ধর্ম আছে তাহা কেবল অবক্তব্যত্বরূপ ধর্ম হইতে পৃথক্, কারণ চতুর্থ ভঙ্গের অবক্তব্য এই শব্দে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের সামান্যভাবে উল্লেখ থাকায় পঞ্চম ভঙ্গে ঐ অবক্তব্যত্বের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়া থাকি। এই কারণেই প্রাধান্য-প্রাপ্ত অস্তিত্বটী অবক্তব্য-ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে পঞ্চম ভঙ্গে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জনিত অবক্তব্যত্বের গৌণভাবে প্রকাশ থাকিলেও সেখানে মুখ্যভাবে প্রতীত সত্ত্বার সহযোগে ঐ অবক্তব্যতা বস্তুর একটী বিশিষ্ট ধর্ম। এইরূপে ষষ্ঠ ও সপ্তম ভঙ্গের সার্থকতা প্রতিপন্ন করা যায়। সুতরাং দেখা গেল যে, বচন-ভঙ্গ সপ্ত প্রকারই হইবে কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক অথবা ন্যূন হইতে পারিবে না।

বিমলদাস এই সপ্ত প্রকার ধর্মের অতিরিক্ত একটী অষ্টম ধর্ম হইতে পারে কি না এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সেই আশঙ্কাটী এইরূপ, যদি অবক্তব্যত্বরূপ কোন বিশেষ ধর্মবস্তুর থাকা সম্ভব হয় তাহা হইলে বক্তব্যত্বরূপ এইরূপ একটী বিশিষ্ট ধর্ম থাকিবে না কেন? সুতরাং ঐ বক্তব্যত্বরূপ ধর্ম স্বীকার করিয়া আমরা সপ্তভঙ্গীতে অষ্টভঙ্গী করিতে পারি। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, না তাহা হইতে পারে না। বক্তব্যত্বরূপ অতিরিক্ত ধর্মে স্বীকারের কোন অবকাশই নাই, কারণ প্রথম হইতে তৃতীয় ভঙ্গে বস্তুর সত্ত্ব, অসত্ত্ব এবং ক্রমিক সত্ত্ব ও অসত্ত্বের নির্দেশদ্বারা বস্তুর বক্তব্যত্বরূপ ধর্ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বক্তব্যত্ব একটী অতিরিক্ত ধর্ম নহে। পক্ষান্তরে যদিও বক্তব্যত্বরূপ কোন অতিরিক্ত ধর্ম স্বীকার করা হয় তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ-প্রণালীতে বক্তব্যত্ব এবং অবক্তব্যত্ব এই দুই ধর্মের দ্বারা আর একটী সপ্তভঙ্গীরই সৃষ্টি হইবে মাত্র। সুতরাং দেখা গেল যে, যেমন বস্তুর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব লইয়া বিধিনিষেধ-প্রণালী অবলম্বনে আমরা সপ্তভঙ্গী সৃষ্টি করিতে পারি, ঐরূপ বক্তব্যত্ব এবং অবক্তব্যত্ব লইয়া অথবা নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব লইয়া অথবা সামান্য ও বিশেষ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সপ্তভঙ্গীর সৃষ্টি করিতে পারি। বস্তুর যে কোন আপাতবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় লইয়া এক একটী সপ্তভঙ্গীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই সপ্তভঙ্গী 'নয়ে'র মূলসূত্র এইরূপ যে, উহার অবলম্বনে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভঙ্গ সপ্তবিধই হইবে, কেননা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশয় ও

সপ্তবিধ ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব উপরি উক্ত আশঙ্কার কোন প্রসক্তি নাই।

আরও এক প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে, এইরূপ ভঙ্গের সপ্ততা তো দূরের কথা, একটা ভিন্ন দ্বিতীয় ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এই আশঙ্কা যাঁহারা তোলেন তাঁহারা জৈন 'নয়ে'র মূলসূত্র-সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। যাহা হউক, ঐ আশঙ্কাটীর স্বরূপ এই—সংশয়ই যদি ভঙ্গের ভিত্তি হয় তাহা হইলে দেখাইতে হইবে যে, বাস্তবিক সংশয় আছে। সংশয় সেইখানেই হয় যেখানে একই বস্তুতে পরস্পরবিরুদ্ধ অথবা ভিন্ন ধর্মের জ্ঞান হয়। কিন্তু দেখান যাইতে পারে, জৈনমতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ভেদ নাই, কারণ জৈনরা বলেন যাহা স্বকীয়রূপে অস্তিত্ববান্ তাহাই পরকীয়-রূপে নাস্তিত্ববান্। সুতরাং স্বরূপে সত্ত্ব বলাও যাহা পররূপে অসত্ত্ব বলাও তাহাই। এইরূপে 'স্যাদস্তি ঘটঃ' বলিলেই 'স্যান্নাস্তি ঘটঃ' ইহাও বলা হইল, অথবা 'স্যান্নাস্তি ঘটঃ' বলিলেই 'স্যাদস্তি ঘটঃ' ইহাও বলা হইল। প্রথম দুইটা ভঙ্গের একটীমাত্রের উল্লেখেই দ্বিতীয়টা অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই ক্রমে দেখান যাইতে পারে যে, তৃতীয়াদি ভঙ্গের কোন অবসর নাই। বিমলদাস এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলেন, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বে বাস্তবিক ভেদ আছে এবং সেই ভেদ থাকা হেতুই দ্বিকোটিক জ্ঞান সম্ভব হয় সুতরাং সংশয়ের প্রসক্তি হয়। এই সংশয়ই সপ্তভঙ্গীর মূল। তিনি সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে ভেদসিদ্ধ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে বস্তুর স্বরূপ অবচ্ছেদে যেমন সত্ত্বের প্রসঙ্গ হয়, আবার পররূপ-অবচ্ছেদেই অসত্ত্বও সিদ্ধ হয়। সুতরাং একই বস্তুতে স্ব-পররূপ অবচ্ছেদকভেদে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ভেদ বিদ্যমান। আশঙ্কাকারী যে বলিয়াছেন, যাহা স্বরূপে সত্ত্ব তাহাই পররূপে অসত্ত্ব, একথা সত্য নহে; এইরূপ নির্দেশে একই বস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ দেখান যায় না, উপরন্তু বস্তুর স্বরূপ-অবচ্ছেদে যেরূপ সত্ত্বের সিদ্ধি হয় পররূপেও সেইরূপ সত্ত্বের সিদ্ধি হইয়া পড়ে। আবার বস্তুর পররূপ-অবচ্ছেদে যেমন অসত্ত্ব সিদ্ধ হয় সেইরূপ স্বরূপ-অবচ্ছেদেও অসত্ত্বের সিদ্ধি হইতে পারে; সুতরাং বস্তুর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব অভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু বিমলদাস বলেন, উহা প্রতীতির অগোচর। সত্ত্ব ও অসত্ত্বে যে স্বরূপগত ভেদ আছে তাহা দুইটী উদাহরণের দ্বারা দেখান যাইতে পারে। যদি বলা যায়, 'ভূতলে ঘটোঽস্তি' তখন আমরা বুঝি—ভূতলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে অস্তিতা, ঘটটী তাদৃশ অস্তিতাদ্বারা অস্তিতাবান্; আর যখন বলি, 'ভূতলে ঘটো নাস্তি' তখন এই বুঝি যে, ভূতলনিষ্ঠ যে অভাব, ঘটটী তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী। উক্ত দুই প্রকার বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে একই ঘটে প্রথম বাক্যটীর দ্বারা সত্ত্ব-সম্বন্ধ দ্বিতীয় বাক্যটীর দ্বারা অভাবের প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধ অন্বিত হইতেছে। এইরূপে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। সুতরাং সেই ভেদজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া সংশয় সম্ভাবিত হয় এবং সেই সংশয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ক্রমিক ও যুগপৎ আরোপে পূর্বোক্ত সপ্ত প্রকার ভঙ্গই সম্ভাবিত হয়।

উপরি উক্ত বিবৃতি ও সমালোচনায় প্রতিপন্ন হইল যে বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার অনন্ত ধর্মের মধ্যে কোন এক ধর্ম অবলম্বন করিয়া বস্তুর অবচ্ছেদক-ভেদে একই অধিকরণে আপাতবিরোধ কল্পনা করা যায় এবং ঐ দুই আপাত-বিরুদ্ধ-ধর্মদ্বয়ের জ্ঞান সত্বঃই সংশয় উৎ-পাদন করে এবং ঐ সংশয় সপ্ত প্রকারেই নিরুদ্ধ থাকে; সুতরাং উক্ত সপ্ত প্রকার সংশয়ের প্রকাশ করিতে গিয়া সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা প্রতীতি এবং যুক্তিসিদ্ধ। আরও দেখা গেল যে, যখন আমাদের চিন্তার ধারা অবক্তব্যে উপস্থিত হয় তখনও উহাতে বিশ্রাম লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং চতুর্থ ভঙ্গেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান পর্যবসিত হইতে পারে না। অবক্তব্যে যে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অথবা ঐরূপ কোন আপাতবিরুদ্ধ-ধর্মদ্বয়ের জ্ঞান জন্মে সেখানেও অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব এবং তদুভয়-বাচক বিশেষণের মুখ্যতা অবলম্বন করিয়া আরও তিনটী বচনভঙ্গের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। আবার ইহাও বলিতে পারি না যে, অবক্তব্যত্ব যেরূপ বস্তুর একটী ধর্ম সেইরূপ বক্তব্যত্ব ও অপর আর একটী ধর্ম, সুতরাং এই বক্তব্যত্ব উক্ত প্রকার সপ্ত-ভঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া অষ্ট প্রকার ভঙ্গের সৃষ্টি করে। কারণ, জৈনগণ দেখাইয়াছেন যে কেবল বক্তব্যত্ব এবং অবক্তব্যত্ব কেন ঐরূপ নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মযুগ্মের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সপ্তভঙ্গীরই সৃষ্টি হইবে, সুতরাং সপ্তভঙ্গ হইতে অতিরিক্ত অষ্টম ভঙ্গের প্রসক্তি নাই এবং ইহাও দেখা গেল যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব কোনক্রমেই বস্তুর অভিন্ন ধর্ম হইতে পারে না সুতরাং প্রথম ভঙ্গের দ্বারা দ্বিতীয় ভঙ্গের অথবা দ্বিতীয় ভঙ্গের দ্বারা প্রথম ভঙ্গের গতার্থতা দেখান যায় না। সুতরাং ইহাই স্থির হইল যে, সপ্তভঙ্গীই বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের ন্যায়-সঙ্গত উপায়।

জৈনগণ সপ্তভঙ্গী দুই প্রকারে কল্পনা করিয়াছেন, যথা—প্রমাণসপ্তভঙ্গী এবং নয়সপ্তভঙ্গী। এক্ষণে দেখা যাউক, প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী ও নয়-সপ্তভঙ্গী কিরূপ। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে প্রমাণবাক্য কিরূপ এবং নয়বাক্যই বা কিরূপ। এই প্রমাণবাক্য এবং নয়বাক্যের স্বরূপ নির্ণীত হইলে প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী ও নয়-সপ্তভঙ্গীও নির্ণীত হইবে। কেহ কেহ বলেন, প্রমাণবাক্য বলিতে সকলাদেশ বুঝিতে হইবে। সকলাদেশের অর্থ এই যে, উহাতে অনেক-ধর্মাত্মক বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সুতরাং সকলাদেশই প্রমাণবাক্য।

পক্ষান্তরে নয়বাক্য বলিতে বিকলাদেশ বুঝিতে হইবে। বিকলাদেশের অর্থ এই যে, বস্তুর ধর্ম অনন্ত হইলেও উহার কোন এক ধর্মবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে আংশিক জ্ঞান হয় তাহাই বিকলাদেশ। কিন্তু যদি প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী ও নয়-সপ্তভঙ্গীর ভেদ এইরূপ সকলাদেশ ও বিকলাদেশের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সপ্তভঙ্গীর সপ্তবিধত্ব ব্যাহত হয়। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গদ্বারা বস্তুর সত্ত্ব অসত্ত্ব এবং অবক্তব্যত্বরূপ এক একটী ধর্মের জ্ঞান যথাক্রমে হওয়ায় আমরা প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গকে বিকলাদেশ অথবা নয়বাক্য বলিতে বাধ্য হই। পক্ষান্তরে তৃতীয় পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম ভঙ্গদ্বারা বস্তুর অনেক ধর্মের জ্ঞান হয় বলিয়া উহাদিগকে সকলাদেশ বা প্রমাণবাক্য নাম দিতে বাধ্য হই। এইরূপে সপ্তভঙ্গীর তিনটী ভঙ্গ নয়বাক্য এবং অপর চারিটী প্রমাণবাক্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে জৈনগণের সিদ্ধান্ত এই—যে সপ্তভঙ্গীই দ্বিবিধ। উহা প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী হউক বা নয়সপ্তভঙ্গীই হউক উভয় ক্ষেত্রেই সপ্ত প্রকার ভঙ্গ আছে। সুতরাং উক্ত প্রকার ভেদ জৈনসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ।

আবার যদি বলা যায় সকলাদেশ বলিতে কেবল ধর্মি-বিষয়কবোধজনক বাক্য বুঝিতে হইবে এবং বিকলাদেশ বলিতে কেবল ধর্ম-বিষয়কবোধজনক বাক্য বুঝিতে হইবে তাহাও যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ জৈনমতে ধর্মী ও ধর্মের অভেদ স্বীকার করা হয়। ধর্মব্যতিরিক্ত ধর্মী এবং ধর্মিব্যতিরিক্ত ধর্ম জৈনমতে অসম্ভব, কারণ উহা অনুভব বা প্রতীতিবিরুদ্ধ। জৈনদিগের দর্শন প্রতীতির বা অনুভবের ভিত্তির উপর গঠিত। যাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ তাহা তাহাদের দর্শনে স্থান পায় না। তাঁহারা এই ধর্ম ও ধর্মীর অভেদ বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সেই বিস্তারিত যুক্তির অবতারণা অনাবশ্যক বিবেচনায় মাত্র তাহাদের সিদ্ধান্তটী জানিয়া রাখিলেই আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে বস্তুর কোন এক ধর্মের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে হইলে সেই প্রসঙ্গে বস্তুর অশেষ ধর্মের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এবং উহার প্রকাশ করিতে হইলে যে বাক্য পরম্পরা প্রয়োগ করিতে হয় তাহারই সমষ্টির নাম সকলাদেশ। 'একগুণমুখেনাশেষবস্তুরূপসংগ্রহাৎ সকলাদেশঃ ইতি।' উল্লিখিত বাক্যটীর অর্থ এই যে দ্রব্য এবং তাহার গুণ অথবা পর্যায় পরস্পর ভেদাভেদ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেও যখন আমরা উহাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া এবং দ্রব্যের অশেষ গুণ ও পর্যায় সত্ত্বেও কোন একটী গুণ বা পর্যায়কে কোন দ্রব্যের বিশেষণরূপে চিন্তা করিয়া ঐ গুণ বা পর্যায়ের দ্বারা ঐ দ্রব্যের ঐ গুণ অথবা পর্যায়-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান সংগৃহীত করি তখনই হয় সকলাদেশ। সুতরাং সকলাদেশরূপ জ্ঞান কোনরূপ অপূর্ণতা দ্বারা দুষ্ট নহে, কারণ ইহাতে এক দ্রব্যের জ্ঞানে সকল দ্রব্যের জ্ঞান এবং এক পর্যায়ের জ্ঞানে সকল পর্যায়ের জ্ঞান সংগৃহীত হয়। এই সকলাদেশ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জৈনমতে কেবল মুক্ত পুরুষের পক্ষে সম্ভব কেন না তাহাদের মতে মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ বা কেবলী। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে প্রামাণ্য জ্ঞান তাহার করতলগত। কিন্তু সংসারিজীবের পক্ষে মাত্র বিকলাদেশই সম্ভব, কারণ বিকলাদেশ বলিতে জৈনগণ এই বুঝেন যে, বস্তু অনন্তধর্মাত্মক হইলে ঐ অনন্তধর্মের মধ্যে কোন এক ধর্মবিশেষ বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য অবলম্বন করিয়া উক্ত বস্তুবিষয়ক বোধ জন্মাইতে পারে এমন বাক্যই বিকলাদেশ। কিন্তু বিকলাদেশের এইরূপ অর্থ হইলে সাধারণ জ্ঞাতার পক্ষে প্রামাণ্যজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে, কেননা বিকলাদেশে বস্তু অনন্তধর্মক হইলেও উহার যে কোন একটী ধর্মের সহিত তাদাত্ম্য অঙ্গীকার করিয়া বাক্যবিন্যাস করা হয়। এই দোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই জৈনগণ প্রত্যেক নয়বাক্যের পূর্বে স্যাদ্ এই পদটীর উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ স্যাদ্ এই পদের দ্বারা বিবক্ষিত ধর্মবিশেষের অতিরিক্ত ধর্মও যে বস্তুতে থাকা সম্ভব ইহাই প্রকাশ পায়। এইরূপে যদিও সাধারণ জ্ঞাতার পক্ষে বিকলাদেশই সম্ভব তাহা হইলেও স্যাদ্ পদ প্রয়োগের দ্বারা বস্তুর অন্যান্য ধর্মের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করা হয়। সুতরাং সাধারণ জ্ঞাতার প্রযুক্ত সপ্তভঙ্গীনয়টী বিকলাদেশ হইলেও প্রমাণবাক্য বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং কেহ যেন একথা না ভাবেন যে সকলাদেশ বাক্যই প্রমাণ, বিকলাদেশ বাক্যে কোনক্রমেই জ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তবেই দেখা দেখা গেল যে প্রামাণ্য জ্ঞান মাত্র সর্বজ্ঞ মুক্তপুরুষেরই লভ্য নহে, সংসারী জীবও উক্ত প্রকার স্যাদস্তি ঘটঃ ইত্যাদি সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের দ্বারা অনন্তধর্মাত্মক বস্তুর প্রামাণ্যজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন।

জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয়ের মধ্যে চতুর্থ-ভঙ্গে যে অবক্তব্য অবস্থাটী আসিয়া পড়ে তাহার সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রান্তধারণা করা হয় তাহার সমালোচনা বিশেষভাবে আবশ্যক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে জৈনদিগের মতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে বা ঐ জাতীয় ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে বিরোধ আত্যন্তিক নহে। যদি বিরোধ আত্যন্তিক হইত তাহা হইলে একটী আর একটীকে আমাদের চিন্তাক্ষেত্র হইতে একেবারেই অপসারিত করিয়া ফেলিত। সুতরাং হয় সত্ত্ব না হয় অসত্ত্ব এইরূপ একটী মাত্র ভাবের স্থিতি এবং অন্যটীর অপসারণ স্বীকার করিতে হইত এবং তাহা হইলে বস্তু-সম্বন্ধে অবক্তব্যত্ব বা অবাচ্যতা সম্ভব না হইয়া উহা একান্তভাবে বিদ্যমান অথবা একান্তভাবে অবিদ্যমান এইরূপই জ্ঞান হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া বস্তুকে যখন অবাচ্য বলা হয় তখন তাহার অর্থ

এই যে উহা কথঞ্চিৎ অস্তিত্ববান্ এবং কথঞ্চিৎ নাস্তিত্ববান্ এবং এই অস্তিতা ও নাস্তিতা যুগপৎ আরোপে বস্তুটী অবাচ্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই অবাচ্যবাদের মূলে বিরোধটী আত্যন্তিক নহে পরন্তু আপাতমাত্র। শঙ্করাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বাদরায়ণের 'নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ' এই সূত্রের ব্যখ্যা-প্রসঙ্গে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ঐরূপ আত্যন্তিক বিরোধই বুঝিয়াছেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি বলিয়াছেন যে, যে শাস্ত্র জ্ঞানের এইরূপ অনির্ধারিতরূপ অঙ্গীকার করে সে শাস্ত্র অপ্রমাণ। 'অনির্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়বদপ্রমাণমেব স্যাৎ।' কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে তাহাকে নিজের স্বীকৃত অদ্বৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে 'অনির্বাচ্য' বা 'অবক্তব্য' মায়ার সাহায্যে জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। তাঁহার মতে মায়া সৎ ও অসদ্রূপ দুইই বিরুদ্ধধর্মের আধার বলিয়াই অনির্বাচ্য। মায়া এক পক্ষে সৎ, কারণ তাহা হইতেই জগতের বস্তুজাতের সৃষ্টি ও স্থিতি। আবার মায়া অসৎ, কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইলে মায়ার অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপে দেখা যায় যে শঙ্করও দুই বিরুদ্ধধর্মের আধাররূপে মায়ার কল্পনা করিয়াছেন। অথচ সত্তা ও অসত্তারূপ দুই বিরুদ্ধধর্মের আধার বস্তু এইরূপ বলাতে জৈনদর্শনকে উপহাস করিয়াছেন। যদি শঙ্করের আনুকূল্যে একথা বলা যায় যে তাঁহার মতে সৎ ও অসতের মধ্যে বিরোধ আপাতমাত্র তাহা হইলে উক্ত প্রকার যুক্তিতে জৈন-দর্শনের হেয়ত্ব দূরীভূত করা উচিত। ফলকথা এই যে উভয়ই সত্ত্ব ও অসত্ত্বের দ্বারা দুইটী আপাত বিরুদ্ধধর্মের কল্পনা করিয়াছেন মাত্র এবং তাহাতে বস্তুর স্বরূপের অসিদ্ধি হয় না। শূন্যবাদিবৌদ্ধগণও দ্রব্য ও পর্যায়ের মধ্যে ঐরূপ ঐকান্তিক বিরোধ কল্পনা করিয়া জগতের বস্তুজাতকে নিঃস্বভাব শূন্য বা অনির্বাচ্য বলিয়া উহার অলীকত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন আমরা কোন বস্তুকে অবক্তব্য বা অনির্বাচ্য বলি তাহার দ্বারা এইটুকু মাত্র বুঝাইতে পারে যে এমন কোন শব্দ আমাদের নাই যাহার দ্বারা ঐ সত্ত্বাসত্ত্বমূলক বস্তুটীকে প্রকাশ করিতে পারি, অথবা আমাদের ধারণা-শক্তি এতই অল্প যে ঐরূপ একটী আপাতবিরুদ্ধ-ধর্মের আধারকে কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু তাহার দ্বারা ঐ অবক্তব্য বস্তুর অসত্ত্ব প্রমাণ হয় না, বরং আমাদের ইহাই মনে হয় যে বস্তুর অবক্তব্যরূপ এমনই একটী ধর্ম 'আছে' যাহা আমরা সাধারণতঃ প্রকাশ করিতে পারি না। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব ধর্মের ন্যায় অবক্তব্যত্ব ধর্মটীও অনুভবসিদ্ধ। শ্রীহর্ষ তাঁহার 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থে এই অনির্বাচ্যবাদই অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এ জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যাহা মাত্র অস্তি অথবা নাস্তি এইরূপ কোন একটী লক্ষণে লক্ষিত করা যায় এবং এই অনির্বাচ্যবাদের সাহায্যে তিনি নৈয়ায়িকদিগের পদার্থের একে একে খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ লক্ষণসাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহর্ষ দেখাইয়াছেন যে নৈয়ায়িকের লক্ষণসিদ্ধ প্রত্যেক পদার্থেই সৎ ও অসৎ রূপ দুই বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ আছে। সুতরাং প্রত্যেকেই অনির্বাচ্য। এজন্য শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম 'অনির্বচনীয়তা সর্বস্ব'। বলা বাহুল্য শ্রীহর্ষও অবাচ্যতা, বা অবক্তব্যতার যথার্থ মর্ম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবেই দেখা গেল যে জগৎ সংসারকে বুঝিতে এ পর্যন্ত ভারতের যে সকল মহামনীষী সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকার অবাচ্যবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতীর অবাচ্যবাদে জগৎসংসারের বাধ, বৌদ্ধের অবাচ্যবাদে জগৎসংসারের নাশ, জৈনের অবাচ্যবাদে জগৎসংসারের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছে।

উপরে আমরা অনেকান্তবাদের সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উহার সহিত কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের বস্তুর স্বরূপ-সম্বন্ধে মতবাদ এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যবাদের সাদৃশ্য এবং পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিব। জৈনগণ বস্তুর অনেকান্তধর্মাত্মকতা যেমন স্বীকার করিয়াছেন তেমনই উহার জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এককথায় পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে উঁহারা Realist অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ববাদী। উঁহাদের মতে বস্তু দ্বিবিধ, জীব ও অজীব এবং উভয়ই স্বতন্ত্র ও স্বতঃসিদ্ধ। অজীব যেরূপ দ্রব্য-পর্যায়াত্মক জীবও সেইরূপ। প্রত্যেক বস্তুর পর্যায় অথবা পরিণাম অনন্ত। সেই কারণে প্রত্যেকেই অনন্তধর্মাত্মক। সুতরাং বস্তুর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে উহার অনন্ত পর্যায় বা ধর্মের জ্ঞান আবশ্যক এবং তাদৃশ জ্ঞানই প্রমাণ কিন্তু সর্বজ্ঞ বা কেবলী ব্যতীত সাধারণ জ্ঞাতার পক্ষে ঐ অনন্তধর্মের জ্ঞান যুগপৎ সম্ভব নয় কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে বস্তু অনন্তধর্মাত্মক হইলেও পূর্ব-বিবৃত সপ্তভঙ্গীনয়ের দ্বারা ঐ অনন্তধর্মের কোন একটী ধর্মবিশেষ অবলম্বন করিয়া স্যাদাস্তি স্যান্নাস্তি প্রভৃতি সপ্তপ্রকার বাক্যভঙ্গের দ্বারা সংসারীর পক্ষে বস্তুসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অসম্ভব নহে। কিন্তু বস্তুর কোন একটী বিশেষ ধর্মে নিরুদ্ধ থাকিয়া বাক্য-প্রয়োগ করিলে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে। উহার দ্বারা মাত্র বস্তুর একাংশের জ্ঞান হয়, উহার স্বরূপ অজ্ঞাত থাকে। ঠিক এইরূপ চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্ত্য বস্তুতত্ত্ববাদী দার্শনিক জৈনদিগের মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে Robert Burton Perryর মতটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এস্থলে তাহার গুরু William Jamesএর পদানুসরণ

করিয়াছেন। William James এক জন বস্তুতন্ত্রবাদী ; তাঁহার মতবাদও প্রতীতি বা experience-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি ভাববাদী বা Idealist দার্শনিকের ঘোরতম প্রতিপক্ষ। তাঁহার মতে ভাববাদী দার্শনিক জগৎকে বুঝিতে গিয়া কোন একটী বিশিষ্ট ভাব কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার দ্বারাই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎকে এক ছাঁচে ঢালিয়া লইতে চাহেন। সুতরাং বস্তুর অনন্তধর্ম তাঁহার বিশিষ্ট কল্পনার বহির্ভূত থাকে। James তাঁহার Meaning of Truth নামক পুস্তকে (২৪৯ পৃ°) বলিতেছেন, 'We conceive a concrete situation by singling out some salient or important feature in it and classing it under that; then, instead of adding to its previous characters all the positive consequences which the new way of conceiving it may bring, we proceed to use our concept *privatively*; we reduce the originally rich phenomenon to the naked suggestions of that name abstractly taken, treating it as a case of 'nothing but' that concept, and acting as if all the other characters from out of which the concept is abstracted were expunged.' এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া Perry যাহা বলিয়াছেন, তাহা জৈন অনেকান্তবাদের প্রতিরূপ। তিনি লিখিয়াছেন, 'The world may be truly conceived as permanent and unified (জৈন-মতের বস্তুর দ্রব্যাংশ) since it is such *in a certain respect*. But this should not lead us, as it has led certain intellectualists, to suppose that the world is therefore not changing and plural. (জৈন-মতে পর্যায়াংশ)। We must not identify our world with *one* conception of it. In its concrete richness it lends itself to many conceptions. And the same is true of the least thing in the world. It has *many aspects*, none of which is exhaustive of it. It may be taken in many relations and orders and be given different names accordingly.' —Perry: Present Philosophical Tendencies, 228.

জৈন অনেকান্তবাদ হইতে এবং জৈনদিগের সম্মত জ্ঞানের উৎপত্তির বিবরণ হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা বর্তমান যুগের Critical Realist-দের মত চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। Critical Realist-দের মতে আমাদের যখন বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুর সকল ধর্ম গ্রহণ করেন না, বস্তুর কোন একটী বিশিষ্ট ধর্ম নির্বাচিত করিয়া লইয়া তদনুসারে উহার দ্বারা জ্ঞানের পদ্ধতি রচনা করেন। আমাদের মনে হয় বস্তু অনেকান্তধর্মাত্মা হইলেও জৈনগণ যখন বস্তুর কোন বিশিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানপদ্ধতি রচনা করেন, তাঁহারা অনেকটা Critical Realist-দের অনুমোদিত চিন্তার ধারা অবলম্বন করেন, যদিও জৈনগণের সহিত ভ্রমতত্ত্ববাদে (doctrine of error) Critical Realistদের ঐকমত্য নাই। জৈনমতে ভ্রমের উৎপত্তির কারণ হইতেছে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সংবাদ না থাকা এবং তজ্জনিত জ্ঞাতার প্রবৃত্তি না হওয়া। ভ্রমের প্রতি তাঁহারা নৈয়ায়িকদের মত বাহ্য কারণও স্বীকার করেন, যথা, বস্তুর দূরত্ব এবং আলোকাদির অভাব। কিন্তু Critical Realistগণ ভ্রমের কারণ সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক (subjective) বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার কারণ হইতেছে এই যে জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে একটী জ্ঞাতৃগত ব্যাখ্যান (logical interpretation) মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ে এবং ভ্রমজ্ঞান ঐ জ্ঞাতৃগত ব্যাখ্যানের অযথার্থতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা গেল, জৈনমতে ভ্রমের কারণ সর্বৈব বাহ্য, Critical Realiest মতে উহা সর্বৈব আন্তর।

এক্ষণে আমরা জৈনদিগের সপ্তভঙ্গীনয় Hegelএর Dialectic Method হইতে কোন কোন অংশে পৃথক্ বা ভিন্ন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এবং তদুভয় এই তিনটী বস্তুর বিশেষণ-হিসাবে জৈন ও Hegel উভয়েই ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই অংশে তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ঐ বিশেষণত্রয়ের উৎপত্তি, প্রয়োগ এবং তজ্জনিত বস্তুর স্বরূপজ্ঞান এবং সর্বোপরি তাহাদের বিশ্রান্তি এবং তাহারা ভাবনিষ্ঠ (ideal) কি বস্তুনিষ্ঠ (objective) এই সকল বিষয়ে জৈন এবং Hegelএর মধ্যে প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ উভয়ের দার্শনিক অবস্থা-সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা আবশ্যক। জৈন বস্তুতন্ত্রবাদী, বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করেন এবং সেই সত্তার জ্ঞান প্রতীতিসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। Hegel ভাবতন্ত্রবাদী, তাঁহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু ভাবমূলক এবং বস্তুর জ্ঞান বলিতে ইনি বুঝেন এই যে, বস্তুটী যখন জ্ঞানের বিষয় হয় তখন তাহার স্বরূপে যে ভাব (notion) প্রচ্ছন্ন (implicit) বা অস্পষ্টভাবে ছিল জ্ঞান তাহাকে স্পষ্ট (explicit) করিয়া তোলে ; সুতরাং জ্ঞান আর কিছুই নহে, ভাবের অস্পষ্টতাকে স্পষ্টীভূত করা মাত্র। যাবতীয় বস্তু ভাবময়। কিন্তু এই ভাব ব্যক্তিগত নহে, ইহা ঈশ্বরীয় (Divine Thought) এবং জ্ঞাতার কোন বস্তুর জ্ঞান হওয়া অর্থে এই ঈশ্বরীয় ভাব যাহা অস্পষ্টভাবে (implicit) ছিল তাহারই স্পষ্টীকরণ (explicit) মাত্র। উক্ত প্রকার দার্শনিক অবস্থার পার্থক্য হইতে

এক্ষণে উভয়ের বিরোধমূলক ন্যায়প্রণালী dialectica process) এবং তৎসংক্রান্ত তথ্যগুলি সুগম হইতে পারে। জৈনমতে যখন কোন বস্তুর প্রতীতি হয় তখন ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, অজীব (object) বা জ্ঞেয়, এবং জীব (subject) বা জ্ঞাতা ভিন্ন স্বভাব হইলেও জ্ঞেয় জ্ঞাতার প্রতীতির বিষয় হয়। প্রতীতি আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে জ্ঞেয় বস্তুটী স্বরূপে অস্তিত্ববান্ এবং ঐ প্রতীতিই জানাইয়া দেয় যে পররূপে উহার অস্তিত্ব নাই, ঘট ঘটরূপে আছে কিন্তু পটরূপে নাই, ঘট দ্রব্যরূপে আছে কিন্তু পর্যায়রূপে নাই; সুতরাং ঘটের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব জ্ঞান প্রতীতিসিদ্ধ। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঐ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব আবার মুখ্য ও গৌণভাবে প্রতীতি হইতে পারে। যখন উহারা মুখ্যভাবে প্রতীত হয় তখন তাহাদের ক্রমিক আরোপের দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে, বস্তুটী অস্তিত্ববান্‌ও বটে নাস্তিত্ববান্‌ও বটে। আবার যখন ঐ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব গৌণ-ভাবে প্রতীত হয় এবং তাহাদিগকে যখন একই বস্তুতে যুগপৎ আরোপ করা হয় তখন বস্তুটী অবক্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে দেখা যাউক, Hegel এই অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব বিশেষণ-(category) দ্বারা কিরূপে বস্তুর জ্ঞানের সমাধান করেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, যে Hegelএর মতে বস্তুর জ্ঞান বস্তুতে অস্পষ্টভাবে অবস্থিত ভাবাংশগুলির (elements of thought) স্পষ্টীকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনিও তাঁহার জ্ঞানপ্রণালীতে Being বা অস্তিত্ব বস্তুর প্রাথমিক ভাবাংশ বলিয়া আরম্ভ করেন কিন্তু তাঁহার এই Beingটী কি? ইহা বস্তুতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র? বস্তুতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাঁহার মতে জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান তাহা ভাবময় এবং ভাবপ্রসূত (thought and its products)। সুতরাং দেখা গেল, যে Being লইয়া তিনি জ্ঞান-প্রণালী আরম্ভ করেন তাহাও একটী ভাবাংশ (element of thought) মাত্র। এই Being-রূপ ভাবাংশটীর প্রকৃতি এই যে ইহা অপেক্ষাবিহীন হইয়া থাকিতে, পারে না। ইহা স্বতঃই স্ব-বিরুদ্ধ Non-Being বা নাস্তিত্বরূপ ভাবাংশের অপেক্ষা করে। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, Being এবং Non-Being-এর স্বভাব এই যে, কেহ কাহাকেও ধ্বংস না করিয়া অপর একটী তৃতীয় ভাবাংশে উত্থিত হইতে চায়, যেটী Being এবং Non-Beingকে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ তাহাদিগকে অতিক্রমও করে। এই তৃতীয় ভাবাংশটীর নাম becoming। ইহাতে Being ও Non-Being-এর synthesis বা সমন্বয় হয়। Hegel-এর এই ত্রিকোটিক জ্ঞান-প্রণালী হইতে মনে হয় যে, ঐ প্রণালী সম্পূর্ণরূপে ভাবরাজ্যের ব্যাপার। ইহাতে প্রতীতিসিদ্ধ বস্তুর কোন অপেক্ষা নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই Hegel-এর ন্যায়ে বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই অথচ ভাবশক্তি নিজের অংশগুলির মধ্যে নিজেই বিরোধ রচনা করিয়া সেই বিরোধের সমাধান করে। এই কারণেই Hegel-এর Trendelenberg-প্রমুখ সমালোচকগণ তাঁহার প্রদর্শিত জ্ঞান ও বস্তুবিকাশ-প্রণালীতে দোষারোপ করিয়া থাকেন। অবশ্য Hegel স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ভাব ও বস্তুতে (thought ও realityতে) কোন ভেদ নাই, উহারা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধ। কিন্তু ইহার দ্বারা সমালোচকের মুখ চাপা দেওয়া যায় না; Bradleyর ঐ সমালোচনার প্রত্যুত্তর সত্ত্বেও Hegel-এর নয়-প্রণালী যে ভাবসিদ্ধ এবং ভাবেরই প্রপঞ্চনমাত্র এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রমের প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। — Mc Taggart: Studies in Hegelian Dialectic, ch. iii.

আবার দেখিতে পাই যে, যে স্থলে এইরূপ synthesis বা সমন্বয় অবলম্বন করিয়া Hegel জ্ঞান-প্রণালীকে তৃতীয় 'নয়েই' পর্যবসিত করিয়াছেন, জৈনগণ সে স্থলে আরও অগ্রসর হইয়াছেন এব দেখাইয়াছেন যে, প্রতীতির ক্রিয়া তৃতীয় ভঙ্গেই শেষ হয় না, কেননা তাঁহার মতে বস্তু-সম্বন্ধে আরও চারিটী অতিরিক্ত প্রশ্ন রহিয়া যায়, তাহার কারণ যে বস্তুর উপলব্ধি করিতে গিয়া চতুর্থ ভঙ্গ হইতে সপ্তম ভঙ্গ পর্যন্ত সংশয়ের প্রসক্তি থাকে। এ বিষয়টী আমরা ইতঃপূর্বেই বিষদভাবে দেখাইয়াছি। সে সংশয়ের কারণ প্রতীতি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং প্রতীতিই অবশিষ্ট চারিটী ভঙ্গের দ্বারা ঐ সংশয়ের উত্তর দেয়। এইরূপে দেখা যায় যে, সপ্তভঙ্গীনয় প্রতীতিবাদী দার্শনিকের অবলম্বনীয় জ্ঞান-প্রণালী। পাশ্চাত্ত্য বস্তুতত্ত্ববাদী দার্শনিক-গণের মধ্যে William James, Perry প্রভৃতির বস্তুর অনন্তধর্মাত্মকতা স্বীকারের কথাও আমরা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ জৈন-প্রদর্শিত অপূর্ব সপ্তভঙ্গীনয়ের প্রতীতিসম্মত আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের মনে হয়, জৈন সপ্তভঙ্গীনয়ের চতুর্থ হইতে সপ্তম ভঙ্গ পর্যন্ত এই চারিটী নয় উহাদের অপূর্ব সৃষ্টি এবং পৃথিবীর আর কোন দর্শনে উহাদের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আর এক কথা, অনেকান্তবাদে বা স্যাদ্-বাদে আমরা এই পর্যন্ত পাইলাম যে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (relative)। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই আপেক্ষিক ভাবটী আবার নিজেই আপেক্ষিক। কোন প্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে উহার আপেক্ষিকতা অন্য কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বা উহাকে অপেক্ষা করে। সুতরাং এই প্রকার চিন্তা-প্রণালীর বশবর্তী হইয়া আমরা অবশেষে এক অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হই, যাহাতে এই অনন্ত আপেক্ষিক সত্যগুলির সমাধান হইতে পারে। তাদৃশ অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের এইরূপ প্রকৃতি যে, উহা এই সকল অসংখ্য আপেক্ষিক

সত্যকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিবে অথচ তাহাদিগকে অতিক্রমও করিবে। Bradleyর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে 'It is above thought transcending these modes of experience, it includes them all fully. It is a higher unity above our immediate experience and above all ideality and relations.' (Bradley : Essays on Truth and Reality, 343) কিন্তু জৈনগণ তাঁহাদের অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদে এরূপ অবশ্য উথাপনীয় অনপেক্ষ অখণ্ড সত্যের (absolute truth) স্বরূপ নির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উথাপিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা কেবল এইটুকু আভাস দিয়াছেন যে, সপ্তভঙ্গীনয়ের সমুদিত প্রয়োগেই প্রামাণ্য, আর তদ্ভিন্ন যাবতীয় বাক্যবিন্যাস প্রমাণাভাস অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। ইহাও সত্য যে, জৈনগণ উক্ত প্রকার অখণ্ড জ্ঞানের প্রকারান্তরে যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম 'কেবলজ্ঞান'। এই জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাহার সমস্ত কর্মের মল ধৌত হইয়া গিয়াছে—এক কথায় যিনি 'জিন' অথবা 'কেবলী' হইয়াছেন তাঁহারই এই বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞান, যাঁহার আত্মার স্বাভাবিক সম্পত্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এই কেবলজ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, ইহাতে দেশ বা কালকৃত ব্যবধান দূর হইয়া যাওয়ায় সকল বস্তুর এককালীন স্বরূপজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় ও অখণ্ড সত্য স্বয়ংপ্রকাশ লাভ করে। কিন্তু জৈনগণ এই কেবলজ্ঞানকে এমন একটী উচ্চতম পৃথক্ স্তরে অবস্থাপিত করিয়াছেন যে, উহার সহিত সাধারণ জ্ঞাতৃজ্ঞেয় সম্বন্ধমূলক জ্ঞানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। জৈন দর্শন বস্তুবহুত্ববাদী (pluralistic realism) এবং তাঁহাদের অনেকান্তবাদ এই বস্তুবহুত্ববাদের অপর আর এক দিক্‌মাত্র। সুতরাং উক্তরূপ কেবলজ্ঞান যাহাতে বস্তুর বহুত্ব একত্বে পর্যবসিত হইতে বাধ্য, সেইরূপ জ্ঞানকে মূলসূত্ররূপে ধরিয়া যদি তাঁহারা বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনেকান্তবাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়। উক্তরূপ সমালোচনাদ্বারা জৈন অনেকান্তবাদ অথবা ঐরূপ অন্যান্য realism বা বস্তুতন্ত্রবাদের যে প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহার মূলে সাধারণ প্রতীতি ও অনুভবকে অতিক্রম করিয়া একটী অতিপ্রাকৃত বা অতিযৌক্তিক অনুভূতির অবতারণা করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রচেষ্টা সর্বকালীন এবং সর্বদেশীয় ভাবৈকত্ববাদী (Idealistic Monist) দার্শনিকগণের একটী স্বাভাবিক চিরন্তন রীতি। ইহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট অবিদিত নাই তবে বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি প্রতীতি ও অনুমানসিদ্ধ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান আমাদের লাভ করিতে হয় তাহা হইলে অনেকান্তবাদের সিদ্ধান্ত নিরাকৃত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে স্যাদ্‌বাদ বা অনেকান্তবাদের সহিত পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের অনুশাসনের (laws of logic) কিরূপ সম্বন্ধ তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। স্যাদ্‌বাদ বা অনেকান্তবাদের বিস্তারিত আলোচনায় ইহাই সংগৃহীত হইল যে, প্রাতীতিক জগতে বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার প্রহেলিকাময়। কোন বস্তকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না আবার নাইও বলিতে পারি না, নিত্যও বলিতে পারি না আবার অনিত্যও বলিতে পারি না। বস্তু তাহার নিজস্বরূপের দ্বারা প্রতিনিয়তও বটে আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেই জন্য জৈনগণ সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশেষিত করিতে যাইও না—করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত হইবে। আমাদের মনে হয়, প্রতীতিসিদ্ধ এবং ব্যাবহারিক জীবনে ইহার মত শ্রদ্ধেয় উপদেশ আর নাই। এক অখণ্ড পারমার্থিক সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবস্থান করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহায্যে বাহ্যবস্তু লইয়া কারবার করিতে হইবে, ততক্ষণ অনেকান্তবাদ-প্রদর্শিত অনেকান্তধর্মাত্মক বস্তুর স্বরূপই আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধধর্মের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ হওয়াই প্রতীতিসিদ্ধ বস্তুর স্বভাব, যাহাকে কতকগুলি কল্পিত আন্তরভাবের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারা যায় না। Aristotle-এর তর্কশাস্ত্রে Law of Identity, Contradiction এবং Excluded Middle নামে তিনটী ভাবরাজ্যের অনুশাসন আছে। উহাদের কার্য হইতেছে ভাবরাজ্যের সামঞ্জস্য নিরূপিত করা। Law of Identity বলে, যে বস্তুটীকে এক বার যে প্রকারে ধরিয়া লইবে কখনই তাহার ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নাই। A is A, ঘট ঘটই। একবার A-কে A বলিলে উহাকে আর B বলা চলিবে না। ঘটটী ঘট বলিলে উহা নূতন বা পুরাতন বা অন্য কোন গুণবিশিষ্ট, এ সমুদয় কথার উথাপনই চলিবে না। Law of Contradiction বলে, যে একই বস্তুতে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের কল্পনা চলে না। A cannot be both B and not-B ; ঘটটী মৃৎসংস্থানবিশেষ বটে, আবার মৃৎসংস্থান-বিশেষ নয়ও বটে একথা বলিতে পারিবে না। এইরূপে Law of Excluded Middleএ বলা হয় যে, কোন বস্তুই দ্বিকোটিনির্মুক্ত নয়। হয় বল 'ঘটঃ অস্তি', না হয় বল 'ঘটঃ নাস্তি', উহা অস্তি ও নাস্তি এই দুই কোটির অতিরিক্ত অপর কিছুই নহে। যদি Formal Logicএর এই তিনটী অকাট্য শাসনে বস্তুর স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি শাসিত হয় তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, বস্তু তাহার প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই কারণেই Leibnitz তাঁহার Law of

Continuityর উদ্ভাবন করিয়া জগৎকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে কোন বস্তুই, উহা জীবই হউক বা অজীবই হউক, একইরূপে ভাবে বা অবস্থায় নিরুদ্ধ থাকে না, রূপান্তরে ভাবান্তরে বা অবস্থান্তরে সততই অগ্রসর। এইরূপে বস্তুর জীবনে এক প্রকার continuity বা ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য Pragmatic Logicianগণ Aristotle-এর Law of Identity প্রভৃতি একান্তবাদী ভাবজগতের নিয়মগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের বস্তুজগতে অসারতার প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। Dr. Schiller তাঁহার Formal Logic নামক গ্রন্থে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, Are they laws of thought or of things? বলা বাহুল্য, যদি ঐ শাসনগুলিকে বস্তুজগতে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার মতে ঐগুলির আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। কারণ বস্তু একান্তধর্মক নহে। জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে উহা অনেকান্তধর্মাত্মক। জৈন অনেকান্তবাদ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, Law of Identity এবং Law of Excluded Middle বস্তুর স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ। কিন্তু অবচ্ছেদকভেদে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি আপাতবিরুদ্ধ ধর্মদ্বন্দ্বের বস্তুরূপ-একাধিকরণে অবস্থিতি অসঙ্গত নহে—ইহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, জৈন-মতে law of contradiction অবচ্ছেদ-ভেদ পুরস্কারে বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে স্বীকৃত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, যদি অনেকান্তবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাদৃশ law of contradiction জৈনগণের একমাত্র উপজীব্য। Aristotle-কথিত একান্তস্বারূপ্য (rigid identity) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রতীতিসিদ্ধ বস্তুজগতে ঐরূপ একান্তস্বারূপ্যের অস্তিত্ব নাই। প্রতি বস্তু নিত্যও বটে আবার অনিত্য বা পরিণম্যমানও বটে, নিজ স্বারূপ্য বজায় রাখিয়াও উহা অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় দিয়া থাকে। উহাতে identityও আছে আবার differenceও আছে. উহা নিত্যও বটে পরিণামিও বটে। Realityও বটে, processও বটে, এক কথায় উহা reality in process. বস্তুর এইরূপ স্বরূপ জৈন তাঁহার নিজের ভাষায় বলিয়াছেন যে, উহা উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্যযুক্ত। উহা অস্তিও বটে, নাস্তিও বটে, আবার অবক্তব্যও বটে। এইরূপে দেখা গেল যে, অনেকান্তবাদ আধুনিক তর্কশাস্ত্রীয় law of continuity বা অবচ্ছেদ পুরস্কৃত law of contradiction-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

[ভগবতীসূত্র (ইহাতে কেবল তিনটী ভঙ্গের উল্লেখ আছে); সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তি (ইহাতেও স্যাদ্‌বাদের যৎসামান্য উল্লেখ আছে); কুন্দকুন্দাচার্য : প্রবচনসার ও পঞ্চাস্তিকায়সময়সার; সমন্তভদ্র : আপ্তমীমাংসা; সিদ্ধসেন দিবাকর : ন্যায়াবতার ও সন্মতিতর্ক; অকলঙ্কদেব : তত্ত্বার্থ-রাজবার্ত্তিক; বিদ্যানন্দ : তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক; প্রভাচন্দ্র সূরি : প্রমেয়-কমলমার্তণ্ড; দেবসূরি : প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার; মল্লিষেন সূরি : স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী; ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়; বিমলদাস : সপ্তভঙ্গ-তরঙ্গিনী; W. Jame's The Meaning of Truth; The Pluralistic Universe; Perry : Present Philosophical Tendencies; C. W. F. Hegel : Logic; McTaggart. Studies in Hegelian Dialectic; F. H. Bradley : Essays on Truth and Reality; F. C. S. Schiller : Formal Logic.]

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য

অনেকান্তিক হেত্বাভাস — [জৈনশা°] যেখানে পক্ষ, সপক্ষ, ও বিপক্ষে দৃষ্ট হেতুর অপসিদ্ধান্ত হয়।—JD, 16.

অনেকার্থ,—একের অধিক অনেক, অর্থাৎ এক নয় অনেক (নঞ্‌তৎ)। 'অর্থ' শব্দের অর্থ অভিধেয় (নাম), প্রয়োজন ও নিবৃত্তি। সুতরাং অনেক অর্থ যাহার (বহুব্রী°) এই অর্থে অনেকার্থ শব্দের অর্থ। 'বহু নামযুক্ত', 'বহু প্রয়োজন-সমন্বিত' ও 'বহুনিবৃত্তি'। বহু নামযুক্ত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ যুক্ত এই অর্থেই ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

অনেকার্থ,—এক খানি সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ।—Katm. 10 ‖ Cat. Cat. ‖ ~ **কৈরবাকরকৌমুদী** —মহেন্দ্র সূরি-বিরচিত হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থ সংগ্রহের টীকা-গ্রন্থ-বি°। ভিয়েনার Imperial Academy of Science-এর অনুমতিক্রমে Th. Zachariae-কর্তৃক সম্পাদিত (Vienna 1893)।—IOC, rd. ed. ii pt.-i, Rept. xlv. Peters. i. 123 ‖ Cat. Cat. ‖ **~কোষ**—১ হেমচন্দ্র কৃত কোষগ্রন্থবি°।—L. 2584; B. 3. 34; Radh. 10 ‖ Cat. Cat. ‖ ২ কোষগ্রন্থ-বি°। নামান্তর—মেদিনীকোষ। গ্রন্থকার —মেদিনীকর। [মেদিনীকোষ দ্র°]—IOC (rd. ed.), ii. pt.-t, 121; ASB. Cat. of Sans. Mss. 10. ‖ Cat. Cat. ‖ **~তিলক**—অভিধান-গ্রন্থ-বি°। নামান্তর—নানার্থরত্নতিলক। গ্রন্থকার—মহীপ।—Oxf. 3525; Bl. 4; Bhr. 202. ‖ Cat. Cat. ‖ **~দীপিকা**—কোষগ্রন্থবি°। মল্লিনাথ 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন ‖ Cat. Cat. ‖ **~ধ্বনি**—বেদান্তদর্শনের একখানি গ্রন্থ (?)।—Rice. 134. **~ ধ্বনি-মঞ্জরী**—১ অভিধান গ্রন্থবি°।—Kh. 66; B. 3. 34; Ben. 33; Radh. 10; NP. x. 16; Burnell. 506. p. 10; Bhk. 29; Poona 567; W. 1697; BP. 304. ‖ Cat. Cat. ‖ ২ গড়সিংহ-সঙ্কলিত-কোষ-গ্রন্থবি°।—Cop. 103; L74J ‖ Cat. Cat. ‖ ৩ রচয়িতা মহাক্ষপণক। [মেদিনীকর-কৃত 'মেদিনী-কোষ' দ্র°] [১৮৬৫ খ্রী°]। IOC (rd. ed), ii, pt-i, 121. ১৯০৮ খ্রী° জয়পুর হইতে প্রকাশিত।—Do, 2, 1404; K, 90, Oudh. v- 8 ‖ Cat. Cat. ‖ **~নাম-মালা**—১ গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—ধনঞ্জয়। ১৯২৯ খ্রী° সম্পাদিত ও প্রকাশিত। [নাম-

মালা (ধনঞ্জয়-কৃত) দ্র°]।—IOC (rd. ed.), ii. pt.-i, 121 ; Bik. 267 ॥ Cat. Cat. ॥ ২ কোষগ্রন্থবি°। হেমচন্দ্র-সঙ্কলিত। এই কোষগ্রন্থে সঙ্কলিত শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে।—BG, i. pt.-i, 192. ~বৃত্তি—গ্রন্থবি°।—ASB, Cat. of Sans. Mss., 10. ~শেষ—হেমচন্দ্র-রচিত অভিধানগ্রন্থবি°।—B. 3. 34 ; H. 145 ; Bod. ii. 1111. ~সংগ্রহ—হেমচন্দ্র-(খ্রী° ১২শ শতক) কৃত। [হেমচন্দ্র দ্র°] 'অনেকার্থ-নামমালা' নামক কোষগ্রন্থ। হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি'র অংশবি°। ১৮১৭ খ্রী° কলিকাতায় কোলব্রুক সাহেবের আদেশে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহা বিস্তাকর মিশ্র-কর্তৃক সূচী-সমন্বিত। [অভিধানচিন্তামণি দ্র°] —IOC (rd. ed.), ii. pt.-i, 121 ; ASB Cat. of Sans. Mss., 10 ; L. 1587 ; K. 90 ; Kh. 3. 102 ; NP. ii. 100 ; Burnell, 49a ; H. 145 ; Bhr. 414 ; Peters. i. 122 ; Bod. ii. 1111 ॥ Cat. Cat. ॥ ১৮৯৬ খ্রী° পণ্ডিত শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ পরব-কর্তৃক সম্পাদিত [অভিধানসংগ্রহ দ্র°] —ঐ। জগন্নাথ শাস্ত্রী হোসিঙ-কর্তৃক সম্পাদিত। ছনানন্দ পাণ্ডেয় ও জনার্দন যোশী-কর্তৃক বর্ণানুক্রমিক সূচী-সম্বলিত। হরিদাস-সংস্কৃত গ্রন্থমালা সং ৬৮। ১৯২৯ খ্রী° বারাণসী হইতে প্রকাশিত।—ঐ। ~সমুচ্চয় — সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থবি°। নামান্তর—শাশ্বতকোষ। গ্রন্থকার—শাশ্বত। ১৮৮২ খ্রী° বার্লিনের Weidmannsche Buchhandlung হইতে Theodor Zachariac-কর্তৃক সম্পাদিত।—Oxf. 182a ; 414 ; Kh. v. 67 ; Ben. 34. ॥ Cat. Cat. ॥ ১৯১৮ খ্রী° পুণা হইতে কৃষ্ণজী গোবিন্দ ওক-কর্তৃক সম্পাদিত এবং সূচী ও টীকা-সম্বলিত। কৃষ্ণজী গ্রন্থের শেষে 'রত্নকোষ' নামক আভিধানিক পরিশিষ্টও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। — IOC (rd. ed.), ii. pt-i, 122. ২ সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দসংগ্রহ-গ্রন্থবি°। সম্ভবতঃ ইহা খ্রী° ৭ম শতকে রচিত 'অমরকোষ' অপেক্ষা প্রাচীনতর।—IG, ii. 264.

অনেকাশ্রিত—বিণ, ১ বহুগত, বহুনিষ্ঠ। ২ সামান্য, সাধারণ। ~গুণ—বহুনিষ্ঠ গুণ। যথা—সংযোগ, বিভাগ, দ্বিপৃথকত্ব ও একত্বান্যসংখ্যা।—সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ॥ শব্দ° ॥ 'সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যা দ্বিত্বাদিকাস্তথা। দ্বিপৃথক্ত্বাদয়স্তদ্বদেতেঽনেকানেকাশ্রিতা গুণাঃ।'—ভাষাপ° ৯৬৪।

অনেকীকরণ—ক্লী°, বহু বিভাগে পরিণত ॥ গোল্ড° ॥

অনেকীভবান্—[মৃ°-ভবৎ ; অনেক+চ্বি+ভবৎ] বহু ভাগে বিভক্ত, কোন শব্দ ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা বিভক্ত। বিপ—সন্ধীয়মান।

অনেজকা—দীঘনিকায়ে (২. ১৬০) উল্লিখিত এক শ্রেণীর দেবতা। 'মহাসময় সুত্ত' যখন প্রচারিত হয় তখন এই দেবতাগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন ॥ MDPP ॥

অনেজৎ—১ [সর্বদৈকরূপং ব্রহ্ম] ব্রহ্মার নামবি° ॥ আপ° ॥ ২ [নঞ্-তৎ] বিণ, যাহা গতিশীল নহে, গতিবিহীন। 'অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ'—ঈশ-উ° ৪ ভা° ৭. ৩. ৩২।

অনেড়—[<প্রাদে° অপ° আনাড়ী] নির্বোধ ব্যক্তি ॥ আপ° ॥ ~মূক—[ন এড়মূক যাহা হইতে—বহু°] বিণ, ধূর্ত, শঠ ॥ মে° শব্দ° ॥ ২ শ্রুতিবাগ্বিহীন, কালা, বোবা প্রভৃতি, 'অনেড়মূকতাদ্যৈশ্চ দ্যূত দোষৈবসংমতান্'—কাব্যপ্র° ৭ ; শ্রীকণ্ঠ° ৬. ১০ ॥ মে° শব্দ° শি° আপ° ॥

অনেদ্য—[বৈদিক] বিণ, ১ অনিন্দনীয়, প্রশংসার যোগ্য। 'অসি সত্য ঋণয়াবাঽনেদ্যোঽস্যা ধিয়ঃ'—ঋ° ১. ৮৭. ৪ ; ৫. ৬১. ১৩। ২ প্রশস্ত, প্রধান ॥ আপ° ॥ ৩ নিকটে নহে, বহুদূরে ॥ আপ° মনি° ॥

অনেনস্—বিণ, দোষহীন, পাপরহিত। 'অনেনো বো মরুতো যামো অস্তনশ্বশ্চিদ্যমজত্যরথীঃ'—ঋ° ৬. ৬৬. ৭ ॥ 'নেমি গো যথা পুরানেনাঃ শূর মন্যসে'—ঋ° ১. ১২৯. ৫ ; 'প্রতি যচ্চষ্টে অনৃতমনেনা'—ঋ° ৭. ২৮. ৪, ৮৬. ৪ ; শ-ব্রা° ৩. ৮. ৩. ৭ ; মনু° ৮. ১৯ ॥ বো-রো° ॥

অনেনা — ১ ক্ষত্রিয়। সূর্য-বংশের ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি ককুৎস্থের (নামান্তর —পরঞ্জয়) পুত্র। অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্রের নাম বিশ্বগশ্ব।—মহা° ৩. ২০৫. ২ ; বিষ্ণুপু° ৪. ২. ২৩ ; হরি° হরি° ১১. ২০। ২ জনকবংশীয় নরপতি ক্ষেমারির পুত্র। ইঁহার পুত্র মীনরথ, মীনরথের পুত্র সত্যরথ।—বিষ্ণুপু° ৪. ৫. ১৩। ৩ সোমবংশীয় নরপতি পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ুর ঔরসে ও বাহুর কন্যা প্রভার (মতান্তরে স্বর্ভানবী—মহা° ১. ৬৯. ২৮) গর্ভজাত পাঁচ পুত্রের (নহুষ, বৃদ্ধশর্মা বা ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা) অন্যতম। —হরি° হরি° ২৮. ১ ; বিষ্ণুপু° ৪. ৮. ১ ; গরুড়পু° ১৩৯. ৮ ; ব্রহ্মপু° ১১. ১-২। অনেনার পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সৃঞ্জয়।—হরি° হরি° ২৯. ১-২ ; ১৮ ; ভাগবতে (৯. ১৭. ২) অনেনার পুত্র শুদ্ধ, শুদ্ধের পুত্র শুচি। ৪ শ্রাদ্ধদেব মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু (অন্যনাম—পটু), ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা। অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগধ্।—বৃহদ্ধ-পু° মধ্য° ১৮। ইনি অত্যন্ত শক্তিমান্ ও রণপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার রণকৌশলে দেবগণও ভীত হইতেন।

অনেমা — [মৃ°-মন্ ; বৈদিক] বিণ, অতীব সুন্দর, প্রশংসার যোগ্য ॥ গোল্ড° ॥

অনেরবাল—গুজরাতের অধিবাসী বেনিয়াদের ৮৪টী শাখার অন্যতম একটী শাখা।—JBRAS, (1871-4) x. 114.

অনেব—অব্য°, ১ দ্বিতীয় প্রকার। ২ অথবা। ৩ নহে। 'এবানেবাব সা গরৎ'—অ° ১৬. ৭. ৪।

অনেবিদ্দসরি—বা অনেবিদ্দজরি।

মহীশূর-রাজ্যের তক্কুর জেলার অন্তর্গত একটী সুরক্ষিত পর্বতীয় গ্রীষ্মনিবাস। দেবরায়দুর্গ-পাহাড়ের উপর সমুদ্রতল হইতে ৩৯৪০ ফুট উপরে ইহা অবস্থিত। [দেবরায়-দুর্গ দ্র°]—IG, xi. 274.

অনেষণ—বিণ, লোভমুক্ত।— হর্ষচ° ২০২. ১২ ॥ শ্মি° ॥

অনেহঃ—[মূ°-হস্ ; ন হন্যতে, হন্ অসি, ধাতোঃ পহাদেশঃ নঞি হন এহ চ —উণা° ৪. ২২৩] বিণ, ১ হিংসিত নহে, অবিনাশিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নহে, বাধাপ্রাপ্ত নহে। ২ [বৈদিক] প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন, অদমনীয়। 'শংভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্'— ঋ° ১. ৪০. ৬, ৪ ; 'অনেহো দাত্রমদিতের-নর্বং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ'—১. ১৮৫. ৩ ; ৬. ৫০. ৩ ; ৮. ১৮. ২১১ই°।

অনেহা—[বৈদিক] কাল, সময়। 'বসোর্বস্থা কারবোঽনেহা বিশ্বং বিবেষ্টি দ্রবিণমুপ ক্ষু' —ঋ° ১০. ৬১. ১২ ; 'এবো ঘস্মন্নিশ্বর্তেঽনেহা'—অ° ৬. ৮৪. ৩ ; শ্রীকণ্ঠ° ৬. ৪০ ॥ অম° শব্দ° শ্মি° আপ্° ॥

অনৈ—যুক্তপ্রদেশে বারাণসী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুরাহ পরগণার একটী তালুক। আয়তন—১,৫৭৭ একর। ইহা একটী মুসলমান জমিদারী — মুসলমান ওয়াকফ্ এই স্থানটী পরিচালন করেন এবং তিনি বারাণসীর অধিপতিকে বাৎসরিক কর দেন। —DGUP, xxvi. 153, 224, 331.

অনৈকাগ্র্য—১ [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, একচিত্ততার অভাব। ২ [নঞ-বহু°] একচিত্ততাশূন্য।

অনৈকান্ত—বিণ, ব্যাভিচারী, চঞ্চল, অস্থির ॥ আপ্° ॥

অনৈকান্তিক—বিণ, ১ চঞ্চল, অস্থির। 'ভূত্যোঽভূত্য ইতি অনৈকান্তিক-মেতৎ'—পঞ্চত° ১। ২ [ন্যায়-শা°] পঞ্চ প্রকার হেত্বাভাসের অন্যতম। ইহাকে সব্যাভিচারও বলা হয়। ইহা তিন প্রকার —(১) সাধারণ = সাধ্যবদন্যবৃত্তি, (২) অসাধারণ = সপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্ত ও (৩) অনুপ-সংহারী। [অনুমান, দ্র°]

অনৈক্য—[নঞ্‌তৎ] ক্লী°, ১ একত্বের অভাব, বহুত্ব, ঐক্যাভাব, পরস্পর অসম্মিলন ॥ শব্দ° ॥ ২ একতার অভাব, অন্যোন্য-বিরোধিতা।

অনৈতিহ্য — ঐতিহ্যের অভাব। 'অনাগতমনৈতিহ্যং কথং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি'— মহা° ১২. ২৭০. ৪ ॥ আপ্° শ্মি° ॥

অনৈপুণ = আনৈপুণ। অনিপুণতা। —পা° ৭. ৩. ৩০। ~য—[নঞ্‌তৎ] ক্লী°, অনিপুণতা, অকুশলতা।

অনৈমুডি — দক্ষিণভারতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটী পর্বত। মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের উত্তর-পূর্ব শেষসীমায় অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ১০´ উ° ; দ্রাঘি° ৭৭° ৪´ পূ°। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ৮,৮৭৭ ফুট। দক্ষিণ ভারতের পর্বতসমূহের মধ্যে ইহার শৃঙ্গ সর্বাধিক উচ্চ। পর্বতটী খুব খাড়া হইলেও উত্তর দিক্ হইতে আরোহণ করা যায় ; পূর্ব দিক্ হইতে আরোহণ আর একটু আয়াসসাধ্য। পর্বতটীর পূর্ব দিকে অনমলয় গিরিশ্রেণী অবস্থিত ; উত্তর ও পূর্বে কয়ম্বাতোর, নীলগিরি ও অঞ্চনাড উপত্যকা-গুলি বিস্তৃত, দক্ষিণে কর্দনোম্ গিরিশ্রেণী উঠিয়াছে—এছাড়া পীরমেদের পশ্চাদ্বর্তী গিরিমালাও আছে। চারি দিক্ই জঙ্গলা-কীর্ণ। পর্বতশৃঙ্গ হইতে বহু দূর দৃষ্টিগোচর হয়, এমন কি স্বচ্ছ আবহাওয়ায় পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত দেখা যায়। ইহাকে ঘিরিয়া অর্ধবৃত্তাকারে প্রায় সমান উচ্চতায় আরও বহু শৃঙ্গ উঠিয়াছে—উত্তর-পূর্ব দিক্ উন্মুক্ত। এই গিরিসমূহের অন্তর্বর্তী উপত্যকা দুই হাজার হইতে তিন হাজার ফুট নিম্নে অবস্থিত ; ১০০ বর্গমাইলের অধিক স্থান এই উপত্যকা অধিকার করিয়াছে। উপত্যকার অধিকাংশ তৃণাচ্ছাদিত এবং নিম্ন-ভূভাগ ঘন জঙ্গলাবৃত। পূর্বে এখানে চা ও কফির চাষ হইত। সকল রকম পশু-পক্ষীর শিকারও পূর্বে এখানে হইত, কিন্তু বর্তমানে নীলগিরির পর্বতীয় ছাগ এবং বন-গাই ছাড়া অন্য শিকার বড় একটা পাওয়া যায় না ; বন-গাই ও পর্বতীয় ছাগ খুব বেশী পরিমাণেই এখানে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌশুমী বায়ুর সময় ইহার উপত্যকায় বহু হস্তীর আবির্ভাব হয়। জঙ্গল হইতে ত্রিবাঙ্কুরের কিছু কিছু মূল্যবান্ কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে।— IG, v. 334.

অনৈঋর্ত, আনর্ত—বরাহমিহির-কৃত ভারতের অংশ-বি°। বরাহমিহির ভারতবর্ষকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া-ছিলেন—তন্মধ্যে এক ভাগের নাম অনৈঋর্ত বা আনর্ত [আনর্ত দ্র°]।

অনৈশ্বর্য—[= আনৈশ্বর্য।—পা° ৬. ৩. ৩০] ক্লী°, ১ অনিশ্বরত্ব, অধীনত্ব। ২ ৩ নঞ্‌বহু°] ঐশ্বর্যশূন্য, ক্ষমতার অভাব।

অনৈসর্গিক — [নঞ্‌তৎ] বিণ, অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃতিক, কৃত্রিম।

অনো—অব্য°, না, নয়। 'অভাবে ন হ্যনো নাপি'—অম° ॥ গোল্ড° ॥

অনোকু ক.ন্-নোন্— জাপানী বৌদ্ধ দেবগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত দেবতা-বি°। ইনি জাপানী ক.ন্-নোন্ (ভারতীয় 'হারিতী') দেবতার বিংশতম অভিব্যঞ্জনা। জলবাসী অসুরদের ভীতি হইতে এই দেবতা রক্ষা করিয়া থাকেন। [ক.ন্-নোন্ দ্র°]

[A. Getty : The Gods of the Northern Buddhism, Oxf. 1928, 100.]

অনোম্ব — সাংখ্যদর্শনের পারিভাষিক শব্দ। বিপ—ওঘ ॥ গোল্ড° ॥

অনোঙ্কৃত — ১ বিণ, 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যাহা করা হয় নাই।—মনু° ২. ৭৪ ॥ আপ্° ॥ ২ অগৃহীত, অস্বীকৃত ॥ আপ্° ॥

অনোজা —১ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী-বি°। ভিক্ষু মহাকপ্পিনের পত্নী। মহাকপ্পিন প্রথমে এক জন নৃপতি ছিলেন ; তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলে ইনি স্বামীর অনুগমন

করেন। 'সত্যক্রিয়া'র দ্বারা ইনি স্বামীকে অনুগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনোজপুষ্পের মত ইঁহার বর্ণ ছিল বলিয়া ইঁহার নাম অনোজা ছিল।

পূর্ব পূর্ব জন্মেও অনোজা মহাকপ্পিনের পত্নী ছিলেন। নানাবিধ সৎকর্মে ইনি স্বামীকে সাহায্য করিতেন। মহাকপ্পিনকে অনুগমন করিয়া ইনি বুদ্ধের বাণী শ্রবণপূর্বক সোতাপন্না হন এবং উৎপলবর্ণা-কর্তৃক দীক্ষিতা হন। তথাগত যখন সহচরিপরিবৃতা অনোজার সমক্ষে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন তখন মহাকপ্পিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে অদৃশ্য করায় অনোজা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। মহাকপ্পিন উপস্থিত আছেন কি-না জানিতে চাহিলে বুদ্ধদেব উহাতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপদেশ দেন। ইনিও সেই আত্মার বিষয় জানিতে চাহেন।—বিসুদ্ধি° ৩৯৩॥ MDPP॥ ২ বিধুরপণ্ডিতের পত্নী। নামান্তর—অনুজ্জা [অনুজ্জা দ্র°]।

অনোজ্জা—জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের কন্যা। কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় রাজা সমরবীরের কন্যা ও মহাবীরের পত্নী যশোদার গর্ভে ইঁহার জন্ম। অপর নাম প্রিয়দর্শনা। মহাবীরেরই এক জ্ঞাতি রাজপুত্র জমালির সহিত অনোজ্জার বিবাহ হয় [জমালি দ্র°]।

[C. J. Shah: Jainism in North India, Bom. 1932, 24; হেমচন্দ্র: ত্রিষষ্টিশলাকা, পর্ব ১০; Carpentier: Camb. Hist. of India, i. 158.]

অনোতত্ত,— বা অনবতপ্ত, অর্থে যাহার জল উত্তপ্ত নয় অর্থাৎ শীতল। বৌদ্ধ গ্রন্থনিচয়ে উল্লিখিত হিমালয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী সাতটী হ্রদের (কাণ্ণমুণ্ডক, রথকার, সীহপ্পপাত, ছদ্দন্ত, তিয়গ্গল, অনোতত্ত ও কুণাল) অন্যতম। সাধারণতঃ লঙ্গ বা রাবণ-হ্রদকে অনোতত্ত বলা হইয়া থাকে। তবে স্পেন্স হার্ডি সাহেব ইহাকে একটী কাল্পনিক হ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Beal: Legends & Theories of Buddhists, 129)।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, অনোতত্ত হ্রদ সুদস্সনকূট, চিত্রকূট, কালকূট, গন্ধমাদন ও কৈলাস—এই কয়টী পর্বতদ্বারা বেষ্টিত। এই সমুদয় পর্বতের জল হ্রদে আসিয়া পড়িয়াছে। সীহমুখ, হত্থিমুখ, অস্সমুখ ও উসভমুখ—এই কয়টী নদ এই হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে যে নদটী দক্ষিণামুখী এবং হ্রদটীকে তিনবার বেষ্টন করিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইয়াছে, উহার বর্ণনার সহিত গঙ্গার সাদৃশ্য আছে [গঙ্গা দ্র°]।—সুত্ত-অথ° ২. ৪০৭, ৪৩৭-৯; মজ্ঝি-অথ° ২. ৫৮৫ই°; অঙ্গু-অথ° ২. ৭৫৯-৬০।

বুদ্ধদেব, পচ্চেকবুদ্ধ ও অর্হৎগণ অনোতত্তের নির্মল ও শীতল জলে স্নান করিবার জন্য বহুবার তথায় আসিয়াছিলেন। দেবগণ ও যক্ষগণ এখানে ক্রীড়া করিবার জন্য আগমন করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে হ্রদটী দেবতা, ভিক্ষু, যক্ষ, অর্হৎ প্রভৃতির এবং বুদ্ধের খুব প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দিবাভাগে যে সময়ে বিশেষ উত্তাপ থাকিত সেই সময় বুদ্ধ এখানে অবগাহন করিতে আসিতেন। ইহার তীরে দেবতা ও যক্ষগণের সভাদিও বসিত। বুদ্ধদেবও এখানে কখন কখন ধর্মোপদেশ দিতেন। ভিক্ষুগণও প্রায়ই ইহার তীরে তপশ্চর্যা করিতেন।—বিনয়° ১. ২৮; বিমান-অথ° ১৩১-২; অপদা° ১. ২৯৯; দিব্যাব° ৩৯৯; ধম্ম-অথ° ২. ২১১; ৩. ২২২; জা° ১. ৮০; ৩. ২৫৭ই°; ৪. ৩৭৯। মজ্ঝিমনিকায়-অত্থকথায় (১. ৩৮৬) ও জাতকে (৩. ৩১৯; ৪.৩৬৮) দেখা যায়, জগতে যখন কোন বুদ্ধ থাকেন না তখন গন্ধমাদনে যে সকল পচ্চেক বুদ্ধ বাস করেন, তাঁহারা মানবজগতে আসেন এবং শূন্যমার্গে যাত্রা করিবার পূর্বে তাঁহারা এই হ্রদের জলে মুখ প্রক্ষালন করেন। বুদ্ধদেবের মাতা বুদ্ধকে গর্ভে ধারণের পূর্বে স্বপ্নযোগে এই হ্রদে স্নান করিয়াছিলেন; উহাতে বুঝা গিয়াছিল যে, কোন পুণ্যাত্মা তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।—মজ্ঝি-অথ° ২. ৯১৮।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই হ্রদের গুণাবলীও বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। এই হ্রদে স্নান করিলে সর্বপাপবিমুক্তি ঘটে। ইহার রোগযন্ত্রণা হইতে আরোগ্যকর শক্তিও আছে; অনুরুদ্ধ ইহার জল ব্যবহার করিয়া বস্তিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।—ধম্ম-অথ° ৪. ১২৯।

অনোতত্তের জল গ্রহণ ও আনয়নসম্পর্কিত অনেক ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। ইদ্ধিশক্তির পূর্ণবিকাশ না হইলে এই হ্রদের জল পাওয়া অসম্ভব। সুমন-সামনেরার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য একদা তথাগত ভিক্ষুদিগকে এই হ্রদের জল আনিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র সুমন ব্যতীত আর কেহই তাহা আনিতে সমর্থ হন নাই।—ধম্ম-অথ° ৪. ১৩৩ই°। নাগরাজ পন্নক সুমন-সামনেরাকে এই হ্রদের জল দান করিয়া নিজের পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ধম্ম-অথ° ৪. ১২৯। নন্দ নিজ ভ্রাতা সোণের প্রতি পূর্বকৃত অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এই হ্রদের জল আনয়ন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন।—জা° ৫. ৩১৪। ইহার জল আনিবার জন্য বেস্সবণ কয়েক জন যক্ষিণীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যক্ষিণীরা সকলেই পথে মারা যায়।—ধম্ম-অথ° ১. ৪০। একবার সোণ এই হ্রদের জল আনিয়াছিলেন।—জা° ৫. ৩২০-১। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মানার্থও ইহার জল আনা হইত। হংসরাজ জবহংস বন্ধুত্বপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বারাণসীরাজকে ইহার জল আনিয়া দিয়াছিলেন।—জা° ৪. ২১৩। দেবগণ মহারাজ অশোকের জন্য ষোড়শ পিঙ্গোভার ইহার জল বহন করিয়া আনেন।—সমন্ত°

১. ৪২.; মহাব° ৫. ২৪, ৮৪; ১১. ৩০।

দিব্যাবদানে (Cowell & Neill-সম্পাদিত, পৃ°১৫৩) এই হ্রদের নিকটবাসী 'অনবতপ্তকায়িকা' নামে এক শ্রেণীর দেবতার উল্লেখ আছে।

[Dr. B. C. Law: Geography of Early Buddhism, Lond. 1932, 42, 54; Do.: 'Some Ancient Indian Kings'—Buddhistic Studies, Cal. 1931, 205; ঐ: বৌদ্ধযুগের ভূগোল, কলি. ১৯৩৪, ৪০; GDI, 8; MDPP]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনোতত্ত,—সিংহলের একটী প্রাচীন কৃত্রিম হ্রদ। সিংহলরাজ পরক্রমবাহু ইহা খনন করেন। এই জলাশয় হইতে ভাগীরথী নাম্নী একটী স্রোতস্বিনী বাহির হইয়াছে।—চূলব° ৮৯. ৪৯ ॥ MDPP ॥

অনোত্তপ্পমূলকাতীনি সুত্ত—পালি সংযুক্ত-নিকায়ে (২. ১৬৩) উল্লিখিত সুত্ত-বি° ॥ MDPP ॥

অনোত্তাপী সুত্ত—পালি সংযুক্ত-নিকায়ের (২. ১৯৫ই°) একটী সুত্ত। ইসিপতনে ভিক্ষু মহাকস্সপ ও সারিপুত্তের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সুত্তে বলা হইয়াছে যে, অনাতাপী ও অনোত্তাপী ব্যক্তি বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করিতে পারে না ॥ MDPP ॥

অনোদন— বিণ, (ব্রতে) খাদ্যভিন্ন, ভোজ্যবিহীন ॥ আপ° ॥

অনোধি সুত্তা—অনিচ্চ, দুঃখ ও অনত্তা এই তিনটীর অপরিমিত প্রভাবের উৎকর্ষ-সম্বন্ধীয় তিনটী সুত্তের সমষ্টি।—অঙ্গু-নি° ৩. ৪৪৩ই° ॥ MDPP ॥

অনোনখেক, অনোনখেঙ্ক—'অনুগঙ্গ' প্রদেশের তিব্বতীয় নাম। গঙ্গাতীরবর্তী দেশগুলিকে অনুগঙ্গ বলা হয়। তিব্বতে গঙ্গার নাম কঙ্খ, বা কঙ্খিস্।—As. Res., xiv. 381.

অনোপম—(=অনুপম) নগর-বি° [অনোম ১) দ্র°]।

অনোপমা—[√অনুপমা=উপমাহীন] সাকেতের মজ্ঝা নামক এক বণিকের কন্যা। ইঁহার সৌন্দর্যের উপমা ছিল না। বহু বণিকের পুত্র, বড় বড় রাজকর্মচারী ইঁহার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু ইনি বুঝিতে পারেন যে, গৃহে সুখ নাই। তাই ইনি ভগবান্ তথাগতের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। এইরূপে ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্কতা লাভ করে। অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া ইনি নির্বাণের তৃতীয় স্তরে আরোহণ করেন। ইহার পর হইতে সপ্তম দিবসে ইনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।—থেরী-অথ° (PTS), ১৩৪-৯ পৃ°।

[ডক্টর বিমলাচরণ লাহা: বৌদ্ধরমণী, কলি. ১৯২৯, ১২২]

অনোম—১ নামান্তর—অনুপম ও অনোপম। বেস্সভূ বুদ্ধের জন্মস্থান ও রাজা সুপ্পতীতের পিতার রাজধানী।—দীঘ° ২. ৭; বুদ্ধব° ২. ১৮; বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ২০৫। ২ হিমালয়ের সন্নিহিত পর্বত-বি°।—অপ° ২. ৩৪৪ (Dr. B. C. Law: Geography of Early Buddhism, 40, 55; ঐ: বৌদ্ধযুগের ভূগোল, ৩০ দ্র°)। ৩ খেমের প্রমোদোদ্যান, এখানে তিস্স বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন।—বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ১৮৮। ৪ পিয়দস্সী বুদ্ধের সময়ের জনৈক মহাতপা সন্ন্যাসী। ইনি বুদ্ধকে একটী রত্নখচিত হার দান করেন এবং তাঁহাকে ফল দিয়া আহার করান। পরে ইনি ছেম্বক থের-রূপে জন্মগ্রহণ করেন।—অপ° ২. ৩৫১-৪। ৫ নৃপতি-বি°। বক্কুল থের পূর্বজন্মে এই রাজা ছিলেন [বক্কুল দ্র°]।—ঐ, ১. ৩২৯। ৬ সুমন-বুদ্ধের সময়ের একটী নগর। এই নগরের অধিবাসিগণ বুদ্ধকে পায়সান্ন দান করিয়াছিল।—বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ১২৫। ৭ অনোমদস্সী-বুদ্ধের দুই জন প্রধান ভিক্ষুশিষ্যের (নিসভ এবং অনোম বা অসোক) অন্যতম। সারিপুত্ত পূর্বজন্মে সরদ-তাপস অগ্গসাবক হইতে ইচ্ছা করিলে ইনি তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।—জা° ১. ৩৬; বুদ্ধব° ৮. ২২; বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ১৪৫; ধম্ম-অথ° ১. ৮৮-৯৪। ৮ নামান্তর—অনুম। সোভিত-বুদ্ধের ব্যক্তিগত অনুচর।—জা° ১. ৩৫; বুদ্ধ অথ° (PTS) পৃ° ১৪০। ৯ আজীবক-বি°। ইনি অনোমদস্সী বুদ্ধকে আসনের জন্য তৃণ দান করিয়াছিলেন।—বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ১৪২ [অনোমদস্সী (১) দ্র°]। ১০ নগর-বি°। এখানে অথদস্সী বুদ্ধ ধর্ম-প্রচার করেন।—বুদ্ধব° ১৫. ১৮। ১১ পিয়দস্সী বুদ্ধের জন্মস্থান ও রাজা সুদিন্নের রাজধানী।—জা° ১. ৩৯ ॥ MDPP ॥

~সত্ত—বুদ্ধদেবের একটী নাম।—উদান-অথ° (PTS) পৃ° ৩°৪; খুদ্দক-অথ° (PTS) পৃ° ১৭০ ॥ MDPP ॥

অনোমদস্সী—১ সপ্তম বুদ্ধ। চন্দবতীর সুনন্দ নামক উদ্যানে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা—যসবা, মাতা—যসোধরা। বুদ্ধবংস-অথকথায় (১৪১) কথিত হইয়াছে, ইঁহার জন্মকালে আকাশ হইতে সপ্তবিধ রত্নবৃষ্টি হইয়াছিল; এজন্য ইঁহার নাম অনোমদস্সী হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই ইঁহার দেহজ্যোতিঃ বাহিরে প্রকটিত হইয়াছিল। ইঁহার পত্নী—সিরিমা এবং পুত্র উপবান্। সংসারত্যাগ করিয়া ইনি ১০ মাস তপস্যা করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পূর্বে অনুপমা নাম্নী এক রমণী ইঁহাকে পায়স ও অনোম নামক আজীবক ইঁহার বোধি অজ্জুনবৃক্ষতলে আসনের জন্য তৃণ দান করিয়াছিলেন। সুভবতীর অন্তর্গত সুদস্সন নামক উদ্যানে ইনি প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। ইঁহার ভিক্ষুশিষ্যগণের মধ্যে নিসভ ও অনোম (বা অসোক) [নিসভ ও অনোম দ্র°], ভিক্ষুণী শিষ্যাগণের মধ্যে সুন্দরী ও সুমনা [সুন্দরী ও সুমনা দ্র°], গৃহী ভক্তগণের মধ্যে নন্দিবড্ঢ ও সিরিবড্ঢ এবং উপাসিকাগণের মধ্যে উপ্পলা ও পদুমা প্রধান। রাজা ধম্মক ইঁহার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বরুণ ইঁহার চির-অনুচর। ইনি তিনটী মহাসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভিক্ষু বকুল থের ইঁহার সমসাময়িক [বকুল থের দ্র°]। ইঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক জন যকৃথ-প্রধান ছিলেন ; এই যকৃথপ্রধান ও তাঁহার অনুচর-বর্গকে ইনি পরিতুষ্ট করেন।—বুদ্ধব° ১০ ; বুদ্ধ-অথ° ১৪১-৬। ধম্মারামে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ২ ভিক্ষুবি°। সিখীবুদ্ধের আসনের জন্য ইনি তৃণ দান করেন।—বুদ্ধ-অথ° ২০১। ৩ সিংহলের বৌদ্ধগজ্জের অধ্যক্ষবি°। ইঁহার অনুরোধে 'হথবনগল্ল-বিহারবংস' লিখিত হয় (D'Alwis-এর সংস্করণ, পৃ° ৭ পাদটী° ৬)। ইনি 'দৈবজ্ঞ-কামধেনু' নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজা ২য় পরক্কম-বাহুর নির্দেশে তদীয় মন্ত্রী পতিরাজদেব ইঁহার জন্য হথবনগল্লে একটী ত্রিতল বিহার নির্মাণ করেন (চূলব° ৮৮. ৩৭-৯)। ইঁহার অনুরোধেই আনন্দবনরতনের জনৈক শিষ্য ত্রিপ্রিটকের চারি ভানবারের 'সারথ-সমুচ্চয়' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন (Malalasekera : Pali Lit. of Ceylon, 227) ॥ MDPP ॥

অনোমা, —প্রাচীন ভারতের নদী-বি°। রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়া ইহার তীরে সন্ন্যাসবেশ অবলম্বন করেন, এজন্য বৌদ্ধ-ইতিহাসে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিজের প্রিয় অশ্ব কণ্ঠক ও অনুচর ছন্দককে সিদ্ধার্থ এই স্থানে বিদায় দেন। [বুদ্ধদেব দ্র°] অতঃপর তিনি বৈশালীর পথে রাজগৃহে উপনীত হন। কপিলবস্তু হইতে অশ্বারোহণে অনোমার তীরে আসিতে তাঁহার এক রাত্রি লাগিয়াছিল।[১] অতঃপর সাত দিন পদব্রজে তিনি রাজগৃহে আসিয়াছিলেন।[২] কপিলবস্তু ও অনোমার মধ্যবর্তী স্থানে শাক্য, কৌল্য ও মল্ল এই তিনটী জাতির রাজ্য ছিল।[৩] অনোমার তীরে 'অনুপিয়' নামক আম্রকুঞ্জ ছিল বলিয়া বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায় [অনুপিয় দ্র°][৪] মহাবথুতে অনোমা নদীর উল্লেখ নাই ; তাহাতে কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহের পথে 'অনোমিয়' নগরের উল্লেখ আছে [অনোমিয় দ্র°]।

বর্মার[৫] ও সিংহলের[৬] বৌদ্ধ-সাহিত্যে অনোমা নদীকে কপিল নগর হইতে ৩০ যোজন বা ১০৫ ক্রোশ দূরবর্তী বলা হইয়াছে। আবার স্পেন্স হার্ডি সাহেব ইহা ২৪০ ক্রোশ বলিয়াছেন।[৭] ললিতবিস্তরে এই দূরত্ব কিন্তু ৬ যোজন বা ৪১ ক্রোশ।[৮] ফা-হিয়ান্ ও য়ুয়ন্-চোয়ঙের বর্ণনা হইতে ইহা ৭ যোজন বা ২১॥০ ক্রোশ দেখা যায়। ললিতবিস্তর এবং য়ুয়ন্-চোয়ঙ ও ফা-হিয়ানের দূরত্বই কানিংহাম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন।[৯]

'অনোমা' শব্দের অর্থ—যাহা নিকৃষ্ট নয়, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—গৌরবময়। সিদ্ধার্থ ইহার তীরে উপস্থিত হইয়া ছন্দককে ইহার নাম জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ছন্দক 'অনোমা' বলিয়াছিলেন। তখন সিদ্ধার্থ এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণে অনোমা গৌরবময় হইবে।[১০] বর্মার ও সিংহলী কাহিনীতে বলা হইয়াছে, ছন্দকের নিকট হইতে অনোমার নাম জানিয়া সিদ্ধার্থ কণ্ঠকের পৃষ্ঠে অপর পারে লাফাইয়া গিয়াছিলেন।[১১] ললিতবিস্তরেও এই নদী অতিক্রমের কথা বলা হইয়াছে ; উহাতে নদীর প্রস্থ ৮ উসভ।[১২] ললিত-বিস্তরে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ যেখানে এই নদী পার হইয়াছিলেন সেই স্থানের নাম 'মনেয়' —উহা 'অনুবৈণেয়' জেলার অন্তর্গত।[১৩]

কানিংহামের মতে, বর্তমান সংগ্রাম-পুরের (গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত) দক্ষিণে প্রবাহিত ঔমি নদীই প্রাচীন অনোমা। তিনি মনেয় জনপদের সন্ধান পান নাই। তবে অনওল নামক স্থানকে তিনি অনুবৈণেয় জেলার সহিত অভিন্ন দেখাইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, ঔমি নদী যেখানে ঔমিয়র হ্রদে পড়িয়াছে তাহার কিছু আগে সিদ্ধার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এইরূপ—অনুবৈণেয় অর্থে 'বৈণেয়' নদের তীরবর্তী দেশ। 'বেণু' (= বংশ > বংশী) হইতে সম্ভবতঃ বৈণেয় নাম হইয়াছে। 'ঔমি' সংস্কৃত 'অবমী'র (= নিকৃষ্ট) অপভ্রংশমাত্র। পূর্বে যে পথ দিয়া রাপ্তী নদী প্রবাহিত ছিল, বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহের নির্দেশসমূহ হইতে সেই নদীপথই ঔমি বলিয়া স্থির করা যায়। এই ঔমির একটী প্রধান শাখার নাম 'বুদ্ধনালী'—'বাঁশি' নামক স্থানে উহার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই শাখাই বাঁশি = বংশী বা বেণুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত বৈণেয় নদ। আবার শাখাহিসাবে ইহাকে নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্রতর নদী বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে বুদ্ধনালী ও ঔমি অভিন্ন। অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া যেখানে সিদ্ধার্থ ছন্দক ও কণ্ঠককে বিদায় দেন সেখানে 'ছন্দকনিবর্তন' নামে একটী স্তূপ নির্মিত হয় ; উহাকে 'ছন্দবর্ত'ও বলা হইয়া থাকে। কানিংহামের মতে, গোরক্ষপুরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণে ঔমিয়র হ্রদের নিকটবর্তী

১ বিমান-অথ° ৩১৪।

২ জা° ১. ৬৫ ; সুত্ত-অথ° ৩৮২।

৩ বুদ্ধ-অথ° ৫। মতান্তরে রাজ্য তিনটীর নাম—কপিলবথু, দেবদেহ ও কোল।—Expositor, i. 43n.

৪ জা° ১. ৬৪ই° ; সুত্ত-অথ° ৩৮২।

৫ Bigandet : Legend of the Burmese Buddha, 41. বর্মায় ইহার নাম—অনৌম।

৬ Turnour – JASB, vii, 809.

৭ Manual of Buddhism, 160.

৮ Lefmann-সম্পাদিত ললিতবিস্তর, ৪৮৫ ; Foucaux-সম্পাদিত, ২১৪।

৯ CunAGI, 485f.

১০ জা° ১. ৬৫।

১১ Legend of the Burmese Buddha, 41 ; JASB, vii. 808.

১২ Lefmann-সম্পাদিত ললিতবিস্তর, ৪৮৫।

১৩ Foucaux-সম্পাদিত ললিতবিস্তর, ২১৪

ঔমি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত 'চন্দৌলি' নামক গ্রামকে 'ছন্দবৃন্ত' বা 'ছন্দকনিবর্তনে'র স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ যেখানে চূড়া বা কেশ কর্তন করেন সেখানে 'চূড়াপতিগ্রহ' নামে স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। ছন্দৌলির দেড় ক্রোশ উত্তরে 'চুড়েয়' নামক গ্রামকে কানিংহাম এই স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতম যেখানে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া কাষায় গ্রহণ করেন সেখানে 'কাষায়গ্রহ' নামক স্তূপ নির্মিত হয়। ছন্দৌলির ১৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'কাসেয়র' নামক স্থানকে কানিংহাম এই স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[১৪]

কার্লাইল সাহেব অনোমা নদীকে অযোধ্যার অন্তর্বর্তী বস্তী জেলার কুদরা নদীর সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন।[১৫] তিনি 'তমেশ্বর' বা 'মনেয়'র ২ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে 'মহাথান দিহ্'-র সহিত 'ছন্দকনিবর্তন' স্তূপ এবং গোরক্ষপুর জেলার অনোমা নদীর পূর্বতীরে 'সিরসরস্ত' নামক স্তূপ 'চূড়াপতিগ্রহে'র সহিত অভিন্ন বলেন।[১৬] টমাস সাহেবের মতে, প্রকৃতপক্ষে অনোমা বলিয়া কোন নদী ছিল না।[১৭] সম্ভবতঃ উহা একটী স্থানের নাম এবং উহা মল্লরাজ্যের অন্তর্গত অনুপিয়ের নিকটবর্তী কোন স্থান ছিল।

[CunAGI, 485-91 ; MDPP ; GDI ; এবং পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অনোমা২ — নারদ-বুদ্ধের মাতা।—জা° ১. ৩৭ ; বুদ্ধব° ১০. ১৮ ॥ MDPP ॥

~রাম — ১ অনুপম নগরের একটী প্রমোদোদ্যান। অথদস্‌সী-বুদ্ধ এখানে দেহত্যাগ করেন।—বুদ্ধব° ১৫. ২৬। ২ কঞ্চনবেলু নগরীর একটী প্রমোদোদ্যান। সিদ্ধত্থ-বুদ্ধ এখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।—বুদ্ধব° ১৭. ২৪ ; বুদ্ধ-অথ° (PTS) পৃ° ১৮৮ ॥ MDPP ॥

অনোমিয়—মহাবথুতে (২. ১৬৪) উল্লিখিত মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী উল্লেখযোগ্য নগর। কপিলবস্তুর ১২ যোজন দক্ষিণে বশিষ্ঠের আশ্রমের নিকট এই নগর অবস্থিত ছিল। বোধিসত্ত্ব একবার এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

[Dr. B. C. Law : Geographical Essays. Lond. 1937, 20.]

অনোমিয় সুত্ত — বুদ্ধের প্রশংসাসূচক কতিপয় স্তোত্রসমষ্টির সুত্ত-বি°। ইহাতে বুদ্ধকে 'অনোমনাম' অর্থাৎ অনুপম বা অতুলনীয় বলা হইয়াছে।—সং-নি° ১. ৩৩ ; সুত্তনি° (PTS) পৃ° ১৭৭ ॥ MDPP ॥

অনোরত — বর্মাধিপতি অনুরুদ্ধের (অনরত বা অনুরতের) একটী নাম। বিশেষতঃ এই নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন [অনুরুদ্ধ,৩ (৬) দ্র°]।

অনোয়ারপুর — সাতগাঁ-সরকারের অন্তর্ভুক্ত একটী মহল। বর্তমানে ইহা ২৪-পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত পরগনা। আয়তন ১৪১'২৯ বর্গমাইল। ইহাতে ৩৯টী জমিদারী আছে। ইহা বারাসতের সব-জজের অধীন। জেলার উত্তরাংশে এই পরগনা অবস্থিত, ইহার মুখ্যস্থান বারাসত। প্রধান গ্রাম—গণ্ডগ্রাম কদমগাছি, দত্তপুকুর, জয়পাল, কামদেবপুর এবং ঠাকুরপুকুর বা বাবুবাজার ; এই সকল গ্রামের বাজারে ধান, ইক্ষু, তামাক সরিষা, তিসি, পাট ও শস্যাদি বিক্রয় হয়। কাজিপাড়া গ্রামে একটী মুসলমান পীরের সমাধি-মন্দিরের নিকট একটী বার্ষিক মেলা বসে। এই স্থান হইতে কৃষ্ণনগর যশোহর এবং বসিরহাটে যাইবার পাকা রাস্তা আছে। সোনাই, নোনা ও পদ্মা নদী দিয়াও এই স্থানে যাতায়াত করা যায়।—SAB, i. 226, 363.

অনৌচিত্য— ১ [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, ন্যায়বিরুদ্ধতা। অন্যায্যতা, অকর্তব্যতা। 'অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্'—কাব্যপ্র° ৭ ॥ আপ° ॥ 'অনৌচিত্য প্রকৃতত্ব আভাসো রসভাবয়োঃ' ॥ গোল্ড° ॥ ২ [অলঙ্কার-শা°] দোষ-বি°। দেশকাল-পাত্রে ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণন স্থলে অনৌচিত্য দোষ বলা হয়। ইং—anachronism.

অনৌদার্য— [নঞ্‌তৎ] ঔদার্যের অভাব, লঘুচিত্ততা।

অনৌদ্ধত্য—[নঞ্‌তৎ] ক্লী°, বিনয়, নম্রতা, ঔদ্ধত্যহীনতা, শান্তভাব। 'নদীর-নৌদ্ধত্যমপঙ্কতা মহীম্'—কিরাত° ৪. ২২ ॥ শ্মি° গোল্ড° আপ° ॥

অনৌপম্য — উপমাবিহীন, অনুপম। 'নির্বচনমনৌপম্যং নিরুপাখ্যম্' — মৈত্রী-উ° ৬. ৭।

অনৌপম্যা — বাণাসুরের ভার্যা। বাণাসুর প্রবলপরাক্রান্ত হইলে মহাদেবের উপদেশে নারদ তাহার স্ত্রী অনৌপম্যার নিকট গিয়া উপবাস-ব্রতাদি করিতে উপদেশ দেন। নারদ উপদেশ দিবার সময়ে ত্রিপুর-বাসিনী রমণীগণের মনোহরণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। ইহাতে অনৌপম্যাও মতিভ্রষ্টা হয় এবং সেই পাপে বাণাসুর নিহত হয়।—মৎস্যপু° ১৮৭. ২৫-৫২।

অনৌরস—[নঞ্‌তৎ] ক্লী°, ঔরস-ভিন্ন দত্তকাদি (পুত্র)।—বিষ্ণুস° ২২. ৪০ ॥ শ্মি° গোল্ড° ॥

অন্ত, — [√অম্ (গতি) + ত ভা ; স্ত্রী—া ; প্রা° অন্ত ; পালি—অন্ত ; হিং° অন্ত-গ্রী° anti ; জ° Ende, ent ; লা° ante ; গথি° anteis, and ; সুইডিস্‌° anda ; ইং end ; এ-স্যা° enda ; ডেনিস্—enda] ১ ক্লী° শেষ ॥ মে° ॥ পর্যায়—১ জঘন্য, ২ চরম, ৩ অন্ত্য, ৪ পাশ্চাত্য, ৫ পশ্চিম ॥ অম° ॥

---

১৪ CunAGI, 486-91.

১৫ Carlleyle – ASR, xxii. 224 ; Fuhrer : Monumental Antiquities & Inscriptions দ্র°।

১৬ ASR, xxii. 11, 15.

১৭ Thomas : The Life of Buddha, 61n. 1.

প্রান্ত। 'দিবোহস্তেভ্যস্পরি'—ঋ° ১. ৪৯. ৩; 'ব্যর্থতী দিবো অন্তা'—ঐ, ১. ৯২. ১১; ১০. ৮. ১; 'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ —ইয়ং বেদি পরোহন্তঃ পৃথিব্যাঃ'—বাজ-স° ২৩. ৬১-৬২; 'দিনান্তে নিহিতং তেজঃ'—রঘু° ৪. ১; ১২. ১; ঋতু° ১. ১ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ ধ্বংস, নাশ, ক্ষয়। 'ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ'—মনু° ১. ৪৬; ৮. ৩৫৯; গী° ১০. ৩২; 'কলহান্তানি হর্ম্যাণি কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্'—পঞ্চত° ৫. ৭২। ৩ [√অম্ + তৃ কর্ম] সীমা (দেশ), অবধি (কাল)। 'ফলোদয়ান্তায় তপঃ সমাধয়ে' —কুমার° ৫. ৬; শকু° ৪. ১৫; রা° (গো°) ১. ৫. ১; 'আলোকিতঃ খলু রমণীয়ানামন্তঃ' — কাদ° ১২৪; 'এতদন্তাস্ত গতয়ঃ' — মনু° ১. ৫০; 'অইলি হে তহ্নিকা অন্তে'—বি-প° ৩২৬. ৪ ॥ আপ্° বো-রো° ॥ ৪ অবসান, সমাপ্তি। 'তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ'—মনু° ১. ৭৩; ৭. ৫৫; 'নৃতাববসিতে রম্যো সমাপ্তাবন্তঃ ইষ্যতে'—শব্দার্ণব। ৫ মৃত্যু, মরণ, শরীর-ত্যাগকাল। 'তথা নান্তমেতি তথ জ্যোগজীবতি'—শ-ব্রা° ৫. ২. ২. ৪; 'যোগেনান্তে তনুত্যজাম্'—রঘু° ১. ৮; ২. ৪৮ ॥ অম° মে° ত্রিকাণ্ড° বৈজ° অভি° বো-রো° আপ্° ॥ ৬ পৃথগত্ব, ব্যবধান seperation. 'মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্বা অরেহহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি'—বৃহ-উ° ২. ৪. ১ ॥ গোল্ড° ॥ ৭ [ব্যাকরণ] ক শব্দের শেষ অক্ষর। যেমন, অজন্ত, কৃদন্ত, হলন্ত, হসন্ত। খ যৌগিক শব্দের শেষ অংশ। গ বিরাম, বিততি a pause ॥ গোল্ড° ॥ যেমন—সিদ্ধান্ত। 'উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ'—গী° ২. ১৬। ৮ সংহার, প্রলয়-লয় স্থান। 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ'—গী° ১০. ২০। ৯ মোট সংখ্যা, সম্পূর্ণ সংখ্যা ॥ আপ্° ॥ ১০ অবস্থা, দশা, অবস্থান, স্থান। 'এতাবুভাবন্তাববহুলক্ষরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ'—বৃহ-উ° ৪. ৩. ১৮, ১৬. ১৭; ছা-উ° ৬. ৮. ১ ॥ বো-রো° ॥ ১১ পার। 'শ্রুতস্য যায়াদয়মন্তমর্ভকস্তথা'—রঘু° ৩. ২১; হিতো° ৩. ১১৬। ১২ পার, ধার, কিনারা। 'স সাগরান্তাং পৃথিবীং প্রশাস্তি' —হিতো° ৪. ৫০; 'যত্র রম্যো বনান্তঃ'—উত্তর° ২. ২৫ ॥ আপ্° ॥ ১৩ [স° অন্তর> প্রা° অন্ত] ক্লী°, স্বরূপ, স্বভাব, প্রকৃতি।—শিশু° ২০. ২২; রঘু° ২. ১৯; কিরাত° ৬. ১৭; উত্তর° ২. ২৪ ॥ অভি° মে° ত্রিকাণ্ড° ॥ ১৪ অগ্র। 'যৎসীমন্তং ন ধূনুথ'—ঋ° ১. ৩৭. ৬; অ° ১৪. ১. ৪৫, ২. ৫১ ॥ বো-রো° ॥ ১৫ সামীপ্য, সান্নিধ্য। 'বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদা পরাকাৎ'—ঋ° ১. ৩০. ২১; ১০. ৩৪. ৪; শ-ব্রা° ১৪. ৯. ১. ৮=বৃহ-উ° ৬. ২. ৫; রঘু° ১. ২৬; মনু° ৪. ১১৬; যাজ্ঞ° ২. ১৬২; সা-দ° ৬. ১৩৯ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ১৬ [√অম্ (গতি) + ত—কর্তৃ, উণা° ৩. ৮৫; সি-কৌ° ২৪৯] বিণ, সমীপবর্তী, অন্তিক। 'গ্রামবিবীতান্তে ক্ষেত্রে' —যাজ্ঞ° ২. ১৬৫; মনু° ১. ৫০; কথা-স° ৩. ৭৭। ১৭ রম্য, অতি মনোহর। 'বিমলোপলমেখলান্তাঃ (নিতম্বাঃ)—শিশু° ৪. ৪০; মেঘ° পূ. ২৪ ॥ বিশ্ব° গোল্ড° আপ্° ॥ ১৮ নির্ণয়, নিশ্চয়। 'সর্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীৎ'—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ১. ৪১ = বৃহ-উ° ৪. ৩. ৩৩; অভি° বৈজ° বো-রো° ॥ ১৯ আভ্যন্তর, মধ্যস্থিত, অন্তরস্থ। 'বৃমদীয়ং চ জলান্তে গৃহম্'—পঞ্চত° ২০৮. ৫ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২০ অপকৃষ্ট, অধম ॥ গোল্ড° ॥ ২১ কনিষ্ঠ ॥ গোল্ড° ॥ ~ক—১ মৃত্যু, মরণ ॥ গোল্ড° আপ্° ॥ ২ মৃত্যুপতি, যম, কালান্তক।—শ-ব্রা° ৩. ২. ১. ৪; 'অতি ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ' —রা° (গো°) ১. ১৯, ১৯; 'নান্তকঃ সর্বভূতনাম (তৃপ্যতি)'—মহা° ৫. ৪০. ৭; পঞ্চত° ১. ৩৭; মৎস্যপু° ২১৩. ৬; লিঙ্গপু° ৬৯. ৫৭-৬৯; ৩০. ২২-৯; বামনপু° ৮৩. ২৩ ॥ অম° বো-রো° শব্দ° আপ্° ॥ [যম দ্র°] ৩ [বৌ°] মার [মার দ্র°]। ৪ সীমা, প্রান্ত ॥ আপ্° ॥ ৫ [অন্ত — নিচ্ + অক কর্তৃ, স্ত্রী— -ন্তিকা] বিণ, যাহা নাশ করে, নাশক। 'সূর্যকান্ত ইব তাড়কান্তকঃ'—রঘু° ১১. ২১। ~ কর, -করণকারী — বিণ, নাশের কারক, বিনাশক, নাশক।—রঘু° ১১. ৭৫; ভট্টি° ৫. ৯৯; মনু° ৯. ২২১; 'অদ্ভুতং হি নৃণাং লোকে দৃষ্টমন্তকরণম্ ভবেৎ'—রা° (গো°) ৫. ৯৪. ১১; দশকু° ২. ৫৪ ॥ অভি° বো-রো° আপ্° ॥ ~কাল, -বেলা — ১ চরম সময়, মৃত্যু-সময়।— বৃহ-উ° ৪. ৩; গী° ২. ৭২; ৮. ৫। ২ [বা° অপ্র°] পরকাল, পারত্রিক জীবন। ~কৃৎ —[অন্ত+ √কৃ + ক্বিপ্ কর্তৃ] বিণ, অন্তকারক, নাশক। 'জীবিতান্তকৃৎ'—রা° (গো°) ৩. ৬৭. ১৯ ২ মৃত্যু, মরণ। 'বর্জয়েদন্তকৃন্মর্ত্যং বর্জয়েদ-নিলোহনলম্'—রা° (গো°) ৩. ৬৭. ১৯। ~গ—[অন্ত+ √গম্+ড কর্তৃ; স্ত্রী—া] ১ মৃত ॥ শব্দ° ॥ ২ বিণ, অন্তগামী, যে অন্তে যায়।—পা° ৩. ২. ৪৮। ৩ পারগ, কুশল। 'বেদান্তগো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ'—মহা° ১৩. ১৪৯. ১২৩; মনু° ৩. ১৪৫। ৩ অন্তস্থিত, অন্ত্য। ~গত—বিণ, সীমাপ্রাপ্ত। ~ গমন—ক্লী°, ১ সমাপ্তি, সীমায় গমন। ২ মৃত্যু, নাশ ॥ অম° আপ্° ॥ ~গামী — [পু°-মিন্, অন্ত+ √গম্ + ণিনি কর্তৃ; স্ত্রী—মিনী] বিণ, বিনাশী, নশ্বর।—রা° (গো°) ৩. ৩৬. ৭২ ॥ বো-রো° ॥ ~চর—[অন্ত+ √চর্ +অ কর্তৃ; স্ত্রী— ী] ১ প্রান্তচারী, শেষগামী। 'পৃথিব্যন্তচরাঃ (বানরাঃ)'—রা° (গো°) ৪. ৪০. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ২ যে কার্যের শেষ পর্যন্ত করে ॥ আপ্° ॥ ~জ—[অন্ত+ √জন্+ড কর্তৃ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ শেষে জাত ॥ আপ্° ॥ ২ [বা°] নীচ বর্ণে জাত। ~তঃ—[পু°-তস্; অন্ত+ তঃ (তসিল্) সর্ববিভক্তি স্থানে ছান্দস্] অব্য°, ১ প্রান্ত হইতে, শেষ হইতে ॥ আপ্° ॥ ২ অন্তে, শেষে। ৩ অংশতঃ ॥ আপ্° ॥ ৪ ভিতরে, মধ্যে ॥ আপ্° ॥

৫ ন্যূনকল্পে, শেষপক্ষে, গৌণভাবে। বিপ° মুখ্যতঃ, মধ্যতঃ। ৬ অন্তদ্বারা, অগ্রভাগ-দ্বারা।—শ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৮; 'ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি'—শ-ব্রা° ১৪. ৪. ২. ২৩=বৃহ-উ° ১. ৪. ১১; শ-ব্রা° ৯. ৩. ১. ৩ =বৃহ-উ° ৬. ৩. ৬; ঐ-ব্রা° ২. ৬; ছা-উ° ১. ২. ৯; তৈ-উ° ২. ২। ৭ নির্ণয়পূর্বক, সিদ্ধান্তপূর্বক। ৮ সর্ববিচারপূর্বক।—রা° (গো°) ২. ৩৫. ৩। ৯ পরে, তার পর। ১০ উৎপ্রেক্ষায় ॥ বো-রো° ॥ ১১ পঞ্চম্যর্থে ॥ বিশ্ব° বো-রো° শব্দ° ॥ ১২ অবয়ব ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ১৩ শাসন ॥ বিশ্ব° শব্দ° বো-রো° ॥ ~দন্ত—[দন্ত > অন্ত (অন্থ শব্দ)] দন্ত। ~দীপক— ক্লী°, বাক্-পটুতার অঙ্গ-বি° ॥ আপ্° ॥ ~ ভব, -ভাজ— বণ, অন্তিম, অন্তকালীন, অন্তে উপস্থিত। — ঋ° (প্রাতি°) ১. ১৮ ॥ আপ্° ॥ ~ম— [বৈদিক] বিণ, অত্যন্ত নিকটস্থ।—ঋ° ১. ২৭. ৫; 'অনূপা অন্তমো-ভব'—ঋ° ৬. ৩৬. ১০ ॥ আপ্° ॥ ~রিন্দ্রিয় — ক্লী°, ভিতরের ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ। ~রীপ—[অন্তঃ মধ্যে গতা আপো যস্ত-বহু°, 'অপ সমাসঃ অপ ইৎ '—পা° ৬. ৩. ৯৭] স্থলাংশের যেটুকু ভাগ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে তাহার অগ্রভাগ, cape ॥ আপ্° ॥ ~রুহা— [বৈদ্যক] স্ত্রী°, শ্বেতদূর্বা। ~বান্—[মূ°-বৎ ; অন্ত + অস্ত্যর্থে মতুপ] ১ অন্তযুক্ত, বিনাশী। 'স হৈতান্ত-বত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকঞ্জয়তি'—বৃহ-উ° ১. ৫. ১৩; ছা-উ° ১. ৮. ৮; গী° ২. ১৮; ৭. ২৩। ২ বিণ, সীমাযুক্ত, শেষবিশিষ্ট, সান্ত। ~বাসী — [মূ°-সিন্। অন্ত+√বস্ + ণিন্ কর্তৃ] ১ [অন্তে গুরু সমীপে বস্তুং শীলং যস্য] ছাত্র, শিষ্য, যে গুরুর নিকটে উপদেশ লইবার জন্য তাঁহার নিকট সর্বদা বাস করে।—পা° ৪. ৩. ১০৪ ; মনু° ৪. ৩৩। [অন্তেবাসী দ্র°] ২ চণ্ডালবি°, যে গ্রাম-সীমায় বাস করে। ৩ বিণ, নিকটবাসী ॥ আপ্° ॥ ~ব্যাপত্তি--স্ত্রী°, মূল বাক্যের পরি-বর্তন। যেমন— √ মিহ > মেঘ ॥ নিরুক্ত আপ্° ॥ ~শয্যা—স্ত্রী°, ১ ভূমি শয্যা ॥ আপ্° ॥ ২ শেষশয্যা, মৃত্যুশয্যা ॥ আপ্° ॥ ৩ মৃতদেহ সৎকারের স্থান, শ্মশান ॥ আপ্° ॥ ~ সৎক্রিয়া—শেষকৃত্য, মৃতের দাহকার্য। ~স্বরিত—কোন বাক্যের শেষ ভাগের উপর স্বরিত মাত্রা ॥ আপ্° ॥

অন্ত₂—[স° শতৃ (অৎ) প্রা° বা পালি অন্ত ; তু° স° জীবন্ত, ঘুমন্ত—উণা° ৩. ১২৭] ১ কোন ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া চলিতেছে এই-রূপ অর্থে প্রত্যয়। যেমন—উঠন্ত (উঠে বা উঠিতেছে এমন উত্থানোন্মুখ), ঘুমন্ত (ঘুমাইতেছে এমন), চলন্ত (চলে বা চলিতেছে এমন), ঝরন্ত, পড়ন্ত, ফলন্ত, ভাসান্ত ই°। ২ [স° অন্তি > বা° অন্ত] বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের এক-বচন বা বহু-বচনের ক্রিয়াবাচক বিভক্তি। যেমন —শুনন্ত, ভ্রমন্ত। ৩ অন্তে যুক্ত এই অর্থ-ব্যঞ্জক পদ। যেমন—অকারান্ত, পদান্ত ই°।

অন্ত₃—[স° অন্ত্র > প্রা° পালি বা অন্ত, অপ্র°] নাড়ীভূড়ি, আঁত ॥ পা-ম° ॥

অন্ত₄—প্রতিবেশী রাজার রাজ্য, রাজ্যের শেষ সীমায় অবস্থিত রাজ্য। তু° প্রত্যন্তদেশ [অনুশাসন দ্র°]।

অন্তঃ—[মূ°—ন্তর্ ; √অম্+অরন্, তুট আগম—উণা° ৫. ৬০ ; ছান্দস্ ; বিপ° বহিঃ ; তু° ইং under ফা°, অন্দর্, জে.ন্দ° aantare গ্রী° intos, লা° inter, গথি° under] ১ মধ্যে, অভ্যন্তরে। 'অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ'— ঋ° ৪. ৫৮. ৬ ; শ-ব্রা° ১. ৮. ২. ৬ ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ২ দুই বা বহুর মধ্যে। 'অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি' — ঋ° ৭. ৮৭. ২ 'সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়াদন্তর্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ'—মনু° ৭. ২২৩; যাজ্ঞ° ৩. ৩০২। ৩ পরিগ্রহ, স্বীকার ॥ বিশ্ব° মে° আপ্° ॥ ৪ প্রান্তে। 'কূপান্তঃ পতিতঃ'—পঞ্চত° ৫; মনু° ৮. ৭৯ ॥ বিশ্ব° শব্দ° ॥ ৫ মন, চিত্ত, অন্তরাত্মা।—গী° ৫. ২৪। ৬ অন্তঃপুর। 'অন্তরেব বিহরন দিবানিশম্'—রঘু° ১৯. ৬; মালবি° ৫. ২০ ॥ আপ্° ॥ ~করণ— ক্রিয়ন্তে নিষ্পদ্যন্তে কর্মাণ্যনেন করণং করণে, ল্যুট্] ক্লী°, অন্তরিন্দ্রিয়, অন্তর্বর্তী জ্ঞানেন্দ্রিয়, ধীন্দ্রিয়। 'দয়ার্দ্রভাবমাখ্যাতন্তঃকরণৈর্বিশ-ঙ্কৈঃ' — রঘু° ২. ১১। পর্যায় — ১ মন, ২ নিশু ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ২ (বেদান্ত-দর্শনে) অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে (ভিন্ন ভিন্ন কার্যানুসারে) বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা — 'মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে ॥'— বেদান্তসার ॥ শব্দ° আপ্° ॥ এই অন্তঃকরণ সংশয়াত্মক বৃত্তি-অনুসারে মনঃ, নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি-অনুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার বা গর্বাত্মক বৃত্তি-অনুসারে অহঙ্কার ও স্মরণকার্য-অনুসারে চিত্ত নামে কল্পিত হইয়া থাকে। উক্ত বৃত্তিনিচয়ভেদে নাম-ভেদ কল্পিত হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে সর্বদা এই বিভাগ অনুসৃত হয় না। অনেক স্থলেই সাধারণ অন্তঃকরণ অর্থে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলেই ঐরূপ অর্থানুসারে মনঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে অন্তঃ-করণ ত্রিবিধ—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। ~কলি —অন্তর্ভূত বিবাদ, সগোত্রগণের মধ্যে বিবাদ। ~কল্প — বৌদ্ধ-মতে বৎসরের সংখ্যাবিশেষ অথবা যুগভেদ ॥ আপ্° ॥ ~কুটিল—১ শঙ্খ, শাঁখ ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ২ বিণ, কুটিলান্তঃকরণ, ক্রূরমনা ॥ শব্দ° আপ্° ॥ ~কৃমি — শরীরাভ্যন্তরে কৃমি-রোগ ॥ আপ্° ॥ ~কোটর পুষ্পা— [বৈদ্যক]নামান্তর – অণ্ডকোটরপুষ্পী। নীল-বুহ্না, ছাগলবেঁটে।—প-মু° রত্না° ॥ ~কোপ — ১ আভ্যন্তরিক কোপ বিপ। বহিঃ কোপ°—মৎস্যপু° ২২৩. ৭ ॥ অভি° আপ্° ॥ ২ গুপ্ত রোষ ॥ আপ্° ॥ ~কোষ,-পট — ১ অন্তর্বাস, মধ্যস্থিত বস্ত্র। [বিবাহে বর ও কন্যার মধ্যে, মন্ত্রদীক্ষায় গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মিলনের শুভ-মুহূর্তের পূর্ব

পর্যন্ত ধৃত যে বস্ত্রখণ্ড] 'তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে। সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥' —চৈ-চ° ১১৫ ॥ ব-শব্দ' ॥ ২ [বা°] পর্দা, যবনিকা। ~পথ— [বৈদিক] পথিমধ্যে ॥ আপ.° ॥ ~পদ — অব্য°, বিভক্তি বা প্রত্যয়যুক্ত পদের অন্তর্বর্তী ॥ আপ.° ॥ ~পদবী — [সুষুম্না-মধ্যগতঃ পন্থাঃ] স্ত্রী°, সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগত পথ। ~পরিধান — ভিতরের পরিধেয় বস্ত্র। ~পরিধি—অব্য°, মণ্ডলের মধ্যে।— ঐ-ব্রা° ৭. ৩৩। ~পর্শব্য—১ অন্তর্বর্তমান। 'অন্তঃপশু পশুকামস্য সায়ং প্রাতঃ'— কা-শ্রৌ° ৪. ১৬. ১৪। ~পাত—১ মধ্য-স্থিতি, সন্ধিস্থান। — সা-দ° ৮. ১৫। ২ যজ্ঞস্থলের মধ্যবর্তী স্থানে প্রোথিত দণ্ডবি°। ~পাতী—[মৃ° - পাতিন্, অন্তর + √ পত্ + ণিন্ কর্তৃ] বিণ, অন্তর্বর্তী, মধ্যস্থিত। ~পাত্র— [বৈদিক] ক্লী°, পাত্রের মধ্যবর্তী, পাত্রের অভ্যন্তরভাগ। ~পাদ—অব্য°, ছন্দের পাদে। ~পাল— [অন্তর্ + √পালি + অ কর্তৃ] অন্তঃপুর-রক্ষক, শুদ্ধান্তরক্ষক। —রা° ২. ৩৭. ৩৬। ~পুর — অন্দরমহল [অন্তঃপুর দ্র°]। ~ পুরিক — ১ স্ত্রীমহলে নিযুক্ত পুরুষ। ২ অন্তঃপুরবাসিনী, রাজরমণী। কামসূত্রে অন্তঃপুরিকাসম্বন্ধে বিশেষ বিধিব্যবস্থা বর্ণিত আছে।— কামসূ° ৫. ৬। [অবরোধ, পর্দাপ্রথা, হারেম দ্র°] ৩ নাট্যে প্রয়োগ-ভেদানুসারে অন্তঃপুরিকার প্রকার-বিশেষের নির্ণয়-বি°। —'আশ্রিতাং নাটকীয়াঞ্চ কামু-কাং শিল্পকারিকাম্। বিজ্ঞয় আন্তঃপুরিকা পশ্চাশ্চপরিচারিকা ॥' —ভাবপ্র° (GOS) ২৮৯, ১০ অধি. ১৫-৬ পঙ। ~ পুষ্প — রমণীগণের অপ্রকাশিত রজঃ, দ্বাদশ বৎসর হইতে ঋতুকাল পর্যন্ত রমণীদের অপ্রকাশিত রজঃ। ~পূয—সপূয (ক্ষত), পূযস্রাবী (ক্ষত)। —সুশ্রু° ২. ৭. ১। ~পেয়—আকণ্ঠ পান। 'সুরায়া অন্তঃপেয়-মন্তঃপানং জিগ্মুঃ'—ঋ° ১০.১০৭. ৯ (সায়ণ)। ~প্রকৃতি—স্ত্রী°, ১ অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। ২ রাজার অন্তরঙ্গ, অমাত্যাদি। ৩ মন, আত্মা ॥ আপ.° ॥ ~প্রকোপ—অন্তর্কলহ, অন্তর্বিবাদ। 'অণুরপ্যাহন্তি বিগ্রহঃ প্রভু-মন্তঃপ্রকৃতিপ্রকোপজঃ'—কিরাত° ২. ৫১ ॥ আপ.° ॥ ~প্রজ্ঞ—বিণ, যিনি স্বতঃই জ্ঞান-সম্পন্ন। ~প্রতিষ্ঠান — অন্তে অবস্থান ॥ আপ.° ॥ ~প্রবিষ্ট—বিণ, ১ অন্তর্গত, মধ্যগত। ২ মনোগত। ~স্ফুপ্ত—ক্লী°, অন্তরে সঞ্চারিত। ~প্রবেশন— ক্লী°, ভিতরে প্রবেশ করান, কোন রচনার মধ্যে অন্য রচনা প্রবেশ করান, interpolation. ~শরীর—ক্লী°, ১ স্থূলদেহমধ্যস্থ দেহ, লিঙ্গদেহ। ২ অন্তঃকরণ।—রঘু° ৬. ৩৯। ৩ অব্য°, শরীরে, দেহে।—গী° ১৭. ৬। ~শল্য—ক্লী°, মনোব্যথাজনক বস্তুমাত্র ॥ ব-শব্দ° ॥ ~শিলা— বিন্ধ্য হইতে উত্থিতা নদীবি° ॥ আপ.° ॥ ~শুদ্ধ—বিণ, নির্দোষাত্মা। 'অন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ।' —মেঘ° পূ. ৫০। ~শূন্য—বিণ, রিক্ত, ফাঁকা, যাহার ভিতরে কিছু নাই ~শ্লেষ, -শ্লেষণ—[বৈদিক] আন্তরিক সাহায্যে। 'এতানি হ বৈ বেদানামন্তঃশ্লেষণানি যদেতা ব্যহৃতয়ঃ' — ঐ-ব্রা° ৫. ৩২ ॥ আপ.° ॥ ~সংজ্ঞ—[বহু°] বিণ, যাহার ভিতরে চেতনা আছে এরূপ, অন্তশ্চৈতন্যবিশিষ্ট। মনু° ১. ৪৯। ~সংজ্ঞা — [দর্শন°] অন্তর্জাত প্রজ্ঞা বা জ্ঞান, মনোগত চৈতন্য। [সংজ্ঞা দ্র°] ~সত্তা — ১ অন্তঃস্থিতি, ভিতরের বস্তুর বিদ্যমানতা বা সদ্ভাব। ২ আত্মা, আমি। ~সত্ত্বা— ১ [বৈদ্যক] স্ত্রী°, ভল্লাতক, ভেলা ॥ শব্দচ° শব্দ° ॥ ২ [অন্তঃ (মধ্যে) সত্ত্ব (প্রাণী) যাহার—বহু° স্ত্রী আপ.] বিণ, সসত্ত্বা, গর্ভিণী, গর্ভবতী, [গর্ভবতী দ্র°] ॥ শব্দ° ॥ ~সন্দংশ—লিঙ্গ-ভেদ-বি°।—কামসূ° ২. ৯. ৯, ১৫ ; র-র-প্র° ২. ২৩, ৩০-১। ~সলিল—[স্ত্রী—া] ক্লী°, মৃত্তিকার (ভূপৃষ্ঠের) নিম্নস্থিত জল ; যাহার মধ্যে জল আছে। 'নদীমিবান্তঃসলিলাং সরস্বতীম্'—রঘু° ৩. ৯। ৩ অব্য°, সলিলে, জলে। ~সার—১ অন্তর্নিহিত সারাংশ।—হিতো° ২. ১০৫ ॥ আপ.° ॥ ২ [বহু°] বিণ, অন্তরে তেজঃসম্পন্ন। 'অন্তঃ-সারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাম্'— মেঘ°পূ. ২০ ॥ আপ.° ॥ ~সুখ—বিণ, সুখ-সম্পন্ন, আনন্দময়।—গী° ৫. ২৪ ॥ আপ.° ॥ ~স্থ— ১ [ব্যাক°] স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যস্থিত বলিয়া য র ল ব এই চারিটী অন্তঃস্থ বর্ণ। 'য র ল ব অন্তঃস্থাঃ'— পা° ৮. ২. ১ (কাশিকা)। ২ [অন্ত+ √স্থা + অ কর্তৃ] বিণ, অন্তর্বর্তী, মধ্যবর্তী। 'যস্যান্তঃস্থানী ভূতানি'—গী° ৮. ২২। ৩ হৃদয়স্থ।—ভা° ২. ২. ১৭। ~স্থমুদ্গর— কর্ণের অস্থিবি°। যদ্দ্বারা কর্ণপটহের কম্পন কর্ণপটহমধ্যস্থ স্থূলাস্থিতে সঞ্চারিত হয়, মুদ্গরাস্থি ॥ আপ.° ॥ ~স্থূল—অভ্যন্তরাংশ, অন্তর্বর্তী অংশ বা ভাগ। ~স্বেদ—[অন্তঃ স্বেদো মদজলস্যন্দনং যস্য—বহু°] (মদস্রাবী) হস্তী ॥ আপ.° ॥ ~স্বেদা— ১ বিণ, আভ্যন্তর স্বেদযুক্ত, শরীরাভ্যন্তরে ঘর্মাক্ত। ২ অতিরিক্ত স্বেদযুক্ত। গ্রীষ্মকালে যুদ্ধাভি-যানে হস্তী অন্তঃস্বেদা হইলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। 'হস্তিনো হ্যন্তঃস্বেদাঃ কুষ্ঠিনো ভবন্তি' —অর্থ° ৯. ১. ৪৭।

অন্তঃকণ্ঠশল্যাবলোকনী — [বৈদ্যক] স্ত্রী°, নাড়ীযন্ত্র-বি°। দশ অঙ্গুলি-পরিমিত এবং লৌহাদি ধাতুনির্মিত ফাঁপা শলাকাকৃতি যন্ত্র-বি°। —অত্রি-স°। ব্যবহার—কণ্ঠাভ্যন্তরে মৎস্যাদির কণ্টক বা অন্য কোনও শল্যাদি বিদ্ধ হইলে এই যন্ত্রের এক প্রান্ত গলদেশে প্রবেশ করাইয়া অপর প্রান্তের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করাইয়া, শল্যাদির অবস্থান নিরূপণ করিতে হয়।

অন্তঃকরণ-প্রবোধ — বল্লভাচার্য-কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থবি°। বল্লভাচার্যের 'ষোড়শ-

গ্রন্থ'-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭২ খ্রী° বিট্‌ঠল দীক্ষিতের 'সর্বোত্তমস্তোত্রে'র সহিত ইহা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৮৮৪ খ্রী° মুকুন্দদাস তাঁহার 'পদার্থটীকা-ভাষাটীকা' নামক হিন্দী গ্রন্থে ইহা সঙ্কলন করেন। ১৮৯৪ খ্রী° বৈদ্যশাস্ত্রী মাধবজী গোপালজী ইহা গুজরাতীতে ভাষান্তরিত করেন। ১৯১১ খ্রী° ছগনলাল শাস্ত্রি-কর্তৃক গুর্জরভাষায় ইহার ভাষ্য প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রী° গিরিধর মূলজী শাহ্‌-কর্তৃক আর একটী গুজরাতী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রী° হীরালাল দুর্গাশঙ্কর 'গ্রন্থরত্নসমুচ্চয়ে' ইহার অনুবাদ সন্নিবেশিত করেন। ১৯২২ খ্রী° ভট্ট রামনাথ শর্মা আর একটী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বর্ষেই কাশীরামাত্মজ কেশব শাস্ত্রি-কর্তৃক তাঁহার 'ষোড়শগ্রন্থে' ইহার আর একটী গুজরাতী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খ্রী° উহার আর একটী সংস্করণও বাহির হয়। ১৯২৭ খ্রী° 'বৃহৎস্তোত্রসরিৎ-সাগরে' ইহা গদ্যে ও পদ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। [ষোড়শগ্রন্থ, গ্রন্থরত্নসমুচ্চয় ও বৃহৎস্তোত্রসরিৎসাগর দ্র°]—IOC, rd. ed., ii. pt.-i., 128.

অন্তঃকরণরূপ উপশম — [জৈন°] অন্তরের প্রশান্তি, শমতা। কর্মনিচয়ের (যেগুলি হইতে ভবিষ্যতে ফললাভ করা যায়) দ্বারা ইহা লাভ করা যায়; এগুলির পরিপূর্ণতা লাভ করিবার সময়ের পূর্বেই হয়তো এই উপশম লাভ করা যায়, আবার সময় উত্তীর্ণ হইলেও উহা বাধাপ্রাপ্ত হয়।—JD, 17.

অন্তঃপঞ্চমকারযজন—[তন্ত্র°] কুলার্ণবতন্ত্র-বর্ণিত অন্তর্যাগ-বি°। মদ্যাদি পঞ্চ-ম-কারে যোগসাধনা করা হয় বলিয়া এই যজনের নাম—অন্তঃপঞ্চমকারযজন। এই অন্তর্যাগে কুণ্ডলিনী শক্তি সুরা, শিব মাংস—ভৈরব ইহাদের ভোক্তা। শিব-শক্তির যোগে যে আনন্দের বিকাশ হয় তাহাই মোক্ষ এবং এই আনন্দই পরব্রহ্মের রূপ। এই আনন্দ সাধকের দেহে বর্তমান থাকে, দেবতার উদ্দেশ্যে যে বস্তু প্রদান করা হয় তাহা এই আনন্দেরই অভিব্যঞ্জনা। এজন্য যোগসাধনায় পঞ্চ-ম-কারের সেবা বিহিত। যিনি লিঙ্গত্রয় (স্বয়ম্ভূ, বাণ ও ইতর) বিশেষভাবে জানেন তিনি ষট্‌-চক্রপদ্মের ভেদক। যিনি সকল পীঠস্থানে আসিয়া মহাপদ্মবনে (শিবসন্নিধানে) যাইতে পারেন এবং যিনি মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনঃ পুনঃ গমনপূর্বক চিন্ময় শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির একত্ব সম্পাদন করিয়া সহস্রদল পদ্মের মধ্যবর্তী চন্দ্রমণ্ডল হইতে সুধা পান করিতে পারেন—তাঁহারই মধু পান করা হয়। সাধারণ সুরাপানকে মদ্যপান বলা হয়। যে সাধক যোগবিদ্যা অবগত হইয়া জ্ঞানখড়্গদ্বারা পুণ্য ও পাপরূপ পশুকে বলি দিয়া ব্রহ্মে চিত্ত লয় করিতে সমর্থ হন অথবা যিনি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় সংযত করিয়া আত্মায় যোজনা করিতে পারেন, তিনিই মাংসাশী। যাঁহারা পরা শক্তির সহিত শিবের মিথুন-সংযোগ সম্পাদনপূর্বক আনন্দপূর্ণ হইয়া মুক্ত হন, তাঁহাদেরই মৈথুন করা হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

অন্তঃপুর—[অন্তর্মধ্যস্থ পুর—কর্মধা°। ফা° অন্দরমহল] ক্লী°, বাটীর বা প্রাসাদের মধ্যবর্তী অংশবি°। এই অংশে রমণীরা অবস্থান করে; এজন্য ইহাকে 'অবরোধ'ও বলা হয় [অবরোধ দ্র°]। 'স্ত্র্যগারং ভূভুজামন্তঃপুরং স্যাদবরোধনম্'—অম°। পর্যায়—অবরোধন, অবরোধ, শুদ্ধান্ত॥ অম° শব্দ°॥ অন্তঃপুরে রমণীগণের এই অবরোধ 'পর্দানশীলতা' নামে খ্যাত। সমাজব্যবস্থায় পর্দাপ্রথা একটী বিশেষ ব্যবস্থা। [পর্দাপ্রথা দ্র°] বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে দেখা যায়, প্রতি গৃহেই অন্তঃপুরের ব্যবস্থা বিশেষভাবে রক্ষিত হইত। এই সমস্ত অন্তঃপুরে গৃহস্থের (নাগরকের) অন্তঃ-পুরিকারা সাধারণের অগোচরে নিভৃতাবাস করিত।— কামসূ° ৫. ৬। মুসলমানযুগেও হারেমের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। [হারেম দ্র°] কোন কোন ভারতীয় গ্রন্থে অন্তঃপুর শব্দ রাজমহিষী, রাজপরিবারভুক্ত রমণী, অন্তঃপুরবধূ প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। — মনু° ৭. ১৫৩; রা° ২. ৩. ১৩; ১৪. ২৯, ৬৬; ১৫. ১৮, ৪৭; ৫. ৪. ৩০; ৭. ৪২. ২৭; পঞ্চত° (বোম্বাই-সং) ১. পৃ° ৩৮, ৫৮, ৬১, ১৬৮; DHA; Ep. Carn., vii. 107. ~চর—[অন্তঃপুর + √চর্ + ট কর্তৃ] বিণ, ১ অন্তঃপুরবিহারী, অন্তপুররক্ষক। ২ কঞ্চুকী। ৩ অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

অন্তক'—১ এক জন রাজর্ষি। রাজর্ষি অন্তককে অসুরেরা একদা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হিংসা করিতেছিল—তখন অশ্বিদ্বয় নানা উপায়ে ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। —ঋ° ৩. ১১২. ৬। ২ মগধের শুঙ্গবংশীয় নরপতি। বসুমিত্রের দশ বৎসর রাজত্বের পর ইনি দুই বৎসর রাজত্ব করেন।—মৎস্যপু° ২৭১. ২৭-৮। ৩ যম, কালান্তক [অন্ত, ~দ্র° ।

অন্তক,—[বৈদ্যক] ১ কাঞ্চনার বা রক্ত কাঞ্চন বৃক্ষ। ২ সন্নিপাতজ্বরের ভেদবি°। ত্রয়োদশবিধ সান্নিপাতিক জ্বরের অন্যতম। লক্ষণ—যে সন্নিপাতজ্বরে অবিরত শিরঃকম্প, কাস, সর্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, অতিমাত্রায় দেহসন্তাপ, বৈকল্য, প্রলাপ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে, যে সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহ গ্রন্থিদ্বারা ও উদর বায়ুদ্বারা পূর্ণ হয় এবং সর্বদা চৈতন্যাভাব ও শ্বাসকষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তাহাই অন্তক নামে অভি-হিত হইয়া থাকে। —ভা-প্র° ম. খ. ১।

অন্তক-প্রতিমা-দানবিধি — গ্রন্থবি°।— Burnell, 150a ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তকর্ম — গ্রন্থবি°।— Ben. 10. ॥ Cat. Cat. ॥ ~দীপিকা—ধর্মগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—হরিভট্ট দীক্ষিত। —Bik. 359 ॥ Cat. Cat, ॥ ~বিধি—গ্রন্থবি° ।—Taylor, i. 220 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তকৃদ্দসা, অন্তগডদসাও—(বা অন্তগডদসাঙ্গসুত্ত)। জৈন শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসূত্র দ্বাদশাঙ্গের অন্যতম অষ্টম অঙ্গ [অঙ্গ, দ্র°]। চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের জীবনে যে দশ জন শ্রাবক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা কর্মের বন্ধন অতিক্রম করিয়া পরিণামে মোক্ষলাভ করেন, তাঁহাদের বিষয়ই এই অঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ২,৩২৮,০০০ পদ আছে।

অন্তকৃদ্দসার মূল প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রী° রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে L. D. Barnett ইহার (৯ম সূত্র অণুত্তরোববৈয়দসাও বা অনুত্তরৌপপাতিকদসা-সমেত) একখানি ইংরেজী সংস্করণ সঙ্কলন করেন। ১৯২১ খ্রী° বোম্বাই-এর আগমোদয় সমিতি হইতে অভয়দেব সূরি 'অন্তকৃদ্দশাবৃত্তি' নামে ইহার একটী ভাষ্য সঙ্কলন করেন। ১৯৩১ খ্রী° কলিকাতা হইতে ভাষ্যসমেত ইহার একটী গুজরাতী সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

[JD, 18 ; C. J. Shah : Jainism in Northern India, 225 ; Charpentier : 'The Hist. of the Jainas'—CHI, i. Intro. 14 ; H. Jacoi :b Kalpa-Sutra, Intro. xliv ; Buhler — IA, vii. 29 ; L. D. Barnett : Antagada-Dasao & Anuttaro-vavaiya-Dasao, Lond. 1907 ; IOC, rd.ed., ii. pt.-i, 128-9.]

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অন্তজাতক—বৌদ্ধ জাতকমালার ২৯৫ সংখ্যক জাতক। দেবদত্ত ও কোকালিক যখন শিষ্যসংগ্রহের জন্য পরস্পরের স্তুতি গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় বেণুবনে বুদ্ধ ইহা প্রচার করেন। এই জাতকে বলা হইয়াছে, দেবদত্ত ও কোকালিক যথাক্রমে শৃগাল ও কাক ছিল। শৃগালরূপী দেবদত্ত এক বৃষের মৃতদেহ হইতে মাংস ভক্ষণ করিতেছিল, সেই সময় বায়সরূপী কোকালিক সেই মাংস নিজে লাভ করিবার ইচ্ছায় শৃগালের প্রশংসা করিয়াছিল।—জা° ২. ৪৪০-১ ॥ MDPP ॥

অন্তদুর্গপালক, অন্তপাল—রাজ্যসীমান্তরক্ষার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। —অর্থ° ১. ১২. ৮ ; ৮. ৪. ৪৯ ; ১৩. ৪.১৭। তু° Warden of the Marches (ইংলণ্ড)। অন্তপাল বা অন্তদুর্গপালকগণ সীমান্তের দুর্গসমূহের অধিনায়ক নিয়োজিত হইতেন। শত্রু ও মিত্রের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ইঁহাদের কার্য ছিল। ইঁহাদের অনুমতি বা ছাড়পত্রে (passport) রাজ্যে প্রবেশ করিবার ও রাজ্য হইতে বাহিরে যাইবার অধিকার পাওয়া যাইত। ইঁহাদের প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন ছিল দ্বাদশ সহস্র পণ (T. L. Shah : Ancient India, ii. 202)। কৌটিল্য যুদ্ধকালে ইঁহাদের কার্যকলাপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—এই সমুদয় সীমান্তদুর্গরক্ষিগণ নকুল, বানর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির লাঙ্গুলে অগ্নিপ্রজ্বালক বারুদ মাখাইয়া তদ্দ্বারা নিকটবর্তী পর্ণকুটীরাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকেন।—১৩. ৪. ১৭। আবার তিনি ইঁহাদের দুর্নীতি-সম্বন্ধেও মন্তব্য করিয়াছেন। ইঁহারা তস্করদিগকে অবাধগতির অধিকার দিয়া এবং ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অযথা অতিরিক্ত বাণিজ্যকর লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করেন ; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কৌটিল্য ইঁহাদের সৎকার্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইঁহারা বাণিজ্যদ্রব্যের সমাদর করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। — ৮. ৪. ৪৯। অন্যত্র বলা হইয়াছে—এই শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য রাজা সদ্বংশীয় ও বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করেন।—১. ১২. ৮ইং°।

গুপ্তসাম্রাজ্যে 'গোপ্তা' নামক সীমান্তরক্ষী রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায় [গোপ্তা দ্র°]। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' (১. ৩৪) অন্তপাল নামক দুর্গের উল্লেখ আছে—দুর্গরক্ষককে অন্তপাল বলা হয় নাই। এই দুর্গ নর্মদাতীরে স্থাপিত ছিল এবং রাজবংশীয় বীরসেন ইহার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। ত্রিভুনদাস শাহ্‌ (Ancient India, ii. 195-6) অন্তপালকে অষ্টাদশ মন্ত্রীর অন্যতম বলিয়াছেন (?) ; এই অষ্টাদশ মন্ত্রীর উপর রাজ্যেশাসনভার থাকিত।

[R. Shamasastry : Kautilya's Arthasastra, Bangalore 1915, 23, 403, 487 ; Dr. J. Jolly & Dr. R. Schmidt : Arthasastra of Kautilya, i. 13, 201, 249 ; T. Ganapati Sastri : Arthasastra of Kautilya, i. 57-8 ; iii. 30, 202.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অন্তধুরা—যুক্তপ্রদেশে আলমোরা জেলার অন্তর্গত গিরিবর্ত্ম। অক্ষা° ৩০° ৩৫´ উ° ; দ্রাঘি° ৮০° ১১´ পূ°। এই গিরিপথ দিয়া তিব্বতসীমান্তে যাওয়া যায়। গ্যনিমা গিরিশ্রেণীর পাদদেশে তনকপুর হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা তিব্বতের গর্তোক নামক স্থান পর্যন্ত গিয়াছে। যাত্রীদের পক্ষে এই পথ দিয়া যাওয়া খুব আয়াসসাধ্য। ইহা ১৭,৩০০ হইতে ১৭,৬০০ ফুট উচ্চে তিনটী গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়াছে ; এই গিরিশ্রেণী তিনটীর গিরিবর্ত্মের অতিক্রম-স্থান বৎসরের মধ্যে এগার মাস তুষারাবৃত থাকে।—IG, v. 386-7.

অন্তনিহার—[বাস্তু°] সৌধের অধিষ্ঠান-ভূমির অংশবি°। 'মানসারে'র ৩১ সংখ্যক 'প্রাকারবিধান' অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—সৌধের অধিষ্ঠানক্ষেত্র পাঁচটী অংশে বিভক্ত করিতে হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় অংশ—অন্তনিহার।

[Dr. P. K. Acharya : Ind. Arch. according to Manasara-Silpasastra, 51, 154.]

অন্তপাল—[অন্তদুর্গপালক দ্র°]।

অন্তর,—[অন্ত+√রা+ক। জে.ন্দ° aantara ; লা° inter ; গথি° anthar ; ই° interior. বিপ° বাহ্য] ১ ফাঁক, ব্যবধান, মধ্যবর্তী কাল। 'যৎসদন্তরঃ পূর্বো অস্মৎ'—ঋ° ১০. ৫৩. ১ ; 'ব্রহ্মাহমন্তরং কৃণ্বে পরা স্বপ্নমুখাঃ শুচঃ'—অ° ৭. ১০০. ১ ; 'ন বাহং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ'—শ-ব্রা° ১৪. ৭. ১. ২ = বৃহ-উ° ৪. ৩. ২১ ; গী° ১১. ২০ ; কুমার° ১. ৪০ ; রঘু° ৩. ৫৪।

২ অবকাশ, প্রবেশমার্গ।—রঘু° ৬. ৬৬। ৩ আচ্ছাদন, পরিধান-বস্ত্র। —পা° ১. ১. ৩৮ (কাশিকা) ॥ বোপ° অম° শব্দ° ॥ ৪ মধ্য, ব্যবধান। তু°—স্বরান্তর, অবগ্রহান্তর। —রঘু° ১৩. ৩৮ ॥ অম° শব্দ° ॥ ৫ অদৃশ্য হওয়া, তিরোধান। ৬ প্রভেদ, ভিন্নতা ॥ অম° শব্দ° ॥ ৭ আধিক্য, তারতম্য। ৮ ক্লী°, তুল্য, সদৃশ।—পা° ১. ১. ৫০ ॥ অম° মে° ॥ ৯ আত্মা। ১০ আত্মীয়, স্বীয়।—কিরাত° ৫. ১৮। ১১ সময়। যেমন—মাসান্তর, মন্বন্তর।—মনু° ১. ৬৩ ॥ অম° ॥ ১২ সুযোগ ॥ আপ°॥ ১৩ [গণিতে] বিয়োগ-ফল ॥ আপ° ॥ ১৪ বিণ, (অন্য শব্দযোগে) ভিন্ন, অপর।—পা° ৬. ২. ১৬৬। যেমন—লোকান্তর, দেশান্তর।—পা° ২. ১. ৭২ (কাশিকা)। ১৫ বিনা, ব্যতিরিক্ত ॥ অম° শব্দ° ॥ ১৬ ছিদ্র ॥ অম° ॥ ১৭ আসন্ন (নিকটস্থ)। 'ন যৎপরো নান্তর আদধত্ত্বযসৃ' — ঋ° ২. ৪১. ৮। ~ঙ্গ—১ [বহু°] আত্মীয়, বন্ধু। ২ অত্যন্ত প্রিয়, প্রিয়তম। বিপ° বহিরঙ্গ। ৩ [অন্তঃস্থিত অঙ্গ —কর্মধা°] ক্লী°, চিত্ত, অন্তঃকরণ। ৪ [ব্যাক°] প্রকৃত্যাশ্রিত (কার্য), অঙ্গাশ্রিত (বিধি)।—পা° ১. ৩. ১১ (কাশিকা)। ৫ [অন্তর + √গম্ + ড খচ্ কর্তৃ] বিণ, অন্তর্বর্তী, মধ্যবর্তী। বি—অন্তরঙ্গতা। ~ঙ্গিকা [প্রা° অন্তরিজ্জিয়া] বেশবাটিকগণের শাখা-বি° [বেশবাটিক দ্র°]।—SBE, xxii. 291. ~চক্র—১ [তন্ত্র°] তন্ত্রসাধনায় দেহমধ্যবর্তী ষট্‌চক্রের অন্তর্ভুক্ত চক্র [ষট্‌চক্র দ্র°]। ২ কাক-চরিত্র-বিদ্যা, শকুনবিদ্যা, শকুনরুত জ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান, শুভাশুভলক্ষণবিদ্যা reading of omens and augury. ৩ পক্ষীর শুভা-শুভজ্ঞাপক পক্ষিশাস্ত্র।—অর্থ° ১. ১২. ১। ~জ্ঞ—[অন্তর + √জ্ঞা + ক কর্তৃ] বিণ, ১ যে ভেদ জানে, বিশেষজ্ঞ।—কিরাত° ১১. ২৪। ২ অন্তর্যামী, যিনি মনের কথা জ্ঞাত আছেন। ~টিপনি, -টিপুনি, -টিপ্পনি — [প্রাদে°] অন্তর-চাপ, অন্তর্ভূত টিপনি, ভিতরে ভিতরে ঠোকর কাটা, অলক্ষিত ভাবে পীড়া দেওয়া। ~দৃশ্—বিণ, পরমাত্মানুসন্ধায়ী ॥ আপ° ॥ ~ পুরুষ—অন্তরস্থিত পুরুষ, পরমেশ্বর, আত্মা।—মনু° ৮. ৮৫ ॥ আপ° ॥ ~প্রভব— [অন্তরে প্রভব যাহার—বহু°] ভিন্নবর্ণ পিতামাতা হইতে উৎপন্ন জাতি। 'অন্তরপ্রভবাণাং চ ধর্মান্নো বক্তুমর্হসি' —মনু° ১. ২। [অনুলোম ও প্রতিলোম শব্দ দ্র°] ~রহস্য — ক্লী°, গূঢ়রহস্য, ভিতরের কথা। ~স্থ—১ জীব। ২ [অন্তর + √স্থা + ক কর্তৃ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহা মনের ভিতরে থাকে, মনের বাহিরে যাহা প্রকাশ পায় না, আন্তরিক, স্বাভাবিক। —পঞ্চত° ১. ২২১ ॥ আপ° ॥ ৩ মনোগত। ৪ দূরস্থ। ~হিয়া — [স° অন্তর্হৃদয় >] কাব্যে] বুকের ভিতর।

অন্তর,—রাজা শশবিন্দুর পৌত্র ও পৃথুশ্রবার পুত্র। পুরাকালে ইনি যজ্ঞের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং ধর্মাত্মা উশনা নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীপতি হন। ইনি এক শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র মরুত্ত।—বায়ুপু° ৯৪. ১৮. ২৪; ব্রহ্মপু° ১৫. ৫-৬।

অন্তর—[বাস্তু°] উপপীঠ ও অধিষ্ঠানের বন্ধনীবি°। ইহার অর্থ হইতেই বোঝা যায় যে, ইহা কোন দুইটী বস্তুর অন্তর্বর্তী স্থান। মূলতঃ ইহা দুইটী বৃহত্তর বন্ধের মধ্যবর্তী বন্ধ। স্তম্ভপৃষ্ঠের বন্ধনী (fillet), স্বল্পায়ত বন্ধনী (listel) বা স্তম্ভাগ্রবন্ধনী (annulet) এই বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে 'অন্তরিত'ও বলা হয় [অন্তরিত দ্র°]।—মান° ১৩. ১২১; ১৪. ৫৯-৬০।

[DHA, 45; Joseph Gwilt: Encyclopaedia of Architecture, 1867, art. 2532, fig. 874 দ্র°]

অন্তরঙ্গারি—[জৈন-শা°] মনুষ্যত্ব-বিনাশকারী চারিটী রিপু। জৈনাচার্য পদ্মপ্রভ এই চারিটী রিপুকে দেহের অন্তর্গত কষায় বলিয়াছেন। দেহের অন্তর্গত চারিটী পাপ—ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ। রাগ ও দ্বেষ লোভের অনুস্যূত ফলমাত্র।

অন্তরঞ্জনম্—দক্ষিণ ভারতের পর্দান-শীল নম্বূদ্রী ব্রাহ্মণ রমণীদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

[SI Castes & Tribes, i. 48; Wigram: Malabar Law & Custom]

অন্তরপেয্যাল — পালি নিদান-সংযুত্তের একটী বিভাগ। ইহাতে সংক্ষিপ্ত সূচীসহ ১২টী সুত্ত আছে। — সং-নি° ২. ১৩০ ই° ॥ MDPP ॥

অন্তরমেগিরি — বৌদ্ধবিহার-বি°। রাজা ধাতুসেন ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। —চূলব° ৩৮. ৪৮ ॥ MDPP ॥

অন্তরমুহূর্ত—[জৈন°] 'স্থিতি' বা সময়ের পরিমাপ-বি°। 'জঘন্য' বা ন্যূনতম এবং 'উৎকৃষ্ট' বা দীর্ঘতম স্থিতিকে পরস্পর হইতে ভাগ করিবার যে মাত্রা—অথবা 'স্থিতি'র যে অবিদ্যমানতা, জৈনদর্শনে তাহাকে 'অন্তর' বলা হয়। 'উপশম'জনিত স্থিরসিদ্ধান্ত বা আত্মায় 'কর্মে'র অবক্ষেপ ইহাদের যে কোন 'বিধানে' দীর্ঘতম ও ন্যূনতম স্থিতির প্রত্যেকটী 'অন্তরমুহূর্ত'; অথবা ঐহিক আত্মায় কর্মবস্তুর 'ক্ষয়' হইতে ন্যূনতম স্থিতির প্রত্যেকটী অন্তর-মুহূর্ত, পারলৌকিক আত্মায় দীর্ঘতম স্থিতি =৩৩ সাগরের সূচনা হয় এবং উহা চির-স্থায়ী হয়; অথবা 'ক্ষয়োপশম' অর্থাৎ কর্মের ক্ষয় ও উপশমের সংসর্গ হইতে ন্যূনতম স্থিতিই এক অন্তরমুহূর্ত—এস্থলে দীর্ঘতম স্থিতি = ৬৬ সাগর। [মুহূর্ত, স্থিতি দ্র°]

[J. L. Jaini: Outlines of Jainism, 57; JD, 17.]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অন্তরবড়্‌ঢমান—সিংহলের একটী পর্বত। অম্বরিয়-বিহারের পিঙ্গল বুদ্ধ-রক্ষিতের নিকট এক কৃষক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। একদা সে তাহার একটী বৃষের অন্বেষণে এই পর্বতসন্নিধানে উপস্থিত

হইলে এক সর্প-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধ-উপদেশ-অনুযায়ী সে সর্পটীকে হত্যা করা হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় সর্পও তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। — সং-অর্থ° ২. ১১২-৩; ধর্মসঙ্গ-অর্থ° ১০৩॥ MDPP॥

অন্তরবক্কার — যে দ্রুতগতিশীলতা হারায়। গ্রীষ্মকালে যুদ্ধাভিযানে হস্তী অবগাহন করিতে না পারিলেও পানের জন্য জল না পাইলে অন্তরবক্কার হয় অর্থাৎ দ্রুতগতিশীলতা হারায় ও অশান্ত হইয়া ওঠে। 'অনবগাহমানাস্তোয়মপিবন্তশ্চান্তর-বক্কারস্তাঙ্কীভবন্তী'—অর্থ° ৯. ১. ৪৮।

অন্তরবিট্ঠি — সিংহলরাজ প্রথম বিজয়বাহু সিংহলের যে কয়টী গ্রাম ভিক্ষু-গণকে দান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা পুলত্থিপুরের (তদানীন্তন রাজধানী) নিকটে অবস্থিত ছিল। [বিজয়বাহু ১ম দ্র°]—চুলব° ৬০. ৬৮; ৬১. ৬৪; ৭০. ৩২২॥ MDPP॥

অন্তরসোব্ভ — সিংহলের একটী স্থান। এখানে দুট্ঠগামনী দমিল-রাজ মহাকোট্ঠকে পরাজিত করেন [দুট্ঠগামনী দ্র°]। রাজা মনাবম্ম এখানে দেববিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন [মনাবম্ম দ্র°]। মলিয়দেব এখানে 'মহাসড়ায়তনিক সুত্ত' প্রচার করেন; তখন ৬০ জন ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করেন।—মহাবংথ, ২৫. ১১; চুলব° ৫৮. ৪; মজ্ঝি-অর্থ° ২. ১০২৪॥ MDPP॥

অন্তর স্বর–[সঙ্গী°]। মধ্য, অন্তরস্থ, অন্তর্বর্তী বা অতিক্রান্ত স্বর। যেমন—স হইতে গ-এ আরোহণ বা গ হইতে স-এ অবরোহণ করিলে মধ্যবর্তী অতিক্রান্ত র (ঋষভ) অন্তর স্বর। অথবা সপ-স্বরদ্বয়ের অন্তর্বর্তী রগম-স্বরত্রয় অন্তর স্বর ইত্যাদি। এই অন্তর স্বরকে অনেকে 'অন্তরমার্গ' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

'স্বরসাধারণ তত্র চতুর্ধা পরিকীর্তিতম্।
কাকল্যন্তর ষড়্জৈশ্চ মধ্যমেন বিশেষণাৎ॥'
—সঙ্গী-দ° ১৫৬।

অর্থাৎ, স্বর চার প্রকার — কাকলী-সাধারণ, অন্তর-সাধারণ, ষড়্জ-সাধারণ ও মধ্যম-সাধারণ। তন্মধ্যে অন্তর-সাধারণ বা অন্তর স্বর—

'অন্তরস্যাপি গ-ময়োরেবং সাধারণং মতম্।'
—সঙ্গী-দ° ১৫৭।*

আবার—'মধ্যমস্য গান্ধারস্ত্বন্তরঃ স্বরঃ।
—সঙ্গী-ম° ৭৩।

'অন্তরস্যাপি গ-ময়োরেবং সাধারণং মতম্।'
—সঙ্গী-র° ৩।

অন্তর স্বর বিভাগটী সঙ্গীতরত্নাকরের সাধারণ-প্রকরণের অন্তর্গত [সাধারণ-প্রকরণ দ্র°]। টীকাকার সিংহভূপাল সঙ্গীত-রত্নাকরের এই অন্তর স্বর-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, অন্তর স্বর গান্ধারের শ্রুতিদ্বয় ও মধ্যমের আদ্যশ্রুতিদ্বয় লইয়া মোট চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট স্বর। কারণ, মূর্ছনাপ্রকরণে রত্নাকরকার অন্তর স্বরের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

'…মধ্যমস্য গান্ধারস্ত্বন্তরঃ স্বরঃ'।—সঙ্গী-র° ১৭।†

রত্নাকর-মতে—

(১) গান্ধারের শ্রুতিদ্বয় রৌদ্রী ও ক্রোধা, মধ্যমের আদ্যশ্রুতিদ্বয় বজ্রিকা ও প্রসারিণী = অন্তর স্বর বা অন্তর গান্ধার। মকরন্দ-মতে—

(২) গান্ধারের শ্রুতিদ্বয়—হ্লাদি ও নির্বিরী, মধ্যমের শ্রুতিদ্বয়—দিরা ও সর্পসহা = অন্তর গান্ধার। ইত্যাদি।

সিংহভূপাল এজন্য গান্ধার ও মধ্যমের সাধারণত্বের ঐক্য দেখাইয়াছেন—'অস্য অন্তরস্য গান্ধারমধ্যময়োর্যৎ সাধারণত্বং তৎসাধারণমিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ — অন্তর-গ হইলে গ ও ম-স্বরদ্বয়েরও এইরূপ তুল্যাবস্থা হয়, এজন্য অন্তর স্বরকে অন্তরসাধারণও বলে।

এই চতুঃশ্রুতিক অন্তর গান্ধার ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের বিকৃত স্বর। বিকৃত স্বর-যুক্ত মূর্ছনাও আবার তিন প্রকার। যথা, 'চতুর্ধা তাঃ পৃথক্ শুদ্ধাঃ কাকলীকলিতা-স্তথা। সান্তরাস্তদ্দ্বয়োপেতাঃ— সঙ্গী-র° ১৭। অর্থাৎ কাকলীকলিতা, সান্তরা ও কাকল্যন্তরা এই তিন রকমের বিকৃত স্বর মূর্ছনা। তন্মধ্যে সান্তরা মূর্ছনায় অন্তর-গ এবং কাকল্যন্তরায় কাকলী-ন ও অন্তর-গ ব্যবহৃত হয়।

'রাগবিবোধ'কার সোমনাথ প্রভৃতি ১২টী বিকৃত স্বরের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে গান্ধারের ভেদ (১) সাধারণ-গ (২) অন্তর-গ (৩) মৃদু-ম (৪) তীব্রতম-গ। তাহা ছাড়া সোমনাথকৃত বসন্তমেলে দেখা যায়, এই অন্তর-গান্ধার ও কাকলী-নিষাদের ব্যবহার আছে। যেমন স র (অন্তর-) গ ম প ধ (কাকলী-) ন। তাঁহার মতে টক্ক, হিজেজ, হিন্দোল প্রভৃতি এই মেল হইতে উৎপন্ন।*

কল্লিনাথ বলিয়াছেন—অন্য স্বরের সহিত সংযোগ ব্যতীত গ ও ন-র স্বগত সূক্ষ্মভেদ-রূপ অন্তর-গ ও কাকলী-ন সম্যক্ অনুভূত হয় না। এজন্য এক দিক্ দিয়া অন্তর অর্থে র, অন্তর গ, অচ্যুত-ম এই তিন স্বরের সম্বন্ধকে বুঝায়। অর্থাৎ—

---

* টীকা—'অন্তরস্য সাধারণত্বমাহ। অন্তরস্যাপি গ-ময়োঃ গান্ধারমধ্যময়োঃ এবং পূর্বোক্তপ্রকারং সাধারণং মতম্। তথাহি, অন্তরস্বরঃ গান্ধারস্য শ্রুতিদ্বয়ং মধ্যমস্য চ শ্রুতিদ্বয়ং প্রাপ্তঃ গান্ধারমধ্যময়োস্তুল্যাবস্থা ভবতীতি তস্য উভয়োঃ সাধারণত্বমিতি।'

† টীকা—'গান্ধারশ্চ মধ্যমস্য শ্রুতিদ্বয়ং গৃহ্নন্ চতুঃশ্রুতিঃ সন্ অন্তর ইত্যুচ্যতে' (সিংহভূপাল)। অর্থাৎ দ্বিশ্রুতিবিশিষ্ট গান্ধার মধ্যমস্বরের শ্রুতিদ্বয় গ্রহণ করিয়া চতুঃশ্রুতিবিশিষ্ট হইবে এবং তাহাই অন্তর স্বর নামে পরিচিত।

* শুদ্ধা বসন্তমেলে সরিমপধা অন্তরশ্চ কাকলিকা।
অস্মাদ্বসন্তটক্কহিজেজা হিংদোলমুখ্যাশ্চ॥'
—রাগবি° ৩. ৩৮।

শ্রুতি	অন্তরসাধারণ	ষড়্জসাধারণ
রতিকা	র	চতুঃশ্রুতিক-র
রৌদ্রী	০	০
ক্রোধা	০	গ
বজ্রিকা	০	০
প্রসারিণী	অন্তর-গ	০
প্রীতি	০	০
মার্জনী	অচ্যুত-ম	ম

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল-কৃত 'সদ্রাগ চন্দ্রোদয়ে' বিকৃত অন্তর গান্ধারের জন্য কোন সারিকার ব্যবস্থা বা তাহাকে কোন মেলভুক্তও করা হয় নাই।

এই অন্তর-গান্ধারের নাম লইয়াও গ্রন্থ-কারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে যথা—

শার্ঙ্গদেব-মতে	অন্তর-গান্ধার
লোচন * ,,	তীব্রতর ,,
অহোবল ,,	ঐ
রামামাত্য ,,	অন্তর ,,
সোমনাথ ,,	ঐ ,,
শ্রীকণ্ঠ † ,,	ঐ ,,
শ্রীনিবাস ,,	তীব্র ,,

তবে মোটামুটী অন্তর-গান্ধার কর্ণাটী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় ‡ এবং বর্তমান হিন্দু-স্থানী পদ্ধতিতে তীব্র বা শুদ্ধ গান্ধার নামে পরিচিত।

এই অন্তর বা তীব্র গান্ধারের (ইংরেজী E) তার দৈর্ঘ্য (length) ৩০″ এবং কম্পন-সংখ্যা (frequency) ২৮৮ (পাশ্চাত্যমতে ৩০০)।

এই অন্তর স্বরের প্রয়োগ-সম্বন্ধে রত্নাকর বলেন— '...... এবং মধ্যমঞ্চান্তরস্বরম্। প্রযুজ্য মধ্যমোগ্রাহ্যস্তৎপরান্যতমোঽথবা ॥'
—সঙ্গী-র° ৫। *

অন্তর স্বরের পুনরায় জাতিতে ও রাগে সর্বত্র অল্প প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা—'অল্পপ্রয়োগঃ সর্বত্র কাকালী চান্তর-স্বরঃ।'—সঙ্গী-র° ৬।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

* রাগমঞ্জরী-প্রণেতা।

† রসকৌমুদী-প্রণেতা।

‡ 'The words 'Antara' and 'Kakali' are found describing respectively the sharp Sruties of Ga and Ni, which is on of the peculiarities of the southern nomenclature to-day.'—A. H. Popley : Music of India, 13.

অন্তরা$_1$,—[অন্তর্+√ই+ডা অধি] অব্য°, ১ মধ্যে, ভিতরে। 'ভবন্থিরন্তরা প্রোৎসাহ্য কোপিতো বৃষলঃ'—মুদ্রারা° ৩ ॥ মে° শব্দ° আপ্° ॥ ২ পথিমধ্যে। 'অন্ত-রোপলভ্য'— দশকু° ৫২ ॥ আপ্° ॥ ৩ ব্যতিরেক, বিনা, বর্জন ॥ 'ন চ প্রয়োজন-মন্তরা চাণক্যঃ স্বপ্নেপি চেষ্টতে'—মুদ্রারা° ৩ ॥ আপ্° ॥ ~ংস—স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, বক্ষ ॥ আপ্° ॥ ~কাশ—[বৈদিক] অন্তঃ-স্থিত আকাশ, চিদাকাশ। 'আবির্ভূতে-ঽন্তরাকাশে'—মৈত্রী-উ° ৬. ২৮। ~গার —ক্লী°, গৃহমধ্যে।—যাজ্ঞ° ২. ৩২। ~ত্মা —[বৈদিক ; পুং°-রাত্মন্ ; কর্মধা°] ১ জীবাত্মা, আত্মা। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্ত-রাত্মা'—শ্বেত-উ° ৩. ১৩=কঠ-উ° ২. ৩. ১৭ ; মনু° ৬. ৬৩। ২ ঈশ্বর, অন্তর্যামী। 'সা কিমা-খ্যেতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্'—কুমার° ৬. ২১। ৩ মন, চিত্ত। 'মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা' —৬. ৪৭ ; মেঘ° উ. ৩২। ~পত্যা—[বহু°] স্ত্রী°, অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভিণী ॥ শব্দ° ॥ ~য়—১ [অন্তর+√ই+ঘঞ্ ভা] প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন।—রঘু° ৩. ৪৫ ; ১৪. ৬৫ ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ (বেদান্তমতে) নির্বিকল্প সমাধির প্রতিবন্ধক। ৩ (জৈনমতে) অর্হদ্‌গণের ১৮শ দোষের অন্তর্গত দানাদিগত পঞ্চদোষ ॥ অভি° ॥ ৪ বিণ, ব্যবধানকারক, মধ্যগত ॥ বো-রো° ॥ ~রাম—[বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহার আত্মায়ই আক্রীড়া, আত্মারাম। 'যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামঃ'—গী° ৫. ২৪।

* টীকা। '... এবং মধ্যমং অন্তরস্বরঞ্চ প্রযোজ্য উচ্চার্য পুনরপি মধ্যমো গ্রাহ্যস্তস্মান্মধ্যমাৎ পরে যে পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদ-ষড়্‌জর্ষভাস্তেষন্যতমশ্চ গ্রাহ্য।' অর্থাৎ, মধ্য ও অন্তর স্বর (অন্তর গান্ধার) উচ্চারণ করিয়া পুনরায় মধ্যম স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে, এবং তাহার পরে পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, ষড়্‌জ ও ঋষভের যে কোন একটী উচ্চারণ করা কর্তব্য।

অন্তরা$_2$ — লৌকিক অপ্সরোগণের অন্যতমা। —বায়ুপু° ৬৯. ৪।

অন্তরা$_3$—[সঙ্গী°] দুইয়ের মধ্যে, অন্তরে। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত বা গানের দ্বিতীয় অংশ (তুক্, কলি, ধাতু বা ভাগ) দক্ষিণী বা দক্ষিণভারতীয় কর্ণাটী সঙ্গীতে ইহার নাম 'অনুপল্লবি'। পল্লবি (উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির 'স্থায়ী') অর্থে বীজ বা অঙ্কুর এবং অনুপল্লবি অর্থে অঙ্কুরোদ্গম বা দ্বিতীয় অবস্থা। A. H. Fox Strangways ও তাঁহার 'Music of Hindoostan' পুস্তকে (পৃ° ২৮১) পল্লবিকে 'germ, sprout—first subject ও at home' এবং অনুপল্লবিকে 'after germ—second subject' ও 'interval—change of voice, register' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বর্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রচলিত 'স্থায়ী' (দক্ষিণী-পদ্ধতির 'পল্লবি') অংশটীর পরিপোষক অন্তরা। যে বর্ণ বা স্বর প্রথমে উদারা ও মুদারা সপ্তকে বিশেষরূপে স্থায়িত্ব লাভ করে, অন্তরা ক্রমশঃ তাহাকে তারস্বরে (উচ্চ পর্দায়) বিস্তৃত করিয়া বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে। সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ বর্ণ-বিভাগের দিক্ দিয়া কিন্তু ইহাকে 'আরোহী' ও প্রবন্ধাধ্যায়ে স্বর, আলাপ বা গানাংশ-হিসাবে 'মেলাপক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বর্ণালঙ্কার-প্রকরণের স্থায়ীও আবার গানাংশে 'উদ্‌গ্রাহ' নামে কথিত। উদ্‌গ্রাহ বা স্থায়ীর অন্তর্গত তানই (স্বরসমষ্টিই) রাগের যথার্থ অঙ্গ-(বা মূর্তি-) প্রকাশক [উদ্‌গ্রাহ দ্র°]।

স্থায়ী স্বরদ্বারা রাগের আপন রূপ প্রকাশিত হইলেও তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করিবার জন্য অন্তরা স্বরের (বা অংশের) প্রয়োজন। অথবা স্থায়ীর

তুলনায় অন্তরা শব্দটীর অর্থ ও সার্থকতা বুঝাইতে হইলে বলা যায়—স্থায়ী অংশ গাহিবার সময় যেমন এক একটী নূতন স্বর আপন আপন স্বরসমূহে একত্রিত হইয়া মধ্যস্থানে (মুদারায়) পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ অবধি অগ্রসর হয় ও ষড়্জের কিছু স্পর্শ করিয়া ক্রমশঃ নীচে নামিতে নামিতে প্রধান (বাদী) স্বরে অবশেষে ন্যস্ত (ন্যাস) বা স্থিত হয়, সেরূপ অন্তরার সময় বা গানের দ্বিতীয় অংশ অন্তরা আরম্ভকালে স্বর, রাগ বা গান মধ্যস্থানের (মুদারা-সপ্তকের) গান্ধার বা পঞ্চম (কখন কখন মধ্যম হইতে এবং মধ্যম বর্জিত বা অল্প প্রযুক্ত হইলে মাত্র পঞ্চম) হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ তার-(উচ্চ) সপ্তকের দিকে অগ্রসর হয়। তারসপ্তকের ষড়্জের (বা কখন কখন আরও দুই তিন স্বর আরোহণ করিয়া তাহার) উপর বহু প্রকার তান ও রূপের বিকাশ সাধন করিয়া ধীরে ধীরে মধ্যষড়্জে আসিয়া মিলিত হয়।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসারে' (পৃ° ৭৬)—'গানের দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা ; ইহাতে সুরের একটী নিয়ম নির্দিষ্ট আছে এই যে, ইহা প্রায়ই মধ্যসপ্তকের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তারসপ্তকের সা-এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগবিশেষে কেহ আরো উপরে যাইয়া নামিয়া আইসে, কেহ বা ঐ সা হইতেই নামিয়া আসিয়া আস্থায়ীর সুরের সহিত মিলিত হইয়া সমাপ্ত হয়।'

অন্তরায় সংবাদী স্বরেরই প্রয়োগ অধিক। বিস্তারের দিক্ দিয়া স্থায়ী অপেক্ষা অন্তরা স্বরের বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম, কেননা তারস্থানে (উচ্চ সপ্তকে) স্বরবিস্তার করা বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।'

তার পর সঙ্গীতশাস্ত্রে যেরূপ 'আভোগঃ পরিপূর্ণতা' (কল্লিনাথ), বর্তমান প্রচলিত অন্তরাকেও সেরূপ সঙ্গীত বা গানের পরিপূর্ণতার সাধক বলা যায়, কারণ ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি বহু গান মাত্র স্থায়ী ও অন্তরা অংশদ্বয় লইয়াই পূর্ণাবয়ব। কাজেই সেক্ষেত্রে অন্তরাই প্রকৃতপক্ষে গান বা স্থায়ী অংশকে বিকশিত ও সম্পূর্ণ করে। তাহা ছাড়া বর্তমান ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারি অংশ থাকিলেও দেখা যায়, অন্তরাই স্থায়ীর পূর্ণতাসাধক, কেননা আভোগ প্রকৃতপক্ষে অন্তরারই পুনরাবৃত্তি-মাত্র। এই অন্তরা গানের পূর্ণতা সম্পাদন করে বলিয়াই অন্তর—'অন্তরঃ সমীপবর্তীতি' বা পরবর্তী রূপ বলিয়া পরিগণিত।

সঙ্গীতশাস্ত্রে অন্তরা—সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ বর্ণালঙ্কার-প্রকরণে ও প্রবন্ধাধ্যায়ে বর্ণ এবং আলাপ বা নিবদ্ধ গানের বিভাগ করিয়া তাহাদের বিবরণ ও প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে বর্ণবিভাগ 'স্বায়িস্বরেষু সঞ্চারী তথারোহ্যবরোহকৌ' (সঙ্গী-ম° ২৫) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী—এই চারি প্রকার। এই বর্ণসংখ্যা সঙ্গীত-মকরন্দকার নারদের (৫৫০-১২১০ খ্রী° মধ্যে *), পরবর্তী শার্ঙ্গদেব (১২১০-১২৪৭ খ্রী°), দামোদর মিশ্র (১৬১৫ খ্রী°), পণ্ডিত অহোবল (১৭শ শতাব্দী), শ্রীনিবাস (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য মকরন্দকার নারদের পূর্বে মতঙ্গের (৪০০ খ্রী°) 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেও এই বর্ণচতুষ্টয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, কেননা সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল (আনুমানিক ১২শ বা ১৩শ শতাব্দী) রত্নাকর-অনুযায়ী স্থায়ী, আরোহী, অবরোহীর অর্থ করিয়া সঞ্চারী বর্ণ-প্রসঙ্গে মতঙ্গের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন 'মতঙ্গেন ত্বেবং সঞ্চারিবর্ণলক্ষণমুক্তম্। যথা—যত্র তানে সঞ্চরন্তি স্বরা অন্ত্যান্ত্য-সংহিতাঃ। একৈকশোদ্বিশো বা স সঞ্চারিবর্ণ উচ্যতে।'

* রামকৃষ্ণ তেলাঙের মতে মকরন্দকারের সময় মাতৃগুপ্ত (৫৫০ খ্রী°) ও শার্ঙ্গদেবের (১২১০—১২৪৭ খ্রী°) মধ্যবর্তী।

অন্তরা শব্দটী এই বর্ণবিভাগের অন্তর্গত নহে, ইহা প্রবন্ধাধ্যায়ে চতুর্থ ধাতু-(কলি-) রূপে একমাত্র রত্নাকরের সময় হইতেই পাওয়া যায়। ইহার পূর্ববর্তী গ্রন্থ মকরন্দে অন্তরার আভাস বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু রত্নাকরের পরবর্তী গ্রন্থকারগণ দামোদর মিশ্র ও পণ্ডিত অহোবল প্রভৃতি ঐ অন্তরা শব্দটীর পরিচয় স্পষ্টই দিয়াছেন। পণ্ডিত অহোবল তাঁহার 'সঙ্গীত-পারিজাত'-এ নিবদ্ধগীতের বিভাগ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'আদ্য উদ্‌গ্রাহকো জ্ঞেয়ো মেলাপকস্তদুত্তরঃ।
তৃতীয়ো ধ্রুবসংজ্ঞঃ স্যাদন্তরঃ স্যাচ্চতুর্থকঃ।
আভোগঃ পঞ্চমোভাগঃ ... ॥' —৫০০-১।

নিবদ্ধগীত পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল—যথা, উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তর ও আভোগ। এখানে এই চতুর্থ ভাগ বা ধাতু 'অন্তর'-ই অন্তরার নামান্তর। পারিজাত-কারের এই বিভাগ পূর্বাচার্যগণের ধারা-অনুযায়ীই হইয়াছিল, কারণ তিনি নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, 'পঞ্চধা কথিতো ভাগো গীতেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।' এই 'পূর্বসূরিভিঃ' বহুবচনদ্বারা তিনি তাঁহার পূর্বাচার্যগণ দর্পণকার দামোদর মিশ্রকে ও রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। দামোদর মিশ্রও তাঁহার সঙ্গীতদর্পণে এই নিবদ্ধগীতের বিভাগ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ স্বরে স্থায়ী স কথ্যতে।*
আভোগস্ত্বন্তিমো ভাগো গীতপূর্ণত্বসূচক॥
ধ্রুবাভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতুরুক্তোন্তরাভিধঃ।'

এখানে দর্পণকার স্থায়ীকে আরম্ভক—প্রথম ভাগ এবং আভোগকে অন্তিম বা শেষ ভাগ বলিয়া ধ্রুব ও অভোগের মধ্যে 'অন্তর' ধাতুর (অঙ্গের) উল্লেখ করিয়াছেন।

* কোন কোন স্থলে 'যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থায়ীত্যুচ্যতে হি সঃ' এই পাঠও পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাঠে ইহা 'আস্থায়ী' শব্দটীর খাতিরেই করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা পরবর্তী পারিজাত বা রাগতত্ত্ববিবোধে তখনও স্থায়ীর স্থানে আস্থায়ী শব্দের আমদানী হয় নাই।

অর্থাৎ তাঁহার মতে স্থায়ী, ধ্রুব, অন্তর, আভোগ এই চারি অবয়ব। মেলাপকের উল্লেখ তিনি কিছুই করেন নাই। এজন্য তৎপরবর্তী পণ্ডিত অহোবলের সহিত দামোদর মিশ্রের পার্থক্য ঐ সংখ্যা ও মেলাপক লইয়া।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সংখ্যা ও নাম লইয়া পারিজাতের পরবর্তী পণ্ডিত শ্রীনিবাসের (১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগ) রাগতত্ত্ববিবোধেও মতভেদ যথেষ্ট দেখা যায়। যথা—

'আদাবুদ্গৃহ্যতে যেন স তানোদ্গ্রাহসংজ্ঞকঃ।
আদ্যন্তয়োশ্চানিয়মস্তানে যত্র প্রজায়তে ॥
স্থায়ী তানঃ স বিজ্ঞেয়ো লক্ষ্যলক্ষণকোবিদৈঃ।
সঞ্চারী তু স বিজ্ঞেয়ঃ স্থায্যারোহবিমিশ্রিতঃ ॥
যত্র রাগস্য বিশ্রান্তি সমাপ্তিদ্যোতকো হি সঃ ॥'

—অর্থাৎ, প্রতি রাগেরই চারিটী অংশ—উদ্গ্রাহ, স্থায়ী, সঞ্চারী ও মুক্তাঙ্গি।

শ্রীনিবাস ছিলেন পারিজাতকার অহোবল ও 'অনুপসঙ্গীতবিলাস' গ্রন্থের-প্রণেতা ভাবভট্টের মধ্যকালবর্তী। কিন্তু শ্রীনিবাস পারিজাতের মতাবলম্বী ছিলেন, কেন-না তাঁহার রাগতত্ত্ববিবোধের বহু জিনিস তিনি পারিজাত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবভট্টও ঠিক তাই। তিনি ছিলেন শ্রীনিবাসের ও অনুপসঙ্গীতবিলাসের মতানুবর্তী। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। শ্রীনিবাস সম্পূর্ণ পারিজাতের মতানুবর্তী হইয়াও রাগবিভাগে পারিজাতকে একেবারে অনুসরণ করেন নাই এবং 'অন্তরা' শব্দও তাঁহার বিভাগমধ্যে স্থান পায় নাই। তিনি যেন বর্ণ ও রাগবিভাগকে একসঙ্গে মিশাইয়া বিভাগচতুষ্টয়ের পরিচয় দান করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস বা পারিজাতের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী গ্রন্থে অন্তর বা অন্তরা শব্দটী পাওয়া যাইতেছে, অবশ্য অংশভেদে মতবৈষম্য প্রত্যেকেরই আছে। পারিজাত ও দর্পণের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রামাণিক প্রাচীনতর গ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকরেও এই অন্তর বা অন্তরা শব্দটী পাওয়া যায়।

এক অন্তরা শব্দটী লইয়াই সমস্ত প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে যথেষ্ট সমস্যা রহিয়াছে। এই অন্তরার উল্লেখ সঙ্গীতরত্নাকরেও দেখা যায়। শার্ঙ্গদেব প্রথমে 'প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ চ চতুর্ধা' বলিয়া প্রবন্ধাংশের পরিচয় দিয়াছেন, এবং তৎপরে অন্তর বা অন্তরা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন—

'ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ।
স তু সালগসূড়স্থরূপকেষ্বেব দৃশ্যতে ॥' ৯

এখানে কল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন—'অত্র দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণেন ধ্রুবাদিষ্বপি যত্র চিরন্তনপ্রয়োগাদন্তরো দৃষ্টস্তত্রৈব কার্যো নান্যত্রেতি নিয়মান্তরস্যাপি সূচিতত্বান্মণ্ঠাদিষু দর্শনাত্তত্রৈব কার্যঃ।' অতঃপর শার্ঙ্গদেব 'সালগসূড়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন। [সালগসূড় দ্র°]

ইহার পর অন্তরধাতু-(অঙ্গ বা অংশ) সম্বন্ধে কল্লিনাথের টীকা অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার টীকা হইতে জানা যায়, 'এক-ধাতুর্দ্বিখণ্ডঃ স্যাৎ'—দুই খণ্ড লইয়া এক একটী ধাতু। কাজেই বিকল্পে 'অন্তর'-কে গ্রহণ করিয়া ধ্রুবাদি সপ্ত গীতকে * চারি ধাতুতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই অন্তর আবার 'উপান্তর' নামেও কথিত হইত। সাধারণতঃ ধ্রুবাংশের ব্যপদেশে অর্থাৎ ধ্রুবের উদ্দেশে বা স্থানে সমগুণ-সম্পন্ন অন্তরাংশও ব্যবহৃত হইত। কল্লিনাথ বলিয়াছেন, গ্রন্থকার নিজেও কখন কখন ঐরূপ ধ্রুবের স্থানে অন্তরের ব্যবহার করিয়াছেন। তবে 'সকৃদ্দ্বিরতিরুদ্গ্রাহো-ঽন্তরঃ তু অক্ষরনির্মিতঃ' এই বাক্যদ্বারা অবশ্য অন্তর অর্থে এখানে ধ্রুবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ৮ম শ্লোকের টীকায় কল্লিনাথ ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—'অনেন গানকালে ধ্রুবস্যাঽবৃত্তিষু কৃতাসু···।'

কিন্তু তদানীন্তন পদ্ধতি-অনুসারে উদ্-গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ এই চারি অঙ্গই গাওয়া হইত এবং তাহা ৩৬, ৩৭ শ্লোক হইতেই বেশ বোঝা যায়। সাধারণে বা কখন কখন গ্রন্থকার ঐ অন্তর অঙ্গটী ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, সর্ববাদিসম্মতরূপে তখনও অন্তর ধাতুটী আলাপ বা গানের অপরিহার্য অংশ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। ধ্রুব (নিশ্চিত) ধাতুটী প্রবন্ধে সর্বত্র তখন অবশ্য ব্যবহৃত হইতে। * ঐ ব্যবহারকেই কল্লিনাথ 'যত্র চিরন্তনপ্রয়োগাৎ'-রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন † এবং এই ধ্রুবের 'যত্র চিরন্তন প্রয়োগাদন্তরো দৃষ্ট°' নিয়মেই বিকল্পে বা কেবল মণ্ঠাদি গীতেই অন্তর কলিটী ব্যবহৃত হইত এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন।

এক্ষণে কিরূপে ও কোন্ সময় হইতে সঙ্গীতে এই 'অন্তরা' অবয়ব বা ভাগটী গানের দ্বিতীয় কলিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাই প্রশ্ন। শার্ঙ্গদেব ইহাকে 'ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ' (সঙ্গী-র° ৯) বলিয়া ধ্রুবা ও আভোগের মধ্য-স্থানে ফেলিয়াছেন। কাজেই সে-হিসাবে ইহা চতুর্থ ভাগের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যে-ভাবে সঙ্গীতদর্পণে অন্তরার নির্দেশ আছে—'ধ্রুবাভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতুরুক্তোঽন্তরাভিধঃ', দামোদরের সময় অবশ্য নিবদ্ধগীতের অপরি-হার্য ধাতুরূপে 'অন্তরা' সেভাবে গৃহীত হয়

---

* 'সপ্তভির্গীতৈঃ'—কল্লিনাথ।

* কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'গীতসূত্রসার'-এর পরিশিষ্টে (পৃ° ৪৭০) হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখ করিয়াছেন—'প্রবন্ধের উদ্গ্রাহ (অর্থাৎ প্রারম্ভকারী), ও (ঐ উদ্গ্রাহসহ ধ্রুবের মিলনকারী) মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ (অর্থাৎ পরিপূর্ণকারী বা অন্তে স্থিত)—এই চারি প্রকার ধাতু (অর্থাৎ তাৎকালিক কলি) বিভাগ ও তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রবন্ধে ধ্রুব ধাতু (অর্থাৎ কলি), ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত থাকিতই ও তদ্ব্যতীত উপরিউক্ত অপর এক, দুই বা তিন ধাতু থাকিত, এবং স্থলবিশেষে ঐ ঐ ধাতুর কোন একটী স্থলে অন্তরা নামক ধাতু (অর্থাৎ কলি) থাকিত।'

† সঙ্গী-র° প্রবন্ধ-অ° ৯ শ্লোকের টী°।

নাই, কারণ 'কশ্চিদ্ধাতুরুক্তঃ' কথাদ্বারাই বিকল্প-প্রয়োগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে রত্নাকরের অভিপ্রায় কল্লিনাথ যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে ধ্রুবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অন্তর-(অন্তরা) কে তৃতীয় ভাগের অন্তর্গতও করা যায়, কারণ অন্তর ধাতু গানকালে ধ্রুবার আবৃত্তি বা অনুপস্থিতি হইত।† অবশ্য দর্পণকারের অভিপ্রায়ও ঠিক এইভাবে পূর্বোক্ত 'কশ্চিদ্ধাতুরুক্তঃ'—দ্বারা অনেকটা ধরা যায়।

দর্পণকারের পর পণ্ডিত অহোবল স্পষ্টই অন্তর ধাতুকে 'অন্তরঃ স্যাচ্চতুর্থকঃ' বলিয়া চতুর্থভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। এখানে বিকল্পের বিশেষ স্থান পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পারিজাতের পরবর্তী ও উহার মতাবলম্বী পণ্ডিত শ্রীনিবাস ইহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথম ধাতুকে উদ্‌গ্রাহ বলিয়া তৎপরেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাতুরূপে স্থায়ী, সঞ্চারী ও মুক্তায়িকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিভাগে অন্তর বা অন্তরা শব্দের উল্লেখ একেবারেই পাওয়া যায় না।

তাহা হইলেও এখন বেশ অনুমান করা যায় যে, ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই চতুর্বিভাগ-হিসাবে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই নামগুলিকে ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার ১৮৭৪ খ্রী° Hindoo Patriot-এ প্রকাশিত 'Hindu Music' নিবন্ধে (পৃ° ৩৬) এই স্থায়ী, অন্তরাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খ্রী° তাঁহার 'On the Musical Modes of Hindoos' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহাতে এই বিভাগগুলির বর্ণনা আছে। ১৯শ শত° প্রথম ভাগে রাধামোহন সেন (১৮১৮ খ্রী°) তাঁহার 'সঙ্গীত তরঙ্গে' ধ্রুবপদ-বিবরণে অন্তরা প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিষয় তখন প্রচলিত থাকিলেও তাহারা স্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি নামেও ব্যবহৃত হইত। তাঁহার বর্ণনা হইতে স্থির করা যায় যে, প্রথম তোক বা তুক (প্রাচীন 'ধাতু') উদ্‌গ্রাহ এবং 'অস্থাই' বা স্থায়ী নামে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় তুক-হিসাবে এক পক্ষে মেলাপক ও অপর পক্ষে অন্তরাও ব্যবহৃত হইত। পঞ্চভাগ ধ্রুপদে ভোগ, অভোগ শব্দও প্রচলিত ছিল, তৃতীয় ভাগ সঞ্চারী এক শ্রীনিবাসের 'রাগতত্ত্ববিবোধে'ই পাওয়া যায় এবং আভোগ-ভোগ ও অভোগের সম্মিলিত রূপ বলিয়াই মনে হয়, অথবা উহারা ৪র্থ ও ৫ম ভাগরূপে ব্যবহৃত হইলেও পরে আভোগ এই ৪র্থ ভাগ মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছিল। রাধামোহন সেন মহাশয় ইঙ্গিত করিয়াছেন, চারি তোক (তুক্) ধ্রুপদে প্রথমে স্থায়ী, তৎপরে অন্তরা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু কিরূপে উদ্‌গ্রাহস্থানে স্থায়ী বা মেলাপক স্থানে অন্তরা শব্দটী প্রচলিত হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের কোন ইঙ্গিতই কেহ প্রদান করেন নাই। সেজন্য এখানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মহোদয়ের (১৮৬০—১৯৩৬ খ্রী°) মন্তব্যই বিশেষ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তিনি তাঁহার 'ক্রমিক পুস্তকমালায়' (৪র্থ ভাগ) শাস্ত্রপ্রবেশ অংশে এই বিভাগচতুষ্টয়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'প্রবন্ধকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অথবা অবয়ব রহতে থে জিন্‌হে ধাতু কহতে থে। ইন্ ধাতুওঁকে নাম রত্নাকর মে ইস প্রকার দিয়ে হৈ —উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ঔর আভোগ। আজকাল প্রবন্ধোঁ কা গায়ন কহীঁ দিখাই নহী দেতা। অতঃ ইন প্রাচীন ধাতুওঁ কো চর্চা করনে সে হমেঁ কোই প্রয়োজন নহীঁ হৈ। জিয়া প্রকার হমারে আধুনিক গীতোঁ মেঁ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ঔর আভোগ ইত্যাদি ধাতু সমঝানা চাহিয়ে।'

যাহা হউক, পরিশেষে অন্তরা-সম্বন্ধে বলা যায়, ইহার ব্যবহার ও অস্তিত্ব বেশ প্রাচীন। রত্নাকরের সময় হইতেই ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। কাজেই এই অন্তরা শব্দ যে পারস্য প্রভাবজনিত বা মুগল আমলের আমদানী বস্তু তাহা মোটেই নয়। তবে উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপকের স্থানে স্থায়ী ও অন্তরা শব্দের আমদানী বা প্রয়োগরহস্য দেখিয়া মনে হয় ইহা বর্তমান (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) শাস্ত্রকার ও সঙ্গীতবিদ্‌দের দ্বারাই বর্ণালঙ্কার ও প্রবন্ধাধ্যায়ের সংমিশ্রণে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কারণ স্থায়ী শব্দটী লইয়া দেখা যায়, ইহা বর্ণবিভাগের প্রথম অংশ এবং উদ্‌গ্রাহ 'আদাবুদ্‌গৃহ্যতে গীতম্'—গীতের প্রথম বা আরম্ভাংশ। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্থানী বা ভারতীয় সঙ্গীতের আলাপ বা গানে সর্বত্র ঐ উদ্‌গ্রাহের পরিবর্তে স্থায়ী শব্দই ব্যবহৃত হইতেছে। তবে বলা যায়, এই স্থায়ী শব্দকে দামোদর মিশ্রও 'যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ স্বরে' ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিবন্ধ গানের প্রথম ধাতুরূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তৎপরে শ্রীনিবাস ইহাকে দ্বিতীয় ধাতুরূপেও প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া রাধামোহন সেনও 'সঙ্গীত তরঙ্গে' স্থায়ীকে অস্থায়ী নাম দিয়া প্রথমাংশরূপেই চালাইয়াছেন। কাজেই 'রত্নাকর' প্রভৃতি প্রাচীনতর গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে দর্পণকারের স্থায়ীও (অবশ্য শ্রীনিবাসের স্থায়ীর প্রয়োগ একটু আশ্চর্য-রকমের) ঐ উদ্‌গ্রাহের স্থান অধিকার করিয়াছে বুঝা যায় এবং অধিকার বা ব্যবহারের কারণ ঐ বর্ণ ও প্রবন্ধাধ্যায়ের সংমিশ্রণ বলিয়াই অনুমিত হয়। ধ্রুব ধাতু বা কলিও বর্তমানে আর নাই (সম্ভবতঃ শ্রীনিবাসের সময়েও ছিল না)। কাজেই ধ্রুবাংশের বিলোপ-সম্বন্ধে মনে হয় যে, 'ধ্রুবত্বাদ্ ধ্রুবসংজ্ঞোঽয়ম্'—ধ্রুবাংশে স্বরের স্থায়িত্ব ও স্থৈর্য লক্ষ্য করিয়া ইহাকেও পরে 'স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগ স্যাৎ' এই স্থায়ী স্বর বা অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

† 'অনেন গানকালে ধ্রুবস্যাঽবৃত্তিষু কৃতায়ং'—কল্লিনাথ।

তৎপরে ধ্রুবধাতুর অনন্তর 'অন্তর' মেলাপক ও বর্ণালঙ্কারের আরোহীরই সম্পূর্ণ সমস্থানীয়। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, মেলাপক—গানের প্রথম ও তৃতীয় অংশের মিলনসাধক। তাহা ছাড়া সার্থকতার দিক্ দিয়াও দেখা যায়, মেলাপক বা আরোহীর স্বরলহরী যেমন তার-(উচ্চ) সপ্তক বা স্বর পর্যন্ত আরোহণ করিয়া পুনরায় উদ্‌গ্রাহ বা স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন করে, বর্তমান প্রচলিত অন্তরার কার্য এবং রূপও ঠিক তাহাই। কাজেই অনুমিত হয়, রত্নাকরের বা দর্পণকারের চতুর্থ ধাতু (বা তৃতীয় ধাতু), ও পারিজাতের স্পষ্ট চতুর্থ ধাতু পরবর্তী কালে অনন্তর-বাচক থাকিয়াই মেলাপকের বা আরোহীর ঐ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অন্তরাগঙ্গ—সিংহলের বৌদ্ধবিহার-বি°। 'চুল্লমাতিক' নামক একটী গ্রাম রাজা ৩য় জেট্ঠ তিস্স এই বিহারে দান করিয়াছিলেন।—চূলব° ৪৪. ১০০ ॥MDPP ॥

অন্তরাঙ্গসন্ধি—গ্রন্থবি°। রচয়িতা —রত্নপ্রভ। ১৩৩৬ খ্রী° (১৩৯২ সং)।—Peter. iv. 16.

অন্তরাপত্যা—স্ত্রী°, গর্ভিণী ॥বৈদ্য-শ° ॥

অন্তরায়কর্ম—চারিটী জৈন কর্মের অন্যতম। এই কর্ম একটী অন্তর্জাত কর্ম-শক্তি এবং ইহা আত্মার উন্নতিতে ও সাফল্যে বাধা দান করে। [কর্ম দ্র°] বাধা দান করে বলিয়াই ইহা অন্তরায়কর্ম। এই অন্তরায়কর্ম আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত —'দান-অন্তরায়' অর্থাৎ যে কর্ম দানে বাধা প্রদান করে, 'লাভ-অন্তরায়' অর্থাৎ যে কর্ম যে কোন প্রকার লাভের অন্তরায় হয়, 'ভোগ-অন্তরায়' অর্থাৎ যাহাতে ভোগে বাধা আসে, 'উপভোগ-অন্তরায়' অর্থাৎ যে কর্মে উপভোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং 'বীর্য-অন্তরায়' অর্থাৎ যে কর্ম বীর্য বা শক্তির বিকাশে বাধা জন্মায়।

[C. J. Shah : Jainism in North India, Bom. 1932, 40-1n.; J. L. Jaini: Camb. 1916, 27, 31; JD. 17]

অন্তরায়াম—[বৈদ্যক] আক্ষেপক-(convulsion) বি°। ইহাতে ক্রোড়-দেশ নত হইয়া মানব ধনুর আকার ধারণ করে; চলিত কথায় 'ধনুষ্টঙ্কার'ও বলা হয়। ইহা বাতব্যাধিরও অন্যতম ভেদ।

'অঙ্গুলিগুল্ফজঠরহৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ।
স্নায়ুপ্রতানমনিলস্তব্ধঃ ক্ষিপতি বেগবান্ ॥
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্।
অভ্যন্তরে ধনুরিব যদা নমতি মানবঃ ॥
তদা সোঽভ্যন্তরায়ামং কুরুতে
মারুতী বলী ॥'
—ভা-প্র° ॥ মাধবনি° ॥

অন্তরাল,—১ [অন্তরা + √লা (গ্রহণ) + ক কর্তৃ] ক্লী°, মধ্যবর্তী স্থান, অভ্যন্তর। 'দংষ্ট্রান্তরাললগ্ন'—কাদ° ৩০; দশকু° ১৪৩ ॥ অম° শব্দ° ॥ **ক** দিগ্‌দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ। 'দিঙ্‌নামান্যন্তরালে'—পা° ২. ২. ২৬ ॥ আপ্‌° ॥ **খ** পথিমধ্যে। 'অহমাগচ্ছন্নন্তরালে মহতা সিংহেন অভিহিতঃ'—পঞ্চত° ১. ১৪৮ ॥ আপ্‌° ॥ **গ** সঙ্কীর্ণ জাতি। 'বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে'—মনু° ২. ১৮। **২** [> অপ° বা° আড়াল] ব্যবধান। ~দিক্‌—দুই কোণের মধ্যস্থিত কোণ, যেমন— ঈশান কোণ, অগ্নি কোণ। ~বর্তী—[অন্তরাল + √বৃৎ + ণিন্ কর্তৃ] বিণ, আড়ালে স্থিত, মধ্যস্থিত।

অন্তরাল,—[বাস্ত°] ১ অন্তর্গৃহ-বি° anteroom. মানসারের 'একভূমিবিধান' অধ্যায়ে (১৯ অ°) একতল গৃহনির্মাণে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে [একভূমি-বিধান দ্র°]।—Acharya : Ind. Arch. according to Manasara, 49. **২** বন্ধনী-বি°। অপর নাম—অন্তর, অন্তরিক, অন্তরিত। [অন্তর ও অন্তরিত দ্র°] —ঐ, 127. **৩** অন্তর্বর্তী স্থান, মধ্যবর্তী স্থান ॥ DHA ॥ পাবুগড় তালুকে প্রাপ্ত তিম্মেন্দ্ররাজের লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার নির্দেশানুসারে 'অন্তরালে' একটী 'রঙ্গমণ্ডপ' ও চারিটী 'চন্দ্রশালা' নির্মিত হইয়াছিল। —Ep. Carn., xii. 122. **৪** মধ্যবর্তী স্তম্ভ, intercolumnation.—মান° ১৫. ২৩১-২। **৫** হর্ম্যের পঞ্চম তলের অংশবি°।—ঐ, ২৩. ২০-২। **৬** মন্দিরের দ্বিতীয় মণ্ডপ; ইহা অর্ধমণ্ডপ ও দেবাধিষ্ঠানের মধ্যবর্তী স্থলে থাকে।—চিত্তপ্রশস্তি (শার্ঙ্গদেবের সময় রচিত), ৪৫ শ্লো°; EI, i. 284, 275 n. 15; R. D. Banerji : Hist. of Orissa, ii. 354f. **৭** প্রাসাদের অংশবি°। —মান° ৬৯. ৮। **৮** অন্তর্বর্তী দ্বারমণ্ডপ। —Rice—Ep. Carn., v. pt.-i, p. xxxix ॥ DHA ॥

অন্তরাল,—দক্ষিণ ভারতের ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মিশ্রণজাত সঙ্কর জাতি-বি°। অন্তরালদিগের রীতিনীতি হইতে দেখা যায়, প্রধানতঃ ইহারা দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একটী সম্প্রদায় উপবীত ('পুনূল') গ্রহণ করে এবং ইহা হইতেই উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যাহারা উপবীত গ্রহণ করে তাহারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিল, অবৈধতার আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহারা ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বহির্ভূত হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি পালন করে বটে, তবে উহা ব্রাহ্মণদের কঠোরতা অপেক্ষা কম। তাহারা ব্রাহ্মণের বিবাহ-পদ্ধতি পালন করিয়া থাকে, তবে 'তালি'-বন্ধক সাধারণতঃ পাত্রীর স্বামী হয়। সুতরাং বিবাহের সম্বন্ধও ব্রাহ্মণদের মত হয়, অবশ্য ক্ষত্রিয়দের বিবাহ-সম্বন্ধের সহিতও কিছু সামঞ্জস্য থাকে। তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত স্বামীর সন্ধান পাওয়া খুব কষ্টকর, এজন্য রমণীদের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপনে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। পুরুষদের পুত্রাদি-পালনের দায়িত্ব থাকে না; সুতরাং সুযোগ পাইলেই তাহারা সম্বন্ধ স্থাপন করে। নম্বিদী, অদীকল, পুষ্পকন্ প্রভৃতি জাতি এই সম্প্রদায়ের

অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের রমণীদের অধিক বয়সে বিবাহ হয় এবং বিধবা হইলে তাহারা আর বিবাহ করে না।

অপর সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করে না। মন্দিরে কাজের জন্য তাহারা শূদ্রদের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, অবশ্য শূদ্রদের অপেক্ষা তাহারা নিম্নস্তরের। তাহারা শূদ্রদের আচার-ব্যবহার পালন করে এবং বর্তমানে সর্বদিক্ দিয়াই বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

অন্তরাল জাতির দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন। প্রত্যেক জাতিই স্বগোত্রে বিবাহ করে এবং প্রত্যেকেই জাতি-সঙ্কর।

[A. K. Iyer: Cochin Tribes & Castes, ii. 122, 148-9; Thurston: Castes & Tribes of Southern India, i. 48]

অন্তরালক—১ পুণ্যতোয়া কুণ্ডবি°। কামাখ্যাপর্বতের কিছু দূরে ঈশান কোণে গন্ধমাদন নামে এক পর্বত অবস্থিত; সেই স্থানে ভৃঙ্গেশ নামক শিবের লিঙ্গ বর্তমান। গন্ধমাদনের অন্তে ভৃঙ্গেশের দুইটী পদ আছে; উহা হইতে গঙ্গাজল নিঃসৃত হইতেছে, সেই স্থানে অন্তরাল নামক কুণ্ড অবস্থিত। অন্তরালক কুণ্ডে স্নান করিয়া ও তাহার জল পান করিয়া ভৃঙ্গেশের পদযুগল দর্শনপূর্বক কুব্জপীঠবাসী মহাভৃঙ্গকে পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয়। —কালিকাপু° ৭৮. ৬৯-৭৩। ২ ক্লী°, অভ্যন্তর॥ রাজনি° শব্দ°॥

অন্তরি—[কবি-প্রয়োগ] অব্য°, ১ চিত্তে। ২ সময়ে। ৩ [প্রা° বা°] ভিতরে।

অন্তরিক—[বাস্ত°] বন্ধনী-বি°। [অন্তরাল, দ্র°]

অন্তরিক্ষ,, **অন্তরীক্ষ**,—১ [অন্তঃ স্বর্গপৃথিব্যোর্মধ্যে ঈক্ষ্যতে, ঈক্ষ্ কর্মণি ঘঞ্, অন্তঃ ঋক্ষাণি অস্য বা পৃষো° পক্ষে হ্রস্বঃ ঋকারস্য রিত্বম্; বহু°] ক্লী°, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান, শূন্য, আকাশ, নভঃ, গগন ('অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে ঈক্ষ্যমাণং ব্যোম'—সায়ণ)। 'বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা'—ঋ° ১. ৫২. ১৩; ৭৩. ৮; ৯১. ২২; ১১৫. ১; ২. ১২. ২; ১৫. ২; ৩. ৮. ৮; ২২, ২; ৩০. ৯; ৩৪. ১০ই°; অ° ৬. ১৩০. ৮; শ-ব্রা° ৭. ১. ২. ২৩; ঐ-ব্রা° ১. ২; ছা-উ° ১. ৩. ৭; বৃহ-উ° ১. ১. ২ই°; মনু° ৭. ২৯; ভা° ৫. ২৪. ৫। ইহা বিশ্বের তিনটী লোকের অন্যতম। এই তিনটী লোক—স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক বা ব্যোম এবং মনুষ্যলোক বা পৃথিবী। অন্তরীক্ষলোক গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষদিগের বাসভূমি (দ্র° Dowson: Class. Dict. of Hindu Mythology)। বৈদিক সাহিত্যে উক্ত তিনটী লোক তিনটী প্রাচীন দেবতার বাসস্থান; স্বর্গ সূর্যের, ব্যোম বা অন্তরীক্ষ বায়ুর এবং ভূঃ বা মনুষ্যলোক অগ্নির বাসস্থান। বৈদিক অন্ত্যেষ্টি-ব্যবস্থায় দেখা যায়, যদি আহবনীয় অগ্নি মৃতের নিকট প্রথমে নীত হয় তাহা হইলে মৃতের আত্মা স্বর্গলোকে গমন করে; গার্হপত্য অগ্নি প্রথমে নীত হইলে মৃতের আত্মা অন্তরীক্ষলোকে গমন করে; কিন্তু দক্ষিণাগ্নি প্রথম নীত হইলে তাহার আত্মা ভূর্লোকেই থাকিয়া যায়। তবে যদি তিনটী অগ্নিই একত্র একসঙ্গে নীত হয় তাহা মৃতের আত্মার গতির পক্ষে সর্বতোভাবে মঙ্গলজনক। (দ্র° M. Williams: Indian Wisdom, 197)। নিরুক্তে অন্তরিক্ষ শব্দের ১৬টী নাম আছে—অম্বর, বিয়ৎ, ব্যোম, বর্হিঃ, ধম্ব, অন্তরিক্ষ, আকাশ, আপ, পৃথিবী, ভূ, স্বয়ম্ভূ, অধ্বা, পুষ্কর, সগর, সমুদ্র, অধ্বর। ২ সামবেদের কয়েকটী মন্ত্রের অনুষ্ঠানিক নাম।—সা° ১. ২৩৯; ২. ২০৬, ২০৭; ২. ২১২, ২১৩ ॥ গোল্ড° ॥ ৩ অদিতি। 'অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ'—ঋ° ১. ৮৯. ১০। কিন্তু সায়ণাচার্যের মতে ইহাতে স্তব ভিন্ন অদিতি শব্দে দ্যুলোক বা অন্তরিক্ষ বুঝাইতে পারে না। ৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫. ৭) অন্তরিক্ষ প্রজাপতি-কর্তৃক সৃষ্ট। ৫ [স্বচ্ছতা-সাদৃশ্যে] অভ্রক ধাতু ॥ রাজনি° শব্দ° আপ° ॥ ~ক্ষিৎ—১ শূন্যে বাসকারী। ২ বায়ুর নাম-বি°।—ছা-উ° ২. ২৪. ৯; মৈত্রী-উ° ৬, ৩৫ ॥ গোল্ড° ॥ ~জল—ক্লী°, আকাশবারি, দিব্যোদক ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ গগনাম্বু, বৃষ্টির জল, নীহারজল। গুণ—ত্রিদোষনাশক, বলকারক, রসায়ন, মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র, রক্ষোঘ্ন (ভূতাদি বাধার নিবারক), শীতল, আহ্লাদক এবং জর-দাহক ও বিষনাশক।—সুশ্রু° সূ. ৪৬ অ°। ॥ বৈদ্য-শ° আপ° ॥ ~বিদ্যা—স্ত্রী°, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে আকাশের সমস্ত তত্ত্ব জানা যায়। ~লোক—১ আকাশ। 'মনোহন্তরিক্ষলোকঃ'—বৃহ-উ° ১. ৫. ৪। ২ নির্দিষ্ট জগৎ।—বৃহ-উ° ৩. ৬. ১। ~সংশিত—বায়ুমণ্ডলে তীক্ষ্ণভূত। 'বিশ্বোঃ ক্রমোহসি সপত্নহান্তরিক্ষসংশিতো বায়ুতেজাঃ'—অ° ১০. ৫. ২৬। ~সদ্—গগনচারী, আকাশচর, খেচর।—ঋ° ৪. ৪০. ৫; কঠ-উ° ৫. ২।

অন্তরিক্ষ, **অন্তরীক্ষ**,—১ বৈদিক দেবতা-বি°। বশিষ্ঠ ঋষি স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্তরিক্ষের স্তুতি করিয়াছিলেন।—ঋ° ৭. ১০৪. ২৩। ২ বৈবস্বত-মন্বন্তরে ত্রয়োদশ দ্বাপরে রাজর্ষি অন্তরীক্ষ বেদ-বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হন।—বিষ্ণুপু° ৩ ৩. ১৪। ৩ রঘুবংশীয় পুষ্করের পুত্র। অন্তরীক্ষের পুত্র সুতপা।—ভা° ৯. ১২. ১২। ৪ মুর নামক দৈত্যের পুত্র। অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সপ্তভ্রাতা নরকাসুরের পরামর্শে পিতা মুরের নিধনকারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন।—ভা° ১০. ৫৯. ১২। ৫ স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় ঋষভ ও জয়ন্তীর শত পুত্রের অন্যতম। অন্তরীক্ষ ভাগবত ধর্ম-প্রদর্শক ও পরমভাগবত ছিলেন। ইনি দিগম্বর ও আত্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন।—ভা° ১. ৩. ৩; ৫. ৪. ১১ [জয়ন্তী

দ্র°]। ৬ সূর্যবংশীয় রাজা কিন্নরাশ্বের পুত্র। অন্তরীক্ষের পুত্র সুমিত্র ও সুষেণ।—মৎস্যপু° ২৭১. ৯-১০। ৭ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের পুত্র সুবর্ণ।—বিষ্ণুপু° ৪. ২২. ৩। ৮ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে দেবতাদের পাঁচটী গণ ছিল। প্রত্যেক গণে আট জন করিয়া দেবতা ছিলেন। অন্তরীক্ষ, বসু, হয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত, শ্রোতা, মন্তা ও সুমন্তা এই আট জন আপ্যগণের দেবতা।— বায়ুপু° ৬২. ৫৯। বিষ্ণুপুরাণে যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন ও ধর্মচ্যুত না হয় তাদৃশ সদাচার পালনের মধ্যে অন্তরীক্ষকে বলিদানের নির্দেশ আছে।— বিষ্ণুপু° ৩. ১১. ১৬। গৃহারম্ভের পূর্বে অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত অন্তরীক্ষদেবকে যথাবিধি মন্ত্রদ্বারা অর্চনা করিয়া শিলা অথবা ইষ্টকা বিন্যাস করা বিধেয়।— অগ্নিপু° ২৪৭. ১-১৫। যাত্রারম্ভের পূর্বে অন্তরীক্ষের উদ্দেশে বলি প্রদান ও প্রার্থনা করিতে হয়।—ঐ, ২৩৬. ৬-১৪। ৯ দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত দেবীগণের অন্যতমা দেবী।—ব্রহ্মপু° ১০৯. ১৬।

অন্তরিক্ষ৹, অন্তরীক্ষ৹—[বাস্তু°] ১ নিবাস-বি°, a quarter.—মান° ৭. ৯৩; ৯. ৩৫৭। ২ লুপা বা ঢালু ছাদের (pent roof) সমার্থক নাম।— মান° ১৮. ১৭৪-৫ ॥ DHA ॥ ~কাণ্ড— [বাস্তু°] দশতল হর্ম্যের ছয়টী শ্রেণীর অন্যতম। মানসারের ২৮ অধ্যায়ে (১৪-১৫ শ্লো°) এই হর্ম্যের উল্লেখ আছে।— Acharya: Ind. Arch. according to Manasara, 50, 112.

অন্তরিক্ষোদর—যাহার উদর অন্তরিক্ষের ন্যায় অর্থাৎ লম্বা চওড়া। 'অন্তরিক্ষোদরঃ কোশঃ'—হা-উ° ৩. ১৫. ১।

অন্তরিক্ষবায়ুবীর্যপ্রকাশ—ধর্মগ্রন্থ-বি°।— Ben. 140 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তরিত৴—[অন্তর+ √ইণ (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ] বিণ, ১ ব্যবহিত, অন্তর্ধানপ্রাপ্ত ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ পর্যায়—প্রসৃত। ২ অপসৃত।— রঘু° ১৬. ৬৫। ৩ মৃত। 'ক্রিয়তাং কথনস্ত্যমণ্ডনং পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া'—কুমার° ৪. ২২ ॥ আপ্॰ ॥ ৪ অন্তর্গত। ৫ (গণিত) বিয়োগ-ফল, অবশিষ্ট, the remainder.

অন্তরিত২ — [বাস্তু°] স্তম্ভপৃষ্ঠের বন্ধনী-বি°, fillet. ১ স্তম্ভের পাদপীঠ, অধিষ্ঠান ও উত্তীরার (অর্থাৎ স্তম্ভশীর্ষের) বন্ধনী। অধিষ্ঠানদেশে ইহা 'আলিঙ্গ' নামক চূড়ান্ত বন্ধনীর সহিত এবং পাদপীঠে 'প্রতিভাজনে'র সহিত যুক্ত হয়। ইহার অন্যান্য একার্থক নাম — বাজন, ক্ষেপণ, বেত্র, পট্ট, উত্তর, পট্টিকা, কম্প, দৃক্, মণ্ড ইত্যাদি।—মান° ১৬. ৬-৭। ২ স্তম্ভের পাদপীঠ ও অধিষ্ঠানের চূড়ান্ত বন্ধনী।—মান° ১৩. ৫৮, ৬৯ই° ১৬. ৫১, ১০১ই°। ৩ স্তম্ভের উত্তীরার শীর্ষ হইতে দশম বন্ধনী। [কামিকা° ৫৪. ২ (প্রাসাদ) দ্র°] ॥ DHA; Ram Raz: Essay on the Arch. of the Hindus, Lond. 1834 ॥ ~মণ্ডপ— [বাস্তু°] কোন মন্দিরে দেবাধিষ্ঠানের সম্মুখবর্তী অন্নশালা, গর্ভগৃহ বা অন্তরশালা। চালুক্য-স্থাপত্যে অন্তরিতমণ্ডপ নির্মাণের বিধান আছে।—DHA; Arch. Sur. New. Imp. Series, xxi. 37.

অন্তরিন্দ্রিয়—[অন্তর্গত ইন্দ্রিয়—মধ্য-কর্মধা°] ক্লী°, অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন।

অন্তরী—মেবারের একটী পর্বতীয় অধিত্যকা। পর্বতশ্রেণীবেষ্টিত গিরিসঙ্কট হওয়ায় ইহার নাম 'অন্তরী' হইয়াছে। চম্বলের পর বিছোর হইতে অধিত্যকার প্রান্তে একটী পর্বতশিখর পর্যন্ত প্রায় ১৫ ক্রোশ ইহা বিস্তৃত; প্রস্থ প্রায় ৫ ক্রোশ। ইহাতে প্রায় ১০০টী গ্রাম আছে; প্রধান নগরী—সিঙ্গোলি; সিঙ্গোলি কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ স্থান পরিমিত, উদয়পুর শহর হইতে ইহা ৫২½ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। অন্তরী অধিত্যকা খুব উর্বর—গম, যব, পোস্ত ইক্ষু এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এক সময় অন্তরী অধিত্যকা শিকারের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। 'তারিখ্-ই দাউদী' গ্রন্থে দেখা যায়, ইসলাম শাহ্ লাহোর হইতে গোয়ালিয়রে প্রত্যাবর্তনের পর এই স্থানে শিকারে ব্যাপৃত ছিলেন [ইসলাম শাহ্ দ্র°]। সম্রাট্ অক্‌বরের প্রিয় সভাসদ 'অবুল ফজ়ল যখন গোয়ালিয়রে আসেন তখন রায় রায়ন ও রাজা রায় সিংহ অন্তরী অধিত্যকায় সৈন্যসন্নিবেশ করেন; এখানে তাঁহাদের দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। 'অবুল ফজ়ল অন্তরী হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে আসিলে রায় রায়ন ও রায় সিংহ তাঁহাকে হত্যা করেন। ['অবুল ফজল দ্র°]।

[W. Crooke (ed.) Tod's Annals & Antiquities of Rajasthan, iii. 1677; EHI, iv.503 vi. 107.]

অন্তরীক্ষ-পার্শ্বনাথ — বেরারের বাশিম জেলার অন্তর্গত শিরপুর গ্রামে অবস্থিত দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন মন্দির। খ্রী° ১৪শ শত° এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। মন্দিরে ১৪০৬ খ্রী° একটী লিপি আছে। মন্দিরের বিগ্রহ পার্শ্বনাথ-সম্বন্ধে একটী স্থানীয় প্রবাদ আছে। উহাতে জানা যায়, এলিচপুরের য়ল্লুক নামক এক নৃপতি নদী-তীরে বিগ্রহটী পান। তিনি উহা নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে একান্ত অভিলাষী হইলে দৈব উপায়ে তিনি অনুমতি পান, কিন্তু পিছনে ফিরিয়া দেখিতে তাঁহাকে বারণ করা হয়। শিরপুরে আসিয়া হঠাৎ আগ্রহশীল হইয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন—তখন বিগ্রহটী শূন্যে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়।

অনেক দিন বিগ্রহটী এইভাবেই ছিল, উহাকে আর স্থানান্তরিত করা যায় নাই। —IG, vii. 97; xxiii. 40.

অন্তরীপ—[অন্তর্ + অপ্ (জল) + অ] ক্লী°, জলবেষ্টিত ভূভাগ, যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলমধ্যে গমন করিয়াছে তাহার অগ্রভাগ, cape.

অন্তরুহা—স্ত্রী°, শ্বেতদূর্বা ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অন্তরে—অব্য°, মধ্যে, অভ্যন্তরে ॥ অম° শব্দ° ॥ ~ণ—অব্য° ১ মধ্যে ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ বিনা, ব্যতিরেকে [অম° শব্দ° অভি° ॥

অন্তর্গড়ু—১ কুব্জ, কুঁজ ॥ অভি° বিশ্ব°॥ ২ নিরর্থক, বৃথা ॥ অভি° শব্দ° ॥

অন্তর্গঙ্গামাহাত্ম্য — গ্রন্থবি° ।—Mach. 85 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্গর্ভ—অভ্যন্তরে গর্ভযুক্ত। 'কুশৌ সমাবপ্রশীর্ণাগ্রাবনন্তর্গর্ভাবিতি' — কা-শ্রৌ° ২. ৩. ৩১।

অন্তর্গত—[অন্তর্ + √গম্ + ক্ত কর্তৃ] বিণ, ১ মধ্যবর্তী, মধ্যগত ।—রঘু° ২. ৪৩ ॥ অভি° শব্দ° ॥ ২ হৃদ্গত ।—রঘু° ১০. ৪৩। ৩ বিস্মৃত ॥ অভি° শব্দ° আপ্° ॥ ৪ অদৃষ্ট ॥ আপ্° ॥ ৫ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ৬ লুক্কায়িত।

অন্তর্গিরি— অব্য°, ১ গিরিমধ্যবর্তী স্থান, পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত। —ভারবি° ১. ৩৪। ২ দেশ-বি° ।—মহা° ২. ২৮. ৩; মৎস্যপু° ১১৩. ৪৪। রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহল গিরিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দেশের সহিত এই দেশের অভিন্নত্ব দেখান হইয়াছে (GDI, 8; Pargiter: Markandeya-Purana. 325n) এই স্থানের অধিবাসীরা 'অন্তর্গির্য' নামে পরিচিত ছিল এবং এই স্থানের অপর নামও 'অন্তর্গির্যা'। —মহা° ৬. ৯. ৪৭; (B. C. Law: Geographical Essays, 150)।

অন্তর্গির্য—জাতি-বি° [অন্তর্গিরি দ্র°]।

অন্তর্গির্যা—দেশ-বি° [অন্তর্গিরি দ্র°]।

অন্তর্গৃহ—১ ক্লী°, গৃহের মধ্যবর্তী অংশ, অন্তঃশালা গ্রহের মধ্যে গ্রন্থ, মূল সংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ anteroom, antechamber antecabinet. ২ গৃহমধ্যে, ঘরের ভিতর ।—রা° (গো°) ২. ৪. ৩। ~যাত্রা—কাশী-খণ্ড (১০০ম অ°) বর্ণিত অন্তর্গৃহপরিক্রমাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ। W. p. 347 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্গেহীযাত্রা— পৌরাণিক গ্রন্থ। —Radh. 38 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্ঘণ—১ প্রাসাদের ফটক হইতে গৃহদ্বার পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ।—ভট্টি° ৭. ৬২ ॥ গোল্ড° ॥ ২ বাহিক (বাহ্লিক) নগরের অন্তর্বর্তী গ্রাম-বি° ॥ গোল্ড° ॥ ৩ [অন্তর্ + √হন্ + অল্ কর্ম] অভ্যন্তর প্রদেশ।

অন্তর্জঠর—১ অব্য°, উদরের মধ্যভাগ, কুক্ষিমধ্য ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ ক্লী°, কোষ্ঠ ॥ অম° শব্দ° ॥

অন্তর্জল — ১ স্থলে জল। ২ মেঘের জল ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ৩ অব্য° জলের মধ্যে। ~াচার—মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পা হইতে নাভি পর্যন্ত জলে মগ্ন করা রূপ আচার-বি°।

অন্তর্জলোৎস—ভূগর্ভস্থ উৎস। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে জল আছে, তরল পদার্থের সাধারণ নিয়মানুসারে তাহা সর্বদাই সমপৃষ্ঠ থাকে। যদি কোনও বিশেষ কারণে তাহার ব্যত্যয় হয়,, তবে ঐ জল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উঠে। উহাকে অন্তর্জলোৎস বলে। ইং Artesian fountain.

অন্তর্জাত—দেহের মধ্যে জাত. অভ্যন্তরে উৎপন্ন, সহজাত।

অন্তর্জানু—অব্য°, দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে, দুই জানুর মধ্যভাগে হাত দিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করিতে হয়।—হেমা° ১. ৯৪. ১৫ ॥ গোল্ড° ॥

অন্তর্জ্যোতিঃ—[মৃ°-তিস্] ক্লী°, ১ অন্তরাত্মা, চৈতন্য। ২ বিণ, যাহার অন্তরাত্মায় প্রকাশ, যিনি অন্তর্নেত্র দ্বারা পরমাত্মার দর্শন করেন।— শ-ব্রা° ১৪. ৭. ১৪.; গী° ৫. ২৪।

অন্তর্জ্বলন—ক্লী°; ১ রোগজনিত দেহমধ্যে জ্বলন বা দাহ। ২ অন্তস্থ জ্বলন। ৩ জঠরানল।

অন্তর্দগ্ধন—ক্লী°, সুরাবীজ, মন্ডবীজ ॥ শব্দচ° শব্দ° ॥ 'বাকড়' নামে খ্যাত মদ্যপ্রস্তুতকারক দ্রব্য।

অন্তর্দর্শন—[অন্তর্ + √দৃশ্ + অনট্ ভা] ক্লী°, অন্তর্দৃষ্টি মনোগত ভাবসমূহের অবধারণ, আত্মপরীক্ষা। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইহাকে introspection বলে।

অন্তর্দশা—স্ত্রী°, অন্তর্গত দশার আধিপত্যকাল। (জ্যোতিষ) মহাদশার অন্তর্গত গ্রহনিচয়ের স্বাধিপত্যযুক্তকাল। [দশা দ্র°]

অন্তর্দশাহ—অব্য°, দশ দিনের মধ্যে। মনু (৫. ৭৯) নির্দেশ দিয়াছেন, দশাহাদি জননাশৌচ বা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলে পূর্বাশৌচের সঙ্গেই দ্বিতীয় অশৌচ যাইবে।

অন্তর্দাহ—১ আভ্যন্তরিক তাপ, অন্তর্মধ্যে দাহ, দেহের মধ্যে দাহ, অগ্নিদাহের ন্যায় মনের ক্লেশ।—রা° (গো°)২. ৮৫. ১৭। ২ কোষ্ঠসন্তাপ, দেহাভ্যন্তর সন্তাপ, শরীরাভ্যন্তর জ্বালা।—রাজনি° ব. ২০ ॥ শব্দ° ॥ সান্নিপাতিক জ্বর-বি°। লক্ষণ—ভিতরে জ্বালা, বাহিরে শীতভাব, শোথ, অরুচি, শ্বাস এবং রোগীকে দেখিলে মনে হয় সমস্ত দেহ আগুনে ঝলসিয়া গিয়াছে।—ভা-প্র° মধ্য. ভা. ১।

অন্তর্দুষ্ট — বিণ, অন্তঃকরণে দুষ্ট, দুষ্টান্তঃকরণ, ভিতরে ভিতরে দোষযুক্ত কপট চিত্ত।—হিতো° ২. ১০০।

অন্তর্দৃষ্টি—[অন্তর্ + √দৃশ + ক্তি ভা] স্ত্রী°, আত্মদর্শন, যিনি স্বীয় আত্মাকে দর্শন করেন।

অন্তর্দেশ—১ অভ্যন্তর প্রদেশ, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান, অন্তরালদেশ। 'যে দিশামন্তর্দেশেভ্যঃ'—অ° ৪. ৪০. ৮। ২ প্রাচীরের মধ্যস্থিত প্রান্ত।

অন্তর্দ্বয় — মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দ্বীপ-বি°।—মার্ক-পু° ৫৮. ৪৩।

অন্তর্দ্বার—ক্লী°, ক অন্দরের গুপ্তদ্বার।

খ প্রকোষ্ঠদ্বার ॥ ভরত, শব্দ° ॥ পর্যায়—প্রচ্ছন্ন ॥ অম° শব্দ° ॥ গ কোষ্ঠকদ্বার। ঘ পক্ষদ্বার (খিড়কি)। ঙ জালদ্বার (খড়খড়ি)।

অন্তর্দ্বীপ—১ দ্বারকার উপদ্বীপ-বি°। এখানে মহাদেব-মহোৎসবের জন্য যাদবগণ সমবেত হইয়াছিলেন।—মহা° ১. ২৪১. ৭১। ২ নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অন্যতম। নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরের 'নবদ্বীপপরিক্রমা' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে'র ১২শ তরঙ্গে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র মধ্য° ১৩শ অধ্যায়ে এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'নবদ্বীপ-শতক' গ্রন্থে এই অন্তর্দ্বীপের বিশেষ বর্ণনা আছে। [নবদ্বীপ দ্র°]

অন্তর্ধান১—[অন্তর্+√ধা+অনট্+ভা] ক্লী°, ১ আচ্ছাদন ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ পর্যায়—১ অন্তর্ধা, ২ ব্যবধা, ৩ অন্তর্ধি, ৪ অপবরণ, ৫ অপিধান, ৬ তিরোধান, ৭ পিধান ও ৮ ছদন ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ তিরোধান।—রা° ১. ১৫. ৪।

অন্তর্ধান২—১ রাজা বিজিতাশ্বের নামান্তর। অন্য নাম—অন্তর্ধি। পুত্রগণ—পাবক, পবমান, শুচি ও হবির্ধান।—ভা° ৪. ২৪. ৩। পিতা—পৃথু।—মৎস্যপু° ৪. ৪৫; অগ্নিপু° ১৮. ১৯। পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্ধানের মারীচ নামক পুত্রের জন্ম হয়। মৎস্যপুরাণে হবির্ধান অন্তর্ধানের সহোদর। বিষ্ণুপুরাণে পৃথুর পুত্র অন্তর্ধান ও পালি এবং অন্তর্ধান ও শিখণ্ডিনীর পুত্র হবির্ধান।—বিষ্ণুপু° ১. ১৪। কূর্মপুরাণে (১৪. ২০-৪) চাক্ষুষ মন্বংশীয় নৃপতি পৃথুর পুত্র (শুচিস্মিতার গর্ভজাত) শিখণ্ডী, হবির্ধান ও অন্তর্ধান। অন্তর্ধান দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্ধান হইবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ২ কুবেরের অতি প্রিয় অস্ত্র। এই অস্ত্র তীক্ষ্ণধার, উজ্জ্বল ও শক্তিশালী ছিল। এই অস্ত্রের প্রয়োগে শত্রু বশ্যতাস্বীকারে বা পলায়ন করিতে বাধ্য হইত। ইহার সাহায্যে শঙ্কর ত্রিপুরের অসুরদিগের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। কুবের শঙ্করের নিকট হইতে এই অস্ত্র লাভ করেন।—মহা° ৩. ৪১. ৩৮।

অন্তর্ধামা—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অঙ্গের পুত্র। ইঁহার পুত্র হবির্ধামা।—মহা° ১৩. ১৪৭. ২৩-৪।

অন্তর্ধি—[অন্তর+√ধা+কি ভা] স্ত্রী°, তিরোধান, অন্তরাল, অদৃশ্য। 'অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি'—পা° ১. ৪. ২৮; শিশু° ৮. ৫২ ॥ অম° আপ° ॥ আচ্ছাদন। ৩ ব্যবধান। ৪ বেণু-বংশীয় পৃথুর পুত্র ধর্মজ্ঞ অন্তর্ধি ও পালিত। অন্তর্ধির পুত্র হবির্ধান।—হরি° হরি° ২. ২৮; বিষ্ণুপু° ১. ১৪. ১; বায়ুপু° ৬৩. ২২; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮. ২২; ব্রহ্মপু° মতে পৃথুর পুত্র অন্তর্ধি ও পাতি।—ব্রহ্মপু° ২. ২৯।

অন্তর্ধূম—রুদ্ধমুখ পাত্রে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা।—চিত্রকক্ষার।

অন্তর্নগর—১ [নগরের মধ্য অব্যয়ী°] নগর মধ্য। ২ অন্তঃপুর।

অন্তর্বাণিজ্য—ক্লী°, দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় [বাণিজ্য দ্র°]।

অন্তর্নাটক— নাটকান্তর্ভুক্ত নাটক। বিভিন্ন গ্রন্থে ইহার বিভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথের মতে ইহার নাম গর্ভাঙ্ক।* 'ভবভূতিকৃত উত্তর রামচরিতে'র সপ্তম অঙ্কে এইরূপ এক ক্ষুদ্র নাটকের অবতারণা করা হইয়াছে। উত্তররামচরিতের টীকাকার বীররাঘব ও ঘনশ্যাম ইহার নাম দিয়াছেন অন্তর্নাটক। রাজশেখরকৃত 'বালরামায়ণে' ও শ্রীহর্ষকৃত 'প্রিয়দর্শিকা'র মধ্যেও এইরূপ নাটক দেখিতে পাওয়া যায়। বালরামায়ণের প্রকাশিত সংস্করণে ইহার কোনও নাম দেওয়া হয় নাই। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত প্রিয়দর্শিকার সংস্করণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—গর্ভ-নাটক। নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ ছাড়া অর্বাচীন অন্য নানা গ্রন্থে সংস্কৃত নাটকের এইরূপ বিভিন্ন রূপভেদের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। [বিস্তৃত আলোচনা 'নাটক' শব্দে দ্র°]।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অন্তর্নিহিত—বিণ, অভ্যন্তরে ধৃত, মনোমধ্যে নিহিত।

অন্তর্ভব—[স্ত্রী—া] বিণ, অভ্যন্তরে উৎপন্ন ॥ আপ° ॥

অন্তর্ভাব—অন্তরের ভাব, চিত্তবৃত্তিভেদ।

অন্তর্ভাবনা—স্ত্রী°, ১ অন্তর্নিবেশ, মধ্যে পতন। ২ অন্তঃশুদ্ধি। ৩ অন্ত-র্নিহিত ভাবনা impression.

অন্তর্ভাবপ্রকাশিকা — বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থবি°।—Opp. 6711. ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্ভাববাদ—ন্যায়গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গোপাল তাতাচার্য।—Opp. 393 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্ভূত—বিণ, গুণীভূত, অন্তঃস্থ ॥ শব্দ° ॥

অন্তর্ভুক্ত— [স্ত্রী—া] বিণ, অন্তর্গত মধ্যবর্তী।

অন্তর্ভূমি—স্ত্রী°, ভূমির অন্তর্গত অংশ ॥ গোল্ড' ॥

অন্তর্ভেদী—যাহা অন্তর ভেদ করে, যাহা দ্বারা সমানুভূতির উদ্রেক হয়।

অন্তর্ভৌম—ভূমির মধ্যবর্তী ॥ গোল্ড° ॥

অন্তর্মনাঃ—[পুং-মনস্। অন্তর (অজ্ঞাত) হইল মনঃ যাহার—বহু°] ১ উদ্বিগ্ন চিত্ত, দুর্মনা, বিমনা, ব্যাকুলচেতা ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ বিণ, ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন।—মহা° ৭. ১৭৯. ৪৭ ॥ শিশু° ॥ ৩ একাগ্র, তদ্গতচিত্ত, সমাহিতমনা। 'গোবিন্দ ভজহ সদা অন্তর্মনা হৈয়া'—চৈ- চ° ৭১।

অন্তর্মণ্ডল — [বাস্তু°] মানসারের 'প্রাকারবিধান' অধ্যায়ে (৩১ অ°) উল্লিখিত

---

* আধুনিক বাঙলা নাটকে এই শব্দটী 'দৃশ্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে ব্যবহৃত নানা শব্দ আধুনিক বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে কিরূপ পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বিবরণ 'বর্তমান বাঙ্গালা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী: (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ°৪৪৪-৯) দ্র°।

হর্ম্যের অংশবি°। হর্ম্যের অধিষ্ঠানক্ষেত্র পাঁচটী ভাগে বিভক্ত করা হয়, তন্মধ্যে অন্তর্মণ্ডল প্রথম ও সর্বাপেক্ষা ভিতরের অংশ।—Acharya: Ind. Arch. according to Manasara, 51, 154. হর্ম্যের এই অংশ গোলাকার।—মান° ৩১. ৫৭-৮ ॥ DHA ॥

অন্তর্মল—মলান্তবৃক্ষ ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অন্তর্মহানাদ—শঙ্খ। অন্য নাম অন্তঃকুটিল ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অন্তর্মাতৃকান্যাস — [তন্ত্র°] মাতৃকাদেবীর শরীরমধ্যবর্তী অ-কারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের ন্যাস। মাতৃকান্যাসে ঋষ্যাদি ন্যাস, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া প্রথমে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিতে হয়। মনুষ্যদেহে আধারাদি ক্রমধ্যস্থ যে ছয়টী পদ্ম আছে ঐ সকল পদ্মে এই ন্যাস করিবার বিধান। এই ছয় পদ্মের বর্ণনা 'ষট্‌চক্রে' বর্ণিত হইয়াছে [ষট্‌চক্র] দ্র°। 'অগস্ত্যসংহিতা'য় কথিত হইয়াছে, ষট্‌চক্রের প্রতি চক্রে একটী করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। প্রথমতঃ কণ্ঠস্থলে যে ষোড়শদলপদ্ম আছে তাহাতে অনুস্বার যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। অতঃপর হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলপদ্মে অনুস্বার যোগ করিয়া ক হইতে ১২টী বর্ণের ন্যাস করা বিহিত। নাভিস্থলে অনুস্বারযোগে ড-কারাদি ১০টী বর্ণের ন্যাস, লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলপদ্মে অনুস্বারযোগে ব-কারাদি ৬টী বর্ণের ন্যাস, মূলাধারে অনুস্বারযোগে ব হইতে স পর্যন্ত ৪ বর্ণের ন্যাস, ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে অনুস্বারযোগে ল ক্ষ এই দুই বর্ণের ন্যাস করিতে হয়। 'জ্ঞানার্ণব'-তন্ত্রেও বলা হইয়াছে—কণ্ঠমূলে ষোড়শদলপদ্মে ১৬ স্বর, হৃদয়ে দ্বাদশদলপদ্মে ক-কারাদি ১২ স্বর, নাভিমূলে দশদলপদ্মে ড-কারাদি ১০ স্বর, লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলপদ্মে ব-কারাদি ৬ স্বর, মূলাধারে চতুর্দলপদ্মে ব-কারাদি ৪ স্বর এবং ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদলপদ্মে হ ক্ষ এই দুই স্বর ন্যাস করিতে হইবে।

এইভাবে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবার পর সর্বাঙ্গন্যাস করিতে হয়। 'অগস্ত্যসংহিতা'য় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—পদ্মের এক একটী বর্ণ ন্যাস করা নিয়ম। মনে মনে এই ন্যাস করিতে হয়। এইরূপে আন্তর ন্যাস করিয়া বহির্ন্যাস করা বিধেয়। বিশেষতঃ বিষ্ণু-বিষয়ে মূলাধার হইতে মস্তক পর্যন্ত ষট্‌চক্রে শেষে নমঃ যোগ করিয়া যে এক একটী বিন্যাস করা হয় তাহাকে আন্তর বলে। অন্তর্মাতৃকান্যাসে মূলাধারস্থ স্বর্ণাভ চতুর্দলপদ্মে ব শ ষ স এই ৪ বর্ণ, লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক বিদ্যুতাভ ষড়্‌দলপদ্মে ব হইতে ল পর্যন্ত ৬ বর্ণ, নাভিমূলস্থ নীলমেঘপ্রভ দশদলপদ্মে ড হইতে ফ পর্যন্ত ১০ বর্ণ, হৃদয়স্থ প্রবালরুচিসন্নিভ দ্বাদশদল অনাহতপদ্মে ক হইতে ঠ পর্যন্ত ১২ বর্ণ, কণ্ঠস্থ ধূম্রাভ ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্মে অ-কারাদি ১৬ বর্ণ, এবং ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে চন্দ্রাভ দ্বিদলপদ্মে হ ক্ষ এই এই ২ বর্ণ বিরাজমান। মস্তকে হিমাভ সর্ববর্ণবিভূষিত সহস্রারে যে ত্রিকোণ বর্তমান উহার প্রত্যেক কোণ যথাক্রমে হ ল ক্ষ বর্ণ এবং প্রত্যেক কোণরেখা অ-কারাদি বর্ণ, ক-কারাদি বর্ণ এবং অ-কারাদি বর্ণনিচয়ে বিভূষিত; এই ত্রিকোণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিন্দু পরব্রহ্ম বিরাজিত। একাগ্রচিত্তে এইরূপ ন্যাসই অন্তর্মাতৃকান্যাস।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

অন্তর্মাতৃকা-বহির্মাতৃকান্যাস— তন্ত্রগ্রন্থ-বি°। [ঋগ্বেদী-ব্রহ্মকর্ম দ্র°]— IOC, rd. ed., ii. pt.-i., 129.

অন্তর্মুখ—[স্ত্রী--ī,-ী] ১ ক্লী°, ব্রণবিস্রাবণের যন্ত্র-বি°। ব্রণাদি কাটিবার জন্য সূচের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র-বি°।—সুশ্রু° ১. ৮. ২; মহা-চ° ৭৯. ৮ ॥ শ্মি° গোল্ড° ॥ ২ বিণ, যে বাহিরে যায় না, কেবল ভিতরের দিকেই যায় ॥ ৩ অব্য°, মুখের মধ্যে। ৪ [বাস্তু°] যাহার সম্মুখভাগ ভিতরের দিকে থাকে।—মান° ১২. ২১৬ ॥ DHA ॥ ~চুম্বন — চুম্বন-ভেদ।— কামসূ° ২. ৩. ২৩টী°। [চুম্বন দ্র°]

অন্তর্মুখী—[বৈদ্যক] বিংশতি প্রকার যোনিরোগের অন্তর্গত এক প্রকার যোনিরোগ। পরিচয় — অতিশয় স্বামিসঙ্গের ফলে কুপিত বায়ু যোনিস্রোত আশ্রয় করিয়া উহার মুখকে বক্র করিয়া অন্তর্ভাগে প্রবেশিত করাইলে যোনিদেশস্থ অস্থি মাংস শিরা স্নায়ু প্রভৃতিতে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক যে যোনিরোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্ত্রী স্বামিসঙ্গে অসমর্থা হয়।—চরক° চি. অ° ৩০।

অন্তর্মৃত—গর্ভের ভিতর মৃত সন্তান।

অন্তর্যজন—[তন্ত্র°] মনঃকল্পিত উপকরণ দ্বারা পূজা, অন্তর্যাগ, আন্তর পূজা [আন্তর পূজা দ্র°]।

অন্তর্যজনাঙ্ক — রামানন্দ তীর্থকৃত গ্রন্থবি°।—L. 1017 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্যাগ — ১ মনঃকল্পিত অন্তর্যজন [অন্তর্যজন দ্র°]। ২ তন্ত্রগ্রন্থ-বি°।—B. 4. 252. ॥ Cat. Cat. ॥ ~রত্ন — প্রেমনিধি পন্থ-বিরচিত তন্ত্রগ্রন্থবি°।—N. W. 226 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্যাম — ১ প্রাতঃসবনে আহুত দ্বিতীয় গ্রহ। প্রাতঃসবনে নিম্নোক্ত গ্রহের ব্যবহার আছে। উপাংশু, অন্তর্যাম, ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ আশ্বিন, শুক্র, মন্থী, আগ্রয়ণ, উক্থ, ধ্রুব, দ্বাদশ ঋতু গ্রহ, ঐন্দ্রাগ্ন ও বৈশ্বদেব। [সোমযাগের শেষ দিনে সোমলতা হইতে সোমরস নিষ্ক্রান্ত করিয়া ঐ রস আহুতি দেওয়া হয় ও উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন। ইহাই সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার নাম সবন। দিবসের মধ্যে তিন বার সবন হয়—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। অভিষুত সোমগ্রহের নাম—গ্রহ। যে পাত্রে সোমরস রক্ষিত হয় তাহাকেও গ্রহ বলে।]—ঐ-ব্রা° ২. ৮. ৩; মৈত্রী-উ° ২. ৬। ২ মধ্যস্থ প্রহর ॥ অম° ॥ ৩ অব্য°, প্রহরের মধ্যে।

অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ—বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-বি°।— Opp. ii. 7330, 10281 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্তর্যামী—[পুং-মিন্] ১ [অন্তর্+নিজন্ত যম (= যামী) + ণিন্ কর্তৃ

অন্তঃকরণনিয়ামক। পর্যায়—১ আত্মা, ২ জীব, ৩ পুরুষ, ৪ পুদ্গল ও ৫ ঈশ্বর। অন্তরাত্মা, জগদীশ্বর। ২ শিব ॥ গোল্ড° ॥ ৩ বিণ, আন্তরিক ভাববেত্তা, অন্তরের কথা যিনি বলিতে পারেন। 'অন্তর্যামিনং ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতান্যন্তরা যময়তি'—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ৭. ৩১।

অন্তর্লম্ব—[জ্যামিতি] সরল কোণ-বিশিষ্ট, acutangular, trianglar. তু° ত্র্যস্র, জাত্য, ত্রিভুজ, বহির্লম্ব।

অন্তর্বংশিক — স্ত্রীগৃহরক্ষক, অন্তঃ-পুরাধ্যক্ষ।— অর্থ° ১ অধি. ৫ অ° ॥ অম° শব্দ° ॥

অন্তর্বত্নী—স্ত্রী°, গর্ভবতী, গর্ভিণী। —রঘু° ১৫. ১৩; রাজত° ১. ৭০ ॥ অম° শব্দ° ॥

অন্তর্বপ্র — [বাস্তু°] ১ অন্তর্বর্তী প্রাচীর, ভিতরের দিকের প্রাচীর। ২ প্রাচীরের ভিতরের দিক্।—মান° ৯. ৩৬২ ॥ DHA ॥

অন্তর্বমি—স্ত্রী°, ১ অপরিপাক। অজীর্ণ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ২ উদ্গারশব্দ, ঢেকুর। ৩ হিক্কা।

অন্তর্বস্তুত্রিরাত্র — ত্রিরাত্রব্যাপী যজ্ঞসমূহের অন্যতম ॥ গোল্ড° ॥

অন্তর্বর্তী — [মূ°-বর্তিন্; অন্তর + √বৃৎ+ ণিন্ কর্তৃ] বিণ, মধ্যবর্তী, অন্তর্ভূত অন্তর্গত।

অন্তর্বাণি — [অন্তঃ (চিত্তে) বাণী যাহার — বহু°] বিণ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, বহু শাস্ত্রবাক্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত ॥ অম° শব্দ° ॥ পণ্ডিতশিরোমণি ॥ মুগ্ধ° ॥

অন্তর্বাষ্প—অপ্রকাশিত নেত্রজল।—শকু° ৪. ৯৭।

অন্তর্বাস—অন্তঃপরিধেয় বস্ত্র, বৈষ্ণব-দিগের দ্বিবিধ পরিধেয়ের মধ্যে ভিতরের পরিধেয়, কৌপীন। বিপ° বহির্বাস।

অন্তর্বিগাহন—ক্লী°, মধ্যে প্রবেশন ॥ ॥ অভি° শব্দ° গোল্ড° ॥

অন্তর্বিগ্রহ—গৃহযুদ্ধ, অন্তর্কলহ।

অন্তর্বিদ্রধি — [বৈদ্যক] উদরের অভ্যন্তরে বিদ্রধি অর্থাৎ ফোড়া। লক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া একাকী বা মিলিতভাবে কুক্ষির মধ্যে গুল্মসদৃশ যে বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহা গুহ্যদেশে, বস্তিমুখে, নাভিতে, উদরের মধ্যে, কুঁচকিতে বা বৃক্ক, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) প্রভৃতিতে উৎপন্ন হইতে পারে। বাহিরের বিদ্রধি বা ফোড়াতে যেরূপ যন্ত্রণাদি হয় ইহাতেও সেইরূপ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। — ভা-প্র° ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অন্তর্বিদ্বান্— [মূ°-বিদ্বস্] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গমন-পথ যিনি অবগত আছেন। 'অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনঃ'—ঋ° ১. ৭২. ৭ ॥ গোল্ড° ॥

অন্তর্বিপ্লব — ১ ঘরোয়া, অন্তর্কলহ বিবাদ, অন্তর্বিরোধ। ২ স্বদেশের মধ্যে তদ্দেশীয়দিগের পরস্পর কলহ। ৩ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রবিপ্লব। [বিপ্লব দ্র°]

অন্তর্বৃদ্ধি — [বৈদ্যক] নামান্তর অন্ত্রবৃদ্ধি। লক্ষণ—বায়ু-প্রকোপে আহার, অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন, অতি-রিক্ত ভারবহন, বিষমভাবে অঙ্গ-বিন্যাস প্রভৃতি কারণে অথবা অন্য কোন প্রকার কারণে ক্ষুভিত বায়ু যখন অন্ত্রকে গ্রহণ করিয়া বংক্ষণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন হইলে সেই স্থান ফুলিয়া ওঠে, গ্রন্থির মত দেখা যায় এবং প্রতীকার না করিলে অন্য প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়।— ভা-প্র°। [অন্ত্র দ্র°]

অন্তর্বেদ, অন্তর্বেদী,—সাধা-রণতঃ দুইটী নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, দোয়াব, ব্রহ্মাবর্ত। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগই এই নামে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।—হেমকোষ; ভবিষ্য-পু° ৩. ২অ°; রাজত° ৪. ১৩২; GDI, 8; IG, xi. 364. গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী এই স্থান দোয়াব নামেও পরিচিত। সাহরান-পুর, মুজফ্ফরপুর, মীরাট, বুলন্দশহর, 'অলী-গড়, মথুরা ও আগ্রার কিয়দংশ, এটাহ, মৈনপুরী, এটরা ও ফরাক্কাবাদের বৃহত্তর অংশ, কানপুর, ফতেহপুর এবং এলাহা-বাদের কিয়দংশ এই দোয়াব বা অন্তর্বেদীর অন্তর্ভুক্ত। শিবালিক হইতে প্রয়াগ-সঙ্গম পর্যন্ত ইহা প্রসারিত। স্বভাবতঃই ইহার সুবিস্তৃত উর্বর পলিমাটির ক্ষেত্র আছে। জলসেচের জন্য উত্তর-গঙ্গা, নিম্ন-গঙ্গা এবং পূর্ব-যমুনা এই তিনটী খাল খনিত হইয়াছে। জলনিঃসরণের জন্যও পূর্ত বিভাগ বহু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের উৎপন্ন গমের সর্বাধিক অংশ এই অন্তর্বেদীতেই উৎপন্ন হয়।

১৭৯৪-৫ খ্রী° ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী Twining ফতেগড় হইতে আগ্রা, মথুরা, দিল্লী ও 'অলীগড় পরিভ্রমণ করেন। তিনি দোয়াব অঞ্চল বালুময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বে যথাযথ জলসেচের ব্যবস্থা না থাকায় এ অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, কিন্তু পরে বৃহৎ খাল খননপূর্বক জলসেচের সুব্যবস্থা করিলে উহা দূরীভূত হয়। নিম্ন-গঙ্গা খালের ফতেপুর শাখা ১৮৯৮ খ্রী° খনন করা হয়; ইহাতে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলের তিনটী জেলায় চাষের বিশেষ সুবিধা হয়। কানপুর প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ নগর। হাথরাস মীরাট, সাহরানপুর, এলাহাবাদ ও এটরা প্রধান নগর ও ব্যবসায়কেন্দ্র। ছোটখাটো নগরের সংখ্যা অনেক বেশী। বর্তমানে রেলপথ এই ভূভাগের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে (সমগ্র অন্তর্বেদী লইয়া বিশেষ ইতিহাস রচনা করা যায় না—কারণ, ইহার অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলি বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল [স্বতন্ত্র জেলায় স্বতন্ত্র ইতিহাস দ্র°]।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

[IG, xi. 364-5.; W. Crooke (ed) : Tod's Annals & Antiquities of Rajasthan, i. 164; ii. 717; iii. 1459: EHI, viii. 262, 268, 270; RCI. 136: As. Res., viii. 340; xiv. 431.]

অন্তর্বেদ,—মর্মভেদ, মর্মপীড়া।

অন্তর্বেদী,—১ গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্বেদ প্রদেশের অধিবাসী। ২ অন্তর্বেদ প্রদেশের মধ্যভাগের অধিবাসীদিগের কথিত ভাষা। পশ্চিম হিন্দী কথ্যভাষায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে ব্রজভাষারও প্রকারবিশেষ বলা হয়।—IG, xi. 364. ৩ নিম্নশ্রেণীর জাতি-বি°।—Russell & Hiralal: Castes & Tribes, i. 340. **ক** ধাঙ্গড় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ভঙ্গিদিগের একটী শাখা [ভঙ্গি দ্র°]।—W. Crooke: Castes & Tribes of N. W. Provinces & Oudh, i. 271. **খ** কানপুর ও হরিদ্বার জেলার 'বোরিয়া' নামক ভৃত্য ও চাষী সম্প্রদায়ের একটী শাখা।—ঐ, ii. 142. **গ** চমারদিগের একটী শাখা [চমার দ্র°]।—ঐ, ii. 171. **ঘ** উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'লোধ' নামক চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের একটী শাখা [লোধ দ্র°]।—ঐ, iii. 365.

অন্তর্বেদী,—১ [বৈদিক] স্ত্রী°, শবদাহের স্থান (দ্র° M. Williams: Indian Wisdom, 196-7)। [অন্ত্যেষ্টি, দ্র°] ২ অব্য°, বেদের মধ্যে।

অন্তর্বেশ্ম—[মূ°-শ্মন্] ক্লী°, অন্তঃপুর, স্ত্রীগৃহ, অভ্যন্তর গৃহ।

অন্তর্ব্যাকরণনাট্যপরিশিষ্ট—গ্রন্থবি°। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী বাচস্পতি প্রণীত। ~রাজসরণী — 'অন্তর্ব্যাকরণনাট্য-পরিশিষ্টে'র ব্যাখ্যাগ্রন্থবি°। অজিতনাথ ন্যায়রত্ন-কৃত। ১ম খণ্ড—১৮৯৭ খ্রী°; ২য় খণ্ড—১৮৯৮ খ্রী° (কলিকাতা)।—IOC, rd. ed., ii. pt-i, 129.

অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন—গ্রন্থবি°। রত্নাকর শান্তি-কৃত। ছয়টী বৌদ্ধ ন্যায়ের মূল এই গ্রন্থে আছে। ১৯১০ খ্রী° মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-কর্তৃক সম্পাদিত।—IOC, rd. ed., ii. pt.-i, 129.

অন্তর্লীন—বিণ, লয়প্রাপ্ত, গূঢ়, গুপ্ত।—উত্তর° ৩. ৯।

অন্তর্হাস—অব্যক্ত হাস, গূঢ় হাস্য, চাপা হাসি॥ শব্দ°॥ পর্যায়—উদ্বর্ধন॥ ত্রিকাণ্ড°॥—অমরু° ১৬।

অন্তর্হিত — ১ [অন্তর্+√ধা+ক্ত কর্তৃ] তিরোহিত, যে অন্তর্ধান হইয়াছে, লুক্কায়িত।—শকু° ৪. ২৬। পর্যায়—১ সংবীত, ২ রুদ্ধ, ৩ আবৃত, ৪ সংবৃত, ৫ পিহিত, ৬ ছন্ন, ৭ স্থগিত, ৮ অপবারিত ও ৯ তিরোধান॥ অভি° শব্দ°॥

অন্তল — নৃপতি-বি°। সেউণদেশের পূর্ব যাদব-বংশীয় নৃপতি ভিল্লম ১১৮৭ খ্রী° ইঁহার নিকট হইতে শ্রীবর্ধন নগর অধিকার করেন। [ভিল্লম দ্র°]।

[BG, i. pt-ii, 391; EI. iii, 217; Bhandarker: Early Hist. of Dekkan, 103n. 8, 105.]

অন্তলিক্খচর—নৃপতি-বি°। ৩২ কল্প পূর্বে ইনি রাজত্ব করিতেন। আকাসুক্খিপিয় থের পূর্বজন্মে এই নৃপতি ছিলেন।—অপ° ১. ২৩০॥ MDPP॥

অন্তবগ্গ — সংযুত্তনিকায়ের খন্ধ সংযুত্তের উপরি-পঞ্ঞাসকের প্রথম অধ্যায়।—সং-নি° ৩. ১৫৭ই°॥ MDPP॥

অন্তবা সুত্ত—সংযুত্তনিকায়ের একটী সুত্ত। জগৎ যে সীমাবদ্ধ তাহা এই সুত্তে আলোচিত হইয়াছে।—সং-নি° ৩. ২১৪॥ MDPP॥

অন্তশয্যা—স্ত্রী°, শেষশয্যা, মরণ॥ মে°॥

অন্ত সুত্ত — সংযুত্তনিকায়ের একটী সুত্ত। ইহাতে বুদ্ধদেব অন্ত ও তাহার পথ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।—সং-নি° ৪. ৩৭৩॥ MDPP॥ [অন্তা সুত্ত দ্র°]।

অন্তস্নেহফলা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, শ্বেত কণ্টক॥ বৈদ্য-শ°॥

অন্তাজী ভাস্কর—মরাঠা রাজ শাহুর রাজ্যকালীন এক জন মরাঠাপ্রধান। ১৭২৫ খ্রী° গুজরাতে মরাঠা-শাসনকালে চৌথ-আদায়ের ব্যাপারে পিলাজী ও কান্তাজী কদম বান্দের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় মুবারিজ-উল্-মুল্ক্ সোজিত্রা ও কাপড়বঞ্জ নামক স্থানদ্বয়ে যথাক্রমে পর পর হমীদ খাঁ ও মরাঠাদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই সময় অন্তাজী গুজরাতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বরানগর অবরোধ করিয়া সফলকাম হন। [কান্তাজী কদম দ্র°] —BG, i. pt.-i, 391; BurgCl, 166.

অন্তাদি—আদ্যন্ত, শেষ এবং আরম্ভ॥ গোল্ড°॥

অন্তানল—১ প্রলয়কালের অগ্নি। ২ **ক** চিতাগ্নি। **খ** মুখাগ্নি।

অন্তার—মক্কার মন্দিরে যে সাত জন বিশিষ্ট কবির রচনাবলী স্বর্ণাক্ষরে ঝোলান আছে তাঁহাদের অন্যতম [মুঅ'ল্লকাৎ ও মুজ.হিবাৎ দ্র°]। অন্তারের রচনার প্রথম খণ্ড 'অন্তারের জীবনী ও কর্মধারা' নামে প্রসিদ্ধ; ১৮১৮ খ্রী° ইহা ইংরেজীতে অনুদিত হয়। [অমর-অল্-কইস্ দ্র°]॥ OBD॥

অন্তাবশায়ী, অন্তাবসায়ী — [মূ°-য়িন্] ১ [অন্তে পর্যন্ত দেশে অবশেতে] চণ্ডাল॥ আপ্°॥ ২ [নখকেশানামান্তং অবসাতুং ছেত্তুং শীলমস্য; অন্ত+অব+সো+ণিন্ কর্তৃ] নাপিত। ৩ মুনিবি°॥ গোল্ড°॥ [অন্ত্যাবসায়ী দ্র°]

অন্তা সুত্ত — সংযুত্তনিকায়ের সুত্ত। ইহার চারিটী বিভাগ, যথা — সক্কায়, উদয়, অন্ত ও পথ।—সং-নি° ৩. ১৫৭-৮॥ MDPP॥

অন্তি — ১ [সং° অত্তি > প্রা° অংতি] স্ত্রী°, নাটকোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী॥ শব্দরত্না° শব্দ°॥ ২ [তু° গ্রী° anti; লা° ante; বৈদিক] অব্য°, সমীপে। 'যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ'—ঋ° ১. ৭৯ ১১; ৯৪. ৯; ১৬৭. ৯॥ শব্দ° আপ্°॥ ~গৃহ—প্রতিবেশীর গৃহ॥ আপ্°॥ সন্নিহিত গৃহ। 'উষো যদি বষ্ট্যন্তিগৃহাৎ'—ঋ° ১০. ৯৫. ৪॥ বো-রো°॥ ~তঃ — [বৈদিক] অব্য,° নিকটে॥ 'ইমং স্ব সোমমন্তিতঃ'—ঋ° ১. ১৭৯. ৫; ২. ২৭. ১৩. ৩. ৫৯. ২ই°॥

আপ্‌° ॥ ~দেব—[বৈদিক] দেবতাগণের সমীপে। 'বৃষণাবন্তিদেবম্'—ঋ° ১. ১৮০. ৭ ~মিত্র [বৈদিক] যাহার বন্ধু নিকটে। —বাজ-স° ১৭. ৮৩ ॥ বো-রো° ॥ ~য়—১ [বৈদিক] নিকট, সমীপ। ২ নিকটবর্তী স্থান। ~বাম—[বৈদিক ; স্ত্রী—-া] নিকটস্থ সম্পৎশীল, সমীপে ধনবিশিষ্ট। 'অন্তিবামা দূরে'—ঋ° ৭. ৭৭. ৪। ~সুম্ন [বৈদিক] দ্যাবাপৃথিবীর নামবি°।—অ° ৭. ১১৩. ১॥ গোল্ড° বো-রো° ॥

অন্তিউ — মিশরীয় পুরাণোক্ত জাতি-বি°। অন্যতম প্রাচীনতম মিশরীয় দেবতা মীন এই জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন [মীন দ্র°]।—MAR, xii. 138.

অন্তিক১—[প্রা° অংতিয় ; তু° অন্ত, অন্তর, অন্তম, অন্তি, অন্তিকতম, অন্তিতম, অন্তিয়, অন্ত্য] ১ বিণ, নিকট। 'যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব'—ঋ° ১০. ১৬১. ২ ; পা° ৫. ৩. ৬৩ (কাশিকা) ॥ অম° ॥ ২ তৎ-কাল পর্যন্ত।—মনু° ৩. ১ ; যাজ্ঞ° ১. ৩৬ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ (নাট্যে) অগোচরে, আড়ালে। যথা—জনান্তিকে। বিপ° স্বগতঃ। ৪ ক্লী°, সামীপ্য ॥ ধরণী° শব্দ° ॥ ~তম—বিণ, অতি নিকটবর্তী। পর্যায়—১ নেদিষ্ঠ ॥ অম° ॥ ২ নেদীয়ান, ৩ অন্তিতম ॥ জটা° শব্দ° ॥

অন্তিক২ — যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু। যদুর পঞ্চপুত্রের (সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অন্তিক ও লঘু) অন্যতম। — মৎস্যপু° ৪৩. ৭।

অন্তিক৩—[বাস্তু°] নামান্তর 'কান্তিক'। আট প্রকার দ্বিতল হর্ম্যের অন্যতম।—মান° ২০. ২৬-৯, ৯৪ ॥ DHA ॥ প্রাসাদ দ্র°]

অন্তিকা—স্ত্রী°, ১ নাটকোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী ॥ অম° ॥ পর্যায়—১ অত্তিকা, ২ অর্তিকা ॥ অম-টী° ॥ ২ চুল্লী ॥ শব্দ° ॥ ৩ তৃণবি°, echites scholaris, শা-(সা) তলা নামক ঔষধ, চামারকষা ॥ মে° শব্দ° ॥ ৪ চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর অন্যতমা।—অগ্নিপু° ৫২. ৮ ; লিঙ্গপু° উ. ২৭. ১৬০-৭২। ~শ্রয়—১ নিকটাশ্রয়, সমীপস্থাবলম্বন। পর্যায়—উপঘ্ন ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ সংস্পর্শী অবলম্বন ; যেমন —বৃক্ষলতার অবলম্বন ॥ গোল্ড° আপ্‌° ॥ ৩ প্রতিবেশীর গৃহ ॥ অভি° গোল্ড° ॥

অন্তিগ — পল্লব নৃপতিবি°। ইনি মালখেড়ের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় ৩য় কৃষ্ণ-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। দেওলি-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে ; ঐ লিপিতে ইনি 'অন্তিগ' নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।—BG, i. pt -ii, 420.

অন্তিনার—[অন্ত্যনার দ্র°]।

অন্তিভার—[অন্ত্যনার দ্র°]।

অন্তিম১—[তু° অবে° aāntaema ; ল° ultimus] ১ অন্তেভব, চরম, অন্ত্য ॥ জটা° শব্দ° ॥ 'অজাতমৃতমুর্খাণাং বর-মাদ্যৌ'—হিতো° ১ ॥ আপ্‌° ॥ ২ অতি নিকটে ॥ অম-টী° শব্দ° ॥ ৩ [বা°] জীব-নান্তে, পরকালে। 'অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ'—কৃত্তি-রা°। ~কাল, - সময় —চরম সময়, মৃত্যুকাল। ~জিন — শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর। [মহাবীর দ্র°]। ~স্বর— [সঙ্গী°] স্বরের শেষ অংশ, শ্রুতি [শ্রুতি দ্র°]। ~াঙ্ক — শেষ অঙ্ক, নবম সংখ্যা। ~াঙ্গুলি— কনিষ্ঠাঙ্গুলি ॥ আপ্‌° ॥

অন্তিম২—[বাস্তু°] শেষ, সীমা boundary. মন্দিরপ্রাচীরের স্তম্ভবি° ; প্রাচীর ভিন্ন দিকে বাঁকিবার মুখে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়— ইহার অধিষ্ঠান ও বোধিকা অন্যান্য স্তম্ভের অধিষ্ঠান ও বোধিকা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। —মান° ৩৩. ২২৬.৭ ॥ DHA ॥

অন্তিসুয়ু— লাটিন-আমেরিকান পুরা-ণের ইন্‌কা-সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রদেশ [ইন্‌কা-সাম্রাজ্য দ্র°]।

অন্তী— [অন্তিকা >] স্ত্রী°, চুল্লী, উনান ॥ আপ্‌° ॥ ~হরী—[প্রা°] স্ত্রী°, দূতী। —দে° ১. ৩৫ ॥ পা-ম° ॥

অন্তুজ—[স° অন্ত্যজ ; প্রাদে° যশো-হর] ১ নীচ জাতি। [অন্ত্যজ দ্র°] ২ ক্ষুদ্র।

অন্তুরেডি — গ্রাম-বি°। রাজা ৪র্থ অগ্‌গবোধি এই গ্রাম খের দাঠাসিবকে দান করিয়াছিলেন। [অগ্‌গবোধি দ্র°] — চুলব° ৪৬. ১৩ ॥ MDFP ॥

অন্তূর — হায়দরাবাদরাজ্যে আওরঙ্গা-বাদ জেলার অন্তর্গত কন্নড় তালুকের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২০° ২৭′ উ° ; দ্রাঘি° ৭৫° ১৫′ পূ°। খান্দেশের মধ্যে প্রসারিত গিরিশ্রেণীর একটী গিরির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। খ্রী° ১৫শ শত° জনৈক মরাঠা-প্রধান ইহা নির্মাণ করেন। কিন্তু পরে ইহা অহ্‌মদনগররাজ্যের অধিকারে আসে। আবার ১৭শ শত° সম্রাট আওরঙ্গজেব ইহাকে নিজ প্রভাবে আনিয়া ইহাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলেন। দুর্গটীর এক ক্রোশ দক্ষিণে একটী সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ আছে—উহাতে একটী ফার্সী লিপি আছে ; তাহা হইতে জানা যায়, অহ্‌মদনগরের মুর্তজা নিজাম শাহ্‌র রাজ্যকালে ১৫৮৮ খ্রী° ইহা নির্মিত হয়।

অন্তূর সাতমালার অন্তর্ভুক্ত। খ্রী° ১৬শ শত° প্রথম ভাগে অহ্‌মদ নিজাম শাহ্‌ সাতমালার বহু স্থানের শক্তি সঙ্কুচিত করেন, তখন তিনি অন্তূর দুর্গেরও শক্তি খর্ব করিয়াছিলেন।

[BG, i. pt.-ii, 622 ; IG. v. 622.]

অন্তেবাসী—[মূ°-সিন ; স্ত্রী—সিনী] ১ যে গুরুর অন্তিকে বা সমীপে বাস করে, ব্রহ্মচারী শিষ্য, ব্রহ্মচারী ছাত্র।—শ-ব্রা° ৫. ১. ৫. ১৭ = বৃহ-উ° ৬. ৩. ৭ ; ছা-উ° ৩. ১১. ৫ ; ৪. ১০. ১ ; তৈ-উ° ১৩. ৩. ৩ ; ১১. ১. ; ঐ-আ° ৩. ২. ৬ ; সাংখ্যা-আ° ৮. ১১। প্রাচীন ভারতে (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-যুগে) শিক্ষার্থী ছাত্রকে উপনয়নান্তর ব্রহ্ম-চর্য গ্রহণপূর্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। পরবর্তী যুগে ছাত্রদের নির্দিষ্ট বিদ্যায়তনে বাস করিয়া

বিদ্যাশিক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল, এজন্য গুরুগৃহবাসী বা শিক্ষায়তনাবস্থিত ছাত্রকে অন্তেবাসী বলা হইত। অন্তেবাসী ছাত্রকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। [ব্রহ্মচারী, শিক্ষা (প্রাচীন ভারতীয়) দ্র°] ২ গ্রাম বা নগরপ্রান্ত-(শহরতলী) বাসীর নগরপরিষ্কারক নীচ জাতি, প্রান্তেবাসী ; চণ্ডাল ॥ অম° বিশ্ব° শব্দ° প্রাচীন ভারত, এমন কি সিংহলেও এরূপ জাতির বাসস্থান নগরপ্রান্তে নির্দিষ্ট ছিল। [চণ্ডাল দ্র°]

অন্তেবাসী-সুত্ত — সংযুক্ত-নিকায়ের (৪. ১৩৬-৮) একটী সুত্ত। এই সুত্ত-অনুযায়ী অন্তেবাসী অর্থে সহবাসী বা প্রতিবাসী। এক ভিক্ষুর কোন শিষ্য ছিল না বা তাঁহার গুরুও ছিলেন না। তিনি নিশ্চিন্তভাবে আরামে বাস করিতেছিলেন, ফলে তাঁহার মনে কুপ্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া ওঠে। এই সুত্তে তদনুযায়ী বলা হইয়াছে যে, মনের এইরূপ অসদবস্থাই এই ভিক্ষুর অন্তেবাসী। এইরূপ অবস্থাকে আচারিয়ও (বা শিক্ষকও) বলা হয়, কারণ, ইহা সেই ভিক্ষুকে তাহার বশীভূত ও তাহাকে অভিভূত করে ॥ MDPP ॥

অন্তোদাত্ত—শব্দের শেষে উদাত্ত স্বর। —পা° ৬. ১. ১৯৯ ; বাজ-স° (প্রাতি°) ২. ৫৩ ॥ বো-রো° আপ.° ॥

অন্ত্য,—১ চণ্ডাল। 'চণ্ডাল অন্ত্যস্ত্রিয়ঃ' —মনু° ১১. ১৭৬ ; 'অন্ত্যাদপি বরং রত্নং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' — ঐ, ৮. ৬৮ ॥ বাচ° আপ্.° ॥ ২ ম্লেচ্ছ। — প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ॥ শব্দ° ॥ বৈদেশিক বর্বর ॥ আপ্.° ॥ ৩ [বৈশেষিক দর্শন] বিশেষ। 'অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবিশেষঃ পরিকীর্তিতঃ' — ভাষাপ° ॥ আপ্.° ॥ ৪ স্ত্রী°, মুস্তা, মুতাঘাস cyperus rotundus ॥ ভাষাপ° মে° ॥ ৫ অন্তিম বস্তু ; যেমন—নক্ষত্রনিচয়ের মধ্যে রেবতী, রাশিসমূহের মধ্যে মীন, বর্ণসমূহের মধ্যে হ-কার। ক শব্দের শেষ বর্ণ — পা° ১. ১. ৬৪ ॥ বাচ° আপ্.° ॥ ৬ বৎসরের শেষ চান্দ্র মাস, ফাল্গুন মাস, ॥ গোল্ড° আপ্.° ॥ ৭ অব্য°, দশসাগর-সংখ্যা, সহস্রলক্ষকোটি, ১,০০০, ০০০,০০০,০০০। —রা° ৪. ৩৮. ৩১ ॥ লীলা° শব্দ° আপ্.° ॥ ৮ (জ্যোতিষ) দ্বাদশ লগ্ন ॥ শব্দ° ॥ ৯ বিণ, অন্তেভব, শেষোৎপন্ন।— রঘু° ১. ৭১ ; কুমার° ৪. ২২ ॥ মে° শব্দ° ॥ ১০ জঘন্য, অধম।—যাজ্ঞ° ৩. ১৩৪ ॥ মে° শব্দ° ॥ ~ক— নীচবর্ণ ব্যক্তি (=অন্ত্য)। ~কর্ম— ক্লী°, চরম কাজ, শেষ কর্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। —মনু° ৫. ১৬৮ ; ১১. ১৯৮। [অন্ত্যেষ্টি, দ্র°]। ~কর্মদীপিকা—স্মার্তগ্রন্থবি°। গ্রন্থকার — হরিভট্ট দীক্ষিত। ~কর্মপদ্ধতি—ধর্মগ্রন্থবি°। রচয়িতার নাম ও রচনাকাল পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত পুথির পত্রসংখ্যা ১৯ ; প্রতি পত্র ১০ ও প্রতি পঙ্ক্তিতে অন্যূন ৫৫ অক্ষর আছে —Peter. iv. 5. ~কর্মবিধি — ধর্মগ্রন্থবি°। ~গোদান — প্রায়শ্চিত্তের মূল অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বে গোদানরূপ কার্য। ~জাতি — ১ যাহার জন্ম নিকৃষ্ট, চণ্ডালাদি। — মনু° ১২. ৯। ২ শূদ্র। ৩ রজকাদি।— আ-শ্রৌ° ৩. ১। ~ধন—[গণিত°] ক্লী°, অনুপাতের শেষ অংশ। তু° মধ্যধন, সর্বধন। ~পদ— ক্লী°, অন্তিম (অথবা প্রকাণ্ড) মূল। তু° অন্ত্যমূল, জ্যৈষ্ঠপদ, জ্যৈষ্ঠমূল। বিপ° আদ্যপদ, আদ্যমূল, কনিষ্ঠমূল কনিষ্ঠপদ। ~পুষ্পা — [বৈদ্যক] ক্লী°, ধাতকীবৃক্ষ, ধাইফুলের গাছ।— বৈদ্যকনি°। ~ভ— ১ মীনরাশি ॥ শব্দ° আপ্.° ॥ ২ [জ্যোতিষ] ক্লী°, শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র ॥ শব্দ° ॥ ~যমক — [অলঙ্কার°] পদ্যের অন্ত্যে যে যমক বিন্যস্ত হয়। ~যুগ— অন্তিম যুগ, শেষ যুগ, কলিযুগ ॥ আপ্.° ॥ ~যোনি—১ যাহার উৎপত্তিস্থান নিকৃষ্ট, অন্ত্যজ।—মহা° ১৩. ১৭. ২০ ; মনু° ৮. ৬৮। ২ শূদ্র ॥ আপ্.°। ~বর্ণ —১ শূদ্র ॥ অভি° শব্দ° ॥ তু° অন্ত্যজ, অন্ত্যজাতি, অন্ত্যজন্মা। ২ পদের অন্ত্যস্থিত বর্ণ। ~বিপুলা—ছন্দোবি°। এই ছন্দের প্রথম পাদে ৩০ মাত্রা বা ৭½ চরণ এবং ২য় পাদে ২৭ মাত্রা বা ৭¾ চরণ থাকে; ইহার প্রথম বিততি ১২ মাত্রা বা ৩ চরণের পর হয় ॥ গোল্ড° ॥ ~াশ্রম—১ চারি আশ্রমের মধ্যে শেষ আশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম। ২ ব্রতবি° ; ব্রহ্মবাদিগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। শ্বেতাশ্বতর ঋষি রাজা সুশীলকে এই ব্রত করাইয়াছিলেন।— কূর্মপু° পূ. ১৪. ৩৮। ~াশ্রমী—[পু°-মিন্] সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। ~াহুতি — শেষকার্য, অন্ত্যেষ্টি।

অন্ত্যঃ—নৃপতিবি°। ইনি বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র জগৃহ।—হরি° হরি° ৩৪. ২৫।

অন্ত্যজ—[প্রাদে° অন্ত্যজ ; স্ত্রী—া] ১ শূদ্র ॥ হলা° ॥ রজকাদি সপ্ত জাতি।—মনু° ৮. ২৭৯; যাজ্ঞ° ২. ২৭, অন্ত্যজ কাহারা এ-সম্বন্ধে অত্রি (অত্রি-স° ১৯৫), অঙ্গিরা (অঙ্গি-স° ৩), যম (যমস° ৫৪) বলিয়াছেন—'রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ। কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে হ্যন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ'। রজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।—শরৎচন্দ্র ঘোষ : জাতিতত্ত্বকল্পদ্রুম, ৪৫. ১৩৩। [চণ্ডাল দ্র°] আপস্তম্ব (আপ-স° ১০. ১২) বলিতেছেন— 'রজকব্যাধশৈলূষবেণুচর্মোপজীবিনাম্' — রজক, ব্যাধ, শৈলূষ, বেণুজীবি, চর্মকার সপ্তজাতি অন্ত্যজ। আবার, সম্বর্ত (সম্ব-স° ১৬৮) বলিতেছেন — 'চাণ্ডালং পুক্কসং ম্লেচ্ছং শ্বপাকং পতিতং তথা' অর্থাৎ, চাণ্ডাল, পুক্কস, ম্লেচ্ছ, শ্বপাক ইত্যাদি ইহারা অন্ত্যজ। ২ [অন্ত্য + √জন্ + ড কর্তৃ] বিণ, নীচাশয়, হীন। ~গমন—শূদ্রের সহিত সহবাস, নীচ জাতির সহিত সহবাস। ~ন্মা—[পু-জন্মন্] ১ নীচজাতি, শূদ্র। ২ বিণ, হীন বংশজাত, নীচ। ~াগমন — শূদ্রা স্ত্রী-গমন। ~াবসায়ী—[পু°-য়িন্] হীনবংশোদ্ভব ব্যক্তি। চণ্ডালের ঔরসে

নিষাদস্ত্রীতে জাত, মুর্দাফরাস। মনু (১০. ৩৯) বলিয়াছেন— 'নিষাদস্ত্রী তু চণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্। শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্॥' নিষাদী স্ত্রীতে চণ্ডাল, অন্ত্যাবসায়ী হইতে শ্মশানবাসী, শ্মশান বৃত্তি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট জাতি হয়। ইহারা এখানে মুর্দাফরাস নাম বঙ্গে প্রসিদ্ধ।—বেণীমাধব ন্যায়রত্নঃ জাতি-কৌমুদী, ৫৪।

অঙ্গিরা মুনি চণ্ডাল, শ্বপচঃ ক্ষত্তৃ, সূত, বৈদেহক, মাগধ এবং আয়োগব—এই সাত প্রকার হীনজাতিকে অন্ত্যাবসায়ী বলিয়াছেন—'চাণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহকস্তথা। মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তেতেঽন্ত্যাবসায়িনঃ' ॥

গরুড়পুরাণে (২২৬. ৬-৭) উল্লিখিত হইয়াছে, যদি কোন অন্ত্যজ অজ্ঞানপূর্বক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাকব্রত পালনপূর্বক শুদ্ধ হইতে পারে। শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজ প্রবেশ করিলে সেই শূদ্র প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধ হয়। শূলপাণি তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে' (চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ-সম্পাদিত) বলিয়াছেন—'শূদ্রান্ত্যজাদিগামিন্তান্ত মহাপাতকশ্রবণাৎ অভিগন্তুর্মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তমেব।' ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, অন্ত্যজ জাতি শূদ্রজাতিবহির্ভূত।—শরৎচন্দ্র ঘোষঃ জাতিতত্ত্বকল্পদ্রুম, ২৭২।

অন্ত্যনার — নামান্তর অন্তিনার, অন্তিভার, মতিনার। সোমব° পুরুবংশের ঋচ-পুত্র ঋক্ষের পুত্র। মাতা—জলন্তী, ভার্যা—সরস্বতী নদী; পুত্র—ত্রসু।—মহা° ১. ৬৩. ২৫।

অন্ত্যানুপ্রাস — [অলঙ্কার°] কোন পদের বা পাদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ যথাসম্ভব যে প্রকারে অনুস্বার, বিসর্গ বা স্বরবর্ণের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, সেই ভাবেই যদি বর্ণের আদিস্থিত স্বরের সহিত উহার আবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'অন্ত্যানুপ্রাস' বলে। এই অনুপ্রাস পদে বা পাদের অন্তে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম অন্ত্যানুপ্রাস। 'ব্যঞ্জনঞ্চেৎ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু। আবর্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যপ্রাস উচ্যতে ॥' —সা-দ° ১০. ৭।

অন্ত্যূতি— [অন্তি+উতি] ১ [বৈদিক] আসন্ন রক্ষাকারী, যিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন। 'অহমন্ত্যূতিং ময়োভুবম্'—ঋ° ১. ১৩৮. ১। ২ পূষা ॥ গোল্ড° ॥ ৩ সূর্য ॥ গোল্ড° ॥

অন্ত্যেষ্টি১—[অন্তে ভবা ইষ্টি°] স্ত্রী°, ১ চরম সংস্কার, শবদাহাদি কার্য।—মনু° ৫. ১৬৮; ১১. ১৯৮। তু° অন্ত্যাহুতি। [অন্ত্যেষ্টি২ দ্র°] ২ সাগ্নিকের মৃতদেহ-সংস্কারাদি যজ্ঞবি°। ৩ ধর্মগ্রন্থবি°।—K. 16a, Pheh. 3; Opp. ii. 6874 ॥ Cat. Cat. ॥ ~ক্রিয়া—[তু° অন্ত্যাহুতি কর্ম] [অন্ত্যেষ্টি, দ্র°]। ~ক্রিয়াপদ্ধতি—গ্রন্থবি°। ~পদ্ধতি—**ক** স্মৃতিগ্রন্থবি°। রচয়িতা—কেশব। রচনাকাল জানা যায় নাই। প্রাপ্ত পুঁথির পত্রসংখ্যা ১৬; প্রতি পত্রে ১৬ পঙক্তি ও প্রতি পঙক্তিতে অন্যূন ৪২ অক্ষর আছে।—Peter. iv. 5. **খ** স্মৃতিগ্রন্থবি°।—Oudh. xvii. 40; xviii. 50 ॥ Cat. Cat. ॥ **গ** ঐ, গ্রন্থকার—অনন্তদেব।— L. 830 ॥ Cat. Cat. ॥ **ঘ** ঐ, গ্রন্থকার—মহেশ্বর ভট্ট। —K. 164. **ঙ** ঐ, গ্রন্থকার—রামাচার্য।—K. 96; Bik. 969. **চ** ঐ, গ্রন্থকার—ভাস্করপুত্র হরিহর।—IOC. 1705; W. p. 95 L. 195; 1929; Khn. 68; p. 11; Poona 79, ii. 185; Peter. i. 113. **ছ** ঐ, গ্রন্থকার—গোপালপুত্র বিশ্বনাথ। —Mack. 31; IOC. 2590; W. p. 65; K. 164 ॥ Cat. Cat. ॥ ~প্রয়োগ— **ক** স্মৃতিগ্রন্থবি°। — Burnell, 27a, 150b, Bhr, 581. **খ** ঐ, কেশব ভট্ট-কৃত।—Proc. ASB. 169. 1836. **গ** ঐ, নারায়ণ ভট্ট-কৃত। —Bp. 295. **ঘ** বিশ্বনাথ-কৃত।—B. i. 146. **ঙ** জিকন-কৃত, শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত। **চ** সংস্কারপ্রকাশের অধ্যায়-বি°। — L. 38 ॥ Cat. Cat. ॥ ~প্রায়শ্চিত্ত—গ্রন্থবি°।—Opp. ii. 5472 ॥ Cat. Cat. ॥ ~সামগ্রী— গ্রন্থবি°।—W. p. 326 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্ত্যেষ্টি—(প্রাচীন ভারত) [অন্তে ভবা ইষ্টি; যাগাদিক্রিয়া—কর্মধা°] মৃত্যুর পর সাগ্নিকদিগের দেহসংস্কার-ক্রিয়া। আর্যধর্মের অনুশাসনে গর্ভাধান হইতে শ্মশানকৃত্য পর্যন্ত সকল ক্রিয়াই সংস্কারবিশেষ। যাজ্ঞবল্ক্য (১. ১০) বলেন — 'নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ' বৌধায়ন-পিতৃমেধ-সূত্রে (৩. ১. ৪) এ-বিষয়ে এই রূপ উক্তি আছে যে, জাতকর্মসংস্কারে মানুষ পৃথিবী অধিকার করে, আর অন্ত্যেষ্টিসংস্কারে সে স্বর্গলোকের অধিকার লাভ করে। যাহাতে স্বর্গলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয়—প্রেতাত্মা মুক্তি লাভের পর পরলোকের পথ চিনিয়া ও বৈতরণী উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে স্বর্গলোকে পৌছিতে পারে তাহার জন্য শাস্ত্রকারগণ অন্ত্যেষ্টির পদ্ধতি নিরূপিত করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে সাগ্নিক দ্বিজাতিগণের মধ্যে এই ক্রিয়ায় একটী বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল। যাহারা অগ্নি গ্রহণ করে না, সেই সেই নিরগ্নিকদিগের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে শবদাহ ইত্যাদিই অন্ত্য ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। [অন্ত্যেষ্টি—আধুনিক ভারত দ্র°]

হিন্দু-ভারতে অগ্নিদাহই প্রাচীন কাল হইতে প্রবর্তিত সাধারণ প্রথা। তবে শিশু, সন্ন্যাসী ও অন্যান্য আরও কয়েক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম শাস্ত্র-সমর্থিত। অবশ্য মৃতদেহকে ভূগর্ভস্থ করিবার প্রথা যে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্তমান ছিল তাহার আভাস বৈদিক সাহিত্য ও বর্তমান মোহেন্-জো-দেড়ো ও হরপ্পার সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ হইতে প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের ১০. ১৫. ১৪ ঋকে অগ্নিদগ্ধ ও অনগ্নিদগ্ধ—এই দুই প্রকার

শবসংস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০. ১৮. ১০ মন্ত্রেও ইহার আভাস আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করে। শ্মশান-চিতি বা অস্থিচয়ন করিয়া ভূপ্রোথিত করিবার যে প্রথা আছে তাহা হইতেও উক্ত অনুমান সমর্থিত হয়।

সেকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার একটী বিশিষ্ট প্রথা ছিল। মৃত্যুর পরেই প্রথমে একটী হোম করা হইত। বৌধায়ন ব্যবস্থা দিয়াছেন—মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে চারি বার আহুতি দিতে হইবে। কিন্তু ভরদ্বাজ উক্ত হোম আহবনীয় অগ্নিতে করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র অনুসারে পিতৃমেধের প্রথম হোম ঠিক এই সময়ে করা হইত না।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (৪ অ°) বিধান আছে—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মরিলে আগ্নেয় অথবা নৈঋ্ত কোণের ভূমিভাগ খনন করিয়া সেই স্থানে অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র এবং তৎপশ্চাতে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবে। খাত ভূমির দক্ষিণপূর্ব, উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে যথাক্রমে আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিতে হইবে। খাত ভূমির মধ্যে হিরণ্যখণ্ড, তিল ইত্যাদি নিক্ষেপ করিবার পর অগ্নিচিতা প্রস্তুত করিবে। অতঃপর দাহকর্তা উহার উপরে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণসার-চর্ম বিন্যাসপূর্বক গার্হপত্য অগ্নির দিক্ হইতে শবকে আনিয়া আহবনীয় অগ্নির অভিমুখে মস্তক স্থাপন করিয়া মৃতদেহকে শয়ন করাইবে। চিতার উত্তর পার্শ্বে পত্নী শয়ন করিবে। পরে দেবর বা কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি উক্ত পত্নীকে উঠাইয়া লইবেন। তৎপরে জুহু, উপভৃৎ, অগ্নিহোত্রহবণী প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র শবের হস্ত, বক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের উপর স্থাপন করিবে। অবশেষে বাম জানু পাতিয়া দক্ষিণাগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক চারিটী আজ্যাহুতি হোম করিয়া শবের হৃদয়দেশে 'অস্মাদ্বৈ ত্বমজা, যথায়ং-ত্বদধিজায়তামসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা' — এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পঞ্চম আহুতি দিবে। তদনন্তর আহবনীয় ইত্যাদি সকল অগ্নি প্রজ্জ্বালন করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাস যে, আহবনীয় অগ্নি যদি দ্রুত প্রসারিত হইয়া শবদেহকে সর্বাগ্রে স্পর্শ করে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তি স্বর্গ-লোকে গমন করিয়া সুখলাভ করিবে। —শ-ব্রা° ১২. ৫. ২. ১০ দ্র°। গার্হপত্য অগ্নি যদি অগ্রে স্পর্শ করে তবে বুঝিতে হইবে মৃতের অন্তরীক্ষ-লোকপ্রাপ্তি ঘটিবে।—ঐ, ১. ১. ৯ দ্র°। দক্ষিণাগ্নি অগ্রে স্পর্শ করিলে উহা মনুষ্যলোক-প্রাপ্তির সূচক।—ঐ, ১. ১. ১১ দ্র°। কিন্তু তিন অগ্নিই যদি একসঙ্গে মৃতদেহকে স্পর্শ করে তবে উহা সর্বাধিক সৌভাগ্যের পরিচায়ক।—ঐ, ১. ১. ১২ দ্র°। যতক্ষণ দেহের অগ্নিক্রিয়া হইতে থাকে ততক্ষণ 'প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভিঃ' (ঋ° ১০. ১৪. ৭) ইত্যাদি মন্ত্রগুলি (আশ্ব-শ্রৌ° ৬. ১০. ১৯ দ্র°) উচ্চারণ করিতে হইবে। এরূপ বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি ধূম্রমার্গে স্বর্গলোকে প্রয়াণ করে।[1] অবশেষে 'ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্' (ঋ° ১০. ১৮. ৩) — এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণ দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত ব্যক্তির চিতার দিকে না চাহিয়া ফিরিয়া আসিবে। তৎপরে কোন জলাশয়ের নিকটে আসিয়া স্নানান্তে প্রত্যেক সমানোদক[2] আত্মীয়বর্গ মৃত ব্যক্তির গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল উৎসর্গ করিবে। পরে অন্য বস্ত্রাদি পরিধানপূর্বক নক্ষত্রোদয়-কাল অথবা সূর্যোদয়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে আগমন করিবে—গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রস্তর, অগ্নি, গোময়, আতপ চাউল, তিল ও জল স্পর্শ করিবে। সেই রাত্রিতে অন্ন পাক নিষিদ্ধ। অতঃপর তিন রাত্রি ক্ষার ও লবণমিশ্রিত আহার্য গৃহীত হইবে না। মাতাপিতা ইত্যাদি মহাগুরুর মৃত্যুতে দ্বাদশ দিন দান অধ্যয়ন ইত্যাদি বর্জনীয় হইত। মৃত্যুর দিন হইতে সপিণ্ডগণের দশ দিন, সমানোদক ব্যক্তির তিন দিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অশৌচ পালন শাস্ত্রে বিহিত। [অশৌচ দ্র°]

অস্থিসঞ্চয়নও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটী অঙ্গ। আশ্বলায়নের (আশ্ব-গৃহ্যপরি° ৩. ৭ দ্র°) মতে যুগ্ম নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথির পর যে কোন অযুগ্ম তিথিতে অর্থাৎ একাদশী, ত্রয়োদশী কিংবা অমাবস্যায় অযুগ্মসংখ্যক ব্যক্তিগণ কুম্ভপাত্রে অস্থি সংগ্রহ করিবে। এই অনুষ্ঠানের যিনি মুখ্য কর্তা তিনি পূর্বোক্ত দাহস্থলের উপর 'শীতিকে শীতিকাবতী' (ঋ° ১০. ১৬. ১৪) —এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুগ্ধমিশ্রিত জল তিন বার নিক্ষেপ করিবে। এদিকে যাহারা অস্থিসঞ্চয়ন করিবে তাহারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলির সাহায্যে অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া কুম্ভপাত্রে স্থাপন করিবে। পাদদেশের অস্থি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া পরে শিরোভাগের অস্থি সংগ্রহ করিতে হয়। অতঃপর কুম্ভপাত্রটীর ভস্মকণা শূর্প বা কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া কোন একটী স্থানে গর্ত করিয়া তন্মধ্যে পাত্রটী স্থাপন করিবে। এই সময়ে অনুষ্ঠানকর্তা 'উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতাম্' ঋগ্বেদের (১০. ১৮. ১০) এই মন্ত্র পাঠ করিবে। 'উচ্ছ্বংচস্ব' (ঋ° ১০. ১৮. ১১) — এই মন্ত্রে উক্ত গর্তে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে এবং 'উত্তে স্তভ্নামি' (ঋ° ১০. ১৮. ১৩)— এই মন্ত্রে পাত্রটীতে আচ্ছাদন দিয়া মৃত্তিকায় আবৃত করিয়া উহার দিকে আর না চাহিয়া সকলে ফিরিয়া যাইবে। তাহার পর স্নান ইত্যাদি করিয়া প্রেতোদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি

১ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র-(৪ ৪. ৮) ধৃত মন্ত্র—'স বা এষ নিষ্ক্রম্য সহৈব ধূমেন স্বর্গং লোকমেতি'।

২ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের টীকায় নারায়ণ বলিয়াছেন—শবানুগামী প্রত্যেক সমানোদককেই ইহা কর্তব্য। 'সমানোদক'-সম্বন্ধে মনু° ৫. ৬০ দ্র°।

করিবে। ইহাই সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধে আশ্বলায়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

যে-স্থলে মৃত্যুর পরই আপন আপন বাটীতে হোম করা হইত সেস্থলে দেখা যায়, হোমের পর যজ্ঞডুমুর-কাষ্ঠের নির্মিত একখানি খাটের উপর কৃষ্ণসারচর্ম বিছাইয়া মৃত ব্যক্তিকে শোয়ান হইত। চিৎ করিয়া শোয়াইয়া শবের মস্তক দক্ষিণ দিকে রাখা হইত। মৃত ব্যক্তির পুত্র অথবা সহোদর বা অন্য কোন জ্ঞাতি শবকে নূতন কাপড় পরাইতেন এবং গায়ের উপর আর একখানি নূতন কাপড়ের আবরণ দেওয়া হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬. ১. ১) দৃষ্ট হয়—

'ইদং ত্বা বস্ত্রং প্রথমং ন্বাগন্।

অপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা।'

অর্থাৎ—'এই বস্ত্র তোমার কাছে প্রথম আসুক। তুমি পূর্বে যাহা পরিয়াছিলে তাহা ত্যাগ কর।'

শ্মশানে যাইবার সময় আত্মীয়-স্বজন, এমন কি ভৃত্যাদিও অনুগমন করিত। তবে শববহন-সম্বন্ধে শাস্ত্রে অযুগ্মসংখ্যক ব্যক্তির নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যদ্বারা শববহনে অসুবিধা হইলে গো-বাহিত শকটেও মৃতদেহ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল।—আশ্ব-গৃহ্য° ৪. ২. ৩। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৬. ১. ১) বলেন—

'ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীথায় বোঢ়বে।

যাভ্যাং যমস্য সাদনং সুকৃতাং চাপি গচ্ছতাৎ॥'

অর্থাৎ— তোমার প্রাণসদৃশ দেহকে বহন করিয়া লইবার জন্য এই দুইটী বৃষকে এই শকটে যোজনা করিতেছি। ইহারা তোমাকে যমের আলয়ে ও সকল সুকৃত জনের স্থানে লইয়া যাইবে। [অ° ১৮. ২. ৫৬ দ্র°]।

শ্মশানে যাইবার সময় পথে তিন বার মৃতদেহকে নামান হইত এবং তিনটী মন্ত্র পঠিত হইত। মন্ত্রগুলিতে দুর্জ্ঞেয় মৃত্যু-পথের বেশ একটা সরল ও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় :— 'পরমপালক পূষা তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইতেছেন, তিনি সে পথ ভালভাবে জানেন। তোমাকে বহন করিবার জন্য তাঁহার সুশিক্ষিত শান্ত পশু আছে। তিনি ভুবনের রক্ষাকর্তা। তিনি এখান হইতে তোমাকে পিতৃলোকে লইয়া যাউন। অগ্নি—যিনি তোমার কর্মাদি ভালরূপে জানেন তিনি তোমাকে সেই দেবলোকে লইয়া যাউন। সেই পূষা (দিক্‌সকল) জানেন। সেই মঙ্গলদায়ক অত্যুদ্দীপ্ত বীর্যবান্ দেব — যিনি (পথের পরিচয়) প্রকৃষ্টভাবে জানেন তিনি আমা-দিগকে অগ্রে থাকিয়া লইয়া যাউন। সকল কর্মে বিদ্যমান সেই অগ্নিদেব সমাগত তোমাকে পরিপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রকৃষ্ট পথে অগ্রে গমন করিয়া তোমাকে রক্ষা করুন। সুকৃত জন যে মার্গে গিয়াছেন সেই মার্গে তোমাকে লইয়া সবিতা দেব তোমাকে দেবলোকে স্থাপিত করুন।'[৩]

প্রাচীন ভারতে মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে একটী গাভী লইয়া যাইবার প্রথা ছিল; উহাকে রাজগবী বা অনুস্তরণী বলা হইত। বৃদ্ধা গাভীই মুখ্য কল্প। কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণাক্ষী ও কৃষ্ণলোমা গাভী তৎস্থলে অনুকল্প। তদভাবে কৃষ্ণবর্ণ তরুণ ছাগও কেহ কেহ লইয়া যাইত। শ্মশানে গিয়া চিতার গর্ত খনন করিয়া বন্ধুবান্ধবেরা চিতা সাজাইতেন। তাহার পর শবের কেশ-মুণ্ডনাদি করিয়া স্নানান্তে চিতার উপরে শোয়ান হইত। এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইলে মন্ত্রপাঠপূর্বক রাজগবীকে বধ করা হইত। মন্ত্রের[৪] অর্থ—

'মৃত ব্যক্তির সহগামিনি রাজগবি! (তোমাদ্বারা) আমরা প্রেতাত্মার পাপ হইতে আমাদিগকে এরূপভাবে শোধন করিলাম যাহাতে জরা কিংবা অপর কোন পাপ আমাদের নিকটে না আসিতে পারে। হে মৃত ব্যক্তির সহগামিনি রাজগবি! আমরা তোমার প্রাণকে শিথিল করিয়া দিলাম। তুমি শরীরের দ্বারা ভূমি প্রাপ্ত হও, (অমৃতরূপ) স্বধা দ্বারা পিতৃ-লোক প্রাপ্ত হও। এই লোকে পুত্রাদি-দ্বারা আমাদের মঙ্গল বহন করিয়া আন। অয়ি প্রিয়ে (রাজগবি!), 'তুমি হত হইলে' এরূপ কথা মনে করিও না। কারণ তুমি দেবী ও সতী, এবং দ্যুলোক দিয়া তুমি পিতৃ-লোকে চলিয়াছ। তুমি বিশ্ববরেণ্যা, আকাশ মার্গে স্বর্গলোকে যাইতেছ এবং (প্রার্থনা করি) তুমি ইহলোক ও পরলোক তোমার দুগ্ধে পরিপূর্ণ কর।'

উক্ত মন্ত্রে রাজগবীকে বধ করিয়া উহার সমগ্র চর্মখানিকে লইয়া শবের উপরে আবরণ দেওয়া হইত। যজ্ঞীয় পাত্রগুলি শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্থাপন করা হইত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রাজগবীর মাংসও দেহের স্থানে স্থানে দিবার নিয়ম ছিল; আশ্বলায়ন-সূত্রে (৪. ৩. ১৯-২৪ দ্র°) তাহার ব্যবস্থা আছে। রাজগবীকে বধ করিবার সময় কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহাকে

৩ 'পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ।
স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদাৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রেভ্যঃ॥
পূষেমা আশা অনুবেদ সর্বাঃ সো অস্মাং অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছন্ পুর এতু প্রবিদ্বান্॥
আয়ুর্বিশ্বায়ুঃ পরিপাসতি ত্বা পূষা ত্বা পাতু প্রপথে পুরস্তাৎ।
যত্রাসতে সুকৃতো যত্র তে যযুস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু॥'
—তৈ-আ° ৬. ১. ১।

৪ 'পুরুষস্য সযাবর্যপেদঘানি মৃজ্মহে।
যথা নো অত্র নাপরঃ পুরা জরস আয়তি।
পুরুষস্য সযাবরি বি তে প্রাণমসিস্রসম্॥
শরীরেণ মহীমিহি স্বধয়েহি পিতৄনুপ প্রজয়াস্মানিহাবহ।
মৈবং মাংস্থা প্রিয়েঽহং দেবী সতী পিতৃলোকং যদৈষি।
বিশ্ববারা নভসা সংব্যয়স্ত্যভৌ নো লোকৌ পয়সাভ্যাবৃৎস্ব॥'
—তৈ-আ° ৬. ১. ২।

ছাড়িয়া দিবার নিয়ম ছিল। এরূপ স্থলে চাউল কিংবা যব বাটিয়া তাহাই মৃতদেহের অঙ্গাদিতে দেওয়া হইত। যেস্থলে গাভীর অভাবে কৃষ্ণবর্ণ ছাগকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইত তাহাকে কিন্তু বধ করা হইত না। ছাগটীকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইত ও চিতার কাষ্ঠের সহিত উহার যোগ থাকিত। অগ্নিতে যেই রজ্জুটী পুড়িয়া যাইত অমনি ছাগটী দৌড়িয়া পলাইয়া যাইত।

এই সকল অনুষ্ঠান শেষে মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে তাহার হস্তে এক খণ্ড সুবর্ণ, ক্ষত্রিয় হইলে তাহার হস্তে ধনুক এবং বৈশ্য হইলে তাহার হস্তে রত্ন দেওয়া হইত। তাহার পর মৃতপতিকা স্ত্রী চিতার উপরে স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (আশ্বলায়নের মতে পত্নী পতির মস্তকের নিকট শয়ন করিবে) অগ্নি সমর্পণ করিবার পূর্বে ঋত্বিক, পুত্র বা কোন নিকট আত্মীয় মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক ঐ পত্নীকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিত। উক্ত মন্ত্র এইরূপ—

'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত
উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং
দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি॥'
—তৈ-আ° ৬. ১. ৩; অ° ১৮. ৩. ১।

'উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং ইতাসুমেতমুপ
শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি-
সংবভূব॥'
—তৈ-আ° ৬. ১. ৩; ঋ° ১০. ১৮. ৮।

অর্থাৎ—'হে প্রেত! এই নারী পতি-লোক কামনা করিয়া তোমার মৃতদেহের সমীপে শায়িত। তিনি পুরাতন (পাতিব্রত্য) ধর্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে অনুমতি দিয়া প্রজা ও ধন দাও।'

'হে নারি! তুমি গতপ্রাণ পতির নিকট হইতে উঠিয়া জীবিত লোকদের কাছে আগমন কর। তোমার যিনি পাণি-গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার জায়া-রূপে আপনাকে মানিয়া লও।'

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-ব্যাপারে 'ইমা নারীর-বিধবাঃ'[৫] —ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবার পর সধবা স্ত্রীলোকেরা চক্ষে অঞ্জন দিয়া অশ্রু-পাত না করিয়া অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিত। কিন্তু এই মন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যখন চিতা হইতে উঠিত তখন অন্যান্য সধবা নারীগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিত। সেই উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র পঠিত হইত। আশ্বলায়নের মতে, স্ত্রীলোকেরা যখন কজ্জল পরিবে মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি সেই সময় তাহাদের দিকে চাহিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। আবার কাহারও মতে, অশৌচান্ত দিবসে ক্ষৌরকর্মের পর যখন স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করিয়া কজ্জল পরিত সেই সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করা হইত।

মোট কথা, ইহাতে সহমরণের ইঙ্গিত নাই। উক্ত মন্ত্রের শেষ শব্দে যে 'যোনি-মগ্রে' পাঠ আছে কোন কোন পণ্ডিত উহার পাঠান্তর (যোনিমগ্নে) করিয়া সহমরণ প্রথার সমর্থন করিয়া থাকেন। Max Muller-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা-সম্বন্ধে বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন।[৬] এই মন্ত্রের সহিত সহমরণ-প্রথার কোন সম্বন্ধ নাই।

অন্ত্যেষ্টির আয়োজন সম্পন্ন হইলে অগ্নি-প্রদাতা চিতায় অগ্নি সমর্পণ করিত। তাহাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হইত।—

'মৈনমগ্নে বিদহো মাভি শোচো
মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদো-
ঽথেমেনং প্রহিণুতাৎপিতৃভ্যঃ॥
শৃতং যদা করসি জাতবেদো-
ঽথেমেনং পরিদত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতা-
মথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি॥
সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা
দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে
হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥'
ঋ° ১০. ১৬. ১-৩।

অর্থাৎ—'হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে দগ্ধ করিও না, ইহাকে কষ্ট দিও না, কিংবা ইহার ত্বক্ বা শরীর বিক্ষিপ্ত করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহাকে অগ্নিপক্ব করিবে তখনই ইহাকে পিতৃলোকের নিকটে দিবে।'

'হে অগ্নি! যখন ইহার শরীর উত্তমরূপে পক্ব করিবে তখনই ইহাকে পিতৃলোকের নিকটে দিবে। যখন ইনি পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন তখন ইনি দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইবেন।'

'হে প্রেত! তোমার চক্ষুঃ সূর্যে প্রবেশ করুক, বায়ুতে তোমার আত্মা গমন করুক। তুমি তোমার পুণ্যফলে দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাও, অথবা জলে যাও যেখানে তোমার হিত হয়। সেইখানে তুমি ওষধি (শস্যাদি) লাভ করিয়া শরীরী হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ কর।'

আর্যগণ যে পূর্বকালে মৃতদেহকে প্রথমে সমাধিস্থ করিতেন এ বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু বৈদিক অগ্নি-উপাসনার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, অগ্নিতে দেহ-সমর্পণের রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। উপরোক্ত মন্ত্র হইতে বেশ

৫ এই মন্ত্রের পাঠে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত পুস্তকে ঋগ্বেদের পাঠ :—'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী-
রাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে'।
—ঋ° ১০. ১৮. ৭।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য সম্ভবতঃ ভুলক্রমে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন—'অনশ্বরোঽন-মীবা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে'। 'জলযোনি-মগ্নে'—এই পাঠটী সহমরণের অনুকূল। কিন্তু এইরূপ পাঠান্তর সম্ভবতঃ শাখাভেদে ও সময়ভেদে প্রবর্তিত হইয়াছে। কাজেই মূল মন্ত্রের সহিত সহমরণের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই মনে হয়। Max Muller প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৬ Max Muller's Selected Essays, i. p. 335.

বোঝা যায় যে, অগ্নির সাহায্যে পাঞ্চভৌতিক দেহকে পঞ্চভূতে মিশাইবার জন্য আর্যগণ যত্নপর ছিলেন।[৭]

কাহারও কাহারও মতে, মৃতদেহ দগ্ধ হইলে অগ্নিদাতা চিতার উত্তর দিকে তিনটী গর্ত খনন করিয়া সেগুলির চতুর্দিকে প্রস্তর ও বালি দিয়া সাজাইত। পরে সেই গর্ত তিনটী অযুগ্ম কলসীর জলে পূর্ণ করা হইত। শবানুগামী জ্ঞাতিবন্ধুরা উক্ত গর্তের জলে স্নান সমাপন করিতেন। তৎপর দহনকর্তা গর্তের দুই ধারে দুইটী পলাশশাখা পুঁতিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদের অগ্রভাগ বাঁধিয়া দিত। জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে উহার ফাঁক দিয়া চলিয়া যাইত এবং অবশেষে অগ্নিদাতা উক্ত ফাঁকের মধ্য দিয়া যাইত। বাটীতে ফিরিবার সময় সম্বন্ধে আশ্বলায়নের মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অস্থিচয়নের প্রথা-সম্বন্ধে পূর্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে সে সমস্তও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঐ প্রকার অস্থিচয়নের রীতি আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে, এখনও কোথাও কোথাও বিশেষতঃ মৈথিলী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অস্থি-চয়নের রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। অস্থিচয়নের দিন সম্বন্ধে আশ্বলায়ন যে ব্যবস্থা দিয়াছেন বৌধায়নের সে ব্যবস্থা ভিন্নরূপ। বৌধায়ন বলিয়াছেন—'অপরেদ্যুস্তৃতীয়স্যাং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং বা অস্থীনি সঞ্চিন্বন্তি' অর্থাৎ, মৃত্যুর পর তৃতীয়া, পঞ্চমী অথবা সপ্তমী তিথিতে অস্থি-চয়ন বিধেয়। চিতায় দুগ্ধ ও জল ঢালিয়া যজ্ঞডুমুরের শাখা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে অঙ্গার ও অস্থিগুলিকে পৃথক্ করিয়া ফেলা হইত। অস্থি-সংগ্রহ করিবার সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করা হইত—'এখান হইতে তুমি উত্থিত হও, তুমি শরীরসম্পন্ন হও। এখানে তোমার গাত্রের দেহের কিছুই ফেলিয়া রাখিও না। যে স্থলে যাইতে তুমি ইচ্ছা কর সেইখানে যাও, সবিতৃদেব তোমাকে সেখানে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই তোমার একখানি অস্থি, এই তোমার আর একখানি অস্থি—তৃতীয় অস্থির (বা প্রকাশজ্যোতিঃর) সহিত মিলিত হইয়া তুমি আপনাকে প্রকাশ কর। তুমি উৎকৃষ্ট স্থানে দেবতাদের প্রিয় হইয়া থাক'—ইত্যাদি।—তৈ-আ°. ৬. ৪. ২ দ্র°।

অস্থি-চয়ন করা হইলে সেগুলিকে ধৌত করিয়া কুম্ভপাত্রে রাখা হইত। কেহ কেহ উহা কৃষ্ণসার চর্মে জড়াইয়া রাখিত। সোমযাজী ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিবৃন্দ পুনরায় উহাকে দগ্ধ করিত, নচেৎ সেদিন পলাশশাখা বা শমীশাখায় উহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং পরে সমাধিস্থ করা হইত।

অস্থি-সমাধি-ব্যাপার প্রাচীনকালে একটী বিশেষ উৎসব ছিল। অগ্নিদাতা বা মুখ্য কৃতী কুম্ভের ভিতর অস্থি, দধি ও ওষধি দিয়া তাহার উপরে কুশ বা দূর্বা দ্বারা আঘাত করিতেন। পরে কোন একটী স্থান চর্ম কিংবা শমী বা পলাশশাখা দিয়া সম্মার্জিত করিয়া লাঙ্গলের সাহায্যে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছয়টী গর্ত করিতেন। সেই গর্তের মধ্যস্থানে কুম্ভটীকে বসাইয়া বালি, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইত। সমাধির চতুর্দিকে কুশ, তিল এবং ভাজা যব ছড়াইয়া অনেক সময় তাহার উপরে নলখাগড়া পুঁতিয়া দেওয়া হইত।

নিরগ্নিক ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ঐরূপ অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠান অবিহিত। তাহাদের পক্ষে অন্য রকম অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। মূলতঃ দাহ বিধানে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও অনুষ্ঠানের প্রকারভেদ আছে। [অন্ত্যেষ্টি—আধুনিক ভারত দ্র°]

আধুনিক ভারত—আধুনিক ভারতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাদির সংখ্যা অতিশয় বিরল। অতএব প্রাচীন অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতির অনেক দিক্ দিয়া ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্তমান কালে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে দাহ-প্রথাই মুখ্য। অনেক স্থলে বিশেষতঃ শূদ্রদের মধ্যে নদীর জলে মৃতদেহকে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথাও দেখা যায়। অল্প বয়স্ক শিশুদের পক্ষে ভূপ্রোথনের রীতিও বর্তমান আছে। হিন্দুদের মধ্যে নানা শাখা ও সম্প্রদায়ভেদে শবসংস্কারের বিভিন্ন প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দাহ প্রথাই উচ্চ বর্ণের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে[৮] দাহাধিকারী পুত্রাদি স্বয়ং স্নান করিয়া বিগতপ্রাণ দেহকে ঘৃত মাখাইয়া প্রথমতঃ উহাকে অমন্ত্রক একবার স্নান করাইয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে। তৎপরে কুশাচ্ছাদিত ভূমিতে (বা কয়েক গাছি কুশ পাতিয়াও ভূমির উপরে) দক্ষিণশিরস্ক করিয়া মৃত দেহকে শয়ন করাইবে। আচ্ছাদক বস্ত্র অপসরণ করিয়া পুনরায় স্নান করাইবার ব্যবস্থা আছে। উহাতে মন্ত্র-স্মরণের বিধি আছে। মন্ত্র যথা :—

'ওঁ গয়াদীনি তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্ ॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং গণ্ডক্যাং সরয়ূং পনসাং তথা ॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ
সাগরাস্তথা ॥'[৯]

অনন্তর অন্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া উত্তরীয় ও উপবীত প্রদান করিবে। পরে চন্দনাদি দ্বারা শবদেহ লেপন করিয়া দুই কর্ণ, দুই চক্ষুঃ, দুই নাসিকা ও মুখ—মোট এই সপ্ত ছিদ্রে সাতটী স্বর্ণখণ্ড বা তদভাবে সাতটী কাংস্যখণ্ড স্থাপন করিবে। রঘুনন্দনের মতে শবদেহকে ইহার পর অন্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শ্মশান অভিমুখে বহন করিবে এবং বহন করিবার সময়

৭ পৃথিবীং গচ্ছান্তরিক্ষং গচ্ছ দিবং গচ্ছ দিশো গচ্ছ স্বর্গচ্ছ° গচ্ছাপো বা° প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ'—তৈ-আ° ৬. ৯. ১ দ্র°।

৮ 'শুদ্ধিতত্ত্ব' (চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ-সম্পাদিত) পৃ° ৫১৩-১৬ দ্র°।

৯ ঐ, পৃ° ৫১৩-১৪ দ্র°।

পিণ্ডের নিমিত্ত অর্ধ অন্ন রাখিয়া পাত্রস্থ অন্নের অর্ধেক পথের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু অধুনা লৌকিক ব্যবহারে ক্রমপরিপাটীর কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্মশানে গিয়াই মৃতদেহের স্নান ও তন্নিমিত্ত পিণ্ডপাক প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় শ্মশানে পিণ্ডদান করিবার বিধি এইরূপ :—ভূমিতে গোময় লেপন করিয়া তদুপরি বামজানু পাতিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া কুশমূলদ্বারা দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কন করিতে হইবে। রেখা অঙ্কন করিবার সময় মন্ত্র — 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ'। পরে ঐ স্থানের উপর কুশাচ্ছাদন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিতে হয়—'ওঁ এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ। পূর্বিণেভির্দেহস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিযচ্ছ'। সামবেদী ভিন্ন অন্যবেদী ব্যক্তিগণের প্রেতের আবাহন নিষিদ্ধ। যাহা হউক, অনন্তর আস্তৃত কুশের উপরে তিল ছড়াইয়া দিয়া বাম হস্তে কুশমূল ও দক্ষিণ হস্তে তিল সমেত জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। তৎকালে মন্ত্রপাঠ এই হইবে—'ওঁ অমুক-গোত্রপ্রেতামুকদেবশর্মণ্ অবনেনিক্ষ্ব'। বাম হস্তে গৃহীত কাঁচা পাত্র হইতে অন্নের অর্ধেক লইয়া তিলসহ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা আস্তীর্ণ কুশের উপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে উহা প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—'ওঁ অমুকগোত্র-প্রেতামুক দেবশর্মণ্ এতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতাম্'। অবশেষে অন্নপাত্র ধুইয়া সেই জলও পিণ্ডের উপরে বিনা মন্ত্রে ঢালিয়া দিতে হইবে।

তার পর দাহাধিকারী পুত্রাদি পুনরায় স্নান করিয়া বস্ত্রদ্বয়-আচ্ছাদিত শবকে চিতার উপরে তুলিয়া শয়ন করাইবে। সামবেদী শবকে দক্ষিণশির ও অন্যবেদী শবকে উত্তর-শির করিয়া শয়ন করাইবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে তাহাকে 'উপুড়' করিয়া এবং স্ত্রী হইলে 'চিৎ' করিয়া শায়িত করিতে হইবে। পরে 'দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ এনং দহন্তু' —মনে মনে এইরূপ ধ্যান করিয়া অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়। অগ্নি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে চিতা প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

'ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥
ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥'

প্রদক্ষিণের পর দক্ষিণমুখ হইয়া দাহকর্তা শবের শিরঃস্থানে অগ্নি সংযোগ করিবে।

দাহকার্য শেষ হইলে প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত সাতটী কাষ্ঠিকা লইয়া এক এক বার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া এক একটী কাষ্ঠিকা চিতার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে 'ক্রব্যাদায়ন মস্তভ্যম্'—এই মন্ত্র এক বার পাঠ করিয়া কুঠারদ্বারা সাত বার চিতার প্রজ্বলিত অগ্নির উপরে আঘাত করা হয়। পরে অগ্নিদাতা সাত কলসী এবং অন্যান্য দাহকারিগণ প্রত্যেকে এক এক কলসী জলের দ্বারা চিতাগ্নি নির্বাপিত করিয়া ও উক্ত স্থান ধৌত করিয়া এক কলসী জল তৎস্থানে রাখিবে। শবসম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চণ্ডালদিগকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ দাহান্তে যাহাতে চিতাদর্শন না হয় সেইরূপভাবে প্রস্থান করিয়া দাহকারিগণ স্নানের নিমিত্ত নদীতে গমন করিবে। নদীর নিকট গমন করিয়া পুত্রাদি (মুখ্য দাহকর্তা) প্রয়োগদানাদি-বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্যালকাদির নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবে—'উদকং করিষ্যামঃ'। 'কুরুধ্বম্'—এই প্রকার অনু-মতি পাইবার পর কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মুখে করিয়া জলে অবতরণপূর্বক পুত্রাদি (মুখ্য দাহকর্তা) পরিহিত বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহাই পুনরায় পরিধানপূর্বক প্রাচীনা-বীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া — 'অপ নঃ শোশুচদঘম্'—এই মন্ত্র দ্বারা বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিতে জল আলোড়ন করিয়া একবস্ত্র অবস্থায় স্নান করিয়া আচমনপূর্বক দক্ষিণমুখী হইয়া তিন বার তর্পণ করিবে। তর্পণ মন্ত্র যথা—'অমুকগোত্রং প্রেতম-মুকদেবশর্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি'। এই মন্ত্র সামবেদিগণের। যজুর্বেদিগণের মন্ত্রে কিছু তফাৎ আছে; যথা—'অমুক-গোত্রপ্রেতামুকদেবশর্মণ্ এতত্তে তিলোদকং তৃপ্যস্ব'। সামবেদী ব্যতীত অন্যবেদী ব্যক্তিগণের তর্পণে এক অঞ্জলি তর্পণই আবশ্যক, সে স্থলে তিন অঞ্জলি দান ফলাধিক্যের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। তর্পণের পর পুনরায় স্নান করিয়া কোন বালককে অগ্রে রাখিয়া জল হইতে উঠিতে হইবে।

পরে হরিৎতৃণময় ভূমির উপরে উপবেশন করিয়া 'অসার মনুষ্যদেহের নাশ স্বাভাবিক —তাহাতে শোক বৃথা' — ইত্যাদি[১০] চিন্তা করিবার পর গৃহদ্বারে আসিয়া দন্ত-দ্বারা কয়েকটী নিমের পাতা কর্তন করা এবং 'জ্যোক্' ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বার স্পর্শ করিয়া আচমনপূর্বক 'শমী পাপং শময়তু' —এই মন্ত্র পড়িয়া শমীলতা স্পর্শ করা বিহিত। 'অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসম্'—এই মন্ত্রে পাদদ্বারা পাষাণ স্পর্শ করিয়া 'অগ্নির্নঃ শর্ম যচ্ছতু'—এই মন্ত্রে অগ্নি স্পর্শ করিবার পর বৃষ ও ছাগের মধ্যে দাঁড়াইয়া 'জ্যোক্' এই মন্ত্রে উভয়কে স্পর্শ করিয়া জল, গোময় ও শ্বেত সর্ষপ স্পর্শ করিবার পর কোন বালককে অগ্রে রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয়।

যদি দিনে দাহ হয়, তাহা হইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ হইলে দিবা-ভাগে গ্রামে প্রবেশ করা উচিত—এইরূপ

১০ এ বিষয়ে চিন্তনরীতি যথা—
'মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে ॥
পঞ্চধা সংভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিবেদনা ॥
গঙ্গা বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাস্যতি ॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্যা বিধানতঃ ॥'
—যাজ্ঞ° ৩. ৮. ১১।

বিধান আছে। অবশ্য অসামর্থ্যহেতু ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া কালপ্রতীক্ষা না করিয়াও গ্রামে প্রবেশ করা যাইতে পারে।

যে ক্ষেত্রে কোন প্রবাসী ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহার শবদেহ না পাওয়া গেলে অস্থি সংগ্রহ করিয়া মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি দাহ করিবার রীতি আছে। অস্থি পাওয়া না গেলে শর ও পলাশপত্রে প্রতীক নির্মাণ করিয়া তাহা দাহ করিতে হয়। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোন প্রকার অবৈধ উপায়ে আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহার শবদেহ দাহ করা হয় না; নদীর জলে উহাকে নিক্ষেপ করা বিধেয়। এ-বিষয়ে শাস্ত্রের বচন—'আত্মনস্ত্যাগিনাং নাস্তি পতিতানাং তথা ক্রিয়া। তেষামপি তথা গঙ্গাতোয়ে সংস্থাপনং হিতম্॥' —যাজ্ঞ° ৩. ৬ (মিতাক্ষরা-ধৃত)। তাহাদের উদকক্রিয়া বা অশৌচ সবই প্রতিষিদ্ধ — 'নাশৌচং নোদকং নাশ্রু ন দাহাদ্যন্তকর্ম চ'। তবে তাহাদের জন্য এক বৎসর পরে নারায়ণ উদ্দেশ্যে বলি পিণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।—যাজ্ঞ° ৩. ৬ (মিতাক্ষরা-দ্র°)।

সূতিকা অবস্থায় বা ঋতুকালে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 'আপো হিষ্ঠা ময়োভুব স্তানউর্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে'—এই মন্ত্র ও 'মহাবামদেব্য ঋষিঃ'—ইত্যাদি শান্তি-মন্ত্র পাঠপূর্বক সতিল জলপুষ্প ও পঞ্চগব্যে পূর্ণ কুম্ভবারিতে স্নান করাইয়া তাহাকে দাহ করিতে হইবে। গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গর্ভস্থ সন্তানকে নিঃসারিত করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া উক্ত প্রসূতির দাহ করিতে হইবে। সাধারণতঃ দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক-বালিকার পক্ষে ভূপ্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ বালক-বালিকার পক্ষে অগ্নিকার্য বা উদকক্রিয়াদি করণীয় কিছুই নাই। ইহাদিগকে অরণ্যে কাষ্ঠবৎ পরিত্যাগ করিবার নির্দেশও মনু দিয়াছেন। যথা—

'ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে॥
নাস্য কার্যোঽগ্নিসংস্কারো ন চ কার্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যক্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ॥'
—৫. ৬৮-৯।

তবে যদি স্নেহবশতঃ কেহ সেরূপ অল্পবয়স্ক জাতদন্ত বালকের দাহাদি নিষ্পন্ন করে তাহা হইলে দাহবশতঃ অশৌচের কিছু বৃদ্ধি হয়।[১১]

জনন ও মরণ-জন্য বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকার অশৌচ প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাদিগণের পূর্ণ সপিণ্ডাশৌচ দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন ও শূদ্রের এক মাস। মনুর বিধান এইরূপ—

'দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহমেব চ॥'
—৫. ৫৯।

'শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥'
—৫. ৮৩।

মনুর মতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ না হইয়া চারি দিন অশৌচকাল। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণদের চতুর্থ দিনই অস্থি-সঞ্চয়নের কাল বলিয়া নির্ণীত। আজকাল সগুণ ও নির্গুণ ব্রাহ্মণ-ভেদে অশৌচসঙ্কোচের বিধান নাই।[১২] জাতদন্ত বালকের অগ্নিসংস্কারবশতঃ অশৌচকাল এক দিন, কিন্তু কাহারও মতে তাহা বর্ধিত হইয়া তিন দিন অশৌচ হয়। সাধারণতঃ চূড়াকালের পর অথবা তিন বৎসর বয়স হইলে বালকের দাহাদিক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে ও তজ্জনিত অশৌচকালেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সপিণ্ডাদি ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের শবানুগমনে স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত-প্রাশন ইত্যাদি কর্মে শুদ্ধি, ক্ষত্রিয় শবানুগমনে ব্রাহ্মণের এক দিনের পর শুদ্ধি, বৈশ্যস্থলে দুই দিনের পর, শূদ্র-শবানুগমনে তিন দিনের পর শত প্রাণায়াম জপ করিবার পর শুদ্ধি—ইত্যাদি বহুবিধ অশৌচ-ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৩] [অশৌচ দ্র°]।

মৃতের অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবার রীতি আধুনিক কালে বিশেষ প্রচলিত। চিতাগ্নি ধৌত করিবার সময় অস্থিখণ্ড সংগ্রহপূর্বক মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে মৃৎপাত্রে যে কোন শুদ্ধস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। অনেকে বাড়ীর প্রাঙ্গণে তুলসী তলায় উহাকে সযত্নে রক্ষা করে। পরে গঙ্গায় গিয়া স্নান ও আচমন করিবার পর উত্তর মুখী হইয়া কৃতী 'ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্রে কুশত্রয়ে জল লইয়া নিম্নোক্ত সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করে—'অদ্য অমুকগোত্রস্য অমুকস্য এতদস্থিসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণকমহীয়মানত্বকামঃ অমুকস্য এতান্যস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং বিনিক্ষিপামি'। পরে ঐ অস্থিখণ্ড পঞ্চগব্যে সিক্ত করিয়া স্বর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল-সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকাপুটে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক 'ওঁ নমোঽস্তু ধর্মায়'—এই মন্ত্রে জলে অবতরণপূর্বক 'স মে প্রীতো ভবতু'—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করিতে হয়। অবশেষে স্নানান্তে উঠিয়া কৃতী সূর্য দর্শনপূর্বক দক্ষিণা দান করেন।

অশৌচকালের মধ্যে প্রেতোদ্দেশ্যে পূরক-পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা আছে। প্রেতাত্মার প্রীতির নিমিত্ত আহার্য সামগ্রী প্রদান করিবার রীতি অধিকাংশ সমাজেই কোন না কোন প্রকারে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের বিশ্বাস, সপিণ্ডকরণ-শ্রাদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি প্রেতশরীরে আমাদের দেয় আহার্য ও পেয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। সপিণ্ডীকরণের পর পিতৃগণ প্রেতমুক্ত হইয়া পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বদেবরূপে আমাদের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদিতে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

১১ মনু° ৫. ৭০ ও যাজ্ঞ° ৩. ২৩ (মিতাক্ষরা দ্র°)।

১২ কলিবর্জ্য ধর্মের মধ্যে পরিগণিত বচন যথা—'বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা' (শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃ° ১৫৮ ধৃতবচন।

১৩ যাজ্ঞ° ৩. ২৬ (মিতাক্ষরা দ্র°); মনু ৫. ১০৩।

তর্পণ-মন্ত্রে এক মহান্ আদর্শেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'আব্রহ্মপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্' —এই মন্ত্রে নিখিল বিশ্বাত্মারও তৃপ্তিবিধান করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রাদ্ধের ভেদ ও ইতিকর্তব্যতা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। [শ্রাদ্ধ দ্র°]। পূরকপিণ্ডদানের ব্যবস্থা সাধারণতঃ অশৌচ কালের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। বিষ্ণু বলেন— 'যাবদাশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডঞ্চ দদ্যুঃ' ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রাচীনাবীতী অবস্থায় দক্ষিণমুখী হইয়া আস্তৃত কুশের উপর তিলজল দান করিয়া তিল মধু ও ঘৃত-মিশ্র তপ্ত পিণ্ড 'ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্মণঃ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরকম্'—এই মন্ত্রে প্রথম পিণ্ডদান করিতে হয়। তৎপরে জল, ধূপ, মাল্য, বসন ইত্যাদি দিবারও বিধি আছে। রাত্রিকালেও প্রেতোদ্দেশ্যে মৃন্ময়-পাত্রে জল ও পাত্রান্তরে দুগ্ধ-প্রদানের রীতি আছে। প্রত্যেক দিন এক একটী করিয়া পূরকপিণ্ড দান করিয়া দশ দিনের অশৌচ হইলে দশম দিনে দশটী পিণ্ড দেওয়া হইবে। তিন দিন মাত্র অশৌচ হইলে প্রথম দিনে তিনটী, দ্বিতীয় দিনে চারিটী ও তৃতীয় দিনে তিনটী পিণ্ড দেওয়া বিহিত। চারি দিন অশৌচ হইলে প্রথম ও চতুর্থ দিনে দুইটী করিয়া এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন তিনটী করিয়া; পাঁচ দিন অশৌচ হইলে প্রথম ও শেষ দিন একটী করিয়া, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে দুইটী করিয়া এবং তৃতীয় দিনে চারিটী পিণ্ড দিতে হয়। ছয় দিনের অশৌচে প্রথম ও পঞ্চম দিনে মোট দুইটী, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে তিনটী করিয়া এবং অবশিষ্ট দুই দিনে মোট দুইটী; সাতদিনের অশৌচে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুইটী করিয়া ও অবশিষ্ট দিনে একটী করিয়া; আট দিনের অশৌচে চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুইটী করিয়া ও অবশিষ্ট দিনে একটী করিয়া এবং নয় দিনের অশৌচে পঞ্চম দিনে দুইটী করিয়া ও অবশিষ্ট দিনে একটী করিয়া মোট দশটী পিণ্ড দিতে হয়। দ্বাদশ দিনের অশৌচস্থলে প্রথম নয় দিনে নয়টী পিণ্ড ও শেষ দিনে দশম পিণ্ড; আবার সদ্য শৌচ ও এক দিনের অশৌচ স্থলে এক দিনই দশ পিণ্ড দেওয়ার বিধি। রাত্রিতেও পিণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। মোট কথা, পূরক-পিণ্ড অশৌচকালের মধ্যেই দিতে হয়।[১৪] শবদাহের পর অশৌচান্ত-কালের পরবর্তী দিবসে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে প্রথম বলিয়া ইহাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। ষোড়শ শ্রাদ্ধ যথা—

'দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধষোড়শম্॥'
—শ্রাদ্ধতত্ত্ব- (পৃ° ১২৯) ধৃতবচন।

অর্থাৎ—আদ্যশ্রাদ্ধ, বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ — মোট এই ষোলটী শ্রাদ্ধ লইয়া ষোড়শ শ্রাদ্ধ। [শ্রাদ্ধ দ্র°]

মিশর—পূর্বকালের মিশরবাসীদের অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি কিছু অদ্ভুত রকমের। তাহারা মৃতদেহকে দাহ করিয়া বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া নষ্ট করিত না; বিশেষ যত্নের সহিত নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে মৃত-দেহকে তাহারা রক্ষা করিত। তাহারা নানা প্রকার মশলায় শরীর পাক করিয়া সর্বাঙ্গে মাদুর, কাপড় ইত্যাদি দ্বারা নানাবিধ উপায়ে জড়াইয়া রাখিত। আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইত, ঐ মৃতদেহের কোন ক্ষতি হয় নাই—যেরূপ সেইরূপই আছে, মাংস গলে নাই, হাড়ও খসিয়া যায় নাই। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, শরীর, আত্মা, জ্ঞান ও আকার লইয়া মানুষের জীবন। ঐগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর জ্ঞান বা 'ইখু' দেবলোকে চলিয়া যায়, আত্মা বা 'ব' উড্ডীয়মান বিহঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ সমাধির চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, অবশেষে তিন হাজার বৎসর পরে জ্ঞান ও আত্মা ফিরিয়া আসিয়া পূর্বরক্ষিত মৃতের শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে আর পুনর্জন্ম সম্ভব নয়।

পচনশীল নাড়ীভুঁড়ি ও মস্তিষ্ক (brain) দেহ হইতে নিষ্কাসিত করা হইত। তৎপরে লবণাক্ত ক্ষারজল ও নানাবিধ মশলায় দেহটীকে পাক করিয়া রক্ষণশীল করা হইত। দেহের নিষ্কাসিত অংশগুলি চারিটী বিভিন্ন পাত্রে রাখা হইত। ধাতুনির্মিত শবাধারে দেহটীকে রক্ষা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে পর্বতীয় বালুকাগর্ভে প্রোথিত করা হইত। হেরো-ডোটস্ ও ডিয়োডোরস্ এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা মুখ-মণ্ডলে ও মস্তকে কাদা মাখিয়া নিজ নিজ দেহে আঘাত করিতে করিতে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। পুরুষগণ ও অন্যান্য আত্মীয়ও তদ্রূপ করিত। পরে তাহারা মৃতদেহকে বহন করিয়া কারিকরগণের নিকট লইয়া যাইত; কারিকরগণ মৃতদেহের অনুরূপ কাঠের মূর্তি প্রস্তুত করিয়া রঙ্ করিয়া উহাদিগকে দেখাইত। খরচের ফর্দ-অনু-সারে সাধারণতঃ তিন প্রকার রীতিতে দেহরক্ষার ব্যবস্থা কারিকরগণ করিত। সর্বা-পেক্ষা ভাল প্রক্রিয়ায় দেহ প্রস্তুত ও সজ্জিত করিতে অনেক ব্যয় হইত। প্রথম প্রক্রিয়ায় দেহরক্ষার ব্যবস্থা করিতে কারিকরগণ প্রথমে নাকের ভিতর দিয়া লোহশলাকার সাহায্যে ঔষধ প্রভৃতি প্রবেশ করাইয়া মস্তিষ্ক বাহির করিয়া আনিত, পরে মৃত-দেহের বাম পাঁজরের নিম্নে চিরিয়া পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির করিয়া সুগন্ধি-পদার্থ ও তালের তাড়ী ইত্যাদিতে উহার অভ্যন্তর ধৌত করিত। তাহার পর পেটের মধ্যে হিরাবোল প্রভৃতি মশলা পুরিয়া উহারা উপরের চামড়া সেলাই করিয়া দিত। এরূপ করিতে মোট প্রায় ৭০ দিন সময় লাগিত। পরে দেহটীকে ক্ষারজলে ধৌত করিয়া মোমবস্ত্রের বহু আবরণ আঠার সাহায্যে উহাতে জড়াইয়া দিত। অবশেষে

১৪ শুদ্ধিতত্ত্ব, পৃ° ৫১৬-১৭; যাজ্ঞ° ৩.১৬।

আত্মীয়গণ আসিয়া দেহটীকে ফিরাইয়া লইয়া যাইত এবং দেহের পরিমাণ-অনুযায়ী কাষ্ঠনির্মিত বাক্সে উহা আবদ্ধ করিত। উহাকে পুনরায় শবাধারের ভিতর রক্ষা করা হইত। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুলভ ব্যবস্থায় কারিকরগণ এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। উদরের অন্ত্রাদি তাহারা বাহির না করিয়া উদরমধ্যে পিচকারীর সাহায্যে তৈল, আলকাতরা ও নানাবিধ ঔষধ প্রবেশ করাইয়া কয়েকটী নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিত। ঐ তৈল ও ঔষধের গুণে পেটের ভিতরের যাবতীয় মাংস গলিয়া যাইত। স্ত্রীলোক মরিলে শবদেহ কিছু দিন ঘরে পড়িয়া থাকিত, তাহার পরে কারিকরকে দেওয়া হইত।

বর্তমানে প্রাচীন মিশরের এক একটী মৃতদেহ হইতে প্রায় ৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও ২৫০০ হাত দৈর্ঘ্যের কাপড় পাওয়া গিয়াছে। মরিয়া গেলে দেহটীকে জড়াইবার নিমিত্ত বস্ত্র লাগে বলিয়া জীবদ্দশায় অনেকে বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিত।

যখন হইতে মিশরে থেব্‌স.-এর প্রাধান্য স্থাপিত হয় তখন হইতেই মৃতদেহের মামির (Mummy) সহিত পাপিরাস্‌-নির্মিত পত্রে মৃতের কাহিনী কবরে রক্ষা করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই কাহিনী-সংগ্রহ Book of the Dead নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মৃতদেহ-রক্ষার প্রকৃতি এদেশে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্তিত হয়। প্রথম যুগের শবাধারগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণাকৃতি। পরবর্তী কালে নানা প্রকারে চিত্রিত এক প্রকার মনুষ্যাকার শবাধারের উদ্ভব হয়। উনবিংশতি রাজবংশের যুগ হইতে দ্বাবিংশতি বংশের যুগ পর্যন্ত এক প্রকার নূতন প্রথা প্রচলিত হয়। এই যুগে মৃত ব্যক্তির পূর্ণমূর্তি শবাধারে রক্ষিত হইত। ইহাকে মিশরীয় ভাষায় উসব্‌তিউ (ushabtiu) বলা হইত। টলেমীর (Ptolemy) যুগে এইরূপ পূর্ণদেহ 'ম্যমি' রক্ষার প্রথা পরিত্যক্ত হয়।

পারস্য, ইথিওপিয়া, কেনারী দ্বীপ, আসীরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশেই মৃতদেহ-রক্ষার রীতি বর্তমান ছিল, কিন্তু মিশরের ন্যায় এত আড়ম্বর আর কোথাও দেখা যায় না। পারস্যের লোকেরা কেবল মোম দিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিত। আসীরিয়ার লোকেরা মধু দিয়া রাখিত, তাহাতে মৃতশরীর পচিয়া যাইত না।

রোম—প্রাচীন রোমে স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থানুসারে অন্ত্যেষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। যখন কেহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন সমবেত আত্মীয়স্বজন উচ্চৈস্বরে ধরাবাঁধা রীতিতে ম্রিয়মাণ ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ ডাকিত পরে মৃত ব্যক্তির চক্ষু দুইটী নিমীলিত করিয়া দেওয়া হইত। মৃতকে স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত করাইয়া গৃহের প্রধান কক্ষে রাখা হইত। তাহার পা দুইটী রাস্তার দরজার দিকে রাখিবার নিয়ম ছিল। ঐ কক্ষ পুষ্প, সুগন্ধিদ্রব্য ও ধূপ ধূণার গন্ধে আমোদিত করা হইত। শোক করিবার জন্য এক দল ভাড়াটিয়া সেখানে থাকিত। Styx বা বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য শবের মুখের উপর পাথেয়-বাবদ মুদ্রা রাখা হইত। মোমের দ্বারা মুখের ছাঁচ তুলিয়া উক্ত ছাঁচে নাম, তারিখ ও মৃত ব্যক্তির বিবরণ ইত্যাদি খোদাই করিয়া উহা গৃহে রাখা হইত। বাহিরের দরজায় দেবদারুশাখা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। রোমানদের বিশ্বাস ছিল, তাহাতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ত্রুটি স্খালিত হয়। পরে ঘটাক রিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নানা প্রকার হাসি ও তামাসার আয়োজন করিয়া সদলবলে মৃতদেহকে গাড়ীতে চাপাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। ঐ সময় শবের দেহ আবৃত রাখা হইত কিন্তু মুখ খোলা থাকিত। শবের ঠিক পশ্চাতে পুত্রগণ মস্তকে পর্দা দিয়া চলিত এবং কন্যাগণ এলো চুলে মস্তক খোলা অবস্থায় শবের অনুসরণ করিত। শ্মশানের নিকটে গিয়া মৃত ব্যক্তির কোন নিকট-আত্মীয় একটী স্তুতি (laudatio) পাঠ করিবার পর চিতা সাজাইয়া পোশাক বা পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ইত্যাদির সহিত মৃতদেহটীকে স্থাপিত করিত। মৃতের দিকে না চাহিয়া নিকটতম আত্মীয় অগ্নিদান করিত। পরে জল বা মদ ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া তথাকার ছাই গামছায় করিয়া সংগ্রহ করা হইত। উক্ত ছাইগুলিকে প্রস্তর অথবা ধাতু-নির্মিত পাত্রে করিয়া নয় দিন অশৌচের মধ্যে যে কোন দিন সমাধি-কক্ষে লইয়া রাখা হইত। পরে মৃতের উদ্দেশ্যে সমাধিক্ষেত্রে একটী ভোজ দেওয়া হইত এবং বাড়ীতেও এই উপলক্ষে এক দিন ভোজের আয়োজন হইত। স্ত্রী, স্বামী, মাতা, পিতা ইত্যাদি নিকট আত্মীয়ের ক্ষেত্রে অশৌচের কাল ৮ মাস হইতে ১০ মাস পর্যন্ত। দরিদ্র লোকের পক্ষে অবশ্য অত আড়ম্বর সম্ভব হইত না।

শবদাহ ব্যতীত কবরস্থ করিবার প্রথাও যে প্রাচীন রোমে বর্তমান ছিল তাহার নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অগস্টাসের সময় শবদাহ-প্রথা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইয়া ওঠে। কিন্তু তখনও প্রাচীন সমাধিপ্রথার প্রতীক দৃষ্ট হয়; কারণ সাধারণতঃ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সন্ধিস্থলের অস্থি বা দেহের যে কোন ক্ষুদ্র অংশ (os resectum) কবর দেওয়া হইত।

চীন—চীনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছোট-বড় বহুবিধ পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। তবে সমাধিই সেখানকার সাধারণ প্রথা। উক্ত প্রথায় ব্যয়বাহুল্যকর ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। তবে যাহারা শিশু বা অবিবাহিত বা যাহারা সমাজে সেরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নাই, তাহাদের ক্ষেত্রে অতি সামান্যই আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে একটা সাধারণ মাদুরে মৃতদেহকে জড়াইয়া সুবিধামত কোন একটী উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় মাত্র। মৃত ব্যক্তির সমাধি-প্রথা প্রবর্তিত থাকিলেও ভূগর্ভ খনন করিয়া

তাহাতে শবটীকে প্রোথিত করা হইত না। ভূমির উপরে শবাধারে দেহটীকে রাখিয়া তাহার উপরে মাটির চাপ দিয়া আচ্ছাদিত করা হইত এবং প্রতি বৎসর সেই সকল সমাধিক্ষেত্রে গিয়া লোকে মাটির চাপ যোগান দিয়া মৃত্তিকা স্তূপটিকে উঁচু করিয়া দিত। শবাধারের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সখের সামগ্রী বা প্রিয় বস্তু সঙ্গে দেওয়া হইত। অতি প্রাচীনকালে আত্মীয়-স্বজন অথবা ক্রীতদাসের মধ্যে কতকগুলিকে প্রেতসৎকারের নিমিত্ত হত্যা করা হইত। খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও কনফুসিয়াসের (Confucius) সময়ে এই প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালে দেখা যায় ভৃত্য বা পরিচারকদের কাগজের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ান হয়। উহা প্রাচীন কালের দাসহত্যাপ্রথার প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে চীন দেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। মৃত্যুকালে শিখা বাদে মস্তক মুণ্ডন করা হয় ও হাত পায়ের নখ কাটা হয়, পরে স্নান করাইয়া কাপড় পরাইয়া কাঠের চেয়ারে বা তদ্রূপ কোন আসনে বসান হয়। তাহার সম্মুখে নোট্ বা মুদ্রা ইত্যাদি পুড়াইয়া তাহার ছাই কাগজে মুড়িয়া তাহার হাতে দেওয়া হয়। কখন কখন বৌদ্ধ মন্দিরের প্রদীপ লইয়া তাহার হাতে স্থাপন করা হয়। পরে মৃত্যু ঘটিবার পর জ্যেষ্ঠ পুত্র এক হাতে পাত্র ও অন্য হাতে ধূপ-ধুনা বা অনুরূপ গন্ধদ্রব্য লইয়া ছাতি মাথায় দিয়া জলাশয়ের নিকটে যায়। তথা হইতে পূত বারি ক্রয় করিয়া ও সেই জল গরম করিয়া মৃতদেহের বক্ষঃস্থলে কয়েকবার ঘষিয়া উহাকে ধৌত করা হয়। কন্যা ও পুত্রবধূগণ ক্রমান্বয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ নতজানু হয়। মৃতদেহ যদি তৎপূর্বে শয্যায় শায়িত থাকে তাহা হইলে তাহাকে উঠাইয়া চেয়ারে রাখা হয়। শয্যায় ব্যবহৃত মাদুর ইত্যাদি উন্মুক্ত পথে পোড়ান হইয়া থাকে। যাহাতে মৃতদেহের পা মাটি স্পর্শ না করে সেজন্য সকলে বিশেষ যত্নশীল হয়। উক্ত চেয়ারের সম্মুখে অন্ন ও ব্যঞ্জনের দুইটী পাত্র-সমেত একটী টেবিল রক্ষা করা হয়। পরে যে গৃহে গৃহ-দেবতা বা পবিত্র বেদী থাকে সেই গৃহে মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে কিছু ক্ষণ রাখিবার পর উহা গৃহের বাহির করা রীতি। পরে চারি জন লোক মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তন্মধ্যে পুত্র মস্তক ও পুত্রবধূ পাদদেশ ধরিয়া রাখে। পথের মধ্যে কোথাও নামাইলে উহা অমঙ্গলসূচক। সকল সময় মৃতদেহের চেয়ারটীর উপরে ছাতি ধরা থাকিবে। পরে মৃত দেহটীকে শয্যায় স্থাপন করিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হয় এবং মুখমণ্ডলের উপর একটী শাদা কাগজ দেওয়া হয়। অবশেষে শবটীকে শবাধারে আচ্ছাদিত করিয়া সমাধিস্থ করা হইয়া থাকে।

শবাধার বহু প্রকারের ব্যবহৃত হইত। ধনী লোকে ভাল কাঠের বাক্স পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করাইয়া রাখিত। অনেক সময় গরীব লোকে গাছের গুঁড়িতেও শবাধারের কাজ করিত। শবাধারের প্রান্তভাগে পদ্ম খোদাই করা হইত; এরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি ইহাতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের মত বুদ্ধত্ব লাভ করিবে।

শবস্থাপনের পর শবানুগমনকারীরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া কবরের চতুর্দিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। সৎকারের তৃতীয় দিনে শোককারীরা পুনরায় কবরের নিকটে গিয়া আবার পূর্বের মত উহা প্রদক্ষিণ করে। অশৌচ-ত্যাগের দিন অগ্নিস্পর্শ করিয়া সকলে শুদ্ধ হয়; এই দিন ভোজের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

পিতৃপূজার ব্যবস্থা চীনদেশের অতীব প্রাচীন প্রথা। পরলোকগত পিতৃপুরুষ দেবতার স্থান অধিকার করে এবং মৃত্যুর পর হইতেই বংশধরগণের নিকটে পূজা পাইবার অধিকারী হয়। বৌদ্ধ ধর্মের নীতি চীনের প্রাচীন প্রথাকে অনেকাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

জাপান—জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, একটী ছোট কক্ষ বা কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে মৃতদেহ সমাহিত করিয়া বহু দিন রাখা হইত। স্বামীর মৃত্যুতে সমাধির নিকটে অনেক সময় তাহার পত্নী ও ভৃত্যগণ প্রাণত্যাগ করিত। খ্রী° ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাবের পর ঐ সকল প্রথার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার ৮ম শত° প্রথম ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, শবদাহের প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং ১৭শ শত° মধ্য ভাগ পর্যন্ত অনেক রাজবংশীয় ব্যক্তির শব দাহ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাপানে প্রধানতঃ শিন্তো ও বৌদ্ধ এই দুই মতে অন্ত্যেষ্টি-প্রথা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৌদ্ধ প্রথায় পুরোহিতগণ মৃতদেহকে ধৌত করে। সেই সময় মুখমণ্ডল একখানি তুলার বা রেশমের বস্ত্রে আবৃত রাখা হয়, তৎপরে গৃহের মধ্যে একটী উপযুক্ত স্থানে মাদুরের উপর শবটীকে উত্তরশির করিয়া রাখা হয় এবং মস্তকের উপর একখানি আয়না ও তরবারি স্থাপন করা হয়। তখন মৃতদেহের চারি পার্শ্ব পর্দা দিয়া আড়াল করা নিয়ম। একটী টেবিলে খাদ্য-সামগ্রী রাখিতে হয় এবং উহা যাহাতে শবের দৃষ্টি-গোচর হয় এইরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

শিন্তো ও বৌদ্ধ—এই উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে যে, সমাধি না হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহে আত্মা বর্তমান থাকে। তাহার সম্মুখে যথারীতি খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়—এবং অনেক সময় লোকে পূর্ববিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মৃতের সহিত কথা বলিয়া থাকে।

শিন্তো-প্রথায় মৃতদেহকে কাপড়, জামা ও জুতা পরাইয়া দেওয়া হয়। বৌদ্ধ প্রথায়ও

তদ্রূপ বস্ত্রাদি পরান হয়, তবে শীত ও গ্রীষ্ম-ভেদে তুলা ও রেশমের পোষাক পরান হয় এবং জুতার বদলে তৃণ-নির্মিত পাদুকা পরিতে দেওয়া হয়। বৈতরণী (Sandzunogawa) পার হইবার নিমিত্ত পাথেয়-বাবদ ছয়টী মুদ্রা সঙ্গে দেওয়া হয়। সঙ্গে মাত্র একটী করিয়া শৈশবকালের চুল, নখ, দাঁত, চিরুণী, সূচ, সুতা—ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্যও দেওয়া হয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বা পুরোহিত-সম্প্রদায়কে মৃত্যুর সংবাদ জানান হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এবিষয়ে পুরোহিতদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। পুরোহিতগণের সম্মুখে মৃতদেহের মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহাকে স্নান করান হয়। পুরোহিতগণ অন্ত্যেষ্টির জন্য একটী শুভ দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহারা মৃত ব্যক্তির একটী ধর্মসংক্রান্ত অন্য নামকরণ করিয়া থাকেন।

মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইলে আত্মীয় বন্ধুগণ মৃতকে দেখিতে আসে ও সৎকারের উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা দান করে। পরে যথাকালে শবাধারে দেহ রক্ষা করা হয়। শিন্তো-সম্প্রদায় মৃতদেহকে শোয়াইয়া রাখে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় উহাকে উপাসনার আসনে বসাইয়া দেয়। মৃতদেহ রাখিয়া শবাধার তুষ দিয়া ভর্তি করা হয়, মৃতদেহ উহার মধ্যে নড়িতে পারে না।

উভয় ধর্মমতেই শোভাযাত্রা করিয়া শব আনয়ন করা হয়। শববাহিগণ ও অনুগমনকারিগণ সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া গমন করে। উভয় সম্প্রদায়ই অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে মন্দিরে পূজা ও প্রার্থনাদি করে। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ নিঃশব্দে নানাবিধ মুদ্রা-প্রক্রিয়ায় এই কার্য সম্পন্ন করেন। শিন্তো প্রধানগণ বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় নানা প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

শিন্তো-প্রথা-অনুসারে রাত্রিকালে মৃতের সৎকার হয়। তখন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালান হয় এবং শবানুগমনকারীদের হস্তে মশাল প্রজ্বলিত থাকে। বৌদ্ধরা মৃতের শোভাযাত্রায় বিশেষ আড়ম্বর-অনুষ্ঠান করে। শিন্তোগণ যখন কবরে মৃতদেহ স্থাপিত করে তখন প্রত্যেকে এক কোদাল করিয়া মাটি উহাতে নিক্ষেপ করে। কোথাও কোথাও শিন্তোদিগের মধ্যে শবদাহের প্রথাও লক্ষিত হয়। অশৌচান্তে পুরোহিতগণ শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে।

তিব্বত—তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে মানুষের মরণ ঘটাইয়া থাকে মৃত্যুদানব। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে উক্ত মতবাদের কতকটা সংশোধন হইলেও পূর্ব-সংস্কার একেবারে দূর হয় নাই। মৃত্যুর পর আত্মা নূতন জীবন পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গে যায়—ইহা বিশ্বাস করিলেও বৌদ্ধত্বলাভের ধারণার সঙ্গে সে বিশ্বাসের মিল নাই। মৃত্যুদানবের ভয় কিন্তু থাকিয়াই গেল। প্রেত আত্মা যদি স্বর্গলোকে যাইতে না পারে তাহা হইলে ইহলোকে আসিয়া নানা অপকার করে—ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে।

খ্রী° ৮ম শত° দেখা যায়, রাজা বা অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোক মারা গেলে তাহার পাঁচ ছয় জন বন্ধুবান্ধব অথবা কর্মচারী আত্মহত্যা করিয়া মৃত প্রভুর স্বর্গযাত্রায় সহগামী হইত। চীনের ন্যায় মৃতদেহকে ভূমিতে রাখিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকাদ্বারা স্তূপীকৃত করা হইত। অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে পশুবধও করা হইত।

তিব্বতীয়দিগের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেও প্রেতাত্মা কিছুকাল (প্রায় চার দিন) দেহে বর্তমান থাকে। তাহারা সাধারণ লোককে মৃতদেহ স্পর্শ করিতে দেয় না, শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে মুখ ঢাকিয়া দেয়; পরে পুরোহিত লামা আসিয়া নানা ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে দেহ হইতে আত্মাকে নাকি নিঃসারিত করেন। সে সময় গৃহের দরজা, জানালা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ঘরে সে সময় অন্য কেহ থাকিতে পারে না। অতঃপর পুরোহিত কয়েকগাছি চুল ধরিয়া খুব জোরে টানিতে থাকে—ঐরূপে নাকি লোমকূপ দিয়া আত্মা বাহির হইয়া যায়—ইহাই বিশ্বাস। এই ক্রিয়া শেষ করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। যদি কোন কারণে কোন মৃতদেহ না পাওয়া যায়—তবে মৃত্যুর ঠিক চারি দিনের দিন শবদেহ না থাকিলেও পুরোহিত ধ্যানস্থ হইয়া এইরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

ইহার পর পুত্রাদি, পিতৃকুলের লোক অথবা কেবল পুরোহিত-কর্তৃক অনুমোদিত বন্ধুবান্ধব মৃতদেহকে স্পর্শ করিতে পারে। পুরোহিত একটী কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহাতে শবদাহের প্রক্রিয়া, সৎকার, তাহার স্থান ও প্রেতলোকের পূজার ব্যবস্থা ইত্যাদিও নির্ণয় করিয়া দেন। তদনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তিগণ দেহটীকে দোভাঁজ করিয়া রজ্জুর দ্বারা জোরে বেষ্টন করিয়া এমনভাবে বাঁধে যাহাতে মুখটী দুই হাঁটুর মধ্যে ও হাত দুইটী পায়ের নীচে স্থান পায়। মৃতদেহ শক্ত হইয়া পড়িলে হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পরে মৃতব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রে দেহটীকে আচ্ছাদিত করিয়া চামড়া অথবা কাপড়ের বস্তায় পুরিয়া কক্ষের কোন একটী কোণে রাখিয়া দেওয়া হয়। আবহাওয়া অথবা অন্য কোন গোলযোগবশতঃ যদি দেহ-সৎকারের বিশেষ বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা ঘরের কড়িতে উহা ঝুলাইয়া রাখে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পুরোহিতগণকে দিনরাত্রি জাগিয়া শবের পাহারা দিতে হয়। সব সময়ের জন্য তখন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে মন্ত্র পাঠ করা হয়—সে সময় ৫।১০টী এমন কি ১০৮টী পর্যন্ত আলো জ্বলিতে থাকে। আত্মীয়স্বজনগণ তৎকালে অন্য গৃহে থাকে এবং মৃতের উদ্দেশ্যে আহার্য ও পানীয় সরবরাহ করে। ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তির ভোজনার্থ চা ও মদ্যপাত্র সর্বদা পূর্ণ রাখা হয়।

প্রধান ও নিকটতম আত্মীয় পুরুষ হইলে

মৃতদেহ সংকারের নিমিত্ত পিঠে করিয়া গৃহের দরজার নিকটে আনয়ন করে। পরে সে স্থানে উহাকে একটী বাক্সের ভিতর প্রবেশ করাইয়া শববাহী ব্যক্তিগণ উহা বহন করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। শবযাত্রার পুরোভাগে পুরোহিতগণ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হইতে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শিঙা, ঘণ্টা ও দামামা বাজাইয়া অগ্রসর হন। তাহার পরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব চলিতে থাকে। সর্বশেষে শবাধারে রক্ষিত মৃতদেহ বহন করা হয়। প্রধান পুরোহিত শবাধারের সহিত সংযুক্ত একটী বস্ত্রাংশের অগ্রভাগ বাম হাতে ধরিয়া এবং দক্ষিণ হাতে কঙ্কাল-দামামা বাজাইয়া চলিতে থাকেন। মৃতদেহকে পথে কোথাও নামান হয় না। তাহা হইলে সেই স্থানেই মৃতদেহের শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

সমাধিক্ষেত্র বলিতে সাধারণতঃ নির্জন পর্বতের শিরোভাগ বা দুর্গম বন্য স্থান। অবশ্য লাসায় নগরের মধ্যেই সমাধিক্ষেত্র আছে। কি প্রকারে দেহের সংকার হইবে তাহা পূর্ব হইতে জ্যোতির্বিদ লামা বলিয়া দিবেন। লামা-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য অগ্নিদাহ-প্রথা বর্তমান। মোট কথা—দেহ-সংকারের নানা প্রকার ব্যবস্থা তিব্বতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত। ঐ প্রথাগুলি সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

নির্দিষ্ট স্থানে শবমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শকুনি বা অপরাপর হিংস্র জন্তুদিগের দ্বারা খাওয়ানর প্রথা তন্মধ্যে অন্যতম। পুরোহিতই মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটেন এবং তাড়াতাড়ি এই মাংস খাওয়ান সম্পন্ন হইলে বুঝিতে হইবে উহা মঙ্গল-সূচক। তৎপরে অস্থিগুলিকে কবরস্থ করা হয় এবং মৃত ধনী হইলে অনেক সময় কবরের উপর সমাধি-স্তম্ভ নির্মিত হয়। দ্বিতীয় প্রথায় দেখা যায়, হাড়গুলিকে পৃথক্ করা হয় না। মাংসখণ্ডের সহিত কুকুর শকুনি প্রভৃতিকে হাড়গুলি খাইতে দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রথা দরিদ্রদিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহাতে মৃতদেহকে কোন উন্মুক্ত স্থানে অথবা নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শবদাহ আর একটী প্রথা। উহা সাধারণতঃ লামা-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। চিতার উপরে দেহটীকে বুদ্ধের ন্যায় ধ্যানাসনে বসাইয়া দেওয়া হয়। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে দেহটীর উপরে ঘি ঢালা হয়। দেহের কোন অংশ বা অস্থি যখন পুড়িতে পুড়িতে খসিয়া পড়ে তখনই সংকার শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অবশ্য তাহার পরেও শেষ পর্যন্ত অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব শ্মশানে থাকে। সাধারণতঃ দেহটীকে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করা হয় না। তাই তথাকার ভস্ম ও অভস্মীভূত দেহাংশ সংগ্রহ করিয়া পুরোহিতগণ মৃত ব্যক্তির গৃহে লইয়া আসে। মৃত্তিকার সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া উহার উপরে বৌদ্ধ চৈত্যের ন্যায় চৈত্য স্থাপিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ অভিজাত রাজকীয় লামাবংশে দেখা যায়, দেহটীকে মশলা ও ক্ষার জলের সাহায্যে পাক করিয়া নানাবিধ সজ্জায় ভূষিত করিয়া রাজগৃহে রাখা হয়। দেহটীকে সাধারণতঃ বুদ্ধের ন্যায় ধ্যানাসনে রাখা হয় এবং সেখানে লোকে পূজা দিতে আসে।

প্রাচীন বৌদ্ধ—প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, বৌদ্ধদের মধ্যে মৃতদেহ পোড়াইবার রীতি ছিল। যাহারা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা ভিক্ষু তাহাদিগকে এবং আচার্য, সম্ভ্রান্ত, ধনী, নৃপতি ও রাজবংশীয় প্রভৃতিকে পোড়ান হইত। পোড়াইবার পর তাহাদের দেহভস্ম কোন আধারে রাখিয়া 'স্তূপে' রক্ষিত হইত। সাধারণ নরনারীর দেহ বড় একটা পোড়ান হইত না। তাহাদের মৃতদেহ কোন সাধারণ স্থানে রাখিবার রীতি ছিল; এই স্থানকে 'সীবথিকা' বা 'আমক-সুসান' বলা হইত। নানাবিধ পশুপক্ষী সেই সমুদয় মৃতদেহের মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া যাইত।—দীঘ-নি° ২. ২৯৫-৭; জা° ১. ১৬৪; ৩. ৩৩০; ৫. ৪৫৮। কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে এই স্থানে তাহাকেও (বিশেষতঃ শূলবিদ্ধ করিয়া) হত্যা করা হইত।—জা° ৪. ২৯; ৬. ১০। সর্বসাধারণের জন্য এই স্থান উন্মুক্ত ছিল। ইহাই ছিল বৌদ্ধ শ্মশানক্ষেত্র।

কখন কখন 'দাগব' (স্তূপ)-ও এই সমুদয় শ্মশানক্ষেত্রে নির্মীত হইত।—বিনয়° ৪. ৩০৮। তবে বিশেষতঃ এরূপ দাগব শহরের বাহিরে শহরতলীতেই প্রতিষ্ঠিত হইত।—জা° ৩. ১১৫। বিশেষ সম্মান-প্রদর্শনের জন্য অনেক সময় যেখানে চারিটী রাস্তা সম্মিলিত হইত সেই সংযোগস্থলে উহা প্রতিষ্ঠিত হইত। —Dr. T. W. Rhys Davids: Buddhist India, Lond. 1093, 78f.

প্রাচীন ইউরোপ—প্রাচীন ইউরোপকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাচীন প্রস্তর-যুগ (Palaeolithic age) ও পরবর্তী প্রস্তর-যুগ (Neolithic age)। প্রাচীন প্রস্তরযুগে ইউরোপে মৃতদেহসংকারের যে কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে, সেই আদিম অবস্থার লোকেরা মৃতদেহের কোনরূপ সংকার না করিয়া তাহা যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিত। কিন্তু পরবর্তী প্রস্তর যুগে (Neolithic age) ইউরোপীয়দিগের মধ্যে মৃতদেহ-সংকারের ব্যবস্থা ছিল। সুইজর্লণ্ডের পর্বতে ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা মৃতদেহ পর্বত-গুহার অভ্যন্তরে কবরস্থ করিত এবং শবাধারের মধ্যে তাহার প্রিয়বস্তু, অস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রাখিয়া দিত—ভূপ্রোথিত কঙ্কাল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দৃষ্টে এইরূপ মনে করা হইয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে পাথরের বেড়া দেওয়া কতকগুলি কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা হইতে মনে হয় যে, ঐ যুগের পরে মৃতদেহকে কবরস্থ করিয়া

ঐ কবর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ রাখিবার জন্য পাথরের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইত।

পারসীক—প্রাচীন পারসীকগণ স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মৃতের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ কক্ষ রাখিতেন। মৃতদেহটীকে পরিষ্কাররূপে ধুইয়া পরিষ্কার পোষাক পরান হইত। পরে 'অহুর মজ্‌দা খুদাই' (Ahur Mozda Khudai) নামক মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় শবদেহে নূতন উপবীত পরাইত। সাধারণতঃ মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে। কক্ষের প্রান্তভাগে একটী প্রস্তর খণ্ড রাখা হইত—তাহার উপরে মৃতদেহটীকে দুই জন লোক ধরিয়া রাখিত। শবের হাত দুইটী বক্ষঃস্থলে অঞ্জলিবদ্ধ করা হইত। উত্তর দিকে কখনও মুখ ঘুরিয়া রাখা হইত না। এইরূপ অবস্থায় শবদেহকে একাকী রাখিয়া সকলে চলিয়া যাইত। পরে যে কুকুরের দুই চোখের ঠিক উপরে দুইটী কালো দাগ আছে সেইরূপ কুকুরকে আনিয়া তথায় পাহারা দেওয়া হইত। শব-দত্যের হাত হইতে কুকুরটী শবকে পাহারা দিত—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। পরে দৈত্য-বিনাশক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা হইত। যে পর্যন্ত মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করা না হয় সে পর্যন্ত এক জন পুরোহিত অগ্নির নিকটে বসিয়া আবেস্তা মন্ত্র পাঠ করিত। তাহাদের বিশ্বাস—শবদেহ অপবিত্র। অগ্নি ও ধরিত্রী পবিত্র বলিয়া তাহারা শবদেহকে দাহ করিত না কবরস্থও করিত না।

হাতে দস্তানা পরিয়া শুভ্র পোষাকে সজ্জিত হইয়া দুই জন শববাহী লোহার খাটে করিয়া শব বহন করিত। এমন কি ছোট শিশুর শবদেহও দুই জনের কমে কখনও তাহারা বহন করিত না। দেহটীকে বহন করিবার পূর্বে দুই জন পুরোহিত নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ করিত। পুরোহিতগণ এই সময়ে শবদেহের তিন হাত পরিমাণ দূরে থাকিত। শবদেহকে বাড়ীর বাহির করিবার সময় দরজা দিয়া বাহির করিত না; কোন একটা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির করা হইত। পারস্যের রীতি যেখানে প্রচলিত সেখানে শবযাত্রার শবের খাট সর্বাগ্রে যাইত—তাহার প্রায় ত্রিশ হাত পিছনে দুই পুরোহিত এবং পশ্চাতে আত্মীয় বন্ধুগণ দুই শ্রেণীতে পাশাপাশি যাইত। সকলেই শুভ্র পোষাকে সজ্জিত থাকিত। কিন্তু ঠিক পারস্যের শব যাত্রার রীতি একটু বিভিন্ন। সর্বাগ্রে একটী পাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া এক জন অগ্রসর হইতেন। তাহার পশ্চাতে যথাক্রমে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, শবদেহ, পুরোহিতগণ ও অন্যান্য শবানুগামী ব্যক্তিবর্গ থাকিতেন। অনেক সময় শবদেহকে গোরু অথবা গাধার পিঠে করিয়া লওয়া হইত। আত্মীয়গণ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াও যাইতেন। কিন্তু পুরোহিতগণকে হাঁটিয়াই যাইতে হইত।

'দখ্‌ম' নামক শব-সংকারের উন্মুক্ত দুর্গচূড়ার ন্যায় প্রস্তরে গঠিত স্থানের উল্লেখ আবেস্তাতে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। শবদেহকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার প্রথাই পারস্যে দেখা যায়। শবযাত্রার দল উক্ত দুর্গচূড়ার দ্বারে উপনীত হইলে শবের খাটটীকে নামাইয়া শবের মুখের আবরণ উন্মুক্ত করা হইত। তখন আত্মীয়গণ তিন হাত দূর হইতে শবের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একমাত্র শববাহী দুই জনকেই উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু নিজেদের পোষাক ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করিবার পূর্বে সেখানকার ধরাবাঁধা পোষাক পরিতে হইত। উহার ভিতরে শবদেহকে খাটে করিয়া বহন করিয়া তথাকার প্রস্তর-শয্যায় দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া স্থাপিত করা হইত। তাহারা শবদেহকে বস্ত্র বিমুক্ত করিয়া নগ্ন অবস্থায় মধ্যবর্তী কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিত। শকুনি ইত্যাদি জন্তু কিছুক্ষণের ভিতরেই শব মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। যাহাদের 'দখ্‌ম' গঠন করিবার সামর্থ্য নাই—সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে দূরবর্তী পর্বতে প্রস্তর বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থলে মৃতদেহকে রাখিয়া আসিত।

এইরূপে শব-সংকারের পর গৃহে আসিয়া গোমূত্র দ্বারা গৃহ, রাস্তা, পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহের বাসন ও আসবাব ইত্যাদি শুদ্ধ করিয়া লইত। বোম্বাই প্রদেশে যে সকল পারসীকরা আছে তাহারা স্নান করিয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া গৃহ শুদ্ধ করে।

[M. Jastrow : Religion of Babylonia & Assyria, Boston, 1898 S. Langdon : Babylonian Eschatology' in Theological Essays, New York, 1911; E. A. W. Budge : The Mummy, Camb. 1893 ; S. B. Platner : Topography & Monuments of Ancient Rome ; J. H. Middleton : Remains of Ancient Rome, Lond. 1892 ; S. Wells Williams : Middle Kingdom, New York, 1883 ; R.K. Douglas : China, London, 1887 ; J. Dyer Ball : Things Chinese, Shanghai, 1903 ; J. J. M. de Groot : Rel. System of China, Leyden, 1892 ff. ; W. G. Walshe : Ways that are Dark, Shanghai, 1905 ; S. W. Bushell, JRAS, 1880 ; C. F. Koppen : Lamaische Hierarchie, Berlin, 1859; H. Ramsay: Western Tibet, Lahore, 1890 ; W. W. Rockhill : Ethnology of Tibet, Washinton, 1895 ; Land of the Lamas, London, 1891 ; L. A. Waddell : Buddhism of Tibet, London, 1895 ; Anderson : Scotland in Pagan Times, Bateman : Ten Years Diggings, 186 ; Bertrand : Archeologie celtique et gauloise, 1889, Dawkings : Cave-Hunting, 1874 ; Early Man in Britan ; Hoare : Ancient Hist. of Wiltshire, 1810 ; Wilson : Prehistoric Annals of Scotland, 1863 ; G. Rolleston : British Barrows, 1877 ; von Sacken ; Das Graberfeld von Hallstatt, 1885 : Fergusson : Rude Stone Monuments in all Countries, 1872 ; Tylor : Primitive culture, 1903 ; Kleuker : Anhang zum Zend-Avesta, 1783 ; Brisson : de Regio Persarum principatu, 1710 ; Rapp : ZDMG, 1856 ; Lane : Modern Egyptians ; ERE, vol. iv.]

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

ইরান —জোরোস্ত্রিয়গণের মধ্যে দেখা যায় যে, অতি নিকট আত্মীয়গণ মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে অন্তিম মুহূর্তে পবিত্র 'অষেম্-বোহু' ও 'অহুন-বইর্য'* মন্ত্র দুইটী শুনাইয়া থাকেন। মুমূর্ষুর যদি সে সময়ে সামান্য চৈতন্যও থাকে, তাহা হইলে তিনিও ঐ সঙ্গে মন্ত্র দুইটী ধীরে ধীরে আবৃত্তির চেষ্টা করেন। প্রাণবায়ু বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃতদেহটী অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কারণ, দেহমধ্যে যতক্ষণ প্রাণ বর্তমান থাকে, ততক্ষণই ইহার মধ্যে বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের খেলা চলিতে থাকে। আর প্রাণ ইহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র ইহা জড়রূপে পরিণত হয়। তখন ক্ষয়েরই আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশঃ দেহ গলিত হইয়া নিজ কারণ মহাভূতে লীন হইবার উপক্রম ঘটিয়া থাকে। কাজেই, জীবিতগণের কোন অপকার যাহাতে না হয় এরূপভাবে মৃতদেহকে অবিলম্বে নষ্ট করা আবশ্যক। শবদেহ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পচিয়া ওঠে। সেই জন্যই শবটীকে নষ্ট করিবার সময় এরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে অহুর-মজ্দ-সৃষ্ট পবিত্র মহাভূতগুলি কোনরূপে দূষিত হইতে না পারে। এজন্য শবদেহের দাহ বা জলমধ্যে নিমজ্জন করা অথবা মাটির ভিতর কবর দেওয়া নিষিদ্ধ।

বেন্দীদাদে (৫.১৩) শব রৌদ্রে ফেলিয়া রাখার ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব হইতেই ইরানীয়গণ এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেই শবদেহ নষ্ট করিয়া আসিতেছে। তাহাদের শবদেহ ধ্বংস করিবার স্থানগুলির নামকরণ হইয়াছে—'নিস্তব্ধ প্রাসাদ'। ইহা দেখিতে অনেকটা চ্যাপ্টা গোল চোঙের মত; ২০।৩০ ফুটের বেশী উঁচু প্রাসাদ বড় একটা দেখা যায় না। ইহার চারিদিক্ খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উপর দিকে ছাদ নাই; পূর্ব দিকের দেওয়ালে একটী লৌহময় প্রবেশদ্বার—তাহা সর্বদা সুকৌশলে তালাবদ্ধ থাকে যাহাতে বাহিরের জনপ্রাণীও ভিতরে প্রবেশের বিন্দুমাত্র সুযোগ না পায়। ভিতরে নিরেট পাকা গাঁথনির একটী বৃত্তাকার বেদী থাকে। বেদীটী আবার তিনটী সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার অংশে বিভক্ত। বেদীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটী কূপের মত গোলাকার গর্ত বরাবর ভিতর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই কূপাকার গর্তটীর চারিপাশেও নিরেট পাকা গাঁথনি। সর্বাপেক্ষা ভিতর দিকের বৃত্তাকার বেদীটীর চারি পার্শ্ব গর্তের দিকে অল্প ঢালু করিয়া গাঁথা। এই তিনটী সমকেন্দ্রিক বেদীর উপরেই—ছোট, মাঝারি ও বড় এই তিন মাপের বহু অগভীর খাঁজ কাটা আছে। তিনটী বেদীরই খাঁজগুলি প্রাসাদের কেন্দ্র হইতে ব্যাস ধরিয়া সমসূত্রাকারে কাটা। সর্বাপেক্ষা বাহিরের বেদীতে কাটা খাঁজগুলি প্রমাণ মাপের। মাঝের বেদীতে কাটা খাঁজগুলি মাঝারি ও সর্বাপেক্ষা ভিতরের বেদীতে কাটা খাঁজগুলি ছোট মাপের। বড় খাঁজগুলি পুরুষগণের, মাঝারিগুলি স্ত্রীলোকদিগের, আর আর ছোট খাঁজগুলি বালকবালিকাদিগের শব রাখিবার উপযোগী। এই তিনটী গোলাকার বেদীর একটী হইতে আর একটীকে পৃথক্ রাখিবার জন্য প্রত্যেকটীর চারি দিকে একটী করিয়া উচ্চ গোলাকার আইল দেওয়া থাকে। যদি কোন একটী শবদেহের নিকটে যাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অন্য শবদেহগুলি না মাড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া এই আইলের উপর দিয়া যথাস্থানে যাওয়া যায়। শবদেহ রাখিবার খাঁজগুলির পাশ হইতে কেন্দ্রস্থলের কূপাকার গর্তটী পর্যন্ত অনেক সরু সরু ঢালু নর্দমা কাটা আছে। গলিত শবদেহের রসরক্তাদি এই নর্দমা দিয়া কূপের মধ্যে গিয়া পড়ে। এই কূপের তলদেশ বালুকা

---

* অষেম্-বোহু—

'অষেম্ বোহু বহিশ্‌তেম অস্‌তি, উশ্‌তা অস্‌তি।
উশ্‌তা অহ্‌মাই হ্যৎ অষাই বহিশ্‌তাই অষেম্॥'

অনুবাদ,—অষ (=ঋত) হইতেছেন পরম শ্রেয়ঃ, (ইহাই) হইতেছে (প্রকৃত) সুখ। সুখ (কেবল) তাঁহারই নিমিত্ত, যিনি শ্রেষ্ঠ অষের নিমিত্ত ঋতাবলম্বী। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে—অষ (ঋত) অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। যিনি কেবল অষের প্রীতির উদ্দেশ্যেই অষের পথ অবলম্বন করেন, তিনিই পরমা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ঐহিক বা পারত্রিক যে কোনরূপ সুখের আশায় যিনি অষকে অবলম্বন করিয়া ধার্মিক সাজেন, তিনি প্রকৃত আনন্দ পান না। পক্ষান্তরে যিনি অষের নিমিত্তই অষকে অবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

অহুন বইর্য—

'যথা অহু বইর্যো, অথা রতুশ্, অষাৎ-চিৎ হচা।
বঙ্‌হেউশ্ দজ্‌দা মনঙ্‌হো, শ্যওথননাম্,
অঙ্‌হেউশ্ মজ্‌দাই।
ক্ষথ্রেম্-চা অহুরাই আ, যীম্ দ্রিগুব্যো দদৎ বাস্তারেম্॥'

অনুবাদ,—যেমন নরপতি (নরলোকে) সর্বশক্তিমান্ তেমনি ঋষিও (ইহলোক ও পরলোকে) ঋতপ্রভাববশতঃ নিশ্চয়ই (সর্বশক্তিমান্)। ভূতনাথের নিমিত্ত (যাঁহারা) কর্ম করেন, সদন্তঃকরণের দানসমূহ তাঁহাদেরই নিমিত্ত। অহুরের (=প্রাণদাতা পরমেশ্বরের) বল (তাঁহাকেই প্রদত্ত হয়), যিনি দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করেন। অর্থাৎ—রাজা যেমন পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়া ঐহিকশক্তিতে শক্তিমান্, ঋষিও সেইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্। রাজার প্রভাব শুধু ইহলোকেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঋষির অধ্যাত্মশক্তি পরলোকেও সমান প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কারণ, তিনি অষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

মন্ত্রটী অতি প্রাচীন-প্রাচীনতম গাথার সমকালবর্তী। কেহ কেহ মনে করেন, জরথুশ্‌ত্র স্বয়ং ইহার রচয়িতা। বেন্দীদাদ-(১৯.২) মধ্যে দৃষ্ট হয়, জরথুশত্র দানবদলনের নিমিত্ত মন্ত্রটী ব্যবহার করিয়াছিলেন। যস্ন-(৯.১৫-১৫) মধ্যেও এইরূপ একটী কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে, মন্ত্রটীর অর্থ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাবিধি ছন্দঃ ও স্বর-সাহায্যের উচ্চারণ করিলে সমগ্র অবেস্তাগ্রন্থপাঠের ফললাভ হইয়া থাকে। জরথুশাত্র প্রবর্তিত ধর্মের সার মর্ম ইহার মধ্যে নিহিত আছে। তাই বলা হয়, 'অহুনেম্-বইরীম তন্মুম্ পাইতি' অহুন-বইর্য তন্মুকে (আত্মাকে) ত্রাণ করে। স্রওষের প্রধান জিৎবর অস্ত্র এই অহুন-বইর্য মন্ত্র। তিন পাদে ও ত্রি-সপ্ত পদে উহা রচিত। এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদটী অবেস্তার প্রতি নসকের বা খণ্ডের প্রতীকমাত্র। ইহার প্রথম পাদে আটটী, দ্বিতীয়ে ছয়টী ও তৃতীয়ে সাতটী পদ; সর্বশুদ্ধ পদ একুশটী।

ও অঙ্গারের স্তরে পরিপূর্ণ থাকে। উহার তলদেশ হইতে চারিটী নর্দমা ভূগর্ভে বহু নিম্ন পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এই নর্দমাগুলিও বালুকা ও অঙ্গারের স্তরে পূর্ণ। অতএব, রসরক্তাদি যাহা কিছু গড়াইয়া আসিয়া এই কূপের মধ্যে পড়ে, তাহা উত্তমরূপে ছাঁকা (filter) হইয়া ভূগর্ভে চলিয়া যায়। দূষিত রসরক্তের ন্যায় তাহার অপকার করিবার ক্ষমতা আর থাকে না।

প্রাণ-বিয়োগের অব্যবহিত পরক্ষণেই মৃতদেহটীকে স্নান করাইয়া শ্বেতবর্ণের কার্পাসসূত্র-নির্মিত জীর্ণ (পুরাতন) বস্ত্রাদি পরিধান করান হয়। 'সুদ্‌রেইহ্‌' পরান হইবার পর সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় (অপুত্রক না হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র) যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক 'কুস্‌তি' পরাইয়া দেয়। তাহার পর মুখমণ্ডল ও কান দুইটী বাদ দিয়া সমগ্র দেহটীকে শ্বেতবস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে বাড়ীর একটী ঘর উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া তাহার এক কোণে বালুকা ছড়াইয়া তাহার উপর প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করা হয়। ইহার পর মৃতদেহটীকে সসম্ভ্রমে বহন করিয়া আনিয়া এই প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহটীকে 'নিস্তব্ধ প্রাসাদে' স্থানান্তরিত না করা হয় ততক্ষণ উহা এই অবস্থাতেই থাকে। দিবা ব্যতীত অন্য সময়ে মৃতদেহকে 'নিস্তব্ধ প্রাসাদে' লইয়া যাওয়ার নিয়ম নাই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সময় সকাল অথবা বৈকাল। দেহটী যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ এক জন পুরোহিত উহার নিকটে বসিয়া অবিরত মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন; তখন শবের পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ধূপ, ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য পোড়ান হইয়া থাকে। এখন হইতে শেষ পর্যন্ত শবটী নির্দিষ্ট দুই জন 'নসেহ্‌-সালার' (শবদেহবহনকারী) ব্যতীত অপর সকলের অস্পৃশ্য। এমন কি, শবদেহের চারি দিকে তিন পা জমির মধ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার পর্যন্ত আর কাহারও থাকে না।

যথাকালে নির্দিষ্ট শববাহী দুই জন লৌহ-নির্মিত † শবযান-হস্তে আগমন করে। দুই জন পুরোহিত গৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শবের দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'অহুন-বইতি গাথা' (যস্ন ২৮. ৩৪) পাঠ করিতে থাকেন। গাথাপাঠ সমাপ্ত হইলে সমাগত আত্মীয়-কুটুম্বগণ মৃত-দেহটীর সম্মুখে প্রণাম করিয়া উহাকে বিদায় দেয়। তখন শবযানটীকে সম্পূর্ণরূপে শ্বেতবস্ত্রাবৃত করিয়া বাহিরে লইয়া আসা হয়। শববাহী দুই জন দেহটীকে বহন করিতে অসমর্থ হইলে আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। অবশ্য তাহারা শবযানটীর হাতলগুলি ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করিতে পায় না। পুরোহিত, শববাহক ও মৃতের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব প্রভৃতি যাহারাই 'নিস্তব্ধ প্রাসাদ' পর্যন্ত শবদেহের অনুগমন করিয়া থাকে, তাহাদের সকলকেই শ্বেত-বর্ণের পোষাক পরিতে হয়। তাহারা জোড়ায় জোড়ায় এক একখানি শ্বেতবর্ণ রুমালের উভয়প্রান্ত ধরিয়া শবানুগমন করে। শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার সূচক; আর জোড়ায় জোড়ায় যাওয়ার অর্থ দুঃখের সময় পরস্পর পরস্পরকে সমানুভূতি ও সাহায্য-প্রদান। প্রাসাদের সমীপবর্তী হইলে প্রাসাদের সম্মুখে ভূমির উপর শবাধারটী স্থাপন করা হয়। এই সময়ে শেষবারের মত সকলের সম্মুখে শবের মুখমণ্ডলটী একবার অনাবৃত করা হয়। সকলে শেষবারের জন্য শবের সম্মুখে প্রণত হয়। তাহার পর মাত্র শববাহক ‡ দুই জন শবযানটী প্রাসাদের মধ্যে লইয়া যায়। এই দুই জন ছাড়া আর কাহারও ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। ভিতরে লইয়া যাইবার পর শবটীর সর্ববিধ আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া যথাস্থানে একটী খাঁজের উপর উহাকে রাখিয়া দেওয়া হয়। মানব সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহে জন্মগ্রহণ করে বলিয়াই মৃত্যুর পরেও দেহ অনাবৃত রাখিবার বিধি ইরানীয়গণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। প্রাসাদে প্রবেশ করিবার সময় শবের মস্তকের দিকটাই অগ্রবর্তী করা হয়; কারণ, স্বভাবের নিয়মে জন্মগ্রহণের সময়েও জীবের মস্তকই প্রায় প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

প্রাসাদের উপরিভাগ একেবারে উন্মুক্ত বলিয়া শবদেহ তথায় রক্ষিত হইবার পর-ক্ষণেই শকুনিগণ মাংসভক্ষণের জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেহের মাংসাদি এইরূপে ভক্ষিত হইবার পর হাড়কয়খানি কয়েক দিন রৌদ্র ও মুক্ত বায়ুতে পড়িয়া থাকিয়া শোধিত হয়। কয় দিন পরে হাড়গুলি একত্র করিয়া কেন্দ্রস্থ কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়; তথায় ঐগুলি ক্রমশঃ ধূলিতে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে ধনী-দরিদ্র, পাপী-পুণ্যবান্‌, স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু—সকলেই মৃত্যুতে সমভাব প্রাপ্ত হয়। ইরানীয়গণের মৃতদেহের উপর এরূপ কোন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিবার উপায় নাই, যাহাতে মৃত্যুর পরেও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হইতে পারে।

রৌদ্র ও মুক্ত বায়ুতে প্রাসাদটীর বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইয়া থাকে, আর

† প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত দ্রব্য ব্যতীত অপর যাহা কিছু শবদেহসংস্পৃষ্ট হয়, সে সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিবার বিধি আছে। এইজন্য প্রত্যেক অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর শববাহকগণের বস্ত্রাদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হইয়া থাকে।

‡ কেবল শববহন-কার্যের নিমিত্ত এক দল লোক পারসীসমাজ হইতে ভরণপোষণ পাইয়া থাকেন। তাহাদিগের নিমিত্ত নিয়মিত বেতন বরাদ্দ আছে; সেজন্য তাহাদিগের অন্য কোনরূপ চাকরী করিবার উপায় নাই। তবে তাহারা স্বাধীন ব্যবসায়ে জীবিকানির্বাহ করিতেও পারে। কেবল একটী সর্ত তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয় যে, যখন শববহনের জন্য তাহাদের ডাক পড়িবে, তখনই তাহাদিগকে হাজিরা দিতে হইবে।

বৃষ্টির জলে ধুইয়া উহা নিঃশেষে পবিত্রতা লাভ করে। বৃষ্টির জল সরু সরু নর্দামা দিয়া কূপের মধ্যে আসিয়া জমা হয়। উহা সেখানে মৃতের অস্থিচূর্ণ, বালুকা ও অঙ্গাররাশির ভিতর দিয়া চুয়াইয়া ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। কোন দিক্ দিয়া রোগ-সংক্রমণের কোন আশঙ্কাই থাকে না।

ইরানীয়গণের মধ্যে এইরূপ অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতি বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত আছে। যাহাতে জনসাধারণ মৃতদেহের পূতিগন্ধ না পায়, সে-জন্য সাধারণতঃ নিস্তব্ধ-প্রাসাদগুলি লোকালয় হইতে বহু দূরে উচ্চ ভূমির উপর নির্মিত হইয়া থাকে। অবশ্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই প্রাসাদগুলি লোকালয়ের মধ্যেই অবস্থিত; কয়েক বৎসর পূর্বে বোম্বাইএ এক মহামারীর সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই সকল প্রাসাদ হইতে রোগ-সংক্রমণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নাই।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

মুসলমান—মুসলমান-সমাজে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে মক্কার দিকে মুখ করিয়া রাখিতে হয় এবং যে মুহূর্তে তাহার চক্ষু দুইটা নিমীলিত হইয়া যায় তখনই পার্শ্বস্থ আত্মীয়গণ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে ও স্ত্রীলোকেরা শোক প্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে মৃতের পোষাক পরিবর্তন করা হয়, মুখের চোয়াল একত্রিত করা হয় ও পা দুইটা এক সঙ্গে বাঁধা হয়। এইরূপ করিবার পর একখানি চাদরে দেহটাকে আবৃত করা হইয়া থাকে।

যদি প্রাতঃকালে মৃত্যু হয় তাহা হইলে কবর দিবার ব্যবস্থা ঐ দিনের মধ্যেই করিতে হয়। কিন্তু যদি সন্ধ্যাকালে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শোক করিবার প্রথা আছে; সেই সময় কোর'ান পাঠ করাও নিয়ম—পরে প্রাতঃকালে কবর দেওয়া হয়।

মৃত্যুর পর মৃতদেহটাকে বারান্দা বা আঙ্গিনাতে আনা হয় এবং সেইখানেই স্ত্রী অথবা পুরুষ-কর্তৃক শবদেহের স্নান সম্পন্ন করা হয়। যথারীতি স্নান করাইবার জন্য এক দল বিশেষ অভিজ্ঞ লোক থাকেন; সাধারণতঃ তাঁহারাই এই কাজ করেন। সুন্নীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এই ধৌতকার্য মৃতের আত্মীয় বা বন্ধুরা করে, কিন্তু সিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রেণীর কার্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। ধৌতকার্যের পর একটা পরিষ্কার সাফীর (এক প্রকার থলি) দ্বারা মৃতদেহ শুষ্ক করা হইয়া থাকে। অতঃপর পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কার হয় বলিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া নাপিতকে দেওয়া হয় এবং নূতন বস্ত্র পরান হয়। স্নানান্তে নাসিকারন্ধ্র ও অন্যান্য ছিদ্রপথ তুলা দিয়া বন্ধ করা বিহিত। যাহাতে মৃতদেহ নষ্ট হইয়া না যায়, সেজন্য কখনও কখনও বৈরপত্র (কুলপাতা) জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে শবদেহ ধৌত করা হয়। অতঃপর শবদেহের উপর কর্পূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য ছিটান হইয়া থাকে। পদদ্বয় একত্রিত করিয়া বাঁধা হয় এবং দুই হাত বক্ষের উপর স্থাপিত করিয়া কবরের কাপড় বা 'কাফন্' পরান হয়। নীল রঙের কাফন্ ব্যতীত সাধারণতঃ সবুজ বা শাদা কাফনেরও ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ প্রায়ই শাদা কাফন্ ব্যবহার করে। কাফনটার মধ্যভাগে একটা গর্ত করিয়া তাহার উপর মৃতদেহ স্থাপন করা হয়—উহাকে 'ঝুল' বা 'কফ্‌নী' বলে। মৃতদেহটাকে খাটিয়াতে চাপাইয়া কবরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়; খাটিয়াকে 'জনাজ' বা 'ধন্দুক' বলে। কোন প্রকার শবাধার ব্যবহার করা হয় না।

শবযাত্রার রীতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার। ভারতের মুসলমান মহিলাগণ শবযাত্রার অনুগমন করে না। বোখারায় মহিলাগণ শবযাত্রায় যোগদান করে। মিশরের মুসলমানগণের শবযাত্রার পুরোভাগে প্রায় ছয় জন অন্ধ ও গরীব লোক দুই জন করিয়া পাশাপাশি কলিম উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করে। তাহার পশ্চাতে যথা ক্রমে পুরুষ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন এবং কখনও কখনও দরবেশ-শ্রেণীর লোক চলিতে থাকে। তাহার পশ্চাতে ছাত্রবৃন্দ কোর'ান পাঠ করিতে করিতে যায়। সর্বশেষে শবের খাট বাহিত হয়। শবযাত্রার অনুগামিগণ সকলেই যথাক্রমে শববহনে সহায়তা করে; এমন কি, পথের যাত্রীরাও এই কার্যে সাহায্য করিয়া পুণ্য অর্জন করিয়া থাকে। শবযাত্রা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ দর্শকবৃন্দ গাত্রোত্থান করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে —ইহাই পয়গম্বরের উপদেশ।

শবদেহকে এই প্রকারে কবরস্থানে বা মস্‌জিদে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় উহার দক্ষিণভাগ মক্কাভিমুখী করিয়া খাটটাকে নামাইয়া রাখা নিয়ম। অতঃপর সমবেত জনতার সম্মুখে মস্‌জিদের ইমাম্ নমাজ অনুষ্ঠান করেন। এই নমাজকে 'জনাজার নমাজ' বলে। প্রার্থনাশেষে মৃতদেহকে উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া কবরে সমাধিস্থ করা হইয়া থাকে। কবরটার উপরে প্রথমে বাঁশ বা বাখারি দিয়া ঢাকা দিয়া তার পর কতকগুলি তৃণ মাটি মাখাইয়া উহার উপরে রাখা হয়। ইহার পরে শুধু মাটি দিয়া কবরটা ভর্তি করা হয়। এই কার্য সাধারণতঃ শবদেহের অনুসরণকারীরা করিয়া থাকে। কবরস্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যে কবর খনন করে তাহাকে 'নোনিয়া' বলা হয় এবং তাহার পারিশ্রমিক 'কবরখোদাই' বলিয়া পরিচিত। কখনও কখনও বাটীর সীমানার মধ্যেও কবর দেওয়া হয়। ধনী ব্যক্তিরা অনেক সময় কবরের উপর সমাধিস্তম্ভ বা সৌধ নির্মাণ করেন।

মৃত্যুর পর চারি দিন পর্যন্ত মৃতের গৃহে

কোন পাক-কার্য করা হয় না; তাহার পরিবারবর্গের আত্মীয়স্বজন আহার্যদ্রব্য পাঠাইয়া দেয়। তৃতীয় দিবসে মৃতের ভ্রাতারা উন্মুক্তস্থানে সম্মিলিত হয়। তখন ১½ বা ২½ সের ছোলা, কিছু ফুল, কিছু পান এবং সরবৎ উক্ত স্থানে রক্ষিত হয়। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি নমাজের পর এক একটী ছোলা লইয়া বিছান কাপড়ের উপর ফেলে; যতক্ষণ ছোলাগুলি শেষ না হয় ততক্ষণ এই কার্য চলিতে থাকে। অতঃপর তাহা ভিক্ষুকদিগকে দেওয়া হয় এবং কোর্‌আনের 'কুলহু আল্লাহ' পাঠ করা হয়। প্রত্যেকেই সরবৎ এবং পান গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়। শিক্ষিত-সমাজ ইহাকে 'কুল' এবং সাধারণ সমাজ 'পান-কুল' বলে।

দেশকালভেদে এই সকল রীতি-নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তবে মূল প্রথা অনেকটা একই প্রকার।

মুজিবর রহমান খাঁ

অন্ত্র₁—[ইং° entrails; হিং° আঁতর, আঁত (স্ত্রী°); সিং° আঁড়ো; মরা° আঁত; গুজ° আঁতর্ড়। √অন্ত্ (বন্ধন) + ষ্ট্রন্—করণ; √অম্+ক্ত্র—উণা° ৪. ১৬৩] ক্লী°, পুরীতৎ, আৎড়ী, আং, নাড়িভুঁড়ি। 'অন্ত্রভেদনং ক্রিয়তে প্রশ্রয়খ' — মহা-চ° ৩; যাজ্ঞ° ৩. ৯৪,৯৫; রাজনি° ব. ১৮; সুশ্রু° শারী. ৪অ° ॥ ভাষাপ° অম° শব্দ° আপ°॥ ~কূজ, -কূজন, -বিকূজন — ক্লী°, অন্ত্রের শব্দ, পেটের ডাক। 'পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলং নাভৌ করোতি বা'—সুশ্রু° ১. ২৫১. ৯॥ বো-রো° বাচ° গোল্ড বৈদ্য শ°॥ ~ক্ষমি—স্ত্রী°, অজীর্ণ, পেটফাঁপা ॥আপ°॥ ~পাচ—স্থাবরবিষের অন্তর্গত ত্বক্-সার-নির্যাস বিষের অন্যতম বিষ।—সুশ্রু° কল্প. ২ অ°; হারাবলী ১৪১ ॥ বো-রো° বৈদ্য-শ°॥ ~পাচক— [অন্ত্রস্থং দোষং পাচয়তি] ভেষজ-তৃণবি°, aeschynomene grandiflora.—সুশ্রু° ২. ২৫২. ২ ॥ বো-রো° আপ°॥ ~প্রদাহ—অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ বা জ্বালা। অম্লপিত্ত-রোগে বা পিত্তজন্য অতিসারে এবং অধোগত রক্তপিত্ত-রোগে অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ~মাংস—এক প্রকার ভর্জিত মাংস ॥আপ°॥ ~বল্লিকা—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, মহিষবল্লীলতা ॥ রাজনি° ব.৩; বাচ°॥ ~বল্লী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, সোমবল্লীলতা॥বৈদ্য-শ°॥ ~বৃদ্ধি—স্ত্রী°, স্বনামখ্যাত রোগবি°, hernia, rupture. —মাধবনি°। [অন্তর্বৃদ্ধি দ্র°] ॥ বৈদ্য-শ° ॥ ~শিলা—বিন্ধ্যপর্বত হইতে নির্গত নদীবি°। নামান্তর—অন্তঃশিলা ॥ বোপ° ১৮৪; আপ° বো-রো° গোল্ড° ॥ ~স্রজ্—নৃসিংহ অবতার-কর্তৃক পরিহিত অন্ত্রের মালা। ~াদ—[বৈদ্যক] অন্ত্রের এক প্রকার কীট, ক্রিমি।—মাধবনি°; শার্ঙ্গধর ৩ অ°॥আপ°॥ ~াপত্য-[সং° অম্বরাপত্যা; অপ্র°] অন্তঃসত্ত্বা, আভ্যন্তর। ~ালজী, অন্ধালজী —স্ত্রী°, বাতশ্লেষ্মজন্য ক্ষুদ্ররোগবি°।—মাধবনি° সুশ্রু°। ~ী—[বৈদ্যক] তৃণবি°, বৃন্দারকলতা। ইহা উদরের বেদনা বা বায়ুনিবারক। তু° অজান্ত্রী, ছাগলান্ত্রী ॥ অম-টী° আপ°॥

অন্ত্র₂ (Intestine)—আমাশয় (stomach) হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত নলাকার নাড়ীকে অন্ত্র বলে। ইহা প্রায় ২৮ ফুট লম্বা হয়। ইহা পরস্পর-সংলগ্ন দুইটা অংশে বিভক্ত; এক অংশ সরু এবং অপর অংশ মোটা হইয়া থাকে। প্রথমাংশ প্রায় ২৩ ফুট এবং দ্বিতীয়াংশ প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা থাকে। ইহাদের আকৃতিগত পার্থক্য অতি সহজেই ধরা যায় সরু অন্ত্র মোটা অংশ হইতে প্রায় চারিগুণ দীর্ঘ এবং ইহার ব্যাস ক্ষুদ্র থাকে। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমতল ও মসৃণ, কিন্তু স্থূলান্ত্র কুঞ্চিতরূপে অবস্থিত।

অন্ত্রের প্রধান ক্রিয়া পরিপাককরণ ও পরিশোষণ; ইহাতে খাদ্য দ্রাব্য (soluble) পদার্থে পরিণত হইয়া এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহা অতি সহজে রক্তবহানাড়ী (blood vessels) এবং লসিকাবাহী নাড়ী (lymphatic vessels) টানিয়া লইতে পারে। সরু অন্ত্রেই পরিপাকক্রিয়া সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরিশোষণ-ক্রিয়া উভয় অন্ত্রেই হইয়া থাকে।

খাদ্যদ্রব্যাদি অন্ত্রের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার সময় ধীরে ধীরে ঘন হইতে থাকে, কিন্তু সরু অন্ত্রের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার সময়ে ইহা অর্ধেক দ্রব (semi-fluid) হয়, কিন্তু মোটা অন্ত্রে (colon) প্রবেশ করিবার পরই ইহা প্রকৃত পুরীষের (faeces) আকার ধারণ করে। সরু অন্ত্রে ইহা যে গতিতে চলে, মোটা অন্ত্রে তাহার তুলনায় অত্যন্ত ধীর গতি হয়।

দুইটী অন্ত্রের ক্রিয়া বিভিন্ন; সুতরাং বিশেষ বিশেষ রোগে রোগীকে মলদ্বার দিয়া যন্ত্রের সাহায্যে যখন খাদ্যাদি দেওয়া হয়, তখন মনে রাখিতে হইবে যে, মোটা অন্ত্রের পরিপাক-ক্রিয়ার শক্তি নাই; তাহা শুধু সরু অন্ত্রেরই রহিয়াছে; যদিও মোটা অন্ত্র স্বাধীনভাবে পরিশোষণক্রিয়ায় সমর্থ। অতএব পূর্ব-পরিপক্ক (pre-digested) দ্রব্যাদিই এইরূপ অবস্থায় দেওয়া বিধেয়। মোটা অন্ত্রের পরিশোষণ-শক্তি আছে বলিয়াই কোন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা অথবা বড় রকমের অস্ত্রোপচারের পরে রোগীর রক্তকে সচল প্রবহক্ষম করিবার জন্য লাবণিক দ্রাবক (saline fluid) মলদ্বারের সাহায্যে ভিতরে দেওয়া হয়।

অঙ্গ-সংস্থান ও গমনক্ষমতা (Structure and Motility)—বস্তি-প্রদেশস্থ অন্যান্য অবয়বগুলির ন্যায় ইহারও অন্ত্রবেষ্টনী রহিয়াছে। এই বেষ্টনী অন্ত্রকে চারি দিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে এবং বস্তিপ্রদেশের পশ্চাদ্ভাগের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। এইরূপে অন্ত্রবেষ্টনী আপনাতে আপনি আবর্তিত হইয়া দুইটী স্তরে ভাঁজ হইয়াছে; ইহাদিগকে মধ্যান্ত্র (mesenteries) বলে। ইহার দুইটী স্তরের মধ্যবর্তী রক্তবহানাড়ীগুলি ও লসিকাবাহী নাড়ীগুলি (lymphatic) এবং শিরাগুলি অন্ত্রে পৌছিয়াছে। ইহাদের মূল কাণ্ড বস্তিপ্রদেশের পশ্চাদ্দিকের প্রাচীরের নিকট

পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অসিয়াছে।

অন্ত্রপ্রাচীরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা শ্রেণীবদ্ধ মাংসপেশিসমূহ আছে; পেশিগুলি দুইটী স্তরে বিভক্ত; বহিঃস্তরস্থ পেশিতন্তুগুলি অন্ত্রের গায়ে লম্বমানভাবে এবং অভ্যন্তরস্থ তন্তুগুলি বৃত্তাকারে রহিয়াছে। এই দুই স্তরের মধ্যে শিরাগুলি জালের মত আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং বৃত্তাকার পেশীর মধ্যে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জালের ন্যায় আচ্ছাদন রহিয়াছে। প্রধান শিরাগুলি অন্ত্রবেষ্টনীর দুইটী স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই নাড়ীগুচ্ছকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

পেশিযুক্ত হওয়ায় অন্ত্রের কার্যক্ষমতা বিশেষভাবে বর্ধিত হয় এবং ইহা পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। অন্ত্রমধ্যে যে দ্রব্যাদি গৃহীত হয়, তাহা সেখানে মথিত (churned) হয় বলিয়া অন্ত্র কাঁপিয়া চলে এবং মথিত দ্রব্যাদি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয় বলিয়া তরঙ্গবৎ গতি উৎপন্ন হয়।

তরঙ্গবৎ গতি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে ক্রিমির ন্যায় গতিতে অন্ত্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ-ক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া নিম্ন দিকে আসিতে থাকে। এই ক্রিয়া যদি কিছু কাল বন্ধ থাকে তবে ইহা চিরস্থায়ী (chronic) হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তরঙ্গগতি বস্তিদেশের চর্মের উপরে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ইহাকে 'দৃশ্যমান আন্ত্রিক সঙ্কোচন' (visible peristalsis) বলা হয়।

রক্ত, শিরা ও লসিকা-সরবরাহ—অন্ত্রে রক্তবহা নাড়ী, শিরা, স্নায়ু এবং লসিকা-নাড়ী প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। বৃহৎ ধমনী (aorta) বস্তিদেশের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে; উহা হইতে বড় বড় নাড়ী অন্ত্রবেষ্টনীর স্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্নায়ুগুলিও এই পথেই অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। শিরাগুলি এবং লসিকাবাহী নাড়ীগুলি সমান পথেই অন্ত্র হইতে উঠিয়া প্রধান শিরায় ও লসিকা-নাড়ীর কাণ্ডে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু শিরাগুলি সোজাসুজি হৃদয়যন্ত্রে না গিয়া যকৃত-শিরায় (portal vein এ) মিশিয়াছে। এই শিরা যকৃতে প্রবিষ্ট হইয়া কেশনিভ সুক্ষ্ম-সূক্ষ্ম নাড়ীতে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং কেশনিভ নাড়ী অন্ত্রে আরম্ভ হইয়া যকৃতে শেষ হইয়াছে। উৎপন্ন দেহ-পোষক দ্রব্যগুলি সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বে আরও শোধিত করিবার জন্য যকৃতে গমন করে। সুতরাং অন্ত্রের দূষিত অবস্থায় রোগ-জীবাণু যকৃতে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা গুরুতর রক্তদুষ্টিও (portal pyaemia) হইতে পারে।

অন্ত্রবদ্ধতা—যখন অন্ত্রের কোন সামান্য অংশেও রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হয়, তখনই অন্ত্রের সক্রিয় অবস্থা নষ্ট হইতে পারে। হার্নিয়া-রোগে যখন অন্ত্র সুচীবৎ বিদ্ধ হয় তখনই এই অবস্থা দাঁড়ায়। অন্ত্রের ক্রিয়ায় এইরূপ বাধা জন্মিলে সত্বর অস্ত্রোপচার করা বিধেয়। ইহা 'twisting volvulus' রোগেও হইতে পারে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের অংশ—শারীর-সংস্থান অনুযায়ী ক্ষুদ্র অন্ত্র পর পর দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র বা গ্রহণী (duodenum), মধ্যান্ত্র (jejunum), ও শেষান্ত্র বা জড়িতান্ত্র (ilenum) এই তিনটী অংশ লইয়া গঠিত। প্রধান অংশ প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং রজ্জুর মত নির্দিষ্ট স্থানে গ্রথিত। মধ্যাংশ প্রায় ৮।৯ ফুট এবং শেষাংশ প্রায় ১০।১১ ফুট দীর্ঘ এবং উভয় অংশই সমস্ত অন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে অধিকতর চলনশীল। এই দুই অংশের কোন্‌টী কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা বলা অসম্ভব। যদিও প্রথমোক্তটীর প্রথম অংশে এবং দ্বিতীয়টীর শেষ অংশে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তথাপি ইহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ক্ষুদ্র অন্ত্র ক্রমসূক্ষ্মায়মান হইয়া পাকস্থলী-জড়িতান্ত্রের (ilenum) প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। বৃহদন্ত্রের সহিত সংযুক্ত এক দিকে খোলা যে থলি (caelcum) আছে, তাহা হইতেই বৃহদন্ত্রও মলাশয় পর্যন্ত একরূপ ক্রমসূক্ষ্মায়মান হইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্র অন্ত্রের সঙ্কীর্ণতম অংশই বৃহদন্ত্রের প্রশস্ততর অংশের সহিত সংযুক্ত হয়।

অন্ত্রের রোগ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে প্রদাহ-রোগ জন্মিতে পারে। সপূঁজ ক্ষত এবং ক্যান্সার প্রভৃতি দুষ্টক্ষত-রোগও ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে রোগের ক্রিয়া সমস্ত নাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে। নাড়ীতে দীর্ঘকাল দুষ্ট-ক্ষতাদি থাকিলে তাহা হইতে প্রদাহ আরম্ভ হয় এবং অন্ত্রের তরঙ্গবৎ গতি সঙ্কোচন-প্রসারণ ও বৃহদন্ত্রের স্থায়ী স্ফীতিতে অন্ত্রমধ্যস্থ স্নায়ু ও পেশীর বিন্যাস দুর্বল হইয়া পড়ে। Stasis অবস্থায়ও এইরূপ হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অতি সামান্য কারণে প্রদাহ জন্মিতে পারে। খাদ্যের সঙ্গে প্রদাহকর দ্রব্য গ্রহণ করিলেও এইরূপ হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ পেট-কামড়ান ও উদরাময়; শিশুদিগকে এই রোগ অত্যন্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। শৈশবের রোগের মধ্যে বমি এবং উদরাময় বিশেষ গুরুতর। মাঝে মাঝে তরল মল বা উদরাময় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলিয়া মনে হয়, ইহাতেও প্রদাহ জন্মিতে পারে। যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য-রোগ আছে তাহাদের পক্ষে ক্যাস্টর অয়েলের সাহায্যে নাড়ী পরিষ্কার রাখা উচিত। দীর্ঘস্থায়ী উদরাময়-রোগে অন্ত্রের আস্তরণে সপূঁজ ক্ষত জন্মিতে পারে। সূক্ষ্ম রোগকীটাণুদ্বারা প্রায়ই ইহা জন্মিতে পারে। এই রোগ-কীটাণুর মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ক্ষয়-রোগাত্মক এবং বিষাক্ত কীটাণু আক্রমণ করে।

সন্নিপাত-জ্বর হইতে যে দুষ্ট-ক্ষত হয়, তাহা সন্তক্ষতের আকার ধারণ করে ও তাহা হইতে রক্তপাত হইতে থাকে এবং অতি সহজেই ফোড়ায় পরিণত হয়। ফোড়া হইলেই অন্ত্র-মধ্যস্থ দ্রব্যাদি বস্তি-প্রদেশস্থ গহ্বরে প্রবেশ করে। ফোড়া হইলে

সকল সময়ই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক; বিশেষতঃ যখন কোন রোগী সন্নিপাত-জ্বরে শয্যাগত থাকে তখন ফোড়া হইলে অতিশয় সতর্কতা প্রয়োজন। ক্ষত-রোগাত্মক ক্ষতরোগ হইতে বিশেষ রক্তপাত হয় না এবং ছিদ্র হইয়া দূষিত রক্ত বস্তিদেশেও প্রবেশ করে না। ইহাতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ দুষ্টক্ষতের চারি দিকে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে অন্ত্র-প্রাচীরকে সম্পূর্ণভাবে আক্রমণ করে। এইরূপে ইহা সন্নিকটস্থ অন্ত্র নাড়ীকে আক্রমণ করিতে পারে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত নাড়ীভুড়িতে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলগুলিকে স্থায়িভাবে সংলগ্ন করে।

ক্ষয়রোগাত্মক এবং আন্ত্রিক জ্বরজাত দুষ্টক্ষত ক্ষুদ্র অন্ত্রের তৃতীয় অংশেই (ilenum) হইয়া থাকে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ক্যান্সার কখনও ক্ষুদ্র অন্ত্র আক্রমণ করেনা। সাধারণতঃ প্রায়ই বৃহত্তর অন্ত্রে এই মারাত্মক রোগ বিশেষভাবে আক্রমণ করে। ক্ষুদ্র নাড়ী অতি দ্রুত-গতিতে অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদিকে চালিত করে বলিয়া বিষাক্ত রোগ-বীজাণুদ্বারা সহজে আক্রান্ত হইতে পারে না। সাধারণতঃ ক্ষুদ্র-অন্ত্রের সংযোগস্থলেই বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার জন্মিয়া থাকে।

মত্ততা (intoxication)—মত্ততা বিষ-ক্রিয়ারই নামান্তর। সুতরাং কোন পানীয় বা খাদ্যাদি গ্রহণে মত্ততা জন্মিলেই তাহা বিষক্রিয়া বুঝিতে হইবে।

ডা° সুবোধচন্দ্র দত্ত

অন্তুক—ক্লী°, অঙ্গার ॥ রত্না° বো-রো° ॥

অন্দক, অন্দরাজ—স্থানবি°। আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি চিত্রালে কুনার নদের তীরবর্তী কুনার শহর অধিকার করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। কুনারের তীরবর্তী উপত্যকার ১৫ ক্রোশ উত্তরে এখনও অন্দরাজ নামে একটী গ্রাম আছে; পণ্ডিতেরা ইহাকেই আলেকজান্দারের অন্দক বলিয়াছেন। চিত্রাল-নদ যেখানে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উহার এক শাখা উত্তর-পশ্চিমে ও একটী শাখা উত্তর-পূর্বে গিয়াছে তাহার নিকটেই অন্দরাজ অবস্থিত। এই স্থানেই আলেকজান্দারের বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়; উহার মধ্যে এক ভাগ চিত্রালের উত্তর-পূর্বাভিমুখী শাখা অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদের দিকে অগ্রসর হয়।

অন্দন—[অপ্র°; স° অন্ধ; তু° আন্ধন] অন্ধজন।

অন্দর₁—[স° অন্তঃপুর >অন্তেউর >প্রা° অন্দেউর (শকু°); ফা° অন্দর্‌, আবে° অতরে; লা° inter; গ্রী° entos; তু° স° অন্তর] অন্তঃপুর, ভিতরবাড়ী, স্ত্রীমহল।

অন্দর₂—অবেস্তা-সংস্কৃতির অসৎ দেবতা-বি° (বুন্দহি ১. ২৭; পহ্‌লবী যাস্ত ৪৭. ১; দীনকর্দ ৯. ১)। জীবগণের চিন্তাধারা ধর্মপথ হইতে অসৎ পথে পরিচালিত করা ইঁহার কার্য; এছাড়া পবিত্র পোষাক পরিধান করিবার ও পবিত্র সূত্র গলায় ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই, এরূপ ধারণা ইনি মানবগণের মনে জন্মাইয়া দেন (বুন্দহি ২৮. ৮)। নাঈকীয়-কর্তৃক ইনি দীক্ষিত হইয়াছেন (ঐ, ১০)। অহুরমজ্‌দ ইঁহাকে আঘাত করিবার জন্য অশবহিস্ত্‌কে নিয়োগ করেন (ঐ, ৩০. ২৯)।—SBE, 106, 107, 128; xxxv ii. 182.

অন্দরকোট—কাশ্মীরের একটী গ্রাম। শাদিপুরের প্রায় ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণে প্রবাহিত বিতস্তা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। রাজা জয়াপীড়ের রাজধানী 'জয়পুর' বা 'জয়াপীড়পুর' ও এই অন্দরকোট অভিন্ন বলা হয় [জয়পুর বা জয়াপীড়পুর দ্র°]। অন্দরকোট দুইটী অংশে বিভক্ত; একটী অংশ সম্বলের অপর দিকে অবস্থিত দ্বীপের জলাভূমিতে দুইটী অংশ বিতস্তা নদীদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। দ্বীপটীতে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। জনপ্রবাদ-অনুসারে এগুলিকে জয়াপীড়ের কীর্তিনিচয়ের ধ্বংসাবশেষ বলা হয়। জয়াপীড়ের রাজধানী ও অন্দরকোটের অভিন্নতা-সম্পর্কে শ্রীনগরের পণ্ডিতগণও এক মত পোষণ করেন। খ্রী° ১৫শ শতকের শেষের দিকে শ্রীবর-কর্তৃক ব্যবহৃত জয়পুর বা জয়াপীড়পুর নাম হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। 'রাজতরঙ্গিণী'র রচয়িতা কহ্লণ যে সকল অট্টালিকা ও বিহার এবং জয়াদেবী, ব্রহ্মা, কেশব প্রভৃতির যে সমুদয় মন্দির ও জয়দত্তের যে মঠ জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির ধ্বংসাবশেষ অধিকাংশই অন্দরকোটে পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক বুহ্‌লর সাহেব ১৮৭৫ খ্রী° কাশ্মীর-ভ্রমণ করিয়া জয়াপীড়-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়পুর ও দ্বারবতী নামক শহর দুইটীর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দ্বারবতী নগরীটী কহ্লণের সময়ে 'বাহ্যকোট্ট' বা 'বহির্হর্গ' নামে এবং জয়পুর নামক নগর 'অভ্যন্তরকোট্ট' বা 'অন্তর্দুর্গ' নামে পরিচিত ছিল। জয়পুর ও অন্দরকোট কহ্লণের সময়েও একই স্থানরূপে পরিচিত হইত। বাহ্যকোট্টের অপর নাম 'বহির্কূট', কিন্তু বহিকূট অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং উভয় অংশই অন্দরকোট নামে অভিহিত হইত। বর্তমান অন্দরকোট তিনি স্থাননির্দেশ করিয়াছেন—অক্ষা° ৩৪° ১৩´পূ°; দ্রাঘি° ৭৪°৪২´ উ°, এবং উহা সম্বল হ্রদের তীরে অবস্থিত। স্টাইন সাহেবও ১৮৯৬ খ্রী° কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়া অন্দরকোটকে জয়াপীড়ের রাজধানী বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

[A. Stein (ed.): Rajatarangini, i. 167-8; ii. 479; CunAGI, 101; Prof. Buhler: Report, 13f; শ্রীবর, ১. ২৪৬, ২৫০, ২৫৭: ৪. ৫৪০, ৫৪৫; রাজত° ৪. ৫০৬ই°]

শ্রীজয়দেব বসু

অন্দর—(= অস্থায়ী চালাঘর) দক্ষিণ-ভারতের কুরুব-সম্প্রদায়ের একটী শাখা।—SI Casts & Tribes, i. 44.

অন্দবার—মেবাড়ের সর্বাধিক সুরক্ষিত উল্লেখযোগ্য গিরিদুর্গ। ১৪২৫ খ্রী° সুলতান ২য় মুবারক শাহ্‌ এই দুর্গ আক্রমণ করেন।

তখন বহাদুর নাহিরের পৌত্রদ্বয় জল্লু ও কদ্দু এই দুর্গের অধিকারী ছিলেন। মুবারক শাহ্‌র হাতে দুর্গটী ধ্বংস হয় এবং জল্লু ও কদ্দু আল্‌ত্নাড়ে পলায়ন করেন। মুবারক শাহ্‌ সেখানেও তাঁহাদের অনুধাবন করিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য হন। —EHI, vi. 16, 75.

অন্দারি—দক্ষিণভারতের একটী স্থান। কুড্‌লুর-লিপি (৫১৭-৮ খ্রী°) হইতে জানা যায়, পশ্চিম-গঙ্গ নৃপতি দুর্বিনীত যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী বিশেষ যুদ্ধ এই স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। পশ্চিম-গঙ্গ নৃপতি ২য় রাছমল্লের একটী লিপি (৯০৩খ্রী°) হইতেও এই যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। এই স্থান বর্তমান মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

[Ep. Carn., x. Kl. 90; Mysore-ASR, 1921, p. 1920; HInsSI. 20, 40.]

অন্দিকা—[তু° অন্তিকা] স্ত্রী°, ১ চুল্লী, চুলা, উনান ॥ অম-টী° শব্দ° ॥ ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী ॥ বাচ° আপ্‌° ॥

অন্দিগু—অঙ্গিরোবংশীয় ঋগ্বেদের ৯. ১০১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সোমের স্তুতি-সূচক অনেকগুলি ঋক্ মন্ত্র ইঁহার রচিত।

অন্দু১, অন্দূ—[অন্দ্যতে বধ্যতে অনেন, √অন্দ্‌+কু, কু-প্রত্যয়ান্তঃ নিপাতঃ—উণা° ১. ৯৩] স্ত্রী°, ১ হস্তিনিগড় । 'গজমন্দূরিব নিশ্চলং চকার'—শিশু° ২০. ৫১ ॥ মে° বাচ° আপ্‌° ॥ ২ আঁড়ুয়া ॥ ভাষাপ° ॥ ৩ স্ত্রী-পাদভূষণ, মল, নূপুর ॥ ভাষাপ° বাচ° আপ্‌ ॥ ৪ পঞ্চম ॥ ভাষাপ° অভি° মে° ॥ ৫ গ্রামবি°। ইহা সিংহলের পুলথিপুরের নিকটে অবস্থিত।—চূলব° ৫৯. ৫ ॥MDPP॥ ~ক— ১ হস্তিপদবন্ধন-শৃঙ্খল। পর্যায়—নিগড় ॥ অম° অভি° বো-রো° ॥ ২ পাদালঙ্কারবি°। পর্যায়— পাদকণ্টক ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° বো-রো° ॥

অন্দু২—বিজাপুর নগরের একটী পুরাতন মসজিদ। মসজিদটী দ্বিতল এবং ছোট হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য আছে। ভূমিতল হইতে দ্বিতল গৃহের উচ্চতা ২০ফুট, কিন্তু গম্বুজের মাথা পর্যন্ত উচ্চতা ৪০ফুট। ইহার সম্মুখদিক্ পশ্চিমে এবং প্রবেশপথ তিনটী খিলানে নির্মিত। এই খিলান এবং অন্তর্ভাগ সুন্দর প্রস্তরশিল্পে শোভিত। মসজিদের ছাদের অলঙ্কারশিল্প দেখিবার মত; শিল্পের দিক্ দিয়া ছাদের উপর ছোট ছোট মিনারগুলিরও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রবেশপথেই পারস্যভাষায় লিখিত একটী সুদীর্ঘ প্রস্তর-লিপি আছে; উহা হইতে জানা যায়, ২য় ইব্রাহিমের মন্ত্রী নবাব এতাবর খাঁ ১৬০৮ খ্রী° মসজিদটী নির্মাণ করেন।—BG, xxiii. 630.

অন্দে = ছাগদোহনের জন্য কাষ্ঠ বা বংশনির্মিত ক্ষুদ্র পাত্র। দক্ষিণ-ভারতের কুরুব-সম্প্রদায়ের একটী শাখা। এই নামে দাক্ষিণাত্যের কোরগ-সম্প্রদায়েরও একটী শাখা আছে; ইহারা অন্দে-পাত্র গলায় ঝুলাইয়া রাখে—উদ্দেশ্য, রাস্তায় চলিবার সময় যাহাতে ইহারা থুতু ফেলিবার সময় উহা পথে না ফেলিতে পারে এবং পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে।—SI-Castes & Tribes, i. 44.

অন্দেনিয়—দক্ষিণভারতের ডোমদিগের এক নিম্ন পর্যায়ের শাখা। ইহারা ভেক ভক্ষণ করে।—SI-Castes & Tribes, i. 47.

অন্দেরৌত—দক্ষিণভারতের কুরুব-সম্প্রদায়ের শাখা অন্দেকুরুব শ্রেণীর নামান্তর [অন্দে দ্র°]। ১৯০১ খ্রী° আদমসুমারীতে ইহাদের উল্লেখ আছে। লিঙ্গায়তদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে প্রায়ই 'রৌত' পদবী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অন্দে শ্রেণী ঐ রৌত পদবী ব্যবহার করিয়া অন্দেরৌত হইয়াছে।—SI-Castes & Tribes, i. 44-5.

অন্দোলন—দোলন, হিন্দোলন। 'গুরু-গিরীন্দ্রজাপ্রণযমন্দরান্দোলনাৎ'—কথাস° ৯৬॥ বো-রো°॥

অন্দৌ—বর্মার সান্দোয়ে জেলার একটী ক্ষুদ্র প্যাগোডা। সান্দোয়ে নদের দক্ষিণ তীরে সান্দোয়ে নগরের ঠিক অপর পারে একটী পাহাড়ের উপর ইহা নির্মিত। ৭৬১ খ্রী° রাজা সেক্-খ্যুপ্‌ ইহা নির্মাণ করেন এবং বুদ্ধের একটী পবিত্র দন্ত এখানে রক্ষা করা হয়। ১৮৬৫ খ্রী° প্যাগোডার কয়েক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু শীঘ্রই উহার সংস্কার করা হয়। মার্চ, জুন ও অক্টোবর এই তিন মাসে এক দিন করিয়া বৎসরে তিন বার এখানে পবিত্র ভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।— Burma Dist. Gaz., ii. 60.

অন্দ্রিকা—নিজামরাজ্যের একটী নদী।—BG, i. pt.-ii. 364.

অন্ধ১— পরিব্রাজক-বি°। ইঁহারা বাহ্য বস্তু দর্শন করেন না বলিয়া অন্ধসদৃশ। 'তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্। চতুষ্পদাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাংড উচ্যতে' ॥ আপ্‌°॥ ২ [জ্যোতিষ] পরিভাষিত রাশি-বি°, নষ্টদ্রব্যলাভালাভোপযোগযুক্ত রাশিভেদ [দিবান্ধ—মেষ, বৃষ, সিংহ; রাত্র্যন্ধ—মিথুন, কর্কট, কন্যা; অর্থৎ মেষাদি দিবসে ও মিথুনাদিতে রাত্রিতে নষ্টদ্রব্য লাভ হয়, কারণ তৎকালে গ্রহীতা তস্কর অন্ধ হয়] ॥ আপ্‌°॥ ৩ ৎ ক দৃকক্ষয়ে॥ কবিকল্পদ্রু° শব্দ°॥ ৪ [হি° আন্ধা, আঁধলা; গুজ° আংলো; মরা° অংধলা; ও° অন্ধ; সি° অন্ধো। √অন্ধ্‌+অচ্‌ কর্তৃ; স্ত্রী—া] বিণ, চক্ষুর্দ্বয়হীন।—ঋ° ১. ১১৭. ৮; ৮. ৬৮. ২; শ-ব্রা° ১. ৪. ৩. ১৭; ১৯. ৯. ২. ৯ = বৃহ-উ° ৬. ১. ৯; মনু° ৩. ১৪৪; অত্রিস° ৩৪৪। 'অবিবেকান্ধবুদ্ধি' —কথাস° ৩. ৩৭ পর্যায় — অদৃক্ ॥ অভি° অম° মে° শব্দ° বো-রো° ॥ ক বিবেকজ্ঞানহীন। খ মলিন, অস্বচ্ছ। —রা° ৩. ১৬. ১৩। গ [বা°] তিমিরময়। 'সীদন্নন্ধে তমসি'—উত্তর° ৩. ৩৮; মালতি° ৯. ৮. ২০ ॥ আপ্‌° ॥ ৪ ক্লী°, অন্ধকার, তিমির ॥ মে° শব্দ° ॥ ৫ জল, ঘোলা জল ॥

মে° শব্দ° আপ্° ॥ ৬ অন্ন ॥ অম° শব্দ° ॥ ৭ (বেদান্তে) অজ্ঞান, অবিদ্যা ॥ আপ্° ॥ ৮ দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক। —ঋ° ১. ১০০. ৮; ৪. ১৬. ৪; অ° ৯. ২. ১০; শ-ব্রা° ১৪. ৭. ২. ১৩-১৪ = বৃহ-উ° ৪. ৪.১০-১১ ॥ বো-রো° ॥ ~**কাক**— কাকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পক্ষিবি°। [ম° ভেদহয়া] কাকাকার পক্ষী, পানকৌড়ি ॥ ত্রিকাণ্ড° বৈদ্য-শ° ॥ ~**কুণ্ড** — অন্ধকারময় নরককুণ্ডবি°। ~**কূপ**— [অন্ধয়তীত্যন্ধঃ, অন্ধঃ কূপঃ] **১** সন্ধিকার কূপ। আঁধুয়া পাতকুয়া, অপ্রকাশিত মুখবিশিষ্ট কূপ, তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত কূপ ॥ আপ্° ॥ **২ ক** মানসিক অন্ধত্ব, infatuation. **খ** মোহ ॥ বৈদ্য-শ° ॥ ৩ নরকবি° ॥ আপ্° ॥ ~**ঙ্করণ**—বিণ, যাহাতে মানুষকে অন্ধ করে। যেমন, শোক প্রভৃতি। ~**তম** —[স° অন্ধ-তমস্ > প্রা° তম] গাঢ় অন্ধকার।—পা° ৩. ২. ৫৬ ॥ আপ্° ॥ ~ **তমস** (পা° ৫. ৪. ৭৯), **-তামস,-ংতামস**—গভীর অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকার, মহান্ধকার। 'অন্ধতমসমিব প্রবিশামি' —উত্তর° ৭; 'লোকমন্ধতামসাৎ-ক্রমোদিতৌ' —রঘু° ১১. ২৪ ॥ আপ্° ॥ ~**তামিস্র(শ্র)**—ক্লী°, নিবিড়ান্ধকারময় নরক-বি°। 'তস্তামন্ধতামিস্রমভ্যধ্যায়ৎ'— মালবি° ১ ॥ শব্দ° আপ্° ॥ **২** পঞ্চবিধ জ্ঞানান্তর্গত জ্ঞানবি°, দেহনাশে আমিত্বনাশ—এই বুদ্ধি বা অজ্ঞান ॥ শব্দ° আপ্° ॥ **৩** একবিংশ নরকের মধ্যে দ্বিতীয় নরক। যাহারা পর-স্ত্রী-গমন করে অথবা যাহারা আত্মঘাতী হয় তাহারা এই নরকে গমন করে। 'অন্ধতামিস্রা হস্থর্যা নাম তে লোকাস্তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে য আত্মঘাতিন ইত্যেবমৃষয়ো মন্যন্তে'—উত্তর° ৪; মনু° ৪. ৮৮; যাজ্ঞ° ৩. ২২৪; কূর্মপু° উ. ১৪. ৮ ॥ আপ্° ॥ মনুর (৪. ১৯৭) মতে বকব্রতী ও বৈড়ালব্রতী ব্রাহ্মণগণ এই নরকে গমন করে। যাজ্ঞবল্ক্য (৩. ২২২) বলেন, মহাপাতকী এবং উপ-পাতকী প্রভৃতি পাপী নরাধমদের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সকল নরকে গমন করিতে হয়। বাজসনেয় সংহিতার মতে, আত্মঘাতীরা এই নরকে গমন করে। ~**ধী**—বিণ, মানসিক অন্ধ, অজ্ঞান, যাহার জ্ঞানচক্ষু নাই ॥ আপ্° ॥ ~**নী**—[অন্ধ+স্ত্রী নী; অপ্র°] স্ত্রী°, অন্ধ নারী ॥ মনি° ॥ ~**পূতনা**— শিশু-রোগ-বি°। —সুশ্রু° ৬. ২৭. ১০। ~**মূষা**— ছিদ্র-বিশিষ্ট একটী ছোট মুচি (crucible) ॥ আপ্° ॥ ~ **মূষিকা**—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, দেবতাড়বৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥ ~**রাজ**— জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র।—মহা° ১. ১০৯. ২৫। ~**রাত্রি** —[বৈদিক] গাঢ় রাত্রি, গভীর রজনী।—অ° ১৯. ৪৭. ৮; ৫০. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~**বর্ত্ম** —[মূ°-বর্ত্মন্। অন্ধং সূর্যপ্রকাশরাহিত্যা-দ্বর্ত্ম যত্র] বায়ুর সপ্তম স্কন্দ বা স্তর ॥ আপ্° ॥ ~**বেগ**—পরিণামনিরপেক্ষ বেগ ॥ ব-শব্দ° ॥

অন্ধ$_2$—**১** সর্বভূতবিনাশের জন্য ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত কর্তৃক অন্ধীকৃত শ্বাপদ। তাহাকে বধ করায় বলাক নামক লুব্ধকের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।—মহা° ৮. ৩৭. ৪৪। **২** রামায়ণোক্ত বৈশ্য মুনি। নামান্তর অন্ধক। [অন্ধক$_2$ দ্র°]।

অন্ধ$_3$— অন্ধিলা বা চন্দন নদীর নামান্তর [চন্দ্রাবতী দ্র°]।

[GDI, Lond. 1927. p. 7; দেবীভা° ৮. ১১]

অন্ধ$_4$—বেরার প্রদেশের একটী নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবী সম্প্রদায়। আকোলা, বুলদান, য়েওটমল প্রভৃতি জেলায় ইহারা বাস করে। কেহ কেহ ইহাদিগকে অন্ধ্ররাজ্য বাসী বলিয়া অন্ধ বলে কিন্তু ইহাদের মধ্যে বেরারী, পরদেশী, অষ্টধিয়া প্রভৃতি শাখা দেখিয়া মনে হয়—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া এখানে বাস করি-তেছে।

ইহাদের মধ্যে বরতাতি ও থলতাতি নামে দুইটী শাখা আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে মাজিরিয়া, রিঙ্গনী, ডুমারে প্রভৃতি কয়েকটী শ্রেণী আছে। ইহাদের আপন আপন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ খুল্লতাত ভাই-বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ; ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেও পতিত্যাগ ও পুনর্বিবাহ করিতে পারে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত-দ্বারা ইহাদের সামাজিক অপরাধের বিচার হইয়া থাকে। পঞ্চায়েতের প্রধানের নাম 'মহত্তরিয়া'। ইহারা কৃষিকর্মে ও শিকারে বিশেষ পটু।

[Russel & Hiralal: Castes & Tribes of C. P. & Oudh, ii. 38-40.]

অন্ধক$_1$—**১** তুম্বুরী, কাঁচাধনে ॥ বৈদ্য-শ° ॥ **২** [√অন্ধ্+কন্ স্বার্থে; স্ত্রী ন্ধিকা] বিণ, অন্ধ। 'অন্ধকঃ কুব্জকশ্চৈব' —পঞ্চত° ৫. ৯১ ॥ আপ্° ॥ **৩** ক্লী°, অন্ধকার। ~**ঘাতী [-তিন,] রিপু, -শত্রু, -সূদন, -ন্তক —১** অন্ধক-দৈত্যের বিনাশক, শিব।—মৎস্যপু° ১৩২. ২৩; কালিকাপু° ৭২. ৩৬ ॥ অম° শব্দ° ॥ **২** অন্ধকারের শত্রু —সূর্য, চন্দ্র, বহ্নি।— হরি° হরি° ১৪৬. ২ ॥ বাচ° ॥ ~**সুহৃদ্**— শিব ॥ অভি° শব্দ° ॥

অন্ধক$_2$ — **১** অসুরবি°। কশ্যপ ও দিতির পুত্র। দিতির প্রার্থনা-অনুসারে এই পুত্র রুদ্র-ব্যতীত অন্য দেবতাদিগের অবধ্য ছিল। অন্ধকের সহস্র বাহু, সহস্র শির, দ্বিসহস্র চরণ ও দ্বিসহস্র নয়ন ছিল। দ্বি-সহস্র চক্ষু সত্ত্বেও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় চলিত বলিয়া ইহাকে অন্ধক বলা হইত। অন্ধক সর্বদাই কুকার্যে রত থাকিত এবং বলপূর্বক ধনরত্ন অপহরণ করিত। অপ্সরো-গণকে আপন গৃহে আনিয়া ইচ্ছা-মত রিপু-চরিতার্থ করিত।—পরস্ত্রী-কন্যা ও পরের যথাসর্বস্ব হরণ করা প্রভৃতি নানা-বিধ অত্যাচার করিয়া এবং সকলের অবধ্য হইয়া নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করিত। মুনিঋষিরা অন্ধকের ভয়ে ক্রিয়াকলাপ করিতে পারিতেন না। অন্ধক ত্রৈলোক্য-বিজয়ের অভিলাষী হইলে ভীত ইন্দ্র কশ্যপ ও দিতির শরণাপন্ন হন। কশ্যপ ও দিতি বহু কষ্টে ইহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু অন্ধকের অত্যাচারে দেবতা ও

ঋষিগণ নারদের শরণাপন্ন হইলেন। নারদের ছলনায় অন্ধক পারিজাতপুষ্প হরণের জন্য শিবানুচর-তত্বাবধানে রক্ষিত গন্ধমাদন পর্বতস্থ উদ্যান আক্রমণ করে। ইহাতে ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের শূলের আঘাতে অন্ধকের মৃত্যু হয়।—মহা° ৭. ৪৯. ১১; ২০২. ৭৫; হরি° হরি° ২. ৮৬; কালিকাপু° ৬১. ৪৯। বরাহপুরাণে ২৭ অ° উল্লিখিত হইয়াছে—অন্ধক নামক অসুর দেবগণকে সুমেরু পর্বত হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের ধনরত্ন হরণ করে। দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে অন্ধকাসুরের সঙ্গে মহাদেবের ভীষণ যুদ্ধ হয়। মহাদেবের শূলবিদ্ধ হইয়া অন্ধকাসুরের দেহ হইতে ভূতলে পতিত রক্ত হইতে অসংখ্য অসুরের উৎপত্তি হইতে থাকে। সেই রক্ত ভূতলে পতিত হইবার পূর্বেই উহা পান করিবার জন্য মহাদেব মুখ হইতে 'যোগীশ্বরী' নামক মাতৃকা সৃষ্টি করেন। এইরূপে রক্ত পান করিবার জন্য মহেশ্বরী হইতে মাহেশ্বরী, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবী, কুমার হইতে কৌমারী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণী, ইন্দ্র হইতে ঐন্দ্রী, যম হইতে যমদণ্ডধারিণী, বরাহ হইতে বারাহী প্রভৃতি মাতৃকাসকল উৎপন্ন হন। অতঃপর অন্ধক-হত্যা সম্ভব হয়।

কূর্মপুরাণ-(পূ° ১৬. ৭৭, ৯৪) মতে শিবের দেহসম্ভূত হিরণ্যাক্ষপুত্র অন্ধকাসুর (বামনপু° ৮. ৪৪-৭; ৪৮. ৩-৪) মহাদেব-পত্নী পার্বতীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিলে হরমূর্তি ভৈরবের সহিত অন্ধকের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। ভৈরব শূলদ্বারা অন্ধকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। তখন মায়াবী অন্ধক হইতে সহস্র সহস্র অন্ধকের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ফলে ভৈরব বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু এক শত উত্তমা দেবী সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা অন্ধক হইতে উৎপন্ন সহস্র সহস্র অন্ধককে নিহত করিলে অন্ধকাসুর পলায়ন করিল।—কূর্মপু° পূ° ১৬. ১২০-১৪০। অতঃপর মদনান্ধ অন্ধক পার্বতীকে হরণ করিতে আসিয়া মহাদেব-কর্তৃক শূলবিদ্ধ হইলে অন্ধকের পাপ বিমোচিত হয় এবং মহাদেব তাহাকে আপন গণদিগের মধ্যে গ্রহণ করেন।—ঐ, ১৭০-২৪১।

মৎস্যপুরাণ (১৭৯. ৩) মতে অন্ধক দেবগণের অবধ্য ভিন্নাঞ্জন-পুঞ্জপ্রতিম অসুর। পার্বতীকে হরণ করিবার চেষ্টা করায় আবন্ত্য দেশে মহাকাল নামক অরণ্যে মহাদেবের সহিত অন্ধকের ভীষণ যুদ্ধ হয়। মহাদেব পাশুপত নামক এক অত্যুগ্র বাণ সৃষ্টি করিয়া অন্ধককে আঘাত করেন। রুদ্রবাণে নির্ভিন্ন অন্ধকের ক্ষরিত রুধিরধারা হইতে শত শত অন্ধকের আবির্ভাব হইলে মহাদেব সেই রুধিরধারা পান করিবার জন্য বহুসংখ্যক মাতৃকার সৃষ্টি করেন। রুধিরপানে তৃপ্ত মাতৃকাগণ হইতে আবার অন্ধক প্রজা-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া মহাদেবকে আক্রমণ করিল। মহাদেব অনন্যোপায় হইয়া ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। বাসুদেব শুষ্করেবতী নাম্নী এক দেবীর সৃষ্টি করেন। এই দেবী সৃষ্ট হইবামাত্র অন্ধক-দিগের রক্ত পান করিতে লাগিলেন। মহাদেব অন্ধক-বংশকে ধ্বংস করিয়া অন্ধকাসুরকে শূলাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তুষ্ট মহাদেব তাহাকে স্বীয় সামীপ্য ও গাণপত্য প্রদান করেন।—মৎস্যপু° ১৭৯. ১-৪০; লিঙ্গপু° পূ° ১৮৪-৮৮; বামনপু° ৫৯-৬০ অ°; হরি° বিষ্ণু° ৮৬-৭ অ°। রামায়ণেও শিবের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধের কথা আছে (রা° ৬. ৪০অ°)। **২** যদুবংশীয় ক্রোষ্টু-পুত্র যুধাজিতের পুত্র।—হরি° হরি° ৩৪. ৪। ইনি বৃষ্ণি-বংশের পূর্বপুরুষ। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণে (১৪. ৩) ইনি ক্রোষ্টু ও মাদ্রীর অন্যতম পুত্র অন্ধক। **৩** যদুবংশীয় বৃষ্ণি-বংশজাত শ্বফল্ক নরপতির ঔরসে কাশীরাজ-দুহিতা গান্দিনীর গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম।—হরি° হরি° ৩৮. ৪৯-৫৩। **৪** যদুবংশীয় অনুর পুত্র অন্ধক। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি।—ভা° ৯. ২৪. ২০। [অনু (৫) দ্র°] যদুবংশোদ্ভব অন্ধকবংশীয়গণের নাম 'অন্ধক'।—মহা° ১. ১৪২. ২০; ২০২. ৮; ২৩৯. ২। **৫** সোমবংশীয় রাজা দুর্মদের পুত্র। অন্ধকের পুত্র কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা।—কূর্মপু° পূ° ২২. ১৬-৭। **৬** সাত্বত (সত্বত) ও কৌশল্যার চারি পুত্র দেবাবৃধ, ভজ (ভজমান), অন্ধক ও বৃষ্ণি।—কূর্মপু° পূ° ২৪. ৩৬; অগ্নিপু° ২৭৫. ২৪; বিষ্ণুপু° ৪. ১৩. ১; লিঙ্গপু° পূ° ৬৯. ১।

বিষ্ণুপুরাণে (৪. ১৩. ১) ও মৎস্যপুরাণে (৪৪-৫০) সাত্বতের ইহার সাত পুত্র—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। **৭** সোমবংশীয় নরপতি ও বিরজার ছয় পুত্রের (যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অন্ধক ও বিযাতি) অন্যতম।—লিঙ্গপু° পূ° ৬৬. ৬০-২। **৮** অযোধ্যায় সরযূতীরবাসী বৈশ্য মুনি। নামান্তর—অন্ধ। ইনি এক শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করেন। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সিন্ধুসহ অন্ধমুনি সরযূতীরে বাস করিতেন। এক দিন অন্ধমুনির পুত্র জল আনিতে সরযূনদীতে গিয়াছিলেন, সেই সময় রাজা দশরথ হস্তি-ভ্রমে শব্দভেদী বাণদ্বারা মুনিপুত্রকে নিহত করেন। তখন পুত্রশোকাতুর অন্ধমুনি তাঁহার ন্যায় পুত্র-শোকে দশরথকেও অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে এই অভিশাপ দেন। অন্ধমুনির এই অভিশাপ ভবিষ্যতে সফল হইয়াছিল।—রঘু° ৯. ৭৩-৮২; রা° ২. ৬৩. ৮। [দশরথ দ্র°] **৯** মরুত্তবংশীয় অসমৌজা অপুত্রক হওয়ায় অন্ধক তাঁহার কৃষ্ণ, সুসংষ্ট্র ও সুদার নামক তিন পুত্রকে দান করেন।—হরি° ৩৮. ৭-৮। **১০** দেশবি°।—মৎস্যপু° ১১৪. ৩৬। বামনপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষ নয়টী দ্বীপে বিভক্ত; সেগুলির নাম—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুণ, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল, বারুণ ও অযুত। কুমার নামক বিখ্যাত দ্বীপ ইহার দক্ষিণোত্তর ভাগে প্রতিষ্ঠিত। ইহার পূর্বে কিরাত, পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অন্ধক ও উত্তরে তুরস্করাজ্য।—১৩. ৮-১২।

১১ পশ্চিমভারতের জাতিবি°। ইহারা যাদব গোষ্ঠির অধীন। মহাভারতের বহু স্থলে ইহাদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—মহা° ৫. ৮৫. ৩০৪; হরি° হরি° ৩৫. ১৮-১৯; ৩৯. ২৯.। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'ও (১১. ৩১) এই জাতির উল্লেখ আছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অন্ধক নক্ষত্র—রোহিণী, পুষ্যা, উত্তর-ফল্গুনী, বিশাখা, পূর্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও রেবতী এই সাতটী নক্ষত্র অন্ধক নামে পরিচিত। কোন কিছু অপহৃত হইলে অন্ধক নক্ষত্র গণনা-ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্ধক নক্ষত্রে কোন জিনিস চুরি গেলে তাহা সহজেই পাওয়া যায়।

অন্ধক রট্‌ঠ—[অন্ধকা, দ্র°]।

অন্ধকবিন্দ—প্রাচীন মগধের একটী গ্রাম। ইহা রাজগৃহ হইতে তিন 'গাবুত' দূরে অবস্থিত ছিল। গৃধ্রকূট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সপ্পিণী নদী অন্ধক-বিন্দ ও রাজগৃহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।[১] একদা বুদ্ধদেব ১২৫০ জন ভিক্ষুসহ বারাণসী হইতে অন্ধকবিন্দে যাত্রা করেন। তখন বহু লোক পর্যায়ক্রমে তাঁহাদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় গাড়ী গাড়ী খাদ্যদ্রব্য লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করে। এইরূপ স্বেচ্ছা-সেবকদিগের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, অন্ধকবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণকে তাহার পালার জন্য দুই মাসকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। দুই মাস পরেও নিজের পালা আসিতেছে না দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাণ্ডারে গিয়া যে সকল দ্রব্যের অভাব আছে, তাহাই পূরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ভাণ্ডারে তিনি চাউল, দুগ্ধ বা মধু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আনন্দকে তাহা নিবেদন করিলেন। আনন্দের সহায়তায় ব্রাহ্মণ খাদ্য-সরবরাহের জন্য বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি পায়সান্ন ও মধুর পিষ্টক বুদ্ধদেবের জন্য প্রস্তুত করিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে বুদ্ধদেব পায়সান্নের দশবিধ গুণের ব্যাখ্যা করেন।[২]

এই সময়েই নবদীক্ষিত এক মন্ত্রী ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য মাংস প্রস্তুত করেন। কিন্তু ঐদিন পূর্বাহ্ণে পায়সান্ন ভোজন করায় তাঁহারা মাংস বেশী খাইতে পারিলেন না। ইহাতে মন্ত্রী বিক্ষুব্ধ ও বিমর্ষ হইয়া বুদ্ধের নিকট তাহা নিবেদন করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।[৩] অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে ফিরিবার পথে বেলট্‌ঠ কচ্চানের সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয় (বিনয়° ১. ২২৪ই°)।

এক সময়ে বুদ্ধদেব যখন অন্ধকবিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মা সহম্পতি নিজ দিব্য আলোকে সমস্ত স্থান আলোকিত করিয়া শেষরাত্রে সেই স্থানে আগমন করেন এবং বুদ্ধদেবের সমক্ষে ভিক্ষুগণকে ধর্মজীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করেন।—সং·নি° ১. ১৫৪। এই স্থানে বুদ্ধ নবদীক্ষিত ভিক্ষু-দিগের চরিত্র-সংযমের বিষয়েও উপদেশ দান করিয়াছিলেন।—অঙ্গু-নি° ৩. ১৩৮-৯।

এক সময় অন্ধকবিন্দে বুদ্ধদেব বায়ু-রোগে আক্রান্ত হন। আনন্দকে তাঁহার জন্য যবের মণ্ড বা কঞ্জিকা সংগ্রহ করিতে বলা হয়। এক গ্রাম্য চিকিৎসকের পত্নী অতি শ্রদ্ধাসহকারে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেন; উহার ফলে সেই নারী তাবতিংসে জন্মগ্রহণ করেন। তাবতিংসে তাঁহার আলয় কঞ্জিকাদায়িক-বিমান নামে খ্যাত হয়।—বিমান-অথ° ১৮৫-৬।

অন্য এক জন উপাসক বুদ্ধদেবের জন্য অন্ধকবিন্দে গন্ধকুটি নির্মাণ করেন এবং বুদ্ধদেব যখন সেখানে অবস্থান করিতেন তখন নিজে তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। এই উপাসকও তাবতিংসে এক সুবর্ণময় বিমানে জন্মগ্রহণ করেন।—বিমান-অথ° ৩০২-৩।

চূড়শ্রেষ্ঠীর কন্যা অনুলা বিবাহের পর অন্ধকবিন্দে বাস করিতেন এবং এই স্থানেই মৃত পিতার সদ্গতির জন্য ভিক্ষা দান করিতেন —পেত-অথ° ১০৫-৯॥ MDPP; B. C. Law: Geography of Early Buddhism, 3॥

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অন্ধকবিন্দ বগ্‌গ—অঙ্গুত্তর-নিকায়ের পঞ্চক-নিপাতের ১২শ অধ্যায়।—অঙ্গু-নি° ৩. ১৩৬-৪২॥ MDPP॥

অন্ধকবিন্দ ব্রাহ্মণ—[অন্ধকবিন্দ দ্র°] ব্রাহ্মণ-বি°।

অন্ধকবিন্দ সুত্ত—**১** সংযুত্তনিকায়ের একটী সুত্ত। অন্ধকবিন্দে বুদ্ধদেবের অবস্থানকালে সহম্পতির আগমন-ব্যাপার এই সুত্তে বর্ণিত আছে।—অঙ্গু-নি° ১. ১৫৪। **২** আনন্দের নিকট প্রচারিত সুত্ত-বি°। ইহাতে নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণের প্রতি পাঁচটী উপদেশ আছে।—অঙ্গু°-নি° ৩. ১৩৮ ই°॥ MDPP॥

অন্ধকবেণ্হু—দেবগব্ভার পরিচারিকা নন্দগোপার স্বামী। দেবগব্ভার গর্ভে উপসাগরের যে ১০টী পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহারা নন্দগোপা ও অন্ধকবেণ্হুর পুত্ররূপে প্রতিপালিত হয়। পরে এই দশ পুত্র 'অন্ধকবেণ্হুদাসপুত্তা' নামে খ্যাত হয়।—জা° ৪. ৭৯—৮। [অন্ধকবেণ্হু (দাস)পুত্তা দ্র°]॥ MDPP॥

অন্ধকবেণ্হু (দাস) পুত্তা—দেবগব্ভা ও উপসাগরের দশ পুত্র। দেবগব্ভার জন্মকালে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল যে, তাঁহার কোন এক পুত্রের দ্বারা কংসের বংশ ধ্বংস হইবে। ইহা প্রায় মহাভারত-যুগের শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কাহিনীর অনুরূপ [কৃষ্ণ দ্র°]। দেবগব্ভার সহচরী পরিচারিকার নাম ছিল নন্দগোপা

১ বিনয়° ১. ১০৯।

২ মহাবগ্‌গ° ৬. ২৪-১; SBE, xvii. 47. বিনয়° ১. ২২০।

৩ বিনয়° ১. ২২২ই°।

নন্দগোপার স্বামীর নাম অন্ধক্বেণ্হু। বিধির বিধানে একই সময়ে দেবগন্তার একটী করিয়া পুত্রের ও নন্দগোপার একটী করিয়া কন্যার জন্ম হইতে লাগিল। পাছে রাজা কংস দেবগন্তার পুত্রদের বিনষ্ট করে এই ভয়ে তিনি নন্দগোপার সহিত সন্তান-বিনিময় করিতেন।

এইরূপে দেবগন্তার বাসুদেব, বলদেব, চন্দ্রদেব, সুরিয়দেব, অগ্গিদেব, বরুণদেব, অজ্জুন, পজ্জুন, ঘটপণ্ডিত ও অঙ্কুর নামক দশ পুত্র ও অঞ্জনদেবী নামে এক কন্যা জন্মে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উক্ত দশ পুত্র অতীব দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পথে ঘাটে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেন এবং অন্ধকবেণ্হু-দাসপুত্তা নামে খ্যাত হন। তাঁহাদের মাতুল রাজা কংস গোপনে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য নানারূপ ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। চানুর ও মুট্ঠিক নামে দুই জন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য দশ ভ্রাতাকে আহ্বান করা হইল। দশ ভ্রাতা রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সুগন্ধিদ্রব্যের বহু দোকান লুণ্ঠন করিলেন। বলদেব উভয় মল্লকেই বধ করিলেন। মৃত্যুকালে মুট্ঠিক যক্ষ হইয়া জন্মিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া পরে যক্ষ হইয়া কাল.মত্তিয়-বনে জন্মগ্রহণ করে। রাজার লোকেরা যখন দশ ভ্রাতাকে ধরিবার চেষ্টা করিল, তখন বাসুদেব এক চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই চক্র রাজা কংস ও তাঁহার ভ্রাতা রাজপ্রতিনিধি উপকংসের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। সমবেত জনমণ্ডলী ভীত হইয়া দশ ভ্রাতাকে তাঁহাদের রক্ষক হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। তদবধি দশ ভ্রাতা অসিতঞ্জনে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। অসিতঞ্জন্ হইতে তাঁহারা সমস্ত জম্বুদ্বীপ-জয়ে বাহির হইলেন। তাঁহারা অযোধ্যার রাজা কাল.সেনকে বন্দী করিয়া অযোধ্যা এবং ঋষি কণ্হ-দীপায়নের সহায়তায় দ্বারবতী জয় করেন।

এই ভ্রাতৃগণ দ্বারবতীকে রাজ্যের রাজধানী করিয়া সমগ্র রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন, কিন্তু ভগিনী অঞ্জনদেবীর কথা ভুলিয়া গেলেন। যখন তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন, তখন অঙ্কুর ভগিনীকে নিজের অংশ দিয়া বাণিজ্যে গমন করিলেন।

ক্রমে দশ ভ্রাতার বহু পুত্র ও কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ এক দিন কণ্হদীপায়নকে অপমান করেন। তাঁহারা একটী ছেলেকে স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া তাহার পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ কণ্হদীপায়ন অভিশাপ দেন যে, ইহার গর্ভে কিকরবৃক্ষের গ্রন্থি হইবে এবং তাহা বাসুদেবের বংশ নাশ করিবে। তাঁহারা ঋষির কথায় উপহাস করিয়া তাঁহাকে লাথি মারিলেন। সপ্তম দিনে সেই বালকের গর্ভ হইতে কিকরবৃক্ষের গ্রন্থি বাহির হইল। তাঁহারা উহা আগুনে পুড়াইয়া উহার ভস্ম নদীতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা হইতে নগরীর নিকটে একটী এড়কাগাছ জন্মিল। একদা রাজগণ সপরিবারে যখন নদীতীরে প্রমোদে ব্যস্ত ছিলেন তখন কৌতুক-যুদ্ধের জন্য সকলে এড়কাগাছের পাতা গ্রহণ করে; কিন্তু সেই এড়কার পাতাগুলি অভিশাপবশতঃ অস্ত্রে পরিণত হইয়া সকলকে বিনষ্ট করিল। শুধু বাসুদেব, বলদেব, অঞ্জনদেবী ও তাঁহাদের পুরোহিত এক রথে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন।

পথে তাঁহারা কাল.মত্তিয় বনে উপনীত হইলে যক্ষ মুট্ঠিক মল্লবেশে বলদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করিল এবং মাংস-পিণ্ডে পরিণত করিয়া গ্রাস করিল। বাসুদেব অঙ্গান্তের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জরা নামক এক ব্যাধ বাসুদেবকে শূকরছানা মনে করিয়া তীরবিদ্ধ করে, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অঞ্জনদেবী ভিন্ন সকলেই এইরূপে মারা যান।

কুম্ভ-জাতকে বর্ণিত আছে, অন্ধকবেণ্হুগণ অতিরিক্ত মদ্যপানে মারা গিয়াছিলেন।—জা° ৪. ৭৯ই; ৫. ১৮॥ MDPP॥

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অন্ধকা, —জাতি-বি°। হংসবতীর এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জতুকন্নিক থের জন্মগ্রহণ করিলে যে সকল জাতি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসে, অন্ধকাজাতি তাহাদিগের অন্যতম।—অপদান ২. ৩৫৯। গোদাবরী-তীরে অন্ধকরট্ঠ নামক (রাজ্য) অবস্থিত ছিল; কবরী ইহার নিকটে বাস করিতেন। পরায়ন-বগ্গের বত্থুগাথায় (সুত্তনি° ৯৭৭) অস্সক ও অল.ক নামক যে দুই জনের কথা আছে, সুত্তনিপাতের অথকথায় (২. ৫৮১) তাঁহাদিগকে অন্ধক নৃপতি বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭. ১৮) পুলিন্দ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত ইহাদের উল্লেখ আছে। মহাভারত-মতে (১২. ২০৭. ৪২) পুলিন্দ, অন্ধ ও শবর জাতি দক্ষিণাপথের অধিবাসী। অশোকের সময়েও এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট্ স্মিথ সাহেবের মতে, অন্ধক পূর্বভারতে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী প্রদেশে বাস করিত।

[Vincent Smith : ZDMG, 56. 652f ; Burgess : ASR, W. India, ii. 132, iii. 54 ; MDPP]

অন্ধকা, —বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্প্রদায়-বি°। ইঁহারা থেরবাদ হইতে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। পুব্বসেলিয়, অপরসেলিয়, রাজগিরিক ও সিদ্ধত্থিক প্রভৃতি ভিক্ষুদল অন্ধকাসম্প্রদায়েরই শাখা। বুদ্ধঘোষের সময়েও এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী ছিল (কথাবত্থু° ৩৪)। সিংহলী মহাবংস অথবা দীপবংসে

বিশেষ সম্প্রদায়রূপে ইঁহাদের কোন উল্লেখ নাই; মহাবংসে পুব্বসেলিয়, অপরসেলিয়, রাজগিরিক ও সিদ্ধথিক প্রভৃতিকে অন্ধকা হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে (৫. ১২ই°)। অন্ধকা-সম্প্রদায়ের কতকগুলি বিশিষ্ট মত ছিল।—কথাবথু ৩৪ই°।

অন্ধকার—[অন্ধ + √কৃ + অন্ কর্তৃ] হিঁ° আঁধার, অন্ধেরা, অন্ধীয়ারা; ম° অংধার; প্রা° অন্ধয়ার; পৈ° অধার; বা° আঁধার; প° অন্হেরা] ১ ক্লী°, তেজঃসামান্যাভাব, আঁধার ॥ ভাষাপ° ॥ পর্যায়— ১ ধ্বান্ত, ২ তমিস্র, ৩ তিমির, ৪ তম ॥ অম° শব্দ° ॥ ৫ ভূচ্ছায় ॥ রাজনি° শব্দ° ॥ ৬ মহান্ধকারে অন্ধতমস, ৭ সর্বব্যাপকান্ধকারে সন্তমস ও ৮ অল্পান্ধকারে অবতমস ॥ অম° ॥ গুণ—ভয়দৃষ্টিতেজোঽবরোধকারিত্বম্। তিক্তত্বম্। সর্বব্যাধিকরত্বঞ্চ।—রাজবল্লভ ॥ শব্দ° ॥ 'লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্'—কুমার° ১. ১২; রঘু° ২. ৪৬। ২ [বা°] অপ্রফুল্লভাব, রুক্ষতা, নীরসতা। ~ময়—[অন্ধকার-প্রাচুর্যে ময়ট] প্রচুরান্ধকার ॥ বাচ° ॥

অন্ধকার₂—১ ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি দ্যুতিমানের সপ্তপুত্রের অন্যতম। নামান্তর—অন্ধকারক স্বনামীয় বর্ষের অধিপতি।—কূর্মপু° পূ° ৩৯. ২১। ২ সিংহলের একটী গ্রাম। রাজা চতুর্থ অগ্‌গবোধি থের দাঠাসিবের জন্য 'মূল গৃহ' নির্মাণ করিয়া তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন—ইহা সেগুলির অন্যতম।—চূলব° ৪৬. ১২ ॥ MDPP ॥ ~বগ্‌গ—বৌদ্ধ 'ভিক্ষুনীবিভঙ্গে'র পাচিত্তিয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়।—বিনয়° ৪. ২৬৮-৭১ ॥ MDPP ॥ ~সুত্ত—সংযুক্ত-নিকায়ের একটী সুত্ত (৫. ৪৫৪-৫)। সৌরমণ্ডলের বহির্ভূত অন্ধকার হইতেও অনিষ্ট-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা অধিকতর ভয়াবহ, তাহা ইহাতে বলা হইয়াছে ॥ MDPP ॥

অন্ধকারক—১ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থিত রত্নগিরিবি°।—মৎস্যপু° ১২২. ৮১; মহা° ৬. ১২. ১৮; বিষ্ণুপু° ২. ৪-৫০; লিঙ্গপু° ৫৪. ১৬। ২ ক্রৌঞ্চদ্বীপস্থ বর্ষবি°।—মৎস্যপু° ১২২. ১৫। [ক্রৌঞ্চ দ্র°] ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও দ্যুতিমানের পুত্র। নামান্তর—অন্ধকার [অন্ধকার₂ দ্র°]।—লিঙ্গপু° ৪৬. ২৮; বিষ্ণুপু° ২. ৪. ৪৮।

অন্ধকরু—ক্রোষ্টু-পুত্র অন্ধকের পুত্র।—ব্রহ্মপু° ১৪. ৩।

অন্ধকারবাদ—ন্যায়গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—নৃসিংহ শাস্ত্রী।—Opp. ii. 4462 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্ধকূপহত্যা (Black Hole Tragedy)—নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা-কর্তৃক শতাধিক ইউরোপীয়কে নৃশংসভাবে হত্যার কাহিনী বলিয়া কথিত। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা ১৭৫৬ খ্রী° ২০শে জুন রাত্রে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের একটী অন্ধকার বন্দিগৃহে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া থাকেন।

সিরাজের উপর তাঁহার মাতামহ ও পূর্ববর্তী নবাব 'অলীবর্দী খাঁর উপদেশ ছিল, যাহাতে ইংরেজ বণিক্‌গণ কলিকাতার নিকট দুর্গ প্রতিষ্ঠা ও সেনা-সমাবেশ করিতে না পারে সেদিকে সিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। এজন্য, সিংহাসনলাভের পর হইতেই তিনি ইংরেজ বণিক্‌দের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখেন। ইতঃমধ্যে ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হন। নবাব এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া কলিকাতায় ইংরেজ বণিক্‌দের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য আদেশ দেন। ইংরেজ বণিকেরা সে আদেশ অমান্য করিল। এছাড়া নবাব শুনিলেন যে, ইংরেজেরা কলিকাতার দুর্গের সংস্কার করিতেছে এবং নগরীর চারি দিকে গড় নির্মাণ করিয়া নগরীকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। নবাব ড্রেক সাহেবকে ইহাও করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু ড্রেক সাহেব নগরীতে গড় নির্মাণের ব্যাপারও অস্বীকার করিলেন। নবাব তখন কাশিমবাজারের ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করেন এবং সেখানকার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ ও অপরাপর কর্মচারীদের বন্দী করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন।

নবাবকে কলিকাতা-আক্রমণ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরাও নানাভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নবাবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় কলিকাতা রক্ষার জন্য তাঁহার অভিযান প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরেজরা নবাবের টান্নার দুর্গ অবরোধের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তদনন্তর কৃষ্ণদাস ও অমিচাঁদ বা আমীরচাঁদ তাঁহাদের হাতে বন্দী হন। এদিকে চিৎপুর-গড় ও উহার সেতুর নিকট নবাবের সৈন্য আসিয়া পড়িল। সেখানে ইংরেজদের কাছে বাধা পাইয়া তাহারা কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিক্ দিয়া নগরীতে প্রবেশপূর্বক দুর্গের সম্মুখীন হইল। ইংরেজরা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইতঃমধ্যে নৌকাযোগে পলায়নের ব্যবস্থা করা হয়। নারী ও শিশুদের নৌকাযোগে জাহাজে পাঠান হইল এবং ড্রেক সাহেব পলাইয়া ফল্‌তার কাছে জাহাজে গিয়া উঠিলেন। এই সময় হলওয়েল নামক এক জন ইংরেজ এই দুর্গের মধ্যে ছিলেন, ড্রেক সাহেবের পলায়নের সুযোগ লইয়া তিনি দুর্গের অধিনায়ক হইয়া ওঠেন। হলওয়েলকে লইয়া ১৭০ জন ইংরেজ সেই দুর্গে ছিল; এছাড়া কয়েক জন আর্মে-

নিয়ান্ ও পর্তুগীজও ছিল। হলওয়েল আত্মরক্ষায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হন এবং নবাবের সৈন্যেরা দুর্গ দখল করিয়া সকলকে বন্দী করে। সেই সংঘর্ষে কয়েক জন গুরুতর আহতও হইয়াছিল। নবাব দুর্গে আসিয়া বন্দীদের মুক্তি দেন, এমন কি বন্দী কৃষ্ণদাস ও অমিচাঁদকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি পাইয়া ইংরেজ বন্দীদের মদ্য পান করিবার আগ্রহ তীব্র হইয়া ওঠে। তাহারা কোম্পানীর কর্মচারীদের পরিত্যক্ত গৃহসকল হইতে মদ্য সংগ্রহপূর্বক তাহা পান করিয়া নেশার বশে হিতাহিত জ্ঞানবর্জিত হইয়া পড়িল। পানোন্মত্ত হইয়া তাহারা নবাবের সৈন্যদের প্রহার করিতে থাকে। নবাব এই সংবাদ পাইয়া মত্ত ইংরেজদের বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন এবং সেনাপতি মানিকচাঁদের উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন মত্ত ইংরেজদের ধরিয়া একটী ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই ঘরে কয়েক জন আহত সৈন্যকেও রাখা হইয়াছিল। তখন আষাঢ় মাস, প্রচণ্ড গরম, তদুপরি অত্যধিক মদ্যপানজনিত উন্মত্ততায় কয়েক জন আহত সৈনিকের মৃত্যু ঘটে।

এই সামান্য ব্যাপারকে পল্লবিত করিয়া হলওয়েল এক অস্বাভাবিক নৃশংস হত্যালীলার ঘটনায় পর্যবসিত করেন। তিনি লিখিলেন, একটী ১৮´× ১৪´ ১০´´ ঘরে ১৪৬ জনকে বন্দীকে ঠাসিয়া পুরিয়া রাখিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রচণ্ড গরমে, পিপাসায়, ভীষণ গাদাগাদিতে এবং শ্বাসরোধে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়, পর দিন সকালে মাত্র ২৩ জন প্রাণ লইয়া বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল। অন্যান্য কয়েক জনও নানারূপ বৈষম্যমূলক বিবরণ দিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাদের বর্ণনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাই এখন বিচার্য। *

১৭৫৬ খ্রী° জুন মাসের কোনও এক তারিখে জন গ্রে-(জুনিয়র) কর্তৃক লিখিত নবাবের কলিকাতা-অধিকারের কাহিনীতে সর্বপ্রথম অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পত্রের তারিখ নাই। এই পত্রখানি ওয়াট্ ও কোলেট্ সাহেব কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের নিকট যে পত্র লেখেন তাহার সহিত প্রেরিত হয়। অর্মের সংগৃহীত পত্রাদি সংগ্রহে (Orme Mss. India, vii. pp.-1802-8) মূল পত্রের তারিখ ৩রা জুলাই; কিন্তু এই পত্রে ৬ই জুলাই লিখিত ড্রেক ও তাঁহার ফল্‌তা কাউন্সিলের পত্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং হিলের মতে ইহার তারিখ ১৬ই জুলাই, কিন্তু গ্রের পত্রের তারিখ-সম্বন্ধে হিল কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। মনে হয়, এই পত্রখানি জুন মাসে লিখিত হয় নাই। এই পত্রে গ্রে সাহেব বলিতেছেন—অন্ধকূপে যাহাদের আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ১৪৬, ইহাদের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু হয় (Hill, i. 108)। এই ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যুকাহিনীই শেষ বিবরণ এবং ইহাই এযাবৎকাল প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত হলওয়েল-প্রমুখ প্রথম সংবাদদাতারা বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন।

৯ই নভেম্বর তারিখে ফোর্ট সেন্ট্ জর্জের সিলেক্ট কমিটির আলোচনায় ব্যবহৃত একখানি ৩রা জুলাই তারিখের পত্রে (Hill, i. 48-53) অন্ধকূপহত্যার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু এই পত্রের লেখক এক জন ফরাসী; ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় নাই। কাহার নিকট হইতে তিনি অন্ধকূপহত্যার কাহিনী শুনিলেন তাহাও

* অন্ধকূপহত্যা-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে বহু ঐতিহাসিক বহু আলোচনা করিয়াছেন: তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং জে. এ. লিট্‌লের নাম উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়বাবু তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থে অন্ধকূপহত্যা যে হলওয়েল সাহেবের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে ডক্টর ভোলানাথ চন্দ্র 'কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—It is little better than a bogy against which was raised an uproar of pity. ১৯১৫ খ্রী° Bengal Past and Present-এর ১১শ খণ্ডে লিট্‌ল সাহেব অন্ধকূপহত্যার কাহিনীকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-মহলে বহু বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ১৯১৬ খ্রী° ২৪শে মার্চ W. K. Firminger-এর সভাপতিত্বে এশিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে Calcutta Historical Society-র এক বিতর্ক-সভা হয়; উহাতে অন্ধকূপ-হত্যার বিপক্ষে অক্ষয়বাবু ও লিট্‌ল সাহেব এবং পক্ষে অধ্যাপক ওটেন্ সাহেব আলোচনা করেন। পরে আরও কয়েক জন ঐতিহাসিক এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৩৩৮ বঙ্গ° ফাল্গুন সংখ্যা হইতে 'মাসিক বসুমতী'তে নিখিলনাথ রায় তাঁহার 'সিরাজ ও ইংরেজ' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় ১৩৪৬ বঙ্গ° জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অন্ধকূপহত্যা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সম্প্রতি অন্ধকূপহত্যা-স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ-আন্দোলনের সময়েও এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রে আলোচনা হইয়াছে।

সিরাজের সমসাময়িক ভারতীয় ঐতিহাসিক সৈয়দ গুলাম হুসেন, ও গুলাম হুসেন সলেমীর যথাক্রমে রচিত 'মুতাক্ষরীন' ও 'রিয়াজ্-উস্-সলাতিন' গ্রন্থ এবং 'মুজফ্‌ফরনামা' নামক ঐ সময়েই রচিত আর একটী গ্রন্থ এ-বিষয়ের সমাধানে বিশেষ সহায়ক। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Robert Orme ও Edward Ives তৎকালে মাদ্রাজে 'ফোর্ট সেন্ট জর্জে' কর্মচারী ছিলেন এবং J. Z. Holwell স্বয়ং অন্ধকূপে বন্দী ছিলেন। Orme, S. C. Hill, Rev. J. Long ও J. T. Wheeler-এর সংগৃহীত পত্রাদি হইতে এই সময়ের বহু ঐতিহাসিক রহস্য জানা যায়। এতদ্ব্যতীত Malleson, Busteed, C. R. Wilson-প্রমুখ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের রচিত ইতিহাসও এই রহস্য-সমাধানে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে।

জানা যায় না। এই পত্রলেখক প্রত্যক্ষদর্শী নহেন।

৮ই জুলাই কাশিমবাজার কুঠী হইতে সাইক্‌স্ সাহেব হলওয়েলের পত্রের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠান। এই বিবরণকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলা যাইতে পারে। ইহাতে সাইক্‌স্ বলিয়াছেন যে, নবাবের সৈন্যদের সহিত তাঁহাদের দুই দিন অবিরাম যুদ্ধে তাঁহাদের পক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ২৫ জন হত ও ৭০ জন আহত হইয়াছিল। দুর্গে আসিয়া নবাব দেখিলেন, কোম্পানীর নিযুক্ত কর্মচারী (covenanted servants), সৈন্য ও সেনানায়কগণকে (officers) লইয়া মোট ১৬০ জন দুর্গে আছে। তাহাদিগকে অন্ধকূপ নামক একটী স্থানে রাখা হইল। স্থানটী এত সঙ্কীর্ণ যে, পর দিন প্রাতে দেখা গেল শ্বাসরোধে ১১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। —Hill, i. 61-2.

অন্ধকূপহত্যার বহু দিন পরে অর্মে সাহেবকে ক্যাপ্‌টেন মিল্‌স একটী পকেট-বুক পাঠাইয়াছিলেন—ইহা দৈনন্দিন রোজনামচা-হিসাবে লেখা। ইহাতে ৭ই জুন হইতে ১লা জুলাইএর ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা রোজনামচা-হিসাবে লেখা নয়, ইহা ঘটনার পরে লিখিত হইয়াছিল। অর্মে সাহেবকে ইতিহাসের উপাদান যোগাইবার জন্যই এই পকেট-বইএর সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। এই পকেট-বইএ লিখিত আছে—দুর্গে যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে অনেককেই অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু লইয়া মোট ১৪৪ জন, তাহাদের মধ্যে ১২০ জনের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়। মিল্‌স মৃতদিগের অনেকের নাম করিয়াছেন।—Hill, i. 40 5.

প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণসমূহের মধ্যে ১৭৫৭ খ্রী° জুন মাসে London Chronicle পত্রে কয়েকটী বিবরণ বাহির হইয়াছিল; সেগুলির মধ্যে একটী বিবরণে (Hill, iii. 71) লেখক নিজেকে এক জন প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্ধকূপগৃহ হইতে জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগত ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিবরণ-অনুসারে ১৭০ জনকে অন্ধকূপগৃহে আবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং পর দিন প্রাতে জীবিত ছিল ১৬ জন। কিন্তু এই ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হয় নাই। অপর এক জনের বিবরণে (Hill, iii. 74) বন্দীর সংখ্যা ১৭৫ ও জীবিতের সংখ্যা ১৬। আর একটী বিবরণ দিয়াছেন W. Tooke নামক এক ব্যক্তি। ১৭৫৬ খ্রী° ১৬ই নবেম্বর ইনি বিবরণ দেন। ইঁহার বিবরণে (Hill, i. 293) বন্দীর সংখ্যা ১৪৭ এবং পর দিন প্রাতে জীবিতের সংখ্যা ২৩। আর একটী বিবরণেও (Hill, iii. 71-2) অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, প্রত্যক্ষদর্শীদিগের মধ্যে জন গ্রে (জুনিয়র), হলওয়েল, ক্যাপ্টেন মিল্‌স, টুক ও London Chronicle-এ প্রকাশিত বিবরণের লেখক-ত্রয় অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লিখিয়াছেন।

হলওয়েল সাহেব সর্বসমেত চারিটী বিবরণ দিয়াছেন। হলওয়েলের পূর্বোক্ত বিবরণ তাঁহার প্রথম বিবরণ। তাঁহার দ্বিতীয় বিবৃতি ১৭৫৬ খ্রী° ১৭ই জুলাই মুর্শিদাবাদ হইতে তিনি বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলে প্রদত্ত পত্রে প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—'আমাকে ও অন্যান্য বন্দী-দিগকে লইয়া ১৬৫ বা ১৭০ জনকে নির্বিচারে অন্ধকূপ নামক দুর্গের একটী ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে নবাব-কর্তৃক আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়; পর দিন প্রভাতে সেই বন্দী-দিগের মধ্যে মাত্র ১৬ জন জীবিত ছিল।' তৃতীয় বিবরণ হুগলী হইতে ফোর্ট সেন্ট-জর্জের কাউন্সিলে লিখিত। ইহাতে তিনি প্রথম পত্রে প্রদত্ত সংখ্যার সংশোধন করিয়া বন্দীর সংখ্যা ১৪৬ ও মৃতের সংখ্যা ১২৩ দিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাতে তিনি পূর্বে নবাবের সৈন্যদিগের দ্বারা তাঁহারা অন্ধকূপে বন্দী থাকিবার সময় যে নিষ্ঠুরতার চিত্র দিয়াছিলেন সে-কথা প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, নবাব ইচ্ছা করিয়া এরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড করেন নাই, এতগুলি লোককে মুক্ত অবস্থায় রাখা অনুচিত বিবেচনায় নবাব তাঁহাদিগকে বন্দী রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। —Hill, i. 186. চতুর্থ পত্র ১৭৫৭ খ্রী° ২৮শে ফেব্রুয়ারী সাইরেন শ্লুপ হইতে উইলিয়ম ডেভিসকে লিখিত। উহাতেও অবশ্য বন্দীর সংখ্যা ১৪৬ ও মৃতের সংখ্যা ১২৩।—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: সিরাজদ্দৌলা, ৩য় সং, ১৮৭।

২৫শে জুন তারিখে চন্দননগরের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মশিয়ে রেনো মশলি-পত্তনে যে পত্র লেখেন তাহাতে দেখা যায়, ইংরেজরা পূর্বাহ্ণে কর্মচারী ও বিশিষ্ট নগর-বাসীদের স্ত্রীলোকদের জাহাজে পাঠাইয়া দিয়া-ছিল। নবাব-কর্তৃক দুর্গ অধিকারকালে যাহারা দুর্গে ছিল তাহাদিগের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করা হয় নাই। কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মাত্র বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।—Bengal Past & Present, xii. অতঃপর ২রা জুলাই চন্দননগর হইতে ওয়াট ও কোলেট সাহেব ফোর্ট সেন্ট জর্জে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন—হলওয়েলকে দুর্গে বন্দী করা হইয়াছে এবং এখনও তিনি কারারুদ্ধ আছেন, অন্যান্য কর্মচারীদের সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই।—Hill, i. 47. ৩রা জুলাই তারিখে চন্দননগর হইতে লিখিত একটী পত্রে যুদ্ধের স্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিলে ইংরেজেরা পলায়নের চেষ্টা করে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে অনেকে জাহাজে আশ্রয় লইতে গিয়া জলমগ্ন হইল। প্রথম দুই দিন স্বেচ্ছাচারে ও কোন কোন স্থান বলপূর্বক অধিকার করিলে যেমন ঘটিয়া থাকে সেইরূপ বিশৃঙ্খলায় কাটিয়া গেল, কেবল নরহত্যা হয় নাই। কারণ, মুসলমানগণ নিরস্ত্র ব্যক্তিকে হত্যা করিতে

অভ্যান্ত নহে। প্রায় ১৬০ জন ইউরোপীয় দুর্গমধ্যে ছিল, তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করা হয়। কক্ষটী এত ক্ষুদ্র যে, এত লোককে উহার মধ্যে রাখায় সেই রাত্রেই ১২৩ জন দারুণ গ্রীষ্মে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল।—Hill, i. 50. এই পত্রলেখক এক জন ফরাসী, তবে তাঁহার নাম বা কোথা হইতে তিনি এই কাহিনীটী জানিয়াছেন তাহা জানা যায় না। তিনি এই পত্রে ওয়াট্ ও কোলেটের নাম করিয়াছেন।

৭ই জুলাই তারিখে মশিয়ে ভার্নে মশিয়ে লাতুরকে একটী পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, পাঁচ দিন অবরোধের পর নবাব কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। গভর্নর ড্রেকের অসদাচরণের জন্যই এই পরিণতি ঘটিয়াছিল। ড্রেক আক্রমণের অছিলায় দুই শতাধিক বাছাই সৈন্য লইয়া জাহাজে গিয়া ওঠেন; পূর্বদিনেই সমস্ত স্ত্রীলোককে ও অধিকাংশ ধনরত্ন জাহাজে পাঠান হইয়াছিল। যাহারা দুর্গে পড়িয়া রহিল তাহারা নবাবের দুর্গ অধিকারের পর তাঁহার সৈন্যগণ-কর্তৃক নিহত হইতে থাকে, কিন্তু নবাব তাহা বন্ধ করিয়া দেন।—Hill, i. 60. ১০ই জুলাই তারিখে প্রুশিয়ান কুঠীর অধ্যক্ষ জন ইয়ং সাহেব রোজার ড্রেককে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি হলওয়েলের নিকট হইতে যে অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দেন। কিন্তু হলওয়েল ১৬ই জুলাই মুকসুদাবাদ হইতে মুক্তি পান, সুতরাং এই পত্র ১৬ই জুলাইএর পূর্বে কিছুতেই লিখিত হইতে পারে না। এছাড়া হলওয়েলের ১৭ই জুলাইএর পত্রের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই, ৩রা আগস্ট লিখিত পত্রের সহিত কতকটা মিল আছে। সুতরাং এই পত্র ১৭ই জুলাই হইতে ৩রা আগস্টের মধ্যে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ক্যাপ্টেন গ্রান্ট জাহাজে ড্রেকের সহিত পলাতকদের [.অন্যতম। তিনি দুর্গ পরিত্যাগের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শি-হিসাবে এবং অধিকারের পরবর্তী ঘটনা শুনিয়া ১৩ জুলাই তারিখে একটী বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে রাত্রে ১৬ ফুট সমচতুষ্কোণ অন্ধকূপ নামক একটী স্থানে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইউরোপীয়, পর্তুগীজ ও আর্মেনীয়ান লইয়া তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় দুই শত; তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আহত ছিল। আহত সৈনিকদের কথা জন ইয়ংও বলিয়াছেন। যাহা হউক, গ্রান্ট বলেন—এই সঙ্কীর্ণ কারাগৃহে তাহাদিগকে (বন্দীদিগকে) এত গাদাগাদি করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, উত্তাপ ও শ্বাসরোধে পর দিন সকাল পর্যন্ত ১০ জনের অধিক জীবিত ছিল না।—Hill, i. 73-89.

চন্দননগর হইতে ওয়াট্ ও কোলেট কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরের নিকট একটী পত্র লেখেন। অর্মের পত্র-সংগ্রহে (Orme Mss. India, vii. pp. 1802-8) এই পত্রের তারিখ আছে ৩রা জুলাই, কিন্তু এই পত্রে ড্রেক ও ফল্‌তার কাউন্সিল-কর্তৃক লিখিত ৬ই জুলাইএর পত্রের উল্লেখ আছে। হিল সাহেবের মতে এই পত্রের তারিখ ১৬ই জুলাই। এই পত্রে বলা হইয়াছে যে, গভর্নর প্রভৃতি দুর্গ ত্যাগ করিলে সৈনিকেরা নায়কবিহীন হওয়ায় মদ্যপ ও অসংযত হইয়া পড়ে। মুসলমানগণ তাহাদিগকে বন্দী করিয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষে পুরিয়া রাখে। এই বন্দীদের সংখ্যা ১৪৬, কিন্তু পর দিন প্রাতে তন্মধ্যে ১২৩ জনেরই শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। এই পত্রখানির কিছু রহস্য আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ ওয়াট্ ও কোলেটের ২রা জুলাইএর পত্রে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ পর্যন্ত নাই। হলওয়েল মুকসুদাবাদ হইতে নৌকাযোগে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ১৭ই জুলাইএর পত্রে অন্ধকূপের বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৬৫ বা ১৭০; কিন্তু হুগলী হইতে ৩রা অগস্ট তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে উহা ১৪৬এ নামিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, হলওয়েল চন্দননগরে আসিয়া ওয়াট্ ও কোলেটের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার সংখ্যা কমাইয়াছিলেন।

১৯শে জুলাই তারিখে ড্রেক সিরাজের কলিকাতা-অধিকারের একটী বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি সিরাজের কার্যকলাপে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হলওয়েল হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সৈনিক লইয়া প্রায় দুই শত জনকে কোনরূপ অনুকম্পা না করিয়া প্রায় বায়ুচলাচলহীন অন্ধকূপ নামক একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই সেখানে অনেক আহত সৈনিককেও রাখা হইয়াছিল। প্রচণ্ড উত্তাপে ও ক্ষতের দুর্গন্ধে পর দিন সকাল ৭টার মধ্যে অধিকাংশ বন্দীই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়—২৫ জনের বেশী জীবিত থাকিতে পারে নাই।—Hill, i. 137, 160-1. জুলাই মাসের কোন এক তারিখে অর্মে সাহেবকে উইলিয়ম লিণ্ডসে সিরাজের কলিকাতা-অধিকারের বিবরণে বলেন—প্রায় দুই শত জনকে অন্ধকূপে রাত্রি ৯টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত বদ্ধ রাখা হইয়াছিল। যখন দরজা খোলা হইল তখন ২০।২৫ জন মাত্র জীবিত ছিল। লিণ্ডসে আপনাকে জীবিতদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়াছেন।—Hill, i. 168-9. ইহার পর ২৯শে অগস্ট তারিখে চন্দননগরের অধ্যক্ষ মশিয়ে রেনো মশলিপত্তনে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে অন্ধকূপহত্যার কোন উল্লেখ নাই। ১৬ই সেপ্টেম্বর রেনো সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষ M. Le Verrier-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চন্দননগরে আশ্রয়প্রাপ্ত ইংরেজদিগের নিকট হইতে শুনিয়া অন্ধকূপহত্যার বিবরণ দিয়াছেন—প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে

একটী গুদামঘরে পুরিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকলেই মারা যায়।—Bengal Past & Present, xii.

গ্রের পত্রের তারিখ জুন মাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই পত্র জুন মাসে লিখিত হইতে পারে না। ক্যাপ্‌টেন মিলের নোট-বুক বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে, দুর্গ-অধিকারকালে এই পত্রের লেখক জুনিয়ার গ্রে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন (Hill, i. 44.)। তিনি প্রত্যক্ষদর্শী নহেন; তিনি হলওয়েল-প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবরণ শুনিয়া কাল্পনিক বিবরণ দেন। ক্যাপ্‌টেন মিলের ব্যাপারেও দেখা যায়, তাঁহার রোজনামচা অবসরমত লেখা হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণনায় পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু লইয়া ১৪৪ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয়। স্ত্রী ও শিশু না হইলে ১৪৪ সংখ্যা পূর্ণ হয় না, এজন্যই এই সংখ্যার উদ্ভাবনা। ১৭৫৭ খ্রী° জুন মাসে London Chronicle এ যে সমস্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলিতে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিলের নাম নাই, বরং দেখা যায়, সৌভাগ্যবশতঃ তিনি অন্ধকূপে আবদ্ধ হন নাই—মুসলমানগণ-কর্তৃক তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।—Hill, iii. 73.

৩রা জুলাইএ চন্দননগর হইতে লিখিত ফরাসী পত্রে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ আছে, কিন্তু ৯শে অগস্ট যে পত্র লেখেন তাহাতে অন্ধকূপের উল্লেখ নাই। আবার ২রা জুলাই ওয়াট্ ও কোলেট্ যে পত্র লিখিলেন তাহাতে অন্ধকূপের নামগন্ধ নাই; সহসা ৩রা জুলাই চিহ্নিত ফরাসীপত্রে দেখা গেল, অন্ধকূপে ১৬০ জন ইউরোপীয়কে বন্দী করা হইয়াছিল এবং তাহাতে ১৩২ জনের মৃত্যু হয়। ইহার পর, ৮ই জুলাই সাইক্‌স্ লিখিলেন, হলওয়েলের মতে ১৬০ জনকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করা হয় নাই—পর দিন প্রভাতে ১১০ জনের মৃত্যু হয়। ১৩ই জুলাই লিখিত গ্রান্টের পত্রে বন্দী-সংখ্যা ইউরোপীয়, পর্তুগীজ ও আর্মেনীয়ান লইয়া দুই শত, তন্মধ্যে ১০ জন মাত্র জীবিত ছিল।

১৭৫৭ খ্রী° যোশেফ এমিন্ নামক এক আমেরিকান্ বণিক্ কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তাঁহার পুত্র এমিন্ যোশেফ্ এমিন্‌কে লিখিয়া পাঠান —অসৎ সিরাজ-উদ্দৌলা তাঁহার বিরাট্ সৈন্য-বাহিনী লইয়া আসিয়া এক রাত্রে প্রায় ৪০ জন নির্দোষী ইংরেজকে হত্যা করেন। কলিকাতা লুণ্ঠন করা হয় এবং তাহাতে এমিন্ সাহেবের ১৬,০০০৲ টাকা ক্ষতি হয়। টমাস্ খোজামল নামক আর এক জন আমেরিকান্ বণিক্ ১৭৬৮ খ্রী° এলাহাবাদ হইতে প্রাচীন আমেরিকান্ ভাষায় একটী ভারতের ক্ষুদ্র ইতিহাস রচনা করেন; উহা ১৮৪৯ খ্রী° কলিকাতা হইতে Mosrovb Thalidan-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাতে খোজামল সাহেব অন্ধকূপহত্যার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সিরাজ সহসা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গটী ছোট ও প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং তন্মধ্যে অধিক সৈন্য না থাকায় আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল না। ইংরেজেরা অধিকাংশই একটী ছোট দরজা দিয়া গঙ্গায় বাহির হইয়া জাহাজে পলায়ন করে। যে কয় জন অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে লুণ্ঠনাদির পরে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে ঠাসিয়া আবদ্ধ করা হয়। সেই বন্দীদের মধ্যে সেই রাত্রে ১৫ জনের উপর সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছিল।

সমস্ত বর্ণনাগুলি অনুধাবন করিলে বর্ণনায় ও সত্যাসত্য-ব্যাপারে রীতিমত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, হলওয়েলেরই দ্বিতীয় পত্রের সহিত তৃতীয় পত্রের সমতা নাই। অধ্যক্ষ ড্রেকের মতে, কলিকাতা অবরোধকালে দুর্গে ৫১৫ জন অস্ত্রধারণক্ষম পুরুষ ছিল—২৩০ জন ইউরোপীয় ও ২৮৫ জন আর্মেনিয়ান ও পর্তুগীজ; ড্রেকের হিসাবে ২৩০ জন ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩৬ জন ওলন্দাজ ও ১৯০ জন ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয়। লিণ্ড্‌সে সাহেব অর্মে সাহেবকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে অনুরূপ হিসাব আছে। S. C. Hill-সঙ্কলিত Bengal in 1756-7-এর ৩য় খণ্ডের ৪১৫-৬ পৃষ্ঠায় সর্বসমেত ৪২৫ জনের হিসাব আছে।

গভর্নর ড্রেক্ চলিয়া যাইবার সময় প্রায় দুই শত বাছাই সৈন্য লইয়া যান, সুতরাং অবশিষ্ট প্রায় দুই শতাধিক লোক দুর্গে থাকে (Hill, iii. 167)। গ্রাণ্টের মতে, ড্রেক চলিয়া যাইবার পর ৩০ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ জন ইউরোপীয় শত্রুর গুলিতে নিহত হয় (Hill, i. 88)। হলওয়েলও বলেন—২০শে দ্বিপ্রহরের বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ২৫ জন নিহত ও ৭০ জনের অধিক আহত হইয়াছিল, সঙ্গের লোকের (train) মধ্যে মাত্র ১৪ জন অবশিষ্ট ছিল (Hill, i. 114)। গ্রের বর্ণনা হইতে জানা যায়, ৫৬ জন ওলন্দাজ দুর্গ অধিকারের পূর্বে পলায়ন করিয়াছিল। গ্রাণ্টের বর্ণনানুযায়ী এবং আরও অনেক পত্রে জানা যায়, দুর্গ অধিকারকালে বহু ইংরেজ সৈনিক নিহত হইয়াছিল। মিলের পকেট-বুকে দুর্গ অধিকারকালে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৫ জন ইউরোপীয়ের উল্লেখ আছে। London Chronicle-এর একটী তালিকায় (Hill, iii. 71-2) অন্ধকূপে যাহাদিগকে বন্দী করা হয় নাই তাহাদের মধ্যে ক্যাপ্‌টেন মিল ও জর্জ গ্রে (জুনিয়র)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রাণ্ট দুর্গ অধিকারকালে মুসলমানগণ কর্তৃক বহু সৈনিক নিহত হইবার কথা স্বীকার করিয়াছেন। এই সমুদয় উক্তির সামঞ্জস্য করিতে গেলে খুব অল্প সংখ্যক লোককেই অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকিবার মত অবশিষ্ট দেখা যায়। বোধ হয়, এজন্যই মিল সাহেব পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু লইয়া

১৪৪ জন ধরিয়াছেন। কিন্তু এই মিলের নিজের ব্যাপারেই যথেষ্ট সমস্যা আছে।

হলওয়েল তাঁহার শেষ বিস্তারিত পত্রে মিসেস্ ক্যারীর অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকিবার কথা লিখিয়াছেন, তিনি স্বামীর সহিত অন্ধকূপে প্রবেশ করেন। কিন্তু London Chronicle-এর দুইটী তালিকায় মিস্টার ক্যারীর যুদ্ধে নিহত হইবার কথা আছে (Hill. iii. 72, 104)। হলওয়েলের 'India Tracts' গ্রন্থে তিনি এই মিসেস্ ক্যারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। এই মহিলা তখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন; তাঁহার বয়স তখন ১৫ বৎসর মাত্র—তাঁহার মাতা, ভগিনী এবং অনেক নারী ও শিশু অন্ধকূপে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু হলওয়েল-প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শিগণ একথা সমর্থন করেন নাই। হলওয়েল ও ল' বলেন, এই রমণীকে নবাবের অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু এই রমণী সেকথা স্বীকার করেন নাই। আবার, মিস্ ক্যারী নাম্নী এক কুমারীকে ফল্‌তার জাহাজে আশ্রয় লইতে অনেক পত্রে দেখা যায় (Hill, iii. 26, 107)। হলওয়েলের তালিকায় জাহাজের নাবিকগণের মধ্যে ক্যারীর নাম আছে, কিন্তু অর্মের তালিকায় নাই। London Chronicle-এ প্রকাশিত হইয়াছে যে, নবাবের কলিকাতা অধিকারকালে যুদ্ধে ক্যারী নিহত হন। ক্যারীর সহিত আরও কয়েক জনের যুদ্ধে নিহতের নাম London Chronicle-এ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু হলওয়েল তাহাদের অন্ধকূপে নিহতের তালিকায় ফেলিয়াছেন। 'মুতাক্ষরীনে' দেখা যায়, দুর্গ অধিকারকালে যে কয় জন স্ত্রীলোক দুর্গে ছিল তাহাদিগকে নবাবের আদেশেই ফল্‌তায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অনেক পত্রেই দেখা গিয়াছে, মুসলমানেরা স্ত্রীলোকের অসম্মান করে না, শিশুর উপর অত্যাচার করে না, নিরস্ত্রকে হত্যা করে না। মুসলমানদের এই সৌজন্যের কথা বহু স্থানে বহু ইংরেজ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মিসেস্ ক্যারীর ব্যাপার লক্ষ্য করিলে অন্ধকূপে কোন রমণী ছিল বলিয়া মনে হয় না; কোন শিশুও বন্দী হয় নাই—ইহা হলওয়েলের অতিরঞ্জিত কাহিনী। মিলের বর্ণনার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ তিনি অন্ধকূপে ছিলেন না বা প্রত্যক্ষদর্শী নহেন বলিয়াই মনে হয়।

হলওয়েল তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে অন্ধকূপের বন্দিগণের মধ্যে কালা ও শাদা উভয় শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রাণ্ট বলিয়াছেন, দুই শত বন্দীর মধ্যে ইউরোপীয়, পর্তুগীজ ও আর্মেনিয়ান্ ছিল। কিন্তু উইলিয়ম ডেভিসকে ১৭৫৭ খ্রী° ৩০শে জানুয়ারী লিখিত মিসেস্ ম্যাসীর পত্র হইতে জানা যায়, দুর্গ অধিকারের পর আর্মেনীয়ান্‌দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। জন কুক এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিরাজ-কর্তৃক কলিকাতা অধিকার-ব্যাপারে তিনি যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গে এত অল্প সৈন্য দেখিয়া বিস্মিত হন। ড্রেকের প্রতি ছিল নবাবের সমধিক ক্রোধ। হলওয়েলকে তাঁহার নিকট হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় আনা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধনমুক্তির আদেশ দেন এবং সৈনিকোচিত অভয়বাক্যে বলেন যে, দুর্গবাসিগণের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না। তাহার পর নবাব মুক্ত প্রাঙ্গণে দরবার করেন। কৃষ্ণদাসকে (তাঁহাকে দুর্গ অবরোধকাল হইতেই ইংরেজগণকর্তৃক দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল) দরবারে আনা হইলে নবাব প্রকাশ্যে তাঁহাকে সম্মানসূচক শিরোপা প্রদান করেন। আর্মেনীয়ান্ ও পর্তুগীজগণকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহারা গৃহে ফিরিয়া যায়।

ইহা হইতে দুর্গে তখন পর্তুগীজ ও আর্মেনীয়ান্ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এদিকে ৫৬ বা ৩৬ জন ওলন্দাজ যদি পূর্বেই পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্ধকূপের বন্দীর সংখ্যা ক্রমশঃ নানা প্রমাণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়।

ইহার পর অন্ধকূপের আয়তনের প্রশ্ন আছে। হলওয়েলের মতে ইহার আয়তন ১৮′ × ১৮′ = ৩২৪ বর্গ ফুট। কুকের মতে আয়তন ১৮′ × ১৪′। কেহ কেহ আয়তন বলিয়াছেন ১৬′ × ১৬′। কিন্তু C. R. Wilson প্রমাণ করিয়াছেন (Old Fort William in Bengal, ii. 245), ইহার আয়তন ১৮′ × ১৪′ ১০″। অবশ্য R. R. Bayne ইহার দৈর্ঘ্য ১৭ ফুটের অধিক বলেন নাই (Old Fort William in Bengal, ii. 203)। যদি অন্ধকূপের আয়তন ১৮′ × ১৪′ ১০″ = ২৬৭ বর্গফুট হয় এবং তাহাতে যদি ১৪৬ জন লোককে ঠাসা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের জন্য কিছু কম ১. ১৫ বর্গফুট স্থান থাকে। এটুকু স্থানে কোন মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারে না।

১৭৫৬ খ্রী° ২২শে অগস্ট ফল্‌তায় ফিনিক্স জাহাজে ইংরেজ কাউন্সিলের যে পরামর্শ-সভা বসে তাহাতে গভর্নর ড্রেক, উইলিয়ম ওয়াট্‌স, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক ও হলওয়েল উপস্থিত ছিলেন। এই সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে দেখা যায়, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক নবাবের নিকট ১৫ তারিখে লিখিত একটী পত্রে যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয় ততক্ষণ সুবিধা ও বন্ধুপূর্ণ ব্যবহারের প্রার্থনা জানাইয়াছেন (Long's Selections from Unpublished Records of Government etc., i. 75)। যে নবাব অন্ধকূপহত্যার নায়ক তাঁহাকে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক এইরূপ পত্র লিখিতে পারেন না। ১৩ই জুলাই ফল্‌তার কাউন্সিল হইতে মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট জর্জে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহাতে অন্ধকূপহত্যার

নামোল্লেখ নাই। ১৭ই সেপ্টেম্বর ফল্‌তার কাউন্সিল হইতে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরে যে পত্র লেখা হয়, তাহাতে লেখা হইয়াছিল —The fort surrendered upon promise of their civil treatment of the prisoners. এই পত্রে অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই, যদিও স্বয়ং হলওয়েল ইহার স্বাক্ষরকারিগণের অন্যতম (Hill, i. 214-19)। সিরাজকে ক্লাইভ যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও অন্ধকূপহত্যার কথা পাওয়া যায় না। ১৭৫৭ খ্রী° ৯ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের (কলিকাতার—কলিকাতা অধিকার করিয়া সিরাজ তাহার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন—রিয়াজ-উস্ সলাতিন্, রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ দ্র°) সন্ধিতে এবং মীরজাফরের সহিত ৩রা জুন যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই।

সমসাময়িক দেশীয় ঐতিহাসিকদের গ্রন্থগুলিতেও অন্ধকূপহত্যার সন্ধান পাওয়া যায় না। রিয়াজে. সিরাজ-কর্তৃক কলিকাতা অধিকার করিয়া উহা লুণ্ঠন করিবার এবং উহার নাম আলিনগর রাখিয়া মাণিকচাঁদের উপর নগররক্ষার ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিবার উল্লেখ আছে (রামপ্রাণ গুপ্তের রিয়াজে-র অনুবাদ দ্র°)। মুতাক্ষরীনেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। উহাতে সিরাজের কলিকাতা আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার, অবস্থা সঙ্গীন বুঝিয়া ড্রেকের পলায়ন, দুর্গে যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদের বীরোচিত যুদ্ধ ও অনেকের মৃত্যুবরণ এবং অবশেষে অবশিষ্ট কয়েক জনের দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দী হইবার কথা আছে। নবাবের কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকের দ্বারা যথেচ্ছ লুণ্ঠনের কথাও উহাতে বলা হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকূপহত্যার কথা কোথাও নাই। উহাতে দেখা যায়, কাশিমবাজার-কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব অপর কয়েক জনের সহিত বন্দী হইয়া আটক ছিলেন। মুজ.ফরনামার বর্ণনাও মুতাক্ষরীনের অনুরূপ—উহাতেও অন্ধকূপহত্যার কথা নাই।

সমসাময়িক ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে Orme, Holwell ও Ivesএর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ করিয়াছেন। Orme এবং Ives হলওয়েল-প্রমুখ তথাকথিত অন্ধকূপ-বন্দিগণের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছেন বা যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান পাইয়াছেন, সেগুলিরই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

হলওয়েল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, নবাব অন্ধকূপহত্যা-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। প্রথম হইতে বন্দিগণের প্রতি নবাবের ব্যবহার পর্যালোচনা করিলে এ-বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। নানা প্রমাণ হইতে দেখা গিয়াছে যে, নবাব দুর্গে আসিয়া দুর্গবাসীদের সম্পূর্ণরূপে অভয় দিয়াছেন। তিনি বন্দী কৃষ্ণদাসকে মুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, আর্মেনীয়ান্ ও পর্তুগীজদিগকে মুক্তির অনুমতি দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বহু ইংরেজকেও মুক্তি দিয়াছেন। তবে হলওয়েল-প্রমুখ কয়েক জনকে বন্দী করিয়া রাখিবার কারণ আছে। কৃষ্ণদাস ঘসেটী বেগমের বহু ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়া ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার দুর্গে বন্দী ছিলেন। নবাবের সন্দেহ হয়, কৃষ্ণদাসের সমস্ত ধনরত্ন ইংরেজেরা অপহরণ করিয়াছে এবং হলওয়েল তাহার সন্ধান জানেন। এক জন ফরাসীও তাঁহার পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে, উক্ত ধনরত্নের মূল্য চারি কোটি টাকার উপর (Hill, i. 179-80)। নবাব হলওয়েলকে সেই অর্থের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু হলওয়েল তাহার সন্ধান জানিতেন না। তাঁহার কথায় নবাবের বিশ্বাস না হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করিয়াই রাখা হয়। হলওয়েল তাঁহার তৃতীয় পত্রে নবাবকে নির্দোষ বলিয়াছেন, কিন্তু হতভাগ্য নবাবের মৃত্যুর পর এই হলওয়েলই নিজ অর্থে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তাহাতে লেখেন—By the tyrannic violence of Surajud Dowla Suba of Bengal. মাত্র হলওয়েল নহেন, ক্লাইভও 'আলমগীর সানীকে যে পত্র লেখেন তাহাতেও তিনি স্বয়ং সিরাজকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেন। নবাবের জীবদ্দশায় ক্লাইভ জগৎ শেঠকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি অন্ধকূপহত্যা নবাবের কর্মচারীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সুবিধাবাদী ক্লাইভ ও হলওয়েল নবাবের উপর এই কলঙ্ক চাপাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়াই স্থির করা যায়; কারণ বহু প্রমাণে এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অন্ধকূপহত্যা ঘটিয়া থাকিলেও নবাব সে-বিষয়ে কিছুই জানিতেন না।

এখন অধিকাংশ দেশীয় ও দু-একটী বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, অন্ধকূপহত্যা মোটেই ঘটে নাই। তাঁহারা প্রমাণ-সমূহের অসঙ্গতি, পরস্পর-বিরোধী উক্তি এবং হলওয়েলের স্বভাবগত মিথ্যাভাষণের উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, একটা কিছু ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহা এমন কিছু বিশেষ ঘটনা নয় যাহাকে কোন রকমে বৈশিষ্ট্য দেওয়া যাইতে পারে—ইহা অতি সাধারণ ঘটনা। মনে হয়, কয়েকজন আহত মুমূর্ষুর সহিত কয়েক জন সুস্থ ব্যক্তিকে কোন একটী ঘরে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। আহত ব্যক্তিগণ পিপাসায় ও অত্যধিক উত্তাপে এবং চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—ইহাতেই হলওয়েল সাহেবের ও তাঁহার অনুচরবৃন্দের আক্রোশ হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা বলিলে ইহার গুরুত্ব আসে

না। সুতরাং পল্লবিত করিয়া ও নানা সলাপরামর্শের দ্বারা তাঁহারা এই ঘটনাকে এক বিরাট্ ব্যাপারে পরিণত করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নবাবের সহিত কলহ বাধাইবার দায়িত্ব বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট লঘু করা। ইংরেজ কোম্পানী বা গভর্নমেন্টের ব্যয়ে অন্ধকূপহত্যার কোন স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—হলওয়েল সাহেবই নিজ ব্যয়ে তাহা নির্মাণ করেন; এজন্য ইহা 'হলওয়েল-স্তম্ভ' নামেও পরিচিত হয়। কলিকাতা Customs House নির্মাণের সময় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহাতে কয়েক জন ইংরেজ এক আন্দোলন উপস্থিত করে। এই আন্দোলন প্রশমনের জন্য লর্ড কার্জন নিজ ব্যয়ে ঐ অলীক কলঙ্ক-স্তম্ভটীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভারতীয়েরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। গত অসহযোগ-আন্দোলনের সময় কয়েক জন হিন্দু যুবক এই স্মৃতিস্তম্ভটী ভাঙ্গিবার অভিযান করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। পুনরায় ৩রা জুলাই ১৯৪০ খ্রী° ইহার অপসারণের জন্য বাঙলায় আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে কলিকাতায় ইহা ভাঙ্গিবার জন্য আন্দোলন চলে। উহাতে সুভাষচন্দ্র বসু-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও বহু যুবক কারাবরণ করেন। অবশেষে স্তম্ভটী অপসারণ করা হইয়াছে।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অন্ধটঠকথা—বুদ্ধঘোষ যে সকল টীকা বা অথকথা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সেগুলির অন্যতম। দক্ষিণভারতের কাঞ্চী-পুরে (কাঞ্জীবরমে) ইহা প্রচারিত হইয়াছিল।—সমন্ত° ৪. ৭৪৭॥ MDPP॥

অন্ধত্ব—[অন্ধস্য ভাবঃ ভাবার্থে ত্ব] ক্লী°, দৃষ্টিশক্তির অভাব, চক্ষুহীনত্ব blindness. মানবের দৃষ্টিশক্তি নানা কারণে নষ্ট হইতে পারে। কেহ আংশিক, কেহবা পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারায়; কখনও বা একটী চক্ষু, কখনও-বা দুইটী চক্ষু পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি কখনও কখনও চক্ষুতে আলোর অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। চক্ষুর এই অবস্থাই অন্ধত্ব।

অক্ষিগোলকের, মস্তিষ্কস্থিত দৃষ্টিকেন্দ্রের (visual centre) অক্ষিগোলকস্থিত স্নায়ুগুচ্ছের (nerve tracts) ও রূপবহ স্নায়ুর (optic nerve) স্বাভাবিক সুস্থতার উপরেই দৃষ্টিশক্তি নির্ভর করে। চক্ষুর উক্ত বস্তুগুলির যে কোনটীর কোন রোগে বা আঘাতাদিবশতঃ ক্ষতি হইলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এই অঙ্গগুলির বিন্যাসে জন্মগত দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিরল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মের পরে জীবনের যে কোন সময়ে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে।

অন্ধত্বের কারণ বহুবিধ। অক্ষিগোলকে কোন কিছুতে আঘাত লাগিয়া উহার সূক্ষ্ম-বিন্যাস (delicate structure) যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে। একটী চক্ষু ক্ষতদুষ্ট হইলে উভয় চক্ষুও নষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগের ফলেও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে জন্মকালে চক্ষু দূষিত হইলে চক্ষুপ্রদাহ (ophthalmia) রোগ জন্মিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে পারে। বয়স্ক লোকেরও যে কোন বয়সে এইরূপ চক্ষুপ্রদাহ জন্মিয়া দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে দেখা যায়। অক্ষির যে কোন প্রধান অংশে প্রদাহ জন্মিতে পারে। অক্ষিপটে (retina-য়) প্রদাহ জন্মিলেও দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস পাইয়া একেবারে নষ্ট হওয়া সম্ভব। অক্ষিকক্ষে (orbit-এ) অর্বুদ (tumour) জন্মিয়াও অক্ষি-গোলক আক্রান্ত হয় এবং অনেক সময়ে বর্ধিত অর্বুদের চাপে অক্ষি-গোলক নষ্ট হইয়া যায়।

চক্ষুতে ছানি (cataract) পড়িলেও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়। ইহাতে পরকলা (lens) অনুজ্জ্বল হইয়া পড়ে। ইহা জন্মগতও হইতে পারে, তবে অধিকাংশ স্থলে বৃদ্ধ বয়সেই চক্ষুতে ছানি পড়িয়া থাকে। অস্ত্রোপচারদ্বারা ছানি কাটিয়া লইলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে ছানি পূর্ণমাত্রায় বা সম্পূর্ণরূপে না পড়িলে অস্ত্রোপচার করা যায় না।

অক্ষিপটে রক্তবহা ধমনীর কার্যে বাধা জন্মিলে হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে চিকিৎসায় বিশেষ ফল হয় না।

ধূসরমণ্ড (glaucoma) বা চোখে ঝাপ্সা-দেখা চক্ষুর এক প্রকার রোগ। ইহাতে অক্ষিগোলকের আভ্যন্তরীণ প্রসারণ (internal tension) বাড়িয়া যায়। ইহাতে পূর্ণ অন্ধত্ব জন্মিতে পারে।

ধূসরমণ্ড যদি তরুণ (acute) হয়, তাহা হইলে উহা একটী চক্ষু আক্রমণ করে; ইহাতে অক্ষি-গোলক হইতে ব্যথা সম্প্রসারিত হয়। ইহাতে প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে বমনও হয়। এই কারণে প্রথমতঃ অনেকে ইহা পাকস্থলী-সংক্রান্ত পীড়া (gastric attack) বলিয়া ভ্রম করেন। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়, কারণ ধূসরমণ্ড আক্রমণ করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অস্ত্রোপচার না করিলে অন্ধত্ব জন্মিতে পারে। চিরস্থায়ী ধূসরমণ্ড (chronic glaucoma) রোগে ধীরে ধীরে দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে; অনেকে ইহা ধরিতে না পারিয়া চশমার পরকলা ক্রমশঃ বদলাইতে থাকেন। যদি রাস্তার আলোয় গোলাকৃতি আলোর রেখা (halo) দেখা যায়, অথবা সকল সময়েই ঘরের ভিতর কুজ্ঝটিকা-আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে চিরস্থায়ী ধূসরমণ্ড বলিয়া সন্দেহ করিতে হইবে; এস্থলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করা বিধেয়।

রূপবহ স্নায়ুর শীর্ণতা-হেতু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে পারে অথবা উক্ত স্নায়ুপ্রদাহ হইতে পারে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া সম্ভব। মস্তিষ্কের অর্বুদ বা ফোড়া, মেনিন্‌জাইটিস্ (meningitis), মূত্রাশয়ের তীব্র পীড়া, কঠিন রক্ত-হীনতা (anaemia), বহুমূত্র, উপদংশ প্রভৃতি রোগে রূপবহ স্নায়ু আক্রান্ত হইতে পারে।

অধিক ধূমপান, নস্য ও দোক্তার অধিক

ব্যবহারেও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। সুরাপানও দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট করে। সুরাপায়ীর দৃষ্টিশক্তি আক্রান্ত হইলে সুরাপান ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন চিকিৎসায়ই ফল হয় না।

প্রতিকার—পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জগতে যতলোক অন্ধ হয় তাহাদের শতকরা ২০ জনের জন্ম-লাভের প্রথম বৎসরের কোন রোগ-হেতু এবং শতকরা দশ হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে কোন রোগ-হেতু অন্ধত্ব হইয়াছে। সুতরাং যদি শিশুদের চক্ষুর জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে অন্ধের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। অন্যান্য দেশে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বালক-বালিকাদের চক্ষু পরীক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন; কোন দোষ থাকিলে প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কয়েক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে যত্নশীল হইয়াছেন।

প্রায়ই যোজকত্বক্ (conjunctiva) এবং শুক্লমণ্ডলের (cornea) দোষ-হেতুই শিশুদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার ২১ দিনের মধ্যে যদি শুক্লমণ্ডলের প্রদাহরোগ (conjunctivitis) হয়, তাহা অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির; এই রোগের নাম ophthalmia neonatorum. ইহা হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিবার পূর্বেই উপযুক্ত স্নিগ্ধ দ্রাবক (lotion) দ্বারা চক্ষু ধৌত করা উচিত এবং চক্ষু সর্বদা পরিষ্কার রাখা বিধেয়। যদি প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চক্ষু হইতে কোনরূপ ক্ষরণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক।

শুক্লমণ্ডলে দুষ্টক্ষত হইলে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রথমেই প্রতিকার না করিলে শেষে অন্ধত্ব ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ, বিস্ফোটকের মত যে ক্ষত (phlyctenular) হয় তাহাই অধিক মারাত্মক। এই সঙ্গে প্রায়ই নাসিকার পশ্চাদ্বর্তী বিধানতন্তুসমূহের (adenoids) এবং টন্‌সিলের (tonsil) বৃদ্ধি দেখা যায়। শিশুর এই রোগ হইলে তাহাকে মুক্ত আবহাওয়ার জন্য গ্রামে রাখিয়া চিকিৎসা করা ভাল। অনেক সময়ে চক্ষুর শ্লৈষ্মিক আবরণে দানাদার অবস্থা বা পোথকী (trachoma) হইয়াও চক্ষু নষ্ট করিতে পারে।

কেরেটাইটিস্ (keratitis) রোগে শুক্লমণ্ডলে প্রদাহ জন্মে; ইহাতে পিতামাতার উপদংশ রোগ থাকিলে সন্তানে তাহা সংক্রমিত হয়। এই রোগে লোককে পূর্ণভাবে অন্ধ করিয়া দিতে পারে। অন্যান্য নানা রোগের আক্রমণেও অন্ধত্ব জন্মিতে পারে, এজন্য সকলেরই সতর্ক ও পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। বসন্ত রোগীর শতকরা ২৫ জনকে অন্ধ হইতে দেখা যায়। হামেও (measles) চক্ষুর অনিষ্ট করিতে পারে। অদূরদৃষ্টি (myopia) রোগেও ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ দুর্ঘটনায় বয়স্ক লোকেরই চক্ষু সহজে বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। কলকারখানায় কর্ম করিয়া অনেক লোকের চক্ষু নষ্ট হয়। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি জিনিস লইয়া খেলা করিতে করিতে শিশুদের এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়া সম্ভব। যাহারা কলকারখানায় কর্ম করে তাহাদের পক্ষে অক্ষিরক্ষণী চশমা (protective goggles) ব্যবহার করা উচিত। তাহা হইলে ধূলিকণা, অথবা কোন ধাতুকণা উড়িয়া চক্ষে পড়িতে পাড়িবে না। দৃষ্টি ঝাপসা হইয়াও অনেকে ধীরে ধীরে অন্ধ হইয়া পড়ে। যদি glaucoma হয়, তাহা হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। বয়স্ক লোকের উপদংশ-(syphilis) রোগ-হেতুও চক্ষু নষ্ট হইতে দেখা যায়।

অন্ধস্থলী (Blind Spot)—একখানি কাগজে দুইটী কালবিন্দু দুই ইঞ্চি ব্যবধানে আঁকিয়া বাম চক্ষু বন্ধ করিয়া ডান চক্ষুর দৃষ্টি বাম বিন্দুর উপর ফেলিতে হয়। এই কাগজ-খানি যতই চক্ষুর নিকটে তুলিয়া ধরা হইবে ততই ডান বিন্দু একেবারে অদৃশ্য হইবে। এইরূপে ডান চক্ষু বন্ধ করিয়া বাম চক্ষুর দৃষ্টি যদি ডান দিকের বিন্দুর উপরে ফেলা যায় তাহা হইলে ক্রমে বাম দিকের বিন্দু অদৃশ্য হয়। ইহার কারণ, প্রত্যেক চক্ষুতে একটী করিয়া অন্ধস্থলী (blind spot) আছে; যে স্থলে রূপবহা নাড়ী অক্ষি-গোলকের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সঙ্গতি বর্তমান।

অক্ষিপটে (retina-য়) যে সমস্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুপ্রান্ত (nerve ending) রহিয়াছে, তাহাদেরই দৃষ্টিক্ষমতা আছে; কিন্তু অক্ষিপটের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্তুর (nerve fibres) সে ক্ষমতা নাই, যদিও এইগুলির সাহায্যে দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি মস্তিষ্কে পৌছায়। অন্ধস্থলী এত ক্ষুদ্র যে তাহা লক্ষ্য করা যায় না। [অক্ষি দ্র°]

ডাঃ প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অন্ধনদ—ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন নাম। [ব্রহ্মপুত্র দ্র°]।—ভা° ৫. ৯; GDl. 7.

অন্ধনারক—সিংহলের একটী গ্রাম। রাজা (৪র্থ) অগ্‌গবোধি থের 'দাঠাসিবের' জন্য নির্মিত 'পধান-ঘরের' ব্যয় নির্বাহার্থ অন্যান্য গ্রামের সহিত ইহাও দান করেন। —চুল.ব° ৪৬. ১৩॥ MDPP॥

অন্ধপুর—প্রাচীন 'সেরিব'-রাজ্যের একটী নগর। ইহা তেলবাহ নদের তীরে অবস্থিত ছিল। বোধিসত্ত্ব 'সেরিব' নামক ফেরি-ওয়ালারূপে এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক দিন অন্য এক ফেরিওয়ালার সহিত বোধিসত্ত্বের বচসা হয়; উক্ত ফেরিওয়ালা দেবদত্ত। তখন হইতেই বুদ্ধের সহিত দেবদত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়।—জা° ১. ১১১, ১১৩; GEB, 24; MDPP.

অন্ধবন—শ্রাবস্তীর দক্ষিণস্থ কানন-বি°। নগর হইতে ইহার দূরত্ব এক 'গাবুত'। এই কানন সুরক্ষিত ছিল; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা নির্জনতার জন্য এই স্থানে বাস করিতেন। কস্সপবুদ্ধের সময়ে সোরত

নামক এক জন অনাগামী উপাসক বুদ্ধের চৈত্য-নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপ ভ্রমণপূর্বক অন্ধবনে উপস্থিত হইলে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে বধ করে। তখন হইতে দস্যুগণের চক্ষুও বিনষ্ট হয় এবং তাহারা অন্ধ হইয়া বনে ঘুরিতে থাকে। এই জন্য এই বনের নাম অন্ধবন হইয়াছে। পরবর্তী বুদ্ধের সময়েও ইহার নাম অন্ধবন ছিল। —মজ্ঝি-অথ° ১. ৩৩২ই°; সং-অথ° ১. ১৪৮। সং-অথকথায় সোরতের স্থলে যসোধরের নাম আছে।

অন্ধবনে একটী উপাসনা-গৃহ (পধান-ঘর) নির্মিত হইয়াছিল—মজ্ঝিম-অথ° ১. ৩৩৮। অন্ধবনে ভিক্ষুণীগণ মার-কর্তৃক প্রলুব্ধ হইবার নানা প্রচেষ্টার বহু কাহিনী আছে।—জা° ১. ১২৮ই°; থেরী° ৬৪, ৬৬, ১৬৩। এই স্থানে বুদ্ধ রাহুলকে যে ধর্মোপদেশদান করেন তাহার ফলেই রাহুল অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।—সং-নি° ৪. ১০৫৭; অঙ্গু-অথ° ১. ১৪৫।

অন্ধবনে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে থেম, সোম ও সারিপুত্তের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারিপুত্ত এই স্থানে সমাধিস্থ হইয়া ভবনিরোধই যে নির্বাণ এই তত্ত্ব অবগত হন।—অঙ্গু-নি° ৩. ৩৫৮; ৫. ৯।

বিশুদ্ধি-কম্ম সম্বন্ধে অন্ধবনে সারিপুত্ত ও পুণ্ণের মধ্যে আলোচনা হয়।—থের-অথ° ১. ৩৯। কুমার কস্সপ অনাগমী ব্রহ্মা-কর্তৃক আহুত হইয়া এই স্থানে বম্মিকা-সুত্ত প্রচার করেন।—মজ্ঝি ১. ১৪৩ই°।

পারাজিকায় এই স্থানে কোন কোন ভিক্ষু-কর্তৃক ভিক্ষুণী অথবা অন্য নারীসহ ব্যভিচার ও গোমাংসভক্ষণ প্রভৃতি অনাচারের কাহিনী বর্ণিত আছে।—বিনয়° ৩. ২৮ই°। এই স্থানে এক খণ্ড গোমাংস পাইয়া ব্যভিচারিণী ভিক্ষুণী উপ্পলবণ্ণা উদায়িকে তাহা বুদ্ধদেবকে দান করিতে বলে।—বিনয়° ৩. ২০৮-৯।

এক স্ত্রীলোক অন্ধবনে কাষ্ঠ আহরণ-কালে একটী অশোকপুষ্প পাইয়া তাহা বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করে; ইহার ফলে সে পারিছত্তকবিমান লাভ করে।—বিমান-অথ° ১৭২ই°। এখানে চোর-কর্তৃক কোন ভিক্ষুর-পরিচ্ছদ অপহৃত হইলে বুদ্ধদেব গ্রামে শুধু নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ভিক্ষুগণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন।—বিনয়° ১. ২৯৮ GEB, 44; MDPP.

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অন্ধভূতসুত্ত—[অড্‌ঢভূত-সুত্ত দ্র°]।

অন্ধযষ্টি-পদ্ধতি—শ্রৌতগ্রন্থ-বি°।—Peters. i. 113 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্ধলা—[প্রাদে° চট্ট° আধ্‌লা] বিণ, ১ অন্ধ, দৃষ্টিহীন। ২ আলো ও আঁধারের মধ্যবর্তী, আলো-আঁধারি।

অন্ধস্—১ [তু° গ্রী° andhos; অন্ধতে ভক্ষতে অদ্‌+উণ; 'অদের্নুম্‌ধৌ চ'—উণা° ৪. ২০৫] ক্লী°, অন্ন, ওদন। 'হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা'—ঋ° ১. ২৮. ৭; ১৮০. ৬; প্রান্ধাংসীব যজ্যবে ভরধ্বম্‌'—ঐ, ৫. ৪১. ৩; ৫৪. ৮; অ° ৬. ২. ২; 'দ্বিজাতি-শেষেণ যদেতদন্ধসা'—কিরাত° ১. ৩৯ ॥ রাজনি° ব. ২০; বৈদ্য-শ° গোল্ড° বো-রো° আপ্‌° ॥ ২ সোমরূপ অন্ন।—ঋ° ৬. ৬৮. ১১; ১৮৫. ৬; বাজ-স° ৮. ৫৮ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অন্ধকার, আঁধার। 'রাত্র্যাশ্চিদন্ধো অতি দেব পশ্যস্যগ্নে'—ঋ° ১. ৯৪. ৭; ৬২. ৫; ৭. ৮৮২ ॥ বো-রো° ॥ ৪ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। 'উভে যত্তে (সরস্বতী) মহিনা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষি-য়ন্তি পূরবঃ'—ঋ° ৭. ৯৬. ২ ॥ বো-রো° ॥ ৫ জল।—ভরত ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অন্ধসুত্ত—অঙ্গুত্তরনিকায়ের একটী সুত্ত। তিন শ্রেণীর লোকের কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে—এক শ্রেণী অন্ধ, এক শ্রেণী এক চক্ষুহীন, অপর শ্রেণী দুই চক্ষুহীন। —অঙ্গু-নি° ৩. ১২৮ ॥ MDPP ॥

অন্ধা₁—[প্রাদে°। স° অন্ধ; হি° অংধ] ১ আঁধার, অন্ধকার। ২ দুই চক্ষুহীন।

অন্ধা₂—প্রাচীন ভারতের ভাষা-বি°। সমপাসাদিকায় (১. ২৫৫) অন্ধা ও দমিলকে অনার্য (মিলক্খ) ভাষা বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ অন্ধকা, অন্ধক ও অন্ধা একই। সম্মোহ-বিনোদনীতে (৩৮৭-৮) অন্ধক-ভাষার উল্লেখ আছে। বুদ্ধঘোষের সময়ে অন্ধ-ভাষায় বেদাদিও শিক্ষা দেওয়া হইত।—মজ্ঝি-অথ° ১. ১১৩ ॥ MDPP ॥

অন্ধার—১ [প্রাদে°। অন্ধকার> প্রা° অন্ধয়ার > পৈ° অংধার > বা°। হি° আঁধার, ম° অংধার, মৈ° অন্‌হার] বিণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকশূন্য।

অন্ধাহি—১ স্ত্রী°, মৎস্যভেদ, কুঁচে মাছ। 'অন্ধাহিকেনাক্তত্বমিত্যকে'—ঐ-ব্রা° ৩. ২৬ ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° গোল্ড° ॥ ২ অন্ধ সাপ, বিষহীন সর্পবি° ॥ গোল্ড° ॥

অন্ধাসুর—মহিসূররাজ্যের শিমোগ জেলার সাগর তালুকের অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামের প্রাচীন নাম। অন্ধাসুর নামক এক সর্দারের ইহা অধিকারে ছিল এবং তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ হয়। [অনন্তপুর (গ্রাম) দ্র°]—IG. v. 350.

অন্ধাহুলী—স্ত্রী°, ১ আহুলী নামক শিম্বী ফল। ২ বনস্পতি-বি°।

অন্ধিকা—[√অন্ধ্‌+ণ্বুল্] স্ত্রী°, ১ দ্যূতভেদ ॥ মে° শব্দ° বো-রো° ॥ ২ রাত্রি ॥ মে° বো-রো° ॥ ৩ সর্ষপী, সিদ্ধা, খঞ্জনিকা নামক পক্ষিবি° ॥ অভি° বো-রো° আপ্‌° ॥ ৪ স্ত্রী-বি° ॥ শব্দরত্না° শব্দ° বো-রো° ॥ ৫ চক্ষুরোগ-বি° ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ ৬ ছল, কৈতব ॥ মে° বো-রো° ॥

অন্ধিয়ার—[প্রাদে°। প্রা° অন্ধয়ার> বা° অন্ধিয়ার; হি° আঁধিয়ার] অন্ধকার।

অন্ধি-সন্ধি—[প্রাদে°। সন্ধি>অন্ধি (অনু-শব্দ)] ১ সংযোগস্থল, জোড়ের মুখ। তু° আদি-সাঁদি, অন্দি-সন্দি। ২ খোঁজ-খবর, তত্ত্ব, আভাস, উদ্দেশ, হদিশ।

অন্ধীগু—'অন্ধীগুঃ শ্যাবাশ্বি'—মুনি-বি°। সামবেদের ১. ৫. ৪৫-২-৪৭-৪৯ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অন্ধু -[√অম্> ; উণা° ১. ২৭] ১ কূপ। 'আপীনোঽন্ধু'—পা° ৬. ১. ২৮ (কাশিকা) ॥ অম° ত্রিকাণ্ড° অভি° শব্দ° ॥ পুরুষেন্দ্রিয়, লিঙ্গ ॥ আপ্° ॥

অন্ধ কভট্ট—১ স্মার্ত পণ্ডিতবি°। আনু-মাণিক ১০৩০-৫০ খ্রী° ইনি জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহনের 'কালবিবেক' নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ২ ধর্মগ্রন্থবি°। রঘু-নন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে' ইহার উল্লেখ আছে ॥ Cat. Cat. ॥

অন্ধুল—[√ অন্ধ + উলচ্] শিরীষ বৃক্ষ acacia sirissa ॥ শব্দচ° শব্দ° আপ্° ॥ ইহার পুষ্প দেখিলে বিয়োগী অন্ধপ্রায় হয়; এই জন্য ইহার নাম 'অন্ধুল'।

অন্ধ্র,—অন্ধ্র বা আন্ধ্রশব্দে সাধারণতঃ অন্ধ্রজাতি এবং অন্ধ্রদেশ বোঝায়।

অন্ধ্রজাতি—বর্তমান কালে তেলুগু ভাষা-ভাষীদিগকে অন্ধ্র বলা হয়। তেলুগু ভাষা বিখ্যাত দ্রবিড় ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সময়ে তেলুগু-ভাষাকে অন্ধ্র ভাষা এবং তেলুগু-সাহিত্যকে অন্ধ্রবাঙ্ময় বলা হইয়া থাকে। ১৯৩১ খ্রী° আদমসুমারী অনুসারে তেলুগুভাষীর সংখ্যা ২৬৩৭৪০০০।—Census of India, 1931, i. pt.-i, 371. মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ (গঞ্জাম হইতে নেলোর পর্যন্ত), নিজামের অধীন হায়দরাবাদ-রাজ্যের পূর্বাঞ্চল এবং মহিশূর-রাজ্যের কিয়দংশকে তেলুগু ভাষার ক্ষেত্র বলা চলে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭.১৮) সর্বপ্রথম অন্ধ্রজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে অন্ধ্রদিগকে পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মূতিব নামক আর্যেতর জাতিসমূহের সহিত একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। শাংখ্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রেও (১৫.২৬) পুণ্ড্র, শবর ও মূচীপ (=মূতিব) জাতির সহিত অন্ধ্রগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই জাতি-গুলিকে উদান্ত্যাঃ (অর্থাৎ আর্যদেশের সীমার বাহিরে বাসকারী) বলা হইয়াছে। শাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে উদান্ত্যাঃ-স্থলে উদঞ্চঃ (অর্থাৎ উত্তর-দেশবাসী) পাঠ আছে; ইহা পণ্ডিতেরা ভুল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগেও যে অন্ধ্রগণ বর্তমান তেলুগু-ভাষাপ্রধান অঞ্চলের নিকটে বাস করিত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, মূলতঃ অন্ধ্রগণ বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী কোন জনপদে বাস করিত; ক্রমে তাহারা কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরদিয়া দক্ষিণদিকে সরিয়া গিয়াছে। সেরি-বাণিজ জাতকে অন্ধপুর অর্থাৎ অন্ধ্রদিগের পুর বা রাজধানীকে তেলবাহ নদীর তীরবর্তী বলা হইয়াছে। কেহ কেহ এই তেলবাহ নদীকে বর্তমান তেল বা তেলিঙ্গিরি নদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই ধারণা সত্য হইলে প্রাচীন অন্ধ্রগণকে দক্ষিণা-পথের পূর্বোত্তর অথবা উত্তরাঞ্চলবাসীরূপে গ্রহণ করিতে হয়।

মৌর্যরাজ অশোকের (খ্রী পূ° ২৭৩-৩২) ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে অন্ধ্র ও পুলিন্দগণের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—'হিদ লাজাবিষয়ষি যোন-কংবোজেষু নাভাক নাভপংতিষু ভোজ-পিথিনিক্যে অংধ-পলিদেষু সাবতা দেবানংপিয়য ধংমানুসথি অনুবতংতি'—কালসী-সংস্করণ।

পরবর্তী কালের অনেক শিলালিপিতে ও তাম্রশাসনেও অন্ধ্রজাতি বা অন্ধ্রদেশের উল্লেখ আছে।—দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর সঙ্কলিত "উত্তরভারতীয় লেখমালার তালিকা." নং ১০, ১২২৭. ১৬৬৩, ১৭১২, ২০৮৪ প্রভৃতি দ্র°। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহও বরাহ-মিহিরকৃত বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অন্ধ্র-জাতির উল্লেখ আছে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে সাধারণতঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পূর্বাংশে অন্ধ্রগণের বাসভূমি নির্দেশ করা হইয়াছে।[১]

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে যেস্থলে ভারতের অধিবাসী বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সাঙ্কর্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেস্থলেও অন্ধ্রগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুর মতে, ব্রাহ্মণের শূদ্রা-গর্ভজাত সন্তান নিষাদ বা পারশব (১০. ৮); বৈশ্যের ব্রাহ্মণীগর্ভজাত সন্তান বৈদেহ (১০. ১১); নিষাদের বৈদেহী-গর্ভজাত সন্তান চর্মব্যবসায়ী কারাবর; বৈদেহের কারাবরী-গর্ভজাত সন্তান অন্ধ্র এবং নিষাদী-গর্ভজাত সন্তান মেদ (১০. ৩৬; মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট টীকা দ্র°)। এই অন্ধ্র ও মেদগণ গ্রামের বহির্দেশে বাস করিত; আরণ্য পশুহিংসা ইহাদের বৃত্তি ছিল (১০. ৪৮)। পাল রাজগণের তাম্রশাসনে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের প্রজা-গণকে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালরূপে উল্লেখ করিয়া মনুর মতেরই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে।[২] কিন্তু মনুসংহিতায় আর্য অনার্য নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় জাতি উপজাতি প্রভৃতিকে চতুর্বর্ণগঠিত সমাজে স্থানদানের জন্য একটা কাল্পনিক সম্পর্কের জাল বোনা হইয়াছে মাত্র। ঐ বর্ণনা হইতে কেবল ইহাই বোঝা যায় যে, মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইবার সময়ে (প্রায় খ্রী° তৃতীয় শতাব্দীতে)[৩] উহাতে উল্লিখিত জাতি ? গুলির স্থান হিন্দুসমাজে নির্দিষ্ট হইতেছিল এবং ঐগুলির পারস্পরিক সামাজিক মর্যাদাও মোটামুটী স্থির হইয়া গিয়াছিল। ঐ বর্ণনায় কয়েকটী tribe-এর জীবিকাও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মনুর সম্পর্কের কাঠা-মোটা যে নিতান্তই জোর করিয়া তৈরী, তাহা সহজেই বোঝা যায়। সঙ্কর জাতিগুলির মধ্যে তিনি অম্বষ্ঠ, নিষাদ, অন্ধ্র, আভীর,

১ 'নৈর্ণিকাঃ কুন্তলা অন্ধ্রা উদ্ভিদা নলকালিকাঃ।
দাক্ষিণাত্যাশ্চ বৈ দেশা অপরাংস্তান্নিবোধত ॥'
—বায়ুপু° ৪৫, ১২৭-৮।
'আগ্নেয্যাং দিশি কোশল-কলিঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ
শৌলিক-বিদর্ভবৎসান্ধ্র-চেদিকাশ্চোর্দ্ধকণ্ঠাশ্চ ॥
ইত্যাদি।—বৃহ-স° ১৪, ৮।

২ 'প্রতিবাসিনশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগ-মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্ সমাজ্ঞাপয়তি।
—গৌড়লেখমালা, পৃ° ৩৯, ৬১, ৯৬।

৩ D, C. Sircar : I. H. Q, Dec. 1939, p 636 n.

বৈদেহ, মাগধ প্রভৃতির নাম এবং শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য জাতিসমূহের মধ্যে লিচ্ছিবি অর্থাৎ লিচ্ছবি, খস, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন অর্থাৎ গ্রীক, শক (Scythian), পারদ (পার্থিয়াবাসী ?) পহ্লব (পারস্তবাসী ?) চীন, কিরাত (হিমালয়বাসী মোঙ্গোলীয়-জাতি ; সম্ভবতঃ তিব্বত-বাসী) প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের তালিকাটী হইতে আমরা মনুর ব্যাপক উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। অম্বষ্ঠ, নিষাদ, অন্ধ্র এবং আভীর যে এক একটী উপজাতি (tribe) ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।[৪] বৈদেহ এবং মাগধ অর্থে যথাক্রমে বিদেহবাসী এবং মগধবাসী ; এ দুইটী কোন জাতির নাম হইতে পারে না।[৫] যাহাহউক এইরূপ নানা উপজাতি (tribe) ও সম্প্রদায় (class) ধীরে ধীরে জাতি (caste) রূপে পরিগণিত হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে ; কিন্তু অন্ধ্রাদি tribe-গুলিকে বর্ণসাঙ্কর্যমূলক জাতি বলা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। অন্ধ্রেরা বর্ণসঙ্কর জাতি হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজেও অন্ধ্রজাতি দেখা যাইত। কিন্তু অন্ধ্রগণ ভারতের একটীমাত্র অংশে বাস করে। অধিকন্তু বর্ণসাঙ্কর্য জাত একটী জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কদাপি অত্যধিক হইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যায় সাগরপেশা প্রমুখ যে সকল আধুনিক সঙ্কর-জাতি দেখা যায়, তাহাদের লোক-সংখ্যা প্রায়ই নগণ্য ; কিন্তু অন্ধ্রগণ সংখ্যায় প্রায় পৌনে তিন কোটি।

আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি[৬] যে, মনু বর্ণিত সমাজে দ্রবিড় অর্থাৎ তামিল জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং অন্ধ্রগণকে অন্ত্যজ বলিবার কয়েকটী কারণ আছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে অন্ধ্রদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের কয়েকটী বিরাট্ কেন্দ্র ছিল। অমরাবতী, ঘণ্টশাল, জগয্যপেট, নাগার্জুনীকোণ্ড প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধস্তূপসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাচীন অন্ধ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি অনুমান করা যায়। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সমাজ নেতৃগণের পক্ষে অন্ধ্রজাতির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দ্বিতীয়তঃ খ্রীস্টের পরবর্তী দুই তিন শতাব্দীতে কোন পরাক্রান্ত রাজবংশ ঐদেশে উদ্ভূত হয় নাই।

অন্ধ্রদেশ—সাধারণতঃ দেশের নাম তদ্দেশবাসী উপজাতির (অথবা অন্যতম প্রধান উপজাতির) নামানুসারে হইয়া থাকে। যথা,—পঞ্চাল, কাম্বোজ, শূরসেন, পাণ্ড্য, দ্রবিড় (= গ্রীক Damirike, তামিল তমিড়ক) ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় জনপদবোধক শব্দ বহুবচনান্ত হওয়ারও ইহাই কারণ। অন্ধ্রজাতির বাস-ভূমিকে প্রাচীন কাল হইতেই অন্ধ্রদেশ বলা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন অন্ধ্রদেশ খুব সুবিস্তৃত জনপদ ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে অনেক সময়ে কোন কোন ভৌগোলিক সংজ্ঞার ক্রমিক অর্থ বিস্তার ঘটিতে দেখা যায়। বর্তমানে তেলুগু ভাষাপ্রধান অঞ্চলকে সাধারণতঃ অন্ধ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগে একসময়ে কেবল মাত্র কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মোহনার নিকটবর্তী অঞ্চলকে (গোদাবরী, কৃষ্ণা, গুণ্টুর জেলা ও নেল্লোর জেলার উত্তরাংশ) অন্ধ্র বলা হইত। ধান্যকটক (সম্ভবতঃ অমরাবতী) প্রাচীন অন্ধ্রদেশের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নগর ছিল। শ্রীপর্বত (বর্তমান নাল্লামালুর গিরিশ্রেণী) বা শ্রীশৈল এই দেশের সহিত সম্পর্কিত ছিল।

পল্লব-বংশীয় শিবস্কন্দবর্মার (চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ) হিরহড়গল্লী তাম্রশাসনে অন্ধ্রাপথ (= অন্ধ্রদেশ) এবং উহার রাজনৈতিক কেন্দ্র ধান্যকট (= ধান্যকটক) নগরের নামোল্লেখ আছে। চতুর্থ শতাব্দী হইতে আমরা লিপিতে বেঙ্গী বা বেঙ্গীপুর নামক অপর একটী নগরের উল্লেখ দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ টলেমীর ভূগোলেও (খ্রী° ১৪০ আনু°) এই নগরীর নাম আছে। বর্তমান এলোরের নিকটবর্তী পেদ্দ-বেগি গ্রামই প্রাচীন বেঙ্গী। পরবর্তী যুগে প্রাচ্য চালুক্যগণের রাজত্বকালে এই বেঙ্গীর নাম হইতে সমগ্র অন্ধ্রদেশের নাম বেঙ্গী রাজ্য, বেঙ্গীমণ্ডল বা বেঙ্গী দেশ হইয়া যায়।

তেলুগু-ভাষীরা অনেক সময়ে নিজেদের দেশকে তেলংগান বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কোন কোন স্থলে তেলেগুভাষীদিগকে তেলিঙ্গা বলা হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণেও ও মধ্য যুগের তাম্রশাসন হইতে আমরা তিলঙ্গ্, তিলিঙ্গ্, তিলিঙ্গন, তেলিঙ্গ, তেলুংগ, তিরলিঙ্গ ইত্যাদি শব্দ দেখিতে পাই।—Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India, 76. ত্রিলিঙ্গ এবং তৈলঙ্গ বানানও দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় (৫৮. ২৮) এবং বায়ু-(৪৫. ১১১) পুরাণে তিলঙ্গ নাম দেখিতে পাই। এই শব্দটীর সহিত অন্ধ্রভাষাবোধক তেলুগু শব্দের যে সম্পর্ক আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নামটীর উৎপত্তি কি এবং কেনই বা ইহা মধ্য যুগে প্রাধান্যলাভ করিল, তাহা অজ্ঞাত। কেহ কেহ ইহাকে বর্মা ও মোন্ ভাষায় তলৈঙ্গ্ শব্দ, লিপিতে উল্লিখিত ত্রিকলিঙ্গ, টলেমীর ভূগোলের (৭. ২. ২৩) Trilingon

৪ B. C. Law : Ancient Indian Tribes, vol. ii. 1934, Chs. xi. xvi, xix. Tribeসমূহ কিরূপে ধীরে ধীরে এক একটী caste-রূপে হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়, তৎসম্পর্কে রিজ্‌লির People of India, ch. ii দ্র°।

৫ এই দুইটীর সহিত আমাদের মাড়বাড়ী (পশ্চিমদেশীয় ব্যবসায়ী অর্থে), মারুয়াবাদী (পশ্চিমদেশীয় অর্থে), উড়ে (উড়িষ্যাবাসী পাচক অর্থে) প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। বৈদেহ ও মাগধ শব্দ পরে যথাক্রমে বণিক ও স্তুতিপাঠক অর্থে রূঢ় হইয়া যায়। অবশ্য অতি প্রাচীন কালে বিদেহ এবং মগধ নামক tribe-এর নামানুসারে উহাদের দেশের উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিতে বাধা নাই।

৬ I. H. Q., Sept., 1940, p. 560 ff.

বা Triglypton (Triglipton) এবং Plinyর, (৬. ১৮) Modogalinga-এর সহিত সম্পর্কিত বলিতে চান। Pliny-র মোদোগলিঙ্গকে নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করা হয়।—মোদোগ=তেলুগু মুডুগ (=মূডু অর্থাৎ তিন)+লিঙ্গ; অর্থাৎ তিন লিঙ্গের দেশ। কথিত আছে যে শিব লিঙ্গরূপে কালেশ্বর, শ্রীশৈল এবং ভীমেশ্বর এই তিন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং এই তিনলিঙ্গ দেশের সীমায় অবস্থিত বলিয়া দেশের নাম হইয়াছে ত্রিলিঙ্গ, তেলিঙ্গ বা তেলেগু দেশ (Arden: Telugu grammar, p. 1.)। অবশ্য এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। তেলিঙ্গ নাম বিখ্যাত হইবার পর এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ (Caldwell: Comp. Gram., Intr. p. 32), Plinyর মোদোগলিঙ্গকে মোদো=মূডু =তিন+গলিঙ্গ=কলিঙ্গ অর্থাৎ ত্রি-কলিঙ্গ রূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। কলিঙ্গ নগরের কতিপয় গঙ্গ-বংশীয় রাজা, চেদিদেশের কলচুরি-বংশীয় কর্ণ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এবং কোশলের গুপ্তরাজগণ আপনাদিগকে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য (কলচুরিদিগের অনুকরণে জনৈক চন্দেল্ল-বংশীয় রাজার পূর্বোক্ত উপাধি ব্যবহার এবং ভঞ্জবংশের রাণী ত্রিকলিঙ্গ-মহাদেবীর নাম এ সম্পর্কে গননীয় নহে। সুতরাং যে তিনটী দেশ লইয়া ত্রিকলিঙ্গ নামের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার দুইটী খুব সম্ভবতঃ কলিঙ্গ এবং দক্ষিণ কোশল; কিন্তু উহার তৃতীয়টী চেদি, উৎকল, কি অন্ধ্র তাহা নিশ্চিত বলা অসম্ভব। আমার বিবেচনায় অন্ধ্রের সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা কম। সুতরাং ত্রিকলিঙ্গ হইতে ত্রিলিঙ্গনামের উৎপত্তি সন্দেহজনক। বিশেষতঃ কয়েকটী লিপিতে কলিঙ্গকে ত্রিলিঙ্গের পূর্ব-সীমায় অবস্থিতরূপে উল্লেখ করায়, এই মত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীরঙ্গমের তাম্রশাসনে (১৩৫৮ খ্রী° উৎকীর্ণ—Ep. Ind. xiv, 9.) অন্ধ্র বা ত্রিলিঙ্গদেশের সীমা দেওয়া হইয়াছে—

'পশ্চাৎ পুরস্তাদ্যস্য দেশৌ খ্যাতৌ মহারাষ্ট্র-কলিঙ্গসংজ্ঞৌ।
অবাগুদক্পাণ্ড্যককান্যকুব্জৌদেশস্স তত্রাস্তি ত্রিলিঙ্গনাম॥'

অর্থাৎ ত্রিলিঙ্গ (অন্ধ্র) দেশের উত্তর সীমায় কান্যকুব্জ (সম্ভবতঃ দিল্লীর মুসলমান রাজ্য) পূর্বে কলিঙ্গ, দক্ষিণে পাণ্ড্য এবং পশ্চিমে মহারাষ্ট্র। অবশ্য এই শ্লোকে অন্ধ্রদেশের সর্বদিকের বিস্তৃত সীমা দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক আমার মনে হয়, প্রাচীন কালে তিলিঙ্গ অন্ধ্রের নিকটবর্তী কোন ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত তির্লিঙ্গি নামক স্থানটীর ন্যায় অন্ধ্রদেশের কোন গ্রাম সেই প্রাচীন এবং ক্ষুদ্র জনপদের-স্মৃতি বহন করিতেছে। পরবর্তী কালে কোন অজ্ঞাত কারণে ইহা অন্ধ্রদেশের সহিত একার্থক হইয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গুণ্টুর, গোদাবরী, কৃষ্ণা, গঞ্জাম ও বিজাগপটম্ এই জেলাগুলি হায়দরাবাদের নিজামের অধীন উত্তর সরকার প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল।

ইতিহাস—বর্তমান অন্ধ্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস তমসাবৃত। আর্যগণের উত্তরভারত বিজয়ের সময়ে দক্ষিণাপথের উত্তরাংশেও কয়েকটী আর্যরাজ্য স্থাপিত হইতেছিল। এইগুলির মধ্যে বিদর্ভ, দণ্ডক, অশ্মক, মূলক প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু উত্তর দক্ষিণাপথে যখন আর্য প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতেছিল, তখন অন্ধ্রগণ গোদাবরীর মোহনার নিকটস্থ সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে (অর্থাৎ বর্তমান অন্ধ্রদেশ) বাস করিতেছিল, কিংবা পরে ঐদেশে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। খ্রী°-পূ° ৪র্থ শতাব্দীতে মগধের নন্দরাজগণ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারী মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সহিত অন্ধ্রদেশের কিংবা অন্ধ্রজাতির কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা অজ্ঞাত। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র বিশ্রুত-কীর্তি অশোকের সময় (খ্রী-পূ° ২৭৩-৩২) মৌর্যরাজ্যের সীমা দক্ষিণদিকে মহিষূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অন্ধ্রগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অশোকের পর ধীরে ধীরে মৌর্য সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলি শীঘ্রই মগধরাজের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। অন্ধ্রদেশের অন্তর্গত ভট্টিপ্রোলুতে প্রাপ্ত এবং খ্রী-পূ° ২য় বা ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপিতে কুবের নামক এক জন রাজার নাম অবগত হওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কুবেরের কোন পূর্বপুরুষ অন্ধ্রদেশ হইতে মৌর্য প্রভুত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।

রাজা কুবেরের পর বহুদিন পর্যন্ত অন্ধ্রদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত আছে, যে খ্রী-পূ° প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে কলিঙ্গরাজ খারবেল অন্ধ্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন। টলেমীর ভূগোলে কেবল এই অঞ্চলের দুইটী নগরীর স্থানীয় দুইটী রাজবংশের রাজধানীরূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রী° ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার এই দেশটীকে শাতবাহন নামক রাজবংশের করতলগত দেখিতে পাই।[১] শাতবাহন বংশীয় রাজা বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি (আনু° ১৩০-৫৯) এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণের কতকগুলি লিপি ও মুদ্রা অন্ধ্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সময়েই অমরাবতীর বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। খ্রীস্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রথমভাগে শাতবাহন-বংশের অবনতি ঘটিলে অন্ধ্রদেশের দক্ষিণাংশে

---

১ শাতবাহন রাজবংশ দ্র°। শাতবাহন রাজবংশকে পুরাণে অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্য বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বংশের আদিরাজা শিমুক-শাতবাহন ও তাঁহার উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ এবং শাতকর্ণি আধুনিক মহারাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। এমন কি এই বংশের চতুর্বিংশ নরপতি গৌতমীপুত্রের শাসনাধীন যে দেশাবলীর তালিকা একখানি নাসিক লিপিতে পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যেও অন্ধ্রদেশের

(কৃষ্ণা ও গুণ্টুর জেলায়) ইক্ষ্বাকু[৮] নামক রাজবংশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ইক্ষ্বাকুরাজ প্রথম শান্তমুল শাতবাহন প্রভুত্ব খর্ব করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। নাল্লামালুর শৈলমালার অন্তর্গত নাগার্জুনীকোণ্ড নামক এক পার্বত্য উপত্যকায় যে বিশাল বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা তাঁহাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ঐ উপত্যকায় অবস্থিত বিজয়পুর নামক নগরে ইক্ষ্বাকু রাজগণের রাজধানী ছিল। ইক্ষ্বাকু রাজবংশের অধঃপতনের সময় বর্তমান মসুলিপট্টমের নিকটবর্তী পিথুন্দ্র-নগরের বৃহৎফলায়ন-বংশ প্রবল হয়।[৯] খ্রী° ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাঞ্চীর পল্লব বংশীয় রাজগণ অন্ধ্রদেশের দক্ষিণভাগ অধিকার করেন।[১০] পল্লবগণের অধিকারভুক্ত অন্ধ্রাপথের রাজধানী ছিল ধান্যকটক নগরে। এই নগরের বর্তমান নাম অমরাবতী। কিন্তু পূর্বে কেহ কেহ ধরণীকোট কিংবা বেজবাড় নগরের স্থানে ধান্যকট অবস্থিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পল্লবগণ দীর্ঘকাল কৃষ্ণানদীর নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার ভুক্ত রাখিতে পারেন নাই। ৪র্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত কন্দরপুরের আনন্দ-বংশ প্রবল হইয়া উঠে।[১১] আনন্দ-গোত্রীয় রাজগণের মধ্যে কন্দর, অত্তিবর্মা (= হস্তিবর্মা) এবং দামোদরবর্মা নামক তিন জন নরপতির বিষয় জানা গিয়াছে। বহুকাল পূর্বে, যখন আনন্দ-রাজগণের মধ্যে কেবলমাত্র অত্তিবর্মার গোরণ্টল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন পণ্ডিতগণ এই রাজাকে পল্লব বা রাষ্ট্রকূট-বংশীয় বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনমত অধুনা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

অন্ধ্রদেশের উত্তরভাগে বেঙ্গী নগরীতে পূর্ব হইতেই শালংকায়ন নামক রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল।[১২] ৪র্থ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই বংশের দেববর্মা নামক নরপতি চতুর্দিকের রাজগণকে পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৭৫) দক্ষিণাপথ জয়ে অগ্রসর হইলে দাক্ষিণাত্যের অপরাপর রাজার সহিত বেঙ্গীর শালংকায়নবংশীয় রাজা হস্তিবর্মা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। শালংকায়নবংশের গৃহদেবতার নাম ছিল চিত্ররথ। ১৯০২ খ্রী° জর্মান পণ্ডিত হুল্‌ৎস্ এলোরের নিকটবর্তী পেদ্দবেগিতে (প্রাচীন বেঙ্গী) উপস্থিত হইলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে চিত্ররথ দেবের প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান নির্দেশ করিতে পারিয়াছিল।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্ধ্রদেশে বিষ্ণুকুণ্ডী নামক একটী পরাক্রান্ত রাজবংশের অভ্যুদয় হয়।[১৩] শ্রী°র্বতস্বামী নামক বিগ্রহ এই বংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ১ম মাধববর্মা (৫৩৫-৮৫ খ্রী° আঃ) দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। একাদশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। গোদাবরী অতিক্রম করিয়া তিনি পূর্বদেশ বিজয়ে অগ্রসর হইলে, সম্ভবতঃ মগধের মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। ১ম মাধববর্মার পৌত্র ইন্দ্রবর্মাও এক জন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। এক বার দিগ্বিজয় ব্যপদেশে তিনি পূর্বদিকে বিজাগপট্টম্ জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে (৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে, ৭ম শতাব্দীর প্রথম পাদে) বাতাপীর (বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামি) চালুক্য-বংশীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ২য় পুলকেশী (৬১২-৪২) বিষ্ণুকুণ্ডী রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত পিষ্টপুর জনপদ (বর্তমান অন্ধ্রদেশের অন্তর্গত পিঠাপুরম্ অঞ্চল) অধিকার করিয়া তদীয় অনুজ কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই বিষ্ণুবর্ধনই প্রাচ্য চালুক্য রাজবংশের স্থাপয়িতা।[১৪] প্রাচ্য চালুক্য-রাজগণের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে বিষ্ণুকুণ্ডিগণ হীনবল হইয়া পড়িল এবং ক্রমে সমগ্র বেঙ্গী রাজ্য বা অন্ধ্রদেশ চালুক্যগণের করতলগত হইল। কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনের রাজত্বকালেই প্রাচ্য চালুক্য রাজ্য পূর্বদিকে বিজাগপট্টম জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে বর্তমান অন্ধ্রদেশের পূর্বপ্রান্ত কলিঙ্গের প্রাচ্য গঙ্গবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। বিষ্ণুবর্ধণ নামে ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার করিলেও তাহার বংশধরগণ বাতাপির আদি চালুক্য বংশীয় রাজগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে আদি চালুক্যগণকে পর্যুদস্ত করিয়া রাষ্ট্রকূট গণ মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই সময় হইতে রাষ্ট্রকূট ও প্রাচ্য চালুক্য শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ চলিতে থাকে। রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় গোবিন্দ বেঙ্গী বা অন্ধ্রদেশ আক্রমণ করিলে অন্ধ্র রাজ ৪র্থ বিষ্ণুবর্ধণ (আঃ ৭৭২-৮০৭) পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ২য় গোবিন্দের ভ্রাতা রাজা ধ্রুব একখানি লিপিতে দাবী করিয়াছেন যে তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজকে তদীয় রাজধানীর প্রাকার নির্মাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৯ম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষ এবং চালুক্য-রাজ ২য় বিজয়াদিত্যের মধ্যে বহু দিন যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। ৩য়

পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যেও অন্ধ্রদেশের নাম নাই। গৌতমী পুত্রের উত্তরাধিকারী পুলুমায়ি সর্বপ্রথম অন্ধ্র অঞ্চলে শাতবাহন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। সুতরাং পুরাণ অনুসারে শাতবাহন বংশকে অন্ধ্র কিংবা অন্ধ্রভৃত্য বলা নিশ্চয় ভ্রমাত্মক। এই যুগে অন্ধ্রদেশে এমন কোন শক্তিশালী রাজবংশের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, শাতবাহনগণকে যাহার ভৃত্য বলা যায়। সম্ভবতঃ যে সময়ে পরবর্তী শাতবাহন রাজগণের অধিকার অন্ধ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, পুরাণসমূহে সেই যুগের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৮ ইক্ষ্বাকু-রাজবংশ।

৯ বৃহৎফলায়ন-রাজবংশ।

১০ পল্লব-রাজবংশ।

১১ আনন্দ-রাজবংশ।

১২ শালংকায়ন-রাজবংশ দ্র°।

১৩ বিষ্ণুকুণ্ডী-রাজবংশ দ্র°।

১৪ প্রাচ্য চালুক্যরাজবংশ দ্র°।

বিজয়াদিত্য (আঃ ৮৪৯-৯২) পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তিনি পল্লব, নোল.ম্ব, প্রাচ্য গঙ্গ, পাশ্চাত্যগঙ্গ এবং রাষ্ট্রকূট-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১ম চালুক্য ভীমের (আঃ ৮৯২-৯২১ খ্রী°) সেনাপতি মহীধর পাণ্ডুরঙ্গ এক সময় অন্ধ্র দেশ হইতে রাষ্ট্রকূটদিগকে বিদূরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলেও চালুক্য-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব শেষ হয় নাই। ১০১২ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে চোল. দেশের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ ১ম রাজরাজ বেঙ্গীরাজ ১ম বিমলাদিত্যকে পরাজিত করেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূটগণের সাম্রাজ্য কল্যাণীর চালুক্য-বংশের হস্তগত হইয়াছিল। ১ম বিমলাদিত্যের পুত্র ৭ম বিজয়াদিত্য কল্যাণীর সম্রাট্ ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এবং পরমাররাজ জয়সিংহ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। আঃ ১০৭০ খ্রী° বিজয়াদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র চোল রাজ ১ম রাজেন্দ্রের কন্যার গর্ভজাত ২য় রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোল.সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার বংশকে চোল.-চালুক্য রাজবংশ বলা হইয়া থাকে। তিনি অচিরে পিতৃব্যকে অধিকার চ্যুত করিয়া সমগ্র অন্ধ্রদেশ চোল, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। এই সময় হইতে কলিঙ্গের প্রাচ্যগঙ্গগণ দক্ষিণের চালুক্য চোল.গণ এবং কল্যাণীর চালুক্য-রাজগণের মধ্যে অন্ধ্রদেশের প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ চলিতে থাকে।

কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোল.গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৮খ্রী°) গঙ্গা হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত গঙ্গসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। আবার তাঁহারই সমসাময়িক কল্যাণী-পতি চালুক্য ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (১০৭৬-১১২৭খ্রী°) বহুসংখ্যক ভূমি দানপত্র তেলুগুদেশের অন্তর্গত দ্রাক্ষারাম প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এদিকে অন্ধ্রদেশের প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজরাজ (১০২২-৬৩) বিশ্রুতকীর্তি চোল.রাজ রাজেন্দ্রের (১০১২-৪৩ খ্রী°) কন্যা অম্মঙ্গদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চোল.রাজগণ বেঙ্গী-রাজ্যকে চোল.সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী করদরাজ্য মনে করিতেন। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অম্মঙ্গদেবীর গর্ভজাত প্রাচ্য চালুক্যরাজ রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ (১০৬৩-১১১৮ খ্রী°) ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে মাতামহের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতে কুলোত্তুঙ্গ চোল.রাজধানীতে অধিষ্ঠিত হন এবং বেঙ্গী এক জন প্রতিনিধিদ্বারা শাসিত হইতে থাকে। কুলোত্তুঙ্গের পরে চোল.-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। কিন্তু তাঁহার সময়েও যে বর্তমান অন্ধ্রদেশের অনেক অঞ্চলে কল্যাণীর চালুক্যগণের রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কল্যাণীর চালুক্যগণের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার ধ্বংসাবশেষ হইতে তিনটী রাজ্যের উদ্ভব হয়। মহারাষ্ট্রে দেবগিরির যাদবগণ, মহিষূরে দোরসমুদ্রের হোয়্সল.গণ এবং তেলুগুদেশে বরঙ্গলের কাকতীয়গণ ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন।[15] প্রথমে অনুমকোণ্ড এবং পরে বরঙ্গল অন্ধ্রদেশের কাকতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় প্রোল.রাজ (১১১৭-৬৩) কল্যাণীর চালুক্যরাজকে পরাজিত করিয়া সর্বপ্রথম কাকতীয় বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পৌত্র গণপতি (১১৯৯-১২৬০) যাদবগণের সহিত নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন। তিনি দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত কাকতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গণপতির পর তাঁহার কন্যা রুদ্রম্ম বা রুদ্রাম্বা (১২৬০-৯১) সিংহাসনলাভ করেন। ভেনিসের পর্যটক মার্কোপোলো এই কাকতীয় সম্রাজ্ঞীর শাসনদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। এই বংশের শেষ প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন রুদ্রাম্বার দৌহিত্র দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র (১২৯১-১৩২০)। দিল্লীর খল্জী-বংশীয় সুলতান অলাউদ্দীনের (১২৯৬-১৩১৬) বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইয়া, ১৩০৮-০৯ খ্রী° বরঙ্গল-পতি দ্বিতীয় প্রতাপ-রুদ্রকে পরাজিত ও করদানে বাধ্য করেন। কিন্তু অলাউদ্দীন খল্জীর মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। পরে গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকশাহ্ (১৩২০-২৫ খ্রী°) সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ পুত্র ফক্রুউদ্দীন মুহম্মদ জৌনাখানকে প্রতাপ-রুদ্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অন্ধ্রগণ বীরবিক্রমে বরঙ্গলের মৃৎপ্রাকার রক্ষা করিয়াছিল। এদিকে মুসলমান সৈন্য-গণের মধ্যে মহামারী আরম্ভ হওয়ায় জৌনাকে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। কিছুকাল পরে তিনি আবার বরঙ্গল আক্রমণ করিলেন। ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে অমাত্য ও পুত্রগণ-সহ কাকতীয় রাজ প্রতাপরুদ্র মুসলমানের হস্তে বন্দী হন।

জৌনাখান্ বা মুহম্মদ বিন্ তুঘ্লুক শাহের (১৩২৫-৫১) রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ১৩৪৭ খ্রী° দাক্ষি-ণাত্যে বহমনী নামক এক স্বাধীন মুসল-মান রাজ্যের উদ্ভব হয়। অন্ধ্রদেশের কিয়দংশ এই নূতন রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে কুলী কুতব্ শাহ্ নামক বহমনী সুলতানগণের জনৈক তুর্কী জাতীয় কর্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে গোলকুণ্ডাকে কেন্দ্র করিয়া বহমনী রাজ্যের পূর্বাংশে অর্থাৎ তেলুগু দেশে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[16] মুঘলসম্রাট্ শাহ্জহান (১৬২৭-৫৮) গোলকুণ্ডাকে করদরাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীব এই রাজ্যটী অধিকার করেন। ইহার পূর্বে উড়িষ্যায় কয়েকজন পরাক্রান্ত নরপতি অন্ধ্রদেশের অনেক অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন।[17] ১৪৩৪ খ্রীস্টাব্দের কিয়ৎ-কাল পূর্বে কপিলেন্দ্র উড়িষ্যার সিংহাসন অধি-

১৫ কাকতীয় রাজবংশ দ্র°।

১৬ গোলকুণ্ডা রাজ দ্র°।

১৭ গজপতি-রাজবংশ দ্র°।

কার করেন। তিনি বরঙ্গল এবং কোণ্ডবীড়ু অধিকার করেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হন। কপিলেন্দ্রের বংশধর গজপতি প্রতাপরুদ্রের (১৪৯৬-১৫৩৯) সময়েও অন্ধ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশ উড়িষ্যারাজের রাজ্যভুক্ত ছিল।

মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের সময়ে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের (১৭১৯-৪৮) প্রধান মন্ত্রী চিন্‌কিলিচ খান্ নিজাম-উল্-মুল্ক্ দাক্ষিণাত্যের শাসন-কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন এবং ১৭২৪ খ্রী° হইতে কার্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। অন্ধ্রদেশ এই সময় হইতে হায়দরাবাদের নিজামের অধীন উত্তর সরকার নামক প্রদেশ রূপে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ইংরেজ ও ফরাসি জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। প্রথম দিকে ফরাসি সেনাপতি বুসি হায়দরাবাদের রাজসভায় ফরাসি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামের নিকট হইতে তিনি উত্তর সরকার নামক বিস্তৃত প্রদেশের অধিকার লাভ করেন। কিন্তু কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ অর্থাৎ তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের সময়ে (১৭৫৮-৬৩) ফরাসি পক্ষের নব-নিযুক্ত প্রধান-সেনাপতি লালি মাদ্রাজ ও তাঞ্জোর অধিকারে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বুসিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন; বুসি লালির আদেশ অনুসারে হায়দরাবাদ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজামের রাজ্য হইতে ফরাসিগণের প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। ১৭৫৯ খ্রী° বাংলা হইতে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের প্রেরিত সেনানায়ক ফোর্ড ফরাসিগণের সুবিখ্যাত অন্ধ্রদেশীয় বন্দর মলিপটম আক্রমণ করিলেন। তখন নিজাম পূর্বে ফরাসিগণকে যে সকল স্থানের অধিকার দিয়াছিলেন, পুনরায় তাহাই ইংরেজদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে অন্ধ্রদেশের অধিকাংশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮ হায়দরাবাদের নিজাম রাজবংশ দ্র°।

[Gazetteers of the Kistna, Guntur, Godavari and Vizagapatam Districts; Linguistic Survey of India, Vol. iv; Chenchiah and Bhujanga Rao: The Telugu Literature (H. I. S); Sewell: Historical Inscriptions of Southern India (University of Madras); Fleet: Dynasties of the Kanarese Districts; R. G. Bhandarkar: Early Hist. of the Dekkan; J. G. Dubreuil: Ancient Hist. of the Deccan; D. C. Sircar: Successors of the Satavahanas, C. U. 1939; D. C. Sircar: The Andhras and their position in Ancient Brahmanical Society, I. H. Q., vol. xvi (Sept. 1940) p. 560-66; K. A. Nilakantan: The Colas; R. D. Banerji: History of Orissa, Vols. I-II.; Camb. Hist. of India; V. A. Smith: Oxford Hist. of India; B. V. Krishnarao: Rajaraja-narendra-Pattabhisekasancika (Telugu); R. Subbarao: Kalingadesa-caritra (Telugu); M. Ramarao: Kakatiya sancika (Telugu)]

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

অন্ধ্র২—১ ককুৎস্থের প্রপৌত্র বৃহদশ্বের পুত্র। পুত্র ইঁহার যুবনাশ্ব।—বায়ুপু° ২. ২৬. ২৫-৬। ২ অন্ত্যজ জাতি-বি° [অন্ধ্র দ্র°]। ~ক—১ পৌরাণিক নৃপতিবি°। বসুমিত্রের পুত্র।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯. ৩৩৯। ২ (জৈন পৌ°) কিষ্কিন্ধারাজ্যের রাজকুমারবি°। পিতা—প্রতিবিন্দু, পিতামহ—মহোদধি। অদিন্ধার রাজকুমারী মন্দরমালীর স্বয়ংবর-সভা বিজয়ার্থপর্বতে অনুষ্ঠিত হইলে ইনি নিজ অগ্রজ কিষ্কিন্ধার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। মন্দরমালী কিষ্কিন্ধার কণ্ঠে মাল্যদান করিলে লঙ্কারাজ বিজয়ভীম অপমানবোধে ও ঈর্ষান্বিত হইয়া কিষ্কিন্ধাকে আক্রমণ করেন; কিন্তু অন্ধ্রক বিজয়কে নিহত করেন। ~বাক্—জনপদবি°। —ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৬. ১২২। মার্ক-পু° (৫৭. ৪৩) মতে ভারতের পূর্বাঞ্চলবাসীরা অন্ধ্রবাক্।

অন্ধ্র৩—[শিল্প°] বেসর-শিল্পপদ্ধতির দুইটী শাখার (অন্ধ্র ও কলিঙ্গ) অন্যতম [বেসর দ্র°]। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয়তঃই অন্ধ্র-পদ্ধতির ব্যবহার আছে (মান° ২১. ৫৩-৪; ২৬. ৭৬; ৪৩. ১২৪-৫; ৫২. ৭৮, ১০০; ৫৩. ৪৬-৭, ৫৩-৪)। মানসারে (৪৩. ১২৪-৫) রথ-নির্মাণে 'রন্ধ্র' নামক একটী স্বতন্ত্র শিল্পপদ্ধতির উল্লেখ আছে—উহাকে নাগর, বেসর ও দ্রবিড় এই তিনটী প্রধান পদ্ধতি ব্যতীত চতুর্থ পদ্ধতি বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ রন্ধ্র 'অন্ধ্র' নামের অপভ্রংশ। আগমসমূহে বেসর-পদ্ধতির শাখারূপে অন্ধ্র ও কলিঙ্গের উল্লেখ নাই।

[DHI; Acharya: Arch. according to Manasara, 130-1, 176]

অন্ধ্র৪—পুনা জেলার একটী ক্ষুদ্র নদ। সহ্যাদ্রি-গিরিমালায় সারলে গিরিবর্ত্মের নিকট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২২৫০ ফুট উচ্চে ইহার উৎপত্তি। প্রস্থ ১০০ হইতে ১৫০ ফুটের মধ্যে। উন্মুক্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজাপুরী গ্রামের নিকট ইহা ইন্দ্রায়ণী নদীর উত্তর তীরে ঐ নদীতে পড়িয়াছে।—BG, xviii. pt.-i, 8.

অন্ধ্র৫—দ্রবিড় ব্রাহ্মণ-বি°। ইহারা দক্ষিণ-ভারতীয় তামিলদিগের অন্তর্ভুক্ত। মাদ্রাজ প্রদেশের বহু স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ গুজরাতে ইহাদিগের বাস আছে। বোম্বাই-এর শির্শি নামক স্থানে ও কন্নড় জেলায় ইহাদিগকে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বংশ দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের বংশ হইতে পৃথক্ নহে। তেলিঙ্গানায় ইহাদিগের স্বজাতীয়দের এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা তেলিঙ্গানাবাসীদিগের সহিত একত্র আহার করে এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহারা সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই খর্বকায়, বলশালী ও কৃষ্ণবর্ণ। মাতৃভাষা তেলুগু হইলেও বোম্বাইএর অধিবাসী অন্ধ্রদিগের অতি অল্প জনই তেলুগু বুঝিতে সক্ষম হয়—কানারী ভাষা এখন তাহাদের কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অবশ্য কানারী অন্ধ্রদিগের সংখ্যাও আবার ক্রমে কমিতে আরম্ভ

করিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের অনেক অন্ধ্র মরাঠী ভাষা ব্যবহার করে, অনেকে হিন্দুস্থানীও ব্যবহার করিয়া থাকে। দেশহস্ত অন্ধ্রগণ সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের অনুরূপ পোষাক পরিধান করে। তাহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমশ্রেণীভুক্ত ; দ্রবিড় ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহারা আহার করে এবং স্বজাতীয়গণের সহিত মাত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহাদের গৃহপুরোহিতগণও তাহাদিগের সমশ্রেণীভুক্ত। তাহারা প্রধানতঃ স্মার্ত এবং ধর্মব্যাপারে স্মার্ত দেশহস্তদিগের সহিত তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। দেশহস্ত ব্রাহ্মণদের সহিত তাহাদের আচার-ব্যবহারেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সমজাতীয় ব্যক্তিবর্গের সভায় অধিকাংশ ব্যক্তির একমতের উপরই সামাজিক বিচারের মীমাংসা হইয়া থাকে।—BG, ix. pt.-i, 1 ; xv. pt.-i, 135.

অন্ধ্রালজী—স্ত্রী°, বাতশ্লেষ্মজ ক্ষুদ্র রোগ-বি°। নামান্তর - অন্ত্রালজী [অন্ত্রালজী দ্র°]।

অন্ন,—১ [অদ্ + ক্ত কর্ম ; অনিতায়েন ; অন্—নন্ ; যাস্কের মতে √অদ্ > ; অন্নতে অত্তি চ ভূতানঃ অথবা আ—√নম্। আ আভিমুখ্যেন হেতঃতং প্রহ্বীভূতং ভবতি ভোজনায় ভূতানাম্] ক্লী°, খাদ্য, আহার্য [খাদ্য দ্র°]।—তৈ-উ° ২. ২. ১ ; মনু° ৩. ১৮২। ২ সিদ্ধ করা চাউল, ওদন, ভাত। 'অন্নেন ব্যঞ্জনম্'—পা° ২. ১. ৩৪ ; মনু° ৩. ৮১॥ গোল্ড°॥ পর্য্যায়—১ ভক্ত, ২ অন্ধ, ৩ ভিস্য, ৪ ওদন, ৫ দীদিবি॥ অম°॥ ৬ ভিস্সা॥ অম-টী°॥ ৭ ক্রূর॥ রাজনি° শব্দ°॥ আতপ ও সিদ্ধ-ভেদে চাউল দুই প্রকার [চাউল দ্র°]। সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ চাউল গুরুপাক ও পুষ্টিকর। বাঙলা-দেশে সাধারণতঃ আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চাউলই খাদ্যরূপে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং প্রধানতঃ দৈব ও পিত্র্য কর্মে আতপ চাউলের ব্যবহার আছে। অনেক ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন নরনারীদের আতপ চাউল গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

উত্তমরূপে চাউল ধৌত করিয়া পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ করিলে অন্ন বা ভাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।—ভা-প্র° কৃতান্ন ব.। গুণ—অগ্নিজনক, পথ্য, তৃপ্তিপ্রদ, রুচিকারক ও লঘু।—ঐ, কৃতান্ন ব.। ঈষদ্ভৃষ্ট চাউলের অন্ন বিশেষ রুচিকর, কফনাশক ও অপেক্ষাকৃত লঘু। অধৌত চাউলের অন্ন শীতবীর্য, গুরু, অরুচিকারক ও শ্লেষ্মাজনক।

চাউলের অন্ন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের খাদ্য। প্রাচ্যমহাখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, বর্মা, চীন, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ চাউল গ্রহণ করে। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এক বারে এক পোয়া চাউলের ভাত গ্রহণ করিয়া থাকে। [চাউল, ধান্য, ভাত দ্র°]

৩ ভুক্ত দ্রব্য, যাহা ভক্ষণ করা বা খাওয়া হইয়াছে ; 'অভ্যবহৃতান্নজগ্ধ গ্রস্ত গ্লস্তাশিতং ভুক্তম্'॥ অম°॥ অভ্যবহৃত অন্ন, জগ্ধ, গ্রস্ত, গ্লস্ত, অশিত ও ভুক্ত এগুলি একার্থবাচক শব্দ। ৪ (শ্রাদ্ধে) দৈব ও পিত্র্য অন্ন।—মনু° ৩. ১২৪ ; মৎস্যপু° ১৬. ৪। ৫ শস্য।—ছা-উ° ৬. ২. ৪ ; মনু° ৩. ৭৬॥ গোল্ড°॥ তু° সর্বৌষধ। ৬ [বৈদিক] জল॥ ভরত, বাচ°॥ ৭ পৃথিবী॥ আপ.°॥ ৮ বিষ্ণু॥ গোল্ড°॥ ৯ সূর্য॥ উণা° সিদ্ধান্তকৌ° শব্দ° গোল্ড°॥ ১০ মাংসের ঝোল॥ গোল্ড°॥ ১১ ভাতের ফেন, অন্নমল, অন্নকিট্ট॥ গোল্ড°॥ ১২ [বেদান্ত°] স্থূল শরীর। ১৩ তীর্থবি°। এই তীর্থে স্নান করিলে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া সূর্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।—বামনপু° ৩৬. ৬৩। ~কাম—১ ভোজনাভিলাষী, ক্ষুধার্ত। ২ [বৈদিক] যে অন্ন প্রার্থনা করে। তু° অন্নাদ্যকাম। 'অন্নকামায় চরতে কৃশায়'—ঋ° ১০. ১১৭ ৩; কা-শ্রৌ° ৪. ৪. ২। ~কাল—ভোজনের সময়॥ গোল্ড°॥ ~কিট্ট—ক্লী°, অন্নমল। ~কূট—১ অন্নের শিখরতুল্য, অন্নরাশি বা অন্নের স্তূপ। ২ পর্ব বি° [অন্নকূট দ্র°]। ~কূটযাত্রা—পর্ব-বি° [অন্নকূট দ্র°]। ~কোষ্ঠ, -ক—১ তণ্ডুলাদি রক্ষার স্থান, ধান্য প্রভৃতি রাখিবার স্থান ; গোলা, বরই॥ অভি° শব্দ° বো-রো°॥ ২ বিষ্ণু॥ আপ.° গোল্ড°॥ ৩ সূর্য॥ আপ.° গোল্ড॥ ~ক্ষেত্র—যেখানে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য বা প্রাদুর্ভাব আছে, অন্নের ক্ষেত্রতুল্য স্থান। ~গতি—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, কণ্ঠনালী, oesophagus, gullet.—সুশ্রু° ১. ৩০৭. ১৯॥ বো-রো° গোল্ড°॥ ~গন্ধি—অতিসার-রোগভেদ। [অতিসার দ্র°]॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° বো-রো°॥ তু° পদ্মগন্ধি, করীষগন্ধি, উৎপলগন্ধি। ~গ্রাহক—১ খাদ্যগ্রহীতা। ২ অপান বায়ু॥ গোল্ড°॥ ~চক্র—মহর্ষি কশ্যপ ও দক্ষকন্যা দনুর পুত্র।—পদ্মপু° সৃষ্টি°। ~চিকিৎসা—আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ-বি°।—Opp. 2747॥ Cat. Cat.॥ ~ছত্র—[মূ° অন্নসত্র >] ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি যেখানে অন্ন পায়। [আতিথিশালা, ধর্মশালা দ্র°] 'ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র'—চৈ-ভা° ৩৮২। ~জ—১ অন্নদ্বারা উৎপন্ন॥ আপ.° গোল্ড°॥ ২ [বৈদ্যক] যে জলে চাউল সিদ্ধ হয়, তণ্ডুলাম্বু, মাড়॥ গোল্ড°॥ ৩ হিমালয় পর্বতের সন্নিহিত দেশ-বি°। এই দেশের অধিবাসীদিগেরও নাম অন্নজ।—মার্ক-পু° ৫৭. ৫৫। ~জল—১ ভোজ্য দ্রব্য ও পান করিবার জল। ২ শ্রাদ্ধকালে প্রেতের উদ্দেশে যে ভোজ্যসমেত জলপূর্ণ তৈজসাধার দান করা হয়। ৩ খোরপোষ, জীবিকার্জন॥ গোল্ড°॥ ~জি—নামান্তর 'অন্নজি'। জ্যোতিঃগ্রন্থ-বি°। জৈমিনিসূত্রের টীকা।—NW. 508, 532॥ Cat. Cat॥ ~জিৎ—১ যে অন্নকে জয় করিয়াছে। ২ যজ্ঞীয় অশ্বের বৈদিক নাম।—শ ব্রা° ৫. ১. ৪. ১৫॥ বো-রো° গোল্ড°॥ ~জীবন—বিণ, অন্নই যাহার জীবন।—শ ব্রা° ৭. ৩. ১. ২০॥ বো-রো°॥

~তেজঃ—১ [মূ°-তেজস্] অন্নবল, অন্নের শক্তি। 'বিষ্ণোঃ ক্রমোঽসি সপত্নহা কৃষিসংশিতোঽন্নতেজাঃ'—অ° ১০. ৫. ৩৪ ॥ বো-রো° ॥ ~দ—১ [অন্ন + √দা অ+ কর্ত্ত ; স্ত্রী—া (= অন্নপূর্ণা) অন্নদাতা, যিনি অন্ন দান করিয়া থাকেন। [অন্নদান দ্র°] ২ শিব। ~দাতা—[মূ°-দাতৃ] ১ বিশ, যিনি অন্ন দান করেন। ২ অন্নদেব, অন্নপতি [~দেব দ্র°]। ~দায়—[প্রাদে°] অন্নকষ্ট, অন্নের অভাব। ~দার্ক—উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানবি°।—মার্ক-পু° ৫৮. ৫১। ~দাস—১ অন্নপালিত ভৃত্য, পেটভাতা চাকর। ২ অন্নদাসতুল্য পরান্নজীবী হেয় ব্যক্তি। ~দেব, -দেবতা, -পতি—১ অন্নের দেবতা ('অন্নদেবতা'—শুদ্ধিতত্ত্ব) অন্ন বা খাদ্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা, যে দেবতা অন্ন দান করেন। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে (৩.১.৫) এই দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা আছে। মেবারের রাজা মানসিংহ তাঁহার উষ্ণীষমধ্যে রক্ষিত শস্যদ্বারা অন্নদেবের পূজা করিয়াছিলেন।—Crooke : Tod's Rajasthan, I. 392. সুতরাং রাজপুতদের মধ্যে অন্নদেবের পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তবে অন্নদেব অপেক্ষা অন্নপূর্ণার পূজা রাজপুতনায় সমধিক প্রসিদ্ধ [অন্নপূর্ণা দ্র°]। ২ [বৈদিক] অগ্নি। তু° অন্নপূ ॥ আপ্° ॥ ৩ সবিতা, সূর্য।—ছা-উ° ১. ১২. ৫। ৪ অন্নরক্ষক, প্রজাপতি।—বাজ স° ১১. ৮৩ ; অ° ১৩. ৩. ৭ ; মনু° ১. ২০২ ॥ গোল্ড° ॥ ৫ শিব ॥ আপ্° ॥ ~দোষ—অখাদ্য ভক্ষণজনিত দোষ, অপথ্য ভোজন-হেতু দোষ।—মনু° ৫. ৪। ~দ্বেষ—খাদ্য-গ্রহণে অনিচ্ছা, ভোজনে অনিচ্ছা। ~ধ্বংস—অন্নক্ষয়, ভোজ্যনাশ। ~নালী—ভুক্ত দ্রব্যের কণ্ঠস্থ গমনপথ, কণ্ঠনালী gullet ॥ আপ্° ॥ ~পক্তি—অন্নপাক।—মনু° ৯. ১১। ~পান—ভোজ্যের সহিত পেয় দ্রব্য, সর্বপ্রকার খাদ্য। ~পাননিরোধ—[জৈন°] অন্ন (খাদ্য) ও জল গ্রহণ না করিবার সংযম।—JD, 16. ~পানবিধি—১ চিকিৎসাগ্রন্থবি°।—Opp. 2748. ২ সুষেণ-কৃত গ্রন্থবি°।—K. 210 ॥ Cat. Cat. ॥ ~পূ—[বৈদিক] অন্নের শুদ্ধিকারক, অগ্নি, অন্নদেব [~দেব দ্র°]। ~পূর্বা—দুর্গা ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~পেয়—[বৈদিক] যজ্ঞবি°। বাজপেয় যজ্ঞের নামান্তর।—শ-ব্রা° ৫. ১. ৩. ৩.। ~প্রদ=অন্নদ, যিনি অন্নদানের কারণ [~দ দ্র°]। ~প্রাশ=অন্নপ্রাশন [অন্নপ্রাশন দ্র°]। ~বহনালী—স্ত্রী°, অন্ননালী, গলনলী হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত নলী, alementary canal ॥ আপ্° ॥ ~বাহিস্রোতঃ—[মূ°-স্রোতস্] ক্লী°, যে নলীর ভিতর দিয়া খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে যায়, œsophagus, gullet. ॥ গোল্ড° ॥ ~বিৎ—বিশ, ১ যিনি ভোজ্যদ্রব্যের গুণ অবগত আছেন।—অ° ৬. ১১৬. ১ ॥ বো রো° ॥ ২ যাহার অধিকারে ভোজ্যদ্রব্য আছে। ~বুভুক্ষ—অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছুক। ~ব্রহ্ম—ক্লী°, অন্নরূপ ব্রহ্ম ॥ গোল্ড° ॥ ~ভক্ত—১ অন্নে পালিত ভৃত্য। ২ যে অন্ন খাইতে ভালবাসে। ~ভাগ—ভোজ্যদ্রব্যের অংশ।—অ° ৩. ৩০. ৬ ॥ বো-রো° গোল্ড° ॥ ~ময়—১ [বেদান্তদ°] স্থূল শরীর [পঞ্চ কোষের (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়] অন্যতম —তৈ-উ° ২. ৮। ২ অন্নবিকৃতিমাত্র, অন্নজাত। ৩ বহু পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন।—পা° ৫. ৪. ২১। ~ময় কোষ—অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট শরীর, স্থূল শরীর [অন্নময় দ্র°]। ~মল—ক্লী°, ১ অন্নের নিঃসারিত মল, ফেন।—পা° ৬. ১. ১৪৮ (কাশিকা)। ২ মদ্য ॥ প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শব্দ° ॥ ৩ পৌষ্টীমদ্য ॥ গোল্ড° ॥ ৪ কাঁজি। ৫ আমানি।—মনু° ১১. ৯৪। ~রস—১ ভুক্ত অন্নের সারাংশ। 'অপথ্যোঃ সহ সংভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা'—দশকু° ২. ৫৭ ; নিরুক্ত ৫. ৩৭ ॥ বো-রো° ॥ ২ অন্নের স্বাদ। ~রসময়—অন্নের সারাংশদ্বারা প্রস্তুত, অন্নরসযুক্ত।—তৈ উ° ২.১.২। ~লিপ্সা—খাইবার ইচ্ছা, ভোজনের অভিলাষ ॥ গোল্ড° ॥ ~বিকার—১ অন্নবিকার দ্বারা নানাবিধ প্রস্তুত খাদ্য। যেমন, সক্তু, পুরোডাশ, সুরা, যবসুরা, পিষ্টসুরা ইত্যাদি। ২ অগ্নিবিকার হেতু রেতঃ, শুক্র। —তৈ-উ° ২. ১ ॥ রাজ-নি° শব্দ° ॥ ৩ অজীর্ণ, পেটের অসুখ। ~বিপাক-নাড়ী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, যে নাড়ীতে অন্নের পরিপাক হয়। ~শেষ—ভোজনের অবশিষ্ট অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন। ~সংস্কার—১ অন্ন অর্পণ, খাদ্য সুরস করা।—মহা° ৩. ৬৭. ৩। ২ অন্নের পবিত্রতা সম্পাদন। ~সঙ্কল্প—শ্রাদ্ধকার্যে প্রেতের উদ্দেশে অন্নদানজনিত অনুষ্ঠান-বি°। ~সত্র=অন্নছত্র। ~হর্তা—[মূ°-হর্তৃ] স্ত্রী°, ভোজনদ্রব্য অপহরণকারী ॥ গোল্ড° ॥ ~হুড়—[প্রাদে°] অন্নের ভিখারী, অন্নকাঙাল।

অন্ন.—কোণ্ডবীডুর রেড্ডি-বংশীয় কয়েক জন নরপতি।[১] তন্মধ্যে অন্ন বেম ও অন্ন বোত সমধিক উল্লেখযোগ্য। অন্ন বেম রেড্ডি-নৃপতি প্রোলয় বেমের চতুর্থ পুত্র ও অন্ন বোতের পরেই সিংহাসনারোহণ করেন। অন্ন বোত রাজা প্রোলয়ের উত্তরাধিকারী পুত্র ও অন্ন বেমের অগ্রজ। উভয়ে খ্রী° ১৪ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন।[২]

অন্ন বোত—প্রোলয় বেমের মৃত্যু হইলে সম্ভবতঃ ১৩৪৭ খ্রী° সিংহাসনারোহণ করেন।[৩] ইনি 'অন্নয়' নামেও পরিচিত ; এই নামে রাজ্যারোহণের বর্ষেই ইনি কুর্নুল জেলার মার্কপুর তালুকের একটী মন্দিরে দানকার্য করিয়াছিলেন।[৪] ১৩৫৩ খ্রী° গুণ্টুর জেলার ওঙ্গোলে,

১ HInsSI, 385.
২ ঐ, 191, 193, 194, 385.
৩ V. Rangachari : List of Inscriptions, ii. Kurn. 284 ; 191 of 1905.
৪ ঐ, ii. Kurn. 343 ; 250 of 1905.

তালুকের একটী লিপিতে ইঁহার রাজ্য-কালের কথা আছে।[৫] আর একটী লিপিতে দেখা যায়, ইনি ১৩৫৬ খ্রী° কুর্নুল জেলার ত্রিপুরান্তকমে রাজত্ব করিতেছেন।[৬] ১২৪৪ খ্রী° কাকতীয় গণপতি বিদেশীয় জাহাজ-সম্পর্কে যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন সেই আদেশের অনুবর্তন করিয়া ১৩৫৮ খ্রী° ইনি অনুরূপ আদেশ দেন যে, যে সমুদয় বিদেশীয় জাহাজ ইঁহার রাজ্যের সীমানার মধ্যে সমুদ্রো-পকূলে ধ্বংস হইবে সেগুলি রাজসরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে না, তবে এই জাহাজগুলি ও সেগুলির বাণিজ্যবস্তুসমূহের জন্য বাণিজ্যশুল্ক গ্রহণ করা হইবে।[৭] ১৩৮১ খ্রী° ইনি সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং অন্ন বেম উহাতে অধিষ্ঠিত হন।[৮]

অন্ন বোতের পুত্র কুমারগিরি (১৩৮১ [?] -১৪০৭ খ্রী°) [কুমারগিরি দ্র°], কন্যা মল্লাম্বিকা, মল্লাম্বিকার সহিত রাজমুন্দ্রীর-শাখার (কুমারগিরি ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা) সামন্তরাজ ও কুমারগিরির মন্ত্রী ৩য় কাটয় বেমের বিবাহ হয় [কাটয় বেম, ৩য় দ্র°]।[৯]

অন্ন বেম—অন্য বেম নামেও পরিচিত। ইনি নিজকে বসন্তরায়, পল্লবত্রিনেত্র, ক্ষুরিকা-সহায় প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিতেন।[১০] সিংহাসনারোহণ - ১৩৮১ খ্রী°। ইঁহার একটী তাম্রশাসন[১১] হইতে জানা যায়, বেজ-ৱাদার নিকটবর্তী কোণ্ডপল্লী হইতে উত্তর দিকে এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শেষ রাজ্যাঙ্কে ১৩৯১ খ্রী° ইনি দ্রাক্ষারাম-মন্দিরের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।[১২]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অন্নকূট—হিন্দু ধর্মোৎসব-বি°। এই উৎসবে দেবোদ্দেশে নিবেদিত অন্নরাশি পর্বতাকারে স্তূপীকৃত করা হয় এবং উহা প্রসাদস্বরূপ বিতরিত হইয়া থাকে। সাধা-রণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ কর্তৃক এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ এই উৎসবের দিন। পুরী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে ইহা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বারাণসীর অন্নপূর্ণা-মন্দিরে অনুষ্ঠিত অন্নকূট উৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ বৈষ্ণবদের উৎসব হইলেও কাশীধামের উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এখন অনেক স্থানে অনেক ভক্তকেও অন্নকূট উৎসব করিয়া সাধারণের মধ্যে অন্ন-ব্যঞ্জন বিতরণ করিতে দেখা যায়। এই উৎসব বা পর্বকে 'অন্নকূট-যাত্রা'ও বলা হইয়া থাকে।

রাজপুতানায়ও অন্নকূট-উৎসবের প্রচলন আছে। পূর্বে রাজস্থানে অতিশয় জাঁক-জমকের সহিত এই পর্ব উদ্‌যাপন করা হইত। ঐ দিন রাজস্থানের সাতটী রাজ্যের রাজধানী হইতে সাতটী প্রধান শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ উৎসবস্থলে খুব আড়ম্বরের সহিত আনয়ন করা হইত। সপ্তবিগ্রহের পূজা শেষ হইলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপীকৃত অন্নরাশি প্রসাদস্বরূপ উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করা হইত। একবার একটী অন্নকূটে যুদ্ধাভি-যানের পূর্বে অধিকাংশ প্রধান রাজপুত নৃপতি সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মেবাড়ের রাজা অরসি, মারবাড়ের রাজা বিজয়সিংহ, বিকানীরের রাজা গজসিংহ, কিষনগড়ের রাজা বহাদুরসিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মেবাড়রাজ মূল বিগ্রহকে একটী মুক্তাখচিত স্বর্ণনির্মিত পায়ের তোড়া ও বিজয়সিংহ একটী হীরকের কণ্ঠহার পূজা দিয়াছিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণও বহু মূল্যবান জিনিস নিবেদন করেন। রাজস্থানে এরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহাদের পূজা শেষ হইলে সুরাটের এক জন বৃদ্ধা রমণী নরপতি-বর্গের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে থাকেন। ঠিক এই সময় রমণী বিগ্রহের পায়ের নিকট নৃপতিগণের প্রদত্ত মূল্যবান্ দ্রব্যাদির মূল্য-স্বরূপ ভগবৎপ্রদত্ত একটী রসিদ দেখিতে পান। নৃপতিগণ তখন মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না জানিয়া অধোবদন হন।—Crooke : Tod's Rajasthan, ii, 638-9.

অন্নকূট২—মথুরার নিকটবর্তী বর্তমান গিরিরাজ পাহাড়ের প্রাচীন নাম। গোবর্ধন-নগরের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৮´—২৭° ৩১´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ২৬´—৭৭° ২৯´ পূ°। উচ্চতা মোটামুটি ১০০ ফুট। পাহাড়টী বেলে পাথরের ও প্রায় ২ বা ২॥ ক্রোশ দীর্ঘ। সমতলভূমি হইতে ইহা খাড়া হইয়া উঠিয়া উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম দিকে গিয়াছে।

ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের বিশ্বাস, এই পাহাড়ই শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উত্তোলিত গোবর্ধন পাহাড়। ইন্দ্র যজ্ঞাংশ না পাইয়া যখন ক্রোধবশতঃ মেঘ ও পবনের সাহায্যে ব্রজবাসীদিগকে পীড়া দিতে থাকেন তখন শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলির অগ্রে সাত দিন ও সাত রাত্রি গোবর্ধনপর্বতকে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এই গোবর্ধনপর্বতেরই অপর নাম অন্নকূট। তীর্থযাত্রিগণ পুণ্যসঞ্চয়ার্থ এই পাহাড় প্রদক্ষিণ করে। [গিরিরাজ, গোবর্ধন দ্র°]—IG, xii. 247.

অন্নদাচরণ খাস্তগীর—চিকিৎসক ও সমাজসেবী। জন্ম-১৮৩২ খ্রী°, চট্টগ্রাম। মৃত্যু —১৮৯০ খ্রী°, কলিকাতা। শিক্ষা—চট্টগ্রাম জেলা স্কুল; এখান হইতে নিম্নবৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ঢাকা হইতে উচ্চবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের

৫ ঐ, ii. Gunt. 405 ; Alan Butterworth & V. Venugopal Chetty : Collection of the Ins. on copper-plates and stones in Nellore dist. 1037.

৬ List of Inscriptions, ii, Kurn. 278 : 185 of 1905.

৭ ঐ, ii. Gunt. 102, 103 ; 258 of 1897 ; 60, 602 of 1901 ; Mad. Ep. Reps., 1910, 118.

৮ Amaravati Ins., 258 of 1897 ; EI, viii. 9.

৯ HInsSI, 385.

১০ ঐ।

১১ List of Inscriptions, ii. Kistna. 102.

১২ ঐ, ii. Goda. 352 ; 446 of 1893.

পদের জন্য আবেদন করিয়া মনোনীত হন। কিন্তু ইতঃমধ্যে ইঁহার এক সহপাঠী কলেরা রোগে কোন চিকিৎসকের সাহায্য না পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইনি চিকিৎসক হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। তদনন্তর সরকারী চাকুরী লইয়া ২৩ বৎসরকাল সব্-এ্যাসিস্ট্যাণ্টের কার্য করেন। কিছুকাল জেলা সিভিল সার্জেনের ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকতার কার্যও করিয়াছিলেন। অতঃপর চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং উহাতে সুনাম ও পসার অর্জন করেন।

দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা ইঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষা ও স্ত্রীলোকের সমাজে উন্নতির জন্য ইনি বহুবিধ প্রচেষ্টা করিয়াছেন। নিজ গ্রামে ইনি একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি কয়েকটী স্বাস্থ্যপাঠ-সম্বন্ধে গ্রন্থ এবং একটী স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। চট্টগ্রামবাসীরা ইঁহার নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ইঁহার একটী তৈলচিত্র রক্ষা করিয়াছেন।

অন্নদান—ক্লী°, খাদ্য-দান, ভোজনার্থ অন্ন দেওয়া। সকল দানের মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। এই দানের ব্যবস্থা প্রত্যেক ধর্মানুশাসনের মধ্যেই অল্পবিস্তর দেখা যায় এবং ইহা অনেক স্থলে ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়াও পরিগণিত হয়। প্রাচীন ভারতে যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্নদান ব্যাপার গৃহস্থের বিশেষ করণীয় কার্যে পরিণত হইয়াছিল। শিক্ষক বা গুরু ও ছাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে নির্বিচারে অন্ন দান করা হইত। হিন্দুদের প্রতি ধর্মানুষ্ঠানে বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদিতে পিতৃপুরুষদিগকে অন্ন, জল প্রভৃতি দান করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি গৃহস্থেরা সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, প্রব্রজ্যা প্রভৃতিকে অন্ন দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত। হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে অন্নদান মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সেগুলিতে প্রায় সর্বত্রই বলা হইয়াছে, অন্নদান সকল দানের মধ্যে মুখ্য, হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস-দাসী, গৃহ, ভূমি প্রভৃতি সকল দান অন্নদানের ষোড়শ অংশেরও সমতুল্য হইতে পারে না। এই সমুদয় শাস্ত্রে ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—অন্নদান করিলে মানব অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকে এবং বহু পুণ্য, যশ, আয়ু, বল, পুত্র, ধন প্রভৃতি লাভ করে। এছাড়াও অন্নদানে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ক্ষয় হয় এবং শ্রান্ত, ক্ষুধিত অন্নপ্রার্থীকে অন্নদান করিলে নিশ্চিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অন্নদানের এই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইবার ফলেই সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে অন্নকূট পর্বের সৃষ্টি হইয়াছিল [অন্নকূট দ্র°]।

[বৃহ-উ° ৪. ৪. ২২; ছা-উ° ২. ২৩; তৈ-উ° ১. ৯; শ-ব্রা° ১১. ৩. ৩. ৫ ই°; মহা° ১৩. ৯৮ অ°; ২৩২. ৫-২১; ১৪. ১০৮. ২৮-৪৯; অগ্নিপু° ২১১. ৪৪-৬; ব্রহ্মপু° ২১৮ অ°; বিষ্ণু-স° ৯১. ১৭; সংযুক্ত নিকায় ১. ৩২; ২. ৮৬ই°]

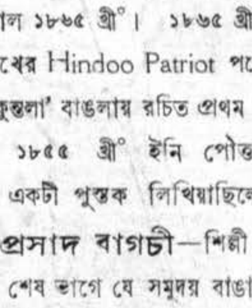
অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ—প্রবাসী বাঙালী ব্যবহারজীবী। জন্ম—১৮৫০ খ্রী°, নৈহাটী; মৃত্যু—১৯১৪ খ্রী°, সিউনী (জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ)। পিতা—পার্বতীচরণ ঘোষ। শিক্ষা—নৈহাটী বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া ১৮৬৩ খ্রী° উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। প্রবেশিকা—১৮৬৮ খ্রী°। এফ. এ.—১৮৭০ খ্রী° (মাসিক বৃত্তি-লাভ) ইহার পর নৈহাটী মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খ্রী° কলিকাতা আলিপুর কোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭৭ খ্রী° মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ। ১৮৮০ খ্রী° হইতে দশ বৎসর জব্বলপুরে আইন-ব্যবসায়। ১৮৯০ খ্রী° জব্বলপুরের নিকটবর্তী সিউনী ছাপারা শহরে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

ইনি সচ্চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার চরিত্রে ও পাণ্ডিত্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ইঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সিউনী মিউনিসিপ্যালিটী ও জেলা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রী° Negotiable Instrument Act প্রবর্তিত হইলে গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক ইঁহার পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। ইঁহার সাত পুত্র, সকলেই কৃতী।—ব-বা-বা° ৩ ১৫৫-৬০।

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—নাট্যকার। প্রধানতঃ যাত্রার পালা রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। রচিত নাটক—অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ, শ্রীদাম-উন্মাদ বা ব্রজলীলা, সুধধ্বা-উদ্ধার, কনোজকুমারী, গরুড়ের স্বর্গবিজয় বা অমৃতহরণ, বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বা অর্জুন পরাভব।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার ও নাট্যকার। তেলিনীপাড়ার অধিবাসী। ১৮৫৫ খ্রী° ইঁহার 'প্রশ্নচতুষ্টয়' প্রকাশিত হয়। 'শকুন্তলা' গীতিনাট্যের প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রী°। ১৮৬৫ খ্রী° ২২এ মে তারিখের Hindoo Patriot পত্রে দেখা যায়, 'শকুন্তলা' বাঙলায় রচিত প্রথম 'অপেরা' পুস্তক। ১৮৫৫ খ্রী° ইনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও একটী পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী—শিল্পী। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সমুদয় বাঙালী শিল্পী প্রথম পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা করিয়া শিল্পানুশীলনদ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন ইনি



তাঁহাদের মুখ্যস্থানীয়। জন্ম—১০ই চৈত্র ১২৫৫ বঙ্গ° (২২এ মার্চ ১৮৪৯ খ্রী°), শিখরবালি গ্রাম, ২৪-পরগনা; মৃত্যু—১৯০৫ খ্রী° শিকদারবাগান, কলিকাতা। পিতা—চন্দ্রকান্ত বাগচী; মাতা—মৃন্ময়ী দেবী।

শিক্ষা—১৮৫৩ খ্রী° পরিবারবর্গের সহিত কলিকাতায় আগমন ও ১৮৫৪ খ্রী° শিক্ষারম্ভ। অতঃপর জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন

ও ১৮৬০ খ্রী° পাইকপাড়া স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৩ খ্রী° এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঠেন এবং কিছুকাল পরে শিক্ষা ত্যাগ করেন। অতি বাল্যকাল হইতেই চিত্রাঙ্কনশিক্ষায় অনুরাগ জন্মে এবং স্বভাবতঃ প্রতিভার বিকাশ হয়। ইতঃমধ্যে চিত্রবিদ্যা শিখিবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬৫ খ্রী° 'গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে' নিযুক্ত হন। তখন আর্টস্কুল কলিকাতার মিউজিয়ম-সংলগ্ন ছিল না, উহা বহুবাজারে অবস্থিত ছিল এবং এইচ. এইচ. লক্ উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষায় আগ্রহ ও আপন প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফলে লক্ সাহেবের বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। ফলে ১৮৬৬ খ্রী° অবৈতনিক ছাত্ররূপে গৃহীত ও ৪৲ মাসিক বৃত্তিলাভ—এই বৃত্তি ১৫৲ পর্যন্ত হইয়াছিল। লক্ সাহেবের নিকট পাশ্চাত্ত্য-পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ এবং ড্রয়িং, ডিজাইন, লিথোগ্রাফ ও চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব অর্জন করেন। সে সময় কেহ লিথোগ্রাফীতে ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। এই সময়েই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa গ্রন্থের চিত্রাবলী অঙ্কন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তদনন্তর আর্ট স্কুলে উপশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময়েই ডাঃ ফেরার্-এর Thenatophidioe গ্রন্থের জন্যও নানা বিষধর সর্পের চিত্র আঁকেন। অতঃপর ৪০৲ বেতনে শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ১৮৭৪ খ্রী° সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীর সর্বোচ্চ পারিতোষিক লাভ। ১৮৭৬ খ্রী° আর্ট স্কুলের কার্য ত্যাগ করেন। ১৮৭৭ খ্রী° পুনরায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Bodh-Gaya গ্রন্থের চিত্রাবলী অঙ্কন করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন। ১৮৭৮ খ্রী° কয়েক জন সহযোগীর সহিত মিলিতভাবে 'কলিকাতা আর্ট স্টুডিও' স্থাপন করেন। কিন্তু লক্ সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী এই স্টুডিও ছাড়িয়া ১৮৮০ খ্রী° ২০০৲ মাসিক বেতনে আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রী° পর্যন্ত এই কার্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন; অতঃপর অসুস্থতানিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহার কার্যকালে ও ইঁহার চেষ্টায় স্কুলের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১৮৮৩-৪ খ্রী° কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সার্টিফিকেটের জন্য যে সমস্ত নক্সা চিত্রিত হইয়াছিল তন্মধ্যে একমাত্র ইঁহারই নক্সা মনোনীত হয়। ১৮৮২-৫ খ্রী° 'ব্যবহারিক ও সুকুমার-শিল্প সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মী ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতেই প্রথম শিল্পবিষয়ক পত্রিকা 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রী° Indian Association for the Promotion of Fine Arts প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। উহার দ্বিতীয় অধিবেশনে ইনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে ১৯০৫ খ্রী° ইঁহার অবসরগ্রহণের পর 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনিই উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতিত্ব করিবার অবসর ঘটে নাই, কারণ উহার কিছু কাল পরেই ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

অন্নদামঙ্গল—সুপ্রসিদ্ধ বাঙলা কাব্যগ্রন্থ। রচয়িতা—কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। রচনাকাল—১৬৭৪ শক। ইহাতে দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, শিব ও পার্বতীর কলহ, পার্বতীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ, পৃথিবীতে অন্নদার পূজাপ্রচার, ভবানন্দ মজুমদারকে অন্নদার কৃপা, বিদ্যাসুন্দর-কাব্য, মানসিংহের যশোহর-বিজয় (ইহাতে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনী আছে) প্রভৃতি ইহাতে বিবিধ ছন্দে সরস পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিরূপে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনার সময় এক জন ব্রাহ্মণকে লিপিকরের কার্যের জন্যও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, নীলমণি সমাদ্দার নামক এক জন সঙ্গীতজ্ঞকেও কৃষ্ণচন্দ্র নিযুক্ত করেন; এই সঙ্গীতজ্ঞ অন্নদামঙ্গলে সন্নিবেশিত গানগুলির সুর দিতেন এবং রাজসভায় সেগুলি গান করিতেন। [ভারতচন্দ্র দ্র°]

১২৬২ বঙ্গা° ১লা আষাঢ় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে (পৃ° ৫৮) তিনি অন্নদামঙ্গলের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানা কারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু পদ্যের দ্বারা ইহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম, এবং যত্নের ব্যাপার যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও সাধারণ নহে।"

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়—সাহিত্যসেবী ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৫ই মার্চ ১৯০৪ খ্রী° ঢেঙ্কানাল রাজ্য। পিতা—নিমাইচরণ



রায়; মাতা—হেমনলিনী রায়। শিক্ষা—ঢেঙ্কানাল ও পুরী স্কুল, কটক ও পাটনা কলেজ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯২৩ খ্রী°। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও প্রথম স্থান, ১৯২৫ খ্রী°। ভারতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান, ১৯২৭খ্রী°। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজে দুই বৎসর শিক্ষানবীশী, ১৯২৭ হইতে ১৯২৭ খ্রী°।

১৯২৯ খ্রী° ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। অতঃপবর স্বদেশে প্রেরিত হন ও বহরমপুরে প্রথম পদ পান। তদবধি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বদলি হইয়াছেন। রাজসাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৭ খ্রী°; বাঁকুড়ার জেলা জজ, ১৯৪০ খ্রী°। বিবাহ—আমেরিকাবাসিনী কুমারী অ্যালিস ভার্জিনিয়ার সহিত, ১৯৩০ খ্রী°।

গ্রন্থাবলী—তারুণ্য (১৯২৮ খ্রী°); রাখী (১৯২৯ খ্রী°); আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০ খ্রী°); অসমাপিকা (১৯৩১ খ্রী°); পথে প্রবাসে (ঐ); যার যেথা দেশ (১৯৩২ খ্রী°); একটি বসন্ত (ঐ); পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩ খ্রী°); অজ্ঞাতবাস (ঐ); কালের শাসন (ঐ); কলঙ্কবতী (১৯৩৪ খ্রী°) কামনাপঞ্চবিংশতি (ঐ); প্রকৃতির পরিহাস (ঐ); দুঃখমোচন (১৯৩৬ খ্রী°); আমরা (১৯৩৭ খ্রী°); মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০ খ্রী°); অপসরণ (যন্ত্রস্থ); জীবনশিল্পী (যন্ত্রস্থ)।

১৯৪০ খ্রী° ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে' ইনি সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব করেন। সাহিত্য-সাধনায় ইনি বাঙলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার রচনায় বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটী আভিজাত্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনাসমূহে বুদ্ধি-প্রাখর্যের পরিবেশ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

অন্নপূর্ণা,—[অন্নদ্বারা পরিপূর্ণা—৩-তৎ] স্ত্রী°, আদ্যাশক্তি ভগবতীর অভিব্যঞ্জনা-বি°। নামান্তর—অন্নদা। চৈত্র মাসে শুক্লা অষ্টমীতে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, শিব ও পার্বতীর মধ্যে কলহের ফলে অন্নপূর্ণা-মূর্তির আবির্ভাব হয়। শিব ভিখারীর বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে কাশীতে অন্নপূর্ণাদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হন। [কাশীখণ্ড দ্র°]। দেবী অন্নপূর্ণা তখন জগজ্জনকে অন্ন বিতরণ করিতেছিলেন। শিবও দেবীর নিকট অন্ন-ভিক্ষায় উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের অবসান হয়।

পুরাণ ও তন্ত্রসমূহে দেবী অন্নপূর্ণা কোথাও দ্বিভুজা কোথাও চতুর্ভুজারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

দেবীর ধ্যান—

হ্রীঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশলকাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥[১]

ধ্যানান্তর—

আদায় দক্ষিণকরেণ সুবর্ণদর্বী
দুগ্ধান্নপূর্ণমিতরেণ চ রত্নপাত্রম্।
ভিক্ষান্নদাননিরতাং নবহেমবর্ণাং অম্বাং
ভজে সকলভূষণমাল্যশোভাম্॥[২]

'অন্নদাকল্পে'—

ত্রৈলোক্যমোহিনীং সৌম্যাং বালার্কারুণ-
বিগ্রহাম্।
বিচিত্রাম্বরভূষাঢ্যাং সদাষ্টাদশবৎসরাম্॥
নানাসুরত্নভূষাভির্মণ্ডিতাং চন্দ্রশেখরাম্।
ত্রিনেত্রামরসন্দোহসংস্তুতাং[৩] দ্বিভুজাং পরাম্॥
বামে মাণিক্যচষকং কারণামৃতপূরিতম্।
রত্নদর্বীং দক্ষকরে পলান্নঘৃতপূরিতম্॥
পায়য়ন্তীং শিবং তীর্থং ভোজয়ন্তীং পলান্নকম্।
পীত্বা ভুক্তানন্দময়ং নৃত্যন্তং শশিশেখরম্॥
বিলোক্য হৃষ্টাং পদ্মান্তঃ ষট্‌কোণান্তর্নিষে-
দুষীম্।
মুক্তাহারলসত্তুঙ্গকুচযুগ্মমনোহরাম্।
সর্বসৌন্দর্যবসতিং সর্বলাবণ্যশালিনীম্।
বিশ্বাদ্যাং বিশ্বজননীং বিশ্বপালনতৎপরাম্॥
দুঃখদারিদ্র্যদমনীং সুখমোক্ষফলপ্রদাম্।
ইথমানন্দনিলয়াং ধ্যায়েন্নিজহৃদম্বুজে[৪]॥

এতদ্ব্যতীত 'পুরশ্চর্যার্ণব', 'কারণাগম' 'বৃহজ্জ্যোতি-ষার্ণব', 'শ্রীতত্ত্বনিধি' প্রভৃতিতেও দেবীর ধ্যানান্তর বর্ণিত আছে।[৫]

এই সমুদয় ধ্যান-অনুসারে, মূলতঃ দেখিতে গেলে দেবী অন্নপূর্ণা সর্বদা অন্নদানে নিরতা; তিনি স্বর্ণের ন্যায় প্রভাশালিনী, তাঁহার দক্ষিণ করে সুবর্ণময়ী দর্বী (হাতা) এবং বাম করে দুগ্ধমিশ্রিত অন্নপূর্ণ রত্নপাত্র; তিনি কোমলতনু, স্তনভারনতা, ত্রিনেত্রা—তাঁহার মস্তকে অর্ধচন্দ্র শোভিত; তিনি বিচিত্র উজ্জ্বল বসন পরিধান ও মস্তকে নবরত্নখচিত মুকুট ধারণ করেন এবং হৃষ্ট মনে আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চঞ্চল নয়নে পতির নৃত্য দেখিয়া অবস্থান করেন। দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তিভেদে অন্নপূর্ণা-ভুবনেশ্বরী ও অন্নপূর্ণা ভৈরবী নামে বিদিত।[৬] এই মূর্তিদ্বয়ের বীজ ও পূজাপ্রকরণও সামান্য ভিন্ন প্রকারের।

দেবী অন্নপূর্ণার বীজ—হ্রীঁ, শক্তি—স্বাহা, কীলক—নমঃ, ঋষি—ব্রহ্ম, ছন্দ—গায়ত্রী। মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ইঁহার পূজার পূর্বে বিশ্বেশ্বরের পূজার বিধি আছে। 'অন্নদাকল্পতন্ত্রে' কিন্তু তাহার উল্লেখ নাই। বিশ্বেশ্বরের ধ্যান ঐ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশম্' ইত্যাদি মন্ত্র।

পূজাবিধি—প্রাতঃকৃত্যাদি ও পঞ্চদেবতাপূজাদি সম্পন্ন করিয়া পীঠন্যাস, মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ষোড়ান্যাস, বীজন্যাস, তত্ত্বন্যাস, ব্যাপকন্যাস ইত্যাদি করিতে হয়। পরে দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও দানার্ঘ্য স্থাপন ও ষড়ঙ্গ পূজা বিধেয়। অতঃপর পীঠপূজা করিয়া পীঠশক্তির পূজা[৭] এবং পুনর্ধ্যান করিয়া দেবীর আবাহন, পরমীকরণমুদ্রায় পরমীকরণ ও উপচারে পূজা করিতে হয়।

উপচারদানের পর দেবীর আজ্ঞা লইয়া

১ পুরোহিতদর্পণ, ১৩৪৫, ২৭৯।
২ নিত্যপূজাপদ্ধতি (৪র্থ সং), ১৭৪; শ্রীক্রম, অ যৌবনোল্লাস, ১৩৩ পৃ°, শ্লো° ২২।
৩ 'ত্রিনেত্রামরসংবৃহসংস্তুতাং বা'।
৪ 'ইথমানন্দনিলয়াখ্যাত্বা নিজহৃদম্বুজে বা'।
৫ HI, i. pt. ii, 370; এবং 'প্রতিমালক্ষণানি' (p. 131) 'বামে মাণিক্যপাত্রং...অন্নপূর্ণাং নমামি' দ্র°।
৬ 'অন্নপূর্ণা দ্বিবিধা ভুবনেশ্বর্যন্নপূর্ণা ভৈরব্যন্নপূর্ণা চ'।
৭ অবশ্য তন্ত্রমতে অভিষিক্তপক্ষে পূজার ক্রম ও প্রণালী এখানে ভিন্ন হইয়া থাকে।

আবরণপূজা ও পরে দশবক্ত্র শিবের পূজা করা নিয়ম। তৎপরে ভোগনিবেদন, বলি-নিবেদন, হোম, জপ, স্তোত্র ও কবচাদি পাঠ কর্তব্য।[৮]

দেবী অন্নপূর্ণার গায়ত্রী যথা—'হ্রীঁ নমো ভগবতি বিদ্মহে মাহেশ্বরী ধীমহি। তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।'[৯]

'অন্নদাকল্পতন্ত্রে' প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে দেবীর গায়ত্রী-ধ্যান আবার ত্রিগুণ-ভেদে তিন রকম দেওয়া আছে, যথা—

প্রাতঃকালে—

প্রাতর্ব্রাহ্মী রক্তবস্ত্রা[১০] দ্বিভুজা চ কুমারিকা।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাং চ বিভ্রতী।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরা হংসারূঢ়া শুচিস্মিতা॥

মধ্যাহ্নে—

মধ্যাহ্নে সা শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী যা চতুর্ভুজা।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়াসনা॥
পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বা বনমালাবিভূষণা।
যুবতী চ সদা ধ্যেয়া মধ্যে মার্তণ্ডমণ্ডলে॥

সায়াহ্নে—

সায়ং সরস্বতীরূপা শুক্লা শুক্লাম্বরা সতী।
ত্রিনেত্রা বরদা পাশশূলখর্পরধারিণী॥
বৃষভাসনমারূঢ়া চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা।
অর্ধাস্তমিতামার্তণ্ডে ধ্যেয়া বিগতযৌবনা॥

দেবীর গায়ত্রী সহস্র বার জপ করিলে গায়ত্রীর পুরশ্চরণ হয়, দেবীকবচ এক শত আট বার পাঠ করিলে কবচের পুরশ্চরণ হয় এবং মন্ত্রের পুরশ্চরণে দেবীর ধ্যান করিয়া একাগ্র-মনে এক লক্ষ বার মন্ত্র জপ ও ঘৃতাক্ত অন্নদ্বারা জপের দশাংশ (দশ হাজার বার) হোম করিতে হয়।

প্রণাম—

ওঁ অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

দেবী অন্নপূর্ণার ঐতিহাসিক পরিণতি বর্তমানে এক রকম রহস্যপূর্ণা বলিলেই চলে। অন্নপূর্ণা > অন্নদ্বারা পরিপূর্ণা > অন্নদা ভগবতী। অন্নপূর্ণা-কবচে দেবীকে 'নমোঽস্তু তুভ্যং গিরিরাজ-কন্যে', 'গিরীশস্য কান্তাং' এবং প্রণাম-মন্ত্রে 'গৌরী' বলা হইয়াছে। গিরিরাজ কন্যা উমা উপনিষদের 'হৈমবতী' এবং পুরাণের 'দুর্গা'। কাজেই অন্নদা বা অন্নপূর্ণার পূজা আসলে দেবী দুর্গা বা মহিষমর্দিনীরই পূজা। তন্ত্রেও অন্নপূর্ণার দ্বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে—'ভুবনেশ্বরী' ও 'ভৈরবী'। জগদ্ধাত্রী, কালী, তারা—এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ঐ অন্নদারই রূপভেদমাত্র এবং রূপভেদজন্য বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্রেরও পার্থক্য হইয়াছে।

অন্নপূর্ণার পৌরাণিক আখ্যান যাহাই হউক না কেন, ধন-ধান্য ও লক্ষ্মীশ্রী সংসারে অচল রাখিবার জন্যই লোকে 'অন্নদা' বা 'অন্নপূর্ণা' নামে দেবীর পূজা করিয়া থাকে। * রাজপুতানায় দেবী গৌরী শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী পীতবর্ণা অন্নপূর্ণারূপে পূজিতা হন। †

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অন্নপূর্ণা₂ ~উপনিষৎ— গ্রন্থ-বি°।—ASB, Ms. Cat. ~কল্প— গ্রন্থ-বি°।

---

৮ বিস্তৃত পূজাপ্রকরণ 'তন্ত্রসার', 'ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি', 'পূজাপ্রদীপ', 'দেবার্চনপারিজাত' 'পুরোহিতদর্পণ', 'নিত্যপূজাপদ্ধতি', 'অন্নদাকল্পতন্ত্র' ও বিভিন্ন-তন্ত্রাদিতে দ্র°।

৯ অথবা 'হ্রীঁ নমো ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি। তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥' —অন্নদাকল্প।

১০ 'রক্তবর্ণা বা'।

* রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর তাঁহার 'The Indo-Aryan Races' (132-3) গ্রন্থে দেবী দুর্গাকে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা corn-goddess বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্যর জে. জি. ফ্রেজার সাহেবও এই মতের বিশেষ পরিপোষক। তিনি তাঁহার 'Golden Bough' গ্রন্থে (৪র্থ খণ্ড) Adonis-প্রসঙ্গে (The Garden of Adonis) ফ্রান্স, জর্মানী, বলাসিয়া, ট্রান্সিল্‌ভানিয়া, উত্তর-ইউবিআ, প্রুশিয়া, প্রভৃতি দেশে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা corn-goddess-এর পূজা ও উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজপুতানার অন্নপূর্ণাদেবী 'গৌরী' বা 'ঈশানী', মিশরের আইসিস্ ও গ্রীসের Ceres-এর সহিত তিনি ইঁহাদের সঙ্গতির কথাও বলিয়াছেন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর নূতন ফসলের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়া দেবী ভগবতীর পূজা করা হইত [দুর্গা দ্র°]। এইরূপ প্রথা মাত্র ভারতে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বাবিলনের মধ্য-গ্রীষ্মের (midsummer) উৎসব, আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীষ্মোৎসব, নেপল্‌সের Midsummer Eve, স্পেন ও সিসিলির St. John's Eve, বাঙলার ও ভারতের কোন কোন স্থানের ইতুপূজা, দুর্গাপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্ত্যের Spring Festival, Easter holiday, Christmas প্রভৃতি এবং ভারতের বসন্তোৎসব বা হোলি, পৌষপার্বণ, দেওয়ালী, রালদুর্গাব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান বা উৎসব মূলতঃ একই উদ্দেশ্যে প্রচলিত।

† শস্য পাকিলে উহার বর্ণ পীত হয়, এই জন্যই রাজপুত-সংস্কৃতিতে দেবীর বর্ণ পীত হইয়াছে এরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন। রাজপুতানার গঙ্গৌর-উৎসবে ইঁহার মূর্তি আড়ম্বরের সহিত উদয়পুরের হ্রদে লইয়া গিয়া স্নান করান হয়; সঙ্গে সঙ্গে শিবের সহিত দেবীর বিবাহের অনুষ্ঠানও করা হইয়া থাকে। —Crooke : Tod's Rajasthan, i. 455, 544 ; ii. 695-6 ; IA, xxxv. 61. পূর্বে রাজপুতানায় শিব 'এক-লিঙ্গ' নামে পরিচিত ছিলেন এবং এই একলিঙ্গের পূজা রাজপুতদিগের একটী বিশিষ্ট ধর্মানুষ্ঠান ছিল। এক-লিঙ্গের পূজার সহিত অন্নপূর্ণা গৌরীরও পূজার প্রচলন হইয়াছে। এই অন্নপূর্ণাই রাজপুতদের পৃথিবীদেবী এবং পাশ্চাত্ত্য খণ্ডের 'Earth Goddess' ও 'Demeter.' উক্ত অনুষ্ঠানে পুরুষেরা যোগ দিতে পারে না। অন্নপূর্ণা-পূজার উৎসব-প্রসঙ্গে টড সাহেব তাঁহার Annals & Antiquities of Rajasthan গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, প্রতি বৎসরের সূচনায় অন্নপূর্ণা-পূজা-উৎসবের পূর্বে এক জনকে মাটি আনিতে নগরের বাহিরে পাঠান হয়, কারণ গৌরী পৃথিবীদেবী হওয়ায় তাঁহার উৎসবে মৃত্তিকা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। দেবীর মূর্তির সহিত শিবের মূর্তি রচনা করিয়া একত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। তদনন্তর একটী ক্ষুদ্র পরিখা খুঁড়িয়া তাহাতে কিছু যব রোপণ করা হয়। তখন উহাতে জল ঢালিয়া দিয়া শস্য অঙ্কুরিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপ দেওয়া হয়। শস্য অঙ্কুরিত হইবামাত্র উপস্থিত রমণীরা হাত ধরাধরি করিয়া পরিখার চতুর্দিকে নৃত্য করিয়া পরিবেষ্টন করে এবং তাহাদের স্বামীদের উপর দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতঃপর অঙ্কুরিত শস্যগুলি তুলিয়া লওয়া হয় এবং সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। রমণীরা সেগুলি তাহাদের স্বামীদের প্রদান করে। স্বামীরা সেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে উষ্ণীষমধ্যে পরিয়া রাখে।—Crooke : Tod's Rajasthan, i. 603.

উদ্ধৃত।—Oudh. xiv. 104 ॥ Cat. Cat.॥ ~কল্পলতা— তন্ত্রগ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—ব্রজরাজ।—NW. 236; NP. iii. 40॥ Cat. Cat.॥ ~কল্পবল্লি— গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—শিবরামেন্দ্র সরস্বতী।—NW. 200॥ Cat. Cat.॥ ~কবচ—গ্রন্থবি°। ভৈরবী তন্ত্র হইতে গৃহীত।— Radh. 47. Burnel, 197b॥ Cat. Cat.॥ ~দশক—স্তোত্রগ্রন্থবি°।—Taylor, i. 102 ॥ Cat. Cat.॥ ~ষ্টক, ~ষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র, ~সহস্রনামস্তব— কয়েকটী গ্রন্থ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংগৃহীত List of Mss. (1870-91) দ্র°।

অন্নপ্রাশন— [প্রথমম্ অশনং প্রাশনং, অন্নানাং প্রাশনং যথাবিধি প্রথমভক্ষণম্] ক্লী°, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে বালকের প্রথম অন্নভক্ষণ। 'অন্নপ্রাশন' ইহার সাধারণ নাম; বোম্বাই অঞ্চলে ইহা 'বোতন' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দুদের প্রধান দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। শাস্ত্রানুযায়ী ইহাতে জন্মনিমিত্ত শুক্র ও শোণিতসম্পর্কের দোষ নষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্য (১.১৩) বলেন—

'এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।'

দ্বিজাতির পক্ষে সংস্কার-কর্মে মন্ত্র উচ্চারিত হয়। কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্রের বেলায় বিবাহ-সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কারে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি নাই।[১] মন্ত্রবর্জিত হইলেও সংস্কারকর্মের ক্রিয়াকলাপ শাস্ত্রানুযায়ী যথাকালে পালন করা উচিত।

অন্নপ্রাশনের কাল-সম্বন্ধে মনু (২.৩৪) বলেন—'ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে' আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে (১.১৬.১) বিধান আছে—'ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্'। যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও ছয় মাস বয়সের সময় শিশুর অন্নপ্রাশন-কাল।[২] মনুর বচনে কুলাচার-অনুসারে উক্ত কালের ব্যতিক্রম হইবে। আট মাসেও অন্নপ্রাশনের শাস্ত্রোক্ত বিধান আছে। শঙ্খের বচনে ছয় মাসে অথবা এক বৎসরেও অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা আছে—'সংবৎসরেঽন্নপ্রাশনমর্ধসংবৎসরে বা'।[৩] রঘুনন্দন 'জ্যোতিস্তত্ত্বে'[৪] নিম্নোক্ত স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ততোঽন্নপ্রাশনং ষষ্ঠে মাসি কার্যং যথাবিধি।
অষ্টমে বাথ কর্তব্যং যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥'

তাঁহার মতে, ছয় মাস মুখ্য কল্প। অতএব ছয় মাসে অথবা আট মাসে বা এক বৎসর বয়সে কুলপ্রথা-অনুযায়ী অন্নপ্রাশন হইবে — ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। কন্যার অন্নপ্রাশন পাঁচ মাসে অথবা সাত মাসে হইয়া থাকে। 'কৃত্যচিন্তামণি'র বচন এ-বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া আদৃত; বচনটী এই—

'অন্নস্য প্রাশনং কার্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ।
স্ত্রীণাস্তু পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মুনিঃ॥'[৫]

ছয় মাসে বালকের চন্দ্রশুদ্ধি হইলে রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী ভিন্ন তিথিতে শুক্লপক্ষে বুধ, রবি, শুক্র, সোম বা বৃহস্পতিবারে এবং অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী —এই সকল নক্ষত্রে অন্নপ্রাশনের বিধান আছে। 'কৃত্যচিন্তামণি'র মতে, দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা এবং পঞ্চ পর্বে অন্নপ্রাশন শিশুর বল আয়ু ও যশের হানিকর। নক্ষত্রবেধ অর্থাৎ সপ্তশলাকাবেধও অন্নপ্রাশনে নিষিদ্ধ।[৬]

শাস্ত্রে যে ছয় মাস বা আট মাস ইত্যাদি বয়স কাল অন্নপ্রাশনে বিহিত আছে, ঐ মাস ত্রিশটী দিন-রাত্রে এক এক মাসের পূর্ণতা গণনা করিয়া হিসাব করিতে হয়। অতএব অন্নপ্রাশনাদি-স্থলে সাবন মাসই কালগণনার মান। চান্দ্র অথবা সৌর মাস এক্ষেত্রে গ্রহণ করা বিহিত নয়। রঘুনন্দন 'মলমাসতত্ত্বে' পিতামহের নির্দেশ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥'

প্রথমমাদিপদং যাত্রাগ্রহাচারপরম্।.........
দ্বিতীয়াদিপদং সত্র-ভৃতি-বৃদ্ধি-প্রায়শ্চিত্তায়ুর্দায়াশৌচ-পুংসবন-গর্ভাধান-সীমন্তোন্নয়ন-নামকরণ-নিষ্ক্রামণান্নপ্রাশন-চূড়াদিপরম্।"[৭]

শাস্ত্রে দেখা যায়, উপনয়নাদি শুভকর্মে উত্তরায়ণাদি শুভ কাল অব্যভিচারে গ্রাহ্য।[৮] কিন্তু অন্নপ্রাশনাদি-স্থলে যেখানে কতকগুলি কর্ম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা কর্তব্য সেখানে সকল ক্ষেত্রেই যে উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে মলমাসাদি দোষশূন্য কালের লাভ হইবে—এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং ঐ সকল কর্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ে উত্তরায়ণ কালের বিধানকে মানিয়া চলা সম্ভব নয়। তবে যদি রিক্তাদি-দোষশূন্য দিন সকালের মধ্যে অনায়াসে পাওয়া যায় সেরূপ স্থলে উক্ত উত্তরায়ণ কালের বিধানকেই মানিতে হইবে। পুংসবন, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি কর্ম মাসবিশেষে অনুষ্ঠেয়, কাজেই উহাদের অনুষ্ঠানে উত্তরায়ণ ও মলমাসাদি দোষশূন্য কালের বিধানকে সাধারণতঃ অনিত্য বা অগ্রাহ্য মনে করিতে হইবে।

শাস্ত্রব্যবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর নাড়ী কাটিবার পূর্বে জাতকর্ম, দশম দিনে বা জাতাশৌচ নিবৃত্ত হইলে একাদশ বা দ্বাদশ দিনে অথবা শুভ নক্ষত্রে নামকরণ, চারি মাসে সূর্যদর্শনের নিমিত্ত নিষ্ক্রমণ ইত্যাদি সংস্কার যথাক্রমে করা উচিত।[৯] কিন্তু এই সকল ক্রিয়া যথাকালে প্রতিপালিত হয় না। কিন্তু অন্ন-

১ মনু° ২.৬৬; যাজ্ঞ° ১.১০,ও ১৩; ও বিষ্ণুস° ২৭.১৪ দ্র°।

২ 'ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্যা যথাকুলম্'—যাজ্ঞ° ১.১২।

৩ নির্ণয়সিন্ধু [চৌখাম্বা-সং] ধৃত বচন—পৃ° ৯১৩ দ্র°।

৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব—পৃ° ২৮৪।

৫ ঐ পৃ° ২৮৪ [উদ্ধৃত বচন]

৬ ঐ দ্র°।

৭ মলমাসতত্ত্বম্ [হৃষীকেশ শাস্ত্রি-সম্পাদিত]—পৃ° ২৮-২৯.

৮ 'উদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চৌলকর্মোপনয়নগোদানবিবাহাঃ'—আশ্ব-গৃহ্য° ১.৪.১।

৯ মনু° ২.২৯, ৩০ ও ৩৪।

প্রাশনের সময় পূর্বাপর ঐ সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিজাতির পক্ষে অনেক সময় উপনয়ন সংস্কারের সহিতও যথাক্রমে জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকর্ম ইত্যাদি সংস্কার করা হয়।

অন্নপ্রাশনাদি শুভকর্মের প্রথমে নান্দী বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা ইত্যাদি দ্বারা অধিবাস সম্পন্ন করা নিয়ম। মস্তক বা ললাটাদিতে সেই সেই দ্রব্য স্পর্শ করাইয়া অধিবাসকর্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দেহের দোষ খণ্ডন করিয়া শরীরকে সুবাসিত ও সুসজ্জিত করা হয়।

আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে দেখা যায় কোন স্থলে অন্নপ্রাশনে ছাগমাংস বা তিত্তির মাংস বা ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ইত্যাদিও শিশুকে খাইতে দেওয়া হইত এবং উহাতে শিশুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কামনা পূরণের সম্ভাবনা থাকিত।[১০] কিন্তু নিত্যাবিধি রূপে উল্লেখ আছে—'দধিমধুঘৃতমিশ্রমন্নং প্রাশয়েৎ'—আশ্ব-গৃ° ১. ১৬ ৫। মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রে অন্নপ্রাশনের প্রকরণ এইরূপ—

'অথান্নপ্রাশনম্। পঞ্চমে ষষ্ঠে মাসি পয়সি স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা স্নাতমলঙ্কৃতমহতেন বাসসা প্রচ্ছাদ্যাহন্নপতেহন্নস্য নো দেহীতি হুত্বা হিরণ্যেন প্রাশয়েদন্নাৎ পরিস্রুত ইত্যাচ। রত্নসুবর্ণোপস্করাণ্যায়ুধানি দর্শয়েৎ। যদীচ্ছেত্তচ্ছুপসংগৃহ্ণীয়াৎ। ততো ব্রাহ্মণভোজনম্। বাসো দক্ষিণা ইতি।" [মানব-গৃ° ১. ২০. ১-১৬]

অধিবাসের পর শিশুকে স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। অন্নদাতা শিশুকে কোলে করিয়া খই, কড়ি, লাড়ু, পয়সা ইত্যাদি ছড়াইতে ছড়াইতে কিয়দ্দূর গমন করেন। তৎকালে নানা বাদ্য বাজিতে থাকে। তৎপর নানা প্রকার অন্ন, ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন সজ্জিত পাত্রের কাছে আসনে উপ-

১০ 'আজমন্নাদ্যকামঃ, তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চসকামঃ, ঘৃতৌদনং তেজস্কামঃ,—আ-গৃ° ১. ১৬. ২৪।

করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া ছেলের মুখে অন্ন দেওয়া হয়। মুখে অন্ন দেওয়ার সময় সুবর্ণ পাত্রের ব্যবহার থাকায় অনেক স্থলে স্বর্ণাঙ্গুলির সাহায্যে অন্ন ব্যঞ্জন স্পর্শ করিয়া শিশুর মুখে দেওয়া হয়। সন্তানের পিতা ভিন্ন কোন জ্ঞাতি, মাতুল অথবা আত্মীয় ছেলের মুখে অন্ন দেন। তাহার পর আচমন শেষ হইলে ছেলের সম্মুখে দোয়াত, কলম, শিল্পভাণ্ড, পুস্তক, মুদ্রা, সিন্দুরকৌটা ও অস্ত্র ইত্যাদি নানা দ্রব্য সাজাইয়া শিশুর সম্মুখে রাখা হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস যে সন্তান প্রথমে যে দ্রব্যে হাত দেয় তৎপ্রতি তাহার চিরকাল আসক্তি থাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—

'দেবাগ্রতোহথ বিন্যস্য শিল্পভাণ্ডাদি সর্বশঃ।
শস্ত্রাণি চৈব শাস্ত্রাণি ততঃ পশ্যেত্তু লক্ষণম্॥
প্রথমং যৎ স্পৃশেদ্বালঃ শিল্পভাণ্ডং স্বয়ং তথা।
জীবিকা তস্য বালস্য তেনৈব তু ভবিষ্যতি॥'
(অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে পৃ° ৩৯৭— সংস্কারতত্ত্বে উদ্ধৃত)।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী

অন্নভার—১ পরিব্রাজক-বি°। রাজগৃহের নিকটে সপ্পিনী নদীর তীরবর্তী পরিব্বাজকারামে বাস করিতেন। ইনি বুদ্ধদেবের নিকট হইতে অহিংসা, সচ্চিন্তা, লোভহীনতা ও সম্যক্ মনঃসমীক্ষা এই চারিটি ধম্মপদসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। —অঙ্গু-নি° ২৯. ২৯-৩১। ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠা (ব্রাহ্মণসচ্চানি) সম্বন্ধেও ইনি বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করেন।—ঐ, ২. ১৭৬-৭। **২** অনুরুদ্ধ থেরের পূর্বনাম [অনুরুদ্ধ দ্র°]॥ MDPP॥

অন্নমরাজ—(বা অন্নমদেব) নৃপতি-বি°। বস্তারের কাকতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রী° ১৪শ শতকের শেষ বা ১৫শ শতকের প্রথম ভাগে ইনি বরঙ্গল হইতে আগমনপূর্বক স্থানীয় নাগবংশী (সিন্দ) নৃপতিকে পরাজিত করিয়া বস্তারে রাজ্যস্থাপন করেন। দিক্‌পালদেবের দন্তেশ্বর-শিলালেখে (১৭০২ খ্রী°) বস্তারের কাকতীয়-রাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ও অন্নমরাজকে প্রতাপরুদ্রের ভ্রাতা বলা হইয়াছে; এই প্রতাপরুদ্র ১৪২২ খ্রী° অহ্‌মদ শাহ্-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজ্যস্থাপন করিয়া অন্নমরাজ 'দন্তেশ্বরী' বা 'মস্তেশ্বরী' কুলদেবীরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি বস্তারে রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। দেবীর নিকট হইতে তিনি একটা তরবারিও লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই তরবারিটি দেবীর মন্দিরেই রক্ষা করা হইয়াছে এবং ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করা হয়। এই দেবীর মন্দির শাকিনী ও ডাকিনী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্বে খোন্দগণ এখানে নরবলি দিত, কিন্তু ভারত-গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় ১৮৪২ খ্রী° তাহা বন্ধ হয়। [বস্তার দ্র°]

[EI, xii. 242-50 ; Dr. H. C. Ray : Dynastic History of Northern India, ii. 781n.-2n ; HIns SI. 355 ; IG, vii. 122.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অন্নম্ভট্ট— প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। খ্রী° ১৬শ শতকে জীবিত ছিলেন। জন্ম—দাক্ষিণাত্যে। পিতা—তিরুমলাচার্য। ইনি প্রাচীন ও নব্য ন্যায়ের সামঞ্জস্য করিয়া তর্ক-সংগ্রাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রচিত গ্রন্থ—তত্ত্ববোধিনী-টীকা, তর্কসংগ্রহ, তত্ত্বসংগ্রহদীপিকা, ন্যায় পরিশিষ্টপ্রকাশ, মিতাক্ষরা নামে ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ও সুবোধিনী বা সুধাসার নামে 'ন্যায়সুধা'র (সোমেশ্বর-কৃত) টীকা, স্বরচিত তর্কসংগ্রহের উপর 'অন্নম্ভট্টীয়' নামে টীকা রচনা করেন।

অন্নরী— সিন্ধুদেশের একটা নগরী। অবু ইশ্‌হক্ অল্ ইস্তখ্‌রী-লিখিত কিতা'বুল্ অকালীম্ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌ন্ হউকল্-এর অশ্‌কালু-ল্ বিলাদ্ গ্রন্থে ইহার নাম—'অব্রি' বা 'ইব্রি', আবার 'অয়রা'ও দেখা যায়; উহাতে এই নগরী মন্‌সুর হইতে মুলতানের অন্তর্বর্তী পথে ও মিহ্‌রানের পূর্ব দিকে দূরে অবস্থিত বলা হইয়াছে। ইব্‌ন্

হন্‌কল্‌ও ইহাকে মিহ্‌রানের পূর্বে অবস্থিত বলিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় ইহা স্থানীয় নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইদ্রীসী এই নগরীকে 'অত্রি' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তবে অব্‌-ল্‌ ফিদার বর্ণনায় ইহার নাম অন্নরী। ইদ্রীসীর বর্ণনায় আলোর হইতে এই স্থানে যাইতে চারি দিন সময় লাগে।—EHI, i. 27, 30, 34, 37, 39, 384.

অন্নসংক্রান্তি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত-বি°। এই ব্রতের ফলে মানব যমলোক হইতে পরব্রহ্মপদে লীন হইয়া থাকে। মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে অন্নাদি বিবিধ উপচারদ্বারা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবার ও বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অন্নসংসাবক—থের ও অর্হৎ-বি°। চারি কল্প পূর্বে ইনি সিদ্ধথ বুদ্ধকে এক বার ভোজন করাইয়াছিলেন।—অপ° ১. ৭৮, ২৬১॥ MDPP॥

অন্ন সুত্ত—অংগানমাহাত্ম্য-বর্ণিত সুত্তবি°। —(ক) সং-নি° ১. ৩২; (খ) অঙ্গু-নি° ২. ৮৬ই॥ MDPP॥

অন্নহোম—[বৈদিক] যজ্ঞীয় হোমবি°। —তৈ-ব্রা° ১. ৩. ৮. ১। কৃষ্ণযজুর্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের 'বাজপ্রসবনীয়' হোম ও এই অনুষ্ঠান অভিন্ন।—SBE, xii, 37n. দ্র°। 'অগ্নিষ্টোমের' প্রথম সোম-দিবসে অধ্বর্যু দেবতাদের উদ্দেশে অন্নহোম করেন এবং এই হোম করিবার ফলে তিনি দেবতাদের সংহৃষ্টিসাধন করিয়া থাকেন।—শ-ব্রা° ১৩. ২. ১. ১। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ হইলেও 'বসতী বরী' জলে প্রদক্ষিণ করা হইলে অধ্বর্যুকে অন্নহোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়।—শ-ব্রা° ১৩ ৫ ১.৮।

অন্না,— ১ স্ত্রী°, ধাত্রী-মাতা, ধাই-মা ২ [প্রাদে° জঙ্গিপুর] পুংমহিষ। ~**জীর্ণ**—স্ত্রী°, ১ ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক না হওয়া। ২ শূলরোগবি°। ~**য়ুঃ**—[মু° -য়ুস্‌। অন্ন আয়ুঃ যাহার—বহু°] বিণ, অন্নগত প্রাণ, অন্নবন্ধন।—ঐ-উ° ৩. ১০॥ বো-রো°॥ ~**র্থী**—[মূ°-র্থিন্‌। অন্ন+√অর্থি+ণিনি] বিণ, অন্নপ্রার্থী। ~**বৃধ্‌**—বিণ, অন্নবর্ধক, যে অন্ন বর্ধন করে।—ঋ° ১০. ১. ৪॥ বো-রো°॥ ~**শন**—ক্লী°, অন্নপ্রাশন [অন্নপ্রাশন দ্র°] ~**শয়**—অন্নের আধার, উদর।

অন্না₂ =ভ্রাতা। দক্ষিণ-ভারতের দাসরি, গবর, গোল্ল, কোও দোর, কোপল্ল বেলম, মঙ্গল, মিল, পৈদি ও সেগিডি নামক শ্রেণীর পদবী।—SI-Castes & Tribes, i 48.

অন্নাজী দত্ত—শিবাজীর বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ সচিব ও অধীনস্থ শাসনকর্তা। ইনি অন্নাজী পণ্ডিত, অন্নাজী পন্ত বা অন্নাজী সুর্নীস্‌ নামেও পরিচিত। ১৬৫৮ খ্রী° যখন বিজাপুরের সুলতান-কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতি অফ্‌জল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অভিযান করেন তখন শিবাজীও সৈন্যসমাবেশ করিয়া প্রতাপগড়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। শিবাজী রাত্রে এক দুঃস্বপ্ন দেখেন; সেই স্বপ্নের কথা তাঁহার মাতার নিকট ছাড়াও যে সকল বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্নাজী অন্যতম। এই যুদ্ধে শিবাজী এক দল সুশিক্ষিত মাওয়ালী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া পানাল্লা দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অন্নাজীকে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং গোপনে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত অবসরের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন। অন্নাজী সফলকাম হইলেন এবং পানাল্লা ও পবনগড় দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। শিবাজী স্বয়ং সহসা আক্রমণ করিয়া বসন্তগড় বা যশোবন্তগড় অধিকার করিলেন এবং কৃষ্ণার তীরবর্তী স্থানসমূহ হইতে কর সংগ্রহ করিয়া বত্তিস্‌-সেরালা নামক একটী গড়্‌হী বা ক্ষুদ্র দুর্গে এক দল সৈন্য ও এক জন করসংগ্রাহক কর্মচারী রাখিয়া যান। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে শিবাজী অশ্বারোহী সেনা-সাহায্যে বিজাপুরের রুস্তম জুমান নামক সেনানায়ককে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণানদীর অপর পারে বিতাড়িত করেন। তাহার পর সেই স্থান হইতে অন্নাজীকে সমস্ত অতিরিক্ত পদাতিক সৈন্য বিশলগড়ে সমবেত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া পত্র দেন এবং অচিরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া বিজাপুর পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম লুণ্ঠন করেন।

১৬৬৪ খ্রী° শিবাজী যখন সুরাট লুণ্ঠন করেন তখন অন্নাজী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ১৬৬৬ খ্রী° শিবাজী যখন শম্ভাজীর সহিত দিল্লীতে সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে যান তখন যে সকল বিশ্বস্ত কর্মচারীর হস্তে তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন অন্নাজী তাঁহাদের অন্যতম। কেহ কেহ বলেন, অন্নাজীও শিবাজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খ্রী° শিবাজীর আদেশে অন্নাজী সমৃদ্ধিশালী হুবলী শহর লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৬৭৬ খ্রী° তিনি চোল্‌ হইতে কোপাল পর্যন্ত সমগ্র কোঙ্কন-প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দাভোল, রাজাপুর, কুণ্ডাল, বান্দে, ফন্দ প্রভৃতি স্থান তাঁহার শাসনাধীন ছিল। ইহার পূর্বে তিনি কল্যাণে ছিলেন। অন্নাজীর সহায়তাতেই শিবাজী তাঁহার রাজ্য জরীপ করাইয়া দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেন; এই জরীপ-কার্যে অন্নাজী অন্য কর্মচারী নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং ব্রতী ছিলেন। বোম্বাই, সুরাট ও মলবরের ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষগণ অন্নাজীকে রীতিমত ভয় করিয়া চলিতেন। ১৬৭৭ খ্রী° নভেম্বর মাসে গোলকুণ্ডা-সৈন্যের হস্তে মুঘল-সেনাপতি দিলীর খাঁ ও বহ্‌লোলের পরাজয়ের সুযোগে অন্নাজী কন্নড়প্রদেশের অধিকাংশ ও কারবারের ইংরেজ-কুঠির অধ্যক্ষ চৌথ দিতে অস্বীকার করায় পুনরায় হুবলী লুণ্ঠন করেন (৩রা নভেম্বর)। অন্নাজীর মৃত্যুর পূর্বে শিবাজী অন্নাজী-প্রমুখ কর্মচারিগণকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী এরূপ দুর্বিনীত হইয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর

তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। ১৬৮০ খ্রী° শিবাজীর মৃত্যু হইলে শম্ভাজী অন্নাজীকে শৃঙ্খলিত করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইহার পর মেরো পন্ত্ পেশবার সাহায্যে শম্ভাজী তাঁহাকে হত্যা করেন। মেরো পন্ত্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া কণ্টকশূন্য হইতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে কেহ এরূপ-ব্রহ্ম-হত্যা করিতে সাহস করিত না। [শিবাজী দ্র°]

[Sir Jadu Nath Sarkar : Shivaji & his times ; Dr. Surendra Nath Sen : Siva Chatrapati, Cal. 1920 (Extracts and Documents relating to Maratha History, Vol. I— being a translation of Sabhasad Bakhar with extracts from Chitnis and Sivadigvijaya, with notes.) ; Do : Foreign Biographies of Shivaji (do. Vol. II) ; J. Grant Duff : Hist. of Mahrattas ; BG, i. pt.-ii, 69, 71, 76, 593 ; Robert Orme : Historical fragments of the Mogul Empire, of the Moratooes. and of the English concerns in Indostan, Lond. 1805, 58, 60, 69. 96, 97 ; T. B. Jervis : Report on the weights and measures of the Konkun Province, and the territories subject to the Govt. of Bombay, 1829, 93 ; Sir Charles Fawcett : English Factories in India (1670-7), i. (n. s.), W. Presidency, Oxf. 1936, 174, 256, 356, 357 ; IG. xi. 306, xiii 222, xxiii, 301.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অন্নাদ—১ বিষ্ণু ॥ শব্দ° আপ্° ॥ ২ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ও মিত্রবিন্দার গর্ভে জন্ম।—ভা° ১০. ৬১. ১৬। ২ বিণ, অন্নভোজী, যাহারা মাত্র অন্নই খায়।—অ° ১১. ৩ ৭ ; ১৫. ১৪. ১। ৩ শুদ্ধসত্ত্ব ভাবপোষক, দীপ্তাগ্নি। —বাজ-স° ৩. ৫ ; শ-ব্রা° ১. ৬ ৩. ১১, ১৫ ; ১৪. ৭. ২. ২৯ =বৃহ-উ° ১. ৩. ১৮, ৪. ৬ ; ছা-উ° ৪. ৩. ৮ ; তৈ-উ° ৩. ৬. ৭ ; কা-শ্রৌ° ৩. ৩. ৫ ॥ বো-রো° ॥ ~ায়—[বৈদিক] বিণ, অন্ন গ্রহণ করা। —পা° ৩. ১. ৮৫ (কাশিকা) ॥ বো-রো° ॥ ~ী—[মূ°-দিন্] বিণ, অন্নভোজনকারী, অন্নভোজনশীল।—মনু° ২. ১৮৮ ॥ বো-রো° ॥ ~্য—[বৈদিক। অন্ন খাদ্য যাহার—বহু°] বিণ, অন্ন প্রভৃতি, অন্নাদি।—বাজ-স° ৩. ৫. ৬৩, ২০. ৩ ; অ° ১২. ৬ ৪ ; ১৩. ৫. ১ ; শ-ব্রা° ১. ২. ২. ৩ ; ১৪. ৪. ১. ১৮ = বৃহ-উ° ১. ৩. ১৭ ; ঐ-ব্রা° ৩. ৪৫. ২ ; বৃহ-উ° ১. ৫. ২ ; ছা-উ° ৩. ১. ৩ ; ৬ ২. ৪ ; মনু° ৩. ৮২, ২৫৩, ২৪৪। ~্যকাম—খাদ্যকামী।—শ-ব্রা° ৫. ৫. ১. ১২।

অন্নাধিপতি— বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিকল্পিত বিষ্ণুরই বামনরূপী মূর্তিভেদ মাত্র। ইঁহার ধ্যানে পাওয়া যায়—ইনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রের চন্দ্রের ন্যায় অবস্থিত, বর্ণ মৃণাল বা কুন্দফুলের ন্যায় শুভ্র, বদন পক্ক বিম্ব-সদৃশ। ইঁহার দুইটী হস্তের একটীতে দধি ও অন্নমিশ্রিত পাত্র ও অপরটীতে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ। ইঁহার অঙ্গ বিচিত্র হার, করকাদি ভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণিদ্বারা শোভিত। ইনি প্রসন্নবদন, ও পীতাম্বর। — ঈশানশিবগুরুদেব-পদ্ধতি, ২৫৭।

অন্নাবি—দক্ষিণভারতের সবলক্কারন-সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত পদবী। সবলক্কারগণ মন্দিরে 'নাগসরম্' নামক বাদ্য বাজাইয়া থাকে।—SI Castes & Tribes, i. 48.

অন্নি—রাজপুতদিগের কৃষিকর-বি°। রাজপুতানার ঝালরাপত্তন নগরে প্রাপ্ত একটী স্তম্ভলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।—Crooke : Tod's Rajasthan, i. 239.

অন্নিকাসুত—জৈন সন্ন্যাসি বি°। গঙ্গা অতিক্রমকালে ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ইঁহার মাতার নাম অন্নিকা, এই জন্য ইনি অন্নিকাসুত নামে পরিচিত। প্রয়াগে ইহার মৃত্যু হয়।

[U. S. Tank : Dict. of Jaina Biography, 89]

অন্য,—[লা° alius ; গ্রী° allos ; অবে° anga ; ইং alien ; [প্রা° হি° অনি°] ১ ভিন্ন, পৃথক্।—মনু° ৮. ৭৮ ; রঘু° ৩. ৬৩ ; গী° ২. ৪০ ॥ অম° ত্রিকাণ্ড° অভি° মে° ॥ পর্যায়— ১ অন্যতর, ২ এক, ৩ ত্ব, ৪ ইতর, ৫ ভিন্ন ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ অসমান।— ঋ° ৩. ৪৬. ২ ॥ অভি° মে° ॥ ৩ তদিতর, তাহা হইতে ভিন্ন।— মনু° ৮. ৩২৮ ; কাদ° ৩৫ ; রঘু° ২. ৬২ ; ১২. ৪৯। ৪ পর ব্যক্তি, অন্য লোক।— ঋ° ৩. ৪৬. ২ ; মনু° ৪. ৬৬। বিপ° 'স্ব'। ৫ অপর, প্রথম ভিন্ন।—ঐ-ব্রা° ৩. ২ ; মেঘ° উ. ১৭ ॥ শব্দ° ॥ ৬ অধিক, বেশী।— মনু° ১১. ২৬৫। ৭ অন্য রকম, দুই ভিন্ন, এক। —মনু° ১ ৮৫। ৮ সাধারণ।— মালবি° ১. ৩১। ৯ অসদৃশ ॥ মে° শব্দ° ॥ ~ক— বিণ, অন্য শব্দের ক্ষুদ্রার্থে প্রয়োগ, ক্ষুদ্র অন্য।— ঋ° ৮. ২১. ১৮ ; ৩৯. ১ ; ১০. ১৩৩. ১ ॥ বো-রো° ॥ ~কাম— বিণ, যে অপরকে অভিলাষ করে, অন্যানুরাগী।—রা° (গো°) ৫. ১৩. ৬৮। ~কারুকা— স্ত্রী°, মলকীট, ক্রিমি। ~কৃত — ১ অপরের দ্বারা কৃত। ২ [বৈদিক] শত্রুদ্বারা কৃত ॥ গোল্ড° ॥ ৩ [ব্যবহার°] অপরের দ্বারা প্রস্তুত দলিল প্রভৃতি। গোল্ড° ॥ ~ক্ষেত্র— ক্লী°, ১ অন্যের ক্ষেত্র বা সীমা।— অ° ৩. ৩ ৪। ২ পরস্ত্রী ॥ আপ্° ॥ ~গ, -গামী— বিণ, ১ যে অন্য স্থানে গমন করে। ২ যে পরস্ত্রী-গমন করে।— কথাস° ২১. ৫৬, ১৯. ২৭ ॥ আপ্° ॥ ৩ বিষয়ান্তরে গমনশীল।— গী° ৮. ৮। ~গোত্র— ভিন্ন গোত্র ॥ আপ্° ॥ ~ঙ্গ—[বৈদিক] চিহ্নশূন্য, দাগ নাই এইরূপ। ~চিত্ত— ক্লী°, অন্যমনস্ক। ~জ, -জাত—১ অন্যদ্বারা জাত, অনৌরস। —ঋ° ৭. ৪. ৭। ২ অন্য বংশে জাত। ~ত, তঃ-(মূ°-তস্) —অব্য°, ১ অন্য স্থানে অন্যত্র।—মনু° ২. ২০০ ॥ শব্দ° ॥ ২ অন্য হইতে।— রঘু° ২. ৪ ॥ শব্দ° ॥ ~তম— বিণ, ভিন্নতম, অনেকের মধ্যে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা বস্তু।— মনু° ১১. ৭৫ ; পা° ৫ ৩. ৯২ ॥ শব্দ° ॥ ~দা— অব্য°, ১ কালান্তরে, অন্য কালে।— রঘু° ১১. ৭৩ ॥ শব্দ° ॥ ২ অন্য সময়ে।— পঞ্চত° ৪. ৩৬ ॥ শব্দ° ॥

৩ একদা, এক সময়ে ॥ বো-রো° ॥ ৪ প্রাক্ কালে, পূর্বকালে।— রা° ২. ৭৪. ১২। ৫ স্ত্রী°, পণ্যবতী স্ত্রী (ভট্টিকাব্যের টীকা) ॥ গোল্ড° ॥ ~দীয়— [অন্য+ঈয় (ছ) তৎসম্বন্ধার্থে—পা° ৬ ৩১ ৯৯] বিণ, অন্য সম্বন্ধীয়, পরকীয়। ~ধর্ম— পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম ॥ আপ° ॥ ~নাভি— বিণ, যাহার নাভি (বংশ বা কুলসম্বন্ধ) ভিন্ন, ভিন্নবংশীয়। বিপ° সনাভি, তু° নাভিসম্বন্ধ, সোদর। ~পুষ্ট—১ কোকিল।— কুমার° ১. ৫৪ ॥ শব্দ° ॥ অন্যভৃত অন্যদ্বারা পালিত।— পা° ২. ১. ৫১ (বার্তিক)। তু° কাকপুষ্ট, অন্য-ভৃত, অন্যবাপ। *~বাদী— [মূ° -বাদিন্] ১ ইতরবাদী ॥ শব্দ° ॥ ২ অস্থিরবাদী ॥ শব্দ° ॥ ৩ অন্যথাবাদী ॥ শব্দ° ॥ ~ভৃত— [অন্যপুষ্ট দ্র°]। ~মনস্ক— বিণ, ১ চঞ্চল-চিত্ত। ২ অন্যমনা, ভিন্ন চিত্ত ॥ শব্দ° ॥ ৩ অন্যানুরাগী। ~মাতৃজ— যে অন্য মাতা হইতে জাত, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।— যাজ্ঞ° ২. ১৩৯ ॥ আপ° ॥ ~রাগ— অপরের জন্য কামনা [রাগ দ্র°]। ~রাজন্ —যে অন্য রাজার অধীন।— ছা-উ° ৭. ২৫. ২। ~রাষ্ট্রীয়— অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।— শ-ব্রা° ৫. ৩. ৪. ৯। ~রূপ— ক্লী°, ১ ভিন্ন রূপ, ভিন্ন বেশ।— কথাস° ২৫. ১৯২; মেঘ° ৮৩। ২ জীর্ণ।—ঋ° ১০. ১. ৪। ~র্হি— [অন্য+র্হিল্] অব্য°, অন্য সময়ে, অন্য বিষয়ে। ~লিঙ্গ— [ব্যাকরণ] ১ বিশেষ্যের লিঙ্গভাষী শব্দ, যে শব্দের নিজের কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গ নাই, যেমন বিশেষণ। ২ [কর্মধা°] ক্লী°, অন্য চিহ্ন। ~বর্ণ— ভিন্ন রঙের, যাহার বর্ণ অন্য প্রকার।— অ° ১২. ৩. ৫৪। ~বর্ধিত—অপরের দ্বারা বর্ধিত বা পুষ্ট [অন্যপুষ্ট দ্র°]। ~বাপ —অন্যের দ্বারা পালিত।— বাজ-স° ২৪. ৩৭। [অন্যপুষ্ট দ্র°] ~বীর্যজ— ভিন্ন বীর্যে জাত। ~ব্রত—১ যে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে, যে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধ কার্য করে। ২ অসুরাদি।— ঋ° ৮. ৫৯. ১১। ৩ যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। ~শাখ— যে ব্রাহ্মণ পাঠ পরিত্যাগ করিয়াছে। ২ স্বধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণ। পর্যায়—শাখারণ্ড ॥ অভি° শব্দ° ॥ ~শাখোদ্ভব— অপর শাখা (বংশ) হইতে উদ্ভূত। ~সঙ্গম—১ অন্য ব্যক্তির সহিত মিলন। ২ পরস্ত্রীর সহিত সহবাস, পরস্ত্রীগমন। ~সম্ভোগ-দুঃখিতা — স্ত্রী°, যে রমণী পরস্ত্রীসম্ভোগকারী স্বামীকে দেখিয়া দুঃখিতা হয়। ~সুরতিদুঃখিতা = অন্যসম্ভোগদুঃখিতা। ~স্ত্রীগ—যে পরস্ত্রীগমন করে।— মনু° ৮. ৩৮৬। ~স্ত্রীপুত্রোৎ-পাদক— যে পরস্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করে।

অন্য২—১ বারিষ্টার গর্ভজাত অষ্ট গন্ধর্বের অন্যতম। ইহার পত্নী—ভাসী তস্যরা।— বায়ুপু° ৬৯। ২ ভার্গব-বংশীয় যাজ্ঞিক দেবতা। কাব্য ও দেবীর দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম।—ঐ, ৬৫. । ৮৭; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫. ৮। ৩ মহাদেবের সহস্র নামের মধ্যে একটি নাম।—লিঙ্গপু° পূ. ৬৫. ৯২।

অন্যগোচরা—কল্যাণদায়িনী মাতৃকা-গণের অন্যতমা। দেবাসুর-সংগ্রামে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের অনুচরী ছিলেন।— মহা° ৯. ৪৬. ২৬-৭।

অন্যৎ—১ বিণ, অপর, ভিন্ন, ইতর ॥ শব্দ° ॥ ২ অব্য°, ইহা ব্যতীত ॥ আপ° ॥ ~কাম—যে ভিন্ন বস্তু কামনা করে। তু° অন্যকাম। ~কারক—যে ভিন্ন কার্য করে।—পা° ৬. ৩. ৯৯।

অন্যতঃপ্লক্ষা—শ-ব্রা° (১১. ৫. ১. ৪) উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের একটি হ্রদ বা সরোবর। উর্বশী অন্যান্য অপ্সরোগণের সহিত হংসীরূপ ধারণপূর্বক এখানে সন্তরণক্রীড়া করিবার সময় পুরূরবাকে নগ্ন অবস্থায় দেখিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। পিশেল (Vedische Studien, 2, 217) এই সরোবর সিবৃমোরের কোথাও অবস্থিত বলিয়াছেন।—VI, i. 24; SBE; xliv. 70.

অন্যতর—১ অন্য ॥ অম° শব্দ° ॥ ভিন্নতর। ২ দুই ব্যক্তির বা বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা বস্তু।—শ-ব্রা° ১. ২. ১. ১; ঐ-ব্রা° ৩. ৪৮; মনু° ২. ১১১ ॥ ভাষাপ° শব্দ° ॥ ~তঃ—অব্য°, দুই দিকের এক নির্দিষ্ট-দিক্। ~তোদন্ত—এক পাটি দন্ত-বিশিষ্ট।

অন্যতরাভাব—[দর্শন°] 'ঘটো বা পটো বা নাস্তি' বলিলে অন্যতরাভাব বুঝায়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব বা পটত্ব বা অন্যতরত্ব। [অভাব, দ্র°]

অন্যতোবাত—[বৈদ্যক] সর্বাক্ষি-রোগ। গ্রীবাদেশের পশ্চাদ্দিক্, কর্ণ, মস্তক ও হনুস্থিত বায়ু অথবা শরীরের অন্য কোন প্রত্যঙ্গস্থিত বায়ু, ভ্রূ বা নেত্রে বেদনা উৎপন্ন করিলে, এই রোগের উৎপত্তি হয় ॥ মাধবনি° ॥

অন্যত্র—অব্য°, ১ অন্য কালে।—রা° (গো°) ৬. ১০১. ১৮; হিতো° ৩. ৭৭। ২ অন্য স্থানে, স্থানান্তরে।—পা° ৪. ২. ৩৯ (কাশিকা); মনু° ২. ১৮৮। ৩ প্রকারে। ৪ ভিন্ন যুক্তিতে। ৫ অন্য কর্মে।—রা° (গো°) ২. ১০৫. ১৫। ৬ ব্যতীত, বিনা ॥ শব্দ গোল্ড° ॥ ~দত্তাক্ষ— অন্যত্র চক্ষু বা দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অন্যথা—[লা° alinta] অব্য°, ১ অন্য প্রকার।— ঋ° ৪. ৩২. ৮ ॥ শব্দ° ॥ ২ ব্যতীত, ছাড়া ॥ গোল্ড° ॥ ৩ অপর পক্ষে। ৪ মিথ্যা।— হিতো° ২১ ২২ ॥ মে° শব্দ° ॥ ৫ মন্দ, দুষ্ট।— মনু° ৫. ৩১ ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ ৬ পরার্থ ॥ মে° শব্দ° ॥ ৭ অভাব। ৮ কারণশূন্য।— মনু° ৮. ৯০ ॥ আপ° ॥ ~করণ— অব্য°, বিপরীত অনুষ্ঠান, অন্য প্রকার আচরণ। ~কার— ১ পরিবর্তন-শীল। ২ অব্য°, বিভিন্ন উপায়ে, পৃথক্ আচরণে। ~চরণ, -চার— অন্য প্রকার আচরণ, বিরুদ্ধাচরণ। ~বাদী— [মূ°

বাদিন্] বিণ, যে অন্য প্রকার কথা বলে, বিপরীত ভাষী। ~স্তোত্র – মিথ্যা প্রশংসা, অসত্য স্তুতি।

অন্যথাখ্যাতি–[দর্শন°] স্ত্রী°, অন্যথা অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ, তাহা হইতে অন্যরূপে তাহার যে 'খ্যাতি' অর্থাৎ জ্ঞান, তাহা 'অন্যথাখ্যাতি'। নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় উক্তরূপ অর্থে ভ্রমজ্ঞানকে বলিয়াছেন—'অন্যথাখ্যাতি' ও 'বিপরীতখ্যাতি'। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমজ্ঞানই 'অন্যথাখ্যাতি'। কারণ, উক্তস্থলে রজ্জু প্রভৃতি বিষয়ের স্বস্বরূপে জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্যথা অর্থাৎ সর্পত্বাদিরূপেই খ্যাতি (জ্ঞান) হয়।

এই মতে যাহা অলীক, তাহার ভ্রমজ্ঞানও হইতে পারে না। কারণ, যে বিষয়ে কখনও প্রমাজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান সম্ভব হয় না সে বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান সম্ভব হয় না; সুতরাং 'অসৎখ্যাতি'-বাদ স্বীকার করা যায় না। অতএব রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি-বিষয়ের ভ্রম হয়, তাহা অসৎ বা অলীক বিষয় নহে, কিন্তু সেই রজ্জু প্রভৃতি যেমন সৎ, তদ্রূপ সেই ভ্রমের বিষয় সর্পাদিও সৎ। কারণ, ভ্রম-বিষয় সেই সর্পাদি তৎকালে সেই স্থানে বিদ্যমান না থাকিলেও অন্যত্র বিদ্যমান থাকে। রজ্জু প্রভৃতিতে পূর্বদৃষ্ট সেই সর্পাদির সাদৃশ্যাদিপ্রত্যক্ষজন্য তখন সেই দূরস্থ সর্পাদির স্মরণ হওয়ায় সেই স্মরণরূপ 'জ্ঞান-লক্ষণ' সন্নিকর্ষজন্য পরেই রজ্জু প্রভৃতিতে সেই-সর্পাদি বিষয়ের ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐরূপ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের নাম 'অন্যথাখ্যাতি'।

বিবর্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায় 'অসৎ-খ্যাতি'র ন্যায় 'অন্যথাখ্যাতি'ও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা 'অনির্বচনীয়-খ্যাতি'-বাদী। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম যাহা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান, তাহাতে সর্পরূপ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আবশ্যক। কিন্তু সেই সর্প অলীক হইলে তাহার সহিত যেমন চক্ষুঃসন্নিকর্ষ সম্ভব নহে, তদ্রূপ সেখানে অবিদ্যমান সর্পের সহিতও চক্ষুঃসন্নিকর্ষ সম্ভব নহে। উক্তস্থলে দূরস্থ বিষয়ের সহিত যে, ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। অতএব রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে সেখানে যে স্থানান্তরে বিদ্যমান সর্পেরই ভ্রম-প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যায় না। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, রজ্জুস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ যে সর্পের ভ্রম হয়, তাহা সেখানে তৎকালে উৎপন্ন মিথ্যা সর্প। সেই সর্প সৎও নহে, অসৎও নহে, সৎ বা অসৎ বলিয়া উহার নির্বচন করা যায় না—এই অর্থে উহা 'অনির্বচনীয়' এবং মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়। ফল কথা, রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদির ভ্রম হয়, তাহা তখন সেখানে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অনির্বচনীয় সর্পাদির খ্যাতি (জ্ঞান); এজন্য উক্ত মতে উহার নাম 'অনির্বচনীয়-খ্যাতি'।

কিন্তু 'অন্যথাখ্যাতি'বাদী নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের বিশেষ কথা এই যে, যে ব্যক্তি কখনও কুত্রাপি প্রকৃত সর্প দর্শন করে নাই অর্থাৎ সর্পত্বরূপে সর্পবিষয়ে যাহার সংস্কার নাই, তাহার কখনই রজ্জু দেখিলে 'অয়ং সর্পঃ' এইরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষ জন্মে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। যে ব্যক্তি কোন স্থানে সর্পের ন্যায় অবস্থিত রজ্জুকে রজ্জুত্বরূপে প্রত্যক্ষ না করায় 'অয়ং' এইরূপে অর্থাৎ ইদন্ত্বরূপেই প্রত্যক্ষ করে, সেই ব্যক্তি তখন তাহাতে তাহার পূর্বদৃষ্ট সর্পের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। সেই প্রত্যক্ষজন্য তাহার সর্প-বিষয়ে পূর্বোৎপন্ন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সেই সংস্কারজন্য তখন সর্পত্বরূপে সেই সর্পের স্মরণ জন্মে। উক্ত ক্রমে যাহার সেই সর্প-স্মরণ জন্মে না, তাহার সেখানে রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মে না, ইহাও সকলেরই স্বীকার্য। সুতরাং উক্তরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান যে উক্তরূপ ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য হওয়ায় ঐ জ্ঞানই উক্ত স্থলে সেই ভ্রমপ্রত্যক্ষের উৎপাদক সন্নিকর্ষ, ইহাই স্বীকার্য। ঐরূপ সন্নিকর্ষের নাম 'জ্ঞানলক্ষণ' সন্নিকর্ষ।

নব্যনৈয়ায়িকগণ এই সন্নিকর্ষকে 'উপনয়' সন্নিকর্ষও বলিয়াছেন এবং উপনয় সন্নিকর্ষ-জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষকে তাঁহারা বলিয়াছেন— 'উপনীত ভান'। ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষস্থলে পূর্বোৎপন্ন বিশেষণ-স্মরণাত্মক জ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। কিন্তু যথার্থ প্রত্যক্ষস্থলে অন্যরূপ বিশেষণ-জ্ঞানও সন্নিকর্ষ হয়। যেমন, ঘটের প্রত্যক্ষের পরে 'আমি ঘট জানিলাম'—এইরূপে মনের দ্বারা সেই ঘট জ্ঞানের প্রত্যক্ষ জন্মে। ঘট-জ্ঞানের সেই যে মানস-প্রত্যক্ষ, উহাকে সেই জ্ঞানের 'অনুব্যবসায়' বলে। কিন্তু তাহাতে জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে ঘটেরও যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা মনের সংযোগাদি কোন সন্নিকর্ষজন্য হইতে পারে না। কারণ— 'পরতন্ত্রং বহির্মনঃ।' ঘটাদি বাহ্য বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে মনের প্রবৃত্তি হয় না অর্থাৎ কোন বাহ্য বিষয় স্বতন্ত্রভাবে মনোগ্রাহ্য নহে। অতএব 'আমি ঘট জানিলাম' এইরূপে ঘট-বিষয়ক জ্ঞানের যে মানস-প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা ঘটাংশে জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষজন্য এবং পূর্বোৎপন্ন সেই ঘটজ্ঞানই সেখানে ঘটের মানস-প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ।

ফল কথা, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে 'জ্ঞানলক্ষণ' সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে ভ্রম-প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় না এবং ঘটাদি বাহ্য বিষয়ক জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষে জ্ঞানাংশে ঘটাদি বিষয়ের মানস-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ আরও অনেক প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপ-পাদনের জন্য জ্ঞানবিশেষকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার্য। কিন্তু যে কোনরূপ বিশেষণ-জ্ঞানকেই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা যায় না। যেরূপ বিশেষণ-জ্ঞানের পরেই সেই বিশেষণ বিশিষ্ট-রূপে বিশেষ্য-পদার্থের প্রত্যক্ষই জন্মে, কিন্তু সেখানে সেই প্রত্যক্ষের জনক ইন্দ্রিয়ের কোন সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে, সেই স্থলে পূর্বোৎপন্ন সেই বিশেষণ-জ্ঞানই সেই প্রত্যক্ষ-জনক সন্নিকর্ষবিশেষ, ইহাই স্বীকার্য। সুতরাং অনুমানাদি প্রমাণজন্য জ্ঞানের পূর্বে যে বিশেষণ-জ্ঞান আবশ্যক, তাহাকে প্রত্যক্ষজনক

সন্নিকর্ষ বলিয়া অনুমিত্যাদি জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, এইরূপ আপত্তি অমূলক। কারণ অনুমিত্যাদির জনক বিশেষণ-জ্ঞানের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষত্ব প্রমাণসিদ্ধ হয় না।

অবশ্য অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদী বৈদান্তিক-সম্প্রদায় পূর্বোক্ত জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের খণ্ডনে আরও বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের শেষ কথা এই যে, ভ্রমপ্রত্যক্ষের পূর্বে যে স্মরণাত্মক জ্ঞান অবশ্য জন্মে তাহাকেই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিলে কল্পনার লাঘব হয়। কিন্তু রজ্জু প্রভৃতিতে তৎকালে মিথ্যা সর্পাদি-বিষয়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে ভ্রমের উপপাদন করিতে হইলে সেই মিথ্যা বিষয়ের উপাদান কারণ এবং সেই বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার্য হওয়ায় কল্পনাগৌরব হয়। পরন্তু, মিথ্যা বিষয়ের উৎপাদক 'অজ্ঞান' নামে উপাদান-কারণও বহু বিবাদ-গ্রস্ত। অন্য কোন সম্প্রদায়ই উপাদান-কারণ-রূপে উক্তরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যা স্বীকার করেন নাই। রামানুজের শ্রীভাষ্যে (২. ১. ১৫) এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের 'ন্যায়ামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্তরূপ অবিদ্যার খণ্ডনে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। অবশ্য রামানুজ প্রভৃতিও 'অন্যথা-খ্যাতি'বাদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু নৈয়ায়িক-সমর্থিত 'অন্যথাখ্যাতি' কেবল নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়েরই মত নহে। যোগদর্শনোক্ত 'বিপর্যয়' নামক চিত্ত-বৃত্তিও 'অন্যথাখ্যাতি', ইহা 'যোগবার্তিকে' (১. ৮) বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্ট বলিয়াছেন। মহামীমাংসক কুমারিল ভট্টও 'অন্যথাখ্যাতি'-বাদী। [খ্যাতি₂ দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অন্যপূর্ব— বিণ, ১ অন্যপূর্বার পতি। ২ পুনর্ভূ-পতি। ৩ পরস্ত্রী বা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে যে পুনরায় বিবাহ করে। ~া— স্ত্রী°, ১ পতির মৃত্যু হইলে বা স্বামী অকর্মণ্য হইলে যে পুনরায় বিবাহ করে, পুনর্ভূ। ২ অপরের বাগ্‌দত্তা কন্যা, যে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহের পূর্বে বরের মৃত্যু হয়। অন্যপূর্বা সপ্তবিধ— (১) বাগ্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) পাণিগৃহীতিকা, (৫) উদকস্পর্শিতা, (৬) অগ্নিপরিগতা ও (৭) পুনর্ভূ-প্রসবা। —উদ্বাহতত্ত্ব ॥ শব্দ° ॥

অন্যরঙ্গ— [বাস্তু°] হর্ম্যের চতুঃসীমান্ত-বর্তী দ্বিতীয় অঙ্গন। — মান° ১১. ১১৪ ॥ DHA ॥

অন্যা নায়িকা— [পরকীয়া দ্র°]।

অন্যাদৃক্— উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম।—বায়ুপু° ৬৭. ১২৭।

অন্যাদৃক্ষ—উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের অন্যতম।—বায়ুপু° ৬৭. ১২৮।

অন্যাদৃশ্—বিণ, ১ যাহা অন্যের ন্যায় দেখা যায়, ভিন্ন প্রকার ॥ শব্দ° ॥ ২ অন্য-বিধ। ৩ অদ্ভুত।— মালবি° ১॥ আপ্° ॥ ৪ সাধারণ।

অন্যান্তর— ১ যাহার অন্যা স্ত্রীতে অন্তর অর্থাৎ মন, পরস্ত্রীতে আসক্ত, অন্যরমণীমুগ্ধ। ২ [প্রাদে°] অন্য স্থানে, অপর স্থানে।

অন্যান্য—বিণ, ভিন্ন ভিন্ন, অপরাপর।

অন্যায়— [নঞ্‌তৎ] ১ অনৌচিত্য, ন্যায় ভিন্ন, অবিচার, ন্যায়াভাব ॥ আপ্° শব্দ° ॥ ২ ধর্মাতিক্রম, ধর্মোল্লঙ্ঘন, অধর্মাচরণ।— মনু° ২. ১০। ৩ দোষ, অপরাধ।—মনু° ৭. ১৬। ৪ দেশবিরুদ্ধ ভাব।— রা° (গো°) ২. ৫৩. ১৮ ॥ আপ্° ॥ ৫ অসামঞ্জস্য। ৬ অসঙ্গতি, অযুক্তি ॥ শব্দ° ॥ ৭ [দর্শন°] প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের অভাব। ৮ বিণ, অনুচিত।

অন্যায়ত—কাব্যের ঔরসে ও তদীয় পত্নী দেবীর গর্ভে জাত ভার্গব-বংশীয় দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম।—বায়ুপু° ৬৫. ৮৭ ; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫. ৮।

অন্যায্য— [নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ যুক্তি-বিরুদ্ধ, অযোগ্য, ন্যায়রহিত, অযৌক্তিক ॥ শব্দ° ॥ ২ অপ্রামাণিক ॥ আপ্° ॥

অন্যার্থ— ১ ভিন্ন অর্থ, অর্থান্তর। ২ ভিন্ন নাম। ৩ ভিন্ন প্রয়োজন। ৪ ভিন্ন ধন বা বস্তু। ~স্বীকার— অপরের ভাব বা অর্থ স্বীকার ॥ গোল্ড° ॥

অন্যান্যোপদেশশতক—১ কাব্য-গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—নীলকণ্ঠ দীক্ষিত। ২ মধুসূদন হুজন্তি-রচিত।—Bl. 2 ॥ Cat. Cat ॥ ৩ জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ-বিরচিত 'ভামিনীবিলাস' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।—Opp. 5735, ii. 2629 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্যায়ধর্মচরিত—স° কাব্যগ্রন্থ-বি°। —Opp. 6712 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্যায়-পঞ্চক— নীতি-বিরুদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থবি°।—Opp. 141 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্যাশ্রয়ণ— ১ অপরের আশ্রয়। ২ (উত্তরাধিকারসূত্রে) অপরের সম্পত্তি-অধিকার।

অন্যাশ্রিত— ১ অপরের আশ্রিত। ২ অপরের সম্পত্তিপ্রাপ্ত। ~দ্রব্য, -ধন— [ব্যবহার°] অন্ধতা, অসামর্থ্য প্রভৃতি হেতু কাহারও পৈত্রিক সম্পত্তি অপরের অধিকারে আসা।

অন্যেদ্যু— অব্য°, অন্য দিবস, অপর দিন। ~ঃ— অব্য°, অপর দিনে, অন্য দিবসে।—অ° ১. ২৪. ৪ ; ৭. ১১৭. ২। ~ক—যাহা অন্য দিনে ঘটিবে। ~জ্বর— এক দিন অন্তর জ্বর হওয়া, পালা-জ্বর। ~ষ্ক— অন্য দিনে জাত।

অন্যোক্তি— স্ত্রী°, ১ যে উক্তি অন্য বিষয়ের। ২ স° কাব্যবি°।—BA. 16 ॥ Cat. Cat. ॥ ~কণ্ঠাভরণ—কাব্য-বি°। রচয়িতা —চন্দ্রচূড়। ~মুক্তালতাশতক—গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা শম্ভু ; খ্রী° ১২শ শতকে কাশ্মীরাধি-পতি হর্ষদেবের রাজসভায় ইনি প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন।— সুভাষিতাবলী, Peterson-সম্পাদিত, পৃ° ১১৮ ॥ Cat. Cat. ॥ ~মুক্তাবলী— গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার— সোমনাথ।—Bik. 285 ॥ Cat. Cat. ॥ ~শতক— কাব্য-বি°। ১ রচয়িতা —অনিরুদ্ধপুত্র মোহনশর্মা।—L. 2013.

বীরেশ্বর ভট্ট-রচিত। ৩ সোমনাথ-রচিত। —B 2. 70 ॥ Cat. Cat. ॥

অন্যোঢ়া—স্ত্রী°, ১ অন্যের পরিণীতা স্ত্রী, পরস্ত্রী। ২ পরকীয়া।—সা·দ° ৩. ৬৬॥ আপ°॥

অন্যোৎসুক—অপরের জন্য উৎসুক বা উৎকণ্ঠিত।

অন্যোতি—স্ত্রী°, অপরকে বাঁচান বা রক্ষণ।

অন্যোদর্য—[অন্যোদর+যৎ 'তত্র ভব' অর্থে ; স্ত্রী—া] অন্যার গর্ভে জাত, এক পিতার ঔরসে ভিন্না মাতার গর্ভে জাত, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।—যাজ্ঞ° ২. ১৩৯। বিপ° সমানোদর্য, সোদর্য॥ আপ° শব্দ°॥

অন্যোন্য—[অন্যঃ+অন্য, কর্মব্যতিহারে (একরূপ ক্রিয়াকরণে) দ্বিত্ব, বাহুলকে অসমাসবদ্ভাবে পূর্বপদে সু আগম] ১ বিণ, পরস্পর, উভয়।— শ·ব্রা° ১. ১. ৪. ৫ ; কুমার° ১. ৪২। পর্যায়— ১ ইতরেতর। ২ পরস্পর॥ অভি° শব্দ°॥ ২ [অলঙ্কার-শা°] ক্লী°, অর্থালঙ্কার-বি°। যদি দুইটী বস্তু পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়ার বা গুণের কারণ হয়, তাহা হইলে অন্যোন্য অলঙ্কার হয়।—সা·দ° ১০. ৯৫ ; কাব্যাদ°। ~কলহ —পরস্পর কলহ, উভয়ের ঝগড়া। ~মিলন —অন্যে অন্যে সংযোগ বা পরস্পর মিলন। ~বিভাগ— [ব্যবহার°] পৈতৃক সম্পত্তি আপনা আপনি মিটমাট করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া। ~ভেদ— পরস্পর বিচ্ছেদ, পরস্পর শত্রুতা। ~সদৃশ— বিণ, পরস্পর তুল্যাকৃতি।— ব্রা° (গো°) ৪. ২. ১০। ~ধ্যাস— অন্যতাহেতু পরস্পরে আরোপ। যেমন— অন্তঃকরণে চেতনার এবং চেতনায় অন্তঃকরণের আরোপ॥ গোল্ড°॥

অন্যোন্যাভাব—[অন্যোন্য+অভাব] ইতরেতরাভাব, পরস্পরাভাব। অভাব-পদার্থ-বিশেষ। প্রচলিত নৈয়ায়িক-মতে অভাব-পদার্থ দ্বিবিধ— (১) সংসর্গাভাব ও (২) অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাবেরই প্রসিদ্ধ নাম 'ভেদ'; ঐ অভাব উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য। যেমন, মনুষ্যাদিতে যে গোর ভেদ আছে, তাহা কোন কারণে উৎপন্ন হয় নাই এবং কখনও তাহার বিনাশ হইতে পারে না। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেই 'ভেদ' শব্দের প্রয়োগ আছে এবং ভেদবোধক 'নঞ্' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতভাষায় প্রচুর। যেমন—'ঘটঃ পটো ন, রামঃ শ্যামো ন', ইত্যাদি সংস্কৃত বাক্যে 'নঞ্' শব্দের অর্থ অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ। প্রত্যক্ষগোচর পদার্থদ্বয়ের পরস্পরভেদ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। যে পদার্থের অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ অন্যান্য সমস্ত পদার্থে থাকে, সেই পদার্থকে সেই ভেদের প্রতিযোগী এবং সেই ভেদবিশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত পদার্থকে সেই ভেদের অনুযোগী বলে। যে প্রতিযোগীর ভেদ তাহার অনুযোগী পদার্থে থাকে সেই সমস্ত অনুযোগী পদার্থের ভেদও সেই প্রতিযোগী পদার্থে থাকে। যেমন, ঘটের ভেদ যে সমস্ত পদার্থে থাকে সেই সমস্ত পদার্থের ভেদও ঘটে থাকে। তাই উক্তরূপ তাৎপর্যে ভেদকে বলা হইয়াছে—অন্যোন্যাভাব, পরস্পরাভাব।

নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে, ভেদের অভাবই অভেদ এবং উহারই নাম তাদাত্ম্য। ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ। অর্থাৎ, যে পদার্থে যাহার ভেদ থাকে সেই পদার্থে তাহার অভেদ থাকে না। কিন্তু 'উভয়ং ন' এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ উভয় ভেদ সর্বত্রই থাকে। যেমন, 'ঘটপটোভয়ং ন' এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ যে ঘট পট উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ, তাহা ঐ ভেদের প্রতিযোগী ঘটেও থাকে এবং পটেও থাকে। কারণ, ঘট ও পট উক্ত উভয়াত্মক নহে। ভেদাভেদবাদী দার্শনিকগণের মতে ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ নহে। যেমন, নিম্বার্কমতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। [অভাব, দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অন্যোন্যাশ্রয়—কোন পদার্থ তাহার উৎপত্তি, স্থিতি অথবা জ্ঞানে অন্য এক পদার্থ ব্যবধানে নিজেরই অপেক্ষা করিলে যে আপত্তি হয়, ন্যায়শাস্ত্রে—তাহাকে 'অন্যোন্যাশ্রয়' এবং 'ইতরেতরাশ্রয়' নামে দোষ বলা হইয়াছে। পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বনিরূপণ এই পক্ষত্রয়ে অন্যোন্যাশ্রয় ত্রিবিধ। ন্যায়দর্শনের প্রথম আহ্নিকের ৪০শ সূত্রের বিশ্বনাথবৃত্তিতে ইহার উদাহরণ দ্রষ্টব্য। 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক'গ্রন্থে উদয়নাচার্য ন্যায়-দর্শনোক্ত তর্কপদার্থকেই পঞ্চবিধ বলিয়াছেন। যথা (১) আত্মাশ্রয় (২) অন্যোন্যাশ্রয় (৩) চক্রক (৪) অনবস্থা ও (৫) বাধিতার্থপ্রসঙ্গ। ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে বিশ্বনাথও ঐ কথা বলিয়া উহার লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষের বহু উদাহরণ আছে। সংক্ষেপে একটী সরল উদাহরণ এই যে, বিবাহের লক্ষণ বলিতে যদি বলা হয়,—ভার্যা-গ্রহণই বিবাহ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ, ঐ লক্ষণ বুঝিতে হইলে প্রথমে ভার্যা কি, ইহা বুঝা আবশ্যক। বিবাহজন্য সংস্কার-বিশিষ্ট নারীই ভার্যা। সুতরাং বিবাহ-পদার্থের জ্ঞানব্যতীত ভার্যাত্ব বুঝা যায় না, এবং ভার্যাত্ব জ্ঞানব্যতীত পূর্বোক্ত বিবাহ-লক্ষণ বুঝা যায় না। ফলকথা, বিবাহ-পদার্থের জ্ঞান ভার্যাত্ব জ্ঞানসাপেক্ষ এবং ভার্যাত্বজ্ঞান বিবাহ-জ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় পূর্বোক্ত বিবাহলক্ষণে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অতএব বিবাহের উক্তরূপ লক্ষণ বলা যায় না। উক্তরূপ 'অন্যোন্যাশ্রয়ে'র লক্ষণ কথিত হইয়াছে—'স্বগ্রহ-সাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্বম্।' উক্ত লক্ষণে 'গ্রহ' শব্দের অর্থজ্ঞান। স্বগ্রহ সাপেক্ষ অর্থাৎ নিজের জ্ঞানসাপেক্ষ যে অন্যপদার্থের গ্রহ (জ্ঞান) সেই জ্ঞানসাপেক্ষ যাহার গ্রহ (জ্ঞান), তাহা অন্যোন্যাশ্রয়। পূর্বোক্ত বিবাহলক্ষণে বিবাহত্ব ও ভার্যাত্ব এই উভয়ই উক্তরূপে অন্যোন্যাশ্রিত।

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অন্যোন্যোক্তি—স্ত্রী°, পরস্পর-কথন, সংলাপ॥ আপ°॥

অন্বক্—পশ্চাদ্গামী।— শিশু° ৯. ৭৩॥ অম° শব্দ°॥

অন্বক্ষ—[অনুগতঃ অক্ষং ইন্দ্রিয়ং গতিসমা] ১ বিণ, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ২ অনুপদ, অনুগত। ৩ অব্য°, পরে, ঠিক পরবর্তী। —যাজ্ঞ° ৩. ২১॥ আপ্°॥ ~রসন্ধি—স্ত্রী°, বেদে ব্যবহৃত সন্ধি, বেদে স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণের সন্ধি-বি°॥ আপ্°॥

অন্বগ্‌ভানু—সোমব° পুরুর পৌত্র মহস্যু ও মিশ্রকেশী নামক অপ্সরার পুত্র।—মহা° ১. ৮৮, ৭।

অন্বন্—বিণ, অনুগামী, পশ্চাদ্গামী॥ আপ্°॥

অন্ববসর্গ—[অনু+√সৃজ্+ঘঞ্ ভা] যথেচ্ছপ্রবৃত্তি, কামাচারানুজ্ঞা॥ সি-কৌ°॥

অন্বর্থ—[অনুগতঃ অর্থ] বিণ, ১ অর্থযুক্ত। —রঘু° ৪. ১২; কিরাত° ১১, ৬৪; শিশু° ১২. ২৩। ~গ্রহণ—ক্লী°, মৌলিক অর্থ গ্রহণ, যথার্থ অর্থ গ্রহণ। বিপ° রূঢ়। ~চুম্বন—[কামশা°] ক্লী°; চুম্বনভেদ। ওষ্ঠসম্পুটদ্বারা ওষ্ঠসম্পুট গ্রহণ করিয়া চুম্বন [চুম্বন দ্র°]। ~সংজ্ঞা—স্ত্রী°, যথার্থ অর্থযুক্ত নাম বা সংজ্ঞা।

অন্বয়,—১ [অনু+√ই+অচ্ কর্ম] গোত্র, কুল, বংশপরম্পরা।—মনু° ৩. ১৮৪॥ অম° শব্দ°। ২ [অনু+√ই+অচ্ কর্তৃ] পুত্রপৌত্রাদি, সন্তান।—মনু° ২. ১৬৮; যাজ্ঞ° ২. ২. ১১৭। ৩ পরস্পর-সম্বন্ধ॥ শব্দ° আপ্°॥ ৪ ক পরস্পরসম্বন্ধ বাক্য বা পদের শ্রেণীবিন্যাস, ধারা। খ অনুগমন, অনুসরণ।—ভট্টি° ৫. ৬৬। ৫ প্রত্যক্ষ।—মনু° ৮. ৩৩১॥ আপ্°॥ ৬ তাৎপর্য, মর্ম; কোন শ্লোক বা পদ্যকে অর্থসামঞ্জস্য রাখিয়া গদ্যে রূপান্তর-করণ। ৭ ক [দর্শন°] হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকে অবিনাভাব। খ কারণ থাকিলে কার্য থাকে এইরূপ সম্বন্ধ। গ কার্যে কারণের অনুসরণ, অনুগতি। ৮ 'অনুবৃত্তি।—ভা° ১. ১. ১। ~জ্ঞ—[অন্বয়+√জ্ঞ+ক কর্তৃ] রাজার কুল-পরিচায়ক, কুলজ্ঞ।—রঘু° ৬. ৮॥ আপ্°॥ ~মুখ—ক্লী°, ১ [সাংখ্য°] অন্বয়ের কথন। বিপ° ব্যতিরেকমুখ। ২ বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পরস্পর-সম্বন্ধ কথন। ~বাদ—গদাধর-রচিত ন্যায়-গ্রন্থবি°।—Oudh. xv. 100॥ Cat. Cat.॥ ~বোধ—১ পদ-পদার্থের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ণয়। ২ [দর্শন°] ক শব্দজ্ঞানজন্য শাব্দনামক অনুভব-বি°। খ শব্দজন্য অনুমানাত্মক বোধ। ~বোধিনী—টীকাগ্রন্থ-বি°।—Oudh. iv. 9. কবি চূড়ামণি চক্রবর্তী-কৃত 'বেদস্তুতি' নামক গ্রন্থের টীকা। ১৬৫৭ খ্রী° রচিত।—L. 693, 1562, K. 20॥ Cat. Cat.॥ ~ব্যতিরেক—অনুমানবি°। [অনুমান₂ দ্র°] সাধ্য-সাধনের অনুবৃত্তি ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ কোন বস্তু থাকিলে কোন বস্তু থাকা, কোন বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু না থাকা। ~ব্যতিরেকি—ন্যায়গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—গদাধর।—Opp. ii. 3574, 9340॥ Cat. Cat.॥ ~াগত—১ দায়প্রাপ্ত ধনাদি।—পঞ্চত° ১. ৩॥ আপ্°॥ ২ বিণ, পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে আগত। ~ার্থপ্রকাশিকা—১ এক নাথ ভট্ট-রচিত দেবীমাহাত্ম্যের টীকা।—L. 2555॥ Cat. Cat.॥ ২ সংক্ষেপশারীরকের টীকাগ্রন্থ। টীকাকার—রামতীর্থ।—Hall. p. 191, iii. 40॥ Cat. Cat.॥ ~ী—[মু°-য়িন্। অন্বয়+ইন্ অস্ত্যর্থে] বিণ, সংস্রবযুক্ত, অন্বয়বিশিষ্ট॥ আপ্°॥

অন্বয়₃—[বাস্তু°] মঞ্চ বা বেদীর নামান্তর [মঞ্চ দ্র°]।—মান° ১৬. ৪৩॥ DHA॥

অন্বয় ব্যাপ্তি—অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে পরোক্ষজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতি যেখানে যে লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা জন্মে, সেই হেতুতে সেই অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। কারণ অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিশূন্য কোন পদার্থ প্রকৃত হেতু হয় না এবং হেতুতে পূর্বে সেই ব্যাপ্তিনিশ্চয়-ব্যতীতও অনুমিতি জন্মে না। 'অন্বয়ব্যাপ্তি' ও 'ব্যতিরেকব্যাপ্তি' নামে সেই ব্যাপ্তি দ্বিবিধ। যেমন যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই বহ্নি থাকে, এই রূপে যে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়, তাহা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-নিশ্চয়। উক্তরূপ ব্যাপ্তির নামই অন্বয়-ব্যাপ্তি। আর যে যে স্থানে বহ্নি নাই, সেই সমস্ত স্থানে ধূম থাকে না—এই রূপে ধূমে যে বহ্নিব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম 'ব্যতিরেকব্যাপ্তি'। নৈয়ায়িকগণ উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকেই অনুমানের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মীমাংসকগণ কেবলমাত্র 'অন্বয়-ব্যাপ্তি'কেই অনুমানাঙ্গ বলিয়াছেন। তাই তাঁহাদিগের মতে অনুমান মাত্রই অন্বয়ী। [অনুমান₂ দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অন্বষ্টক—অষ্টকা ও অন্বষ্টকা যজ্ঞে অনুষ্ঠিত পশুবলি। ইহাকে অষ্টকাও বলা হয়। [অষ্টকা দ্র°]—SBE, xxix, 105, 206f, 344, 417-21; xxx. 97 102, 112f, 294. ~া—১ পাকযজ্ঞসমূহের অন্যতম। পাকযজ্ঞে গৃহস্থ আপনার স্মার্ত অগ্নিতে হোম করেন।—ঐ-ব্রা° ৩. ১৪. ২। ২ শ্রাদ্ধের কালবি°। গৌণ চান্দ্র পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা মাতৃপক্ষ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।—মনু° ৩. ১৫০; গৃ-সূ° ২. ৪-৫॥ আপ্° M. Williams: Indian Wisdom, 193.॥

অন্বাচয়—[অনু+আ+√চি+অচ্ ভা] উদ্দেশ্যের সহিত অনুদ্দেশ্যেরও সিদ্ধি, একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে গিয়া আর একটি অনুদ্দেশ্য বিষয়ের সিদ্ধি, অনুষঙ্গ।

অন্বাখ্যান—[বৈদিক] ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন কাহিনীর অনুসরণ। শ-ব্রা° তিন স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দুইটী উল্লেখ (৬. ৫. ২. ২২ ও ৬. ৬. ৭. ৮) হইতে অর্থ হয় এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের পরবর্তী অংশ। কিন্তু আর একটি উল্লেখ হইতে (১১. ১. ৬. ৯.) অর্থ হয় ইতিহাস বা কাহিনীর অনুসরণ। 'অনুব্যাখ্যান' শব্দের সহিত হইয়া সঙ্গতি আছে। [অনুব্যাখ্যান দ্র°]

[VI, i. 24; Sieg; Die Sagenstoffe des Rigveda, 34: SBE, xliv. 14.]

অন্বাধান—[অগ্নিস্থাপনস্য পশ্চাদাধানম্]

স্ত্রী°, ইষ্টি-যাগাদির উপক্রমে অগ্নিকে অনুকূল করিবার উদ্দেশে আহবনীয়াগ্নিতে সমিৎ স্থাপন। দক্ষিণাগ্নিতে অন্বাধান করা বিধেয়।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ১১ ; কা-শ্রৌ° ২. ১. ২।

অম্বাধ্য—[বৈদিক] চতুর্লোকের অন্যতম লোকের রক্ষকবৃন্দ। আপ্য, সাধ্য ও মরুদ্-গণের সহিত ইঁহারাও যজ্ঞীয় অশ্বকে রক্ষা করেন।—শ-ব্রা° ১৩. ৪. ২. ১৬।

অন্বারম্ভণীয়— [বৈদিক] দর্শপূর্ণমাসের যজ্ঞায় অনুষ্ঠানবি°, [দর্শপূর্ণমাস দ্র°]। হোতা যখন প্রথম দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তখন পূর্বে তাঁহাকে অন্বারম্ভণীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়।—কা-শ্রৌ° ৪. ৫. ২২। অগ্নী-বিষ্ণু, সরস্বতী ও সরস্বত এই তিন জন অন্বা-রম্ভণীয়ের দেবতা; এই অনুষ্ঠানক্রিয়ার সময় এই তিন জন দেবতাকে অর্ঘ্যদান করিতে হয়।—শাঙ্খ-গৃ° ১. ৩৬।

[Weber : Indische Studien, x, 330 ; Itellibrandt : Neuntd Vollmondsopter, 185 ; SBE, xxix, 188n.]

অন্বাহার্য—পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। ইহা অমাবস্যার শ্রাদ্ধ। সকল শুভ কর্মের আদিতে যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং দক্ষিণান্ত করিতে হয়—এই বৃদ্ধি ও দক্ষিণান্ত উভয়েরই নাম অন্বাহার্য।—কাত্যা-স° ; মনু° ৩. ১২৩। ~পচন—নামান্তর দক্ষিণাগ্নি। ইষ্টিযজ্ঞে ঋত্বিকেরা অন্বাহার্য নামক অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক করেন এবং যজ্ঞশেষে ঐ অন্ন ভোজন করেন।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ১১ ; শ-ব্রা° ২. ১. ৪. ৬।

অন্বিতা—অপ্সরো-বি°। হা হা নামক গন্ধর্বের ভার্যা।—বায়ুপু° ৬৯. ৪৮।

অন্বীক্ষা—[অনু + √ঈক্ষ্ + অন-ভা ; স্ত্রী-আপ্] স্ত্রী°, ১ দর্শন। ২ বেদবাক্য শ্রবণান্তর তদর্থ পর্যালোচন, অনুমান।

অন্বাশ—রুদ্রবি°।—অগ্নিপু° ৮৫. ৬।

অন্বেষণ—[অনু + √ইষ + অনট্ ভা] ক্লী°, ১ গবেষণা। ২ আকাঙ্ক্ষা। ~া—স্ত্রী°, তর্কাদির দ্বারা যথার্থ ধর্মের অনুসন্ধান।

'অন্সার১ (অল্)—মুসলমানধর্মের পয়গম্বর মুহম্মদের মক্কা হইতে মদীনায় গমনকালে (৬২২ খ্রী°) যাঁহারা তাঁহার মতানুযায়ী হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রদত্ত নাম বা উপাধি। 'অন্সার' শব্দের অর্থ 'সহায়ক' বা 'সাহায্যকারী' ; ইঁহাদের 'অন্সার অল্-নবী'ও বলা হয়—ইহার অর্থ 'পয়গম্বরের সহায়ক'। খ্রীস্টানদের 'নসারা'র সহিত 'অন্সারে'র সামঞ্জস্য আছে। ইহার হিব্রু শব্দ—নো'সেরিম্, নজ.রেন্ ; ইহাদের অর্থ 'রক্ষক'। আরবীয় 'সাহায্যকারী'র সহিত এই 'রক্ষকে'র মূলগত সঙ্গতি বর্তমান। মুহাজিরূনদের সহিত বিশেষ সমুন্নত ও সম্মান-জনক পর্যায়ে অন্সারের প্রতিষ্ঠা [মুহাজিরূন্ দ্র°]। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসীরা 'অল্লাহ্-র সহায়ক হইবেন মুহম্মদকে এরূপ উল্লেখ কয়েক বার করিতেও দেখা যায়। সুতরাং অন্সারের স্থান যে খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পয়গম্বর মুহম্মদের ধর্মমত যখন মক্কায় বিপ-জ্জনক অবস্থায় উপনীত হয় তখন মুহম্মদ মদীনা হইতে আগত কয়েক জন ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। তিনি ইঁহাদের ইসলাম-ধর্মে অনুরাগী করিয়া তুলিতে সমর্থ হন এবং ইঁহারা তাঁহাকে রক্ষা ও সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি মদীনায় আগমনপূর্বক ইঁহাদের সহায়তায় আপনার ধর্মমত প্রবর্তনে ও সুপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দুঃস্থ ছিলেন তাঁহারা পয়গম্বরের ধর্মমতের প্রচারে ও বিস্তারে সাহায্য করেন।

ইতঃপূর্বে এই অন্সারগণই প্রধানতঃ মদীনার খজ.রজ্ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুহম্মদের সম্পর্কে আসিবার পর ইঁহারা অন্সার নামে পরিচিত হন। মক্কা হইতে মদীনায় যাইবার সময় যাঁহারা মুহম্মদকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রধানতঃ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন—মদীনার অন্সারগণ তাঁহার ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। উঁহারা আত্মত্যাগী ও উচ্চ মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ বা অস্ত্রধারণে ইঁহাদের বিশেষ আসক্তি বা উৎসাহ না থাকায় মুহম্মদ উৎকণ্ঠিত হন, কিন্তু তাঁহার প্রভাবা-ধীনে আসিবার পর ইঁহারা কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুহম্মদের পক্ষে মক্কা অধিকার করেন। মুহম্মদও অতঃপর মক্কায় আগমন করেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হন। যে মক্কার অধিবাসীরা পূর্বে তাঁহার শত্রুতা ও বিরোধিতা করিয়াছিল তাহারা এখন পয়-গম্বরকে সাদরে ও শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করে। [মুহম্মদ দ্র°]; এদিকে অন্সাররাও মদীনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং তাঁহাদের প্রভাবাধীনে মদীনা সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠে। [মদীনা দ্র°]

মুহম্মদের মৃত্যুর পর প্রথমতঃ নির্বাচন-সাহায্যে মুসলমান অধিপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু অন্সারদের কাহারও খলিফা হইবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। মক্কার কোরইশ্-গণ ক্রমে বংশানু-ক্রমে উহা অধিকার করেন। কিন্তু বিশেষ ধর্মপরায়ণ মুসলমান-সমাজে ইঁহারা সুউচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনন্যসাধারণ হইয়া ওঠে।

[D. S. Margoliuth : Mohammed and the rise of Islam ; Sir William Muir : The Caliphate, its rise, decline and fall, Edin. 1924 ; Caetani : Annali de l'Islam ; H. Grimme : Mohemmad ; Goldziher : Muhammedanische Studien, i. 93f ; A. Sprenger : Das Lepen und die Lehre des Mohammed ; H. Reckendorf : Muhammed und die Seinen ; Do : Art. in En. Isl. ; ERE, viii. 539b, 520b ; x 540b.]

অন্সার২ (অল্) —উত্তর-আফ্রিকার ও অন্যান্য কয়েক স্থানের মুসলমান ধর্মানুষ্ঠান-বি°। প্রতি বৎসর ২৪এ জুন ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আরবীয় স্পেনে সেন্ট জন্ দিবসের অনুরূপ অনুষ্ঠানরূপে ইহা অনুষ্ঠিত হইত। এখনও মরোক্কোয় ইহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও 'অশুরা-দিবসের অনুষ্ঠান রূপেও ইহার প্রচলন আছে। এই অনুষ্ঠানে কতকগুলি চারাগাছ একত্র সংগ্রহ করা হয় এবং উহাতে

অগ্নি প্রয়োগ করিয়া প্রচুর ধূম উৎপাদন করা হয়। সৌভাগ্যপূর্ণ বৎসরের অবতারণার জন্য এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রচলন।

[En. Isl. ; ERE, v. 884ab ; Westermarck : Midsummer Customs in Morocco, 1905 ; Destaing : Fêtes et coutumes saisonnerées chez les beni Snaus in Revue Africaine, 362f.]

'অন্সারী$_1$,—কয়েকটী সম্প্রদায়-বিশেষের নাম। উত্তর-পশ্চিম ভারতের দফালী, ধুনিয়া, গার ও শেখদিগের শাখা [তত্তৎ শব্দ দ্র°]।

'অন্সারী$_2$— নামান্তর—'উন্সূরী বা 'অন্সূরী। সম্পূর্ণ নাম—অব 'ল কাসিম অন্সারী বা উন্সূরী। খ্রী° ১১শ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। বল্খ্-এর অধিবাসী বিশিষ্ট সুধী। অবূ'ল ফরহ্ সন্জরীর শিষ্য এবং কবিদ্বয় অস্জদী ও ফর্রুখীর গুরু। গজ়নীর সুলতান মহ্মূদের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন।

সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সুধী, কবি, দার্শনিক ও ভাষাবিৎদের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। চারি শত সুধী ও কবি এবং গজ়নী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রসমাজ ইঁহাকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। ইঁহার কাব্যরচনাসমূহের মধ্যে সুলতান মহ্মূদের বীরত্বের গাথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩০,০০০ পদ-সমন্বিত ইনি একটী দীবানও রচনা করেন। দৌলৎ শা'হ্র মতে, সুলতান মহ্মূদের পুত্র সুলতান ১ম মস্উদের রাজ্যকালে ১০৪০ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু Dr. Sprenger- (Cat of Persian Books, 15) এর মতে ১০৪৯ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ॥ OBD ॥

'অন্সারী$_3$—অব ইস্মা'ইল্ 'অব্দ্ অল্লাহ্ বিন্ অবূ মন্স্যূর মুহম্মদ। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম পারসীক পীরদিগের অন্যতম; এজন্য ইঁহাকে পীর-ই অন্সারও বলা হয়। জন্ম—১০০৬ খ্রী°; মৃত্যু—১০৮৮ খ্রী°। আরবী ও পারসীক ভাষায় ইনি কয়েকটী গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে 'মুনাজাৎ' নামক প্রার্থনাগ্রন্থ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ॥ En. Isl. ॥

'অন্সারী, ডাঃ—(ডাঃ আন্সারী) মুখ্তর্ অহ্মদ অন্সারী। চিকিৎসক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা। জন্ম—১৮৮০ খ্রী° (দিল্লী), মৃত্যু—১৯৩৬ খ্রী° (মুশৌরী হইতে দিল্লীর পথে ট্রেনে)। শিক্ষা—বি. এ., বিশ বৎসর বয়সে; অতঃপর চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন এবং এডিন্বরা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. বি. ও সি. এইচ বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল ইংলণ্ডের নানা হাসপাতালে শিক্ষানবীশী করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি অর্জন হয়। ১৯১২-৩ খ্রী° বল্কান-যুদ্ধে আহতগণের সাহায্যার্থ অখিল ভারত মেডিকেল মিশন গঠনপূর্বক কয়েক জন চিকিৎসককে লইয়া তুরস্কে গমন করেন। চীনযুদ্ধেও যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গভর্নমেণ্টের অনুমতি লাভ করিতে অসমর্থ হন। তুরস্ক হইতে ফিরিবার পর রাজনীতিতে যোগ দেন। অতঃপর রাজনৈতিক নেতৃরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৮ খ্রী° 'হোম রুল' আন্দোলনে যোগদান। 'মুসলিম লীগে'র সভাপতি ১৯২০ খ্রী°। এই বর্ষ হইতেই খিলাফৎ ও অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান। ১৯২৭ খ্রী° ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) মাদ্রাজ-অধিবেশনের সভাপতি। ১৯২৮ খ্রী° কলিকাতায় সর্বদল-সম্মেলনের সভাপতি। ১৯৩০ খ্রী° আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস আইন-বিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত হইলে ঐ বর্ষেই অগস্ট মাসে দিল্লীর নিজ আবাসবাটীতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইবার সময় গ্রেপ্তার হন এবং পরদিবস বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দুই বৎসর পরে পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন, কিন্তু তখন কংগ্রেস আইনবিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩৩ খ্রী° কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইলে উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ খ্রী° স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণ।

চিকিৎসক-হিসাবেও ডাঃ অন্সারীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার খ্যাতি এরূপ বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল যে, সাধারণভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা করিলেও তাঁহাকে রামপুর, ভূপাল, আলবার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজচিকিৎসকরূপেও কার্য করিতে হইয়াছিল। এই সমুদয় রাজ-সরকার হইতে তিনি মাসিক বৃত্তিও লাভ করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সুধী মনীষীর, বিশেষ বিশেষ ধনী ও অভিজাতপুরুষের এবং দেশবরেণ্য নেতৃবর্গের চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার চিকিৎসা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্রদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন এবং অনেককে নিজের গৃহে রাখিয়াও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অপ্—[আপ্ + কিপ্ হ্রস্বশ্চ—উণা° ২. ৫৮; লা° aqua; গ্রী° appos; লিথু° uppe; গথি° ahva; পার° অব্; অবে° অপ্; প্রা° জ° aha] **১** জল।—মনু° ২. ৩০ [জল দ্র°]। **২** অন্তরিক্ষ, আকাশ ॥ আপ্° ॥ **৩** ভূস্থান দেবতা, ভূরাদি সপ্তলোকের সহিত সম্পৃক্ত সপ্তবায়ুস্তর। **৪** বেদে ইহা কর্ম অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অপঃ কর্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি'।—ঈশ-উ° ৪ (শঙ্কর-ভাষ্য)। ভাষায় বহু বচনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহার এক বচনে ব্যবহারও আছে। কারণ সলিল ইহাতে হিরণ্যগর্ভ বীজ বপন করিয়াছিলেন। 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্বমাইদম্। তুচ্ছেনাভ্ব অপিহিতং যদাসীৎ তপস স্তদ্মহিনা জায়তৈকম্'।—ঋ° (নারদীয় সূক্ত) ১০. ১২৯। 'আপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ'—মনু° ১. ৮। ~চর—জলচারী জীব ॥ আপ্° ॥ ~পতি—**১** জল-দেবতা, বরুণের নামবি° ॥ আপ° ॥ **২** সমুদ্র।

অপ$_1$,—[ন পাতি রক্ষতি পতনাৎ পা + ড। লা° ab; গ্রী° apo; গথি° af; ইং of; off; অবে° অপ] অব্য°, **১** উপসর্গ-বি°।

ক বিয়োগ। খ বিকৃতি। গ বিপরীত। ঘ নিদর্শন। ঙ বর্জন। চ আনন্দ। ছ চৌর্য ॥ আপ্° ॥ ২ নঞর্থ। ~কর্তা—[মূ° -কর্তৃ] বিণ, ১ অনিষ্টকারী, মন্দকারী। ২ শত্রু ॥ আপ্° ॥ ~কর্ম—১ মন্দ কার্য, দুষ্কর্ম। ২ আলস্য। ~কলঙ্ক—১ অত্যন্ত কলঙ্ক। ২ ঘোর নিন্দা। ~কল্মষ – নিষ্কলুষ, যাহার মধ্যে কোন পাপ নাই। ~কার—১ হানি, অনিষ্ট।—পঞ্চত° ১. ৬৬.। বিপ° উপকার। ২ অনিষ্ট চিন্তা। ৩ শত্রুতা। ৪ দ্বেষ। ~কীর্তি—স্ত্রী°, অপযশ, নিন্দা। ~ক্রোশ—ভর্ৎসনা, নিন্দা ॥ আপ্° ॥ ~ক্ব—১ যাহা পাকা নহে, কাঁচা। ২ যাহা সিদ্ধ নহে, অসিদ্ধ, অসৃত। ৩ অপরিণত। ~ক্ষেপ—১ ছুড়িয়া ফেলা, অধঃপাতিত করা। ২ [দর্শন°] বৈশেষিক-মতে পঞ্চবিধ কর্মের অন্যতম ॥ আপ্° ॥ ~গ—বিণ, বহির্গমন, বহিষ্করণ।—অ° ১. ৩৪. ৫। ~গণ্ড=অপোগণ্ড [অপোগণ্ড দ্র°]। ~গম, -গমন—১ প্রস্থান, গমন।—হিতো° ৪-৬৫। ২ অদৃশ্য, পলায়ন।—পঞ্চত° ১. ২৪৩; রঘু° ৩. ৭। ৩ মৃত্যু, মরণ ॥ আপ্° ॥ ~গর—[অপ নিন্দার্থে গৄ ভাবে অপ্] ১ নিন্দা।—কা-শ্রৌ° ১৩ ৩. ৪। ২ নিন্দুক ॥ আপ্° ॥ ~গল্‌ভ—[বৈদিক] ১ এক পাশে থাকা ॥ আপ্° ॥ ২ যে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় নাই।—বাজ-স° ১৬. ৩২। ~গা—১ পলায়নকারী। ২ নদীবি°।—শিশু° ২. ১০০। [আপগা দ্র°] ~গোহ—[বৈদিক] গুপ্তস্থান, তিরোধান।—ঋ° ২. ১৫. ৭ ॥ আপ্° ॥ ~গ্রহ—যে গ্রহ অনুকূল নহে, প্রতিকূল গ্রহ। ~ঘন—[অপহন্যতে সংহত্য কর্ম কৃত্বা বিযুজ্যতে; হন্—অপ্ ঘনাদেশঃ—পা° ৩. ৩. ৭৭] ১ দেহের অংশ, যেমন—হস্ত-পদাদি; ইহা অঙ্গ বা অবয়ব অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—ভট্টি° ৭. ৬২ ॥ বো-রো° ॥ ২ বিণ, নির্মেঘ, মেঘশূন্য, মেঘবিহীন ॥ বো-রো° আপ্° ॥ ~ঘাত—অপকৃষ্ট মরণ, অপমৃত্যু, বিনা রোগে কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু।~ঘৃণ—১ নির্দয়, দয়াহীন। ২ নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া ॥ গোল্ড° ॥ ~চিত—১ পূজিত, সম্মানিত। ২ ক্ষতিযুক্ত। ~চিতি—স্ত্রী°, ১ হানি, ক্ষতি, ধ্বংস। ২ ব্যয়। ৩ পাপ হইতে নিষ্কৃতি। ৪ পূজা।—শিশু° ১৬. ৯; কিরাত° ৬. ৪৬। ~চী—[বৈদ্যক। অপকৃষ্টং পচাতে অসৌ] গণ্ডমালা, গলরোগ-বি°।—সুশ্রু° ১. ২৮৭. ১৪। ~চ্ছায়—১ যাহার ছায়া নাই, যেমন—দেবতা। ২ [অপগতা ছায়া যস্মাৎ] বিণ, ছায়াহীন, ছায়াশূন্য। ৩ ঔজ্জ্বল্যবিহীন, নিষ্প্রভ। ~চ্য—নির্গম।—ঋ° ১. ২৮. ৩। ~জগ্ধ—ভক্ষিত না হওয়া। ~জগুরাণ—[বৈদিক। অপগৄ+যঙ্ লুক্ চানশ্] বিণ, আচ্ছাদনাদি মোচনশীল।—ঋ° ৫. ২৯. ৪ ॥ আপ্° ॥ ~জয়—পরাজয় ॥ আপ্° ॥ ~জান—[প্রাদে°] মহাপ্রস্থান, মৃত্যু। ~জ্ঞান—অস্বীকার, গোপন। ~পটু—বিণ, ১ কার্যকুশল নহে, চতুর নহে। ২ রুগ্ন, দুর্বল। ~ড়—[প্রাদে°] যে পতিত হয় না, অটুট। ~ণ্য—যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে।—পা° ৫. ৩. ৯৯ ॥ আপ্° ॥ ~তন্ত্রক—[বৈদ্যক। অপগতং তন্ত্রং ভিষজামধীনতা যত্র কপ্] বাতরোগবি° [ধনুষ্টঙ্কার দ্র°]। ~তানক—[বৈদ্যক। অপক্রম্য অন্তরান্তরা তনুতে তন্ কর্তরি ণ্বুল্] বাতরোগবি°।—সুশ্রু° ১. ২৫৪. ৩। ~তানকী—স্তম্ভরোগবি°।—সুশ্রু° ২. ৪১. ১৩। ~ত্নী—স্ত্রী°, ১ পতিহীনা, বিধবা। ২ যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই, অপরিণীতা। ~দ্—১ অজ্ঞেয়, যাহা জানিতে পারা যায় না।—শ-ব্রা° ১৪. ৮. ১৫. ১০। ২ পাদশূন্য।—ঋ° ৪. ১. ১১ ॥ আপ্° ॥ ~দ—ক্লী°, ১ অপকৃষ্ট স্থান, অযোগ্য স্থান।—কথাস° ২৬. ২৩। ২ বিণ, নিরাশ্রয়।—অ° ৬. ২৯. ২। ৩ চরণহীন, পদহীন।—পঞ্চত° ৪. ২. ৩। ~দরুহা, -দরোহিণী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, বন্দাগা, মান্দরা Epidendron tesselloides Roxb ॥ আপ্° ॥ ~দব—দাবাগ্নি হইতে মুক্ত ॥ আপ্° ॥ ~দান—[অপ+√দৈ (শোধন)+ল্যুট্] ক্লী°, ১ প্রশংসনীয় কার্য। ২ পরিশুদ্ধাচরণ, যে আচরণদ্বারা চিত্তপরিশুদ্ধি হয় ॥ আপ্° ॥ ৩ অবদান ॥ শব্দ° ॥ ৪ কৃত্তাদ্ভুতকর্ম, অর্থাৎ কীর্তিজনক অদ্ভুত কর্ম ॥ অম-টী° ॥ ৫ প্রশস্ত কর্ম ॥ অম° আপ্° ॥ ~দান্তর—১ অব্যবহিত, সংযুক্ত ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ ক্লী°, অভিন্নপদ ॥ শব্দ° ॥ ~দার্থ—[নঞ্ তৎ] ১ পদার্থরহিত, অদ্রব্য, অবস্তু। ২ অমানুষ, অযোগ্য, অসার ॥ আপ্° ॥ ~দিক্—[মূ° -দিশ্] ক্লী°, দিক্কোণ, দিকের মধ্যে। পর্যায়—বিদিক্ ॥ অম° শব্দ° ॥ ~দী—স্ত্রী°, পাদরহিত স্ত্রী, পদহীন রমণী। ~দেবতা—১ অপকৃষ্ট দেবতা। ২ দানব, পিশাচাদি ॥ আপ্° ॥ ~দোষ—[অপগত দোষ যাহা হইতে—বহু°] বিণ, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, অপবাদহীন। ~দ্রাবক—[অপ+√দ্রাবি+ণ্বুল্ কর্তৃ] অপসারক, অপকর্ষক। ~ধা—[বৈদিক] স্ত্রী°, নিরোধ, অপরোধ।—ঋ° ২. ১২. ৩। ~ধূম—[অপগত ধূম যাহা হইতে বহু°] বিণ, ধূমরহিত, নির্ধূম।—রঘু° ১০. ৭৪। ~ধ্যান—[অপ+√ধ্যৈ+ল্যুট্ ভা] ক্লী°, ১ পরের অনিষ্টচিন্তা। ২ বিরুদ্ধ ভাবনা। ~ধ্বান্ত—ক্লী°, কর্কশ শব্দ, যে শব্দে কাঁসরের শব্দ আচ্ছাদিত হয়।—ছা-উ° ২. ২২. ১ ॥ আপ্° ॥ ~নয়—[অপ+√নী+অচ্ ভা] ১ দূরীকরণ, নিরসন ॥ শব্দ° ॥ —পা° ৮. ২. ৯৪ (বার্ত্তিক)। ২ খণ্ডন, উচ্ছেদ ॥ শব্দ° ॥ ৩ দুষ্টনীতি, নিন্দিত নীতি।—রা° (গো°) ৪. ১০. ১৬। ৪ অপকার, অনিষ্ট।—শিশু° ২. ১৪। ৫ স্থানান্তরে লওয়া।—কা-শ্রৌ° ২৫. ৪. ৪৩। ৬ প্রতিবিধান।—পা° ৫. ৪. ৪৯। ৭ ঋণশোধন ॥ আপ্° ॥ ~নস—[অপগতা নাসিকা যাহা হইতে—

বহু ; নাসিকা > নস্, সমাসান্তে অচ্—পা° ৫. ৪. ১১৯] বিণ, ছিন্ননাসিক, নাসিকা-বিহীন।—ভট্টি° ৪. ৩১ ॥ আপ্° ॥ ~ধ্বস্ত— [বৈদিক] অপতিত, অধ্বংসিত।—বাজ-স° ৬. ২৪ ॥ আপ্° ॥ ~পাঠ—১ অশুদ্ধ উচ্চারণ। ২ ভিন্নার্থ লিপি। ৩ অপকৃষ্ট পাঠ, অশুদ্ধ পঠন।—পা° ৪. ৪. ৬৪ (কাশিকা)। ৪ দোষযুক্ত আবৃত্তি। ~পাত্র— ক্লী°, নিন্দিত ব্যক্তি, ঘৃণিত ব্যক্তি। ২ চণ্ডালাদি।—মনু° ১০. ৫১। ~পিত্ব— ক্লী°, অপগমন, কুৎসিত গমন। —ঋ° ৩. ৫৩. ২৪। ~পূত— যাহার নিতম্বের গঠন সুন্দর নহে।—পা° ৬. ২. ১৮৭। ~প্রজাতা— নষ্টগর্ভা স্ত্রী, যে রমণীর গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়।—সুশ্রু° ২. ৩৯৮. ২১। আপ্° ॥ ~প্রদান—ক্লী°, ঘুষ ॥ আপ্° ॥ ~প্রয়োগ —অশুদ্ধ প্রয়োগ, অসাধু প্রয়োগ, অপকৃষ্ট প্রয়োগ। ~প্রোষিত— [বৈদিক] ক্লী°, যে মন্দভাব পোষণ করিয়া চলিয়া যায়, প্রবাস-দোষ।—শ-ব্রা° ১১. ৩. ১. ৫ ॥ আপ্° ॥ ~বর্হিঃ— বিণ, বর্হিহোমরহিত ॥ আপ্° ॥ ~ভর্তৃ— [বৈদিক] বিণ, ১ বিচ্ছিন্ন, ধ্বংস।—ঋ° ২. ৩৩. ৭। ২ মন্দ ভর্তা, নিকৃষ্ট স্বামী। ~ভী— ভয়হীন, নির্ভয়। ~ভূতি— স্ত্রী°, অপকৃষ্ট বিভূতি, মন্দ সম্পত্তি।—অ° ৫. ৮. ৪। ~মুখ— ক্লী°, ১ ফিরান মুখ। ২ ম্লান মুখযুক্ত। ~মৃত্যু— অপকৃষ্ট মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু [অপঘাত দ্র°] ॥ শব্দ° ॥ ~যান— [অপ+ √যা+ল্যুট্ ভা] ক্লী°, ১ পলায়ন, অপক্রম, প্রস্থান ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ হীন বাহন, মন্দ বাহন। ~যোগ— কুলক্ষণযুক্ত যোগ, মন্দ ক্ষণ। ~রূব— [স° অপূর্ব > প্রা° অরুব্ব >। অপ্রা°] অতি সুন্দর, অপূর্ব। ~রুষ— ক্লী°, ১ অনিষ্ঠুর। ২ গ্রন্থিশূন্য। ৩ বিগত ক্রোধ, ক্রোধরহিত। ~রূপ— ক্লী°, ১ অপূর্ব রূপ, অদ্ভুত রূপ, সুন্দর রূপ, অনুপম রূপ, অতুল রূপ ॥ আপ্° ॥ ২ কুরূপ, কুৎসিত, অপকৃষ্ট রূপ।—অ° ১২. ৪ ৯ ॥ শব্দ° ॥ ~রেদ্যুঃ— [মু°-ত্যস্] অপর দিনে।—মনু° ৩. ১৮৭ ॥ অম° ॥ ~রোধ— রুদ্ধ করা, বদ্ধ করা।—কা-শ্রৌ° ২৪. ৩. ৩১। ~র্যন্ত— [নঞ্-বহু] বিণ, অসীম, অনন্ত, অসংখ্য, বিপুল।—শ-ব্রা° ১০. ১. ৫. ৪। ~র্যাপ্ত— [নঞ্-বহু] বিণ, ১ প্রচুর, পর্যাপ্ত। ২ অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। ৩ প্রচুর, প্রভূত। ৪ অসীম ॥ অম° ॥ ৫ স্বকার্যে অক্ষম, অসমর্থ।—গী° ১. ১০ ॥ আপ্° ॥ ৬ ইয়ত্তারহিত। ~র্ব্বক—১ যাহার পর্ব নাই। ২ সংযোগশূন্য।—শ-ব্রা° ১১. ১. ৬. ৩২। ~লোক— অপকীর্তি, অপবাদ। ~ল্যলন— ক্লী°, স্নানাদি গাত্র-মার্জন দ্বারা শৌচাভাব। ~বন— ক্লী°, ১ উপবন, কৃত্রিম বন ॥ অভি° ॥ ২ বায়ুশূন্য স্থান ॥ আপ্° ॥ ~বরক—গর্ভগৃহ, anti-chamber ॥ হলা° ॥ ~বারুক— প্রস্তর, পাষাণ ॥ মনি° ॥ ~বাস— [বৈদিক] ১ অপসরণ, পলায়ন। —অ° ৩. ৭. ৭। ২ তৃণবি° ॥ আপ্° ॥ ~বিদ্যা— স্ত্রী°, ১ অপকৃষ্ট বিদ্যা। ২ বৌদ্ধাদির বিদ্যা। ৩ বেদান্তাদির প্রসিদ্ধ অবিদ্যা, অজ্ঞান।—কিরাত° ১৬. ৩২। ~বিষ্ণু— যেখানে বিষ্ণু নাই। ~বীণ— যে স্থানে মন্দ বীণা আছে বা যেখানে একেবারেই বীণা নাই। ~বৃত্তি— স্ত্রী°, সমাপ্তি, শেষ ॥ আপ্° ॥ ~বেধ— [অপ +√বিধ্+ঘঞ্ ভা] কোন দ্রব্যের অদৃশ্য স্থানে বিদ্ধ হওয়া, মণির অস্থানে ছিদ্রীকরণ। ~শকুন— ক্লী°, অপকৃষ্ট শকুন, দুর্নিমিত্ত, দুর্লক্ষণ। ~শদ, -সদ— নীচ, অধম মনুষ্য ॥ অম-টী° ॥ ~শব্দ—[অপকৃষ্ট শব্দ—প্রাদিস°] ১ অশুদ্ধ উচ্চারিত শব্দ। ২ লৌকিক শব্দ, গ্রাম্য শব্দ। পর্যায়—অপভ্রংশ ॥ শব্দ° ॥ ৩ অসংস্কৃত শব্দ, অশাস্ত্রীয় শব্দ। ~শব্য— পশুবৃদ্ধি-বিঘাতক ॥ আপ্° ॥ ~শোক— ১ অশোক বৃক্ষ jonesia Asoka ॥ রাজনি° ॥ ২ বিণ, শোকবিহীন, দুঃখহীন ॥ শব্দ° ॥ ~শ্রয়—১ উপাশ্রয়।—অ° ১৫. ৩. ৮। ২ আস্পদ, পাত্র ॥ আপ্° ॥ ~শ্রী— বিণ, শোভাবিহীন, শ্রীহীন।—শিশু° ১১. ৬৪। ~শ্বাস— পঞ্চ বায়ুর অন্যতম। ~ষ্ঠ— [অপ+√স্থা +ক সত্ত্ব ষত্বম্—পা° ৮. ৩. ৯৭] ক্লী°, অঙ্কুশের অগ্রভাগ ॥ অভি° শব্দ° ॥ ~ষ্ঠু— [অপ+√স্থা+ক—উণা° ১. ২৫ ; পা° ৮. ৩. ৯৭] অব্য° ১ নিরবত্ত ॥ শব্দ° ॥ ২ প্রতিকূল, বিরূপ। ৩ বিপরীত ॥ শব্দ° ॥ ৪ নির্দোষ। ৫ শোভন ॥ শব্দ° ॥ ৬ কাল ॥ আপ্° ॥ ~সদ— [অপ+ √সদ্+অচ্ কর্তৃ] বিণ, ১ অধম, নীচ, নিকৃষ্ট ॥ অম° শব্দ° ॥ ২ উত্তম বর্ণ পুরুষ ও অসমবর্ণ স্ত্রী-জাত, বর্ণসঙ্কর। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রী, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাদি স্ত্রী, বৈশ্য হইতে শূদ্রাদি স্ত্রীতে অনুলোমজাত ষড়্‌বিধ সন্তান।—মনু° ১০. ১২। ~সর— [অপ+√সৃ+অপ্ ভা] ১ অপযান, প্রয়াণ। ২ অপসরণ, স্থানান্তরে গমন ॥ শব্দ° ॥ ৩ ক্রয়প্রতি-গ্রহাদি। ৪ [ব্রজ° অপছর] অবকাশ ॥ ব-শব্দ° ॥ ~সলবি—অব্য°, ১ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান ॥ শব্দ° ॥ ২ পিতৃ-স্থান ॥ শব্দ° ॥ ~সব্য— ক্লী°, ১ দেহের দক্ষিণ দিক্ বা অংশ। ২ তর্জনী বা অঙ্গুষ্ঠের মধ্য-বর্তী স্থান ॥ মে° ॥ ~সৃপ্তি— স্ত্রী°, বাহিরে গমন, অপসরণ ॥ আপ্° ॥ ~সোপান—১ হস্তি-নখ। ২ বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ মৃত্তিকা-স্তূপ। ~সৌবীর—অব্য°, সৌবীরভিন্ন ॥ গোল্ড° ॥ ~স্কন্ধ—১ পুগবৃক্ষ, গয়াবৃক্ষ, অশ্বত্থ ভূঁইগাছ। ২ বাণ, তীর।—অ° ৪. ৬. ৪। ৩ দূরীকরণ ॥ আপ্° মনি° ॥ ~স্কর— [অপ+√কৃ+অপ্° কর্ম°, সুট্ রথাঙ্গে নিপাতঃ—পা° ৬. ১. ১৪৯] ১ চক্রভিন্ন রথের যে কোন অংশ। অম-টী°-মতে রথের যে কোন অঙ্গ ; যেমন—অক্ষ, যুক, চক্র ই° ॥ অভি° শব্দ° ॥ ২ মলদ্বার, গুহ্যদ্বার ॥ গোল্ড° ॥ ৩ বিষ্ঠা, পুরীষ ॥ ধরণী° শব্দ° ॥ ~স্থল—১ [বৈদিক] যে স্থান কুট্টনাগার নহে অর্থাৎ

যে প্রাঙ্গণে ধান্যাদি মাড়াইয়া বাহির করা হয় সে স্থান ব্যতীত অন্য স্থান। —শ-ব্রা° ১. ৭. ৩. ২৬॥ গোল্ড°॥ ২ বাহিরে লাফান॥ আপ্.° মনি° ॥ ~স্তম—[বৈদিক] অতি শীঘ্র, অতি দ্রুত; যেমন, বেগবতী নদী॥ গোল্ড°॥ ~স্তম্ব—আপস্তম্ব ঋষির পিতা বা পূর্বপুরুষ॥ গোল্ড°॥ ~স্তম্ভ—[বৈদ্যক] ক্লী°, বক্ষ ও উদরের মধ্যস্থিত বাহুদ্বয়গামী শিরামর্মবি°। এই শিরাদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ু অবস্থিত॥ ভা-প্র°॥ ~স্তম্ভিনী—স্ত্রী°, শিবলিঙ্গিনী নামক তৃণবিশেষের নাম॥ বৈদ্য-নি°॥ ~স্নাত—[অপকৃষ্টং স্নাত] ১ মৃতের সংকারান্তে স্নাত, মৃতদেহ দাহ করিয়া যাহারা স্নান করিয়াছে॥ অম° শব্দ°॥ ২ স্নান-সংস্কারজন্য স্থাপিত মৃত। ~স্পশ—বিণ, গুপ্তচরশূন্য, গূঢ়চরহীন, গূঢ়পুরুষাভাব।—শিশু° ২, ১১২.॥ আপ্.°॥ ~স্পর্শ—১ স্পর্শ-বোধের অভাব। ২ যোনি।—সুশ্রু° ২. ৩৯৭. ২০। ~স্ফিগ—১ বিণ, বিকৃত কটিদেশ, অপকৃষ্ট নিতম্বদেশ।—পা° ৬. ২. ১৭৮। ২ নিতম্বভিন্ন। তু° অপকুক্ষি॥ গোল্ড°॥ ~স্মৃতি—স্ত্রী°, বিস্মরণ, নষ্ট স্মৃতি। ~স্বর—অব্য° স্বাভাবিক স্বর হইতে অপগত, হীন স্বর।—বাভট, শা. ৫ অ° ৪০।

অপ্—১ বরুণদেবের নাম।—ঋ° ১. ১৪৬. ৪২। ইনি ৪২ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধের দেবতা। ২ অত্রিপত্নী অনসূয়ার পঞ্চ পুত্রের অন্যতম।—লিঙ্গপু° পূ. ৫. ৩৮। ৩ সূর্যের অগ্রগামী দ্বাদশ রাক্ষসের অন্যতম। এই রাক্ষস পূষার অগ্রে গমন করে।—কূর্মপু° পূ. ৪১. ৮।

অপঃ সংবর্ত—[বৌদ্ধমতে] জলের দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস-সাধনবি°। লক্ষাধিক বৎসর পূর্বে এত বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যে, উহা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে নিমজ্জিত ও প্লাবিত করিয়াছিল।—Spence Hardy: Manual of Buddhism 532. [সংবর্ত দ্র°]

অপকর্ষ সমা—[ন্যায়শা°] ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চদশ পদার্থের নাম 'জাতি'। এই 'জাতি' শব্দটী পারিভাষিক। উহার অর্থ জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অসদুত্তর-বিশেষ। বাদী বা প্রতিবাদীর যেরূপ উত্তর অপরের পক্ষ-দূষণে অসমর্থ হওয়ায় সদুত্তর নহে, পরন্তু তুল্যন্যায়ে স্বব্যাঘাতক, তাহাকে 'জাতি' বলা হয়। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে এই 'জাতি'কে চতুর্বিংশতি প্রকার বলিয়াছেন; তন্মধ্যে চতুর্থ প্রকার 'জাতি'র নাম 'অপকর্ষ সমা।

'অপকর্ষ' শব্দের অর্থ এখানে বাদীর গৃহীত ধর্মীতে বিদ্যমান ধর্মের অপলাপ অর্থাৎ তাহার অভাবের আপত্তি। যেমন, শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব প্রতিবাদীর মতেও শব্দের বাস্তব ধর্ম। শব্দে উহার অপলাপ বা অভাবের আপত্তি 'অপকর্ষ'। বাদী প্রথমে কোন হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা তাঁহার নিজ পক্ষ-স্থাপন করিলে প্রতিবাদী তাহার প্রতিষেধ করিতে প্রকৃত হেতু-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া যদি কেবল বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তদ্বারাই বাদীর গৃহীত ধর্মীতে বিদ্যমান ধর্মের অপলাপ করিয়া প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিষেধরূপ অসদুত্তরের নাম 'অপকর্ষ সমা' জাতি।

যেমন, বাদী নৈয়ায়িক শব্দে অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে প্রথমে বলিলেন—'শব্দোঽ নিত্যঃ, কার্যত্বাৎ ঘটবৎ' ইত্যাদি। নৈয়ায়িকের কথা এই যে, শব্দ ঘটের ন্যায় কার্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল পদার্থ। অতএব ঘটের ন্যায় শব্দও অনিত্য। পরে প্রতিবাদী সদুত্তরদ্বারা ইহার খণ্ডন করিতে অশক্ত হইয়া যদি বলেন যে, 'শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঘটের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যও হউক? বস্তুতঃ শব্দ যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর গৃহীত ঘট-দৃষ্টান্তদ্বারাই শব্দে শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বরূপ বাস্তব ধর্মের অপলাপ করিয়া উক্তরূপ প্রতিষেধ করায় উহার নাম 'অপকর্ষ সমা' জাতি। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী শব্দে যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সাধক প্রকৃত হেতু নাই। বাদীর গৃহীত কার্যত্ব-হেতু উক্ত সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত না হওয়ায় উহা প্রকৃত হেতু হয় না। সুতরাং কেবল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর অসদুত্তর। [জাতি দ্র°]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অপকৃষ্ট—১ কাক॥ আপ্.°॥ অপসারিত।— মুদ্রারা° ৪॥ আপ্.°॥ ৩ আকৃষ্ট।—বেণীস° ৫। ৪ হীন, নিকৃষ্ট। বিপ° উৎকৃষ্ট।—মনু° ৫. ১৬৩; ৯. ২৪; কিরাত° ১৪. ২২। ~চেতন— বিণ নিকৃষ্টমনা, হীনচেতা। ~জাতি— বিণ, নীচ জাতি, হীন বংশ। ~ভূমি— নিকৃষ্ট বা অনুর্বর ভূমি। শাস্ত্র-মতে কোনও ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট ভূমি দান করা পুণ্যবহ না হইয়া পাপজনক কার্য। অপকৃষ্ট শব্দ পালবংশীয় নৃপতিদের প্রায় সকল তাম্রশাসনেই দেখা যায়। এই 'অপকৃষ্ট' শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থ লইয়া সমস্যা আছে। রত্নপালের পৌত্র ২য় ইন্দ্রপালের ও পরবর্তী ধর্মপালের তাম্রশাসনে যে 'অপকৃষ্ট' শব্দ দেখা যায়, তাহা ভূমির অপকৃষ্ট অংশ অর্থাৎ কিয়দংশ খারিজ করিয়া ব্রহ্মাত্রা করিবার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।—'কামরূপশাসনাবলী, ১০৭ পাদটী. ৭ দ্র°। মহাভারতেও (৫. ১ অ°) এইরূপ অপকৃষ্ট ভূমির উল্লেখ আছে।

অপগ—প্রাচীন দেশবি°।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৮. ৫৪। বর্তমান অফ্‌গানিস্তানের প্রাচীন নাম॥ GDI॥ [অফ্‌গানিস্তান দ্র°]

অপগত সুত্ত—পালিপিটকের সুত্ত-বি°। এই সুত্তে বুদ্ধদেব ও রাহুলের কথোপকথন ও বুদ্ধের উপদেশ বর্ণিত আছে।—সং-নি° ২. ২৫৩।

অপচ—১ পাক করিতে অসমর্থ, যে নিজের জন্য পাক করে না॥ আপ্.°॥ ২ মন্দ পাচক (আক্রোশে)।—পা° ৬. ২. ১৫৭-৮ (কাশিকা)। ~য়—[অপ+চি+অল্ ভা।

প্রা° বা° অপচ] ১ ক্ষয়, ক্ষতি, হ্রাস, লোকসান, স্বায়বিরুদ্ধ ব্যয়।—কা-শ্রৌ° ৮. ৩. ২। বিপ° উপচয়। পর্যায়—অপহার॥ অম° শব্দ°॥ [অর্থশা°] আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, loss, অপব্যয় waste [আয়-ব্যয়, ব্যবসায়, বাণিজ্য দ্র°] ২ ব্যাধিজনিত শরীরের ক্ষতি বা ক্ষয়।—সুশ্রু° ২. ৫২. ১৮। ৩ অপহরণ-জনিত ক্ষয়। ~ার—১ অহিতাচরণ, ক্ষতি-জনক আঘাত।—বেণীস° ৪ ১০; মাধবকর॥ আপ° শব্দ°॥ ২ স্বধর্মের ব্যতিক্রম। ৩ অভাব॥ আপ°॥ ৪ কুপথ্য-সেবা, অপথ্য।—সুশ্রু° ১. ১৮. ২। ৫ পরাজয়। ৬ বিনাশ, মৃত্যু।—দশকু° ৭২॥ আপ°॥ ৭ অপরাধ, দোষ।—মালবি° ৪ ২০; রঘু° ১৫. ৪৭।

অপচক্র—[জ্যোতি°] বৃত্তের অন্তর্গত একই কেন্দ্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃত্ত। epicycle. প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই তিনটী বহিগ্রহের আপাত পর্যায়ক প্রতীপ গতি নির্দেশ করিতে অপচক্রের ব্যবহার হইত। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে এইরূপ প্রতীপ গতি প্রতীত হইবার মূল কারণ পৃথিবীর সূর্যের চতুর্দিকে বার্ষিক গতি।

অপচর—পালি পিটক-বর্ণিত নৃপতিবি°। চেতিয়দেশে সোত্থিবতীনগরে বাস করিতেন। চরের পুত্র ও শাক্যবংশের পূর্বপুরুষদের অন্যতম। ইনি মহাসম্মত-জাতির অন্তর্ভুক্ত ও চতুর্বিধ ইদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইনি জগতের প্রথম মিথ্যাবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজপুরোহিত নিয়োগ-ব্যাপারে ইনি প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহাতে বিদায়ী রাজপুরোহিত কপিলের সহিত ইঁহার দ্বন্দ্ব বাঁধে। ক্রমাগত মিথ্যা-চরণে ইঁহার পতন হয় এবং একে একে ইদ্ধিশক্তিগুলি নষ্ট হইতে থাকে; পরিশেষে অবীচি অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণ হারান।

অতঃপর অপচরের পাঁচ পুত্র কপিলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্বক পাঁচটী নগর (হথিপুর, অস্সপুর, সীহপুর, উত্তরপঞ্চাল ও দদ্দরপুর) প্রতিষ্ঠা করেন। সুত্ত-অথ°-(২. ৩৫২) মতে মথাদেব অপচরের এক পুত্র। দেবদত্ত তাঁহার এক পূর্বজন্মে অপচর ছিলেন।—চেতিয়জাতক, জা° ৩. ৫৪-৬১; মহাব° ২. ২; দীঘ-অথ° ১. ২৫৮ই°; দীপব° ৩ ৫।

অপচরের অপরাপর নাম—উপচর, উপবর, উপরুবর। মিলিন্দ (Treckner-সম্পাদিত, পৃ° ২০২) ইঁহাকে সুরপরিচর বলিয়াছেন॥ MDPP॥

অপচিৎ—[বৈদিক] রোগবি°। অথর্ব-বেদে (৬. ২৫. ১; ৮৩. ১; ৭. ৭৫. ১; ৭৭. ১) কয়েক বার এই শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। কেশব ও সায়ণের ভাষ্য হইতে ব্লুমফীল্ড স্থির করিয়াছেন, ইহা গলার স্ফীতি অর্থাৎ গণ্ডমালা-রোগ। তবে রোট্ ও জি.মা-রের সিদ্ধান্তানুসারে ইহা এক প্রকার কীট-মাত্র, এই কীটের দংশনে স্ফীতি হয়।

[VI, i. 24; Bloomfield: Art. in American Jour. of Philology, ii. 320f; Hymns of Atharvaveda, 503, 504; Whitney: Atharvaveda, 343; Roth—St. Petersburg Dictionary; Zimmer: Altindisches Leben, 97]

অপচিতি—মরীচি ও সম্ভূতির চারি কন্যার অন্যতমা।—কূর্মপু° পূ. ১৩. ৫; লিঙ্গপু° পূ. ৫. ৩৮; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৮. ১০; বায়ুপু° ২৮. ৮।

অপচ্চক্খকম্ম সুত্তা— পিটকের পাঁচটী সুত্ত। এই সুত্তগুলিতে কিরূপে দেহ, মন, অনুভূতি, কর্ম ও জ্ঞান-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বচ্ছগোত্তকে উপদেশ দিয়াছেন।—সং-নি° ৩. ২৬২। MDPP॥

অপচ্চুপলক্খনা সুত্ত— পালি পিটকের সুত্তবি°। দেহ, মন, অনুভূতি, কর্ম ও জ্ঞান-সম্বন্ধে উপযুক্ত বিচার-শক্তির অভাবে যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়, সে-সম্বন্ধে ইহাতে আলোচনা আছে।—সং-নি° ৩. ২৬১॥ MDPP॥

অপটী—[অল্পঃ পটঃ পটী—নঞ্‌তৎ] স্ত্রী°, বস্ত্রপ্রাবরণ, যবনিকা, পর্দা॥ অভি° শব্দ°॥ ~ক—বিণ, ১ প্রাবরণহীন, পটীহীন। ২ টীকাজ্ঞানহীন॥ শব্দ°॥ ~ক্ষেপ—(অভিনয়) যবনিকাপাত নহে।—শকু° ৪. ৩৭।

অপণ্ণক জাতক—জাতকের ১ম সংখ্যক আখ্যান। সেট্‌ঠি অনাথপিণ্ডিকের অন্যান্য ধর্মমতাবলম্বী পাঁচ শত বন্ধু শ্রেষ্ঠির সহিত জেতবনে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্ব স্ব পূর্ব মত অবলম্বন করে। বুদ্ধদেব পুনরায় শ্রাবস্তীতে আগমন করিলে তাহারা শ্রেষ্ঠীর সহিত তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলে বুদ্ধ তাহাদের নিকট এই জাতক বর্ণন করেন।—জা° ১. ১৫ই°।

এই কাহিনীতে দৃষ্টান্তদ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যাহারা ভণ্ড গুরুর শিষ্য তাহারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু সদ্‌গুরুর শিষ্য হইলে লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছান যায়। কলিযুগের শেষে ধর্ম অন্তর্হিত হইলেও লোকে সর্বশেষে এই জাতক ভুলিতে পারিবে।—অঙ্গু-অথ° ১. ৫১॥ MDPP॥

অপণ্ণকতা সুত্ত— যে তিনটী গুণে (বৃত্তিসংযম, খাদ্যসংযম, ও সতর্কতা) ভিক্ষু সাধনার নিশ্চিত পথে পরিচালিত হয় তাহার আলোচনা এই সুত্তে আছে।—অঙ্গু-নি° ১. ১১৩ই°॥ MDPP॥

অপণ্ণক বগ্‌গ—১ অঙ্গু-নি° চতুক্কনিপাতের ৮ম অধ্যায়। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে ১০টী সুত্ত আছে; তন্মধ্যে একটীতে মহাপরিনির্বাণের একটী অংশ এবং অন্য একটীতে স্ত্রীলোকেরা কিজন্য সাধারণ জনসভা ও গুরু কর্মসমূহে বর্জিত হয় তাহার আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ২. ৭৬-৮৩। ২ জাতক-অথকথার একটী নিপাতের ১ম অধ্যায়।—জা° ১. ৯৫-১৪২।

অপণ্ণক সুত্ত—১ এক ব্রাহ্মণ-সভায় বুদ্ধ-কর্তৃক এই সুত্ত প্রচারিত হয়। সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে তিনি 'অপণ্ণক-ধম্ম' (প্রকৃত ধর্ম) গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে উপদেশ

দেন। ইহাতে জৈন, আজীবক প্রভৃতির ধর্মমত ও 'অভিজাতি'-(জীবনের ষড়্বিধ অবস্থা) সম্বন্ধে ও অর্হৎ-জীবনের বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে।—মজ্ঝি-নি° ৩. ৪০০-১৩। **২** শীলের ফলাফল-সম্বন্ধীয় সুত্ত।—অঙ্গু-নি° ১. ২৭০।

অপতত্তত—হিরণ্যাভের শিষ্য নৃপাত্মজের যে ২৪ জন শিষ্য তাঁহার ২৪টী সংহিতা অধ্যয়নপূর্বক 'সামগ' আখ্যা পাইয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৬. ৪৭; বায়ুপু° ৬১. ৪৫। [নৃপাত্মজ দ্র°]

অপ তনঙ—নামান্তর 'অঙ্ক'। আসামের পর্বতীয় দফ্‌লা জাতির একটী বিচ্ছিন্ন শাখা। উত্তর-লখিম্‌পুর সব্‌ডিভিসনের উত্তরসীমান্তের গিরিশ্রেণীর পশ্চাতে কলি নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় ইহাদের বাস। ইহাদের অস্তিত্ব পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। ১৮৯৬ খ্রী° ইহারা গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বৃটিশ-ভারতে আক্রমণাত্মক কার্যে ব্রতী হয়, তদবধি ইহাদের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে এবং পরে ইহাদের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

[Sir Edward Gait: Hist. of Assam, Cal. 1926, ১21.]

অপতি [নঞ্-বহু°] বিণ, **১** [বৈদিক] নায়কহীন।—অ° ৮. ৬. ১৬। **২** অনুপযুক্ত পতি। **৩** অনিয়ন্ত্রিত। ~কা—**১** যে স্ত্রীর পতি নাই, পতিহীনা, বিধবা। **২** অপরিণীতা রমণী। ~ঘ্নী—স্ত্রী°, যে রমণী তাহার পতিকে হনন করে না, যে স্ত্রী পতিঘাতিনী নহে।—ঋ° ১০ ৮৫. ৪৪; অ° ১৪. ২. ৬২।

অপত্য— [√পৎ + যৎ— করণ, বাহুলকে ; ন পত্য—নঞ্‌তৎ] ক্লী°, সন্তান, পুত্র কন্যা প্রভৃতি, যাহার জন্য বংশ লোপ হয় না।—ঋ° ১. ৬৮. ৭; রঘু° ১. ৫০। পর্যায়—১ সন্তান, ২ তোক, ৩ সন্ততি, ৪ প্রসূতি ॥ জটা° শব্দ° ॥ ~জীব— [বৈদ্যক] তৃণবি°। জীয়াপুতা গাছ, পুত্রজীবক বৃক্ষ।—রাজনি° ব. ৯ ॥ বৈদ্য-শ° ॥ ~দা—**১** [বৈদ্যক] তৃণবি°। গর্ভদাত্রী লতা, যাহা সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয়।—রাজনি° ব. ৪ ॥ বৈদ্য-শ° ॥ **২** মন্ত্রাদি দৈবক্রিয়া। ~পথ যোনি।—সুশ্রু° ১. ২৭৮. ৪ ॥ অভি° বৈদ্য-শ° আপ্° ॥ ~প্রত্যয়— [ব্যাকরণ] অপত্যার্থ প্রত্যয় ॥ আপ্° ॥ ~বিক্রয়ী— [মু°-য়িন্] কন্যা-শুল্কগ্রাহী, যে পিতা অর্থ লইয়া কন্যার বিবাহ দেয় ॥ আপ্° মনি° ॥ ~শত্রু— স্ত্রী°, **১** কর্কট, কাঁকড়া (কাঁকড়ার গর্ভে সন্তান জন্মিলে সেই সন্তানরা মাতৃদেহ খাইয়া ফেলে)॥ শব্দচ° বৈদ্য-শ° ॥ **২** সর্প ॥ আপ্° ॥ ~সাচ্—[বৈদিক] বিণ, সন্তানযুক্ত।—ঋ° ১. ১১৭. ২৩ ॥ আপ° ॥ ~সিদ্ধিকৃৎ— পুত্রজীব বৃক্ষ ॥ বৈদ্য-নি° ॥

অপত্র—বিণ, পত্রহীন। ~প—[অপগতা ত্রপা যাহা হইতে—বহু°] বিণ, লজ্জাহীন, ত্রপাহীন, নির্লজ্জ। ~পা—**১** লজ্জা, অপর হইতে লজ্জা।—রা° (গো°) ৪. ৩০. ১৭ ॥ বো-রো° ॥ **২** স্ত্রীলোক। ~বল্লিকা— মহিষবল্লী, লঘু সোমবল্লী।—রাজনি° ব. ৩ ॥ বৈদ্য-শ° ॥ ~স্ত—[অপ্ + √ত্রস্ + ক্ত কর্তৃ; স্ত্রী— -া] বিণ, ভীত, শঙ্কিত।—পা° ২. ১. ৩৮। ~া— পুষ্পবৃক্ষবি°, capparis aphylla ॥ বৈদ্য-নি° বৈদ্য-শ° গোল্ড° ॥

অপথ—**১** পর্বতীয় দেশবি°।—মৎস্যপু° ১১৪. ৫৪। **২** [নঞ্-বহু°] বিণ, পথহীন, মার্গহীন।—পা° ২. ৪. ৩০ (কাশিকা)। **৩** [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, কুপথ।—অ° ৬. ৭৩ ৩। **৪** শাস্ত্রনিষিদ্ধ পথ।—রঘু° ৯. ৭৪। **৫** যোনি।—পা° ৫. ৪. ৭২ ॥ শব্দরত্না° অম° ॥ তু° অবাচ্য দেশ। **৬** অব্য°, **ক** পথের অভাব। **খ** উপায়ের অভাব। ~প্রপন্ন— উন্মার্গগত, কুপথগত, যে অপমার্গে বা কুপথে গিয়াছে। ~া— স্ত্রী°, কয়েকটী তৃণের নাম- (১) পদ্মক, (২ শুঁঠ, শুষ্ক আর্দ্রক, (৩) প্রিয়ঙ্গু ॥ গোল্ড° ॥

অপথ্য— [নঞ্‌তৎ] বিণ, **১** পথ্যভিন্ন। **২** অহিত পরিণাম।—রা° (গো°) ২. ১০৯. ২। **৩** ক্লী°, যাহা পথ্য নহে। চিকিৎসা ও নীতিশাস্ত্রোক্ত হিতকর খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি পথ্য, কিন্তু উহার বিপরীত পথ্য বিরুদ্ধ খাদ্যাদি অপথ্য। [পথ্য দ্র°] ~জ্বর—কুপথ্যজনিত জ্বর।—বৈদ্য নি° ভা. ২ ॥ বৈদ্য-শ° ॥ ~ভুক্—[মু°-ভুজ্] বিণ, অপথ্যভোজী।

অপদান—সুত্তপিটকের অন্তর্ভুক্ত খুদ্দক-নিকায়ের ১৩শ ও শেষ ভাগ (মতান্তরে ১৩শ ভাগ[1])। পদ্যছন্দে রচিত বৌদ্ধ অর্হৎদিগের মহতী কাহিনী-বর্ণিত বৌদ্ধ পুরাণ-বি°। ইহাতে বুদ্ধের সমসাময়িক ৫৫০ জন (মতান্তরে ৫৪৭ জন[2]) বৌদ্ধ ভিক্ষুর ও ৪০ জন ভিক্ষুণীর জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত ভিক্ষুণীদের জীবনীর অনেক বিষয় থেরীগাথা-অত্থকথায় দেখা যায়। ইহার ভূমিকার দুইটী অধ্যায়ের একটী 'বুদ্ধাপদান', অপরটী 'পচ্চেকবুদ্ধাপদান'; প্রথমটীতে বুদ্ধের ও দ্বিতীয়টীতে পচ্চেকবুদ্ধগণ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তবে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তের অবতারণা হয় নাই।

অপদানে অতীত ও বর্তমান উভয় কালেরই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যদিও সর্বত্র নহে, তবে একরূপ অর্হৎদের জীবনকথাই ইহাতে দেখা যায়। এজন্য জাতকের সহিত ইহার মূলগত স্বাতন্ত্র্য বর্তমান, কারণ প্রতি জাতকেই এক এক জন বুদ্ধের অতীত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। থের ও থেরী-গাথার অত্থকথা পরমত্থদীপনীতে অপদানের অধিকাংশ কাহিনীই দেখা যায় এবং সেগুলি যে অপদান হইতে গৃহীত তাহাও উহাতে স্বীকৃত।[3] কিন্তু অপদানে শ্লোকগুলি যে যে নামে উল্লিখিত আছে, পরমত্থদীপনীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সেই শ্লোকসমূহের বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অংশবিশেষের বা নামের সামান্য পরিবর্তন হইয়া একই শ্লোকের দুই বার উল্লেখ দেখা যায়। অপদানের পদগুলি সঙ্কলনের দোষেই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অপদানের যে সমুদয় ভিক্ষুণীদের কাহিনী

---

১ MDPP, i. 115.

২ ঐ।

৩ 'তেন বুত্তং অপদানে.........ইত্যাদি।

থেরীগাথার অথকথায় দেখা যায় সেগুলিতে কথাবত্থুর উল্লেখ আছে। কথাবত্থু খ্রী-পূ° ৩য় শতকের প্রায় মধ্যভাগে তিসস-কর্তৃক রচিত হয়[৪], সুতরাং অপদান আরও অনেক পরে রচিত হওয়া সম্ভব। দীঘনিকায়ে গৌতম বুদ্ধের পূর্বতন বুদ্ধের সংখ্যা ৬ জন, কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থসমূহে এই পূর্বতন বুদ্ধদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধবংসে বুদ্ধদের সংখ্যা ২৪ জন দেখা যায়, অপদানে তাঁহাদের সংখ্যা ৩৫ জন। কাহারও কাহারও মতে, অপদানের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত।[৫] তবে মূলতঃ ইহা পালিপিটকের শেষ সময়ে বা সর্বশেষে সঙ্কলিত অংশগুলির অন্যতম বলিয়া মনে হয়।

সুমঙ্গলবিলাসিনীর মতে, দীঘভাণকগণ খুদ্দকনিকায়কে অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত করিলেও অপদানকে গ্রহণ করেন নাই, মজ্ঝিমভাণকেরাই ইহাকে খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহা সুত্তন্তপিটকের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[৬]

'বিসুদ্ধজনবিলাসিনী' নামে অপদানের একখানি অথকথা আছে. উহার অন্তভুক্ত গন্ধবংসে দুই স্থলে উহা বুদ্ধঘোষ-কর্তৃক রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[৭]

অপদান শব্দের অর্থ 'বিশুদ্ধ, মহান্ অথবা গৌরবময় কার্য বা কার্যের কাহিনী'। মহাপদান-সুত্ত-(দীঘনি° ২. ১ষ্ট°) অনুযায়ী ইহার অর্থ 'বুদ্ধের কাহিনী বা জীবনবৃত্তান্ত'; 'মহাপদানে'র অর্থ 'ধম্ম, সঙ্ঘ বা বুদ্ধের কাহিনী'। অপদানে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদেরই পূর্বজীবনের মহান্ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—বুদ্ধের জীবনী বা জীবনের আলোচনা ইহাতে নাই।

খ্রী° ১ম শতকে বৌদ্ধেরা যখন সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের গ্রন্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন অপদানের কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তা আদৌ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সংস্কৃতে অপদান 'অবদান' নামে পরিচিত হয় এবং 'অবদান' নামে সংস্কৃতে কয়েকটী গ্রন্থও রচিত হয়। এই সমুদয় 'অবদান' গ্রন্থের কয়েকটী-গ্রন্থ পরে তিব্বতীয় ও চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এইরূপ সংস্কৃত অবদানগুলির মধ্যে 'অবদানশতক' (=এক শত অবদানের কাহিনী), 'দিব্যাবদান' ও 'মহাবস্তু-অবদান' উল্লেখযোগ্য [অবদানশতক, দিব্যাবদান, মহাবস্তু-অবদান দ্র°]। অবশ্য এই সমুদয় গ্রন্থে প্রধানতঃ অপদানে বর্ণিত কাহিনীগুলি পুনর্বর্ণিত হয় নাই, সেগুলিতে নূতন নূতন কাহিনী ভাবধারার ক্রমবিকাশের অনুরূপ আদর্শে রচিত হইয়াছিল। তবে এগুলির কাহিনীও অধিকাংশই অর্হৎদের জীবনকথা। কিন্তু মহাবস্তু-অবদানে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মনিচয়ের কাহিনীগুলিই ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে; অবশ্য প্রাচীন অপদানের কয়েকটী কাহিনীর ভাষান্তর অনুবৃত্তিও ইহাতে পাওয়া যায়। মহাবস্তু-অবদানই দীর্ঘতম অবদান।

অপদানের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে অপদানরচনাকালের বিভিন্ন বিষয়ের সন্ধান ও পরিচয় পাওয়া যায়। পূজা, বন্দনা, দান প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মাচরণের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচয় ইহাতে প্রকৃষ্টভাবেই আছে। কিরূপে অর্হত্ত্ব লাভ হইত, থের ও থেরীদের জীবনকথাগুলি তাহার যথেষ্ট সন্ধান দেয়। যেভাবে চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতির গুরুত্ব ইহাতে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সেযুগের বৌদ্ধধর্মমতের বৈশিষ্ট্যও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় অপদান হইতে সেযুগের বহু পশু, পক্ষী, ফল, পুষ্প, উদ্ভিদ্, বৃক্ষ, সম্প্রদায়, জাতি, বিবিধ উপজীবিকা, ভৌগোলিক স্থান প্রভৃতির একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এমন কি, দানব, গন্ধর্ব, গুহ্যক, নাগ প্রভৃতির এবং শিল্প ও স্থাপত্যের যে সমুদয় বর্ণনা ও উল্লেখ অপদানে আছে, সেগুলিও তিনি তাঁহার তালিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন।[৮] বৌদ্ধযুগের আলোচনার এবং অপদানের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার পক্ষে এই তালিকার কার্যকারিতা আছে।

[M. Winternitz : 'Avadana, Apadana'—Jour. Taisho University, Vols. vi-viii ; Dr. B. C. Law : 'Studies in the Apadana'—JBRAS, 1937, xiii (n. s.), 23-35 ; Eduard Muller-Hess : 'Les Apadanas du Sud'—proceed. Oriental Congress at Geneva (1894), Leyden 1895 ; T. W. Rhys Davids : 'Apadana'—ERE ; H. Oldenberg : Cat. Pali Mss. in the India Office Library—Jour. PTS, 1882, 61 ; V. Fausboll : Mandalay Mss. in the India Office Library—Jour. PTS, 1896, 27 ; Przyluski : La Legende de l'Empereur Asoka, pp. viii f., 214 ; Mary E. Lilley (ed.) : Apadana—Therigatha-Atthakatha (PTS) ; H. Kern : Manual of Indian Buddhism, Strass. 1896, 2, 4, 7, 66 ; HB, ii. 58 ; MDPP, i 115-6]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অপদানিয় থের- অর্হৎ-বি°। ইনি বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত গান করিয়াছিলেন।—অপ° ১. ২৪১।

অপদিক—নদী-বি°। বসভ থের পূর্বজন্মে ভটিলনারদরূপে এই নদীর তীরে বুদ্ধের স্মরণার্থ এক চৈত্য নির্মাণ করেন। এই নদী 'অপরিক' নামেও খ্যাত।—থের-অথ° ১. ২৫৮; অপ° ২ ৪৩৭।

অপদূরক—[গণিত°] apside. একটী কেন্দ্রগ কক্ষের যে বিন্দুতে কেন্দ্রগ শক্তি হইতে দূরকের মান চরম অথবা অবম তাহাকে অপদূরক বলে। অপরদূরকে কেন্দ্রগ শক্তি হইতে স্পর্শকের উপর লম্ব দূরকের সহিত সমান ও কক্ষচারী বস্তু দূরকের লম্বভাবে আবর্তিত হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরতম ও নিকটতম অপদূরকের সংযোককে অপদূরক-রেখা বলে। অপদূরক রেখাই কক্ষের পরীক্ষা।

অপদেবী—বসুদেবের এক পত্নী। ইঁহার গর্ভে বসুদেবের বিজয়, দেবল ও রোচমান এই তিন পুত্র জন্মে।—মৎস্যপু° ৪৬ ১৭।

৪ ERE, i. 603a.
৫ MDPP, i. 116.
৬ সুমঙ্গলবিলাসিনী, PTS-সং, পৃ° ২৩।
৭ Jour. PTS, 1886, 59, 69.
৮ JBRAS, 1937, xiii (n.s.), 23-35.

অপদ্রব্য—কৃত্রিম লিঙ্গ। চণ্ডবেগা নায়িকার তৃপ্তিনিমিত্ত লিঙ্গগাত্রে বহু প্রকার কর্কশ দ্রব্য সংযুক্ত করিবার প্রথা 'কামসূত্রে' উল্লিখিত আছে, সেগুলিকেও বাৎস্যায়ন অপদ্রব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার মানব-সভ্যতার প্রথম যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, রোম, প্রাচীন আরব প্রভৃতি সকল প্রাচীন সভ্যদেশেই ইহার বহুল প্রচার ছিল। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন, এক পতির বহু পত্নী থাকিলে তাহার পক্ষে সকলের তৃপ্তিসাধন ঘটিয়া ওঠে না, সেজন্য অন্তঃপুরিকাগণ যখন পুরুষ-সাহচর্য পায় না, তখন ধাত্রীকন্যা বা সখীকে সংশোধিত কদলীকন্দ, তালকেতকীর মূল, তিতলাউ, কাঁকুড় প্রভৃতি ফলদ্বারা পুরুষ সাজাইয়া নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। আবার যে সকল নৃপতির বহু পত্নী থাকে তাঁহার সম্প্রযোগেচ্ছা না থাকিলেও কামার্তা স্ত্রী-সকলের উপর কৃপাবশে কটিদেশে অপদ্রব্য আবদ্ধ করিয়া এক রাত্রিতে বহু পত্নীর তৃপ্তি-সাধন করিতে সমর্থ হন। বাৎস্যায়ন আরও বলিয়াছেন, নীচরতে অর্থাৎ যেক্ষেত্রে পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীর সম্বাধের তুলনায় হ্রস্ব হইয়া পড়ে যেমন শশের সহিত বড়বা বা হস্তিনীর কিংবা বৃষের সহিত হস্তিনীর সম্প্রয়োগে সমরতের উপযুক্ত করিয়া অপদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, অর্থাৎ লিঙ্গগাত্রে এমন একটী যন্ত্র সন্নিবদ্ধ করা উচিত যাহাতে নায়িকার তৃপ্তিলাভ ঘটিয়া থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই নায়িকার তৃপ্তিলাভের পূর্বেই পুরুষের শুক্রবিসৃষ্টি হইয়া যায়। সেই সকল ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তব্য বাহ্যসম্ভোগ ও অঙ্গুলীকর্মদ্বারা নায়িকার উপমর্দন করা। এ-সম্বন্ধে প্রাচীন কামশাস্ত্রে অঙ্গুলীরতের নির্দেশ আছে। যোনি একটী প্রধান চন্দ্রকলা-স্থান (erotic zone)। কামশাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন তিথিতে এই চন্দ্রকলাস্থানে অঙ্গুলী-চালনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। 'রতি-রহস্য'কার কোক্কোক একাদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় এবং 'অনঙ্গরঙ্গ'কার কল্যাণমল্ল অষ্টমীতে চিত্রিণীর, সপ্তমীতে শঙ্খিনীর এবং দশমীতে হস্তিনীর অঙ্গুলীরতের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। 'রতিরত্নপ্রদীপিকা'য় পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী, দশমী, একাদশী, চতুর্দশী এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় অঙ্গুলীরতের ব্যবস্থা আছে।

অঙ্গুলীরতের তিনটী প্রধান স্থান : (১) মদনগমনদোলা (clitoris) (২) কামাত-পত্র বা মন্মথচ্ছত্র (labia minora) এবং (৩) পূর্ণচন্দ্রা নাড়ী—ইহা মদনরন্ধ্রের ভিতরে অনতিদূরে অবস্থিত। কামশাস্ত্রকারগণ বহুবিধ উপায়ে অঙ্গুলীদ্বারা এই সকল নাড়ী (glands) ক্ষোভণের নির্দেশ দিয়াছেন। রতিরহস্যকার করিকর, ফণিভোগ, অর্ধেন্দু, কামাঙ্কুশ প্রভৃতি এবং নাগরসর্বস্বকার প্রবেশন, কনক, বিকন, পতাকা, ত্রিশূল এবং শনিভোগ এই সকল অঙ্গুলীরত বা অঙ্গুলীপ্রবেশের প্রকারভেদ দিয়াছেন [তত্ত্বং শব্দ এবং বিশেষতঃ 'বাহ্যরত' দ্র°]। অঙ্গুলী ও অপদ্রব্য সাহায্যে যোনিক্ষোভণ করিবার নির্দেশ কামশাস্ত্রাদিতে আছে।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পুরুষ-উপস্থের অনুকরণে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, গজদন্ত বা শৃঙ্গদ্বারা নির্মিত অপদ্রব্যের ব্যবহার ছিল। লাক্ষা বা সীসক-নির্মিত অপদ্রব্য কর্মকালে অধিক ঘর্ষণশীল হওয়ায় অধিকতর আদৃত হইত। প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে কাষ্ঠনির্মিত উপস্থের ব্যবহারও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এশিয়া ও ইউ-রোপের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে নানাবিধ উপাদানে কৃত্রিমলিঙ্গের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ব্যাবিলনের প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি বা প্রস্তর-চিত্র- (bas-relief) সমূহের মধ্যে এইরূপ যন্ত্র উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের লেসবস্ দ্বীপের রমণীগণ গজদন্ত বা সুবর্ণনির্মিত কৃত্রিম লিঙ্গ কার্পাস বা রেশমসূত্র দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিয়া পরস্পরের সহিত সমমেহনে রত হইত। আরিস্টোফানিস্ তাঁহার 'লিজিস্ট্রাটা' গ্রন্থে মিলেনীয় রমণী-গণ-কর্তৃক চর্ম নির্মিত কৃত্রিম লিঙ্গ (olisbos) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হের-ণ্ডাস্-রচিত একটী নাটিকাতে দুইটী রমণীর মধ্যে অলিস্‌বস্-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত পম্পির ভগ্নাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একটী পাত্রের গাত্রে একটী গণিকার হস্তে একটী অলিস্‌বস্ দেখা যায়। নেপ্‌লসের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত পাত্রসমূহেও এরূপ বহু চিত্র আছে। পোড়ামাটী-(terra-cota) নির্মিত অন্তঃসুষির একটী অপদ্রব্য পাটনা-মিউজিয়মে সংরক্ষিত ছিল।

মধ্যযুগে খ্রীস্টধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মঠসমূহে বহুল অনাচারের প্রচলন হয়। সেই সময়ে ধর্মযাজকগণ পুনঃ পুনঃ এই কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার-সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসত্ত্বেও কন্‌ভেন্ট এবং ব্রহ্মচারিণীগণের আবাসগৃহসমূহে (nunnery) কৃত্রিম লিঙ্গের অবাধ ব্যবহার চলিত। খ্রী° ১৬শ শতকে ধর্মযাজিকাগণ কাচনির্মিত এক প্রকার যন্ত্র ঈষদুষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া কামকণ্ডূতি নিবারণ করিত। কামুকী বিধবাগণ গর্ভা-শঙ্কায় পুরুষসহবাস হইতে বিরত হইয়া ঐ যন্ত্র ব্যবহার করিত। মধ্যযুগের আরবদেশের হারেমে ঐরূপ অপদ্রব্যের প্রচলন ছিল। এই সময়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কৃত্রিম লিঙ্গের প্রচলন ছিল। বলিদ্বীপের রমণীগণ মোম-নির্মিত অপদ্রব্য ব্যবহার করিত।

প্রাচীন গ্রীসে যে অপদ্রব্যের প্রচলন ছিল তাহার নাম ওলিস্‌বস্ (olisbos), লাটিন্ ভাষায় উহার নাম ফালাস (phallus) বা ফাসিনাম (fascinum)। পরবর্তী যুগে ইতালীয়গণ যে অপদ্রব্য ব্যবহার করিত তাহার নাম ছিল পাসাতেম্পো (passatem-po) বা দিলেত্তো (diletto), ফরাসীগণ ইহাকে আখ্যা দিয়াছিল গোদেমিশ. (go-demiche)। জর্মান অভিজাতমহলে এক প্রকার অপদ্রব্যের প্রচলন ছিল তাহার নাম সামথান্‌স্ (samthanse), ইংলণ্ডে ইহার নাম ডিল্‌ডো (dildoe)। ১৮শ শতকে

ইংলণ্ডে এই ডিল্‌ডো প্রকাশ্যে বিক্রীত হইত। পারীতেও ইহা গোপনে বিক্রয় হইত। পারীর বিখ্যাত গণিকাশালাধিকারিণী মাদাম গুর্‌দাঁ এই অপদ্রব্যের পাইকারী ব্যবসা চালাইত। এই মহিলা তাহার নাম দিয়াছিল কোঁসোলাতিয়র্‌ (consolateur) অর্থাৎ 'সান্ত্বনাদায়ক'।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল দ্রব্যেরই উন্নতি হইয়াছে। রবার আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন উপাদানসমূহ এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এক্ষণে শক্ত রবারের নির্মিত হুবহু পুরুষদের অনুকরণে অপদ্রব্য নির্মিত হয়। ইহাতে রবারের দুইটি অণ্ডাকার গোলক সংযুক্ত থাকে। দুগ্ধ বা জলের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রটিকে অল্প সিদ্ধ করিলে যন্ত্রটী স্বাভাবিক লিঙ্গের ন্যায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ গোলকসাহায্যে পাম্প করিয়া ঐ উষ্ণ দুগ্ধ লিঙ্গের ভিতর প্রবেশ করাইয়া শুক্র-বিসৃষ্টির অভিনয় করা হয়। অধুনা আবার দুইটী রমণীর যুগপৎ ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার কৃত্রিম যুগ্ম লিঙ্গ নির্মিত হয়, তাহার আকৃতি কতকটা সিঙ্গাপুরী কলার ন্যায় বক্র, তাহা যেন দুইটী লিঙ্গমূল হইতে যোড়া এই-রূপ আকৃতিবিশিষ্ট। কিছুকাল পূর্বে জ.ান্‌-জিবারের অন্তঃপুরে আবলুস্‌ কাষ্ঠ বা গজদন্তনির্মিত অন্তঃসুষির অপদ্রব্য ব্যবহৃত হইত।

খ্রী° ১৮শ শতাব্দীতে জাপানের বিলাসিনী গেইশাগণ 'রিন্‌-নো-তামা' নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিত। দুইটী পারাবত-অণ্ডের ন্যায় পাৎলা পিতলের চাদরে নির্মিত গোল-কের একটীর মধ্যে পারদ বা ধাতুখণ্ড পুরিয়া দেওয়া হইত, অপরটী শূন্যগর্ভই থাকিত। শূন্যগর্ভ গোলকটী সম্বাধমধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার পর ধাতুপূর্ণ গোলকটী প্রবেশ করান হইত। সামান্য অঙ্গসঞ্চালনেই ধাতুগর্ভ গোলকটী শূন্য-গর্ভ গোলকটীকে আঘাত করিয়া স্ত্রী-অঙ্গের সুখানুভূতি করিত। অনেক সময় দোলা বা রকিং-চেয়ারে উপবেশন করিয়া বিলাসিনীগণ সুখানুভব করিত। অধুনা জাপানী রমণীগণ কাগজ বা মৃত্তিকা-নির্মিত এঙ্গি (engi) বা কৃত্রিম লিঙ্গ ব্যবহার করে। চীনদেশে রজন বা জতু-নির্মিত এক প্রকার অপদ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রীত হয়। ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসীদেশীয় রমণীগণ রিন্‌-নো-তামার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিত, তাহার নাম 'পম্‌-দ্য-আমুর' বা 'প্রেমের গুলি'। ১৭শ ও ১৮শ শতকে রচিত ফরাসী আদিরসাত্মক রোমান্সসমূহে এবং জর্মানদেশীয় ঐ জাতীয় রোমান্সে কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহারের বহু বিশদ বর্ণনা আছে।

বাৎস্যায়ন কৃত্রিম লিঙ্গ ব্যতীত আরও বহুবিধ অপদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। লিঙ্গ প্রমাণানুসারে ছিদ্রবিশিষ্ট ও বিন্দুদ্বারা কর্কশ-গাত্র বলয়াকার (ring) যন্ত্র লিঙ্গে আবদ্ধ করিয়া চণ্ডবেগার তৃপ্তিসাধন করা হইত ; এই যন্ত্রের নাম 'বলয়'। এইরূপ দুইটী বলয় দুইটী বিশিষ্ট সন্ধিস্থানে আবদ্ধ থাকিলে তাহাকে 'সংঘাটি' বলে। তিন বা ততোধিক বলয় লিঙ্গের পরিমাণ ব্যাপিয়া থাকিলে তাহাকে 'চূড়ক' বলা হয়। সীসক বা ঐরূপ পদার্থনির্মিত যদি কোন লতা সমস্ত লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া থাকে তাহাকে বলে 'একচূড়ক'।

এক প্রকার পাইপের ন্যায় অপদ্রব্যের ভিতর লিঙ্গ প্রবেশ করাইয়া তাহার এক প্রান্তে অবস্থিত দুইটী ছিদ্রে সূত্র প্রবেশ করাইয়া তাহা কটিদেশের সহিত আবদ্ধ করা হইত। যাহাতে সম্বাধমধ্যে অধিক ঘর্ষণ লাগে এজন্য এই অপদ্রব্যের সর্বাঙ্গ স্থূলকর্কশ ও বর্তুলাকৃতি গুটিকাসংযুক্ত থাকিত। তিৎলাউ শুকাইয়া বা বাঁশের চোঙাদ্বারা এইরূপ অপ-দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহাতে মসৃণ কাষ্ঠ-গুটিকা বা আমলকীর বীজ সূত্রদ্বারা গাঁথিয়া বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইত। বাৎস্যায়ন এইরূপ বহুবিধ অপদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিঙ্গবেধ করিয়া বেতের বা বাঁশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠি দিয়া লিঙ্গের সর্বাঙ্গ কণ্টকাকীর্ণ করা হইত। আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসি-গণে মধ্যেও এই প্রথা ছিল। ইহার প্রণালী বাৎস্যায়ন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত-মহাসাগরের অনেক দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে লিঙ্গমুণ্ডে ছাগচর্মের, বিশেষতঃ ছাগের অক্ষিপল্লব ও তৎসংলগ্ন চর্মের বেড় ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল। আধুনিক যুগে রবারনির্মিত খোল বা sheathএর গাত্র কর্কশ কুম্ভীরচর্মের ন্যায় করিয়া বা রবারের চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ ঘর্ষণোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া পূর্বোক্তরূপ কার্য সম্পাদিত হয়।

[কামসূত্রম্‌, ২. ৮. ১০ ; ৫. ৬. ১-২, ৪ ; ২. ৫. ২৭ ; ২. ৬. ৬ ; ৭. ২. ১-২৮ ; রতিরহস্যম্‌, ১০. ৪ ; ১০. ৬-৯ ; ১০-৫০. নাগরসর্বস্বম্‌, ১২. ৩, ৩৬ ; Old Testament, Ezekiel, ch. xvi. v. 7 ; Herondas : Private conversation ; Havelock Elis : Psychology of Sex, vol. i ; Eduard Fuches & Alfred Kind : Die Weiberherrschaft, 257. 286 ; Aristophanes : Lisistrata, v. 109]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অপধ্বংসজ — যাহারা প্রাতিলোম্যে দ্বিজাতি মাতা হইতে উৎপন্ন। ইহারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির বিরুদ্ধ কর্মদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে।—মনু° ১০. ৪১।

অপনয়ন—[সমীকরণবাদ দ্র°]।

অপনর্মারক—লোকবি°।—কূর্মপু° পূ. ৪৩. ৪।

অপপ, অবব—বৌদ্ধ নরক-বি°। উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধগণের প্রাচীন শাস্ত্রে ৮টী উষ্ণ ও ৮টী শীতল নরকের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অপপ বা অবব অষ্টবিধ শীতল নরকের অন্যতম। অভিধর্মকোশ ও কোন কোন চীনা বর্ণনায় বলা হইয়াছে, দণ্ডভোগী জীবদের উচ্চারিত বিচিত্র শব্দে এই নরক পরিপূর্ণ।

[সুত্তনি°, V. Fausboll-সম্পাদিত, Lond. 1884, 123 ; ধর্মসংগ্রহ, F. Max Muller ও H. Wenzel-সম্পাদিত. Oxf. 1885. 122 ; L. de la Vallee Poussin : Vasubandha et Yasomitra. Troisieme chapitre de l'Abhidharmakosa, Lond. 1914-8, 80f ; H. Kern : Manual of Buddhism, Strass. 1896, 58 ; ERE, xi 831a.]

অপপান্থী—বৈষ্ণব সম্প্রদায়-বি°। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের

থেরী জেলাস্থ মুণ্ডার অধিবাসী মুন্নাদাস নামক দৈবশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া কথিত স্বর্ণকারজাতীয় এক সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯১ খ্রী° লোকগণনায় মুণ্ডা, সাতাপুর, বহ্‌রাইচ প্রভৃতি স্থানে অপপন্থী মুন্নাদাসীদের সংখ্যা ৬৯০৩ জন হইয়াছিল।

[Cl-Rep., N.-W. Prov. 1891, 237; Crooke Tribes & Castes, i. 81.]

অপভূ—[জোতির্বি°] apogee. ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের আপাত গতিতে যে বিন্দুতে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে চরম থাকে তাহাকে অপভূ বলে। অপভূতে সূর্যের পৃথিবী হইতে দূরত্ব ৯৪,৩৭৭,০০০ মাইল। এইরূপে ক্রান্তি-বৃত্তের যে বিন্দুতে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে অবম থাকে তাহাকে অনুভূ বলে। অনুভূতে সূর্যের পৃথিবী হইতে দূরত্ব ৯১,২৮৩,০০০ মাইল। সূর্যের এই আপাত গতি প্রকৃতপক্ষে ক্রান্তিবৃত্তে পৃথিবীর গতির দ্বারাই সূচিত হয়।

চন্দ্রের কক্ষেও যে বিন্দুদ্বয়ে চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবী হইতে চরম ও অবম থাকে তাহা-দিগকেও যথাক্রমে অপভূ ও অনুভূ বলা হয়। এই অবস্থানদ্বয়ে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব যথাক্রমে ২৫২,৭১০ ও ২২১,৪৬৩ মাইল।

এই অবস্থানদ্বয়কে কক্ষের অপদূরক বলা হয়। [সূর্য, চন্দ্র ও অপদূরক দ্র°]

অপভ্রংশ—[অপ + √ভ্রন্‌শ্ + ঘঞ্] ১ পতন, স্খলন, চ্যুতি। ২ যাহা সাধুভাষা হইতে ভ্রষ্ট। পতঞ্জলি তদীয় 'মহাভাষ্যে' ভাষাকে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন —সংস্কৃত ও অপভ্রংশ। সংস্কৃত শব্দ সাধুভাষা এবং অপভ্রংশ অসাধু বা ম্লেচ্ছ ভাষা। অপভ্রংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাকৃত ভাষার পরবর্তী শেষ অবস্থা। প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিবর্তনে বর্তমান হিন্দী, গুজরাতী, বাঙলা প্রভৃতি আর্য-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রাকৃত ও বর্তমান ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির মধ্যবর্তী অবস্থাকেই অপভ্রংশ আখ্যা দিয়াছেন।

আদিম আর্য-ভাষা আর্য-সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রসারিত হইলে তাহা বহু কাল অবিকৃত থাকে নাই। ইহাতে অনার্যধ্বনি ও শব্দ-সম্ভারও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। প্রাচীন বৈদিক ভাষার সহিত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিরই অনেক পার্থক্য দেখা যায়। 'আদি-ভারতীয় আর্য'-ভাষার দ্বিতীয় স্তরকে 'মধ্য-ভারতীয় আর্য' বা 'প্রাকৃত' আখ্যা দেওয়া যায়। প্রাচীন ভাষায় বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করিত ও ভাষায় নানা সংযুক্তবর্ণ ছিল ; মধ্যযুগে তাহা সরল হয় এবং দুই বা তদধিক বিভিন্ন ব্যঞ্জন মিলিয়া দ্বিত্ব বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত একটী ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন—'ধর্‌ম' বা 'ধর্ম' স্থলে 'ধম্‌ম' বা 'ধম্ম', 'পৃষ্ঠ' স্থলে 'পিট্‌ঠ', 'ভক্ত' স্থলে 'ভত্ত' ইত্যাদি। সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিদ্বয়ের কোন কোনটী আবার অন্যটীর প্রভাবে নিজ প্রকৃতির পরিবর্তন সংঘটিত করে ; যেমন 'সত্য' স্থলে 'সচ্চ', 'প্রশ্ন' স্থলে 'পণ্‌হ' ইত্যাদি। এই পরিবর্তিত ভাষাই প্রাকৃত। ভারতের বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া এই ভাষা কিন্তু ঠিক একরূপ ছিল না। পণ্ডিতগণ সুপ্রাচীন কালের এই প্রাকৃতকে মুখ্যতঃ উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও প্রাচ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।

এই মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত হইতে 'শৌর-সেনী', 'মহারাষ্ট্রী', 'অর্ধমাগধী' 'মাগধী' 'আবন্তী' ও 'দাক্ষিণাত্য' প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। এই সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির জন্ম দান করিয়াছে। প্রাকৃত ও আধুনিক আর্যভাষাগুলির মাঝামাঝি অবস্থাকে 'অপভ্রংশ' বলা হয়। প্রাকৃতের সাহিত্য রহিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে অপ-ভ্রংশের দৃষ্টান্তও আছে। প্রাকৃত-ব্যাকরণ-কারদের মধ্যে বররুচিই প্রাচীনতম। তাঁহাকে খ্রী° ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনও সময়ের লোক বলিয়া অনুমান করা হয়। বররুচির 'প্রাকৃতপ্রকাশে' অবশ্য অপভ্রংশের উল্লেখ নাই। পরবর্তী ব্যাকরণকার হেমচন্দ্র খ্রী° ১২শ শতকে বর্তমান ছিলেন। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে শ্লোকদ্বারা অপভ্রংশের উদাহরণ দেখান হইয়াছে। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে রাজার উন্মত্ত অবস্থার প্রলাপ অপভ্রংশেই রচিত। সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ ইতর-শ্রেণীর বা সাধারণ লোকের কথা প্রাকৃত লিপিবদ্ধ হইত। হেমচন্দ্রের পর ত্রিবিক্রম ও ক্রমদীশ্বরের ব্যাকরণে অপভ্রংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অংশের অপভ্রংশের নমুনা অবশ্য সাহিত্যে নাই। বররুচি হইতে শৌরসেনী প্রাকৃতের যে উদাহরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশের ক্রম পরিণতিতে কিরূপে বর্তমান হিন্দী-ভাষার উৎপত্তি হইল তাহার স্পষ্ট উদাহরণ আছে। এইরূপে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী-অপভ্রংশের ক্রমবিবর্তনে বর্তমান বাঙলাভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। [প্রাকৃত দ্র°]

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অপর১—[নঞ্‌ তৎ। জ° afar, aber ; গথি° afar] **১** অন্য জন, দ্বিতীয়।—রঘু° ৫. ৬০। **২** হস্তীর পশ্চাৎ দিকের পদ, হস্তীর পিছনের দিক্ শিশু° ৫. ৪৮॥ মে° শব্দ° ॥ **৩** শক্র॥ আপ্° ॥ বিণ, **৪** দূর, যেমন—অপর কূল। **৫** পরবর্তী। **৬** পরবর্তী কালিক, অর্বাচীন ॥ মে° শব্দ° ॥ **৭** শেষ, পশ্চাৎ (স্থান এবং সময়ভেদে), যেমন—অপর রাত্র, অপরাহ্ণ। **৮** পশ্চিম, প্রতীচ্য। বিপ° পূর্ব। যেমন, অপরশালা = পশ্চিম দিকের গৃহ, অপর দেশ = পশ্চিমদেশ। **৯** ভিন্ন, বিপরীত, অন্য, ইতর, পৃথক্।—মনু° ১. ৬১ ॥ মে° শব্দ° ॥ **১০** নিকৃষ্ট, নিম্নতর, অশ্রেষ্ঠ। বিপ° পর।—গী° ৭. ৫। **১১** [নাস্তি পরো যস্মাৎ] উত্তম, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, যাহার দ্বিতীয় নাই। **১২** [ন্যায়-শা°] অল্পদেশবৃত্তিরূপ ব্যাপ্য, non-extensive ; দ্বিবিধ সামান্যের (পর = অধিক বৃত্তি, অপর = ন্যূন বৃত্তি, অথবা 'অধিকদেশবৃত্তিত্বং পরম্ অল্পদেশবৃত্তিত্বং অপরম্'—মুক্তা°) এক-তম। **১৩** ক্লী°, অঙ্গের শেষ ভাগ, পশ্চিম ভাগ। **১৪** অব্য°, অতঃপর, আর। **১৫** ভবিষ্যতে, ভবিষ্যতের জন্য ॥ আপ্° ॥ **১৬**

অপরান্তদেশের অধিবাসী। নামান্তর—অপরীত। [অপরান্ত দ্র°] ১৭ পিতৃগণের নাম অপর। আশ্বিন-কৃষ্ণপক্ষে অপরগণের শুভ পূজা হয় বলিয়া নামান্তর 'অপরপক্ষ'।—বৃহ-পু° পূ. ২১. ২৮-৯। ~কায়— দেহের পশ্চাৎ বা অপর ভাগ। ~কাঞ্চমৃত্তিক—(ভারতবর্ষের পূর্বভাগে অবস্থিত) কৃষ্ণমৃত্তিকা-গ্রামের পশ্চিম অংশ। ~কাল—পরবর্তী সময়। ~কাশি—জাতি বা দেশ-বি°। ~কুন্তি— জাতি বা দেশ-বি°। ~ক্ত—১ [অপগত রক্ত যাহা হইতে - বহু°] রক্তহীন, বিবর্ণ। ২ [অপ + √রঞ্জ্ + ক্ত কর্ত] অনুরাগ-বর্জিত। ~জ— [বৈদিক] পৃথিবীধ্বংসকারী অগ্নি, যে অগ্নি ভবিষ্যতে পৃথিবীকে ধ্বংস করিবে। বিপ° পূর্বজ = হিরণ্যগর্ভ। ~ঞ্চ—১ অপর, আর, দ্বিতীয়। ২ তদ্‌ভিন্ন। ৩ অব্য°, অন্য দিকে। ~তঃ— অপর পক্ষে, অন্য পক্ষে।~ তনু—শিবের একটী অভিব্যঞ্জনা। —রা° ৭. ৫. ১৬-৭॥ HI, ii. 458॥ ~তি—স্ত্রী°, নিবৃত্তি, বিরতি॥ অভি° শব্দ°॥ ~ত্র— ক অন্য স্থানে, অপর স্থানে; খ বিষয়ান্তরে, অন্য বিষয়ে। ~ত্ব—[দর্শন°] ১ সাপেক্ষ্য, আপেক্ষিকতা। ২ সময়ের অল্পতা। ৩ দূরত্বের অল্পতা। ৪ অল্পবয়স্ক। ~পক্ষ—১ অন্য পক্ষ, প্রতিপক্ষ। ২ মাসের কৃষ্ণ পক্ষ। বিপ° পূর্বপক্ষ।—মনু° ৩. ২৭৮ (কুল্লূক)। ৩ [ব্যবহারশা°] প্রতিবাদী। ~পাণিনীয়—পশ্চিম-দেশবাসী পাণিনীর শিষ্য। ~যাযাত পশ্চিম-ভারতে প্রচলিত যযাতির উপাখ্যানবি°। ~রাত্র— শেষ রাত্র, রাত্রির অপর ভাগ। পর্যায়—উচ্চন্দ্র॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ°॥ ~ব—আপত্তি, প্রতিবাদ। ~বক্ত্রা—স্ত্রী°, ছন্দো-বি°। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে একাদশ মাত্রা ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ — এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে দ্বাদশ মাত্রা ⏑ ⏑ ⏑ — — ⏑ ⏑ — ⏑ — ⏑ —। —ছন্দোম° ১. ৪॥ শব্দ°॥ ~বল্লবা—দেশ-বি°।—মহা° ৬. ৯. ৬২। ~বিদেহ—ললিত-বিস্তরে উল্লিখিত বর্তমান রংপুর ও দিনাজপুরের প্রাচীন নাম। ~বিধি—আপস্তম্বীয় গ্রন্থবি°।—Opp. 4545 ॥ Cat. Cat॥ ~বৈরাগ্য — পতঞ্জলি কর্তৃক উল্লিখিত বৈরাগ্যভেদ॥ আপ°॥ ~শিঙ্গভট্টিয়—প্রয়োগ-গ্রন্থবি°। গ্রন্থকার—শিঙ্গভট্ট।—Opp. ii. 290 ॥ Cat. Cat. ॥ ~সক্থ—[বৈদিক] ক্লী°, উরুদেশের উপরস্থ অংশ। ~সেকা—সেকদেশের পশ্চিমস্থ দেশ। রাজসূয়ের জন্য সহদেব-কর্তৃক বিজিত।—মহা° ২. ৩২. ৯। ~স্পর—ক্লী°, কর্মনিরন্তরতা, ক্রিয়াসাতত্য॥ অম° শব্দ°॥ ~স্বস্তিক—দিঙ্‌মণ্ডলের পশ্চিম ভাগ। তু° পশ্চাৎ স্বস্তিক।

অপরগয়া— গয়ার নিকটবর্তী প্রাচীন স্থানবি°। নাগরাজ সুদর্শন-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বুদ্ধদেব গয়া হইতে এখানে আগমন করেন। এই স্থান হইতেই তিনি বৈশালীতে গিয়াছিলেন।

[Dr. B. C. Law : A Study of Mahavastu, 156-7 ; Do. : Geography of Early Buddhism, Lond. 1932, 23 ; Do. : Geographical Essays, Lond. 1937, i. 36 ; ঐ : বৌদ্ধযুগের ভূগোল, কলি. ১৯৩৪, ১৭]

অপরগাঙ্গেয়— শাকম্ভরীর (অজমীঢ়) ২৮শ চৌহান-নৃপতি (পৃথ্বিরাজবিজয় ৮. ৫৪)। ইঁহার অন্যান্য নাম—অমরগাঙ্গেয়, গঙ্গপাল, গাঙ্গদেব, অমর গঙ্গু। খ্রী° ১২শ শতকের মধ্য-ভাগে পিতা ২৭শ নৃপতি ৪র্থ বিগ্রহরাজের মৃত্যু হইলে ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই অবিবাহিত অবস্থায় ইঁহার মৃত্যু হয় এবং সম্ভবত বা জগদ্দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীভট্ট বা ২য় পৃথ্বীরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 'পৃথ্বি-রাজবিজয়ে'র বর্ণনা-অনুযায়ী অপরগাঙ্গেয় পৃথ্বীভট্ট-কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। [পৃথ্বীভট্ট দ্র°]

[Hultzsch : Rep. Sans. Mss. in S. India, No. iii, 1905, 114 ; Dr. H. C. Ray : Dynastic Hist. of N. India, ii. Cal. 1936, 1078, 1080 ; JRAS, 1913, 276 ; JASB, xxv (1929), 194.]

অপর-গোদান, -গোযান— বৌদ্ধ-সাহিত্যে উল্লিখিত চারিটী মহাদেশের অন্যতম। মেরু-পর্বতের চারি দিকে—পূর্বে 'পূর্ববিদেহ', দক্ষিণে 'জম্বুদ্বীপ', পশ্চিমে 'অপরগোদান' ও উত্তরে 'উত্তরকুরু'—এই চারিটী মহাদেশ অবস্থিত [মেরু, পূর্ববিদেহ, জম্বুদ্বীপ, উত্তর-কুরু দ্র°]।[১] কেহ কেহ তিব্বতীয় 'নুব্ ব-লঙসপ্যোদ্' শব্দের সহিত ইহার অর্থগত সঙ্গতি দেখাইয়াছেন ; কিন্তু 'গোদ্দা' ভৌগোলিক নাম, এজন্য তাঁহাদের ও সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। ইহা মহাভারতেও পুরাণাদিতে বর্ণিত 'কেতুমাল' [কেতুমাল দ্র°]।[৩] বৌদ্ধ-সাহিত্যে বলা হইয়াছে, প্রতি চক্রবালের এক একটী অপরগোযান আছে।[৪] জম্বুদ্বীপে যখন সূর্যোদয়কাল, মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্ন, তখন অপরগোযানে যথাক্রমে মধ্যপ্রহর রাত্রি, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় ; আবার ইহার সূর্যোদয়ের সময় পূর্ববিদেহের সূর্যাস্ত ও উত্তর-কুরুর মধ্যরাত্রি।[৫] অপরগোযানের অন্যান্য নাম—গোযানিয়, অপরগোদানিক, অপরগোদা-নিয় ও অপরগৌদানি।[৬]

অপরগোদানের আয়তন সপ্ত সহস্র যোজন, ললিতবিস্তর-মতে ৮০০০ যোজন।[৭] ইহার তিন দিকের ভুজসমষ্টির দৈর্ঘ্য ৩৭৫০ ক্রোশ। ইহার অধিবাসীদের গৃহ নাই, তাহারা ভূমি-

১ মহাব্যুৎপত্তি, I. P. Minayef-সম্পাদিত, St. Peters. 1887, ১৫৪ ; ললিতবিস্তর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত, ১৭০ ; দিব্যাবদান, Cowell & Neil-সম্পাদিত, ২১৩ই° দ্র°।
২ ERE, iv. 132b.
৩ মহা° ৬. ৬ অ° ও ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪০. ৩৮ দ্র°।
৪ অঙ্গু-নি° (PTS) ১. ২২৭ ; ৫. ৫৯।
৫ সুমঙ্গল° (PTS) ৩. ৮৬৪।
৬ জা° ৬. ২৭৮ ; মহাবস্তু (Senart-সম্পাদিত) ২. ১৫৯, ৩৭৮ ; দ্র° Rockhill : Life of Buddha, 84. এতদ্ব্যতীত অথসা° (PTS) ১৯৮ ; মনোরথ° (কলোম্বো-সং) ১. ২৬৪ ; বিশুদ্ধি° (PTS) ২০৬, প্রভৃতিতে অপরগোদানের কথা আছে।
৭ সুমঙ্গল° ২. ৬২৩ ; ললিত° ১৪৯।

তলে নিদ্রা যায়।[৮] মহাযানশাখার ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের সিদ্ধান্তানুযায়ী অপর-গোদানের বর্ণ লোহিত এবং আয়তন গোলাকার।[৯] ইহা পাঁচ শত দ্বীপদ্বারা পরিবেষ্টিত।[১০]

রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা এই মহাদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহার বহু অধিবাসী মান্ধাতার সহিত আসিয়া জম্বুদ্বীপে বাস স্থাপন করে—তাহাদের এই নূতন বাসভূমি 'অপরান্ত' নামে খ্যাত হয়, তৎপূর্বে ইহা 'কুরুরাষ্ট্র' নামে খ্যাত ছিল। [অপরান্ত, মান্ধাতা দ্র°]

[MDPP ; ERE, iv. 132b-133a ; Dr. B. C. Law : Geography of Early Buddhism, Lond. 1932 ; Do : Geographical Essays, i. Lond. 1937 ; Do : বৌদ্ধযুগের ভূগোল, কলি. ১৯৩৪ ; C. F. Koppen : Die Religion des Buddha und ihre Entstehung, Berlin 1857, i. 232f ; H. Kern : Manual of Buddhism, Strass. 1897 ; এবং পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অপরগ্গ— জাতক-বর্ণিত গিজ্ঝ-পর্বতবাসী গৃধ্ররূপী বোধিসত্ত্ব।—জা° ৩. ২৫৫-৬।

অপরনন্দা— ঋষভকূট পর্বত-সন্নিহিত নদীবি°।—মহা° ১. ২৩৫. ৭ ; ২. ১১০. ১। গঙ্গার অন্যতম শাখানদী অলকানন্দার নামান্তর। [অলকানন্দা দ্র°]

অপরমৎস্য—জাতিবি°।—মহা° ২. ৩১. ৪। সম্ভবতঃ চম্বলের উত্তরতীরস্থ পর্বতীয় স্থানে ইহাদের বাস ছিল। [মৎস্য, দ্র°]

[IASB, 1895, 251 ; Dr Hemchandra Raychaudhury : Political Hist. of Ancient India, Cal. 1923, 71.]

৮ খুদ্দ-অথ° (PTS) ১২৩ ; থের-অথ° (কলোম্বো-সং) ২. ১৮৭-৮ ; দ্র° ERE, iv. 133a.

৯ আদিকর্মপ্রদীপ— Poussin : Bouddhisme Etudes et Materiaux, Lond. 1898, 224 ; Waddell : Lamaism, 398, Georgi : Alph. Tibetanum, 472 দ্র°।

১০ সুত্ত-অথ° (PTS) ২. ৪৪৩।

১১ দিব্যাব° ২১৫ ; মহাবো-ব° (PTS) ৭০-২ ; বুদ্ধ-অথ° (কলোম্বো-সং) ১১৩ ; পপঞ্চ° (কলোম্বো-সং) ১. ২২৫-৬।

১২ সুমঙ্গল° ২. ৪৮২ ; পপঞ্চ° ১. ২২৫-৬, ৪৮৪।

অপরমান্দার— প্রাচীন দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী। বর্তমান নাম—মান্দারন ; এখন মেদিনীপুর জেলার উত্তরসীমান্তে, হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গ্রামবিশেষ এবং গড়মান্দারন নামে পরিচিত।[১]

'রামচরিতে'র[২] বর্ণনানুযায়ী পালবংশীয় নরপতি রামপালের সহিত বরেন্দ্র-অভিযানে যে সমুদয় নৃপতি গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অপরমান্দারের অধিপতি ও আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূরও ছিলেন। রামচরিতে কোটাটবী দেশ বা বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত-প্রদেশের পরে বর্তমান দাঁতন প্রদেশ ও তৎপরেই অপরমান্দারের নাম আছে। ইহার কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র চোল. গৌড়দেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে তিরুমলয়-শিলালেখে[৩] লিপিবদ্ধ তাঁহার উত্তরাপথ-অভিযানের বিবরণে অপরমান্দারের নাম নাই ; উহাতে তন্দভুক্তির (=দণ্ডভুক্তি =দাঁতন) পরে তক্কন লাড়ম্ বা দক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-রাঢ়ের পরেই উত্তর-রাঢ়। মান্দারনের ভৌগোলিক অবস্থানও এইরূপ—উহার এক পার্শ্বে দাঁতন ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ এবং অপর পার্শ্বে উত্তর-রাঢ়।

রাজেন্দ্র চোল. তাঁহার অভিযানে দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং রামপালের বরেন্দ্র-অভিযানে অপরমান্দারের অধিপতি ও আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূর তাঁহার সহযোগী হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারাও সমর্থিত হয় যে, রণশূর ও লক্ষ্মীশূর একই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উভয়েই শূর উপাধিধারী একই রাজবংশ-সম্ভূত। সম্ভবতঃ অপরমান্দারে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং উত্তরকালে লক্ষ্মীশূর পার্শ্ববর্তী আটবিক সামন্তগণের নেতৃস্থান অধিকার করায় রামচরিতে তাঁহাকে কেবল দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি না বলিয়া ঐরূপভাবে অভিহিত করা হইয়াছে।

আইন-ই-অক্‌বরীতে বঙ্গদেশের ১৯টী সরকারের বা রাজস্ব-বিভাগের মধ্যে সরকার-মান্দারনের নাম আছে। ইহার রাজস্ব ছিল ২,৩৫,০৮৯৲। ইহা অর্ধবৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জহানাবাদ এবং হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া-বরদা ও মহিষাদল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪] এই সরকারে অবস্থিত একটী হীরকের খনির উল্লেখ আছে। ১৬টী মহাল সরকার-মান্দারনের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তন্মধ্যে 'হাবেলী-মান্দারন' অন্যতম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও চিতুয়া বরদা পরগনা এবং হুগলী জেলার কিয়দংশ এই মহালের অন্তর্গত ছিল। 'হাবেলী' অর্থে রাজবাটী বা গড়। হাবেলী-মান্দারন মহালের মধ্যেই মান্দারনের প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। ইতিহাসে এই মান্দারন-দুর্গের উল্লেখ বহু স্থানে দেখা যায়।

দক্ষিণ-রাঢ়ে শূর-বংশের অধিকার লুপ্ত হইবার পর সেন-বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় কিছু কালের জন্য উৎকলাধিপতি অনন্তবর্মা চোল.গঙ্গ দক্ষিণ-রাঢ়ের কিয়দংশ তাঁহার রাজ্যাধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মান্দারের প্রসিদ্ধ দুর্গও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়।[৫] কিন্তু তিনি স্থায়িভাবে উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। সমগ্র উত্তর- ও দক্ষিণ-রাঢ় রাজা বিজয়সেনের

১ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য-কাণ্ড, ১৯৯। কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অনুকূল উপযুক্ত প্রমাণের অভাব দেখাইয়াছেন।—বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ২৬১।

২ রামচরিত, ২. ৫টী., সন্ধ্যাকর নন্দী-প্রণীত। মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে ইহার পুঁথি আবিষ্কার করেন।—Mem. ASB, iii.

৩ EI, ix. 232.

৪ SAB, i. 369.

৫ JASB, 1896, i. 239-41.

করতলগত হইয়াছিল। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয়সেন কলিঙ্গরাজ অনঙ্গবর্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।[৬] উৎকল-ইতিহাসের মাদ্‌লাপঞ্জী হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তী কালে সেনবংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আরম্ভ করিলে মান্দারন-প্রদেশ পুনরায় উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেবের অধিকারভুক্ত হয়। গঙ্গবংশীয়দিগের রাজত্বের পর উৎকলে সূর্যবংশীয়দিগের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। মাদ্‌লা-পঞ্জীতে দেখা যায়, বাঙলার সুলতানের ইসমাইল গাজি নামক সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরী নগর ধ্বংস এবং বহু দেবদেবীর মন্দির নষ্ট করেন। সে সময় উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন। তিনি উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে মুসলমান-সেনাপতি মান্দারন-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতাপ-রুদ্রদেব সেই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাঁহার জনৈক প্রধান কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মুসলমান-সেনাপতির সহিত যোগ দেওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন।[৭]

রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 'গৌড়ের ইতিহাসে' (২য় ভাগ, ১২০) লিখিয়াছেন যে, মান্দারনদুর্গটী সম্রাট্ হুসেন শাহ্‌র সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সম্রাট্ মনে করিলেন, ইস্‌মাইল শত্রু-রাজ্যের সীমার মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্য তিনি কৌশলে ইস্‌মাইলকে সভামধ্যে আনিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। 'রিসালৎ-উল্-শুহাদা'য় লিখিত আছে, ইস্‌মাইল্ ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে সম্রাট্ বারবক শাহ্‌র আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। মান্দারনে ইস্‌মাইলের দেহ ও রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার কাঁটাদুয়ার গ্রামে তাঁহার মস্তক সমাহিত হয়।[৮] মান্দারন গ্রামে ইস্‌মাইলের সমাধি অদ্যাপি বর্তমান।

এই মান্দারন-দুর্গটীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি এসম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"গড়-মান্দারনে কয়েকটী প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড়মান্দারন হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত। এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্ত-নির্ম্মিত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত; দুই দিকে প্রবল নদী-প্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড়মান্দারন গ্রামে আয়াসলভ্য দুর্গের বিশালস্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগ মাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে, অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে। তদুপরি তিন্তিড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাসকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ-ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণের আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটী দুর্গ ছিল।"

১৮৬৫ খ্রী° 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ স্থলপথে মান্দারন হইয়া কাঁথি আসিবার পথে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রাচীন দুর্গটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

অপরসেলিয়া—বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত দক্ষিণভারতীয় অন্ধকা-জাতির [অন্ধক২-২ দ্র°] একটী শাখা। অন্ধকদেশে (কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশ বলিয়া অনুমিত) ধনকটকে ইহাদের বাস ছিল [ধনকটক দ্র°]। চেতিয় (=চৈত্য) বাদীদিগের (মহাসাঙ্ঘিকদিগের একটী শাখা) ইহাদের সংস্রব ছিল। ইহাদের ধর্মাধিকরণ পূব্বসেলিয়াদিগের অনুরূপ [পূব্বসেলিয়া দ্র°]।

[কথা-অথ°— Points of Controversy, xliii-iv, 5, 104 ; দ্র°—দীপব° ৫ ৫৪ ; মহাব° ৫. ১২ ; মহাবো ব° ৯৭ ; Watters : On Yuan Chwang, iii. 214f ; De la Vallee Poussin—JRAS, 1910, 413f ; MDPP]

অপরা— [ন (নাই) পরা যাহা হইতে —বহু° স্ত্রী আপ্] স্ত্রী°, ১ পশ্চিম দিক্ ॥ অভি° শব্দ° ॥ ২ গজপশ্চার্ধ, হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ॥ অম-টী° ॥ ৩ ক জরায়ু ॥ —ভা-প্র° মধ্য. ৪ ॥ মে° শব্দ° বৈদ্য-শ° ॥ খ গর্ভ, ভ্রূণের বহিরাবরণ-চর্ম ॥ গোল্ড° ॥ গ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীগণের রজোনিবৃত্তি ॥ গোল্ড° ॥ ৪ বেদ-বেদাঙ্গ-বিদ্যা, পবিত্র পাঠ। ৫ ভিন্ন, অন্যা, অন্যতরা। ~গ— [অপ+√রন্‌জ্+ঘঞ্ ভা] ১ বিরাগ, অনুরাগশূন্য।—কিরাত° ২. ৪৯। ২ শত্রুতা, বৈর। ~গ্নি ১ যজ্ঞের গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি।—কা-শ্রৌ° ৪. ১৩. ১২। ২ শেষ অগ্নি, চিতাগ্নি॥ আপ্° ॥ ~ঙ্গ— ক্লী°, কাব্যান্তর্গত গুণীভূত ব্যঙ্গের

৬ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার ইতিহাস, ১, ২৮৮-৯০।

৭ JASB, 1900, lxix (o s), pt-i, 186.

'রিসালৎ-উল্-শুহাদা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মান্দারনের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে ইস্‌মাইল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন এবং তিনি রাজা গজপতিকে বন্দী করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সম্ভবতঃ এই সময় মান্দারন উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই রাজা গজপতি মান্দারনের পার্শ্ববর্তী বগড়ী-রাজ্যের (আইন-ই-অক্‌বরীতে উড়িষ্যার সরকার-জলেশ্বরের মধ্যে বগড়ী মহালের উল্লেখ আছে) রাজা গজপতিসিংহ। তিনি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদিগের অধিকার ছিন্ন করিয়া উড়িষ্যাধিপতির সামন্তরূপে বগড়ীতে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইস্‌মাইল তাঁহাকেই পরাজিত ও বন্দী করিয়া মান্দারনদুর্গ অধিকার করিয়া থাকিবেন।

৮ JASB, xliii (o. s.), 215-21.

ইস্‌মাইল গাজি-কর্তৃক মান্দারনদুর্গ নির্মিত হইবার পক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইস্‌মাইল গাজির মান্দারন-অধিকারের বহু পূর্বে উৎকীর্ণ উৎকলরাজ ২য় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে মান্দারন-দুর্গের উল্লেখ আছে।

অষ্টবিধ ভেদের অন্যতম।—কাব্যপ্র° ৫॥ শব্দ° ॥ ~ঙ্মুখ— [নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অনিবৃত্ত। ২ কর্তব্যে বিমুখ নহে, উদ্যোগী। ~দ্ধ— [অপ+√রাধ্‌+ক্ত কর্তৃ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অপরাধী।—রঘু° ৮. ৪৮। ২ স্বকার্যে অক্ষম। ৩ স্খলিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট।—শিশু° ২. ২৭ ॥ বো-রো° ॥ ৪ ক্লী°, অপরাধ।—শকু° ৩. ৬। ~দ্ধপৃষৎক—লক্ষ্যচ্যুত শায়ক, ঠিক লক্ষ্য বিধিতে অসমর্থ॥ শব্দ° অম° ॥ ~দ্ধি— [অপ+√রাধ্‌+ক্তিন্‌] স্ত্রী°, অপরাধ, অন্যায় কর্ম, পাপ। ~পর— বিণ, অন্যান্য, আর আর। ~র্ধ— [নঞ্‌তৎ] ক্লী°, ১ পরার্ধ নহে। ২ অপর খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড। তু° উত্তরার্ধ। ~বর্তী— [মূ°-বর্তিন্‌] ১ পরাঙ্মুখ নহে। ২ (দুর্ভাগ্যে) চরম॥ গোল্ড° ॥ ~হ্ণ— [অহনঃ অপর, অহন্‌ > অহ্ণ।—পা° ২. ৪. ২৯; ৫. ৪. ৮৮] দিনশেষ, দিবসের শেষ ভাগ।—অ° ৯. ১০. ৫; মনু° ৩. ২৭. ৮। বিকাল॥ অম° ॥ বিপ° পূর্বাহ্ণ। [দিবসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিতীয় ভাগ, তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তৃতীয় ভাগ, পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে চতুর্থ ভাগ অপরাহ্ণ নামে অভিহিত। দিন-মান ত্রিশ দণ্ড হইলে ২০শ দণ্ডের পরবর্তী ১০ দণ্ড কাল; পঞ্চধা বিভক্ত দিনের ১৮শ দণ্ডের পরবর্তী ৬ দণ্ড কাল। পাঁচ ভাগের প্রত্যেক ভাগ ৩ মুহূর্ত (=৬ দণ্ড অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট)। উহাদের প্রথম ভাগ 'প্রাতঃকাল' দ্বিতীয় 'সঙ্গব', তৃতীয় 'মধ্যাহ্ণ' চতুর্থ 'অপরাহ্ণ' এবং পঞ্চম 'সায়াহ্ণ', বা 'রাক্ষসী বেলা'। রাক্ষসী বেলা সকল কর্মে অশুভ।—শ্রুতিস্মৃতী ॥ শব্দ° ॥] ~হ্ণক— অপরাহ্ণে জাত, বেলাশেষে জাত। ~হ্ণতন, -হ্ণেতন— [অপরাহ্ণ বা অপরাহ্ণে + তন ভবার্থে] বিণ, অপরাহ্ণভব, অপরাহ্ণে জাত, দিবসের শেষ ভাগে উৎপন্ন ॥ সি-কৌ° শব্দ° ॥

অপরাচীন— ক্ষত্রিয়বি°। সোমব° পুরুবংশোদ্ভব জয়সেনের পুত্র। মাতা—সুশ্রবা। ভার্যা—মর্যাদা। পুত্র—অরিহ।—মহা° ১. ৯৩. ১৬।

অপরাজিত$_{1}$— [নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া] ১ বিষ্ণু ॥ শব্দ° ॥ ২ শিব ॥ শব্দ° ॥ ৩ ঋষিবি° ॥ শব্দ° ॥ ৪ বিণ, অনির্জিত, অপরাভূত, অবিজিত।—ঋ° ৫. ২৫. ৬; গী° ১. ১৭ ॥ মে° শব্দ° ॥ ~ধূপ—সর্বজ্বরঘ্ন ধূপ, সর্বজ্বরনাশী বলিয়া অপরাজিত নামে আখ্যাত।—চক্রদত্ত, দ্রব্য। ~প্রভা— বা বিশ্বকর্মসংহিতা। শিল্পগ্রন্থবি°। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত; বক্তা বিশ্বকর্মা। ইহাতে বিশেষতঃ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের আলোচনা আছে।—ASB-Mss. নামান্তর অপরাজিতবাস্তুশাস্ত্র।—B. 4. 76 ॥ Cat. Cat. ॥

অপরাজিত$_{2}$—১ 'বিশ্বকর্মশিল্পে' উল্লিখিত ১২শ রুদ্রের অন্যতম ১১তম রুদ্র। 'রূপমণ্ডনে' ১১শ রুদ্রের মধ্যে অপরাজিতের নাম নাই। ইনি ষোড়শহস্ত। ইঁহার দক্ষিণ হস্তগুলিতে তোমর, খড়্গ, অঙ্কুশ শূল, সর্প, চক্র, ডমরু ও অক্ষমালা এবং বাম হস্তগুলিতে শক্তি, খেটক, গদা, পাত্র, তর্জনী, পট্টিশ, পদ্ম ও ঘণ্টা থাকে। —HI, ii. 387-8, 390. ২ [বৈদিক] 'অপরাজিতা' ও বলা হয়। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পুরী বা প্রাসাদ। ছা-উ° (৮. ৪. ৩)—ব্রহ্মার পুরী, কিন্তু কৌ-উ° (১. ৩, ৫) ব্রহ্মার বাসস্থান প্রাসাদবি°। ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই প্রাসাদের দ্বাররক্ষী। অপরাজিত অর্থাৎ অজেয় অর্থে এই পুরীর (বা প্রাসাদের) নামের তাৎপর্য; সংযমসাধনা ব্যতীত ইহা জয় করা অর্থাৎ ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না।—SBE, i. 132n. দ্র°। ৩ [জৈন] বিমান-বি°। জৈন অনুত্তর দেবতাদের জন্য পঞ্চবিধ বিমানের (বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত, অপরাজিত ও সর্বার্থসিদ্ধ) মধ্যে চতুর্থ বিমান। এই বিমান হইতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি অবতরণ করিয়াছিলেন।—কল্পসূ° ১৭১। ৪ [জৈন°] শ্রৌতকেবলীবি°। পাঁচ জন শ্রৌতপারগ বা শ্রৌতকেবলীর (নন্দী, নন্দিমিত্র, অপরাজিত, গোবর্ধন ও ভদ্রবাহু) মধ্যে তৃতীয়। [শ্রৌতকেবলী দ্র°]—JBRAS, 1886-92, xviii (Peters. iv. p. iii). ৫ ক সোমব° ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র।—মহা° ১. ৬৮. ১০১। ভীম-কর্তৃক কুরুক্ষেত্রে হত।—ঐ, ৬. ৮৮. ২২। খ নাগবি°। কশ্যপ ও কদ্রুর পুত্র।—ঐ, ১. ৩৫. ১৩। গ কালেয়াংশ ক্ষত্রিয়-বি°।—ঐ, ১. ৬৮. ৪৯। ঘ শ্রীকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণার দশ পুত্রের অন্যতম।—ভা° ১০. ৬১। ঙ অষ্টবসুর (হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত) অন্যতম।—মহা° ১২. ২০৮। ৬ ক ইসিগিলি-সুত্তে বর্ণিত এক জন পচ্চেক বুদ্ধ।—মজ্ঝি নি° ৩. ৭০; অপ-অথ° ১. ১০৭; মজ্ঝি-অথ° ২. ৮৯০। খ সপ্তকল্প পূর্বে অব্যাধিক থের এক জন্মে এই নামে চক্রবর্তি ছিলেন।—অপ° ১. ২. ১৫। গ বন্ধুমতীর এক জন গৃহস্থ। ইনি বুদ্ধের জন্য বহুমূল্য ধাতু ও প্রস্তরদ্বারা গন্ধকুটি নির্মাণ করেন। এই গৃহ তিন বার রত্নদ্বারা পূর্ণ করা হয়। গন্ধকুটির উদ্বোধনসময়ে অপরাজিত ৬৮ জন ভিক্ষুকে ৯ মাস ভরণপোষণ দিয়াছিলেন। ইনি সেট্‌ঠি জোতিকরূপে জন্মগ্রহণ করেন।—ধম্ম-অথ° ৪. ১৯৯-২০৭। ঘ বন্ধুমতীর গৃহস্থ অপরাজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি খুল্লতাতের গন্ধকুটির সন্নিহিত স্থানে এক হস্তিশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন। গৌতমবুদ্ধের সময়ে ইনি সেট্‌ঠি মেণ্ডকরূপে জন্মগ্রহণ করেন।—ধম্ম-অথ° ৪. ২০৩।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অপরাজিত$_{3}$—কয়েক জন নৃপতি।

১ মেবাড়ের গুহিল-বংশীয় নরপতি। ১৪৬০ খ্রী° রাণা কুম্ভের কুম্ভলগড়-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। গুহিলরাজ শিলাদিত্যের পুত্র; ৬৬১ খ্রী° ইনি রাজত্ব করিতেন।[2] কুম্ভলগড়-লিপিতে ইনি রাণ

---

১ ASI, W. Cir. 1905-6, No. 2214, p. 61
Pandit G. H. Ojha: Hist. of Rajputana, 398.

২ অপরাজিত ও তাঁহার সেনাধ্যক্ষ মহারাজ বরাহ-

বাপ্পার পরবর্তী নৃপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইনি বাপ্পার পূর্ববর্তী নৃপতি [বাপ্পা দ্র°]।[৩] ইঁহার পুত্র ২য় মহেন্দ্র।[৪]

২ পল্লব-নৃপতিবি° (২৮শ নৃপতি) ; ২৭শ পল্লব-রাজ নৃপতুঙ্গের পুত্র।[৫] সিংহাসনারোহণ—৮৮০ খ্রী°।[৬] সিংহাসনারোহণের পূর্বে ৮৭৭-৮ খ্রী° পশ্চিম-গঙ্গরাজ ১ম পৃথিবীপতির সহযোগিতায় কুম্ভকোনমের নিকট শ্রীপুরম্বিয়ম্ বা ত্রিপুরম্বিয়মে পাণ্ড্যরাজ ২য় বরগুণবর্মাকে আক্রমণ করেন ; যুদ্ধে পৃথিবীপতি নিহত হন, কিন্তু ইঁহার জয়লাভ হয়।[৭] চোল-রাজ ১ম আদিত্য ৮৯৮ খ্রী° সিংহাসনারোহণ করিয়া ঐ বর্ষেই ইঁহাকে পরাস্ত করেন এবং পল্লব-আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘটান।[৮] অনবিল-লিপি-অনুসারে আদিত্য পাণ্ড্যরাজ ২য় বরগুণবর্মার সহযোগে অপরাজিতকে আক্রমণ করেন এবং এই যুদ্ধে অপরাজিত নিহত হইয়াছিলেন।[৯]

৩ রাজপুতানা ও মধ্যভারতের কচ্ছপঘাট-নৃপতি দেবপালদেবের (খ্রী° ১২শ শতাব্দী) একটী নাম।[১০] [দেবপালদেব দ্র°]

৪ উত্তর-কোঙ্কনের[১১] শিলাহার-নৃপতি। ৯৯৭ খ্রী° ভাদান-তাম্রলেখে উল্লিখিত হইয়াছে, অপরাজিত এই বর্ষে স্বাধীন হন এবং উত্তর-কোঙ্কনে রাজত্ব করেন।[১২] তগর নামক নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল ('তগরপুর-পরমেশ্বর')।[১৩] পিতা—১ম বজ্জড়দেব ; পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার পুত্র ২য় বজ্জড়দেব ও তৎকনিষ্ঠ অরিকেশরী ইঁহার পর যথাক্রমে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।[১৪]

৫ উত্তর-কোঙ্কনের আর এক জন নরপতি। ১১৮৫, ১১৮৭ ও ১১৯৮ খ্রী° ইঁহার রাজ্যকালের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫] উত্তর-কোঙ্কনের অধিপতিদের তালিকায়[১৬] অপরাজিতের স্থানে ১১৮৭ খ্রী° অপরাদিত্যের রাজত্বের উল্লেখ আছে। এই অপরাদিত্য ও অপরাজিত অভিন্ন। [অপরাদিত্য (২) দ্র°]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অপরাজিতা,—দেবী দুর্গা, দেবীর চতুঃষষ্ঠী যোগিনী ও অষ্টশক্তির অন্যতমা। দেবী অপরাজিতা শ্রীদুর্গা বা শক্তিরই রূপভেদমাত্র। পুরাণে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। পুরাণ ও হিন্দুতন্ত্রমতে শারদীয়া পূজার পর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী অর্থাৎ বিজয়া-দশমীতে দেবী ও অপরাজিতার পূজা হইয়া থাকে।[১] বিজয়ার অভিধানে হেমাদ্রি বলিয়াছেন—'উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ সংপূর্ণৈকাদশী যদি, শ্রাবণাক্ষং যদা কালে সা তিথির্বিজয়াভিধঃ'। নির্ণয়সিন্ধু 'কালে' অর্থাৎ 'অপরাহ্ণে' বলিয়াছেন।

দেবী অপরাজিতাপূজায় অপরাজিতা-মন্ত্র, নারদ বা বেদব্যাস ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রীঅপরাজিতা দেবতা, লক্ষ্মী বীজ, ভুবনেশ্বরী শক্তি, সর্বাভীষ্টসিদ্ধ নিমিত্ত বিনিয়োগ।

পূজা—প্রথমতঃ চন্দনলিপ্ত তাম্রপাত্রে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহাতে অপরাজিতা-লতা স্থাপন বিধেয়। পরে তিল, কুশ, জলপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প যথা—'ওমদ্যেত্যাদি····· বিজয়ালাভকামোঽপরাজিতাপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)'। তৎপরে স্ব স্ব সূক্ত পাঠ ও গণেশাদি দেবতাগণের পূজা এবং 'হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান, যথা—

ওঁ চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাং,
উপর্যধোহস্তয়োঃ খড়্গাচর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাং,
ঈষৎ-প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্।

ধ্যানভেদ—

(ক) ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্। অভয়বরদহস্তাং শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্॥ নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাম্। এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো যা এতামপারিজতাম্॥

(খ) ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্।
বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্॥
শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মস্রমালিনীম্॥

(গ) অপরাজিতা চ কর্তব্যা সিংহারূঢ়া মহাবলা।
পিনাকেষু করা চৈব খড়্গাখেটকধারিণী।
ত্রিনেত্রেন্দুজটাভারা কৃতবাসুকিকঙ্কণা॥
—দেবীপু°।

(ঘ) ওঁ নীলোৎপলনিভাং দেবীং নিদ্রামুদ্রিতলোচনাম্। নীলকুঞ্চিতকেশাগ্রাং নিম্ননাভিবলিত্রয়াম্॥ বরাভয়করাম্ভোজাং প্রণতার্তিবিনাশিনীম্। পীতাম্বর বরোপেতাং ভূষণস্রগ্বিভূষিতাম্॥ বরশক্ত্যাকৃতিং সৌম্যাং পরসৈন্যপ্রভঞ্জিনীম্। শঙ্খচক্রগদাভীতিরম্য-

সিংহের উদয়পুরলিপি (বি-স° ৭১৮ = ৬৬১ খ্রী°)।—EI, iv 29-32.

৩ Dr. H. C. Roy : Dynastic Hist. of N. India, ii. Cal. 1936, 1158-9, 1165.

৪ ঐ, 1162.

৫ HInsSI, 375.

৬ EI, ix. 84.

৭ Smith-EHI, 454 ; HInsSI, 36.

Prog. Rep., Epigraphy, 1906-7, in Mad. Govt. Off. Pub., No. 503, June 27, 1907, 62-70 ; T. A. Gopinatha Rao : Travan. Arch. Series, No. 7, 1911 দ্র°।

৮ HInsSI, 39. মতান্তরে ১ম আদিত্য ৮৮০ খ্রী° সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।—Smith-EHI, 463-4.

৯ EI, xv. 44.

১০ IA, xv. 202.

১১ উত্তর-কোঙ্কন—অপরান্তদেশ [অপরান্ত দ্র°]।

১২ EI, iii. 267f. ; BG, i. pt,-ii, 15, 18, 414n, 416, 426, 430, 539, 542n.

১৩ JRAS, 1901, 537 ; EI, iii. 269, 273.

১৪ BG, i pt.-ii, 539 ; xiii. pt.-ii. 424f ; IA, ix. 45, 46 ; JBRAS, xiii. 10f. দ্র°।

১৫ HInsSI, 392.

১৬ Kielhorn-কৃত তালিকা—EI, viii. App. ii. 11 ; BG, i. pt.-ii. 539.

১ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পুরোহিতদর্পণ (১২শ সং, ১৩৩৫), পৃ° ৩৩২ ; বাচ° পৃ° ২৩২ ; নির্ণয়° ; হেমাদ্রি : চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড, অপরাজিতা-দশমী-প্রকরণ দ্র°।

হস্তাং ত্রিলোচনাম্। সর্বকামপ্রদাং দেবীং ধ্যায়েত্তামপরাজিতাম্ ॥ (নারদসংহিতা) —প্রতিমালক্ষণ (HI, i. 129-30)। (ঙ) ওঁ স্মিতমুখীং পীতবস্ত্রামলঙ্কতামুপরিস্থিতে দক্ষিণকরে খড়্গং বামে চর্ম, দক্ষিণেহধোহস্তে বরং বামেহভয়ং বিভ্রতীং ত্রিনেত্রাম্।

ধ্যানগুলিতে দেখা যায়, দেবীকে কোথাও পীতবস্ত্র কোথাও শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা করা হইয়াছে, বর্ণ—শুদ্ধস্ফটিকতুল্য, আবার নীলোৎপলদলশ্যাম ত্রিনয়ন, সিংহারূঢ়া, চারি হস্তে খড়্গ, চর্ম, বর ও অভয় এবং কোথাও কোথাও বর ও অভয় স্থানে পিনাক, খেটক বা শঙ্খ-চক্র-গদা ; কেশ—নীলকুঞ্চিত, কোথাও জটাভার ; সর্পকঙ্কণপরিহিতা, স্মিতমুখী, পরসৈন্যবিঘাতিনী এবং সর্বকামদায়িনী।

দেবীর ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, আবাহন ও 'হ্রীঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি পূজা এবং অপরাজিতা পুষ্পে অঞ্জলিদান। তৎপরে 'ওঁ হ্রীঁ অপরাজিতা হৃদয়ায় ইতি হৃদয়াদি— ওঁ অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রে আবরণদেবতার পূজা, দেবীর দক্ষিণে 'জয়ায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে জয়ার এবং বামে 'ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে বিজয়ার পূজা করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা, যথা—

ওঁ চারুণা মুখপদ্মেন বিচিত্রকনকোজ্জলা।
জয়া দেবী শিবে ভক্ত্যা সর্বান্ কামান্
দদাতু মে।
ওঁ কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ কেয়ূরেণ বিভূষিতা।
বিজয়া চ মহাভাগা[২] করোতু বিজয়ং মম ॥
ওঁ হারেণ সুবিচিত্রেণ ভাস্বৎকনকমেখলা
অপরাজিতা রুদ্ররতা করোতু বিজয়ং মম।
সর্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থং তস্মাত্ত্বাং[৩] ধারয়াম্যহম্।
পূজিতায়াং ত্বয়ি শ্রেয়ো মমাস্তু দুরিতং হতম্।
প্রসন্নায়াং ভবেয়ুর্মে ধনধান্যসমৃদ্ধয়ঃ ॥

পার 'ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জন এবং অপরাজিতালতাকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া অভিলষিত ফল এবং বিজয়কামনায় সেই লতা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ। মন্ত্র যথা,

ওঁ জয়দে বরদে দেবি দয়াধারেহপরাজিতে।[৪]
ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাভিবৃদ্ধয়ে ॥
বলমাধেহি বলয় ময় শত্রোঃ পরাজয়ম্।
ত্বদ্ধারণাত্তবেয়ুর্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ ॥

তৎপরে—

ওঁ যন্মঙ্গলং প্রবরশঙ্খগদাধরস্য,
রামস্য রাবণজয়ায় সমুত্থতস্য।
জিত্বা নিশাচরপুরীং পুনরাগতস্য,
তন্মঙ্গলং ভবতু তে (মে) বিজয়ায় নিত্যম্॥[৫]

এইরূপ মন্ত্রে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবরণ[৬] এবং অপরাজিতাস্তোত্র[৭] পাঠ।

বৌদ্ধতন্ত্রে অপরাজিতা—সাধন—'অপরাজিতা পীতা দ্বিভুজৈকমুখী নানারত্নোপশোভিতা গণপতিসমাক্রান্তা চপেটদানাভিনয়দক্ষিণকরা গৃহীতপাশতর্জনিকহৃদয়স্থিতবামভুজা অতিভয়ঙ্করকরালরৌদ্রমুখী অশেষমারনির্দলনী ব্রহ্মাদিদুষ্টরৌদ্রদেবতাপরিকরোচ্ছ্রিতচ্ছত্রা চেতি।'[৮]

বৌদ্ধতন্ত্রে অষ্টভুজা কুরুকুল্লাসাধনে এবং ধ্যানে এই অপরাজিতার উল্লেখ আছে, যথা—'কুরুকুল্লাং ভগবতীং······দক্ষিণদ্বারে অপরাজিতাং পীতবর্ণাং রক্তসত্ত্বমুকুটাং দক্ষিণহস্তাভ্যাং ঘণ্টাপাশধরাং, ····।'[৯] বৌদ্ধসাধনে অপরাজিতাকে এক দিকে পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, একমুখী, পদদ্বারা গণপতিদলিতা, দক্ষিণ করে চপেটমুদ্রাধরা, বাম করে তর্জনীপাশা, করালবদনা, অরিদলনী, মস্তকোপরি ব্রহ্মাদিরৌদ্রদেবতা-কর্তৃক ছত্র-ধৃত এবং অপর দিকে অষ্টভুজা ভগবতী কুরুকুল্লার পূর্বদ্বারাধিষ্ঠাত্রী, পীতবর্ণা, মস্তকে রক্তবর্ণ মুকুটশোভিতা এবং দক্ষিণ ও বাম করে ঘণ্টাপাশধরা বলা হইয়াছে। সাধনমালায় দেবী অপরাজিতার সাধন একটীমাত্র ও সংক্ষিপ্ত। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সংগ্রহ তেঙ্গুরেও (ডক্টর পি. কর্দিয়ে-সং পৃ° ৩৯০ ও ৩৯২) অভয়পণ্ডিত-কৃত দুইটী 'অপরাজিতাসাধন' দেওয়া আছে। মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'বৌদ্ধ-গান ও দোহা' (সাহিত্য-পরিষদ্-সং) বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থকার নাম সূচী, পৃ° ।৵০ ও ॥০ দ্র°]। এই অপরাজিতার ভগ্ন মূর্তি নালন্দার ধ্বংসাবশেষ খননকালে পাওয়া গিয়াছে। একটী সংগৃহীত অভগ্ন মূর্তি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।[১০]

অপরাজিতা যে দুর্গারই একটী নাম তাহা বিশেষভাবেই স্বীকৃত।[১১] বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত দুর্গার শতনাম, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী—অথবা কালিকাপুরাণোক্ত পদ্ধতিতে দুর্গার অভিন্নরূপা অপরাজিতার কোন উল্লেখ নাই।[১২] একমাত্র দেবীপুরাণ ও শ্রীদুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী সম্মত মহাষ্টমীপূজাতে উগ্রচণ্ডাদির আবাহন ও পূজায় 'অপরাজিতায়ৈ' মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে দেবী অপরাজিতা চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা। কালী- বা শ্যামাপূজায়

২ জয়প্রদা মহাভাগা বা।

৩ বাহে ত্বাং বা।

৪ দশাস্যামপরাজিতে বা।

৫ এই মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, অপরাজিতাপূজা দুর্গাপূজারই অপরিহার্য অঙ্গবি°।

৬ কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ: আর্যাচারপদ্ধতি (১৩৩১), পৃ° ৩৪৯ দ্র°। কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে (২য় সং, ১৩৩১, পৃ° ৪৪৩) এই মন্ত্র ও করণের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। উহাতে জয়া ও বিজয়ার পূজার পর দেবীকে প্রণাম করিয়া 'অপরাজিতে জগন্মাতঃ কুণ্ডলজ্যোতিরাননে। শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য প্রস্থানং মে প্রযচ্ছতু ॥' মন্ত্রে দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবার বিধি আছে। তৎপরে অপরাজিতা-লতাকে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া 'ওঁ অপরাজিতে ক্ষমস্ব' মন্ত্রের পর বিসর্জন। পুরোহিতদর্পণও (পৃ° ৩৩২) দ্র°।

৭ আর্যাচারপদ্ধতি, পৃ° ৭২২ ; ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, ৯০৯ ; পুরোহিতদর্পণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তর দ্র°।

৮ সাধনমালা, GOS-সং, ২য়, ৪০৩ পৃ°।

৯ বৌদ্ধসাধনে 'সিতাসপত্রাপরাজিতা'র উল্লেখ দেখা যায় (সাধনমালা, GOS-সং, ১ম খণ্ড)। অবশ্য ইহা দেবী অপরাজিতার মূর্তিভেদ নহে। [অপরাজিতা সিতাতপত্রা দ্র°]

১০ Dr. B. Bhattacharya: Buddhist Iconography, pls. XLII ও XLIII (A) এবং Sankalia : University of Nalanda, 138 ও pl. viii. দ্র°।

১১ Hopkins : Epic Mythology, 3, 50, 229.

১২ কিন্তু কাশীখণ্ডে (রা° মি° সং. ১৩৪৫) ৭২তম অধ্যায়ে (পৃ° ৬২২) উমাস্তবে জয়া জয়ন্তী বিজয়া জয়েশী চাপরাজিতা'—অপরাজিতা দেবীর উল্লেখ আছে। এই অপরাজিতা শিবপত্নী উমার রূপভেদমাত্র।

মণ্ডলপদ্মের ষট্‌কোণ, অন্তত্রিকোণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিকোণে পূজার পর অষ্টপত্রে পূর্বাদিকোণক্রমে 'অপরাজিতায়ৈ' বলিয়া অষ্টশক্তির পূজার বিধি আছে। পুরোহিত-দর্পণে (পৃ° ৩৮৭) ব্রাহ্মী-আদি অষ্টশক্তির পূজায় অপরাজিতার নিম্নোক্ত ধ্যানেরও উল্লেখ দেখা যায়—

ওঁ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাম্।
কমলং মাতুলিঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ।
ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ।

পুনরায় কালী- বা শ্যামাকবচে 'মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা' মন্ত্রও উল্লিখিত হইয়াছে।[১৩] জগদ্ধাত্রীপূজায় নবশক্তির অর্চনার পর দেবতাগণের পূজার মধ্যে অপরাজিতায়ৈ' বলিয়া দেবীর পূজা আছে।[১৪] অন্নপূর্ণাপূজায়ও দেবীর পীঠশক্তির ন্যাসকালে 'ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দেবী অপরাজিতার পূজার উল্লেখ আছে।[১৫]

মৎস্যপুরাণে (১৬৯. ১৩) অপরাজিতাকে কিন্তু মাতৃকাগণের অন্যতমা বলা হইয়াছে। অন্ধকাসুরের রক্ত পানের জন্য মহাদেব ইঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই পুরাণেই (১৭৯. ৬৯) ইনি মায়ানুচরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বামনপুরাণে ইনি গৌতম ও অহল্যার চারি কন্যার (জয়া, বিজয়া অপরাজিতা ও জয়ন্তী) অন্যতমা। এই চারি ভগিনী মহাদেবপত্নী সতীর সহচরী বা সখী বলিয়া উল্লিখিত। বরাহ-পুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতাকে মহিষাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নেত্র-সম্ভূতা বৈষ্ণবীমূর্তির সহচরী বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে অপরাজিতা আবার মহাশনি নামক দৈত্যের পত্নী।

মহাভারতে ও পুরাণে দেখা যায়, দেবী অপরাজিতা কুমার স্কন্দের পত্নী—সেখানে নাম দেবসেনা।[১৬] দেবসেনা দৈত্যসেনার ভগিনী এবং দেবসেনার মাতা বজ্রধর ইন্দ্রের মাতৃস্বসা ও প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। দেবসেনার স্থিতি, লক্ষ্মী, আশা, ষষ্ঠী, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহূ, সদ্‌বৃত্তি, শ্রীপঞ্চমী, অপরাজিতা এই সমুদয় নামের উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থিতি, লক্ষ্মী, আশা, ষষ্ঠী, সিনীবালী, কুহূ প্রভৃতি আবার চন্দ্রের কলা বলিয়া পরিগণিতা। আবার সিনীবালীকে অঙ্গিরার কন্যারূপেও দেখা যায়। সেখানে সিনীবালী জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সিনীবালী এবং অনুমতি আবার অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চন্দ্র বলিয়া কথিত। সুতরাং কুহূ, রাকা, অপরাজিতা প্রভৃতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যবর্তী চন্দ্রকলা।[১৭]

অনেক স্থলে প্রজাপতি দক্ষ অগ্নি বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। পৃথিবীস্থ অগ্নি, অন্তরীক্ষাগ্নি যেমন বিদ্যুৎ সূর্য সৌরগ্রহাদি। সেদিক্ দিয়া প্রজাপতি দক্ষ সূর্যেরই অভিন্নমূর্তি। অপরাজিতা কোথাও কৃত্তিকার, কোথাও অগ্নির এবং কোথাও শিব বা রুদ্রের পুত্র কার্তিকেয়ের পত্নী। দক্ষকন্যার তনয়ারূপে দেবসেনাকে অগ্নিদেবতা, চন্দ্রকলা, সূর্যাংশু অথবা সূর্যমূর্তিও বলা যায়। অধিকন্তু প্রণাম-মন্ত্রে অপরাজিতার 'রুদ্রলতা' নাম থাকায় তাঁহাকে শিবসঙ্গিনী তথা সূর্যশক্তিকেই বুঝাইতেছে। কাজেই অপরাজিতার পূজা এক দিক্ দিয়া অগ্নি বা সূর্যেরও পূজা, কেননা স্বাহাই উমা এবং শিব অগ্নি।[১৮] স্বাহা দক্ষসুতা ও অগ্নিজায়া। উমা বা দুর্গার অভিন্নমূর্তি অপরাজিতা অগ্নি অথবা সূর্যেরই রূপভেদমাত্র।

উপনিষদে কিন্তু অপরাজিতাকে ঠিক দেবী-রূপে পাওয়া যায় না। সেখানে ব্রহ্মার পুরী, বৈকুণ্ঠ বা বাসস্থান বুঝাইতে অথবা উহার নাম-হিসাবে অপরাজিতার উল্লেখ আছে। যেমন—'..... তদপরাজিতা পূর্বক্ষণঃ, প্রভুবিক্ষিতং হিরন্ময়ম্॥'—ছা-উ' ৮. ৫. ৩। এস্থলে অপরাজিতার ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামক কার্যব্রহ্ম বা আদিপুরুষের পুরী বা স্বর্ণময় প্রাসাদ। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—'...তত্রৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য-সাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্যসাধনবদ্ভোঽন্যৈর্ন জীয়তে ইত্যপরাজিতা নামপূঃ পুরী ব্রহ্মণোহিরণ্য-গর্ভস্য।' অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে নাই এরূপ লোক তাহা জয় বা লাভ করিতে পারে না এবং এজন্যই ঐ পুরীর নাম অপরাজিতা। কৌ-উ° (১.৩, ৫)—'সাযুজ্যং সংস্থানমপরাজিতমায়তনম্' এবং 'আগচ্ছত্যপরাজিতমায়তনম্' বলিয়া অপরাজিতা-প্রাসাদের (আয়তন=প্রাসাদ বা হর্ম্য) উল্লেখ আছে। বৃহ-উ' (২. ১. ৬) ও কৌ-উ° (১. ৪. ৭)—'বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা' এইরূপ উল্লেখও দেখা যায়।

তন্ত্র এবং পুরাণের যুগ হইতেই অপরাজিতা দেবীরূপে ভারতের প্রায় সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে বহু স্থানে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। তবে, বৌদ্ধ এবং হিন্দু-সাধনে দেবীর রূপ ভিন্ন ভিন্ন বা বিপরীতভাবে কল্পনা করা হইয়াছে; কেননা পুরাণ এবং হিন্দুতন্ত্র যেখানে দেবীকে প্রসন্ন- এবং বিঘ্ননাশিনী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, বৌদ্ধতন্ত্র সেখানে দেবীকে করালী বিঘ্ননাশিনী বিনায়কদলনীরূপে রূপ দিয়াছেন। একই দেবীকে এরূপ বিভিন্নরূপে কল্পনা করিবার কারণ ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ।

দেবী অপরাজিতা প্রকৃতপক্ষে দুর্গা বা দুর্গাশক্তি; ইঁহাকে গণদেবতাও বলা যায়। ইনি সর্ববিঘ্নবিনাশিনী সর্বকামপ্রদায়িনী। দুর্গা-পূজার পর এই অপরাজিতার পূজা করিতে হয়। ষষ্ঠী আদি কল্প হইতে নবমী পর্যন্ত দেবী দুর্গার পূজা করিয়া দশমীতে দেবীকে জলে স্থাপন বা বিসর্জনের পর কুলাচার বা কুলপ্রথা-অনুসারে অপরাজিতার পূজা করিতে হয়। দুর্গাপূজার বৈগুণ্য নিরসনের জন্য বা বিজয়-কামনায় এই পূজা প্রচলিত। এই অপরাজিতা-পূজার করণ ও বিধি ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার বিভিন্ন স্থানে কুলাচার-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দাঁড়াইয়াছে; কোথাও বা পূজানুষ্ঠানের পরিবর্তে আচার-অনুষ্ঠানমাত্রেও স্থান পাইয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, আগাচার-

১৩ পুরোহিতদর্পণ, ৩৯২ : ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, ৯২৩।
১৪ ঐ, ৩২২ ; ঐ, ৯২৯।
ঐ, ২২৮ ; ঐ, ৮৩২।
১৬ Hopkins : Epic Mythology, 102, 229 দ্র°।
১৭ ঐ, পৃ° ৯৭, ১০২ ও ২২৯ দ্র°।
১৮ ঐ, পৃ° ২৩৩ দ্র°।

পদ্ধতি, পুরোহিতদর্পণ এবং অন্যান্য পূজাগ্রন্থে দেখা যায়, বিধিমত পূজার পর '…অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম' মন্ত্রে প্রণাম করিয়া জয় প্রার্থনা করা হয়। তৎপরে দেবীকে মন্ত্রসহ প্রদক্ষিণ করিয়া ধারণ-মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুতে অপরাজিতা-লতা বাঁধিবার নিয়ম আছে। ধারণের পর দেবীর নিকট হইতে জয়, শক্তি, শত্রুপরাজয় ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করা হয়। পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ শ্রীহট্টে এসম্বন্ধে একটী কুলপ্রথা আছে। দশমীতে একটী পাত্রে অপরাজিতা-লতা রাখিয়া তাহাতে দেবীর অর্চনা করা হয়। পরে পূজার শেষে ঐ অপরাজিতা-লতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া শ্বেতসর্ষপ ও হরিদ্রাসহ হরিদ্রারঞ্জিত কাপড়ে ছোট ছোট পুঁটুলীতে বাঁধা হয় এবং হরিদ্রাবর্ণ সূতাদ্বারা প্রত্যেকের দক্ষিণ হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।[১৯] তাহাই এক প্রকার রাখীবন্ধন বলিয়া পরিচিত। এই শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও অপরাজিতাযুক্ত রাখী কল্যাণকর সর্ববিঘ্নবিনাশক। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজায় বিজয়া-দশমীকৃত্যে দেখা যায়, দেবীর বিজয়ার পর দক্ষিণ করে শ্বেত অপরাজিতা বন্ধন করিবারও বিধি আছে, যথা—

ওঁ নিমজ্জাম্ভসি সম্পূজ্য পত্রিকা বর্জিতা জলে।
পত্রায়ুর্নবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া ॥'[২০]

মন্ত্রে দেবীকে জলে স্থাপন করিতে হয়। এই স্থাপনবিধি আমাদের দেশে হরিদ্রারঞ্জিত জলে দর্পণ রাখিয়া তাহাতে দেবীর প্রতিমূর্তি বা চরণদর্শনের প্রচলন-বিধিতেই পর্যবসিত বলিয়া মনে হয়।[২১] তৎপরে জলক্রিয়া, মঙ্গলাচরণ, ঘটবারিদ্বারা শান্তিদান করিবার পর দক্ষিণ করে শ্বেত অপরাজিতা বন্ধন করিবার নিয়ম আছে। এতদ্ব্যতীত বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কালিকাপুরাণ এবং মৈথিলী শ্রীদুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-মতে নবপত্রিকা-অনুষ্ঠানেও এই অপরাজিতা-লতার ব্যবহার বিঘ্নদূরীকরণ-চিহ্নরূপে দেখা যায়। যথা, বাদ্যোদ্যম-সহকারে বিল্বশাখা ও নব-পত্রিকা লইয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশের পর নব-পত্রিকাকে শ্বেত অপরাজিতা-লতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া হরিদ্রাক্ত ডোরক বা সূতার সাহায্যে বন্ধন ও পীঠাসনের উপরিভাগে স্থাপনের বিধি আছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

অপরাজিতা২—১ [লা° clitoria ternatea ; হি° সফেদ কোয়ল, নীলী কোয়ল ; ম° গোকর্ণী, কাষ্ঠী, পাণ্ডরী ; গুজ° গরণী ; কর্ণা° বিলীয় গিরিকর্ণিকে, নীল গিরিকর্ণিকে ; তে° নীল গন্টুলা] উদ্ভিদ, লতা-বি°। ইহা দ্বিবিধ—(১) শ্বেত অপরাজিতা ও (২) নীল অপরাজিতা। শ্বেত অপরাজিতার স° নাম—শ্বেতা গিরিকর্ণিকা, অশ্বক্ষুরা। নীল অপরাজিতার স° নাম—নীলা গিরিকর্ণিকা, বিষ্ণুক্রান্তা। পর্যায়—১ আস্ফোতা, ২ গিরিকর্ণী, ৩ বিষ্ণুক্রান্তা ॥ অম° ॥ ৪ আস্ফোটা ॥ অম-টী° ॥ ৫ গবাক্ষী, ৬ অশ্বখুরী, ৭ শ্বেতা, ৮ শ্বেতভণ্ডা, ৯ গবাদনী ॥ রত্নমালা° ॥ ১০ অদ্রিকর্ণী, ১১ কটভী, ১২ দধিপুষ্পিকা, ১৩ গর্দভী, ১৪ সিতপুষ্পী, ১৫ শ্বেতস্পন্দা, ১৬ ভদ্রা, ১৭ সুপুত্রী, ১৮ বিষহন্ত্রী, ১৯ নগপর্যায়কর্ণী, ২০ অশ্বাহ্বাদিখুরী ॥ শব্দ° ॥

অপরাজিতা লতা ও পুষ্প ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রায়ই উদ্যানবৃতির শোভার্থ পালিত হয়। ইহা উদ্যানের প্রাচীরাদি আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়া থাকে।

বর্ণনা—অপরাজিতার ফুল ও বীজ হয়, বীজ গর্ভকোষের ভিতর থাকে। ইহার দুইটী বীজপত্র। ফুলের দল বিযুক্ত এবং ইহার ফুলের দল ও পুংকেশর বৃতির (calyx) মুখে অবস্থিত। বিজোড় পাপড়ীটী মাতৃদণ্ডের সম্মুখীন ও ফল শুঁটি বলিয়া ইহা শিম্বি-গোত্রের (leguminosæ) বা শুঁটিধারিগণের অন্তর্গত। ফুল পতাকার মত বলিয়া ইহা প্যাপিলিওনাদি পতাকী বা প্রজাপতি আকারের উপগণের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান মূল বরাবর থাকে ও তাহা হইতে শাখামূল বাহির হয়। ঐ সকল মূলের উপর ছোট ছোট গুটি জন্মে। গুটির ভিতর এক প্রকার বীজাণু বাস করে। এই বীজাণু নিজের কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা পরমুখাপেক্ষী। এই বীজাণু অপরাজিতা গাছ হইতে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে ও তাহার পরিবর্তে মাটির নিম্নস্থ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া আশ্রয়দাতাকে দেয়। এই সম্বন্ধকে symbiosis বা অন্যোন্য-জীবিত্ব বলা হয়। এইরূপে চঞ্চল ও স্বাধীন নাইট্রোজেন পরিবর্তিত হইয়া গাছের খাবাররূপে বদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই জন্য শুঁটি-জাতীয় গাছের চাষ করিলে ও ফল আহরণের পর জমিতেই তাহা পচাইলে বা পোড়াইলে, জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। চাষীরা এই কারণে একই জমিতে চক্রাকারে একবার গুচ্ছমূল-জাতীয় গাছ (যেমন ধান) ও তার পর শুঁটি-জাতীয় গাছ (যেমন মটর) চাষ করে। এইরূপ চাষের নাম শস্যাবর্তন বা চক্রাকারে চাষ বদল (rotation of crops)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা—দুর্বল, আরোহী আশ্রয়কে জড়াইয়া উপরে ওঠে। শাখা-প্রশাখা হয়।

পত্র—উপপত্র দুইটী, ছোট, বিযুক্ত পার্শ্বস্থিত। পত্রসজ্জা পর্যায়ক্রমিক। পাতার বোঁটার নিম্নাংশ মোটা (pulvinus) বহু-ফলকী বা যৌগিক, পক্ষাকার, অনুফলক বিজোড়, তিনটী হইতে সাতটী। অনুফলক—অনু-উপপত্র আছে। বৃন্ত ছোট, ডিম্বাকার, কিনারা সমান, শীর্ষ অল্প টোল-খাওয়া বা বা খাঁজ-কাটা শির। বিন্যাস—পক্ষশির ছড়ান। পুষ্পবিন্যাস— কক্ষগত, সাধারণতঃ একক, কখনও বা একজোড়া।

পুষ্প—সাধারণতঃ নীলাভ, শাদা ও বেগুনী রঙের ফুল হয়। ফুল প্রায় দুই তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। উভলিঙ্গী, অসমরূপ, যুগ্মরূপ, পঞ্চখণ্ডিত পরিজাত।

---

১৯ দুর্গাব্রতেও দেখা যায়, অষ্টগ্রন্থিযুক্ত কুঙ্কুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর বন্ধন করিবার বিধি আছে। আশ্বিন মাসে শুক্লাষ্টমীতে (মহাষ্টমী দিনে) এই দুর্গাব্রত আচরিত হয়।

২০ ওঁ নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং পত্রিকা বর্জিতা জলে বা।

২১ এই জলে স্থাপন প্রকৃতপক্ষে দেবীর বিসর্জনরূপেই কল্পিত অথবা বিসর্জনই বলা যায়।

বৃতি—বৃতাংশ ৫টী, যুক্তবৃতি।

দল—পাপড়ী ৫টী, বিযুক্ত দল, অসমরূপ, যুগ্মরূপ, পতাকীরূপ বা প্রজাপতি-আকৃতি।

একটী পাপড়ী বড়। ইহা সকলের বাহিরে উপরে থাকে। ইহার নাম পতাকা। ইহার ভিতরে দুই পার্শ্বে ছোট দুইটী পাপড়ী আছে, তাহাদের পক্ষ বা ডানা বলা হয়। সকলের ভিতরে আরও ছোট দুইটী পাপড়ী আছে, তাহাদের কিনারা জুড়িয়া নৌকার মত দেখায়, তাহাদের নাম তরণী। পতাকা কুঁড়ি অবস্থায় পক্ষ ও তরণী ঢাকিয়া রাখে। তরণী পুং-কেশরকে ও গর্ভকেশরকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে।

পুংকেশর-চক্র—পুংকেশর ১০টী, দ্বিগুচ্ছ, ৯টীর সূত্র যুক্ত ও একটী পৃথক্। কখনও কখনও পৃথক্ পুংকেশরটীর সূত্র যুক্ত সূত্রের সহিত অল্পাধিক সংযুক্ত হয়। যুক্ত সূত্রগুলি মোটা হইয়া গর্ভকোষ ও দণ্ডের চারি দিকে ঘিরিয়া থাকে।

গর্ভকেশর-চক্র—গর্ভকেশর একটী, গর্ভ-কোষ একটীমাত্র কুঠরী, বীজ বহু, প্রান্ত প্রাচীরভূত পুষ্পে দুই সারিতে সাজান। ঊর্দ্ধ-স্থিত গর্ভদণ্ডটী বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। মুণ্ডটী শুঁয়াযুক্ত।

ফল—শুঁটি। ফল পাকিলে শুকাইয়া দুই খণ্ডে ফাটিয়া পাকিয়া যায় এবং সেই কারণে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

বীজ—অন্তঃসার। বীজপত্র দুইটী, পুরু।

পতাকা পাপড়ী সহজেই কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। প্রজাপতি এই পুষ্পের বিশিষ্ট অতিথি। পুংকেশরের তলদেশে মধুকোষ থাকে। পতাকা পাপড়ীর বর্ণসন্নিবেশ মধু-কোষ-প্রদর্শকের কাজ করে। দুই পার্শ্বের পক্ষের উপর পা দিয়া কীট দাঁড়ায়; তাহার ফলে উহারা ও তরণী পাপড়ী নামিয়া পড়ে এবং তরণীর ভিতর হইতে গর্ভমুণ্ড ও পরাগ-কোষ অনাবৃত হইয়া পড়ে। ঐগুলি কীটের অঙ্গ স্পর্শ করে। একক পুংকেশরের দুই পার্শ্বের চেরা পথে শুঁড় প্রবেশ করাইলে ও জোর করিয়া মস্তিষ্ক অগ্রসর করাইলে তবে মধুকোষে শুঁড় পৌছায়। এদিকে পক্ষ ও তরণী পাপড়ী খুব বেশী নীচে নামে না। কাজেই প্রজাপতিকে একবার অগ্রসর হইতে হয় ও কিছু পরে হটিয়া আসিতে হয়। এই রূপ ঘর্ষণে গর্ভমুণ্ডস্থিত শুঁয়াগুলি রেণু ধারণ-ক্ষম হয়। কীটের অঙ্গেও রেণু লাগিয়া যায়। ঐ কীট পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বেড়াই-বার সময় পরকীয় নিষেকের কাজ হইয়া থাকে।

শ্রীঅলোককুমার সেন

ব্যবহার— অপরাজিতা সর্পবিষের মহৌষধ। দর্বীকর-(ফণাধরা সাপ) কর্তৃক দষ্ট হইলে নিসিন্দামূলের ছাল ও শ্বেত অপ-রাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করা বিধেয়।—চরক° চি. ২৫ অ°। সুশ্রুতে অন্য দ্রব্যের সহিত অপরাজিতার ব্যবহার আছে। ভূতোন্মাদে শ্বেত-অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশাইয়া গব্যঘৃতযোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।—চক্র° উন্মাদচি.। গলগণ্ডরোগে শ্বেত-অপরাজিতার মূল গব্যঘৃতসহ পেষণপূর্বক রোগীকে পান করান বিধেয়।—ঐ, গলগণ্ডচি.। পরিণামশূল-রোগে নীল-অপরাজিতার মূলত্বক্ চিনি, মধু ও গব্যঘৃতযোগে সাত দিন সেবন করা নিয়ম। —শার্ঙ্গধর। শোথ হইলে শ্বেত বা নীল-অপরাজিতার মূলত্বক্ উষ্ণজলে পেষণ করিয়া পান করা বিধি।—বঙ্গসেন : চিকিৎসা-সারসংগ্রহ।

অপরাজিতার মূল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক এবং মৃদুবিরেচক। শিশুদিগকেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা জ্বর, ঘুংড়ি-কাশি, পুরাতন কাস, উদরী, শোথ এবং প্লীহা-যকৃতবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধাবভেদ বা 'আদকপালে' রোগে আর্দ্রমূলের রস নস্য করিতে হয়। কর্ণমূলস্ফীতিতে অপরাজিতার পাতা লবণ-জলের সহিত পেষণ করিয়া কর্ণমূলের চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে অপরাজিতার পাতা ও লতা, কাঁচা হলুদ এবং সরিষার তৈল একত্র অগ্নিতাপে ভাজিয়া সেই তৈলের প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। অপরাজিতার মূলের আরক ত্বরিত বিরেচক। ইহা কালাদানা, গুলঞ্চস্-বীজ এবং জোলাপের উত্তম প্রতিনিধি স্থানীয়। —R. N. Khory : Meteriamedica of Indica, ii 206.

অপরাজিতার বীজে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। উহা তিক্তাস্বাদ; উহাতে অম্লাক্ত রেজিন (resin), ট্যানিক এসিড ও গ্লুকোজ আছে। বীজ জোলাপের ন্যায় বিরেচক। 'Bengal Dipensatory' গ্রন্থে দেখা যায়—অপরাজিতা-মূলের এ্যাল্কোহল্-নির্যাস ৫-১০ গ্রেন মাত্রায় ত্বরিত বিরেচক। বটে, কিন্তু ইহা সেবন করিলে রোগীর পেট কামড়ায় এবং বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা ও বহু কুন্থনে অল্প মল নির্গত হয়। সুতরাং ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে।—W. Dymock : Pharmacographia Indica, i. 459.

২ জয়ন্তীবৃক্ষ, æschynomene sesban. ৩ অশনপর্ণী, marsilla quadrifolia. ৪ শেফালী, nyctanthes arbor-tristis. ৫ শমী, শমীভেদ, লঘুশমী, mimosa suma. ৬ শঙ্খিনী। ৭ হপুষাভেদ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অপরাজিতা সিতাতপত্রা—[বৌদ্ধ-তন্ত্র] দেবীবি°। ধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচনের নায়িকাগণের অন্যতমা ('বৈরোচননায়কাম্')। [বৈরোচন দ্র°] 'সাধনমালা'য় ইঁহার একটী-মাত্র সাধন পাওয়া যায় (সাধনমালা, GOS-সং, ১ম খ., A-210, Na-14, C-169)। এই সাধনানুযায়ী ইঁহার ধ্যান—

"সিতাতপত্রাপরাজিতাং ভগবতীং ত্রিমুখাং ষড়্ভুজাং, প্রতিমুখং ত্রিনয়নাং শুক্ল-নীলারুণদক্ষিণবামমুখীং, চক্রাঙ্কুশ-ধনুর্দ্ধারী-দক্ষিণকরাং, শিতবজ্রশরপাশতর্জনীধরবামকরাং, সক্রোধদৃষ্টিকাং সর্বগ্রহবিধ্বংসিনীং দিব্যালঙ্কার-বস্ত্রবতীং বৈরোচননায়কাং ধ্যাত্বা......"

অর্থাৎ—ইঁহার তিনটী মুণ্ড ও ছয়টী হস্ত। প্রতি মুণ্ডে তিনটী করিয়া নয়ন। ইনি শুক্ল-বর্ণা। ইঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের মুখ নীলবর্ণ এবং বাম পার্শ্বের মুখ লোহিতবর্ণ। ইনি তিনটী

দক্ষিণ করে চক্র, অঙ্কুশ ও ধনু এবং তিনটী বাম করে শ্বেত বজ্র, শর ও পাশ (তর্জনীদ্বারা ধৃত) ধারণ করেন। ইঁহার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ—উহাদ্বারা ইনি সর্ববিধ (অসৎ) গ্রহ বিনাশ করেন। ইনি দিব্য অলঙ্কার ও বস্ত্রপরিহিতা এবং বৈরোচনের নায়িকা। এইভাবে ইঁহার ধ্যান করিতে হয়।

দৃষ্টি ক্রোধব্যঞ্জক হইলেও ইঁহার স্বভাব মধুর; জীবগণকে দুষ্ট গ্রহাদি হইতে রক্ষা করাই ইঁহার কার্য। বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত দেবী অপরাজিতা ও এই দেবী এক নহেন—উভয়ে স্বতন্ত্র। ইঁহার মুকুটের উপর ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি থাকে, কিন্তু অপরাজিতার মূর্তিতে তাহা থাকে না। [অপরাজিতা, দ্র°]

[Dr. B. Bhattacharya : Buddhist Iconography, Oxf. 1924, 101-2]

অপরাদিট্‌ঠি সুত্ত— পালি সংযুক্ত-নিকায়ের একটী সুত্ত। এই সুত্তে বর্ণিত আছে—এক ব্রহ্মা মনে করিতেন যে, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণেরই তদীয় লোকে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার ভ্রম নিরসন করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধদেব সপারিষদ সেই স্থানে গমনপূর্বক ব্রহ্মার উপরিভাগে শূন্য-মার্গে দেহ হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া উপবেশন করেন। সেই ব্রহ্মার অহঙ্কার চূর্ণ হয়।—সং-নি° ২. ১৪৪-৬।

অপরাদিত্য— ১ম—উত্তর-কোঙ্কনের (=অপরান্তের) শিলাহার-নৃপতি। ১১৩৮ খ্রী° অথবা ১০৬০ শক° ইঁহার রাজ্যকালের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বর্ষের উরন লিপিতে এবং কাশ্মীররাজ জয়সিংহের রাজকোষের ('বৃহদ্‌গঞ্জে'র) অধ্যক্ষ অলঙ্কারের ভ্রাতা মঙ্খ-রচিত 'শ্রীকণ্ঠচরিতে' (২৫. ১০২-১০) দেখা যায়, অলঙ্কারের গৃহে আহুত এক পণ্ডিত-সভায় ইনি তেজনাথ বা তেজকণ্ঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি ও জয়সিংহ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

[Buhler's Rep.—JBRAS, xiii 51 ; JBRAS, xv. 51 ; BG, i. pt-ii, 15, 22 ; Dr Hem Chandra Ray : Dynast. Hist. of N. India, i Cal. 1931, 172 ; Stein-সম্পা°: রাজত° ৮. ২৪২৩-টী°]

২য়—উত্তর-কোঙ্কনের আর এক জন শিলাহার-নৃপতি। সম্ভবতঃ ইনি অনহিলবাড়ের চালুক্য-নৃপতি কুমারপালের সামন্ত ছিলেন, কারণ ইনি কুমারপালের সামন্ত মল্লিকার্জুনের পর সিংহাসনাধিকার লাভ করেন এবং কুমার-পালের রাজ্যকালেও রাজত্ব করিতেন [কুমার-পাল দ্র°]। ১১৬২ খ্রী° বা ১০৮৪ শক° ইঁহার লিপি পাওয়া যায়। ভগবান্‌লাল ইন্দ্র-জীর মতে, ১১৬০ হইতে ১১৬২ খ্রী° মধ্যে ইঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু ১১০৬ শক° বা ১১৮৪ খ্রী° লোনাদ-লিপি ও ১১০৯ শক° বা ১১৮৭ খ্রী° পারেল-লিপিতে শিলাহাররাজ অপরা-দিত্যের রাজ্যকালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার অপর নাম অপরাজিত [অপরাজিত দ্র°]। শিলাহাররাজগণের দুইটী শাখা বা পর্যায় ছিল; এই দুই পর্যায়ের মধ্যে ইনি কোন্ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন—তবে কেহ কেহ ইঁহাকে প্রথম পর্যায়ভুক্ত নৃপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

এই অপরাদিত্য এক জন বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন—কারণ 'যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ' নামক যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভাষ্যরচ-য়িতা অপরার্ক ও এই অপরাদিত্য অভিন্ন। উক্ত ভাষ্যগ্রন্থের প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ের টীকা সমাপ্তি-কালে উহার প্রণেতা-হিসাবে অপরাদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে। এই ভাষ্যগ্রন্থখানি 'অপরার্ক'স্মৃতি নামেও পরিচিত। তবে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'য় 'অপরার্ক' নামক ভাষ্যের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু 'স্মৃতিচন্দ্রিকা', 'চতুর্বর্গচিন্তামণি', 'মদনপারি-জাত' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে কোঙ্কনাধিপতি অপরার্ক-কর্তৃক যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভাষ্যরচনার প্রমাণ আছে।

ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র কেশিদেব সিংহাসনারোহণ করেন।

[BG, i. pt.-i, 186 ; pt.-ii, 15, 20n. 3, 22, 539, 544 ; xiii. pt.-ii, 422n., 426-7, 429 ; xiv. 112 ; JBRAS, xii. 332f., xiii. 12 ; JRAS (o. s.), ii. 286, v. 176 ; Dr. Hem Chandra Ray : Dynast. Hist of N. India, ii. 992.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অপরাধ—[অপ+√রাধ্+ঘঞ্ ভা] ১ স্বকর্তব্যের ত্রুটিজন্য দোষ।—রঘু° ২. ৪৯। পর্যায়—১ আগ, ২ মন্তু॥ অম° শব্দ°॥ ২ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মজন্য দোষ।—রঘু° ১. ৬; মনু° ৮. ১২৬। অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতে ধর্মবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যাবলী অপরাধ, পাপ বা দোষ নামে অভিহিত। [পাপ দ্র°] ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রসমূহে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপ-রাধের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ অপরাধ-গুলি—নীতিধর্মবিরুদ্ধ কর্ম, অগম্যাগমন, চৌর্য-বৃত্তি, মিথ্যাকথন, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঋণদান, ব্রাহ্ম-ণের শূদ্রান্নগ্রহণ, নর, জীব, জন্তু প্রভৃতি হত্যা, অখাদ্য আহার এবং নৈতিক নিয়ম, সামা-জিক রীতি ও রাজনিয়মের ব্যতিক্রম প্রভৃতি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুসারে যে সমুদয় কর্ম গর্হিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অপরাধ বলিয়া গণ্য। হিন্দুদিগের পক্ষে গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপরাধ। বৈদিক যুগ হইতে শূদ্রের বেদ-শ্রবণ, বেদ-পাঠ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত অপরাধ করিলে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। [পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, দণ্ড দ্র°] অপরাধের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক অপরাধ করিলেই অপ-রাধীর প্রতি কোন না কোন দণ্ড প্রযুজ্য। তবে, শিশু ও উন্মত্ততারত দোষ অপরাধ বলিয়া স্বীকারযোগ্য নহে।—অত্রিস° ১৬৪, ১৭১; যাজ্ঞ-স° ১. ৩৬০; ২ অ° ৩ অ°; মনু° ৮. ১১৮-৯, ১৪৪, ৩৪০-৫০ দ্র°।

অপরান্ত, অপরান্তক—প্রাচীন পশ্চিম-ভারতীয় দেশ ও জাতিবি°। মহাভারতে (১° ২১৮ অ°; ৬. ৯. ৪৭) অপরান্তা। বর্তমান উত্তর-কোঙ্কন এবং মলবরদেশের কিয়দংশ লইয়া এই দেশ ছিল বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অপরান্তদেশের বিভিন্ন অবস্থান ও বিস্তৃতি বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ভারতের পশ্চিমদিক্‌স্থ প্রদেশ-হিসাবে অপরান্তদেশের নাম দেখা যায়।

মার্ক-পু°-(৫৭. ৪৯. ৫২) মতে অপরান্ত-দেশসমূহ—সূর্পারক (=শূর্পারক বা বর্তমান সোপারা), কালিবল, দুর্গ, আনীকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, স্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাসিক, উত্তরনর্মদ, ভীরুকচ্ছ, সমাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য ও আর্বুদ। ব্রহ্মপু°-(২৭. ৫৮) মতে অপরান্তদেশসমূহ —শূর্পারক, কালিন্দন, লোল ও তালকট। য়ুয়ন্ চোয়ঙের বর্ণনানুযায়ী সিন্ধু, পশ্চিম-রাজপুত্তানা, কচ্ছ, গুজরাত ও নর্মদা নদীর নিম্ন-তটের অংশ লইয়া গঠিত এই প্রদেশ ছিল।[১] রঘুবংশে (৪. ৫. ৫৩) এই দেশ মুরলার দক্ষিণে অবস্থিত; কালিদাস ইহাকে সহ্যাদ্রি-(পশ্চিমঘাট) পর্বতমালা হইতে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়াছেন। বৌদ্ধ সাসন-বংসে (PTS-সং, ১১) ইহা ইরাবতী নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। টলেমীর ভারত-বৃত্তান্তে উল্লিখিত আরিএক (Ariake) ও এই অপরান্ত অভিন্ন; আরিএক নর্মদাতীর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত।[২] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টস্বামী কোঙ্কন দেশের সহিতই ইহাকে অভিন্ন দেখাইয়াছেন (কোষাধ্য°, ২ অ°)।

ডক্টর ভাণ্ডারকরের মতে, বর্তমান উত্তর-কোঙ্কনই অপরান্তদেশ—শূর্পারক উহার রাজধানী ছিল।[৩] ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজীর সিদ্ধান্তানুসারে ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী দেশকে অপরান্তিক বা অপরান্তক বলা হইত এবং উহা মাহী নদী হইতে গোয়ার উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪] ডক্টর ফ্লীট এই দেশ উত্তর-গুজরাত, কাটিয়াবাড, কচ্ছ ও সিন্ধু লইয়া গঠিত ছিল বলিয়াছেন।[৫] ত্রিকূট বা ত্রিকূটক এই প্রদেশের একটী প্রধান নগর ছিল।[৬]

বঙ্গবীর বিজয়সিংহ বোম্বাইএর উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে অভিযানের সময় শূর্পারকে অবতরণ করিয়াছিলেন।[৭] তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির পরে সম্রাট্ অশোক যে সমুদয় দেশে বৌদ্ধ প্রচারক-সঙ্ঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে সকল দেশের মধ্যে অপরান্ত অন্যতম; অপরান্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখানে শাসনকার্যের জন্য তিনি ধর্ম-মহামাত্র ও ধর্মযুত নিয়োগ করিয়াছিলেন।[৮] এই দেশে তৎপ্রেরিত-(২৪৫ খ্রী-পূ°) প্রচারক-সঙ্ঘের নেতা ছিলেন যোনক ধর্মরক্ষিত।[৯] ধর্মরক্ষিত তথায় 'অগ্‌গিক্খন্ধোপমা সুত্ত' প্রচার করেন এবং ৩৭ হাজার নরনারীকে দীক্ষা দেন; প্রায় এক সহস্র পুরুষ ও তদধিক নারী সঙ্ঘে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।[১০] মহাবংসের অথকথা বংসত্থপকাসিনীতেও (কলোম্বো-সং, ৩১২) এই দেশে ধর্মসংগঠনোদ্দেশ্যে থের মহারক্ষিতের গমনের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধপ্রধান মোগ্‌গলিপুত্তও এখানে প্রচারক-সঙ্ঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন।[১১] কাহারও কাহারও মতে, বুদ্ধের সময়েই এই দেশের লোক বৌদ্ধধর্মের সহিত পরিচিত ছিল।[১২] রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা অপরগোদান মহাদেশ জয় করিবার পর ঐ মহাদেশের যে সমুদয় অধিবাসী তাঁহার সহিত জম্বুদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকে তাহারা অপরান্তদেশেই বাসস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া কথিত [অপরগোদান দ্র°]।

সাতকর্ণী বা সাতবাহন নৃপতিগণ সম্ভবতঃ খ্রী° ১ম শতকে অপরান্তদেশে রাজত্ব করিতেন।[১৩] সাতবাহন গোতমীপুত্র মহারাষ্ট্রে শক্তিসঞ্চয় করিয়া নানা দেশ জয় করিবার সময় এই দেশও জয় করিয়াছিলেন—রাণী-গোতমীর নাসিক লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।[১৪] খ্রী° ২য় শতকে রুদ্রদামন শক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হন এবং নানা দেশ জয় করিয়া মহাক্ষত্রপ হন; তিনি যে সমুদয় দেশ জয় করেন তন্মধ্যে অপরান্ত অন্যতম।[১৫] রুদ্রদামনের অধিকারে যে অপরান্তদেশ ছিল তাহা মাহী নদী হইতে দমনগঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, কারণ উত্তর-কোঙ্কন তখন অন্ধ্রদিগের অধিকারে ছিল।[১৬]

অপরান্তদেশের অধিবাসীদের রামায়ণে (কিষ্কি. ৪৩. ২৩) 'অপর' ও বায়ুপু° (৪৫. ১১৫) 'অপরীত' বলা হইয়াছে। তবে মার্ক-পু° (৫৭ অ°) ও মহাভারতে (৬. ৯. ৩৫৫ ; ৩. ২১৭. ৭৮৮৫-৬ ; ১২. ৪৯. ১৭৮০২) ইহার অধিবাসীদের নামও অপরান্ত। সাধারণতঃ পশ্চিম ভারতের সমুদয় জাতিকেই এই নামে অভিহিত করা হইত, কিন্তু মার্ক-পু° ও মহাভারতের ভীষ্মপর্বে প্রদত্ত জাতিদের তালিকায় এই নামে একটী জাতিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। মার্ক-পু°-বর্ণনানুসারে এই জাতি সিন্ধুসৌবীরদেশের উত্তরাংশের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়।[১৭]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অপরার্ক—'যাজ্ঞবল্ক্যধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ' নামক যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ভাষ্য-রচয়িতা নৃপতি-বি°।

১ Cun-AGI (notes), 690 দ্র°।

২ GDI, 9. টলেমী আরিএককে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—উহাদের মধ্যে দুইটী অংশ সমুদ্রতীরবর্তী ও দুইটী অংশ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। সমুদ্রতীরবর্তী অংশদ্বয়ে উত্তরাংশে থানা ও কোলাবা জেলা এবং দক্ষিণাংশে রত্নগিরি ও উত্তর-কন্নড় জেলা। অপর দুইটী অংশের উত্তরে গোদাবরী প্রবাহিত উত্তর-ভূভাগ ও উহার দক্ষিণাংশে বোম্বাই প্রদেশের যে স্থানে কন্নড়-ভাষাভাষীরা বাস করে সেই অংশ।

Periplus of the Erythroean Sea-এ যে আরিএকের উল্লেখ আছে তাহা ও অপরান্তদেশ এক নহে—উহা 'আরণ্যক' নামক প্রাচীন স্থান। Periplus-এর বর্ণনানুযায়ী প্রাচীন অপরান্ত বর্তমান কাম্বে উপসাগর হইতে আভীরের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৩ Sir R. G. Bhanderkar: Early Hist. of Dekkan, 23. দ্র° BG, i. pt-ii, 134 ; xiv. 319.

৪ IA, vii. 259, 263.

৫ IRAS, 1910, 427.

৬ BG, i. pt.-ii, 294 দ্র°।

৭ মহাব° ৬ অ° দ্র°।

৮ Dr. H. Raychaudhury: Political Hist. of Ancient India, 165. 177 ; BG, i. pt-ii, 143n, 146 ; xiii. 405, 407.

৯ মহাব° ১২. ৫ ; দীপব° ৮. ৭।

১০ মহাব° ১২. ৩৪-৬ ; সমন্ত° ১. ৬৭।

১১ BG, i. pt.-ii. 144 ; ix pt.-i, 447n. দ্র°।

১২ Dutt: Early Hist. of Buddhism, 190.

১৩ Political Hist. of Ancient India, 219

১৪ ঐ, 252 ; BG, i. pt.-i, 149 ; xvi. 187, 631.

১৫ ঐ, 267 ; ঐ, 160, 161.

১৬ BG, i. pt.-i, 36n.

১৭ Dr. B. C. Law: Geographical Essays, i, 138-9.

হার এই স্মৃতিগ্রন্থখানি 'অপরার্ক'স্মৃতি নামেও পরিচিত। উত্তরকোঙ্কন (অপরান্ত) রাজ অপরাদিত্য ও এই অপরার্ক অভিন্ন। [অপরাদিত্য (২য়) দ্র°]

অপরার্জুন– অণহিলবাড়ের বাঘেলরাজ বিশলদেবের একটি বিরুদ বা নাম [বিশলদেব দ্র°]।

অপরাশিবা–মহেশানের পত্নী। ইঁহার গর্ভে মনোজবের জন্ম হয়। [মহেশান দ্র°] –বিষ্ণুপু° ১.৮।

অপরি/ক্রম– [নঞ্‌ বহু°] সঙ্করাক্ষম, পরিক্রমারহিত। তু° অপরিস্কন্দ ॥ গোল্ড° ॥ ~গণিত–[নঞ্‌ তৎ] পরিগণনার অতীত বা উর্ধ্বে, বাক্যাতীত। ~চিত–[নঞ্‌-তৎ] বিণ, পরিচয়রহিত, অজ্ঞাতকুলশীল। ~চ্ছদ–[নঞ্‌ বহু°] বিণ, পরিচ্ছদবিহীন, সম্পত্তিবিহীন, দরিদ্র।–মনু° ৮. ৪০৫ ॥ গোল্ড° ॥ ~চ্ছিন্ন– ক্লী°, ১ অনাবৃত, মুক্ত। ২ বিরতিবিহীন। ৩ অপরিষ্কৃত, মলিন। ৪ সীমারহিত, অসীম। ~চ্ছেদ–[নঞ্‌-বহু°] বিণ, পরিচ্ছেদহীন, ইয়ত্তাশূন্য। ~জ্ঞাত–অজ্ঞাত, অজানিত। ~জ্ঞান–ক্লী°, ১ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। ২ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। ~জ্যানি–অবিনাশ।–ঐ-ব্রা° ৭ ২১। ~ণাম–[নঞ্‌ তৎ] বিকাররাহিত্য। ~পক্ক– [নঞ্‌ তৎ] বিণ, পরিপক্কহীন, অপূর্ণ। ২ অসিদ্ধ। ৩ কার্যাক্ষম। ~মাণ–[নঞ্‌ বহু°] বিণ, পরিমাণহীন। ২ অসীম। ৩ বিপুল, অসংখ্য। ~ম্লান–মদাসহাবৃক্ষ, আমলাগাছ, রক্তকো রাণ্টা, Globe amaranth, শা° Gomp-herena Globosa. ~বিষ্ট–[বৈদিক] বিণ, অব্যাপ্ত, বেষ্টনশূন্য। ~সর–[নঞ্‌ তৎ] ১ পরিসরের অভাব ২ প্রচারের অভাব। ৩ বিণ, বিস্তারশূন্য। ~সীম–[নঞ্‌ বহু°] পরিসীমাহীন। ~স্কন্দ–গতিশূন্য, জড়, অলড়। ~হার্য–[নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ পরিহারের অযোগ্য, অত্যাজ্য। ২ অবশ্যম্ভাবী। –গী° ২. ২৭। ~হৃত–অহিংসিত, হিংসার অযোগ্য।–ঋ° ১০. ৬৩. ৫।

অপরিগ্রহ–[নঞ্‌ বহু°] ১ পরিগ্রহাভাব, অস্বীকার, স্বীকারের অভাব। ২ (পাতঞ্জলে) পঞ্চবিধ যমের (সংযমের) একতম। ৩ আপৎকালেও ইচ্ছাপূর্বক দ্রব্য গ্রহণ না করা। –কূর্মপু° উ. ১১. ১৯। ৪ বিণ, যাহার পত্নী নাই, বিপত্নীক।–কুমার° ১. ৫৩। ৫ পরিজনহীন। ৬ পরিব্রাজক। ~া–বেশ্যাবি° [গণিকা দ্র°]।

অপরিমিত-ধারণী– তিব্বতীয় বৌদ্ধ তন্ত্রবি° [অপরিমিতায়ুঃ দ্র°]।

অপরিমিতায়ুঃ=অমিতায়ুঃ। তিব্বতীয় মহাযান-বৌদ্ধদিগের অমিতায়ুঃ-বুদ্ধের একটী বিশেষ অভিব্যঞ্জনা। ইঁহার তন্ত্র 'অপরিমিত-ধারণী'। 'অপরিমিতায়ুঃ-সূত্রে' ইঁহার ধ্যান ও সাধন আছে। চীন ও জাপানে অমিতায়ুঃ-বুদ্ধ অমিতাভরূপেই পূজিত হন। [অমিতায়ুঃ দ্র°]

[Alice Getty: Gods of Northern Buddhism, Oxf. 1928, 39-40; L. A. Waddell: Buddhism of Tibet, Lond. 1894, 348, 352, 444; Lasha and its Mysteries, Lond. 1905, 86, 214, 393; ERE. i. 386a; E. Schlagintweit: Buddhism in Tibet, Lond. 1868, 129.]

অপরিমিতায়ুঃ-সূত্র–মহাযান-(বিশেষতঃ তিব্বতীয়) তন্ত্রগ্রন্থবি°। ইহাতে অপরিমিতায়ুঃ, অর্থাৎ অমিতায়ুঃ-বুদ্ধের ধ্যান ও সাধন আছে [অপরিমিতায়ুঃ, অমিতায়ুঃ দ্র°]। বসুবন্ধু ২৪টী শ্লোকে অপরিমিতায়ুঃ-সূত্রের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন; তিনি 'অপরিমিতায়ুঃ-সূত্রোপদেশ' নামে ইহার একটী টীকাও রচনা করিয়াছিলেন [বসুবন্ধু দ্র°]। –ERE, xii. 596b.

অপরিস্রব–[জৈন°] সাধনবি°। ইহাদ্বারা কর্ম লাভ করা যায় [কর্ম দ্র°]। জৈনশাস্ত্রে বলা হইয়াছে–যে পরিমাণ 'অপরিস্রব' আছে সেই পরিমাণ 'অনাস্রব' বর্তমান, আবার অনাস্রবের পরিমাণানুযায়ী অপরিস্রবও আছে।–আচারাঙ্গসূত্র, ১. ৪. ২. ১। অনাস্রবদ্বারা 'আস্রব' লাভ হয় এবং আস্রবসাহায্যে 'কর্ম' আত্মায় সক্রিয় হয়।–SBE, xxii. 37 দ্র°।

অপরিহানিয় সুত্ত–যে ষড়্‌বিধ উপায় ধ্বংস হইতে রক্ষা করে সেগুলি এই সুত্তে বুদ্ধদেব জেতবনে প্রচার করেন।–অঙ্গু-নি° ৩. ৩১০, ৩ ২-৩০ই°।

অপরিহানি সুত্ত–যে সাতটী বস্তুর ক্ষয় হয় না সেগুলির কথা এই সুত্তে বলা হইয়াছে।–সং-নি° ৫. ৮৫, ৯৪।

অপরীত–বিণ, সকল দিকে যাহা ব্যাপ্ত নহে, অপ্রাপ্ত, অনভিগত। ২ উত্তর-দেশীয় জনপদবি°।–ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৪ অ° দ্র°।

অপরূপ– জনৈক ব্রহ্মবাদী ঋষি।–ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫. ৪৭।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়–নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম–৪ঠা শ্রাবণ ১২৮২ বঙ্গ°, মহেশপুর (নদীয়া); মৃত্যু–১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গ°। পিতা–বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা–৫।৬ বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন ও টালার পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ। ১৮৮৫ খ্রী° নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল ও পরে মেট্রোপোলিটন ইনস্টিটিউসনে ভর্তি হন। প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া পাঠ ত্যাগ করেন।

১৮৯২ খ্রী° কলিকাতা শ্যামপুকুরের একটী সখের থিয়েটারী আখড়ায় গতায়াত আরম্ভ; এই আখড়ার নায়ক মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের নিকট বাঙলা-রচনায় হাতেখড়ি–অতঃপর বাঙলা নাট্যরচনার সূচনা। মনীন্দ্রবাবুর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট গমন ও তদীয় অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজের) নিকট দীক্ষাগ্রহণ। প্রথমে 'প্রভাকর', অতঃপর 'প্রয়াস' পত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ আরম্ভ হয়। ছয় বর্ষ কাল 'হর্‌মিলার কোম্পানীতে চাকরী করিয়াছিলেন; এই সময় মাঝে মাঝে 'ইলিসিয়াম থিয়েটারে'র সখের দলে অভিনয় করিতেন। ২৫।২৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়।

১৩১১ বঙ্গ° 'মিনার্ভা থিয়েটারে' যোগ-

দান। ১৩১৬ বঙ্গ° 'বাণী থিয়েটার' খোলেন, কিন্তু তাহা তুলিয়া দিয়া পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারে আসেন। ১৩২১ বঙ্গ° রচিত 'রঙ্গিলা' নাটক প্রথম মিনার্ভা-মঞ্চে অভিনীত হয়। তদনন্তর মিনার্ভায় 'আহুতি', 'শুভদৃষ্টি' ও 'রামানুজ' অভিনীত। ১৩২৫ বঙ্গ° 'স্টার থিয়েটারে' যোগদান। দেড় বৎসর পরে স্টারের সত্ত্বাধিকারী গিরীন্দ্র মল্লিক মহাশয় স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিলে নিজেই উহা চালাইতে থাকেন; তখন স্বরচিত 'উর্বশী', 'ভমুখো-সাপ', 'রাখীবন্ধন', 'ছিন্নহার', 'বাসবদত্তা' ও 'অযোধ্যার বেগম' স্টার-মঞ্চে অভিনীত হয়। ইহার পর 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' স্টার থিয়েটার গ্রহণ করিলে প্রথমে ১৩৩০ বঙ্গ° ইঁহার 'কর্ণার্জুন' নাটক অভিনয় আরম্ভ হয়; ইহা একাদিক্রমে দুই শত রজনী সফলতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। অন্যান্য নাটক ও ইঁহাদ্বারা নাট্যে রূপান্তরিত গ্রন্থাদি—ইরানের রাণী, বন্দিনী, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, পুষ্পাদিত্য, ফুল্লরা, চণ্ডীদাস, মন্ত্রশক্তি, শকুন্তলা, শ্রীগৌরাঙ্গ, মগের মুলুক, পোষ্যপুত্র প্রভৃতি। উপন্যাস—ভদ্রা; আত্মজীবনী—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর।

ইঁহার নাট্যরচনা, নাটকের পরিকল্পনা ও চরিত্রবিশ্লেষণ-নৈপুণ্য বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। ইনি এক জন সুদক্ষ নট, নাট্য-পরিচালক ও অভিনয়-শিক্ষকও ছিলেন।

অপরোক্ষবৃত্তি—যাহার প্রকাশ্যভাবে অর্জন হয়। কামশাস্ত্রে (কামসূ° ৪. ১. ১০) যে ধনী, স্বাধীন ও অভিভাবকশূন্য যুবক প্রকাশ্যে অর্জন করে তাহাকে অপরোক্ষবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এরূপ যুবক 'কেবলার্থ' নায়কগণের মধ্যে প্রথম। অপরোক্ষবৃত্তি নায়ক গণিকার পক্ষে বাঞ্ছনীয়, কারণ অপরোক্ষবৃত্তি না হইয়া ধনী হইলে চৌর্যাদির আশঙ্কা থাকে—এজন্য এরূপ নায়ক গম্য হইলে গণিকা বিপদে পড়িতে পারে। [কেবলার্থ দ্র°]

অপরোক্ষানুভূতি—[দর্শন°] অনুভূতি বা উপলব্ধি দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষরূপ অনুভূতিকেই দর্শনশাস্ত্রে অপরোক্ষানুভূতি বলা হইয়াছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই অপরোক্ষানুভূতি বলা যায়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে চরম আত্মানুভূতি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারই প্রধানতঃ অপরোক্ষানুভূতি নামে উক্ত হইয়াছে। শব্দ-পরোক্ষবাদী বৈদান্তিকগণ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যজন্য আত্মার চরম অনুভূতিকেও প্রত্যক্ষাত্মক অনুভূতি বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মতে, যোগীর চরম সমাধির ফলে যে আত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মে, তাহা আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥'—যে অবস্থায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির, নিশ্চল, সমাহিত হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও যখন কোন প্রকার চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তির সম্যক্ নিরোধের অবস্থাতেই আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হয়, আত্মার নিরুপাধিক স্বরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, জ্ঞাতৃ-চৈতন্য ও জ্ঞেয়চৈতন্যের সর্বপ্রকার ব্যবধান তিরোহিত হয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়, স্বপ্রকাশ আত্মা আপনার পরিপূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যময় স্বরূপে বিরাজমান হন। এই অপরোক্ষানুভূতিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের পারমার্থিক অভেদ সম্যক্ প্রকটিত হয়।

যোগশাস্ত্রানুসারে এই চরম অপরোক্ষানুভূতি (অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার) ব্যতীত, বিশেষ বিশেষ ধারণা-ধ্যান-সমাধির অনুশীলনদ্বারা অন্যান্য প্রাকৃত তত্ত্বেরও অপরোক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়;—যথা, সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ রূপরসগন্ধাদি তন্মাত্রের সাক্ষাৎকার, বাহ্যবিষয়-সম্পর্করহিত ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ সাক্ষাৎকার, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের মূলীভূত অহঙ্কার-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার, অহঙ্কারের মূলীভূত মহত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। এসকলই লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞানের অতীত এবং দার্শনিক অনুমানের বিষয়; কিন্তু যোগাভ্যাসের ফলে অপরোক্ষানুভূতি গোচর হয়। পরন্তু, যোগীর যোগবিভূতির ফলে অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সর্বপ্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থানুভূতি, জন্মান্তরের অনুভূতি, স্বচিত্তের অব্যক্ত সংস্কারের অনুভূতি, পরচিত্তের চিন্তা বেদনা ইচ্ছা সংস্কার প্রভৃতির অনুভূতি, সূক্ষ্ম দূরস্থ ও ব্যবহিত বস্তুর সাক্ষাৎ দর্শন, কায়ব্যূহের বিজ্ঞান, দেবতাসিদ্ধ বিদ্যাধর প্রভৃতির দর্শন, বিশ্বপ্রপঞ্চের স্বরূপদর্শন ইত্যাদি। জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমানাদি লৌকিক প্রমাণজনিত নহে অথচ সাক্ষাৎ অনুভূতি; সুতরাং ইহাও আপেক্ষিকভাবে অপরোক্ষানুভূতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। অতএব অপরোক্ষানুভূতিরও স্তরভেদ স্বীকার্য। আত্মার অপরোক্ষানুভূতির তুলনায় এসব অনুভূতি অবশ্যই নিম্নস্তরের। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলেন যে, 'তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ'—এই সকল জ্ঞান ও শক্তি ব্যুত্থান বা সাধারণ অবস্থার দৃষ্টিতে সিদ্ধি বা অলৌকিক দিব্য জ্ঞানশক্ত্যাদিরূপে উচ্চ মর্যাদা লাভের যোগ্য হইলেও যথার্থ সমাধিসিদ্ধির দৃষ্টিতে উহা উপসর্গ-বিশেষ। কারণ ঐসমস্ত সিদ্ধি আত্মতত্ত্বের আবরণ বলিয়াই গণ্য। ঐরূপ কোন জ্ঞান বা শক্তিতে আসক্তি থাকিলেও আত্মার অপরোক্ষানুভূতি লাভের পথে ব্যাঘাত হয়।

ভক্তিশাস্ত্রে এবং সাধুভক্তগণের জীবনেও আত্মার বা ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানাপ্রকার অপরোক্ষানুভূতির কথা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে 'দিব্য চক্ষু' প্রদান করিয়া নিজের 'ঐশ্বরযোগ' ও 'বিশ্বরূপ' প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'দিব্যং দদামিতে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'—তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, আমার ঐশ্বর যোগ বা বিভূতি দর্শন কর। এই ভগবদ্‌বিভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ভগবৎকৃপালব্ধ দিব্য চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত। এই দিব্যচক্ষু

আত্মারই জ্ঞানদৃষ্টি, এবং জীবাত্মার এই জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে পরমাত্মার বিশ্ববিভূতি সাক্ষাৎভাবে প্রকটিত হয়। ইহা অপরোক্ষানুভূতি। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবম্বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥'—হে পরন্তপ অর্জুন! কেবল অনন্যা ভক্তি-দ্বারাই আমার এবম্বিধ বিশ্বরূপ তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাত হওয়া, দর্শন করা এবং ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া (ইহার সহিত ঐকাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হওয়া) সম্ভব হয়। এই দর্শন দেশ-কালের ঊর্ধ্বে। সমস্ত দেশ, সমস্ত কাল, দৈনিক ও কালিক সমস্ত সৃষ্টিস্থিতিসংহার, এই দর্শনে একস্বরূপে সাক্ষাৎ অনুভূত হয়। 'তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা। অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥'

যশোদাও শিশু কৃষ্ণের মুখবিবরে এই প্রকার বিশ্বরূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা উল্লিখিত আছে। এই প্রকার অপরোক্ষানুভূতির কথা অন্যান্য শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় এবং বর্তমান যুগের অনেক মহাপুরুষও এসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

অপরোক্ষের অনুভূতিকেও (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে) অপরোক্ষানুভূতি বলা হয়। 'অক্ষ' শব্দের অর্থ এখানে ইন্দ্রিয়। যাহা ইন্দ্রিয়ের পর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এমন পদার্থসমূহই পরোক্ষ। সুতরাং যে সমস্ত পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই 'অপরোক্ষ' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়। ইহাই 'অপরোক্ষ' শব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু উপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'তৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম।' 'অপরোক্ষাৎ' এই পদের অর্থ 'অপরোক্ষং।' উক্ত শ্রুতি অনুসারে বৈদান্তিকগণ বলিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই অপরোক্ষ বস্তু অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ। সেই স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মের যে মানস অনুভূতি, তাহা অপরোক্ষানুভূতি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম-দর্শিভিঃ॥'

যদ্দ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করা যায়; এই অর্থে পরা বিদ্যা অর্থাৎ অধ্যাত্ম-বিদ্যাকেও 'অপরোক্ষানুভূতি' বলা যায়, শ্রুতি বলিয়াছেন, 'অথপরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।' —মুণ্ড-উ। উক্তরূপ অর্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের প্রণীত গ্রন্থবিশেষের নামও 'অপরোক্ষানুভূতি।' উক্ত গ্রন্থের বিদ্যারণ্য-প্রণীত টীকার নাম 'অপরোক্ষানুভূতি-দীপিকা।' [অদ্বৈতবাদ দ্র°]।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

। গণিত—ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এসসি

,, জ্যোতির্ময় ঘোষ এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ, বি এল, পি আর এস

,, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

। জ্যোতির্বিজ্ঞান—ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম এ

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম এ

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিষতীর্থ

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

। পূর্তবিজ্ঞান—রায় শ্রীঅমরনাথ দাস বাহাদুর বি ই

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান—ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম ডি

,, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম বি

। ভূবিদ্যা—শ্রীশরৎলাল বিশ্বাস এম এসসি

। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব (Experimental Psychology)—

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি এসসি, এম বি

শিল্প ও ললিতকলা—

শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এম এ, পি আর এস, ডি লিট

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম এ

শ্রীনির্মলকুমার বসু এম এসসি

মৃৎশিল্প—শ্রীসত্যসুন্দর দেব

অভিনয় ও নাট্য—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম এ

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম এ

সিনেমা—শ্রীসতু সেনগুপ্ত

রেডিও—ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র ডি এসসি

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি এ

সঙ্গীত—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ

কৃষি—রায় শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর

বঙ্গ-সাহিত্য—

প্রাচীন যুগ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

মধ্যযুগ (বৈষ্ণব-সাহিত্য)—প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ

ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্ত এম এ, পিএইচ ডি

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বর্তমান যুগ—

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, পি আর এস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম এ, পি আর এস

বর্তমান কাব্য-সাহিত্য—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্রাদেশিক শব্দ, প্রবাদ ইত্যাদি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম এ

বিভিন্ন সাহিত্য—

সংস্কৃত-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পিএইচ ডি

শ্রীগুরুপদ হালদার বি এ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র—শ্রীসজনীকান্ত দাস বি এসসি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলমান-সাহিত্য—এ. এফ. এম. অবুল' অলি এম এ, এম আর এ এস,

এফ আর এস এল, এফ আর জি এস

খান বাহাদুর কে. এম. আসাদুল্লাহ্

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ, পিএইচ ডি

„ হিদায়েত হোসেন পিএইচ ডি

„ এনামল হক্ এম এ, পিএইচ ডি

উৎকল-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস এম এ

হিন্দী ও উর্দু—অধ্যাপক শ্রীরামনারায়ণ সিং সাহিত্যরত্ন

মারবাড়ী-সাহিত্য—শ্রীদুর্গাদাস যোশী

মৈথিল—পণ্ডিত বাবুয়াজি জ্যোতিষাচার্য

ইংরেজি-সাহিত্য—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, পিএইচ ডি

জর্মান-সাহিত্য—ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী এম এ, পিএইচ ডি

জৈন-সাহিত্য—শ্রীবাহাদুর সিং সিঙ্ঘী

শ্রীছোগমল চোপড়া বি এল

বৌদ্ধ-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

অসমীয়া-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ শর্মা এম এ

অর্থনীতি—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এসসি

ব্যবহার-শাস্ত্র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল

ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

অধ্যাপক শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল

রাজনীতি ও গভর্মেণ্ট—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ

চিকিৎসা—ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এম এ, এম বি, বি সি

„ ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম বি

„ প্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু এল এম এফ, এম বি

আয়ুর্বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

„ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ

„ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

নিয়মিতরূপে নির্দিষ্ট সময়ে বঙ্গীয় মহাকোষের সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হইবে। প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা থাকিবে। এইরূপ ২৪টী সংখ্যায় (৭৬৮ পৃষ্ঠায়) একটী খণ্ড হইবে। সর্বসমেত ২২ খণ্ডে (অন্যূন ১৬৮৯৬ পৃষ্ঠায়) সমগ্র 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পূর্ণ হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক বঙ্গীয় মহাকোষ মুদ্রিত হইবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২৲ টাকা ও সম্পূর্ণ বঙ্গীয় মহাকোষের (২২ খণ্ডের) মূল্য ২৬৭৲ টাকা। যাঁহারা নিম্নলিখিত নিয়মে গ্রাহক হইবেন, কেবল তাঁহারাই নির্দেশমত সুবিধাগুলি পাইবেন।

প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক (Founder-Subscriber)

যাহারা বঙ্গীয় মহাকোষের প্রকাশার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করিবেন তাঁহাদিগকে 'প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক' নামে অভিহিত করা হইবে। মাত্র আড়াই শত প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক লওয়া হইবে। তাঁহাদের নামের তালিকা বঙ্গীয় মহাকোষের শেষে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহকের জন্য দেয় অগ্রিম ৩৭৫৲ টাকা নির্দেশিত হইয়াছে।

অগ্রিম গ্রাহক (Pre-Publication Subscriber)

(ক) সমগ্র বঙ্গীয় মহাকোষের জন্য এককালে অগ্রিম দেয় ২২৫৲ টাকা
(খ) এক খণ্ড " " " ১১৲ টাকা

সাধারণ-গ্রাহক (Ordinary Subscriber)

প্রত্যেক সাধারণ গ্রাহককে অগ্রিম জমা-বাবদ এক টাকা দিতে হইবে। অতঃপর বঙ্গীয় মহাকোষের প্রতি সংখ্যা মুদ্রিত হইলে ॥০ আনা করিয়া দিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রাহককে ১ম সংখ্যা হইতে লইতে হইবে, আবশ্যক-মত কোন একটী নির্দিষ্ট সংখ্যা কাহাকেও দেওয়া হইবে না।

ডাক খরচ

প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহকগণকে ডাক-খরচ দিতে হইবে না। অন্য সকলকে স্বতন্ত্র ডাক-খরচ দিতে হইবে। গ্রাহকগণ ইচ্ছা করিলে পূর্বে ডাক-খরচ জমা দিতে পারেন। নতুবা ভিঃ-পিঃতে সংখ্যা পাঠান হইবে। অন্ততঃ ছয় সংখ্যার কম কাহাকেও ভিঃ-পিঃ পাঠান হয় না। কেহ ইচ্ছা করিলে কার্যালয় হইতে লইয়া যাইতে পারেন। টাকাকড়ি 'সম্পাদকীয় কার্যালয়ে' পাঠাইতে হইবে।

কাহারও ঠিকানা বা নাম বদলাইতে হইলে পূর্বে জানাইতে হইবে। যথাসময়ে না জানাইলে প্রেরিত সংখ্যার জন্য কার্যালয় দায়ী হইবে না।

বঙ্গীয় মহাকোষ প্রতি খণ্ড বাঁধাই মূল্য—এক টাকা স্বতন্ত্র।

সম্পাদকীয় কার্যালয়
বঙ্গীয় মহাকোষ
৬৬ গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা

প্রকাশ-কার্যালয়
ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট,
১৭০ মানিকতলা স্ট্রীট্

Published by Mr. Satis Chandra Seal M.A., B.L. Hony. General Secretary, **Indian Research Institute**
170 Maniktala Street, Calcutta and Printed by Mr. G. C. Sen, B. Com.
at the SREE BHARATEE PRESS, 170, Maniktala Street, Calcutta.